"বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।"

মোঃ কবিরুল ইসলাম
(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc
kabirul.dmc@gmail.com

বিশ্বকোষ

দশম ভাগ

নান্দীমুখ (পুং) নান্দ্যো বৃদ্ধ্যর্থং মুখং যস্য। ১ কূপাদি মুখ-বন্ধন। ২ বৃদ্ধিশ্রাদ্ধভোজী পিতৃগণ।

"নান্দীমুখং পিতৃগণং পূজয়েৎ প্রযতো গৃহী।" (বিষ্ণুপু°)

পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ ও বৃদ্ধপ্রমাতামহ এই ৬ জন বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ ভোজন করিয়া থাকেন। (গোভিলসূত্র)

নান্দীমুখ শ্রাদ্ধকে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ কহে, বৃদ্ধির জন্য এই শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়, এই জন্য ইহাকে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধও বলে। রঘুনন্দন আভ্যুদয়িক শব্দের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন।

"অভ্যুদয়ঃ ইষ্টলাভঃ বিবাহাদিঃ। তদর্থং শ্রাদ্ধং আভ্যুদয়িকং, তচ্চ ভূতভবিষ্যদ্ভেদেন দ্বিবিধং ভূতং পুত্রজন্মাদি ভবিষ্যদ্বিবাহাদিঃ।" (শ্রাদ্ধতত্ত্ব)

ইষ্টবস্তু লাভের নাম অভ্যুদয়, এই জন্য বিবাহাদিকে অভ্যুদয় কহে, এই অভ্যুদয় নিমিত্ত যে পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করা হয়, তাহার নাম আভ্যুদয়িক। এই আভ্যুদয়িক ভূত ও ভবিষ্যদ্ভেদে দুই প্রকার। অভ্যুদয় হইবে এই উদ্দেশে যে শ্রাদ্ধ করা হয়, তাহার নাম ভবিষ্যৎ, যথা বিবাহ প্রভৃতি। বিবাহাদি স্থলে বিবাহ হইবার আগে বিবাহ হইবে এই উদ্দেশে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান হইয়া থাকে, এইজন্য ইহাকে ভবিষ্যৎ বলা যায়। অভ্যুদয় হইলে পর যে শ্রাদ্ধ করা হয় তাহাকে ভূত কহে; যথা—পুত্রজন্মাদি।

যে দিন বিবাহ প্রভৃতি হইবে, আভ্যুদয়িককর্ত্তা তাহার পূর্ব্বদিন যথাবিধি সংযম করিয়া থাকিবেন, পরদিন যথাস্থানে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া নান্দীমুখ শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। নির্ণয়সিন্ধুতে এইরূপ লিখিত আছে।

পুত্র-কন্যার জন্ম, বিবাহ ও উপনয়ন, ইহাতে নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ করিতে হয় এবং দেবব্রত, গর্ভাধান, যজ্ঞ, পুংসবন, দেবতারাম-তড়াগাদি-প্রতিষ্ঠা, সকল উৎসব রাজ্যাভিষেক, বালান্নভোজন প্রভৃতিতে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ বিহিত হইয়াছে। এই সকল কার্য্য উপস্থিত হইলে নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ করিয়া ঐ সকল কার্য্য করিতে হইবে। বৃদ্ধিকার্য্য উপস্থিত হইলে বা তাহার সম্ভাবনায় ঐ সকল কার্য্যের বিঘ্নশান্তির জন্য নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। পিতৃগণ বংশধরগণের অভ্যুদয়বশতঃ এই শ্রাদ্ধ ভোজন করিয়া নিরতিশয় প্রীতি লাভ করিয়া থাকেন, এইজন্য ইহাকে নান্দীমুখশ্রাদ্ধ কহে। বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ উপস্থিত হইলে যাহারা ইহার অনুষ্ঠান না করে, তাহাদের কার্য্য নিষ্ফল ও হীন হয়। তাহা আসুরবিধি বলিয়া গণ্য।

"বৃদ্ধৌ ন তর্পিতা যে বৈ পিতরো গৃহমেধিভিঃ।
তদ্ধীনমফলং জ্ঞেয়মাসুরো বিধিরেব সঃ॥" (শাতাতপ°)

বোপদেব ও কালাদর্শ মতে নিম্নলিখিত কার্য্যে নান্দীমুখানুষ্ঠান বিধেয়। সীমন্ত, ব্রত, চূড়া, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, স্নান, গর্ভাধান, বিবাহ, যজ্ঞ, জলয়োৎপত্তি, প্রতিষ্ঠা, পুংসবন,

গৃহপ্রবেশ, পুত্রাদির মুখাবলোকন, আশ্রমস্বীকার, রাজ্যাভিষেক ও প্রথম ঋতুদর্শন এই সকল কার্য্যে নান্দীমুখশ্রাদ্ধ করিতে হইবে।*

"কন্যাপুত্রবিবাহেষু প্রবেশে নববেশ্মনঃ।
নামকর্ম্মণি বালানাং চূড়াকর্ম্মাদিকে তথা ॥
সীমন্তোন্নয়নে চৈব পুত্রাদিমুখদর্শনে।
নান্দীমুখং পিতৃগণং পূজয়েৎ প্রযতো গৃহী ॥" (শ্রাদ্ধতত্ত্ব)

পুত্র-কন্যার বিবাহ, নবগৃহপ্রবেশ, সীমন্তোন্নয়ন, পুত্রাদির মুখদর্শন, নামকরণ, চূড়াকর্ম্ম প্রভৃতি, অন্নপ্রাশন, পুত্রোৎপত্তি-নিমিত্তক পুংসবন, গর্ভাধান, দেবতা, বৃক্ষ ও জলাশয়াদিপ্রতিষ্ঠা, তীর্থযাত্রা ও বৃষোৎসর্গ, এই সকল কার্য্যে নান্দীমুখ বিধেয়। তীর্থযাত্রাস্থলে তীর্থযাত্রা করিবার পূর্ব্বে এবং তীর্থ হইতে প্রত্যাগত হইয়া পুনরায় বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিতে হইবে।

মৈথিলপণ্ডিতেরা বলেন—নিষ্ক্রমণ ও অন্নপ্রাশনে এই শ্রাদ্ধ করিতে হইবে না, কিন্তু ইহা যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ রাজমার্ত্তণ্ড প্রভৃতিতে লিখিত আছে—সুতোৎপত্তি, শ্রাদ্ধ ও অন্নপ্রাশনে এই শ্রাদ্ধ করিতে হইবে।

"নামকর্ম্মণি বালানাং চূড়াকর্ম্মাদিকে তথা।"

'ইত্যুক্তে নিষ্ক্রমান্নপ্রাশনয়োর্ন শ্রাদ্ধমিতি মৈথিলাঃ তন্ন পূর্ব্বোক্তবিরোধাৎ নানিষ্টে্তি বিরোধাৎ।'

"সুতোৎপত্তৌ তথা শ্রাদ্ধে অন্নপ্রাশনিকে তথা।"

ইতি রাজমার্ত্তণ্ডোক্তে (নির্ণয়সিন্ধু)

নান্দীমুখ শ্রাদ্ধে প্রথমে মাতা পরে পিতার শ্রাদ্ধ এবং তদনন্তর মাতামহের শ্রাদ্ধ করিবে। মাতা, পিতামহী, প্রপিতামহী, পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ ও বৃদ্ধ-প্রমাতামহ ইহাদের শ্রাদ্ধ করিতে হইবে।

"মাতৃশ্রাদ্ধন্তু পূর্ব্বং স্যাৎ পিতৃণাং তদনন্তরম্।
ততো মাতামহানাঞ্চ বৃদ্ধৌ শ্রাদ্ধত্রয়ং স্মৃতম্ ॥" (নির্ণয়সিন্ধু)

এই শ্রাদ্ধে বিশেষ এই, পূর্ব্বদিনে মাতৃশ্রাদ্ধ, কর্ম্মদিনে পিতৃশ্রাদ্ধ ও তৎপরদিনে মাতামহশ্রাদ্ধ করিতে হইবে। ইহাতে অশক্ত হইলে পূর্ব্বদিনে এবং তাহাতেও অশক্ত হইলে পূর্ব্বাহ্নে ইহা করিতে হইবে। মধ্যাহ্নকালে শ্রাদ্ধসকল বিহিত হইয়াছে, কিন্তু এই নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ পূর্ব্বাহ্ন সময়ে করিতে হইবে। কেবল পুত্রজন্মনিমিত্তক বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে এই নিয়ম নহে। কারণ কখন্ পুত্রজন্ম হইবে, যখন তাহার কিছুই নিশ্চয়তা নাই। তজ্জন্য এই শ্রাদ্ধ কালেরও কোন সময় নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না। যখন পুত্র হইবে, তখনই বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিতে হইবে। এই পুত্রোৎপত্তি ভিন্ন অন্য যে কোন কার্য্য পূর্ব্বাহ্নে নান্দীশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়া তাহার পর করিতে হইবে। আধানাঙ্গ নান্দীশ্রাদ্ধ অপরাহ্নকালে বিধেয়।

"মাতৃশ্রাদ্ধন্তু পূর্ব্বেদ্যুঃ কর্ম্মাহনি তু পৈতৃকম্।
মাতামহং চোত্তরেদ্যুর্ব্বৃদ্ধৌ শ্রাদ্ধত্রয়ং স্মৃতম্ ॥
অত্রাপ্যশক্তৌ স এব
পৃথক্ দিনেষ্বশক্তশ্চেদেকস্মিন্ পূর্ব্ববাসরে।
শ্রাদ্ধত্রয়ং প্রকুর্ব্বীত বৈশ্বদেবন্তু তান্ত্রিকম্ ॥
বৃদ্ধমনুরপি—
অলাভে ভিন্নকালানাং নান্দীশ্রাদ্ধত্রয়ং বুধঃ।
পূর্ব্বেদ্যুর্বৈ প্রকুর্ব্বীত পূর্ব্বাহ্নে মাতৃপূর্ব্বকম্ ॥
অত্রি—পূর্ব্বাহ্নে বৈ ভবেদ্বৃদ্ধির্বিনা জন্মনিমিত্তকম্।
পুত্রজন্মনি কুর্ব্বীত শ্রাদ্ধং তাৎকালিকং বুধঃ ॥
ইতি এতদনিয়তনিমিত্তপরং।
নিয়তেষু নিমিত্তেষু প্রাতর্বৃদ্ধিনিমিত্তকম্।
তেষামনিয়তত্বে তু তদানন্তর্য্যমিষ্যতে ॥
ইতি লৌগাক্ষিস্মৃতেঃ" (নির্ণয়সিন্ধু)

পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ জীবিত থাকিলে তদুদ্দেশে নান্দীশ্রাদ্ধ বিধেয় নহে, পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে, এই নান্দীশ্রাদ্ধে প্রথমে মাতৃশ্রাদ্ধ পরে পিতৃশ্রাদ্ধ ও তাহার পর মাতামহশ্রাদ্ধ করিতে হইবে, এই নান্দীমুখশ্রাদ্ধ মাতৃ প্রভৃতি তিন তিন করিয়া নবদৈবত্যশ্রাদ্ধ হইবে।

"অকৃত্বা মাতৃযাগং তু যঃ শ্রাদ্ধং পরিবেষয়েৎ।
তস্য ক্রোধসমাবিষ্টা হিংসামিচ্ছন্তি মাতরঃ ॥"

(নির্ণয়সিন্ধুধৃত শাতাতপ)

এই সকল বচনানুসারে পূর্ব্বে মাতৃশ্রাদ্ধ করিতে হইবে। তাহার পর পিতৃশ্রাদ্ধ ও পিতামহ শ্রাদ্ধ বিধেয়। কিন্তু সামবেদি-

---

* "অন্নপ্রাশনোপনয়নে বিবাহে পুত্রকন্যয়োঃ।
পিতৃন্নান্দীমুখান্নাম তর্পয়েদ্বিধিপূর্ব্বকম্।
দেবব্রতেষু চাধানযজ্ঞপুংসবনেষু চ।
নবান্নভোজনে স্নানে উঢ়ায়াং প্রথমার্ত্তবে।
দেবারামতড়াগাদিপ্রতিষ্ঠামহোৎসবেষু চ।
রাজ্যাভিষেকে বালান্নভোজনে বৃদ্ধিসংজ্ঞকান্।
যজ্ঞোদ্বাহপ্রতিষ্ঠাসু মেখলাবন্ধমোক্ষয়োঃ।
পুত্রজন্মবৃষোৎসর্গে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং সমাচরেৎ।

বোপদেবকালাদর্শৌ—সীমন্তব্রতচৌলনামকরণান্নপ্রাশনোপায়নস্নানাধান-বিবাহযজ্ঞতনয়োৎপত্তিপ্রতিষ্ঠাসু। পুংস্ত্ব্যাবসথপ্রবেশনস্বতাড়াগাবলোকাশ্রমস্বীকারক্ষিতিপাভিষেকদয়িতাভ্রতৌ চ নান্দীমুখম্।
আভ্যুদয়িকং কর্ম বৃদ্ধিপূর্ত্তেষু কর্ম্মসু।
পুংসঃ সবনসীমন্তলোকোপনয়নেষিহ।
বিবাহে চান্নলাভেষু প্রভৃতি শ্রৌতকর্ম্মণি।
ইহ: শ্রাদ্ধং প্রকুর্ব্বন্তি বিনা বৃদ্ধিনিমিত্তকম্।" (নির্ণয়সিন্ধু)

দিগের নান্দীশ্রাদ্ধে ষড়্দৈবত্য অর্থাৎ ৬ জনের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করিতে হইবে, যথা—পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ ও বৃদ্ধপ্রমাতামহ এই ৬ জনই শ্রাদ্ধীয় পিতৃগণ। প্রথমে মাতৃশ্রাদ্ধ করিতে হইবে, ইহাই লিখিত হইয়াছে, কিন্তু সামবেদিদিগের মাতৃপক্ষ না থাকায় প্রথমে পিতৃপক্ষ পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ, পরে মাতামহপক্ষ মাতামহ, প্রমাতামহ, ও বৃদ্ধপ্রমাতামহের শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। যজুঃ ও ঋগ্বেদিদিগের নবদৈবত্য, পিতৃ, মাতৃ ও পিতামহ পক্ষ জানিতে হইবে।

নান্দীশ্রাদ্ধে প্রতিমা বা পটে ষোড়শমাতৃকা অঙ্কিত করিয়া পূজা করিতে হয়। ষোড়শমাতৃকা পূজার পূর্ব্বে গণপতিপূজা করিতে হইবে। গৌরী, পদ্মা, শচী, মেধা, সাবিত্রী, বিজয়া, জয়া, দেবসেনা, স্বধা, স্বাহা, শান্তি, পুষ্টি, ধৃতি, তুষ্টি, আত্মদেবতা ও কুলদেবতা এই ১৬ জন কুলমাতৃকা বা ষোড়শমাতৃকা। ইহাদের পূজার পর গৃহভিত্তিতে ঘৃতদ্বারা ৫টী বা ৭টী বসুধারা দিতে হইবে, ইহা যেন নাতিনিম্ন ও নাত্যুচ্চ না হয়। পরে যথাবিহিত শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। (নির্ণয়সিন্ধু) শ্রাদ্ধতত্ত্বে ইহার ব্যবস্থাদির বিষয় লিখিত আছে।

[অন্যান্য বিবরণ ও শ্রাদ্ধপ্রয়োগ বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ শব্দে দেখ।]

নান্দীমুখী (স্ত্রী) নান্দ্যৈ বৃদ্ধ্যর্থং মুখং যস্যাঃ ঙীপ্। ১ সামগেতর বৃদ্ধিশ্রাদ্ধভোজি মাতৃগণ। (যজুর্ব্বেদীয় বৃদ্ধিশ্রাদ্ধপ°)

২ কুধান্যবিশেষ। (সুশ্রুত সূত্রস্থান ২৪ অ°)

৩ ছন্দোবিশেষ, এই ছন্দের প্রতি চরণে ১৪টী করিয়া অক্ষর থাকিবে, তাহার মধ্যে ৭।৮।১০।১১।১৩।১৪ বর্ণ গুরু, ইহা ভিন্নবর্ণ লঘু। লক্ষণ—

"স্বরভিদি যদি নে তৌ চ নান্দীমুখী গৌ।" (ছন্দোম°)

"সরসখগকুলালাপনান্দীমুখীয়ং
লহরিভুজলতা চারুফেনস্মিতশ্রীঃ।
মুররকলয়াসত্তিমাসাদ্য কিন্তে
প্রমুদিতহৃদয়া ভানুজা নৃত্যতীহ॥" (ছন্দোম°)

৪ অবন্তীনগরবাসিনী মুনিকন্যা। ইনি কৃষ্ণলীলা দর্শন জন্য ব্রজবাসিনী হইয়া পৌর্ণমাসী আশ্রমে বাস করিতেন।

(বৃন্দাবনলীলা° ভক্তমাল)

নান্দীবাদিন্ (ত্রি) নান্দীং বদতীতি নান্দী-বদ-ণিনি। ১ নান্দীশ্লোকপাঠকারী। ২ নান্দীবাদনশীল, ভেরীবাদনশীল। (ভরত)

নান্দীশ্রাদ্ধ (ক্লী) নান্দীনিমিত্তং নান্দ্যর্থং বা শ্রাদ্ধম্। নান্দীমুখশ্রাদ্ধ, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ। [নান্দীমুখ দেখ।]

নান্দের, দাক্ষিণাত্যে আহ্মদনগরের ২০ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। এখানে অকবরের রাজত্বকালে আহ্মদনগরের শাসনকর্তা খানখানানের পুত্র মির্জা এরিচের সহিত, কুতবশাহী ও আদিলশাহী রাজ্যের অন্তর্গত যাবতীয় রাজ্যের শাসনকর্তা মালিক অম্বরের এক ভয়ানক যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে মালিক অম্বর পরাজিত হন।

নান্নুর, বীরভূম জেলায় সিউড়ী হইতে ১২ ক্রোশ পূর্ব্বে স্থিত একটী গ্রাম। এখানে কবি চণ্ডীদাস জন্মগ্রহণ করেন।

[চণ্ডীদাস দেখ।]

নান্যদেব, নেপালের কর্ণাটকবংশীয় প্রথম রাজা। ইনি জয়দেবমল্ল ও আনন্দমল্লকে পরাজিত করিয়া নেপালে যাবতীয় রাজ্য অধিকার করিয়া লয়েন। ইনি ভাটগাঁও নামক স্থানে ৫০ বৎসর রাজত্ব করেন।

নাপিত (পুং) ন আপ্নোতি সরলতামিতি ন-আপ-তন্ ইট্ চ (নঞ্যাপইট্ চ। উণ্ ৩৮৭।) সঙ্করজাতিবিশেষ।

কুবেরীপুরুষ হইতে পট্টিকারীস্ত্রীর গর্ভে এই জাতির উৎপত্তি।

"কুবেরিণঃ পট্টিকার্য্যাং নাপিতঃ সমজায়ত।" (পরশুরাম)

পরাশরপদ্ধতিতেও এইমত সমর্থিত হইয়াছে। কিন্তু বিবাদার্ণবসেতুর মতে এই জাতি ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ও শূদ্রার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

"আর্দ্ধিকঃ কুলমিত্রঞ্চ গোপালো দাসনাপিতৌ।
এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ॥"(মনু ৪।২৫৩)

শূদ্রের মধ্যে নাপিতাদি ভোজ্যান্ন। গোপ ও নাপিত ইহারা সৎশূদ্র মধ্যে পরিগণিত। পরাশরপদ্ধতিতে আরও একটী বচন দেখিতে পাওয়া যায়—

"শূদ্রকন্যাসমুৎপন্নো ব্রাহ্মণেন তু সংস্কৃতঃ।
সংস্কৃতস্তু ভবেদ্দাসোহপ্যসংস্কারৈস্তু নাপিতঃ॥" (পরাশর)

ব্রাহ্মণ হইতে শূদ্রকন্যার গর্ভজাত সন্তান যদি ব্রাহ্মণ কর্তৃক সংস্কৃত না হয়, তাহা হইলে তাহাকে নাপিত এবং সংস্কৃত পুত্রকে দাস কহে। ইহার পর্য্যায়—ক্ষুরী, মুণ্ডী, দিবাকীর্ত্তি, অন্ত্যাবসায়ী, ক্ষৌরী, বাৎসীসুত, নখকুট্ট, গ্রামণী, চণ্ডিল, মুণ্ড, ভাণ্ডপুট। (অমর, শব্দর° জটা°)

নাপিতজাতি মানবদিগের মধ্যে ধূর্ত্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ।

"নরাণাং নাপিতো ধূর্ত্তঃ পক্ষিণাঞ্চৈব বায়সঃ।
দংষ্ট্রিণাঞ্চ শৃগালস্তু শ্বেতভিক্ষুস্তপস্বিনাম্॥" (পঞ্চতন্ত্র ৩।৭৩)

ক্ষৌরকার্য্যই এই জাতির উপজীবিকা। অশৌচান্তে ইহারা ক্ষৌরকার্য্য করিলে শুদ্ধি হয়। তন্ত্রমতে ইহাদের স্ত্রী কুলনায়িকা হইতে পারে।

"নটী কাপালিনী বেশ্যা রজকী নাপিতাঙ্গনা।" (তন্ত্রসার)

বৃহৎসংহিতায় লিখিত আছে, রত্নানক্ষত্রে শনি থাকিলে নাপিতের অমঙ্গল হয়। (বৃহৎস° ১০।৯)

নাপিত জাতি কৃত্তিকানক্ষত্রের অধীন। (বৃহৎস° ১৫।১)

বাঙ্গালার নাপিত জাতি সাধারণতঃ ষোলভাগে বিভক্ত—আনরপুরিয়া, বামনবেনে, বারেন্দ্র, উত্তররাঢ়ী, দক্ষিণরাঢ়ী, পশ্চিমরাঢ়ী, মামুদাবাজী, সপ্তগ্রামী, সাতঘরিয়া, খোট্টা, নোয়াখালির 'ভুলুয়ানাপিত,' সন্দীপা নাপিত, ২৪ পরগণার হালদার পরামাণিক, কোলিয়া পরামাণিক, হাঁসদহা-পরামাণিক ও মুজ্-গঞ্জী পরামাণিক। ইহাদের মধ্যে উত্তররাঢ়ীরা আপনাদিগকে, দক্ষিণ ও পশ্চিমরাঢ়ী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করে। যেহেতু তাহারা বলে যে, তাহাদের কোন পূর্ব্বপুরুষ ক্ষৌরকার্য্যে এরূপ দক্ষ ছিলেন যে, নদীয়ার কোন রাজাকে নিদ্রিতাবস্থায় ক্ষৌর করিতেন। রাজা সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে অনেক জমিজমা দান করিয়া এই আদেশ করেন যে, তিনি অথবা তাঁহার বংশধরগণ কখনও কোন হীনজাতির স্ত্রী বা পুরুষের পদনখে হস্ত দিতে পারিবেন না। রাঢ়ীদিগের মধ্যে আবার কুলীন ও মৌলিক আছে, কিন্তু পরস্পরের মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধে কোন বাধা নাই। আনরপুরিয়া নাপিতেরা জাতীয় ব্যবসা না, করিয়া বাণিজ্য, চিকিৎসা প্রভৃতি দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করে। অনেকে নাএব ও মুহুরীর কার্য্যও করিয়া থাকে। সগোত্রে বিবাহ দোষাবহ হইলেও এই নিয়ম সকলে প্রতিপালন করে না। ৬ হইতে ১০ বর্ষ বয়সের মধ্যে ইহাদের কন্যাদিগের বিবাহ হইয়া থাকে। ঘটকে প্রথমতঃ বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করে, পরে বরপক্ষীয় একজন বা অধিক লোক কন্যার বাটী যাইয়া কন্যা দেখিয়া বিবাহের কন্যাপণ স্থির করিয়া আইসে। এই পণ সাধারণত ১০০ টাকার কম হয় না, সময় সময় ২০০ হইতে ২৫০ টাকা পর্য্যন্তও হয়। কন্যাপক্ষীয়েরাও ঐরূপ বর দেখিয়া যায় ও এই সময় পাণ, সুপারি, মৎস্য, দুগ্ধ ও অন্যান্য দ্রব্য পরস্পর আদানপ্রদান করে। পাণ-দানের পর, বরপক্ষীয়েরা কন্যাকে ও কন্যাপক্ষীয়েরা বরকে টাকা, গহনা প্রভৃতি উপহার দিয়া আশীর্ব্বাদ করে। তৎপরে বিবাহের দিন ধার্য্য হয় ও পণের টাকার কতকাংশ অগ্রিম দেওয়া হয়। বিবাহের দুই দিবস অগ্রে বর ও কন্যা-পক্ষীয় কোন লোক পিতৃপুরুষের সন্তোষের জন্য নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ করে। পরদিবসে অধিবাস হয়। বরকে তৈল ও হরিদ্রা মাখাইয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করায় এবং এক সধবা স্ত্রী কুলায় প্রদীপ প্রভৃতি হিন্দু-শাস্ত্রোক্ত উপকরণদ্রব্যাদি রাখিয়া বরকে বরণ করে।

বিবাহের দিন বরকে সাতবার তৈল ও হরিদ্রা মাখাইয়া স্নান ও নূতন পট্টবস্ত্র পরিধান করায়। সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে বর গাড়ী বা পাল্কীতে উঠিয়া বিবাহ করিতে যায় ও বাজনা বাজিতে থাকে। কন্যাপক্ষীয় স্ত্রীলোকেরা তাহাকে সমাদরপূর্ব্বক গ্রহণ করে ও পূর্ব্বোক্ত কুলায় তাহাকে সাতবার বরণ করে ও উলু দিতে থাকে। তৎপরে পট্টবস্ত্রপরিধানা কন্যা ও বর সভাস্থলে উপস্থিত হইলে, পুরোহিত মন্ত্রপাঠ করাইয়া তাহা-দিগের বিবাহ দেন। বর, কন্যা ও কন্যার পিতা পুরোহিতোক্ত মন্ত্রপাঠ করিয়া থাকে। তদনন্তর কন্যার হস্ত বরের হস্তের উপর স্থাপন করে এবং সর্ব্বশেষে গৌরবচন পাঠ করিলে বিবাহকার্য্য সম্পূর্ণ হয়। বিবাহের পর বর ও কন্যা হিন্দু-প্রথামত বাসরঘরে নীত হয় ও তথায় প্রথামত হাস্যপরিহাস প্রভৃতি হয়। পরদিবস জাঁকজমকের সহিত কন্যাকে বরের বাটীতে লইয়া যায়। কন্যা সাধারণতঃ এক সপ্তাহ স্বামীর বাটী থাকিয়া পিতৃভবনে প্রত্যাগমন করে।

নাপিতদিগের মধ্যে বহুবিবাহপ্রথা প্রচলিত আছে। কিন্তু সাধারণতঃ ইহারা এক বিবাহেই সন্তুষ্ট থাকে। ইহাদের স্ত্রী যদি অসচ্চরিত্রা হয়, তবে পঞ্চায়তেরা স্ত্রী ও স্বামী উভয়কে ডাকিয়া বিচার করে ও যদি স্ত্রীর অসচ্চরিত্রতা প্রমাণ না হয়, তাহা হইলে স্বামী ঐ স্ত্রীকে আশ্রয় দিতে বাধ্য হন ও এক-ঘরিয়া হইয়া থাকে।

নাপিতদিগের মধ্যে বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যাই অধিক, শাক্ত এবং শৈবও দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অতি অল্প। ব্রাহ্মণেরা ইহাদের পৌরোহিত্য করিয়া থাকে। ইহারা মৃতদেহ লইয়া গিয়া দাহ করে এবং মৃত্যুর দিবস হইতে ত্রিংশদিবসে মৃতের শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে।

পরাশরমতে, ইহারা নবশাখজাতির মধ্যে গণ্য। ব্রাহ্মণেরা ইহাদের জলপান করিয়া থাকেন। ইহাদের খাদ্য মান্য হিন্দুদিগের খাদ্যসদৃশ। বৈষ্ণব নাপিতেরা মাংস ভক্ষণ করে না, কিন্তু গাজর, বাঘার প্রভৃতি কয়েকপ্রকার মৎস্য ভিন্ন অন্য সর্ব্বপ্রকার মৎস্য আহার করে। অনেকে কেবলমাত্র শাক-সবজি ভক্ষণ করে। শাক্তেরা দেবোদ্দেশে নিবেদিত ছাগ ও ভেড়ার মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে। মদ্যপানসম্বন্ধে বিশেষ কোন নিষেধ নাই।

তাহারা সর্ব্বত্রই পুরুষানুক্রমে ক্ষৌরকার্য্য করে এবং ঐ কার্য্য জন্য তাহারা প্রায়ই নিষ্কর জমি পাইয়া থাকে। বড় বড় সহরে তাহারা নগদ পয়সা উপার্জ্জন করে।

হিন্দুদিগের যাবতীয় শুভকার্য্যে নাপিতের উপস্থিত থাকা আবশ্যক। হিন্দুস্ত্রীরা প্রসূত হইলে অথবা কোন হিন্দুর কোন প্রকার অশৌচ হইলে, নাপিতেরা নখ আঁচড়াইয়া বা কাটিয়া না দিলে প্রসূতি শুদ্ধ হয় না। প্রধানতঃ সপ্তগ্রামী নাপিতদিগের স্ত্রীলোকেরা হিন্দু স্ত্রীলোকদিগের ক্ষৌরকার্য্য সম্পন্ন করে।

নাপিতেরা কেহ কেহ অস্ত্রচিকিৎসা করিয়া থাকে। কেহ স্ফোটক অস্ত্র করে, বসন্ত হইলে টীকা দেয় এবং যাবতীয় উপদংশ

বা অন্যপ্রকার ক্ষতের চিকিৎসা করিয়া থাকে। তাহারা চিকিৎসা শিক্ষার জন্য কবিরাজের নিকট থাকে। বসন্তটীকা নামক একখানি গ্রন্থ তাহাদের চিকিৎসা গ্রন্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করে, কিন্তু প্রায় কেহই উহা পাঠ করে না।

যাহারা কবিরাজী করে, তাহারা অনেক সময় প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করে। পল্লীগ্রামে তাহাদের অত্যন্ত প্রভুত্ব। কেহ কেহ ব্যবসা করে। আবার আজকাল ইংরাজী শিক্ষার গুণে দুই একজন চাকরীও করিতেছে।

নাপিতদিগকে কোন ইতর জাতির বাটীতে হলচালনা বা তদ্রূপ অন্য কোন কার্য্য করিতে দেখা যায় না। পূর্ব্ব-বাঙ্গলায়, তাহারা অপর সৎশূদ্রের ন্যায় মুসলমান ও য়ুরোপীয়-দিগকেও ক্ষৌরি করিয়া থাকে। কিন্তু চণ্ডাল, ভূঁইমালী প্রভৃতি জাতির ক্ষৌরকার্য্য স্বীকার করে না। ইহারা শুঁড়িদিগের ক্ষৌরকার্য্য করে বটে, কিন্তু নখ কাটে না।

নাপিতদিগের জাতীয় একতা বেশ আছে। কেহ কোন নাপিতের অনিষ্ট করিলে বা তাহাকে রূঢ়-কথা বলিলে তাহারা তৎক্ষণাৎ দলবদ্ধ হয় ও অনিষ্টকারীর ক্ষৌরকার্য্য বন্ধ করে। সুতরাং মিষ্ট কথা বা অর্থ দ্বারা আবার তাহাদের ক্রোধ শান্ত করিতে হয়।

নাপিত যেমন লোকের ঘরের কথা জানিতে পারে, এরূপ আর কেহ পারে না। কারণ তাহারা প্রত্যেকের বাটীর ভিতর পর্য্যন্ত যাইয়া থাকে।

পূর্ব্ববঙ্গে নাপিত জাতির মধ্যে নর্ত্তক নামক এক শ্রেণী আছে। ডাক্তার ওয়াইজ্ তাহাদিগকে হিন্দুস্থানের ব্রাহ্মণ-কথক বলিয়া মনে করেন। কেহ কেহ তাহাদিগকে 'নূরি' শ্রেণীভুক্ত করিয়া থাকেন। আধুনিক নর্ত্তকেরা বলে যে, ভরদ্বাজ মুনির ঔরসে ও এক নর্ত্তকীকন্যার গর্ভে তাহাদের উৎপত্তি। হিন্দুস্থানে উক্ত কথকেরা অদ্যাপিও উপবীত ধারণ ও শূদ্রদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকে। বিক্রমপুরের নড়-শ্রেণীরা ইন্দ্রকর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত এক নর্ত্তকীগর্ভ হইতে উৎপন্ন বলিয়া থাকে। এই নড়দিগের সংখ্যা অতি অল্প বলিয়া নীচ জাতি মধ্যে বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়াছে ও সেই জন্য উপবীত পরিত্যাগ করিয়াছে। ইহাদের ভরদ্বাজ গোত্র, উপাধি—নন্দি, ভক্ত ইত্যাদি। ইহারাও পূর্ব্বোক্ত নাপিতদিগের ন্যায় ত্রিংশদ্দিবসে শ্রাদ্ধ করিয়া থাকে এবং দেবল ব্রাহ্মণেরা ইহাদের পৌরোহিত্য করে। ইহারা চণ্ডাল, ভূঁইমালী প্রভৃতি নীচ-জাতি ব্যতীত সর্ব্বজাতির বাটী নাচিয়া থাকে। ইহারা শৈশবে নৃত্য শিক্ষা করে, পরে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গান শিক্ষা করিয়া মসলমান নর্ত্তকীদিগের সহিত গান-বাজনা করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করে। যাহারা উহা না পারে, তাহারা কৃষিকার্য্য করে অথবা দোকানদার হয়। নড়শ্রেণী তাহাদের বাজাইবার যন্ত্রকে অত্যন্ত ভক্তি ও মান্য করে। শ্রীপঞ্চমীর দিন পূজা শেষ না হইলে, তাহারা যন্ত্র বাজায় না। ইহাদের স্ত্রীলোকেরা সাধারণ সমক্ষে গান বাজনা না করিলেও ইহাদের জাতীয় বিবাহ উপলক্ষে সাধারণ সমক্ষে গান-বাজনা করিতে সঙ্কুচিত হয় না। ইহাদের মধ্যে যাহারা মুসলমান বাইজীদিগের সঙ্গত-ক্রিয়া সম্পন্ন করে, তাহারা সময় সময় উক্ত মুসলমান বাইজীকে বিবাহ করিয়া জাতিভ্রষ্ট হয়।

আরও অনেক স্থানে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নাপিতসম্প্রদায় আছে।

[নট দেখ।]

বাঙ্গালায় নাপিতদিগের মধ্যে এইরূপ উপাধি দৃষ্ট হয়—বারিক, ভাণ্ডারী, বৈদ্য, চন্দ্রবৈদ্য, দাস, ক্ষৌরকার, খান, নর-সুন্দর, নন্দি, পরামাণিক, শীল, বিশ্বাস, জোয়ারদার, মজুমদার, মণ্ডল, সরকার, শাহা, শিকদার ইত্যাদি।

মামুদাবাজী ও কোন কোন শ্রেণীর নাপিত মধ্যে—আল-ম্যান, কানাইমদন, কাশ্যপ, গর্গঋষি, দৈবকী, মৌদগল্য, মহানন্দ্য, রাম, রাঘব, রাজিব, শাণ্ডিল্য ও শিবগোত্র পাওয়া যায়।

নাপিতশালা (স্ত্রী) নাপিতস্য শালা। ক্ষৌরগৃহ। (ত্রিকাণ্ড°)

নাভ (স্ত্রী) নভ-ণিচ্-ক্বিপ্। আকাশের বাধিকা, চন্দ্রের দীপ্তি।

"চতস্রো নাভো নিহিতা।" (ঋক্ ৯।৭৪।৬)

'নাভো নভসো বাধিকাঃ সোমস্য দীপ্তয়ঃ কলাঃ।' (সায়ণ)

নাভ (পুং) সূর্য্যবংশীয় নৃপভেদ। মহারাজ শ্রুতের পুত্র ভগীরথ, ভগীরথপুত্র নাভ। (ভাগ° ৯।৯।১৩)

নাভক (ক্লী) নভ-ধুল্। বনতিক্ত বৃক্ষ। (শব্দার্থচি°)

নাভস (পুং) বৃহজ্জাতকোক্ত লগ্ন ও তত্তদ্ স্থানভেদস্থিত গ্রহভেদ দ্বারা যোগভেদ। লগ্ন প্রভৃতি স্থানে গ্রহবিশেষ থাকিলে এই যোগ হয়। বৃহজ্জাতকে এই বিষয় বিস্তৃতরূপে লিখিত আছে। ২ উৎপাতবিশেষ।

"ভৌমং চরস্থিরভবং তচ্ছান্তিভিরাহতং শমমুপৈতি।
নাভসমুপৈতি মৃদুতাং শাম্যতি নো দিব্যমিত্যেকে।"

(বৃহৎস° ৪৬।৫)

প্রকৃতির অন্যথাঘটনই উৎপাত। মনুষ্যদিগের অহিতা-চরণ দ্বারা পাপসঞ্চয় হেতু উপসর্গ হয়। দেবগণ মনুষ্যদিগের অপব্যবহারে বিরক্ত হইয়া উৎপাত সকলের সৃষ্টি করিয়াছেন।

উৎপাত তিনপ্রকার—দিব্য, আন্তরীক্ষ (নাভস) ও ভৌম। গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতির উৎপাত দিব্য ও গন্ধর্ব্বপুর, ইন্দ্রধনু প্রভৃতি আন্তরীক্ষ উৎপাত। কাহারও কাহারও মতে আন্তরীক্ষ উৎপাত শান্তিদ্বারা মৃদুতা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু দিব্য উৎপাত

কখনই উপশমিত হয় না। উৎপাত লক্ষণ জানা যাইলে রাজার প্রতিবিধান কর্ত্তব্য। (বৃহস° ৪৬ অ°)

নাভা, পঞ্জাব গবর্মেণ্টের অধীন শতদ্রুনদীতীরস্থ একটী দেশীয় রাজ্য। অক্ষা° ৩০° ১৭´ হইতে ৩০° ৪০ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫° ৫০´ হইতে ৭৬° ২০´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ইহার পরিমাণ ৯২৪ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা হিন্দু ৮৩৮০, মুসলমান ৬১৬৯, খৃষ্টান ৭, জৈন ২৩১, শিখ ২২১৮, সর্ব্বসমেত ১৭১০৮। বর্ত্তমান রাজবংশ, সিন্ধুদেশীয় জাটবংশ-সম্ভূত ফুলের প্রথম পুত্র তিলক হইতে উৎপন্ন। এই তিলক নাভা-রাজ্যে একটী গ্রাম সংস্থাপন করেন। ঝিন্দের রাজা এই একই বংশ জাত এবং পাতিয়ালার রাজা কুলের দ্বিতীয় পুত্র রাম হইতে উৎপন্ন। প্রাগুক্ত তিনটী বংশই এইজন্য 'ফুলকীয়ান' বংশ বলিয়া খ্যাত। পঞ্জাবের গৌরবসূর্য্য রণজিৎসিংহ যমুনার উত্তরাংশে আপনার অক্ষুণ্ণ রাজ্যবিস্তারে প্রয়াসী হইলে, নাভার রাজা ইংরাজদিগের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হন। তদনুসারে ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে মে মাসে উক্ত রাজ্য বৃটীশ শাসনাধীন হয়। বৃটীশ গবর্মেণ্টের একান্ত অনুরক্ত রাজা যশোবন্তসিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র রাজা দেবেন্দ্রসিংহ তৎপদে অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু তিনি শিখযুদ্ধের সময় ইংরাজদিগের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন, এই বিশ্বাসে তাঁহাকে বার্ষিক ৫০০০০৲ বৃত্তি দিয়া পদচ্যুত করা হয় ও তাঁহার পুত্র ভরপুরসিং তাঁহার সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। ইনি ইংরাজদিগের অতি বিশ্বস্ত ছিলেন ও সিপাহীবিদ্রোহকালে ইংরাজ গবর্মেণ্টকে খাদ্য ও সৈন্যসাহায্য দ্বারা উপকৃত করেন। সেইজন্য পুরস্কারস্বরূপ জাজহার রাজ্য প্রাপ্ত হন। উহার বার্ষিক আয় ১০৬০০০৲ টাকা। তৎপরে জাজপুর জেলার অন্তর্গত কানোদ ও বড়বানা পরগণার কতকাংশ ৯৫০৫০০৲ টাকা নজর দিয়া গবর্মেণ্টের নিকট গ্রহণ করেন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পর তাঁহার ভ্রাতা ভগবানসিং রাজা হন, কিন্তু তিনি ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করায়, ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ৫ই মে তারিখের সনন্দের মর্ম্মানুসারে, ঝিন্দের জায়গীরদার (বর্ত্তমান) হীরাসিং রাজপদে নির্ব্বাচিত হন। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন।

নাভা রাজ্যে চিনি, যব, গম, তুলা এবং তামাক উৎপন্ন হয়।

নাভাক (পুং) ঋষিভেদ। "নাভাকস্য প্রশস্তিভিঃ।" (ঋক্ ৮।৪১।২) 'নাভাকস্য ঋষেঃ' (সায়ণ)

নাভাগ (পুং) ১ বৈবস্বত মনুর পুত্রভেদ। (হরিবংশ ১০ অ°) ২ সূর্য্যবংশীয় যযাতি রাজার পুত্র। ইহার পুত্রের নাম অজ। (রামা° ১।৭১ অ°) ২ ভগীরথনন্দন শ্রুতের পুত্র। (হরিবংশ ১৫ অ°, বিষ্ণুপু°।) মৎস্যপুরাণে ইনি ভগীরথপুত্র বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন।

নাভাগ, মহারাজ দিষ্টের পুত্র। ইঁহার বিষয় মার্কণ্ডেয়পুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—করূষের সাত পুত্র। ইহারা সকলেই কারূষ নামে খ্যাত। ইহাদের মধ্যে দিষ্টের পুত্র নাভাগ। ইনি প্রথম যৌবনে পদার্পণ করিয়াই অতীব সুমনোহরা এক বৈশ্যতনয়াকে দর্শন করেন। তাহাকে দেখিয়াই অতিশয় কামমোহিত হন। অনন্তর তিনি সেই কন্যার পিতার নিকট গমন করিয়া ঐ কন্যাকে প্রার্থনা করিলেন। কন্যার পিতা করজোড়ে কহিলেন, আপনারা রাজা, আমরা ভৃত্য, বিশেষতঃ আপনারা বরদাতা, আমরা কখনই আপনাদের সমকক্ষ নহি। যদি আপনার এই কন্যার পাণিগ্রহণে নিতান্ত অভিলাষ হইয়া থাকে, তাহা হইলে আপনার পিতার অনুমতি লইয়া বিবাহ করিতে পারেন। তাহাতে নাভাগ কহিলেন, গুরুজনসমীপে ঈদৃশ মন্মথবিষয় বাক্যকরা সর্ব্বদা যুক্তিবিরুদ্ধ। ইহাতে সেই কন্যার পিতা কহিলেন, আপনার বলিতে লজ্জা বোধ হইলে আমি নিবেদন করিতেছি। কন্যার পিতা এই কথা বলিয়া মহারাজ দিষ্টের নিকট এই বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। দিষ্ট পুত্রের এই অভিলাষ জানিয়া ঋষিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া ঋষিগণদ্বারা পুত্রকে জ্ঞাপন করিলেন—'প্রথমে ক্ষত্রিয় পত্নীর পাণিগ্রহণ করিয়া পরে ইহাকে গ্রহণ করিলে দোষ হইবে না।' রাজকুমার নাভাগ তাহা গ্রাহ্য না করিয়াই তৎক্ষণাৎ তথা হইতে বাহির হইলেন, এবং সেই কন্যাকে গ্রহণ করিয়া কহিলেন, 'যাহার ক্ষমতা থাকে, তিনি আসিয়া আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হউন।' এদিকে কন্যার পিতা দিষ্টের শরণাপন্ন হইলেন। মহারাজ দিষ্ট ধর্ম্মদূষক পুত্রকে বধ করিবার জন্য সৈন্যদিগকে আদেশ করিলেন। তখন পিতাপুত্রে তুমুল সংগ্রাম বাধিল। পুত্র পিতাকে শস্ত্র ও অস্ত্র দ্বারা অতিক্রম করিলেন। এই সময়ে পরিব্রাট মুনি অন্তরীক্ষ হইতে আগমন করিয়া এই যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করান। নাভাগ বৈশ্যতনয়ার পাণিগ্রহণ করিয়া বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হইলেন। কৃষি, পাশুপাল্য ও বাণিজ্যাদি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। ইঁহার ঔরসে ভলন্দন নামে এক পুত্র হয়। জননী পুত্রকে কহিলেন, তুমি পৃথিবীপাল হও।

নাভাগ বৈশ্যকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভৃগুবংশীয় প্রমতির শাপে রাজা নল বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, পরে প্রমতি প্রসন্ন হইয়া ইহাকে বলিয়াছিলেন, কোন ক্ষত্রিয় তোমার কন্যার বলপূর্ব্বক পাণিগ্রহণ করিলে তুমি আবার ক্ষত্রিয় হইবে। নাভাগ সেই বৃত্তান্ত অবগত

হইয়া আবার ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তাহার পুত্র ভলন্দন রাজা প্রাপ্ত হন। (মার্কণ্ডেয়পু° ১১৩ ১১৫ অ°)

নাভাগারিষ্ট (পুং) বৈবস্বত মনুর পুত্রভেদ।
(হরিবংশ ৩০ অ°)

নাভাদাস, (নাভাজী) 'ভক্তমাল'-রচয়িতা প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-কবি। কৃষ্ণদাস পরহারী বল্লভাচার্য্যের শিষ্য ছিলেন, নাভাদাস তাঁহারই প্রশিষ্য ও অগরদাসের শিষ্য। ইঁহার অপর নাম নারায়ণ দাস। দাক্ষিণাত্যে প্রায় ১৬০০ খৃষ্টাব্দে এক ডোমের গৃহে নাভা জন্মগ্রহণ করেন। প্রবাদ এইরূপ, ইনি আজন্ম অন্ধ ছিলেন। যখন ইঁহার পাঁচ বৎসর বয়স, একবার দারুণ দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। সেই সময় ইঁহার জনক-জননী এক বন মধ্যে ইঁহাকে ফেলিয়া চলিয়া যান। বিধাতার কি লীলা! সেই অবস্থায় অগরদাস ও কীল নামে দুইজন বৈষ্ণব নাভাকে দেখিতে পান। নিরাশ্রয় বালকের অবস্থা দর্শনে বৈষ্ণবদ্বয় বিচলিত হইলেন। কীল আপন কমণ্ডলু হইতে জল লইয়া বালকের চক্ষে সিঞ্চন করিলেন। অবিলম্বে বালকের নিমীলিত আঁখি প্রস্ফুটিত হইল। তখন তাঁহারা বালকটীকে আপনাদের মঠে আনিলেন। এখানে নাভা বর্দ্ধিত হইলেন এবং যথাকালে অগরদাসের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। অধিক বয়স হইলে, অগরদাসের যত্নে নাভা ১০৮টী ছপ্পই শ্লোকে 'ভক্তমাল' নামে সাধুজীবনী প্রকাশ করিলেন। এই অপূর্ব্ব গ্রন্থখানি কঠিন ব্রজভাষায় লিখিত হইয়াছিল। ইঁহার শিষ্য নারায়ণদাস (শাহজহানের রাজাকালে) তাহা আবার সরল করিয়া প্রকাশ করেন। কিন্তু তথাপি সাধারণে সেই কঠিন পুস্তক বুঝিতে পারিত না। প্রিয়দাস 'কবিত্ত' ছন্দে ভক্তমালের টীকা প্রকাশ করেন। প্রিয়দাসের পর কাবিলাগ্রামনিবাসী লালজী নামে এক কায়স্থ (১৭৫১ খৃষ্টাব্দে) 'ভক্ত-উর্ব্বশী' নামে আর এক টীকা রচনা করেন। তৎপরে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে তুলসীরাম আগর-বালা 'ভক্তমাল-প্রদীপন' নামে ভক্তমালের উর্দ্দু অনুবাদ প্রকাশ করেন।

বাঙ্গালায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের নিকটও ভক্তমালের বিশেষ আদর হইয়াছিল। শ্রীনিবাসাচার্য্যের শিষ্য কৃষ্ণদাস বাবাজী ভক্তমাল অবলম্বন করিয়া তন্মধ্যে আরও অনেকগুলি বৈষ্ণব-জীবনী সংযোজন ও প্রিয়দাসের টীকা বিস্তার করিয়া বাঙ্গালায় ভক্তমাল প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থ সঙ্কলন করিতে তাঁহাকে বিশেষ পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছিল।

নাভানেদিষ্ট (পুং) বৈবস্বত মনুর পুত্র ও মন্ত্রদ্রষ্টা এক ঋষি।
(ঐতরেয়ব্রাহ্মণ ৫।১৪)

নাভি (পুং) নহ্যতে বধ্যাতি বিপক্ষাদীনিতি নহ বন্ধে নহ-ইঞ্, ভশ্চান্তাদেশঃ (নহোভশ্চ। উণ্ ৪।১২৫) ১ মুখ্য নৃপ। ২ চক্রমধ্য। ৩ ক্ষত্রিয়। ৪ প্রিয়ব্রতরাজপৌত্র। (ব্রহ্মাণ্ডপু° ৩৫ অ°) ৫ গোত্র। ৬ প্রধান। ৭ মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।৯২)
"আদিষ্টঃ ক্ষত্রিয়ো নাভির্নাভিশ্চক্রস্য পিণ্ডিকা।
কুটুম্বস্যাগ্রণীর্নাভির্নাভির্নির্মোদরী তথা॥" (অনেকার্থধ্বনিমঞ্জরী)

(পুং স্ত্রী) ৮ প্রাণাঙ্গ, নাই, পর্য্যায়—নাভী, তুন্দকূপী, উদরাবর্ত্ত, তুন্দিকা, তুণ্ডী, তুন্দকূপিকা, তুন্দি। (শব্দর°)। বিষ্ণুর নাভিদেশ হইতে কমলজ ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছিলেন।

গর্ভস্থ বালকের সপ্তম মাসে নাভি উৎপন্ন হয়। নাভিতে মণিপুর নামক শতদল পদ্ম আছে।

"তদূর্দ্ধে নাভিদেশে তু মণিপুরং মহৎপ্রভম্।
মেঘাভং বিদ্যুদাভঞ্চ বহুতেজোময়ং ততঃ॥
মণিবদ্ভিন্নং তৎপদ্মং মণিপুরং তথোচ্যতে।
দশভিশ্চ দলৈর্যুক্তং ডাদিফান্তাক্ষরান্বিতম্।
শিবেনাধিষ্ঠিতং পদ্মং বিশ্বালোকনকারণম্॥" (তন্ত্র)

নাভিদেশে মণিপুর নামে পদ্ম আছে, সেই পদ্ম মহাপ্রভাযুক্ত, মেঘ ও বিদ্যুতের তুল্য আভাযুক্ত ও বহু তেজোময়। এই পদ্ম মণিসদৃশ ভিন্ন বলিয়া ইঁহার নাম মণিপুর হইয়াছে। এই পদ্মের দশটী দল। এই দশটী দলে ড হইতে ফ পর্য্যন্ত দশটী অক্ষর আছে, মহাদেব বিশ্বদর্শন নিমিত্ত এই পদ্মে অধিষ্ঠিত আছেন।

৮ অগ্নীধ্রপুত্র। ভাগবতে ইঁহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

অগ্নীধ্রের ঔরসে পূর্ব্বচিত্তির গর্ভে নয়টী পুত্র হয়। নাভি ইঁহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ। অগ্নীধ্রের মৃত্যুর পর নাভি মেরুতনয়া মেরুদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। পরে নাভি অপত্যকামনা করিয়া মেরুদেবীর সহিত একাগ্রচিত্তে যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্ব্বক ভগবান্ যজ্ঞপুরুষের অর্চ্চনা করেন। ভগবান্ এই যজ্ঞে নিতান্ত প্রীত হইয়া চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হন। ঋত্বিকগণ ভগবান্‌কে চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইতে দেখিয়া নানাবিধ স্তব করিতে লাগিল। তাহার পর নাভি যাহাতে তৎসদৃশ পুত্র হয়, এই বর প্রার্থনা করিল।

ভগবান্ ঋত্বিক্‌দিগকে কহিলেন, তোমরা যাহা প্রার্থনা করিয়াছ, তাহা নিতান্ত সুলভ নহে, এই রাজার আমার সদৃশ পুত্র হয়, ইহাই তোমাদের প্রার্থনা। কিন্তু আমার দ্বিতীয় নাই, আমিই আমার দ্বিতীয়। ইহাতে কিরূপে এই রাজার আমার সদৃশ পুত্র হইবে? যাহা হউক, ব্রাহ্মণের বাক্য মিথ্যা হওয়া উচিত নহে, যেহেতু ব্রাহ্মণগণ দেবতুল্য এবং আমার মুখ-স্বরূপ, যখন আমার দ্বিতীয় নাই, তখন আমি নিজেই নাভির সন্তান হইয়া অবতীর্ণ হইব। এই বর দিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

কালক্রমে মেরুদেবী গর্ভবতী হইলেন। যথাসময়ে মেরুদেবীর গর্ভে ভগবান্ শুক্লমূর্ত্তি ঋষভরূপে অবতীর্ণ হইলেন। এই পুত্র

উৎপন্ন হইয়া তেজ, প্রভাব, শক্তি, উৎসাহ, কান্তি ও যশঃ প্রভৃতি গুণে সর্ব্বপ্রধান হইলেন। এইরূপে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হওয়ায় নাভি ইহার নাম ঋষভ রাখিলেন। নাভি যথাকালে ঋষভদেবকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া মহিষী মেরুদেবীর সহিত বদরিকাশ্রমে প্রস্থান করেন ও তথায় নরনারায়ণের উদ্দেশে কঠোর তপস্যা করিয়া সমাধি অবলম্বন করেন।

(ভাগবত ৫।২৪ অ°)

নাভিকে উদ্দেশ করিয়া মহর্ষিগণ দুইটী শ্লোক পাঠ করিতেন—

'রাজর্ষি নাভির তুল্য আর কোন্ পুরুষ তাদৃশ কর্ম্ম করিতে পারিবে? যে কর্ম্মে ভগবান্ স্বয়ং পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নাভি ব্যতীত অন্য ব্রহ্মতেজঃসম্পন্নই বা কে আছে, যাহার যজ্ঞে পূজিত হইয়া ব্রাহ্মণগণ মন্ত্রবলে যজ্ঞেশ্বর ভগবান্কে দেখাইয়াছিলেন?' (স্ত্রী) ৯ কস্তুরিকামদ।

নাভিকণ্টক (পুং) নাভেঃ কণ্টকইব। আবর্ত্ত, নাইগোড়।

নাভিকপুর (ক্লী) উত্তরকুরুস্থিত একটী নগর। (ব্রহ্মপু°)

নাভিকা (স্ত্রী) নাভিরিব কায়তীতি নাভি-কৈ-ক-টাপ্। কটভারৃক্ষ।

নাভিগুড়ক (পুং) নাভির আবর্ত্তভেদ, গোঁড়। (ত্রিকা°)

নাভিগুপ্ত (পুং) প্রিয়ব্রত রাজার পৌত্র, ইহার নামে কুশদ্বীপের মধ্যে একটী বর্ষ হয়। (ভাগ° ৫।২০।১৫।)

নাভিগোলক (পুং) নাভির আবর্ত্তবিশেষ, গোঁড়। (জটাধর)

নাভিজ (পুং) নাভৌ বিষ্ণোর্নাভৌ জায়তে জন-ড। চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা, বিষ্ণুর নাভি হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হন। নাভিজন্মন্ প্রভৃতিরও এই অর্থ।

নাভিনাড়ী (স্ত্রী) নাভের্নাড়ী ৬তৎ। নাভিতে স্থিত নাড়ীভেদ, মাতার রসবহা নাড়ীতে গর্ভস্থ শিশুর নাভি-নাড়ী প্রতিবদ্ধ থাকে। (সুশ্রুত)

নাভিনাল (ক্লী) নাভিস্থিতং নালম্। নাভিস্থিত নাল।

"নাভিনালমৃণালনী।" (দুর্গাধ্যান)

নাভিনালা (স্ত্রী) নাভিস্থিতা নালা। নাভাসম্বন্ধী নাড়ী, পর্য্যায়—অমলা।

"তদঙ্কশয্যাচ্যুতনাভিনালা কাচ্চিৎ মৃগীণামনঘা প্রসূতিঃ।"

(রঘুবংশ ৫।৭)

নাভিপাক (পুং) বালরোগভেদ, নাভিপাক হওয়া। নাভি পাকিলে হরিদ্রা, লোধ, প্রিয়ঙ্গু ও যষ্টিমধুর সহিত সিদ্ধ তৈল নাভিতে মাখাইবে, অথবা ঐ সকল দ্রব্যের চূর্ণ দ্বারা নাভিব্যাপ্ত করিবে। এইরূপ করিলে ইহা আরোগ্য হয়।

(ভৈষজ্যরত্না° বালরোগাঃ)

নাভিভূ (পুং) নাভৌ ভূরুৎপত্তির্যস্য। ব্রহ্মা। (হেম°)

নাভিবর্দ্ধন (ক্লী) নাভেস্তৎস্থনাড্যা বর্দ্ধনং ছেদনম্। নাড়ীছেদন।

"প্রাঙ্নাভিবর্দ্ধনাৎ পুংসো জাতকর্ম্ম বিধীয়তে।" (মনু ২।২৯)

'নাভিবর্দ্ধনাৎ নাভিচ্ছেদনাৎ।' (কুল্লূক)

নাভিবর্ষ (পুং) নাভেরগ্নীধ্রপুত্রস্য বর্ষঃ। ভারতবর্ষ। জম্বুদ্বীপস্থিত নববর্ষ মধ্যে বর্ষভেদ। অগ্নীধ্র নয় পুত্রকে নয় বর্ষ বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। পরে নাভির পৌত্র ভরত এই বর্ষকে অনেকদিন ধরিয়া ভোগ করায় ইহার নাম ভারতবর্ষ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। [বিশেষ বিবরণ ভারতবর্ষ শব্দে দেখ।]

নাভিল (ত্রি) নাভিরস্ত্যস্য, সিধ্মাদিত্বাদিলচ্। দীর্ঘনাভিযুক্ত।

নাভিশোথ (পুং) বালরোগভেদ। বালকদিগের যদি নাভিতে শোথ হয়, তাহা হইলে একখণ্ড মৃত্তিকা অগ্নিতে তপ্ত করিয়া দুগ্ধে ডুবাইয়া উষ্ণ থাকিতে নাভিতে স্বেদ দিলে নাভির শোথ ও বেদনাদি নিবারিত হয়। (ভৈষজ্য° বালরোগ)

নাভিসম্বন্ধ (পুং) নাভেরেকত্র গর্ভজাতনাড্যাং সম্বন্ধঃ। গোত্রসম্বন্ধ। সপিণ্ডদিগের একগর্ভে উৎপত্তিহেতু গোত্রসম্বন্ধ।

"বাষ্পুত্রেস্য ততঃ শোকো নাভিসম্বন্ধসম্ভবঃ।" (ভট্টি)

নাভী (স্ত্রী) নাভি-বাহুলকাৎ ঙীষ্। নাভি। (শব্দর°)

নাভীল (ক্লী) নাভীং লাতি লা-ক। ১ নারীদিগের বঙ্ক্ষণ, স্ত্রীলোকদিগের উরুসন্ধি, কুচকী। ২ নাভীগাম্ভীর্য্য, নাভীর গম্ভীরতা। ৩ কৃচ্ছ্র, কষ্ট। ৪ গর্ভাণ্ড, গোঁড়।

'নাভীলং বঙ্ক্ষণে নার্য্যাঃ কৃচ্ছ্রগর্ভাণ্ডয়োরপি।' (মেদিনী)

নাভ্য (ত্রি) নাভৌ ভবমিতি নাভি যৎ। ১ নাভিসম্বন্ধী। নাভয়ে হিতম্ যৎ (নাভিনভশ্চ। পা ৫।১।৬; ইতি ন নভাদেশঃ।) ২ নাভিহিত। (পুং) ৩ মহাদেব।

"নমো নাভ্যায় নাভ্যায় নমঃ কটকটায় চ।"

(ভারত ১২।১৮৪।১৯)

নাম (অব্য) নাময়তীতি নামতেহনেন বা নম-ণিচ্ বাহুলকাৎ ড। ১ প্রাকাশ্য। ২ সম্ভাবনা। ৩ ক্রোধ। ৪ উপগম। ৫ কুৎসন।

'নামকোপেহভ্যুপগমে বিস্ময়ে স্মরণেহপি চ।

সম্ভাব্যকুৎসা প্রাকাশ্যবিকল্পে হ্যপিচ দৃশ্যতে॥' (মেদিনী)

'নাম প্রাকাশ্যসম্ভাব্যক্রোধোপগমকুৎসনে॥' (অমর)

৬ বিস্ময়। ৭ স্মরণ। ৮ বিকল্প। উদাহরণ যথা—'হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ' এইস্থলে নাম অর্থ—প্রকাশ অর্থাৎ অতি প্রসিদ্ধ ইত্যাদি।

৯ বিভক্তিহীন শব্দকে নাম, লিঙ্গ বা প্রাতিপদিক কহে। এই নাম ৫ প্রকার।

"উণাদ্যন্তং কৃদন্তঞ্চ তদ্ধিতান্তং সমাসজম্।

শব্দানুকরণঞ্চৈব নাম পঞ্চবিধং স্মৃতম্॥" (গোয়ীচন্দ্র)

উণাদন্ত, কৃদন্ত, তদ্ধিতান্ত, সমাসজ ও শব্দানুকরণ এই পাঁচ প্রকার নাম। ১০ কৃষ্ণ, দেবদত্ত প্রভৃতি শব্দ, যাহা দ্বারা ব্যক্তিবিশেষকে অপর ব্যক্তি হইতে পৃথক্ করা যায়, তাহা সেই ব্যক্তিবিশেষের নাম। শাস্ত্রানুসারে এই কএকটী নাম অবক্তব্য—

"আত্মনাম গুরোর্নাম নামানি কৃপণস্য চ।
প্রাণান্তেঽপি ন বক্তব্যং জ্যেষ্ঠপুত্রকলত্রয়োঃ ॥" (কর্ম্মলোচন)

আপনার নাম, গুরুর নাম, কৃপণের নাম, জ্যেষ্ঠপুত্র ও কলত্রনাম প্রাণান্তেও বলিতে নাই। ১১ অলীক।

"অহঞ্চ ভীতো নামাবপ্লুতঃ।" (দশকু°) 'মিথ্যাভীত ইত্যর্থঃ'।

নাম, দাক্ষিণাত্যে হিন্দুরা কপালে যে তিলক বা চিহ্ন ধারণ করেন, তাহাকে 'নামন্' বা 'নাম' কহে। বৈষ্ণবজাতি কপালে যে তেকোণা চিহ্নবিশিষ্ট অঙ্ক ধারণ করেন, সাধারণতঃ উহাই 'নাম' বলিয়া অভিহিত হয়। বৈষ্ণবেরা কেহ কেহ ললাটে সরল লম্বরেখাকার রেখাসমূহ ধারণ করেন ও এই রেখার ব্যবধান মধ্যে বিন্দু বা গোলাকার চিহ্ন দেওয়া থাকে। কেহ কেহ চক্রাকার, ত্রিভুজাকার ঢালের ন্যায় বৃত্তসূচী, হৃৎপিণ্ড আকৃতি, বা অন্য কোনরূপ চিহ্নধারণ করে। ইহার সূক্ষ্ম অংশ নিম্নদিকে ফিরান থাকে। ইহাকে তিরুনাম বা পবিত্র নাম কহে। এই তিলকচিহ্ন ত্রিশূলের প্রতিরূপস্বরূপ, তিনটী রেখায় সম্পূর্ণ। ইহার মধ্যরেখা লোহিত ও দুইপার্শ্বের দুইটী রেখা শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট। ঐ চিহ্ন করিবার জন্য যে শুভ্রবর্ণের মৃত্তিকা ব্যবহৃত হয়, তাহাও 'নাম' নামে অভিহিত হয়।

[বিস্তৃত বিবরণ তিলক শব্দে দেখ।]

নামকরণ (ক্লী) নাম্নঃ করণং যত্র। সংস্কারবিশেষ, দশবিধ সংস্কারের মধ্যে একপ্রকার সংস্কার।

ইহার বিষয় স্মৃতিতে এইরূপ লিখিত আছে—,

জাত বালকের একাদশ অথবা দ্বাদশদিনে নামকরণ করিতে হইবে। ইহার মধ্যে একাদশদিনই শ্রেষ্ঠ। একাদশ দিনে নামকরণ করিতে অসমর্থ হইলে দ্বাদশদিনে করিতে পারিবে।

গর্ভাধান হইতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পর্য্যন্ত যে সকল সংস্কার আছে, তাহার মধ্যে নামকরণ পঞ্চম সংস্কার। জাতকর্ম্মের পর এই নামকরণ করিতে হয়। সমর্থ ব্যক্তি একাদশ দিন পরিত্যাগ করিয়া দ্বাদশ দিনে নামকরণ করিতে পারিবেন না। গোভিল-গৃহ্যসূত্রের মতে জননের একাদশ দিনে, শতরাত্রে বা সংবৎসরে নামকরণ করিতে হইবে। এই পর পর সময় কেবল অসমর্থ পক্ষে বুঝিতে হইবে। সমর্থ ব্যক্তি কখন মুখ্যকাল অতিক্রম করিবেন না। নামকরণে একাদশদিনই মুখ্যকাল, দ্বাদশ প্রভৃতি দিন গৌণ। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যাদির নামকরণের কাল এইরূপ নির্দ্ধারিত দেখিতে পাওয়া যায়। ক্ষত্রিয়দিগের ত্রয়োদশ, বৈশ্যদিগের ষোড়শ ও শূদ্রদিগের দ্বাবিংশ দিনে নামকরণ প্রশস্ত। নামকরণ পিতারই কর্ত্তব্য। পিতা যদি বিদেশে থাকেন, তাহা হইলে তথা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া নামকরণ করিবেন। পিতার অভাবে অন্য কোন কুলবৃদ্ধ করিতে পারিবেন। শতপদ-চক্রানুসারে নামকরণ করিতে হইবে।

গোভিল-গৃহ্যসূত্রে নামকরণ-প্রণালী এইরূপ লিখিত আছে—

কুমারকে শুভ্রবসন পরিধান করাইয়া মাতা বামভাগে উপবিষ্ট পিতার হস্তে তাহাকে দিবেন। তৎপরে পত্নী পৃষ্ঠদেশ হইতে পতিকে পরিক্রম করিয়া তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবেন। পতি যথাবিধি বেদমন্ত্র পাঠ করিয়া পত্নীকে কুমার প্রত্যর্পণ করিবেন। পরে, হোমাদি অনুষ্ঠান শেষ করিয়া, নামকরণ বিধেয়।*

নামকরণপদ্ধতি অনুসারে এইরূপে নামকরণ করিতে হয়। নামকরণ দিনে পিতা প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া বিবাহপদ্ধতিতে গৌর্য্যাদি ষোড়শমাতৃকা ও বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ করিয়া পত্নীকে স্বীয় বামভাগে উপবেশন করাইয়া শিলাফলকে দুইটী রেখা অঙ্কিত করিবে। পরে তাহাতে উজ্জ্বল দীপ প্রজ্বলিত করিয়া কুমারের দক্ষিণ কর্ণে 'শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মাসি' এবং কন্যা হইলে বামকর্ণে 'শ্রীঅমুকী দেব্যসি' বলিয়া নামকরণ করিবে। তাহার পর শান্তিজল দ্বারা কুমারকে অভিষেচন করিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে। নামকরণে ককারাদি বর্গের প্রথম, দ্বিতীয় অথবা চতুর্থ বর্ণ নামের আদিতে ও বিসর্গান্ত হ্রস্বস্বর অন্তে থাকা বিধেয়। ইহার মধ্যে প্রতিষ্ঠাকামী ব্যক্তি দ্বি-অক্ষর নাম রাখিবেন। ব্রহ্মজ্ঞানকামী চতুরক্ষর নাম রাখিবেন। পুরুষের নামে যুক্তাক্ষর মিলিত থাকিলে হানি নাই, কিন্তু কন্যার

---

* "একাদশে দ্বাদশেবাঽহনি পিতা নামকুর্য্যাদিতি" শ্রুতি। একাদশ ইতি। মুখ্যঃকল্পঃ, "সমর্থস্য ক্ষেপাযোগাৎ"।

গোভিলঃ—

"জননাদ্দশরাত্রে ব্যুষ্টে শতরাত্রে সংবৎসরে বা নামধেয়করণমিতি।"

(জ্যোতিস্তত্ত্ব)

"ততশ্চ নাম কুর্ব্বীত পিতৈব দশমেঽহনি।
দেবপূর্ব্বং নরাখ্যং হি শর্ম্মবর্ম্মাদিসংযুতম্।
শর্ম্মা দেবশ্চ বিপ্রস্য বর্ম্মা ত্রাতা চ ভূভুজঃ।
ভূতির্গুপ্তশ্চ বৈশ্যস্য দাসঃ শূদ্রস্য কারয়েৎ।"

গোভিলঃ—

অযুগ্দান্তং স্ত্রীণাং। অযুগ্মাক্ষরং দান্তং যথা যশোদা ইত্যাদি।

দেবং গুরুং গুরুস্থানং ক্ষেত্রং ক্ষেত্রাধিদেবতাম্।
সিদ্ধং সিদ্ধাদিকাস্থানং শ্রীপূর্ব্বং সমুদীরয়েৎ।"

(রাঘবভট্টধৃত প্রয়োগসার)

নামের আদিতে যুক্তাক্ষর না থাকে। ইহাদিগের নামের অন্তে 'দা' থাকিবে। যথা—সুখদা, বসুদা, যশোদা ইত্যাদি।

পারস্কর-গৃহ্যসূত্রের মতে—পুরুষের নাম তদ্ধিতান্ত হওয়া বিধেয় নহে। কিন্তু স্ত্রীর নাম তদ্ধিতান্ত হইলে তত দোষাবহ নহে। যথা—গান্ধারী, কৈকেয়ী ইত্যাদি।

নামকরণে ব্রাহ্মণের শর্ম্মন্ ও দেব, ক্ষত্রিয়ের বর্ম্মন্ ও ত্রাতা, বৈশ্যের ভূতি ও গুপ্ত এবং শূদ্রের দাস অন্তে থাকিবে, এবং সকলেরই পূর্ব্বে 'শ্রী' শব্দ থাকিবে। কালক্রমে নামকরণসংস্কার অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আজ বালকের একাদশ অথবা দ্বাদশ দিনে নামকরণ সংস্কার প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। দাক্ষিণাত্যে বরং এ নিয়ম অনেকটা প্রতিপালিত হইয়া থাকে। এখন এদেশে অন্নপ্রাশনের সময়ই এই নামকরণ হইয়া থাকে।

নামকরণে এই সকল নক্ষত্র বিহিত হইয়াছে,—অশ্বিনী, রোহিণী, মৃগশিরা, পুনর্ব্বসু, উত্তরফল্গুনী, স্বাতি, অনুরাধা, উত্তরাষাঢ়া, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, উত্তরভাদ্রপদ ও রেবতী। যে লগ্নের প্রথম, চতুর্থ, সপ্তম ও দশম স্থানে শুভগ্রহ থাকিবে, সেই লগ্নে নামকরণ প্রশস্ত। (জ্যোতিঃসারস°)

নামকল, ১ মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত সেলম্ (সালেম) জেলাস্থ একটী তালুক। এই তালুকের উত্তরপূর্ব্বভাগ পাহাড়ে ঢাকা এবং দক্ষিণপশ্চিমাংশে সমতলক্ষেত্র বিদ্যমান। চাউল ও অন্যান্য শস্য এখানে বহু পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

২ মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত, সেলম্ (সালেম্) জেলার একটী প্রধান নগর। অক্ষা° ১১°১৩´১৫´´উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮°১২´৪০´´ পূঃ। এই স্থানে নামকল তালুকের প্রধান কর্ম্মচারী অবস্থিতি করেন। একজন ডেপুটী কালেক্টরও এই স্থানে থাকেন। ৩০০ ফিট্ উচ্চ এক পাহাড়ের উপরে এই স্থানটী নির্ম্মিত। ইহা এক সময় ইংরাজদিগের অধিকৃত হয়, পরে হায়দারআলী উহা পুনরধিকার করেন। ইহা বিষ্ণুর আবাসস্থান বলিয়া কথিত। এখানে দুইটী অতি প্রাচীন বিষ্ণুমন্দির আছে।

নামগ্রাহ (ত্রি) নাম গৃহ্লাতি গ্রহ-অণ্। ১ নামগ্রাহক। ভাবে ঘঞ্। (পুং) ২ নামগ্রহণ।

"দেবৈনসাৎ পিত্র্যাৎ নামগ্রাহাৎ" (ঋক্ ১০।১।১২)

নামগ্রাহম্ (অব্য) নাম-গ্রহ-ণমুল্। নামগ্রহণ করিয়া।

"নামগ্রাহমরোদীৎ সা ভ্রাতরৌ রাবণাস্তিকে।" (ভট্টি)

নামদার খাঁ বেরারের অন্তর্গত ইলীচপুরের একজন শাসনকর্ত্তা। সলাবৎখাঁর পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর নামদার খাঁ ইলীচপুরের শাসনকর্ত্তৃপদে আরূঢ় হন। তিনি বিশেষ বিজ্ঞতাসহ শাসনভার বহন করায় ইলীচপুরের প্রায় ২ লক্ষ টাকা সম্পত্তির এক জায়গীর প্রাপ্ত হন। তৎপরে নবাব উপাধি ধারণপূর্ব্বক ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে জীবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার পর তাঁহার পুত্র ইব্রাহিম খাঁ তাঁহার পদে অভিষিক্ত হন।

নামদেব, একজন দেবভক্ত। বামদেবজীর দৌহিত্র। ইনি অতি শিশুকাল হইতেই কৃষ্ণভক্ত ছিলেন, সদাই কৃষ্ণপূজা করিতেন। একদা বামদেব স্থানান্তরে যাইবার সময় নামদেবকে বলিয়া গিয়াছিলেন, তুমি প্রতিদিন কৃষ্ণবিগ্রহকে দুগ্ধ প্রদান করাইবে। নামদেব দুগ্ধ লইয়া কৃষ্ণবিগ্রহের নিকট উপস্থিত হইয়া বিগ্রহকে দুগ্ধপান করিবার জন্য বারবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন, অবশেষে যখন দেখিলেন যে, কৃষ্ণ দুগ্ধপান করিলেন না, তিনি আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইলেন। তখন হরি স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া তাহার হস্তধারণ করিয়া দুগ্ধপান করিলেন। এইরূপে কএকদিন গত হইলে তাঁহার মাতামহ ফিরিয়া আসিলেন। তিনি এই ব্যাপারদর্শনে প্রীত হইলেন।

রাজা (বাদশা) এই ব্যাপার শুনিয়া নামদেবকে নিজসভায় লইয়া কিছু আশ্চর্য্য দেখাইতে বলিলেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই সম্মত হইলেন না। অনন্তর একদিন এক মৃতবৎস সমীপে তাহার প্রসূতি গাভি ক্রন্দন করিতেছে দেখিয়া, রাজা তাঁহাকে বলিলেন—এই গাভি বৎসের জন্য রোদন করিতেছে দেখিয়াও কি, তোমার মনে দয়া হইল না। পরে নামদেব বৎসকে বাঁচাইয়া দেন। একদা কোন বণিক্ তুলাদান কর্ম্মে তাঁহাকে সুবর্ণদান করিতে ইচ্ছা করিয়া তাঁহাকে আহ্বান করেন। তিনি একটী তুলসীপত্রে কৃষ্ণনাম লিখিয়া তৎপরিবর্ত্তে সুবর্ণ প্রার্থনা করেন। কিন্তু বণিকের ভাণ্ডারের সমস্ত ধনরত্নও তাহার সহিত তুল্য হইল না। তখন সেই ব্যক্তি কৃষ্ণনাম-মাহাত্ম্য দেখিয়া তাঁহার নিকট কৃষ্ণনামে দীক্ষিত হইলেন। নামদেব রঙ্গনাথঠাকুরের মন্দির-পশ্চাতে বসিয়া কৃষ্ণনাম গান করাতে রঙ্গনাথের মন্দির-দ্বার সেইদিকে ফিরিয়াছিল। ইঁহার চরিত্রে এইরূপ অনেক অদ্ভুত ঘটনার উল্লেখ আছে। (ভক্তমাল)

নামদেব, মহারাষ্ট্রীয় একজন প্রসিদ্ধ ভক্তকবি। তাঁহার পিতার নাম দামাশেঠী ও মাতার নাম গোনাই। বহুদিবসাবধি ইঁহাদের সন্তানাদি না হওয়ায়, অবশেষে পণ্ঢরপুরস্থ বিঠোবা দেবের স্থানে উপাসনা করিতে থাকেন। কথিত আছে, দামাশেঠী একদিন প্রাতে ভীমানদীতে স্নান করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইবার সময় পথিমধ্যে ১২ বৎসর বয়স্ক এই নামদেবকে হঠাৎ প্রাপ্ত হন ও তাঁহাকে বাটী আনিয়া অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করেন। নামদেব নিজে কহেন যে, তিনি তাঁহার মাতা গোনাইএর প্রথম সন্তান। তাঁহার পিতা জাতিতে সিম্পি অর্থাৎ দরজী ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম রাজাই।

শিশুকাল হইতেই নামদেব সর্ব্বদা বিঠোবার মন্দিরে উপস্থিত হইয়া, উপাসনা করিতেন এবং সংসারের উপর নিতান্ত উদাস ছিলেন। একগাছি তুলসীমালা গলায় ধারণপূর্ব্বক, বিঠোবার মহিমাপ্রকাশক স্বরচিত গাথা স্বয়ং গান করিতেন ও স্বহস্তে করতাল লইয়া তাল দিতেন। কথিত আছে, বিঠোবার তৃপ্তিবিধানার্থ ঢাক ও করতাল লইয়া মন্দিরে যে বর্ত্তমান সঙ্গীতপ্রথা প্রচলিত হইয়াছে, এবং পন্ঢরপুরে বিঠোবার দেবমন্দিরে আষাঢ় ও কার্ত্তিক মাসে দেবদর্শনোদ্দেশে যে যাত্রিসমাগম হইয়া থাকে, তাহা নামদেবের প্রথানুযায়ী প্রবর্ত্তিত হয়। তাঁহার মৃত্যুর তারিখ ঠিক জানা যায় নাই। তবে তাঁহার বন্ধু জ্ঞানদেবের মৃত্যু উপলক্ষে যে তিনি গাথা রচনা করেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, ১৩০০খৃষ্টাব্দে তদীয় বন্ধুর মৃত্যুকালে তিনি জীবিত ছিলেন। তিনি অনর্গল লিখিতে পারিতেন ও সহস্র সহস্র অভঙ্গ প্রস্তুত করেন। [জ্ঞানদেব দেখ।]

প্রসিদ্ধ ভক্ত তুকারামই নামদেবের সেই সমস্ত অভঙ্গের গুণ প্রকাশ করিয়া সকলের হৃদয় আকর্ষণ করেন। নামদেব রচিত কবিতাবলীও অতি প্রাঞ্জলভাষায় লিখিত এবং অনেকস্থলে ব্যঙ্গোক্তি পরিপূর্ণ। এই সমস্ত লেখাই ভক্ত্যুদ্দীপক। সমস্ত অভঙ্গ ঈশ্বরপ্রেম ও মনুষ্যের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসার পরিচায়ক। মহারাষ্ট্রমাত্রেই নামদেবকে মান্য করিয়া থাকেন।

নামদেব নীলারি, জাতিবিশেষ। সাধারণতঃ হুবলী, করজ্‌গি, কোড়, নবল্‌গুণ্ড, রাণীবেন্নুর এবং রণ নামক স্থানে বাস করে। সুতায় নীলরং করাই ইহাদের উপজীবিকা। ইহাদের মধ্যে বগাড়ে, বসুমে, নদরি এবং পম্ভী উপাধি দৃষ্ট হয়। ইহাদের মধ্যে কোন শ্রেণীবিভাগ নাই, অথবা স্বগ্রামবাসী অন্যান্য লোকের সহিত ইহাদের আকারগত কোন সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয় না। ইহারা পরিশ্রমী হইলেও অত্যন্ত অপরিষ্কার। ইহারা তাঁতিদের জন্য সুতায় রং করিয়া বিক্রয় করে, কেহ কেহ কাপড় বুনিয়া থাকে, কিন্তু হিন্দুর পর্ব্ব-দিনে কোন কার্য্য করে না। ইহারা ধার্ম্মিক, ব্রাহ্মণদিগকে ভক্তি করে, তাঁহাদের দ্বারাই পৌরোহিত্য করায়। পন্ঢরপুর ও গোকর্ণ নামক স্থানই ইহাদের প্রধান তীর্থ। ইহাদের গুরুকে নাগনাথ কহে। তিনি ইহাদেরই স্বজাতীয়। ধর্ম্মোপদেশ দিবার জন্য তিনি নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া থাকেন। তাঁহার শিষ্যেরাও সঙ্গে সঙ্গে থাকে। কিন্তু তিনি কাহাকেও স্বধর্ম্মে আনয়নের চেষ্টা করেন না। এই জাতির মধ্যে বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ও স্ত্রীত্যাগ প্রচলিত আছে, কিন্তু স্ত্রীলোকেরা স্বামী জীবিত থাকিতে পুনরায় বিবাহ করিতে পারে না। ইহাদের জাতীয় একতা অত্যন্ত প্রবল। সামাজিক গোলযোগ ইহাদের পঞ্চায়েতে মীমাংসিত হয়। কেহ এই মীমাংসা অমান্য করিলে, তাহার জাতি যায়। ইহারা পুত্রদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠায় বটে, কিন্তু তাহারা পৈতৃক ব্যবসা ভিন্ন অন্য ব্যবসা অবলম্বন করে না।

নামদেব সিম্পী, মহারাষ্ট্রবাসী এক শ্রেণীর দরজী। ইহারা প্রসিদ্ধ পন্ঢরপুরস্থ বিঠোবার উপাসক নামদেবকেই আপনাদের আদিপুরুষ বলিয়া থাকে। বোম্বাই প্রেসিডেন্সির প্রায় সর্ব্বত্রই ইহাদিগের বাস আছে। আহ্মদনগর জেলায় নামদেব সিম্পীদের মধ্যে সাধারণতঃ পুরুষেরা তাহাদের নামের সহিত শেট্ শব্দ যোগ করে।

ইহাদের বংশগত উপাধি—অবসরে, বগাড়ে, বকরে, বায়্‌বায়্, বায়্‌টেক, বসালে, চোক, ডেরার ইত্যাদি। এক উপাধিধারী লোকদিগের মধ্যে পরস্পর বিবাহ হয় না। নিজাম-রাজ্যের অন্তর্গত তুলজাপুরস্থ দেবী, নাসিকস্থ সপ্তশৃঙ্গ, পুণাজেলাস্থ জেজুরি নামক স্থানের খাণ্ডোবা এবং পন্ঢরপুরস্থ বিঠোবা ইহাদের প্রধান উপাস্য দেবতা।

ইহাদের মধ্যে কোন থাক নাই। প্রধানতঃ ইহারা শাণ্ডিল্য ও মাহেন্দ্র গোত্রধারী। ইহাদের রং কাল, বলিষ্ঠ ও সুগঠিত। ইহারা সর্ব্বত্রই মরাঠী ভাষায় কথাবার্ত্তা কহে।

পুরুষেরা পিরান, চাদর ও কোট ব্যবহার করে এবং পুরোহিতেরা উষ্ণীষ ধারণ করেন। তাহারা সাধারণতঃ মস্তক মুড়াইয়া ফেলে, কেবল মস্তকের মধ্যস্থলে এক গোছাচুল ও গোঁফ রাখে। স্ত্রীলোকেরাও ভাল ভাল কাপড় ও অঙ্গরাখা ইত্যাদি পরিধান করে।

ইহারা সাধারণতঃ অত্যন্ত পরিশ্রমী, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাপ্রিয়, মিতব্যয়ী ও অতিথিপ্রিয়। কিন্তু জুয়াচোর বলিয়া খ্যাত।

সূচীকার্য্যই ইহাদের পুরুষানুক্রমিক ব্যবসা ; তবে কেহ বা চাকরের কার্য্যও করে। কেহই মজুরের কার্য্য করে না। স্ত্রীলোকেরা গৃহকার্য্য সম্পন্ন করে ও পুরুষদিগকে সেলাই-কার্য্যের সাহায্য করে। ইহারা মরাঠী কুন্‌বিদিগের অপেক্ষা জাতিতে একটু হেয়। নামদেবের ন্যায় ইহারাও বৈষ্ণবসম্প্রদায়ভুক্ত। সকলেই প্রায় গলায় তুলসীর মালা ধারণ করে এবং প্রতিবৎসর আষাঢ় ও কার্ত্তিকমাসে পন্ঢরপুরস্থ বিঠোবা দর্শনার্থ গমন করে।

ইহারা সকল হিন্দুপর্ব্বই পালন করে ও সংযম উপবাসাদি করিয়া থাকে। ভবিষ্যদ্বাণী ও জাদুকরের উপর ইহাদের শ্রদ্ধা আছে এবং ভূত প্রেত প্রভৃতি বিশ্বাস করে। বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ এবং বিধবাবিবাহ-প্রথা ইহাদের মধ্যে বহুল পরিমাণে প্রচলিত আছে। ইহাদের সন্তানাদি ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর, পঞ্চমরাত্রিতে ষষ্ঠীদেবীর এক রৌপ্য প্রতিমূর্ত্তি, এক

খানি পাথরের টাটের উপর স্থাপনপূর্ব্বক তাহাতে একখানি ছুরি ও কাস্তে রাখে এবং বাটীর কর্ত্রীরা ফুল, পাঁচ ফল, পাণ, হরিদ্রা ও চন্দন প্রভৃতি স্থাপন করে। উক্ত দেবীর অন্য একটী প্রতিমূর্ত্তির মধ্যে একটী তার প্রবিষ্ট করাইয়া উহা সেই সন্তানের গলদেশে ঝুলাইয়া দেয়। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর হইতে তিন দিন পর্য্যন্ত মধু ও এরণ্ডতৈলমিশ্রিত পানীয় দেয়, পরে চতুর্থ দিবস হইতে মাতা স্তন্য দেয়। সন্তান হওয়ার জন্য ইহারা ১২ দিন অশৌচ গ্রহণ করে। ত্রয়োদশ দিবসে ষষ্ঠীমাতার নামে রাস্তার উপরে ফুল, পাণ, দধি মিশ্রিত চাউল ও উপবীত প্রভৃতি পূজোপকরণ দিয়া তাহারা পাঁচখানি শিলা পূজা করে। ঐ দিনে আত্মীয়া প্রাতিবেশিনীগণ আসিয়া সন্তানের নামকরণ করে।

বালকেরা দশ হইতে বিশ বৎসরের মধ্যে ও স্ত্রীলোকেরা বয়স্থা হইবার পূর্ব্বে বিবাহিত হয়। বরপক্ষীয়েরা প্রথমে বিবাহপ্রস্তাব করেন। পরে বিবাহের পত্রের দিন বরের পিতা কন্যাকে একখানি কাপড়, একটী জামা ও একজোড়া রৌপ্য বলয় উপহার দেন এবং স্বজাতীয় লোকের সম্মুখে কন্যার কপাল সিন্দূর দ্বারা রঞ্জিত করিয়া তাহার হস্তে কতকগুলি মিষ্টান্ন অর্পণ করে। তৎপরে পাণ বিতরিত হইলে, বরের পিতা আহার করেন। তদনন্তর বর ও কন্যার পিতা বরকন্যা উভয়ের কোষ্ঠী লইয়া গণকের নিকট গমন করেন ও বিবাহের শুভদিন স্থির করিয়া লন। শুভদিনে কন্যার গাত্রহরিদ্রা হইয়া গেলে পর, তাহার কিয়দংশ একটী পাত্রে করিয়া বরের বাটীতে বরের গাত্রে দিবার জন্য পাঠাইয়া দেওয়া হয় ও বরের বাটী হইতে ঐ পাত্রে রুটি, দাল ও গুড় কন্যার বাটীতে প্রেরিত হয়। তৎপরে সাধারণ বিবাহপ্রথানুসারে বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হয়। বিবাহকালে বর ও কন্যা মালা-বদল করে না। বরের মাতা ঐ দিবস কন্যার বাটীতে আসিয়া পুত্রবধূর মুখ দেখিয়া চিনিমিশ্রিত এক পাত্র দুগ্ধ পান করিতে দেয়। পর দিবস বর, বন্ধু-বান্ধব সমভিব্যাহারে বহির্ভ্রমণে গমন করেন। সঙ্গে সঙ্গে বাদ্যকরগণ বাজনা বাজাইতে থাকে। তৎপরে বর প্রত্যাবৃত্ত হইয়া গরমজলে স্নানপূর্ব্বক, আত্মীয় বন্ধুগণসহ আহারের নিমিত্ত উপবেশন করিলে, তাহার কোলে হরিদ্রা, পাঁচফল ও অন্যান্য দ্রব্য দেওয়া হয়। তৎপরে কন্যাকে সাধারণ রীতিমত বাটী লইয়া যাওয়া হয়।

ইহারা মৃতদেহের দাহ করে। ইহাদের জাতীয় একতা অতীব প্রবল। ইহারা স্ব স্ব পঞ্চায়ত মধ্যে সামাজিক বিবাদের মীমাংসা করে। কোন নিয়মভঙ্গ করিলে পঞ্চায়ত অর্থ দণ্ড করে। বারংবার নিয়ম ভঙ্গ করিলে জাতিচ্যুত পর্য্যন্ত করা হয়। ইহাদের বালকেরা বিদ্যালয়ে যায়, কিন্তু তাহারা দরজীর কার্য্য ভিন্ন অন্য ব্যবসা অবলম্বন করে না।

ধারবারের নামদেব সিম্পীরা দুই ভাগে বিভক্ত। এক সম্প্রদায়ের নাম 'নামদেব সিম্পী' অপর সম্প্রদায়ের নাম 'লিঙ্গায়তসিম্পী।' ইহাদের আচার-ব্যবহার স্থানভেদে একটু একটু পৃথক্। পূর্ব্বোক্ত সম্প্রদায় আশ্বিনমাসে নব-রাত্র পূজার সময় মদ ও মাংস ভক্ষণ করে।

শেষোক্ত সম্প্রদায় কণাড়ী ভাষায় কথাবার্ত্তা কহে। ইহাদের পুরুষেরা সুবর্ণ ইয়ারিং পরিধান করে।

পুণার সিম্পীরা বহুভাগে বিভক্ত; আর আর সমস্ত বিষয়ে সিম্পীদের প্রায়ই একরূপ আচার-ব্যবহার দেখা যায়।

নামদ্বাদশী (স্ত্রী) নাম্নঃ দ্বাদশী। ব্রতবিশেষ। এই ব্রত অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লতৃতীয়া তিথিতে করিতে হয়। এই ব্রতে গৌরী, কালী, উমা, ভদ্রা, দুর্গা, কান্তি, সরস্বতী, মঙ্গলা, বৈষ্ণবী, লক্ষ্মী, শিবা ও নারায়ণী এই দ্বাদশ দেবতার পূজা করিতে হয়। ইহাতে স্ত্রীদিগের সকল সৌভাগ্য লাভ হয়।

"গৌরী কালী উমা ভদ্রা দুর্গা কান্তি সরস্বতী।
মঙ্গলা বৈষ্ণবী লক্ষ্মী শিবা নারায়ণী ক্রমাৎ॥
মার্গতৃতীয়ামারভ্য পূর্ব্বোক্তং লভতে ফলম্॥ (দেবীপু°)

নামধাতু (পুং) নামপূর্ব্বকোধাতুঃ। সুবন্ত নাম প্রকৃতিক প্রত্যয়ান্ত ধাতুভেদ। যে সকল সুবন্তপদ পরে প্রত্যয় দ্বারা ধাতু সংজ্ঞা হয়, তাহাকে নামধাতু কহে। যথা—পুত্রকাম্য, 'আত্মনঃ পুত্রমিচ্ছতি,' পুত্র এই সুবন্তের উত্তর কাম্য প্রত্যয় হইল। এইস্থলে পুত্রকাম্য নামধাতু। নামধাতুর উত্তরও ধাতুবৎ সকল কার্য্য হইবে। সুবন্তপদের উত্তর যে কোন প্রত্যয় হইলেই যে নামধাতু হইবে তাহা নহে। নির্দ্দিষ্ট কতকগুলি সুবন্তনিমিত্তক প্রত্যয় হয়, তাহাদিগেরই ধাতু সংজ্ঞা হইয়া থাকে, এই ধাতুসংজ্ঞক পদই নামধাতু বলিয়া আখ্যাত।

নামধারক (ত্রি) নাম মাত্রং ধরতি ন তদর্থং করোতি ধৃ-ণ্বুল্। নামমাত্রধারক, বিহিত ক্রিয়াবর্জ্জিত বিপ্রাদি। যে সকল ব্রাহ্মণ স্বীয় স্বীয় আচারপদ্ধতির অনুষ্ঠান করেন না, তাহাকে নামধারক কহে।

"অত ঊর্দ্ধন্তু যে বিপ্রাঃ কেবলং নামধারকাঃ।
পরিষত্ত্বং ন তেষাং বৈ সহস্রগুণিতেষ্বপি॥
যথা কাষ্ঠময়ো হস্তী যথা চর্ম্মময়ো মৃগঃ।
ব্রাহ্মণস্ত্বনধীয়ানাস্ত্রয়স্তে নামধারকাঃ॥" (পরাশর)

যে সকল ব্রাহ্মণ বেদাদি পাঠ করেন না, কাষ্ঠনির্ম্মিত হস্তী ও চর্ম্মনির্ম্মিত মৃগ, এই তিনটী কেবল নামধারক।

নামধেয় (ক্লী) নাম এব নাম-ধেয় (ভাগরূপনামভ্যো ধেয়ঃ। পা ৫।৪।২৫) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা ধেয়ঃ। নাম শব্দার্থ।

"নামধেয়ং দশম্যান্তু দ্বাদশ্যাং বাস্য কারয়েৎ।" (মনু ২।৩০)

নামন্ (ক্লী) ম্নায়তে অভ্যস্যতে যৎ তৎ, ম্না-অভ্যাসে ইতি-মনিন্ (নামন্ সীমন্ ব্যোমন্নিতি। উণ্ ৪।১৫০) ইতি নিপাতনাৎ সাধুঃ। সংজ্ঞা, পর্য্যায়—আখ্যা, আহ্বা, অভিধান, নামধেয়, আহ্বান, লক্ষণ, ব্যপদেশ, আহ্বয়, সংজ্ঞা, গোত্র, অভিখ্যা। (অমর, শব্দর° ।) ২ প্রাতিপদিকরূপ শব্দভেদ।

"নিরুক্তা প্রকৃতির্দ্বেধা নামধাতুপ্রভেদতঃ।
যৎ প্রাতিপদিকং প্রোক্তং তন্নাম্নোনাতিরিচ্যতে॥" (শব্দশক্তিপ্র°)

নাম ও ধাতু এই দুই প্রকার প্রকৃতি। প্রাতিপদিক নাম পদবাচ্য। ইহা রূঢ়, লক্ষক, যোগরূঢ় ও যৌগিক এই চারি প্রকার। সঙ্কেতযুক্ত নাম রূঢ়পদবাচ্য, এবং ইহাকে সংজ্ঞা কহে।

"রূঢ়ঞ্চ লক্ষকঞ্চৈব যোগরূঢ়ঞ্চ যৌগিকম্।
তচ্চতুর্দ্ধা পরৈরূঢ়যৌগিকং মন্যতেঽধিকম্।
রূঢ়ং সঙ্কেতবন্নাম সৈব সংজ্ঞেতি কীর্ত্যতে॥" (শব্দশক্তিপ্রকা°)

এই সংজ্ঞা নৈমিত্তিকী, পারিভাষিকী ও ঔপাধিকী। এই নাম উণাদ্যন্ত, কৃদন্ত, তদ্ধিতান্ত, সমাসজ ও শব্দানুকরণ এই ৫ প্রকার। [প্রাতিপদিক দেখ।]

।৩। কলিকালে কেবল পরমেশ্বরের নামকীর্ত্তনই মুক্তি-লাভের প্রধান উপায়।

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥" (বিষ্ণুধর্ম্মবচন)

৩ উদক। (নিঘণ্টু)

নামনামিক (পুং) নাম্নি নামঃ নমনং প্রহ্বতা অস্যাস্ত ঠন্। পরমেশ্বর। "জিতমানসিক নামনামিক" (ভারত শান্তি° ৪০অ°)

নামমাত্র (ত্রি) নাম সংজ্ঞৈব মাত্রা যস্য। স্ববীর্য্যহীন, সংজ্ঞা-মাত্র ধারী, যাহার পূর্ব্বে সম্পদাদি ছিল, সে যদি সম্পদাদি হীন হইয়া অবস্থান করে, তাহাকে নামমাত্র কহে।

"যথা কাকযবাঃ প্রোক্তা যথাঽরণ্যভবাস্তিলাঃ।
নামমাত্রা ন সিদ্ধৌ হি ধনহীনাস্তথা নরাঃ॥" (পঞ্চতন্ত্র)

নামমালা (স্ত্রী) নাম্নঃ মালা ৬তৎ। কোষভেদ।

নামমুদ্রা (স্ত্রী) নামাক্ষরস্য মুদ্রা যত্র। অঙ্গুলীয়ক ভেদ। অঙ্গু-রিতে অঙ্কিত নামাক্ষর (Monogram)।

নামযজ্ঞ (পুং) নামমাত্রেণ যজ্ঞঃ নামপ্রসিদ্ধয়ে বা যজ্ঞঃ। নামের জন্য যে যজ্ঞ করা হয়। আমি এইরূপ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়েছি যে, অপর কেহ এইরূপ করিতে পারে নাই, এই প্রকার নামের জন্য যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, তাঁহার নাম নামযজ্ঞ।

"আত্মসম্ভাবিতাস্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ।
যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্ব্বকম্॥" (গীতা ১৬।১৭)

আমি কুলীন, আমার সদৃশ আর কেহই নাই, আমি যজ্ঞানু-ষ্ঠান করিব, দান করিব, আমোদ করিব, এইপ্রকার অজ্ঞান-বিমোহিত এবং অহঙ্কার বল, দর্প, কাম, ক্রোধ ও অসূয়াপরবশ হইয়া দম্ভসহকারে অবিধিপূর্ব্বক যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হয়, তাহাই নামযজ্ঞ। যে যজ্ঞে কোনপ্রকার শাস্ত্র নিয়ম রক্ষিত হয় না, কেবল ধুমধামের সহিত সম্পন্ন হয়, তাহাও নামযজ্ঞ।

এইরূপ যজ্ঞে কোনপ্রকার ফল হয় না, ফলতঃ যাহারা এই-রূপ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া থাকে, তাহারা আপনারাই আপনার নরকের দ্বার উন্মুক্ত করে। ইহাদের আসুরযোনিতে জন্ম হয়। আত্মকল্যাণকামীর নামযজ্ঞ পরিবর্জ্জনীয়।

নামলিঙ্গ (ক্লী) নাম চ লিঙ্গঞ্চ তে নাম্নো বা লিঙ্গম্। ১ শব্দ ও লিঙ্গ। ২ শব্দের লিঙ্গভেদ। স্ত্রীলিঙ্গ, পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ শব্দের এই তিন প্রকার লিঙ্গভেদ।

"স্ত্রীলিঙ্গমপি পুংলিঙ্গং ক্লীবলিঙ্গমিতি ত্রিধা।
শব্দসংস্কারসিদ্ধ্যর্থং জায়তে নাম ভিত্যতে॥" (শব্দশক্তিপ্র°)

নামশেষ (ত্রি) নাম্নঃ শেষোঽস্য, নাম আখ্যা এব শেষো যস্যেতি বা। ১ মৃত। ২ মরণ, কথামাত্রশেষ, দেহশূন্য।

নামসংগ্রহ (পুং) নাম্নাং শব্দভেদানাং সংগ্রহঃ। শব্দসকলের একত্র সংগ্রহ, অভিধান।

নামাখ্যাতিক (পুং) নাম চ আখ্যাতঞ্চ তয়োর্ব্যাখ্যানোগ্রন্থঃ নামাখ্যাত-ঠঞ্। নামাখ্যাত প্রতিপাদক গ্রন্থের ব্যাখ্যানগ্রন্থ।

নামাঙ্ক (ত্রি) নাম নামাক্ষরমেব অঙ্কো যত্র। নামাক্ষর দ্বারা অঙ্কিত। "নামাঙ্কবাণাঙ্কিতকেতুযষ্টি" (রঘু)

নামাদেশম্ (অব্য) নাম আদিশ্য নামন্ আ-দিশ-ণমুল্। নাম আদেশ করিয়া।

নামানুশাসন (ক্লী) অনুশিষ্যতে অর্থবিশেষবত্ত্বয়া জ্ঞায়তে-ঽনেন অনু-শাস-করণে ল্যুট্, নাম্ন অনুশাসনং। শব্দসমূহের অর্থবিশেষ জ্ঞাপক গ্রন্থ, অভিধান, কোষ।

নামাপরাধ (পুং) নাম্নি নামবিষয়ে অপরাধঃ নাম্নঃ সকাশাৎ অপরাধো বা। সাধুনিন্দাদিরূপ দুরদৃষ্টজনক ব্যাপারবিশেষ।

" কে তেঽপরাধা বিপ্রেন্দ্র নাম্নো ভগবতঃ কৃতাঃ।
বিনিঘ্নন্তি নৃণাং কৃত্যং প্রাকৃতং হ্যানয়ন্তি চ।
তৎ কথ্যতাং মহাভাগাপরাধং নাম্নি কেশবে।
কেন কেন প্রকারেণ ভবেৎ তন্ধনাদিষু॥" (পাদ্মোত্তরখ° ০২অ°)

পদ্মপুরাণ মতে, সাধুদিগের নিন্দা, গুরুর অবজ্ঞা, শ্রুতি ও শাস্ত্রনিন্দন, হরিনামে নানার্থবাদকল্পন, দেবতা, গুরু, মাতাপিতা ও ব্রাহ্মণদিগের নিন্দা এবং বৈষ্ণবের নিন্দা এই সকল নামাপ-

রাধ। যাহারা গো, অশ্বত্থ, তুলসী, ধাত্রী ও নৃপ ইহাদের নিন্দা করে, তাহারা নামাপরাধী হয়। তীর্থস্থলের নিন্দা করিতে নাই। গঙ্গা, সরস্বতী, শ্রীমদ্ভাগবত, মহাভারত, গুরু, মন্ত্র ও মহাপ্রসাদ ইহাদিগের নিন্দা করিতে নাই। নিন্দা করিলে নামাপরাধী হইতে হয়। সজ্জনমাত্রেরই নিন্দা দোষাবহ, সাধুনিন্দা সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। সাধুনিন্দা করিলেই নামাপরাধী হইতে হয়। যিনি বৈষ্ণবদিগের সেবা না করেন, তিনিও নামাপরাধী।

"নামাপরাধাস্থপরাঃ কতি সন্তি তপোধন।
তৎকথ্যতাং মে সকলং যদি যোগ্যো ভবামি তে ॥
বৈষ্ণবে শঠতাং বিষ্ণৌ গুরৌ পিত্রোশ্চ ভূসুরে।
নিন্দাং যঃ কুরুতে মোহাদপরাধী স নারকী ॥"(পাদ্মঃ উ° ১০৩অ°)

'বৈষ্ণবদিগের প্রতি শঠতা, বিষ্ণু, গুরু, পিতা ও মাতা, এবং ব্রাহ্মণ মোহপ্রযুক্ত এই সকলের নিন্দা করিলে অপরাধী হয়।

নামাপরাধিন্ (ত্রি) নামাপরাধোহস্ত্যস্তেতি ইনি। নামাপরাধকৃৎ, যিনি নামাপরাধ করেন। প্রমাদবশতঃ নামাপরাধ করিলে নামকীর্ত্তন করিতে হইবে, তাহাতে নামাপরাধকৃত দোষ নিরাকৃত হয়।

"জাতে নামাপরাধেহপি প্রমাদেন কথঞ্চন।
সদা সংকীর্ত্তয়েন্নাম তদেকশরণো ভবেৎ ॥
নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘম্।
অবিশ্রান্তপ্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি চ ॥"(হরিভক্তিবি°)

নামাবলী (স্ত্রী) দেবতাদিগের নামসমূহ। আমাদের দেশে কৃষ্ণ, কালী বা দুর্গা নামাঙ্কিত এক প্রকার ছাপা কাপড়। এই শুদ্ধ বস্ত্র পূজাকালে উত্তরীয়রূপে ব্যবহৃত হয়।

নামিক (বি) নামসম্বন্ধীয়, বিশেষ্যপদবাচ্য।

নামিন্ (ত্রি) নত্বার্থবোধক। ২ দন্ত্যবর্ণ স্থানে মূর্দ্ধণ্যাদেশ।

নামৃতা বা নামতা (দেশজ) গুণনের সহজ ধারা। দুইটী সংখ্যা বা রাশির যোগ কিংবা গুণনের নাম, ২ + ২ = ৪, ২ × ২ = ৪।

নাম্ব (পুং) নাস্তি অম্বঃ কর্ষণাদিজন্য প্রাণিহিংসা যত্র, নশব্দেন সমাসঃ। অকৃষ্টপচ্য, স্বয়ং জাত ব্রীহি, যে সকল ধান্য আপনা-আপনি উৎপন্ন হয়।

"অথ মিত্রায় সত্যায় নাম্বানাং চরুং নির্বপতি তদেনং মিত্র-এব সত্যো ব্রহ্মণে" (শতপথব্রা° ৫।৩।৩।৮)

'নাম্বা নাম অকৃষ্টপচ্যাঃ স্বয়ংজাতা ব্রীহয়ঃ' (ভাষ্য)

নায় (পুং) নীয়তেহনেনেতি নী করণে ঘঞ্ (শ্রিণীভুবোহনুপসর্গে। পা ৩।৩।২৪) ১ নয়, নীতি।

"যাত যূয়ং যমপ্রায়ং দিশং নায়ের্দক্ষিণাম্।" (ভট্টি ৭।৩৬)

নী-ভাবে ঘঞ্। ২ প্রাপণ। নয়তি প্রাপয়তীতি নী-ণ (দুন্যোরনুপসর্গে। পা°৩।১।১৪২।) ৩ উপায়। (ত্রি) ৪ নেতা।

"সচস্ব নায়মবসে অভীক ইতো বা" (ঋক্ ৬।২৪।১০)

নায়ক (পুং) নয়তি প্রাপয়তীতি নী-ণ্বুল্। ১ নেতা।

"নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে।" (গীতা ১।৭)

২ শ্রেষ্ঠ। ৩ হারমধ্য মণি। ৪ অগ্রেসরিক, সেনাপতি।

'নায়কো নেতরি শ্রেষ্ঠে হারমধ্যমণাবপি।' (মেদিনী।)

৫ শৃঙ্গারসাধক। শৃঙ্গারাবলম্বন। প্রথমতঃ এই নায়ক তিনপ্রকার, পতি, উপপতি ও বৈশিক। বিধিপূর্ব্বক পাণিগ্রহণকারীর নাম পতি। অনুকূল, দক্ষিণ, ধৃষ্ট ও শঠভেদে পতি চারিপ্রকার। রসমঞ্জরীতে ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

"নায়িকা নায়ক দুই শৃঙ্গারে প্রধান।
নায়িকা বর্ণিনু শুন নায়ক-সন্ধান ॥
পতি উপপতি আর বৈশিক নাগর।
স্বীয়া পরকীয়া আর সামান্যার বর ॥
বেদমতে বিভা করে যে জন সে পতি।
উপপতি সেই যার পিরীতে বসতি ॥
কোনরূপে ধনলোভে হয় সংঘটন।
বৈষয়িক বৈশিক নাগর সেইজন ॥"

পতিভেদ—"অনুকূল দক্ষিণ ধৃষ্ট শঠ চারিমত।
পতিভেদ কেহ বলে তিনে কেহ রত ॥
একে অনুরাগ যার সেই অনুকূল।
দক্ষিণ সে যার ঘরে-পরে হয় তুল ॥
ধৃষ্ট সেই দোষ করে পুনঃ করে হঠ।
কপট বচনে পটু সেইজন শঠ ॥"

অনুকূল নায়ক—

"ওলো ধনি প্রাণধন শুন মোর নিবেদন
সরোবরে স্নানহেতু যেওনালো যেওনা।
যদ্যপি না যাও ভুলে অঙ্গুলে ঘোমটা তুলে
কমলকানন পানে চেওনালো চেওনা ॥
মরাল মৃণাল লোভে ভ্রমর কমলক্ষোভে
নিকট আসিলে ভয় পেওনালো পেওনা।"
তোমা বিনা নাহি কেহ ঘামে পাছে গলে দেহ
বায় পাছে ভাঙ্গে কটি ধেওনালো ধেওনা ॥

দক্ষিণ নায়ক—

"তোমার নিকটে যত দিব্য করে কহি কত
বাহির হইবামাত্র পর দেখি ভুলি লো।
তোমার যেমন প্রীতি পরসঙ্গে সেই রীতি
কহিলাম আপনার দোষ-গুণগুলি লো ॥
কি করে ধর্ম্মের ভয় লোকলাজে কিবা হয়
দেখিতে পরের মুখ ফিরি কুলিকুলি লো।

তুমি যদি হও রুষ্ট অন্যা করিবেক তুষ্ট
ইহা বুঝে মোর সঙ্গে ছাড়্যা দেহ ঠুলি লো ॥"

ধৃষ্ট নায়ক—
"দোষ দেখ্যা একবার কৈলে নানা তিরস্কার
লাজ খায়্যা আয় ফিরে তবু দয়া হলোনা।
ভুজপাশে বান্ধ্যা ধর নিতম্ব প্রহার কর
দশনেতে কর ক্ষত অভিমানে গ'লোনা ॥
পুরুষ পরশমণি যারে ছোঁয়ে সেই ধনী
ইহা বুঝে অনুক্ষণ দূর দূর বলোনা।"

শঠ নায়ক—"কালি কয়েছিনু আনিতে ভুলিনু
ক্ষম সেই অপরাধ।
যে বল করিব যাহা চাহ দিব
পুরাহ সকল সাধ ॥
অঙ্গেতে যে দাগ তোমারি সোহাগ
মিথ্যা দেহ অপবাদ।
আমার পরাণ হরিণী সমান
তোমার চক্ষু নিষাদ ॥"

উপপতি নায়ক—
"নিজ নারী আছে ঘরে যাহা বলি তাহা করে
নানারূপ গুণ ধরে তাহে মন রয় না।
করিতে অন্যার সঙ্গ সদাই সরস অঙ্গ
এ বড় অপূর্ব্ব রঙ্গ ধর্ম্মভয় হয় না ॥
যাইতে সংকেত-স্থান সতত আকুল প্রাণ
জ্ঞান মান অপমান কিছু মনে লয় না।
ব্যক্ত হলে কালামুখ শয়নে নাহিক সুখ
রমণেতে নানা দুখ তবু ক্ষমা হয় না ॥"

বৈশিক নায়ক—
"গিয়াছিনু সরোবরে, স্নান করিবার তরে,
দেখিয়াছি একজন অপরূপ কামিনী।
চক্ষু মুখপদ্ম ছন্দ কিবা ছন্দ কিবা বন্দ
নীলাম্বরে ঝাঁপে তনু মেঘে যেন দামিনী ॥
ঈশ্বর সহায় হন দূতী মিলে এক জন
এইক্ষণে তার কাছে যায় ক্রুতগামিনী।
যত চাহে দিব ধন দিব নানা আভরণ
কোনমতে মোর সঙ্গে বঞ্চে এক যামিনী ॥"

নায়কদিগের উত্তমাদি ভেদ। "উত্তম, মধ্যম আর অধম নিয়মে।
নায়িকার সেই ক্রম নায়ক সে ক্রমে ॥
বাসসজ্জা আদি নায়িকার ভেদ যত।
নায়কে সে ভেদ হয় লক্ষণসম্মত ॥

উপপতি বৈশিকেতে সকলি বিদিত।
পতি প্রতি রসাভাস কেবল খণ্ডিত ॥
স্বকীয়ার রসাভাস জান অভিসার।
পতির খণ্ডিত ভাব তেমনি প্রকার ॥
সর্ব্বজন সুসম্মত আর ভাব সব।
উদাহরণেতে দেখে কর অনুভব ॥"

উৎকণ্ঠিত নায়ক—
"কেন না আইল প্রিয়া বিরহে বিদরে হিয়া
স্থির হব কি করিয়া ধৈর্য্য আর রহে না।
কিবা কোন কার্য্য পাকে ভীতা কিবা দেখে কাকে
নহে এতক্ষণ থাকে কামে কি সে দহে না ॥
পাণ গুয়া গন্ধমালা অগ্নিসম দেয় জ্বালা
করিলেক ঝালাপালা তনু প্রাণ রহে না ॥
আসিবেক কতক্ষণে তবে সুখ পাব মনে
বিনা তার দরশনে আর তাপ সহে না।"

অভিসারিক নায়ক—
"দ্বিতীয় প্রহর রাতে মোরে কহিয়াছে যেতে
সময় হইল প্রায় স্থির মন টলিল।
সুখের কে জানে লেখা গেলে মাত্র পাব দেখা
অনেক দিনের পর আজি আশা ফলিল ॥
অন্ধকারে দেখি আলো গৌর লোক দেখি কালো
শত্রুজনে মিত্রভাব জলে স্থল হইল।
রজনীতে দিবামত তিমির হইল গত
কুপথে সুপথ জ্ঞান তাহে মন লইল ॥"

বিপ্রলব্ধ নায়ক—
"সুখের সময় ঘরে স্ত্রীয়া নানা রস করে
তাহা ছাড়ি আইলাম পর-আশা করিয়া।
গুরুভয় লঘু করে অন্ধকারে নাহি ডরে
ছাড়িয়া আপন বেশ পরবেশ ধরিয়া ॥
সঙ্কেত স্মরণ করে আসিছিল বেশ ধরে
আমার বিলম্বে বুঝি ঘরে গেল ফিরিয়া।
আসিয়া সঙ্কেত ঠাঁই দেখিতে পাইল নাই
আহামরি অন্য কেবা লয়্যা গেল হরিয়া ॥"

স্বাধীনভার্য্য নায়ক—
"তুমি প্রাণ তুমি ধন তুমি মন তুমি গণ
হৃদয়ে যে ক্ষণ থাক সেইক্ষণ ভালো লো।
যত জন আর আছে তুচ্ছ করি তোর কাছে
ত্রিভুবনে তুমি ভাল আর সব কালো লো ॥
তোমার বদন-চাঁদ অচল চঞ্চল ফাঁদ

আমার মোহন চাঁদ অন্ধকারে আলো লো।
করেছি বিস্তর সেবা আজি মোরে সাজাইবা
আমার মাথার কিরা যদি মোরে টালো লো॥"

খণ্ডিতনায়ক—

"আসিব বলিয়া গেলা অন্য সঙ্গে হলো মেলা
শরীরেতে চিহ্ন আছে লুকাবে কি বলিয়া।
মোর সঙ্গে কথা কয়্যা বঞ্চিলা অন্যেরে লয়্যা
কতেক করিলা্য ভাব এ কায়েরে ছলিয়া॥
ভিন্ন ভিন্ন দেখি বেশ আলুথালু দেখি কেশ
দেখিয়া তোমার ভাব দেহ যায় জ্বলিয়া।
কে সাধিলে মনোরথ খণ্ডিলা পিরীতি পথ
নিজ স্থানে যাও তুমি আমি যাই চলিয়া॥"

কলহান্তরিত নায়ক—

"অল্প অপরাধ পায়ে, কেন বা দিনু খেদায়ে,
এবে কার মুখ চায়ে কামজ্বালা নারিব।
বিবেচনা নাহি করি, এখন ঝুরিয়া মরি,
অনুমানে হেন বুঝি রহিতে না পারিব।
পুনঃ দূতী পাঠাইব, প্রীতি করি আনাইব'
সবে এক দোষ তাহে পড়ি হয়্যা হারিব।
হারি মানি দ্বন্দ্ব যাউক, তার অভিমান থাকুক,
তাহা বিনা এ সঙ্কটে তরিবারে নারিব॥"

প্রোষিতভার্য্য নায়ক—

"কোথায় রহিল রামা, বিরহে দহিয়া আমা,
নিরন্তর কামজ্বালা কত আর সহিব।
পিক ডাকে কুহু কুহু, ভ্রমরে গুঞ্জরে মুহু,
সাপে খেকো বায়ুজ্বালা কত আর বহিব॥
চন্দন কমল-দল, পোড়া যেন দাবানল,
সুধাকর বিষধর কত সয়্যা রহিব।
আলো দেখি অন্ধকার, পুরস্কার তিরস্কার,
হেন বুঝি অবশেষে উদাসীন হইব॥"

প্রোষিতপত্নীক নায়ক—

"যদি যাবে আমা ছাড়্যা, প্রাণ কেন লও কাড়্যা,
আপন উদ্বেগ হেতু অগ্নি লয়্যা যাবে লো।
তোমা সঙ্গে যাবে তাপ, আমি এড়াইব পাপ,
খেতে শুতে অনুক্ষণ মনস্তাপ পাবে লো॥
প্রবোধ করিয়া তায়, ঠেকিবে দারুণ দায়,
এমত হইবে ব্যক্ত সখিত্ব হারায়ে লো।
কয়্যা দিনু শেষ মর্ম্ম, বুঝিয়া করহ কর্ম্ম,
পদে পদে পাবে জ্বালা ক-পদ এড়াবে লো॥

ইত্যাদি বুঝিবা নায়কের অষ্ট মত।
উদাহরণেতে অনুভবে পায় যত॥"

পীটমর্দ্দ, বিট, চেট ও বিদূষক নায়কের প্রধান সহায়।

পীঠমর্দ্দ—"রমণী করিলে ক্রোধ যে করে সান্ত্বনা।
ধর্ম্মধী সচিব পীঠমর্দ্দ সেই জনা॥
রমণীরত্ন সহেনা আঁচ, টুটয়ে অগ্নি পরশে কাচ,
করিতে মান দিবে না স্থান দিবে না স্থান।
কি করে ক্ষোভ সহে রামার, অবলা জাতি মৃদু আকার,
জ্বলয়ে বহ্নি নহে সে মান সে মান॥
রস-তাপে হিয়ে বিনাশ পায়, তপনে আপ শুকায়্যা যায়,
রসিয়ে মান রবে কোথায় রবে কোথায়।
প্রমদা বন্ধন সংসারেরি, প্রমদা আকর আহ্লাদেরি,
সদতে রাখহ সুযত্নে তায় সুরত্ন প্রায়।"

বিট—"কামশাস্ত্রে যেই জন পরম নিপুণ।
বিট বলি তার নাম ধরে নানা গুণ॥
চুম্ব আলিঙ্গন, কামেরি দীপন,
মন্ত্র তন্ত্র আদি যত।
যাহে নারী বশ যাহে বাড়ে রস,
এমত জানিব কত॥
বেশভূষা বাস, সন্দেহ সম্ভাষ,
নৃত্যগীত নানা মত।
ফিরি নানা ঠাঁই, আর কর্ম্ম নাই,
আমার এই সতত॥"

চেট—"সন্ধান চতুর সেই সময় ঘটক।
কবিগণ তার নাম বলয়ে চেটক॥
যখন বিরলে পাব, তখনি নিকটে যাব,
যদি ক্রোধে গালি দেয় তবু সয়্যা রহিব।
নয়নের ভঙ্গী করি, ফল কিংবা ফুল ধরি,
চারি চক্ষে এক হলে ইশারায় কহিব।
স্নানেতে যখন যায়, ধরিতে বসন তায়,
কৌতুকে কুম্ভীর হয়্যা জলে ডুবে রহিব।
দুঃখ বিনা নহে সুখ, দেখিতে সে চাঁদমুখ
গ্রীষ্ম হিম বৃষ্টিপাতে পরাঙ্মুখ নহিব॥"

বিদূষক—"কিবা রোষে কিবা তোষে যার হরি হাস।
বিদূষক নাম তার হাস্যের বিলাস॥
চন্দন কজ্জল রাগ, বদনে যে দেখ দাগ,
অপমান এই দেখ মুখে কালি চূণ লো।
দেখ দেখ শোভা কিবা, চাঁদে আলো যেন দিবা,
দোহাই দোহাই তোর কামে করে খুন লো॥

করিবা পরীক্ষা যদি, প্রেমের তরঙ্গ নদী,
দুইজনে ডুবি আইস কে হয় নিপুণ লো।
আপনি দোষের ঘর, পরীক্ষা করিতে ডর,
আমার মাথার দোষ এতো বড় গুণ লো ॥"
(ভারতচন্দ্র—রসমঞ্জরী।)

নায়কের ৮টী সাত্ত্বিক গুণ যথা—স্বেদ, স্তম্ভ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, বেপথু, বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও প্রলয়।

নায়কের দশ দশা—অভিলাষ, চিন্তা, স্মৃতি, গুণকীর্ত্তন, উদ্বেগ, প্রলাপ, উন্মাদ, ব্যাধি, জড়তা ও নিধন এই ১০টী অবস্থা। (রসম°)

সাহিত্যদর্পণে নায়কের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

"ত্যাগী কৃতী কুলীনঃ সুশ্রীকো রূপযৌবনোৎসাহী।
দক্ষে হনুরক্তলোকস্তেজো বৈদগ্ধ্যশীলবান্ নেতা ॥"
(সাহিত্যদ° ৩।৩৩)

দানশীল, কৃতী, সুশ্রী, রূপবান্ যুবক, কার্য্যকুশল, লোকরঞ্জক, তেজস্বী, পণ্ডিত ও সুশীল এই সকল গুণসম্পন্ন হইলে তাহাকে নেতা বা নায়ক বলা যায়। প্রথমতঃ এই নায়ক চারি ভাগে বিভক্ত যথা—ধীরোদাত্ত, ধীরোদ্ধত, ধীরললিত ও ধীরপ্রশান্ত। আত্মশ্লাঘারহিত, ক্ষমাশীল, গম্ভীরস্বভাব, মহাবলশালী, অতিশয় স্থির ও বিনয়ী এই সকল গুণশোভিত হইলে তাহাকে ধীরোদাত্ত নায়ক কহে। রাম, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি ধীরোদাত্ত নায়ক। মায়াবী, প্রচণ্ড, অহঙ্কার ও দর্প প্রভৃতি যুক্ত ও আত্মশ্লাঘাপরায়ণ এই সকল যুক্ত হইলে ধীরোদ্ধত নায়ক হয়। ভীমসেন প্রভৃতি ধীরোদ্ধত নায়ক।

নিশ্চিন্ত, মৃদু ও সর্ব্বদা নৃত্যগীতাদি প্রিয় হইলে ধীরললিত নায়ক হয়। রত্নাবলীনাটকোক্ত বৎসরাজ প্রভৃতি ধীরললিত নায়ক।

দ্বিজাদি সামান্য নায়কগুণবিশিষ্ট ; ও ত্যাগী, কৃতী প্রভৃতি গুণযুক্ত হইলে ধীরপ্রশান্ত নায়ক হয়। মালতীমাধব প্রভৃতি নাটকে মাধবাদি ধীরপ্রশান্তনায়ক।

এই চারিপ্রকার নায়ক প্রত্যেকে দক্ষিণ, ধৃষ্ট, অনুকূল ও শঠ এই চারি চারি করিয়া ১৬ ভাগে বিভক্ত। ধীরোদাত্তাদি সকল নায়কই এই চারিপ্রকার ভেদযুক্ত। যিনি সকল স্ত্রীতে সমান অনুরক্ত তাহাকে নায়ক কহে। যিনি অপরাধ করিলেও ভীত হন না, তিরস্কারেও লজ্জিত নহেন, দোষ দৃষ্ট হইলে মিথ্যা কথা কহেন, তাহাকে ধৃষ্টনায়ক কহে। যিনি একস্ত্রীনিরত, তাহার নাম অনুকূলনায়ক। যিনি বাহিরে অনুরাগ দেখান, অন্তরে অন্যরূপ আচরণ করেন, তাহাকে শঠনায়ক কহে। এই ১৬ প্রকার নায়ক উত্তম, মধ্যম ও অধমভেদে তিন প্রকার। সর্ব্বসমেত নায়ক ৪৮ প্রকার। বিট, চেট ও বিদূষক প্রভৃতি নায়কের সহায় ও নর্ম্মসচিব।*

শোভা, বিলাস, মাধুর্য্য, গাম্ভীর্য্য, ধৈর্য্য, তেজ, ললিত ও ঔদার্য্য নায়কের এই ৮টী সত্ত্বগুণ। বীরত্ব, কার্য্যকুশলতা, সত্য, মহোৎসাহ, নীচের প্রতি অতিশয় ঘৃণা ও স্পর্দ্ধা নায়কের এই সকল গুণসমূহের নাম শোভা। বিলাস সময়ে দৃষ্টি, ধীর গতি, মনোহর ও সস্মিত বাক্য, ইহাকে বিলাস কহে। বিকারের কারণ সত্ত্বেও চিত্ত উদ্বেগ প্রাপ্ত না হইলে তাহাকে মাধুর্য্য কহে। ভয়, শোক, ক্রোধ ও হর্ষাদিতে চিত্তের নির্ব্বিকারতার নাম গাম্ভীর্য্য। প্রবল বিঘ্ন উপস্থিত হইলেও স্থিরভাবে প্রতিজ্ঞাপালনের নাম ধৈর্য্য। পরকৃত অধিক্ষেপ ও অপমান প্রভৃতির প্রাণাত্যয়েও সহ্য না করার নাম তেজ। বাক্য ও বেশে মধুরতা এবং শৃঙ্গার-চেষ্টিতের নাম ললিত। প্রিয়ভাষণ, দান এবং শত্রুর প্রতি মিত্রের তুল্য ব্যবহার, ইহার নাম ঔদার্য্য। নায়কের সত্ত্ব এই ৮টী গুণ। (সাহিত্যদ° ৩ পরি°)

নায়কভট্ট, একজন সংস্কৃত অলঙ্কারগ্রন্থরচয়িতা, অভিনবগুপ্ত প্রভৃতি আলঙ্কারিকগণ তাঁহার উল্লেখ করিয়াছেন।

নায়কবংশ, দাক্ষিণাত্যের মধ্যবর্ত্তী মদুরার এক পরাক্রান্ত রাজবংশ। বিজয়নগরের সেনাপতি বা নায়ক হইতে এই বংশের উদ্ভব, সেইজন্য এই বংশীয়গণ 'নায়ক' উপাধিতে ভূষিত। ১৫৫৯ খৃষ্টাব্দে বিজয়নগরাধিপের সেনাপতি পাণ্ড্যরাজ্য অধিকার করিয়া মদুরারাজ্যে রাজত্ব করিতে থাকেন। এই বংশীয়গণ স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিলেও বিজয়নগরের রাজাকে 'অধীশ্বর'

---

* "ধীরোদাত্তো ধীরোদ্ধতস্তথা ধীরললিতশ্চ।
ধীরপ্রশান্ত ইত্যয়মুক্তঃ প্রথমং চতুর্ভেদঃ।
অবিকত্থনঃ ক্ষমাবানতিগম্ভীরো মহাসত্ত্বঃ।
স্থেয়ান্ নিগূঢ়মানো ধীরোদাত্তো দৃঢ়ব্রতঃ কথিতঃ।
মায়াপরঃ প্রচণ্ডশ্চপলোঽহঙ্কারদর্পভূয়িষ্ঠঃ।
আত্মশ্লাঘানিরতো ধীরৈর্ধীরোদ্ধতঃ কথিতঃ।
নিশ্চিন্তো মৃদুরনিশং কলাপরো ধীরললিতঃ স্যাৎ।
সামান্যগুণৈর্ভূয়ান্ দ্বিজাদিকো ধীরপ্রশান্তঃ স্যাৎ।
এভির্দক্ষিণধৃষ্টানুকূলশঠরূপিভিস্তু ষোড়শধা।
এষ্বনেকমহিলাসু সমরাগো দক্ষিণঃ কথিতঃ।
কৃতাগা অপি নিঃশঙ্কস্তর্জ্জিতোঽপি ন লজ্জিতঃ।
দৃষ্টদোষোঽপি মিথ্যাবাক্ কথিতো ধৃষ্টনায়কঃ।
অনুকূল একনিরতঃ শঠোঽয়মেকত্র বদ্ধভাবো যঃ।
দর্শিতবহিরনুরাগো বিপ্রিয়মন্যত্র গূঢ়মাচরতি।
এষাঞ্চ ত্রৈবিধ্যাৎ সর্ব্বেষামুত্তমমধ্যাধমত্বেন।
উক্তা নায়কভেদাশ্চত্বারিংশত্তথাষ্টৌ চ ॥" (সাহিত্যদর্পণ ৩ পরি°)

বলিয়া স্বীকার করিতেন। নিম্নে নায়ক-বংশ-তালিকা উদ্ধৃত হইল—

১ বিশ্বনাথনায়ক
(১৫৫৯-১৫৬৩খৃঃ অঃ)
|
২ কুমার কৃষ্ণপ্প
(১৫৬৩-১৫৭৩)
|
৩ কৃষ্ণপ্প (পেরিয় বীরপ্প) — বিশ্বনাথ
(উভয়ে একত্র ১৫৭৩-১৫৯৫)
|
৪ লিঙ্গয্য বা কুমার কৃষ্ণপ্প — বিশ্বপ্প (বিশ্বনাথ)
(একত্র উভয়ে ১৫৯৫-১৬০২)
|
৫ মুত্তু কৃষ্ণপ্প
(১৬০২-১৬০৯)
|
৬ মুত্তু বীরপ্প (১৬০৯-১৬২৩) — ৭ তিরুমলনায়ক (১৬২৩-১৬৫৯) — কুমার মুত্তু
|
৮ মুত্তু অড়কাদ্রি (মুত্তু বীরপ্প)
(১৬৫৯-১৬৬০)
|
৯ চোক্কনাথ (চোক্কলিঙ্গ) — ১০ মুত্তুলিঙ্গ
পত্নী-মঙ্গম্মাল
(১৬৬০-১৬৮২)
|
১১ রঙ্গকৃষ্ণ মুত্তুবীরপ্প
(১৬৮২-১৬৮৯)
|
১২ বিজয়রঙ্গ চোক্কনাথ
(১৭০৪-১৭৩১)
মহিষী মীনাক্ষী
(১৭৩১-১৭৩৬)
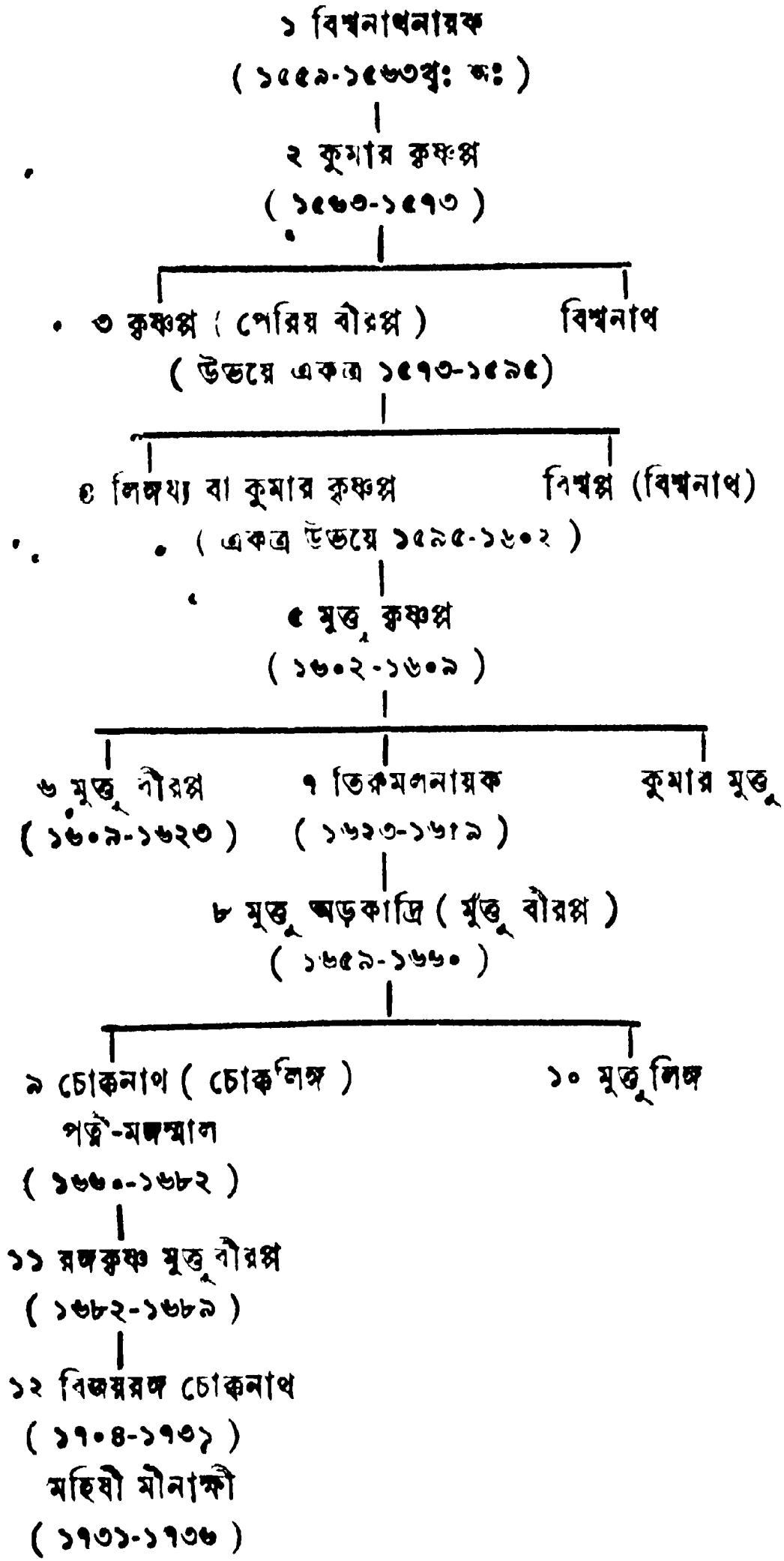
এই নায়কবংশের আদি ইতিহাস কতকটা অপরিষ্কার। ১৫৫৮ খৃষ্টাব্দে তিনজন নায়ক যখন মদুরাশাসন করিতেছিলেন, সেই সময়ে বা তাহার অনতিপরে, চন্দ্রশেখর নামে একজন পাণ্ড্যবংশীয় রাজকুমার মদুরার সিংহাসনে স্থাপিত হন। এই সময় তঞ্জোরের চোলরাজ বীরশেখর পাণ্ড্যরাজ্য আক্রমণ করেন। চন্দ্রশেখর বিজয়নগরে পলাইয়া গিয়া আশ্রয় লইলেন। সদাশিবরায়ের পদাভিষিক্ত রামরাজ চোলদিগকে দমন করিবার জন্য কোটিয়-নাগম-নায়ক নামক সেনাপতিকে প্রেরণ করেন। সেনাপতি মদুরা অধিকার করিলেন, কিন্তু তিনি পাণ্ড্যরাজকে সিংহাসনে না বসাইয়া আপনিই রাজকার্য্য পরিচালন করিতে লাগিলেন। বিজয়নগরাধিপ রামরাজ তাহাতে বিরক্ত হইয়া নাগমনায়কের পুত্র বিশ্বনাথকে পিতার বিরুদ্ধে পাঠাইলেন। পিতা পুত্রের নিকট পরাস্ত হইল। বিশ্বনাথ চন্দ্রশেখর পাণ্ড্যকে সাক্ষীগোপালের মত সিংহাসনে বসাইয়া একপ্রকার আপনিই রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। মদুরার সুপ্রসিদ্ধ সহস্রস্তম্ভমণ্ডপপ্রতিষ্ঠাতা আর্য্যনায়ক বা আর্য্যনাথ বিদ্রোহ-নিবারণকালে বিশ্বনাথকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন, এখন তিনিই বিশ্বনাথের প্রধান মন্ত্রী ও প্রধান সেনাপতি হইলেন। বিশ্বনাথ তাঁহাকে "দলবায়" উপাধি প্রদান করেন। এই সময় মদুরারাজ্য সুশাসিত, চারিদিকে সুদৃঢ় দুর্গাদিদ্বারা সুরক্ষিত, নানা মন্দিরে সুসংস্কৃত ও সুশোভিত, খাল বিল উৎখাত, নানা গ্রাম স্থাপিত ও ত্রিশিরাপল্লী পর্য্যন্ত কৃষিকার্য্য বিস্তৃত হয়। বিশ্বনাথ তঞ্জোররাজকে বলিয়া ত্রিশিরা-পল্লীর বদলে বল্লম্-নগর গ্রহণ করেন। ইহার কিছুকাল পরে, আর্য্যনাথ তিন্নেবল্লী প্রদেশে বন্দোবস্ত করিতে যান। তথায় পঞ্চপাণ্ডব নামে পরাক্রান্ত পঞ্চ সামন্ত আর্য্যনাথের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন। বিশ্বনাথ সেনাপতির সাহায্যার্থ সসৈন্যে দক্ষিণদেশে গমন করেন। কিংবদন্তি আছে, সেই পঞ্চপাণ্ডবের বীর্য্যপ্রভাবে তাঁহার সৈন্যগণ বিচলিত হইলে, বিশ্বনাথ সেই সামন্তগণকে আহ্বান করিয়া বলেন, বৃথা শত শত লোকের রক্তপাত করিয়া ফল কি? এস, তোমরা ৫ জন ও আমরা একজনে যুদ্ধ করি। যে পরাজিত হইবে, তাহাকেই এই দেশ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে'। পঞ্চপাণ্ডব কহিলেন, 'তাহা কেন? আমাদের মধ্যে একজনকে বাছিয়া লইয়া যুদ্ধ কর। তাহার হার হইলে আমাদের সকলের হার গণ্য করিব।' বিশ্বনাথ তাহাদের মধ্যে একজনকে বিনাশ করিল, তখন অপর চারিজন নির্বিবাদে দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গেল। এইরূপে অবাধে বিশ্বনাথনায়ক সেই বিস্তীর্ণ ভূভাগের একছত্রা অধিপতি হইলেন। তিনি রাজ্যের সুশাসনের জন্য ৭২ জন সামন্তকে ৭২টী পল্লীশাসন করিতে দেন। ১৫৬৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্র কুমার-কৃষ্ণপ্প আধিপত্য লাভ করেন।

এই সময় আর্য্যনাথ মুসলমানদিগকে দমন করিবার জন্য উত্তরাঞ্চলে যাত্রা করেন। সেই সুযোগে পোলিগর দখিছি-নায়ক বিদ্রোহী হন। কিন্তু শীঘ্রই বিদ্রোহ নিবারিত ও বিদ্রোহি-নায়ক নিহত হয়। তৎকালে আর্য্যনাথই রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার যত্নে বিস্তর সাধারণ হিতকর কার্য্য সম্পাদিত ও অনেক দেবমন্দির নির্ম্মিত হয়।

প্রবাদ এইরূপ, কুমার কৃষ্ণপ্প সিংহল আক্রমণ করেন। দ্বিতীয় বার যুদ্ধে সিংহলরাজ নিহত ও সিংহল রাজ্য অধিকৃত

হয়। কুমার কৃষ্ণপ্প কণ্ডি অধিকারপূর্ব্বক আপন শ্যালককে তথায় অভিষিক্ত করিয়া স্বরাজ্যে প্রস্থান করেন। ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

তৎপুত্র কৃষ্ণপ্প ও বিশ্বনাথ উভয়ে মিলিয়া রাজ্যশাসন করিতে থাকেন। কিন্তু উভয়েই এক প্রকার আর্য্যনাথের ক্রীড়াপুত্তলস্বরূপ ছিলেন। এই সময় 'মহাবিলিবান' নামে এক সামন্তরাজ বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি শীঘ্রই পরাস্ত হন। এই সময় ত্রিচিনপল্লী ও চিদম্বরম্ দুর্গাদি দ্বারা সুরক্ষিত হয়। ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণপ্পের মৃত্যু হইলে তাঁহার দুই পুত্র লিঙ্গয্য ও বিশ্বপ্প উভয়ে রাজ্যভার প্রাপ্ত হন। তাঁহাদের রাজত্বকালে মদুরা রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। ১৬০০ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ আর্য্যনাথ ইহলোক পরিত্যাগ করেন। প্রথমে বিশ্বপ্প, তৎপরে (১৬০২ খৃষ্টাব্দে) লিঙ্গয্য কাল-কবলিত হইলেন। তাঁহার পিতৃব্য কস্তুরী রঙ্গয্য বলপূর্ব্বক রাজ্য অধিকার করেন। কিন্তু সপ্তাহ মধ্যে তিনি নিহত হন ও লিঙ্গয্যের পুত্র মুত্তু কৃষ্ণপ্প সিংহাসনে অধিরোহণ করেন।

মুত্তু কৃষ্ণপ্প রামনাদের প্রাচীন মড়ববংশীয় সেতুপতিদিগকে পুনরায় স্বরাজ্যে স্থাপিত করেন। তাঁহার সময় রবার্ট ডি-নবিলিয়াসের অধীন জেস্যুট পাদ্রীগণ মদুরায় প্রবল হইয়া উঠে। অনেক নীচজাতি খৃষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে থাকে।

[খৃষ্টান শব্দ দেখ।]

১৬০৯ খৃষ্টাব্দে তিনটী পুত্র রাখিয়া মুত্তু কৃষ্ণপ্প ইহলোক পরিত্যাগ করেন। এই তিনজনের নাম মুত্তু বীরপ্প, তিরুমল ও কুমার মুত্তু।

মআলিনুউল্ সলাতিন্-নামক ইতিহাস-রচয়িতা মহম্মদ শরীফ লিখিয়াছেন, তিনি উক্ত মদুরারাজের সহিত তাঁহার শত শত মহিষীকে চিতারোহণ করিতে দেখিয়াছেন।

মুত্তু বীরপ্পের রাজত্বকালে তঞ্জোরের সহিত যুদ্ধ বাধে। এই সময় মহিসুর হইতে কএকদল সেনা আসিয়া মদুরা লুট করিয়া যায়। বীরপ্প স্বীয় রাজ্য মধ্যে খৃষ্টানধর্ম্ম প্রচারে বিশেষ বাধা দিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে ত্রিচিনপল্লীতে রাজধানী ছিল।

তাঁহার পর তিরুমল নায়ক রাজা হন। তিনি ত্রিচিনপল্লী হইতে রাজপাট তুলিয়া মদুরাতেই আবার রাজধানী করিলেন। তিনি 'মহারাজমাণ্ডরাজশ্রীতিরুমল শেবরি নারণি, আয্যলু গারু' এই উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁহার সময়েই মদুরার বৃহদাকার মন্দিরসকল ও রাজপ্রাসাদ নির্ম্মিত হয়। তাঁহার সময়ে মহিসুররাজ মদুরারাজ্য অধিকার করিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করেন। দিন্তিগুল নামক স্থানে দলবায় রামপ্পয্য রিপুসৈন্য পরাস্ত করিয়া মহিসুর পর্য্যন্ত তাহাদের পশ্চাৎ ধাবিত হন। ১৬২৩ খৃষ্টাব্দে জেস্যুট-প্রবর রবার্ট-ডি-নবিলিয়াস্ আবার মদুরায় উপস্থিত হন। তাঁহার মনোমুগ্ধকর বক্তৃতায় অনেকেই খৃষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করে।

কিছুকাল পরে রামনাদপ্রদেশে সেতুপতির সহিত ঘোরতর যুদ্ধ বাধে। এই যুদ্ধে তিরুমলের বিশেষ অনিষ্ট হয়। কোথায় তিনি মনে করিয়াছিলেন যে সম্পূর্ণ স্বাধীন হইবেন, না বিজয়নগরাধিপকে সর্ব্বদাই তাঁহাকে উপহার পাঠাইতে হইত। ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে বিজয়নগর-রাজের প্রতি তাঁহার কিছু অশ্রদ্ধা প্রকাশ পায়, তাহাতে বিজয়নগরের নব রাজা তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। তিরুমল তঞ্জোর ও গিঞ্জির নায়কদিগের সাহায্য গ্রহণ করেন। বিজয়নগরাধিপ গিঞ্জি আক্রমণে উপস্থিত হইলেন। সেই অবকাশে মুসলমানেরা তিরুমলের প্ররোচনায় বিজয়নগর আক্রমণ করিল। পরে তাহারা বিজয়নগরের দক্ষিণাংশ অধিকার করিতে লাগিল। তিরুমলকেও এই সময় মদুরায় গিয়া আশ্রয় লইতে হইল। তৎপরে তিনি গোলকোণ্ডার মুসলমানরাজের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। মুসলমানেরা আসিয়া মদুরা আক্রমণ করিলেন। তিরুমল কোন বাধা না দিয়া আত্মসমর্পণ করিলেন। তিরুমলের বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ লইবার জন্য মহিসুররাজ কএকবার তিরুমলকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। শেষে ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে মদুরাপতিই জয়লাভ করিলেন।

মুসলমান ও খৃষ্টান ধর্ম্মের উপর তিরুমলের অনেকটা আস্থা হইয়াছিল। সেইজন্যই ব্রাহ্মণেরা তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়া উক্ত বর্ষে তাঁহাকে হত্যা করেন। তৎপরে তাঁহার প্রকৃত উত্তরাধিকারী কুমার মুত্তু ব্রাহ্মণগণের উত্তেজনায় পিতৃস্বত্ব পরিত্যাগ করেন ও মুত্তু অড়কাদ্রি নামে তিরুমলের এক জারজ পুত্র সিংহাসনে অভিষিক্ত হন।

অড়কাদ্রির অপর নাম বীরপ্প। মুসলমানদিগের হস্ত হইতে মুক্তিলাভের জন্য ইনি ত্রিচিনপল্লী সুদৃঢ় করেন। এদিকে মুসলমানেরা তঞ্জোর ও অপরাপর স্থান আক্রমণ করিয়া শেষে ত্রিচিনপল্লী অবরোধ করিল। কিন্তু তাহাদের অভিসন্ধি সুসিদ্ধ হয় নাই। বীরপ্পই জয়লাভ করিলেন। ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে তিনি জীবলীলা সম্বরণ করেন।

তৎপরে তাঁহার পুত্র চোক্কলিঙ্গ বা চোক্কনাথ (শোকানাথ) ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রমকালে সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। প্রথমে মদুরার দুর্ব্বৃত্ত মন্ত্রিগণ তাঁহাকে পদচ্যুত করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু মদুরাধিপ বয়সে অল্প হইলেও নিজ বুদ্ধিবলে দুর্ব্বৃত্তদিগের কৌশল ব্যর্থ করিয়া, আপনি শাসনভার ও

সৈন্তাপত্য গ্রহণ করিলেন। মহর্ষিগণ তঞ্জোরে পলাইয়া আশ্রয় লইল। চোক্কনাথ সসৈন্তে তথায় গিয়া তাহাদিগকে দমন করিলেন। এই সময় তঞ্জোরাধিপ তাঁহার অধীনতা স্বীকার করেন। ১৬৬৩-৬৪ খৃষ্টাব্দে মুসলমানেরা আর একবার ত্রিচিনপল্লী আক্রমণ করিয়াছিল, কিন্তু এবারও তাহারা নিরীহ গ্রামবাসিগণের রক্তে হস্ত কলঙ্কিত করিয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। তঞ্জোরের নায়ক বিজয়রাঘব মুসলমানদিগকে সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া চোক্কনাথ তাহারও রাজ্য জয় করেন ও তঞ্জোররাজ বিলক্ষণ অবনত হন। ইহারই অনতিপরে, রামনাদের সেতুপতি মদুরার অধীনতা অগ্রাহ্য করিয়া বিদ্রোহী হইলেন। কিন্তু এবার চোক্কনাথ তাঁহাকে দমন করিতে সমর্থ হন নাই। ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে তিনি আবার তঞ্জোর আক্রমণ করেন। এবার তঞ্জোরে মর্ম্মভেদী বিয়োগান্ত নাটকের অভিনয় হইয়াছিল। বিজয়রাঘব আপনার মানরক্ষা করিতে গিয়া সপরিবারে নিহত হন*। অলগিরি নায়ক তঞ্জোরের শাসনকর্ত্তা হইলেন। ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে চোক্কনাথ চন্দ্রগিরির রাজকন্যা মঙ্গম্মালের পাণিগ্রহণ করেন। মদুরাপতি তাঁহার প্রণয়ে এতই বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, নিজ ভ্রাতা মুত্তু অড়কাদ্রির উপর সমস্ত রাজকার্য্যের ভার অর্পণ করিয়া আপনি ত্রিচিনপল্লী থাকিয়া সেই রমণীর সহিত আমোদ-প্রমোদে অতিবাহিত করিতেন। মন্ত্রিগণ অড়কাদ্রির সহিত ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন ও সকলেই তাঁহাকে স্বাধীন রাজা হইবার জন্য উত্তেজিত করিলেন। এদিকে (১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে) শিবাজীর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা একোজী তঞ্জোরের একজন পলায়িত রাজকুমারের সহিত যোগ দিয়া সমস্ত মদুরারাজ্য আক্রমণ করিল। এই ঘোর সঙ্কটকালেও চোক্কনাথের চৈতন্য হয় নাই, তিনি রমণীপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছিলেন। কিন্তু যখন তিনি শুনিলেন, তাঁহার আর নিস্তার নাই। তখন তঞ্জোর হইতে মুসলমানদিগকে তাড়াইয়া দিবার জন্য অবধারণ করিলেন। যুদ্ধযাত্রা করিলেন বটে, কিন্তু সাজাগোজাই সার হইল। এই সময় মহিসুররাজ মদুরা জয় করিবার চেষ্টা করেন। শিবাজীও দাক্ষিণাত্য অধিকার করিবার জন্য প্রভূত সৈন্যসহ অগ্রসর হইতেছিলেন, কিন্তু কোলরুণ নদীর বন্যায় দেশ প্লাবিত হওয়ায় তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হন। শিবাজী চলিয়া গেলে, মুসলমানেরা সুযোগ বুঝিয়া গিঞ্জীতে গিয়া শিবাজীর সেনাপতিকে আক্রমণ করিল। কিন্তু তাহারাই পরাজিত হয়। এই সময় চোক্কনাথ তঞ্জোর আক্রমণ করেন। বুঝা যায় না, কি কারণে তিনি গিঞ্জি আক্রমণ না করিয়া ত্রিচিনপল্লীতে ফিরিয়া আসেন। এই সময়ে মহিসুররাজ মদুরার অন্তর্গত দুইটী দুর্গ অধিকার করিয়া নানাস্থানে লুটপাট করিতে থাকেন। চোক্কনাথের মন্ত্রী গোবিন্দপ্পও এই সুযোগে কৌশলক্রমে চোক্কনাথকে বন্দী করিয়া তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুত্তু লিঙ্গপ্পকে রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন। (১৬৭৭ খৃঃ অঃ)

মুত্তু লিঙ্গপ্প রাজা হইয়া রস্তম্ নামক এক মুসলমানকে আপনার দুর্গরক্ষক করেন। এই ব্যক্তি বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক দুর্গ অধিকার করিয়া চোক্কনাথকে মুক্ত ও তাঁহাকে পুনরায় রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন! সেই মুসলমানই দুই বর্ষ রাজ্যশাসন করেন। এই সময় মহিসুররাজ, রামনাদের মড়বগণ, মহারাষ্ট্রগণ ও তঞ্জোরের মুসলমান সেনাপতিগণ মদুরা গ্রাস করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিলেন। মহিসুরের সেনাপতি রস্তমকে পরাজিত ও নিহত করিলেন। চোক্কনাথ স্বাধীন হইলেন বটে, কিন্তু মহিসুরের সেনাপতি দুর্গ অবরোধ করিয়া রহিল। তখন তিনি আর কোন উপায় না দেখিয়া শিবাজীর পুত্র শম্ভুজীর সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। শম্ভুজীর সেনানায়ক অসুরমল্ল আসিয়া মহিসুরের সেনানায়ককে পরাস্ত ও বন্দী করেন। অসুরমল্লের যত্নে মহিসুরাধিকৃত স্থানসমূহ পুনরুদ্ধার হইল। কিন্তু সুচতুর মহারাষ্ট্র-সেনাপতি সে সকল ভূভাগ চোক্কনাথকে আর ছাড়িয়া দিলেন না। বরং ত্রিচিনপল্লী অবরোধ করিয়া বসিলেন। তাহাতে চোক্কনাথ বিশেষ মনোকষ্ট পাইয়া ভগ্নহৃদয়ে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার পঞ্চদশবর্ষীয় কুমার রঙ্গকৃষ্ণ মুত্তু বীরপ্প (১৬৮২ খৃষ্টাব্দে) সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। তিনি অত্যন্ত সাহসী ও বীর বলিয়া গণ্য ছিলেন। তাঁহার প্রতাপে অল্পদিন মধ্যেই মহারাষ্ট্র-সেনানায়ক দুর্গাবরোধ ছাড়িয়া স্বদেশে ফিরিয়া যান। রঙ্গকৃষ্ণ বাহুবলে ক্রমে ক্রমে নষ্ট দুর্গগুলি উদ্ধার করেন ও (১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে) মহিসুর সেনাদিগকে মদুরারাজ্য হইতে তাড়াইয়া দেন। তিনি কখন মন্ত্রিগণের উপর নির্ভর করিতেন না। আপনি সকল কার্য্য দেখিয়া বেড়াইতেন। কাহারও দোষ পাইলেই তাহার দণ্ডবিধান করিতেন, আবার কার্য্যক্ষম ব্যক্তিকে উপযুক্ত পারিতোষিক প্রদান করিয়া উৎসাহিত করিতেন। মদুরার গ্রহবৈগুণ্যে এমন রাজা বহুদিন জীবিত ছিলেন না। ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে দারুণ বসন্তরোগে সহসা তিনি প্রাণত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার এক স্ত্রী গর্ভবতী ছিলেন। কয়েক দিবস পরে, তিনি এক পুত্র প্রসব করেন, কিন্তু প্রসূতিও তাহার চারি দিন পরে দেহ বিসর্জ্জন করিলেন। মৃত রাজার মাতা

* Nelson's Manual of Madura Country নামক গ্রন্থে এই বিয়োগান্ত অভিনয়ের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

মঙ্গম্মাল তিন মাসের সময় পৌত্রকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া নাবালকের অছি স্বরূপ রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। এই বুদ্ধিমতী রমণীর সুশাসনগুণে প্রজাগণ অতি সুখস্বচ্ছন্দে অতিবাহিত করিয়াছিল। এই সময় ত্রিচিনপল্লী হইতে মদুরা পর্য্যন্ত উভয় পার্শ্বে তরুমালা-শোভিত সুপ্রশস্ত রথ্যা ও পথের মাঝে মাঝে সত্র নির্ম্মিত হইয়াছিল। এখনও সেই সকল প্রাচীন ছত্রের নিদর্শন রহিয়াছে।

মঙ্গম্মালের একটী বিশেষ গুণ ছিল, তিনি সকল ধর্ম্মাবলম্বীকেই সমভাবে দেখিতেন, হিন্দু বা খৃষ্টান কেহ উপেক্ষিত হইতেন না। ১৬৯৩ খৃষ্টাব্দে রামনাদের সেতুপতি, অতি কষ্ট দিয়া জেসুইটপুঙ্গব ডি-ব্রিটোর প্রাণসংহার করেন। তাহাতে মঙ্গম্মাল সেতুপতির উপর চটিয়া যান। ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার সৈন্যদল ত্রিবাঙ্কোড় হইতে কর আদায় করিতে গিয়া পরাজিত হয়। তজ্জন্য মঙ্গম্মাল ত্রিবাঙ্কোড়ের বিরুদ্ধে সমর ঘোষণা করেন। কেহ বলেন, সেই যুদ্ধে মদুরার জয় হয়। আবার কেহ বলেন, ত্রিবাঙ্কোড়রাজই জয়শ্রী অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ১৭০০ খৃষ্টাব্দে, তুঁতকুড়ির ওলন্দাজেরা নায়করাজের নিকট মুক্তোত্তোলন-ব্যবসা একচেটিয়া করিয়া লইয়াছিলেন। এই সময় তঞ্জোরের সহিতও দুই একবার সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল, তৎকালে মদুরা-রাজসভায় খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজক বুকেট (Bouchet) অতি সমাদরে গৃহীত হন। মদুরা-সেনাপতি দলবায় নরপ্পয্য তঞ্জোররাজ্য বিলুণ্ঠিত করিল। তঞ্জোরের প্রধানমন্ত্রী অর্থদ্বারা মদুরার সৈন্যবর্গকে বশীভূত করেন। ১৭০১ খৃষ্টাব্দে মদুরা ও তঞ্জোর একত্র হইয়া মহিসুরকে আক্রমণ করেন, কিন্তু কোন পক্ষে সুবিধা হয় নাই। পরবর্ষে দলবায় নরপ্পয্য সেতুপতির সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া পরাজিত ও নিহত হন। ১৭০৪-৫ খৃষ্টাব্দে নায়করাজকুমার বিজয়রঙ্গ চোক্কনাথ বয়োপ্রাপ্ত হইয়া রাজ্যভারগ্রহণ করেন। সুযোগ বুঝিয়া ধূর্ত্ত মন্ত্রিগণ মঙ্গম্মালের নামে অনেক মিথ্যা অপবাদ রটনা করিল। উগ্রপ্রকৃতি নায়করাজ তাহাদের কুটাভিসন্ধি বুঝিতে না পারিয়া মাতৃস্থানীয়া পিতামহীকে কারারুদ্ধ করেন, তথায় মঙ্গম্মাল অনাহারে প্রাণত্যাগ করেন। দুষ্টেরা সেই বিচক্ষণা রমণীর চরিত্রের মিথ্যা দোষ আরোপ করিলেও এখনও মদুরার প্রজাগণ তাঁহাকে মাতার স্বরূপ জ্ঞান করে ও প্রাণ ভরিয়া তাঁহার সুখ্যাতি গান করিয়া থাকে। বিজয়রঙ্গের রাজত্বকালে মহাজলপ্লাবনে (১৭০৯ খৃঃ অব্দে) ও তৎপরবর্ষে ভীষণ দুর্ভিক্ষে প্রজাগণের কষ্টের একশেষ হইল। সেই দুর্ভিক্ষ পরে দশ বর্ষব্যাপী হইয়াছিল। ১৭২০ খৃষ্টাব্দে পদুকোট্টার তোণ্ডমান সেতুপতির অধীনতা পরিত্যাগ করিয়া বিদ্রোহী হন। সেতুপতি তাঁহাকে দমন করিতে গিয়া নিহত হইলেন। এখন রামনাদের সিংহাসন লইয়া মহাগোলযোগ বাধিল। রামনাদের অধীন শিবগঙ্গ প্রদেশ তঞ্জোর গ্রহণ করিলেন। বাকী অংশ পরবর্ত্তী সেতুপতির রহিল। ১৭৩১ খৃষ্টাব্দে বিজয়রঙ্গ নিঃসন্তান অবস্থায় ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার বিধবা মহিষী মীনাক্ষীদেবী মদুরার শাসনভার গ্রহণ করিলেন। তিনি বঙ্গারু-তিরুমলের পুত্রকে দত্তক লয়েন। সুযোগ বুঝিয়া বঙ্গারু তিরুমল মদুরা গ্রহণ করিবার চেষ্টা করেন। তিনি ত্রিচিনপল্লীতে রাণীর প্রাণসংহার করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার আশা সফল হয় নাই। ১৭৩৫ খৃষ্টাব্দে সফ্‌দরআলীখাঁর অধীনে মুসলমানগণ মদুরা, তঞ্জোর, ত্রিবাঙ্কোড় প্রভৃতি রাজ্য আক্রমণ করেন। এই সময় বঙ্গারু-তিরুমল সফ্‌দরআলীকে উৎকোচ দিয়া বশীভূত করিয়া তাঁহাদ্বারা রাজা বলিয়া ঘোষিত হইলেন। তখন রাণী অতিশয় ভীত হইয়া প্রভূত অর্থদ্বারা চাঁদসাহেবকে হস্তগত করিলেন। এখন বঙ্গারু তিরুমল ত্রিচিনপল্লী পরিত্যাগ করিয়া মদুরাভিমুখে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলেন। চাঁদসাহেবও চলিয়া গেলেন। কিন্তু ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে তিনি আবার আসিয়া চাপিয়া বসিলেন। রাণী মীনাক্ষী সম্পূর্ণরূপে চাঁদসাহেবের অধীন হইয়া পড়িলেন। চাঁদসাহেব বঙ্গারু-তিরুমলের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠাইলেন। বঙ্গারু যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া শিবগঙ্গপ্রদেশে পলায়ন করিলেন, এখন চাঁদসাহেবই মদুরার সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিলেন। রাণী মীনাক্ষী হতাশে আত্মহত্যা করিলেন। এইরূপে নায়কবংশের শেষ হইল।

নায়কাধিপ (পুং) নায়কস্য অধিপঃ ৬তৎ। নৃপ, রাজা। (শব্দচ°)

নায়কোট, নেপালের অন্তর্গত একটী জেলা ও নগর। এই জেলা কাট্‌মাণ্ডুর ১৭ মাইল পশ্চিম-উত্তর-পশ্চিমে বিস্তৃত। নগরটী উক্ত জেলার উত্তরপ্রান্তে অবস্থিত। ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ হইবার অব্যবহিতপূর্ব্ব পর্য্যন্ত বর্ত্তমান নেপাল-রাজবংশ শীতকালে এই নায়কোটে বাস করিতেন। গিরির উপর অবস্থিত হওয়ায় চতুঃপার্শ্বস্থ স্থান অপেক্ষা এই স্থান অত্যন্ত উচ্চ। নায়কোটের সমতল ক্ষেত্র সমবাহু ত্রিভুজাকৃতি, ইহার দুই দিকে নদী ও অপর দিকে উচ্চ পাহাড়। নায়কোট চৈত্র হইতে কার্ত্তিক পর্য্যন্ত অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। ঐ সময় ম্যালেরিয়া জ্বর সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এখানকার নিম্ন ভূমিসমূহ বাসের অযোগ্য। এই স্থানে বেগার ও পাহাড়তলীর শাল প্রভৃতি প্রায় সকল প্রকার বৃক্ষ জন্মে। এতদ্ভিন্ন এখানে যেরূপ উৎকৃষ্ট কমলানেবু জন্মে, সেরূপ উত্তম নেবু প্রায় আর কোথাও দেখা যায় না। আম্র, নারিকেল, সুপারি প্রভৃতিও প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়।

পার্ব্বতীয়, নেবার প্রভৃতি জাতি এখানে বাস করে।

নায়ড়, কোচীনের উত্তরাংশনিবাসী একজাতি, যাবতীয় নীচ জাতির মধ্যে ইহারা সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট।

নায়ডু পালেম্, নেল্লুর জেলায় দয়শী নামক স্থানের ১৭ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। এই পল্লীর পূর্ব্বদিকস্থ গিরিশৃঙ্গে ১৫১৯ সম্বতে উৎকীর্ণ একটী শিলালিপি পাওয়া যায়।

নায়র, ১ দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধ যোদ্ধৃ জাতি।

[নার্য্যর শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য]

২ বড় নৌকা।

নায়িকা, (স্ত্রী) নয়তি যা নী-ণ্বুল্ টাপ্, অতইত্বঞ্চ। ১ দুর্গাশক্তি। দুর্গাদেবীর ৮টী শক্তির নাম অষ্টনায়িকা। এই অষ্টনায়িকা যত্নসহকারে পূজা করিতে হয়।

"ততোঽষ্টনায়িকাদেব্যা যত্নতঃ পরিপূজয়েৎ॥
উগ্রচণ্ডাং প্রচণ্ডাঞ্চ চণ্ডোগ্রাং চণ্ডনায়িকাম্॥
অতিচণ্ডাঞ্চ চামুণ্ডাং চণ্ডাং চণ্ডবতীস্তথা।
পঞ্চোপচারৈঃ সংপূজ্য ভৈরবাস্বধ্যদেশতঃ॥"

(ব্রহ্মবৈ° প্রকৃতিখ° ৬১ অ°)

২ শৃঙ্গাররসাবলম্বনবিভাবরূপা নারী। নায়িকা ত্রিবিধা—স্বীয়া, পরকীয়া ও সামান্যবনিতা। নায়িকা শৃঙ্গাররসের আধার-স্বরূপ। যিনি স্বামি-বিষয়ে অতি অনুরক্ত তাহার নাম স্বীয়া, এই স্বীয়া নায়িকা আবার মুগ্ধা, মধ্যা ও প্রগল্ভাভেদে তিন প্রকার। এই নায়িকার বিষয় রসমঞ্জরীতে এইরূপ লিখিত আছে—

"আদ্যরস সকল রসের মধ্যে সার।
নায়িকা বর্ণিব অগ্রে তাহার আধার॥
স্বীয়া-পরকীয়া আর সামান্যবনিতা।
অগ্রে এই তিন ভেদ পণ্ডিত বর্ণিতা॥
স্বীয়া—কেবল আপন নাথে অপরাধ যার।
স্বকীয়া তাহার নাম নায়িকার সার॥—
নয়ন অমৃত নদী সর্ব্বদা চঞ্চল যদি
নিজ পতি বিনা কভু অন্য জনে চায় না।
হাস্য অমৃতের সিন্ধু ভুলায় বিদ্যুৎ ইন্দু
কদাচ অধর বিনা অন্য দিকে ধায় না॥
অমৃতের ধারা ভাষা পতির শ্রবণে আশা
প্রিয়সখা বিনা কভু অন্য কাণে যায় না।
নতি রতি পতি মতি কেবল পতির প্রতি
ক্রোধ হলে মৌনভাষি কেহ টের পায় না॥
নায়িকার ভেদ—মুগ্ধা মধ্যা প্রগল্ভা তাহার ভেদ তিন।
তিনেতে এ তিন ভেদ বুঝহ প্রবীণ।
মুগ্ধা— মুগ্ধা বলি তারে যার অঙ্কুর যৌবন।
বয়ঃসন্ধি সেই কালে বুঝ বিচক্ষণ॥—
দেখিনু নাগরী রূপের সাগরী
বয়স সন্ধি সময়।
শিশুগণ মেলে রাধু বাড়ু খেলে
পুরুষে কিঞ্চিৎ ভয়॥
হংস খঞ্জরীটে দেখি পদে দিঠে
কবে হল বিনিময়।
হৃদয় সরোজ পূজিতে মনোজ
পণ্ডিত্ত হয় সংশয়॥
নবোঢ়া—এ যদি রমণে লাজে ভয়ে হয় স্তব্ধ।
নবোঢ়া তাহাকে বলি প্রশ্রয় বিশ্রব্ধ॥
স্বকীয়া নবোঢ়া—
হস্তেতে ধরিয়া শয্যায় আনিয়া
যদ্যপি কোলে বসায়।
নানা বাক্যছলে যত্নে কলে বলে
বাহিরে যাইতে চায়॥
নবোঢ়াকে বশ করণ কর্কশ
সে রস কহিব কায়।
যেই পায়া করে স্থির করে ধরে
সে জন ব্যামোহ পায়॥
পরকীয়া নবোঢ়া নায়িকা—
আপনার পতি পাছে ভয়েতে না শুই কাছে
গায় হাত দেয় পাছে এই ডয়ে ডরে হে।
প্রীতের বিষম কাজ সে ভয়ে পড়িল বাজ
লাজে পলাইল লাজ আশাবাসা হয়ে হে॥
সুখের বাড়াও প্রীতি হৃদয়ের হয় ভীতি
তার পরে যেবা রীতি রাখ ক্ষমা ক'রে হে।
যৌবন কমলাঙ্কুর লোভে না করিও চুর
হিয়া কাঁপে দূর দূর পাছে যাই মরে হে॥
সামান্য নবোঢ়া নায়িকা—
কি ছার ধনের আশে আইনু তোমার পাশে
আগে জানিতাম নাহি এত দশা হবে হে।
মুখ দেখি শোষে মুখ বুক দেখি কাঁপে বুক
রসে হতে মনে পড়ে কিসে প্রাণ রবে হে॥
কেবা ইহা সহিবেক আশা হতে নহিবেক
ক্রুদ্ধ হও যদি নিজ ধন ফিরে লবে হে।
যেবা তীর্থে নাইলাম তারি পুণ্য পাইলাম
অতঃপর ক্ষমা দেহ আমারে না সহে হে॥

বিশ্রব্ধনবোঢ়া নায়িকা—

স্তন দুটী করে ছাঁদা উরু দুটী ভুজে বাঁধ্যা
লাজে ভয়ে মুদিল নয়ন।
প্রথমেতে নিরুত্তর না না না তাহার পর
টালটোল এখন তখন।
যদি থ্যায়া লাজ ভয় কিঞ্চিত সঙ্কিত হয়
তবে আর না যায় ধরণ।
নবীন ভূষণ বাস নব সুধা হাস ভাস
নব রস কে করে গণন॥

মুগ্ধা—মুগ্ধার প্রভেদ দুই করিয়া বর্ণনা।
অজ্ঞাতযৌবনা আর বিজ্ঞাতযৌবনা॥

অজ্ঞাতযৌবনা—হয়েছে যৌবন যার নহে অনুভব।
অজ্ঞাতযৌবনা তাকে বলে কবি সব॥

সখাসখী মেলি ধাওয়া ধাই খেলি
হারি কহে যেন চোর।
অন্যদিনে ধাই সবা আগে যাই
আজি কেন হারি মোর॥
নিতম্ব হৃদয় ভারি হেন লয়
চক্ষুকর্ণে পড়ে জোর।
কটি দেখি ক্ষীণ খণ্ডা পড়ে চীন
বাড়ে ঘাগরার ডোর।

বিজ্ঞাতযৌবনা—নিজ নব-যৌবন যে ব্যক্ত করে ছলে।
বিজ্ঞাতযৌবনা তাকে কবিবর বলে॥

দেখিলাম ঘরে ঘরে সকলে কাঁচলী পরে
নানা বর্ণে উড়ায় উড়ানী।
পরিহাস্য জন যত নানাছলে কহে কত
বাহিরায়ে হইল পোড়ানী॥
দেহের কি কব কথা সকল শরীরে ব্যথা
কত শত বিছার জননী।
তোরে বলি প্রিয় সই লাজে কারে নাই কই
পাছে জানে জনক জননী।

মধ্যা—লজ্জা আর রতি আশা সমান যাহার।
রসিক পণ্ডিতে কহে মধ্যা নাম তার॥

রতিরসে কৃতী পতি মোরে ভালবাসে অতি
যেন নিজাঙ্গুরী কণ্ঠমালা।
আঁখি আড়ে নাহি রাখে সদা কাছে কাছে থাকে
সুখ বটে কিন্তু এক জ্বালা।
নখাঘাত দেখি বুকে দন্ত চিহ্ন দেখি মুখে
সখী হাসে কর্ণে লাগে তালা।
শয্যা ঠেকি এই দোষে না শুইলে পতি রোষে
শরীর হইল ঝালাপালা॥

প্রগল্‌ভা—প্রগল্‌ভা সে রতিরসে পূর্ণ আশা যার।
রতিপ্রীতি আনন্দেতে মোহ হয় তার॥

শুন শুন প্রিয় সই রাত্রির কৌতুক কই
শুয়্যাছিনু পতি সঙ্গে নানাসুখ তাকে লো।
প্রকৃত কর্ম্মের বেলা মোহে দোঁহে হলো মেলা
একর্ম্মেতে কত সুখ বুঝিবার পাকে লো॥
কিন্তু হলো কোন কর্ম্ম বুঝিতে নারিনু মর্ম্ম
অবশেষে ভাব্যা মরি হাত দিয়া নাকে লো।
উঠিয়া পরিনু বাস বান্ধিলাম কেশ বাশ
তোর দিব্য যদি আর কিছু মনে থাকে লো॥

মধ্যা-প্রগল্‌ভার ধীরাদিভেদ—

মান কালে মধ্যা প্রগল্‌ভার তিন ভেদ।
ধীরাধীরা আর ধীরাধীরা পরিচ্ছেদ॥
মুগ্ধার এ ভেদ নাই ভয় তার মূল।
ক্রোধ হলে এক ভাব ক্রন্দন আকুল।
প্রকারে প্রকাশে ক্রোধ যে জন সে ধীরা॥
সোজাসুজী যার ক্রোধ সে জন অধীরা॥
কিছু সোজা কিছু বাঁকা যার হয় ক্রোধ।
ধীরাধীরা বলে তারে পণ্ডিত সুবোধ॥

[এই ধীরাদির বিশেষ বিবরণ ধীরা নায়িকা শব্দে দেখ।]

পরকীয়া—অপ্রকাশে যার রতি পরপতি সনে।
পরকীয়া তাহারে বলয়ে কবিগণে॥
ঊঢ়া আর অনূঢ়া দ্বিভেদ হয় তার।
ঊঢ়া সেই বিবাহ হইয়া থাকে যার॥
অনূঢ়া সে জন যার হয় নাহি বিয়া।
পিত্রাদি অধীন হেতু সেও পরকীয়া॥

পরকীয়া অনূঢ়ানায়িকা—

শুন শুন প্রাণবঁধু পিয়াইয়া মুখমধু
এমত করিলে বশ কত গুণ কব হে।
অন্য সঙ্গে যদি পিতা মোরে করে বিয়াহিতা
কেমনে তাহার সঙ্গে তোমা ছাড়ি রব হে॥
এমত করিবা কর্ম্ম রহে যেন স্ত্রীর ধর্ম্ম
বুকে মুখে হলে দাগ কলঙ্কিনী হব হে।
যাবৎ না বিভা হয় তাবৎ এমন ভয়
তাবতি এমন পীড়া দুজনেতে সব হে।

পরকীয়া ঊঢ়া নায়িকা—

আপনার পতি আছে সদা তারে পাই কাছে

তথাপি দারুণ মন পর লাগি মরে গো।
সঙ্কেত তরুর মূলে   সঙ্কেত নদীর কূলে
ঘাটে ভাঙ্গামঠে মাঠে অন্ধকার ঘরে গো॥
কিঙ্কিনী কঙ্কণ রোল   লুকায়ে চুম্বন কোল
রমণে নাহিক সুখ কোটালের ডরে গো॥

পরকীয়া নায়িকার ভেদ—
বিদগ্ধা লক্ষিতা গুপ্তা কুলটা মুদিতা।
পরকীয়া নানাভেদ প্রাচীন লিখিতা॥

বিদগ্ধা—বিদগ্ধা দ্বিমতে হয় বাক্য আর কাজে।
কথা শুনি কার্য্য দেখি বুঝিবা অব্যাজে॥

বাগ্বিদগ্ধা—চির পরবাসী স্বামী   বিরহে কাতরা আমি
বসন্তে মাতলা কাম কেমনে বা থাকিব।
প্রভুর কুসুমোদ্যান   বড় মনোহর স্থান
মনুষ্যের গম্য নহে সেই স্থানে যাইব॥
ডাকে পিক অলিকুল   ফোটে নানা জাতি ফুল,
গাহিয়া প্রভুর গুণ রজনী পোহাইব।
করিতে আমার তত্ত্ব   হইবে যাহার সত্ত্ব
সেই বঁধু তারে দেখা সেইখানে পাইব॥

ক্রিয়া বিদগ্ধা—
সুখে শুয়ে পতি আছে   রামা শুয়ে তার কাছে
ইসারায় উপপতি পিক ডাকে ডাকিল।
রমা বলে হলো দায়   পতি পাছে টের পায়
না দেখি উপায় ভেবে শুদ্ধ হয়ে রহিল॥
কোকিল ডাকিছে হোর,   কামভরে পাছে ঘোর
শ্রান্ত আছে নিদ্রা যাও বলে চক্ষু ঢাকিল।
জাগ্রত আমার প্রিয়   কেন ডাক বনপ্রিয়
আর কি তোমারে ভয় বল্যা দুই রাখিল॥

লক্ষিতা—পর পতি রতি-চিহ্ন ঢাকিতে না পারে।
লক্ষিতা করিয়া কবিগণে বলে তারে॥

গুপ্তা—হয়েছে হতেছে হবে পর সঙ্গে রতি।
গুপ্ত করে যে জন সে জন গুপ্ত মতি॥

কুলটা—পতি কোলে থাকি যার অনেকেতে কাজ।
কুলটা তাহারে বলে পণ্ডিত সমাজ।

মুদিতা—পর সঙ্গে রতি আশে উল্লাসিতা যেই।
বিঘ্নহীন দেখিয়া মুদিতা হয় সেই।

সামান্যবনিতা—ধনলোভে ভজে যেই পুরুষ সকলে।
সামান্যবনিতা তারে কবিগণ বলে।
অন্যসম্ভোগদুঃখিতা বক্রোক্তিগর্ব্বিতা।
মানবতী আদিভেদে সামান্যবনিতা॥

বক্রোক্তিগর্ব্বিতা নায়িকা—
গর্ব্বিতা দ্বিমত হয় রূপ আর প্রেমে।
দুইটী একত্র হলে হীরা যেন হেমে॥

রূপগর্ব্বিতা নায়িকা—মুখ দেখি যদি আরশী ধরে।
বড় বল্যা ছায়া সে লয় হরে॥
মদনে জানিত অধিক করে।
দেখিতাম কিন্তু গিয়াছে মরে॥

প্রেমগর্ব্বিতা—অনিমিষ আঁখি স্থির চরিত্র।
আপনার বঁধু করিয়া চিত্র॥
আমারে দেখায় একি বিচিত্র।
কেন বঁধু সখী শত্রু কি মিত্র॥

অবস্থাভেদ—এ সব নায়িকা পুন অষ্ট মত হয়।
বিপ্রলব্ধা সম্ভোগ তাহার পরিচয়॥
বাসসজ্জা উৎকণ্ঠিতা ও অভিসারিকা।
বিপ্রলব্ধা তার পর স্বাধীনভর্ত্তৃকা॥
খণ্ডিতা তাহার পর কলহান্তরিতা।
প্রোষিতভর্ত্তৃকা এই অষ্ট পরিমিতা॥

নায়িকাভেদ—উত্তমা মধ্যমা আর অধমা নিয়মে।
এ সব নায়িকা তিন মত হয় ক্রমে॥

উত্তমা—অহিত করিলে পতি যেবা করে হিত।
উত্তমা তাহার নাম বলয়ে পণ্ডিত॥

মধ্যমা—হিত কৈলে হিত করে অহিতে অহিত।
মধ্যমা তাহার নাম মধ্যম চরিত॥

অধমা—হিত কৈলে অহিত করয়ে যেইজন।
অধমা তাহার নাম বলে কবিগণ।

চণ্ডী—পতি প্রতি করে যেই অকারণ ক্রোধ।
চণ্ডী তার নাম বলে পণ্ডিত সুবোধ॥"

(ভারতচন্দ্র—রসমঞ্জরী)

রসমঞ্জরীমতে নায়িকা দ্বিপঞ্চাশদধিক দশসহস্রপ্রকার। সাহিত্যদর্পণে নায়িকার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—প্রথমতঃ নায়িকা স্বীয়া, অন্যা ও সাধারণা এই তিন প্রকার। নায়কের যে সকল সাধারণ গুণ লিখিত হইয়াছে, নায়িকার সেই সকল গুণ থাকিবে। ইহার মধ্যে বিনয় ও সরলতাদিযুক্তা, পতিব্রতা এবং সর্ব্বদা গৃহকার্য্যে নিরতা হইলে তাহাকে স্বীয়া নায়িকা কহে। এই স্বীয়ানায়িকা মুগ্ধা, মধ্যা ও প্রগল্‌ভাভেদে তিনপ্রকার। প্রথমাবতীর্ণ যৌবনা, মদনবিকারবতী, রতিবিষয়ে প্রতিকূলা, পতির প্রতি মানবিষয়ে মৃদু ও অতিশয় লজ্জাবতী হইলে তাহাকে মুগ্ধানায়িকা কহে। বিচিত্র সুরতযুক্তা, এবং যাহার যৌবন ও মদন প্রবৃদ্ধ হইয়াছে, বাক্য ঈষৎপ্রগল্‌ভ,

অবধি কাঠিরা সূর্য্য-উপাসক হয়। বালাজীর বংশ বালা নামে খ্যাত। উক্ত বংশ সম্বৎ ১৪৮০ পর্য্যন্ত এই মান নগরে বাস করে। তৎপরে বালাজীর তিন পুত্র চিতলের সাম্রাজ্য অধিকারপূর্ব্বক আত্মীয়-স্বজন ও স্বজাতিগণ লইয়া তথায় বাস করিতে থাকে। বেরাবলজীর দ্বিতীয় পুত্র খুমানজীর নাগপাল নামে এক পুত্র ছিল। (বাসুকী নাগের উপাসনাহেতু তাঁহার নাগপাল নাম হয়)। নাগপালের দুইটী পুত্র—প্রথম মানসুর ও দ্বিতীয় পুত্র খাচর। মানসুরের বংশ খুমান নামে অভিহিত। মানসুরের পুত্র নাগসুর শাবরকুণ্ডলা অধিকার করিয়া স্বগণসহ তথায় বাস করেন। ইনিই শাবরকুণ্ডলার খুমান-কাঠিদের আদিপুরুষ। বেরাবলজীর তৃতীয় পুত্র লালুজীর খাচর নামে এক পুত্র ছিল। তাঁহা হইতে বর্ত্তমান খাচর-কাঠিগণ উৎপন্ন হইয়াছে। তাঁহার পুত্র ক্ষেমানন্দের প্রথম পৌত্র পাঞ্জ হইতে সমাশ্রিয়, ডাণ্ডা এবং খোবালিয়ারা উৎপন্ন হন। দ্বিতীয় পৌত্র নাগসুরের কাল এবং নাগপাল নামক দুই পৌত্র ছিল। নাগপাল হইতে বর্ত্তমান ভড়লি ও খম্বালাস্থ মথানি জাতির উদ্ভব হইয়াছে। কাঠিদিগের মধ্যে কাল অত্যন্ত বিখ্যাত ছিলেন। তিনি সম্বৎ ১৫৪২ অব্দে আপনার নামানুসারে কালাসর গ্রাম স্থাপন করেন। তাঁহার সম্বন্ধে কথিত আছে, তিনি দেবতা শিবের সাহায্যে বিপুলরাজ্য অধিকার করেন। কাল খাচরের ৪টী পুত্র—সামট, ঠিবো, জাবর এবং ভেঞ্জ। জাবরের বংশ কুণ্ডলিয়া নামে খ্যাত। ঠিবোর দুইটী পুত্র ছিল দান ও লখ। দানের বংশ ঠিবানি ও লখের বংশ লখানি নামে খ্যাত। পালিয়াদের তালুকদারেরা ঠিবানি ও যশদনের তালুকদারেরা লখানি-বংশ-সম্ভূত। সামটের ৪ পুত্র—রাম, নাগ, দেবাইট এবং সজাল। চোঠিলার রাজা যজ্ঞ পরমার গুপ্‌লিআনার স্ত্রীলোকদিগের প্রতি অবৈধ অত্যাচার করায়, গুপ্‌লিআনার অধিবাসিদিগের অনুরোধক্রমে সামট খাচরকে হত্যা করিয়া চোঠিলা অধিকার ও পরমারদিগকে স্থানচ্যুত করেন। সম্বৎ ১৬২২ অব্দে চৈত্র মাসে এই ঘটনা সংঘটিত হয়। নাগ খাচর চোঠিলার সিংহাসন প্রাপ্ত হন। তিনি অতি সাহসিকতার সহিত মুলি পরামরদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া ধরাশায়ী হন। তাঁহার পর তাঁহার ভ্রাতা রাম চোঠিলার রাজা হন। কিন্তু পরমারদিগের সহিত যুদ্ধে ও বিবাদে এই রাজা ধনশূন্য হয়। রামের বংশধরগণ রামানি নামে খ্যাত। সজাল খাচর হইতে সুরগানি ও ভাজপরা-কাঠির এবং নাগ খাচর হইতে নাগানি ও কালানিদিগের উৎপত্তি হইয়াছে। বোটাড় এবং গড়্ডার অধিবাসী গড়ড়্কারা দেবাইটের বংশজাত। চোঠিলার শাসনকর্ত্তা রামখাচরের ছয়টী পুত্র ছিল—১ চোমল, ২ যোগী, ৩ নান্দ, ৪ ভীম, ৫ যশ ও ৬ কাপড়ি। চোমলের বংশ হড়্মতিয়ায়, এবং যোগীর বংশ গিরাসিয়াগণ উমরদায় দৃষ্ট হইয়া থাকে। ভাদরের কাঠিরা ভীমের নামানুসারে ভীমানি নামে পরিচিত এবং যশানিরা যশ হইতে উৎপন্ন। ষষ্ঠ পুত্র কাপড়ি ধান্ধুকা নামক স্থান অধিকারপূর্ব্বক তথাকার অজমের ও মুসলমানদিগকে তাড়াইয়া দেন। কাপড়ি খাচরের ৭ পুত্র—১ নাগাজন, ২ যশ, ৩ বস্ত, ৪ হমুসুং, ৫ দেবাইত, ৬ হিমা ও ৭ বালের। তন্মধ্যে নাগাজন অত্যন্ত বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র ছিল লাখ ও মুলু খাচর। তাঁহার কন্যা প্রেমাবাইর সহিত গুপ্‌লিআনার বাঝান ধান্ধলের (সম্বৎ ১৭১৩) বিবাহ হয়। মুলু খাচর মেজাকপুরে রাজধানী সংস্থাপন করেন। পরে আনন্দপুর অধিকার করিয়া লন। লাখ খাচর সাপুরের রাজা হন এবং ক্রমে মেবাশা ও ভাদলা আপন অধিকারভুক্ত করেন। মুলু খাচরের তিন পুত্র—১ বাজসুর, ২ রাম, ৩ সাতুল। আনন্দপুরের বর্ত্তমান তালুকদারেরা রামের বংশ-সম্ভূত। পূর্ব্বোক্ত যুদ্ধবিগ্রহাদি হেতু চোবিলা জনশূন্য হইলে বহুকাল ধ্বংসাবস্থায় ছিল। পরে সাতুল মুলু, বাজসুর মুলু এবং রাম মুলু ঐ স্থানে পুনরায় লোকদিগকে আনিয়া বাস করেন। লাখ খাচরের ঔরসে ঝাল্লারিয়ার গর্ভে—তাঁহার ভীম, কামপ এবং ভান নামক তিন পুত্র ও খবানিভীমের ভগিনীগর্ভে সুর, বীর, বাঘ ও ভোক নামক পুত্র চতুষ্টয় জন্মে। কামপ এবং ভীম ভাদলায়, বাঘ মেবাসায়, সুর সাপুর চোবারিতে, বীর সনস্রা ও পিপ্রালিতে এবং ভোক আজমেঢ়ে গিয়া বাস করেন। সুরের পুত্রদ্বয় ভেলো এবং নাজ, তাঁহারা পিতার মৃত্যুর পর সম্বৎ ১৮৩৬ অব্দে (১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে) চোবাড়ির রাজা হন।

নারদ (পুং) নারং পরমাত্মবিষয়কং জ্ঞানং দদাতি দা-ক অথবা নারং নরসমূহং দ্যতি খণ্ডয়তি কলহেন দো-ক, বা নারং জলং পিতৃভ্যো দদাতি দা-ক। স্বনামখ্যাত মুনিবিশেষ, একজন দেবর্ষি। নামনিরুক্তি—

"নারং পানীয়মিত্যুক্তং তৎপিতৃভ্যঃ সদা ভবান্।
দদাতি তেন তে নাম নারদেতি ভবিষ্যতি ॥" (আগম)

নার অর্থে জল, পিতৃদিগকে সর্ব্বদা জল দান করায় ইঁহার নাম নারদ।

প্রায় সকল পুরাণেই নারদের অল্পবিস্তর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবতে ইঁহার বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে—

একদা বেদব্যাস আপনাকে হীন বোধ করিয়া অতিশয় খিন্ন হইতেছিলেন, এমন সময় নারদ সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন।

নারঙ্গ (ক্লী) নৃণাতীতি নৃ-নয়ে বাহুলকাদঙ্গচ্ ধাতোর্বৃদ্ধিশ্চ। ১ গর্জ্জর, গাজর। (রাজনি°) (পুং) ২ পিপ্পলী রস। ৩ যমজ-প্রাণী। ৪ বিট। ৫ ফলবৃক্ষবিশেষ। চলিত নারঙ্গী। পর্য্যায়—নাগরঙ্গ, সুরঙ্গ, স্বগ্‌গন্ধ, ঐরাবত, বক্তৃবাস, যোগারঙ্গ, যোগ-রঙ্গ, সরঙ্গ, গন্ধাঢ্য, গন্ধপত্র, বরিষ্ঠ। ইহার গুণ মধুর, অম্ল, গুরু, উষ্ণ, রোচন, বাত, আম, কৃমি, শূল ও শ্রমনাশক, বলকর ও রুচিকর। (রাজনি°)

ইহার কেশরের গুণ—অত্যম্ল, ঈষন্মধুর, বলকারক, বাত-নাশক ও রুচিকর।

"অত্যাম্লমীষন্মধুরং বৃষ্যং বাতবিনাশনম্।
রুচ্যং বাতহরঞ্চৈব নাগরঙ্গস্য কেশরম্॥" (রাজব°)

নারঙ্গক্ষীরিণী (স্ত্রী) নারঙ্গমিশ্রিতা ক্ষীরিণী। ক্ষীরিকাভেদ, নারঙ্গের মজ্জা ঘৃতে পাক করিয়া তাহাতে খণ্ড (খাঁড়গুড়) ফেলিয়া পক্ক হইলে নামাইতে হইবে। পরে ইহা শীতল হইলে অর্দ্ধপক্ক দুগ্ধমিশ্রিত করিলে নারঙ্গক্ষীরিণী হইবে। ইহাতে কর্পূরাদি সুগন্ধ দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া সুরভি করিতে হইবে। ইহার গুণ বিষ্টম্ভী, বায়ু ও পিত্তনাশক এবং গুরুপাক।*

নারড়কাঠি, গুজরাতবাসী এক জাতি। ইহারা বলে, যৎকালে পঞ্চ পাণ্ডব ১২ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাত-বাস জন্য বনে গমন করেন। সেই অজ্ঞাতবাসের সময়, তাঁহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিবার উদ্দেশে, কৌরবেরা চতুর্দ্দিকে গোরুর প্রতি উপদ্রব আরম্ভ করিলেন। এই সময় কর্ণ, কৌরবদিগের সাহায্যের জন্য, জগতের মধ্যে প্রধান গোচোর কাঠি জাতিকে হিন্দুস্থানে আনয়ন করেন। ঐ সময় ঐ কাঠি জাতি ৭ শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। যথা—১ পঠগর, ২ পাণ্ডবা, ৩ নারড়, ৪ নাটা, ৫ মাঞ্জরিয়া, ৬ ঠোটরিয়া ও ৭ গরিবগুলিয়া। ইহারাই বর্ত্তমান কাঠি-জাতির আদিপুরুষ। বর্ত্তমান কাঠিরা সেই সাতটী সম্প্র-দায়ের সহিত রাজপুতদিগের সংমিশ্রণে উৎপন্ন। ইহারা বলিয়া থাকে, যে আদিপুরুষগণ কৌরবদিগের সহিত মিলিত হইয়া বিরাটের গোসমূহ হরণ করে এবং কৌরবদিগের পরা-জয়ের পর চম্বলনদীতীরস্থ মালব নামক স্থানে আসিয়া বাস করে। কেহ কেহ বলেন যে, সূর্য্যবংশীয় রাজা বৃস্তকেতু যৎকালে অযোধ্যানগরী হইতে আসিয়া মালবে মাণ্ডব-গড় রাজ্যস্থাপন করেন, সেই সময় তিনিই মালবে ঐ ৭টী কাঠি সম্প্রদায়কে সঙ্গে লইয়া আইসেন। কাঠিরা তৎপরে সৌরাষ্ট্রে বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং এই জাতির বাসহেতুই সৌরাষ্ট্র "কাঠিয়াবাড়" নামে খ্যাত হয়। অবশেষে ইহারা কচ্ছে যাইয়া, ভুজের নিকট পাবরগড় রাজ্যসংস্থাপন করে। এক বৎসর এই রাজ্যে অত্যন্ত দুর্ভিক্ষ হইলে, পাটগড় সম্প্র-দায়ের নেতা বিশাল, তাঁহার নিজ সম্প্রদায় ও অন্যান্য কাঠি-জাতিকে সঙ্গে লইয়া বরড়া পাহাড়ে যাইয়া আশ্রয় লন। বিশাল তৎপরে একাকী কালাবড় নামক স্থানে আসিয়া বাস করেন। বলা চমারদিয় রাজা ধানবালার পুত্র বেরা-বলজী এই বিশালের কন্যা রূপালদীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন ও কাঠি-জাতিভুক্ত হন। তিনি সূর্য্যবংশীয় হওয়ায় সমস্ত কাঠি-জাতি তাঁহাকে আপনাদের প্রধান বলিয়া গণ্য করিত। এজন্য তিনি বরড়া পাহাড়ে যাইয়া সমস্ত জাতির প্রাধান্যগ্রহণপূর্ব্বক তাহাদিগের সহিত ঢাঙ্ক নামক স্থানে যাইয়া (সম্ভবতঃ ১১৮৯ খৃষ্টাব্দে) সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তাঁহার তিন পুত্র ও এক কন্যা ছিল। তন্মধ্যে বালাজী সিংহাসন প্রাপ্ত হন। একজন পরমার-রাজপুতের সহিত উক্ত কন্যা মাকুবাইয়ের বিবাহ হয়। এই বিবাহ-সম্ভূত বংশ খেবলিয়া কাঠি নামে খ্যাত। বেরাবল-জীর মৃত্যুর পর বালাজী কাঠিদিগের আদিম বাসস্থান পাবর-গড়ে আসিয়া প্রায় ৪০০ শত গ্রাম অধিকার করিয়া নৃপতি-স্বরূপ বাস করিতে থাকেন। এই সময় কচ্ছের এক বিভাগের রাজা জামশতজী, চাটপারকরের সোঢ়াদিগের সহিত যুদ্ধ-যাত্রার উদ্যোগ করিতেছিলেন। তিনি বালাজীকে সাহায্যার্থ আহ্বান করিয়া পাঠান। বালাজী সদলে পরিবেষ্টিত হইয়া জামশতজীর সহিত পারকরের শাসনকর্ত্তার বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। তৎপরে পারকর অধিকারপূর্ব্বক স্বরাজ্যে প্রত্যা-বর্ত্তনকালে জামশতজীর সহিত বালাজীর কলহ উপস্থিত হয়। ইহার প্রতিশোধ লইবার বাসনায় বালাজী সুযোগ-ক্রমে সসৈন্যে আগমন এবং জাম ও তাঁহার আরও ৫টী ভ্রাতাকে হনন করেন। কেবলমাত্র তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা জামঅবড়া পলায়ন করিয়াছিলেন। জামঅবড়া বিপুল সৈন্যসংগ্রহ করিয়া পাবরগড়ের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন ও কাঠিদিগকে তথা হইতে মান নামক স্থানে তাড়াইয়া দেন। কথিত আছে যে, এই স্থানে সূর্য্যদেব স্বপ্নে বালাজীর সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে পুনরায় যুদ্ধার্থ উদ্যোগী হইতে উপদেশ দেন। বালাজী তদনুসারে পুনরায় যুদ্ধ করিয়া জাম-অবড়াকে পরাজিত করিলে জাম অবড়া কচ্ছে ফিরিয়া যান।

---

* "ক্ষিপ্তা নারঙ্গমজ্জাং বৈ পচেৎ সর্পিষি তাপিতে।
তত্র খণ্ডং বিনিঃক্ষিপ্য পক্বং মন্দাহবতারয়েৎ।
শীতীভূতে বিনিঃক্ষিপ্য মাত্রয়ার্দ্ধশৃতং পয়ঃ।
নারঙ্গক্ষীরিণীত্যেষা সুগন্ধী সুরভীকৃতা।
বিষ্টম্ভিনী হরেদ্বাতং পিত্তঞ্চ গুরুপাকিকা।" (শব্দার্থচিন্তামণি-ধৃতবাক্য)

কেলি করে। নায়িকাদিগের এই সকল সম্ভ্রম অলঙ্কার। মুগ্ধা ও কন্যকা নায়িকার এই সকল অনুরাগচিহ্ন জানিতে হইবে। যথা—নায়ক দর্শন হইলেই অতিশয় লজ্জিত হয়, সম্মুখে অবলোকন করে না। প্রচ্ছন্নভাবে অথবা ভ্রমণ করিতে করিতে বা বক্রভাবে প্রিয়তমকে অবলোকন করিয়া থাকে। প্রিয়তম কর্তৃক বার বার জিজ্ঞাসিত হইলে অধোমুখী হইয়া মন্দ মন্দ ভাবে উত্তর দেয়, অন্যে না শুনিতে পায় এইরূপ অতি সাবধান ভাবে কহিয়া থাকে।

সকল প্রকার নায়িকাদিগের এই সকল অনুরাগ চিহ্ন জানিতে হইবে, যথা—ইহারা প্রিয়তম সমীপে অবস্থানকে বহুমান মনে করিয়া থাকে। প্রিয়তমের বিলোকনপথে অলঙ্কৃতা না হইয়া গমন করে না। কেহ কেহ বা বস্ত্রপরিধান অথবা কেশবন্ধনের ছলে বাহুমূল, স্তন ও নাভি দেখাইয়া থাকে। প্রিয়তমের ভৃত্যাদিগকে বশীভূত ও বন্ধুর প্রতি অতিশয় সম্মান করে। সখীদিগের নিকট প্রিয়তমের গুণকীর্তন এবং প্রিয়কে নিজ ধন দিয়া থাকে। প্রিয়তম নিদ্রিত হইলে নিদ্রিতা হয়, প্রিয়ের সুখে সুখ ও দুঃখে দুঃখ, প্রিয়কে দূর হইতে দেখিলেও ইহার দৃষ্টিপথে অবস্থান, প্রিয়তমের সমক্ষে কামাবেশের সহিত আলাপ, প্রিয়তমের যে কোন কথায় হাস্য করিয়া কর্ণকণ্ডূয়ন, কেশবন্ধন ও মোচন, কন্যাপুত্রাদিকে চুম্বন, সখীর কপালে তিলক, পাদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ভূমিলিখন, প্রিয়তমের প্রতি সকটাক্ষ নিরীক্ষণ, স্বকীয় অধরদংশন, অধোমুখে অবস্থান করিয়া প্রিয়ের সহিত বাক্যালাপ, প্রিয়তম যেস্থানে অবস্থান করে, কোন না কোন ছল করিয়া বারংবার সেইস্থানে আগমন, প্রিয় কোন বস্তু দিলে তাহা অঙ্গে ধারণ করিয়া বারংবার নিরীক্ষণ, প্রিয়সমাগমে অতিহৃষ্টা, বিরহে মলিনা ও কৃশা, প্রিয়চরিত্রে বহুমান, নিদ্রিতা হইয়া অপার্শ্বপরিবর্তন, সর্ব্বদা অনুরক্ত, সত্য ও মধুর বাক্যকথন। ইহার মধ্যে নবোঢ়া অতিশয় লজ্জাবতী, মধ্যমা মধ্যমলজ্জা এবং পরকীয়া নায়িকা লজ্জাহীনা হইয়া থাকে। নায়িকাদিগের এই সকল অনুরাগ লক্ষণ।

লেখ্যস্থাপন, স্নিগ্ধবীক্ষণ, মৃদুবাক্য ও দূতীপ্রেরণ এই সকল দ্বারা নায়িকাদিগের ভাবাভিব্যক্তি জানা যায়।

(সাহিত্যদ° ৩ পরি°)

৪ কস্তূরীভেদ। (রাজনি°)

নায়িকাচূর্ণ (স্ত্রী) চূর্ণৌষধিভেদ। এই ঔষধ স্বল্প, মধ্যম ও বৃহৎ ভেদে তিনপ্রকার। প্রস্তুত-প্রণালী—

স্বল্পনায়িকাচূর্ণ—পঞ্চ লবণ প্রত্যেকে ১৷৹ দেড় তোলা, ত্রিকটু প্রত্যেকে ২ তোলা, গন্ধক একতোলা, পারদ অর্দ্ধতোলা, এই সকল একত্র করিয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করিবে। মাত্রা একমাষা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ অর্দ্ধতোলা পর্য্যন্ত হইতে পারে। এই চূর্ণ অগ্নিবৃদ্ধিকারক ও গ্রহণীরোগনাশক।

মধ্যম নায়িকাচূর্ণ—পূর্ব্বোক্ত ঔষধের পরিমাণ দ্বিগুণ হইলে মধ্যম নায়িকাচূর্ণ হয়। এই চূর্ণ সেবনে বাত, পিত্ত, কফ, অতীসার, গ্রহণী, কাস, শ্বাস, শূলজ্বর, প্লীহা ও আমবাত প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়।

বৃহন্নায়িকাচূর্ণ—চিতামূল, ত্রিফলা, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, তেলার মুটা, যমানী, হিঙ্গু, পঞ্চলবণ, মুল, বচ, কুড়, মুতা, অভ্র, গন্ধক, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা, বনযমানী, পারদ ও গজপিপ্পলী, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমান এবং সিদ্ধিচূর্ণ সমষ্টির সমান। এই সকল দ্রব্য একত্র উত্তমরূপে পেষণ করিয়া লইবে ও যথাযোগ্য মাত্রায় প্রয়োগ করিতে হইবে।

পথ্য—কাঞ্জিক, দধি ও মাংস প্রভৃতি। ইহা সেবন করিলে অতিশয় অগ্নিদীপ্তি ও গ্রহণী প্রভৃতি নানাবিধ রোগ নষ্ট হয়।

(ভৈষজ্যরত্না° গ্রহণ্যধি°)

নায়েব (আরব্য) প্রধান কর্ম্মচারী। এখন নায়েব শব্দে রাজা বা জমিদার, তালুকদার প্রভৃতির কোন মহলের শাসন ও করাদায় করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত সর্ব্বোচ্চ কর্ম্মচারীকে বুঝায়। মোগলদিগের সময়ের নবাব শব্দ এই নায়েব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

নার (স্ত্রী) নরাণাং সমূহঃ, নর-অণ্। ১ নরসমূহ। নরস্যেদং অণ্। (ত্রি) ২ নরসম্বন্ধী।

"মলমূত্রপুরীষাস্থিনির্গতং হস্তচিহ্নতম্।

নারং দৃষ্ট্বা তু সম্ভেদ সচেলো জলমাবিশেৎ॥" (জগদীশধৃত স্মৃতি)

(পুং) নরস্যায়ং নর-অণ্। ৪ সদ্যোজাত গোবৎস। ৪ জল। (স্ত্রী) ৫ শুণ্ঠী। ৬ পরমাত্মসম্বন্ধী।

'নারং শুণ্ঠ্যাং নারোঘে চ।' (বিশ্ব)

নার, বোম্বে প্রেসিডেন্সির বরোদারাজ্যের অন্তর্গত, পেট্‌লাদ মহকুমার একটী নগর। অক্ষা° ২২°২৮´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭২° ৪৫´ পূঃ। এখানে ইংরাজী বিদ্যালয় ও দুইটী ধর্ম্মশালা আছে।

নারক (পুং) নরক এব প্রজ্ঞাদিত্বাদণ্। ১ নরক। নরকে ভবঃ অণ্। (ত্রি) ২ নরকস্থ প্রাণী।

"অনুকম্পামিমামত্র নারকেষিহ কুর্ব্বতঃ।

তবেব শতসাহস্রং সংখ্যামুপগতং তব॥" (মার্ক° পু° ১৫।৭৩)

নারকিন্‌ (ত্রি) নরকো ভোগ্যতয়াহস্ত্যস্যেতি নরক-ইনি। নরকভোগী। "পরেণ বিহিতং কর্ম্ম স্বকর্ম্মেতি বদেচ্চ যঃ।

স উচ্যতে ব্রহ্মঘাতী মহানারকিনারকী॥" (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° উ° ৭৮ অ°)

নারকীট (পুং) ১ অশ্মকীট। নারেষু নরসমূহেষু কীট-ইব তুচ্ছার্থত্বাৎ। ২ স্বযত্নাশাবিহীতা, নিজে আশা দিয়া পরে আশা ভঙ্গ করা।

এবং মধ্যম লজ্জাবতী তাহাকে মধ্যা কহে। সমস্ত রতিকার্য্যে কুশল, কামান্ধ, গাঢ়তারুণ্য, প্রগলভতা, ভাবোন্নত ও অল্পলজ্জা-যুক্ত হইলে তাহাকে প্রগলভানায়িকা কহে। মধ্যা ও প্রগল্ভা-নায়িকা ধীরা, অধীরা, ধীরাধীরা ভেদে ৬ প্রকার।

[ধীরানায়িকা দেখ।]

পরকীয়ানায়িকা পরোঢ়া ও কন্যকা এই দুই প্রকার। উৎসবাদিতে নিরতা, কুলটা ও লজ্জাবিহীনা হইলে তাহাকে পরোঢ়ানায়িকা কহে। যাহার বিবাহ হয় নাই, নবযৌবনা ও লজ্জাবতী, তাহার নাম কন্যকা।

ধীরা, কলাপ্রগল্ভা এবং বেশ্যা হইলে তাহাকে সামান্য নায়িকা কহা যায়। এই সামান্যনায়িকা নির্গুণে দ্বেষ করে না বা অধিকগুণে অনুরক্ত হয় না। কেবল বিত্তমাত্র অবলোকন করিয়া বাহিরে অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া থাকে। বিত্তহ্রাস হইলে পুরুষকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া দেয়। তস্কর, পণ্ডক, মূর্খ, সুখপ্রাপ্তধন, যাহার নিকট ধন ইচ্ছা করিলেই পাওয়া যায়, লিঙ্গী ও ছন্নকাম এই সকল লোক প্রায় ইহাদের প্রিয় হইয়া থাকে। ইহারা মদনায়ত্তা এবং কোন কোন স্থলে সত্যানুরাগিণী। এই নায়িকা রক্তা বা বিরক্তা হউক, ইহাতে রতিসুলভ। ইহা আবার ৮ প্রকার। যথা—স্বাধীনভর্ত্তৃকা, খণ্ডিতা, অভিসারিকা, কলহান্তরিতা, বিপ্রলব্ধা, প্রোষিত-ভর্ত্তৃকা, বাসকসজ্জা ও বিরহোৎকণ্ঠিতা। কান্ত রতিগুণে আকৃষ্ট হইয়া যাহার সঙ্গ পরিত্যাগ করে না এবং যে বিচিত্র বিভ্রমাসক্তা, তাহাকে স্বাধীনভর্ত্তৃকা কহে।

প্রিয় অন্যসম্ভোগচিহ্নিত হইয়া যাহার পার্শ্বে আগমন করিলে যে ঈর্ষাকষায়িতা হয়, তাহাকে খণ্ডিতানায়িকা কহে। যে মন্মথবশংবদা হইয়া কান্তকে অভিসার করায় বা স্বয়ং অভিসরণ করে, তাহাকে অভিসারিকা কহে। ক্ষেত্র, বাটী, ভগ্ন দেবালয়, দূতীগৃহ, বন, শ্মশান, নদীপ্রভৃতির তট ও অন্ধকার যে কোন স্থান, এই ৮টী অভিসার করিবার স্থান।

যে ক্রোধপূর্ব্বক চাটুকার প্রাণনাথকে পরিত্যাগ করিয়া পরে সন্তপ্ত হইয়া থাকে, তাহাকে কলহান্তরিতা নায়িকা কহে।

প্রিয় সঙ্কেতস্থান-নির্দ্দেশ করিয়া পরে নিকটে আসে না ও সেই হেতু যে নিতান্ত অবমানিতা, তাহাকে বিপ্রলব্ধা নায়িকা কহে।

নানা কার্য্যবশতঃ যাহার নায়ক দূরদেশে গমন করিয়াছে, মনোভাবদুঃখ বার্ত্তা তাহাকে প্রোষিতভর্ত্তৃকা নায়িকা কহে।

যে প্রিয় সমাগম হইবে জানিয়া বাসর সাজায় ও নিজে সাজসজ্জা করে, তাহাকে বাসকসজ্জা কহে। যাহার প্রিয় আসিবে বলিয়া কৃতনিশ্চয় ছিল, হঠাৎ কোন কারণে যদি না আসিতে পারে, তাহা হইলে সেই বিরহাতুরাকে উৎকণ্ঠিতা-নায়িকা কহে। ইত্যাদি নানাপ্রকার নায়িকার ভেদ আছে, বাহুল্য ভয়ে তাহা লিখিত হইল না।

এই সকল নায়িকার অষ্টাবিংশতি সত্ত্বজ অলঙ্কার আছে। ইহার মধ্যে ভাব, হাব ও হেলা এই তিনটী অঙ্গজ। শোভা, কান্তি, দীপ্তি, মাধুর্য্য, প্রগল্ভতা, ঔদার্য্য ও ধৈর্য্য এই ৭টী অযত্নসিদ্ধ। লীলা, বিলাস, বিচ্ছিত্তি, বিব্বোক, কিলকিঞ্চিত, মোট্টায়িত, কুট্টমিত, বিভ্রম, ললিত, মদ, বিকৃত, তপন, মৌগ্ধ্য, বিক্ষেপ, কুতূহল, হসিত, চকিত ও কেলি এই অষ্টাদশ প্রকার অলঙ্কার স্বভাবজ।

নির্ব্বিকার চিত্তে প্রথম বিক্রিয়ার নাম ভাব, অভিমত নায়ক-দর্শনে নায়িকার প্রথমে ভাব উপস্থিত হয়। ভ্রূ-নেত্রাদি বিকার দ্বারা সম্ভোগেচ্ছা প্রকাশ এবং যদি অল্প পরিমাণে বিকার লক্ষিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে হাব কহে। যে সময় নায়িকার অত্যন্ত বিকার লক্ষিত হয়, তাহাকে হেলা কহে। রূপ ও যৌবনবশতঃ যে সৌন্দর্য্য এবং ভোগাদি দ্বারা যে অঙ্গ-ভূষণ, তাহাকে শোভা কহে।

মদনবর্দ্ধিত দ্যুতির নাম কান্তি। অতি বিস্তীর্ণা কান্তির নাম দীপ্তি। সকল অবস্থাতেই মধুরতাকে রমণীয়তা কহে। ভয়শূন্যের নাম প্রাগল্ভ্য। সর্ব্বদা বিনয়ের নাম ঔদার্য্য। আত্মশ্লাঘারহিত অচঞ্চলা মনোবৃত্তির নাম ধৈর্য্য। অঙ্গ, বেশ, অলঙ্কার, প্রেম-বাক্য প্রভৃতি দ্বারা প্রিয়ের অনুকরণ করিলে তাহাকে লীলা কহে। প্রিয়সন্দর্শনাদি জন্য যান, স্থান-আসন প্রভৃতির বৈচিত্র্য-করণের নাম বিলাস। কান্তি বৃদ্ধি হয় এইরূপ অলঙ্কার রচনার নাম বিচ্ছিত্তি। অত্যন্ত গর্ব্ববশতঃ প্রিয় বস্তুতে অনাদরের নামক বিব্বোক। প্রিয়জনের সঙ্গমাদি হর্ষজনিত হাস্য, অনশ্রুরোদন, ভয়, মান, শ্রম প্রভৃতির সম্মিলনের নাম কিল-কিঞ্চিত। প্রিয়ায়ত্তচিত্তে প্রিয়তমের কথা প্রভৃতিতে কর্ণ-কণ্ডূয়নাদির নাম মোট্টায়িত। প্রিয়তমকর্ত্তৃক কেশ, স্তন ও অধরাদির গ্রহণে মস্তক ও হস্তাদির যে কম্প, তাহাকে কুট্টমিত কহে। প্রিয়তমের আগমনে অস্থানে অলঙ্কার ধারণের নাম বিভ্রম। সুকুমারতাবশতঃ অঙ্গবিক্ষেপকে ললিত, যৌবনকালে গর্ব্বজাত বিকারকে মদ, বলিবার সময় লজ্জাবশতঃ অকথনকে বিকৃত, প্রিয়বিরহে কন্দর্পবিকারচেষ্টিতকে তপন, যে বস্তু জানা আছে সেই বস্তু যেন অজ্ঞাত বলিয়া প্রিয়তমের নিকট জিজ্ঞাসাকে মৌগ্ধ্য, প্রিয়তম সমীপে ভূষণের অর্দ্ধ রচনা, প্রিয়তমের প্রতি নিরীক্ষণ ও মন্দ মন্দ রহস্যালাপকে বিক্ষেপ, রমণীয় বস্তু দর্শনে ঔৎসুক্যকে কুতূহল, যৌবনপ্রকাশজাত নিরর্থক হাস্যকে হসিত, প্রিয় সমীপে অতি অল্প কারণে ভয় বিহ্বল হইলে তাহাকে চকিত এবং বিহারকালে প্রিয়তমের সহিত ক্রীড়াকে

বেদব্যাস নারদকে সমাগত দেখিয়া পাদ্যাদি দিয়া তাঁহার পূজা করিলেন। তখন নারদ ব্যাসদেবকে কহিলেন, তুমি মহাভারত বর্ণন ও পরব্রহ্মের স্বরূপ অবগত হইয়া বৃথা কিজন্য খিন্ন হইতেছ? তাহাতে ব্যাসদেব কহিলেন, আমার মন কিছুতেই তৃপ্তি লাভ করিতেছে না। এই কথা শুনিয়া নারদ কহিলেন, তুমি ভগবানের নির্ম্মল যশ বর্ণন কর নাই, এই জন্য তোমার এইরূপ অবসাদ জন্মিয়াছে। ভগবানের নির্ম্মল যশ বর্ণন করিলে এই অবসাদ দূর হইবে। আমার পূর্ব্বজন্মবিবরণ জ্ঞাত হইলে এই সংশয় নিরাকৃত হইবে। আমার পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি, অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর,—

আমি পূর্ব্বকল্পে অর্থাৎ গতকল্পে কোন বেদবাদি-ব্রাহ্মণদিগের এক দাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। বর্ষাকালে যোগিগণ চারিমাসকাল একত্র অবস্থান করিতেন, তখন আমার মাতা তাঁহাদের শুশ্রূষার নিমিত্ত আমাকে নিয়োগ করেন। আমি বালচাপল্য, ক্রীড়া ও লোভাদি পরিশূন্য হইয়া সর্ব্বদা ঋষিগণের অনুবর্ত্তী থাকিতাম। ঋষিগণ যদিও সমদর্শী ছিলেন, তথাচ তাঁহারা আমার প্রতি বিশেষ কৃপাপরবশ হইয়াছিলেন।

আমি একবার তাঁহাদের আজ্ঞায় তাঁহাদিগের ভিক্ষাপাত্র-সংলগ্ন উচ্ছিষ্টান্ন ভোজন করি, তাহাতে আমার পাপমোচন হয়। ঋষিদের উচ্ছিষ্ট ভোজনে প্রবৃত্ত হইলে পর ক্রমে আমার চিত্তশুদ্ধি হইল এবং তাঁহাদের ধর্ম্মে আমার রুচি জন্মিল। তাঁহারা প্রতিদিন হরিকথা গান করিতেন, তাঁহাদের সেই সকল মনোহর কথা শুনিতে পাইতাম। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক প্রত্যেক পদ শ্রবণ করাতে শ্রীকৃষ্ণে আমার অতিশয় রতি হইল। ভগবানে আমার শ্রদ্ধা জন্মিলে তৎক্ষণাৎ আমার অপ্রহিত মতি আবির্ভূত হইল। আমি সেই মতি দ্বারাই প্রপঞ্চাতীত পরব্রহ্মস্বরূপ আত্মাতে স্বকীয় অবিদ্যা দ্বারা যে এই স্থূল ও সূক্ষ্মদেহ কল্পিত হইয়াছে, ইহা জানিতে পারিলাম। এই প্রকারে শরৎ ও বর্ষা এই দুই ঋতু সায়ং প্রাতঃ ও মধ্যাহ্ন এই ত্রিকালে মহাত্মা মুনিগণ কর্ত্তৃক সংকীর্ত্তমান হরির নির্ম্মল যশ বিশিষ্টরূপে শ্রবণ করাতে আমার মনে রজস্তমোনাশিনী দৃঢ়ভক্তি উদিত হয়। আমি এইরূপে ভক্তিসম্পন্ন, বিনয়যুক্ত, নিষ্পাপ, শ্রদ্ধান্বিত এবং সংযতেন্দ্রিয় হইয়া ঐ যোগিদের অনুগত হইয়া থাকিলে বর্ষাবসানে যখন তাঁহারা গমনোন্মুখ হইলেন, তখন তাঁহারা দীনবাৎসল্যগুণে সাক্ষাৎ ভগবৎকর্ত্তৃক কথিত যে গুহ্য জ্ঞান তাহা কৃপা করিয়া আমাকে উপদেশ করিলেন। ঐ জ্ঞানদ্বারা আমি সৃষ্টিসংহারাদি বিধানকর্ত্তা ভগবান্ বাসুদেবের মায়াপ্রভাব জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে জীব সকল ভগবৎপদ প্রাপ্ত হয়। সর্ব্বনিয়ন্তা পূর্ণস্বরূপ পরব্রহ্মকে যে কর্ম্মার্পণ তাহাই আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়ের মহৌষধ।

আমার বিজ্ঞানোপদেশক বিপ্রগণ দূরদেশে গমন করিলে পর আমি নিরাশ্রয়ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলাম। আমার জননী একপুত্রা, তাহাতে তিনি স্ত্রীজাতি, আবার পরাধীনা, সুতরাং আমার রক্ষণাবেক্ষণে ইচ্ছা থাকিলেও তাহাতে সমর্থ হইতেন না, তখন আমার বয়স পাঁচবৎসর মাত্র।

একদা আমার মাতা রাত্রিযোগে গৃহ হইতে নির্গত হইলে পথিমধ্যে সর্পাঘাতে তাঁহার মৃত্যু হয়। আমি তাঁহার মৃত্যুকে ভগবানের অনুগ্রহ জানিয়া উত্তরদিকে প্রস্থান করিলাম। ঐ দিকের পথে ভ্রমণ করিতে করিতে নানাস্থান অতিক্রম করিয়া এক নিবিড় অরণ্য প্রাপ্ত হইলাম। পরে অত্যন্ত শ্রান্তিবশতঃ বিকলেন্দ্রিয় এবং ক্ষুধাতৃষ্ণায় ব্যাকুল হওয়াতে একহ্রদে স্নান ও জলপান করিয়া কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলাম। তদনন্তর সেই নির্জ্জনবন মধ্যে একটী অশ্বত্থবৃক্ষের মূলে উপবিষ্ট হইয়া গুরুমুখে যেরূপ শ্রবণ করিয়াছিলাম, বুদ্ধিদ্বারা আপনার হৃদয়স্থ পরমাত্মাকে সেইরূপে চিন্তা করিতে লাগিলাম। ভক্তিবশীভূত চিত্ত দ্বারা ভগবান্ হরির চরণারবিন্দ ধ্যান করাতে ও উৎকণ্ঠাবশতঃ আমার লোচনদ্বয় অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হইল, ক্রমশঃ হৃদয়ে হরি আসিয়া আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার দর্শন পাইয়া আমার সমস্ত অঙ্গ পুলকে পরিপূর্ণ হইল। পরমানন্দপ্রবাহে লীন হইয়া আত্মা ও পরাত্মা উভয়কেই আর দেখিতে পাইলাম না। তখন আনন্দময় হওয়াতে ধ্যাতা ও ধ্যেয় এক হইয়াছিল। পরক্ষণেই আর কিছুরই অনুভব হইল না। অনেকক্ষণ ভগবানের আর সেই রূপ দেখিতে না পাইয়া হৃদয় অতিশয় ব্যাকুল হইল। পুনর্ব্বার আবার মনঃসমাধান করিলাম, কিছুতেই আর ভগবদ্দর্শন লাভ হইল না। নির্জ্জনবনে বসিয়া ভগবদ্দর্শনার্থ এইরূপে বারংবার যত্ন করিতে থাকিলে ঈশ্বর সুমধুরবাণী দ্বারা সান্ত্বনা করিয়া আমাকে কহিলেন, নারদ! এই জন্মে তুমি আর আমাকে দেখিতে পাইবে না, যেহেতু অবশেন্দ্রিয় কুযোগিগণ আমার দর্শন পায় না। তবে যে একবার তোমাকে আমার রূপ দেখাইলাম, সে কেবল আমার প্রতি তোমার অনুরাগ বৃদ্ধির নিমিত্ত, কেননা আমাতে অনুরাগ জন্মিলে সাধুজন ক্রমশঃ কামক্রোধাদি পরিত্যাগ করিতে পারেন। বহুদিন ধরিয়া সাধুসেবা দ্বারা আমাতে তোমার বুদ্ধি দৃঢ় কর, তাহা হইলেই এই নিন্দনীয় লোক পরিত্যাগ করিয়া আমার পার্ষদ হইতে পারিবে। আমাতে বুদ্ধি নিবদ্ধ হইলে আর কখন তাহার বিচ্ছেদ হইবে না। আমার অনুগ্রহে প্রলয়ের পরেও তোমার স্মৃতি থাকিবে। ভগবান্ এইরূপ কহিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

অনন্তর আমিও লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া অনন্তস্বরূপ সেই ভগবানের গুহ্যনাম উচ্চারণ ও তাঁহার শুভকর্ম্ম সকল স্মরণ

করিতে করিতে পৃথিবী পর্য্যটন আরম্ভ করিলাম এবং বৎসর-পূর্ণ হইয়া কাল প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

পরে যথাযোগ্য সময়ে হঠাৎ আমার মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হইল। অনন্তর ভগবান্ পূর্ব্বপ্রতিশ্রুত বিশুদ্ধ সত্ত্বরূপ পার্ষদ-শরীর আমাতে সংযোগ করিলে, আরব্ধ সকলের ভোগ শেষ হওয়ায়, আমার পাঞ্চভৌতিক দেহ পতিত হইল।

যখন ভগবান্ কল্পাবসানে এই বিশ্ব সংহার করিয়া সমুদ্রজলে শয়ন করেন, তখন আমি তাঁহার নিশ্বাসযোগে তাঁহার অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়াছিলাম। যুগ সহস্রের পর যখন প্রলয়াবসান হয়, তখন ভগবান্ নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া পুনর্ব্বার সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিলেন, তখন তাঁহার ইন্দ্রিয় হইতে মরীচি অত্রি প্রভৃতি ঋষিগণ জন্মগ্রহণ করেন, আমিও তখন উৎপন্ন হইলাম। আমি তদবধি অখণ্ডিত ব্রহ্মচর্য্যব্রতধারণ করিয়া বিষ্ণুর প্রসাদে ত্রিলোকীর অন্তর ও বাহ্যে পর্য্যটন করি। কোন স্থানেই আমার গতির ব্যাঘাত নাই। স্বর-ব্রহ্মে বিভূষিত দেবদত্ত এই বীণার মূর্চ্ছনাপূর্ব্বক হরিকথা গান করিতে করিতে সর্ব্বত্র গমন করিয়া থাকি। যখন আমি হরিগুণগান করিতে থাকি, তখন তিনি আমার হৃদয়ে বিরাজিত থাকেন। (ভাগবত ১।১৬ অ°)

ব্রহ্মবৈবর্ত্তের মতে, নারদ ব্রহ্মার মানসপুত্র। ইনি ব্রহ্মার কণ্ঠদেশ হইতে উৎপন্ন হন। ব্রহ্মা ইঁহাকে এবং ইঁহার ভ্রাতৃগণকে সৃষ্টিকার্য্যের ভারার্পণ করেন। কিন্তু নারদ তাহাতে ঈশ্বরচিন্তার অসুবিধা হইবে ভাবিয়া এই কার্য্যে স্বীকৃত হইলেন না। সেই জন্য ব্রহ্মা ক্রুদ্ধ হইয়া নারদকে শাপ দেন। নারদ পিতৃশাপে গন্ধমাদনপর্ব্বতে গন্ধর্ব্বযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া উপবর্হণ নামে বিখ্যাত হন। সেই জন্মে ইনি গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথের ৫০টী কন্যাকে বিবাহ করেন। এই ৫০টী কন্যার মধ্যে মালাবতী প্রধানা। একদা ইনি ব্রহ্মার সভায় রম্ভার নৃত্য দেখিতে দেখিতে এতদূর কামমোহিত হন, যে তাহাতে ইঁহার রেতঃ স্খলিত হয়। তাহাতে ইনি ব্রহ্মার শাপে গন্ধর্ব্বদেহ ত্যাগ করিয়া নরলোকে জন্মগ্রহণ করেন। এক সময় কান্যকুব্জদেশে দ্রুমিল নামে একজন গোপরাজ বাস করিতেন। তাঁহার পত্নী স্বামিদোষে বন্ধ্যা হন। দ্রুমিল ইহা জানিতে পারিয়া, তাহাকে ব্রহ্মবীর্য্যে পুত্রোৎপাদনের অনুমতি দান করেন। তদনুসারে কলাবতী ঋতুস্নাতা হইয়া কাশ্যপ নারদের নিকট উপস্থিত হইয়া পুত্রদান ভিক্ষা করেন। মুনিবর তাঁহার কথায় রাগান্বিত হইয়া গমন করিতে উদ্যত হইলেন, এমন সময় মেনকা সেইস্থান দিয়া গমন করিতে ছিল, অনন্তর তাহার উরুস্থল দেখিতে পাইয়া মুনিবরের রেতঃ স্খলিত হইল। কলাবতী ঋতুস্নাতা ছিল, তৎক্ষণাৎ আসিয়া সেই বীর্য্যভক্ষণ করিয়া গৃহে গমন করিল। ইহার বীর্য্যযোগে কলাবতীর গর্ভে গন্ধর্ব্ব উপবর্হণ মনুষ্য হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। তৎকালে দেশে অনাবৃষ্টি হওয়াতে ইঁহার নাম নারদ হইল। এই বালক অন্য বালকদিগকে জ্ঞান দান করিত এবং জাতিস্মর ও মহাজ্ঞানী এইজন্য ইঁহার নাম নারদ হইয়াছিল। কাশ্যপনারদের বীর্য্যে ইনি উৎপন্ন হন, অতএব ইনিও মুনিদিগের বরে নারদ এই নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন।

> "অনাবৃষ্ট্যবশেষে চ কালে বালো বভূব হ।
> নারং দদৌ জন্মকালে তেনায়ং নারদাভিধঃ ॥
> দদাতি নারং জ্ঞানঞ্চ বালকেভ্যশ্চ বালকঃ।
> জাতিস্মরো মহাজ্ঞানী তেনায়ং নারদাভিধঃ ॥"

(ব্রহ্মবৈ° ব্রহ্মখ° ২১ অ°।)

বিপ্রগণ ইঁহাকে ব্রহ্মপুত্র জানিতে পারিয়া বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত করেন। এই মহাজ্ঞানী শিশু গঙ্গাতীরে স্নান করিয়া বিষ্ণুমন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। এই মন্ত্র জপ করিতে করিতে ধ্যানে বিষ্ণুর দ্বিভুজ মুরলীহস্ত ও চন্দনচর্চ্চিত মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। এই মূর্ত্তি দর্শন করিয়া নারদ নিতান্ত প্রীত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে এই মূর্ত্তি তিরোহিত হইল, তখন ইনি শোকে আকুল হইলেন। এই সময় দৈববাণী হইল, যখন এই নশ্বরদেহ নষ্ট হইবে, তখন তুমি আমায় পাইব। যথাকালে তীর্থস্থলে হৃদয়ে বিষ্ণুকে স্মরণ কারতে করিতে নারদ তনুত্যাগ করেন। দেহাবসানে নারদের শাপবিমোচন হইল। তখন তিনি পুনরায় ব্রহ্মবিগ্রহে লীন হইলেন। পরে কতিপয় কল্প অতীত হইলে ব্রহ্মা যখন পুনরায় সকল সৃষ্টি করেন, তখন ব্রহ্মার কণ্ঠদেশ হইতে নারদ উৎপন্ন হন। (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° ব্রহ্মখ° ২১।২২ অ°)

বরাহপুরাণে লিখিত আছে, ইনি পূর্ব্বে সারস্বত নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন, তপোপ্রভাবে কল্পান্তরে আবার ব্রহ্মার পুত্র হন। ইনি ভগবানের তৃতীয় অবতার। ইঁহার মস্তকে জটাভার, পরিধান স্বর্ণচীর, করে হেমদণ্ড, কমণ্ডলু ও অতি বিচিত্র কচ্ছপী বীণা। মহাভারতের শল্যপর্ব্বে লিখিত আছে,—ইনি প্রথমতঃ ব্রহ্মার নিকট কথঞ্চিৎ সঙ্গীত শিক্ষা করেন। ইনি দক্ষের সহস্র পুত্রকে সাংখ্যযোগ উপদেশ দিয়া সংসারত্যাগী করাইয়াছিলেন। নারদ ইন্দ্রের নিকট এক সূর্য্যস্তব শিক্ষা করিয়া ধৌম্যকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠির এই স্তব ধৌম্যের নিকট লাভ করেন।

কোন সময়ে নারদ শ্বেতদ্বীপে গমন করিয়া বিষ্ণুর নিকট মায়ার স্বরূপ অবগত হইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। বিষ্ণু ইঁহাকে সঙ্গে লইয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশে বেত্রবতী নদীর তীরস্থ বৈদেশ-নামক নগরে গমন করিলেন। ঐ নগরে সীরভদ্র নামে এক ধনী বৈশ্য ছিল। উভয়ে তাহারই গৃহে

অতিথি হইলেন, এবং তাহার পরিচর্য্যায় তুষ্ট হইয়া তাহাকে বর দিলেন, তোমার বহুতর পুত্রপৌত্রাদি ও অশেষ ধন-বাহনাদি হউক। অনন্তর উভয়ে তথা হইতে ভাগীরথীতটস্থ চেলিকাগ্রামে উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে একজন ব্রাহ্মণ স্বীয় ক্ষেত্রে হলকর্ম্ম করিতেছিলেন। ইঁহারা গিয়া তাহার নিকট অতিথি হইলেন। ব্রাহ্মণ ইঁহাদের যথোচিত পরিচর্য্যা করিলেন। কিন্তু গমন সময়ে বিষ্ণু তাহাকে কহিলেন, কখন তোমার কৃষিতে উন্নতি বা পুত্রসন্তান হইবে না। পথে নারদ বিষ্ণুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভু, ব্রাহ্মণকে এরূপ শাপ দিলেন কেন? বিষ্ণু বলিলেন, এ শাপ নহে, বর। একজন মৎস্যজীবি মৎস্যবধ করিয়া সংবৎসরে যত পাপ সঞ্চয় করে, লাঙ্গলকারী দ্বিজ একদিনে তত পাপ সঞ্চয় করিয়া থাকে। এজন্য যাহাতে ঐ ব্যক্তির পুত্র হইয়া পাপবৃদ্ধি না করে, তাহার উপায় বিধান করিয়া আসিলাম। অনন্তর উভয়ে কান্যকুব্জ-দেশে উত্তীর্ণ হইয়া এক সরোবরতীরে উপস্থিত হইলেন। তথায় বিষ্ণু নারদকে স্নান করিতে কহিলেন। কিন্তু ইনি স্নান করিয়া উঠিবামাত্র পরমরমণীয়া সুন্দরী স্ত্রীরূপ প্রাপ্ত হইলে বিষ্ণুও অন্তর্হিত হয়েন। এই সময়ে তালধ্বজ নামক রাজা তথায় উপস্থিত হইয়া ইঁহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। ইনি দ্বাদশবর্ষ স্বামীর সহিত সুখে বাস করিলে ইঁহার গর্ভ সঞ্চার হয়, যথা সময়ে এক অলাবু প্রসব করেন। ঐ অলাবু মধ্য হইতে গান্ধারীর শত পুত্রের ন্যায় পঞ্চাশৎ পুত্র জন্মিল। ক্রমে সেই সকল পুত্র মহাবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠিল। ক্রমে তাহাদেরও অনেক পুত্রাদি হইল। অবশেষে তাহারা রাজ্যের জন্য কুরুপাণ্ডবদিগের ন্যায় আপনা আপনি যুদ্ধ করিয়া সকলে নষ্ট হইল। ইনি তাহা দেখিয়া অতিশয় আকুল হইলেন, এবং স্বামীর সহিত নিরন্তর রোদন করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ বিষ্ণু বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশে ও অন্যান্য দেবগণকে দ্বিজবেশে সঙ্গে লইয়া সেইখানে উপস্থিত হইয়া ইহা-দিগকে অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু কিছুতেই শান্ত করিতে পারিলেন না। পরে নারদকে সেই সরোবরে স্নান করাইয়া পুনরায় স্বরূপ দান করিলেন। তখন বিষ্ণু নারদকে মায়ার স্বরূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, নারদ হাস্য করিয়া মায়ার স্বরূপ জানাইয়াছিলেন।

কোন সময়ে ভগবান্ বিষ্ণু কৌশিকের প্রীতির জন্য তুম্বুরুকে সভায় গান করিতে কহেন। নারদও এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। পরে ইনি তুম্বুরুর গান শুনিয়া ঈর্ষাপরবশ হন, এবং বিষ্ণুর উপদেশে গানশিক্ষার জন্য উলূকেশ্বরের নিকট গমন করেন। তাহার নিকটে যথানিয়মে সহস্র দিব্য বৎসর গান শিক্ষা করিয়া, ইহার মনে কিঞ্চিৎ অহঙ্কারের আবেশ হইল। ইনি তুম্বুরুকে জয় করিবার জন্য তাহার ভবনাভিমুখে যাইয়া দেখিলেন, কতকগুলি বিকৃতাকার স্ত্রীপুরুষ রহিয়াছে, ইনি তাহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা কহিল, আমরা রাগ ও রাগিণী। আপনার গানে আমাদের এই দুর্দ্দশা হই-য়াছে। তুম্বুরু আবার গান দ্বারা আমাদিগকে সুস্থ করিবেন বলিয়া এখানে আসিয়াছি। নারদ ইঁহাদের এই কথা শুনিয়া লজ্জিত হইয়া নারায়ণের নিকট গমন করিলেন। নারায়ণ নারদের আক্ষেপ শুনিয়া বলিয়াছিলেন, তুমি এখনও গীতশাস্ত্রে পারদর্শী হও নাই, আমি যখন যদুবংশে কৃষ্ণরূপে জন্মগ্রহণ করিব, সেই সময় তুমি আমার নিকট গমন করিলে গানশিক্ষার উপায় করিব।

এক সময়ে নারদ অম্বরীষরাজার কন্যা শ্রীমতীকে বিবাহ করিতে যাইয়া অতিশয় অপ্রতিভ হন। [শ্রীমতী দেখ।]

পরে কৃষ্ণ যদুবংশে অবতীর্ণ হইলে নারদ গানশিক্ষার্থ গমন করেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ নারদকে যথাক্রমে জাম্ববতী ও সত্যভামার নিকট দুই বৎসর গান শিক্ষা করাইলেন, কিন্তু নারদ কোন ক্রমেই স্বরায়ত্ত করিতে পারিলেন না। পরে রুক্মিণীর নিকট দুই বৎসর শিক্ষার পর স্বর ও বীণাযোগ শিক্ষা করিলেন। শেষে ভগবান্ স্বয়ং অত্যুত্তম গানযোগ শিক্ষা দিলেন। তখন নারদের তুম্বুরুর উপর যে ঈর্ষা ছিল, তাহা তিরোহিত হইল। নারদ এই গানশিক্ষায় ব্রহ্মানন্দে বিভোর হইয়া হরি-গুণগান করিতে করিতে জগতে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

(ভাগ°, ব্রহ্মাণ্ড°, বিষ্ণু°, বরাহ°, ভবিষ্যপু°, অদ্ভুত-রামা°)

হরিবংশ মতে—নারদ ব্রহ্মার মানসপুত্র। ব্রহ্মা প্রজা-সৃষ্টি করিতে অভিলাষী হইয়া মরীচি, অত্রি প্রভৃতিকে প্রথমে উৎপাদন করেন, তাহার পর ব্রহ্মা হইতে সনক, সনন্দ, সনাতন, সনৎকুমার, স্কন্দ, নারদ ও রোষাত্মক রুদ্রদেব জন্ম-গ্রহণ করেন। (হরিবংশ ১ অ°)

ব্রহ্মার মানসপুত্র নারদ সপ্তর্ষির মধ্যে একজন।

ব্রহ্মা পুত্রদিগকে প্রজাসৃষ্টিতে নিয়োগ করিলে তাহারা নারদের বাক্যে বিনষ্ট হইলে ব্রহ্মা ইঁহাকে শাপ দিয়াছিলেন,—'তুমি সর্ব্বদা লোকসমূহে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইবে, এক স্থানে স্থির থাকিতে পারিবে না।'

"তস্মাল্লোকেষু তে মূঢ় ন ভবেদ্ ভ্রমতঃ পদম্।"

(বিষ্ণুপু° ১।১৫ অধ্যায় টীকা)

আমাদের পুরাণ-সমূহে নারদ অতুলনীয় ব্যক্তি, নারদের সহিতই নারদের তুলনা করা যায়। এমন পুরাণ নাই, এমন কাব্য নাই, যাহাতে নারদ নাই। শিবের বিবাহ নারদ

ঘটক, বামনের উপনয়ন নারদ উদ্যোগী, ধ্রুবের তপস্যা নারদ মন্ত্রদাতা, দক্ষের দর্পনাশ তাহাতে নারদ। কাব্যাদিতেও যেখানে যাহা প্রধান বর্ণনীয়, তাহার মধ্যে নারদ আছেনই। মাঘে—শিশুপালের অত্যাচারে জগৎনিপীড়িত, নারদ তাহার উপায়বিধাতা। নৈষধে দময়ন্তীর বিবাহে—নারদ দেবসভায় ইহাঁর দূত ইত্যাদি। প্রায় সকল বিষয়েই নারদ বিদ্যমান।

নারদের বাহন ঢেঁকী, এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত, কিন্তু শাস্ত্রে ইহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। এই প্রবাদের মূলে কোন সত্য আছে কি না, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। কোন স্থলে বিবাদ বাধিলে লোকে তামাসা দেখিবার জন্য নারদের নামোচ্চারণ করিয়া থাকে। ইহারও কোন শাস্ত্রীয় প্রমাণ পাওয়া যায় না, কিন্তু এই প্রবাদ বহুদিন হইতে প্রচলিত। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে লিখিত আছে—

"কান্দে রাণী মেনকা চক্ষুর জলে ভাসে।
নখে নখ বাজায়ে নারদ মুনি হাসে॥
কোন্দলে পরমানন্দ নারদের ঢেঁকী।
আকশলী পোয়া যোগা পড়ে মেকামেকী॥
পাখা নাহি তবু ঢেঁকী উড়িয়া বেড়ায়।
কোণের বহুড়ী লয়ে কোন্দলে জড়ায়॥
সেই ঢেঁকী চড়ে মুনি কান্ধে বীণাযন্ত্র।
দাড়ী নড়ে ঘন পড়ে কন্দলের মন্ত্র॥" (অন্নদাম°)

বেদে ইনি একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। কাত্যায়নের সর্ব্বানুক্রমিকায় লিখিত আছে, ইনি ঋকসংহিতার ৮ম মণ্ডলের ১৩শ সূক্ত ও ৯ম মণ্ডলের ১০৪ ও ১০৫ সূক্তের ঋষি।

২ শাকদ্বীপস্থ পর্ব্বত বিশেষ।

"নারদো নাম চৈবোক্তো দুর্গশৈলো মহোচিতঃ।
তত্রাচলে সমুৎপন্নৌ পূর্ব্বং নারদপর্ব্বতৌ॥" (মৎস্যপু° ১২১।১১)

৩ বিশ্বামিত্রপুত্র বিশেষ। (ভারত ১৩।৪।৫৮)

৪ প্রজাপতিভেদ। ৫ কশ্যপমুনিপত্নীজাত গন্ধর্ব্বভেদ।

(ভারত ১।১২৩।২৪)

নারদ, নেপালের বৌদ্ধেরা বলেন যে, পুরাকালে বারাণসীতে কৌশিকবংশে নারদ নামে এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তিনি বুঝিলেন যে, সংসারের আমোদ আহ্লাদের আসক্তি কিছুতেই পরিতৃপ্ত হইবার নহে, এজন্য তিনি হিমালয়ে যাইয়া যোগ অভ্যাস করিতে থাকেন। অবশেষে যোগবলে তিনি অলৌকিক ঘটনাবলী সাধন করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু সংবিজ্ঞানপ্রণালীতে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিতে না পারায়, ইন্দ্র সূর্য্য ও অন্যান্যকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার শিক্ষার্থ আগমন করেন। ইন্দ্রের কন্যা হিরী নারদের প্রেমপাশে আবদ্ধ হন। নারদকে তাঁহারা বুদ্ধ ও হিরীকে বুদ্ধের স্ত্রী যশোধারা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

(মহাবস্ত্ববদান)

নারদ, বাঙ্গালার রাজসাহী জেলার তিনটী ভিন্ন ভিন্ন নদীর নাম। প্রথমটী রামপুর বোয়ালিয়ার কিছু দূরে গঙ্গা হইতে বহির্গত হইয়া পুটিয়ার নিকট মুসা খাঁর সহিত মিলিত হইয়াছে। দ্বিতীয়টী মুসা খাঁ হইতে বহির্গত হইয়া নাটোরের মধ্য দিয়া পূর্ব্বমুখে গমন করিয়াছে। ইহার একটী প্রধান শাখা নারদ নাম ধারণপূর্ব্বক দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হইতেছে। দ্বিতীয় নারদনদীতে বৎসরের অনেক সময় নৌকা যাতায়াত করিতে পারে।

নারদকুণ্ড, বৃন্দাবনস্থিত লীলাস্থানবিশেষ। গোবর্দ্ধন-সন্নিহিত সুমন-সরোবরের নিকট। এইখানে নারদ স্নান করিয়া হরিসাধন করিয়াছিলেন, এইজন্য ইহার নাম নারদকুণ্ড হইয়াছে।

(ভক্তমাল, শ্রীবৃন্দাবনলীলা।)

নারদপঞ্চরাত্র (ক্লী) নারদকৃত পঞ্চরাত্রতন্ত্রভেদ। ইহাতে ৫টী বিষয়প্রতিপাদিত হইয়াছে—অভিগমন, উপাদান, ইজ্যা, স্বাধ্যায় ও যোগ। এই ৫ প্রকার উপাসনা। দেবতাস্থানমার্জ্জনাদি দ্বারা সংস্কারকে অভিগমন, গন্ধপুষ্পাদি পূজাসাধন সম্পাদনের নাম উপাদান, দেবতাপূজাকে ইজ্যা, অর্থানুসন্ধানপূর্ব্বক মন্ত্র-জপকে স্বাধ্যায় ও অর্থানুসন্ধানপূর্ব্বক মন্ত্রজপ, স্তোত্রপাঠ, নামকীর্ত্তন এবং তত্ত্বপ্রতিপাদক শাস্ত্রাভ্যাসকে যোগ কহে। এই ৫টী বিষয়ই নারদপঞ্চরাত্রের প্রধান বর্ণনীয় বিষয়।

নারদপুরাণ (ক্লী) মহাপুরাণভেদ। এই পুরাণ অষ্টাদশ মহাপুরাণের মধ্যে একখানি। মহামুনি বেদব্যাস এই পুরাণ-রচয়িতা। নারদের প্রতি সনকাদির উপদেশচ্ছলে এই পুরাণ রচিত, এইজন্য ইহার নাম নারদপুরাণ। এই পুরাণের প্রতিপাদ্য বিষয় বৃহন্নারদীয় পুরাণের ৯৬ অধ্যায়ে এইরূপ লিখিত আছে।—এই পুরাণ পূর্ব্ব ও উত্তর দুইভাগে বিভক্ত। ইহাতে শ্লোকসংখ্যা ২৫০০০ হাজার। পূর্ব্বভাগ চারি পাদে বিভক্ত। পূর্ব্বভাগের প্রথমপাদে সূতশৌনক-সংবাদ, সৃষ্টির সংক্ষেপবর্ণন ও নানা ধর্ম্মকথা। পূর্ব্বভাগের দ্বিতীয়পাদে মোক্ষধর্ম্মকথনে মোক্ষোপায়নিরূপণ, বেদাঙ্গকথন, সনন্দন কর্ত্তৃক নারদ প্রতি শুকোৎপত্তিকথন, মহাতন্ত্রে পশুপাশবিমোচন, মন্ত্রশোধন, দীক্ষা, মন্ত্রোদ্ধার, পূজাপ্রয়োগ, কবচ, বিষ্ণুর সহস্রনাম এবং স্তোত্র, গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব এবং শক্তির ক্রমশঃ উপাখ্যানকথন। পূর্ব্বভাগের তৃতীয়পাদে নারদ ও সনৎকুমারসংবাদ, পুরাণ-লক্ষণ-প্রমাণ, দানকালকথন এবং চৈত্রাদি মাসের প্রতিপদাদি তিথি ব্রত-বিধান কথন। পূর্ব্বভাগের চতুর্থপাদে সনাতন কর্ত্তৃক নারদের

প্রতি বৃহদাখ্যানকথন। উত্তরভাগে একাদশীব্রতবিষয়ক প্রশ্ন, বশিষ্ঠ এবং মান্ধাতার সংবাদ, রুক্মাঙ্গদের কথা, মোহিনীর উৎপত্তি ও সংবাদ, মোহিনীর প্রতি বসুর শাপ ও উদ্ধার, গঙ্গার পুণ্যকথা, গয়াযাত্রা, কাশীমাহাত্ম্য, পুরুষোত্তমমাহাত্ম্য ও ক্ষেত্রযাত্রা এবং অন্যান্য বহু ধর্ম্মকথা, প্রয়াগমাহাত্ম্য, কুরুক্ষেত্রমাহাত্ম্য, হরিদ্বারমাহাত্ম্য, কামোদা আখ্যান, বদরীতীর্থমাহাত্ম্য, কামাখ্যামাহাত্ম্য, প্রভাসমাহাত্ম্য, পুরাণ আখ্যান, গৌতমাখ্যান, বেদপাদের তপস্যা, গোকর্ণক্ষেত্রমাহাত্ম্য, লক্ষণের আখ্যান, সেতুমাহাত্ম্য, নর্ম্মদামাহাত্ম্য, অবন্তীমাহাত্ম্য, মথুরামাহাত্ম্য, বৃন্দাবনমাহাত্ম্য, ব্রহ্মার নিকটে বসুর গমন ও মোহিনীচরিত্রকথন। এই সকল বিষয় এই পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে। যদি কেহ এই পুরাণ শ্রবণ করে, কিংবা অন্যকে শ্রবণ করায় তাহা হইলে অন্তকালে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হয়। এই পুরাণ পূর্ণা তিথিতে সপ্তধেনুযুক্ত করিয়া উত্তম ব্রাহ্মণকে দান করিলে পুণ্য লাভ হয়।

ইহার অনুক্রমণিকা শ্রবণ করিলে বা করাইলে স্বর্গলাভ হয়।

"যঃ শৃণোতি নরো ভক্ত্যা শ্রাবয়েদ্বা সমাহিতঃ।
স যাতি ব্রহ্মণোধাম নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥
যস্ত্বেতদিহ পূর্ণায়াং ধেনূনাং সপ্তকান্বিতম্।
প্রদদ্যাদ্ দ্বিজবর্য্যায় স লভেন্মোক্ষমেব চ॥
যশ্চানুক্রমণীমেতাং নারদীয়স্য বর্ণয়েৎ।
শৃণুয়াদৈকচিত্তেন সোঽপি স্বর্গগতিং লভেৎ॥"

(বৃহন্নারদীয়পু° ৯৬ অ°)

২ উপপুরাণভেদ। এখন বৃহন্নারদীয়পুরাণ নামে খ্যাত। নারদীয় মহাপুরাণ অপেক্ষা ইহা বহু ক্ষুদ্র।

নারদশিক্ষা (স্ত্রী) নারদকৃত বর্ণোচ্চারণশিক্ষাভেদ।

নারদসংহিতা, ধর্ম্মশাস্ত্রভেদ।

নারদিন (পুং) বিশ্বামিত্রের পুত্রভেদ। (ভারত অনুশাসন)

নারদীয় (ক্লী) নারদস্যেদং নারদ-ছ। বেদব্যাসকৃত নারদের প্রতি সনকাদির উপদেশাত্মক মহাপুরাণভেদ।

"শৃণু বিপ্র! প্রবক্ষ্যামি পুরাণং নারদীয়কম্।
পঞ্চবিংশতিসাহস্রং বৃহৎচিত্রকথাশ্রয়ং॥" [নারদপুরাণ দেখ]

নারদেশ্বরতীর্থ (ক্লী) তীর্থবিশেষ।

নারবেকার, খানাপুর, বেলগাম্, চিকোড়ি পরগণায় ও ধারবাড় প্রভৃতি স্থানে ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের অনেকে গয়া হইতে আইসে। ইহারা হিন্দু, ও বৈশ্য বলিয়া পরিচয় দেয়। ইহাদের মধ্যে কোন শ্রেণীবিভাগ নাই। ইহারা কোঙ্কণী ও মরাঠী ভাষায় কথাবার্ত্তা কহে।

নারবেকারগণ দেখিতে অতি সুশ্রী। ইহাদের ধনীরা উত্তম বেশভূষা ও দরিদ্রেরা মরাঠীবেশ ধারণ করে। ইহারা সাধারণতঃ ঘৃত ও কাপড়ের ব্যবসা করে। কেহ কেহ মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করে। অনেকে কৃষিকার্য্য করিয়া থাকে। ইহাদের সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে বার দিন পরেই নামকরণ হয়। ২ বৎসর হইতে ৫ বৎসরের মধ্যে সন্তানদিগের প্রথম মস্তক মুণ্ডন এবং বিবাহের সময় ইহাদের উপনয়ন হয়। ইহাদের পুরুষদিগের ২০ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে ও স্ত্রীলোকেরা বয়স্থা হইবার পূর্ব্বে বিবাহিত হয়। ইহাদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ নাই। ইহারা প্রধানতঃ শৈব; মহাদেব, গণপতি, ভগবতী, কণকাদেবী প্রভৃতি দেবদেবীর পূজা করিয়া থাকে।

মহারাষ্ট্রব্রাহ্মণেরা ইহাদের পৌরোহিত্য করিয়া থাকে। ইহারা হিন্দুশাস্ত্রোক্ত ব্রত উপবাসাদি করে এবং বারাণসী, গোকর্ণ, মহাবালেশ্বর প্রভৃতি স্থানে তীর্থযাত্রা করিতে যায়। ইহাদের সামান্য সামান্য বিবাদ ইহাদের মধ্যে প্রধান প্রধান ব্যক্তি দ্বারা মীমাংসিত হয়। শঙ্কেশ্বর স্বামী প্রতি বৎসর ভ্রমণোদ্দেশে এই সমস্ত লোকের বাসগ্রামে আসিলে তাঁহাদ্বারা গুরুতর বিষয়ের মীমাংসা হইয়া থাকে; যেমন বিধবার গর্ভ, অবিবাহিত স্ত্রীলোকের দ্বিতীয় সংস্কার, কি এক সাম্প্রদায়িক লোক অপর নীচ জাতীয় লোকের সহিত আহার ইত্যাদি। নারবেকারেরা তাহাদের সন্তানদিগকে ইংরাজী পড়িতে পাঠায়। দিন দিন ইহাদের উন্নতি দেখা যাইতেছে।

নারসিংহ, (ক্লী) নরসিংহমধিকৃত্য কৃতো গ্রন্থঃ অণ্। ১ নরসিংহচরিতাখ্যান উপপুরাণভেদ। [নরসিংহপুরাণ দেখ।]

২ নরসিংহরূপধারী বিষ্ণু। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে ইহার গায়ত্রী এইরূপ আছে—

"বজ্রনখায় বিদ্মহে তীক্ষ্ণদংষ্ট্রায় ধীমহি।
তন্নো নারসিংহঃ প্রচোদয়াৎ।" (তৈত্তিরীয় আর ১০।১।৭)

৩ তন্ত্রভেদ।

নারসিংহ, মোহিনীদেবতাভক্ত বৈরুক্ষ মুনিগোত্রজ এক রাজা, ইহার পিতার নাম শ্রীপাল। (সহ্যাদ্রিখ° ১।৩৩।১১৭)

নারসিংহ, খৃষ্টীয় ১৬শ ও ১৭শ শতাব্দীতে বিজয়নগররাজ্য এই নামে অভিহিত হইত। ঐ সময়ে লিখিত ফরাসী, পর্ত্তুগীজ ও ইংরাজী প্রভৃতি গ্রন্থে এই রাজ্য উক্ত নামেই বর্ণিত হইয়াছে। ১৩৪১ খৃঃ অব্দে দ্বারসমুদ্রের বল্লালবংশ অবনত হইলে বিজয়নগরের রাজগণ এই রাজ্য স্থাপন করেন। ১৪৮৭ খৃঃ অব্দে বিজয়নগরের রায় বংশ বিলুপ্ত হইলে নরসিংহ নামে এক তৈলঙ্গ রাজকুমার রাজ্যাভিষিক্ত হন। ১৫০৮ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত

তিনি রাজত্ব করেন। তাঁহারই নামানুসারে এই রাজ্য 'নার-সিংহ' নামে বিখ্যাত হইয়াছিল।

নারসিংহ, এই নগর পঞ্জাবের শেখোপুরের ৯ মাইল দক্ষিণে, অমরুরের ২৫ মাইল পূর্ব্বদক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। নরসিংহ ও রাগাস সম্ভবতঃ একই স্থান। এই স্থানে একটী প্রকাণ্ড গড়ের ভগ্নাবশেষ এখনও বিদ্যমান আছে।

নারসিংহগড়, ভূপালের কর্ত্তৃত্বাধীন, মধ্যভারতের একটী করদ রাজ্য। পরশুরাম এই রাজ্যের স্থাপয়িতা। ইহার রাজধানীর নামও নারসিংহগড়। এখানে পাহাড়ের উপর একটী দুর্গ আছে।

২ মধ্যপ্রদেশের দামো জেলার একটী পুরাতন নগর। অক্ষা° ২৩° ৫২´ উঃ হইতে দ্রাঘি° ৭৯° ২৮´ পূঃ মধ্যে এবং দামোর ১২ মাইল উত্তর-পশ্চিমে কুনার নদীতীরে অবস্থিত। মুসলমানেরা এই স্থানের দুর্গ ও মসজিদ প্রস্তুত করিয়াছিল, ইহারা এই নগরকে নসরংগড় কহে। কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়েরা নরসিংহগড় নাম দিয়া থাকে।

নারসিংহবপুস্ (পুং) নরসিংহরূপী বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।১৬)

নারা (স্ত্রী) নরস্য মুনেরিয়ং, নর-অণ্ (তস্যেদম্। পা ৪।৩।১২০) ততষ্টাপ্, জল।

"আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ।" (মনু ১।১০)

এই শ্লোকে টীকায় কুল্লুকভট্ট 'নারা' শব্দের ব্যুৎপত্তি স্থলে এইরূপ লিখিয়াছেন, নর-অণ্ তাহার পর টাপ্ করিয়া 'নারা' হইয়াছে, অণ্ প্রত্যয় করিলে টাপ্ না হইয়া ঙীপ্ হয়, সাধারণবিধি, এই স্থলে তাহা হইলে নারা না হইয়া নারী এইরূপ পদ হয়। কিন্তু বেদ ও স্মৃতির প্রয়োগে বিকল্পে একপক্ষে টাপ্ হইয়া নারা পদ সিদ্ধ হইল।

'যদ্যপি অণিকৃতে ঙীপ্ প্রত্যয়ঃ প্রাপ্তস্তথাপি ছান্দস-লক্ষণৈরপি স্মৃতিষু ব্যবহারাৎ সর্ব্বে বিধয়শ্ছন্দসি বিকল্প্যন্তে ইতি পাক্ষিকো ঙীপ্ প্রত্যয়ঃ। তস্যাভাবপক্ষে টাপি কৃতে নারা ইতি রূপসিদ্ধিঃ।' (মনু ১।১০ কুল্লুক)

নারাচ (পুং) নারং নরসমূহমাচামতীতি চমু-অদনে ড। (অন্যেষ্বপি দৃশ্যতে। পা ৩।২।১০১) সকল প্রকার লৌহময় বাণ, লৌহ-নির্ম্মিতবাণমাত্রই নারাচপদবাচ্য। পর্য্যায়—প্রক্ষ্বেড়ন, লৌহনাল। (শব্দরত্না°)

"সর্ব্বলৌহাস্তু যে বাণা নারাচাস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ।
পঞ্চভিঃ পৃথুলৈঃ পক্ষৈর্যুক্তাঃ সিধ্যন্তি কস্যচিৎ॥"
(বৃহৎ শার্ঙ্গধর)

যে-সকল বাণের সর্ব্বাঙ্গ লৌহময়, সেই সকল বাণের নাম নারাচ। শরের বাণে যেমন ৪টী পক্ষ আবদ্ধ থাকে, এই নারাচ বাণে সেই প্রকার ৫টী পক্ষ আবদ্ধ থাকিবে। পক্ষগুলি শরবাণ অপেক্ষা মোটা ও বড়। এই নারাচ বাণ আয়ত্ত করা দুরূহ।

২ দুর্দিন। ৩ ছন্দোবিশেষ। এই ছন্দের প্রতি চরণে ১৮টী করিয়া অক্ষর থাকিবে। তাহার মধ্যে ৭।৯।১০।১২।১৩। ১৫।১৬।১৮ বর্ণ গুরু, এতদ্ভিন্ন বর্ণ সকল লঘু। ইহার লক্ষণ—

"ইহ ননরচতুষ্কসৃষ্টন্তু নারাচমাচক্ষতে।" (ছন্দোম°)

উদাহরণ—

"দিনকরতনয়াতটীকাননে চারুসঞ্চারিণী
শ্রবণনিকটকৃষ্টমেণেক্ষণা কৃষ্ণ রাধা হরি।
নম্ন বিকিরতি নেত্রনারাচমে যাতি হৃচ্ছেদনম্
তদিহ মদনবিভ্রমোদ্‌ভ্রান্তচিত্তাবধৎস্ব ক্রন্তম্॥" (ছন্দোম°)

নারাচঘৃত (ক্লী) ঘৃতৌষধভেদ। প্রস্তুতপ্রণালী—ঘৃত এক সের, কল্কার্থ চিতামূল, ত্রিফলা, দন্তীমূল, তেউড়ীমূল, কণ্টকারী, সিজআটা, বিড়ঙ্গ প্রত্যেক দ্রব্য দুই তোলা, পাকের জল ৴৪ সের। পরে যথানিয়মে ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত দুই তোলা মাত্রায় সেবন করিতে হয়। অনুপান উষ্ণজল, ঘৃতযুক্ত যবাগূ, দুগ্ধসাধিত পেয়া বা জাঙ্গলমাংসের যূষ।

যথানিয়মে এই ঘৃত পান করিলে বাত, গুল্ম, প্লীহা, উদাবর্ত্ত, অর্শ, গ্রহণী প্রভৃতি রোগসমূহ প্রশমিত হয়।
(ভৈষজ্যরত্না° গুল্মরোগাধি°)

অন্যবিধ—ঘৃত একসের। কল্কার্থ সিজের আটা, দন্তীমূল, ত্রিফলা, বিড়ঙ্গ, কণ্টকারী, তেউড়ী, চিতামূল, প্রত্যেক ১তোলা ৬ মাসা ২ রতি। ব্যবহারমাত্রা ১ তোলা। অনুপান উষ্ণ জল। বিরেচনান্তে সুখোষ্ণ পেয় প্রস্তুত করিয়া দিবে। এই ঘৃত সেবন করিলে উদরাময় ভাল হয়। (ভৈষজ্যরত্না° উদরাধি°)

২ উদররোগের ঘৃতৌষধভেদ। প্রস্তুতপ্রণালী—ঘৃত ৴৪ সের। কল্কার্থ লোধ, চিতামূল, চই, বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, তেউড়ী, চোরকাঁকচী, আতইচ, ত্রিকটু, বনযমানী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, দন্তীমূল, প্রত্যেক ২ তোলা, গোমূত্র ৴১ সের, সিজের আটা ৪ পল, সোদালমজ্জা ৪ পল। জল ১৬ সের। এই ঘৃতকে বৃহন্নারাচ-ঘৃত কহে। এই ঘৃত পান করিলে উদরী ও আমবাত প্রভৃতি নানা রোগের শান্তি হয়। (ভৈষজ্যর° উদরাধিকা°)

নারাচচূর্ণ (ক্লী) চূর্ণৌষধ ভেদ। প্রস্তুতপ্রণালী—চিনি এক পল, তেউড়ী এক পল, পিপুলচূর্ণ ২ তোলা, এই সকল চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত ভোজনের পূর্ব্বে ২ তোলা পরিমাণে অবলেহ করিলে উদাবর্ত্তরোগ নষ্ট হয়। (ভৈষজ্যরত্না° উদাবর্ত্তানাহাধি°)

নারাচরস (পুং) ঔষধভেদ। প্রস্তুতপ্রণালী—পারা, গন্ধক, মরিচ প্রত্যেক এক এক ভাগ, সর্ব্ব সমান নিস্তুষ জয়পাল। এই সকল সিজের আটায় ৩ দিন মর্দ্দন করিয়া নারিকেলের

মধ্যভাগে স্থাপন করিয়া প্রবল অগ্নিতে পাক করিবে। এই ঔষধ নাভিদেশে প্রলেপ দিলে ও ইহার গন্ধ আঘ্রাণ করিলে বিরেচন হয়। (ভৈষজ্যরত্না° উদাবর্ত্তাধি°)

অন্যবিধ প্রস্তুত প্রণালী—পারা, সোহাগা, মরিচ, প্রত্যেক এক তোলা, গন্ধক, পিপুল ও শুঠ প্রত্যেক দুই তোলা, নিস্তুষ জয়পাল ৯ তোলা। এই সকল দ্রব্য জলে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটী করিবে। অনুপান তণ্ডুলোদক।

এই ঔষধ সেবন করিলে গুল্ম ও প্লীহোদর নষ্ট হয়।

(ভৈষজ্যরত্নাবলী উদরাধিকা°)

নারাচিকা (স্ত্রী) নারাচস্তদাকারোঽস্ত্যস্যা ইতি নারাচ-ঠন্-টাপ্। ১ নারাচী। ২ ছন্দোবিশেষ, এই ছন্দের প্রতি চরণে ৮টী করিয়া অক্ষর থাকিবে। তাহার ১।২।৩।৪।৮ বর্ণ গুরু, এতদ্ভিন্ন বর্ণ লঘু। লক্ষণ—"নারাচিকা তরৌ লগৌ।" (পিঙ্গল)

নারাচী (স্ত্রী) নারাচবদাকৃতিরস্ত্যস্যা ইতি অচ্, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। স্বর্ণকারদিগের নারাচাকৃতি লৌহতুলা, চলিত নিক্তি, পর্য্যায়—নারাচিকা, এষণিকা, এষণী। (শব্দর°)

নারাজোল, মেদিনীপুর জেলার একটী গ্রাম। পলাশপাই নামক একটী ক্ষুদ্র নদীতীরে অবস্থিত। (অক্ষা° ২২° ৩৪´ ৮´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৭°৩৮´৪´´ পূঃ।) এখানে সূতীকাপড় ও মাদুরের কারখানা আছে। এখানকার রাজবংশ সম্বন্ধে এইরূপ জনশ্রুতি শুনা যায়, যে প্রথমতঃ বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত নীলাপুর-গ্রামবাসী লক্ষ্মণসিংহ নামক এক সদ্গোপ, উড়িষ্যার তাৎকালিক অধিপতির সাহায্যে সুলেমানের সমসাময়িক রাজা সুরথসিংহের নিকট হইতে মেদিনীপুররাজ্য অধিকার করিয়া লন। লক্ষ্মণসিং সাতপুরুষ পর্য্যন্ত এই স্থানে রাজত্ব করেন। এই বংশের শেষ রাজা অজিতসিং দুইটী বিধবা স্ত্রী রাখিয়া অপুত্রক অবস্থায় পরলোক গমন করেন। প্রথমা স্ত্রীর নাম রাণী ভবানী, দ্বিতীয়ার নাম রাণী শিরোমণি। এই বিধবাদিগের রাজত্বকালে তাঁহাদের মৃত শ্বশুরের একটী আত্মীয় জঙ্গলবাসী চুয়ারগণ সাহায্যে উক্ত রাজ্য মধ্যে নানারূপ উপদ্রব করিতে আরম্ভ করে। সুতরাং তাঁহারা নিরুপায় হইয়া নারাজোলের জমিদার ত্রিলোচন খানের সাহায্য প্রার্থনা করেন।

যে স্থানে ত্রিলোচনের সহিত রাণীদ্বয়ের সাক্ষাৎ হয়, সেই স্থান অদ্যাপিও "রাণীপাটনা" নামে উক্ত হইয়া থাকে। বাঙ্গলা ১১৬৫ সালে ত্রিলোচন খানের সহিত রাণীদ্বয়ের এইরূপ চুক্তি হয় যে, রাণীদ্বয়ের জীবদ্দশা পর্য্যন্ত ত্রিলোচন খান তাঁহাদের রাজ্যের শাসনকর্ত্তাস্বরূপ থাকিবেন। রাণীদ্বয়ের মৃত্যুর পর তিনিই সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হইবেন।" এই চুক্তিক্রমে ত্রিলোচন সমস্ত বিদ্রোহদমনে প্রবৃত্ত হন ও স্বীয় বলবীর্য্যে অচিরাৎ সমস্ত রাজ্য শান্তিময় করিয়া স্বহস্তে সম্পত্তি শাসন করিতে থাকেন। বঙ্গাব্দ ১১৬৭ সালে বড়রাণীর মৃত্যু হয়, তাহার অল্পদিন পরেই অপুত্রক ত্রিলোচন স্বর্গারোহণ করেন। তদনন্তর তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র উক্ত শাসনকর্তৃত্ব-ভার প্রাপ্ত হন।

তৎপরে ত্রিলোচন খাঁর মধ্যম ভ্রাতুষ্পুত্র সীতারাম উক্ত রাজ্যভার গ্রহণ করেন। অল্পদিনের মধ্যে তাঁহারও মৃত্যু হইলে, গবর্মেণ্টের খাজনা বাকী পড়ায় নারাজোলসম্পত্তি গবর্মেণ্ট খাস করিয়া লন। ১১৯৩ সালের নূতন বন্দোবস্তে সীতারামের জ্যেষ্ঠ পুত্র আনন্দলাল পৈতৃক জমিদারী নারাজোল পুনঃপ্রাপ্ত হন। রাণী শিরোমণিও সমস্ত মেদিনীপুরের শাসনভার তাঁহার হস্তে অর্পণ করেন। পরে ১৮০০ খৃষ্টাব্দের ৩০এ জুন তারিখে রাণী তাঁহাকে সমস্ত মেদিনীপুরের জমিদারী নিসত্বে দান করেন। নয় বৎসরকাল তিনি সুনিয়মে শাসন করিলে পর রাণী উহা পুনরায় স্বীয় অধীনে আনয়ন জন্য ১৮১০ খৃষ্টাব্দে আনন্দলালের সহিত কলহ ও অবশেষে মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। ইহার কিছুদিন পরে আনন্দলালের মৃত্যু হয়, কিন্তু তাঁহার কোন পুত্রসন্তান না থাকায় তিনি তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজা মোহনলাল খানকে "মেদিনীপুররাজ্য" দান করিয়া যান।

১৮১২ খৃষ্টাব্দে রাণী শিরোমণির মৃত্যু হইলে, তাঁহার এক দূর আত্মীয় কন্দর্পসিং ঐ রাজ্যপ্রাপ্তির দাওয়া করেন। অবশেষে মামলামোকদ্দমায় ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে মোহনলাল জয়ী হন। মোহনলালের ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র অযোধ্যারাম ও তদনন্তর তাঁহার পুত্র মহেন্দ্রলাল খান এই বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হন।

গত বাঙ্গলা ১২৯৯ সালের মাঘমাসে মহেন্দ্রলাল খানের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র নরেন্দ্রলাল খান তাঁহার পৈতৃক পদারূঢ় হইয়াছেন।

ইঁহারা জাতিতে সদ্গোপ। দেবতা ও ব্রাহ্মণের প্রতি ইঁহাদের বিশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধা আছে। ইঁহারা নারাজোলে কয়েকটী সুন্দর সুন্দর পুষ্করিণী, দেবমন্দির, অতিথিশালা প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া স্মরণীয় হইয়াছেন।

নারায়ণ (পুং) নারা জলং অয়নং স্থানং যস্য। অয় গতৌ ভাবে ল্যুট্। বিষ্ণু, পরমাত্মা। নারায়ণ শব্দের ব্যুৎপত্তি নানাপুরাণে নানা প্রকার লিখিত আছে। যথাসম্ভব কতকগুলি প্রদত্ত হইল—

"জজ্ঞে নারায়ণো নরঃ।" (ভারত ১৩।১৪৯।৩৯)

মহাভারতের এই শ্লোকের টীকায় 'নারায়ণ' শব্দের এইরূপ ব্যুৎপত্তি দর্শিত হইয়াছে—নর শব্দে আত্মা, আত্মা হইতে

আকাশাদি উদ্ভূত হইয়াছে ইহার নাম নারা, এই নারা কারণ স্বরূপে ব্যাপ্ত হয় এই জন্য নারায়ণ কহে। শ্রুতিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে, আত্মা হইতেই আকাশ উদ্ভূত। 'আত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ' (শ্রুতি)। 'নর আত্মা ততো জাতানি আকাশাদীনি নারাণি তানি কার্য্যাণি অয়তে কারণাত্মনা ব্যাপ্নুতে নারায়ণঃ' (ভাষ্য)

যাহা হইতে তত্ত্ব সকল জাত হয় এবং যাহাতেই বিলীন হয়, তাঁহার নাম নারায়ণ।

"নরাজ্জাতানি তত্ত্বানি নারাণীতি বিদুর্বুধাঃ।
তান্যেবায়নং যস্য তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥" (মহাভারত)

অয়নস্থাদিতি বা প্রলয়ঃ 'যৎপ্রযন্ত্যভি সংবিশন্তি' ইতি শ্রুতেঃ। মনুতে লিখিত আছে—

"আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ।
তা যদস্যায়নং পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ।" (মনু ১।১০)

নর শব্দে পরমাত্মা, এই নর হইতে সর্ব্বাগ্রে প্রসূত বলিয়া জলকে নারা কহে। নারা ব্রহ্মরূপে অবস্থিত পরমাত্মার সর্ব্বপ্রথম অয়ন বা আশ্রয় বলিয়া ব্রহ্মাকে নারায়ণ কহে। যাহা কিছু দেখা যায় বা শ্রুত হয়, সেই সকল বস্তুরই অন্তর ও বাহির ব্যাপিয়া নারায়ণ অবস্থিত আছেন, অর্থাৎ নারায়ণ জগতের সকল বস্তুতেই সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন।

"যচ্চ কিঞ্চিজ্জগৎ সর্ব্বং দৃশ্যতে শ্রূয়তেঽপি বা।
অন্তর্বহিশ্চ তৎসর্ব্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ॥"

কোন মন্বন্তরে ভগবান্ বিষ্ণু নর নামক ঋষির অপত্য হইয়াছিলেন, এইজন্য ভগবানের নাম নারায়ণ হইয়াছে।

(অমরটীকায় ভরত)

"নারঞ্চ মোক্ষণং পুণ্যময়নং জ্ঞানমীপ্সিতম্।
তয়োর্জ্ঞানং ভবেদ্যস্মাৎ সোঽয়ং নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥"

(ব্রহ্মবৈ° শ্রীকৃষ্ণজ° ১০৯ অ°)

নারা শব্দের অর্থ মোক্ষ, অয়ন শব্দে অভিলষিত জ্ঞান, যাহা হইতে মোক্ষ ও জ্ঞানবিষয়ক জ্ঞান হয়, তাহাকে নারায়ণ কহে। আরও লিখিত আছে—

"নারাশ্চ কৃতপাপাশ্চাপ্যয়নং গমনং স্মৃতম্।
যতো হি গমনং তেষাং সোঽয়ং নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥"

(ব্রহ্মবৈ° শ্রীকৃষ্ণজ° ১০৯ অ°)

পাপিদিগকে নারা কহে, অয়ন শব্দের অর্থ গমন, যাহা হইতে পাপীর গতি হয়, তাহাকে নারায়ণ কহে।

এই প্রকার নারায়ণ শব্দের নামনিরুক্তি বহু প্রকার লিখিত আছে; বাহুল্যভয়ে অধিক লিখিত হইল না। যাঁহা হইতে এই জগৎ ও ভূত সকল হইয়াছে, জীবিত থাকিতেছে এবং অন্তিমে যাঁহাতেই লীন হইবে, সেই ভগবান্ পরব্রহ্মই নারায়ণ। বেদের মতে—ইনি প্রথম পুরুষ। (শতপথব্রাহ্মণ ১৩।৭।১।১, শাঙ্খায়নশ্রৌতসূত্র ১৬।১৩।১)

ব্রহ্মবৈবর্ত্তমতে, নারায়ণের দুই মূর্ত্তি দ্বিভুজ ও চতুর্ভুজ। বৈকুণ্ঠে চতুর্ভুজমূর্ত্তি এবং গোলোকে দ্বিভুজমূর্ত্তি। মহালক্ষ্মী ও সরস্বতী চতুর্ভুজ নারায়ণের পত্নী, গঙ্গা এবং তুলসীদেবী দ্বিভুজ নারায়ণের প্রিয়া।

"শ্রীকৃষ্ণস্তু দ্বিধারূপো দ্বিভুজশ্চ চতুর্ভুজঃ।
চতুর্ভুজশ্চ বৈকুণ্ঠে গোলোকে দ্বিভুজঃ স্বয়ং॥
চতুর্ভুজস্য পত্নী চ মহালক্ষ্মী সরস্বতী।
গঙ্গা চ তুলসী চৈব দেবী নারায়ণপ্রিয়া॥"

(ব্রহ্মবৈ° প্রকৃতিখ° ৬৪ অ°)

নারায়ণের নামোচ্চারণ করিলে সকল পাতক বিনষ্ট হয়। তিন শত কল্প ধরিয়া গঙ্গাদিতীর্থে স্নান করিলে যে ফল লাভ হয়, একবার নারায়ণ নাম উচ্চারণ করিলে সেই ফল লাভ হইয়া থাকে। নারায়ণ, অচ্যুত, বাসুদেব ও অনন্ত এই সকল নামোচ্চারণ করিলে মোক্ষলাভ হয়।

যাহারা নারায়ণ এই শব্দ উচ্চারণ করেন, তাহাদিগের কখন নরক দর্শন হয় না।

"নারায়ণেতি শব্দোঽস্তি বাগস্তি বশবর্ত্তিনী।
তথাপি নরকে মূঢ়াঃ পতন্তীহ কিমদ্ভুতম্॥" (মহাভারত)

নারায়ণের পূজা করিতে হইলে নিম্নলিখিতরূপে ধ্যান করিতে হয়।

ধ্যান—"ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী
নারায়ণঃ সরসিজাসনসন্নিবিষ্টঃ।
কেয়ূরবান্ কনককুণ্ডলবান্ কিরীটি-
হারী হিরণ্ময়বপুর্ধৃতশঙ্খচক্রঃ॥" (আদিত্যহৃদয়)

প্রতিদিন নারায়ণপূজা প্রত্যেক ব্রাহ্মণের অবশ্য কর্ত্তব্য। শালগ্রামশিলাপূজাকে নারায়ণপূজা বা বিষ্ণুপূজা কহে।

[শালগ্রামপূজা ও বিষ্ণুপূজা দেখ]

কোন্ কোন্ কর্ম্ম করিলে নারায়ণের প্রীতি বা অপ্রীতি হয়, ক্রিয়াযোগসারে তাহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

"কর্ম্মণা যেন বিপ্রেন্দ্র তুষ্টির্মে হৃদি জায়তে।
ক্রোধশ্চ তৎ সমস্তং তে কথয়ামি সমাসতঃ॥"

(ক্রিয়াযোগসার ১৮ অ°)

যে কর্ম্মে আমার (নারায়ণের) তুষ্টিলাভ হয়, তোমাকে সেই সকল বিষয় সংক্ষেপে বলিতেছি,—সর্ব্বভূতে দয়া, নিরহঙ্কার, আমার উদ্দেশে ভক্তিপূর্ব্বক ধর্ম্মকার্য্যানুষ্ঠান, যথার্থ বাক্যকথন, মিষ্ট বস্তু বিষ্ণুর উদ্দেশে নিবেদন, যাহার মান ও

অপমান তুল্য এবং যিনি আমাকে সর্ব্বভূত শরীরস্থ বলিয়া অবগত আছেন, পরহিংসাবিহীন, যিনি কার্য্য সকল বিশেষরূপ বিবেচনা করিয়া অনুষ্ঠান করেন, গো ও ব্রাহ্মণ-হিতৈষী, শাস্ত্রনিয়মপরিপালয়িতা, উপকার প্রত্যাশা না করিয়া দান এবং আমার উদ্দেশে বিত্তদান, এই সকল আমার প্রিয়। নারায়ণের অপ্রীতিকর কার্য্য—হিংসা, ক্রোধ, অসত্য, অহঙ্কার, ক্রূরতা, পরনিন্দা, পরিবর্ত্তন, বিধ্বংসন, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পত্নী ও ভগিনীকে ত্যাগ, গুরুজনের প্রতি কটুবাক্যপ্রয়োগ, গুরুলোকের প্রতি অবজ্ঞা, যে কোন উপায়েই হউক দম্পতীর মধ্যে মনোভঙ্গকরণ, পরদ্রব্যহরণ, আরামচ্ছেদন, জলাশয় নষ্টকরণ, গ্রামনাশ, পরস্ত্রীদর্শনে আকুলতা, পাপচর্য্যাশ্রবণ, অনাথ ব্যক্তির দ্বেষকরণ, বিশ্বাসঘাতকতা, গোবীর্য্যহনন, বৃষলীপতি, অশ্বত্থনাশ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশাদিতে ভেদবোধ, বেদনিন্দা, একাদশীতে আহার, পরদারাসক্তি, পাপমন্ত্রণাদান, মিত্রদ্রোহ, ধাতকীনাশ, দিবাভাগে স্ত্রীসঙ্গম, রজস্বলাসম্ভোগ, এতস্থাসম্ভোগ, অমাবস্থার রাত্রিতে ভোজন, এক সূর্য্যে দুইবার ভোজন, অমাবস্থায় আমিষভোজন, তৈলম্রক্ষণ ও স্ত্রীসম্ভোগ, বৈষ্ণবনিন্দা এই সকল কার্য্য নারায়ণের অপ্রীতিকর। (ক্রিয়াযোগসার ১৮ অ°)

কালিকাপুরাণে চতুর্ভুজ মূর্ত্তির ধ্যান এইরূপ আছে—

"শঙ্খচক্রগদাপদ্মধরং কমললোচনম্।
শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং কচিন্নীলাম্বুজচ্ছবিম্॥
গরুড়োপরিশুক্লাব্জপদ্মাসনগতং হরিম্।
শ্রীবৎসবক্ষসং শান্তং বনমালাধরং পরম্॥
কেয়ূরকুণ্ডলধরং কিরীটমুকুটোজ্জ্বলম্।
নিরাকারং জ্ঞানগম্যং সাকারং দেহধারিণম্॥
নিত্যানন্দং নিরানন্দং সূর্য্যমণ্ডলমধ্যগম্।
মন্ত্রেণানেন দেবেশং বিষ্ণুং ভজ শুভাননে॥"(কালিকাপু°২২অ)

তৈত্তিরীয় আরণ্যকে নারায়ণের গায়ত্রী আছে—

"নারায়ণায় বিদ্মহে বাসুদেবায় ধীমহি।
তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ॥" (১০।১।৬)

জ্ঞানপূর্ব্বক বা অজ্ঞানপূর্ব্বক নারায়ণ নামোচ্চারণ করিলে ভববন্ধন দূর হয়। ভাগবতে ইহা সমর্থিত হইয়াছে—

'কান্যকুব্জদেশে অজামিল নামে এক ব্রাহ্মণ দাসীর পতি হইয়াছিলেন। সুতরাং সর্ব্বদা দাসীসংসর্গে দূষিত হন, এবং তাহার সকল সদাচার বিনষ্ট হয়। তাহার দশটী পুত্র হয়, সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্রের নাম নারায়ণ। এই পুত্রের প্রতি তাহার হৃদয় সর্ব্বদা আকৃষ্ট ছিল। অজামিলের যখন অন্তিমকাল উপস্থিত হইল, তখন যমদূতগণ ভয়ঙ্করবেশে ইহার সমীপে উপস্থিত হইল। অজামিল ইহাদিগকে দেখিয়া ভয়বিহ্বল হইয়া নারায়ণ নামক পুত্রকে ডাকিতে লাগিল। বিষ্ণুদূতগণ মৃত্যুকালে নারায়ণ নামোচ্চারণ শুনিতে পাইয়া যমদূতগণকে পরাভূত করিয়া তাহাকে বিষ্ণুলোকে লইয়া গেল। এই অজামিল পাপকর্ম্মা হইলেও, পুত্রের নাম নারায়ণ রাখিয়াছিল, এবং সর্ব্বদা তাহার নাম করায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইল।' (ভাগবত ৬।১ অ°) [বিষ্ণু দেখ।]

২ দুর্য্যোধনের সৈন্যবিশেষ। (ভারত ৫।৭ অ°)

৩ ধর্ম্মপুত্র ঋষিবিশেষ।

"ধর্ম্মস্য দক্ষদুহিতর্য্যজনিষ্ট মূর্ত্ত্যাং
নারায়ণো নর ইতি স্বতপঃপ্রভাবঃ।" (ভাগ° ২।৭।৬)

৪ কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদের অন্তর্গত উপনিষদ্ বিশেষ। মুক্তিকোপনিষদে এই উপনিষদের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

শঙ্করাচার্য্য এই উপনিষদের ভাষ্য এবং আনন্দগিরি সেই ভাষ্যে টীকা প্রণয়ন করেন। নারায়ণ ও শঙ্করানন্দ এই উপনিষদের দীপিকা প্রস্তুত করিয়াছেন।

নারায়ণ, এই নামে বহুসংখ্যক সংস্কৃত গ্রন্থকারের নাম পাওয়া যায়। তন্মধ্যে এই কয়জনের নাম উল্লেখযোগ্য—

১ একজন বৈদিক পণ্ডিত, ইনি অগ্নিষ্টোমপ্রয়োগ, আচারচতুর্দশীপরিশিষ্ট, কৌতুকবন্ধনপ্রয়োগ, চয়নপদ্ধতি, জীবচ্ছ্রাদ্ধপ্রয়োগ, মহারুদ্রপদ্ধতি, রুদ্রপদ্ধতি, রুদ্র-জপবিধি, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধপ্রয়োগ, স্থালীপাকপ্রয়োগ প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

২ একজন জ্যোতির্ব্বিদ্। ইনি অমৃতকুম্ভ, গ্রহলাঘব, চমৎকারচিন্তামণি ও তাহার টীকা প্রভৃতি রচনা করেন।

৩ একজন বিখ্যাত দার্শনিক। রত্নাকরের পুত্র ও রামেন্দ্র সরস্বতীর শিষ্য, ইনি সমস্ত আথর্ব্বণ উপনিষদ্গুলির দীপিকা করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে অথর্ব্বশিখা, অথর্ব্বশিরা, অমৃতনাদ, অমৃতবিন্দু, আত্মবোধ, আত্মবিদ্যা, আনন্দবল্লী, আরুণেয়, ঐতরেয়, কাঠক, কালাগ্নিরুদ্র, কৃষ্ণ, কৃষ্ণতাপনীয়, কেনেষিত, কৈবল্য, কৌষীতক, ক্ষুরিকা, গণপতিপূর্ব্বতাপনী, গর্ভ, গারুড়, গোপালতাপনীয়, গোপীচন্দন, চূলিকা, জাবাল, তেজোবিন্দু, তৈত্তিরীয়, দ্বিতীয়, ধ্যানবিন্দু, নাদবিন্দু, নারসিংহ, নারায়ণ, নীলরুদ্র, নৃসিংহ, পরমহংস, পিণ্ড, প্রথম, প্রশ্ন, প্রাণাগ্নিহোত্র, ব্রহ্মবিন্দু, ব্রহ্মবিদ্যা, ব্রহ্মোপনিষদ, ভৃগুবল্লী, মহানারায়ণ, মহোপনিষৎ, মাণ্ডুক্য, মুণ্ডক, মৈত্রেয়ী, যোগতত্ত্ব, যোগশিখা, রামতাপনীয়, বারদপূর্ব্বতাপনী, শ্বেতাশ্বতর, বজ্র, ষট্চক্র, সন্ন্যাস, সর্ব্ব ও হংস প্রভৃতি উপনিষদের দীপিকা পাওয়া যায়। এই সকল দীপিকায় নারায়ণের পাণ্ডিত্যের যথেষ্ট পরিচয় আছে।

৪ অধ্যাত্মচিন্তামণিব্যাখ্যানরচয়িতা।

৫ কুমারসম্ভব ও রঘুবংশের 'ভাবদীপিকা' নামে টীকাকার।

৬ খণ্ডব্যাখ্যানমালা-রচয়িতা।

৭ বল্লভাচার্য্যকৃত জলভেদ নামক গ্রন্থের টীকাকার।

৮ তত্ত্বদর্পণরচয়িতা।

৯ তত্ত্ববিবাহক নামক জ্যোতিগ্রন্থরচয়িতা।

১০ দশাবতারোৎপত্তিসময়-দীপিকাকার।

১১ দিনত্রয়মীমাংসা নামে স্মার্ত্তগ্রন্থকার।

১২ দেবীমাহাত্ম্যের একজন টীকাকার।

১৩ ধর্ম্মসুবোধিনী নামে নব্যস্মৃতিসংগ্রহকার।

১৪ রাঘবেন্দ্রের শিষ্য, ন্যায়প্রমাণমঞ্জরীর টীকাকার।

১৫ পদ্মনীলবিনাশিনী নামে জ্যোতিঃগ্রন্থরচয়িতা।

১৬ পার্ব্বণশ্রাদ্ধপ্রদীপভাষ্যপ্রণেতা।

১৭ ভক্তিভূষণসন্দর্ভ ও ভক্তিসাগর নামে ভক্তিগ্রন্থরচয়িতা।

১৮ গোবিন্দপুরনিবাসী একজন মীমাংসক। খণ্ডদেবের ভাট্টদীপিকা অবলম্বনে ইনি ভাট্টন্যায়োদ্যোত রচনা করেন।

১৯ একজন প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ। ইনি মহাভাষ্যপ্রদীপ-বিবরণ রচনা করেন।

২০ মাতৃগোত্রনির্ণয় নামক ধর্ম্মশাস্ত্রসংগ্রহকার।

২১ তৈত্তিরীয়-বিলক্ষ-লক্ষণ-রচয়িতা।

২২ বিষ্ণুস্মৃতি ও বিষ্ণুশ্রাদ্ধরচয়িতা।

২৩ গোবিন্দপুরনিবাসী একজন শাব্দিক, ইনি পাণিনি ব্যাকরণের শব্দভূষণ নামক টীকা রচনা করেন।

২৪ সারদাতিলকতন্ত্রের একজন টীকাকার।

২৫ শিবগীতার তাৎপর্য্যবোধিনী নামে টীকাকার।

২৬ শ্রুতিরঞ্জিনী নামক অলঙ্কারগ্রন্থরচয়িতা।

২৭ সাপিণ্ডকল্পলতিকারচয়িতা।

২৮ সোমপ্রয়োগ-টীকাকার।

২৯ ইনি ধবলচন্দ্রের আশ্রয়ে হিতোপদেশ রচনা করেন।

৩০ টাপরগ্রামের একজন জ্যোতির্ব্বিদ্। ইঁহার পিতার নাম অনন্ত ও পিতামহের নাম হরি। ইনি ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে মুহূর্ত্ত-মার্ত্তণ্ড ও তাহার টীকা এবং লুপ্তমণ্ডপদর্পণ নামে একখানি জ্যোতিগ্রন্থ রচনা করেন।

৩১ একজন বেদজ্ঞ পণ্ডিত। কৃষ্ণজীর পুত্র ও শ্রীপতির পৌত্র। ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে শাঙ্খায়ন-গৃহ্যসূত্রভাষ্য রচনা করেন।

৩২ কেশবমিশ্রের ছন্দোগপরিশিষ্টের পরিশিষ্টপ্রকাশ নামক টীকাকার। ইঁহার পিতৃপর্য্যায়ের এইরূপ বংশাবলী পাওয়া যায়, ইঁহার পিতা গোপ, তৎপিতা উমাপতি, তৎপিতা গদাধর, তৎপিতা ভদ্রেশ্বর, তৎপিতা ধর্ম্ম ও তৎপিতা পরিতোষ।

৩৩ একজন জ্যোতির্ব্বিদ্। দাদা ভাইয়ের পুত্র ও মাধবের পৌত্র। ইনি তাজিকসারসুধানিধি ও হোরাসারসুধানিধি রচনা করেন।

৩৪ নৃসিংহের পুত্র, ১৩১৭ খৃষ্টাব্দে পাটীগণিত রচনা করেন।

৩৫ মলয়বাসী পশুপতির পুত্র। ইনি শাঙ্খায়নশ্রৌতসূত্র-পদ্ধতি ও শাঙ্খায়ন-সূত্রের প্রৈষাধ্যায়ের ভাষ্য রচনা করেন।

৩৬ মাধবকৃত গোত্রপ্রবরের একজন টীকাকার। ইঁহার পিতার নাম মণ্ডুবি রঘুনাথ।

৩৭ একজন প্রসিদ্ধ টীকাকার। ইঁহার পিতার নাম রঘুনাথ দীক্ষিত ও ভ্রাতার নাম বালকৃষ্ণ। ইনি উত্তররামচরিত, কাব্যপ্রকাশ, মালতীমাধব, রাধাবিনোদ, বাসবদত্তা, বিদ্ধশাল-ভঞ্জিকা, হনুমন্নাটক প্রভৃতি গ্রন্থের টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন, ইঁহার অপেক্ষিতব্যাখ্যান নামক উত্তররামচরিতের টীকা পাঠে জানা যায় যে, ইনি শুকদেব নামক এক ব্যক্তির নিকট থাকিতেন ও ১৬৩০ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন।

৩৮ গ্রহণলিখনানুক্রম নামক জ্যোতিগ্রন্থরচয়িতা। ইঁহার পিতার নাম রাম।

৩৯ একজন সংস্কৃত নাটককার। ইঁহার পিতার নাম লক্ষ্মীধর। ইনি কমলাকণ্ঠিরব নাটক রচনা করেন। ইনি কাঞ্চিদেশে ব্রহ্মদেশাগ্রহারে বাস করিতেন।

৪০ একজন ভক্তিগ্রন্থরচয়িতা। ইঁহার পিতার নাম শিব-ভট্ট ও পিতামহের নাম কানাই ভট্ট। ইনি কাশীপতি হরিদাসের আদেশে ১৭০৯ খৃষ্টাব্দে পূর্ণানন্দপ্রবন্ধ রচনা করেন।

৪১ শাঙ্খায়নশ্রৌতসূত্রের পদ্ধতিকার। ইঁহার গ্রন্থ হইতে এইরূপ বংশাবলী পাওয়া যায়—গুর্জ্জরবাসী চণ্ডাংশু, তৎপুত্র বামন, তৎপুত্র আদিত্য, তৎপুত্র জনার্দ্দন, তৎপুত্র নীলকণ্ঠ, তৎপুত্র ভানু, তৎপুত্র জগন্নাথ, তৎপুত্র শ্রীপতি, তাঁহার পুত্র এই নারায়ণ।

৪২ ওঁকারগ্রন্থপ্রণেতা, ইঁহার পিতার নাম হীরভট্ট।

৪৩ অদ্বৈতকালানল নামে মধ্বমতপ্রতিপাদক গ্রন্থরচয়িতা।

৪৪ অর্গলা, কীলক, দেবীকবচ প্রভৃতি স্তোত্রের একজন টীকাকার।

৪৫ কেশবীয় জাতকপদ্ধতির একজন টীকাকার।

৪৬ ন্যায়সুধার একজন টীকাকার।

৪৭ মোক্ষধর্ম্মনামক ধর্ম্মশাস্ত্রসংগ্রহকার।

৪৮ সুন্দররাজের শিষ্য, সূর্য্যসিদ্ধান্তের একজন টীকাকার।

৪৯ সেবনপদ্ধতিনামক সংগ্রহকার।

৫০ একজন সামুদ্রিক শাস্ত্রবিৎ। ইনি তাজিকতন্ত্রসারের টীকা রচনা করিয়াছিলেন।

নারায়ণ, কাণ্বায়নবংশীয় ৩য় রাজা। ইনি শুঙ্গরাজ ঘটোৎকচকে আক্রমণ করিয়াছিলেন।

নারায়ণ, একজন প্রসিদ্ধ হিন্দী কবি। ইনি সুললিত কবিতায় শিবরাজপুরের চন্দেলরাজগণের ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন।

নারায়ণ আচার্য্য, ১ একজন সংস্কৃত কবি। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনসপর্য্যা ও তাহার টীকাকার। ২ তীর্থপ্রবন্ধকাব্য ও রুক্মিণীবিজয়কাব্যের ভাবপ্রকাশ নামে টীকাকার।

৩ স্ফুটদর্পণ নামে জ্যোতিষগ্রন্থরচয়িতা।

নারায়ণকণ্ঠ, প্রসিদ্ধ শৈবদার্শনিক, রামকণ্ঠের পৌত্র ও বিদ্যাকণ্ঠের পুত্র। ইনি মৃগেন্দ্র ও মৃগেন্দ্রোত্তর নামক শৈবতন্ত্রের টীকা রচনা করেন।

নারায়ণ কর্ণদেব, বিজ্ঞানতন্ত্র নামক বৈদান্তিক গ্রন্থকার।

নারায়ণ কবি, চন্দ্রকলা নামক সংস্কৃত নাটককার।

নারায়ণক্ষেত্র (ক্লী) নারায়ণস্য ক্ষেত্রং। গঙ্গাপ্রবাহ হইতে চতুর্হস্তপরিমিত দূর পর্য্যন্ত স্থান।

"প্রবাহমবধিং কৃত্বা যাবদ্ধস্তচতুষ্টয়ম্।
তত্র নারায়ণঃ স্বামী নান্যস্বামী কথঞ্চনঃ॥" (ব্রহ্মপু°)

প্রবাহ অবধি করিয়া ৪ হাত পর্য্যন্ত স্থান নারায়ণক্ষেত্র। এই স্থানের স্বামী নারায়ণ, এই স্থানে কিছু দান বা প্রতিগ্রহ করিতে নাই।

'অত্র কিঞ্চিদ্দদ্যাচ্চ সাক্ষাৎ পাত্রায় পুণ্যবান্।
অত্র প্রতিগ্রহে রাজন্ বিক্রীতা জাহ্নবী ভবেৎ॥
বিক্রীতায়াঞ্চ জাহ্নব্যাং বিক্রীতোঽভূজ্জনার্দ্দনঃ।
জনার্দ্দনে চ বিক্রীতে বিক্রীতং ভুবনত্রয়ম্।
কোঽপি ন ত্রাণকর্ত্তাস্য নিঃসম্বন্ধপ্রসঙ্গতঃ॥"
(বৃহদ্ধর্ম্মপু° ৪৫ অ°)

নারায়ণক্ষেত্রে দীক্ষা, দেবপূজা, শ্রাদ্ধ, তর্পণ, জপ, পরোপকার, স্তবপাঠ ও মৌনব্রত বিধেয়, এবং এই স্থলে নীচালাপ পরিবর্জ্জনীয়। (বৃহদ্ধর্ম্মপু° ৪৫ অ°)

নারায়ণগঞ্জ, বাঙ্গালায় ঢাকা জেলার অন্তর্গত একটী মহকুমা ও একটী নগর। অক্ষা° ২২° ৩৭´ ১৫´ উঃ ও দ্রাঘি° ৯০° ৩২´ ৫´´ পূঃ। লক্ষিয়া নদীর পশ্চিমতীরে অবস্থিত। লোকসংখ্যা হিন্দু ৯৭১৭, মুসলমান ৩৯০৮, খৃষ্টান ৮৯। এই নগর ঢাকার ৯ মাইল দূরবর্ত্তী। মীরজুম্লার নির্ম্মিত কতকগুলি দুর্গ ইহার নিকটবর্ত্তী স্থানে অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। এই স্থানের ঠিক সম্মুখে কদম রসুল নামক মুসলমানদিগের তীর্থস্থান রহিয়াছে। এই স্থান পাটের জন্য বিখ্যাত।

নারায়ণগড়, মেদিনীপুরের অন্তর্গত একটী প্রাচীন স্থান, এখানে প্রাচীন হিন্দুকীর্ত্তি পড়িয়া আছে।

নারায়ণ গার্গ্য, নৃসিংহগার্গের পুত্র। ইনি আশ্বলায়নশ্রৌত ও গৃহ্যসূত্রের ভাষ্য, আশ্বলায়ন-গৃহ্যকারিকার ভাষ্য, আশ্বলায়নসূত্রপদ্ধতি ও শ্রৌতসূত্রবিধি রচনা করেন।

নারায়ণ গোঁসাই নৃপতি, প্রশ্নবৈষ্ণব নামক জ্যোতিষগ্রন্থকার।

নারায়ণ গৌড়, মিশ্র রাগবিশেষ। বেলাবলী, নট ও গৌড় যোগে উৎপন্ন। (সঙ্গীতরত্না°)

নারায়ণচন্দ্র চূড়ামণি, কেশবীয় বর্ষপদ্ধতির একজন টীকাকার।

নারায়ণ চক্রবর্ত্তী, ১ ভাগবতপুরাণের একজন বিখ্যাত টীকাকার। ২ শাস্তিকতত্ত্বামৃত নামে স্মার্ত্ত গ্রন্থকার। ৩ একজন সংস্কৃত অভিধানরচয়িতা। ৪ পদার্থকৌমুদীপ্রণেতা।

নারায়ণচূর্ণ (ক্লী) চূর্ণৌষধভেদ। প্রস্তুতপ্রণালী—যবানী, হবুষা, ধনে, ত্রিফলা, কৃষ্ণজীরা, ঈষৎকৃষ্ণ ক্ষুদ্রজীরা, পিপ্পলীমূল, অজগন্ধা, শঠী, বচ, শুলফা, বৃহৎজীরা, ত্রিকটু, স্বর্ণক্ষীরী, চেতা, যবক্ষার, সাচিক্ষার, পুষ্করমূল, কুড়, পঞ্চলবণ ও বিড়ঙ্গ এই সকল দ্রব্য সমভাগ, দন্তী ৩ ভাগ, অর্থাৎ উক্ত এক-ভাগের তিনগুণ, তেউড়ী ২ ভাগ, ইন্দ্রবারুণী ২ ভাগ, শাতলা (চলিত সেহুণ্ড) ৪ ভাগ, এই সকল চূর্ণ একত্র করিয়া অনুপান বিশেষে সেবন করিলে নিম্নলিখিত রোগসমূহ বিনষ্ট হয়। এই চূর্ণ উদররোগে তক্রদ্বারা, গুল্মরোগে বদরীর কাথসহ, আনদ্ধ বাতে সুরাসহ, বাতরোগে প্রসন্নাসহ, বিট্‌ভেদে দধিমণ্ডের সহিত, অর্শরোগে দাড়িমের কাথ, পরিকর্ত্তিকা রোগে বৈকল ও অজীর্ণরোগে উষ্ণজলসহ পান করিলে ঐ সকল রোগ নষ্ট হয়। ভগন্দর, পাণ্ডু, কাশ, শ্বাস, গলরোগ, হৃদ্রোগ, গ্রহণী, কুষ্ঠ, অগ্নিমান্দ্য, জ্বর, দংশনজন্য বিষ, মূলবিষ, গরদোষ ও কৃত্রিম বিষে যথাযোগ্য অনুপানের সহিত এই চূর্ণ পান করিলে বিরেচন হইয়া বিশেষ উপকার হয়। (ভাবপ্র° উদররোগাধি°)

অন্যবিধ প্রস্তুত প্রণালী—গুলঞ্চ, বিড়ঙ্গ বীজ, ইন্দ্রযব, বেলশুঁঠ, আতইচ, ভৃঙ্গরাজ, শুঁঠ, সিদ্ধিপত্র, প্রত্যেক চূর্ণ সমান, কুড়চিছালচূর্ণ সর্ব্ব সমান, এই সকল চূর্ণ একত্র করিলে নারায়ণচূর্ণ হইবে। অনুপান গুড় ও মধু। এই চূর্ণ সেবন করিলে রক্তাতীসার, শোথ, জ্বর, তৃষ্ণা, কাস, পাণ্ডুরোগ, হলীমক প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়। (ভৈষজ্যরত্না° অতীসারাধি°)

নারায়ণঘৃত (ক্লী) ঘৃতৌষধভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—ঘৃত ৫ সের। কাথের জন্য পিপুল ২ সের, জল ২০ সের, শেষ ৫ সের। শুলঞ্চরস ৪ সের, আমলকীরস ৭॥০ সের। কল্কার্থ দ্রাক্ষা, আমলকী, পটোলপত্র, শুঁঠ, কটকী, বচ প্রত্যেক

১ পল। যথাবিধানে পাক করিলে এই ঘৃত হয়। এই ঘৃত পান করিলে অম্লপিত্ত, দাহ ও বমি নিবারিত হয়।

(ভৈষজ্যরত্না° অম্লপিত্তাধি°)

নারায়ণ ছলারি, (ছলারি নারায়ণ) ছলারি নৃসিংহের পুত্র। ইনি স্মৃতিসার ও স্মৃতিসংগ্রহ রচনা করেন।

নারায়ণতীর্থ, বাসুদেবতীর্থ ও রামগোবিন্দতীর্থের শিষ্য এবং ব্রহ্মানন্দ সরস্বতীর গুরু। ইনি তত্ত্বচন্দ্র নামে সাংখ্য-কৌমুদীর টীকা, ন্যায়কুসুমাঞ্জলি-কারিকার ব্যাখ্যা, ভক্তি-চন্দ্রিকা নামে শাণ্ডিল্যসূত্রের ব্যাখ্যা, ভক্ত্যাধিকরণমালা ও তাহার টীকা, যোগচন্দ্রিকা, যোগসূত্রবৃত্তি, বেদস্তুতির টীকা, বেদান্তবিভাবনাটীকা, সাংখ্যচন্দ্র নামে সাংখ্যকারি-কার টীকা, সিদ্ধান্ততত্ত্ববিন্দুর ব্যাখ্যা, তত্ত্বচিন্তামণিদীধিতির টীকা ও ন্যায়চন্দ্রিকা নামে ভাষাপরিচ্ছেদের টীকা রচনা করেন।

২ শিবরামতীর্থের শিষ্য। ইনি ভাট্টপ্রকাশিকা নামে মীমাংসা গ্রন্থ রচনা করেন।

৩ বালবোধিনী নামে শঙ্করাচার্য্যরচিত আত্মবোধের এক-জন টীকাকার।

৪ দক্ষিণা-মূর্ত্তি-স্তোত্রের ব্যাখ্যাকার।

নারায়ণতীর্থস্বামিন্, গঙ্গালহরী ও তাহার টীকাকার।

নারায়ণতৈল (ক্লী) তৈলৌষধভেদ। এই তৈল স্বল্প, বৃহৎ ও মধ্যম ভেদে ত্রিবিধ। যথা—নারায়ণতৈল, মধ্যমনারায়ণতৈল এবং মহানারায়ণতৈল।

নারায়ণতৈল। প্রস্তুত প্রণালী—তিলতৈল ১৬ সের। ক্বাথার্থ বিল্বমূলের ছাল, গণিয়ারি মূলের ছাল, শোণামূলের ছাল, পারুলমূলের ছাল, পালিধামূলের ছাল, গন্ধভাদালিয়া, অশ্বগন্ধা, বৃহতী, কণ্টকারী, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, গোক্ষুর, পুনর্ণবা, ইহাদের প্রত্যেকের ১০ পল, জল ২৫৬ সের, শেষ ৬৪ সের। কল্কার্থ শুল্‌ফা, দেবদারু, জটামাংসী, শৈলজ, বচ, রক্তচন্দন, তগরপাদুকা, কুড়, এলাইচ, শাল-পাণি, চাকুলে, মুগানি, মাষাণি, রাস্না, অশ্বগন্ধা, সৈন্ধব, পুনর্ণবামূল, ইহাদের প্রত্যেকের দুই পল, শতমূলীর রস ১৬ সের, দুগ্ধ ৬৪ সের। যথানিয়মে পাক করিলে ইহা প্রস্তুত হয়। এই তৈল পান, অভ্যঙ্গ ও বস্তিক্রিয়ায় প্রশস্ত। এই তৈল ব্যবহারে পঙ্গুতা, অধোবাত, শিরোরোগ, মন্যাস্তম্ভ, হনুস্তম্ভ, দন্তরোগ, গলগ্রহ, একাঙ্গশোথ, সকম্পনগতি, ইন্দ্রিয়-দৌর্ব্বল্য, শুক্রহ্রাস, বধিরতা, অন্ত্রবৃদ্ধি প্রভৃতিরোগ এবং স্ত্রীলো-কের গর্ভগ্রহণব্যাঘাত নিবারিত হয়।

মধ্যম নারায়ণতৈল। প্রস্তুত প্রণালী—ক্বাথের জন্য বিল্ব, অশ্বগন্ধা, বৃহতী, গোক্ষুর, শোণা, বেড়েলা, পালিধা, কণ্টকারী, পুনর্ণবা, গোরক্ষচাকুলে, গণিয়ারি, ও গন্ধভাদালিয়া ইহাদের মূল, পারুলমূল প্রত্যেক /২॥০ সের। পাকার্থ জল ৫১২ সের। শেষ ১২৮ সের। গোদুগ্ধ বা ছাগদুগ্ধ ৩২ সের। তিলতৈল ৩২ সের। কল্কার্থ রাস্না, অশ্বগন্ধা, মৌরী, দেবদারু, কুড়, শালপাণি, চাকুলে, মুগানি, মাষানি, অগুরু, নাগেশ্বর, সৈন্ধব-লবণ, জটামাংসী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শৈলজ, রক্তচন্দন, কুড়, এলাইচ, মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, তগরপাদুকা, মুথা, তেজপত্র, ভৃঙ্গরাজ, জীবক, ঋষভক, কাঁকলা, ক্ষীরকাকলা, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, মেদ, মহামেদ, বালা, বচ, পলাশমূল, গেঁঠেলা, শ্বেত-পুনর্ণবা, চোরকাঁচকী ইহাদের প্রত্যেকের ২ পল। গন্ধার্থ কর্পূর, কুঙ্কুম ও মৃগনাভিমিলিত ৩ পল। যথানিয়মে পাক করিলে ইহা প্রস্তুত হইবে। এই তৈল ব্যবহারে পঙ্গুতা, অধোবাত, শিরোরোগ, মন্যাস্তম্ভ, হনুস্তম্ভ, দন্তরোগ, গলগ্রহ, একাঙ্গশোথ, সকম্পনগতি, ইন্দ্রিয়দৌর্ব্বল্য, শুক্রহ্রাস, বধিরতা প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়, এবং ইহাতে স্ত্রীলোকদিগের গর্ভগ্রহণব্যাঘাত নিবারিত হয়। এই তৈল বাতব্যাধি-অধিকারে অতি প্রশস্ত ঔষধ।

মহানারায়ণতৈল। প্রস্তুত প্রণালী—তিলতৈল ৪ সের। ক্বাথের জন্য শতমূলী, শালপাণি, চাকুলে, শঠী, বচ, এরণ্ডমূল, কণ্টকারীমূল, নাটাকরঞ্জমূল, গোরক্ষচাকুলের মূল, ঝাঁটীমূল, প্রত্যেক ১০ পল। পাকার্থ জল ৬০ সের। শেষ ১৬ সের। গব্যদুগ্ধ, ছাগদুগ্ধ প্রত্যেক ৮ সের। শতমূলীর রস ৪ সের। কল্কার্থ পুনর্ণবা, বচ, দেবদারু, শুলফা, রক্তচন্দন, অগুরু, শৈলজ, তগরপাদুকা, কুড়, এলাইচ, জটামাংসী, শালপাণি, বেড়েলা, অশ্বগন্ধা, সৈন্ধব, রাস্না, প্রত্যেক ৪ তোলা। এই তৈলমর্দ্দনে সকল প্রকার বায়ুরোগের শান্তি হয়, এবং হৃচ্ছূল, পার্শ্বশূল, গণ্ডমালা, বাতরক্ত, কামলা, পাণ্ডুরোগ, অশ্মরী প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়। ভগবান্ বিষ্ণু স্বয়ং এই তৈলের কথা বলিয়াছেন, এইজন্য ইহার নাম নারায়ণতৈল হইয়াছে।

(ভৈষজ্যরত্না° বাতব্যাধি)

নারায়ণদত্ত, ১ সদুক্তিকর্ণামৃতধৃত একজন সংস্কৃত কবি। ইনি চক্রপাণিদত্তের পিতা।

২ জলাশয়োৎসর্গপদ্ধতিরচয়িতা।

নারায়ণদাস, ভারতযুদ্ধবিবাদ নামক সংস্কৃত গ্রন্থকার।

নারায়ণদাস কবিরাজ, ১ গীতগোবিন্দের সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী নামে এক টীকাকার। রমানাথ মনোরমায় এই টীকা উদ্ধৃত করিয়াছেন।

২ একজন প্রসিদ্ধ বৈদ্যক গ্রন্থকার। ইঁহার বৈদ্যক পরি-ভাষা, রাজবল্লভ নামে দ্রব্যগুণ ও নানৌষধপরিচ্ছেদ নামক গ্রন্থগুলি বৈদ্যকসমাজে বিশেষ আদৃত।

নারায়ণদাস, আকবরের রাজত্বকালে নারায়ণদাস রাঠোর দাক্ষিণাত্যের ইদরের একজন বিখ্যাত রাজা ছিলেন। আকবরের প্রেরিত আসফ্‌খাঁর সহিত ইঁহার যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে ইনি পরাভূত হন।

নারায়ণদাস সিদ্ধ, ইনি নারায়ণ গোস্বামী নামে খ্যাত। ইঁহার পিতার নাম ব্রহ্মদাস, ইনি প্রশ্নবৈষ্ণব নামে একখানি বৃহৎ জ্যোতিষশাস্ত্র এবং বৈষ্ণববৈষ্ণকশাস্ত্র রচনা করেন।

নারায়ণদেব, গজপতি বীরনারায়ণ নামে খ্যাত। ইঁহার পিতার নাম পদ্মনাভ, গুরুর নাম কবিরত্ন পুরুষোত্তম মিশ্র। ইনি অলঙ্কারচন্দ্রিকা ও সঙ্গীতনারায়ণ নামে সঙ্গীতশাস্ত্র রচনা করেন।

নারায়ণদেব, একজন প্রসিদ্ধ বঙ্গকবি, ব্রহ্মপুত্রনদের পূর্ব্ববিভাগস্থ ময়মনসিংহের অন্তর্গত নেত্রকোণা মহকুমার অধীন বোরগ্রাম নামক একটী ক্ষুদ্রপল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম নরসিংহ। নারায়ণদেবের বংশাবলী অনেক শাখা প্রশাখায় বিভক্ত। একটী শাখার পরিচয় এই ;—

(পরবর্ত্তী নামগুলি পূর্ব্ববর্ত্তী নামের পুত্রজ্ঞাপক)

উদয়রাম, উদ্ধবরাম, নরসিংহ, নারায়ণদেব, চতুর্ভুজ, অভিমন্যু, চূড়ামণি, অনন্তরাম, ভগদেব, গৌরীপ্রসাদ, নিমাইচাঁদ, কৃষ্ণরাম, রূপরাম, মোহনলাল, নরোত্তম, কৃষ্ণচন্দ্র, শ্রীচন্দ্র, রামচন্দ্র জগচ্চন্দ্র, গগনচন্দ্র। শেষোক্ত দুইজন লোক ও তাঁহাদের শাখা এখনও বর্ত্তমান আছে। তাঁহাদের নিকট অবগত হওয়া যায় যে, নারায়ণদেব, তাঁহার বংশের বর্ত্তমান লোকের ১৭ পুরুষ পূর্ব্বের লোক। অতএব ৩ পুরুষে ১০০ বৎসর গণনা করিলে নারায়ণদেব বর্ত্তমান সময়ের প্রায় ৫৫০ বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হন। ইনি "পদ্মাপুরাণ" প্রণয়ন করেন। এই পুস্তক মনসাদেবীর মাহাত্ম্য ও পূজা প্রচারের নিমিত্ত চাঁদবেণের উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত। প্রবাদ আছে, নারায়ণ আদৌ ভাল লেখাপড়া জানিতেন না, তবে ভূমিষ্ঠ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি কবিত্বশক্তি লাভ করেন। এই উক্তি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন।

তাঁহার স্বরচিত শ্লোকের একস্থলে বর্ণিত আছে যে, তিনি চৌদ্দবৎসর বয়সের সময় এইরূপ স্বপ্ন দেখেন যে, বংশীধারী কৃষ্ণ স্বয়ং আসিয়া তাঁহাকে পদ্য লেখার জন্য উৎসাহিত করিতেন। ভাল লেখা পড়া না জানিলেও তাঁহার রচনায় কবিত্বশক্তির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

নারায়ণধর্ম্মাধিকারিন্, একজন স্মার্ত্তপণ্ডিত। ইনি লক্ষণকাণ্ড ও বন্ধ্যাত্বকারকোপদ্রবহরবিধি রচনা করেন।

নারায়ণপণ্ডিত, এই নামে অনেক সংস্কৃত গ্রন্থকার দেখিতে পাওয়া যায়। ১ অদ্বৈতকালামৃত নামে বৈদান্তিক গ্রন্থরচয়িতা।

২ ইনি লক্ষ্মীদাসের পুত্র, তীমদাসের আদেশে গীতগোবিন্দ টীকা রচনা করেন।

৩ নবরত্নপরীক্ষা নামক গ্রন্থকার।

৪ পাটীকৌমুদী নামে জ্যোতিঃশাস্ত্ররচয়িতা।

৫ শিবস্তুতিকার। ইঁহার পিতার নাম শিকুচি।

৬ কৃষ্ণপণ্ডিতের পুত্র, জ্বরনির্ণয়,ও বৈষ্ণবল্লভের টীকাকার।

৭ বিশ্বনাথ পণ্ডিতের পুত্র, পিণ্ডপিতৃখণ্ডনমীমাংসা প্রণেতা।

৮ হিতার্থ সূরির পুত্র, ইনি আনন্দতীর্থকৃত সদাচারস্মৃতির একখানি সুন্দর টীকা করিয়াছেন। কাহারও মতে, ইঁহার পিতার নাম বিশ্বনাথ।

নারায়ণপণ্ডিতাচার্য্য, ১অণুমধ্বাবীজস্তোত্র, ও শিবস্তোত্র-রচয়িতা।

২ ত্রিবিক্রমের পুত্র, একজন মধ্বমতাবলম্বী প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক। ইনি মণিমঞ্জরী নামে বেদান্ত, মধ্ববিজয় নামে মধ্বাচার্য্যের জীবনী, মন্ত্রার্থ-মঞ্জরী, বিষ্ণুস্তুতি, সংগ্রহরামায়ণ, অণুমধ্ববিজয় বা অপ্রমেয়মালিকা নামে কতকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

নারায়ণপরিব্রাজক, যতীশ্বর নামে খ্যাত। ইনি অর্থপঞ্চকনিরূপণ রচনা করেন।

নারায়ণপাল, ১ পালবংশীয় গৌড়ের একজন প্রসিদ্ধ রাজা। [পালরাজবংশ দেখ।]

নারায়ণপুর, বিশাখপত্তন জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। কেব্বিলি হইতে ১৩ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত। এখানে কএকটী প্রাচীন ও শিল্পকার্য্যবিশিষ্ট শিবমন্দির আছে। ঐ সকল মন্দিরে শিলালিপি দৃষ্ট হয়।

২ উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে বালিয়া জেলার অন্তর্গত একটী অতি প্রাচীন গ্রাম, গঙ্গাপুর হইতে অর্দ্ধক্রোশ দূরে ও গঙ্গার নিকট অবস্থিত। এখানে চীনপরিব্রাজক হিউএন্ সিয়াং নারায়ণদেবের মন্দির দেখিয়াছিলেন। এখানে প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে।

নারায়ণ পোবর, সাতারা জেলায় পিম্পোড়বুদ্রুখ নামক স্থানে কৃষকবংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ৯ বৎসর বয়স হইতে বিষাক্ত ভয়ানক সর্প সকল ধরিতে পারিতেন, এজন্য সকলেই ইঁহাকে নারায়ণের অবতার স্বরূপ জ্ঞান করিয়া এইরূপ কহিত—যে ইনি সত্বর ইংরাজদিগকে বিতাড়িত করিবেন। পীড়াদি হইলে, আরোগ্যলাভার্থ ইঁহার নিকট অনেকে আগমন করিত। সর্পাঘাতেই ইঁহার মৃত্যু হয়।

নারায়ণপ্রিয় (পুং) নারায়ণস্য প্রিয়ঃ, নারায়ণঃ প্রিয়ঃ, যস্য ইতি বা। ১ শিব।

"নারায়ণপ্রিয়মনঙ্গমদাপহারম্।
বারাণসীপুরপতিং ভজ বিশ্বনাথম্॥" (শিবস্তোত্র)

২ পীতচন্দন। (নিঘণ্ট, প্র°)

নারায়ণভট্ট, ভাস্করভট্টের পুত্র, রূপসনাতনের শিষ্য। পুরাণে বৃন্দাবনের দ্বাদশ মাত্র বনের উল্লেখ আছে। তদ্ব্যতীত এখন যে বহু সংখ্যক বনের নাম পাওয়া যায় এবং হিন্দু তীর্থযাত্রিগণ পুণ্য-লাভ আশায় যে সমস্ত বন দর্শন করিতে গিয়া থাকেন, প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবভক্ত এই নারায়ণভট্টের চেষ্টায় সেই সকল পুণ্যভূমির নামকরণ হইয়াছে। এখন বৃন্দাবনে যে বনযাত্রা ও রাসলীলা মহা সমারোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহাও ইনি সর্ব্বপ্রথম প্রবর্ত্তন করেন। ঐ সকল স্থানের মাহাত্ম্য প্রচার করিবার জন্য ইনি ১৫৫৩ খৃঃ অব্দে 'ব্রজভক্তিবিলাস' নামে একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ব্রজভক্তিবিলাস পাঠে জানা যায়, পরমহংস-সংহিতা অবলম্বনে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। ব্রজবাসিগণ বলেন, বর্ষাণের নিকটবর্ত্তী উচাগাঁও নামক স্থানে নারায়ণ বাস করিতেন, কিন্তু ব্রজভক্তিবিলাসে তিনি শ্রীকুণ্ড (বা রাধাকুণ্ড)-বাসী বলিয়া আপনার পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেব বৃন্দাবনে লুপ্ততীর্থ উদ্ধার করিবার জন্য লোকনাথ-গোস্বামীকে বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দেন। তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় বৃন্দাবনে অতিবাহিত করিয়া যে সকল লুপ্তস্থান নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, নারায়ণভট্ট রূপসনাতন ও লোকনাথের সাহায্যে সেই সকল স্থানের নামকরণ করেন। তাঁহার ব্রজভক্তি-বিলাসে এইরূপ ১৩৩টী বনের বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে যমুনার দক্ষিণকূলে ৯১টী ও বামকূলে ৪২টী অবস্থিত।

২ গোকুলবাসী একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। বল্লভাচার্য্য বাল্যকালে ইঁহার নিকট সংস্কৃত কাব্য ও দর্শন শিক্ষা করিয়াছিলেন।

নারায়ণভট্ট, এই নামে বিস্তর সংস্কৃত গ্রন্থকারের নাম পাওয়া যায়। ১ অপর নাম নিত্যানন্দ, শ্রীনিবাস-বিশ্বানন্দের শিষ্য। ইনি কল্পলতা ও তারাপদ্ধতি রচনা করেন।

২ একজন জ্যোতিষী। ইনি সমরসিংহরচিত তাজিক-তন্ত্রসারের 'কর্ম্মপ্রকাশিকা' নামে টীকা প্রণয়ন করেন।

৩ কেরলবাসী একজন প্রসিদ্ধ কবি। ইনি কোটি-বিরহ, সুভগাসন্দেশ, স্বাহাসুধাকর ও ধাতুকাব্য নামে কএকখানি কাব্য, নারায়ণীয় স্তোত্র ও প্রক্রিয়াসর্ব্বস্ব নামে ব্যাকরণ প্রকাশ করেন।

৪ একজন টীকাকার। ইনি গৃহপ্রবেশপ্রকরণ, গোচর-প্রকরণ, যাত্রাপ্রকরণ ও বিবাহ-প্রকরণ প্রভৃতি গ্রন্থের টীকা করিয়াছেন।

৫ জানকীপরিণয় নামক [illegible]।

৬ কেশ[illegible] একজন টীকাকার।

৭ তিথিবাক্যনির্ণয় নামে গ্রন্থরচয়িতা।

৮ একজন কবি। ইনি ত্রিপুরদহন, দূতবাক্য, রাক্ষসোৎপত্তি, রামায়ণ-প্রবন্ধ ও সুভদ্রাহরণ নামে কএকখানি কাব্য লিখিয়া গিয়াছেন।

৯ দর্শকর্ম্মপদ্ধতি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি নামে স্মার্ত্তগ্রন্থকার।

১০ প্রায়শ্চিত্তসংগ্রহকার।

১১ (নারায়ণ সর্ব্বজ্ঞ) নামনিধান নামে কোষ ও মানবধর্ম্মশাস্ত্রের ভাষ্যকার। ইঁহার নামনিধানকোষ রায়মুকুট উদ্ধৃত করিয়াছেন।

১২ লক্ষহোমপদ্ধতিরচয়িতা।

১৩ লঘুচন্দ্রিকা নামে যোগশাস্ত্রকার।

১৪ বিধান-রত্ন নামে স্মার্ত্তগ্রন্থরচয়িতা।

১৫ বৃত্তোক্তি-রত্ন নামে ছন্দোগ্রন্থ ও পরীক্ষা নামে তাহার টীকারচয়িতা। ইনি তারাবংশে জন্মগ্রহণ করেন।

১৬ বৃত্তরত্নাকরের একজন প্রসিদ্ধ টী[illegible]। ১৬০২ সম্বতে (১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে) ঐ টীকা রচিত হয়। ইনি আপনার এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন,—

বিশ্বামিত্রবংশে শ্রীনাগনাথ জন্মগ্রহণ করেন। তৎপুত্র অঙ্গদেব, তৎপুত্র গোবিন্দভট্ট, তৎপুত্র রামেশ্বর ভট্ট, এই রামেশ্বরের পুত্র নারায়ণ।

১৭ ব্যুৎপত্তিবাদার্থ নামে ন্যায়গ্রন্থরচয়িতা।

১৮ সংস্কারসাগর নামে ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা।

১৯ সপ্তলক্ষণ নামে বৈদ্যক গ্রন্থকার।

২০ সাধনদীপিকারচয়িতা। ইনি কান্যকুব্জীয় শঙ্করের শিষ্য।

২১ স্তবচিন্তামণি নামে শৈবগ্রন্থরচয়িতা।

২২ গোভিলগৃহ্যসূত্রের একজন ভাষ্যকার। রঘুনন্দন এই ভাষ্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই নারায়ণের পিতার নাম মহাবল, পিতামহের নাম রামদেব ও প্রপিতামহের ব্যাস।

২৪ একজন প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত, রামেশ্বর ভট্টের পুত্র ও গোবিন্দ ভট্টের পৌত্র। ইনি খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। ইঁহার রচিত অন্ত্যেষ্টিপদ্ধতি, অন্ত্যেষ্টিপ্রয়োগ, অয়ননির্ণয়, আতুরসন্ন্যাসবিধি, আহিতাগ্নিমরণে দাহাদিব্যবস্থা, আহ্নিকবিধি, উৎসর্গপ্রয়োগ (জলাশয়ারামোৎসর্গবিধি), কালনির্ণয়সংগ্রহ, মাধবকৃত কালনির্ণয়ের টীকা, কাশীমরণমুক্তিবিচার, গয়াকার্য্যানুষ্ঠানপদ্ধতি, গয়াযাত্রাপ্রয়োগ, গোত্রপ্রবরনির্ণয়, তিথিনির্ণয়, তুলাপুরুষমহাদানপ্রয়োগ, ত্রিস্থলীসেতু, দিব্যানুষ্ঠানপদ্ধতি, প্রয়াগসেতু, প্রয়োগরত্ন, মাসমীমাংসা, রুদ্রপদ্ধতি, লিঙ্গাদি

প্রতিষ্ঠাবিধি, বাস্তুপুরুষবিধি, বৃষোৎসর্গবিধি প্রভৃতি গ্রন্থ পাওয়া যায়। ইঁহার পুত্রের নাম রামকৃষ্ণ ভট্ট, এবং পৌত্র দিনকর ও প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত কমলাকর ভট্ট।

২৫ নারায়ণভট্টীয় নামে প্রসিদ্ধ স্মৃতিনিবন্ধকার।

১৬ বৈষ্ণবজ্যোতিঃশাস্ত্রপ্রণেতা।

নারায়ণভট্ট, একজন বৈষ্ণব। ইনি বৃন্দাবনে উঠাগ্রামে বাস করিতেন। দাউজীর সেবায়, ইঁহার বড় আনন্দ ছিল। ইনি প্রতিদিন বৈষ্ণবগণকে ভোজনদ্বারা সেবা করিতেন। একদা কোন ধনবান্ ব্যক্তি ইঁহাকে প্রয়াগতীর্থে যাইতে বলিলে ইনি দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে বৃন্দাবন ও হরিভক্তিমাহাত্ম্য দেখাইবার জন্য বৃন্দাবনে প্রয়াগতীর্থ দেখাইয়াছিলেন, এবং তাঁহাকে বুঝাইয়াছিলেন যে, এইখানেই সকল তীর্থ আছে। (ভক্তমাল)

২ কাশীবাসী একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। অরঙ্গজেব কর্ত্তৃক কাশীস্থ দেববিগ্রহ সমুদয় নষ্ট হইবার পূর্ব্বেই ইনি জ্ঞানবাপীর দক্ষিণভাগে এক সুন্দর মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাতে শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন। (ভ° ব্রহ্মখণ্ড ৫।৮৫-৮৬)

নারায়ণমিশ্র, ১ সন্ধ্যাবন্দনভাষ্যকার। ২ নারায়ণমিশ্রীয় নামে ধর্ম্মশাস্ত্রকার।

নারায়ণভট্টআরড়, লক্ষ্মীধরের পুত্র। ইনি প্রয়োগসার বা গৃহ্যাগ্নিসাগর ও শ্রাদ্ধসাগর রচনা করেন। ইনি ভট্টোজির মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

নারায়ণভারতী, সারস্বতসারসংগ্রহ নামক সংস্কৃত ব্যাকরণ-রচয়িতা।

নারায়ণভিষক্, একজন প্রসিদ্ধ বৈদ্যক গ্রন্থকার। ইঁহার কৃত কল্পপ্রকাশ, বাতস্বপ্নাদিনির্ণয়, বৈদ্যচিন্তামণি, বৈদ্যবৃন্দ ও বৈদ্যামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ পাওয়া যায়।

নারায়ণমুনি, ১ তত্ত্বত্রয়নিরূপণ ও তত্ত্বসংগ্রহ নামে সংস্কৃত গ্রন্থপ্রণেতা।

২ রঘুপতিরহস্যদীপিকারচয়িতা।

৩ গণপতিতত্ত্বপ্রকাশিকা নামে গণেশসহস্রনামের ভাষ্যকার।

নারায়ণমুনীন্দ্র, ন্যাসতিলক ও ন্যাসবিংশতির বেদান্তরক্ষা নামে টীকাকার।

নারায়ণযতি, রামায়ণতত্ত্বদর্পণরচয়িতা।

নারায়ণযতীশ্বর, সুদর্শনস্তব-রচয়িতা।

নারায়ণযাজ্ঞিক, যাজ্ঞিক পাঠক রামচন্দ্রের পুত্র ও গঙ্গাধরের ভ্রাতা। ইঁহার বিরচিত কর্কানুগা পদার্থদীপিকা নামে একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ পাওয়া যায়। ইহাতে পৌর্ণমাসেষ্টির বিষয় লিখিত হইয়াছে।

নারায়ণরস (পুং) ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—হিঙ্গুল, সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা, রসাঞ্জন, জনছাল, স্বর্ণ, পারদ, তাম্র, গন্ধক, লৌহ, সৈন্ধবলবণ, আতইচ, চই, শরপুঙ্খা, বিড়ঙ্গ, যমানী, গজপিপ্পলী, মরিচ, আকন্দমূল, বরুণমূল, শ্বেতধুনা ও হরীতকী এই সকল দ্রব্য সমান পরিমাণে লইয়া কটুতৈলের সহিত মর্দ্দন করিয়া ১ মাষা পরিমাণে গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান মধু। ইহা সেবন করিলে নাড়ীব্রণ ও ভগন্দর প্রভৃতি বিনষ্ট হয়। (ভৈষজ্যরত্না° ভগন্দরাধিকার)

নারায়ণরায়, বিক্রমসেনচম্পূ নামে চম্পূকাব্যপ্রণেতা।

নারায়ণরাও, বালাজিরাও পেশবার তৃতীয় পুত্র। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে ৩০এ আগষ্ট তারিখে ইঁহার পিতৃব্য রঘুনাথরাও ইঁহাকে হত্যা করেন। তৎপরে ইঁহার শিশুপুত্র শিবাজী মাধোরাও অভিষিক্ত হন। ইঁহার বংশধর বলবৎরাও এখনও বিদ্যমান আছেন।

নারায়ণরাজ, একজন চোলরাজ।

নারায়ণলব্ধি, একজন প্রাচীন সংস্কৃতকবি, সূক্তিকর্ণামৃতে ইঁহার কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে।

নারায়ণ-বন, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর উত্তর-আর্কট জেলার একটী সহর। অক্ষা° ১৩° ২৭´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯° ৩৮´ পূঃ। মান্দ্রাজ রেলওয়ের পত্তুর ষ্টেশনের ৩ মাইল পূর্ব্বে অরুণ নদীর তীরে অবস্থিত এবং উহা কারবেটনগরের জমিদারীভুক্ত।

নারায়ণ বন শব্দ হইতে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, বহুকাল পূর্ব্বে এই স্থান বনাকীর্ণ ছিল। প্রবাদ এইরূপ যে, ভগবান্ নারায়ণ এই বনে বিচরণ করিতেন। চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা এক সময়ে কাঞ্চীপুরে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন এবং এই স্থানটী অতি পবিত্র বলিয়া যজ্ঞের সীমাস্বরূপ মনোনীত করিয়া লন। এখানে 'অমনারা চৈরম্মা' বা মহিষাসুর-মর্দ্দিনী আসিয়া যজ্ঞস্থলের সীমা রক্ষা করিয়াছিলেন, তদবধিই তিনি এই স্থানে অবস্থান করিতেছেন। ইহা একটি পুরাতন প্রসিদ্ধ তীর্থ স্থান।

স্থানীয় হস্তলিপি পাঠে জানা যায় যে, তঞ্জোরের মহারাজ কুলোত্তুঙ্গ চোলের জারজপুত্র তোণ্ডীমান এই স্থান আপনার অধিকারভুক্ত করিয়া লন। তাঁহার প্রপৌত্র রাজা নারায়ণদেবের রাজত্বকালে মিথিলাপতি গবাসম্বন তিরুপতির তীর্থ দর্শনে আইসেন। এই স্থানের অবস্থাদর্শনে প্রীত হইয়া, এখানে রাজ্যস্থাপনে তিনি অভিলাষী হন এবং সেই হেতু ব্যঙ্কটেশ্বরের আরাধনা করেন। ব্যঙ্কটেশস্বামী তাঁহার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে নারায়ণদেবের নিকট অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে অনুজ্ঞা করেন। মিথিলাপতি গবাসম্বন নারায়ণদেবের নিকট অর্দ্ধ রাজ্য প্রাপ্ত হইলে এই নারায়ণবনে আপন রাজধানী স্থাপন করিলেন।

গবাসম্বন রাজার চারিটী পুত্র ছিল, ১ম আকাশ, ২য় উজ্জ্বল, ৩য় ব্যঙ্কটেশ এবং ৪র্থ বর্দ্ধন্। পিতার মৃত্যুর পর আকাশরাজ সিংহাসনে অধিরোহন করেন। বর্ত্তমান নারায়ণ-বন নগরের তিন মাইল দক্ষিণে ইনি আকাশরাজপুর নামে একটী নগর এবং আকাশরাজ-কোট্টই নামে দুইটী দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। এক্ষণে উহার ভগ্নাবশেষ মাত্র দৃষ্ট হয়।

আকাশরাজের যথাসময়ে পুত্রকন্যা না হওয়ায় তিনি পুত্রেষ্টিযাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। যজ্ঞস্থলের সীমানির্দ্দেশ-কালে তিনি একটী স্বর্ণপদ্ম প্রাপ্ত হন এবং তাহাতে একটী স্বর্ণবর্ণের কন্যা রহিয়াছে দেখিলেন। পদ্ম হইতে জন্মহেতু এই অযোনিসম্ভবা কন্যার পদ্মাবতী নাম রাখেন। যজ্ঞ সমাধা হইলে যথাসময়ে রাজার একটী পুত্র জন্মিয়াছিল।

পদ্মাবতী বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, নারায়ণবনে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। এক দিন ব্যঙ্কটেশস্বামী এখানে পদ্মাবতীকে দেখেন এবং তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া কর প্রার্থনা করেন; তাহাতে পদ্মা অসম্মতি প্রকাশ করিলে ব্যঙ্কটেশ রাজার নিকট কহিলেন। রাজা শাস্ত্রানুসারে বিবাহ দিতে স্বীকৃত হইলে ব্যঙ্কটেশস্বামী নারায়ণবনে পদ্মাবতীর পাণিগ্রহণ করেন, রাজার প্রার্থনানুসারে তাঁহারা এই বনে অবস্থান করিলেন এবং তাঁহাদের বাসের জন্য রাজা মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। অদ্যাপি তিনি এখানে কল্যাণ-ব্যঙ্কটেশ নামে পূজিত হইয়া থাকেন।

আকাশরাজের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র বসম্বর্ণ রাজা হন। অপুত্রক থাকায় তৎপরে তদীয় পিতৃব্য ব্যঙ্কটেশ রাজা হইলেন। উঁহার বংশধরেরা এখানে সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। পরে রামরাজ নামে জনৈক রাজা উক্ত বংশের শেষ রাজা রিবঙ্ককে পরাজিত করিয়া রাজ্য অধিকার করেন। রামরাজের বংশ-ধরেরা এই স্থানে একাদশ পুরুষ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিলে পর বিজয়নগররাজ তাঁহাকে পরাজিত ও তদ্রাজ্য হস্তগত করিয়া লন। অতঃপর কারবেট-নগরের পোলিগারেরা এই স্থান অধিকার করিয়া এখন পর্য্যন্ত ভোগদখল করিতেছেন। বর্ত্তমান সময়ে পোলিগারেরা জমিদার নামে অভিহিত হইয়াছেন।

এখন ইঁহারা কারবেট নগরে বাস করিতেছেন। পূর্ব্বে ইঁহাদের কোন আত্মীয় নারায়ণবনে বাস করিতেন। সেই আবাসবাটী পুরাতন এবং ভগ্ন হইয়া গিয়াছে।

কল্যাণব্যঙ্কটেশ মন্দিরের বিগ্রহের মূর্ত্তি তিরুপতির বিগ্রহের সদৃশ, কিন্তু অপেক্ষাকৃত বড়। শ্রীরামানুজমতাবলম্বীরা ঐ বিগ্রহের পূজা করিয়া থাকেন। দেবসেবার্থ জমীদারেরা কয়খানি গ্রাম দান করিয়াছেন। এখানে বেদপাঠের চর্চ্চা বিলক্ষণ আছে। ইহার নিকটেই পদ্মাবতী ও থায়ুগার মন্দির আছে। মন্দির দুইটী গ্রাণিট প্রস্তরে নির্ম্মিত। প্রবাদ আছে, বেঙ্কটেশস্বামী রঙ্গনাথ শ্রীবল্লীপুরের বিষ্ণু শেঠী নামক এক বণিকের থায়ু নাম্নী এক কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া নারায়ণ-বনে আসিয়া একত্র বাস করেন।

এই মন্দির হইতে প্রায় দেড় মাইল দূরে অগস্ত্যেশ্বরের মন্দির। এই মন্দিরটী অতি পুরাতন নীল (মরকত) পাথরে নির্ম্মিত এবং পরিষ্কার কারুকার্য্যবিশিষ্ট। এই মন্দিরের গাত্রসংলগ্ন অনুশাসনপাঠে জানা যায়, কুলোত্তুঙ্গ রাজার একাদশ বর্ষ রাজত্বকালে ৮২৬ শকাব্দে বেলুরপঙ্ক মণিবাস নাগদেব অগস্ত্যেশ্বরদেবের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ চালুক্যপুর নামে এবং ১০৭৮ শকে উৎকীর্ণ অপর একখানিতে রাজা ত্রিভুবনমল্লদেব দেবসেবার জন্য কতকগুলি জমি দান করেন।

এই মন্দির হইতে প্রায় বার শত ফিট্ অন্তরে পূর্ব্বোক্ত মহিষাসুরমর্দ্দিনীর মন্দির কেমপুলাপালয়ম্ নামক স্থানে বিদ্যমান রহিয়াছে। দেবীর মূর্ত্তি অষ্টভুজা, একপদ সিংহের উপর ও অপর পদ সোমকাসুরের উপর। মূর্ত্তি প্রায় ৮ ফিট উচ্চ হইবে। শ্রাবণ মাসে ১৫ দিন ধরিয়া দেবীর উৎসব হইয়া থাকে।

এখানকার পূজারিরা ব্রাহ্মণ নহে, ইহারা তকশ্রেণীয় নামক নীচ শূদ্র। ইহারা সময় সময় দেবীর অর্চ্চনাকালে ব্রাহ্মণ-দিগেরও পৌরোহিত্য করে এবং পূজার সময় যজ্ঞোপবীত ধারণ করে মাত্র, সংস্কৃত না জানিলেও ইহারা বেশ মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া থাকে।

নারায়ণবন্দ্য, একজন বঙ্গবাসী বৈয়াকরণ। ইনি ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে ধাতুরত্নাকর ও সারাবলী নামক সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন।

নারায়ণবর্ম্মন্ (ত্রি) নারায়ণময়ং পরং বর্ম্ম। নারায়ণময়, শ্রেষ্ঠ নারায়ণকবচ। দেবরাজ ইন্দ্র এই নারায়ণকবচ দ্বারা রক্ষিত হইয়া রিপুসেনা সকল অবলীলাক্রমে জয় করিয়া ত্রিলোকীর ঐশ্বর্য্য সম্পত্তি ভোগ করিয়াছিলেন। এই কবচের বিশেষ বিবরণ ভাগবতের ৬ষ্ঠ স্কন্ধে ৮ম অধ্যায়ে লিখিত আছে।

নারায়ণবর্ম্মা, গৌড়াধিপ ধর্ম্মপালের একজন মহাসামন্তাধিপতি। [পালরাজবংশ দেখ।]

নারায়ণবলি (পুং) নারায়ণায় নারায়ণমুদ্দিশ্য দেয়ো বলিঃ। মৃতপতিতাদির প্রায়শ্চিত্তাত্মক কর্ম্মবিশেষ।

দুর্ম্মরণ মৃতের অর্থাৎ অবৈধ আত্মঘাতিদিগের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পাদনের জন্য নারায়ণ প্রভৃতি পঞ্চদেবতার উদ্দেশে দেয় বলি।

যাহারা অবৈধরূপে আত্মঘাতী হয়, তাহাদের অশৌচ বা ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া কিছুই হয় না, পরে তাহাদিগের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া করিতে হইলে নারায়ণবলি দিতে হয়, অর্থাৎ নারায়ণাদি পঞ্চদেবতার উদ্দেশে বলি দিয়া তাহার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া করা হইয়া থাকে।

প্রথমে নারায়ণবলি দিয়া, পরে পর্ণ-নরদাহ করিতে হইবে, তাহার পর শ্রাদ্ধাদি বিধেয়। এই নারায়ণবলি মৃত্যুর দিন হইতে এক বৎসর পরে করিতে হইবে।

আত্মহননের প্রায়শ্চিত্ত, তদনন্তর নারায়ণবলি, তাহার পর পিণ্ডোদকক্রিয়া এবং বৃষোৎসর্গাদি করিতে হয়।

"কৃত্বা চান্দ্রায়ণং পূর্ব্বং ক্রিয়া কার্য্যা যথাবিধি।
নারায়ণবলিঃ কার্য্যো লোকগর্হাভয়ান্নরৈঃ॥
পিণ্ডোদকক্রিয়াঃ পশ্চাৎ বৃষোৎসর্গাদিকঞ্চ যৎ।
একোদ্দিষ্টানি কুর্ব্বীত সপিণ্ডীকরণং তথা॥
ইন্দ্রিয়ৈরপরিত্যক্তা যে চ মূঢ়া বিষাদিনঃ।
ঘাতয়ন্তি স্বমাত্মানং চাণ্ডালাদিহতাশ্চ যে॥" (হেমাদ্রি)

"অথ নারায়ণবলিং ব্যাখ্যাস্যামঃ অভিশস্তপতিতসুরাপায়্যাত্মত্যাগিনাং ব্রাহ্মণহতানাঞ্চ দ্বাদশবর্ষাণি ত্রীণি বা কুর্ব্বীতেতি।" (বৌধায়ন)

আত্মঘাতীর দাহাদি করিলে অর্থাৎ যাহারা দহন ও বহনাদি কার্য্য করে, তাহাদের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। এমন কি আত্মঘাতীর জন্য অশ্রু পরিত্যাগও শাস্ত্রানুমোদিত নহে। যাহারা বৈধপূর্ব্বক আত্মহনন করে, তাহাদের নারায়ণবলি দিতে হইবে না। তাঁহাদের যথাবিধি উদকাদি ক্রিয়া হইবে এবং যাহাদের দৈবাৎ মৃত্যু হইয়াছে, তাহাদেরও ইহা অবিধেয়। দৈবহতদিগের জন্য প্রায়শ্চিত্ত বা নারায়ণবলি বিধেয় নহে। কেবল যাহারা বুদ্ধিপূর্ব্বক আত্মহত্যা করেন, তাহাদের পরিশুদ্ধির জন্য নারায়ণবলি বিধেয় অথবা গয়ায় তাহাদের পিণ্ড দিলেও উদ্ধার হয়।

"গোব্রাহ্মণহতানাঞ্চ পতিতানাং তথৈব চ।
ঊর্দ্ধং সংবৎসরাৎ কুর্য্যাৎ সর্ব্বমেবৌর্দ্ধদেহিকম্॥" (হেমাদ্রি)
"নারায়ণবলিঃ কার্য্যঃ লোকগর্হাভয়ান্নরৈঃ।
তথা তেষাং ভবেচ্ছৌচং নান্যথেত্যব্রবীদ্ যমঃ॥" (ছাগলেয়)

এই নারায়ণবলিদ্বারাই আত্মঘাতীর বিশুদ্ধিতা লাভ হয়, অন্য কোন প্রকারে হয় না।

নারায়ণবলির বিধান হেমাদ্রি প্রভৃতির মতানুসারে নির্ণয়সিন্ধুতে এইরূপ লিখিত আছে—শুক্ল একাদশীর দিন নারায়ণবলি দিতে হয়। যিনি নারায়ণবলি দিবেন, তিনি প্রথমে দক্ষিণমুখে উপবেশন করিবেন। পরে বিষ্ণুকে প্রেত কল্পনা করিয়া পুরুষসূক্ত অথবা বৈষ্ণবমন্ত্রে তর্পণ করিবেন। মন্ত্র—

"অনাদিনিধনো দেবঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ।
অক্ষয্যঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ প্রেতমোক্ষপ্রদো ভবঃ॥"

পরে সংকল্প করিতে হইবে, যথা—'বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুক গোত্রস্য অমুকস্য দুর্ম্মরণাত্মঘাতজদোষনাশার্থং ঔর্দ্ধদেহিকসম্প্রদানস্বযোগ্যতা সিদ্ধ্যর্থং নারায়ণবলিং করিষ্যে।' এইরূপে সংকল্প করিয়া পাঁচটী কুম্ভ স্থাপন করিবে, এই পঞ্চ কুম্ভে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, যম ও প্রেত এই ৫ জনকে স্থাপিত করিতে হইবে; ইহার মধ্যে বিষ্ণুর সুবর্ণ, রুদ্রের তাম্র, ব্রহ্মার রৌপ্য, যমের লৌহ এবং প্রেতের দর্ভময় প্রতিমা করিতে হইবে।

"বিষ্ণুঃ স্বর্ণময়ঃ কার্য্যো রুদ্রস্তাম্রময়স্তথা।
ব্রহ্মা রৌপ্যময়স্তত্র যমো লৌহময়ো ভবেৎ।
প্রেতো দর্ভময়ঃ কার্য্যঃ॥" (নির্ণয়সিন্ধু)

অথবা পূর্ব্বোক্ত সকল মূর্ত্তি কেবল সুবর্ণদ্বারা প্রস্তুত করিয়া স্থাপন করা যাইতে পারে। তাহার পর ঐ সকল দেবতা ষোড়শোপচারে পূজা করিয়া ও পুরুষসূক্তদ্বারা পূজা করিয়া অগ্নিস্থাপন করিবে এবং যথাবিধি চরুপাক করিয়া পুরুষসূক্তদ্বারা 'নারায়ণায়েদং' এই মন্ত্রে হোম করিবে।

তৎপরে দেবতাদিগের অগ্রে দক্ষিণাগ্রদর্ভে প্রেতকে বিষ্ণুরূপে স্মরণ করিয়া প্রেতের নাম ও গোত্র উচ্চারণ করিয়া মধু, ঘৃত ও তিলযুক্ত দশপিণ্ড এবং যজ্ঞোপবীত প্রভৃতি 'অমুকগোত্র অমুকশর্ম্মন্ প্রেতবিষ্ণুরূপায় তে পিণ্ডঃ উপতিষ্ঠতাং' এইরূপে দিয়া কুশ এবং পুরুষসূক্তদ্বারা অভিমন্ত্রণ করিয়া 'যত্তে যমং' ইত্যাদি, মন্ত্রে পিণ্ডের অনুমন্ত্রণ, শঙ্খোদকে অভিসিঞ্চন ও অর্চ্চন করিয়া 'অমুকশর্ম্মাণং অমুকগোত্রং বিষ্ণুরূপং প্রেতং তর্পয়ামি' এইরূপে পুরুষসূক্তমন্ত্রে তর্পণ করিবে এবং ব্রহ্মাদি পঞ্চদেবতাকে আমান্ন দিতে হইবে। মন্ত্র—

"ব্রহ্মবিষ্ণুমহাদেবা যমশ্চৈব সকিঙ্করঃ।
বলিং গৃহীত্বা কুর্ব্বন্তু প্রেতস্য চ শুভাং গতিম্॥"

মিতাক্ষরায় এইরূপ লিখিত আছে—পূর্ব্বোক্ত প্রতি দেবতার উদ্দেশে ত্রিবিধ ফল, শর্করা, মধু, গুড় ও ঘৃত নিবেদন ও পিণ্ড অভ্যর্চ্চনা করিয়া নদীতে পরিত্যাগ করিতে হইবে। তৎপরে নব, সপ্ত বা পঞ্চ ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিয়া উপবাসপূর্ব্বক রাত্রি জাগরণ করিবেন। প্রভাতকালে পুনরায় বিষ্ণু, ব্রহ্মা, যম প্রভৃতিকে পূজা করিয়া একোদ্দিষ্ট বিধি অনুসারে শ্রাদ্ধপঞ্চক করিবে, এইরূপ সংকল্প করিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, যম ও প্রেতকে স্মরণ করিয়া বিপ্রদিগকে উপবেশন করাইবে। তৎপরে প্রেতস্থানে বিষ্ণুকে স্মরণ করিয়া আবাহনাদি তৃপ্তিপ্রশ্ন সমাপন করিবে এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ও যম এই চারি দেবতার উদ্দেশে সপরিবারে

চারিটী পিণ্ড দিয়া প্রেতের নামগোত্রাদি উল্লেখে বিষ্ণুর নামে পঞ্চম পিণ্ড দিতে হইবে। পরে 'প্রেতায় ইদং তিলোদকমুপতিষ্ঠতাং' ইহা বলিয়া সতিলোদক দিয়া ব্রাহ্মণদিগকে পরিতোষ করিয়া কার্য্য শেষ করিবে। (বিশেষ বিবরণ অনন্ত ভট্টকৃত অন্ত্যেষ্টিপদ্ধতিতে লিখিত আছে।)

মিতাক্ষরার মতে—সর্পহতদিগের জন্যও নারায়ণবলি বিধেয়। "সর্পহতে ত্বয়ং বিশেষঃ। সংবৎসরং যাবৎ পুরাণোক্তবিধিনা পঞ্চম্যাং নাগপূজাং বিধায় পূর্ণে সংবৎসরে নারায়ণবলিং কৃত্বা সৌবর্ণং নাগং দদ্যাৎ গাঞ্চ প্রত্যক্ষাং। ততঃ সর্ব্বমৌর্দ্ধদেহিকং কুর্য্যাৎ।" (মিতাক্ষরা-প্রায়শ্চিত্তাধ্যায় আশৌচপ্র°)

সর্পমৃতদিগের এই বিশেষ যে, সংবৎসর পর্য্যন্ত প্রতিমাসে শুক্লপঞ্চমীতে পুরাণোক্ত বিধি অনুসারে অনন্ত বাসুকী প্রভৃতি নাগদিগের পূজা করিতে হইবে এবং পায়সান্নদ্বারা পরিতৃপ্তিরূপে ব্রাহ্মণভোজন করাইবে। এইরূপে সংবৎসর গত হইলে সুবর্ণনির্ম্মিত নাগ ও গোদান করিয়া নারায়ণবলি দিতে হইবে।

বৌধায়নসূত্রেও এই মত সমর্থিত হইয়াছে। রঘুনন্দনের মতে সর্পমৃতদিগের জন্য নারায়ণবলি দিতে হইবে না।

যিনি পিণ্ডাধিকারী তিনিই নারায়ণবলি দিবেন। নারায়ণবলির পর তিন দিন অশৌচ হইবে, এই অশৌচান্তে মৃতের শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে।

"তদৈব শুধ্যতি প্রেতো নারায়ণবলৌ কৃতে।
যো দদাতি ক্রিয়াপিণ্ডং তস্মৈ প্রেতায় বৈ সুতঃ॥
তস্যৈবাশৌচমুদ্দিষ্টং ত্র্যহমেব ন সংশয়ঃ।
বিষ্ণুশ্রাদ্ধসমাপ্তৌ তু ত্রয়োদশ্যাং দিনত্রয়ম্॥
অশৌচং পিণ্ডদঃ কুর্য্যান্নতু তদ্বন্ধুগোত্রজাঃ।
যস্য বৈ মৃত্যুকালে তু ব্যুচ্ছিন্না সন্ততির্ভবেৎ॥
স বসেন্নরকে নিত্যং পঙ্কমগ্নঃ করী যথা।" (অপরার্ক)

যিনি নারায়ণবলি দিবেন, তিনিই কেবল অশৌচগ্রহণ করিবেন, তৎগোত্র বা বংশজ আর কাহারও অশৌচ হইবে না। নারায়ণবলি ভিন্ন প্রেতাত্মা উদ্ধারের উপায় নাই। যদি কেহ আত্মঘাতী হয়, তাহার সন্ততিগণের নারায়ণবলি অবশ্য বিধেয়। যে সকল আত্মঘাতীর উদ্দেশে নারায়ণবলি প্রভৃতি হয় না, তাহাদের অনন্তনরক অবশ্যম্ভাবী। (নির্ণয়সিন্ধু ৫ পরিচ্ছেদ)

মিতাক্ষরার প্রায়শ্চিত্তাধ্যায়ে অশৌচপ্রকরণে এই নারায়ণবলির বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে। বিষ্ণুপুরাণোক্ত নারায়ণবলির বিষয়ও মিতাক্ষরায় উদ্ধৃত হইয়াছে। বাহুল্যভয়ে অধিক লিখিত হইল না। [পর্ণনরদাহ ও প্রায়শ্চিত্ত দেখ]

নারায়ণ বাসুরী, সভাকৌমুদী নামে জ্যোতিঃশাস্ত্রকার।

নারায়ণ বিদ্যাবিনোদ, একজন প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ। বাণেশ্বরের পুত্র ও জটাধরের পৌত্র। ইনি সংক্ষিপ্তসারের টীকা, শব্দার্থসন্দীপিকা নামে অমরকোষের টীকা ও ভক্তিবোধিনী নামে ভট্টিকাব্যের টীকা রচনা করেন।

নারায়ণবেদেরকর, নরসিংহের পুত্র, নৈষধচরিতপ্রকাশ নামে নৈষধটীকাকার।

নারায়ণবৈষ্ণবমুনি, মন্ত্ররাজাত্মক স্তোত্রকার।

নারায়ণশর্ম্মন্, রামশর্ম্মার পুত্র। ইনি ১৬১৯ খৃষ্টাব্দে পদার্থকৌমুদী নামে অমরকোষটীকা রচনা করেন।

নারায়ণশেষ (শেষ নারায়ণ) একজন বিখ্যাত শ্রুতিবিদ্। শেষ বাসুদেবের পুত্র ও শেষ অনন্তের পৌত্র। ইঁহার রচিত বৌধায়নীয়শ্রৌতসর্ব্বস্ব নামে এক বৃহৎ সংস্কৃত গ্রন্থ পাওয়া যায়। ইহাতে অগ্নিষ্টোম, চাতুর্মাস্য, দর্শপূর্ণমাস, চরকসৌত্রামণি প্রভৃতি বৌধায়নীয় কর্ম্মকাণ্ডের বিষয় বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে।

নারায়ণশ্রীগর্ভ (পুং) বোধিসত্ত্বভেদ।

নারায়ণসরস্ (ক্লী) তীর্থভেদ।

"তে হপি পিত্রাদেশসাদিষ্টাঃ প্রজাসর্গে ধৃতব্রতাঃ।
নারায়ণসরো জগ্মুর্যত্র সিদ্ধাঃ স্ব পূর্ব্বজাঃ॥" (ভাগ° ৬।৫।২৫)

নারায়ণসরস্বতী, গোবিন্দানন্দ সরস্বতীর শিষ্য। ইনি ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে শারীরকভাষ্যবার্ত্তিক রচনা করেন।

নারায়ণসর্ব্বজ্ঞ, ভারতার্থপ্রকাশরচয়িতা।

নারায়ণসার্ব্বভৌম, একজন বিখ্যাত নৈয়ায়িক। ইহার প্রণীত প্রতিযোগিজ্ঞানকারণবাদ, প্রতিপাদিকসংজ্ঞাবাদ প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ পাওয়া যায়।

নারায়ণসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য, ব্যবস্থাসারসংগ্রহ নামে স্মৃতিনিবন্ধকার।

নারায়ণস্মৃতি, হেমাদ্রি ও মাধবাচার্য্যধৃত একখানি প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র।

নারায়ণস্বামী, দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমাংশে বহুব্যাপী এক ধর্ম্মসম্প্রদায়। গুজরাত ও কাঠিয়াবাড়ে এই সম্প্রদায়ের বহুসংখ্যক লোক দৃষ্ট হয়। কিরূপে এই সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইল, সংক্ষেপে তাহার পরিচয় দিতেছি,—

নারায়ণস্বামী নামে এক সর্ব্বরিয়া ব্রাহ্মণ এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। এই সম্প্রদায়ের বিশ্বাস নারায়ণস্বামী নারায়ণেরই পূর্ণাবতার। দ্বাপরযুগে ভগবান্ নারায়ণ কঠোর তপশ্চর্য্যায় অভিনিবিষ্ট ছিলেন। ঘটনাক্রমে দুর্ব্বাসা ঋষি তাঁহার নিকট উপস্থিত হন। নারায়ণ ও তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী ঋষিগণ সকলেই ধ্যানমগ্ন ছিলেন। কাজেই দুর্ব্বাসার দিকে কেহ একবার ফিরিয়াও তাকাইলেন না। দুর্ব্বাসা অতিথিসৎকার হইল না দেখিয়া নারায়ণও ঋষিগণকে এই বলিয়া অভিশাপ করিলেন, "তোমরা

আমাকে অবজ্ঞা করিলে, এই জন্য তোমরা কলিযুগে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইবে।"

তদনন্তর কলিযুগে সহজানন্দ নারায়ণরূপে ও ঋষিগণ তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গ হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন।

নিষ্কুলানন্দ সাধু রচিত ভক্ত-চিন্তামণিতে লিখিত আছে—

অযোধ্যার অন্তর্গত চুপিয়া নামক ক্ষুদ্রনগরে ১৮৩৭ সংবতে চৈত্রমাসের শুক্লনবমীতে নারায়ণস্বামী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম হরিপ্রসাদ ও মাতার নাম বালা। আবার জ্ঞানোদয়ের মতে—তাঁহার পিতার নাম ধর্ম্মদেব ও মাতার নাম প্রেমবতী বা ভক্তি। তিনি সাবর্ণগোত্রজ ও সামবেদের কৌথুমী শাখাধ্যায়ী। তিনি পিতার মধ্যম পুত্র। তাঁহার জ্যেষ্ঠের নাম রামপ্রতাপ ও কনিষ্ঠের নাম ইচ্ছারাম। বাল্যকালে সকলে তাঁহাকে ঘনশ্যাম বা হরিকৃষ্ণ বলিয়া ডাকিত। যথাকালে ঘনশ্যামের উপনয়ন হইল। উপনয়নের পর ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে হয়। এই সময় মাতুল গিয়া মাণবককে ফিরিয়া আনিয়া গৃহধর্ম্মপালনে নিযুক্ত করেন। প্রথমত ঘনশ্যাম ব্রহ্মচারী হইয়া ছুটিলেন। তাঁহার মাতুল তাঁহাকে সংসারে ফিরিয়া আনিবার জন্য কত মিষ্ট কথা বলিলেন। কিন্তু সে মিষ্টকথায় ঘনশ্যামের মন ভুলিল না। তিনি সংসারের মায়া কাটাইলেন। তিনি ভগবদ্‌প্রেমে মত্ত হইয়া ক্রমাগত ছুটিতেছেন, পাছে পাছে তাঁহার মাতুল তাঁহাকে ধরিবার জন্য চলিয়াছেন। বারক্রোশ আসিবার পর ঘনশ্যাম দেখিলেন, তখনও তাঁহার মাতুল পাছু ছাড়েন নাই। তিনি ফিরিয়া বলিলেন, "কেন আমার পাছে পাছে আসিতেছ। আমার অদৃষ্টে সংসারসুখ নাই। আমি আর সংসারে যাব না।"

যে দিন তিনি ব্রহ্মচারী হইলেন, সেই দিনই এক গুরুসঙ্গ পাইলেন। সেই গুরুর নিকট যথাকালে দীক্ষিত হইলেন, একাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি কেদার-বদরিকাশ্রম প্রভৃতি তীর্থদর্শনে চলিলেন। রামেশ্বর দর্শন করিয়া তিনি দাক্ষিণাত্যে নিবিড় অরণ্যে গিয়া সূর্য্যের আরাধনা করিতে লাগিলেন। সূর্য্যদেব তাঁহাকে দেখা দিয়া বর দিলেন, 'তুমি যে কার্য্য করিবে, তাহাতেই সিদ্ধ হইবে।' এখান হইতে বাহির হইয়া ঘনশ্যাম 'নীলকণ্ঠ ব্রহ্মচারী' নামে নানাতীর্থ পর্য্যটন করিতে লাগিলেন।

১৮৫৬ সংবতে, ১৯শ বর্ষের সময় তিনি জুনাগড়ের নিকটবর্ত্তী লোজ নামক গ্রামে উপস্থিত হইলেন। তৎকালে এখানে মুক্তানন্দপ্রমুখ রামানন্দমতাবলম্বী প্রায় পঞ্চাশজন সাধু অবস্থান করিতেছিলেন। যুবক নীলকণ্ঠের সহিত রামানন্দিগণের আলাপ হইল। মুক্তানন্দের গুরু রামানন্দের নিকট ঘনশ্যাম সংবং ১৮৫৭ অব্দে ১১ই কার্ত্তিক উপদেশ গ্রহণ করিলেন, তখন হইতে তাঁহার নাম হইল সহজানন্দ।

বিংশতিবর্ষ হইতে সহজানন্দ ধর্ম্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে তাঁহার বহুসংখ্যক শিষ্য হইতে লাগিল। তিনি সমাধিবলে এরূপ এক জ্যোতিঃ লাভ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহাকে দেখিলেই শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াই মনে করিত। তাঁহার গুরু রামানন্দ লোকের মুখে শুনিয়া তাঁহার এই অমানুষিক শক্তিতে বিশ্বাস করেন নাই, কিন্তু পরীক্ষা করিয়া তাঁহারও সে সন্দেহ দূর হইল। তিনি সহজানন্দকে আপনার গদীতে বসাইয়া দেহত্যাগ করিলেন।

তৎপরে সহজানন্দ কচ্ছদেশে আসিয়া বহুসংখ্যক মল্ল ও কুণবীজাতিকে নিজ মতে দীক্ষিত করিলেন। যে সকল কুণবী তাঁহার ধর্ম্মমত গ্রহণ করিল, তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ জাতি ত্যাগ না করিলেও মুসলমান আচার অবলম্বন করিয়াছিল। তাহারা পিতৃশ্রাদ্ধ করিত না। মৃতব্যক্তিকে গোর দিত, কাজি ডাকিয়া তাহার আদেশে বিবাহাদি সম্পন্ন করিত। এখন সহজানন্দের উপদেশে আবার কুণবীরা শ্রাদ্ধ ও দাহাদি আরম্ভ করিল।

সহজানন্দ আহ্মদাবাদে আসিয়া প্রচার করেন যে, 'নানা-প্রতিমাপূজার কোন প্রয়োজন নাই। একমাত্র নারায়ণের সেবা করিলেই মুক্তিলাভ হয়।' তাঁহার মুখে বহু প্রতিমাপূজার নিন্দাবাদ শুনিয়া ব্রাহ্মণগণ পেশবার নিকট গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত করিল। সহজানন্দ বাধ্য হইয়া আহ্মদাবাদ পরিত্যাগ করিলেন।

তৎপরে তিনি আহ্মদাবাদের নিকট জেতলপুরে গাহড়ভান' নামক গ্রামে ও নরিয়াদের নিকটবর্ত্তী দভণ গ্রামে 'মহারুদ্র' নামে মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। জেতলপুরে অবস্থানকালে বহুলোক স্ত্রীপুত্রগৃহপরিজন পরিত্যাগ করিয়া সাধু হইয়াছিল।

১৮৬৮ সংবতে ভবনগররাজ্যের অন্তর্গত গঢ়ড়ানামক স্থানে গিয়া কাঠিসর্দ্দার দাদা-এভল-কাচরকে দীক্ষিত করেন। এখানে সহজানন্দ কিছুকাল কাঠিসর্দ্দারের গৃহে মহাসমারোহে অবস্থান করেন। এখানে ৮০০ ব্যক্তি তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করে। তন্মধ্যে ১৫০ জন রমণী 'সংযোগী' বা সন্ন্যাসিনী হইয়াছিল।

তৎপরে তিনি আপন প্রধান শিষ্যগণকে পাঠাইয়া আহ্মদাবাদ, ভুজ, নরিয়াদের নিকট বড়তাল, জেতলপুর, ধোলকা, মুলিয়ে প্রভৃতি বহু স্থানে লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির স্থাপন করেন। তন্মধ্যে আহ্মদাবাদের স্বামী-নারায়ণের মন্দির অতি প্রসিদ্ধ।

এ সময়ে সহজানন্দ স্বামী নারায়ণ নামেই প্রসিদ্ধ হইয়াছেন।

এ সময় তাঁহার প্রায় লক্ষাধিক শিষ্য। সকলেরই বিশ্বাস স্বামী নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের অবতার। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে ২৬এ মার্চ্চ, খৃষ্টানপুঙ্গব বিসপ হিবরের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। বিসপ-সাহেব স্বামী নারায়ণ সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়াছেন।*

যখন স্বামিজী বিসপের সহিত দেখা করিতে আসেন, তখন তাঁহার সহিত দুইশত সশস্ত্র অশ্বারোহী ও বহুসংখ্যক সশস্ত্র পদাতি ছিল। তখন স্বামীর সমস্ত কেশজাল পক্ক হইয়াছে, শ্বেত শ্মশ্রু বক্ষের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে, বৃহৎ উষ্ণীষ তাঁহার শির শোভিত করিতেছে। তাঁহার উজ্জ্বল কান্তিদর্শনে বিসপেরও মনে একটু ভক্তির উদ্রেক হইয়াছিল। বিসপ স্বামীর মুখে তাঁহার মত শুনিতে চাহেন। স্বামিজী বলিয়াছিলেন, 'ভুবনস্রষ্টা ঈশ্বর এক বই দুই নহে। যে তাঁহাকে তদ্গদচিত্তে ভাবে, তিনি তাঁহারই হৃদয়ে বাস করেন। সমস্ত জগৎ তাঁহারই নিয়মে পরিচালিত হইতেছে। আমি তাঁহাকেই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া জানি। তিনিই ব্রহ্ম। এই যে কৃষ্ণমূর্ত্তি দেখিতেছ, প্রকৃত ইহা ঈশ্বরের মূর্ত্তি নহে। সেই ঈশ্বরকে অনায়াসে লাভ করিবার জন্য এই কমনীয় মূর্ত্তির আমরা পূজা করি, ভাবনা করি। সেই ঈশ্বর মানবের পরিত্রাণের জন্য খৃষ্টান, মুসলমান, হিন্দু প্রভৃতি সকল জাতির মধ্যেই অবতীর্ণ হইয়াছেন। ভক্তগণের উদ্ধারের জন্য এই কৃষ্ণরূপেও তিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ঈশ্বরের নিকট জাতিভেদ নাই। সকলেই এক-জাতি, একবর্ণ। পরস্ত্রীকাতরতা ও ধনলোভ মহাপাপ। আমি শিষ্যগণকে এই মহাপাপ হইতে নির্লিপ্ত থাকিতে উপদেশ দিই। জীবহত্যাও মহাপাপ। সর্ব্বজীবে দয়াপ্রদর্শনই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।"

১৮৮৬ সংবতে (১৮২৯ খৃষ্টাব্দে), গড়ড়াগ্রামে কাঠিসর্দ্দারের বাটীতে স্বামিজী একটী বৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করেন। উক্ত বর্ষে জ্যৈষ্ঠমাসে শুক্লদশমীতে তিনি দেহ বিসর্জ্জন করেন। শিষ্যগণ তাঁহার পাথরের পাদুকা উক্ত মন্দিরে পূজার্থ স্থাপন করেন। এতদ্ভিন্ন যেখানে যেখানে গিয়া স্বামিজী ধর্ম্মপ্রচার করেন, সেই সেই স্থানেই তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহার স্মরণার্থ 'চোরা' নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

তাঁহার মৃত্যুর পরও গুজরাত ও কাঠিয়াবাড়ের বহু সহস্র লোক তাঁহার মতানুবর্ত্তী হইয়াছে। এই সকল লোক স্বদেশীয় লোকদিগের নিকট কত যে নিগ্রহ, কত যে উৎপীড়ন সহ্য করিয়াছে, তাহা বর্ণনার অতীত। শত শত লোক প্রাণ দিয়াছে, তথাপি স্বামিজী প্রতি তাঁহাদের অটল ভক্তি পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। অন্ধ বিশ্বাসে সহস্র সহস্র লোক স্বামী নারায়ণের মত মানে এবং সেই মতানুসারে ধর্ম্মানুষ্ঠান করে।

স্বামী নারায়ণ 'শিক্ষাপত্র' নামে ২১২ শ্লোকে একখানি উপদেশগ্রন্থ ও ৫০০ শ্লোকে তাহার টীকা লিখিয়া গিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন এই সম্প্রদায়িগণের মত বিস্তৃতভাবে বুঝাইবার জন্য ২৪০০০ শ্লোকে 'সৎসঙ্গজীবন' নামে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

১৮২১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মত বহুল প্রচারিত হইলে তিনি অযোধ্যা হইতে রামপ্রতাপ ও ইচ্ছারামকে আনাইয়াছিলেন। তিনি আপনার গদী দুইভাগে বিভক্ত করিয়া দেন—উত্তর ভাগ ও দক্ষিণ ভাগ। উত্তর ভাগের গদী আহ্মদাবাদে ও দক্ষিণভাগের গদী বড়তালে প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার মৃত্যুর পর রামপ্রতাপের পুত্র অযোধ্যাপ্রসাদ উত্তরভাগে ও ইচ্ছারামের পুত্র রঘুবীর দক্ষিণভাগে আচার্য্যপদ লাভ করেন। এখন আহ্মদাবাদে অযোধ্যাপ্রসাদের পুত্র কেশবপ্রসাদ ও বড়তালের গদীতে রঘুবীরের ভ্রাতুষ্পুত্র ভগবৎপ্রসাদ অধিষ্ঠিত আছেন।

নারায়ণাবলী, ঊর্দ্ধ্বদেহিক ক্রিয়াবিশেষ। দাক্ষিণাত্যে শৈব গোস্বামীরা পালন করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে শঙ্করাচার্য্য এই সংস্কার প্রবর্ত্তন করেন।

নারায়ণাশ্রম (ক্লী) নারায়ণস্য আশ্রমম্। তীর্থভেদ।

"বারাণসী মধুপুরী পম্পা বিন্দুসরস্তথা।
নারায়ণাশ্রমো নন্দা সীতা রামাশ্রমাদয়ঃ॥" (ভাগ° ৭।১৪।৩)

নারায়ণাশ্রম, নৃসিংহাশ্রমের শিষ্য। ইঁহার রচিত অদ্বৈতদীপিকাবিবরণ, ভেদধিক্কারসৎক্রিয়া, নারায়ণাশ্রমীয় প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ পাওয়া যায়।

নারায়ণাস্ত্র (ক্লী) নারায়ণস্য অস্ত্রম্। বিষ্ণুর অস্ত্রভেদ। শঙ্খ, চক্র, গদা ও খড়্গ ইহা নারায়ণের অস্ত্র।

"হরির্নারায়ণাস্ত্রেণ রুদ্রং বিব্যাধ কোপবান্।
নারায়ণং পাশুপতমুভেহস্মে ব্যোম্নি রোষিতে॥" (বরাহপু°)

নারায়ণী (পুং) বিশ্বামিত্রপুত্রভেদ।

নারায়ণী (স্ত্রী) নারায়ণস্যেবমিতি অণ্-ঙীপ্। দুর্গা।

"সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥"
(মার্কণ্ডেয়পু° ৯১।৯)

সুপার্শ্বাখ্য পীঠস্থানে এই মূর্ত্তি বিরাজিতা। (দেবীভাগ° ৭।২০।৬৮)

দেবীপুরাণে ভগবতীর নারায়ণী নামের নামনিরুক্তি লিখিত আছে, দেবী ভগবতী নার অর্থাৎ জল বা নরসমূহের আশ্রয়স্বরূপা বলিয়া তাহার নাম নারায়ণী। দেবীই চরাচর সকল জগতে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন।

---

* Bishop Heber's Journal (4to ed.) Vol. II. p. 140-144f.

"জলায়না নরাধারা সমুদ্রশয়নাপি বা।
'নারায়ণী সমাখ্যাতা নরনারীপ্রবর্ত্তিকা॥
যসত্যাদৃষ্টা সর্ব্বেষু ভূতেষন্তর্হিতা যতঃ।
দেব্যা ব্যাপ্তমিদং সর্ব্বং জগৎস্থাবরজঙ্গমম্॥" (দেবীপু°)

২ লক্ষ্মী। নাম-নিরুক্তি এইরূপ আছে—

"যশসা তেজসা রূপৈ র্নারায়ণসমাগুণৈঃ।
শক্তির্নারায়ণস্যেয়ং তেন নারায়ণী স্মৃতাঃ॥"
(ব্রহ্মবৈ° প্রকৃতিখ° ৪৫ অ°)

যশ, তেজ, রূপ ও গুণ প্রভৃতিতে নারায়ণের তুল্যা এবং নারায়ণের শক্তি এইজন্য লক্ষ্মীকে নারায়ণী কহে।

"নারায়ণার্দ্ধাঙ্গভূতা তেন তুল্যা চ তেজসা।
তদা তস্য শরীরস্থা তেন নারায়ণী স্মৃতা॥"
(ব্রহ্মবৈ° শ্রীকৃষ্ণজন্ম° ২৭ অ°)

নারায়ণের অর্দ্ধাঙ্গস্বরূপা, তেজঃ প্রভৃতিতে নারায়ণের তুল্যা এবং সর্ব্বদা নারায়ণশরীরে অবস্থিত আছেন, এইজন্য ইহাকে নারায়ণী কহে।

৩ শতাবরী। (হেম) ৪ গঙ্গা। (কাশীখ° ২৯।৯৭) ৫ মুদ্গলমুনিপত্নী। ৬ শ্রীকৃষ্ণের সেনাভেদ। শ্রীকৃষ্ণ ভারতযুদ্ধে এই নারায়ণীসেনা দুর্য্যোধনের সাহায্যের জন্য দেন এবং স্বয়ং পাণ্ডবপক্ষ অবলম্বন করেন। (ভারত)

নারায়ণী, মধ্যপ্রদেশে গীর্ব্বাণ তহসীলের অন্তর্গত একটী স্থান। বান্দার ১০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এখানে ৫টী প্রাচীন দেবমন্দির আছে।

নারায়ণীতন্ত্র, একখানি প্রাচীন তন্ত্র। তন্ত্রসার, আগমতত্ত্ব-বিলাস, প্রাণতোষিণী প্রভৃতি গ্রন্থে এই তন্ত্র উদ্ধৃত হইয়াছে।

নারায়ণীয় (ত্রি) নারায়ণস্যেদং নারায়ণ-ছ। ১ নারায়ণ সম্বন্ধী। ২ তদুপাখ্যান, নারদ ও নারায়ণ ঋষির উপাখ্যান। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে এই আখ্যান ৩৩৬ অধ্যায় হইতে আরম্ভ করিয়া ৩৪৮ অধ্যায় পর্য্যন্ত লিখিত আছে। ৩ তৎপ্রতিপাদক উপনিষদ্ভেদ।

নারায়ণেন্দ্রসরস্বতী, ১ পূর্ণচন্দ্রোদয় নামে বৈদান্তিক গ্রন্থ-রচয়িতা। ২ শতপথব্রাহ্মণের একজন ভাষ্যকার।

নারায়ণেন্দ্রস্বামী, শঙ্করাচার্য্যবিরচিত পঞ্চরত্নের একজন টীকাকার।

নারায়ণোপনিষদ্ (স্ত্রী) উপনিষদ্ভেদ। [নারায়ণ দেখ।]

নারাশংস (পুং) নরৈরাশংস্যতে আ-শন্স কর্ম্মণি ঘঞ্, নরাশংসাঃ পিতরঃ তেষামস্তয়ং অণ্। ১ পিতৃদিগের সোমপানসাধন চমস।

"তে নারাশংসা আ বৈশ্বদেবাৎ" (কাত্যা° শ্রৌ° ৯।১২।৮)
'তে চমসা নারাশংস সংজ্ঞা ভবন্তি' (কর্ক)

২ তদ্দেবতা পিতৃগণ।

"অথ যদি নারাশংসেষু সন্ন কিঞ্চিদাপদ্যাতে পিতৃভ্যঃ নারাশংসেভ্যঃ" (শত° ব্রা° ১২।৬।৩৩) ৩ পিত্র্য চমসস্থিত সোম।

'মনোন্বা হুবামহে নারাশংসেন সোমেন" (ঋক্ ১০।৫৭।৩)

'নারাশংসেন চমসগতেন সোমেন। নরৈঃ শস্যন্তে ইতি নরাশংসা পিতরঃ তেষাং চমসানাং কল্পনমেব হোমঃ' (সায়ণ)

৪ মন্ত্রভেদ।

"যেন নরাঃ প্রশস্যন্তে স নারাশংসো মন্ত্রঃ" (নিরুক্ত ৯।৯)

এই মন্ত্রের দেবতা রুদ্র। (যাজ্ঞ° ১।৪৫)

নারিক (ত্রি) ১ জলীয় দ্রব্য। ২ আধ্যাত্মিক।

নারিকল (নারকল) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অধীন কোচীন রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর ও বন্দর। অক্ষা° ১০° ২´ ৩০″ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৬° ১২´ পূঃ। কোচীন সহর হইতে দেড়ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। সমুদ্রের ধারে ২॥০ আড়াই মাইল স্থান কাদারপাড় দিয়া উচ্চ করা আছে। তাহারই ধার দিয়া জাহাজাদি যাতায়াত করে। এই কাদারপাড় থাকায় প্রবল বাতাস বহিলেও এখানকার জল অনেকটা স্থির থাকে। এইজন্য যে সময় অপরাপর বন্দরে জাহাজ থাকিতে পারে না, তৎকালে এখানে নিরাপদে জাহাজ যাতায়াত করিয়া থাকে।

নারিকের (পুং) নারিকেলঃ লস্য রঃ। নারিকেল। (শব্দর°)

নারিকেল (পুং) কিল শ্বৈত্যে ক্রীড়নে চ, ভাবে ঘঞ্, পৃষোদরাদিত্বাৎ হ্রস্বঃ। স্বনামখ্যাত বৃক্ষবিশেষ। (Cocos nucifera) পর্য্যায়—লাঙ্গলী, নারিকের, নাড়িকেল, নারীকেল, নারীকেলী, নারীকেরী, নারিকেলি, সদাপুষ্প, শিরঃফল, নারিকেল, রসফল, সুতুঙ্গ, কূর্চ্চশেখর, দৃঢনীল, নীলতরু, মঙ্গল্য, উচ্চতরু, তৃণরাজ স্কন্ধতরু, দাক্ষিণাত্য, দুরারুহ, ত্র্যম্বকফল, দৃঢ়ফল, কূর্চ্চশীর্ষক, তুঙ্গ, স্কন্ধফল, উচ্চ, সদাফল, শিরাফল, করকাম্ভস্, পয়োধর, মৎকুণ, কৌশিকফল, ফলমুণ্ড, চটাফল, মুণ্ডফল, বিশ্বামিত্রপ্রিয়, নারকেল, সুভঙ্গ, ফলকেসর।
(রাজনি° শব্দর° ভাবপ্রকাশ)

এই বৃক্ষ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বাঙ্গালায় নারিকেল বা নারকল, অপক্বাবস্থায় ডাব ও পক্বাবস্থায় ঝুনা, পশ্চিমাঞ্চলে নারেল বা নারিয়েল, গুজরাতে নালিয়ের, নারিয়ল বা ঝাড়া, বোম্বাই অঞ্চলে নারেল, নার বা মহাড়, মহারাষ্ট্রে নারেলা, নারেলমাড, তেঙ্গিন্মার, দ্রাবিড়ে তেন্না, তেঙ্গা, তোঙ্গায়; তৈলঙ্গে নারিকড়ম্, তেঙ্কায়াচেত্তু, গুড্ডু নারিকড়ম্, কাণাড়ায় তেঙ্গি নরাক, মহিসুরে নার, আরবে শজরাতুন নারজিল, জোজে—হিন্দী, পারস্যে দরখতে নার্গিল, সিংহলে তাম্বিলি ও ব্রহ্মে ওঙ্ বা উঙ্ বিন্ কহে।

নারিকেল গাছ একবীজপর্ণিক মধ্যে পরিগণিত। এই বৃক্ষের গুড়ি সরলভাবে, কখনও কখনও বা ঈষৎ বক্রভাবে আকাশমার্গে ৫০।৬০ হস্ত পর্য্যন্ত উচ্চ হইয়া থাকে। ইহার প্রতিপত্রের মধ্যস্থলে একটী করিয়া শলাকা বা কাটী আছে।

ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ ও সমুদয় গ্রীষ্মপ্রধান স্থানে ও সমুদ্রতীরে এই বৃক্ষ বহুল পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

নারিকেল পরিপক্ক হইলে ঝুনা হয়। বঙ্গোপসাগর হইতে আরম্ভ করিয়া গঙ্গানদীর দুইধারে, সমুদ্র হইতে প্রায় ১৫০।২০০ মাইল পর্য্যন্ত নারিকেলগাছ দেখা যায়। কিন্তু ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে সমুদ্র হইতে এরূপ দূরে উক্ত বৃক্ষ দৃষ্ট হয় না। এমন কি কোলাবাব সমুদ্রতীর হইতে একক্রোশের অধিক দূরে এই বৃক্ষ জন্মে না। যত্নপূর্ব্বক চাষ করিলে ইহা নানা স্থানে জন্মে। আসামেরও স্থানে স্থানে এই বৃক্ষ জন্মাইতে দেখা গিয়াছে। তবে প্রধানতঃ ইহা সমুদ্রতীরে ও ভারত মহাসাগরের প্রায় যাবতীয় দ্বীপে উৎপন্ন হইয়া থাকে। সংক্ষেপে বলিতে হইলে গঙ্গার দক্ষিণপারে সমুদ্র হইতে ২০০ মাইল দূরবর্ত্তী পর্য্যন্ত যাবতীয় স্থানে, ব্রহ্মপুত্রনদের উভয়তীরস্থ ভূমির কিছুদূর পর্য্যন্ত, মলবার ও করমণ্ডল উপকূলে, আমেরিকা ও আটলান্টিক দ্বীপে বহুল পরিমাণে জন্মে। বঙ্গোপসাগরে লাক্ষাদ্বীপপুঞ্জে ও নিকোবর দ্বীপে বহুকাল হইতে ইহা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে, এক্ষণে কৃষির যত্নে আন্দামানদ্বীপেও জন্মিতেছে। আন্দামানের আরও ৩০।৪০ মাইল উত্তরে নারিকেল দ্বীপপুঞ্জে (Cocos) ইহা বিনা চাষে উৎপন্ন হয়। এম ডি ক্যান্ডোলি (M De Candolle) বলেন যে "সম্ভবতঃ ভারতীয়দ্বীপসমূহই ইহার আদিম উৎপত্তিস্থান এবং ভারতবর্ষ, সিংহল ও চীনদেশে তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আদৌ নারিকেল বৃক্ষ ছিল না।"

নারিকেল-রোপণপ্রণালী।—নারিকেলের চারা প্রস্তুত করিতে হইলে প্রথমতঃ ঝুনা নারিকেল সংগ্রহ করিতে হয়। চারা বা অতি বুড়াগাছের ঝুনা নারিকেলের চারা দীর্ঘজীবী ও পরিপুষ্ট হয় না। ঝুনা নারিকেল গাছ হইতে পাড়িয়া এক দেড় মাস গৃহে রাখিতে হয়, তৎপরে উহার কলা নির্গত হইলে রোপণ করিবে। রোপণক্রিয়া পৌষ হইতে চৈত্রের মধ্যে ও শ্রাবণ ভাদ্রে সম্পন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু অধিক বৃষ্টি হইলে চারা নষ্ট হইয়া যায়। নারিকেল পুতিবার জন্য প্রথম দুই ফিট্ গভীর করিয়া একটী গর্ত্ত কাটিয়া তাহাতে বক্রভাবে নারিকেল পুতিতে হয়।

নারিকেলের উপরিভাগের দুই ইঞ্চ পরিমাণ স্থান খালি রাখিয়া নারিকেলগুলি পরস্পর ১ ফুট দূরে বসাইবে। উক্ত গর্ত্তে ছাই এবং লবণ দিতে হয়। উহা সারের কার্য্য করে এবং নারিকেলের চারাধ্বংসকারী কীট মারিয়া ফেলে। মধ্যে মধ্যে ইহাতে জল সিঞ্চন করিতে হয়। তাহা হইলে অল্পদিন মধ্যেই উক্ত নারিকেল হইতে চারা বাহির হইবে। পরে ৬ মাস কি এক বৎসর অন্তে উহা স্থানান্তরে রোপণ করিলে কালক্রমে উহা পূর্ব্বোক্ত প্রকাণ্ড বৃক্ষে পরিণত হয়।

এই দ্বিতীয়বার রোপণের পূর্ব্বে রোপণ জন্য যে নূতন গর্ত্ত প্রস্তুত করিতে হয়, জমি উর্ব্বরা হইলে গর্ত্ত অতি ছোট হইলেই যথেষ্ট হয়, কিন্তু যদি জমি ভাল না হয়, তবে ১ হইতে ২ গজ প্রস্থে ও ২ হইতে ৩ ফিট্ গভীর গর্ত্ত প্রস্তুত করিতে হয়। কিন্তু ঐ জমি যদি শীতল কর্দ্দমযুক্ত হয়, তবে ঐ গর্ত্ত ছাই ও বালুকামিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা পরিপূর্ণ করিবে। যদি জলা জমি হয়, তবে গর্ত্তের চারিদিকে দেওয়াল প্রস্তুত করিতে হয়।

এই সমস্ত গর্ত্তে ১৬।১৭ হাত অন্তর চারা রোপণ করিতে হয়। জমিবিশেষে এই অন্তরের পার্থক্যও হইয়া থাকে। চারা পুতিয়া তাহার গোড়ার চতুঃপার্শ্বস্থ সরসভূমি পত্রাবরণ দ্বারা ঢাকিয়া রাখিতে হয়। যদি ঐ জমি স্বাভাবিক অনুর্ব্বর হয়, তবে লবণ, ছাই, খড়কুচি, পচামাছ, ছাগবিষ্ঠা ও অন্যান্য শুষ্কসার প্রথম এক বৎসরকাল এই চারার গোড়ায় দিতে হয়। এক বৎসর অতীত হইলে চারার নূতন পত্রোদ্গম হইতে থাকে। ঐ সময় চারার চারিদিগের জমি কোপাইয়া তাহাতে ছাই দিতে হয়। প্রতি বৎসর বর্ষার পূর্ব্বে এইরূপ করিতে হয়। ৪ বৎসর পরে গুঁড়ি দেখা দেয় ও প্রায় ১২টী পত্র বা বাইল ধারণ করে। পঞ্চমবর্ষে গুঁড়ি স্পষ্ট দেখা যায়। তখন প্রায় ২৪টী বাইল হয়। ইহার ৪।৫ বৎসর পরেই নারিকেল ফল ফলিতে আরম্ভ করে। এই বৃক্ষ বড় হইলে যদি অন্যস্থানে তুলিয়া পোতার আবশ্যক হয়, তবে প্রথমে একটী বড় গর্ত্ত প্রস্তুত করিয়া তাহাতে লবণ ও কিছু সার দিয়া, তৎপরে ঐ গাছটী তুলিয়া ঐ গর্ত্তে রোপণ করিতে হয়। তুলিবার সময় কতকগুলি শিকড় কাটিয়া ফেলিলেও কোন ক্ষতি হয় না। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বৃক্ষ প্রস্তুত হইলে উহা বৎসরে ৫০ হইতে ২০০ পর্য্যন্ত নারিকেল ফল প্রসব করে।

যে জমি নিম্ন ও বালুকাবিশিষ্ট এবং যেখানে সামুদ্রিক বায়ু প্রবাহিত হয় সেই জমিতেই উৎকৃষ্ট ও অধিক পরিমাণে নারিকেল জন্মে। নিম্নোক্ত প্রকারের জমিতে ভাল নারিকেল বৃক্ষ জন্মে না।

১। যে জমির রং ঘোর কাল বা নদীর ঘোলা জলের ন্যায় এবং যাহা বালুকামিশ্রিত।

২। যে মৃত্তিকা কর্দ্দম ও বালুকামিশ্রিত লৌহবৎ কঠিন।

৩। উপরে কর্দ্দম ও তাহার নীচে বালুকা।

৪। কর্দ্দম ও বালুকামিশ্রিত জমিতে পাথরের নুড়ি থাকিলে।

৫। যেখানে পশ্বাদি সর্ব্বদা প্রস্রাব করে ইত্যাদি।

(কিন্তু বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত কাঠিয়াবাড় প্রদেশের গোপনাথ নামক স্থানে যে নারিকেল বৃক্ষ জন্মে, উহা সাধারণতঃ পাহাড়েই হইয়া থাকে।)

মহিসুরে ৪ জাতীয় নারিকেল বৃক্ষ হয়।

১। লোহিতবর্ণবিশিষ্ট।

২। লোহিত ও সবুজমিশ্রিত।

৩। ফ্যাকাসে সবুজ বর্ণের।

৪। গাঢ় সবুজ বর্ণের।

ইহার মধ্যে লোহিত বর্ণের নারিকেল গুলি অতি সুস্বাদু বলিয়া খ্যাত।

বোম্বাই প্রদেশের অনেক স্থলে নারিকেল হইতে মদ প্রস্তুত করে। এই জন্য এখানে অনায়াসে নারিকেল প্রস্তুত হয়। মান্দ্রাজ, মহিসুর ও বোম্বাই প্রভৃতি স্থানেও নারিকেলের বহুল আদর দেখা যায়। বঙ্গদেশে খর্জ্জুর বৃক্ষ হইতে মদ প্রস্তুত হয়, নারিকেল হইতে হয় না, বোধ হয় সেই জন্যই এখানে যত্নপূর্ব্বক প্রায় কেহই নারিকেলের চাষ করে না। নওয়াখালি, বাখরগঞ্জ, যশোর ও ২৪ পরগণায় যথেষ্ট নারিকেল জন্মে।

সিংহলে ৫ প্রকার নারিকেল জন্মে।

১। টেম্বিলী—ইহার বর্ণ কমলানেবুর ন্যায় এবং আকৃতি বাদামের মত চেপ্টা।

২। টেম্বিলী অপেক্ষা ইহার আকার অপেক্ষাকৃত গোল।

৩। ইহার আকার হৃদ্‌পিণ্ডের আকৃতির ন্যায় ও বর্ণ পীতাভ। ছোবড়া ফেলিয়া দিলে ইহার মধ্যবর্ত্তী নারিকেলের মালা লালবর্ণ দেখা যায়।

৪। সাধারণতঃ সর্ব্বত্র বাজার হাটে যে প্রকার নারিকেল বিক্রয় হয়।

৫। রাজহংস ডিম্বের ন্যায় ছোট নারিকেল। এই নারিকেল অতি অল্প জন্মে, কিন্তু অতি সুস্বাদু।

নারিকেল গাছের অনেক শত্রু আছে। জমি যদি অত্যন্ত উর্ব্বরা হয়, তবে সেই জমিতে এক প্রকার কীট জন্মে। উহার মস্তক ঈষৎ লোহিতের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ। উহারা গাছের শিকড় দিয়া প্রবেশ করে ও গুঁড়ি ভেদ করিয়া বাহির হয়। অবশেষে গাছ মরিয়া যায়। স্থানবিশেষে এই কীটের আবার প্রকার ভেদ দৃষ্ট হয়। ইহাদের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার প্রধান ঔষধ লবণ। বৃক্ষের মস্তকে কিয়ৎ পরিমাণে লবণ প্রক্ষেপ করিলে ক্রমশঃ পত্রের গোড়া দিয়া ঐ লবণ বা লবণাক্ত জল বৃক্ষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণে লবণ ভিতরে প্রবেশ করিলে কীট বাহির হইয়া যায় অথবা মরিয়া যায়।

স্থানে স্থানে এই বৃক্ষের কাণ্ড ও নারিকেল দিয়া এক-প্রকার নির্য্যাস বা আটা বাহির হয়। উহা দেখিতে স্বচ্ছ ও ঈষৎ লাল আভাযুক্ত।

নারিকেলত্বক্ বা ছোবড়া এবং পত্রের ডাঁটার গোড়ার অংশ দ্বারা রং প্রস্তুত হয়। উহাদ্বারা কাপড় ছোপান বা রং করা যায়।

নারিকেল হইতে যে দুগ্ধ প্রস্তুত হয়, চূণ বা অন্য রঙ্গের সহিত মিশ্রিত করিয়া দেওয়াল রং করিলে দেওয়ালের চাক্‌চিক্য বর্দ্ধিত ও রং দীর্ঘস্থায়ী হয়।

নারিকেলের ছোবড়া দ্বারা দড়ি, কাছি, গদি, ঘোড়ার সাজ ইত্যাদি প্রস্তুত হয়। সর্ব্বাপেক্ষা কোচীন, মান্দ্রাজ, লাক্ষাদ্বীপ, মলবার, সিংহল, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি স্থানের নারিকেলের ছোবড়া উৎকৃষ্ট। ইহার মধ্যে আবার কোচীনের ছোবড়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ছোবড়ার আঁশ ভাল হইলে দড়িও ভাল হয়। উৎকৃষ্ট দড়ি প্রস্তুত করিতে হইলে, যে নারিকেল গাছে এক বৎসর হইয়াছে, ঐ নারিকেল সংগ্রহ করিয়া, উহার ছোবড়া স্থানভেদে ৬ মাস হইতে ১৮ মাস পর্য্যন্ত ভিজাইয়া রাখিয়া তাহা মুদ্গর দ্বারা পিটিয়া ও আঁচড়াইয়া আঁশ প্রস্তুত করিতে হয়। ঐ আঁশের দড়ি প্রভৃতি দেখিতে অতি সুন্দর ও প্রায় শুভ্রবর্ণবিশিষ্ট। লাক্ষাদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে উক্ত নিয়মে নারিকেলের ছোবড়ার আঁশ প্রস্তুত করে। কিন্তু আবার কেহ কেহ বলেন যে নারিকেলের ছোবড়ার দড়ি পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়া দ্বারা শুভ্রতর করিবার চেষ্টা করিলে, উহার প্রকৃত গুণের অর্থাৎ কাঠিন্য বা দীর্ঘস্থায়িশক্তির হ্রাস হয়।

মলবার উপকূল প্রভৃতি যে সমস্ত স্থানে মদ প্রস্তুত জন্য নারিকেলের গায়ে ছিদ্র করিয়া দেয়, সে সমস্ত নারিকেলের ছোবড়া উৎকৃষ্ট ও শক্ত হয় না। ভারতবর্ষের মধ্যে মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীতেই অধিক পরিমাণে নারিকেলের দড়ি বা কাতা প্রস্তুত হয়। ১৬শ শতাব্দীর মধ্যভাগে য়ুরোপে প্রথম কাতার আমদানী হইয়াছিল।

নারিকেলের পত্র দ্বারা মাদুর, পরদা এবং ঝুড়ি প্রস্তুত হয়। প্রতি পত্রের মধ্যস্থলে যে সূক্ষ্ম শলাকা থাকে, তদ্দ্বারা সম্মার্জ্জনী প্রস্তুত হইয়া থাকে। কোন কোন দ্বীপবাসীরা এই পত্র দ্বারা ছোট নৌকার পাইল নির্ম্মাণ করে। অনেক স্থানে এই পত্রদ্বারা ঘর ছাইয়া থাকে। শুষ্ক পত্র জ্বালানী কাষ্ঠস্বরূপ ব্যবহৃত হয়।

নারিকেল হইতে প্রধানতঃ ছোবড়া, দড়ি, তৈল, চিনি, মিষ্টান্ন ও মদিরা প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার তৈল অতি আবশ্যক দ্রব্য। [নারিকেলতৈল দেখ।]

কচি নারিকেল শৈত্যকারক, ইহার মূল সঙ্কোচক এবং তৈল কডলিভারতৈলের গুণবিশিষ্ট। সুতরাং নারিকেল অনেক সময় ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। ইহার দুগ্ধ, কাঁদির রস প্রভৃতি সমস্তই ঔষধে লাগে। ইহার জলের উপকারিতা সম্বন্ধে কোন কোন ডাক্তার বলিয়াছেন যে অপরিপক্ক নারিকেলের জল বা দুগ্ধ সুগন্ধবিশিষ্ট, পিপাসানাশক, শৈত্যপ্রদ এবং ইহা পিত্তজ্বর ও প্রস্রাবের পীড়ার পক্ষে বিশেষ উপকারী। এই জল বেশী পান করিলেও কোন ক্ষতি হয় না এবং কাহারও কাহারও মতে ইহা রক্তপরিষ্কারক। নারিকেলের নেওয়া বা কোমল শাঁস পুষ্টিকারক, স্নিগ্ধ গুণবিশিষ্ট ও মূত্রকারক। ইহার দুগ্ধ ৪ হইতে ৮ আউন্স প্রত্যহ দুই তিনবার সেবনে যক্ষ্মারোগীর ও ধাতুবিকৃত রোগীর বিশেষ উপকার হয়।

এই দুগ্ধ অতি সুস্বাদু। শিশুদিগকে ইহা পান করান যাইতে পারে। অধিক পরিমাণে এই দুগ্ধ পান করিলে জোলাপ লওয়ার কার্য্য করে। নারিকেলের মালা অগ্নিদগ্ধ করিয়া লালবর্ণ থাকিতে থাকিতে একটী পাথরবাটীর ভিতরে রাখিয়া দিলে উহাতে অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলে ঘামের ন্যায় জল লাগিয়া থাকে। ঐ ঘাম-জল দাদের মহৌষধ।

নারিকেলের শাঁস ও তৈলের সহিত ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যযোগে আবার নানা প্রকার ঔষধ প্রস্তুত হয়। বালকবালিকার গলার ভিতরে ক্ষত হইলে কচি নারিকেলের জল বিশেষ উপকারী।

নারিকেলের মাথি অতি সুস্বাদু এবং জ্বর অবস্থায় ইহা পিত্তনাশক। ঝুনা নারিকেলের শাঁস, চাউল ভাজা ও শর্করা-যোগে এক প্রকার মিষ্ট দ্রব্য প্রস্তুত হয়।

নারিকেলের কাঁদির রস টাট্‌কা অবস্থায় তাড়িস্বরূপ ব্যবহৃত হয়। নিম্নোক্ত প্রকারে ঐ রস বাহির করিতে দেখা যায়। নারিকেলের কাঁদি দুই ফিট্ লম্বা ও তিন ইঞ্চ পুরু হইলে উহা নারিকেলপত্র দ্বারা দৃঢ়রূপে বাঁধিতে হয়। তাহা হইলে আর বড় হইতে পারে না। তৎপরে ঐ কাঁদির অগ্রভাগ এক ইঞ্চি পরিমাণে বক্রভাবে কাটিয়া ফেলিয়া মুদ্গর দ্বারা ছেঁচিয়া দিতে হয়। ৫ হইতে স্থানে স্থানে ১৫ দিন পর্য্যন্ত প্রাতে ও সন্ধ্যার সময় এইরূপ করিলে উহা মৃৎপাত্রে সংগ্রহ করিতে হয়। ইহারই নাম নারিকেলের রস বা তাড়ি। এই রস পচাইয়া চোঁয়াইয়া লইলে আরক প্রস্তুত হয়।

নারিকেলের রস, অল্প অগ্ন্যুত্তাপে রাখিলে কিয়ৎক্ষণ পরে জলাংশের কতকাংশ বাষ্প হইয়া যায় ও যে রস অবশিষ্ট থাকে, তাহা চিনির জলের ন্যায় সুমিষ্ট। আরও কিছুক্ষণ জ্বাল দিলে জলাংশ নিঃশেষিত হইলে চিনির অংশ পড়িয়া থাকে। এইরূপে নারিকেলগুড় ও নারিকেলের মিছরীও প্রস্তুত হয়।

নারিকেলের গুঁড়িতে ঘরের আড়া, শাঁকোর খুঁটি, ছড়ি ও নানা প্রকার ব্যবহার্য্য দ্রব্য প্রস্তুত হয়।

নারিকেলের মালায় উত্তম উত্তম হুঁকা প্রস্তুত হয়। পানের সহিত সুপারির পরিবর্ত্তে নারিকেলের কচি কচি শিকড় খাওয়া যায়।

আয়ুর্ব্বেদ মতে ইহার গুণ—নারিকেলফল শীতল, তৈলাক্ত, দুর্জ্জর, বস্তিশোধন, বিষ্টম্ভী, বৃষ্য, বৃংহণ, বলকারী, পিত্তজ্বর, পিত্তদোষ ও দাহনাশক। পুরাতন বা জীর্ণ নারিকেল পিত্তকর, ভারী, বিদাহী এবং বিষ্টম্ভী।

নবীনফলের জল শীতল, হৃদয়ের হিতকারক, দীপন, বীর্য্যবর্দ্ধক, হালকা। বিসূচিকা, তৃষ্ণা, পরিণামশূল, অম্লপিত্ত, অরুচি, ক্ষয়, রক্তপিত্ত, বাতরক্ত, পাণ্ডু, পিত্ত ও পিপাসানাশক। অত্যন্ত স্বাদু ও বস্তিশোধক। ফলের শাঁস কোমল, শীতল, বস্তিশোধক, শুক্রল ও বাতপিত্তনাশক। পক্ব (ঝুনা) নারিকেল-গুণ—কিঞ্চিৎ পিত্তকর, রুচ্য, মধুর ও শীতল। নারিকেলের মাতি কষায়, স্নিগ্ধ, মধুর, বৃংহণ ও ভারী।

কোমল নারিকেল অর্থাৎ নেওয়া শাঁস পিত্তজ্বর ও মূত্রদোষনাশক।

নারিকেল জলে পিপাসা নিবারিত হয়, ইহা শীতল, হৃদ্য, দীপন ও শুক্রবৃদ্ধিকর।

কচি নারিকেল-জল প্রায়ই বিরেচন। (রাজনি° ভাবপ্র°)

পিত্তজ্বরে কোমল নারিকেল ও নারিকেলোদক বিহিত।

নারিকেল আমাদের একটী প্রধান খাদ্য। অষ্টমীতিথিতে নারিকেল ভোজন নিষিদ্ধ। কিন্তু মহাষ্টমীর দিন দেবীর প্রসাদ নারিকেল ভোজন করা যাইতে পারে। মোহবশতঃ অষ্টমীর দিন নারিকেল ভোজন করিলে মূর্খ হয়। কোজাগর রাত্রিতে নারিকেলোদক পান করিয়া জাগরণ বিধেয়।

"নারিকেলোদকং পীত্বা কোজাগর্ত্তি মহীতলে।" (তিথিতত্ত্ব)

কাংস্যপাত্রে নারিকেলোদক মদ্যতুল্য। এইজন্য কাঁসারপাত্রে নারিকেল জলপান করিতে নাই।

"নারিকেলোদকং কাংস্যে তাম্রপাত্রে স্থিতং মধু।
গব্যঞ্চ তাম্রপাত্রস্থং মদ্যতুল্যং স্মৃতং বিনা॥" (কর্ম্মলোচন)

নারিকেলে অনেকপ্রকার খাদ্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। ঝুনা নারিকেল বাটিয়া ঘৃত, দুগ্ধ ও শর্করা সহযোগে অতি সুমিষ্ট খাদ্য প্রস্তুত হয়, সেই সকল খাদ্য দ্রব্য লড্ডুক, নারিকেল, চিঁড়া, চন্দ্রপুলি প্রভৃতি নানাবিধ নামে অভিহিত হয়।

নারিকেলক্ষীরী (স্ত্রী) নারিকেলোদ্ভবা ক্ষীরী। নারিকেলোদ্ভব খাদ্যদ্রব্য বিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—নারিকেল পাতলা করিয়া কাটিয়া তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিবে, পরে গো-দুগ্ধ, চিনি ও গব্যঘৃতসহ একত্র মিলিত করিয়া মৃদু অগ্নির উত্তাপে পাক করিবে। এইরূপ প্রক্রিয়াদ্বারা যে সামগ্রী প্রস্তুত হয়, তাহাকে নারিকেলক্ষীরী কহে। ইহার গুণ—স্নিগ্ধ, শীতল, অতিশয় পুষ্টিকারক, গুরু, মধুরস, শুক্রবর্দ্ধক এবং রক্তপিত্তবায়ুনাশক। (ভাবপ্র°)

নারিকেলখণ্ড (পুং) ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—সুপক্ব নারিকেল-শস্য শিলায় পেষণ ও বস্ত্রদ্বারা নিষ্পীড়ন করিয়া তাহার ৪ পল লইয়া অর্দ্ধ পোয়া ঘৃতে ভাজিয়া লইতে হইবে। তৎপরে ৪ সের নারিকেল-জলে ॥০ সের চিনি গুলিয়া ছাকিয়া লইবে। এই জলে নারিকেল শাঁস দিয়া পাক করিবে। পাক সিদ্ধ হইলে নামাইয়া ধনিয়া, পিপুল, মুতা, বংশলোচন, জীরা, কৃষ্ণজীরা প্রত্যেক অর্দ্ধতোলা, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর প্রত্যেকে ১ মাষা চূর্ণ করিয়া প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিয়া লইবে। এই ঔষধ সেবন করিলে অম্লপিত্ত, অরুচি, ক্ষয়রোগ, রক্তপিত্ত, শূল ও বমি নিবারণ হয়। ইহাতে পুরুষত্ব বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

বৃহন্নারিকেলখণ্ড। প্রস্তুতপ্রণালী—৮ পল নারিকেলশস্য শিলাতলে উত্তমরূপে নিষ্পেষণ করিয়া ৫ পল ঘৃতে ভাজিতে হইবে। তাহার পর ১৬ সের নারিকেল-জলে, ২ সের চিনি গুলিয়া ছাকিয়া লইতে হইবে, পরে তাহার সহিত ঘৃত-ভর্জ্জিত নারিকেলশস্য ৮ পল শুঁঠচূর্ণ ৪ পল ও দুগ্ধ দুই সের দিয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। পাক সিদ্ধ হইলে বংশলোচন, ত্রিকটু, মুতা, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, ধনিয়া, পিপুল, গজপিপুল ও জীরা প্রত্যেক চূর্ণ ৪ তোলা এই সকল নিক্ষেপ করিয়া উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া নামাইতে হইবে। মাত্রা অর্দ্ধতোলা। ইহা সেবন করিলে শূল ও অম্লপিত্ত, হৃদ্রোগ প্রভৃতি বিনষ্ট হয়। এই ঔষধ বল-পুষ্টিকর, হৃদ্য ও উত্তম বাজীকরণ (ভৈষজ্যরত্না° শূলাধিকার)

ভাবপ্রকাশে নারিকেলখণ্ডের প্রস্তুতপ্রণালী এইরূপ লিখিত আছে—

নারিকেল ৪ পল, ১ পল গব্যঘৃতে ভাজিয়া নারিকেল জল সহ, তদভাবে গব্যদুগ্ধ সহ পাক করিবে। তদনন্তর পাক সমাপ্ত হইলে নামাইয়া শীতল হইলে পশ্চাৎ এই সকল চূর্ণপ্রক্ষেপ করিতে হইবে।

চূর্ণ যথা—ধনিয়া, পিপুল, মুস্তা, দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্র ও নাগকেশর, এই সকল বস্তু প্রত্যেকে অর্দ্ধতোলা করিয়া প্রক্ষেপ করিবে। এই নারিকেলখণ্ড অগ্নির বলাবল অনুসারে এক পল কিংবা অর্দ্ধপল পরিমাণে প্রত্যহ ভক্ষণ করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে পুরুষত্ব, নিদ্রা ও বল বর্দ্ধিত হয় এবং অম্লপিত্ত, রক্তপিত্ত, পরিণামশূল ও ক্ষয়রোগ নষ্ট হইয়া থাকে।

বৃহন্নারিকেলখণ্ড। প্রস্তুতপ্রণালী—উত্তমরূপে পেষিত নারিকেল এক প্রস্থ, বীজরহিত কুষ্মাণ্ড অর্দ্ধ আঢ়ক, এক কুড়ব গব্যঘৃত দ্বারা নারিকেল ও কুষ্মাণ্ড ভাজিতে হইবে। তৎপরে গব্যদুগ্ধ এক আঢ়ক এবং চিনি দুই প্রস্থ পরিমাণ উহাতে নিঃক্ষেপ করিয়া সমস্ত একত্র মৃদু অগ্নির উত্তাপে পাক করিবে, উত্তমরূপে পাক সমাপ্ত হইলে নামাইতে হইবে, তৎপরে ইহা শীতল হইলে এই সকল চূর্ণ প্রক্ষেপ দিতে হইবে। যথা—ছোট এলাচ, ধনে, আমলকী, ক্ষেতপাপড়া, মুস্তা, বালা, বেণারমূল, রক্তচন্দন, কিস্‌মিস্, পাণিফল, কেশুর, দারুচিনি, তেজপত্র এবং কর্পূর এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে চারিতোলা। এই সকল চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে আলোড়নপূর্ব্বক নূতন মৃৎপাত্রে স্থাপন করিবে। এই ঔষধ এক পল পরিমাণে সেবনীয় অথবা রোগীর অগ্নি-বল বিবেচনা করিয়া যথামাত্রা প্রাতঃকালে সেবন করাইবে। এই ঔষধ সেবন করিলে অম্লপিত্ত, জ্বর, পিত্ত, রক্তপিত্ত, অরুচি, বাতরক্ত, পিপাসা, দাহ, পাণ্ডুরোগ, কামলা, ক্ষয় এবং পরিণামশূল আরোগ্য হয়। পুরাকালে ভগবান্ অশ্বিনীকুমার ইহার প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহা বর্ণপ্রসাদক, শরীরের উপচয়কারক, শুক্রবর্দ্ধক, এবং পুংস্ত্ব, নিদ্রা ও বলপ্রদায়ক।

নারিকেলতৈল (ক্লী) নারিকেলফলসম্ভব তৈল। বৈদ্যকমতে ইহার গুণ—এই তৈল বাজীকর, গুরু, ক্ষীণধাতুর পোষক বাত ও পিত্তনাশক, মূত্রাঘাত, প্রমেহ, শ্বাস, কাস, যক্ষ্মা, বুদ্ধিলোপে হিতকর ও ক্ষতনাশক।

"নারিকেলফলোদ্ভূতং তৈলং বাজীকরং গুরু।
পোষণং ক্ষীণধাতূনাং বাতপিত্তপ্রণাশনম্॥
মূত্রাঘাতে প্রমেহে চ শ্বাসে কাসে চ যক্ষ্মনি।
মেধালোপে চ হিতদং ক্ষতান্তঃকরণং তথা॥" (আত্রেয়সং°)

প্রস্তুত প্রণালী—ঝুনা নারিকেল সংগ্রহ করিয়া উহার বাহিরের ছোবড়া-অংশ ফেলিয়া দিলে, মধ্যে কঠিন ত্বকাবৃত যে দ্রব্যটী পাওয়া যায়, উহা কাটারি দ্বারা কাটিলে তন্মধ্যে একপ্রকার শুভ্র বর্ণের কঠিন দ্রব্য দেখা যায়। উহার নাম নারিকেলের শাঁস ঐ শাঁস বা সারাংশ হইতেই তৈল প্রস্তুত হইয়া থকে। ভারতবর্ষে নিম্নলিখিত উপায়ে নারিকেল হইতে জলের ন্যায় স্বচ্ছ ও বর্ণহীন তৈল প্রস্তুত হয়। প্রথমে নারিকেলের শাঁস কিছু ক্ষণ জলে সিদ্ধ করিয়া তৎপরে উহা একটী যন্ত্রে ফেলিয়া ছেঁচিয়া বা বাটিয়া লইতে হয়। তদনন্তর ঐ বাটা শাঁস জলের সহিত

জ্বাল দিতে লাগিলে, তৈল জলের উপর ভাসিয়া উঠে। এই তৈল অতি পরিষ্কার ও তরল। সাধারণতঃ নারিকেলের শাঁস ঘানীযন্ত্রে ফেলিয়া পেষণক্রিয়া দ্বারা নারিকেলতৈল প্রস্তুত হইয়া থাকে।

কোন কোন স্থানে নারিকেলের শাঁস অগ্ন্যুত্তাপে বা সূর্য্যকিরণে ভালরূপ শুকাইয়া পরে ঘানীতে পিষিয়া তৈল প্রস্তুত করে। এইরূপ নানা স্থানে নানা উপায়ে নারিকেল হইতে তৈল বাহির করা হইয়া থাকে। নাতিশীতোষ্ণ দেশে নারিকেলতৈল শূকরের চর্ব্বির ন্যায় ঘন ও শুক্ল।

গ্রীষ্মপ্রধান স্থানে নারিকেলতৈলের রং শুভ্র এবং জলের ন্যায় তরল। টাট্‌কা অবস্থায় ইহা সুগন্ধি থাকে, কিন্তু একটু পুরাতন হইলে উগ্র গন্ধবিশিষ্ট হয়। য়ুরোপে বাতি ও সাবান প্রস্তুত জন্য এই তৈলের বহুল ব্যবহার হয়। দাক্ষিণাত্যে রন্ধন-ক্রিয়া, নানা স্থানে প্রদীপে পোড়াইবার জন্য, চিত্রকার্য্যে, সাবান প্রস্তুত করিতে ও গায়ে মাখিবার উদ্দেশে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যখন অত্যন্ত টাট্‌কা থাকে, তখন ঔষধার্থেও ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়।

কোচীনে সর্ব্বোত্তম নারিকেলতৈল প্রস্তুত হয়। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সি ও তিরুবাঙ্কোড়ে বিপুল নারিকেলতৈলের ব্যবসা আছে। মালদ্বীপ ও লাক্ষাদ্বীপে তৈল হয় না।

নারিকেলতৈলের আপেক্ষিক গুরুত্ব ·৮৯২। পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে, নারিকেলতৈলের সহিত কতকগুলি কঠিন ও বাষ্পীয় অম্ল আছে। গ্লিসিরন্ অম্ল ইহার একটী প্রধান অঙ্গ। এই তৈল সেবনে কড্‌লিভার তৈলের ন্যায় উপকার পাওয়া যায়। ইহা অন্য দ্রব্যের সহিত মিশাইয়া নানা প্রকার ঔষধ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

নারিকেল দ্বীপ, প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য-বর্ণিত একটী দ্বীপ। কথাসরিৎসাগর পাঠে জানা যায়, ভারতীয় বণিকগণ সমুদ্রপথে এই দ্বীপে যাতায়াত করিতেন। এই দ্বীপ কোথায়,? এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ বলেন, আন্দামানদ্বীপের নিকট যে নারিকেলগাছ বেষ্টিত ক্ষুদ্র দ্বীপাবলী দৃষ্ট হয়, তাহাই নারিকেলদ্বীপ, আবার কাহারও মতে—বর্ত্তমান মালদ্বীপ। চীনপরিব্রাজক হিউএন্-সিয়াং এই দ্বীপে গিয়াছিলেন। তাঁহার বর্ণনায় জানা যায় যে, সিংহলদ্বীপ হইতে (১০০০ লি) প্রায় শত ক্রোশ দক্ষিণে নারিকেলদ্বীপ অবস্থিত। এরূপস্থলে উপরোক্ত উভয়স্থানকেই প্রাচীন নারিকেল দ্বীপ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। তবে কোথায়? সুমাত্রাদ্বীপের দক্ষিণ।

১৬০৮-৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কাপ্তেন কিলিং সুমাত্রার দক্ষিণে একটী দ্বীপ আবিষ্কার করেন। এই দ্বীপ এখন আবিষ্কর্ত্তার নামানুসারে 'কিলিং' নামে খ্যাত হইয়াছে বটে, কিন্তু স্থানীয় লোকেরা 'কোকো' অর্থাৎ নারিকেলদ্বীপ বলিয়াই জানে। হিউএন্-সিয়াংএর বর্ণনায় এই দ্বীপই প্রাচীন নারিকেল দ্বীপ বলিয়া মনে হয়।

১৮২২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই দ্বীপের বিশেষ বিবরণ কিছুই পাওয়া যায় নাই। তৎপরে আলেকজণ্ডার হেয়ার কতকগুলি মলয়দেশীয় স্ত্রী ও পুরুষ লইয়া এই স্থানে যাইয়া বাস করেন। তৎপরে আরও কএকটী উপনিবেশ স্থাপিত হয়। দক্ষিণ কিলিং, উত্তরকিলিং, সেলিম, বেরিয়াল, রস্, ওয়াটার, ডাইরেক্সন্ ও হর্সবারা দ্বীপপুঞ্জ এই কিলিং দ্বীপের অন্তর্গত। অক্ষা° ১১°৫০´ দক্ষিণ ও দ্রাঘি° ৯৬°৫১´ ৩´´ পূর্ব্ব মধ্যে উত্তর কিলিং দ্বীপ অবস্থিত। এই সমস্ত দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বড় বড় গুলিতে বিশুদ্ধ জল আছে। এখানে নারিকেল, শূকর ও অন্যান্য গৃহপালিত পশু এবং ইক্ষু পাওয়া যায়। আডমিরাল ফিজরয় বলেন যে, এই দ্বীপের কাঁকড়ায় নারিকেল ও মৎস্যে প্রবাল ভক্ষণ করে। কুকুরে মৎস্য ধরে এবং মনুষ্য কচ্ছপপৃষ্ঠে আরোহণ করে। অধিকাংশ সমুদ্র-পক্ষী বৃক্ষশাখায় থাকে এবং ইন্দুরেরা প্রায়ই বড় বড় তালগাছে বাসা বাঁধে। এখানে সর্ব্বদাই ভূমিকম্প অনুভূত হয়। দক্ষিণ কিলিং দ্বীপে ৯ মাইল লম্বা ও ৬ মাইল প্রস্থে একটী অল্পগভীর হ্রদ আছে। এই হ্রদের জল স্থির এবং ইহার চতুর্দ্দিকে অনেক নারিকেল গাছ দৃষ্ট হয়। এখানে নারিকেল ভক্ষক, 'বির্‌গুস্ লেট্রো,' 'দস্যু প্রভৃতি নানাপ্রকার কাঁকড়া পাওয়া যায়।

ইহাদের মধ্যে কাহারও ক্ষুদ্র,কাহারও লম্বা লেজ আছে এবং পাণ্ডরি-পশুর সহিত ইহাদের অনেক সৌসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। নারিকেল গাছ হইতে যে সমস্ত নারিকেল মাটিতে পড়ে, তাহা ভক্ষণ করিয়া ইহারা জীবন ধারণ করে। তবে ইহাদের গাছে উঠিয়া নারিকেলপাড়ার কথা, কেবল প্রবাদ মাত্র। ইহাদের সম্মুখের পায়ের অগ্রভাগে অত্যন্ত দৃঢ় ও কাচির ন্যায়দ্বিদলবিশিষ্ট দাড়া আছে এবং সর্ব্ব পশ্চাৎপদেও ঐরূপে দাড়া দৃষ্ট হয়, কিন্তু এই দাড়া অত্যন্ত সরু ও অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল। নারিকেল বৃক্ষ হইতে পতিত হইলে, উক্ত কাঁকড়া ঐ নাড়িকেল লইয়া সম্মুখের পদদ্বয়ের সাহায্যে ইহার ছোবড়া তুলিয়া ফেলে। পরে এই ছোবড়াশূন্য নারিকেলের মালার উপর নিয়ত তাহাদের সম্মুখের পায়ের অগ্রভাগ দ্বারা আঘাত করিতে করিতে ছিদ্র করিয়া ফেলে ঐ ছিদ্র দ্বারা উহাদের পশ্চাতের সরু পায়ের সাহায্যে নারিকেলাভ্যন্তরস্থ সমস্ত শাঁস বাহির করিয়া ভক্ষণ করে। ইহারা মৃত্তিকায় গর্ত্ত করিয়া তাহার ভিতরে নারিকেলের ছোবড়া

বহু পরিমাণে সংগ্রহ পূর্ব্বক তদুপরি শায়িত থাকে। এই কাঁকড়ারা দিনের বেলায় যাবতীয় কার্য্য সম্পন্ন করে, কিন্তু এরূপ প্রবাদ আছে যে তাহারা প্রতিরাত্রি সমুদ্রে যায়। ইহা অতি সুখাদ্য এবং ইহাদের সম্মুখের বড় বড় পায়ের ভিতরে শাঁসযুক্ত তৈল থাকে। ঐ তৈল অতি উপাদেয়।

নারীকেললবণ (ক্লী) লবণৌষধ ভেদ। প্রস্তুতপ্রণালী—জল ও ত্বক্ সহিত নারিকেলের মধ্যে সৈন্ধবলবণ পুরিয়া দগ্ধ করিবে। পরে তন্মধ্যস্থিত সৈন্ধব বাহির করিয়া লইবে। ৪ মাষা পরিমাণে সেব্য। অনুপান উষ্ণ জল। এই ঔষধ সেবনে সকল প্রকার পরিণামশূল বিনষ্ট হয়। (ভৈষজ্যরত্না° শূলাধি°)

নারীকেলামৃত (ক্লী) ঔষধভেদ। প্রস্তুতপ্রণালী—সুপক্ব নারিকেলশস্য শিলাতে পেষণ করিয়া বস্ত্রে নিষ্পীড়ন করিয়া ৪ সের পরিমাণে লইয়া ৪ সের ঘৃতে ভাজিতে হইবে। তৎপরে পাকার্থ নারিকেলজল ৩২ সের, গব্য দুগ্ধ ২২ সের, আমলকীর রস ৪ সের, চিনি ১২॥ সের, শুঁঠচূর্ণ ২ সের, এই সকল একত্র পাক করিবে। আসন্ন পাকে প্রক্ষেপার্থ ত্রিকটু, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর প্রত্যেক ১ পল, আমলকী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, ধনিয়া, গেঁঠেলা, বংশলোচন ও মুতা প্রত্যেকে ৬ তোলা, শীতল হইলে মধু ॥০ অর্দ্ধসের মিশ্রিত করিয়া লইতে হইবে। মাত্রা ১ তোলা হইতে ২ তোলা পর্য্যন্ত। অনুপান দুগ্ধ ও মুদ্গ-যূষ প্রভৃতি। এই ঔষধ সেবন করিলে অম্লপিত্ত ও সকল প্রকার শূল নাশ হয়। ইহা অগ্নিসন্দীপনকর, রসায়ন, সকল প্রকার মূত্রদোষ, রক্তপিত্ত, পীনস প্রভৃতি রোগনাশক।

(ভৈষজ্যরত্না° শূলাধিকার)

নারী, বর্ত্তমান তিব্বতের উত্তরপশ্চিমাংশবর্ত্তী একটী জনপদ। গড়বাল ও কুমায়ুনের মধ্য দিয়া যে ৫টী গিরিপথ ভোট অভিমুখে গিয়াছে, তাহারই প্রান্তসীমায় এই জনপদ অবস্থিত। ভোটদেশ-বাসী চীনের রাজপ্রতিনিধিগণ মোগল বা তুরুকসৈন্য লইয়া এই প্রদেশ শাসন করিয়া থাকেন। এখানকার তাতারেরা অশ্ব-মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে। এই প্রদেশ অতিশয় উচ্চ ও অনুর্ব্বর। সিন্ধু-নদপ্রবাহিত অংশ ব্যতীত এখানে অতি অল্প লোকেরই বাস দেখা যায়। তিব্বতীয়েরা এই স্থানকে নারী-খোরসুম এবং হিমালয়বাসীরা হিমদেশ বলে। প্রবাদ এইরূপ পূর্ব্বকালে এখানে নারী বা স্ত্রীলোকই রাজত্ব করিত।

নারী (স্ত্রী) নুর্নরস্য বা ধর্ম্ম্যা, নৃ-অঞ্ (ঋতোঽঞ্। ৪।৪।৪৯ ইতি বার্ত্তিকোক্ত্যা অঞ্) ততো ঙীন্ (শার্ঙ্গরবাদ্যঞো ঙীন্। পা ৪।১।৭৩) স্ত্রী, ধর্ম্মচারযুক্তা, পর্য্যায়—যোষিৎ, স্ত্রী, অবলা, যোষা, সীমন্তিনী, বধূ, প্রতীপদর্শিনী, বামা, বনিতা, মহিলা, প্রিয়া, রমা, জনি, জনী, যোষিতা, জোষিৎ, জোষা, জোষিতা, ধনিকা, মহেলিকা, মহেলা, শর্ব্বরী, বোষীৎ, সিন্দূরতিলকা, সুভ্রূ। (জটাধর, শব্দরত্নাবলী প্রভৃতি) অলঙ্কার মতে, নারীগণ প্রথমতঃ চারিজাতিতে বিভক্ত, যথা—পদ্মিনী, চিত্রিণী, শঙ্খিনী ও হস্তিনী।

"পদ্মিনী চিত্রিণী চৈব শঙ্খিনী হস্তিনী তথা।
চতস্রো জাতয়ো নার্য্যা রতৌ জ্ঞেয়া বিশেষতঃ॥" (রসমঞ্জরী)

ইহার বিষয় রসমঞ্জরীতে এইরূপ লিখিত আছে—

"অতঃপর চারিজাতি বর্ণিব কামিনী।
পদ্মিনী চিত্রিণী আর শঙ্খিনী হস্তিনী॥"

পদ্মিনী——"নয়ন কমল কুঞ্চিত কুণ্ডল,
ঘনকুচস্থল মৃদুহাসিনী।
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নাসা, মৃদু মন্দ ভাষা,
নৃত্যগীতে আশা সত্যবাদিনী।
দেবদ্বিজে ভক্তি, পতি অনুরক্তি,
অল্প রতি শক্তি নিদ্রাভোগিনী॥
মদন আলয়, লোম নাহি হয়,
পদ্মগন্ধ কয় সেই পদ্মিনী।

চিত্রিণী——প্রমাণ শরীর, সর্ব্বকর্ম্মে স্থির,
নাভি সুগভীর মৃদুহাসিনী।
সুকঠিন স্তন, চিকুর চিক্কণ,
শয়ন-ভোজন-মধ্যচারিণী॥
তিন রেখাযুত কণ্ঠবিভূষিত,
হাস্য অবিরত মন্দগামিনী॥
মদন আলয়, অল্প লোম হয়,
ক্ষারগন্ধ কয় সেই চিত্রিণী।

শঙ্খিনী——দীঘল শ্রবণ, দীঘল নয়ন,
দীঘল চরণ দীঘল পাণি।
মদন আলয়, অল্প লোম হয়,
মীনগন্ধ কয় শঙ্খিনী জানি॥

হস্তিনী——স্থূল কলেবর স্থূল পয়োধর,
স্থূল পদকর ঘোরনাদিনী।
আহার বিস্তর, নিদ্রা ঘোরতর,
রমণে প্রখর পরগামিনী॥
ধর্ম্মে নাহি ডর, দম্ভ নিরন্তর,
কর্ম্মেতে তৎপর মিথ্যাবাদিনী।
মদন আলয়, বহু লোম হয়,
মদগন্ধ কয়, সেই হস্তিনী॥"

(ভারতচন্দ্রকৃত রসমঞ্জরী)

পদ্মিনী শশকনামক পুরুষে, চিত্রিণী মৃগে, শঙ্খিনী বৃষকে

এবং হস্তিনী অশ্বে পরিতুষ্ট থাকে। এই সকল নারী বালা, তরুণী, প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধা ভেদে চারিপ্রকার। ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত নারীদিগকে বালা, ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত তরুণী, ৫০ বৎসর প্রৌঢ়া ও তৎপরে বৃদ্ধা কহে। রতিবিষয়ে বালা প্রাণদায়িনী, তরুণী প্রাণহারিণী, প্রৌঢ়া বৃদ্ধকারিণী এবং বৃদ্ধা মৃত্যুদায়িনী। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে এই নারী ত্রিবিধ বলিয়া কথিত হইয়াছে যথা সাধ্বী, ভোগ্যা ও কুলটা। যাহারা পরলোকে ভয়, আপনার যশ ও কামস্নেহবশতঃ সর্ব্বদা স্বামিসেবা করে, তাহাদিগকে সাধ্বী কহে। যাহারা ভোগ্য বস্তুর প্রার্থী হইয়া কামস্নেহে পতি সেবা করে, তাহাদিগকে ভোগ্যা কহে, যতদিন পর্য্যন্ত অভিলষিত বস্ত্র ও অলঙ্কার প্রভৃতি প্রাপ্ত হয়, ততদিনই বশবর্ত্তিনী থাকে। কুলটা কুলাঙ্গারতুল্যা, ইহারা সর্ব্বদা স্বামীর প্রতি কপটরূপে সেবা করে, কিছুমাত্রও ভক্তি করে না। সর্ব্বদা কামাতুরা হইয়া নূতন নূতন জারকে প্রার্থনা করিয়া থাকে। ইহারা জারার্থে স্বপতিদিগকে হনন করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না। যাহারা ইহাদিগকে বিশ্বাস করে, তাহাদের জীবন নিষ্ফল। ইহাদের স্বভাব—হৃদয় ক্ষুরধার তুল্য, কার্য্যসিদ্ধির জন্য বাক্য অমৃতোপম, ক্রুদ্ধাবস্থায় বাক্য বিষতুল্য, প্রকৃতি কুৎসিত, অভিপ্রায় দুর্জ্ঞেয়। ইহারা অতিশয় মায়াবিনী ও সাহসে প্রবলা। ইহাদের কাম পুরুষ হইতে ৮ গুণ, আহার দ্বিগুণ নিষ্ঠুরতা চতুর্গুণ এবং কোপ ৬ গুণ অধিক। নারী সকল দোষের আকর। ইহাদের সহিত কোনপ্রকার ক্রীড়া বা সুখের সম্ভাবনা নাই। ইহাদের সহিত সম্ভোগে বপুঃক্ষয়, অতিপ্রীতিতে ধনক্ষয়, কলহে মাননাশ, সংবাসে পৌরুষ নষ্ট এবং বিশ্বাস করিলে সর্ব্বনাশ হয়। যতদিন ধনযৌবনাদি থাকে, ততদিনই ইহারা বশীভূত থাকে, রোগী, নির্গুণ, ও বৃদ্ধ হইলে ইহারা কিছুমাত্র গ্রাহ্য করে না। (ব্রহ্মবৈ° ব্রহ্মখ° ২৩ অ°)

মনুর মতে নারীগণ যথানিয়মে প্রতিপালিত হইলে কল্যাণকরী ও শ্রীবৃদ্ধিপ্রদায়িনী হইয়া থাকে।

নারীদিগকে বহুমানপূর্ব্বক ভোজনাদি দ্বারা সর্ব্বদা তুষ্ট করা কল্যাণকামী পিতা, ভ্রাতা, পতি এবং দেবরগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। যে কুলে নারীগণের সম্যক্ সমাদর আছে, দেবতাসকল সেইখানে প্রসন্ন থাকেন এবং যে পরিবারে নারীদিগের পূজা নাই, তাহাদের যাগাদি সকল ক্রিয়া বিফল। যে কুলে নারীগণ সর্ব্বদা দুঃখে অবস্থান করে, সেই কুল আশু বিনষ্ট হয়। নারীগণ দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া যে কুলে অভিসম্পাত দেন, সেই কুল অভিচারহতের ন্যায় সর্ব্বতোভাবে বিনষ্ট হয়। যাহারা শ্রীবৃদ্ধি কামনা করে, বিবিধ সৎকার্য্যকালেই হউক, আর উৎসব কালেই হউক নিত্যই অশন, বসন ও ভূষণাদি দ্বারা নারীদিগের সমাদর করা তাহাদে অবশ্য কর্ত্তব্য। (মনু ৩৷৫৫-৬০)

নারীদিগের ৬টী কার্য্য দোষাবহ যথা—পান, দুর্জ্জনসংস পতিবিরহ, ভ্রমণ, পরগৃহে নিদ্রা ও বাস।

"পানং দুর্জ্জনসংসর্গঃ পত্যা চ বিরহোঽটনম্।
স্বপ্নশ্চান্যগৃহে বাসো নারীণাং দূষণানি ষট্॥"

(হিতোপদেশ ১৷১৩২

নারীদিগের কোনকালেই স্বাধীনতা নাই। মনুতে লিখি আছে, নারীগণ বালিকাই হউন, অথবা যুবতী বা বৃদ্ধাই হউ কোনকালেই স্বতন্ত্রভাবে কার্য্য করা উচিত নহে। ইহা বাল্যাবস্থায় পিতার বশে, যৌবনে স্বামীর বশে, স্বামীর মৃত্যু পর পুত্রবশে অবস্থান করিবে, কদাচ স্বাধীনভাবে থাকি পারিবে না। ইহারা সর্ব্বদা প্রহৃষ্ট মনে কালযাপন করিবে নারীদিগের গৃহকর্ম্মে দক্ষতা, গৃহসামগ্রী সকল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা এবং ব্যয়বিষয়ে অমুক্ত হস্ত হওয়া একা আবশ্যক। (মনু ৫৷১৪৭-১৫০)

স্বামিগৃহে বাস, স্বামিসেবা ও গৃহকার্য্যে তৎপরতা প্রভৃতি নারীদিগের ব্রহ্মচর্য্য বলিয়া কথিত হইয়াছে। ইহাদের স্বামী বিনা কোন পৃথক্ যজ্ঞ নাই, স্বামীর অনুমতি ব্যতীত কো ব্রত উপবাস প্রভৃতি করিতে নাই, এক স্বামী সেবা করিলেই সকল ব্রতের ফল হইয়া থাকে।

সামুদ্রিক শাস্ত্র মতে—নিম্নলিখিত চিহ্নাদি দ্বারা নারীদিগের শুভাশুভ জানা যায়;—যে সকল নারীদিগের চরণে বজ্র, পদ্ম ও হলের চিহ্ন থাকে, সে স্ত্রী দাসী হইলেও রাজ্ঞীর তুল্য অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং নিত্য রাজভোগে জীবন অতিবাহিত করে। নারীদিগের জঙ্ঘা রোমশূন্য, সুগোল ও সরল, হাঁটুর সংযোগস্থল উচ্চনীচতাবিহীন এবং দুইটী হাঁটু সমান হইলে শুভ হয়। স্ত্রীদিগের উরু হস্তিশুণ্ডের ন্যায় স্থূল, সরল, সমান, সুবর্ত্তুল, সুন্দর, কোমল ও সুশীতল হইলে শুভাবহ হয়, কিন্তু জঙ্ঘাদেশ লোমযুক্ত হইলে অশুভ হয়। স্তনযুগল লোমবিহীন, স্থূল, সুবর্ত্তুল কমলকোরকবৎ ক্রমশঃ শেষে সূক্ষ্ম, কঠোর, উন্নত, অবিরল ও পরস্পর সমান, গ্রীবাদেশ হ্রস্ব ও শঙ্খের ন্যায় তিনটী রেখা বিশিষ্ট এবং বক্ষঃস্থল লোমশূন্য হইলে শুভ লক্ষণ জানিতে হইবে।

যে স্ত্রীলোকের অধর ও ওষ্ঠ ঈষৎ রক্তবর্ণ, মুখ অণ্ডের ন্যায় গোলাকার এবং মাংসজড়িত, দন্তকুন্দপুষ্পবৎ উজ্জ্বল ও সুদৃশ্য, বাক্য কোকিল অথবা হংসের ন্যায়, নাসিকা সমান ও পরিমিত রন্ধ্রবিশিষ্ট হইলে শুভাবহ জানিবে। যে কামিনীর কেশকলাপ স্বভাবতঃ স্নেহযুক্ত, কৃষ্ণবর্ণ, কোমল ও কুঞ্চিত এবং মস্তক, হস্ত ও চরণ সমভাগে বিভক্ত, সেই সকল স্ত্রী সৌভাগ্যবতী হয়।

যে নারীর হস্তে বা পদে অশ্ব, গজ, বিল্বতরু, যূপ, বাণ, যব, তোমার (লৌহশাবল), ধ্বজা চামর, মালা, ক্ষুদ্র পর্ব্বত, কর্ণ-ভূষণ, বেদিকা, শঙ্খ, ছত্র, কমল, মীন, স্বস্তিক, চতুষ্পথ, সর্প-ফণা, উত্তম রথ ও অঙ্কুশ প্রভৃতি যে কোন চিহ্ন থাকে, সে স্ত্রী রাজমহিষী হয়। যাহার মণিবন্ধ নিগূঢ়, হস্ত পদ্মের অভ্যন্তর-ভাগের ন্যায় সুদৃশ্য, করতল নিম্নও নহে ও উন্নতও নহে সেই সকল স্ত্রীলোক অতীব ঐশ্বর্য্যশালিনী হয়।

নারীদিগের ঊর্দ্ধ রেখা থাকিলে সকল প্রকার সৌভাগ্য-লাভ হইয়া থাকে। যে রেখা মণিবন্ধ হইতে উত্থিত হইয়া করতলের মধ্যভাগ দিয়া মধ্যমাঙ্গুলি পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকে, তাহাকে ঊর্দ্ধরেখা কহে। যাহার অঙ্গুষ্ঠের নিম্ন রেখা অল্প ছিন্নভিন্ন ভাবে থাকে, তাহার আয়ু অল্প এবং ঐ রেখা দীর্ঘভাবে ছিন্নভিন্ন থাকিলে দীর্ঘায়ু হয়। স্ত্রীলোকের হস্তে এই রেখা থাকিলে শুভ ও না থাকিলে অশুভ হয়। গমন-কালে যে নারীর চরণের কনিষ্ঠা কিংবা অনামিকা অঙ্গুলী মৃত্তিকাস্পৃষ্ট হয় না অথবা তর্জ্জনী বৃদ্ধাঙ্গুলীর উপর দিয়া যায়, সেই স্ত্রী নিশ্চয়ই কুলটা হয়। যে স্ত্রীর জঙ্ঘার উপরিভাগে দুইটী লোমময় ও শিরাবিশিষ্ট মাংসপিণ্ড থাকে, উদর কলসীর ন্যায় স্থূল ও গুহ্যদেশ বামাবর্ত্ত হইয়া অল্প নিম্ন হয়, সে স্ত্রী চির-দুঃখিনী হয়। যদি গ্রীবাদেশ ক্ষুদ্র ও যোনি দীর্ঘাকৃতি হয়, তবে তাহার কুলধ্বংস হয়।

যে স্ত্রীর গলা মোটা ও চক্ষু টেরা বা পিঙ্গলবর্ণ অথবা চঞ্চল হয়, সে অত্যন্ত প্রচণ্ডা ও কলহপ্রিয়া হইয়া থাকে। যে নারীর গণ্ডদেশ শ্বেতবর্ণ ও কূপবৎ নিম্ন, সে সতীর ন্যায় থাকিলেও ব্যভিচারিণী হইবে। যাহার কপালে লম্বমানরেখা থাকে, তাহার দেবর নষ্ট হয়। নারীদিগের উদরে ঐ লম্বমান রেখা থাকিলে তাহার শ্বশুরের মৃত্যু ও নিতম্বের উপরিভাগে ঐ রেখা থাকিলে স্বামী বিনষ্ট হয়। যাহার অধরের নিম্নে লোম জন্মে, সে অসৌভাগ্যবতী ও অশুভভাগিনী। যাহার স্তন লোমে পরিপূর্ণ, কর্ণযুগল ও দন্তসমূহ সমান নহে, সেই সকল নারী ক্লেশ ও ভয়ের কারণ হয়। যে নারীর দন্তমূলে কৃষ্ণবর্ণ মাংস থাকে, সে চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করে ও দন্তসমূহ দীর্ঘ হইলে তাহার স্বামীর মৃত্যু হয়। যে স্ত্রীর হস্ত শুষ্ক, বিষম ও শিরাময়, সে দরিদ্রা হয়। যে স্ত্রীর পদের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ গমনকালে মৃত্তিকা স্পর্শ করে না, তাহার পতির মৃত্যু হয় এবং সে স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া থাকে। যে স্ত্রীর গমনকালে ভূমিকম্প হয় সে শীঘ্র পতিঘাতিনী ও স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া থাকে। যাহার চরণের অঙ্গুলি সকল পরস্পর সংলগ্নপ্রায়, নখ তাম্রবর্ণ, পদ-দ্বয় উচ্চ শিরাযুক্ত ও কূর্ম্মপৃষ্ঠের ন্যায় সমুন্নত এবং গুল্ফ গূঢ়-ভাবাপন্ন হয়। সে রাজস্ত্রী হইয়া থাকে। যে কামিনীর পদতলে রেখা থাকিবে সে রাজমহিষী হইবে। যাহার মধ্যম অঙ্গুলি অন্য অঙ্গুলির সহিত মিলিত থাকে, তাহার উত্তম ভোগ হইয়া থাকে। যাহার অঙ্গুলি দীর্ঘ সেই রমণী কুলটা হইবে। যাহার অঙ্গুলি কৃশ সেই নারী অতি নির্ধনা, অঙ্গুলিখর্ব্বে অল্পপরমায়ু এবং অঙ্গুলি ভগ্নবৎ হইলে সেই রমণী ভগ্ন অবস্থায় থাকিবে। অঙ্গুলি চেপ্টা হইলে দাসী, অঙ্গুলি বিরল হইলে দুঃখিনী এবং গায় গায় সংলগ্ন থাকিলে পতিনাশ হয়। যে নারীর চরণের নখ সমুদয় স্নিগ্ধ, সমুন্নত, তাম্রবর্ণ, গোলাকার ও সুদৃশ্য এবং যাহার পদতলের পৃষ্ঠদেশ উন্নত, সেই রমণী রাজমহিষী হয়। যে নারীর পার্ষ্ণিদেশ সমান সেই নারী সুলক্ষণা। যাহার পার্ষ্ণিদেশ পৃথু সে দুর্ভাগিনী, উন্নত হইলে কুলটা এবং দীর্ঘ হইলে দুঃখভাগিনী হয়। নারীদিগের কটিদেশের পরিধি যদি এক হস্ত হয় এবং নিতম্ব সমুন্নত ও মসৃণ হয়, এই লক্ষণ শুভ-সূচক। নারীদিগের নিতম্ব যদি উন্নত, মাংসল ও স্থূল হয়, তাহা হইলে ঐশ্বর্য্যলাভ এবং ইহার বিপরীত হইলে দারিদ্র্য-ভোগ হয়। নাভি গভীর ও দক্ষিণাবর্ত্ত হওয়া মঙ্গলদায়ক। যাহার নাভি বামাবর্ত্ত, অগভীর ও উচ্চ তাহারা শোভমানা নহে। নারীদিগের স্তনদ্বয় যদি ঘন, গোল, দৃঢ়, স্থূল ও সমান হয়, তাহা হইলে প্রশস্ত ও ঐ স্তনদ্বয় যদি বিরল ও সূক্ষ্ম হয়, তাহা হইলে কল্যাণকর।

যে নারীর দক্ষিণ স্তন উন্নত, সে পুত্র এবং যাহার বাম স্তন উন্নত সে সৌভাগ্যশালিনী সুন্দরী কন্যা প্রসব করে। যাহার স্তনদ্বয়ের মূলদেশ স্থূল এবং উপরিভাগ ক্রমশঃ কৃশ হইয়া অগ্র-ভাগ সূক্ষ্ম হইয়াছে, সেই রমণী বাল্যকালে সুখভোগ করিয়া পরে দুঃখভাগিনী হইয়া থাকে। যাহার পাণিতল মৃদু, রক্তবর্ণ, ছিদ্ররহিত, অল্পরেখাবিভূষিত, প্রশস্ত রেখাযুক্ত ও মধ্যভাগে উন্নত সেই নারী সৌভাগ্যশালিনী হইয়া থাকে। নারীদিগের করতলে বহু রেখা থাকিলে বিধবা, নির্দ্দিষ্ট রেখা না থাকিলে দরিদ্রা এবং শিরাল হইলে ভিক্ষুকী হইয়া থাকে। যে নারীর করতলে দক্ষিণাবর্ত্তমণ্ডল, সে নারী রাজমহিষী হয়, অথবা স্বয়ং সাম্রাজ্যে অভিষিক্তা হইয়া থাকে। করতলে শঙ্খ, ছত্র ও কমঠ চিহ্ন থাকিলে রাজ-মাতা হয়। যে নারীর অঙ্গুষ্ঠমূল হইতে আরম্ভ করিয়া একটী রেখা কনিষ্ঠাঙ্গুলিমূল পর্য্যন্ত গমন করে, সেই নারী পতিঘাতিনী হইয়া থাকে। রমণীদিগের মধ্যে যাহার চক্ষু গোচক্ষু সদৃশ ও পিঙ্গলবর্ণ সে অত্যন্ত গর্ব্বিতা, পারাবতের ন্যায় চক্ষু হইলে দুঃশীলা এবং রক্তবর্ণ হইলে পতিঘাতিনী হইয়া থাকে। কোটর-নয়না হইলে দুষ্টা, গজচক্ষু হইলে অপ্রশস্তলক্ষণা এবং বামচক্ষু

কাণা হইলে পুংশ্চলী ও দক্ষিণ চক্ষু কাণা হইলে বন্ধ্যা হইয়া থাকে। যাহার ভ্রূর পার্শ্বে বা ললাটে আচিল থাকে, সেই নারী রাজ্যভোগ করে। বাম কপোলে আচিল থাকিলে সৌভাগ্যবতী হয়। যাহার হৃদয়ে তিল বা অন্য কোন চিহ্ন থাকে, সে সৌভাগ্যবতী এবং যে নারীর দক্ষিণ স্তনে তিলচিহ্ন থাকে, সেই রমণী চারিকন্যা ও দুই পুত্র প্রসব করে, যাহার বামস্তনে তিল বা রক্তবর্ণ অন্য কোন চিহ্ন থাকে, সেই নারী অগ্রে এক পুত্র প্রসব করিয়া পশ্চাৎ বিধবা হয়। যে নারীর গুহ্যদেশের দক্ষিণপার্শ্বে তিলচিহ্ন থাকে সে রাজমহিষী হয় এবং তাহার গর্ভে যে সন্তান জন্মে, সেও রাজা হয়। যদি কোন নারীর নাভির নিম্নে তিল বা আচলি থাকে, সেই নারী সৌভাগ্যশালিনী হয়।

যে নারীর ললাট, উদর ও ভগ এই তিন অংশ লম্বমান, সেই রমণী শ্বশুর, পতি ও দেবর এই তিনজনকে ভক্ষণ করে, এই জন্য রমণীদিগের পক্ষে ইহা মহাদোষ।

যে নারী গৌরবর্ণা এবং যাহার কেশগুলি সূক্ষ্ম, সেই কামিনী অষ্টপুত্র প্রসব করে এবং বিপুল সুখসৌভাগ্য ভোগ করিয়া থাকে।

কচ্ছপপৃষ্ঠবৎ বিস্তৃত এবং হস্তিস্কন্ধের ন্যায় উন্নতযোনিই নারীদিগের মঙ্গলদায়ক। যোনির বামভাগ উন্নত হইলে পুত্র জন্মিয়া থাকে। যে যোনি দৃঢ়, অবয়বে বিস্তৃত পরিমাণে বৃহৎ ও উন্নত, উপরিভাগে মূষিকগাত্রবৎ বিরল রোমযুক্ত, মধ্যভাগে অপ্রকাশিত, দুইপার্শ্বে মিলিত প্রায়, গঠনে ও বর্ণে কমলদলের ন্যায় ক্রমশঃ অধোদিকে সূক্ষ্ম, আকৃতিতে অশ্বত্থ-পত্রের ন্যায় ত্রিকোণ, ইহাই মঙ্গলকর ও সুপ্রশস্ত। (সামুদ্রিক)

গরুড়পুরাণেও নারীদিগের শুভাশুভ লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে ;—

যে কামিনীর কেশ আকুঞ্চিত, মুখ মণ্ডলাকার ও নাভি দক্ষিণাবর্ত্ত, সেই নারী কুলবর্দ্ধিনী হয়। যে রমণীর দেহকান্তি সুবর্ণের ন্যায় সমুজ্জ্বল ও হস্ত রক্তপদ্মের ন্যায়, সেই কামিনী পতিব্রতা ও সহস্র নারীর প্রধানা হইয়া থাকে। যাহার মুখ পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সুদৃশ্য, দেহপ্রভা নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় রক্তিম, নেত্রদ্বয় বিশাল, ওষ্ঠ বিম্বফলের ন্যায় রক্তবর্ণ, সেই কন্যা চির কাল সুখ ভোগকরে। ইত্যাদি। (গরুড়পুরাণ) বাহুল্য ভয়ে অধিক লিখিত হইল না। ২ গুরুত্রয়পাদক ছন্দোভেদ।

নারীকবচ (পুং) নার্য্যঃ কবচঃ সন্নাহ ইব যস্য। সূর্য্যবংশীয় মূলকরাজ। ইনি রাজা অশ্মকের পুত্র এবং সৌদাসের পৌত্র।

অশ্মক হইতে মূলক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, পরশুরাম নিঃক্ষত্রিয় করিলে স্ত্রীগণ ইহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন, ইহা হইতে পুনর্ব্বার ক্ষত্রিয়গণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া ইনি মূলক নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। নারীগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত বলিয়া পরে নারীকবচ নামে প্রসিদ্ধ হন। [মূলক দেখ।]

নারীকেল (পুং) [নারিকেল দেখ।]

নারীচ (ক্লী) নাড়ীচ পৃষো-রত্বম্। শাকবিশেষ। নালিতাশাক, এই শাক দুই প্রকার, তিক্ত ও মধুর। তিক্তের গুণ—রক্ত পিত্ত, কৃমি ও কুষ্ঠনাশক। মধুরের গুণ—পিচ্ছিল, শীতল, বিষ্টম্ভী ও কফবাতকর। (রাজব°)

নারীতরঙ্গক (পুং) নারীং তরঙ্গয়তি চঞ্চলচিত্তাং করোতি, তরঙ্গ কৃতৌ ণিচ্-ণ্বুল্। নারীচিত্তচঞ্চলকারক, জার, বিড়্গ।

নারীতীর্থ (ক্লী) তীর্থভেদ। এই তীর্থ অতিশয় পবিত্র।

এখানে বিপ্রশাপে ৫ জন অপ্সরা জলজন্তু হইয়াছিল, অর্জ্জুন ইহাদিগকে শাপ হইতে মোচন করিলে ইহা নারীতীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়। (ভারত ১।২২৬-২৭)

নারীদূষণ (ক্লী) নারীণাং দূষণং ৬তৎ। নারীদিগের দোষভেদ। নারীদিগের পক্ষে ৫টী কার্য্য অতি দূষণীয়।

"পানং দুর্জ্জনসংসর্গঃ পত্যা চ বিরহোঽটনম্।
স্বপ্নোঽন্যগৃহবাসশ্চ নারীণাং দূষণানি ষট্ ॥" (মনু)

সুরাপান, দুর্জ্জনসংসর্গ, পতিবিরহ, ভ্রমণ, পরগৃহে নিদ্রা ও বাস দূষণীয়।

নারীময় (ত্রি) নারী স্বরূপে ময়ট্। নারী স্বরূপ, নারী।

"যদাসীদজ্ঞানং স্মরতিমিরসঞ্চারজনিতং।
তদা সর্ব্বং নারীময়মিদমশেষং জগদভূৎ ॥"
(ভর্ত্তৃহরি ১।৯৮)

নারীমুখ (পুং) নাড়ীমুখং প্রধানং যত্র, পৃষো রত্বম্। বৃহৎসংহিতা-মতে—কূর্ম্মবিভাগের নৈঋতদিকে অবস্থিত দেশভেদ।
(বৃহৎস° ১৪।১৭)

নারীযান (ক্লী) নারীণাং যানম্। নারীদিগের যান, অশ্ব প্রভৃতি।

"স্ত্রীধনানি তু যে মোহাদুপজীবন্তি বান্ধবাঃ।
নারীযানানি বস্ত্রং বা তেপাপাযান্ত্যধোগতিম্ ॥" (মনু ৩।৫২)

নারীষ্ট (ত্রি) নারীণাং ইষ্টঃ প্রিয়ঃ। ১ নারীদিগেরপ্রিয়, অভি-লষিত। (স্ত্রী) ২ মল্লিকা। (রাজনি°)

নারীষ্ঠ (ত্রি) নার্য্যাং তদানুকূল্যে তিষ্ঠতি স্থা-ক, ষত্বম্। গন্ধর্ব্বভেদ।

"গন্ধর্ব্বাভ্যাং নারীষ্ঠাভ্যাং মহা হাহাহূহুভ্যাং স্বাহা।"
(শাংখায়নশ্রৌ° ৪।১০।৭)

নারুকোট, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত গুজরাতের পাঁচমহাল জেলায় অধীন একটী দেশীয় রাজ্য। ইহার পরিমাণ ১৪৩ বর্গ-

মাইল। এখানে কোল ও নায়কড়া নামক দুই জাতীয় লোক বাস করে। এখানকার রাজবংশ কোল-জাতীয়। নায়কড়াগণ ভীলদিগের সহিত একযোগে অনেকবার বিদ্রোহ উপস্থিত করিয়াছে, কিন্তু এখন তাহারা শান্তস্বভাব হইয়াছে। এই দেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় ও নিবিড় অরণ্যে পরিবেষ্টিত। এখানে পুষ্করিণী ও কূপ মধ্যে সুস্বাদু জল এবং খনি মধ্যে অল্প পরিমাণে সীসা পাওয়া যায়। জমি বেশ উর্ব্বরা, উহাতে যথেষ্ট ধান্য উৎপন্ন হয়। নায়কড়া ও কোলিরা পূর্ব্বে কাঠুরিয়ার কাজ করিত। এখন ইহারা রীতিমত চাষবাস আরম্ভ করিয়াছে। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইহারা দস্যুতা দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিত। এই রাজ্য প্রথমে গাইকবাড়ের হস্তগত থাকে, কিন্তু ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে প্রজাবিদ্রোহ হওয়ায় গাইকবাড় ইংরাজের সাহায্য গ্রহণ করেন ও রাজ্যের অর্দ্ধেক রাজস্ব ইংরাজ গবর্মেণ্টকে অর্পণ করেন। তদবধি এই রাজ্য ইংরাজের কর্তৃত্বাধীনে রহিয়াছে। ১৮৫৮ ও ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে এখানে পুনরায় প্রজা-বিদ্রোহ উপস্থিত হয় এবং নায়কড়াগণ রাজ্যস্থাপনের চেষ্টা করে। জম্বুঘোরা এই রাজ্যের মধ্যে একটী প্রধান স্থান। এখানকার অধিপতি বা সর্দ্দার ঝোতবর নামক পল্লীতে বাস করেন। এই রাজ্য বৃটীশ গবর্মেণ্ট দ্বারা শাসিত। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের চুক্তিপত্র দ্বারা রাজ্যের অর্দ্ধাংশ কর স্বরূপ উক্ত সর্দ্দার বা শাসনকর্ত্তাকে অর্পণ করা হয়। এখানে একটী ঔষধালয় ও একটী দেশীয় বিদ্যালয় আছে।

নারুন্তুদ (ত্রি) ন অরুন্তুদঃ। অনাহত, যাহার শরীরে কোন প্রকার আঘাত লাগে নাই।

নারেয় (পুং) সত্রাজিৎপুত্র ভঙ্গকারের পুত্রভেদ। (হরিবং৩৯অ)

নারেস, আধুনিক রাগবিশেষ। এই রাগ বেলাবেলী ও কানড়া-যোগে উৎপন্ন। (সঙ্গীতরত্না°)

নারৈণা, রাজপুতনার জয়পুর রাজ্যের মধ্যবর্ত্তী একটী নগর। জয়পুরের ৪০ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। এখানে কতকগুলি সুন্দর মন্দির আছে। দাদুপন্থীদিগের প্রধানস্থান বলিয়া বিখ্যাত। জয়পুর রাজ্যের পদাতিক সৈন্যগণ এখানকার দাদুপন্থী হইতে উৎপন্ন এবং তাহারা 'নাগা' নামে খ্যাত। তাহারা একমাত্র ঈশ্বর উপাসনা করে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহকালে তাহারা গবর্মেণ্টের অনেক সাহায্য করিয়াছিল।

নারোজী দাদাভাই, ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই নগরে পারসিক বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ৪ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। তিনি শৈশব হইতেই অতি বুদ্ধিমান্ ও চতুর ছিলেন। এই জন্য তাঁহার খুল্লতাত ও মাতা তাঁহার শিক্ষার প্রতি আদৌ অযত্ন করেন নাই। বিদ্যাশিক্ষার্থ তিনি প্রথমে এল্‌ফিনিষ্টোন-কলেজে প্রবেশ করেন। সেখানে তিনি স্বীয় অধ্যবসায় ও বুদ্ধিগুণে সত্বরই শিক্ষকদিগের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন।

এই কলেজেই তাঁহার বিদ্যাভ্যাস শেষ হয়। তৎপরে আইন অভ্যাস জন্য তাঁহার বিলাত যাওয়ার কথা হয়, কিন্তু কোন কারণ বশতঃ তাহা ঘটে নাই। তখন তিনি একটী স্কুলে সহকারী প্রথম শিক্ষক নিযুক্ত হন। তাহার অল্পদিন পরে তিনি এল্‌ফিনিষ্টোন-কলেজে অঙ্ক ও দর্শনশাস্ত্রের শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। দাদাভাই শিক্ষক নির্ব্বাচিত হইলেও, সকল সময় তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের জন্য ব্যয় না করিয়া, সাধারণের হিতকর প্রস্তাব উদ্ভাবন ও তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টায় নিযুক্ত থাকিতেন। বোম্বাই সহরে প্রথম যে সমস্ত বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, সে সমস্ত চিরকালই তাঁহার নিকট কৃত-জ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকিবে। বালকদিগের সাহিত্য ও দর্শন-সভা তাঁহারই প্রযত্নে এত উন্নত হইয়াছে।

৪।৫ বৎসরকাল তিনি গুজরাতের "জ্ঞান-বিস্তারিণীসভার' সভাপতি ছিলেন। তিনি গুজরাতের 'সমাচারদর্পণ' নামক দৈনিক সংবাদ পত্রে "সক্রেটীস ও ডাওজিনিসের কথোপকথন" শীর্ষক প্রবন্ধ লিখিতেন। তৎপরে ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে নিজে 'রস্ত গোফতর' নামক একখানি সংবাদপত্র বাহির করেন ও পারসীদিগের মধ্যে তিনিই "একেশ্বর উপাসকদিগের পথপ্রদর্শক" নামক একটী নূতন পারসীসভার প্রথম সম্পাদক হন। এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া তিনি সভার উদ্দেশ্য অনেক পরিমাণে সফল করিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্ব্বকালীন অবস্থার বিষয় লিখেন ও তাহা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।

ব্যবসা উপলক্ষে ১৮৫৫খৃষ্টাব্দে নারোজী প্রথম ইংলণ্ডে যাত্রা করিলেন। ব্যবসায়ে বিশেষ অনুরাগবশতঃ ইংলণ্ডে যাত্রা করুন বা না করুন, ইংলণ্ডের সহিত ভারতের সম্বন্ধ নৈকট্য করিতে চেষ্টা করাই যে তাঁহার ইংলণ্ডযাত্রায় প্রধান উদ্দেশ্য ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার পর তিনি নিতান্ত আবশ্যক ভিন্ন আর স্বদেশে আসেন নাই।

ইংলণ্ডে যাইয়া ভারতের তত্ত্বান্বেষণ সম্বন্ধে এবং ভারতের সংবাদপত্রের প্রতি ইংরাজদিগের মনাকর্ষণের জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করিতে থাকেন। তিনি বোম্বাই ও অন্যান্য স্থানের বন্ধুবান্ধবের পুত্রদিগকে বিলাত পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া অনেককে বিলাত লইয়া গিয়াছেন ও অভিভাবকরূপে তাহা-দিগের সাহায্য ও পরিদর্শন প্রভৃতি করিয়াছেন। তিনি অতি সত্যবাদী। তাঁহার একটী বন্ধুকে ঋণদায় হইতে উদ্ধার করিবার জন্য তাঁহার ৩ লক্ষ টাকা লোকসান হয় ও বোম্বাই সহরে

তাঁহার যে দোকান ছিল তাহা উঠিয়া যায়। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে তিনি বোম্বাই প্রত্যাগত হইলে, বোম্বাইয়েরসভা তাঁহাকে একটী অভিনন্দনপত্র, মুদ্রাপরিপূর্ণ একটী থলি ও তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি উপহার দেন। সেই অর্থে তিনিপুনরায় ব্যবসা আরম্ভ করেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে তিনি বোম্বাইয়ের মিউনিসিপালিটীর সংস্কার সম্বন্ধে বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছিলেন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে বরোদার দেওয়ান নিযুক্ত হন। একবৎসর পরেই তিনি ঐ পদ ত্যাগ করেন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইয়ের মিউনিসিপালিটীর সভাপদে নির্ব্বাচিত হন। তাহার দশবর্ষ পরে বোম্বাই-আইন-প্রণয়ন-সভার সভ্য হইলেন। ইহার কিছুদিন পরে তিনি বিলাতে পালিয়ামেণ্ট-সভার সভ্য হইবার বাসনায় ইংলণ্ড যাত্রা করেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে তিনি ফিন্সিবারির হল্‌বরন্ বিভাগের জন্য যে দরখাস্ত করেন, উহা পালিয়ামেণ্টের উদার-নৈতিক মেম্বরগণ কর্ত্তৃক গৃহীত হয়। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে তিনিই ভারতবাসীর মধ্যে সর্ব্বপ্রথম পার্লিয়ামেণ্টে প্রবেশাধিকার লাভ করেন। তাঁহার দুই বর্ষ পরে তিনি ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির সভাপতি হইয়া ভারতে আগমন করেন। ভারতবাসী অতি সম্মানের সহিত তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। তিনি অতিশয় উদ্যমশীল ও স্বদেশবৎসল।

নারোজী পণ্ডিত, বিশ্বনাথ পণ্ডিতের পুত্র। ইহার রচিত লক্ষণরত্নমালিকা নামে ধর্ম্মশাস্ত্র, লক্ষণশতক কাব্য ও সূক্তিমালিকা নামে সংস্কৃত কবিতা সংগ্রহ পাওয়া যায়।

নারোবার (নরবার)—মধ্যভারতে গোয়ালিয়র রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ২৫° ৩৯´ ২´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ৫৬´ ৫৭´´ পূঃ। সিন্ধুনদের দক্ষিণ তীরে, গোয়ালিয়রের ৪৪ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। ইহা অতি প্রাচীন নগর। খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দে নরবারে কচ্ছবহেরা চিতোর রক্ষার্থে গমন করে, এই রূপ শুনা যায়। এখানকার দুর্গ দুর্ভেদ্য ও সুদৃশ্য। ফেরিস্তার মতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই দুর্গ নির্ম্মিত হয়। অল্পদিন পরেই নাশিরউদ্দীন্ ঐ দুর্গ অধিকার করিয়া লয়েন। ১৫০৬ খৃষ্টাব্দে ইহা দিল্লীর সম্রাট্ সিকন্দরলোদীর হস্তগত হয় বটে, কিন্তু অল্প কাল পরেই আবার হিন্দুদিগের শাসনাধীন হয়। গত শতাব্দীর শেষভাগে মহারাষ্ট্রীয়েরা নরবার অধিকার করে এবং ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে আলাহাবাদের সন্ধি দ্বারা ইহা দৌলতরাও সিন্দিয়ার কর্ত্তৃত্বাধীনে আইসে। ইহার নিকটবর্ত্তী পাহাড়ে চুম্বকের আকর আছে।

নারোবাল. পঞ্জাবের শিয়ালকোট জেলার অন্তর্গত একটী নগর। শিয়ালকোট নগর হইতে ১১ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। অক্ষা° ৩২° ৬´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৪ ৫৫´ পূঃ। এই নগরে প্রায় ৫ হাজার লোকের বাস। এখানে অনেক পাকা বাড়ী ও ভাল পথ ঘাট আছে। চামড়ার ব্যবসার জন্য এই স্থান প্রসিদ্ধ। এখানে অতি উৎকৃষ্ট ঘোড়ার সাজ ও জুতা প্রস্তুত হয়। এখানে ডাকঘর, গবর্মেণ্টস্কুল, থানা, মুন্সেফি আদালত ও শরাই আছে।

নার্ত্তিক (ত্রি) নর্ত্ত ছেদাদিত্বাৎ ঠঞ্। অভীক্ষ্নর্ত্তনার্হ, অতিশয় নর্ত্তনযোগ্য। (পা ৫।১।৬৪)

নার্পত্য (ত্রি) রাজসম্বন্ধীয়। (পা ৮।৩।১৫)

নার্ম্মত (পুং) পিতৃসম্বন্ধীয়, পূর্ব্ব পুরুষের নাম হইতে উৎপন্ন। (পা ৮।২।৯)

নার্ম্মদ (পুং) নর্ম্মদাসম্ভব বাণলিঙ্গভেদ। যে সকল বাণলিঙ্গ নর্ম্মদা নদীতে পাওয়া যায়।

"প্রশস্তং নার্ম্মদং লিঙ্গং পক্বজম্বুফলাকৃতি।
মধুবর্ণং তথা শুক্রং নীলং মরকতপ্রভম্॥
হংসডিম্বাকৃতি পুনঃ স্থাপনায়াং প্রশস্যতে।
স্বয়ং সংস্রবতে লিঙ্গং গিরিতো নর্ম্মদাজলে॥ (হেমাদ্রি°)

যে বাণলিঙ্গের আকার পক্ব জম্বুফলের ন্যায়, তাহাই প্রশস্ত। [নর্ম্মদাসম্ভব বা বাণলিঙ্গ দেখ।]

(ত্রি) ২ নর্ম্মদাসম্ভবমাত্র। ৩ নর্ম্মদাপ্রবাহিত জনপদের রাজা। (হরিব)

নার্ম্মর (পুং) অসুরভেদ। ইন্দ্র এই অসুরকে হনন করেন।
"যো নার্ম্মরং সহবসুং নিহন্তবে' (ঋক্ ২।১৩।৮)
'নৄন্ মনুষ্যান্মারয়তীতি নৃমরঃ কশ্চিদসুরঃ, তস্যাপত্যং নার্ম্মরঃ।' (সায়ণ)

নার্ম্মিন্ (ত্রি) নর্ম্মযুক্ত। স্ত্রীয়াং ঙীপ্।
"আ যঃ পুরং নার্ম্মিণীমদীদেৎ" (ঋক্ ১।১৪৯।৩)
যোহগ্নির্নার্ম্মিণীং নর্ম্মবতীং (সায়ণ)

নার্মেধ (ক্লী) সামভেদ।

নার্য্য (পুং) ১ নরহিতকারীর পুত্র। "আ নার্য্যস্য দক্ষিণা-ব্যখ্যাং" (ঋক্ ৮।২৪।২৯)
'নার্য্যস্য নরহিতো নর্য্যঃ তস্যাপত্যং নার্য্যঃ' (সায়ণ)
২ নরহিত সম্বন্ধীয় যজ্ঞ। (নিঘণ্টু)

নার্য্যঙ্গ (পুং) নারীণামঙ্গমিব শোভনং অঙ্গং যস্য। ১ নাগরঙ্গ, নারঙ্গ নেবু। (শব্দরত্না°) (ক্লী) ২ নারীর অঙ্গ।

নার্য্যতিক্ত (পুং) কিরাততিক্ত। (বৈদ্যক° প্রকা°)
ইহা মনুষ্যদিগের হিতকর ও তিক্ত বলিয়া ইহার নাম নার্য্যতিক্ত হইয়াছে।

নার্ষদ (পুং) নৃষদস্যাপত্যং অণ্। নৃষদঋষির পুত্র।
"কৃতং বাং যন্নার্ষদায় শ্রবো" (ঋক্ ১।১১৭।৮)
'নার্ষদায় নৃষদপুত্রায় বধিরায়র্ষয়ে' (সায়ণ)

নার্ধ্যর (অর্থাৎ নারীসম্বন্ধীয়, অপভ্রংশে নায়র) মলবার ও ত্রিবাঙ্কোড়দেশবাসী প্রসিদ্ধ জাতি। কেহ ইহাদিগকে শূদ্র, আবার কেহ ইহাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেয়।

ত্রিবাঙ্কোড়ের রাজা এই জাতিভুক্ত হওয়ায় গভর্ণরের আদমসুমারীতে এই জাতি ক্ষত্রিয় বলিয়া গণ্য হইয়াছে। ক্ষত্রিয় বলিবার কারণও আছে। এখন অনেকে নম্বুত্তিরী ব্রাহ্মণগণের দাসত্ব স্বীকার করিলে পূর্ব্বে ইহারা সকলেই প্রায় সেনাবিভাগে কার্য্য করিত। ইহাদের এক এক নাদ বা দলে ৬০০ নায়র সেনা থাকিত। এখনও ত্রিবাঙ্কোড়ে শান্তিরক্ষার জন্য নায়র-সৈন্য নিযুক্ত আছে।

ইহাদের মধ্যে ১৮টী শাখা আছে,—১ নার্ধ্যর বা নায়ক, ২ মেলবন, ৪ মেনোক, ৪ মুপ্পিল ৫ পড়নায়েক বা পট্টনায়ক, ৬ কুরূপ-নার্ধ্যর (দুর্গরক্ষক) ৭ কৈমল, ৮ পনিক্কর ৯ কিরীয়ক্ত, ১০ মুত্তু র ১১ বরে নার্ধর, ১২ কেদাবু, ১৩ কর্ত্তাবু, ১৪ ইবাদি, ১৫ নিগুনগাদি, ১৬ কয়াডে, ১৭ সম্নডিয়ার ও ১৮ মনবালম্। উহাদের মধ্যে আবার ব্যবসাভেদে কএকটী শ্রেণী হইয়াছে। যথা—১ পরিয়পেওগর (ইহারা পুরুষানুক্রমে নম্বুরীর দাসত্ব করেন, ইহারা শূদ্র বলিয়া গণ্য) ২ চর্ণাবর (রাজার দেহরক্ষক), ৩ পল্লিচ্যান (অর্থাৎ নম্বুরীর শিবিকাবাহক), ৪ অস্তিকুরিটি (নম্বুরীর দাহকার্য্যে সাহায্যকারী), ৫ বট্টকটেন (মন্দিরাদির তৈলপ্রস্তুতকারী), ৬ অস্তরণ (খোলা ও টালি প্রস্তুত-কারী), ৭ উরলি (সামরীরাজের দাস), ৮ বেলুথিদেন (রজকের কর্ম্মকারী) ও ৯ বেলকথলবেন (নাপিতের কার্য্যাবলম্বী)।

এই জাতির নারীই সর্ব্বে সর্ব্বা, এই জন্যই বোধ হয় ইহাদের নাম নার্ধ্যর বা নায়র হইয়াছে। লজ্জা হিন্দুরমণীগণের হৃদয়-ভূষণ, কিন্তু সে লজ্জা এই নায়র-রমণীর আছে কি না জানিনা।

সকল সভ্যজাতির মধ্যে যাহাতে অবগুণ্ঠন প্রয়োজন হইয়া থাকে, এই নায়র-সীমন্তিনীগণ প্রকৃত সভ্য হইলেও সে স্থলে লজ্জা বোধ করে না। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় রাজা, রাজপুরুষ অথবা কোন কোন গণ্য মান্য ব্যক্তি ইহাদের নিকটবর্ত্তী হইলে, ইহারা অসঙ্কোচে অনাবৃতবক্ষে পীনপয়োধর উন্মুক্ত করিয়া অভ্যাগতের সম্মুখীন হইবে। ইহাই সভ্যতার অঙ্গ! গৃহে অতিথি আসিলেও এই দৃশ্য! বিদেশী দেখিলে হয়ত বারাঙ্গনা বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু ইহাই ইহাদের সনাতন ধর্ম্ম।

পুষ্পোদ্গমের পূর্ব্বে নায়রকন্যার তালিবন্ধন বা 'কেত্তু-কল্যাণম্' সংস্কার হইয়া থাকে। এ সময় বাটীর সম্মুখস্থ আটচালা এদেশের বিবাহের আসরের মত ভাল করিয়া সাজায়। শুভদিনে বন্ধুবান্ধবগণ আমন্ত্রিত হইয়া আসেন। গৃহস্বামিনী সকলকে আহ্বান করিয়া পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করান ও ব্রাহ্মণদিগকে কিছু কিছু দান করেন। যে যেমন সে সেইরূপ অর্থ ব্যয় করে। অধিকাংশস্থলে চারিদিন সমা-রোহ থাকে ও রীতিমত ভোজ চলে। এই সমারোহ কেবল একটী কন্যার জন্য নহে। তারবদে* অর্থাৎ সেই গৃহস্বামিনীর অধীনে যত কন্যা থাকে, এককালে সকলেরই তালিবন্ধন সম্পন্ন হয়। একজন ব্রাহ্মণ-বালক বর সাজিয়া আসে। এই বরকে 'মনবল্লন' বা মনলন্' বলে।

লগ্ন স্থির হইলে, নারীগণ 'অষ্টমাঙ্গল্যম্' নামে আটটী দ্রব্য করে। মনবল্লন মনোমোহনবেশে আসরে উপস্থিত হয়, সমাগত রমণীগণ 'আহা' 'আহা' করিয়া জয়ধ্বনি করে। কন্যাগণের ভ্রাতৃগণ ভগিনীকে আনিয়া মনবল্লনের পার্শ্বে বসাইয়া দেয়। জ্যোতিষী ও এ সময় উপস্থিত থাকেন। তিনি শুভ লগ্ন নির্দ্দেশ করিয়া দিলে মনবল্লন কন্যার কণ্ঠে তালিবন্ধন করিয়া দেয়। সকলে উল্লাসে জয়ধ্বনি করিতে থাকে। সেদিন হইতে তিনদিন আমোদ প্রমোদ ও ভোজ হয়।

চতুর্থ দিবস বর বিদায়ের দিন। বর সকলের সম্মুখে সাধের বিবাহবেশ ছিঁড়িয়া বিবাহবন্ধন হইতে মুক্ত হন। বিবাহের মূল্যস্বরূপ কিছু নগদ উপহারাদি লইয়া ব্রাহ্মণবালক স্বস্থানে প্রস্থান করেন। এইরূপে 'কেত্তকল্যাণম্' ব্যাপার শেষ হয়। সেদিন হইতে সে ব্রাহ্মণের সহিত আর কন্যার কোন সম্বন্ধ থাকে না। কন্যাকে পত্নী বলিবার পক্ষেও ব্রাহ্মণের কোন দাবী দাওয়া নাই।

কন্যা যৌবনে পদার্পণ করিলে একটী 'গুণদোষকারণ' খুঁজিয়া লয়। ইহাতেও গৃহস্বামিনীর মত চাই। গৃহস্বামিনী আপনার ভ্রাতার সহিত পরামর্শ করিয়া কোন নম্বুত্তিরী ভট্টর অথবা সদ্বংশজাত কোন নায়র যুবার সহিত সম্বন্ধ স্থির করিয়া গণককে ডাকিয়া বস্ত্রদানের একটা শুভদিন স্থির করিয়া লন। এইরূপ সম্বন্ধকে 'গুণদোষকারণ' কহে। নির্ব্বাচিত ব্যক্তি বস্ত্র ও মাখিবার তৈল দিতে স্বীকৃত হইলে গণক শুভদিন স্থির করে। এই দিন যুবতীর বন্ধুবান্ধব মিলিত হয়। বেশ আমোদ প্রমোদ চলে। যুবক দেয় বস্ত্র লইয়া নটবরবেশে উপস্থিত হয়, গৃহস্বামিনী পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করে। তখন নটবর আত্মীয়স্বজনের সাক্ষাতে গৃহ-স্বামিনীর হাতে কাপড় রাখিয়া দেয়। গিন্নী সেখানি আনিয়া যুবতীর হাতে দিলে ও যুবতী তাহা গ্রহণ করিলে সম্বন্ধ দৃঢ় হয়। তখন আত্মীয় কুটুম্বগণ 'আহা' 'আহা' শব্দে সম্মতি প্রদান করে। তৎপরে যুবক যুবতী নির্দ্দিষ্ট শয়নকক্ষে গিয়া

* সম্পর্কীয় বালকবালিকাগণের সাধারণ আবাসের নাম তারবদ।

নিশি যাপন করে। তথায় গান্ধর্ব্ববিবাহ সম্পন্ন হয়। তাহার পরে যতদিন প্রণয় ও ভালবাসা থাকে, উভয়ে রাত্রিকালে দেখা সাক্ষাৎ করে। যুবকও অঙ্গীকৃত বস্ত্র ও তৈল যোগাইয়া থাকে। যুবকের সঙ্গতি থাকিলে যুবতীকে অলঙ্কারাদি প্রদান করে। কিন্তু সে সমস্তই স্ত্রীধন বলিয়া গণ্য, তাহাতে আর যুবকের বা তৎপুত্রের কোন অধিকার থাকে না, যুবতীর মৃত্যুর পর তাহার স্ত্রীধন তারবদের সম্পত্তি হয়। উভয়ের মনোমালিন্য ঘটিলে সহজেই সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যায়। যুবতী যুবা-প্রদত্ত বস্ত্র ফিরাইয়া দিলে আর উভয়ে কোন সম্বন্ধ থাকে না। তখন উভয়েই আবার সম্বন্ধ করিতে পারে। তবে যুবতী এক সময়ে একটীর অধিক 'গুণদোষকারণ' করিতে পারে না। ইহাদের চরিত্রে একটী মহৎগুণ এই, একের সহিত সম্বন্ধ থাকিলে আর কখন অপরের সহিত ব্যভিচার করে না। এরূপ স্থলে ব্যভিচার প্রকাশ পাইলে তাহার রীতিমত শাস্তি হইয়া থাকে।

কিছুকাল পূর্ব্বে কাহারও একাধিক 'গুণদোষকারণ' সম্বন্ধ থাকিত এবং যুবকগণ পর্য্যায়ক্রমে যুবতীর সহিত সহবাস করিত। তাহারা পঞ্চপাণ্ডবের মত নিয়মে বদ্ধ হইত। যখন কোন যুবক যুবতীর নিকট থাকিত, তৎকালে যুবতীর গৃহদ্বারে ব্রাহ্মণ হইলে দণ্ড ও স্বজাতি হইলে অস্ত্র রাখিত। তাহা দেখিয়া অপরে সেদিকে যাইত না। যুবতীও নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গুণদোষকারী ভিন্ন অপরের সহিত ভুলেও কথা কহিত না। যে হিসাবে দ্রৌপদী সতী, সেই হিসাবে নায়ররমণীদিগকে সতী বলিতে বাধা নাই। যুবতী যাহার সংসর্গে গর্ভবতী হয়, তাহাকেই সন্তানের পিতা বলিয়া ধরে। ঔরসজাত সন্তান পিতার পিণ্ড দিবার অথবা পিতৃসম্পত্তির অধিকারী হয় না। যাহার ঔরসে জন্ম, সেই পিতার সহিত কোন সম্বন্ধ থাকে না। তাহারা 'তারবদ' ধনে প্রতিপালিত ও মাতুলের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া এবং শ্রাদ্ধাদির অধিকারী হইয়া থাকে।

আরও বলিয়া রাখি, নায়র-যুবতী কখন শ্বশুর ঘর করে না, অথবা স্বামীর সহিত তাহার বিশেষ কোন সংস্রব থাকে না। তাহারা আজীবন মাতৃগৃহেই অবস্থান করে। তাহাদের গর্ভে যে পুত্র জন্মে, সে মাতুলের উত্তরাধিকারী। বাস্তবিক নায়রদিগের মধ্যে ভাগিনেয় বা ভাগিনেয়ী না থাকিলে উত্তরাধিকারিবিহীন হইয়া থাকে। তাই পোষ্যপুত্রের ন্যায়, ইহারা পোষ্যভগিনী গ্রহণ করে ও তদ্‌গর্ভজাত পুত্রকে উত্তরাধিকারী করিয়া যায়। কাজেই নায়র-সন্তানেরা কেহই পিতার বিবাহিতা পত্নীর গর্ভজাত সন্তান নহে, আপনাপন মাতুলের উত্তরাধিকারী মাত্র।

পুত্রই হউক বা কন্যাই হউক, সকলেই গৃহস্বামিনীর অধীন ও সকলেই তারবদধনে লালিত পালিত হইয়া থাকে। পুত্র বয়োবৃদ্ধি হইলে মাতুলের উত্তরাধিকারসূত্রে যাহা কিছু পায় ও নিজে যাহা কিছু উপার্জ্জন করে, তাহাই তাহার নিজস্ব, অপর ধনে তাহার অধিকার নাই। কন্যাগণের সম্পত্তিও তাহার অবিদ্যমানে তাহাদের অধীন হয়। গৃহের মধ্যে যে বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষ থাকে, সেই সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করে, সে কার্য্যাধ্যক্ষ স্বরূপ গণ্য, তাহার স্বাক্ষরে সকল কার্য্য হইয়া থাকে, কিন্তু তাঁহার সম্পত্তি হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা নই।

ইহার মধ্যে এইরূপ প্রথা প্রচলিত থাকিলেও ইহাদের মধ্যে গৃহবিবাদ, ভ্রূণহত্যাদি পাপকার্য্য কখন শুনা যায় না। যুবতীগণ স্ব স্ব গৃহে বেশ সুখ স্বচ্ছন্দে অতিবাহিত করে।

নায়রেরা বলিয়া থাকে, পরশুরাম পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিলে ক্ষত্রিয়রমণীগণ ব্রাহ্মণকে নিয়োগ করিয়া সন্তান উৎপাদন করিয়াছিলেন। মলবার পরশুরামক্ষেত্র বলিয়া এখানকার নায়র বা ক্ষত্রিয়কুলে আজও সেই প্রথা চলিতেছে।

এখন এই জাতি ইংরাজী শিক্ষায় সুশিক্ষিত হইয়া নানা স্থানে যাতায়াত করিতেছেন, সুতরাং যুবতীগণ আপন 'তারবদ' কিছুদিনের জন্য পরিত্যাগ করিয়া গুণদোষকারীর অনুসরণ করে। কিন্তু এইরূপ বেশী নয়। কারণ ইহাদের মধ্যে নিয়ম আছে, কোন যুবতী দক্ষিণ মলবারের সীমা 'কোরপূজা' নদের পরপারে যাইতে পারিবে না। সুতরাং তাহার গুণদোষকারী উক্ত নদের পরপারে গেলে, তাহার আর যাওয়া ঘটে না।

সন্তান প্রসূত হইলে তাহার মাতুলই জাতকর্ম্মাদি সম্পন্ন করে। নামকরণাদি তারবদের রমণীগণ দ্বারাই হয়। ইহাদের বালকেরা দ্বাদশবর্ষে পদার্পণ করিলে কোথাও কোথাও তাহার ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কার হয়। এই সময় পূর্ব্বকালে সকলেই অস্ত্রধারণ করিত। এখন অনেকে বিভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করায় আর সকলে অস্ত্র লয় না। যে তারবদের পুরুষগণ বরাবর সৈনিকবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে, তাহাদেরই ভাগিনেয়গণ এইরূপ প্রথা পালন করে।

নায়রসেনা মহাবীর বলিয়া গণ্য। দাক্ষিণাত্যের ইতিহাস লেখক কর্ণেল উইল্‌কস্ লিখিয়াছেন,—"the Nairs, or military class, are perhaps not exceeded by any nation on earth in a high spirit of independence and military honour"*

ইহারা বীর হইলেও নিরীহ নীচজাতির উপর অস্ত্র চালাইতে কাতর হয় না। ইহাই নায়রজীবনের প্রধান দোষ। রাস্তা

* Wilks' Historical Account of India, Vol. I. p. 470.

কোন অস্ত্রধারী নায়র যাইতেছে, এমন সময় পথে ভ্রমক্রমে যদি কোন তিয়র বা মকড়িয়া তাহাকে ছুঁইয়া ফেলে, তাহা হইলে সেই হতভাগ্যের হয়ত অনেক সময় মাথা থাকে না। নীচশূদ্রগণ এইরূপ নায়র দেখিয়া বহুদূরে সরিয়া না গেলে তাহারও নিস্তার নাই *। এখন বৃটীশ গবর্মেণ্টের সুশাসনে ও ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে নায়রদিগের উদ্ধত স্বভাব অনেকটা হ্রাস হইয়াছে। উচ্চশ্রেণীর নায়রেরাও রীতিমত বিবাহ করিতে পায় না। ভিন্ন তারবদের নায়রীর সহিত সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়। বহু শত বর্ষ পূর্ব্ব হইতেই এইরূপ প্রথা চলিয়া আসিতেছে †।

যে সময় দাক্ষিণাত্যে ইংরাজ ও ফরাসীতে ঘোর বিবাদ চলিতেছিল, তৎকালে এই নায়রসৈন্যদিগের বীরত্বে য়ুরোপীয়গণ বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন ‡। হায়দরআলী ইহাদিগকে অনেকবার দমন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু পারেন নাই।

ইহাদের বেশভূষার তেমন আড়ম্বর নাই। স্ত্রীপুরুষ উভয়েই নম্বুরীদিগের মত অন্তর্ব্বহির্ব্বাস ব্যবহার করে। রমণীরা গায়ে কখন ঢাকা দেয় না। তবে এখন ইংরাজীশিক্ষার গুণে কেহ কেহ পথে বাহির হইলে একখান রুমাল দিয়া নিতম্ব ও বক্ষস্থল ঢাকিয়া রাখে। শৈশবে ইহারা কাণ বিধাইয়া খুব মোটা মোটা মাকড়ী পরিতে শেখে। কোন কোন রমণীর কাণে দেড় ইঞ্চি মোটা রিং দেখা গিয়াছে। স্বর্ণহার, বলয়, চুড়ি, অঙ্গুরীয়, সিঁথি ও কোমরবন্ধ ইহাদের প্রধান অলঙ্কার।

কেশের উপর ইহাদের বড়ই যত্ন। কাহারও কাহারও চুল হাঁটু পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে। সেই কেশপাশ কবরীবদ্ধ হইলে অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করে **। [চৌব শব্দে চিত্র দ্রষ্টব্য।]

নায়রেরা এখন ইংরাজী শিখিয়া কোট কামিজ ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে। তথাপি কর্ণে ইয়ারিং ও কোমরবন্ধ কেহ ছাড়িতে পারে নাই। ইহারা পুরশ্চূড় অর্থাৎ সমস্ত মাথা কামাইয়া সম্মুখে শিখা রাখে। স্ত্রীপুরুষ উভয়েই বেশ শুদ্ধাচারে থাকে।

নাল (পুং) নলতীতি নল বন্ধে নল-ণ। (জলিতিকসন্তেভ্যো ণ। পা ৩।১।১৪০) ১ উৎপলাদির দণ্ড, পদ্মের ডাঁটা। ২ কাণ্ড।

"কশ্চিৎ করাভ্যামুপগূঢ়নালমালোকপত্রাভিহতভ্রমিরেফম্।"

(রঘু ৬।১৩)

(ক্লী) ৩ হরিতাল। ৪ লিঙ্গ। (পুং) নল-ঘঞ্। ৫ জলনির্গম, জলাদির প্রবাহ।

* Buchanan's Journey through Mysore &c, Vol. II. p. 44.
† Varthema, p. 141-142.
‡ Orme's Military transactions, Vol. I. p. 400.
** "তেলজীনাং সিতবে সজলঘনরুচৌ কেরলীকেশপাশে" ইত্যাদি উদ্ভট শ্লোকের সার্থকতা আছে।

"যথা তোয়ার্থিনস্তোয়ং যন্ত্রনালাদিভিঃ শনৈঃ।" (মার্ক°পু° ৩।৩৩)

নাল, সূক্তিকর্ণামৃতধৃত একজন সংস্কৃত কবি।

নাল (আরবী) ঘোড়ার পায়ের লৌহখুর, অশ্বদিগের পাদতলে যে লৌহের পাটী দেওয়া হয়।

নাল, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অধীন খান্দেশের অন্তর্গত একটী সামান্য জায়গীর। এখান হইতে শুঁড়িকাষ্ঠ আমদানী হয়।

নালকনাদ, কোড়গরাজ্যের অন্তর্গত একটী গ্রাম। রাজা দদ্দবীর রাজেন্দ্রের সময়ে এই স্থান কোড়গের রাজধানী ছিল। কোড়গের বর্ত্তমান রাজধানীর ২৪ মাইল দূরে অবস্থিত।

নালতবাদ, (৪০টী উদ্যান) প্রাচীন নাম শ্রীলবর্তীপত্তন। বিজাপুর জেলাস্থ মুদ্দেবিহাল নামক স্থানের ১০ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বদিকে অবস্থিত একখানি বড় গ্রাম। এই স্থানে ৩টী ধর্ম্মমন্দির ও ৪ খানি খোদিত শিলাফলক আছে। ইহার একখানি শিলালিপি পশ্চিম-চালুক্যরাজ জগদেকমল্লের প্রদত্ত। খানাপুরের সম্পন্ন এবং বদিসাহেবের গোর এই স্থানেই আছে।

নালকাষিণা (দেশজ) ক্ষুদ্র বৃক্ষবিশেষ। (Smithia sensitiva)

নালকী (দেশজ) ১ ক্ষুদ্র বৃক্ষবিশেষ। (Hibiscus cannabrinus) ২ পাল্কীর সদৃশ এক প্রকার চৌকী।

নালন্দা, মগধের অন্তর্গত এক অতি প্রাচীন বৌদ্ধক্ষেত্র। পাটনার ৩০ মাইল দক্ষিণে ও বড়গাঁও নামক স্থানের ২১ মাইল পশ্চিমে ফল্গুনদীতীরে অবস্থিত। কেহ কেহ কহেন যে, বর্ত্তমান বড়গাঁও উক্ত নালন্দার ধ্বংসাবশেষের উপর নির্ম্মিত হয়। কাহারও মতে নালন্দ বর্ত্তমান তেলাঢ়ার নামান্তর মাত্র।

ভিন্ন ভিন্ন স্থানের পরিব্রাজকদিগের বিবরণীপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, সম্ভবতঃ বৌদ্ধরাজ অশোক এই নালন্দায় একটী বৌদ্ধমঠ নির্ম্মাণ করেন। চীনদেশীয় প্রসিদ্ধ পরিব্রাজক হিউয়েন্‌সিয়াং কহেন যে, শঙ্কর ও মুদ্গলগোমিন্ নামক দুইজন ব্রাহ্মণ, ঐ মঠ সুবিশাল আকারে পুনর্নির্ম্মাণ করেন। এখনও ঐ মন্দিরের দেওয়াল স্থানে স্থানে ৫০ ফিট্ উচ্চ দৃষ্ট হয়। কথিত আছে, এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইবার অল্পদিন পরেই নাগার্জ্জুন এখানে শঙ্করের নিকট কিছুদিন বিদ্যাভ্যাস করেন। হিউয়েন্‌সিয়াংও ৬৩৭ খৃষ্টাব্দে কিছুদিন এখানে প্রজ্ঞাভদ্র নামক এক বৌদ্ধ পুরোহিতের নিকট ধর্ম্মোপদেশ শিক্ষা করিয়াছিলেন, ঐ সময় এই স্থান নালন্দা নামেই অভিহিত হইত। এখানকার মন্দিরের ন্যায় প্রকাণ্ড মঠ ভারতে আর কোথাও ছিল না, বহুকালাবধি ইহা বৌদ্ধদিগের একটী আদরের স্থান বলিয়া পরিগণিত ছিল। খৃষ্টের ৭ম শতাব্দী পর্য্যন্ত বৌদ্ধ-ধর্ম্মযাজকেরা এখানে সমবেত হইয়া ধর্ম্ম ও জ্ঞানালোচনা করিতেন।

এখানে জ্ঞান ও ধর্ম্মোপদেশ দিবার জন্য নিয়ত ১০০ পদ্ম

কৃতবিদ্য বৌদ্ধপণ্ডিত নিযুক্ত থাকিতেন। তদ্ভিন্ন প্রায় ১০ সহস্রাধিক যাজক ও শিষ্য এই স্থানে বাস করিতেন। যে সময় বুদ্ধপক্ষ নামক রাজা বারাণসীতে রাজত্ব করিতেন, সেই সময় দৈবাৎ আগুন লাগিয়া, এই নালন্দার বহুসংখ্যক জ্ঞানগর্ভ বৌদ্ধপুস্তক ভস্মীভূত হয়।

নালন্দর (স্ত্রী) বৌদ্ধদিগের সঙ্ঘারাম।

নালপড়া (দেশজ) লালাস্রাব।

নালবন্দ (পারসী) যাহারা ঘোড়ার খুরে নাল বাঁধে।

নালবন্দ, জাতিবিশেষ। বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অনেক স্থানে ইহাদের বাস আছে। প্রবাদ যে, তাহারা পূর্ব্বে হিন্দু ছিল, পরে দিল্লীশ্বর অরঙ্গজেব ইহাদিগকে ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। ইহারা আপনাদিগকে সেখ বলিয়া অভিহিত করে।

ইহারা পরস্পরের মধ্যে হিন্দুস্থানী ও অন্যান্য লোকের সহিত মহারাষ্ট্রীয় বা কণাড়ী ভাষায় কথা কয়। ইহারা দীর্ঘকায়, বলবান্ এবং কৃষ্ণবর্ণ। ইহাদের স্ত্রীপুরুষ উভয়েই হিন্দুদিগের ন্যায় পরিচ্ছদ পরিধান করে। ইহারা পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নতার অত্যন্ত পক্ষপাতী। নালবন্দীরা পরিশ্রমী, কিন্তু সাতিশয় মদিরা ও গঞ্জিকাপ্রিয়। ঘোড়া এবং গোরুর পায়ে লোহার খুর লাগানই ইহাদের উপজীবিকা।

ইহারা ইহাদের স্বশ্রেণী অথবা সাধারণ মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহ করে। কাজীকে ইহারা সমধিক মান্য করিয়া থাকে এবং তাঁহাদ্বারা আপনাদিগের বিবাদ বিসম্বাদ মীমাংসা করিয়া লয়। ইহারা সুন্নীমতাবলম্বী, কিন্তু ধর্ম্মে মতি গতি নাই। সাধারণতঃ ইহারা নিতান্ত অশিক্ষিত। কেহই ইংরাজী শিক্ষা করে না।

নালবন্দী (পারসী) অশ্বের ক্ষুরবন্ধনকার্য্য।

নালবাঁধন (দেশজ) নাল বাধা।

নালম্বী (স্ত্রী) মহাদেবের বীণা। (হেমচ°)

নালবংশ (পুং) নালো বংশইব। নলতৃণভেদ।

নালা (স্ত্রী) নল-ণ, ততষ্টাপ্। নাল, ডাঁটা। নল করণে ঘঞ্। ২ জলনির্গমমার্গ, জলপ্রণালী।

নালানিয়া (দেশজ) লালাযুক্ত।

নালায়েক (পারসী) অনুপযুক্ত।

নালি (স্ত্রী) নালয়তীতি নল-ণিচ্-ইন্। ১ নাড়ী, শিরা। ২ পদ্মাদির দণ্ড। ৩ শাকভেদ। (দ্বিরূপকো°)

নালিক (পুং) নল এব নালস্তৃণবিশেষঃ স ভোক্তব্যত্বেনাস্ত্যস্যেতি ঠন্। ১ মহিষ। (স্ত্রী) নালমস্ত্যস্যেতি। ২ পদ্ম। নালঃ কার্য্যসাধনত্বেনাস্ত্যস্যেতি ঠন্। অস্ত্রবিশেষ। ইহা বন্দুক জাতীয় এক প্রকার আগ্নেয়াস্ত্র।

"অস্ত্রন্তু দ্বিবিধং জ্ঞেয়ং নালিকং মান্ত্রিকং তথা।
যদা তু মান্ত্রিকং নাস্তি নালিকং তত্র ধারয়েৎ॥" (শুক্রনীতি)

[ইহার বিশেষ বিবরণ নালিকা শব্দে দেখ।]

নালিকা (স্ত্রী) নালা এব, স্বার্থে কন্ টাপি অত ইত্বং। ১ নালা। ২ নালিতাশাক, পাটশাক।

"বাতলং নালিকাশাকং পিত্তঘ্নং মধুরঞ্চ তৎ।" (সুশ্রুত ১।৪৬)

৩ চর্ম্মকষা। (জটাধর) ৪ হস্তিকর্ণবেধনিকা। (হারা ৩)

"গজাঃ সকৃৎ করতললোলনালিকা
হতাম্বুহঃ প্রণদিত ঘণ্টমাযযুঃ॥" (মাঘ ১৩।৩৫)

নালিকের (পুং) নারিকেল, লরয়োরৈক্যাৎ রস্য লঃ লস্য রশ্চ। ১ নারিকেল, এই শব্দের কোন কোন স্থলে ক্লীবলিঙ্গে ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। [নারিকেল দেখ।]

২ কূর্ম্মবিভাগের অগ্নিকোণস্থিত দেশভেদ। (বৃহৎস ১৪ অ)

নালিকেল (নালিকের) কলিঙ্গের অন্তর্গত দন্তপুর নামক স্থানের একজন রাজা। ইনি ব্রাহ্মণ ঋষিদিগের অত্যন্ত পীড়ক ছিলেন।

নালিজঙ্ঘ (পুং) দ্রোণকাক, দাঁড়কাক। (হারাবলী)

নালিতা (স্ত্রী) স্বনামখ্যাত শাকভেদ। তিক্ত পাটশাক, চলিত নাল্তে। [নারীচ দেখ।]

'নালিতা পট্টশাকঞ্চ মিষ্টপত্রে তু নালিকা।' (শব্দমালা)

নালিফোঁড় (দেশজ) বস্ত্র বুনিবার সময় কাপড়ের সূত্র সরিয়া যাওয়ায় যে ফাঁক হয়।

নালিশ (পারসী) অভিযোগ।

নালিশকর্ত্তা (পারসী) অভিযোক্তা।

নালিশবন্দ (পারসী) ফরিয়াদী, বাদী।

নালিশী (পারসী) নালিশকার।

নালী (স্ত্রী) নালি বাহুলকাৎ ঙীষ্। ১ শাককড়ম্বক, চলিত ডাঁটা। ২ হস্তিকর্ণবেধনী। ৩ পদ্ম। ৪ ঘটী। ৫ নাড়ী, শিরা।

"রসবাহিনীশ্চ নালীজিহ্বামূলগলতালুক্লোম্নঃ।
সংশোষ্য নৃণাং দেহে কুরুতস্তৃষ্ণাং মহাবলাবেতৌ॥"
(চরক চিকিৎসিতস্থ ২৪ অ)

নালীক (পুং) নাল্যা নলযন্ত্রাৎ কায়তি শব্দায়তে কৈ-ক। ১ শর। "কর্ণিনালীকনারাচাসুৎসৃজন্তো মহারথাঃ।" (ভারত ৩।৩১০।১৭)

লঘুবাণের নাম নালীক, এই বাণ নলযন্ত্রে প্রেরিত হয়। পর্ব্বতের অত্যুচ্চ গহ্বরে এবং দুর্গযুদ্ধে এই বাণ প্রযোজ্য।

"নালীকা লঘবো বাণা নলযন্ত্রেণ নোদিতাঃ।
অত্যুচ্চদূরপাতেষু দুর্গযুদ্ধেষু তে মতাঃ॥" (শার্ঙ্গধর)

(স্ত্রী) ৩ শল্যাঙ্গ। ৪ অজ্ঞষণ্ড, পদ্মসমূহ। (মেদিনী) ন অলীকমিতি। ৫ সত্য।

"নালীকাস্ত্রমেতদক্ষ বচনং বাণাস্ত্রং কি বচঃ।"

(বক্রোক্তিপঞ্চাশিকা ৪২)

৬ নারিকেল কমণ্ডলু।

নালীকিনী (স্ত্রী) নালীকমস্ত্যস্ত ইতি নালীক-ইনি, ঙীপ্। পদ্মসমূহ। (শব্দর°)

নালীঘটী (স্ত্রী) নাড্যা দণ্ডকালস্ত বোধনার্থা ঘটী ডম্ব ল। দণ্ডাদিজ্ঞাপক ঘটীভেদ। (শব্দার্থচিন্তা°)

নালীপ (পুং) কদম্বক। (বৈদ্যক প্র°)

নালীব্রণ (পুং) নালীগতো ব্রণঃ। নাড়ীব্রণ। চলিত নালীঘা।

নালুক (ত্রি (১ যাহার মুখে লাল পড়ে। ২ গন্ধভেদ। ৩ কৃশ, দুর্ব্বল।

নালুয়াচাঁদা (দেশজ) এক প্রকার ক্ষুদ্র মৎস্যবিশেষ।

নাল্য (ত্রি) নলস্তাদূরদেশাদি, সঙ্কাশাদিত্বাৎ ণ্য। নলের অদূর দেশ প্রভৃতি।

নাবা (স্ত্রী) ১ বাক্য। "ইন্দুং নাবাঃ অনূষত" (ঋক্ ৯।৪৫।৫)
'নাবা বাচোঽপ্যনূষত অস্তুবন্' (সায়ণ)

নাবমিক (ত্রি) নবম-ঠঞ্। নবম সংখ্যাযুক্ত।

নাবযজ্ঞিক (পুং) নবযজ্ঞস্ত তৎপ্রতিপাদকগ্রন্থস্ত ব্যাখ্যানো গ্রন্থঃ ঠঞ্। ১ নবযজ্ঞপ্রতিপাদক ব্যাখ্যান গ্রন্থবিশেষ। নবযজ্ঞো বর্ত্ততেঽস্মিন্ কালে ঠঞ্) ২ নবযজ্ঞবিধানযোগ্য কাল।

নাবালক (দেশজ) অপ্রাপ্তবয়স্ক।

নাবিক (পুং) নাবা তরতীতি নৌ-ঠন্। নৌব্যচঠন্। কর্ণধার, নৌকাচালক, মাঝি, যে নৌকার হাল ধরে।

"মহাবাতসমুদ্ভূতামপরিক্ষিতনাবিকাম্।
অত্যাস্তোপ্রতিবদ্ধাং বানোপেয়ান্নাবমাতুরাম্॥" (কামন্দকী ৭।৩৩)

যাহারা দাঁড়, পাইল ইত্যাদি যন্ত্রের সাহায্যে নৌকাযোগে জলপথে যাতায়াত করিতে সক্ষম, তাহাদের সাধারণ নাম নাবিক। ইহাদিগকে বিশ্বাস করিতে নাই। নদী, খাল প্রভৃতি জলস্রোত দিয়া গমন করিতে হইলে দার্শনিক বিশেষ কোন যন্ত্রের আবশ্যক হয় না। সুতরাং ঐ গমনাগমনের বিশেষ কোন নিয়ম লিপিবদ্ধ করা অনাবশ্যক। কেবলমাত্র নাবিক বা মাঝির একটু দূরদর্শন ও বহুদর্শিতা থাকিলেই তাহারা সহজে এবং নির্ব্বিঘ্নে ঐ সমস্ত জলস্রোতে যাতায়াত করিতে পারে। কিন্তু সামুদ্রিক নাবিকগণের যথেষ্ট শিক্ষা, দক্ষতা ও বুদ্ধিশক্তির আবশ্যক। এজন্য সমুদ্রে গতিবিধির নিয়ম ও প্রণালী প্রভৃতি এখানে সংক্ষেপে বিবৃত হইল।

অতি প্রাচীনকালে ভারতবাসী ও ইজিপ্টবাসিদের প্রথম সমুদ্রে যাতায়াতের প্রমাণ পাওয়া যায়। মিসরবাসী অর্ণবপোতসাহায্যে ভারতে বাণিজ্য করিতে আসিত। পুরাকালীন সমুদ্রনাবিকদিগের মধ্যে ফিনিসীয়গণই বিশেষ প্রসিদ্ধ। তাহারা তাহাদের পরিচিত সকল জাতির মধ্যে সমুদ্রযানযোগে ব্যবসা করিত। তত্রত্য টায়র নামক বন্দরটী পৃথিবীর মধ্যে সর্বপ্রধান বাণিজ্য-বন্দর আখ্যাধারণ করিয়াছিল। তাহারা লিবেনন্ হইতে শুঁড়িকাষ্ঠসমূহ সংগ্রহপূর্ব্বক কতকগুলি জাহাজ প্রস্তুত করে। এই জাহাজের সাহায্যে তাহারা বিদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিতে সক্ষম হয়, এবং ঐ সমস্ত নবাবিষ্কৃত স্থানও অচিরে নৌ-চালনা বিষয়ে প্রাধান্যলাভ করিয়াছিল। ফিনিসীয়-উপনিবেশ মধ্যে কার্থেজ অতীব প্রসিদ্ধ। কার্থেজের অধিবাসিরা যুরোপ ও আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলস্থ যাবতীয় স্থানে এই সমস্ত জাহাজের সাহায্যে বাণিজ্য করিত। ইহাদের পরে গ্রীকেরা নৌ-চালন-কার্য্যে অগ্রসর হয়। তাহাদের আর্গো নামক জাহাজে আরোহণপূর্ব্বক কল্‌চিস্ হইতে উৎকৃষ্ট শুভ্র মেষের লোম আনার কথা অনেকেই অবগত আছেন। গ্রীকদিগের পরে, রোমের অধিবাসিরা জাহাজনির্ম্মাণ ও জাহাজচালনবিদ্যা শিক্ষা করিয়া নিজ শৌর্য্যে কার্থেজের ধ্বংসসাধনপূর্ব্বক আলেকসান্দ্রিয়া নামক বন্দর সংস্থাপন করেন। ইহা একদা ধনগর্ব্বে ও বাণিজ্যবিষয়ক উন্নতিতে পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বোচ্চশিখরে আরোহণ করিয়াছিল। রোমের ধ্বংসের পর কিছুদিন য়ুরোপে নৌ-চালন-বিদ্যাশিক্ষা ও পরিচালন প্রভৃতির অধঃপতন হয়। তৎপরে জেনোয়াবাসিরা, কাহারও মতে ফরাসীরা পুনরায় ঐ বিষয়ে মনোযোগী হয়। তদনন্তর ভিনিসের অধিবাসিরা সমুদ্র-যানের উন্নতি-চেষ্টায় মনোনিবেশ করে। এই সময়ে 'হেন্‌জেন্‌টিক্' লিগ্ নামক একদল বণিক বাণিজ্য জন্য ভারতবর্ষ ও আমেরিকার নানা স্থানে বাণিজ্য করিতে প্রবৃত্ত হয়, এবং নাবিকদিগের নৌ-চালনের নানা নিয়ম লিপিবদ্ধ করে। উহা অদ্যাপি 'হেন্‌জেটিক্ লিগ্' নামে অভিহিত। ঐ সময় হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত নাবিকবিদ্যা সম্বন্ধে যে উন্নতি সাধিত হইয়াছে, পর্য্যায়ক্রমে তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করা নিতান্ত সহজ নহে। জাহাজ গঠনপ্রণালীর উন্নতি ও জাহাজ চালিত হইবার জন্য অভিনবপন্থা প্রণয়ন এবং নূতন নূতন যন্ত্র আবিষ্কার হওয়াতেই যে সমুদ্রে যাতায়াতের জন্য নাবিকদিগের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে, তাহাতে আর বিন্দুমাত্রও সংশয় নাই। পুরাকালে দাঁড়িরা জাহাজের পাটাতনের উপর বসিয়া দাঁড় চালনা করিত। কোন কোন জাহাজে ২।৩টী করিয়াও পাটাতন থাকিত। সুতরাং জাহাজের গতি মনুষ্যের সামর্থ্যের উপর নির্ভর করিত। এখন তৎপরিবর্ত্তে পাইলের সৃষ্টি হওয়ায়, দড়াদড়ির সাহায্যে পাইলযোগে যে দিক্ দিয়া বায়ু প্রবাহিত হয়, নাবিকগণ সে দিকেও সহজে গমনাগমন করিতে সমর্থ হইয়াছে।

আবার তদনন্তর বাষ্পীয় কলের আবিষ্কার হওয়ায় দিন দিন সমুদ্রযাত্রায় বিশেষ সুবিধা হইয়া উঠিতেছে। পূর্ব্বকালে নাবিকদিগের জাহাজ পরিচালন করায় কার্য্যগুলি বিশেষ অসুবিধাজনক ছিল। এখন একমাত্র দিগ্দর্শনযন্ত্রের আবিষ্কার হওয়ায় ঐ অসুবিধা অনেক পরিমাণে কমিয়া যায়। পুরাকালীন নাবিকগণ, দিবাভাগে সূর্য্যোদয় হইলে এবং রাত্রিতে ধ্রুবতারা (Noth Star) উদিত হইলে, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া জাহাজ চালাইত। কুয়াশা বা মেঘজালে আকাশ আচ্ছন্ন থাকিলে, সেই সময় জাহাজ চালাইতে পারিত না। দিগ্দর্শনযন্ত্রের সৃষ্টি হওয়ায় এখন আর সূর্য্য বা অন্য গ্রহ-উপগ্রহের আশায় জাহাজ বাঁধিয়া বসিয়া থাকিতে হয় না। দিগ্দর্শনযন্ত্রের আবিষ্কার হইলেও উৎকৃষ্ট মানচিত্র অভাবে বহুদিন পর্য্যন্ত নৌ যাত্রায় বিশেষ কোনরূপ সুবিধা লক্ষিত হয় নাই। তৎকালীন মানচিত্র ভ্রমপরিপূর্ণ ছিল। পরে মার্কেটর্-প্রণীত মানচিত্র প্রচলিত হইলে পুরাকালীন জাহাজ-পরিচালন-নিয়মাবলী ও যুক্তির অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তৎপরে লগারিথমের তালিকা প্রস্তুত হওয়ায় জাহাজচালনোপযোগী সর্ব্বপ্রকার বড় বড় অঙ্ক কসিবার বিশেষ সুযোগ হইয়া উঠিয়াছে। সেক্স্টাণ্ট, কোয়াড্রাণ্ট ও দিগ্দর্শন-সাহায্যে সূর্য্যের ও অন্যান্য গ্রহের উচ্চতা এবং চন্দ্র ও অন্যান্য উপগ্রহের পরস্পর দূরত্ব স্থির করা অনায়াসসাধ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এতদ্ভিন্ন নাবিকের নিকট লগারিথম-তালিকা ও নৌ-পঞ্জিকা থাকে। এই সমস্ত যন্ত্রের ও মানচিত্র প্রভৃতির সাহায্যে নাবিকগণ স্ব স্ব জাহাজের অক্ষ ও দ্রাঘিমাংশ স্থির করে ও জাহাজ হইতে দূরবীক্ষণ দ্বারা যে বন্দর বা অন্তরীপ দৃষ্ট হয়, তাহারও অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমা স্ব স্ব মানচিত্র দেখিয়া ঠিক করিয়া এবং সমুদ্রের যে সমস্ত স্থানে পাহাড় প্রভৃতি মানচিত্রে অঙ্কিত আছে, সেই পথ পরিত্যাগপূর্ব্বক নিঃশঙ্কচিত্তে নানাস্থানে গমনাগমন করিতে সমর্থ হইতেছে। তদ্ভিন্ন কতকগুলি নৈসর্গিক ব্যাপারের প্রতি নাবিকদিগের বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়। কারণ সামান্য সাহায্যই নাবিকদিগের বিশেষ কার্য্যকারী, নচেৎ সামান্য ভুল হইলেই জাহাজ মারা যাওয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নয়। স্রোতের বল, সমুদ্রের জলের রং (সমুদ্রতীরের নিকটস্থ জলের রং, গভীর জলের রং অপেক্ষা ভিন্ন), পক্ষীর গমনাগমন ইত্যাদির প্রতি তাঁহাদের বিশেষ লক্ষ্য থাকে। ঝটিকা প্রভৃতি হয় কি না তাহা নির্দ্ধারণের জন্য নাবিকের নিকট সর্ব্বদাই ব্যারোমিটার থাকে। এই সমস্ত অত্যাবশ্যক যন্ত্রের সাহায্যে এক্ষণে সমুদ্রযাত্রা অতি সহজ হইয়া উঠিয়াছে।

ভারতবাসী পূর্ব্বকালে যে জাহাজে সমুদ্রযাত্রা করিত, তাহাকে 'যানপাত্র' বলিত। বৃহৎকথায় এই যানপাত্রের বিবরণ আছে। চীনেরাও যে জাহাজে সমুদ্রে যাইত, তাহারও নাম 'যানক' বা 'যাঙ্ক'।

নাবিকবিদ্যা (স্ত্রী) নৌকা, জাহাজ প্রভৃতি পরিচালনী বিদ্যা। যাহারা সর্ব্বদা সমুদ্রপথে জাহাজ প্রভৃতি পরিচালন করে, তাহাদের এই বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী হওয়া উচিত।

নাবিন্ (ত্রি) নৌরস্ত্যস্ত ব্রীহ্যাদিত্বাৎ পক্ষে ইনি। পোতাধ্যক্ষ, নাবিক, কর্ণধার।

নাবী (স্ত্রী) শ্রেণীবদ্ধ নৌকা, জাহাজ প্রভৃতি।

নাবোপজীবন (পুং) নাবা উপজীবনমস্য অর্থে অলুক্ সমাস। নৌকাচালনোপজীবি জাতিভেদ, সঙ্করজাতি। মহাভারতে এই জাতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

"নিষাদো মদ্গুরং সূতে দাসং নাবোপজীবনম্।"
(ভারত অনু° ৪৮ অ°)

নাবোপজীবিন্ (ত্রি) নাবা উপজীবতি উপ-জীব-ণিনি, অলুক্ সমা°। নৌকাচালনোপজীবি জাতিবিশেষ। যে জাতি নৌকাচালনা দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে।

নাব্য (ত্রি) নাবা-তার্য্যং নৌ-যৎ (নৌবয়োধর্ম্মেতি। পা ৪।৪।৯১) ১ নৌকাগম্য দেশাদি, নৌকা ব্যতিরেকে যাহা পার হওয়া যায় না। নবস্য ভাবঃ ষঞ্। ২ নূতনত্ব। ৩ তরুণাবস্থা।

নাব্যুদক (স্ত্রী) 'নাবিস্থিতমুদকম্, নাবি অগ্নিহোত্রসমাপ্তিং যাবদুদকম্। ১ নৌকাস্থিত জল। ২ অগ্নিহোত্রার্থ অগ্নিস্থাপনার্থ স্থাপিত জল। এই জল পান করিতে নাই।

নাশ (পুং) নশ-ভাবে ঘঞ্। ১ ধ্বংস, নিধন। ২ অদর্শন। ৩ পলায়ন। ৪ অনুপলব্ধ।

সাংখ্যকারগণ বস্তুর নাশ হয়, ইহা স্বীকার করেন না, তাঁহারা বলেন, কারণ লয়ের নাম নাশ, বস্তু কারণে লীন হইলে তাহাকে নাশ কহে। বস্তু কারণে লীন হইলে সূক্ষ্মতা হেতু তাহার উপলব্ধি হয় না। "নাশঃ কারণলয়ঃ" (সাংখ্যসূত্র) কারণের সহিত নাশ অর্থাৎ একীভূত হওনের নাম আত্যন্তিক নাশ। কার্য্য কারণে লীন হয়, পুনর্ব্বার সেই কারণ, হইতে কার্য্য হইয়া থাকে, কিন্তু আত্যন্তিক নাশ হইলে আর তাহা হইতে কার্য্যোৎপত্তি হয় না।

নৈয়ায়িকদিগের মতে, নাশ ধ্বংসাভাব। এই অভাব নিত্য। জীবগণের নাশের কারণ—

"সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে।
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥" (গীতা ২।৬২-৩)

বিষয় সকল চিন্তা করিতে করিতে পুরুষের আসক্তি জন্মে, এই আসক্তি হইতে অভিলাষ, অভিলাষ হইতে ক্রোধ, ক্রোধ হইতে মোহ, মোহ হইতে স্মৃতিভ্রংশ, স্মৃতিভ্রংশ হইতে বুদ্ধিনাশ ও বুদ্ধিনাশ হইতে বিনাশ উপস্থিত হয়।

অসত্যাচরণ, পারদার্য্য, অভক্ষ্যভক্ষণ, অশ্রৌতধর্ম্মাচরণ অর্থাৎ শাস্ত্রানুসারে না চলা, এই সকল করিলে অচিরে কুলনাশ হয়। অব্রাহ্মণ ও বৃষলকে বেদশিক্ষা দিলেও শীঘ্র কুলনাশ হয়।

"অনৃতাৎ পারদার্য্যাচ্চ তথাভক্ষ্যস্ত ভক্ষণাৎ।
অশ্রৌতধর্ম্মাচরণাৎ ক্ষিপ্রং নশ্যতি বৈ কুলম্ ॥
অশ্রোত্রিয়ে বেদদানাৎ বৃষলেষু তথৈব চ।
বিহিতাচারহীনেষু ক্ষিপ্রং নশ্যতি বৈ কুলম্ ॥"।
(কৌর্ম্ম উপবি° ১৫ অ°)

বিনষ্ট হইবার পূর্ব্বরূপ। মৎস্যপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে— পুরুষ আচার পরিত্যাগ করিলে দেবতা তাহাদিগকে পরিত্যাগ করেন, তখন নানা উপসর্গ উপস্থিত হয়, এই উপসর্গ ৩ প্রকার— দিব্য, আন্তরীক্ষ ও ভৌম। গ্রহ ও নক্ষত্রগণজনিত দিব্য, উল্কাপাত, দিগ্দাহ প্রভৃতি আন্তরীক্ষ এবং ভূকম্পন, জলাশয়াদি দূষিত হওয়া ভৌম উপসর্গ। এই সকল উৎপাত দেখিলে নাশের পূর্ব্বলক্ষণ বলিয়া জানিতে হইবে। (মৎস্যপু° ২০৩ অ°)

নাশক (ত্রি) নাশয়তীতি নশ-ণিচ্-ণ্বুল্। ধ্বংসক, ক্ষয়কারী, যে নাশ করে।

"তে পরস্বাপহর্ত্তারঃ পরস্বানাঞ্চ নাশকাঃ।" (ভারত ১৩।২৩ অ°)

নাশন (ত্রি) নাশয়তীতি নশ-ণিচ্-ল্যু। ১ নাশক।

"ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ ॥" (গীতা ১৬।২১)

(ক্লী) ২ উচ্ছেদন, বিলোপন।

নাশয়িত্রী (স্ত্রী) নাশকর্ত্রী।

"নাশয়িত্রা বলাসস্যার্শসঃ" (শুক্লযজু° ১২।৯৭)

'নাশয়িত্রী নাশকর্ত্রী' (বেদদীপ)

নাশিত (ত্রি) বিনাশিত, নিহত।

নাশিন্ (ত্রি) নাশঃ অস্যাস্তেতি নাশ-ইনি। নাশবিশিষ্ট, নাশক। যাহা চিরস্থায়ী নহে, নশ্বর।

"নশ্যতো বিনিপাতেঽ ভাবনিপাতে স্বনাশিনৌ ॥" (মনু ৮।১৮৫)

নাশির-ই-খস্রু, একজন পারসিক কবি। হিজিরা ৫ম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। ইনি ভাবুক কবি এবং মুসলমান-ধর্ম্মাবলী শিয়াসম্প্রদায়ভুক্ত। সম্রাট্ অকবরশাহের রাজত্বকালে ইহার কবিত্বের বিশেষ আদর ছিল। ইহার প্রণীত গ্রন্থের মধ্যে কুল্লিয়াত্-ই-নাশির্ উল্লেখযোগ্য।

নাশির্-উল্-মুলক্, পীরমহম্মদ্ নামক একজন যোদ্ধা। * যখন বৈরাম খাঁ আগ্রায় অবস্থান করেন, তখন ইনি খাঁ সাহেবের বিশেষ সহায়ক ছিলেন। ইহার আসল নাম পীর মহম্মদ খাঁ। যখন অকবর দিল্লীর সিংহাসনে অধিরূঢ় হন, তখন ইনি বৈরামের সাহায্যে আমীরপদে উন্নীত হয়েন। ইহার কিছুদিন পরে পীর মহম্মদ আলবাররাজ্য হাজি-খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। হাজি খাঁ পলায়ন করিলে তিনি আলবার ও দেওলী-সাচারি নামক স্থান সরকারভুক্ত করিয়া লইলেন এবং হিমুর পিতাকে ধরিয়া আনিয়া তাহাকে ইস্লাম্ ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি অসম্মতি প্রকাশ করিলে পীর মহম্মদ তাহার প্রাণসংহার করেন এবং লুণ্ঠনদ্রব্য সঙ্গে লইয়া অকবর সমীপে উপস্থিত হইলেন।

দেওলী-সাচারি হিমুর জন্মভূমি। এই যুদ্ধে হিমুকে পরাস্ত করায় ইনি নাশির্-উল্ মুলক্ উপাধি প্রাপ্ত হন। উক্ত উপাধিতে ভূষিত হইয়া ইনি এতই গর্ব্বিত হইয়াছিলেন যে, নিজের একমাত্র আশ্রয়স্বরূপ বৈরামকে অবজ্ঞা করিতে ত্রুটী করেন নাই। অবশেষে সেখ গদাইএর প্রবোচনায় বৈরাম ইঁহাকে বিয়ানাদুর্গে আবদ্ধ রাখেন, পরে ইহাকে তীর্থযাত্রা করিতে অনুমতি দেন। বিয়ানা হইতে গুজরাত-যাত্রাকালে পথিমধ্যে ইনি আধম খাঁ প্রেরিত একখানি পত্র পান। ঐ পত্রের মর্ম্মানুসারে রণস্তম্ভগড়ে কিছুদিন অবস্থান করেন। যখন শুনিলেন, বৈরাম খাঁর অনুচরগণ পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়াছে, তখন ইনি পুনরায় গুর্জ্জর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। বৈরামের এই অসদ্ব্যবহারে অকবরশাহ দুঃখিত এবং ক্রোধান্বিত হইলেন। পীর মহম্মদ বৈরামের লাঞ্ছনা ও অবমাননার বিষয় অবগত হইয়া পুনরায় দিল্লীতে আগমন করিলেন, সম্রাট্ অকবর ইঁহাকে 'খাঁ' উপাধি দান করিলেন। ৯৬৮ হিজিরাতে ইনি সম্রাটের আদেশে মালব জয় করিতে যান এবং ইঁহার সহ-যোগী আধম ফিরিয়া আসিলে ইনি মালবের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। ৯৬৯ হিজিরায় বাজ্‌বাহাদুর মালব আক্রমণ করেন, তিনি পরাস্ত হইলে নাশির্ তাঁহার রাজ্য বিজাগড় অধিকার করিলেন। ইহার পর ইনি খান্দেশ অভিমুখে যাইয়া বুরহান্‌পুর রাজধানী লুট করেন, এবং লব্ধদ্রব্য লইয়া পলাইবার পথে বাজ্‌বাহাদুর কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন, কিন্তু পলায়নকালে নর্ম্মদায় জলমগ্ন হইয়া নদীগর্ভে বিনষ্ট হন।

নাশির্-উদ্দীন্-মাহ্মুদ্, দিল্লীর দাসবংশীয় রাজগণের মধ্যে নবম। হিজিরা ৬৪৪ হইতে ৬৬৪ অথবা ১২৪৬ হইতে ১২৬৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ২০ বৎসর রাজ্য শাসন করেন। তিনি দিল্লীর সুলতান আলতামাসের সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র। ১২৪৬

* এল্‌ফিন্‌ষ্টোন, মার্সম্যান, ফেরিস্তা ও স্কট প্রভৃতি ঐতি-

খৃষ্টাব্দে তদীয় ভ্রাতৃষ্পুত্র আলাউদ্দীন্ মুসায়ুদ্ গুপ্তভাবে নিহত হইলে, নাশির্ দিল্লীর সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তিনি অধিক সময় বিদ্যাভ্যাসে অতিবাহিত করিতেন। রাজকার্য্য পরিচালনার ভার উজীর গয়াসুদ্দীন্ বল্বনের হস্তে ন্যস্ত ছিল্। নন্দনদুর্গ (দেওকালী) জয়, রাজপুতনায় অন্তর্গত নরবাররাজ শ্রীচাহড়দেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, চাহড়দেবের পরাজয় ও নরবারদুর্গ অধিকার, নাগোরে ইজ্-উদ্দীন্ বল্বনের বিদ্রোহ এই কয়টী তাঁহার রাজত্বকালের প্রধান ঘটনা। ১২৫৬ খৃষ্টাব্দে মিরাটের রাজপুতগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিলে, বল্বন্ বিশেষ দক্ষতার সহিত বারবার প্রত্যাখ্যাত হইলেও তাহাদিগকে দমন করেন। এই সময়ে জঙ্গিস খাঁর পৌত্র পারস্যরাজ হলাকু দিল্লীতে দূত প্রেরণ করেন।

বহুদিন রোগগ্রস্ত থাকিয়া অবশেষে ১২৬৫ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে নাশির্-উদ্দীন্ পরলোকগত হন। তিনি অত্যন্ত মিতব্যয়ী ও পরিশ্রমী ছিলেন। এমন কি, যখন পাঠাভ্যাসে তাঁহার বিরক্তি বোধ হইত, তখন তিনি নিজ হস্তে কোরাণ লিখিতে বসিতেন। অন্যান্য সম্রাট্গণের ন্যায় তাঁহার বহু স্ত্রী বা বেগম ছিল না। তাঁহার একমাত্র স্ত্রীই তাঁহার সমস্ত খাদ্য ও শয্যারচনা প্রভৃতির কার্য্য করিতেন। ফিরিস্তা লিখিয়াছেন, 'একদিন সম্রাটের জন্য রুটী প্রস্তুত করিতে তাঁহার পত্নীর হাত পুড়িয়া যাওয়ায়, তিনি স্বামী সমীপে একজন দাসীর সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সম্রাট্ ইহাতে অস্বীকৃত হইয়া তাঁহাকে উত্তর করিলেন, তিনি বৃথা ব্যয়ভার বহন করিতে অক্ষম, এবং আরও তাঁহাকে উপদেশ দিলেন যে, সহিষ্ণুতার সহিত তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিলে অন্তিমে ঈশ্বরের অনুগ্রহ পাইবেন।" তাঁহার এইরূপ ঈশ্বরভক্তি এবং শাস্ত্রালোচনা দেখিলে জানা যায় যে, তিনি ধর্ম্মকর্ম্মেই জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন, রাজকার্য্য দেখিবার অবসর পান নাই।

নাশুক (ত্রি) ধ্বংসশীল, নশ্বর।

নাশ্য (ত্রি) নশ-ণ্যৎ। ধ্বংসনীয়।

নাষ্টিক (ত্রি) নষ্টং দ্রব্যং স্বামিত্বেনার্হতি বাহুলকাৎ ঠঞ্। ১ নষ্ট দ্রব্যার্হ। ২ নষ্ট দ্রব্যের অধিকারী।

"অর্থ মূলমনাহার্য্যং প্রকাশক্রয়শোধিতঃ।
অদণ্ড্যো মুচ্যতে রাজ্ঞা নাষ্টিকো লভতে ধনম্।" (মনু ৮।২০২)

ঐতিহাসিকগণ এই নাসির-উদ্দীনকে আল্তামসের পৌত্ররূপে উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তবকৎ-ই-নাসিরি প্রভৃতি সাময়িক ইতিহাসে ইনি আল্তামসের কনিষ্ঠ পুত্র বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছেন।

নাষ্ট্র (ত্রি) নশ-ণিচ্-ষ্ট্রন্। নাশক। স্ত্রিয়াং টাপ্। নাশকর্ত্রী।
"বিবাধ্যো নানাষ্ট্রাভ্যস্পাতি" (শুক্লযজুঃ ৩৮।১২)
'নাষ্ট্রাভ্যঃ নাশকর্ত্রীভ্যঃ' (বেদদীপ)

নাস (দেশজ) তাম্রকূটচূর্ণ, নস্য।

নাসকাটাপুর, নেপালের অন্তর্গত পাটন (ললিতপত্তন) প্রদেশের মধ্যবর্ত্তী একটী প্রাচীন নগর। ইহার প্রাচীন নাম কীর্ত্তিপুর। কীর্ত্তিপুর নামে পূর্ব্বে এক ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য ছিল। ইহা পরে পাটন প্রদেশের অধীন হয়। চন্দ্রগিরিপর্ব্বতের নিম্নে এই রাজ্য অবস্থিত।

ইহার পশ্চিমে ইন্দ্রস্থান ও দক্ষিণে মহাভারত নামক প্রদেশ। এই নগরের উত্তরদিকে ১॥০ ক্রোশ দূরে কাঠমাণ্ডু। কীর্ত্তিপুর নগর বাঘমতীর এক উপনদীতীরে অবস্থিত। ইহা কখনও বড় নগর ছিল না। তবে ইহার অবস্থিতি বা দুর্ভেদ্যতাবশতঃ নেপালের প্রাচীন ইতিহাসে ইহার অত্যন্ত প্রসিদ্ধি। এ কালেও পৃথ্বীনারায়ণের বিপুল সেনা তিনবার এই উপত্যকায় পরাস্ত হয়। ১৭৬৫-৬৭ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধে নেবারেরা তিন বৎসরকাল গুর্খাদিগকে বাধা দিয়া রাখিয়াছিল। তিন বৎসর পরে নেবারেরা পরাস্ত হইলেও গুর্খাদিগকে দুর্গ ও অন্যান্য দৃঢ়বদ্ধ স্থানগুলি ছাড়িয়া দেয় নাই। শেষে গুর্খারা সদয় ব্যবহারের লোভ দেখাইয়া বন্ধুত্বের ছলনা করিয়া দেশে প্রবেশলাভ করে। দেশে ঢুকিয়া গুর্খারা দুর্গাধিকার করিয়া দেশের সমস্ত পুরুষের নাসিকা ও অধরোষ্ঠ ছেদন করিয়া দেয়, কেবল যাহারা বাঁশী বাজাইতে পারিত, তাহারা গুর্খা সেনাগণের দলে বাদকের কার্য্য করিতে স্বীকার করায় তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেয়। ইহার পরেই নগরের প্রাচীন নাম কীর্ত্তিপুর পরিবর্ত্তন করিয়া 'নাসকাটাপুর' রাখা হয়। এখানকার প্রাচীন দরবার ও মন্দিরাদির ভগ্নাবশেষ আছে। ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে এখানে হরগৌরী মূর্ত্তির এক মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহারও ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বর্ত্তমান। ১৫১৩ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত ভৈরবের চৌচালা মন্দির এখনও ভগ্ন হয় নাই। এখানে বহু যাত্রিসমাগম হয়। এই মন্দির নেপালের মধ্যে অতি প্রসিদ্ধ। মন্দিরে এক ব্যাঘ্রমূর্ত্তি চিত্রিত আছে, তাহা হইতে ইহা ব্যাঘ্রভৈরব নামে কথিত হয়। ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে সেরিস্তা-নেবার কর্ত্তৃক নির্ম্মিত গণেশ-মন্দির এখানকার আর একটী বিখ্যাত মন্দির। ইহার তোরণের উপরিভাগে মধ্যস্থলে গণেশ, তাঁহার বামে গরুড়ারূঢ়া বৈষ্ণবীদেবী, দক্ষিণে ময়ূরাসীনা শক্তিদেবী, ইহার পার্শ্বে মহিষারূঢ়া বারাহীদেবী, তৎপার্শ্বে শবাসিনা চামুণ্ডাদেবী, বৈষ্ণবীর পার্শ্বে হস্ত্যারূঢ়া ইন্দ্রাণীদেবী, তৎপার্শ্বে সিংহারূঢ়া মহালক্ষ্মী মূর্ত্তি আছে। গণেশমূর্ত্তির উপরিভাগে মধ্যস্থলে

…মূর্তি, …দিগের আকৃতি …কেও… ইহাদিগকে অষ্টমাতৃকা বলে। নগরের দক্ষিণে চিন্নামক নামে এক বৌদ্ধ-মন্দির আছে।

নাসত্য (পুং) নাস্তি অসত্যং যয়োঃ ন-লোপো নভ্রাড়িতি (পা ৬।৩।৭৫) ইতি নঞঃ প্রকৃতিভাবঃ। অশ্বিনীকুমারদ্বয়। এই শব্দ নিত্য দ্বিবচনান্ত। "নাসত্যাবশ্বিনৌ দস্রাবাশ্বিনেয়ৌ" (অমর ১।১।৫৩) এই অশ্বিনীকুমারদ্বয় দেবতাদিগের মধ্যে শূদ্র। "আদিত্যাঃ ক্ষত্রিয়াস্তেষাং বিশশ্চ মরুতস্তথা। অশ্বিনৌ তু স্মৃতৌ শূদ্রৌ তপস্যুগ্রে সমাহিতৌ॥"

(ভারত শান্তিপ০)

নাসত্য ও দস্র অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের নামান্তর, এইস্থলে নাসত্য একবচনান্ত, কিন্তু যে স্থলে নাসত্য শব্দে অশ্বিনীকুমার-দ্বয়কে বুঝাইবে, সেই স্থলে দ্বিবচনান্ত হইবে। যথা—

"দেবী ত্বষ্টাবরুণাভ্যামশ্বিনৌ তিবন্যাং বভৌ।
নাসত্যাশ্চৈব দস্রশ্চ স্মৃতৌ দ্বাবশ্বিনাবিতি॥" (হরিবংশ ৯ অং)

নাসত্যা (স্ত্রী) অশ্বিনী নক্ষত্র।

নাসপাতি (দেশজ) উত্তরপশ্চিম ভারত ও আফগানস্থানের নিকটবর্ত্তী প্রদেশে উৎপন্ন এক প্রকার ফল।

নাসমৌজস (পুং) জয়মানবংশীয় কম্বলবর্হির পুত্রভেদ।

"অসমৌজাঃ সুরুক্মঞ্চ নাসমৌজাশ্চ তাবুভৌ॥"

(হরিবংশ ৩৯ অং)

নাসা (স্ত্রী) নাসতে শব্দায়তে ইতি নাস-অ (গুরোশ্চ হলঃ। পা ৩।৩।১০৩) ততষ্টাপ্, বা নাস্যতেহনয়া নাস করণে ঘঞ্ টাপ্। নাসিকা, চলিত নাক, গন্ধগ্রাহক ইন্দ্রিয়ভেদ, এই ইন্দ্রিয়দ্বারা গন্ধ গ্রহণ হয়। ইহা গর্ভস্থ বালকের ৫ মাসে উৎপন্ন হয়। [নাসিকা দেখ।] ২ দ্বারোপরিস্থ কাষ্ঠ, বাজকাট, কপালি। ৩ বাসকবৃক্ষ। ইহার পুষ্প নাসিকার মত এইজন্য এই বৃক্ষের নাম নাসা।

নাসাগতরোগ (পুং) নাসাগতরোগভেদ। ইহার বিষয় সুশ্রুতে এইরূপ লিখিত আছে—

নাসারোগ ৩১ প্রকার। যথা—অপীনস, পুতিনস্য, নাসা-পাক, শোণিতপিত্ত, পূযশোণিত, ক্ষবথু, ভ্রংশথু, দীপ্তি, প্রতিনাহ, পরিস্রব, নাসাশোষ, চারি প্রকার অর্শঃ, চারি প্রকার শোথ, সপ্তপ্রকার অর্ব্বুদ এবং পঞ্চপ্রকার প্রতিশ্যায়।

এই ৩১ প্রকার রোগের যথাযথ লক্ষণ লিখিত হইতেছে। নাসারন্ধ্ররোধ, ধূপন (ভিতরে ধূপ ধূপ করা), পুনঃ পুনঃ পচন, ক্লেদজনন এবং গন্ধরসের অনুপলব্ধি, এই সকল লক্ষণ হইলে অপীনস রোগ বলা যায়। ইহা বাতশ্লেষ্ম জন্য প্রতিশ্যায়ের সহিত সমান লক্ষণবিশিষ্ট।

গলতালুমূলে এবং তালুমূলের দোষ বিদগ্ধ হইয়া মুখ এবং নাসিকা হইতে দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু নির্গত হইলে পুতিনস্যরোগ বলা যায়।

নাসাগত পিত্ত কর্তৃক মর্ম্মস্থানে বলবান্ পাক জন্মিলে নাসাপাক বলা যায়। এইরোগে ক্লেদ এবং পাক হইয়া থাকে।

দোষ (পিত্ত, শোণিত ও শ্লেষ্মা) বিদগ্ধ হওয়া অথবা ললাটদেশে আঘাতপ্রযুক্ত নাসিকা হইতে রক্তমিশ্রিত পূয নির্গত হইলে তাহাকে পূয়রক্ত কহে।

নাসারন্ধ্রে মর্ম্মস্থান দূষিত হইয়া নাসারন্ধ্র হইতে কফযুক্ত বায়ু শব্দ সহকারে নির্গত হইলে তাহাকে ক্ষবথুরোগ বলা যায়।

তীক্ষ্ণ শিরোবিরেচন প্রয়োগ বা কটুদ্রব্যের আঘ্রাণ, সূর্য্য-নিরীক্ষণ, অথবা সূত্রাদি দ্বারা তরুণাস্থি স্নায়ুর মর্ম্ম উদ্‌ঘাটিত হইলে ক্ষবথু (হাঁচি) হয়, তাহাতে পিত্ততাপে মূর্দ্ধদেশে সঞ্চিত হইয়া গাঢ় স্নিগ্ধ লবণরসবিশিষ্ট কফ মূর্দ্ধদেশ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া নাসারন্ধ্র দ্বারা নির্গত হয়, এইরূপ হইলে ভ্রংশথু রোগ বলে।

নাসারন্ধ্র হইতে ধূমের ন্যায় বায়ু নির্গত হয় এবং নাসারন্ধ্র প্রদীপ্তের ন্যায় জ্বালা করে। ইহাকে দীপ্ত রোগ কহে।

উদান বায়ু যখন কফকর্ত্তৃক আবৃত হইয়া স্বীয় মার্গে বিকৃত থাকিয়া প্রাণপথ আবৃত করে, তখন তাহাকে নাসাপ্রতী-নাহ রোগ বলা যায়।

নাসিকা হইতে অজস্র বিশেষতঃ রাত্রিকালে যদি নির্ম্মল জলের ন্যায় আস্রাব হয়, তাহাকে নাসাপরিস্রাব বলে।

প্রাণরন্ধ্রস্থিত শ্লেষ্মা বাতপিত্ত কর্তৃক শুষ্ক এবং গাঢ়তাপ্রযুক্ত কষ্টে শ্বাসক্রিয়া হইলে নাসাপরিশোষ বলে। প্রতিশ্যায়াদির বিষয় পরে বলা হইবে।

ইহার চিকিৎসা।—পুতিনস্যরোগে নাড়ীস্বেদ, স্নেহস্বেদ, বমন এবং শ্রংসন প্রয়োগ করিতে হইবে। তীক্ষ্ণদ্রব্যযোগে লঘু অন্ন, অল্প পরিমাণে ভোজন, উষ্ণোদক পান এবং উপযুক্ত কালে ধূমপান কর্ত্তব্য। হিঙ্গু, ত্রিকটু, ইন্দ্রযব, শিবাটী, লাক্ষা, কুঙ্কুম, কট্‌ফল, বচ, কুষ্ঠ, এলাইচ, বিড়ঙ্গ এবং করঞ্জ এই সকল দ্রব্য গোমূত্রযোগে সর্ষপতৈলে পাক করিয়া নস্যে প্রয়োগ করিতে হইবে।

নাসাপাকরোগে নাসিকার বাহ্যে এবং অভ্যন্তরে পিত্ত-নাশক বিধান কর্ত্তব্য। রক্তমোক্ষণপূর্ব্বক ক্ষীরবৃক্ষের ত্বক্ ঘৃতসংযোগে পরিষেচন ও প্রলেপে প্রয়োজ্য।

পূয়রক্তরোগে নাড়ীব্রণের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। বমন করাইয়া অবপীড়ন, তীক্ষ্ণদ্রব্যের ধূম এবং শোধনী দ্রব্যের চূর্ণ-নস্য প্রয়োগ করিবে। ক্ষবথুরোগে মূর্দ্ধদেশে স্বেদপ্রয়োগ এবং স্নিগ্ধধূম প্রভৃতি অন্যান্য বায়ুরোগের হিতকর বিধি প্রয়োগ করিবে। দীপ্তিরোগে পিত্ত জন্য রোগের প্রতীকারের বিধি

অনুসারে ক্রিয়া করিবে। প্রতীনাহরোগে স্নেহপানই প্রধান এবং স্নিগ্ধধূম ও শিরোবিরেচন প্রযোজ্য। বলাতৈল ও অন্যান্য বায়ুনাশক দ্রব্যও এস্থলে বিধেয়। নাসাস্রাবরোগে তীক্ষ্ণ অবপীড়ন নাসারন্ধ্রে নল দ্বারা প্রয়োগ করিবে এবং দেবদারু ও চিত্রক সহযোগে মাংস ও ঘৃতের ধূম প্রয়োগ করিবে। নাসাশোষরোগে ক্ষীরঘৃত এবং অনুতৈল নস্তে প্রয়োগ করাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ঘৃতপান, মাংসরস সহযোগে ভোজন, স্নেহস্বেদ এবং স্নৈহিক ধূমও প্রযোজ্য। [প্রতিশ্যায় রোগের বিবরণ প্রতিশ্যায় শব্দ দেখ।] (সুশ্রুত উত্তরত° ২২-২৩ অধ্যায়)

ভাবপ্রকাশেও নাসারোগের বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে। সুশ্রুতে নাসাগতরোগ ৩১ প্রকার, বলিয়া উক্ত হইয়াছে, কিন্তু ভাবপ্রকাশের মতে এই রোগ ৩৪ প্রকার।

যথা—পীনস, পূতিনস্য, নাসাপাক, পূযশোণিত, ক্ষবথু, ভ্রংশথু, দীপ্তি, প্রতীনাহ, পরিস্রাব, নাসাশোষ, পঞ্চপ্রকার প্রতিশ্যায়, সপ্তপ্রকার অর্ব্বুদ, চারিপ্রকার অর্শ, চারিপ্রকার শোথ এবং চারিপ্রকার রক্তপিত্ত।

যে রোগে নাসিকা শুষ্ক, কফ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ, শুষ্ক বা কফ কর্ত্তৃক ক্লিন্ন ও সন্তাপযুক্ত হয় এবং ঘ্রাণে রসবোধ থাকে না, তাহাকে পীনস বা অপীনস বলে। এই পীনসরোগ বাতশ্লৈষ্মিক প্রতিশ্যায়ের ন্যায় লক্ষণবিশিষ্ট হইয়া থাকে।

দূষিত পিত্ত, রক্ত ও কফ কর্ত্তৃক গল ও তালুমূলস্থ বায়ু পূতিভাবাপন্ন হইলে মুখ ও নাসিকা হইতে দুর্গন্ধ বাহির হয়, এইরূপ হইলে তাহাকে পূতিনস্য কহে।

যে রোগে ঘ্রাণ সংশ্রিতপিত্ত বলবান্ হইয়া নাসিকাতে বহুতর ব্রণ উৎপাদন করে এবং ঐ সকল ব্রণ পাকিয়া দুর্গন্ধযুক্ত ক্লেদ নিঃসারিত হয়, তাহা নাসাপাক কহে।

রক্তপিত্তের আধিক্য অথবা ললাটে অভিঘাতাদি হেতু নাসিকা হইতে রক্তমিশ্রিত পূয নির্গত হইলে তাহাকে পূযরক্ত কহে।

ঘ্রাণস্থিত শৃঙ্গাটকমর্ম্ম দূষিত হইলে, নাসিকা হইতে কফের পর অতিশব্দযুক্ত বায়ু নির্গত হয়, এইরূপ রোগকে ক্ষবথু কহে। তীক্ষ্ণ বা কটুদ্রব্য অতিরিক্ত ভক্ষণ বা তাহার ঘ্রাণ লইলে কিংবা সূর্য্য নিরীক্ষণ করিলে অথবা সূত্রাদি দ্বারা নাসাবংশাস্থি ও শৃঙ্গাটকমর্ম্ম চর্ব্বিত হইলে আগন্তুজ ক্ষবথু (হাঁচি) উৎপন্ন হয়।

পূর্ব্বসঞ্চিত শিরোগত গাঢ় লবণরসাত্মক ও বিদগ্ধ-কফ পিত্তকর্ত্তৃক তাপিত হইয়া নাসারন্ধ্র হইতে বিগলিত হইলে তাহাকে ভ্রংশথুরোগ বলা যায়।

যে রোগে নাসিকা প্রজ্বলিতের ন্যায় দাহযুক্ত হয় এবং তাহা হইতে ধূমবৎ বায়ু নির্গত হয়, তাহাকে দীপ্তিরোগ কহে।

বায়ুর সহিত কফ মিলিত হইয়া নাসারন্ধ্র রুদ্ধ করিলে তাহাকে প্রতীনাহরোগ কহে।

নাসিকা হইতে পীত বা শ্বেতবর্ণ গাঢ় অথবা পাতলা দোষের স্রাব হইলে তাহাকে নাসাস্রাব কহে।

নাসাশ্রিত শ্লেষ্মা বায়ু কর্ত্তৃক শোষিত এবং পিত্ত কর্ত্তৃক অত্যন্ত প্রতপ্ত হইলে অতিকষ্টে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বহিতে থাকে, এইরূপ হইলে নাসাশোষ কহে।

[প্রতিশ্যায়ের বিবরণ প্রতিশ্যায় শব্দে দেখ।]

পূর্ব্বে পীনসাদি লক্ষণ লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে ইহাদের চিকিৎসার বিষয় বলা যাইতেছে। মস্তকের গুরুতা, অরুচি, নাসিকা হইতে অঘনস্রাব, স্বরভঙ্গ এবং বারংবার নিষ্ঠীবন হইলে তাহাকে অপক্কপীনস কহে। এই অপক্কপীনসের লক্ষণান্বিত শ্লেষ্মা গাঢ় হইয়া নাসারন্ধ্রে সংলগ্ন হইলে এবং স্বর প্রসন্ন ও শ্লেষ্মার বর্ণ বিশুদ্ধ হইলে পীনসপক্ক বলিয়া জানিতে হইবে। সকলপ্রকার পীনসরোগ হইবামাত্র দধি ও গুড়ের সহিত মরিচচূর্ণ সকল সময়ে ভোজন করিলে উপকার হয়।

কট্‌ফল, পুষ্করমূল, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ত্রিকটু, দুরালভা এবং কৃষ্ণজীরা এই সকল দ্রব্য চূর্ণ অথবা ক্বাথ আদার রসসহ সেবন করিলে পীনস্ ও স্বরভেদ প্রভৃতি রোগ উপশমিত হয়।

ত্রিকটু, চিতা, তালীশপত্র, তিন্তিড়ী, অম্লবেতস, চই ও কৃষ্ণজীরা এই সকল সমভাগ, এলাচি ও দারুচিনি চতুর্থাংশ এই সকল চূর্ণে, দ্বিগুণ পুরাতন গুড় মিলিত করিয়া যথামাত্রায় সেবন করিলে, পীনস্ প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়। এই ঔষধের নাম ব্যোষাদিবটী।

কণ্টকারী, দন্তী, বচ, সজিনা, তুলসী, ত্রিকটু ও সৈন্ধব এই সকল কল্ক দ্বারা তৈল পাক করিয়া নস্য গ্রহণ করিলে পূতিনাসা রোগ নষ্ট হয়।

সজিনাবীজ, বৃহতীবীজ, দন্তীবীজ, ত্রিকটু ও সৈন্ধব এই সকলের কল্ক, এবং বেলপাতার রস এই সকল দ্বারা তৈল পাক করিয়া দিলেও পূতিনাসা নিবারিত হয়। ঘৃত, গুগ্‌গুলু এবং মোম মিলিত করিয়া ধূম প্রয়োগ করিলে ক্ষবথু ও ভ্রংশথু নষ্ট হয়। শুঁঠ, কুড়, পিপ্পলী, বিল্বমূল ও দ্রাক্ষা এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ কল্কদ্বারা তৈল বা ঘৃত পাক করিয়া এই তৈলের নস্য গ্রহণ করিলে ক্ষবথু রোগ ভাল হয়। দীপ্তিরোগে পিত্ত ও রসাঞ্জন দ্বারা নস্যগ্রহণ এবং অম্ল স্বেদ দিয়া দুগ্ধ ও জল পরিবেচনপূর্ব্বক মুগযূষের সহিত সেবন করিবে। নাসাস্রাবরোগে—নাসারন্ধ্রের মধ্যে চূর্ণ নস্য এবং নাড়ীদ্বারা প্রধমন অবপীড় এবং দেবদারু ও চিতাদ্বারা তীক্ষ্ণ ধূম ও ছাগমাংস হিতকারক। (ভাবপ্র° নাসারোগাধি°)

ভৈষজ্যরত্নাবলীতে এইরূপ লিখিত আছে—প্রকল প্রকার পীনসরোগে প্রথমতঃ নির্বাতগৃহে অবস্থান স্নেহ, স্বেদ, ধূম ও গণ্ডূষ ব্যবহেয়। পীনসরোগে গুরু ও উষ্ণবস্ত্র দ্বারা মস্তক আচ্ছাদন এবং লঘু, উষ্ণ, লবণরস ও স্নিগ্ধ দ্রব্য ভোজন করা আবশ্যক। পঞ্চমূল সিদ্ধ, দুগ্ধ, চিতামূল, হরীতকী, ঘৃত, পুরাতন গুড় ও যড়ক্ষ যূষ এই সকল পীনস নাশক। ব্যোষাদ্যচূর্ণ, পাঠাদিতৈল, ব্যাঘ্রীতৈল প্রভৃতি নাসারোগ নিবারক। নাসিকায় কৃমি হইলে কৃমিনাশক ঔষধ গোমূত্র পেষণ করিয়া নাসিকায় প্রয়োগ করিবে, এবং কৃমি-নাশক ঔষধ সিদ্ধ করিয়া তাহাদ্বারা নাসিকা ধৌত করিবে। নাসিকাসম্বন্ধীয় অন্য সকল রোগ দোষানুসারে যথাবিধি চিকিৎসা করিতে হইবে। পুরাতন গুড় ১০০ পল। কাথের জন্য চিতামূল ৫০ পল, জল ৫০ সের, শেষ ১২॥০ সের। আমলকী ৫০ পল, জল ৫০ সের, শেষ ১২॥০ সের। এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া তাহাতে গুড় গুলিয়া ছাঁকিয়া হরীতকী-চূর্ণ ৮ সের দিয়া পাক করিবে। পাক সিদ্ধ হইলে শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, গুড়ত্বক, তেজপত্র ও এলাইচ, প্রত্যেক চূর্ণ এক পল ও যবক্ষার ৪ তোলা প্রক্ষেপ দিবে। পরদিন মধু ১ সের মিলিত করিতে হইবে। অগ্নির বল বিবেচনা করিয়া ২ তোলা হইতে ৪ তোলা পর্য্যন্ত এই ঔষধের পরিমাণ। ইহাতে নাসারোগ প্রভৃতি বিনষ্ট হয়। এই ঔষধের নাম চিত্রক-হরীতকী। (ভৈষজ্যরত্না° নাসারোগাধি°)

নাসাগ্র (ক্লী) নাসায়াঃ অগ্রং। নাসিকার অগ্রভাগ।

নাসাছিদ্রী (স্ত্রী) ছিদ-ভাবে ক্ত, নাসায়াং ছিদ্রং ছেদো যস্যাঃ, ঙীষ্। পূর্ণিকা পক্ষী। (ত্রিকাণ্ড)

নাসাজ্বর (পুং) নাসিকার ভিতর শিরাজের কোষায় স্থায় ব্রণ হইয়া রক্তনির্গম ও সেইজন্য জ্বরের আবির্ভাব। এই জ্বরে যদি নাসা নাট খাইয়া যায় অর্থাৎ ঐ শিরাদের কোষের মত রক্তস্থলী শুকাইয়া শরীরস্থ হয়, তাহা হইলে জ্বর অত্যন্ত কঠিন ও দোষান্বিত হইয়া উঠে। এই জ্বরে মাথা কামড়ান, মেরুদণ্ডে দারুণ বেদনা অনুভব হয়। নাসা হইয়াছে কি না? তাহা জানিতে হইলে নাভিমূলে হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলি রাখিয়া বৃদ্ধাঙ্গুলি নাসিকা স্পর্শকালে যদি পৃষ্ঠদেশে এবং ঘাড়ে বেদনা অনুভব হয়, তাহা হইলে নাসাজ্বর হইয়াছে জানিতে হইবে। নাসা-ভাঙ্গিয়া দিতে হইলে কতকগুলি দূর্ব্বা ঘাস একত্র করিয়া নাসারন্ধ্র মধ্যে প্রবেশ করাইয়া ঘুরাইতে হয়। এইরূপে ঐ ঘাসের আঘাতে রক্তকোষ কাটিয়া দূষিত রক্ত বাহির হইলে বেদনার হ্রাস ও জ্বর কমিয়া আইসে।

নাসাদারু (ক্লী) দ্বারোর্দ্ধস্থিত কাষ্ঠ, চলিত কপালি।

নাসানাহ (পুং) নাসিকারোগভেদ। [নাসাগতরোগ দেখ।]

নাসান্তিক (ত্রি) নাসিকা পর্য্যন্ত।

"কেশান্তিকো ব্রাহ্মণস্য দণ্ডঃ কার্য্যঃ প্রমাণতঃ।
ললাটসম্মিতো রাজ্ঞঃ স্যাত্ নাসান্তিকো বিশঃ॥" (মনু ২।৪৬)

নাসাপরিশোষ (পুং) শুশ্রুতোক্ত নাসাগতরোগভেদ। [নাসাগতরোগ দেখ।]

নাসাপাক (পুং) নাসারোগভেদ। [নাসাগতরোগ দেখ।]

নাসাপুট (পুং) নাসিকার মধ্যগতরোগ। [নাসাগতরোগ দেখ]

নাসারক্তপিত্ত (ক্লী) পিত্তাধিক্য হেতু নাসিকা হইতে রক্ত-ক্ষরণ। [নাসাগতরোগ দেখ।]

নাসার্শস্ (ক্লী) নাসিকা মধ্যে অর্ব্বুদ জন্মান। [নাসার্শরদেখ।]

নাসালু (পুং) কট্‌ফলবৃক্ষ। (শব্দচ°)

নাসাবংশ (পুং) নাসা তন্মধ্যভাগো বংশইব উচ্চত্বাৎ। নাসা-পৃষ্ঠস্থিত মধ্যভাগ।

নাসাবিবর (ক্লী) নাসায়া বিবরং। নাসিকা-ছিদ্র, নাসারন্ধ্র।

নাসাসংবেদন (পুং) সংবিদ্যতেঽনেনেতি সংবিদ-ল্যুট্, নাসায়াঃ সংবেদনঃ। কাণ্ডীরলতা, কাণ্ডবেল, কারবেল্ললতা, করলা, উচ্ছে। (রাজনি°)

নাসাস্রাব (পুং) নাসারোগভেদ। [নাসাগত রোগ দেখ।]

নাসিক, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত একটী জেলা। ইহার উত্তরে খান্দেশ জেলা, পূর্ব্বে নিজামরাজ্য, দক্ষিণে আহ্মদ নগর এবং পশ্চিমে থানা জেলা, ধরমপুর ও সুগান্ রাজ্য, এবং খান্দে-শের দাং উপবিভাগ। জেলার বিচারবিভাগের সদর নাসিকে অবস্থিত। সমস্ত জেলাটী পশ্চিমাংশ ব্যতীত সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে কোনস্থানে ১৬০০ এবং অপরস্থানে ২০০০ ফিট উচ্চ অধিত্যকার উপরে স্থিত। ইহার পশ্চিমাংশ দাং নামে অভিহিত। পূর্ব্বাংশকে দেশ কহে। এই অংশে অনেক সমতল ক্ষেত্র আছে এবং সমস্ত ভূমিই কৃষিযোগ্য ও উর্ব্বরা। নাসিকের প্রধান নদী তাপ্তী ও গোদাবরী। তদ্ভিন্ন গোদাবরীর কতকগুলি শাখা নদী নাসিকের দক্ষিণদিকে এবং তাপ্তীর কতিপয় উপনদী ইহার উত্তরাংশে প্রবাহিত হইতেছে। এখানকার পর্ব্বতগুলি প্রায় সমস্তই পূর্ব্ব-পশ্চিমে লম্বমান, কেবলমাত্র সহ্যাদ্রি উত্তরদক্ষিণে লম্বা। এখানে মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত যুদ্ধ সময়ে নির্ম্মিত কতকগুলি দুর্গ আছে। এগুলি বর্ত্তমান থাকিয়া বিগত কালের মহারাষ্ট্র-গৌরবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এখানে খনিজ পদার্থ প্রায় কিছুই পাওয়া যায় না। সাধারণতঃ এখানকার ভূমি পাষাণময়। অরণ্যে গুঁড়িকাঠ বেশী পাওয়া যায় না, জ্বালানি কাষ্ঠ বিস্তর। নাসিক জেলায় অধিক বৃক্ষাদি নাই। বন্যজন্তু মধ্যে ব্যাঘ্র, নেকড়ে, ভল্লুক ও নানাজাতীয় হরিণ এখানে প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হয়।

খৃষ্টের দুই শতাব্দী পূর্ব হইতে দুই শতাব্দী পর পর্যন্ত বৌদ্ধধর্মাবলম্বী অন্ধ্রভৃত্যবংশীয়েরা এই জেলার শাসনকর্তা বা রাজা ছিলেন। পূর্বতন হিন্দুদিগের মধ্যে চালুক্য, রাঠোর, চন্দেল এবং দেবগিরির যাদববংশীয়দিগের এস্থানে বাসের প্রমাণ পাওয়া যায়। মুসলমান অধিকারের সময় (খৃঃ ১২৯৫ হইতে ১৭৬০ অব্দ পর্যন্ত) এই স্থান ক্রমান্বয়ে দেওগিরির (দৌলতাবাদ) শাসনকর্তা, কুলবর্গের বাহ্মনি-রাজ, আহম্মদনগরের নিজাম-শাহিবংশ এবং আরঙ্গাবাদের মোগলরাজগণের পর পর অধীনে থাকে। তৎপরে খৃঃ ১৭৬০ হইতে ১৮১৮ অব্দ পর্যন্ত মহারাষ্ট্রদিগের শাসনাধীন ছিল। তদনন্তর ইহা বৃটীশ অধিকারভুক্ত হইয়াছে। ইংরাজের শাসনাধীনে আসার পর ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে য়ুরোপীয়গণ এখানে গো-হত্যা করিলে প্রথম বিদ্রোহের সূচনা হয়। পরে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ভাগোজীর কর্তৃত্বাধীনে রোহিলা, আরবী এবং ভীল-গণ একত্র হইয়া ভয়ানক উপদ্রব করিয়াছিল। এখানকার লোক সাধারণতঃ নাসিক সহরে বাস করিতে ভালবাসে। আহ্মাদ্রির অন্তাই প্রদেশে যে সমস্ত লোক বাস করে, তাহারা অনেকেই একস্থানে অধিক দিন থাকে না। স্থান পরিবর্তন করিয়া বাস করাই তাহাদের অভ্যাস। কারণ, তথাকার ভূমিতে পর পর দুই বৎসরের অধিক ফসল জন্মে না। গ্রীষ্ম-কালে ইহারা বনে যাইয়া কাষ্ঠ কাটিয়া আনিয়া বিক্রয় করে, এবং শস্যাভাবে মৎস্য, ফল ও বৃক্ষের মূল ভক্ষণ করিয়া জীবনধারণ করে। পর্বতবাসিদিগের মধ্যে ভীল, কোলি, ঠাকুর, বার্লী ও কাঠড়িয়া প্রসিদ্ধ। ইহাদের মধ্যে কোলিরা সর্বাপেক্ষা সভ্য এবং কাঠড়িয়া সর্বাপেক্ষা দরিদ্র। মুসলমান ও মাড়োয়াড়িরা অন্যত্র হইতে আসিয়া এখানে বাস করিয়াছে। নাসিক জেলায় বৎসরে একবার ভিন্ন প্রায় দুইবার ফসল হয় না। বাজ্রা নামক শস্যই এখানকার প্রধান খাদ্য। গম, তুলা, জোয়ার, ইক্ষু, আলু, ডুমুর, পেয়ারা এবং কলা এখানে জন্মিয়া থাকে। খৃঃ ১৩৯৬ হইতে ১৪০৭ অব্দ পর্যন্ত এখানে যে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়, তাহাতে নাসিক-জেলায় বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। ঐ দুর্ভিক্ষের নাম 'দুর্গাদেবী-দুর্ভিক্ষ।' মধ্যে মধ্যে প্রায়ই এখানে দুর্ভিক্ষ হইয়া থাকে। বন্যা ও পঙ্গপাল প্রভৃতি পতঙ্গে ইহাদের বিশেষ অনিষ্ট করে। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে এখানে ভয়ানক বন্যা হয়। তাহাতে আর শস্যাদির বিশেষ ক্ষতি করে। ১৮৭৬-৭৭ খৃষ্টাব্দে এখানে পুনরায় দুর্ভিক্ষ দেখা যায়।

এই জেলার মধ্যে বিভলী নামক স্থানে কাপড় এবং রেশমের বস্ত্রাদি প্রস্তুত হইয়া, বোম্বাই, পুণা, সাতারা প্রভৃতি স্থানে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হয়। পূর্বে এখানে পিত্তল ও রৌপ্য-নির্মিত দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইত। এখন এই স্থানে রেলপথ হওয়ায় ব্যবসায়ীদিগের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

নাসিক মহকুমা নাসিক জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমে স্থিত। এখানকার ভূমি সাধারণতঃ বন্ধুর। পশ্চিমভাগ পর্বতসঙ্কুল। পূর্ব উপত্যকার ভূমি অত্যন্ত স্বাস্থ্যপ্রদ কিন্তু উর্বর। জলবায়ু নিতান্ত মন্দ নহে।

২। নাসিক জেলার প্রধান নগর। অক্ষাং ১৯° ৫৯´ ৪৫´´ উঃ এবং দ্রাঘিং ৭৩° ৪৯´ ৫০´´ পূর্ব মধ্যে অবস্থিত। ঋতুভেদে নাসিকের লোকসংখ্যার হ্রাসবিশেষ লক্ষিত হয়। কারণ, সময় সময় বহুসংখ্যক তীর্থযাত্রিক এখানে আসিয়া বাস করেন। মোটামুটি ২৪,৬৫০ জন লোক এখানে অবস্থিতি করে। বহুদিন হইল, এখানে উৎকৃষ্ট কাগজ প্রস্তুত হইত, এক্ষণে ঐ ব্যবসা একটু অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। পিত্তল এবং তাম্রের ব্যবসায় জন্য বোম্বাই প্রেসিডেন্সির মধ্যে নাসিক নগরই বিখ্যাত। এখানকার ভূতপূর্ব পেশবার নূতন ও পুরাতন রাজভবনে মিউনিসিপালিটী ও কালেক্টর আফিস স্থাপিত আছে। এই নগর বহুকালাবধি হিন্দুদিগের একটী প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান বলিয়া পরিগণিত। রামায়ণ-বর্ণিত পঞ্চবটী-বনও নাসিকের অতি সন্নিকটে গোদাবরীর অপর-পারে অবস্থিত। কথিত আছে, সূর্যবংশাবতংস রামচন্দ্র পিতৃসত্য-পালনজন্য জানকী ও লক্ষ্মণসহ এই নাসিকনগরে অবস্থিতি করেন, তৎকালে লক্ষ্মণ রাবণভগিনী শূর্পণখার নাসাকর্ণ ছেদন করেন। এখানকার গোদাবরী নদীর দৃশ্য অতি মনোহর। বহু-সংখ্যক হিন্দুমন্দির হিন্দু-দেবদেবীর মূর্তি ধারণ করিয়া গোদা-বরীর উভয়তীরে ধবলাকারে বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ সমস্ত দেবালয়ের মধ্যে পঞ্চবটীতে একটী প্রস্তরময় মন্দিরে শ্রীরাম ও সীতাদেবীর মূর্তি রহিয়াছে। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে দেওরাও ওঢ়িকর ঐ মূর্তি স্থাপন করেন। পঞ্চবটীতে রামেশ্বরমহাদেব নামে আর একটী মন্দির আছে। পেশবা বালাজীবাজীরাওর সারশঙ্কররাজ বাহাদুর নামে এক প্রসিদ্ধ কর্মচারী ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে ঐ মন্দির সম্ভবতঃ প্রতিষ্ঠা করেন। নাসিকে সুন্দর-নারায়ণ নামক মন্দিরে লক্ষ্মী ও নারায়ণের প্রতিমূর্তি খোদিত আছে। ইহার সম্মুখে রামকুণ্ড বা অস্থিবিলয়তীর্থ। অপর একটী মন্দিরে লক্ষ্মণমূর্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। একটী গুহাভ্যন্তরে সীতাদেবীর প্রতিমূর্তি স্থাপিত আছে। উহাকে সীতাগুহা কহে। এইরূপ বহুসংখ্যক দেবদেবীর মন্দিরে স্থানটী পরিপূর্ণ। এখানে অনেক শিলালিপিও পাওয়া গিয়াছে। এখানে কোকণস্থ বা চিত্তপাবন ব্রাহ্মণের সংখ্যাই অধিক। ইহারা বাস-

সংস্কৃত চর্চ্চার জন্য বিখ্যাত। এখানে কএকজন প্রসিদ্ধ অধ্যাপকের সংস্কৃত চতুষ্পাঠীতে অনেক বিদ্যার্থী অধ্যয়ন করেন। এই স্থান অতি স্বাস্থ্যকর।

নাসিকের বহু প্রাচীন শিলালিপি হইতে এইরূপ ঐতিহাসিক তত্ত্ব বাহির হইয়াছে ;—

প্রথম গৌতমীপুত্র ; তাঁহার প্রকৃত নাম শাতকর্ণি। তৎপুত্র পুড়ুমায়ি বাসিঠিপুত্ত বা বাসিষ্ঠীপুত্র নামে অভিহিত। এই বাসিষ্ঠী গৌতমীপুত্রের স্ত্রী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। পূর্ব্বতন প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ লিখিয়াছিলেন যে, পুড়ুমায়ি গৌতমীপুত্রের পিতা, কিন্তু পুড়ুমায়ি গৌতমীপুত্রের পিতা না হইয়া পুত্র হইতেছেন। এই শিলালিপিতে গৌতমী, এক রাজার মাতা ও এক রাজার ঠাকুরমাতা বা পিতামহী এবং বাসিষ্ঠী কেবলমাত্র এক রাজার মাতা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। অতএব এই উভয়ের মধ্যে গৌতমী বয়োজ্যেষ্ঠা বলিয়া নির্ণীত হইতেছে। আরও অন্যান্য শিলালিপিদৃষ্টে ডাক্তার ভাণ্ডারকর প্রকাশ করিয়াছেন, পুড়ুমায়ি পিতার রাজত্বকালে অন্যত্র সিংহাসন প্রাপ্ত হন। তাঁহার মতে পুড়ুমায়ি নাসিকের ঐ অংশে ও তাঁহার পিতা গৌতমীপুত্র শাতকর্ণি তাঁহার নিজ রাজধানীতে রাজত্ব করিতেন। গৌতমীপুত্র শ্রীযজ্ঞ শাতকর্ণি নামে এক রাজা এই বংশে জন্মগ্রহণ করেন, বহু শিলালিপিতে তাঁহার উল্লেখ আছে। জ্যেষ্ঠ গৌতমীপুত্র, "সাতবাহনবংশের যশঃপ্রতিষ্ঠাতা" এইরূপ বর্ণিত থাকায় পুরাণোক্ত অন্ধ্রভৃত্যবংশই সাতবাহন নমে পরিচিত ছিল বলিয়া বোধ হয়।

গৌতমীপুত্র ধনকটকের অধিকারী বা প্রভু ছিলেন। জেনারল কানংহাম্ এই নগরকে কৃষ্ণানদীর তীরে মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত গুণ্টুর জেলাস্থিত পুরাতন ধরণিকোট বলিয়া অনুমান করেন।

উপরোক্ত তিনজন রাজা ভিন্ন কৃষ্ণরাজ নামে এ বংশের অন্য এক রাজার নাম পাওয়া যায়। উক্ত কৃষ্ণরাজ ও গৌতমীপুত্রের মধ্যে অন্যান্য কতকগুলি রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন।

পুরাণে এই দুই রাজার মধ্যে আরও ৯০ জন রাজার নামোল্লেখ আছে। আরও কৃষ্ণরাজ প্রভৃতির রাজধানী নাসিক ও গৌতমীপুত্র প্রভৃতির রাজধানী গোবর্দ্ধননগরে ছিল, বলিয়া বোধ হয়। বিশেষতঃ একখানি শিলালিপিতে এরূপ লিখিত আছে যে, গৌতমীপুত্র খগারাতবংশের উচ্ছেদ করিয়া তাঁহার নিজবংশের গৌরব স্থাপন করেন। সম্ভবতঃ বোধ হয়, কৃষ্ণরাজ রাজত্ব করিবার সময় এই খগারাতবংশীয়েরা তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া তাঁহার রাজ্য অধিকার করেন। পরে গৌতমীপুত্র আবার তাঁহাদিগের হস্ত হইতে পিতৃরাজ্যের উদ্ধার করেন।

অন্য একখানি শিলালিপিতে বর্ণিত আছে, বীরসেন নামক আভীর বা গোপবংশীয় এক রাজা এখানে রাজত্ব করিতেন। পুরাণে অন্ধ্রভৃত্যবংশের উল্লেখের পরেই এই বংশীয় রাজাদিগের নাম আছে এবং বোধ হয় উহারা সমসাময়িক রাজা ছিলেন। আভীরেরা অত্যন্ত প্রভাবশালী ছিল বলিয়া বোধ হয় না। কেবল নাসিকরাজ্যের এই অংশই তাঁহাদের শাসনাধীন ছিল।

খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দে ভারতবর্ষের এই অংশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। বর্ষাকালে ভারতের নানা স্থান হইতে বৌদ্ধভিক্ষুরা এখানে ত্রিরশ্মি নামক স্থানে সমবেত হইতেন। সাধারণ লোকে বস্ত্রাদি আনিয়া তাঁহাদিগকে উপঢৌকন প্রদান করিত। এই উদ্দেশ্যে লোকে টাকা জমা দিত ও তাহার সুদ হইতে ঐ সমস্ত বস্ত্রাদি দান করা হইত। প্রধানতঃ শিল্পকর ও কৃষকেরাই বৌদ্ধধর্ম্মের মতাবলম্বী ছিল। ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মেরও এ সময়ে অধঃপতন হয় নাই। উসবদাত ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধদিগকে তুল্যরূপে দান করিতেন। এই বৌদ্ধশিলালিপিতে অত্যন্ত সম্মানের সহিত ব্রাহ্মণদিগের কথা উক্ত হইয়াছে। গৌতমীপুত্র, 'ব্রাহ্মণরক্ষক' নাম গ্রহণ করিয়া আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিতেন। বিদেশীয় ভিন্ন জাতীয়েরা ব্রাহ্মণধর্ম্ম ও জাতিবিভাগের উপর যে অযথা আক্রমণ করেন, গৌতমীপুত্র তাহার উচ্ছেদ সাধন করিয়াছিলেন।

নাসিকন্ধম (ত্রি) নাসিকা ধমতি শব্দায়মানাং করোতি নাসিকা ধ্মা-খশ ততো পূর্ব্বপদস্য হ্রস্বঃ মুম্ চ। (নাসিকাস্তনয়োর্ধ্মাধেটোঃ। পা ৩।২।২৯) যে নাসিকাদ্বারা শব্দ করে, নাক ডাকায়।

নাসিকন্ধয় (ত্রি) নাসিকাং নাসায় জলং ধয়তি পিবতীতি ধেট্ পানে নাসিকা ধেট্ খশ্ ততোপূর্ব্ব হ্রস্বঃ মুম্ চ। নাসিকাদ্বারা জলপানকারক, যাহারা নাক দিয়া জল খায়।

নাসিকবৎ (দেশজ) নাসিকার ন্যায়।

নাসিকা (স্ত্রী) নাসতে শব্দায়তে ইতি নাস-শব্দে ণ্বুল্, টাপ্, টাপি অত-ইত্বং (ণ্বুল্তৃচৌ। পা ৩।১।১৩৩) ঘ্রাণেন্দ্রিয়, চলিত নাক, পর্য্যায়—ঘ্রাণ; গন্ধবহা, ঘোণা, নাসা, শিঙ্ঘিণী, নাসিক্য, নস্তা, গন্ধনালী, গন্ধবহা, নক্রা। (শব্দর° রাজনি°)

নিশ্বাস প্রশ্বাসের একটী যাতায়াত পথ এবং ঘ্রাণেন্দ্রিয়। নাসিকার যে অংশ দ্বারা গন্ধ উপলব্ধি হয়, উহা নাসিকার ছিদ্রাভ্যন্তরে নিহিত। মুখের উপর নাসিকার যে অংশ উন্নতভাবে রহিয়াছে, উহা কেবল গন্ধপরিপূর্ণ বায়ু শরীরাভ্যন্তরে আনয়ন করিতে সক্ষম। নাসিকার যত প্রকার যন্ত্র আছে, তন্মধ্যে ঘ্রাণস্নায়ু (নাসারন্ধ্রের অভ্যন্তরস্থ সূক্ষ্মতর বক্রস্থ শিরা) সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষ আবশ্যক। ঐ স্নায়ু, মস্তিষ্কের ঘ্রাণ কন্দ (Bulb) হইতে বহির্গত হইয়া নাসিকাভ্যন্তরস্থ অস্থিবিশেষের মধ্য

দিয়া (Ethmoid bone) উক্ত অস্থির এবং অন্য একখানি অস্থির (Terbinated bone) বিস্তৃত অংশমধ্যে শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়াছে। এই স্নায়ুর ঘ্রাণগ্রাহ্য-মুখসমূহ একখানি অতি সূক্ষ্ম (পাতলা) চর্ম্মের উপরে অবস্থিত। ঐ চর্ম্ম সমস্ত নাসারন্ধ্রে সূতার ন্যায় বিস্তৃত। উহা কফদ্বারা সর্ব্বদাই সরস থাকে। ভিন্ন ভিন্ন জীবের ঘ্রাণশক্তি বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে। কীট এবং অন্যান্য অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবের যে ঘ্রাণশক্তি আছে, তাহা স্পষ্ট অনুভূত হয়। কিন্তু যে যন্ত্র দ্বারা তাহারা উহা অনুভব করে, তাহা এখনও অজ্ঞাত রহিয়াছে। উচ্চতর জীবের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত দুই প্রকার অস্থিবিস্তারের ন্যূনাধিক্য অনুসারে ঘ্রাণশক্তির ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। অন্যান্য জীবের সহিত তুলনায়, মনুষ্যের উক্ত অস্থিদ্বয়ের বিস্তার অনেক অল্প। ঐ সমস্ত জীবের মধ্যে অনেকের উক্ত অস্থির মুখের ভিতরদিকে বহুদূর লম্বমান এবং ঐ অস্থির পাতলা স্তরসমূহ শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত এবং পরস্পরে জড়াইয়া বৃহদায়তনবিশিষ্ট হইয়াছে। আবার প্রত্যেক বিভিন্ন প্রকার জীবের গন্ধগ্রহণ সম্বন্ধে একরূপ নৈসর্গিক ক্ষমতা দৃষ্ট হয়। যেমন তৃণভুক্ জন্তুরা ভিন্ন ভিন্ন তৃণের গন্ধ সুন্দররূপে অনুভব করিতে পারিলেও জৈবদ্রব্যের গন্ধঅনুমানশক্তি তাহাদের আদৌ পরিলক্ষিত হয় না। পক্ষান্তরে মাংসভোজিদিগকে শেষোক্ত দ্রব্যের গন্ধ ভিন্ন, অন্য গন্ধ অনুভব করিতে সমর্থ দেখা যায় না। যে জীবের জীবন-ধারণ জন্য যে দ্রব্যের অত্যাবশ্যক, ঐ দ্রব্য অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের অন্তরালে থাকিলেও ঘ্রাণেন্দ্রিয় অনায়াসেই উহার অস্তিত্বনির্ণয় করিতে সমর্থ। মনুষ্যজাতি অনেক দ্রব্যের গন্ধ অনুভব করিতে সমর্থ হইলেও কোন দ্রব্যের অতি সামান্য গন্ধ, তাঁহাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। মনুষ্যও অন্যান্য জীবের মধ্যে গন্ধঅনুভবশক্তির এতাধিক পার্থক্য হইবার এক মাত্র কারণ এই যে, মনুষ্যেরা গন্ধগ্রহণশক্তির অধিক অভ্যাস করেন না। নচেৎ আমেরিকা ও এসিয়ার উত্তরভাগের শীকারীদিগের ঘ্রাণশক্তি এত প্রবল যে, তাহাদের শীকারী কুকুরের ঘ্রাণশক্তি অপেক্ষা তাহাদের ঘ্রাণশক্তি নিতান্ত কম নয়।

পূর্ব্বোক্ত শৈঙ্ঘাণ স্নায়ুর (Olfactory nerves) গন্ধ-অনুভব-শক্তি ভিন্ন, যন্ত্রণা বা অন্য কোন প্রকারের চৈতন্য উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা নাই। ঘ্রাণেন্দ্রিয় রসনেন্দ্রিয়ের সহিত এরূপ সম্বন্ধে সংলগ্ন আছে যে, সাধারণতঃ যাহা আমাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের উপযোগী, তাহা শরীরপোষক এবং যাহা ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের অতৃপ্তিকর, তাহা শরীরের অপচয়কারক। এই ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারাই অনেক জীবজন্তু খাদ্য বাছিয়া লয়।

গন্ধের সম্যক্ উপলব্ধি করিতে হইলে গন্ধপূর্ণ অণু সকল সজোরে নাসিকার অভ্যন্তরে টানিয়া লইতে হয়, নতুবা যদি কেবলমাত্র মুখদ্বারা নিশ্বাস গ্রহণ করি, তবে তীব্র গন্ধমিশ্রিত বায়ুর মধ্যে দণ্ডায়মান থাকিলেও ঐ গন্ধ অনুভূত হয় না। অতি অল্প গন্ধও অনুভব করিতে হইলে উক্ত গন্ধমিশ্রিত বায়ু একেবারে বহু পরিমাণে অথবা কতকগুলি ঘন ঘন ও ছোট ছোট নিশ্বাস নাসারন্ধ্রে ক্রমান্বয়ে গ্রহণ করিতে হয়।

ইহার শব্দ থোৎকার নামে অভিহিত হয়।

নাসিকাগ্র (ক্লী) নাসিকায়াঃ অগ্রং। নাসিকার অগ্রভাগ।

নাসিকাপাক [নাসাপাক দেখ।]

নাসিকাপুট [নাসাপুট দেখ।]

নাসিকামল (ক্লী) নাসিকায়াঃ মলম্। নাসাস্থিত মল, চলিত শিক্নি, পোঁটা বা খাঁকারী। পর্য্যায়—শিঙ্ঘাণক, শিঙ্ঘাণ, শিঙ্ঘণ ও সিংহান। (শব্দর°)

নাসিক্য (ক্লী) নাসিকা এব নাসিকা স্বার্থে ষ্যঞ্। ১ নাসিকা। (ত্রি) নাসিকা সংকাশাদিত্বাৎ-ণ্যঃ। (বুহুণ্ কটেতি। পা ৪।২।৮০) ২ নাসিকানিবৃত্তাদি। নাসিকায়াং ভবঃ ইতি যৎ। (শরীরাবয়বাৎ যৎ। পা ৫।১।৬) ৩ নাসাভব। ৪ অশ্বিনীকুমারদ্বয়। এই অর্থে এই শব্দ নিত্য দ্বিবচনান্ত। ৫ দাক্ষিণদেশভেদ। "কর্ণাটমহাটবিচিত্রকূটনাসিক্যোল্লগিরিঃ" (বৃহৎস° ১৪ অ°)

নাসিক্যক (ক্লী) নাসিক্যমেব নাসিকা স্বার্থে কন্। নাসিকা।

নাসীর (ক্লী) নাস্ শব্দে ভাবে ক্বিপ, নাসা শব্দেন ঈর্ত্তে গচ্ছতীতি ঈর গতৌ ক। নায়কের অগ্রেসর সৈন্য। এই সকল সেনা নায়কের অগ্রে থাকিয়া জয়শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে গমন করে, এইজন্য ইহাদের নাম নাসীর হইয়াছে।

"নাসীরপার্থিবভটেষু ততঃ প্রতোলীং
লোলীকৃতাসিষু হটাদধিরূঢ়বৎসু।
বামভ্রুবঃ পুরপুরেষ্ক্ষবরকাণ্ডে
মগ্নাভিরেব নিজবাষ্পজলহ্রদেষু॥" (শ্রীকণ্ঠচরিত ২১।৪৪)

(পুং) ২ অগ্রেসর মাত্র। শব্দরত্না°)

নাস্তি (অব্য) ন-অস্তি, অস্তীতি বিভক্তিপ্রতিরূপমব্যয়ং। 'সহসুপেতি' নশব্দেন সমাসঃ। অবিদ্যমানতা, সত্তাভাব নাই।

"অতিথির্বালকশ্চৈব রাজা ভার্য্যা তথৈব চ।
অস্তি নাস্তি ন জানন্তি দেহি দেহি পুনঃ পুনঃ॥" (চাণক্য)

নাস্তিক (পুং) নাস্তি পরলোক ঈশ্বরো বেতি মতির্যস্য ইতি ঠক্ (অস্তি নাস্তি দিষ্টং মতিঃ। পা ৪।৪।৬০) অথবা নাস্তি পরলোকো যজ্ঞাদিফলং ঈশ্বরো বা ইত্যাদি আকোর... বদতি ইতি কৈয়ট। ... যাহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, তাহাদিগকে নাস্তিক

কহে। বেদাপ্রামাণ্যবাদী, যাহারা বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করে না, হিন্দুশাস্ত্র মতে, তাহারাও নাস্তিকপদবাচ্য।

"যোঽবমন্যেত তে মূলে হেতুশাস্ত্রাশ্রয়াদ্দ্বিজঃ।
স সাধুভির্বহিষ্কার্য্যো নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ॥" (মনু ২।১১)

যে সকল দ্বিজ হেতুশাস্ত্র অর্থাৎ তর্কবিদ্যাকে আশ্রয় করিয়া ধর্ম্মের মূলস্বরূপ বেদ ও শ্রুতিকে অমান্য করে, সেই সকল বেদনিন্দুক নাস্তিক পদবাচ্য। ইহাদের সহিত যজন-যাজন-দান-প্রতিগ্রহাদি কোন বিষয়েই শিষ্টসমাজ কোনরূপ সম্পর্ক রাখিবেন না। নাস্তিক শব্দের পর্য্যায়—বার্হস্পত্য, চার্ব্বাক ও লৌকায়তিক। (হেমচ°)

ইহা ৬ প্রকার—মাধ্যমিক, যোগাচার, সৌত্রান্তিক, বৈভাষিক, চার্ব্বাক ও দিগম্বর। চার্ব্বাক, বৌদ্ধ ও জৈনকেই হিন্দুশাস্ত্রকারগণ নাস্তিক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

সাংখ্যাদি দর্শনে নাস্তিক-মত খণ্ডনস্থলে বৌদ্ধদিগের মতই খণ্ডিত হইয়াছে।

নাস্তিকগণ প্রত্যক্ষমাত্র প্রমাণ স্বীকার করেন, প্রত্যক্ষাতিরিক্ত অন্য কোন প্রকার প্রমাণ স্বীকার করেন না এবং ইঁহাদের মতে বেদও প্রামাণ্য নহে। ইঁহারা যে অনুমান ভিন্ন অন্য প্রমাণ স্বীকার করেন না, তাহা প্রায় সকল দর্শনেই খণ্ডিত হইয়াছে।

চার্ব্বাকের মতে—আত্মা বা পরকাল কিছুই নাই, এই মতে স্থূলদেহই আত্মা, দেহনাশের সহিতই আত্মার নাশ হইয়া থাকে। চার্ব্বাক বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করা দূরের কথা, বরং নিন্দাচ্ছলে বলিয়াছেন, ভণ্ড, ধূর্ত্ত ও রাক্ষস এই ত্রিবিধ লোক একত্র হইয়া বেদ রচনা করিয়াছে। অশ্বমেধযজ্ঞে যজমানপত্নী অশ্বশিশ্ন গ্রহণ করিবে, ইত্যাদি বিষয় ভণ্ডের রচিত, স্বর্গনরকাদি ধূর্ত্তপ্রণীত এবং মদ্যমাংসাদির বিষয় নিশাচরকারিত। এই মত প্রতিপাদন করিয়া চার্ব্বাক নাস্তিক নামে অভিহিত হইয়াছেন। [চার্ব্বাক দেখ।]

যাহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করে না, তাহারাই নাস্তিক এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে চার্ব্বাকই প্রকৃত নাস্তিক পদবাচ্য।

সর্ব্বদর্শনসংগ্রহকার মাধ্যমিক, যোগাচার, সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক এই চারি শ্রেণীর বৌদ্ধকেই নাস্তিক বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বাস্তবিক পক্ষে ইহারা নাস্তিক কিনা তাহা নির্ণয় করা অতি দুরূহ। জগৎ সৃষ্ট কি অনাদি, ঈশ্বর আছেন কি না, এবং আত্মা আছে কিনা, বৌদ্ধেরা এ সকল গূঢ়রহস্যের আলোচনা করেন না। ইহারা এইরূপ প্রতিপাদন করেন যে যাহা আছে তাহা প্রত্যক্ষ, তাহাই স্বীকার করিয়া নামরূপের আলোচনাতেই বৌদ্ধদর্শন সমাপ্ত। এইমতে জগৎ দুঃখময়। দুঃখের কারণ কি, কি উপায়েই বা দুঃখের বিনাশ হয়, এই সকল প্রশ্নের মীমাংসায় পরিপূর্ণ। কিন্তু বিশেষ করিয়া দেখিতে গেলে বৌদ্ধদর্শনের মধ্যে আত্মার অস্বীকার দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা অন্যান্য দর্শনের মত কর্ম্ম ও কর্ম্মফল স্বীকার করিয়া থাকেন। কর্ম্ম ও বাসনা পুনর্জ্জন্মের কারণ। বাসনার নিরোধ হইলে জন্ম হয় না, বাসনা থাকিলেই জন্ম হইবে। ইহারা আত্মা স্বীকার করেন না অথচ পুনর্জন্ম মানিয়া থাকেন। এই মত যেন বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু আত্মা না থাকিলেও জীবপ্রবাহরূপে জন্ম-জন্মান্তর থাকিতে পারে। এইজন্য আত্মা স্বীকার না করিলেও জন্মান্তর স্বীকারে বাধা ঘটে না। ইহা প্রাচীন বৌদ্ধমত জানিতে হইবে। বেদান্তদর্শনে শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধমত খণ্ডনস্থলে লিখিয়াছেন, বুদ্ধদেব এক হইলেও তাঁহার শিষ্যগণের বুদ্ধিদোষে তদীয় মত অনেক প্রকার হইয়াছে, তাঁহার শিষ্যমধ্যে যে যেরূপ বুঝিয়াছিল, সে সেইরূপ সিদ্ধান্তগ্রন্থ প্রস্তুত করেন। প্রথমতঃ ইহাদের মধ্যে তিন প্রকার বাদী দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ সর্ব্বাস্তিত্ববাদী, কোন সম্প্রদায় কেবল মাত্র বিজ্ঞানাস্তিত্ববাদী, আবার অন্য একদল সর্ব্বশূন্যবাদী। যাহারা সর্ব্বাস্তিত্ববাদী, তাহারা বলে সব আছে, ঘটপটাদি বাহ্যপদার্থও আছে, জ্ঞানাদি অন্তরের পদার্থও আছে, বাহিরে ভূত ও ভৌতিক, অন্তরে চিত্ত ও চৈত্ত। দ্বিতীয়দল বলেন, বাহিরে কিছুই নাই, সমস্তই অন্তরে। অন্তরে বিজ্ঞান আছে, তাহাই বাহিরের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। তৃতীয় দল বলেন, অন্তরের বিজ্ঞানও অসৎ। ইহাদের মতে ভূত ও রূপাদি গ্রাহক চক্ষু প্রভৃতি ভৌতিক। ভূত, পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় পরমাণু ভূতপদবাচ্য, ইহারা যথাক্রমে খর, স্নেহ, উষ্ণ ও চঞ্চল স্বভাবাম্বিত। এই সকল পরমাণু পরস্পর সংঘাতপ্রাপ্ত হইয়া পরিদৃশ্যমান পৃথিব্যাদি উৎপাদন করিয়াছে। রূপ, বিজ্ঞান, বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কার এই পাঁচটী স্কন্ধ। এ সকল অধ্যাত্ম অর্থাৎ আন্তর। এ সকল সংহত (মিলিত) হইয়া সমুদায় আন্তর ব্যবহার নির্ব্বাহ করিতেছে। ইহাদের মতে সংঘাতজনক সমস্ত পদার্থই অচেতন। পরমাণুও অচেতন, স্কন্ধও অচেতন। ভোগ করে, শাসন করে ও নিয়মন করে, এমন কোন স্থির-চেতন নাই যে, তৎপ্রভাবে ঐ সকল পরমাণু সংহত হইবে। বিজ্ঞান ব্যতীত তাঁহারা কোন স্থির চেতন—আত্মা ও ঈশ্বর মানেন না। তাঁহারা বলেন, পরমাণুর ও স্কন্ধ সকলের কর্ত্তা ও প্রেরক নাই। তাহারা স্বতঃই প্রবৃত্ত হয়,

কার্য্যোন্মুখ হয় ও স্বকার্য্য সাধন করে। [বিশেষ বিবরণ বৌদ্ধদর্শন দেখ।]

দিগম্বরগণও নাস্তিক বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। বেদান্ত-দর্শনে এ সকল মত খণ্ডিত হইয়াছে। এমন কি বৈশেষিক দর্শনও অর্দ্ধবৈনাশিক (অর্দ্ধনাস্তিক) বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

পাশ্চাত্য দর্শনপ্রণেতৃদিগের মধ্যে জনষ্টুয়ার্টমিল ও বেন প্রভৃতি নাস্তিক। [ইহাদের বিবরণ পাশ্চাত্যদর্শন দেখ।]

নাস্তিকতা (স্ত্রী) নাস্তিকস্য ভাবঃ ভাবে তল্. ততো টাপ্। নাস্তিকের ধর্ম্ম, নাস্তিকের ভাব, বেদকে মিথ্যাজ্ঞান, পরলোক ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার না করা।

নাস্তিক্য (ক্লী) নাস্তিকস্য ভাবঃ ষ্যঞ্। নাস্তিকতা।

"নাস্তিক্যং বেদনিন্দাঞ্চ দেবতানাঞ্চ কুৎসনম্।" (মনু)

নাস্তিত্রু (পুং) ন্রহকারতরু, আম্রবৃক্ষ।

নাস্তিতা (স্ত্রী) নাস্তি-তল্-টাপ্। নাস্তিত্ব, অবিদ্যমানতা, না থাকা।

নাস্তিদ (পুং) আম্রবৃক্ষ। (শব্দচ°)

নাস্তিবাদ (পুং) নাস্তীতি বাদঃ। নাস্তিকদিগের বিতর্ক এবং পক্ষ-সমর্থনে বাদানুবাদ।

নাস্য (ক্লী) নাসায়াং ভবং শরীরাবয়বত্বাৎ যৎ। নাসাভব।

"ছিন্ননাস্তে ভিন্নযুগে তির্য্যক্‌প্রতিমুখাগতে।
অক্ষভঙ্গে চ যানস্য চক্রভঙ্গে তথৈব চ॥" (মনু ৮।২৯১)

(ত্রি) নাসা সন্নিকৃষ্টাদি।

নাহ (পুং) নহ বন্ধনে ভাবে ঘঞ্। ১ বন্ধন। ২ কূপ। (মেদিনী)

নাহক (পারসী) অযথা। অনাবশ্যক।

নাহন, পঞ্জাবের অন্তর্গত একটী দেশীয় রাজ্য। [সর্ম্মুর দেখ।] এই পার্ব্বতীয় সর্ম্মুর রাজ্যের রাজধানীর নামও নাহন। রাজা এই স্থানে বাস করেন। সিমলাশৈল হইতে ৪০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। ভারতীয় রাজধানীসমূহ মধ্যে এই স্থানের দৃশ্য অতি সুন্দর ও মনোহর। নাহন সহর একটা উচ্চ পাহাড়ের উপর নির্ম্মিত। এখানকার গৃহাদি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, কেবল সহরের বাহিরে কএকটা বড় প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছে। নেপাল-যুদ্ধের সময় ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা নাহন অধিকার করেন। যুদ্ধ শেষ হইলে নাহন সর্ম্মুররাজকে প্রত্যর্পিত হয়, কিন্তু গুর্খারা উক্ত রাজার নিকট হইতে উহা কাড়িয়া লয়।

নাহল (পুং) নাহং পর্ব্বতশিখরাদিকং লাতি আশ্রয়ত্বেন গৃহ্লাতি লা-ক। ম্লেচ্ছজাতিবিশেষ। (হেম ৩।৫৯৮)

নাহাসত (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Erthyrina alba)

নাহি (দেশজ) না, অভাব, নহে, নাস্তি।

নাহির, ১৪৫০ খৃষ্টাব্দে দিল্লীতে যে লোদিবংশ রাজত্ব করিত, এই নাহির বংশীয়েরা সেই লোদিবংশের একটী শাখা। ইহারা মুলেমানগিরি ও সিন্ধু নদীর মধ্যবর্ত্তী ক্ষিন্ এবং সীতাপুর নামক স্থানে স্বাধীন রাজ্য সংস্থাপন করেন। ক্রমে ইহারা দেরাজাতের মধ্য দিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কালক্রমে পর্ব্বতবাসি বেলুচীদের পরাক্রমে তাহাদিগকে রাজ্যচ্যুত হইতে হয়। এই পর্ব্বতবাসিদিগের শেষ আক্রমণকারী গাজী খাঁর নামানুসারে তাহার স্থাপিত নগরের নাম দেরাগাজীখাঁ হইয়াছে। নাহির রাজারা ১৮শ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত দেরাগাজীখাঁর সর্ব্ব দক্ষিণাংশে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

নাহিল পুবাবা, শাহজহানপুরের একটী নগর। চন্দন রায় কবি এখানে ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে প্রাদুর্ভূত হন। তিনি গৌড়ের রাজা কিশোরী সিংহের সভাসদ্ ছিলেন। এই রাজার নামানুসারে তিনি কিশোরীপ্রকাশ নামক পুস্তক রচনা করেন। তদ্ভিন্ন শৃঙ্গারসার, কল্লোলতরঙ্গিণী, কাব্যাভরণ, চণ্ডন-সত-সই ও পথিকবোধ নামক কতিপয় উৎকৃষ্ট হিন্দী পুস্তক প্রণয়ন করেন। তাঁহার ১২ জন ছাত্র ছিল। সকলেই উৎকৃষ্ট কবি হইয়াছিলেন।

নাহীদ বেগম, আকবরশাহের প্রধান ওমরা মুহিব আলী খাঁর স্ত্রী ও কাশিম কোকার কন্যা। কাশিমের মৃত্যুর পর তাঁহার স্ত্রী প্রথমে মীর্জা হোসেনকে ও তাহার মৃত্যু হইলে পুনরায় সিন্ধুরাজ মীর্জা ঈসা তার্খানকে বিবাহ করেন। নাহীদ বেগম ঠঠা পৌছিবার পূর্ব্বেই মীর্জা ঈসার মৃত্যু হয়। তাঁহার উত্তরাধিকারী মীর্জা বাকী বেগমদ্বয়কে অত্যন্ত উৎপীড়ন করায় উক্ত মাতা ও কন্যা, বাকীকে ধ্বংস করার জন্য ষড়যন্ত্র করিতে থাকেন। এই ষড়যন্ত্র ধরা পড়ায় মাতা কারারুদ্ধ হন, নাহীদ বেগম ভক্করের শাসনকর্ত্তার আশ্রয় গ্রহণ করেন। ভক্কররাজ তাঁহাকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া, তাঁহার স্বামী মুহিব-আলীখাঁকে অল্পসংখ্যক সৈন্যসহ ভক্করে পাঠাইতে সম্রাটের নিকট প্রার্থনা করিতে বলেন। নাহীদ বেগম দিল্লীতে প্রত্যাগত হইয়া অকবরকে সমস্ত বিষয় জানাইলে, অকবর মুহিবআলীকে ঠঠা আক্রমণের জন্য সৈন্যসহ প্রেরণ করেন। [মুহিবআলী দেখ।]

নাহুষ (পুং) নহুষস্যাপত্যং অণ্। নহুষ নৃপের পুত্র যযাতি।

"বৃতং পয়োহুহে নাহুষায়" (ঋক্ ৭।৯৫।২)

নাহুষ (পুং) নহুষস্যাপত্যং পুমানিতি নহুষ-ইঞ্। (অতইঞ্। পা ৪।১।৯৫) যযাতিরাজ। (ভূরিপ্র°)

নি (অব্য) নী-বাহুলকাৎ ডি। উপসর্গবিশেষ। গণরত্ন-মহোদধিতে এই উপসর্গের এই সকল অর্থ লিখিত আছে, ১ সংঘ। ২ অধোভাব। ৩ ভৃশভাব। ৪ ভূশ। ৫ আদেশ। ৬ নিত্য। ৭ কৌশল। ৮ বন্ধন। ৯ অন্তর্ভাব। ১০ সমীপ।

১১ দর্শন। ১২। উপরম। ১৩ আশ্রয়। এই সকলের উদাহরণ এইরূপ দেওয়া যাইতে পারে—১ মণিনিকর, এইস্থলে নি-উপসর্গের অর্থ সঙ্ঘ অর্থাৎ সমূহ=মণিসমূহ। ২ নিপতিত, এইস্থলে নি-উপসর্গের অর্থ অধোভাব, অর্থাৎ অধোদিকে পতন। অধোদিকে পতনের নাম নিপতন। ৩ নিগৃহীত, এইস্থলে নি-উপসর্গের অর্থ ভৃশ, অত্যন্ত, অত্যন্ত পীড়িত=নিগৃহীত। ৪ নিদেশিত। এইখানে নি-উপসর্গের অর্থ আদেশ। নিবিষ্ট, নিপুণ, নিবদ্ধ, নিপীত, নিকট, নিদর্শন, নিবৃত্ত, নিলয়, এই সকল পদ মনোযোগ সহকারে দেখিলেই পূর্ব্বোক্ত অর্থ সকল পরিস্ফুট হইবে। মেদিনীতে আরও কএকটী অর্থ দেখিতে পাওয়া যায়—১৪ সংশয়। ১৫ ক্ষেপ। ১৬ দান। ১৭ মোক্ষ। ১৮ বিন্যাস। (মেদিনী) মুগ্ধবোধটীকায় দুর্গাদাস এই উপসর্গের আরও একটী অর্থ করিয়াছেন। ১৯ নিষেধ। (দুর্গাদাস)

নিআজী, আফ্গানদিগের এক সম্প্রদায়। ইহারা বনু জেলায় বাস করে ও ঘোরের লোদিয়াতের দ্বিতীয় পুত্র নিআজখাঁর বংশীয় বলিয়া পরিচয় দেয়। উক্ত লোদিবংশীয়গণ ৯৫৫ হিজিরা অব্দে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া হুমায়ুন অধিকারপূর্ব্বক উহা আপনার সন্তানদিগের মধ্যে বিভাগ করিয়া দেন।

ইশাখাঁজেলা নিআজখাঁর অংশে পড়ে। তাঁহার বংশাবলী এখনও সেখানে রহিয়াছে। তাঁহাদের ৪টী কৃষিব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্রায় ১৬০০০ লোকের অধিকাংশই বনু ও সিন্ধু নদীর চতুর্দ্দিকে বাস করিতেছে। ইহাদের গোবিন্দ শাখা কেবলমাত্র খোরাসান ও দেরাজাতে ব্যবসা করে। তাহাদের মধ্যে পাঁচটী সম্প্রদায় আছে।

নিআড় (দেশজ) সরল, সোজা।

নিআন, লাদকের এক প্রকার বন্য মেষ। ইহারা দেখিতে সুন্দর এবং দ্রুতগামী।

নিআমৎউল্লা, মখ্জান ই-আফগানি ও তারিখ-ই-খাঁ জহান লোদি নামক দুইখানি পুস্তকপ্রণেতা। তিনি দিল্লীশ্বর জাহাঙ্গীরের বকলনবিশ ছিলেন।

নিআমৎপুর, মহিসুর রাজ্যের অন্তর্গত সিমোগা জেলার একটী পল্লীগ্রাম। অক্ষা° ১৩° ৯´ ১০″ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫°৩৬´ ৫০″ পূঃ। পার্ব্বত্যপ্রদেশ ও সমতল ক্ষেত্রবাসিদের প্রধান ব্যবসা-স্থান। এখানকার প্রায় সকল ব্যবসায়ী লিঙ্গায়ত সম্প্রদায়ভুক্ত। ইহার চতুষ্পার্শে, নানাবিধ শস্য, চিনি এবং সুপারি উৎপন্ন হয় ও এতদ্দেশীয়েরা উহার বিনিময়ে বম্বেজী ও ধারবাড় হইতে আমদানী বস্ত্রাদি এবং অন্যান্য দ্রব্য ক্রয় করে।

নিউনি, (দেশজ) রাজমিস্ত্রীর কাষ্ঠনির্ম্মিত কর্ণিকবিশেষ।

নিউগিনি, প্রশান্তমহাসাগরস্থ পূর্ব্বদ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত একটী দ্বীপ। ইহার অপর নাম ভানা-পাপুয়া। এখানকার ওয়েন-ষ্টেনেলি গিরিশৃঙ্গ ১৩০০০ ফিট উচ্চ। ইহার উত্তর-পশ্চিম উপদ্বীপভাগ ওলন্দাজদিগের এবং দক্ষিণপূর্ব্বভাগ বৃটীশ গবর্মেণ্ট অধিকার করিয়াছেন। এখানে প্রসিদ্ধ পাপুয়া-জাতির বাস। ইহারা কতকটা আফ্রিকার নিগ্রো এবং মেওরীজাতির সদৃশ। ইহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও মস্তকাদি পর্য্যবেক্ষণ করিলে ইহাদিগকে পলিনেসীয় শাখাভুক্ত বলিয়া মনে হয়। এখানকার ফ্লাই নদীতীরবাসিরা গাঢ় পিঙ্গলবর্ণ, খুব লম্বা চওড়া ও বলিষ্ঠ। পূর্ব্বউপদ্বীপের অধিবাসিরা হরিতাভ পিঙ্গল বা কটা। অপরাপর জাতিরা পাপুয়ামালয়-বংশসম্ভূত।

হড্ উপসাগরের নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসিগণ যুদ্ধবিদ্যানিপুণ, শ্রমশীল, নাবিকবিদ্যাপারদর্শী এবং সৌখীন মৃৎপাত্র ও খেলানাদি প্রস্তুত করিতে পটু। ঘোয়াস্বি বন্দরবাস, কোই-তাপু ও কোয়রিজাতিরা এখানকার আদিম অধিবাসী। ইহারা খর্ব্বাকার।

নিউগিনির দক্ষিণপূর্ব্ব প্রায় তিনশত মাইলের মধ্যে ২৫টী বিভিন্ন ভাষা দৃষ্ট হয়। ইহাতেই সহজে অনুমান করা যায় যে, এখানে বহুল অসভ্যজাতির বাস আছে। এমন কি কোন কোন জাতি বৃথা মানুষ মারে এবং তাহাদের মাংস ভোজন করিয়া থাকে। এতদ্দেশের বণিকেরা সচরাচর দক্ষিণপূর্ব্বভাগের পাপুয়া-ওনেন এবং পাপুয়া-কারুজীজাতি কর্ত্তৃক বিনা কারণে জীবন হারাইয়া থাকে। এখানে পক্ষী, মৎস্য ও ফলাদি প্রচুর জন্মে। তন্মধ্যে ইক্ষু, কুমড়া, তরমুজ, আম্র, শশা, সুপারি, সাগু ও নারিকেল প্রধান।

নিউ-আয়র্লণ্ড, নিউহিব্রাইডস্, নিউক্যালিডোনিয়া, বালিকোলো ও ভানা প্রভৃতি এই দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত।

নিউজিলণ্ড, ইংরাজাধিকৃত একটী উপনিবেশ। দক্ষিণ গোলার্দ্ধে প্রশান্ত মহাসাগরে একটী দ্বীপপুঞ্জ। ইহার মধ্যে দুইটী বড় দ্বীপ এবং দক্ষিণদিকে একটা ছোট দ্বীপ আছে। ঐ স্থানের লোকেরা বৃহৎ দ্বীপদ্বয়ের উত্তরের দ্বীপটীকে এহিনোমওয়ে এবং দক্ষিণের দ্বীপটীকে টাবেল-পোনামু বলিয়া থাকে। একটী বিস্তৃত যোজক এই দ্বীপদ্বয়কে সংযুক্ত করিয়াছে। কিন্তু উপনিবেশ-স্থাপনকারিরা উত্তরের দ্বীপটীকে নিউআলষ্টার, মধ্যের টীকে নিউমনষ্টার এবং ক্ষুদ্রটীকে নিউলিনষ্টার নামে অভিহিত করিয়া থাকে।

এই দ্বীপপুঞ্জ দ্রাঘি° ১৬৬° হইতে ১৭৮°৩৫´ পূঃ মধ্যে এবং অক্ষা° ৩৪°২৫´ ও ৪৭°১৭´ দক্ষিণ মধ্যে অবস্থিত। বড়

দ্বীপ দুইটির দৈর্ঘ্য ১২০০ মাইল এবং প্রস্থ প্রায় ১৫০ মাইল। ক্ষেত্রফল ৯৫,০০০ বর্গমাইল। নিউজিলন্ডীয় অথবা Stewart Island ৭০ মাইল দৈর্ঘ্য ও ৬০ মাইল প্রস্থ।

নিউজিলণ্ডে জলবায়ু অনেকাংশে ইংলণ্ডের মত। পুনঃপুনঃ ঋতুপরিবর্তন এবং শীতোষ্ণতার সমতা সম্বন্ধে এই উভয়ের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য আছে। বায়ু জলীয় বাষ্পে পরিপূর্ণ। শীতকালে যথেষ্ট শিশিরসঞ্চার হইয়া থাকে, ইহা ব্যতীত অন্যান্য ঋতুতেও শিশির পড়িয়া থাকে। বৎসরের মধ্যে প্রায় সকল সময়েই বৃষ্টি হইয়া থাকে। কিন্তু শীত ও বসন্তকালে কিছু বেশী পরিমাণে বৃষ্টি হয়।

ইহার সর্ব্বত্রই ঝড় বাতাস প্রবাহিত হইতে দেখা যায়। শীতকালে ইহার কিছু আধিক্য হয়।

য়ুরোপীয়দের আগমনকালে তত্রত্য অধিবাসীরা তারো (*caladium esculentum*) এবং কুমেরা নামক মিষ্ট আলু (*Kumera* or Sweet potato *convolvulus potato*) এই দুই প্রকার বৃক্ষের চাষ করিত। ফলের মধ্যে সফেদা (Areca Sapida) সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহার কচিপাতার শাক খায় এবং বড় পাতা দিয়া ঘর ছায়। আরও কয়েক প্রকার ফল পাওয়া যায়। ইহার অধিকাংশ স্থান জঙ্গলে পরিপূর্ণ। এখানে অনেক রকম বড় বড় বৃক্ষ জন্মে। তন্মধ্যে কতকগুলি এত প্রকাণ্ড হইতে দেখা যায় যে, পৃথিবীর কোন স্থানেই এরূপ বিশাল বিটপী দেখা যায় না। এই সমস্ত বৃক্ষ হইতে বহুমূল্যের তক্তা প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে কৌরি (Kawri) নামক বৃক্ষের তক্তা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্যবান। এইখানে প্রায় চুয়ান্নবই প্রকার ফারণ (Firl *Phormium tenax*) পাওয়া যায়। আলুর চাষ বিশেষ যত্নের সহিত করা হয়। প্রতিবৎসর প্রচুর পরিমাণে আলু স্থানান্তরে প্রেরিত হইয়া থাকে। ভুট্টা, গম, শালগাম প্রভৃতিও জন্মিয়া থাকে।

প্রথমে এই স্থানে গ্রাম্য পশুর মধ্যে কেবলমাত্র কুকুর পাওয়া যাইত। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে য়ুরোপবাসিগণ গোরু, ঘোড়া, মেষ, শূকর প্রভৃতি গৃহপালিত পশু আনয়ন করিয়াছে। এক প্রকার বাছড় ব্যতীত অন্য কোন বন্য জন্তু দেখা যায় না। নানাপ্রকার সুন্দর সুন্দর পক্ষী দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে কিবিপক্ষী (Kiwi) সর্ব্বাপেক্ষা মনোহর। নিউজিলণ্ডের নিকটবর্ত্তী সমুদ্রে মকর ও তিমি পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত ইল (Eels) ও অন্যান্য মৎস্য তথাকার নদীতে প্রচুর।

নিউজিলণ্ডে খনিজ দ্রব্য তত বেশী পাওয়া যায় না। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে করমণ্ডলে সুবর্ণখনি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। তাম্র, লৌহ ও কয়লার খনি স্থানে স্থানে দেখা গিয়াছে।

এখানকার অধিবাসিগণ য়ুরোপের উপনিবেশস্থাপনকারী ও স্থানীয় আদিম নিবাসী। স্থানীয় অধিবাসিয়া তাহাদিগকে মেওরি বলিয়া থাকে। ইহারা দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ এবং সুন্দর গঠনবিশিষ্ট।

মলয় ভাষা (Malay language) এবং ইহাদের ভাষা এক আদি ভাষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; কিন্তু ইহাদের ভাষায় অন্যান্য ভাষার কথা মিশ্রিত হইয়াছে। যখন কাপ্তেন কুক্ প্রথম নিউজিলণ্ড আবিষ্কার করেন, তখন এখানকার লোকেরা তথায় উৎপাদিত শস্যাদি দ্বারা প্রাণধারণ করিত। জল বৃষ্টি পড়িতে না পারে, এরূপ গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে বাস করিত। কএকটী জাতি ছিল, তাহারা পরস্পর সর্ব্বদা বিবাদ-বিসম্বাদ করিত। পাহাড়ের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামনির্ম্মাণ করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে বেড়া দিয়া শত্রুর দুর্ভেদ্য করিয়া রাখিত। এই নিমিত্ত শত্রুরা সহজে আক্রমণ করিতে পারিত না।

শিল্পকার্য্যে নিউজিলণ্ডবাসিদের কিছু নিপুণতা ছিল, এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু জ্ঞানোন্নতির জন্য তাহাদের বিশেষ যত্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। যুদ্ধার্থ তাহারা যে ডোঙ্গা ব্যবহার করিত, তাহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৫৬ হাত এবং ইহা অতি সুকৌশলে নির্ম্মিত হইত। য়ুরোপবাসিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতায় নিউজিলণ্ডবাসিরা যথেষ্ট উন্নত হইয়াছে। ইহারা ক্রমশঃ নানাপ্রকার ব্যবসা-বাণিজ্য করিতেছে; অনেকে কৃষিকার্য্যের প্রতি বিশেষ মনোনিবেশ করিয়াছে এবং কেহ কেহ নাবিক হইয়া সমুদ্রযাত্রায় বাহির হইয়াছে। য়ুরোপবাসিরা প্রথমে ইহাদের মধ্যে কামানের ব্যবহার শিক্ষা দেন। যাহারা কামান ব্যবহার করিতে শিখিল, তাহারা অন্যান্য জাতিকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিল, এই প্রকারে বিষম সর্ব্বনাশের সম্ভাবনা হইল। কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় মিসনারী সাহেবেরা তথায় উপস্থিত হইয়া এই বিবাদের মূল উৎপাটিত করিলেন। বর্ত্তমান সময়ে অতি অল্পসংখ্যক লোকেই অশিক্ষিত অবস্থায় আছে। এমন কি অতি নিভৃত অংশের অধিবাসিগণও সভ্যতার সোপানে পাদক্ষেপ করিয়াছে।

প্রশান্ত মহাসাগরস্থিত অন্যান্য দ্বীপবাসিগণের ন্যায় নিউজিলণ্ডবাসিদের মধ্যে 'টাপু' পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। 'টাপু' শব্দের অর্থ এই যে, কোন বস্তু স্পর্শ বা ব্যবহার করিবে না। এই নিষেধ অমান্য করিলে দণ্ডনীয় হইতে হইবে। অনেক কার্য্য ও বস্তু এই 'টাপু' কর্ত্তৃক নিবারিত হইত। লাল আলুর চাষ, নবগৃহে রক্ষিত সম্পত্তি, বীজপূর্ণ গৃহ, তীরস্থ অরক্ষিত ডোঙ্গা ইত্যাদি এই নিয়মের অধীন। বিবাহিতা স্ত্রী এবং বাগ্‌দত্তা কন্যাগণও এই প্রথার অন্তর্গত।

সমাবিষ্ঠন ও কবরের বস্ত্রালঙ্কারাদি টাপু দ্বারা নির্দ্দিষ্ট। পুরোহিতেরা সময় সময় কোন লোক বা বস্তুকে 'টাপু' বলিয়া ঘোষণা করেন। ঐ সময় সেই লোক আপনার আহারসামগ্রী নিজে গ্রহণ করিতে পারে না। অন্য কোন ব্যক্তি তাহাকে আহার ও পান করাইয়া থাকেন।

কাহারও মতে ষোড়শ শতাব্দীতে স্পেনবাসীরা নিউজিলণ্ড আবিষ্কার করেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন সন্তোষজনক প্রমাণ পাওয়া যায় না। ওলন্দাজ নাবিক আবেল তাসমান ১৬৪২ খৃষ্টাব্দে তথায় উপস্থিত হইয়া, প্রথমে নিউজিলণ্ডের নাম সর্ব্বসাধারণের কর্ণগোচর করেন।

নিউটন আইজাক, একজন বিখ্যাত দার্শনিক ও জ্যোতিঃশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। ইংলণ্ডদেশের লিন্‌কলন্ প্রদেশের কোলস্‌টার ওয়ার্থ গির্জ্জার এলাকাভুক্ত উলথর্প নামক একটী ক্ষুদ্র পল্লীতে ১৬৪২ খৃঃ অব্দে ২৫এ ডিসেম্বর নিউটন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামাতা উভয়েই প্রাচীন সম্ভ্রান্তবংশ হইতে উদ্ভূত। এই নিউটনবংশ পূর্ব্বে লিন্‌কলন্ প্রদেশের হটটরি নগরে বাস করিত, পরে উলথর্প গ্রামের তালুকদারী পাইয়া এখানে আসিয়া বাস করেন। ইঁহার পিতা রট্‌লণ্ডবাসী জেমস্ আস্‌কাফের কন্যাকে বিবাহ করেন। নিউটন যখন মাতৃগর্ভে তখন তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। এইরূপে শোকসাগরে পড়িয়া তাঁহার মাতা অসময়ে পুত্র প্রসব করিলেন। ইনি পিতামাতার একমাত্র সন্তান। নিউটন-পরিবারের ভরণপোষণোপযোগী আয় না থাকায় তাঁহার বিধবা মাতা নর্থউইথামের ধর্ম্মযাজককে (Rector) পুনরায় বিবাহ করিতে বাধ্য হইলেন। এই সময় তিন বৎসরের বালক নিউটন মাতামহীর তত্ত্বাবধানে থাকিয়া বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ করেন। দ্বাদশবর্ষ বয়সে তিনি গ্রান্থামের ব্যাকরণ-বিদ্যালয়ে প্রবেশ লাভ করিলেও বিদ্যাভ্যাসের বিশেষ কোন উন্নতি দেখাইতে পারেন নাই। এই সময়ে তিনি যন্ত্র-বিদ্যা (Mechanic) অভ্যাসে আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং যথাসাধ্য কৌশলের সহিত বায়বীয়-যন্ত্র (Windmill), জলঘটিকা (Water-clock) ও শঙ্কুযন্ত্র (Sun-dial) নির্ম্মাণ করেন। কিন্তু এই সকল বিষয়ে বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইলেও বিদ্যাচর্চ্চায় তিনি অপরাপর বালক অপেক্ষা হীন ছিলেন। জীবনী-লেখক ক্রষ্টার লিখিয়াছেন যে, তাঁহার উপরিস্থ একটী বালক একদিন উপেক্ষা করিয়া তাঁহার পেটে লাথি মারিলে তিনি ঘৃণায় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যতদিন না ইহার বিদ্যার গর্ব্ব খর্ব্ব করিতে পারি, ততদিন আর কাহারও সহিত আলাপ করিব না। তাঁহার এই আন্তরিক দৃঢ়তা তাঁহাকে বিজ্ঞান-জগতের সর্ব্বোচ্চ আসন দান করিয়াছিল। ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে নিউটনের দ্বিতীয় পিতা 'রেভারেণ্ড বারনাবাস স্মিথের' মৃত্যু হইলে তাঁহার মাতা ও নিউটনকে পুনরায় উলথর্পে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল। এই সময়ে মাতার আদেশে নিউটন বিদ্যাশিক্ষা পরিত্যাগ করিয়া আপনাদিগের ক্ষেত্র ও উদ্যানাদির উৎকর্ষসাধনে যত্নবান্ হন এবং এই সমস্ত কার্য্য নিজ অনিচ্ছাসত্ত্বেও করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যখন হাটবারে নিউটন সঙ্গী লইয়া গ্রান্থামে উৎপন্ন দ্রব্যসমূহ বিক্রয় করিতে যাইতেন, তখন তিনি কোন স্থানে কলকারখানা দেখিলে, তথায় দাঁড়াইয়া তাহার চক্রাদির গতি বিশেষরূপ দেখিতেন। নগরে প্রবেশ করিয়াই তিনি তাঁহার আলাপী একটী ঔষধ-বিক্রেতার বাটীতে যাইয়া তাঁহার পুস্তকালয় হইতে পুস্তক পাঠ করিতেন। এইরূপে পুরাতন গ্রন্থপাঠে তিনি এতাদৃশ আনন্দ অনুভব করিতেন যে, তাঁহার সঙ্গী যতক্ষণ না দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া তাঁহাকে ডাকিতে আসিত, ততক্ষণ তিনি পাঠ হইতে উঠিতেন না। তাঁহার বিদ্যাভ্যাসে একান্ত আনুরক্তি দেখিয়া, তাঁহার মাতুল 'রেভারেণ্ড ডবলিউ আসকাফ' তাঁহাকে পুনরায় বিদ্যালয়ে পাঠাইতে মনস্থ করিলেন। সপ্তদশবর্ষ বয়সে তাঁহাকে আবার ক্যাম্ব্রিজের অন্তর্গত ত্রিনিটি কলেজে পাঠাভ্যাসার্থ পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

এখানে তিনি ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রবেশিকা (Matriculation) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৬৬১ খৃঃ অব্দে 'সাব-সিজার' (Sub-sizar) হইয়া বিনা বেতনে বিদ্যালয়ে থাকিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিবার অনুমতি পান। ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে তিনি শিক্ষিত শ্রেণীভুক্ত হয়েন এবং ১৬৬৫ অব্দে 'বিএ' উপাধি প্রাপ্ত হন।

এই কয় বৎসর মধ্যে তাঁহার কোন বিশেষ উন্নতি দেখা যায় না। যখন তাঁহার বয়স ২৪ বৎসর হয় নাই, তখন তিনি জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া বীজগণিতের অন্তর্গত দ্বিপদ উপপাদ্য (Binomial theorem) বিজ্ঞান গণিতের পরমাণুর গতি অনুধাবন জন্য নিয়মাবলী (principles of fluxion) এবং গতির নিয়ম (Law of force) ব্যাখ্যাকালে গ্রহগণের এমন কি চন্দ্রেরও সূর্য্যাভিমুখে আকর্ষণ তাঁহার অন্তঃকরণে জাগিয়া উঠে এবং তিনি কতকাংশে উক্ত বিষয় প্রতিপাদনে যত্ন করেন। তিনি উৎক্ষিপ্ত পাথরের পৃথিবীমুখে আকৃষ্টি দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে, সমগ্র গ্রহগণ যেরূপ পরস্পর আকর্ষণশীল, এই পৃথিবীও সেইরূপ আকৃষ্টিশক্তির অধীন।

১৬৬৪-৬৫ খৃষ্টাব্দে নিউটন ত্রিনিটি কলেজের আইন সদস্য (Law-fellowship) হইবার জন্য 'রবার্ট উডজেন' সাহেবের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েন, কিন্তু উভয়ে সমান ক্ষমতাবান হইলেও তাঁহার

অধ্যাপক 'ডাঃ ব্যারো' মিঃ উডভেনকে পূর্ব্বতম ও বয়োবৃদ্ধ বিবেচনায় সদস্যরূপে মনোনীত করেন। ১৬৬৭ খৃষ্টাব্দে তিনি জুনিয়ার সদস্য ও 'এম্ এ' উপাধি গ্রহণ করিয়া পরবর্ত্তী বৎসরে সিনিয়ার সদস্য নিযুক্ত হন। ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে তিনি লুকাসীয় (Lucasian) অধ্যাপক হইয়া ব্যারো সাহেবের পদ অধিকার করেন।

গণিতশাস্ত্রে পদার্পণ করিয়া তিনি প্রথমে 'দেকার্টে' (Descartes) লিখিত জ্যামিতি অধ্যয়ন করেন এবং উক্ত অধ্যাপকের প্রবর্ত্তিত জ্যামিতির সহিত বীজগণিতের সংযোজনা অভ্যাস করেন। নিবিষ্টচিত্তে দেকার্টের জ্যামিতি আলোচনা করিবার কালে তাঁহার অন্তরনিহিত বৃত্তিসমূহ প্রস্ফুটিত হইতেছিল, যাহা ভবিষ্যতে তাঁহার চেষ্টাকে আশাতীত ফলদান করে এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত অনুসন্ধান দ্বারা যে সমস্ত অভিনব উপায় উদ্ভাবন করিয়া তিনি সাধারণের শীর্ষস্থানীয় হইয়াছিলেন, বীজগণিত-সম্বলিত জ্যামিতি অভ্যাসই তাহার একমাত্র কারণ। ইহার পর তিনি 'ওয়ালিস্'-রচিত Arithmetica Infinitorum নামক গণিতগ্রন্থ অভ্যাস করেন। ইহাতেও তিনি বিশেষ উপকার পাইয়াছিলেন। ইহা পর্য্যালোচনা করিতে গিয়া, তাঁহার উপকর্ষে তিনি বিপদ-প্রতিপাদ্য গণিত গণনার উপায় উদ্ভাবন করিতে সক্ষম হন।

নিউটন পরমাণুর প্রবহনশীলগতি গণনার প্রথম উপায় ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে কল্পনা করেন এবং উহা প্রতিপাদনার্থ পর বৎসর "Analysis per Equation es Numero Terminorum Infinitas" নাম দিয়া একখানি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখেন। পাছে ইহাতে কোনরূপ ভুল থাকে, এই ভয়ে তিনি প্রথমে কাহাকেও ইহা দেখান নাই, অবশেষে তিনি ঐ লিপিখানি তাঁহার হিতৈষিবন্ধু ডাঃ ব্যারো সাহেবকে দেন। ব্যারো তাঁহার মত লইয়া, উক্ত হস্তলিখিত গ্রন্থখানি মিঃ কলিন্‌কে দেন। কলিন্ সাহেব নিজে গ্রন্থখানি লিখিয়া লয়েন। ঐ গ্রন্থখানি কলিন্ সাহেবের কাগজের মধ্যে পাওয়া যায়। ১৭১২ খৃষ্টাব্দে উহার প্রথম মুদ্রাঙ্কন হইয়াছিল।

১৬৬৫-৬৬ খৃষ্টাব্দে যখন ইংলণ্ডে মহামারীভয় উপস্থিত হয়, তখন নিউটন ক্যাম্ব্রিজ পরিত্যাগ করিয়া উলবর্পে আসিয়া নিরাপদে বাস করেন। এইখানে আসিয়া তিনি প্রথমে সকল বস্তুর স্বাভাবিক-শক্তি এবং পৃথিবীর উপরিস্থ বস্তুসমূহের ভূ-কেন্দ্রের (Center of the Earth) দিকে স্বাভাবিক আকর্ষণ চিন্তা করিতে আরম্ভ করেন এবং পরেও অনুমান করেন যে, ঐ শক্তি ক্রমান্বয়ে বর্দ্ধিত হইয়া চন্দ্র ও তাহার পারিপার্শ্বিক [illegible] আকর্ষণ করিতেছে। পক্ষান্তরে ঐ সমস্ত তারকা পরিবেষ্টিত চন্দ্রও পরস্পরের বৃত্তস্থিত কেন্দ্রাপসারিণী আকৃষ্ট-শক্তিতে (Centrifugal force) পৃথিবীর দূরত্বানুসারে এই ক্ষীণশক্তিকে আপনার দিকে আকর্ষণ করিয়া উভয় শক্তিকে মধ্যস্থলে স্থির করিয়া রাখিয়াছে। এইহেতু স্পষ্টই অনুভূত হয় যে, ঐ সমস্ত গ্রহ ও তারাগণ স্ব স্ব শক্তিপ্রভাবে (পৃথিবীর) কক্ষাবৃত্তপথে ভ্রমণ করিয়াও স্থিরভাবে অবস্থান করিতেছে। চন্দ্র যেমন আপনাপন কক্ষাবৃত্ত পথে (Orbit) ঘূর্ণমান চতুর্দ্দিকস্থ পারিপার্শ্বিকগণের কেন্দ্রাপসারিণী (Centrifugal) শক্তিতে আপনার বৃত্তপথে স্থির রহিয়াছে, সেইরূপ সৌর-জগতের কেন্দ্র (Centre) স্বরূপ সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে চন্দ্র প্রভৃতি গ্রহগণের নিজ নিজ বৃত্তপথে স্বীয় শক্তিপ্রভাবে বিচরণ করা নিউটনের ন্যায় চিন্তাশীল মস্তিষ্কে প্রতিভাত এই প্রতিপাদ্যটী সম্ভবপর বলিয়া বোধ হইয়াছিল। নিউটনের পূর্ব্বে বৈজ্ঞানিক বুঁলো (Bouillaud) সূর্য্য হইতে আগত ঐরূপ আকর্ষণশক্তির প্রতিপাদন করেন। কিন্তু তিনি ইহা সরলভাষায় বুঝাইতে সক্ষম হন নাই। মহামতি নিউটন স্বয়ং বলিয়াছিলেন যে, গ্রহগণ নিজ নিজ আকর্ষণ-শক্তিপ্রভাবে আপনাপন কক্ষচ্যুত না হইয়া স্থির হইয়া রহিয়াছে। তিনি দেখিলেন যে, কেপলার প্রতিপাদিত গ্রহগণের মধ্যকর্ণের দূরত্ব (Mean distance) এবং ভ্রমণকাল (Periodic times) উভয়ই সমভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে, এবং এই পরস্পরের স্বাভাবিক-আকর্ষণ আকৃষ্ট বস্তুর দূরত্বানুযায়ী, সেই দূরত্বার ব্যস্তবর্গফল (Inverse square) হইতে ঐ শক্তির কম বা বেশী পরিলক্ষিত হয়। বুঁলো সাহেব এইমত প্রকাশ করিলে নিউটন তাহার পক্ষসমর্থন করিয়া বলেন যে, ঐ শক্তি সমগ্র পদার্থে স্বতঃসিদ্ধভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। নিউটন আরও বলেন, যে বস্তুর আকৃষ্টি-শক্তি যতই প্রবল হউক না এবং যাহা গ্রহগণের কেন্দ্রাপসারিণী শক্তিকে মধ্যস্থলে স্থির রাখিয়াছে, সেই শক্তির প্রবলতা নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে কোন ভুজবৃত্তের উৎক্রমজ্যায় (Versed sine ot the arc) সমানুপাত হইতে সহজেই অনুমান করা যায়। সুতরাং যদি সময় অল্প হয়, তাহা হইলে বৃত্তাংশের বর্গফলকে নির্দ্দিষ্ট গ্রহের মধ্যকর্ণের (Mean distance) দূরত্ব দিয়া ভাগ করিলে অথবা রেখাবিশিষ্ট গতি-বেগের বর্গফলকে ঐ দূরত্ব দিয়া ভাগ করিলে উক্ত শক্তির অনুপাত স্থির করা যায়।

এইরূপে গ্রহগণের সূর্য্যাভিমুখে আকৃষ্টি স্থির করিয়া, তিনি পৃথিবীর সহিত চন্দ্রের আকর্ষণ নিরাকরণ করিতে অগ্রসর হন। ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে মহামারীর প্রকোপ ইংলণ্ড হইতে অপসৃত হইলে, তিনি পুনরায় ক্যাম্ব্রিজ নগরে আগমন করেন।

এখানে আসিয়া তিনি মনোনিবেশপূর্ব্বক এই সকল বিষয়ের তথ্য অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহার মানসিক কল্পনা ১৬ বৎসরকাল তাঁহার অন্তর্নিবিষ্ট ছিল। পরে ১৬৮২ খৃষ্টাব্দে রয়েল-সোসাইটীর অধিবেশনে উপস্থিত হইয়া পিকার্ড সাহেব-অনুষ্ঠিত মধ্যোত্তররেখাংশের (Arc of a meridian) পরিমাণ অবগত হইয়া, তিনি পৃথিবীর ব্যাসার্দ্ধের পরিমাণ নির্ণয় করেন। এই সময়ে তাঁহার পূর্ব্বসঞ্চিত আকর্ষণ-শক্তি-প্রকরণ যাহা তিনি এতদিন ধরিয়া হৃদয়ে কল্পনা করিয়া আসিতেছেন, তাহা ক্রমশঃই পরিস্ফুট হইতে থাকে। ইহাতে তিনি এতই উত্তেজিত ও মায়বীয় দুর্ব্বলতায় এতাদৃশ চঞ্চল হইয়াছিলেন যে, তিনি উক্ত গণনা সমাধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। ইহার পর বৎসরে তিনি কেন্দ্রাভিমুখিনী (Centripetal) শক্তির সাহায্যে পদার্থসমূহের গতি নিরাকরণ করিয়া কএকটী প্রবন্ধ লেখেন। ১৬৮৩ খৃষ্টাব্দে উহা ডাঃ ভিন্‌সেণ্ট কর্ত্তৃক রয়েল-সোসাইটীতে প্রদত্ত হয় এবং বহু বাদানুবাদের পর স্থিরীকৃত হইয়া ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার কৃত "প্রিন্সিপিয়া" নামক গ্রন্থে প্রথমে প্রকাশিত হয়। ইহার পর নিউটন সৌরজগতের প্রত্যেক অণু-পরমাণুর পরস্পরের প্রতি আকৃষ্টি এবং কোন বিশিষ্ট বস্তুর আকর্ষণে উহারা তাহাতে সংলগ্নভাবে স্থিত, এই বিষয়টী নির্দ্দেশ করেন। ইহাই মাধ্যাকর্ষণশক্তি, যাহা বহুকাল পূর্ব্বে অস্মদ্দেশীয় পণ্ডিতগণ স্থির করিয়া গিয়াছেন। [মাধ্যাকর্ষণ দেখ।]

গ্রহগণের পরিচালনা দেখিবার জন্য, নিউটন ১৬৭১ খৃষ্টাব্দে নিজ হস্তে একটী দূরবীক্ষণযন্ত্র নির্ম্মাণ করেন। ঐ যন্ত্রটী অদ্যাপিও রয়েল-সোসাইটিতে রক্ষিত আছে। ১৬৭২ খৃষ্টাব্দে তিনি উক্ত সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হন। ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে তিনি শিক্ষাবিভাগের প্রতিনিধি হইয়া পার্লিমেণ্ট মহাসভায় আসন গ্রহণ করেন। এই সময়ের কিছুপরে তিনি বাৎসরিক ৬০০ পাউণ্ড বেতনে টঙ্কশালার প্রধানাধ্যক্ষের পদ পান। ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দে তিনি পারি (Paris) নগরের 'রয়েল-একাডেমি-অব্-সায়েন্স' সভার ফরেন-এসোসিয়েট এবং ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে রয়েল-সোসাইটীর প্রেসিডেণ্ট হইয়া তাঁহার মৃত্যু পর্য্যন্ত উক্ত পদে সসম্মানে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৭০৫ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের মহারাজ্ঞী এনি (Queen Anne) তাঁহাকে 'নাইট' উপাধি দান করেন। ১৭২২ খৃষ্টাব্দে তিনি মূত্র ও বাতরোগে আক্রান্ত হয়েন এবং ১৭২৭ খৃষ্টাব্দে ৮৫ বৎসর বয়সে কেনিংটন্ নগরে জীবলীলা সম্বরণ করেন। নিউটন সর্ব্বসমেত ১২খানি পুস্তক রচনা করেন। তন্মধ্যে প্রিন্সিপিয়া, অপটিক্‌স, এনালিসিস্ পার ইকোয়েসানিস্ নিউমেরো টার্ম্মিনোরাম ইন্‌ফিনিটাস্, এ মেথড অব ফ্লাকসন এবং এনালিসিস্ বাই ইন্‌ফিনাইট সিরিজ এবং বাইবেলের সংস্কারক দুইখানি গ্রন্থ প্রধান। তিনি যে সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধাবলী রয়েল-সোসাইটিতে অর্পণ করেন, তাহা উক্ত সোসাইটীর কার্য্য-বিবরণীর (Transactions) ৭ম হইতে ১১শ ভাগে সন্নিবিষ্ট আছে।

নিউ-ফাউণ্ডলণ্ড, গ্রেটবৃটনের অধিকৃত একটী দ্বীপ। আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরে অক্ষা° ৪৬° ৪০´ হইতে ৫১° ৩৭´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৫২° ২৫´ হইতে ৫৯° ১৫´ পশ্চিম মধ্যে অবস্থিত। ১০০০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে নরওয়ে দেশবাসীরা এই দ্বীপ প্রথম আবিষ্কার করেন। অতঃপর ১৪৯৭ খৃঃ অব্দে জন কাবট্ (John Cabot) ইহা পুনরাবিষ্কার করেন। এই স্থানে উপনিবেশ স্থাপন জন্য সার জর্জ কালভার্ট (Sir George calvert) কএকবার চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হন; অবশেষে ১৬২৩ খৃঃ অব্দে ঐ দ্বীপের দক্ষিণপূর্ব্বাংশে একটী উপনিবেশ স্থাপিত হয়। ক্রমে ক্রমে এখানে অপরাপর উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছে।

এই দ্বীপের ক্ষেত্রফল ৪০,০০০ বর্গমাইল। অত্রত্য অধিবাসিদিগের মধ্যে অধিকাংশ লোকই মৎস্যজীবী। অতি অল্পসংখ্যক লোকেই চাষবাস করিয়া থাকে। সকলেই খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী, কতক প্রোটেষ্টাণ্ট (Protestant) এবং কতক (Roman Catholic) রোমান কাথলিক। আটলাণ্টিকের মধ্যে অবস্থিত এবং অধিকাংশ সময় বরফে আবৃত থাকায় এখানকার গ্রীষ্ম ঋতু অতি মনোরম; এই সময়ে দিবস ও রজনী অত্যন্ত সুখজনক। সম্প্রতি এই দেশবাসিরা কৃষিকার্য্যে বিশেষ মনোযোগ দিয়াছে। গম, কলাই, যব, আলু প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে জন্মাইতেছে। স্থানীয় গবর্মেণ্ট নানাদেশ হইতে নানাবিধ শস্যের বীজ আমদানী করিতেছেন। কিন্তু মৎস্য ধরাই দ্বীপবাসিদিগের প্রধান উপজীবিকা। তৈল ও চর্ম্মের নিমিত্ত মকর (Seals) ধরা যয়। তৈল প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত কড্ (Cod) মৎস্য ধরা হইয়া থাকে। বহুসংখ্যক লোক এই ব্যবসা দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। এখান হইতে প্রচুর সামন (Salmon) মৎস্য আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে রপ্তানি হইয়া থাকে। হরিণ, খেঁকশিয়াল ইত্যাদি পাওয়া যায়।

নিউ-ফাউণ্ডলণ্ডের রাজধানী সেণ্টজন্স্ (St. Johns) ঐ দ্বীপের দক্ষিণপূর্ব্বাংশে অক্ষা° ৪৭° ৩৩´ উঃ, এবং দ্রাঘি° ৫২° ৪৩´ পঃ মধ্যে অবস্থিত। তথায় জলের কল ও গ্যাসের কল আছে এবং একটী বাণিজ্যগৃহ (Custom-house) নির্ম্মাণ করা হইয়াছে।

উক্ত দ্বীপের দক্ষিণপূর্ব্বদিকের তীরভূমি অতি বিশাল,

কোন সমুদ্রেরই, এরূপ বিস্তৃত তীরভূমি দেখা যায় না। এই বিশাল তীরভূমি (Great Bank) ৬০০ মাইল দীর্ঘ এবং স্থানবিশেষে ২০০ মাইল বিস্তৃত।

জনৈক শাসনকর্তা, একটী ব্যবস্থাপক সভা ও একটী কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা দ্বারা ইহার শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে।

নিংটী. (নিঙ্‌টী) আসামের অন্তর্গত একটী নদী। শ্রীহট্ট জেলার প্রান্তস্থিত পর্ব্বতমালা হইতে উত্থিত হইয়া পূর্ব্বাভি-মুখে ইরাবতী নদীতে মিলিত হইয়াছে। মাঘ মাসের অত্যন্ত শীতের সময়ও এই নদী প্রায় আটশত গজ বিস্তৃত থাকে। এখান হইতে অমরাপুর যাইবার একটী সোজা রাস্তা আছে। ভুমুর নিকটে এই নদীর উপকূলে বৃহৎ শালবন; ইহার অনতিদূরে মণিপুর হইতে আবা নগরের মধ্যবর্ত্তী, এই নদীর তীরে কিব্বু উপত্যকায় থীৎ (melanorbea usitatessima) নামে এক প্রকার বৃক্ষ জন্মে, বর্ষার প্রারম্ভে ঐ বৃক্ষের ত্বক্ হইতে এক প্রকার নির্যাস বাহির করিয়া লওয়া হয়, উহাতে কাষ্ঠাদির সুন্দররূপ পালিস্ হইয়া থাকে। এবং এই বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষের গুঁড়ি হইতে ব্যবহারোপযোগী তক্তা ও কাষ্ঠাদি কাটিয়া লয়। উহা দেখিতে ঠিক মেহগ্নী কাষ্ঠের মত।

নিংড়ন (দেশজ) আর্দ্রবস্ত্রাদি হইতে জলনিঃসারণ।

নিংড়ান (দেশজ) নিষ্পেষণ।

নিংড়ানিয়া (দেশজ) হিংস্রক, অর্থলোভী।

নিংড়ি (দেশজ) ১ কোঁটা কোঁটা করিয়া পতন। ২ চুরি।

নিঃআরিয়া, বা নিয়ারিয়া, এক শ্রেণীর নীচ হিন্দু। বারাণসী অঞ্চলে ইহাদের বাস। সেক্‌রার দোকানের ঝাড়নাদি ক্রয় করিয়া ইহারা সোণা বা রূপা বাহির করে এবং ঐ লব্ধদ্রব্য বিক্রয় করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে।

নিঃক [নিষ্ক দেখ।]

নিঃকারণ (ত্রি) কারণশূন্য, অনিমিত্ত।

নিঃকাসন (ক্লী) নিঃসারণ, বহিষ্করণ। অপসারণ।

নিঃকাসিত (ত্রি) নিষ্কাষিত, বহিষ্কৃত, নিঃসারিত।

নিঃক্রামিত (ত্রি) নিষ্ক্রামিত, বহিষ্কৃত।

নিঃক্ষত্র (ত্রি) নি নাস্তি ক্ষত্রিয়ো যত্র। ক্ষত্রিয়রহিত স্থান, ক্ষত্রিয়শূন্য দেশাদি।

নিঃক্ষত্রিয় (ত্রি) ক্ষত্রিয়শূন্য দেশাদি।

নিঃক্ষিপ্ত (ত্রি) নির্-ক্ষিপ্-ক্ত। প্রক্ষিপ্ত, যাহা নিক্ষেপকরা হইয়াছে।

নিঃ(নি)ক্ষেপ (পুং) নির্-ক্ষিপ্ ভাবে ঘঞ্। ১ অর্পণ, চলিত কথা—গচ্ছিত রাখা। ২ অষ্টাদশবিবাদান্তর্গত বিবাদভেদ। বিশ্বাস পূর্ব্বক স্বীয় দ্রব্য অন্যের নিকট ন্যাস বা গচ্ছিত রাখার নাম নিঃক্ষেপ। বীরমিত্রোদয়ে ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

"স্বদ্রব্যং যত্র বিস্রম্ভাৎ নিঃক্ষিপত্যবিশঙ্কিতঃ।
নিঃক্ষেপো নাম তৎপ্রোক্তং ব্যবহারপদং বুধৈঃ॥" (নারদ)

স্বীয় দ্রব্য নিঃশঙ্কচিত্তে বিশ্বাসপূর্ব্বক অন্যের নিকট রাখিলে তাহাকে নিঃক্ষেপ কহে, ইহাকে ব্যবহারপদ বলিয়া পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন। অর্থাৎ গচ্ছিত দ্রব্য আবশ্যক মত যদি না পাওয়া যায় এবং যাহার নিকট গচ্ছিত রাখা হয়, সে যদি আর তাহাকে প্রত্যর্পণ না করে, এই সকল কারণে রাজা ইহার বিচার করিয়া থাকেন বলিয়া, ইহাকে 'ব্যবহারপদ বলা হয়।

ইহার অপর নাম ন্যাস—

"রাজচৌরাদিকভয়াদ্দায়াদানঞ্চ বঞ্চনাৎ।
স্থাপ্যতেহন্যগৃহে দ্রব্যং ন্যাসঃ স পরিকীর্ত্তিতঃ॥" (বৃহস্পতি)

রাজার ও চৌরাদির ভয়ে এবং জ্ঞাতিদিগকে বঞ্চনা করিবার জন্য অপরের গৃহে যে সকল দ্রব্য স্থাপিত করা যায়, তাহাকে ন্যাস কহে।

মনুতে ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে। সৎকুলজাত, সদাচারসম্পন্ন, ধর্ম্মজ্ঞ, সত্যবাদী, বহুপরিবার, ধনবান্ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকটে বুদ্ধিমান্ লোক ধনাদি গচ্ছিত রাখিবেন, এই গচ্ছিত রাখাকে নিক্ষেপ কহে। যে ব্যক্তি যেরূপে যাহার হাতে যে দ্রব্য নিক্ষেপ করিবে, লইবার কালে উহাকে ঐ দ্রব্য ঐরূপে দিবে। যেরূপ ভাবে গচ্ছিত রাখিবেন, যাহার নিকট থাকে, তিনি দিবার সময় ঠিক সেইরূপে প্রত্যর্পণ করিবেন। নিঃক্ষেপ-কারী একবার মাত্র চাহিলেই নিঃক্ষিপ্ত বস্তু প্রদান করিতে হইবে, যদি না দেয়, তাহা হইলে বিচারক নিঃক্ষেপকারীর অসাক্ষাতে এইরূপ বিচার করিবেন। ইহাতে যদি উপযুক্ত সাক্ষী না পাওয়া যায়, তাহা হইলে, বয়স্ক ও রূপবান্ চর দ্বারা প্রাড়্‌বিবাক ছলক্রমে হিরণ্যাদি দ্রব্য ঐ ব্যক্তির নিকট গচ্ছিত রাখিবেন, পরে নিঃক্ষেপকারি চর নিক্ষিপ্ত বস্তু প্রার্থনা করিলে পর, সে যদি ঐ গচ্ছিত দ্রব্য যেরূপে যে ভাবে দেওয়া হইয়াছিল সেইরূপে এবং সেই ভাবে প্রত্যর্পণ করে, তবে উহার প্রতি অপরের অভিযোগের কোন কারণ নাই। যদি ঐ ব্যক্তি চর-দিগের নিঃক্ষেপ দ্রব্য না দেয়, তাহা হইলে রাজা তাহাকে ধরিয়া আনিয়া উভয় নিঃক্ষেপ বস্তু দেওয়াইবেন। নিক্ষেপ ও উপনিধি গচ্ছিতকারীর বর্ত্তমানে তাহার পুত্র বা ভার্য্যা উত্তরাধিকারীর হস্তে দেওয়া বিধেয় নহে। কারণ পুত্রদিগের বিনাশ হইলে ঐ দ্রব্য নষ্ট হইবার সম্ভাবনা, জীবদ্দশায় উক্ত দ্রব্যসমর্পণ করিলেও করিতে পারে, এইরূপ সংশয় স্থলে দেওয়া উচিত নহে। মৃত-

নিঃক্ষেপ্তার পুত্রাদি উত্তরাধিকারির নিকট, যে ব্যক্তি গচ্ছিত ধন নিজে যাইয়া প্রত্যর্পণ করে, রাজা বা নিক্ষেপ্তার বন্ধুবর্গ তাহার নিকট আরও অন্য বস্তু আছে বলিয়া অনুযোগ করিতে পারিবে না। যদি এই বিষয়ের অনুযোগ উপস্থিত হয়, তবে রাজা কপটব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া প্রীতিসহকারে সেই অর্থ পাইবার চেষ্টা করিবেন এবং সেই গচ্ছিত রক্ষাকারীর চরিত্র বিচার করিয়া সান্ত্বনাবাক্যে কার্য্যসাধন করিবেন। সমুদায় নিঃক্ষেপ প্রাপ্তির এই বিধি জানিতে হইবে।

মুদ্রাঙ্কিত উপনিধি,—যত মুদ্রা প্রত্যর্পণ করা যায়, অথবা তাহার ভিতর হইতে কিছু বাহির করিয়া না লওয়া হয়, তবে গচ্ছিত রক্ষাকারীর কোন দোষ হয় না। নিঃক্ষিপ্ত দ্রব্য চোরে চুরি করিলে জলদ্বারা ধৌত হইলে বা আগুনে পুড়িলে তাহার দায়ী হইতে হয় না। কিন্তু ঐ দ্রব্য হইতে যদি কিছু লওয়া হয়, তাহা হইলে তাহার দায়ী হইতে হয়। নিঃক্ষেপের অপলাপকারিকে এবং যে নিক্ষেপ না করিয়া নিক্ষেপের দাবী করে, তাহাকে বৈদিক শপথাদি ও সকল প্রকার উপায় দ্বারা বিচার করিবে। যে নিঃক্ষেপ অর্পণ না করে, আর যে নিঃক্ষেপ না করিয়া প্রার্থনা করে, রাজা উভয়কেই সুবর্ণ-চোরের ন্যায় শাসন করিবেন। অথবা গচ্ছিত দ্রব্যানুযায়ী ধন দণ্ড করিবেন। (মনু ৮অ°)

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে। বিশেষ বিবরণ না বলিয়া যে সকল বস্তু করণ্ডপেটিকাদির মধ্যে রাখিয়া, অপরের নিকট যাহা রাখা যায়, তাহাকে নিঃক্ষেপ বা উপনিধিক কহে। যাহার নিকট ইহা ন্যস্ত থাকিবে, তিনি ঠিক সেইরূপে প্রত্যর্পণ করিবেন। এই ধন যদি রাজা, তস্কর বা দৈবোপদ্রবে বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে আর প্রত্যর্পণ করিতে হইবে না। কিন্তু যদি ন্যাসকারী উক্ত দ্রব্য প্রার্থনা করিলে না দেয়, এবং তাহার যে কোন উপদ্রবে যদি উহা নষ্ট হয়, তাহা হইলে রাজা তাহাকে তন্মূল্যপরিমিত অর্থ দণ্ড করিবেন। যে ব্যক্তি নিজ ইচ্ছাক্রমে ঐ দ্রব্য উপভোগ করে, বা বাণিজ্যদ্বারা বৃদ্ধি করে, রাজা তাহার শক্তি অনুসারে দণ্ড করিবেন। উপভোগ করিলে মাসে শতভাগের পাঁচ ভাগ বৃদ্ধিসমেত, বাণিজ্য করিলে ইহার অতিরিক্ত লভ্যাংশ সমেত সমস্ত দিতে হইবে। (যাজ্ঞবল্ক্যস° ২ অ° নিক্ষেপপ্রঃ)

বীরমিত্রোদয়ে নিঃক্ষেপ, উপনিধি ও ন্যাস এই তিনের পৃথক্ লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। গৃহস্বামির সমক্ষে সকল গণিয়া দিয়া যাহা রাখা যায়, তাহাকে নিঃক্ষেপ এবং গণনা না করিয়া গৃহস্বামির অসমক্ষে বা তাহার পুত্রাদির হস্তে যাহা রাখা যায় তাহাকে ন্যাস এবং মুদ্রাঙ্কিত করিয়া বা পেটারার চাবি দিয়া তাহা রাখিয়া দিলে তাহাকে উপনিধি কহে।

পূর্ব্বে যে সকল দণ্ডাদির কথা লিখিত হইয়াছে, তাহা এই তিনের সম্বন্ধে জানিতে হইবে।

"অসংখ্যাতমবিজ্ঞাতং সমুদ্রং যন্নিধীয়তে।
তজ্জানীয়াদুপনিধিং নিঃক্ষেপং গণিতং বিদুঃ ॥" (নারদ)

বীরমিত্রোদয়ে ইহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে, বাহুল্যভয়ে প্রদত্ত হইল না।

নিঃপ্রভ (ত্রি) নি নির্গতা প্রভা যস্য। প্রভাশূন্য। বিকল্পপক্ষে নিষ্প্রভ হইবে।

নিঃশঙ্ক (ত্রি) নির্গতা শঙ্কা যস্য। শঙ্কারহিত, নির্ভয়, ভয়শূন্য।

নিঃশম (পুং) নির্গতঃ শমাৎ, 'নিরাদয়ঃ ক্রান্তাদ্যর্থে পঞ্চম্যাঃ' (বার্ত্তিক) ইতি তৎ সমাসঃ। ক্রোধ। (ত্রিকা°)। বিকল্পপক্ষে নিশ্‌শম হইবে।

নিঃশব্দ (ত্রি) নির্গতঃ শব্দো যস্মাৎ। শব্দরহিত, নীরব।

নিঃশলাক (ত্রি) নির্গতা শলাকা যস্মাৎ শলাকায়া নির্গতো বা। রহঃ, নির্জ্জন, বিজন প্রদেশ।

"অরণ্যে নিঃশলাকে বা মন্ত্রয়েদবিভাবিতঃ।" (মনু)

নির্জ্জনস্থলে মন্ত্রণা করিতে হয়।

নিঃশল্যা (স্ত্রী) নির্গতং শল্যং যস্যাঃ। ১ দন্তীবৃক্ষ। (রাজনি°) ইহা সেবন করিলে শীঘ্র শল্য নির্গত হয়। (ত্রি) ২ শল্যবৎ প্রতিবন্ধরহিত।

নিঃশূক (পুং) নির্গতঃ শূকোঽস্মাৎ। মুণ্ডশালি। (রাজনি°)

নিঃশেষ (ত্রি) নির্গতঃ শেষো যস্মাৎ। সমস্ত, সম্পূর্ণ, শেষরহিত।

"উচ্ছিন্নসর্ব্বসঙ্কল্পো নিঃশেষাশেষচেষ্টিতঃ।
স্বাবগম্যো লয়ঃ কোঽপি জায়তে বাগগোচরঃ ॥"

(হঠযোগদীপিকা ৪।৩২)—

নিঃশেষিত (ত্রি) নিঃশেষোঽস্য সঞ্জাতঃ, তারকাদিত্বাদিতচ্। নিঃশেষপ্রাপ্ত, যাহা ফুরাইয়া গিয়াছে।

নিঃশোধ্য (ত্রি) নির্গতং শোধ্যং যস্মাৎ শোধ্যান্নির্গতমিতি বা। শোধিত, মৃষ্ট, নির্ম্মল।

নিঃশ্রয়ণী (স্ত্রী) নিনিশ্চিতং শ্রীয়তে আশ্রীয়তে অনয়েতি, শ্রি-করণে ল্যুট্, টিত্বাৎ ঙীষ্। কাষ্ঠঘটিত সোপান, কাঠের সিঁড়ী। পর্য্যায়—নিঃশ্রেণি, অধিরোহিণী, নিঃশ্রেণী। (শব্দর°)

নিঃশ্রয়িণী (স্ত্রী) নিঃশ্রয়তি আশ্রয়তি প্রাকারাদিস্থানমিতি, শ্রি-ণিনি-ঙীপ্। নিঃশ্রয়ণী, কাঠের সিঁড়ী।

নিঃশ্রেণি (স্ত্রী) নিনিশ্চিতা শ্রেণিঃ সোপানপঙ্‌ক্তিঃ যত্র। অধিরোহিণী, কাঠের সিঁড়ী।

"চক্রে ত্রিদিবনিঃশ্রেণিঃ সরযূরনুযায়িনাম্।" (রঘু ১৫।১০০)

২ খর্জ্জুরীবৃক্ষ। (মেদিনী) (পুং) ৩ ঘোটকবিশেষ।

"উপর্য্যুপরি যত্র স্যুরাবর্ত্তা অলীকে ত্রয়ঃ।
নিঃশ্রেণিঃ স তু বিজ্ঞেয়ো রাষ্ট্রবৃদ্ধিকরঃ পরঃ॥"
(নকুলকৃত অশ্বচিকিৎসা ৪ অ°)

অলীক অর্থাৎ ললাটদেশে যে অশ্বের উপর্য্যুপরি তিনটী আবর্ত্ত থাকে, তাহাকে নিঃশ্রেণি কহে। এই অশ্ব রাষ্ট্রবৃদ্ধিকর।

নিঃশ্রেণিকা (স্ত্রী) নিঃশ্রেণিরিব কায়তীতি, কৈ-ক-টাপ্। তৃণবিশেষ। কোঙ্কণ দেশে ইহা নিঃশ্রেণী নামে প্রসিদ্ধ। পর্য্যায়—শ্রেণীবলা, মিয়সা, বনবল্লরী, ইহার গুণ—নীরস, উষ্ণ, পশুদিগের বলনাশক। (রাজনি°) নিঃশ্রেণিয়েব স্বার্থে কন্। অধিরোহিণী।

"মানুষ্যং দুর্লভং প্রাপ্য সেবিতা ন মহেশ্বরী।
নিঃশ্রেণিকাগ্রাৎ পতিতা অধ ইত্যেব বিদ্মহে॥"
(দেবীভাগ° ৪।১৩।৪০)

নিঃশ্রেণী (স্ত্রী) নিঃশ্রেণি কৃদিকারাদিতি বা ঙীষ্। নিঃশ্রয়ণী।

নিঃশ্রেয়স (ক্লী) নিশ্চিতং শ্রেয়ঃ ততোঽচ্ সমাসান্তঃ (অচ্-তুরবিচতুরেতি। পা ৫।৪।৭৭) ১ মোক্ষ।

"বেদাভ্যাসস্তপোজ্ঞানমিন্দ্রিয়ানাঞ্চ সংযমঃ।
অহিংসা গুরুসেবা চ নিঃশ্রেয়সকরং পরম্॥"
(মনু ১২।৮৩)

বেদাভ্যাস, তপস্যা, ইন্দ্রিয়সংযম, অহিংসা ও গুরুসেবা এই সকল মোক্ষকর।

২ মঙ্গল। ৩ বিজ্ঞান। ৪ ভক্তি। ৫ অনুভাব। (পুং) নিনিশ্চিতং শ্রেয়ো মঙ্গলং যস্মাৎ। ৬ শিব। (মেদিনী) বিকল্পপক্ষে নিশ্শ্রেয়স পদ হইবে।

নিঃশ্বাস (পুং) নির্-শ্বস্ ভাবে ঘঞ্। প্রাণবায়ুর নাসাদ্বারা বাহিরে নিঃসরণ, নাসিকাদেশ হইতে যে বায়ু নির্গত হয়।

"বৃষলীফেনপীতস্য নিঃশ্বাসোপহতস্য চ।" (মনু)

বিকল্পপক্ষে নিশ্শ্বাস এইরূপ হইবে।

নিঃষম (অব্য) নির্গতং সমং যত্র। (তিষ্ঠদ্গুপ্রভৃতীনি চ। পা ২।১।১৭) ইতি সমাসঃ। ততো ষত্বম্। নিন্দা, পর্য্যায়—গর্হা, দুঃষম। (অমর) ২ শোক। (শব্দর°)

নিঃষন্ধি (ত্রি) নিষ্ক্রান্তঃ সন্ধেঃ সুশ্লিষ্টত্বাৎ। 'নিরাদয়ঃ ক্রান্তাদ্যর্থেতি সমাসঃ ততো সুষমাদিত্বাৎ ষত্বম্। ১ সন্ধিশূন্য। ২ দৃঢ়। (ত্রিকাণ্ড) বিকল্পপক্ষে নিষ্ষন্ধি হইবে।

নিঃষামন্ (ত্রি) নিষ্ক্রান্তঃ সামঃ ততো সমাসঃ ষত্বঞ্চ। সামরহিত। বিকল্পপক্ষে নিষ্ষামন্ হইবে।

নিঃসঙ্গ (ত্রি) নির্নাস্তি সঙ্গো যস্য। ১ মেলনরহিত। ২ ফলের অভিনিবেশশূন্য।

"বেদোক্তমেব কুর্ব্বাণো নিঃসঙ্গোঽর্পিতমীশ্বরে।
নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিং লভতে রোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ॥"
(বলমাসতত্ত্বধৃত ভাগবতবচন)

নিঃসন্ধি (ত্রি) নির্নাস্তি সন্ধির্যস্য। ১ দৃঢ়। ২ সন্ধিরহিত।

নিঃসম্পাত (পুং) নির্নাস্তি সম্পাতো গমনাগমনং যত্র। ১ নিশীথ। (ত্রিকাণ্ড) (ত্রি) ২ গমনাগমনপরিশূন্য।

"ন নৃভির্গোধনৈর্বাপি সেব্যতে বনবৃত্তিভিঃ।
নিঃসম্পাতঃ কৃতঃ পন্থাস্তেন তাবধয়াশ্রয়ঃ॥" (হরিব° ৮০।১৪)

নিঃসরণ (ক্লী) নির্-সৃ-ল্যুট্। ১ মরণ। ২ উপায়। ৩ গৃহাদি-মুখ। ৪ নির্ব্বাণ। ৫ নির্গম। (হেম)

"গর্ভবাসে মহদ্দুঃখং দশমাসনিবাসনম্।
তথা নিঃসরণে দুঃখং যোনিযন্ত্রেঽতিদারুণে॥" (দেবীভা° ৪।২।২৮)

নিঃসার (পুং) নির্গতঃ সারো যস্মাৎ। ১ শাখোটবৃক্ষ, চলিত শেওড়া, শাঁড়া। ২ শ্যোনাকভেদ। (রাজনি°) (ত্রি) ৩ সাররহিত সারশূন্য।

"মানুষ্যে কদলীস্তম্ভনিঃসারে সারমার্গণম্।
যঃ করোতি স সংমূঢ়ো জলবুদ্বুদসন্নিভে॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

নিঃসারণ (ক্লী) নির্-সৃ-ণিচ্ ভাবে ল্যুট্। ১ নিঃসারণ। নিঃ-সার্য্যতেঽনেনেতি নির্-সৃ-ণিচ্ করণে ল্যুট্। ২ গৃহাদির প্রবেশনির্গমাদি পথ। (শব্দর°)

নিঃসারা (স্ত্রী) নির্নাস্তি সারো যস্যাঃ। কদলীবৃক্ষ। (রাজনি°)

নিঃসারিত (ত্রি) নির্-সৃ-ণিচ্ কর্ম্মণি ক্ত। ১ বহিষ্কৃত, পর্য্যায়—অবকৃষ্ট, নিষ্কাসিত। (জটাধর) ২ সারাভাববান্, সারের অভাবযুক্ত। "সর্কেঽর্দ্ধচন্দ্রং দত্ত্বা নিঃসারিতাঃ।" (হিতোপ°)

নিঃসীমন্ (ত্রি) নির্গতা সীমা যস্মাৎ। সীমারহিত, অবধিশূন্য।

"নিঃসীমানন্দধামীঽপনিষৎপমা তৎপরীভূয়ভূয়ঃ॥" (নৈষধ)

নিঃস্নেহ (ত্রি) নির্নাস্তি স্নেহো যস্য। ১ স্নেহশূন্য। স্নেহশব্দের অর্থ প্রীতি ও ঘৃত তৈলাদি। প্রীতিশূন্য, ভালবাসারহিত।

"অহো দশরথো রাজা নিঃস্নেহঃ স্বসুতং প্রতি।" (রামা° ২।৪৯।৭)

২ রসহীন।

"নাহং স্পৃষ্ট্বাপি সস্নেহং ভাষ্যা বিপ্রো বিশুধ্যতি।
আচম্যৈব তু নিঃস্নেহং গামালভ্যার্কমীক্ষ্য বা॥" (মনু ৫।৮৭)

৩ তৈলবিহীন।

নিঃস্নেহফলা (স্ত্রী) শ্বেতকণ্টকারী। (রাজনি°)

নিঃস্নেহা (স্ত্রী) নির্গতঃ স্নেহো রসো যস্যাঃ। অতসী। (ত্রিকা°) (ত্রি) ২ অনুরাগরহিত।

"যদর্থে স্বকুলং ত্যক্তং জীবিতার্দ্ধং হারিতম্।
সা মাং ত্যজতি নিঃস্নেহা কঃ স্ত্রীণাং বিশ্বসেন্নরঃ॥" (পঞ্চতন্ত্র ৪।৫৭)

নিঃস্পন্দ (ত্রি) নির্নাস্তি স্পন্দো যস্য। স্পন্দরহিত, নিশ্চল।

নিঃস্পৃহ (ত্রি) নির্গতা স্পৃহা যস্য। আশাশূন্য, স্পৃহারহিত।

নিঃস্রব (পুং) নির্-স্রু-অপ্। ১ অবশেষ।

"ক্রয়ো বা নিঃস্রবস্তস্মাৎ বণিজাং লাভকৃৎ স্মৃতঃ।" (যাজ্ঞব°)

২ নির্গমন।

নিঃস্রাব (পুং) নিঃ-স্রবতীতি নির্-স্রু-ণ। ভক্তরস, ভাতের মাড়, ফেন। পর্য্যায়—আচাম, মাসর। ২ ক্ষরণ। ৩ ব্যয়।

"স্বল্পাদানোঽল্পনিঃস্রাবঃ খ্যাতঃ পূজিতদৈবতঃ॥" (কামন্দক)

নিঃস্ব (ত্রি) নির্গতং স্বং ধনং যস্য। ধনহীন, দরিদ্র। ইহার লক্ষণ—"সূর্পাকারৌ বিরূক্ষৌ চ বক্রৌ পাদৌ শিরালকৌ।

"সংশুষ্কৌ পাণ্ডুরনখৌ নিঃস্বস্য বিরলাঙ্গুলী॥" (গরুড়পু°)

যাহার পাদদ্বয় বক্র, নখ সকল সূর্পাকার, পাণ্ডুরবর্ণ ও শিরাল এবং সর্ব্বদা পরিশুষ্ক থাকে, অঙ্গুলীসকল বিরল, এই সকল লক্ষণাক্রান্ত হইলে তাহাকে দরিদ্র বলিয়া জানিবে।

নিঃস্বভাব (ত্রি) নির্গতঃ স্বভাবো যস্য। স্বভাবশূন্য। বৌদ্ধদিগের মতে বস্তুমাত্রই স্বভাবশূন্য।

"বুদ্ধ্যা বিবিচ্যমানানাং স্বভাবো নাবধার্য্যতে।

অতো নিরভিলপ্যাস্তে নিঃস্বভাবাশ্চ দর্শিতা॥" (লঙ্কাবতার)

বুদ্ধিদ্বারা বিবিচ্যমান পদার্থ সকলের স্বভাব অবধারিত অর্থাৎ নিশ্চিত হয় নাই। অতএব সেই সকল স্বভাব নিরভিলপ্য ও নিঃস্বভাব ইহা দর্শিত হইয়াছে।

শূন্যবাদিবৌদ্ধদিগের মতে—বস্তুর স্বরূপত্ব স্বীকৃত হয় নাই, তাহারা নিঃস্বভাবই স্বভাবের কারণ ইহা প্রতিপাদন করিয়াছে।

নিকক্ষ (অব্য) কক্ষস্য সমীপম্, সামীপ্যার্থে অব্যয়ীভাবঃ। পশ্চিমাপর সন্ধিসমীপ।

"চিত্যং পরিবিক্তাগ্নীদ্ধ্রিপে নিকক্ষে" (কাত্যা° শ্রৌ° ১৮।২।১)

'পশ্চিমাপরসন্ধিঃ কক্ষস্তস্য সমীপং নিকক্ষম্' (বেদদীপ)

নিকট (ত্রি) নি সমীপে কটতীতি নি-কট-অচ্। অদূর, পর্য্যায়—সমীপ, আসন্ন, সন্নিকৃষ্ট, সনীড়, অভ্যাস, সবেশ, অন্ত, অন্তিক, সমর্য্যাদ, সদেশ, অভ্যগ্র, অভ্যর্ণ, সবিধা, উপকণ্ঠ, অভিত। (শব্দর°)

বৈদিক পর্য্যায়—তলিৎ, আসাৎ, অম্বর, ঔর্ব্বস, অন্তমীক, আক, উপাক, অর্ব্বাক, অন্তমান, অবম, উপম।

(বেদনিঘণ্ট, ২ অ°)

"দিবসরজনীকূলচ্ছেদৈঃ পতদ্ভিরনারতং

বহতি নিকটে কালঃ স্রোতঃসমস্তভয়াবহম।

ইহ হি পততাং নাস্ত্যালম্বো ন চাপি নিবর্ত্তনং

তদিহ মহতাং কোঽয়ং মোহো যদেষ মদাবিলঃ॥"(শান্তিশ° ৩২)

নিকটতা (স্ত্রী) নিকট-তল-টাপ্। সামীপ্য, নৈকট্য।

নিকটবর্ত্তিন্ (ত্রি) নিকটে বর্ত্ততে বৃত-ণিনি। সমীপস্থ, নিকটস্থ, যে নিকটে থাকে।

নিকটবর্ত্তিত্ব (ক্লী) নিকটবর্ত্তিনো ভাবঃ ত্ব। নিকটবর্ত্তির ভাব।

নিকটস্থ (ত্রি) নিকটে তিষ্ঠতি স্থা-ক। সমীপস্থ, যে নিকটে থাকে, নিকটস্থিত।

নিকটসম্বন্ধীয় (ত্রি) নিকট সম্পর্কীয়, নিকটসম্বন্ধবিশিষ্ট, স্বজন।

নিকটাগত (ত্রি) উপস্থিত, অভ্যাগত, সমাগত। সমীপে উপস্থিত।

নিকটাগমন (ক্লী) নিকটে আগমনম্। উপসন্নতা, নিকটে আসা, উপস্থিতি।

নিকটানিকট (দেশজ) কাছাকাছি।

নিকন (দেশজ) গোময় দিয়া ধৌতকরণ, গোময়যুক্ত জল দিয়া গৃহমার্জ্জিত করণ। গৃহাদি গোময়াদি দ্বারা পরিষ্কার।

নিকনচুকন (দেশজ) গোময় দিয়া গৃহপরিষ্কার করণ।

নিকন্ধিয়া (দেশজ) ১ নিস্কন্ধ, মস্তকহীন। ২ স্কন্ধবিহীন, ভূতযোনিবিশেষ।

নিকর (পুং) নিকরোতীতি ব্যাপ্নোতীতি নি-কৃ-অচ্। ১ সমূহ, রাশি। ২ সার। ৩ ন্যায়-দেয় ধন। ৪ নিধি। (মেদিনী)

নিকর্ত্তন (ক্লী) নি-কৃত-ল্যুট্। ১ ছেদন। (ত্রি) ২ ছেদনকারী।

নিকর্ত্তব্য (ক্লী) নি-কৃত-তব্য। ছেদনীয়।

নিকর্ষণ (ক্লী) নির্গতং কর্ষণং যত্র। ১ সন্নিবেশ। ২ পত্তনাদিতে পরিচ্ছন্ন প্রদেশ। নগরাদির বহিঃস্থিত ক্রীড়াভূমি। ৩ গৃহাদির বাহিরে বিচরণভূমি, গৃহপ্রবেশের দ্বারস্থিত উঠান। ৪ সমীপস্থতা। ৫ প্রাঙ্গণাদির সন্নিবেশ। (ত্রি) ৬ কর্ষণরহিত।

নিকষ (পুং) নিকষতি পিনষ্টি স্বর্ণাদিকং যত্রেতি নি-কষ-ঘঞ্ (গোচরসঞ্চরেতি। পা ৩।৩।১১৯) ১ কষ্টিপাথর, সুবর্ণ পরীক্ষা করিতে হইলে এই নিকষোপলে পরীক্ষা করিতে হয়।

"নিকষে হেমরেখেব শ্রীরাসীদনপায়িনী।" (রঘু ১৩।৪৬)

(ত্রি) সুবর্ণাদির পরীক্ষার্থ কর্ষণকর্ম্ম।

"যদা নির্গুণমাপ্নোতি ধ্যানং মনসি পূর্ব্বজম্।

তদা প্রজ্ঞায়তে ব্রহ্ম নিকষং নিকষে যথা॥"

(ভারত শান্তি ২০৫ অ°)

৩ শাণ, অস্ত্রাদি তীক্ষ্ণতাসাধন অস্ত্র। (অমর)

নিকষণ (ক্লী) নি-কষ-ল্যুট্। ঘর্ষণ, খনন।

নিকষা (স্ত্রী) নিকষতি হিনস্তীতি কষ-হিংসে পচাদ্যচ্, ততষ্টাপ্। ১ রাক্ষসমাতা। সুমালিকন্যা ও বিশ্রবার পত্নী। ইহার গর্ভে রাবণ, কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ ও শূর্পণখা জন্মগ্রহণ করেন। (রামা°) (অব্য) নি-কষ-গতৌ-আঃ (আঃ সমিন্ নিকষিভ্যাম্। উণ্। ৪।১৭৪) ২ নিকট। ৩ মধ্য। এই

নিকষাশব্দযোগে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। পয়োধিমাবদ্ধচলজ্জলা-বিলাং বিলঙ্ঘ্যলঙ্কাং নিকষা হনিষ্যতি।" (মাঘ ১।৬৮)

নিকষাত্মজ (পুং) নিকষায়াঃ আত্মজঃ। নিকষার পুত্র। রাক্ষস।

নিকষোপল (পুং) নিকষনাম উপলঃ। ১ প্রস্তরভেদ, কষ্টি-পাথর। ২ শাণ।

নিকস (পুং) নিকসতি পিনষ্টি স্বর্ণাদিকং যত্র নি-কস-ঘ। নিকষ। (ভরত)

নিকা (আরবী) মুসলমানদিগের মধ্যে বিধবার বিবাহবিশেষ। ঐ বিবাহের নিদর্শনপত্রের নাম নিকানামা। আরব, ইজিপ্ট ও পারস্তে বিবাহ উৎসবের মধ্যে নিকাই প্রধান অঙ্গ। ভারতবর্ষে নিকা নিকৃষ্ট বিবাহ মধ্যে গণ্য ও ইহা কতিপয় নিকৃষ্ট জাতির মধ্যে প্রচলিত আছে। (অনূঢ়াদিগের সাদী বা বিবাহ উপলক্ষে নিয়ত ৫ দিবস আমোদআহ্লাদ হয়, এজন্য ইহার সহিত তুলনায় নিকার উৎসব নাই বলিলেই হয়। সাদিপ্রথা অপেক্ষা নিকাপ্রথা অতি হেয় হইলেও এখনও ইহার আদর লক্ষিত হয়। ভারতবর্ষে নিকা শব্দে মুসলমান-দিগের মধ্যে বিবাহ বিশেষকে বুঝায়। পাত্র ও পাত্রীকে বিবাহবন্ধনে একত্র করিবার সময় কাজী যে সকল কথা উচ্চারণ করিয়া যুক্ত করিয়া দেন, তাহার নাম নিকা। দিল্লীর নিকট-বর্ত্তী স্থানে নিকাকে বরাত কহে। পাত্রী ও পাত্র সবর্ণা হইলে এবং পাত্রী যদি অনূঢ়া হন, তবেই সেই স্থলে সাদি বা বিবাহ হয়।

নিকান (দেশজ) মৃত্তিকা ও গোময় দ্বারা গৃহাদি মার্জ্জন।

নিকানোর, খৃষ্টের ৩০৫ পূর্ব্বে আন্তিগোন্যুসের প্রতিনিধি। ইনি সমস্ত মিডিয়া, পার্থিয়া, এসিয়া এবং সিন্ধুনদ পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ অধিকার করেন।

নিকাম (ক্লী) কম ইচ্ছায়াং নি-কম-ঘঞ্। ১ ইষ্ট, অভিলষিত। ২ পর্য্যাপ্ত। ৩ অতিশয়।

"নিকামতপ্তা বিবিধেন বহ্নিনা" (কুমার ৫।২০)

নিকামন্ (ত্রি) নি-কম বাহুলকাৎ মনিন্। নিতরাং কামুক, অতিশয় অভিলাষযুক্ত।

"সিষক্তি সুজমানা নিকামভিঃ (ঋক্ ১০।১২।৯)

'নিকামভিঃ নিতরামভিলাষুকৈঃ' (সায়ণ)

নিকায় (পুং) নিচীয়তে ইতি নিচি-ঘঞ্, আদেশশ্চ-ক। (সঙ্ঘে চানৌত্তরাধর্য্যে। পা ৩।৩।৪২) ১ সমূহ। ২ সমান-ধর্ম্মি ব্যক্তিসমূহ, সধর্ম্মিপ্রাণিসংহতি।

"তথা দেবনিকায়ানাং সেন্দ্রাণাঞ্চ দিবৌকসাম্॥" (ভা° ১৷১২অ৪৫)

৩ লক্ষ্য। ৪ নিলয়, বাসস্থান, গৃহ। ৫ পরমাত্মা।

নিকায্য (পুং) নিচীয়তেঽস্মিন্ ধান্যাদিকমিতি নি-চি-ণ্যৎ প্রত্যয়েন নিপাতনাৎ সাধুঃ (পায্যসাংনায্যনিকায্যেতি। পা ৩।১।১২৯) গৃহ, আলয়।

"ন প্রণাশ্যো জনঃ কশ্চিন্নিকায্যং যেঽধিতিষ্ঠতি।
দেবকার্য্যবিঘাতায় ধর্ম্মদ্রোহী মহোদয়ে॥" (ভট্টি ৫।৬৩)

নিকার (পুং) নি-কৃ-ঘঞ্। ১ পরাভব। ২ অপকার। ৩ অপ-মান। ৪ মানহানি, অবমাননা, অনাদর। ৫ তিরস্কার, লাঞ্ছনা। ৬ ধান্যাদির উর্দ্ধক্ষেপণ। ৭ খলীকার। ৮ ধিক্কার। (শব্দমালা)

"নিকারোঽগ্রে পশ্চাত্তনমহহ ভোক্তব্য নিধনম্।" (শান্তিশতক)

নিকারণ (ক্লী) নিকারয়তি ক্লিশ্নাত্যনেনেতি। নি-কৃ-ণিচ্-ল্যুট্। ১ মারণ। ২ বধ।

নিকারিন্ (পুং) যজ্ঞকরণশীল, যাহাদের স্বভাব যজ্ঞ করা।

"নিক্রম্ পূর্ব্বচিত্তো নিকারিণঃ" (শুক্লযজু° ২৭।৪)

'নিকারিণঃ নিতরাং যজ্ঞকরণশীলাঃ' (বেদদীপ)

নিকারি বা নিকিরি, মৎস্যব্যবসায়ী নীচ জাতি। বাঙ্গালার স্থানে স্থানে ইহাদিগের বাস। ইহারা নগদমূল্যে অথবা পূর্ব্ব হইতে টাকা দাদন দিয়া জেলেদের নিকট হইতে মাছ ক্রয় করিয়া বাজারে বিক্রয় করে বলিয়া ইহাদের নিকারি নাম হইয়াছে। ইহারা নিম্নশ্রেণীস্থ হিন্দুদিগের ন্যায় সমস্ত কার্য্য করে। সময়ে সময়ে ইহারা আম প্রভৃতি অন্যান্য ফলাদি মাথায় লইয়া ফিরি করিয়া বেড়ায়। বেহারপ্রদেশের মুসলমান নিকারিরা মুল্লান বা মছুয়া নামে অভিহিত।

নিকাল্য (ত্রি) নি-কল-ণ্যৎ। চালনীয়। (ত্রিকা°)

নিকাশ (পুং) নি-কাশ-ঘঞ্। ১ প্রকাশ। ২ সমীপ।

"উবাচ পূর্ণেন্দুনিকাশবক্ত্রাং" (হরিব° ১৪৫ অ°)

নিকাশ (দেশজ) ১ হিসাব স্থির করণ, জমা খরচ স্থির করিয়া প্রভুকে সেই সকল পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া দেওয়া। ২ জলনির্গমন, জল বাহির হওন। যথা, এইস্থলে জল নিকাশ হয় নাই। এই অর্থে কেবল নিকাশ শব্দ ব্যবহার হয় না। ৩ শেষ।

নিকাশীপোতা (দেশজ) জমীদারের কর্ম্মচারিরা নিকাশ দিবার সময় যাহা দেনদার হয়।

নিকাষ (পুং) নি-কষ-ঘঞ্। সমুল্লিখন, করণ।

নিকাসন (ত্রি) নিকাসতে শোভতেঽনেন ইতি কাস-করণে ল্যুট্। তুল্য।

নিকিটিন-আথেনেসিয়াস্, একজন রুষিয়াবাসী পরিব্রাজক। ১৪৭০ খৃষ্টাব্দের প্রথমে গুজরাতদেশ পদার্পণ করেন। তৎপরে কাম্বে ও কোলাবা জেলার চেউল নগর ভ্রমণ করিয়া জুন্নরে গমন করেন, তথায় ঐ নগরের সৌন্দর্য্যাদি

দর্শন করিয়া তিনি দবিয়াল, কালিকট, সিংহল, বিদর্ভ, বিজয়নগর, কুলবর্গা ও অপরাপর নানাস্থান পদব্রজে দর্শন করিয়া ১৪৭৪ খৃষ্টাব্দে ভারতভূমি পরিত্যাগপূর্ব্বক হরমুজ, সিরাজ, ইস্পাহান, তাব্রিজ ও ট্রিবিজণ্ড প্রভৃতি নগর দর্শন করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তিনি এই সকল নগরাদি দর্শন করিয়া তাহার বাণিজ্য, ব্যবসা ও উৎপন্ন দ্রব্যাদির বিষয় লইয়া একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। তন্মধ্যে তৎসাময়িক কাম্বে, হরমুজ, দবিয়াল, কালিকট, সিংহল, বিদর্ভ ও বিজয়নগরের বিষয় বিশেষরূপে লিখিত আছে।

নিকিরী, মুসলমান জাতির এক প্রকার উপাধি। ইহারা মৎস্য বিক্রয়দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে।

নিকিল্বিষ (ক্লী) কিল্বিষাভাব, পাপের অভাব।

"পুনর্দায় ব্রহ্মজায়াং কৃত্বী দেবৈর্নিকিল্বিষম্" (ঋক্ ১০।১০৯।৭)

'দেবা নিকিল্বিষং কিল্বিষাভাবং' (সায়ণ)

নিকী (দেশজ) নিখী, উকুন।

নিকুচি (দেশজ) ক্ষুদ্রতা. স্বল্পতাবতা। যথা, কাজের নিকুচি।

নিকুচ্যকর্ণি (অব্য) নিকুচৌ সঙ্কুচৌ কর্ণৌ যত্র, ততো ইচ্ সমা°। সঙ্কুচ্যকর্ণক, যাহার কর্ণদ্বয় সঙ্কুচিত।

নিকুঞ্চক (পুং) নিকুঞ্চতীতি নি-কুঞ্চ কৌটিল্যে ণ্বুল। পরিমাণভেদ, কুড়বপাদ, কুড়ব পরিমাণের ৪ ভাগের এক ভাগ। অর্দ্ধ অঞ্জলী। কাহার কাহারও মতে ৮ তোলা। ২ বানীরবৃক্ষ, জলবেতস।

"নিকুঞ্চকঃ পরিব্যাধো নাদেয়ো জলবেতসঃ।" (ভাবপ্র° পূর্ব্বখ°)

নিকুঞ্চিত (ক্লী) নি-কুঞ্চ ক্ত। ১ অঙ্গহারান্তর্গত শিরোবিশেষ। (ত্রি) ২ সঙ্কুচিত।

নিকুঞ্জ (পুং, ক্লী) নিতরাং কৌ পৃথিব্যাং জায়তে জন-ড, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধু। লতাদি পিহিতোদরকুঞ্জ, উপবনে উদ্যানে বা অরণ্যে লতা প্রভৃতি দ্বারা আবৃত গৃহাকার কুঞ্জ, লতাগৃহ।

"কপিকুলমুপযাতি ক্লান্তমদ্রের্নিকুঞ্জম্" (ঋতুস°)

নিকুঞ্জবন, তীর্থবিশেষ। শ্রীবৃন্দাবন ধামে এই নিকুঞ্জ বনে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকা সহ বিহার করিতেন। [বৃন্দাবন দেখ।]

নিকুঞ্জিকাম্লা (স্ত্রী) নিকুঞ্জিকা কুক্ষোদ্ভবা অম্লা। কুঞ্চিকাবৃক্ষভেদ। পর্য্যায়—কুঞ্জিকা, কুঞ্চবল্লরী। ইহার গুণ শ্রীবল্লীসদৃশী। (রাজনি°)

নিকুম্ভ (পুং) নি-কুম্ভি-অচ্। ১ দন্তীবৃক্ষ। কুম্ভকর্ণরাক্ষসপুত্রভেদ। ৩ দানবভেদ। (ভারত ১।৭৫ অ°) ৪ প্রহ্লাদের পুত্রভেদ। (ভারত ১।৬০ অ°) ৫ হর্য্যশ্ব নৃপপুত্র। (হরিব° ২০৪ অ°) ৬ বিশ্বদেবভেদ। ৭ কুরুসেনাধিপতির অন্তর্গত নৃপভেদ। (ভারত দ্রোণপ° ১৫৬ অ°)

৮ কুমারানুচরভেদ। (ভারত সভাপ° ৭৬ অ°)

৯ রাক্ষসেশ নামে শিবানুচরভেদ।

"পার্শ্বে তিষ্ঠন্তমাহূয় নিকুম্ভমিদমব্রবীৎ।

রাক্ষসেশ পুরীং গত্বা শূন্যাং বারাণসীং কুরু॥" (হরিব° ২৯ অ°)

কুম্ভকর্ণের পুত্র নিকুম্ভ লঙ্কাযুদ্ধে হত হন। এই নিকুম্ভ রাবণের মন্ত্রী ছিলেন।

(রামা° সুন্দর। ৪৯, ৫৪ স°, লঙ্কা° ৮, ৯, ৪৩, ৫৭, ৭৫ স°)

নিকুম্ভ, ১ সূর্য্যবংশীয় একজন রাজা। অযোধ্যায় ইহার রাজধানী ছিল। এই বংশে মান্ধাতা, সাগর, ভগীরথ, রঘু এবং রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। নিকুম্ভের প্রপিতামহ কুবলয়াশ্ব, ধুন্ধু নামক দৈত্য বধ করিয়া ধুন্ধুমার উপাধি ধারণপূর্ব্বক স্বনামানুসারে রাজপুতনায় ধুন্ধার (জয়পুর) রাজ্যস্থাপন করেন। ইহার বংশাবলী নিকুম্ভ নাম ধারণপূর্ব্বক ঐখানে বাস করিতেন। অযোধ্যার বংশ এক্ষণে রঘুবংশ নামে খ্যাত। মান্ধাতা এবং সগরের সহিত হৈহয় এবং তালজঙ্ঘদিগের নর্ম্মদা নদীতীরে এক যুদ্ধ হয়। তদবধি এখানে এই বংশের একটী শাখা বাস করিতেছে। টড বলেন যে, নিকুম্ভ-বংশীয়েরা বহুদিবস মণ্ডলগড় জেলায় বাস করিত। মেবারের অন্তর্গত আলবর এবং ইন্দোর ইঁহারাই স্থাপন করেন বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং অভনেরে ইহাদের রাজধানী ছিল। মুসলমানদিগের আক্রমণের পর মধ্যপ্রদেশের মধ্যে কেবল খান্দেশের চতুষ্পার্শ্বে এবং আলবরে ইহাদের প্রাধান্য বিস্তৃত ছিল। হুসেন খাঁর পূর্ব্বপুরুষ আলাবল্ খাঁ উত্তর আলবরবাসী নিকুম্ভদিগকে ক্ষমতাচ্যুত করেন।

২ দৈত্যবিশেষ। সপ্তপুরীর রাজা। নিকুম্ভ কৃষ্ণের মিত্র ব্রহ্মদত্তের কন্যাসমূহ হরণ করিলে, কৃষ্ণ তাহাকে বধ করিয়া সপ্তপুর ব্রহ্মদত্তকে দান করেন।

নিকুম্ভাখ্যবীজ (ক্লী) নিকুম্ভাখ্যস্য দন্তিকা বৃক্ষস্য বীজবৎ বীজং যস্য। জয়পাল। [জয়পাল দেখ।]

নিকুম্ভিত (ক্লী) নৃত্যবিষয়ক অষ্টোত্তরশত করণান্তর্গত নৃত্যবিশেষ।

"করণানান্তু সর্ব্বেষাং সামান্যং লক্ষণন্ত্বিদম্।

প্রায়ো বামকরো বক্ষঃস্থিতোঽন্যঃ পুরতোন্মুখঃ॥

পাদাভ্যাং করণং জ্ঞেয়ং তদিহাষ্টোত্তরং শতম্।

নিকুম্ভিতং পার্শ্বক্রান্তমতিক্রান্তং বিবর্ত্তকম্॥"

(সঙ্গীতদামো°)

কুম্ভিলা (স্ত্রী) ১ লঙ্কার পশ্চিমভাগস্থিত একটী গুহা। ২ এই গুহাস্থিত দেবী। ইন্দ্রজিৎ এই গুহাতে ও দেবীর সমক্ষে যজ্ঞকার্য্য শেষ করিয়া যুদ্ধযাত্রা করিতেন।

"যস্থাভিষ্ঠেৎ কৃত্তং কর্ম্ম হতান্ সর্ব্বাংশ্চ বিদ্বিনঃ।
নিকুম্ভিলামসংপ্রাপ্তমকৃতাগ্নিক যো রিপুঃ॥"

(রামা° লঙ্কা ৮৫।১১ ৮৬, ৮৭, স°)

নিকুম্ভী (স্ত্রী) নিকুম্ভ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ দন্তীবৃক্ষ। (রাজনি°) ২ কুম্ভকর্ণের কন্যা।

নিকুরম্ব (ক্লী) নিকুরতীতি নি-কুর বাহুলকাৎ অম্বচ্। সমূহ। এই শব্দের পুংলিঙ্গ ব্যবহারও দেখিতে পাওয়া যায়।

"আরক্তগণ্ডরুচিবিক্রমদণ্ডভাজো
যস্তাভিফেণনিকুরম্ব ইবাট্টহাসঃ॥" (শ্রীকণ্ঠচ° ১৮।৪০)

নিকুলীনিকা (স্ত্রী) নিপাত।

"গতাগতং প্রতিগতং চুল্লীশ্চ নিকুলীনিকাঃ।
কর্ত্তাহস্মি মিষতাং বোহস্ত ততো দ্রক্ষ্যথ মে বলম্॥"

(ভারত কর্ণপ° ৪৯ অ°)

'নিকুলীনিকাঃ নিপাতাঃ' (নীলকণ্ঠ)

নিকূল (পুং) নরমেধযজ্ঞের অন্তর্গত ষষ্ঠযূপে পশুদিগের বধোদ্দেশ্য দেবতাভেদ, অশ্বমেধযজ্ঞে যে দেবতার উদ্দেশে ষষ্ঠযূপে পশুহনন হয়।

"ক্ষেমায় বিমোক্তারমৃৎকূলনিকূলেভ্যস্ত্রিষ্ঠিনম্"

(শুক্লযজু° ৩০।১৪)

নিকৃত (ত্রি) নি কৃ-ক্ত। ১ প্রত্যাখ্যাত। ২ শঠ। ৩ বঞ্চিত। ৪ নীচ। ৫ অপকৃত, লাঞ্ছিত, তিরস্কৃত।

নিকৃতি (স্ত্রী) নি-কৃ-ক্তিন্। ১ ভৎসন, তিরস্কার। ২ অপকার। ৩ ক্ষেপ। ৪ শঠ। ৫ শঠতা, শাঠ্য।

"ন সময় পরিরক্ষণং ক্ষমন্তে নিকৃতিপরেষু ন ভূরিধায়ঃ।"

(কিরাত ১।৪৫)

৬ দৈন্য। (শব্দর°) ৭ পৃথিবী। (নিঘণ্টু) ৮ সাধ্যাতে উৎপন্ন ধর্ম্মপুত্র বসুভেদ। (হরিব° ২০৪ অ°)

নিকৃতিন্ (ত্রি) ১ শঠ। ২ নীচ। ৩ দুষ্ট।

নিকৃত্ত (ত্রি) নি-কৃত-ক্ত। সমূলে ছিন্ন, খণ্ডিত।

নিকৃত্তমূল (পুং) নিকৃত্তং মূলং যস্য। যে বৃক্ষের মূল ছিন্ন হইয়াছে।

নিকৃত্যা (স্ত্রী) নিষ্ঠুরতা, শঠতা।

নিকৃত্বন্ (ত্রি) পরাজয়ে নিকর্ত্তনশীল, ছেদক।

"নিতোদিনো নিকৃত্বানো" (ঋক্ ১০।৩৪।৭)

'নিকৃত্বানো পরাজয়ে নিকর্ত্তনশীলাঃ ছেত্তারঃ' (সায়ণ)

নিকৃন্তন (পুং) নিকৃন্ততি কৃত্-ল্যুট্। ১ ছেদনকারী। (ক্লী) কৃত-ল্যুট্। ২ ছেদন, খণ্ডন।

নিকৃষ্ট (ত্রি) নি-কৃষ-ক্ত। অধম। যাহার জাতি ও আচারাদি নিন্দিত।

নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি (স্ত্রী) নিকৃষ্টা প্রবৃত্তিঃ। নীচ প্রবৃত্তি। (ত্রি) নিকৃষ্টা প্রবৃত্তির্যস্য। ২ যাহার প্রবৃত্তি নীচ।

নিকৃষ্টতা (স্ত্রী) নিকৃষ্ট ভাবে তল্-টাপ্। নিকৃষ্টত্ব, নীচতা, মন্দতা।

নিকৃষ্টাশয় (পুং) নিকৃষ্ট আশয়ঃ যস্য। নীচাশয়, মন্দাশয়, নিকৃষ্টচিত্ত।

নিকেচায় (পুং) নি-চি যঙ্লুক্, 'আদেশ্চ কঃ' ইতি চস্য কঃ। গোময়াদির পুনঃপুনঃ রাশীকরণ।

নিকেত (পুং) নিকেততি নিবসত্যস্মিন্নিতি নি-কিত-ঘঞ্। গৃহ, আলয়। নিকেতন।

"তিষ্ঠধ্বং স্বনিকেতেষু মদাগমনকাঙ্ক্ষয়া॥"

(দেবীভাগ° ৪।১১।১২)

নিকেতন (ক্লী) নিকেততি নিবসত্যস্মিন্নিতি নি-কিত অধিকরণে ল্যুট্। ১ গৃহ। (পুং) ২ পলাণ্ডু। (শব্দচ°)

নিকেল, একপ্রকার ধাতু। এই পদার্থ গূর্ম্মা, অঙ্গার, সিলিকা, গন্ধক ও আর্সেনিক সংমিশ্রণে এবং কোবাল্ট সংযুক্ত অপরিষ্কার অবস্থায় খনি মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। এই ধাতু অগ্নিযোগে শুদ্ধ ও পরিষ্কৃত করিলে দেখিতে ঠিক রৌপ্যের ন্যায়। ইহা স্বভাবতঃ দৃঢ়, দুর্ভেদ্য, অতি কষ্টে অগ্নিতে দ্রবণীয় এবং লৌহের মত চুম্বকের আকৃষ্টশক্তি গ্রহণক্ষম হইয়া থাকে।

ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ৮°২৮। জর্ম্মণবাসী ক্রণষ্টাড্ সর্ব্বপ্রথমে ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে এই ধাতু আবিষ্কার করেন। এই ধাতুর সহজে পরিষ্কার করিবার প্রণালী আজিও জানা যায় নাই। তবে ইংলণ্ডের বার্মিংহামসহরবাসিগণ এই মিশ্রিত ধাতুকে চা-খড়ি এবং ক্লোরাইড-অফ্-কেলসিয়াম্ সহযোগে অল্পত্তাপে গলাইয়া থাকে। পরে ঐ ময়লাদি বিহীন পরিষ্কৃত পদার্থকে চূর্ণ করিয়া পুনরায় অগ্নিতে উত্তপ্ত করা হয়। এই উপায়ে ধাতুগত আর্সেনিক উপিয়া যায়। অবশিষ্ট চূর্ণগুলি হাইড্রো-ক্লোরিক এসিডে গলাইয়া চাপে ব্লিচিং পাউডার দিয়া ঐ দ্রবলৌহকে অক্সিজেনযুক্ত করা হয়, তাহার পর ঐ লৌহ পুনরায় নেবুর রসে (milk of lime) ডুবাইয়া দিতে হয় এবং তলায় যে কাইট বা চূর্ণ পড়িয়া থাকে, তাহা ধুইয়া পরিষ্কার করা হইয়া থাকে। ঐ তরল পদার্থে কেবল কোবাল্ট ও নিকেল মিশ্রিত থাকে এবং উহা সালফিউরেটেড-হাইড্রোজেন নামে অভিহিত হয়। ইহাতে ক্লোরাইড্ অফ্ লাইম্ দিলে কোবাল্ট তলায় পড়িয়া যায় ও কেবলমাত্র নিকেল মিশ্রিত থাকে। এই নিকেলযুক্ত তরল পদার্থে নেবুর রস (milk of lime) দিলে কেবলমাত্র নিকেল ধাতু অবশিষ্ট থাকে। এই পরিষ্কৃত ধাতু রূপার ন্যায় চক্চকে, নমনীয় এবং প্রায় লৌহের ন্যায় গলনশীল। ৬৩০° ডিগ্রী

(কারণ্‌হিট্) তাপে উত্তপ্ত করিলে ইহার আকর্ষণধৃতিশক্তি হ্রাস হইয়া যায়। সাধারণ জলবায়ুতে ইহার কোন ক্ষতি হয় না। উত্তপ্ত বায়ুতে ইহা অক্সিডাইজ্ হয়।

নিকেল ধাতু তাম্রের সহিত মিশাইলে জর্ম্মণ-রৌপ্য (German silver) পরিণত হয়। এলুমিনাম্ নামক ধাতুর সহিত ইহার ২ শতাংশ মিশাইলে উক্ত ধাতুকে শক্ত করে এবং উহার গুরুত্ব স্বল্প-মাত্রায় বর্দ্ধিত করে।

রাজপুতানা, ভাজড়, কান্দাহার ও সিংহলের সাক্রাগামের নিকট অল্পবিস্তর মিশ্রিতনিকেল পাওয়া যায়। এখন নিকেলের খনির অল্পতা হেতু এই ধাতু দুর্ম্মূল্য হইয়াছে।

নিকোচক (পুং) নিকোচতি শব্দায়তে নি-কুচ বুন্। অক্ষোট-বৃক্ষ (Alangium hexapetalum) এই শব্দ কোন কোন স্থলে ক্লীবলিঙ্গও দেখিতে পাওয়া যায়।

"বাতামাক্ষোড়াভিষুকং স্বকুলকনিকোচকম্।
উরুমাণং প্রিয়ালঞ্চ বৃংহণং গুরুশীতলম্॥" (বাভট সূত্রস্থা° ৬ অ°)

নিকোচন (ক্লী) সঙ্কুচন।

"ব্যবহারং পশ্যেৎ ন স্বহমনেনাক্ষি নিকোচনেনোপহসিতঃ।"
(মনু ৮।৪৫ কুল্লুক)

নিকোঠক (পুং) নিকোচক পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। নিকোচক।

নিকোথক (পুং) নি-কুথ-বুন্। একজন বৌদ্ধকাচার্য্য। ইঁহার উপাধি তায়জাত্য।

নিকোবর, ভারত মহাসাগরের একটী দ্বীপ। আন্দামানদ্বীপের দক্ষিণ। নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে ৮টী বড় ও ১২টী ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে। তন্মধ্যে নিকোবর দ্বীপটী দৈর্ঘ্যে ৩০ মাইল ও প্রস্থে ১২ হইতে ১৫ মাইল। এই সমস্ত দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে ননকোরি বন্দরে ভারতগবর্মেণ্ট জাহাজ বাঁধিবার আড্ডা স্থাপন করিয়াছেন।

নিকোবর দ্বীপ সাধারণতঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়ে পরিপূর্ণ। এখানে অপর্য্যাপ্ত নারিকেলবৃক্ষ দৃষ্ট হয়। এখানকার অরণ্যে একপ্রকার বৃক্ষ পাওয়া যায়, তাহার গুঁড়ি জাহাজ ও গৃহাদি নির্ম্মাণের উপযোগী। নানা প্রকার ফল এবং নানাজাতীয় পক্ষী এই সমস্ত দ্বীপপুঞ্জে দেখা যায়। মৎস্য যথেষ্ট পরিমাণে জন্মিয়া থাকে।

নিকোবরবাসিদের সহিত, মলয়বাসিদিগের অনেকটা আকৃতি-গত সৌসাদৃশ্য থাকিলেও নিকোবরবাসিদিগের চক্ষুর আকার দেখিলে, ইহাদিগকে সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতি বলিয়া অনুমিত হয়। ইহাদের বর্ণ তাম্রবর্ণের ন্যায় ও শরীরের গঠনপ্রণালী অতি সুন্দর, ইহারা অধিক লম্বা হয় না, বরং খর্ব্বাকৃতি হইয়া থাকে। ইহাদের চক্ষু চীনদিগের চক্ষুর ন্যায়, নাসিকা ক্ষুদ্র ও চেপ্টা, মুখ অত্যন্ত বড়, ওষ্ঠ পুরু, কর্ণ দীর্ঘ, চুল কাল ও খাড়া এবং সামান্য দাড়ি আছে।

নিকোবরবাসিরা যে সমস্ত গ্রামে বাস করে, উহা সমুদ্র-তীরে অবস্থিত এবং প্রত্যেক গ্রামে ১৫ হইতে ২০ খানি মাত্র গৃহ আছে। প্রত্যেক বাটীতে ২০ জন বা ততোধিক লোক বাস করে। মৃত্তিকার উপর আন্দাজ ১০ ফিট্ উচ্চ খুঁটি পুতিয়া, তাহার উপরে নিকোবরবাসিরা গৃহ প্রস্তুত করে। এই সমস্ত গৃহের আকার গোল এবং ইহাতে আদৌ জানালা থাকে না। উক্ত গৃহের তলায় এক প্রকার দ্বার থাকে। মইযোগে ঐ দ্বার দিয়া তাহারা গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে।

নিকোবরবাসিরা সাধারণতঃ মৎস্যজীবী। শূকর, গৃহ-পালিত পশুপক্ষী, কচ্ছপ, মৎস্য, নারিকেল, আম, নানা প্রকার ফল এবং মেলোরি নামক বৃক্ষের ফলজ রুটীই ইহাদের প্রধান খাদ্য। ইহারা অত্যন্ত অলস, ভীরু, বিশ্বাসঘাতক এবং সুরা-প্রিয়। পূর্ব্বে ইহারা অনেক সময় দস্যুবৃত্তি দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করিত, কিন্তু এই দ্বীপ ইংরাজ গবর্মেণ্টের অধিকারভুক্ত হওয়া পর্য্যন্ত এখানকার লোক শান্তস্বভাব হইয়াছে।

নিকটবর্ত্তী দ্বীপবাসিরা পরস্পরের কথাবার্ত্তা বুঝে না। ইহারা কুসংস্কারাচ্ছন্ন, ভূত বিশ্বাস করে ও শবের গোর দিবার পূর্ব্বে মৃতদেহ কএক দিন পল্লি-মধ্যে রাখিয়া দেয়, পরে তাহার খাদ্যাদির বাসন সমেত পুতিয়া ফেলে। ইহাদের কোন লিখিত ভাষা নাই। অতি প্রাচীনকালে এখানে লিখিত ভাষার পরিবর্ত্তে সূর্য্য, চন্দ্র, থাল, ঘটী, মনুষ্য প্রভৃতির চিত্রদ্বারা অক্ষরের কার্য্য সাধিত হয়।

ইহারা এক সময়ে বহু-বিবাহকে ঘৃণা করে। স্ত্রীপরিত্যাগ-প্রথা এখানে প্রচলিত দেখা যায়। ইহারা সকলেই স্ব স্ব প্রধান। যদিও ২।১ জন লোক বয়োজ্যেষ্ঠতা হেতু অনেকের মাননীয় হয়, কিন্তু কাহারও উপর প্রভুত্ব করিতে পারে না।

এখানে কৃষিকার্য্যের আদৌ চর্চ্চা নাই। তবে খাদ্যের জন্য কলাগাছ, বাতাপিলেবু (sweet lime), আম ও অন্যান্য কতকগুলি বৃক্ষ সামান্য পরিমাণে রোপণ করিতে দেখা যায়।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ভারতগবর্মেণ্ট নিকোবর দ্বীপকে অধিকার-ভুক্ত করিয়া আন্দামানের অধ্যক্ষের (Superintendent) শাসনাধীন করেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে এই দ্বীপ আন্দামানের চিফ্ কমিশনরের অধীন হয় এবং ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে সমস্ত নিকোবর-দ্বীপপুঞ্জ ইংরাজ গবর্মেণ্টের উপনিবেশ মধ্যে পরিগণিত হয়।

এখানকার জলবায়ু অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। ম্যালেরিয়া জ্বর এই দ্বীপে অতীব প্রবল। ঋতুর মধ্যে বর্ষাই প্রধান। গ্রেট নিকোবরের বন মধ্যে এক অসভ্যজাতি বাস করে। অন্যান্য

অধিবাসিদিগের সহিত তাহাদের আকার বা চরিত্রগত কোন সাদৃশ্য নাই। সম্ভবতঃ তাহারা অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অসভ্য-জাতি হইবে।

নিকোলসন্, বঙ্গদেশে সৈনিক বিভাগে নিযুক্ত অনৈক খ্যাতনামা ইংরাজ কর্মচারী। তিনি ক্রমে ক্রমে উন্নতিসোপান অতিক্রম করিতে করিতে লেপ্টেনাণ্ট-কর্ণেলের পদে আরোহণ করিয়াছিলেন। যখন তিনি পঞ্জাবের দেওয়ানী বিভাগে (Civil Commission) ডেপুটী কমিসনারের (Deputy Commissioner) কর্ম্ম করিতেন, তৎকালে তিনি তথাকার অধিবাসিদিগের বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। ইংলণ্ডের অনেক সদাশয় মহাত্মা এ দেশের উচ্চপদ অধিকার করিয়া বহু সংখ্যক অধীনস্থ কর্ম্মচারির প্রতি সদ্ব্যবহারের পরিচয় দিয়াছেন, এবং অধীনস্থ ব্যক্তিগণ ভক্তি ও শ্রদ্ধাপ্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহাদের সহৃদয়তার প্রতিশোধ দিতেছেন এবং দিয়াছেন। কিন্তু নিকোলসনের তদীয় অধীনস্থ কর্ম্মচারিদিগের প্রতি যেরূপ আধিপত্য ছিল, সেরূপ অন্ত কাহারও এ পর্য্যন্ত দেখা যায় নাই। তাঁহার সম্মানার্থ একদল ভারতবাসী তাঁহাদিগকে নিকোলসনী (The Nicholsoni) অথবা 'নিকার সিংহী ফকীর' আখ্যায় অভিহিত করিত। পঞ্জাব গবর্মেণ্টের কোন সরকারী কার্য্যবিবরণীতে (Official report) উপরি উক্ত মহাত্মা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বাক্যটী লেখা আছে—"জগতে এরূপ লোক অতি দুর্লভ। পঞ্জাবরাজ্য সৌভাগ্যক্রমে এমন একটী রত্ন লাভ করিয়াছে।" "Nature makes but few such men, and the Punjab is happy to have had one।" ১৮৩৮ হইতে ১৮৪২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আফগানদিগের সহিত যে যুদ্ধ হয়, নিকোলসন্ সেই যুদ্ধকার্য্যে নিযুক্ত হন এবং দিল্লীনগর পুনরধিকারকালে মানবলীলা সম্বরণ করেন।

নিকোলো-দি-কোণ্টী, ভিনিস্ রাজ্যের একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রসন্তান। ১৪১৯ খৃষ্টাব্দে দামাস্কাস্ নগরে ইনি বাণিজ্যার্থ আগমন করেন। পারস্তদেশের মধ্য দিয়া মলবার ও বঙ্গদেশ প্রভৃতি দর্শন করিয়া স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করেন। ইনি স্বধর্ম্মত্যাগ করিয়া মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই অপরাধের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ পোপ (Pope Eugene) তাঁহাকে তদীয় দুরূহ ভ্রমণবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতে বলেন। এই সুযোগে তিনি গুজরাত, গঙ্গার তীরভূমি ইত্যাদি স্থানের অতি সুন্দর বর্ণন করিয়াছেন।

নিকোসিয়ার, যুবরাজ অকবরের পুত্র। ইনি প্রথমে রাজবিদ্রোহী হন এবং রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অল্প কালমধ্যে কালরোগে প্রাণত্যাগ করেন।

নিকোশ্য (পুং ক্লী) বক্ষীয় পশুর উদরস্থিত নাড়ীর অংশবিশেষ।

নিক্তি (দেশজ) সূক্ষ্ম তুলাদণ্ডবিশেষ।

নিক্রমণ (ক্লী) নিতরাং ক্রমতে যত্র নি-ক্রম আধারে ল্যুট্। স্থান। "নিক্রমণং নিষদনং নিবর্ত্তনম্" (ঋক্ ১।১৬২।১৪)

'নিক্রমণং স্থানং' (সায়ণ)

নিক্রীড় (পুং) ১ কৌতুক, ক্রীড়া। (ক্লী) ২ সামভেদ।

নিক্বণ (পুং) কণ শব্দে নি-কণ-অপ্। (কণোবীণায়াঞ্চ। পা ৩।৩।৬৫) ১ বীণাধ্বনি, বীণাশব্দ। ২ কিম্বর প্রভৃতির শব্দ। পর্য্যায়—নিক্বাণ, কাণ, কণ, কণন, প্রক্বাণ, প্রক্বণ, সুক্বাণ, সুক্বণ। (ভারত)

নিক্বাণ (পুং) নি-কণ-ঘঞ্। নিক্বণ।

নিক্ষা (স্ত্রী) নিক্ষ-অচ্ টাপ্। লিখ্যা, চলিত নিকী, উকুন।

নিক্ষুভা (স্ত্রী) নি-ক্ষুভ-ক-টাপ্। ১ ব্রাহ্মণী। ২ সূর্য্যপত্নী।

"নিক্ষুভার্কব্রতং ভানো সদাপ্রীতিবিবর্দ্ধনম্।"

(হেমাদ্রি ব্রতখণ্ডধৃত ভবিষ্যপু°)

'নিক্ষুভা সূর্য্যপত্নী তয়া সহিতোঽর্কং' (ব্যাখ্যা)

নিক্ষিপ্ত (ত্রি) নি-ক্ষিপ-ক্ত। ১ ত্যক্ত। যাহা ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে, যাহা ক্ষেপণ করা হইয়াছে। ২ কৃতনিক্ষেপদ্রব্য, যাহা নিক্ষেপরূপে স্থাপিত হইয়াছে, গুপ্ত।

নিক্ষেপক (পুং) নিক্ষেপকারী, যে নিঃক্ষেপ করে।

নিক্ষেপণ (ক্লী) নি-ক্ষিপ-ল্যুট্। ১ নিক্ষেপকরণ, ফেলিয়া দেওন।

নিক্ষেপ্তৃ (ত্রি) নি-ক্ষিপ-তৃচ্। নিক্ষেপকারী, যে নিক্ষেপ করে, গচ্ছিত রাখে।

নিক্ষেপ্য (ত্রি) নি-ক্ষিপ-যৎ। নিক্ষেপণীয়, নিক্ষেপের যোগ্য। "নিক্ষেপ্যোঽয়োময়ঃ শঙ্কুর্জ্বলন্নাস্যে দশাঙ্গুলঃ।" (মনু ৮।২৭১)

নিখনন (ক্লী) নি-খন-ল্যুট্। ১ খনন করা, খোড়া। ২ মৃত্তিকা। ৩ কবর দেওন।

নিখরচা (আরবী) খরচশূন্য।

নিখর্ব্ব (পুং) সংখ্যাবিশেষ। ১ দশহাজার কোটিতে এক নিখর্ব্ব। ২ তৎসংখ্যেয়।

"আর্ব্বুদমব্জং খর্ব্বনিখর্ব্বমহাপদ্মশঙ্কবস্তস্মাৎ।" (লীলাবতী)

(ত্রি) নিতরাং খর্ব্বঃ। ৩ বামন, অতিশয় খর্ব্ব। (হেম)

নিখর্ব্বক (পুং) দশকোটি।

নিখর্ব্বট (পুং) রাবণসৈন্যগত রাক্ষসভেদ।

(ভারত বন ২৮৪ অ°)

নিখাটু (দেশজ) ১ কুড়ে, অলস, কর্ম্মহীন।

নিখাত (ত্রি) নি-খন-ক্ত। ১ খনন করিয়া প্রোথিত, স্থাপিত। "স্তম্ভাবলীপরিখাতযূপঃ।" (রঘু) ২ যুদ্ধ।

নিখাদ (দেশজ) ১ স্বরের অঙ্গবিশেষ। ২ খাদরহিত। ৩ হস্তির নাম।

নিখিল (ত্রি) নিবৃত্তং খিলং শেষো যস্মাৎ। সকল, সমগ্র, সমস্ত, সম্পূর্ণ। "নিখিলমলগণানাং নাশকৃৎ কামকন্দং
প্রকটর ভগবত্যা নামযুক্তং পুরাণম্।" (দেবীভা° ১।২।৪০)

নিখী (দেশজ) নিকী, উকুন।

নিখুঁত (দেশজ) নির্দোষ, নিষ্কলঙ্ক।

নিগড় (পুং ক্লী) নিগলতি বধ্নাতীতি নি-গল-অচ্ লস্য ডত্বং। লৌহময় পাদবন্ধনী, বেড়ী, লৌহময় হস্তিপাদবন্ধন অন্দুক। চলিত আঁদু, দাঁড়ুকা। পর্য্যায়— শৃঙ্খল, অন্দুক, হিঞ্জীর, অন্দু।

নিগড়ন (ক্লী) শৃঙ্খলাবদ্ধকরণ।

নিগড়ি, সাতারা জেলার সাতারার ১১ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে ও রহিমপুরের ৪ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে স্থিত কৃষ্ণানদীর দক্ষিণ তীরবর্ত্তী একটী গ্রাম। এখানে বিখ্যাত মহাপুরুষ রঘুনাথস্বামির সমাধি আছে। এই স্থানটী শিবাজী গোঁসাইদিগকে দান করেন।

নিগড়িত (ত্রি) নিগড়োঽস্য সঞ্জাতঃ তারকাদিত্বাদিতচ্। শৃঙ্খলাবদ্ধ, যাহার চরণ নিগড় অর্থাৎ শিকল দিয়া বাঁধা হইয়াছে।

নিগণ (পুং) নিগরণ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। হোমধূম, হোমের ধূঁয়া।

নিগদ (পুং) গদ ভাষে নি-গদ-অপ্। (নৌ গদনদপঠস্বনঃ। পা ৩.৩.৬৪) ভাষণ, কথন, পর্য্যায়—নিগাদ। ২ শব্দমাত্র। ৩ আগমোক্ত জপ। ৪ উচ্চৈঃস্বরে জপ।

"যথোত্র মন্ত্রো যে নিগদঃ।" (শতপথ ব্রা° ১১।২।১৬)

নিগদিত (ত্রি) নি-গদ-ক্ত। ১ কথিত, ভাষিত। ভাবে ক্ত। ২ কথন, ভাষণ।

নিগন্থনাথ, একজন তীর্থিক। তাঁহার সম্প্রদায়ভুক্ত বৌদ্ধ শিষ্যগণ তাঁহার লিখিত নিয়মাবলী অবলম্বন করিয়া চলিত। এই মতাবলম্বিরা ঠাণ্ডাজল খাইত না। সকল সময়ে এমন কি পীড়া হইলেও গরম জল ব্যতীত ঠাণ্ডা জল খাইবার নিয়ম নাই। ইহারা চৌর্য্য বা জীবহত্যা করিত না। [নিগ্রন্থ দেখ।]

নিগম (পুং) নিগমে পূর্ব্যাং ভবঃ। নি-গম-অপ্। (ভত্র ভবঃ। পা ৪।৩।৫৩) ১ বণিজ, বাণিজ্য। নিগম্যতেঽত্রেতি নিগম য প্রত্যয়েন সাধুঃ (গোচরসঞ্চরেতি। পা ৩।৩।১১৯) ২ পুরী, কট। নিগম্যন্তে জায়তেঽনেনেতি। ৩ বেদ।

"কথকারং বাচ্যঃ সকলনিগমাগোচর গুণ-
প্রভাবঃ স্বং যস্মাৎ স্বয়মপি ন জানাসি পরমম্॥"
(দেবীভাগ° ১।৫।৬১)

৪ বণিক্পথ, হট্ট, হাট। ৫ নিশ্চয়। ৬ অধ্বা, পথ। ৭ বেদার্থবোধক গ্রন্থভেদ। ৯ তন্ত্রভেদ। ...

নিগম শব্দে বেদই বুঝায়—যাস্ক প্রভৃতি নিগম শব্দের বেদ এইরূপ অর্থ করিয়াছেন।

"আদ্যং নৈঘণ্টুকং কাণ্ডং দ্বিতীয়ং নৈগমং তথা।"
(ঋগ্বেদের অনুক্রমণিকা)

১০ ন্যায়-দর্শনের মতে পঞ্চ অবয়বের মধ্যে চরমাবয়ব।

নিগমন (ক্লী) নিগম্যতেঽনেন করণে ল্যুট্। ন্যায়দর্শনের মতে চরমাবয়ববত্তেদ, হেতু, শেষ অবয়ব, এই দর্শনের মতে প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন এই ৫টী অবয়ব।

"হেত্বপদেশাৎ প্রতিজ্ঞায়াঃ পুনর্ব্বচনং নিগমনম্" (গৌতমসূ° ১।২৯)

প্রকৃতপক্ষে প্রকৃত সাধ্যের উপসংহার বাক্যকে নিগমন কহে।

নিগমবোধ, দিল্লীর সন্নিকটস্থ কালিন্দী (যমুনা) নদীতীরবর্ত্তী একটী জনপদ, পূর্ব্বকালে এই স্থানটী অতি পবিত্র ও দেবতাদিগের আবাস বলিয়া কথিত হইত। প্রবাদ এই, দানবরাজ ধুন্দু (বিশাল নৃপতি) শাপ-বিমোচনের জন্য গঙ্গাবগাহনে প্রাণপরিত্যাগ-আশায় বিমানপথে কাশী অভিমুখে গমন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া যোগিনীপুরে (এক্ষণে যাহা দিল্লী নামে খ্যাত) যমুনায় জলপান করিবার জন্য অবতরণ করেন। জলপানকালে একজন ঋষিকে সম্মুখে দেখিয়া শাপ-বিমোচনের উপায় জিজ্ঞাসা করেন। ঐ মুনি তাঁহাকে কালিন্দী-তীরবর্ত্তী নিগমবোধ গুহা মধ্যে নারায়ণের কঠোর তপশ্চর্য্যা করিতে আদেশ করেন। এইরূপে ৩৮০ বৎসর কাল অতিবাহিত হইলে, পাণ্ডুবংশীয় হস্তিনাপুররাজ অনঙ্গপাল তুয়ারের কন্যা একদিন সখিগণপরিবৃতা হইয়া এই স্থানে গৌরীপূজার্থ আগমন করেন। যমুনায় স্নানকালে ভয়ানক বৃষ্টি হইতেছিল। এইজন্য তাঁহারা এই গুহা মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। গুহা মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহারা শীর্ণকায় এই ঋষিকে দেখিতে পান ও তাঁহার চরণ বন্দনা করেন। তিনি তাঁহাদের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া বর প্রার্থনা করিতে বলেন। তাহাতে ঐ কন্যাগণ "আমরা বীরপত্নী হইব এবং সর্ব্ব সখিগণ একত্র হইয়া বাস করিব", এই আশীর্ব্বাদ বাঞ্ছা করিলে দানবরাজ তাঁহাদের মনোভিলাষ পূর্ণ হউক, এই বর দান করেন এবং অনঙ্গপাল কন্যাকে বলিলেন, যে তুমি একটী বীরমাতা হইবে, তোমার পুত্র অসীম ক্ষমতাশালী হইবে এবং তোমার অপর পুত্র একজন সুবক্তা ভাট হইবে। ইহার পর ধুন্দু কাশীধামে গমন করিয়া নিজ স্থূল শরীর ১০৮ খণ্ডে বিভক্ত করিয়া গঙ্গাগর্ভে আহুতি দিয়া দেবস্থানে গমন করেন। তাঁহার খণ্ডীকৃত জিহ্বাংশ হইতে পূর্ব্বকথিত ভাট এবং বিংশতি খণ্ড হইতে ২০ জন ক্ষত্রিয় আজমেরে জন্মগ্রহণ করেন। এই বিংশতি ক্ষত্রিয়

মধ্যে সোমেশ্বর প্রধান। সোমেশ্বরের পুত্র বিখ্যাত দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজ। অপরাপর অংশ হইতে কেহ কনোজ, কেহ পরিহার, কেহ বা ঝালর, করকি, নাগোর প্রভৃতি স্থানে জন্মলাভ করেন। আমাদের স্বদেশ-খ্যাত চাঁদ-কবি এই অংশ হইতে লাহোরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। (পৃথিরাজ-রায়সা)

নিগমিন্ (ত্রি) নি-গম-ইনি। বেদবিদ্। যাহারা নিগম জানে।

নিগর (পুং) নি-গৄ-অপ্ (ঋদোরপ্। পা ৩।৩।৫৭।) ভোজন। (রাজনি॰)

নিগরণ (ক্লী) নি-গৄ ল্যুট্। ১ ভক্ষণ। নিগীর্য্যতেহনেন করণে ল্যুট্। (পুং) ২ গল। ৩ হোমধেনু। র স্থানে ল করিলে নিগলন'পদও হইবে।

নিগহদার (পারসী) প্রহরী।

নিগহদারী (পারসী) প্রহরির কার্য্য।

নিগহবান্ (পারসী) প্রহরী।

নিগহবানী (আরবী) প্রহরির কার্য্য।

নিগাদ (পুং) নি-গদ-বিকল্পে ঘঞ্ (নৌ গদনদপঠস্বনঃ। পা ৩।৩।৬৪) নিগদ, ভাষণ, কথন।

নিগাদিন্ (ত্রি) নি-গদ-ণিনি। বক্তা।

নিগার (পুং) নি-গৄ-ঘঞ্। ১ ভক্ষণ।

নিগাল (পুং) নিগার রস্য ল। ১ ভোজন। ২ অশ্বগলদেশ।

"ঘণ্টবন্ধসমীপস্থো নিগালঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
অধস্তাচ্চ নিগালস্য গলমাহুর্মনীষিণঃ॥" (অশ্ববৈদ্যক ২।১৪)

নিগালবান্ (পুং) নিগালোঽস্ত্যস্যেতি, নিগাল-মতুপ্ মস্য ব। অশ্ব। (শব্দচ॰)

নিগু (পুং) নিগমাতে বিজ্ঞতেহনেনেতি নি-গম বাহুলকাৎ ডু। ১ মন, অন্তঃকরণ। ২ মল। ৩ মূল। ৪ মনোজ্ঞ। ৫ চিত্রকর্ম্ম। (সংক্ষিপ্তসার উণাদিবৃ॰)

নিগুৎ (ত্রি) নি-গুঙ্ ক্বিপ্ তুক্‌চ। ভয়াদিহেতু অব্যক্তশব্দকারক। "প্রত্যক্রোষন্ত নিগুতঃ" (ঋক্ ১০।১২৮।৬) 'নিগুতঃ ভয়েন গদগদরূপং অব্যক্তং শব্দং কুর্ব্বতঃ' (সায়ণ)

নিগুড়, গুজরাতের মধ্যবর্ত্তী একটী গ্রাম। কমনীয়-ষোড়শশত-ভুক্তির মধ্যে অবস্থিত। ইহার পূর্ব্বে কলহভদ্র, পশ্চিমে বিহান গ্রাম, উত্তরে দহিথলি গ্রাম। রাজা ২য় দদ্দ, এই গ্রামটী কনোজাগত প্রসিদ্ধ ঋগ্বেদী ব্রাহ্মণ ভট্টমাদবকে অগ্নিহোত্র ও অন্যান্য ধর্ম্মাদিষ্ট কর্ত্তব্যসাধনের জন্য দান করেন।

নিগূঢ় (ত্রি) নিগুহ্যতে সংব্রিয়তে ইতি নি-গুহ-ক্ত, ঢত্বাদিঃ। (ঢঢ় বিলোপ। পা ৬।৩।১১১) ১ গুপ্ত, লুক্কায়িত।

"অন্তর্নিগূঢ় পরমনির্বৃত্ত এব যৌলো
[illegible] বিগলতীক্ষলচিত্তবৃত্তিঃ।
অন্তর্নিগূঢ়নয়নানলদাহদুঃখং
জানামি কঃ স্মরভৃতে বত শীতরশ্মেঃ॥" (উদ্ভট)

(পুং) ২ বনমুদ্গ, বুনোমুগ।

নিগূঢ়ার্থ (ত্রি) গুপ্ত অর্থবিশিষ্ট।

নিগূহক (ত্রি) গোপনকারী।

নিগূহন (ক্লী) গোপন।

নিগূহনীয় (ত্রি) নি-গুহ-অনীয়র্। গোপনীয়, গোপ্য।

নিগৃহীত (ত্রি) নি-গ্রহ-ক্ত। ১ আক্রমিত, আক্রান্ত। ২ পীড়িত। ৩ ধৃত, রুদ্ধ। ৪ দমিত, শাসিত। ৫ বশীকৃত। ৬ দণ্ডিত।

নিগৃহীতি (স্ত্রী) নি-গ্রহ-ক্তিন্। দমন।

নিগৃহ্য (ত্রি) নি-গ্রহ-ণ্যৎ। দণ্ডনীয়।

নিগোহান, মোহনলালগঞ্জ তহসীলের অন্তর্গত একটী নগর। এই সহর লক্ষ্ণৌর ২৩ মাইল দাক্ষণে অবস্থিত। কথিত আছে, অযোধ্যার রাজা নহুষ এই নগর স্থাপিত করেন।

নিগ্রিটিং, আসামের অন্তঃপাতী একটী গ্রাম। এই স্থান হইতে প্রতিবৎসর অনেক চা রপ্তানি হয়।

নিগ্রন্থন (ক্লী) নি-গ্রন্থ-ভাবে ল্যুট্। মারণ। (হেমচন্দ্র)

নিগ্রহ (পুং) নিয়মেন গ্রহণমিতি নি-গ্রহ-অপ্ (গ্রহবৃদৃনিশ্চিগমশ্চ। পা ৩।৩।৫৮) ১ অনুগ্রহাভাব, পীড়ন।

"নিগ্রহং প্রকৃতীনাঞ্চ কুর্য্যাৎ যোঽরিবলস্য চ।
উপসেবেত তং নিত্যং সর্ব্বযত্নৈর্গুরুং যথা॥" (মনু ৭।১৭৫)

২ বন্ধন। ৩ ভৎর্সন। ৪ সীমা। ৫ দণ্ড। ৬ চিকিৎসা। (রাজনি॰) ৭ বিষ্ণু। (ভারত ১৪।১৪৯।৯৪) ৮ মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।৬৪) ৯ নিরোধরূপ যোগদ্বারা অভ্যাস ও বৈরাগ্যবলে মনের নিরোধ। ১০ মারণ।

নিগ্রহস্থান (ক্লী) ন্যায়দর্শনের ষোড়শ পদার্থের অন্তর্গত পদার্থ-বিশেষ।

"বিপ্রতিপত্তিরপ্রতিপত্তিশ্চ নিগ্রহস্থানম্।" (গৌতমসূত্র)

প্রতিজ্ঞাত বিষয়ে প্রতিবাদী কোনরূপ দোষ দিলে সেই দোষের উদ্ধারে অশক্ত হইয়া প্রতিজ্ঞাত বিষয়ের পরিত্যাগাদিরূপ পরাজয়ের যে কারণ তাহাকে নিগ্রহস্থান কহে। নিগ্রহ-স্থান ২২ প্রকার যথা—প্রতিজ্ঞাহানি, প্রতিজ্ঞান্তর, প্রতিজ্ঞা-বিরোধ, প্রতিজ্ঞা-সন্ন্যাস, হেত্বন্তর, অর্থান্তর, নিরর্থক, অবিজ্ঞা-তার্থ, অপার্থক, অপ্রাপ্তকাল, ন্যূন, অধিক, পুনরুক্ত, অননুভাষণ, অজ্ঞান, অপ্রতিভা, বিক্ষেপ, মতানুজ্ঞা, পর্য্যনুযোজ্যোপেক্ষণ, নিরনুযোজ্যানুযোগ, অপসিদ্ধান্ত ও হেত্বাভাষ। (ন্যায়দর্শন)

নিগ্রহীতব্য (ত্রি) নি-গ্রহ-তব্য। নিগ্রহণীয়, পীড়নীয়, দণ্ডনীয়।

নিগ্রাভ (পুং) [বৈ] ১ নিগ্রাহ, [illegible] ভিক্ষাগ্রহণ। (বাজসনেয় ১৭।৬) ২ [illegible]

[illegible]

[illegible] ব্যবিপুলমপক্রব ।" ([illegible])

নিগ্রাহ্য (ত্রি) নিগ্রাহ, গ্রহীতব্য। "নিগ্রাহ্যায় বেবকৃতঃ" ([illegible] ৬৩৭) 'নিগ্রাহ্যা নিগ্রাহ্যা অস্যাভিনিবিষ্টতয়াৎ গ্রহীতব্যাঃ ন তথ বযাভিপ্রেণোয়সি যুযং গৃহীতাস্ততো নিগ্রাহ্যাঃ।' ([illegible])

নিগ্রাহ (পুং) নি-গ্রহ-ঘঞ্। (আক্রোশেহবজোর্গ্রহঃ। পা ৩।৩।৪৫) নিগ্রহ, আক্রোশ, তোমার অনিষ্ট হউক এই প্রকার শাপ।

"সংবৃদ্ধীয়াদ্ বৈদেহ্যাং নিগ্রাহো বোহর্ব্বানরেঃ।" (ভট্টি ৭।৪৩)

নিগ্রাহ্য (ত্রি) নি-গ্রহ-ণ্যৎ। নিগ্রহণীয়।

নিগ্রো, এক প্রকার অসভ্য জাতি। আফ্রিকা ইহাদের আদিম বাসস্থান। বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানে নিগ্রো জাতির বাস দেখা যায়। তন্মধ্যে মলয় উপদ্বীপ, পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপাবলী, আন্দামান প্রভৃতি স্থানেই অধিক।

মলয়জাতি ও পাপুয়াজাতির সহিত নিগ্রোদের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। মলয় উপদ্বীপবাসী খর্ব্বাকার নিগ্রো বা সমাংজাতির সহিত মলয়জাতির বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য দেখা যায়। আর নবগিনির বৃহৎকায় নিগ্রোদের সহিত পাপুয়াজাতির বিলক্ষণ ঐক্য আছে।

প্রধানতঃ নিগ্রোজাতি দুইভাগে বিভক্ত—১ খর্ব্বকায় নিগ্রো ও ২ বৃহৎকায় নিগ্রো। খর্ব্বকায় নিগ্রোর দৈর্ঘ্য ৫ ফিটেরও কম, কিন্তু বৃহদাকৃতি নিগ্রোদের দেহ কাহারও কাহারও ৬ ফিটের অধিক লম্বা হইয়া থাকে। প্রথমশ্রেণীর নিগ্রো ক্ষীণকায়, নাক চেপ্টা, শ্মশ্রু অতি অল্প, চুল কোঁকড়ান, চক্ষু অত্যন্ত ছোট। দ্বিতীয় শ্রেণীর নিগ্রো দেখিতে ভয়ঙ্কর। প্রকাণ্ড কৃষ্ণবর্ণ দেহ, বড় বড় চক্ষু, কোঁকড়ান চুল এবং স্থূল নাসিকাগ্র দেখিলে বীরের হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হয়। এই উভয় প্রকার নিগ্রোই গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ এবং বিলক্ষণ সাহসী। ইহারা অনেকে জলপথে দস্যুবৃত্তি করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিত। কেহ কেহ মুসলমান বাদশাহের অধীনে সৈনিক-বিভাগে কার্য্যগ্রহণ করিয়াছিল। শিকার প্রভৃতি অন্যান্য অসমসাহসিক কার্য্যে ইহাদের স্বাভাবিক স্পৃহা দেখা যায়। হরিণ, শূকর ইত্যাদি বড় পশু শিকার করিয়া তদীয় মাংসে ইহারা উদরপূর্ণ করিয়া থাকে।

আফ্রিকায় নিগ্রোর সংখ্যা প্রায় ২০ লক্ষ। আমেরিকায় [illegible] লোহিতসাগর এবং [illegible]

[illegible] প্রকার [illegible] দেখা যায়। [illegible] ও [illegible] রীতির মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য আছে। [বিশেষ বিবরণ আফ্রিকা শব্দে দেখ।]

নিঘ (পুং) নিয়মিতং নির্ব্বিশেষেণ বা হন্যতে [illegible] ইতি নি-হন নিপাতনাৎ সাধুঃ। (নিঘো নিমিতম্। পা ৩।৩।৮৭) [illegible] সমবিস্তার দৈর্ঘ্য পদার্থ। "নিঘানিঘতরুচ্ছন্নৈঃ।" ([illegible])

('নিঘোনিমিতম্') নিমিতমিহ সমারোহপরিণাহাভ্যাং নিঘং নিমিতমিত্যুচ্যতে।' (জয়মঙ্গল)

নিঘণ্ট (পুং) নিঘণ্টু। সূচীপত্র।

নিঘণ্টিকা (স্ত্রী) গুলঞ্চকন্দ। (রাজনিঃ)

নিঘণ্টু (পুং) নিঘণ্টতি শোভতে ইতি ঘণ্ট দীপ্তৌ কুপ্রত্যয়েন সাধুঃ (মৃগব্বাদয়শ্চ। উণ্ ১।৩৮) নামসংগ্রহ।"

"আদ্যং নৈঘণ্টুকং কাণ্ডং দ্বিতীয়ং নৈগমং তথা।"

(ঋগ্বেদভাষ্যোপক্রম)

১ অভিধানবিশেষ, ইহাতে বৈদিক শব্দের অর্থ লিখিত আছে। ২ একার্থবাচী পর্য্যায় শব্দ সকল যাহাতে নিবিষ্ট আছে, তাহাকে নিঘণ্টু কহে। অমরকোষ, বৈজয়ন্তী ও হলায়ুধ প্রভৃতি গ্রন্থে যেস্থলে নাম-সংগ্রহ আছে, সেই সেই স্থলকেও নিঘণ্টু বলা যায়।

নিঘণ্টু তিন অধ্যায়ে বিভক্ত, তাহার প্রথম অধ্যায়ে পৃথিব্যাদি লোক ও দিক্কালাদি দ্রব্যবিষয়ের নাম, দ্বিতীয় অধ্যায়ে মনুষ্য ও তদবয়বাদি দ্রব্যবিষয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে মনুষ্য ও মনুষ্যাবয়বাদি দ্রব্য এবং সত্ত্বাদি ধর্ম্মবিষয় নিবদ্ধ হইয়াছে। ৩ সূচীপত্র, নির্ঘণ্ট।

নিঘর্ষ (পুং) নি-ঘৃষ ভাবে ঘঞ্। ঘর্ষণ, ঘসা।

নিঘর্ষণ (ক্লী) নি-ঘৃষ-ল্যুট্। ঘর্ষণ, ঘসা।

"যথাহি কনকং শুদ্ধং তাপচ্ছেদনিঘর্ষণৈঃ।"

(ভারত-শান্তি° ১২০ অ°)

নিঘস (পুং) অদ-ভক্ষণে নি-অদ-অপ্, ততো ঘস্লাদেশঃ (ঘঞপোশ্চ। পা ২।৪।৩৮) আহার, ভক্ষণ।

নিঘাত (পুং) নি-হন্ ভাবে ঘঞ্। ১ আঘাত। ২ অস্ত্র দ্বারা অস্ত্র দ্বারা হনন, উদাত্তাদি হননপূর্ব্বক অনুদাত্ত করণ। ৩ অনুদাত্ত স্বর।

"উদাত্তাদিহননপূর্ব্বকমনুদাত্তকরণং নিঘাতঃ।" (মনোরমা)

নিঘাতি (স্ত্রী) নিহন্যতেহনয়া নি-হন-ইঞ্, কুত্বঞ্চ ([illegible]) লৌহঘাতিনী, লৌহমুদ্গর।

[illegible]

অক্ষা° ২৭° ৪১´ হইতে ২৮° ৪১´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০° ২১´ ১৫″ হইতে ৮১° ২৩´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ইহার উত্তরে স্বাধীন নেপাল রাজ্য, পূর্ব্বদিকে নানপাড়া তহসীল, দক্ষিণে বিস্‌বন ও সীতাপুর তহসীল এবং পশ্চিমে লক্ষ্মীপুর তহসীল। খেরী জেলার মধ্যে একটী বড় তহসীল, কিন্তু ইহার লোকসংখ্যা অপরাপর তহসীলের তুলনায় অতি অল্প। ক্ষেত্রফল ৯৩৬ বর্গমাইল। ফিরোজাবাদ, ধৌরাবাড়, নিঘাসন, খৈড়ীগড় এবং পালিয়া এই পাঁচটী পরগণা ইহার অন্তর্গত।

নিঘাসন, খেরী জেলার একটী পরগণা। ইহার উত্তরে খৈড়ী-গড়, এই উভয়ের মধ্যে সরযূ নদী প্রবহমান। পূর্ব্বে ধৌরাবাড়, দক্ষিণে ভূর এবং পশ্চিমে পালিয়া।

নিঘুষ্ট (ক্লী) নিঘুষ্যতেস্মেতি, নি-ঘুষ ভাবে ক্ত। ঘুষ্ট, ঘোষণ।

নিঘৃষ (পুং) ঘৃষু সংঘর্ষে নি-ঘৃষ বুন্ প্রত্যয়েন সাধুঃ (সর্ব্বনিঘৃষ-রিষেতি। উণ্ ১।১৫৩) ১ খুর। ২ বায়ু। ৩ খর। ৪ মার্গ। ৫ বরাহ। (সং-উণাদিবৃত্তি।) ৩ হ্রস্ব। (নিঘণ্ট, ৩।২)

নিঘ্ন (ত্রি) নিহন্যতে নিগৃহ্যতে ইতি নি-হন ঘঞর্থে ক। ১ অধীন, আয়ত্ত, বশীভূত। ২ আহত। ৩ পূরিত, অঙ্কপূরণ।

"পুনর্দ্বাদশ নিঘ্নাচ্চ লভ্যতে যৎফলং বুধৈঃ ॥" (সূর্য্যসি°)

(পুং) ৪ সূর্য্যবংশীয় অনরণ্যপুত্র নৃপভেদ। (হরিব° ১৫।২২)

৫ অনমিত্রপুত্র নৃপভেদ।

"অনমিত্রসুতো নিঘ্নো নিঘ্নস্য তু বভূবতুঃ।" (হরিব° ৩৯ অ°)

নিঙ্গড়ান (দেশজ) ১ নিষ্কাসন করিয়া জলনিঃসারণ। ২ অত্যাচার করণ।

নিচক্র (পুং) অসীমকৃষ্ণের পুত্র। যখন হস্তিনাপুর গঙ্গাজলে প্লাবিত হয়, তখন ইনি কৌশাম্বীতে রাজধানী স্থাপন করেন। (বিষ্ণু)

নিচন্দ্র (পুং) দানবভেদ।

নিচমন (ক্লী) অল্প অল্প পরিমাণে পান।

নিচয় (পুং) নি-চি-অচ্ (এরচ্। পা ৩।৩।৫৬) সমূহ।

"আহরিষ্যামি দারূণাং নিচয়ান্ মহতোঽপি চ।" (ভারত ৪।২।৩)

২ অবয়বাদির সমুচ্চয়। ৩ নিশ্চয়। (শব্দর°) কর্ম্মণি অচ্। ৪ নিচীয়মান, অবয়বাদি দ্বারা বর্দ্ধমান।

"সর্ব্বেক্ষয়ান্তা নিচয়াঃ পতনান্তাঃ সমুচ্ছ্রয়াঃ।" (ভা° স্ত্রীপ° ২ অ°)

৫ সঞ্চয়।

নিচয়ক (ত্রি) নিচয়ে কুশলঃ আকর্ষাদিত্বাৎ কন্। নিচয়-কুশল।

নিচলাবল, গোরখপুরের ৫১ মাইল উত্তরপূর্ব্বে তহসীল মহা-রাজগঞ্জের তিলপুর পরগণার একটী প্রাচীন গ্রাম। এইখানে এক প্রকাণ্ড ইষ্টকনির্ম্মিত দুর্গের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়।

নিচায় (পুং) নি-চি পরিমাণাখ্যায়াং ঘঞ্। রাশীকৃত ধান্যাদি।

নিচি (পুং) নি-চি বাহুলকাৎ ডি। গোকর্ণশিরোদেশ, গাভির কর্ণ ও শিরঃপ্রদেশ।

নিচিকী (স্ত্রী) নিচিনা কায়তি শোভতে ইতি কৈ-ক, গৌরাদি-ত্বাৎ ঙীষ্। নৈচিকী, উত্তমা গাভি।

নিচিত (ত্রি) নিচীয়তে স্মেতি নি-চি-ক্ত। ১ পূরিত। ২ ব্যাপ্ত। ৩ রচিত, সঞ্চিত। ৪ সম্যক্ উপার্জ্জিত। ৫ সঙ্কীর্ণ। ৬ নির্ম্মিত। (স্ত্রী) ৭ নদীভেদ।

"কৌশিকীং ত্রিদিবাং কৃত্যাং নিচিতাং রোহিতারণীম্।" (ভারত ৬।৯।১৮)

নিচির (ক্লী) নিতরাং চিরঃ প্রাদি সমাসঃ। ১ অত্যন্ত চির-কাল। ২ তদ্বর্ত্তী, চিরকালবর্ত্তী।

"প্রসূ জ্যেষ্ঠাং নিচিরাভ্যাং বৃহন্নমো" (ঋক্ ১।১৩৬.১)

'নিচিরাভ্যাং নিতরাং চিরকালাভ্যাং নিত্যাভ্যাং' (সায়ণ)

নিচু (দেশজ) নিম্ন।

নিচু (দেশজ) স্বনামখ্যাত দেশজ ফলবিশেষ। এই বৃক্ষ (*Nephelium Litchi*) খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দীতে সর্ব্ব প্রথমে চীনদেশে নিচুর গাছ দেখিতে পাওয়া যায় এবং খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙ্গালা দেশে আনিয়া বপন করা হয়। চীনভাষায় ইহার অপর একটী নাম "টন্‌লি"। চীন ও হিন্দী লিচি বা লিচু, ব্রহ্ম কোটৃমউক, ইংরাজী লিচেস্। চীনবাসীরা ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ভেদে নানা প্রকার নিচুর চাষ করে। বৃক্ষগুলি ৫।৬ হাত হইতে ১৬।২০ হাত পর্য্যন্ত লম্বা হয়। এই ফলের আকৃতি গোল, দেখিতে ঠিক ছোট ছোট কাঁকরোলের ন্যায়, কিন্তু গাত্রস্থ কাঁটাগুলি কাঁকরোলের মত ছুঁচাল না হইয়া বরং কাঁঠালের মত ঈষৎ ভোঁতা হয়। ফলের মধ্যে একটী মাত্র বীজ, তাহার উপর তালশাঁসের মত কোমলাংশ পদার্থ, (ইহাই সকলে অতি প্রীতির সহিত খাইয়া থাকে) এবং উপরিভাগে কাঁটাযুক্ত আবরণ আছে। উহার প্রত্যেক গুচ্ছে অনেকগুলি করিয়া ফল থাকে। যতদিন ঐ আবরণ হরিৎবর্ণ থাকে, ততদিন উহা কাঁচা ও পরিপক্ক হইলে উহা রাঙ্গা হইবে। ফলের ভিতরের শাঁস অতি সুমিষ্ট ও অল্প অম্লাস্বাদযুক্ত এবং সঙ্গে সঙ্গে অম্লযুক্ত একটু সদগন্ধও আছে। এই ফল ভারতবাসী ও য়ুরোপীয়গণের অতি প্রিয়।

দক্ষিণ চীন হইতে প্রথমে এই বৃক্ষ কলিকাতায় আনীত হয়। তথা হইতে বাঙ্গালার সর্ব্বত্র, উত্তরপশ্চিম ভারতে লক্ষ্ণৌ, মুজঃফরপুর, শাহরণপুর প্রভৃতি স্থানে ইহার চাষ হইয়াছে। তন্মধ্যে মুজঃফরপুরের নিচুই সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং তথা হইতে কলিকাতা ও বোম্বাই প্রভৃতি প্রধান প্রধান সহরে আনীত হইয়া বাজারে বিক্রীত হইয়া থাকে।

যতদিন না নিচু ফলের গাত্রাবরণ শুকাইয়া কাল হইয়া পচিয়া উঠে, চীনবাসীরা ততদিন উহা খাইয়া থাকে। কিন্তু তখন আর সুস্বাদু ও মুখপ্রিয় থাকে না, য়ুরোপে ঐরূপ শুষ্ক নিচু বিক্রয় হইয়া থাকে।

চীনেরা এই নিচুপাতা হইতে একপ্রকার ঔষধ প্রস্তুত করে। জীব-জন্তু কামড়াইলে ক্ষতস্থানে দিলে তৎক্ষণাৎ তাহার বিষ ও জ্বালা উপশমিত হয়।

নিচুঙ্কণ (ত্রি) ১ গর্জ্জন। ২ বিড় বিড় করা।

নিচুম্পুন (পুং) নিচমনেন পূর্য্যতে ততো পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ১ সমুদ্র। ২ অবভৃথ। "সমুদ্রোঽপি নিচুম্পুন উচ্যতে নিচমনেন পূর্য্যতে অবভৃথোঽপি নিচুম্পুণ উচ্যতে নীচৈরস্মিন্ কণন্তি নীচৈর্দধতীতি বা, নীচং কুণোতীতি বা।"(নিরুক্ত ৫।১৮)

নিচুল, (পুং) নি-চুল-ক। ১ হিজ্জল বৃক্ষ, হিজল গাছ।

"ইজ্জলো হিজ্জলশ্চাপি নিচুলশ্চাম্বুজস্তথা।" (ভাবপ্র. পূর্ব্বখ.)

২ বেতসবৃক্ষ।

নিচুল, একজন কবি। মহাকবি কালিদাসকৃত মেঘদূতের টীকায় মল্লিনাথ ইঁহার উল্লেখ করিয়াছেন। ইনি কালিদাসের সমসাময়িক ও বন্ধু ছিলেন। ইঁহার উপাধি কবিযোগীন্দ্র।

"স্থানাদস্মাৎ সরসনিচুলাদুৎপততোদঙ্মুখঃ খম্" (মেঘদূত)

নিচুলক (ক্লী) নিচুল ইব প্রতিকৃতিঃ কন্ (ইবে প্রতিকৃতৌ। পা ৫।৩।৯৬) নিচোলক, যোধাদির চোলাকৃতিপরিণাহ, কঞ্চুক, বর্ম্মচর্ম্ম।

নিচৃৎ (স্ত্রী) মধ্যে সন্নিবেশ।

নিচেকায় (পুং) স্তরে স্তরে সাজান।

নিচেতৃ (ত্রি) নি-চি-তৃণ। সঞ্চ বস্তুর সঞ্চয়কর্ত্তা।

"নয়া নিচেতারো চ কর্ণৈঃ" (ঋক্ ১।১৮৪।২)

'নিচেতারা গন্ধানাং তাসাং সঞ্চয়কর্ত্তারৌ' (সায়ণ)

নিচেয় (ত্রি) নি-চি-যৎ। আচীয়মান। স্ত্রিয়াং টাপ্।

নিচেরু (পুং) নি-চর বাহুলকাৎ উন্ আদেরেচ্চ। নিতরাং চরণশীল, অত্যন্ত বিচরণশীল।

"নিচুম্পুন নিচেরু রসি" (শুক্লযজু" ৩।৪৮) 'নিচেরুঃ নিতরাং চরতীতি নিচেরুঃ, নিতরাং গমনশীলোঽসি' (বেদদীপ)

নিচোল (পুং) নিচোল্যতে ইতি চুল-ঘঞ্। ১ আচ্ছাদন বস্ত্র। ২ স্ত্রীদিগের পরিধান বস্ত্র। চলিত পাছুড়ী, ঘোমটা, পর্য্যায়—নিচুল, উত্তরচ্ছদ, প্রচ্ছদপট। (হেম)

"সন্ততধ্বান্তবিবরস্তীব্র শীতবশীকৃতাঃ।
আশান্তকাশিরে নীলনিচোলাচ্ছাদিতা ইব॥"
(রাজতর° ৩।১৬৯)

৩ উত্তরীয় বস্ত্র। ৪ বাঘরা। ৫ সঁ[illegible]

নিচোলক (পুং) নিচোলইব কায়তীতি কৈ-ক। ভটাদির চোলাকৃতি সন্নাহ, যোদ্ধৃপুরুষের বর্ম্ম, পর্য্যায়—কূর্পাস, বারবাণ, কঞ্চুক। (হেমচ°)

নিচ্চভূমি (দেশজ) নিম্ন ভূমি।

নিচ্চোড় (দেশজ) ১ নীচাশয়, ঘৃণিত।

নিচ্চোড়ামি (দেশজ) নীচতা, নীচাশয়ের কার্য্য।

নিচ্ক (পারসী) নিঃসন্দেহ। মিথ্যা, স্বার্থশূন্য।

নিচ্ছনি (দেশজ) ১ অনভিলাষ, নিঃস্পৃহ। ২ আপদ। ৩ পুত্র।

নিচ্ছাক (দেশজ) পরিষ্কার, ছাঁকিয়া মল-পরিত্যাগান্তে সারাংশ।

নিচ্ছবি (স্ত্রী) তীরভুক্তিদেশ, ত্রিহুত। (ত্রিকাণ্ড)

নিচ্ছিবি (পুং) ব্রাত্যক্ষত্রিয় হইতে সবর্ণাতে জাত জাতিবিশেষ।

"ঝল্লোমল্লশ্চ রাজন্যাদ্ ব্রাত্যাৎ নিচ্ছিবিরেব চ।" (মনু ১০।২২)

নিচ্ছেদ (পুং) নি-ছিদ-ঘঞ্। ছেদন, কর্ত্তন।

নিছিয়া (দেশজ) ১ নির্ম্মঞ্ছন করিয়া।

"নিছিয়া ফেলিল পান কৈল নমস্কার।
মহেশের কণ্ঠে গৌরী দিল রত্নমাল॥" (কবিকঙ্কণচণ্ডী)

২ নিন্দিয়া।

"গন্ধর্ব্ব নিছিয়া সভে হরি গুণ গায়।" (অদ্বৈতপ্র° ১৯ অ°)

নিছু (দেশজ) একাকী, কেবল।

নিছুড়িয়া (দেশজ) নিঃসহায়, বন্ধুহীন।

নিজ (ত্রি) নিশ্চয়েন জায়তে ইতি নি-জন-ড। স্বীয়, আপন।

"অয়ং নিজ পরোবেতি গণনা লঘুচেতসাম্।" (হিতোপদেশ)

২ নিত্য স্বাভাবিক।

নিজকর্ম্মন্ (ক্লী) স্বকীয় কার্য্য, আপনার কাজ।

নিজকৃত (ত্রি) স্বকৃত, আপনার দ্বারা কৃত।

নিজগল, মহিসুরের অন্তর্গত বঙ্গালুর জেলার একটী ক্ষুদ্র পাহাড়। এরূপ জনশ্রুতি আছে যে, এই স্থানে তুমুল সংগ্রাম হইয়াছিল।

নিজগুণ শিবযোগী, একজন কবি। 'বিবেকচিন্তামণি' ইঁহার রচিত।

নিজগুণ, একজন মরাঠী কবি। ১৫২২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি দক্ষিণভারতের লিঙ্গায়ত-সম্প্রদায়ের মধ্যে একজন বিখ্যাত গায়ক। ইঁহার রচিত সঙ্গীতশাস্ত্রীয় পুস্তকের নাম প্রভু-রচন-নিবন্ধন। উহাতে রাগ, রাগিণী, স্বর, তাল ইত্যাদির উৎপত্তি ও স্থায়িত্বকাল প্রভৃতি সুন্দররূপে বর্ণিত আছে।

নিজঘাস (পুং) পার্ব্বতীয় ক্রোধসম্ভূত গণভেদ।

"নিজঘাসো ঘসশ্চৈব স্থূণাকর্ণঃ প্রশোষণঃ।" (হরিব° ১৬৮ অ°)

নিজঘ্নি (ত্রি) নি-হন-কি-দ্বিত্বঞ্চ। নিতরাং হননশীল।

[illegible]

নিজঞ্জাল (দেশজ) জঞ্জালশূন্য, কণ্টকরহিত।

নিজধৃতি (স্ত্রী) ১ শাকদ্বীপস্থিত নদীভেদ। (ভাগ° ৫।২০।১৯) (ত্রি) নিজা ধৃতির্যস্য। ২ ধৃতিমান্, বুদ্ধিযুক্ত।

নিজমতাবলম্বিন্ (ত্রি) আত্মমতবাদী, একগুঁয়া, যে কেবল নিজ মত অবলম্বন করে।

নির্জমুক্ত (ত্রি) স্বভাবমুক্ত, নিত্যমুক্ত।

নিজস্ব (স্ত্রী) নিজস্ব স্ব। নিজধন, স্ববিত্ত, আপন ধন।

নিজা (দেশজ) স্বীয়া স্ত্রী, পতিব্রতা স্ত্রী।

নিজাত্মানন্দনাথ, একজন গ্রন্থকার। ইনি শ্রীবিদ্যাপূজাপদ্ধতি নামে একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

নিজাত্মানন্দপ্রকাশ, একজন সংস্কৃত গ্রন্থকার। নৃসিংহের শিষ্য। ইঁহার কৃত 'মহাত্রিপুরসুন্দরীপাদুকার্চনক্রমোত্তম' নামে একখানি গ্রন্থ আছে।

নিজাম (আরবী) ১ শৃঙ্খলা। ২ প্রকৃতি, মেজাজ। ৩ গঠন। ৪ বন্দোবস্ত। এই শব্দের নানা অর্থ। 'নিজাম' শব্দে সাধারণতঃ হায়দরাবাদের শাসনকর্তাকে বুঝা যায়। আসফ জাহী বংশের সংস্থাপক 'নিজাম-উল্-মুলক' উপাধি প্রাপ্ত হন। তাঁহার উপাধির প্রথমাংশে 'নিজাম' থাকায় তৎপরবর্ত্তী হায়দরাবাদের রাজগণ নিজাম নামে খ্যাত।

নিজাম আলী খাঁ, দাক্ষিণাত্যে নিজাম-রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা নিজাম-উল্-মুলক আসফ জাহের ৪র্থ পুত্র। ইনি হায়দরাবাদ-সিংহাসনে চতুর্থ নিজামরূপে আরোহণ করেন। পিতার মৃত্যুর পর পেশবা তদীয় ভ্রাতা সলাবৎ জঙ্গকে আক্রমণ করিলে ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে নিজাম বুর্হানপুর হইতে আহ্মদনগরাভিমুখে অগ্রসর হন। পথিমধ্যে তাঁহার সৈন্যগণ রঞ্জনগাঁও ও তেলিগাঁও-ধমধেরী নামক স্থান লুট করে। এখানে মহারাষ্ট্রীয়গণের সহিত নিজাম-সৈন্যের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে নিজাম পরাজিত হইয়া পুণার নিকট ভীমানদীতীরবর্ত্তী কোরেগাঁও নামকস্থানে পলাইয়া রক্ষা পান। তিনি বেরারের শাসনকর্তা ছিলেন। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে রামচন্দ্র যাদোন পেশবা বালাজী বাজীরাওর সৈন্য কর্তৃক নিজ রাজধানী সিন্দখের নগরে অবরুদ্ধ হইলে নিজাম আলী যাইয়া তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে নিজাম সসৈন্যে অকোলায় উপস্থিত হইয়া নগর লুট করেন, জানুজী ভোন্সলের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বুর্হানপুরে পলাইয়া আসেন এবং পুনরায় তাঁহার বিরুদ্ধে যাত্রা করিয়া যুদ্ধজয়ী হইয়াছিলেন।

এই সময়ে নিজামের সেনাপতি কাবিজন্ পেশবার নিকট হইতে কতক টাকা ঘুষ লইয়া আহ্মদনগর দুর্গ তাঁহাকে ছাড়িয়া দেন। এই সূত্রে নিজামের সহিত পেশবার যুদ্ধ বাধে। পেশবা ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ভীমাতীরবর্ত্তী পেড়গাঁও দুর্গ অধিকার করেন এবং আহ্মদনগরের ১৬০ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে উদয়গিরি নামক স্থানে নিজামকে পরাজিত করিয়া তাঁহার নিকট হইতে আহ্মদনগর ও দৌলতাবাদ অধিকার করিয়া লইলেন। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে পাণিপথের যুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয়েরা হতবল হইলে নিজাম পুনরায় প্রবরা ও গোদাবরী নদীর সম্মিলনস্থানে নিধিবাস তালুকের অন্তর্গত টোকার মন্দির ধ্বংস করেন এবং পেশবার নিকট হইতে উদয়গিরির সন্ধিসর্ত্তে প্রদত্ত প্রদেশের কতকগুলি আদায় করিয়া লয়েন।

জানুজীকে পরাজিত করিয়া নিজাম আরঙ্গাবাদ দখল করিলেন এবং হায়দরাবাদ অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে তিনি নিজ ভ্রাতা সলাবৎকে রাজ্যচ্যুত ও কারাবদ্ধ করিয়া নিজামরাজ্যের সিংহাসন অধিকার করিলেন। ইহার পর তিনি এই বৎসরে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট হইতে সৈন্যসাহায্য পাইবার জন্য উক্ত কোম্পানীকে উত্তর-সরকারের ৩টী বিভাগ দিতে প্রতিশ্রুত হয়েন। এই সময় দাক্ষিণাত্যে মহারাষ্ট্র ও ফরাসীপ্রাবল্য দেখিয়া ইংরাজ কোম্পানী তাঁহার এই দান লইতে অস্বীকৃত হইলেন। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে তিনি পুনরায় জানুজী ভোন্সলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। ইহার অব্যবহিত পরে, তিনি পুণা আক্রমণ ও সেই নগর ধ্বংস করিয়া উহার কতকাংশ পুড়াইয়া দেন। গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তিনি সহোদর সলাবতের প্রাণনাশ করিলেন।

১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে কোম্পানী বাহাদুর দিল্লীশ্বরের নিকট হইতে উত্তর-সরকারের ৫ খানি বিভাগ অধিকারের সনন্দ প্রাপ্ত হন। আপনাদিগের অধিকার বজায় রাখিবার জন্য কোম্পানি বাহাদুর কোণ্ডপল্লী দুর্গ অবরোধ করিলেন। এই বৎসরে ১২ই নবেম্বর হায়দরাবাদে নিজামের সহিত এক সন্ধি হয়, যে বাৎসরিক নয়লক্ষ টাকা পাইলে কোম্পানী বাহাদুর নিজামআলীকে যুদ্ধকালে সৈন্যসাহায্য করিবেন এবং ঐ সরকার রাজ্য ইংরাজের অধিকারে থাকিবে। কেবলমাত্র গুণ্টুর বিভাগ নিজ ভ্রাতা সলাবৎজঙ্গের জন্য রাখিয়া দেন। এই বৎসর নিজাম ইংরাজের সাহায্যে বঙ্গালুর (১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে) দখল ও পোলিগারদিগকে দমন করে। নিজাম ইংরাজ ও মহারাষ্ট্রীয়গণের সাহায্যে হায়দার আলীকে আক্রমণ করিলেন এবং এই সময়ে ইংরাজদিগকে পরিত্যাগ করিয়া তিনি হায়দারের সহিত যাইয়া মিশিলেন। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজের সহিত শান্তিস্থাপনের জন্য তিনি ১লা মার্চ্চ পুনরায় ইংরাজের নিকট বন্ধুতার চিহ্নস্বরূপ বাৎসরিক পাঁচলক্ষ টাকা লইয়া দিল্লীর প্রদত্ত সনন্দের সর্ত্ত বজায়

রাখিলেন। ইংরাজেরা যথাসময়ে কর প্রদান করেন না, এই অছিলায় নিজাম পুনরায় ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে হায়দার আলীর সহিত বন্ধুতাসূত্রে বদ্ধ হইলেন।

দাক্ষিণাত্যে টিপু সুলতানের প্রভাব বাড়িলে ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে নিজাম তাঁহার নিকট দূত পাঠাইয়া তাঁহাকে ইংরাজের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে নিষেধ করেন। টিপু ইহাতে কর্ণপাত না করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে নিজাম ও ইংরাজ যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। এই সময় নানা-ফড়্নবিশ মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য লইয়া তাঁহাদের সাহায্যার্থ আসিয়া মিলিলেন। নিজাম টিপুকে পরাজিত করিয়া প্রথমে কড়াপা জেলা অধিকার করেন, ঐ বৎসর টিপু সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া কড়াপা ও গুরমকোণ্ডা দুর্গ ছাড়িয়া দেন। নিজাম ঐ সম্পত্তি জায়গীর স্বরূপ এম রেমণ্ড সাহেবকে তাঁহার কৃতসাহায্যের পারিতোষিক স্বরূপ প্রদান করেন। ইহাতে মান্দ্রাজ গবর্মেণ্ট তাঁহার প্রতি বিশেষ অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং কড়াপা আক্রমণের ভয় দেখাইয়া রেমণ্ডকে ঐ সম্পত্তি পরিত্যাগ করিতে বলেন।

এই সময়ে মহারাষ্ট্রীয়গণের অভ্যুত্থানে দিন দিন তিনি হীনবল হইতে লাগিলেন। এক একটী করিয়া রাজত্বের অধিকাংশ প্রদেশই তিনি মহারাষ্ট্রীদের হস্তে সমর্পণ করিলেন। অবশিষ্টাংশ যাহা তিনি নিজ অংশে রাখিয়াছিলেন, তাহার জন্য পেশবাকে কর দিতে বাধ্য হইলেন।

মাধব রাওর রাজত্ব সময়ে জানুজী ভোন্সে গোপাল রাও (পেশবার দাস) এবং অন্যান্য মহারাষ্ট্র সর্দ্দারের পরামর্শে নিজ দেওয়ান বিঠল কর্ত্তৃক উত্তেজিত হইয়া নিজাম আলী পুণা লুট করিতে অগ্রসর হন। মাধব রাওর প্রধান প্রতিনিধি ও মন্ত্রী রঘুনাথরাও ভয়ে পুণা হইতে পলায়ন করিলে নিজাম আলী নগরে প্রবেশ করিয়া যথাসাধ্য লুট এবং নগর ধ্বংস করিতে কিছু মাত্র ত্রুটি করেন নাই। তিনি প্রত্যাবৃত্ত হইয়া যখন গোদাবরী নদী পার হইয়া অন্ধপার আসিয়াছেন, সেই সময় রঘুনাথ রাও সুবিধা বুঝিয়া গোলাবর্ষণ করিতে আরম্ভ করেন, ইহাতে নিজামের প্রায় ৭০০০ আফগান সৈন্য নষ্ট হয় এবং তিনি স্বয়ং পলাইয়া রক্ষা পান। হায়দরাবাদ নগরে তাঁহার রাজধানী ছিল।

পেশবা অধিক কর প্রার্থনা করায় নিজাম তাঁহার উপর চটিলেন এবং যুদ্ধের জন্য প্রবৃত্ত হইলেন। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে মহাদজী সিন্দিয়ার মৃত্যু হইলে, মহারাষ্ট্রসচিব নানা-ফড়্নবিশের ক্ষমতা বাড়িয়া ছিল। দৌলতরাও সিন্দিয়া ও তুকোজী হোলকর এই সময় পুণায় ছিলেন। তাঁহারা নানাকে উত্তেজিত করিলেন। বেরাররাজ, গোবিন্দরাও গাইকোবাড় এবং অন্যান্য মহারাষ্ট্র-সর্দ্দারেরা জয়ের আশায় আসিয়া নানা-ফড়্নবিশের সহিত যোগ দিলেন।

নিজাম মাঞ্জরা নদী তীর বাহিয়া বিদর্ভ হইতে অগ্রসর হইলেন, আহ্মদনগরের ৫৫ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে খড়দা নামক স্থানে আসিয়া মোহোরীগিরিপথ অবতরণকালে হরিপন্থ ফড়কের পুত্র বাবারাও তাঁহাকে আক্রমণ করেন ও পরাজিত হন। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে এই খড়দার যুদ্ধে মহারাষ্ট্রগণ পরাস্ত হইলে মোগলসৈন্য পরান্দা অভিমুখে যাত্রা করে, এইসময় মহারাষ্ট্রগণ পুনরায় আক্রমণ করে। নিজাম আসদ্আলী খাঁকে রেমণ্ড সাহেবের সহিত পাঠাইয়া উহাদিগকে আক্রমণ করেন। এদিকে পাঠান সর্দ্দার লালখাঁ নিজামকে আক্রমণ করিয়া পরাস্ত হন।

খড়দা (বা খুড়দলা) যুদ্ধের পর, যে সন্ধি হয়, তাহাতে মহারাষ্ট্রসেনাপতি পরশুরাম-ভাউ কর্ত্তৃক মুক্ত নিজামমন্ত্রী নাশির-উল্-মুল্ক্ এবং নিজামআলী স্বয়ংও বাজীরাওর পক্ষে উপস্থিত থাকিয়া স্থির হয় যে, বাজীরাও পেশবা থাকিবেন এবং নিজামের হিসাব নিকাশ হইবে।

১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে টিপুর মৃত্যুর পর শ্রীরঙ্গপত্তননগর ইংরাজের হস্তগত হইলে পর, ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজের সহিত নিজামের যে সন্ধি হয় তাহাতে সাহায্যকারী সেনাদলবন্ধন এবং যে সমস্ত রাজগণ নিজামরাজ্যের সীমা অতিক্রম করিবে ইংরাজগণ তাহাদিগকে দমন করিবেন এই সর্ত্ত লিখিত থাকে। ঐ বর্দ্ধিত সৈন্যের ব্যয়ভারবহন জন্য নিজাম কড়াপা প্রভৃতি কএকটী জেলা ইংরাজের হস্তে সমর্পণ করেন।

১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ৬ই আগষ্ট নিজাম আলী হায়দরাবাদে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র মির্জ্জা সিকন্দরজাহ্ রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। তাঁহার ৪৩ বৎসর রাজত্বকালে তিনি কএবার ইংরাজের এবং একবার মহিসুররাজের সহিত বন্ধুতা স্থাপন করেন। ইহাতে অনুমান হয় যে, তাঁহার চিত্ত চঞ্চল ছিল এবং তিনি দৃঢ়তার সহিত কোন কার্য্য করিতেন না। ইংরাজের সহিত বিশেষ বন্ধুতা থাকিলেও তিনি তাঁহাদিগকে বিশ্বাস করিতেন না।

নিজামউদ্দীন্, ফরগণার জনৈক সুশিক্ষিত বীরপুরুষ। ইঁহার ভ্রাতার নাম সামসুদ্দীন্। উভয় ভ্রাতাই মহম্মদ-বখ্তিয়ারের অধীনে 'জানবাজ্' সৈনিকের কার্য্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।

নিজাম-উদ্দীন্-নন্দা যাম, ১৪৮০ খৃঃ অব্দে ইনি সিন্ধুপ্রদেশের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন। কান্দাহারের তুর্কীরা পুনঃ পুনঃ সিন্ধুদেশ আক্রমণ করায়, তিনি ভক্করদুর্গ ও স্বীয় রাজ্যের উত্তরাংশ হারাইয়া ছিলেন। এইরূপে নিরুৎসাহ হইয়া ১৪৯২ খৃঃ অব্দে ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

নিজাম-উদ্দীন্ খাঁ, কসুরের শাসনকর্ত্তা। মহারাজ রণজিৎ সিংহ নিজাম-উদ্দীনের বিরুদ্ধে সর্দ্দার ফতেসিংহকে প্রেরণ করেন।

প্রথমে ইনি মহারাজের অধীনতা স্বীকার করিতে চাহেন নাই। অবশেষে স্বীয় ঔদ্ধত্যের নিমিত্ত অনুতাপ করিয়া স্বীয় ভ্রাতা, কুতব্-উদ্দীন্‌কে মহারাজের নিকট প্রেরণ করেন। কুতব্-উদ্দীন্ মহারাজের নিকট ভ্রাতার প্রতিনিধিস্বরূপ ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। নিজাম-উদ্দীন আরও স্বীকার করেন যে, কুতব্-উদ্দীন্ একদল সৈন্যসমভিব্যাহারে লইয়া লাহোররাজের অনুগমন করিবেন। বিশ্বাসার্থ তিনি দুইজন পাঠানসর্দ্দার হাজি খাঁ এবং বাসল খাঁকে লাহোরে আবদ্ধ রাখেন। অনন্তর মহারাজ একটী হস্তী ও অশ্ব পারিতোষিক দিয়া কুতব্‌কে বিদায় দেন। এই প্রকারে নিজাম-উদ্দীন্ রণজিৎসিংহের অধীনে নির্ব্বিঘ্নে কসুর ভোগ দখল করিতে ছিলেন।

ইতিমধ্যে তদীয় শ্যালক বাসল খাঁ, হাজী খাঁ ও নাজিব খাঁর জায়গীরের উপর তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল। তিনি তাঁহাদের জায়গীর দখল করিলেন। তাঁহারা প্রতিশোধ লইতে উদাসীনতা দেখান নাই। উহারা তিনজনে একত্র হইয়া গোপনে তাঁহার প্রাণসংহার করেন। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে নিজাম-উদ্দীনের মৃত্যুর পর তদীয় ভ্রাতা কুতব্-উদ্দীন্ তাঁহার স্থান অধিকার করেন।

নিজাম-উদ্দীন্ আহ্মদ, খ্বাজা, তবকৎ-ই-অকবরি নামক পারস্যগ্রন্থ রচয়িতা। হিরাটবাসী খাজা মহম্মদ মুকীমের পুত্র। ইহার পিতা বাবর শাহের বিশেষ অনুগত ছিলেন। বাবরের মৃত্যুর পর হুমায়ুনের গুজরাত-অধিকারকালে ইনি তাঁহার সহচররূপে আসিয়াছিলেন। অবশেষে দিল্লীশ্বর অকবর শাহের অধীনে কার্য্য পান।

পুত্র নিজাম উদ্দীন্ অকবর শাহের অধীনে গুজরাতের বক্সি বা সৈন্যাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন। এই কার্য্যে থাকিয়াই তিনি ১৫৯৩ খৃষ্টাব্দে তারিখ-ই-নিজামি বা তবকৎ-ই-অকবরি নামক ইতিহাস প্রণয়ন করেন। এই পুস্তকে ১৩৩৮ হইতে ১৫৯৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার স্বাধীন রাজগণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণিত আছে।

ইনি ঐতিহাসিক বদাওনির বন্ধু ও আশ্রয়দাতা ছিলেন। ১৫৯৪ খৃষ্টাব্দে ইরাবতীনদীতীরে ইনি দেহত্যাগ করেন। লাহোর নগরে ইহার উদ্যান মধ্যে ইহার গোর হয়।

নিজাম-উদ্দীন্ আউলিয়া, সেখ, একজন মুসলমান ফকির, ইনি সকরগঞ্জের সেখ ফকির-উদ্দীনের শিষ্য এবং সৈয়দ আহ্মদের পুত্র। বদাওন জেলায় ১২৩৬ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন এবং বিখ্যাত সাধু বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত। ১৩২৫ খৃষ্টাব্দে এপ্রেল মাসে দিল্লী রাজধানীতে তাঁহার মৃত্যু হয়। গয়াসপুরে তাঁহার কবরের উপর যে স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপিত আছে, তাহা মুসলমান-সমাজে তীর্থ মধ্যে পরিগণিত। সময় সময় মুসলমানগণ ফকির হইবার মানসে এই সমাধিমন্দিরে আসিয়া বাস করে। অদ্যাপি মুসলমানগণ মানসিক দিবার জন্য পর্ব্বদিনে এই সমাধি-মন্দিরে আসিয়া নমাজাদি করিয়া থাকেন।

নিজাম-উদ্দীন্ সেখ, দিল্লীবাসী একজন বিখ্যাত মুসলমান ফকির। নিজামাবাদে ইহার সমাধিমন্দিরে পারস্যভাষায় ১৫৬১ খৃষ্টাব্দে বা ৯৬৯ হিজিরায় উৎকীর্ণ একখানি শিলালিপি আছে।

নিজাম-উদ্দীন্‌পুর ত্রিহুতের অন্তর্গত একটী পরগণা। এই পরগণায় ৯টী জমিদারী আছে। সীতামাড়ীতে ইহার সদর আদালত। ইহার উত্তর ও উত্তরপূর্ব্বে কনহৌলি এবং কমড়া; দক্ষিণ এবং পশ্চিমে মহিলা লখান্দিয়া নদী এবং ইহার শাখা ব্যতীত অন্য কোন নদী এই পরগণা দিয়া প্রবাহিত হয় না। সীতামাড়া হইতে নেপাল পর্য্যন্ত যে রাস্তা আছে তাহা এই পরগণার মধ্য দিয়া গিয়াছে।

নিজাম-উদ্দৌলা, নবাব বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা মীর জাফর-আলী খাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইনি বাঙ্গালার শাসন-ভার প্রাপ্ত হন। ইহার আসল নাম মর ফুলবারী। ইহার মাতার নাম মণিবেগম। ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে ইহার মৃত্যু হইলে তদীয় ভ্রাতা সৈফউদ্দৌল্লা বাঙ্গালার রাজ্যভার গ্রহণ করেন।

নিজাম-উল্মুল্ক্, বেহরী, ইনি বিজয়নগরের অন্তর্গত গোদাবরী নদীর উত্তরস্থ পাথরি নামক গ্রামের কুলকরণি কোন ব্রাহ্মণের সন্তান। দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণীবংশীয় সুলতান আহ্মদ-শাহের সৈন্য কর্ত্তৃক ইনি অতি বাল্যকালে বন্দী হন। পরে সুলতানের আদেশে ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া ইনি রাজ-পরিবারবর্গস্থ ক্রীতদাসদিগের সহিত থাকিয়া, সুলতানের জ্যেষ্ঠ পুত্রের শিক্ষক দ্বারা আরবী ও পারস্য ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ১৪৬৩ খৃষ্টাব্দে সুলতান মহম্মদশাহ ২য়, দাক্ষিণাত্যের সিংহাসনে আরোহণ করিলে ইনি একহাজারী পদ প্রাপ্ত হন। রাজার বাজপক্ষীর প্রতিপালক ছিলেন বলিয়া ইনি বেহরী নামে সাধারণে পরিচিত। ক্রমে ইনি তৈলঙ্গের শাসনকর্ত্তার পদে উন্নীত হয়েন। ১৪৮২ খৃষ্টাব্দে মহম্মদের মৃত্যুকালে ইনি তাঁহার পুত্র মাহ্মুদের রাজ্যভারপরিচালনার জন্য মন্ত্রি-পদ প্রাপ্ত হন। তাঁহার কার্য্যে পরিতুষ্ট হইয়া সুলতান ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে বীড়, আহ্মদনগর প্রভৃতি স্থান তাঁহাকে জায়গীর-স্বরূপ দান করেন। তিনি এই জায়গীরের কার্য্যভার তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মালিক আহ্মদকে প্রদান করিয়া নিজ ক্ষমতা

অপ্রতিহত রাখিবার জন্য মালিক কাজী ও মালিক আস্রফ নামক দুই ভ্রাতাকে দৌলতাবাদের শাসনকর্ত্তা ও তৎসহকারী নিযুক্ত করেন। তিনি এত ক্ষমতাশালী হইয়াছিলেন যে, সুলতানের প্রাধান্য ও আদেশ লঙ্ঘন করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। ১৪৮৯ খৃষ্টাব্দে বিদর্ভরাজভবনে তিনি গুপ্তভাবে নিহত হন।

পিতার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র আহ্মদ স্বাধীনভাবে নিজ জায়গীর রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। পরে ১৪৯০ খৃষ্টাব্দে সুলতানের প্রভুতা উপেক্ষা করিয়া আহ্মদ নিজাম-উল্মুল্ক্ বেহরী নামে আপনাকে আহ্মদ নগররাজ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ইনিই প্রসিদ্ধ নিজামশাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা।

[নিজামশাহী দেখ।]

নিজাম-উল্মুল্ক্, দিল্লীশ্বর সুলতান শামস্-উদ্দীন্ আলতমাসের প্রধান উজীর। ৬২৫ হিজিরায় তিনি সম্রাটের আজ্ঞায় ভক্করদুর্গ জয় করিতে গমন করেন এবং জয়ান্তে দিল্লীতে প্রত্যাগমন করেন। সম্রাট্ তাঁহাকে কমাল্-উদ্দীন্ মহম্মদ-ই-আবু সৈয়দ জুনায়ড়ি উপাধিদানে সম্মানিত করেন। সুলতান রুকন-উদ্দীনের রাজত্বকালে বদাওন্, মুলতান, হান্সি ও লাহোর প্রভৃতি স্থানের শাসনকর্ত্তা বিদ্রোহী হইলে ইনি ভীত হইয়া রাজধানী হইতে গীলথরী নামক স্থানে পলাইয়া যান। তথা হইতে কোল প্রদেশে যাইয়া অবস্থান করেন। এ স্থান হইতে পুনরায় পলাইয়া তিনি মালিক-ইজ-উদ্দীন্ মহম্মদ সালারীর নিকট যাইয়া মিশিলেন। রুকনের মৃত্যুর পর আলতামাসের কন্যা সুলতান রজিয়ৎ (রিজিয়া) দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিলে, ইনি মহম্মদ সালারী আলাউদ্দীন জানি প্রভৃতি কএকজন দিল্লীর দ্বারদেশে আসিয়া মহাগোলযোগ উপস্থিত করেন। এই কারণে দিন কতক উভয় পক্ষে যুদ্ধও হইয়াছিল। এই যুদ্ধে রজিয়ৎ জয়ী হইয়া দিল্লীর সিংহাসন আরোহণ করেন। এই সময় তাঁহার আমীরগণ পরামর্শ দেন যে, বন্ধুভাবে নিজাম প্রভৃতিকে রাজধানীতে আনাইয়া কয়েদ করিলে শত্রুসংখ্যা কমিয়া যায়। নিজামের দলস্থ আলাউদ্দীন্ জানি, মালিক সইফুদ্দীন্ কুজী ও তাঁহার ভ্রাতা রজিয়তের এই সুচতুর কৌশলে হত, কেহ বা কারা-নিক্ষিপ্ত হইলেন। কিন্তু নিজাম-উল্ মুল্ক্ সরমুর-বরদারের পার্ব্বত্য প্রদেশে পলাইয়া রক্ষা পান। ১২৩৮ খৃষ্টাব্দে সরমুর-আবাসে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

নিজাম-উল্ মুল্ক্ আসফ্ জাহ্, দাক্ষিণাত্যে নিজাম-রাজ্য-প্রতিষ্ঠাতা। ইহার পূর্ব্বের নাম চীন-কুলিচ-খাঁ। ইহার পিতা গাজী-উদ্দীন খাঁ-ফিরোজ-জঙ্গ সম্রাট্ আলমগীরের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন, এবং উক্ত সম্রাটের অধীনে সেনাপতির কার্য্য করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

সম্রাট ফরুখ-শিয়ারের রাজত্বকালে ইনি প্রথমে পাঁচ হাজারী হইতে সাত হাজারী মন্সবদারের পদ প্রাপ্ত হন। ইহার কিছুকাল পরে তিনি দাক্ষিণাত্যের সুবেদার পদে নিয়োজিত হইয়াছিলেন। এই পদই তাঁহার ভবিষ্যৎ-জীবনে নিজাম রাজ্য প্রতিষ্ঠার সূচনা করে। হায়দরাবাদে তাঁহার রাজধানী ছিল।

দাক্ষিণাত্যের সুবেদারী পদ এবং নিজাম-উল্মুল্ক্ বাহাদুর ফতেজঙ্গ উপাধি লাভ করিয়া কুলিচ খাঁ মহারাষ্ট্রদিগের লুটপাট ও চৌথ কর আদায়ের অত্যাচার দমনমানসে আরঙ্গাবাদ অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। এই অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য তিনি তথাকার ফৌজদার ও জিলাদারগণকে পত্র লিখিলেন। ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রীয়গণ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। নিজাম-উল্-মুল্ক্ এই সময়ে মুরাদাবাদের ফৌজদার নিযুক্ত হন, কিন্তু তাঁহাকে শীঘ্রই এই কার্য্য পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। কিছুকাল পরে তিনি পাটন ও মালব-রাজ্যের সুবেদার হন। এইরূপে উন্নীত হইয়া তিনি দাক্ষিণাত্যে আপন ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য অর্থসাহায্যে ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে 'আশীরগড়' দুর্গ অধিকার করেন।

নিজামের এই ক্রমিক উন্নতিতে ঈর্ষাপরতন্ত্র হইয়া আবদুল্লা খাঁ ও দাক্ষিণাত্যের আমীর-উলওমরা হোসেন আলী খাঁ নামক দুই সৈয়দ ভ্রাতা তাঁহার বিরুদ্ধাচারী হন। তাঁহার ক্ষমতা খর্ব্ব করিবার জন্য হোসেন আলী নিজ সেনাপতি দিলাবর আলী বক্সী এবং রাজা ভীম ও গজসিংহ তাঁহার সহকারী হইয়া নিজামের সহিত যুদ্ধ করেন। এই যুদ্ধে দিলাবর পরাস্ত হইলে নিজাম ১৭২০ খৃষ্টাব্দে বুর্হান্পুর নগর অধিকার করিলেন। এই যুদ্ধে দিলাবর খাঁর মৃত্যু হয়।

দাক্ষিণাত্যে বিজাপুরের আফগানদিগকে এইরূপে শাসনাধীনে আনিয়া তিনি আরঙ্গাবাদ নগরে ফিরিলেন এবং তথায় শাসনকার্য্যাদির সুবন্দোবস্ত করিয়া দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে আলম্ আলী খাঁ তাঁহাকে আক্রমণ করেন। আলম্ আলী পরাস্ত ও যুদ্ধে নিহত হন। এইরূপে দাক্ষিণাত্যে শত্রুপুরী নিষ্কণ্টক করিয়া ১৭২১ খৃষ্টাব্দে তিনি রাজধানীতে উপনীত হন এবং সম্রাট্ সমীপে উপস্থিত হইয়া যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করেন।

সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের মৃত্যুর পর, ১৭২২ খৃষ্টাব্দে তিনি সম্রাট্ কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া উজীর পদ ও উক্ত মান্যের চিহ্নস্বরূপ যোগ্য পরিচ্ছদ, একখানি ছোরা, মণিমুক্তা-খচিত একটী কলমদান ও বহু মূল্যের একটী হীরকাঙ্গুরীয় প্রাপ্ত হন। এই সময় মালব ও আহ্মদাবাদবাসিয়া এবং দাক্ষিণাত্যের মহারাষ্ট্রীয়গণ

বিদ্রোহী হইয়া উঠিলে তিনি নিজ পুত্র গাজী উদ্দীনকে উজীরি পদে আপনার প্রতিনিধিরূপে নিযুক্ত করিয়া দাক্ষিণাত্যে যাইবার মানস করিলেন। তিনি সম্রাটের করুণাপ্রার্থনা করিয়া, সুবা হায়দরাবাদে নিযুক্ত নাজিম মুবারিজ খাঁকে ৪ হাজারী পদ ও ইমাদ্‌-উল্‌মুল্‌ক্‌ মুবারিজ খাঁ বাহাদুর-হিজবর-জঙ্গ উপাধি দেওয়াইলেন। যে মুবারিজ এতদিন বিশ্বাসের সহিত নিজামের অধীনে কার্য্য করিতেছিল, যে আজ এতাদৃশ সম্মান লাভে গর্ব্বিত হইয়া উঠিল এবং আপনাকে দাক্ষিণাত্যের সুবাদার জ্ঞান করিয়া নিজামের অধীনতা উচ্ছেদ করিবার জন্য অগ্রসর হইল।

নিজাম মালব অভিমুখে প্রস্থান করিলে তাঁহার শত্রুপক্ষীয়েরা সম্রাট্‌ মহম্মদ শাহের নিকট তাঁহার নামে মিথ্যা কতকগুলি অপবাদ দিয়া অবিবেচক সম্রাটের কাণ ভারি করিতে লাগিল। তাহাদের এই হিংসার ফলে অবশেষে করম্‌-উদ্দীন্‌ খাঁ নামক জনৈক ব্যক্তিকে উজীর মনোনীত করা হইল। নিজাম যখন পথিমধ্যে অবগত হইলেন যে, তাঁহার পুত্রের নিকট হইতে উজীরি পদ কাড়িয়া অপরকে দেওয়া হইয়াছে, তখন তিনি দিল্লীর পদোন্নতির আশা ছাড়িয়া দাক্ষিণাত্যে নিজামরাজ্য স্থাপনে কৃতসংকল্প হইলেন।

মালবে উপস্থিত হইয়াই নিজাম মুবারিজকে পত্র লিখিলেন, এবং নিজাম দ্বারা তিনি যে উপকৃত হইয়াছেন, তাহাও উল্লেখ করিয়া তাহাকে বিশেষ ভৎ'সনা করিলেন। মুবারিজও ঔদ্ধত্য সহকারে প্রত্যুত্তর দিলেন। ইহাতে উভয় পক্ষে যুদ্ধের সূত্রপাত হইল। অরঙ্গাবাদ হইতে ৪০ মাইল দূরে বেরারের অন্তর্গত 'সকর-খেলড়া' নামক স্থানে যুদ্ধ হয়। দাউদ-খাঁ-পানীর ভ্রাতা বাহাদুর খাঁ আসিয়া মুবারিজের সহিত যোগ দেন। উভয়েই যুদ্ধে পরাজিত এবং মুবারিজ সপুত্র নিহত হন। খাজা আহ্মদ খাঁ নামে তাঁহার একটী পুত্র যুদ্ধক্ষেত্রে আঘাত পাইয়া পলায়ন করে এবং মহম্মদ নগর দুর্গে যাইয়া আশ্রয় প্রাপ্ত হয়। নিজাম আরঙ্গাবাদ হইতে হায়দরাবাদ অভিমুখে অগ্রসর হইয়া এই বালককে অর্থ ও জায়গীর দানে সন্তুষ্ট করিয়া, তাহার নিকট হইতে দুর্গের চাবি লইলেন এবং নিজে দুর্গ অধিকার করিলেন।

নিজাম তাঁহার জীবনে কখনও দিল্লীর সম্রাটবংশের বিরুদ্ধাচারী হন নাই। দিল্লীশ্বর মহম্মদ-শাহ তাঁহার উজীর পদ কাড়িয়া লইলেও তিনি তাঁহার প্রতিহিংসা গ্রহণ করেন নাই। দিল্লীর রাজকীয় কার্য্য-সংক্রান্ত যে কর্ম্মে তিনি হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহাতে তৈমুর-বংশের গৌরব বর্দ্ধিত হইয়াছিল। তিনি স্বয়ং দাক্ষিণাত্যের শাসনভার গ্রহণ করিলেও দিল্লীর সহিত তাঁহার অসদ্ভাব ছিল না। সম্রাট মহম্মদ-শাহ তাঁহার উপর প্রীত হইয়া 'আসফ্‌জাহ' উপাধি এবং বহু হস্তী ও মণিমুক্তা দিলেন। এ ছাড়া তাঁহাকে আবার আহ্মদাবাদ রাজ্যের সুবেদারপদে নিযুক্ত করিলেন।

নাদিরশাহ যখন ভারত আক্রমণে আসিয়া আটক অধিকার করেন, তখন নিজাম সম্রাট মহম্মদশাহের উকীল-উস্‌-সুলতান ছিলেন। আমীর-উল্‌-ওমরা খাঁ-দৌরাণের মৃত্যু হইলে তিনি 'মীরবক্সী'র পদে নিযুক্ত হন। নাদির শাহ দিল্লীর সম্মুখবর্ত্তী হইলে, নিজাম খাঁ দৌরানের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হন। এই সময় বুর্হান্‌-উল্‌মুলক নামক জনৈক ব্যক্তি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া এবং ঈর্ষাপরতন্ত্র হইয়া নাদিরের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন যে, খাঁ-দৌরানের ন্যায় উপযুক্ত ব্যক্তি আর নাই, সুতরাং নিজামের মত ব্যক্তির, তাহার পদ আকাঙ্ক্ষা করা অন্যায় এবং আরও পরামর্শ দেন যে, ছলে ভুলাইয়া নিজাম ও মহম্মদ-শাহকে বন্দী করিলে নিজে রাজ্যেশ্বর হইতে পারেন। নাদিরশাহ তাঁহার মন্ত্রণায় মুগ্ধ হইয়া মহম্মদ-শাহকে তাঁহার তাঁবুতে আসিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলে, সম্রাট্‌ সদলে উপস্থিত হইলেন। নাদির সম্রাট্‌কে বিনয় করিয়া বলিলেন যে, 'আপনার অনুচরগণকে ফিরিয়া যাইতে আজ্ঞা করুন এবং মান্য গণ্য জন কএক আপনার সহিত আমার আতিথ্য গ্রহণ করুন।' অপরাপর সকলে চলিয়া গেলে নাদির পরামর্শমত সম্রাট্‌, নিজাম, আমীর খাঁ, ইস্‌হাক্‌ খাঁ, জাবেদ খাঁ, বিহ্‌রোজ খাঁ, ও জবাহির খাঁকে বন্দী করিলেন।

ইহার পর নাদিরশাহ একদিন বিশ্বাসঘাতক বুর্হান্‌কে ডাকাইয়া বলিলেন, "তুমি যে আমার কান্দাহারে অবস্থিতিকালে, আমি ভারতে আসিলেই পঞ্চাশ ক্রোর মুদ্রা দিতে প্রতিশ্রুত ছিলে সে টাকা কোথায়? যদি দিবসত্রয় মধ্যে উক্ত টাকা না হাজির কর, তাহা হইলে তোমার প্রাণ যাইবে।" নিজাম-উল্‌মুল্‌ক্‌ও তথায় উপস্থিত ছিলেন। নাদির শাহ অত্যন্ত কোপাবিষ্ট হইয়া তাঁহাদের উভয়কেই তিরস্কার করেন। চতুর-চূড়ামণি নিজাম এই উপযুক্ত সময় ভাবিয়া বুর্হানের বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ লইবার জন্য আন্তরিক ভাব গোপন করিয়া, মর্ম্মভেদী কথায় আপনাদের অপমানের বিষয় উল্লেখে বুর্হান্‌কে মাতাইয়া তুলিলেন এবং নাদিরের হস্তে মরিবার অপেক্ষা আত্মহত্যা করিয়া মরা শ্রেয়ঃ—এইরূপ বুঝাইয়া, উভয়েই প্রাণ পরিত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। যাইতে যাইতে পরস্পরে প্রতিজ্ঞা করিলেন, বাটীতে যাইয়াই বিষ ভক্ষণে দেহ ত্যাগ করিবেন। নিজাম বাটীর সকলকেই আপনার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়া একটী পাত্রে সরবৎ ঢালিয়া পান করেন এবং আপনাকে বস্ত্রাবৃত করিয়া শয়ন করিলেন।

বুর্হান্ এই চাতুরীর বিন্দুবিসর্গও জানিতে না পারিয়া বিষপানে আত্মজীবন বিসর্জ্জন করেন।

কেহ কেহ বলেন, বুর্হানের সহিত নিজামের কোন শত্রুতা ছিল না। যখন নাদিরশাহ ভারতে আসিয়া সম্রাট্ মহম্মদ-শাহের সহিত যুদ্ধ করেন, সেই যুদ্ধে নিজাম ও বুর্হান্ উপস্থিত ছিলেন। নাদিরশাহের সহিত যুদ্ধকালে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইয়াছিল। [নাদিরশাহ দেখ।]

নাদির চলিয়া গেলে, আমীর খাঁ বক্সীপদে এবং ইস্হাক্ খাঁ খালসার দেওয়ানী প্রাপ্ত হন। ইহারা সম্রাটের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলে তিনি পুনরায় নিজ চাতুর্য্য বিস্তারের চেষ্টা করেন। সকলে তাঁহার এই চরিত্রে অসন্তুষ্ট হইলে, তিনি দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া তিলপৎ গ্রামে আসিয়া বাস করেন। অবশেষে সম্রাটের মাতামহী মিহর-পর্বরের পরামর্শমতে আমীর খাঁ যাইয়া তাঁহাকে রাজধানীতে লইয়া আসেন।

নিজাম-উল্-মুল্ক্ রাজ্যশাসন-সংক্রান্ত কএটী নিয়ম প্রবর্ত্তন করেন। মহারাষ্ট্রীয়গণ জায়গীরদারের নিকট হইতে যে 'চৌথ' কর আদায় করিতেন, এক্ষণে সেরূপ না লইয়া স্থবা হায়দারাবাদের রাজকোষ হইতে সেই টাকা পাইবেন। অন্যত্র আর 'চৌথ' আদায় হইবে না এবং ক্ষুদ্র জমিদার বা প্রজাগণের নিকট হইতে শতকরা ১০৲ টাকা হিসাবে যে 'সরদেশমুখী' কর আদায় হইত, তাহা আর মহারাষ্ট্রীয়গণ আদায় করিতে পারিবেন না। এইরূপ উপায়ে তিনি 'কমাঈস্দার' গমস্তা এবং রাহাদারী প্রভৃতি কার্য্য উঠাইয়া দেন। পূর্ব্বে যে ব্যক্তি রাহাদারী কর্ম্ম করিত, তাহারা অযথা পথিক ও ব্যবসায়ীর প্রতি বিশেষ অত্যাচার করিত। মহম্মদ-শাহের মৃত্যুর ৩৭ দিন পরে ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে ২২ এ মে তিনি ইহ লোক পরিত্যাগ করিলেন। বহানপুর নগরে শাহ-বুর্হান্-উদ্দীন্-গরিবের সমাধিমন্দিরে তাঁহার দেহ কবরস্থ হয়।

তাঁহার ছয় পুত্র ছিল,—১ম গাজিউদ্দীন্ ২ নাশির-জঙ্গ ৩ সলাবৎজঙ্গ, ৪ নিজাম আলী, ৫ বসালৎজঙ্গ ও ৬ মোগলআলী।

নিজাম উল্-মুল্ক্ একখানি 'দিবান' রচনা করেন। উক্ত গ্রন্থের নাম 'দিবান' আসফ্ নিজাম-উল্-মুল্ক্। ঐ পুস্তকখানি টিপু-সুলতানের পুস্তকাগারে ছিল। এই পুস্তকে তাঁহার বিজ্ঞাবত্তার ও গুণপনার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

নিজামৎ, শাসন সংক্রান্ত বিচারালয়।

নিজামপত্তন, (পেটাপালী অথবা পেটাপলী) মান্দ্রাজপ্রেসিডেন্সীর কৃষ্ণাজেলার অন্তর্গত একটী সমুদ্রতীরস্থ বন্দর। অক্ষা° ১৫° ৫৪′ ৩০″ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০° ৪২′ ৩৫″ পূঃ। এই স্থান লবণের আড্ডার জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ। আরও এখান হইতে বহু পরিমাণে কাষ্ঠ মছলীপত্তনে প্রেরিত হইয়া থাকে। ইংরাজেরা ভারতের পূর্ব্বতীরে সর্ব্বপ্রথমে এই বন্দরে বাণিজ্য আরম্ভ করেন। তাঁহারা ১৬১১ খৃষ্টাব্দের ২৬এ আগষ্ট তারিখে এখানে অবতীর্ণ হইয়া পণ্যদ্রব্য প্রেরণ করেন। ১৬২১ খৃষ্টাব্দে কারখানা নির্ম্মিত হয়। উত্তর-সরকারের অংশ বলিয়া নিজাম ইহা ফরাসীদিগকে ছাড়িয়া দেন। নিজাম সলাবৎজঙ্গ ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে এই বন্দর ইংরাজদিগকে অর্পণ করেন। পরে ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ সনন্দদানে উহার পাকা বন্দোবস্ত করিয়া দেন। ফিরিস্তা এই বন্দরের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ওলন্দাজদিগের মালয়-সৈন্য এই স্থানে বহুসংখ্যক য়ুরোপীয়ের প্রাণ সংহার করে।

নিজামপুর, চট্টগ্রামের একটী বন্দর।

নিজামবাই, দিল্লীশ্বর বাহাদুর-শাহের মহিষী এবং সম্রাট্ জহান্দর-শাহের মাতা।

নিজামবাদ, আজমগড়ের একটী সহর। এই প্রাচীন নগরটী জেলার সদর হইতে ৮ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। মুসলমান-রাজগণের পূর্ব্বে ইহা হিন্দুদিগের অধিকারে ছিল। নিজাম উদ্দীন্ নামক একজন মুসলমান ফকিরের কবর এই স্থানে দৃষ্ট হয়। এই কবরের উপর পারস্যভাষায় খোদিত ১৫৬১ খৃষ্টাব্দের শিলালিপি দেখা যায়। এরূপ প্রবাদ আছে যে, ঐ নিজাম-উদ্দীন্ হইতে এই নগরের নাম 'নিজামবাদ' হইয়াছে।

নিজাম-মুর্ত্তজা খাঁ, সৈয়দ্, একজন মুসলমান সেনাপতি। ইহার পিতা কোন ব্রাহ্মণকন্যার রূপে মোহিত হইয়া, তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন। এই ব্রাহ্মণকন্যার গর্ভে মুর্ত্তজার জন্ম হয়। তিনি পিতার অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। সম্রাট্ শাহ-জহানের রাজত্বের ১ম বৎসরে ইনি পিতার সাহায্যে ৩ হাজারী সৈন্যাধ্যক্ষের পদ পান। পিতার মৃত্যু হইলে ইনি মুর্ত্তজা খাঁ উপাধি লাভ করেন।

দাক্ষিণাত্য প্রদেশে সম্রাটের অধীনে বহুদিন কার্য্য করিয়া ইনি দালমৌ পরগণার তুজুলদার হইয়া তথাকার অনেকগুলি বিদ্রোহ দমন করেন। পরে লক্ষ্ণৌয়ের ফৌজদার হইয়াছিলেন। সম্রাট্ শাহ-জহানের রাজত্বের ২৪ বৎসরে পিহানী-প্রদেশের রাজস্ব হইতে ২০ লক্ষ টাকা বাৎসরিক বৃত্তি পাইতেন।

নিজামরাজ্য, (হায়দরাবাদ) দক্ষিণভারতে অবস্থিত একটী রাজ্য, বেরার রাজ্যের সহিত একত্র এই রাজ্যের আকৃতি অসমকোণী চতুর্ভুজের ন্যায়। এই রাজ্য [illegible] অক্ষা° ১৫° ১০′ হইতে ২১° ৪৬′ উঃ এবং [illegible] হইতে ৮৯° ২৫′ পূঃ মধ্যে অবস্থিত।
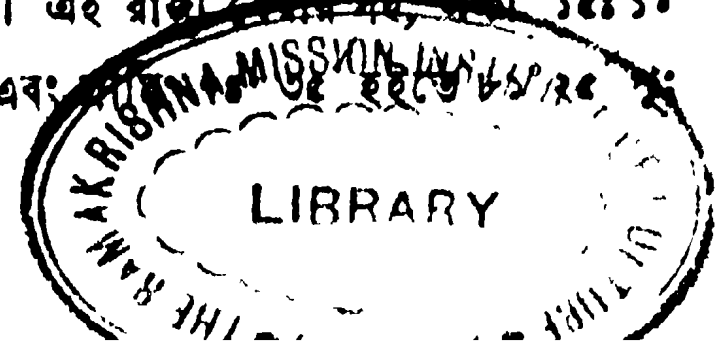
বেরার রাজ্যকে বাদ দিলে অবশিষ্ট সাম্রাজ্যের উত্তর অক্ষাংশ ২০° ৪´ হয়। এই রাজ্য দক্ষিণ-পশ্চিম হইতে উত্তর পূর্ব্বে প্রায় ৪৭৫ মাইল দীর্ঘ এবং প্রস্থেও প্রায় তদনুরূপ। বেরার বাদে অবশিষ্ট নিজামরাজ্যের পরিমাণফল প্রায় ৮০০০০ বর্গ মাইল। এই রাজ্যের উত্তরে এবং উত্তরপূর্ব্বে মধ্য-প্রদেশ, দক্ষিণে ও দক্ষিণপূর্ব্বে মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত রাজ্য, পশ্চিমে ও উত্তর-পশ্চিমে বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত রাজ্য। পশ্চিমাংশে ইংরাজদিগের নির্ব্যূঢ়স্বত্বাধিকৃত কতকগুলি স্থান আছে। বেরার বাদ দিলে অবশিষ্ট নিজামরাজ্যের মধ্যে পূর্ব্ববিভাগে খমমেৎ, নলগোণ্ড, মহবুব্‌নগর ও নগরকর্ণুল, উত্তর বিভাগে মেহদক্‌, ইন্দোর, বিদর, সলগণ্ডল ও শিরপুরতণ্ডুর, পশ্চিম বিভাগে বিদর, নন্দের, নলদুর্গ, দক্ষিণ বিভাগে রাইচুর, লিঙ্গসাগর, সোরাপুর ও গুলবর্গ এবং উত্তর-পশ্চিম বিভাগে আরঙ্গাবাদ, বীড় ও পর্ভানি জেলা বিদ্যমান আছে। ইহার রাজধানী হায়দরাবাদ এবং ইহার সহরতলীসমূহ একত্র সদর-জেলা নামে অভিহিত।

হায়দরাবাদ রাজ্য সমুদ্রতীর হইতে গড়ে প্রায় ১২৫০ ফিট্ উচ্চে অবস্থিত।

কোন কোন পাহাড় প্রায় ২৫০০ ফিট্ উচ্চে অবস্থান করিতেছে। গোলকুণ্ডায় যে দুর্গ বা সেনা-নিবাস আছে, উহা প্রায় সমুদ্র হইতে ২০২৪ ফিট্ উচ্চে নির্ম্মিত। তাপ্তী নদীর উপত্যকাভূমির জল কেবলমাত্র পশ্চিমমুখে কাম্বে উপসাগরে পাতিত হইতেছে, তদ্ভিন্ন যাবতীয় সাম্রাজ্যের জলরাশি পূর্ব্বাভিমুখে গোদাবরী ও কৃষ্ণানদী দিয়া বঙ্গোপসাগরে নীত হইয়া থাকে।

এখানকার জমি প্রায়ই বন্ধুর। বালাঘাট গিরিশ্রেণী ২০০ মাইল, সহ্যাদ্রিশ্রেণী ২৫০ মাইল এবং গাবিলগড়শ্রেণী ১২০ মাইল বিস্তৃত। বেণগঙ্গা ও বর্দ্ধার সঙ্গমস্থলে এবং শেষোক্ত নদীর তীরবর্ত্তী উপত্যকাপ্রদেশে বিস্তৃত লৌহ ও পাথরিয়া কয়লার খনি আছে।

ইলোরের ১০০ মাইল উত্তরপূর্ব্বে আরও একটী ক্ষুদ্র কয়লার খনি দৃষ্ট হয়। শাহাবাদে চুণা-পাথরের খনি আছে।

হায়দরাবাদ রাজ্যে যে সমস্ত নদনদী বর্ত্তমান থাকিয়া এই রাজ্যকে সুন্দররূপে জলসিক্ত করিতেছে, তন্মধ্যে গোদাবরী, পূর্ণা, প্রাণহিতা, বরদা, বেণগঙ্গা, কৃষ্ণা, ভীমা ও তুঙ্গভদ্রা প্রধান।

জলবায়ু সাধারণতঃ স্বাস্থ্যকর। জেলায় যে সমস্ত বালুকা-প্রস্তরময় গিরিমালা বিদ্যমান, সেখানে চক্ষুরোগ অত্যন্ত প্রবল।

হায়দরাবাদ রাজ্যে উত্তম উত্তম ঘোটক, হস্তী ও উষ্ট্র পাওয়া যায় এবং ঐ সমস্ত বস্তু খরিদ জন্য ক্রেতাগণ বহুদূর হইতে এখানে সমাগত হয়।

এখানকার জমি সাধারণতঃ উর্ব্বরা। 'লাল জমিন্' নামক যে একপ্রকার লালবর্ণবিশিষ্ট জমি দৃষ্ট হয়, উহা বল্মীক গিরির ধ্বংসাবশেষ দ্বারা আবৃত। এখানে জমিতে সার দিয়া চাষাদ করিলে সর্ব্বকালে সর্ব্বপ্রকার শস্য উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ শস্যবিশেষ ঋতুবিশেষের অপেক্ষা করেনা। তুলার চাষ বহু পরিমাণে বিস্তৃত। নারিকেলবৃক্ষ অনেক আছে ও এখানকার লোক তাহার রসে তাড়ি প্রস্তুত করে। হায়দরাবাদের গ্রামসমূহে অসংখ্য আম্র ও তেঁতুলগাছ জন্মিয়া থাকে। ধান্য, গম নানাজাতীয় ভুট্টা, জোয়ার-বজ্‌রা প্রভৃতি এখানকার প্রধান শস্য। সর্ষপ, তিল ও ভেরাণ্ডা অনেক জন্মে। তদ্ভিন্ন শিম্ জাতীয় অনেক বৃক্ষ দৃষ্ট হয়। পিয়াজ, রশুন, গাজর, ধনিয়া, মূলা, গোলআলু, লালআলু, শুণ্ঠী ও তেঁতুলের চাষ আছে। তুলা, নীল এবং ইক্ষুর চাষ বহু বিস্তৃত। তামাকের চাষ অল্প পরিমাণে হইয়া থাকে। এখানকার ফুটি ও আনারস নাগপুরের কমলালেবুর ন্যায় প্রসিদ্ধ।

দৌলতাবাদের লাল আঙ্গুর অনেকস্থলে নীত হইয়া থাকে।

জঙ্গলে তসরের কীট, লাক্ষা, মোম, মধু, রঞ্জন ও নানাপ্রকার আটা পাওয়া যায়। গোচর্ম্মের বিস্তৃত বাণিজ্য আছে। সেগুণ ও শিশুকাষ্ঠ বিপুল জন্মে।

নিজামরাজ্যের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যাই অধিক। উহারা অসভ্য জাতি মধ্যে পরিগণিত। কিন্তু সদয় ব্যবহারে তাহারা নানাসম্প্রদায়ে বিভক্ত। তন্মধ্যে সেখ, সৈয়দ, মোগল ও পাঠান সম্প্রদায়ই প্রধান। তদ্ভিন্ন ব্রাহ্মণ, রাজপুত, বৈরাগী, বিদার, ভট, চামার, দর[illegible], ধাঙ্গ[illegible] [illegible]ঙ্গী, গাওলী গোঁসাঞি, গুজরাতী, লিঙ্গায়ৎ, যোগী, লোহা[illegible], [illegible]মতি, কোলী, কোষ্টী, কুণ্‌বী, মাঙ্গ, মালা, মণ্ডর, কুম্ভকা[illegible], [illegible]হলী, মান্‌ভাব, মরাঠা, মারবারী সোণার, তৈলঙ্গী, তেলী, [illegible]দর, বঞ্জার (মটে), বেণে, ভীল, গন্দ (গোঁড়), কোয়া, লম্বানী, পাধী, শিখ, আরবী, রোহিলা, অসভ্যজাতি ও অন্যান্য কতকগুলি জাতি এই বিশাল রাজ্যে বাস করে। ইহার দক্ষিণপূর্ব্বাংশে তেলগু ভাষা, দক্ষিণপশ্চিম জেলা সমূহে এবং কৃষ্ণানদীর নিকটবর্ত্তী স্থানে কণাড়ী ভাষা, উত্তর এবং পশ্চিম প্রদেশে মরাঠীভাষা প্রচলিত। এতদ্ভিন্ন কএকস্থলে নানারূপ মিশ্রিত ভাষার ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

এই রাজ্যের মধ্যে তৈলঙ্গবাসীরা অর্দ্ধসভ্য। তাহারা সামান্য পর্ণকুটীরে বাস করে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সাধারণ লোকের মধ্যে ভাঙ্গ বা সিদ্ধির অত্যন্ত প্রচলন। মদিরাপানও দোষাবহ মনে করে না এবং নারিকেল প্রভৃতির রস হইতে নানারূপ মদ্য প্রস্তুত করিয়া আনন্দের সহিত পান করে। গোঁড়গণ পর্ব্বতকন্দরে ও কাননাভ্যন্তরে বাস করে এবং

অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হয় ও তখন তাহাদিগের দ্বারা ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করাইয়া লওয়া হয়। ইহারা বর্ত্তমান সময়ে গিরিগুহা অথবা বড় বড় বৃক্ষের অভ্যন্তরস্থ (খোড়) কোটরে বাস করে এবং শীকারলব্ধ প্রাণীর মাংস, তদভাবে, পোকা, সর্প এবং বন্য বৃক্ষের ফল মূলাদি ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে।

নিজামরাজ্য হইতে তুলা, সর্ষপ, তিসি, তিল, দেশী কাপড়, চর্ম্ম, ধাতুপাত্র এবং কৃষিজাত দ্রব্যাদি বাণিজ্যার্থ নানাস্থানে প্রেরিত হয়। বিদর নগরের সুন্দর চিত্রিত ধাতুপাত্র, আরঙ্গাবাদ ও কুল্‌বর্গ প্রভৃতি স্থানের সোণালি পাড়ে দেশী কাপড় অত্যন্ত বিখ্যাত। দৌলৎপুর দুর্গের নিকটস্থ কাগজপুর গ্রামের বিভিন্ন প্রকারের উৎকৃষ্ট কাগজ এখনও সর্ব্বত্র আদৃত হইয়া থাকে।

বেরারসহ সমস্ত নিজাম রাজ্যের বার্ষিক আয় প্রায় ৪ কোটী। ইহার প্রায় ৩ অংশ রাজস্ব নিজামের নিজ কর্ত্তৃত্বে ভিন্ন ভিন্ন শাসনকর্ত্তাদ্বারা সংগৃহীত হয়। অবশিষ্ট ১ অংশের অর্থ বৃটীশ গবর্মেণ্টের আমলা দ্বারা অধিকাংশ বেরার হইতেই আদায় হয়।

ইংরাজ গবর্মেণ্ট যেস্থান হইতে যে রাজস্ব আদায় করেন, সেই অর্থে সেই স্থানের সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া, যদি কিছু টাকা উদ্বৃত্ত থাকে, তবে তাহা নিজামকে ফেরত দিয়া থাকেন। এখানকার রাজস্ব-আদায়প্রণালী সাধারণ প্রথার কিছু বিপরীত। যে স্থানে যে ফসল উৎপন্ন হয়, প্রজারা সেই সমস্ত ফসলের অর্দ্ধাংশ অথবা উহার প্রকৃত মূল্য কর-স্বরূপ প্রদান করে।

হায়দরাবাদ গবর্মেণ্টের স্বতন্ত্র একটী টাঁকশাল আছে। এখানে হালি-সিক্কা নামক একপ্রকার মুদ্রা প্রস্তুত হয়, উহা আকৃতিতে ছোট হইলেও ওজনে এবং মূল্যে ইংরাজ গবর্মেণ্টের মুদ্রাতুল্য। পূর্ব্বে এই রাজ্যের নানাস্থানে নানা আকৃতিবিশিষ্ট মুদ্রা প্রস্তুত হইত এবং টাঁকশালের সংখ্যাও অধিক ছিল।

তুর্কি-বংশীয় আসফ্‌জাহ্‌ নামক, মোগলসম্রাট্‌ আরঙ্গজেবের বিখ্যাত সেনাপতি নিজামবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি বহু দিবসাবধি দিল্লীরাজধানীতে অবস্থানপূর্ব্বক যুদ্ধ ও রাজনীতি সম্বন্ধে অসাধারণ ক্ষমতা প্রদর্শন করায়, ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে নিজাম-উল্‌-মুল্‌ক্‌ উপাধি ধারণপূর্ব্বক দাক্ষিণাত্যের সুবেদার বা শাসনকর্ত্তৃপদে নিয়োজিত হন। তাঁহার পর হইতে এই উপাধি তাঁহার বংশগত হইয়াছে। এই সময়ে মোগল রাজ্য অন্তর্বিবাদ ও মরাঠাদিগের আক্রমণে বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িলে, আসফ্‌জাহ্‌ আপনার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তৎপরে ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রকৃত পক্ষে স্বাধীন রাজা হন ও হায়দরাবাদে তাঁহার রাজধানী স্থাপিত হয়। আসফ্‌জাহের মৃত্যুর পর তাঁহার উত্তরাধিকারীদিগের মধ্যে রাজত্ব লইয়া নানাপ্রকার গোলযোগ উপস্থিত হয়। গোলযোগকারিগণের মধ্যে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র নাশিরজঙ্গ তাঁহার মৃত্যুর সময় রাজধানীতে অবস্থিতি করায়, আসফ্‌জাহের মৃত্যুর পরেই তিনি ধনাগার, অধিকার করেন। সৈন্যেরা সহজেই তাঁহার বশীভূত হয় এবং তিনি আরও প্রচার করেন যে তাঁহার পিতা মৃত্যুকালে নাশিরজঙ্গের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে উত্তরাধিকারী হইতে বঞ্চিত করিয়া গিয়াছেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি মজঃফরজঙ্গ্‌। ইনি আসফ্‌-জাহের এক প্রিয় কন্যার গর্ভজাত। কথিত আছে, আসফ্‌জাহ্‌ তাঁহাকেই উত্তরাধিকারী নির্দ্দেশ করিয়া যান। তিনিও এখন রাজা হইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে ইংরাজ ও ফরাসীরা দাক্ষিণাত্যে প্রভুত্বস্থাপনে মনোযোগী হন। ইংরাজ নাশিরজঙ্গের এবং ফরাসীরা মজঃফরের পক্ষাবলম্বন করিলেন। অল্পদিন মধ্যেই ফরাসীদিগের কর্ম্মচারিগণের মধ্যে পরস্পর মনোমালিন্য উপস্থিত হওয়ায়, তাঁহারা মজঃফরকে পরিত্যাগ করিয়া গেলে, মজঃফর সহায়হীন হওয়ায় নাশিরজঙ্গ্‌ তাঁহাকে কারারুদ্ধ করেন। নাশিরজঙ্গ্‌ অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার স্বদলকর্ত্তৃক নিহত এবং মজঃফরজঙ্গ দাক্ষিণাত্যের সুবেদার বলিয়া ঘোষিত হন। কিন্তু মজঃফরজঙ্গের বহুদিন এই সুখভোগ ঘটে নাই। অচিরে একদল পাঠানসেনা তাঁহাকে নিহত করে। কথিত আছে, মজঃফর রাজা হইবার সময় এই পাঠানেরা তাঁহার অনেক সাহায্য করে ও তজ্জন্য মজঃফর তাহাদিগকে যথোচিত পুরস্কার দিতে অঙ্গীকার করেন। উহা না পাওয়ায় তাহারা ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বধ করে। এই সময়ে আবার রাজ্যে নানারূপ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। ফরাসীরা মজঃফরজঙ্গের শিশুপুত্রকে উপেক্ষা করিয়া নাশিরজঙ্গের ভ্রাতা সলাবৎজঙ্গ্‌কে রাজপদে অভিষিক্ত করেন। ইহার অল্প দিন পরেই আসফ্‌জাহের প্রথম পুত্র গাজীউদ্দীন্‌-নামধারী এক ব্যক্তি আসিয়া সাম্রাজ্য দখল করিতে প্রয়াসী হন। কিন্তু অকস্মাৎ তাঁহার মৃত্যু হইলে, সলাবৎজঙ্গ্‌ই একছত্রী নিজাম হইয়া, ফরাসীদিগের মন্ত্রণানুসারে রাজত্ব করিতে থাকেন। এই সময়ে দাক্ষিণাত্যে ইংরাজ ও ফরাসীদিগের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে। কিন্তু ইংরাজগৌরব ক্লাইবের সাহসিকতা ও সমরনৈপুণ্যে ফরাসীরা ব্যতিব্যস্ত হইয়া স্ব স্ব উপনিবেশরক্ষার্থ সলাবৎকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

সলাবৎ এখন ইংরাজদিগের সহিত সন্ধিস্থাপনপূর্ব্বক সন্ধির মর্ম্মানুসারে স্বরাজ্য হইতে ফরাসীদিগকে বহিষ্কৃত করিলেন। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁহার ভ্রাতা নিজাম আলী

কর্ত্তৃক সিংহাসনচ্যুত ও ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে হত হন। ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে নিজাম আলীর সহিত ইংরাজদিগের এই মর্ম্মে সন্ধি হয় যে, নিজাম আলী ইংরাজদিগকে সরকার প্রদেশ প্রদান করিবেন এবং ইংরাজেরা নিজামের আবশ্যকমত তাঁহাকে একদল সৈন্য দিয়া সাহায্য করিবেন, কিন্তু যখন সৈন্যের আবশ্যক না হইবে, তখন বার্ষিক নয় লক্ষ টাকা কর দিবেন। নিজামও তাঁহার সৈন্যদ্বারা ইংরাজদিগের সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। আরও নিজামের ভ্রাতা বসালৎজঙ্গ যতদিন সদ্ব্যবহার করিবেন, ততদিন তাঁহার অধিকৃত সরকারপ্রদেশ ইংরাজ গবর্মেণ্ট অধিকার করিতে পারিবেন না, এই স্থির হয়। এই ঘটনার অল্পদিন পরেই নিজাম আলী মহিসুরের রাজা হায়দার আলীর সহিত যোগ দেওয়ায় ও বিরুদ্ধাচরণ করায় পূর্ব্ব সন্ধি ভঙ্গ হইয়া যায়। পরে ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দের সন্ধি দ্বারা পুনরায় ইংরাজদিগের সহিত নিজাম আলী মৈত্রতা স্থাপন করেন। ঐ সন্ধির মধ্যে ইহাও লিখিত ছিল যে, ইংরাজেরা এবং কর্ণাটের তদানীন্তন নবাব, নিজামের প্রয়োজনসাধনার্থ সর্ব্বদাই দুই দল সিপাহী ও ইংরাজ-চালিত ছয়টী কামান প্রস্তুত রাখিবেন। যতদিন তাহারা নিজামের কোন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবে, ততদিন নিজাম তাহাদের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিবেন। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস্ নিজামকে এই মর্ম্মে একখানি পত্র লেখেন যে, ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দের সন্ধি অনুসারে ইংরাজ গবর্মেণ্ট নিজামের কার্য্যের জন্য যে সৈন্য প্রেরণ করিবেন, তাহাদিগকে নিজাম, ইংরাজের মিত্র রাজার বিরুদ্ধে নিয়োগ করিতে পারিবেন না। পর বৎসর হায়দারআলীর পুত্র টিপু সুলতানের সহিত যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিলে, নিজাম, পেশবা ও ইংরাজ গবর্মেণ্ট পরস্পর সন্ধি স্থাপন করেন। টিপু তাঁহার অর্দ্ধেক রাজ্য প্রদানপূর্ব্বক বিরুদ্ধাচরণ হইতে বিরত থাকিতে স্বীকৃত হন। কয়েক বৎসর পরে নিজাম, মরাঠাদিগের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত হইয়া ইংরাজদিগের সাহায্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে মরাঠাদিগের সহিত ইংরাজদিগের সন্ধি স্থাপিত হওয়ায় ইংরাজ গবর্ণর-জেনারল সারজন সোর নিজামকে সাহায্য না করায় নিজাম অগত্যা মরাঠাদিগের সহিত সন্ধি করেন। এই হেতু কিছু দিন পর্য্যন্ত ইংরাজদিগের সহিত তাঁহার মনোমালিন্য ছিল। পরে লর্ড ওয়েলেস্‌লি গবর্ণর-জেনারল হইয়া আসিলে, ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে নিজামের সহিত পুনরায় সন্ধি হয়, এই সময় স্থির হয় যে, ৬০০০ সিপাহী সৈন্য ও উপযুক্ত কামান নিজামের কার্য্যে নিয়ত নিযুক্ত থাকিবে এবং নিজাম তাহাদিগের ব্যয় জন্য ২৪১৭১০০৲ টাকা দিবেন।

তদনন্তর টিপুর মৃত্যুর সহিত শ্রীরঙ্গপত্তনের অধঃপতন হইলে, তাঁহার রাজ্য ইংরাজ ও নিজাম ভাগ করিয়া লন। নিজামের অধিকৃত এই সম্পত্তি নিজামাধিকৃত জেলা নামে অভিহিত হয়।

যাহা হউক নিজামরাজগণ ক্রমশঃ ইংরাজ গবর্মেণ্টের নিকট ঋণী হইয়া পড়িতে লাগিলেন, অবশেষে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের নূতন সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে নিজামের ব্যয়ের জন্য ইংরাজ গবর্মেণ্ট নিজ ব্যয়ে ৫০০০ পদাতিক, ২০০০ অশ্বারোহী সেনা ও ৪টী কামান রাখিয়া দেন এবং নিজাম তজ্জন্য ৫০ লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি ইংরাজ-হস্তে অর্পণ করিতে স্বীকার করেন। ইতিপূর্ব্বে নিজাম যে সৈন্য দ্বারা ইংরাজ গবর্মেণ্টের সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন, তাহা নিবারিত হইল। সিপাহী যুদ্ধের সময়, নিজাম ইংরাজগিগের বিরুদ্ধাচরণ না করায় ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজরাজ সন্তুষ্ট হইয়া পুনরায় এক সন্ধি করেন। তাহাতে নিজামকে ঐ পাঁচলক্ষ টাকা রেহাই দিয়া ইংরাজেরা বেরার রাজ্য স্বহস্তে লইলেন। বেরারের আয় ঐ সময় ৩২ লক্ষ টাকা ছিল। ইংরাজ-শাসনে উহার রাজস্ব অনেক বর্দ্ধিত হইয়াছে। অতিরিক্ত আয় নিজামকে ফেরত দেওয়া হইয়া থাকে।

বর্ত্তমান নিজাম মীর মহবুব্ আলী ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। মুসলমান রাজাদিগের মধ্যে তিনিই মানসম্ভ্রমে সকলের প্রধান বলিয়া গণ্য। এই নিজামের বর্ত্তমান ৭১টী বড় কামান, ৬৫৪টী ছোট কামান, ৫৫১ জন গোলন্দাজ, ১৪০০ অশ্বারোহী, ১২৭৭৫ পদাতিক সৈন্য এবং বহু সংখ্যক শিক্ষিত-সেনা আছে।

নিজামরাজ্যের রাজধানী হায়দরাবাদ। ইহার পরিধি ৬ মাইল। এই নগর প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত হইয়া, কলিকাতা হইতে ৯৬২ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে মুসীনদীর তীরে শোভমান। এখানে নানাজাতীয় লোকের বাস ও সকলেই সাহসী বা যুদ্ধপ্রিয়। হায়দরাবাদের চতুর্দ্দিকে নানা গিরিমালা বিদ্যমান থাকায় এই নগরের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য অতীব মনোহর। এখানে অনেক মুসলমানের বসতি আছে। এখানকার জুমা-মস্‌জিদ্ সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ, উহা মক্কার মন্দিরের অনুরূপে গঠিত এবং অত্যন্ত উচ্চ। সহরের চতুর্দ্দিকে সুন্দর সুন্দর হর্ম্ম্য ও মনোহর উদ্যানসমূহ বিদ্যমান। এখানকার কলেজ বা 'চার মিনার' অতি আশ্চর্য্য। এই বাটী, ৪টী প্রকাণ্ড খিলানের উপরে দণ্ডায়মান এবং সহরের প্রধান প্রধান ৪টী রাস্তা এইখানে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। উপরে এক একটী তল (যেমন দ্বিতল,ত্রিতল ইত্যাদি) এক একটী বিদ্যা অভ্যাসের জন্য, পূর্ব্বে উৎসর্গীকৃত হয়। এখন উহা গুদামরূপে ব্যবহৃত হইতেছে।

মুসীনদীর উত্তরাংশে ইংরাজপ্রতিনিধি বাস করেন। নিজামের ও এই প্রতিনিধির বাটীতে যাতায়াতের সুবিধার জন্ত একটী সুরম্য সেতু বর্ত্তমান রহিয়াছে। নিজামের বর্ত্তমান মন্ত্রী বার-দোয়ারিতে বাস করেন।

গোলকণ্ডার মুসলমানবংশের আদিপুরুষ সুলতান কুলীকুতব-শাহের অধস্তন পঞ্চমপুরুষ স্থানীয় কুতবশাহ মহম্মদকুলীই ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে হায়দরাবাদ নগর স্থাপন করেন। মহম্মদকুলী এই নগর স্থাপনপূর্ব্বক গোলকণ্ডা হইতে এই স্থানে রাজধানী আনয়ন করেন এবং নিজপত্নী ভাগমতীর নামানুসারে ইহাকে ভাগনগর কহিতেন। পরে উক্ত ভাগমতীর মৃত্যুর পর উহার হায়দরাবাদ (অর্থাৎ হায়দরের নগর) নাম হয়। মহম্মদকুলী প্রবল প্রতাপের সহিত ৩৪ বৎসর রাজত্ব করিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। তিনি পূর্ব্বোক্ত জুমা-মস্‌জিদ, মাদ্রাসা, নহবত ঘাটের রাজবাটী প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর, তাঁহার পুত্র সুল্‌তান আব্‌দুল্লা কুতবশাহ রাজ্যাভিষিক্ত হন। শাহজহানের রাজত্বকালে অরঙ্গজেব কর্ত্তৃক কুতবশাহ পরাজিত হন ও তাঁহার রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হয়।

১৬৭২ খৃষ্টাব্দে আবদুল্লার মৃত্যু হইলে, তাঁহার জামাতা আবুহোসেন সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার সময় অরঙ্গ-জেব কর্ত্তৃক এই রাজ্য পুনরায় লুণ্ঠিত ও অধিকৃত হয়। অরঙ্গ-জেব এই রাজ্য ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন সেনা-নায়কের উপর উহার শাসনভার সমর্পণ করেন। বহুদিবস পর্য্যন্ত হায়দরাবাদ রাজ্য এই প্রণালীতে শাসিত হইয়া আসিতে ছিল। অরঙ্গজেবের পুত্র বাহাদুর শাহ ১৭১২ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করিলে, জুল্‌-ফিকার খাঁ দাক্ষিণাত্যের রাজপ্রতি-নিধিত্বে ও দাউদ খাঁ নামক পাঠান উহার শাসনকর্ত্তৃত্বে নিয়ো-জিত হন। এই সময়ে বাহাদুর শাহের পুত্রদিগের মধ্যে সিংহাসন লইয়া বিবাদ ও যুদ্ধ ঘটে। এই যুদ্ধে বাহাদুর শাহের প্রথম পুত্র জহান্দার শাহ জয়ী হন ও সিংহাসন পান এবং দ্বিতীয় আজিম্‌-উস্‌-শান্‌ পরাজিত ও নিহত হন। জহান্দারের সহিত ১৭১২ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে আজিম্‌-উস্‌-শানের পুত্র ফরুখ্‌-শিয়ারের যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে প্রথমোক্ত ব্যক্তি নিহত হন ও শেষোক্ত ব্যক্তি রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। যাহারা, ফরুখ্‌-শিয়ারকে সাহায্য করিয়াছিল, তাহাদিগকে তিনি যথোচিত পুরস্কার ও উপাধি প্রদান করেন। এই সমস্ত সাহায্যকারিগণের মধ্যে চীন-কিলিচ খাঁ নামক একব্যক্তি নিজাম উল্‌মুল্‌ক আসফ্‌জাহ্‌ উপাধি লাভ করেন। ইতিমধ্যে জুল্‌ফিকার নিহত ও সৈয়দ হোসেন আলী দাক্ষিণাত্যের রাজপ্রতিনিধিত্বে নিযুক্ত হন। কিন্তু হোসেন আলীর ক্ষমতা দেখিয়া ফরুখ্‌শিয়ার অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়েন, এজন্ত দাউদ খাঁকে উহার নিধন জন্ত ইঙ্গিত করিয়া একখানি পত্র লিখিলেন। দাউদ খাঁ সম্রাটের ইঙ্গিতে বুর্‌হান্‌পুর নামক স্থানে অধিষ্ঠিত হইয়া আপনাকে দাক্ষিণাত্যের রাজ-প্রতিনিধি বলিয়া ঘোষণা করিলেন। হোসেন আলী এই সংবাদে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া, দাউদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। ১৭১৬ খৃষ্টাব্দে উভয় পক্ষে যে ঘোরতর যুদ্ধ হয়, তাহাতে দাউদ নিহত হইলে, হোসেন আলী ও তাঁহার ভ্রাতা সৈয়দ আব্‌দুল্লা খাঁ সম্রাট্‌ ফরুখ্‌শিয়ারের বিরুদ্ধে দিল্লী যাত্রা করিলেন। ১৭১৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭১৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দিল্লীর সম্রাট্‌কে যে কি দুর্গতি ভোগ করিতে হইয়াছিল, তাহা ভারতবর্ষের ইতিহাস-পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। ১৭১৯ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে হোসেন আলী ও আব্‌দুল্লা খাঁর হুকুম মতে ফরুখ্‌-শিয়ার নিহত হন। অনন্তর উক্ত ভ্রাতৃদ্বয় রফী-উদ্দৌলাকে সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত করেন। কিন্তু অল্প দিন মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হয় ও মহম্মদ শাহ দিল্লীর সিংহাসনে আরূঢ় হন। ইহার রাজত্বকালে আসফ্‌জাহ্‌ ১৭২২ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর উজীরত্ব গ্রহণ করেন। তৎ পরে উজীরত্ব পরিত্যাগ ও দাক্ষিণাত্যের রাজপ্রতিনিধি মুবারিজ খাঁকে পরাস্ত ও নিহত করিয়া, হায়দরাবাদে নিজাম-রাজ্য স্থাপন করেন।

নিজাম শক্ক, একজন মুসলমান জল-বাহী। পাটনানগরের নিকটে শের-শাহের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া পলাইবার সময় সম্রাট্‌ হুমায়ুন চৌসানদীতে জলমগ্ন হন। এই সময় ঐ ব্যক্তি নদী হইতে জল বহন করিতেছিল। সে সম্রাটের এই দুরবস্থা দেখিয়া তাঁহাকে নদী হইতে উঠাইয়া আনে। সম্রাট্‌ প্রাণ পাইয়া এই ব্যক্তিকে আগ্রায় লইয়া যান এবং কৃতজ্ঞতা দেখাই-বার জন্ত অর্দ্ধদিন তাহাকে আগ্রার মস্‌নদে (সিংহাসনে) বসাইয়া রাখেন। তৎপরে তাহাকে আমীর উপাধি ও বহু ধনরত্ন দান করেন।

নিজাম-শাহ, দাক্ষিণাত্যের নিজাম-শাহী রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি বাহ্মণীবংশের রাজমন্ত্রী নিজাম-উল্‌ মুল্‌ক্‌-বেহ্‌রীর জ্যেষ্ঠ পুত্র, প্রকৃত নাম আহ্মদশাহ। পিতার মৃত্যুর পর, ইনি বাহ্মণী-রাজ্যের অধীনতা পরিত্যাগ করিয়া ১৪৯০ খৃষ্টাব্দে আহ্মদনগরে স্বাধীনভাবে আপনাকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন। সেই অবধি দাক্ষিণাত্যে নিজাম-শাহীরাজগণ ১৬২৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এইখানে রাজত্ব করেন। ইনি ১৫০৮ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। [নিজাম-শাহী দেখ।]

নিজাম-শাহ বাহ্মণী, দাক্ষিণাত্যের বাহ্মণী-রাজবংশের বালক রাজা। ১৪৬১ খৃষ্টাব্দে ইহার পিতা হুমায়ুনশাহের মৃত্যু হইলে ইনি দাক্ষিণাত্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার মাতা

সুচতুরা ও বিচক্ষণা ছিলেন। তিনি অমাত্যগণকে ডাকাইয়া বলিলেন যে, আমার পুত্রের বয়স আটবৎসর মাত্র, নিতান্ত বালক বলিয়া, আমি তাহার অভিভাবকরূপে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিব এবং মন্ত্রণাগৃহে বা অপরাপর স্থলে যথায় রাজ্যসম্বন্ধীয় কোনরূপ কথাবার্ত্তা হইবে, আমার পুত্র তথায় উপস্থিত থাকিবে।

বালক নিজাম বাল্যকাল হইতেই উৎসাহী, তেজস্বী এবং তাঁহার মাতা ও অপরাপর পরামর্শদাতৃগণের নিকট বিশেষ বিনয়ী ছিলেন। তাঁহার পিতার অত্যাচারে প্রজাগণ যেরূপ উত্ত্যক্ত হইয়াছিল, তাঁহার ও তদীয় মাতার এইরূপ বিনয় ও প্রজাবৎসলতায় তাহারা সকলেই সন্তুষ্ট হইল। এই সময়ে রাজ্য-শৃঙ্খল দৃঢ় করিবার জন্য বেরারের শাসনকর্ত্তা মাহ্মুদ-গবান উজীর পদে ও তৈলঙ্গের শাসনকর্ত্তা খ্বাজা-জহান্ উকিল-উস্-সলতানৎ নিযুক্ত হন।

বালক এবং স্ত্রীলোকপরিচালিত রাজ্য ততদূর ক্ষমতাপন্ন নহে, এইরূপ বিবেচনা করিয়া উড়িষ্যা ও তৈলঙ্গের হিন্দুরাজগণ নিজামের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন এবং উভয়েই বিদর্ভের নিকট পরাস্ত হন। ইহার পরে মালবরাজ মাহ্মুদ খিল্‌জী বাহ্মনী রাজ্য আক্রমণ করিলে, পুনরায় বালক নিজাম তাঁহার সহিত বিদর্ভের নিকটে যুদ্ধ করেন। এই যুদ্ধে নিজাম পরাস্ত হইলে, রাণী পুত্র নিজামকে সঙ্গে লইয়া ভীমানদী পার হইয়া ফিরোজাবাদে উপনীত হন এবং তথা হইতে গুজরাতে দূত প্রেরণ করিয়া সাহায্য প্রার্থনা করেন। গুজরাতের শাসনকর্ত্তা মাহ্মুদ শাহের সাহায্যে মালবরাজ পরাজিত হইয়া স্বরাজ্যে পলাইয়া আশ্রয় প্রাপ্ত হন। ১৪৬২ খৃষ্টাব্দে মালবরাজ মাহ্মুদ খিল্‌জী পুনরায় দৌলতাবাদ দিয়া অগ্রসর হইয়া বাহ্মনী রাজ্য আক্রমণ করেন, এবারেও তিনি পরাজিত হইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। এই সকল যুদ্ধে বালক নিজাম স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। ১৪৬৩ খৃষ্টাব্দে বিবাহরাত্রে নিজামশাহের মৃত্যু হয়।

নিজাম-শাহী, দাক্ষিণাত্যে বাহ্মনী রাজ্য লয় প্রাপ্ত হইলে পর, তাহা হইতে পাঁচটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য গঠিত হয়। ১ আদিলশাহী, ২ কুতবশাহী, ৩ নিজামশাহী, ৪ ইমাদশাহী, এবং ৫ বারিদশাহী রাজ্য। তন্মধ্যে নিজামশাহী রাজ্য বিজয়নগরে মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী জনৈক ব্রাহ্মণ-সন্তান কর্ত্তৃক ১৪৯০ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। ইহার রাজধানী আহ্মদনগর। ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে বেরারের ইমাদশাহী রাজ্য আহ্মদনগর রাজ্যভুক্ত হয়। ১৪৯০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬১৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নিজামশাহী বংশ রাজত্ব করিয়াছিলেন। [নিজামশাহ দেখ।]

বর্ত্তমান আহ্মদনগরের প্রাচীন নাম বাগ অর্থাৎ বাগান, ঐ স্থানে আহ্মদশাহ বাহ্মনীসৈন্য সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিয়া জুন্নরে প্রত্যাগমন করেন। অনন্তর রাজকীয় ক্ষমতা গ্রহণপূর্ব্বক স্বীয় মস্তকোপরি শ্বেতবর্ণ চন্দ্রাতপ স্থাপিত করেন এবং নিজ নামে উপাসনা করিতে আদেশ করেন। ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দে আহ্মদ জুন্নর হইতে বাগে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন।

আহ্মদনগরের রাজগণ কর্ত্তৃক এই দেশ ভিন্ন ভিন্ন জেলা অথবা সরকারে বিভক্ত হয়। এক একটী জেলা আবার পরগণা, করজাৎ, সম্মৎ, মহাল ও তালুক এবং কোথাও কোথাও দেশ ও প্রান্ত নামে বিভক্ত হইয়াছে। উচ্চ পদস্থ হিন্দু কর্ম্মচারীকে রাজা, নায়ক এবং রাও উপাধি প্রদত্ত হইত এবং বহুসংখ্যক হিন্দু সৈন্যদলে নিযুক্ত হইয়াছিল।

আহ্মদনগরের দ্বিতীয় রাজা বুর্হান্ নিজাম ১৫০৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫৫৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।

হোসেন-নিজাম-শাহ (১৫৫৩-৬৫ খৃঃ অঃ) আহ্মদনগরের তৃতীয় রাজা। ১৫৬২ খৃষ্টাব্দে বিজয়নগরের রাম রাজা ও বিজাপুরের আলী আদিলশাহ তাহার অনুসরণ করিলে পর, তিনি জুন্নর পাহাড়ে আশ্রয় লন। সলাবৎ খাঁ ১৫৬৪ হইতে ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দ মধ্যে দেশের বিশেষ উন্নতি সাধন করেন।

১৫৯৪ খৃষ্টাব্দে ২য় বুর্হান্ নিজামের শিশু সন্তান বাহাদুর চাবন্দ্ গ্রামে কারারুদ্ধ হন। একবৎসর পরে, তাঁহাকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। ১৬০০ খৃষ্টাব্দে আহ্মদনগর মোগলদের হস্তগত হয়। ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে মালিক অম্বর মুর্‌তজা-নিজাম (২য়)কে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিয়া বিশেষ ক্ষমতা ও আধিপত্য প্রকাশ করেন। ১৬০৭-১৬২৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মালিক অম্বর নামে রাজা হন, পরে আহ্মদনগর রাজ্য স্বাধীনতা হারাইয়া দিল্লীশ্বরের অধীন হয়। ১৬৩১ খৃষ্টাব্দে মুর্‌তজা নিজাম কারারুদ্ধ ও নিহত হন। তাঁহার স্থানে তদীয় পুত্রকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

নিজামাবাদী, বাঙ্গালাদেশবাসী 'গৌড়কায়স্থ' জাতির একটী শাখা। দিল্লীশ্বর বল্‌বনের পুত্র নাশির-উদ্দীন্ প্রায় ৬০০ শত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশ হইতে ইহাদিগকে লইয়া গিয়া পশ্চিমাঞ্চলের আলাহাবাদ সুবার অন্তর্গত নিজামাবাদ, ভাদোই, কোলি প্রভৃতি স্থানে কানুনগোর পদে নিযুক্ত করেন। সম্ভবতঃ নিজামাবাদগ্রামে বাস হেতু এই গৌড়ীয় কায়স্থগণ নিজামাবাদী আখ্যা লাভ করিয়াছেন। ইঁহাদের প্রায় অধিকাংশই শিখসম্প্রদায় ভুক্ত হইয়াছে এবং সকলেই নানকশাহের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছে। [ভট্টনাগর দেখ।]

নিজামি-গণ্‌জাবি, একজন বিখ্যাত মুসলমান কবি। ইনি গঞ্জানামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। সাহিত্যানুরাগী বহরাম

খাঁর রাজসভায় ইনি বিদ্যমান ছিলেন। ইনি ৯৯০ খানি গ্রন্থ রচনা করেন, তন্মধ্যে ৫ খানি অত্যুৎকৃষ্ট পুস্তক 'খাম্‌সা' নামে পণ্ডিতসমাজে পরিচিত। যথা—১মথ্‌জান উল্‌-অস্‌রার,২লইলী-র মজনুন্‌, ৩ খুসরো-বসীরীন্‌, ৪ হফ্‌ত্‌-পাইকার এবং ৫ সিকন্দর-নামা (শেষোক্ত গ্রন্থখানি ১২০০ খৃষ্টাব্দে গ্রীকরাজ আলেক-সান্দরের পূর্ব্বদেশ জয় সম্বন্ধে লিখিত।) তিনি খুস্‌রো বস্‌রী ও হফ্‌ত্‌ পাইকার রচনা করিয়া সর্দ্দার কিজল্‌-অর্স্‌লানের নিকট হইতে পারিতোষিক স্বরূপ বিনা খাজনায় ১৪ খানি গ্রাম প্রাপ্ত হন। এতদ্ব্যতীত ইনি ২০০০০ শ্লোকে একখানি দিবান্‌ লিখিয়াছিলেন। ইঁহার মৃত্যু সম্বন্ধে একটু গোলমাল আছে। কাহারও মতে ১১৮০ বা ১২০০ খৃষ্টাব্দে,আবার কাহারও মতে ১২০৯ খৃষ্টাব্দে ৮৪ বৎসর বয়সে ইনি জীবলীলা সম্বরণ করেন।

নির্জ্জি (ত্রি) নিজ শুদ্ধৌ কি। শুদ্ধিযুক্ত।

নিজিমৎ (ত্রি) নিজ-মতুপ্‌ মস্য ব। শুদ্ধিমান্‌, শুদ্ধিযুক্ত।

নিজুর্‌ (স্ত্রী) হত্যা, বিনাশ।

'নিজুরো বৃকস্য' (ঋক্‌ ২।২৯।৬)

নিজিঘৃক্ষু (ত্রি) নিগ্রহীতুমিচ্ছুঃ নি-গ্রহ-সন্‌, ততঃ উ। নিগ্রহ করিতে ইচ্ছুক, পীড়ন করিতে অভিলাষী।

নিট্‌ (দেশজ) পরিষ্কার, যথার্থ, সত্য, ঠিক।

নিটন (দেশজ) নিরেট ছিদ্রশূন্য, দৃঢ়, শক্ত।

নিট্‌পিটে (দেশজ) পরিষ্কারে খুতখুতে, অলস।

নিটল (পুং) নি-টল-অচ্‌। কপাল, ভাল। (শব্দার্থকল্পতরু)

"রাজা নিটলতলে চুম্বিতনিজচরণাম্বুজৈঃ" (দশকুমার°)

নিটলাক্ষ (পুং) নিটলে ভালে অক্ষি যস্য, অচ্‌ সমাসান্তঃ। শিব, মহাদেব।

"রোষরক্তেণ নিটলাক্ষেণ দূরীকৃতচেতনে" (দশকুমার°)

নিটুট (দেশজ) সম্পূর্ণ, ত্রুটীশূন্য।

নিটোল (দেশজ) উচ্চনীচতাহীন, চৌরস, যাহার ভিতর ফাঁপা নহে।

নিঠুর (দেশজ) নিষ্ঠুর, কঠিন, নির্দ্দয়, কৃপাহীন।

নিড়ন (দেশজ) ১ তৃণোৎপাটন, ঘাস উপড়ান, ধান্যাদিক্ষেত্রপরি-ষ্কার করণ। ২ ঘাস উপড়াইবার যন্ত্র।

নিড়্‌বিড়ে (দেশজ) কার্য্যমন্দ, কুড়ে, অলস।

নিড়ান (দেশজ) তৃণোৎপাটন, ঘাস উপড়ান, ধান্যাদিক্ষেত্র বা বাগান পরিষ্কার করণ।

নিড়ানী (দেশজ) একপ্রকার অস্ত্র, এই অস্ত্রে ঘাস প্রভৃতি উৎপাটন করা হয়।

নিড়ীন (স্ত্রী) নীচৈর্ডীনং পতনমস্যাম্মিন্‌। পক্ষিদিগের গতিবিশেষ।

"নিড়ীনমথ সংডীনং তির্য্যগ্‌ডীনগতানি চ।" (ভারত ৮।৪১।২৬)

২ ধীরে ধীরে গমন। (জটাধর)

নিড়ুজুব্বি, মেরাওন্টারেল হইতে ২½ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে, গোন্দাতুব হইতে ১০ মাইল দক্ষিণ-দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। এইস্থানে চারিখানি শিলালিপি আছে, তন্মধ্যে ১ খানি বিঘ্নেশ্বর স্বামীর মন্দিরে, ১খানি চণ্ডেশ্বর স্বামীর মন্দিরে এবং অপর ২ খানি ভৈরবেশ্বর স্বামীর মন্দিরে। শেষোক্ত দুইখানির মধ্যে একখানি এত অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, অনেক চেষ্টা করিয়াও পড়িতে পারাযায় না। প্রথমখানিতে দেখা যায় যে, 'রামরাজ চিন্ন তিম্ময়াদেব মহারাজ' বিজয় নগরের সদাশিবের রাজত্বকালে কিছু দান করিয়া যান (১৪৬৭ শক ১৫৪৮ খৃষ্টাব্দ।) দ্বিতীয় শিলালিপির তারিখ ১১২৪ শক অর্থাৎ ১২০৬ খৃষ্টাব্দ। তৃতীয় খানির তারিখ ১৪৭০ সম্বৎ (১৫৪৮ খৃষ্টাব্দ) এই শিলালিপিখানি রামরাজের পুত্র চিন্ন তিম্ময়াদেব-মহারাজের দানের বিষয় প্রকাশ করিতেছে। এই শেষের দানটীও সদাশিবের রাজত্বকালে হয়।

নিণ্ডিকা (স্ত্রী) কলাইবিশেষ, চলিত তেওড়া, খেসারি। পর্য্যায়—সতীলা, তিন্টী। (শব্দচ°)

নিণ্য (ত্রি) অন্তর্হিত। (নিঘণ্টু)

"নিণ্যঃ সংনক্ষ্যে মনসা চরামি" (ঋক্‌ ১।১৬৪।৩৭)

'নিণ্যঃ অন্তর্হিতনামৈতৎ' (সায়ণ)

নিতত্নী (স্ত্রী) ওষধিভেদ।

"দেবীদেব্যামধিজাতা পৃথিব্যামস্যোষধে! তাং ত্বা নিতত্নি! কেশেভ্যঃ" (অথর্ব্ববেদ ৬।১৩৬।১)

নিতম্ব (পুং) নিভৃতং তম্যতে আকাঙ্ক্ষ্যতে কামুকৈরিতি নি-তম্ব-অচ্‌, বা নিতম্বতি পীড়য়তি নায়কচিত্তমিতি তম্ব-অচ্‌। ১ স্ত্রীকটি, স্ত্রীলোকদিগের কটিদেশের পশ্চাদ্ভাগ, চলিত পাছা। ২ স্কন্ধ। ৩ কূল, তট, তীর। ৪ পর্ব্বতের কটক, পর্ব্বতের বসতিস্থান। ৫ কটিমাত্র।

"তরুণ্যালিঙ্গিতঃ কণ্ঠে নিতম্বস্থানমাশ্রিতঃ।
গুরূণাং সন্নিধানেঽপি কঃ কূজতি মুহুর্মুহুঃ॥" (বিদগ্ধমুখম°)

নিতম্বদেশ (পুং) পশ্চাদ্দেশ, পাছা।

নিতম্বিন্‌ (ত্রি) নিতম্ব অস্ত্যর্থে ইনি। নিতম্বযুক্ত।

"মেখলাগুণপদৈর্নিতম্বিভিঃ" (রঘু)

নিতম্বিনী (স্ত্রী) অতিশয়তো নিতম্বোঽস্ত্যস্যা ইতি নিতম্ব-ইনি-ঙীপ্‌। ১ প্রশস্ত নিতম্ববিশিষ্টা। ২ স্ত্রী মাত্র।

"নিতম্বিনীমিচ্ছসি মুক্তলজ্জাং
কণ্ঠে স্বয়ং গ্রাহনিষিক্তবাহুম্‌॥" (কুমার ৩।৭)

নিতস্তু (পুং) ঋষিভেদ। (ভারত অনু° ২৬ অ°)

নিতরাম্ (অব্য) নি-তরপ্ ততঃ অমু প্রত্যয়ঃ (কিমেত্তিঙব্যয়েতি। পা ৫।৪।১১) সর্ব্বদা, অনবরত, অধিকন্তু, বিশেষরূপে।

"সুতরাং তুদন্তি চেতো নিতরাং বিবাদিনাম্।" (ঋতুস° ২।৪)

নিতল (ক্লী) নিতরাং তলো অধো ভাগো যস্মিন্। সপ্তপাতালের অন্তর্গত পাতালবিশেষ।

"সুতলং বিতলঞ্চৈব নিতলঞ্চ গভস্তিমৎ।" (বিষ্ণুপু°)

নিতাই, আসামপ্রদেশের গারো-পাহাড় জেলার একটী ক্ষুদ্র নদী। তুরাগিরি হইতে উৎপন্ন হইয়া দক্ষিণাভিমুখে নানা স্থানে প্রবাহিত হইয়া ময়মনসিংহজেলার কাক নদীতে আসিয়া মিলিত হইয়াছে।

নিতান্ত (ক্লী) নিতাম্যতীতি তম কর্ত্তরি ক্ত, ততো দীর্ঘঃ (অনুনাসিকস্তেতি। পা ৬।৪।১৫) ১ অতিশয়, অত্যন্ত। ২ একান্ত। (ত্রি) ৩ তদ্যুক্ত।

"কেনাভ্যসূয়াপদকাঙ্ক্ষিণা তে
নিতান্তদীর্ঘৈর্জনিতা-তপোভিঃ॥" (কুমার ৩।৪)।

নিতিনিতি (দেশজ) সর্ব্বদা, নিত্য, নিয়ত, প্রত্যহ।

নিত্য (ত্রি) নিয়মেন ভবং নি-ত্যপ্। (অব্যয়াৎ ত্যপ্। পা ৪।২।১০৪)। ১ সতত, অহরহঃ। পর্য্যায়—অনারত, অশ্রান্ত, সন্তত, অবিরত, অনিশ, অনবরত, অজস্র, প্রসক্ত, আসক্ত, অলব্ধ। (জটাধর) ২ প্রতিদিন ক্রিয়মাণ বিধিবোধিত কর্ম্ম, শাস্ত্রানুযায়ী যে সকল কর্ম্ম প্রতিদিন করিতে হয়, যাহার অনুষ্ঠান না করিলে প্রত্যবায় হয়, নিত্যকর্ম্ম। ৩ অবিচ্ছিন্ন পরম্পরাক, যাহার পরম্পরা বিচ্ছিন্ন হয় না, যেমন বর্ণ, বর্ণ সকল নিত্য, বর্ণের নিত্যত্ব যদি স্বীকার করা না যায়, তাহা হইলে ইহাদের একত্রাবস্থান সম্ভবে না। একটী বর্ণ উচ্চারিত হইল, তৎক্ষণাৎ তাহার ধ্বংস হইল, ইহাতে কোন একটী শব্দই হয় না, কিন্তু বর্ণ নিত্য ইহা স্বীকার করিলে কোন বর্ণ বিচ্ছিন্ন হয় না, পরে বর্ণসমূহ একত্র হইয়া শব্দার্থের কোন ব্যাঘাত হয় না। ৪ উৎপত্তি, বিনাশরহিত। ৫ শাশ্বত কালত্রয়স্থিত বস্তু। ৬ সমুদ্র। (রাজনি°)। যাহার কোনকালে কোনরূপ পরিণাম হয় না, তাহাই নিত্য, সচ্চিদানন্দ অদ্বয় ব্রহ্মই একমাত্র নিত্য, তদ্ব্যতীত এই সকল পরিদৃশ্যমান জগৎ অনিত্য। "ব্রহ্মৈব নিত্যং বস্তু ততোঽন্যদখিলমনিত্যম্" (বেদান্তসা°)। ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোন বস্তুই নিত্য নহে। ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের মতে পরমাণু নিত্যপদার্থ। বেদান্তদর্শনে এইমত খণ্ডিত হইয়াছে।

সাবয়ব দ্রব্যের অবয়ব সকল বিভক্ত করিতে করিতে যেখানে বিভাগের শেষ হইবে, যাহাকে আর ভাগ করা যাইবে না, তাহাই পরমাণু। এই পরমাণু নিত্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সকল সাবয়ব। ইহার উৎপত্তি ও লয় আছে। পরমাণুরাশিই ভৌতিক পদার্থ সকলের উৎপাদক। নৈয়ায়িকদিগের এই মত নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক, কারণ পরমাণু সকল হয় প্রবৃত্তিস্বভাব না হয় নিবৃত্তিস্বভাব কিংবা উভয়স্বভাব অথবা অনুভয়স্বভাব, এই চারি প্রকারের মধ্যে এক প্রকার স্বভাববিশিষ্ট, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু এই চারি প্রকারের কোন প্রকারই প্রমাণসাধ্য নহে। প্রবৃত্তিস্বভাব (সৃষ্টিকার্য্যে উন্মুখ) হইলে প্রলয় হইতে পারে না। নিবৃত্তিস্বভাব হইলে সৃষ্টি হইতে পারে না। একাধারে প্রবৃত্তি নিবৃত্তি উভয়স্বভাব থাকিতেই পারে না। নিঃস্বভাব হইলে নৈমিত্তিক প্রবৃত্তি নিবৃত্তি ঘটিতে পারে সত্য, কিন্তু তন্মতের নিমিত্তসকল (কাল, অদৃষ্ট, ঈশ্বরেচ্ছা) নিত্য ও নিয়ত সন্নিহিত। সুতরাং ইহাতেও নিত্য প্রবৃত্তির ও নিত্যনিবৃত্তির আপত্তি হইতে পারে।

পরমাণুতে রূপাদি আছে, ইহা স্বীকার করাতেই পরমাণুতে অণুত্ব ও নিত্যত্ব এ দুইএর বৈপরীত্য পাওয়া যাইতেছে। বৈশেষিকদিগের মতানুযায়ী পরমাণু পরমকারণাপেক্ষা স্থূল ও অনিত্য ইহাই উপলব্ধি হয়, কিন্তু ইহা উঁহাদের মত নহে।

রূপাদি থাকিলে, তাহাতে যে স্থূলত্ব ও অনিত্যত্ব থাকে, ইহা সকল স্থলেই দেখা যায়। যত কিছু রূপাদিবিশিষ্ট বস্তু সমস্তই স্বকারণাপেক্ষা স্থূল ও অনিত্য। বস্ত্র যেমন সূত্র অপেক্ষা স্থূল ও অনিত্য, সূত্র আবার অংশু অপেক্ষা স্থূল ও অনিত্য। অংশু ও অংশুতর অংশুতম অপেক্ষা স্থূল ও অনিত্য। বৈশেষিকদিগের পরমাণুও রূপাদি বিশিষ্ট। পরমাণু সকল রূপাদিমান্, সেই জন্য তাহার কারণ (মূল) আছে, অতএব পরমাণু সেই কারণাপেক্ষা স্থূল ও অনিত্য ইহা সহজেই অনুমিত হয়। বৈশেষিকের মতে কারণপরিশূন্য ভাবপদার্থ নিত্য। বৈশেষিকদিগের এ নিত্যত্বের লক্ষণ অণুতে অসম্ভব। যে হেতু অণুরও কারণ থাকা অনুমান দ্বারা সিদ্ধ হয়। ইহাদের মতে নিত্যত্বের অন্য কারণ লিখিত হইয়াছে। তাহা এই—অনিত্য কি? অনিত্য বিশেষ-প্রতিষেধের অভাব। বিশেষ শব্দের অর্থ জন্যবস্তু, যে সকল বস্তু উৎপন্ন হয় তাহাই বিশেষ পদবাচ্য। এই বিশেষ পদার্থের অভাব। যাহা যাহা জন্য নহে, তাহাতেই অনিত্য শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, সেই ব্যবহারই পরমাণুর নিত্যতার অন্যতম কারণ, অর্থাৎ অনিত্য শব্দ দ্বারাই নিত্যতা সিদ্ধ হয়। বৈশেষিকদিগের মতে, এই যে নিত্যত্বসাধক কারণ, একারণেও অসংশয়িতরূপে পরমাণুর নিত্যতা সাধিত হয় না। কেন না, এই মতে 'অনিত্য' শব্দটী সপ্রতিযোগী অর্থাৎ সাপেক্ষ। যদি কোথাও নিত্যের প্রসিদ্ধি থাকে, তবেই তদপেক্ষা বা তৎপ্রতিযোগিতায় অনিত্য শব্দের ব্যবহার হইতে পারে। যদি নিত্য বলিয়া প্রসিদ্ধ এমন কোন বস্তু না থাকে, তাহা হইলে অনিত্য

এইরূপ সমাস বা যোগশব্দ সঙ্গতই হয় না। সুতরাং বুঝিতে হইবে একটী সর্ব্বপ্রসিদ্ধসর্ব্বকারণ, পরম ও প্রসিদ্ধ নিত্য আছে।

সেই নিত্য পদার্থই পরমাণুরও কারণ, তাহার অপর নাম ব্রহ্ম। পরমাণু ও সেই পরমকারণ ব্রহ্ম অপেক্ষা স্থূল ও অনিত্য। (বেদান্তদ° ২ অ°)।

একমাত্র পরব্রহ্মই নিত্য, তিনিই সকলের কারণ, তাঁহা হইতেই এই জগৎ উৎপত্তি হইতেছে, তাঁহাতে স্থিতি করিতেছে এবং পরে তাঁহাতেই লীন হইবে।

সাংখ্য মতে পুরুষ নিত্য, প্রকৃতি নিত্য। বেদান্তদর্শনে এই প্রকৃতিবাদও নিরাকৃত হইয়াছে। [বেদান্ত দেখ।]

নিত্যকর্ম্মন্ (ক্লী) নিত্যং কর্ম্ম। বিহিত কার্য্যভেদ। যে সকল কার্য্য বিহিত হইয়াছে, এবং যে সকল ক্রিয়ার অনুষ্ঠান না করিলে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়, তাহার নাম নিত্যকর্ম্ম, যেমন সন্ধ্যা, ইহা শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে, যদি এই কার্য্যের অনুষ্ঠান না করা যায়, তাহা হইলে প্রত্যবায় (পাপ) ভাগী হইতে হয়। "নিত্যং নৈমিত্তিকঞ্চৈব নিত্যনৈমিত্তিকস্তথা।

গৃহস্থস্য ত্রিধা কর্ম্ম তন্নিশাময় পুত্রক॥

পঞ্চযজ্ঞাশ্রিতং নিত্যং যদেতৎ কথিতং তব।

নৈমিত্তিকং তথা চান্যৎ পুত্রজন্মক্রিয়াদিকম্॥"

(শ্রাদ্ধতত্ত্বধৃত মার্কণ্ডেয়পু°)

গৃহস্থদিগের তিন প্রকার কর্ম্ম—নিত্য, নৈমিত্তিক ও নিত্য-নৈমিত্তিক। পঞ্চযজ্ঞাদি কার্য্য নিত্য, পুত্রজন্মপ্রভৃতি জাত নৈমিত্তিক, পর্ব্ব শ্রাদ্ধাদি নিত্য-নৈমিত্তিক। পঞ্চযজ্ঞ প্রভৃতি কার্য্য সকল গৃহস্থের নিত্যকর্ম্ম, নৈমিত্তিক এবং কাম্য কর্ম্ম ভিন্ন যে সকল কার্য্যের বিষয় শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে, সেই সকল কর্ম্ম নিত্য। এই নিত্য কর্ম্ম প্রত্যেক ব্যক্তিরই অবশ্য কর্ত্তব্য। সমর্থ ব্যক্তি যদি নিত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করে, তাহা হইলে পতিত হয়, এক পক্ষ নিত্য কর্ম্ম ত্যাগ করিলে প্রায়শ্চিত্তার্হ হয়। এক বৎসর নিত্যকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছে, এইরূপ লোকের মুখাবলোকন করিতে নাই। দৈবাৎ দর্শনে সূর্য্যদর্শন এবং স্পর্শ করিলে স্নান করিতে হয়।

"নিত্যানাং কর্ম্মণাং বিপ্র তস্য হানিরহর্নিশম্।

অকুর্ব্বন্ বিহিতং কর্ম্ম শক্তঃ পতত্তি তদ্দিনে॥

প্রায়শ্চিত্তেন মহতা শুদ্ধিমাপ্নোত্যনাপদি।

পক্ষাং নিত্যক্রিয়াহানেঃ কর্ত্তা মৈত্রেয় মানবঃ॥

সংবৎসরং ক্রিয়াহানির্যস্য পুংসোহভিজায়তে।

তস্যাবলোকনাৎ সূর্য্যো নিরীক্ষ্যঃ সাধুভিঃ সদা॥

স্পৃষ্টে স্নানং সচেলস্য শুদ্ধিহেতুর্মহামুনে॥" (বিষ্ণুপু°৩।১৮অ°)

এই সকল দিনে নিত্যকর্ম্ম করিতে নাই। ইহার বিষয় কালিকাপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে, জানুর ঊর্দ্ধদেশে ক্ষত হইলে নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে নাই, জানুর অধোদেশে রক্তস্রাব হইলে নৈমিত্তিক কর্ম্ম নিষিদ্ধ। ক্ষৌরকর্ম্ম বা মৈথুনে ধূমোদ্গার অর্থাৎ চোঁয়াঢেকুর উঠিলে বা বমন হইলে নিত্যকর্ম্ম করিবে না। কোন দ্রব্য ভোজন করিয়া অজীর্ণ হইলে অথবা কোন বস্তু ভোজন করিয়া নিত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে নাই। জননাশৌচ বা মরণাশৌচ হইলে নিত্যকর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে। ফল মূলাদি যাহা ঔষধের জন্য কল্পিত হয়, তাহা ভোজন করিয়া নিত্যকর্ম্ম করা যাইতে পারে। কিন্তু ঔষধ ভিন্ন ফলাদি বা জলপান করিয়া নিত্যকর্ম্ম করিবে না। জলৌকা, গূঢ়পাদ, কৃমি- এবং গণ্ডূপদাদি জীবকে ইচ্ছাপূর্ব্বক হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিলে নিত্য কর্ম্মের অধিকার থাকে না। গুরুনিন্দা করিলে বা স্বহস্তে ব্রাহ্মণকে প্রহার করিলে বা রেতঃপাত হইলে নিত্য কর্ম্মানুষ্ঠান বিধেয় নহে। (কালিকাপু° ৫৫ অ°)।

নিত্যকর্ম্ম সকলের যদি অক্ষমতাহেতু অঙ্গহানি হয়, তাহা হইলেও ফল নিষ্পত্তি হয়, অর্থাৎ কার্য্যসিদ্ধি হয়, তদ্বৈলক্ষণ্য ফলের অভাব হয় এই মাত্র।

"নিত্যকর্ম্মণি অশক্যাঙ্গবৈগুণ্যেঽপি ফলনিষ্পত্তির্ভবতীতি"

(কাত্যা° শ্রৌত° ১।২।৪ ৮)

বিধিপূর্ব্বক নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, নিত্য যে সকল পাতক হয়, তাহা নিরাকৃত হয়, গৃহস্থ সকল প্রতিদিন যে পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, এই পঞ্চযজ্ঞ দ্বারা পঞ্চসূনাকৃত পাপ নিরাকৃত হয়। এই জন্য প্রত্যেকরই নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করা আবশ্যক।

বেদোক্ত নিত্যকর্ম্মের অকরণে এবং স্নাতক ব্রতের লোপকরণে অহোরাত্র উপবাসরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

"বেদোদিতানাং নিত্যানাং কর্ম্মণাং সমতিক্রমে।

স্নাতকব্রতলোপে চ প্রায়শ্চিত্তমভোজনম্॥" (মনু ১১।২০৪)

প্রতিদিন যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করা যায়, তাহাকে নিত্যকর্ম্ম বা প্রাত্যহিক কর্ম্ম বলা যায়। নিত্যকর্ম্মে কি কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করা উচিত, তাহা আহ্নিকতত্ত্বে বিস্তৃতরূপে লিখিত হইয়াছে। প্রাতঃকাল হইতে পুনরায় প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত যে যে কার্য্য অনুষ্ঠেয়, তাহাই লিখিত হইয়াছে বলিয়া, উহা আহ্নিকতত্ত্ব বলিয়া অভিহিত।

অতি সংক্ষিপ্তভাবে ইহার একটু আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। প্রথমে প্রাতঃকৃত্যের অনুষ্ঠান আবশ্যক।

"ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে বুধ্যেত স্মরেদ্দেবান্ দ্বিজানৃষীন্।" (আহ্নিকতত্ত্ব)

ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে জাগরিত হইয়া দেবতা দ্বিজ ও ঋষিদিগকে

স্মরণ করিতে হয়। রাত্রির পশ্চিম যাম অর্থাৎ শেষ চারি দণ্ডকে ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত কহে। এই সময় জাগ্রত হইয়া সকল চিন্তা আসিবার পূর্ব্বে সুস্থচিত্তে প্রধান প্রধান দেবগণ ঋষিগণ এবং অন্য যাহারা প্রাতঃস্মরণীয় আছেন তাঁহাদিগকে স্মরণ করা কর্ত্তব্য। তাঁহাদের স্মরণে চিত্তপ্রসন্ন ও প্রশান্ত হয়।

"ব্রহ্মা মুরারিস্ত্রিপুরান্তকারী ভানুঃ শশী ভূমিসুতো বুধশ্চ।
গুরুশ্চ শুক্রঃ শনিরাহুকেতুঃ কুর্ব্বন্তু সর্ব্বে মম সুপ্রভাতম্॥"
(আহ্নিকতত্ত্ব)

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, রবি, শশী, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতু সকলে আমার সুপ্রভাত করুন।

[বিশেষ বিবরণ প্রাতঃকৃত্য দেখ।]

শয্যা হইতে উত্থান করিয়া বিণ্মূত্রোৎসর্গ, শৌচ, আচমন ও দন্তধাবন করিয়া প্রাতঃস্নান বিধেয়। প্রাতঃস্নান সমাপন করিয়া প্রাতঃসন্ধ্যা ও যাঁহারা সাগ্নিক তাঁহারা হোম করিবেন। এই সকল কার্য্য প্রথম যামার্দ্ধকৃত্য জানিতে হইবে।

তৎপরে দ্বিতীয় যামার্দ্ধকৃত্য। দ্বিতীয় যামার্দ্ধে বেদাভ্যাস করিতে হইবে। তাহার পর সমিধ্, কুশ ও পুষ্পাদি আহরণ বিধেয়। তৃতীয় যামার্দ্ধে পোষ্যবর্গের অর্থসাধনে মনোনিবেশ আবশ্যক। মাতা, পিতা, গুরু, আত্মীয় স্বজন, দীনপ্রজা সকল, অভ্যাগত, অতিথি ও অগ্নি প্রভৃতি পোষ্যবর্গ মধ্যে গণনীয়। এই তৃতীয় যামার্দ্ধে ইহাদের পরিপালনের উপায় করিতে হইবে।

চতুর্থ যামার্দ্ধে স্নান, তর্পণ, সন্ধ্যোপাসনা, ব্রহ্মযজ্ঞ ও দেবপূজা বিধেয়।

পঞ্চম যামার্দ্ধে বৈশ্বদেবাদি সমাপন করিয়া অর্থাৎ দেবতা, পিতৃ ও মনুষ্য এবং কীটাদি সকলকে অন্নাদি বিভাগ করিয়া দিয়া ভোজন করিতে হইবে।

ষষ্ঠ ও সপ্তম যামার্দ্ধে ইতিহাস ও পুরাণাদি আলোচনা করিয়া অতিবাহিত করিতে হইবে অর্থাৎ সদালোচনায় এই সময় অতিবাহিত করা আবশ্যক।

অষ্টম যামার্দ্ধে লোকযাত্রার নিমিত্ত যে সকল কার্য্য আবশ্যক তাহা করিতে হইবে, তাহার পর সায়ংসন্ধ্যা। সায়ংসন্ধ্যাবসানে রাত্রিকৃত্য করিতে হইবে। এক প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত দিবাভাগে ভ্রমপ্রমাদবশতঃ যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করা হয় নাই, সেই সকল কার্য্য করিতে হইবে।

"পূর্ব্বাহ্ণবিহিতং কর্ম্ম ন কৃতং যৎ প্রমাদতঃ।
রাত্রেস্তু প্রহরং যাবৎ কর্ত্তব্যং তদ্যথোক্তবৎ॥
দিবোদিতাদি কর্ম্মাণি প্রমাদাদকৃতানি চ।
শর্ব্বর্য্যাঃ প্রথমে যামে তানি কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

তৎপরে যথাবিধি ভোজনাদি শেষ করিয়া শয়ন করিবে। শয়ন ও দারোপগমনবিধিও লিখিত আছে। (আহ্নিকতত্ত্ব)

এই সকলের বিশেষ বিবরণ তত্তদ্ শব্দে দ্রষ্টব্য।

আজকাল এই সকল শাস্ত্রবিধান আর বড় কেহ মানে না। পূর্ব্বকালে হিন্দুমাত্রেই উক্ত নিয়মে চলিতেন।

নিত্যক্ষৌর (স্ত্রী) নিত্যং কালাকালভাবতো রাগপ্রাপ্তত্বাৎ সদাতনং ক্ষৌরম্। বৈধেতরক্ষৌর, অবৈধ কেশাদি ছেদন। যে সকল দিনে ও সময়ে ক্ষৌরকার্য্য নিষিদ্ধ হইয়াছে, সেই সকল দিনে ক্ষৌরকার্য্য করিলে নিত্যক্ষৌর বলা যায়।

"চূড়োদিতে তিথাবৃক্ষে বুধেন্দ্বোর্দ্দিবসে নয়ঃ।
নিত্যক্ষৌরং প্রকুর্ব্বীত জন্মমাসে ন তু কচিৎ॥"
(জ্যোতিঃসাগরসার)

জন্মমাসে কথনই ক্ষৌরকার্য্য করিতে নাই। ক্ষৌরকার্য্যে ভাদ্র, পৌষ, চৈত্র ও জন্মমাস নিষিদ্ধ। বুধ ও সোমবার ব্যতীত অন্যবার নিন্দনীয়। নন্দা, রিক্তা, পূর্ণিমা, অমাবস্যা ও অষ্টমী ব্যতীত অন্য তিথি ক্ষৌরকার্য্যে বিহিত। রেবতী, অশ্বিনী, পুষ্যা জ্যেষ্ঠা, শ্রবণা, স্বাতী, হস্তা, মৃগশিরা, শতভিষা, পুনর্ব্বসু ও চিত্রানক্ষত্র ক্ষৌরকার্য্যে প্রশস্ত। ক্ষৌরকার্য্যে বিশেষ এই যে, রাজা ব্রাহ্মণের আদেশে, বিবাহে, মৃতসূতিকাশৌচে বন্ধমোক্ষে, যজ্ঞকর্ম্মে ও পরীক্ষাকার্য্যে নিষিদ্ধ দিনেও ক্ষৌরকার্য্য করিতে পারেন এবং বিষ্ণুর নাম, আনর্ত্তপুর, বা পাটলীপুত্র, পুরী, অহিচ্ছত্রানগরী এবং দিতি ও অদিতিকে স্মরণ করিয়া ক্ষৌরকার্য্য করা যাইতে পারে। (জ্যোতিত°)

নিত্যগতি (পুং) নিত্যং গতির্যস্য। সদাগতি, বায়ু।
"যথা বায়ুর্নিত্যগতির্জ্জলদান্ শতশোহহরে।" (ভারত ৭।৪৫।২৯)

নিত্যতা (স্ত্রী) নিত্যস্য ভাবঃ নিত্য-তল্ টাপ্। নিত্যত্ব, নিত্যের ধর্ম্ম, নিত্যের ভাব।

নিত্যদা (অব্য) নিত্য-দাচ্। সর্ব্বদা, সকল সময়।
"পুণ্যং মধুবনং তত্র সান্নিধ্যং নিত্যদা হরেঃ।" (ভাগ° ৪।৮।৪২)

নিত্যদান (ক্লী) নিত্যং দৈনন্দিনং দানং। প্রতিদিন কর্ত্তব্য দান, প্রত্যহ যে সকল দান করা যায়।

"নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং ত্রিবিধং দানমিষ্যতে।
অহন্যহনি যৎ কিঞ্চিদ্দীয়তেঽনুপকারিণে।
অনুদ্দিশ্য ফলং তৎ স্যাদ্ব্রাহ্মণায় তু নিত্যকম্॥" (গরুড়পু°)

নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য এই তিন প্রকার দান। তাহার মধ্যে প্রতিদিন কোন উপকারের প্রত্যাশা না করিয়া ব্রাহ্মণকে যে দান করা যায় তাহাকে নিত্যদান কহে। এই দান অতি প্রশস্ত, নিষ্কামভাবে প্রতিদিন দান করাই নিত্যদান।

নিত্যনর্ত্ত (পুং) মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।৪৯)

নিত্যনাথ সিদ্ধ, একজন গ্রন্থকার। ইহার পিতার নাম মন্মথ-গুপ্ত। ইহার লিখিত কএকখানি গ্রন্থ পাওয়া যায়—১ রস-রত্নসমুচ্চয়, ২ ইন্দ্রজালতন্ত্র, ৩ কামরত্ন, ৪ তন্ত্রকোষ, ৫ মন্ত্রাবলী, মন্ত্রসার, ৭ রসরত্নাকর, ৮ সিদ্ধখণ্ড, ৯ সিদ্ধসিদ্ধান্ত-পদ্ধতি। কোথাও কোথাও ইনি নিত্যানন্দ বা মেঘনাথ সিদ্ধ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন।

নিত্যনৈমিত্তিক (ক্লী) নিত্যঞ্চ তন্নৈমিত্তিকঞ্চেতি। নিত্যত্ব-নৈমিত্তিকত্বকর্ম্মভেদযুক্ত।

"নিত্যং নৈমিত্তিকং জ্ঞেয়ং পর্ব্বশ্রাদ্ধাদিপণ্ডিতৈঃ।" (শ্রাদ্ধত°)

পর্ব্বশ্রাদ্ধাদি কার্য্য নিত্যনৈমিত্তিক পদবাচ্য, যেহেতু এই কার্য্যে নিত্যত্ব ও নৈমিত্তিকত্ব উভয়ই আছে। শ্রাদ্ধ অবশ্য কর্ত্তব্য, এই জন্য নিত্য, পর্ব্বাদি নিমিত্ত জন্য করিতে হয় বলিয়া নৈমিত্তিক, এই কারণে পর্ব্বশ্রাদ্ধাদিকে নিত্যনৈমিত্তিক বলে। প্রায়শ্চিত্তাদি কর্ম্মও নিত্যনৈমিত্তিক বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। প্রায়শ্চিত্ত সকলেরই কর্ত্তব্য, এজন্য ইহা নিত্য, পাপীদিগের পাপক্ষয় নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠান অবশ্য বিধেয়, এই কারণে ইহাকে নৈমিত্তিকও বলা যায়, অতএব এই প্রায়শ্চিত্তাদি কর্ম্মে নিত্যত্ব ও নৈমিত্তিকত্ব আছে বলিয়া ইহাকে নিত্য-নৈমিত্তিক কহে।

"প্রায়শ্চিত্তস্য নিত্যত্বেনাঙ্গবৈকল্যেঽপি ফলসিদ্ধিঃ।
তথা চ প্রায়শ্চিত্তস্য নৈমিত্তিকত্বং নিত্যত্বঞ্চ মিতাক্ষরাকৃদাহ।"
(প্রায়শ্চিত্ত°)

নিত্যপরিবৃত (পুং) একজন বৌদ্ধাচার্য্য।

নিত্যপূজা-যন্ত্র (ক্লী) একপ্রকার কবচপূর্ণ মাদুলি।

নিত্যপ্রলয় (পুং) নিত্যঃ প্রাত্যহিকঃ প্রলয়ঃ কর্ম্মধা°। প্রলয়বিশেষ। প্রলয় চারিপ্রকার—নিত্য, প্রাকৃত, নৈমি-ত্তিক ও আত্যন্তিক। ইহার মধ্যে সুষুপ্তিকে নিত্যপ্রলয় বলা যায়; যখন সুষুপ্তি হয় তখন কোন বিষয়ের জ্ঞান থাকে না। প্রলয়কালে যেমন কার্য্যের বোধ হয় না, সেইরূপ এই সুষুপ্তি সময়ও কোন কার্য্যের জ্ঞান থাকে না, এই জন্য প্রলয় কহে, এই প্রলয় প্রতিদিন হয়, এজন্য ইহাকে নিত্যপ্রলয় কহে। সুষুপ্তিকালে ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রভৃতি সকল কারণ-রূপে অবস্থিতি করে। সুষুপ্তির অবসানে পুনরায় তাহাদের কার্য্য হয়। "স চ চতুর্ব্বিধঃ নিত্যঃ প্রাকৃতো নৈমিত্তিক আত্য-ন্তিকশ্চেতি। তত্র নিত্যপ্রলয়ঃ সুষুপ্তিঃ তস্যাঃ সকলকার্য্য-প্রলয়রূপত্বাৎ ধর্ম্মাধর্ম্মপূর্ব্বসংস্কারাণাঞ্চ তদা কারণাত্মনা-বস্থানং।" (বেদান্ত পরিভাষা) অগ্নিপুরাণের মতে—

প্রতিদিন যে প্রাণিগণের লয় অর্থাৎ নাশ হইতেছে, তাহাকে নিত্য প্রলয় কহে। (অগ্নিপু° ৩৭৭অ°) [বিশেষ বিবরণ প্রলয় দেখ]

নিত্যভাব (পুং) নিত্যের ভাব, অনন্ত।

নিত্যময় (ত্রি) নিত্য-ময়ট্। নিত্যস্বরূপ। অনন্ত।

নিত্যমুক্ত (পুং) নিত্যং মুক্তং। সকল সময়ে সকলকালে বন্ধ-শূন্য পরমাত্মা। যাহার কখন বন্ধ হয় নাই বা হইতে পারে না।

"অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্যমুক্তস্বভাববান্॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

নিত্যযজ্ঞ (পুং) নিত্যানুষ্ঠেয়ঃ যজ্ঞঃ। প্রতিদিন অনুষ্ঠীয়মান অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ। নিত্যযজ্ঞানুষ্ঠানে কোনরূপ ফললাভের আকাঙ্ক্ষা নাই। এই যজ্ঞ সাগ্নিক ব্রাহ্মণদিগের প্রতিদিন করিতে হয়।

নিত্যযুক্ত (ত্রি) সর্ব্বদা কার্য্যে নিযুক্ত।

নিত্যযৌবন (ত্রি) নিত্যং যৌবনং যস্য। ১ স্থিরযৌবন। টাপ্। (স্ত্রী) দ্রৌপদী। (হেম ৩।৩৭৪)

নিত্যবৎসা (স্ত্রী) ১ সামভেদ। (পুং) ২ নিত্যবৎসযুক্ত।

নিত্যবর্ষ, রাষ্ট্রকূটবংশীয় একজন রাজা। (রাষ্ট্রকূট দ্রষ্টব্য।) জগত্তুঙ্গ দুই সংসার করেন, প্রথম পত্নী লক্ষ্মীর গর্ভে নিত্য-বর্ষের জন্ম হয়।

নিত্যবর্ষ, ২য় নিত্যবর্ষ "কোটীগ বা খোটীগ' নামে অভিহিত। ২য় অমোঘবর্ষের দুই পুত্র। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম নিত্যবর্ষ অথবা কোটীগ বা খোটীগ এবং কনিষ্ঠের নাম কৃষ্ণ ৪র্থ বা কন্নর। কোটীগ কোন অপত্য রাখিয়া যান নাই।

[রাষ্ট্রকূটরাজবংশ দেখ।]

নিত্যবিত্রস্ত (পুং) ১ চিত্তভীত। (ক্লী) ২ হরিণ।

নিত্যবৈকুণ্ঠ (পুং) নিত্যঃ সনাতনো বৈকুণ্ঠঃ। বিষ্ণুর স্থানবিশেষ।

"ঊর্দ্ধং নভসি সংবিষ্টো নিত্যবৈকুণ্ঠ এব চ।
আত্মাকাশসমো নিত্যো বিস্তৃতশ্চন্দ্রবিম্ববৎ॥
ঈশ্বরেচ্ছাসমুদ্ভূতো নির্লক্ষ্যশ্চ নিরাশ্রয়ঃ।
আকাশবৎ সুবিস্তারশ্চানূন্যরত্ননির্ম্মিতঃ॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত প্রকৃতিখ° ১৫ অ°)

আকাশমণ্ডলের সর্ব্বোর্দ্ধদেশে আকাশবৎ অতি বিস্তৃত নিত্য-বৈকুণ্ঠ নামে স্থান আছে, ইহাই ভগবান্ নারায়ণের স্থান, এইখানে নারায়ণ চতুর্ভুজরূপে বনমালাভূষিত হইয়া লক্ষ্মী, সরস্বতী, গঙ্গা ও তুলসীর সহিত অবস্থান করিতেছেন। নন্দ, সুনন্দ, ও কুমুদ প্রভৃতি পার্শ্বচর এইখানে সর্ব্বদা অবস্থিত আছে।
(ব্রহ্মবৈ° প্রকৃতিখ° ১৫ অ°)

নিত্যশস্ (অব্য) নিত্য শস্ প্রত্যয়ঃ। প্রতিনিয়ত, সর্ব্বদা, সকল সময়।

নিত্যসত্ত্বস্থ (ত্রি) নিত্যং অচলং যৎ সত্ত্বং তত্র তিষ্ঠতি স্থা-ক। নিত্য ধৈর্য্যাবলম্বী। সত্ত্বগুণাবলম্বী, যখন রজঃ ও তমোগুণ সব

কর্ত্তৃক অভিভূত হয়, তখন নিত্যসত্ত্বাবস্থা বলা যায়, সেই অবস্থায় যাহারা অবস্থিত থাকে, তাহাকে নিত্যসত্ত্বস্থ কহে।

"নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগঃ ক্ষেম আত্মবান্" (গীতা)

নিত্যসম (পুং) গৌতমসূত্রোক্ত জাত্যুত্তরভেদ। [জাতি দেখ।]

নিত্যসমাস (পুং) সমাসভেদ, সমস্যমান যাবৎ পদরহিত বিগ্রহ বাক্যসূচিত সমাসবিশেষ। "কুপ্রাদয়োনিত্যং"

এই সূত্রানুসারে 'কু'শব্দ ও প্রাদি শব্দের সহিত যে স্থলে সমাস হইবে, তথায় নিত্য সমাস হইবে।

নিত্যস্তোত্র (ত্রি) ১ সর্ব্বদা প্রশংসিত। ২ সর্ব্বদা পঠনীয় স্তোত্র।

নিত্যহোম (পুং) নিত্যং প্রত্যহং কর্ত্তব্যো হোমঃ। দ্বিজদিগের প্রতিদিন কর্ত্তব্য হোম, সাগ্নিক ব্রাহ্মণগণ প্রত্যহ যে হোমবিধির অনুষ্ঠান করেন, তাহাকে নিত্যহোম কহে। যতদিন জীবন থাকিবে, ততদিন হোম করিতে হইবে।

"যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহোতি" (শ্রুতি)

নিত্যা (স্ত্রী) নিত্য-টাপ্। ১ দেবীর শক্তিভেদ, পার্ব্বতী।

"রৌদ্রায়ৈ নমো নিত্যায়ৈ গৌর্য্যৈ ধাত্র্যৈ নমোনমঃ।"(মার্ক°পু°৮৪।৮)

ইহার মন্ত্রাদি তন্ত্রসারে লিখিত আছে, এই স্থলে কেবল ধ্যান প্রদত্ত হইল।

ধ্যান—"অর্দ্ধেন্দুমৌলিমরুণামমরাভিবন্দ্যা
মম্ভোজপাশসৃণিপূর্ণকপালহস্তাম্।
রক্তাঙ্গরাগরসনাভরণাং ত্রিনেত্রাং
ধ্যায়েচ্ছিবস্য বনিতাং মদবিহ্বলাঙ্গীম্॥" (তন্ত্রসার)

২ মনসাদেবী। (শব্দচ°)

নিত্যানধ্যায় (পুং) নিত্যং সর্ব্বথা যথাতথা অনধ্যায়ঃ অধ্যয়নাভাবঃ। সর্ব্বদা বর্জ্জনীয় বেদপাঠকালাদি, অনধ্যায়কাল, যে সকল দিনে বেদপাঠ করিতে নাই।

"ইমান্নিত্যমনধ্যায়মধীয়ানো বিবর্জ্জয়েৎ।
অধ্যাপনঞ্চ কুর্ব্বাণঃ শিষ্যাণাং বিধিপূর্ব্বকম্॥"(মনু ৪।১০১)

অধ্যয়নশীল শিষ্য এবং বেদাধ্যাপক গুরু নিত্য অনধ্যায়গুলি সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবেন। নিত্য অনধ্যায়সমূহের বিষয় লিখিত হইতেছে—

বর্ষাকালে রাত্রিকালে বায়ুর অতিশয় প্রবহন শব্দ শুনিতে পাইলে কিংবা দিবাভাগে বায়ু কর্ত্তৃক ধূলসমূহ উত্থিত হইতেছে দেখিতে পাইলে, অথবা বিদ্যুৎগর্জ্জনসমেত বর্ষা হইলে বা ইতস্ততঃ উল্কাপাত হইলে সেই অবধি পরদিন সেই সময় পর্য্যন্ত অনধ্যায়কাল। বর্ষার সময় সন্ধ্যাকালে হোমাগ্নি প্রজ্বলিত করিবার সময় ঐরূপ বিদ্যুৎ প্রভৃতি যুগপদ্ উপস্থিত হইলে অনধ্যায় জানিতে হইবে। (মনু ৪ অ°)

[ইহার বিশেষ বিবরণ অনধ্যায় দেখ।]

নিত্যানন্দ (পুং) সদানন্দ, যাহার সর্ব্বদা আনন্দ বর্ত্তমান।

নিত্যানন্দ, প্রভু, রাঢ়দেশে কালনা হইতে ২ ক্রোশ দক্ষিণে প্রাচীন একচাকা গ্রামে নিত্যানন্দ জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম হাড়াই পণ্ডিত ও মাতার নাম পদ্মাবতী। ইঁহার আদি নাম কুবের। এই কুবেরই নিত্যানন্দ নামে সুপরিচিত। অদ্বৈত প্রকাশের মতে—

"তেরশত পাচনব্বই শকে * মাঘ মাসে।
শুক্লা ত্রয়োদশীতে রামের পরকাশে॥" (অদ্বৈত ৪র্থ অ°)

চৈতন্যসম্প্রদায়ী বৈষ্ণবেরা বলেন, নিত্যানন্দ বলরামের অবতার। চৈতন্যভাগবতকার বলেন,—

"মাঘমাসে শুক্লপক্ষ ত্রয়োদশী শুভ দিনে।
পদ্মাবতী গর্ভে একচাকা নামে গ্রামে॥
হাড়াই পণ্ডিত নামে শুদ্ধ বিপ্ররাজ।
মূলে পিতামাতা তানে করি পিতা ব্যাজ॥
কৃপাসিন্ধু ভক্তি দাতা প্রভু বলরাম।
অবতীর্ণ হৈলা ধরি নিত্যানন্দ নাম॥"

নিত্যানন্দ শশিকলার ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। নিত্যানন্দের অদ্ভুত বাল্যখেলার বিবরণ চৈতন্যভাগবতে আছে. সে অপূর্ব্ব খেলার আভাস এই খানে দিলাম।

"কোন শিশু সাজায়েন পুতনার রূপে।
কেহ স্তন পান করে উঠি তার বুকে॥
কোন দিন শিশু সঙ্গে নল খড়ি দিয়া।
শকট গাড়িয়া তাহা ফেলেন ভাঙ্গিয়া॥
কোন দিন শিশু সঙ্গে তালবনে যাইয়া।
শিশুসঙ্গে তাল খায় ধেনুকে মারিয়া॥"
"কোন দিন নিত্যানন্দ সেতুবন্ধ করে।
বানরের রূপ সব শিশুগণে ধরে॥
ভেরেণ্ডার গাছ কাটি ফেলায়েন জলে।
শিশুগণ মেলি জয় রঘুনাথ বলে॥" ইত্যাদি। চৈতন্যভা°)

ফলকথা, নিতাই ভগবানের লীলানুরূপ খেলা খেলিতেন। প্রবীণলোক এই বালকের খেলা দেখিয়া বিস্মিত হইত, বালক কার কাছে, এ খেলা শিক্ষা করে? স্বয়ং হাড়াইপণ্ডিত পর্য্যন্ত ভাবিয়া বিস্মিত হইতেন। আবার যখন যে খেলা খেলিতেন, নিতাই তখন সেই ভাবে আবিষ্ট হইয়া যাইতেন, এমন কি, সেই আদর্শ ও তাহাতে তখন ভেদ থাকিত না।

যে দিন লক্ষ্মণের শক্তিশেল খেলা হয়, সেদিন ভারি বিপদ্ ঘটে। নিতাই ভেরেণ্ডাবৃক্ষরূপ শেলের আঘাতে মূর্চ্ছিত। সে মূর্চ্ছা খেলার মূর্চ্ছা নহে, ভাবের মূর্চ্ছা, যথার্থই মূর্চ্ছা।

* মতান্তরে ১৩৯৮ শকে জন্ম হয়।

নিতাইর মূর্চ্ছা দর্শনে কি করিতে হইবে, বালকগণ তাহা ভুলিয়া গেল। ক্রমে বালকগণের ছুটাছুটিতে কথা জানাজানি হইল, প্রবীণ ব্যক্তিগণ আসিলেন। নিতাইর মা বাপ পাগলের ন্যায় ক্রীড়াস্থানে উপস্থিত হইলেন, কতশত চেষ্টা করা গেল, কত ঔষধ প্রয়োগ করা গেল, নিতাইর মূর্চ্ছা আর ভাঙ্গে না। ঘোর কান্নাকাটি পড়িয়া গেল।

কোন একব্যক্তি, তখন একটী শিশুকে ডাকিয়া আনিয়া অন্তর দিয়া পূর্ব্বাপর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। সে বালক বলিতে লাগিল। বলিতে বলিতে নিতাইর শিক্ষা তাহার স্মরণ হইল। সে আনন্দে বলিয়া উঠিল, এখনই নিতাইকে জীয়াইব। তখন সেই শিশু হনুমান্ হইয়া গন্ধমাদন আনিতে চলিল। খেলার গন্ধমাদন আনীত হইল, তখন অন্য এক শিশু (পূর্ব্ব শিক্ষানুসারে) বৈদ্যরূপ ধারণ করিয়া ঔষধ আনিয়া নিত্যানন্দের নাসারন্ধ্রে ধরিল। আর বহু চেষ্টায় যে মূর্চ্ছা ভাঙ্গে নাই, সামান্য খেলায় নিতাইর সে মূর্চ্ছা ভাঙ্গিয়া গেল।

নিত্যানন্দ গ্রামের নয়নস্বরূপ। গ্রামবাসিগণ তাঁহাকে না দেখিলে চতুর্দ্দিক্ শূন্য দেখিত। পিতামাতার কথা আর কি বলিব?

"তিলমাত্র নিত্যানন্দে না দেখিলে মাতা।
যুগপ্রায় হেন বাসে ততোধিক পিতা॥
তিলমাত্র নিত্যানন্দ পুত্রেরে ছাড়িয়া।
কোথাও হাড়াই ওঝা না যায় চলিয়া॥
কিবা কৃষিকার্য্যে কিবা যজমানঘরে।
কিবা ঘাটে কিবা বাটে যত কর্ম্ম করে॥
পাছে যদি নিত্যানন্দ চন্দ্র চলি যায়।
তিলার্দ্ধে শতেক বার উলটিয়া চায়॥" (চৈ° ভা°)

কুবের বা নিত্যানন্দের খেলা যেমন অপরূপ, বিদ্যাশিক্ষাও তদ্রূপ অদ্ভুত। এরূপ প্রতিভা কেহ কোন কালে দেখে নাই, এরূপ প্রতিভা, এরূপ শক্তি মানুষের হইতে পারে, লোকের জ্ঞান ছিল না। দর্শনমাত্রই সর্ব্বশাস্ত্র নিতাইয়ের আয়ত্ত হইয়া যাইত। সুতরাং ভক্তিরত্নাকর বলেন—

"অল্প দিবসেই কৈল বিদ্যা উপার্জ্জন।
ব্যাকরণ আদি শাস্ত্রে হৈলা বিচক্ষণ॥"

নিতাইর বয়স যেমন, তাহা হইতে আরও অধিক বয়স্ক বলিয়া তাঁহাকে বোধ হইত। বার বৎসরের বালককে ষোলবৎসরের ন্যায় দেখাইত। সেই বয়সেই নিতাইর বিবাহের কথা উঠিল। অনেকেই স্ব স্ব কন্যা নিতাইকে অর্পণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। নিতাই-জননী পদ্মাবতী আনন্দে আটখানা হইয়া গেলেন। ভক্তিরত্নাকরে লিখিত আছে—

"নিতাই বয়স হৈল দ্বাদশবৎসর।
ষোড়শবর্ষের প্রায় দেখিতে সুন্দর॥
বন্ধুজনে জানাইয়া হাড়াই পণ্ডিত।
পুত্রের বিবাহ দিতে হৈল উৎকণ্ঠিত॥
একচক্রাবাসী যত ব্রাহ্মণ সজ্জন।
বিবাহপ্রসঙ্গে হর্ষ হৈলা সর্ব্বজন॥"

কিন্তু এই আনন্দ অচিরেই নিরানন্দে পরিণত হইল। তখন ১৪১০ শতাব্দ। অগ্রহায়ণ মাসের শেষে একটী উদাসীন, অতি তেজস্বর আকৃতি হাড়াই পণ্ডিতের গৃহে অতিথি হইলেন। এই অতিথি একচক্রার সর্ব্বস্বধন হরণ করিয়া লইয়া গেলেন। বিদায়কালে অতিথি হাড়াই পণ্ডিতের কাছে নিতাইকে ভিক্ষা চাহিলেন। হাড়াই অম্লানবদনে অতিথিকে পুত্র দিলেন, অতিথি বিমুখ করিলেন না। পুত্রকে ভিক্ষা? সে পুত্র আবার প্রাণ হইতে প্রিয়তর—সে পুত্রকে তিলমাত্র চক্ষুর অন্তরাল করা যায় না, তাঁহাকে পিতা হইয়া বিলাইলেন, এ ধারণা বর্ত্তমানকালের লোকের না হইতে পারে, কিন্তু হাড়াই প্রাণাধিক পুত্রকে যথার্থই বিলাইলেন। তিনি এ ধর্ম্মসঙ্কটে যে বিপথগামী না হন, এই জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

"ধর্ম্মসঙ্কটে কৃষ্ণ রক্ষা কর মোরে।" (ভ° র°)

পদ্মাবতীকে একথা বলা হইল। যেমন পতি, তেমন পত্নী। তিনি বলিলেন—

"তোমার যে কথা প্রভু সেই কথা মোর।" (ভ° র°)

এইরূপ পিতামাতা না হইলে নিতাইর ন্যায় পুত্র জন্মেন না।

পিতামাতার হৃদয়পিণ্ড ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, আর কত সহিবেন। যে মুহূর্ত্তেই নিতাই গৃহের বাহির হইলেন, পদ্মাবতী ও হাড়াই সেই মুহূর্ত্তেই, যথায় ছিলেন, সেখানে মূর্চ্ছিত হইলেন। যথা ভক্তিরত্নাকরে—

"নিত্যানন্দ লইয়া ন্যাসী চলিল ত্বরিতে।
মূর্চ্ছিত হইয়া হাড়াই পড়িল ভূমিতে॥
প্রাণহীন প্রায় ভূমে পড়ে পদ্মাবতী।
হৈল যে দোঁহার দশা কহি কি শকতি॥
কি নারী পুরুষ যত এ একচক্রার।
একথা শ্রবণমাত্র হৈল মৃতপ্রায়॥"

এই যে পদ্মাবতী ও হাড়াই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, তাঁহাদের পূর্ণ জ্ঞান—সহজ জ্ঞান আর ফিরিয়া আসিল না। তাঁহারা যত দিন ছিলেন, অর্দ্ধ উন্মাদবৎই ছিলেন। নিতাই তাঁহাদের ধ্যানধারণা হইয়াছিল, নিতাইর চিন্তায় তাঁহারা প্রকৃতই ডুবিয়াছিলেন। ভাবের আবেগে তাঁহারা তখন প্রতিক্ষণে

নিতাইর দেখা পাইতেন, নিতাইকে খাওয়াইতেন দাওয়াইতেন, আদর করিতেন। ভাবের আবেশে আবার কখন কখন বা পুত্রকে হারাইয়া হা-হুতাস করিতেন। ভাবে ভাবে এইরূপ রঙ্গ হইত। বস্তুতঃ ইহাতেই তাঁহারা বাঁচিয়া থাকিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহাদের বিরহব্যথা অনেক পরিমাণে দূরীভূত হইয়াছিল। ভক্তিরত্নাকর বলেন—

"কোথা নিত্যানন্দ বলি ধূলায় লোটায়।
কি কহিতে কিবা কহে পাগলের প্রায়॥
ক্ষণে কহে নিত্যানন্দ হৈল অনেকক্ষণ।
আইস কোলে করি মোর যুড়াউক জীবন॥
ক্ষণে কহে মোর আগে চলহ হাঁটিয়া।
পাকিয়াছে ধান্ত মাঠে চল দেখি গিয়া॥
ক্ষণে কহে চল বাপ হাটে শীঘ্র যাই।
যে ইচ্ছা তোমাব তাহা কিনিব তথাই॥" ইত্যাদি।

যাহা হউক, নিত্যানন্দ আর গৃহে ফিরিলেন না। তিনি যথা-রীতি সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিলেন। নিত্যানন্দের গুরুর নাম লক্ষ্মীপতি। নিত্যানন্দ ২০ বৎসর পর্য্যন্ত নানাতীর্থে ভ্রমণ করেন।

শ্রীমহাপ্রভুর গুরু ঈশ্বরপুরী ঐ সময় বৃন্দাবনে ছিলেন, তিনি দেখিলেন, একটী তরুণ সন্ন্যাসী পাগলের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করিয়া ফিরিতেছেন। ঈশ্বরপুরী তাঁহার ভাব বুঝিলেন, বুঝিয়া বলিলেন, "ঠাকুর! এখানে কি দেখিতেছ, তোমার কানাই নবদ্বীপে শচীর ঘরে জন্ম নিয়াছেন, যাও তথায়, তিনি তোমারই অপেক্ষা করিতেছেন।" নিতাই শুনিয়াই নবদ্বীপ অভিমুখে ধাবিত হইলেন।

অদ্বৈত-প্রকাশে লিখিত আছে, নন্দনআচার্য্যের ঘরে মহাপ্রভু গিয়া নিত্যানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করেন। সে মিলন-দৃশ্য অতি চমৎকার।

"গৌরসূর্য্যের ছটা পড়ি নিত্যানন্দ চাঁদে।
শুদ্ধ প্রেমামৃতজ্যোৎস্নায় ব্যাপে অবিচ্ছেদে॥
ভক্তদ্বারে ভাগবতের শ্লোক পড়াইলা।
শুনি নিত্যানন্দ প্রেমে মূর্চ্ছিত হইলা॥
চেতন পাইয়া প্রভু করয়ে ক্রন্দন।
কভু নাচে কভু হাসে উনমত্ত সম॥
কভু কৃষ্ণ পাইনু বুলি ছাড়য়ে হুঙ্কার।
কভু অবিশ্রান্ত নেত্রে বহে অশ্রুধার॥" (অদ্বৈতপ্র°)

এইরূপে ১৪৩০ শকে মহাপ্রভুর সহিত তাঁহার সম্মিলন হয়। সাগরে যখন নদী মিলিত হয়, সে নদী যতই কেন বড় হউক না, তখন তাহার আর স্বতন্ত্রতা থাকে না, নিতাইরও অতঃপর আর স্বতন্ত্রতা রহিল না। "নিমাই নিতাই দুই ভাই, একে অন্যে ভেদ নাই" উভয়ের কার্য্য, উভয়ের ব্যবহার এক, উভয়ে আর ভেদ রহিল না। নিতাইর স্বতন্ত্রতা একবারেই ছিল না। [চৈতন্য-চন্দ্র শব্দ দেখ।]

শ্রীমহাপ্রভু স্বয়ং সন্ন্যাসী, তাঁহার প্রধান প্রধান পার্ষদগণের প্রায় অধিকাংশই সন্ন্যাসী। ইহাতে এই ফল হইল যে, লোকের গার্হস্থ্য আশ্রমের উপর বিরাগ জন্মিল। দলে দলে অনধিকারী লোক সন্ন্যাসী হইতে লাগিল। এ স্রোত ফিরাইতে হইবে। মহাপ্রভু দেখিলেন, নিতাই ব্যতীত আর উপায় নাই। তাঁহার প্রায় সমকক্ষ ব্যতীত অপরের উদাহরণে লোক মুগ্ধ হইবে না। তাই প্রভু নীলাচলে নিতাইর দুটী হাত ধরিয়া বলিলেন, "ভাই! জীবের উদ্ধারের জন্য তোমার অবতার। জীবের হিতের জন্য তুমি বিবাহ কর। লোকে দেখুক যে, বিবাহ করিলেই যে ধর্ম্ম হয় না, তাহা নহে।" যদিও এই কার্য্যটী নিতান্ত অনভিপ্রেত, নিতাই তবু প্রভুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিলেন। যথাসময়ে নিতাই গৌড়ে আগমন করিলেন।

অদ্বৈতপ্রকাশে লিখিত আছে—নিতাইচাঁদ তাঁহার কৃপাপাত্র উদ্ধারণদত্ত সহ বেড়াইতে বেড়াইতে অম্বিকায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মনোমোহনরূপ যে দেখে, সেই মোহিত হইতে লাগিল। ঘটনাক্রমে এখানে সূর্য্যদাস পণ্ডিতের সহিত নিত্যানন্দের সাক্ষাৎ হইল। সূর্য্যদাস তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে উদ্ধারণ উত্তর করে,—

"... ... ... ইহো ব্রাহ্মণ উত্তম।
রাঢ়ীয়শ্রেণী সর্ব্বশাস্ত্রে অতি শ্রেষ্ঠতম॥
ন্যায়চূড়ামণি ইহার শাস্ত্রের আখ্যাতি।
নিত্যানন্দ নাম প্রেমানন্দপুরে স্থিতি॥" (অ° প্র°)

সূর্য্যদাস অতি যত্নে তাঁহাকে আলয়ে লইয়া গেলেন। তাঁহার পত্নী এই অবধূতের অসামান্যরূপদর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে কন্যাদান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু সূর্য্যদাস লোক-লজ্জায় বিশেষতঃ আত্মীয় স্বজনের অসম্মতি দেখিয়া অজ্ঞাত-কুলশীলকে কন্যাদান করিতে পারিলেন না।

নিত্যানন্দ তথা হইতে বিদায় হইয়া উদ্ধারণের সহিত গঙ্গাতীরে আসিয়া বাস করিলেন। ঘটনাক্রমে একদিন সূর্য্যদাস তাঁহার কন্যা বসুধার মৃতদেহ লইয়া সৎকার উদ্দেশে গঙ্গাতীরে আসিলেন। অবধূত মৃতদেহ দর্শন করিয়া সূর্য্যদাসকে জানাইলেন—

"এই কন্যায় যদি মুঞি জীয়াইতে পারি।
তবে মোরে কন্যা দিবে কহ সত্য করি॥
শুনিয়া পণ্ডিত কহে আর বন্ধুগণ।
জীয়াইলে কন্যা দিব করিলাম পণ॥

তাহা শুনি নিত্যানন্দ আনন্দিত মনে।
মৃত-সঞ্জীবন নাম দিলা তার কাণে।
হরিনামামৃত পিয়া বসুধা উঠিলা।
অলৌকিক কার্য্যে সভে বিস্ময় মানিলা।" (অদ্বৈতপ্র°)

সূর্য্যদাস কন্যাকে ঘরে আনিলেন, শুভ দিন দেখিয়া মহা সমারোহে আপন কন্যার সহিত নিতানন্দের বিবাহ দিলেন।

"বসুধা দেবীকে প্রভু বিবাহ করিলা।
যৌতুক ছলে জাহ্নবারে আত্মসাথ কৈলা॥" (অ° প্র°)

এইরূপে চির উদাসীন অবধূত গৃহী হইলেন। তথা হইতে নিতাই পত্নী সহ খড়দহে আসিয়া বাস করিলেন। এখানে তিনি শ্যামসুন্দরের সেবা প্রকাশ করেন। বসুধার গর্ভে বীরভদ্র জন্ম গ্রহণ করেন; ইঁহার সন্তান হইতেই কুলীনগণের বীরভদ্রী থাক ও ইঁহারই বংশে খড়দহের গোস্বামিগণের উৎপত্তি হইয়াছে। [বীরভদ্র দেখ]

বাঘনাপাড়ায় নিত্যানন্দবংশীয় যে গোস্বামিগণ আছেন, তাঁহারা জাহ্নবাদেবীর পোষ্য রামাই-প্রভুর সন্তান বলিয়া গণ্য; কিন্তু জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে রামভদ্র জাহ্নবার পুত্র বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

"সূর্য্যদাসনন্দিনী শ্রীবসু জাহ্নবী।
পাণিগ্রহণ করিলা স্বচ্ছন্দ কৌতুকী॥
বসুগর্ভে প্রকাশ গোসাঞি বীরভদ্র।
জাহ্নবীনন্দন রামভদ্র মহামল্ল॥" (চৈতন্যম°)

নিত্যানন্দের প্রধান পাট খড়দহ।

শ্রীনিত্যানন্দের অপার লীলার বিস্তারিত বিবরণ এখানে দেওয়া অসম্ভব। [চৈতন্যচন্দ্র শব্দে ইহার অপরাপর অনেক কথা বর্ণিত হইয়াছে।] নিতাইচাঁদ ১৪৫৮ শকে দেহত্যাগ করেন। বৃন্দাবনদাসের নিত্যানন্দবংশমালাগ্রন্থে তাহা এই রূপে বর্ণিত হইয়াছে—

"চৈতন্যবিচ্ছেদে প্রভুর সদাই বিলাপ।
কদাচিৎ বাহ্য হৈলে চৈতন্য আলাপ॥
কায়মনোবাক্যে সদা চৈতন্য ধিয়ায়।
উচ্চৈঃস্বর করি চৈতন্যের গুণ গায়॥
নিরন্তর খড়দহের অভ্যন্তরে স্থিতি।
শ্যামসুন্দরেরে কভু দেখে গৌরমূর্ত্তি॥"
"কে বুঝিতে পারে নিত্যানন্দের প্রভাব।
মন্দিরে প্রবেশ করি কৈলা তিরোভাব॥"

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ 'নিত্যানন্দো বল সাক্ষাৎ' ইত্যাদি সুরতরু-তন্ত্রের বচনে এবং অনুকূলসংহিতা ও পদ্মপুরাণাদির প্রাচীন প্রমাণে নিত্যানন্দ প্রভুকে বলদেবের অবতার বলিয়া প্রকাশ করেন।

গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় কথিত আছে—

"অংশাংশেন বিভেদেন বূহ আস্তঃ শচীসুতঃ।
বলদেব বিশ্বরূপো বূহঃ সঙ্কর্ষণোমতঃ।
নিত্যানন্দাবধূতশ্চ প্রকাশেন স উচ্যতে॥"

নিত্যানন্দভক্ত বৈষ্ণবগণ নিত্যানন্দের এই স্তবটী পাঠ করিয়া থাকেন—

"শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রেম-গঠিত শ্রীকলেবরম্।
শ্রীগৌরাঙ্গপ্রেমপদ্মমধুপানপরায়ণম্॥
শ্রীগৌরাঙ্গাভিন্নদেহমবধূতং মহাপ্রভুম্।
মহারাসরসামোদং রাসোল্লাসকলাধনম্॥
চৈতন্যাগ্রজরূপেণ শ্রীচৈতন্যপরাৎপরম্।
যস্য লীলা-বিনোদেন কৃতার্থীকৃতভূতলম্॥
নিত্যানন্দস্বরূপং হি নিত্যানন্দসুবিগ্রহম্।
শ্রীনিত্যানন্দনামানং শ্রীনিত্যানন্দধামকম্॥
অদ্বৈতদ্বয়মানন্দমচ্যুতানন্দনন্দকম্।
পীনবক্ষঃকম্বুকণ্ঠবিশালাক্ষসমুজ্জ্বলম্॥
কোটীকন্দর্প-দর্পঘ্নং দিব্যগন্ধসমাযুতম্।
নীলপটাম্বরধরং কটিকৌপীনভূষণম্॥
লৌহদণ্ডসমাযুক্তাজানুলম্বিতবাহুকম্॥
কোটিজ্যোৎস্নাকরজয়প্রহাসি মুখমণ্ডলম্॥
মহানটনরেস্রস্রুক জাহ্নবীমুখষট্পদম্।
তাম্বূলমুখপূর্ণেন্দুং জাহ্নবাজীবনং গুরুম্।
প্রেমপ্রদং দয়ালুং শ্রীনিত্যানন্দং প্রভুং স্মরেৎ॥"

আবার যাঁহারা নিত্যানন্দের পূজা করেন, তাঁহারা নিত্যানন্দের ধ্যান ও গায়ত্রী পাঠ করেন। ধ্যান যথা—

"ঈষাদারক্তস্বর্ণাভং নানালঙ্কারভূষিতং।
হারিণং মালিনং দিব্যোপবীতং প্রেমবর্ষিণম্॥
আঘূর্ণিতলোচনঞ্চ নীলাম্বরধরং প্রভুম্।
প্রেমাদং পরমানন্দং নিত্যানন্দং স্মরাম্যহং॥" পরে—
"শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভবে নমঃ।"

এই মন্ত্রে যথারীতি পাদ্যার্ঘ্য দেন। পরে—

"ওঁ ক্লীং নিত্যানন্দায় বিদ্মহে অবধৌতায় ধীমহি তন্নো রাম প্রচোদয়াৎ।" এই গায়ত্রী ও "ওঁ ক্লীং নিত্যানন্দায় স্বাহা।" এই মন্ত্র পাঠ করেন।

নিত্যানন্দ, এই নামে অনেকগুলি কবি ও শাস্ত্রকারের নাম পাওয়া যায়। নিম্নে তাঁহাদের নাম প্রদত্ত হইল।

১ বাল্মীকির শিষ্য এবং জাতকবর্ণপদ্ধতিপ্রণেতা।

২ ইঁহার অপর নাম নারায়ণভট্ট। ইনি শ্রীনিবাস বিদ্যানন্দের শিষ্য ও তারাকল্পলতা প্রণেতা।

৩ পুরুষোত্তমাশ্রমের শিষ্য। ইঁহার উপাধি আশ্রম, ইনি ব্রহ্মসূত্রবৃত্তিন্যায়সংগ্রহ, মিতাক্ষরা (ছান্দোগ্যোপনিষট্টীকা), মিতাক্ষরা (বৃহদারণ্যকটীকা), শিক্ষাপত্রী ও সৎকর্ম্মব্যাখ্যান-চিন্তামণি প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

৪ দেবদত্তের পুত্র। ইনি ইষ্টকালশোধন ও নিষেকবিচার-সিদ্ধান্তরাজ রচনা করেন। ৫ অদ্বৈততত্ত্বদীপপ্রণেতা।

৬ ক্রমদীপিকা, তন্ত্রলেশ, সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতি ও সুন্দরীপূজা-তন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা।

নিত্যানন্দ ঘোষ, একজন বাঙ্গালী কবি। প্রায় তিনশতবর্ষের অধিক হইল, ইনি বাঙ্গালাভাষায় অষ্টাদশপর্ব্ব মহাভারত প্রকাশ করেন।

নিত্যানন্দ দাস, একজন প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি। ইনি পদকর্ত্তা বলরাম দাস নামে খ্যাত। ইনি শ্রীখণ্ডনিবাসী আত্মারামদাসের পুত্র, বৈদ্যবংশসম্ভূত। ইঁহার মাতার নাম সৌদামিনী। ইনি পিতামাতার একমাত্র সন্তান। পদকল্পতরু প্রভৃতি সংগ্রহ পুস্তকে আত্মারাম দাসকৃত কএকটী পদাবলী পাওয়া যায়। পদকল্পতরুর কবি বন্দনায় পদকর্ত্তা বলরামদাসকে 'কবিনৃপ-বংশজ' (কবিরাজ) বলা হইয়াছে। নরোত্তমবিলাস প্রভৃতি গ্রন্থে, ইনি বলরাম কবিরাজ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন এবং বৈষ্ণববন্দনায় ইনি 'সংগীতকারক' ও 'নিত্যানন্দ-শাখাভুক্ত' বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছেন। ইনি প্রেমবিলাস নামে একখানি কাব্য রচনা করেন। গ্রন্থখানি ২০ অধ্যায়ে সমাপ্ত। ইহাতে শ্রীনিবাস ও শ্যামানন্দের কথাই প্রধানতঃ বর্ণিত হইয়াছে। প্রায় ৩৫০ বৎসর অতীত হইল নিত্যানন্দদাস প্রেমবিলাস রচনা করেন। ইহার রচনা জটিল।

নিত্যানন্দনাথ, রত্নাকরপদ্ধতিতন্ত্রপ্রণেতা।

নিত্যানন্দমনোভিরাম, একজন গ্রন্থকার। ইনি শৈব ছিলেন, বচনার্থ নামে ইঁহার কৃত একখানি গ্রন্থ পাওয়া যায়।

নিত্যানন্দরস, (পুং) ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—হিঙ্গু-লোত্থ-পারদ অর্থাৎ হিঙ্গুল দ্বারা শোধিত পারদ, গন্ধক, তাম্র, কাংস্য, বঙ্গ, হরিতাল, তুঁতে, শঙ্খভস্ম, কড়িভস্ম, ত্রিকটু, ত্রিফলা, লৌহ, বিড়ঙ্গ, পঞ্চলবণ, চৈ, পিপুলমূল, হবুষা, বচ, শঠী, আকনাদি, দেবদারু, এলাচি, বিদ্ধড়ক, তেউড়ী, চিতামূল, দন্তীমূল এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে হরীতকীর কাথে মর্দ্দন করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিতে হইবে, বটিকার পরিমাণ দশ রতি। অনুপান শীতল জল। প্রাতঃকালে ইহা সেবনীয়। এই ঔষধ সেবন করিলে কফবাতোত্থ কি রক্ত-মাংসাশ্রিত শ্লীপদ রোগ আশু প্রশমিত হয়। ইহা শ্লীপদাধিকারের একটী উত্তম ঔষধ এবং অর্ব্বুদ, গণ্ডমালা, বাতরক্ত, কফবাতোদ্ভবরোগ, অন্ত্রবৃদ্ধি, বাতকফ, গুদরোগ, কৃমি প্রভৃতি রোগে উপকারী। শ্লীপদরোগে ইহার পর আর কোন ঔষধ নাই। ইহাতে অগ্নিবৃদ্ধি হয়। শ্রীমান্ গহননাথ জগতের হিতের জন্য এই ঔষধ প্রকাশ করেন। (ভৈষজ্যর° শ্লীপদাধি°)

নিত্যানন্দ শর্ম্মা, ইনি উপাসনা-তত্ত্ব নামে একখানি ভক্তিগ্রন্থ রচনা করেন।

নিত্যানন্দানুচর, অপরোক্ষানুভূতিটীকাপ্রণেতা।

নিত্যানন্দাশ্রম (পুং) একজন টীকাকার। [নিত্যানন্দ দেখ।]

নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক (পুং) নিত্যঞ্চ অনিত্যঞ্চ নিত্যানিত্যে তে চ তে বস্তুনী নিত্যানিত্যবস্তুনী, তয়োর্বিবেকঃ। নিত্যানিত্য-বস্তুর বিবেক, বেদান্ত মতে—ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার লাভ করিতে হইলে, নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক আবশ্যক, এই বস্তু নিত্য, এই বস্তু অনিত্য, ইহার সম্যক্ বিবেক বা জ্ঞান নিত্যানিত্যবস্তু-বিবেক। ব্রহ্মই একমাত্র নিত্যবস্তু, ব্রহ্ম ভিন্ন যাহা কিছু দেখা যায়, তাহা সকলিই অনিত্য—এই প্রকার জ্ঞানের নাম নিত্যা-নিত্যবস্তুবিবেক জ্ঞান।

"ব্রহ্মং সত্যং জগন্মিথ্যেত্যেবং রূপো বিনিশ্চয়ঃ।
সোঽয়ং নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ সমুদাহৃতঃ॥"

(শব্দার্থচিন্তামণি-ধৃত বাক্য)

নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকজ্ঞানই মুমুক্ষুদিগের প্রধান সোপান। যেমন লোকসমূহের মরুমরীচিকায় জলভ্রান্তি হইয়া থাকে, সেইরূপ অবিদ্যাধিষ্ঠিতজীবের ব্রহ্মে দৃশ্য-ভ্রান্তি হয়। এই দৃশ্যপ্রপঞ্চ মিথ্যা, ব্রহ্মই সত্য, মুমুক্ষুদিগের প্রথমে এই জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে হয়। এই জ্ঞান যখন দৃঢ় হয়, তখন নিত্যানিত্যবস্তু-বিবেক হইয়াছে জানিতে হইবে। এই নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক লাভ করিতে হইলে শম, দম, উপরতি ও তিতিক্ষা এই সাধন-চতুষ্টয়সম্পন্ন হইতে হইবে। এই সকল সাধন দ্বারা চিত্ত নির্ম্মল হইলে 'আমি' এই জ্ঞান ও তাহার আলম্বন দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন সমস্তই ভ্রান্তিমাত্র, অন্য কিছু নহে। সুতরাং আমি-জ্ঞান ও আমি-জ্ঞানের আলম্বন সমস্তই রজ্জুতে সর্পবোধের ন্যায় মিথ্যা, ব্রহ্মে যখন এই জ্ঞান অবিচাল্য হয়, তখন আপনা হইতেই 'অহং' জ্ঞানটী ইন্দ্রিয়, মন এ সকলকে ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মে গিয়া অবগাহন করিতে থাকে।

অহংজ্ঞান ব্রহ্মাবগাহী হইলেই তত্ত্বজ্ঞান হয়। জ্ঞান হইলেই মুক্তি। অতএব নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকই তত্ত্বজ্ঞানের প্রধান সাধন বলিতে হইবে।

প্রথমে যাহাতে নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক হয়, তাহার চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। (বেদান্তসার)

নিত্যানিত্যসংযোগবিরোধ (পুং) নিত্যস্য অনিত্যস্য একত্র

সংযোগে সম্বন্ধে বিরোধঃ। নিত্য ও অনিত্য বস্তুর একত্রাবস্থানরূপ বিরোধ, ভাব ও অভাবের একত্রাবস্থানরূপ বিরোধ, অর্থাৎ নিত্যবস্তুতে অনিত্যবস্তু থাকিতে পারে না, ভাবপদার্থের সহিত একত্রাবস্থান সম্ভব নহে।

নিত্যানুবন্ধ (ত্রি) রক্ষাকারী, প্রতিপালক। (দিব্যাবদান)

নিত্যাভিযুক্ত (ত্রি) নিত্যং অভিসমন্তাৎ যুক্তঃ যোগে ব্যাপৃতঃ। যোগিবিশেষ। যাহারা যেরূপে কেবল দেহ রক্ষা হয় এইরূপ ভোজনাদি করিয়া এবং অন্য সকল পরিত্যাগ করিয়া যোগাবলম্বন করে।

নিত্যাভৈরবী (স্ত্রী) নিত্যা তদাখ্যয়া প্রসিদ্ধা ভৈরবী। ভৈরবীবিশেষ। ইঁহার ধ্যান—

"বালসূর্য্যপ্রভাং দেবীং জবাকুসুমসন্নিভাম্।
মুণ্ডমালাবলীরম্যাং বালসূর্য্য-সমাংশুকাম্॥
সুবর্ণকলসাকারপীনোন্নতপয়োধরাম্।
পাশাঙ্কুশৌ পুস্তকঞ্চ তথা চ জপমালিকাম্॥" (তন্ত্রসার)

নিত্যারিত্র (স্ত্রী) নিয়ত ঋত্বিগ্‌রূপ উদক আকর্ষণের কাষ্ঠসাধনযুক্ত। "নো গৃহায় নিত্যারিত্রাং পদ্বতীং" (ঋক্ ১।১৪০।১২) 'নিত্যারিত্রাং নিয়ত ঋত্বিগ্‌রূপোদকাকর্ষণকাষ্ঠসাধনোপেতাম্'(সায়ণ)

নিত্যোৎক্ষিপ্তহস্ত (পুং) বোধিসত্ত্বভেদ।

নিত্যোদিতরস (পুং) ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী— শোধিতরস, তাম্র, লৌহ, অভ্র, বিষ, গন্ধক, এই সকল দ্রব্য সমভাগ এবং এই সকলের সমান ভেলা এই সমুদয় দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া ওল এবং মানকচুর রসে ৩ দিন ভাবনা দিতে হইবে। মাত্রা কলাই প্রমাণ। অনুপান ঘৃত। এই ঔষধ সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার অর্শরোগ আরোগ্য হয়। (ভৈষজ্যর° অর্শোঽধি°)

নিথর (দেশজ) স্থির, ধীর, নিঃশব্দ।

নিদ (স্ত্রী) নিন্দি-ক বাহুলকাৎ ন-লোপঃ। ১ বিষ। (ত্রি) ২ নিন্দক। "অর্বন্ নিদায়া বিশ্বেভিরগ্নে" (ঋক্ ৬।১২।৬) 'নিদায়া নিন্দিত্র্যাঃ।' (সায়ণ)

নিদন্ত (পুং) নিহিত দন্ত।

নিদদ্রু (ত্রি) নিদাৎ বিষাৎ দ্রাতি পলায়তে ইতি দ্রা মৃগয়্বাদিত্বাৎ কু প্রত্যয়েন সাধুঃ। মনুষ্য। (শব্দচ°) (ত্রি) নির্নাস্তি দদ্রুর্যস্য। দদ্রুরোগরহিত।

নিদর্শক (ত্রি) নিদর্শয়তীতি নি-দৃশ-ণিচ্-ণ্বুল্। নিদর্শনকারী।

নিদর্শন (ক্লী) নিদৃশ্যতেঽনেনেতি নি-দৃশ-ল্যুট্। উদাহরণ, দৃষ্টান্ত।

"ব্যক্তপ্রাজ্ঞেঽপি দৃষ্টান্তাবুভে শাস্ত্রনিদর্শনে।" (নানার্থটীকা ভরত) ২ অভিজ্ঞান।

নিদর্শনা (স্ত্রী) নিদর্শয়তীতি নি-দৃশ্-ণিচ্ ল্যু টাপ্। কাব্যালঙ্কারবিশেষ। ইহার লক্ষণ—

"সম্ভবন্ বস্তুসম্বন্ধোঽসম্ভবন্ বাপি কুত্রচিৎ।
যত্র বিম্বানুবিম্বত্বং বোধয়েৎ সা নিদর্শনা॥" (সাহিত্য° ১০।৬৯৯)

যে স্থলে সম্ভব বস্তুসম্বন্ধ বা অসম্ভব বস্তু সম্বন্ধ বিম্বানুবিম্বত্ব বোধ হয়, সেই স্থানে নিদর্শনা অলঙ্কার হয়। অর্থাৎ যে স্থলে সম্ভব বস্তু সম্বন্ধের সহিত অসম্ভব বস্তু সম্বন্ধের প্রণিধানগম্য সাম্যত্ব বোধ হয়, অর্থাৎ উত্তমরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিলে যেখানে সমতা বোধ হয়, তথায় নিদর্শনা অলঙ্কার হইবে। ইহা সম্ভব বস্তু সম্বন্ধের সহিত অসম্ভব বস্তুসম্বন্ধের বা সম্ভব বস্তু সম্বন্ধের সহিত সম্ভব বস্তু সম্বন্ধের প্রণিধানগম্য সাম্য হইলে হইবে।

সম্ভববস্তু সম্বন্ধের সহিত সম্ভববস্তু সম্বন্ধের উদাহরণ—

"কোঽত্র ভূমিবলয়ে জনান্ মুধা তাপয়ন্ সুচিরমেতি সম্পদম্।
বেদয়ন্নিতি দিনেন ভানুমানাসসাদ চরমাচলং ততঃ।"

(সাহিত্যদ° ১০ পরি°)

এই ভূমণ্ডলে কোন্ ব্যক্তি জনসমূহকে বৃথা পীড়া দিয়া সুচিরকাল সম্পদ্ প্রাপ্ত হইয়া থাকে? কেহই প্রাপ্ত হয় না। সূর্য্য সমস্ত দিন তাপদ্বারা জগতের পীড়া জন্মাইয়া চরমাচল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই স্থলে দুইটীই সম্ভব বস্তুর বর্ণনা হইল, পূর্ব্ব বাক্যে বলা হইল, চিরকাল লোকের পীড়া উৎপাদন করিয়া সুচিরকাল ধরিয়া সম্পদ লাভ হয় না। পর বাক্যে বলা হইল, সূর্য্য সমস্ত দিন লোকের পীড়া উৎপাদন করিয়া চরমাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই স্থলে দুইটী সম্ভব বস্তু সম্বন্ধের প্রণিধান দ্বারা সমতা বোধ হইল, অর্থাৎ সূর্য্য যখন লোকের পীড়া উৎপাদন করিয়া দুরবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, অনর্থক জনপীড়কও অচিরকাল মধ্যে দুরবস্থায় পতিত হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি। এইরূপে দুইটি বর্ণনীয় বিষয়ের সমতা বোধ হওয়ায়, এই স্থলে নিদর্শনা অলঙ্কার হইল। অসম্ভব বস্তুসম্বন্ধনিদর্শনা দুইপ্রকার, একবাক্যগত বা অনেকবাক্যগত।

উদাহরণ—"কলয়তি কুবলয়মালাললিতং কুটিলঃ কটাক্ষবিক্ষেপঃ।
অধরঃ কিসলয়লীলামাননমস্যাঃ কলানিধের্বিলাসম্॥"

(সাহিত্যদ° ১০ পরি°)

ইহার কুটিল কটাক্ষবিক্ষেপ নীলোৎপলমালার সৌন্দর্য্য অধর কিসলয়ের লীলা এবং আননচন্দ্রের শোভা বিস্তার করিতেছে। অন্য অন্যের ধর্ম্ম বহন করিতে পারে না, কিন্তু কবি এই স্থলে অসম্ভব বস্তুর সম্ভব বলিয়া সমতা প্রদর্শন করিয়াছেন বলিয়া, এই স্থলে নিদর্শনা অলঙ্কার হইল। অনেকবাক্যগত—

"ইদং কিলাব্যাজ মনোহরং বপুস্তপঃক্ষমং সাধয়িতুং য ইচ্ছতি।
ধ্রুবং স নীলোৎপলপত্রধারয়া শমীলতাং ছেত্তুমৃষির্ব্যবস্যতি॥"

(সাহিত্যদ° ১০ পরি°)

শকুন্তলার এই স্বভাবসুন্দর শরীর যিনি তপঃক্ষম করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, নিশ্চয় তাঁহার পক্ষে নীলোৎপলের অগ্রভাগ দ্বারা শমীলতাচ্ছেদ যেরূপ অসম্ভব, এই শকুন্তলার শরীরকে তপঃক্ষম করার প্রয়াসও তদ্রূপ। এই স্থলে পূর্ব্বোক্ত দুইটী বিষয়ের সাম্য হওয়ায় নিদর্শনা অলঙ্কার হইল।

দৃষ্টান্ত অলঙ্কারে পরস্পরের সমান ধর্ম্মদ্বয় কথিত হয়, কিন্তু যেখানে সাম্য প্রণিধানগম্য হইবে, সেই সেই স্থলেই নিদর্শনা অলঙ্কার হইবে, নিদর্শনা ও দৃষ্টান্তে ইহাই প্রভেদ। (সাহিত্যদ°)

দণ্ডীর মতে ইহার লক্ষণ—

"অর্থান্তরপ্রবৃত্তেন কিঞ্চিত্তৎসদৃশং ফলম্।
সদসদ্বা নিদর্শ্যেত যদি সা স্যান্নিদর্শনা॥" (দণ্ডী)

নিদাঘ (পুং) নিতরাং দহ্যতেঽত্র অনেন বা নি-দহ-ঘঞ্। ন্যঙ্ক্বাদিত্বাৎ কুত্বম্। ১ গ্রীষ্মকাল। ২ উষ্ণ। ৩ ঘর্ম্ম।

"তে প্রজানাং প্রজানাথাস্তেজসা প্রশ্রয়েণ চ।
মনোজহ্রুর্নিদাঘান্তে শ্যামাভ্রা দিবসা ইব॥" (রঘু ১০।৮৩)

নিদাঘকালে এই সকল বর্ণনীয়। মল্লিকাপুষ্প, পাটলপুষ্প, তাপ, সরোবর, পথিকশোষ, বায়ু, সেক, শক্তু, প্রপা, স্ত্রী, মৃগতৃষ্ণা ও আম্রাদি ফলপাক। (কবিকল্পলতা)

সুশ্রুতের মতে—নিদাঘকালে মধুর ও স্নিগ্ধরস, দিবানিদ্রা, গুরুপাকদ্রব্যভোজন, ব্যায়াম, উষ্ণ আহার, পরিশ্রম, মৈথুন, অতিশোষণকর ভোজন বা ক্রিয়া ও পিত্তকর রস পরিত্যাগ করিতে হইবে। সরোবর, নদী, মনোহর বন, চন্দন, মাল্য, পদ্ম, উৎপল, তালবৃন্তব্যজন, শীতলগৃহ, ঘর্ম্মকালে অতি লঘু বস্ত্র পরিধান, শর্করাখণ্ডের সুগন্ধি হিমপানক (সরবত), শর্করাযুক্ত মন্থ এবং শীতল, ঘৃতযুক্ত মধুর দ্রব দ্রব্যভোজন নিদাঘ সময়ে হিতকর। রাত্রিকালে শর্করা সহযোগে দুগ্ধসেবন বিধেয়। গাত্রে চন্দনলেপন ও মন্দবায়ু সঞ্চারিত স্থানে প্রস্ফুটিত কুসুমবিকীর্ণ শয্যায় শয়ন প্রশস্ত। (সুশ্রুত ৬৪ অ°)

(পুং) ৪ ঋভুপত্নীজাত পুলস্ত্যঋষির পুত্র। (বিষ্ণুপু°)

নিদাঘকর (পুং) নিদাঘাঃ উষ্ণাঃ করাঃ কিরণানি যস্য। ১ সূর্য্য। ২ অর্কবৃক্ষ।

নিদাঘকাল (পুং) নিদাঘ এব কালঃ, নিদাঘস্য কালো বা। গ্রীষ্মঋতু, গ্রীষ্মসময়।

"প্রচণ্ডসূর্য্যঃ স্পৃহণীয়চন্দ্রমাঃ সদাবগাহক্ষতবারিসঞ্চয়ঃ।
দিনান্তরম্যোঽভ্যুপশান্তমন্মথো নিদাঘকালঃ সমুপাগতঃ প্রিয়ে॥"
(ঋতুসংহার ১।১)

নিদাতৃ (ত্রি) নি-দো-তৃচ্। নিরোধক।

"চন্দ্রবৎসোকশহিহ নিদাতারম্।" (ঋক্ ৮।৭২।৫)
'নিদাতারং নিরোধকম্' (সায়ণ)

নিদান (ক্লী) নি-নিশ্চয়ং দীয়তেঽনেনেতি নি-দা করণে ল্যুট্। ১ আদিকারণ।

"নিদানমিক্ষ্বাকুকুলস্য সন্ততেঃ" (রঘু)

২ কারণ। ৩ বৎসদামাদি।

"উত্থ্রিয়াণামসৃজন্নিদানম্।" (ঋক্ ৬।৩২।২)

নি-দো ছেদে ভাবে ল্যুট্। ৪ কারণক্ষয়। ৫ শুদ্ধি। ৬ তপঃফলযাচন। ৭ অবসান। ৮ রোগনির্ণয়। ইহার পর্য্যায়—রোগলক্ষণ, আদান, রোগহেতু। (রাজনি°)

"নিদানং পূর্ব্বরূপাণি রূপাণ্যুপশয়স্তথা।
সম্প্রাপ্তিশ্চেতি বিজ্ঞানং রোগাণাং পঞ্চধা স্মৃতম্॥
নিমিত্তহেত্বায়তনপ্রত্যয়োত্থানকারণৈঃ।
নিদানমাহুঃ পর্য্যায়ৈঃ প্রাগ্‌রূপং যেন লক্ষ্যতে॥" (মাধবকর)

কি কারণে রোগ উৎপন্ন হয়, তাহার কারণসমূহ নিশ্চয়ের নাম নিদান। নিদান দেখিয়া রোগনির্ণয় করা যায়। মাধবকর চরকাদি গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়া নিদান নামে এক পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন, বৈদ্যকমতে রোগনির্ণয়ের পক্ষে ইহাই প্রশস্ত গ্রন্থ।

সুশ্রুতে নিদানের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে। সুশ্রুত ধন্বন্তরিকে রোগনিদানের বিষয় এইরূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—দেহযন্ত্রস্থিত বায়ু বিকৃত হইয়া কুপিত হইলে দেহমধ্যে যে যে স্থান আশ্রয় করে, সেই সেই স্থানে থাকিয়া যে যে ক্রিয়া করে এবং তদ্দ্বারা যে সকল রোগ উৎপন্ন হয়, সেই সকল বিষয় কীর্ত্তন করিয়া আমার কৌতূহল চরিতার্থ করুন। সুশ্রুতের এই বাক্যে ধন্বন্তরি বলিয়াছিলেন, ভগবান স্বয়ম্ভুই বায়ু নামে অভিহিত। ইনি স্বতন্ত্র, সর্ব্বগত ও নিত্য। এই বায়ুই প্রাণিসমূহের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশের মূল। ইহার ক্রিয়া সকল প্রত্যক্ষ। ইনি দেহস্থিত দোষসমূহের নায়ক এবং রোগ সকলের রাজা। ইনি দেহমধ্যে আশু কার্য্যকারী ও শীঘ্রবিচরণশীল। বায়ু কুপিত না হইলে দোষধাতুও সমভাবে থাকে, তাহাদের স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্তি হয় এবং বায়ুর ক্রিয়া সকলও সরলভাবে হইতে থাকে। এই বায়ু প্রাণ, উদান, সমান, ব্যান, ও অপান এই পাঁচ নামে আখ্যাত। এই পঞ্চবায়ু দেহিদিগের দেহরক্ষা করে। যে বায়ু মুখমধ্যে সঞ্চরণ করে, তাহার নাম প্রাণবায়ু। প্রাণবায়ুদ্বারা দেহ রক্ষা, ভুক্ত অন্ন জঠরমধ্যে প্রবিষ্ট এবং প্রাণধারণ হইয়া থাকে। এই বায়ু দূষিত হইলে প্রায়ই হিক্কা শ্বাস প্রভৃতি রোগ জন্মে।

যে বায়ু ঊর্দ্ধদিকে সঞ্চরণ করে, তাহাকে উদানবায়ু কহে। এই বায়ু কুপিত হইলে স্কন্ধ-সন্ধির ঊর্দ্ধস্থিত

রোগ সকল হইয়া থাকে। আমাশয় ও পক্বাশয়ের মধ্যস্থলে সমান বায়ু অবস্থিত, এই বায়ু জঠরস্থিত অগ্নির সহিত মিলিত হইয়া ভুক্তান্ন পরিপাক করে এবং তজ্জনিত রসসমূহ পৃথক্ করে। ইহা দূষিত হইলে গুল্ম, অগ্নিমান্দ্য ও অতিসার প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হয়। ব্যানবায়ু সর্ব্বাঙ্গে সঞ্চরণ করে এবং আহারজ রস সকল সমস্ত শরীরে বহন করিয়া থাকে। ইহা হইতে ঘর্ম্মনিঃসারণ ও রক্তস্রাব প্রভৃতি হইয়া থাকে। এই বায়ু কুপিত হইলে, সকল দেহগতরোগ জন্মিয়া থাকে। অপান-বায়ু পক্বাশয়ে অবস্থিত। ইহা দ্বারা মল, মূত্র, শুক্র, গর্ভ ও আর্ত্তব শোণিত কালে কালে আকৃষ্ট হইয়া অধোগমন করে। এই বায়ু কুপিত হইলে বস্তি ও গুহ্য-দেশ আশ্রিত সকল প্রকার রোগ হইয়া থাকে। ব্যান ও অপান এই দুই বায়ু একত্র কুপিত হইলে শুক্রদোষ ও প্রমেহ প্রভৃতি রোগ হয়। সকল বায়ু একত্র কুপিত হইলে দেহ ভেদ করিয়া গমন করে।

বায়ু বিবিধ প্রকারে কুপিত হইয়া স্থানবিশেষ আশ্রয় করিলে বমনাদিরোগ, মোহ, মূর্চ্ছা, পিপাসা, হৃদ্গ্রহ ও পার্শ্বদেশে বেদনা এই সকল উপদ্রব জন্মে।

পক্বাশয় আশ্রয় করিলে অন্ত্রকূজ (নাড়ীর শব্দ), নাভিশূল, কষ্টে মূত্রনিঃসরণ, আনাহ এবং কটিদেশে বেদনা প্রভৃতি হইয়া থাকে। শ্রোত্রপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের স্থান আশ্রয় করিলে ইন্দ্রিয়-কার্য্যের অভাব হয়। ত্বক্ আশ্রয় করিলে বিবর্ণতা, অঙ্গস্ফুরণ, ওপ্তি (ত্বকের সঙ্কোচভাব), চুনচুনশব্দ শ্রবণ, ত্বকে বেদনা প্রভৃতি হইয়া থাকে। (ইত্যাদি) (সুশ্রুত নিদানস্থান ১ অ°)

[বিশেষ বিবরণ সুশ্রুত নিদানস্থান দ্রষ্টব্য।]

পূর্ব্বোক্ত বায়ু সকল কুপিত হইয়াই রোগ উৎপাদন করে। নিদানে লিখিত আছে—

"সর্ব্বেষামেব রোগাণাং নিদানং কুপিতো মলঃ।" (নিদান)

কুপিত মল অর্থাৎ বায়ুপিত্ত ও কফ রোগসমূহের নিদান। বায়ু, পিত্ত ও কফ এই দোষত্রয় কুপিত হইয়া পীড়া জন্মে। পীড়া হইলে লক্ষণ দ্বারা স্থির করা যায় যে, কোন্ দোষ কুপিত হইয়াছে, তখন সেই দোষের চিকিৎসা দ্বারা বিকৃতদোষ স্বরূপা-বস্থা প্রাপ্ত হইলে উপদ্রব সকল দূর হইয়া থাকে।

২ একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু।

নিদারুণ (ত্রি) অতিদারুণ, ভয়ানক, কঠিন, নির্দ্দয়, দুঃসহ, অসহ্য।

নিদিগ্ধ (ত্রি) দিহ উপচয়ে নিদিহ্যতেস্মেতি দিহ-ক্ত। লেপাদি দ্বারা বর্দ্ধিত, পর্য্যায়—উপচিত। লেপিত, চলিত মাখান।

নিদিগ্ধা (স্ত্রী) নি-দিগ্ধ-টাপ্। এলা, এলাচী। (শব্দর°)

নিদিগ্ধিকা (স্ত্রী) নিদিগ্ধা স্বার্থে-কন্, কাপি অত ইত্বং। ১ এলা। ২ কণ্টকারিকা। পর্য্যায়—

"অনাক্রান্তা স্পৃশী ব্যাঘ্রী ক্ষুদ্রা কী চ নিদিগ্ধিকা।
সিংহী ধাবনিকা ক্ষুদ্রা বৃহতী কণ্টকারিকা॥" (বৈদ্যকরত্নমালা)

নিদিগ্ধিকাদি (পুং) জীর্ণজ্বরের ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—কণ্টকারী, শুণ্ঠী, গুলঞ্চ, মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা শেষ ৮ তোলা, প্রক্ষেপ পিপ্পলীচূর্ণ অৰ্দ্ধতোলা। জীর্ণ জ্বর, অরুচি, কাস, শূল, শ্বাস, অগ্নিমান্দ্য, অর্দ্দিত ও পীনসরোগে এই কাথ সেবনীয়। ইহা উদ্ধগরোগ নিবারণ করে বলিয়া সন্ধ্যা-সময়ে সেবন করিতে হয়। চক্রদত্তের মতে রাত্রিজ্বরে এই কাথ সায়ংকালে, অন্যত্র প্রাতঃকালে সেব্য। পিত্তপ্রধান স্থলে পিপ্পলীর পরিবর্ত্তে মধু প্রক্ষেপ করিতে হয়।

অন্যবিধ—গুলঞ্চ ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা, প্রক্ষেপ পিপ্পলীচূর্ণ অৰ্দ্ধতোলা। অথবা বিল্বছাল, শোনাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারীছাল, মিলিত ২ তোলা, প্রক্ষেপার্থ পিপুলচূর্ণ অৰ্দ্ধতোলা। ইহাতে জীর্ণজ্বর ও কফ নষ্ট হয়। গুলঞ্চের রস, পিপুলচূর্ণ ও মধুর সহিত সেবন করিলে জীর্ণজ্বর, কফ, প্লীহা, কাস ও অরুচি নিবারিত হয়।

প্রাহ্যজ্বরে অন্যবিধ নিদিগ্ধিকাদি—শালপানি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, হরীতকী ও বড়ার ছাল মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। প্রক্ষেপ—যবক্ষার ২ মাষা, পিপ্পলীচূর্ণ ২ মাষা। ইহা পান করিলে প্রাহ্যজ্বর নিবারিত হয়। (ভৈষজ্যরত্নাবলী জ্বরাধিকার)

নিদিধ্যাস (পুং) নিদিধ্যাসন।

নিদিধ্যাসন (ক্লী) পুনঃ পুনরতিশয়েন বা নিধ্যায়তীতি নি-ধ্যৈ-সন্, ততো ভাবে ল্যুট্। পুনঃ পুনঃ স্মরণ। অদ্বিতীয় বস্তুতে ব্রহ্মস্বরূপিণী বুদ্ধির সজাতীয় প্রবাহ।

যাহার শ্রবণ ও মনন সিদ্ধ হইয়াছে এবংবিধ ব্যক্তির এক-তানসাধ্য নিরন্তর চিন্তন। 'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ' (শ্রুতি) আত্মা শ্রবণ, মনন ও নিদি-ধ্যাসন করিতে হয়, শ্রবণ মনন না হইলে নিদিধ্যাসন হয় না।

"নিরন্তরং বিচারো যঃ শ্রুতার্থস্য গুরোর্ম্মুখাং।
তন্নিদিধ্যাসনং প্রোক্তং তচ্চৈকাগ্রেণ লভ্যতে॥" (বিবেকচূড়া°)

গুরুমুখ হইতে নিরন্তর যে শ্রুতার্থের বিচার, তাহাকে নিদিধ্যাসন কহে, ইহা চিত্তের একাগ্রতাদ্বারা লাভ হয়। প্রথমে শ্রুতিবাক্যশ্রবণ, তৎপরে মনন, তাহার পরে নিদিধ্যা-সন। এই শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন একমাত্র মোক্ষের উপায়। ব্রহ্মাত্মজ্ঞান ব্যতীত দুঃখাতীত হইবার অন্য কোন উপায় নাই। 'ব্রহ্মই আমি' ইত্যাকার অসন্দিগ্ধ অনুভবের নাম ব্রহ্মাত্মজ্ঞান।

এই জ্ঞানের প্রধান উপায় শ্রবণ। মনন ও নিদিধ্যাসন তাহার সাহায্যকারী। শাস্ত্রকথা শুনিলেই যে শ্রবণ হয়, তাহা হয় না। গুরুমুখে শাস্ত্রীয় উপদেশ শুনা, মনোমধ্যে তাহার বিচারিত অর্থ ধারণা করা, সাক্ষাৎ অথবা পরম্পরায় ব্রহ্মেই সমুদয় শাস্ত্রের তাৎপর্য্য আছে, এবিষয়ে বিশ্বাস, এতগুলি একত্র হইলে তবে তাহা শ্রবণ বলিয়া গণ্য হইবে। শত শত লোক বেদান্ত অধ্যয়ন করে, 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যও শ্রবণ করে, এবং তাহার অর্থ আদরপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া থাকে, অথচ তাহাদের তত্ত্বজ্ঞান হয় না। আবার ইহাও দেখা যায় যে, শ্রবণ না করিয়াও তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। শাস্ত্রে দেখা যায় কপিল বামদেব প্রভৃতি জন্মজ্ঞানী। সুতরাং শ্রবণের ফল তত্ত্বজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান শ্রবণের কার্য্য এ কথা অসন্দিগ্ধরূপে কি করিয়া স্বীকার করা যায়? ইহার প্রত্যুত্তরে বক্তব্য এই যে, চিত্তের অনির্ম্মলতা ও জন্মান্তরীয় পাপ প্রভৃতি প্রতিবন্ধকে শ্রবণফলতত্ত্বজ্ঞান অবরুদ্ধ থাকে। প্রতিবন্ধক ক্ষয় হইলেই তাহা উদয় প্রাপ্ত হয়, বামদেবাদি ঋষিবৃন্দের তাহাই হইয়াছিল। তাঁহাদের পূর্ব্বজন্মের শ্রবণ এই জন্মে প্রতিবন্ধকশূন্য হইয়া তত্ত্বজ্ঞান উৎপাদন করিয়াছিল, সেই জন্য আর ইহজন্মে তাহাদের শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করিতে হয় নাই। অতএব শ্রবণই তত্ত্বজ্ঞানের প্রধান কারণ, মনন ও নিদিধ্যাসন তাহার সহকারী কারণ। 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্য শ্রবণ করিলে, তাহার অর্থে যে অবিশ্বাস ও অসম্ভববোধ প্রভৃতি ঘটনা হয়, যে ঘটনা মনন দ্বারা বিদূরিত হয়। মননের পরেও যদি স্পষ্টরূপে আমি ব্রহ্ম, অন্য কিছু নহি, এ অনুভব না হয়, তাহা হইলে নিদিধ্যাসনের আবশ্যক হয়। নিদিধ্যাসনে সিদ্ধি লাভ করিতে পারিলেই, ঐ অনুভব স্থিরতর হইয়া থাকে। অন্যথা হইলে হয় না। কোন কোন আচার্য্যের মতে নিদিধ্যাসনই তত্ত্বজ্ঞানের মুখ্যকারণ, শ্রবণ ও মনন ইহার সহায়। [শ্রবণ দেখ।] ২ সজাতীয় প্রত্যয়প্রবাহ। ৩ অপরায়ত্ত বোধ।

"অপরায়ত্তবোধোহি নিদিধ্যাসনমুচ্যতে।" (যোগবার্ত্তিক)।

নিডুগল, মহিসুররাজ্যের চিত্তলদুর্গ জেলার অন্তর্গত একটী দুর্গ-সুরক্ষিত পাহাড় এবং উক্ত পাহাড়ের উত্তরদিকে স্থিত একখানি গ্রাম। অক্ষা° ১৪° ৯´১২´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ৭´ ৩২´´ পূঃ মধ্যে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩৭৮০ ফিট্ উর্দ্ধে অবস্থিত। পোলিগার বংশীয়েরা এখানে স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিতেন, তাহাদের আবাসবাটী এখনও বর্ত্তমান আছে। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে টিপু সুলতান তাঁহাদের উচ্ছেদসাধন করিয়া নিজে এই স্থান দখল করেন।

নিদ্দদাবোল, (নিদা-দবৌল) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর গোদাবরী জেলার তনুকু তালুকের অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ১৬° ৫৪´ ১৮´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮১° ৪২´৪১´´ পূঃ। মছলিপত্তন হইতে ৬৩ মাইল উত্তরপূর্ব্বে এবং রাজমহেন্দ্রী হইতে ১০ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে গোদাবরী ও কৃষ্ণা নদীর সংযোগকারিণী ইলোরা-খালের উপর অবস্থিত। এইস্থানে গোলকণ্ডার ইব্রাহিম শাহ ১৫৫০ খৃষ্টাব্দে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করান। এখানে ৫৮০ ঘর লোকের বসতি, তন্মধ্যে হিন্দুর সংখ্যাই অধিক।

নিদেশ (পুং) নি-দিশ ঘঞ্। ১ শাসন। ২ আজ্ঞা। ৩ কথন। ৪ নিকট। ৫ ভাজন।

'নিদেশঃ শাসনেঽপি স্যাৎ কথনোপান্তয়োরপি।' (মেদিনী)

নিদেশিন্ (ত্রি) নি-দিশ-ণিনি। আজ্ঞাকারক। স্ত্রিয়াং ঙীপ্, নিদেশিনী। দিক্, কাষ্ঠা। (রাজনি°)

নিদেষ্টৃ (ত্রি) নিদিশতীতি নি-দিশ্-তৃচ্। নিদেশকর্ত্তা, আদেশকর্ত্তা।

নিদ্রা (স্ত্রী) নিন্দ্যতে ইতি নিদি কুৎসায়াং ইতি রক্ নলোপশ্চ (নিন্দের্নলোপশ্চ। উণ্ ২।১৭) স্বপ্ন, চলিত ঘুমান। পর্য্যায়—শয়ন, স্বাপ, সংবেশ, সুপ্তি, স্বপন। (শব্দর°) কালাগ্নিরুদ্রপত্নী, এই দেবী সিদ্ধযোগিনী। রাত্রিকালে নিদ্রাদেবী যোগদ্বারা লোকদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখেন।

"কালাগ্নিরুদ্রপত্নী চ নিদ্রা সা সিদ্ধযোগিনী।
সর্ব্বলোকাঃ সমাচ্ছন্না যয়া যোগেন রাত্রিষু॥" (তন্ত্র)

নৈয়ায়িকদিগের মতে ইথানাড়ীতে মনঃসংযোগ হইলে নিদ্রা হয়। (জগদীশ)

পাতঞ্জলদর্শনের মতে মনোবৃত্তিবিশেষ।

"অভাবপ্রত্যয়ালম্বনা বৃত্তির্নিদ্রা" (পাত° ১।১১)

যাহাতে সমুদায় মনোবৃত্তি লীন হয়, সেই অজ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া যখন মনোবৃত্তি উদিত থাকে, তখন তাহা নিদ্রা বা সুষুপ্তি নামে অভিহিত হয়।

বস্তুতঃ নিদ্রাও এক প্রকার মনোবৃত্তি। প্রকাশস্বভাব সত্ত্বগুণের আচ্ছাদক তমোগুণের উদ্রেক অবস্থাকেই আমরা নিদ্রা বলি। তমঃ বা অজ্ঞান পদার্থই নিদ্রাবৃত্তির অবলম্বন, যখন তমোময় অর্থাৎ অজ্ঞানময় নিদ্রাবৃত্তির উদয় হয়, তখন সর্ব্বপ্রকাশক সত্ত্বগুণটী অভিভূত থাকে, সুতরাং তৎকালে কোনও প্রকার প্রকাশ্য বস্তুর প্রকাশ থাকে না। সেই জন্যই লোকে বলিয়া থাকে—আমি নিদ্রিত ছিলাম, আমার জ্ঞান ছিল না। বস্তুতঃ তখন কোন বিষয়ক জ্ঞান ছিল না, তাহা নহে, তখন অজ্ঞানবিষয়ক জ্ঞান ছিল। এই অজ্ঞানবিষয়ক জ্ঞান থাকার জন্য নিদ্রাভঙ্গের পর তৎকালের অজ্ঞানবৃত্তিকে স্মরণ করিয়া থাকে। নিদ্রাকালে অজ্ঞানময় বা তমোময় বৃত্তি অনুভূত হইয়াছিল বলিয়াই নিদ্রাভঙ্গের পর তাহা তাহার স্মরণ হয় এবং সেই স্মরণদ্বারাই নিদ্রার বৃত্তির নির্ণয় হয়।

মনের পাঁচ প্রকার বৃত্তি— প্রমাণ, বিপর্য্যয়বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি। এই ৫ প্রকার বৃত্তি অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা রোধ করা যায়। (পাত° দর্শন) বেদান্তবিদ্ পণ্ডিতেরা নিদ্রাকে সুষুপ্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। [সুষুপ্তি দেখ।]

মন যখন রজঃ, সত্ত্বগুণ ও তমোগুণ দ্বারা অভিভূত হয়, তখন নিদ্রা উপস্থিত হয়। তমোগুণের কার্য্য অজ্ঞান। এই নিদ্রাকালে অজ্ঞানাত্মক জ্ঞান হয়, অর্থাৎ তখন অজ্ঞানবিষয়ক জ্ঞানই থাকে, অন্য কোন বিষয়ের জ্ঞান থাকে না।

নিদ্রার বিষয় আয়ুর্ব্বেদে এইরূপ লিখিত আছে। মানব-সমূহের স্বভাবতই প্রত্যহ চারিটী অভিলাষ হইয়া থাকে— আহারেচ্ছা, পানেচ্ছা, নিদ্রা ও সুরতস্পৃহা। যখন নিদ্রা উপস্থিত হয়, তাহার বেগ ধারণ করিলে জৃম্ভা (হাইউঠা), মস্তক ও চক্ষুর গুরুত্ব, শরীরে বেদনা, তন্দ্রা এবং ভুক্ত দ্রব্যের অপাক হইয়া থাকে।

দিবাভাগে নিদ্রা হিতকর নহে। দিবানিদ্রা কফকারক। কিন্তু গ্রীষ্মকালে দিবানিদ্রা বিশেষ দোষাবহ নহে। গ্রীষ্মকাল ভিন্ন অপর ঋতুতে দিবানিদ্রা নিষিদ্ধ।

যাহাদের প্রত্যহ দিবানিদ্রা যাওয়া অভ্যাস, তাহাদের দিবানিদ্রা পরিত্যাগ করিলে বায়ু, পিত্ত ও কফ এই ত্রিদোষ কুপিত হয়, যে সকল ব্যক্তি ব্যায়াম বা স্ত্রীপ্রসঙ্গ দ্বারা দুর্ব্বল অথবা পথপর্য্যটনে ক্লান্ত এবং অতীসার, শূল, শ্বাস, পিপাসা, হিক্কা, বায়ুরোগ, মদাত্যয় ও অজীর্ণ এই সকল রোগাক্রান্ত অথবা ক্ষীণদেহ, ক্ষীণকফ, শিশু, বৃদ্ধ ও যে সকল ব্যক্তি রাত্রিজাগরণ করিয়াছে, কিংবা উপবাস করিয়াছে, তাহাদের পক্ষে দিবানিদ্রা হিতকর। যাহার দিবানিদ্রা ও রাত্রিজাগরণ অভ্যস্ত, তাহার দিবানিদ্রা ও রাত্রিজাগরণে কোন দোষ হয় না।

ভোজনাবসানে নিদ্রা যাইতে হয়। ইহাতে বায়ু ও পিত্ত নষ্ট ও কফ বর্দ্ধিত হয় এবং শরীরের পুষ্টি ও সুখ হইয়া থাকে। ভোজনের অন্ততঃ দুই দণ্ড পরে নিদ্রা যাইতে হয়, আহারের অব্যবহিত পরেই নিদ্রা যাওয়া ভাল নহে।

যথাকালে নিদ্রা গেলে তদ্দ্বারা ধাতুর সমতা ও আলস্য বিনষ্ট হয় এবং শরীরের পুষ্টি, বল, বর্ণ, উজ্জ্বলতা, উৎসাহ ও জঠরাগ্নি প্রদীপ্ত হইয়া থাকে। শয়নকালে ছোলঙ্গনেবুর পত্রচূর্ণ মধুর সহিত মিলিত করিয়া লেহন করিলে তদ্দ্বারা বায়ুর প্রসারতাগুণ প্রতিরুদ্ধ হয়, সুতরাং বায়ুর সঙ্কোচন হেতু সুখনিদ্রা হইয়া থাকে।

"যদা তু মনসি ক্লান্তে কর্ম্মাত্মানঃ ক্লমান্বিতাঃ।
বিষয়েভ্যো নিবর্ত্তন্তে তদা স্বপিতি মানবঃ॥" (ভাবপ্র°২ভা°)

যৎকালে মানবগণের মন, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও বুদ্ধীন্দ্রিয় বিশ্রান্তভাব অবলম্বন করে, এবং সকল বিষয়কর্ম্মনিবৃত্তি হয়, তখন মানব নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়ে। মূর্চ্ছা, ভ্রম, তন্দ্রা ও নিদ্রা প্রত্যেকটীই বিভিন্ন। পিত্ত ও তমোগুণের আধিক্যে মূর্চ্ছা, পিত্ত, বায়ু ও রজোগুণের আধিক্যে ভ্রম, বায়ু, কফ ও তমোগুণের আধিক্যে তন্দ্রা, এবং কফ ও তমোগুণবাহুল্যে নিদ্রা হয়। যাহাতে ইন্দ্রিয়ের বিষয়গ্রহণে শক্তি রহিত হয়, এবং দেহের গুরুতা জৃম্ভণ, ক্লান্তিবোধ ও নিদ্রাকর্ষিতের ন্যায় অনুভূত হয়, তাহাকে তন্দ্রা কহে। নিদ্রা ও তন্দ্রা এই দুয়ের প্রভেদ এই যে, নিদ্রান্তে জাগরিত হইলে ক্লান্তি অপগম হয়, এবং তন্দ্রাভিভূত ব্যক্তির জাগরণাবস্থাতেও ক্লান্তি বিদূরিত হয় না। (ভাবপ্র°)

সুশ্রুতে ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—হৃদয় চেতনার স্থান, ইহা অজ্ঞানে আবৃত হইলে প্রাণিগণ নিদ্রিত হয়। নিদ্রা বৈষ্ণবীশক্তি। ইহা সকল প্রাণিকেই অভিভূত করে। যখন সংজ্ঞাবহ শিরাসকল তমঃপ্রধান শ্লেষ্মাদ্বারা আবৃত হয়, তখন তামসী নামে নিদ্রা উপস্থিত হয়। মৃত্যুকালে যে নিদ্রা হয়, তাহাকে অনববোধিনী নিদ্রা কহে। তমোগুণবিশিষ্ট ব্যক্তির দিবা ও রাত্রি এই উভয়কালেই নিদ্রা হয়। রজোগুণবিশিষ্ট ব্যক্তির অকারণে নিদ্রা হয়। সত্ত্বগুণবিশিষ্ট ব্যক্তির অর্দ্ধরাত্রিতে নিদ্রা হইয়া থাকে। শ্লেষ্মাক্ষয় ও বায়ুবৃদ্ধি হইলে অথবা মন বা শরীর তাপিত হইলে নিদ্রা হয় না।

হৃদয়ই সকল প্রাণির চেতনার স্থান, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সেই হৃদয় তমোগুণে অভিভূত হইলে দেহে নিদ্রা প্রবেশ করে। তমোগুণই একমাত্র নিদ্রার কারণ এবং সত্ত্বগুণ বোধের হেতু অথবা স্বভাবই ইহাদিগের প্রধান হেতু বলা যাইতে পারে। জাগ্রদবস্থায় যেসকল শুভাশুভ বিষয় অনুভূত হয়, নিদ্রাকালে জীবাত্মা রজোগুণবিশিষ্ট মন দ্বারা সেই সকল বিষয় গ্রহণ করেন। ইন্দ্রিয়গণ বিকল হইলে এবং অজ্ঞানতা বৃদ্ধি পাইলে, জীবাত্মা নিদ্রিত না হইলেও নিদ্রিতের ন্যায় বলা যায়।

বর্ত্তমান য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, প্রাণিগণ যে স্বাভাবিক অচেতন অবস্থার বশবর্ত্তী হইয়া বাহ্যজ্ঞানশূন্যাবস্থায় কালযাপন করে ও যে অবস্থার পরেই কার্য্যকারিণী শক্তি প্রবলবেগে পূর্ব্বাপেক্ষা আনন্দ ও সামর্থ্যের সহিত কার্য্যে রত হয়, সেই অবস্থার নাম নিদ্রা বা নিদ্রাবস্থা। যেমন কোন যন্ত্র বা কল, ব্যবহার দ্বারা ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, উহাতে ঐ কলের বা যন্ত্রের উপাদান পুনঃসংযোজন ভিন্ন, শীঘ্রই উহা অতি ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া, উদ্দেশ্য কর্ম্মের অনুপযোগী হইয়া পড়ে, সেইরূপ হস্তপদাদির কার্য্যদ্বারা আমাদের দেহাভ্যন্তরস্থ ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্র সকল নিয়ত ক্ষয় হইতে থাকিলেও উহার পরিপোষণ ভিন্ন শীঘ্রই

ঐ সকল যন্ত্র অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে এবং ঐ যন্ত্রসমষ্টিচালিত জীবদেহ অচিরে কার্য্যাক্ষম হইয়া মৃত নাম ধারণ করে। এজন্য সামঞ্জস্য-রক্ষার্থ করুণাময় পরমেশ্বর নিদ্রার সৃষ্টি করিয়াছেন। কারণ জীবগণ জাগ্রদবস্থায় কর্ম্ম করিলে জীবের যে সমস্ত যন্ত্র বা বীর্য্যের হ্রাস হয়, নিদ্রিত হইলে ঐ যন্ত্র বা বীর্য্য নিষ্কর্ম্মাবস্থায় অবস্থিতি করিতে থাকায় উহার হ্রাস বা ক্ষয় হইয়া বন্ধ হইয়া যায়। এ ছাড়া নিদ্রায় ভুক্তদ্রব্য আহারদ্বারা বিনষ্ট বীর্য্যের অভাব পূর্ণ হয়। এই জন্যই নিদ্রার বিশেষ আবশ্যক। পৃথিবী যেমন রাত্রি ও দিবা এই দুইটা অবস্থার অধীন ও যেমন ঐ দুইটী অবস্থার আগমনেরও নির্দ্দিষ্ট সময় অবধারিত আছে, সেইরূপ জীবদেহ নিদ্রিত ও জাগ্রদবস্থার অধীন এবং ঐ দুই অবস্থার আগমনের সময়ও নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। নির্জ্জনতা ও অন্ধকার জন্য রাত্রিই মনুষ্য ও অনেক প্রাণীর পক্ষে নিদ্রার উপযুক্ত সময়, কিন্তু অনেক স্থলে ইহার অনেক বৈপরীত্য লক্ষিত হয়। যেমন প্রজাপতিগণ দিবাভাগে, হকমথ্ নামক কীট সন্ধ্যার সময় ও মথকীট রাত্রিতে কার্য্য করে। পক্ষিদিগের মধ্যে তন্মধ্যে পেচক ও অন্যান্য দুই এক প্রকার পক্ষী ভিন্ন আর সমস্ত পক্ষীই দিবাভাগে কার্য্য করে ও রাত্রিতে নিদ্রা যায়। মাংসজীবি ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণ দিবাভাগে নিদ্রা যায় এবং রাত্রিতে আহার অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়।

সাধারণতঃ নিদ্রার দুইটী কারণ উল্লিখিত আছে। একটা মুখ্য ও অপরটী তাহার সংযোগী বলিলেও দোষ হয় না। মুখ্য কারণ এই যে, জাগ্রদবস্থায় পরিশ্রমদ্বারা ইন্দ্রিয়গণ ক্লান্ত হইয়া পড়িলে, সর্ব্বেন্দ্রিয়ের কর্ত্তা মস্তিষ্ক, বিশ্রাম ভিন্ন আর কার্য্য করিতে স্বীকার করে না। নিদ্রা ভিন্ন মস্তিষ্কের বিশ্রাম অসম্ভব, এজন্য ঐ ক্লান্তিদ্বারা নিদ্রার আবির্ভাব হয়। কিন্তু অনেক সময় মানসিক বা শারীরিক অত্যধিক পরিশ্রম নিদ্রার বিঘ্নজনক হয়। নিদ্রার সাহায্যকারী কারণসমূহের মধ্যে, যাহারা মস্তিষ্ককে উত্ত্যক্ত করে না বা যাহারা মস্তিষ্কবোধগম্য কথায় বারংবার আবৃত্তি করে, তাহারাই নিদ্রার পোষক। যেমন অন্ধকার এবং নির্জ্জনতা সাধারণতঃ নিদ্রার উদ্দীপক এবং যাহাদের কোন কল বা সদর রাস্তার পার্শ্ববর্ত্তী কোলাহলপূর্ণ স্থানে থাকা অভ্যাস, তাঁহারা ঐ সমস্ত গোলমালশূন্য স্থানে আদৌ নিদ্রা যাইতে পারেন না। পূর্ব্বোক্ত দুইটি ও অন্যান্য কারণসমূহ, মনকে, তাহার কার্য্যক্ষেত্র হইতে আকর্ষণ ও ইচ্ছাশক্তির ক্ষমতা হ্রাস করে, সুতরাং নিদ্রাদেবীর আগমন অনিবার্য্য হইয়া উঠে। নিদ্রা আসিবার একটু পূর্ব্ব হইতেই মনের অলসভাব (কার্য্য করিতে অনিচ্ছা) উপস্থিত হইতে থাকে ও মনোযোগের অভাব দৃষ্ট হয়। ইন্দ্রিয়গণ বাহ্য দৃশ্য পদার্থের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারে না এবং তখন নির্জ্জনতা ও নিস্তব্ধতা অতিশয় প্রিয় হয়। নিদ্রা আসিবার উপক্রম হইলে, আমাদের ধারণাশক্তির ব্যতিক্রম ঘটিতে থাকে, শরীর ক্রমশঃ অসাড় হয়, চক্ষু আর দেখিতে পায় না, কর্ণ কিছুক্ষণ শব্দের অস্তিত্ব বুঝিতে পারিলেও উহার অর্থবোধ করিতে পারে না এবং ঐ শব্দ যেন দূরে অবস্থিত, এইরূপ অনুভব হয়। চক্ষুর পাতা মুদ্রিত এবং গ্রন্থিসমূহ শিথিল হয়। তৎক্ষণাৎই আমরা ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়ি। নিদ্রার প্রথমাবস্থায়, ইন্দ্রিয় ও যুক্তিশক্তি সর্ব্বপ্রথম অচেতন হয়, কল্পনা ও অন্যান্য সামান্য সামান্য শক্তিসমূহ বহুক্ষণ সচেতন থাকে। নিদ্রাবস্থাকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। নিদ্রা সর্ব্বপ্রথমে অত্যন্ত গাঢ়, তৎপরে তদপেক্ষা একটু চৈতন্যমিশ্রিত, তদনন্তর জাগ্রদবস্থার আগমন প্রতীক্ষায় সচেতন ভাব ধারণ করে। সাধারণতঃ নিদ্রা এবং চৈতন্যের মধ্যবর্ত্তী একটা সময় দৃষ্ট হয়, ঐ সময়ে নিদ্রার আবেগ অত্যন্ত অল্প থাকে, এজন্য তখন নিদ্রিত ব্যক্তিকে অতি সহজেই জাগান যায়। বয়স, অভ্যাস, প্রকৃতি এবং ক্লান্তি অনুসারে মনুষ্যের নিদ্রার বিশেষ তারতম্য দৃষ্ট হয়। ভ্রূণ মাতৃগর্ভে প্রায়ই চিরনিদ্রায় অভিভূত থাকে। ভূমিষ্ঠ হইয়া শিশু প্রথমতঃ কিছুদিন, অধিক সময় নিদ্রায় অতিবাহিত করে, বিশেষতঃ অকালপ্রসূত সন্তানগণ, কেবল আহার্য্য দ্রব্য গ্রহণ সময় ব্যতীত অবশিষ্ট সময় প্রায়ই নিদ্রিত থাকে। তৎপরে শরীরের পূরণের জন্য যতদিন ক্ষয় অপেক্ষা পুষ্টির ভাগ অধিক আবশ্যক, ততদিন নিদ্রার আধিক্য প্রয়োজন। যৌবনাবস্থায় শরীরের ক্ষয় ও বৃদ্ধি উভয়ই প্রায় তুল্য থাকায় নিদ্রার ভাগ অনেক কমিয়া যায়। আবার বৃদ্ধকালে সাধারণতঃ পোষণশক্তির অভাব হেতু, উহার পূরণের জন্য অধিক পরিমাণ নিদ্রার আবশ্যক হয়। স্ত্রীলোকদিগের নিদ্রা পুরুষদিগের অপেক্ষা অনেক অল্প। সুস্থকায় মনুষ্যের পক্ষে আট ঘণ্টার অধিককাল নিদ্রা অনাবশ্যক।

প্রকৃতি সম্বন্ধে এইরূপ দেখা যায় যে, স্থূলকায় লোক ক্ষীণকায় অপেক্ষা অত্যন্ত নিদ্রাপ্রিয়। অভ্যাস অনুসারেও নিদ্রার ন্যূনাতিরেক দৃষ্ট হয়। জেনারেল এলিয়ট ১৪ ঘণ্টার মধ্যে ৪ ঘণ্টার অধিক সময় ঘুমাইতেন না। বিখ্যাত আধ্যাত্মিক শাস্ত্রবেত্তা ডাক্তার রিড্ এককালে দুই দিনের আহার্য্য গ্রহণপূর্ব্বক দুই দিবস নিদ্রাভিভূত থাকিতে পারিতেন। আবার অভ্যাস বশে নির্দ্দিষ্ট সময়ে নিদ্রিত ও জাগরিত হওয়ার কথা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন।

মিষ্টার ডারহাম্ একটী কুকুরের মস্তকের খুলি কাটিয়া মস্তিষ্ক পরীক্ষা দ্বারা এই স্থির করিয়াছেন যে (১) মস্তিষ্কের

উপবিষ্ট শিরা স্ফীত হইয়া মস্তিষ্কে চাপ দেয়, সেই জন্যই নিদ্রাগম হয়, এই বিশ্বাস ভুল। কারণ নিদ্রাকালে ঐ শিরা আদৌ স্ফীত হয় না। (২) নিদ্রাকালে মস্তিষ্ক, অন্য সময় অপেক্ষা অনেক পরিমাণে রক্তশূন্যাবস্থায় থাকে। মস্তিষ্কের উপরিস্থ শিরাসমূহে যে কেবলমাত্র রক্তের পরিমাণ কমে তাহা নহে, অধিকন্তু ঐ রক্তের গতিও অতি মৃদু হয়। (৩) নিদ্রাবস্থায় মস্তিষ্কে রক্তের গতি এরূপ ভাবে সম্পাদিত হয় যে, তদ্দ্বারা মস্তিষ্কের ঝিল্লী পুষ্টতা লাভ করে।

এই স্থলে, আত্যধিক-নিদ্রা বা তাহার বিপরীত ভাব যে অবস্থায় দৃষ্ট হয়, তাহার দুই একটী উদাহরণ না দিলে, উহা সহজে বোধগম্য হইবে না, এই জন্য দুই একটী উদাহরণ উদ্ধৃত করিলাম। ভিন্ন জাতীয় পুস্তক অভ্যাস দ্বারা নিদ্রাকে কএক সপ্তাহ বা মাস পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তিতে স্থায়ী থাকিতে দেখা যায়। ডাঃ কার্পেণ্টার ঐরূপ দুইটী রোগীর উল্লেখ করিয়াছেন। ফরাসী ডাক্তার ল্যাম্বেট্ সম্প্রতি তিনটী ঐরূপ রোগীর উল্লেখ করিয়া একটীর সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন যে, এই রোগী স্ত্রীলোক। আঠার বৎসর বয়সের সময় তিনি নিয়ত ৪০ দিন নিদ্রা যাইতেন। যখন তিনি ২০ বৎসর বয়স্কা ছিলেন তখন ৫০ দিন এবং ২৪ বৎসর বয়সে তিনি নিয়ত একবৎসরকাল ঘুমাইতেন। এই সময়ে তাঁহার সম্মুখের একটী দাঁত ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া, তাহার ছিদ্র দিয়া দুগ্ধ অথবা মৎস্যাদির ঝোল মুখবিবরে প্রবেশ করাইয়া তদ্দ্বারা তাহার জীবনরক্ষা হইত। তিনি এই সময়ে গতিহীন এবং অজ্ঞান অবস্থায় অতিবাহিত করিতেন। তাহার নাড়ীর গতি অত্যন্ত মৃদু, নিশ্বাসপ্রশ্বাস অলক্ষ্য, মলমূত্রত্যাগবিরহিত, কৃশ হওয়ার ভাববর্জ্জিত, শরীর লাবণ্যময় এবং সুস্থ ছিল। এই নিদ্রাকে স্বাভাবিক নিদ্রা বলা যায় না। উহা পীড়া পদবাচ্য। (বর্ত্তমান শতাব্দীর এই নিদ্রাবিবরণে প্রাচীন কালের কুম্ভকর্ণের নিদ্রা সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ থাকে কি ?)

আবার কোন কোন লোককে সম্পূর্ণ নিদ্রাশূন্যাবস্থায় অথবা অল্প তন্দ্রাবস্থায় বহুদিবস অতিবাহন করিতে দেখা যায়। সম্পূর্ণ নিদ্রাশূন্যাবস্থা ভাবী পীড়াজ্ঞাপক। ঐ অবস্থা ঘটিলে অচিরে দীর্ঘকালব্যাপী জ্বর, মস্তিষ্কের প্রদাহ, সম্ফোট জ্বর, ইত্যাদি পীড়া হয়। দীর্ঘকাল অনিদ্রাবস্থায় থাকিলে মধ্যে মধ্যে প্রলাপ ও অচৈতন্য অবস্থা আসিয়া দেখা দেয়। যদি ঐরূপ জাগরিত থাকার বিশেষ কোন কারণ না থাকে, তবে রোগী শীঘ্রই উৎকট পীড়াগ্রস্ত হয়। সাধারণতঃ পক্ষাঘাত, সংন্যাস বা উন্মাদ রোগ তাহাদিগকে আক্রমণ করে।

স্বল্প-নিদ্রা ঐরূপ কোন বিশেষ পীড়াজ্ঞাপক নহে। সাধারণতঃ যে সমস্ত লোক অত্যন্ত কার্য্যরত, যাঁহাদের মস্তিষ্ক অত্যধিক চালিত হয়, কিংবা যাঁহারা নিয়ত অর্থকৃচ্ছ্রতা ভোগ করেন, তাঁহারাই ঐরূপ স্বল্পনিদ্রালু হইয়া থাকেন। আবার যাঁহারা বহুদিবস হইতে গেঁটে বাত, বাত, চর্ম্মরোগ, মূত্ররোগ পেটের পীড়া ও মূর্চ্ছারোগাক্রান্ত, তাঁহাদের নিদ্রা অনেক কমিয়া যায়।

এই অনিদ্রাবস্থা দূর করিতে হইলে অনিদ্রার কারণের চিকিৎসা আবশ্যক। উক্ত রোগী যে ঘরে থাকে সে ঘরে নিয়মিত বায়ুপ্রবাহ আসার পথ রাখিবে। ঘর অধিক গরম হইলে উহার উষ্ণতা কমাইয়া দিবে; রোগী যে শয্যায় শয়ন করে, তাহা যেন গরম না হয়। তাহাকে রাগাইবে না, যে সমস্ত চিন্তা তাহার মনকে অত্যন্ত আকৃষ্ট, চঞ্চল ও বিরক্ত করে, সে সমস্ত ভাব আসিতে দিবে না। এই সময় জোলাপ দেওয়া উচিত ইত্যাদি।

আয়ুর্ব্বেদ মতে, গ্রীষ্ম ব্যতীত অপর সকল ঋতুতেই দিবা-নিদ্রা নিষিদ্ধ, কিন্তু বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রীসংসর্গজনিত কৃশ, ক্ষতক্ষীণ, অথবা মদ্যপানে উন্মত্ত ব্যক্তির পক্ষে, যানবাহনে বা অন্য কোনরূপ পথগমনে শ্রান্ত, কিংবা অন্য কর্ম্ম দ্বারা শ্রান্ত বা অভুক্ত ব্যক্তির পক্ষে অথবা যাহার মেদ, ঘর্ম্ম, কফ, রস ও রক্ত ক্ষীণ হইয়া থাকে, তাহার পক্ষে অথবা অজীর্ণ রোগীর পক্ষে দিবা-ভাগে দুই দণ্ড পরিমিতকাল নিদ্রা যাওয়া নিষিদ্ধ নহে। রাত্রি-জাগরণ করিলে যতক্ষণ জাগরণ করা যায়, দিবাভাগে তাহার অর্দ্ধ পরিমিতকাল নিদ্রা যাইতে পারে। দিবানিদ্রা দেহের বিকারের স্বরূপ অতি কদর্য্য কর্ম্ম। দিবাভাগে নিদ্রিত ব্যক্তির অধর্ম্ম এবং সকল দোষের প্রকোপ হয়।

দোষের প্রকোপ হেতু কাস শ্বাস, প্রতিশ্যায়, মস্তকের ভার অঙ্গমর্দ্দ, অরুচি, জ্বর ও অগ্নিমান্দ্য এই সকল রোগ জন্মে। এই কারণে রাত্রিজাগরণ ও দিবানিদ্রা ত্যাগ করিবে। রাত্রিকালে পরিমিতরূপে নিদ্রা যাইতে হইবে। নিদ্রা পরিমিত হইলে, দেহ অরোগ ও বর্ণযুক্ত স্থূল বা কৃশ না হইয়া মধ্যভাগে থাকে, লাবণ্যবর্দ্ধিত হয়, মন প্রফুল্ল এবং শতবৎসর পরমায়ু হয়। নিদ্রা আয়ত্ত হইলে, রাত্রে বা দিবসে জাগিয়া থাকিলে বা ঘুমাইলে কোন দোষের হয় না।

নিদ্রানাশ।—বায়ুজন্য, পিত্তজন্য, মনস্তাপজন্য, ক্ষয়জন্য বা অভিঘাতজন্য নিদ্রা নাশ হয়। সেই সকল দোষের বিপরীত ক্রিয়া করিলেই সাম্য হয়। নিদ্রানাশ হইলে তৈলাদি মর্দ্দন করিবে ও মূর্দ্ধদেশে তৈল সেচন করিবে। নিদ্রানাশে গাত্র-বিলেপন ও সংবাহন (টেপা) হিতকর। শালিতণ্ডুল, গোধূম-পিষ্টান্ন, ইক্ষুরসসংযুক্ত মধুর ও স্নিগ্ধ দ্রব্য ভোজন, দুগ্ধ বা

মাংস রসযুক্ত ভোজন, বিলেশয় বা বিষ্কির জন্তুর মাংসে রসযুক্ত দ্রব্য ভোজন, রাত্রিকালে দ্রাক্ষা, শর্করা বা গুড়দ্রব্য ভোজন এবং কোমল ও মনোহর শয্যা ও আসন প্রভৃতি ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। নিদ্রার আধিক্য হইলে বমন, সংশোধন, লঙ্ঘন ও রক্তমোক্ষণ করিবে, এবং মনকে ব্যাকুল করিতে হইবে। কফ বা মেদবিশিষ্ট অথবা বিষাক্ত ব্যক্তির রাত্রিজাগরণ হিতকর। তৃষ্ণা, শূল, হিক্কা, অজীর্ণ ও অতীসাররোগে দিবানিদ্রা হিতকর।

ইন্দ্রিয়গণের বিষয় অর্থাৎ শব্দস্পর্শাদি জ্ঞান না হওয়া, শরীরের গুরুতা, জৃম্ভণ, ক্লান্তি ও নিদ্রায় কাতরতা এই গুলি তন্দ্রার লক্ষণ। তমোগুণ বাতশ্লেষ্মার সহিত মিলিত হইলে তন্দ্রা এবং শ্লেষ্মার সহিত মিলিত হইলে নিদ্রা হয়। (সুশ্রুত শারীরস্থান ৪ অ°)।

"সত্ত্বাচ্চ তম এব স্যাৎ জাগ্রতে স্বপতে প্রভুঃ।
তমসা প্রাবৃতো দেহী ব্যোম্না চ শূন্যতাঙ্গতঃ॥
দেহং বিশ্রমতে যস্মাত্তস্মান্নিদ্রা প্রকীর্ত্তিতা।
নাসাগ্রে চ ভ্রুবোর্মধ্যে লীয়তে চান্তরাত্মনা॥"

(হারীতশারীরস্থান ১ অ°)।

যে সময় দেহী আত্মা তমঃ দ্বারা ব্যাপ্ত হয়, তখন নিদ্রা উপস্থিত হয়, সত্ত্বগুণের প্রাবল্য হইলে বোধ হইয়া থাকে, এই সময় অন্তরাত্মা বিশ্রাম করে বলিয়া, ইহাকে নিদ্রা কহে। অন্তরাত্মা এই সময় নাসাগ্র বা ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থলে লীন থাকে।

নিদ্রারহিত ব্যক্তি--

"কুতো নিদ্রা দরিদ্রস্য পরপ্রেষ্যকরস্য চ।
পরনারীপ্রসক্তস্য পরদ্রব্যহরস্য চ॥"

সুখসুপ্ত—

"সুখং স্বপিত্যনৃণবান্ ব্যাধিমুক্তশ্চ যো নরঃ।
সাবকাশস্তু যো ভুঙ্‌ক্তে যস্তু দারৈর্ন শঙ্কিতঃ॥"

(গারুড় নীতিসার)

দরিদ্র, পরাধীন, পরদাররত ও পরদ্রব্যাপহারকের সুখনিদ্রা কি করিয়া সম্ভবে? যাহাদের কোনরূপ ঋণ নাই এবং ব্যাধি-মুক্ত যাহারা স্ত্রী কর্ত্তৃক কোনরূপ শঙ্কাযুক্ত নহেন এবং স্বচ্ছন্দ ভোজন করিতে পারেন, তাঁহাদের সুখনিদ্রা হইয়া থাকে।

ধর্ম্মশাস্ত্র মতে এক প্রহর রাত্রির পর ভোজনাদি করিয়া নিদ্রা বিধেয় এবং চারি দণ্ড রাত্রি থাকিতে নিদ্রা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য হয়। শুচিদেশে নির্জ্জনস্থলে পবিত্র শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতে হয়। শয়ন করিবার পূর্ব্বে মস্তকের দিকে একটী জলপূর্ণ মাঙ্গল্য পূর্ণকুম্ভ রক্ষা করিতে হইবে। এইকুম্ভ বৈদিক বা গারুড় মন্ত্রে রক্ষা করিতে হয়।

"শুচৌ দেশে বিবিক্তে তু গোময়েনোপলিপ্তকে।
প্রাগুদক্‌প্লবনে চৈব সংবিশেত্তু সদা বুধঃ।
মাঙ্গল্যং পূর্ণকুম্ভঞ্চ শিরঃস্থানে নিধাপয়েৎ।
বৈদিকৈ গারুড়ৈর্ম্মন্ত্রৈ রক্ষাং কৃত্বা স্বপেত্ততঃ॥ (আহ্নিকতত্ত্ব)

নিজ গৃহে পূর্ব্বদিকে মস্তক করিয়া শয়ন করিতে হইবে। আয়ুষ্কামী ব্যক্তি দক্ষিণদিকে মস্তক রাখিয়া নিদ্রা যাইতে পারেন। প্রবাসিব্যক্তি পশ্চিমদিকে মস্তক রাখিয়া নিদ্রা যাইবেন। উত্তরদিকে মস্তক রাখিয়া নিদ্রা যাওয়া অতিশয় দূষণীয়। পূর্ব্বশিরা শয়নে ধন, দক্ষিণে আয়ু, পশ্চিম দিকে প্রবল চিন্তা এবং উত্তরদিকে মস্তক রাখিয়া নিদ্রা যাইলে মৃত্যু হইয়া থাকে।

"স্বগৃহে প্রাক্‌শিরাঃ শেতে আয়ুষ্যে দক্ষিণাশিরাঃ।
প্রত্যক্‌শিরা প্রবাসে তু ন কদাচিদুদক্‌শিরাঃ॥
প্রাক্‌শিরাঃ শয়নে বিদ্যাৎ ধনমায়ুশ্চ দক্ষিণে।
পশ্চিমে প্রবলাং চিন্তাং হানিং মৃত্যুং তথোত্তরে॥"

(আহ্নিকতত্ত্ব)

নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে বিষ্ণুকে নমস্কার করিয়া নিদ্রা যাইতে হইবে। এই সকল স্থানে নিদ্রা যাইতে নাই, শূন্যালয়, যে বাটীতে কোন প্রাণী নাই, শ্মশান, এক বৃক্ষ, চতুষ্পথ, মহাদেব-গৃহ, কাকর, লোষ্ট্র ও পাংশুর উপর, ধান্য, গো, বিপ্র, দেবতা ও গুরুর উপর, ভগ্ন-শয়ন ও অশুচি হইয়া অথবা আর্দ্রবাসে বা নগ্নাবস্থায়, অনাবৃত মস্তকে, সর্ব্বশূন্য আকাশপ্রদেশে এবং চৈত্যবৃক্ষতলে নিদ্রা যাইতে নাই।

শূন্যালয়ে শ্মশানে চ একবৃক্ষে চতুষ্পথে।
মহাদেবগৃহে চাপি শর্করালোষ্ট্রপাংশুষু॥
ধান্যগোবিপ্রদেবানাং গুরূণাঞ্চ তথোপরি।
ন চাপি ভগ্নশয়নে নাশুচৌ নাশুচিঃ স্বয়ম্॥
নার্দ্রবাসা ন নগ্নশ্চ নোত্তরাপরমস্তকঃ।
নাকাশে সর্ব্বশূন্যে চ ন চ চৈত্যদ্রুমে তথা॥"

ন স্বপেদিত্যর্থঃ। (আহ্নিকতত্ত্ব।)

নিদ্রাকর (ত্রি) নিদ্রায়াঃ করঃ। নিদ্রাকারক, নিদ্রাজনক

নিদ্রাকর্ষণ (ক্লী) নিদ্রায়াঃ আকর্ষণং। নিদ্রার আকর্ষণ, নিদ্রালুতা, ঘুম পাওয়া।

নিদ্রাকারিন্ (ত্রি) নিদ্রা-কৃ-ণিনি। নিদ্রাকর, নিদ্রাকারক।

নিদ্রাকাল (পুং) নিদ্রায়াঃ কালঃ। নিদ্রার কাল, ঘুমের সময়।

নিদ্রাকুল (ত্রি) নিদ্রয়া আকুলঃ। নিদ্রাতুর, নিদ্রাপীড়িত।

নিদ্রাকৃষ্ট (ত্রি) নিদ্রয়া আকৃষ্টঃ। যাহার নিদ্রাকর্ষণ হইয়াছে, আগতনিদ্রা।

নিদ্রাক্রান্ত (ত্রি) নিদ্রয়া আক্রান্তঃ। নিদ্রাকুল, নিদ্রাতুর।

নিদ্রাগত (ত্রি) নিদ্রাং গতঃ। নিদ্রিত, নিদ্রাণ, ঘুমন্ত, যিনি নিদ্রিত হইয়াছেন।

নিদ্রাগার (পু) নিদ্রায়া আগারঃ। নিদ্রাগৃহ, শয়নাগার।

নিদ্রাগ্রস্ত (ত্রি) নিদ্রয়া গ্রস্তঃ। নিদ্রাকুল, নিদ্রাতুর।

নিদ্রাজনক (ত্রি) নিদ্রাকর, সুপ্তিজনক।

নিদ্রাণ (ত্রি) নি-দ্রা-ক্ত, তস্য ন, ততো ণত্বং (সংযোগাদেরাতো ধাতো যণ্বতঃ। পা ৮।২।৪৩) নিদ্রাগত, পর্য্যায়—নিদ্রিত, শয়িত।

"বিহিতবিবিধাসুবন্ধো মানোন্নতয়াবধীরিতো মানী।
লভতে কুতঃ প্রবোধং স জাগরিত্বৈব নিদ্রাণঃ॥"

(আর্য্যাসপ্তশতী ৫২৬)

নিদ্রাদরিদ্র (পুং) নিদ্রায়া দরিদ্রঃ অভাবঃ। ১ নিদ্রার অভাব, নিদ্রা না হওয়া। ২ একজন সংস্কৃতজ্ঞ কবি।

নিদ্রান্বিত (ত্রি) নিদ্রয়া অন্বিতঃ। নিদ্রিত, নিদ্রাগত।

নিদ্রাযোগ (পুং) নিদ্রা এবং গভীর চিন্তা।

নিদ্রালু (ত্রি) নিদ্রাতীতি নিদ্রা-আলুচ্ (স্পৃহিগৃহীতি। পা ৩।২।১৫৮) নিদ্রাশীল। অমরটীকায় ভরত এইরূপ ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন—'নিদ্রা বিদ্যতেঽস্য গোতৃণেত্যাদিনা আলুঃ' (ভরত) পর্য্যায়—স্বপ্নক, শয়ালু, তন্দ্রালু। (জটাধর)

"কাণা বিবর্জয়েচ্চৌর্য্যং নিদ্রালুশ্চর্ম্মচৌরিকাম্।
জিহ্বালোল্যঞ্চ রোগাঢ্যো জীবিতং যোঽত্র বাঞ্ছতি॥"

(পঞ্চত° ৫।৪১)

নিদ্রালু (স্ত্রী) নিদ্রা দেয়ত্বেনাস্ত্যস্যা ইতি নিদ্রা বাহুলকাৎ আলু। ১ বার্ত্তাকী। ২ বনবর্ব্বরিকা। (রাজনি°) ৩ নলীনামক গন্ধদ্রব্য। (শব্দচ°)

নিদ্রাবস্থা (স্ত্রী) নিদ্রায়া অবস্থা। নিদ্রিত অবস্থা, ঘুমের অবস্থা।

নিদ্রাভঙ্গ (ক্লী) ঘুমভাঙ্গা।

নিদ্রাভাব (পুং) নিদ্রায়া অভাবঃ। ১ নিদ্রার অভাব, নিদ্রা না হওয়া, জাগরণ। ২ যোগনিদ্রা।

নিদ্রায়মান (ত্রি) নিদ্রায়-শানচ্। নিদ্রাণ, নিদ্রিত নিদ্রাগত।

নিদ্রাবিমুখ (ত্রি) অনিদ্রা, জাগরূক।

নিদ্রাবৃক্ষ (পুং) নিদ্রায়া বৃক্ষ ইব। অন্ধকার। (শব্দমালা)।

নিদ্রাবেশ (পুং) নিদ্রার উপক্রম বা ইচ্ছা।

নিদ্রাশালা (স্ত্রী) নিদ্রাগৃহ, যে ঘরে নিদ্রা যাওয়া যায়।

নিদ্রাশীল (ত্রি) নিদ্রালু।

নিদ্রাসংজনন (ক্লী) নিদ্রাং সংজনয়তীতি সংজন-ণিচ্-ল্যুট্। শ্লেষ্মা। (শব্দমা°) কফ বৃদ্ধি হইলে নিদ্রা হয়।

নিদ্রিত (ত্রি) নিদ্রাঽস্য সঞ্জাতঃ, নিদ্রা তারকাদিত্বাদিতচ্। নিদ্রাগত, ঘুমন্ত।

নিদ্রোত্থিত (ত্রি) নিদ্রা হইতে উত্থিত, ঘুম হইতে উঠা।

নিধন (পুং ক্লী) নি-ধা-ক্যু। ১ মরণ। ২ লগ্নস্থান হইতে অষ্টম স্থান। জ্যোতিষের মতে এই স্থানে নদী পার, অত্যন্ত বৈষম্য, দুর্গ,শস্ত্র, আয়ু ও সঙ্কট এই সকল চিন্তা করিতে হইবে। যদি লগ্নের চতুর্থ স্থানে সূর্য্য অবস্থিতি করেন এবং গ্রহের প্রতি শনির দৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে যে দিবসে ঐ স্থানে শুভগ্রহগণ দৃষ্টি করিবেন, সেই দিন নিশ্চয় নিধন হইবে।

(ঢুণ্টিরাজকৃত জাতকাভরণ)

নিধনস্থানে সূর্য্যাদি গ্রহগণ অবস্থান করিলে নিম্নলিখিত রূপ ফল হইয়া থাকে—

যদি লগ্ন হইতে অষ্টমস্থানে সূর্য্য থাকেন এবং ঐ গৃহ সূর্য্যের উচ্চ অথবা স্বীয় গৃহ হয়, তাহা হইলে ঐ রবিগ্রহ সুখদাতা হন, উক্ত স্থান ভিন্ন অন্যস্থান হইলে দুঃখ দিয়া প্রাণ বিনাশ করিয়া থাকেন। সূর্য্য স্বীয় উচ্চ অথবা স্বগৃহে থাকিয়া যাহার লগ্ন হইতে অষ্টমস্থানগত হইবেন, তাহার সুখে নিধন হইবে। উক্ত দুই স্থান ভিন্ন অন্য স্থানে থাকিলে কষ্ট, যাতনা ও দুঃখে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। রবি অষ্টম স্থানে থাকিলে বজ্রাঘাত, সর্প অথবা জ্বর এই তিনের মধ্যে যে কোন হেতুতে স্থলভূমিতে, তাহার মৃত্যু হইবে। লগ্ন হইতে অষ্টম স্থানে চন্দ্র থাকিলে জলে মৃত্যু হইয়া থাকে, তাহার কাস, শোথ ও জ্বররোগ হয় এবং দেহের নিম্ন প্রদেশ কৃশ হইয়া থাকে। লগ্ন হইতে অষ্টম স্থান যদি পাপগ্রহের গৃহ হয় এবং তাহাতে চন্দ্র থাকে, তাহা হইলে তাহাকে অচিরকাল মধ্যেই যমের আতিথ্য স্বীকার করিতে হয়। আর ঐ অষ্টম স্থান যদি চন্দ্রের স্বকীয় অথবা শুক্রের কিংবা বুধের গৃহ হয় এবং ঐ চন্দ্র যদি পূর্ণ হয়, তাহা হইলে কাশ এবং পিত্তরোগে বহুতর কষ্ট পায়। লগ্ন হইতে অষ্টম স্থানে মঙ্গল থাকিলে অস্ত্র দ্বারা, অগ্নি অথবা রাজবিচারে, এবং ক্ষয়কাশ, কুষ্ঠ, ব্রণ, অর্শ বা গ্রহণী এই সকলের মধ্যে যে কোন রোগাক্রান্ত হইয়া পথিমধ্যে তাহার নিধন হয়। তদনন্তর নিরয়গামী হইয়া থাকে। যদি লগ্ন হইতে অষ্টমস্থানে মঙ্গল থাকেন, আর ঐ মঙ্গল দুর্ব্বল অথবা স্বীয় নীচরাশিস্থ হন, তাহা হইলে, সে মানব অতি ভয়ানক দুষ্টব্রণ, অতিসার অথবা দগ্ধ হইয়া কোন নিন্দিত স্থানে নিহত হইয়া থাকে। লগ্ন হইতে অষ্টম রাশিতে যদি বুধ থাকে এবং ঐ স্থান যদি শুভগ্রহের ক্ষেত্র হয়, তাহা হইলে শ্রেষ্ঠতীর্থে সুখে তাহার নিধন হইয়া থাকে এবং ঐ অষ্টমস্থান যদি পাপগ্রহের গৃহ হয়, তাহা হইলে শূল, পাদ অথবা জঙ্ঘা, বা উদরের কোন প্রকার রোগে পীড়িত হইয়া রাজভবনে তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে। শুভ বুধ যদি অষ্টম স্থানে থাকে, তাহা হইলে শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থলে নিধন হইয়া থাকে এবং ঐ বুধ যদি পাপগ্রহের সহিত

মিলিত ও শত্রুগৃহগত হন, তাহা হইলে, তাহার বদনকম্প-রোগে মৃত্যু হইয়া থাকে। লগ্ন হইতে অষ্টম স্থানে বৃহস্পতি থাকিলে সজ্ঞানে পুণ্য তীর্থে মৃত্যু হইয়া থাকে। বৃহস্পতি স্বীয় গৃহে কিংবা শুভ গ্রহের গৃহে থাকিয়া যদি লগ্নের অষ্টমরাশিতে থাকেন, তাহা হইলে সজ্ঞানে কোন পুণ্যতীর্থে তাহার দেহাবসান হয়। আর যদি ঐ স্থান বৃহস্পতির স্বীয় গৃহ বা শুক্রগ্রহের গৃহ না হয়, তাহা হইলেও সজ্ঞানে মৃত্যু হয়। লগ্ন হইতে অষ্টমস্থানে শুক্র থাকিলে মনুষ্য উত্তমাচারী, রাজসেবক, মাংসপ্রিয়, সুবুদ্ধি এবং তাহার লোচনযুগল স্থূল ও অন্তিমে কোন সুতীর্থে মৃত্যু হইয়া থাকে। লগ্ন হইতে অষ্টম স্থানে শনি থাকিলে শোকাভিভূত হইয়া বদনকম্প বা শূলরোগাক্রান্ত হইয়া বিদেশে অথবা কোন নীচ জাতি দ্বারা নিধন প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শনি অষ্টম গৃহে থাকিলে মনুষ্য দুঃখভাগী হইয়া দেশান্তরে বাস করিয়া থাকে। হয় চৌর্য্যাপরাধে তাহার নীচলোকের হস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন অথবা নেত্ররোগে মৃত্যু হইয়া থাকে।

রাহু অষ্টম স্থানে থাকিলে শত্রুর সমক্ষেই মৃত্যু ঘটে। মনুষ্য রোগী, পাপকর্ম্মনিরত, গম্ভীরস্বভাব, চোর, কৃশ, কাপুরুষ ও ধনবান্ হইয়া থাকে এবং নানা বিষয়ে তাহার মন চঞ্চল হয়। (ফলিতজ্যোতিষ)

৩ তারাভেদ, স্বীয় জন্মনক্ষত্র হইতে সপ্তম, ষোড়শ ও ত্রয়োবিংশতি নক্ষত্র। এই নিধনতারা দূষণীয়, এই নিষিদ্ধ তারার দোষ শান্তির জন্য তিল ও কাঞ্চন দান করিতে হয়।

"প্রত্যরৌ লবণং দদ্যাৎ নিধনে তিলকাঞ্চনম্।" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

৪ বিষ্ণু। (বিষ্ণুপু° ১৩।৭৬) ৫ কুল। (ত্রি) নিবৃত্তং ধনং যস্য। ৬ ধনহীন দরিদ্র।

"ধনৈর্যাজ্ঞাপভোগৈর্ন তু পরিভবোঽত্যার্থনফলম্
নিকারোঽগ্রে পশ্চাদ্ধনমহহ ভোস্তদ্ধি নিধনম্॥" (শান্তিশতক)

৭ পঞ্চাবয়ব বা সপ্ত অবয়বযুক্ত সামের অন্তিম অবয়ব।

"বাচি সপ্তবিধং সাম উপাসীত, যৎকিঞ্চিৎ বাচো হুমিতি স হিঙ্কারঃ যৎপ্রেতি স প্রস্তাবঃ, যদেতি স আদিঃ যদুদিতি স উদ্গীথঃ, যৎ প্রতীতি স প্রতিহারঃ, যদুপেতি স উপদ্রবঃ যন্নীতি তন্নিধনম্।" (ছান্দোগ্য উপ°) হেমন্তকালে নিধন নামে সাম উপাসনা করিতে হয়।

নিধনকাম (ক্লী) সামভেদ। (লাট্যা° ৬।১২।:৪)

নিধনক্রিয়া (স্ত্রী) নিধনস্য ক্রিয়া। মৃতব্যক্তির সৎকার, অন্ত্যেষ্টিকার্য্য।

নিধনতা (স্ত্রী) নিধনস্য ভাবঃ, নি-ধন-তল্-টাপ্। ধনরাহিত্য, দরিদ্রতা।

"অহো নিধনতা সর্ব্বাপদামাস্পদম্।" (মৃচ্ছকটিক)

নিধনপতি (পুং) শিব, প্রলয়কর্ত্তা।

নিধনবৎ (ত্রি) নিধনং বিদ্যতে যস্য নি-ধন-মতুপ্, মস্য বঃ। ১ মরণযুক্ত। (ক্লী) ২ নিধনাবয়বযুক্ত সামভেদ।

'পঙ্ক্তৌ নিধনবৎ।" (শুক্লযজু° ১৩।৫৮) "নিধনবৎ সাম" (বেদদীপ)

নিধা (স্ত্রী) নিধীয়তে ধার্য্যতে বন্ধনেনানয়া নি-ধা-অ। ১ পাশ-সমূহ। 'নিধা পাশ্যা ভবতি যন্নিধীয়তে' (নিরুক্ত)

"নিধয়েব বদ্ধান্"। (ঋক্ ১০।৭৩।১১) "নিধা পাশ্যা পাশ-সমূহস্তয়া বদ্ধান্"। (সায়ণ) ২ নিধান। ৩ অর্পণ।

নিধাতব্য (ত্রি) নি-ধা-তব্য। স্থাপনীয়।

"তস্মাদ্রাজ্ঞা নিধাতব্যো ব্রাহ্মণেষক্ষয়ো নিধিঃ।" মনু ৭।৮৩)

নিধান (ক্লী) নিধীয়তেঽত্র নি-ধা আধারে ল্যুট্। ১ নিধি। ২ আধার, আশ্রয়। ৩ লয়স্থান, যেখানে সকল বস্তু লীন হয়॥

'এতন্নানাবতারাণাং নিধানং বীজমব্যয়ম্।" (ভাগ° ১।৩।৬)

৪ অপ্রকাশ। ৫ স্থাপন।

নিধান, একজন কবি। ইনি আলী-আকবর-খাঁ মহম্মদীর সভা-পণ্ডিত ছিলেন। কবিতাশক্তির বিশেষ পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া ইনি 'শালিহোত্র' নামে হিন্দীভাষায় একখানি অশ্ববৈদ্যকগ্রন্থ রচনা করেন। ইনি ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন॥ কবি প্রেমনাথ ও পণ্ডিত গুমানজী মিশ্র ইঁহার সমসাময়িক।

নিধি, একজন কবি। ইনি খৃষ্টীয় ১৬০০ অব্দে বিদ্যমান ছিলেন। বারাণসীর রাজপণ্ডিত ঠাকুর প্রসাদ ত্রিপাঠী তাঁহার রচিত "শৃঙ্গার-সংগ্রহ" গ্রন্থে ইঁহার উল্লেখ করিয়াছেন।

নিধি (পুং) নিধীয়তেঽস্মিন্নিতি নি-ধা-কি। ১ নলিকা নামে দ্রব্যবিশেষ। ২ সমুদ্র।

"কন্যাং সুকেশীং নিধিকন্যকাসমাং মেনে তদাত্মাবমমুত্তমঞ্চ।" (দেবীভাগ° ৩।২২।১০)

৩ জীবকোষধি। ৪ আধার। যথা—গুণনিধি, জলনিধি ইত্যাদি। ৫ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।১৭)

প্রলয়কালে সকলই বিষ্ণুতে লীন হয়, বিষ্ণু সকলের আশ্রয় স্বরূপ, এই জন্য নিধি অর্থে বিষ্ণুকে বুঝায়। ৬ চিরপ্রনষ্ট-স্বামিক ভূজাতধনবিশেষ। যে ধনাদি ভূমিতে প্রোথিত থাকে এবং যাহার প্রভু নাই, এইরূপ ধন কোন লোক প্রাপ্ত হইলে সেই ধন কাহার হইবে এই বিষয় মিতাক্ষরায় এইরূপ লিখিত আছে,—রাজা যদি নিধি প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে সেই ধন অর্দ্ধেক ব্রাহ্মণদিগকে দিয়া, অবশিষ্ট নিজে গ্রহণ করিবেন। যদি বেদবিদ্ সদাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণ নিধি প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে সমস্ত ধনই গ্রহণ করিতে পারিবেন। যেহেতু এইরূপ ব্রাহ্মণ

জগতের প্রভু। রাজা ও পণ্ডিতব্রাহ্মণ ভিন্ন অপরে অর্থাৎ অপণ্ডিতব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় প্রভৃতি যদি নিধি প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে রাজাকে দিতে হইবে, রাজা তাহাদিগকে ৬ ভাগের এক ভাগ দিয়া অবশিষ্টাংশ গ্রহণ করিবেন। যদি ইহারা নিধি প্রাপ্ত হইয়া রাজাকে সংবাদ না দেয়, তাহা হইলে রাজা তাহার দণ্ড বিধান করিবেন এবং সমুদায় নিধি নিজে লইবেন।

"রাজা লব্ধা নিধিং দদ্যাৎ দ্বিজেভ্যোঽর্দ্ধং দ্বিজঃ পুনঃ।
বিদ্বানশেষমাদদ্যাৎ সর্ব্বস্যাসৌ প্রভুর্যতঃ॥
ইতরেণ নিধৌ লব্ধে রাজা ষষ্ঠাংশমাহরেৎ।
অনিবেদিতবিজ্ঞাতো দাপ্যস্তং দণ্ডমেব চ॥" (মিতা॰ ব্যবহারাধ্যায়)

যদি কোন ব্যক্তি, নিধি তাহার নিজের, এইরূপ রাজার নিকট যথার্থ প্রমাণ দেখাইতে পারে, তাহা হইলে রাজা সেই নিধিরও ৬ ভাগের বা ১২ ভাগের এক ভাগ লইয়া তাহাকে সমস্ত নিধি প্রদান করিবেন।

"মমায়মিতি যো ব্রূয়ান্নিধিং সত্যেন মানবঃ।
তস্যাদদীত ষড়্‌ভাগং রাজা দ্বাদশমেব বা॥" (মনু)

৭ কুবেরের নয় প্রকার রত্নবিশেষ। পর্য্যায়—শেবধি, সেবধি। (ভরত)

"পদ্মোঽস্ত্রিয়াং মহাপদ্মঃ শঙ্খো মকরকচ্ছপৌ।
মুকুন্দকুন্দনীলাশ্চ বর্চ্চোঽপি নিধয়ো নব॥" (হারাবলী)

পদ্ম, মহাপদ্ম, শঙ্খ, মকর, কচ্ছপ, মুকুন্দ, কুন্দ, নীল ও বর্চ্চ এই ৯ প্রকার নিধি। মার্কণ্ডেয়পুরাণে ৮ প্রকার নিধির বিষয় লিখিত হইয়াছে। যথা:—

"পদ্মিনী নাম যা বিদ্যা লক্ষ্মীস্তস্যাধিদেবতা।
তদাধারাশ্চ নিধয় স্তান্মে নিগদতঃ শৃণু॥" (মার্ক॰ পু॰ ৬৮ অ॰)

পদ্মিনী নাম্নী বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা লক্ষ্মী। নিধিসকল তাঁহার আশ্রিত। পদ্ম, মহাপদ্ম, মকর, কচ্ছপ, মুকুন্দ, নন্দ, নীল ও শঙ্খ এই ৮ প্রকার নিধি। যেখানে ঋষির আবির্ভাব, ইহাদের আবির্ভাবও সেইখানে, এবং সেই স্থলে অচিরে সকল প্রকার সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। দেবগণের প্রসন্নতা ও সাধুগণের সেবা এই দ্বিবিধ উপায়ে ইহাদের দৃষ্টি হইয়া থাকে। ইহাতে লোকের সর্ব্বদা ধনাগম হয়।

পদ্মনিধি—এই নিধি প্রথম নিধি, ইহা সত্ত্বের অধিকৃত। পুত্র ও পৌত্রাদিক্রমে এই নিধির ভোগ হইয়া থাকে। পুরুষ এই নিধি কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হইলে দাক্ষিণ্যসার, সত্ত্বাধার ও পরমভোগশালী হইয়া থাকে। এই নিধি সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত। ইহার প্রভাবে সুবর্ণ, রৌপ্য ও তাম্রাদি যাবতীয় ধাতুর ভূরি পরিমাণে ভোগ ও ক্রয় বিক্রয় করিয়া থাকে। দক্ষিণাসহ যজ্ঞ সকলেরও অনুষ্ঠান করিতে পারে।

মহাপদ্মনিধি—ইহাও সত্ত্বগুণের আধার, ইহার অধিষ্ঠানে লোকসকল সত্ত্বগুণপ্রধান হইয়া থাকে এবং সর্ব্বদা পদ্মরাগাদিরত্ন, প্রবাল ও মুক্তাদি ভোগ এবং ঐ সকল রত্নের ক্রয় বিক্রয় করে। পুত্রপৌত্রাদিক্রমে এই নিধি ভোগ হইয়া থাকে। এই নিধি ৭ পুরুষের মধ্যে কাহাকেও ত্যাগ করে না।

মকরনিধি—ইহা তমঃপ্রধান, এই নিধি যাহার থাকে, সেই ব্যক্তি সত্ত্বপ্রধান হইলেও, তমঃপ্রধান হইয়া থাকে। তাহার বাণ, খড়্গ, অসি, ধনু ও চর্ম্ম এই সকলের ভোগ এবং নরপতিগণের সহিত মিত্রতা হইয়া থাকে।

কচ্ছপনিধি—এই নিধিও তমঃপ্রধান, সেইজন্য যাহার প্রতি এই নিধির দৃষ্টি হয়, তাহার স্বভাবও তমঃপ্রধান হইয়া থাকে। সে পুণ্যপরম্পরায় অনুষ্ঠানপ্রসঙ্গে অশেষবিধ ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। কাহারও প্রতি তাহার বিশ্বাস হয় না। কচ্ছপ যেরূপ আপনার সমস্ত অঙ্গ সংহরণ করে, সেও সেইরূপ আয়ত্তচিত্ত হইয়া লোকের চিত্ত সংহরণপূর্ব্বক আত্মভাব গোপন করিয়া অবস্থিতি করে। এই ব্যক্তি বিনাশভয়ে কোন বস্তুই কাহাকে দেয় না, এবং নিজেও ভোগ করে না। সমস্তই ভূমিতে পুতিয়া রাখে। এইজন্য এই নিধি এক পুরুষ মাত্র ভোগ হইয়া থাকে।

মুকুন্দনিধি—এই নিধি রজোগুণপ্রধান। এই নিধির দৃষ্টি হইলে স্বভাবও রজোময় হইয়া থাকে। সে বীণা, বেণু, মৃদঙ্গ প্রভৃতি সকল সম্ভোগ এবং গায়ক ও নর্ত্তকদিগকে বিত্তপ্রদান করিয়া থাকে। বন্দী, সূত, মাগধ ও বিটদিগকে অহর্নিশ ভোগাবস্ত প্রদান ও তাহাদের সহিত স্বয়ং ভোগ করে। কুলটা ও তদ্বিধ অন্যান্য ব্যক্তিগণের প্রতি তাহার আশক্তি হয়। এই নিধি যাহাকে ভজনা করে, সে একেরই সঙ্গী হইয়া থাকে।

নন্দনিধি—এই নিধি রজ ও তমঃ এই উভয় গুণময়। ইহার দৃষ্টি হইলে লোকের রাশি রাশি সমুদায় ধাতু রত্ন ও ধান্যাদির সংগ্রহ ও ভোগ হইয়া থাকে, এবং সর্ব্বদা সেই সকল রত্নাদির ক্রয়বিক্রয় করে। এই ব্যক্তি স্বজন, আগত, অভ্যাগত, সকলকে আশ্রয়প্রদান করিয়া থাকে। তাহার অল্পমাত্রও অপমান সহ্য হয় না। তাহার নিকট যে কোন বস্তু প্রার্থনা করা যায়, তাহা লাভ হইয়া থাকে। এই ব্যক্তি অনেক সৌন্দর্য্যশালিনী রমণীর পতি হইয়া থাকে এবং সেই সকল স্ত্রীতেই বহুতর সন্তান প্রসূত হয়। সাতপুরুষ ধরিয়া এই নিধি ভোগ হইয়া থাকে। এই নিধির অধিপতি সকল দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া, সুখে কালাতিপাত করেন।

নীলনিধি—এই নিধি সত্ত্ব ও রজঃপ্রধান। যাহার প্রতি ইহার দৃষ্টি হয়, তাহার স্বভাবও সত্ত্ব ও রজঃপ্রধান হইয়া

থাকে। সেই ব্যক্তি রাশি রাশি বস্ত্র, কার্পাস, ধান্যাদি, ফল, পুষ্প, মুক্তা, বিদ্রুম, শঙ্খ ও শুক্তি প্রভৃতি এবং অন্যান্য জলজাত প্রভৃতি দ্রব্যনিচয় ভোগ ও ক্রয় বিক্রয় করিয়া থাকে। এই সকল দ্রব্যে তাহার কিছুমাত্র অনুরাগ জন্মে না, তড়াগ, দেবালয় প্রভৃতি নানাবিধ সৎকর্ম্মে কালাতিপাত করে। এই নিধি তিন পুরুষ মাত্র ভোগ হয়।

শঙ্খনিধি—এই নিধি রজঃ ও তমোময়। এই নিধির অধিষ্ঠানে লোকের স্বভাবও রজঃ ও তমোময় হয়। এই নিধি একপুরুষমাত্র ভোগ হইয়া থাকে এই নিধির অধিপতি একাকী দিব্যভোজন ও অলঙ্কারাদি দ্বারা সর্ব্বদা শোভিত থাকিতে ভালবাসে, অপরের কথা দূরে থাকুক, আপনার ভার্য্যা ও পুত্রাদিকেও কিছুমাত্র প্রদান করে না। এই অষ্টনিধির বিষয় যথাযথ বিবৃত হইল। স্বয়ং পদ্মিনী দেবী এই সকল নিধির উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া থাকেন। (মার্কণ্ডেয়পু° ৬৮ অ°)

৮ পৌরবংশীয় নৃপবিশেষ। ইনি রাজা দণ্ডপাণির পুত্র। মৎস্যপুরাণাদি মতে নিরামিত্র নামে বিখ্যাত ছিলেন।

(মৎস্যপু° ৫০।৮৩)

৯ মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।৬৬)

১০ ঋষিদিগের ঋণভূত পাঠযুত বেদ। [নিধিগোপ দেখ।]

নিধিগোপ (পুং) নিধিমৃষীণামৃণভূতপাঠো বেদস্তং গোপয়তি, গুপ-অণ্। অনূচান।

"অথ যদেবানুব্রুবীত তেন ঋষিভ্য ঋণং জায়তে।
তদ্ধ্যেভ্য এতৎকরোতি ঋষীণাং নিধিগোপং হ্যনূচানমাহুঃ॥"

(শতপথব্রা° ১।৭।২।৩)

নিধিনাথ (পুং) নিধীনাং নাথঃ। কুবের, পর্য্যায়—নিধীশ, নিধীশ্বর, নিধিপ্রভু।

নিধিনাথ, একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। ইনি ন্যায়সারসংগ্রহ নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

নিধিপ (পুং) নিধি-পা-ক। ধনেশ্বর, কুবের।

নিধিপতি (পুং) নিধীনাং পতিঃ। কুবের।

নিধিপা (পুং) যক্ষাধিপতি।

নিধিপাল (পুং) যক্ষেশ্বর।

নিধিমৎ (ত্রি) ধনযুক্ত। (ঋক্ ২।৩৯।১)

নিধিরাম কবিচন্দ্র, একজন বিখ্যাত কবি। ইনি বিষ্ণুপুরের রাজা গোপালসিংহের সভাপণ্ডিত ছিলেন। 'বন্দ মাতা সুরধুনী' শীর্ষক গঙ্গাবন্দনাটী নিধিরামের ভণিতাযুক্ত দেখা যায়। এতদ্ব্যতীত তিনি বাঙ্গালা ভাষায় সংক্ষিপ্ত রামায়ণ ও মহাভারত এবং শ্রীমদ্ভাগবত অবলম্বনে গোবিন্দমঙ্গল, দাতাকর্ণ প্রভৃতি কএকখানি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করেন। কৃত্তিবাসী রামায়ণের প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথিতে 'অঙ্গদের রায়বার' কবিতাটীতেও 'কবিচন্দ্রের' ভণিতা দৃষ্ট হয়।

নিধিরাম গুপ্ত, (প্রকৃত নাম রামনিধি) একজন স্বভাবজাত বাঙ্গালী কবি। ইনি ১৬৬৩ শকে বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। পাণ্ডুয়ার অন্তর্গত ইলছোবার নিকটবর্ত্তী 'চাপ্তা' নামক গ্রামই ইঁহার আদি বাসস্থান। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে ইনি কার্য্য করিতেন, সেই কারণ ইনি কলিকাতার অন্তর্ব্বর্ত্তী কুমারটুলি নামক স্থানে আসিয়া বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইঁহার সুমিষ্ট বাক্য-বিন্যাস ও সরল কথায় বর্ণিত কবিতাগুলি, বড়ই হৃদয়গ্রাহী এবং সাধারণের মনোমুগ্ধকর। নিধুবাবুর রচিত কবিতার মধ্যে নিম্নলিখিত একটী ছত্র পাওয়া যায়।

"নানান্দেশের নানান্ ভাষা।
বিনে স্বদেশী ভাষা মিটে কি আশা॥"

ইহাতেই স্পষ্ট জানা যাইতেছে, নিধুবাবু বঙ্গভাষানুরাগী ছিলেন। আদিরসঘটিত গীতরচনায় ইঁহার অলৌকিক ক্ষমতা ছিল। এরূপ সরল ভাষায় রচিত ভাবপূর্ণ ও মনোহারিণী কবিতা বঙ্গ-সাহিত্যে অতিবিরল। তন্মধ্য হইতে দুএকটী নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

১। ভালবাসিবে ব'লে, ভালবাসিনে।
আমার স্বভাব এই, তোমা বই আর জানিনে॥
বিধুমুখে মধুর হাসি, আমি বড় ভালবাসি,
তাই তোমারে দেখ্তে আসি, দেখা দিতে আসিনে॥

২। নয়ন নীরে কি নিবে মনের অনল।
সাগরে প্রবেশি যদি না হয় শীতল॥
তৃষায় চাতকী মরে, অন্য বারি নাহি হেরে,
ধারাজল বিনা তার সকলি বিফল॥
যবে তারে হেরি সখি, হরিষে বরিষে আঁখি,
সেই নীরে নিবে যদি অনল প্রবল॥

ইহার রচিত গীতগুলি 'নিধুর টপ্পা' নামে সাধারণে পরিচিত। আদিরস ভিন্ন নিধুবাবুর রচিত অন্যরূপ গীত অল্প দেখা যায়।

১৭৫৬ শকে অর্থাৎ ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে প্রায় ৯৪ বৎসর বয়সে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন। গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়ের মৃত্যু সময়ে ইঁহার বয়স ১৯ বৎসর ছিল।

নিধিরাম শর্ম্মা, একজন গ্রন্থকার, ইনি 'আচারমালা' নামে একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন।

নিধিবাস (নিবাস) আহ্মদনগরের অন্তর্গত একটী মহকুমা। ইহার উত্তরদিকে গোদাবরী নদী, নিজামরাজ্যের সীমা নির্দ্দেশ করিতেছে, পূর্ব্বে শিবগাঁও, দক্ষিণে নগর এবং পশ্চিমে রাহুরি।

ক্ষেত্রফল ৪৭৭১১৮ একর। এই মহকুমায় ১৮০ খানি গ্রাম আছে। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ইহা ইংরাজের হস্তগত হয়।

কথিত আছে, প্রাচীন হিন্দুরাজাদের সময়, নিধিবাস অতিশয় সমৃদ্ধিশালী ছিল। এই স্থানে বহুসংখ্যক সুসভ্য লোক বাস করিত। ১৪৯০ হইতে ১৬৩৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নিধিবাস নগর নিজামশাহী রাজগণের রাজ্যভুক্ত ছিল। ১৬৩৭ খৃষ্টাব্দে মোগলসম্রাট্ শাহ-জহানের করায়ত্ত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে শিবাজীর পৌত্র শাহু বিবাহের যৌতুক স্বরূপ এই স্থান প্রাপ্ত হন। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে ইহা প্রকৃত পক্ষে মহারাষ্ট্রদিগের হস্তগত থাকে। অধিবাসিগণ এই নগরকে নিবাস বলিয়া থাকে।

১৮০১—১৮০৩ খৃষ্টাব্দে হোলকর নিবাসের মধ্য দিয়া পুণায় যাতায়াত করায়, এখানকার অধিবাসিগণ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অনন্তর ১৮০৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দুর্বৃত্ত ভীল জাতি এই দেশ লুণ্ঠন করিতে থাকে। এই সমস্ত অত্যাচারে এবং দুর্ভিক্ষে প্রপীড়িত হইয়া দেশ জনশূন্য ও হতশ্রী হইয়া পড়ে। শেষে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগণ ইহার অধিকারী হইলে শান্তি স্থাপিত হয়।

কেহ কেহ বলেন, ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে মালিক অম্বর 'নিবাস' জিল্লার বন্দোবস্ত ভুক্ত করেন; কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। এইখানে 'বিঘাবনী' নিয়ম প্রচলিত ছিল। মোট খাজনাকে 'তন্খা' অথবা 'কমাল' বলিত। এক গ্রামের বিঘায় স্থিরীকৃত ক্ষেত্রফলকে 'রকুম' বলিত। এগারটী গ্রামে 'মুগুবন্দী' নিয়মে খাজনা আদায় হইত। নিবাস হইতে নানা প্রকার কর আদায় হওয়ায় অধিবাসিগণ অত্যন্ত নিপীড়িত হইয়াছিল।

এই প্রদেশে নিবাস, শোনাই, চান্দা প্রভৃতি বারটী সহর আছে। নিবাস প্রভৃতি স্থানে বহুসংখ্যক তন্তুবায় বাস করে। প্রতিবৎসর এ স্থান হইতে হাতে-বোনা কাপড় রপ্তানি হয়। ধাঙ্গড়গণ কম্বল প্রস্তুত করিয়া থাকে। অধিকাংশ ব্যবহার্য্য জিনিষ বিদেশ হইতে আমদানী হইয়া থাকে। স্থানীয় জমিদারেরা ছাগ ও মেষ রাখেন। তাঁহারা এই সমস্ত পালিত প্রাণী নিকটস্থ কসাইকে বিক্রয় করিয়া থাকেন। ইহাই তাঁহাদের একরূপ ব্যবসা।

আহ্মদনগর হইতে আরঙ্গাবাদের রাস্তা নিবাসের মধ্য দিয়া গিয়াছে। আরও একটী রাস্তা নিবাসের সিঙ্গরকেশ দিয়া পৈঠানে গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত নিবাস হইতে আরঙ্গাবাদ পর্য্যন্ত একটী ক্ষুদ্র রাস্তা আছে।

২ নিবাস মহকুমার সদর। অক্ষা° ১৯° ৩৪´ উত্তর এবং দ্রাঘি° ৭৫° পূঃ, আহ্মদনগর হইতে ৩৫ মাইল উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। এই স্থানে একটী দাতব্য ঔষধালয় আছে॥ ইহা ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। নিবাসের পশ্চিমে প্রায় আধ পোয়া ($\frac{1}{8}$ মাইল) দূরে একটী প্রস্তরস্তম্ভ দৃষ্ট হয়। ইহার বেড় ৪ ফিট্। এইরূপ অনুমান হয় যে, ইহা মন্দিরের ভগ্নাংশ। ধ্যানদেবের স্তম্ভ বলিয়া খ্যাত। প্রবাদ এই যে, ধ্যানদেব যখন নিবাসে ভগবদ্গীতা রচনা করেন, তখন তিনি ঐ স্তম্ভের গায়ে ঠেস দিয়াছিলেন (১২৭১-১৩০০ খৃঃ অঃ)। স্তম্ভটী একটী কুটীরে মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত। মাটির উপরে ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৪২ ফিট্। ইহার মধ্য স্থানটী চতুরস্র এবং উপরে ও নিম্নে গোলাকার। ঐ চতুরস্রের সম্মুখ দিকে একখানি শিলালিপিতে ২টী সংস্কৃত পদ ও ৭টী ছত্র লিখিত আছে।*

১২৯০ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রকবি ধ্যানেশ্বর, নিবাসে থাকিয়া ভগবদ্গীতার টীকা লিখিয়াছেন। তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন যে, নিবাস মহারাষ্ট্র দেশমধ্যে ৫ ক্রোশ বিস্তার করিয়া গোদাবরীর নিকটে গিয়াছে। উক্ত গ্রন্থে এই স্থান মহালয় বা দেবতার আবাস বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

নিধিবাস (নিবাস) সম্বন্ধে আরও গল্প প্রচলিত আছে।† তন্মধ্য হইতে এই গল্পটী বিরক্তিজনক হইবে না বিবেচনায় উদ্ধৃত করিলাম। এই গল্পটী স্কন্দপুরাণের 'মহালয়মাহাত্ম্যে' এই স্থানের বিবরণে বর্ণিত আছে। এই 'মাহাত্ম্য' তথাকার অধিবাসিগণের অতি আদরের জিনিষ। কেবলমাত্র ৭৮ খানি হস্তলিখিত পুথি আছে। ঐ পুস্তকের অধিকারিগণ কোনমতে নিজ নিজ পুস্তক হস্তান্তর করিতে চাহেন না।

মহালয়মাহাত্ম্যের মতে পুরাকালে তারকাসুর নামে এক দৈত্য ছিল। ঐ দৈত্য ব্রহ্মাকে স্তবে তুষ্ট করিয়া, বর গ্রহণপূর্ব্বক স্বর্গে প্রবেশ করে। দেবদুর্ল্লভ স্বর্গে স্থান পাইয়া, অসুর অহঙ্কারে মত্ত হইয়া দেবগণের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করিল। এমন কি, ক্রমে ক্রমে দেবতাদিগকে স্বর্গ হইতে তাড়াইয়া দিতে আরম্ভ করিল। অসুরের উৎপাতে দেবগণ অস্থির হইয়া উঠিলেন। তখন তাঁহারা অনন্যোপায় হইয়া ব্রহ্মার শরণ লইলেন। ব্রহ্মা তাঁহাদের রক্ষার্থ বিষ্ণুর সাহায্য আবশ্যক মনে করিয়া তাঁহাকে স্মরণ করিলেন। ব্রহ্মা স্মরণ করিবামাত্রই বিষ্ণু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনন্তর আহ্বানের কারণ অবগত হইয়া বিষ্ণু বলিলেন যে, কার্ত্তিকেয় শঙ্করের ঔরসে পার্ব্বতীগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া ঐ দৈত্যকে সংহার করিবেন। তখন ব্রহ্মা বিষ্ণুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কার্ত্তিকেয় জন্মকাল পর্য্যন্ত দেবগণ কোথায় বাস

* See Bom. Gaz. Vol. XVII. p. 729.

† Indian Autiquary Vol. IVII. p. 323-4.

করিবেন। তাহাতে বিষ্ণু, 'নিবাস' দেবগণের বাসস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। তথায় দৈত্য তাঁহাদের প্রতি অত্যাচার করিতে সমর্থ হইবে না। তিনি স্বয়ং নিবাসের নিম্নলিখিত বর্ণনা করিয়াছেন—"বিন্ধ্যপর্ব্বতের দক্ষিণভাগে, গোদাবরী নদীর দক্ষিণতীরে পঞ্চক্রোশ লইয়া একটী তীর্থস্থান আছে, তথায় মঙ্গলময়ী বরানদী কলকল রবে প্রবাহিত হইতেছে, ঐ নদীর পূর্ব্বদিকে অসাধারণ বৈষ্ণবী শক্তির বাস।" অতঃপর দেবগণ সেই নির্দ্ধারিত স্থানে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন।

মহালয়মাহাত্ম্যে নিবাস 'মহালয় ও 'নিধিবাস' এই দুই নামে অভিহিত হইয়াছে এবং এখানকার নদী প্রবরা, পাপহরা এবং বরা নামে বর্ণিত হইয়াছে। সনৎকুমার ব্যাসের নিকট ঐ সমস্ত নামের নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ব্যাস জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"মহর্ষি! এই পুণ্য স্থানের নাম 'মহালয়' এবং 'নিধিবাস' হইল কেন? 'প্রবরা' এবং 'পাপহরা' শব্দ কি নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়? এবং নদীর নাম 'বরা' হইবার তাৎপর্য্য কি? এই সমস্ত বিশদরূপে বর্ণনা করিয়া আমার সন্দেহ ভঞ্জন করিতে আজ্ঞা হয়।"

সনৎকুমার উত্তর করিলেন, "এই স্থান মহতের (দেবগণের) আলয় বলিয়া ইহার নাম 'মহালয়' হইয়াছে। যখন বিষ্ণুর আদেশানুসারে দেবগণ এখানে আসিয়া বাস করেন, তখন তাঁহারা স্ব স্ব সম্পত্তি লইয়া এই স্থানে আসিয়াছিলেন। ধনাধিপতি কুবের তাঁহার নবনিধি লইয়া আসিয়াছিলেন, ঐ সমস্তই তদবধি এই স্থানে আছে। এই নিমিত্তই ইহার নাম 'নিধিবাস' হইয়াছে। প্রবরা নদীর জল দেবগণের নিকট এই বর প্রার্থনা করিল, যেন আমি সুমিষ্ট, বিশুদ্ধ এবং সকলের জীবনরক্ষিণী হইতে পারি। দেবতাদের নিকট হইতে এই বর লাভ করিয়া 'প্রবরা' (অর্থাৎ সুমিষ্টজলপূর্ণা নদী) নাম পাইয়াছে। 'পাপহরা' পাপধৌতকারী নদী। 'বরা' স্বাস্থ্যকরজলপূর্ণানদী।"

মহালয়মাহাত্ম্যে বর্ণিত আছে যে, পূর্ব্বোক্ত বৈষ্ণবীশক্তি নিবাসের অধিষ্ঠাতৃদেবী। এখনও ইনি নিবাসরক্ষাকারিণী দেবী বলিয়া খ্যাত। নিবাসে বৈষ্ণবী-শক্তির একটী মনোহর মন্দির আছে। বিষ্ণু রাহুকে সংহার করিবার কালে যে মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন, বৈষ্ণবী শক্তির মূর্ত্তিও ঠিক তদ্রূপ।

নিধীশ্বর (পুং) নিধীনাং ঈশ্বরঃ। কুবের।

নিধুবন (ক্লী) নিতরাং ধুবনং হস্তপদাদিকম্পনং যত্র। মৈথুন, নর্ম্ম, কেলি। "অনিমিষমবিরামা রাগিণাং সর্ব্বরাত্রং নবনিধুবনলীলাঃ কৌতুকেনাতিবীক্ষ্য।" (শিশুপালবধ ১১।১৮) নিতরাং ধুবনং কম্পনম্। ২ কম্প।

নিধুবন, শ্রীবৃন্দাবন ধামে স্থিত তীর্থবিশেষ। শ্রীকৃষ্ণ রাধিকা, বৃন্দা প্রভৃতি সখিগণ সহ এই স্থানে বিহার করিতেন। ইহার আদি নাম বৃন্দারণ্য বা বৃন্দাকুঞ্জ। সম্ভবতঃ বৃন্দারণ্য নাম হইতে বৃন্দাবন নামের উৎপত্তি হইয়াছে। এই উদ্যানে কৃত্রিম মুক্তা ও চুনির গাছ আছে। প্রবাদ আছে, শ্রীরাধিকা কৃষ্ণের নিকট মণিমুক্তার অলঙ্কার চাহিলে তিনি মায়াযোগে মুক্তা ও চুনির গাছ উদ্ভাবন করেন। এই অপরিমেয় ও অমূল্য নিধির জন্য ইহা নিধুবন নামে খ্যাত। এখানকার তমালগাছের গাত্র কষ্টি পাথরের মত কাল ও মসৃণ। শ্রীকৃষ্ণ মাখন খাইয়া গাছে হাত পুঁছিয়াছিলেন এইরূপ প্রবাদ, এবং শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার নূপুর লইয়া গাছের উপর উঠিয়া লুকান, এই জন্য কএকটী গাছে নূপুরাকৃতি ফল দৃষ্ট হয়। এই বন নারায়ণভট্ট কর্তৃক আবিষ্কৃত চৌরাশি বনের অন্তর্গত।

নিধৃতি (পুং) বৃষ্ণিপুত্রভেদ।

নিধেয় (ত্রি) নি-ধা-যৎ। স্থাপ্য, স্থাপনীয়। স্ত্রিয়াং টাপ্।
"শ্রীশ্চ পদ্মালয়া দেবি নিধেয়া বৈষ্ণবোরসি।" (হরিব° ৯৮ অ°)
আ এই উপসর্গের পর নিধেয় শব্দ স্ত্রীলিঙ্গে টাপ্ না হইয়া ঙীপ্ প্রত্যয় হইবে। যথা আনিধেয়ী।

নিধৌলী, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে এটা জেলার অন্তর্গত একটী গ্রাম। ফরুখাবাদের নবাবের রাজস্বকর্ম্মচারী খুশালসিংহ এই খানে এক দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। অদ্যাপি উহার ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হইতেছে। এই স্থানের নীল ও তুলার কারবার বিশেষ প্রসিদ্ধ।

নিধ্যান (ক্লী) নি-ধ্যৈ-ল্যুট্। নির্বর্ণন। দর্শন।

নিধ্রুব (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিভেদ।
'নিধ্রুবানাং কাশ্যপাবৎসারনৈধ্রুবেতি। (আশ্ব° শ্রৌত° ১২।১৪।৭)

নিধ্রুবি (ত্রি) নিতরাং ধ্রুবতি ধ্রু স্থৈর্য্যে কি। স্থৈর্য্যান্বিত, স্থিরতাযুক্ত। "যো মর্ত্ত্যেষু নিধ্রুবি ঋতাবা" (ঋক্ ৮।৩।১) 'নিতরাং ধ্রুবস্তিষ্ঠতি' (সায়ণ) ২ এক জন কাশ্যপ, কাত্যায়নের ঋগ্বেদানুক্রমণিকার মতে, ইনি নবম মণ্ডলের ৬৩ সূক্তের ঋষি।

নিধ্বান (পুং) ধ্বন শব্দে নি-ধ্বন-ঘঞ্। শব্দমাত্র।

নিন্ (দেশজ) অস্ত্রবিশেষ। বাটালি, ছুতোর মিস্ত্রীরা এই অস্ত্র দ্বারা ছেদাদি করিয়া থাকে।

নিনঙ্ক্ষু (ত্রি) নষ্টুমিচ্ছুঃ নশ-সন্,'সনাশংসভিক্ষ উঃ'ইতি সনন্তাদুঃ, ততো নুম্। নাশ করিতে ইচ্ছুক, অদর্শন করিতে ইচ্ছুক।
"অবিক্ষতচ্ছ বন্ধুনাং নিনঙ্ক্ষুর্বিক্রমং মুহুঃ।" (ভট্টি)

নিনদ (পুং) নি-নদ-অপ্ (নৌগদনদপঠস্বনঃ। পা ৩।৩।৬৪)। ১ শব্দ। ২ রথতুল্যশব্দ। (শব্দার্থচি°)

নিনয়ন (ক্লী) নি-নী-ল্যুট্। নিষ্পাদন।
"নাভিব্যাহারয়েৎ ব্রহ্ম স্বধা নিনয়নাদৃতে।" (মনু ২।১৭২)

'নিনয়নং নিষ্পাদনং।' (কুল্লূক)। ২ পরিসেচন। 'বর্হিষি পূর্ণপাত্রং নিনয়েৎ' (আশ্বগৃ° ১।১০।২৩)। 'নিনয়েৎ সিঞ্চেৎ' (নারায়ণ)।

নিনর্ত্তশক্র (ত্রি) দেবশ্রবা উদ্ধবের পুত্রভেদ।

"নিনর্ত্তশক্রং শত্রুঘ্নঃ দেবশ্রবা ব্যজায়ত।" (হরিব° ৩৫ অ°)।

নিনর্দ্দ (পুং) নি-নর্দ্দ ভাবে ঘঞ্। বেদশব্দের উচ্চারণভেদ। পাদের আদি তৃতীয় যে অক্ষর তাহা অনুদাত্ত করিয়া উচ্চারণ করিতে হইবে, তাহাকে নিনর্দ্দ বলা যায়।

"তৃতীয়ে তু পাদেষ্বাদিতো যদক্ষরং তদনুদাত্তীকৃত্য ব্রূয়াৎ এতদুক্তং ভবতি তৃতীয়েষু প্রথমমাদিতঃ" (আশ্ব° শ্রৌ° ৮।৩।৯) 'আদিতো যে দ্বে অক্ষরে তয়োঃ পূর্ব্বমনুদাত্তং তস্মাৎ পরং দ্বিতীয়ং উদাত্তং যথা ভবেৎ তথা নিনর্দ্দং নিতরাং ব্রূয়াৎ তদেবোচ্চারণং নিনর্দ্দশব্দেনোচ্যতে' (নারায়ণ)

নিনাদ (পুং) নি-নদ শব্দে ঘঞ্। শব্দমাত্র।

"স্ত্রীসহস্রনিনাদশ্চ সংজজ্ঞে রাজবেশ্মনি।" (রামা° ২।৩৪।১৯)।

নিনাদিত (ত্রি) নিনাদোঽস্য সঞ্জাতঃ তারকাদিত্বাদিতচ্। শব্দিত, ধ্বনিত।

নিনাদিন্ (ত্রি) নি-নদ-ণিনি। নিনাদকারী, শব্দকারী।

"শঙ্খভেরীনিনাদেন বেণুবীণানিনাদিনা।" (ভারত ৪।৩১।৩৯)।

নিনাহ্য (পুং) নীচৈর্নাহ্যঃ ভূমৌ নিখননীয়ঃ নি-নহ কর্ম্মণি ণ্যৎ। ভূমিতে খননীয় মণিক।

"অস্তমিতশ্চেৎ নিনাহ্যাৎ পুবেজানশ্চেৎ।" (কাত্য° শ্রৌ° ৮।৯।১৮) 'নিনাহ্যাৎ মণিকাৎ।' (ভাষ্য) ২ মহাঘট।

"যদি পুরেজানঃ স্যাৎ নিনাহ্যাৎ গৃহ্নীয়াৎ।"

(শতপথ ব্রা° ৬।৯।১।৮)

'নিনাহ্যাৎ স্বগৃহস্থিতপ্রভূতঘটাদেঃ।' (ভাষ্য)

নিনিৎসু (পুং) নিন্দিতুমিচ্ছুঃ, নিন্দি-সন্-উ, বেদে নিপাতনাৎ সাধু। নিন্দা করিতে ইচ্ছুক।

"আরে তং শংসং কৃণুহি নিনিৎসোঃ।" (ঋক্ ৭ ২৫।২)

'নিনিৎসোরস্মান্নিন্দিতুমিচ্ছতো'। (সায়ণ)

লৌকিক প্রয়োগে নিনিৎসু এই পদ হইবে না, 'নিনিন্দিষু' এই পদ হইবে।

নিনিভি, (Nineveh) ঐতিহাসিক জগতে একটী অতি প্রাচীন নগর। তাইগ্রীস্ নদীর পূর্ব্বকূলে এবং বর্ত্তমান মোসল-রাজধানীর অপরপারে অবস্থিত ছিল। ১২শ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে এই স্থানে আসিরীয় রাজগণের রাজধানী ছিল। সেই সময়কার বাণিজ্যের উন্নতি, গৃহবাটিকাদির সৌন্দর্য্য ও কারুকার্য্য দেখিলে, এই সমৃদ্ধিশালী নগরের বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তৎকালে ইহার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ উভয় দিকে আট মাইল বিস্তৃত ছিল। রাজধানী দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত এবং বহু বণিক্ ব্যবসা উপলক্ষে এখানে বাস করিত। যখন যোনাস্ ইস্রায়েল-রাজ জেরোবোয়াম কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া এই স্থান পরিদর্শনে আসেন, তখন এই নগর প্রদক্ষিণ করিতে তিন দিন লাগিত। ইহার পর দিওদোরাস্ সিকুলাস্ (Diodorus Siculus) যে সময়ে এখানে আসেন, সেই সময় ইহার চতুঃসীমা ৪৭ মাইল ছিল এবং ঐ সীমাস্থ প্রদেশ ১০০ ফিট্ উচ্চ প্রাচীরে পরিবেষ্টিত ছিল। ঐ বিস্তৃত প্রাচীরের মধ্যে মধ্যে সর্ব্বসমেত ১৫০ টী বুরুজ ছিল। প্রাচীরের প্রস্থ সম্বন্ধে তিনি আরও বলেন যে, উহার উপর দিয়া তিনখানি চেরেট গাড়ী পাশাপাশিভাবে একত্র দৌড়াইতে পারে। ৬৭০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে আসিরীয়রাজ সার্দিনেপলসের রাজত্বসময়ে প্রদত্ত অনেকগুলি অনুশাসনলিপি পাওয়া যায়। তাহার অধিকাংশই এক্ষণে য়ুরোপখণ্ডে বিদ্যমান রহিয়াছে।

৬০৬ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে বাবিলন, ইজিপ্ট, মিডিয়া, আর্ম্মেনিয়া প্রভৃতি স্থানের রাজগণ একত্র হইয়া এই নগর আক্রমণ করেন। নিনিভিরাজ অসুর-ইবিল্লী রাজপ্রাসাদে আগ লাগাইয়া সপরিবারে জীবন বিসর্জ্জন করেন। এই সময় হইতে নিনিভির অধঃপতনের সূত্রপাত হয়।

এখানকার লোকেরা অসুর, নিবো ও তাহার সহধর্ম্মিণী উর্মিতু, মোরোদচ্ ও তৎপত্নী জিরাৎবণিত, ইস্তর, নির্গল, নিনিপ, বল, অণু ও হিয় নামক একটী দেবতার পূজা করিত। ইহাদের পুস্তকাগারে কোণাকার অক্ষরে লিখিত পোড়া মাটির অনুশাসনলিপি পাওয়া গিয়াছে। সেই সময়ে ইহাদের ধর্ম্ম, বিজ্ঞান, ভাষা ও লিখনপ্রণালী বাবিলোনীয়গণের অনুরূপ ছিল।

এই নগরের ধ্বংসকার্য্য এতশীঘ্র সাধিত হয় যে, উহার বিষয় পাঠ করিলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। অসংখ্য মৃত্তিকাস্তূপ দেখিলেই ইহার পরিবর্ত্তনশীল অবস্থার পরিচায়ক বলিয়া বোধ হয়। স্মিথসাহেব এই স্থান পরিদর্শনকালে অনুমান করেন যে, এই স্থানে সম্ভবতঃ ১০০০০ শিলালিপি ছিল। বর্ত্তমান সময়ে মৃত্তিকাস্তূপ ও বনরাজিব্যতীত প্রাচীন নগরের স্মৃতিচিহ্নের আর কিছুই নাই। উৎখাত মৃত্তিকা মধ্যে ইহার পূর্ব্ব স্মৃতির কতক নিদর্শন পাওয়া যায়।

নিনীষা (স্ত্রী) নেতুমিচ্ছা নী-সন্-অপ-টাপ্। এক স্থান হইতে স্থানান্তরে লইবার ইচ্ছা, নয়নেচ্ছা।

নিনীষু (ত্রি) নেতুমিচ্ছুঃ, নী-সন-উ। নয়নেচ্ছু, লইতে অভিলাষী।

"ভক্ত্যা প্রতিষ্ঠাং প্রাক্ তস্মিন্ নিনীষৌ পরমেশ্বরম্।"

(রাজতরঙ্গিণী ৩।৩৫০)

নিন্দক (ত্রি) নিন্দতি তচ্ছীলঃ, নিদি কুৎসায়াং বুঞ্ (নিন্দহিংস-েতি। পা ৩।২।১৪৬) নিন্দাকারী।

"ন ভারাঃ পর্ব্বতা ভারা ন ভারাঃ সপ্তসাগরাঃ।
নিন্দকা হি মহাভারা ভারা বিশ্বাসঘাতকাঃ॥" (কর্ম্মলোচন)

পৃথিবীর পক্ষে পর্ব্বত সকল বা সপ্তসাগর ভার নহে, কিন্তু বিশ্বাসঘাতক বা নিন্দক মহাভার। পৃথিবী ইহাদের ভারবহন করিতে অসমর্থ।

নিন্দতল (ত্রি) নিন্দং নিন্দার্হং তলং হস্ততলং যস্য। নিন্দিতহস্ত।

নিন্দন (ক্লী) নিদি কুৎসায়াং ভাবে ল্যুট্। নিন্দা। (শব্দর°)

নিন্দনীয় (ত্রি) নিদি-অনিয়র। অপবাদজনক, অপ্রশংস্য, গর্হ্য, নিন্দ্য, পরিভাষণীয়।

নিন্দা (স্ত্রী) নিন্দনমিতি নিদি-অ, (গুরোশ্চ হলঃ। পা ৩।৩।১০৩) অপবাদ, কুৎসা। পর্য্যায়—নিন্দন, অবর্ণ, আক্ষেপ, নির্ব্বাদ, পরীবাদ, অপবাদ, উপক্রোশ, জুগুপ্সা, কুৎসা, গর্হণ, ধিক্ক্রিয়া। (হেম°)

"গুরোর্যত্র পরীবাদো নিন্দা বাপি প্রবর্ত্ততে।
কর্ণৌ তত্র পিধাতব্যৌ গন্তব্যং বা ততোঽন্যতঃ॥" (মনু ২।২০০)

"যে স্থলে গুরুর পরীবাদ অথবা নিন্দা হয়, সেই স্থল পরিত্যাগ করা উচিত, অথবা কর্ণদ্বয় আচ্ছাদন করিতে হইবে। নিন্দা ও পরীবাদের প্রভেদ এই যে সকল, দোষ না থাকে, সেই সকল দোষ উল্লেখ করিয়া লোকের নিকট বলাকে নিন্দা ও যথার্থ দোষের উল্লেখকে পরীবাদ কহে। কুল্লূক ও এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বিদ্যমানদোষের অভিধানকে পরীবাদ এবং অবিদ্যমান দোষের অবিধানকে নিন্দা কহে। 'বিদ্যমান-দোষস্যাভিধানং পরীবাদঃ, অবিদ্যমানদোষাভিধানং নিন্দা।'
(কুল্লূক, মনু ২।২০০)

দেবতা ও দ্বিজ প্রভৃতির নিন্দা মহাপাপজনক। ইহার বিষয় ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—

শিব এবং বিষ্ণুর ভক্ত, ব্রাহ্মণ, রাজা, স্বীয় গুরু, পতিব্রতা স্ত্রী, যতি, ভিক্ষু, ব্রহ্মচারী ও দেবতা ইহাদের নিন্দা করিতে নাই; নিন্দা করিলে যতদিন চন্দ্র সূর্য্য থাকিবে ততদিন ধরিয়া কালসূত্র নামক নরক ভোগ হইয়া থাকে। দিবারাত্র শ্লেষ্মা, মূত্র ও পুরীষে শয়ন করিতে হয়। কীট সকল দেহ ভক্ষণ করিতে থাকে, ইহাতে তাহারা নিতান্ত কাতর হইয়া সর্ব্বদা শব্দ করে।

দেবাদিদেব শিব, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, সীতা, তুলসী, গঙ্গা, বেদ, সকল ব্রত, তপস্যা, পূজামন্ত্র, মন্ত্রপ্রদ গুরু, এই সকলের যাহারা নিন্দা করিয়া থাকেন, তাঁহারা বিধাতার পরমায়ুর অর্দ্ধেককাল অন্ধকূপ নরকে পতিত হন এবং সর্পসমূহ কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়া ঘোররূপে শব্দ করিতে থাকেন।

যাহারা হৃষীকেশকে অন্য দেবতার সহিত সমান করিয়া থাকেন এবং রাধা ও তদঙ্গজা গোপী সকল এবং সদ্ব্রাহ্মণদিগকে নিন্দা করেন, তাঁহারা অবট নামক নরকে চিরকাল ধরিয়া অবস্থান করেন। এই নরকে অবস্থান করিয়া শ্লেষ্মা, মূত্র ও পুরীষ ভক্ষণ করিতে হয়।

পরনিন্দামাত্রই দূষণীয়, এইজন্য সর্ব্বতোভাবে পরনিন্দা বর্জ্জন করা বিধেয়। কেবল নিজের নিন্দা যশের কারণ জানিতে হইবে। (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ শ্রীকৃষ্ণজ° ৪০।৪১ অ°)

"বেদনিন্দারতান্ মর্ত্ত্যান্ দেবনিন্দারতাংস্তথা।
দ্বিজনিন্দারতাংশ্চৈব মনসাঽপি ন চিন্তয়েৎ॥
ন চাত্মানং প্রশংসেদ্বা পরনিন্দাঞ্চ বর্জ্জয়েৎ।
বেদনিন্দাং দেবনিন্দাং প্রযত্নেন বিবর্জ্জয়েৎ॥
(কৌর্ম্ম উপ° ১৫ অঃ)

যাহারা বেদনিন্দক এবং দেব ও দ্বিজনিন্দারত সেই সকল লোককে মনে চিন্তা করিতে নাই। আপনার প্রশংসা, বেদ-নিন্দা ও দেব-নিন্দা যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিতে হইবে।

যে স্থলে সজ্জনদিগের নিন্দা হয়, সেই স্থল পরিত্যাগ বিধেয়, অথবা তাহাতে কোন উত্তর না দিয়া মৌনাবলম্বন করিয়া থাকা উচিত। কদাচ সাধুনিন্দকের মতানুসরণ করিবে না।

নিন্দাকর (ত্রি) করোতীতি কৃ-অপ্, নিন্দায়া করঃ। অপ-বাদক, পরীবাদক, যে নিন্দা করে, ঘৃণাকর, অপবাদজনক।

নিন্দান্বিত (ত্রি) নিন্দয়া অন্বিতঃ। নিন্দাযুক্ত, নিন্দিত।

নিন্দাবাদার্থ (পুং) নিন্দারূপোঽর্থবাদঃ। মীমাংসকদিগের মতে অর্থবাদভেদ।

নিন্দার্হ (ত্রি) নিন্দনীয়, নিন্দার যোগ্য।

নিন্দাস্তুতি (স্ত্রী) নিন্দয়া স্তুতিঃ। নিন্দাচ্ছলে স্তুতি, ব্যাজস্তুতি। যদি নিন্দন্নিবস্তৌতি ব্যাজস্তুতিরসৌ মতা।"(দণ্ডী)[ব্যাজস্তুতি দেখ]

নিন্দিত (ত্রি) নিন্দা অস্য জাতা, ইতি। নিন্দাযুক্ত, পর্য্যায়—ধিক্-কৃত, অপধ্বস্ত, নির্ভৎসিত। (জটাধর)

"মধু পশ্যতি মূঢ়াত্মা প্রপাতং নৈব পশ্যতি।
করোতি নিন্দিতং কর্ম্ম নরকায় বিভেতি চ॥" (দেবীভাগ°৪।৭।৪৯)

শাস্ত্রে ও লোকাচারে যাহা বিহিত নহে, তাহা নিন্দিত।

"বিহিতস্যাননুষ্ঠানাৎ নিন্দিতস্য চ সেবনাৎ।" (যাজ্ঞবল্ক্য°)

'নিন্দিতং শাস্ত্রলোকয়োর্গর্হিতং অহিতভোজনাদি' (মিতাক্ষরা)

অহিতভোজন ও ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক শূদ্রের প্রতিগ্রহ প্রভৃতি নিন্দিত শব্দবাচ্য।

নিন্দিতব্য (ক্লী) নিন্দ-তব্য। নিন্দনীয়।

নিন্দিতৃ (ত্রি) নিদি, কুৎসায়াং তৃচ্। নিন্দাকারক, দূষক।

"নকিরেষাং নিন্দিতা মর্ত্ত্যেষু।" (ঋক্ ৩।৩৯।৪)

'নিন্দিতা দূষকঃ'। (সায়ণ)

নিন্দিন্ (ত্রি) নিন্দ-ইনি। নিন্দাকারী।

নিন্দু (স্ত্রী) নিন্দতেঽপ্রজত্বেনাসৌ নিদি কুৎসায়াং ঔণাদিক উ। মৃতবৎসা, যাহার সন্তান হইয়া রক্ষা পায় না।

নিন্দুক (দেশজ) নিন্দক, নিন্দাকারী।

নিন্দ্য (ত্রি) নিন্দ যৎ। নিন্দনীয়। দূষণীয়।

"অনিন্দিতৈঃ স্ত্রীবিবাহৈরনিন্দ্যা ভবতি প্রজা।
নিন্দিতৈর্নিন্দিতা নৃণাং তস্মান্নিন্দ্যান্ বিবর্জ্জয়েৎ॥" (মনু° ৩।৪২)

নিন্দ্যতা (স্ত্রী) নিন্দ্যস্য ভাবঃ নিন্দ্য-তল্-টাপ্। নিন্দনীয়তা, দূষণীয়তা।

"ব্যভিচারাত্তু ভর্ত্তুঃ স্ত্রীলোকে প্রাপ্নোতি নিন্দ্যতাম্।"(মনু৫।১৬৪)

নিপ (পুং ক্লী) নিয়তং পিবত্যনেন নি-পা ঘঞর্থে ক। কলস। (পুং) নীপ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ২ কদম্ববৃক্ষ, নীপবৃক্ষ।

নিপক্ষতি (স্ত্রী) নীচা পক্ষতিঃ। অশ্বের দক্ষিণপার্শ্বস্থিত অস্থিতে ত্রয়োদশ অস্থি আছে, তাহার মধ্যে দ্বিতীয় অস্থি।

"অগ্নেঃ পক্ষতির্বায়োর্নিপক্ষতিরিন্দ্রস্য" (শুক্লযজু° ২৫।২)

'পক্ষস্য পার্শ্বস্য মূলভূতান্যস্থীনি বঙ্ক্রি শব্দবাচ্যানি পক্ষতি-শব্দেনোচ্যতে। বয়োনিপক্ষতি নীচা পক্ষতিঃ নিপক্ষতিঃ' (বেদদীপ°)

"ইন্দ্রাগ্ন্যোঃ পক্ষতিঃ সরস্বত্যৈ নিপক্ষতিঃ" (শুক্লযজু° ২৫।৫)

'সরস্বত্যৈ নিপক্ষতিঃ দ্বিতীয়াপক্ষতিঃ সরস্বত্যাঃ।' (বেদদীপ°)

এখানে নিপক্ষতি সরস্বতীদেবীর।

নিপটনিরঞ্জনস্বামী, একজন কবি। ১৫৯৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। শিবসিংহের মতে ইনি তুলসীদাসের ন্যায় নিষ্ঠাবান্ ধার্ম্মিক লোক ছিলেন। 'শান্ত-সরসী' এবং 'নিরঞ্জন' নামক দুই-খানি গ্রন্থ ভিন্ন ইঁহার আরও বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দী পদ্যগ্রন্থ দেখাযায়।

নিপঠ (পুং) নিপঠনমিতি নি-পঠ-অপ্ (নৌ গদনদপঠস্বনঃ। পা ৩।৩৬৪) পাঠ, অধ্যয়ন, পড়া।

নিপঠিত (ত্রি) নি-পঠ-ক্ত। যাহা পড়া হইয়াছে।

নিপঠিতিন্ (ত্রি) নিপঠিতমনেন ইষ্টাদিত্বাৎ কর্ত্তরি ইনি। কৃতপাঠ, যাহা পড়া হইয়াছে।

নিপতন (ক্লী) নি-পত-ল্যুট্ নিপাত, অধঃপতন, নীচে পড়া।

নিপতিত (ত্রি) নি-পত-ক্ত। পতিত, অধঃপতিত, যে পড়িয়া গিয়াছে, চ্যুত, ভ্রষ্ট, বিগলিত।

নিপত্যরোহিণী (স্ত্রী) নিপত্যরোহিণী রোহিতবর্ণা স্ত্রী ময়ূরবং। নিপত্যরোহিতবর্ণা স্ত্রী।

নিপত্যা (স্ত্রী) নিপতন্ত্যস্যামিতি নি-পত-ক্যপ্, ততষ্টাপ্। (সংজ্ঞায়াং সমজনিষদনিপতেতি। পা ৩।৩।৯৯) ১ যুদ্ধভূমি। ২ পিচ্ছিলা ভূমি।

নিপরণ (ক্লী) নিষিদ্ধং পরণং প্রীতিঃ নি-পৃ প্রীতৌ ভাবে ল্যুট্। প্রীত্যভাব, প্রীতির অভাব।

"নিপরণাৎ পুৎনরকং ততস্ত্রায়তে" (নিরুক্তি) ২ প্রীণন।

"নিপরণং পিত্র্যেণ তীর্থেন" (আশ্ব° শ্রৌ° ২।৬।১৫)

নিপলাশ (ত্রি) নিপতিতং পলাশং যস্য। নিপতিতপত্র।

"নিপলাশমিবোবাদ" (শতপথব্রা° ৩২।১।২০)

নিপাক (পুং) নিয়মেন পচনমিতি নি-পচ্-ঘঞ্। পাক। (শব্দরত্না°)

নিপাত (পুং) নি-পত ভাবে ঘঞ্। ১ পতন। ২ মৃত্যু। ৩ অধঃপতন।

"ক চ নিশিতনিপাতা বজ্রসারাঃ শরাস্তে।" (শকুন্তলা)

নিপতন্তি অবয়ববর্ণবিনাশাদিনা অন্যথা নিষ্পদ্যন্তে নি-পত কর্ত্তরি জ্বলাদিত্বাৎ ণ। বর্ণাগমাদি দ্বারা 'অন্যথোৎপদ্যমান সূত্রানিষ্পাদ্য শব্দভেদ। [নিপাতন দেখ।]

নিপাতন (ক্লী) নিপাত্যতেঽনেনেতি নি-পত-ণিচ্ করণে ল্যুট্। ১ মারণ। ২ পাতন।

"অবগুর্য্য চরেৎ কৃচ্ছ্রমতিকৃচ্ছ্রং নিপাতনে" (মনু)

৩ অধোনয়ন। পর্য্যায়—অবনায়, নির্য্যাতন। (নয়নানন্দ)

৪ ব্যাকরণ লক্ষণ দ্বারা অনুৎপন্নপদসাধন, ব্যাকরণের নিয়মের বৈপরিত্য, ব্যাকরণের পদসিদ্ধ করিবার জন্য সূত্রোক্ত যে সকল নিয়ম আছে, তাহা অতিক্রম করিয়া পদসাধন। ব্যাকরণানুসারে যদৃচ্ছাক্রমে পদসিদ্ধ করিবার সূত্রোক্ত যে সকল নিয়ম আছে, তাহা অতিক্রম করিয়া যাহাতে পদ সিদ্ধ করা যায়।

"যল্লক্ষণেনানুৎপন্নং তৎসর্ব্বং নিপাতনাৎ সিদ্ধম্" (মহাভাষ্য)

যে সকল পদ ব্যাকরণের লক্ষণ দ্বারা সাধিত হয় না, সেই সকল পদ নিপাত প্রযুক্ত সিদ্ধ হইয়াছে।

"বর্ণাগমো বর্ণবিপর্য্যয়শ্চ দ্বৌ চাপরৌ বর্ণবিকারনাশৌ।
ধাতোস্তদর্থাতিশয়েন যোগস্তদুচ্যতে পঞ্চবিধং নিরুক্তম্॥"(দুর্গাদাস)

নিপাতপ্রযুক্ত পদসিদ্ধ করিতে হইলে কোন কোন বর্ণের আগম আবার কোনস্থলে বর্ণবিকার অথবা বর্ণনাশ করিতে হয়। নিপাতে পদসাধনের যেরূপ আবশ্যক হইবে, সেইরূপই হইবে। যথা—

"বর্ণাগমো গবেন্দ্রাদৌ সিংহে বর্ণবিপর্য্যয়ঃ।
ষোড়শাদৌ বিকারঃ স্যাৎ বর্ণনাশঃ পৃষোদরে॥" (কলাপপঞ্জী)

'গবেন্দ্র' এই পদ বর্ণাগম করিয়া যথাযথ গবেন্দ্র, গো-ইন্দ্র গবিন্দ্র এইরূপ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু নিপাতপ্রযুক্ত গবিন্দ্র না হইয়া গবেন্দ্র হইল, এখানে অকার বর্ণাগম হইল। সিংহ হিনস্তি ইতি সিংহ, বর্ণবিপর্য্যয় হইয়া সিংহ পদসিদ্ধ হইল ইত্যাদি।

"স্বার্থে শব্দাস্ত্বয়ার্থস্য তাদাত্ম্যে নাম্নরাক্রমঃ।
সুবাদ্যন্তো নিপাতোঽসৌ বিবিধশ্চাদিভেদতঃ॥" (শব্দশক্তিপ্র°)

নিপাতনীয় (ত্রি) নি-পত-ণিচ্-অনীয়র্। নিপাতনের উপযুক্ত।

নিপাতিত (ত্রি) নি-পত-ণিচ্-ক্ত অধোনীত, অধোক্ষিপ্ত, যাহাকে ফেলিয়া দিয়াছে, পাতিত, বিনাশিত।

নিপাতিন্ (পুং) নিপাতঃ অস্ত্যস্তি ইনি। মহাদেব, ইনি সকলকে নিপাত অর্থাৎ নাশ করিয়া থাকেন বলিয়া ইহাকে নিপাতিন্ কহে। (ভারত ১৩।১৭।৬৮)

নিপাদ (পুং) নিকৃষ্টো হ্রস্বভূতো পাদো যত্র। নিম্নপ্রদেশ।

"ভবন্ত্বাদ্বতো নিপাদাঃ" (ঋক্ ৫।৮৩।৭)

'নিপাদা হ্রস্বভূতদেশাঃ' (সায়ণ)

নিপান (ক্লী) নিপীয়তেঽস্মিন্নিতি। নি-পা আধারে ল্যুট্। কূপসমীপ শিলাদিনিবদ্ধ পশুদিগের পানের জন্য কৃত কূপোদ্ধৃত জলস্থান। (ভরত)

কূপের সন্নিকটে পশ্বাদির জলপানার্থ ক্ষুদ্র জলাশয়, পশু, পক্ষী প্রভৃতি অনায়াসে জল খাইতে পারে এই অভিপ্রায়ে কূপ বা জলাশয়ের নিকট যে খাত করিয়া জল উঠাইয়া পূর্ণ করিয়া রাখে। চৌবাচ্চা। ২ গোদোহনপাত্র। (ত্রিকা°)

৩ খাতাদি, জলাশয় মাত্র।

"পরকীয় নিপানেষু ন স্নায়াচ্চ কদাচন।
নিপানকর্ত্তুঃ স্নাত্বা চ দুষ্কৃতাংশেন লিপ্যতে॥" (মনু ৪।২০১)

'নিপিবন্ত্যস্মিন্নতো বেতি নিপানং জলাশয়ঃ' (মেধাতিথি)

এই স্থলে নিপান শব্দের অর্থ জলাশয় মাত্র। পর নিপানে কখনও স্নান করিবে না, যদি কেহ, স্নান করে, তাহা হইলে নিপানকর্ত্তার পাপের চারিভাগের একভাগ লাভ হইয়া থাকে। নি-পা ভাবে ক্ত। ৪ নিঃশেষ পান।

নিপানী, বোম্বাইপ্রদেশের বেলগাম্ জেলার একটী নগর। বেলগাম্ হইতে কোলাপুরে যে রাস্তা গিয়াছে, তাহার সন্নিকট বেলগাম্ সহর হইতে ৪০ মাইল উত্তরে অবস্থিত। অক্ষা° ১৬° ২৩´ ৪০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪° ২৫´ ১০´´ পূঃ। নিপানী যে রাজ্যের সদর, তাহা ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজের হস্তগত হয়, তৎপরে ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে বৃটীশরাজ্যভুক্ত হইয়াছে। পরবৎসর এখানকার দুর্গটী ভঙ্গ করা হয়। এইস্থানে ব্যবসা বাণিজ্যের বিশেষ উন্নতি আছে। প্রত্যেক হাটের দিন ২।৩ সহস্র গোমহিষাদি বিক্রয়ার্থ আনীত হইয়া থাকে।

নিপীড়ক (ত্রি) নিপীড়য়তীতি নি-পীড়-ণ্বুল্। ১ নিপীড়নকারী, যে পীড়া দেয়, ক্লেশ দেয়, যে অপকার বা অত্যাচার করে। ২ যে পাক দিয়া জল বা রস বাহির করে, যে নিঙ্ড়ায়।

নিপীড়ন (ত্রি) নি-পীড় ভাবে ল্যুট্। নিতরাং পীড়ন। পীড়িযুচ্। স্ত্রিয়াং টাপ্।

"কৃত্বা দীননিপীড়নাং নিজজনেন বদ্ধাবচো বিগ্রহম্।" (সাহিত্যদ°)

নিপীড়িত (ত্রি) নিতরাং পীড়িতঃ, নি-পীড়-ক্ত। ১ নিষ্পীড়িত, পাক দিয়া যাহার জল বা রস নিঃসারিত করা হইয়াছে। ২ উৎপীড়িত, যাহার উপর অত্যাচার করা গিয়াছে। ৩ আক্রান্ত। ৪ অভিবাদিত।

নিপীত (ত্রি) পা কর্ম্মণি ক্ত। নিঃশেষেণ পীতং বা পানমস্ত্যস্তীতি অর্শআদিত্বাদচ্। নিঃশেষে পীত।

নিপীতি (স্ত্রী) নিঃশেষ পান।

নিপীয়মান (ত্রি) যাহা পান করা হইতেছে।

নিপুণ (ত্রি) পুণ রাশীকরণে নি-পুণ-ক। কার্য্যক্ষম, কার্য্য করিতে সমর্থ। পর্য্যায়—প্রবীণ, অভিজ্ঞ, বিজ্ঞ, নিষ্ণাত, শিক্ষিত, বৈজ্ঞানিক, কৃতমুখ, কৃতী, কুশল, সংখ্যাবান্, মতিমান্, কুশাগ্রীয়মতি বৃষ্টি, বিদুর, বুধ, দক্ষ, নেদিষ্ঠ, কৃতধী, সুধী, বিদ্বান্, কৃতকর্ম্মা, বিচক্ষণ, বিদগ্ধ, চতুর, প্রৌঢ়, বোদ্ধা, বিশারদ, সুমেধা, সুমতি, তীক্ষ্ণ, প্রেক্ষাবান্, বিবুধ, বিদৎ, বিজ্ঞানিক, কুশলী। (রাজনি° শব্দরত্না°)

"শ্রীহর্ষোনিপুণঃ কবিঃ পরিষদপ্যেষা গুণগ্রাহিণী।" (নাগানন্দনা°)

নিপুণতা (স্ত্রী) নিপুণস্য ভাবঃ, নি-পুণ-তল্-টাপ্। দক্ষতা, পটুতা, অভিজ্ঞতা, পারদর্শিতা।

নিপুণিকা (স্ত্রী) বিক্রমোর্ব্বশী নাটকোক্ত একজন পরিচারিকা।

নিপুর্ (পুং) নিকৃষ্ঠং পূর্য্যতে পূ কর্ম্মণি কিপ্। লিঙ্গদেহ, সূক্ষ্ম শরীর। "পরাপুরো নিপুরো যে ভরন্তি" (শুক্লযজুঃ ২।৩০)

'নিপুরঃ সূক্ষ্মদেহান্' (বেদদীপ°)

ভক্ষিত অন্নপানাদি দ্বারা অতি সূক্ষ্মরূপে এই শরীর পূরণ হয় বলিয়া, ইহা নিপুর পদবাচ্য হইয়াছে। যথা—

"অন্নমশিতং ত্রেধা বিধীয়তে তস্য যঃ স্থবিষ্ঠো ধাতুস্তৎপুরীষং যো মধ্যমস্তন্মাংসং যোঽণিষ্ঠস্তন্মনঃ" (ছান্দোগ্য উপ°)

নিফলা (স্ত্রী) নিবৃত্তং ফলং যস্যাঃ। জ্যোতিষ্মতীলতা। (ভাবপ্র°)

নিফাড়, ১ নাসিক জেলার একটী মহকুমা। ক্ষেত্রফল ৪১১ বর্গমাইল। সর্ব্বশুদ্ধ এখানে ১২১ খানি গ্রাম আছে। ইহার উত্তরে চান্দোর, পূর্ব্বে যেওলা এবং কোপরগাঁও দক্ষিণে সিনার এবং পশ্চিমে দিন্দোরি ও নাসিক মহকুমা। এই স্থানের জমি গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ। সমুদয় দেশ সমতল বটে, কিন্তু ঈষৎ উচুনীচু বলিয়া ঢেউ খেলানো। এই স্থানের জলবায়ু অতি স্বাস্থ্যকর, কিন্তু গ্রীষ্মকালে রবির তাপ অসহ্য বলিয়া বোধ হয়। গোদাবরী নদী ইহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিতেছে।

২ নিফাড় মহকুমার প্রধান সহর। নাসিক নগর হইতে কুড়ি মাইল উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। এইখানে একটী রেলওয়ে ষ্টেসন আছে।

নিফালন (ক্লী) সন্দর্শন, দৃষ্টি।

নিফেন (ক্লী) নিবৃত্তঃ ফেনো যস্মাদিতি। অফেন, অহিফেন, আফিং।

নিবড় (দেশজ) সমাপ্ত, সম্পূর্ণ।

নিবড়ান (দেশজ) শেষকরণ, সম্পূর্ণ করণ।

নিবদ্ধ (ত্রি) বদ্ধ, নিরুদ্ধ, গ্রথিত, নিবেশিত। শাসিত।

নিবন্ধ (পুং) নিবধ্নাতীতি নিবন্ধ-ঘঞ্। আনাহরোগ, মূত্রবোধরূপ রোগ। ২ গ্রন্থের বৃত্তি, পুস্তকের টীকাবিশেষ। (হেম) ৩ নিম্ববৃক্ষ। ৪ বন্ধন।

"দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা।" (গীতা)

৫ সংগ্রহগ্রন্থভেদ। ৬ কালবিশেষে দেয়রূপে প্রতিশ্রুত বস্তু, কোন তীর্থাদিস্থলে বা পুণ্যদিনে "তোমাকে এই বস্তু দিলাম" এইরূপে প্রতিশ্রুত দ্রব্য।

"দত্ত্বাভূমিং নিবন্ধং বা কৃত্বা লেখ্যঞ্চ কারয়েৎ।
আগামিভদ্রনৃপতিপরিজ্ঞানায় পার্থিবঃ॥" (যাজ্ঞবল্ক্য° ১।৩১৭)

(ক্লী) নিতরাং বন্ধঃ তাললয়াদিসহিতবন্ধনং যত্র। ৭ গীত। (শব্দরত্না°)

নিবন্ধদান (ক্লী) নিবন্ধস্য দানং। ধনসমর্পণ, দ্রব্যসমর্পণ,।

নিবন্ধন (ক্লী) নিবধ্যতেঽনেনাস্মিন্ বা নি-বন্ধ-ল্যুট্। ১ হেতু। ২ উপনাহ, বীণার তার উপরিভাগে যাহাতে বদ্ধ থাকে, বীণাদির কাণ। ৩ গ্রন্থি। ৪ বন্ধন, নিয়ম, ব্যবস্থা। ৫ গ্রন্থ।

"অনুৎসূত্রপদন্যাসা সদ্বৃত্তিঃ সন্নিবন্ধনা।" (শিশুপালবধ ২ অ°)

নিবধ্যতেঽনয়া করণে ল্যুট্। ৬ নিবন্ধসাধন। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

"বিষয়বতী বা প্রবৃত্তিরুৎপন্না মনসঃ স্থিতিনিবন্ধনী।" (পা° দ°)

নিবন্ধনক (ত্রি) নিবন্ধনং তৎসমীপদেশাদি চতুরর্থ্যাং ক। নিবিন্ধনসমীপদেশাদি।

নিবন্ধসংগ্রহ (পুং) সুশ্রুতের একখানি টীকা।

নিবন্ধিন্ (ত্রি) নিবন্ধকারী।

নিবন্ধৃ (পুং) নিবন্ধকর্ত্তা, গ্রন্থকর্ত্তা, টীকাকার, প্রস্তাবলেখক।

নিবন্ধিত (ত্রি) নিবন্ধোঽস্য জাতঃ, তারকাদিত্বাদিতচ্। বদ্ধ।

নিবর্হণ (ক্লী) নিবর্হতে ইতি নি-বর্হ-ল্যুট্। মারণ।

"নিবর্হণং ধর্ম্মধনৈর্বিগর্হিতং বিশিষ্টবিশ্বাসজুষাং দ্বিষামপি।" (নৈষধ)

নিবাজ, (নবাজ) দোয়াবংশীয় এক ব্রাহ্মণসন্তান। ইনি একজন সুপণ্ডিত ও কবি ছিলেন। ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি পর্ণার বুন্দেলারাজ ছত্রশালের সভাসদ্ ছিলেন। আজমশাহের অনুমতিক্রমে ইনি শকুন্তলা নাটক হিন্দীভাষায় অনুবাদ করেন। নিবাজ নামক এক মুসলমান তাঁতির সহিত অনেকে ইহার নামের গোল করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বলেন যে, পূর্ব্বোক্ত নিবাজই পরিশেষে মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছিলেন। শেষোক্ত মুসলমান নিবাজ হরদোই জেলায় বিলগ্রামে ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

নিবাধই, চব্বিশ-পরগণার অন্তর্গত একটী গণ্ড গ্রাম। কলিকাতা হইতে প্রায় ১৮ মাইল দূরে দত্তপুকুর ষ্টেশনের নিকট অবস্থিত। এখানে অনেক ভদ্রলোকের বসতি আছে। এখানকার নারায়ণের রাস অতি প্রসিদ্ধ।

নিবাসাত (দেশজ) নির্ব্বাত, বায়ুরহিত।

নিবারী, আসামের অন্তর্গত গারোপাহাড় জেলার একটী গ্রাম। জিনারী নদীর তীরে এই গ্রামটী অবস্থিত। এই স্থানটী এখানকার বাণিজ্যের বন্দর স্বরূপ। তথায় গারো জাতিরা পার্ব্বত্য পণ্য দ্রব্যবিনিময়ে চাউল, কাপড়, শুক্টী মাছ ইত্যাদি ক্রয় করিয়া থাকে। এখানে যথেষ্ট শালবৃক্ষের বন আছে। ইহা হইতে গবর্মেণ্টের রাজস্ব আদায় হইয়া থাকে। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে জুনমাসে ১০ বর্গ মাইল স্থান গবর্মেণ্টকে দেওয়া হইয়াছিল। উহা এখন "জিনারী ফরেষ্ট রিসার্ভ" নামে কথিত হয়।

নিব্রঙ্গ, পঞ্জাবের মধ্যে বশাহির জেলাস্থ একটী পার্ব্বত্যপথ। কুনাবারের দক্ষিণে যে পর্ব্বতশ্রেণী আছে, তদুপরি এই পথ অবস্থিত। অক্ষা° ৩১° ২২´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ১৩´ পূঃ। এই পথের দুই দিকে ৩৫ ফিট্ উচ্চ দুইটী পাহাড় সোজা হইয়া দণ্ডায়মান আছে। এই নিমিত্ত ইহাকে একটী সদর দরজার ন্যায় দেখায়। ইহার উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ১৬০৩৫ ফিট্।

নিভ (ত্রি) নিয়তং ভাতীতি নি-ভা-ক। ১ সদৃশ, তুল্য, সমান।

"প্রবৃদ্ধপুণ্ডরীকাক্ষং বালাতপনিভাংশুকম্।
দিবসং শারদমিব প্রারম্ভসুখদর্শনম্॥" (রঘুবংশ ১০।৯)

২ প্রকাশ। ৩ ব্যাজ। (শব্দর°)

সাদৃশ্য অর্থ বুঝাইলে এই শব্দের নিত্য সমাস হইয়া থাকে এবং ঐ অর্থে নিভ শব্দ পৃথক্ প্রয়োগ হয় না। কোন শব্দের সহিত প্রয়োগ হইয়া থাকে। যথা পদ্মনিভ প্রভৃতি।

"মুখেন পূর্ণেন্দুনিভাস্যলোচনা।" (মাঘ)

নিভাঁজ (দেশজ) অমিশ্রিত, অকৃত্রিম, খাটী।

নিভালন (ক্লী) নি-ভল-ণিচ্ ভাবে ল্যুট্। দর্শন। (ত্রিকা°)

নিভীম (ত্রি) ভয়ানক।

নিভূত (ত্রি) নিশ্চলং ভূতঃ। অতীত, ভূতকাল। (রাজনি°)

নিভূয়প (পুং) নিভূয় নিভবাং ভূত্বা মৎস্যাদিরূপেণাবতীর্য্য পাতি পা-ক। বিষ্ণু। "বিষ্ণবে নিভূয়পায় স্বাহা।" (শুক্লযজু° ২২।২০)

নিভৃত (ত্রি) নি-ভৃ-ক্ত। ১ ধৃত। ২ বিনীত। ৩ নিশ্চল। ৪ একাগ্র। ৫ গুপ্ত। ৬ নির্জ্জন। ৭ অস্তময়াসন্ন, সূর্য্য অস্ত হইবার নিকটবর্ত্তী সময়।

"নভসা নিভৃতেন্দুনা তুলামুদিতার্কেণ সমারুরোহ তৎ।" (রঘু ৮ ১৫)

নিম (দেশজ) নিম্বশব্দের অপভ্রংশ। নিম্ববৃক্ষ। [নিম্ব শব্দে আয়ুর্ব্বেদীয় বিবরণাদি দ্রষ্টব্য।]

হিন্দীতে নিম্, নীম্ বা বালনিম্, কোল ও সাঁওতালী নিম্, পালামৌ অঞ্চলে আগাস, পঞ্জাবে বকম্, দ্রেখ, বোম্বাইয়ে বালনিম্ বা বকায়ন, মহারাষ্ট্রে লিম্ব, বা কডুখজুর, তামিলে বেম্বু বা বেপ্পম্, তৈলঙ্গে বেপা, যপা বা তরুকা, কণারীভাষায় হেববাবু, মলয়ে বেপলা, বা অরিয়বেপ্পা ব্রহ্মে ঘমাকা বা কমাকা, পারসী আজদ্ দরখতে-হিন্দি। এই শেষোক্ত নাম হইতে ইংরাজী বৈজ্ঞানিক নাম Melia Azadirachta হইয়াছে। ইংরাজিতে Margosa tree।

ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের প্রায় সর্ব্বত্রই নিম্ববৃক্ষ দেখা যায়। ইহারা প্রায়ই স্বভাবতঃ জন্মে, কোথাও কোথাও বা মানব যত্নে উৎপন্ন হয়। নিমগাছ ৪০ হইতে ৫০ ফিট্ পর্য্যন্ত উচ্চ হইতে দেখা যায়। ইহার ছাল হইতে অতি পরিষ্কার একপ্রকার সবুজবর্ণ রস বহির্গত হয়। তাহা দ্বারা গঁদ প্রস্তুত হয়। এই রস উত্তেজক ঔষধ স্বরূপ ব্যবহৃত হয়।

হোভ্ সাহেব তাঁহার বোম্বাই প্রদেশে ভ্রমণবৃত্তান্তে নিমের উল্লেখ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, "ইহা হইতে একপ্রকার তিক্ত রস বা নির্য্যাস বাহির হয়। রেশম রং করিবার সময় এই রস ব্যবহার আবশ্যক।" লিস্‌বোয়া সাহেব বলিয়াছেন যে, নিমতৈল কার্পাসবস্ত্র রং করিতে ব্যবহৃত হয়। নিমছাল হইতে একপ্রকার সূত্র প্রস্তুত হয়, কিন্তু তাহা প্রায়ই কোন কাজে আইসে না; উহাতে কেবলমাত্র দড়ি বা রসি প্রস্তুত হয়।

নিমের বীজ সিদ্ধ করিয়া অথবা নিষ্পেষিত করিয়া এক প্রকার তৈল বাহির করা হয়। ইহার রং গাঢ় হরিদ্রাবর্ণ। নিমতৈল অত্যন্ত তিক্ত ও কটু এবং অতি দুর্গন্ধবিশিষ্ট। ইহা বহুকাল হইতে মান্দ্রাজে প্রস্তুত হইতেছে এবং সিংহল প্রভৃতি স্থানে রপ্তানি হইতেছে।

এই তৈল পচননিবারক এবং কৃমিনাশক। অনেক দরিদ্র লোক ইহা প্রদীপে পোড়াইয়া থাকে, কিন্তু ইহা হইতে এক রকম অপকারক বায়ু নির্গত হয়।

সম্প্রতি সার্জ্জন মেজর ওয়ার্ডেন সাহেব নিমের তৈল ও নিম হইতে প্রস্তুত অন্যান্য জিনিষ সম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ প্রস্তাব লিখিয়াছেন। নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণী দেওয়া হইল—

"নিমতৈল নিম্বের বীজ হইতে প্রস্তুত হয়। ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ৯২৩৫ (তাপ ১৫৫° সেন্টি°)। ১০° হইতে ৭° ডিগ্রী তাপ পর্য্যন্ত স্বাভাবিক স্বচ্ছতা না হারাইয়া ঘনীভূত হইতে পারে। প্রায় ৩৬ ঘণ্টা কাল স্থিরভাবে রাখিলে এক প্রকার সাদা তলানি পড়ে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে এই তলানি নিরাকৃতন (amorphous)। নিমতৈলের রং পরীক্ষা করিয়া ইহা ধরা যাইতে পারে না। গন্ধকদ্রাবকের সহিত মিশ্রিত করিলে অতি উত্তম ধূসরবর্ণ হয় এবং ইহা হইতে রশুনের ন্যায় গন্ধ বহির্গত হয়। নাইট্রিক এসিডের সহিত প্রথম ঈষৎ লালবর্ণ হয়, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে (দেড় ঘণ্টায়) সামান্য হরিদ্রাবর্ণে পরিণত হয়। ইথর ক্লোরোফর্ম, কার্বন, বাই সল্‌ফাইড, বেনজোল ইত্যাদিতে অতি সহজে দ্রবীভূত হয়। বিশুদ্ধ সুরাসারে ইহার রং কিঞ্চিৎ সবুজ বর্ণ হইতে দেখা যায়। নিমতৈল এলকোহলের সহিত পুনঃ পুনঃ আন্দোলন করিলে পর, ইহার দুর্গন্ধ ও তিক্ত আস্বাদ দূরীভূত হয়।

ব্রানেট্ সাহেব বলিয়াছেন যে, নিমের বীজে শতকরা ৪৫।৫০ ভাগ তৈল থাকে। দক্ষিণভারতে নিমের খইল দ্বারা জমিতে সার দেওয়া হয়। গুড়া খইল রসায়ন ও বৈজ্ঞানিক কার্য্যে লাগে, ইহাতে কীটের আক্রমণ নিবারিত হয়।

এই বৃক্ষের প্রত্যেক জিনিষই কোন না কোন ঔষধে আবশ্যক হয়। মুদীনশেরিফ বলিয়াছেন, শিকড়ের ছাল, শিকড় ও কচি ফল বলকারক এবং পালাজ্বরনিবারক। তৈল, বীজ ও পাতা উত্তেজক, কৃমিনাশক এবং পচননিবারক। নিমের ফুল—উত্তেজক, বলকারক এবং উদররোগনাশক। গঁদ (Gum) স্নিগ্ধ ও বলকারক।

রস (Toddy)—শৈত্যকারক, বলকারক, ধাতুপরিবর্ত্তক ও বীর্য্যকারক।

অতি প্রাচীন কাল হইতে নিমের ছাল, পাতা এবং ফল আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, এবং সুশ্রুত প্রভৃতি আদি আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থে ইহার উল্লেখ দেখা যায়। এই বৃক্ষ যে সমস্ত বিভিন্ন নামে অভিহিত হয়, তাহার প্রত্যেকটীর ভাব এই যে, ইহা বহুকালাবধি ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইতেছে, যথা—নিম্ব অর্থাৎ সিঞ্চনকারী। অরিষ্ট—রোগনাশক, পিচুমর্দ কুষ্ঠনাশক। ইউ, সি, দত্ত বলিয়াছেন যে, নিম্বছাল তিক্ত, বলকারক, সঙ্কোচক, জ্বর, পিপাসা, বমি, বমনেচ্ছা এবং চর্ম্মরোগে বিশেষ উপকারী। নিম্‌পাতা খাওয়া হয় এবং অন্যান্য তরকারী সহিত চড়চড়ী ও ঝোল প্রস্তুত হইয়া থাকে। দদ্রু প্রভৃতি চর্ম্মরোগে বহুকাল হইতে নিম্‌পাতা ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। নিমফল্ সারক, শিথিলকারক এবং কৃমি, প্রস্রাবের পীড়া ও অর্শরোগে বিশেষ ফলপ্রদ। চর্ম্মরোগ ও ক্ষত প্রভৃতিতে নিমতৈল ব্যবহৃত হয়। অন্যান্য ঔষধের সহিত নিমছাল জ্বরে প্রয়োগ করা হয়। নিম্বপত্রের টাট্‌কা রস লবণের সহ কৃমিরোগে এবং মধুর সহিত চর্ম্ম ও ক্ষতরোগে প্রযোজ্য। নিম্‌পাতা ও আমলকী প্রত্যেকের

সিকি তোলা রস মাখন সহ কণ্ডুরোগে (চুলকনা), ব্রণ এবং আমবাত রোগে বিশেষ উপকারী। ক্ষত ও চর্ম্মরোগে নিমপাতার নানাপ্রকার বাহ্য প্রয়োগ দেখা যায়; যথা—পুল্‌টীশ, ধাবন, মলম এবং মালিশ। নিমপাতা ও তিল সমভাবে একত্র যোগে ক্ষতস্থানে ব্যবহার্য্য।

মুসলমানগণ যখন ভারতবর্ষে আসিলেন, তখন নিম্ বৃক্ষের অসাধারণ গুণদর্শনে অত্যন্ত প্রীত হইলেন। হিন্দুরা ইহার সমস্ত গুণ মুসলমানদিগের নিকট প্রকাশ করেন নাই; কিন্তু তাঁহারা নিজেই স্বভাবতঃ এই সমস্ত জিনিষ তাদৃশ প্রকারে ব্যবহার করিতেছেন।

প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থকার নিমের উপরি উক্ত যে সমস্ত গুণের বিষয় লিখিয়া গিয়াছেন, পাশ্চাত্য পণ্ডিত ও চিকিৎসকগণ অনেকেই তাহার অনুমোদন করিয়াছেন। ডাক্তার কর্ণিশ প্রভৃতি বলিয়াছেন যে সবিরাম জ্বরে নিম্‌ছাল, সিনকোনা ও আর্সেনিক অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। নিমতৈল কুষ্ঠরোগে চালমুগ্‌রা তৈলের সহিত ব্যবহার্য্য।

ইহার পচননিবারক গুণ থাকায়, ইহা হইতে ভৈষজ্য-সাবান প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই তৈল সহজেই জমিয়া সাবানে পরিণত হয়। ক্ষতস্থান ধৌত করিবার নিমিত্ত যে সমস্ত কার্ব্বলিক সাবান ব্যবহৃত হয়, তাহাতে ইহা বেশ ব্যবহার করা যাইতে পারে। বুকানন্ হামিল্টন ইহার একটী আশ্চর্য্য প্রয়োগের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, মান্দ্রাজে প্রসবান্তে প্রত্যেক (সদ্যঃপ্রসূতা) রমণীকে এক আউন্স নিমতৈল দেওয়া হয়। শুষ্ক নিমবীজ জল কিংবা অন্য কোন তরল পদার্থের সহিত মিশ্রিত করিলে ঠিক তৈলের মত গুণবিশিষ্ট হয়। টাট্‌কাপাতার রস কিয়ৎপরিমাণে পচননিবারক এবং অল্প কার্ব্বলিক এসিডমিশ্রিত জলের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করা যাইতে পারে। নিমপাতাসিদ্ধ গরমজলে ক্ষতস্থান ও স্ফীতস্থান প্রভৃতিতে সেঁক দেওয়া হয়।

অগ্নিমান্দ্য এবং সাধারণ দৌর্ব্বল্যরোগে নিমফুল বিশেষ উপকারী। নিমের গঁদ অন্য ঔষধসহ অনেক রোগে ব্যবহৃত হয়। এই নিমিত্তই ইহার নাম আমরবীর গঁদ। এই জন্য ইহা অন্যান্য গঁদ অপেক্ষা বেশী আদরণীয়। বিশেষতঃ নিমগঁদ শ্বেতপ্রদরের উত্তেজনায় ব্যবহার্য্য। অনেকদিনের পুরাতন কুষ্ঠরোগে ও অপরাপর চর্ম্মরোগে, ক্ষয়কাশে, অজীর্ণরোগে এবং সাধারণ দুর্ব্বলতায় নিমের রস অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

নিমরস দুই প্রকারে পাওয়া যাইতে পারে—১ম স্বভাবতঃ গাছ হইতে নিঃসৃত হয়। ২য় কৌশলপূর্ব্বক গাছ হইতে বহির্গত করা যায়। প্রথম প্রণালীতে রস বৃক্ষের দুই তিন স্থান হইতে সূক্ষ্মধারে অথবা ফোঁটা ফোঁটা করিয়া বাহির হইতে থাকে; এইরূপে ক্রমান্বয়ে তিন হইতে ছয় সাত সপ্তাহ পর্য্যন্ত নিঃসৃত রস সঞ্চিত হইয়া থাকে। কৃত্রিম উপায়ে রসবহির্গতকরণ সম্বন্ধে মুদীনশেরিফ লিখিয়াছেন যে, "কৃত্রিম উপায়ে যে সমস্ত নিমগাছ হইতে রস বহির্গত করা যায়, তাহার সংখ্যা জগতে অতি বিরল। আমি সর্ব্বশুদ্ধ এরূপ ৩।৪টী বৃক্ষের কথা শুনিয়াছি। এই সমস্ত বৃক্ষগুলি অতি অল্পদিনের এবং আকারে বিলক্ষণ বড় অর্থাৎ গাছটী খুব সতেজ হওয়া আবশ্যক। এই গাছ প্রায়ই নালা ডোবা প্রভৃতি জলীয় নিকটবর্ত্তী স্থানে জন্মিয়া থাকে; কারণ বৃক্ষটীর মূলদেশ সর্ব্বদা আর্দ্র থাকিলে প্রচুর রস নির্গত হয়। নিম্নলিখিত উপায়ে রস বাহির করা হয়,—

মাটি খুঁড়িয়া তাজা রকমের একখানি নাতিসূক্ষ্ম নাতিস্থূল শিকড় ঠিক করা হয়। পরে এই শিকড়খানা একেবারে কাটিয়া অথবা নিম্নদিক্ দিয়া অর্দ্ধেকখানি কাটিয়া তাহার নিম্নে একটী পাত্র রাখা হয়। এই পাত্র মধ্যে শিকড় হইতে ফোঁটা ফোঁটা করিয়া অথবা সরুধারে রস পড়িতে থাকে। এই প্রকারে যে রস বহির্গত করা হয়, তাহাতে আর স্বাভাবিক নিঃসৃত রসে বিশেষ কোন পার্থক্য দৃষ্ট হয় না; তবে কি না দ্বিতীয় উপায়ে প্রাপ্ত রসের পরিমাণ কিছু অল্প। ২৪ ঘণ্টা মধ্যে ২ হইতে ৬ বোতলের বেশী রস নির্গত হয় না। জলাশয়ের নিকটবর্ত্তী প্রত্যেক নিমগাছ হইতেই উপরি-উক্ত উপায়ে রস বাহির করা যাইতে পারে।" সাহেব আরও বলিয়াছেন যে, মান্দ্রাজের নিকটে মাইলাপুরে একটী আশ্চর্য্য নিমগাছ ছিল। এই গাছ হইতে ৩।৪ বৎসর অন্তর রস বহির্গত হইত। এইরূপে ৪ বার ঐ বৃক্ষ হইতে রস বহির্গত হইবার ৩।৪ দিন পূর্ব্বে গুঁড়ীর মধ্যে একপ্রকার শোঁ শোঁ শব্দ হইত। যতক্ষণ পর্য্যন্ত গাছের ৩।৪ জায়গা দিয়া রস নিঃসৃত হইতে আরম্ভ না করিত, ততক্ষণ এই শব্দ থামিত না। নিকটবর্ত্তী লোকসমূহ এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শনার্থে তথায় একত্র হইত এবং যত্নপূর্ব্বক রস লইয়া বাটী প্রস্থান করিত। তথাকার লোকে এ রসের বড় আদর করিত।

নিম্ববৃক্ষবিশিষ্ট স্থান অতি স্বাস্থ্যকর বলিয়া গণ্য। ওলাউঠা ও ম্যালেরিয়াজ্বরনিবারক বলিয়া প্রায়ই গ্রামের নিকটে এবং বাড়ীর নিকটে যত্ন করিয়া নিমগাছ লাগান হয়। য়ুরোপীয় লোকেরাও নিমের উক্ত গুণে বিশ্বাস করিয়া থাকেন। উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে ও অযোধ্যায় নিমগাছবিশিষ্ট অপরাপর গ্রামে প্রায়ই জ্বর হইতে দেখা যায় না, কিন্তু নিকটবর্ত্তী অন্য অন্য স্থানে যথেষ্ট রোগ দেখা যায়। অপর

বৃক্ষ হইতে নিমবৃক্ষের এ বিষয়ে গুণ অধিক কি না তাহাতে সন্দেহ আছে। তথাকার লোকের বিশ্বাস যে, নিমগাছের গরমীর পীড়া নিবারণের বিশেষ ক্ষমতা আছে। নিমের ডাল দিয়া বাতাস করিলে গরমী আরোগ্য হয়। ইহার এরূপ আশ্চর্য্য গুণ থাকায়, ভারতীয় ও য়ুরোপীয় চিকিৎসকগণ ইহার অনেক ব্যবহার করেন এবং ভারতীয় ঔষধপ্রস্তুতকরণ গ্রন্থে ইহার সন্নিবেশ করিয়াছেন। •

নিমের ছাল ও পাতা সম্বন্ধে ডাঃ ফ্লকিজার এবং ডাঃ হানবুরি সাহেব যাহা বলিয়াছেন তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল—

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে কর্ণিস্ সাহেব নিমছাল পরীক্ষা করিয়া বলেন যে, ইহাতে যথেষ্ট ক্ষার পদার্থ আছে। সেই পদার্থকে তিনি 'মারগোসাইন, নাম দিয়াছেন। তিনি অতি অল্প পরিমাণে সাদা লম্বা লম্বা আকৃতিবিশিষ্ট ক্ষার বহির্গত করিয়াছিলেন। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গেল যে, ইহাতে মারগোসাইন এবং সোডা আছে। বিভিন্ন লোকের মত।—অশ্বচিকিৎসায় নিমতৈল ঘায়ের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। নিমতৈলে উকুন নষ্ট করে। এতদ্ব্যতীত ইহা আমবাত এবং পামা রোগে ফলপ্রদ। হাপানি কাশে ও গেঁচনী, মূর্চ্ছা প্রভৃতিতে নিমতৈল আভ্যন্তরিক প্রয়োগ হইয়া থাকে, বাহ্যপ্রয়োগে ইহা তার্পিণতৈলের ন্যায় কার্য্য করে। বসন্তরোগে নিমতৈল গাত্রে মালিশ করিলে বিশেষ ফল দর্শে। কুকুরের গায়ে খোস উঠা ও পোকা নষ্টের নিমিত্ত ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

নিমপাতা বাটিয়া স্তনোপরি প্রয়োগ করিলে দুগ্ধক্ষরণ নিবারণ করে। ক্ষতরোগের অন্যান্য ঔষধে উপকার না দর্শিলেও নিমপাতায় বেশ ফল দর্শে। চর্ম্মরোগে ইহা বিশেষ উপকারী। নিমপাতা ঘৃতে ভাজিয়া মোমের সহিত মিশ্রিত করিলে ঘায়ের অতি উৎকৃষ্ট মলম প্রস্তুত হয়। ভাজা নিমপাতা পিত্তনাশক বলিয়া অনেক সময় লোকে খাইয়া থাকে।

নিমের ছাল পোড়াইয়া সেই ভস্ম পামারোগে ব্যবহৃত হয়। ছালের কাথ মাথাধরারোগে উপকারী। নিমের সরু ডালে দন্তধাবন করিলে শরীরে রোগ হইতে পারে না, এবং পরিষ্কার ও দুর্গন্ধবিহীন হয়। এদেশে এমন বিশ্বাস আছে যে, এক ক্রমে দ্বাদশ বৎসর কাল নিম বৃক্ষের তলায় শয়ন করিলে কুষ্ঠব্যাধি পর্য্যন্ত আরোগ্য হয়।

লাহোরের সিভিল সার্জ্জন আর গ্রে বলিয়াছেন যে, কোন কোন পুরাতন নিমগাছ হইতে এক প্রকার সাদা রস নির্গত হয়। এই রস অতি উৎকৃষ্ট রক্তপরিষ্কারক ও বলকারক। নিম ব্রণ ফোড়া প্রভৃতিতে কিছু বেশী ব্যবহৃত হয়।

নিমপাতাভস্ম ঘৃতসহ বক্ষাবরক ক্ষতরোগে বাহ্য প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। স্নানার্থে অনেকে নিমপাতাসিদ্ধ জল ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহাতে জল বিশুদ্ধ হয়।

নিমপাতার ঝোল ও বেগুণের সহিত নিমপাতা চড়চড়ী রক্ত পরিষ্কারের জন্য অনেকে খাইয়া থাকে। শিশুদিগকেও সময় সময় নিমপাতা খাওয়ান হয়।

নিমকাঠের বাকলের রং ধূসর বর্ণ। সারাংশের বর্ণ লাল। নিমকাঠ অতি দৃঢ় এবং সুন্দর। এই কাঠে প্রায়ই পোকা ধরিতে পায় না। ইহাতে গাড়ী ও কৃষিকার্য্যের যন্ত্র নির্ম্মিত হয়। ভারতের দক্ষিণাংশে ইহাতে গৃহের আস্বাব প্রস্তুত হয়।

সিন্ধুদেশের স্ত্রীলোকেরা গন্ধের নিমিত্ত এবং উকুন মারিবার জন্য নিমতৈল ব্যবহার করিয়া থাকে। কাপড় কাগজ পুস্তকাদি পোকায় কাটিতে না পারে, এই নিমিত্ত নিমপাতা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়; কিন্তু এই পাতা মধ্যে মধ্যে পরিবর্ত্তন করিয়া আবার নূতন পাতা দিতে হয়। এই বিষয়ে ইহারা প্রায় কর্পূর অথবা ন্যাপথালিনের সমতুল্য। ইহার উগ্র গন্ধে উই বা অন্যান্য কাটাদি পুস্তক কাটিতে পারে না।

হিন্দুরা নিম গাছকে বেলগাছ প্রভৃতির ন্যায় পবিত্র বৃক্ষ বলিয়া মান্য করে। তাহাদের বিশ্বাস, যখন পৃথিবী হইতে দেবগণের ব্যবহারার্থ স্বর্গে অমৃত লইয়া যাওয়া হয়, তখন কএক ফোঁটা নিম গাছের উপর পড়িয়াছিল। এই নিমিত্ত শকের প্রথম দিনে তাহারা নিমপাতা ভক্ষণ করিয়া থাকে। তাহার উদ্দেশ্য এই যে, এইরূপ ভক্ষণে তাহার আর কোন রোগ হইবে না। বুকানন্ সাহেব তাঁহার মহিসুরভ্রমণ-বৃত্তান্তের মধ্যে লিখিয়াছেন-যে, ২।৩ বৎসর অন্তর কোন গ্রামের লোক একত্র হইয়া একটী পিত্তলের পাত্রে পাঁচটী ডাল এবং একটী নারিকেল স্থাপিত করে। পরে ফুল, চন্দন ও গঙ্গাজল দ্বারা নিমের পূজা করিয়া থাকে। কোন অস্থায়ী মণ্ডপ-মধ্যে ইহা রাখিয়া তিন দিন পর্য্যন্ত পূজা করা হয়; এই সময়ে শিবকন্যা 'মরিয়া'র নিকট ছাগ, মেষ ও মহিষাদি বলিদান এবং আমোদপ্রমোদ, আহারাদিও যথেষ্ট হইয়া থাকে। অনন্তর ঐ পাত্রটী ধরিয়া জলে বিসর্জ্জন দেওয়া হয়। বাঙ্গালী প্রভৃতি কোন কোন হিন্দুজাতি শবদাহনান্তে শোক প্রকাশ করিয়া তিক্তাস্বাদ নিমপাতা মুখে দিয়া থাকে অথবা, শবদাহের পর নিমপাতা, খুঁড়ের দাল ও চিনি মুখে দিয়া অগ্নিস্পর্শদ্বারা শুদ্ধ হয়।

আমাদের দেশের সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে নিমের হাওয়া স্বাস্থ্যজনক এবং ইহা গৃহে থাকলে পরিবার মধ্যে জ্বরাদি হয় না। চলিত প্রবাদ এই,—'নিম নিশিন্দা যেখানে,

মানুষ মরে কি সেখানে।" [নিশিন্দা দেখ] মুখ ধুইবার সময় নিমের ডালে দাঁতন করিলে মুখ পরিষ্কার এবং দাঁতের গোড়া শক্ত হয়। ঢোল বা তবলার উত্তমোত্তম খোল এই নিমকাষ্ঠে নির্ম্মিত হয়। শ্রীক্ষেত্রের জগন্নাথদেবের দারুময় মূর্ত্তি এই নিমকাষ্ঠে গঠিত।

নিম (পুং) শলাকা, শঙ্কু।

নিমক (পারসী) লবণ।

নিমকদান (পারসী) লবণপাত্র।

নিমকমহল, লবণপ্রস্তুতের প্রধান কার্য্যস্থান।

নিমকহলাল্ (পারসী) ১ রাজভক্ত। ২ বিনয়ী। ৩ বিশ্বস্ত। ৪ কৃতজ্ঞ।

নিমকহলালী (পারসী) ১ রাজভক্তি। ২ কৃতজ্ঞতা। ৩ বিশ্বস্ততা।

নিমকহারাম (পারসী) কৃতঘ্ন, অকৃতজ্ঞ। যাহারা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না।

নিমকহারামী (পারসী) ১ বিশ্বাসঘাতকতা। ২ রাজবিদ্বেষ।

নিমকাজী (পারসী) নিম্নকর্ম্মচারী।

নিমকি (দেশজ) নোন্‌তা খাদ্যদ্রব্যবিশেষ।

নিমখার (নিমসর) অযোধ্যার অন্তর্গত সীতাপুর জেলার একটী নগর। গোমতী নদীর বামপার্শ্বে সীতাপুর সহর হইতে ২০ মাইল দূরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৭° ২০´ ৫৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০° ৩১´ ৪০´´ পূঃ। নিমখার একটী প্রসিদ্ধ তীর্থ স্থান। এইস্থানে বহুসংখ্যক মন্দির ও পুষ্করিণী আছে। জনপ্রবাদ এইরূপ যে রাবণ সীতা হরণ করিলে পর, রামচন্দ্র রাবণকে বধ করিয়া সীতাকে উদ্ধারপূর্ব্বক অযোধ্যায় প্রত্যাবৃত্ত হন এবং ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিবার নিমিত্ত এই স্থানে স্নান করিয়া পাপমুক্ত হন।

নিমখাসা (পারসী) মধ্যম রকম।

নিমখেরা, মধ্যভারতে ভোপাবারের ঠাকুরসামন্তরাজ বা ভীল এজেন্সীর অধীন একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। বিন্ধ্যপর্ব্বতের একধারে অবস্থিত। সার জন্ ম্যাকমের বাজেআপ্ত বন্দোবস্তের সময় হইতে তিরলা গ্রামের ভূঁইয়া বা প্রধান সর্দ্দার ধারারাজকে বার্ষিক ৫০০৲ টাকা কর দিবার অঙ্গীকারে পুরুষানুক্রমে এই রাজ্য ভোগ দখল করিতেছেন। এই ভূঁইয়া, ধারা এবং সুলতানপুরের যাবতীয় চুরী ডাকাতির জন্য দায়ী। ভূঁইয়া ভীল জাতীয় দরিয়াসিং এখানকার সর্দ্দার। ইনি বেশ ইংরাজী লেখাপড়া শিখিয়াছেন।

নিমগাঁও, ভীমানদীর তীরবর্ত্তী একটী ক্ষুদ্র জনপদ। খেড় হইতে ৬ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। এই গ্রামের উত্তরাংশে ক্ষুদ্র একটী পাহাড়ের উপরে খাণ্ডোবার এক মন্দির আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে গোবিন্দরাও গাইকবাড় এই মন্দির নির্ম্মাণ করেন। চৈত্র মাসের পূর্ণিমার দিন এই মন্দিরে একটী মেলা হইয়া থাকে। মেলা উপলক্ষে প্রায় পাঁচ-সহস্র যাত্রির সমাগম হইয়া থাকে। এই মন্দিরের অনেক নিষ্কর দেবোত্তর আছে।

নিমগিরি, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত বিজগাপত্তন জেলায় জয়পুরবিষয়ে অবস্থিত একটী গিরিমালা। এই গিরি পূর্ব্বঘাট গিরির সমান্তর ও প্রায় ৫০০০ ফিট্ উচ্চ। বংশধারা নদী এই গিরিমালা হইতে উৎপন্ন।

নিমগ্ন (ত্রি) নিতরাং মগ্নঃ নি-মস্জ্-ক্ত। জলাদিতে মগ্ন, জলাদিতে ডুবিয়া যাওয়া।

নিমচ, গোয়ালিয়র রাজ্যের অন্তর্গত একটী সহর। এই স্থানে ইংরাজদিগের একটী সৈন্যের আড্ডা আছে। মালবের উত্তরপশ্চিমে, মালব-মিবারের সীমান্ত প্রদেশের মধ্যস্থলে অবস্থিত। অক্ষা° ২৪° ২৭´ ৩৮´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪° ৫৪´১৫´´ পূঃ। এই খানে রাজপুতানা-মালবা-রেলওয়ের একটী ষ্টেসন আছে। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে গোয়ালিয়রে ইংরাজ ও সিন্ধিয়ার সন্ধি হয়। এই সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে দৌলত রাও সিন্ধিয়া সৈন্যগণের আড্ডার স্থান এবং কএক বিঘা জমি প্রদান করেন। ইহার পর আর একটী সন্ধি হয়; তাহাতে ইংরাজগণ আরও একখানি জায়গা প্রাপ্ত হন। যখন সৈন্যেরা দূরদেশে যুদ্ধার্থ গমন করিবে, তখন তাহাদের পরিবারাদি থাকিবার জন্য এখানে একটী ক্ষুদ্র দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে ইহাতে গোলাগুলি অস্ত্রশস্ত্র রক্ষিত হয়।

এই স্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৬১ ফিট্ উচ্চ। জলবায়ু অতি স্বাস্থ্যকর। কোন সময়েই এখানে অত্যন্ত গরম অথবা অত্যধিক শীত পড়ে না। বেশী গ্রীষ্মের সময়েও রাত্রিতে বেশ ঠাণ্ডা পড়িয়া থাকে। নিমচের লোকসংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ ২১,৬০০; তন্মধ্যে হিন্দু ১৮১৬৭ এবং মুসলমান ৫০৩২; বাকী অন্যান্য জাতি।

নিমচ কলিকাতা হইতে ১১১৪ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত।

নিমচা, (পারসী) ছোট তরবারিবিশেষ।

নিমচা আফগান ও উচ্চগিরিশৃঙ্গবাসী জাতির মিশ্রণে উৎপন্ন এক সঙ্কর জাতি। ইহারা ভারতবর্ষীয় ককেসস্ পর্ব্বতের দক্ষিণস্থ ঢালু স্থানে অবস্থিতি করে। ইহাদের মধ্যে প্রচলিত ভাষার সঙ্গে ভারতবর্ষীয় ভাষার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা আছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে লাটিন ভাষার সহিতও ইহার কতক মিল দেখা যায়।

নিমচাক (দেশজ) গোলাকার কাষ্ঠখণ্ড। পাতকুয়ার নিম্নদেশ বাধাইবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

নিমজ্জথু (পুং) নি-মস্জ-অথুচ্। ১ শয়ন।

"তয়ে কান্তান্তরৈঃ সার্দ্ধং মন্যেঽহং ধিঙ্নিমজ্জথুম্।" (ভট্টি)

২ স্নান, অবগাহন।

নিমজ্জন (ক্লী) নিমজ্জ্যতেঽনেনেতি, নি-মস্জ-ভাবে ল্যুট্। স্নান, অবগাহন।

"বীক্ষ্য বঃ খলু তনুমমৃতাদাঃ দৃঙ্নিমজ্জনমবৈমি সুধায়াং।" (নৈষধ ৫ স°)

নিমটানা, ক্ষেত্রের শস্যনির্ণয় করিবার এক প্রকার নিয়ম। কাপ্তেন রবার্টসন* এই উপায়ে শস্যের পরিমাণ নির্ণয় করিয়াছিলেন। কোন একটা শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র হইতে তিন রকমের তিন গাছ লওয়া হইত। তন্মধ্যে একটীতে উত্তমরূপ শস্য, আর একটীতে মধ্যম রকম এবং অপরটীতে অতি সামান্য রকম জন্মিয়াছে। এই তিনটী গাছের শস্যগুলি গণিয়া তাহাদের গড় লইতে হয়। অনন্তর ক্ষেত্রের বৃক্ষ গণিতে হয়। পরে ক্ষেত্রটীর ক্ষেত্রফল আছে মনে করিতে হইবে। বৃক্ষসংখ্যা দিয়া শস্যসংখ্যা (গড়) পূরণ করিলে ক্ষেত্রের শস্য পরিমাণ স্থির হইবে। রবার্টসন সাহেব বলিয়াছেন যে, উত্তরভারতবর্ষ, খান্দেশ ও গুজরাতে এই প্রথা প্রচলিত ছিল। শিবাজীর পিতা শাহজীর প্রধান কর্ম্মচারী দাদাজী কোণ্ডদেব ১৬৪৫ পুণায় যখন বন্দোবস্ত করেন, তখন তিনি এই নিয়ম অবলম্বন করিয়াছিলেন।

নিমতোর, রাজপুতনায় নিমচ ও ঝালরাপত্তন যে রাজপথের উপর অবস্থিত সেই রাজপথের উপর এবং নিমচ হইতে কিছু দূরে স্থিত একটী ক্ষুদ্র গ্রাম। সম্ভবতঃ নিমতোর শব্দ নিমতলা বা নিমথর শব্দের অপভ্রংশ মাত্র।

এই গ্রামে ৩টি হিন্দুমন্দির আছে। তন্মধ্যে একটী বহু প্রাচীন ও উহাতে একটী মূর্ত্তি স্থাপিত রহিয়াছে। নিমতোর মন্দিরের মধ্যে একটী প্রকাণ্ড শিবলিঙ্গ ও তাহার চারিদিকে মনুষ্যের মুখ খোদিত থাকায় উহা চৌমুখীরূপ ধারণ করিয়াছে। প্রবাদ এই যে, এই মন্দির ও বৃষ, স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়া প্রথমে নানাস্থান ভ্রমণ করিতে করিতে অবশেষে গুজরাত হইতে এই স্থানে আসিয়া অবস্থান করিতেছে। বৃষটীর গতি অল্প হওয়ায় মন্দির আসার একটু পরে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এই প্রবাদ শুনিয়া এইরূপ অনুমিত হয় যে, সর্ব্বাগ্রে মন্দির প্রস্তুত ও তদনন্তর বৃষমূর্ত্তি স্থাপিত হয়। মন্দিরটীও অন্ততঃ ১০০০ বৎসরের ও পূর্ব্বে নির্ম্মিত বলিয়া বোধ হয়।

নিমদ (পুং) স্পষ্টরূপেও মন্দভাবে উচ্চারণ।

নিমদারী (নিম্বদারী) পুণাজেলার একটী ক্ষুদ্র গ্রাম। জুন্নর হইতে ৬ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। এই স্থানে রেণুকাদেবীর এক বেদী আছে। চৈত্রমাসের পৌর্ণমাসীতে বার্ষিক মেলা হইয়া থাকে অন্যূন ৩ সহস্র লোক নানা দেশ হইতে সমবেত হইয়া থাকে।

নিমন্ত্রক (পুং) নি-মন্ত্র-ণ্বুল্। নিমন্ত্রণকারী।

নিমন্ত্রণ (ক্লী) নিমন্ত্র্যতে ইতি নি-মন্ত্র-ল্যুট্। নিযোজনবিশেষ, আহ্বান। কর্ম্মবিশেষের অনুরোধে নির্দ্ধারিত সময়ে আসিবার নিমিত্ত সংবাদদান। ভোজনের জন্য আহ্বানেই এই শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। আবশ্যক শ্রাদ্ধভোজনাদিতে আহ্বান। শ্রাদ্ধাদিকার্য্যে পর্ব্বদিনে বেদজ্ঞব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধে ভোজনের জন্য বলিয়া আসিতে হয়,তাহাকে নিমন্ত্রণ কহে। নিমন্ত্রণ, ও আমন্ত্রণে প্রভেদ এই যে, যাহার অকরণে প্রত্যবায় হয়, তাহাকে নিমন্ত্রণ, এবং যাহাতে কোন প্রত্যবায় নাই,তাহাকে আমন্ত্রণ কহে। নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া তাহা রক্ষা না করিলে পাপভাগী হইতে হয়।

"যস্যাকরণে প্রত্যবায়স্তন্নিমন্ত্রণম্।" (সিদ্ধান্তকৌ°)

'ইহ ভুঞ্জীত ভবান্' আপনি এই খানে ভোজন করিবেন, এই প্রকারে আহ্বানের নাম নিমন্ত্রণ। 'ইহ শয়ীত ভবান্' আপনি এইখানে শয়ন করুন, ইহা আমন্ত্রণ, ইচ্ছানুসারে শয়ন করিতে বা না করিতে পারে, কিন্তু নিমন্ত্রিত হইয়া যদি নিমন্ত্রণ রক্ষা না করা হয়, তাহা হইলে পাপভাগী হইতে হয়।

যদি ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিয়া, তাহাকে যথাবিধি পূজাদি না করা হয়, তাহা হইলে নিমন্ত্রণকারী তির্য্যগ্যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। যদি ভ্রমপ্রমাদবশতঃ নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণের পূজা না হয়, তাহা হইলে তাহাকে যত্নপূর্ব্বক প্রসাদিত করিয়া ভোজনাদি করাইতে হইবে।

"আমন্ত্র্য ব্রাহ্মণং যস্তু যথান্যায়ং ন পূজয়েৎ।
অতিকৃচ্ছ্রাসু ঘোরাসু তির্য্যগ্যোনিষু জায়তে॥" (যম)

প্রমাদবশতঃ নিমন্ত্রণ ত্যাগ করিলে হারীতের মতে,—

"প্রমাদাদ্বিস্মৃতং জ্ঞাত্বা প্রসাদ্যৈনং প্রযত্নতঃ।
তর্পয়িত্বা যথান্যায়ং সর্ব্বং তৎফলমশ্নুতে॥"

যদি বিপ্র নিমন্ত্রিত হইয়া অন্যস্থলে ভোজন করিতে যায়, তাহা হইলে নরকভোগ করিয়া চণ্ডালযোনিতে জন্মগ্রহণ করে।

'আমন্ত্রিতস্তু যো বিপ্রঃ ভোক্তুমন্যত্র গচ্ছতি।
নরকাণাং শতং গত্বা চাণ্ডালেষভিজায়তে॥" (যম)

এই শ্লোকে 'আমন্ত্রিত' এই পদ প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহাতে বোধ হয়, আমন্ত্রণ ও নিমন্ত্রণ সময়ে সময়ে একই অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যদি ব্রাহ্মণ পূর্ব্বে নিমন্ত্রিত হইয়া অন্য প্রতিগ্রহ করে, অথবা ভোজন করিয়া গিয়া ভোজন করে, তাহা হইলে তাহার পুণ্য নষ্ট হয়।

* East India papers IV. 42A.

"পূর্ব্বে নিমন্ত্রিতোঽন্যেন কুর্য্যাদপ্রতিগ্রহম্।
ভুক্ত্বাহারোঽথ বা ভুঙ্‌ক্তে সুকৃতং তস্য নশ্যতি॥" (দেবল)

যদি নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ বিলম্ব করিয়া আসে, তাহা হইলে নরকগামী হইয়া থাকে।

"আমন্ত্রিতশ্চিরং নৈব কুর্য্যাদ্বিপ্রঃ কদাচন।
দেবতানাং পিতৄণাঞ্চ দাতুরন্নস্য চৈব হি॥
চিরকারী ভবেদ্‌দ্রোহী পচ্যতে নরকাগ্নিনা।" (আদিত্যপু°)

নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণের পথগমন, ভারবহন, হিংসা, কলহ ও মৈথুন আচরণ বিধেয় নহে। যদি এই সকল আচরণ করে, তাহা হইলে পাপভাগী হইতে হইবে।

ঋতুকালে স্ত্রীগমনের অবশ্য-কর্ত্তব্যতা থাকিলেও নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া মৈথুন করিতে পারিবেন না। বিজ্ঞানেশ্বরের মতে নিমন্ত্রিত হইলেও ঋতুকালে স্ত্রীগমন বিধেয়, তবে মৈথুন-নিষেধ ঋতুভিন্নকাল জানিতে হইবে।*

নিমন্ত্রণের এই সকল বিধি ও নিষেধ যে কথিত হইল, ইহা শ্রাদ্ধ বিষয়ে জানিতে হইবে। (নির্ণয়সিন্ধু)

পূর্ব্বে শ্রাদ্ধকালীন ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিয়া, তাহার সমক্ষে পিতৃদিগের শ্রাদ্ধকার্য্যানুষ্ঠান হইত, অধুনা ব্রাহ্মণ সকল গুণহীন হওয়ায় কুশময় ব্রাহ্মণ স্থাপন করিয়া শ্রাদ্ধবিধির অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। রঘুনন্দনও নিমন্ত্রণের বিষয় এইরূপ লিখিয়াছেন—

ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিয়া শ্রাদ্ধ করিতে হয়, শ্রাদ্ধ করিব, এইরূপ স্থির হইলে পূর্ব্বদিবসে ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিয়া নিমন্ত্রণ করিতে হইবে। নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া তাহা ভঙ্গ করিলে প্রত্যবায় হয়, আমন্ত্রণভঙ্গে প্রত্যবায় নাই এই প্রভেদ মাত্র।

"ব্রাহ্মণানামন্ত্র্যেতি ব্রাহ্মণামন্ত্র্য নিমন্ত্র্য শ্রাদ্ধং কুর্য্যাৎ পূর্ব্বেদ্যুর্ব্বা পূর্ব্বদিনে বা নিমন্ত্রণং নত্বামন্ত্রণং যত্র প্রত্যাখ্যানে প্রত্যবায়স্তন্নিমন্ত্রণং যত্র প্রত্যাখ্যানে কামচারস্তদামন্ত্রণমিতি, পাণিনিসূত্রভাষ্যে ভেদেনোপাদানাদিতি।

"স্বকর্ত্তাস্মীতি নিশ্চিত্য দাতা বিপ্রান্নিমন্ত্রয়েৎ।" (শ্রাদ্ধতত্ত্ব)

পূর্ব্বদিনে যদি কোন বিশেষ কার্য্যবশতঃ ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে তদ্দিনেও নিমন্ত্রণ করা যাইতে পারে। আপস্তম্ব নিমন্ত্রণ শব্দের নিরুক্তি এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

'নিবেদনং শোয়মা শ্রাদ্ধং কর্ত্তব্যং তত্র ভবন্তো নিমন্ত্রণীয়া ইত্যেবং রূপং নিবেদনং দ্বিতীয়ং বেদনং স্বামহং নিমন্ত্রয়ে ইত্যনেন নিমন্ত্রণম্।' (আপস্তম্ব)

আগামিদিনে আমি শ্রাদ্ধ করিব, তাহাতে আপনারা নিমন্ত্রণীয়, প্রথম এই প্রকার নিবেদন, আমি আপনাকে নিমন্ত্রণ করিতেছি, এইরূপ দ্বিতীয় নিবেদন। এইরূপ নিবেদনই নিমন্ত্রণপদবাচ্য।

নিমন্ত্রণপত্র (ক্লী) আহ্বানপত্র।

নিমন্ত্রিত (ত্রি) নি-মন্ত্র-ক্ত। আহূত, যাহাকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে।

নিমন্যু (পুং) ক্রোধরাহিত্য।

নিময় (পুং) নিমীয়তেঽনেনেতি নি-মি-অচ্। (এরচ্। পা ৩।৩।৫৬) বিনিময়, পরিবর্ত্তন, একটী দ্রব্য দিয়া অন্য একটী দ্রব্যগ্রহণ।

"পক্বেনামস্য নিময়ং ন প্রশংসন্তি সাধবঃ।
নিময়েৎ পক্বমামেন ভোজনার্থায় ভারত॥" (ভারত ১২।৭৮।৭)

নিমরাজী (পারসী) কতক কতক স্বীকার।

নিমরাণা, রাজপুতানার মধ্যে একটী ক্ষুদ্র রাজ্য ও সহর। বেরোর হইতে ১০ মাইল উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। নিমরাণা নামক আলবারের এক করদ রাজার রাজধানী। এই রাজ্যে দশখানি গ্রাম আছে। বার্ষিক আয় ২৫০০০ টাকা। নিমরাণারাজ প্রতি বৎসর ৩০০০ টাকা কর প্রদান করেন।

নিমরুদ, এক জন প্রসিদ্ধ মৃগয়াদক্ষ রাজা। খৃষ্টানদিগের ধর্ম্মগ্রন্থে (বাইবেল) বর্ণিত আছে যে, ইনি ব্যাবেল, ইরেক আক্কাদ, কাল্‌নে এবং স্নেজেন্ দেশের অধিপতি ছিলেন। জর্জ স্মিথ বলিয়া গিয়াছেন যে, ইনি বাবিলন দেশীয় একজন শাসনকর্ত্তা। ইহার অধিকৃত স্থানের নাম ইরেক। ইহার বর্ত্তমান নাম ওয়ার্কা। অধ্যাপক সেস্‌. বলিয়াছেন যে, নিমরুদের নাম পর্য্যন্ত আর কোন গ্রন্থে দেখা যায় না।

বোগ্‌দাদ হইতে প্রায় ৯ মাইল দূরে একটী মাটীর ঢিপি আছে। আরববাসীরা ইহাকে তুল-অকের-কোফ্‌ বলিয়া

---

* "নিমন্ত্রিতস্তু যো বিপ্রঃ হ্যধ্বানং যাতি দুর্ম্মতিঃ।
ভবন্তি পিতরস্তস্য তং মাসং পাংশুভোজনাঃ।
আমন্ত্রিতস্তু যঃ শ্রাদ্ধে হিংসাং বৈ কুরুতে দ্বিজঃ।
পিতরস্তস্য তং মাসং ভবন্তি রুধিরাশনাঃ।
আমন্ত্রিতস্য তং মাসং ভবন্তি মেদভোজনাঃ।
নিমন্ত্রিতস্তু যো বিপ্রঃ প্রকুর্য্যাৎ কলহং যদি।
পিতরস্তস্য তং মাসং ভবন্তি মলভোজনাঃ॥" (আদিত্যপু°)
"আমন্ত্রিতস্তু যো বিপ্রঃ ভারমুদ্বহতে দ্বিজঃ।
নিমন্ত্রিতস্তু যঃ শ্রাদ্ধে মৈথুনং সেবতে দ্বিজঃ।
শ্রাদ্ধং দত্ত্বা চ ভুক্ত্বা চ যুক্তঃ স্যান্মহতৈনসা।" (শঙ্খ)
ঋতাবপি মৈথুনং নিষিদ্ধং—
"শ্রাদ্ধং করিষ্যন্ কৃত্বা বা ভুক্ত্বা বাপি নিমন্ত্রিতঃ।
উপোষ্য চ তথা ভুক্ত্বা নোপেয়াচ্চ ঋতাবপি।" (বৃদ্ধমনু)
'বিজ্ঞানেশ্বরেণ তু শ্রাদ্ধে ঋতৌ গচ্ছতোঽপি ন দোষঃ।' (নির্ণয়সিন্ধু)

থাকে, এবং তুর্কেরা ইহাকে নিমরুদ তপসী বলিয়া থাকে। এই উত্তর শব্দের অর্থই নিমরুদবোধ। জাব নদীর মোহানার নিকটে একটী প্রাচীন নগর আছে, ইহা নিমরুদ নামে খ্যাত।

নিমা (পারসী) পোষাক।

নিমাই, চৈতন্যদেবের নামান্তর। [চৈতন্য দেখ।]

নিমাৎ, বৈষ্ণবদিগের মধ্যে ইহা চতুর্থ সম্প্রদায়। নিম্বাদিত্য ইহার প্রবর্ত্তক, এই জন্য কেহ কেহ ইহাকে নিম্বার্ক বা নিমাৎ নামে অভিহিত করেন। এই সম্প্রদায়ের অপর একটী নাম সনকাদি-সম্প্রদায়।

ইঁহাদের বিশ্বাস, নিম্বাদিত্য সূর্য্যের অবতার এবং ইনি পাষণ্ডদমনার্থ ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হন। বৃন্দাবনের সন্নিকটে ইহার বাস ছিল।

ইহাদের সাম্প্রদায়িক নিয়মাদি লিখিত কোন গ্রন্থ নাই। ইহারা বলেন সম্রাট্ অরঙ্গজেব বাদশাহের রাজত্বসময়ে মুসলমানগণ মথুরায় তাঁহাদের ধর্ম্মবিষয়ক সমুদায় গ্রন্থাদি পুড়াইয়া ফেলে।

রাধাকৃষ্ণের যুগলরূপ ইহাদের একমাত্র উপাস্য এবং শ্রীমদ্ভাগবত ইহাদের প্রধান শাস্ত্রগ্রন্থ। ইহারা ললাটদেশে গোপীচন্দনের দুইটী ঊর্দ্ধ রেখা করে এবং উহার মধ্যস্থলে কৃষ্ণবর্ণ বর্ত্তুলাকার একটী তিলক অঙ্কিত করিয়া থাকে। অনেকে গলদেশে ধারণ করিবার জন্য এবং নাম জপ করিবার জন্য তুলসীকাষ্ঠের মালাও ব্যবহার করে।

নিম্বাদিত্যের কেশবভট্ট ও হরিদাস নামক দুই শিষ্য হইতে 'বিরক্ত' এবং 'গৃহস্থ' এই দুইটী সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে। যমুনাতীরে মথুরাসন্নিধানে ধ্রুবক্ষেত্র পাহাড়ের উপরে নিম্বার্কের গদি আছে। লোকের বিশ্বাস, গৃহস্থশ্রেণীভুক্ত হরিদাসের সন্তানেরাই তাঁহার অধিকারী হইয়া আসিতেছেন। কিন্তু তথাকার মহন্তগণ আপনাকে নিম্বার্কের বংশোদ্ভব বলিয়া পরিচয় দেন। তাঁহাদের মতে ধ্রুবক্ষেত্রের গদি ১৪০০ বৎসর হইল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পশ্চিমাঞ্চলে মথুরার সন্নিকটবর্ত্তী স্থানে এবং বাঙ্গালা দেশে এই সম্প্রদায়ের বিস্তর লোক দেখা যায়। প্রসিদ্ধ জয়দেবগোস্বামী এই মতাবলম্বী বৈষ্ণব ছিলেন।

নিমাতব্য (ত্রি) নি-মা-তব্য। বিনিময়যোগ্য।

"রসারসৈর্নিমাতব্যা নত্বেব লবণং রসৈঃ।" (মনু ১০।৯৪)

নিমাদ, মধ্যভারতের মধ্যবর্ত্তী একটী জেলা, ইহার প্রধান নগর বুরহানপুর। [নিমার দেখ।]

নিমান (ক্লী) নিমীয়তেঽনেন নি-মা-ল্যুট্। মূল্য। "সংখ্যারূপস্য নিমানে জরট্। পা ৫।২।৪৭।" "নিমানং মূল্যং।"

নিম্বানুজ, একজন বৈষ্ণব গুরু।

নিমার, মধ্যপ্রদেশের চিফ্ কমিশনারের অধীনস্থ একটী জেলা। অক্ষা° ২১° ৪´ হইতে ২২° ২৬´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫° ৫০´ হইতে ৭৭° ১´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। এইটী মধ্যপ্রদেশের পশ্চিম প্রান্তস্থ জেলা। ইহার উত্তরসীমা ধারগাজের ও মহারাজ হোলকরের রাজ্য, দক্ষিণে খান্দেশ জেলা, পশ্চিমে বেরার রাজ্য ও পূর্ব্বে হোসঙ্গাবাদ।

নিমার জেলার উত্তরস্থ স্থানসমূহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গিরিমালায় শোভিত থাকায় সমতল ভূমি অভাবে, ঐ অঞ্চলে আদৌ কৃষিকার্য্য হয় না। উত্তরপূর্ব্বাংশে কতদূর পর্য্যন্ত অনেক পতিত জমি আছে। তদ্ভিন্ন ঐ অংশের সকল ভূমি সাধারণতঃ অনুর্ব্বর নয়। এই জেলার দক্ষিণাংশে তাপ্তী নদীর তীরস্থ ভূমি অপেক্ষাকৃত অনেকটা উর্ব্বরা, পশ্চিমাংশের ভূমিও অতি যত্নের সহিত কর্ষিত হয়। কিন্তু নর্ম্মদানদীর সর্ব্বোত্তরস্থ ভূমিসমূহ সর্ব্বাপেক্ষা উর্ব্বর হইলেও মনুষ্য অভাবে উহা এখনও পতিত অবস্থায় রহিয়াছে। নর্ম্মদা ও তাপ্তীনদীর তীরস্থ ভূমি ১৫ মাইল বিস্তৃত একটী পাহাড় দ্বারা বিভক্ত। এই পাহাড় সাতপুরা পাহাড় নামে খ্যাত। এই পাহাড়ের শৃঙ্গে সমতলভূমি হইতে ৮৫০ ফিট্ উচ্চে আশীরগড় দুর্গ ও একটী গিরিপথ আছে, উত্তরভারত হইতে দক্ষিণভারতে আসিবার পক্ষে বহুদিবসাবধি ঐ পথই প্রশস্ত পথ বলিয়া পরিগণিত ছিল। এককথায় বলিতে গেলে, এই জেলার অধিকাংশ স্থান পাহাড় ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ। পাথুরিয়া কয়লা এখানে আদৌ পাওয়া যায়না, তবে চাঁদগড় ও পুনাসার নিকটবর্ত্তী জঙ্গলে লৌহের খনি দৃষ্ট হইয়া থাকে। নিমার জেলার সকল অরণ্যের মধ্যে পুনাসা-বন গবর্ণমেণ্টের খাসে আছে। এখানে সেগুণ ও অন্যান্য অনেক বড় বড় কাষ্ঠ পাওয়া যায়। তাপ্তীনদীর তীরভূমির মধ্যে দক্ষিণ-পূর্ব্বে যে অরণ্য আছে, উহাতেও অনেক মূল্যবান্ বৃক্ষ বর্ত্তমান রহিয়াছে। চাঁদগড় পরগণায় অরণ্যও অতি বিস্তৃত। এই সমস্ত অরণ্য ব্যাঘ্রের বিস্তৃত আবাস ভূমি। কিন্তু ইহারা প্রায়ই মনুষ্যের প্রতি আক্রমণ করে না। বন্যভল্লুক, চিতাবাঘ, নেকড়ে বন্যবরাহ প্রভৃতি নানাবিধ হিংস্র জন্তু এই অরণ্যে বহুসংখ্যক দৃষ্ট হয়। তদ্ভিন্ন শীকারের উপযুক্ত হরিণ, খরগোস প্রভৃতি বহুবিধ নিরীহ জন্তু ও বন্যকুক্কুট প্রভৃতি নানাজাতীয় পক্ষী এখানে যথেষ্ট পাওয়া যায়।

হৈহয় রাজারা পূর্ব্বকালে মাহিষ্মতীতে (বর্ত্তমান মহেশ্বরে) অবস্থানপূর্ব্বক প্রান্ত-নিমার শাসন করিতেন। পরে ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদিগকে রাজ্যচ্যুত করেন। ঐ ব্রাহ্মণ দ্বারা নর্ম্মদানদীরেষ্টিত মান্ধাতা নামক স্থানে শিবপূজা প্রবর্ত্তিত হয়। তৎপরে আশীরগড়ের চৌহান রাজপুতেরা হিন্দুদের-

দেবীর উপাসক হন। অবশেষে প্রমার রাজপুতেরা আশীরগড় অধিকার করিয়া লন। এই বংশের তাক নামক এক শাখা ৯ম খৃষ্টাব্দ হইতে ১২শ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই আশীরগড়ে রাজত্ব করেন। চাঁদ কবি তাঁহাদিগকে হিন্দুবীর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই সময়ে নিমারে জৈনধর্ম্ম প্রাধান্য লাভ করিতে থাকে। খাণ্ডবা ও মান্ধাতার নিকটবর্ত্তী স্থানে অনেক মনোহর জৈনধর্ম্মমন্দির অদ্যাপিও বিদ্যমান রহিয়াছে। ১২৯৫ খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দীন্ যখন দাক্ষিণাত্য আক্রমণ করেন, তখন চোহানবংশীয় রাজপুতেরা আশীরগড়ের রাজা ছিলেন। আলাউদ্দীন্ তাঁহাদিগকে পরাজিত করিয়া, তাঁহাদের একজন ভিন্ন অন্যসকল লোককে বধ করেন। এই সময়ে উত্তর নিমার ভীল জাতীয় অলারাজার শাসনাধীন ছিল। তাঁহার বংশাবলী বর্ত্তমান সময়েও ভীমগড়, মান্ধাতা এবং সিলানী নামক স্থানে দৃষ্ট হয়। ফেরিস্তা বলেন যে, এই সময় দক্ষিণ নিমারে আশা নামক গোপবংশীয় একজন রাজা ছিলেন। তিনিই যে দুর্গ প্রস্তুত করেন, উহা তাঁহার নামানুসারে আশীরগড় নাম ধারণ করে। মূলকথা, যে সময় মুসলমানেরা এই রাজ্য আক্রমণ করে, সে সময় এই রাজ্য যে, চোহান ও ভীলরাজাদিগের শাসনাধীন ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

প্রায় ১৩৮৭ খৃষ্টাব্দে উত্তরনিমার মালবের স্বাধীন মুসলমান রাজ্যের অন্তর্গত থাকে ও মাণ্ডু তখন ইহার রাজধানী ছিল। ১৩৭০ খৃষ্টাব্দে মালকরাজ ফরুখী দিল্লীর সম্রাটের নিকট হইতে দক্ষিণ-নিমার প্রাপ্ত হন। তদনন্তর তাঁহার পুত্র নসীর খাঁ আশীরগড় অধিকারপূর্ব্বক বুর্হানপুর এবং জৈনাবাদ নগর স্থাপন করেন। ১৩৯৯ হইতে ১৬০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত খান্দেশের ফরুখীবংশ ক্রমান্বয়ে একাদশ পুরুষ বুর্হানপুরে রাজত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু গুজরাত ও মালববাসিদিগের আক্রমণে অনেকবার বুর্হানপুর বিধ্বস্তপ্রায় হয়। ১৬০০ খৃষ্টাব্দে দিল্লীশ্বর অকবর আশীরগড় আক্রমণপূর্ব্বক ফরুখীবংশের শেষ রাজা বাহাদুর খাঁর নিকট হইতে নিমার ও খান্দেশ অধিকার করিয়া লয়েন। অকবর উত্তরনিমারকে বিজাগড় ও হণ্ডিয়া জেলাদ্বয়ে বিভক্ত করিয়া, মালব সুবার অধীন করেন। দক্ষিণ-নিমার খান্দেশ সুবার অন্তর্ভুক্ত হয়। রাজপুত্র দানিয়াল দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তৃত্বে নিযুক্ত হইলে, তিনি বুর্হানপুরে অবস্থানপূর্ব্বক রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন। অবশেষে ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে এইখানে তাঁহার মৃত্যু হয়।

অকবর ও তাঁহার বংশাবলীর কৌশলপূর্ণ উন্নত শাসনপ্রণালীর গুণে নিমার রাজ্য সমৃদ্ধির উচ্চ শিখরে আরূঢ় হইয়াছিল। ঐ সময়ে সমস্ত ভূমি সুনিয়মে কর্ষিত হইত। মালব ও দাক্ষিণাত্যের মধ্যবর্ত্তী স্থানে ব্যবসায়িগণ পণ্য দ্রব্য লইয়া প্রায়ই যাতায়াত করিত। এই জেলার প্রায় সর্ব্বত্রই কূপখনন, পান্থশালাস্থাপন ও রাজপথ দৃষ্ট হইত। ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে মরাঠারা প্রথম যে খান্দেশ আক্রমণ করে, তাহাতে বুর্হানপুর পর্য্যন্ত প্রায় সমস্ত দেশ বিলুণ্ঠিত হয়। তৎপরে প্রতিবৎসর ফসলের সময় মারাঠারা আসিয়া এই রাজ্যের স্থানে স্থানে লুটপাট করিত এবং ১৬৮৪ খৃষ্টাব্দে তাহারা বুর্হানপুর নগর লুণ্ঠন করে। ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে মরাঠারা সমস্ত উত্তর নিমার লুটপাট দ্বারা উৎসন্নপ্রায় করিলে ১৭১৬ খৃষ্টাব্দ হইতে মোগলেরা তাহাদিগকে চৌথ ও সরদেশমুখী দিতে বাধ্য হয়। ইহার ৪ বৎসর পরে আসফ্ জাহ্ দাক্ষিণাত্যের শাসনভার গ্রহণ করিলেও বহুদিবস পর্য্যন্ত মরাঠাদিগকে চৌথ প্রভৃতি দিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু ইহাতেও মরাঠারা সন্তুষ্ট না হইয়া নানাপ্রকার উৎপাত আরম্ভ করে। অবশেষে ১৭৪০ খৃষ্টাব্দের সন্ধি অনুসারে পেশবা উত্তর নিমার প্রাপ্ত হন। পঞ্চদশ বৎসর পরে আশীরগড় ও বুর্হানপুর ভিন্ন সমস্ত দক্ষিণনিমার তাঁহার হস্তগত হয় এবং ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে তিনি বুর্হানপুর ও আশীরগড় লাভ করেন। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে কাণাপুর ও বেরিয়া পরগণা ভিন্ন অবশিষ্ট নিমার জেলা সিন্ধিয়া মহারাজের রাজ্যভুক্ত হয় এবং হোল্‌কর৭ অবশিষ্ট প্রান্তনিমার দ্বারা স্বরাজ্যের কলেবর বৃদ্ধি করেন। খৃষ্টের অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই রাজ্য এইরূপে একরূপ শান্তির উপভোগ করিয়া আসিতেছিল। কিন্তু ঐ সময় হইতে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, আক্রমণ, লুটপাট প্রভৃতিতে ইহা বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে আসাইয়ের যুদ্ধে ইংরাজ গবর্মেণ্ট দক্ষিণ নিমার প্রাপ্ত হয়, কিন্তু উহা সিন্ধিয়ারাজকে প্রত্যর্পিত হয়। অনন্তর ক্রমান্বয়ে ১৫ বৎসর হোলকরের কর্ম্মচারী, পিণ্ডারী ও সিন্ধিয়ার বিপক্ষ নাএব, গোমস্তা প্রভৃতি দ্বারা এই রাজ্য নিয়ত আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে থাকে। অবশেষে শেষ পেশবা বাজীরাও, ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে সার্ জন্ ম্যাকোমের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। ঐ সময়ে নাগপুরের পূর্ব্বতন রাজা অপাসাহেব আশীরগড়ে আশ্রয় লওয়ায়, ইংরাজেরা ঐ গড় অধিকার করিয়া লন। ইংরাজ এইরূপে পেশবার উত্তরাধিকারী স্বরূপ কাণাপুর ও বেরিয়া পরগণার স্বত্বাধিকারী হইলেন এবং আশীরগড় ও অন্য ১৭ খানি গ্রাম যুদ্ধ করিয়া অধিকার করিলেন। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে সিন্ধিয়ার সহিত যে সন্ধি হয়, তাহাতে অবশিষ্ট সমস্ত নিমার ইংরাজ শাসনাধীনে আইসে। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে হোসেঙ্গাবাদ জেলার কতকগুলি পরগণা নিমার জেলাভুক্ত হয়, এবং ১৮৬০

খৃষ্টাব্দে সিন্দিয়ার নিকট হইতে বিনিময় দ্বারা জৈনাবাদ ও মাঞ্জরোড়পরগণা এবং বুর্হানপুর নগর ইংরাজেরা লাভ করেন। তৎপরে বৃটিশরাজ হোলকর মহারাজকে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে কত্রাবর, ধরগাঁ, বরবাই ও মণ্ডলেশ্বর প্রদান করিয়া তাঁহার নিকট হইতে দাক্ষিণাত্যের কতিপয় জনপদ গ্রহণ করেন।

নিমার যখন প্রথম ইংরাজ রাজ্যভুক্ত হয়, তখন এই জেলা প্রায় জনশূন্য। শান্তিস্থাপনের সূত্রপাত হইলেই, অনেক কৃষিজীবী এখানে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিল। অধিক কি কাপ্তেন (শেষে সার জেমস্) আউট্রামের যত্নে, এখানকার দুর্বৃত্ত ভীলেরাও শান্তভাব ধারণ করিল।

প্রথম প্রথম এখানকার ইংরাজশাসনপ্রণালী সুফল লাভ করিতে পারে নাই। পরে ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে করবিভাগ সম্বন্ধে নূতন বন্দোবস্ত হওয়ায়, নিমার জেলা ভূতপূর্ব্বকালের ন্যায় উন্নতিপথে ধাবমান হইতেছে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী-বিদ্রোহ উপস্থিত হইলেও এখানকার লোক আদৌ প্রভুভক্তি দেখাইতে বিমুখ হয় নাই। এই সময় তাঁতিয়াতোপী বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া এই জেলার মধ্য দিয়া গমন করে এবং পীপ্‌লোদ, খাণ্ডবা এবং মোগলগাঁর পুলিশঘাটী বা থানা ভস্মীভূত করিয়া ফেলে, কিন্তু এই জেলার কেহই তাঁহার সৈন্যভুক্ত হয় নাই।

নিমার জেলার সর্ব্বসমেত ৬টী প্রধান নগর আছে; যথা—খাণ্ডবা, বুর্হানপুর, সাহরা, বড়গাঁ, জৈনাবাদ এবং মান্ধাতা। এই সমস্ত নগরে হিন্দু, মুসলমান, জৈন, কবীর-পন্থী, সৎনামী, শিখ, খৃষ্টান্, পার্সী, য়িহুদী ও অন্যান্য অসভ্য জাতির বাস। অসভ্যগণের মধ্যে ভীল, কর্কু, নাহাল, গোঁড় ও কোলেরাই প্রধান। গম, তৈলকর বীজ, চাউল, ইক্ষু, তুলা ও তামাক এখানকার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। আম্র ও মহুয়া বৃক্ষ যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় এবং আফিং ও তুলার বিস্তৃত ব্যবসায় আছে। গ্রেট্‌ইণ্ডিয়ান্ পেনেন্‌সুলারেলপথ এই জেলার মধ্য দিয়া যাওয়ায়, এখানে বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দ হইতে নিমার ইংরাজ অধীনে একটী স্বতন্ত্র জেলারূপে শাসিত হইতেছে। একজন ডেপুটী কমিশনর, তাঁহার সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষগণ ও তহসীলদারসমূহ দ্বারা শাসনকার্য্য সম্পন্ন হয়। এখানকার রাজস্ব ৪৮১২৬০ টাকা।

নিমারের যে অংশ ফাঁকা ঐ অংশের জলবায়ু অস্বাস্থ্যকর নহে। কিন্তু নর্ম্মদা ও তাপ্তীনদীর উপত্যকা ভূমিতে এপ্রিল ও মে মাসে অত্যন্ত গরম পড়ে। জ্বর ও ওলাউঠাই এখানকার প্রধান পীড়া।

নিমাল, পঞ্জাবে বন্নু জেলার অন্তর্গত মিয়ানবালী তহসীলের একটী নগর। লবণপাহাড়ের পূর্ব্বাংশে অবস্থিত। এই নগর পক্কর এলাকার রাজধানী। এখানে ডাকবাঙ্গলা আছে এবং ইহার নিকট দুইটী আশ্চর্য্য গঠন বা আকৃতি খোদিত আছে, উহা শান্তিরক্ষকদিগের থাকিবার ঘরের ন্যায়।

নিমাস্তিন্ (পারসী) হাতকাটা জামা।

নিমি (পুং) ১ অত্রিবংশোদ্ভূত দত্তাত্রেয়পুত্র।

"স্বায়ম্ভুবোঽত্রিঃ কৌরব্য পরমর্ষিঃ প্রতাপবান্।
তস্য বংশে মহারাজ দত্তাত্রেয় ইতি শ্রুতঃ।
দত্তাত্রেয়স্য পুত্রোঽভূৎ নিমির্নাম তপোধনঃ॥"
(ভারত অনু, ৯১ অ°)

২ কৌরববংশীয় ভাবিনৃপভেদ। (ভাগ° ৯।২২।৯)

৩ দ্বাপরযুগীয় অসুরাংশনৃপভেদ। (হরিব° ১৬১ অ°)

৪ মিথিলাবংশস্থাপয়িতা ইক্ষ্বাকুবংশীয় নৃপভেদ। ইহার বিবরণ বিষ্ণুপুরাণাদিতে এইরূপ লিখিত আছে—

ইক্ষ্বাকুর নিমি নামে এক পুত্র হয়। নিমি সহস্রবৎসর-ব্যাপী যজ্ঞ আরম্ভ করেন। বশিষ্ঠ এই যজ্ঞের হোতা হন। হোতৃবরণসময়ে বশিষ্ঠ বলিয়াছিলেন, ইন্দ্র পঞ্চশতবর্ষব্যাপী যজ্ঞে আমাকে বরণ করিয়াছেন, সুতরাং সেই সময় পর্য্যন্ত আপনি প্রতীক্ষা করুন, আমি ইন্দ্রের যজ্ঞ সমাপন করিয়া আপনার যজ্ঞ করিব। বশিষ্ঠের এই কথায় রাজা কোন প্রত্যুত্তর দান করেন নাই। বশিষ্ঠদেব রাজা আমার কথা স্বীকার করিলেন ভাবিয়া ইন্দ্রের যজ্ঞ আরম্ভ করেন।

এদিকে রাজা গৌতমাদি দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেন। বশিষ্ঠ ইন্দ্রের যজ্ঞ সমাপন করিয়া নিমির যজ্ঞ করিতে হইবে এই বোধে, সত্বর সেইস্থলে আগমন করিলেন। তিনি যজ্ঞস্থলে আসিয়া গৌতম সকল যজ্ঞ কর্ম্মের কর্তৃত্ব করিতেছেন দেখিয়া, নিদ্রাগত রাজা নিমিকে শাপ দিলেন যে যেমন তুমি আমাকে অবজ্ঞা করিয়া গৌতম দ্বারা যজ্ঞ করাইতেছ, এইজন্য তুমি হীন হইবে।

অনন্তর রাজা প্রবুদ্ধ হইয়া কহিলেন, যে কারণে বশিষ্ঠ সকল বৃত্তান্ত না জানিয়া বৃথা আমাকে শাপ দিয়াছেন, এইজন্য তাহারও দেহ পতিত হইবে। রাজা এইরূপে প্রতিশাপ দিয়া দেহ পরিত্যাগ করিলেন। নিমির এই শাপে বশিষ্ঠদেবের তেজঃ মিত্রাবরুণের তেজে প্রবিষ্ট হইল। অনন্তর একদা উর্ব্বশীদর্শনে মিত্রাবরুণের রেতঃ স্খলিত হইল, সেই বীর্য্য হইতে বশিষ্ঠ অপর দেহ লাভ করিলেন।

নিমি রাজারও সেই মৃত দেহ অতি মনোহরতৈল ও গন্ধাদি দ্বারা লিপ্ত থাকায় তাহা অবিকৃত রহিল। যজ্ঞাবসানে দেবগণ যখন যজ্ঞভাগ গ্রহণ করেন, সেইসময় ঋত্বিক্‌গণ বজ-

মানকে বর দিবার জন্য দেবগণের নিকট প্রার্থনা করেন। অনন্তর দেবগণ বরগ্রহণের জন্য আজ্ঞা করিলে নিমি কহিলেন, আমার ইহা অপেক্ষা অধিক দুঃখ আর কিছুই নাই যে, শরীর ও আত্মার পরস্পর বিয়োগ হয়। এই কারণে আমি আর শরীর গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি না; কিন্তু সকল লোকেরই নয়নসমূহে বাস করিতে ইচ্ছা করি। রাজা নিমি এইরূপ প্রার্থনা করিলেন, দেবগণ তাঁহাকে সকলের নেত্রে অবস্থিতি করাইলেন। এইজন্য ভূতগণ উন্মেষ ও নিমেষ করিয়া থাকে। রাজার কোন পুত্র না থাকায় মুনিগণ অরাজকতাভয়ে ভীত হইয়া তাঁহাকে অরণীতে মন্থন করিতে লাগিলেন, তাহাতে পুত্র উৎপন্ন হইল। মৃতদেহ হইতে জন্ম হয় বলিয়া ঐ পুত্রের নাম জনক হয়। মন্থনে ইহার জন্ম হয় বলিয়া, মিথি নামে প্রসিদ্ধ হন। (বিষ্ণুপু° ৪ অংশ ৫অ°) মনুসংহিতার টীকায় কুল্লূক লিখিয়াছেন, নিমি নিজের অবিনয়হেতু বিনষ্ট হইয়াছিলেন। (মনু ৭।৪১ কুল্লূক) ভাগবত ও মৎস্যপুরাণ প্রভৃতিতে ইহার বিবরণ লিখিত আছে। রামায়ণ উত্তরকাণ্ডের ৫৫ অধ্যায়ে লিখিত আছে, নিমি দেবতাদিগের বরে বায়ুভূত হইয়া প্রাণিসমূহের নেত্রে অবস্থান করেন, এই জন্য মানবের নিমেষ হইয়া থাকে।

নিমিত (ত্রি) নি-মি-ক্ত। সমদীর্ঘবিস্তারপরিমাণযুক্ত। যাহার দৈর্ঘ্য ও বিস্তার সমান।

নিমিত্ত (ক্লী) নি-মিদ-ক্ত, সংজ্ঞাপূর্ব্বকত্বাৎ ন নত্বম্। হেতু, কারণ। "কিং নিমিত্তং মহাভাগ নিঃস্পৃহস্য চ মাং প্রতি। আতং হ্যাগমনং ক্রোহ কার্য্যং তন্মুনিসত্তম॥" (দেবীভাগ° ১।১৮।৫)

২ চিহ্ন, শকুন।

"নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব।" (গীতা)

৩ ফল, উদ্দেশ্য।

নিমিত্তক (ক্লী) নিমিত্ত সংজ্ঞায়াং কন্। ১ নিমিত্ত-নিশ্চয় হইতে আগত, নিমিত্তকারণ। ২ চুম্বন। (শব্দমালা) ৩ নিমিত্ত।

নিমিত্তকারণ (ক্লী) নিমিত্তং কারণম্। কারণভেদ, সমবায়ী ও অসমবায়ী কারণ ভিন্ন। নৈয়ায়িকদিগের মতে, কারণ তিন প্রকার, সমবায়িকারণ, অসমবায়িকারণ ও নিমিত্তকারণ। ঘটোৎপত্তির প্রতি কুলালদণ্ড, চক্র, সলিল ও সূত্রাদি নিমিত্তকারণ।

নিমিত্তকাল (পুং) বিশেষকাল।

নিমিত্তকৃৎ (ত্রি) নিমিত্তং স্বরুতেন শুভাশুভশকুনং করোতীতি কৃ-কিপ্। কাক। (রাজনি°) কাকের শব্দে শুভাশুভ সকল জানা যায় বলিয়া ইহাকে নিমিত্তকৃৎ কহে।

নিমিত্ততস্ (অব্য) নিমিত্ত-তস্। কারণ ব্যতীত, কারণ ভিন্ন।

"অনাতুরঃ স্বানি খানি ন স্পৃশেদনিমিত্ততঃ।
রোমাণি চ রহস্যানি সর্ব্বাণ্যেব বিবর্জ্জয়েৎ॥" (মনু ৪।১৪৪)

নিমিত্তত্ব (ক্লী) নিমিত্ত-ত্ব। কারণত্ব, প্রয়োজককর্তৃত্ব।

নিমিত্তধর্ম্ম (পুং) নিষ্কৃতি, পাপমার্জ্জনা, প্রায়শ্চিত্ত।

নিমিত্তমাত্র (ক্লী) নিমিত্ত-মাত্রচ্। হেতুমাত্র, কারণ মাত্র।

"ময়ৈব পূর্ব্বং নিহতা ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ
নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্।" (গীতা)

নিমিত্তবধ (পুং) নিমিত্তেন রোধাদিহেতুনা বধঃ। রোধাদি নিমিত্ত গবাদির বধ, গাভী রোধাদি করিয়া রাখিলে যদি মৃত্যু হয়, তাহা হইলে রোধকারীকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।

"রোধনে বন্ধনে চাপি যোজনে চ গবাং রুজঃ।
উৎপাদ্য মরণং বাপি নিমিত্তী তত্র লিপ্যতে॥" (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

[প্রায়শ্চিত্ত দেখ।]

নিমিত্তাবিদ্ (ত্রি) নিমিত্তং শুভাশুভলক্ষণম্ বেত্তীতি বিদ্-কিপ্। দৈবজ্ঞ, গণক। (হেম)

নিমিত্তিন্ (ত্রি) নিমিত্তমস্ত্যস্য ইনি। ১ নিমিত্তযুক্তকার্য্য। ২ বধকর্তৃভেদ। কর্তা, প্রযোজক, অনুমন্তা, অনুগ্রাহক ও নিমিত্তী এই পাঁচপ্রকার বধকর্ত্তা। [প্রায়শ্চিত্ত দেখ।]

নিমিন্ধর (পুং) একরাজপুত্র।

নিমিশ্ল (ত্রি) নিয়মদ্বারা মিশ্রিত করা।

"সুবর্তিং যুবানঃ শুভে নিমিশ্লাং।" (ঋক্ ১।১৬৭।৬)

'নিমিশ্লাং নিয়মেন মিশ্রয়ন্তীম।' (সায়ণ)

নিমিষ, (পুং) নি-মিষ ধঞর্থে ক। ১ চক্ষুনিমীলনরূপ ব্যাপার, চলিত পলকপড়া। ২ তদুপলক্ষিত কালভেদ, চক্ষুর পলক পড়িতে যে সময় লাগে, সেই সময়কে নিমিষ কহে।

"সুস্থে নরে সুখাসীনে যাবৎ স্পন্দতি লোচনম্।" (মনু)

সুস্থ মনুষ্যের সুখাসীন অবস্থায় যে পর্য্যন্ত স্বাভাবিক নেত্রের পলক পড়ে, সেই সময়ই নিমিষকাল। ৩ পরমেশ্বর।

"নিমিষোঽনিমিষঃ স্রগ্বী বাচস্পতিরুদারধীঃ॥"

(ভারত ১৩।১৪৯।৩৬)

৪ সুশ্রুতোক্ত নেত্রবর্ত্মাশ্রিত রোগভেদ। [নিমেষ দেখ।]

নিমিষিত (ক্লী) নি-মিষ-ক্ত। নেত্রব্যাপারভেদ, পক্ষ্মাকুঞ্চন, পলক ফেলা, নিমীলন।

নিমিষক্ষেত্র (ক্লী) নৈমিষারণ্য।

নিমীলন (ক্লী) নিমীলত্যনেনেতি নি-মীল করণে ল্যুট্। ১ মরণ। নি-মীল ভাবে ল্যুট্। ২ নিমেষ, নেত্রনিমেষরূপব্যাপার, পক্ষ্মসঙ্কোচন।

"নয়ননিমীলনমূলঃ সুচিরং স্নানার্দ্রচূলজলসিক্তঃ।"

(কলাবিলাস ১।৪৭)

৩ কালবিশেষ।

"তত্বদেব বিমর্দাদ্বনাড়িকাহীনসংযুতে।

নিমীলনোন্মীলনাখ্যে ভবেতাং সকলগ্রহে ॥" (সূর্য্যসি° ৪।১৭)

৪ অবিকাশ।

নিমীলা (স্ত্রী) নি-মীল ভাবে স্ত্রিয়াং অ। ১ নেত্রমুদ্রণ। করণে অ। ২ নিদ্রা।

নিমীলিকা (স্ত্রী) নিমীলয়তীতি নি-মীল-ণিচ্-ণ্বুল্ টাপ্-অত ইত্বং। ১ ব্যাজ, ছল। (শব্দরত্নাবলী)

"গীতস্য মণ্ডলেশস্য বেলাবিত্তস্য ভূভুজা।

দেবীঃ কাময়মানস্য চক্রে গজানিমীলিকা ॥ (রাজত° ৬।১৩)

২ নিমীলন।

নিমীলিত (ত্রি) নি-মীল-ক্ত। ১ মুদ্রিত। ২ মৃত।

নিমীশ্বর (পুং) জিনেশ্বরভেদ। (হেমচ°)

নিমু-পারক, ইংরাজ গবর্ণর অঙ্গিয়ার যখন ১৬৭১ খৃষ্টাব্দে সুরাট হইতে বোম্বাই নগরে ইংরাজ অধিবাস উঠাইয়া লইয়া যান, সেই সময়ে তিনি এখানকার বণিক্ নিমু-পারকের সহিত এই সন্ধি করেন যে, "নিমু-পারক ও ব্রাহ্মণগণ বা তাঁহার জাতীয় বেড়েরা তাঁহাদের বাটীর মধ্যে ইচ্ছামত ধর্ম্ম-উপাসনা করিতে পারিবেন, কেহ তাহাতে কোন বাধা দিবেন না। ইংরাজ, ওলন্দাজ বা অন্য খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীরা অথবা কোন মুসলমান, তাঁহাদের চতুঃসীমার মধ্যে বাস করিয়া, প্রাণিহত্যা করিতে অথবা তাঁহাদের উপর কোন প্রকার কুব্যবহার করিতে পারিবেন না। যদি কেহ তাঁহাদের চতুঃসীমা-মধ্যে থাকিয়া উক্ত কোনরূপ কার্য্য করেন বা করিতে উদ্যোগী হন, কিংবা করিবেন বলিয়া অনুমান হয়, তবে গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিলে, তাঁহাকে বিশেষ শাস্তি দেওয়া হইবে। তাঁহারা তাঁহাদের জাতীয় প্রথানুসারে মৃতদেহ অগ্নি-সংযোগ করিবেন এবং বিবাহের সময় ইচ্ছামত তাঁহাদের সমুদয় উৎসবাদি করিতে পারিবেন। জোর করিয়া কাহাকেও খৃষ্টান করা হইবে না, বা তাঁহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁহাদিগকে কোন কার্য্যে নিযুক্ত করা যাইবে না।"

নিমৃগ্র (ত্রি) নিতরাং শোধনীয়।

"রত আনিমৃগ্রা অয়ং।" (ঋক্ ২।১৮।২) 'নিমৃগ্রা নিতরাং শোধয়িত্র্যো গঙ্গাদিরূপেণ জগৎপাবয়িত্র্যঃ।' (সায়ণ)

নিমূল (ত্রি) নিবৃত্তং মূলং যস্য। ১ মূলরহিত। নি-মূল-ক। ২ প্রকাশন। নিমূল ও সমূল শব্দের পর কষ ধাতুর উত্তর ণমুল্ প্রত্যয় হয়। যথা—'নিমূল-কাষং কষতি।'

নিমূলিয়া, চম্পারণের মধ্যবর্ত্তী গ্রামবিশেষ। অক্ষা° ২৬° ৪৫´ ৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৫° ৬´ পূঃ।

নিমেয় (পুং) নিমীয়তে পরিমীয়তে ইতি মা মানে নি-মা-যৎ, যৎপ্রত্যয়ে ঈৎ (অচো-যৎ,। পা ৩।১।৯৭) (ঈদ্যতি। পা ৬।৪।৬৫) ১ বিনিময়, পরীবর্ত্ত। (ভরত) (ত্রি) ২ পরিবর্ত্তনীয়।

"নাহং শতসহস্রেণ নিমেয়ঃ পার্থিবর্ষভ।

দীয়তাং সদৃশং মূল্যমমাত্যৈঃ সহ চিন্ত্য ॥" (ভারত ১৩।৫১।৯)

নিমেষ (পুং) নিমিষ্যতে নি-মিষ ভাবে ঘঞ্। ১ পক্ষ্মস্পন্দনকাল, পলক, পর্য্যায়—নিমিষ, দৃষ্টিনিমীলন। (শব্দর°) যে পর্য্যন্ত মানবদিগের অকৃত্রিম নেত্রবিকাশের পর পক্ষ্মাকুঞ্চন হয়, সেই সময়কে নিমেষ কহে, চক্ষুর পলক পড়িতে যে সময় লাগে, সেই সময়কে নিমেষ কহে। "পুংসো যাবৎকালমকৃত্রিমনেত্রবিকা-শানন্তরং পক্ষ্মাকুঞ্চনং জায়তে স নিমেষঃ।" (অমরটীকাভরত)

অগ্নিপুরাণেও লিখিত আছে, চক্ষুর পলক পড়ার কাল নিমেষ, দুই নিমেষে এক ক্রটী এবং দুই ক্রটীতে এক লব হয়।

"অক্ষিপক্ষ্মপরিক্ষেপো নিমেষঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।

দ্বৌ নিমেষৌ ক্রটীর্নাম দ্বে ক্রটী তু লবঃ স্মৃতঃ ॥" (অগ্নিপু°)

২ পক্ষ্মস্পন্দন, চক্ষুর পলকপড়া। ৩ সুশ্রুতোক্ত রোগবিশেষ। এই রোগ নেত্রের বর্ত্মগত হইয়া থাকে। বর্ত্মস্থিত নিমেষ-সম্পাদনী শিরাসমূহের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বর্ত্ম অতিক্রম করিয়া সঞ্চালন করিলে নিমেষরোগ হয়। (সুশ্রুত)

[নেত্ররোগ দেখ।]

৩ স্বনামখ্যাত যক্ষবিশেষ। (ভারত ২।১০।১৯)

নিমেষক (পুং) নিমেষ-কন্। ১ চক্ষুর পলক। ২ খদ্যোত।

নিমেষকৃৎ (স্ত্রী) নিমেষং করোতীতি কৃ-কিপ্-তুক্ চ নিমেষে নিমেষমাত্রকালে কৃৎ স্ফুরণকার্য্যং যস্যাঃ। বিদ্যুৎ। (শব্দমালা)

নিমেষকালমধ্যে বিদ্যুতের স্ফুরণ হয় বলিয়া ইহাকে নিমেষকৃৎ বলা হইয়াছে।

নিমেষণ (ক্লী) নি-মিষ-ল্যুট্। চক্ষুর্ন্মীলন।

নিমেষণী (স্ত্রী) নিমেষণ-ঙীপ্। নেত্রবর্ত্মাশ্রিত নিমেষ-সাধন শিরাভেদ। নেত্রবর্ত্মে যে শিরাদ্বারা নিমেষকার্য্য সম্পাদন হয়।

নিমেষরুচ্ (পুং) নিমেষেণ নিমেষকালং ব্যাপ্য রোচতে দীপ্যতে রুচ-কিপ্। খদ্যোত। (ত্রিকা°)

নিম্ন (ত্রি) নিকৃষ্টা ম্না অভ্যাসঃ শীলমত্র বা নিকৃষ্টং ম্নাতীতি ম্না-ক। নীচ, নিচু, নাবাল। পর্য্যায়—গভীর, গম্ভীর, গভীরক। (শব্দরত্না°)

"ক ঈপ্সিতার্থস্থিরনিশ্চয়ং মনঃ

পয়শ্চ নিম্নাভিমুখং প্রতীপয়েৎ।" (কুমার ৫।৫)

২ অনমিত্রপুত্র। ইনি সত্রাজিৎ ও প্রসেনের পিতা।

(ভাগ° ৯।২৪।১২)

নিম্নগ (ত্রি) নিম্ন-গম ড। যাহা নিম্নদিকে যায়, অধোগামী, নিম্নগত।

নিম্নগত (ত্রি) নিম্নং গতঃ। যাহা নিম্নদিকে গিয়াছে।

নিম্নগা (স্ত্রী) নিম্নং গচ্ছতীতি নিম্ন-গম-ড, স্ত্রিয়াং টাপ্। নদী।

"যাদৃগ্‌গুণেন ভর্ত্রা স্ত্রী সংযুজ্যেত যথাবিধি।
তাদৃগ্‌গুণা সা ভবতি সমুদ্রেণেব নিম্নগা॥" (মনু ৯।২২)

(ত্রি) ২ নীচগামী।

নিম্নদেশ (পুং) তলদেশ, নিম্নভাগ।

নিম্ব (পুং) নিবি সেচনে অচ্, ববয়োরৈক্যাৎ মঃ। স্বনামখ্যাত বৃক্ষ, নিম। সংস্কৃত পর্য্যায়— অরিষ্ট, সর্ব্বতোভদ্র, হিঙ্গুনির্য্যাস, মালক, পিচুমন্দ, পঙ্ক্রুৎ, পূয়ারি, ছর্দ্দন, অর্কপাদ, শুকমালক, কৈটক, বিবন্ধ, নিম্বক, কৈটর্য্য, বরত্বচ, ছর্দ্দিঘ্ন, প্রভদ্র, পারিভদ্রক, কাকফল, কীরেষ্ট, নেতা, সুমনা, বিশীর্ণপর্ণ, যবনেষ্ট, পীতসারক, শীত, রাজভদ্রক, কৈটক, তিক্তক, প্রিয়শাল, পাকৃত।

রাজনির্ঘণ্টের মতে ইহার গুণ—শীত ও তিক্তজনক, কফ, ব্রণ, কৃমি, বমি, শোক ও শান্তিকারী, বলাস বহুবিধ পিত্তদোষ ও হৃদয়বিদাহনাশক।

ভাবপ্রকাশের মতে —শীতল, লঘু, গ্রাহী, কটুপাক, অগ্নিবাতকর, অহৃদ্য, শ্রম, তৃষ্ণা, কাস, জ্বর, অরুচি ও কৃমিনাশক, পিত্ত, কফ, ছর্দ্দি, কুষ্ঠ, হৃল্লাস ও মেহনাশক।

নিমের পাতা নেত্রের হিতকর, কৃমি, পিত্ত, বিষ, সকলপ্রকার অরুচি ও কুষ্ঠনাশক, বাতল ও কটুপাকী।

নিমফলের গুণ—রসে তিক্ত, পাকে কটু, ভেদন, স্নিগ্ধ, লঘু, উষ্ণ এবং কুষ্ঠ, গুল্ম, অর্শঃ, কৃমি ও মেহনাশক।

রাজবল্লভের মতে নিম্বতৈলের গুণ—কুষ্ঠঘ্ন, তিক্ত ও কৃমিনাশক।

রাজনির্ঘণ্টের মতে তৈলগুণ—নাত্যুষ্ণ, কৃমি, কুষ্ঠ, কফ, ত্বগ্‌দোষ, ব্রণকণ্ডূতি ও শোফহারী, পিত্তল।

রঘুনন্দনের তিথিতত্ত্বে লিখিত আছে, ষষ্ঠীতে নিম খাইতে নাই, খাইলে তির্য্যগ্‌যোনিতে জন্ম হয়।

"আম্রং ছিত্ত্বা কুঠারেণ নিম্বং পরিচরেত্তু যঃ।
যশ্চৈনং পয়সা সিঞ্চেন্নৈবাস্য মধুরো ভবেৎ॥" (রামা° ২।৩৫।১৪)

[নিম ও মহানিম্ব শব্দে অপরাপর বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

নিম্ব সাতারার অন্তর্গত একটী সমৃদ্ধিশালী নগর। এই নগরটী সাতারা হইতে ৮ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এই নগর মৃত সতিারারাণীর পোষ্যপুত্র রাজারাম ভোন্‌স্লের হস্তগত হয়। এই নগরের নিকটবর্ত্তী স্থানে প্রচুর পরিমাণে আম্র জন্মিয়া থাকে। সময় সময় এখানে আঙ্গুর জন্মে। ১৭১১ খৃষ্টাব্দে ইহার নিকটে তারাবাইর পক্ষভুক্ত দমাজী গাইকবাড় ও পেশবার সঙ্গে যুদ্ধ হয়। ইহাতে দমাজী জয়লাভ করেন। প্রায় কুড়ি হাজার সৈন্য শালপী নামক পার্ব্বত্যপথে তাঁহার গতিরোধের চেষ্টা করে। তিনি তাহাদিগকে নিম্ব পর্য্যন্ত তাড়াইয়া দেন এবং তথায় পরাজিত করেন। অবশেষে তাহারা বাধ্য হইয়া কতকগুলি পার্ব্বত্য দুর্গ তারাবাইকে অর্পণ করে।

নিম্বক (পুং) নিম্ব এব স্বার্থে কন্। ১ নিম্ব। ২ মহানিম্ব।

নিম্বগ্রাম চট্টলের অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম।

(ব্রহ্মখণ্ড ১৫।২৫)

নিম্বতরু (পুং) মন্দারবৃক্ষ। (অমর)

নিম্বদেব, একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। ইনি লক্ষ্মীধর ও নাগনাথের পিতা এবং কমলদেবের পুত্র। চন্দ্রপুর গ্রাম ইঁহার বাসস্থান।

নিম্বপত্র (ক্লী) নিম্ববৃক্ষস্য পত্রং। নিম্‌পাতা।

নিম্বরজস্ (পুং) মহানিম্ব।

নিম্ববীজ (পুং) ১ রাজাদনীবৃক্ষ, ক্ষীরিণী। ২ নিমের বীজ।

নিম্বর্গী, বিজাপুর জেলার ইন্দী সহরের ২৭ মাইল উত্তর-পশ্চিমস্থিত একটী গ্রাম। এই গ্রামের উত্তরপশ্চিমভাগে জলাশয়তীরে হনুমানের (মারুতির) একটী মন্দির আছে। এই মন্দিরের দ্বার উত্তরদিকে। ইহার আয়তন বৃহৎ, মন্দির অভ্যন্তরে সীতারামের মূর্ত্তি এবং একটী লিঙ্গ আছে। কথিত আছে, ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে ধনাই নামক একজন মেষপালক এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এই মন্দির নির্ম্মাণসম্বন্ধে এইরূপ কিংবদন্তী আছে যে, ধনাইয়ের একটী গাভী প্রসবের পর হইতেই কৃশ হইয়া যাইত। ধনাই ইহার কারণ-অনুসন্ধিৎসু হইয়া দেখে যে, একটী সর্পের গর্ত্তে ঐ গোরুর প্রত্যহ দুগ্ধ ক্ষরিত হয়। উহা দেখিয়া ধনাই তাহাকে গৃহে আটক করিয়া রাখিলে, তাহার উপর রাত্রিকালে এই প্রত্যাদেশ হয় যে, সে ঐ সর্পের গর্ত্তের উপর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া, নয়মাসকাল উহার দ্বাররুদ্ধ রাখে। তদনুসারে এই ব্যক্তি মন্দির প্রস্তুত করিয়া নয়মাসের পর দ্বার উদ্‌ঘাটন করিলে দেখে যে, উহাতে একটী লিঙ্গ ও সীতারামের মূর্ত্তি অদ্ধসমাপ্তাবস্থায় বর্ত্তমান রহিয়াছে।

নিম্বাক (পুং) কোষফলা, কাগজীনেবু।

"নিম্বারিধানো নিম্বাকঃ ক্বচিৎ কোষফলা চ সা।" (দ্রব্যাভি°)

নিম্বাদিত্য বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের নিমাৎশাখার প্রবর্ত্তক। ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ও সাধুপুরুষ ছিলেন। বৃন্দাবনের সন্নিকটে ধ্রুব পাহাড়ে বাস করিতেন। এখানে তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহার মৃত্যুর পর গদি স্থাপন করেন। বৈষ্ণবগণের ইহা একটী তীর্থস্থান। ইঁহার পিতার নাম জগন্নাথ। বাল্যকালে জগন্নাথ ইঁহার নাম ভাস্করাচার্য্য রাখিয়াছিলেন। লোকে ইঁহাকে সূর্য্যের আংশিক অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিত। তাহার কারণ, ইনি অতিশয় কৃষ্ণভক্ত ছিলেন। ইঁহার অপর একটী নাম নিয়মানন্দ। ভক্তের মানরক্ষার্থ নারায়ণ সূর্য্যরূপে আবির্ভূত

হইয়া তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছিলেন। সেই সম্বন্ধে এইরূপ একটী কিংবদন্তী আছে—

একদা এক দণ্ডী (কাহারও মতে একজন জৈন সন্ন্যাসী) তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হন। উভয়ে শাস্ত্রীয় বিচার আরম্ভ হইল, ক্রমিক শাস্ত্রালোচনায় সূর্য্য অস্তগত দেখিয়া, নিম্বাদিত্য আশ্রমাগত অতিথির শ্রান্তিদূর করণাভিলাষে কিছু খাদ্য সামগ্রী আনিয়া উপস্থিত করিলেন। কিন্তু দণ্ডী বা জৈনের পক্ষে সন্ধ্যা অথবা রাত্রিকালে ভোজন করা বিধিসিদ্ধ নহে। সুতরাং সন্ন্যাসী তাঁহার এই আতিথ্য স্বীকার করিলেন না। ভাস্করাচার্য্য ইহার প্রতিকারের জন্য সূর্য্যের গতিরোধ করিলেন এবং যাবৎ তাঁহার অন্নপাক ও ভোজনকার্য্য সমাধা না হয়, তদবধি সূর্য্যদেব তাঁহার প্রার্থনা ও ভক্তিতে প্রীত হইয়া নিকটস্থ একটী নিম্ববৃক্ষে আসিয়া অবস্থান করিলেন। সূর্য্যদেব তাঁহার আজ্ঞা পালন করিয়াছিলেন বলিয়া ভাস্করাচার্য্য সেই অবধি নিম্বার্ক বা নিম্বাদিত্য নামে বিখ্যাত হইলেন।

"কৃষ্ণভক্ত অনুরোধে সূর্য্যদেব আসি।
প্রহরেক দিবা আছে এমত প্রকাশি॥
ভোজন করিয়া তথা বৈসে যবে যতি।
সূর্য্য নিজ স্থানে গেলা লইয়া সম্মতি॥" (ভক্তমাল)

তাঁহার তিরোধান হইলে তদীয় প্রধান শিষ্য শ্রীনিবাসাচার্য্য তাঁহার উত্তরাধিকারী হন। ইহার কৃত কৃষ্ণস্তবরাজ, গুরুপরম্পরা, দশশ্লোকী বা সিদ্ধান্তরত্ন, মধ্বমুখমর্দ্দন, বেদান্ততত্ত্ববোধ, বেদান্তপারিজাতসৌরভ, বেদান্তসিদ্ধান্তপ্রদীপ, স্বধর্ম্মাধ্ববোধ, ঐতিহ্যতত্ত্বসিদ্ধান্ত প্রভৃতি কএকখানি গ্রন্থ পাওয়া যায়।

নিম্বার্কশিষ্য শিষ্টগীতা ও সন্ন্যাসপদ্ধতি নামক গ্রন্থরচয়িতা।

নিম্বু (স্ত্রী) নির্বি সেবনে-উ ববয়োরৈক্যাৎ মঃ। ১ জম্বীর, কাগজীনেবু। পর্য্যায়—নিম্বুক, অম্লজম্বীর, দন্তাঘাতশোধন, অম্লসার, বহ্নিবীজ, দীপ্ত, বহ্নি, দন্তশঠ, জম্বীরজ, অম্ল, রোচন, জম্ভীর, শোধন, দীপ্তক।

রাজনির্ঘণ্ট মতে ফলের গুণ—অম্লরস, কটু, উষ্ণ, গুল্ম, আমবাত, কাস, কফরোগ, কণ্ঠরোগ ও বিচ্ছর্দিনাশক, অগ্নিবর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকর, পরিপক্ক হইলে অতি রুচিকর।

ভাবপ্রকাশ মতে—অম্ল, বাতঘ্ন, দীপন, পাচন, লঘু, কৃমিসমূহনাশক, তীক্ষ্ণ, অম্ল, উদরগ্রহনাশক, বাত, পিত্ত, কফ ও শূলরোগে হিতকর, কষ্ট, নষ্ট, রুচি ও রোচনপর; ত্রিদোষ, অগ্নি, ক্ষয়, বাতরোগ ও বিষার্ত্তের উপকারক, মন্দাগ্নি, বদ্ধগুদ ও বিসূচিকারোগে প্রযোজ্য। পক্কফল মিষ্ট, স্বাদু, গুরু, বাতপিত্তনাশক, বিষরোগ ও বিষ, কফ, উৎক্লেশ ও রক্তহারক, শোষ, অরুচি, তৃষ্ণা, ও ছর্দ্দি, বল্য ও বৃংহণ।

২ টাবানেবু। পর্য্যায়—বীজপুর, ফলপূরক, রুচক, ফলপূরক, লপুর, পূরক, মাতুলুঙ্গক, পুর, স্বকল, মাতুলুঙ্গ, সুগন্ধাঢ্য গিরিজা, পূতিপুষ্পিকা, বীজপূর্ণ, অম্লকেশর, ছোলঙ্গ, দেবদূত, অত্যম্ল, মধুকর্কটী।

ভাবপ্রকাশ মতে ইহার গুণ—স্বাদু, হৃদ্য, অম্ল, দীপন, লঘু, গুল্ম, আধ্মান, বাতপিত্ত, কণ্ঠ, জিহ্বা, হৃদ্রোগ, শ্বাস, কাশ, অরুচি, ব্রণ ও শোথনাশক।

ইহার ছালের গুণ—তিক্ত, দুর্জ্জর ও কফবাতনাশক। ইহার শাঁস স্বাদু, শীতল, গুরু, বায়ু ও পিত্তনাশক।

৩ পাতিনেবু। সংস্কৃত পর্য্যায় কোষফলা, নিম্বপাক, নিম্বা।

বৈদ্যকমতে গুণ—শীতল, অম্ল, বাতহর, দীপন, পাচন, মুখপ্রিয়, হালকা, রক্তস্রাবশোষক, তেজস্কর, কৃমি, উদররোগ, গ্রহ, মন্দাগ্নি, বাত, পিত্ত, কফ, শূল, বিসূচিকা ও বদ্ধগুদ এই সকল রোগনাশক, বিষে হিতকর ও রুচিকর।

॥ * ॥ সংস্কৃত গ্রন্থে নিম্বু শব্দের নানা প্রকার নাম ও নানা জাতিভেদ দৃষ্ট হওয়ায়, এইরূপ অনুমান করা যায় যে, উক্ত দ্রব্য বহু দিবস পূর্ব্ব হইতেই ভারতে উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং ভারত হইতেই উহা মিসোপটেমিয়া ও মিদিয়ায় বিস্তৃত হইয়া পড়ে ও অবশেষে শেষোক্ত স্থান হইতে ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থানে নীত হইয়াছে। মিদিয়া হইতে প্রথম ঐ সমস্ত স্থানে যায় বলিয়াই বোধ হয় উহা Citrus Medica নামে অভিহিত। এই জাতীয় নিম্ব, ইংরাজীমতে তিন প্রকার যথা,—লিমন, লাইম এবং সাইট্রন। সাইট্রনের বহির্ভাগ বা খোসা অত্যন্ত পুরু, খস্‌খসে এবং অপরিষ্কার। লাইম দেখিতে কমলানেবুর আকৃতিবিশিষ্ট ও উপরিভাগ মসৃণ। সম্ভবতঃ পূর্ব্বোক্ত জাতির আদিমস্থান পূর্ব্ববঙ্গের পার্ব্বত্য প্রদেশ বিশেষতঃ গারো এবং খাসিয়া পাহাড় বলিয়া ধারণা হয়। কিন্তু শেষোক্ত প্রকার পূর্ব্বোক্ত স্থানের অনেক উত্তরে হিমালয় হইতে আরম্ভ হইয়া পঞ্জাবদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

মিষ্টলাইম—বোধ হয়, উক্ত দুইজাতীয় নিম্বুর উৎপত্তিস্থানের অনেক দক্ষিণে। লিমন অনেক পূর্ব্বে চীনদেশের নিকটবর্ত্তীস্থানে প্রথম জন্মিতে দেখা যায়। আসামে নিম্বুবৃক্ষ বঙ্গদেশ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়।

লাইম মিষ্ট এবং অম্লভেদে দুই প্রকার।

ইহাকে বাঙ্গালায় নেবু, বিজোরা, বেজপুরা, বড় নেবু বা হোঁসানেবু, হিন্দীতে বিজৌরা, লিম্বু, কাতলা, বড় নিম্বু, তুরঞ্জ, লিমু; পঞ্জাবে বজৌরি, নিম্বু, গুজরাতে বিজোরা, তুরঞ্জ, বালঙ্গ, বোম্বাই অঞ্চলে বীজপুরা, মহালুঙ্গা, লিমু, বিজোরি; মহারাষ্ট্রে মবলুঙ্গ, লিম্বু; তামিল এলুমিচ্‌-চম্‌-পজহম্‌ বা নার্ত্তম্‌ পজহম্‌, তৈলঙ্গে নিম্মপণ্ডু, নার-দব্বা, মাধিপল-পণ্ডু পুল-

মধর, বীজপূরম্, মলয়ে গণপতিনারঙ্গ; পারসী তুরঞ্জ ও আরবী উৎরুজ; উৎরেজ বা উত্রুজ্জি।

চট্টগ্রাম, সীতাকুণ্ড, খাসিয়া ও গারো পাহাড়ে নিম্বূ বিনা চাষেই বন্যবৃক্ষের ন্যায় উৎপন্ন হইয়া থাকে।

এট্‌কিন্‌সন্ বলেন—"ভবার, সরযূনদীর তীর, ও গঙ্গার তীরবর্ত্তী কুমায়ুন প্রদেশে ইহা স্বভাবতঃ উৎপন্ন হয়। ভারতের যে সমস্ত স্থানের জমি সরস অথচ উষ্ণপ্রধান, সেই সমস্ত স্থানে বেশী পরিমাণে জন্মে। সিসিলী ও কর্সিকা দ্বীপে ইহার বিস্তৃত চাষ হয়। ইতালীর অন্যান্য স্থানে স্পেন, পর্ত্তুগাল, আমেরিকা ও ব্রেজিলেও নেবুর চাষ হইয়া থাকে।

নিম্ববৃক্ষের কখন কখন আটা বাহির হয়। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে মসলিপত্তন হইতে মান্দ্রাজ-মহামেলায় উহার আটা প্রেরিত হইয়াছিল। নিম্বুর ফুলের উত্তম সুগন্ধিতৈল প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। হাঙ্গেরীতে যে প্রকার জল প্রস্তুত হয়, তাহা এই তৈলের একটি প্রধান উপাদান। উক্ত ফলের খোসা চাপদ্বারা শোষণ করিয়া বকযন্ত্রের সাহায্যে চোঁয়াইলে এক-প্রকার গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত হয়, উহার নাম সিড্রাট। স্পিরিটের সহিত নিম্বুর তৈল ও তাহাতে নেবুর ফল মিশ্রিত করিলে উক্ত দ্রব্য প্রস্তুত হয়।

নিম্বুর খোসা উষ্ণ, শুষ্ক এবং বলকারক। মধ্যের সারাংশ শৈত্যগুণসম্পন্ন ও শুষ্ককারক, বীজ, পাতা ও ফুল উষ্ণ ও শুষ্ককারক। রস শৈত্যোৎপাদক ও সঙ্কোচক। কাহারও মতে এই ফলসেবনে শরীর হইতে বিষাক্ত পদার্থ নির্গত হইয়া যায়। যদি কেহ জীবনে অহিতকর বিষ ভক্ষণ করে, তবে তাহাকে এই নিম্বূ একটু অধিক পরিমাণে খাওয়াইলে, পাক-স্থলীতে এক প্রকার উত্তেজনা জন্মায় এবং বিষ উঠিয়া পড়ে। গর্ভস্থ শিশুর শ্বাসপ্রশ্বাসের দোষ নষ্ট করে। নেবুদ্বারা প্রস্তুত চোয়ান জল অবসাদক; নিম্বুর খোসা আমাশয় পীড়ায় উপ-কারী। ইহার খোসা হইতে শুষ্ক মিঠাই প্রস্তুত হয়। চিনির সহিত ইহার শাঁস মাখাইয়া একপ্রকার খাদ্য প্রস্তুত করে। কিন্তু ঐ খোসা কিম্বা শাঁস প্রস্তুত মিঠাই সময় সময় একটু তিক্তাস্বাদ-বিশিষ্ট হয়। এট্‌কিন্‌সন্ বলেন যে, বনে যে নেবু জন্মে, তাহাতে উত্তম পাটা প্রস্তুত হয়। ভারতবর্ষে খাওয়া ও ঔষধের জন্য কেবল সাইট্রন নিম্বুর বেশী ব্যবহার হইয়া থাকে; কিন্তু ভারতের পশ্চিম উপকূলে এই বৃক্ষ অতি প্রকাণ্ড আকারের ও নানা জাতীয় দেখা যায়। মজফুরের অধি-বাসীরা এই বৃক্ষের উপরের ছাল অল্প তুলিয়া ফেলিয়া তাহার নীচের পুরু মিষ্ট ছাল ভক্ষণ করিয়া থাকে। লক্ষ্ণৌ, রামপুর, রোহিলখণ্ড এবং অন্যান্য স্থানের লোক এই ছাল যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করে। তিক্ত ও মিষ্ট উভয় প্রকার নিম্বুরই মজ্জা বা শাঁস শুকাইয়া রাখা হইয়া থাকে।

এই বৃক্ষের কাষ্ঠের বর্ণ শ্বেত এবং কাষ্ঠ বেশী দৃঢ় নহে। কাপ-ড়ের মধ্যে নিম্বূ রাখিলে, পোকায় কাপড় কাটিতে পারে না।

জামির বা গোড়ানেবুকেই ইংরাজীতে lemon বলে। (Citrus lemonum.) লিমন্ শব্দটী আরবদেশীয় লিমুন্ শব্দ হইতে উৎপন্ন। নিম্বূ শব্দ এখনও কাশ্মীরে চলিত থাকায় য়ুরোপীয়েরা বলেন, প্রাচীন সংস্কৃতবিদেরা উক্ত আরবদেশীয় লিমুন্ হইতে এই নিম্বূ নামকরণ করিয়াছেন। কিন্তু তাহা ঠিক বলিয়া বোধ হইল না। নিম্বূ হইতে বরং লিমুন্ হইয়াছে।

বাঙ্গালায় ইহা গোঁড়ানেবু, করণানেবু, বড় নেবু বা জামির, হিন্দীতে জাম্বির, বড়া নিম্বূ, পহাড়ী নিম্বূ, পহাড়ী কাগজী, পঞ্জাবে গুল্ গুল্ খাট্টা, গুজরাতে মিঠা লিম্বূ, মোতুনিম্বূ, মহা-রাষ্ট্রে থোরানিম্বূ, তামিল পেরিয়া-এলুমিচ্ চম্-পজম্, তৈলঙ্গে পেদ্দ নিম্ম-পন্দু, মলয়ে অচেরুনারঙ্গ, কর্ণাটে দোড্ডা-মিড্ডে হন্নু, পারস্যে কলীনবক্ ও আরবী কলম্বক।

য়ুরোপের দক্ষিণভাগে ও ভারতবর্ষে এই জাতীয় নিম্বুর বিস্তৃত চাষ হইয়া থাকে। বন্য নিম্বূ হয় কি না, তাহা আজিও জানা যায় নাই। হিমালয় ও গারো প্রভৃতি পাহাড়ে যে বন্য নিম্বূ দৃষ্ট হয়, তাহা এই জাতীয় নহে। সম্ভবতঃ লিমন্ নিম্বূ, অন্যান্য পূর্ব্বোক্ত নিম্বূ অপেক্ষা আধুনিক বৃক্ষ। কত উচ্চে নিম্বূ বৃক্ষ জন্মিতে পারে? এই কথা লইয়া একবার তুমুল আন্দোলন হয়; তাহাতে বিলাতের কৃষিসভা হইতে স্থিরীকৃত হয় যে ৫০০০ ফিটের অধিক উচ্চে এই বৃক্ষ জন্মে না।

ম্যাডেন নামক এক ব্যক্তি বলেন যে, আল্‌মোরাবাসিরা গ্রীষ্মকালে ইহার ফল পাড়িয়া খড়ের মধ্যে রাখিয়া পরিপক্ব করে। কথিত আছে, ডাক্তার রয়েল কুমায়ুনে জামির নেবু বনমধ্যে জন্মিতে দেখিয়াছেন। তাঁহার কথিত বন্য নিম্বূ বিহারি-নিম্বূ বা পাহাড়ি কাগজী নিম্বূ নামে পরিচিত।

ডি কান্‌ডোলি বলিয়াছেন যে, পুরাকালীন গ্রীক ও রোমকেরা এই লিমন্ দেখেন নাই। আরবজয়ের পরে য়ুরোপে লিমনের বিস্তার হয়। বর্ত্তমানকালে প্রায় সর্ব্বত্রই বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে।

এই জাতীয় নিম্বুর খোসা পেষণ করিয়া অথবা বকযন্ত্রে চোঁয়াইয়া তাহা হইতে এক প্রকার সুগন্ধি তৈল প্রস্তুত হয়। ইহা নিম্বুর আতর (Essence of lemon) নামে খ্যাত। সিসিলী, কালেব্রিয়ার অন্তর্গত রেজিও এবং ফ্রান্সের অন্তর্গত মেন্‌টোন ও নাইট নামক স্থানে নিম্বূতৈলের বিপুল ব্যবসায় আছে। উহার প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ,—

১। প্রথমে নিম্বুকে লম্বালম্বী ৩ ভাগে কাটিয়া উহার খোসা ভিন্ন করিয়া রাখিতে হয়। (এই খোসা ভিন্ন করার নিয়ম ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার)। তদনন্তর বাম-হস্তের তর্জ্জনীতে একখানি চেপ্টা স্পঞ্জ জড়াইয়া তাহার উপরিভাগে ঐ নিম্বুর খোসা রাখিয়া নিয়ত ৫।৬ বার চাপ দিতে হয়। এইরূপে খোসার সমস্ত জলীয় ও তৈলাক্ত পদার্থ স্পঞ্জমধ্যে সংগৃহীত এবং স্পঞ্জ রসপূর্ণ হইলে, উহা নিংড়াইয়া একটী নলযুক্ত মৃৎপাত্রে সংগ্রহ করিতে হয়। এই পাত্রে ঐ রস হইতে জলীয় ভাগ প্রাক্রিয়া বিশেষ দ্বারা পৃথক্ করিয়া বিশুদ্ধ তৈল সূক্ষ্মধারে ঢালিয়া লইতে হয়।

১। একটী মজবুদ, ফাঁপা রূপদস্তার পাত্রের তলায় কতকগুলি সূক্ষ্ম অথচ শক্ত, ধারাল পিতলের কাঁটা লাগাইয়া একটী যন্ত্র প্রস্তুত করিতে হয়। উক্ত পাত্রের তলদেশ নিম্নরুদ্ধ একটী নলের মধ্যে কতকটা প্রবিষ্ট করাইয়া দিলে, উহা অনেকটা ফানেল বা তৈল-ঢালার চুঙ্গীর আকার ধারণ করে। এক্ষণে একটী নেবু লইয়া ঐ ধারাল কাঁটার উপর এরূপ জোরে নিয়ত ঘুরাও যে উহার তৈলপূর্ণ স্থানগুলি সমস্তই ভেদ হইয়া যায়। তাহা হইলে ঐ তৈল উক্ত নলে সঞ্চিত হইবে। এখন অন্য উপায় দ্বারা জলটী বাহির করিয়া ফেলিলেই বিশুদ্ধ তৈল পৃথক্ হইবে। এইরূপে নেবু হইতে আরও কএক প্রকার সুগন্ধি প্রস্তুত হয়। ফরাসীদেশেই ইহার কিছু বেশী প্রচলন।

নেবুর তেল দেখিতে অনেকটা ক্ষীণ পীতবর্ণ, গন্ধ তীব্র ও আস্বাদ কটু। নেবু চোঁয়াইয়া যে তৈল প্রস্তুত হয়, তদপেক্ষা টাট্কা নেবু চাপ দিয়া রস বাহির করিলে তাহা হইতে যে তৈল প্রস্তুত হয়, তাহাই উত্তম। এই তৈল শোধিত স্পিরিটে দিলে গলিয়া যায়। কার্বণের বাই-সল্‌ফাইডে সহজেই ইহা মিশ্রিত হয়।

নেবুর আতর সুগন্ধিস্বরূপ ও অপর জিনিস সুগন্ধি করিতে ব্যবহৃত হয়। ফরাসীদেশের ইউ-ডি-কলোন্ হইতে প্রাতবর্ষে বহু পরিমাণে নেবুর সুগন্ধি রপ্তানী হইয়া থাকে।

য়ুরোপীয় চিকিৎসকগণের মতে, নেবুর তৈলের গুণ অন্তঃ-প্রয়োগে উত্তেজক ও বায়ুনাশক এবং বাহ্যপ্রয়োগ উত্তেজক ও চর্ম্মপ্রদাহক।

য়ুরোপীয় চিকিৎসকেরা ফলের তিন অংশের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন, (১) খোসার উপরিভাগ, (২) তৎপরে অন্তত্বক্ অর্থাৎ যেখান হইতে তৈল হয় এবং পক্কফলের রস। ত্বকের গুণ পাকাশয়ের হিতকর ও বায়ুনাশক। রসের গুণ শীতাদরোগ-নাশক ও শৈত্যকারক। জ্বরে ও প্রদাহিক রোগে সুপেয়, প্রবল বাতরোগ, অতিসার ও উদরাময়ে বিশেষ হিতকর এবং উগ্রমাদকবিষয়।

এই নেবুর রস হইতে একপ্রকার দানাদার বর্ণহীন এসিড পাওয়া যায়, তাহাকে সাইট্রিক এসিড বলে। ইহা সহজেই জলে গলিয়া যায়, স্পিরিটে অল্প গলে, কিন্তু বিশুদ্ধ ইথরে একবারেই গলে না। শৈত্যকারক পানীয় স্থলে এই এসিড ব্যবহৃত হয়। কাপড়ে লিখিবার কালি লাগিলে উক্ত স্থানে সাইট্রিক এসিড ঘসিয়া দিলে কালির দাগ নষ্ট হয়।

লিমন্ সিরাপ—নেবুর ছাল ১ ছটাক, নেবুর রস দেড়পোয়া ও বিশুদ্ধ চিনি একসের চাই। নেবুর রস ভাল করিয়া জ্বাল দিয়া নেবুর ছালের সহিত একটী পাত্রে ঢাকিয়া রাখ। ঠাণ্ডা হইলে ফিল্‌টারে চিনির সহিত মিশাইয়া একটু গরম কর। দেড় সের থাকিতে রাখ। এইরূপে লিমন্-সিরাপ্ প্রস্তুত হয়। ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ১-৩৪।

কাগজীনেবুকে (Lime) স্থানে স্থানে পাতিনেবুও বলে। হিন্দীতে লেবু, নেবু, লিম্বু, নিবুন্. পঞ্জাবে খাট্টানিম্বু, গুজরাতে খাটানিম্বু, মহারাষ্ট্রে লিম্বু, তামিল এলেমিচুম্. তৈলঙ্গে নিম্মপণ্ডু, কর্ণাটে নিম্বেহন্নু, আরবী লিমুন, লীমুত হামীজ, লীমু, পারসী লীমু বা লীমূএ তুরস্। (Citrus acida)

হিমালয়ের বহির্ভাগে উষ্ণ স্থানে, গড়বাল হইতে চট্টগ্রামে সর্ব্বত্র ও মধ্যভারতের নানাস্থানে কাগজীনেবুর গাছ জন্মে। নানাস্থানের জমির অবস্থাভেদে বৃক্ষ ও ফলের ইতর বিশেষ দৃষ্ট হয়। ফলের আকার প্রধানতঃ অনেকটা গোল, মসৃণ, ত্বক্ উজ্জ্বল ও সবুজ এবং পাকিলে পীতবর্ণ হয়। মানভূমে ইহার পাতায় চর্ম্মপরিষ্কারকার্য্য সাধিত হয়।

দেশীয় চিকিৎসকেরা এই নেবুই ব্যবহার করিয়া থাকে। তাঁহাদের মতে, ইহার গুণ পৈত্তিক-বমননিবারক, শৈত্যকর ও পচননিবারক। ইহার পেয় অতি সুখাদ্য ও তৃষ্ণানিবারক। ইহার টাট্কা রস মশকদংশনের বিশেষ উপকারী ও অজীর্ণ-নাশক। লবণের সহিত বহুদিন জরাইয়া রাখিয়া জারকনেবু প্রস্তুত হয়। তাহা মুখরোচক ও পাচক। খালিপেটে এই নেবুর রস খাইলে অজীর্ণ ও বাত প্রভৃতি রোগে উপকার দর্শে।

একপ্রকার পাতিনেবু আছে, তাহা অতি সুমিষ্ট। ইহাকে সংস্কৃত ভাষায় মধুকর্কটিকা বা অমৃতফল বলে। বাঙ্গালায় মিঠানেবু, হিন্দীতে মিঠানেবু, বা মিঠা অমৃতফল, তৈলঙ্গে গজনিম্মু, তামিল এলেমিচম্ ও সিংহলে দেহী বলে।

ভারতের নানাস্থানে এই নেবু দেখা যায়। ইহার ফুল ছোট, ফল ঠিক গোলাকার, ত্বকে উঠা উঠা বুদ্বুদ দৃষ্ট হয়।

জ্বরে শৈত্যসম্পাদন করিতে ও স্থাবরোগে এই নেবু যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়। এই নেবুর রস তেমন আদৃত হয় না। ফল টাট্কা খায় কিংবা তাহাতে নানাখাদ্য প্রস্তুত হয়।

নিম্বুফলপানক (স্ত্রী) পানীয়ভেদ। এক ভাগ নেবুর রস, ৬ ভাগ চিনির জল, তাহাতে লবঙ্গ ও মরিচগুঁড়া মিশ্রিত করিবে। এই পানক অতি মুখপ্রিয়।

ভাবপ্রকাশ মতে—ইহার গুণ—অত্যম্ল, বাতনাশক, অগ্নিদীপক, রুচ্য ও সমস্ত আহারের পাচক।

"নিম্বুফলভবং পানমত্যম্লং বাতনাশনম্।

বহ্নিদীপ্তিকরং রুচ্যং সমস্তাহারপাচকম্॥" (রাজনির্ঘণ্ট)

নিম্ব, ধারবারের ৯ মাইল উত্তরে অবস্থিত একটী গ্রাম। এই গ্রামের ১½ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে শ্রীদত্তাত্রেয়ের একটী ইষ্টকনির্ম্মিত মন্দির আছে। মহারাষ্ট্রের মহন্ত জনার্দ্দন ভট্টি প্রায় ৩৫০ বৎসর পূর্ব্বে এই মন্দির নির্ম্মাণ করেন। ইহা প্রায় ৬০ ফিট্ উচ্চ। ইহার মধ্যে একটী মাটির নিম্নে কুঠারী আছে। দ্বাদশটী গোলাকার স্তম্ভ ও চারিটী চতুষ্কোণাকৃতি স্তম্ভোপরি উহার ছাদ অবস্থান করিতেছে। মৃত্তিকানিম্নস্থ ঘরের প্রবেশপথে দেওয়ালের উভয় পার্শ্বেই প্রতিমূর্ত্তি সকল অঙ্কিত রহিয়াছে। ঐ কুঠারীর মধ্যে দত্তাত্রেয় এবং দশ অবতারের ছবি আছে। শ্রাদ্ধাদিকর্ম্মের জন্য এই স্থান অতীব প্রসিদ্ধ।

নিম্রুচ্ (স্ত্রী) নি-ম্রুচ্-ক্বিপ্। নিতরাং গমন, সুতরাং গমন।

"যন্নিম্রুচি প্রবুধি বিশ্ববেদসো" (ঋক্ ৮।২৭।১৯)

"নিম্রুচি ম্রুচির্গত্যর্থঃ, সূর্য্যস্ত নিম্লোচনে, নিতরাং গমনে। সায়মিত্যর্থঃ।" (সায়ণ)

নিম্রুক্তি (স্ত্রী) নিমুক্তি, অস্তগমন।

নিম্লোচ (পুং) নি-ম্লুচ্-ঘঞ্। অস্তময়।

"কৃষ্ণদ্যুমণিনিম্লোচে গীর্ণেষ্বজগরেণ হ।

কিন্নঃ কুশলং ব্রূয়াৎ গতশ্রীষু গৃহেষ্বহম্॥" (ভাগ ৩।২।৭)

"নিম্লোচে অস্তময়ে সতি" (শ্রীধরস্বামী)

নিম্লোচনী (স্ত্রী) সুমেরুর পশ্চিমদিকের পুরীবিশেষ।

'মেরোর্দেবধানীং নাম দক্ষিণতো যাম্যাং সংযমনীং নাম পশ্চাদ্বারুণীং নিম্লোচনীং নাম' (ভাগ° ৫।২১।৭)

নিম্লোচি (পুং) সাত্বতবংশীয় ভজমানের এক পুত্র।

(ভাগ° ৯।২৪।৭)

নিয়ত (ত্রি) নি-যম-ক্ত। সংযত, কৃতসংযম, যিনি নিয়ম করিয়া আছেন, নিয়মকারী।

"কার্ত্তিকে শুক্লপক্ষস্ত দ্বিতীয়ায়াং নরাধিপঃ।

পুণ্যাহান্নো বর্ষমেকং তত্রৈব নিয়তাত্মবান্॥"

২ সেবাপর। ৩ নিত্য।

"অন্তথাসিদ্ধিশূন্যস্ত নিয়তাপূর্ব্ববর্ত্তিতা।

কারণত্বং ভবেত্তস্ত ত্রৈবিধ্যং পরিকীর্ত্তিতম্॥" (ভাষাপরি° ১৬)

৪ বদ্ধ। ৫ সংযুক্ত। ৬ আসক্ত। ৭ মহাদেব। ভারত ১৩।১৭।৩১)

নিয়তমানস (ত্রি) নিয়তং মানসং যেন। সংযতেন্দ্রিয়, জিতমানস, দান্ত।

নিয়ত-ব্যবহারিককাল, জ্যোতিষশাস্ত্রোক্ত পুণ্যকালবিশেষ। যে সমস্ত শুভলগ্ন বা কালাদি সর্ব্বসাধারণে শ্রাদ্ধ, যাত্রা বা ব্রতাদি শুভকর্ম্মে লক্ষ্য করিয়া চলে। ঐরূপ শুভকালনির্ণয় এবং তাহার নিয়ত প্রচলনপদ্ধতির প্রসিদ্ধি হেতু, এই আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে।

সৌর, সাবন, চান্দ্র, নাক্ষত্র, পিত্র্য, দিব্য, প্রাজাপত্য, মন্বন্তর, ব্রাহ্ম (কল্প) এবং বার্হস্পত্য এই নয় প্রকার কালমান জ্যোতিঃশাস্ত্রে নির্ণীত হইয়াছে। এই সকলের মধ্যে সৌর-চান্দ্র ও সাবন এই তিনটীর নিয়ত ব্যবহার দেখা যায়। সূর্য্যসিদ্ধান্তে তাহার প্রমাণ এইরূপ লিখিত আছে,—

"সৌরেণ দ্যুনিশোর্মানং ষড়শীতি মুখানি চ।

অয়নং বিষুবচ্চৈব সংক্রান্তেঃ পুণ্যকালতা॥"

অহোরাত্রমান, ষড়শীতি প্রভৃতি সংক্রান্তি, উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ন, বিষুবৎ এবং সংক্রান্তির পুণ্যকালত্ববিষয়ক জ্ঞান সৌরকালদ্বারা পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। [সংক্রান্তি দেখ।]

প্রতিপদাদি তিথি, করণ অর্থাৎ তিথির অর্দ্ধাংশবিশেষ, বিবাহ, ক্ষৌর, ব্রত, উপবাস এবং যাত্রাদি সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়া চান্দ্রকালের মতানুসারে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

"তিথিঃ করণমুদ্বাহঃ ক্ষৌরং সর্ব্বক্রিয়াস্তথা।

ব্রতোপবাসযাত্রাণাং ক্রিয়া চান্দ্রেণ গৃহ্যতে॥" (সূর্য্যসিদ্ধান্ত)

সূর্য্যসিদ্ধান্তে সাবনকাল সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—

"সূতকাদিপরিচ্ছেদো দিনমাসাব্দপাস্তথা।

মধ্যমা গ্রহভুক্তিশ্চ সাবনে নৈব গৃহ্যতে॥"

সূতকাদি অর্থাৎ জন্ম, মরণ, চান্দ্রায়ণাদি প্রায়শ্চিত্ত ও যজ্ঞ-দিনাধিপতি, মাসাধিপতি, বর্ষাধিপতি এবং গ্রহের মধ্যগতি, সাবন কালদ্বারা এই সকল নির্ণীত হইয়া থাকে।

নিয়তাপ্তি (স্ত্রি) নিয়তা নিশ্চিতা আপ্তিঃ। নাটকে প্রারব্ধ কার্য্যের অবস্থাভেদ, নিয়তফলপ্রাপ্তি।

"অপায়াভাবতঃ প্রাপ্তি নিয়তাপ্তিস্তু নিশ্চিতা।"

(সাহিত্যদর্পণ)

অপায়াভাব হইতে নির্দ্ধারিত যে একান্ত ফলপ্রাপ্তি তাহাকে নিয়তাপ্তি কহে। উদাহরণ—রাজা কহিলেন, দেবীর অনুগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া আর কিছু উপায় দেখিতেছি না, এই স্থলে কার্য্যসিদ্ধি সম্পূর্ণ দৈবশক্তির উপর নির্ভর করিতেছে, দৈব প্রসন্ন হইলে নিশ্চয়ই ফলপ্রাপ্তি হইবে, এইরূপ ফলপ্রাপ্তিকে নিয়তাপ্তি কহে।

নিয়তাত্মা (ত্রি) নিয়তঃ আত্মা যেন। সংযতেন্দ্রিয়, জিতেন্দ্রিয়।

নিয়তাহার (ত্রি) নিয়ত আহারো যেন। পরিমিতাহারী, স্বল্পাহারী।

নিয়তি (স্ত্রী) নিযম্যতেহনয়া নি-যম করণে ক্তিন্। ১ ভাগ্য। ২ দৈব। ৩ অদৃষ্ট।

"আসাদিতস্য তমসা নিয়তেনিয়োগা-
দাকাঙ্ক্ষতঃ পুনরপক্রমণেন কালম্॥" (মাঘ ৪।৩৪)

৪ নিযম। (মেদিনী) ৫ চতুর্দ্দশধারিণী দেবযোনিগণের অন্যতমা স্ত্রী। (অগ্নিপু° গণভেদনামা°)

নিয়ন্তী (স্ত্রী) নিযম্যতে কালো যয়া, নি-যম-ক্তিচ্, বাহুলকাৎ ঙীষ্। দুর্গা, ভগবতী।

"স্মৃতিঃ সংস্করণাদ্দেবী নিয়ন্তী চ নিয়ামতা॥"
দেবীপু° নিরুক্তাধ্যায়)

নিযতেন্দ্রিয় (ত্রি) নিযতানি ইন্দ্রিয়ানি যেন। সংযতেন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়দমনশীল।

নিযন্তব্য (ত্রি) নি-যম-তব্য। নিযমনীয়, দমনযোগ্য, শাসনযোগ্য;

"যো জ্যেষ্ঠো বিনিকুর্ব্বীত লোভাদ্ ভ্রাতৄন্ যবীয়সঃ।
সোঽজ্যেষ্ঠঃ স্যাদভাগশ্চ নিয়ন্তব্যশ্চ রাজভিঃ॥"(মনু ৯।২১৩)

নিযন্ত্রণ (ক্লী) নি-যন্ত্রি-ল্যুট্। প্রতিবন্ধদূরীকরণ, একত্র স্থাপনার্থ ব্যাপারভেদ। "অনেকার্থস্য শব্দস্যৈকার্থে নিযন্ত্রণরূপং বিশেষং" (সাহিত্যদ° ২ পরি°)

নিয়ন্ত্রিত (ত্রি) নি-যন্ত্রি-ক্ত। ১ অবাধ, অনর্গল।

"আগচ্ছেৎ সর্ব্বথা সো বৈ মম পার্শ্বে নিয়ন্ত্রিতঃ।"ভাগ° (২।৬।৫২)

২ কৃতনিয়ম। ৩ প্রতিবন্ধাদি দ্বারা একত্র স্থাপিত।

"অনেকার্থস্য শব্দস্য সংযোগাদ্যৈর্নিয়ন্ত্রিতে।" (সাহিত্যদ°)

নিযন্তৃ (ত্রি) নিযচ্ছতি অশ্বাদীনিতি নি-যম-তৃচ্। ১ নিয়মকারী, শাসক, শিক্ষক,। (পুং) ২ অশ্বনিযমকারী, সারথি।

"রেখামাত্রমপি ক্ষুণ্ণাদামনোর্ব্বর্ত্মনঃ পরং।
ন ব্যতীয়ুঃ প্রজাস্তস্য নিয়ন্তুর্নেমিবৃত্তয়ঃ॥" (রঘু° ১স°)

৩ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।১০৫)

নিয়ম (পুং) নিয়মনমিতি নি-যম-অপ্। (যমঃ সমুপনিবিষু চ। পা ৩।৩।৬৩) ১ প্রতিজ্ঞা, অঙ্গীকার। ২ নিত্য। ৩ আগন্তুক, সাধন কর্ম্মরূপব্রত।

"নিয়মং প্রথমং কৃত্বা পশ্চাৎ পূজাং সমাচরেৎ॥"
(দেবীভাগ° ৩।২৬।২৫)

প্রথমে নিয়ম করিয়া অর্থাৎ কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে উপবাসাদি করিয়া, পরে পূজা করিতে হইবে। ৪ নিযন্ত্রণা। ৫ নিশ্চয়।

'নিয়মো যন্ত্রণায়াঞ্চ প্রতিজ্ঞানিশ্চয়ে ব্রতে।' (মেদিনী)

৬ যোগাঙ্গবিশেষ। পাতঞ্জলদর্শনে ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

'যমনিযমাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণাধ্যানসমাধয়োঽষ্টাবঙ্গানি।"
(পাত° দ° ২।২৯)

যম, নিযম, আসন ও প্রাণায়াম প্রভৃতি যোগের আটটী অঙ্গ। যোগাভ্যাস করিতে হইলে, পরপর যমনিযমাদি সাধন করিতে হয়। প্রথমে যম তৎপরে নিয়ম অর্থাৎ যম নামক যোগাঙ্গ সিদ্ধ হইলে, নিযমযোগাঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে হয়। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ এই পাঁচপ্রকার কার্য্যের নাম যম। যমযোগাঙ্গ অনুষ্ঠান করিয়া নিয়মযোগাঙ্গ সাধন করিতে হয়, এইজন্য সংক্ষেপে যমযোগাঙ্গের বিষয় লিখিত হইল। প্রথমে অহিংসানুষ্ঠান, কেবল প্রাণিবধ পরিত্যাগ করিলেই যে অহিংসানুষ্ঠান সিদ্ধ হয়, তাহা নহে, কোনও উপলক্ষে বা কোন সময়ে প্রাণিগণকে কায়িক, বাচিক বা মানসিক কোন প্রকার পীড়া না দিলেই অহিংসানুষ্ঠান সিদ্ধ হয়। এই অহিংসানুষ্ঠান পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলে, চিত্ত নির্ম্মল হয়। তাহার পর সত্যানুষ্ঠান; সত্যনিষ্ঠ হইলে চিত্ত শীঘ্রই যোগশক্তিলাভের উপযুক্ত হয়। তাহার পর অচৌর্য্য। সেই সঙ্গে ব্রহ্মচর্য্য থাকা আবশ্যক। ব্রহ্মচর্য্যের মূল অর্থ বীর্য্যধারণ। শরীরে যদি শুক্রধাতু প্রতিষ্ঠিত থাকে, বিকৃত, স্খলিত বা বিচলিত না হয়, অটল বা স্থিরভাবে থাকে, তাহা হইলে সমস্ত বুদ্ধীন্দ্রিয়ের ও মনের শক্তিবৃদ্ধি হয়। চিত্তের প্রকাশ শক্তি বাড়িয়া যায়। ব্রহ্মচর্য্যের সঙ্গে অপরিগ্রহবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইবে। লোভপূর্ব্বক দ্রব্যগ্রহণের নাম পরিগ্রহ। কেবল দেহযাত্রানির্ব্বাহের, বা শরীররক্ষার উপযুক্ত দ্রব্য স্বীকার করাকে পরিগ্রহ স্বীকার করা হয় না। এইরূপ অনুষ্ঠান করার নাম অপরিগ্রহ। এই অপরিগ্রহে চিত্তে যোগোপযুক্ত বৈরাগ্যের বীজ উৎপন্ন হয়। অহিংসাদি এই পঞ্চবিধ যম-জাতি, দেশ ও কাল দ্বারা বিচ্ছিন্ন না হয়।

এই যমযোগাঙ্গ দৃঢ় হইলে নিযম নামক যোগাঙ্গ অনুষ্ঠান করিতে হয়।

"শৌচসন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ।"
(পাত° দ° ২।৩২)

শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় ঈশ্বর-প্রণিধান এই পাঁচ প্রকার অনুষ্ঠেয় ক্রিয়ার নাম নিয়ম। শৌচ দ্বিবিধ—বাহ্যশৌচ ও আভ্যন্তর শৌচ। মৃত্তিকা, গোময় ও জলাদি দ্বারা শরীর পরিষ্কার করিবে। সত্ত্ববৃদ্ধিকারক ও বুদ্ধিপূর্ব্বক পবিত্র দ্রব্য আহার করিবে। মৈত্রী, করুণা প্রভৃতি সদ্গুণ অবলম্বন করিয়া কালযাপন করিতে হইবে। এইরূপ অনুষ্ঠান করিলে শরীর ও মন বিশুদ্ধ হইয়া উঠে। অমৃত নামক চেতাত্মা বা আধ্যাত্মিক-তেজ শুদ্ধ ও সবল হয়।

সন্তোষ, তৃপ্তি, (বিনা চেষ্টায় যাহা লাভ হইবে), তাহাতেই পরিতৃপ্ত থাকিতে হইবে, কিছুদিন এই যোগাঙ্গ অনুষ্ঠান করিলে সন্তোষচিত্তে দৃঢ় নিবদ্ধ হইয়া থাকে। তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রণিধান—শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শাস্ত্রোক্ত ব্রতনিয়মাদির অনুষ্ঠান করার নাম তপস্যা। প্রণব প্রভৃতি ঈশ্বরবাচক শব্দের জপ অর্থাৎ অর্থস্মরণপূর্ব্বক উচ্চারণ এবং অধ্যাত্মশাস্ত্রের মর্ম্মানুসন্ধানে রত থাকার নাম স্বাধ্যায়, এবং ভক্তি সহকারে ঈশ্বরার্পিতচিত্ত হইয়া কার্য্য করার নাম ঈশ্বর-প্রণিধান। এই তিনপ্রকার ক্রিয়ার নাম ক্রিয়াযোগ। তপস্যা ভিন্ন যোগসিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। কেন না মনুষ্যের চিত্তে অনাদিকালের বিষয়-বাসনা ও অবিদ্যা বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে। তপস্যাব্যতীত তাহার সম্ভাবনা নাই। চিত্তে বাসনা থাকিতে যোগ হইতে পারে না, এই বাসনানাশের জন্য তপস্যা অবশ্য বিধেয়। এই সকল ক্রিয়াযোগ যুগপদ্ অনুষ্ঠান করিতে পারিলে ভাল হয়, নচেৎ একটী করিয়া আয়ত্ত করিতে হইবে। এই নিয়মযোগাঙ্গ আয়ত্ত হইলে এক একটী শক্তি লাভ হইয়া থাকে।

প্রথমে অহিংসাদি প্রতিষ্ঠা হইলে বৈরত্যাগ প্রভৃতি শক্তি-লাভ হইয়া থাকে। [যম দেখ।]

নিয়মের প্রথমানুষ্ঠান শৌচ, এই শৌচসিদ্ধি দ্বারা আপন শরীরের প্রতি তুচ্ছ জ্ঞান জন্মে এবং পরসঙ্গেচ্ছাও দূর হয়। বাহ্যশৌচ অভ্যাস করিতে করিতে ক্রমে আত্মশরীরের প্রতি একপ্রকার ঘৃণা উপস্থিত হয়। তখন আর জল-বুদ্বুদতুল্য নবণধর্ম্মী ও মলমূত্রাদিময় অন্নবিকার শরীরের প্রতি কোন প্রকার আস্থা বা আদর থাকে না, এবং পরশরীরসংসর্গের ইচ্ছাও নিবৃত্তি হয়। আভ্যন্তর শৌচ আরম্ভ করিলে, প্রথমে সত্ত্বশুদ্ধি, ক্রমে একাগ্রতা ও আত্মদর্শন ক্ষমতা হয়। ভাব-শুদ্ধিরূপ আভ্যন্তর শৌচ যখন চরমসীমা প্রাপ্ত হয়, অন্তঃকরণ তখন এরূপ অভূতপূর্ব্ব সুখময় ও প্রকাশময় হয় যে, তখন কিছুতেই খেদানুভব হয় না। এই পূর্ণ পরিতৃপ্ততার নামান্তর সৌমনস্য। সৌমনস্য জন্মিলে একাগ্রতা-শক্তি প্রাদুর্ভূত হয়, অথবা সহজ হইয়া আইসে। একাগ্রতা-শক্তি জন্মিলে ইন্দ্রিয়জয়, ইন্দ্রিয়জয় হইলেই চিত্ত তখন আত্মদর্শনে সক্ষম হয়।

সন্তোষ অভ্যস্ত হইলে যোগী এক প্রকার অনুপম সুখ প্রাপ্ত হয়। সেই সুখবিষয় নিরপেক্ষ, সুতরাং সেই সুখ নিরতিশয়।

তপস্যাক্রমে দৃঢ় হইলে তপোনিষ্ঠ হয়। শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে তদ্গতচিত্ত হইয়া কৃচ্ছ্রব্রতপ্রভৃতি শাস্ত্রবিহিত তপস্যায় রত থাকিলে, ক্রমে তখন শরীর বা মনের শক্তি প্রতিবন্ধক জ্ঞানের আবরণ নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং তখন সেই তপঃসিদ্ধযোগী শরীরের ও ইন্দ্রিয়ের উপর যথেচ্ছারূপে ক্ষমতা পরিচালন করিতে পারেন। তখন তিনি আপন শরীরকে ইচ্ছাক্রমে অণুতুল্য বা বৃহৎ করিতে পারেন। তখন ইন্দ্রিয়গণকে চর্ম্মচক্ষুর অতীত, সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মতম পদার্থে ও সুদূরবর্ত্তী পদার্থে সংযুক্ত করিতে পারেন।

স্বাধ্যায়ের উৎকর্ষ হইলে, ইষ্টদেবতা সন্দর্শন হয়। সংযত-চিত্ত হইয়া সর্ব্বদা প্রণবজপ, ইষ্টমন্ত্রজপ, ইষ্টদেবতার স্তব-পাঠ কিংবা অন্য কোনরূপ শাস্ত্রবাক্য পাঠ করিতে করিতে ক্রমে যখন তাহা পরিপক্ক অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন সেই স্বাধ্যায়নিষ্ঠ বা জপাদিপরায়ণ যোগীর ইষ্টদেবতা সন্দর্শন হইয়া থাকে।

ঈশ্বর-প্রণিধান—ঈশ্বরে চিত্ত-নিবেশ যখন পরিপক্কতা প্রাপ্ত হয়, তখন অন্য কোন সাধনা না করিলেও উৎকৃষ্টতর সমাধি লাভ হয়। ঈশ্বরপ্রণিধাতা যোগীর যোগলাভের নিমিত্ত অন্য কোনরূপ যোগাঙ্গ অবলম্বন করিতে হয় না। একমাত্র ভক্তি-বলেই তিনি ঈশ্বরে সমাহিত হন। ভক্ত ব্যক্তি কেবল ভক্তি দ্বারাই ঈশ্বরকে উদ্বোধিত বা প্রসন্ন করিয়া তদীয় অনুগ্রহের তেজে আত্মক্লেশ দগ্ধ ও বিঘ্নসমূহ বিনাশ করিয়া নিষ্প্রতিবন্ধকে সমাহিত ও যোগফল প্রাপ্ত হন।

নিয়মযোগাঙ্গ অনুষ্ঠান করিলে এই সকল ফললাভ হইয়া থাকে। (পাতঞ্জলদ° সাধনপা°)

"নিয়মাঃ পঞ্চসত্যাত্মা বাহ্যমাভ্যন্তরং দ্বিধা।
শৌচং তুষ্টিশ্চ সন্তোষস্তপশ্চেন্দ্রিয়নিগ্রহঃ॥
স্নানমৌনোপবাসেজ্যাস্বাধ্যায়োপস্থনিগ্রহঃ।
তপোঽক্রোধো গুরৌ ভক্তিঃ শৌচঞ্চ নিয়মাঃ স্মৃতাঃ॥
যমাঃ পঞ্চার্থনিয়মাঃ শৌচং দ্বিবিধমীরিতং।
সন্তোষস্তপসাং জপ্যং বাসুদেবার্চ্চনং যমঃ॥" (গরুড়পু°)

শৌচ, তুষ্টি, সন্তোষ, তপস্যা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, স্নান মৌন, উপবাস, ইজ্যা, স্বাধ্যায়, উপস্থনিগ্রহ অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য, অক্রোধ, গুরুভক্তি ও শৌচ এই সকল নিয়ম।

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে,—যোগী আপনার মনকে তত্ত্ব-জ্ঞানের উপযোগী করিবার জন্য, নিষ্কামভাবে ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা, সত্য, অস্তেয় ও অপরিগ্রহ এই পঞ্চ যম এবং স্বাধ্যায়, শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা ও ঈশ্বরপ্রণিধান এই সকল নিয়ম অনুষ্ঠান করিবেন। (বিষ্ণুপু° ৬ অংশ ৭ অ°)

তন্ত্রসারে লিখিত আছে,—

"তপঃ সন্তোষ আস্তিক্যং দানং দেবস্য পূজনম্।
সিদ্ধান্তশ্রবণঞ্চৈব হ্রীর্ম্মতিশ্চ জপোহুতম্।
দশৈতে নিয়মাঃ প্রোক্তা যোগশাস্ত্রবিশারদৈঃ॥" (তন্ত্রসার)

তপস্যা, সন্তোষ, আস্তিক্য, দান, দেবপূজা, সিদ্ধান্তশ্রবণ, হ্রী, মতি, জপ ও হোম এই দশটী নিয়ম।

৭ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৩০) ৮ মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।৫৫) ৯ বিধিভেদ।

যে স্থলে উভয়প্রাপ্তি থাকে সেই স্থলে একটী নিয়মিত হইলে এই বিধি হয়।

"বিধিরত্যন্তমপ্রাপ্তৌ নিয়মঃ পাক্ষিকে সতি।
তত্র চান্যত্র চ প্রাপ্তৌ পরিসংখ্যেতি গীয়তে ॥" (লৌগাক্ষি)

১০ কবিতার নিয়ম।

"বর্ণয়েন্ন সদপ্যেতন্নিয়মোঽথ প্রদর্শ্যতে।
ভূর্জ্জং হিমবত্যেব মলয়ে হ্যেব চন্দনম্ ॥
সামান্যবর্ণনে শৌক্ল্যং ছত্রাভ্রঃপুষ্পবাসসাম্।
কৃষ্ণত্বং কেশকাকাহি পয়োনিধিপয়োমুচাম্ ॥"
(কবিকল্পলতা ১ স্তবক)

নিয়মতন্ত্র (ত্রি) যাহা নিয়মের অধীন।

নিয়মন (ক্লী) নি-যম ভাবে ল্যুট্। ১ নিয়মশব্দার্থ। ২ নিগ্রহ। ৩ বন্ধ।

"সমতয়া বসুবৃষ্টিবিসর্জনৈ
নিয়মনাদসতাঞ্চ নরাধিপঃ।" (রঘু ৯।৬)

(ত্রি) নি-যম ল্যুট্। ৪ নিয়ামক। ৫ ইতর নিবারণরূপ পরিসংখ্যার্থ, নিয়ম, বিশেষ বিধি, যে নিয়ম করিলে অন্যের নিষেধ হয়। [পরিসংখ্যা দেখ।]

নিয়মবৎ (ত্রি) নিয়মোবিদ্যতেঽস্য নিয়ম-মতুপ্, মস্য বঃ। নিয়মযুক্ত, নিয়মবিশিষ্ট।

নিয়মপত্র (ক্লী) নিয়মস্য পত্রং। প্রতিজ্ঞাপত্র, সাক্ষিপত্র।

নিয়মপর (ত্রি) নিয়মে পরঃ। নিয়মানুবর্ত্তী, নিয়মাধীন।

নিয়মভঙ্গ (পুং) নিয়মস্য ভঙ্গঃ। প্রতিজ্ঞাভঙ্গ, সময়োল্লঙ্ঘন, নিয়মলঙ্ঘন।

নিয়মসেবা (স্ত্রী) নিয়মেন ভগবতঃ সেবা। কার্ত্তিকমাসে নিয়মপূর্ব্বক ভগবদারাধনা, নিয়মপূর্ব্বক ঈশ্বরোপাসনা। হরিভক্তিবিলাসে এইরূপ লিখিত আছে—

"অকৃত্বা নিয়মং বিষ্ণোঃ কার্ত্তিকং যঃ ক্ষিপেন্নরঃ।
জন্মার্জ্জিতস্য পুণ্যস্য ফলং নাপ্নোতি নারদঃ ॥
আশ্বিনস্য তু মাসস্য যা শুক্লৈকাদশী ভবেৎ।
কার্ত্তিকস্য ব্রতানীহ তস্যাং কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ ॥" (হরিভক্তিবি° ১৬)

আশ্বিন মাসের শুক্লা একাদশী হইতে নিয়মপূর্ব্বক কার্ত্তিকব্রত করিতে হইবে। যাহারা নিয়ম না করিয়া কার্ত্তিক মাস অতিবাহিত করে, নিয়মসেবা কার্ত্তিকব্রতানুষ্ঠান করে না, তাহারা জন্মজন্মোপার্জ্জিত পুণ্যের ফলভাগী হয় না।

"নিয়মেন বিনা চৈব ন নয়েৎ কার্ত্তিকং মুনে।
চাতুর্ম্মাস্যং তথা চৈব ব্রহ্মহা স কুলাধমঃ ॥" হরিভ° ১৬ বি°)

নিয়মস্থিতি (স্ত্রী) নিয়মেন স্থিতিরত্র। তপস্যা, তপস্যা করিতে হইলে নিয়মপূর্ব্বক অবস্থান করিতে হয়, এই জন্য নিয়মস্থিতির নাম তপস্যা।

নিয়মানন্দ, নিম্বার্কের অন্য নাম। [নিম্বাদিত্য দেখ।]

কেহ কেহ বলেন, এই নামে নিম্বার্ক বেদান্তসিদ্ধান্ত নামে সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন।

নিয়মিত (ত্রি) নি-যম-ণিচ্-ক্ত। কৃতনিয়ম, নিয়মবদ্ধ, বিহিত, অবধারিত।

"কিঞ্চিদ্‌ভ্রূভঙ্গীলীলানিয়মিতজলধিং রামমন্বেষয়ামি।"
(মহানাটক)

নিয়ম্য (ত্রি) নি-যম-যৎ। ১ নিরোদ্ধব্য। ২ নিগ্রাহ্য।

"ত্বয়া নিয়ম্যা নন্ু দিব্যচক্ষুষা।" (রঘু)

নিযয়িন্ (পুং) নী ভাবে ক্বিপ্, নিয়ে নয়নায় ইনঃ ঙ্যভূঃ বাহুলকাৎ অলুক্‌সমাস। রথ সদৃশ সর্ব্বাভিমত প্রাপ্তিসাধন।

"তেমং নিযয়িনং রথং।" (ঋক্ ১০।৬০।২) 'নিযয়িনং রথমিত্যুপমা প্রধানো নির্দ্দেশঃ রথবৎ সর্ব্বাভিমতপ্রাপ্তিসাধনং।'
(সায়ণ)

নিযব (পুং) নি-যু মিশ্রণে বেদে বাহুলকাৎ অপ্। মিশ্রীভাব।

'গোষু যুধি নিযবং চরন্তী।" (ঋক্ ১০।৩০।১০)
নিযবং সোমং প্রতি নিশ্চয়েন মিশ্রীভাবং।' (সায়ণ)

লৌকিক প্রয়োগে ঘঞ্ করিয়া নিযাব এই পদ হইবে।

নিযাতন (ক্লী) নি-যত ণিচ্-ল্যুট্। নিপাতন। (অ° নয়নানন্দ)

নিয়াগাঁও রেবাই, একটী ক্ষুদ্ররাজ্য। ক্ষেত্রফল ১৬ বর্গ মাইল। বুন্দেলখণ্ডের জনৈক দস্যুপতির বংশধর লক্ষ্মণসিংহ বৃটীশ গবর্মেণ্টের নিকট হইতে (১৮০৭ খৃষ্টাব্দে) পাঁচখানি গ্রামের সনন্দ প্রাপ্ত হন। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করিলে পর, তদীয় পুত্র জগৎসিংহ তাঁহার স্থান অধিকার করিলেন। বর্ত্তমান অধিকারিণীর নাম লালি দুলীয়া। ইনি পঞ্চাশজন সৈন্য রাখিবার অনুমতি পাইয়াছেন। গবর্মেণ্টকে দেয় রাজস্ব দশসহস্র টাকা।

নিযান (ক্লী) নিয়মেন যান্তি গাবো যত্র, যা আধারে ল্যুট্। গোষ্ঠ স্থান। "যন্নিযানং ন্যয়নং সংজ্ঞানং।" (ঋক্ ১০।১৯।৪)
'নিযানং গোষ্ঠং' (সায়ণ)

নিযাম (পুং) নি-যম পক্ষে ঘঞ্। নিয়ম। (শব্দরত্নাবলী)

নিযামক (ত্রি) নি-যম-ণিচ্-ণ্বুল্। ১ পোতবাহ। ২ নিয়ন্তা।

"ততোঽস্মিং নাশয়ামাসুঃ সর্ব্বতোগ্নিনিযামকাঃ"(ভার°৩।২৭১৩।৪)

৩ নিয়মকারক, কার্য্যের প্রতিকারণের নিয়ামকত্ব আছে, যেরূপ কারণ হইবে কার্য্যও সেই প্রকার হইয়া থাকে।

"কারণস্য কার্য্যং প্রতিনিয়ামকত্বং।" (সর্ব্বদর্শনসং)

৪ কৃৎ, তদ্ধিত ও সমাসের অভিধানের নাম নিয়ামক।

"কৃত্তদ্ধিতসমাসানামভিধানং নিয়ামকম্।" (অমর)

৫ নিরাসক।

"লোকপ্রসিদ্ধমেবৈতদ্বারি বহ্নের্নিয়ামকম্।" (কামন্দকী)

নিয়ামকগণ, পারদ নিয়ামক করিবার ঔষধসমূহ। যথা—সর্পাক্ষী, বন্ধ্যকর্কটী, কঞ্চুকী, মৎস্যাক্ষী, শতাবরী, শঙ্খপুষ্পী, শরপুঙ্খা, পুনর্ণবা, মূষিকপর্ণী, মৎস্যাক্ষী, ব্রহ্মদণ্ডী, শিখণ্ডিনী, অনন্তা, কাকজঙ্ঘা, কাকমাচী, পোতিকা, বিষ্ণুক্রান্তা, সহচর, সহদেবী, মহাবলা, বলা, নাগবলা, মুসলী, চক্রমর্দ্দ, করঞ্জক, পাঠা, তামলকী, নীলী, জালিনী, পদ্মচারিণী, ঘণ্টা, চিত্রা, গোজিহ্বা, কোকিলাক্ষ, ধনপ্রনি, আখুপর্ণী ক্ষীরিণী, ত্রপুটী, মেষশৃঙ্গিকা, কৃষ্ণবর্ণা, তুলসী, সিংহী, গিরিকর্ণিকা এই গুলি নিয়ামকগণ।

"এতন্নিয়ামকৌষধৈঃ পুষ্পমূলদলাদিভিঃ।" (রসচন্দ্রিকা)

নিযুক্ত (ত্রি) নি-যুজ-ক্ত। ১ অধিকৃত। ২ নিয়োজিত। ৩ প্রেরিত।

"বিধবায়াং নিযুক্তস্তু ঘৃতাক্তো বাগ্যতো নিশি।
একমুৎপাদয়েৎ পুত্রং ন দ্বিতীয়ং কথঞ্চন॥" (মনু ৯।৬০)

৪ অবধারিত, আজ্ঞপ্ত।

"ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।" (গীতা)

নিযুৎ (পুং) নি যু কর্ম্মণি ক্বিপ্ তুক্। বায়ুর অশ্ব। (নিঘ°)

"সহস্রেণ নিযুতা নিযুত্বতে।" (ঋক্ ১।১৩৫।১)

'নিযুতা নিযুদ্ ইতি বায়োরশ্বানাং নামধেয়ং নিযুতো।' (সায়ণ)

নিযুত (ক্লী) নিযূয়তে বহুসংখ্যা প্রাপ্যতেঽনেনেতি, নি-যু-ক্ত। লক্ষ, লক্ষসংখ্যা। (অমর ৩।১।২৪)

"যে দেবনাং নিযুতে প্রাদাদিতি নিযুতে লক্ষে।" (শ্রীধরস্বামী)

২ দশলক্ষ, নিযুত শব্দ দশলক্ষ এই অর্থে প্রায় ব্যবহার হইয়া থাকে।

"শতং সহস্রমযুতং নিযুতং প্রযুতং মতম্।
স্ত্রীকোটীরব্দমিতি ক্রমাদ্দশ গুণোত্তরং॥" (বহ্নকোষ)

৬ তৎসংখ্যেয়।

নিযুত্বতীয় (ত্রি) নিযুত্বতঃ ইদং নিযুত্বৎ-ছ। বায়ুদেবতাক হবিরাদি, যে সকল ঘৃতাদির দেবতা বায়ু।

"এষ বা প্রাজাপত্য এষ বা নিযুত্বতীয়ঃ।" (শত° ব্রা° ৬।২।২।১৫)

নিযুত্বৎ (পুং) নিযুতোঽশ্বাঃ সন্ত্যস্য মতুপ্, মস্য বঃ। বায়ু।

"নিযুত্বান্ সোমপীতয়ে।" (শুক্লযজু° ২৭।২২)

'নিযুত্বান্ বায়ুঃ।' (বেদদীপ)

নিযুৎসা (স্ত্রী) ভরতবংশীয় প্রস্তার নৃপের পত্নী। (ভাগ° ৫।১৫।৭) নিযুৎসার পাঠান্তর নিরুৎসা দেখা যায়।

নিযুদ্ধ (ক্লী) নি-যুধ-ক্ত। বাহুযুদ্ধ। নিপূর্ব্বক যুধধাতুর বাহুযুদ্ধপরত্ব, এইরূপ অর্থ বোধ হইয়া থাকে।

"নিযুদ্ধকুশলান্ মল্লান্ দেবো মল্লপ্রিয়স্তদা।
যোধয়িত্বা দদৌ ভূরি বিত্তং বস্ত্রাণি চাত্মবান্॥" (হরি° ১৪২।৭১)

নিযুদ্রথ (ত্রি) নিযুৎ নিয়োজিতো নিযতো বা রথো যস্য। গমনের নিমিত্ত নিয়োজিত রথ।

"স দস্রা নিযুদ্রথঃ।" (ঋক্ ১০।২৬।১)

'নিযুদ্রথো গমনায় সর্ব্বদানিয়তরথো নিযুক্তরথো বা।' (সায়ণ)

নিয়োক্তব্য (ক্লী) নি-যুজ-তব্য। নিয়োগার্হ, নিয়োগের যোগ্য।

নিয়োক্তৃ (ত্রি) নি-যুজ-তৃচ্। নিয়োগকর্ত্তা।

নিয়োগ (পুং) নি-যুজ-ঘঞ্। ১ প্রেরণ। ২ ইষ্টসাধনত্বাদি বোধন দ্বারা প্রবর্ত্তন। ৩ অবধারণ। ৪ আজ্ঞা। ৫ নিশ্চয়। ৬ অপুত্রভ্রাতৃপত্নীপুত্রার্থনিয়োজন।

"বিধবায়াং নিয়োগার্থে নির্বৃত্তে তু যথাবিধি।
গুরুবচ্চ স্নুষাবচ্চ বর্ত্তেয়াতাং পরস্পরম্॥" (মনু ৯।৬২)

নিয়োগবিধির বিষয়, মনুতে এইরূপ লিখিত আছে। নিজস্বামী দ্বারা সন্তানোৎপত্তি না হইলে, স্ত্রী সম্যক্ নিযুক্তা হইয়া দেবর কিংবা অন্য কোন জ্ঞাতি দ্বারা তনয় লাভ করিতে পারিবেন। রাত্রিকালে মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক স্বামী বা গুরু কর্ত্তৃক নিযুক্তব্যক্তি বিধবা স্ত্রীতে একটী মাত্র সন্তান উৎপাদন করিতে পারিবেন। কোন কোন আচার্য্যের মতে, একটী সন্তান দ্বারা নিয়োজকের নিয়োগোদ্দেশ্য সফল হইতে পারে না, তজ্জন্য ঐ স্ত্রী ও ঐ নিয়োজিত ব্যক্তি দ্বিতীয় সন্তান উৎপাদন করিতে পারিবেন। নিয়োজিত জ্যেষ্ঠ বা কনিষ্ঠ ভ্রাতা, যদি শাস্ত্রানুগামী না হইয়া, নিয়োগবিধির উল্লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্তার্হ হইবেন। (মনু ৯ অ°)

এই বিধি কলি ভিন্ন কালে জানিতে হইবে।

"উক্তো নিয়োগো মনুনা নিষিদ্ধঃ স্বয়মেব তু।" (বৃহস্পতি)

কলিতে এই ধর্ম্ম বর্জ্জনীয়।

নিয়োগিন্ (ত্রি) নিয়োগোঽস্যাস্তীতি নিয়োগ-ইনি। নিয়োগবিশিষ্ট, নিযুক্ত। পর্য্যায়—কর্ম্মসচিব, আযুক্ত, ব্যাপৃত।

"কৃষাধ্যক্ষমুৎসৃজ্য কৃতাং নাস্ত্রনিয়োগিনাম্।" (রাজত° ৬।৮)

নিয়োগকর্ত্তৃ (ত্রি) নিয়োগস্য কর্ত্তা। কর্ম্মে নিযুক্তকারী, আজ্ঞাকারী, আদেশকারী।

নিয়োগপত্র (ক্লী) নিয়োগস্য পত্রম্। যে পত্র দ্বারা কোন কার্য্যের ভার দেওয়া কিংবা পদে নিযুক্ত করা যায়।

নিয়োগবিধি (পুং) বিধীয়তে ইতি বি-ধা-কি, নিয়োগস্য বিধিঃ। কোন কর্য্যে নিযুক্ত করিবার প্রথা।

নিয়োগার্থ (পুং) নিযুক্ত করণের উদ্দেশ্য।

নিযোগ্য (ত্রি) নিয়োক্তুমর্হঃ, নি-যুজ্-ণ্যৎ। নিয়োগার্হ, প্রভু, যিনি নিয়োগ করিবার যোগ্য।

"এতে বয়ং নিযোজ্যা নিয়োজয়ন্তু নিযোগ্যঃ।" (প্রত্যয়বি° ৫অ°)

শক্যার্থ কর্ম্ম বুঝাইলে কুত্ব অর্থাৎ জ স্থানে গ হইবে না, সেই স্থলে নিযোজ্য এইরূপ পদ হইবে।

নিযোজক (পুং) নিযোজয়তি নি যুজ-ণিচ্-ণ্বুল্। নিয়োগকারী, নিযোক্তা।

নিযোজন (ক্লী) নি-যুজ-ল্যুট্। ১ নিয়োগ। ২ প্রেরণ। ৩ প্রবর্ত্তন, ভৃত্যাদির কর্ম্মকরণের জন্য উপদেশাত্মক ব্যাপার।

"নিয়োজনকালেঽষ্টচত্বারিংশতমাদ্দানানীয়াৎ।"

(কাত্যা° শ্রৌ° ২১।১।৮)

৪ নিতরাং যোজন।

"পাশং কৃত্বা প্রতিমুঞ্চত্যথৈতো নিয়োজনমেব।"

(শত° ব্রা° ৩।৭,৩।১৩)

নিযোজ্য (ত্রি) নিযোক্তুং শক্যঃ, নি-যুজ শক্যার্থে ণ্যৎ প্রত্যয়েন সাধুঃ। (প্রযোজনিযোজ্যৌ শক্যার্থে। পা ৬।৩।৬৮) প্রেষ্য, কিঙ্কর, নিয়োগার্হ, যাহাকে নিযুক্ত করা উচিত।

"নিশম্য বৈকুণ্ঠনিযোজ্যমুখ্যয়োর্মধুচ্যুতং বাচমুরুক্রমপ্রিয়ঃ॥"

(ভাগ° ৪।১২।১৮)

(ত্রি) নিয়োজনীয়।

"ন নিয়োজ্যাশ্চ বঃ শিষ্যা অনিয়োগে মহাভয়ে।"

(ভারত ১২।১২৭।১৬)

নিযোদ্ধৃ (পুং) নি যুধ্যতে ইতি নি-যুধ-তৃচ্। ১ কুক্কুট। ২ বাহুযুদ্ধকারী। মল্লযোদ্ধা। (রাজনি°)

নির্ (অব্য) নৄ-ক্বিপ্, ন দীর্ঘ। ১ বিয়োগ। ২ অত্যয়। ৩ আদেশ। ৪ অতিক্রম। ৫ ভোগ। ৬ নিশ্চিত। (গণরত্নমহোদধি)

নির্ একটি উপসর্গ, এই উপসর্গ, ধাত্বাদির পূর্ব্বে থাকিয়া অর্থ প্রকাশ করে, যথাক্রমে তাহার উদাহরণ, লিখিত হইল। ১ নিঃসঙ্গ। ২ নির্ম্মেঘ। ৩ নির্দ্দেশ। ৪ নিষ্ক্রান্ত। ৫ নির্বেশ। ৬ নিশ্চিত। ৭ নিষেধ। (মেদিনী)

"নির্নিশ্চয়ে ক্রান্তাদ্যর্থে বিশেষপ্রতিষেধয়োঃ।" (হেমচ°)

নিরংশ (ত্রি) নির্গতো অংশাৎ। ১ সূর্য্যভুজ্যমান রাশির প্রথম রাশির ত্রিংশাংশরূপ ভাগ, রাশির ভোগকালের প্রথম ও শেষ দিন, সংক্রান্তি। নির্গতো ভাগো যস্য। ২ ভাগরহিত।

"পতিতস্তৎসুতঃ ক্লীবঃ পঙ্গুশ্চোন্মত্তকো জড়ঃ।

অন্ধোঽচিকিৎস্যরোগাদ্যো ভর্ত্তব্যাস্তে নিরংশকাঃ॥" (যাজ্ঞ°)

পতিত, তৎপুত্র এবং ক্লীব প্রভৃতি নিরংশক, অর্থাৎ ভাগহীন, ইহাদিগকে সম্পত্তির ভাগ দিতে হয় না, কেবল প্রতিপালন করিতে হয়।

নিরক্ষ (ত্রি) নির্গতঃ অক্ষস্তদুন্নতিঃ যস্য। অক্ষোন্নতিশূন্যদেশ, নিরক্ষদেশ। পৃথিবীকে উত্তরার্দ্ধ ও দক্ষিণার্দ্ধ এই দুই ভাগ করিলে যে রেখা দ্বারা ভাগ করিতে হয়, তাহাকে বৃত্ত বলে, তাহার উপরস্থিত দেশ সকলকে নিরক্ষদেশ কহে। এই নিরক্ষদেশে দিবারাত্র সমান। পূর্ব্বদিকে ভদ্রাশ্ববর্ষে যমকোটি দেশ, দক্ষিণে ভারতবর্ষে লঙ্কা, পশ্চিমে কেতুমালবর্ষে রোমক ও উত্তরকুরুবর্ষে সিদ্ধপুরী। এই সকল নিরক্ষদেশস্থিত দেশে দিবারাত্র সমান। সূর্য্য এই সকল দেশের বিষুবরেখাস্থিত হইয়া গমন করেন, এই জন্য দিবারাত্র সমান হয়। (সূর্য্যসি°)*

নিরক্ষরেখা (স্ত্রী) নাড়ীমণ্ডল, নিরক্ষবৃত্ত। পৃথিবীর কোন এক স্থানের দূরত্ব।

নিরগ্নি (পুং) নির্গতোঽগ্নিস্তৎসাধ্যকার্য্যং যস্মাৎ। শ্রৌত ও স্মার্ত্ত অগ্নিসাধ্যকর্ম্মবর্জ্জিত ব্রাহ্মণ, যাহারা বেদবিহিত ও স্মৃত্যুক্ত অগ্নিকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন।

"একোদ্দিষ্টং সদা কুর্য্যাৎ নিরগ্নিঃ শ্রাদ্ধদঃ সুতঃ॥" (উশনাঃ)

নিরগ্নি ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধবিধির অনুষ্ঠান করিবেন। সাগ্নিক ব্রাহ্মণ যদি অগ্নি পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে পুত্রহত্যাতুল্য পাতক হইয়া থাকে। মনু অগ্নি-পরিত্যাগ উপপাতক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

নিরঙ্কুশ (ত্রি) নির্নাস্তি অঙ্কুশ ইব প্রতিবন্ধকো যস্য। ১ প্রতিবন্ধশূন্য, বাধাশূন্য। ২ অনিবার্য্য। ৩ স্বেচ্ছাচারী। "নিরঙ্কুশাঃ কবয়ঃ" (লোকপ্রসিদ্ধি)।

"কুবলয়দৃশাং বামঃ কামো নিকামো নিরঙ্কুশঃ।" (গীতগো°)

নিরঙ্গ (ত্রি) নির্গতং অঙ্গং যস্য। ১ অঙ্গহীন। (ক্লী) ২ রূপকালঙ্কারভেদ। রূপক অলঙ্কার তিনপ্রকার পরম্পরিত, সাঙ্গ ও নিরঙ্গ।

---

* "সমন্তাৎমেরুমধ্যাত্তু তুল্যভাগেষু তোয়ধেঃ।
দ্বীপেষু দিক্ষু পূর্ব্বাদি-নগর্য্যো দেবনির্ম্মিতাঃ॥
ভূবৃত্তপাদে পূর্ব্বস্যাং যমকোটীতি বিশ্রুতা।
ভদ্রাশ্ববর্ষে নগরী স্বর্ণপ্রাকারতোরণা॥
যাম্যায়াং ভারতে বর্ষে লঙ্কা তদ্বন্মহাপুরী।
পশ্চিমে কেতুমালাখ্যে রোমকাখ্যা প্রকীর্ত্তিতা।
উদক্‌সিদ্ধপুরীনাম্না কুরুবর্ষে প্রকীর্ত্তিতা॥
ভূবৃত্তপাদবিবরাস্তাশ্চান্যোন্যং প্রতিষ্ঠিতাঃ।
তাভ্যশ্চোত্তরগো মেরুস্তাবানেব সুরাশ্রয়ঃ॥
তাসামুপরিগো যাতি বিষুবস্থো দিবাকরঃ।
ন তাসু বিষুবচ্ছায়া নাক্ষস্যোন্নতিরিষ্যতে।
মেরুরুভয়তো মধ্যে ধ্রুবতারে নভঃস্থিতে।
নিরক্ষদেশসংস্থানামুভয়ে ক্ষিতিজাশ্রয়ে॥" (সূর্য্যসি°)

"তৎপরম্পরিতং সাঙ্গং নিরঙ্গমিতি চ ত্রিধা"

(সাহিত্যদ° ১০।৬৬৯) [রূপক দেখ।]

নিরঙ্গুল (ত্রি) নির্গতমঙ্গুলিভ্যঃ, অচ্ সমাসান্তঃ। অঙ্গুলি হইতে নির্গত।

নিরজিন (ক্লী) নির্গতমজিনাৎ। অজিন হইতে নির্গত।

নিরঞ্জন (ক্লী) শালাক্ষোপায়ের অভ্যাস রজ্জুর প্রথম ও ষষ্ঠভাগ।

"বিংশত্যরত্নিশালা" (কাত্যা° শ্রৌ° ৭।১।২৪)

'দশারত্নিরভ্যাসরজ্জুঃ তস্যাঃ প্রথমে ষষ্ঠে ভাগে' (কর্ক)

নিরঞ্জন (ত্রি) নির্গতং অঞ্জনং কজ্জলং তদিব সমলং অজ্ঞানং বা যস্মাৎ। ১ কজ্জলরহিতনেত্র, অঞ্জনশূন্য। ২ দোষরহিত। ৩ অজ্ঞানশূন্য, পরমাত্মা।

"তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনং পরমং সাম্যমুপৈতি।"

(মুণ্ডকোপনি°)

(পুং) ৪ যোগিবিশেষ।

"কানেরী পূজ্যপাদশ্চ নিত্যনাথো নিরঞ্জনঃ।"(হঠযোগদীপিকা ৭)

৫ মহাদেব। (হরিব° ভবিষ্যপ° ১৪।২)

নিরঞ্জনযতি, ভগবন্নাম-মাহাত্ম্যসংগ্রহ-রচয়িতা।

নিরঞ্জনা (স্ত্রী) নির্নাস্তি অঞ্জনমিব অন্ধকারো যত্র টাপ্। পূর্ণিমা।

নিরঞ্জনী, একটী উপাসকসম্প্রদায়। নিরানন্দস্বামী এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। তিনি নিরঞ্জন নিরাকার ঈশ্বরোপাসনা করিতেন বলিয়া তাঁহার প্রবর্ত্তিত শাখা নিরঞ্জনী নামে অভিহিত। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে এই সম্প্রদায়ের লোকেরা রামানন্দের মত অবলম্বন করিয়া সাকার উপাসক বৈষ্ণব উদাসী হইতেছে। ইহারা কৌপীন ধারণ, কণ্ঠীব্যবহার, লোহিতবর্ণের শ্রীযুক্ত তিলকধারণ ও অনেক বৈষ্ণবোচিত কার্য্যকলাপ করিয়া থাকে। মাড়বারপ্রদেশে ইহাদের অনেক ধর্ম্মমন্দির আছে। ইহারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীস্থ লোকের অন্ন গ্রহণ করে, এই জন্যই রামানন্দীরা বা সাধারণ ধনিষ্ঠ বৈরাগীরা ইহাদের হস্তে ভোজন করে না।

ইহাদের মন্দিরে সীতারামের মূর্ত্তি, শালগ্রামশিলা, গোমতীচক্র প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত থাকে।

নিরত (ত্রি) নি-রম-ক্ত। নিযুক্ত। দানরত্নাকরে—

"একাং শাখাং সকল্পাং বা ষড় ভিরঙ্গৈরধীত্য চ।

ষট্‌কর্ম্মনিরতোবিপ্রঃ শ্রোত্রিয়ো নাম ধর্ম্মবিৎ॥" (দেবল)

নিরতি (স্ত্রী) নিতরাং রতিঃ, নি-রম-ক্তিন্। অত্যন্ত রতি।

নিরতিশয় (পুং) নির্গতোঽতিশয়ো যস্মাৎ নিতরাং অতিশয়ো বা। অত্যন্তাতিশয়, স্বাপেক্ষদ্বারা অতিশয়শূন্য পরমেশ্বর, যাহা হইতে আর অতিশয় নাই।

"তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞবীজং।" (পাত° দ° ১।২৫)

পরমেশ্বরে নিরতিশয় জ্ঞান থাকায়, তিনি সর্ব্বজ্ঞ অর্থাৎ তাঁহাতে সর্ব্বজ্ঞতার অনুমাপক পরিপূর্ণজ্ঞানশক্তি বিদ্যমান আছে, অন্য আত্মায় তাহা নাই। তাহার স্বরূপ অন্যকে বুঝাইতে হইলে, অনুমানের সাহায্য লইতে হয়। সেই অনুমান প্রণালী এইরূপ যে, সকল আত্মাতেই কিছু না কিছু জ্ঞান আছে, সকল আত্মা অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান বুঝিতে পারে। কেহ বা অল্পজ্ঞ, আবার কেহ বা তদপেক্ষা অধিকজ্ঞ। অতএব যাহা হইতে অধিকজ্ঞ আর আত্মা নাই, যাহাতে জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা আছে, সেই পরমেশ্বরে সর্ব্বজ্ঞবীজ নিরতিশয় আছে। তদপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ নাই। (পাত° দ°)

নিরত্যয় (ত্রি) নির্গতোঽত্যয়ো যস্য। ১ অত্যয়শূন্য।

"নিরত্যয়ং সাম ন দানবর্জ্জিতং।" (কিরাত)

২ অত্যয়াভাব।

নিরধ্ব (ত্রি) নিষ্ক্রান্তোঽধ্বনঃ, প্রাদিসমাসে অচ্ সমাসান্তঃ। অধ্ব হইতে নিষ্ক্রান্ত, পথ হইতে নিষ্ক্রান্ত।

নিরনুনাসিক (ত্রি) নির্গতং অনুনাসিকং অনুনাসিকত্বং যস্য। অনুনাসিক ভিন্ন বর্ণভেদ। যে বর্ণে অনুনাসিকবর্ণ নাই।

"যলো দ্বিধায়ো নিরনুনাসিকঃ সানুনাসিকঃ।" (মুগ্ধবোধ)

নিরনুযোজ্যানুযোগ (পুং) ন্যায়সূত্রোক্ত নিগ্রহস্থান।

"অনিগ্রহস্থানে নিগ্রহস্থানাভিযোগঃ।" (ন্যায়সূত্র ৫।২।২৩)

বৃত্তিকারের মতে নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন।

'অবসরে যথার্থনিগ্রহস্থানোদ্ভাবনাতিরিক্তং যন্নিগ্রহস্থানোদ্ভাবনং তৎ।' (বৃত্তি ৫।৬৫)

নীলকণ্ঠের মতে 'নিগ্রহস্থানরহিতে নিগ্রহস্থানোদ্ভাবনম্।' (নীল)

ইহা চারিপ্রকার—ছল, জাতি, আভাস ও অনবসরগ্রহণ। (দিনকরী)

নিরনুরোধ (ত্রি) যে অনুরোধ মানে না, অপ্রীতিকর।

(অমরুশতক ৮৭)

নিরন্তর (ত্রি) নির্নাস্তি অন্তরং যস্মিন্ যস্মাদ্বা। ১ নিবিড়। (নির্গতমন্তরং যস্মাৎ প্রাদিবহু) ২ সন্তত, অবিচ্ছিন্ন সন্ততিযুক্ত। সন্ততি দুই প্রকার দৈশিকী ও কালিকী, তন্মধ্যে দৈশিক বিচ্ছেদশূন্য।

"ভূভর্ত্তুরায়তনিরন্তরসন্নিবিষ্টাঃ।" (মাঘ)

কালিক-বিচ্ছেদশূন্য, নিরবধি।

"কপিলানাং সবৎসানাং বর্ষমেকং নিরন্তরম্।" (বনপর্ব্ব ৯৭ অ°)

৩ অনবকাশ, অবকাশশূন্য।

"সজ্জনয়োঃ স্তনয়োরিব নিরন্তরং" (আর্য্যাসপ্তশতী ৪৩৮)

৪ ঘন। ৫ অপরিধান। ৬ অনন্তর্ধান, অন্তর্ধানশূন্য। ৭ অভেদ। ৮ তাদর্থ্যরহিত। ৯ অন্তর বা ছিদ্রহীন।

"নিরন্তরাধ্বন্তরবান্তবৃষ্টিষু।" (কুমার ৫।২৫)

১০ বিনা। ১১ অবধি। ১২ অনাত্মীয়। ১৩ অমধ্য।
১৪ অনন্তরাত্মা।

নিরন্তরাভ্যাস (পুং) নিরন্তরঃ সততোঽভ্যাসো যত্রঃ কর্ম্মধা। ১ স্বাধ্যায়। ২ সতত আবৃত্তি।

নিরন্তরাল (ত্রি) ১ অন্তরালশূন্য। ২ নিরন্তর অর্থ।

নিরন্ধস্ (ত্রি) নিরন্ন। 'নিরন্ধসাং নিরন্নানাং।' (স্বামী)
"নিরন্ধসাং কালমদভ্রমন্ধ্" (ভাগ° ৪।১০।৪০)

নিরন্ন (ত্রি) অন্নহীন, খাদ্যাভাব।
"প্রজা নিরন্নে ক্ষিতিপৃষ্ঠ এত্য
ক্ষুৎক্ষামদেহাঃ পতিমভ্যবোচন্।" (ভাগ° ৪।১০।৪০)

নিরন্বয় (ত্রি) নাস্তি অন্বয়ঃ সম্বন্ধো যত্র। ১ সম্বন্ধরহিত। ২ স্বামিসমক্ষতারূপ সম্বন্ধশূন্য স্তেয়ভেদ।
"স্যাৎ সাহসং ত্বন্বয়বৎ প্রসভং কর্ম্ম যৎ কৃতং।
নিরন্বয়ং ভবেৎ স্তেয়ং হৃত্বাপহ্নূয়তে চ যৎ॥" (মনু ৮।৩৩২)
'নিরন্বয়ং স্বামিপরোক্ষাপহৃতং স্তেয়ং।' (কুল্লূক)
৩ স্বামিসম্বন্ধশূন্য স্তেয়। ৪ নির্ব্বংশ।

নিরপ (ত্রি) জলহীন।

নিরপত্রপ (ত্রি) নির্গতা অপত্রপা লজ্জা যস্মেতি। ১ ধৃষ্ট। ২ নির্লজ্জ।
"ততো হসন্ স ভগবানসুরৈর্নিরপত্রপৈঃ।" (ভাগ° ৩।২০।২৪)

নিরপরাধ (ত্রি) ১ নির্দ্দোষিতা। (ত্রি) নাস্তি অপরাধো যস্য। ২ নির্দ্দোষ, নিষ্পাপ।
"জাতা নিরপরাধানাং জনানাং ব্যাপদীদৃশী।" (রাজত° ২।৩১)

নিরপবর্ত্ত (ত্রি) ১ যে অপবর্ত্তন করে না বা ফেরে না।
২ ভাজক-দ্বারা যাহা ভাগ করা যায়। (বীজগণিত)

নিরপবাদ (ত্রি) ১ অপবাদশূন্য। ২ নির্দ্দোষ।
"মমাপ্যেষ স্তোত্রে হর নিরপবাদঃ পরিকরঃ।" (মহিম্নস্তব)

নিরপায় (ত্রি) অপায়শূন্য, যাহার বিনাশ নাই। অনন্ত, অক্ষয়।
"কালাকাঙ্ক্ষী চরেল্লোকান্নিরপায় ইবাত্মবান্।" (ভারত শান্তি)

নিরপেক্ষ (ত্রি) নির্গতা অপেক্ষা যস্য প্রাদিবহু°। ১ অপেক্ষাশূন্য, নিজের স্বার্থের প্রতি যে চাহে না, স্বার্থশূন্য। যে অন্যের অপেক্ষা রাখে না। স্বাধীন।
কলত্রনিরপেক্ষৈশ্চ চেষ্টিতৈরস্য দারুণৈঃ।" (রামা° ৬।৯৯।৪২)
৩ আশাশূন্য। ৪ অশক্তবিষয়ক।
"সাপেক্ষনিরপেক্ষাণি শ্রুতিবাক্যানি কোবিদৈঃ।" (জ্যোতি°)
(স্ত্রী) ৫ অনাদর, অবহেলা।

নিরপেক্ষা (স্ত্রী) নিরপেক্ষ স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ অবজ্ঞা। ২ নিরাশা।
"তপোধর্ম্মাভিরামেণ রাজ্যে চ নিরপেক্ষয়া।" (রামা° ২।১১২।৫)

নিরপেক্ষিত (ত্রি) অনাদৃত।
"অহো জীবতি কথমাত্মনিরপেক্ষিতং।" (প্রবোধচন্দ্রো°)

নিরপেক্ষিন্ (ত্রি) ১ কোন বিষয়ে যাহার অপেক্ষা বা আশা নাই। ২ সর্ব্ববিষয়ে অনাদরকারী।

নিরভিভব (ত্রি (১ অভিভবশূন্য, অপরাজেয়। অপমানিত বা নিম্ন হইবার নহে।

নিরভিমান (ত্রি) নাস্তি অভিমানং যস্য। ১ অভিমানশূন্য।
"ব্রহ্মাত্মানুভবোঽপি নিরভিমান এবাবনি মণ্ডপং।"
(ভাগ° ৫।১৫।১৭)

নিরভিলাষ (ত্রি) অভিলাষরহিত।

নিরভিমান (ত্রি) নিরভিমান, অভিমানশূন্য। (মার্কপু° ২৮।১৭)

নিরভ্র (ত্রি) ১ অভ্র বা মেঘশূন্য। (অব্য) ২ মেঘশূন্য আকাশে। (শাকু°)

নিরমণ (ক্লী) নিয়তং রমণং। ১ নিয়তরতি, অত্যন্ত অনুরাগ। (নিরুক্ত ১। ৭)
নি-রম আধারে ল্যুট্, নিয়তং রমত্যস্মিন্। ২ নিয়ত রাগাধার। "অশ্বশতং নিবষ্টং নিরমণম্।" (শত° ব্রা° ১৩।৪।২।৫)

নিরমর্ষ (ত্রি) ১ অমর্ষশূন্য, ধীর। ২ তেজোহীন।

নির-মসোর, ঔষধবিশেষ। আফিমের বিনাশক। এই ঔষধ পঞ্জাব হইতে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন নগরের মহামেলায় প্রেরিত হয়।

নিরমিত্র (ত্রি) নির্গতোঽমিত্রো যস্য। ১ শত্রুরহিত।
(পুং) ২ ৪র্থ পাণ্ডব নকুলের পুত্র। (ভার° আদি ৪৫)
৩ ত্রিগর্ত্তরাজের এক পুত্র। ইনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে নিহত হন। (দ্রোণপর্ব্ব ১৫৭অ°)
বার্হদ্রথবংশীয় ভবিষ্যনৃপভেদ, অযুতায়ুঃ পুত্র। (ভাগ° ৯।২২।৩০) ৫ দণ্ডপাণির এক পুত্র। ৬ একজন ঋষি, শিবের পুত্র বলিয়া খ্যাত। ব্রহ্মাণ্ডপু°)

নিরম্বর (ত্রি) অম্বর বা বস্ত্রশূন্য, দিগম্বর।

নিরম্বু (ত্রি) ১ জলহীন। ২ নিষিদ্ধজল, ত্যক্তোদক।
'নিরম্বু নিষিদ্ধমম্বু যেন সঃ ত্যক্তোদকঃ।' (স্বামী)
"নিরম্বুর্ধারয়েৎ প্রাণান্ কো বৈ দিব্যসমাঃ শতম্॥"
(ভাগ° ৭।৩।১৯)

নিরয় (পুং) নির্গতঃ অয়োগমনং যত্র নির্-ই আধারে অচ্। নরক।

নিরয়ণ (ক্লী) নির-অয় ভাবে ল্যুট্। ১ নির্গমন। করণে ল্যুট্। ২ নির্গমনোপায়। "পশ্চাৎ নিরয়ণং কৃতম্" (ঋক্ ১০।১৩০।৬)
'নিরয়ণং নির্গমনোপায়ং' (সায়ণ)

নিরর্গল (ত্রি) নির্নাস্তি অর্গলমিব প্রতিবন্ধকো যত্র। অনর্গল, অবাধ, প্রতিবন্ধকশূন্য।

"নিরর্গলান্ সর্ব্বমেধান্ পুত্রবৎ পালয়ন্ প্রজাঃ।" (ভারত ৭।৯.৭১)

নিরর্থ (পুং) নির্গতোঽর্থো যস্মাৎ। ১ অর্থশূন্য। ২ নিষ্ফল। ৩ অভিধেয়শূন্য।

নিরর্থক (ত্রি) নির্গতোঽর্থো যস্য প্রাদিবহু বা কপ্। ১ নিষ্ফল, মোঘ।

"ইথং জন্ম নিরর্থকং ক্ষিতিতলেঽরণ্যে যথা মালতী।"(সাহিত্যদ°)

২ অভিধেয়শূন্য। ৩ কাব্যদোষভেদ।

"নিরর্থকন্তুহীত্যাদি পূরণৈকপ্রয়োজনম্।" (চন্দ্রালো°)

৪ ন্যায়শাস্ত্রোক্ত নিগ্রহস্থানভেদ। "বর্ণক্রমনির্দ্দেশবন্নিরর্থকম্।" বৃত্তিকারের মতে অবাচক পদপ্রয়োগকে নিরর্থক বলা যায়।

'নিরর্থকং নিগ্রহস্থানমবাচকপদপ্রয়োগ ইতি ফলিতার্থঃ।"

(বিশ্বনাথ)

নিরর্থতা (স্ত্রী) নিরর্থস্য ভাবঃ নিরর্থ-তল্-টাপ্ অর্থশূন্যতা।

নিরর্ব্বুদ (ক্লী) নরকভেদ।

নিরব (পুং) নি-রু ভাবে অপ্। (ঋদোরপ্। পা ৩।৩।৫৭) ১ নীরব, রবাভাব। নি-রু-অপ্। ২ নিষ্পন্ন। ৩ অপালন। ৪ নির্গতরক্ষক।

"নভোজুবো যন্নিরবস্য রাদ" (ঋক্ ১।১২২।১১)

'নিরবস্য নির্গতরক্ষকস্য' (সায়ণ)

নিরবকাশ (ত্রি) নির্গতোঽবকাশো যস্য। ১ অবকাশশূন্য, যাহার অবকাশ নাই। ২ অনন্তর কালান্তরকর্ত্তব্যতাক কার্য্য।

নিরবগ্রহ (পুং) নির্গতোঽবগ্রহঃ প্রতিবন্ধো যস্মাৎ। ১ স্বতন্ত্র, স্বচ্ছন্দ। ২ অন্যেচ্ছানধীনপ্রবৃত্ত যুদ্ধ, অপরের ইচ্ছার অধীন নহে, এইরূপ যুদ্ধ।

"কেচিৎ ক্রোধসমাবিষ্টা মদান্ধা নিরবগ্রহাঃ।" (ভারত ৬।৯ অ°)

৩ বৃষ্টিপ্রতিবন্ধশূন্য।

নিরবচ্ছিন্ন (ত্রি) ১ অনবচ্ছিন্ন, নিরন্তর। ২ বিশুদ্ধ, নির্ম্মল। ৩ শুদ্ধ, কেবল।

নিরবদ্য (ত্রি) নির্গতং অবদ্যং দোষঃ, অজ্ঞানং রাগদ্বেষাদি বা যস্য। ১ নির্দ্দোষ, উৎকৃষ্ট।

"নিরবদ্যবিদ্যোদ্দ্যোতেন দ্যোতিতঃ" (দায়ভাগ)

২ অজ্ঞানশূন্য, রাগাদিশূন্য পরমাত্মা।

"নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনং।" (শ্বেতা° উ°)

স্ত্রিয়াং টাপ্। ৩ গায়ত্রীভেদ। (দেবীভাগ° ১২।৬ ৮৪)

নিরবদ্যপুণ্যবল্লভ প্রাচীন কনেরকি শিলালিপিরচয়িতা। ইনি একজন প্রধান অমাত্য। যুদ্ধ ও সন্ধির ভার ইহার উপর অর্পিত হইয়াছিল।

নিরবধি (ত্রি) নির্নাস্তি অবধির্যস্য। ১ নিরন্তর,সতত। ২ যাহার অবধি নাই, অসীম।

নিরবয়ব (ত্রি) নির্গতোঽবয়বো যস্য। ১ অবয়বশূন্য, আকারহীন। ন্যায়মতে পরমাণু ও আকাশাদি। ২ সর্ব্বথা অবয়বশূন্য ব্রহ্ম। "নাশকারণাভাবেন নিরবয়বদ্রব্যাণাং নাশাভাবঃ"

(সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য)

নিরবরোধ (ত্রি) নির্নাস্তি অবরোধো যস্য। অবরোধরহিত, প্রতিবন্ধরহিত।

"তত্রাপি নিরবরোধঃ স্বৈরেণ বিহরন্নিতি" (ভাগ° ৫।১৫।৩১)

'নিরবরোধঃ প্রতিবন্ধরহিতঃ' (শ্রীধরস্বামী)

নিরবলম্ব (ত্রি) নির্নাস্তি অবলম্বো যস্য। অবলম্বনশূন্য, যাহার কোন অবলম্বন নাই, যাহার আশ্রয় বা সহায় নাই।

"সন্ততিচ্ছেদনিরালম্বানাং কুলানাং" (শকুন্তলা)

নিরবলম্বন (ত্রি) নির্নাস্তি অবলম্বনং যস্য। নিরাশ্রয়, অসহায়।

নিরবশেষ (ত্রি) নির্গতোঽবশেষো যস্য। অবশেষশূন্য, সমগ্র।

"যাবৎ নিরবশেষং ভবতি তাবৎ দাহয়িত্বা।' (আশ্ব°শ্রৌ° ৩।১১।৫)

নিরবশেষিত (ত্রি) নিঃশেষিত, যাহার কিছুই অবশিষ্ট নাই।

নিরবসাদ (ত্রি) নির্নাস্তি অবসাদো যস্য। অবসাদশূন্য,খেদহীন।

নিরবসিত (ত্রি) নির্-অব-সো-ক্ত। ১ যাহারা ভোজন করিলে পাত্রসংস্কার করিলেও বিশুদ্ধ হয় না। ২ পাত্রবহিষ্কৃত, চাণ্ডালাদি।

নিরবস্কৃত (ত্রি) ধৌত, পরিষ্কৃত।

নিরবস্তার (ত্রি) নির্নাস্তি অবস্তারঃ আস্তরণং যত্র। আস্তরণহীন।

"নরনাথ ন জানীমস্তৎপ্রিয়া যদ্যবসাতি।

ভূতলে নিরবস্তারে শয়ানাং পশ্য শত্রুহন্॥" (ভাগ° ৩। ২৬।১৭)

'নিরবস্তারে আস্তরণহীনে' (স্বামী)

নিরবহালিকা (স্ত্রী) নির্-অব-হল-ণ্বুল্ টাপি অত ইত্বং। প্রাচীর। (শব্দমালা)

নিরবিন্দ (ক্লী) পর্ব্বতরূপতীর্থভেদ।

"অশ্বপৃষ্ঠে গয়ায়াঞ্চ নিরবিন্দে চ পর্ব্বতে॥" (ভারতঅনু° ২৫অ°)

নিরশন (ক্লী) নির্-অশ-ল্যুট্, অশনস্য অভাবঃ, অব্যয়ীভাবঃ। অনশন, ভক্ষণাভাব। (ত্রি) নির্গতং অশনং ভোজনাদিকং যস্মাৎ। ভোজনরহিত।

নিরষ্ট (ত্রি) অশূ-ব্যাপ্তৌ ক্ত, ছান্দসত্বাৎ যত্বম্। নিরাকৃত।

"বৃষায়ুধো ন বধ্রয়ো নিরষ্টাঃ" (ঋক্ ১।৩৩।৬)

'নিরষ্টাস্তেন ইন্দ্রেণ নিরাকৃতাঃ' (সায়ণ)

(পুং) নির্গতানি অষ্টৌ বয়োব্যঞ্জনানি যস্মাৎ ডট্ সমাসান্তঃ। চতুর্বিংশতিবর্ষীয় অশ্ব।

"অশ্বশতঃ নিরষ্টং নিরস্যনং" (শত° ব্রা° ১৩।৪।২।৫)

'অশ্বস্য দন্তগতানি বয়োব্যঞ্জনানি ভবন্তি যেবৈকং ত্রীণি ত্রীণি বর্ষাণি অনুবর্ত্ততে তান্যষ্টৌ ব্যঞ্জনানি নির্গতান্যস্মাদিতি নিরষ্টং চতুর্বিংশতিবর্ষীয়ম্ (ভাষ্য)

নিরস (ত্রি) নিবৃত্তো রসো যস্মাৎ। নীরস, রসহীন। (পুং) রসস্য অভাবঃ। রসাভাব। স্ত্রিয়াং টাপ্।

নিরসন (ক্লী) নিরসাতে ক্ষিপ্যতে ইতি নির-অস-ল্যুট্ ১ প্রত্যাখ্যান, নিরাকরণ।

"স পিতুর্বিক্রিয়াং দৃষ্ট্বা রাজন্নিরসনঞ্চ তং।
নিয়তো বর্ত্তয়ামাস প্রজাহিতচিকীর্ষয়া॥" (ভারত ১৪।৪।১০)

২ বধ। ৩ নিষ্ঠীবন। ৪ প্রতিক্ষেপ।

'নিরসনং নিরাসে স্যাৎ বধে নিষ্ঠীবনেঽপি চ।' (বিশ্ব)

নিরসা (স্ত্রী) নিরস-টাপ্। নিঃশ্রেণিকাতৃণ। (রাজনি°)

নিরসনীয় (ত্রি) নির্-অস্-অনীয়র্। ১ নিবর্ত্তনীয়, নিবারণীয়। যাহা নিরাস করা উচিত। ২ বহিষ্করণীয়।

নিরস্ত (ত্রি) নির্-অস্-ক্ত। ১ প্রহিতবাণ, ত্যক্তশর। ২ ত্বরিতোদিত। ৩ শীঘ্রোচ্চারিত বাক্য। ৪ নিরাকরণবিশিষ্ট, পর্য্যায়—প্রত্যাদিষ্ট, প্রত্যাখ্যাত, নিরাকৃত, বিকৃত, বিপ্রকৃত, প্রতিক্ষিপ্ত, অপবিদ্ধ। (হেম) ৫ নিষ্ঠ্যুত। ৬ প্রেষিত। ৭ প্রতিহত।

'নিরস্তস্ত্রিষু নিষ্ঠ্যুতে প্রেষিতে যো দ্রুতোদিতে। সন্ত্যক্তে চ প্রতিহতে' (মেদিনী) ৮ সন্ত্যক্ত, বর্জ্জিত।

"যত্র বিদ্বজ্জনো নাস্তি শ্লাঘ্যস্তত্রাল্পধীরপি।
নিরস্তে পাদপে দেশে এরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে॥"(হিতোপদেশ ১।৪৮)

ভাবে ক্ত। ৮ নিষ্ঠীবন। ৯ বিদারণ। ১০ ক্ষেপণ।

নিরস্ত্র (ত্রি) নির্নাস্তি অস্ত্রং যস্য। অস্ত্রশূন্য, যাহার অস্ত্র নাই, অস্ত্রহীন।

নিরস্থি (ক্লী) নির্গতং অস্থি যস্মাৎ। দূরীকৃতাস্থিক মাংস, অস্থিহীন মাংস, যে মাংসের অস্থি পৃথক্ করা হইয়াছে।

"মাংসং নিরস্থি সুস্বিন্নং পুনর্দৃষদি চূর্ণিতম্।" (সুশ্রুত)

নিরস্য (ত্রি) ১ নিরসনীয়, পরিহরণীয়। ২ খণ্ডনীয়।

"সম্বন্ধনং প্রধানানাং নিরস্যানাঞ্চ নির্হৃতিঃ।" (কাম° ১৩।৫৫)

নিরস্যমান] ত্রি) ১ খণ্ডমান, দূরীক্রিয়মাণ। ২ চাপা।

নিরহঙ্কার (ত্রি) নির্গতোঽহঙ্কারো যস্য। অভিমানশূন্য, দেহ ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি 'অহং' আমি এই প্রকার অভিমানবর্জ্জিত। অভিমানরহিত। যাহার দেহাদিতে আত্মাভিমান নাই, আত্মাভিমানবর্জ্জিত। ২ ধনবিদ্যাবত্বাদি নিমিত্ত আত্মোৎকর্ষ সম্ভাবনাহীন, অহঙ্কাররহিত, নিরভিমান।

নিরহংকৃত (ত্রি) অভিমানশূন্য।

"এবং যোনিগতো জীবঃ স নিত্যো নিরহঙ্কৃতঃ।" (ভাগ° ৬।১৬।৮)

নিরহংকৃতি (স্ত্রী) নিরহঙ্কার।

নিরহংক্রিয় (ত্রি) নষ্টাহঙ্কার।

"লীনেষসতি যস্তত্র বিনিদ্রো নিরহংক্রিয়ঃ।" (ভাগ° ৩।২৭।১৩)

নিরহম্ (ত্রি) নির্গতমহমিতি বুদ্ধির্যস্য। অহঙ্কারশূন্য।

"হ্যনামরূপং নিরহং প্রপন্নে।" (ভাগবত ৫।১৯।৫)

নিরহংমতি (ত্রি) নিরহঙ্কার।

"নাসজ্জতেন্দ্রিয়ার্থেষু নিরহংমতিরর্কবৎ।" (ভাগ° ৪।২২।৫২)

নিরহ্ন (পুং) নির্গতমহ্নঃ টচ্ সমা°। ১ নির্গত দিন। (ত্রি) ২ দিন হইতে নির্গত।

নিরাক (পুং) নির্-অক বক্রগতৌ ভাবে ঘঞ্। ১ পাক। ২ স্বেদ। কর্ম্মণি ঘঞ্। ৩ অসৎকর্ম্মফল।

নিরাকরণ (ক্লী) নির্-আ-কৃ ভাবে ল্যুট্। ১ নিবারণ। ২ খণ্ডন। ৩ প্রত্যাখ্যান, দূরীকরণ। ৪ মীমাংসা, সিদ্ধান্ত। ৫ অবধারণ, নির্ণয়।

"দুর্গেশ্চৌরসাহসিকাদিকণ্টকনিরাকরণে প্রকৃষ্টযত্নং সদা কুর্য্যাৎ" (মনু ৯।২৫২ কুল্লূক)

নিরাকরিষ্ণু (ত্রি) নিরাকরোতি তচ্ছীলঃ নির্-আ-কৃ-ইষ্ণুচ্। (অলংকৃঞি বা কৃঞিতি। পা ৩।২।১৩৬) নিরাকরণশীল। পর্য্যায়—ক্ষিপ্নু।

'নিরাকরিষ্ণুর্বর্ত্তিষ্ণুর্বর্দ্ধিষ্ণুঃ পরিতোরণম্।" (ভট্টি ৫।১)

দূরীকরণসমর্থ, প্রত্যাখ্যানকারী।

নিরাকরিষ্ণুতা (স্ত্রী) নিরাকরিষ্ণু ভাবে তল্-টাপ্। নিরাকরণশীলের কার্য্য বা ভাব।

"দুর্মেধস্ত্বং মন্দতা চ স্বপ্নে মৈথুননিন্দতা।
নিরাকরিষ্ণুতা চৈব বিজ্ঞেয়াঃ পাশবা গুণাঃ॥" (সুশ্রুত)

নিরাকাঙ্ক্ষ (ত্রি) নির্নাস্তি আকাঙ্ক্ষা যস্য। আকাঙ্ক্ষাশূন্য। নিস্পৃহ, স্পৃহাহীন।

নিরাকাঙ্ক্ষা (স্ত্রী) আকাঙ্ক্ষাশূন্যতা, নিস্পৃহতা, স্পৃহাশূন্যতা।

নিরাকাঙ্ক্ষিন্ (ত্রি) নিরাকাঙ্ক্ষ অস্ত্যর্থে ইনি। নিরাকাঙ্ক্ষাযুক্ত।

নিরাকার (পুং) নির্গত আকারো দেহাদিদৃশ্যস্বরূপং যস্মাৎ। পরমেশ্বর, ব্রহ্ম।

"সাকারঞ্চ নিরাকারং সগুণং নির্গুণং প্রভুম্।
সর্ব্বাধারঞ্চ সর্ব্বঞ্চ স্বেচ্ছারূপং নমাম্যহম্॥
তেজঃস্বরূপো ভগবান্ নিরাকারো নিরাশ্রয়ঃ।
নির্লিপ্তো নির্গুণঃ সাক্ষী স্বাত্মারামপরাৎপরঃ॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° গণপতিখ° ৩২ অ°)

পরব্রহ্ম নিরাকার, বস্তুতঃ তাহার কোন আকার নাই। ব্রহ্মবিষয়ক কোন তত্ত্বের আলোচনা করা বিড়ম্বনা মাত্র, যেহেতু শ্রুতি বলিয়াছেন—

"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।" (শ্রুতি)

যে স্থলে যাইতে না পারিয়া মনের সহিত বাক্য প্রত্যাবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

এই বিষয় বেদান্তে এইরূপ লিখিত আছে, নিরাকার ও

সাকারবোধক দুই প্রকার শ্রুতি দেখিতে পাওয়া যায়। যখন শ্রুতিতে দুই প্রকারই পাওয়া যায়, তখন ব্রহ্ম নিরাকার বা সাকার ইহার মধ্যে কোন্ রূপ স্থির করিতে হইবে? এইরূপ আপত্তিতে ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, ব্রহ্ম রূপাদিরহিত নিরাকার, ইহাই স্থির করা কর্ত্তব্য। রূপাদিমৎ অর্থাৎ সাকার স্থির করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ এই যে, ব্রহ্মপ্রতিপাদক সেই সেই বাক্যসমূহ নিরাকার ব্রহ্মই প্রতিপাদন করিয়াছে, তিনি স্থূল, সূক্ষ্ম, হ্রস্ব বা দীর্ঘ নহেন, অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ ও অব্যয়। তিনি আকাশ, নাম এবং রূপের নির্ব্বাহক, নাম ও রূপ যাহার অন্তরে তিনিই ব্রহ্ম। তিনি দিব্য, মূর্ত্তিহীন, পুরুষ অর্থাৎ পূর্ণ, সুতরাং বাহিরে ও অন্তরে বিরাজমান, অজ—জন্মরহিত। তিনি অপূর্ব্ব, অনপর, অনন্তর ও অবাহ্য। এই আত্মাই ব্রহ্ম ও সকলের অনুভূতিস্বরূপ। এই সকল বাক্য মুখ্যরূপে নিষ্প্রপঞ্চ ব্রহ্মাত্মভাব বোধ করায়, ঐ সকল শ্রুতিতে শব্দানুযায়ী নিরাকার ব্রহ্মপ্রধান এবং সাকার ব্রহ্মবোধক বাক্যরাশি উপাসনাবিধিপ্রধান বলিয়া অবধারিত হয়। আরও সাকারনিরাকার, এই দ্বিবিধ ব্রহ্মবোধক শ্রুতি থাকিলেও, নিরাকার শ্রুতিতে নিরাকার ব্রহ্মের অবধারণ এবং সাকারবোধক শ্রুত্যর্থের প্রত্যুত্তরে লিখিত হইয়াছে, যেরূপ সূর্য্যসম্বন্ধীয় বা চন্দ্রসম্বন্ধীয় আলোক আকাশ ব্যাপিয়া অবস্থান করিলেও তাহা ঋজু ও বক্রাদিভাব প্রাপ্ত অঙ্গুলি প্রভৃতি উপাধির সংসর্গে ঋজু ও বক্রাদিভাব প্রাপ্তের ন্যায় হয়, সেইরূপ ব্রহ্মও পৃথিব্যাদি উপাধিসংসর্গে পৃথিব্যাদির আকার প্রাপ্তের ন্যায় হন। অতএব উপাসনার উদ্দেশ্যে পৃথিব্যাদি উপাধি অবলম্বনপূর্ব্বক ব্রহ্মের যে আকারবিশেষ উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা ব্যর্থ বা বিরুদ্ধ নহে। বেদবাক্যের কতক সার্থক, আর কতক নিরর্থক, তাহা নহে, বেদবাক্য সকলই প্রমাণরূপে গণ্য।

উপাধিযোগে পরব্রহ্মের উভয় চিহ্ন—সাকার ও নিরাকার এই দ্বৈরূপ্য অসম্ভব, পৃথিব্যাদি উপাধিসংসর্গে ব্রহ্ম তদাকার প্রাপ্তের ন্যায় হন, ইহা বিরুদ্ধবৎ হইলেও বাস্তবিকপক্ষে বিরুদ্ধ নহে। কেন না, যাহা উপাধিসমূহের নিমিত্ত, তাহা বস্তুর ধর্ম্ম নহে। তাহা অবিদ্যাকৃত, উপাধিমাত্রই অবিদ্যাকর্ত্তৃক উপস্থাপিত। স্বাভাবিকী অবিদ্যা থাকাতেই লৌকিকব্যবহার ও শাস্ত্রীয়ব্যবহার অবতরিত হইয়াছে।

শ্রুতিতেও লিখিত আছে, ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ, একাকার ও কেবলচৈতন্য। যেরূপ লবণপিণ্ড অনন্তর, অবাহ্য, সম্পূর্ণ ও রসঘন, তদ্রূপ এই আত্মা অনন্তর, অবাহ্য, পূর্ণ ও চৈতন্যঘন অর্থাৎ কেবলচৈতন্য। ইহাতে এইরূপ বলা হইল যে, আত্মার অন্তর বাহির নাই, চৈতন্য ভিন্ন অন্য রূপ বা আকার নাই, তিনি নিরাকার, নিরবচ্ছিন্ন, চৈতন্যই তাঁহার সার্ব্বকালিকরূপ। যেরূপ লবণপিণ্ডের অন্তরে ও বাহিরে লবণরস, অন্য কোন রসান্তর নাই, তদ্রূপ আত্মাও অন্তরে ও বাহিরে চৈতন্যরূপী, তাহাতে চৈতন্য ভিন্ন আর কোন রূপ নাই।

স্মৃত্যন্তরে বিশ্বরূপধর নারায়ণ নারদকে বলিয়াছিলেন, তুমি যে আমাকে দিব্য গন্ধাদিযুক্ত অর্থাৎ মূর্ত্তিবিশিষ্ট দেখিতেছ, ইহা মায়া। ইহা আমারই সৃষ্ট, এরূপ মায়িকরূপধারী না হইলে, আমাকে জানিতে পারিতে না।

"তথা বিশ্বরূপধরো নারায়ণো নারদমুবাচেতি স্মর্য্যতে—
"মায়া হ্যেষা ময়া সৃষ্টা যন্মাং পশ্যসি নারদ।
সর্ব্বভূতগুণৈর্যুক্তং নৈবং মাং দ্রষ্টুমর্হসি।"

(বেদান্তভাষ্য ৩।২।১৭ সূত্র)

ব্রহ্মের দুইটী রূপ, মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত পরমার্থকল্পে তিনি অরূপ। পরন্তু উপাধি অনুসারে তাঁহার আরোপিতরূপ মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত, মূর্ত্ত অর্থাৎ মূর্ত্তিমৎ, স্থূল; অমূর্ত্ত তদ্রহিত সূক্ষ্ম। পৃথিবী, জল ও তেজ এই ভূতত্রয় ব্রহ্মের মূর্ত্তরূপ এবং বায়ু ও আকাশদ্বয় অমূর্ত্তরূপ। মূর্ত্তরূপটী মর্ত্ত্য মরণশীল। অমূর্ত্তরূপ অবিনাশী। (বেদান্তদ° ৩।২ পা°) [বিশেষ বিবরণ ব্রহ্ম দেখ।]

৩ নির্গতাহ্বান।

"নিরাকারা নিরানন্দা দীনা প্রতিহতস্বনা।"

(রামা° অযো° ১১৩ স°)

নিরাকাশ (ত্রি) নির্নাস্তি আকাশং যত্র। অবকাশশূন্য, পূর্ণ।

"কৃত্বাকাশং নিরাকাশং যন্ত্রোৎক্ষিপ্তোপলা ইব।"

(রামা° ৪।৬৫।২৯)

নিরাকুল (ত্রি) নিতরাং আকুলঃ। অত্যন্ত আকুল।

"অলিকুলসঙ্কুলকুসুমসমূহনিরাকুলবকুলকলাপে।"

(গীতগোবিন্দ ১।২৪)

২ আকুল নয়, অব্যাকুল, শোকাদিতে যিনি অস্থির হন না।

নিরাকৃত (ত্রি) নির্-আ-কৃ-ক্ত। ১ প্রত্যাখ্যাত, দূরীকৃত। ২ নিরস্ত, খণ্ডিত। ৩ নিবারিত। ৪ নির্ণীত, অবধারিত। ৫ মীমাংসিত।

নিরাকৃতি (স্ত্রী) নির্-আ-কৃ-ক্তিন্। ১ প্রত্যাদেশ, নিরাকরণ, নিবারণ। নির্গতা আকৃতির্যস্মাদিতি। (ত্রি) ২ অনাকার, নিরাকার।

"যোঽসৌ বিষ্ণুরগাধাত্মা পরমাত্মনিরাকৃতিঃ।" (হরিব° ২১৮ অ°)

৩ অস্বাধ্যায়। স্বাধ্যায়হীন; বেদপাঠরহিত। (মেদিনী)

(পুং) ৪ পঞ্চ মহাযজ্ঞানুষ্ঠানরহিত।

"যজ্ঞো চ পশুপালশ্চ পরিবেত্তা নিরাকৃতিঃ।" (মনু ৩।১৫৪)

'নিরাকৃতিঃ পঞ্চমহাযজ্ঞানুষ্ঠানরহিতঃ তথা চ ছন্দোগ-পরিশিষ্টম্—

"নিরাকর্ত্তামরাদীনাং সবিজ্ঞেয়ো নিরাকৃতিঃ।" (কুল্লূক)

৫ রোহিতমনুপুত্র। (হরিব° ৭।৬৩)

নিরাকৃতিন্ (ত্রি) নিরাকৃতমনেন নিরাকৃত-ইনি (ইষ্টাদিভ্যশ্চ। পা° ৫।২।৮৮) নিরাকরণকর্ত্তা।

"অলোলুপোঽব্যথোদ্দান্তো ন কৃতী ন নিরাকৃতী।"
(ভারত শা° ২৩৬ অ°)

নিরাক্রন্দ (ত্রি) নির্নাস্তি আক্রন্দঃ যস্য। ১ অভিযোগশূন্য। ২ স্থানবিশেষ, যেখানে কোন শব্দ শ্রুত হয় না।

নিরাক্রিয়া (স্ত্রী) ১ বহিষ্করণ। ২ অস্বীকার। ৩ প্রতিবন্ধ।

নিরাখাল সাতারা জেলাস্থ একটী কৃত্রিম নদী। নীরা নদীর বামপার্শ্বস্থ উপত্যকা ও ভীমা নদীর উপত্যকার কিয়দংশ সিক্ত করিবার নিমিত্ত নিরাখাল কাটা হয়। নিকটবর্ত্তী যে সমস্ত নগরে ও গ্রামে জলকষ্ট ছিল, তথায় জলকষ্ট নিবারণের জন্য গবর্মেণ্ট এই সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন। প্রায় আট-লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই খাল কাটা হয়। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে অনাবৃষ্টি-বশতঃ পুণায় দুর্ভিক্ষ হইলে, প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারিগণ সমবেত হইয়া খালখননের উপায় উদ্ভাবন করিলেন। ভীমা ও নীরা নদীর মধ্যে ইন্দাপুর উপযুক্তস্থান নির্ণীত হইল। সেই স্থানেই খালখনন করা কর্ত্তব্য বলিয়া সকলে সিদ্ধান্ত করি-লেন। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে দুর্ভিক্ষনিপীড়িত লোকদিগকে অন্ন-কষ্ট হইতে মুক্ত করিবার নিমিত্ত হোয়াইটিং সাহেব তাহা-দিগকে খননকার্য্যে নিযুক্ত করিতে লাগিলেন। নীরা নদীর বামপার্শ্ব দিয়া বরাবর নিরাখাল গিয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য ১০৩ মাইল। এই খাল, পুরন্দর, ভীমঠাড়ী এবং ইন্দাপুর মহকুমার ৯০ খানি গ্রামের মধ্য দিয়া প্রায় ২৮,০০,০০ একার জমি উর্ব্বরা করিতেছে। জুন মাসের মধ্য হইতে অক্টোবরের মধ্যকাল পর্য্যন্ত নীরা নদীর সমস্ত জল নিরাখাল দিয়া অপসৃত হইতে পারে না। ডিসেম্বরের শেষভাগ পর্য্যন্তও নীরাতে যথেষ্ট জল থাকে। কিন্তু গ্রীষ্মের সময়ে নীরার জলে কুলায় না; এই নিমিত্ত বর্ষাকালে জলসঞ্চয় করিয়া রাখা আবশ্যক হয়। এই অভিপ্রায়ে, বেলবন্দীর নিকটে এক চৌবাচ্চা করিয়া রাখা হইয়াছে, ইহার দৈর্ঘ্য ১৯ মাইল; এবং ক্ষেত্রফল ৭$\frac{1}{2}$ বর্গমাইল অর্থাৎ ফাইফহ্রদের ক্ষেত্রফল হইতে ২ বর্গ মাইল বেশী।

অনেক স্থলে পাহাড়ের জন্য নিরাখালের গতি বক্র হইয়া গিয়াছে। কোড়ালে, মালিগাঁও এবং নিমগাঁও প্রভৃতি স্থানে পাহাড় কাটিয়া সরলপথ করা হইয়াছে।

নিরাগ (ত্রি) রাগশূন্য, রাগহীন।

নিরাগম (ত্রি) আগমহীন।

নিরাগস্ (ত্রি) নির্নাস্তি আগঃ যস্য। নিষ্পাপ, পাপশূন্য।

"অহো ময়া নীচমনার্য্যবৎ কৃতং
নিরাগসি ব্রহ্মণি গূঢ়তেজসি॥" (ভাগ° ১।১৯।১)

নিরাগ্রহ (ত্রি) আগ্রহহীন।

নিরাজীব্য (ত্রি) নির্নাস্তি আজীব্য যস্য। যাহার জীবিকো-পায় নাই।

নিরাড়ম্বর (ত্রি) আড়ম্বরশূন্য, আড়ম্বরহীন।

নিরাচার (ত্রি) নির্নবিদ্যতে আচারো যস্য। অনাচার, আচারশূন্য।

নিরাতঙ্ক (ত্রি) নির্গতা আতঙ্কা যস্য, যস্মাদ্বা। ১ ভয়শূন্য। ২ রোগরহিত। (রাজনি°)

"পুরুষায়ুষজীবিন্যো নিরতঙ্কা নিরীতয়ঃ।" (রঘু ১ সর্গ)

নিরাতপ (ত্রি) নির্গত আতপো যস্মাৎ। ১ আতপশূন্য। স্ত্রিয়াং টাপ্। ২ রাত্রি। (শব্দচ°)

নিরাত্মক (ত্রি) আত্মাশূন্য, পৃথক্ আত্মা ব্যতীত।

নিরাদর (ত্রি) আদরশূন্য, অপমানিত।

নিরাদান (ত্রি) ১ আদান বা গ্রহণাভাব। (পুং) ২ বুদ্ধভেদ।

নিরাদিষ্ট (ত্রি) নিঃশেষ করিয়া আদিষ্ট বা যাহা পরিশেষ করা হইয়াছে।

নিরাদেশ (পুং) ১ সম্পূর্ণ শোধ, পরিশোধ। (ত্রি) ২ আদেশশূন্য।

নিরাধান (ত্রি) আধাররহিত।

নিরাধার (ত্রি) আধার বা আশ্রয়শূন্য।

নিরাধি (ত্রি) নির্নাস্তি আধিঃ রোগো যস্য। ১ রোগশূন্য। ২ চিন্তাশূন্য, মানসিক পীড়ারহিত।

নিরানন্দ (ত্রি) ১ যাহার আনন্দ নাই। ১ শোকাকুল, শোকা-দিতে যাহার আনন্দ নষ্ট হইয়াছে।

নিরাস্ত্র (ত্রি) নিরস্ত্র।

"পশুমেব নিরাস্ত্রং শয়ানং তে বিদুঃ" (ঐতরেয়ব্রা° ১।৬।৩)

'নিরাস্ত্রং নিরস্ত্রং' (সায়ণ)

নিরাপদ্ (স্ত্রী) ১ আপদ্ বা দুঃখাদি পরিশূন্যতা। ২ নির্বিঘ্ন অবস্থা। (ত্রি) ৩ আপদ্‌শূন্য।

নিরাবাধ (পুং) নির্গতা আবাধা প্রতিবন্ধো যস্মাৎ। ১ পক্ষা-ভাসবিশেষ। 'নিরাবাধং অস্মদ্‌গৃহপ্রদীপপ্রকাশেনায়ং স্বগৃহে ব্যবহরতি।' (মিতাক্ষরা)

"অপ্রসিদ্ধং নিরাবাধং নিরর্থং নিষ্প্রয়োজনম্।
অসাধ্যং বা বিরুদ্ধং বা পক্ষাভাসং বিবর্জয়েৎ॥" (যাজ্ঞবল্ক্য)

(ত্রি) ২ আবাধাশূন্য। ৩ বাধাশূন্য। ৪ প্রতিবন্ধশূন্য।

"বাহ্যমিতি ব্যবহারশ্চ নিরাবাধং জাগরূকত্বাৎ।"

(সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ)

নিরাবাধকর (ত্রি) অনিষ্ট বা ব্যথাকর নহে।

নিরাময় (ত্রি) নির্গত আময়ো ব্যাধির্যস্মাৎ। ১ রোগশূন্য, আময়রহিত। পর্য্যায়—বার্ত্ত, কল্য, নীরুজ, পটু, উল্লাঘ, লঘু, অগদ, নিরাতঙ্ক, অনাতঙ্ক।

"নিরাময়াণাং চিত্রস্থ তক্রমধ্যে প্রকীর্ত্তিতম্।"

(সুশ্রুত ১৩৬ অ°) ২ উপদ্রবশূন্য।

ইদং নগরমভ্যাসে রমণীয়ং নিরাময়ং।" (ভারত ১।১৫৭।১৬)

৩ রোগনাশক। "নিরাময়ং কৃষ্ণরসায়নং পিব।"

(পুং) ৪ ইড়িক, বনছাগল। ৫ শূকর। নৃপভেদ।

(ভারত ১।১।২৩৪)

৭ মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।১৪৮)

(ক্লী) ৮ কুশল। (ভারত ৫।৭৮।৮)

নিরামর্দ (পুং) মহাভারতীয় নৃপভেদ।

নিরামালু (পুং) ১ কপিত্থ, ২ কৎবেল।

নিরামিন্ (ত্রি) নিতরাং রমণশীলঃ। অত্যন্ত রমণশীল।

"নিরামিণো রিপবোহন্নেষু জাগৃধুঃ।" (ঋক্ ২।২৩।১৬)

'নিরামিণো নিতরাং রমণশীলাঃ' (সায়ণ)

নিরামিষ (ত্রি) নির্গতমামিষাভিলাষো মাংসাদ্যামিষং বা যস্মাৎ প্রাদিবহু°। ১ লোমশূন্য।

"অধ্যাত্মরতিরাসনো নিরপেক্ষো নিরামিষঃ" (মনু)

২ মাংসাদি আমিষশূন্য।

"সামিষং কুররং দৃষ্ট্বা বধ্যমানং নিরামিষৈঃ।"(ভারত ১২।১১৯অ°)

৩ আমিষরহিত অন্নাদি।

নিরামিষাশিন্ (ত্রি) ১ নিরামিষভোজী। ২ জিতেন্দ্রিয়।

নিরায় (ত্রি) আয়রহিত, করশূন্য।

নিরায়ণ, অয়নরহিত (Destitute of precession)। সৌরমণ্ডলের ধ্রুবক, কোন নির্দ্দিষ্টস্থান হইতে গণনা করা হয়। এই নির্দ্দিষ্ট স্থানের নাম 'বাসন্তিক বিষুব-পদ'। বাসন্তিক বিষুব-পদ হইতে ঘুরিয়া পুনরায় এই স্থানে আসিতে সূর্য্যের ৩৬৫ দিন ১৪ ঘটী ৩১৯৭২ পল সময় লাগে। এই সময়কে 'সায়ন-বৎসর' (the tropical year) বলে। কিন্তু সূর্য্যসিদ্ধান্তের মতে, বৎসরের পরিমাণ ৩৬৫ দিন ১৫ঘটী ৩১°৫২৩ পল। শেষোক্ত সময়ে সূর্য্য বাসন্তিক বিষুবপদ হইতে গতি আরম্ভ করিয়া পুনর্ব্বার এই স্থান অতিক্রমপূর্ব্বক ৫৮ ৬৮১ সেকেণ্ড বৃত্তখণ্ড পরিভ্রমণ করে। সুতরাং হিন্দুজ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের মতে, গতি আরম্ভস্থান ক্রমশঃ পূর্ব্বদিকে সরিয়া আসিতেছে; এই প্রকারে ইহা ২২ ডিগ্রীরও অধিক সরিয়া আসিয়াছে। এই উভয়ের পার্থক্য (difference) অয়নাংশ (Degrees of precession) বলিয়া কথিত হয়।

এখন সৌরমণ্ডলস্থ পদার্থসকলের ধ্রুবক দুই প্রকারে গণনা করা যাইতে পারে; যথা—প্রথম বিষুব (Equinox) হইতে; দ্বিতীয় হিন্দুজ্যোতির্বিদের মতে। প্রথম প্রকারে সৌরমণ্ডলের পদার্থসমূহের ধ্রুবক অয়নাংশবিশিষ্ট, অতএব এই ধ্রুবক সমুদায় 'সায়ন।' কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারে ধ্রুবক সকল অয়নাংশরহিত, সুতরাং তাহারা 'নিরায়ণ' বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

নিরায়ব্যয়বৎ (পুং) অলসব্যক্তি, যাহার আয়ব্যয়ের কিছুই চেষ্টা নাই।

নিরায়ত (ত্রি) ১ বিস্তৃত। ২ বদ্ধ, অনায়ত।

নিরায়াস (ত্রি) আয়াস বা চেষ্টারহিত, সহজ।

নিরায়ুধ (ত্রি) নিরস্ত্র, অস্ত্রহীন।

"ন সুপ্তং ন বিসন্নাহং ন নগ্নং ন নিরায়ুধম্।" (মনু ৩।৯২)

নিরারম্ভ (ত্রি) আরম্ভ বা কার্য্যশূন্য

"গৃহস্থশ্চ নিরারম্ভঃ কার্য্যবাংশ্চৈব ভিক্ষুকঃ।" (ভারত উদ্যো°)

নিরালক (পুং) সমুদ্র-মৎস্যভেদ। (সুশ্রুত)

নিরালম্ব (ত্রি) নির্গত আলম্বঃ অবলম্বনং যস্য, প্রাদি বহু° ১ অবলম্বনশূন্য।

"এবং তয়ি নিরালম্বে শাপাৎ শিথিলতাং গতে।"

(হরিব° ৫৭ অ°)

২ নিরাশ্রয়। ৩ যজুর্ব্বেদীয় উপনিষদ্‌ভেদ।

নিরালম্বা (স্ত্রী) নিনাস্তি আলম্বো যস্যাঃ। আকাশমাংসী।

নিরালম্বন (ত্রি) নির্গত আলম্বনঃ অবলম্বনং যস্য। নিরাশ্রয়।

নিরালম্বোপনিষদ্ (স্ত্রী) যজুর্ব্বেদীয় উপনিষদ্‌ভেদ।

নিরালস্য (ত্রি) আলস্যরহিত।

নিরালা (দেশজ) নিভৃত, নির্জ্জন, বিরল।

নিরালি, এক প্রকার নিম্ন জাতি। বর্ত্তমান সময়ে, আহ্মদনগর, পুণা এবং শোলাপুর এই তিন স্থানে 'নিরালি' জাতির বাস দেখা যায়। ইহাদের অপর নাম নীরালি অর্থাৎ নীলরং-কারী। এই তিন জায়গার নিরালিদের আচার ব্যবহার রীতিনীতি ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক সাদৃশ্য আছে বটে, কিন্তু প্রত্যেক স্থানের নিরালিদের কার্য্যকলাপ পৃথক্‌রূপে বর্ণনা করা গেল।

ইতিপূর্ব্বে তাহারা কোথায় বাস করিত এবং কখনই বা তাহারা এ অঞ্চলে আসিয়াছে; এ সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। অনেকের বিশ্বাস যে, তাহারা মহারাষ্ট্রের 'কুন্‌বী' সম্প্রদায়ভুক্ত; এবং তাহারা নীলরং কার্য্য আরম্ভ করায়

ইহারা নীলারিয়া বা নিরালি নাম পাইয়া উক্ত শ্রেণী হইতে, পৃথক্ থাকে আসিয়া নিম্ন হইয়া পড়িয়াছে। ইহাদের পুরুষেরা নামের পূর্ব্বে আপা অর্থাৎ পিতা, এবং স্ত্রীলোকেরা নামের পূর্ব্বে বাই এবং আই (অর্থাৎ মাতা) যোগ করিয়া থাকে। সাধারণতঃ ইহারা ভূমকর, কদমকর ইত্যাদি আদরে নাম ধরিয়া ডাকিয়া থাকে। এক নামধারী দুইজনে কখনও বিবাহ হয় না। ইহাদিগের কুলদেবতার মধ্যে আহ্মদনগরস্থ সোমারির ভৈরব, নিজামরাজ্যে তুলজাপুরের দেবী, আহ্মদনগরের কালকাদেবী এবং পুণার অন্তর্গত জেজুরীর খাণ্ডোবা প্রসিদ্ধ। পুষ্পচন্দনাদি দ্বারা তাহারা এই সমস্ত কুলদেবতার পূজা করিয়া থাকে; ইহা ছাড়া, অন্যান্য স্থানীয় দেবদেবীর পূজাও করে। ইহারা সমস্ত হিন্দুপর্ব্ব ও উৎসবাদি প্রতিপালন করিয়া থাকে।

ইহারা দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ ও অত্যন্ত বলবান্। স্থানীয় কুন্‌বীদিগের ন্যায় ইহাদের গঠন অতি সুন্দর। কিন্তু হাতে কালো কালো দাগ থাকায় কুন্‌বী হইতে ইহাদিগকে অনায়াসে চিনিতে পারা যায়। গৃহে এবং বাহিরে সর্ব্বত্রই ইহারা মহারাষ্ট্রভাষায় কথা কয়।

নিরালিপুরুষগণ সমস্ত মাথা কামাইয়া, কেবল মাত্র টীকি রাখিয়া থাকে; এতদ্ভিন্ন দাড়ী গোঁফ রাখিতে দেখা যায়। স্ত্রীলোকেরা পশ্চাদ্ভাগে কবরী বান্ধিয়া থাকে। পুরুষেরা ধুতি, চাদর, কোট এবং মহারাষ্ট্রে প্রচলিত পাগড়ী পরিধান করে। জুতা ও খড়ম ব্যবহার করিয়া থাকে। স্ত্রীলোকেরা মহারাষ্ট্রীয় মহিলাগণের ন্যায় কাপড় এবং ছোট হাতা অঙ্গরাখা পরিধান করে। স্ত্রী পুরুষ উভয়েই অলঙ্কার পরিধান করিতে ভালবাসে এবং সকলেই পর্ব্বদিনে উৎকৃষ্ট পোষাক পরিচ্ছদ ব্যবহার করে।

ইহারা একতালা মেটে দেওয়ালের গৃহে বাস করে। এই সমস্ত ঘরের ছাদ টালি দ্বারা আবৃত। কাঙ্‌নির রুটী, ডাল, শাক, সবজী ইত্যাদি ইহাদের প্রধানখাদ্য। ইহারা প্রত্যহ স্নান করে এবং স্নানান্তে সন্ধ্যাহ্নিক সমাপন করিয়া আহারাদি করে।

নিরালিরা অতি পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন, শ্রমশীল, শান্তিপ্রিয়, সচ্চরিত্র, মিতব্যয়ী ও দানশীল। ইহাদের পৈতৃকব্যবসা নীলরং করা। স্ত্রীলোকেরা রং গুঁড়া করিতে এবং কাপড় রঞ্জিত করিতে পুরুষের সাহায্য করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে যাহারা কাপড় ও চাদর বোনে, তাহারা সঙ্গতিপন্ন। শীতকালে ইহারা কিছু বেশী কাজ করে। শৈশবাবস্থায় ইহারা সামান্য মাত্র লেখাপড়া শিখিয়াই জাতীয় ব্যবসা অবলম্বন করে।

বিবাহ ও শ্রাদ্ধোপলক্ষে আত্মীয়বন্ধুদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া থাকে। স্থানীয়পুরোহিতগণ বিবাহ ও শ্রাদ্ধের ক্রিয়াদি সম্পন্ন করেন। নিরালিরা স্মার্ত্ত। ইহারা আলন্দী, কাশী, জেজুরি এবং তুলজাপুর প্রভৃতি তীর্থে গমন করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে বিধবাবিবাহ, বহুবিবাহ এবং বাল্যবিবাহ প্রচলিত আছে। ইহারা দৈবজ্ঞগণের গণনা, শান্তিস্বস্ত্যয়ন ও যাদু প্রভৃতিতে বিশ্বাস করিয়া থাকে। মরাঠা কুন্‌বীর আচারপদ্ধতির সহিত, ইহাদের পদ্ধতির বিশেষ কোন পার্থক্য লক্ষিত হয় না। ইহাদের মধ্যে পঞ্চায়ত আছে। সামাজিক কোন গোলমাল উপস্থিত হইলে, তাহা এই পঞ্চায়ত হইতেই মীমাংসিত হয়।

সোলাপুরে নিরালিরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা—১ম মূলনিরালি, ২য় কাড়ু অর্থাৎ শঙ্কর-নিরালি। এই শ্রেণীর লোকেরা এক সঙ্গে আহারাদি করিয়া থাকে। কিন্তু পরস্পরের মধ্যে বিবাহাদি দেয় না। ইহাদের আদিপুরুষের নাম 'প্রকাশ'। ইহার মাতার নাম কুকুৎ এবং পিতার নাম আভীর। ইহারা মহারাষ্ট্রীয় ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকে।

ইহারাও আহ্মদনগরীয় নিরালির ন্যায় মেটে ঘরে বাস করে। পুরুষের পোষাকও তাহাদের ন্যায় এবং স্ত্রীলোকদিগের কাপড়, জামা ইত্যাদি দেশস্থ ব্রাহ্মণগণের ন্যায়।

সর্ব্বদা প্রচলিত নামের মধ্যে চিত্রকর, কজ্, কালস্কর, কণ্ডারকর ইত্যাদি বেশী ব্যবহৃত। ক্রিয়া কর্ম্ম উপলক্ষে ইহারা ভাত, রুটী এবং দালপুরী আহার করিয়া থাকে বটে, কিন্তু সাধারণতঃ জোয়ারি, দাল এবং শাক সবজীই খাইয়া জীবনধারণ করে। ইহারা মাংস, মৎস্যভক্ষণ কিংবা মদ্যপান করে না।

ইহাদের স্ত্রী ও পুত্রকন্যাগণ কার্য্যের সহায়তা করিয়া থাকে। ইহাদের প্রধান আরাধ্য দেবতা অম্বাবাই, খাণ্ডোবা এবং বাঙ্কোবা

নিরালীগণ মৃতদেহ দাহ করিয়া থাকে এবং কখন কখন বা গোর দেয়। ইহারা দশদিন পর্য্যন্ত শোকপ্রকাশপূর্ব্বক অশৌচ গ্রহণ করিয়া ত্রয়োদশ দিবসে শ্রাদ্ধাদি করিয়া থাকে।

পুণা এবং সোলপুরে আহ্মদনগরবাসী নিরালিরা আসিয়া বাস করিতেছে। ইহাদের সংখ্যা অতি অল্প। আচারব্যবহার অপর স্থানের নিরালিদিগের মত; তবে মধ্যে মধ্যে সামান্য প্রভেদ দৃষ্ট হয়।

ইহাদের আকৃতি নাতিস্থূল ও খর্ব্ব; ইহারা অত্যন্ত বলবান্, দাড়ী, গোঁপ কিছুই রাখে না, কেবলমাত্র মস্তকের উপর একটী শিখা রাখে। দ্বিতল, ত্রিতল অট্টালিকায় ইহাদের

অনেকেই বাস করিয়া থাকে। সময় সময় বাটীতে গোপালন করিয়া থাকে; কিন্তু গৃহকার্য্য কিংবা ব্যবসাকার্য্যের নিমিত্ত কখনও চাকর রাখে না। মদ, মাংস, মৎস্য ইত্যাদি ব্যবহারে ইহাদের আপত্তি নাই।

প্রসবান্তে পঞ্চম দিবসে ইহারা একটা জাঁতার উপর পাঁচটী নেবু ও পাঁচটী ডালিমের কুঁড়ি রাখিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া পূজা করিয়া থাকে। দশম দিবসে প্রসূতি শুচি হইলে পর, একাদশ দিবসে সন্তানের নামকরণ হয়।

ইহারা মৃতদেহ শুভ্রবস্ত্রে আবৃত করিয়া তদুপরি পুষ্পাদি ছড়াইয়া দিয়া শ্মশানে লইয়া যায়। বিবাহিতা স্ত্রীলোকদের মৃতদেহ হরিদ্রাবর্ণ কাপড়ে আবৃত করিয়া ফুল ও হরিদ্রা ছড়াইয়া দেয়। মৃতদেহ কেহ দগ্ধ করে, কেহ বা গোর দেয়।

নিরালোক (ত্রি) নির্গত আলোকো যস্মাৎ। ১ আলোকশূন্য, অন্ধকার। ২ আলোকরহিত, যাহা হইতে আলোক নির্গত হইয়াছে।

"কৃত্বা লোকান্ নিরালোকান্।"

(ভারত ১।৩২ অ°)

নিরাবর্ষ (ত্রি) বৃষ্টি হইতে নিবারিত, বৃষ্টি হইতে রক্ষণীয়।

নিরাশ (ত্রি) নির্গতা আশা যস্য। আশারহিত, হতাশ, যাহার আশা নাই।

"নিরাশাঃ পিতরো যান্তি শাপং দত্বা সুদারুণম্।" (তিথিত°)

নিরাশস্য ভাবঃ ষ্যঞ্। নৈরাশ্য; আশাশূন্যতা।

"আশা বলবতী রাজন্ নৈরাশ্যং পরমং সুখম্।
আশাং নিরাশাং কৃত্বা তু সুখং স্বপিতি পিঙ্গলা॥"

(ভারত শান্তিপর্ব্ব ১৭৮°)

নিরাশক (ত্রি) নিরাশকারী।

নিরাশঙ্ক (ত্রি) নির্নাস্তি আশঙ্কা যস্য। আশঙ্কারহিত।

নিরাশতা (স্ত্রী) নিরাশস্য ভাবঃ, নিরাশ-তল্-টাপ্। নিরাশত্ব, নিরাশার ভাব বা ধর্ম্ম।

নিরাশিত্ব (ক্লী) নিরাশিনো ভাবঃ, নিরাশিন্-ত্ব। আশারাহিত্য, নিরাশার ভাব।

নিরাশিন্ (ত্রি) হতাশ।

নিরাশিষ্ (ত্রি) নির্গতা আশীরাশংসনং যস্য। ১ আশংসনশূন্য, আশীর্ব্বচনশূন্য। ২ দৃঢ় বৈরাগ্যবশত বিগততৃষ্ণ।

"নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ।" (গীতা)

নিরাশ্রম (ত্রি) নির্নাস্তি আশ্রমো যস্য। আশ্রমরহিত, আশ্রমশূন্য, আশ্রয়রহিত।

নিরাশ্রয় (ত্রি) নির্গত আশ্রয় আধারো অবলম্বনং বা যস্য। ১ আশ্রয়রহিত। অবলম্বনরহিত। ২ অসহায়, অশরণ।

"চিত্রং যথাশ্রয়মৃতে স্থাণ্বাদিভ্যো বিনা যথা ছায়া।
তদ্বিনা বিশেষৈর্ন তিষ্ঠতি নিরাশ্রয়ং লিঙ্গম্॥"

(সাংখ্যকারিকা)

২ অদ্বৈতদর্শন দ্বারা দেহেন্দ্রিয়াদি অভিমানশূন্য। (শব্দার্থ°)

"ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।" (গীতা ৪।২০)

নিরাস (পুং) নির্-অস ভাবে ঘঞ্। প্রত্যাখ্যান, নিরাকরণ, বিক্ষেপ। "বিজ্ঞানপক্ষনিরাসহেতু বাহ্যপ্রতীত্যাদি"

(সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য)

(ত্রি) ২ নিরাসক।

"নিরাসৈরলসৈঃ প্রাইস্তস্তপামানৈঃ স্বকর্ম্মভিঃ।"

(ভারত, শান্তি° ২৭০ অ°)

নিরাসন (ক্লী) নির্-আস উপবেশনে ল্যুট্। ১ নিরসন। নির্গতং আসনং যস্মাৎ। (ত্রি) ২ আসনাভাববিশিষ্ট। আসনরহিত।

নিরাস্বাদ (ত্রি) নির্নাস্তি আস্বাদো যস্য। আস্বাদহীন।

নিরাস্বাদ্য (ত্রি) ১ আস্বাদরহিত। ২ সম্ভোগরহিত।

নিরাহাবৎ (ত্রি) আহ্বানবহিত, প্রার্থনারহিত।

নিরাহার (ত্রি) নির্গত আহারো যস্য। আহারশূন্য, আহাররহিত।

"নিরাহারাশ্চ যে জীবাঃ পাপে ধর্ম্মে রতাশ্চ যে।" (তর্পণমন্ত্র)

নিবৃত্ত আহারঃ 'প্রাদিসমাসঃ'। ২ নিবৃত্ত আহার।

"পশ্চাত্তাপো নিরাহারঃ সর্ব্বেঽমী শুদ্ধিহেতবঃ।" (যাজ্ঞবল্ক্য)

(ক্লী) ৩ আহারাভাব।

নিরিঙ্গ (ত্রি) নিশ্চল।

"যথা দীপো নিবাতস্থো নিরিঙ্গো জ্বলতে পুনঃ।"

(ভারত ১২।১৫৫৮)

নিরিঙ্গিণী (স্ত্রী) নি-নির্ভৃতং জনং ইঙ্গতি প্রাপ্নোতীতি নির-ইঙ্গ-ইনি। ততো ঙীপ্। তিরস্করিণী, পর্য্যায়—অবগুণ্ঠিকা, পটী, যবনিকা। (ত্রিকা°)

নিরিচ্ছ (ত্রি) নির্নাস্তি ইচ্ছা যস্য। ইচ্ছাশূন্য।

নিরিন্দ্রিয় (ত্রি) নির্গতানি ইন্দ্রিয়াণি যস্মাৎ। ইন্দ্রিয়শূন্য।

"অনংশৌ ক্লীবপতিতৌ জাত্যন্ধবধিরৌ তথা।
উন্মত্তজড়মূকাশ্চ যে চ কেচিন্নিরিন্দ্রিয়াঃ॥" (মনু ৯।২০১)

ক্লীব, পতিত, জন্মান্ধ, জন্মবধির, উন্মত্ত, জড়, মূক এবং কাণ প্রভৃতি ইহারা নিরিন্দ্রিয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়রহিত। এই সকল নিরিন্দ্রিয় ব্যক্তি পিতৃধনে অধিকারী হয় না।

নিরিন্ধন (ত্রি) ইন্ধনশূন্য।

নিরীক্ষক (ত্রি) নির্-ঈক্ষ-ণ্বুল্। যে নিরীক্ষণ করে, দর্শক।

নিরীক্ষণ (ক্লী) নির্-ঈক্ষ-ল্যুট্। ১ দর্শন, দেখা। নিরীক্ষতে নির্-ঈক্ষ-ল্যু। (ত্রি) ২ দর্শক। (ভাগবত ৭।১০।৩২)

নিরীক্ষমাণ (ত্রি) নির্-ঈক্ষ-শানচ্। যে দেখিতেছে।

নিরীক্ষা (স্ত্রী) নির্-ঈক্ষ স্ত্রিয়াং অ। দর্শন, দেখা, নয়নদ্বারা অনুভব করা।

নিরীক্ষিত (ত্রি) নির্-ঈক্ষ-ক্ত। অবলোকিত।

"নিরীক্ষিতং চাঙ্গমবীক্ষিতঞ্চ দৃশা পিবন্তী রভসেন তস্য।
সমানমানন্দমিয়ং দধানা বিবেদবেদং ন বিদর্ভসুভ্রূঃ॥" (নৈষধ)

নিরীক্ষ্য (ত্রি) দর্শনযোগ্য, বিবেচ্য।

নিরীক্ষ্যমাণ (ত্রি) নির্-ঈক্ষ-শানচ্। দৃশ্যমান, যাহাকে দেখা যাইতেছে।

নিরীখ (পারসী) মূল্যতালিকা, নিরূপিত মূল্য, খাজনার হার। পরিশ্রমের মজুরীর হার অথবা উপস্থিত শস্যাদির উৎপন্ন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ।

নিরীতি (ত্রি) নির্গতা ঈতির্যত্র। অতিবৃষ্ট্যাদিশূন্য, কৃষি-প্রতিবন্ধক বৃষ্টি প্রভৃতি রহিত।

"নিরীতিভাবং গমিতেঽতিবৃষ্টয়ঃ।" (নৈষধ)

অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, মূষিক, পতঙ্গ, পক্ষী এবং নিকটস্থিত শত্রু রাজা এই ৬টী ঈতিরহিত।

নিরীশ (ক্লী) নির্গতা ঈশা যস্মাৎ। ১ ফাল। (ত্রি) নির্নাস্তি ঈশ ঈশ্বরো যস্য। ২ ঈশশূন্য, নাস্তিক।

নিরীষ (ক্লী) নির্গতা ঈষা যস্মাৎ। নিরীশ, ফাল। (অমরটী° ভরত)

নিরীশ্বর (ত্রি) নিস্ত্যক্ত ঈশ্বরো যত্র। ১ ঈশ্বররহিতবাদ। যে বাদে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে না, নাস্তিক্যবাদ।

"নিরীশ্বরেণ বাদেন কৃতং শাস্ত্রং মহত্তরম্।" (সাংখ্যপ্রবচনভা°)

২ তদ্বাদযুক্ত, নাস্তিক।

নিরীশ্বরবাদিন্ (পুং) নিরীশ্বরবাদোঽস্যাস্তীতি ইনি। যে ব্যক্তি ঈশ্বর নাই, এই মত বা সিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন করে বা এই মত অবলম্বন করে, নাস্তিক্যবাদী।

নিরীশ্বরবাদ (পুং) নিরীশ্বরো বাদঃ। নিরীশ্বরবিষয়ক বাদ, ঈশ্বর নাই এই মত সিদ্ধান্ত।

নিরীহ (ত্রি) নির্গতা ঈহা যস্য। চেষ্টাশূন্য। যাহার চেষ্টা নাই, নিশ্চেষ্ট। নির্গতা ঈহা চেষ্টা যস্মাৎ। ২ বিষ্ণু।

"নিরুপাধিশ্চ নির্লিপ্তো নিরীহো নিধনান্তকঃ।"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° শ্রীকৃষ্ণজন্ম° ৭ অ°)

৩ যে কোন বিষয়ে হস্তার্পণ করে না। যে কখন অনধিকার চর্চ্চা করে না। ৪ শান্ত প্রকৃতি, যাহার কাহারও সহিত বিবাদ বিসংবাদ নাই।

নিরীহা (স্ত্রী) নিরীহ-টাপ্। চেষ্টাবিরোধিব্যাপার, নিশ্চেষ্টা। যোগক্ষেমার্থ ক্রিয়ারাহিত্য। "[illegible] নিরীহয়া [illegible] চ।" (ভাগ° ৭।১২।২৩)

'নিরীহয়া যোগক্ষেমার্থক্রিয়ারাহিত্যেন।' (শ্রীধরস্বামী)

নিরুক্ত (ক্লী) নির্-বচ-ক্ত, নি-নিশ্চয়েন উক্তং। ১ নির্বচন, বেদবেদাঙ্গশাস্ত্রবিশেষ।

"শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং জ্যোতিষং তথা।
ছন্দশ্চেতি ষড়ঙ্গানি বেদানাং বৈদিকা বিদুঃ॥" (শব্দরত্না°)

নিরুক্ত পঞ্চ প্রকার—বর্ণাগম, বর্ণবিপর্য্যয়, বর্ণবিকারনাশ, ধাতু ও তাহার অর্থাতিশয়যোগ।

"বর্ণাগমো বর্ণবিপর্য্যয়শ্চ দ্বৌ চাপরৌ বর্ণবিকারনাশৌ।
ধাতোস্তদর্থাতিশয়েন যোগস্তদুচ্যতে পঞ্চবিধং নিরুক্তম্॥"
(পাণিনীয় কারিকা)

যাস্কের নিরুক্তটীকায় দেবরাজ যজ্ব এইরূপ নিরুক্ত শব্দের বিবরণ দিয়াছেন—

"অত উক্তাধ্যয়নবিধেরক্তচ্ছন্দঃপ্রবিভাগস্যোক্ত বিনিয়োগস্যোপলক্ষিতকর্ম্মাঙ্গভূতকালস্যোপদর্শিতলক্ষণস্যৈতৈরঙ্গৈর্বেদস্যার্থপরিজ্ঞান-বিষয়ে নিরুক্তং নামেদমঙ্গমারভ্যতে। প্রধানঞ্চেদমিতরেভ্যোঽঙ্গেভ্যঃ সর্ব্বশাস্ত্রেভ্যশ্চার্থপরিজ্ঞানাভিনিবেশাৎ। অর্থো হি প্রধানম্। তদ্গুণঃ শব্দঃ। স চেতরেষু ব্যাকরণাদিষু চিন্ত্যতে। কল্পে খল্বপি বিনিয়োগশ্চিন্ত্যতে। স চ পুনরর্থাভিধানবশেন মন্ত্রাণাম্। যো যমর্থমভিধানেন সংস্কর্ত্তুং সমর্থো মন্ত্রঃ স তত্র বিনিযুজ্যতে। তদুক্তং অর্থাভিধানসংযোগামন্ত্রেষু শেষভাবঃ স্যাৎ ইতি। ন চ নিরুক্তাদৃতেঽন্যদঙ্গমন্যথা বাঽয়ং শাস্ত্রমস্তি তাৎপর্য্যেণ যদশেষান্ শব্দান্ নিব্রূয়াৎ। যদপি চ কচিৎ কচিদন্যশাস্ত্রে শব্দনির্ব্বচনম্ অতএব তদিত্যুপলক্ষ্যম্। যথা শব্দলক্ষণপরিজ্ঞানং সর্ব্বশাস্ত্রেষু ব্যাকরণাৎ এবং শব্দার্থনির্ব্বচন-পরিজ্ঞানং নিরুক্তাৎ। বস্তুমাত্রমেব হি ইতরেষু শাস্ত্রেষু স্বাভিমতবুদ্ধিবিষয়মেব কিঞ্চিচ্চিন্ত্যতে ব্রাহ্মণমপি চ বিধ্যর্থবাদরূপমশেষমন্ত্রার্থশেষভূতমেব। মন্ত্রব্রাহ্মণার্থপরিজ্ঞানদ্বারেণ চাধ্যাত্মাধিদৈবাধিভূতপরিজ্ঞানদ্বারেণ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাখ্যোঽখিলপুরুষার্থঃ। ন চানিরুক্তো মন্ত্রার্থো ব্যাখ্যাতব্য ইতি। তস্মাদর্থপরিজ্ঞানাভিনিবেশাদিদমেব প্রধানমিত্যুপপন্নম্। অথাস্যৈবমখিলপুরুষার্থোপকার-বৃত্তিসমর্থস্য সংগ্রহঃ। তদ্যথা—

নামাখ্যাতোপসর্গনিপাতলক্ষণম্। ভাববিকারলক্ষণম্। নামাখ্যাতজানি সর্ব্বাণি চ যথোপন্যস্য পক্ষপ্রতিপক্ষতো বিচার্য্যাবধারণম্। সর্ব্বাণ্যাখ্যাতজানি কানিচিদেবানেকধাতুজান্যপীতি মন্ত্রাণামর্থবত্ত্বানর্থবত্ত্বে বিচার্য্য শাস্ত্রারম্ভপ্রয়োজনদ্বারেণার্থবত্ত্বাবধারণম্। পদবিভাগপরিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞানবোধাবলম্বিপ্রদর্শনায় আদিধ্যান্তানেকদৈবতলিঙ্গসঙ্কটেষু মন্ত্রেষু যাজ্ঞিকপরিজ্ঞানদ্বারেণ দেবতাপরিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞা। অর্থজ্ঞপ্রশংসা। অনর্থজ্ঞাবধারণম্। বেদবেদাঙ্গব্যূহঃ। সপ্রয়োজননিঘণ্টুসমাম্নায়বিরচনম্। প্রকরণত্রয়বিভাগেন নৈঘণ্টুকপ্রধানদেবতাভিধানপ্রবিভাগলক্ষণম্। নির্ব্বচনলক্ষণদ্বারেণ শব্দবৃত্তিবিষয়োপদেশঃ। অর্থপ্রাধান্যাৎ লোপোপধাবিকারবর্ণলোপবিপর্য্যয়াদ্যন্তবর্ণব্যাপত্তিবর্ণোপজনোদাহরণচিন্তা। অন্তস্থান্তধাতুনির্দ্দেশেন সম্প্রসার্য্যাসম্প্রসার্য্যোত্তরপ্রকৃতিধাতুনির্ব্বচনোপদেশঃ। [illegible] [illegible]। নৈগম[illegible] [illegible] [illegible]-

ব্যপদেশঃ। তদ্ধিত-সমাসনামনির্ব্বচনলক্ষণম্। শিষ্যলক্ষণম্। বিশেষণ-ব্যাখ্যয়া তত্ত্বপর্য্যায়ভেদসংখ্যাসন্দিগ্ধোদাহরণান্নির্ব্বচনব্যবস্থয়া নামাখ্যা-তোপসর্গনিপাতানাং বিভাগেন নৈঘণ্টুকপ্রকরণানুক্রমণম্। অনেকার্থা-নবগতসংস্কারানুক্রমণম্। পরোক্ষকৃতাধ্যাত্মিকমন্ত্রলক্ষণম্। স্তুত্যাশীঃ-শপথাভিশাপাভিখ্যা পরিদেবনানিন্দাপ্রশংসাদিভির্মন্ত্রাভিব্যক্তিহেতূপদেশঃ, নিদানপরিজ্ঞানব্যাখ্যাপনায়ানাদিষ্টদেবতোপপরীক্ষণায়াধ্যাত্মোপদেশপ্রকৃতি-ভূমত্বম্। ইতরেতরজন্মত্বম্। স্থানত্রয়ভেদতঃ তিসৃণামেকৈকস্যা মহাভাগ্যাকৃতোঽনেকনামধেয়প্রতিলম্ভঃ। পৃথগভিধানস্তুৎপত্তিসম্বন্ধাৎ। দেবতানামাকারচিন্তনম্। ভক্তিসাহচর্য্যসংস্তবকল্পসূক্তভাক্হবির্ভাক্-ব্যঞ্জনভাক্ত্বানি। পৃথিব্যন্তরিক্ষদ্যুস্থানদেবতানামভিধেয়াভিধানব্যুৎপত্তি-প্রাধান্যশ্রুত্যুদাহরণম্। তন্নির্ব্বচনবিচারোপপত্ত্যবধারণানুক্রমেণ ব্যাখ্যয়া দৈবতপ্রকরণনির্ণয়ঃ। বিদ্যাপারপ্রাপ্ত্যুপায়োপদেশঃ। মন্ত্রার্থনির্ব্বচন-দ্বারেণ দেবতাভিধাননির্ব্বচনফলং দেবতাতাদাত্ম্যম্। ইত্যেষ সমাসতো নিরুক্তশাস্ত্রচিন্তাবিষয়ঃ।"

নিরুক্তে বৈদিক শব্দ সকলের অর্থ নিষ্পাদিত হইয়াছে। ইহা পঞ্চাধ্যায়াত্মক। অধ্যয়নবিধি, ছন্দঃপ্রবিভাগ, ছন্দ-বিনিয়োগ, উপলক্ষিত কর্ম্মাঙ্গ ভূতকাল, ও উপদর্শিত লক্ষণ। এই সকল অঙ্গ দ্বারা বেদের অর্থ পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। এই জন্য নিরুক্ত বেদের অঙ্গ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। নিরুক্ত অন্য সকল অঙ্গ হইতে প্রধান। যেহেতু ইহাতে অর্থ লিখিত হইয়াছে। অর্থই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান, যেহেতু অর্থবোধ না হইলে কোন ফল হয় না। বৈদিক শব্দের অর্থবোধের জন্য নিরুক্তই প্রধান। ইহাতে তাৎপর্য্যের সহিত অশেষ শব্দ সকল ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অনিরুক্ত অর্থাৎ নিরুক্তসম্মত নহে, এরূপ মন্ত্রার্থ ব্যাখ্যা করা উচিত নহে, নিরুক্তসম্মত মন্ত্রার্থ সকল ব্যাখ্যা করিতে হয়। এইরূপে অর্থপরিজ্ঞান হয় বলিয়া, ইহা প্রধান। ইহাতে এই সকল বিষয় প্রতি-পাদিত হইয়াছে—

নাম, আখ্যাত, উপসর্গ ও নিপাতলক্ষণ, ভাববিকার-লক্ষণ, নাম আখ্যাতজ সকল নাম যথাক্রমে উপন্যস্ত হইয়া পক্ষ ও প্রতিপক্ষরূপে বিচার করিয়া অবধারণ, পদবিভাগ-পরিজ্ঞান, প্রতিজ্ঞানবোধের অবলম্বিত প্রদর্শনের নিমিত্ত আদি, মধ্য ও অন্ত এবং অনৈকদৈবতলিঙ্গসঙ্কটমন্ত্রে যাজ্ঞিক পরিজ্ঞানদ্বারা দেবতাপরিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞা, অর্থজ্ঞপ্রশংসা, অনর্থজ্ঞাবধারণ, বেদবেদাঙ্গব্যূহ, সপ্রয়োজন নিঘণ্টুসমাম্নায়-বিরচন, প্রকরণত্রয়বিভাগদ্বারা নৈঘণ্টুকপ্রধান দেবতাভি-ধান প্রবিভাগলক্ষণ, নির্ব্বচন-লক্ষণদ্বারা শব্দবৃত্তিবিষয়োপ-দেশ, অর্থপ্রাধান্যানুসারে লোপ, উপধা, বিকার, বর্ণলোপ ও বর্ণবিপর্য্যয়, এই সকল উপদেশ দ্বারা সামর্থ্যপ্রদর্শনের নিমিত্ত আদি, মধ্য ও অন্ত লোপ এবং উপধা, বিকার, বর্ণ-লোপবিপর্য্যায়, আদ্যন্ত বর্ণব্যাপত্তি এবং বর্ণোপজনন উদা-হরণচিন্তা, অন্তঃস্থ ও অন্তধাতুনিমিত্ত সম্প্রসার্য্য ও অসম্প্রসার্য্য উভয়প্রকৃতিধাতু নির্ব্বচনোপদেশ তাদ্ধিকপ্রবৃত্তি হইতে নৈগম শব্দার্থ প্রসিদ্ধ, দেশ ব্যবস্থাদ্বারা শব্দরূপ ব্যপদেশ, শিষ্যলক্ষণ, বিশেষ ব্যাখ্যাদ্বারা তত্ত্বপর্য্যায়-ভেদ, সংখ্যা, সংদিগ্ধ ও উদাহরণ দ্বারা নাম, আখ্যাত, উপসর্গ ও নিপাত বিভাগানুসারে নৈঘণ্টু প্রকরণের অনুক্রম, অনেকার্থ শব্দের অনবগতসংস্কারের অনুক্রমণ, পরোক্ষকৃত আধ্যাত্মিক মন্ত্রলক্ষণ, স্তুতি, আশীর্ব্বাদ, শপথ, অভিশাপ, অভিখ্যা, পরিদেবনা, নিন্দা ও প্রশংসাদি দ্বারা মন্ত্রাভিব্যক্তি-হেতূপদেশ; নিদানপরিজ্ঞানব্যাখ্যাপনের নিমিত্ত অনাদিষ্ট দেবতোপপরীক্ষণের জন্য অধ্যাত্মোপদেশে প্রকৃতিমূলত্ব; ইতরেতরজন্মত্ব; স্থানত্রয়ভেদে তিনের একাবস্থা, মহাভাগ্য কৃতের অনেক নামধেয় প্রতিলম্ভ; উৎপত্তি সম্বন্ধে পৃথক্ অভিধান; দেবতাদিগের আকারচিন্তন; ভক্তিসাহচর্য্য সংস্তবকল্প, সূক্তভাক্, হবির্ভাক্ ও ব্যঞ্জনভাক্ সংবন্ধ; পৃথিবী অন্তরীক্ষ, দ্যুস্থান ও দেবতাদিগের অভিধেয়াভিধান ও ব্যুৎপত্তি-প্রাধান্যের শ্রুত্যুদাহরণ; এই সকলের নির্ব্বচনবিচার ও উপ-পত্তি অবধারণানুসারে দৈবতপ্রকরণনির্ণয়; বিদ্যাপার প্রাপ্ত্যু-পায়োপদেশ এবং মন্ত্রের অর্থনির্ব্বচনদ্বারা দেবতাভিধান নির্ব্বচনফল। নিরুক্তশাস্ত্রে এই সকল বিষয় প্রতিপাদিত হইয়াছে।

মুণ্ডকোপনিষদে নিরুক্ত মহাপুরুষের শ্রোত্রস্বরূপ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

"ছন্দঃ পাদৌ তু বেদস্য হস্তৌ কল্পোঽথ পঠ্যতে।
জ্যোতিষাময়নং চক্ষুর্নিরুক্তং শ্রোত্রমুচ্যতে॥" (মুণ্ডকোপনি°)

ছান্দোগ্য উপনিষদে হৃদয় বলিয়া কথিত হইয়াছে—

"তস্যৈতন্নিরুক্তং হৃদয়মিতি হৃদয়ম্" (ছান্দোগ্যউপ°)

অমরটীকাকার ভরত নিরুক্ত শব্দের অর্থ করিয়াছেন, নিশ্চয়রূপে উক্ত—নিরুক্ত।

'প্রস্তাবস্ত প্রকরণং নিরুক্তং পদভঞ্জনম্।' (হেমচ°)

হেমচন্দ্রের মতে পদভঞ্জনের নাম নিরুক্ত। খগগুক্রমণি-কায় লিখিত আছে, নিরুক্ত বেদব্যাখ্যার এক প্রধানতম উপকরণ। ইহা বৈদিক অভিধান বিশেষ। শাকপূণি, ঊর্ণ-নাভ ও স্থৌলষ্ঠীবী এই তিনজন প্রাচীন নিরুক্তকার। যাস্ক ইঁহাদের অনেক পরবর্ত্তী। নিরুক্তে বেদমন্ত্র সকল যথারীতি ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যাস্ক উক্ত গ্রন্থে নাম, সংখ্যা, আখ্যাত, উপসর্গ ও নিপাতের সবিশেষ আলোচনা করিয়াছেন।

যাস্ক যে নিরুক্ত রচনা করিয়াছেন, উগ্র, দুর্গ, স্কন্দস্বামী

দেবরাজযজ্বন্ প্রভৃতি তাহার টীকা করিয়া গিয়াছেন। ২ নিয়োগদ্বারা উক্ত। ৩ নিযুক্ত। (নীলকণ্ঠ)

নিরুক্তকার (পুং) নিরুক্তঃ নামগ্রন্থং করোতীতি কৃ-অণ্। ১ যাস্ক। ২ শাকপূণি। ৩ স্থৌলষ্ঠীবী। ৪ মেঘদূতের একজন টীকাকার। মল্লিনাথ ইহার নামোল্লেখ করিয়াছেন।

নিরুক্তকৃৎ (পুং) নিরুক্তং করোতি কৃ-কিপ্, তুকচ। নিরুক্তকার।

নিরুক্তজ (পুং) নিরুক্তঃ নিযুক্তঃ অস্যাং পুত্রমুৎপাদয়েত্যুক্তঃ অগ্রস্তস্মাদ্ জায়তে জন-ড। ক্ষেত্রজ পুত্র।

"আত্মা পুত্রশ্চ বিজ্ঞেয়ঃ সুতঃ প্রসৃতজস্তথা।" (ভারত অনু° ৪৯)

'নিরুক্তজঃ স্বক্ষেত্রে অন্যরেতঃসেকার্থমুক্তস্তজ্জঃ' (নীলকণ্ঠ)

নিরুক্তবৎ (পুং) নিরুক্তকার।

নিরুক্তি (স্ত্রী) নির-বচ্-ক্তিন্। নির্ব্বচন, প্রকৃতি ও প্রত্যয়াদি অবয়বার্থ কথনদ্বারা সমুদিতার্থবোধন। একটি বাক্য বলিলে তাহার প্রকৃতি ও প্রত্যয় প্রভৃতি সকল অবয়ব বিশেষের অর্থকথন। যথা—

"কিং কারণং জরৎকারো নামৈতৎ প্রথিতং ভুবি।
জরৎকারু নিরুক্তিস্তং যথাবৎ বক্তুমর্হসি॥
সৌতিরুবাচ।
জরেতি ক্ষয়মাহুর্বৈ দারুণং কারুসংজ্ঞিতং।
শরীরং কারু তস্যাসীৎ তস্য ধীমান্ শনৈঃ শনৈঃ॥
ক্ষপয়ামাস তীব্রেণ তপসেত্যত উচ্যতে।
জরৎকারুরিতি ব্রহ্মন্ বাসুকের্ভগিনী তথা॥" (ভারত ১।৪০অ)

জরৎকারু নাম জগতীতলে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল এবং এই নামের নিরুক্তি কৃপা করিয়া বলুন। ইহাতে সৌতি বলিয়াছিলেন, জরা শব্দের অর্থ ক্ষয়, দারুণ শব্দে কারু এবং শরীর বুঝায়, যিনি তপস্যাদ্বারা ধীরে ধীরে জরা ও শরীরকে ক্ষয় করিয়াছিলেন তাহার নাম জরৎকারু।

এইরূপ যে স্থলে শব্দ ও অর্থ সকলের অর্থাবধারণ হয় তাহাকে নিরুক্তি কহে।

নিরুক্তিসম্বিৎ (স্ত্রী) ধর্ম্মশিক্ষার জন্য যে ঐকান্তিকী ইচ্ছা হয় বৌদ্ধমতে তাহাকে নিরুক্তিসম্বিৎ কহে।

নিরুচ্ছ্বাস (ত্রি) ১ যেখানে অধিক লোক থাকিতে পারে না সঙ্কীর্ণ। ২ যেখানে অনেক লোকের সমাগম হইয়াছে, যেখানে অত্যন্ত অধিক লোক অবস্থিতি করিতেছে, জনাকীর্ণ। ৩ আনন্দবিহীন, ক্ষুব্ধ।

নিরুত্তর (ত্রি) ১ উত্তররহিত, তাহার উত্তর বন্ধ হইয়াছে। ২ রোগাদিতে বা অপ্রস্তুত হইয়া উত্তর দিবায় পথরুদ্ধ।

নিরুৎপাত (ত্রি) উৎপাতহীন, উপদ্রবশূন্য।

নিরুৎসব (ত্রি) নির্নাস্তি উৎসবো যস্য। উৎসবহীন, উৎসবরহিত।

নিরুৎসাহ (ত্রি) উৎসাহহীন।

নিরুৎসুক (ত্রি) নিতরামুৎসুকঃ। অত্যন্ত উৎসুক। নির্গতমুৎসুকঃ উৎসুকতা যস্য। ২ ঔৎসুক্যহীন।

"মমাপি কথমুতামনুস্ত্যমৃগয়াং প্রতি নিরুৎসুকং চেতঃ" (শকুন্তলা)

(পুং) ৩ রৈবতক মনুর পুত্রভেদ। (হরিব° ৭ অ°)

নিরুদক (ত্রি) জলহীন, জলাভাব।

নিরুদকাদি (পুং) পাণিনিগণসূত্রোক্ত শব্দগণভেদ। যথা— নিরুদক, নিরুপল, নির্ম্মক্ষিক, নির্ম্মশক, নিষ্কালিক, নির্বৃষ, দুস্তরীপ, নিস্তরীপ, নিস্তরীক, নিরাজিত, উদজিন, উপাজিন। (পা ৬।২।১৮৪)

নিরুদ্ধ (ত্রি) নি-রুধ কর্ম্মণি ক্ত। সংরুদ্ধ, রোধবিশিষ্ট।

"ময়া নিরুদ্ধঃ পাপাত্মা পাতিতোঽহং মৃধে পুনঃ।" (দেবীভাগ° ৩।২৯।৩৫)

পাতঞ্জলদর্শনোক্ত চিত্তবৃত্তিভেদ। ইহার বিষয় পাতঞ্জলদর্শনে এইরূপ লিখিত আছে,—মনোবৃত্তি রুদ্ধ করার নাম যোগ। মনের বৃত্তি পাঁচ প্রকার—ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ। এইস্থলে নিরুদ্ধ বৃত্তিই বর্ণনীয়, এইজন্য ক্ষিপ্ত প্রভৃতির বিষয় বিশেষরূপে লিখিত হইল না। মনের অস্থিরতা অর্থাৎ চঞ্চলতার নাম ক্ষিপ্তাবস্থা। মন যে স্থির থাকে না, একবিষয়ে নিবিষ্ট থাকে না, ইহা হউক, উহা হউক এইরূপ সর্ব্বদাই অস্থির থাকে। মন যখন কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অগ্রাহ্য করিয়া কামক্রোধাদির বশীভূত হয়, এবং নিদ্রা তন্দ্রাদির অধীন হয়, আলস্যাদি বিবিধ তমোময় অবস্থায় নিমগ্ন থাকে, তখন তাহার মূঢ়াবস্থা।

বিক্ষিপ্ত অবস্থার সহিত পূর্ব্বোক্ত ক্ষিপ্তাবস্থার অত্যল্পই ভেদ আছে, প্রভেদ এই যে, চিত্তের পূর্ব্বোক্ত প্রকার চাঞ্চল্যের মধ্যে ক্ষণিকস্থিরতা। মন চঞ্চলস্বভাব হইলেও যে মধ্যে মধ্যে স্থির হয়, সেই ক্ষণিক স্থির হওয়ার নাম বিক্ষিপ্তাবস্থা। চিত্ত যখন দুঃখজনক বিষয় পরিত্যাগ করিয়া সুখজনক বস্তুতে স্থির হয়, চিরাভ্যস্ত চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করিয়া, ক্ষণকালের জন্য নিয়বতুল্য হয়, সেইরূপ অবস্থা জানিতে হইবে।

একাগ্র ও একতান এই দুই শব্দ, একই অর্থে প্রযুক্ত হয়। চিত্ত যখন কোন এক বাহ্য বস্তু অথবা আভ্যন্তরীণ বস্তু অবলম্বন করিয়া নির্ব্বাতস্থ নিশ্চল, নিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায় স্থির বা অকম্পিত ভাবে বর্ত্তমান থাকে, অথবা চিত্তের রজস্তমো বৃত্তি অভিভূত হইয়া গিয়া, কেবলমাত্র সাত্ত্বিক বৃত্তি উদিত থাকে, অর্থাৎ প্রকাশময় ও সুখময় সাত্ত্বিক বৃত্তি মাত্রপ্রবা-

স্থিত থাকে। এইরূপ অবস্থা হইলে, একাগ্র অবস্থা জানিতে হইবে।

এখন নিরুদ্ধ অবস্থার বিষয় পর্য্যালোচনা করা যাউক। পূর্ব্বোক্ত একাগ্র অবস্থা অপেক্ষা নিরুদ্ধাবস্থার অনেক প্রভেদ আছে। একাগ্র অবস্থায় চিত্তের কোন না কোন অবলম্বন থাকে, কিন্তু নিরুদ্ধাবস্থায় তাহা থাকে না। চিত্ত যখন আপনার কারণীভূত প্রকৃতিকে প্রাপ্ত হইয়া, কৃতকৃতার্থের ন্যায় নিশ্চেষ্ট থাকে, দগ্ধসূত্রের ন্যায় কেবলমাত্র সংস্কারভাবাপন্ন হইয়া থাকিলেও তৎকালে তাহার কোনও প্রকার বিসদৃশ পরিণাম থাকে না। এইরূপ চিত্তের অবস্থা হইলে, তাহাকে নিরুদ্ধাবস্থা কহে।

এই ৫ প্রকার চিত্তবৃত্তির মধ্যে একাগ্র ও নিরুদ্ধ অবস্থায় যোগ হইয়া থাকে। চিত্তের নিরুদ্ধ অবস্থাই যোগ শব্দের প্রকৃত বা মুখ্য অর্থ জানিতে হইবে।

নিরুদ্ধ অবস্থা সহজে বোধগম্য হইবার নহে। চিত্তকে নিরুদ্ধ করিতে হইলে প্রথমে ক্ষিপ্ত, মূঢ় ও বিক্ষিপ্ত অবস্থা দূর করিতে হয়। তাহার পরে, একাগ্র ও নিরুদ্ধ অবস্থা হইয়া থাকে।

চিত্তের নিরুদ্ধাবস্থা হইলে, মনের লয় হইয়া থাকে, আত্মা তখন দ্রষ্টৃস্বরূপে অবস্থান করেন। (পাতঞ্জলদ° সমাধিপা°)

নিরুদ্ধগুদ (পুং) ক্ষুদ্ররোগবিশেষ। মলদ্বার সরু হওয়া।

"বেগসন্ধারণাদ্বায়ুর্বিহতো গুদসংশ্রিতঃ।
নিরুণদ্ধি মহৎস্রোতঃ সূক্ষ্মদ্বারং করোতি চ॥
মার্গস্য সৌক্ষ্ম্যাৎ কৃচ্ছ্রেণ পুরীষং তস্য গচ্ছতি।
তং নিরুদ্ধগুদং ব্যাধিমেনং বিদ্যাৎ সুদুস্তরম্॥"
(সুশ্রুত নিদানস্থান ১৩ অ°)

মলবেগ ধারণ করিলে, বায়ু প্রতিহত হইয়া গুহ্যদেশ আশ্রয় করিয়া থাকে, মলনির্গমনের প্রধান স্রোতকে বদ্ধ করে। এবং সূক্ষ্মদ্বার প্রস্তুত করিয়া দেয়, তাহাতে পথের সূক্ষ্মতাবশতঃ অতিকষ্টে পুরীষ নির্গত হইয়া থাকে, এইরূপ লক্ষণ হইলে নিরুদ্ধগুদব্যাধি কহে। এই ব্যাধি অতিশয় কষ্টকর। (সুশ্রুত)
[নিরুদ্ধপ্রকশ দেখ।]

মলবেগধারণে কুপিত অপান বায়ু মলবাহী স্রোতকে সঙ্কুচিত করিয়া বৃহৎদ্বারকে সূক্ষ্ম করে, এজন্য অতিকষ্টে মল নির্গম হয়। এরূপ দারুণরোগকে নিরুদ্ধগুদ বা সন্নিরুদ্ধগুদ বলে। এই রোগে বাতঘ্ন তৈল দ্বারা পরিষেক ও নিরুদ্ধপ্রকশ রোগের মত চিকিৎসা করিবে। (ভাবপ্র°)

নিরুদ্ধপ্রকশ (পুং) মেঢ়্রজাত ক্ষুদ্ররোগবিশেষ।

ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে—কুপিত বায়ু কর্ত্তৃক মেঢ়্রচর্ম্ম যদি মণিকে দৃঢ়ভাবে আশ্রয় করায় মেঢ়্রের অগ্রভাগ আবদ্ধ থাকে; তাহা হইলে, দ্বারের অল্পতাপ্রযুক্ত মূত্রস্রোত রুদ্ধ হয়, এজন্য বেদনা না হইয়া মন্দধারে মূত্র নির্গত হয় অথবা লিঙ্গাগ্র বিবৃত না হওয়াতে মূত্র বাহির না হইয়া একবারে রুদ্ধ থাকে। এইপ্রকার বাতজব্যাধিকে 'নিরুদ্ধপ্রকশ' বলে। এই রোগে লৌহময়ী দ্বিমুখী নল অথবা কাঠের নল কিংবা জতু ঘৃতাক্ত করিয়া প্রবেশ করাইবে, শুশুক ও শূকরের বসা ও মজ্জা দ্বারা পরিষেক করিবে। বাতনাশক দ্রব্যযুক্ত চক্রতৈল প্রয়োগ করিলেও নিরুদ্ধপ্রকশ ভাল হয়। এই রোগে তিন দিন অন্তর ক্রমান্বয়ে, স্থূলতর নল লিঙ্গমার্গে প্রবেশ করাইবে। তদ্দ্বারা ক্রমেই বর্দ্ধিত হইবে। ছুঁচ চালাইয়া সদ্যঃক্ষতের ন্যায় চিকিৎসা করিলেও এই রোগ নিবারিত হয়। এই রোগে আহারার্থ স্নিগ্ধ অন্ন প্রয়োগ করিবে। (ভাবপ্র°)

সুশ্রুতের মতে—যখন পুংচিহ্নের চর্ম্ম বায়ুযুক্ত হইয়া, মণিস্থানকে আশ্রয় করে এবং মণিচর্ম্ম দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া মূত্রস্রোতকে রোধ করে, তাহাতে সেই মণিস্থান বিদীর্ণ না হইয়া মন্দধারায় প্রস্রাব নির্গত হয়। ইহাকে নিরুদ্ধপ্রকশ রোগ কহে। (সুশ্রুত নিদান স্থান ১৩ অ°)

নিরুদ্যম (ত্রি) নির্নাস্তি উদ্যমো যস্য। উদ্যমশূন্য, উদ্যমরহিত, নিরুদ্যোগ।

নিরুদ্যোগ (পুং) নির্নাস্তি উদ্যোগো যস্য। নিরুদ্যম, উদ্যোগহীন, যাহার উদ্যোগ নাই।

"নিঃসত্ত্বা লোলুপা রাজন্ নিরুদ্যোগা গতত্রপাঃ।"(ভাগ° ৮।৮।২৯)

নিরুদ্বিগ্ন (ত্রি) নির্নাস্তি উদ্বিগ্নঃ যস্য। উদ্বেগরহিত, নিশ্চিন্ত, নির্ভাবনা।

নিরুদ্বেগ (ত্রি) নির্নাস্তি উদ্বেগো যস্য। উদ্বেগশূন্য, নির্ভাবনা, নিশ্চিন্ত।

নিরুপক্রম (ত্রি) নির্নাস্তি উপক্রমো যস্য। উপক্রমশূন্য।

"হংসায় দহ্যনিলয়ায় নিরীক্ষকায় কৃষ্ণায় মৃষ্টযশসে নিরুপক্রমায়।"
(ভাগ° ৮।৯।৪৫)

'নিরুপক্রমায় আদিশূন্যায়' (শ্রীধরস্বামী)

নিরুপদ্রব (ত্রি) নির্নাস্তি উপদ্রবোঽস্য। উপদ্রবরহিত, উৎপাতহীন, দৌরাত্ম্যহীন।

"নিরুপদ্রবাণি নঃ কর্ম্মাণি প্রবৃত্তানি ভবন্তি" (শকুন্তলা ৩।১৩)
(রাজতর° ১।৪০, রামা° ৫।৭৩।৫৬, বৃহৎস° ১৮।৭।২৩)

নিরুপদ্রবতা (স্ত্রী) নিরুপদ্রবস্য ভাবঃ নিরুপদ্রব-তল্-টাপ্। উপদ্রবশূন্যতা, উৎপাতরাহিত্য।

"নিরুপদ্রবতয়া রাষ্ট্রং বৃদ্ধিমেতি" (কুল্লূক, মনু ৮।৪০২)

নিরুপদ্রুত (ত্রি) উপদ্রবরহিত। (বৃহৎস° ৯৭।২৮)

নিরুপধি (ত্রি) সৎ, শঠতাবিহীন।

নিরুপপত্তি (ত্রি) নির্নাস্তি উপপত্তি র্যস্য। উপপত্তিশূন্য, যাহার উপপত্তি নাই।

নিরুপপদ (ত্রি) উপপদরহিত, উপপদহীন।

নিরুপপ্লব (ত্রি) উপপ্লবরহিত, উৎপাতরহিত।

নিরুপভোগ (ত্রি) নির্নাস্তি উপভোগো যস্য। উপভোগরহিত, উপভোগহীন।

নিরুপম (ত্রি) নি র্ন বিদ্যতে উপমা যস্য। উপমারহিত, তুলনারহিত, অনুপম, যাঁহার উপমার স্থল নাই। স্ত্রিয়াং টাপ্। ২ গায়ত্রী। (দেবীভা° ১২.৬।১০) রাষ্ট্রকূটবংশীয় এক রাজা। [রাষ্ট্রকূট রাজবংশ দেখ।]

নিরুপরোধ (ত্রি) নি র্নাস্তি উপরোধো যস্য। উপরোধরহিত, অপক্ষপাতী, যিনি কাহারও উপরোধ শ্রবণ করেন না।

নিরুপল (ত্রি) প্রস্তররহিত, প্রস্তরহীন।

নিরুপলেপ (ত্রি) নির্নাস্তি উপলেপো যত্র। উপলেপরহিত, প্রলেপশূন্য।

নিরুপসর্গ (ত্রি) উৎপাতরহিত, অমঙ্গলরহিত, উপসর্গহীন।

নিরুপস্কৃত (ত্রি) ১ পবিত্র। ২ স্বাভাবিক, অকৃত্রিম।

নিরুপহত (ত্রি) ১ উপহত নয়, অনাহত। ২ শুভসূচক। ৩ অক্ষত।

নিরুপাখ্য (ত্রি) নির্গতা উপাখ্যা যস্মাৎ। ১ অসৎপদার্থ, বন্ধ্যাপুত্রাদি। ২ ব্রহ্ম।

"জ্ঞানবিজ্ঞানযুক্তানাং নিরুপাখ্যা নিরঞ্জনা।
কৈবল্যা যা গতির্দেব পরমা সা গতির্মহান্॥(ভারতঅনু° ১৭অ°)

৩ নিঃস্বরূপ। "ত্রয়মপি চৈতদবস্তুঅভাবমাত্রং নিরুপাখ্যমিতি।" (শারী° ভাষ্য°)

নিরুপাধি (ত্রি) নির্নাস্তি উপাধির্যস্য। উপাধিশূন্য, ব্রহ্ম, উপাধি তিরোহিত হইলে জীব ব্রহ্ম হয়। এক চৈতন্য সকল জীবে বিরাজমান। সেই অনাদি অনন্ত ব্রহ্মচৈতন্য উপাধিভেদে অর্থাৎ আধারদেহাদিভেদে বিভিন্ন ভাব প্রাপ্তের ন্যায় হইয়া আছে। বস্তুতঃ ইহা অভিন্ন বহু বিভিন্ন নহে।

উপাধি অন্তর্হিত হইলেই এক, নচেৎ বহু। স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল এই লোকত্রয় ব্রহ্মচৈতন্যে আভাসিত হইয়া, মায়িকরূপে দৃষ্ট হইতেছে। যেহেতু এক, অদ্বয়, মহান্ ও ব্যাপিচৈতন্যে স্বাশ্রিত অজ্ঞানের প্রভাবে বিশ্বরূপ ইন্দ্রজাল প্রকাশ পাইয়াছে। সেই হেতু বিশ্ব মিথ্যা, কেবল প্রকাশক চৈতন্যই সত্য। অধিক কি সত্য চৈতন্যে যাহা যাহা ভাসমান, তাহাই অসত্য, সে সকল চৈতন্যাশ্রিত অজ্ঞানের বিলাস বা বিভ্রম ব্যতীত অন্য কিছুই নহে।

শক্তিরূপী ব্রহ্মাশ্রিত অজ্ঞান, ব্রহ্মে বা ব্রহ্মকে জগৎ দেখাইতেছে। সেইজন্য জগৎ ও ব্রহ্ম এখন বিমিশ্রিত বা একাবস্থাসে ভাসিত। সেই কারণে, এখন প্রত্যেক দৃশ্যই পঞ্চরূপী। ১ অস্তি,—আছে, ২ ভাতি,—প্রকাশ পাইতেছে, ৩ প্রিয়,—বেশ ভাল বা উত্তম এই ভাব, ৪ রূপ,—ইহা এই প্রকার, ৫ নাম,—ইহা অমূলক বস্তু। এই পঞ্চরূপে প্রথমোক্ত তিনরূপ ব্রহ্ম, অবশিষ্ট দুই রূপ জগৎ অর্থাৎ অজ্ঞান বিকার, এই অজ্ঞান বিকার বা জগৎ পরমার্থতঃ সত্য নহে। এইজন্যই জগৎ মিথ্যা বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

এই দৃশ্যমান্ জগৎ, তাত্ত্বিক সত্তাশূন্য অর্থাৎ মিথ্যা। যেমন কোন ঐন্দ্রজালিক কৌশলাদিপ্রয়োগক্ষুভ্যমান মায়া দ্বারা ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করে, সেইরূপ মহামায়াবী ঈশ্বরও বিনা ব্যাপারে স্বেচ্ছা দ্বারা জগৎসৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার তাদৃশী ইচ্ছাশক্তিই মায়া নামে অভিহিত হইয়াছে। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোময়ী মায়া এক হইলেও গুণের প্রভেদে বিভিন্ন। সেই প্রভেদেই জীবেশ্বরবিভাগ প্রচলিত। মায়ায় উপহিত ঈশ্বর ও অবিদ্যায় উপহিত জীব। উৎকৃষ্ট সত্ত্বপ্রাধান্যে মায়া এবং মলিনসত্ত্বপ্রাবল্যে অবিদ্যা। জীব কেবল উপহিত নহে, অবিদ্যার বশ্যও বটে। আকাশ একই, কিন্তু ঘটরূপ উপাধিতে ঘটাকাশ ও পটাকাশ এইরূপ প্রভেদ হইয়া থাকে, সেইরূপ এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম হইলেও মনুজাদি উপাধিতে জীব, এবং এই উপাধি অপগত হইলেই ব্রহ্ম। যখন সম্পূর্ণরূপে উপাধিরহিত হয়, তখন নিরুপাধি বলা যায়। যতক্ষণ অজ্ঞান বা মায়া থাকিবে, ততক্ষণ নিরুপাধি হইবার যো নাই। সমস্ত উপাধি তিরোহিত হইলেই জীব ব্রহ্ম হয়, এইজন্য নিরুপাধি শব্দের অর্থ—ব্রহ্ম। উপাধিশূন্য হইতে হইলে শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন করিতে হয়। যতক্ষণ উপাধি থাকে, ততক্ষণ ব্রহ্মে দৃশ্যভ্রান্তি হয়, যেই উপাধি চলিয়া যায়, অমনি জীব ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করিয়া ব্রহ্ম হয়। (বেদান্তদর্শন) [ব্রহ্ম দেখ।]

নিরুপায় (ত্রি) নিন বিদ্যতে উপায়ো যস্য। ১ উপায়রহিত, উপায়হীন।

"উচ্ছিদ্যমানো বলিনা নিরুপায়ঃ প্রতিক্রিয়ঃ।" (কামন্দকী)

নিরুপ্ত (ত্রি) নির্-বপ-ক্ত। যজ্ঞাদিতে ভাগে ভাগে, পৃথক্ করিয়া দত্ত।

"ন চ সৃষ্টিমাত্রেণ নিরুপ্তেন প্রয়োজনম্" (কাত্যা° শ্রৌ° ১৫।১৬)

নিরুপ্তি (স্ত্রী) নির্-বপ্-ক্তিন্। (কাত্যা° শ্রৌ° ২২।১৪)

নিরুষ্ণীষ (ত্রি) উষ্ণীষশূন্য, শূন্যমস্তক।

নিরুপেক্ষ (ত্রি) নির্গতা উপেক্ষা যস্মাৎ। অনুপেক্ষ, উপেক্ষাশূন্য। ২ সৎ, চাতুর্য্যশূন্য।

নিরুষ্মন্ (ত্রি) উষ্মারহিত, শীতল।

নিরূঢ় (ত্রি) নির-রুহ-ক্ত। ১ উৎপন্ন। ২ প্রসিদ্ধ। ৩ শক্তি তুল্য লক্ষণ দ্বারা অর্থবোধক শব্দ।

"পূর্ব্বস্বামিসম্বন্ধাধীনং তৎস্বাম্যুপরমে যত্র দ্রব্যে স্বত্বং তত্র নিরূঢ়ো দায়শব্দঃ" (দায়ভাগ)

৩ পশুযাগভেদ। "নিষ্মিত ঐন্দ্রাগ্নঃ" (আশ্ব° শ্রৌ° ৩।৮।৪)

'ঐন্দ্রাগ্নো নিরূঢ়ো নাম পশুঃ' (নারায়ণ)

নির্ উঢ়ঃ। ৪ অবিবাহিত।

নিরূঢ়লক্ষণ (স্ত্রী) নিরূঢ়া শক্তিতুল্যা লক্ষণা। লক্ষণাভেদ।

"নিরূঢ়লক্ষণাঃ কাশ্চিৎ কাশ্চিন্নৈব স্বশক্তিতঃ"

(কাব্যপ্র° টীকা) [লক্ষণ দেখ]

নিরূঢ়বস্তি (নিরুহ) বস্তিভেদ কষায় বা ক্ষীরতৈলে যে বস্তি প্রয়োগ করা হয়, তাহাকে নিরূঢ়বস্তি বলে।

"বস্তির্দ্বিধানুবাসাখ্যো নিরূহশ্চেতিসংজ্ঞিতঃ।
যঃ স্নেহৈর্দীয়তে স স্যাদনুবাসননামকঃ।
কষায়ক্ষীরতৈলৈর্যো নিরূহঃ স নিগদ্যতে॥" (সারকৌমুদী)

নিরূঢ়বস্তিপ্রয়োগের ব্যবস্থা, সুশ্রুতে এইরূপ লিখিত আছে—

অনুবাসন-প্রয়োগের পর, আস্থাপন প্রয়োগ করিবে। অভ্যঙ্গ ও স্বেদপ্রয়োগ করিয়া পুরীষ মূত্র ও বায়ুর বেগ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক মধ্যাহ্নকালে পবিত্র গৃহে শ্রোণিদেশ ভাল করিয়া রাখিয়া বিস্তীর্ণ ও উপাধানরহিত শয্যায় বামপার্শ্বে শয়ন করিবে। রোগী ভুক্তদ্রব্য পরিপাকের পর দক্ষিণ শক্তি আকুঞ্চিত ও বামশক্তি প্রসারিত করিয়া, প্রফুল্ল মনে নিস্তব্ধভাবে থাকিবে। পরে বামপায়ের উপরে চক্ষু রাখিয়া, ডানহাতের বুড়-আঙ্গুল ও তর্জ্জনী দিয়া চক্ষুর পাতা চাপিয়া রাখিবে এবং বামহাতের কনিষ্ঠা ও অনামিকা দিয়া, বস্তির মুখের অর্দ্ধভাগ সঙ্কুচিত করিয়া মধ্যমা, প্রদেশিনী ও অঙ্গুষ্ঠ নামক তিনটী অঙ্গুলি দিয়া, অপর অর্দ্ধমুখ ঢাকিয়া বস্তিমধ্যে ঔষধ পূরণ করিবে। ঔষধ পূরি-বার সময়, বস্তি যেন অধিক আয়ত বা সঙ্কুচিত না হয়, তাহার মধ্যে বুদ্বুদ না জন্মে, অথবা বায়ু না থাকে, এইরূপে বস্তিমধ্যে যে পর্য্যন্ত ঔষধ পূর্ণ হইবে, তাহার অন্তভাগে সূতার দুই তিন বেড় দিয়া বাঁধিবে। পরে ডান হাত তুলিয়া বস্তি ধারণ করিবে এবং বাম হাতের মধ্যমাঙ্গুলি ও প্রদেশিনী দিয়া চক্ষু ধরিয়া, অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা তাহার ঘৃতাক্ত মুখ ঢাকিয়া ঘৃতাক্তমলদ্বার মধ্যে প্রবেশ করাইবে। পৃষ্ঠবংশের সমরেখা পর্য্যন্ত দূরে, নেত্রের কর্ণিকা পর্য্যন্ত সঞ্চালিত করিয়া, রোগীকে স্থিরভাবে গ্রহণ করিতে কহিবে। বামহাতে বস্তি ধরিয়া, ডান হাতে প্রয়োগ করিতে হইবে। এককালে প্রয়োগ বিধেয়, তাহাতে দ্রুত বা বিলম্ব না হয়। তারপর বস্তি খুলিয়া, এক হইতে ত্রিশবার বলিতে যে সময় লাগে, সেই টুকু সময় অপেক্ষা করিয়া, রোগীকে উঠিতে বলিবে। ঔষধ দ্রব্য নির্গত হইবার জন্য রোগীকে উৎকট ভাবে বসাইবে। একমুহূর্ত্তকাল মধ্যে নিরূঢ় দ্রব্য বাহির হইয়া আসিবে। এই নিয়মে দুই তিনবার বস্তিপ্রয়োগে সম্যক্ নিরূঢ় লক্ষণ হইলে, আর বস্তিপ্রয়োগ করিবে না। নিরূঢ় লক্ষ-ণের বাড়াবাড়ি ভাল নয়, অল্প থাকাই ভাল। বিশেষতঃ সুকুমার ব্যক্তির পক্ষে সামান্যই হিতকর।

বস্তিপ্রয়োগে সামান্যবেগে যাহার মলবায়ু নির্গত না হয়, তাহাকে দুর্নিরূঢ় বলে। এরূপস্থলে মূত্ররোগ, অরুচি ও জড়তা। দোষ জন্মে। বস্তি প্রয়োগমাত্র, যাহার পুরীষ পিত্ত, কফ ও বায়ুক্রমে নির্গত হইয়া দেহ লঘু হয়, তাহা সুনিরূঢ় বলিয়া জানিবে। সুনিরূঢ় হইলে স্নান ও ভোজন করাইবে। পিত্ত, শ্লেষ্মা বা বায়ুজন্য রোগে যথাক্রমে ক্ষীর, যূষ বা মাংসরস খাইতে দিবে। মাংসরস সকল দোষেই প্রযোজ্য। দোষাগ্নি অনুসারে তিন ভাগহীন, অর্দ্ধভাগহীন বা চতুর্থাংশহীন পরিমাণে, ভোজন করিবে। তারপর দোষানুসারে স্নেহবস্তি চালাইবে। আস্থা-পন ও স্নেহবস্তি সম্যক্‌রূপে প্রয়োগ করিলে মনের তুষ্টি, দেহের স্নিগ্ধতা ও ব্যাধির নিগ্রহ, এই সকল লক্ষণ জন্মে। যে দিবস আস্থাপন প্রয়োগ করা যায়, সে দিন বায়ু কর্তৃক বিশেষ অনি-ষ্টের সম্ভাবনা। অতএব রোগীকে সে দিন মাংসরস সহ অন্নভোজন করিতে দিবে ও অনুবাসন প্রয়োগ করিবে। তৎপরে অগ্নির দীপ্তি ও বায়ুর গতি বুঝিয়া (কোষ্ঠদেশ বেশ উপস্তব্ধ থাকিলে) স্নেহবস্তি প্রয়োগ করিবে। মুহূর্ত্তমধ্যে নিরূঢ়দ্রব্য বাহির হইয়া না আসিলে, ক্ষারমূত্র বা অম্লসংযুক্ত তীক্ষ্ণ নিরূঢ় দ্বারা শোধন করিবে। নিরূঢ় দ্রব্য অধিককাল শরীরমধ্যে থাকিলে, বায়ু কুপিত হইয়া বিষ্টম্ভশূল, অরতি, জ্বর, আনাহ, এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্তও ঘটে। ভোজনান্তে আস্থাপন প্রয়োগ উচিত নহে। তাহাতে দোষ সকল কুপিত হয়, বিসূ-চিকা বা দারুণ বমনরোগ জন্মে। এই জন্য অভুক্ত অবস্থায় আস্থাপন দেওয়া কর্ত্তব্য।

দুগ্ধ, অম্লরস, মূত্র, স্নেহ, ক্বাথ, রস, লবণ, ফল, মধু, শতমূলী, সর্ষপ, বচ, এলাচ, ত্রিকটু, রাস্না, সরল, দেবদারু, হরিদ্রা, যষ্ঠি-মধু, হিঙ্গু, কুষ্ঠ, শোধনী-বর্গান্বিত দ্রব্যসমূহ—কটুকী, শর্করা, মুস্তা বেণামূল. চন্দন. শঠী, মঞ্জিষ্ঠা, মদনফল, চণ্ডা, ত্রায়মাণা, রসাঞ্জন, বিল্বফলের সার, যমানী, প্রিয়ঙ্গু, কুটজফল, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলি, জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি ও মধুলিকা এই বর্গের মধ্যে, যে যে দ্রব্য পাওয়া যায়, তাহা নিরূঢ়ে প্রয়োগ করিবে। স্ব স্ব অবস্থায় নিরূঢ়ে যে পরিমাণে ক্বাথ

প্রয়োগ করিবে, তাহার পঞ্চভাগ স্নেহ, পিত্তে ষষ্ঠভাগ ও কফে অষ্টমভাগ একত্র করিয়া প্রয়োগ করিবে। সান্নিপাতিক কল্কের অষ্টমভাগ স্নেহ ও সেই পরিমাণ লবণ দেওয়া কর্ত্তব্য।

মধু, গোমূত্র, ফল, দুগ্ধ, অম্ল ও মাংসরস ইহাদের মধ্যে কোন একটী আবশ্যক বুঝিয়া প্রয়োগ করিবে। কল্ক, স্নেহ ও কষায়ের উল্লেখ না থাকিলেও যুক্তিক্রমে কোন একটী লইবে। যে সকল দ্রব্য বিহিত, তাহা ভাল করিয়া পিষিয়া লইতে হইবে।

নিরূঢ়া (স্ত্রী) নিরূঢ় স্ত্রিয়াং টাপ্। লক্ষণাবিশেষ।
"কাচিৎ লক্ষতাবচ্ছেদকীভূততদ্রূপেণ পূর্ব্বপূর্ব্বং প্রত্যায়কত্বাৎ নিরূঢ়া।" (শব্দশক্তিপ্র°) [লক্ষণা দেখ।]
নির্ উঢ়া। ২ অবিবাহিতা।

নিরূঢ়ি (স্ত্রী) নির্-রুহ-ক্তিন্। ১ প্রসিদ্ধি।
"নৃপবিদ্যাসু নিরূঢ়িমাগতা" (কিরাত°)
২ নিরূঢ়লক্ষণা।

নিরূপ (ত্রি) ১ রূপহীন। (পুং) ২ বায়ু। ৩ দেবতা। (ক্লী) ৪ আকাশ। [নীরূপ দেখ]

নিরূপক (ত্রি) নিরূপয়তি নি-রূপ-ণ্বুল্। নিরূপণকর্ত্তা, নিরূপণকারী।

নিরূপকতা (স্ত্রী) নিরূপকস্য ভাবঃ নিরূপক-তল-টাপ্। স্বরূপসম্বন্ধভেদ।

নিরূপণ (ক্লী) নি-রূপ-ণিচ্-ল্যুট্। ১ আলোক। ২ বিচার। ৩ নিদর্শন। (মেদিনী)
"প্রচ্ছন্না হি মহাত্মানশ্চরন্তি পৃথিবীমিমাম্।
দৈবেন বিধিনা যুক্তা শাস্ত্রোক্তৈশ্চ নিরূপণৈঃ॥" (ভা° ৩।৭১।২১)
নিরূপয়তীতি নি-রূপ-ক্ত। (ত্রি) ৪ নিরূপক।
(মার্কণ্ডেয়পু° ১৬।৬৯)

নিরূপিত (ত্রি) নি-রূপ-ণিচ্-ক্ত। ১ কৃতনিরূপণ, নিযুক্ত, নির্ণীত, স্থিরীকৃত, নিশ্চিত। ২ বিচারিত। ৩ দৃষ্ট।
"নিরূপিতো বালক এব যোগিনাং
সুশ্রবণে প্রাবৃষি নির্বিবিক্ষতাম্॥" (ভাগবত ১।৫।২৩)

নিরূপিতি (স্ত্রী) ১ নিশ্চয়ত্ব, স্থিরভাবত্ব। ২ ভাবাদির ব্যাখ্যান।

নিরূপ্য (ত্রি) দৃষ্ট, স্থিরীকৃত, ব্যাখ্যাত।

নিরূষ্মন্ (ত্রি) গরম রহিত, শীতল।

নিরূহ (পুং) নির্-উহ করণে ঘঞ্। বস্তিভেদ।

নিরূহণ (ক্লী) স্থিরত্ব, নিশ্চয়ের ভাব।

নির্ঋতি (স্ত্রী) নির্নিগতা ঋতি ঘৃণা অশুভং বা যস্য। ১ অলক্ষ্মী। ২ দক্ষিণ পশ্চিমদিক্‌পতি।
"মৃগব্যাধশ্চ সর্পশ্চ নির্ঋতিশ্চ মহাযশাঃ।" (ভারত ১।৬৬ অ°)
৩ নিরুপদ্রব। ৪ অধর্ম্ম-পত্নী। (ভারত ১।৬৬ অ°)
৫ অধর্ম্মের কন্যা, হিংসার গর্ভে এই কন্যার জন্ম হয়।
'হিংসাভার্য্যাস্ত্বধর্ম্মস্য তস্যাং জজ্ঞে তথানৃতম্।
কন্যা চ নির্ঋতিস্তস্যাং সুতৌ দ্বৌ নরকং ভয়ম্॥"
(মার্কণ্ডেয়পু° ৫অ°)
৬ মৃতভার্য্যা। ৭ মূলানক্ষত্র। (পুং) ২ রুদ্রবিশেষ।

॥ * ॥ ঋগ্বেদে নির্ঋতি শব্দ পাপদেবতা শব্দে অভিহিত হইয়াছে।

"দূতো নির্ঋত্যা ইদমাজগাম।" (ঋক্ ১০।১৬০।১)
'নির্ঋত্যাঃ পাপদেবতায়াঃ দূতোঽনুচরঃ।' (সায়ণ)

পদ্মপুরাণে ইহার উপাখ্যান, এইরূপ লিখিত আছে। সমুদ্র-মন্থনে প্রথমে নির্ঋতি ও পরে লক্ষ্মী উৎপন্ন হয়। উদ্দালকের সহিত ইহার বিবাহ হয়।

নির্ঋতি সদাচারপূত উদ্দালকের আশ্রম অবলোকন করিয়া, অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া উদ্দালককে বলিয়া ছিল, এই আশ্রম আমার বাসের উপযুক্ত নয়। যেখানে সর্ব্বদা বেদধ্বনি হয় এবং দেবতা ও অতিথিপূজা প্রভৃতি সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান হয়, সেই স্থান আমার বাসোপযুক্ত নহে। যেখানে সকল প্রকার অসৎকার্য্যের অনুষ্ঠান হয়, সেই স্থানই আমার প্রিয়। উদ্দালক এই কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করেন। পরে নির্ঋতি স্বামিবিরহে কাতর হইয়া অবস্থান করিতে থাকেন। লক্ষ্মী ভগিনীর দুঃখ জানিতে পারিয়া নারায়ণের সহিত তথায় আগমন করেন এবং নারায়ণ তাহাকে বুঝাইয়া বলেন যে, অশ্বত্থবৃক্ষ আমার অংশসম্ভূত, এই বৃক্ষে তুমি অবস্থান কর। মন্দবারে লক্ষ্মী এই থানে আসিবেন এবং ঐ দিনে তোমার পূজা হইবে। (পাদ্মোত্তরখণ্ড ১৬১ অ°)

সংযমনীপুরীর পশ্চিমভাগের দিক্‌পতির নাম নির্ঋতি। তাঁহার অধিষ্ঠিত লোককে নির্ঋতিলোক বলে। তথায় পুণ্যশীল ও অপুণ্যশীল দুই প্রকার লোক বাস করে।

যাহারা রাক্ষসযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াও পরহিংসা পরদ্বেষ প্রভৃতি কুকর্ম্মকে বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহারাই পুণ্যশ্রেণীভুক্ত। যাহারা নীচযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াও শাস্ত্রোক্ত নিয়ম সমুদয় প্রতিপালনপূর্ব্বক, কখনও অখাদ্যভোজন, পরস্ত্রীগমন, পরদ্রব্যহরণ ইত্যাদি অসৎ কর্ম্ম করে নাই; যাহারা সর্ব্বদা সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান, দ্বিজসেবা, দেবসেবা, তীর্থদর্শনাদি করে, তাহারাই সর্ব্ববিধ ভোগসম্পন্ন হইয়া উক্ত পুরিতে বাস করিতেছে। ম্লেচ্ছ হইয়াও যাহারা আত্মহত্যা করে না ও মুক্তিক্ষেত্র কাশী ভিন্ন অন্য তীর্থে মৃত্যুলাভ করিলেও তাহারা এই স্থানে বাস করিয়া থাকে।

দিক্‌পতি নির্ঋতি পূর্ব্বকালে বিন্ধ্যাচলের বনমধ্যে নির্ব্বিন্ধ্যা নদীর তটদেশে বাস করিতেন। ইনি শবরগণের অধিপতি পিঙ্গাক্ষ নামে খ্যাত। শবরশ্রেষ্ঠ অতিশয় বলবান্ ও সচ্চরিত্র লোক ছিলেন। পথিকগণের আপদ্-দূরীকরণার্থ বহুসংখ্যক সিংহ ব্যাঘ্র নিধন করিয়া পথ নিরাপদ্ করিয়াছিলেন। ব্যাধ-বৃত্তি ইহার জীবিকা হইলেও নিষ্ঠুরাচরণে পরাঙ্মুখ ছিলেন; কখনও বিশ্বস্ত, সুপ্ত, ব্যায়ামযুক্ত, জলপানে নিরত, শিশু বা গর্ভযুক্ত জীবজন্তু হনন করিতেন না। এই ধর্ম্মাত্মা শ্রমাতুর পথিককে বিশ্রামস্থান, ক্ষুধাতুরকে আহারদান ও দুর্গম প্রান্তরপথে পথিকগণের অনুগমন করিয়া, তাহাদিগকে অভয় প্রদান করিতেন।

পিঙ্গাক্ষের এবংবিধ আচরণে, সেই প্রান্তরভূমি নগরের তুল্য হইয়াছিল। কোন ব্যক্তি ভয়ে পথিকের পথরোধ করিতে পারিত না। কোন সময়ে নিকটস্থ গ্রামনিবাসী পিঙ্গাক্ষের পিতৃব্য, পথিকগণের মহাকোলাহল শুনিয়া, তাহাদের ধন অপহরণ করিবার অভিলাষে তাহাদিগকে নিধন করিবার জন্য প্রচ্ছন্নভাবে পথ অবরোধ করিয়া রহিল। দৈবক্রমে পিঙ্গাক্ষও সেই দিবস রাত্রিকালে সেই অরণ্যে মৃগয়া করিতে যাইয়া অবস্থান করিতেছিলেন।

এদিকে রাত্রি প্রভাত হইলে, "হে বীরগণ! শীঘ্র মার, পাতিত কর, নগ্ন কর।" "হে বীরগণ। আমরা তীর্থযাত্রী, আমাদিগকে মারিও না, রক্ষা কর। আমাদের যাহা কিছু আছে, তোমরা সমস্তই লুণ্ঠন কর। আমরা পথিক ও অনাথ, কিন্তু বিশ্বনাথপরায়ণ, সুতরাং তিনিই আমাদের রক্ষা-কর্ত্তা। কিন্তু তিনিও দূরে অবস্থিত, আমাদের আর কেহই রক্ষাকর্ত্তা নাই। আমরা পিঙ্গাক্ষের ভরসায় সর্ব্বদা এই পথে যাতায়াত করিয়া থাকি, কিন্তু তিনিও এ বন হইতে অনেক দূরে অবস্থান করিতেছেন।" এই কোলাহল শ্রবণ-পূর্ব্বক দূর হইতে "ভয় নাই, ভয় নাই" বলিতে বলিতে পথিক-বন্ধু পিঙ্গাক্ষ আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন, "আমি জীবিত থাকিতে, কোন্ দুরাচার আমার প্রাণ-লিঙ্গ-তুল্য পথিকগণকে প্রাণে মারিয়া লুণ্ঠন করিতে অভি-লাষ করিয়াছে?" পিঙ্গাক্ষের পিতৃব্য তোয়াখ্য এই বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বীয় দলস্থ দস্যুগণকে পিঙ্গাক্ষের প্রাণবধের আজ্ঞা দিল।

পিঙ্গাক্ষ একাকী এই সমস্ত দস্যুদলের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে কোন প্রকারে যাত্রিগণকে আপনার বাসস্থানের নিকট আনয়ন করিলেন, কিন্তু দস্যুগণ কর্তৃক ধনুর্ব্বাণ ও কবচ ছিন্ন হইলে, অস্ত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত শরীর হইয়া দস্যুনাশে অকৃত-কার্য্যতাবশতঃ ক্ষোভপ্রকাশপূর্ব্বক ইহলোক পরিত্যাগ করি-লেন। এই জন্যই সেই পিঙ্গাক্ষ নৈর্ঋতেশ্বর রূপে দিক্‌পতি হইয়া, নৈর্ঋতে অবস্থান করিতেছেন। (কাশীখ°)

নির্ধাথ (পুং) নির্-ধ্ব-থক্। সামভেদ। (উজ্জ্বলদত্ত)

নিরেক (পুং) ১ চিরকালব্যাপ্য, চিরসম্বন্ধীয়। ২ খালি নয়, পরিপূর্ণ। (মহীধর)

নিরোদ্ধব্য (ত্রি) নি-রুধ কর্ম্মণি তব্য। ১ আবরণীয়। লোক-সমূহের যথেচ্ছাচারবারণের নিমিত্ত রক্ষণীয়। যাহারা অন্যায়া-চরণ করে, রাজা তাহাদিগকে রোধ করিবেন।

"আশ্রয়াশ্চোপদানাশ্চ প্রভূতসলিলাকরাঃ।
নিরোদ্ধব্যাঃ সদা রাজ্ঞা ক্ষীরিণশ্চ মহীরুহাঃ॥"
(ভারত শান্তিপর্ব্ব ৮৬।১৫)

২ প্রতিরোধনীয়।

নিরোধ (পুং) নি-রুধ-ঘঞ্। ১ নাশ। ২ গতি প্রভৃতির প্রতি-রোধ। ৩ নিগ্রহ।

"ন নিরোধো ন চোৎপত্তির্ন বদ্ধো ন চ সাধকঃ।
ন মুমুক্ষুর্ন বৈ মুক্ত ইত্যেষা পরমার্থতা॥" (সাংখ্যপ্র°ধৃত শ্রুতি)

৪ নিরুদ্ধাখ্য চিত্তাবস্থাভেদ। চিত্তের একাগ্রাবস্থায় কেবল বহির্বৃত্তি নিরোধ হয়, কিন্তু নিরোধাবস্থায় সকল বৃত্তি নিরোধ হইয়া থাকে। চিত্তনিরোধ করিতে হইলে, অভ্যাস ও বৈরাগ্য প্রয়োজন। কেবল অভ্যাস ও বৈরাগ্যদ্বারা চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হয়। [নিরুদ্ধ দেখ।] চিত্ত নিরুদ্ধ হইলে নির্বীজ-সমাধিলাভ হয়।

নিরোধক (ত্রি) নিতরাং রুণদ্ধি নি-রুধ-ণ্বুল্। ১ নিরোধ-কারক।

নিরোধন (ক্লী) নি-রুধ-ল্যুট্। ১ কারাগারাদিতে প্রবেশদ্বারা গতিরোধ। ২ বিষয়সংপ্রচার রহিতকরণ।

নিরোধপরিণাম (পুং) পাতঞ্জলোক্ত পরিণামবিশেষ। ইহার বিষয় পাতঞ্জলদর্শনে এইরূপ লিখিত আছে—

"ব্যুত্থাননিরোধসংস্কারয়োরভিভবপ্রাদুর্ভাবৌ নিরোধক্ষণ-চিত্তান্বয়ো নিরোধপরিণামঃ।" (পাত° ৩।৯)

চিত্তের ক্ষিপ্তাদি রাজসিক পরিণামের নাম ব্যুত্থান এবং কেবলমাত্র বিশুদ্ধসত্ত্ব পরিণামের নাম নিরোধ। চিত্তের সম্প্রজ্ঞাত অবস্থা ও পরবৈরাগ্য অবস্থা—এই দুই অবস্থাও যথাক্রমে ব্যুত্থান ও নিরোধ। এই দুই পরিণামের সংস্কার যখন, যথাক্রমে অভিভূত ও প্রাদুর্ভূত হয়, অর্থাৎ যখন ব্যুত্থান সংস্কার অভিভূত হইয়া গিয়া নিরোধসংস্কার পুষ্ট হয়, চিত্ত তখন নিরোধ নামক অবসরের অনুগত হয়। তাদৃশ আনু-গত্যের অর্থাৎ সেই প্রকার অবসরপ্রাপ্তি বা তূষ্ণীম্ভাব-প্রাপ্তির নাম নিরোধপরিণাম।

যোগী সংযমদ্বারা বিবিধ ঐশ্বর্য্য বা অলৌকিক ক্ষমতা আহরণ করিতে পারেন বটে, কিন্তু কিরূপ বিষয়ের জন্য, কিরূপ সংযম করিতে হয়, তাহা তাহার অগ্রে জানা আবশ্যক। কোথায় কি প্রকার সংযম প্রয়োগ করিতে হয়, কোন্ সংযমের কি ফল, তাহা জানা না থাকিলে, ফললাভ হওয়া দুর্ঘট হয়। সুতরাং সংযমশিক্ষার অগ্রে সংযমের স্থানগুলি নির্ণয় করিয়া লইতে হয়, এবং বিবিধ চিত্তপরিণাম—চিত্তের ভিন্ন ভিন্ন বিকারভাবগুলি প্রত্যক্ষবৎ প্রতীতিযোগ্য করিয়া লইতে হয়। চিত্তব্যুত্থানকালে, একাগ্রতাকালে ও নিরুদ্ধ সময়ে কিরূপ অবস্থায় থাকে, তাহা নিপুণতার সহিত লক্ষ্য করিতে হয়। নিরোধ কালের চিত্তাবস্থা জ্ঞাত হওয়া যত আবশ্যক, ব্যুত্থান কালের চিত্তাবস্থায় চিত্তপরিণাম সন্ধান করা, তত আবশ্যক নহে। নিরোধপরিণামের যথার্থ স্বরূপ কি? অর্থাৎ নির্বীজ সমাধির সময় চিত্ত কিরূপ ভাবে থাকে, তাহার বিষয় আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

যে কোন সংস্কারই হউক, সমস্তই চিত্তধর্ম্ম, এবং চিত্তই তত্তাবতের ধর্ম্মী অর্থাৎ আধার। চিত্ত যখন বিবিধ বিষয়াকারে পরিণত হইতে থাকে, তখন তাহাতে, সেই সেই পরিণামের সংস্কার অবহিত থাকে। চিত্ত যখন কেবল মাত্র সম্প্রজ্ঞাতবৃত্তিতে স্থিতি করে, একাগ্র বা একতান হয়, তখনও তাহাতে তাহার সংস্কার নিহিত থাকে। চিত্ত যতক্ষণ বৃত্তিশূন্য না হয়, ততক্ষণ তাহাতে সংস্কার থাকে। একাগ্রবৃত্তি অবিশ্রান্তরূপে বা প্রবাহাকারে উদিত হইতে থাকিলে, তজ্জনিত সংস্কারও তাহাতে যথাক্রমে আবদ্ধ হয়। যে সংস্কার বা স্রোত নিরোধপরিণাম ব্যতীত তিরোহিত বা অভিভূত হয় না। পরে বৈরাগ্যাভ্যাস দ্বারা যখন ব্যুত্থানসংস্কার অভিভূত হয়, তিরোহিত হয় ও নিঃশক্তি অথবা বিলীন হইয়া যায়, সেই নিরোধসংস্কার, তখন প্রবল বা পুষ্ট হইয়া দাঁড়ায়। চিত্ত এই সময়ে পূর্ব্বসঞ্চিত ব্যুত্থান-সংস্কার হইতে অপসৃত হইয়া, কেবলমাত্র নিরোধসংস্কার লইয়া অবস্থিত থাকে, অর্থাৎ তখন কেবল স্ব স্ব রূপে থাকে। চিত্তের এই অবস্থা স্থায়ী হইলেই, যোগীরা তাহাকে নিরোধ-পরিণাম বলিয়া থাকেন।

এই নিরোধ অবস্থাটিও পরিণাম বিশেষ। সুতরাং নিরোধপরিণাম এই নামটিও অন্বর্থ জানিতে হইবে। চিত্ত যখন গুণময়, অর্থাৎ প্রকৃতিময়, তখন সে যতদিন থাকিবে, ততদিন তাহাতে অবিশ্রান্ত পরিণাম হইবে, কেন না প্রকৃতির স্বভাব এই যে, সে ক্ষণকাল পরিণত না হইয়া থাকিতে পারে না। সুতরাং যাহাকে নিরোধ বলা হইল, বস্তুতঃ তাহাও এক প্রকার পরিণাম। কেননা চিত্ত তখনও পরিণত হয়, তবে কি না তাহা তাহার স্বরূপেরই অনুরূপ। তাদৃশ স্বরূপপরিণামের অন্য নাম স্থৈর্য্য। চিত্ত স্থির হইয়াছে একথা বলিলে, কোনরূপ পরিণাম হইতেছে না, ইহা না বুঝিয়া, এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, বিষয়াকারা বৃত্তি হইতেছে না, কিন্তু স্বরূপের অনুরূপপরিণামই হইতেছে। এখন সিদ্ধান্ত হইল যে, স্থৈর্য্য অথবা নির্বৃত্তিক অবস্থার নামই নিরোধ-পরিণাম। সংস্কার দৃঢ় হইলেই, তৎপ্রভাবে নিরোধপরিণামের প্রশান্ত-বাহিতা বা স্থৈর্য্য প্রবাহ জন্মে। (পাতঞ্জলদ°)

নিরোধিন্ (ত্রি) প্রতিবন্ধক, নিরোধকারী।

নির্গ (পুং) নিরন্তরং গচ্ছত্যত্রেতি, নির্-গম-ড। (অন্যত্রাপি দৃশ্যতে ইতি বক্তব্যং। বার্ত্তিক ৩।২।৪৮) দেশ।

নির্গত (ত্রি) নির্-গম-ক্ত। বহিঃপ্রাপ্ত, বহির্গত।

নির্গন্ধ (ত্রি) নির্নাস্তি গন্ধো যত্র। গন্ধশূন্য।

"বিদ্যাহীনা ন শোভন্তে নির্গন্ধা ইব কিংশুকাঃ।" (চাণক্য)

নির্গন্ধন (ক্লী) নির্-গন্ধ অর্দ্দনে ভাবে ল্যুট্। ১ নির্গ্রন্থন। ২ মারণ। (স্বামী।)

নির্গন্ধপুষ্পী (স্ত্রী) নির্গন্ধং গন্ধশূন্যং পুষ্পং যস্য। ঙীপ্। শাল্মলিবৃক্ষ। (শব্দা°)

নির্গম (পুং) নির্-গম-অপ্। নিঃসরণ, নির্গত হওন।

"নৈব সা নির্গমং লেভে জটামণ্ডলমোহিতা।" (রামা° ১।৪৪।১১)

নির্গমন (ক্লী) নির্-গম করণে ল্যুট্। ১ দ্বার। ২ প্রহরী। ভাবে ল্যুট্। ৩ নিঃসরণ।

নির্গর্ব্ব (ত্রি) নির্নাস্তি গর্ব্বো যস্য। গর্ব্বরহিত, অহঙ্কারশূন্য। নিরহঙ্কার।

নির্গবাক্ষ (ত্রি) গবাক্ষরহিত।

নির্গুণ (পুং) নির্গতা গুণা যস্মাৎ। ১ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণাতীত, যাহাতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ নাই। ২ পরমেশ্বর।

"সাকারঞ্চ নিরাকারং সগুণং নির্গুণং প্রভুম্।
সর্ব্বাধারঞ্চ সর্ব্বঞ্চ স্বেচ্ছারূপং নমাম্যহম্॥"(ব্রহ্মবৈ°গণেশখ°১।অ)

(ত্রি) ৩ বিদ্যাদিশূন্য, মূর্খ, গুণহীন।

"সগুণো নির্গুণো বাপি সহায়ো বলবত্তরঃ।
তুষেণাপি পরিভ্রষ্টস্তণ্ডুলো নাঙ্কুরায়তে॥" (উদ্ভট)

৩ গুণরহিত, জ্যাহীন, যথা নির্গুণ ধনু। [ব্রহ্ম দেখ।]

নির্গুণতা (স্ত্রী) নির্গুণস্য ভাবঃ, নির্গুণ ভাবে তল্, টাপ্। গুণহীনতা।

নির্গুণত্ব (ক্লী) নির্গুণ ভাবে ত্ব। গুণহীনত্ব, মূর্খত্ব।

নির্গুণাত্মক (ত্রি) নির্গুণ আত্মা যস্য কন্। নির্গুণ স্বরূপ, ব্রহ্ম।

নির্গুণোপাসনা (স্ত্রী) নির্গুণস্য ব্রহ্মণঃ উপাসনা। নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা। [ব্রহ্ম দেখ।]

নির্গুণ্ডী (স্ত্রী) নির্গতা গুণ্ঠাৎ গুণ্ঠনাৎ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ নির্গুণ্ডী। (অমরটীকা মধু) ২ নিসিন্দাগাছ।

নির্গুণ্ড, মহিসুর রাজ্যের অন্তর্গত চিত্তলদুর্গ জেলার একটী গ্রাম। অক্ষা° ১৩° ৪৭´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ১৫´ পূঃ। পূর্ব্বকালে ইহা গঙ্গরাজ্যের অন্তর্গত এবং এখানে জৈনদিগের রাজধানী ছিল। কিংবদন্তী অনুসারে খৃষ্টের ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে উত্তর ভারতের নীলশেখর নামক এক রাজা এই স্থানের স্থাপয়িতা। তিনি ইহার নীলবতীপাটন নাম রাখেন। খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দে উৎকীর্ণ মের্কারা তাম্রশাসনে নির্গুণ্ড পাওয়া যায়।

নির্গুণ্ডী (স্ত্রী) নির্গতং গুণ্ডং বেষ্টনং যস্যাঃ ঙীষ্। ১ নীলশেফালিকা। পর্য্যায়—শেফালিকা, শেফালী, নীলিকা, মল্লিকা, সুবহা, রজনীহাসা, নিশিপুষ্পিকা। (শব্দর°) ২ নিসিন্দা। পর্য্যায়—সিন্দুক, সিন্দুবার, ইন্দ্রসুরথ, নির্গুণ্ডী, ইন্দ্রাণী, পৌলোমী, শক্রাণী, কাসনাশিনী, বিসুন্ধক, সিন্ধক, সুরথ, সিন্ধুবারিত, সুরমা, সিন্ধুবারক, করহাট। (শব্দর°)।

নির্গুণ্ডীকল্প, ভৈষজ্যরত্নাবলীধৃত ঔষধভেদ। ভৈষজ্যরত্নাবলীর মতে পিঙ্গলা যোগিনী এই ঔষধ প্রকাশ করেন। প্রস্তুত-প্রণালী এইরূপ— নির্গুণ্ডী বা নিসিন্দামূল ৮ পল ও মধু ১৬ পল একত্র মিলাইয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিয়া শরা দিয়া ঐ ভাণ্ডের মুখ আচ্ছাদন ও গাঢ়রূপে লেপন করিয়া এক মাস ধান্যরাশির মধ্যে রাখিবে। এই চূর্ণ গোমূত্র ও তক্রাদির সহিত কিছু দিন সেবন করিলে সকল প্রকার রোগ ও জরা দূর হইয়া বল, বীর্য্য ও আয়ুর্বৃদ্ধি হয়। ইহা এক মাস খাইলে কনকবর্ণ গৃধ্রদৃষ্টি, সর্ব্বরোগবিবর্জ্জিত ও পলিতহীন এবং এক বৎসর খাইলে যাবজ্জীবন বদ্ধশুক্র ও শতস্ত্রীরমণের ক্ষমতা হয়। গোমূত্রের সহিত যে খায়, তাহার কুষ্ঠ, পামা, বিচর্চ্চিকা, নাড়ীব্রণ, গুল্ম, শূল, প্লীহা ও উদররোগ ভাল হয়। (ভৈষজ্যর°)

নির্গুণ্ডীতৈল, বৈদ্যকোক্ত ঔষধভেদ। এই তৈল নানাপ্রকার উপকরণভেদে বিভিন্ন রোগনাশক। ১। তৈল ৪ সের, নিসিন্দার রস ১৬ সের, কল্কার্থ ঈশলাঙ্গলের মূল ১ সের, এই তৈলের নস্যে গণ্ডমালা ভাল হয়।

২। তৈল ৪ সের, মূল, পত্র ও শাখা সহিত নিসিন্দা নিংড়াইয়া রস বাহির করিবে। এই রস ৪ সের। উভয় একত্র পাক করিয়া লইবে, এই তৈল পান, অভ্যঙ্গ ও নস্যার্থ প্রয়োগ করিলে পামা, অপচী ও সর্ব্বপ্রকার ব্রণ ভাল হয়।

নির্গূঢ় (ত্রি) নির্নিশ্চয়েন গুহ্যতে সংব্রিয়তে আত্মা অত্রেতি নির্-গুহ অধিকরণে ক্ত। ১ বৃক্ষকোটর। ২ সংবৃত। ৩ নিতান্ত গূঢ়। (শব্দর°) (পুং) ৪ নির্গ্রন্থ।

নির্গৃহ (ত্রি) গৃহশূন্য।

নির্গৌরব (ত্রি) ১ গৌরবহীন, অহঙ্কারশূন্য। ২ সুশীল, নম্র।

নির্গ্রন্থ (পুং) নির্গতো গ্রন্থেভ্যঃ। ১ ক্ষপণক। ২ দিগম্বর। পুরাকালে দিগম্বর জৈনেরা বস্ত্রাদি আচ্ছাদন ব্যবহার করিত না, এই জন্য উঁহারা দিগম্বর বা নির্গ্রন্থ (গ্রন্থিশূন্য) নামে অভিহিত। এখন বৃটীশ আইন ও দেশপ্রথানুসারে কাপড় ব্যবহার করে বটে, কিন্তু আহারের সময় সম্পূর্ণ উলঙ্গা-বস্থায় আহারকার্য্য শেষ করে। ইহারা বলে, "মানব যখন সম্পূর্ণ নির্ম্মম, স্পৃহার বস্তুশূন্য ও স্পৃহাশূন্য হয়, তখনই মুক্তির যোগ্য। অতএব প্রকৃত সন্ন্যাসীদের কাপড় ব্যবহার করা অনুচিত।" [জৈন দেখ]

৩ দ্যূতকর। ৪ মুনিভেদ। ৫ নির্ধন। ৬ মূর্খ। ৭ নিঃসহায়। (ত্রি) ৮ নির্ব্বেদপ্রাপ্ত।

'নির্গ্রন্থো নগ্নকেঽপি স্যাৎ নিঃস্ববালিশয়োরপি॥' (মেদিনী)

নির্গ্রন্থক (পুং) নির্গ্রন্থ এব স্বার্থে কন্। ১ ক্ষপণক। ২ নিষ্ফল। ৩ অপরিচ্ছদ।

'নির্গ্রন্থকঃ স্যাৎ ক্ষপণে নিষ্ফলেঽপ্যপরিচ্ছদে।' (মেদিনী)

৪ বস্ত্ররহিত।

নির্গ্রন্থন (ক্লী) গ্রথি কৌটিল্যে নির্-গ্রন্থি-ল্যুট্। মারণ। (ত্রি)

নির্গ্রন্থি (ত্রি) গ্রন্থিশূন্য।

নির্গ্রন্থিক (পুং) নির্গতো গ্রন্থির্হৃদয়গ্রন্থির্যস্য। ১ ক্ষপণক। (ত্রি) ২ নিপুণ। ৩ হীন। (শব্দরত্না°)

"সোঽপি কথঞ্চিদ্‌নির্গ্রন্থিক গ্রহমোচিতাত্মা মদনুশিষ্টঃ।"(দশকু°চ°)

স্ত্রিয়াং টাপ্। ৪ জৈনসন্ন্যাসিনী।

"বৃক্ষবাটিকায়াং গতো নিতম্ববতীং নির্গ্রন্থিকা প্রযত্নে-নোপনীতং।" (দশকুমার)

নির্গ্রাহ্য (ত্রি) নির্-গ্রহ কর্ম্মণি ণ্যৎ। নিশ্চয়রূপে গ্রহণ করিতে সমর্থ।

"অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদ্রেশ্যমনির্গ্রাহ্যম্।" (বৃহদারণ্যক উপ°)

নির্ঘট (ক্লী) নির্গতো ঘটো যস্মাৎ। ১ ঘটশূন্য দেশ। ২ রাজ-করশূন্য হট্ট, যে হাটে খাজনা দিতে হয় না। (শব্দচ°)

৩ বহুজনাকীর্ণ হট্ট। (হারাবলী) ৪ ঘটাভাব।

নির্ঘণ্ট (পুং) নির্-ঘণ্ট দীপ্তৌ ঘঞ্। নির্ঘণ্টন, নিঘণ্টু, গণ-সংগ্রহ, গ্রন্থের সূচী।

"ধন্বন্তরীয়মনাদিহলায়ুধাদীন্
বিশ্বপ্রকাশমমরকোষমশেষরাজান্।
আলোক্য লোকবিদিতাংশ্চ বিচিন্ত্য শব্দান্
দ্রব্যাভিধানগণসংগ্রহ এব সৃষ্টঃ॥
নির্দিশলক্ষণপরীক্ষণনির্ণয়েন
নানাবিধৌষধবিচারপরায়ণো যঃ।

সোঽধীত্য যং সকলমেনমবৈতি সর্ব্বং
তস্মাদয়ং জগতি ভাতি নিঘণ্টুরাজ ॥" (রাজনির্ঘণ্ট)

নির্ঘর্ষণ (ক্লী) মর্দ্দন, সংঘর্ষ।

নির্ঘাত (পুং) নির্-হন-ঘঞ্। বায়ুকর্তৃক অভিহত বায়ুপতন জন্য শব্দবিশেষ, বায়ুর শব্দ, বায়ুতে বায়ুতে অভিহত হইয়া যে শব্দ উৎপন্ন হয়, প্রবলবাত্যা, ঝড়।
"বায়ুনাভিহতে বায়ৌ গগনাচ্চ পতত্যধঃ।
প্রচণ্ডঘোরনির্ঘোষো নির্ঘাত ইব কথ্যতে॥" (শব্দমালা)
বৃহৎসংহিতায় নির্ঘাতের লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে—
বায়ু কর্তৃক বায়ু অভিহিত হইয়া আকাশতল হইতে পৃথিবীতে পতিত হইলে তাহাই নির্ঘাত হয়। সেই নির্ঘাত-দীপ্ত দিক্‌স্থিত বিহগগণ কর্তৃক শব্দিত হইলে পাপকর হয়। সূর্য্যোদয়কালে নির্ঘাত হইলে বিচারক, ধনী, যোদ্ধা, অঙ্গনা, বণিক্ ও বেশ্যাগণ এবং প্রহরাংশ পর্য্যন্ত হইলে শূদ্র ও পৌরগণকে নিহত করিয়া থাকে। মধ্যাহ্ন সময়ে হইলে রাজোপ-সেবী ব্যক্তি ও ব্রাহ্মণগণকে পীড়িত করে। তৃতীয় প্রহরে নির্ঘাত হইলে বৈশ্য ও জলদাতৃগণকে এবং চতুর্থ প্রহরে হইলে চৌরগণকে পীড়িত করে। সূর্য্যাস্তে হইলে নীচদিগকে এবং রাত্রির প্রথম যামে হইলে শস্যসকল নষ্ট হয়। রাত্রির দ্বিতীয় যামে হইলে পিশাচগণ, তৃতীয় যামে হইলে হস্তী ও অশ্বগণ এবং চতুর্থ যামে নির্ঘাত হইলে পদাতিকগণ হত হইয়া থাকে। যে দিক্ হইতে প্রথমে নির্ঘাত উপস্থিত হয়, সেই দিক্ নষ্ট হইয়া থাকে। (বৃহৎসংহিতা ৩৯ অ°) যে সময়ে নির্ঘাত উপস্থিত হয়, সেই সময়ে কোনরূপ মঙ্গল কার্য্য করিতে নাই।
"উল্কাপাতে চ নির্ঘাতে তথৈবাকালবর্ষণে।
ছিদ্রে সূর্য্যে বিনির্দ্দিষ্টে ন কুর্য্যাৎ মঙ্গলক্রিয়াং॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)
নির্ঘাতসময়ে বেদাধ্যয়ন কর্ত্তব্য নহে।
"নির্ঘাতে ভূমিচলনে জ্যোতিষাঞ্চোপসর্জ্জনে।
এতানাকালিকান্ বিদ্যাদনধ্যায়ানৃতাবপি॥" (মনু)
২ অস্ত্রভেদ। (বিজয়রক্ষিত)

নির্ঘাতন (ক্লী) নির্-হন্ স্বার্থে ণিচ্ ভাবে ল্যুট্। সুশ্রুতোক্ত যন্ত্রনিষ্পাদ্য ক্রিয়াভেদ।
"উত্তুণ্ডিতং ছিত্ত্বা নির্ঘাতয়েৎ ছেদনীয়মুখং।" (সুশ্রুত)

নির্ঘাত্য (ত্রি) নির্-হন-ণ্যৎ। ছেদনীয়।

নির্ঘৃরিণী (স্ত্রী) নদী, নির্ঝরিণী।

নির্ঘৃণ (ত্রি) নির্গতা ঘৃণা দয়া বা যস্মাৎ। নির্দ্দয়, দয়াশূন্য।
২ ঘৃণাশূন্য, নির্লজ্জ।
"ভো ভো প্রজাপতে রাজন্ পশূন্ পশ্য ত্বয়াধ্বরে।
সংজ্ঞাপিতান্ জীবসঙ্ঘান্ নির্ঘৃণেন সহস্রশঃ॥" (ভাগ ৪।২৫।৭)

নির্ঘোষ (পুং) নির্-ঘুষ-ঘঞ্। ১ শব্দমাত্র।
"স্নিগ্ধগম্ভীরনির্ঘোষমেকং স্যন্দনমাস্থিতৌ।" (রঘু ২।৩৬)
(ত্রি) নির্নাস্তি ঘোষো যত্র। ২ শব্দশূন্য।
"সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং নির্ঘোষে নির্জ্জনে বনে।
কায়মভ্যন্তরং কৃৎস্নমেবাগ্রঃ পরিচিন্তয়েৎ॥" (ভারত১৪।১৯।৩৮)

নির্ঘোষাক্ষরবিমুক্ত (পুং) সমাধিভেদের নাম।

নির্জ্জন (ত্রি) নির্গতো জনো যস্মাৎ। জনশূন্যস্থানাদি, বিজন।
"একস্মিন্ সময়ে পাণ্ডুর্মাদ্রীং দৃষ্ট্বা তু নির্জ্জনে।"
(দেবীভাগ° ২।৬।৫৯)

নির্জ্জর (পুং) জরায়া নিষ্ক্রান্তঃ নিরাদয়ঃ ক্রান্তাদ্যর্থে পঞ্চম্যা' ইতি সমাসঃ। ১ দেবতা। দেবতা সকল জরা হইতে অতিক্রমণ করিয়াছেন বলিয়া নির্জ্জর নামে অভিহিত হন।
"বিশন্ত নির্জ্জরাঃ সর্ব্বে কুশলং কথয়ন্ত বঃ।" (দেবীভাগ°৫।৮।১৮)
(ত্রি) ২ জরারহিত। (ক্লী) ৩ সুধা। (শব্দরত্না°) সুধা খাইলে জরারহিত হয়, এইজন্য নির্জ্জর শব্দে সুধা বুঝায়।

নির্জ্জরস্ (ত্রি) নির্জ্জর শব্দের পরিবর্তে সময় সময় ব্যবহৃত হয়।

নির্জ্জরসর্ষপ (পুং) নির্জ্জরপ্রিয়ঃ সর্ষপঃ। দেবসর্ষপবৃক্ষ।
(রাজনি°)

নির্জ্জরা (স্ত্রী) নির্জ্জর-টাপ্। ১ গুড়ূচী। তালপর্ণী। (মদিনী)

নির্জ্জরায়ু (পুং) নির্গতো জরায়ুতঃ। ১ জরায়ু হইতে নির্গত। ২ জরায়ুহীন।

নির্জ্জর্জ্জল্ল (ত্রি) নিতরাং জর্জ্জরীভূত।
"নির্ঋতিঃ নির্জর্জল্পেন শীর্ষ্ণা" (শুক্লযজু°২৫।২)
'নির্জর্জল্পেন নিতরাং জর্জ্জরীভূতেন' (বেদদীপ°)

নির্জ্জল (ত্রি) নির্গতং জলং যস্মাৎ। জলশূন্য দেশাদি, জলশূন্য স্থান।

নির্জ্জলৈকাদশী (স্ত্রী) নির্জ্জলা একাদশী। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লএকাদশী। এই একাদশীতে নিরম্বু উপবাস করিতে হয়, এইজন্য ইহাকে নির্জ্জলৈকাদশী কহে। হরিভক্তিবিলাসে এই একাদশীর বিধান দেখিতে পাওয়া যায়—
"বৃষস্থে মিথুনস্থেঽর্কে শুক্লাহ্যেকাদশী হি যা।
জ্যৈষ্ঠে মাসি প্রযত্নেন সোপোষ্যা জলবর্জ্জিতা॥
স্নানে চাচমনে চৈব বর্জ্জয়িত্বোদকং বুধঃ।
উপযুঞ্জীত নৈবান্যদ্ব্রতভঙ্গোঽন্যথা ভবেৎ॥
উদয়াদুদয়ং যাবৎ বর্জ্জয়িত্বা জলং বুধঃ।
অপ্রযত্নাদবাপ্নোতি দ্বাদশদ্বাদশীফলম্॥"
(হরিভক্তিবিলাস ১৫বি°)
জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা একাদশী তিথিতে জলবর্জ্জিত হইয়া উপবাস করিতে হইবে। স্নান, আচমন প্রভৃতি কোন

কার্য্যেই এই দিন জলস্পর্শ করিতে পারিবে না। যদি কোন গতিকে জলস্পর্শ হয়, তাহা হইলে ব্রতভঙ্গ হইবে। এই একাদশীর উদয়কাল হইতে পরদিন উদয় পর্য্যন্ত জলবর্জ্জন করিতে হইবে। এই নির্জ্জলৈকাদশী করিলে দ্বাদশদ্বাদশীর ফললাভ হয়। পরদিন প্রভাতকালে অর্থাৎ দ্বাদশীতে স্নান করিয়া দ্বিজাতিদিগকে জল ও সুবর্ণদান করিয়া ভোজন করিতে হয়। যাহারা এইরূপ নিয়মে একাদশী করেন, তাহাদের যমভয় থাকে না, অন্তকালে বিষ্ণুলোকে গতি হইয়া থাকে এবং পিতৃগণ উদ্ধার হইয়া থাকেন। যাহারা এই একাদশী না করে, তাহারা পাপাত্মা, দুরাচার ও নষ্ট হইয়া থাকে।

"আত্মদ্রোহঃ কৃতস্তৈস্তু যৈরেষা নহ্যপোষিতা।

পাপাত্মানো দুরাচারা দুষ্টাস্তে নাত্র সংশয়ঃ॥"

(হরিভক্তিবিলাস ১৫ বি°)

যাহারা এই ব্রতবিবরণ ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণ করে, বা কীর্ত্তন করে, এই উভয়ই স্বর্গলাভ করিয়া থাকে।

নির্জ্জল ব্রতবিধি—এই ব্রতে প্রথমে এই মন্ত্রে সংকল্প করিয়া জলগ্রহণ করিবে। মন্ত্র—

"একাদশ্যাং নিরাহারো বর্জ্জয়িষ্যামি বৈ জলম্।

কেশবপ্রীণনার্থায় অত্যান্তদমনেন চ॥"

জল বর্জ্জন করিয়া একাদশীর দিন উপবাস করিতে হইবে। রাত্রিকালে সুবর্ণময় বিষ্ণুমূর্ত্তি স্থাপিত করিয়া পয়ঃ প্রভৃতি দ্বারা স্নান করাইবে। তাহার পর যথাশক্তি পূজা করিয়া রাত্রি জাগরণ করিবে। পরদিন প্রাতঃস্নানাদি সমাপন করিয়া—যথাশক্তি জলকুম্ভ ব্রাহ্মণকে এই মন্ত্রে দান করিতে হইবে। মন্ত্র,—

'দেবদেব হৃষীকেশ সংসারার্ণবতারক।

জলকুম্ভপ্রদানেন যাস্যামি পরমাং গতিম্॥"

(হরিভক্তিবিলাস ১৫ বি°)

পরে যথাশক্তি ছত্র ও বস্ত্রাদি দানকরা কর্ত্তব্য।

নির্জ্জ্রণক (পুং) নিতরাং জর্জ্জরীভূত। নির্জর্জর অত্যন্ত জীর্ণ।

নির্জিত (ত্রি) নির্-জি-ক্ত। ১ পরাজিত। পর্য্যায়—পরাজিত, পরাভূত, বিজিত, জিত। (শব্দর°) ২ বশীকৃত।

নির্জিতেন্দ্রিয়গ্রাম (পুং) নিন্দিতানি ইন্দ্রিয়গ্রামাণি যেন। যতি, জিতেন্দ্রিয়।

নির্জিতি (স্ত্রী) নির্-জি-ক্তিচ্। ১ জয় বা বশীভূতকরণ।

নির্জিহ্ব (ত্রি) নির্গতা মুখান্নিঃসৃতা জিহ্বা যস্য। ১ মুখ হইতে বহির্গত করণ। ২ জিহ্বাশূন্য ভেক।

নির্জ্জীব (ত্রি) নির্গতঃ জীবন্না জীবাত্মা যস্য। জীবাত্মরহিত, প্রাণশূন্য। "চিতা চিন্তা দ্বয়োর্মধ্যে চিন্তা এব গরীয়সী। চিতা দহতি নির্জ্জীবং চিন্তা দহতি জীবিতম্॥" (উদ্ভট)

নির্ঝর (পুং) নির্-ঝৃ-অপ্। ১ পর্ব্বতনিঃসৃত জলপ্রবাহ। জগৎপাতা জগদীশ্বর জীবের মঙ্গল জন্য যে সমস্ত অদ্ভুত অদ্ভুত ব্যাপার সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা একবার মাত্র স্মরণ করিলেই তাঁহার অনন্ত মহিমা অনন্তমুখে কীর্ত্তন করিয়াও পরিতৃপ্তি জন্মে না। নির্ঝর তাহারই একটী অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার। যে স্থানে আদৌ জলাশয় নাই, সেই স্থানেও এই অত্যাশ্চর্য্য তৃষ্ণানাশক নির্ঝর হইতে প্রবলবেগে নির্ম্মলবারি উত্থিত হইয়া জীবের প্রতি ঈশ্বরের অনন্ত দয়া প্রকাশ করিতেছে। ইংরাজীতে নির্ঝরকে Spring বলে। নির্ঝর উৎপত্তির কারণ নির্দ্দেশ করার পূর্ব্বে এই কথা প্রথম মনে রাখা আবশ্যক যে, তরল পদার্থ উচ্চনীচে অসমান অবস্থায় স্থিরভাবে অবস্থান করিতে পারে না। যদি একটী বক্র ও সচ্ছিদ্র দুই মুখ খোলা নলের একটিতে কিয়ৎ পরিমাণে তরল পদার্থ ঢালিয়া দেওয়া যায়, তবে যতক্ষণ দুই নলে উক্ত তরল পদার্থ সমোচ্চ না হয়, ততক্ষণ ঐ তরল পদার্থ স্থির থাকে না। যখন উক্ত নলস্থ তরল পদার্থ সমোচ্চতা প্রাপ্ত হয়, তখন উহা স্থির হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় কথা এই যে, জগদীশ্বর জীবের মঙ্গল জন্য এই বৃহৎ পৃথিবীর সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহার প্রত্যেক বস্তুই আশ্চর্য্য বা ভিন্ন প্রকৃতিবিশিষ্ট। আমরা যে মৃত্তিকার উপর সর্ব্বদাই ভ্রমণ, শয়ন প্রভৃতি কার্য্য সম্পাদন করি, যদি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে স্পষ্টই অনুভূত হইবে যে, এই মৃত্তিকাও ভিন্ন ধর্ম্মবিশিষ্ট। এক প্রকার অত্যন্ত সচ্ছিদ্র, তাহার মধ্য দিয়া জল অনায়াসে গমনাগমন করিতে পারে। অর্দ্ধ ছিদ্রবিশিষ্ট অর্থাৎ তাহার মধ্য দিয়া সহজে জল গমন করিতে পারে না ও সেই জন্য উহা কর্দ্দমে পরিণত হয়। তৃতীয় প্রকার মৃত্তিকা নিশ্ছিদ্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ফলতঃ উহার মধ্যে জল প্রবেশ করিতে পারে না, যেমন পাহাড়, কড়িমাটি, কালমাটি ইত্যাদি।

এই কথাগুলি মনে রাখিলে, নির্ঝর উৎপত্তির কারণ সহজবোধ্য হইবে। বৃষ্টিপাত বা তুহিনজ জলসমূহ পর্ব্বত হইতে বহির্গত হইয়া যখন প্রবলবেগে নিম্নমুখী হয়, তখন তাহার কতকাংশ জল, পৃথিবীর উপরিভাগ দিয়া স্রোত বহিয়া ক্রমনিম্ন মুখে সমুদ্র বা তাদৃশ জলাশয়ে উপনীত হয় ও নদী উৎপাদন করে, আর কতকাংশ জল বাষ্পাকারে পরিণত হইয়া মেঘ উৎপাদন করে এবং অবশিষ্টাংশ মৃত্তিকামধ্যে শোষিত হয়। কিন্তু পরমাণুর যখন ধ্বংস নাই, তখন এই শোষিত জলরাশি কোথায় কি অবস্থায় অবস্থান করে? ইহার তত্ত্বানুসন্ধান করিলে স্পষ্টই জানা যায় যে, পৃথিবী যে ভিন্ন ভিন্ন স্তর সমষ্টি

দ্বারা নির্ম্মিত, উক্ত জলরাশিও সেই স্তরসমূহ ভেদ করিয়া এরূপ স্তরে যাইয়া উপনীত হয়, যাহা উক্ত জলের পক্ষে দুর্ভেদ্য; সুতরাং উক্ত জলরাশি আর বহুদূর অগ্রসর হইতে না পারায় উক্ত দুর্ভেদ্য স্তরের উপরিভাগে সঞ্চিত হইতে থাকে। পরে যতই সঞ্চিত জলের আধিক্য হয়, ততই উহার ধারণ জন্য বহু স্থানের আবশ্যক হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ মাধ্যাকর্ষণ নিয়তই তাহাকে কেন্দ্রাভিমুখে আকর্ষণ করিতে থাকায় তাহার ফল স্বরূপ উক্ত জলরাশি, পূর্ব্বোক্ত দুর্ভেদ্য স্তরের উপর দিয়া ঢালুমুখে ধাবিত হয়। (ভূমধ্যস্থ জলস্রোতের প্রধান কারণই এই।) এইরূপ গতির অবস্থায়, যদি ঐ জলস্রোতের সম্মুখেও ঐরূপ দুর্ভেদ্য পদার্থ উপস্থিত হইয়া গতির বাধা জন্মায় এবং ভূপৃষ্ঠ হইতে যদি নিয়ত জল বহুল পরিমাণে ঐ স্রোতের অনুকূলে আসিয়া উপস্থিত হইতে থাকে, তাহা হইলে ঐ প্রকাণ্ড জলরাশি সম্মুখে, নিম্নে ও পার্শ্বে গমন করিতে না পারিয়া ঊর্দ্ধস্থিত সহজভেদ্য মৃত্তিকার স্তরসমূহ ভেদপূর্ব্বক প্রবলবেগে (কোথাও) তুবড়িবাজির ন্যায় স্রোতাকারে ভূপৃষ্ঠে উত্থিত হয়, ইহার নাম নির্ঝর বা ঝরণা। দুর্ভেদ্যস্তরের অবস্থান অনুসারে এই নির্ঝরের বেগের তারতম্য লক্ষিত হয় অর্থাৎ উক্ত দুর্ভেদ্যস্তর ভূপৃষ্ঠের যত নিম্নে অবস্থিত, নির্ঝরের বেগও তত বলবান্ হয়।

পর্ব্বত প্রভৃতি উচ্চস্থান হইতে যে জল ভূগর্ভে প্রবেশপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত নির্ঝর উৎপাদন করে, ঐ নির্ঝরের জলরাশি ভূপৃষ্ঠ হইতে প্রায় সেই উচ্চস্থান পর্য্যন্ত উন্নত হইয়া পতিত হয়। যুক্তি অনুসারে ঐ জল, উক্ত উচ্চস্থানে সমোচ্চ পর্য্যন্ত উত্থিত হওয়া উচিত, কিন্তু নিম্নোক্ত কারণে উহা তত দূর উঠিতে পারে না।

(ক) নির্ঝরের জল যখন মৃত্তিকাভেদপরায়ণ হয়, তখন মৃত্তিকা ভেদ করায় কিয়ৎপরিমাণে উহার বেগ হ্রাস হয়।

(খ) ভূপৃষ্ঠ ভেদ করিয়া আকাশমুখী হইলে বায়ু উহার বাধা জন্মায়।

(গ) ঐ জল যখন তুবড়িবাজীর আকারে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়, তখন পতিত জলবিন্দুসমূহ উত্থিত জলস্রোতের ন্যায় পতিত হইতে থাকায়, উক্ত জলস্রোতের গতির হ্রাস হয়।

(ঘ) উত্থিত জলস্রোতে যে ধাতুজ পদার্থ মিশ্রিত থাকে, তাহাও উক্ত স্রোতোবেগে ঊর্দ্ধদিকে নীত হইতে থাকায়, উহার ঊর্দ্ধ জলের বেগের প্রতিকূলে কার্য্য করে।

(ঙ) মাধ্যাকর্ষণও ঊর্দ্ধগামী পদার্থের চিরপ্রতিকূল।

এই সমস্ত কারণ না থাকিলে, পার্ব্বত্যপ্রদেশের নির্ঝর অতি ঊর্দ্ধগামী হইত। অল্পদূরস্থ দুর্ভেদ্য-স্তর-প্রতিহত-নির্ঝর অধিক বেগবান্ হয় না।

কূপ খনন করিলে, যে জল বহির্গত হয়, তাহাও উক্ত নির্ঝরউৎপাদক মৃত্তিকামধ্যে প্রবাহিত জলস্রোত ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। যে স্তর দিয়া, উক্ত ভূগর্ভস্থ জলস্রোত সহজে গমনাগমন করিতে পারে, সেই স্তর যে স্থানে বা যে প্রদেশে যত নিম্নে অবস্থিত, সেই স্থানের কূপও তত গভীর হয়।

অধুনা রাজবর্ত্মে বা সুন্দর সুন্দর উদ্যানে যে সমস্ত কৃত্রিম নির্ঝর বা ফোয়ারা দৃষ্ট হয়, উহা স্বাভাবিক নির্ঝরের অনুকরণে নির্ম্মিত। আলেকসান্দ্রিয়াবাসী হায়রো খৃষ্টজন্মের ১২০ বৎসর পূর্ব্বে, যে অত্যাশ্চর্য্য কৌশলে নির্ঝর প্রস্তুত করেন, উহার নির্ম্মাণপ্রণালী সমালোচনা করিলে, কৃত্রিম নির্ঝর সম্বন্ধে কতক জ্ঞান জন্মিতে পারে। হায়রোর কৃত্রিম নির্ঝর বায়ু-প্রসারণগুণ-মূলে নির্ম্মিত। হায়রো নিম্নোক্ত উপায়ে উহা প্রস্তুত করেন।

একখানি বড় পিত্তলের ডিস বা রেকাবের মধ্যভাগে একটী ছিদ্র করিয়া, নলসংযোগে নিম্নস্থিত একটী পাত্রের উপরিভাগে দৃঢ়রূপে লাগান আছে। ঐ নিম্নস্থ পাত্রের তলদেশ হইতে দুই পার্শ্ব দিয়া দুইটী নল তন্নিম্নস্থিত একটী জলপাত্রের সহিত সংলগ্ন। সর্ব্বোপরি রেকাবে দক্ষিণস্থ নল এবং মধ্যস্থিত পাত্রের সহিত বামদিকস্থ নল সংযুক্ত আছে এবং এই মধ্যস্থিত পাত্রটীর মধ্যে একটী ছোট বায়ুপ্রসারক নল আছে। এইরূপে দক্ষিণদিকের নল দিয়া সর্ব্বনিম্নস্থ পাত্রমধ্যে জলপ্রবেশ করিবে ও সেখানকার বায়ু চাপ প্রাপ্ত হওয়ায়, বামভাগস্থ নল দ্বারা মধ্যস্থিত পাত্রে প্রবেশপূর্ব্বক তন্মধ্যস্থ জলের উপর চাপ প্রদান করিতে আরম্ভ করিবে, সুতরাং ঐ পাত্রের উপরিস্থ রেকাবসংলগ্ন নল দিয়া জল ঊর্দ্ধমুখে নির্ঝররূপে পতিত হইবে।

বায়ুর ঘর্ষণ প্রভৃতি পূর্ব্ববর্ণিত কারণ-সমূহ, ঐ নির্ঝরের বিরুদ্ধে কার্য্য না করিলে, এই জল উক্ত পাত্রদ্বয়ের মধ্যস্থিত জলের ব্যবধানানুসারে ঊর্দ্ধগামী হইত। বাস্তবিক ইহা তদপেক্ষা কমদূর পর্য্যন্ত উঠিয়া থাকে। ইহার পর, নানাস্থানে নানারূপ নির্ঝর প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হয়। সবিরাম-নির্ঝরপ্রবাহ উহার প্রকারভেদ মাত্র। [ফোয়ারা দেখ।]

ভারতেও বহু পূর্ব্বকাল হইতে কৃত্রিম নির্ঝর প্রস্তুত হইত। কালিদাসের ঋতুসংহারে ইহা জলযন্ত্র নামে বর্ণিত আছে।

সাধারণতঃ পার্ব্বত্যপ্রদেশই স্বাভাবিক নির্ঝরস্থান, কৃত্রিম নির্ঝর সর্ব্বত্রই সম্ভব। তবে অত্যুৎকৃষ্ট রাজপ্রাসাদ বা সুন্দর সুন্দর হর্ম্ম্যের উপরিভাগে নানা প্রকার খোদিত

মূর্তির কোন না কোন স্থান হইতে উত্থিত এই কৃত্রিম নির্ঝর দেখা যায়।

পূরাকালে গ্রীকদেশীয় অনেক নগরে, এইরূপ কৃত্রিম নির্ঝর দেখিতে পাওয়া যাইত। পসেনাস লিখিয়াছেন, করিন্থের অনেক স্থানে ঐরূপ নির্ঝর ছিল এবং ডায়নার নিকটস্থ পেগাসায় মূর্তির পদতল দিয়া ঐরূপ জলস্রোত প্রবাহিত হইত। গ্রীসের আরও অনেকস্থলে কৃত্রিম ফোয়ারা ছিল এবং এখনও স্থানে স্থানে অনেক দৃষ্ট হয়। পম্পি নগরের রাজপথ এমন কি অনেক বাটীও নির্ঝরশোভিত ছিল। নেপলস্ নগরের চিত্রশালিকায় কতকগুলি 'ব্রোঞ্জ' নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি বিদ্যমান আছে, উহা হইতে কৃত্রিম উপায়ে নির্ঝর আকারে জলস্রোত প্রবাহিত হয়। ইতালীতে বর্তমান সময় বহু শোভাশীল নির্ঝর প্রবাহিত থাকিয়া অধিবাসীদিগের বিলাসিতার পরিচয় প্রদান করিতেছে। এই সমস্ত নির্ঝর নানা বর্ণে চিত্রিত, অতি বিলাস ও নানা আকারের মূর্তি হইতে বহির্গত হইতেছে। ফলকথা—চিত্রকর, সূত্রধার ও রাজমিস্ত্রীরা এই সমস্ত নির্ঝর প্রস্তুত করিতে কল্পনা, যুক্তি ও নৈপুণ্যের যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছে। পারিসহর প্রভৃতি স্থানেও বহুপূর্ব্ব হইতে কৃত্রিম নির্ঝর প্রস্তুত প্রথা প্রচলিত ছিল।

লণ্ডননগরে জলের কোন অভাব না থাকায়, এতকাল নির্ঝরের তাদৃশ আদর ছিল না। কিন্তু দর্শন ও বিজ্ঞানের উন্নতি, সভ্যতার বিস্তার ও বাবুগিরির প্রাবল্য সহ, মনোহর নির্ঝরসমূহ, এখন লণ্ডনের নানাস্থান শোভিত করিতেছে।

"সরিতো নির্ঝরাংশ্চৈব দদর্শাদ্ভুতদর্শনাৎ।" (ভারত ৩।৬৪।৮)

বৈদ্যক মতে নির্ঝরের জলগুণ—লঘু, পথ্য, দীপন ও কফনাশক। (রাজবল্লভ)

ভাবপ্রকাশের মতে—

"শৈলসানুস্রবদ্বারিপ্রবাহে নির্ঝরো ঝরঃ।

স তু প্রস্রবণশ্চাপি তত্রত্যং নৈর্ঝরং জলম্॥" (ভাবপ্র°)

পর্ব্বতের সানুদেশ হইতে যে জল নির্গত হয়, তাহাকে নির্ঝর কহে, ইহার জল রুচিকর, কফনাশক, দীপন, লঘু, মধুর, কটুপাক, শীতল। (ভাবপ্র°)

২ সূর্য্যাশ্ব। ৩ তুষানল।

নির্ঝরিণী (স্ত্রী) নির্ঝর-ইনি-ঙীপ্। নদী।

"সোঽপি তাং বীক্ষ্য লাবণ্যরসনির্ঝরিণীং নৃপঃ।

যন্নপ্রাপ পরিষঙ্গং তৃষাক্রান্তো মুমূর্চ্ছ তৎ॥" (কথাসরিৎ ১৭।৭)

নির্ঝরিন্ (পুং) নির্ঝরোঽস্ত্যস্যেতি নির্ঝর-ইনি। গিরি।

নির্ঝরী (স্ত্রী) নির্-ঝৄ-অচ্, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। নির্ঝর। (শব্দর°) নির্ঝর উৎপত্তিকারণত্বেনাস্ত্যস্যা ইতি অচ্, ঙীষ্। নদী।

নির্ণয় (পুং) নির্ণয়নমিতি নির্-নী-অচ্। ১ অবধারণ। পর্য্যায়—নিশ্চয়, নির্ণয়ন, নিচয়। (শব্দরত্না°)

"স তানুবাচ ধর্ম্মাত্মা মহর্ষীন্ মানবো ভৃগুঃ।

অস্য সর্ব্বস্য শৃণুত কর্ম্মযোগস্য নির্ণয়ম্॥" (মনু ১২।২)

২ বিচার। পর্য্যায়—তর্ক, শুশ্রূষা, চর্চ্চা। (ত্রিকা°)

৩ ন্যায়দর্শনোক্ত ষোড়শ পদার্থের অন্তর্গত পদার্থভেদ।

"বিমৃশ্যপক্ষপ্রতিপক্ষাভ্যামর্থাবধারণং নির্ণয়ঃ" (গৌতমসূত্র ১।৪১)

বাদী ও প্রতিবাদী এই দুইজনের, কোন বিষয়ে বাক্য-সংশয় উপস্থিত হইলে, তাহাতে ন্যায়প্রয়োগ অর্থাৎ তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা এই কারণে প্রকৃত নহে, এইরূপে ন্যায়প্রয়োগ করিতে হইবে; সেই বাক্যের প্রতি দোষো-দ্ভাবন ও পরে যদি ঐ দোষসকলের উদ্ধার করিলে, যে একপক্ষের অবধারণ হয়, তাহার নাম নির্ণয়। এইরূপ নির্ণয় বিচারস্থলে আনিতে হইবে। একটী বিষয় লইয়া পরস্পরে বিচার হইতেছে, এই বিচার্য্য-বিষয়ের একপক্ষ অবধারণের নাম নির্ণয়। যাহা নির্ণীত হইবে, তাহাতে যেন কোনরূপ দোষ না থাকে, দোষদুষ্ট হইলে, তাহাকে নির্ণয় বলা যাইবে না। বাদী ও প্রতিবাদীর বাক্যজন্য সংশয় ব্যতিরেকেও নির্ণয় হইবে। যথা—এই মনুষ্য, এইটী গো ইত্যাদি অবধারণ, ইহাও নির্ণয়পদবাচ্য। নিশ্চয়রূপে অবধারণের নামই নির্ণয়।

তর্কাদি উপস্থিত হইলে তাহার মধ্যে একটী বিষয়ের নিশ্চয়রূপে অবধারণকেই নির্ণয় বলা যায়।

৭ মীমাংসকোক্ত অধিকরণের অবয়বভেদ।

"বিষয়োঽবিষয়শ্চৈব পূর্ব্বপক্ষস্তথোত্তরম্।

নির্ণয়শ্চেতি সিদ্ধান্তঃ শাস্ত্রেঽধিকরণং স্মৃতম্॥" (মীমাংসাদ°)

বিষয়, অবিষয়, পূর্ব্বপক্ষ, উত্তরপক্ষ, নির্ণয় ও সিদ্ধান্ত, শাস্ত্রে এই সকল অধিকরণ। তত্ত্বকৌমুদীতে নির্ণয়ের লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে—

"তত্র নির্ণয়ঃ সিদ্ধান্তসিদ্ধবিচার্য্যবাক্যতাৎপর্য্যাবধারণম্।"
(সাংখ্যতত্ত্বকৌ°)

সিদ্ধান্ত দ্বারা যাহা সিদ্ধ, অর্থাৎ যে বিচার্য্যবিষয় সিদ্ধান্তবাক্যদ্বারা সিদ্ধান্তীকৃত হইয়াছে, তাদৃশ বাক্যের তাৎপর্য্যাবধারণের নাম নির্ণয়।

৫ বিরোধপরিহার, চতুষ্পাদ ব্যবহারের অন্তর্গত শেষ পাদ, পরস্পরের মধ্যে কোন একটী বিষয় লইয়া বিবাদ হইলে, রাজার নিকট নালিশ করিতে হয়। বাদী, প্রতিবাদী এবং সাক্ষিদিগের নিকট সকল বিষয় জ্ঞাত হইয়া, রাজপ্রতিনিধি এইটী নিশ্চয় করিয়া দেন, তাহাকে নির্ণয় কহে, ইহাকে ইংরাজী ভাষায় 'ডিক্রী' বলা যাইতে পারে।

ব্যবহারশাস্ত্র চতুষ্পাদ, নির্ণয়পাদ তাহার শেষপাদ। রাজার নিকট অভিযোগ করিলে রাজা যাহা নিষ্পত্তি করিয়া দিবেন, তাহাই নির্ণয়।

"যস্ত্বোচুঃ সাক্ষিণঃ সত্যাং প্রতিজ্ঞাং স জয়ী ভবেৎ।
অন্যথাবাদিনো যস্য ধ্রুবস্তস্য পরাজয়ঃ॥
স্বয়মভ্যুপপন্নোঽপি স্বচর্য্যাবসিতোঽপি সন্।
ক্রিয়াবসন্নোঽপ্যর্হেত পরং সভ্যাবধারণম্।
সভ্যৈরবধৃতঃ পশ্চাৎ রাজ্ঞা শাস্যঃ স শাস্ত্রতঃ॥"

নির্ণয় শব্দে বিচারবিভাগ বলা যাইতে পারে, কোন এক বিষয় লইয়া বিরোধ উপস্থিত হইলে, রাজা তাহার মীমংসা করিয়া দেন। সাক্ষিগণ প্রতিজ্ঞা বা শপথ করিয়া যেরূপ বলিবে, এবং বাদীপ্রতিবাদিগণ যাহা বলিবে, এই সকল কথা শুনিয়া, ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে যুক্তিপূর্ব্বক সভ্যগণ যেরূপ অবধারণ করিবেন, রাজা সেই অনুসারে দণ্ডবিধান করিবেন। জয়, পরাজয় প্রভৃতি রাজা লিখিয়া দিবেন। বীরমিত্রোদয়ে ইহার বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে,—

"প্রমাণৈর্হেতুচরিতৈঃ শপথেন নৃপাজ্ঞয়া।
বাদিসম্প্রতিপত্ত্যা বা নির্ণয়োঽষ্টবিধঃ স্মৃতঃ॥" (ব্যাস)

প্রমাণ, হেতু, চরিত, শপথ, নৃপাজ্ঞা ও বাদিসম্প্রতিপত্তি দ্বারা নির্ণয় ৮ প্রকার।

নির্ণয় স্থলে, যদি শাস্ত্রীয় বিবাদ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সেই স্থলে যুক্তি অবলম্বন করিয়া নির্ণয় করিতে হইবে, যেহেতু শাস্ত্রবিরোধে, ন্যায়ই বলবান্।

"ধর্ম্মশাস্ত্রবিরোধে তু যুক্তিযুক্তো বিধিঃ স্মৃতঃ।
কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো হি নির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীনবিচারে হি ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥"

(বীরমিত্রোদয়ধৃত বচন)

[বিশেষ বিবরণ ব্যবহার ও বিচার দেখ।]

নির্ণয়ন (ক্লী) নির্-নী-ভাবে ল্যুট্। নির্ণয়। (শব্দর°)

নির্ণয়পাদ (পুং) নির্ণয়াত্মকো পাদঃ ভাগবিশেষঃ। চতুষ্পাদ ভাগবিশেষঃ। চতুষ্পাদ ব্যবহারের অন্তর্গত ব্যবহারবিশেষ। মিলিত সভাসদ্দিগের মতে—এই ব্যক্তি পরাজিত এইরূপ অবধারণ।
"মিলিতানাং সভাসদাং পরাজিতোঽয়মিত্যবধারণম্" (ব্যবহারতত্ত্ব)

নির্ণাম (পুং) নিতরাং নাম নমনম্। নিতরাং নমন, অত্যন্ত নমন। "পততোনির্ণামাদেক্বা নাড়ুাপশেতে তাং তৎকরোতি" (শতপথব্রা° ১০।১।২।৫

নির্ণায়ন (ক্লী) নির্-নী-ণিচ্-ল্যুট্। ১ নির্ণয়কারণ। ২ গজাপাঙ্গদেশ, মাতঙ্গাপাঙ্গদেশ, নির্যাণ। (শব্দর°)

নির্ণিক্ত (ত্রি) নির্-ণিজ-ক্ত। ১ শোধিত। ২ অপগততাপ।
"এনস্বিভিরনির্ণিক্তৈর্নার্থং কিঞ্চিং সহাচরেৎ।" (মনু)

নির্ণিজ্ (পুং) নির-নিজ-ক্বিপ্। ১ রূপ। (নিঘণ্টু)
"বিভ্রদ্দ্রাপিং হিরণ্যয়ং বরুণোবস্ত নির্ণিজং" (ঋক্ ১।২৫।১৩)
(ত্রি) ২ শোষক।

নির্ণিজ (ত্রি) নির্-নিজ-ক। নির্জিত।

নির্ণীত (ক্লী) নির্-নী-ক্ত। কৃতনির্ণয়। নিশ্চয়ীকৃত। বৈদিক-পর্য্যায়— নিণ্য, সত্র, সমুত, হিরুক্, প্রতীচ্য, অপীচ্য। (বেদনি°)

"নির্ণীতে ব্যবহারে তু প্রমাণমফলং ভবেৎ।
লিখিতং সাক্ষিণোবাপি পূর্ব্বমাবেদিতং ন চেৎ॥
যথা পক্বেষু ধান্যেষু নিষ্ফলাঃ প্রাবৃষো গুণাঃ।
নির্ণীতব্যবহারাণাং প্রমাণমফলং তথা॥" (ব্যবহারত°)

নির্ণেক (পুং) নির্-নিজ-ঘঞ্। নিতরাং শুদ্ধ, অতিশয় শুদ্ধ।
"অপামগ্নেশ্চ সংযোগাৎ হেমরূপঞ্চ সংবভৌ।
তস্মাত্তয়োঃ সয়োন্যৈব নির্ণেকো গুণবত্তরঃ॥" (মনু)

নির্ণেজক (পুং) নির্-নিজ-ণ্বুল্। রজক, ধোপা।
"শ্ববতাং শৌণ্ডিকানাঞ্চ চেলনির্ণেজকস্য চ।" (মনু)

নির্ণেজন (ক্লী) নির্-নিজ ভাবে ল্যুট্। ১ শুদ্ধি। ২ শুদ্ধি-হেতু, প্রায়শ্চিত্ত।
"কৃতনির্ণেজনাংশ্চৈব ন বিগর্হেত কর্হিচিৎ।" (মনু)

নির্ণেতৃ (ত্রি) নির্-নী-তৃচ্। নিশ্চয়কর্ত্তা, বিবাদপদনির্ণায়ক। নির্ণয়কারী, যিনি বিবাদভঞ্জন করিয়া দেন।

নির্ণেয় (ত্রি) নির্ণয়যোগ্য।

নির্ণোদ (পুং) স্থানান্তরকরণ, নির্ব্বাসন। (গোভিল ৫।৬।৩)

নির্দংশিন্ (ত্রি) ১ নিতরাং দংশনকারী। ২ দংশনহীন।

নির্দগ্ধ (ত্রি) ১ নিশ্চয়রূপে দগ্ধ। ২ যাহা দগ্ধ হয় নাই।

নির্দগ্ধিকা (স্ত্রী) নিদিগ্ধিকা। (হেম)

নির্দট (ত্রি) নির্দ্দয় পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ১ নির্দ্দয়, দয়াশূন্য। ২ পরাপবাদসংরক্ত, পরনিন্দাকারী। ৩ নিষ্প্রয়োজন।
'পরাপবাদসংরক্তে নির্দটো নিষ্প্রয়োজনে।' (বিশ্ব)
৪ তীব্র। ৫ মত্ত। (শব্দর°)

নির্দড় (ত্রি) ১ নির্দর। ২ নির্দয়। (হেম)

নির্দণ্ড (ত্রি) নিঃশেষেণ দণ্ডো যস্য প্রাদি বহু°। ১ সর্ব্বপ্রকার দণ্ডার্হ। ২ শূদ্র, যাহার উপর সকল প্রকার দণ্ড দেওয়া যায়।
"বাচা দণ্ডো ব্রাহ্মণানাং ক্ষত্রিয়াণাং ভুজার্পণম্।
দানদণ্ডা স্মৃতা বৈশ্যা নির্দণ্ডঃ শূদ্র উচ্যতে॥" (ভারত শান্তি ১৫অ)
৩ দণ্ডহীন।

নির্দয় (ত্রি) নির্গতা দয়া যস্মাৎ। দয়াশূন্য, দয়াহীন, নিষ্ঠুর, যাহার দয়া তিরোহিত হইয়াছে।

"জ্ঞাতিসম্বন্ধিভিস্ত্বেতে ত্যক্তব্যাঃ কৃতলক্ষণাঃ।

নির্দ্দয়া নির্নমস্কারাস্তন্মনোরনুশাসনম্॥" (মনু ৯.২৩৯)

নির্দয়ত্ব (ক্লী) নির্দয়স্য ভাবঃ নির্দ্দয় ভাবে ত্ব নির্দ্দয়ের ভাব, নির্দ্দয়ের কার্য্য।

নির্দর (ক্লী) নির্-দৃ-অপ্। ১ নির্ভর। নির্গতো দরশ্ছিদ্রং যস্মাৎ। (ত্রি) ২ সার। ৩ কঠিন।

"ধ্যাননির্দরশৈলেন বিনিঃশ্বসিতধাতুনা।" (রামা° ২।৮৫।১৯)

৪ অপত্রপ। নির্দীর্য্যতি বিদীর্য্যতি পতনস্থলমিতি নির্-দৃ বিদারে অচ্। ৫ নির্ঝর।

নির্দলন (ক্লী) ১ দলনরহিত। ২ বিদারণ।

নির্দশ (ত্রি) নির্গতানি দশদিনানি যস্য। অশৌচ অতিক্রান্ত দশাহ, যাহার দশদিন অতিক্রান্ত হইয়াছে।

"নির্দ্দশং জ্ঞাতিমরণং শ্রুত্বা পুত্রস্য জন্ম চ।"

"যদা বৈ পশুর্নির্দশো ভবত্যথ স মেধ্যোভবতি।"

(ঐত° ব্রাহ্ম° ৭।১৪)

নির্দশন (ত্রি) নির্গতানি দশনানি যস্য। দশনহীন, দন্তরহিত। যাহার দন্ত নির্গত হয় নাই, বা পতিত হইয়াছে।

নির্দস্যু (ত্রি) দস্যুহীন, দস্যুরহিত।

নির্দহস্ (অব্য) নির্-দহ তুমর্থে 'ঈশ্বরে তোসুন্কসুনৌ।' ইতি সূত্রেণ কসুন্। নির্দহন করিতে।

"অপপরেবে তু বা ঈশ্বরা পশূন্ নির্দ্দহঃ।" (তাণ্ড্য ব্রা° ২১।২।৩)

নির্দহন (পুং) নিতরাং দহতীতি নির্-দহ-ল্যু। ১ ভল্লাতক। নির্নাস্তি দহনো অগ্নির্যত্র। ২ অগ্নিশূন্য।

নির্দহনী (স্ত্রী) নির্দহন স্ত্রিয়াং ঙীষ্। মূর্ব্বালতা। (রত্নমালা)

নির্দাতৃ (ত্রি) নির্-দা-তৃচ্। ১ নিতরাং ছেদক। ২ দাতা। ৩ শোধক।

'যথোদ্ধরতি নির্দাতা কক্ষং ধান্যঞ্চ রক্ষতি।' (মনু ৭।১১০)

নির্দাহ (ত্রি) নিতরাং দাহ, অগ্নিদগ্ধ।

নির্দিগ্ধ (ত্রি) নির্-দিহ-ক্ত। ১ বলী। ২ মাংসল। (হেম)

নির্দিগ্ধিকা (স্ত্রী) নিদিগ্ধিকা। (হেম)

নির্দিষ্ট (ত্রি) নির্-দিশ-ক্ত। ১ নিশ্চিত।

"নির্দ্দিষ্টবিষয়ং কিঞ্চিদুপাত্তবিষয়ং তথা।

অপেক্ষিতক্রিয়ঞ্চৈব ত্রিধাপাদানমিষ্যতে॥" (মুগ্ধবোধটীকা)

২ আদিষ্ট।

নির্দেশ (পুং) নির্-দিশ ভাবে ঘঞ্। ১ আজ্ঞা। ২ কথন। ৩ উপান্ত। (মেদিনী)

"ওঁ তৎসদিতি নির্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।" (গীতা ১৭।২৩)

৪ অবধারণ। ৫ উল্লেখ। ৬ বর্ণন। ৭ প্রতিপাদক শব্দভেদ, নাম। ৮ বেতন।

নির্দেষ্টৃ (ত্রি) নির্দিশতীতি নির্-দিশ্ তৃচ্। নির্দ্দেশকর্ত্তা।

নির্দৈন্য (ত্রি) দীনতারহিত।

নির্দোষ (ত্রি) নির্গতো দোষো যস্মাৎ। দোষরহিত, দোষহীন।

"নির্দোষং দর্শয়িত্বা তু স্বদোষং যঃ প্রযচ্ছতি।" (মিতাক্ষরাধৃত বচন)

নির্দ্রব্য (ত্রি) ১ দ্রব্যহীন। ২ দরিদ্র।

নির্দ্রোহ (ত্রি) ১ দ্রোহরহিত, মিত্র। ২ নিরীহ।

নির্দ্বন্দ্ব (ত্রি) নির্গতো দ্বন্দ্বাৎ। শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বরহিত।

"নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্॥" (গীতা)

নির্ধন (ত্রি) নির্গতং ধনং যস্য। ১ ধনশূন্য, দরিদ্র। (পুং) ২ জরদ্গব। (শব্দর°)

নির্ধনতা (স্ত্রী) নির্ধন-তল-টাপ্। ধনরাহিত্য, নির্ধনত্ব।

নির্ধর্ম্ম (ত্রি) নির্গতো ধর্ম্মাৎ। ধর্ম্মরহিত।

"মহাপরাধে নির্ধর্ম্মে কৃতঘ্নে ক্লীবকুৎসিতে।

নাস্তিকব্রাত্যদাসেষু কোষদানং বিবর্জ্জয়েৎ॥" (মিতাক্ষরা)

নির্ধার (পুং) নির্-ধৃ-ণিচ্ ভাবে ঘঞ্। নিশ্চয় জ্ঞানভেদ। জাতি, গুণ ও ক্রিয়ার উৎকর্ষ বা অপকর্ষ দ্বারা স্বজাতীয় হইতে পৃথক্করণ। নির্দ্ধারণ।

নির্ধারণ (ক্লী) নির্-ধৃ-ণিচ্ ভাবে ল্যুট্। নিশ্চয় জ্ঞানভেদ। জাতি, দেশ এবং ক্রিয়া দ্বারা সমুদয় হইতে, একদেশের পৃথক্ করণকে নির্দ্ধারণ কহে। যথা—কৃষ্ণবর্ণগাভী দুগ্ধসম্পন্না এই স্থলে গাভীর মধ্যে কৃষ্ণগাভী, গাভী স্বজাতি হইতে কৃষ্ণ গাভী এই পৃথক্‌রূপে নিশ্চয় করায় নির্দ্ধারণ হইল। ব্রাহ্মণাদি বর্ণের মধ্যে ক্ষত্রিয় অতিশয় বীর, এই স্থলে ক্ষত্রিয়কে শূদ্রে পৃথক্ নির্দ্দিষ্ট করায় নির্দ্ধারণ হইল। স্বজাতি হইতে উৎকর্ষ বা অপকর্ষরূপে পৃথক্ করিয়া কথনের নাম নির্দ্ধারণ। যাহা হইতে নির্দ্ধারণ হয়, তাহাতে "যতশ্চ নির্দ্ধারণম্" এই পাণিনিসূত্রানুসারে ষষ্ঠী ও সপ্তমী বিভক্তি হয়। নির্দ্ধারণে যে স্থলে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়, সেই ষষ্ঠী বিভক্তির সহিত ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস হয় না।

নির্ধার্তরাষ্ট্র (ত্রি) ধার্ত্তরাষ্ট্রশূন্য। ধৃতরাষ্ট্রপুত্রশূন্য এমন স্থল।

নির্দ্ধারিত (ত্রি) নির্-ধারি-ক্ত। ১ নির্দ্ধারণ বিষয়। ২ নিশ্চিত।

"নির্দ্ধারিতেঽর্থে লেখেন খলূক্ত্বা খলু বাচিকম্।" (মাঘ)

নির্দ্ধার্য্য (ত্রি) নিধার্য্যতে স্থিরীক্রিয়তে বা নিশ্চিয়তে নির্-ধৃ-ণ্যৎ বা ধারি-ণ্যৎ। (ঋহলোর্ণ্যৎ। পা ৩।১।১২৪) ১ নির্দ্ধারণ কর্ম্ম, সামান্য হইতে পৃথক্করণ। ২ নিশ্চয়। ভাবে ণ্যৎ। (ক্লী) ৩ অবশ্য নির্দ্ধারণ। তদ্বিষয়ত্বেঽস্য অচ্। ৪ নিঃশঙ্ক কর্ম্মকর্ত্তা, নির্ভয় কর্ম্মকর্ত্তা।

"নির্দ্ধার্য্যঃ কর্ম্মকর্ত্তা চ সংযতঃ সত্ত্বসম্পদা।

ব্যসনেষ্বাপদে বাপি হবিকারঃ সদা মনঃ॥"

(শব্দার্থচিন্তামণিধৃত বাক্য)

নির্ধূত (ত্রি) নির্-ধূ-ক্ত। ১ খণ্ডিত।
"কেশাকর্ষণনির্ধূতগৌরবা মা গমিষ্যতি।" (মার্ক° পু° ৮৫।৭৩)
২ পরিত্যক্ত। ৩ নিরস্ত। ৪ ভর্ৎসিত।
"দ্বরাহং বালিনা রাম রাজ্যাৎ স্বাদবরোপিতঃ।
পরুষাণি চ সংশ্রাব্য নির্ধূতোঽস্মি বলীয়সা॥"(রামা° ৪।৮।৩২)

নির্ধূম (ত্রি) ধূমরহিত, ধূমহীন। (হেম)

নির্ধৌত (ত্রি) নির্-ধাব কর্ম্মণি ক্ত (চ্ছ্বোঃ শূড়নুনাসিকে চ পা° ৬।৪।১৯) প্রক্ষালিত।
"নির্ধৌতোঽধরশোণিমা বিলুলিতস্রস্তস্রজো মূর্দ্ধজাঃ।" (জয়দেব)

নির্ধ্মাপন (টী) নির্-ধ্মা-ণিচ্ ভাবে ল্যুট্। সুশ্রুতোক্ত শল্যো-দ্ধারণার্থ ব্যাপারভেদ। (সুশ্রুত)

নির্নমস্কার (ত্রি) নির্নাস্তি নমস্কারো যস্য। নমস্কাররহিত, প্রণামরহিত।
"যা নির্নমস্কারা নিবৃত্তা দেবপূজনাৎ।" (রামা° ২।২৪।২৪)

নির্নর (ত্রি) নররহিত, মনুষ্যরহিত।

নির্নাথ (ত্রি) নাথশূন্য, প্রভুহীন।

নির্নাভি (ত্রি) ১ নাভিশূন্য। ২ নাভি পর্য্যন্ত না পৌছান।

নির্নাশন (ক্লী) স্থানান্তরিত করণ, ২ বহিষ্করণ, নির্ব্বাসন।

নির্নাশিন্ (ত্রি) নির্নাশন।

নির্নিমিত্ত (ত্রি) কারণ বা উদ্দেশ্যবিহীন।

নির্নিমেষ (ত্রি) নিমেষ বা পলকশূন্য।

নির্নিরোধ (ত্রি) অনিবার্য্য, অপ্রতিহত।

নির্নীড় (ত্রি) নির্গতং নীড়ং যস্মাৎ। নীড়রহিত, আশ্রয়শূন্য, আলয়হীন।
"পর্য্যাকুলতাচলচ্ছায়ো নির্নীড়স্তাপবর্জ্জিতঃ।" (ভাগ° ৪।৬।৩১)

নির্বন্ধ (পুং) নির্-বন্ধ ভাবে ঘঞ্। অভিনিবেশ, আগ্রহ।
"স বিদিত্বাথ ভার্য্যায়াস্তং নির্ব্বন্ধং বিকর্ম্মণি।" (ভাগ° ৩।১৪।২৯)
২ অভিলষিত প্রাপ্তবিষয়ে পুনর্ব্বার যত্ন। (কুমারস° ৫।৬৬)
৩ শিশুগ্রহ, শিশুদিগের স্বেচ্ছা, বিশেষ ন্যায় অন্যায় বিবেচনা না করিয়া আপন মত অভিপ্রায়ের অনুসরণ, জেদ, আখট।

নির্বন্ধনীয় (ক্লী) বিবাদ, বাক্‌বিতণ্ডা।
"কুর্য্যাৎ নির্বন্ধনীয়ং যৎ ভ্রাতা জ্যেষ্ঠেন নারদ।" (হরি° ৭২।৬৭)

নির্বন্ধিন্ (ত্রি) অতি দরকারী, জরুরি।

নির্বন্ধু (ত্রি) বন্ধুরহিত, বন্ধুহীন।

নির্বর্হণ (ক্লী) নির-বর্হ ভাবে ল্যুট্। ১ নির্বর্হণ, মারণ। ২ (ত্রি) বলহীন, শক্তিহীন।

নির্ব্বাধ (ত্রি) নির্গতা বাধা যস্মাৎ। ১ অপ্রতিবন্ধ। ২ নিরুপ-দ্রব। ৩ বিবিক্ত। (শব্দার্থচি°) ৪ নিষ্কাশ্ব।
"পরিম ওলোহেব একবিংশতিনির্ব্বাধঃ।" (শত ব্রা° ৬।৭।১।২)
(পুং) ৫ মজ্জভাগভেদ।
"নির্ব্বাধেনাশনিম্।" (শুক্লযজু° ২৫।২)
'নিশ্চিতং বাধ্যতে শিরোঽস্থিমধ্যসংলগ্নোমজ্জাভাগঃ।' (বেদদীপ)

নির্বাধিন্ (ত্রি) গ্রন্থিযুক্ত, স্ফীত।

নির্বুদ্ধি (ত্রি) নির্নাস্তি বুদ্ধির্যস্য। বুদ্ধিহীন, বুদ্ধিরহিত।

নির্বুষ (ত্রি) নির্গতং বুষং যস্মাৎ। বুষরহিত, পূতধান্য। (হেম)

নির্বুষীকৃত (ত্রি) তুষরহিত। খোসাশূন্য।

নির্ব্বোধ (ত্রি) নির্নাস্তি বোধো যস্য। যাহার হিতাহিত বোধ নাই, যে কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য বিবেচনা করিতে পারে না, অজ্ঞান, মূর্খ, বুদ্ধিরহিত।

নির্ভক্ত (ত্রি) ১ অবিভক্ত। ২ ভক্ষণ না করিয়া গৃহীত (ঔষধ)।

নির্ভট (ত্রি) নির-ভট-অচ্। দৃঢ়। (ত্রিকাণ্ড)

নির্ভয় (ত্রি) নির্গতং ভয়ং যস্মাৎ। ১ ভয়রহিত। পর্য্যায়—অজানেয়
"নির্ভয়স্তু ভবেত্তস্য রাষ্ট্রং বাহুবলাশ্রিতম্॥" (মনু)
(পুং) ২ রৌচ্যমনুর পুত্রভেদ। (হরিবংশ)
৩ শ্রেষ্ঠ অশ্ব।

নির্ভয়রামভট্ট (ব্রতোপবাসসংগ্রহ ও সম্বৎসরোৎসব-কাল-নির্ণয় নামক দুই খানি সংস্কৃত গ্রন্থরচয়িতা।

নির্ভর (ক্লী) নিঃশেষেণ ভরো ভরণং যত্র। ১ অতিশয়, অতিমাত্র অধিক, বহুল। (ত্রি) ২ যুক্ত।
"তং বীরমাহৌশনসী প্রেমনির্ভরয়া গিরা।" (ভাগ° ৯।১৮।২০)
৩ বেতনশূন্য ভৃত্য।

নির্ভরসা (দেশজ) নিরাশ, আশারহিত, হতাশ্বাস।

নির্ভর্ৎসন (ক্লী) নিতরাং ভর্ৎসনম্ নির্-ভর্ৎস-ল্যুট্। ১ ধর্ষী-কার, নিন্দা, তিরস্কার,। ২ অলক্তক। ৩ ভর্ৎসন। ৪ অভিভব। ৫ অনর্থক।
"নির্ভর্ৎসনাপবাদৈশ্চ তথৈবাপ্রিয়তা গিরা।
ব্রাহ্মণস্য পৃথা রাজন্ ন চকার প্রিয়ং তদা॥" (ভারত ৩।৩০৪।৫)

নির্ভর্ৎসিত (ত্রি) নির্-ভর্ৎস-ক্ত। কৃতভর্ৎস, পর্য্যায়—নিন্দিত, ধিক্‌কৃত, অপধ্বস্ত। (জটাধর)
"অশোকনির্ভর্ৎসিতপদ্মরাগম্।" (কুমারস° ৩।৫৩)

নির্ভাগ্য (ত্রি) নির্ নিকৃষ্টং ভাগ্যং যস্য। মন্দভাগ্য, মূঢ়।

নির্ভাজ্য (ত্রি) অবিভাজ্য, যাহা ভাগযোগ্য নহে।

নির্ভাবনা (দেশজ) ভাবনাশূন্য, নিশ্চিন্ত।

নির্ভিন্ন (ত্রি) নির্-ভিদ্-ক্ত। ১ বিদলিত, খণ্ডিত। ২ অছিন্ন, বিকসিত।

নির্ভীক (ত্রি) ভয়রহিত। নিঃশঙ্ক। সাহসী।

নির্ভীত (ত্রি) নির্-ভী-ক্ত। ভয়রহিত, ভয়শূন্য।

নির্ভুর্জ (ত্রি) একদিকে বক্র হওয়া।

নির্ভুর্ল (দেশজ) ভ্রমশূন্য, অভ্রান্ত।

নির্ভূর্তি (স্ত্রী) তিরোধান, অন্তর্দ্ধান। [বৈ]

নির্ভূর্তি (ত্রি) নির্গতা ভৃতির্যস্য। বেতনশূন্য-কর্ম্মকার। (হেম) বেকার চাকর।

নির্ভেদ (পুং) ১ বিদারণ। ২ ভিজ্ঞান।

নির্ভেদিন্ (ত্রি) ভেদকারী।

নির্ভেদ্য (ত্রি) বিভেদযোগ্য।

নির্ভোগ (ত্রি) ভোগ বা সম্ভোগরহিত, সুখহীন।

নির্ম্মক্ষিক (অব্য) মক্ষিকায়া অভাবঃ। অভাবার্থে অব্যয়ী-ভাবঃ। ১ মক্ষিকার অভাব। নির্গতো মক্ষিকা যস্মাৎ। ২ মক্ষিকাশূন্যদেশ। ৩ তদুপলক্ষিত নির্জনদেশ, নিভৃতস্থান।
"কৃতং ভবতেদানীং নির্ম্মক্ষিকং" (শকু° প্রাকৃতানুবাদ)

নির্ম্মঞ্জন (ক্লী) ১ নীরাজন, আরতি। ২ সেবা। ৩ মোছা।

নির্মজ্ (ত্রি) নির্-মৃজ-ক্বিপ্; বেদে পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। নিতান্ত শুদ্ধ।
"ষষ্টিং সহস্রানু নির্মজামজে" (ঋক্ ৮।৪।২০)
'নির্মজাং নিঃশেষেণ শুদ্ধানাং গবাম্' (সায়ণ)

নির্মজ্জ (ত্রি) মজ্জাহীন।

নির্মণ্ডুক (ত্রি) ভেকশূন্য।

নির্মৎসর (ত্রি) মৎসররহিত, অহঙ্কারহীন। হিংসা বা ক্রোধবর্জ্জিত।

নির্মৎস্য (ত্রি) মৎস্যহীন।

নির্মথ (পুং) নির্মথ্যতেঽনেন নির্-মথ করণে ল্যুট্। অগ্নি-মন্থনদারু, অরণি। (হেম)

নির্ম্মথন (ক্লী) ১ মন্থনকরা। (পুং) ২ অগ্নিমন্থনদারু, অরণি।

নির্মথ্যা (স্ত্রী) ১ নলিকা নামক গন্ধদ্রব্য। (ত্রি) ২ মন্থনের অযোগ্য।

নির্মদ (ত্রি) নির্গতো মদো দানজলং হর্ষো গর্ব্বো বা যস্মাৎ। ১ নিরভিমান। ২ হর্ষশূন্য। ৩ দানজলশূন্য।
"নির্ম্মদং দুঃখিতং দৃষ্ট্বা পিতরো রামমব্রুবন্।" (ভাঃ ৩।৯৯।৬৬)

নির্মধ্যা (স্ত্রী) নলিকা, গন্ধদ্রব্যবিশেষ। (ভাবপ্র°)
(নলিকা দেখ)

নির্ম্মনস্ক (ত্রি) অমনস্ক। অমনোযোগ। (কামন্দকী ১৩৫)

নির্মনুজ (ত্রি) নির্বিদ্যতে মনুজো যত্র। মনুষ্যশূন্য, অরণ্য, জনহীন স্থান।
"তস্মিন্ নির্ম্মনুজেঽরণ্যে পিপ্পলোপস্থ আশ্রিতঃ।" (ভাগ°১।৬।১৬)

নির্মনুষ্য (ত্রি) মনুষ্যহীন, মনুষ্যরহিত স্থান।

নির্ম্মন্ত্র (ত্রি) নির্নাস্তি মন্ত্রো যত্র। মন্ত্রশূন্য, মন্ত্রহীন।

নির্ম্মন্থ (পুং) অগ্নিমন্থনদারু, অরণি। (হেম)

নির্ম্মন্থন (ক্লী) ১ সম্যগ্‌মন্থন। ২ মর্দ্দন। ৩ ঘর্ষণ। ৪ নিংড়ন।

নির্ম্মন্থ্যদারু (ক্লী) নির্ম্মন্থ্যং যজ্ঞার্থং ঘর্ষণীয়ং দারু অরণিঃ। যজ্ঞে অগ্নি উৎপাদনের জন্য ঘর্ষণীয় কাষ্ঠ।

নির্ম্মন্যু (ত্রি) ক্রোধরহিত, কোপহীন।

নির্ম্মম (ত্রি) নির্বিদ্যতে 'মম' ইত্যভিমানং যস্য। যাহার আমার বলিয়া জ্ঞান নাই, যে ব্যক্তি সকল বিষয়ে আসক্তিশূন্য হই-য়াছে, বাসনারহিত, মমতাশূন্য।
"বিসৃজ্য তত্র তৎসর্ব্বং দুকূলবলয়াদিকম্।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সংছিন্না শেষবন্ধনঃ॥" (ভাগ° ১।১৫।৪০)

নির্ম্মমতা (স্ত্রী) নির্ম্মম ভাবে তল্ টাপ্। মমতারাহিত্য, নির্ম্মমের ভাব, নির্ম্মমের ধর্ম্ম।

নির্ম্মমত্ব (ক্লী) নির্ম্মম ভাবে ত্ব। ১ নির্মমের ধর্ম্ম। নির্ম্মমতা। নির্বিদ্যতে মমত্বং যস্য। (ত্রি) ২ মমত্বশূন্য ব্যক্তি। "ততশ্চ সর্ব্বত্র নির্ম্মমত্বসুখেন মুক্তিমাপ্নোতি" (কুল্লুক মনু ৬।৪২)

নির্ম্মর্য্যাদ (ত্রি) নির্গতো মর্য্যাদায়াঃ নিরাদয়ঃ ক্রান্তাদ্যর্থেষু সমাসঃ। ১ মর্য্যাদাতীত। ২ অবিনীত।
নির্মর্য্যাদা ম্লেচ্ছা যে পশ্চিমদিক্‌স্থিতাস্তে চ" (বৃহৎস° ১৬।২১)

নির্ম্মল (ত্রি) নির্গতো মলো যস্য। ১ মলহীন, মলরহিত।
"নির্ম্মলাঃ স্বর্গমায়ান্তি সন্তঃ সুকৃতিনো যথা।" (মনু ৮।৩১৮)
(ক্লী) নির্গতং মলং যস্মাৎ। ২ নির্ম্মাল্য। ৩ অভ্রক। ৪ বৃক্ষবিশেষ। (Strychnus potatorum) দাক্ষিণাত্য ও মধ্যভারতে এবং ব্রহ্মদেশে এই গাছ জন্মে। ইহার কাষ্ঠ অত্যন্ত দৃঢ়। কড়িকাষ্ঠ ও শকট প্রস্তুত জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহার ফল বিশেষ উপকারী। চলিত নাম নির্ম্মলি। ফিল্টার (জলপরিষ্কারক যন্ত্র) আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে, এই ফল জলে ঘসিয়া দিয়া জল পরিষ্কার করা হইত। মধ্যস্থ শাঁস অনেকে ভক্ষণ করিয়া থাকে। চক্ষুরোগের জন্য হিন্দুচিকিৎসকগণ ইহা ব্যবহার করেন। এই ফল মধুর সহিত ঘসিয়া কর্পূরসংযোগে চক্ষুতে প্রলেপ দিলে, চক্ষু হইতে জলঝরা রোগ উপশম হয়। সৈন্ধবলবণ ও জলের সহিত ঘসিয়া প্রলেপ দিলে চক্ষুর প্রদাহ থাকে না। চক্ষুর শ্বেত অংশে ক্ষত হইলে, এই ফল ব্যবহৃত হয়। মুসলমানদিগের চিকিৎসাশাস্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে যে, এই ফল শৈত্যগুণবিশিষ্ট ও শুষ্ককারক ঔষধ। পেটের পীড়া, শূলবেদনা এবং চক্ষুর দৃষ্টিশক্তিবর্দ্ধন পক্ষে, ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। মূত্রযন্ত্রের প্রদাহ ও ধাতুর পীড়া হইলে, ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। দীর্ঘকালব্যাপী উদরাময় রোগে, এই ফল ১টী বা অর্দ্ধটী এবং তক্র একত্র মিশ্রিত করিয়া সপ্তাহ সেব্য।

এই ফলের গুঁড়া দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইলে ধাতুর পীড়া আরোগ্য হয়।

এন্‌স্‌লি বলেন যে, বমন করাইবার প্রয়োজন হইলে, তামিল ডাক্তারেরা ইহার পক্কফল গুঁড়া করিয়া অর্দ্ধ চাম্‌চা পরিমাণে খাওয়াইয়া থাকেন। মুদীন সেরিফ তাঁহার কৃত অসমাপ্ত ভৈষজ্যরত্নাবলীতে লিখিয়াছেন যে, এই ফলের শাঁস আমাশয় ও বায়ুনলীপ্রদাহের বিশেষ উপকারী। য়ুরোপীয়েরা পূর্ব্বোক্ত কোন রোগে ইহা ব্যবহার করেন না। ভারতীয় কবিরাজের মতে—ইহা বহুমূত্ররোগেও ব্যবহার্য্য।

নির্ম্মলতা (স্ত্রী) নির্ম্মল-তল্‌-টাপ্‌। বিশুদ্ধতা, স্বচ্ছতা, পবিত্রতা, নির্ম্মলত্ব।

নির্ম্মলোপল (পুং) নির্ম্মলঃ বিশুদ্ধঃ উপলঃ। স্ফটিক। (রাজনি°)

নির্ম্মশক (ত্রি) নির্গতো মশকো যস্মাৎ। ১ মশকরহিত দেশ। অভাবার্থেঽব্যয়ীভাবঃ। (অব্য) ২ মশকাভাব।

নির্ম্মা (স্ত্রী) ১ মূল্য। ২ পরিমাণ। (লাট্যা° শ্রৌ° ৮।৪।১৪)

নির্ম্মাংস (ত্রি) নির্গতং মাংসং যস্য। ১ মাংসবিহীন। ২ আহারাভাবে অতিকৃশ, তপস্বী ও দরিদ্র প্রভৃতি।

"নির্ম্মাংসবালহস্তাঃ কৃচ্ছ্রেনায়ান্তি পরদেশান্‌।" (বৃহৎস° ৩।১৩)

নির্ম্মাংসবক্ত্র (পুং) কুমারানুচরভেদ। (ভারতসভাপ° ৪অ°)

নির্ম্মাণ (ক্লী) নির্মীয়তে নির্‌-মা-ল্যুট্‌। ১ নির্ম্মিতি। ২ ঘটাদির রচনা, সংগঠন। নির্মীয়তেঽনেন করণে ল্যুট্‌। ৩ নির্ম্মাণ-সাধন কায়াদি। "ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ নির্ম্মাণ-কায়মধিষ্ঠায় সম্প্রদায়প্রবর্ত্তকঃ' (কুসুমাঞ্জলি) নির্গতো মানাৎ। ৪ মানাতীত।

'পূর্ব্বপদাৎ সংজ্ঞায়াং' সংজ্ঞার্থে ণত্ব হইবে, এইস্থলে সংজ্ঞা না বুঝাইলেও আর্ষপ্রয়োগে ণত্ব হইল।

"অনক্ষত্রগণং ব্যোমনির্ম্মাণং ঘনবর্জ্জিতং।" (রাম° কি° ৪৪অ°)

নির্ম্মালি, শিখজাতির অন্তর্গত সম্প্রদায়বিশেষ। তাহারা ঈশ্বরারাধনায় জীবন উৎসর্গ করে। নির্ম্মালিরা প্রায় উলঙ্গ। সেরিং বলেন, তাহারা কাশীধামের বৈষ্ণবদিগের সম্প্রদায়ভেদমাত্র। পবিত্র থাকাই তাহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাহারা প্রত্যহ ১০৪ বার হস্তপদ প্রক্ষালন এবং অনেকবার স্নান করিয়া থাকে। তাহারা সংসার ত্যাগ করে না; কিন্তু অপবিত্র হইবার আশঙ্কায় সন্তানদিগকেও স্পর্শ করিতে ভীত হয়। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীদিগের ন্যায়, ইহারা কোন জীবহিংসা করে না। স্ত্রীপুরুষ উভয়েই এই ধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্ত হইতে পারে। [শিখ দ্রষ্টব্য।]

নির্ম্মাল্য (ক্লী) নির্‌-মল-ষ্যঞ্‌। দেবদেশোচ্ছিষ্ট বস্তু, উচ্ছিষ্ট-ভেদ। প্রথমে দেবতার উদ্দেশে যাহা দেওয়া হয়, অর্থাৎ নিবেদনের পর তাহাই নির্ম্মাল্যপদবাচ্য হয়।

"অর্বাগ্‌ বিসর্জনাদ্‌দ্রব্যং নৈবেদ্যং সর্ব্বমুচ্যতে।
বিসর্জ্জিতে জগন্নাথে নির্ম্মাল্যং ভবতি ক্ষণাৎ॥" (গরুড়পু°)

বিসর্জ্জনের পূর্ব্বে দেবতার উদ্দেশে ফলপুষ্পাদি উপহার নৈবেদ্য নামে অভিহিত, এবং বিসর্জ্জনের পরেই উহাকে নির্ম্মাল্য কহে।

দেবনিবেদিত পুষ্পাদি। যে সকল পুষ্পাদি দিয়া দেবপূজা হয়, পরে দেবপূজার পর ঐ নিবেদিত পুষ্পাদি নির্ম্মাল্য নামে অভিহিত হয়। দেব-নির্ম্মাল্য মস্তকে ধারণ ও গাত্রে অনু-লেপন করিতে হয়, এবং নৈবেদ্য ভক্তদিগকে দিয়া স্বয়ং ভোজন করিতে হয়।

"নির্ম্মাল্যং শিরসা ধার্য্যং সর্ব্বাঙ্গে চানুলেপনম্‌।
নৈবেদ্যঞ্চোপভুঞ্জীত দত্ত্বা তদ্ভক্তিশালিনে॥" (তন্ত্রসার)

নির্ম্মাল্য স্থাপন ও ক্ষেপণ করিতে হয়। পূজার পর ঈশানকোণে একটী মণ্ডল করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে নির্ম্মাল্য দেশে দিতে হইবে। বিষ্ণুবিষয়ে—'ওঁ বিশ্বক্‌সেনায় নমঃ'

শক্তি-বিষয়ে—'ওঁ শেষিকায়ৈ নমঃ'

শিব-বিষয়ে—'ওঁ চণ্ডেশ্বরায় নমঃ'

সূর্য্য-বিষয়ে—'ওঁ চাণ্ডালিন্যৈ নমঃ'

কালিকাদি বিষয়ে—'ওঁ চাণ্ডালিন্যৈ নমঃ'

এই সকল মন্ত্রে স্থাপন করিবে।

"সূর্য্যে গণপতাবগ্নে শাক্তে শৈবেঽথ বৈষ্ণবে।
তেজশ্চণ্ডমথোচ্ছিষ্টসোজমুচ্ছিষ্টপূর্ব্বিকাম্‌।
চাণ্ডালীং শেষিকাং চণ্ডং বিশ্বক্‌সেনং ক্রমাৎ যজেৎ॥" (বিশ্বানন্দ)

জল অথবা তরুমূলে নির্ম্মাল্য পরিত্যাগ করিতে হয়।

"উদকে তরুমূলে বা নির্ম্মাল্যং তত্র সংত্যজেৎ।" (কালিকাপু° ৫৫ অ°)

কালবিশেষে দেবোদ্দিষ্ট বস্তু নির্ম্মাল্যতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

"মণিমুক্তাসুবর্ণানাং দেবদত্তানি যানি চ।
ন নির্ম্মাল্যং দ্বাদশাব্দং তাম্রপাত্রং তথৈব চ
পটী শাটী চ ষণ্মাসং নৈবেদ্যং দত্তমাত্রতঃ।
মোদকং কৃশরঞ্চৈব যামার্দ্ধেন মহেশ্বরি॥
পট্টবস্ত্রং ত্রিমাসঞ্চ যজ্ঞসূত্রদ্বয়ং স্মৃতম্‌।
যাবদন্নং তবেদুষ্ণং পরমান্নং তথৈব চ॥" (তন্ত্রসার, একাদশীতত্ত্বে যোগিনীতন্ত্র)

দেবতার উদ্দেশে যে মণিমুক্তা, সুবর্ণ ও তাম্র দেওয়া হয়, তাহা ১২ বৎসর পরে নির্ম্মাল্য হয়; পটী ও শাটী ৬ মাসে, নৈবেদ্য দত্তমাত্রে, মোদক ও কৃশর যামার্দ্ধ পরে, পট্টবস্ত্র তিন

মাসে, যজ্ঞসূত্র একদিনে এবং অন্ন ও পরমান্ন যতক্ষণ উষ্ণ থাকে তাহার পর, নির্ম্মাল্য হয়।

শিবনির্ম্মাল্য ধারণ করিতে নাই, ধারণ করিলে পাপভাগী হইতে হয়।

"নির্ম্মাল্যং যো হি মে ভক্ত্যা শিরসা ধারয়িষ্যতি।
অশুচির্ভিন্নমর্য্যাদঃ নরঃ পাপসমন্বিতঃ।
পচ্যতে নরকে ঘোরে তির্য্যগ্‌যোনৌ চ জায়তে॥" (স্কন্দপু°)
"অগ্রাহ্যং শিবনৈবেদ্যং পত্রং পুষ্পং ফলং জলম্।
শালগ্রামশিলাস্পর্শাৎ সর্ব্বং যাতি পবিত্রতাম্॥"
(তিথিতত্ত্ব)

শিবনৈবেদ্য এবং পত্র, পুষ্প, ফল ও জল গ্রহণীয় নহে, কিন্তু এই সকল শালগ্রাম শিলাস্পর্শে পবিত্র হয়, অর্থাৎ শালগ্রাম শিলাস্পৃষ্ট হইলে তাহা গ্রহণ করিতে পারা যায়। প্রাতঃকালে নির্ম্মাল্য ফেলিয়া দিতে হয়। দেবতানির্ম্মাল্যযুক্ত থাকিলে পূর্ব্বকৃত পুণ্য বিনষ্ট হয়।

"প্রাতঃকালে সদা কুর্য্যাৎ নির্ম্মাল্যোত্তরণং বুধঃ।
তদ্বিতাঃ পশবো বন্ধ্যাঃ কন্যকা চ রজস্বলা।
দেবতা চ সনির্ম্মাল্যা হন্তি পুণ্যং পুরাকৃতম্॥" (অত্রিস্মৃ°)

প্রাতঃকালে দেবতার নির্ম্মাল্য ফেলিয়া দিতে হয়, যদি অবিত পশু বন্ধ থাকে এবং কন্যা সরজস্কা হয় এবং দেবতা যদি নির্ম্মাল্যের সহিত থাকে, তাহা হইলে পূর্ব্বকৃত পুণ্য নষ্ট হয়।

প্রাতঃকালে উঠিয়া, প্রতিদিন যে ব্যক্তি দেবনির্ম্মাল্য পরিষ্কার করে, তাহার দুঃখ, দারিদ্র্য এবং অকাল মৃত্যু হয় না।

"যঃ প্রাতরুত্থায় বিধায় নিত্যং নির্ম্মাল্যমীশস্য নিরাকরোতি।
ন তস্য দুঃখং ন দরিদ্রতা চ নাকালমৃত্যুর্ন চ রোগমাত্রম্॥"
(নারদপঞ্চ°)

হরিভক্তিবিলাসে এইরূপ লিখিত আছে—

অরুণোদয় বেলায়, যদি নির্ম্মাল্য পরিষ্কার করা না হয়, তাহা হইলে শল্যস্বরূপ হয়। এক ঘটিকা বেলা হইলে মহাশল্য, এক প্রহর বেলা হইলে অতিশল্য এবং তৎপরে বজ্রপ্রহারতুল্য হইয়া থাকে। ঘটিকা অতীতে ক্ষুদ্রপাতক এবং মুহূর্ত্ত পরে মহাপাতক, চারি ঘটিকা অতীত হইলে অতিপাতক, তিন মুহূর্ত্তপূর্ণে মহাপাতক, তৎপরে ব্রহ্মবধতুল্য পাতক হয়। এই পাপাপনোদনের জন্য প্রায়শ্চিত্ত বিধেয়। অর্দ্ধ মুহূর্ত্ত অতীত হইলে সহস্র জপ, মুহূর্ত্ত পূর্ণে দেড়হাজার জপ, তিন মুহূর্ত্ত অতীত হইলে দশ হাজার জপ ও এক প্রহর পূর্ণ হইলে পুরশ্চরণ করিতে হয়, তাহাতেই এই পাপের নাশ হইয়া থাকে। প্রহরকাল অতীত হইলে যে পাতক হয়, তাহা প্রায়শ্চিত্ত করিলেও যায় না। (হরিভক্তিবিলাসে ৩ বিলাস)

নির্ম্মাল্যা (স্ত্রী) নির্ম্মাল্যতে ইতি নির্-মল-ণ্যৎ ততঃ টাপ্। পৃক্কা। (শব্দর°)

নির্ম্মিত (ত্রি) নির্-মা-ক্ত। কৃত-নির্ম্মাণ, গঠিত, রচিত।
"নিজনির্ম্মিতকারিকাবলীম্" (সিদ্ধান্তমুক্তা°)

নির্ম্মিতি (স্ত্রী) নির্-মা ভাবে ক্তিন্। নির্ম্মাণকরণ।
"নবরসরুচিরাং নির্ম্মিতিমাদধতী ভারতী কবের্জয়তি।" (কাব্যপ্র°)

নির্ম্মুক্ত (পুং) নির্-মুচ্-ক্ত। মুক্তকঞ্চুক সর্প, খোলস ছাড়া সাপ, যে সকল সর্প অচিরে খোলস পরিত্যাগ করিয়াছে। (ত্রি) ২ ত্যক্তসংযোগ, বিযুক্ত।
"চিরানির্ম্মুক্তয়োর্যোগে চিত্রাচন্দ্রমসোরিব।" (রঘু ১ স°)
নিঃশেষেণ মুক্তঃ। ৩ বন্ধশূন্য। ৪ সঙ্গবর্জ্জিত। (মেদিনী)

নির্ম্মুক্তি (স্ত্রী) নির্-মুচ্-ক্তিন্। ১ সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্তি প্রাপ্তি। ২ মোক্ষ।

নির্ম্মুট (স্ত্রী) নির্গতং মুটং যস্মাৎ। করশূন্য হট্ট, পর্য্যায়—পণ্যাজির, কচঙ্গন। (শব্দর° ত্রিকা°) (পুং) নির্-মুট-ক। ২ বনস্পতি। ৩ অপুষ্প বৃক্ষ। ৪ সূর্য্য। ৫ ধূর্ত্ত। (তারা° ২৫৫)

নির্ম্মূল (ত্রি) নির্গতং মূলং যস্য। মূলরহিত।
"আরুহ্য বৃক্ষান্ নির্ম্মূলান্ গজঃ পরিতুদন্নিব।" (ভার° উ° ৭৪অ°)

নির্ম্মূলন (ক্লী) নির্ম্মূলং করোতি ণিচ ভাবে ল্যুট্। উৎপাটন।

নির্ম্মেঘ (ত্রি) মেঘশূন্য।

নির্ম্মেধ (ত্রি) মেধাশূন্য, অলস, বোকা।

নির্ম্মৃজস্ (অব্য°) নির্-মৃজ 'ঈশ্বরে তোসুন্কসুনৌ' ইতি সূত্রেণ তুমর্থে কসুন্। নির্ম্মাজ্জন করিতে।
"শ্লক্ষ্ণেব তু বা ঈশ্বরঃ পশূন্নির্ম্মৃজঃ' (তাণ্ড্যব্রা° ২।২।৩)
'নির্ম্মৃজঃ নির্মাষ্টুমুপগময়িতুং বিনাশয়িতুমীশ্বরাঃ' (ভাষ্য)

নির্ম্মৃষ্ট (ত্রি) নির্-মৃজ-ক্ত। প্রোঞ্ছিত।

নির্ম্মোক (পুং) নিতরাং মুচ্যতে ইতি নির্-মুচ্-ঘঞ্। ১ সর্পত্বক্, সাপের খোলস, পর্য্যায়—অহিকোষ, নির্ব্বয়নী, কঞ্চুক। (হেম° ৪।৩৮১)
"নিজগাত্রনির্বিশেষস্থাপিতমপি সারমখিলমাদায়।
নির্ম্মোকঞ্চ ভুজঙ্গী মুঞ্চতি পুরুষস্য বারবধূঃ॥"
(আর্য্যাসপ্তশতী ৩২৮)
২ মোচন। ৩ সন্নাহ। ৪ আকাশ। ৫। ত্বক্ মাত্র।
'নির্ম্মোকো মোক্ষকে ব্যোম্নি সন্নাহে সর্পকঞ্চুকে।' (বিশ্ব°)
৬ সাবর্ণি মনুর পুত্রবিশেষ। (ভাগ° ৮।১৩।১১)

নির্ম্মোক্তৃ (ত্রি) নির্-মুচ্-তৃচ্। ১ নির্ম্মোচনকারী। ২ সংশয়চ্ছেদক।

নির্ম্মোক্ষ (পুং) নিতরাং মোক্ষঃ। ১ ত্যাগ। ২ নিঃশেষরূপে মোক্ষ। "অনির্ম্মোক্ষপ্রসঙ্গঃ" (সাংখ্যপ্রবচনভা°)

নির্মোচন (ক্লী) নির্-মুচ্-ণিচ্-ল্যুট্। মুক্তি, মোক্ষ।

নির্মোচ্য (ত্রি) নির্-মুচ্-ণ্যৎ। মুক্তি পাইবার যোগ্য।

নির্মোহ (ত্রি) নির্গতো মোহো যস্মাৎ। ১ মোহশূন্য। (পুং) ২ রৈবত মনুর পুত্রভেদ। ৩ সাবর্ণিমনুর পুত্রভেদ। ৪ কাশ্যপ সপ্তর্ষিভেদ। (হরিব° ৭ অ°)

নির্ম্রোতুকা (স্ত্রী) নির্-ম্লা-তুন্, সংজ্ঞায়াং কন, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ম্লানিশূন্য ওষধিভেদ।

"নির্ম্রোতুকা অত্র ভবন্তি' (পঞ্চবি° ব্রা° ১৩।৯।১৬)

নির্ম্মুক্তি [নির্ম্মুক্তি দেখ।]

নির্যত্ন (ত্রি) নির্নাস্তি যত্নো যস্য। যত্নশূন্য, অলস।

নির্যন্ত্রণ (ক্লী) নির্-যন্ত্র-ল্যুট্। ১ নিষ্পীড়ন। (ত্রি) ২ যন্ত্রণা-শূন্য, বাধাশূন্য। ৩ নিরর্গল। ৪ উচ্ছৃঙ্খল। (জটাধর)

নির্যাণ (ক্লী) নির্যাতি মদোহনেন নির্-যা করণে ল্যুট্। ১ গজা-পাঙ্গদেশ। ভাবে ল্যুট্। ২ মোচন। ৩ অধ্বনির্গম।

'নির্যাণং বারণাপাঙ্গদেশে মোক্ষেঽধ্বনির্গমে।" (মেদিনী)

৪ নিঃসরণ। ৫ প্রাণবায়ুর দেহনিঃসরণরূপ মরণ। ৬ পশুদিগের পাদবন্ধনরজ্জু। (বৈজয়ন্তী)

'নির্যাণহস্তস্য পুরো দুধুক্ষতঃ।" (মাঘ ১২।৪০)

নির্যাত (ত্রি) নির্-যা-ক্ত। নির্গত, নিসৃত।

নির্যাতক (ত্রি) নির্যাতং নির্যাণং বহিষ্করণং তৎকরোতি ণিচ্-ণ্বুল্। নির্হারক, যে অনিষ্ট করে।

"মৃতনির্যাতকাশ্চৈব পরদাররতাশ্চ যে।" (মার্কণ্ডেয়পু° ৩৫অ°)

নির্যাতন (ক্লী) নির্-যত-ণিচ্-ল্যুট্। ১ বৈরশুদ্ধি, শত্রুপ্রতী-কার। ২ প্রতীকার। ৩ প্রতিদান। ৪ ন্যাসসমর্পণ, গচ্ছিত দ্রব্যপ্রত্যর্পণ। ৫ মারণ। ৬ ঋণাদির শোধন।

"নির্যাতনং বৈরশুদ্ধৌ দানে ন্যাসসমর্পণে।" (হেম°)

নির্যাতি (স্ত্রী) ১ নির্গমন, প্রস্থান। ২ মুমূর্ষু।

নির্যাতৃ (ত্রি) ক্ষেত্রকর্ষক, কৃষক। [নির্দাতৃ দেখ।]

নির্যাত্য (ত্রি) নির্-যাতি কর্ম্মণি যৎ। ১ শোধনীয়। ২ প্রতিদেয়।

"কন্যা চৈবং ন চান্যস্য নির্যাত্যানেন সঙ্গতা।" (হরিব° ১৭৭অ°)

নির্যাদব (ত্রি) যাদবশূন্য স্থান, যাদবরহিত।

নির্যাম (পুং) নির্-যম-ঘঞ্। পোতবাহ, নাবিক।

নির্যাস (পুং ক্লী) নির্-যস-ঘঞ্। ১ কষায়। ২ ক্বাথ। (শব্দমা°) ৩ বৃক্ষাদির ক্ষীর, বৃক্ষ হইতে নির্গত রস কঠিনতা প্রাপ্ত হইলে, তাহাকে নির্যাস কহে। চলিত—আটা। পর্য্যায়—বেষ্টক। (রত্নমা°)

"লোহিতান্ বৃক্ষনির্যাসান্ ব্রশ্চনপ্রভবাংস্তথা।
শেলুং গব্যঞ্চ পেয়ূষং প্রযত্নেন বিবর্জ্জয়েৎ।" (মনু ৫।৬)

৪ নিষ্যন্দী, ক্ষরণ, যথা জলাদি।

"কদলীকন্দনির্যাসে তৎপ্রসূনতুলাং পচেৎ।" (চিকিৎসারস°)

নির্যাসিক (ত্রি) নির্যাসস্য অদূরদেশঃ তত্র ঠঞ্। নির্যাস-সন্নিকৃষ্ট দেশাদি।

নির্যুক্তি (ত্রি) অসংযোগ, অনুপযুক্ততা, যুক্তিহীনতা।

নির্যুক্তিক (ত্রি) নির্গতা যুক্তির্যস্মাৎ, কপ্। যুক্তিরহিত। যুক্তিহীন।

নির্যূথ (ত্রি) যূথভ্রষ্ট, দল হইতে পৃথক্কৃত।

নির্যূষ (পুং) নিতরাং যূষঃ। নির্যাস। (শব্দমালা)

নির্যূহ (পুং) নির-উহ-ক পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ১ মত্তবারণ। ২ নাগদন্ত। ৩ হস্তিদন্তের সদৃশ নির্ম্মিত দ্বার-বেদিকার কাষ্ঠভেদ। ৪ শেখর। ৫ আপীড়। ৬ দ্বার। ৭ ক্বাথ।

"নির্যূহঃ শেখরে দ্বারে নির্যাসে নাগদন্তকে।" (বিশ্ব)

নির্যোগ (পুং) অলঙ্কার, সাজ।

নির্যোগক্ষেম (ত্রি) বিষয়বিরত, বৈষয়িকচিন্তাবিহীন।

নির্লক্ষণ (ত্রি) নির্গতং লক্ষণং যস্য। ১ শুভ লক্ষণশূন্য। ২ পাণ্ডুরপৃষ্ঠ। (হেম)

নির্লক্ষ্য (ত্রি) লক্ষ্যহীন।

নির্লজ্জ (ত্রি) নির্নাস্তি লজ্জা যস্য। লজ্জাহীন।

নির্লিঙ্গ (ত্রি) ১ যাহার কোন নিশ্চিত লিঙ্গ বা চিহ্ন নাই। ২ যাহার লিঙ্গসাধন হয় না।

নির্লিপ্ত (ত্রি) নির্-লিপ্-ক্ত। ১ লেপরহিত। ২ সম্বন্ধশূন্য, নিঃসঙ্গ, অনাসক্ত।

"নিরুপাধিশ্চ নির্লিপ্তো নিরীহো নিধনাত্মকঃ।" (ব্রহ্মবৈ° কৃষ্ণ ৭)

নির্লুঞ্চন (ক্লী) নির্-লুন্চ্ ভাবে ল্যুট্। বিতুষীকরণাদি।

"নখনির্লুঞ্চনাদিভিরপি তৎকার্য্যসিদ্ধেঃ।"
(কাত্যা° শ্রৌ° ১।৬।৬ কর্ক)

নির্লুণ্ঠন (ক্লী) নির-লুঠি ভাবে ল্যুট্। অপহরণ, লোটা।

"অঙ্গানীব পরস্পরং বিদধতে নির্লুণ্ঠনং সুভ্রুবঃ।" (সাহিত্যদর্পণ)

নির্লেখন (ক্লী) নির্-লিখ্ ভাবে ল্যুট্। ১ মলাদির অপসারণ, আঁচড়ান। করণে ল্যুট্। ২ তৎসাধন।

'জিহ্বানির্লেখনং রৌপ্যং সৌবর্ণং বার্ক্ষমেব চ।' (সুশ্রুত)

নির্লেপ (ত্রি) নির্গতো লেপো যস্মাৎ। ১ লেপশূন্য, আসঙ্গরহিত ২ পরিণামহেতুসংযোগাদি শূন্য। ৩ পাপশূন্য।

"লোকবেদবিরুদ্ধৈরপি নির্লেপঃ স্বতন্ত্রশ্চেতি মহাপাশুপতাঃ॥"
(কুসুমাঞ্জলি)

নির্লোমন্ (ত্রি) নির্গতং লোম যস্য। লোমরহিত, টাকরোগ-যুক্ত।

"পট্টসূত্রস্য হরণাৎ নির্লোমা জায়তে নরঃ।" (কর্ম্মবিপাক)

পট্টসূত্র হরণ করিলে এই রোগ হয়।

নির্ব্বয়নী (স্ত্রী) নিতরাং লীয়তে সংলীনো ভবতি, নির্-লী-ল্যুট্, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ১ কঞ্চুক। ২ সর্পত্বক্। (হেম° ৪।৩৮১)
"তদ্যথা অহি নির্ব্বয়নী বল্মীকে।" (বৃহদারণ্য উপ°)

নির্বক্তব্য (ত্রি) নির্-বচ-তব্য। নির্বাচ্য, অবয়বার্থ কথন দ্বারা প্রতিপাদ্য।

নির্বচন (ক্লী) নির্-বচ ভাবে ল্যুট্। ১ নিরুক্তি, অবয়বার্থ কথন। ২ প্রসিদ্ধ।
"সত্যং শ্বেনে বলং নাম্যাং রাজ্ঞাং তথ্যোবনে তথা।
ইতি লোকে নির্বচনং লোকে চরতি ভারত॥"
(ভারত বনপ° ৩৩ অ°)
নির্গতং বচনং যস্য। ৩ বচনশূন্য, মৌনাবলম্বন। (ত্রি) ৪ বক্তব্যতাশূন্য, বলিবার কিছু না থাকা। ৫ বাক্যাতীত।
(ভারত ৩।১৯৯।৩৬)

নির্বণ (ত্রি) নির্গতো বনাৎ অসংজ্ঞায়াং ণত্বম্। বন হইতে নিষ্ক্রান্ত।
"নির্বণো বধ্যতে ব্যাঘ্রো নির্ব্যাঘ্রং ছিদ্যতে বনম্।" (ভার°উ°২৮)
সংজ্ঞা অর্থ বুঝাইলে ণত্ব হইবে না, সেইস্থলে নির্বন হইবে।

নির্বপণ (ক্লী) নির্-বপ ভাবে ল্যুট্। ১ দান। ২ অন্নাদির সংবিভাগ।
"অনগ্নৈবাবৃতা কাম্যং পিতৃনির্বপণং স্মৃতৈঃ।" (মনু)

নির্বয়ণী (স্ত্রী) নির্ব্বয়ণী, সাপের খোলস।

নির্বর (ত্রি) নির্গতো বরো বরণমস্য। ১ নির্লজ্জ। ২ নির্ভয় ৩ সার, কঠিন। (হেম) কোন কোন স্থলে নির্দর শব্দের এইরূপ পাঠান্তর দেখিতে পাওয়া যায়।

নির্বরুণতা (স্ত্রী) বরুণের অধিকার হইতে বিমোচন।

নির্বর্ণন (ক্লী) নির্-বর্ণ ভাবে ল্যুট্। দর্শন। (ত্রিকাণ্ড)

নির্বর্ত্তিত (ত্রি) নির্-বৃত-ণিচ্ কর্ম্মণি ক্ত। নিষ্পাদিত।

নির্বর্ত্ত্য (ত্রি) নির্-বৃত-ণিচ্ কর্ম্মণি যৎ। নিষ্পাদ্য, ব্যাকরণ-পরিভাষিত কর্ম্মভেদ।

নির্বহণ (ক্লী) নির্-বহ ভাবে ল্যুট্। ১ নাটোক্ত,প্রস্তুত কথা-সমাপ্তি। প্রকৃতাভিনয়ের নির্ব্বাহ। স্ত্রিয়াং টাপ্। নিষ্ঠা।

নির্বহিতৃ (ত্রি) বিভক্তা, পৃথক্কারী।

নির্বাক্ (ত্রি) বাক্যহীন।

নির্বাক্য (ত্রি) বাক্যহীন, মূক, বধির।

নির্বাচ্ (ত্রি) ১ বহির্ভাগ, বাহ্য। ২ নির্গত।

নির্বাচ্য (ত্রি) নির্বচনীয়।

নির্বাঞ্চ্ (ত্রি) নির্-অব-অঞ্চ্ ক্বিপ্। নির্গত।
"তস্মাদিমে প্রাণা বিষ্বঞ্চোঽবাঞ্চোঽস্মুনির্ব্বাঞ্চি।"
(সাংখ্যায়নব্রা° ৭।৯)

নির্ব্বাণ (ক্লী) নির্-বা-ক্ত। (নির্বাণোঽবাতে। পা ৮।২।৫০) অবাতে ইতি ছেদঃ। নির্ পূর্ব্বাদ্বাতেনিষ্ঠা তস্য নত্বং স্যাদ্বাত-শ্চেৎ কর্ত্তা ন। 'নির্বাণোঽগ্নিমুনির্বা। বাতে তু নির্বাতোবাতঃ।' ভট্টোজিদীক্ষিতঃ।*। পাণিনি বলেন, "বায়ুকর্ত্তা না হইলে, নির্ পূর্ব্বক বা ধাতুর উত্তর বিহিত নিষ্ঠা সম্বন্ধীয় তকার স্থানে নকার হয়। টীকাকার ভট্টোজিদীক্ষিত নির্ব্বাণ-অগ্নি ও নির্ব্বাণ মুনি এই দুই উদাহরণ সন্নিবেশিত করিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন বায়ুকর্ত্তা না হইলে তকার স্থানে নকার হয় না; যথা,—নির্বাত বাত। পাণিনি বিশেষ্য নির্ব্বাণ শব্দের স্বয়ং উল্লেখ না করায় কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত অনুমান করেন যে, পাণিনির সময়ে, নির্ব্বাণ শব্দ মুক্তি অর্থে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃত গ্রন্থে•রচনা পরি মাণে পরিগৃহীত হয় নাই।

মুগ্ধবোধব্যাকরণ-প্রণেতা বোপদেব বিশেষ্য ও বিশেষণ উভয় প্রকার নির্ব্বাণ শব্দই ক্ত প্রত্যয়দ্বারা নিপাতনে সিদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার মতে নির্ব্বাণ এই বিশেষণ শব্দের অর্থ শান্ত এবং নির্ব্বাণ এই বিশেষ্য শব্দের অর্থ মুক্তি। 'নির্ব্বাণ-ভিত্তবিত্তফুল্লোৎফুল্লপ্রফুল্লক্ষীবকৃশপরিকৃশোল্লাঘাঃ। এতে ক্তান্তা নিপাত্যন্তে। নির্ব্বাণঃ শান্তঃ, নির্ব্বাণং মুক্তিঃ।' ইত্যাদি (বোপদেব।) 'বালগমনহিংসয়োঃ, নির্ব্বাণঃ শান্তঃ, নির্ব্বাণং মুক্তিঃ, উভয়ত্র নাচোঽস্বরেতি ণত্বং তত্রত্র নির্বাতঃ।' ইত্যাদি।
(দুর্গাদাস।)

অমরসিংহ বিশেষ্য নিঘ্নবর্গে লিখিয়াছেন—
'নির্ব্বাণো মুনি-বহ্ন্যাদৌ নির্বাতস্ত গতেঽনিলে।' (অমর°)
নির্ব্বাণ এই বিশেষণ পদটী মুনি ও বহ্ন্যাদির পূর্ব্বে প্রযুক্ত হয় এবং নির্বাত এই বিশেষণ পদটী বায়ুরহিত অর্থে ব্যবহৃত হয়।

নিম্নলিখিত শ্লোকে নির্বাত শব্দ বায়ুরহিত• অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।
"অসূর্য্যমপি সূর্য্যেণ নির্বাতমিব বায়ুনা।" (ভারত ২।৩৬।২৮)

অভিধানকার যাদব বলেন, 'নির্ব্বাণং নিবৃত্তৌ মোক্ষে বিনাশে গজমজ্জনে।' (যাদব।) নির্ব্বাণ শব্দ নিবৃত্তি, মোক্ষ, বিনাশ ও গজমজ্জন অর্থে ব্যবহৃত হয়।

নানা অভিধানকার নির্ব্বাণশব্দের নানা অর্থের উল্লেখ করিয়াছেন। কএকটী অর্থ ও প্রয়োগ নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—
১ গজমজ্জন। "অকস্তুদমিবালানং অনির্ব্বাণস্য দন্তিনঃ।" (রঘু ১স°)
'নির্ব্বাণোত্থানশয়নাদীনি ত্রীণি গজকর্ম্মণি (পালকাব্য)
২ বিনাশ। "নির্ব্বাণভূয়িষ্ঠমথাস্য বীর্য্যং সন্ধুক্ষয়ন্তীব বপুর্গুণেন।"
(কুমার ৩।৫২)
৩ নিবৃত্তি। "অয়ে লব্ধং নেত্র-নির্ব্বাণম্।" (শকুন্তলা ৩ অ°)
"কুর্ব্বন্তি স্বায়ুৎপতন্তঃস্মরার্ত্তস্বর্লোকস্ত্রীগাত্রনির্ব্বাণমত্র।" (মাঘ৪।২)

৪ নিবিয়া যাওয়া।

"কুর্ব্বতেঽস্মিন্নমোঘেঽপি নির্ব্বাণালাতলাঘবং।" (কুমার ২স°)

"নির্ব্বাণবৈরদহনাঃ প্রশমাদরীণাম্" (বেণীসংহার ১।৭)

৫ শান্তি। "নির্ব্বাণং সমুপগমেন যচ্ছতে তে

জীবানাং প্রভব নমোঽস্তু জীবনায়।" (কিরাত° ১৮।২৯)

৬ সমাপ্তি। "আরব্ধকর্ম্মনির্ব্বাণো ন্যপতৎ পাঞ্চভৌতিকঃ।"

(ভাগবত° ১।৬।২৯)

৭ বিষ্ণু। "বিশ্বাত্মা বিশ্বধৃক্ সাম নির্ব্বাণং ভেষজং ভিষক্।"

(ভারত ১৩।১৪৯ অ°)

৮ নাভিদেশে জপ্য প্রণবপুটিত ও মাতৃকাপুটিত স্বাভিলষিত মূলমন্ত্র

'মণিপূরে চ নির্ব্বাণং মহাকুণ্ডলিনীমথঃ।"

"অথ প্রবক্ষ্যামি নির্ব্বাণং শৃণু সার্ব্বতি ভাবদে।

প্রণবং পূর্ব্বমুচ্চার্য্য মাতৃকাদ্যং সমুচ্চরেৎ॥

মাতৃকাণাং সমস্তাঞ্চ পুনঃ প্রণবমুচ্চরেৎ।

এবং পুটিতমূলস্য প্রজপেন্নাভিপূরকে॥

এবং নির্ব্বাণমীশানি যো ন জানাতি পামরঃ।

কল্পকোটিসহস্রেষু তস্য সিদ্ধির্ন জায়তে॥" (আগমতত্ত্ববিলাস)

৯ বাণশল্য। ১০ অস্তগমন। ১১ সংগম। ১২ বিশ্রান্তি।
১৩ নিশ্চল। ১৪ শূন্য। ১৫ বিদ্যোপদেশ। (শব্দর°)

১৬ মুক্তি। দর্শনে এই অর্থই অনেকস্থলে গৃহীত হইয়াছে। এজন্য কএকটী প্রমাণ উদ্ধৃত হইল,—

"নিবিষ্টবিষয়স্নেহঃ স দশান্তমুপেয়িবান্।

আসীদাসন্ননির্ব্বাণঃ প্রদীপার্চ্চিরিবোষসি॥" (রঘু° ১২।১)

"বংশলক্ষ্মীমনুদ্ধৃত্য সমুচ্ছেদেন বিদ্বিষাম্।

নির্ব্বাণমপি মন্যেঽহমন্তরায়ং জয়শ্রিয়ঃ॥" (কিরাত° ১১।৬৯)

"সত্ত্বাশ্রয়ং যতি নির্বিষয়ং বিরক্তং

নির্ব্বাণমৃচ্ছতি মনঃ সহসা যথার্চ্চিঃ।" (ভাগ° ৩।২৮।৩৫)

"যতিভব্যং সমত্বেন নির্ব্বাণমপি চেচ্ছতা।" (ভগবদ্গীতা)

'সম্যগ্দর্শন বিধ্বস্ততমসান্তু নিত্যসিদ্ধনির্ব্বাণপরায়ণানাং সিদ্ধৈব অনাবৃত্তিঃ।' (শারীরকভাষ্য ৪।৪।২২)

অমরকোষে মুক্তিবাচক আটটী বিশেষ্য শব্দের উল্লেখ আছে,—অমৃত, শ্রেয়ঃ, মোক্ষ, অপবর্গ নিঃশ্রেয়স, মুক্তি, কৈবল্য ও নির্ব্বাণ।

'মুক্তিঃ কৈবল্যনির্ব্বাণশ্রেয়োনিঃশ্রেয়সামৃতম্।

মোক্ষোঽপবর্গোঽথাজ্ঞানমবিদ্যাঽস্মিতিঃ স্ত্রিয়াম্॥' (অমর)

উপনিষদের মতে প্রত্যগাত্ম ব্রহ্মের সম্যগ্জ্ঞানদ্বারা অমৃত[১] লাভ হয়। শ্রেয়ঃ (মুক্তি) ও প্রেয়ঃ (অভ্যুদয়) এই উভয়মার্গের সম্যক বিচারপূর্ব্বক ধীর ব্যক্তি শ্রেয়োমার্গই[২] অবলম্বন করিয়া থাকেন। সাংখ্যদর্শনকার কপিল বলেন, প্রকৃতি ও পুরুষ এই উভয় তত্ত্বের ভেদজ্ঞান দ্বারা দুঃখত্রয়ের অত্যন্ত ধ্বংস ও মোক্ষলাভ[৩] হয়। গোতম স্বীয় ন্যায়-দর্শনে লিখিয়াছেন, প্রমাণ প্রমেয়াদি ষোড়শ পদার্থের সম্যগ্জ্ঞান দ্বারা দুঃখ, জন্ম, প্রবৃত্তি, দোষ ও মিথ্যাজ্ঞানের ব্যুৎক্রমে উত্তরোত্তর অপায়ে অপবর্গ লাভ[৪] হয়। দ্রব্য গুণ ইত্যাদি ষট্ পদার্থের সম্যগ্-জ্ঞান দ্বারা নিঃশ্রেয়সাধিগম[৫] হয়। ইহাই বৈশেষিক দর্শনকার কণাদের মত। পাতঞ্জলদর্শনমতে—যোগদ্বারা জীবাত্মার পরমাত্মায় লয়ের নাম মুক্তি। মীমাংসক-সম্প্রদায়ের কেহ কেহ বলেন, নিত্যসুখসাক্ষাৎকারের নাম মুক্তি। বৈদান্তিক বলেন, পারমার্থিক জ্ঞানদ্বারা অবিদ্যার ধ্বংস ও কৈবল্য লাভ হয়[৬]। বৌদ্ধেরা বলেন, প্রতীত্য সমুৎপন্ন ধর্ম্মসমূহের সম্বুদ্ধিদ্বারা প্রপঞ্চের উপশম, রাগ, দ্বেষ ও মোহের ক্ষয় এবং নির্ব্বাণ লাভ হয়।

মুক্তিবাদগ্রন্থে লিখিত আছে, প্রাচীনেরা সাযুজ্য, সালোক্য, সামীপ্য, সার্ষ্টি ও নির্ব্বাণ এই পাঁচ প্রকার মুক্তি স্বীকার করেন। নিম্নলিখিত শ্লোকে শ্রীহর্ষ সাযুজ্যমুক্তির বিষয় ব্যক্ত করিয়াছেন—

"সাযুজ্যমৃচ্ছতি ভবস্য ভবাব্ধিযাদ-

স্তাং পত্যুরেত্য নগরীং নগরাজপুত্ত্র্যাঃ।

ভূতাভিধানপটুমদ্যতনীমবাপ্য

ভীমোদ্ভবে ভবতি ভাবমিবাস্তি ধাতুঃ॥" (নৈষধ ১১।১১৭)

এইরূপে সালোক্য, সামীপ্য ও সার্ষ্টি মুক্তির বিষয় বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত আছে।

নির্ব্বাণমুক্তিবিষয়ে বিষ্ণুপুরাণে এইরূপ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়,—

"পুনশ্চ রক্তাম্বরধৃত্ মায়ামোহোঽজিতেক্ষণঃ।

অন্যানাহাসুরান্ গত্বা মৃদ্বল্পমধুরাক্ষরম্॥

মায়ামোহ উবাচ।

স্বর্গার্থং যদি বাঞ্ছা বো নির্ব্বাণার্থমথাসুরাঃ।

---

(১) "আত্মনা বিন্দতে বীর্য্যং বিদ্যয়া বিন্দতেঽমৃতম্।"

(সামবেদীয় তলবকারোপনিষৎ)

(২) "শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়ো হি ধীরোঽভিপ্রেয়সো বৃণীতে প্রেয়োমন্দো যোগক্ষেমাদ্বৃণীতে।"

(যজুর্ব্বেদীয় কঠোপনিষৎ)

(৩) "উৎকর্ষাদপি মোক্ষস্য সর্ব্বোৎকর্ষশ্রুতেঃ।" (সাংখ্যসূত্র)

(৪) "দুঃখজন্মপ্রবৃত্তিদোষমিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ।" (ন্যায়সূত্র)

(৫) "ধর্ম্মবিশেষপ্রসূতাদ্দ্রব্যগুণকর্ম্মসামান্যবিশেষসমবায়ানাং পদার্থানাং সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সম্।" (কণাদসূত্র)

(৬) "নাহং দেহো ন মে দেহো বোধোঽহমিতি নিশ্চয়ী।
কৈবল্য ইব সংপ্রাপ্তে ন স্মরত্যকৃতং কৃতম্।" (কৈবল্যরত্ন)

তদলং পশুঘাতাদিদুষ্টধর্ম্মৈর্নিবোধত ॥
বিজ্ঞানময়মেবৈতদশেষমবগচ্ছথ।
বুধ্যধ্বং মে বচঃ সম্যগ্‌বুধৈরেবমুদীরিতম্ ॥
জগদেতদনাধারং ভ্রান্তিজ্ঞানার্থতৎপরম্।
রাগাদিদুষ্টমত্যর্থং ভ্রাম্যতে ভবসঙ্কটে ॥"

(বিষ্ণুপু° ৩।১৮।১১-২০)

মায়ামোহাবতার বুদ্ধ রক্তাম্বর পরিধানপূর্ব্বক চক্ষুতে অঞ্জন রাগ করিয়া, অন্য অসুরগণের নিকট গমনপূর্ব্বক মৃদু মধুর বাক্যে বলিতে আরম্ভ করিলেন,—হে অসুরগণ! যদি নির্ব্বাণ মুক্তি বা স্বর্গ তোমাদের কামনা থাকে, তাহা হইলে পশু-হিংসা প্রভৃতি দুষ্টধর্ম্মে কোন ফল হইবে না, জানিবে। এই জগৎ বিজ্ঞানময় বলিয়া অবগত হও। আমার বাক্য ভাল করিয়া বুঝ, এ বিষয়ে পণ্ডিতগণ এইরূপ বলিয়াছেন যে, এই জগৎ অনাধার। ইহা ভবসঙ্কটে নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে এবং রাগাদি-দোষে সাতিশয় দূষিত।

নির্ব্বাণ শব্দের ব্যবহার, যে সময়েই আরব্ধ হউক না কেন, ঐ শব্দ মুক্তি-অর্থে বৌদ্ধদর্শনেই বহুলপরিমাণে ব্যবহৃত হইয়াছে। বস্তুতঃ নির্ব্বাণ বৌদ্ধদিগের মুক্তিব্যঞ্জক পারিভাষিক শব্দ। বৌদ্ধেরা মুক্তি বলিলে যাহা বুঝেন, তাহা নির্ব্বাণ শব্দদ্বারাই প্রকৃষ্টরূপে প্রকাশ করিতে পারা যায়। যেমন ইন্ধন অভাবে অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়া যায়, সেইরূপ কাম, লোভ, মোহ, সংস্কার ইত্যাদির উন্মূলনে সত্তা বা অস্তিত্বের বিলোপ হয়। সত্তার নিরোধই নির্ব্বাণ।

উদীচ্য বৌদ্ধগ্রন্থের মত।

উদীচ্য বৌদ্ধগ্রন্থসমূহে নির্ব্বাণ শব্দের লক্ষণ বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। নিম্নে কয়েকখানি গ্রন্থের মত উদ্ধৃত হইল,—

১। অশ্বঘোষ বুদ্ধচরিতকাব্যে লিখিয়াছেন,—

"করুণায়মানা জ্যায়াংস্তো মৃত্যুভয়বিমোহিতাঃ।
নৈর্ব্বাণে স্থাপনীয়াস্তং পুনর্জন্মনিবর্ত্তকে॥" (বুদ্ধচরিত)

নির্ব্বাণ পুনর্জন্মের নিবর্ত্তক। সংস্কারসমূহের ক্ষয় না হইলে জন্মান্তরের উচ্ছেদ হয় না, সুতরাং সংস্কারসমূহের ক্ষয়ের নাম নির্ব্বাণ।

২। আর্য্য নাগার্জ্জুন মাধ্যমিকসূত্রে লিখিয়াছেন,—

"নির্বাণকালে বোচ্ছেদঃ প্রসঙ্গাদ্ভবসন্ততেঃ।" (মাধ্যমিকসূত্র)

ভবসন্ততির উচ্ছেদের নাম নির্ব্বাণ। ভব শব্দের সাধারণ অর্থ সংসার, কিন্তু ইহার প্রকৃত অর্থ কায়িক, বাচিক ও মানসিক কর্ম্মজনিত সংস্কার। উর্ণনাভ যেরূপ স্বীয় যত্নে জাল প্রস্তুত করিয়া তাহাতে স্বয়ং আবদ্ধ হয়, আমরাও সেইরূপ, পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্কারবশে স্ব স্ব সংসারের সৃষ্টি করিয়া, তাহাতে নানাপ্রকার সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছি। সংস্কারের ক্ষয় দ্বারা সংসারের উচ্ছেদসাধনই নির্ব্বাণ।

৩। রত্নকূটসূত্রে বুদ্ধোক্তি এইরূপ আছে,—

"রাগদ্বেষমোহক্ষয়াৎ পরিনির্বাণম্।" (রত্নকূটসূত্র)

রাগ, দ্বেষ ও মোহের ক্ষয়ের নাম নির্ব্বাণ। অগ্নি যেমন ইন্ধন অভাবে নির্ব্বাণ হইয়া যায়, সেইরূপ রাগ, দ্বেষ ও মোহের ক্ষয় হইলে, জীবের আত্মাভিমান লুপ্ত হইয়া যায়। অহংকার মমকারের ধ্বংস হইলেই নির্ব্বাণলাভ হয়।

৪। বজ্রচ্ছেদিকা গ্রন্থে বুদ্ধ বলিয়াছেন,—

"ইহ হি সুভূতে বোধিসত্ত্বযানসংপ্রস্থিতেন এবং চিত্তমুৎপাদয়িতব্যং সর্ব্বে সত্ত্বা ময়া অনুপধিশেষে নির্ব্বাণধাতৌ পরিনির্বাপয়িতব্যাঃ।" (বজ্রচ্ছেদিকা)

নির্ব্বাণ পদার্থ অনুপধি অর্থাৎ নির্ব্বাণ লাভ হইলে সংস্কারাদি কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

৫। বোধিচর্য্যাবতারগ্রন্থে শান্তিদেব বলিয়াছেন,—

"সর্ব্বত্যাগশ্চ নির্বাণং নির্বাণার্থি চ মে মনঃ।" (বোধিচর্য্যাবতার)

সর্ব্বত্যাগের নাম নির্ব্বাণ। সংসার, সুখ, দুঃখ, আত্মাভিমান ইত্যাদি সমস্ত ত্যাগের নাম নির্ব্বাণ।

৬। রত্নমেঘ গ্রন্থে লিখিত আছে,—

"তৃষ্ণয়া বিপ্রহাণেন নির্ব্বাণমিতি কথ্যতে।" (রত্নমেঘ)

তৃষ্ণার সম্যক্ নিবৃত্তির নাম নির্ব্বাণ। এই সংসার, যাহা অনাধার ও কল্পিত, সেই মিথ্যা সংসারের সহিত নিজের সম্বন্ধ রাখিবার প্রবল ইচ্ছার নাম তৃষ্ণা। সেই তৃষ্ণার ক্ষয় হইলেই সংসারের উচ্ছেদ, আত্মাভিমানের বিলয় ও নির্ব্বাণলাভ হয়।

৭। অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতায় লিখিত আছে,—

"নিরোধস্ত নিবাণস্ত বিগমস্তৈতৎ সুভূতেঽধিবচনং যদুত গম্ভীরমিতি।" (অষ্টসাহস্রিকা°)

নিরোধ, নির্ব্বাণ ও বিগম ইহারা সকলেই সমার্থক এবং ইহাদের অর্থ অতি গম্ভীর। আমিত্ব ও সংসারের অপায়ের নাম নির্ব্বাণ, এবং যে অবস্থায় সংসারও নাই, আমিও নাই, সেই অবস্থাটী অতি দুর্ব্বোধ ও গম্ভীর।

৮। প্রজ্ঞাপারমিতাহৃদয়সূত্রে লিখিত আছে,—

"বোধিসত্ত্বস্য প্রজ্ঞাপারমিতামাশ্রিত্য বিহরতি চিত্তাবরণঃ।
চিত্তাবরণনাস্তিত্বাৎ অত্রস্তো বিপর্য্যাসাতিক্রান্তো নিষ্ঠনির্বাণঃ॥"

(প্রজ্ঞাপারমিতাহৃদয়সূত্র)

বোধিসত্ত্বের চিত্তাবরণ পরমার্থজ্ঞান অবলম্বনপূর্ব্বক অবস্থিতি করে। চিত্তাবরণের অভাবে বিপর্য্যাসের অভাব ও নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হয়। সংসার মিথ্যা, আমি মিথ্যা, আন্তর ও বাহ্য জগৎ এক মহাশূন্য মাত্র, এই জ্ঞানের নাম পরমার্থজ্ঞান। এই

পরমার্থজ্ঞানের অনুশীলনে সংসারাভিমান ও আত্মাভিমানরূপ বিপর্য্যাসের ধ্বংস ও নির্ব্বাণ লাভ হয়।

৯। শতকগ্রন্থে লিখিত আছে,—

"ধর্ম্মং সমাসতোঽহিংসাং বর্ণয়ন্তি তথাগতাঃ।
শূন্যতামেব নির্ব্বাণং কেবলং তদিহোভয়ম্॥" (শতক)

বৌদ্ধগণ অহিংসাকেই সংক্ষেপতঃ ধর্ম্ম বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং শূন্যতাকেই নির্ব্বাণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যে অবস্থায় সংসারের ধ্বংস হইয়াছে, আমার নিজের অস্তিত্বও বিলুপ্ত হইয়াছে, সেই অবস্থায় থাকে কি? যদি লৌকিক ভাষায় বলিতে হয়, তাহা হইলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, তখন শূন্যতামাত্র অবশিষ্ট থাকে, এই শূন্যতাই নির্ব্বাণ।

১০। মাধ্যমিকবৃত্তিকার চন্দ্রকীর্ত্তি লিখিয়াছেন,—

"তদশেষপ্রপঞ্চোপশমশিবলক্ষণং শূন্যতামাগম্য যস্মাদশেষকল্পনাজালপ্রপঞ্চবিগমো ভবতি। প্রপঞ্চবিগমাচ্চ বিকল্পনিবৃত্তিঃ। বিকল্পনিবৃত্ত্যা চ অশেষকর্ম্মক্লেশনিবৃত্তিঃ। কর্ম্মক্লেশনিবৃত্ত্যা চ জন্মনিবৃত্তিঃ। তস্মাৎ শূন্যতৈব সর্ব্বপ্রপঞ্চনিবৃত্তিলক্ষণত্বাৎ নির্বাণমিত্যুচ্যতে।" (মাধ্যমিকা বৃত্তি)

শূন্যতার জ্ঞানদ্বারা অশেষপ্রপঞ্চের উপশমরূপ শ্রেয়োলাভ হয়। প্রপঞ্চের বিগমে বিকল্পের নিবৃত্তি, কর্ম্মক্লেশের ক্ষয় ও জন্মের উচ্ছেদ হয়, অতএব সর্ব্বপ্রপঞ্চের নিবর্ত্তক শূন্যতাই নির্ব্বাণ নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

উপরি উক্ত মতসমূহের পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, নির্ব্বাণকালে আমিত্ব ও সংসারের লোপ হয়। সংস্কারসমূহের ক্ষয় হইলেই আমিত্বের লোপ হয়, এবং এই সংস্কারের ক্ষয়েই, আমার সহিত সংসারের যে সম্বন্ধ ছিল, তাহারও বিচ্ছেদ হইয়া যায়। তখন আমার পক্ষে সংসারের অস্তিত্ব ও অভাব উভয়ই সমান। নির্ব্বাণকালে সংসারও থাকিল না, আমিও থাকিলাম না। আমার অস্তিত্ব আর কখনও হইবে না, সংসারের সহ আমার পুনঃ সম্বন্ধ ঘটিবে না এবং আমার পুনর্জ্জন্মের নিবৃত্তি হইল। আমার ও সংসারের চরমধ্বংস হইল। আমি ও সংসার উভয়েই শূন্যতায় নিমগ্ন হইলাম। এই শূন্যতাই নির্ব্বাণ।

এখন দেখা যাউক, এই শূন্যতা কি পদার্থ। মাধ্যমিকসূত্রে নাগার্জ্জুন এইরূপ বুদ্ধবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"অনক্ষরস্য ধর্ম্মস্য শ্রুতিঃ কা দেশনা চ কা।
শ্রূয়তে যস্য তচ্চাপি সমারোপাদনক্ষরঃ॥"

যে পদার্থ, কোন অক্ষর দ্বারা প্রকাশ করা যায় না, সেই দুর্জ্ঞেয় পদার্থের সম্বন্ধে কি বিবরণ দেওয়া যাইতে পারে? অনক্ষর অর্থাৎ ক, খ, গ, ইত্যাদি অক্ষর দ্বারা প্রকাশ করা যায় না, এই মাত্র বিবরণ যাহা দেওয়া হইল, তাহাও পারমার্থিক পদার্থে মিথ্যা অক্ষরের আরোপ দ্বারা দেওয়া হইল।

এই শূন্যতাপদার্থ অতি দুর্ব্বোধ। ইহা ভাব-পদার্থও নহে, অভাব-পদার্থও নহে। শূন্যতা নামক এমন কোন দ্রব্য নাই, যাহা আমরা নির্ব্বাণকালে লাভ করিয়া থাকি এবং এই সংসার ও আমিত্বের ধ্বংস বা অভাবও শূন্যতা নহে। যদি শূন্যতা নামক কোন দ্রব্য বা ভাব-পদার্থ থাকিত, তাহা হইলে, তাহা অবশ্যই ধ্বংসশীল হইত, সুতরাং সেই শূন্যতার অধিগমে নিত্যনির্ব্বাণ লাভ হইত না। সংসার ও আমিত্বের অভাবকেই বা কিরূপে শূন্যতা বলা যায়? সংসার ও আমি উভয়ই মিথ্যা পদার্থ। যেহেতু ইহাদের পারমার্থিক অস্তিত্ব কখনও ছিল না, সুতরাং শিরঃশূন্য পদার্থের শিরঃপীড়ার ন্যায় ইহাদের অভাব কিরূপে হইবে?

রত্নাবলীগ্রন্থে লিখিত আছে —

"ন চাভাবোঽপি নির্বাণং কুত এবাস্য ভাবতা।
ভাবাভাবপরামর্শক্ষয়ো নির্বাণমুচ্যতে॥" (রত্নাবলী)

নির্ব্বাণ(শূন্যতা)কে অভাব-পদার্থ বলা যায় না। ইহাকে কিরূপে ভাবপদার্থ বলিতে পারা যায়? ভাব ও অভাব জ্ঞানের ক্ষয়ই নির্ব্বাণ নামে অভিহিত হয়। ভাব ও অভাব পদার্থ পরস্পর সাপেক্ষ। কিন্তু যে পদার্থের (শূন্যতার) অধিগমে নির্ব্বাণ লাভ হয়, তাহা কাহারও সাপেক্ষ নহে, সুতরাং নির্ব্বাণ বা শূন্যতা ভাব-পদার্থও নহে, অভাব-পদার্থও নহে। এই নির্ব্বাণ বা শূন্যতা অনির্ব্বচনীয় পদার্থ। যাঁহারা নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা ভাব ও অভাব পদার্থের অস্তিত্ব ও নাস্তিত্বের অতীত হইয়াছেন। তাঁহাদের অবস্থা কোনক্রমেই বর্ণন করিতে পারা যায় না।

এই শূন্যতা বা নির্বাণসম্বন্ধে নিম্নে কএকটী মত উদ্ধৃত হইল।

১। হিন্দু-দার্শনিক মাধবাচার্য্য বৌদ্ধদর্শনের মত সমালোচনা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন,—

"অস্তি নাস্তি উভয় অনুভয় ইতি চতুষ্কোটিবিনির্ম্মুক্তং শূন্যত্বম্।" (সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ)

অস্তি, নাস্তি, উভয় এবং অনুভয়, এই চতুষ্কোটি বিনির্ম্মুক্ত পদার্থই শূন্যতা।

২। সমাধিরাজসূত্রে লিখিত আছে—

"অস্তীতি নাস্তীতি উভেঽপি অন্তা
শুদ্ধীতি অশুদ্ধীতি ইমেঽপি অন্তাঃ।
তস্মাদুভে অন্ত বিবর্জয়িত্বা
মধ্যেঽপি স্থানং ন করোতি পণ্ডিতঃ॥" (সমাধিরাজসূত্র)

অস্তি ও নাস্তি উভয়ই মিথ্যা; শুদ্ধি ও অশুদ্ধি ইহাও কল্পিত। সুতরাং পণ্ডিত ব্যক্তি উভয় অন্ত ত্যাগ করিয়া মধ্যেও অবস্থিতি করেন না। পণ্ডিত ব্যক্তি নির্বাণ লাভ করিয়া অস্তি ও নাস্তির অতীত ও সজ্ঞাহীন হইয়া পড়েন।

৩। নাগার্জ্জুন বলিয়াছেন—

"অস্তিত্বং যদ্ পশ্যন্তি নাস্তিত্বং চাল্পবুদ্ধয়ঃ।
ভাবানাং তেন পশ্যন্তি দ্রষ্টব্যোপশমং শিবম্॥"

(মাধ্যমিকসূত্র)

অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ অস্তিত্ব ও নাস্তিত্বের অনুভব করেন, কিন্তু ধীর ব্যক্তিগণ অস্তিত্ব ও নাস্তিত্বের উপশমস্বরূপ শ্রেয়ঃ উপলব্ধি করিয়া থাকেন। শূন্যতা পদার্থ "আছে" এরূপও বলা যায় না, "নাই" এরূপও বলা যায় না। ধীর ব্যক্তিগণ এই পদার্থ লাভ করিয়া "আছে" ও "নাই" এতদুভয় অতিক্রম করিয়া থাকেন।

৪। রত্নাবলীগ্রন্থে লিখিত আছে—

"নাস্তিকো দুর্গতিং যাতি সুগতিং যাত্যনাস্তিকঃ।
যথাভূতপরিজ্ঞানান্মোক্ষমদ্বয়নিশ্রিতঃ॥" (রত্নাবলী)

যাঁহারা "নাই" অর্থাৎ সংসার ও আত্মার ধ্বংসরূপ অভাব পদার্থকেই শূন্যতা নামে অভিহিত করেন, তাঁহারা দুর্গতি প্রাপ্ত হন এবং যাঁহারা তাহা করেন না, তাঁহারা ভাব ও অভাব পদার্থের অতীত শূন্যতাকে লাভ করিয়া সুগতি ও মুক্তি প্রাপ্ত হন।

৫। ললিত-বিস্তরগ্রন্থে লিখিত আছে—

"ন চ পুনরিহ কশ্চিদস্তিধর্ম্মঃ সোঽপি ন বিদ্যতি যস্য নাস্তি ভাবাঃ।
হেতুক্রিয়পরম্পরা জানেত তস্য ভোতীহ অস্তি নাস্তি ভাবাঃ॥"

(ললিতবিস্তর)

এই সংসারে কোন পদার্থ "আছে" এরূপও বলা যায় না এবং "নাই" এরূপও বলা যায় না। যাঁহারা কার্য্যকারণ পরম্পরা অবগত আছেন, তাঁহারা অস্তি ও নাস্তির অতীত হইয়া নির্বাণ লাভ করেন।

৬। রত্নাকরসূত্রে লিখিত আছে—

"শূন্যবিশ্বে নহি বিদ্যতে কচিৎ অন্তরিক্ষি শকুনস্য বা পদম্।
যন্ন বিদ্যতি স্বভাবতঃ কচিৎ সা ন জাতু পরহেতু ভবিষ্যতি॥
যস্য নৈব হি স্বভাব লভ্যতে সোঽস্বভাবঃ পরপ্রত্যয়ঃ কথম্।
অস্বভাবুপস্য কিং জনিষ্যতি এষ হেতু সুগতেন দেশিতঃ॥"

(রত্নাকরসূত্র)

এই মহাবিশ্ব এক মহাশূন্য। যেমন অন্তরীক্ষে শকুনের পদ বিদ্যমান থাকিতে পারে না, সেইরূপ এই মহাশূন্য মধ্যে কোন পদার্থ-ই বিদ্যমান নাই। পদার্থসমূহের কাহারও স্বভাব বা অন্য নিরপেক্ষ সত্তা নাই, সুতরাং তাহারা অপর পদার্থের জন্য বা জনক কিরূপে হইবে?

৭। রত্নমেঘসূত্রে লিখিত আছে—

"আদিতশূন্য অনাগতধর্ম্মা অনাগত অস্থিতস্থানবিবিক্তাঃ।
নিত্যমসারকমায়স্বভাবাঃ শুদ্ধবিশুদ্ধনভোপমসর্ব্বি॥"

(রত্নমেঘসূত্র)

পদার্থসমূহ আদিতে ও অন্তে শূন্যস্বভাব। ইহাদিগের কোন আধার বা স্থিতি নাই। ইহারা অসার ও মায়া মাত্র। শুদ্ধ ও অশুদ্ধ সকলই আকাশসদৃশ নির্লেপ।

৮। অনবতপ্তহ্রদাপসংক্রমণসূত্রে লিখিত আছে—

"যঃ প্রত্যয়ৈর্জায়তি স হ্যজাতো ন তস্য উৎপাদস্বভাবতাস্তি।
যঃ প্রত্যয়াধীন স শূন্য উক্তো যঃ শূন্যতাং জানাতি সোঽপ্রমত্তঃ।"

(অনবতপ্তহ্রদাপসংক্রমণসূত্র)

যে পদার্থ অন্য পদার্থসমূহের সম্বন্ধবশে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা উৎপন্নই হয় নাই বলিতে হইবে। ঐ পদার্থের স্বভাব বা স্বাধীন সত্তা নাই। যাহার অন্য নিরপেক্ষ সত্তা নাই, তাহাকে শূন্য বলিতে পারা যায় এবং যে শূন্যতা উপলব্ধি করিয়াছে, সে কখনও সংসারে মত্ত থাকিতে পারে না।

৯। বুদ্ধ স্বয়ং নিম্নলিখিত গাথায় শূন্যতার বর্ণন করিয়াছেন,—

"যথা নির্বাণগম্ভীরং শব্দেন সম্প্রকাশিতম্।
লভ্যতে ন চ নির্বাণং স চ শব্দো ন লভ্যতে॥
শব্দশ্চাপ্যনির্বাণমুভয়স্তন্ন লভ্যতে।
এবং শূন্যেষু ধর্ম্মেষু নির্ব্বাণং সম্প্রকাশিতম্॥
নির্বাণন্নিবৃত্তিবৃত্তং নির্বাণঞ্চ ন লভ্যতে।
অপ্রবৃত্তেষু ধর্ম্মেষু যথা পশ্চাত্তথা পুরা॥"

"নির্বাণ" এই গম্ভীর পদার্থ শব্দ দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু কেহই নির্বাণ লাভ করিতে পারে না। "অনির্বাণ" ইহাও একটী শব্দ এবং ইহাও কেহ লাভ করিতে পারে না। শূন্যপদার্থকেও নির্বাণ বলা যায় এবং প্রপঞ্চের নিবৃত্তিও নির্ব্বাণ নামে অভিহিত হয়। নির্ব্বাণ পদার্থের যে কোন লক্ষণ করা হউক না কেন, উহার সহিত জীবের গ্রাহ্যগ্রাহক সম্বন্ধ হইতে পারে না। যেহেতু জীবের প্রকৃত সত্তা নাই, সুতরাং সে নির্ব্বাণ "লাভ" করিল, এরূপ কথা কিরূপে বলা যায় এবং নির্ব্বাণ কোন ভাব-পদার্থ নহে, সুতরাং তাহার প্রাপ্তিও অসম্ভব। সংসার ও আমি উভয়ই মিথ্যা পদার্থ এবং এতদুভয়ের মিথ্যা প্রতীতিদ্বারা প্রপঞ্চের উপশম হইল বটে, কিন্তু পরমার্থতঃ যাহা ছিল তাহাই থাকিল, সেই পারমার্থিক পদার্থই নির্ব্বাণ।

নিম্নে নির্ব্বাণলাভের প্রণালী সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে। এই সংসার দুঃখময়। জন্মলাভ করিয়া জরাশোক-পরিদেব-দুঃখ-দৌর্মনস্য ইত্যাদিদ্বারা জীব অহরহঃ সন্তপ্ত হইতেছে। মৃত্যুতেও এই সন্তাপের চিরনিবৃত্তি হয় না, মরণের অব্যবহিত পরেই, পুনর্জন্মলাভ হইয়া থাকে। যতদিন কর্ম্মের সম্পূর্ণ ক্ষয় না হয়, ততদিন এই জন্মমরণপ্রবাহ অব্যাহতভাবে চলিতে থাকে। বুদ্ধ বলিয়াছেন,—

"ন প্রণশ্যন্তি কর্ম্মাণি কল্পকোটীশতৈরপি।
সামগ্রীং প্রাপ্য কালঞ্চ ফলন্তি খলু দেহিনাম্॥"

শতকোটিকল্পেও কর্ম্মের ক্ষয় হয় না; কাল ও পাত্র প্রাপ্ত হইলেই জীবদিগের কর্ম্মফল প্রসব করে।

কর্ম্মফলানুসারে জীব নরক, তির্য্যক্, প্রেত, অসুর, মনুষ্য ও দেব এই ষড়্‌বিধ লোকে জন্ম গ্রহণ করিয়া ষড়্‌বিধ গতি* প্রাপ্ত হইতেছে। এই সকল লোকে জন্মিয়াও, আবার কখনও অণ্ডজ, কখনও স্বেদজ, কখনও জরায়ুজ এবং কখনও উপপাদুকা যোনী † প্রাপ্ত হইতেছে।

কুম্ভকারের চক্র যেরূপ অন্তর্নিহিত শক্তিপ্রভাবে অবিরত বিঘূর্ণিত হয়, জীবও সেইরূপ স্বীয় কর্ম্মফলে, এই সংসারচক্রে নিরত পরিভ্রমণ করিতেছে। যেমন কোন কাচকূপীর মধ্যে কতকগুলি মধুকরকে প্রবেশ করাইয়া উহার মুখ বন্ধ করিলে, ঐ মধুকরগুলির কেহ ঊর্দ্ধে উৎক্রমণ, কেহ অধোদেশে গমন এবং কেহ বা মধ্যে অবস্থান করে, কিন্তু কেহই উহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ জীবগণ স্বকীয় কর্ম্মফলে, এই সংসারচক্রমধ্যে কখও নরক, কখনও তির্য্যক্, কখনও মনুষ্য ইত্যাদি লোকে জন্মগ্রহণ করিতেছে, কিন্তু কেহই পরিত্রাণ লাভ করিতে সমর্থ হইতেছে না।

"সর্ব্ব অনিত্যা অকামা অধ্রুবা ন চ শাশ্বতাঽপি ন কল্পাঃ।"
(ললিতবিস্তর)

সংসারের সমস্তই অনিত্য, অকাম, অধ্রুব, অশাশ্বত এবং কল্পিত।

সংসাররূপ মহাবিদ্যান্ধকারগহনে ‡ প্রক্ষিপ্ত অজ্ঞানপটল-তিমিরাবৃতনয়ন প্রজ্ঞাচক্ষুবিরহিত লোকদিগকে ধর্ম্মালোক প্রদান ও সর্ব্বদুঃখ হইতে প্রমোচনের নিমিত্ত ভগবান্ বুদ্ধ নির্ব্বাণ-মার্গের উপদেশ করিয়াছেন। বুদ্ধদেব বলিয়াছেন—

"ধিগ্ যৌবনেন জরয়া সমভিদ্রুতেন
আরোগ্যধিগ্ বিবিধব্যাধিপরাহতেন।
ধিগ্ জীবিতেন পুরুষো ন চিরস্থিতেন
ধিক্ পণ্ডিতস্য পুরুষস্য রতিপ্রসঙ্গঃ॥
যদি জর ন ভবেয়া নৈব ব্যাধির্ন মৃত্যু
স্তথাপি চ মহদুঃখং পঞ্চস্কন্ধং ধরন্তো।
কিং পুনর্জরব্যাধিমৃত্যুনিত্যানুবদ্ধাঃ
সাধু প্রতিনিবর্ত্য চিন্তয়িষ্যে প্রমোচম্॥" (ললিতবিস্তর)

যৌবনে ধিক্, যেহেতু জরা ইহার পশ্চাৎ ধাবমান, আরোগ্যে ধিক্, যেহেতু ইহা বিবিধব্যাধিদ্বারা পরাহত, জীবনে ধিক্, যেহেতু ইহা চিরস্থায়ী নহে এবং পণ্ডিত পুরুষের সংসারাসক্তিতেও ধিক্। যদি জরা, ব্যাধি বা মৃত্যু না থাকিত, তথাপি রূপাদি পঞ্চস্কন্ধধারণ করিতে জীবের মহাদুঃখ হইত। জরা ব্যাধি ও মৃত্যুর সহ চিরানুবদ্ধ লোকের দুঃখের কথা আর কি বলিব! অতএব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক মুক্তির উপায় চিন্তা করি।

এই দুঃখসমূহের চরমধ্বংসের নিমিত্ত তিনি প্রারম্ভে চতুরার্য্যসত্যের উপদেশ দিয়াছেন।

"চত্বারি আর্য্যসত্যানি। যথা—দুঃখং, সমুদয়ো, নিরোধো, মার্গশ্চেতি।" (ধর্ম্মসংগ্রহ)

দুঃখ, দুঃখের উদয় বা উৎপত্তি, দুঃখের নিরোধ বা নিবৃত্তি এবং দুঃখনিরোধের উপায় বা আর্য্য অষ্টমার্গ।

যে হেতু সকলেই অহরহঃ দুঃখভোগ করিতেছেন, অতএব দুঃখ পদার্থ কি তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত বিশেষ প্রয়াস পাইবার প্রয়োজন নাই। দুঃখের উৎপত্তি ও নিরোধের ক্রম ললিত-বিস্তর, মাধ্যমিকসূত্র ইত্যাদি সমস্ত গ্রন্থেই বিশদরূপে বর্ণিত আছে। অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত হইতে দুঃখের উৎপত্তি ও নিবৃত্তির ক্রম নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"শৃণুত শ্রেয়সে সর্ব্বে যূয়ং নির্ম্মলমানসাঃ।
তৎপ্রতীত্য সমুৎপাদং বক্ষ্যামি বো যথাক্রমম্॥
অবিদ্যাবাসনৈবেয়ং দুঃখস্কন্ধস্য ভূয়সঃ।
সংসারবিষবৃক্ষস্য মূলবন্ধবিধায়িনী॥
তৎপ্রত্যয়াস্তু সংস্কারাঃ কায়বাঙ্মানসাত্মকাঃ।
সংস্কারোত্থং চ বিজ্ঞানং মনঃ ষষ্ঠেন্দ্রিয়াত্মকম্॥
তৎপ্রত্যয়ং নামরূপং সংজ্ঞা সন্দর্শনাভিধম্।
মনঃষষ্ঠেন্দ্রিয়স্থানং ষড়ায়তনমপ্যতঃ।
ষড়ায়তনসংশ্লেষঃ স্পর্শ ইত্যভিধীয়তে।
ষট্‌স্পর্শাদুদ্ভবো যশ্চ বেদনা সা প্রকীর্ত্তিতা॥

* "গতয়ঃ ষট্। যথা। নরকতির্য্যক্‌প্রেতোঽসুরো মনুষ্যো দেবশ্চেতি" (ধর্ম্মসংগ্রহ)

† "চত্বারো যোনয়ঃ। তদ্যথা। অণ্ডজঃ সংস্বেদজো জরায়ুজ উপপাদুকশ্চেতি। (ধর্ম্মসংগ্রহ)

‡ "অহোবতাহং সংসারমহাবিদ্যান্ধকারগহনপ্রক্ষিপ্তস্য লোকস্য অজ্ঞানপটলতিমিরাবৃতনয়নস্য প্রজ্ঞাচক্ষুর্বিহীনস্য অবিদ্যামহান্ধস্য মহান্তং ধর্ম্মালোকং কুর্য্যাম্।" (ললিতবিস্তর)

তস্যা বিষয়সংক্লেশরাগতৃষ্ণা প্রজায়তে।
কামাদিষু তদুদ্ভূতমুপাদানং প্রবর্ত্ততে॥
উপাদানোদ্ভবঃ কামরূপারূপময়ো ভবঃ।
নানাযোনিপরাবৃত্ত্যা জাতির্ভবসমুদ্ভবা॥
জরামরণশোকাদিসন্ততির্জাতিসংশ্রয়া।
অবিদ্যাদিনিরোধেন তেষাং ব্যুপরতি-ক্রমঃ॥" (বুদ্ধচরিত)

বিবিধপ্রকার দুঃখ ও সংসারবিষবৃক্ষের মূল অবিদ্যা। অবিদ্যা হইতে কায়িক, বাচিক ও মানসিক সংস্কারসমূহের উৎপত্তি হয়। সংস্কার হইতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হইতে নামরূপ, নামরূপ হইতে ষড়ায়তন, ষড়ায়তন হইতে স্পর্শ, স্পর্শ হইতে বেদনা, বেদনা হইতে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা হইতে উপাদান, উপাদান হইতে ভব, ভব হইতে জাতি ও জাতি হইতে জরা মরণ শোক ইত্যাদির উৎপত্তি হয়। অবিদ্যাদির নিরোধদ্বারা ক্রমে এই সমুদায়ের নিরোধ হয়। অবিদ্যাদি দ্বাদশ পদার্থ প্রতীত্য-সমুৎপাদ নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

উদীচ্য বৌদ্ধগণ সংসারের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহার প্রতিকৃতি একখানি চক্র। এই চক্রের কেন্দ্রস্থলে কপোতরূপী রাগ, সর্পরূপী দ্বেষ এবং শূকররূপী মোহ বিদ্যমান আছে। এই রাগ দ্বেষ ও মোহদ্বারাই সংসারচক্র বিঘূর্ণিত হইতেছে। সংসারচক্রের নেমিদেশে প্রতীত্যসমুৎপাদের দ্বাদশ মূর্ত্তি অঙ্কিত রহিয়াছে। প্রথম ঘরে একটী অন্ধ স্ত্রীলোক একটী প্রদীপের সম্মুখে আসীন আছে। দ্বিতীয় ঘরে একজন কুম্ভকার অবিরত একটী চক্র বিঘূর্ণিত করিতেছে। তৃতীয় ঘরে একটী বানর অস্থির ভাবে লম্ফ ঝম্ফ করিতেছে। চতুর্থ ঘরে একখানি নৌকায় একজন আরোহী উপবিষ্ট। পঞ্চম ঘরে একখানি গৃহের প্রতিকৃতি অঙ্কিত আছে। ষষ্ঠ ঘরে একটী পুরুষ ও একটী স্ত্রী একত্র বসিয়া আছে। সপ্তম ঘরে একটী তীর একজন মনুষ্যের চক্ষু মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। অষ্টম ঘরে একজন মনুষ্য সুরাপান করিতেছে। নবম ঘরে একটী বৃদ্ধা যষ্টির উপর ভর দিয়া দণ্ডায়মান আছে। দশম ঘরে আলিঙ্গনবদ্ধ দম্পতী। একাদশ ঘরে একটী স্ত্রী সন্তান প্রসব করিতেছে। দ্বাদশ ঘরে একজন মনুষ্য শব স্কন্ধে করিয়া শ্মশানাভিমুখে ধাবমান হইতেছে। এই প্রতীত্য-সমুৎপাদচক্রের চতুর্দ্দিকে নরক, তির্য্যক্, প্রেত, অসুর, মনুষ্য ও দেবলোকের প্রতিকৃতি। এই সকল লোকের মধ্যে মনুষ্যলোকই শ্রেষ্ঠ, যেহেতু বুদ্ধত্ব বা নির্ব্বাণ কেবল মনুষ্যলোকেই সম্ভব হয়। অন্যান্য লোকে সুখদুঃখাদির ভোগমাত্র হইয়া থাকে। এই ষড়্লোকের চতুর্দ্দিকে বুদ্ধগণের প্রতিমূর্ত্তি। তাঁহারা রাগ, দ্বেষ, মোহ ও অবিদ্যাদি অতিক্রম করিয়াছেন, নরকাদি লোকে তাঁহাদের আর জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে না। তাঁহারা ভবচক্র অতিক্রম করিয়া নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন।

এখন দেখা গেল, অবিদ্যাদির নিবৃত্তিদ্বারা দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি ও নির্ব্বাণ লাভ হইয়া থাকে। কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে অবিদ্যাদির নিরোধসাধন করা যায়? বৌদ্ধগ্রন্থে বর্ণিত আছে, আর্য্য-অষ্টমার্গের অনুগমনই সেই উপায়। সম্যগ্‌দৃষ্টি, সম্যক্ সংকল্প, সম্যগ্‌বাক্, সম্যক্ কর্ম্মান্ত সম্যগাজীব, সম্যগ্‌ব্যায়াম, সম্যক্-স্মৃতি ও সম্যক্-সমাধি এই অষ্টবিধ আর্য্যমার্গের অনুধাবন দ্বারা অবিদ্যাদি নিরোধের সোপান প্রাপ্ত হওয়া যায়। অবিদ্যাদির চরম ধ্বংস করিতে পারিলেই বুদ্ধত্ব বা নির্ব্বাণ লাভ হয়।

উপরি উক্ত বিষয়ের সংক্ষিপ্তভাব নিম্নে লিখিত হইতেছে। প্রথমে প্রাণাতিপাত, অদত্তাদান, কামমিথ্যাচার, মৃষাবাদ, পৈশুন্য, পারুষ্য, সম্ভিন্নপ্রলাপ, অভিধ্যা, ব্যাপাদ ও মিথ্যাদৃষ্টি এই দশবিধ অকুশল কর্ম্মপথ পরিহার করিতে হইবে।

মহাবস্তু গ্রন্থে লিখিত আছে—

"প্রাণাতিপাতো অধর্ম্মো প্রাণাতিপাতবৈরমণোধর্ম্মো, অদিন্নাদানো অধর্ম্মো অদত্তাদানবৈরমণোধর্ম্মঃ, কামেষু মিথ্যাচারো অধর্ম্মো কামেষু মিথ্যাচারবৈরমণোধর্ম্মো সুরামৈরেয়মদ্যপানং অধর্ম্মো সুরামৈরেয়মদ্যপানাতো বৈরমণোধর্ম্মো, পিশুনা বাচা অধর্ম্মো পিশুনা বাচাতো বৈরমণো ধর্ম্মো, দশকুশলাকর্ম্মপথাধর্ম্মো, দশাহ মহারাজ অকুশলেহি কর্ম্মপথেহি সমন্বগতাঃ সত্বা নরকেষূপপদ্যন্তি।" (মহাবস্তু)

এই দশবিধ অকুশল কর্ম্মপথ ত্যাগ করিলে লোভ (রাগ), মোহ ও দ্বেষ, এই ত্রিবিধ অকুশলমূল * বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ত্রিবিধ অকুশলমূল নির্ম্মূল হইলে, চতুর্বিধ ধর্ম্মপদ লাভ হইয়া থাকে

"চত্বারি ধর্ম্মপদানি। অনিত্যাঃ সর্ব্বসংস্কারাঃ। দুঃখাঃ সর্ব্বসংস্কারাঃ। নিরাত্মনঃ সর্ব্বসংস্কারাঃ শান্তং নির্ব্বাণং চেতি।" (ধর্ম্মসংগ্রহ)

সমস্ত পদার্থই অনিত্য, সকলই দুঃখবহুল, কাহারও স্বভাব বা অন্যনিরপেক্ষ-সত্তা নাই শান্তিই নির্ব্বাণ। এইরূপ চতুর্বিধ ভাবনাই ধর্ম্মের চারিটী পদ।

এই চতুর্বিধ ধর্ম্মপদের অনুশীলন করিলে, আর্য্যাষ্টমার্গে প্রবেশ লাভ হয়। সম্যক্-দৃষ্টি হইতে সম্যক্-সমাধিপর্য্যন্ত আটটী আর্য্যমার্গের অনুসরণ দ্বারা অবিদ্যাদি নিরোধের দ্বার প্রাপ্ত হওয়া যায়। তদনন্তর দানপারমিতা, শীলপারমিতা, ক্ষান্তিপারমিতা, বীর্য্য পারমিতা, ধ্যানপারমিতা ও প্রজ্ঞাপারমিতা

* "ত্রীণি অকুশলমূলানি। লোভোমোহো দ্বেষশ্চেতি।" (ধর্ম্মসংগ্রহ)

এই ষড়্‌বিধ পারমিতা ও প্রতীত্যসমুৎপাদের সম্যক্ জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। এই প্রতীত্যসমুৎপাদের জ্ঞান জন্মিলে অর্থাৎ দুঃখের উৎপত্তি ও নিরোধের ক্রম বুঝিতে পারিলে, অবিদ্যাদির বিলয় হইতে আরম্ভ হয়। অবিদ্যাদির বিনাশে বুদ্ধত্ব বা নির্ব্বাণ লাভ হয়। তখন জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু ও দুঃখ ইত্যাদির চির-উচ্ছেদ হইয়া থাকে। নির্ব্বাণলাভের পর আর ভবচক্রে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না, তখন আমিত্ব ও সংসাররূপ অগ্নি চিরকালের জন্য নিবিয়া যায়।

এখন জিজ্ঞাস্য এই, যদি সংসার ও আমি উভয়েই মিথ্যা এবং শূন্যতাই * এই বিশ্বের প্রকৃত স্বভাব হয়, তাহা হইলে, কিরূপে আমি, তুমি, ঘট, পট ইত্যাদির ব্যবহার নিষ্পন্ন হইতেছে। শশবিষাণ, গগনকুসুম, বন্ধ্যাপুত্র ইত্যাদি দ্বারা কোন কার্য্যই সম্পন্ন হইতে পারে না, কিন্তু "সংসার" ও "আমি" দ্বারা বহু কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে, দুঃখভোগ অবাধেই চলিতেছে। এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে যাইয়া বৌদ্ধগণ সত্যদ্বয়ের অবতারণা করিয়াছেন। নাগার্জ্জুন নিম্নলিখিত সূত্রে ঐ সত্যদ্বয়ের উল্লেখ করিয়াছেন,—

"দ্বে সত্যে সমুপাশ্রিত্য বুদ্ধানাং ধর্ম্মদেশনা।
লোকসংবৃতিসত্যঞ্চ সত্যঞ্চ পরমার্থতঃ॥" (মাধ্যমিকসূত্র)

বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মদেশনা সাংবৃতিক (ব্যবহারিক) ও পারমার্থিক, এই দুই প্রকার সত্য আশ্রয় করিয়া প্রবর্ত্তিত হয়।

নাগার্জ্জুন আরও বলিয়াছেন,—

"ব্যবহারমনাশ্রিত্য পরমার্থো ন দেশ্যতে।
পরমার্থমনাগম্য নির্ব্বাণং নাধিগম্যতে॥" (মাধ্যমিকসূত্র)

ব্যবহারিক সত্যের আশ্রয়ব্যতীত পরমার্থ-সত্যের উপদেশ দেওয়া যাইতে পারে না এবং পরমার্থসত্যের উপলব্ধি ব্যতীত নির্ব্বাণ লাভ হয় না।

সত্যদ্বয়াবতারসূত্র, লঙ্কাবতারসূত্র, মাধ্যমিকসূত্র ইত্যাদি গ্রন্থে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক সত্যের বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রাপ্ত হওয়া যায়। এস্থলে এই মাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, সাংবৃতিক (ব্যবহারিক) সত্যদ্বারা বিচার করিলে, সংসার ও আমি মিথ্যা নহে, কিন্তু পরমার্থিক সত্যদ্বারা বিচার করিলে, এই সংসার অনাধার, কল্পিত ও মিথ্যা বলিয়া উপলব্ধি হইবে। যখন পরমার্থসত্যের সম্যক্ জ্ঞান হইবে, তখন সংসার ও আমি মিথ্যা হইয়া যাইব এবং তখনই নির্ব্বাণ লাভ হইবে।

* "শূন্যতাগতিকা হি সুভূতে সর্ব্বধর্ম্মাস্তে তাং গতিং ন ব্যতিবর্ত্তন্তে।" (অষ্টসাহস্রিকা)

"স্বভাবানুৎপত্তিং সন্ধায় মহামতে সর্ব্বধর্ম্মাঃ শূন্যা ইতি দর্শিতা ইতি। শূন্যাঃ সর্ব্বধর্ম্মা নিঃস্বভাবযোগেন।" (ব্যর্থশতিকা)

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, নির্ব্বাণ কোন বস্তু নহে। সংসার ও আমি এই দুই মিথ্যা বস্তু, মিথ্যা বলিয়া প্রতীত হইলেও প্রকৃত যাহা ছিল, তাহাই থাকিবে, সেই প্রকৃত অবস্থাই নির্ব্বাণ। এই হেতু নির্ব্বাণ ও শূন্যতা অসংস্কৃত পদার্থ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। চন্দ্রকীর্ত্তি বলিয়াছেন,—

"অত্রৈকে তু আকাশপ্রতিসংখ্যানিরোধনির্ব্বাণানি অসংস্কৃতানি কল্পয়ন্তি। অপরে শূন্যতাং তথতালক্ষণাং অসংস্কৃতাং পরিকল্পয়ন্তি।" (মাধ্যমিকবৃত্তি)

যে পদার্থের উৎপাদ, স্থিতি ও বিনাশ আছে, তাহাই সংস্কৃত পদার্থ। নির্ব্বাণ বা শূন্যতার উৎপাদ, স্থিতি বা ক্ষয় নাই, সুতরাং ইহা অসংস্কৃত পদার্থ। এ পর্য্যন্ত নির্ব্বাণলাভ, শূন্যতাপ্রাপ্তি ইত্যাদি বাক্যে নির্ব্বাণ ও শূন্যতার লাভ ও প্রাপ্তির কথা বলিয়াছি, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে বলিতে হইলে, উহার লাভ ও প্রাপ্তি হইতে পারে না। সংসার ও আমি এই দুই মিথ্যা বস্তু মিথ্যা হইয়া গেলে, পরমার্থতঃ যাহা পূর্ব্বে ছিল পরেও তাহা থাকিল, সেই পরমার্থিক প্রকৃত অবস্থাই নির্ব্বাণ। সেই প্রকৃত অবস্থা ভগবান্ বুদ্ধ আর্য্যরত্নকূটসূত্রে নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণন করিয়াছেন,—

"নাত্র স্ত্রী ন পুরুষো ন সত্ত্বো ন জীবো ন পুরুষো ন পুদ্গলো বিতথা ইমে সর্ব্বধর্ম্মাঃ। অসন্ত ইমে সর্ব্বধর্ম্মাঃ। বিঠপিতা ইমে সর্ব্বধর্ম্মাঃ। মায়োপমা ইমে সর্ব্বধর্ম্মাঃ। স্বপ্নোপমা ইমে সর্ব্বধর্ম্মাঃ। নির্ম্মিতোপমা ইমে সর্ব্বধর্ম্মাঃ। উদকচন্দ্রোপমা ইমে সর্ব্বধর্ম্মা ইতি বিস্তরঃ। তে ইমাং তথাগতস্য ধর্ম্মদেশনাং শ্রুত্বা বিগতরাগান্ সর্ব্বধর্ম্মান্ পশ্যন্তি বিগতমোহান্ সর্ব্বধর্ম্মান্ পশ্যন্তি অস্বভাবান্ অনাবরণান্। তে আকাশস্থিতেন চেতসা কালং কুর্ব্বন্তি তে কালগতাঃ সমানাঃ নিরুপধিশেষে নির্ব্বাণধাতৌ পরিনির্ব্বান্তি।"

বুদ্ধ আরও বলিয়াছেন,—

"শূন্যমাধ্যাত্মিকং পশ্য পশ্য শূন্যং বহির্গতম্।
ন বিদ্যতে সোঽপি কশ্চিদ্ যো ভাবয়তি শূন্যতাম্॥"
(মাধ্যমিকবৃত্তিতে চন্দ্রকীর্ত্তি কর্ত্তৃক উদ্ধৃত বুদ্ধকাব্য)

দাক্ষিণাত্য বৌদ্ধগ্রন্থের মত।

নির্ব্বাণ সম্বন্ধে দাক্ষিণাত্য বৌদ্ধগ্রন্থের মত উদীচ্যমত হইতে পৃথক নহে।

বিসুদ্ধিমগ্গ গ্রন্থে লিখিত আছে,—

"সোসানিকঙ্গমিতি নেকগুণাবহত্তা।
নিব্বাননিন্নহদয়েন নিসেবিতব্বন্তি॥" (বিসুদ্ধিমগ্গ)

"যস্মিং ঝানঞ্চ পঞ্চ ফলঞ্চ সবে নিব্বানসন্তিকে।" (বিসুদ্ধিমগ্গ)

নির্ব্বাণে নিবিষ্টহৃদয় ব্যক্তির নিরন্তর শ্মশানাঙ্গ সেবনীয়

করা উচিত শ্মশান বহুগুণের আধার। এই শ্মশান সেবন দ্বারা সাধক বুঝিতে পারিবেন, জীব ও সংসার মিথ্যা। যিনি ধ্যান ও প্রজ্ঞা লাভ করিয়াছেন, তিনি নির্ব্বাণ সমীপে উপস্থিত হইয়াছেন। অবিরত সংসারের অনিত্যত্বচিন্তনদ্বারা পরমার্থ জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে এবং তদনন্তর সংসার ও আমি মিথ্যা বলিয়া উপলব্ধি হয়। ইহাই নির্ব্বাণ।

ধর্ম্মপদ গ্রন্থে লিখিত আছে,—

"খন্তী পরমং তপো তিতিক্খা নির্ব্বানং পরমং বদন্তি বুদ্ধা।
নাৎথি রাগসমো অগ্গি নাৎথি দোসসমো কলি।
নাৎথি খন্ধাদি সা দুক্খা নাৎথি সন্তিপরং সুখং॥
জিঘচ্ছা পরমারোগা সংখারা পরমা দুখা।
এতং ঞত্বা যথাভূতং নির্ব্বানং পরমং সুখম্॥
উচ্ছিন্দ স্নেহমত্তনো কুমুদং সারদিকং ইব পানিনা।
সন্তিমগ্গমেব ব্রূহয় নির্ব্বানং সুগতেন দেসিতম্॥
সিঞ্চ ভিক্খু ইমং নাবং সিত্তা তে লহুমেস্সতি।
ছেত্বা রাগঞ্চ দোসঞ্চ ততো নির্ব্বানমেহিসি॥" (ধম্মপদ)

বৌদ্ধগণ বলিয়া থাকেন, ক্ষান্তিই পরম তপঃ, তিতিক্ষাই পরমনির্ব্বাণ। লোভের ন্যায় অগ্নি নাই, দ্বেষের ন্যায় পাপ নাই, স্কন্ধ সদৃশ দুঃখ নাই, শান্তির ন্যায় সুখ নাই এবং ক্ষুধার ন্যায় রোগ নাই। সংস্কারসমূহই পরমদুঃখ। এই সকল যথাভূত বিদিত হইয়া, জীব পরম সুখের আধার-স্বরূপ নির্ব্বাণ লাভ করে। হস্তদ্বারা শারদকুসুম যেরূপ ছিন্ন হয়, সেইরূপ স্বয়ং আত্মাভিমান ছেদন কর। তাহা হইলে, সুগতপ্রদর্শিত নির্ব্বাণরূপ শান্তিমার্গ লাভ করিতে পারিবে। হে ভিক্ষু! এই দেহরূপ নৌকা ছেঁচিয়া ফেল, তাহা হইলে উহা লঘু হইবে। রাগ, দ্বেষ ইত্যাদি ছেঁচিয়া ফেলিতে পারিলে, নির্ব্বাণ লাভ হইবে।

এই সকল বাক্যদ্বারা প্রতীত হইতেছে যে, নির্ব্বাণ লাভ দাক্ষিণাত্য বৌদ্ধগণেরও চরম উদ্দেশ্য। এই নির্ব্বাণপ্রাপ্তির নিমিত্ত তাঁহারাও প্রাণাতিপাতাদি দশবিধ অকুশল কর্ম্মপথের পরিহার ও চাতুরার্য্যসত্যের অনুসরণের উপদেশ দিয়াছেন।

ধম্মপদের মলবগ্গে লিখিত আছে,—

"যো পাণমতিপাতেতি মুসাবাদঞ্চ ভাসতি।
লোকে অদিন্নং আদিয়তি পরদারঞ্চ গচ্ছতি।
সুরামেরয়পানঞ্চ যো নরো অনুযুঞ্জতি।
ইধেহবমেসো লোকস্মিং মূলং খনতি অত্তনো॥" (ধম্মপদ)

যে ব্যক্তি প্রাণাতিপাত, মৃষাবাদ, অদত্তাদান, পরদার-গমন, সুরাপান ইত্যাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, সে ইহ-লোকেই আত্মোন্নতির মূল বিনষ্ট করিয়া থাকে।

ধম্মপদের বুদ্ধবগ্গে লিখিত আছে;—

"দুক্খং দুক্খসমুপ্পাদং দুক্খস্স চ অতিক্কমং।
অরিয়ঞ্চট্ঠঙ্গিকং মগ্গং দুক্খূপসমগামিনং॥
এতং খো সরণং খেমং এতং সরণমুত্তমং।
এতং সরণমাগম্ম সব্বদুক্খা পমুচ্চতি॥" (ধম্মপদ)

দুঃখ, দুঃখের উৎপত্তি, দুঃখের ধ্বংস ও দুঃখ নিরোধো-পায়ক অষ্টবিধ আর্য্যমার্গ, এই চতুরার্য্য সত্যই শ্রেয়স্কর ও উত্তম শরণ, ইহাদের শরণেই সর্ব্বদুঃখ হইতে বিমুক্তিলাভ করা যায়।

পরমৎথজোতিকাগ্রন্থে লিখিত আছে;—

"এৎথ পন সোতাপত্তিমগ্গং ভাবেত্বা দিট্ঠি-বিচিকিচ্ছা পহানেন পহীনাপায়গমনো সত্তখত্তুপরমো সোতাপন্নো নাম হোতি। সকদাগামি মগ্গং ভাবেত্বা রাগদোসমোহানং তনু-করত্তা সকদাগামি নাম হোতি। সকিদেব ইমং লোকং অনাগন্ত্বা ইৎথ তং অরহত্তং ভাবেত্বা অনবসেসকিলেসপহানেন অরহা নাম হোতি খীণাসবো।" (পরমৎথজোতিকা)

চতুরার্য্যসত্যের অনুগামী ব্যক্তি দৃষ্টি বিচিকিৎসা প্রহাণদ্বারা স্রোত আপন্ন, রাগ, দ্বেষ ও মোহের ক্ষয় দ্বারা সকৃদাগামী একবার মাত্র সংসারে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক অনাগামী এবং পরি-শেষে সর্ব্বক্লেশের প্রহাণদ্বারা ক্ষীণাসব হইয়া অর্হৎপদ লাভ করেন। যাঁহারা দশবিধ অকুশল কর্ম্মপথ ত্যাগ করিয়াছেন এবং অষ্টাবিধ আর্য্যমার্গের অনুসরণদ্বারা চতুরার্য্যসত্যের সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহারাই জীবনের পবিত্রতা দ্বারা সংসার-স্রোত অতিক্রম করিয়াছেন, তাঁহারাই স্রোত-আপন্ন নামে অভিহিত। তাঁহাদিগকে এ সংসারে সাতবার প্রত্যা-গমন করিতে হইবে, কিন্তু তাঁহাদের নির্বাণ নিশ্চিত। নরকের দ্বার তাঁহাদের সম্বন্ধে চিররুদ্ধ। যাঁহারা রাগ, দ্বেষ ও মোহের সম্পূর্ণ ক্ষয় করিয়াছেন, তাঁহারা সকৃদগামী নামে অভিহিত। তাঁহাদিগকে এ সংসারে একবার মাত্র প্রত্যাগমন করিতে হইবে। তৎপরেই নির্বাণ লাভ হইবে। অনাগামিদিগের এ সংসারে আর প্রত্যাগমন করিতে হইবে না। তাঁহারা বহুবৎসর শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোকে বাস করিয়া, আমিত্ব জ্ঞানের নিরোধদ্বারা নির্ব্বাণ লাভ করিবেন। বাক্‌কর্ম্মকায়শুদ্ধ ষট্পারমিতাপ্রাপ্ত অর্হৎগণ দেহত্যাগ মাত্রেই নির্ব্বাণলাভ করেন। অর্হত্বই চরম ও পূর্ণপবিত্রতার অবস্থা। এই অবস্থায় ধর্ম্মাধর্ম্ম, রাগদ্বেষ ইত্যাদি নির্মূল হইয়া যায়। অর্হতের আর এ সংসারে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে না। তাঁহার দেহমাত্র অবশিষ্ট থাকে, কিন্তু সে দেহে পাপাদি প্রবেশ করিতে পারে না। তাঁহার অস্তিত্ববীজ পূর্ব্বেই শুষ্ক হইয়া গিয়াছে এবং জীবনপ্রদীপ পূর্ব্বেই

নিবিয়া গিয়াছে, তাঁহার দেহটী মাত্র রহিয়াছে। কিয়ৎকাল পরে মৃত্যু আসিয়া তাঁহার দেহের ধ্বংস সাধন করে। তিনি নির্ব্বাণ লাভ করিয়া অস্তিত্ব ও নাস্তিত্বের অতীত হইয়া যান। অর্হত্ব (বুদ্ধত্ব) ও নির্ব্বাণের পার্থক্য এই যে, অর্হতের নিজের সত্তা থাকে, কিন্তু নির্ব্বাণলাভ হইলে সত্তার নাশ হয়। নির্ব্বাণ ও অর্হত্ব (বুদ্ধত্ব) ইহার কোন অবস্থায়ই রাগ, দ্বেষ ও মোহ থাকে না। অর্হত্ব (বুদ্ধত্ব)কে সোপাধিশেষ নির্ব্বাণ ও নির্ব্বাণকে অনুপধিশেষ নির্ব্বাণ বলা যাইতে পারে।

রামচন্দ্র ভারতী ভক্তিশতক গ্রন্থে লিখিয়াছেন ;—

"সর্ব্বপ্রাণাতিপাতাৎ পরধনহরণাৎ সঙ্গমাদঙ্গনায়া
মিথ্যাবাদাচ্চ মদ্যাত্তবতি যগতি যোহকালভুক্তে নিবৃত্তঃ।
সঙ্গীতস্রক্সুগন্ধাভরণবিলসিতাচ্চুচ্চশয্যাসনাদ-
প্যাসীনো মান্ স এব ত্রিদশনরগুরো ত্বৎসুতো নাত্র শঙ্কা॥
স্রোতাপত্ত্যাদিমার্গান্ সদবয়বযুতান্ স্বপ্নি রাগাদিদোষান্
দোষান্তে ছিন্নমূলা হতভবগতয়স্তৎফলৈর্যান্তি শান্তিম্।"

(ভক্তিশতক)

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের নির্ব্বাণবিষয়ক সমালোচনা।

কোন কোন গ্রন্থে বর্ণিত আছে, নির্ব্বাণ "শান্তি ও সুখের আলয়" এবং অন্যান্য গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় "শূন্যতায় লয়ের নাম নির্ব্বাণ"। এইরূপ পরস্পর বিরোধী মত অবলোকন করিয়া ১৮৬৯ খৃঃ অব্দে অধ্যাপক মোক্ষমূলর এই সকল মতের পরস্পর সামঞ্জস্য সংস্থাপনের চেষ্টা করেন। তিনি বলেন, সূত্রাদি গ্রন্থে বুদ্ধের নিজ উক্তি আছে এবং ঐ সকল গ্রন্থের মতে আত্মার চিরশান্তিতে প্রবেশের নাম নির্ব্বাণ। পরবর্ত্তী বৌদ্ধ দার্শনিকগণ কুটতর্কাবলম্বনপূর্ব্বক অভিধর্ম্মাদি গ্রন্থে নির্ব্বাণের যে লক্ষণ করিয়াছেন, তদনুসারে শূন্যতায় লয়ের নাম নির্ব্বাণ।

১৮৭০ খৃঃ অব্দে অধ্যাপক চাইলডার্স নির্ব্বাণবিষয়ক পরস্পর বিরোধীমতসমূহের একবাক্যতা প্রতিপন্ন করিতে যাইয়া বলেন, অর্হত্ব (বুদ্ধত্ব) ও নির্ব্বাণ এই দুই শব্দই নির্ব্বাণ অর্থে বৌদ্ধদার্শনিকগণ ব্যবহার করিয়াছেন। অর্হত্ব ও নির্ব্বাণ প্রায় একার্থবাচক হইলেও উহাদের মধ্যে একটু প্রভেদ আছে। অর্হত্ব শান্তি ও সুখের নিদান, কিন্তু সত্তার ধ্বংসই নির্ব্বাণ। যে সকল স্থলে বৌদ্ধদার্শনিকগণ নির্ব্বাণকে শান্তির নিকেতন বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, ঐ সকল স্থলে নির্ব্বাণ-শব্দে অর্হত্ব (বুদ্ধত্ব) বুঝিতে হইবে।

১৮৭১ খৃঃ অব্দে জেমস্ ডি অলউইস্ মহোদয় নির্ব্বাণ বিষয়ক নানা গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধে অর্হত্ব ও নির্ব্বাণের পরস্পর ভেদসংস্থাপনপূর্ব্বক বৌদ্ধগ্রন্থের পরস্পর বিরুদ্ধ বাক্য-সমূহের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছেন। বৌদ্ধগ্রন্থসমূহে উপাধি-শেষ নির্ব্বাণ (অর্হত্ব) এবং অনুপধিশেষ নির্ব্বাণ (নির্ব্বাণ) উভয়েরই বর্ণনা আছে।

মহামতি বার্ণফ্ নির্ব্বাণ, পরিনির্ব্বাণ ও মহাপরিনির্ব্বাণ এই সকল শব্দ অবলোকন করিয়া, উহাদের অর্থগত পরস্পর ভেদ করিয়াছেন ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহারা সকলেই সমার্থক। নির্ব্বাণের আবার অধিকত্ব অল্পত্ব কি ?

কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত নির্ব্বাণ ও সুখাবতীকে এক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কেহ কেহ বা কামাবচর দেবলোক ও নির্ব্বাণ এই পদার্থ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বস্তুতঃ নির্ব্বাণের প্রকৃত অর্থ বোধগম্য না হওয়ায়, ঐরূপ অপসিদ্ধান্তের কল্পনা করা হইয়াছে।

ডাক্তার রীজ্ ডেভিড্সের মতে, চিত্তের পাপশূন্য স্থির অবস্থাই নির্ব্বাণ। পূর্ণ শান্তি, পূর্ণ জ্ঞান, ও পূর্ণ বিশুদ্ধি এই অবস্থার ফল।

সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার স্ন্যাগিণ্টউইট্ লিখিয়াছেন, যে 'নির্ব্বাণ সাক্ষাৎকার ও অর্হত্বলাভ একই কথা। প্রসঙ্গ সম্প্রদায়ের মতে স্বর্গ ও নির্ব্বাণ এই দুইটী পথ বোধিসত্ত্বগণের অবলম্বনীয়। সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা সুখাবতীতে পূর্ণ সুখ ভোগ করা যায় এবং সম্যক্ জ্ঞানের অধিগমে সংসারের উচ্ছেদ ও নির্ব্বাণ লাভ হয়। সত্তার সম্যক্ ধ্বংস ও সংসারের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ নির্ব্বাণের বিষয়ীভূত।'

হেনরী আলাবাষ্টার লিখিয়াছেন যে, নির্ব্বাণ শব্দের অর্থ সত্তার ধ্বংস কিনা এবিষয়ে বৌদ্ধগণের মধ্যে মতভেদ আছে। যাহাহউক, ভবিষ্যৎ উদ্বেগ, দুঃখ এবং জন্মের সম্পূর্ণ উচ্ছেদই নির্ব্বাণ। তিনি বলেন, শ্যামবাসীগণের মতে নির্ব্বাণ একটী সুখের স্থান, তথায় উদ্বেগাদি কিছুই নাই, ঐ স্থান অতিশয় মনোরম ও পবিত্র। বুদ্ধদেব সংসারের আদি ও অন্ত নিরূপণ করেন নাই। বুদ্ধের মতে, পরিদৃশ্যমান জড়জগৎ দুঃখময়, সুতরাং উহা হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্তিলাভ নিতান্ত প্রার্থনীয়। এই দুঃখময় জগতের উচ্ছেদই নির্ব্বাণ।

রেভারেণ্ড বিল্ চীনদেশীয় বৌদ্ধ মত সমালোচনা করিয়া লিখিয়াছেন, নাগার্জ্জুনের প্রজ্ঞামূলশাস্ত্রটীকার মতে যাহা অপ্রাপ্য, ক্ষণিকত্ব ও শাশ্বতিকত্বের অতীত এবং যাহার উৎপাদ ও নিরোধ নাই, তাহাই নির্ব্বাণ। তাঁহার সিদ্ধান্ত এই, যাহা কালত্রয়ে অবিকৃত থাকে এবং যাহা দেশবিশেষ দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহে। এরূপ প্রত্যক্ষাতিরিক্ত অবস্থাই নির্ব্বাণ। উহাই তথাগতের স্বরূপ। তাঁহার মতে, সমগ্রগ্রন্থের সারমর্ম্ম এই যে, উপাধির অতিরিক্ত (নিরুপধিশেষ) অবস্থাই নির্ব্বাণ।

রেভারেণ্ড ক্রশন্ তিব্বতীয় বৌদ্ধমত আলোচনা করিয়া

স্থির করিয়াছেন যে দুঃখের ধ্বংসই নির্ব্বাণ। যে হেতু চতুরার্য্য-সত্যের তত্ত্বানু-সন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, সত্তামাত্রই দুঃখ, অতএব নির্ব্বাণ শব্দের অর্থ সত্তার ধ্বংস।

মহামতি ওলডেনবর্গ, রিজ্ ডেভিড্স্, মনিয়ার উইলিয়াম্স, ডাক্তার পল্ কেরস্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ নির্ব্বাণ বিষয়ে নানা গবেষণা করিয়াছেন।

তিব্বতীয় ভাষায় নির্ব্বাণ শব্দের অর্থ দুঃখের চরম ধ্বংস।

চীন ভাষায় নির্ব্বাণবাচক "মৃত্যু" শব্দের প্রয়োগ আছে। এই মৃত্যু শব্দের সত্তার ধ্বংস ও নির্ব্বাণ উভয়কেই বুঝায়। ফল কথা পুনর্জ্জন্মরহিত মৃত্যুই নির্ব্বাণ।

নির্ব্বাণের প্রাদুর্ভাবকাল।

কতকাল হইল, ভারতবর্ষে দুরূহ নির্ব্বাণতত্ত্বের আবিষ্কার হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা নিতান্ত কঠিন নহে। ভগবান বুদ্ধই যে এই তত্ত্বের প্রথম প্রবর্ত্তক, তাহাতে সন্দেহ নাই। সংসার মিথ্যা, অহং মিথ্যা, এই তত্ত্ব তিনিই প্রথমে লোক মধ্যে প্রচার করেন এবং নিজের জীবনে, তাহার প্রদীপ্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন। সার্দ্ধদ্বিসহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বে, বুদ্ধ জীবলীলা সংবরণ করেন, অতএব নির্ব্বাণতত্ত্বের বয়ঃক্রম অন্যূন আড়াই হাজার বৎসর।

বৌদ্ধগণ বলিয়া থাকেন, মূল প্রজ্ঞাপারমিতা মহাকাশ্যপের রচিত। মহাকাশ্যপ বুদ্ধের শিষ্য। প্রজ্ঞাপারমিতাগ্রন্থে নির্ব্বাণতত্ত্ব ও অবিদ্যার সুন্দর ও বিশদ ব্যাখ্যা লিখিত আছে।

অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা দ্বিতীয় বোধিসঙ্গমের সময়ে বিরচিত হয়। খৃষ্টের অন্ততঃ ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে, দ্বিতীয় বোধিসঙ্গমের প্রতিষ্ঠা হয়। এই অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতায় নির্ব্বাণতত্ত্বের যেরূপ বিশদ বিবরণ লিখিত আছে, তাহাতে সহজেই অনুমান হয়, ঐ সময়ে নির্ব্বাণ-মত লোকমধ্যে বহুলপরিমাণে প্রচারিত হইয়াছিল।

বুদ্ধচরিতকাব্য-প্রণেতা অশ্বঘোষ খৃঃ পূঃ ১ম কি ২য় শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। চীনপরিব্রাজক হিউএন্সিয়াং ৬৪৫ খৃঃ অব্দে ভারতবর্ষ পরিত্যাগকালে অশ্বঘোষকে প্রাচীন কবি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কেহ কেহ অনুমান করেন, অশ্বঘোষ কনিষ্কের ধর্ম্মোপদেষ্টা ছিলেন। তাঁহার বুদ্ধচরিতকাব্য খৃঃ ৫ম শতাব্দীর প্রারম্ভে চীনভাষায় এবং ৭ম বা ৮ম শতাব্দীতে তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত হয়। এই বুদ্ধচরিতকাব্যে নির্ব্বাণ ও অবিদ্যার যেরূপ সুন্দর ব্যাখ্যা দৃষ্ট হয়, তাহাতে বোধ হয়, অশ্বঘোষের সময়েও নির্ব্বাণ তত্ত্ব লইয়া বিশেষ সমালোচনা চলিতেছিল।

সুপ্রসিদ্ধ ললিতবিস্তর গ্রন্থ খৃষ্টের জন্মগ্রহণের বহু পূর্ব্বে বিরচিত হয়। ইহা খৃষ্টের ১ম শতাব্দীতে চীনভাষায় অনুবাদিত হয়। এই গ্রন্থেও নির্ব্বাণবিষয়ক দুর্ব্বোধ তত্ত্বসমূহের বিশদ বিবরণ দৃষ্ট হয়।

খৃষ্টের জন্মগ্রহণের প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে সুবিখ্যাত নাগার্জ্জুন স্বীয় মাধ্যমিকসূত্রে নির্ব্বাণতত্ত্বের সবিশেষ সমালোচনা করেন।

গাথা ভাষায় লিখিত এবং প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বিরচিত সমাধিরাজসূত্র নামক গ্রন্থেও নির্ব্বাণের বর্ণনা আছে।

খৃষ্টের ২য় শতাব্দীতে ধম্মপদ চীনভাষায় অনুবাদিত হয়। এই গ্রন্থেও নির্ব্বাণ-মত বিবৃত আছে।

লঙ্কাবতারসূত্র খৃষ্টের তৃতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে চীনভাষায় অনুবাদিত হয়। ইহাতেও নির্ব্বাণবিষয়ক জটিল প্রশ্নসমূহের মীমাংসা লিখিত আছে।

খৃষ্টের ২য় শতাব্দীতে (১৪৮—১৭০) সুখাবতীব্যূহ চীনভাষায় অনুবাদিত হয়। এই সুখাবতীব্যূহগ্রন্থে নির্ব্বাণতত্ত্বের বর্ণনা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

প্রজ্ঞাপারমিতাহৃদয়সূত্র ৪০০ খৃষ্টাব্দে কুমারজীব কর্ত্তৃক এবং ৬৪৯ খৃষ্টাব্দে হিউএন্সিয়াং কর্ত্তৃক চীনভাষায় অনুবাদিত হয়। এই গ্রন্থেও নির্ব্বাণবিষয়ক দুরূহ প্রশ্নসমূহের মীমাংসা লিখিত আছে।

খৃষ্টের ৫র্থ শতাব্দীতে বজ্রচ্ছেদিকা গ্রন্থ কুমারজীব কর্ত্তৃক চীনভাষায় অনুবাদিত হয়, এই গ্রন্থেও নির্ব্বাণ-মত বিবৃত হইয়াছে।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভে (৫২৯ খৃঃ) বোধিরুচি নামক কোন পণ্ডিত বসুবন্ধুর অপরিমিতায়ুঃসূত্রশাস্ত্র চীনভাষায় অনুবাদিত করেন। এই গ্রন্থেও নির্ব্বাণতত্ত্বের অনেক বিষয় অবগত হওয়া যায়।

খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বসুবন্ধু, দিঙ্নাগ প্রভৃতি সুবিখ্যাত পণ্ডিতগণ, এই নির্ব্বাণতত্ত্বের সূক্ষ্মতম সমালোচনা করেন। তদনন্তর ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শতাব্দীতে ধর্ম্মকীর্ত্তি, শান্তিদেব, চন্দ্রকীর্ত্তি প্রভৃতি মনীষিগণ মাধ্যমিকাবৃত্তি, বোধিচর্য্যাবতার প্রভৃতি গ্রন্থে নির্ব্বাণতত্ত্বের সম্যক্ বিচার করেন।

খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে খৃষ্টপরবর্ত্তী প্রথম শতাব্দী পর্য্যন্ত, নির্ব্বাণবিষয়ক অসংখ্য মৌলিক গ্রন্থের প্রকাশ হয়। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ বোধিসঙ্গমকালে অসংখ্য গ্রন্থ বিরচিত হয়। বস্তুতঃ নির্ব্বাণ প্রভৃতি জটিল তত্ত্বের পর্য্যালোচনার নিমিত্তই ঐ সকল বোধিসঙ্গমের প্রতিষ্ঠা হয়। অশোক, কনিষ্ক প্রভৃতির রাজত্বকালে সকল তত্ত্বেরই সম্যক্ সমালোচনা হয়।

খৃষ্টের ২য় শতাব্দী হইতে ৭ম শতাব্দী পর্য্যন্ত ৬০০ বৎসর

মধ্যে ভারতে নির্ব্বাণবিষয়ক অসংখ্য বৌদ্ধগ্রন্থ বিরচিত হয় এবং ঐ সময়ে সহস্র সহস্র সংস্কৃত গ্রন্থ চীনভাষায় অনুবাদিত হওয়ায়, নির্ব্বাণ-মত চীনদেশেও বিস্তার লাভ করে। খৃষ্টের ৮ম, ৯ম ও ১০ম শতাব্দীতেও ভারতে বহুসংখ্যক বৌদ্ধপণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়া নির্ব্বাণবিষয়ক বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, ঐ সময়ে তিব্বতীয় ভাষায় অনেক গ্রন্থ অনুবাদিত হয় এবং নির্ব্বাণ-মত তিব্বতে প্রবেশলাভ করে।

পুরাবিদ্গণ খৃষ্টের ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শতাব্দীকে ভারত ইতিহাসের তমসাবৃত অংশ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, কিন্তু বৌদ্ধ ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, ঐ সময়েই জ্ঞানচর্চ্চায় ভারতবর্ষ মহোন্নতি লাভ করিয়াছিল এবং ঐ কালে ভারতের জ্যোতিঃকণা বিস্ফুরিত হইয়া, সুদূর বিস্তীর্ণ চীন প্রভৃতি রাজ্যকে ধর্ম্মালোকে আলোকিত করিয়াছিল। বস্তুতঃ খৃষ্টের ২য় শতাব্দী হইতে ১০ম শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে নির্ব্বাণ ধর্ম্মের অসীম পর্য্যালোচনা হয় এবং এই পর্য্যালোচনার ফলে চীন, তিব্বত প্রভৃতি জনপদসমূহ জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হয়। খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীতে বুদ্ধবিহারসমূহের ধ্বংস হয়। বঙ্গদেশে নয়পালের রাজত্বেই দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান (অতীশ) নির্ব্বাণ-মত শিক্ষার জন্য সুবর্ণদ্বীপে (ব্রহ্মদেশে) গমন করেন। এইরূপে নির্ব্বাণ এই ১০ম শতাব্দীর শেষভাগে ভারতে স্বনামের সার্থকতা লাভ করে। [বুদ্ধ ও বৌদ্ধদর্শন দেখ।]

নির্ব্বাণগ্নি, (নিম্বগনি) পুণাজেলায় ইন্দপুরের ১২ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে নীরা নদীর উপর অবস্থিত ক্ষুদ্র পল্লী। এই স্থানে মহাদেবের একটী মন্দির আছে। তীর্থযাত্রীরা অগ্রে এই মন্দির ও মধ্যস্থ মহাদেব এবং বৃষমূর্ত্তি অবলোকন করিয়া তৎপরে সাতারার সিঙ্গ্‌নাপুর-তীর্থদর্শনে গমন করিয়া থাকে। প্রবাদ এই যে, পূর্ব্বে কোন সময়ে মহাদেব এই স্থানে অবস্থান করিতেন, তাঁহার বৃষ কোন এক মালীর বাগানে প্রবেশ করিলে, মালী তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া তাহার বামস্কন্ধে খুপিদ্বারা আঘাত করে, (ঐ ক্ষতের দাগ আজিও মন্দিরাভ্যন্তরস্থ বৃষের স্কন্ধে রহিয়াছে।) তদনন্তর মহাদেব, উক্ত বৃষ সঙ্গে লইয়া সিঙ্গ্‌নাপুরে গমন করেন। কিন্তু বৃষ পুনরায় মালীর বাগানে প্রত্যাগমন করিলে, মহাদেব এইরূপ বন্দোবস্ত করেন যে, তিনি স্বয়ং সিঙ্গ্‌নাপুরে অবস্থান করিবেন ও বৃষ নির্ব্বগনিতে থাকিবেন। তীর্থযাত্রীরা প্রথমে বৃষদর্শন ও পরে শিবদর্শনে গমন করিবে। মুসলমানেরা এই দেশ অধিকারের পর, এই বৃষ নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়া উহার শৃঙ্গে আঘাত করিলে, শৃঙ্গ হইতে টাট্‌কা রক্ত বহির্গত হয়। সেই জন্য তাহারা ভীত হইয়া আর বৃষের প্রতি অত্যাচার করে নাই।

নির্ব্বাণপুরাণ (ক্লী) মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে বলিদান।

নির্ব্বাণপ্রকরণ, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের চতুর্থ খণ্ডের নাম।

নির্ব্বাণভূয়িষ্ঠ (ত্রি) নির্ব্বাণপ্রায়, নির্ব্বাণোন্মুখ।

নির্ব্বাণমণ্ডপ (পুং) কাশীস্থিত মুক্তি-মণ্ডপাখ্য তীর্থভেদ।

নির্ব্বাণমস্তক (পুং) নির্ব্বাণং নিবৃত্তির্মস্তকমিব যত্র। মোক্ষ। (ত্রিকাণ্ড)

নির্ব্বাণরুচি (ত্রি) নির্ব্বাণে রুচির্যস্য। ১ মোক্ষসাধনাসক্ত। ২ দেবভেদ। "বিহঙ্গমাঃ কামগমা নির্ব্বাণরুচয়ঃ সুরাঃ।" (ভাগ° ৮।১৩।১২)

নির্ব্বাণসূত্র (ক্লী) ১ একখানি বৌদ্ধসূত্রের নাম। ২ একজন বৌদ্ধের নাম।

নির্ব্বাণিন্ (পুং) উৎসর্পিণীর অর্হৎভেদ। [জৈন দেখ।]

নির্ব্বাণী (স্ত্রী) ১ জৈনদিগের শাসনদেবতাভেদ। (হেমচ°) নির্গতা বাণী যস্য, বাহুলকাৎ ন কপ্। ২ বাক্যরহিত, তুষ্ণীভূত। যে স্থলে কপ প্রত্যয় হইবে, সেই স্থলে 'নির্ব্বাণীক' এইরূপ অর্থ হইবে।

নির্ব্বাত (ত্রি) নির্গতো বাতো বায়ুর্যস্মাৎ। ১ বায়ুরহিত, বায়ুশূন্য দেশ। স্থির, অচঞ্চল, নিস্তব্ধ।

"অসূর্য্যমিব সূর্য্যেণ নির্ব্বাতমিব বায়ুনা।
ভাসিতং হ্লাদিতঞ্চৈব কৃষ্ণেনেদং সদো হি নঃ॥" (ভার° ২।৩৬।২৮)

নির্ব্বাতি স্মেতি নির্-বা-ক্ত। (নির্ব্বাণোঽবাতে। পা ৮।২।৫০) ইতি সূত্রেণ নিষ্ঠা তস্য ন। ২ নির্গত বায়ু।

নির্ব্বাদ (পুং) নির্ব্বদনমিতি, নির্-বদ্-ভাবে ঘঞ্। ১ পরীবাদ, জনবাদ, অপবাদ, নিন্দা, লোকাপবাদ।

"কিমাত্মনির্ব্বাদকথামুপেক্ষে জায়ামদোষামুত সন্ত্যজামি।" (রঘু ১৪।৩৪)

২ অবজ্ঞা। নির্নিশ্চিতং বাদঃ কথনং। ৩ নিশ্চিতবাদ। বাদস্য অভাবঃ। অভাবার্থেঽব্যয়ীভাবঃ। ৪ বাদাভাব।

নির্ব্বানর (ত্রি) বানরহীন, বানরশূন্য।

নির্ব্বান্ত (ত্রি) বহির্গত, প্রেরিত। (দিব্যাবদান)

নির্ব্বাপ (পুং) নির্ব্বপণমিতি নির্-বপ-ঘঞ্। নিবাপ, প্রেত ভিন্ন মৃত পিতৃলোকোদ্দেশ্যক দান, পিতৃলোকের উদ্দেশে যে দান করা হয়, তাহাকে নির্ব্বাপ কহে।

"পুত্রেভ্যোঽহং দদামাদ্য নির্ব্বাপং বিধিপূর্ব্বকম্।" (দেবীভাগ° ২।৭।১৬)

২ ভিক্ষার্থ দান, দান। ৩ ভক্ষণ। (রামানুজ)

"নীলবৈদূর্য্যবর্ণাংশ্চ মৃদূন্ যবসসঙ্কুলান।
নির্ব্বাপার্থং পশূনাং তে দদৃশুস্তত্র সর্ব্বশঃ॥" (রামা° ২।৯১।৮০)

নির্ব্বাপণ (ক্লী) নির্-বপ-ণিচ্-ল্যুট্। ১ বধ, মারণ। ২ দান। (হলায়ুধ)

৩ নির্ব্বাণতাসম্পাদন, চলিত বিধান।

"দীপনির্ব্বাপণাৎ পুংসঃ কুষ্মাণ্ডচ্ছেদনাৎ স্ত্রিয়ঃ। (তিথিতত্ত্ব) স্বার্থে ণিচ্-ল্যুট্। ৪ বপন।

"ময়া তাবন্নীতিবীজনির্ব্বাপণং কৃতম্" (পঞ্চতন্ত্র ১।৪০৫)

নির্ব্বাপয়িতৃ (ত্রি) নির্-বপ-ণিচ্-তৃচ্। নির্ব্বাপকারী, নির্ব্বাপক, যে নিবাইয়া দেয়।

"স্বয়এব তাপহেতুঃ নির্ব্বাপয়িতা সএব জাতঃ।" (শকুন্তলা)

নির্ব্বাপিত (ত্রি) নির্-বপ-ণিচ্-ক্ত। ১ নির্ব্বাণপ্রাপ্ত। ২ নাশিত। ৩ দত্ত।

নির্ব্বাপ্য (ত্রি) ১ নির্ব্বাপিত, নির্ব্বাণ-যোগ্য। ২ আনন্দিত, শ্রান্তি-বিদূরিত।

নির্ব্বার্য্য (ত্রি) নিশ্চয়েন ব্রিয়তে নির্-বৃ-ণ্যৎ। (ঋহলোর্ণ্যৎ। পা ৩।১।১২৪) নিঃশঙ্ককর্ম্মকর্ত্তা, সত্ত্বসম্পদ উদ্যমদ্বারা কার্য্যকারী। অমরটীকায় ভরত এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—

"ভয়বিক্রমব্যসনাভ্যুদয়াদৌ নির্ব্বিকারং মনঃসত্ত্বং তৎসম্পদা সম্পন্ন উদ্যমং কুর্ব্বন্ যো নিঃশঙ্কো ভূত্বা কর্ম্ম কুরুতে স নির্ব্বার্য্য উচ্যতে।" (ভারত, অমর ৩।১।১৩) ২ আবরণীয়।

নির্ব্বাস (পুং) নির্-বস-ঘঞ্। ১ নির্ব্বাসন। (ত্রি) ২ বাসহীন, প্রবাস।

নির্ব্বাসক (পুং) নির্-বস-ণিচ্-ণ্বু। নির্ব্বাসনকারী, যে নির্ব্বাসন করে।

নির্ব্বাসন (ক্লী) নির্-বস-ণিচ্-ল্যুট্। ১ বধ, মারণ। ২ পুরাদি হইতে বহিষ্করণ। ৩ নিঃসারণ। ৪ বিসর্জ্জন।

"নির্ব্বাসনঞ্চ নগরাৎ প্রব্রজ্যা চ পরন্তপ।

নানাবিধানাং দ্রব্যাণামভিজ্ঞাপ্সি জনার্দ্দন ॥" (ভার° ৫ ৯০।৫৮)

নির্ব্বাসনীয় (ত্রি) নির্-বস-ণিচ্ অনীয়র্। নির্ব্বাসন যোগ্য, যাহাকে নির্ব্বাসন করা যাইতে পারে, নির্ব্বাস্য, নগরাদি হইতে বহিষ্করণযোগ্য।

নির্ব্বাস্য (ত্রি) নির্-বস-ণিচ্ কর্ম্মণি যৎ। নগরাদি হইতে বহিষ্কার্য্য।

"গ্রামঘাতে হিতাভঙ্গে পথি মোষাভিদর্শনে।

শক্তিতো নাভিধাবন্তো নির্ব্বাস্যাঃ সপরিচ্ছদাঃ ॥" (মনু ৯।২৭৪)

নির্ব্বাহ (পুং) নির্-বহ-ঘঞ্। ১ কার্য্যসম্পাদন। ২ নিষ্পাদন। ৩ সমাপ্তি। "স্বতিথ্যা কর্ম্মনির্ব্বাহে" (তিথিতত্ত্ব)

"যাবতা স্যাৎস্বনির্ব্বাহং স্বীকুর্য্যাত্তাবদর্থবিৎ।" (নারদপুরা°)

নির্ব্বাহক (ত্রি) নির্-বহ-ণিচ্-ণ্বু। নিষ্পাদক, যে নির্ব্বাহ করে।

নির্ব্বাহণ (ক্লী) নির্-বহ-স্বার্থে ণিচ্-ল্যুট্। নির্ব্বহণ, নাট্যোক্তিতে প্রস্তুত কথা সমাপ্তি। (ভরত)

নির্ব্বাহিন্ (ত্রি) নির্ব্বাহ অস্ত্যর্থে-ইনি। করণশীল।

নির্ব্বাহিত (ত্রি) নির্-বহ-ণিচ্-ক্ত। সম্পাদিত। নিষ্পাদিত।

নির্ব্বিকল্পক (ত্রি) নির্গতো বিকল্পো জ্ঞাতৃজ্ঞেয়ত্বাদি বিভাগো বিশেষ্যবিশেষণতাসম্বন্ধো বা যস্মাৎ। ততো কপ্। ১ বেদান্তোক্ত জ্ঞাতৃজ্ঞেয়ত্বাদি বিভাগশূন্য সমাধিভেদ, যখন জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এক হইয়া যায়, তখন নির্ব্বিকল্পক অবস্থা বলে। ২ ন্যায় মতে অলৌকিক আলোচনাত্মক জ্ঞানভেদ।

"তৎপ্রমাণাপ্রমাণাপি জ্ঞানং যন্নির্বিকল্পকম্।

প্রকারতাদিশূন্যং হি সম্বন্ধানবগাহি যৎ ॥" (ন্যায়)

এই নির্ব্বিকল্পকজ্ঞান অতীন্দ্রিয়।

"জ্ঞানং যন্নির্ব্বিকল্পাখ্যং তদতীন্দ্রিয়মিষ্যতে ॥" (ভাষাপরি°)

বৌদ্ধমতে—নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানই প্রমাণ, কল্পনাশূন্যহেতু ইহা ভিন্ন আর সকল অপ্রমাণ।

"কল্পনাপোঢ়মভ্রান্তং প্রত্যক্ষং নির্ব্বিকল্পকম্।

বিকল্পো বস্তুনির্ভাসাদসংবাদুপপ্লবঃ ॥

গ্রাহ্যং বস্তুপ্রমাণং হি গ্রহণং যদিতোঽন্যথা।

ন তদ্বস্তু ন তন্মানং শব্দলিঙ্গেন্দ্রিয়াদিকম্ ॥" (সর্ব্বদর্শনস°)

[সমাধি দেখ।]

নির্ব্বিকল্পসমাধি (পুং) নির্ব্বিকল্পঃ সমাধিঃ। সমাধিভেদ। জ্ঞাতৃ ও জ্ঞানাদির ভেদ লয়ে বা অদ্বিতীয় বস্তুতে তাদাত্ম্যরূপে অবস্থান। যখন অদ্বিতীয় ব্রহ্মে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় প্রভৃতি সকল জ্ঞান এক হইয়া যায়।

বেদান্তসারে এইরূপ লিখিত আছে—সমাধি দুই প্রকার, সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প। জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই তিনের জ্ঞান থাকিলেও অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বস্তুতে অখণ্ডাকারে আকারিত চিত্তবৃত্তির অবস্থানের নাম সবিকল্পসমাধি। এই সবিকল্প অবস্থায়, যেরূপ মৃন্ময় হস্তিতে হস্তিজ্ঞান সত্ত্বেও মৃত্তিকাজ্ঞান থাকে, তদ্রূপ দ্বৈতজ্ঞান সত্ত্বেও অদ্বৈত জ্ঞান হয়। যখন জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই বিকল্পত্রয় জ্ঞানের অভাবে, অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বস্তুতে একীভূত হইয়া, অখণ্ডাকারে আকারিতচিত্তবৃত্তির অবস্থান, এইরূপ অবস্থা হইলে নির্ব্বিকল্পসমাধি হয়, এই সময় জ্ঞেয় জ্ঞান ও জ্ঞাতা এক হইয়া যায়, জ্ঞানাত্মক সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মভিন্ন আর কিছুই থাকে না। যেরূপ জলে লবণখণ্ড মিশ্রিত করিলে, জলাকারে আকারিত লবণের লবণত্বজ্ঞানের অভাবে, কেবল জলমাত্রই জ্ঞান হয়, তদ্রূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্মাকারে আকারিত চিত্তবৃত্তির জ্ঞানাসত্ত্বে, অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুমাত্রই জ্ঞান হয়।

এই সমাধিকে সুষুপ্ত অবস্থার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান এবং সবিকল্পসমাধি এই সকল ইহার অঙ্গ।

নির্ব্বিকল্পকন্ত জ্ঞানাদিভেদয়াপেক্ষয়া দ্বিতীয়বস্তুনি তদাকারাকারিতায়াবুদ্ধিবৃত্তেরতিতরামেকীভাবেনাবস্থানম্।"
(বেদান্তসার) [সমাধি দেখ]

নির্ব্বিকার (পুং) প্রকৃতেরন্যথা ভাবঃ বিকারঃ স নির্গতো যস্মাৎ। জন্মাদি ষড়্‌ভাববিকারহীন, পরমাত্মা, যিনি বিকারশূন্য, (প্রকৃতির অন্যথা ভাবকে বিকার কহে, অর্থাৎ এক প্রকার বস্তু অন্য প্রকার হইলেই বিকার।) ২ বিকারশূন্য।
"সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্ব্বিকারঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে।" (গীতা)

নির্ব্বিকারবৎ (ত্রি) নির্ব্বিকারঃ বিদ্যতেঽস্য, মতুপ্‌, মস্য ব। অপরিবর্ত্তনীয়।

নির্ব্বিকাস (ত্রি) অস্ফুট, বিকাশরহিত।

নির্ব্বিঘ্ন (ত্রি) বিঘ্নরহিত, অপ্রতিহত, আপদ্‌রহিত। (অব্য) ২ বিঘ্নের অভাব।

নির্ব্বিচার (ত্রি) নির্গতো বিচারো যত্র। ১ বিচাররহিত।
"রে রে স্বৈরিণি নির্ব্বিচারকবিতে মাস্মৎ প্রকাশীভব।"
(চন্দ্রালোক)
২ পাতঞ্জলদর্শনোক্ত সূক্ষ্মবিষয়ক সমাপত্তিরূপ সমাধিভেদ।
"এতয়ৈব সবিচারা নির্বিচারা চ সূক্ষ্মবিষয়া ব্যাখ্যাতা।"
(পাতঞ্জলদ° ১।৪৪)

সবিতর্ক ও নির্ব্বিতর্ক সমাধিদ্বারা সূক্ষ্মবিষয়ক সবিচার ও নির্ব্বিচারসমাধি নির্ণীত হইবে।

সবিচার ও নির্ব্বিচার সমাধির বিষয় সূক্ষ্ম এবং তাহার সীমা প্রকৃতি। ইন্দ্রিয় তন্মাত্র ও অহঙ্কার ইহাদের মূল প্রকৃতি। এই সকল ক্রমপরম্পরা অনুসারেই প্রকৃতিতে গিয়া পরিসমাপ্ত হয়।

নির্ম্মলচিত্ত কোন এক অভিমত বস্তুতে তন্ময় হইলে, তাহাকে সম্প্রজ্ঞাতযোগ বলে। এই সম্প্রজ্ঞাত যোগ সবিকল্প সমাধি প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়। এই সমাধির চারিপ্রকার ভেদ কল্পিত হইয়া থাকে। সবিতর্ক, নির্ব্বিতর্ক, সবিচার ও নির্বিচার। স্থূল আলম্বনে তন্ময় হইলে, তাহা সবিতর্ক ও নির্ব্বিতর্ক এবং সূক্ষ্ম আলম্বনে তন্ময় হইলে, সবিচার ও নির্বিচার নামে অভিহিত হয়। চিত্ত যখন স্থূলে তন্ময় হয়, তখন যদি তৎসঙ্গে বিকল্পজ্ঞান থাকে, তাহা হইলে সেই তন্ময়তা 'সবিতর্ক' এবং যদি বিকল্প জ্ঞান না থাকে, তাহা হইলে নির্ব্বিতর্ক আখ্যা প্রাপ্ত হয়।

চিত্ত যে কোন পদার্থেই অভিনিবিষ্ট হউক, অগ্রে নাম, পরে সঙ্কেত-স্মৃতি, পশ্চাৎ বস্তুর স্বরূপে গিয়া পর্য্যবসিত হয়। যেরূপ ঘট শব্দ বলিলে ঘ-অ+ট-অ এই বর্ণ চতুষ্টয়ের জ্ঞান, পশ্চাৎ কম্বুগ্রীবাদিমৎ বস্তু বিশেষের সহিত তাহার যে সঙ্কেত আছে, তাহার স্মরণ, তৎপশ্চাৎ ঘটাকার চিত্তবৃত্তি নিষ্পন্ন হয় কি না? যদি হয় তবে নিশ্চিত জানা গেল যে, প্রত্যেক তন্ময়তায় উক্ত আনুপূর্ব্বিক জ্ঞানত্রয়ের সংশ্রব আছে। আবার এমনও হয় যে, ঘট দেখিবামাত্র অথবা ঘটশব্দের উল্লেখ সমকালে কম্বুগ্রীবাদিমদ্বস্তু ও তাহার সহিত ঘটশব্দের সঙ্কেতজ্ঞান এবং ঘ-অ+ট-অ এই বর্ণজ্ঞান অথবা ঘট ইত্যাকার নামজ্ঞান অতি শীঘ্র উৎপন্ন হইয়া, প্রথমোৎপন্ন জ্ঞান লুপ্ত হইয়া যায়। কেবলমাত্র ঘটাকার জ্ঞান বা ঘটাকার মনোবৃত্তিটী বিদ্যমান থাকে। অতএব যে স্থলে স্থূল আলম্বনের নামজ্ঞান ও সঙ্কেতজ্ঞান থাকে, সেই স্থলে সবিতর্ক এবং যে স্থলে সঙ্কেতজ্ঞান কি নামজ্ঞান থাকে না, কেবলমাত্র অর্থাকার জ্ঞান থাকে, সে স্থলে নির্বিতর্ক। মনে কর, চিত্ত যদি কৃষ্ণে তন্ময় হয় এবং তৎসঙ্গে যদি নামজ্ঞান ও সঙ্কেতজ্ঞান থাকে, তাহা হইলে সবিতর্ক কৃষ্ণযোগ এবং যদি নামজ্ঞান ও সঙ্কেতজ্ঞান না থাকে, কেবলমাত্র নব জলধরমূর্ত্তিটী স্ফুরিত হয়, এইরূপ অবস্থার নাম নির্বিতর্ক। সবিচার ও নির্ব্বিচার এইরূপ জানিতে হইবে। ইহার অবলম্বনীয় বিষয় সূক্ষ্মবস্তু। সূক্ষ্ম বস্তুর মধ্যে প্রথমে পঞ্চভূত, তদপেক্ষা সূক্ষ্ম তন্মাত্র ও ইন্দ্রিয়। তদপেক্ষা সূক্ষ্ম অহংতত্ত্ব। তাহার পর মহত্তত্ত্ব এবং প্রকৃতি। ইহাই যোগের চরম সীমা। পরমাত্মযোগ এতদপেক্ষাও সূক্ষ্ম স্বতন্ত্র। এই যে সকল সমাধির কথা বলিলাম, ইহারা সবীজসমাধি। সবীজসমাধির মধ্যে সবিতর্ক সমাধিই নিকৃষ্ট। নির্ব্বিচার সমাধিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই নির্ব্বিচার যোগ উত্তমরূপ অভ্যস্ত হইলেই চিত্তের স্বচ্ছস্থিতিপ্রবাহ দৃঢ় হয়। কোন দোষ বা কোন প্রকার ক্লেশ, কি কোন মালিন্যই থাকে না। সর্ব্বপ্রকাশক চিত্তসত্ত্ব তখন নিতান্ত নির্ম্মল হয় এবং আত্মাও তখন বিজ্ঞাত হন। নির্ব্বিচারযোগ সম্যক্ আয়ত্ত হইলে, নির্ম্মল প্রজ্ঞা জন্মে, এই নির্ব্বিচারপ্রজ্ঞার সহিত, অন্য কোন প্রজ্ঞার তুলনা হয় না। কি ইন্দ্রিয়জনিত প্রজ্ঞা বা অনুমানজাত, অথবা শাস্ত্রজ্ঞান জনিত প্রজ্ঞা, কেহই নির্ব্বিচার প্রজ্ঞার সমকক্ষ নহে। কেন না উল্লিখিত প্রজ্ঞাগুলি বস্তুর একদেশ বা সামান্যাকার মাত্র গ্রহণ করে। বিশেষ তত্ত্ব জানিতে পারে না। কিন্তু নির্ব্বিচার নামক যোগজ প্রজ্ঞা, কি সূক্ষ্ম কি বিপ্রকৃষ্ট কি ব্যবহিত সমস্তই প্রকাশ করে। তাহার কারণ এই যে, বুদ্ধি পদার্থ মহান্, সর্ব্বব্যাপক ও সর্ব্বপ্রকাশক। তাহার সার্ব্বজ্ঞশক্তি রজ ও তমোগুণে আবৃত থাকে, এই মলস্বরূপ রজ ও তমঃ অপনীত হইলে, বুদ্ধির সর্ব্বপ্রকাশত্বশক্তি আপন হইতেই প্রাদুর্ভূত হয়। এই জন্য নির্ব্বিচারপ্রজ্ঞার সহিত অন্য কোন

প্রজ্ঞার তুলনা হয় না। (পাতঞ্জলদ°) [বিশেষ বিবরণ সমাধি শব্দে দ্রষ্টব্য।]

নির্বিচিকিৎস (ত্রি) নির্গতা বিচিকিৎসা যস্য। নিঃসন্দেহ।

নির্বিচেষ্ট (ত্রি) অজ্ঞান, জড়।

নির্বিতর্ক (ত্রি) নির্গতো বিতর্ক যস্মাৎ। ১ বিতর্কশূন্য। ২ পাতঞ্জলদর্শনোক্ত সমাধিভেদ। [নির্বিচার দেখ।]

নির্বিণ্ণ (ত্রি) নির্-বিদ ক্ত নির্ব্বিণ্ণস্য উপসংখ্যানাৎ পরস্য ণত্বম্। নির্ব্বেদযুক্ত। খিন্ন। ৩ প্রাপ্তবৈরাগ্য, বিরক্ত।

"যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগাঽস্য সিদ্ধিদঃ॥"
(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু)

নির্বিদ্য (ত্রি) নির্নাস্তি বিদ্যা যস্য। ১ বিদ্যাহীন, মূর্খ। (কামন্দকী ।৫৮) ২ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য।

নির্বিধিৎস (ত্রি) ১ কার্য্য করিতে অনিচ্ছুক। ২ আসক্তি-বিহীন।

নির্বিন্ধ্যা (স্ত্রী) নির্গতঃ বিন্ধ্যাৎ। ১ বিন্ধ্যপর্ব্বতনিঃসৃত। স্ত্রিয়াং টাপ্। বিন্ধ্যপর্ব্বত হইতে নির্গত নদীভেদ।

"নির্বিন্ধ্যায়াঃ পথি ভবরসাভ্যন্তরঃ সন্নিপত্য।" (মেঘদূত ৩০)

তাপী পয়োষ্ণী প্রভৃতি নদী বিন্ধ্যপর্ব্বত হইতে বহির্গত হইয়াছে।

"নর্ম্মদা সুরসাদ্যাশ্চ নদ্যো বিন্ধ্যবিনির্গতাঃ।
তাপী পয়োষ্ণী নির্বিন্ধ্যা কাবেরীপ্রমুখা নদী।" (বিষ্ণুপুরাণ)

নির্বিবর (ত্রি) ১ ছিদ্রশূন্য। ২ অবিরাম, । নিরত।

নির্বিবাদ (ত্রি) কলহশূন্য, আপত্তিরহিত।

নির্বিবিৎসু (ত্রি) জানিতে অনিচ্ছুক।

নির্বিবেক (ত্রি) বিবেচনারহিত, অবিবেকী।

নির্বিভেদ (ত্রি) অভিন্ন, ভেদরহিত।

নির্বিমর্শ (ত্রি) চিন্তাহীন, বিমর্শশূন্য।

নির্বিরোধ (ত্রি) বিরোধহীন, অবিবাদী, নিরীহ, শান্ত।

নির্বিরোধিন্ (ত্রি) নির্ব্বিরোধ অস্ত্যর্থে ইনি। নিরীহ, শান্ত, নির্বিবাদী।

নির্বিশঙ্ক (ত্রি) শঙ্কারহিত, নিঃশঙ্ক, নির্ভয়।

নির্বিশঙ্কিত (ত্রি) শঙ্কাহীন, ভয়রহিত।

নির্বিশেষ (ক্লী) নির্গতো বিশেষো যস্য। ১ সর্ব্বদৈকরূপ বিশেষরহিত পরব্রহ্ম। (ত্রি) ২ বিশেষরহিত, তুল্যরূপ।

"অম্বরং সাগরং চোভৌ নির্বিশেষমপশ্যত।" (রামা° ৫।৭৪।৩১)

নির্বিশেষত্ব (ক্লী) বিশেষণরহিত, পরব্রহ্ম। (ত্রি) বিশেষণ-রহিত। (ভাগ° ২।১০।৩৩)

নির্বিশেষণ (ক্লী) পার্থক্যহীনতা, অভেদত্ব।

নির্বিশেষবৎ (ত্রি) নির্বিশেষতুল্য।

নির্বিষ (ত্রি) নির্গতং বিষং যস্মাৎ। বিষরহিত, বিষহীন।

নির্বিষঙ্গ (ত্রি) কর্ম্মে অনাসক্ত, আসক্তিরহিত।

"কণং ব্রহ্মানি সংস্তুত্য নির্বিষঙ্গঃ সমাহিতঃ।" (ভাগ° ৪।২২।৫১)

'নির্বিষঙ্গ কর্ম্মসু অনাসক্তঃ' (শ্রীধরস্বামী)

নির্বিষয় (ত্রি) অগোচর, যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। বিষয়-শূন্য, ব্যাপারশূন্য।

"কিং চৈব কাব্যং প্রবিরলবিষয়ং নির্বিষয়ং বা স্যাৎ।"
(সাহিত্যদ°)

নির্বিষা (স্ত্রী) নির্বিষ-টাপ্। অবিষা, তৃণভেদ। চলিত নির্বিষী। মুস্তক সদৃশ তৃণ, পর্য্যায়—অপবিষা, নির্বিষী, বিষহা, বিষাপহা, বিষঘ্নী, বিষাভাবা, অবিষা, বিষবৈরিণী। ইহার গুণ—কটু, শীতল, কফ, বাত ও অস্রদোষনাশক। অনেক বিষদোষনাশক এবং ব্রণ নির্ম্মূলকারক।

"নির্বিষা কটুকা শীতা কফবাতাস্রদোষনুৎ।
অনেকবিষঘ্নী চ ব্রণনির্ম্মূলকারিণী॥" (রাজনি°)

নির্বিষাণ (ত্রি) শৃঙ্গহীন।

নির্বিষি, ডাক্তার এফ্ হামিল্টন বলেন যে, নেপালে যে একো-নাইট পাওয়া যায়, উহা চারি জাতিতে বিভক্ত,—

১ সিজিয়া বিখ, ২ বিষ বা বিখ, ৩ বিখ্‌ম ও ৪ নির্বিষি।

তিনি বলেন, নির্বিষিতে বিষজাতীয় কোন দ্রব্য নাই। এই নির্ব্বিষি একোনাইট বিশেষের মূল। মিষ্টার কোলব্রুক্ বলেন যে, এই নির্বিষি বিষনাশক এবং ইহা দ্বারা শরীরের বিষ বহির্গত হইয়া রক্ত বিশুদ্ধ হয়। ডাক্তার ডাইমকের (Dr Dymock) মতে হিন্দুচিকিৎসকগণ একোনাই-টকে নির্বিষি বলেন না; হিন্দুদের উক্ত নির্বিষি অন্য এক প্রকার লতা, উহা বিষনাশক, এবং হিন্দুদিগের নির্বিষ শব্দ এই নির্বিষি হইতে ভিন্ন, বিষ অর্থে যাবতীয় বিষকে বুঝায়; বিষি শব্দের অর্থ কোন নির্দ্দিষ্ট গাছগাছড়ার বিষ।

এক কথায় বলিতে গেলে, পুরাকালে নির্বিষি নামে নির্দ্দিষ্ট বৃক্ষ ছিল বলিয়া বোধ হয় না; তবে যে সময়ে একোনাইট বিষ-নাশক, যে লতাপাতাজাত ঔষধ প্রস্তুত হইয়াছে, সেই সমস্তই ঔষধ নির্বিষি নামে অভিহিত হইত। আসাম হইতে Costus root পাওয়া গিয়াছিল, উহাকেই অধিবাসিরা নির্বিষি কহিত। হিমালয়ের মেষ-পালকেরা এক প্রকার একোনাইট ভক্ষণ করে, উহাতে আদৌ বিষ নাই। বরং উহা বলকারক। কোলব্রুক বলেন, নির্বিষি এবং জেড়বার একই। এন্‌স্লীর (Ainslie) মতে, হামিল্টনবর্ণিত Nirbishie শব্দ Nirbisi হইতে পৃথক্। তিনি বলেন, Nirbisi শব্দের লাটিন নাম

Curcuma Zedoaria, কিন্তু আধুনিক উদ্ভিদ্ বিদ্যাবিদ্‌দিগের মতে Delphinium denudatum। যেহেতু হিমালয়ের কোন কোন স্থানবাসিরা শেষোক্ত ঔষধের বৃক্ষকেই নির্বিষি কহিয়া থাকে। Cynantns Lobatus নামক নেপালীয় প্রকৃত নির্বিষি বৃক্ষের মূল, তৈলে সিদ্ধ করিয়া ঐ তৈল বাতের উপর প্রলেপ দিলে, বাত আরোগ্য হয়। ভোটরাজ্যে যে নির্বিষি আছে, উহার মূল, ভোটিয়েরা, দন্তে বেদনা হইলে চিবায়। হিমালয় পর্ব্বতের Delphinium denudatum দক্ষিণ ভাগে জন্মে। সিমলা হইতে আরম্ভ করিয়া কুমায়ুন এবং কুলু পর্য্যন্ত ইহা মূলীল নামে খ্যাত। কিন্তু এখানকার অধিবাসিরা ইহাকে নির্বিষি বলে না, বা ইহা ঔষধ গুণ-সম্পন্ন বলিয়াও জানা যায় না।

মীর মহম্মদ হোসেন ৫ প্রকার জড়বারের উল্লেখ করেন। ইহাদের মধ্যে খাটাই বৃক্ষ সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষ উপকারী। ইহার আস্বাদ প্রথমে মিষ্ট, পরে অত্যন্ত তিক্ত। ইহার বাহিরের রং কাল, কিন্তু ভিতরের রং বেগুণে ও কটা। মিশ্রিত এবং গ্রন্থি-বিশিষ্ট। তিব্বত, নেপাল ও রংপুরে দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকারের বৃক্ষ দেখা যায়। ৪র্থ প্রকারের বৃক্ষ ঈষৎ কাল, অত্যন্ত তিক্ত, এবং ইহার আকৃতি জৈতুন বা আটাজামের গাছের (Olive) ন্যায়। কথিত আছে যে, দাক্ষিণাত্যের পাশ্চাত্য প্রদেশে ইহা জন্মে, সুতরাং উহা Delphiniun or Aconitum জাতীয় নহে। পঞ্চম প্রকার স্পেনদেশজাত ঔষধ, উহার নাম Antila। ডাক্তার মুদীন্ সেরিফ বলেন, দক্ষিণ ভারতের বাজারে তিন প্রকার জড়বার বিক্রয় হয়, উহারা বিষাক্ত পদার্থবর্জ্জিত ও একোনাইটজাতীয়। এইরূপ নানা স্থানে নানা প্রকার নির্বিষি দৃষ্ট হয়।

নির্বিষ্ট (ত্রি) নির্-বিশ-ক্ত। ১ কৃতনিবেশ, কৃতভোগ। ২ প্রাপ্তবেতন, লব্ধভৃতি। ৩ কৃতবিবাহ, বিবাহিত।

"জ্যেষ্ঠেঽনির্বিষ্টে কনীয়ান্ নিবেশাৎ পরিবেত্তা ভবতি" (উদ্বাহতত্ত্ব)

৪ কৃতাগ্নিহোত্র। ৫ ভোগ্য।

"স্বনির্ম্মিতেষু নির্বিষ্টোভুঙ্‌ক্তে ভূতেষু তদ্‌গুণান্।" (ভা° ১।২অ°)

৬ যুক্ত।

"নির্বিষ্টং বেতনলব্ধং নিবেশোভৃতিভোগয়োরিত্যুক্তে:" (একাদশীতত্ত্ব)

নির্বীজ (ত্রি) নির্গতং বীজমস্য। ১ বীজশূন্য। ২ কারণ-রহিত। (পুং) ৩ পাতঞ্জলোক্ত সমাধিভেদ।

"তস্যাপি নিরোধে সর্ব্বনিরোধাৎ নির্বীজঃ সমাধিঃ।" (পাতঞ্জল° ১।৫১)

সম্প্রজ্ঞাত বৃত্তি যখন নিরুদ্ধ হয়, তখন সর্ব্বনিরোধ নামক সমাধি হয়। তাৎপর্য্য এই যে, যোগী বহুকাল হইতে নিরোধাভ্যাস করিতেছিলেন, এখন সেই অভ্যাসের বলে, তাহার চিত্তের সেই অবলম্বনটীও নিরুদ্ধ বা বিলীন হইয়া গেল, চিত্ত যে বীজ অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান ছিল, এখন তাহাও নষ্ট হইল। সুতরাং তখন নির্বীজসমাধি হইবে। এই নির্বীজসমাধি যখন পরিপক্ক হইল, চিত্ত তখনই অমনি আপনার চিত্তভূমি প্রকৃতি আশ্রয় করিল। প্রকৃতিও স্বতন্ত্র হইলেন, সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মাও প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্ত হইলেন। তখন আর তাহার শরীর এবং জন্মমরণও হইবে না। সুখদুঃখ প্রভৃতি কিছুই হইবেনা। (পাতঞ্জলদ°)

নির্বীজা (স্ত্রী) নির্বীজ-টাপ্। কাকলী দ্রাক্ষা। (রাজনি°)

নির্বীর (ত্রি) নির্গতো বীরো যস্মাৎ। বীরশূন্য।

"নাকৃষ্টং ন চ টঙ্কিতং ন নমিতং নোত্থাপিতং স্থানতঃ।
কেনাপীদমহোদমদ্ধনুরতো নির্ব্বীরমুর্ব্বীতলম্॥" (মহানাটক)

নির্বীরা (স্ত্রী) নির্গতো বীরবৎ পতিঃ পুত্রো বা যস্যাঃ। অবীরা, পতিপুত্রবিহীনা (হেমচ° ৩।১৯৮)

নির্বীরুধ (ত্রি) নির্গতা বীরুধা যস্যাঃ। বীরুধশূন্য, লতাশূন্য।

"ততোঽগ্নিমারুতৌ রাজন্ ন মুঞ্চন্ মুখতোরুষা।
মহীং নির্বীরুধং কর্ত্তুং সংবর্ত্তক ইবাত্যয়ে।" (ভাগ° ৪।৩০।৪৫)

নির্বীর্য্য (ত্রি) বীর্য্যহীন, নিস্তেজ। (শত° ব্রা° ২।১।২।১)

"উপ্যমানং মুহুঃক্ষেত্রং স্বয়ং নির্বীর্য্যতামিয়াৎ।" (ভাগ° ৭।১১।৩৩)

নির্বৃক্ষ (ত্রি) বৃক্ষশূন্য, বৃক্ষহীন। (কামন্দকী° ১৪।৩৬)

নির্বৃত (ত্রি) নির্-বৃ-ক্ত। সুস্থ।

নির্বৃতি (ত্রি) নির্-বৃ-ক্তিন্। সুস্থিতি, স্বচ্ছন্দ, সুখ।

"জনকস্তু দশাং দৃষ্টা রাজ্যস্থস্য মহাত্মনঃ।
স নির্বৃতিং পরাং প্রাপ্য পিতুরাশ্রমসংস্থিতঃ॥" (দেবীভাগ° ১।১৯।২)

২ মোক্ষ। ৩ মৃত্যু। ৪ শান্তি। (পুং) ৫ বিদর্ভবংশীয় বৃষ্ণির পুত্র। (ভাগ° ৯।২৪।৩)

নির্বৃত্ত (ত্রি) নির্-বৃত-ক্ত। নিষ্পন্ন।

"বিপ্রে ন্যূনে ত্রিভির্বর্ষৈর্ম্মৃতে শুদ্ধিস্তু নৈশিকী।
নির্বৃত্তচূড়কে বিপ্রে ত্রিরাত্রাচ্ছুদ্ধিরিষ্যতে॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

নির্বৃত্তাত্মন্ (পুং) বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৭৭)

নির্বৃত্তশত্রু (পুং) দ্বাপরযুগীয় যদুবংশীয় নৃপভেদ। (হরিবং° ১১৭ অ°)

নির্বৃত্তি (স্ত্রী) নির্-বৃত-ভাবে-ক্তিন্। নিষ্পত্তি।

"ন বিনা ভাবৈর্লিঙ্গং ন বিনা লিঙ্গেন ভাবনির্বৃত্তিঃ।"
(সাংখ্যকা°)

(ত্রি) নির্গতা বৃত্তির্জীবিকা যস্য। ২ জীবিকারহিত, জীবিকাহীন।

নির্বৃষ (স্ত্রী) বর্ষণ রহিত।

নির্বেগ (ত্রি) গতিহীন, স্থির।

নির্বেতন (ত্রি) বেতনহীন, যিনি বেতন গ্রহণ করেন না।

নির্ব্বেদ (পুং) নির্-বিদ-ভাবে-ঘঞ্। ১ স্বাবমাননা, নিজের অপমান।

"যৈবৈর্বুদ্ধং কৃতং চোগ্রং প্রহ্লাদস্তু পরাজিতঃ।
নির্ব্বেদং পরমং প্রাপ্তঃ জ্ঞাত্বা ধর্ম্মং সনাতনম্॥" (দেবীভা° ৪।১০।৩৭)

২ শান্তরসের স্থায়িভাব।

"নির্ব্বেদঃ স্থায়িভাবোঽস্তি শান্তোঽপি নবমো রসঃ।" (কাব্যপ্র°)

৩ পরম বৈরাগ্য।

"ততঃ কদাচিন্নির্বেদাৎ নিরাকারাশ্রিতেন চ।
লোকতন্ত্রং পরিত্যক্তং দুঃখার্ত্তেন ভৃশং ময়া॥"
(ভারত শান্তিপ° মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বাধ্যায়) ৪ বৈরাগ্য।

"তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ।" (গীতা)

৫ খেদ। ৬ বহুকালদ্বারা অসিদ্ধ-পদার্থের নিষ্প্রয়োজনত্ব-জ্ঞানে অনুতাপভেদ। (ত্রি) নির্গতো বেদা যস্মাৎ। ৭ বেদরহিত।

নির্ব্বেদবৎ (ত্রি) নির্বেদ-মতুপ্ মস্য বঃ। বেদদ্বেষী।

নির্বেধিম (পুং) সুশ্রুতোক্ত কর্ণবেধন আকারভেদ। (সুশ্রুত)

নির্বেপন (ত্রি) কম্পনহীন।

নির্ব্বেশ (পুং) নির্-বিশ-ঘঞ্। ১ ভোগ। ২ বেতন। ৩ মূর্চ্ছন। ৪ বিবাহ। নির্ পূর্ব্বক বিশ ধাতুর বিবাহ অর্থ হইয়া থাকে।

"কালমেব প্রতীক্ষতে নির্বে(র্দে)শং ভৃতকো যথা।" (মনু)

নির্ব্বেশনীয় (ত্রি) ভোগ্য, লভ্য।

নির্বেষ্টন (ক্লী) নিতরাং বেষ্টনমত্র। নাড়ীচীর, সূত্রবেষ্টন-নলিকা। (হারাবলী)

(ত্রি) নির্গতং বেষ্টনং যস্মাৎ। ২ বেষ্টনরহিত।

নির্বেষ্টব্য (ত্রি) ১ প্রবেশনীয়। ২ পরিশোভিত। ৩ পুরস্কারযোগ্য।

নির্বেষ্টুকাম (পুং) নির্বেষ্টুং কামঃ যস্য, তুমোঽন্তলোপঃ। বিবোঢ়ুকাম, বিবাহ করিতে ইচ্ছুক।

"নির্বেষ্টুকামো রোগার্ত্তো যিয়ক্ষুর্ব্যসনে স্থিতঃ।
অভিযুক্তস্তথাঽন্যেন রাজকর্ম্মোদ্যতস্তথা॥" (নারদ)

নির্বৈর (ত্রি) শত্রুভাববর্জ্জিত, মিত্র, বৈরতা-রহিত।

নির্বৈরিণ (ক্লী) শত্রুতাহীন।

নির্বোঢ়ৃ (ত্রি) বহনকারী, বিভাগকারী।

নির্বোধ (ত্রি) জ্ঞানহীন, মূর্খ। বোধরহিত।

নির্ব্যঞ্জন (ত্রি) ব্যঞ্জনহীন।

নির্ব্যথ (ত্রি) ব্যথাহীন।

নির্ব্যথন (ক্লী) নির্-ব্যথ-ভাবে ল্যুট্। ১ ছিদ্র। ২ নিতরাং ব্যথন, নিশ্চয়রূপে পীড়ন। (ত্রি) ৩ ব্যথাশূন্য, ব্যথাভাব।

নির্ব্যপেক্ষ (ত্রি) নিরপেক্ষ।

নির্ব্যলীক (ত্রি) অকপট, সত্য।

"ধর্ম্মং স্থাপ্যং সকরুণং নির্ব্যলীকং সমং মহৎ।" (ভাগ° ১।৪।৪৯)

নির্ব্যাকুল (ত্রি) ব্যাকুলতাশূন্য, স্থিরচিত্ত।

নির্ব্যাঘ্র (ত্রি) ব্যাঘ্রপরিশূন্য। ব্যাঘ্রাদির উপদ্রবরহিত স্থান।

নির্ব্যাজ (ত্রি) ১ অকপট, সরল। ২ বাধাহীন।

নির্ব্ব্যাধি (ত্রি) ব্যাধিশূন্য। রোগমুক্ত।

নির্ব্যাপার (ত্রি) নির্গতো ব্যাপারো যস্মাৎ। ব্যাপারশূন্য।

"দধার মৈথিলীকণ্ঠ নির্ব্যাপারেণ বাহুনা।" (রঘু ১৫।৫৬)

নির্ব্যূঢ় (ত্রি) নির্-বি-বহ-ক্ত। ১ নিষ্পন্ন। ২ সমাপ্ত। ৩ সুসম্পন্ন। ৪ স্থির, অপ্রতিবন্ধ, যথেষ্ট বিনিয়োগার্হ।

"স্ত্রীণাং পতিপুত্রাদিধনে ন নির্ব্যূঢ়ং স্বত্বং, পুংসান্তু তন্নির্ব্যূঢ়ং অপ্রতিবন্ধকতয়া যথেষ্টবিনিয়োগার্হত্বাৎ" (দায়ভাগ)

নির্ব্যূহ (পুং) নির্ব্যূহ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। নির্য্যূহ, নাগদন্তাকার কাষ্ঠ। (হেমচ°)

"দ্বারতোরণনির্ব্যূহধ্বজসংবাহশোভিনা।" (ভা°বন° ১৬০ অ°)

(ত্রি) ২ ব্যূহরহিত সৈন্যাদি।

নির্ব্রণ (ত্রি) ১ ব্রণরহিত। ২ অক্ষত।

নির্ব্রত (ত্রি) যাগযজ্ঞহীন। ব্রতাচারশূন্য। ব্রতাদিতে বীতশ্রদ্ধ।

নির্ব্রস্ক (ত্রি) ১ উন্মূলিত। ২ ধ্বংসপ্রাপ্ত।

নির্ল্লয়নী (স্ত্রী) সর্পত্বক্। [নির্ব্বয়নী দেখ।]

নির্হরণ (ক্লী) নিশ্চয়েন হরণং, নির্-হৃ-ল্যুট্। শবদাহ, দাহের জন্য শবাদির বহির্হরণ, নিঃসারণ।

"তস্য নির্হরণাদীনি সম্পরেতস্য ভার্গব।
যুধিষ্ঠিরঃ কারয়িত্বা মুহূর্ত্তং দুঃখিতোঽভবৎ॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

২ দহন। ৩ নাশন। (ভাগ° ৭।৭।২৮)

নির্হরণীয় (ত্রি) নিঃসারণযোগ্য, শবাদির বহির্হরণ বা স্থানান্তরে অপসৃত করণ।

নির্হর্ত্তব্য (ত্রি) অপসারিতকরণযোগ্য।

নির্হস্ত (ত্রি) ১ হস্তশূন্য। হস্তরহিত। ২ কর্ম্মাদিতে অপারগ। ৩ লোকবলহীন।

নির্হ্রাদ (পুং) নির্-হ্রদ-ঘঞ্। শব্দভেদ। পক্ষিপ্রভৃতির শব্দ।

"সারসানাঞ্চ নির্হ্রাদমত্রোদকমসংশয়ম্।" (ভার° বন°)

নির্হার (পুং) নির্-হৃ ঘঞ্। ১ নিখাত শল্যাদির উদ্ধরণ।

অভ্যবকর্ষণ। ২ মলমূত্রাদিত্যাগ। ৩ প্রেতদেহের দাহার্থ বহির্নয়ন। ৪ যথেষ্ট বিনিয়োগ।

"ন নির্হারং স্ত্রিয়ঃ কুর্য্যুঃ কুটুম্বা বহুমধ্যগাৎ।
স্বকাদপি চ বৃত্তাদ্ধি স্বস্য ভর্ত্তুরনাজ্ঞয়া॥" (মনু)

নির্হারক (ত্রি) নির্হরতি বহির্গময়তি নির্-হৃ-ণ্বুল্। গৃহ হইতে শবাদির বহিষ্করণ।

"প্রেতনির্হারকাশ্চৈব বর্জ্জনীয়া প্রযত্নতঃ।" (মনু)

নির্হারিন্ (পুং) নির্হরতি দূরং গচ্ছতি নির্-হৃ-ণিনি। দূরগামিগন্ধ।

"ইষ্টশ্চানিষ্টগন্ধশ্চ মধুরঃ কটুরেব চ।
নির্হারী সংহতঃ স্নিগ্ধো রুক্ষো বিশদ এব বা॥" (ভা' ১২।১৮৪।১১)

(ত্রি) ২ নির্হরণকর্ত্তা। ৩ শবাদির বহির্নিষ্কারক।

নির্হিম (অব্য) হিমস্যাভাবঃ অব্যয়ীভাবঃ। ১ হিমাভাব। নির্গতং হিমং যস্মাৎ। (ত্রি) ২ হিমশূন্য।

নির্হৃত (ত্রি) অপহৃত। স্থানান্তরিত। বহিষ্কৃত।

নির্হৃত্য (ত্রি) ভুলক্রমে নীত।

নির্হৃতি (স্ত্রী) স্বপক্ষচ্যুত। স্থানান্তরে আনীত।

"সম্বর্দ্ধনং প্রধানানাং নিরস্তানাঞ্চ নির্হৃতিঃ।
(কাম'নীতি' ১৩।৫০১)

নির্হেতু (ত্রি) ১ কারণহীন। তর্কবহির্ভূত।

নির্হ্রাদ (পুং) নি-হ্রদ-ঘঞ্। শব্দভেদ, পক্ষী প্রভৃতির শব্দ।

"সারসৈঃ কলনির্হ্রাদৈঃ ক্বচিদুন্নমিতাননৌ" (রঘু ১।৪১)

নির্হ্রাদিন্ (পুং) শব্দযুক্ত। ধ্বনিত।

নির্হ্রাস (পুং) নিঃশেষেণ হ্রাসঃ। নিতান্ত হ্রাস। ক্ষয়প্রাপ্ত।

নির্হ্রীক (ত্রি) নির্ভীক, সাহসী, লজ্জাদি শূন্য।

নিল, একজন ইংরাজ সেনাধ্যক্ষ। দ্বিতীয় ব্রহ্মযুদ্ধে ইনি বিশেষ শৌর্য্য প্রকাশ করেন। সিপাহী যুদ্ধের সময়েও ইনি বিশেষ বল, বুদ্ধি ও সাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন। [সিপাহীযুদ্ধ দ্রষ্টব্য।]

নিলন, তিব্বতস্থ একটী গ্রাম। চুঙ্গশ (Chungsa) জেলার জাহ্নবী অথবা নিলন্ (Nilun) নদীর তীরে অবস্থিত। ইহা চাপরাঙ্গের এলাকাভুক্ত। উক্ত নগর হইতে ৬ দিনের পথ দূরে স্থিত। অক্ষা' ৩১°৬´ উঃ, দ্রাঘি' ৭৮° ৫৯´ পূঃ। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১১১২১ ফিট্ উচ্চ। এই স্থান হইতে চাপরাঙ্গ পর্য্যন্ত একটী প্রশস্ত রাস্তা আছে।

নিলন্, উত্তর ভারতবর্ষের একটী নদী। তিব্বত হইতে প্রবাহিত হইয়া হিমালয় ভেদপূর্ব্বক ভাগীরথী অর্থাৎ গঙ্গা নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। কলিকাতায় যে নদী হুগলী নামে প্রবাহিত, প্রকৃত পক্ষে উক্ত নদী অতি দূরবর্ত্তী স্থান হইতে উৎপন্ন, এই নদীকেই কেহ নিলন মনে করেন।

নিলয় (পুং) নিলীয়তে অস্মিন্নিতি নি-লী-অচ্। ১ গৃহ, আবাসস্থান। "সঞ্চারপূতানি দিগন্তরাণি কৃত্বা দিনান্তে নিলয়ায় গন্তুম্।" (রঘু ২।১৫)

২ নিঃশেষরূপে লয়, অদর্শন।

৩ আশ্রয়স্থান। "তং ভূতনিলয়ং দেবং সুপর্ণমুপধাবত।" (ভাগ' ৮।১।১১)

নিলয়ন (ক্লী) নিলীয়তে অত্র নি-লী আধারে ল্যুট্। নীড়, দাবাশ্রয়। "নিলয়নঞ্চানিলয়নঞ্চ" (তৈত্তি'উপ')। 'নিলয়নং নীড়মাশ্রয়ো মূর্ত্তস্যৈব ধর্ম্মঃ' (ভাষ্য) ভাবে ল্যুট্। ২ শ্লেষণ, সম্বন্ধ।

"উত্তমাঙ্গে নিলয়নং কপোতকঙ্কপ্রভৃতীনাম্।" (সুশ্রুত)

নিলবাল, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত কাঠিয়াবাড়ের গোহেলবার বিভাগস্থ এক ক্ষুদ্র রাজ্য। ইহাতে মোট একটী গ্রাম ও দুইটী বিভিন্ন করদাতা আছে। এই স্থানের বার্ষিক আয় ২৪৫০ টাকা, তন্মধ্য হইতে বৃটীশ গবমেণ্টকে ৫১১৲ টাকা ও জুনাগড়ের নবাবকে ১৫৪ টাকা খাজনা দিতে হয়। অধিবাসীরা অধিকাংশই কাঠি জাতি।

নিলাম, (নীলাম) আধুনিক ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ শব্দ আলোচনায় এইরূপ অনুমান করেন যে, হিন্দি নীলাম (Nilam) ও পর্ত্তুগীজ লীলাও (Leilao) শব্দ, চীন 'ইলাঙ্' (Ye-lang) শব্দ হইতে উৎপন্ন, কিন্তু আময় (Amoy) লী-লাং (Le-lang) এবং স্বটাও (Swatow) 'লয়-লাং' (Loy-lang) শব্দ হইতে নিলাম শব্দ উৎপন্ন হওয়ারই অধিক সম্ভাবনা। কোন দ্রব্যবিক্রয়ার্থ ঘোষণা করা বা প্রকাশ্য স্থানে উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করার নাম নিলাম।

নিলিম্প (পুং) নিলিম্পতীতি নি-লিপ (নৌ লিম্পের্ব্বাচ্যঃ। পা ৩।১।১৩৮ ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা শঃ। দেব, দেবতা। (ত্রিকা')

নিলিম্প-নির্ঝরী (স্ত্রী) নিলিম্পানাং দেবানাং নির্ঝরী নদী। গঙ্গা। "জটাকটাহসম্ভ্রমভ্রমন্নিলিম্প-নির্ঝরী।"
(রাবণকৃত গঙ্গাস্তব।)

নিলিম্পা (স্ত্রী) নি-লিপ শ, মুচাদিত্বাৎ নুম্,) স্ত্রিয়াং টাপ্। স্ত্রীগবী। (ত্রিকা')

নিলিম্পিকা (স্ত্রী) নিলিম্পা এব স্বার্থে কন্, টাপি অত ইত্বং। সৌরভেয়ী, স্ত্রীগবী। (হেমচন্দ্র ৪।৩৩২)

নিলীন (ত্রি) নিতরাং লীনঃ নি-লী-ক্ত। নিঃশেষরূপে লীন, সংলগ্ন, অত্যন্ত সম্বদ্ধ।

"বনানি তোয়ানি চ নেত্রকল্পৈঃ
পুষ্পৈঃ সরোজৈশ্চ নিলীনভৃঙ্গৈঃ।" (ভট্টি ২।৫)

নিলীনক (ত্রি) নিলীনস্য অদূরদেশাদি, ইতি ঋশ্যাদিত্বাৎ ক। তৎসন্নিকৃষ্টদেশাদি, নিলীনসন্নিকৃষ্টদেশ প্রভৃতি।

নিবক্ষস্ (পুং) যজ্ঞাদিতে উৎসর্গ জীবের সংজ্ঞাভেদ।

নিবচন (ক্লী) নিরন্তরং বচনং' প্রাদিতৎ। নিরন্তর বচন, নিরন্তর বাক্য। "তদেতন্নিবচনমিবাস্তি" (শত°ব্রা° ২।৪।৪।৪)। 'নিবচনং নিরন্তরবচনং' (ভাষ্য) অভাবার্থে অব্যয়ীভাবঃ। ২ বচনাভাব।

নিবচনে (অব্য) নিবচনং বচনাভাবঃ, নিপাতনাৎ এতদন্তত্বং। বচন-নিয়ম, বাক্যনিয়ম।

নিবৎ (ত্রি) নি বেদে বতি। নিম্নগতাদি। "নিবতঃ নিম্নগতান্" (সিদ্ধান্তকৌ° ।) "তৃণং নিবৎস্বপঃ" (ঋক্১।১৬১।১১) 'নিবৎসু প্রবণদেশেষু' (সায়ণ)। ২ নিম্নদেশ। "স উদ্বতো নিবতো যাতি বেবিষৎ" (ঋক্ ৩।২।১০)। "নিবতঃ নীচৈর্ভাববতঃ প্রদেশান্" (সায়ণ)

নিবতা (স্ত্রী) ১ নিম্নগামী। ২ পর্ব্বতনিম্নাভিমুখে অবতরণ।

নিবতুঙ্গ বিঠোবা, প্রসিদ্ধ মন্দির, পুণা জেলার নান নামক বিভাগে অবস্থিত। একজন গোঁসাঞি ইহার প্রতিষ্ঠাতা। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে পুরুষোত্তম অম্বাদাস নামক গুজরাতের এক ধনী ৩০০০০ টাকা ব্যয়ে ইহার জীর্ণ সংস্কার করেন। মন্দিরমধ্যস্থ দেবমূর্ত্তি নিব তুঙ্গ কাঁটা বনের মধ্যে পাওয়া যায়, সেই কারণ, উক্ত বিঠোবাদেব নিবতুঙ্গ নামে প্রসিদ্ধ। মন্দিরটী অতি প্রশস্ত ও মনোরম। মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে একটী বিস্তৃত উদ্যান, তথায় মনুষ্যের স্নানোপযোগী এক প্রকাণ্ড চৌবাচ্চ বর্ত্তমান রহিয়াছে। সন্ন্যাসী ও ভিক্ষুকদিগের থাকিবার জন্য, এই মন্দিরের পশ্চিম সীমায় সংলগ্ন এক বিশাল আশ্রম আছে।

নিবপন (ক্লী) নি-বপ-ভাবে ল্যুট্। পিত্রাদির উদ্দেশে দান। "অত্র বা নিবপনম্" (কাত্যা° শ্রৌ° ৭।৭।২) 'অস্মিন্ কালে বা উত্তরদেশে সোমনিবপনং ভবতি' (কর্ক)।

"ঋষয়োধর্ম্মনিত্যাস্তু কৃত্বা নিবপনান্যুত।" (ভারত ১৩।৯২।২)

নিবর (ত্রি) নি অন্তর্ভূতণ্যর্থে বৃ-কর্ত্তরি অচ্। ১ নিবারক। "আহু মে নিবরো ভবৎ" (ঋক্ ৮।৯৩।১৪) 'নিবরো নিবারয়িতা' (সায়ণ)।

নিবরা (স্ত্রী) নিতরাং ব্রিয়তে ইতি নি-বৃ-অপ্ (গ্রহবৃদৃনিশ্চিগমশ্চ। পা ৩।৩।৫৮) ইতি কর্ম্মণি অপ্ ততষ্টাপ্। কুমারী, অবিবাহিতাকন্যা। (মিতাক্ষরা)

নিবর্ত্ত (ত্রি) প্রত্যাবৃত্ত, ফিরাইয়া আনা।

"আ নিবর্ত্ত নিবর্ত্তয়" (ঋক্ ১০।১৯।৮)

নিবর্ত্তক (ত্রি) প্রতিবন্ধক, পলায়নরত, প্রত্যাখ্যাত।

নিবর্ত্তন (ক্লী) নি বৃত-ণিচ্ ভাবে ল্যুট্। ১ নিবারণ। ২ ক্ষেত্রভেদ, এক বিঘা পরিমাণ ভূমি।

"নিবর্ত্তনসমং বা যো বিষ্ণবে বিনিবেদয়েৎ।
সর্ব্বগীর্ব্বাণনিলয়ে স ক্রীড়তি যুগাবধি॥
নিবর্ত্তনশতেনাপি যঃ প্রীণয়তি কেশবম্।
শতযোজনবিস্তীর্ণে স রাজা ভূতলে ভবেৎ॥"
(হেমাদ্রি দানখণ্ডধৃত বরাহপু°)

নিবর্ত্তন-সমভূমি যে ব্যক্তি বিষ্ণুকে দান করে, সে যুগাবধি স্বর্গলোকে খেলা করে। ৩ সাধন, সুসম্পন্নকরণ। ৪ যুর্ণন, কার্য্যাদি হইতে অপসরণ। এই শব্দ 'প্রবর্ত্তন' শব্দের বিপরীত অর্থবাচক।

নিবর্ত্তনস্তূপ, একটী বৌদ্ধ স্তূপ। ছন্দক বুদ্ধদেবকে রাজ্যের সীমায় ছাড়িয়া দিয়া, পুনরায় কপিলবাস্তু অভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইলে, যে স্থানে রথ রক্ষা করিয়া স্বয়ং বিশ্রামলাভ করেন, ঠিক সেই স্থলে এই স্তূপ নির্ম্মিত হয়। চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌ৎসিয়াং এই স্তূপ দেখিয়া গিয়াছেন।

নিবর্ত্তনীয় (ত্রি) নি-বৃত-ণিচ্-অনীয়র্। ভ্রমণশীল, প্রত্যাখ্যান্‌করণযোগ্য।

নিবর্ত্তমান (ত্রি) যে ফিরিতেছে।

নিবর্ত্তয়িতব্য (ত্রি) নি-বৃত-ণিচ্-তব্য। নিবারণযোগ্য।

নিবর্ত্তিত (ত্রি) নি-বৃত-ণিচ্-ক্ত। প্রত্যাকৃষ্ট, যাহাকে ফিরাইয়া আনা হইয়াছে, নিবারিত।

নিবর্ত্তিতব্য (ত্রি) নি-বৃত-ণিচ্-তব্য। যাহাকে ফিরাইয়া আনা উচিত।

নিবর্ত্তিতপূর্ব্ব (ত্রি) যে পূর্ব্বে ফিরিয়া গিয়াছে।

নিবর্ত্তিন্ (ত্রি) ১ সংগ্রামাদি হইতে প্রত্যাবৃত্ত, পলায়িত। ২ নির্লিপ্ত।

নিবর্ত্ত্য (ত্রি) প্রত্যাবৃত্ত, প্রত্যাকৃষ্ট, নিবারিত। অনুতপ্ত। পুনর্প্রাপ্ত।

নিবর্হণ (ত্রি) উৎসন্ন, ধ্বংস, হত, অপসৃত।

নিবসতি (স্ত্রী) নিবসন্ত্যত্রেতি, নি-বস-অতিচ, (বহিবস্যর্ত্তিভ্যশ্চিৎ। উণ্ ৪।৬০) গৃহ। (শব্দরত্নাব°)

নিবসথ (পুং) নিবসন্ত্যত্রেতি, নি-বস-আধারে অথচ্। গ্রাম। (হেম ৪।২৩)

নিবসন (ক্লী) ন্যুষ্যতেঽত্র, নি-বস আধারে ল্যুট্। ১ গৃহ। ২ বস্ত্র। (হলায়ুধ)

"দ্বিতীয়ঞ্চ পরীদধৌ চীরমাদায় মৈথিলী।
চীরমাকুশলাদেবী সম্যগ্নিবসনে শুভা॥" (রামায়ণ ২।৩৭ স°)

নিবস্তব্য (ত্রি) নি-বস-তব্য। জীবনযাত্রানির্ব্বাহযোগ্য। অতিবাহনযোগ্য।

নিবহ (পুং) নিতরামুহ্যতে ইতি নি-বহ পুংসীতি ঘ। ১ সমূহ। "আঢো বল্লভরাবিব নিত্যং রাজ্যশ্রী জননিবহাঃ।" (পঞ্চতন্ত্র ৫৮) নিতরাং বহতীতি পচাদ্যচ্। ২ মহাবায়ুর অন্তর্গত বায়ুবিশেষ।

"নিবহো যত্র বাতেশঃ কেষাঞ্চিন্ন সুখপ্রদঃ।
ন প্রচণ্ডো ন চ মৃদুঃ প্রমাদী চ প্রভঞ্জনঃ।" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

যে বৎসর নিবহবায়ু বায়ুদিগের অধিপতি হয়, সেই বৎসর কাহারও সুখকর হয় না। এই বায়ু অতি প্রচণ্ড বা অতি মৃদু নহে। ৭টী বায়ুর মধ্যে, প্রতিবৎসর এক একটী বায়ু অধিপতি হইয়া থাকেন।

নিবাকু (ত্রি) নি-বচ্‌ বাহুলকাৎ ঘুণ্‌। নিবচনশীল।

নিবাত (ত্রি) নিতরাং বাতি গচ্ছত্যত্র নি-বা-অধিকরণে-ক্ত। ১ আশ্রয়। নিবাস। নিবৃত্তো বাতো যস্মিন্। ২ অবাত, বাতশূন্য।

"নিবাতপদ্মস্তিমিতেন চক্ষুষা
নৃপস্য কান্তং পিবতঃ সুতাননম্।" (রঘু ৩।১৭)

৩ শস্ত্রাভেদ্যবর্ম্ম, যে বর্ম্ম শস্ত্রদ্বারা ভেদ করা যায় না।

(অমর ও ভর ৬ ৩।৩।৮৪)

(পুং) নিবাতক। (ঋশ্যাদিত্বাৎ ক। পা ৪।২।৮০) এইরূপ পদ হইবে।

নিবাতকবচ (ত্রি) দৈত্যবিশেষ। এই দৈত্য হিরণ্যকশিপুর পৌত্র ও সংহ্লাদের পুত্র। (অগ্নিপু°)

নিবাতং শস্ত্রাভেদ্যং কবচং যেষামিতি। ২ দানববিশেষ। (পুংলিঙ্গে বহুবচনান্ত) ইহারা ইন্দ্রাদির শত্রু।

"নিবাতকবচা নাম দানবা দেবশত্রবঃ।
সমুদ্রকুক্ষিমাশ্রিত্য দুর্গে প্রতিবসন্ত্যুত।
তিস্রঃ কোট্যঃ সমাখ্যাতাস্তুল্যরূপবলপ্রভাঃ॥"

(ভারত ৩।১৬৮।৭১)

মহাভারতের মতে—দেবদ্বেষী অমিতবীর্য্য প্রায় তিনকোটি দানব ছিল, ইহারা নিবাতকবচ নামে খ্যাত। পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে এরূপ বর্ণিত আছে যে, নিবাতকবচগণ স্ববীর্য্যে দেবেন্দ্র প্রভৃতি অমরবৃন্দকে বারংবার পরাজয় করিয়া, দেবতাদিগের ত্রাসোৎপাদন করে। কঠোরতপস্যাপ্রভাবে পিতামহ ব্রহ্মার প্রীতিবর্দ্ধনপূর্ব্বক, উহারা নিরাপদে সমুদ্রকুক্ষিতে বাস করিবার ও দেবগণ কর্ত্তৃক পরাভূত না হইবার বর প্রাপ্ত হয়। তাহাদের অধিকৃত সমুদ্রকুক্ষি ও সেথানকার সমুদয় চিত্রিত বিশাল সৌধশ্রেণী পূর্ব্বে দেবরাজ ইন্দ্রের রাজস্বাধীন ছিল পরে ব্রহ্মার বরে বলীয়ান্ হইয়া, তাহারা দেবরাজকে পরাজিত ও ঐ স্থান হইতে দূরীভূত করে।

বীরশ্রেষ্ঠ তৃতীয় পাণ্ডব ধনঞ্জয়, ভ্রাতৃচতুষ্টয়সহ দুর্য্যোধন চক্রে চালিত হইয়া, বনবাসকালে অস্ত্রশিক্ষার্থ মহাদেবের প্রসন্নতা উৎপাদনপূর্ব্বক তদ্দত্তবরপ্রভাবে স্বর্গে গমন করেন। তথায় দেবরাজ, চিত্রসেন ও অন্যান্য বহুসংখ্যক অস্ত্রবিদ্ দেব, যক্ষ ও গন্ধর্ব্ব তাঁহাকে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দেন। দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ, পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ ও উপসংহার, অস্ত্রাদি-দগ্ধ ব্যক্তির পুনরুজ্জীবন ও পরাস্ত্রে অভিভূত স্বীয় অস্ত্রের উদ্দীপন, এই পঞ্চবিধ বিধি সম্যক্ শিক্ষাদানের পর ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ তাঁহাকে সন্তোষ চিহ্নস্বরূপ, বহুবিধ দিব্যাস্ত্রপ্রদানপূর্ব্বক গুরু-দক্ষিণা দিবার জন্য প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হইতে বলেন। অর্জ্জুন গুরু-দক্ষিণাদানে প্রতিজ্ঞা করিলে, ইন্দ্র তাঁহার উপর নিবাত-কবচদিগের বধভার অর্পণ করেন।

তদনন্তর দেবতুল্য বীর্য্যবান্ সমরকুশল তৃতীয় পাণ্ডব মাতলিসহ বৈরগামী দিব্য বিমানারোহণপূর্ব্বক নিবাতকবচ-দিগের বাসস্থান সম্মুখে উপনীত হন। দানবগণ অর্জ্জুনের স্বর্গ মর্ত্ত্য ও পাতালভেদী শঙ্খধ্বনি শ্রুত হইয়া, বৈর-নির্য্যাতন অভিলাষে, লৌহমুদ্গর, মুষল, পট্টিশ প্রভৃতি নানাবিধ খড়্গ ও অন্যান্য বহুসংখ্যক অস্ত্রশস্ত্রগ্রহণপূর্ব্বক সরোষে তাঁহার প্রতি ধাবিত হইল। তাঁহারা এরূপ মায়াবী ছিল যে,তাহাদের মায়াযুদ্ধ প্রভাবে, দৈববলী, লঘুহস্ত সব্যসাচীকেও সময় সময় হত-প্রভাব হইতে হইয়াছিল। যাহা হউক, অবশেষে তিনি বহু আয়াসে সেই দুর্দ্ধর্ষ দানবদিগকে সমূলে বিনাশপূর্ব্বক দেবতাদিগের প্রীতিবর্দ্ধন করেন। (মহাভারত বনপর্ব্ব ১৬৮-১৭৩ অঃ)

মহীতলের নিম্নে রসাতলে নিবাতকবচগণ বাস করিত। (ভাগ° ৫।২৪।৩০, রামায়ণ ৫।৭৮।১০।)

নিবান্যা (স্ত্রী) নিতরাং বাতি গচ্ছতি পাতৃত্বেন নি-বা-ক, নিবঃ পাতা অন্যঃ পরকীয়ো বৎসো যস্যাঃ। মৃতবৎসা গাভী, যে গাভীর দুগ্ধ অন্য কোন বৎস দ্বারা দোহন করা হয়।

"অভিমৃশার্দ্ধমপিষ্ট্বা নিবান্যা দুগ্ধে" (কাত্যা° শ্রৌ° ৫।৮।১৮)

নিবান্যবৎসা (স্ত্রী) নিবঃ পাতা অন্যস্যাঃ বৎসঃ অন্যবৎসো যস্যাঃ। স্বদুগ্ধপায়ি পরকীয়ো বৎসযুক্তা গাভী।

"নিবান্যবৎসামেষ্ট বৈ ব্রূয়াৎ তস্যৈ পয়সা জুহুয়াদার্ত্তং বা এতৎ পয়ো যন্নিবান্যবৎসায়াঃ" (শত° ব্রা° ১২।৫।১।৪)

নিবাপ (পুং) নিতরামুপ্যতে ইতি নি-বপ-ঘঞ্। মৃতোদ্দেশ্যক দান, মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে যে দান করা হয়, তাহাকে নিবাপ কহে। পর্য্যায় পিতৃদান, পিতৃতর্পণ, নিবপন, পিতৃদানক।

(শব্দর°)

"অপশোকমনাঃ কুটুম্বিনীং অনুগৃহ্নীষ্ব নিবাপদত্তিভিঃ।" (রঘু ৮।৮৬)

২ দানমাত্র। (ভরত)

উপ্যতে বীজমস্মিন্নিতি। ৩ ক্ষেত্র। (রাজতর° ৪।১৩০)

"অবনিং প্রমদা গাশ্চ নিবাপং বহুবার্ষিকম্।
তত্তে বিপ্র প্রদাস্যামি ন তু দশ্ম সকুণ্ডলম্॥"

(ভারত ৩।৩০১।৬)

নিবাপক (পুং) বীজবপনকারী, বপ্তা, বপক।

নিবাপিন্ (ত্রি) নিবপতীতি নি-বপ-ণিনি (নন্দিগ্রহিপচাদিভ্যো ল্যুণিন্যচঃ। পা ৩।১।১৩৪) ১ নিবাপকারী দাতা। ২ বপনকর্ত্তা।

নিবার (পুং) নি-বৃ-ভাবে ঘঞ্। ১ নিবারণ, বাধা। ঘঞ্ প্রত্যয় পরে 'নি'র ইকারের বাহুল্যপ্রযুক্ত বৃদ্ধি হইতে পারে, তাহা হইলে 'নীবার' এইরূপ পদ হইবে। [নীবার দেখ।]

নিবারক (ত্রি) নিবারয়তীতি নি-বারি-ণ্বুল্। নিবারণকারী।
"ন পাণ্ডবানাং সমরে কশ্চিদস্তি নিবারকঃ।" (ভা° ৮।১৭ শ্লো,)

নিবারণ (ক্লী) নি-বৃ-ণিচ্ করণে ল্যুট্। নিশ্চয়রূপে বারণ, নিরাকরণ।
"যদ্বাক্যতো ধর্ম্ম ইতীতরস্থিতো
ন মন্যতে তস্য নিবারণং জনাঃ।" (ভাগ° ১।৫।১৫)

নিবারণীয় (ত্রি) নি-বৃ-ণিচ্ অনীয়র্। নিবারণযোগ্য, নিবার্য্য।

নিবারিত (ত্রি) নি-বৃ-ণিচ্ ক্ত। কৃতনিবারণ। নিষিদ্ধ।
"নিবারিতাস্তেন মহীতলেঽখিলে-
নিরীতিভাবং গমিতেঽতিবৃষ্টয়ঃ।" (নৈষধ ১।১১)

নিবাশ (ত্রি) যন্ত্র বা গীতাদির উত্থিত শব্দ। "নিবাশা ঘোষাঃ সং যন্ত্বমিত্রেষু।" (অথর্ব্ব ১১।৯।১১)

নিবাস, স্মৃতি। আচ্ছাদন। অদন্ত চুরাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্-নিবাসয়তি। লোট্ নিবাসয়তু। লিট্ নিবাসয়াং চকার। লঙ্ অনিনিবাসৎ।
"নিবাসয়তি যশ্চিত্রং চীনাংশুকমিতি হলায়ুধঃ।" (দুর্গাদাস)

নিবাস (পুং) নি-বস আধারে ঘঞ্। ১ গৃহ। ২ আশ্রয় (হেম°)
"জগন্নিবাসো বসুদেবসদ্মনি" (মাঘ ১।১)
ভাবে ঘঞ্। ৩ বাস।
"কুম্ভকারস্য শালায়াং নিবাসং চক্রিরে তদা।" (ভারত ১।১৮৫।৬) ৩ বস্ত্র।
"নমশ্চর্ম্মনিবাসায় নমস্তে পীতবাসসে।" (হরিব° ১৮১।৪৮)

নিবাসক (ত্রি) নিবাসস্য অদূরদেশাদি, নিবাস চতুরর্থ্যাং ক তৎসন্নিকৃষ্ট দেশাদি।

নিবাসন (পুং) বৌদ্ধদিগের বস্ত্রবিশেষ।

নিবাসিন্ (ত্রি) নি-বসতীতি নি-বস-ণিনি। নিবাসবিশিষ্ট, নিবাসকর্ত্তা।
"তে তু কাসরমশ্নন্তি দেবরঃ পরিক্রৎকলে।
বস্তাঃ কালীনদীতীরে কান্তকুব্জনিবাসিনঃ॥" (কাব্যোদয়)

নিবাস্য (ত্রি) ১ বাসযোগ্য। ২ বস্ত্রাচ্ছাদিত।

নিবিড় (ত্রি) নিতরাং বিড়তি সংহন্যতে নি-বিড়-ক। ১ নীরন্ধ্র। ২ সান্দ্র, ঘন, পর্য্যায়—নিরবকাশ, নিরন্তর, নিবিরীষ, নীরন্ধ্র, বহল, দৃঢ়, গাঢ়, অবিরল।
"নিবিড়ঘটিতোরুযুগলাং খাসোত্তরস্তনার্পিতব্যজনাম্"
(আর্য্যাসপ্তশতী ৩২০)
নাসিকায়া নতম্, নি-বিড়চ্ (নেবিড়চ্বিরীসচৌ। পা ৫।২।৩২) ৩ নত-নাসিকাযুক্ত, অবটীট। স্ত্রিয়াং টাপ্। ৪ নত-নাসিকা। (হেমচ°)

নিবিদ্ (স্ত্রী) নি বিদ্-করণে ক্বিপ্। ১ বাক্য। (নিঘণ্টু) ২ বৈশ্বদেবের শস্ত্রবিষয়ে শংসনীয় মন্ত্রপদভেদ।
"কতি দেবা যাজ্ঞবল্ক্যেতি স হৈতয়ৈব নিবিদা প্রতিপেদে"
(বৃহদা° উপ°)
'দেবা বৈশ্বদেবস্য শস্ত্রস্য নিবিদি, নিবিন্নাম দেবতাসংখ্যা-বাচকানি মন্ত্রপদানি কানিচিদ্বৈশ্বদেবে শস্ত্রে শস্যন্তে তানি নিবিৎ-সংজ্ঞকানি তস্যাং নিবিদি যাবন্তো দেবাঃ শ্রূয়ন্তে'। (ভাষ্য)
(ঋক্ ১।৮৯।৩, ঐতরেয়ব্রা° ৬।৩৩।৩৪ দেখ।)
৩ সুখ্য শব্দার্থ। "রূপং পদৈরাপ্নোতি নিবিদঃ।"
(শুক্লযজু° ১৯।২৫) 'নিবিদঃ সুখ্যানাপ্নোতি' (বেদদীপ°)
"সাবিত্র্যং শস্ত্রৈকাহিকে নিবিদং দধাতি, চতুর্থকং দ্যাবা-পৃথিবীয়ং শস্ত্রৈকাহিকে নিবিদং দধাতি অচ্ছেত্যার্ভবং শস্ত্রৈকাহিকে নিবিদং দধাতি, বৈশ্বদেবং শস্ত্রৈকাহিকে নিবিদং দধাতি" (শত° ব্রা° ১৩।৫।১।১১)

নিবিদ্ধান (ক্লী) নিবিদ্ স্থাপ্যো ধীয়তেঽস্মিন্ ধা-আধারে ল্যুট্। ঐকাহিক যজ্ঞাদি, যে সকল যজ্ঞ একদিনে নিষ্পন্ন হয়।
"তস্যৈকাহিকানি নিবিদ্ধানানি ভবন্তি" (শত°ব্রা°১৩।৫।১।১২)

নিবিদ্ধানীয় (ত্রি) নিবিদ্ সম্বন্ধীয় বৈদিক মন্ত্রসংযুক্ত।

নিবিরীস (ত্রি) নি-নতা নাসিকা যস্য, বিরীসচ্ (নেবিড়চ্-বিরীসচৌ। পা ৫।২।৩২) অবটীট, নিবিড়, নত-নাসিকাযুক্ত পুরুষাদি। ২ সান্দ্র। ৩ ঘন। (স্ত্রী) নত-নাসিকা।
"উরুনিবিরীসনিতম্বভারখেদি" (মাঘ)

নিবিবৃৎসু (ত্রি) নিবারণেচ্ছু, প্রত্যাবর্ত্তন করিতে ইচ্ছুক।

নিবিষ্ট (ত্রি) নি-বিশ ক্ত। ১ চিন্তাভিনিবেশযুক্ত। একাগ্র।
"ভবন্তি সাম্যেঽপি নিবিষ্টচেতসাম্।" (কুমারস° ৫।৩১)
৩ আবিষ্ট। ৪ প্রবিষ্ট।
"উড়ুগণপরিবারো নায়কোঽপ্যোষধীনা-
মমৃতময়শরীরঃ কান্তিযুক্তোঽপি চন্দ্রঃ।
ভবতি বিকলমূর্ত্তির্মণ্ডলং প্রাপ্য ভানোঃ
পরসদননিবিষ্টঃ কো লঘুত্বং ন যাতি॥" (উদ্ভট)
৫ আবদ্ধ।
"সংসারবাসনাজালে নিবিষ্টা বুদ্ধগামিনী।"
(দেবীভাগ° ১।১৫।১৫) ৫ স্থিত।

"কোশলো নাম মুদিতঃ স্ফীতো জনপদো মহান্।
নিবিষ্টঃ সরযূতীরে প্রভূতধনধান্যবান্॥" (রামা° ১।৫।৫)

নিবিষ্টি (স্ত্রী) নি-বিশ-ক্তিচ্। স্ত্রীসংসর্গ, কামাসক্ত। স্ত্রীলোক-স্পর্শ ও আলিঙ্গন।

নিবীত (ক্লী) নিবীয়তে স্মেতি নি-.ব্য আচ্ছাদনে-ক্ত, ততে সম্প্রসারণং। ১ আচ্ছাদনবস্ত্র, উড়্‌নী। পর্য্যায়—প্রাবৃত্ত। ২ কণ্ঠলম্বিত যজ্ঞসূত্র।

"উপবীতং ভবেন্নিত্যং নিবীতং কণ্ঠসজ্জনম্।" (কূর্ম্মপু°)
গলদেশে যজ্ঞসূত্র বা প্রাবৃত্তবস্ত্র (উড়ানি) লম্বমান করিয়া দিলে নিবীত বলা যায়।

"অধো বাসঃ প্রতিমুচ্যোষ্ণীষং সংবেষ্ট্য নিবীতে"
(কাত্যা° শ্রৌ° ১।৫।১৩)

'নিবীতঞ্চ কণ্ঠে সজ্জনম্' (কর্ক) ৩ নিবৃতা।
'নিবৃতঞ্চ নিবীতে স্যাৎ নিবেশোনাপ্রবেশনে॥' (শব্দাব্ধি)

নিবীতিন্ (ত্রি) নিবীতমস্ত্যস্য ইনি। নিবীতযুক্ত, কণ্ঠলম্বিত যজ্ঞসূত্রবিশিষ্ট।

"কৃতোপবীতী দেবেভ্যো নিবীতী চ ভবেত্ততঃ।
মনুষ্যাংস্তর্পয়েদ্ভক্ত্যা ঋষিপুত্রানৃষীংস্তথা॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)
"উদ্ধৃতে দক্ষিণে পাণাবুপবীত্যুচ্যতে দ্বিজঃ।
সব্যে তু প্রাচীনাবীতী নিবীতী কণ্ঠসজ্জনে॥" (মনু ২।৬৩)

যাহার গলদেশে যজ্ঞসূত্র, মালার ন্যায় দোলায়মান থাকে, তাহাকে নিবীতী কহে। ঐরূপ কণ্ঠধৃত যজ্ঞসূত্রের মধ্য দিয়া দক্ষিণ বাহু উদ্ধৃত থাকিলে তাহাকে উপবীতী এবং বামহস্তে উদ্ধৃত থাকিলে, তাহাকে প্রাচীনাবীতী বলে।

নিবীর্য্য (ত্রি) বীর্য্যহীন, পুরুষত্বহীন, (ধ্বজভঙ্গ)

নিবৃৎ (স্ত্রী) কাত্যায়নোক্ত ছন্দোভেদ। গায়ত্রী প্রভৃতি ৮ প্রকার ছন্দঃ হইতে প্রতিপাদে একটী করিয়া অক্ষর কম।

নিবৃত (ত্রি) নিব্রিয়তে আচ্ছাদ্যতে স্মেতি নি বৃ-ক্ত। ১ নিবীত, উড়্‌নি। (অমরটীকায় স্বামী) ২ পরিবেষ্টিত। (হেমচ°)

নিবৃত্ত (ক্লী) নি-বৃত ভাবে ক্ত। ১ নিবৃত্তি। ২ যজ্ঞভেদ, চিত্তবিষয় হইতে উপরম। ৩ অভাব। (ত্রি) কর্ত্তরি ক্ত। ৪ নিবৃত্তিযুক্ত, নিবৃত্তিবিশিষ্ট। বিরত।

"নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানাদ্ভবৌষধাচ্ছ্রোত্রমনোঽভিরামাৎ।"
(ভাগ° ১০।১।৪)

৫ নিবৃত্তিপূর্ব্বক কর্ম্ম।

"প্রবৃত্তঞ্চ নিবৃত্তং চ দ্বিবিধং কর্ম্ম বৈদিকম্।
সর্গাদৌ সৃজতা সৃষ্টং ব্রহ্মণা বেদরূপিণা॥"
(হেমাদ্রি° ব্রতখণ্ড)

নিবৃত্তসন্তাপন (ক্লী) নিবৃত্তং সন্তাপনং যস্য। সন্তাপবিহীন।

নিবৃত্তসন্তাপনীয় (ক্লী) নিবৃত্তং সন্তাপনং যস্য তস্মৈ হিতং, ছ। রসায়-ভেদ।

"যথা নিবৃত্তসন্তাপা মোদন্তে দিবি দেবতাঃ।
তথৌষধীরিমা প্রাপ্যঃ মোদন্তে ভুবি মানবাঃ॥"
[সুশ্রুত চিকি° ৩০ অঃ]

ইহার বিষয় সুশ্রুতে এইরূপ লিখিত আছে,—দেবগণ যেরূপ সন্তাপশূন্য হইয়া স্বর্গে বিচরণ করেন, মানবগণও সেই রূপ নিম্নলিখিত ঔষধ সেবন করিলে, দেবগণের ন্যায় সন্তাপ-শূন্য হইয়া, পৃথিবীতে বিচরণ করিতে সমর্থ হয়,এই জন্য ইহাকে নিবৃত্ত-সন্তাপনীয় কহে।

এই রসায়ন ৭ জন লোকের সেবন করা ঘটে না, যথা—অনাত্মবান্ (অজিতেন্দ্রিয়), অলস, দরিদ্র, প্রমাদী, ক্রীড়াসক্ত, পাপকারী ও ভেষজাপমানী। এই সকল ব্যক্তির অজ্ঞানতা, অনারম্ভ, অস্থিরচিত্ততা, দরিদ্রতা, অনায়ত্ততা, অধার্ম্মিকতা ও ঔষধের অপ্রাপ্তি এই সকল কারণ জন্য এই নিবৃত্ত-সন্তাপনীয় রসায়ন সেবন দুর্ঘট হইয়া থাকে।

ঔষধের বিবরণ—শ্বেত-কাপোতী, কৃষ্ণ-কাপোতী, গোনসী, বারাহী, কন্যা, ছত্রা, অতিছত্রা, করেণু, অজা, চক্রকা, আদিত্য-পর্ণিনী, ব্রহ্ম-সুবর্চ্চলা, শ্রাবণী, মহাশ্রাবণী, গোলোমী, অজলোমী ও মহা বেগবতী এই অষ্টাদশ সোমলতা সদৃশ বীর্য্যযুক্ত ওষধি বলিয়া খ্যাত। সোম হইতে ইহা কোন প্রকার নিকৃষ্ট নহে। ইহার মধ্যে যে সকল ওষধি ক্ষীরহীন মূলবিশিষ্ট, তাহাদিগের প্রদেশিনীপ্রমাণ তিনটী কাণ্ড সেবন করিতে হয়। শ্বেতকাপো-তীর পত্র সমেত মূল সেবন বিধেয়। ক্ষীরবতী ওষধি সকলের ক্ষীর কুড়ব পরিমাণে এককালে সেবন করিতে হয়। গোনসী, অজাগরী ও কৃষ্ণকাপোতী, ইহাদিগকে খণ্ড খণ্ড করিয়া এক মুষ্টি পরিমাণ লইয়া, দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া পরে দুগ্ধ স্রাবিত করণানন্তর এককালে পান করিতে হইবে। চক্রকার দুগ্ধ একবার পেয় এবং ব্রহ্ম-সুবর্চ্চলা সপ্তরাত্র সেবনীয়।

এই নিবৃত্তসন্তাপনীয় রসায়ন সেবন করিলে শরীর যুবার ন্যায়, বল সিংহতুল্য, মনোহর এবং শ্রুতিনিগাদী (শ্রুতিধর) হয়। পরমায়ুও দুই হাজার বৎসর হইয়া থাকে। দিব্যশরীর ধারণ করিয়া জলদসঙ্কুলপথাতীত নভস্থলে অমোঘ-সঙ্কল্প হইয়া বিচরণ করে। (সুশ্রুত)

নিম্নলিখিত লক্ষণ দ্বারা ঐ সকল ঔষধ স্থির করিতে হইবে। নিষ্পত্র, কনকতুল্য আভাযুক্ত, দুই অঙ্গুল পরিমিত মূলবিশিষ্ট, সর্পের ন্যায় আকার ও অগ্রভাগ লোহিতবর্ণ, এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত হইলে শ্বেত-কাপোতী বলিয়া জানিতে হইবে। দ্বিপত্র, মূলজাত,

অরুণবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ মণ্ডলবিশিষ্ট, দুই অরত্নিপ্রমাণ দীর্ঘ, ও গোনসের (মণ্ডলীবেষ্টাসাপ) মত, ইহাকে গোনসী কহে। ক্ষীর-যুক্ত, সরোম, মৃদু ও ইক্ষুরসের ন্যায় রসবিশিষ্ট হইলে, তাহাকে কৃষ্ণকাপোতী কহে। কৃষ্ণসর্প স্বরূপ ও কন্দসম্ভব হইলে বারাহী জানিতে হইবে। একটী পত্র, অতিশয় বীর্য্যবান্, অঞ্জন-প্রভ, কন্দজাত এবং শ্বেতকপোতীতে সংস্থিত ছত্রা ও অতি-ছত্রা এই দুইয়েরই এইরূপ লক্ষণ জানিতে হইবে। এই সকল ঔষধদ্বারা জরা ও মৃত্যু নিবারিত হয়। ময়ূরের লোমের ন্যায় দ্বাদশটী পত্রবিশিষ্ট, কন্দজাত ও স্বর্ণবর্ণ ক্ষীরবিশিষ্ট হইলে, তাহাকে কন্যা নামক ওষধি কহা যায়। দ্বিপত্র, হস্তি-কর্ণ, পলাশের ন্যায় পত্র, প্রচুর ক্ষীরবিশিষ্ট ও গদাকৃতি কন্দ ইহাকে করেণু কহে। অজার স্তনের ন্যায় কন্দ, সক্ষীর, চন্দ্র বা শঙ্খের ন্যায় শ্বেত অথচ পাণ্ডুর এবং ক্ষুপ বৃক্ষের সদৃশ ইহাকে অজানামক ওষধি কহে। শ্বেতবর্ণ, বিচিত্রপুষ্পবিশিষ্ট, কাকাদনীর ন্যায় ক্ষুদ্রবৃক্ষ ইহাকে চক্রকা বলে। ইহা দ্বারা জরামৃত্যুনাশ হয়। মূলবিশিষ্ট, কোমল রক্তবর্ণ পঞ্চপত্রবিশিষ্ট ও সর্ব্বদা সূর্য্যের অনুবর্ত্তী হইলে, ইহাকে আদিত্যপর্ণিনী কহে। কনকের আভাবিশিষ্ট, সক্ষীর ও দেখিতে পদ্মিনীর ন্যায় এবং বর্ষার অপগমে যে চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হয় তাহাকে ব্রহ্ম-সুবর্চ্চলা কহে। অরত্নিপ্রমাণ বৃক্ষ, দ্বি-অঙ্গুলপরিমিত পত্র, নীলোৎপলসদৃশ পুষ্প এবং অঞ্জনসন্নিভ ফল হইলে, তাহাকে শ্রাবণী বলে। এই সকল লক্ষণবিশিষ্ট, অধিকন্তু কনকবর্ণ ক্ষীর ও পাণ্ডুবর্ণ হইলে তাহাকে মহাশ্রাবণী বলে। গোলোমী ও অজলোমী রোমবিশিষ্ট এবং কন্দযুক্ত। শূলজাত, হংস-পদী লতার ন্যায় বিচ্ছিন্নপত্রবিশিষ্ট, অথবা সর্ব্বতোভাবে শঙ্খপুষ্পীর সদৃশ, অতিশয় বেগবিশিষ্ট ও সর্পনির্ম্মোকতুল্য, ইহাকে বেগবতী কহে। ইহা বর্ষান্তে জন্মিয়া থাকে।

এই সকল ঔষধ নিম্নলিখিত মন্ত্রে অভিমন্ত্রণ করিয়া তুলিতে হয়। মন্ত্র—"মহেন্দ্ররামকৃষ্ণানাং ব্রাহ্মণানাং গবামপি।

তপসা তেজসাবাপি প্রশাম্যধ্বং শিবায় বৈ॥"

শ্রদ্ধাহীন, অলস, কৃতঘ্ন ও পাপকারী প্রভৃতি, ইহারা এই সকল ওষধি প্রাপ্ত হন না। দেবতারা পানাবশিষ্ট অমৃত সোমে, অথবা সোমতুল্য এই সকল ওষধিতে ও চন্দ্রে নিহিত করিয়াছেন।

ওষধি প্রাপ্তির স্থান।—দেবসুন্দ নামক হ্রদে ও সিন্ধুনদে বর্ষার অন্তে ও মধ্যে ব্রহ্মসুবর্চ্চলা নামক ওষধি পাওয়া যায়। উক্ত দুই প্রদেশে হেমন্তের শেষে আদিত্যপর্ণিনী এবং বর্ষার প্রারম্ভে গোনসী পাওয়া যায়। কাশ্মীরপ্রদেশে ক্ষুদ্র মানস নামক দিব্য সরোবরে করেণু, কন্যা, ছত্রা, অতিছত্রা, গোলোমী অজলোমী ও মহাশ্রাবণী পাওয়া যায়। এই স্থলে বসন্তকালে কৃষ্ণবর্ণ গোনসীও পাওয়া যায়। কৌশিকী নদীর পারে পূর্ব্বদিকে তিন যোজন ভূমি বল্মীকব্যাপ্ত। এই বল্মীকের উপরিভাগে শ্বেতকপোতী জন্মে। মলয় ও নলসেতু নামক পর্ব্বতে বেগবতী ওষধি জন্মে। এই সকল ওষধি কার্ত্তিকী-পূর্ণিমাতে সেবন বিধেয়।

যাহার অত্যুচ্চ শৃঙ্গে দেবগণ বিচরণ করিয়া থাকেন, সেই সোমগিরি ও অর্ব্বুদগিরিতে সকল প্রকার ওষধি প্রাপ্ত হওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন নদী, পর্ব্বত, সরোবর, পবিত্র অরণ্য ও আশ্রম সর্ব্বত্রই ওষধি অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। যেহেতু এই বসুন্ধরা সর্ব্বত্রই রত্নধারণ করেন।

উপরি উক্ত ওষধিসকল সেবনের নাম নিবৃত্ত-সন্তাপনীয় রসায়ন। (সুশ্রুত চিকি° ৩০ অঃ)

নিবৃত্তাত্মন্ (ত্রি) নিবৃত্তঃ বিষয়েভ্যঃ উপরতঃ আত্মা অন্তঃকরণং যস্য। ১ বিষয়রাগশূন্য চেতক, যাহার চিত্ত বিষয়রাগশূন্য।
(পুং) ২ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৭৯।২৬)

নিবৃত্তি (স্ত্রী) নি-বৃত-ক্তিন্। ১ নিবৃত্তি, অপ্রবৃত্তি, পর্য্যায়—উপরম, বিরতি, অপরতি, উপরতি, আরতি। (হেমচন্দ্র)
"বাস্তোদকঞ্চ সমধু পীতমগ্নৌ তস্য বৈ।
পাপরোগস্য সন্তাপনিবৃত্তিং কুরুতে শিব॥" (গরুড়পু° ১৯৬)
২ ন্যায়মতসিদ্ধ যত্নভেদ।
"প্রবৃত্তিশ্চ নিবৃত্তিশ্চ তথা জীবনকারণম্।
এবং প্রযত্নত্রৈবিধ্যং তান্ত্রিকৈঃ পরিদর্শিতম্॥" (ভাষাপরি°)
প্রবৃত্তির প্রাগভাব।
"প্রবৃত্ত্যুপাধিনা বিনাশং প্রাপ্নান্ প্রাগভাব এব স্বনিবৃত্তি-নিরাকরণাৎ সাধ্যমানো নিবৃত্তিরিত্যুচ্যতে।" (একাদশীতত্ত্ব)
৪ মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।৩১)

নিবৃত্তি, ১ বৌদ্ধদিগের নিবৃত্তি ও ব্রাহ্মণদিগের মোক্ষ একই। নিবৃত্তি বা নির্ব্বাণ শব্দের অর্থ পুনর্জন্ম হইতে মুক্তিলাভ করা। ২ তীর্থবিশেষ। এই স্থানে বিজয়নগরের প্রসিদ্ধ রাজা নরসিংহদেব অনেক দান করেন। ৩ একটী জনপদ। বরেন্দ্রের উত্তর এবং বঙ্গদেশের পশ্চিমে বিরাটরাজ্যের সন্নিকটে স্থিত। ইহা গো, মেষ, মহিষ, ছাগল প্রভৃতির চারণের জন্য বিশাল ক্ষেত্রসমূহে পরিপূর্ণ। ইহার অন্য নাম মৎস্য। কারণ এখানে বহুবিধ মৎস্য পাওয়া যায়। কিন্তু এই স্থানের যে অংশে পাহাড়ী ও জঙ্গলবাসীরা বাস করে, সেই অংশই সাধারণতঃ উক্ত নামে অভিহিত। ইহার প্রধান নগর বর্দ্ধনকুঠ, কাঞ্চন এবং শ্রীরঙ্গ বা বিহারিকা। দ্বিতীয় নগরটী জরানদীতীরে অবস্থিত এবং প্রথমটী একজন মুসলমানশাসনকর্ত্তার অধীন।

এখানকার অধিবাসীরা খর্ব্বাকৃতি, অপরিচ্ছন্ন ও মুর্খ। যবনশাসিত স্থানে জাতিবিভাগের কোন সুব্যবস্থা নাই। অধিবাসীরাও অত্যন্ত দুষ্ক্রিয়াসক্ত।

নিবৃত্ত্যাত্মন্ (ত্রি) নিবৃত্তিঃ আত্মা স্বরূপং যস্য। নিষেধ।
"নিষেধস্তু নিবৃত্ত্যাত্মা কালমাত্রমপেক্ষতে॥" (তিথিতত্ত্ব)

নিবেদক (ত্রি) নিবেদয়তীতি নি-বিদ-ণিচ্-ণ্বু। নিবেদনকারী, যে নিবেদন করে।

নিবেদন (ক্লী) নিবিদ্যতে বিজ্ঞাপ্যতেঽনেনেতি নি বিদ-ল্যুট্। ১ আবেদন, বিজ্ঞাপন, জানান। ২ সমর্পণ।
"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥" (ভাগ° ৭।৫।২৩)

নিবেদনীয় (ত্রি) নি-বিদ-ণিচ্-অনীয়র্। নিবেদনার্হ, নিবেদনযোগ্য।

নিবেদয়িষু (পুং) নিবেদয়িতুমিচ্ছুঃ নি-বিদ্-ণিচ্-সন্, ততো উ। নিবেদন করিতে ইচ্ছুক, জানিতে অভিলাষী।

নিবেদিন্ (ত্রি) নি-বেদ অস্ত্যর্থে ইনি। নিবেদনকারী, প্রকাশক।
"অপসব্যাস্তু শকুনা দীপ্তাভয়নিবেদিনঃ॥" (বৃহৎসং ৮৬।৫৭)

নিবেদিত (ত্রি) নি-বিদ কর্ম্মণি ক্ত। কৃতনিবেদন। সমর্পিত, দত্ত, উৎসর্গীকৃত।
"ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা গৃহাণ পরমেশ্বরি॥" (নন্দিকেশ্বরপু°)
২ জ্ঞাপিত।

নিবেদ্য (ত্রি) নি বিদ ণ্যৎ। নিবেদনযোগ্য, সমর্পণযোগ্য, জ্ঞাপনীয়।

নিবেশ (পুং) নি-বিশ-ঘঞ্। ১ বিন্যাস। নিবিশত্যস্মিন্নিতি অধিকরণে ঘঞ্। ২ শিবির।
"তস্য সেনানিবেশোঽভূদধ্যর্দ্ধমিব যোজনম্।" (ভারত ৫।৮।২)
৩ উদ্বাহ, বিবাহ।
"ততো নিবেশায় তদা স বিপ্রঃ সংশিতব্রতঃ।
মহীঞ্চচার দারার্থী ন চ দারানবিন্দত॥" (ভারত ১।১৪।১)
৪ নিবেশন, প্রবেশ। ৫ গৃহ। (দেবীভাগ° ৩।২৭।৪৪)
'নিবেশঃ পুংসি বিন্যাসে শিবিরোদ্বাহয়োরপি।' (মেদিনী)

নিবেশন (ক্লী) নিবিশত্যস্মিন্নিতি নি-বিশ অধিকরণে ল্যুট্। ১ গৃহ।
"সম্ভাষ্য সর্ব্বলোকাংশ্চ যযৌ রাজা নিবেশনম্॥"
(দেবীভাগ° ৩।২৪।৪৯)
২ নগর। (হেমচ) ৩ প্রবেশ। নি-বিশ-ণিচ্ ভাবে ল্যুট্। ৪ স্থাপন।
"নিবেশয় মহাবাহো ভরতং যদপেক্ষসে।" (রামা° ৭।৭৫।১৩)
(ত্রি) প্রবেশক।
"আকাশেঽবস্থিতঃ শব্দঃ সর্ব্বশ্রোত্রনিবেশনঃ।
নমস্তে ভগবন্ বিষ্ণো তুভ্যং শব্দাত্মনে নমঃ॥"
(হরিবংশ ভবিষ্যপর্ব্ব ১৮।১৩)
৬ স্থিতি। নি-বিশ-ণিচ্ ভাবে ল্যুট্। ৭ বিন্যাস। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। নিবেশাধার পৃথিবী।
"স্যোনা পৃথিবি ভবানৃক্ষরা নিবেশনী।" (ঋক্ ১।২২।১৫)
"নিবিশন্তি অস্যামিতি নিবেশনী নিবাসস্থানভূতা।" (সায়ণ)

নিবেশবৎ (ত্রি) নিবেশঃ বিদ্যতে যস্য মতুপ্ মস্য ব। বিন্যাসযুক্ত, প্রক্ষেপবিশিষ্ট।
"সংগৌরসিদ্ধার্থনিবেশবদ্ভির্দূর্ব্বাপ্রবালৈঃ প্রতিভিন্নশোভম্।"
(কুমার° ৭।৭)
'গৌরসিদ্ধার্থনিবেশবদ্ভিঃ শ্বেতসর্ষপপ্রক্ষেপবদ্ভিঃ।' (মল্লিনাথ)

নিবেশিন্ (ত্রি) আশ্রয় প্রাপ্ত, প্রবিষ্ট, অবস্থিত।

নিবেশনীয় (ত্রি) নি-বিশ-অনীয়র্। প্রবেশার্হ, প্রবেশযোগ্য।

নিবেশিত (ত্রি) নি-বিশ-ণিচ্-ক্ত। ১ স্থাপিত। ২ বিন্যস্ত। ৩ প্রবেশিত।

নিবেশ্য (ত্রি) নি বিশ-ণ্যৎ। ১ নিবেশনীয়, নিবেশার্হ।
"ত্বদিদং পুঃ প্রকাশার্থং নিবেশ্যা ময়ি সুব্রত।" (হরিব° ১১৫।২৮
২ শোধনীয়।
"অনৃণ্যং রাজপিণ্ডৈস্তৈর্নিবেশ্যা ইতি মে মতিঃ। (ভার° ৩।৬৬অ:)
'নিবেশ্যঃ আনৃণ্যার্থং শোধনীয়ঃ' (নীলকণ্ঠ) ৩ বিবাহার্থ।
(ভারত ১।১২২।৯) ৪ স্থাপিত (নগরাদি)

নিবেষ্ট (পুং) ১ আচ্ছাদন, আবরণবস্ত্র। ২ সামভেদ।

নিবেষ্টন (ক্লী) বস্ত্রাদির দ্বারা আচ্ছাদন। আবৃতকরণ।

নিবেষ্টব্য (ত্রি) নি-বিশ-তব্য। নিবেশনীয়। আচ্ছাদনযোগ্য।

নিবেষ্য (ক্লী) নি বিষ-ভাবে ণ্যৎ। ১ ব্যাপ্তি। কর্ম্মণি ণ্যৎ। (ত্রি) ২ ব্যাপিয়া। (পুং) ৩ ব্যাপক দেবভেদ।
"নিবেষ্যং মূর্দ্ধা।" (শুক্লযজু° ২৫।২) ৪ আবর্ত্ত। ৫ নীহার জল। "অপ নিবেষ্যং গৃহ্লাতি।" (শত° ব্রা° ৫।৩।৪।১১)
'নিবেষ্যঃ আবর্ত্তঃ।' (ভাষ্য) নিবেষ্য ভবঃ যৎ। ৬ জলস্তম্ভ। ৭ পশুর সম্মুখের উপরিভাগ। (কাত্যা° শ্রৌ° ১৫।৪।২৩)
(পুং) তত্রভব, তদুৎপত্তি রুদ্র।
'হ্রদয্যায় চ নিবেষ্যায় চ।' (শুক্লযজু° ১৬।৪৪)
'নিবেষ্যঃ আবর্ত্তঃ নীহারজলং বা তত্র ভবো নিবেষ্যঃ।' (বেদদীপ)

নিব্যাধিন্ (পুং) নিতরাং বিধ্যতি হন্তি শত্রূন্ নি-ব্যধ-ণিনি। ১ রুদ্রভেদ।
"নমঃ সহমানায় নিব্যাধিনে।" (শুক্লযজু° ১৬।২০)
(ত্রি) ২ নিতান্ত ব্যাধক।

নিব্যূঢ় (ক্লী) অভিনিবেশ, নিরন্তর চেষ্টা।

নিশ্ (স্ত্রী) নিতরাং শ্যতি তনূকরোতি ব্যাপারান্, শো-ক, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ১ রাত্রি। ২ হরিদ্রা। ত সংজ্ঞা হইলে শসাদি প্রত্যয় পরে নিশা শব্দ স্থানে নিশ্ আদেশ হয়। যথা—

"বিধবায়াং নিযুক্তস্তু ঘৃতাক্তো বাগ্যতো নিশি।" (মনু)

এই স্থলে "নিশি" নিশাশব্দের সপ্তমীর এক বচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। নিশা ই শসাদি প্রত্যয়ের মধ্যেই পড়িয়াছে, এইজন্য নিশা শব্দ স্থানে নিশ্ আদেশ হইল, তাহার পর নিশ্+ই নিশি হইল।

নিশঙ্কপুর কুঁরা, ভাগলপুর জেলার একটী পরগণা। ক্ষেত্র-ফল ৪৪৫৮০৯ একার অথবা ৬৯৬৫০৭ বর্গমাইল এই পরগণায় সর্ব্বশুদ্ধ ১৬৮ জমিদারী আছে। এই স্থানের অধিকাংশ জমিই অতি উর্ব্বরা এবং প্রতিবৎসর প্রচুর পরিমাণে শস্যাদি উৎপাদন করিতেছে।

এই পরগণার মধ্যে দুর্গাপুরের রাজবংশ অতি প্রসিদ্ধ। মধুপুর মহকুমা হইতে ১০ মাইল দক্ষিণে দুর্গাপুর তাঁহাদের আবাস স্থান। এই বংশের আদিপুরুষ একজন পমার রাজপুত, নাম হসলম সিংহ। ভ্রাতা মধুর সহিত ইনি পশ্চিমে ত্রিহুতের ধারা নগর হইতে এখানে আসিয়া বাস করেন। প্রথমে উভয়ে খারবঙ্গের রাজার অধীনে চাকরী গ্রহণ করিতেন।

এক দিন বৃষ্টির সময়, দুইজনে রাজার দেহরক্ষাকার্য নিযুক্ত ছিলেন; রাজা তাঁহাদিগকে বিশ্রাম করিতে আদেশ করেন। তথাকার স্থানীয় ভাষায় বিশ্রাম অর্থে 'ওথ-লো' শব্দ ব্যবহৃত করা হয়। কিন্তু 'ওথ' নামে পূর্ব্বদিকে একটী জায়গা ছিল। বোধ হয়, বর্ত্তমান উত্তরখণ্ডই তখন 'ওথ' নামে খ্যাত ছিল। ভ্রাতৃদ্বয় 'ওথ-লো' শব্দের অন্যরূপ অর্থ করিয়া লইলেন। ইহার প্রকৃত অর্থ তাঁহারা বুঝিয়াও বুঝিলেন না। উভয়ে বহুসংখ্যক স্বজাতি সংগ্রহ করিয়া নির্দ্দিষ্ট 'ওথ' গ্রাম জয় করিতে বহির্গত হইলেন। তাঁহারা শুদ্ধ ওথ জয় করিয়া ক্ষান্ত হইলেন না। সমস্ত নিশঙ্কপুর পরগণা দখল করিয়া লইলেন। এই স্থানে স্থায়ী আবাসস্থাপনপূর্ব্বক মধু দিল্লীর বাদশাহের নিকট হইতে সনন্দ গ্রহণার্থ দিল্লী যাত্রা করিলেন। কিন্তু তিনি তথায় যাইয়া মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হন। যখন ফিরিয়া আসিতেছিলেন, তখন তদীয় অনুচরবর্গ তাঁহার ধর্ম্মান্তর গ্রহণ-জন্য ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার প্রাণসংহার করে। মধুপুর হইতে ১৮ মাইল দক্ষিণে লদারিঘাটে তাঁহার দেহ হইতে মস্তক বিচ্যুত করা হয়। কিন্তু তাঁহার সুশিক্ষিত অশ্ব মস্তকহীন দেহ লইয়া দুর্গাপুরের পশ্চিমদক্ষিণে অবস্থিত মোহাটা গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হয়। লদারিঘাটে তদীয় গোরস্থানে একটী মন্দির নির্ম্মিত হয়। এই স্থানে এক ফকির বাস করিয়া থাকে। ইহার ভরণপোষণের জন্য ৪০ বিঘা জমি জায়গীর দেওয়া হইয়াছে। মধুর বংশধরগণ মুসলমান। ইহারা মোহাটাতে অবস্থান করিতেছে।

নিশঠ (পুং) বলদেবপুত্রভেদ। "বলদেবাৎপি রেবত্যাং নিশঠোল্মুকৌ পুত্রাবজনয়ৎ" (বিষ্ণুপু° ৪।১৫ অঃ)

নিশমন (ক্লী) নি-শম-ণিচ্-ল্যুট্। ১ দর্শন। ২ শ্রবণ। (মেদিনী) নি পূর্ব্বক শমি ধাতুর শ্রবণার্থ বিহিত আছে। যথা—

"নিশাময় তদুৎপত্তিং বিস্তরাদ্‌গদতো মম। (দেবীমা°)"

নিশা (স্ত্রী) নিতরাং শ্যতি তনূকরোতি ব্যাপারানিতি নি-শো ক-টাপ্। রাত্রি। পর্য্যায়—রাত্রী, রজোজননী, শর্ব্বরী, চক্রভেদিনী, ঘোরা, শ্যামা, যামা্যা, দোষা, তুঙ্গী, ভৌতী, শতাক্ষী, বাস্তবা, উষা, বাসতেয়ী, তমা, নিট্। (ত্রিকা°)

"সিতেষু হর্ম্ম্যেষু নিশাসু যোষিতাং সুখপ্রসুপ্তানি মুখানি চন্দ্রমাঃ।" (ঋতুস° ১।৯।১)

তৎপুরুষসমাসে নিশা শব্দ বিকল্পে ক্লীবলিঙ্গ হয়। যথা 'খনিশাম্'। কিন্তু সমাহার-দ্বন্দ্বে সকল স্থলেই ক্লীবলিঙ্গ হইবে। যথা—"ইন্দ্রিয়াণাং জয়ে যোগং স যাতি চেৎ দিবানিশং।" (মনু) দিবানিশং অহর্নিশং প্রভৃতি সকল স্থলেই ক্লীবলিঙ্গ হইবে।

[বিশেষ বিবরণ রাত্রি শব্দে দেখ।]

২ জ্যোতিষোক্ত মেষাদি রাশি।

"অজগোপতিযুগ্মক কর্কিধবিযুগাস্তথা।
নিশাসংজ্ঞাঃ স্মৃতাশ্চৈতে শেষাশ্চান্যে দিনাখ্যকাঃ।" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

৩ হরিদ্রা। দারু-হরিদ্রা। (মেদিনী) পর্য্যায়—

"হরিদ্রা পীতিকা গৌরী কাঞ্চনী রজনী নিশা।
মেহঘ্নী বরনী প্রীতা বর্ণিনী রাত্রি নামিকা।" (বৈদ্যকরত্নমালা)

নিশাকর (পুং) নিশাং করোতীতি নিশা কৃ-ট। (দিবাবিভানিশেতি। পা° ৩।২।২১) চন্দ্র।

"রবিনিশাকরয়োর্গ্রহপীড়নং গজভুজঙ্গবিহঙ্গমবন্ধনম্।
মতিমতাঞ্চ নিরীক্ষ্য দরিদ্রতাং বিধিরহো বলবানিতি মে মতিঃ॥"
(পঞ্চতন্ত্র ২।২০)

২ কুক্কুট। ৩ কর্পূর। নিশাকরশ্চন্দ্রশিরোদেশেহস্যাস্তেতি অচ্। ৪ মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।৭৭)

নিশাকরকলামৌলি (পুং) নিশাকরস্য চন্দ্রস্য কলা মৌলৌ যস্য। শিব।

নিশাখ্যা (স্ত্রী) নিশায়া আখ্যা যস্যাঃ। নিশাহ্বা, হরিদ্রা। (অমর)

নিশাচর (পুং) নিশায়াং রাত্রৌ চরতীতি নিশা-চর-ট (চরেষ্টঃ। পা° ৩।২।১৬) ১ রাক্ষস।

"অনিয়াৎ রক্ষোভির্ভোগং কল্পিতং বিধিবৎ পুনঃ।
মায়াবিভিরনালীঢ়মাদাস্যধ্বে নিশাচরৈঃ।" (রঘুব° ১০.৪৫)

২ শৃগাল। ৩ পেচক। ৪ সর্প। (মেদিনী) ৫ চৌর। ৬ ভূত। ৭ চোরক নামক গন্ধদ্রব্যভেদ। (রাজনি॰) ৮ চ চক্রবাকপক্ষী। বিড়াল। ১০ তরুদূলিকা পক্ষী, চলিত বাদুড়। ১১ মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।৬৯) (ত্রি) ১২ রাত্রিচরমাত্র, কুলটা, পিশাচাদি। ১৩ একজন সংস্কৃতজ্ঞ কবি। অভিনবগুপ্ত ইঁহার উল্লেখ করিয়াছেন। ১৪ নেপালী ভটেটর পক্ষী।

নিশাচরপতি (পুং) নিশাচরাণাং ভূতানাং পতিঃ, ৬তৎ। প্রমথপতি, শিব।

"ততো হরোজটীস্থাণুর্নিশাচরপতিঃ শিবঃ।"

(ভারত দ্রোণপ॰ ৫২ অ॰)

২ রাক্ষসেশ্বর রাবণ।

নিশাচরী (স্ত্রী) নিশাচর-ঙীষ্। ১ কুলটা। (মেদিনী) ২ কেশিনীনামক গন্ধদ্রব্যবিশেষ। ৩ রাক্ষসী।

"অনির্বৃতি নিশাচরী মম গৃহান্তরালেস্থিতা।
নিহন্তি নিগমাগমস্মৃতিপুরাণশাস্ত্রোদিতাম্।
ক্রিয়াং তদনুগা সখী হৃদয় এব চিন্তাবিশ-
স্তয়োর্দমনকরণং ত্বমসি কেবলং ভূপতে॥" (উদ্ভট)

নিশাচর্ম্মন্ (পুং) নিশায়াং চর্ম্মেব আবরকত্বাৎ। অন্ধকার। (ত্রিকা॰)

নিশাচারিন (ত্রি) ১ শিব। (ভারত ১৩।১৭।৭৪) ২ নিশাচর।

নিশাচ্ছন্ন (পুং) গুল্মভেদ।

নিশাজল (ক্লী) নিশোদ্ভবং জলং মধ্যপদলোপিক॰। হিমজল, শিশির। (ত্রিকা॰)

নিশাট (পুং) নিশায়াং রাত্রৌ অটতীতি অট-অচ্। ১ পেচক। (ত্রি) ২ নিশাচরমাত্র।

নিশাটক (পুং) নিশায়াং অটতি, নিশাবৎ কৃষ্ণত্বং অটতীতি বা অট-ণ্বুল্। ১ গুগ্গুলু। (ত্রি) ২ রাত্রিচরমাত্র।

নিশাটন (পুং) নিশায়াং অটতীতি অট-ল্যু। ১ পেচক। (হলায়ুধ) (ত্রি) ২ নিশাচরমাত্র।

নিশাত (ত্রি) শো নিশানে নি-শো-ক্ত (শাচ্ছোরন্যতরস্যাম্। পা ৭।৪।৪১) ইতি সূত্রেণ ইত্বাভাবঃ। শাণিত, তেজিত, তীক্ষ্ণীকৃত।

"পুরাণি দুর্গাণি নিশাতমায়ুধম্।" (মাঘ ১ স॰)

নিশাতিক্রম (পুং) নিশার অতিক্রমণ, রাত্রির অবসান।

নিশাতৈল, আয়ুর্ব্বেদোক্ত তৈলবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী,— কটুতৈল ১ সের, ধুতুরাপাতার রস ৪ সের, বনহরিদ্রা ৮ তোলা, গন্ধক ৮ তোলা। এই তৈল কর্ণনালীরোগে বিশেষ উপকারী।

নিশাত্যয় (পুং) নিশায়া অত্যয়ঃ। নিশাবসান, প্রভাত। (হেম॰)

নিশাদ (পুং) নিশায়াং অত্তি ভক্ষয়তীতি নিশা-অদ অচ্। ১ নিষাদ। (রমানাথ)। (ত্রি) ২ রাত্রিভোজিমাত্র।

নিশাদর্শিন (পুং) নিশায়াং পশ্যতীতি দৃশ-ণিনি। পেচক। (শব্দার্থকল্পত॰)

নিশাদি (স্ত্রী) নিশায়া আদির্যত্র। সায়ংসন্ধ্যা। 'নিশায়াঃ আদিঃ' এইরূপ ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস করিলে পুংলিঙ্গ হইবে।

নিশাদ্যতৈল, আয়ুর্ব্বেদসম্মত তৈলৌষধবিশেষ। তৈল ৪ সের। কল্কঃ হরিদ্রা, আকন্দের আটা, সৈন্ধব, চিতামূল, গুগ্গুল, করবীমূল, কুড়চিছাল, মিলিত এক সের। জল ১৬ সের। ইহাতে ভগন্দররোগ উপশমিত হয়।

নিশাধীশ (পুং) নিশায়াঃ অধীশঃ। নিশাপতি।

নিশান্ (পারসী) ১ ধ্বজা, চিহ্ন। ২ অভিজ্ঞান।

নিশান (ক্লী) নি-শো ভাবে ল্যুট্। তীক্ষ্ণকরণ, তেজন।

"ক্রমাদেতেঽত্র সন্দেহে ক্ষান্তিনিন্দাবিচারণে।
নিশানার্জ্জবনিন্দাসু রুগ্জয়েঽপি কিতো মতঃ॥" (মুগ্ধবোধ)

নিশান্‌বরদার (পারসী) নিশান্‌ধারী।

নিশান্‌বরদারী (পারসী) নিশান্‌ধারীর কার্য্য।

নিশানবালা, (নিশান-ওয়ালা মিশল্) সঙ্গৎ সিংহ ও মোহর সিংহ এই মিশল্ স্থাপিত করেন। ইহারা জাট জাতি। ইহারা 'দল' বা দলবদ্ধ খাল্‌সা সৈন্যদলের পতাকা বহনকারী ছিল বলিয়া, এই সম্প্রদায় নিশানবালা নামে অভিহিত হইয়াছে। শতদ্রু নদীর অপরপার্শ্ববর্ত্তী স্থানে ইহারা লুণ্ঠনবৃত্তি করিত এবং লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি লইয়া সুদূর স্থানে পলাইত। একদিন ইহারা সমৃদ্ধিশালী মিরাট নগর আক্রমণ ও লুণ্ঠন করে। এখান হইতে অসংখ্য ধনরত্ন সংগ্রহ করিয়া আম্বালায় ইহাদের প্রধান আড্ডায় লইয়া যায়। এই স্থানে ইহাদের অস্ত্রশস্ত্র ও খাদ্যাদি থাকিত। ইহাদের অধীনে বহুসংখ্যক সৈন্য ছিল। সঙ্গত সিংহের মৃত্যুর পর, মোহর সিংহ এই দলের কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করে। মোহর নিঃসন্তান হইয়া পরলোক গমন করে। ইহার মৃত্যুর সময়ে রণজিৎসিংহ শতদ্রুর অপর কূলে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি এই সংবাদ শুনিবামাত্র, স্বীয় দেওয়ান মোখম চাঁদকে একদল সৈন্য লইয়া এই দস্যুদল নষ্ট করিবার আদেশ দেন। রণজিৎ সিংহের সৈন্যেরা নিশানবালাদের তথা হইতে দূরীভূত করিয়াছিল। অনন্তর মোখমচাঁদ তাহাদের ধনরত্নাদি গ্রহণ করিলেন।

নিশানাথ (পুং) নিশায়াঃ নাথঃ ৬তৎ। চন্দ্র, নিশাপতি।

"অষ্টমস্থে নিশানাথে কণ্টকৈঃ পাপবর্জ্জিতৈঃ।
প্রবাসী সুখমায়াতি সৌম্যৈর্লাভসমন্বিতঃ॥" (ষট্‌পঞ্চাশিকা)

কর্পূর। (অমর)

নিশানারায়ণ (পুং) একজন সংস্কৃত-কবি।

নিশানী (পারসী) ১ চিহ্ন, পতাকা। ২ অভিজ্ঞান।

নিশান্ত (ক্লী) নিশম্যন্তে বিশ্রম্যন্তেঽস্মিন্নিতি, নি-শ্রম-অধিকরণে ক্ত। গৃহ।

"তস্যাঃ স রাজোপপদং নিশান্তং
কামীব কান্তাহৃদয়ং প্রবিশ্য।" (রঘু ১৬.৪০)

নিশায়া অন্তো যত্র। ২ উষা, নিশাবসান, নিশার অন্ত, শেষ।
"ন নিশান্তে পরিশ্রান্তো ব্রহ্মাধীত্য পুনঃ স্বপেৎ।" (মনু ৪।৯৯)
(ত্রি) নিতরাং শান্তঃ। ৩ নিতান্ত শান্ত, অতিশান্ত।
(মেদিনী)

নিশান্তীয় (ত্রি) নিশান্তস্য অদূরদেশঃ নিশান্ত উৎকরাদিত্বাৎ ছ। নিশান্ত সন্নিকৃষ্ট দেশাদি। (পাণিনি ৪।২।৯০)

নিশান্ধ (পুং) নিশায়াং অন্ধঃ। ১ রাত্র্যন্ধ। (ত্রি) ২ রাত্রিকালে যাহারা দেখিতে পায় না। ৩ রাত্র্যন্ধসূচক যোগভেদ। সিংহরাশিতে সূর্য্য থাকিলে রাত্র্যন্ধ হয়।

"শূরঃ স্তব্ধো বিকলনয়নো নির্দ্ধনোঽর্কে তনুস্থে
মেষে সম্বিত্তিমিরনয়নঃ সিংহসংস্থে নিশান্ধঃ॥" (বৃহজ্জাতক)
'সিংহলগ্নে তত্রস্থে চার্কে নিশান্ধঃ রাত্র্যন্ধো ভবতি' (ভট্টোৎপল)

নিশান্ধা (স্ত্রী) নিশায়াং অন্ধয়তি উপসংহরতি আত্মানমিতি অন্ধ অচ্-টাপ্। ১ জতুকালতা। (রাজনি°) ২ রাজকন্যা।

নিশাপতি (পুং) নিশায়াঃ পতিঃ। ১ চন্দ্র।

"স্বমন্দভুক্তিসংশুদ্ধা মধ্যভুক্তির্নিশাপতেঃ।
দোর্জ্যান্তরাদিকং কৃত্বা ভুক্তাবৃণধনং ভবেৎ॥" সূর্য্যসি° ২।৪৭)

১ কর্পূর। নিশায়ামেব পতিঃ। রাত্রিকালেই পতি এইরূপ সমাসবাক্য করিলে ব্যঞ্জনাশক্তিদ্বারা কোন কোন স্থলে উপপতি এইরূপ অর্থ হয়। রাত্রিকালেই কেবল পতি, অন্য সময়ে পতি নহে। যথা—

"প্রাঙ্গণকোণেঽপি নিশাপতিঃ স তাপং সুধাময়ো হরতি।
যদি মাং রজনিজ্বরইব সখি। স ন নিরুণদ্ধি গেহপতিঃ॥"
(আর্য্যাসপ্তশতী ৩৫২)

নিশাপুত্র (পুং) নিশায়াঃ পুত্র ইব। খেচর, নক্ষত্র প্রভৃতি।
"খেচরাশ্চ নিশাপুত্রাস্তথা পাতালবাসিনঃ।" (হরিব° ২৩৬ অ°)

নিশাপুর, খোরাসানের একটী জেলা। মেশিদের পশ্চিমে অবস্থিত। নিশাপুর নগর অক্ষা° ৩৬° ১২´ ২০´´ উ° এবং দ্রাঘি° ৫৮° ৪৯´ ২৭´´ পূঃমধ্যে অবস্থিত। পেশদাদীয় বংশোদ্ভব তাপামুর অথবা তৈমুর নামক জনৈক যুবরাজ কর্ত্তৃক এই নগর নির্ম্মিত হয়।

প্রথমে আলেকসান্দর এই নগর অধিকার করিয়া, একপ্রকার ধ্বংস করেন। পরে আরবগণ ও তদন্তর তুর্কগণ ইহা অধিকার করেন। ১২২০ খৃষ্টাব্দে চেঙ্গিজ্ খাঁর পুত্র কুলী খাঁ দখল করিয়া নিকটবর্ত্তিস্থানের প্রায় কুড়ি লক্ষ নিরপরাধী লোকের প্রাণসংহার করে। সেই সময় হইতে মোগল, তুর্ক এবং উজবক জাতিরা পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিয়াছে।

নিশাপুরের ৪০ মাইল পশ্চিমে একটী উপত্যকায় যথেষ্ট রত্নখনি আছে। পাহাড়গুলিতে নানাপ্রকার মণি পাওয়া যায়। আরও ছয়টী খনি এই স্থানে আছে।

নিশাপুষ্প (ক্লী) নিশায়াং রাত্রৌ পুষ্প্যতি বিকসতীতি পুষ্প-বিকাশে অচ্। কুমুদ, উৎপল। (রাজনি°)

নিশাপ্রাণেশ্বর (পুং) নিশায়াঃ প্রাণেশ্বরঃ। নিশাপতি।

নিশাবল (পুং) নিশায়াং রাত্রৌ বলং যস্য। মেষ, বৃষ, ধনু, কর্কট, মিথুন ও মকর লগ্ন রাত্রিকালে এই সকল লগ্ন বলসাধক হয় বলিয়া, ইহাদিগকে রাত্রিবল কহে।

"গোঽজাশ্বিকর্কিমিথুনা সমৃগা নিশাখ্যাঃ
পৃষ্ঠোদয়া বিমিথুনাঃ কথিতাস্ত এব।
শীর্ষোদয়া দিনবলাশ্চ ভবন্তি শেষা
লগ্নং সমেত্যুভয়তঃ পৃথুরোমযুগ্মম্॥" (বৃহজ্জাতক)

নিশাকালে নিশাবল লগ্নে কার্য্যাদি প্রশস্ত, এবং দিবাভাগে দিনবল লগ্ন প্রশস্ত।

"শস্তং দিবা দিনবলেনিশিনক্তবীর্য্যে
রাত্রৌ বিপর্য্যয়মতো গমনং ন শস্তম্।" (বৃহজ্জাতক)

নিশাভঙ্গা (স্ত্রী) নিশা হরিদ্রা তদ্বৎভঙ্গো যস্যাঃ। ক্ষুদ্রপুষ্পী, চলিত ভূধপেয়া। (শব্দচ°)

নিশাভাগ (পুং) নিশায়াঃ ভাগঃ। রাত্রি।

নিশামণি (পুং) নিশায়া মণিরিব। ১ চন্দ্র। (ত্রিকা°) ২ কর্পূর।

নিশামন (ক্লী) নি-শম-ণিচ্-ল্যুট্। ১ দর্শন। ২ আলোচন। (মেদিনী) ৩ শ্রবণ। (হেমচন্দ্র)

নিশাময় (পুং) শিব। (ভারত ১৩.১১৮৫)

নিশামিশ্র, সুপদ্মব্যাকরণের একজন টীকাকার।

নিশামুখ (ক্লী) নিশায়াঃ মুখং মুখং। প্রদোষকাল।
"স চোপেন্দ্রো বৃষং হত্বা কাস্তচন্দ্রে নিশামুখে।" (হরিব° ৭৮অ°)
'ব্রতঃ নিশামুখে গ্রাহ্যম্।' (প্রাণ° ত°)

নিশামৃগ (পুং) নিশাচরোমৃগঃ পশুঃ। শৃগাল। (শব্দর°)

নিশায়িন্ (ত্রি) শায়িত, নিদ্রাগত।

নিশারণ (ক্লী) নি-শৃ হিংসায়াং ণিচ্-ল্যুট্। ১ মারণ। নিশায়াঃ রণম্। ২ রাত্রিযুদ্ধ। (পুং) ৩ রাত্রিশব্দ।

নিশারত্ন (ক্লী) নিশায়াঃ নিশায়াং বা রত্নমিব। ১ চন্দ্র (হেম) ২ কর্পূর।

নিশারুক (পুং) তালবি.শষ। সপ্তবিধ রূপকের একটী তাল। দৃঢ়, প্রৌঢ়, খচর, বিভব, চতুরক্রম, নিশারুক ও প্রতিতাল, এই সপ্ত রূপক তাল।

"দৃঢ়ঃ প্রৌঢ়োঽথ খচরো বিভবশ্চতুরক্রমঃ।
নিশারুকঃ প্রতিতালঃ কথিতাঃ সপ্তরূপকাঃ।"(সঙ্গীতদামো॰)

দুইটি লঘু ও দুইটি গুরু এবং চতুর্বিংশতি বর্ণ হইবে, তাহা হইলে এই তাল হয়। হাস্যরসে এই তাল উক্ত হইয়াছে।

"লঘুদ্বয়ং গুরুদ্বয়ং তথ্যাসতালকঃ স্মৃতঃ।
চতুর্বিংশতিবর্ণৈস্তু রসে হাস্যে নিশারুকঃ॥" (সঙ্গীতদামো॰)

নর্ত্তক রঙ্গালয়ে প্রবেশ করিয়া, চারিদিকে কুসুমাদি বিকীর্ণ করিয়া নিশারুকতালে কোমল নৃত্য করিবে।

"প্রবিশ্য নর্ত্তকো রঙ্গং বিকীর্য্য কুসুমাদিকম্।
নিশারুকেণ তালেন কোমলং নৃত্যমাচরেৎ।"(সঙ্গীতদামো॰)

(ত্রি) ২ নিতান্ত হিংসক।

নিশার্দ্ধকাল (পুং) রাত্রির প্রথমার্দ্ধ অর্থাৎ প্রথম দুই যাম।

নিশাবন (পুং) নিশাবৎ অন্ধকারজনকং বনং যত্র। শণ বৃক্ষ। (রাজনি॰)

নিশাবসান (ক্লী)নিশায়াঃ অবসানং। রাত্রির অবসান, প্রভাত।

নিশাবিহার (পুং স্ত্রী) নিশায়াং বিহারো যস্য। রাক্ষস।

"প্রচক্রতু রামনিশাবিহারৌ।" (ভট্টি)

নিশাবৃন্দ (ক্লী) নিশায়াঃ বৃন্দং সমূহং। রাত্রিগণ, বহুনিশা, রাত্রিসমূহ। (শব্দরত্না॰)

নিশাবেদিন্ (পুং) নিশাং নিশাপরিমাণং বেত্তি বেদয়তি বা বিদ বা বেদি-ণিনি। কুক্কুট। (হেম ৪।৩৯০)

নিশাহস (পুং) নিশায়াং হসতি পুষ্পবিকাশনে হস-অচ্, বা নিশায়াং হসো বিকাশো যস্য। কুমুদ, নালগাছ। (ত্রিকাণ্ড)

নিশাহাসা (স্ত্রী) নিশায়াং হাসো যস্যাঃ। শেফালিকা, শিউলী-ফুল গাছ।

নিশাহ্বা (স্ত্রী) নিশায়া আহ্বা অভিধানং যস্যাঃ। ১ হরিদ্রা। ২ মালবদেশ প্রসিদ্ধ জতুকা নামে লতা।

নিশি (স্ত্রী) ১ রাত্রি। ২ হরিদ্রা।

(দেশজ) ৩ ভূতযোনিবিশেষ। সাধারণতঃ রাত্রিকালে এই প্রেতযোনির প্রতিষ্ঠা করিয়া, তাহাকে জাগাইয়া তোলা হয় এইরূপ প্রবাদ। আমাদের দেশে কোন ব্যক্তির সঙ্কটাপন্ন রোগ হইলে, তাহাকে মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার জন্য যেরূপ কবিরাজী, হাকিমী ও এলোপাথী বা হোমিওপাথিক চিকিৎসা করার প্রথা আছে, সেইরূপ শেষ নিদানে এই পৈশাচিক প্রক্রিয়ায় দ্বারা যদি কোন উপকার হয়, সেইজন্য ভ্রান্ত সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া আমাদের দেশবাসিগণ, এই প্রথার অনুসরণ করিয়া থাকেন। শুনা যায়, ভূতের অবতারণা প্রভৃতি ভৌতিক ব্যাপার শেষ হইয়া গেলে, কোন ব্যক্তির হস্তে একটী নারিকেলের মুখ কাটিয়া দিয়া, তাহাকে নিকটবর্ত্তী পল্লী-সমূহে গভীর রাত্রে পরিভ্রমণ করিতে আদেশ করা হয়। ঐ ব্যক্তি রাত্রিকালে যখন ডাব লইয়া যায়, তখন অধিষ্ঠিত প্রেত-যোনি নারিকেল হইতে গ্রামবাসী ব্যক্তিগণের একে একে প্রত্যেকের তিনবার নাম ধরিয়া ডাকিতে থাকে। ঐ তিনবার ডাকের মধ্যে যদি কেহ তাহার আহ্বানে উত্তর দেয়, তাহা হইলে নারিকেলহস্তে যে ব্যক্তি দণ্ডায়মান ছিল, সে শব্দ শুনিবা-মাত্রই, ঐ নারিকেলের মুখ বন্ধ করিয়া দেয়। তাহা হইলে, যে ব্যক্তি নিশিভূতের আহ্বানে উত্তর দিয়াছিল, তাহার প্রাণ-বায়ু এই অদ্ভুত পৈশাচিক ক্রিয়ার বলে,নারিকেল মধ্যে আসিয়া অবস্থান করিবে এবং ঐ নিশিভূতের সাহায্যে উক্ত ব্যক্তির প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া, মৃতাবস্থায় শয়ান থাকিবে। পরে প্রক্রিয়ারত ব্রাহ্মণ বা সাধুপুরুষের নিকট ঐ নারিকেল লইয়া উপস্থিত হইলে, তিনি নারিকেল মধ্যস্থ প্রাণ লইয়া, পূর্ব্ব-কথিত রোগীর পুনঃ প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়া দিবেন। ঐ ব্যক্তি পুনর্জীবিতবৎ হইয়া পুনরায় সংসারে লিপ্ত হইবে। আমাদের এই অযথা বিশ্বাসের অনুবর্ত্তী হইয়া, কোন কোন ব্যক্তি মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য, অনর্থক কতকগুলি টাকা নষ্ট করিয়া থাকেন। যতদূর বুঝিতে পারা যায়, তাহাতে কেবল এইমাত্র সিদ্ধান্ত হয় যে, যাহার অন্তিমকাল উপস্থিত, পরমেশ্বর যাহার উপর একান্ত বাম, ক্ষুদ্র মনুষ্যের এমন কি ক্ষমতা আছে যে, তাঁহার সংহাররূপ হস্ত হইতে অপরকে পরিত্রাণ করিতে পারে। নিশিজাগরণপ্রথার মূলে যে সত্যই নিহিত থাকুক না কেন, আমরা তাহার বিচার করিব না। আমাদের এইমাত্র উপলব্ধি হয় যে, এই সমস্ত আচার নিতান্ত হেয় এবং তাহার কোন সার্থকতা নাই।

নিশিকা (স্ত্রী) বর্ত্তলৌহ। চলিত বিদ্‌লী।

নিশিত (ত্রি) নি-শো-ক্ত (শাচ্ছোরন্যতরস্যাম। পা ৭।৪।৪১) ১ শাণিত, তেজিত। (ক্লী) ২ লৌহ। (রাজনি॰)

নিশিতা (স্ত্রী) নি-শো-ক্ত, টাপ্। নিশীথ।

"নিশিতায়াং নির্ব্বপেন্নিশিতায়াং হি রক্ষাংসি প্রেরতে।"
(তৈত্তি স॰ ২।২।৬।২)

নিশিতি (স্ত্রী) নি-শো-কর্ম্মণি-ক্তিন্ ততো ঈষম্। তনূকৃত।

"আহুতিং নির্শিতং মর্ত্ত্যো নশৎ।" (ঋক্ ৬।২।৫)
'নিশিতিং নিশিতাং তনূকৃতাম্' (সায়ণ)

নিশিথ (পুং) দোবার (রাত্রি) পুত্রভেদ। (ভাগবত ৪।১৩।১৪)

নিশিপালক (ক্লী) ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতিপদে ১৫টি

করিয়া অক্ষর থাকিবে এবং ১, ৫, ৯, ১৩, ও ১৫শ বর্ণ গুরু, এতদ্ভিন্ন সকল লঘু হইবে। লক্ষণ—

"শংস নিশিপালকমিদং ভজসনাশ্চ রঃ।" (বৃত্তরত্না° টীকা)

(পুং) নিশিপালক প্রহরিভেদ।

নিশিপুষ্পা (স্ত্রী) নিশি পুষ্পাণি বিকাশন্তে পুষ্প-অচ্, ততো টাপ্। শেফালিকা, শিউলীফুল।

নিশিপুষ্পিকা (স্ত্রী) নিশিপুষ্পা স্বার্থে কন্। শেফালিকা। (শব্দর°)

নিশিপুষ্পী (স্ত্রী) নিশি বিকশিতং পুষ্পং যস্যাঃ, ততো কর্ম্মধারয় সমাসে সপ্তম্যা অলুক্ 'জাতেরস্ত্র' ইতি ঙীপ্ চ। শেফালিকা।

নিশিবিন্ একটী অতি প্রাচীন নগর। ইহা পারস্য ও রোম এই উভয় সাম্রাজ্যের সীমান্তে এবং তাইগ্রীস্ ও ইউফ্রেটিস নদীর মধ্যস্থলে অবস্থিত এবং দৃঢ় পার্ব্বত্য-দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। রোম ও আরববাসিগণ বহুকাল চেষ্টা করিয়াও এই অভেদ্য দুর্গ জয় করিতে পারে নাই। এই নগর ও দুর্গ তিন শ্রেণী সুদৃঢ় ইষ্টকপ্রাচীরে পরিবেষ্টিত এবং প্রত্যেক দুই শ্রেণীর মধ্যভাগে খাল কাটা ছিল। পারস্যরাজ শাহপুর উপর্য্যুপরি ৩৩৮, ৩৪৬ ও ৩৫০ খৃষ্টাব্দে ক্রমান্বয়ে ৬০,৮০ ও ১০০ দিন অবরোধ করিয়াও ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। অবশেষে ৩৬৪ খৃষ্টাব্দে জোবিয়ানের কৌশলে এই রাজ্য পারস্যরাজের হস্তগত হয়।

এই দুর্গের চতুর্দ্দিকস্থ পর্ব্বতে, কৃষ্ণবর্ণ কাঁকড়াবিছা ও বিষাক্ত সর্প বহুপরিমাণে দেখা যায়। যখন উত্তেজিত আরবজাতি ১৭ হিজিরাতে এই নগর ৮ মাস অবরোধ করিয়া রাখে, সেই সময়ে কাঁকড়াবিছার কামড়ে অনেক আরবসৈন্য কালের কবলগ্রাসে পতিত হয়। তাহা দেখিয়া, আরবসেনাপতি কুপিত হইয়া এক হাজার জালা ভরিয়া, এই বিষাক্ত সরীসৃপ রাত্রিকালে যন্ত্রসাহায্যে নগর মধ্যে নিক্ষেপ করেন। জালা নগর মধ্যে পতিত হইয়া ফাটিয়া যায় এবং তাহাদের কামড়ে ঘুমন্ত অবস্থায় অনেক লোক মরিয়াছিল। যাহারা বাঁচিয়াছিল, তাহারা প্রভাতে হতাশ্বাস ও ভগ্নমনোরথ হইয়া দুর্গরক্ষণে কৃতকার্য্য হইল না। মুসলমানেরা দুর্গ-দ্বার ভাঙ্গিয়া প্রবেশপূর্ব্বক অধিবাসিদিগকে হত্যা করিয়া, দুর্গ জয় করিয়াছিলেন। কথিত আছে, পারস্যরাজ নৌশেরবানের রাজত্বকালে এই উপায়ে ঐ নগর অধিকৃত হইয়াছিল।

বর্ত্তমান সময়ে এই নগরের সে প্রাচীন সৌন্দর্য্য আর নাই; সামান্য গ্রাম মাত্র দেখা যায়। ইহার চতুর্দ্দিকস্থ ধ্বংসাবশেষসমূহ প্রাচীন কীর্ত্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে। এখন কেবল মাত্র একশত ঘর লোকের বসতি আছে। এখানে প্রচুর পরিমাণে সাদা গোলাপ ফুল জন্মে। লাল বর্ণের গোলাপ কোথাও দৃষ্ট হয় না। এখনও পূর্ব্বের ন্যায় সরীসৃপজাতির বহুলতা দেখা যায়।

নিশীথ (পুং) নিতরাং শেরতেঽস্মিন্নিতি নি-শী-থক্ প্রত্যয়েন নিপাতনাৎ সাধুঃ (নিশীথগোপীথাবগথাঃ। উণ্ ২।৯) ১ অর্দ্ধরাত্র।

"নিশীথদীপাঃ সহসা হতত্বিষো বভূবুরালেখ্য সমর্পিতা ইব।" (রঘু ৩।১৫)

২ রাত্রি। (মেদিনী)

"সুচন্দ্রা শীতং মদনস্য দীপনং শুচৌ নিশীথেঽনুভবন্তি কামিনঃ।" (ঋতুসংহার ১।১৩)

৩ রাত্রির পুত্রভেদ।

"প্রদোষো নিশিথো ব্যুষ্ট ইতি দোষাসুতাস্ত্রয়ঃ" (ভাগ°৪ ১৩।১৪)

'নিশিথঃ নিশীথঃ।' ইতি ভাবার্থদীপিকা।

নিশীথিনী (স্ত্রী) নিশীথোঽস্ত্যস্যাঃ ইতি ইনি ঙীপ্। রাত্রি।

নিশীথিনীনাথ (পুং) নিশীথিন্যাঃ নাথঃ। ১ চন্দ্র। (হলায়ুধ) ২ কর্পূর।

নিশীথ্যা (স্ত্রী) রাত্রি। (ভূরিপ্র°)

নিশুম্ভ (পুং) নি-শুনভ হিংসায়াং ঘঞ্। ১ বধ। (হেমচন্দ্র)

২ হিংসন। ৩ মর্দ্দন। ৪ অসুরভেদ।

"কশ্যপস্য দনুর্নাম ভার্য্যাসীৎ দ্বিজসত্তম।

তস্যাস্তু দ্বৌ সুতাবাস্তাং সহস্রাক্ষাদ্বলাধিকৌ॥

জ্যেষ্ঠঃ শুম্ভ ইতি খ্যাতো নিশুম্ভশ্চাপরোঽসুরঃ।

তৃতীয়ো নমুচির্নামমহাবলসমন্বিতঃ॥" (বামনপু° ২৬ অঃ)

কশ্যপের দনু নামে এক পত্নী ছিল, এই দনুর গর্ভে তিনটী পুত্র হয়, শুম্ভ, নিশুম্ভ এবং নমুচি। এই তিন পুত্র ইন্দ্র হইতেও অধিক বলশালী। নমুচি ইন্দ্রের হস্তে নিহত হন। পরে শুম্ভ ও নিশুম্ভ ঘোরতর যুদ্ধের আয়োজন করিয়া দেবগণের সহিত যুদ্ধার্থ উপস্থিত হন। এই যুদ্ধে দেবগণ পরাজিত হইয়া দানবগণের অনুগামী হইলেন। শুম্ভ ও নিশুম্ভ স্বর্গরাজ্যের অধীশ্বর হইলে, দেবগণ ভূতলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। দেবগণের যাহার যে সকল শ্রেষ্ঠ রত্নাদি ছিল, দানবগণ তাহা বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছিল। শুম্ভ ও নিশুম্ভ একদিন রক্তবীজ নামক একজন দানবকে অবলোকন করিয়া তাহাকে কহিলেন, 'তুমি কি জন্য দীনভাবে বিচরণ করিতেছ'? ইহাতে রক্তবীজ কহিল, 'আমি মহিষাসুরের সচিব। বিন্ধ্যপর্ব্বতে কাত্যায়নী দেবী মহিষাসুরকে বিনাশ করিয়াছেন। দেবীর ভয়ে চণ্ড ও মুণ্ড নামে দুই মহাবীর জল মধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন।' তাহা শুনিয়া শুম্ভ ও নিশুম্ভ প্রতিজ্ঞা করিল, 'মহিষাসুরহন্ত্রী দেবীকে বিনাশ করিব।' তৎক্ষণাৎ নর্ম্মদা নদীমধ্য হইতে চণ্ড ও মুণ্ড নির্গত হইয়া শুম্ভ ও নিশুম্ভের সহিত মিলিত হইল। তখন সকলে

একত্র মিলিত হইয়া সুগ্রীব নামে একজন দূতকে বিন্ধ্যাপর্বতে দেবীর নিকট পাঠাইল। দূত দেবীসমীপে উপস্থিত হইয়া দেবীকে কহিল, জগৎ মধ্যে শুম্ভ ও নিশুম্ভ সর্ব্বাপেক্ষা বীর এবং তুমিও ত্রিলোক মধ্যে সুন্দরী। এই দুইজনের মধ্যে যাঁহাকে ইচ্ছা হয়, তাঁহাকে বরমাল্য প্রদান কর। দেবী এই কথা শুনিয়া কহিলেন, তুমি যাহা কহিলে তাহা সত্য, কিন্তু আমি একটি ভীষণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, যে আমাকে সংগ্রামে জয় করিতে পারিবে, আমি তাহাকেই বরমাল্য দিব। দূত আসিয়া ইহা দানবরাজ-সমীপে নিবেদন করিল। তখন দানবরাজ দেবীকে ধরিয়া আনিবার জন্য ধূম্রলোচনকে পাঠাইলেন। ধূম্রলোচন দেবীসমীপে গমন করিলে, দেবী একটি হুঙ্কার পরিত্যাগ করেন, তাহাতে সসৈন্যে ধূম্রলোচন ভস্মীভূত হয়। তখন দানবশ্রেষ্ঠ শুম্ভ অতি প্রচণ্ড সৈন্ত সমভিব্যাহারে চণ্ডমুণ্ডকে পাঠাইলেন। ইহারাও দেবীর সহিত কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে।

চণ্ডমুণ্ড বিনষ্ট হইলে পর, ত্রিশকোটী অক্ষৌহিণী সেনার সহিত রক্তবীজকে পাঠান হইল, রক্তবীজ দেবীর সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল, ইহার একবিন্দু রক্ত ভূমিতলে পতিত হইলে তৎসদৃশ আর একজন রক্তবীজ উৎপন্ন হইতে লাগিল। কিন্তু দেবীর অমিততেজে রক্তবীজও ধ্বংস হইল।

[বিশেষ বিবরণ রক্তবীজ দেখ।]

তখন নিশুম্ভ স্বয়ং যুদ্ধস্থলে গমন করিলেন। নিশুম্ভ দেবীর অলোকসামান্য রূপলাবণ্য দেখিয়া কহিলেন, 'কৌশিকি! তোমার দেহ অতি কোমল, তুমি আমাকে পতিত্বে বরণ কর।' তখন দেবী গর্ব্বিত-বাক্যে কহিলেন, 'তুমি আমাকে পরাজয় না করিলে, আমি কাহাকেও বরমাল্য প্রদান করিব না।' তখন নিশুম্ভ কালবিলম্ব না করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ক্রমে দেবীর হস্তে নিশুম্ভও নিহত হইল। পরে শুম্ভেরও এই দশা হইল। এইরূপে দানবগণ নিহত হইলে, দেবগণ সকলে মিলিত হইয়া দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র পুনর্ব্বার স্বর্গরাজ্য প্রাপ্ত হইলেন, দেবীর কৃপায় দেবগণের দুর্দিন ঘুচিল; পৃথিবীও শান্তভাব ধারণ করিল। (বামনপু° ২৬-২৯অ°)

মার্কণ্ডেয়পুরাণের মধ্যে দেবীমাহাত্ম্য অর্থাৎ চণ্ডীতে এই নিশুম্ভদানবের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু ইহাদের উৎপত্তির বিষয় কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহাতে লিখিত আছে, পুরাকালে নিশুম্ভ ও শুম্ভ নামে দুই ভাই অসুরদিগের অধিপতি ছিল। ইহারা দেবতাদিগের রাজ্য এমন কি যজ্ঞের বহির্ভাগ পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে লাগিল। দেবগণ নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া দেবী ভগবতীর শরণাগত হইলেন। দেবী ভগবতী মনোহররূপে ধরিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। শুম্ভ ও নিশুম্ভের ভৃত্য চণ্ড ও মুণ্ড এই রূপ দেখিয়া শুম্ভ ও নিশুম্ভকে কহিল, 'মহারাজ! হিমাচলে একটী কামিনী দেখিলাম, তাদৃশ রূপ জগতের কোথাও সম্ভব নহে, আপনার ত্রিভুবন মধ্যে সকল শ্রেষ্ঠ বস্তুই আছে, অতএব ঐ কামিনীকে আনিয়া স্ত্রীরূপে গ্রহণ করুন।' শুম্ভ ও নিশুম্ভ এই কথা শুনিয়া সুগ্রীব দূতকে দেবীর নিকটে পাঠাইলেন। দেবী দানবরাজের কথা শুনিয়া কহিলেন;—

"যো মাং জয়তি সংগ্রামে যো মে দর্পং ব্যপোহতি।
যো মে প্রতিবলো লোকে স মে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি॥" (চণ্ডী)

যিনি আমাকে সংগ্রামে জয় এবং আমার দর্প নাশ করিতে সমর্থ হইবেন, অথবা আমার তুল্যবল হইবেন, তিনিই আমার ভর্ত্তা হইবেন। শুম্ভ-নিশুম্ভ দেবগণ হইতেও বলশালী। অতএব আমাকে জয় করা তাহাদের মত বীরপুরুষের নিকট অতি লঘু। আমাকে বিবাহ করিতে অভিলাষ থাকিলে, আমাকে পরাজয় করিয়া গ্রহণ করুন। সুগ্রীব দানবরাজকে ইহা নিবেদন করিলে, শুম্ভ-নিশুম্ভ প্রথমে ধূম্রলোচন পরে চণ্ডমুণ্ড ও রক্তবীজ তৎপরে নিশুম্ভ শতবর্ষ ধরিয়া তুমুল সংগ্রাম করিয়া দেবী-হস্তে নিহত হয়। নিশুম্ভ নিহত হইলে শুম্ভও দেবীহস্তে নিধন প্রাপ্ত হন। (মার্কণ্ডেয়পু° চণ্ডী) বামনপুরাণ মতে রক্তবীজ ও চণ্ডমুণ্ড মহিষাসুরের অমাত্য ছিল কিন্তু চণ্ডীতে ইহার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। [শুম্ভ দেখ।]

মার্কণ্ডেয়-পুরাণান্তর্গত চণ্ডীতে আর একজন নিশুম্ভাসুরের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। শুম্ভ-নিশুম্ভের মৃত্যুর পর দেবগণ স্তব করিলে দেবী ভগবতী দেবগণকে বর দিয়াছিলেন। বৈবস্বত-মন্বন্তরে অষ্টাবিংশতি যুগ পরিমাণে শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামে অতি বলবান্ দুইজন অসুর জন্মগ্রহণ করিবে, আমি নন্দগোপগৃহে যশোদাগর্ভে জন্ম লইয়া তাহাকে বিনাশ করিব।

"বৈবস্বতেঽন্তরে প্রাপ্তে অষ্টাবিংশতিমে যুগে।
শুম্ভো নিশুম্ভশ্চৈবান্যাবুৎপৎস্যেতে মহাসুরৌ॥
নন্দগোপগৃহে জাতা যশোদাগর্ভসম্ভবা।
ততস্তৌ নাশয়িষ্যামি বিন্ধ্যাচলনিবাসিনী॥"

(মার্কণ্ডেয়পু° ৯১।৩৬-৩৭)

নিশুম্ভন (ক্লী) নি-শুন্ভ হিংসায়াং ভাবে ল্যুট্। মারণ, হনন, বধ। (হলায়ুধ)

নিশুম্ভমর্দ্দিনী (স্ত্রী) নিশুম্ভং মর্দ্দয়তি মৃদ-ণিনি ততো ঙীপ্। দুর্গা। (হেম)

নিশুম্ভশুম্ভমথনী (স্ত্রী) নিশুম্ভং শুম্ভঞ্চ মথ্নাতি মন্থ-ল্যুট্ ন লোপঃ, ততো ঙীষ্। দুর্গা।

"নিশুম্ভশুম্ভমথনী দেবী বেদেষু গীয়তে।" (দেবীপু°)

নিশুম্ভিন্ (পুং) নিশুম্ভো মোহনাশোহস্ত্যস্যেতি ইনি, বা নি-শুম্ভ-ণিনি। বুদ্ধবিশেষ, পর্য্যায়—হেরম্ব, হেরুক, চক্রসম্বর, দেব, বজ্রকপালী, শশিশেখর, বজ্রটীক। (ত্রিকাণ্ড) ২ নাশক।

নিশূতি (দেশজ) গাঢ়নিদ্রা। নিশ্রুতি শব্দের অপভ্রংশ, শব্দরাহিত্যহেতু নিদ্রাভিভূত, এইরূপ অর্থাগম হয়।

নিশৃত্য (ত্রি) গত, উপনীত। (দিব্যা° ৯৮।২৬, ২০১২) [নিস্থত্য দেখ।]

নিশৃম্ভ (ত্রি) নিশ্রথ্য সম্বধ্য হরতি নি-শ্রন্থ বাহুলকাৎ শুক্ বেদে সম্প্রসার° ততো পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। নিশ্রব্য, সাজবন্ধ।

"আজাসঃ পূষণং রথে নিশৃম্ভাস্তে জনশ্রিয়ম্।" (ঋক্ ৬।৫৫।৬)

'নিশৃম্ভাঃ নিশ্রথ্য সংবধ্য হর্ত্তারস্তে পূষ্ণো বাহনতয়া প্রসিদ্ধাশ্ছাগাঃ' (সায়ণ)

নিশেশ (পুং) নিশায়া ঈশঃ। চন্দ্র।

নিশৈত (পুং) নিশায়ামপি এতং ঈষদ্গমনং যস্য। বক। (ত্রিকাণ্ড)

নিশোৎসর্গ (পুং) নিশার অপনয়ন, প্রাতঃকাল, উষা।

নিশোত্রা (স্ত্রী) শ্বেত ত্রিবৃৎ, সাদা তেউড়ী। (ভাবপ্র°)

নিশোপশায় (পুং) রাত্রিতে বিশ্রামকারী।

নিশ্চক্ষুস্ (ত্রি) চক্ষুহীন, অন্ধ।

নিশ্চত্বারিংশ (ত্রি) নির্গতঃ চত্বারিংশতঃ শব্দত্বাৎ ড। চত্বারিংশৎ সংখ্যা হইতে নির্গত।

নিশ্চন্দ্রঅভ্র (পুং) ঔষধভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—দুগ্ধত্রয়, ঘৃতকুমারী, মনুষ্যমূত্র, বটের কুঁড়ি, ছাগলের রক্ত, এই সকল দ্রব্যের সহিত অভ্র মর্দ্দন করিয়া একশতবার পুট দিতে হইবে, তাহার পর ঐ অভ্র নিশ্চন্দ্রক হইয়া পদ্মরাগবৎ হইবে। এই অভ্র দেহশোধক, রসায়ন, কফ ও বীর্য্যবর্দ্ধক, জরা এবং মৃত্যুনাশক। (রসেন্দ্রসারসংগ্রহ)

নিশ্চপ্রচ (ত্রি) নিশ্চিতঞ্চ প্রচিতঞ্চ ময়ূরব্যংসকাদিত্বাৎ সমাসঃ। নিশ্চিত অথচ প্রচিত বস্তু।

নিশ্চয় (পুং) নিশ্চীয়তেঽনেনেতি নির্-চি-অপ্ (গ্রহবৃদৃ-নিশ্চিগমশ্চ। পা ৩।৩।৫৮) নিঃসংশয়জ্ঞান, পর্য্যায়—নির্ণয়, নির্ণয়ন, নিচয়, সংশয়ের অন্ত জ্ঞান, কোন বস্তুর সংশয় হইলে তাহার একপক্ষ স্থিরকরণের নাম নিশ্চয়। ২ সিদ্ধান্ত। ৩ বিষয়পরিচ্ছেদ।

"তদভাবা প্রকারা ধীস্তৎপ্রকারা তু নিশ্চয়ঃ।" (ভাষাপরি°)

'তদ্ভাবা প্রকারকত্বে সতি তৎপ্রকারকজ্ঞানত্বং নিশ্চয়ত্বম্।' (মুক্তাবলী)

৪ বুদ্ধির অসাধারণবৃত্তিভেদ।

"মনোবুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিত্তং করণমান্তরম্।

সংশয়ো নিশ্চয়ো গর্ব্বঃ স্মরণং বিষয়া ইমে॥" (বেদান্তপরি°)

"বুদ্ধির্নাম নিশ্চয়াত্মকান্তঃকরণবৃত্তিঃ।" (বেদান্তসার)

৫ অর্থালঙ্কারভেদ।

"অন্যন্নিষিধ্য প্রকৃতস্থাপনং নিশ্চয়ঃ পুনঃ।" (সাহিত্যদ° ১০।৭৫)

অন্যকে নিষেধ করিয়া প্রকৃতস্থাপনের নাম নিশ্চয়, যে স্থলে অপ্রাকৃত বস্তু নিরাকৃত হইয়া প্রকৃত বস্তুর স্থাপন হইবে, সেই স্থলেই নিশ্চয় অলঙ্কার হইবে।

উদাহরণ—

"বদনমিদং ন সরোজং নয়নে নেন্দীবরে এতে।

ইহ সবিধে মুগ্ধদৃশো মধুকর ন মুধা পরিভ্রাম্য॥" (সাহিত্যদ° ১০ পরি°)

এই বদন পদ্ম নহে, এই দুইটী নীলোৎপল নহে—চক্ষু, হে মধুকর! এই কামিনীর সমীপে বৃথা তুমি পরিভ্রমণ করিতেছ। এই স্থলে পদ্ম ও নীলোৎপল এই দুইটী অন্য বিষয়ের নিষেধ করিয়া প্রকৃত বিষয়ের স্থাপন হইল। অতএব এই স্থলে নিশ্চয়ালঙ্কার হইল।

নিশ্চয়কথা (দেশজ) স্থিরসিদ্ধান্ত, দৃঢ়োক্তি।

নিশ্চয়রূপ (ত্রি) নিশ্চিতের ভাব বা আকৃতিযুক্ত।

নিশ্চয়িন্ (ত্রি) স্থিরীকৃত, যথাযুক্ত বিবেচিত বা বিচারিত।

নিশ্চর (পুং) একাদশ মন্বন্তরীয় সপ্তর্ষিভেদ।

"অঙ্গিরাশ্চোদধিশ্চাশ্চ পৌলস্ত্যো নিশ্চরস্তথা।

পুলহশ্চাগ্নিতেজাশ্চ ভাব্যাঃ সপ্ত মহর্ষয়ঃ॥"(হরিবংশ ৭ অঃ)

নিশ্চল (ত্রি) নির্ চল-অচ্। ১ স্থির। ২ অচল। ৩ অনন্যভাবনা, বিপরীত ভাবনারহিত।

নিশ্চলদাসস্বামিন্, একজন প্রসিদ্ধ দার্শনিক। ইনি প্রভাকর নামে পঞ্চদশীর একখানি টীকা প্রণয়ন করেন।

নিশ্চলা (স্ত্রী) নিশ্চল-টাপ্। ১ শালপর্ণী। (রাজনি°) ২ পৃথিবী। ৩ নদীবিশেষ।

"কৌশিকী তু তৃতীয়া চ নিশ্চলা গণ্ডকী তথা।

ইক্ষুর্লোহিত্যমিত্যেতা হিমবৎ পার্শ্বনিঃসৃতা॥" (মৎস্যপু° ১১৩।২২)

নিশ্চলাঙ্গ (পুং) নিশ্চলবৎ অঙ্গং যস্য। ১ বক। (রাজনি°) ২ পর্ব্বত প্রভৃতি। (ত্রি) ৩ স্পন্দরহিত। স্থিরাং স্বাঙ্গত্বাৎ বা ঙীষ্।

নিশ্চায়ক (ত্রি) নিশ্চিনোতীতি নির্-চি-ণ্বুল্। নিশ্চয়কর্ত্তা, নির্ণায়ক।

নিশ্চারক (পুং) নিশ্চরতীতি নির্-চল-ণ্বুল্। ১ পুরীষক্ষয়। ২ বায়ু। ৩ স্বচ্ছন্দ।

'নিশ্চারকঃ পুরীষস্ত ক্ষয়ে স্বৈরে সমীরণে।' (মেদিনী)
নির্গতোশ্চারো যস্মাৎ, ততো কপ্। (ত্রি) ৪ চারহিত।

নিশ্চিত (ত্রি) নির্-চি-কর্ম্মণি-ক্ত। ১ নিশ্চয়জ্ঞানবিষয়, অবধারিত। "বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ।" (বেদান্ত°) স্ত্রিয়াং টাপ্। ২ নদীভেদ।
"কৌশিকীং নিশ্চিতাং কৃত্যাং নিচিতাং লোহতারিণীম্।"
(ভারত ভীষ্মপ° ৯ অঃ)

নিশ্চিতি (স্ত্রী) নির্-চি-ক্তিন্। অবধারণ, স্থিরীকরণ।

নিশ্চিত্ত (পুং) সমাধিভেদ।

নিশ্চিন্ত (ত্রি) নির্গতা চিন্তা যস্মাৎ। চিন্তারহিত চিন্তাশূন্য।
"মূর্খত্বং সুলভং ভজস্ব কুমতে মূর্খস্য চাষ্টৌ গুণা-
নিশ্চিন্তো বহুভোজকোঽতিমুখরো রাত্রিন্দিবা স্বপ্নভাক্।"
(উদ্ভট)

নিশ্চিরা (স্ত্রী) নদীভেদ। (ভারত ৩।৮৪।১২৯)

নিশ্চীয়মান (ত্রি) নির্-চি-কর্ম্মণি শানচ্। নিশ্চয় বিষয়।
"নমু তথাপি এবকারস্য নিশ্চীয়মানত্বৈব সার্থকত্বাভাবাৎ।"
(রামভদ্র)

নিশ্চুক্কণ (ক্লী) নিঃশেষেণ চুক্কণম্। দন্তশাণ, দন্তশোধক চূর্ণবিশেষ, চলিত মিসি। (ত্রিকাণ্ড)

নিশ্চেতন (ত্রি) নির্গতা চেতনা যস্মাৎ। ১ চেতনহীন, চৈতন্য রহিত। ২ অযৌক্তিক।

নিশ্চেতস্ (ত্রি) নির্গতং চেতঃ যস্মাৎ। চেতনাহীন। যাহার মন বা অন্তঃকরণ যথাজ্ঞানের বহির্ভূত।

নিশ্চেষ্ট (ত্রি) নির্গতা চেষ্টা যস্মাৎ। ১ চেষ্টারহিত, চেষ্টাহীন। ২ অক্ষম, অসহায়।

নিশ্চেষ্টা (স্ত্রী) চেষ্টারাহিত্য।

নিশ্চেষ্টাকরণ (ক্লী) নিশ্চেষ্টা চেষ্টারাহিত্যং ক্রিয়তেঽনেন কৃ করণে ল্যুট্। ১ কামবাণভেদ। (ত্রিকাণ্ড) ২ মনঃশিলা ঘটিত ঔষধভেদ। (বৈদ্যক)

নিশ্চৌর (ত্রি) দস্যু বা চোরবহির্ভূত স্থান।

নিশ্চ্যবন (পুং) বৈবস্বত মন্বন্তরের সপ্তর্ষি মধ্যে ঋষিভেদ।
"প্রাণো বৃহস্পতিশ্চৈব দত্তো নিশ্চ্যবনস্তথা।" (হরিবংশ ৭অঃ)
২ অগ্নিভেদ।
"যস্তু ন চ্যবতে নিত্যং যশসা বর্চসা শ্রিয়া।
অগ্নিনিশ্চ্যবনো নাম পৃথিবীং স্তৌতি কেবলম্॥"
(ভারত বনপর্ব্ব ২১৮ অঃ)
(ত্রি) নির্গতং চ্যবনং যস্য। ৩ চ্যুতিহীন।

নিশ্ছন্দস্ (ত্রি) নির্গতং ছন্দো বেদো অস্য। বেদাধ্যয়নহীন।
"হীন ক্রিয়ং নিষ্পুরুষং নিশ্ছন্দো রোমশার্শসম্।" (মনু ৩।৭)

নিশ্ছিদ্র (ত্রি) নির্গতং ছিদ্রং যস্মাৎ। ছিদ্রশূন্য, ছিদ্রহীন।
"সর্ব্বং করোতি নিশ্ছিদ্রমনুসংকীর্ত্তনং তব।" (ভাগ° ৮।২৩।১৬)

নিশ্ছেদ (ত্রি) অবিভাজ্য, যে রাশিকে কোন গুণক দ্বারা ভাগ করা যায় না।

নিশ্ম (ত্রি) মিশ সমাধৌ বাহুলকাৎ মঙ্। সমাহিত।

নিশ্রথ্য (ত্রি) দৃঢ়বন্ধ, অর্থাদিকে দৃঢ়বদ্ধ করিয়া।

নিশ্রম (পুং) কার্য্যাদিতে সহিষ্ণুতা, দৃঢ়তা, অধ্যবসায়।

নিশ্রয়ণী (স্ত্রী) সোপান, সিঁড়ি, মই।

নিশ্রাবিন্ (ত্রি) অধঃপতনশীল।

নিশ্রীক (ত্রি) সোপান, সিঁড়ি।

নিশ্রেণি (স্ত্রী) সিঁড়ি মই।

নিশ্বস্য (ত্রি) নিশ্বাসযুক্ত। নিশ্বাস গ্রহণ করিয়া, দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া।
"ধ্যাত্বা রামেতি নিশ্বস্য ছিন্নতরুরিবাপতৎ।"
(রামায়ণ ২।১২।৫৪)

নিশ্বাস (পুং) নি-শ্বস ভাবে ঘঞ্। বহির্মুখশ্বাস, প্রাণবায়ুর বহির্গমনরূপ ব্যাপার। (হেমচ°) বাহিরের দিকে যে শ্বাসবায়ু নির্গত হয়, তাহার নাম নিশ্বাস। পর্য্যায়—পান, এতন।
"সংহর্ত্তুং সর্ব্বব্রহ্মাণ্ডং শক্তা নিঃশ্বাসমাত্রতঃ॥"
(ব্রহ্মবৈ° পু° ২।১।৮৯)

নিশ্বাসসংহিতা (স্ত্রী) নিশ্বাসাখ্যা সংহিতা। শিবপ্রণীত শাস্ত্রবিশেষ।
"এবমভ্যর্থিতস্তৈস্তু পুরাহং দ্বিজসত্তমাঃ।
বেদক্রিয়াসমাযুক্তাং কৃতবানস্মি সংহিতাম্॥
নিশ্বাসাখ্যাং ততস্তাং লীনা বাভ্রব্যশাণ্ডিলাঃ।
নিশ্বাসসংহিতায়াং হি লক্ষমাত্রপ্রমাণতঃ॥" (বরাহপু°)
ব্রাহ্মণদিগের অনুরোধে, মহাদেব এই সংহিতা প্রস্তুত করিয়াছেন। ইহাতে পাশুপতী দীক্ষা এবং পাশুপাত-যোগ বর্ণিত হইয়াছে।

নিষঙ্গ (পুং) নিতরাং সজন্তি শরা যত্র। নি সন্জ অধিকরণে ঘঞ্। ১ তূনীর।
"জাতাভিষঙ্গো নৃপতির্নিষঙ্গা-
দুদ্ধর্তুমৈচ্ছৎ প্রসভোদ্ধৃতারিঃ॥" (রঘু° ২।৩০)
নি-সন্জ ভাবে ঘঞ্। ২ নিতান্ত সঙ্গ।
"কেন কার্য্যনিষঙ্গেণ ত্বমাখ্যা হি মহাবল।"
(ভারত শান্তিপর্ব্ব ২০১ অঃ)
৩ খড়্গ (বোপদেব)

নিষঙ্গথি (পুং) নি সন্জ-থিন্। (নৌষন্জে থিন্। উণ্ ৪।৮৭) ন

বিভাৎ কুম্বং. শুভোষম্বং। ২ সমালিঙ্গ, আলিঙ্গন। ২ ধন্বী। ৩ রথ। ৪ স্কন্ধ। ৫ তূণ। ৬ সারথি। (সংক্ষিপ্তসার উণাদিবৃত্তি) (ত্রি) ৭ আলিঙ্গক। (উজ্জ্বল)

নিষঙ্গধি (পুং) নিষঙ্গঃ খড়্গাঃ ধীয়তেঽস্মিন্ ধা-আধারে কি। খড়্গাপিধান, কোষ, চলিত খাপ্।

"আতুরস্ত নিষঙ্গধিঃ।" (শুক্ল যজু° ১৬।১০)

'নিষঙ্গঃ খড়্গাঃ স ধীয়তেঽস্মিন্নিতি নিষঙ্গধিঃ কোষঃ।'(বেদদীপ)

নিষঙ্গিন্ (ত্রি) নিষঙ্গোঽস্ত্যস্য ইতি ইনি। ১ ধনুর্দ্ধর। নি-সঞ্জ ঘিনুন্। ২ তূণীর। (শব্দার্থচিন্তা°) ৩ খড়্গধারী।

"নমো নমো নিষঙ্গিণে ককুভায় স্তেনানাং পতয়ে।"

(শুক্লযজু° ১৬।২০)

'নিষঙ্গিণে খড়্গাধারিণে' (বেদদীপ°)। ৪ নিতান্ত সঙ্গযুক্ত।

"স্থানে নিষঙ্গিণ্যপি ক্ষণং পুরঃ।" (মাঘ)

'নিষঙ্গিনি সক্তে' (মল্লিনাথ) ৫ তূণীরযুক্ত।

"রথী নিষঙ্গী কবচী ধনুষ্মান্।" (রঘু ৭।৫৬)

৭ ধৃতরাষ্ট্রের এক পুত্র। (ভারত ১।১১৭।১১)

নিষণ্ণ (ত্রি) নিষীদতিস্মেতি নি-সদ গত্যর্থেতি ক্ত, নিষ্ঠাতস্য ন (রদাভ্যাং নিষ্ঠাতো নঃ পূর্ব্বস্য চ দঃ। পা ৮।২।৪২) উপবিষ্ট, শয়িত, স্থিত, অবলম্বনকারী।

"পাদাবমুক্তয়ন্তী শ্রীর্দেবক্যাশ্চরণান্তিকে।

বিষণ্ণা পঙ্কজে পূজ্যা নমো দেব্যৈ প্রিয়া ইতি॥"(তিথিতত্ত্ব)

নিষণ্ণক (ক্লী) নিষণ্ণ সংজ্ঞায়াং কন্। সুনিষণ্ণক শাক, চলিত সুষুণী শাক। (শব্দর°) (ত্রি) নিষণ্ণ স্বার্থে-ক। ২ উপবিষ্ট।

নিষত্তি (স্ত্রী) নি-সদ্-ক্তিন্। নিষদন, স্থিতি।

"কাতে নিষত্তি কিমু নো মমাৎসি।" (ঋক্ ৪।২১।৯)

'নিষত্তি নিষদনং স্থিতিঃ কা।' (সায়ণ)

নিষৎস্নু (ত্রি) নি-সদ বাহুলকাৎ স্নু। নিষণ্ণ স্থিত।

"ঘ্নন্তি হন্তি পতয়ন্তং নিষৎস্নুং যঃ সরীসৃপম্।"

(ঋক্ ১০।১৬২।৩)

'নিষৎস্নুং নিষীদন্তং' (সায়ণ)

নিষদ্ (স্ত্রী) নিষীদত্যস্যাং নি-সদ্-আধারে কিপ্। যজ্ঞদীক্ষা

"যা বৈ দীক্ষা সা নিষৎ তৎসত্রং তদয়নং তৎসত্রায়ণম্।"

(শত° ব্রা° ৪।৬।৭।২)

২ বেদবাক্যবিশেষ।

"য· বাক্যেষনুবাকেষু নিষৎসূপনিষৎসু চ।"

(ভারত শান্তিপর্ব্ব ৭৭ অঃ)

'নিষৎসু কর্ম্মকাণ্ডবদ্ধদেবতাবিজ্ঞানেষ কোষু ' (নীলকণ্ঠ)

ভাবে কিপ্। ৩ উপসদন।

"অক্ষিযয়া নিষদা গা অবস্তবঃ।" (ঋক্ ২।২৩।১৫)

'নিষদা উপসদনেন, (সায়ণ)

নি-সদ-কর্ত্তরি-কিপ্। ৪ উপবেষ্টা।

নিষদ (পুং) নিষীদন্তি ষড়্জাদয়ঃ স্বরা যত্র, নি-সদ-বাহুলকাৎ অপ্। ১ নিষাদস্বর। ২ স্বনামখ্যাত নৃপবিশেষ।

"ভগান্থরিঃ সুনীথশ্চ নিষদোঽথ বহীনরঃ॥" (ভাগ°২।৯।১৫)।

নিষদন (ক্লী) নিষীদন্ত্যত্র নি-সদ্-আধারে ল্যুট্। ১ গৃহ। ২ উপবেশনস্থান।

"নিক্রমণং নিষদনং" (শুক্ল যজু° ২৫।৩৮)

'নিষদনং উপবেশনস্থানম্।' (বেদদীপ) ভাবে ল্যুট্। ৩ স্থিতি।

"অশ্বত্থে বো নিষদনং পর্ণে বো বসতিষ্কৃতা।" (শুক্লযজু° ১২।৭৯)

'নিষদনং স্থানং' (বেদদীপ)

(পুং) নিষীদতি পাপকমত্র, ল্যুট্। ৪ নিষাদ।

'নিষাদঃ কস্মান্নিষদনো ভবতি নিষণ্ণমস্মিন্ পাপকমিতি'(নিরুক্ত ৩।৮)

নিষদ্যা (স্ত্রী) নিষীদন্ত্যস্যামিতি নি-সদ-ক্যপ্ (সংজ্ঞায়াং সমজ-নিষদেতি। পা ৩।৩।৯৯) পণ্যবিক্রয়শালা, চলিত হাটচালা। ২ হট্ট। ৩ ক্ষুদ্র খট্বা। (শব্দার্থচি°)

"কেচিৎ শুর্ব্বীমেত্য সংবিষণ্ণা·

ক্রীণন্তিস্ম প্রাণমূল্যৈর্যশাংসি।" (মাঘ)

নিষদ্বর (পুং) নিষীদন্তি বিষণ্ণা ভবন্তি জনা অত্রেতি নি-সদ-ষ্বরচ্ (নৌ সদেঃ। উণ্ ২।১২৪) ততো "সদির প্রতেঃ"ইতি ষত্বম্। ১ কর্দ্দম, জম্বাল। নিষদাং উপবেষ্টৃণাং বরঃ। ২ প্রধান উপবেষ্টা।

' নিষদ্বর· বৃষভং" (শুক্লযজু° ২৮।৪)

"নিষীদন্তি নিষদ উপবেষ্টারস্তেষাং বরং শ্রেষ্ঠং বৃষভম্" (বেদদীপ)

নিষদ্বরী (স্ত্রী) নিষদ্বর বিত্বাৎ ঙীপ্। রাত্রি, নিশা।

'নিষদ্বরস্তু জম্বালে নিষাধাঙ্ক নিষদ্বরী।' (বিশ্ব)

নিষধ (পুং) পর্ব্বতভেদ।

"লঙ্কাদেশাদ্ধিমগিরিরুদগ্ঘেমকূটোঽথ তস্মাৎ।

তস্মাচ্চান্যো নিষধ ইতি তে সিন্ধুপর্য্যন্তদৈর্ঘ্যাঃ॥"(সিদ্ধান্তশিরো°)

লঙ্কার উত্তর দিকে পূর্ব্বসাগর পর্য্যন্ত দীর্ঘ হিমগিরি, তাহার উত্তরদিকে হেমকূট, ইহাও সমুদ্র পর্য্যন্ত দীর্ঘ · ইহার উত্তরে নিষধ। ভাগবতে এই পর্ব্বতে এইরূপ সীমানির্দ্দেশ দেখিতে পাওয়া যায়—ইলাবৃতবর্ষের উত্তরভাগে উত্তরাদি দিক্‌ক্রমে ক্রমশঃ নীলগিরি, শ্বেতগিরি ও শৃঙ্গবান্ গিরি এই তিন পর্ব্বত যথাক্রমে রম্যকবর্ষ, হিরণ্ময়বর্ষ ও কুরুবর্ষের সীমা কল্পিত হইয়াছে। এই তিন পর্ব্বত পূর্ব্বদিকে দীর্ঘ। এই প্রকার ইলা-বৃতবর্ষের দক্ষিণদিকে নিষধ, হেমকূট ও হিমালয় নামে তিনটী পর্ব্বত আছে। (ভাগবত ৫।১৬ অঃ)

২ সূর্য্যবংশীয় রামাত্মজ কুশের পৌত্র, নৃপভেদ। (হরিব° ১৫।২৬)

৩ চন্দ্রবংশীয় জনমেজয়, নৃপপুত্রভেদ। (ভারত ১।৯৪ অঃ)

৪ দেশভেদ। এই প্রাচীন জনপদের বর্ত্তমান অবস্থান নির্ণীত হয় নাই। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে লিখিত আছে, এই জনপদ বিন্ধ্যাচলের পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত। (ব্রহ্মাণ্ডপু° পূর্ব্ব° ৫৮ অঃ) এই নিষধকে বর্ত্তমান ভীলরাজ্য বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন।

"নিষধেষু মহীপালো বীরসেন ইতি শ্রুতঃ॥" (ভারত বন ৫: অ°

৫ নিষধদেশাধিপতি। ৬ নিষাদস্বর। (ত্রি) ৭ কঠিন। ৮ কুরু-নামক নৃপপুত্র। (ভাগ° ৯।২২।৫)

'নিষধ কঠিনে দেশে তদ্রাজ্যে পর্ব্বতান্তরে॥' (মেদিনী)

নিষধবংশ (পুং) নিষধদেশবাসী জাতিবিশেষ। [নিষাদ দেখ।]

নিষধাধিপ (পুং) নিষধদেশের রাজা।

নিষধাধিপতি, নিষধরাজ, নলরাজ।

নিষধাবতী (স্ত্রী) বিন্ধ্য পর্ব্বতের ঋক্ষপাদগিরিনির্গতা নদী। (মার্কণ্ডেয়পু° ৫৭।২৪)

নিষধাশ্ব (পুং-ক্লী.) কুরুর পুত্রভেদ।

নিষা, মানভূম জেলাস্থ গোবিন্দপুর মহকুমায় একটী নগর। এখানে একটী পুলিশ ষ্টেসন বা থানা আছে।

নিষাদ (পুং) নিষণ্ণতে গ্রামশেষসীমায়াং যদ্বা নিষীদতি পাপমত্র, নি-সদ্-কর্ম্মণি অধিকরণে বা ঘঞ্। অনার্য্যজাতিভেদ। আর্য্যদিগের ভারতবর্ষে আগমনের পূর্ব্বে এই জাতি ভারতের স্থান-বিশেষের অধিবাসী ছিল।

'নিষাদঃ কস্মান্নিষদনো ভবতি নিষন্নমত্র পাপকমিতি।'

(নিরুক্ত ৩।৮)

ইহারা পাপে লীন থাকে বলিয়া, নিষাদ এই নামে খ্যাত হইয়াছে। ২ বেণশরীরোদ্ভব জাতিবিশেষ। ইহার বিষয় অগ্নিপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—

"মথ্যমানে ততো রাজ্ঞস্তস্মিন্ ঊরৌ প্রজ্ঞিবান্।
হ্রস্বোঽতিপুরুষঃ কৃষ্ণস্তস্মাৎ প্রাঞ্জলিঃ স্থিতঃ॥
তে মন্ত্রৈর্বিহ্বলঃ দৃষ্ট্বা নিষীদেত্যব্রুবংস্তদা।
নিষাদবংশকর্ত্তা স বভূব মুনিসত্তমাঃ॥
ধীবরান্ স্জন্বাপি বেণকল্মষসম্ভবান্।
যে চান্যে বিন্ধ্যনিলয়াঃ শবরা নাহলাদয়ঃ॥ (অগ্নিপু°)

রাজা বেণের ঊরু মথিত হইতে থাকিলে, এক কৃষ্ণবর্ণ হ্রস্বাকৃতি পুরুষ উৎপন্ন হয়, এই পুরুষ উৎপন্ন হইবামাত্র ভয়বিহ্বল-হৃদয়ে কৃতাঞ্জলি হইয়া থাকে, তাহার পর ইহাকে সকলে 'নিষীদ' উপবেশন কর, ইহা বলিয়াছিল। সেই হইতে এই পুরুষ নিষাদবংশের কর্ত্তা হয়। এই পুরুষ হইতে নিষাদবংশের উৎপত্তি। ধীবর ইহাদের পারিভাষিক উপাধি। মনুর মতে এই জাতি ব্রাহ্মণের ঔরসে ও শূদ্রার গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছে।

"ব্রাহ্মণাদ্বৈশ্যকন্যায়ামম্বষ্ঠো নাম জায়তে॥
নিষাদঃ শূদ্রকন্যায়াং যঃ পারশব উচ্যতে॥" (মনু ১০।৮)

এই নিষাদজাতি পারশব বলিয়া খ্যাত।

বিবাহিতা শূদ্রকন্যাতে ব্রাহ্মণ হইতে উৎপন্ন হইলে, নিষাদ জাতি হইবে। ব্রাহ্মণ যদি শূদ্রকন্যা বিবাহ করে এবং তাহাতে যে সন্তান উৎপন্ন হয়, সেই সন্তান নিষাদ মধ্যে পরিগণিত হইবে কি না এই সন্দেহ নিরাকরণের জন্য কুল্লূকভট্ট লিখিয়াছেন,

"ঊঢ়ায়াং শূদ্রকন্যায়াং নিষাদ উৎপদ্যতে।" (কুল্লূক মনু ১০।৮টী)

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার মতেও এই জাতি ব্রাহ্মণ হইতে শূদ্রাণীর গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছে।

"বিপ্রান্মূর্দ্ধাভিষিক্তো হি ক্ষত্রিয়াণাং বিশঃ স্ত্রিয়াম্।
অম্বষ্ঠঃ শূদ্র্যাং নিষাদো জাতঃ পারশবোঽপি বা॥"

(যাজ্ঞবল্ক্য ১।৯৩)

মিতাক্ষরা প্রভৃতির মতে, ইহারা মৎস্যদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে, এই জন্য ইহাদের অপর নাম ধীবর। এই জাতি ক্রূরকর্ম্মা ও পাপী।

৩ স্থানবিশেষের নাম। মিঃ বার্‌গেস্ নিষাদকে বর্ত্তমান বেরার নামে অভিহিত করেন, কিন্তু উহা ঠিক নহে। নলরাজার রাজ্যের নাম নিষাদ নহে, নিষধ। বোধ হয় মহাভারতোক্ত উত্তরপশ্চিম নিষাদ হিসার ও ভাটনের জেলাকে বুঝাইত।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে লিখিত আছে, পূতসলিলা গঙ্গার পূর্ব্বাভি-মুখী শাখা হ্লাদিনী নদী এই নিষাদদেশ ধৌত করিয়া পূর্ব্ব-সাগরে পড়িয়াছে। গরুড়পুরাণে লিখিত আছে, এই নিষাদ জাতি "বিন্ধ্যশৈলনিবাসকঃ" অর্থাৎ ইহারা বিন্ধ্যগিরি নিকটবর্ত্তি স্থানে বাস করিত এবং এই স্থান সম্ভবতঃ মহাভারতে নিষাদ-ভূমি নামে উক্ত হইয়াছে। মহাভারতের বনপর্ব্বে লিখিত বিনশনের দক্ষিণপশ্চিমে স্থিত একটী ক্ষুদ্র রাষ্ট্র। এই স্থান লুপ্ত সরস্বতীর কূলের সন্নিকট। সম্ভবতঃ কোন নিষাদবংশের রাজা এই স্থানে রাজ্য স্থাপন করিয়া থাকিবে। রামায়ণোক্ত শৃঙ্গবেরপুর এই নিষাদরাজ্যের রাজধানী। [শৃঙ্গবেরপুর দেখ] ৪ কল্পভেদ।

৫ নিষীদন্তি ষড়্জাদয়ঃ স্বরা যত্র নি-সদ-ঘঞ্। সপ্তস্বরের অন্তর্গত স্বরবিশেষ। নারদমতে, এই স্বর হস্তিস্বরের তুল্য। ইহার উচ্চারণ স্থান ললাট। ব্যাকরণ-মতানুসারে দন্ত। এই স্বরের বর্ণ বৈশ্য। এই স্বর সকল স্বর হইতে উচ্চ।

সঙ্গীতদর্পণের মতে অসুরবংশে ইহার উৎপত্তি, ইহার জাতি বৈশ্য, বর্ণ বিচিত্র, পুষ্করদ্বীপে জন্ম। ঋষি তুম্বুরু, দেবতা সূর্য্য, ছন্দ জগতী, করুণ-বিষয়ে উপযোগী। ইহার জাতি সম্পূর্ণ। ইহার কূটতান ৫০৪০। প্রত্যেক তান ৫৬,

সমুদায়ে ২৮২২৩০। ইহার স্বরূপ গণেশতুল্য। বর্ণ কৃষ্ণশ্বেত। স্থান পুষ্করদ্বীপ, ইহার দেবতা সূর্য্য। বার শনি, ইহার সময় রাত্রিশেষে ৮ দণ্ড ৩৩ পল। ইহার শ্রুতি উগ্রা ও শোভিনী। মন্দ্র স্থানে মূর্চ্ছনা সখা এবং মধ্যস্থলে অংশকৃতা। তারস্থানে লোচনা। আসাবরী ও মল্লারী এই দুইটী রাগিণী নিষাদ-হর্ষিতা। নারদপুরাণমতে এই স্বর নিঃসন্তান। বীণাতে ধৈবতার্দ্ধ বড়্জ স্থান পর্য্যন্ত প্রথম, সপ্তক তৃতীয়াংশের শেষ সমুদায় বীণাতন্ত্রীতে নিষাদস্থান হইয়া থাকে।

"ষড়্জাদয়ঃ যক্ষেত্তেহত্র স্বরাঃ সর্ব্বে মনোহরাঃ।

নিষীদন্তি যতো লোকে নিষাদস্তেন কথ্যতে ॥

চতস্রঃ পঞ্চমে ষড়্জে মধ্যমে শ্রুতয়ো মতাঃ।

ঋষভে ধৈবতে তিস্রো দ্বে গান্ধারনিষাদকে ॥"(সঙ্গীতদামো°)

নিষাদকর্ষু (পুং) দেশভেদ।

নিষাদবৎ (পুং) নিষাদোঽস্ত্যস্য মতুপ, মস্য ব। ১ নিষাদ স্বর।

"ষড়্জ ঋষভগান্ধারৌ মধ্যমোধৈবতস্তথা।

পঞ্চমশ্চাপি বিজ্ঞেয়স্তথা চাপি নিষাদবান্ ॥"(ভারত শান্তি°১৮৪অঃ)

(ত্রি) নিষাদস্বরযুক্ত গানাদি। স্ত্রীয়াং ঙীপ্।

নিষাদিত (ক্লী) নি-সদ-ণিচ ক্ত। নিষদন, উপবেশনকরণ। নিষাদিতমনেন নিষাদিত ইষ্টাদিত্বাদিনি। নিষাদিতিন্ নিষাদন-কর্ত্তা। (ত্রি) কর্ম্মণি ক্ত। ২ উপবেশিত।

নিষাদিন্ (পুং) নিষীদত্যবশ্যমিতি নি-সদ-ণিনি। ১ হস্তিপক, হস্ত্যারোহী, চলিত মাহুৎ।

"নির্যাণনির্যদস্যুঙ্কং চলিতং নিষাদী" (মাঘ ৫।৪১)

(ত্রি) ২ উপবিষ্ট।

"আতপাত্যয়সংক্ষিপ্তনীবারাসু নিষাদিভিঃ।

মৃগৈর্বর্ত্তিতরোমন্থমুটজাঙ্গনভূমিষু ॥" (রঘু ১৫২)

নিষিক্ত (ত্রি) নি-সিচ্-ক্ত। ১ নিতান্তসিক্ত। ২ আহিত শুক্রাদি। তজ্জগর্ভ, শুক্রজাত গর্ভ।

নিষিক্তপা (ত্রি) নিষিক্তং পাতীতি বেদে নিপাতনাৎ সাধুঃ। ১ গর্ভরক্ষাকর্ত্তা। ২ সোমপানকর্ত্তা।

"বিষ্ণুং নিষিক্তপামবোভিঃ।" (ঋক্ ৭।৩৬।৯)

'নিষিক্তপাং নিষিক্তস্য রক্ষিতারং, যদ্বা চমসে নিষিক্তানাং সোমানাং পাতারং' (সায়ণ)

নিষিদ্ধ (ত্রি) নিষিধ্যতে স্মেতি নি-সিধ-ক্ত। নিষেধবিষয়, প্রতিষিদ্ধ, যাহা করিতে নাই।

"তীর্থে তিথিবিশেষে চ গঙ্গায়াং প্রেতপক্ষকে।

নিষিদ্ধেঽপি দিনে কুর্য্যাৎ তর্পণং তিলমিশ্রিতম্ ॥"(তিথিতত্ত্ব)

পদ্মপুরাণের স্বর্গখণ্ডে নিষিদ্ধকর্ম্মের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—

"ক্রহি কর্ম্মান্ সুখোপায়ান্ যদ্বিধানাং সুখাবহান্।

নিষিদ্ধমপি যচ্চৈবং তদেব প্রথমং বদ ॥"(পদ্মপু°স্বর্গখণ্ড ২৭অঃ)

ব্রাহ্মণদিগের পক্ষে অ্যাকর্বণ, শত্রুনিবর্হণ, কৃষি, বাণিজ্য, পশুপালন, অর্থের জন্য শুশ্রূষা, কুটিলতা, কুসীদ ও বৃষলীগমন প্রভৃতি কার্য্য নিষিদ্ধ। এই সকল নিষিদ্ধ কর্ম্মান্বিত ব্রাহ্মণ বৈদিক এবং তান্ত্রিককার্য্যে বর্জ্জনীয়। কর ব্যতীত প্রতিগ্রহ, যুদ্ধে পলায়ন, যাচকের প্রতি কাতরতা, প্রজাদিগের অপালন, দান এবং ধর্ম্মে বিরক্ততা, স্বরাষ্ট্রের অনপেক্ষা, ব্রাহ্মণের অনাদর, অমাত্যের অসম্মান ও তাহাদের কার্য্য না দেখা এবং ভৃত্যাদিগের প্রতি পরিহাস প্রভৃতি কার্য্য রাজাদিগের নিষিদ্ধ কর্ম্ম। ধনলোভে মিথ্যা মূল্যকথন, পশুদিগের অপালন, সম্পদসত্ত্বে যজ্ঞানুষ্ঠান না করা, এই সকল কার্য্য বৈশ্যদিগের নিষিদ্ধ। ধনসঞ্চয় এবং দশবিধকর্ম্ম শূদ্রের নিষিদ্ধ। (পদ্মপু° স্বর্গখণ্ড ২৭অঃ)

শালপত্রে ভোজন ও শালপত্র ছেদন, এবং অশ্বত্থ ও বটবৃক্ষ ছেদন করিতে নাই। (বরাহপু°) শাস্ত্রে যে সকল বর্ণের যে সকল কার্য্য বিহিত হয় নাই, সে সকল কার্য্যমাত্রই নিষিদ্ধ। নিষিদ্ধকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে নিরয়ভাগী হইতে হয়। ২ নিবারিত।

"মা মা মা মেতি বহুধা নিষিদ্ধোঽপি তথা ভৃশম্।

আলিলিঙ্গে প্রিয়াং দৈবাৎ পপাত ধরণীতলে ॥"

(দেবীভাগ° ২।১।৬০)

নিষিদ্ধধাত্রী (স্ত্রী) আয়ুর্ব্বেদসম্মতগুণবর্জ্জিত ধাত্রী। সন্তানাদি পালন জন্য এই সকল স্ত্রীলোককে উপমাতৃরূপে নিযুক্ত করিতে নাই। শোকাকুলা, ক্ষুধিতা, পরিশ্রান্তা, ব্যাধিযুক্তা, বেশী বড় অথবা অতিখর্ব্বা, অত্যন্ত স্থূলাঙ্গী, অত্যন্ত কৃশাঙ্গী, গর্ভিণী, জ্বরপীড়িতা এবং যাহার স্তনদ্বয় লম্বা বা অতিশয় উচ্চ (উচ্চ স্তনচূষণে বালকের গ্রাস বৃহৎ হয় এবং লম্বা-স্তন হইলে বালকের নাসিকা-মুখ আচ্ছাদিত হইয়া মৃত্যু হয়,) অজীর্ণভোজী, অপথ্যসেবী, দূষিত কার্য্যে আসক্ত, দুঃখিতা ও চঞ্চলচিত্তা, এই সকল দোষযুক্তা স্ত্রীর স্তন্যপান করিলে বালক রোগগ্রস্ত হয়।

নিষিদ্ধি (স্ত্রী) নি-সিধ-ক্তিন্। নিষেধ।

নিষেক (পুং) নিষিচ্যতে প্রক্ষিপ্যতে ইতি-নি-সিচ্-ঘঞ্। ১ জলাদির নিঃশেষ সেচন। ২ গর্ভাধান।

"নিষেককালে সোমে চ সীমন্তোন্নয়নে তথা।

জ্ঞেয়ং পুংসবনে চৈব শ্রাদ্ধং কর্ম্মাঙ্গমেব চ ॥" (শ্রাদ্ধতত্ত্ব)

'নিষেককালে গর্ভাধানক্রিয়াদানদিনে।' (রঘুনন্দন)

[গর্ভাধান দেখ।] (ক্লী) ৩ রেতঃ, শুক্র

"দূরাদাবসথান্মূত্রং দূরাৎ পাদাবসেচনম্।

উচ্ছিষ্টান্নং নিষেকঞ্চ দূরাদেব সমাচরেৎ ॥" (মনু ৪।১৫১)

জোয়ারের শীষ বাহির হইলেই অতি সাবধানে রক্ষার প্রয়োজন। কাঠবিড়াল, পক্ষী, কীট প্রভৃতি ইহার বিস্তর শত্রু আছে। শস্য কাটিবার পূর্ব্বে প্রায় দেড় বা দুই মাস কাল কৃষককে অনবরত শস্যক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিতে হয়। এ ছাড়া নানারূপ আগাছা ও মড়ক প্রভৃতি দ্বারাও জোয়ার নষ্ট হয়।

জোয়ার পাকিবার কিছু দিন পূর্ব্ব হইতে ক্ষেত্ররক্ষক যথেচ্ছ শীষ ঝলসাইয়া খাইয়া থাকে। ক্ষেত্রস্বামীও অনেককে এই ঝলসান জোয়ার খাইতে নিমন্ত্রণ করে। বস্তুতঃ কাটিবার পূর্ব্বে প্রায় ৫।৬ সপ্তাহ কাল উহাই তাহাদিগের প্রধান খাদ্য।

জোয়ার পাকিলে গাছ কাটিয়া লয় এবং শীষগুলি পৃথক্ করিয়া রাখে। শুষ্ক হইলে লাঠি দ্বারা শীষ ঝাড়িয়া লয় এবং শস্য বস্তায় পূরিয়া রাখে। গাছগুলি শুষ্ক করিয়া দেয়।

জোয়ার তণ্ডুল গোধূমাদি অপেক্ষা পুষ্টিকর, কেননা ইহা অন্নাদি অপেক্ষা লঘুপাক। প্রফেসর চার্চ্চ পরীক্ষা করিয়া শত ভাগ জোয়ারের নিম্নলিখিত উপাদান স্থির করিয়াছেন।

জল	...	...	১২·৫	অংশ।
অণ্ডলাল	...	...	৯·৩	„
শ্বেতসার	...	...	৭২·৩	„
তৈল	...	...	২·	„
সূত্রবৎ পদার্থ	...	...	২·২	„
ভস্ম	...	...	১·৭	„

পুষ্টিকারিতাসম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, গোধূমের পুষ্টিকারিতা ৮৪·৬, তণ্ডুলের ৮৬½, জোয়ারের ৮৬। দরিদ্র কৃষকগণ অর্থলোভে মূল্যবান্ গোধূমাদি বিক্রয় করিয়া অল্প মূল্যের জোয়ার নিজের জন্য রাখিয়া দেয়। কিন্তু ঐ খাদ্যও কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে।

জোয়ার-চাষে সুবিধা অনেক। প্রথমতঃ ইহার জন্য তত উৎকৃষ্ট জমি প্রয়োজন হয় না, দ্বিতীয়তঃ ইহার চাষে পরিশ্রম অল্প, তৃতীয়তঃ ইহার খড় গো-মহিষাদির উৎকৃষ্ট খাদ্য।

অনেক স্থলে জোয়ার সঞ্চয় করিয়া রাখিলে কীটে নষ্ট করিয়া দেয়। এজন্য বীজ রাখা কষ্টকর। কৃষকেরা কীটের উপদ্রব এড়াইবার জন্য জোয়ার গাছের ছাই মিশাইয়া বীজ রাখিয়া দেয়। ইহাতে সহজে পোকায় বীজ কাটিতে পারে না। বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ও বরার প্রভৃতির অনেক স্থলে সকল বৎসর সমান বৃষ্টি হয় না। এজন্য কৃষকেরা মাটির নীচে গর্ত্ত করিয়া জোয়ার সঞ্চয় করিয়া রাখে। বৃষ্টি হইয়া জলে ভিজিয়া না গেলে ঐ শস্য অনেক বৎসর বেশ থাকে।

বাঙ্গালার অন্তর্গত ছোটনাগপুর, রাজমহল প্রভৃতি পার্ব্বত্য স্থানে বাজরার ন্যায় জোয়ারও উৎপন্ন হয়। প্রথম বর্ষায় বৃষ্টি না হইলে বাজরা ভাল জন্মে না, শেষ বর্ষায় বৃষ্টি না হইলেই জোয়ারের ক্ষতি হয়।

বিদেশ হইতে জোয়ার ভারতবর্ষে আমদানী হয় না। বরং ভারতবর্ষ হইতে প্রতি বৎসর অনেক পরিমাণে জোয়ার ও বাজরা এডেন, আবিসিনিয়া, আরব, মিশর, মেক্রান্, সোনমিয়ানি, বেলজিয়ম, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে রপ্তানী হয়। য়ুরোপে জোয়ার প্রধানতঃ গৃহপালিত পক্ষীদিগের আহার জন্যই ব্যবহৃত হয়। এডেন, মিসর প্রভৃতির লোকেরাও জোয়ার ভক্ষণ করে।

ইংলণ্ডের পশুপক্ষীদিগের খাদ্য জন্য বিস্তর জোয়ার ও বাজরা খরচ হয় বটে, কিন্তু উহার কিছুমাত্রও ভারতবর্ষ হইতে যায় না। মিশরদেশ হইতেই ইংলণ্ডে জোয়ার প্রভৃতি রপ্তানী হয়। ভারতবর্ষে বোম্বাই ও করাচী এই দুই বন্দরই বিদেশে জোয়ার ও বাজরা রপ্তানী করিবার প্রধান আড্ডা। জোয়ারের অন্তর্বাণিজ্যই বহুবিস্তৃত। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে ইহার আমদানী রপ্তানী কিছুই নাই। সুতরাং ঐ প্রদেশে উৎপন্ন জোয়ার স্থানীয় ব্যবহারেই আইসে। পঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে খাল প্রভৃতির বিস্তার হওয়ায় জোয়ার চাষের অনেক সুবিধা হইয়াছে। অধিবাসিদিগের পর্য্যাপ্ত খাদ্য হইয়া অনেক শস্য উদ্বৃত্ত থাকে। পঞ্জাব হইতে অধিকাংশ জোয়ার বিদেশে রপ্তানী হয়। বাঙ্গালা দেশেও অনেক জোয়ার আমদানী হয় বটে, কিন্তু উহার অধিকাংশ বিদেশে রপ্তানী হয়।

বিদেশে ভারতীয় গোধূমের কাটতি অতিশয় বৃদ্ধি হওয়ায় সম্প্রতি জোয়ারের চাষ কমিয়াছে। ইহাতে জোয়ারের জমির দর ক্রমশঃ বাড়িতেছে, এবং উদ্বৃত্ত গোধূম বিক্রয় করিয়া ঐ মূল্যে কৃষক জোয়ার ক্রয় করিতে আরম্ভ করায় জোয়ার মহার্ঘ হইতেছে।

কয়েক প্রকার জোয়ার গাছ হইতে চিনি প্রস্তুত হয়, কিন্তু ঐ চিনির পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অল্প এবং রস হইতে চিনি প্রস্তুত করা কষ্টকর বলিয়া উহাতে তত লাভ হয় না।

শুষ্ক জোয়ারের গাছে কাগজ প্রস্তুত হইতে পারে। ইহার শীষ হইতে বিছানা প্রভৃতি ঝাড়িবার ঝাঁটা প্রস্তুত হয়। বিলাতে ইহার কাটতি বেশী।

২ বেলা। [জোয়ারভাঁটা]

জোয়ারভাঁটা, প্রতিদিন সমুদ্রজলের উচ্চতা দুইবার বৃদ্ধি ও দুইবার হ্রাস হয়, এইরূপ বৃদ্ধিকে জোয়ার ও হ্রাসকে ভাঁটা কহে, সংস্কৃত ভাষায় জোয়ারকে বেলা কহে, সমুদ্রের কূলবর্ত্তী অধিবাসীমাত্রই এই নৈসর্গিক পরিবর্ত্তন প্রত্যহ প্রত্যক্ষ করেন। অতি প্রাচীনকাল হইতে হিন্দুগণ সমুদ্রজলের হ্রাসবৃদ্ধি পর্য্যবেক্ষণ এবং চন্দ্রই যে তাহার কারণ, ইহা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা তিথিবিশেষে জলের উচ্চতার ন্যূনাধিক্যও দেখিয়াছেন। বহুল সংস্কৃতগ্রন্থে জোয়ারের উল্লেখ এবং চন্দ্র যে তাহার উৎপত্তির কারণ, তাহা বর্ণিত আছে। কালিদাস রঘুবংশে পুত্রমুখদর্শনে রঘুর অত্যানন্দ বর্ণনা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন,—

"মহোদধেঃ পুর ইবেন্দুদর্শনাৎ
গুরুপ্রহর্ষঃ প্রবভূব নাত্মনি।"

অর্থাৎ চন্দ্রদর্শনে সমুদ্রের জল যেমন কূল ছাপাইয়া পড়ে, তদ্রূপ পুত্রমুখদর্শনে দিলীপের অতিশয় আনন্দ শরীরে ধরিল না, বাহিরে প্রকাশ হইয়া পড়িল।

পঞ্চতন্ত্রে লিখিত আছে।

"পূর্ণমাদিনে সমুদ্রবেলা চটতি।"

আরও রামায়ণে—

"নিবৃত্তবেলসময়ে প্রসন্ন ইব সাগরঃ।"

যাহা হউক স্থূলবিষয়ে এবং সাধারণ ব্যবহারে প্রয়োজনীয় বিষয়ের জন্য প্রাচীন হিন্দুদিগের এই জ্ঞান পর্য্যাপ্ত হইলেও জোয়ারের উৎপত্তি, গতি, সূক্ষ্ম ক্রিয়াদির সূক্ষ্ম তত্ত্ববিষয় প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে সম্যক্ আলোচিত হয় নাই।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতেও চন্দ্রই জোয়ার-ভাঁটার উৎপত্তির প্রধান কারণ। চন্দ্রের আকর্ষণে পৃথিবীস্থ সমুদ্রের জল উচ্ছ্বসিত হইয়া জোয়ার উৎপন্ন হয়। কিন্তু কিরূপে চন্দ্রের আকর্ষণে কার্য্যকারী হয়, তদ্বিষয়ে এখনও মতভেদ আছে।

জোয়ারের বিষয় সম্যক্ পর্য্যালোচনা করিতে পৃথিবীকে বর্ত্তুলাকার এবং সমগভীর একস্তর জলদ্বারা আচ্ছাদিত কল্পনা করা যাউক। এখন চন্দ্র ইহার কোন স্থানের উপরিভাগে বিদ্যমান হইলে চন্দ্রমণ্ডল যুগপৎ পৃথিবীপিণ্ড এবং ইহার জলভাগকে আকর্ষণ করিবে। কিন্তু চন্দ্রের আকর্ষণ দূরত্বের বর্গানুসারে হ্রাস হয়। সুতরাং পৃথিবীর যে অংশ চন্দ্রের দিকে পরিবর্ত্তিত, ঐ অংশের জলভাগ কঠিন পৃথিবীপিণ্ড অপেক্ষা চন্দ্রমণ্ডলের অপেক্ষাকৃত অধিকতর নিকটবর্ত্তী বলিয়া পৃথিবীপিণ্ড অপেক্ষা অধিক বলে চন্দ্রের দিকে আকৃষ্ট হইবে। চন্দ্রের আকর্ষণে ঐ স্থানের জল উচ্চ হইয়া উঠিলে, পার্শ্ববর্ত্তী স্থান হইতে জল ঐ স্থানাভিমুখে ধাবিত হইবে। আবার ঐ স্থানের বিপরীত ভাগের জল পৃথিবীপিণ্ড অপেক্ষা দূরবর্ত্তী বলিয়া কঠিন পিণ্ড চন্দ্রের দিকে সরিয়া আসিবে এবং জল পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে। সুতরাং একই সময়ে একই আকর্ষণে পৃথিবীর পরস্পর দুই বিপরীতভাগে জোয়ার উৎপন্ন হয়। কিন্তু এই দুই জোয়ারের উচ্চতা সমান নহে। চন্দ্রের নিকটবর্ত্তী পৃথিবীপৃষ্ঠ অপেক্ষা উহার বিপরীত ভাগে চন্দ্রের আকর্ষণ অল্প কার্য্যকারী, সুতরাং ঐ প্রদেশে জোয়ারের প্রাবল্যও অপেক্ষাকৃত অল্প হইয়া থাকে। পার্শ্ববর্ত্তী বলয়াকার স্থানের জল কতক পরিমাণে ঐ দুই প্রান্তাভিমুখে ধাবিত হয়, সুতরাং ঐ বলয়াকৃতি স্থানে ভাঁটার উৎপত্তি করে। নিম্নস্থ চিত্রে, মনে কর গ ঘ পৃথিবীর কঠিন পিণ্ড, ক খ জলময় আবরণ অভিমুখে চ অর্থাৎ চন্দ্র ইহাদিগকে আকর্ষণ করিতেছে।
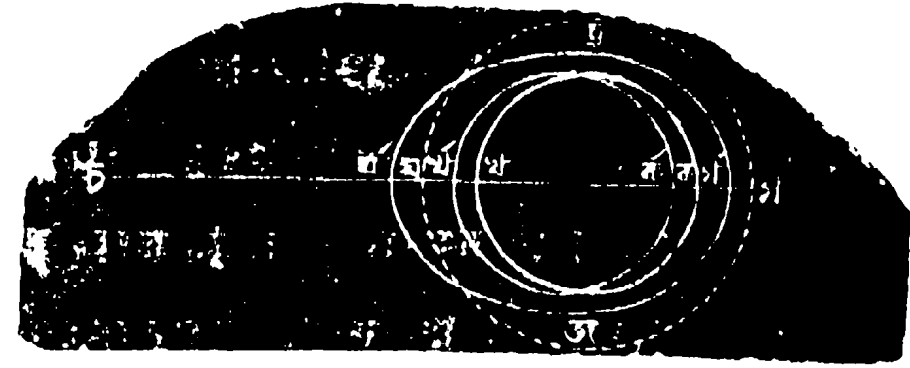
পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে জল ভাগ ক´ খ´ এই আকার ধারণ করিবে। ইতিমধ্যে কঠিন পিণ্ড গ´ ঘ´ স্থানে আসিবে। সুতরাং একই সময়ে ক´ ও খ´ স্থানে জল পৃথিবীকেন্দ্র হইতে অধিক দূরবর্ত্তী হইবে। ঐ দুইস্থানে জোয়ার এবং ছ ও জ স্থানে ভাঁটা হইবে। দুই স্থানে জলের উন্নতি এবং উহাদের মধ্যবর্ত্তী বলয়াকার স্থানে জলের অবনতি হওয়ায় পৃথিবী অণ্ডাকার ধারণ করে। এই অণ্ডের দুই প্রান্ত নিয়ত চন্দ্রমণ্ডলের সহিত সমসূত্রপাতে উর্দ্ধাধোভাবে অবস্থিতি করে। পৃথিবীর আহ্নিকগতি দ্বারা বিষুবরেখার উভয় পার্শ্ববর্ত্তী স্থান প্রায় ২৪ ঘণ্টা ৫৭ মিনিটে চন্দ্রের নিম্ন দিয়া ফিরিয়া আসে। সুতরাং ঐ সকল স্থানে জোয়ারের তরঙ্গ প্রায় ঘণ্টায় ১০০০ মাইল পূর্ব্বদিক্ হইতে পশ্চিমদিকে গমন করে। এক এক ঘণ্টা অন্তর এই জোয়ার-তরঙ্গের অবস্থান প্রদর্শন করিয়া জোয়ারের চিত্র প্রস্তুত হইয়াছে। এখন যদি বিষুবমণ্ডলের কোন স্থানে কোন দ্বীপ সমুদ্রজলের উপর জাগিয়া উঠে, তাহা হইলে ঐ স্থান যথাক্রমে ক´, ছ, খ´ ও জ নামক স্থান দিয়া প্রতিদিন ঘুরিয়া আসিবে। সুতরাং ঐ দ্বীপে প্রতিদিন দুইবার জোয়ার ও দুইবার ভাঁটা হইবে। ক´ চিহ্নিত স্থানে আসিলে যে জোয়ার হয়, উহাকে আহ্নিক-জোয়ার এবং খ´ চিহ্নিত স্থানে আসিলে যে জোয়ার হয়, উহাকে পাল্টা-জোয়ার বলা যাইতে পারে। এক আহ্নিক

জোয়ারের পর পুনরায় আহ্নিক জোয়ার হইতে প্রায় ২৪ ঘণ্টা ৫৭ মিনিট সময় লাগে। এবং আহ্নিক জোয়ারের পরে প্রায় ১২ ঘণ্টা ২৮½ মিনিট পরে পাল্টা জোয়ার হয়। কেবল চন্দ্রের আকর্ষিণী-শক্তি দ্বারা সমুদ্রে প্রায় ৫ ফিট উচ্চ জোয়ার হইতে পারে। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে জোয়ার গণনা অতি সহজ বোধ হইলেও ইহা অতি জটিল। সর্ব্বদা বহুসংখ্যক আনুষঙ্গিক শক্তি চন্দ্রকৃত জোয়ারের অনুকূল ও প্রতিকূলাচরণ করিতেছে। ঐ সকল শক্তি প্রত্যেকে স্ব স্ব প্রধান জোয়ার-তরঙ্গ উৎপাদন করে। দৃশ্যমান জোয়ার-প্রবাহ ঐ সকল শক্তি-সমবায়ের ফল মাত্র। এই সকল শক্তি মধ্যে সূর্য্যের আকর্ষণী শক্তি প্রধান।

পৃথিবী হইতে সূর্য্যের দূরত্ব চন্দ্রের দূরত্বের প্রায় ৪০০ গুণ অধিক হইলেও সূর্য্যের বস্তুপরিমাণ চন্দ্র অপেক্ষা প্রায় ২,৮৪ ০০,০০০ দুই কোটী চুরাশি লক্ষ গুণ বড়। মহাকর্ষণের নিয়মানুসারে দূরত্বের বর্গানুসারে আকর্ষণ হ্রাস হয়। গণিত-সাহায্যে প্রমাণ করিতে পারা যায়, দূরত্বের ঘন অনুসারে আকর্ষণের জোয়ার-উৎপাদিকাশক্তি হ্রাস হয়। এইরূপে ভূপৃষ্ঠে সূর্য্য ও চন্দ্রের জোয়ার উৎপাদিকাশক্তির অনুপাত ৩৪৫ : ৮০০ মাত্র। অর্থাৎ সূর্য্যের শক্তি চন্দ্রের প্রায় ৪/৯ অংশ, সুতরাং বড় অল্প নহে। এই বিরাট শক্তি অনেক সময় চন্দ্রের প্রতিকূলে কার্য্যকারী। অমাবস্যা ও পূর্ণিমার সময় উহারা পরস্পর অনুকূলভাবে কার্য্য করে অর্থাৎ উভয়েই পৃথিবীর এক অংশে জোয়ার ও অন্য অংশে ভাঁটা উৎপন্ন করিতে চেষ্টা করে, সেই জন্য ঐ দিবস জোয়ারের উচ্চতা অন্য দিন অপেক্ষা অধিক হয়। সপ্তমী, অষ্টমী দিনে চন্দ্র ও সূর্য্য পরস্পর সম্পূর্ণ প্রতিকূলভাবে কার্য্য করায় সর্ব্বাপেক্ষা অল্প জোয়ার হয়। অষ্টমী হইতে অমাবস্যা ও পূর্ণিমার দিনে জোয়ার ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, চতুর্দ্দিকে সমুদ্রাবরিতা পৃথিবী চন্দ্রের আকর্ষণে কতকটা অণ্ডাকার ধারণ করে। ইহার একটী শীর্ষ সর্ব্বদা চন্দ্রের দিকে এবং অপরটী তাহার ঠিক বিপরীত দিকে থাকে। এই অণ্ডের লঘুব্যাস অপেক্ষা গুরুব্যাস প্রায় ৫৮ ইঞ্চি অধিক, সুতরাং সূর্য্যশক্তি দ্বারা উৎপন্ন অণ্ডাকারের গুরুব্যাস লঘুব্যাস অপেক্ষা প্রায় ২৫·৭ ইঞ্চ বৃহত্তর হইবে।

অমাবস্যা ও পূর্ণিমার দিন উহাদের প্রায় যোগফল এবং অষ্টমীর দিন বিয়োগফল দ্বারা বাস্তবিক জোয়ার উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ পূর্ণিমা ও অমাবস্যার জোয়ার কেবল চন্দ্রের শক্তি দ্বারা উৎপন্ন জোয়ারের ১৩/৯ গুণ এবং অষ্টমীজোয়ার চন্দ্রদ্বারা উৎপন্ন জোয়ারের ৫/৯। সুতরাং পূর্ণিমাজোয়ার ও অষ্টমীজোয়ারের অনুপাত প্রায় ১৩ : ৫ অর্থাৎ আড়াই গুণেরও অধিক।

উল্লিখিত প্রমাণ দ্বারা মেরুপ্রদেশদ্বয়ে জোয়ার অসম্ভব, কেননা মেরু হইতে অনবরত জলরাশি বিষুবমণ্ডলে জোয়ারের স্থানে ধাবিত হইতেছে এবং ক বিন্দুতে খ বিন্দু অপেক্ষা চন্দ্রের আকর্ষণ অধিক কার্য্যকারী বলিয়া আহ্নিক জোয়ার পাল্টা জোয়ার অপেক্ষা প্রবল হইবে। কিন্তু নানা কারণে ঐরূপ প্রত্যক্ষ হয় না। উহার কারণ ক্রমে উল্লেখ করা যাইতেছে।

পূর্ব্বোক্ত দ্বীপ যদি বিষুবরেখার উভয় প্রান্তে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, তাহা হইলে জোয়ার-তরঙ্গ দ্বীপকূলে প্রতিহত হইয়া উত্তর ও দক্ষিণদিকে মেরু প্রদেশাভিমুখে অগ্রসর হয়, এবং দ্বীপের দুই প্রান্ত বেষ্টন করিয়া অপর পার্শ্বে যথাক্রমে দক্ষিণ ও উত্তরমুখে বিষুবরেখার দিকে সমান গতিতে অগ্রসর হয়। এইরূপে বিষুবরেখা হইতে বহুদূরবর্ত্তী সাগর উপ-সাগরাদিতেও মহাসাগরের জোয়ার-তরঙ্গ ব্যাপ্ত হয়।

অমাবস্যা ও পূর্ণিমার দিবস চন্দ্র ও সূর্য্য মিলিতভাবে জোয়ার উৎপাদনে সাহায্য করে, সুতরাং জোয়ার অত্যন্ত প্রবল হয়। এতদ্দেশীয় নাবিকেরা উহাকে কটাল কহে। কিন্তু অষ্টমী দিনে উহারা পরস্পর প্রতিকূলভাবে কার্য্য করায় জোয়ার তাদৃশ প্রবল হয় না। ক্রমে যত অমাবস্যা ও পূর্ণিমা নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে, ততই জোয়ারের পরিমাণ বর্দ্ধিত হয়। আবার দেখা যায়, পৃথিবী ও চন্দ্রের ভ্রমণপথ সম্পূর্ণ বৃত্তাকার না হওয়ায় পৃথিবী হইতে চন্দ্র ও সূর্য্যের দূরত্ব সর্ব্বদা সমান থাকে না। চন্দ্র ও সূর্য্যের নীচে অর্থাৎ পৃথিবীর নিকটস্থ স্থানে অবস্থানকালে অমাবস্যা বা পূর্ণিমা হইলে তৎকালে যে জোয়ার হয়, উহার উচ্চতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। উহাকে এদেশীয় নাবিকেরা তেজ-কটাল কহে। কিন্তু উক্ত জ্যোতিষ্কদ্বয় মন্দোচ্চ অর্থাৎ দূরতম স্থানে থাকিলে জোয়ার অল্প উচ্চ হয়। এদেশে উহাকে মরাকটাল বলে।

বিষুবরেখা হইতে বন্দরাদির ও চন্দ্র সূর্য্যের অবনতি অর্থাৎ বিষুবমণ্ডল হইতে দূরত্ব জন্যও জোয়ার-ভাঁটার ইতরবিশেষ হয়। জোয়ার-তরঙ্গদ্বয়ের দুইটী শীর্ষস্থান পরস্পর ঠিক বিপরীত দিকে থাকে। এখন যদি কোন স্থানের অক্ষান্তর ও বিষুবরেখা হইতে চন্দ্রের কৌণিকদূরত্ব সমান এবং উভয়ে বিষুবরেখার এক পার্শ্বস্থ হয়, তাহা হইলে চন্দ্র যে কোন সময় ঐ স্থানের মস্তকোপরি আসিলে তখন ঐ স্থানে জোয়ার-তরঙ্গের একটী শীর্ষ হইবে। পৃথিবীর আহ্নিকগতি দ্বারা ঐ স্থানে প্রায় ১২ ঘণ্টা পরে চন্দ্র

যে দ্রাঘিমায় অবস্থিত, তাহার ঠিক বিপরীত দ্রাঘিমায় উপস্থিত হইবে। কিন্তু ঐ সময় জোয়ার-তরঙ্গের অপর শীর্ষ অপর গোলার্দ্ধে পূর্ব্বোক্ত স্থান হইতে উহার অক্ষান্তরের দ্বিগুণ দূরে অবস্থিত হইবে। এজন্য পাল্টা জোয়ারের উচ্চতা ঐ স্থানে অতি সামান্য হইবে। এইরূপ চন্দ্র ও ঐ স্থান বিষুবরেখার দুই ভিন্ন পার্শ্বস্থ হইলে আহ্নিক-জোয়ার অতি অল্প এবং পাল্টা-জোয়ার অতি উচ্চ হইবে। বিষুবরেখার কোন স্থানে ১২ঘ ১৪ মি অন্তর প্রায় সমানভাবে জোয়ার হয়।

য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ বহুবিধ পরীক্ষা দ্বারা ভারত মহাসাগর ও আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরের জোয়ারের প্রকৃতি সম্যক্ অবগত হইয়াছেন। ঐ দুই মহাসাগরে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সর্ব্বোচ্চ জোয়ারের কাল পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা স্থির হয়, জোয়ার-তরঙ্গ অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপের দক্ষিণস্থ মহাসাগরে উৎপন্ন হইয়া ক্রমে পশ্চিমমুখে বঙ্গোপসাগর ও পারস্য উপসাগরের দিকে ধাবিত হয়। দাক্ষিণাত্যের মলবার ও করমণ্ডল উভয় উপকূলেই জোয়ার সমভাবে অগ্রসর হইতে থাকে। এইরূপ জোয়ার-তরঙ্গ উৎপন্ন হইবার প্রায় ২০।৩০ ঘণ্টা পরে উহা গঙ্গা বা সিন্ধুনদীর মোহানায় আসিয়া উপস্থিত হয়। লোহিতসাগরের মোহানা হইতে উত্তমাশা অন্তরীপ পর্য্যন্ত আফ্রিকার সমস্ত পূর্ব্ব উপকূলে প্রায় একটী মাত্র জোয়ার তরঙ্গ এক সময়ে বর্ত্তমান থাকে, সুতরাং ঐ সমস্ত স্থানে একই সময়ে জোয়ার লক্ষিত হয়। উত্তমাশা অন্তরীপ পার হইয়া জোয়ার-তরঙ্গ আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরে প্রবেশ করে এবং আমেরিকা-অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে। উত্তমাশা অন্তরীপে উপস্থিত হইবার প্রায় ১৩।১৪ ঘণ্টা পরে জোয়ার-তরঙ্গ ইংলিস্ চানেলে প্রবেশ করে। এই সময়ে ইহার অপর শাখা উত্তর ভাগে যাইয়া দক্ষিণমুখে প্রত্যাবৃত্ত হয়, সুতরাং জর্ম্মণ সাগরে একবারে দুইদিক্ হইতে দুইটী জোয়ার-তরঙ্গ প্রবেশ করে। এইরূপে জোয়ার-তরঙ্গ উৎপন্ন হইবার প্রায় ৫০।৬০ ঘণ্টা পরে উহা ইংলণ্ডীয় দ্বীপপুঞ্জে উপস্থিত হয়।

এইরূপে জোয়ার-প্রবাহ নানা শাখায় বিভক্ত হইয়া একই সময়ে নানা দ্রাঘিমায় ভিন্ন ভিন্ন গতিতে নানাদিকে অগ্রসর হয়। এই জন্য অনেক সময় এক বন্দরে দুই ভিন্ন দিক্ হইতে দুইটী জোয়ার প্রবাহ একই সময়ে উপস্থিত হয়। সুতরাং ঐ স্থানে উভয়ের সঙ্ঘাতে প্রবল জোয়ার উৎপন্ন হয়। জর্ম্মণ সাগরের কূলস্থিত অনেক বন্দরে এইরূপ ঘটে। কণ্ডী উপসাগরের কূলস্থিত আন্নাপোলিস্ বন্দরে এইরূপে জোয়ার-জল ১২০ ফিট উচ্চ হয়। টঙ্কুইনের বাট্‌শাম বন্দরে একই সময়ে ভারতমহাসাগর ও চীনসাগর হইতে একটী জোয়ার-তরঙ্গ ও একটী ভাঁটা উপস্থিত হয়। ঐ দুই প্রবাহের সংমিশ্রণ হেতু তথায় সমুদ্রজল সর্ব্বদা সমভাবে থাকে। সুতরাং তথায় জোয়ার লক্ষিত হয় না।

বিস্তীর্ণ সমুদ্রে জোয়ার-জলের উন্নতি কএক ফিটের অধিক হয় না, ঐ উন্নতিও প্রশস্ত সমুদ্রবক্ষে উপলব্ধি হয় না। কিন্তু কোন কোন নদী ও খাড়ী প্রভৃতির মোহানায় জোয়ার-জলের উচ্চতা ১০০ ফিটেরও অধিক হয়। ব্রিষ্টল চানেলের জল ১৮ ফিট এবং সোয়ান্‌সির জল ৩০ ফিট উচ্চ হইয়া থাকে। চেপ্‌ষ্টোন নগরের নিকট জল প্রায় ৫০ ফিট এবং আমেরিকার নবস্কোসিয়াপ্রদেশে জল প্রায় ৭০ ফিট উচ্চ হয়। এই উচ্চতা চন্দ্র সূর্য্যের আকর্ষণে সমুদ্রের স্ফীতি জন্য হয় না। জোয়ার-তরঙ্গ বেগে প্রবাহিত হইবার সময় উপকূল দ্বারা প্রতিহত হইলে জল উচ্ছলিত হইয়া উঠে এবং পশ্চাত্তাড়িত তরঙ্গমালা দ্বারা আরও উন্নীত হইয়া ভীষণ বেগে নদীমুখে ধাবিত হয়, বিস্তীর্ণ জোয়ার-পবাহ প্রবলবেগে আসিতে আসিতে যদি ক্রমশঃ অপ্রশস্ত নদী-মোহানা বা খাড়ীতে প্রবেশ করে, তবে আবদ্ধ হইয়া যায় ও জল উচ্চ হইয়া উঠে। আমেজন নদীর জল প্রায় ১২০ ফিট উচ্চ হয়।

জোয়ারের সময় সাধারণতঃ নির্দ্দিষ্ট হইলেও উহা সর্ব্বদা ঠিক থাকে না। সচরাচর আহ্নিক জোয়ার প্রায় ২৪ ঘণ্টা ৫৭ মিনিট পরে পরে হয়। কিন্তু অমাবস্যার দিন সূর্য্য যদি যাম্যোত্তররেখা (Meridian) চন্দ্রের পূর্ব্বেই পার হয়, তবে নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই জোয়ার আসে, আর যদি পশ্চাতে পার হয়, তবে নির্দ্দিষ্ট সময়ের পরে আসে। পূর্ণিমার দিনও সূর্য্য বিপরীতদিকের দ্রাঘিমা চন্দ্রের অগ্রে পার হইলে জোয়ার শীঘ্র ও পশ্চাৎ পার হইলে নির্দ্দিষ্ট সময়াপেক্ষা বিলম্বে হয়।

সচরাচর সমুদ্রকূলে আহ্নিক জোয়ারের ১২ ঘণ্টা ২৮ মিনিট পরে আবার জোয়ার হয়। সর্ব্বোচ্চ জোয়ার-জলের প্রায় ৬ ঘ ২৪ মি পরে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ভাঁটা হয়। দুই ভাঁটারও মধ্যবর্ত্তী কাল ১২ঘ ৫৭মি। কিন্তু নদীর উপরদিকে ভাঁটার কাল অপেক্ষাকৃত অনেক অল্প হয়, অর্থাৎ ঐ সকল স্থলে জল যত শীঘ্র শীঘ্র উচ্চ হইয়া জোয়ার উৎপন্ন করে, তাহার পর অল্পে অল্পে জল কমিতে তদপেক্ষা অনেক দীর্ঘকাল লাগে।

এইজন্য অনেক নদীতে জোয়ারের জল সহসা প্রবেশ করে এবং প্রাচীরবৎ উচ্চ হইয়া বেগে স্রোতের প্রতিকূলে ধাবিত হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী তরঙ্গসকল যাইতে না যাইতে পশ্চাদ্বর্ত্তী তরঙ্গসকল উহাদের উপর গিয়া পতিত হয় এবং উচ্চ হইয়া হঠাৎ কূলের উপর আছাড়িয়া পড়ে। ইহাকে বাণ-আসা কহে।

আমেজন নদীর বাণ এইরূপ প্রায় ১২।১৫ ফিট উচ্চ হইয়া ভীষণবেগে ধাবিত হয়। এই বাণের সময় নৌকাদি তীরের নিকট থাকিলে অনেক সময় ভাঙ্গিয়া যায়, সেইজন্য জোয়ারের সময় নাবিকগণ নৌকাদি নদীর মাঝে লইয়া রাখে।

নদী বা খাড়ী প্রভৃতির মোহানা পূর্ব্বদিকে না থাকিয়া পশ্চিম বা অন্য কোন দিকে থাকিলেও উহাতে সমান জোয়ার উৎপন্ন হয়। বলা বাহুল্য এইরূপ পশ্চিমবাহিনী সমুদ্র-পতিতা নদীতে জোয়ারের সময় পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে অর্থাৎ ঠিক বিপরীতদিকে জোয়ার হইয়া প্রবাহিত হয়।

কোন স্থানে জোয়ার-প্রবাহ চলিতে চলিতে জল স্থির হয় এবং তৎপরেই আবার ভাঁটায় স্রোতের জল কমিতে থাকে। ক্রমে জল পুনরায় স্থির হইয়া আবার জোয়ার আরম্ভ হয়। ঐ দুই স্রোতহীন সময়ই যথাক্রমে ঐ স্থানের জোয়ার ও ভাঁটার চরম উন্নতি ও অবনতি। সমুদ্রকূলবর্ত্তী বন্দরের পক্ষে এই কথা সত্য হইলেও নদীমোহনায় প্রযুজ্য নহে। ঐ স্থানে জলরাশির চরম উন্নতির পরেও অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত জল নদীমুখে প্রবেশ করে।

উপকূল হইতে দূরবর্ত্তী সমুদ্রবক্ষে জোয়ার হইলেও উপলব্ধি হয় না। ভূমধ্যসাগরে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ জোয়ারের সময়েও জল ২ ইঞ্চ মাত্র উচ্চ হইয়া থাকে। ইহার কারণ জোয়ার বুঝাইতে পৃথিবীর যে অণ্ডাকৃতি কল্পনা করা গিয়াছে, ভূমধ্যসাগর তাহার এক ক্ষুদ্রাংশ মাত্র। সুতরাং সমপরিমাণ একটী সম্পূর্ণ বর্ত্তুলের অংশ হইতে অধিক ভিন্ন নহে।

সমুদ্রের গভীরতা ও আকারের উপর এবং দ্বীপ, মহাদ্বীপাদির ব্যবধানহেতু জোয়ারের বিস্তর বৈষম্য লক্ষিত হয়।

ইংলণ্ডীয় নাবিকপঞ্জিকায় য়ুরোপের প্রায় সমস্ত বন্দরের জোয়ার-ভাঁটার কাল ও উচ্চতার বিষয় লিখিত আছে। নাবিকগণের পক্ষে এই সকল জানা অতি প্রয়োজন। পোতাশ্রয়াদি নির্ম্মাণকালে জলের চরম উন্নতি ও চরম অবনতি জানা একান্ত আবশ্যক। অনেক নদীর মোহানায় বালির চড়া থাকে, জোয়ারের সময় ব্যতীত উহার উপর বৃহৎ জাহাজ প্রভৃতি পার হইতে পারে না। সুতরাং এই সকল নদীতে প্রবেশ করিতে হইলে জোয়ার-জ্ঞান আবশ্যক। নদীর স্রোতমুখে ও প্রতিকূলে যাইতে হইলে জোয়ার অনেক সাহায্য করে। চন্দ্র ও সূর্য্যের আকর্ষণ ব্যতীত আরও অনেক কারণ জোয়ারের সহিত সংসৃষ্ট। প্রত্যক্ষ যে সকল জোয়ার উৎপন্ন হয় তাহা প্রধানতঃ নিম্নলিখিত কারণ সমূহের সমবায়ে হইয়া থাকে।

১। চন্দ্র ও সূর্য্যের আহ্নিক জোয়ার-তরঙ্গ (Diurnal tide)

২। চন্দ্র ও সূর্য্যের পাল্টাজোয়ার-তরঙ্গ। (Semi-diurnal tide)

৩। চন্দ্রের পাক্ষিক ও সূর্য্যের ষাণ্মাসিক অয়ন-পরিবর্ত্তন জন্য জোয়ার-তরঙ্গ। (Semi menstrual & Semi annual)

ইহাদের সহিত আরও কতকগুলি প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন জন্য জোয়ারের ইতরবিশেষ হয়। যথা—

৪। বায়ুরাশির চাপের সময় সময় হ্রাসবৃদ্ধিবশতঃ সাগরজলের স্ফীতি ও অবনতি।

৫। বায়ুর গতির সহসা পরিবর্ত্তন।

উপরে যাহা বলা হইল, তদ্দ্বারা জোয়ারের বিষয় একরূপ সামান্য জানিতে পারা যায়। এই জোয়ার-প্রবাহ এক সময়ে পৃথিবীর বহুদূরে ব্যাপ্ত থাকে। গভীর সমুদ্র ইহার প্রভাবে তল পর্য্যন্ত আলোড়িত হইয়া থাকে। কিন্তু অতিভীষণ ঝটিকাকালেও সমুদ্রজল প্রচণ্ড ঊর্ম্মিমালাসঙ্কুল ও ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইলেও কয়েক ফিটের নিম্নে সমুদ্রজল স্থির থাকে।

চন্দ্রই জোয়ারের প্রধান কারণ, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। চন্দ্র ও পৃথিবী পরস্পর দৃঢ় আকর্ষণে বদ্ধ থাকিয়া উভয়েই এক সাধারণ ভারকেন্দ্রের চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তন করিতে করিতে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। সমুদ্রের জল নিয়তই চন্দ্রের নিম্নে ও উহার ঠিক বিপরীতভাগে উচ্চ হইয়া থাকে। সুতরাং দুইটী জোয়ার-তরঙ্গ সর্ব্বদা চন্দ্রের সহিত সমসূত্রপাতে অবস্থান করিতেছে। পৃথিবী আহ্নিক গতি দ্বারা ঐ জোয়ার-তরঙ্গ ভেদ করিয়া ভ্রমণ করিতেছে। এই অবিশ্রান্ত ঘর্ষণ দ্বারা পৃথিবীর ঘূর্ণনশক্তি কতক পরিমাণে বাধিত হইয়া তৎপরিবর্ত্তে তাপ উৎপন্ন হইতেছে। সুতরাং এই ঘর্ষণ দ্বারা প্রতিহত হইয়া পৃথিবীর আহ্নিক গতি ক্রমান্বয়ে হ্রাস, সুতরাং দিবস ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে। যত দিন পর্য্যন্ত পৃথিবী এক চান্দ্রমাস অপেক্ষা অল্প সময়ে নিজ মেরুদণ্ডের উপর একবার আবর্ত্তন করিবে, তত দিন এইরূপ পৃথিবীর আবর্ত্তনবেগ হ্রাস হইতে থাকিবে।

ইহা হইতে অনুমান হয় যে, এক সময় পৃথিবীর এক দিবস এক চান্দ্রমাসের সমান হইবে। তখন পৃথিবী ও চন্দ্র পরস্পরের দিকে একটী মাত্র পৃষ্ঠ অনবরত প্রদর্শন করিয়া দৃঢ়ভাবে বদ্ধ কন্দুকদ্বয়ের ন্যায় পরিবর্ত্তন করিতে থাকিবে। তখন সমুদ্রজল পৃথিবীর দুইস্থানে উচ্চ হইয়া স্থির থাকিবে, সুতরাং জোয়ার-ভাঁটা হইবে না। কিন্তু সে কাল আসিতে বহু লক্ষ বৎসরের প্রয়োজন। এই ব্যাপার দ্বারা আর একটী প্রশ্নের নিরাকরণ হয়।

চন্দ্রের একটী পৃষ্ঠই সর্ব্বদা পৃথিবীর দিকে প্রদর্শিত

থাকে। ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া অনেকে পূর্ব্ববৎ অনুমান করেন, চন্দ্র যখন সম্পূর্ণ কিংবা অন্ততঃ উপরিভাগে দ্রাবাবস্থায় ছিল, তখন পৃথিবীর আকর্ষণে উহাতে নিঃসন্দেহ প্রবল জোয়ার উৎপন্ন হইত। এই প্রকাণ্ড জোয়ারের ভীষণ ঘর্ষণে চন্দ্রের আবর্ত্তনশক্তি হ্রাস হইয়া এখন এক চান্দ্রমাসে একবার দাঁড়াইয়াছে।

জোয়ারী (হিন্দী) শস্যবিশেষ। [জোয়ার দেখ।]

জোর (পারসী) শক্তি, বল।

জোরজে, যন্ত্ররাজবর্ণিত একটী জনপদ। যন্ত্ররাজমতে ইহার অক্ষাংশ ৩৬।৪০। ইহাই বর্ত্তমান জর্জ্জিয়া বলিয়া বোধ হয়।

জোরজলম্ (পারসী) অত্যাচার, উৎপীড়ন, অবিচার।

জোরবার (পারসী) শক্তিশালী, সমর্থ।

জোরহাট, আসাম প্রদেশের শিবসাগর জেলার একটী গ্রাম ও জোড়হাট থানার সদর। অক্ষা° ২৬° ৪৮´ উঃ ও দ্রাঘি° ৯৪° ১৬´ পূঃ। দিশই নদীর ডানকূলে কোকিলামুখ হইতে ৬ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। এখানে বিস্তৃত চা-বাগান থাকায় এই স্থান ক্রমেই বিখ্যাত হইয়া পড়িয়াছে। ১৮ শ শতাব্দীর শেষভাগে এখানেই আহমবংশীয় শেষ স্বাধীন রাজা গৌরীনাথ বাস করিতেন। অনেক জৈনমাড়য়ারী এখানে দোকান করিয়াছে। এখানে গবর্মেণ্ট উচ্চ-বিদ্যালয়, দাতব্য ঔষধালয় প্রভৃতি আছে। এখানকার অনেক বাগানের চা একবারে বিলাতে রপ্তানী হইয়া থাকে।

জোরাবরসিংহ, কাশ্মীররাজ গোলাপসিংহের একজন সেনাপতি, ইনিই লদাক জনপদ কাশ্মীররাজ্য ভুক্ত করেন।
[গোলাপসিংহ দেখ।]

জোরাবারী (পারসী) শক্তিমত্তা, বীর্য্যবত্তা।

জোরু (হিন্দী) জায়া, স্ত্রী।

জোল (দেশজ) ক্ষেত্রের নিম্ন বা জলীয় অংশ;

জোলপালঙ্গ (দেশজ) শাকবিশেষ। (Rumes aoutus)

জোলা, (জোলহা) বাঙ্গালা, বেহার ও উত্তরপশ্চিম প্রদেশের ইসলামধর্ম্মী তন্তুবায়-সম্প্রদায়। জাতিতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের অনেকে অনুমান করেন, ইহারা পূর্ব্বে নীচ শ্রেণীস্থ হিন্দু ছিল, পরে উচ্চ শ্রেণীস্থ হিন্দুগণকর্ত্তৃক অতিশয় ঘৃণিত হওয়ায় অভিমানে সকলেই একবারে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে। এই তন্তুবায়-মুসলমানগণ যে একই কুলোদ্ভব তাহার কোন বিশেষ প্রমাণ নাই। সম্ভবতঃ নানা জাতীয় নীচ লোক মুসলমান হইয়া বস্ত্রবয়নব্যবসা অবলম্বন করে, কিন্তু ঐ ব্যবসা নিন্দনীয় বোধে অন্যান্য উচ্চ স্বধর্ম্মাবলম্বিগণ কর্ত্তৃক ঘৃণিত এবং উহাদিগের সহিত বিবাহাদিসূত্রে বদ্ধ হইতে বঞ্চিত হয়। ইহারা সাধারণতঃ অতি দরিদ্র এবং জনসমাজে হেয়। ইহারা সকলেই শিয়া-সম্প্রদায়ভুক্ত এবং অন্ধ-বিশ্বাসে ঐ সম্প্রদায়ের আচারব্যবহারাদি অতিযত্নের সহিত প্রতিপালন করে। মহরমের সময় ইহারা চুল আঁচড়ায় না এবং আমিষ ভক্ষণ করে না। ঐ মাসের ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম দিবস ব্যতীত সমস্ত মাস ইমামদিগের স্মৃতিচিহ্ন স্মরণ করে। পূর্ব্বে জোলাগণ অন্যান্য মুসলমানদিগের ন্যায় কাবিন অর্থাৎ কাজি সম্মুখে বিবাহ রেজেষ্টরি করিত না; এখন তাহাও চলিত হইয়াছে। ইহাদিগের উপাধি কারিগর, মণ্ডল ও শিকদার। প্রধান ব্যক্তিকে মাতব্বর কহে।

বেহারে মহরমের সময় জোলা-রমণীগণ তাম্বূল-চর্ব্বণ বা বেণী বন্ধন করে না এবং ললাটে সিন্দুর বা টিকুলী পরে না। এমন কি তাহারা ঐ সময়ে স্বামীসহবাস ত্যাগ করিয়া বিধবার ন্যায় সম্পূর্ণ আচার-ব্যবহার করে এবং মহরমের ৯ম দিনে নাল শাড়ী পরিয়া আলুলায়িত কেশে হাসেন ও হোসেনের উদ্দেশে বিলাপ করিতে থাকে।

সাধারণের বিশ্বাস জোলাগণ নিতান্ত নির্ব্বোধ। বেহার প্রভৃতি অঞ্চলে ইহারা বোকার আদর্শ বলিয়া গণ্য। তথাকার অধিবাসিগণ ইহাদের নির্ব্বুদ্ধিতা লইয়া কতশত গল্প করিয়া থাকে। তাহারা বলে, ইহারা চন্দ্রলোকে বিভাসিত নীলপুষ্পশোভিত মসিনা-ক্ষেত্রে জলভ্রমে সাঁতার দেয়। একদিন এক জোলা মোল্লার নিকট কোরাণ পাঠ শুনিতে শুনিতে কাঁদিয়া ফেলিল। মোল্লা পরম প্রীত হইয়া কোন্ কথাটা তাহার মর্ম্মে লাগিয়াছে জিজ্ঞাসা করায়, জোলা বলিল, সে সব কিছু নহে, মোল্লাজীর দাড়ী নাড়া দেখিয়া তাহার একটী প্রিয় মৃত ছাগলকে মনে পড়ে, সেই জন্যই সে কাঁদিয়াছিল। বার জনের সঙ্গে একজন জোলা থাকিলে, সে প্রত্যেকবার আপনাকে গুণিতে ভুলিয়া নিজের মৃত্যু হইয়াছে ভাবে। লাঙ্গলের একটী খিল পাইয়া জোলা ভাবে চাষের অধিকাংশ আসবাবই হইল, এবার চাষ করা যাউক। একদা এক জোলা রাত্রিতে নৌকা চড়িয়া নঙ্গর না তুলিয়াই দাঁড় বাহিতে লাগিল। প্রাতঃকালে উঠিয়া জোলা দেখিল, যেখান হইতে ছাড়িয়াছিল, সেই স্থানেই আছে। ইহাতে মীমাংসা করিল, তাহার জন্মভূমি তাহাকে পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া অতি স্নেহবশতঃ তাহার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছে। আটজন জোলা ও ৯টী হুঁকা থাকিলে উহারা বেশী হুঁকাটীর জন্য মারামারি করিবে। "আট জোলা নও হুঁক্কি, উসি পর ঠুক্কা-ঠুক্কি।" এক সময় এক কাক জোলার ছেলের হাত হইতে পিঠা কাড়িয়া গৃহের চালে বসিল। জোলা ছেলেকে পুনরায় পিঠা

দিবার সময় আগে চাল হইতে মইখানা সরাইয়া রাখিল, তাহা হইলে কাক চাল হইতে নামিতে পারিবে না। ইহারা বোকামির জন্য অনেক সময় বৃথা মার খায়, এক সময় ভেড়ার লড়াই দেখিতে গিয়া নিজেই এক তাল খায়।

"করিজা ছাড় তমাসা যায়,
নাহক চোট জেলো খায়।"

অর্থাৎ জোলা তাঁত ছাড়িয়া তামাসা দেখিতে গেল এবং বিনা কারণে মার খাইল।*

আর একটী গল্প আছে—এক দৈবজ্ঞ এক জোলাকে বলিল কুঠারে তাহার নাক কাটা যাইবে, এইরূপ তাহার অদৃষ্টে লেখা আছে। জোলা সহজে বিশ্বাস করিবার পাত্র নহে। সে কুঠার লইয়া বলিতে লাগিল, "ইয়া কর্‌বাতো গোড় কাট্‌বা, ইয়া কর্‌বাতো হাত কাট্‌বা, আউর ইয়া কর্‌বা তব না"—আমি যদি এমনি করি তবে হাত কাটিব, যদি এমনি করি তবে হাত কাটিব, আর এমনি না করিলে ত না ......, এমন সময় তাহার নাক কাটা গেল।

একটী প্রবচন আছে—"জোলা জানথি জৌ কাটে? জোলা কি যব কাটিতে জানে? এই কথার একটী গল্প আছে। এক জোলা ঋণ পরিশোধ করিতে না পারিয়া মহাজনের জমিতে খাটিয়া দেনা শোধ করিতে ইচ্ছা করিল। কৃষক মহাজন তাহাকে যব কাটিতে পাঠাইলে নির্ব্বোধ যব না কাটিয়া উহার খড়ের ভাঁজ ছাড়াইতে লাগিল। আরও উহাদের নির্ব্বুদ্ধিতাজ্ঞাপক বিস্তর প্রবচন আছে—"কোওয়া চলল বাসকেঁ জোলা চলল ঘাস কেঁ।—অর্থাৎ কাক যখন বাসায় যায়, জোলা তখন ঘাস কাটিতে বাহির হয়। "জোলা কি জুতি সিপাহি কি জোরু, ধরি ধরি পুরাণি হোয়।" অর্থাৎ জোলার জুতা ও সিপাহীর স্ত্রী ব্যবহারাভাবে জীর্ণ হয়। "জোলা চোয়াবথি নড়ি নড়ি, খোদা চোরাবথি একেবেরি" অর্থাৎ জোলা এক একটী সুতার নলি চুরি করে, আর ভগবান্ একবারে তাহার (সমস্ত কাপড় থান) চুরি করেন।

স্থানে স্থানে কতকগুলি হিন্দু জোলা আছে, কিন্তু ইহাদের সংখ্যা অত্যল্প এবং জোলা বলিলে মুসলমান তাঁতিকেই বঝায়।

২ নির্ব্বোধ, মূর্খ।

জোল্লারপেট (বা জলারামপেত) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর সালেম জেলার তিরুপাতুর তালুকের অন্তর্গত ও সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৩২০ ফিট উচ্চে অবস্থিত একটী নগর। অক্ষা° ১২°৩৪´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৮°৩৮´ পূঃ। এখানে অধিকাংশই পরিয়া জাতির বসবাস। মান্দ্রাজ রেলওয়ের এখানে একটী প্রধান ষ্টেসন আছে।

জোলাব্ (আরবী) জোলাপ্ বিরেচক ঔষধ।

জোলী (দেশজ) জোল, জুলী। [জোল দেখ।]

জোবাই, আসামের অন্তর্গত খাসি জেলার জয়ন্তিয়া-গিরিমালার-উপবিভাগের সদর গ্রাম। এই গ্রাম সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪৪২২ ফিট উর্দ্ধে অবস্থিত। আসিষ্টাণ্ট-ডেপুটি-কমিশনর এই গ্রামে বাস করেন। অনেকগুলি গিরিবর্ত্ম এই স্থান দিয়া যাওয়ায় এখানে কিয়ৎপরিমাণে বাণিজ্য হইয়া থাকে। কার্পাস, রবর প্রভৃতি রপ্তানী হয়। আমদানীর মধ্যে চাউল, শুষ্ক মৎস্য ও কার্পাস-বস্ত্রাদি প্রধান। এখানে বৃষ্টির পরিমাণ অত্যন্ত অধিক। ১৮৮১ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত পূর্ব্বে ৫ বৎসরে গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত ৩৬২°৬৩ ইঞ্চি হইয়াছিল। ১৮৬২ খৃঃ অব্দে যে জাতীয় বিদ্রোহ হয়, জোবাই তাহার কেন্দ্রস্থল।

জোবাট, ১ মধ্যভারতের ভোপাবর অর্থাৎ ভীল এজেন্সির অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্ররাজ্য। এই রাজ্য ২২° ২৪´ হইতে ২২° ৩৬´ উত্তর অক্ষরেখা এবং ৭৪° ৩৭´ হইতে ৭৪° ৫১´ পূর্ব্ব দ্রাঘিমার মধ্যে অবস্থিত। পরিমাণফল ১৩২ বর্গমাইল। আলি রাজপুর রাজ্যেরই একটী শাখা মাত্র। ইহার ভূমি পর্ব্বতময় এবং অধিবাসীগণ অধিকাংশই ভীল। মালবে মহারাষ্ট্রীয়দিগের উপদ্রবের সময় এই প্রদেশ শান্তিভোগ করিয়াছিল। উত্তর-সীমাস্থ বিন্ধ্যপর্ব্বতশ্রেণীর কএকটী শাখাপর্ব্বত ইহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। ইন্দোর হইতে ধার, রাজপুর (আলি-রাজপুর) দিয়া গুজরাট পর্য্যন্ত রাস্তা এই রাজ্যের উত্তর-পূর্ব্বাংশ দিয়া গিয়াছে। জোবাটের রাণা রাঠোর-বংশীয় রাজপুত।

২ মধ্যভারতের ভোপাবর এজেন্সীর অন্তর্গত জোবাট রাজ্যের প্রধান সহর। অক্ষা° ২২° ২৬´ ৪৫´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৪° ৩৫´ ৩০´´ পূঃ। এই নগরের নামানুসারে রাজ্যের নাম জোবাট হইলেও ইহা রাজধানী নহে। রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী তিন মাইল দূরবর্ত্তী ঘোরা গ্রামে বাস করেন। ঘোরা একটী সামান্য গ্রাম হইলেও ইহার জলবায়ু জোবাট অপেক্ষা ভাল। সেই জন্য জোবাট উঠাইয়া ঘোরাতে স্থাপন করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল। তিন দিকে উচ্চ জঙ্গলময় পর্ব্বতবেষ্টিত একটী পর্ব্বতচূড়ায় অবস্থিত রাণার দুর্গের পাদদেশে জোবাট সহর অবস্থিত, এই সহর কতকগুলি গৃহ ও আপণশ্রেণীর সমষ্টি-মাত্র। অধিবাসীগণ জ্বররোগে অত্যন্ত কষ্ট পায়। এখানে খাজনাখানা ও জেল আছে। ঘোরায় রাজার দাতব্য চিকিৎসালয় আছে।

* Behar Peasants' Life

জোশ্ (পারসী) ক্রোধ, রাগ।

জোষ (পুং) জুষ-ঘঞ্। ১ প্রীতি। ২ সেবন। "কো বাং জোষে উভয়োঃ" (ঋক্ ১।১২০।১) 'উভয়োর্জোষে জোষণে সেবনে প্রীণনে' (সায়ণ) (ক্লী) ৩ সুখ। (শব্দর°)।

জোষক (পুং) জুষ-ণুল্। সেবক।

জোষন (ক্লী) জুষ-ল্যুট্। ১ প্রীতি। ২ সেবা।

জোষম্ (অব্য) জুষ-অম্। ১ তূষ্ণীম্ভাব, নীরব, চুপ। "জোষমাস্ব" (ভারত ২।৮৪।১৬) ২ সুখ, স্বচ্ছন্দ। ৩ সম্পূর্ণরূপে। ৪ সম্যক্। ৫ লঙ্ঘন। প্রশংসা।

জোষয়িতৃ (ত্রি) জুষ-ণিচ্-তৃচ্। সেবক।

জোষয়িত্রী (স্ত্রী) জোষয়িতৃ স্ত্রিয়াং ঙীপ্। সেবাকারিণী।

জোষবাক্ (পুং) মিথ্যাবাক্য। "জোষবাকং বদতঃ" (ঋক্ ৬।৫৯।৪)। 'জোষবাকং জোষং জোষয়িতব্যং প্রীতিহেতুত্বেন কর্ত্তব্যং স্বয়ং অপ্রীতিকরং তাদৃশং বাকং বাক্যং' (সায়ণ) নিজের অপ্রীতিকর, অথচ লোকের সন্তুষ্টের জন্য যে বাক্য প্রয়োগ করা যায়, তাহাকে জোষবাক্ অর্থাৎ মিথ্যাবাক্য বা চাটুবাক্য কহে।

জোষস্ (অব্য) জুষ-অসু। ১ তূষ্ণী, নীরব। ২ সুখ। (অমর)।

জোষা (স্ত্রী) জুষ্যতে উপভুজ্যতে, জুষ-ঘঞ্, স্ত্রিয়াং টাপ্। নারী, স্ত্রী। (শব্দর°)

জোষিকা (স্ত্রী) জুষতে সেবতে জুষ-ণুল্, টাপ্, অত ইত্বং। কালিকা। (শব্দর°)

জোষিৎ (স্ত্রী) জুষ্যতে উপভুজ্যতে যুষ-ইতি (হৃসৃরুহিযুষিভ্য ইতিঃ। উণ্ ১।৯৯) পৃষোদরাদিত্বাৎ যস্য জঃ। স্ত্রীমাত্র, নারী। (শব্দর°)

জোষিতা (স্ত্রী) জোষিৎ-টাপ্। স্ত্রী মাত্র।

জোষিমঠ, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে গড়বাল বিভাগে একটী পল্লিগ্রাম; অলকনন্দা এবং ধৌলীর সঙ্গমস্থলে অক্ষা° ৩০°৩১´২৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯°৩৬´৩৫´´ পূঃ মধ্যে সমুদ্রতট হইতে ৬২০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত। এই স্থানে অনেকগুলি প্রাচীন মন্দির আছে। এই গ্রামের বৈষ্ণব-মন্দিরগুলির মধ্যে নরসিংহদেবের মন্দির প্রধান। এইরূপ প্রবাদ যে, এই দেবমূর্ত্তির একখানি হস্ত ক্রমশঃই সূক্ষ্ম হইতেছে এবং যখন এই হাতখানি পড়িয়া যাইবে, তখন বিষ্ণুপ্রয়াগের নিকট পর্ব্বতের সানুদেশ দিয়া বদরীনাথে যাইবার পথ একেবারে অবরুদ্ধ হইবে। কথিত আছে, বিষ্ণু স্বয়ং অগস্ত্যমুনির নিকট বদরীনাথ মন্দির পূর্ব্বোক্ত আখ্যান প্রকাশ করিয়াছেন। বদরীনাথের সম্বন্ধে বন্ধ হইয়া গেলে দেবগণ ভবিষ্যবদরীতে গমন করিবেন। ভবিষ্যবদরীর মন্দির জোষিমঠের পূর্ব্বদিকে ধৌলীনদীর বামতটে তপোবনে অবস্থিত। বদরীনাথের মন্দিরের যাজকগণই এই মন্দিরের কার্য্যের বন্দোবস্ত করেন।

শীতকালে যখন বরফ পড়িতে থাকে, তখন রাবল অর্থাৎ বদরীনাথের মন্দিরের প্রধান যাজক উপরিভাগের মন্দিরে বাস করিতে অসমর্থ হইয়া জোষিমঠে আসিয়া বাস করেন। জোষিমঠের বাসুদেব, গরুড় এবং ভগবতীর মন্দিরও উল্লেখযোগ্য। জোষিমঠের অপর নাম জ্যোতির্ধাম (জ্যোতির্লিঙ্গের বসতিস্থল)।

জোষী (জ্যোতিষী শব্দের অপভ্রংশ) দক্ষিণপশ্চিমভারতবাসী গণক জাতিবিশেষ। সাতারা, পুণা, বেলগাম্ প্রভৃতি স্থানে ইহাদের বাস। ইহাদের আহার-ব্যবহার, হাব, ভাব, সাজগোজ ঠিক মরাঠীকুণবীদিগের মত। করকোষ্ঠীগণনাই ইহাদের উপজীবিকা। লোকের হাত দেখিয়া শুভাশুভ গণনা করিবার জন্য ইহারা হুড়ুক্ নামা ডুগী সঙ্গে লইয়া লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। ইহারাও মরাঠা কুণবীদিগের মত সকল দেবদেবীর পূজা ও উপবাসাদি করিয়া থাকেন। ইহাদেরও পঞ্চায়ত আছে। অবস্থা অতি শোচনীয়।

জোষ্টৃ (ত্রি) জুষ-তৃচ্। সেবক।
"উপেমসি জোষ্টারইব" (ঋক্ ৪।৪১।৯) 'জোষ্টারঃ সেবকাঃ' (সায়ণ) স্ত্রিয়াং ঙীপ্। জোষ্ট্রী।

জোষ্য [জুষ্য দেখ।]

জোহর (জৌহর) প্রবল শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া পরাজয়ের সম্ভাবনাদর্শনে রাজপুতপ্রমুখ জাতির আত্মোৎসর্গ। পূর্ব্বে এই প্রথা রাজপুতানার সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল। উঁহারা যখন দেখিতেন বিজয়ের কোন আশাই নাই, তখন স্ত্রীপুত্রকন্যা প্রভৃতির নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া উঁহাদিগকে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে আত্মবিসর্জ্জন করিতে আদেশ দিতেন। পরে তাঁহারা স্নানান্তে অঙ্গে চন্দনকুঙ্কুমাদি বিলেপন, ইষ্টদেবস্মরণ ও পরস্পরের নিকট আলিঙ্গনাদি দ্বারা বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক উন্মত্তের ন্যায় রণক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া যুদ্ধ করিতে করিতে দেহত্যাগ করিতেন। এইরূপ ভীষণ ব্যাপারে বহুসংখ্যক নগর একেবারে জনশূন্য হইয়া গিয়াছে। বিজয়িগণ যুদ্ধশেষে ভস্মাবশিষ্ট নগরব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পান নাই। কর্ণেল টড প্রণীত রাজস্থানে জয়শালমের, মিবার প্রভৃতি স্থানের লোমহর্ষণকারী ভীষণ জোহরের বিষয় বর্ণিত আছে। জয়শালমের শত্রুবেষ্টিত হইলে মূলরাজ ও রত্তন অন্তঃপুরে গিয়া ধর্ম্ম ও সম্ভ্রম রক্ষার জন্য রাণীদিগকে শেষ সোহাগ গ্রহণ করিতে বলিলেন। রাণীগণ সহাস্যমুখে

পরস্পরে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "আজ মর্ত্ত্যে আমাদের শেষ দেখা, কল্য পুনরায় স্বর্গে মিলিত হইব।" পরদিন প্রাতঃকালে ভীষণ চিতানল প্রজ্বলিত হইল। নগরের সমস্ত স্ত্রীলোক ও শিশু প্রভৃতি প্রায় ২৪০০০ প্রাণী মুহূর্ত্ত-মধ্যে সংসার হইতে অন্তর্হিত হইল। কাহারও আননে ভয় বা অনিচ্ছার লক্ষণ প্রকাশ পাইল না, চিতাধূমে গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন হইল, উত্তপ্ত শোণিতস্রোত ভূতল প্লাবিত করিল। বহুমূল্য রত্নাদিও ঐ সঙ্গে বিলুপ্ত হইল। বীরগণ নিঃশব্দে এই হৃদয়বিদারক দৃশ্য অবলোকন করিতে এবং জীবন ভার-বোধ করিতে লাগিলেন। পরে স্নান করিয়া পবিত্রদেহে ঈশ্বরোপাসনাপূর্ব্বক তুলসী ও শালগ্রাম কণ্ঠে ধারণ ও পরস্পরকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক ক্রোধে আরক্তবদনে ৩৮০০ বীর-পুরুষ জীবনাশায় জলাঞ্জলি দিয়া যুদ্ধের প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান হইলেন। রাজপুতানার ইতিহাসে এইরূপ ঘটনা বিরল নহে। অনেক সময় একবারে এক একটী জাতি লোপ হইয়াছে, মিবারের ইতিবৃত্তে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

বিজেতার হস্তে বন্দী হইবার আশঙ্কাই রাজপুতগণের এইরূপ প্রবৃত্তির কারণ। তাঁহাদের রমণীগণ বিজেতার করায়ত্ত হইবে, এই ঘৃণাকর দুরপনেয় কলঙ্ক অপেক্ষা তাঁহারা মৃত্যুকে শতগুণে সুখকর বিবেচনা করিতেন। সুতরাং নগর পরাজয় হইলেই রাজপুতরমণী মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইত। তাৎকালিক প্রচলিত প্রথানুসারে যুদ্ধে বিজয়লব্ধ রমণীগণ বিজেতার ন্যায়সঙ্গত সম্পত্তি। তিনি তাহাদিগের প্রতি যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারিতেন। তাহাদের ধর্ম্মাধর্ম্ম সমস্তই বিজেতার ইচ্ছাধীন, বন্দিনী রমণী-গণের প্রতি সৌজন্য প্রকাশ না করিলে কেহ দূষণীয় হইত না। সুতরাং বিজিত মহাভিমানী রাজপুত অপরি-হার্য্য ও নিশ্চিত অপমানের ভীষণ আতঙ্কে ঐরূপ উৎকট অধ্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইবে আশ্চর্য্য নহে। নিজ কুলবালা-দিগের সতীত্বরক্ষণে এতাদৃশ যত্নপর ও চিন্তান্বিত হইলেও সুসভ্য বীরপ্রকৃতি উদারচেতা রাজপুত বিজিত শত্রু-মহিলাগণের সম্মান ও ধর্ম্মরক্ষাজন্য তাদৃশ যত্নবান্ ছিলেন না। সেইজন্য যখন যবনগণ নগর অধিকার করিত, তখনই যে কেবল জোহর অনুষ্ঠিত হইত এরূপ নহে, পরন্তু রাজপুতগণ অন্তর্বিদ্রোহে অন্য রাজপুত কর্ত্তৃক পরাজিত হইলেও জোহর অনুষ্ঠান করিতেন।

জোহর, মলয় উপদ্বীপের একটী নগর এবং জোহর রাজ্যের রাজধানী। জোহরনাম্নী নদীতীরে সমুদ্রতট হইতে ২০ মাইল দূরে অবস্থিত ১৫১১ বা ১৫১২ খৃঃ অব্দে মলয়রাজ ২য় মহম্মদ শা এই নগর সংস্থাপন করেন। তদবধি মলয়রাজ্য জোহরসাম্রাজ্য নামে খ্যাত এবং জোহর নগরে ইহার রাজধানী হইল। এখানকার রাজার উপাধি সুলতান।

জোহারী, এখানে যাহাকে জহুরী বা জহরৎবিক্রেতা বলে, বোম্বাইপ্রদেশে তাহারাই জোহারী বলিয়া গণ্য হইতেছে। অনূন শত বর্ষ হইল, ইহারা পুণা-অঞ্চলে গিয়া বাস করিতেছে, ইহাদের আহার-ব্যবহার উত্তরপশ্চিমের লোকের ন্যায়। পুরুষের পোষাক মরাঠীদিগের মত, কিন্তু রমণীরা এখনও পশ্চিমা রমণীদিগের ন্যায় অঙ্গরাখাদি পরিধান করে। ইহারা পরিশ্রমী ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কিন্তু সেখানে ইহাদের আর্থিক অবস্থা তত ভাল নহে। ইহাদের রমণীরা কাঁসার পিতলের বাসন লইয়া লোকের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া বেড়ায়। পুরাতন কাপড় বা ফিতা লইয়া তৎপরিবর্ত্তে বাসন দিয়া আসে। ইহারা সকলে রাম ও কৃষ্ণের উপাসক। রাম-নবমী ও গোকুলাষ্টমী ইহাদের প্রধান পর্ব্ব। অযোধ্যা, গোকর্ণ ও বৃন্দাবন ইহাদের প্রধান তীর্থস্থান। পুরুষেরা বহুবিবাহ করিতে পারে। কিন্তু ইহাদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত নাই। ইহারা পঞ্চ হইতে দ্বাদশ বর্ষের মধ্যে কন্যার বিবাহ দেয়। শবদাহ ও দশ দিন অশৌচ গ্রহণ করে।

জোহিয়া, শতদ্রুতীরবাসী রাজপুতকুলোদ্ভব জাতিবিশেষ। জোহিয়া, দহিয়া ও মঙ্গলিয়া প্রভৃতি জাতি বহুদিন হইল ইস্‌লাম্‌ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে। ইহাদের সংখ্যা অল্প। কাহারও কাহারও মতে জোহিয়াগণ ভারতবর্ষীয় ৩৬ রাজ-বংশের একতম বংশোদ্ভব; আবার কেহ কেহ বলেন, ইহারা যদুভট্টিবংশীয়। কর্ণেল টড বলেন, ইহারা জাটজাতিভুক্ত। যদুকাডঙ্গ নামক পর্ব্বতে ইহাদের বাস ছিল। মোরীবংশীয় চিতোরাধিপতির সাহায্যার্থ রাজপুতগণের সমাবেশকালে ইহারা জঙ্গলদেশাধিপ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। হরিয়ানা, ভাটনর ও নাগর এই তিন প্রদেশকে জঙ্গলদেশ বলিত; কিন্তু এখন ঐ প্রদেশে এই জাতি অতি অল্পই আছে। গোদরগণ বিকানীর-স্থাপনকর্ত্তা রাঠোরবংশীয় পরাক্রান্ত বিকার সাহায্যে জোহিয়াগণকে পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়া উহাদের ১১০০ খানি গ্রাম অধিকার করেন। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে এই ঘটনা সংঘটিত হয়, কিন্তু এই সময়ে ইহারা সম্যক্‌রূপে তাড়িত হয় নাই। আকবরের রাজত্বকালেও ইহাদিগকে শির্সা প্রদেশে জমিদারী ভোগ করিতে দেখা যায়। যাহা হউক, ঐ ঘটনার বহুপূর্ব্ব হইতেই ইহারা নিম্নদোয়াবে বাস স্থাপন করিয়াছিল। অনেকে অনুমান করেন, বাবরের উল্লিখিত জিহুটা ও এই জোহিয়া একই জাতি।

জোহুত্র (ত্রি) [বৈ] উচ্চধ্বনিযুক্ত, উচ্চরব।

জোহেরপীর, পুণা জেলার অধিবাসী হলালখোরদিগের উপাস্য একজন পীর। প্রবাদ এইরূপ, দিল্লীশ্বর ফিরোজশাহের সময় ইনি বুজ্‌রুকী দেখাইয়াছিলেন। [হলালখোর দেখ।]

জৌ (দেশজ) গালা, জতু।

"জৌয়ের ছাটনি দিল জৌয়ের বাঁধনি।" (কবিক° ১১৯)

জৌগড়, গঞ্জামজেলার অন্তর্গত পূবেখণ্ডা তালুকের একটী গ্রাম। এখানে পর্ব্বতের নিকট বহুপ্রাচীন একটী গড়ের উচ্চ প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ, বহুসংখ্যক প্রাচীন মুদ্রা ও অশোকের একখানি অনুশাসন পাওয়া গিয়াছে। গড়ের অভ্যন্তরে দুইটী বহুকালের পুষ্করিণী আছে, একটীর বাঁধান ঘাট এবং মধ্যে একটী মন্দির ছিল। ঐ দুয়ের পঙ্কোদ্ধার করিলে বোধ হয়, প্রাচীনকালের মুদ্রা, প্রতিমূর্ত্তি ও তাম্রফলকাদি পাওয়া যাইতে পারে। গড়ের মধ্যে দুইটী ক্ষুদ্র পাহাড় আছে। একটীর গাত্রে একজন যোগী চতুর্দ্দিকে পতিত ইষ্টক ও টাইল দিয়া একটী আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়াছে। অশোকের অনুশাসন পাহাড়ের পার্শ্বে খোদিত আছে। ঐ লিপির অনেকস্থলে ক্ষয় হইয়া গিয়াছে। তথাকার লোকের মধ্যে প্রবাদ আছে, জনৈক য়ুরোপীয় ঐ লিপি নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে ইচ্ছাপূর্ব্বক পাহাড়ের উপর ছোলা-সিদ্ধ জল ঢালিয়া দেয়। এই গল্প সত্য বলিয়া অনুমান করা যায় না। খাতের নীচের মৃত্তিকা কতকটা জৌ অর্থাৎ 'লাহ' ন্যায়। বোধ হয় তদনুসারেই ইহাকে জৌগড় বলিয়া থাকে।

প্রবাদ আছে, কঙ্কুলোদ্ভব রাতাকেশরী এই গড় নির্ম্মাণ করেন। আবার কেহ কেহ বলেন, উহার প্রাচীরাদি জৌ অর্থাৎ গালা দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। তদনুসারেই ইহার নাম জৌগড় হইয়াছে। গালা দ্বারা নির্ম্মিত হওয়ায় শত্রুপক্ষীয় গোলা বা তীর প্রাচীর ভেদ বা ভগ্ন করিতে পারিত না, উহাতে লাগিয়া থাকিত, সুতরাং দুর্গবাসিদিগের ভয় ছিল না। একটী গল্প আছে, এখানকার রাজার সহিত রাওলপল্লীর * রাজার বিবাদ ছিল। একদিন সেই রাজা জৌগড় অবরোধ করিল। দুর্গবাসিগণ জৌ-প্রাচীরের গুণ জানিত, সুতরাং ভীত হইল না। অবরোধকারিগণ প্রাচীর ভাঙ্গিবার জন্য বিস্তর প্রয়াস পাইল, কিন্তু প্রক্ষিপ্ত শস্ত্রাদি প্রাচীরে লগ্ন হইয়া আরও দৃঢ়তর করিতে লাগিল। এইরূপে বিপক্ষগণ অনেক দিন বৃথা বসিয়া রহিল। একদিন এক গোয়ালিনী দুর্গ হইতে দুগ্ধ লইয়া বিপক্ষগণের শিবিরে বিক্রয় করিতে আসিল। সৈন্যগণ গোয়ালিনীর দুগ্ধ লইয়া মূল্য না দেওয়ায় গোয়ালিনী বলিল, "তোমরা নিরাশ্রয়া অবলার উপর অত্যাচার করিয়া বীরপণা করিতেছ, আর ঐ দুর্গ যে অতি সহজে অধিকার করা যায়, তাহা আর পারিতেছ না।" ইহাতে সৈন্যেরা গোয়ালিনীকে ধরিয়া রাজার কাছে লইয়া গেল। গোয়ালিনী রহস্য বলিয়া দিল যে, প্রাচীর জৌ-নির্ম্মিত, সুতরাং আগুন দিলে শীঘ্র গলিয়া যাইবে। তৎক্ষণাৎ শত্রুগণ তাঁতা দিয়া প্রাচীরের নিকট ভীষণ অগ্নি জ্বালিলে জৌ-প্রাচীর গলিয়া গেল। রাজা বিশ্বাসঘাতিনীকে "তুই পাথর হইবি" বলিয়া অভিসম্পাত করিয়া অসিহস্তে যুদ্ধক্ষেত্রে ধাবিত হইলেন ও সেই যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন।

রাজা যৎকালে শাপ দেন, তখন গোয়ালিনী দুর্গে ফিরিয়া আসিতেছিল, পথিমধ্যেই সে প্রস্তর হইয়া গেল। আজিও ঐ প্রস্তর বিদ্যমান আছে। কেহ কেহ অনুমান করেন, ঐ প্রস্তর একটী সতীস্তম্ভ ব্যতীত আর কিছুই নহে। উহাতে স্ত্রীলোকের মূর্ত্তিও স্পষ্ট খোদিত নাই। এই প্রস্তর এখন গড়ের দক্ষিণদিকে দণ্ডায়মান আছে। কিছুদিন পূর্ব্বে জনৈক ইংরাজ কর্ম্মচারী ইহার পাদদেশ খনন করায় কতকগুলি স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র মুদ্রা বাহির হয়। ঐ সকলের মধ্যে কয়েকটী তাম্রমুদ্রা সম্ভবতঃ শকরাজদিগের সময়কার। যদি তাহা হয়, তবে এই স্থান বহু প্রাচীন সন্দেহ নাই।

জৌগৃহ, জতুগৃহ।

জৌনপুর, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের ছোট লাটের শাসনাধীন একটী জেলা। এই জেলা ২৫° ২৩′ ৪১″ হইতে ২৬° ১২″ অক্ষা° উঃ এবং ৮২° ১০′ হইতে ৮৩° ৭′ ৪৫″ পূর্ব্ব দ্রাঘিমান্তর মধ্যে আলাহাবাদ বিভাগের উত্তরপূর্ব্বাংশে অবস্থিত। ইহার আকার কতকটা ত্রিভুজের ন্যায়। উত্তর ও উত্তরপশ্চিমে অযোধ্যার অন্তর্গত প্রতাপগড় ও সুলতানপুরজেলা, উত্তরপূর্ব্বে আজমগড়, পূর্ব্বে গাজিপুর এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণপশ্চিমে বারাণসী, মির্জাপুর ও আলাহাবাদ। এই জেলার এক খণ্ড ভূমি প্রতাপগড় জেলার মধ্যে পড়িয়াছে, আবার ঐ খণ্ডের প্রায় সমপরিমাণ প্রতাপগড়ের এক অংশ জৌনপুরের মছলিসহর ও হসীনের সীমায় আবদ্ধ হইয়াছে। এই জেলার পরিমাণফল ১৫৫৪ বর্গ মাইল। জৌনপুর নগরই জেলার সদর।

এই জেলার ভূমি গঙ্গাতীরবর্ত্তী অন্যান্য জেলার ন্যায় ঘন পলিময়, কিন্তু বহুসংখ্যক নদী ইহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত

* এখন একটী সামান্য গ্রামমাত্র, জৌগড়ের ৩ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে ঋষিকুল্যা নদীতটে অবস্থিত।

হওয়ার ভূমি অধিক তরঙ্গায়িত। স্থানে স্থানে উপবন-পরিশোভিত উচ্চভূমি। ঐ সকল উচ্চভূমিতে কত প্রাচীন জাতির কীর্ত্তিকলাপের পরিচায়ক নগর, মন্দির ও প্রতিমূর্ত্তি প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ এবং স্থানে স্থানে রাজপুতরাজদিগের দুর্গাদির ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। জেলার ভূমি উত্তরপশ্চিম হইতে দক্ষিণপূর্ব্বে ঢালু, কিন্তু এই প্রবণতা অতি অল্পমাত্র, গড়ে প্রতি মাইলে ৬ ইঞ্চের অধিক নহে। ইহার মৃত্তিকা অধিকাংশ স্থলেই উর্ব্বরা, কেবল স্থানে স্থানে অতি অল্পই লোণা উষরভূমি দৃষ্ট হয়। ঐ সকল উষরভূমি ব্যতীত সর্ব্বত্র উত্তম চাষ হয়। উত্তর ও মধ্যভাগে বিস্তর আম্রকানন আছে, তদ্ভিন্ন স্থানে স্থানে মহুয়া ও তেঁতুল গাছ দেখা যায়।

গোমতী নদী এই জেলার মধ্য দিয়া প্রায় ৯০ মাইল প্রবাহিতা হইয়া ইহাকে দুই অসমান খণ্ডে বিভক্ত করিয়াছে। জৌনপুর নগর এই গোমতীতীরে অবস্থিত। জেলার মধ্যে এই নদী কোথাও হাঁটিয়া পার হওয়া যায় না। জৌনপুর নগরের নিকটে ইহার উপর মুসলমানদিগের নির্ম্মিত বিখ্যাত ১৬টী খিলানবিশিষ্ট সেতু আছে। ঐ সেতু দৈর্ঘ্যে ৭১২ ফিট। মুনিম খাঁ ১৫৬৯-৭৩ খৃঃ অব্দে উহা নির্ম্মাণ করেন। এই সেতুর ২ মাইল নিম্নে গোমতী নদীর উপর বর্ত্তমান রেলওয়ে সেতু-নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহারও খিলান ১৬টী, কিন্তু দৈর্ঘ্যে প্রাচীন সেতুর প্রায় দ্বিগুণ। গোমতীনদীর গর্ভ গভীর এবং চূর্ণ প্রস্তরময় তীরে আবদ্ধ, সুতরাং ইহার স্রোত পরিবর্ত্তিত হয় না। এই নদীতে অনেক সময় হঠাৎ বন্যা আসিয়া থাকে। নদীর জল সচরাচর ১৫ ফিটের অধিক উচ্চ হয় না। অন্যান্য নদীসকলের মধ্যে সৈ, বরণা, পিল্লী ও বাসোহী প্রধান। হ্রদের সংখ্যা বিস্তর, উত্তর ও দক্ষিণ ভাগেই অধিক, মধ্যস্থানে অপেক্ষাকৃত অল্প। এখানকার বৃহত্তম হ্রদ দৈর্ঘ্যে প্রায় ৮ মাইল হইবে।

পূর্ব্বে জেলার স্থানে স্থানে অরণ্য ছিল, কিন্তু ক্রমে কৃষিকার্য্যের বিস্তৃতি ও প্রজাবৃদ্ধি সহকারে ঐ সকল অরণ্য লুপ্ত হইতেছে। সম্প্রতি কড়াকটতহসীলে ৬০০০ বিঘা একটী ধাওজঙ্গলই জেলার মধ্যে বৃহত্তম। পূর্ব্বোক্ত উষর ভিন্ন পতিত জমি প্রায় নাই। উচ্চ ভূমিতে ঘুটিং অর্থাৎ গোলাকার চূর্ণপ্রস্তর পাওয়া যায়, তাহা দ্বারা রাস্তা বাঁধান এবং পোড়াইয়া চূণ হয়।

অরণ্যাদি না থাকায় এবং অধিবাসীর সংখ্যা অধিক বলিয়া বন্য জন্তু প্রায় নাই। হ্রদ ও জলায় বিস্তর জলচর পক্ষী বাস করে, শিকারিগণ তাহাই শিকার করিতে যায়। এখানে বিষাক্ত গোখুরা সর্প বিস্তর আছে এবং সময়ে সময়ে গোমতী ও সৈ-তীরবর্ত্তী দরী সকলে দলে দলে তরক্ষু দৃষ্ট হয়।

ইতিহাস।—অতি প্রাচীনকালে জৌনপুরে ভড় (ভর) নামে এক আদিম জাতির বাসস্থান ছিল, কিন্তু এখন আর উহাদের দীর্ঘবাসের অধিক পরিচয় পাওয়া যায় না। বরণা প্রভৃতির তীরে বৃহৎ বৃহৎ বহুসংখ্যক নগরের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়, অনেকে অনুমান করেন, খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দীতে হিন্দুধর্ম্মের অভ্যুদয়ে উত্তরভারত হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের নির্ব্বাসনকালে ঐ সকল নগর অগ্নিদ্বারা বিনষ্ট হইয়া থাকিবে। গোমতীতীরে বহুসংখ্যক অতি প্রাচীন মন্দিরাদি বিদ্যমান ছিল।

হিন্দুকীর্ত্তিলোপী ও দেবদ্বেষী মুসলমান শাসনকর্ত্তাগণ অধিকাংশ মন্দিরই ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে এবং ঐ সকলের উপকরণ লইয়া মস্‌জিদ, দুর্গ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়াছে।

এইরূপ বহুসংখ্যক হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দিরের উপকরণ লইয়া ১০৬০ খৃঃ অব্দে ফিরোজগড় নির্ম্মিত হয়। ঐ সকল প্রস্তরের ভাস্করকার্য্য দেখিলেই উহা যে মুসলমানদিগের নহে, তাহা জানিতে পারা যায়। অতিপূর্ব্বে জৌনপুর বোধ হয় অযোধ্যারাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বহুকালের পর কাশীশ্বর জয়চাঁদের হস্তগত হয়। অবশেষে তাঁহার বংশধরদিগকে পরাস্ত করিয়া শাহাবুদ্দীন-চালিত দুর্দ্দান্ত মুসলমান বীরগণ ১১৯৪ খৃঃ অব্দে জৌনপুর অধিকার করেন।

তাহার পর বর্ত্তমান জৌনপুর জেলার অন্তর্গত সমস্ত ভূভাগ মুসলমান সম্রাট্‌দিগের সামন্তস্বরূপ কনৌজাধিপতির অধীনস্থ থাকে। ১৩৬০ খৃঃ অব্দে ফিরোজ তোগলক বাঙ্গালা হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় জৌনপুর গ্রামে শিবির স্থাপন করেন এবং ইহার সুন্দর অবস্থানে মোহিত হইয়া এখানে একটী নগর স্থাপন করিবার ইচ্ছা করেন। ফিরোজ প্রায় ৬ মাসকাল এখানে বাস করেন এবং একটী হিন্দুদেবালয় ভাঙ্গিয়া ফেলেন, পরে মহারাজ জয়চাঁদ-প্রতিষ্ঠিত মন্দির ভাঙ্গিতে গেলে অধিবাসিগণ প্রবল পরাক্রমে মন্দিররক্ষার জন্য যত্নবান্ হয়। সুতরাং ফিরোজশাহকে বিরত হইতে হইল। যাহা হউক অবশেষে জৌনপুরের শাসনকর্ত্তা ইব্রাহিম সুলতান কর্ত্তৃক ঐ মন্দির বিধ্বস্ত হয় এবং উহার উপকরণ দ্বারা অটলা মস্‌জিদ নির্ম্মিত হয়।

১৩৮৮ খৃঃ অব্দে দিল্লীশ্বর মহম্মদ তোগলক নিজ মন্ত্রী খোজা জহানকে মালিক-উস্-শর্‌ক উপাধি প্রদান করিয়া কনৌজ হইতে সমস্ত পূর্ব্ববিভাগের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন। খোজা জহান্ জৌনপুরে রাজধানী [illegible]

রাজ্য করিতে লাগিলেন এবং ১৩৯৬ খৃঃ অব্দে তৈমুরলঙ্গের আক্রমণে দিল্লীপতিকে ব্যতিব্যস্ত দেখিয়া ঐ সুযোগে স্বয়ং সুলতান-উস্-শর্ক্ অর্থাৎ পূর্ব্বদিক্‌পতি উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক দিল্লীর অধীনতা অস্বীকার করিলেন। ইহার উত্তরাধিকারী স্বাধীন রাজগণ সকলেই শর্কিরাজ বলিয়া বিখ্যাত। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় দত্তকপুত্র মবারক শাহ-শর্কি সিংহাসনাধিরোহণ করেন, কিন্তু শীঘ্রই দিল্লী হইতে প্রেরিত একদল সৈন্যের সহিত যুদ্ধে নিহত হন। মুবারকের মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইব্রাহিম সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ১৪০০ হইতে ১৪৪০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ৪০ বর্ষ অতি দক্ষতার সহিত প্রজাগণের প্রিয় হইয়া রাজত্ব করেন। ইহার সময়েই অতলা-মস্‌জিদ নির্ম্মিত এবং জৌনপুরে বিদ্যানুশীলন প্রভৃতির অনেক উন্নতি হয়। ইনি কাল্পী ও কনৌজ জয় করিতে অনেক যুদ্ধ করেন। ইঁহার পুত্র মাহ্মুদ ১৪৪২ খৃঃ অব্দে কাল্পী অধিকার করিয়া দিল্লী অবরোধ করিলেন, কিন্তু অলস সম্রাট আলাউদ্দীনের প্রতিনিধি বহ্লোল লোদি কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া প্রত্যাগমন করেন। বহ্লোল মাহ্মুদের পুত্র শর্কিবংশীয় শেষ রাজা হাসেনকে জৌনপুরে পরাজয় করেন, কিন্তু রাজ্যে রাখিয়া চলিয়া যান। এই হাসেন বিখ্যাত জামি-মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করেন। বহ্লোল এরূপ দয়া করিলেও হাসেন পুনরায় বিদ্রোহী হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। উক্ত মুসলমান শর্কিরাজাদিগের রাজত্বকালে বহুসংখ্যক মস্‌জিদ ও অট্টালিকাদি নির্ম্মিত হয়।

শর্কিদিগের পর জৌনপুর লোদিদিগের শাসনভুক্ত হয়। ইঁহাদের রাজত্বকালে এখানে ক্রমাগত বিদ্রোহ ও শোণিতপাত প্রভৃতি চলিয়াছিল। লোদিবংশীয় শেষ সম্রাট ইব্রাহিম ১৫২৬ খৃঃ অব্দে পাণিপথের যুদ্ধে বাবর কর্ত্তৃক পরাজিত হইলে জৌনপুরের শাসনকর্ত্তাও স্বাধীন হইলেন। কিন্তু বাবর দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করিয়াই নিজ পুত্র হুমায়ুনকে জৌনপুর ও বেহার জয় করিতে প্রেরণ করেন। তদবধি জৌনপুর মোগলসাম্রাজ্যভুক্ত হইল। মধ্যে সেরশাহ ও তাঁহার বংশীয় সম্রাট্‌দিগের সময় ব্যতীত উহা বরাবর মোগল-শাসনাধিকৃত ছিল। ১৫৭৫ খৃঃ অব্দে অক্‌বর আলাহাবাদে রাজধানী স্থাপন করেন, তখন হইতে জৌনপুর একজন নিজাম কর্ত্তৃক শাসিত হইতে লাগিল। পরে ১৭২২ খৃঃ অব্দে জৌনপুর, বারাণসী, গাজিপুর ও চুনার দিল্লীর শাসন হইতে পৃথক্ করিয়া অযোধ্যার নবাব-উজীরের শাসনভুক্ত করা হইল। ১৭৫০ খৃঃ অব্দে রোহিলাসর্দ্দার [illegible] [illegible] উজীর [illegible] [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] আত্মীয় জমা খাঁকে বারাণসীপ্রদেশের [illegible] [illegible] করিলেন, জমা খাঁ অবিলম্বে কাশীরাজ চৈৎসিংহ কর্ত্তৃক জৌনপুর হইতে বিতাড়িত হইলেন। নবাব উজীর তাঁহার দুর্গ অধিকার করিয়া রহিলেন। অবশেষে ১৭৭৭ খৃঃ অব্দে ইংরাজগণ ঐ দুর্গ চৈৎসিংহকে অর্পণ করিলেন।

১৭৬৫ খৃঃ অব্দে বক্সর যুদ্ধের পর জৌনপুর একরূপ ইংরাজ অধিকারে আইসে। ১৭৭৫ খৃঃ অব্দে লক্ষ্ণৌ নগরের সন্ধিতে ইহা একবারে ইংরাজদিগকে অর্পিত হয়, ইহার পর সিপাহীবিদ্রোহের সময় পর্য্যন্ত ইহাতে বিশেষ কোন ঘটনা ঘটে নাই। ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে ৫ই জুন, জৌনপুরের সিপাহীগণ বারাণসীতে বিদ্রোহের সংবাদ পায় এবং জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট সহ কর্ত্তৃপক্ষগণকে বিনাশ করিয়া লক্ষ্ণৌ অভিমুখে গমন করিতে থাকে। ইহার পর এখানে ঘোর অরাজকতা চলিতে লাগিল, পরে ৮ই সেপ্টেম্বর আজমগড় হইতে গুর্খাসৈন্য আসিয়া বিদ্রোহ দমন করিল। নবেম্বর মাসে মেহেদি হাসেন নামক বিদ্রোহী দলপতির কার্য্যদক্ষতায় আবার অনেকস্থান ইংরাজরাজ্যের হস্তচ্যুত হইল। ১৮৫৮ খৃঃ অব্দে বিদ্রোহিগণ উত্তর-পশ্চিমে পরাজিত ও ছিন্নভিন্ন হইল এবং অবশেষে বিদ্রোহী ঋষি-সিংহের পরাজয়ের পর একবারে বিদ্রোহ থামিল। তাহার পর এ পর্য্যন্ত দুই একদল ডাকাইতের উপদ্রব ব্যতীত আর কোন বিপ্লব ঘটে নাই।

জৌনপুর নগরের নামানুসারে এই জেলার নাম হইয়াছে। জৌনপুর জেলার কৃষিকার্য্যের বিস্তৃতি চরম সীমায় উপস্থিত।

জৌনপুর বহুকাল মুসলমান রাজ্যভুক্ত এবং মুসলমান-শাসনকর্ত্তার আবাসভূমি থাকিলেও এখানে হিন্দুধর্ম্মই প্রবল।

মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা হিন্দুর ১/১৬ অংশমাত্র। ব্রাহ্মণ, রাজপুত, বেণিয়া, আহীর, চামার, কায়স্থ, কুর্ম্মি প্রভৃতিই প্রধান অধিবাসী। মুসলমানদিগের মধ্যে স্থন্নি অপেক্ষা শিয়া সম্প্রদায়ের সংখ্যা অধিক; লোদিবংশীয় শিয়ারাজগণ বহুকাল এস্থানে বাস করাই তাহার কারণ। এতদ্ব্যতীত খৃষ্টান, য়ুরোপীয় প্রভৃতিও অনেক এখানে বাস করে। অধিবাসিগণের মধ্যে শতকরা প্রায় ৭৬ জন কৃষিজীবী।

জৌনপুর জেলার ৪টী নগরের অধিবাসীর সংখ্যা ৫ সহস্রের অধিক, যথা—জৌনপুর, মছ্‌লিসহর, বাদশাহপুর ও শাহগঞ্জ। অধিবাসিগণ অধিকাংশ শস্যক্ষেত্রবেষ্টিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীতে বাস করে।

বণিক [illegible] বড় কৃষকদিগের অবস্থা অন্যান্য স্থান অপেক্ষা হীন নহে; সামান্য কৃষক, মজুর ও শ্রমজীবিদিগের অবস্থা অতি হীন। ইহাদের গৃহ একটী কুটীর, তাহাতে আস-[illegible] মধ্যে [illegible] মৃৎপাত্র, ছিন্ন মাদুর ও বিছানা।

ইহারা অধিকাংশই কদর্য্য ভোজন ও ছিন্নবস্ত্র পরিধান করিয়া জীবন যাপন করে। কুর্ম্মি ও কাছি কৃষকগণের অবস্থা অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল। ইহারা পোস্ত, তামাক এবং অন্যান্য বহুবিধ শাকসব্‌জি ও ফলমূলাদি আবাদ করে। সচরাচর অন্যান্য কৃষক অপেক্ষা ইহারা অধিকতর পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়ী এবং অধিক হারে খাজনা দেয়, এই জন্য জমিদারগণ কুর্ম্মি ও কাছি প্রজা রাখিতে ভালবাসেন।

জৌনপুর জেলার মৃত্তিকা অনেকস্থলেই গলিত উদ্ভিজ্জ-মিশ্রিত, কর্দ্দম ও বালুকাময়। পরিত্যক্ত নদীগর্ভ এবং শুষ্ক বিল পল্বলাদিতে কৃষ্ণবর্ণ পঙ্কময় অতিশয় উর্ব্বরা মৃত্তিকা দৃষ্ট হয়। জেলার সকল স্থানেই অতি উত্তমরূপ চাষ হইয়া থাকে। উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে ধান্য, বাজরা, ভুট্টা, জোয়ার, কার্পাস, গোধূম, যব, মটর, কলাই, সর্ষপ ইত্যাদি বহুবিধ শস্য জন্মে। চাষের প্রণালী অপেক্ষাকৃত সহজ। প্রথমতঃ কৃষক ক্ষেত্রে লাঙ্গল দিয়া বীজ ছড়ায়, তৎপরে মই দিয়া মাটি চাপা দেয় ও জমী চৌরস করিয়া লয়। জমী সংবৎসর ধরিয়া প্রায় পড়িয়া থাকে না, তবে যে জমীতে ইক্ষুর চাষ হয়, তাহা প্রায় ৬ মাস এক বৎসর ফেলিয়া রাখে। নগরের নিকটবর্ত্তী জমীতে আমন ও রবিশস্য দুই জন্মে। ইক্ষুর চাষ সর্ব্বাপেক্ষা লাভজনক, কিন্তু উহাতে প্রায় এক বৎসর জমা ফেলিয়া রাখিতে হয় এবং জমীতে অধিক পরিমাণে সার দিতে হয়। ইংরাজশাসনভুক্ত হইবার পর হইতে এখানে নীলের চাষ হইতেছে। গবর্মেণ্টের তত্ত্বাবধানে কুর্ম্মিগণ পোস্ত চাষ করে। ঐ বৃক্ষের ঢেঁড়ী হইতে যে অহিফেন উৎপন্ন হয়, কৃষকগণ তাহা সমস্তই সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে দিতে বাধ্য। উহার মূল্য বাবত কৃষকগণ ৭০° সারবান্ ঢেঁড়ীর প্রতি সের ৫৲ টাকা হিসাবে পাইয়া থাকে। কুর্ম্মি ও কাছিগণ পোস্ত, তামাক ও শাকফলাদি আবাদ করে বলিয়া ইহাদের অবস্থা অন্যান্য কৃষক অপেক্ষা অনেক ভাল।

সমস্ত জেলার পরিমাণ ১৫৫৪ বর্গমাইলের মধ্যে ১৫১৯ বর্গমাইল গবর্মেণ্টের ভৌজিভুক্ত। ইহার মধ্যে ৯৬২ বর্গমাইলে আবাদ হয়। ১০৩ বর্গমাইল আবাদযোগ্য, অবশিষ্ট ২৫৪ বর্গমাইল উষর।

দৈব-বিড়ম্বনা।—এই জেলায় গোমতী নদীতে সময় সময় ভীষণ বন্যা আসিয়া উভয় কূল ছাপাইয়া পড়ে এবং বহুদূর পর্য্যন্ত জনপদ ভাসাইয়া লইয়া যায়। ১৭৭৪ খৃঃ অব্দে এইরূপ বন্যায় বিস্তর ক্ষতি হয়। ১৮৭১ খৃঃ অব্দের বন্যা সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ; ইহাতে নগরের প্রায় ৪০০০ গৃহ এবং অন্যান্য গ্রামের প্রায় ৯০০০ গৃহ বন্যার জলে ভাসিয়া যায়। অন্যান্য স্থানের তুলনায় এখানে অনাবৃষ্টি অধিক হয় নাই। ১৭৭০ খৃঃ অব্দে চতুর্দ্দিকস্থ জেলার ন্যায় এখানেও অনাবৃষ্টি ও অন্নকষ্ট হয়, কিন্তু ১৭৮৩ ও ১৮০৩ খৃঃ অব্দের অনাবৃষ্টিতে দুর্ভিক্ষ হয় নাই। ১৮৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দের ভীষণ দুর্ভিক্ষে জৌনপুর অপেক্ষাকৃত ভাল ছিল। ১৮৬০-৬১ খৃঃ অব্দের দুর্ভিক্ষ-দুর্ব্বিপাক্ জৌনপুর পর্য্যন্ত পৌঁছে নাই। ১৮৭৪ খৃঃ অব্দে বাঙ্গালায় যে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়, উহা ঘর্ঘরা নদীর পরপারস্থিত প্রদেশেও ব্যাপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু জৌনপুর ইহা হইতে নিস্তার পায়। ১৮৭৭-৭৮ খৃঃ অব্দে অনাবৃষ্টি জন্য রবিশস্য না হওয়ায় এখানে দুর্ভিক্ষ হয়। দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত ব্যক্তিগণের সাহায্য জন্য গবর্মেণ্ট রিলিফ ওয়ার্ক (Relief work) স্থাপন করেন। জৌনপুর ও ইহার নিকটস্থ আজমগড়ে প্রায় সংবৎসরই বৃষ্টি হয়। সুতরাং কোন না কোন সময় বৃষ্টি হইলে একটা না একটা ফসল জন্মিয়া থাকে, সুতরাং অন্নকষ্ট প্রায় হয় না।

বাণিজ্যাদি।—জৌনপুর কৃষিপ্রধান জেলা। কৃষিজাতই প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য। য়ুরোপীয়দিগের তত্ত্বাবধানে নীল প্রস্তুত হইয়া থাকে। মরিয়াহু নগরে আশ্বিন মাসে এবং করচুলি নগরে চৈত্র মাসে দুইটী মেলা হয়। ঐ দুই মেলায় প্রায় ২০।২৫ সহস্র লোকের সমাগম হইয়া থাকে।

অযোধ্যা-রোহিলখণ্ড রেলপথ এই জেলার ৪৫ মাইল স্থান দিয়া গিয়াছে। জলালপুর, জৌনপুর সদর, জৌনপুর নগর, মেহেরাবাদ, খেতসরাই, শাহগঞ্জ ও বিলবাই এই কয়েকটী ষ্টেশন আছে। এখানে ১৩৮ মাইল বাঁধা ও ৪১৮½ মাইল কাঁচা রাস্তা আছে। বর্ষাকালে গোমতী নদী দিয়া বৃহৎ বৃহৎ নৌকাদি যাতায়াত করে। ঐ সকল নৌকায় অযোধ্যা হইতে শস্যাদি আনীত হয়।

জৌনপুর জেলা ইংরাজশাসনভুক্ত হইবার সময় ইহা অযোধ্যা গবর্মেণ্টের অধীনে বারাণসীপ্রদেশান্তর্গত করা হয়। ১৮৬৫ খৃঃ অব্দে এই জেলা আলাহাবাদ বিভাগের অন্তর্গত হয়। এখানে একজন মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর, একজন জয়েণ্ট বা আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও অপরাপর অধীনস্থ কর্ম্মচারী থাকেন। ইহাতে ২৩টী ডাকঘর আছে, এবং প্রত্যেক রেলওয়ে ষ্টেশনে তারঘর আছে। এই জেলায় বিদ্যাচর্চ্চায় উন্নতি অতি অল্প। জৌনপুরে দেশীয় ভাষা, আরবী ও পারসী ভাষা শিক্ষায় বিদ্যালয় আছে। ইংরাজীভাষা অনেকস্থলেই শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। এই জেলা ৫টী তহসীল ও ১৭টী থানায় বিভক্ত। কেবলমাত্র জৌনপুর নগরে মিউনিসিপালিটী আছে।

এই জেলার বায়ু অনেক সময় আর্দ্র থাকে, বারমাসই বৃষ্টি হয় বলিয়া শীত-গ্রীষ্মাদির আতিশয্য নাই। ১৮৮১ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত পূর্ব্ব ৩০ বৎসরের বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ৪১.৭১ ইঞ্চি। জৌনপুর, শাহগঞ্জ ও মছলিসহরে হাঁসপাতাল আছে।

২—উত্তরপশ্চিম প্রদেশের অন্তর্গত জৌনপুর জেলার একটী তহসীল। এই তহসীলে হবিলী জৌনপুর, বিয়াল্সী, রারি, জাফরাবাদ, করিয়াত, দোস্ত, খপ্রহা এবং তপ্পা সরেমু এই ৭টী পরগণা আছে। সর্ব্বশুদ্ধ পরিমাণফল প্রায় ৩২৭ বর্গমাইল, তন্মধ্যে প্রায় ২৩৩.৬ বর্গমাইলে চাষ হয়। অযোধ্যা-রোহিলখণ্ড-রেলপথ এই তহসীল দিয়া গিয়াছে। তদ্ভিন্ন রাস্তা প্রভৃতিরও সুবিধা আছে। গোমতী ও সৈ নদী এবং অন্যান্য অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী এই তহসীলে প্রবাহিত। তহ-সীলের গ্রাম ও নগরের সংখ্যা মোট ৮২২, তন্মধ্যে কেবল ২টীতে ৩ সহস্রের অধিক লোক বাস করে।

৩—উত্তরপশ্চিম প্রদেশের অন্তর্গত জৌনপুর জেলার সদর ও প্রধান নগর। অক্ষা° ২৫°৪৪´৫৩´´ উঃ, দ্রাঘি° ৮২° ৪৩´৪৯´´ পূঃ। এই নগর গোমতীর উত্তরতীরে গোমতী ও সৈ নদীর সঙ্গম হইতে প্রায় ১৫ মাইল দূরে অবস্থিত। অধিবাসীর সংখ্যা উপকণ্ঠসমেত ৪২,৮১৯। তন্মধ্যে ২৫৯৭৮ হিন্দু, ১৬৭৭১ মুসলমান এবং ৭০ খৃষ্টান।

জৌনপুর একটী প্রাচীন নগর। এই নগর ১৩৯৪ হইতে ১৪৯৩ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত প্রায় শত বৎসর বুদাউন ও এতাবা হইতে বেহার পর্য্যন্ত এক বিস্তীর্ণ সুসমৃদ্ধ স্বাধীন মুসলমান রাজ্যের রাজধানী ছিল। অসংখ্য প্রাচীন মন্দির, অট্টালিকা, মস্‌জিদ্ ও তাহাদের ভগ্নাবশেষ এখনও বিদ্যমান থাকিয়া স্থপতিবিদ্যার যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিতেছে। ঐ সকল মন্দিরাদির অধিকাংশই জৌনপুরের স্বাধীন পাঠান শর্কি অধি-পতিদিগের সময় নির্ম্মিত হয়। এই শর্কিগণ যেমন একদিকে বহুসংখ্যক মস্‌জিদ প্রভৃতি স্থাপন করিয়াছেন, তেমনি অন্য-দিকে প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধদিগের বহুসংখ্যক মন্দির নষ্ট করেন। বলা বাহুল্য ঐ সকল হিন্দু ও বৌদ্ধমন্দিরের ভগ্নাব-শেষ লইয়াই তদুপরি যাবতীয় মস্‌জিদাদি প্রস্তুত হইয়াছে।

এই নগরের প্রাচীন নাম কি তাহা স্পষ্ট জানা যায় না। জৌনপুরবাসী ব্রাহ্মণগণ বলেন, ইহার প্রকৃত নাম যমদগ্নি-পুর। অদ্যাপি তথাকার সকল হিন্দুই ইহাকে জৌনপুর না বলিয়া যমনপুর কহে। মুসলমানেরা বলে, ফিরোজশাহ এই স্থান দর্শন করিয়া জাতিভ্রাতা জুনানের (মহম্মদ তোগলক) প্রীত্যর্থে তাঁহার নামানুসারে ঐ স্থানের নাম জৌনপুর রাখেন। হিন্দুরা ইহার উত্তরে বলে, ইহার নাম যমনপুর ছিল, পরে ফিরোজের সন্তুষ্টি জন্য ঐ নামই ঈষৎ রূপান্তরিত করিয়া জৌনপুর করা হয়। আবার একজন সুচতুর ব্যক্তি বাহির করিয়াছেন, সহর জৌনপুর শব্দে ৭৭২ সংখ্যা বুঝায়, ঠিক ঐ সংখ্যক হিজিরা শকে (১৩৭০ খৃঃ অব্দে) ফিরোজ-শাহ জৌনপুরে আগমন করেন। যাহা হউক জৌনপুরের নাম যাহাই থাকুক, ইহা ফিরোজশাহের বহুপূর্ব্ব হইতে বিদ্যমান ছিল। ফেরিস্তার উল্লেখ আছে, জৌনপুর (যমন-পুর) দিল্লী হইতে বাঙ্গালা যাইবার পথে অবস্থিত। জামি-মস্‌জিদের দক্ষিণ দ্বারে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শিলালিপিতে মৌখরিবংশীয় ঈশ্বরবর্ম্মার নাম আছে, তদ্দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মুসলমানদিগের বহুপূর্ব্বে ঐ স্থলে একটী সুসমৃদ্ধ হিন্দুনগর ছিল।

নদীতীরস্থ দুর্গের বিষয়ে প্রবাদ আছে, ঐ খানে কয়ার নামে এক রাক্ষস বাস করিত, রামচন্দ্র উহাকে বিনাশ করেন। এখনও লোকে ঐ দুর্গকে কয়ারকোট বলিয়া থাকে এবং কয়ারবীরের পূজা করে। দুর্গের উত্তরে কয়ার-বীরের একটী মন্দির আছে।

জৌনপুরনগরে শর্কি রাজাদিগের নির্ম্মিত বহুসংখ্যক মস্‌জিদ্ বিদ্যমান। এই সকলের মধ্যে হাসেন প্রতিষ্ঠিত জামি-মস্‌জিদ্ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও মনোহর। ইহার ভিত্তি অন্যান্য মস্‌জিদ্ অপেক্ষা অনেক উচ্চ। মস্‌জিদের প্রস্তর সকল দৃষ্টে বোধ হয়, কোন হিন্দু মন্দিরের অংশ ছিল। অন্যান্য মস্‌জিদের মধ্যে অতলা-মস্‌জিদ্ ইব্রাহিম শাহকর্ত্তৃক প্রতি-ষ্ঠিত। ৯ খানি শিলালিপি দ্বারা জানা গিয়াছে, ফিরোজশাহ ১৩৭৬ খৃঃ অব্দে অতলাদেবীর মন্দিরের উপর ঐ মস্‌জিদ্ আরম্ভ করেন এবং ১৪০৮ খৃঃ অব্দে ইব্রাহিম উহা শেষ করেন।

ইব্রাহিম-নায়েব-বার্ব্বকের মস্‌জিদ্—ইহাই বর্ত্তমান সকল মস্‌জিদ্ অপেক্ষা পুরাতন। শিলালিপি দ্বারা জানা যায়, ১৩৭৭ খৃঃ অব্দে ফিরোজশাহের ভ্রাতা ইব্রাহিম-নায়েব-বার্ব্বাক কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। ইহার গঠনপ্রণালী প্রাচীন বঙ্গীয় স্থাপত্যের সমান।

মস্‌জিদ্-খালিস্-মুখলিস্—ইহাকে দরিবা ও চরচুলীও কহে। বিজয়চন্দ্র ও জয়চন্দ্রের মন্দিরের উপর ১৪১৭ খৃঃ অব্দে নির্ম্মিত হয়।

নগরের উত্তরপশ্চিমে কিছুদূরে বেগমগঞ্জ নামক স্থানে বিবিরাজির মস্‌জিদ্ বা লালদরজা-মস্‌জিদ্ আছে। মাহ্মুদ-সাহের পত্নী বিবিরাজি ইহা প্রতিষ্ঠা করেন।

নগরের কিছু দূরে চাচকপুর নামক স্থানে ইব্রাহিম-প্রতি-ষ্ঠিত ঝাঝরি-মস্‌জিদের কতক অংশ বিদ্যমান আছে।

এতদ্ভিন্ন জৌনপুরে আরও বহুসংখ্যক মসজিদ্ ও সমাধিস্থান প্রভৃতি বিদ্যমান, তন্মধ্যে হাকিম সুলতান-মহম্মদের মসজিদ্, নবাব-মুনিন-খাঁর মসজিদ্, শাহ কবীরের মসজিদ্, জাহির-খাঁর মসজিদ্ ও সুলেমান-শাহের দর্গা উল্লেখযোগ্য।

জৌনপুরের নিকট গোমতীর উপর বিখ্যাত প্রস্তরসেতু আছে। ইহা ৭১২ ফিট দীর্ঘ ও ১৬টী খিলানবিশিষ্ট। মোগলসম্রাটদিগের সময় জৌনপুরের শাসনকর্ত্তা মুনিম খাঁ ১৫৬৯-৭৩ খৃঃ অব্দে ইহা নির্ম্মাণ করেন। এই সেতু প্রস্তুত করিতে আনুমানিক ৩০ ত্রিশ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়া থাকিবে।

আজও জৌনপুর নগরে বিস্তৃত বাণিজ্য চলিতেছে; এখানকার গোলাপ, জুঁই প্রভৃতির আতর প্রসিদ্ধ। পূর্ব্বে কাগজ প্রস্তুত হইত, এখন কলের কাগজের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় উহা লুপ্ত হইয়াছে। গোমতীনদীর দক্ষিণতীরে আদালত অবস্থিত, এখানে জজ ও মাজিষ্ট্রেট থাকেন। গির্জ্জা, ডাকবাংলা, জেলখানা ও পুলিশলাইন আছে। জৌনপুরে নদীর উভয়তীরে অযোধ্যা-রোহিলখণ্ড-রেলওয়ের দুইটী ষ্টেশন আছে, একটী কাছারীর নিকট, অপরটী সহরের নিকট। এখানে মিউনিসিপালিটী আছে।

জৌমর (ক্লী) জুমরেণ নিবৃত্তঃ জুমর-অণ্। ১ জুমরনন্দিকৃত সংক্ষিপ্তসার-ব্যাকরণ। (ত্রি) ২ সংক্ষিপ্তসার-ব্যাকরণাধ্যায়।

জৌলায়নভক্ত (ত্রি) জুলস্য গোত্রাপত্যং ইঞ্, ইঞন্তাৎ ফঞ্, ততো ভক্তল্। (ভৌরিকাদ্যৈষুকার্য্যাদিভ্যো বিধলভক্তলৌ। পা° ৪।২।৫৪) জুলের গোত্রাপত্যের বিষয়।

জৌহব (ত্রি) জুহূ-অন্। অবদানযোগ্য হৃদয়াদি। "হৃদয়ং জিহ্বাং ক্রোড়ং সব্যসক্থিপূর্ব্বনড্বং পার্শ্বে যকৃৎকৌশুদমধ্যং দক্ষিণা শ্রোণিরিতি জৌহবানি" (কাত্যা° শ্রৌ° ৬।৭।৬) 'জুহ্বামবদানযোগ্যানি প্রধানযাগসাধনানি" (কর্ক) হৃদয়, জিহ্বা, ক্রোড়, বক্ষ, বাহু, সব্যসক্থি দুইপার্শ্ব প্রভৃতি অঙ্গসমষ্টির নাম জৌহব।

জৌহর (হিন্দী) রত্ন, মণি।

জৌহর (হিন্দী) রাজপুতপ্রমুখ কয়েক জাতি শত্রুকর্ত্তৃক পরাজয় অপরিহার্য্য দেখিলে, বৃহৎ অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করিয়া শত্রুর অপমান হইতে রক্ষা করিবার জন্য স্ত্রী ও শিশুদিগকে উহাতে ঝাঁপ দিতে আদেশ দিয়া স্বয়ং উন্মত্তের ন্যায় শত্রুমধ্যে প্রবেশ এবং যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করেন। ঐ প্রথাকে জৌহর কহে। আলাউদ্দীন্ প্রভৃতি অনেক মুসলমানবিজেতা চিতোর প্রভৃতি নগর জয় করিয়া কেবল ভস্মাবশেষ নির্জ্জন পুরীমাত্র দর্শন করিয়াছিলেন। চীনবাসী তাতার এবং কোন কোন স্থানে মুসলমানেরাও এই ভীষণ প্রথা অবলম্বন করিয়া থাকে।

১৮৯৩ খৃঃ অব্দে খেলাত আক্রমণের সময় শাহবাসি মুর মহম্মদ শত্রু দ্বারা নগর বিজিত দেখিয়া আপনার সকল ভার্য্যা ও পরিবারস্থ অপরাপর সমস্ত স্ত্রীকে কাটিয়া যুদ্ধে বাহির হন। [জৌহর দেখ।]

জৌহর, সম্রাট্ হুমায়ুনের একজন পার্শ্বচর। এই ব্যক্তি ভৃঙ্গার দ্বারা হুমায়ুনের হস্তধৌতকরণার্থ জল যোগাইতেন। সর্ব্বদা হুমায়ুনের কাছে থাকিয়া ইনি হুমায়ুনের প্রাত্যহিক কার্য্যাবলীর বিবরণসম্বলিত একখানি জীবনী লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু উহাতে হুমায়ুনের গভীর রাজনৈতিক বিষয় সকলের কথা লিখিত নাই।

জৌহরী (আরব্য) জহরৎবিক্রেতা, রত্নব্যবসায়ী।

জ্ঞ (পুং) জানাতীতি জ্ঞা-ক (ইগুপধজ্ঞাপ্রীকিরঃকঃ। (পা° ৩।১।১৩৫) ১ জ্ঞানী। ২ ব্রহ্মা। ৩ বুধ। ৪ পণ্ডিত। যিনি উত্তম, অধম, মধ্যম প্রভৃতি কোন কার্য্যেই কম্পিত হন না, কার্য্যসমূহ দেখিয়া যিনি ভীত হন না, অর্থাৎ কার্য্যসকল যাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারে না, যিনি কার্য্যাতীত, তিনিই জ্ঞ। "ক্রিয়াসু বাহ্যান্তরমধ্যমাসু সম্যক্‌প্রযুক্তাসু ন কম্পতে যঃ" (প্রশ্নোত্তর উপ°) এ জগতে এমন কোন বস্তু দেখা যায় না, যাহার কার্য্য নাই, প্রতিক্ষণ সমস্ত বস্তুরই কার্য্য হইতেছে, সর্ব্বদাই কার্য্য হয় বলিয়া "গচ্ছতীতি জগৎ" গতিশীল অর্থাৎ কার্য্যশীল, এইজন্য জগৎ বলিয়া প্রসিদ্ধ। একমাত্র পুরুষ বা আত্মার কার্য্য নাই, তিনি নিষ্ক্রিয়, নির্ব্বিকার। সাংখ্যমতে জ্ঞ পুরুষ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। "ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞবিজ্ঞানাৎ" (তত্ত্বকৌ°) ব্যক্ত জগৎ, অব্যক্ত প্রকৃতি, জ্ঞ পুরুষ। [পুরুষ দেখ।] জ্ঞ পুরুষ জানিতে পারিলে সকলেই দুঃখসাগর হইতে উত্তীর্ণ হয়। ৫ বুধগ্রহ। "যুগে সূর্য্যজ্ঞশুক্রাণাং খচতুষ্করদার্ণবাঃ" (সূর্য্যসি°) ৬ মঙ্গলগ্রহ। (ধরণি) এই শব্দের প্রায় স্বতন্ত্রপ্রয়োগ নাই; উপসর্গ বা শব্দান্তরের সহিত প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা—শাস্ত্রজ্ঞ, প্রাজ্ঞ প্রভৃতি। জ্ঞা-ক্বিপ্। ৭ জ্ঞান। [জ্ঞান দেখ।]

জ্ঞক (ত্রি) জ্ঞ-স্বার্থে কন্। জ্ঞাতা। স্ত্রিয়াং টাপ্ জ্ঞকা, অত ইত্বং জ্ঞিকা।

জ্ঞতা (স্ত্রী) জ্ঞ-তল্ টাপ্। জ্ঞাতা।

জ্ঞপিত (ত্রি) জ্ঞা-ণিচ্-ক্ত। ১ জ্ঞাপিত, জানান। ২ মারিত। ৩ তোষিত। ৪ শাণিত। ৫ নিশামিত। ৬ আলোকিত। মারণ, তোষণ প্রভৃতি পূর্ব্বে জ্ঞ ধাতুর বিকল্পে ইটু হয়, এইজন্য এই অর্থে জ্ঞপ্ত এই পদও হইবে। জ্ঞপ-ক্ত। ৭ জ্ঞাত।

জ্ঞপ্ত (ত্রি) জ্ঞপ্যতে ইতি জ্ঞপ-ণিচ্-ক্ত। জ্ঞাপিত, জ্ঞপিত। [জ্ঞপিত দেখ।]

জ্ঞপ্তি (স্ত্রী) জ্ঞপ্-ক্তিন্। ১ বুদ্ধি। (অমর) ২ মারণ। ৩ তোষণ। ৪ তীক্ষ্ণীকরণ। ৫ স্তুতি। ৬ বিজ্ঞাপন।

জ্ঞংমন্য (ত্রি) আপনাকে বুদ্ধিমান্ বলিয়া মনে করা।

জ্ঞা (স্ত্রী) ১ জানা। ২ কবিতার আজ্ঞা।

জ্ঞাত (ত্রি) জ্ঞায়তে ইতি জ্ঞা, কর্ম্মণি-ক্ত। ১ বিদিত, চলিত কথায় জানা। পর্য্যায়—কৃতজ্ঞান, বুদ্ধ, বুধিত, প্রমিত, মত, প্রতীত, অবগত, মনিত, অবসিত। (জটাধর) ভাবে-ক্ত। ২ জ্ঞান।

জ্ঞাতক (ত্রি) জ্ঞাত-স্বার্থে কন্। বিদিত।

জ্ঞাতনন্দন (পুং) জ্ঞাতেন বোধেন নন্দয়তি প্রীণয়তি জ্ঞাত-নন্দ ল্যু। অহর্দ্দ। (হেমচ°) শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামীর নামান্তর।

জ্ঞাতপুত্র (পুং) [জ্ঞাতনন্দন দেখ।] মাগধীভাষায় নায়পুত্ত। কোন কোন জৈনের মতে—জ্ঞাতৃবংশে জন্ম বলিয়া ঐরূপ নাম হইয়াছে। মজ্ঝিমণিকায় নামক পালিগ্রন্থের মতে, বুদ্ধ যখন শামনাবাসে অপেক্ষা করিতেছিলেন, সেই সময় পাবানগরে নাতপুত্তের মৃত্যু হয়।

জ্ঞাতল (ত্রি) জ্ঞাতং লাতি লা-ক। জ্ঞানযুক্ত।

জ্ঞাতলেয় (পুং স্ত্রী) জ্ঞাতলস্যাপত্যং জ্ঞাতল-ঢক্ (শুভ্রাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।১২১) জ্ঞাতলাপত্য।

জ্ঞাতব্য (ত্রি) জ্ঞায়তে যৎ তৎ, জ্ঞা-তব্য। জ্ঞেয়, বেদ্য, অবগন্তব্য, বোধ্য। যাহা জানিতে হইবে বা জানা উচিত কিংবা জানিবার যোগ্য তাহাই জ্ঞাতব্য। শ্রুতি প্রভৃতি সমুদয় শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে, আত্মাই একমাত্র জ্ঞাতব্য। "আত্মা বা অরে জ্ঞাতব্যঃ জ্ঞানবিষয়ী কর্ত্তব্যঃ" অরে আত্রেয়ি! আত্মাকে জ্ঞানের বিষয় কর, অর্থাৎ আত্মাই যেন একমাত্র লক্ষ্য হয়। আত্মাকে জানিতে পারিলে সকল পদার্থই জানিতে পারিবে, যেহেতু জগৎ আত্মময়। এক বস্তু জানিলে যখন সকল বস্তু জানিতে পারা যায়, তখন সেই এক বস্তু পরিত্যাগ করিয়া পৃথক্ পৃথক্ বস্তু জানিবার আবশ্যক কি? সেই এক বস্তুই আত্মা। অতএব আত্মা ভিন্ন আর কোন জ্ঞাতব্য নাই।

জ্ঞাতসিদ্ধান্ত (পুং) জ্ঞাতঃ বিদিতঃ সিদ্ধান্তো যেন বহুব্রী। শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ, যে শাস্ত্র উত্তমরূপে জানে।

জ্ঞাতসার (পুং) জ্ঞাতঃ সারঃ সাংশো যেন বহুব্রী। ১ সারজ্ঞ, যে সার জানিয়াছে, যে কোন বিষয়ের নিগূঢ় বা যথার্থ জানিতে পারিয়াছে ২ জ্ঞানগোচর। যেমন "তাহার জ্ঞাতসারে এই কার্য হইয়াছে।"

জ্ঞাতাধর্ম্মকথা (স্ত্রী) জৈনদিগের প্রধান অঙ্গের মধ্যে একখানি। [জৈন দেখ।]

জ্ঞাতি (পুং) জানাতি ছিদ্রং দোষং কুলস্থিতিঞ্চ জ্ঞা-ক্তিচ্। পিতৃবংশীয়, এক গোত্রে যাহার জন্ম হইয়াছে, সপিণ্ড প্রভৃতি। পর্য্যায়—সগোত্র, বান্ধব, বন্ধু, স্ব, স্বজন, অংশক, গন্ধ, দায়াদ, সকুল্য, সমানোদক। (জটাধর) এক গোত্রোৎপন্ন পিতৃব্যাদি। জ্ঞাতি চারিপ্রকার—সপিণ্ড, সকুল্য, সমানোদক ও সগোত্রজ। সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত সপিণ্ড, সপ্তম হইতে দশম পুরুষ পর্য্যন্ত সকুল্য, দশম হইতে চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত সমানোদক। কোন কোন মতে পূর্ব্বপুরুষের জন্ম-নামস্মরণ পর্য্যন্তও সমানোদক। তাহার পর সগোত্রজ। জ্ঞাতিহিংসা অতিশয় পাপজনক।

"যানি কানি চ পাপানি ব্রহ্মহত্যাদিকানি চ।
জ্ঞাতিদ্রোহস্য পাপস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীং ॥" (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত)

জ্ঞাতিহিংসা করিলে যে পাপ হয়, ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান প্রভৃতি অতিপাতকও তাহার ১৬ ভাগের একভাগও নহে। এইজন্য শাস্ত্রে জ্ঞাতিহিংসা বিশেষরূপে নিষিদ্ধ হইয়াছে। জননে ও মরণে জ্ঞাতির অশৌচ গ্রহণ করিতে হয়। [অশৌচ দেখ।] জ্ঞাতির মধ্যে খুড়তুত ও জ্যাঠতুত-ভাই প্রভৃতিকে সহজ শত্রু বলিয়া কথিত হইয়াছে। জ্ঞায়তে বিজ্ঞতেঽস্মাৎ অপাদানে জ্ঞা-ক্তিন্। ২ পিতা।

জ্ঞাতিকার্য্য (পুং) জ্ঞাতীনাং কার্য্যং ৬তৎ। জ্ঞাতিদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

জ্ঞাতিত্ব (ক্লী) জ্ঞাতি-ভাবে ত্ব। জ্ঞাতির ধর্ম্মকর্ম্ম বা ব্যবহার, জ্ঞাতির অনিষ্টচেষ্টা, জ্ঞাতির উপর বিদ্বেষ প্রদর্শন।

জ্ঞাতিপুত্র (পুং) জ্ঞাতীনাং পুত্রঃ ৬তৎ। ১ জ্ঞাতির পুত্র। ২ শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামীর নামান্তর।

জ্ঞাতিভেদ (পুং) জ্ঞাতীনাং ভেদঃ ৬তৎ। জ্ঞাতিবিচ্ছেদ।

জ্ঞাতিমুখ (ত্রি) জ্ঞাতিঃ এব মুখং প্রধানং যস্য বহুব্রী। ১ জ্ঞাতিপ্রধান। ২ জ্ঞাতির ন্যায় মুখ বা স্বভাব।

জ্ঞাতিবিদ্ (ত্রি) জ্ঞাতিং বেত্তি, জ্ঞাতি-বিদ-ক্বিপ্। জ্ঞাতিমন্ত বা যে জ্ঞাতিকুটুম্বিতা করে।

জ্ঞাতৃ (ত্রি) জ্ঞা-তৃচ্। ১ জ্ঞানশীল। ২ বেত্তা। জ্ঞানী, বোদ্ধা, যে জানে।

জ্ঞাতেয় (ক্লী) জ্ঞাতের্ভাবঃ কর্ম্ম বা জ্ঞাতি-ঢক্। (কপিজ্ঞাত্যো-ঢক্। পা ৫।১।১২৭) জ্ঞাতিত্ব।

জ্ঞাত্র (ক্লী) জ্ঞাতের্ভাবঃ জ্ঞাতৃ-অণ্। জ্ঞাতৃত্ব, জানিবার ক্ষমতা। "সংবিচ্চ বে, জ্ঞাত্রঞ্চ মে" (যজুঃ ১৮।৭) 'জ্ঞাত্রং বিজ্ঞান-সামর্থ্যং।' (বেদদীপ)

জ্ঞান (ক্লী) জ্ঞা-ভাবে ল্যুট্। ১ বোধ, প্রতীতি, জানা। ২ বিশেষ ও সামান্য দ্বারা অববোধ, জানা। ৩ বুদ্ধিমাত্র। বৈশেষিক ও ন্যায়দর্শনে জ্ঞানের বিষয় এই প্রকার লিখিত আছে। বুদ্ধি শব্দে জ্ঞান বুঝায়। জ্ঞান দ্বিবিধ, প্রমা ও অপ্রমা (ভ্রম)। যাহার যে যে গুণ ও দোষ আছে, তাহাকে তৎ তৎ গুণ ও দোষযুক্ত বলিয়া জানাকে যথার্থজ্ঞান বা প্রমা কহে। যেমন জ্ঞানী ব্যক্তিকে পণ্ডিত বলিয়া এবং অন্ধকে অন্ধ বলিয়া জানা এবং যাহার যে গুণ ও দোষ নাই, তাহাকে সেই সেই গুণ ও দোষশালী বলিয়া জানাকে অযথার্থ জ্ঞান বা অপ্রমা কহে। যেমন পণ্ডিতকে মূর্খ বলিয়া ও রজ্জুকে সর্প বলিয়া জানা। অপ্রমা বা ভ্রমের একটী অনুগত কিছুই কারণ নাই। যেমন পিত্তাধিক্যরূপ দোষ ঘটিলে অতি শুভ্র শঙ্খকেও পীতবর্ণ দেখায়। অতিদূরত্বানিবন্ধন অতি বৃহচ্চন্দ্রমণ্ডলকেও ক্ষুদ্র জ্ঞান হয়, এবং মণ্ডূকের (বেঙ্) বসা দ্বারা সম্পাদিত অঞ্জন নয়নে অর্পণ করিলে বংশকেও সর্প বলিয়া বোধ হয়। ঐরূপ দোষ দ্বারা যখন অপ্রমা (ভ্রমজ্ঞান) জন্মে, তখন আর সহসা যথার্থ জ্ঞান হয় না। যতক্ষণ ঐরূপ দোষ দূরীকৃত না হয়, ততক্ষণ ভ্রম থাকে।* দেখ, শঙ্খ অতি শুভ্রবর্ণ, উহা শুভ্র ব্যতীত কখন পীত হয় না, এইরূপ শত শত উপদেশ পাইলেও কিংবা সেই শঙ্খকেই শ্বেত বলিয়া পূর্ব্বে নিশ্চয় করিলেও যখন পিত্তাধিক্য হয়, তখন কোনক্রমে শঙ্খকে পীত ভিন্ন আর শ্বেত বোধ হইবে না। নিশ্চয় ও সংশয়ভেদে জ্ঞানের দ্বিবিধ বিভাগ করা যাইতে পারে; এই ভবনে মনুষ্য আছে, আর এই ভবনে মনুষ্য আছে কি না? এইরূপ জ্ঞানদ্বয়কে যথাক্রমে নিশ্চয় ও সংশয় বলা যায়। সংশয় নানা কারণে ঘটিতে পারে, কখন পরস্পর বিরুদ্ধবাক্যরূপ বিপ্রতিপত্তিবাক্য শ্রবণে উহা ঘটিয়া থাকে। যথা, কোন সময়ে গৃহে মনুষ্য আছে কি না, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। তৎকালে যদি একজন বলে, এই গৃহে মনুষ্য আছে, আর অন্যজন কহে, "না কই এ গৃহে ত মনুষ্য নাই।" তখন সে গৃহে মনুষ্য আছে কি না তাহার কিছুই নিশ্চয় করা যায় না, কেবল সংশয়ারূঢ়ই হইতে হয়। আর সংশয় কখন সাধারণ ও অসাধারণ ধর্ম্মদর্শন হইলেও হইয়া থাকে। দেখ, যখন দেখা যাইতেছে, কোন গৃহে লেখনী ও পুস্তক উভয়ই আছে, আর কোন গৃহে লেখনীমাত্র আছে, পুস্তক নাই, তখন ইহাই স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে যে, লেখনী থাকিলে পুস্তক থাকে, এরূপ নিয়ম নাই। লেখনী থাকিলে পুস্তক থাকিলেও থাকিতে পারে, সুতরাং লেখনী ও পুস্তক তদভাবের সহচররূপ সাধারণ ধর্ম্ম হইল। সাধারণ ধর্ম্মরূপ লেখনীদর্শনে কোন ব্যক্তি নিশ্চয় করিতে পারে যে, এই গৃহে পুস্তক আছে, বাস্তবিক ঐ লেখনীদর্শনে এরূপ সংশয়ই হইয়া থাকে যে, এ স্থানে পুস্তক আছে কি না? আর সন্দিগ্ধ বস্তু ও তদভাবের সহিত যে বস্তুর সহাবস্থান পূর্ব্বে দৃষ্ট না হইয়াছে, এরূপ অবস্থায় সেই বস্তুর দর্শনকে অসাধারণ ধর্ম্মদর্শন কহে। যেমন নকুল (বেজী) থাকিলে সর্প থাকে কি না? যে ব্যক্তির একতরের নিশ্চয়তা নাই, সে ব্যক্তি যদি নকুল দেখে, তবে তাহার সর্প বা তদভাব কাহারই নিশ্চয়জ্ঞান হয় না। কেবল সর্প আছে কি না এরূপ সংশয়ই হইয়া থাকে। বিশেষ দর্শন হইলে সংশয়ের নিবৃত্তি হয়। বিশেষ পদে যে বস্তুর সংশয় হয়, তাহার ব্যাপ্যকে বুঝায়। যে বস্তু না থাকিলে যে বস্তু থাকিতে পারে না, তাহার ব্যাপ্য সেই বস্তু হয়। যথা—বহ্নি না থাকিলে ধূম থাকে না বলিয়া বহ্নির ব্যাপ্য ধূম, সুতরাং যতক্ষণ ধূম দর্শন না হয়, ততক্ষণ বহ্নির সংশয় থাকে, কিন্তু ধূম দৃষ্টিপথে পতিত হইলেই বহ্নির সংশয় প্রস্থান করে, তখন নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান হয়।

জ্ঞানাত্মিকা বুদ্ধি অনুভব ও স্মরণ ভেদে দুই প্রকার। সুখ ও দুঃখ যথাক্রমে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম দ্বারা উৎপন্ন হয়। সুখ সকল প্রাণীর অভিপ্রেত এবং দুঃখ অনভিপ্রেত। আনন্দ ও চমৎকারাদি ভেদে সুখ, আর ক্লেশাদি ভেদে দুঃখ নানাবিধ। অভিলাষকেই ইচ্ছা কহে। সুখে এবং দুঃখাভাবে ইচ্ছা ঐ ঐ পদার্থের জ্ঞান হইতেই সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। সুখ ও দুঃখনিবৃত্তির সাধনে সুখসাধনতাজ্ঞান ও দুঃখনিবর্ত্তকতা জ্ঞান হইলে, অর্থাৎ এই বস্তু হইতে আমার সুখ, আর এই বস্তু হইতে আমার দুঃখনিবৃত্তি হইবে, এইরূপ জ্ঞান হইলে যথাক্রমে সুখ ও দুঃখ নিবৃত্তির উপায়ে ইচ্ছা জন্মে। দেখ, যে ব্যক্তি জানে স্রক্চন্দনাদি আমার সুখজনক এবং

---

* "অপ্রমা চ প্রমা চেতি জ্ঞানং দ্বিবিধমুচ্যতে।
তচ্ছূন্যে তন্মতির্যা স্যাদপ্রমা সা নিরূপিতা।
তৎপ্রপঞ্চো বিপর্য্যাসঃ সংশয়োঽপি প্রকীর্ত্তিতঃ।
আদ্যো দেহে আত্মবুদ্ধিঃ শঙ্খাদৌ পীততামতিঃ।
ভবেন্নিশ্চয়রূপা সা সংশয়োঽথ প্রদর্শ্যতে।
কিংস্বিন্নরো বা স্থাণুর্ব্বেত্যাদি বুদ্ধিস্তু সংশয়ঃ।
তদভাব প্রকারা ধীস্তৎপ্রকারা তু নিশ্চয়ঃ।
স সংশয়ো মতির্যা স্যাদেকত্রাভাবভাবয়োঃ।
সাধারণাদি ধর্ম্মস্য জ্ঞানং সংশয়কারণম্।
দোষোঽপ্রমায়া জনকঃ প্রমায়াস্তু গুণো ভবেৎ।
পিত্তদূরত্বাদিরূপো দোষো নানাবিধঃ স্মৃতঃ।" (ভাষাপরিচ্ছেদ ১২৭)

ঔষধপান আমার দুঃখনিবর্ত্তক, তাঁহারই ঐ সকল বিষয়ে ইচ্ছা জন্মে। আর যাহার ঐরূপ জ্ঞান না থাকে, তাহার কখনই ঐ বিষয়ে ইচ্ছা জন্মে না। ইষ্টসাধনতা-জ্ঞানের ন্যায়, চিকীর্ষার আরও দুইটী কারণ আছে। যথা—কৃতিসাধ্যতা-জ্ঞান, আর বলবদনিষ্ট-সাধনতা-জ্ঞানের অভাব। এই বিষয় আমি করিতে পারি, এইরূপ জ্ঞানের নাম কৃতিসাধ্যতাজ্ঞান। আর এই বিষয় করিলে আমার মহদনিষ্ট ঘটিবে, এইরূপ জ্ঞানের অভাবকে বলবদনিষ্ট-সাধনতা-জ্ঞানের অভাব বলে। দেখ, যোগাভ্যাস করা আমাদের কৃতিসাধ্য নহে, এইরূপ যাহাদের স্থিরনিশ্চয় আছে, তাহারা কখনই যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। কিন্তু যোগাভ্যাস অনায়াসেই হইতে পারে, যোগিদের এইরূপ বিশ্বাস থাকাতেই তাঁহারা যোগসাধনে রত হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি জানে যে, এই ফলটী সুমধুর বটে, কিন্তু সর্পদষ্ট হওয়াতে ইহা বিষাক্ত হইয়াছে, সুতরাং ইহা ভক্ষণ করিলে প্রাণহানি হইবে সন্দেহ নাই, সে ব্যক্তির কখনই সে ফলভক্ষণে প্রবৃত্তি জন্মে না। কিন্তু যাহার এ জ্ঞান না থাকে, সে তৎক্ষণাৎ এ ফলভক্ষণে অভিলাষী হয়। (ন্যায়দর্শন) জ্ঞায়তে অনেন, জ্ঞা-করণে ল্যুট্। ৩ বেদ। ৪ শাস্ত্রাদি, যাহার দ্বারা জানা যায়।

আত্মা মনের সহিত, মন ইন্দ্রিয়ের সহিত ও ইন্দ্রিয় বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ হইলে জ্ঞান জন্মে। বিবেচনা কর, একটী ঘট রহিয়াছে, দর্শনেন্দ্রিয় ঘটকে বিষয় করিল অর্থাৎ দেখিল, দেখিয়া মনের নিকট গিয়া বলিল, মন তখন আত্মাকে জ্ঞাপন করিল। তখন আত্মার জ্ঞান জন্মিল, আত্মা স্থির করিল ইহা একটী ঘট।

"ত্বঙ্মনঃসংযোগএব জ্ঞানসামান্যে কারণম্।" (মুক্তাবলী)

জ্ঞান সামান্যের প্রতি ত্বঙ্মনঃসংযোগই একমাত্র কারণ, বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের, ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের, মনের সহিত আত্মার সম্বন্ধ এত দ্রুত হয় যে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এক আঘাতে শত পত্র ছিদ্র করিলে, যেমন প্রত্যেক পত্রের ছিদ্র পরে পরে হইয়াছে, কিন্তু তাহা সময়ের সূক্ষ্মতাবশতঃ অনুভব করা যায় না, তদ্রূপ বিষয় ইন্দ্রিয় মন ও আত্মার সম্বন্ধ পর পর হইলেও স্থির করা যাইতে পারে না। এককালে দুইটী বিষয়ের জ্ঞান হইতে পারে না। মন অতিশয় সূক্ষ্ম, এইজন্য তাহার দুইটী বিষয় ধারণা করিবার শক্তি নাই।

"অযৌগপদ্যাজ্জ্ঞানানাং তস্যাণুত্বমিহোচ্যতে" (ভাষাপ°)

মন অণু অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম, এই জন্য জ্ঞানের অযৌগপদ্য, অর্থাৎ যুগপদ্ কোন জ্ঞান হয় না, চক্ষুঃসংযোগ হইলেই যে, জ্ঞান হয়, তাহা নহে। মনে কর, মন একটী বিষয় চিন্তা করিতেছে, কিন্তু দর্শনেন্দ্রিয় (চক্ষুঃ) একটী বিষয় দেখিল, দেখিবামাত্র কি তাহার জ্ঞান হইবে? না, তাহা হইবে না। কারণ দর্শনেন্দ্রিয়ের এমন কোন ক্ষমতা নাই যে, সে জ্ঞান জন্মাইতে পারে, তবে দর্শনেন্দ্রিয় গিয়া মনকে সংবাদ দিতে পারে; মন আবার আত্মার সহিত যুক্ত হইবে, পরে জ্ঞান হইবে।

"আত্মা মনসা যুজ্যতে, মন ইন্দ্রিয়েণ, ইন্দ্রিয়ং বিষয়েণ, তস্মাদধ্যক্ষং ইত্যুক্তদিশা জ্ঞানং জায়তে" (ন্যায়দ°)

এই সম্বন্ধে লৌকিক একটী দৃষ্টান্ত দিলেই যথেষ্ট হইবে। মনে কর, একটী লোক অপর একটী লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছেন, কিন্তু তাহার বাটী যাইয়া দেখেন দ্বারদেশে দৌবারিকগণ নিরন্তর দ্বারদেশ রক্ষা করিতেছে, তিনি দ্বারদেশে বসিয়া থাকিয়া দৌবারিক দ্বারা সংবাদ প্রেরণ করিলেন, দৌবারিক যাইয়া দেওয়ান্‌জীর নিকট সংবাদ দিল, দেওয়ান্‌জী নিজে যাইয়া প্রভুকে সংবাদ দিল, প্রভুর তখন জ্ঞান জন্মিল যে অমুক ব্যক্তি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে, সেইরূপ চক্ষুঃ যাইয়া মনকে, আবার মন আত্মাকে সংবাদ দিল, তখন আত্মার জ্ঞান হইল। প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি ও শব্দ এই চারি প্রকার প্রমাণ দ্বারা সকল প্রকার জ্ঞান হয়।

"প্রত্যক্ষমপ্যনুমিতিস্তথোপমিতিশব্দজঃ" (ভাষাপ°)

চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা যথার্থরূপে বস্তু সকলের যে জ্ঞান হয়, তাহাকে প্রত্যক্ষজ্ঞান বলে। এই প্রত্যক্ষজ্ঞান ৬ প্রকার—ঘ্রাণজ, রাসন, চাক্ষুষ, ত্বাচ, শ্রাবণ ও মানস। ঘ্রাণ, রসনা, চক্ষুঃ, ত্বক্, শ্রোত্র আর মন এই ৬টী জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা যথাক্রমে উল্লিখিত ছয় প্রকার প্রত্যক্ষজ্ঞান জন্মে। গন্ধ ও তদ্গত সুরভিত্বাদি ও অসুরভিত্বাদি জাতির ঘ্রাণজ প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান হয়। মধুরাদি রস ও তদ্গত মধুরত্বাদি জাতির রাসন, নীলপীতাদিরূপ ও ঐরূপবিশিষ্ট দ্রব্য নীলত্ব পীতত্ব প্রভৃতি জাতি, ঐ সকল রূপবিশিষ্ট দ্রব্যের ক্রিয়ার চাক্ষুষ, শীতউষ্ণাদি স্পর্শ ও তাদৃশ স্পর্শবিশিষ্ট দ্রব্যাদি ত্বাচ, শব্দ ও তদ্গত বর্ণত্ব ধ্বনিত্বাদি জাতির শ্রাবণ, এবং সুখ ও দুঃখাদি আত্মবৃত্তিগুণের আত্মার ও সুখত্বাদি জাতির মানস-প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান হয়।

ব্যাপ্য পদার্থ দর্শন করিয়া ব্যাপক পদার্থের যে জ্ঞান হয়, তাহাকে অনুমিতিজ্ঞান কহে। যে পদার্থ থাকিলে যে পদার্থের অভাব না থাকে, তাহাকে তাহার ব্যাপক কহে। যথা—কোন স্থানেই বহ্নি ব্যতিরেকে ধূম থাকে না বলিয়া ধূম বহ্নির ব্যাপ্য এবং যে স্থানে ধূম থাকে, সে স্থানে বহ্নির অভাব থাকে

না বলিয়া বহ্নি ধূমের ব্যাপক, এই জন্য লোকসমূহের পর্ব্বত প্রভৃতিতে ধূমদর্শনে বহ্নির অনুমানাত্মক জ্ঞান হয়। এই অনুমানাত্মক জ্ঞান ত্রিবিধ—পূর্ব্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতোদৃষ্ট। কারণদর্শনে কার্য্যের অনুমানকে পূর্ব্ববৎ অর্থাৎ কারণলিঙ্গক জ্ঞান কহে। যেমন মেঘের উন্নতি দর্শন করিয়া বৃষ্টির অনুমানাত্মক জ্ঞান। কার্য্য দর্শন করিয়া কারণের অনুমানকে শেষবৎ অর্থাৎ কার্য্যলিঙ্গক জ্ঞান কহে। যেমন নদীর অত্যন্ত বৃদ্ধি দর্শন করিয়া বৃষ্টির অনুমানাত্মক জ্ঞান। কারণ ও কার্য্য ভিন্ন কেবল ব্যাপ্য বস্তু দর্শন করিয়া যে অনুমানাত্মক জ্ঞান হয়, তাহাকে সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানাত্মক জ্ঞান কহে। যেমন—গগনমণ্ডলে সম্পূর্ণ চন্দ্রদর্শনে শুক্লপক্ষের জ্ঞান, ক্রিয়াকে হেতু করিয়া গুণের অনুমান এবং পৃথিবীত্ব জাতিকে হেতু করিয়া দ্রব্যত্বজাতির জ্ঞান। কোন কোন শব্দের কোন কোন অর্থে শক্তিপরিচ্ছেদকে উপমিতিজ্ঞান কহে যেমন—যে ব্যক্তি পূর্ব্বে গবয় দেখে নাই, কিন্তু শুনিয়াছে গো-সদৃশ গবয় অর্থাৎ যে বস্তুর আকৃতি অবিকল গো'র আকৃতিতুল্য, গবয়শব্দে তাহাকে বুঝায়, সেই ব্যক্তি তৎকালে জানিবে, যে জন্তু গো-সদৃশ হইবে, গবয় শব্দে তাহাকেই বুঝাইবে। গবয়শব্দ দ্বারা গবয় জন্তু বুঝায় যে জানে না, কিন্তু যখন সেই ব্যক্তির নয়নপথে গবয় জন্তু পতিত হয়, তখন সেই ব্যক্তি ঐ গবয়ের আকৃতি গো'র আকৃতিতুল্য দেখিয়া এবং পূর্ব্বশ্রুত গো-সদৃশ গবয়, এই বাক্য স্মরণ করিয়া বিবেচনা করিবে, ইহাই গবয়, এইরূপ গবয় শব্দের শক্তিপরিচ্ছেদকে উপমিতিজ্ঞান বলা যায়।

শব্দ দ্বারা যে জ্ঞান হয়, তাহাকে শাব্দজ্ঞান কহে। যেমন গুরুর উপদেশবাক্য শুনিয়া ছাত্রদিগের উপদিষ্ট অর্থের শাব্দ-জ্ঞান জন্মে। এই শাব্দজ্ঞান দ্বিবিধ—দৃষ্টার্থক ও অদৃষ্টার্থক। যে শব্দের অর্থ প্রত্যক্ষসিদ্ধ, তাহাকে দৃষ্টার্থক আর যাহার অর্থ অদৃশ্য, তাহাকে অদৃষ্টার্থক বলে। ইহার উদাহরণ এইরূপ,—তুমি গৌরবর্ণ, তোমার পুস্তক অতি উত্তম, ইত্যাদি প্রত্যক্ষসিদ্ধজ্ঞানকে দৃষ্টার্থক শাব্দজ্ঞান, আর যজ্ঞ করিলে স্বর্গ হয়, বিষ্ণুপূজা করিলে বিষ্ণুর প্রীতি হয় ইত্যাদি বিধিবাক্য ও বেদবাক্য প্রভৃতি অদৃষ্টার্থক শাব্দজ্ঞান। যত প্রকার জ্ঞান আছে, তাহা এই সমুদায় জ্ঞানের অন্তর্গত। (ন্যায়দর্শন) [প্রমাণ দেখ।]

বেদান্তমতে ব্রহ্মই স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ, যদিও আপাততঃ ঘটজ্ঞান হইতে পটজ্ঞান ভিন্ন এবং তোমার জ্ঞান আমার জ্ঞান হইতে পৃথক, এইরূপ ভেদ ব্যবহার-দর্শন করিয়া জ্ঞানের নানাত্বই স্পষ্ট প্রতিপন্ন হয়, আরও জ্ঞানের স্বরূপতা বা সকল জ্ঞানের ঐক্যসাধক কোন যুক্তি আপাততঃ দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধ হইবে যে, বিষয়স্বরূপ উপাধির নানাত্ব লইয়াই জ্ঞানের নানাত্ব ভ্রম হয়, বাস্তবিক জ্ঞান নানা নহে, একমাত্র। যেমন এক মুখ তৈলে প্রতিবিম্বিত হইলে একরূপ, আর জলে প্রতিবিম্বিত হইলে আর একরূপ দেখা যায়, কিন্তু বাস্তবিক মুখের ভেদ নাই, জল এবং তৈলই পৃথক্ জ্ঞানের প্রতিকারণ, সেইরূপ উপাধির ভিন্নতা লইয়াই জ্ঞানের বিভিন্নতা প্রতীতি হয়।

জ্ঞান বিভিন্ন নহে। যখন যাহার অন্তঃকরণবৃত্তি দ্বারা বিষয়ের আবরণস্বরূপ অজ্ঞান নষ্ট হইয়া জ্ঞান দ্বারা বিষয় প্রকাশমান হয়, তখনই তাহার জ্ঞান বলা যায়, আর যখন ঐরূপ না হয়, তখন তাহা জ্ঞান বলিয়াও ব্যবহার হয় না। অতএব জ্ঞান এক হইলেও তোমার জ্ঞান আমার জ্ঞান ইত্যাদি ভেদব্যবহারের বাধক কি আছে? বরং জ্ঞানের ঐক্যসাধক প্রমাণও অনেক দৃষ্ট হয়। একটী প্রমাণ দিলেই যথেষ্ট হইবে। দেখ, যে বস্তুর সহিত যে বস্তুর বাস্তবিক ভেদ থাকে, তাহার উপাধি পরিত্যাগ করিলেও ভেদ-ব্যবহার হইয়া থাকে। যেমন ঘট ও পটের বাস্তবিক ভেদ আছে বলিয়া ঘট ও পটের উপাধি পরিত্যাগ করিলেও ভেদব্যবহারের বাধ হয় না। অতএব যদি ঘটজ্ঞান ও পটজ্ঞানের পরস্পর বাস্তবিক ভেদ থাকিত, তাহা হইলে ঐ জ্ঞানের যথাক্রমে ঘট ও পটরূপ উপাধিদ্বয় পরিত্যাগ করিলেও ভেদ-ব্যবহার হইত সন্দেহ নাই, কিন্তু যখন ঘটজ্ঞান ও পটজ্ঞানের ঘট-পটরূপ উপাধি পরিত্যাগ করিয়া "জ্ঞান জ্ঞান হইতে ভিন্ন" এরূপ ভেদব্যবহার কেহই স্বীকার করেন না, তখন ঐরূপ জ্ঞানের বাস্তবিক ভেদ কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারে? বরং ঐ ঐ জ্ঞানের ঘটপটরূপ উপাধি লইয়াই সিদ্ধ হয়, যেহেতু ঘটজ্ঞানের বিষয় ঘট, আর পটজ্ঞানের বিষয় পট, অতএব ঘটজ্ঞান পটজ্ঞান হইতে ভিন্ন, এইরূপ ভেদ-ব্যবহার হয় বলিয়া ঐরূপ জ্ঞানের উপাধিক ভেদমাত্র আছে, ইহাই সিদ্ধ হইতেছে, ইহা ভিন্ন জ্ঞানের বাস্তবিক পরস্পর ভেদসাধক কোন প্রমাণ বা যুক্তি নাই। বরং ঐক্যপ্রতিপাদক শ্রুতি ও স্মৃতির বিস্তর প্রমাণ পাওয়া যায়, আরও যখন দেখা যাইতেছে, ঘটজ্ঞানও জ্ঞান, আর পট-জ্ঞানও জ্ঞান, তখন আর জ্ঞানের বিভিন্নতা হইবার কোন প্রকারে সম্ভব দেখা যায় না। অতএব স্থির হইল যে, সর্ব্ব-বিষয়ক সকল ব্যক্তির জ্ঞান এক, বিভিন্ন নহে। এই জ্ঞানের নামান্তর চৈতন্য, আত্মা। (বেদান্ত)

সাংখ্যমতে বুদ্ধি অর্থাকারে (অর্থাৎ বস্তুস্বরূপে) পরিণত

হইয়া আত্মাতে প্রতিবিম্বিত হইলে জ্ঞান হয়। একটী বস্তুতে চক্ষুঃসংযোগ হইল, তখন দর্শনেন্দ্রিয় (চক্ষুঃ) আলোচনা করিয়া মনকে দিল, মন সঙ্কল্প করিয়া অহঙ্কারকে দিল, অহঙ্কার অভিমান করিয়া বুদ্ধিকে দিল, বুদ্ধি অধ্যবসায় করিয়া (অর্থাৎ তদাকারে পরিণত হইয়া) প্রতিবিম্বরূপে আত্মার নিকট উপস্থিত হইল, তখন আত্মার প্রতিবিম্বরূপে জ্ঞান হইল।

"যুগপচ্চতুষ্টয়স্য তু বৃত্তিঃ ক্রমশশ্চ তস্য নির্দ্দিষ্টা।"

(তত্ত্বকৌমুদী ৩০)

ইন্দ্রিয়ের আলোচন, মনের সঙ্কল্প, অহঙ্কারের অভিমান, বুদ্ধির অধ্যবসায় এই চারিটী যুগপৎ হইয়া থাকে।

(সাংখ্যদর্শন)

ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ জানাকে প্রকৃত জ্ঞান বলা যায়। এই জ্ঞান হইলে মনুষ্য সকলপ্রকার দুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে।

গীতায় জ্ঞানের বিষয় এই প্রকার লিখিত আছে। অমানিত্ব, অদম্ভতা, অহিংসা, ক্ষমা, সারল্য, আচার্য্যোপাসনা, শৌচ, স্থৈর্য্য, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, মনোনিগ্রহ, ভোগবৈরাগ্য, অনহঙ্কার, এই সংসারেতে জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, দুঃখাদি দোষদর্শন করা, পুত্র, দারা, গৃহাদি বিষয়ে অনাসক্তি, অনভিষ্বঙ্গ, ইষ্ট কিংবা অনিষ্ট ঘটনা উপস্থিত হইলে তাহাতে সর্ব্বদা সমজ্ঞান, জীবাত্মাকে অভিন্নভাবে দর্শন করিয়া আত্মাতে (ঈশ্বরেতে) অচলাভক্তি, নির্জ্জনদেশ সেবা, জনতায় বিরক্তি, নিত্য অধ্যাত্মজ্ঞানসেবা, নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক, জীবাত্মা-পরমাত্মায় অভেদজ্ঞান এই সমস্তই জ্ঞান, আর যাহা ইহার বিপরীত তাহার নাম অজ্ঞান। (গীতা ১৩ অঃ ৮-১৩)

এই জ্ঞান তিন প্রকার—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক।

"সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।

অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্॥"

(গীতা ১৮।২০)

যে জ্ঞান দ্বারা বিভিন্নাকারে প্রতীয়মান নিখিল জগতের কেবলমাত্র এক অদ্বিতীয় অবিভক্ত ও অপরিবর্ত্তনীয় সত্তা বা চিৎস্বরূপ আত্মাই পরিতৃপ্ত হয়েন, আর কোন পদার্থই দেখিতে পাওয়া যায় না, সেই জ্ঞানই সাত্ত্বিকজ্ঞান। এই জ্ঞান হইলেই মুক্তি হয়।

"পৃথক্‌ত্বেন তু যজ্জ্ঞানং নানাভাবাৎ পৃথগ্বিধান্।

বেত্তি সর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসং॥" (গীতা ১৮।২১)

যে জ্ঞানের দ্বারা প্রতিদেহে বিভিন্ন গুণ ও বিভিন্ন ধর্ম্মবিশিষ্ট পৃথক্ পৃথক্ ভাবে আত্মা দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহাকে রাজসজ্ঞান বলা যায়।

এই রাজসিক জ্ঞান থাকিতে মুক্তি হইতে পারে না এবং ইহা অসম্যক্ জ্ঞান।

"যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্য্যে সক্তমহৈতুকম্।

অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তৎ তামসমুদাহৃতম্॥" (গীতা ১৮।২২)

যে জ্ঞান বহল দেহকেই লক্ষ্য করে, আত্মা ইন্দ্রিয় ও মন প্রভৃতি যাহা কিছু অদৃশ্য পদার্থ আছে, তৎসমস্তকেই দেহ বা দৈহিক বস্তু বলিয়া দেখে, যে জ্ঞানের কোন প্রকার হেতু বা যুক্তি নাই, এবং যাহা তত্ত্বার্থের প্রকাশক নহে, যাহা অতীব ক্ষুদ্র অর্থাৎ কোন বিষয়ের অভ্যন্তরপ্রদেশ পর্য্যন্ত প্রকাশ করিতে পারে না, কিন্তু কেবল বাহিরের কিয়দংশমাত্র প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহাকে তামসজ্ঞান বলা যায়।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন, মানবের মন-জ্ঞান, চিন্তা ও বাসনাময়। কখন আমরা কোন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করি, কোন সময়ে মানসিক বৃত্তিবিশেষ দ্বারা পরিচালিত হই, আবার কোন সময় কোন বস্তু বা বিষয় অভিলাষ করি। কিন্তু মনের এই তিনটী প্রক্রিয়া বিভিন্ন হইলেও পরস্পর সম্বদ্ধ। যে বিষয় আমরা জানি না, তাহা আমরা অভিলাষ করিতে পারি না, কিংবা তৎসম্বন্ধে আমরা কোনরূপ চিন্তা করিতে পারি না। আবার যে বিষয়ে আমরা কোনরূপ চিন্তা না করি, সে বিষয়ে আমাদিগের জ্ঞানলাভও হয় না। ইচ্ছা না হইলে কোন বিষয়ে আমরা চিন্তাও করি না বা কোন বিষয়ে আমরা জ্ঞানলাভও করিতে পারি না।

স্থূলতঃ এই তিন প্রক্রিয়ার সমন্বয় দ্বারা আমরা জ্ঞানলাভ করি। ইহাদিগের মধ্যে একটী বৈজিক অভিব্যক্তি আছে।

জ্ঞানলাভের প্রথম ক্রিয়া—কোন বস্তু দেখিলে বা তাহার বিষয় চিন্তা করিলে ইন্দ্রিয়ের প্রক্রিয়া হেতু আমাদিগের মানসিক ভাবান্তর উপস্থিত হয়। ইন্দ্রিয়ের প্রক্রিয়া হেতু যে, বিবিধ অনুমিতি উপস্থিত হয়, তাহার কতকগুলি বিসদৃশ। পূর্ব্বে আমরা কোন বস্তু বা ব্যক্তি সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ করিয়াছি, সেই বস্তু বা ব্যক্তির সহিত যদি বর্ত্তমানের সামঞ্জস্য দেখি, তাহা হইলেই এ দুইই যে এক, তাহা আমরা বুঝিতে পারি। একের সহিত যদি অন্যের মিল না থাকে, তাহা হইলে দুইটী ভিন্ন বলিয়া আমরা গণ্য করি। এক ধর্ম্মবিশিষ্ট ইন্দ্রিয়ের বোধগুলি একরূপ ওতপ্রোতভাবে সম্মিলিত হয়। সামান্যতঃ মানসিক সংযোগ ও বিয়োগ-প্রক্রিয়া দ্বারা আমরা জ্ঞানলাভ করি। কিন্তু কেবলমাত্র সংযোগ ও বিয়োগ-প্রক্রিয়া অথবা আশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ দ্বারা জ্ঞানলাভ হয় না। প্রকৃত জ্ঞানলাভের জন্য স্মৃতি বা ধারণাশক্তির আবশ্যক। স্মৃতিশক্তি দ্বারা আমাদিগের পূর্ব্বসংস্কার মনো-

মধ্যে জাগরূক হইয়া উঠে। বাহ্যেন্দ্রিয় দ্বারা আমরা যাহার জ্ঞানলাভ করি, পরে স্মৃতিশক্তি দ্বারা মনোমধ্যে তাহাকে দেখিতে পাই। অনেকদিন পরে আমরা কোন পরিচিত ব্যক্তিকে দেখিয়া চিনিতে পারি। এ জ্ঞান আমরা কিরূপে লাভ করি? পূর্ব্বে সেই ব্যক্তিকে দেখিয়া আমাদিগের মনে একটী সংস্কার জন্মিয়াছিল; তাহা এতদিন অচেতন ছিল। এক্ষণ সেই ব্যক্তিকে দেখিয়া একরূপ ইন্দ্রিয়বোধ উপস্থিত হইল। স্মৃতিশক্তি দ্বারা পূর্ব্ব-সংস্কার চেতন হইয়া উঠিল। এই উভয় সংস্কারের সামঞ্জস্য হওয়ায় আমরা পূর্ব্বপরিচিত ব্যক্তিকে চিনিতে পারিলাম। এই স্মৃতিশক্তি এবং আশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ-প্রক্রিয়া এ গুলির কিছুই জ্ঞান নহে। এগুলি জ্ঞানলাভের উপায়।

আমাদিগের ইন্দ্রিয়গুলি বিভিন্ন প্রকারে পরিচালিত হয়, বিভিন্ন পরিচালনাগুলি কৈন্দ্রিকসংযোগ দ্বারা সাম্য অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই সমাবস্থার সহিত জ্ঞান সম্বন্ধ। সংযোগ ভিন্ন জ্ঞান হয় না।

আমাদিগের শরীরে দুই প্রকার স্নায়ু আছে—জ্ঞানোৎপাদক স্নায়ু দ্বারা আমরা জ্ঞানলাভ করি। জ্ঞানোৎপাদক স্নায়ুর বাহ্য অংশ কোন কারণবশতঃ উত্তেজিত হইলে, সে উত্তেজনা মস্তিষ্কে প্রবাহিত হয়। তখন আমাদিগের ইন্দ্রিয়-বোধ জন্মে। চক্ষুতে আলোক প্রতিফলিত হইলে চিত্রপত্র উত্তেজিত হইয়া উঠে এবং তৎক্ষণাৎ সে উত্তেজনা মস্তিষ্কে পরিচালিত হইয়া এক প্রকার ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান উৎপাদন করে। কিন্তু আমাদিগের সকল প্রকার ইন্দ্রিয়জ্ঞান জন্য বাহ্যশক্তির আবশ্যক হয় না। বাহ্যেন্দ্রিয়ের জ্ঞানের জন্য বাহ্যশক্তির আবশ্যক। ক্ষুধা, তৃষ্ণা প্রভৃতি জ্ঞান শরীরের আভ্যন্তর-প্রক্রিয়া ও পরিবর্ত্তন জন্য উৎপন্ন হয়।

সকল সময় আমাদিগের পরিস্ফুট ইন্দ্রিয়জ্ঞান হয় না। কেহ কেহ বলেন, স্নায়ুর বহিরাংশ উত্তমরূপ উত্তেজিত না হওয়াই ইহার কারণ। আবার কেহ কেহ বলেন, আত্মার চেতনাংশে যাহা যায় না, সেই জ্ঞানই অপরিস্ফুট থাকে। কোন বিষয়ে আমাদিগের যে ইন্দ্রিয়বোধ জন্মে, তাহা অপরি-স্ফুটভাবে আমাদিগের মনে কিছুদিন বর্ত্তমান থাকে। এরূপ না থাকিলে অন্য ইন্দ্রিয়ের জ্ঞানের সহিত তাহার তুলনা কিরূপে করিতে পারি?

জ্ঞানলাভের প্রধান উপায় মনোনিবেশ। কোন বিষয়ে আমাদিগের মন সংযত না হইলে আমরা কখনই সে বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে পারি না। কারণ মনোযোগ ব্যতিরেকে আমাদিগের ইন্দ্রিয়ের প্রক্রিয়াগুলি আশ্লিষ্ট বা বিশ্লিষ্ট হইতে পারে না এবং আশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ ব্যতীত জ্ঞানলাভ হয় না। মনোযোগ ব্যতিরেকে শারীরিক বা মানসিক ক্রিয়াগুলির স্থায়িত্ব জন্মে না, সুতরাং সেগুলি ধারণা করিতে না পারিয়া তাহার প্রকৃতি আমরা অবগত হইতে পারি না। এক জ্ঞানময়ী মহাশক্তি নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। স্নায়বিক উত্তেজনা ও কম্পন বশতঃ যে অস্ফুট ইন্দ্রিয়বোধ জন্মে, তাহার মানসিক সংস্কারকে সাধারণতঃ মনোযোগ বলে। এই উত্তেজনা বাহ্য-বস্তুর সংস্রব বা মানসিক অনুধ্যান উভয় দ্বারাই উৎপন্ন হইতে পারে। মনোনিবেশ দ্বারা ইন্দ্রিয়-গভীরতা বৃদ্ধি পায়; সেই সমস্ত আলোচনা করিয়া আমরা বিষয়বিশেষে জ্ঞানলাভ করিতে পারি। আমাদিগের জ্ঞান পরিণতিশীল, আমরা ক্রমে ক্রমে কঠিন হইতে কঠিনতম বিষয়ে জ্ঞানলাভ করি। ইহা তিনটী প্রক্রিয়া দ্বারা সংসাধিত হয়—১ স্বাভাবিক ঐন্দ্রিয়িক সংস্কার, ২ মানসিক চিত্র, ৩ চিন্তা।

১, বিবিধ ইন্দ্রিয়প্রক্রিয়াগুলি আশ্লিষ্ট ও বিশ্লিষ্ট হইলে মনোমধ্যে এক প্রকার ভাব উৎপন্ন হয়। ইহাই প্রথম প্রক্রিয়া। যে বালক কখন দুগ্ধ দেখে নাই, সে হঠাৎ দুগ্ধ দেখিলে তাহা চিনিতে পারে না। যখন সে তাহা আস্বাদন, স্পর্শ ও দর্শন করে, তখন তাহার ভিন্ন ভিন্ন ঐন্দ্রিয়িক প্রক্রিয়া উৎপন্ন হয়। এইগুলির সামঞ্জস্য সাধিত হইলে সে দুগ্ধের জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইতে পারে। বস্তুতঃ ইহাই প্রকৃত জ্ঞানলাভের প্রথমাবস্থা।

২, ইন্দ্রিয়-বোধ পরিস্ফুট হইলে আমরা মনোমধ্যে সেই ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত বিষয়ের যে প্রতিমূর্ত্তি কল্পনা করি, তাহাকে মানসিক চিত্র কহে। মনোনিবেশ দ্বারা যখন বিবিধ ইন্দ্রিয়-প্রক্রিয়াগুলি মনোমধ্যে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ হয়, তখন মানসিক চিত্র গঠিত হইতে পারে; মানসিক চিত্র ও ইন্দ্রিয়-জ্ঞান দুইটী স্বতন্ত্র পদার্থ। মানসিক চিত্রগঠনে স্মৃতিশক্তির কার্য্যকারিতা পরিলক্ষিত হয়। যে বালক পূর্ব্বে ঘণ্টার শব্দ শুনিয়াছে, সে পরে শব্দ শুনিয়াই ঘণ্টার শব্দ বলিয়া তাহা বুঝিতে পারে।

৩, চিন্তা। চিন্তা দ্বারাই আমরা প্রকৃত যুক্তিসঙ্গত জ্ঞানলাভ করি। আমাদিগের বিবিধ প্রকার মানসিক চিত্র তুলনা করিয়া আমরা এই অবস্থায় উপস্থিত হইতে পারি, এস্থলেও মনোনিবেশের ক্রিয়া অতিশয় প্রবলা। বিশেষ মনোযোগ ব্যতিরেকে আমরা একটী চিত্রের সহিত অপর চিত্রের প্রকৃত তুলনা করিতে পারি না, সুতরাং প্রকৃত জ্ঞান-লাভও করিতে পারি না। কেবলমাত্র কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন মানসিক চিত্র কল্পনা করিতে পারিলেই জ্ঞানলাভ হয় না।

অতএব দেখা যাইতেছে যে ইন্দ্রিয়পরিচালনা হেতু যে সামান্য মানসিক ভাবান্তর উপস্থিত হয়, তাহা জ্ঞান নহে। এই ভাবান্তরগুলির আশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ হইলে কতক পরিমাণে জ্ঞানলাভ হয়; কারণ তখন কোন বস্তু, ব্যক্তি বা ভাব প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হয়। ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা বা পরিচালনাবশতঃ আমাদিগের মনে যে ভাবান্তর হয় বা মনোমধ্যে আমরা যে গুণ বা ভাব অনুমান করি, তৎক্ষণাৎ আমরা সে গুণ বা ভাবের অস্তিত্ব অন্য বস্তুতে কল্পনা করি। আমরা কোন ঘণ্টার শব্দ শুনিলে মনোমধ্যে যে শব্দের অনুমান করি, তৎক্ষণাৎ সে শব্দ ঘণ্টা হইতে উৎপন্ন হইতেছে, এইরূপ বিবেচনা করি। এইরূপ করিয়াই আমরা সেই শব্দকে গোচরীভূত করি। কেহ কেহ বলেন, বস্তুর সহিত ইন্দ্রিয়বোধ সংবদ্ধ হইলেও শীঘ্র জ্ঞান জন্মে না। ইহা বহুদর্শিতা ও শিক্ষার ফল; কিন্তু ইহা কতকপরিমাণে সংস্কারজাতও বটে। এই সংস্কার ব্যক্তিগত বহুদর্শিতা দ্বারা পরিণত ও ব্যাপৃত হইলে আমরা ওতপ্রোতভাবে ঐন্দ্রিয়িক প্রক্রিয়াগুলিকে ইন্দ্রিয়বিষয়ীভূত করিতে পারি।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ব্যতীত কল্পনা বা অনুমানের সাহায্যেও আমরা অনেক বিষয়ে জ্ঞানলাভ করি। আমরা অন্যের কথা শুনিয়া একপ্রকার মানসিক চিত্র কল্পনা করি। বিবিধ চিত্রের সমাবেশ হইলে তাহাদিগকে আশ্লিষ্ট ও বিশ্লিষ্ট করিয়া আমরা একপ্রকার নূতন চিত্রের কল্পনা করিতে পারি। এই প্রকারে আমরা নূতন জ্ঞানলাভ করিয়া থাকি। যাহার উদ্ভাবনী শক্তি যত অধিক, তাহার জ্ঞানও তত অধিক। উদ্ভাবনী শক্তির সহিত চিন্তাশক্তি সংসৃষ্ট। প্রকৃত যুক্তিসঙ্গত চিন্তাশক্তি না থাকিলে পরিষ্কার জ্ঞানলাভ হয় না।

কিন্তু উদ্ভাবনী শক্তি অত্যধিক পরিমাণে প্রযোজিত হইলে প্রকৃত জ্ঞানলাভের উপায় না হইয়া বরং জ্ঞানের অন্তরায় হইয়া উঠে।

জ্ঞানের সহিত বিশ্বাস কিয়ৎপরিমাণে সম্বদ্ধ; কিন্তু জ্ঞান অধিকতর নিশ্চিত। সাধারণ বিশ্বাস ন্যায়সঙ্গত বিচার দ্বারা জ্ঞানে পরিণত হয়। সকল মানবের মনোভাব বা মানস-চিত্র একরূপ নহে; সকলের ভাব প্রকৃত ও সূক্ষ্মরূপে তুলনা করিয়া আমরা একরূপ জ্ঞানলাভ করিতে পারি। কিন্তু জ্ঞান যতদূর বিস্তৃত হইতে পারে, বিশ্বাস ততদূর ব্যাপক নহে। জ্ঞান বলিতে বিশ্বাস ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে আরও কিছু বুঝায়; বিশ্বাসাপেক্ষা জ্ঞান অধিকতর নিশ্চিত। যে বিশ্বাস ন্যায়ানুগত বিচার দ্বারা বদ্ধমূল হইয়াছে, সে বিশ্বাসকে জ্ঞান বলা যাইতে পারে। বাস্তবিক ইন্দ্রিয়পরিচালনা এবং চিন্তা বা যুক্তি দ্বারা জ্ঞানলাভ হয়। প্রথম উপায়লব্ধ জ্ঞান বিশেষ বিশেষ বিষয়ের অস্তিত্ব বা নাস্তিত্ব প্রকাশ করে; ২য় উপায় দ্বারা অপরিবর্ত্তনীয় কারণমূলক জ্ঞান পরিস্ফুট হয়।

কিন্তু এই প্রকার জ্ঞানলাভের উৎপত্তিসম্বন্ধে অনেক মতভেদ দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন, জগদীশ্বর আমাদিগের মনের মধ্যে এক একটী ভাব নিহিত করিয়াছেন; জন্মমাত্রই সে ভাব স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয় না; আমাদিগের অভিজ্ঞতার সহিত তাহা স্ফুট হইতে থাকে এবং তাহা দ্বারাই আমাদিগের জ্ঞান লাভ হয়। আবার কেহ কেহ বলেন, আমরা জন্ম হইতে পৈতৃক সংস্কার প্রাপ্ত হই—সেই সংস্কার স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়া জ্ঞান উৎপাদন করে।

ক্যাণ্ট (Kant) বলেন, অবিচ্ছিন্ন ইন্দ্রিয়বোধের সমবায়-হেতু অভিজ্ঞতা উৎপন্ন হয়। কোন ইন্দ্রিয়গোচরীভূত বিষয় পুনঃপুনঃ অনুধাবন করিলে আমরা তাহা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারি। এই অভিজ্ঞতার সহিত আমাদিগের সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান আরম্ভ হয়; কিন্তু সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানই অভিজ্ঞতামূলক নহে। পূর্ব্বে আমরা যাহা উপলব্ধি করি নাই, সে বিষয়ে যে আমাদিগের কোনরূপ জ্ঞান জন্মিতে পারে না তাহা নহে। ঐন্দ্রিয়জ্ঞান চিন্তাশক্তি দ্বারা অভিজ্ঞতায় পরিণত হয়। অভিজ্ঞতাদ্বারা আমরা কোন বস্তুর বর্ত্তমান অবস্থা জানিতে পারি; কিন্তু কিরূপ হওয়া আবশ্যক বা কিরূপ হওয়া উচিত নহে, তাহা অভিজ্ঞতা দ্বারা নির্ণীত হয় না। যে জ্ঞান অভিজ্ঞতা সাপেক্ষ নহে, তাহা বস্তুর প্রকৃত কারণমূলক, এই জ্ঞান সত্যের প্রমাণসিদ্ধ গুণবিশিষ্ট। ক্যাণ্ট বলেন, এই জ্ঞান অপেক্ষাকৃত ভ্রমপ্রমাদপরিশূন্য।

আমরা কোন কোন বিষয়ে ওতপ্রোতভাবে জ্ঞানলাভ করি। এই জ্ঞান আশ্লেষণ ও বিশ্লেষণমূলক বিচারসিদ্ধ। গণিত, প্রাকৃতবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান বিষয়ে আমরা উক্তরূপে জ্ঞানলাভ করি। ক্যাণ্ট বলেন, আমাদিগের গণিত-বিষয়ক জ্ঞান বিশ্লেষণসিদ্ধ; কিন্তু গণিতের কোন বিষয়ের গুণসম্বন্ধীয় জ্ঞান আমরা আশ্লেষণ দ্বারা প্রাপ্ত হই।

বাহ্য বস্তুর জ্ঞান কিরূপে উৎপন্ন হয়? ক্যাণ্ট বলেন, কোন বস্তু আমরা যেরূপ গোচরীভূত করি এবং যে আকারে আমরা মনে ধারণা করি, তাহা এক নহে, এবং যেরূপ দৃষ্ট হয়, তাহার যথার্থ প্রকৃতির সংস্রবও সেরূপ নহে। যদি আমরা প্রমাতৃভাব সঙ্কুচিত করিয়া অস্ফুট রাখি, তাহা হইলে বস্তুর স্থিতি, কাল প্রভৃতি সম্বন্ধীয় জ্ঞান সমস্তই দূরীভূত হয়; আমাদিগের মনের নিরপেক্ষভাবে কোনরূপ দৃশ্যই থাকিতে পারে না। যেরূপ ধর্ম্মাক্রান্ত বস্তুই হউক্ না কেন ইন্দ্রিয়বিষয়ীভূত

না হইলে সকল পদার্থই আমাদিগের অপরিচিত থাকে। অতএব বাহ্য বস্তু আর কিছুই নয়—আমাদিগের ঐন্দ্রিয়জ্ঞান-সম্ভূত মানসিক চিত্রবিশেষ। আমাদিগের ঐন্দ্রিয়জ্ঞান জন্মিবার পূর্ব্বে মানসিক সজ্ঞানতা উপস্থিত হয়; এই সজ্ঞানতা বা চৈতন্যই জ্ঞানের সর্ব্বপ্রকার মিশ্রণ ও একীকরণ। এই চৈতন্যহেতুই আমরা পদার্থের চিত্র কল্পনা করিতে সমর্থ হই। আমরা ঐন্দ্রিয়জ্ঞানবশতঃ মনোমধ্যে যে ভিন্ন ভিন্ন ভাব অনুভব করি, সেগুলি আপনা হইতে সামঞ্জস্য প্রাপ্ত হয় না; আমাদিগের বুদ্ধি অথবা চিন্তাশক্তিসাহায্যে সে-গুলির ঐক্য সাধিত হয়।

সেলিং (Schelling) বলেন, আমাদিগের মানসিক চিত্র এবং বাহ্য পদার্থ পরস্পর অতিনিকট সংসৃষ্ট, একটী অপরটীর সূচনা করে। একটী বলিলেই অপরটীর সত্তা উদিত হয়। সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানই এই মানসিক চিত্রের সহিত বাহ্য বস্তুর ঐক্য হেতু উৎপন্ন হয়।

স্পিনোজার মতে ইন্দ্রিয় দ্বারা যে পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ-সিদ্ধি না হয়, ততক্ষণ মন আপনাকে জানিতে পারে না। এই প্রত্যক্ষ জ্ঞান প্রথমতঃ অস্ফুট থাকে, মনের আভ্যন্তরিক ক্রিয়া দ্বারা তাহা স্পষ্টীকৃত হয়। কিন্তু মনের কার্য্য করিবার কোন স্বাধীনতা নাই—পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ দ্বারা মনের কার্য্য নিয়মিত হয়, সে কারণও আবার পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ দ্বারা নিয়মিত হয়। কোন এক নিত্য নিয়মের দ্বারা সকল বস্তুরই বিকাশ ও পরিণতি হয়।

স্পিনোজা বলেন, প্রথমতঃ ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষসিদ্ধি হয়। তৎপরে আমাদের প্রত্যক্ষের ধারণা বা স্মরণশক্তি দ্বারা শ্রেণী বিভক্ত হয়, পরে কল্পনাশক্তিপ্রভাবে বাক্য দ্বারা সে শ্রেণীর নামকরণ হয়; তৃতীয়তঃ চিন্তা বা যুক্তিদ্বারা বিচারিত হয়। পরিশেষে সহজজ্ঞান দ্বারা বাহ্যঘটনার স্বরূপ-জ্ঞান আমরা লাভ করি। জ্ঞানের প্রথম উপায় বা প্রত্যক্ষের অস্পষ্ট বা অসম্পূর্ণভাব হইতে আমাদের ভ্রম বা বিপর্য্যয় হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় উপায়ে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাই প্রকৃত জ্ঞান।

সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী পণ্ডিত কোমতের মতে সকল বিষয়েরই জ্ঞানের উন্নতিপথে ক্রমান্বয়ে তিনটী সোপান আছে, প্রথম পৌরাণিক, আধ্যাত্মিক বা ইচ্ছামূলক, দ্বিতীয় দার্শনিক, কাল্পনিক বা শক্তিমূলক, তৃতীয় বৈজ্ঞানিক, প্রামাণিক বা নিয়মমূলক।

লোকে বাহ্য বস্তু দেখিলে তাহার একটী সচেতন ইচ্ছা-বিশিষ্ট কর্ত্তা অনুমান করিয়া থাকে। ইহার কারণও দৃষ্ট হয়। আমাদিগের সকল কার্য্যই সচেতন ইচ্ছাবিশিষ্ট আত্মা হইতে উৎপন্ন হয়; এই জন্যই কোন কার্য্য দেখিলেই আমরা তাহার একটী সচেতন ইচ্ছাবিশিষ্ট কর্ত্তার কল্পনা করি। ক্রমে জ্ঞান যত স্ফূর্ত্তি পাইতে থাকে, ততই লোকের ধারণা হয় যে, পূর্ব্বে যাহাকে সচেতন মনে করা হইয়াছিল, প্রকৃত-পক্ষে তাহার চৈতন্যের কোন লক্ষণ নাই। চৈতন্যের পরিবর্ত্তে তাহার কোন অদৃশ্য কার্য্যসাধিকা শক্তি আছে। প্রথমাবস্থায় লোকে মনে করে, অগ্নি ইচ্ছাপূর্ব্বক বস্তু দগ্ধ করে, পরে নিশ্চিত হয় যে, অগ্নির নিজের কোনরূপ ইচ্ছা নাই; ইহার দাহিকাশক্তিপ্রভাবেই বস্তু দগ্ধ হয়। এই দ্বিতীয় অবস্থাকে দার্শনিক কাল্পনিক বা শক্তিমূলক জ্ঞান কহে। পরে অনেক দেখিয়া শুনিয়া অভিজ্ঞতার ফলে আমরা জানিতে পারি যে, সকল কার্য্যেরই এক একটী নিয়ম আছে, অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট পূর্ব্বোত্তরত্ব এবং সাদৃশ্য সম্বন্ধ আছে। নিয়মাতিরিক্ত আর কিছুই জানিবার ক্ষমতা আমাদিগের নাই, এইরূপ বিবেচনা করিয়া যখন আমরা সকল কার্য্যেরই নিয়ম অনুসন্ধান করি, তখন আমরা তদ্বিষয়ের বৈজ্ঞানিক সোপানে উপস্থিত হই।

আমরা সকল বিষয়ে জ্ঞানের বৈজ্ঞানিক সোপান লাভ করিতে পারি না। কোন বিষয়ে আমাদিগের জ্ঞান প্রথম সোপানেই রহিয়া গিয়াছে; আবার কোন কোন বিষয়ে আমরা দ্বিতীয় ও তৃতীয় সোপানে উত্থিত হইয়াছি। কোমৎ বলেন, যাহার বিষয় যত সরল, তাহা তত শীঘ্র বৈজ্ঞানিক-সোপানে উপস্থিত হয়। বিষয়ের জটিলতানিবন্ধন কোনটা বা প্রথম কোনটা বা দ্বিতীয় সোপানে রহিয়া গিয়াছে।

কোমৎ বলেন, আন্তরিক ঘটনা পর্য্যবেক্ষণ করিবার ক্ষমতা আমাদিগের নাই। (কিন্তু এমত সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না; কারণ আমাদিগের সুখ-দুঃখ আমরা প্রতিক্ষণই অনুভব করিতেছি।)

কোমতের মতে জ্ঞানের প্রথম ভিত্তিতে উপস্থিত হইবার তিনটী উপায় আছে—পর্য্যবেক্ষণ, পরীক্ষা এবং উপমা। যখন যে নৈসর্গিক ব্যাপার স্বতঃ আমাদিগের ইন্দ্রিয়গোচর হয়, তাহার পর্য্যালোচনাকে পর্য্যবেক্ষণ কহে। ইচ্ছাপূর্ব্বক অবস্থা পরিবর্ত্তিত করিয়া পর্য্যালোচনাকে পরীক্ষা কহে। অনুসন্ধেয় বিষয়টী উত্তমরূপে বুঝিবার জন্য যে পর্য্যালোচনা করা যায়, তাহাকে উপমা কহে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, জ্ঞানসম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে।

যাহা আমরা জানি, তাহাই জ্ঞান, যাহা জানি, তাহা কি প্রকারে জানিয়াছি।

কতকগুলি বিষয় ইন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎ সংযোগে জানিতে পারি। এই জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ বলে। ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয় দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, যথা—দর্শন, স্পর্শন, ঘ্রাণ ইত্যাদি। যে পদার্থ প্রত্যক্ষ হয়, সে বিষয়ে আমরা জ্ঞান লাভ করি এবং তদতিরিক্ত বিষয়েও জ্ঞান সূচিত হয়। আমি গৃহমধ্যে শয়ন করিয়া আছি, এমন সময়ে অদূরে ঘণ্টার শব্দ শুনিলাম। ইহাতে শ্রাবণ প্রত্যক্ষ হইল। কিন্তু সে প্রত্যক্ষ শব্দের, ঘণ্টার নহে। এই জ্ঞানকে অনুমিতি কহে। কিন্তু অনুমিতিজ্ঞানও প্রত্যক্ষমূলক। কারণ যাহা আমরা পূর্ব্বে কখন প্রত্যক্ষ করি নাই, সে বিষয়ে আমাদিগের অনুমিতি সম্ভব নহে।

কিন্তু জ্ঞানের এই তত্ত্বসম্বন্ধে য়ুরোপীয় দার্শনিকদিগের মধ্যে একটী ঘোরতর বিবাদ আছে। কেহ কেহ বলেন যে, আমাদিগের এমন অনেক জ্ঞান আছে যে, তাহার মূল-প্রত্যক্ষ পাওয়া যায় না। যথা—কাল, আকাশ ইত্যাদি।

এই কথা লইয়া কাণ্ট, লক ও হিউমের প্রত্যক্ষবাদের প্রতিবাদ করেন। তিনি এই অতিরিক্ত জ্ঞানের মূল এইরূপ নির্দ্দেশ করেন যে, যেখানে ইন্দ্রিয় দ্বারা বাহ্য বিষয়ের জ্ঞান হইয়া থাকে, সেখানে বাহ্য বিষয়ের প্রকৃতিসম্বন্ধে কোন তত্ত্বের নিত্যত্ব আমাদিগের জ্ঞানের অতীত হইলেও আমাদিগের ইন্দ্রিয়সকলের প্রকৃতির নিত্যত্ব, আমাদিগের আয়ত্ত বটে; আমাদিগের ইন্দ্রিয়সকলের প্রকৃতি অনুসারে আমরা বহির্বিষয়ক কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট অবস্থা পরিজ্ঞাত হই। ইন্দ্রিয়ের প্রকৃতি সর্ব্বত্র একরূপ, এজন্য বহির্বিষয়ের তত্তৎ অবস্থাও আমাদিগের নিকট সর্ব্বত্র একরূপ। এইজন্য আমাদিগের কাল, আকাশাদির সমবায়ের নিত্যত্ব জানিতে পারি। এই জ্ঞান আমাদিগেরই মধ্যে আছে, এজন্য কাণ্ট ইহাকে স্বতোলব্ধ বা আভ্যন্তরিক জ্ঞান বলেন।

ষ্টুয়ার্ট মিল্ বলেন যে, আমরা প্রত্যক্ষ দ্বারা এইরূপ একটী অকাট্য সংস্কার লাভ করিয়াছি যে, যেখানে কারণ বর্ত্তমান আছে, সেইখানে তাহার কার্য্য বর্ত্তমান থাকিবে। যেখানে পূর্ব্বে দেখিয়াছি ক আছে, সেইখানেই দেখিয়াছি খ আছে। পুনর্ব্বার যদি কোথাও ক দেখি, তবে সেখানে খ আছে, তাহা আমরা জানিতে পারি। যদিও পৃথিবীতে যত সমান্তরাল রেখা টানা হয়, সমস্তই মিলিত হয় কি না? তাহা আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারি না, তথাপি যতগুলি দেখিয়াছি, তাহাতে দেখিয়াছি একটীও মিলিত হয় না। অতএব সমান্তরালতা সংমিলন-বিরহের নিয়তপূর্ব্ববর্ত্তী, সমান্তরালতা কারণ, সংমিলন-বিরহ তাহার কার্য্য। কাজেই আমরা জানিতেছি, যেখানে দুইটী সমান্তরাল রেখা থাকিবে, সেইখানেই তাহাদিগের মিলন হইবে না। অতএব এ জ্ঞানও প্রত্যক্ষমূলক।

কেহ কেহ বলেন, সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয়বোধসমূহ যখন প্রাতিভাতিক আকারে পরিণত হয়, তখনই আমাদের বস্তুজ্ঞান জন্মে—আবার বস্তুজ্ঞানসমূহ প্রাতিভাতিক আকার ধারণ করিয়া সহজ মুক্তির পত্তনভূমি হয়।

মানব-সমাজের উন্নতি সহকারে যে পরিমাণে জীবনের কার্য্যকলাপের বহুলতা ও বিচিত্রতা সাধিত এবং অভিজ্ঞতা ও বহুদর্শিতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, সেই পরিমাণে মনের প্রাতিভাতিক-শক্তি (Representativeness) প্রসারতা লাভ করে।

প্রাচীন গ্রীসীয় পণ্ডিতগণ বলিতেন যে, ইন্দ্রিয় দ্বারা যে জ্ঞান লাভ করা যায়, তাহা বিশ্বাসযোগ্য নহে; তাঁহাদিগের মতে তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণ সমুদায় ইন্দ্রিয়দ্বার রোধ করিয়া কেবল মনে মনে বস্তুর প্রকৃতি চিন্তা করিবেন। এইরূপ চিন্তা দ্বারা যে জ্ঞান লাভ হয়, তাহাই যথার্থ জ্ঞান।

'রাম' বলিলে একটী বিশেষ বস্তু বুঝায়, কিন্তু 'মনুষ্য এই কথাটী বলিলে সাধারণ একটী বস্তু বুঝায়। এই জ্ঞান কিরূপে উৎপন্ন হয়? প্লেটো বলেন, জগতে সার বস্তুগুলি সাধারণ বস্তু। বিশেষ বিশেষ বস্তু সাধারণ বস্তুর ছায়ামাত্র, অন্ততঃ তাহাদিগের যাহা কিছু সারবত্তা আছে, তাহা তাহাদিগের আদর্শ, সাধারণ গুণ হইতে উদ্ভূত। তিনি বলেন, ইহলোকে জন্মগ্রহণ করিবার পূর্ব্বে আত্মা ঐ সকল বস্তুর সহিত পরিচিত ছিল, কিন্তু যখনই ঐ দেহের সহিত সংলগ্ন হইল, তখনই সে পূর্ব্বস্মৃতি হারাইল। সাধারণ বস্তুর প্রকৃতি অবগত হইতে হইলে আমাদিগের পূর্ব্বস্মৃতি জাগাইতে হয়, এবং ঐ সকল বস্তুর যে সকল উৎকৃষ্ট বিশেষ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, সেগুলি পর্য্যবেক্ষণ করাই তাহার প্রধান উপায়।

মায়াবাদ (Idealism) সমর্থনকারিগণ বলেন এই যে, ভৌতিক জগৎ নামধেয় ভাবপরম্পরা আমাদের মনোমধ্যে উদিত হইতেছে, ইন্দ্রিয়াতীত অজ্ঞেয়প্রকৃতি অজ্ঞান জড় পদার্থ ইহাদের কারণ। ইহাই জড়বাদী দার্শনিকদিগের মত। আবার নাস্তিক মায়াবাদিগণ বলেন, কারণ বলিতে যদি নিয়তপূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা বুঝায় তবে এই ভাবপরম্পরা পরস্পরের কারণ; আর যদি ইন্দ্রিয়াতীত কোন বস্তুকে বুঝায়, তবে তাহার অস্তিত্বনিরূপণ করিবার আমাদিগের কোন উপায় নাই। আস্তিক মায়াবাদী বলেন, কারণ অজ্ঞেয় প্রকৃতি, অজ্ঞান জড়পদার্থ হইতে পারে না, কেবল জ্ঞানময়

আত্মার কারণত্ব সম্ভবে। এই ভাবপরম্পরায় আদি কারণ স্বয়ং পরমাত্মা, তিনিই সর্ব্বদা আমাদের নিকটস্থ থাকিয়া আমাদের মনোমধ্যে এই ভাবপরম্পরা উৎপাদন করিতেছেন। ইঁহার মতে জড়ের কোন স্বতন্ত্র জ্ঞাননিরপেক্ষ অস্তিত্ব নাই। মানবাত্মার নিকট জড়পদার্থের আবির্ভাব ও তিরোভাব অনিত্য। সংক্ষেপতঃ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহ আমাদিগের জ্ঞাননিরপেক্ষ, মনবহির্ভূত বাহ্য বস্তু নহে, আমাদিগের মানসোৎপন্ন অবস্থাপরম্পরা মাত্র।

কেহ কেহ বলেন, জ্ঞান হইতে শক্তি অভিন্ন। আমি করিতেছি বলিতে, জ্ঞান দ্বারা করিতেছি বুঝায়। আমার অজ্ঞাতসারে যে কার্য্য হয়, তাহা কখনও আমার কার্য্য হইতে পারে না, সুতরাং জ্ঞান হইতে শক্তি অভিন্ন। জড়জগতে শক্তি আছে বলিলে, জড়জগতে জ্ঞান আছে বলিতে হয়। কোন কোন মনোবিজ্ঞানবিৎ বলেন, শরীর সঞ্চালনের সময় আমাদিগের মাংসপেশীতে যে ইন্দ্রিয়বোধ হয়, তাহা হইতেই শক্তির জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু ইন্দ্রিয়বোধ (Sensation) এবং শক্তিবোধ (Idea of power) এ দুই সম্পূর্ণ ভিন্ন।

মনুষ্যের মন প্রথমতঃ কোন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে; পরে সেই জ্ঞানহেতু একটী ভাব বা আবেগ উৎপন্ন হয়। সেই ভাব বা আবেগ দ্বারা পরিচালিত হইয়া মনুষ্য তদভাবানুযায়ী কার্য্য করিতে ইচ্ছা করে। মানসিক শক্তির তারতম্যানুসারে বিষয়বিশেষের জ্ঞানসম্ভূত ভাব বা আবেগের ন্যূনাধিক্য হইয়া থাকে এবং ভাবের প্রকৃতিগত গতি অনুসারে ইচ্ছাই মানুষকে কোন না কোন কার্য্যে পরিচালিত করিয়া জীবনের গতি অবধারিত করে।

কেহ কেহ বলেন কি শরীরে, কি আত্মাতে সর্ব্বত্রই কতকগুলি স্বাভাবিক লক্ষণ আছে, ঐ গুলিকে স্বতঃসংস্কার (Instinct) কহে। যেমন মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াই শিশু মাতৃস্তন্য পান করে। কারণ নির্ণয় করিতে পারি না, অথচ সুন্দর পদার্থ আমাদিগের বড় প্রিয় বোধ হয়। ইহা সহজ জ্ঞানের কার্য্য। জ্ঞানের বীজ মানবাত্মায় নিহিত।

বক্‌ল্ সাহেব স্বপ্রণীত ইংলণ্ডীয় সভ্যতার ইতিহাস নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, জ্ঞানের উন্নতিতেই সভ্যতার প্রকৃত উন্নতি। তিনি বলেন, যখন সভ্যতা ক্রমাগত পরিবর্ত্তিত ও উন্নত হইতেছে, তখন তাহার কারণ এরূপ কিছু হইতে পারে না, যাহা পরিবর্ত্তনশীল বা উন্নতিশীল নহে।

ধর্ম্মনীতি একটী স্থির কারণ, কিন্তু জ্ঞান সম্বন্ধে সেরূপ বলা যাইতে পারে না। জ্ঞান কোন একটী নির্দ্দিষ্ট সীমায় আসিয়া বিশ্রাম করে না; ইহা চির উন্নতিশীল। বক্‌ল্ সাহেব আরও বলেন, জ্ঞান বা বুদ্ধি দ্বারা যে সকল সত্য উপার্জ্জিত হয়, তাহা সকলদেশেই যত্নপূর্ব্বক লিপিবদ্ধ করা হয়; এই জন্য তাহা মনুষ্যজাতির সাধারণ সম্পত্তি হইয়া পড়ে। কিন্তু বক্‌ল্ সাহেব যাহাই বলুন, আমাদিগের ধর্ম্মনীতি বা নৈতিকজ্ঞান কখনই অচল নয়। আমরা চারিদিকেই দেখিতে পাইতেছি যে, নৈতিক-জ্ঞান ক্রমোন্নতিশীল। আবার নীতি অপেক্ষা জ্ঞানের ফল অপেক্ষাকৃত অস্থায়ী, এ কথাও স্বীকার করা যায় না। তবে জ্ঞানের ফল যেরূপ জাজ্বল্যমান, নীতির ফল সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না, উহা অলক্ষিতরূপে গূঢ়ভাবে মনুষ্যসমাজে কার্য্য করে।

জ্ঞান ও নীতি পরস্পর পরস্পরের উন্নতিসাপেক্ষ। এই উভয়ের সমগ্র উন্নতি ভিন্ন প্রকৃত সভ্যতা কখনই সমুদিত হয় না। জ্ঞান অর্জ্জনশীল, বাহির হইতে নানা সত্য আবিষ্কার করিয়া মানসিক উন্নতি ও সমাজের পুষ্টিসাধন করে। জ্ঞানের গতি স্বাধীনতার দিকে। জ্ঞানের ফল নীতি দ্বারা পরিশোধিত না হইলে, স্বার্থপরতা প্রভৃতি হীনবৃত্তিতে পরিণত হয়; আবার নীতিজ্ঞান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হইলে উদ্দেশ্য বিফল হয়। উভয়েরই পৃথক্ সাধনা আবশ্যক। তবে যে পরিমাণে জ্ঞানের উন্নতি হইবে, সেই পরিমাণেই যে নীতির উন্নতি হয়, জ্ঞান ও নীতির মধ্যে এইরূপ কোন বাধ্যবাধক-সম্বন্ধ নাই।

আমরা উৎকৃষ্ট বৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করি, তাহা সুনীতিমূলক। পরে যখন বুদ্ধি দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখি, সেই সকল কার্য্য মানবসমাজহিতকর কি না? তখন আমরা তাহা জ্ঞান দ্বারা দৃঢ়ীভূত করিয়া লই মাত্র।

৪ পরব্রহ্ম। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম (শ্রুতি) ৫ বিষ্ণু। "সর্ব্বজ্ঞোজ্ঞানমুত্তমং" (ভারত)

জ্ঞানকল্প, শঙ্করাচার্য্যের একজন শিষ্য।

জ্ঞানকাণ্ড (পুং ক্লী) বেদের অংশবিশেষ, যাহাতে আত্মতত্ত্ববিষয়ক গুহ্য কথা বর্ণিত আছে।

জ্ঞানকীর্ত্তি, একজন বৌদ্ধাচার্য্য।

জ্ঞানকৃত, (ত্রি) জ্ঞানেন বুদ্ধিপূর্ব্বকেন কৃতং ৩তৎ। বুদ্ধিপূর্ব্বক কৃত, যাহা জানিয়া শুনিয়া করা হইয়াছে। জ্ঞানকৃত পাপ অনুষ্ঠিত হইলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত দ্বিগুণ। জ্ঞানকৃত গোবধের বিষয় প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বে এই প্রকার লিখিত হইয়াছে— "গোবধস্য বুদ্ধিপূর্ব্বকত্বে তদা ভবতি, যদি গাং জ্ঞাত্বা এনাং হন্মীতীচ্ছয়া হন্তি, তদা কামনাধারৈব জ্ঞানস্য প্রবৃত্ত্যভাবাৎ।" (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

ইহা গোরু, এরূপ স্থির করিয়া ইহাকে হত করিব, এই ইচ্ছাতে বধ করিলে জ্ঞানকৃত গোবধ হয়। [প্রায়শ্চিত্ত দেখ।]

জ্ঞানকেতু (পুং) জ্ঞানের চিহ্ন।

জ্ঞানকেতুধ্বজ (পুং) দেবর্ষিভেদ।

জ্ঞানগম্য (পুং) জ্ঞানেন গম্যঃ ৩তৎ। জ্ঞান দ্বারা যাহা জানা যায় বা যাইতে পারে, জ্ঞানের বিষয়। "উত্তরো গোপতি-র্গোপ্তা জ্ঞানগম্যঃ পুরাতনঃ।" (বিষ্ণুস°)

জ্ঞানমাত্রগম্য-পরমেশ্বর; পরমেশ্বরকে কর্ম্ম প্রভৃতি দ্বারা জানা যায় না, কেবল একমাত্র জ্ঞান দ্বারা জানা যায়। শ্রুতি বলিয়াছেন, "ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ন ধনেন ন ত্যাগেন নৈকে অমৃতত্বমানশুঃ। (শ্রুতি) কর্ম্ম, প্রজা, ধন, ত্যাগ প্রভৃতি দ্বারা অমৃতত্ব লাভ করা যায় না, কেবল জ্ঞান দ্বারা লাভ করিতে পারা যায়।

জ্ঞানগর্ভ (ত্রি) জ্ঞানং গর্ভে যস্য বহুব্রী। যাহার মধ্যে জ্ঞান নিহিত আছে, জ্ঞানযুক্ত।

জ্ঞানগিরি, আনন্দগিরির অপর একটী নাম।

জ্ঞানঘন আচার্য্য, বোধনাচার্য্যের শিষ্য। চতুর্ব্বেদ-তাৎপর্য্য-দীপিকা ও বেদান্ততত্ত্বপরিশুদ্ধিপ্রণেতা।

জ্ঞানচক্ষুস্ (পুং) জ্ঞানং জ্ঞানসাধনং বেদাদিশাস্ত্রং চক্ষুর্যস্য বহুব্রী। ১ বেদাদিশাস্ত্রজ্ঞানরূপ নয়ন। ২ বিদ্বান্, পণ্ডিত। সমস্ত বস্তুই জ্ঞানচক্ষুঃ দ্বারা অবলোকন করা উচিত।

"সর্ব্বং তু সমবেক্ষ্যেদং নিখিলং জ্ঞানচক্ষুষা।" (মনু)

জ্ঞানতঃ (অব্য) জ্ঞান-তস্। জ্ঞান অনুসারে, জ্ঞানপূর্ব্বক।

জ্ঞানতিলকগণি, একজন জৈনগ্রন্থকার ও পদ্মরাগগণির শিষ্য। ইনি ১৬৬০ সংবতে গৌতমকুলকবৃত্তি নামক গ্রন্থ রচনা করেন।

জ্ঞানতীর্থ বৌদ্ধতীর্থবিশেষ। এই তীর্থ কেশবতী ও পাপ-নাশিনী নামক নদীদ্বয়ের সংযোগস্থলে অবস্থিত। বৌদ্ধদিগের মতে এখানকার শ্বেতগুরুনাগ নামক সর্প তীর্থযাত্রিদিগকে সুখ প্রদান করে।

জ্ঞানদ (ত্রি) জ্ঞানং দদাতি জ্ঞান-দা-ক। জ্ঞানদায়ক, জ্ঞানপ্রদ।

জ্ঞানদগ্ধদেহ (পুং) জ্ঞানেনৈব দগ্ধঃ ভস্মীভূতঃ দেহো যস্য বহুব্রী। চতুর্থাশ্রম বা ভিক্ষু, যিনি সন্ন্যাস-আশ্রম অবলম্বন করিয়াছেন। চতুর্থাশ্রমবাসী ভিক্ষু জ্ঞান দ্বারা জীবিতাবস্থায় দেহ দগ্ধ করিয়া থাকেন, অর্থাৎ দেহাদির সুখ-দুঃখ প্রভৃতি ধর্ম্ম যিনি দগ্ধ করিয়াছেন, সুখ-দুঃখাদির অতীত হইয়াছেন। এবং তাঁহার ইচ্ছানুসারে এই দেহ পরিত্যাগ করিতে পারেন। এইজন্য তাঁহাদের দেহাবসান হইলে অগ্নিতে শরীর দগ্ধ করিতে নাই এবং পিণ্ডোদক-ক্রিয়া প্রভৃতি কোন কার্য্যই নাই।

"সর্ব্বসঙ্গনিবৃত্তস্য ধ্যানযোগরতস্য চ।
ন তস্য দহনং কার্য্যং নৈব পিণ্ডোদকক্রিয়া॥
নিদধ্যাৎ প্রণবেনৈব বিলে ভিক্ষোঃ কলেবরম্।
প্রোক্ষণং খননঞ্চাপি সর্ব্বং তেনৈব কারয়েৎ॥" (শৌনক)

চতুর্থাশ্রমবাসী ভিক্ষুর দেহ গর্ত্ত করিয়া প্রণব মন্ত্র উচ্চারণ-পূর্ব্বক তাহাতে নিক্ষিপ্ত করিবে। ইহাদের মৃত্যু হয় না, ইচ্ছা-পূর্ব্বক দেহ পরিত্যাগ না করিলে দেহাবসান হয় না, ইঁহারা ইচ্ছা করিলে যুগ-যুগান্তর পর্য্যন্ত দেহরক্ষা করিতে পারেন।

জ্ঞানদর্পণ (পুং) জ্ঞানং দর্পণ ইব যস্য বহুব্রী। পূর্ব্বজিন, মঞ্জুঘোষ। (ত্রিকা°)

জ্ঞানদাতৃ (ত্রি) জ্ঞানস্য দাতা ৬তৎ। জ্ঞানদাতা গুরু। জ্ঞান-দাতা গুরু সর্ব্বাপেক্ষা পূজ্যতম।

"পিতুর্দশগুণা মাতা গৌরবেণেতি নিশ্চিতম্।
মাতুঃ শতগুণঃ পূজ্যো জ্ঞানদাতা গুরুঃ প্রভুঃ॥" (তন্ত্র°)

পিতা হইতে দশগুণ মাতা, মাতা হইতে শতগুণ গুরু পূজনীয়। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

জ্ঞানদাস, একজন বৈষ্ণব কবি। ইনি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলীর ছন্দ ও ভাবার অনুকরণে অনেকগুলি সুন্দর পদা-বলী রচনা করিয়া গিয়াছেন; ইঁহার কবিতা বড় মনোরম ও প্রসাদগুণভূষিত।

জ্ঞানদাসসম্বন্ধে বৈষ্ণবগ্রন্থে অতি অল্প কথাই পাওয়া যায়। চৈতন্যচরিতামৃতে নিত্যানন্দশাখা-বর্ণনাস্থলে (১১শ পরি°) জ্ঞানদাসের নামটীর মাত্র উল্লেখ আছে। যথা—

"পিতাম্বর আচার্য্য শ্রীদাস দামোদর।
শঙ্কর মুকুন্দ জ্ঞানদাস মনোহর॥"

নিত্যানন্দ প্রভুর দ্বিতীয়া স্ত্রীর নাম জাহ্নবী দেবী, জ্ঞান-দাস তাঁহারই শিষ্য ছিলেন। জ্ঞানদাস বিখ্যাত পদকর্ত্তা। মনোহর নামক পদকর্ত্তা জ্ঞানদাসের বন্ধু ছিলেন। নিত্যা-নন্দশাখাভুক্ত (নিত্যানন্দ প্রভু বা তৎপত্নী জাহ্নবীদেবীর শিষ্য) অনেক ব্যক্তিই পদকর্ত্তা ছিলেন, যথা—বলরামদাস, বৃন্দাবনদাস (চৈতন্যভাগবতরচয়িতা), কৃষ্ণদাস প্রভৃতি। [ইঁহাদের বিবরণ তৎ তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

নিত্যানন্দবিষয়ক কোন কোন পদে জ্ঞানদাস আপন গুরুর প্রকৃষ্ট পরিচয় দান করিয়াছেন।

খেতরীতে শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয় যে বিখ্যাত মহোৎ-সব করেন যে মহোৎসবে সেই সময়ের সমস্ত প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-গণ যোগ দিয়াছিলেন, সেই মহোৎসবে শ্রীমতী জাহ্নবীদেবীর সহিত জ্ঞানদাস, বৃন্দাবনদাস প্রভৃতি খেতরীতে গিয়াছিলেন, ভক্তিরত্নাকর, নরোত্তমবিলাস প্রভৃতি গ্রন্থে একথা লেখা আছে।

জ্ঞানদাসের জন্মতারিখাদি পাওয়া যায় না, তবে তিনি বৃন্দাবনদাস প্রভৃতির সমসাময়িক ছিলেন, অর্থাৎ তাঁহাকে প্রায় চারিশত বর্ষের লোক বলা যাইতে পারে।

বীরভূম জেলায় একচক্রাগ্রাম নিত্যানন্দ প্রভুর জন্মস্থান, একচক্রার দুই ক্রোশ পশ্চিমে কাঁদড়া" ও "মঁাদড়া" নামে পাশাপাশি দুইটী ক্ষুদ্র পল্লী আছে। এই "কাঁদড়া" গ্রামেই জ্ঞানদাসের জন্ম হয়। ভক্তিরত্নাকরে লিখিত আছে—

"রাঢ়দেশে কাঁদড়া নামেতে গ্রাম হয়।
তথায় বসতি জ্ঞানদাসের আলয়॥"

জ্ঞানদাস শ্রীজাহ্নবীদেবীর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিয়া কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হইয়া যান। তাঁহার রচিত সকল পদেই সে পরিচয় আছে। তিনি কেবল যে রচনা করিতেন, তাহা নহে, একজন বিখ্যাত গায়ক ও বাদক ছিলেন।

একসময়ে তিনি আপন দেশে যাইয়া "ভুবন-মঙ্গল" হরি-নাম প্রচার করিয়াছিলেন, এই জন্য তাঁহার আর একটী নাম শ্রীমঙ্গল ঠাকুর। তাঁহাকে কেহ কেহ শ্রীমদনমঙ্গল নামেও অভিহিত করিয়া থাকেন; জ্ঞানদাস পরমসুন্দর পুরুষ ছিলেন, এই নামটীও তাহার পরিচায়ক।

প্রবল বৈরাগ্যবশতঃ জ্ঞানদাস বিবাহ করেন নাই; কিন্তু তিনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করেন, সে বংশোদ্ভব ব্যক্তিগণ নানাস্থানে বাস করিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের মূল গাদি কাঁদড়ায়; প্রতিবৎসর পৌষ-পূর্ণিমায় এইস্থানে মহোৎসব ও তদুপলক্ষে তিন দিন মেলা হইয়া থাকে। ঐ দিবস জ্ঞানদাস ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

বাঁকুড়া জেলার কোতুলপুর গ্রামে উক্ত বংশীয় বহু ব্যক্তি বাস করেন, তাঁহারা সকলেই মঙ্গলঠাকুরের বংশ বলিয়া পরিচয় দেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মঙ্গলঠাকুর (জ্ঞানদাস) বিবাহ করেন নাই, সুতরাং তাঁহার বংশও নাই। যাঁহারা মঙ্গলঠাকুরের বংশ বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহারা তদীয় জ্ঞাতি-বংশ অর্থাৎ ঐ এক বংশেই জ্ঞানদাস জন্মগ্রহণ করেন।

জ্ঞানদাসকে সাধারণ লোকে গোস্বামী নামে অভিহিত করিত, সেই অবধি জ্ঞানদাসের জ্ঞাতিবর্গ আপনাদের নামের শেষে গোস্বামী শব্দ যোগ করিয়া দিয়াছেন।

জ্ঞানদেব, শূদ্রজাতীয় একজন ধার্ম্মিক বণিক্। ইনি শূদ্র হইয়া বেদ পাঠ করিতেন বলিয়া গ্রামস্থ ব্রাহ্মণগণ অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া ইঁহাকে একঘরে করিয়াছিলেন। ইনি তদ্দর্শনে ধর্ম্ম-শাস্ত্রবিচারে তাঁহাদিগকে পরাস্ত করেন। (ভক্তমাল)

জ্ঞানদেব, দাক্ষিণাত্যের একজন প্রসিদ্ধ শাস্ত্রবেত্তা ও সাধু ইনি বিট্‌ঠলপন্থ নামক একজন যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণের পুত্র। বিট্‌ঠলও একজন মহাপুরুষ ছিলেন। ইনি যৌবনকালে সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু, তাঁহার স্ত্রীর অনুমতি গ্রহণ না করিয়া এই আশ্রম অবলম্বন করায়, তাঁহাকে পুনরায় গৃহে প্রত্যাগমন করিতে হইয়াছিল। সন্ন্যাসীর পক্ষে পুনরায় সংসারী হওয়া শাস্ত্রবিরুদ্ধ। এই নিমিত্ত আলন্দীর ব্রাহ্মণগণ বিট্‌ঠলপন্থকে সমাজচ্যুত করিয়াছিল। ১২৭৩ খৃষ্টাব্দে, বিট্‌ঠলপন্থের একটী পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। পুত্রটীর নাম নিবৃত্তি রাখিলেন। ইহার পর, ১২৭৫ খৃষ্টাব্দে, তাঁহার আর একটী পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল। ইনি জ্ঞানদেব নামে অভিহিত হইলেন। তদনন্তর তাঁহার একটী পুত্র এবং আর একটী কন্যা জন্মিল। পুত্রটীর নাম সোপান এবং কন্যার নাম মুক্তা। বয়োবৃদ্ধিক্রমে সকল পুত্রেই প্রতিভার লক্ষণ দেখা দিল। তবে, জ্ঞানদেব ইঁহাদের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিলেন।

জ্যেষ্ঠ পুত্র নিবৃত্তির আট বৎসর বয়স হইলে, বিট্‌ঠল তাহাকে উপনয়ন দিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। কিন্তু তিনি সমাজ-চ্যুত হইয়াছেন। কি প্রকারে এ কার্য্য সমাধা হইতে পারে? এ সম্বন্ধে, বিট্‌ঠল তাঁহার প্রতিবাসীদের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু তাঁহারা কোন সদুপায় স্থির করিতে পারিলেন না। বিট্‌ঠল ও তাঁহার স্ত্রী মনের দুঃখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। পিতামাতার এই ভাব দেখিয়া নিবৃত্তির মনে বড় কষ্ট হইল। কিছুদিন গত হইলে, তিনি তাঁহার পিতাকে বলিলেন যে, কোন তীর্থস্থানে গিয়া একটী দৈবকার্য্য করিলে তাঁহাদের মঙ্গল হইতে পারিবে। বিট্‌ঠল নিবৃত্তির কথায় সম্মত হইলেন। পরে তিনি তাঁহার স্ত্রী এবং সন্তান কএকটীকে লইয়া ত্র্যম্বকে গমন করিলেন। ত্র্যম্বক অতি পবিত্র স্থান। এখানে ত্র্যম্বকেশ্বর নাম ধারণ করিয়া মহাদেব বিরাজ করিতেছেন, এবং পবিত্র সলিলা গোদাবরী এখানকার একটী পাহাড় হইতে বাহির হইয়াছেন। বিট্‌ঠল একজন ব্রাহ্মণের বাটীতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, তিনি এখানে প্রত্যহ ব্রহ্মগিরি প্রদক্ষিণ করিতেন। ইহাতে তাঁহার তিনটী পুত্রও যোগ দিলেন। এই ভাবে, এক বৎসর অতিবাহিত হইলে পর, একদিন একটী ব্যাঘ্র তাঁহাদের প্রতি ধাবিত হইল। বিট্‌ঠল জ্ঞানদেব ও সোপানকে কোলে করিয়া পলায়ন করিলেন। নিবৃত্তি পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িতে লাগিলেন। কিন্তু কিছু দূর গিয়া বিট্‌ঠল নিবৃত্তিকে দেখিতে পাইলেন না, নিবৃত্তি পথ হারাইয়া অঞ্জনী পর্ব্বতের উপরে উঠিলেন। এখানে একটী গুহা দেখিতে পাইয়া তাহার ভিতরে প্রবেশ করিলেন, দেখিলেন, একজন মহাপুরুষ স্তিমিতলোচনে তপস্যায় নিমগ্ন। নিবৃত্তি তথায় উপবেশন

করিলেন। কিছুকাল পরে, মহাপুরুষ চক্ষু উন্মীলন করিলে নিবৃত্তি তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন। এই মহাপুরুষের নাম গৌরীনাথ। ইনি একজন প্রসিদ্ধ যোগী। গৌরীনাথ দেখিলেন, বালকটী প্রতিভাশালী। তিনি নিবৃত্তিকে তাঁহার বৃত্তান্ত, আগমনের অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করিলেন। নিবৃত্তি নিজের পরিচয় দিয়া বলিলেন যে, সদুপদেশদানে তাঁহাকে কৃতার্থ করেন, ইহাই তাঁহার প্রার্থনা। নিবৃত্তির আগ্রহ দেখিয়া, গৌরীনাথ তাঁহাকে উপদেশ প্রদান করিলেন। উপদেশের মর্ম্ম এই জগৎ মিথ্যা, কেবল ঈশ্বরই সত্য এবং তাঁহার উপাসনা করা মনুষ্যের কর্ত্তব্য। ইহার পর, নিবৃত্তি গৌরীনাথের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া তাঁহার পিতামাতার নিকট উপস্থিত হইলেন। কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর, তাঁহাদের এবং দুই ভ্রাতা ও ভগিনীর সমক্ষে সমস্ত বৃত্তান্ত ও লব্ধ উপদেশ প্রকাশ করিলেন। ব্রহ্মজ্ঞান ও উপাসনাপদ্ধতি শিক্ষা করিয়া তাঁহারা আপনাদিগকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করিলেন। জ্ঞানদেব আপনার অসাধারণ প্রতিভাবলে সমধিক উন্নতিলাভ করিলেন। কিছুকাল উপাসনা করিয়া তিনি যোগসাধন করিতে লাগিলেন। কথিত আছে যে, ছয়মাস পরে অষ্টসিদ্ধি তাঁহার আয়ত্তাধীন হইল। বিট্‌ঠল তাঁহার পুত্রগণের উন্নতিদর্শনে অতিশয় আনন্দলাভ করিলেন। কিন্তু তিনি যে সমাজচ্যুত হইয়া আছেন এবং তজ্জন্য নিবৃত্তির উপনয়ন সমাধা হইতেছে না, এই চিন্তায় তিনি বড় ব্যাকুল হইলেন। পৈঠন বিট্‌ঠলের পূর্ব্বপুরুষের বাসস্থান এবং দাক্ষিণাত্যের মধ্যে ইহা শাস্ত্রচর্চ্চার জন্য বিখ্যাত। বিট্‌ঠল বিবেচনা করিলেন যে, তথাকার পণ্ডিতগণের ব্যবস্থাপত্র লইতে পারিলে, তাঁহার কার্য্যসিদ্ধি হইবে। পরে তিনি সপরিবারে তথায় গিয়া তাঁহার মাতুল কৃষ্ণাজীপন্থের বাটীতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন কৃষ্ণাজীপন্থ বিট্‌ঠলের নিকট হইতে সবিশেষ অবগত হইয়া একটী বিরাট সভার আয়োজন করিলেন, ব্রাহ্মণগণ নিমন্ত্রিত হইয়া সভায় আগমন করিলেন। বিট্‌ঠলকে সমাজে পুনঃগ্রহণসম্বন্ধে কথা উঠিল। পণ্ডিতগণ নানা শাস্ত্র অনুসন্ধান করিয়া সন্ন্যাসীর গৃহী হওয়া সম্বন্ধে কোন বিধি পাইলেন না। সভা হইতে কোন সুফল ফলা দূরে থাকুক, তাহার বিপরীত ঘটিল, বিট্‌ঠলকে সপরিবারে তাঁহার বাটীতে রাখিয়াছিলেন বলিয়া, কৃষ্ণাজীপন্থ সমাজচ্যুত হইলেন।

বিট্‌ঠলের চিন্তার সীমা রহিল না। একদিন তাঁহার নিজের ভাবনা ভাবিলেন, এখন আবার তাঁহার মাতুলের চিন্তায় তিনি অস্থির হইয়া উঠিলেন। তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া নিবৃত্তি ও জ্ঞানদেব তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল। তাহারা বলিল, উপবীতধারণ বাহ্য ক্রিয়ামাত্র। ইহার সহিত আত্মার কোন সম্বন্ধ নাই। শাস্ত্রে বলে, যে ব্যক্তি ব্রহ্মকে জানে, সেই ব্রাহ্মণ। পুত্রদের সান্ত্বনায় বিট্‌ঠল অনেক পরিমাণে প্রবোধ পাইলেন।

কিছুদিন পরে, কৃষ্ণাজীপন্থের পিতার শ্রাদ্ধের দিন উপস্থিত হইল। তিনি শ্রাদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন এবং পাঁচজন ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিলেন। কৃষ্ণাজী সমাজচ্যুত হইয়াছেন বলিয়া, ব্রাহ্মণগণ তাঁহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিল না। ইহাতে কৃষ্ণাজী অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া শ্রাদ্ধের আয়োজন বন্ধ করিতে উদ্যত হইলেন। এই ব্যাপার জানিতে পারিয়া জ্ঞানদেব তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, এই কার্য্য স্থগিদ্ রাখিবার প্রয়োজন নাই। তিনি নিজে পুরোহিতের কার্য্য করিবেন এবং যাহাতে পাঁচজন ব্রাহ্মণভোজন হয়, তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। জ্ঞানদেব অল্পবয়স্ক হইলেও কৃষ্ণাজী তাঁহাকে জ্ঞানী ও বিবেচক বলিয়া জানিতেন। তাঁহার কথা অনুসারে শ্রাদ্ধের আয়োজন করিলেন। জ্ঞানদেব মন্ত্রাদি পড়াইলেন। যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন নাই, জ্ঞানদেব যোগবলে তাঁহাদের পরলোকগত পিতৃদেবগণকে আহ্বান করিলেন। তাঁহারা শরীর ধারণপূর্ব্বক উপস্থিত হইয়া স্ব স্ব আসনে উপবেশন করিলেন এবং মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক ভোজন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কৃষ্ণাজীপন্থের প্রতিবাসিগণ জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার বাটীতে ব্রাহ্মণভোজন হইতেছে, কোন্ কোন্ ব্যক্তি ভোজন করিতেছে, তাহা জানিবার জন্য তাঁহাদের মধ্য হইতে একজন ভিতরে প্রবেশ করিল। ব্রাহ্মণগণকে দেখিয়া সে অবাক্ হইল, এবং ইহাদের পুত্রগণকে আনাইয়া দেখাইল। এমন সময়ে পরলোকগত ব্যক্তিগণ অন্তর্ধান হইলেন। সকলে এই ব্যাপার দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইল। জ্ঞানদেবের অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইল এবং সকলে তাঁহাকে নারায়ণের অবতার বলিয়া স্থির করিল।

এক সময় কুম্ভযোগ উপলক্ষে গোদাবরীতীরস্থিত পৈঠনে বিস্তর লোকের সমাগম হইয়াছিল। তদুপলক্ষে বিট্‌ঠল সপরিবারে তথায় গমন করিয়াছিলেন। অনেকগুলি ব্রাহ্মণ তথায় একত্র হইয়াছিল। তাঁহারা বিট্‌ঠলের পরিচয় লইলেন। জ্ঞানদেবের যোগবল চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হওয়ায় ব্রাহ্মণগণ তাঁহার সহিত সদালাপ করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে কোন ব্যক্তি একটী মহিষ লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। মহিষটীর নাম "জ্ঞানা"। সে ব্যক্তি

মহিষটীকে "চল জ্ঞানা" বলাতে একজন ব্রাহ্মণ বলিয়া উঠিলেন—বিট্ঠলের মধ্যম পুত্রের নাম জ্ঞান, আর এই মহিষটীর নামও জ্ঞান। কিন্তু উভয়ের মধ্যে কত প্রভেদ। ইহা শুনিয়া জ্ঞানদেব বলিয়া উঠিলেন যে, তাহাতে আর এই মহিষে কোন প্রভেদ নাই, যেহেতু উভয়ের মধ্যেই ব্রহ্ম বিদ্যমান আছেন। এই কথা শ্রবণ করিয়া একজন ব্রাহ্মণ বলিয়া উঠিল যে, তুমি আর এই মহিষ কি সমান? মহিষকে প্রহার করিলে কি তোমার গায়ে আঘাত লাগে? জ্ঞানদেব বলিলেন, অবশ্যই তাঁহার শরীরে আঘাত লাগে। তখন সেই ব্রাহ্মণ মহিষটীকে জোরে বেত্রাঘাত করিতে লাগিল, এদিকে জ্ঞানদেবের গায়ে বেতের দাগ দেখা গেল এবং কোন কোন স্থান হইতে রক্ত নির্গত হইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া সে ব্রাহ্মণ আর মহিষকে প্রহার করিল না। যাত্রীগণ দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইল। কিন্তু তাহাদের মধ্যে একজন বলিয়া উঠিল যে, ইহা জ্ঞানদেবের যাদুমাত্র, ইহা যোগের প্রভাব নহে। ইহা শুনিয়া জ্ঞানদেব মহিষটীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—জ্ঞানা তুমি এবং আমরা সকলেই সমান, অতএব তুমি ব্রাহ্মণদিগকে বেদবাক্য শ্রবণ করাও। জ্ঞানদেবের যোগবলে মহিষদেহে জ্ঞানের প্রভাব সঞ্চারিত হইল এবং মহিষ তখনই বেদগাথা উচ্চারণ করিতে লাগিল। এই ব্যাপার দেখিয়া সকলে অবাক্ হইল। তাহার পর, বিট্ঠলপন্থ তাঁহার মাতুলালয়ে পুনর্ব্বার প্রত্যাগমন করিলেন, পৈঠেনের ব্রাহ্মণগণ জ্ঞানদেবের অদ্ভুত ক্ষমতার বিষয় অবগত হইয়াছিলেন। তাঁহারা এখন একবাক্যে বিট্ঠলকে শুদ্ধিপত্র দিলেন এবং তিনি সমাজভুক্ত হইলেন। বিট্ঠলের আর আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি তাঁহার পুত্র তিনটিকে যজ্ঞোপবীত দিবার জন্য আয়োজন করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া জ্ঞানদেব বলিলেন যে, সন্ন্যাসীর পুত্রদের যজ্ঞোপবীত ধারণ করা উচিত নহে। এই কথা শুনিয়া বিট্ঠল আর তৎপক্ষে যত্নবান্ হইলেন না। কএকদিন পরে, বিট্ঠলপন্থ সপরিবারে আলন্দীতে প্রত্যাগমন করিলেন। এই সময়ে বিট্ঠলপন্থের গুরুদেব রামানন্দস্বামী তীর্থদর্শন জন্য কাশীধাম হইতে বহির্গত হইয়া আলন্দীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্বামীজিকে দর্শন করিয়া, বিট্ঠলপন্থ পরম আনন্দ লাভ করিলেন। ইহার পর বিট্ঠলপন্থ তাঁহার গুরুদেবের আদেশে সস্ত্রীক বদরিকাশ্রমে গমন করিলেন। রামানন্দ স্বামী জ্ঞানদেবকে সঞ্জীবনীমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া স্থানান্তরে যাত্রা করিলেন। নিবৃত্তি প্রভৃতি কিছুকাল আলন্দীতে অবস্থিতি করিয়া তীর্থদর্শন জন্য বহির্গত হইলেন। ইহারা প্রথমে নেবাস নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় কিছুকাল অবস্থিতি করিলেন। এখানে জ্ঞানদেব দুইটী অদ্ভুত কার্য্য সম্পন্ন করিলেন এবং ভগবদ্গীতার একখানি টীকা লিখিলেন। এই টীকাতে তিনি বিদ্যাবুদ্ধির যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। সেই টীকা দাক্ষিণাত্যে "জ্ঞানেশ্বরটীকা" বলিয়া প্রসিদ্ধ*। নেবাস ত্যাগ করিয়া ইহারা পুনতাম্বে নামক স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ইহা গোদাবরী নদীর তীরে অবস্থিত এবং চাঙ্গদেব নামক একজন যোগী অবস্থিতি করিতেন বলিয়া ইহা প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। কথিত আছে যে, নানাস্থান হইতে লোক মৃতদেহ লইয়া তথায় উপস্থিত হইত। চাঙ্গদেব সমাধি হইতে উঠিয়া তাহাদিগকে জীবন দান করিতেন। এই স্থানে মুক্তাবাই জ্ঞানদেবের নিকট হইতে মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র গ্রহণ করিয়া কএকটী মৃতদেহে জীবন সঞ্চার করিয়াছিলেন। চাঙ্গদেব সমাধিস্থ ছিলেন বলিয়া নিবৃত্তি প্রভৃতির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই। পরে তাঁহারা এই স্থান ত্যাগ করিয়া অন্যান্য তীর্থ দর্শন করিয়া আলন্দীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

চাঙ্গদেব সমাধি হইতে উঠিয়া দেখিলেন যে, কোন মৃতদেহ উপস্থিত নাই। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় শিষ্যগণ বলিল যে, জ্ঞানদেবপ্রদত্ত মন্ত্রবলে তাঁহার ভগিনী মুক্তাবাই, শবদিগের জীবন দান করিয়াছেন। ইহা শুনিয়া চাঙ্গদেব একখানি পত্র লিখিয়া জ্ঞানদেবের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। জ্ঞানদেব ইহার প্রত্যুত্তরে ৬৫টী উপদেশপূর্ণ অভঙ্গ† লিখিয়া পাঠাইলেন। অভঙ্গগুলি কঠিন ছিল বলিয়া চাঙ্গদেব সে সমুদায়ের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারিলেন না। জ্ঞানদেবের সহিত সাক্ষাৎ করাই পরামর্শসিদ্ধ বিবেচনা করিয়া তিনি আলন্দীতে গমন করিলেন। জ্ঞানদেব তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। চাঙ্গদেব এখানে পরমানন্দে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তিনি প্রত্যহ জ্ঞানদেবের নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণ করিতেন।

জ্ঞানদেব গ্রন্থরচনায় এবং সাধারণকে উপদেশদানে সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। মধ্যে কিছুকাল পণ্ডরপুরে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। ইনি ক্রমান্বয়ে "অমৃতানুভব" (ইহা বেদ ও উপনিষদের সারসংগ্রহ) "পবনবিজয়" "যোগবাশিষ্ঠের টীকা "পঞ্চীকরণ" ও "হরিপাঠ" নামক কএক খানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন, "শ্রীবিট্ঠল-বর্ণন" নামক একখানি অষ্টক এবং অনেকগুলি

* এই গ্রন্থ ১২৫০ খৃষ্টাব্দে রচিত হইয়াছে।

† মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় পদকে অভঙ্গ বলে।

অভঙ্গ রচনা করিয়াছিলেন। জ্ঞানেশ্বরী গ্রন্থখান কঠিন হইলেও জ্ঞানদেব ইহার তাৎপর্য্য বিশদরূপে সাধারণকে বুঝাইয়া দিতেন। গীতার টীকার ব্যাখ্যা শুনিয়া এবং তাঁহার অন্যান্য উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করিয়া অনেকে ভগবদ্ভক্ত হইল এবং কুসঙ্গ পরিত্যাগ করিল। এতৎসম্বন্ধে দুইটী দৃষ্টান্ত দিতেছি ;—

ত্র্যম্বক নামক একজন ব্রাহ্মণ আলন্দীতে বাস করিতেন। তাঁহার স্ত্রী পার্ব্বতীবাই নানাগুণে ভূষিতা ছিলেন। তিনি মনের সাধে আপনার স্বামীর সেবা করিতেন। কিন্তু তাঁহার স্বামী একটী শূদ্রারমণীর প্রেমে আবদ্ধ ছিলেন, সুতরাং পার্ব্বতী-বাই মনের দুঃখে কালাতিপাত করিতেন। জ্ঞানদেব অনেক অসচ্চরিত্র ব্যক্তিকে সৎপথে আনিয়াছেন, ইহা পার্ব্বতীবাইয়ের কর্ণগোচর হইলে তিনি এক সময় সেই মহাপুরুষের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন। তাঁহার সঙ্গে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় আলোচনা হইতে লাগিল। সুযোগ বুঝিয়া তিনি তাঁহার দুঃখের বৃত্তান্ত জ্ঞানদেবকে জানাইলেন। পরদিন জ্ঞানদেব ত্র্যম্বককে এবং তাহার রক্ষিতা রমণীকে ডাকাইয়া আনলেন এবং তাহাদিগকে অনুরোধ করিলেন যে, উভয়ে প্রতিদিন তাঁহার কাছে আসিয়া যেন জ্ঞানেশ্বরীর ব্যাখ্যা শ্রবণ করে। ত্র্যম্বক তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিলেন না, কিন্তু শূদ্রারমণীটী প্রত্যহই ধর্ম্মকথা শুনিতে আসিত। তাহার অনুরোধে ত্র্যম্বকও আসিতে আরম্ভ করিলেন। একদা জ্ঞানদেব, জীবের অজ্ঞান দশাসম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিলেন এবং এই দশা প্রাপ্ত হইয়া লোকে যে নানাপ্রকার মন্দ কার্য্য করিয়া থাকে, তাহা বিশদরূপে বুঝাইয়া দিলেন। এই উপদেশ উভয়ের অন্তঃকরণকে বিদ্ধ করিল, বিগত পাপের জন্য উভয়েই অনুতাপ করিল। পরে জ্ঞানদেবের আদেশে ত্র্যম্বক শূদ্রারমণীটীকে পরিত্যাগ করিয়া সস্ত্রীক ধর্ম্মালোচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। ত্র্যম্বকের নবজীবন লাভ একটী আশ্চর্য্য ব্যাপার। এতদ্দ্বারা জ্ঞানদেবের প্রতি লোকের অগাধ ভক্তি ও অনুরাগ বৃদ্ধি হইল। তাহারা দলে দলে তাঁহার উপদেশবাক্য শুনিবার জন্য আসিতে লাগিল। অধিক লোকের সমাগমে জ্ঞানদেবের গৃহ পরিপূর্ণ হইল। লোকের বসিবার স্থান পাওয়া কঠিন হইয়া উঠিল। তখন জ্ঞানদেব আলন্দী হইতে অর্দ্ধক্রোশ দূরে আম্বলবেট নামক একটী গ্রামে অবস্থিতি করিলেন এবং তথা হইতে সাধারণকে উপদেশ দিতে লাগিলেন।

আম্বলবেট হইতে কিছুদূরে চারোলি নামক একটী স্থান আছে। সেখানে বিমলানন্দস্বামী নামে একজন সন্ন্যাসী অবস্থিতি করিতেন। সাধারণে তাঁহাকে ভক্তি করিত, কিন্তু জ্ঞানদেবের অসাধারণ প্রতিভা তাঁহাকে হীনপ্রভ করিল। তিনি ইহা সহ্য করিতে পারিলেন না। জ্ঞানদেব যাহাতে লোকের নিকট হেয় বলিয়া প্রতিপন্ন হন, তৎপক্ষে প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। তিনি তাঁহার কুৎসা করিতে আরম্ভ করিলেন কিন্তু জ্ঞানদেব লোকের হৃদয়রাজ্যকে এ প্রকার দৃঢ়রূপে অধিকার করিয়াছিলেন যে, তাহা হইতে তাঁহাকে বিচ্যুত করা সহজ ব্যাপার নহে। একদা কোন ব্যক্তি জ্ঞানদেবের কুৎসা বাক্য শুনিয়া বিমলানন্দস্বামীকে বলিল—স্বামিজি! জ্ঞানদেব দেবতুল্য ব্যক্তি, তাঁহার কুৎসা করা আপনার উচিত হয় না। জ্ঞানদেব যেমন ধার্ম্মিক, তেমনি বিদ্বান্। তাঁহার শাস্ত্রব্যাখ্যা শ্রবণ করিতে পারেন। ইহা শুনিয়া বিমলানন্দ-স্বামী জ্ঞানদেবের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন জ্ঞানদেব ভগবদ্গীতা ব্যাখ্যা করিতেছিলেন এবং অসংখ্য লোক তাঁহার চারিদিকে বসিয়া তাহা শ্রবণ করিতেছিল। স্বামিজী ব্যাখ্যা শুনিয়া পুলকিত হইলেন। জ্ঞানদেবের প্রতি তাঁহার যে বিদ্বেষ ভাব ছিল, তাহা তিরোহিত হইল। ব্যাখ্যা সমাপ্ত হইলে, স্বামীজী জ্ঞানদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং কিছু কাল সদালাপের পর, তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

কিছুকাল পরে জ্ঞানদেব তাঁহার দুই ভ্রাতা এবং ভগিনী মুক্তাবাইয়ের সহিত তীর্থদর্শন জন্য যাত্রা করিলেন। তাঁহা-দের ইচ্ছা হইল, একজন পরমভক্ত ও সুগায়ককে সমভি-ব্যাহারে লয়েন। নামদেব একজন উত্তম অভঙ্গরচয়িতা এবং সঙ্গীতবিদ্যায় পারদর্শী। জ্ঞানদেবের প্রস্তাবে তাঁহাকেই সঙ্গে লওয়া স্থির হইল। নামদেব পণ্ডরপুরে অবস্থান করিয়া বিঠোবাদেবের * মন্দিরে ভজন ও কীর্ত্তন করিয়া সময়ক্ষেপণ করিতেন। জ্ঞানদেব প্রভৃতি পণ্ডরপুরে গিয়া নামদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদের অভিপ্রায় জানা-ইলেন। এই প্রস্তাবে নামদেব প্রথমে সম্মত হয়েন নাই। কথিত আছে যে, বিঠোবাদেবের প্রত্যাদেশ পাইয়া তিনি সম্মতি প্রদান করিয়াছিলেন। ইঁহারা তিন দিন পণ্ডরপুরে থাকিয়া চতুর্থ দিবসে নামদেবসহ যাত্রা করিলেন। ইঁহারা নানাস্থান অতিক্রম করিয়া প্রয়াগ এবং পরে কাশীধামে উপস্থিত হইলেন। এখানে রামানন্দস্বামী ও সাধু কবীরের নিকটে ইঁহারা বিশেষরূপে সমাদর পাইলেন। এস্থান হইতে গয়া দর্শন করিতে গেলেন এবং তথা হইতে কাশীতে প্রত্যাগমন

---

* দাক্ষিণাত্যে শ্রীকৃষ্ণ বিঠোবা নামে অভিহিত।

করিলেন। এখানে ভজন ও কীর্ত্তনে এবং সন্ন্যাসী ও পণ্ডিতগণের সহিত সদালাপে কয়েক দিন পরমানন্দে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। কাশীবাসীমাত্রেই তাঁহাদিগকে পাইয়া যারপরনাই সুখী হইয়াছিল। কাশী ত্যাগ করিয়া অযোধ্যা, গোকুল, বৃন্দাবন, দ্বারকা এবং জুনাগড় দর্শন করিলেন। তাহার পর তৈলঙ্গ প্রদেশের নানাস্থান দর্শন করিয়া তাঁহারা পণ্ডরপুরে প্রত্যাগমন করিলেন। এখানে কিছুকাল অবস্থিতি করিলেন। ভজন ও কীর্ত্তনে ইঁহাদের সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল। তাঁহাদের ভক্তিভাবদর্শনে অনেকেই ভগবদ্ভক্ত হইল।

পরে জ্ঞানদেব প্রভৃতি আলন্দীতে প্রত্যাগমন করিলেন। জ্ঞানদেব তীর্থদর্শন উপলক্ষে অনেকের উপকারসাধন করিয়াছিলেন। তিনি এবং তাঁহার সঙ্গিগণ যেখানে থাকিতেন, সেইখানে ভজন ও কীর্ত্তন এবং উপদেশপ্রদানে লোককে সৎপথে লইয়া যাইতেন। কোন কোন স্থানে তাঁহারা অনেক অদ্ভুত ঘটনাও সম্পাদন করিয়াছিলেন। ভাষাশিক্ষা করা জ্ঞানদেবের একটী বিশেষ কার্য্য ছিল। তিনি যে প্রদেশে অধিক দিন থাকিতেন, সেই প্রদেশের ভাষা শিক্ষা করিতেন। এই প্রকারে তিনি অনেকগুলি ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে তৈলঙ্গী, কণাড়ী এবং হিন্দি ভাষায় তাঁহার বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল। এই কএকটী ভাষাতেই তিনি তীর্থদর্শন-সম্বন্ধে অনেকগুলি অভঙ্গ রচনা করিয়াছিলেন।

নানা তীর্থদর্শন করিয়া জ্ঞানদেব যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য অবলোকন করিয়া তাঁহার মন ঈশ্বরের দিকে ধাবিত হইয়াছিল। বিভিন্ন প্রদেশীয় লোকের আচার-ব্যবহার দেখিয়া তাঁহার অন্তঃকরণ উদারভাব ধারণ করিয়াছিল। ঈশ্বরের গুণকীর্ত্তন এবং লোকের হিতসাধন যে জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য, তাহা তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল। এই উদ্দেশ্যসাধন জন্য তিনি দৃঢ়ব্রত হইলেন। দিবাভাগে তিনি সাধারণকে উপদেশ দিতেন এবং রাত্রিতে ভজন ও কীর্ত্তন করিতেন। জ্ঞানদেবের গ্রন্থ কয়েকখানি পাঠ করিয়া এবং তাঁহার শাস্ত্রব্যাখ্যা ও উপদেশসকল শ্রবণ করিয়া অনেক মূঢ় ব্যক্তিও জ্ঞানলাভ করিল। অনেক সংশয়বাদী ভগবদ্ভক্ত হইয়াছিল এবং অনেক কুপথগামী ব্যক্তি সৎপথ অবলম্বন করিল। জ্ঞানদেবের খ্যাতি চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইল। দূর দেশ হইতে লোক তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিবার জন্য দলে দলে আগমন করিতে লাগিল। ক্রমে আলন্দী একটী তীর্থরূপে পরিণত হইল।

এই ভাবে কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইলে জ্ঞানদেব সমাধি লইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন এবং তজ্জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। এই সংবাদ চারিদিকে প্রচারিত হইলে নানাস্থান হইতে সাধুগণ আসিতে লাগিলেন। তিনি এই সময়ে "আলন্দীমাহাত্ম্য" নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করিলেন। কার্ত্তিক মাসের একাদশী রাত্রিতে জ্ঞানদেব কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। দ্বাদশীতেও কীর্ত্তন হইতে লাগিল। কীর্ত্তন শুনিয়া সকলে মোহিত হইল। ত্রয়োদশীতে জ্ঞানদেব সমাধি লইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। একটী বৃক্ষের তলে সমাধির স্থান স্থির করা হইল। তথায় একটী গুহা প্রস্তুত হইল। গুহাটী দুই ভাগে বিভক্ত হইল। এই গুহাতে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে জ্ঞানদেব আত্মীয়স্বজন ও সাধুগণের সহিত সদালাপ করিলেন এবং সকলকে অভিবাদন করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। সকলেই তাঁহার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ঈশ্বরলাভ তাঁহার উদ্দেশ্য বিবেচনা করিয়া কেহ আর তাঁহাকে বাধা দিল না। পরে জ্ঞানদেব সকলের অনুমতি লইয়া গুহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। গুহার মধ্যে কুশাসন ও মৃগাজিন পাতা হইল। জ্ঞানদেব তাহার উপর পদ্মাসনে বসিলেন। তাঁহার সম্মুখে জ্ঞানেশ্বরী, যোগবাশিষ্ঠ প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ রাখিয়া দিলেন। গুহার মধ্যে চারিটী দীপ জ্বলিতে লাগিল। পরে জ্ঞানদেব ইন্দ্রিয়দ্বার সকল রোধ করিয়া ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। ইহা দেখিয়া জ্ঞানদেবের আত্মীয়স্বজন গুহার দ্বার বন্ধ করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাগমন করিল। আপামর-সাধারণে "শ্রীজ্ঞানদেবোজয়তি" বলিতে লাগিল।

জ্ঞানদেবের জীবনী শিক্ষাপ্রদ। আমরা ইহা হইতে কয়েকটী উপদেশ গ্রহণ করিতে পারি। বহুদর্শিতালাভ না করিলে কেবল বিদ্যা দ্বারা কোন বিশেষ ফল পাওয়া যায় না। জ্ঞানদেব মধ্যে মধ্যে তীর্থযাত্রা এবং নানাস্থানে অবস্থিতি করিয়া কত অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন স্থানের লোকের সহিত সদালাপ করিয়া তাঁহার মন উদারভাব ধারণ করিয়াছিল। তিনি এই সুযোগে কত প্রদেশের ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। আবার নূতন নূতন দৃশ্য দেখিয়া তাঁহার মন ঈশ্বরের দিকে ধাবিত হইয়াছিল। নানাস্থানে নানালোকের সহিত সদালাপে তাঁহার অন্তঃকরণে মহাপ্রেম অঙ্কিত হইয়াছিল এবং এই জন্য পরোপকারসাধন তাঁহার জীবনের একটী মহাব্রত বলিয়া গণ্য ছিল। আমাদের শাস্ত্রে তীর্থদর্শন করিবার বিধি আছে। সেই অনুসারে কার্য্য করা সকলেরই কর্ত্তব্য। ইহা দ্বারা কেবল যে আমরা ধর্ম্মপথে উন্নতিলাভ করিতে পারি, এমন নহে। অনেক পার্থিব-

উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। যোগসাধনে জীবের কিয়দংশ অতিবাহিত করা-যে আবশ্যক, জ্ঞানদেবের জীবনীতে তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। মনের একাগ্রতা না জন্মিলে কোন কার্য্য উত্তমরূপে সমাধা হইতে পারে না এবং যোগসাধন তৎপক্ষে একটী প্রকৃষ্ট উপায়। যোগসাধন করিয়া জ্ঞানদেব অষ্টসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। এতদ্দ্বারা তিনি অনেক অদ্ভুত কার্য্য করিয়া লোককে চমৎকৃত করিতে পারিতেন; কিন্তু তাহা তিনি করেন নাই; যেখানে ক্ষমতা প্রকাশ করা আবশ্যক, সেইখানেই ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। অনেক যোগী আছেন, যাঁহারা অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া লোকের নিকট বুজরুকি ও ভেল্কি দেখাইয়া থাকেন। এই প্রকার যোগিগণ নিজেও ধর্ম্ম-পথে অগ্রসর হইতে পারে না এবং তাঁহার দ্বারা অপরেরও উপকার হয় না। ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়া লোকের মনে ধর্ম্মভাব উদ্দীপন করা এবং উপদেশ দ্বারা অসচ্চরিত্র লোককে সৎপথে আনয়ন করা জ্ঞানদেবের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এবং এই উদ্দেশ্য সংসাধন করিয়া তিনি তাঁহার শেষ জীবন ঈশ্বরেতে সমাধান করিলেন।

জ্ঞানদেব এখন মহারাষ্ট্রীয়দিগের নিকট পূজা পাইতেছেন। আলন্দীতে তাঁহার সমাধিমন্দির রহিয়াছে এবং তথায় তাঁহার সম্মানার্থে প্রতিবৎসর একটী মেলা হইয়া থাকে। এতদুপলক্ষে প্রায় ৫০০০০ লোক একত্রিত হয়। দাক্ষিণাত্যে জ্ঞানদেব এবং তুকারাম সাধুদিগের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন। অধিক কি বলিব, ভিখারিগণ যখন ভিক্ষার্থে নির্গত হয়, তখন তাহারা "জ্ঞানোবা তুকারাম" তুকারাম জ্ঞানোবা", মন্ত্রের স্বরূপ উচ্চারণ করিয়া থাকে। [তুকারাম দেখ।]

জ্ঞানদেব, ১ গায়ত্র্যর্থরহস্য প্রণেতা। ২ অপর নাম দামোদর। বৈদ্যজীবনটীকা রচনা করেন;

জ্ঞাননিষ্ঠ (ত্রি) জ্ঞানে নিষ্ঠা যস্য বহুব্রী। জ্ঞানসাধনযুক্ত, তত্ত্ববিৎ।

জ্ঞানপতি (পুং) জ্ঞানস্য পতিঃ ৬তৎ। ১ জ্ঞানোপদেশক, গুরু। ২ পরমেশ্বর। জ্ঞানপতেরপত্যং জ্ঞানপতি-অণ্ (অশ্বপত্যাদিভ্যশ্চ। ৪।১।৮৫) জ্ঞানপত। জ্ঞানপতির অপত্য।

জ্ঞানপাবন (ক্লী) জ্ঞানবৎ পাবনং উপমিত কর্ম্মধা°। তীর্থ-ভেদ ও জ্ঞানপাবনতীর্থ অতিশয় পুণ্যজনক, এই জ্ঞানপাবন-তীর্থে স্নানাদি করিলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ হয়।

"ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র! জ্ঞানপাবনমুত্তমম্।
অগ্নিষ্টোমমবাপ্নোতি মুনিলোকঞ্চ গচ্ছতি॥" (ভা, বন ৮৪অঃ)

জ্ঞানপ্রভ, একজন বৌদ্ধ তথাগত; বিশেষজ্ঞৈলীনামক রাজা ইঁহার নিকট কামসংবর অর্থাৎ শরীরসংযমন বিদ্যা শিক্ষা করেন।

জ্ঞানভাস্কর (পুং) জ্ঞানমেব ভাস্করঃ রূপককর্ম্মধা°। ১ জ্ঞানরূপ সূর্য্য। ২ ভাস্করাচার্য্যপ্রণীত জ্যোতিষগ্রহ। ৩ যড়্বর্গফল নামক জ্যোতিষ গ্রন্থ প্রণেতা।

জ্ঞানময় (পুং) জ্ঞানস্বরূপঃ জ্ঞান-ময়ট। পরমেশ্বর, পরব্রহ্ম।
"নির্ব্বাণময় এবায়মাত্মা জ্ঞানময়োঽমল।" (সাং দং ভাষ্য)

জ্ঞানমুদ্রা (স্ত্রী) জ্ঞানং নাম মুদ্রা। তন্ত্রসারোক্ত রামপূজাঙ্গ-মুদ্রাভেদ। দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ সংলগ্ন করিয়া অগ্রে হৃদয়ে স্থাপন করিবে, পরে বামহস্ত অম্বুজাকৃতি করিয়া মূর্দ্ধা ও বামজানুতে রক্ষা করিবে, এই প্রকার করিলে জ্ঞানমুদ্রা হয়। এই জ্ঞানমুদ্রা রামের অত্যন্ত প্রিয়।

"তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠকৌ সক্তাবগ্রতো বিন্যসেৎ হৃদি।
বামহস্তাম্বুজং বামজানুমূর্দ্ধণি বিন্যসেৎ॥
জ্ঞানমুদ্রা ভবেদেষা রামচন্দ্রস্য প্রেয়সী।" (তন্ত্রসা°)

জ্ঞানযজ্ঞ (পুং) জ্ঞানং যজ্ঞ ইব যস্য বহুব্রী। তত্ত্বজ্ঞ, কর্ম্ম-যোগিসকল অগ্নিতে যজ্ঞ করিয়া থাকেন, কিন্তু জ্ঞানযোগি-গণ ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে আত্মাকেই যজ্ঞ করেন, অর্থাৎ ব্রহ্মকে অভেদ জ্ঞান করিয়া তৎস্বরূপ অবলোকন করেন। "সোঽহং ব্রহ্ম" আমিই ব্রহ্ম, সর্ব্বদা ইহাই দেখেন *। কর্ম্মযোগীসকল ইহা অনুষ্ঠানও করেন না, আরও ইহাতে ঘৃণা প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

"মহাপাপবতাং নৃণাং জ্ঞানযজ্ঞো ন রোচতে।" (শব্দার্থচি°)

জ্ঞানযোগ (পুং) যুজ্যতে ব্রহ্মণানেন যুজ-কর্ম্মণি ঘঞ্, জ্ঞানমেব যোগঃ, রূপককর্ম্মধা°। ব্রহ্মপ্রাপ্তির জন্য জ্ঞানরূপ নিষ্ঠা-বিশেষ। ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়, জ্ঞানযোগই একমাত্র ভগবৎ-প্রাপ্তির দ্বারস্বরূপ। জীব প্রতিনিয়ত অজ্ঞান বশতঃ প্রকৃতির মায়ায় বশীভূত হইয়া নিরন্তর দুঃখে অভিভূত হইতেছে। দুঃখাভিভূত হইয়া যখন দুঃখনিবৃত্তির উপায় জানিতে ইচ্ছুক হইবে, তখন প্রথমে বস্তুতত্ত্ব জানিতে কোন্ কোন্ বস্তু দুঃখময়, ইহা সহজেই উপলব্ধি হইবে। তখন সুখ-দুঃখ প্রভৃতি যাহার ধর্ম্ম, তাহার সহিত মিলিতে আর ইচ্ছা হইবে না। তখন আপনা হইতেই যথার্থতত্ত্ব জানিতে পারিবে। পরে জ্ঞানযোগ দ্বারা অভীষ্ট বস্তু অনায়াসে প্রাপ্ত হইতে পারিবেক।

"লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্॥ (গীতা ৭ অঃ)

জগতে ভগবৎপ্রাপ্তির দুইটী উপায় কথিত হইয়াছে,

---

* ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি।

"অপরে কর্ম্মযোগিনঃ [illegible] সন্ন্যাসিনঃ ব্রহ্ম তৎপদার্থঃ অগ্নিরিব হোমাধারত্বাৎ তস্মিন্ যজ্ঞং প্রত্যগাত্মানং ত্বং পদার্থং যজ্ঞেন আত্মনৈব উপজুহ্বতি। ত্বং পদার্থাভেদেনৈব ব্রহ্মরূপতয়া পশ্যন্তি।"

জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগ। সাংখ্যমতাবলম্বীরা জ্ঞানযোগ অবলম্বন করিয়া মুক্তিলাভ করেন। অপরে কর্ম্মযোগ দ্বারা মুক্ত হন। কিন্তু কর্ম্মযোগ না করিলে জ্ঞানযোগ হইতে পারে না। কর্ম্ম করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধি হয়, পরে নির্ম্মলচিত্তে বিশুদ্ধ জ্ঞান উপস্থিত হয়। বিশুদ্ধ জ্ঞান জন্মিলে জ্ঞানযোগ দ্বারা অনায়াসে মুক্ত হইতে পারা যায়। [যোগ দেখ।]

জ্ঞানরাজ, (জ্ঞানাধিরাজ) সিদ্ধান্তসুন্দর নামক জ্যোতিষ গ্রন্থ প্রণেতা। ইনি নাগনাথের পুত্র ও সূর্য্যদৈবজ্ঞের পিতা।

জ্ঞানলক্ষণা (স্ত্রী) জ্ঞানং লক্ষণং যস্যাঃ বহুব্রী। অলৌকিক প্রত্যক্ষসাধনসন্নিকর্ষভেদ। প্রত্যক্ষ দুই প্রকার, লৌকিক ও অলৌকিক। লৌকিকপ্রত্যক্ষ ঘ্রাণজাদি প্রভেদে ছয় প্রকার।

"ঘ্রাণজাদি প্রভেদেন প্রত্যক্ষং ষড়্‌বিধং মতম্।" (ভাষাপ° ৫২)

অলৌকিকপ্রত্যক্ষ* তিন প্রকার, সামান্যলক্ষণা, জ্ঞানলক্ষণা ও যোগজ। প্রথমে কোন একটী বস্তু প্রত্যক্ষ করিতে হইলে অগ্রে তাহার বিশেষণ জ্ঞান হওয়া আবশ্যক, পরে বিশেষ্যজ্ঞান হইবেক। ঘট জানিতে হইলে ঘটত্ব জানা দরকার। ঘটত্ব না জানিলে ঘট জানা যায় না। ত্বঙ্মনঃসংযোগই জ্ঞানের প্রতি কারণ, মন ত্বকের সহিত মিলিত হইয়া বস্তুর সহিত সম্বন্ধ হইলেই জ্ঞান হয়, কিন্তু এক ব্যক্তি কলিকাতাস্থিত ঘট দেখিয়াছে, কাশীস্থিত ঘট দেখে নাই, কিন্তু কাশীস্থিত ঘটের প্রতি ত্বঙ্মনঃসংযোগও অসম্ভব, সেই ব্যক্তির তাহা হইলে কাশীস্থিত ঘটের প্রত্যক্ষ বা জ্ঞান হইবে না, এই জন্য অলৌকিক সন্নিকর্ষ স্বীকারের আবশ্যক। এই অলৌকিক সন্নিকর্ষে চক্ষুর অগোচর পদার্থের জ্ঞান হয়।

একটী ঘট দেখিয়া ঘটত্বরূপ সামান্য ধর্ম্ম দ্বারা পৃথিবীস্থিত সকল ঘটের যে জ্ঞান হয়, তাহা সামান্যলক্ষণার অধীন, আর ঘট জ্ঞানদ্বারা ঘট, পট-মট প্রভৃতির যে সমগ্র জ্ঞান হয়, তাহা জ্ঞানলক্ষণার অধীন। এই জ্ঞানলক্ষণায় ঘটজ্ঞানের দ্বারা পৃথিবীস্থিত সকলপদার্থের জ্ঞান হইবে। [সামান্যলক্ষণা দেখ।]

জ্ঞানবাপী কাশীর একটী তীর্থ, ইহা একটী কূপ। [কাশী দেখ।]

জ্ঞানবৎ (ত্রি) জ্ঞানং বিদ্যতে যস্য অস্ত্যর্থে জ্ঞান-মতুপ্। যাহার জ্ঞান আছে, যাহার জ্ঞান জন্মিয়াছে, জ্ঞানযুক্ত।

জ্ঞানবাপী (স্ত্রী) জ্ঞানস্য জ্ঞানরূপোদকস্য বাপী দীর্ঘীকেব। কাশীস্থিত বাপীরূপ তীর্থবিশেষ, ইহার উৎপত্তি প্রভৃতির বিবরণ স্কন্দপুরাণীয় কাশীখণ্ডে এইরূপ লিখিত আছে, অগস্ত্য একদিন স্কন্দমুনির নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, মহাত্মন্! দেবগণও জ্ঞানবাপীর বহুতর প্রশংসা করিয়া থাকেন। আপনি অনুগ্রহ করিয়া ইহার উৎপত্তি প্রভৃতির বিবরণ বলিয়া আমার মনোরথ পূর্ণ করুন। তখন স্কন্দ বলিতে লাগিলেন, হে মুনে! পূর্ব্বকালে সত্যযুগে এই অনাদিসিদ্ধ সংসারে যখন মেঘসমূহ জলবর্ষণ করিত না, নদীসকল প্রবাহিত হয় নাই, স্নান বা পান প্রভৃতি কর্ম্মে জলের অভিলাষ ছিল না। যখন ক্ষীর ও লবণ সমুদ্রের জলই দেখা যাইত এবং যখন পৃথিবীর কোন কোন স্থানে মনুষ্যের সঞ্চার আরম্ভ হইয়াছে, সেই সময় পূর্ব্ব ও উত্তরদিকের মধ্যস্থিতদিকের অধিপতি রুদ্রগণের অন্যতম ঈশান স্বেচ্ছাধীন ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে কাশীতে আসিয়া উপস্থিত হন। যে কাশী নির্ব্বাণলক্ষ্মীর ক্ষেত্রস্বরূপ ও পরমানন্দ কানন, যে মহাশ্মশান সর্ব্বপ্রকার বীজসমূহের পক্ষে উর্ব্বর ভূমি এবং পরিশ্রান্ত জীবগণের বিশ্রামমণ্ডপ, যাহা সচ্চিদানন্দের নিলয়, সুখসমূহের জনক ও মোক্ষপ্রদ। জটাধারী ঈশান হস্তস্থিত ত্রিশূলের বিমল রশ্মিজালে ব্যাপ্ত হইয়া সেই কাশীক্ষেত্রে প্রবেশকরতঃ মহালিঙ্গ দর্শন করিলেন। সেই শিবলিঙ্গ চতুর্দ্দিকে জ্যোতির্ম্ময়ী মালাসমূহের দ্বারা বেষ্টিত এবং দেবতা, ঋষিগণ, সিদ্ধ ও যোগীগণ নিরন্তর তাঁহার পূজা করিতেছেন, গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার নাম গান করিতেছে, চারণগণ তাঁহার স্তুতি করিতেছে, অপ্সরাগণ নৃত্যদ্বারা তাঁহার সেবা করিতেছে, নাগকন্যাগণ মণিময় প্রদীপসমূহ দ্বারা তাঁহার নীরাজনা (আরতি) করিতেছে, বিদ্যাধরী ও কিন্নরীগণ ত্রিকালীন তাঁহার বেশভূষা নির্ম্মাণ করিয়া দিতেছে এবং দেবকন্যাগণ তাঁহাকে চামরদ্বারা ব্যজন করিতেছে; এই সকল দেখিয়া ঈশানের ইচ্ছা হইল যে, আমি ঘটপূর্ণ শীতল জলদ্বারা এই মহালিঙ্গকে স্নান করাইব। তখন তিনি ত্রিশূল দ্বারা সেই মহালিঙ্গের দক্ষিণদিকস্থ ভূমি প্রচণ্ড বেগে খনন করিয়া এক কুণ্ড নির্ম্মাণ করিলেন। তখন সেই কুণ্ড হইতে পৃথিবীর পরিমাণ অপেক্ষা দশগুণ অধিক জল নির্গত হইতে লাগিল এবং সেই জলে বসুধা আবৃত হইয়া পড়িল। তখন রুদ্রমূর্ত্তি ঈশান সেই জল দ্বারা সহস্রধার কলস পরিপূর্ণ করিয়া মহাদেবকে স্নান করাইলেন। মহাদেব প্রসন্ন হইয়া সেই রুদ্ররূপী ঈশানকে বলিতে লাগিলেন, হে সুব্রত ঈশান! তোমার এই কর্ম্ম দ্বারা আমি অতি প্রীত হইয়াছি, তুমি যে কার্য্য করিয়াছ, ইহা অতি মহৎ ও আমার অতিশয় প্রীতিকর এবং অদ্যাবধি এই কার্য্য আর কেহই করে নাই। এইক্ষণ তুমি বর প্রার্থনা কর, অদ্য তোমাকে আমার কিছুই অদেয় নাই। তখন ঈশান বলিলেন, ভগবন্! যদি আপনি আমার

* অলৌকিকঃ সন্নিকর্ষস্ত্রিবিধঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
সামান্যলক্ষণা জ্ঞানলক্ষণা যোগজস্তথা।
আসত্তিরাশ্রয়াণান্তু সামান্যজ্ঞান মিষ্যতে।
বিষয়ী যস্য তস্যৈব ব্যাপারো জ্ঞানলক্ষণঃ। (ভাষাপ° ৬৩)

প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে এই বর প্রদান করুন, যেন এই জলপূর্ণতীর্থ আপনার নামে বিখ্যাত হয়। তাহা শুনিয়া ভগবান্ বিশ্বেশ্বর বলিলেন, ত্রিভুবন মধ্যে যত তীর্থ আছে, তৎসমুদায়ের মধ্যে ইহাই পরম শিবতীর্থ হইবে। যাঁহারা শিব শব্দের অর্থ চিন্তা করেন, তাঁহারাই শিবশব্দের অর্থ জ্ঞান বলিয়া থাকেন। সেই জ্ঞানই আমার মহিমায় এইস্থানে জলরূপে দ্রবীভূত হইয়াছে, এইজন্য এই তীর্থ জ্ঞানবাপী নামে বিখ্যাত হইবে। ইহা স্পর্শ করিলেই সমস্তপাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। জ্ঞানোদকতীর্থ স্পর্শ করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ হয় এবং ইহার জলে আচমন করিলে অশ্বমেধ ও রাজসূয় যজ্ঞের ফল হয়। ফল্গু-তীর্থে স্নান করিয়া পিতৃলোকের তর্পণ করিলে যে ফল হইয়া থাকে, এই জ্ঞানবাপীতীর্থে শ্রাদ্ধ করিলেও সেই ফললাভ হয়। বৃহস্পতিবারে পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত শুক্লাষ্টমীতে যদি ব্যতি-পাত যোগ হয়, তবে সেই দিনে এই তীর্থে শ্রাদ্ধ করিলে তাহাতে গয়াশ্রাদ্ধাপেক্ষা কোটীগুণ ফল হয়। পুষ্করতীর্থে পিতৃগণের তর্পণ করিয়া যে পুণ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই তীর্থে তিলতর্পণ করিলে তাহা অপেক্ষা কোটীগুণ অধিক ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। [কাশী দেখ]

জ্ঞানবিমলগণি, ভানুমেরুর শিষ্য। ইনি ১৬৫৪ সংবতে শব্দপ্রভেদপ্রকাশটীকা রচনা করেন।

জ্ঞানশাস্ত্র (ক্লী) জ্ঞানপ্রদায়কং শাস্ত্রং কর্ম্মধাঃ। মুক্তিশাস্ত্র।

জ্ঞানসাগর (১) তপাগচ্ছ জৈনসম্প্রদায়ভুক্ত দেবসুন্দরের পঞ্চশিষ্যের মধ্যে প্রথম শিষ্য। ইনি আবশ্যক, অর্ঘনির্যুক্তি, শ্রীমুনিসুব্রতস্তব, ঘনৌঘনবখণ্ডপার্শ্বনাথ স্তব প্রভৃতি পুস্তকের অবচূর্ণি লিখিয়া যান।

(২) রত্নসিংহের শিষ্য ও লব্ধিসাগরের গুরু।

(৩) পরমহংসপদ্ধতি প্রণেতা।

জ্ঞানসাধন (ক্লী) জ্ঞানস্য সাধনং ৬তৎ। ১ ইন্দ্রিয়। ২ তত্ত্ব-জ্ঞানসাধন, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন প্রভৃতি শ্রবণ-মননাদি জ্ঞান দ্বারা সাধিত হয়।

জ্ঞানসিন্ধুযোগীন্দ্র, বিষ্ণুসহস্রনামভাষ্যটীকা প্রণেতা।

জ্ঞানহত (ত্রি) জ্ঞানং হতং যস্য বহুব্রী। যাহার জ্ঞান হত হইয়াছে, অজ্ঞান।

জ্ঞানাকর (পুং) জ্ঞানস্য আকরঃ ৬তৎ। জ্ঞানের আকর, বুদ্ধ।

জ্ঞানানন্দ (পুং) জ্ঞানমেব আনন্দঃ রূপককর্ম্মধাঃ। জ্ঞানরূপ আনন্দ অর্থাৎ জ্ঞানই, মুক্তপুরুষসকল সর্ব্বদাই জ্ঞানানন্দ ভোগ করেন। তাঁহারা নিয়তই জ্ঞানরূপে অবস্থিতি করেন।

(১) শিবগীতাটীকা প্রণেতা, অখ্যাজীভট্টের গুরু।

(২) সিদ্ধান্তমুক্তাবলী প্রণেতা, প্রকাশানন্দের গুরু।

(৩) ঈশাবাস্যোপনিষট্টীকা, কৌলার্ণব, ছান্দোগ্যোপ-নিষচ্চন্দ্রিকা, জাবালোপনিষট্টীকা, তত্ত্বচন্দ্রটীকা, তত্ত্বার্থদীপিকা, যোগসূত্রটীকা, রুদ্রবিধানপদ্ধতি, বাক্যসুধাটীকা, সিদ্ধান্ত-সুন্দর, সৌভাগ্যোপনিষট্টীকা প্রভৃতি গ্রন্থকার।

জ্ঞানাপন্ন (ত্রি) জ্ঞানং আপন্নঃ ২তৎ। জ্ঞান প্রাপ্ত, যিনি জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন, জ্ঞানী।

জ্ঞানামৃত (ক্লী) জ্ঞানমেব অমৃতং রূপকর্ম্মধাঃ। জ্ঞান-রূপ সুধা। যোগীগণ জ্ঞানামৃত পান করিয়া অমরত্ব লাভ করেন।

জগতে ভগবৎ প্রাপ্তির দুইটী উপায় কথিত হইয়াছে, জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগ। সাংখ্যমতাবলম্বীরা জ্ঞানযোগ অবলম্বন করিয়া মুক্তিলাভ করেন ও অপর সকলে কর্ম্মযোগ দ্বারা মুক্ত হয়। কিন্তু কর্ম্মযোগ না করিলে জ্ঞানযোগ হইতে পারে না, কর্ম্ম করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধি হয়, তখন চিত্ত হইতে রজঃ, তমঃ বিদূরিত হয় ও বিশুদ্ধসত্বের আবির্ভাব হয়, পরে নির্ম্মল চিত্তে প্রকৃত জ্ঞান উপস্থিত হয়, এইরূপ জ্ঞান হইলে অনা-য়াসেই মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়। জ্ঞানযোগই মুক্তির এক-মাত্র সাধন। [কর্ম্ম দেখ।]

জ্ঞানানন্দকলাধরসেন, অমরুশতকটীকা প্রণেতা।

জ্ঞানানন্দনাথ, রাজমাতঙ্গীপদ্ধতি প্রণেতা।

জ্ঞানামৃতযতি, ঐতরেয়োপনিষদ্ভাষ্যটীকা, তৈত্তিরীয়োপ-নিষদ্ভাষ্যটীকা, সাংখ্যসূত্রটীকা প্রভৃতি টীকাকার।

জ্ঞানার্ণব (পুং) জ্ঞানস্য অর্ণবঃ ৬তৎ। জ্ঞানসমুদ্র।

জ্ঞানাপোহ (পুং) জ্ঞানস্য অপোহঃ ৬তৎ। জ্ঞানলোপ, বিস্মরণ।

জ্ঞানাভ্যাস (পুং) জ্ঞানস্য অভ্যাসঃ ৬তৎ। জ্ঞানের অভ্যাস, জ্ঞেয় বিষয়ের চিন্তন, কথনপ্রবোধনাদি।

"তচ্চিন্তনং তৎকথনমন্যোন্যং তৎপ্রবোধনম্।
এতদেকপরত্বঞ্চ জ্ঞানাভ্যাসং বিদুর্বুধাঃ।"
সর্গাদাবেব নোৎপন্নং দৃশ্যং নাস্ত্যেব তৎ সদা।
ইদং জগদহঞ্চেতি বোধাভ্যাসং বিদুর্বুধাঃ॥" (বেদান্তসার)

সর্ব্বদাই ঈশ্বরনামাদি কীর্ত্তন প্রভৃতি, আদি সর্গে আমি উৎপন্ন হই নাই, এই দৃশ্যজগৎ কিছুই নহে, এই জগৎ মিথ্যা, আমিই সত্যস্বরূপ ইত্যাদিরূপ শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন প্রভৃতিকে জ্ঞানাভ্যাস বলা যায়।

জ্ঞানাবরণীয় (ত্রি) যদ্দ্বারা জ্ঞান অবরুদ্ধ হয়। [জৈন দেখ।]

জ্ঞানাসন (পুং) রুদ্রযামলোক্ত আসনবিশেষ। এই আসনে বসিয়া যোগ করিলে শীঘ্র যোগাভ্যাসী হওয়া যায় এবং এই আসন জ্ঞানসিদ্ধিপ্রকাশক। এইজন্য যোগেচ্ছু ব্যক্তিমাত্রেরই

এই আসন করিয়া যোগ করা উচিত।* রুদ্রযামলে এই আসন প্রস্তুত-প্রণালী এইরূপ, দক্ষিণপাদের ঊরুমূলে বামপাদতল এবং দক্ষিণপার্শ্বে দক্ষিণপাদতল সংযোজিত করিয়া ধারণ করিবেক। এই আসন নিরন্তর করিতে করিতে পাদগ্রন্থিসকল শিথিল হইয়া পড়ে।

জ্ঞানিন্ (ত্রি) জ্ঞানমস্ত্যস্য জ্ঞান-ইনি (অতইনিঠনৌ)। পা ৫।২ ১১৫) ১ জ্ঞানযুক্ত, ব্রহ্মসাক্ষাৎকারযুক্ত। "জ্ঞানান্মুক্তিঃ" জ্ঞান হইলেই মুক্ত হয়। মায়াবন্ধরহিত জ্ঞানিপুরুষ সর্ব্বদাই ভগবদুপাসনায় প্রবৃত্ত থাকেন। ভগবান্ বলিয়াছেন, চারিজন আমার আরাধনা করে। পীড়িত, তত্ত্বজ্ঞানেচ্ছু, দরিদ্র ও জ্ঞানী এই চারিজন আমাকে ভজনা করে। তাহাদিগের মধ্যে জ্ঞানীই একমাত্র শ্রেষ্ঠ ও আমার প্রিয়। শুক, নারদ প্রভৃতি জ্ঞানী, ইহাদের কোন বিষয়ের কামনা নাই, অথচ দিবারাত্র হরিগুণানুকীর্ত্তন প্রভৃতি করিয়া থাকেন। জ্ঞানিব্যক্তিরও বর্ণাশ্রমধর্ম্মোচিত কার্য্য করা কর্ম্মক্ষয়ের জন্য আবশ্যক।

"জ্ঞানিনাজ্ঞানিনা বাপি যাবদ্দেহস্য ধারণম্;
তাবৎ বর্ণাশ্রমং প্রোক্তং কর্ত্তব্যং কর্ম্মমুক্তয়ে॥" (সাংখ্যভাষ্য)

এবং জ্ঞানবান্ ব্যক্তিসকল অনেক জন্মের পর ভগবান্‌কে পাইয়া থাকে। ২ বোধযুক্ত মাত্র, অর্থাৎ সামান্য জ্ঞানমাত্র বোধ থাকিলেই জ্ঞানী হয়।

"জ্ঞানিনোমনুজাঃ সত্যং কিন্তু তে নহি কেবলম্।
যতোহি জ্ঞানিনঃ সর্ব্বে পশুপক্ষিমৃগাদয়ঃ॥" (চণ্ডী ১ অং)

জ্ঞানেন্দ্রসরস্বতী, বামনেন্দ্রসরস্বতীর শিষ্য ও তত্ত্ববোধিনী, সিদ্ধান্তকৌমুদীটীকা ও প্রশ্নোপনিষদ্‌ভাষ্য প্রণেতা।

জ্ঞানেন্দ্রস্বামী, ব্রহ্মসূত্রার্থপ্রকাশিকা প্রণেতা।

জ্ঞানোত্তম, গৌড়েশ্বরাচার্য্যের উপাধিভেদ।

জ্ঞানোত্তমমিশ্র, নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিচন্দ্রিকা গ্রন্থপ্রণেতা।

জ্ঞানোপদেশ, শঙ্করাচার্য্য প্রণীত উপদেশ গ্রন্থবিশেষ।

জ্ঞানেন্দ্রিয় (ক্লী) জ্ঞায়তে বুধ্যতেঽনেনেতি জ্ঞা-করণে ল্যুট্ বা জ্ঞানপ্রকাশকং জ্ঞানসাধনং বা ইন্দ্রিয়ং। জ্ঞানসাধন ইন্দ্রিয়, যে ইন্দ্রিয়দ্বারা জ্ঞান জন্মে। জ্ঞানেন্দ্রিয় ৫টী, শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষুঃ, জিহ্বা, নাসিকা।

"জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি শ্রোত্রত্বক্‌চক্ষুর্জিহ্বাশ্চ নাসিকাঃ" (শাং ত্রি) শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই ৫টী পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়। শ্রোত্রের শব্দ, ত্বকের স্পর্শ, চক্ষুর রূপ, জিহ্বার রস, নাসিকার গন্ধ। এই পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের ৫টী অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন যথা, শ্রোত্রের দিক্, ত্বকের বায়ু, চক্ষুর সূর্য্য, জিহ্বার বরুণ, নাসিকার অশ্বিনীকুমারদ্বয়। ভাগবৎ প্রভৃতিতে মনকেও জ্ঞানেন্দ্রিয় বলিয়াছেন, কিন্তু মন কেবল জ্ঞানেন্দ্রিয় নহে, ইহাকে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় এই উভয়াত্মক ইন্দ্রিয় বলাই সঙ্গত। দর্শনকারগণ "উভয়াত্মকং মনঃ" ইত্যাদি সূত্রদ্বারা মনের উভয়েন্দ্রিয়ত্বই প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

[ইন্দ্রিয় দেখ।]

জ্ঞাপিকদেব স্মৃতিসারপ্রণেতা।

জ্ঞানোৎপত্তি (স্ত্রী) জ্ঞানস্য উৎপত্তিঃ ৬তৎ। জ্ঞানের উদয়, জ্ঞান জন্মান।

জ্ঞানোদয় (পুং) জ্ঞানস্য উদয়ঃ ৬তৎ। জ্ঞানের উৎপত্তি, জ্ঞান জন্মান।

জ্ঞানোদতীর্থ (ক্লী) জ্ঞানোদ ইতি নাম্না বিখ্যাতং তীর্থং কর্ম্মধা। বারাণসীর অন্তর্গত তীর্থবিশেষ। এই তীর্থ জ্ঞানবাপী নামে প্রসিদ্ধ। [জ্ঞানবাপী ও কাশী দেখ।]

জ্ঞানোল্কা (স্ত্রী) সমাধিভেদ।

জ্ঞাপক (ত্রি) জ্ঞা-ণিচ্-ণ্বুল্। বোধক, যে জানায়, আবেদক। যাহার দ্বারা জানিতে পারা যায়, যাহার দ্বারা ব্যক্ত হইয়া পড়ে, সূচক, ব্যঞ্জক। যে ব্যক্ত করে, যে প্রচার করে, প্রচারক

জ্ঞাপন (ক্লী) জ্ঞা-ণিচ্-ল্যুট্। আবেদন, বিদিতকরণ, বোধন, জানান, বিজ্ঞাপন।

জ্ঞাপনীয় (ত্রি) জ্ঞা-ণিচ্-অনীয়। নিবেদনীয়, যাহা জ্ঞাপন করিতে হইবে বা করা উচিত বা আবশ্যক, কিংবা করিবার যোগ্য।

জ্ঞাপয়িতৃ (ত্রি) জ্ঞা-ণিচ্-তৃন্। যে জানায়, জ্ঞাপক, বোধক।

জ্ঞাপ্তি (স্ত্রী) জ্ঞা-ণিচ্ ভাবে ক্তিন্। জ্ঞাপন। জ্ঞপ্তিও হয়।

জ্ঞাপিত (ত্রি) জ্ঞা-ণিচ্-ক্ত। যাহা জানান হইয়াছে।

জ্ঞাপ্য (ত্রি) জ্ঞাপনযোগ্য।

---

* "অথাতদাসনং কৃত্বা সর্ব্বব্যাধি বিনাশনং।
যোগাভ্যাসী ভবেৎ ক্ষিপ্রং জ্ঞানাসনপ্রসাদতঃ।
দক্ষপাদোরুমূলেতু বামপাদতলং তথা।
দক্ষপাদতলং দক্ষপার্শ্বে সংযোজ্য ধারয়েৎ।
এতজ্জ্ঞানাসনং নাম জ্ঞানবিদ্যাপ্রকাশকম্।
নিরন্তরং যঃ করোতি তস্যগ্রন্থিঃ শ্লথাভবেৎ।" (রুদ্রযামল)

† চতুর্বিধাভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানীচ ভরতর্ষভ।
তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তি র্বিশিষ্যতে।
প্রিয়োহি জ্ঞানিনোঽত্যর্থ মহংসচ মম প্রিয়ঃ।
উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে জ্ঞানীত্বাত্মৈব মেমতং।
আস্থিতঃ সহিযুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিং।
বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ। (গীতা ৭ অং)

জ্ঞাস (পুং) জ্ঞা অববোধনে জ্ঞা-অসুন্। জ্ঞাতি।
"জ্ঞাস উতবা সজাত্যান্" (ঋক্ ১।১০৯।১১)
"জ্ঞাসঃ জ্ঞাতয়োঃ" (সায়ণ)

জ্ঞীপ্সা (স্ত্রী) জ্ঞাতুমিচ্ছা, জ্ঞপ-সন্-অ ততষ্টাপ্। জানিবার নিমিত্ত ইচ্ছা।

জ্ঞীপ্স্যমান (ত্রি) জ্ঞপ-সন্ কর্ম্মনি শানচ্। জানিবার জন্য ইচ্ছুক।

জ্ঞু (বৈ) জানু।

জ্ঞুবাধ (ত্রি) (বৈ) জানু পাতিয়া।

জ্ঞেয় (ত্রি) জ্ঞায়তে ইতি জ্ঞা-কর্ম্মণি যৎ। জ্ঞানযোগ্য, জ্ঞাতব্য।

এই জগতে একমাত্র ব্রহ্মই জ্ঞেয়। এই জ্ঞেয়-পদার্থের বিষয় গীতায় এই প্রকার উক্ত হইয়াছে। হে অর্জ্জুন! এখন তোমার নিকট জ্ঞেয়বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর—এই জ্ঞেয়-পদার্থ জানিতে পারিলে অমৃতত্বলাভ (মোক্ষলাভ) হইয়া থাকে। ইহা জানিলে সুখ-দুঃখাদির অতীত হইতে পারা যায়। ইহার স্বরূপ এইরূপ—সেই অনাদি ব্রহ্ম ও আমি নির্ব্বিশেষ, তিনি সৎ বা অসৎ নহেন। তাঁহার হস্ত, পদ, চক্ষুঃ, কর্ণ ও মুখ সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছে এবং তিনি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত আছেন, তিনি সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয়বিহীন, কিন্তু ইন্দ্রিয়গণও তাঁহার বিষয়সমস্তের প্রকাশক। তিনি সঙ্গরহিত, অথচ সকলের আধারস্বরূপ। তিনি গুণহীন, কিন্তু সকল গুণভোক্তা। তিনি সচরাচর সমস্ত ভূতের অন্তরে অবস্থিতি করিতেছেন, তিনি অতি সূক্ষ্ম, এই জন্য অবিজ্ঞেয়। তিনি সকল ভূতমধ্যে অবিভক্ত থাকিয়াও কার্য্যভেদে বিভিন্নরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি ভূতগণের স্রষ্টা, পাতা ও সংহর্ত্তা। তিনি জ্যোতিঃপদার্থের জ্যোতি ও জ্ঞানের অতীত* (গীতা)।

যতদিন পর্য্যন্ত জ্ঞেয়-পদার্থ জানা না যায়, ততদিন আর উদ্ধারের উপায় নাই। কিন্তু ইহাই জ্ঞেয়-পদার্থ অথচ অতি দুর্ব্বিজ্ঞেয়।

শ্রুতি বলিয়াছেন,—
"যতোবাচঃ নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।"

যে স্থলে মন ও বাক্য যাইতে না পারিয়া প্রত্যাগত হয়, তাহাই জ্ঞেয়-পদার্থ। আদি সর্গকালে যাহা হইতে এই ভূত সকল উৎপন্ন হয় এবং যাহার কৃপায় জীবিত থাকে এবং যুগক্ষয়ে যাহাতে প্রলীন হয়, সেই পদার্থই জ্ঞেয়। [ব্রহ্ম দেখ।]

জ্ঞেয়জ্ঞ (ত্রি) জ্ঞেয়ং জানাতি জ্ঞেয়-জ্ঞা-ক। আত্মজ্ঞানী, তত্ত্বজ্ঞ।

জ্ঞেয়তা (স্ত্রী) জ্ঞেয়স্য ভাবঃ জ্ঞেয়-ভাবে তল্-টাপ্। জ্ঞেয়ত্ব।

জ্মন্ [বৈ] অন্তরীক্ষ নাম।
"উদেতি সূর্য্যোঽতিজ্মন্"। (ঋক্ ৭।৬০।২)
'জ্মন্তরীক্ষে গচ্ছন্'। (সায়ণ)
২ পৃথিবীতে বর্ত্তমান জন্তু। "ভূরধ জ্মন্তে" (ঋক্ ৭।২১।৬)
'জ্মন্ পৃথিব্যাং বর্ত্তমানান্ জন্তূন্' (সায়ণ)

জ্ময়া (ত্রি) পৃথিবীতে যাহার উৎপত্তি হয়। "জ্ময়া অত্র বসবঃ। (ঋক্ ৭।৩৯।৩) 'পৃথিব্যাং ভবাঃ' (সায়ণ)

জ্য (ত্রি) উৎপীড্য।

জ্যা (স্ত্রী) জ্যা-ড ততষ্টাপ্। ধনুর্গুণ। পর্য্যায়—মৌর্ব্বী, শিঞ্জিনী, গুণ, শিঞ্জা, জীবা, পতঞ্জিকা, গব্যা, বাণাসন, দ্রুণা। (হেমচন্দ্র) [ধনুর্গুণ দেখ।]

জ্যাকা (স্ত্রী) কুৎসিতা জ্যা জ্যাশব্দাৎ কুৎসায়াং কঃ। কুৎসিত জ্যা।
"জ্যাকা অধিধন্বসু" (ঋক্ ১০।১৩৩।১) 'জ্যাকাঃ কুৎসিতা জ্যা' (সায়ণ)

জ্যাঘাতবারণ (ক্লী) জ্যায়া আঘাতং বারয়ত্যনেন করণে বারি-ল্যুট্। ধনুর্দ্ধরগণের হস্তনিবদ্ধ চর্ম্মবিশেষ।

জ্যাঘোষ (পুং) জ্যায়াঃ ঘোষঃ ৬তৎ। জ্যাশব্দ।

জ্যান (ক্লী) উৎপীড়ন, অত্যাচার।

জ্যানি (স্ত্রী) জ্যা-নি (বীজ্যাজ্বরিভ্যোনিঃ। উণ্ ৪।৪৮) ১ বয়োহানি। ২ তটিনী। ৩ জীর্ণ। (শব্দরত্নাবলী)

জ্যামিতি (স্ত্রী) গণিতশাস্ত্র নানাভাগে বিভক্ত; ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ দ্বারা আমরা বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিয়া থাকি, তন্মধ্যে যদ্দ্বারা আমরা ভূমি-পরিমাণ-সম্বন্ধীয় বিষয় অবগত হইতে পারি, তাহাকে সাধারণতঃ জ্যামিতি কহে। জ্যা=পৃথিবী (ভূমি) এবং মিতি=পরিমাণ, এই দুই কথা হইতে জ্যামিতি কথার উৎপত্তি হইয়াছে। ইংরেজি ভাষায় ইহাকে Geometry কহে। Geo=earth এবং metron=measure, এই দুই কথা হইতে Geometry কথাটি হইয়াছে। জ্যামিতি

---

* "জ্ঞেয়ং যৎ তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে।
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে॥
সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখং।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥
সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্।
অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ॥
বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ॥
অবিভক্তং বিভক্তেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।
ভূতভর্ত্তৃ চ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ॥
জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্য বিষ্ঠিতম্॥" (গীতা ১৩।১৩-১৭)
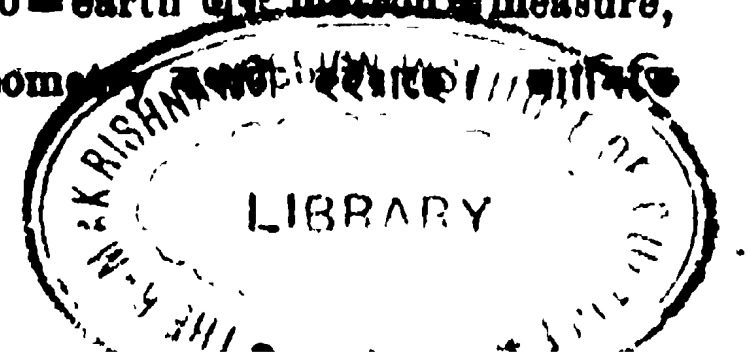
দ্বারা বিশেষ বিশেষ স্থান বা ক্ষেত্রের বিভিন্ন অংশের পরস্পর সম্বন্ধ নির্ণীত হয়; ইহাতে রেখা, কোণ, সমতল ও ঘন-পরিমাণ প্রভৃতির বিষয় আলোচিত হইয়া থাকে। জ্যামিতি নানাভাগে বিভক্ত, যথা—সমতল ও ঘন জ্যামিতি, ব্যবচ্ছেদক বা বৈজিক জ্যামিতি, চিত্রজ্যামিতি (Descriptive Geometry), উচ্চতর জ্যামিতি। সমতল ও ঘন জ্যামিতিতে সরলরেখা, সমতলক্ষেত্র এবং তত্তৎ সম্বন্ধীয় ঘনপরিমাণ ও বৃত্তের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। উচ্চতর জ্যামিতিতে সূচীচ্ছেদ, বক্ররেখা এবং তন্নির্ম্মিত ক্ষেত্রাবলীর বিষয় আলোচিত এবং চিত্রজ্যামিতিতে পরিলেখাদির নিয়ম প্রদর্শিত হয়। দুইটী সমতল ক্ষেত্রের উপর কোন ঘনক্ষেত্রের তত্ত্বাদির অনুশীলন করাই জ্যামিতির এই বিভাগের উদ্দেশ্য। চিত্রজ্যামিতি দ্বারা অনেক কার্য্য সহজে সম্পন্ন হয়; ইহার কার্য্যকারিতা অনেক। একটী সমতলক্ষেত্র অন্য একটীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে দুইটীর পরস্পর সমপাতে দ্বিরাবৃত্ত-বক্ররেখা উৎপন্ন হয়। খিলান-প্রস্তুতকালে চিত্রজ্যামিতি দ্বারা অনেক সাহায্য হয়, ইহা দ্বারা খিলানের উপযোগী করিয়া প্রস্তরাদি কর্ত্তন করা যাইতে পারে।

বৈজিক জ্যামিতি ডেকার্ট (Des cartes) কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত হইয়াছে। বৈজিক-জ্যামিতি দ্বারা জ্যামিতিক ক্ষেত্রে বীজগণিত ও সূক্ষ্মমানগণিতের নিয়মাদি প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। বৈজিক-জ্যামিতি কখন কখন ব্যবচ্ছেদক-জ্যামিতি নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা সমতল ও বক্রক্ষেত্রের ধর্ম্ম অবগত হওয়া যায়।

জ্যামিতি যুক্তির সহিত অতিশয় নিকট সম্বন্ধ। পূর্ব্বকালে একমাত্র জ্যামিতিশিক্ষায় প্রকৃতরূপে চিন্তা ও যুক্তির অনুশীলন হইত।

জ্যামিতির উৎপত্তি-নির্ণয় করা অতিশয় দুঃসাধ্য। যাহা হউক, এতৎ সম্বন্ধে আমরা নিম্নলিখিতরূপ ইতিবৃত্ত দেখিতে পাই।

হিরোডোটাস্ (Herodotus) বলেন, ১৪১৬-১৩৫৭ পূঃ খৃঃ সিসোস্ত্রিসের (Sesostris) রাজত্বকালে ইজিপ্তদেশে এই বিদ্যার প্রথম উৎপত্তি হয়। ইজিপ্তের প্রজাবৃন্দের উপর কর ধার্য্য করিবার জন্য সকলের অধিকৃত ভূ-পরিমাণ অবধারণ করা আবশ্যক হইলে, তাহাদিগের ভূমি মাপ করিবার জন্য জ্যামিতির প্রথম সূত্রপাত হইল; কিন্তু ইজিপ্ত বা কালদিয়বাসিদিগের এ সম্বন্ধে কোন লিখিত বৃত্তান্ত নাই।

কেহ কেহ বলেন, নীলনদীর বন্যাহেতু প্রতিবৎসরই ইজিপ্তবাসিদিগের জমীর সীমানিদর্শন বিলুপ্ত হইয়া যাইত। তাহাদিগের অধিকৃত জমীর সীমা অন্ততঃ যাহাতে তাহারা মনে করিয়া রাখিতে পারে, এই জন্য ভূমির সীমানির্ণায়ক কোন বিদ্যার আবিষ্কার করিতে তাহারা বাধ্য হইয়াছিল। এই বিদ্যাই ক্রমে পরিশোধিত ও পরিস্ফুট হইয়া বর্ত্তমান জ্যামিতিতে পরিণত হইয়াছে।

অপর একটী উপাখ্যানে আমরা অবগত হই যে, ভূমি নির্দ্ধারণ করিবার জন্য দেবগণ মনুষ্যদিগকে এই বিদ্যাশিক্ষা দিয়াছেন।

প্রোক্লাস্ (Proclus) ইযুক্লিডের টীকায় লিখিয়াছেন, প্রসিদ্ধ জ্যামিতিবিদ্ থেল্‌স্ (Thales) ইজিপ্ত হইতে শিক্ষা করিয়া গ্রীসে এই বিদ্যা প্রচার করেন। অতি শীঘ্রই গ্রীসে এই বিদ্যার যথেষ্ট আদর প্রাপ্ত হইল। গ্রীকগণ একান্ত আগ্রহের সহিত ইহার অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইল। থেল্‌সের (Thales) অনেক শিষ্য জুটিল। পিথাগোরাস্ (Pythagoras) সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উন্নতিসাধন করিলেন। ইনিই প্রথমে জ্যামিতিকে যুক্তিমূলক বৈজ্ঞানিক সোপানে আনয়ন করেন। পিথাগোরাস্ জ্যামিতির অনেকগুলি প্রতিজ্ঞা আবিষ্কার করিয়াছেন। ইযুক্লিডের প্রথম অধ্যায়ের ৪৭ প্রতিজ্ঞাটী ইহার অনুশীলনের ফল। পিথাগোরাসের পর অনেকগুলি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ক্লাজোমেনির আনক্‌সগোরস্ (Anaxagoras of Clazomenæ), ব্রিসো (Briso), আন্টিফো (Antipho), চিয়সের হিপোক্রেটিস (Hippocrates of Chios), জেনোডোরাস্ (Zenodorus) ডিমোক্রিটাস্ (Democritus), সাইরিনের থিয়োডোরাস্ (Thesdorus of cyrene) এবং ইনোপিডিস্ (Enopidis) প্রধান। প্লেটো (Plato) বলিতেন, জ্যামিতি সকল বিজ্ঞানের প্রধান এবং উচ্চতর বিজ্ঞানে প্রবেশের সোপানস্বরূপ। আথেন্স্ (Athens) নগরে তাঁহার বিদ্যালয়ের প্রবেশদ্বারে নিম্নলিখিত উৎকীর্ণ লিপিটী দেদীপ্যমান ছিল। 'জ্যামিতি-অনভিজ্ঞ কোন ব্যক্তি যেন ইহার অভ্যন্তরে প্রবেশ না করে, ইনি জ্যামিতির বিশ্লেষণপ্রণালী, জ্যামিতিক অবস্থিতি, এবং সূচীচ্ছেদের আবিষ্কর্ত্তা। তদানীন্তনকালে এই সূচীচ্ছেদকেই উচ্চতর জ্যামিতি বলিত। প্লেটোর অনেক শিষ্য জ্যামিতির অনেক উন্নতি করিয়াছেন—অনেকে জ্যামিতিক পুস্তক লিখিয়াছিলেন, কিন্তু সেগুলি আর এখন পাওয়া যায় না। কিন্তু ইহার শিষ্যের মধ্যে দুইজন অতি প্রধান—ইযুডোক্সস্ (Eudoxus) এবং আরিষ্টটল (Aristotle)। ইযুডোক্সস্ (Eudoxus) ইযুক্লিডের পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণিত অনুপাত-নিয়মের আবিষ্কারক আরিষ্টটল এবং তাঁহার দুইজন শিষ্য

থিয়োফ্রাষ্টাস্ (Theophrastus) এবং ইয়ুডেমাস্ (Eudemus) জ্যামিতিসম্বন্ধে এক একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। এই শেষোক্ত ব্যক্তির পুস্তক হইতেই প্রোক্লাস্ তাঁহার অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। অটোলিকাস্ (Autolycus) গতিশীল চক্র বা বৃত্তের সম্বন্ধে একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছেন। কথিত আছে, ইয়ুক্লিডের শিক্ষক প্রথিতনামা আরিষ্টিয়াস্ (Aristœus) সূচীচ্ছেদ সম্বন্ধে পাঁচ অধ্যায় এবং জ্যামিতিক ঘনক্ষেত্রের অবস্থিতি সম্বন্ধে পাঁচ অধ্যায় রচনা করিয়াছিলেন। এই পুস্তকের কোন অংশই এখন পাওয়া যায় না।

ইয়ুক্লিড জ্যামিতিক জগতে এক যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন। ইয়ুক্লিডের নাম এবং জ্যামিতি পরস্পরসম্বদ্ধ—একটী বলিলে অপরটী মনোমধ্যে স্বতঃই উদিত হয়। ফলতঃ ইয়ুক্লিডই য়ুরোপীয় জ্যামিতির স্থাপনকর্ত্তা। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থকারগণ তাঁহাদিগের পুস্তকে অনিয়মিতরূপে যে সমস্ত তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া গিয়াছিলেন, ইয়ুক্লিড তাহার সারসংগ্রহ করিয়া সুশৃঙ্খলভাবে জ্যামিতির গঠন করিয়াছেন। ইয়ুক্লিড যেরূপ সর্ব্বাঙ্গীনরূপে জ্যামিতিশাস্ত্রের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, অদ্যাবধি কেহই সেরূপ নৈপুণ্য ও গবেষণা প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তীকালে গ্রীস ও ইজিপ্তে যে সকল জ্যামিতিক প্রতিজ্ঞা আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তিনি সেগুলি সংগ্রহ করিয়া আশ্চর্য্য নৈপুণ্য ও সুশৃঙ্খলাসহকারে ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ে বিভক্ত করিয়াছেন।

ইয়ুক্লিড কোথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে না। ইনি আলেকজেন্দ্রিয়ায় (Alexandria) একটী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া অনেক ব্যক্তিকে গণিত শিক্ষা দিতেন। এই সময় আলেকজেন্দ্রিয়ায় টলেমি সোটার (Ptolemy Soter, first) রাজত্ব করিতেন। ইয়ুক্লিডের অধিকাংশ শিষ্যই গ্রীসবাসী। ইনি ২৮৪ পূঃ খৃঃ অব্দে জীবিত ছিলেন। কথিত আছে, যাহারা গণিতশিক্ষা করিতেন, ইয়ুক্লিড তাহাদিগকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। ইনি কতকগুলি পুস্তক লিখিয়াছেন।

(১) জ্যামিতিসম্বন্ধীয় যুক্তি শিক্ষা করিবার জন্য 'ভ্রান্ততর্ক' সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ। এ পুস্তকখানি এখন পাওয়া যায় না।

(২) সূচীচ্ছেদের চারি অধ্যায়। অপলোনিয়াস্ (Apollonius) এই পুস্তকের অনেক উন্নতিসাধন করিয়া আরও চারি অধ্যায় সংযোজিত করিয়াছেন। কিন্তু ইয়ুক্লিড এই পুস্তক রচনা করিয়াছেন কি না প্রোক্লাস্ সে সম্বন্ধে কিছুই উল্লেখ করেন নাই।

(৩) বিভাগসম্বন্ধীয় পুস্তক। এই পুস্তকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার সমতলের বিষয় লিখিত হইয়াছে।

(৪) ছেদিতঘনক্ষেত্র (Porisms)। ইহা তিন অধ্যায়ে বিভক্ত।

(৫) Locorum and superficium.

(৬) দৃষ্টিবিজ্ঞান ও প্রতিবিম্বদর্শনবিদ্যা।

(৭) জ্যোতির্বিদ্যাবিষয়কদৃষ্টি। ইহাতে মণ্ডলসম্বন্ধীয় জ্যামিতিক-মত আলোচিত হইয়াছে।

(৮) ক্রমবিভাগ এবং লয়প্রবেশ। দ্বিতীয় পুস্তকে লিখিত মত প্রথম পুস্তকে জ্যামিতির নিয়মানুসারে প্রতিবাদ করা হইয়াছে। এইজন্য কেহ কেহ বলেন, প্রথম পুস্তকখানি ইয়ুক্লিড লেখেন নাই। আবার কেহ কেহ বলেন, ২য় পুস্তকখানিও ইঁহার লেখা নয়।

(৯) স্বীকৃতবিষয়াবলী। গ্রীকদিগের যতগুলি জ্যামিতিক বিশ্লেষণের পুস্তক আছে, তন্মধ্যে এইখানিই প্রধান। প্রোক্লাসের শিষ্য মেরিনাস্ (Marinus) এই পুস্তকের ভূমিকায় স্বীকৃত ও অস্বীকৃত বিষয়ের পার্থক্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

(১০) উপক্রমণিকা (জ্যামিতিক), এই জ্যামিতিক উপক্রমণিকাখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নহে; ইহার স্থানে স্থানে অনেক দোষ লক্ষিত হয়। এরূপ কয়েকটী স্বতঃসিদ্ধ আছে, যাহাদিগকে প্রকৃতপক্ষে স্বতঃসিদ্ধ বলা যাইতে পারে না।

অনেক স্থলে যাহা প্রমাণসাপেক্ষ এবং প্রমাণও করা যাইতে পারে, তাহাকে স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে;—যেমন সংজ্ঞানির্দ্দেশকালে লিখিত হইয়াছে যে, বৃত্তের ব্যাস উক্ত ক্ষেত্রকে সমান দুইভাগে বিভক্ত করে। ইহা স্বতঃসিদ্ধ যাহা প্রমাণ করা যাইতে পারে। স্থানে স্থানে বাহুল্যদোষও লক্ষিত হয়। প্রথম অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ প্রতিজ্ঞাটী সেই স্থানে না লিখিলেও চলিতে পারিত; এই প্রতিজ্ঞাটীই আবার পরোক্ষভাবে ১৯শ প্রতিজ্ঞারূপে প্রমাণ করা হইয়াছে। ইয়ুক্লিড কোণের যেরূপ সংজ্ঞা এবং যেরূপে তাহা ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে ৩য় অধ্যায়ের ২১শ প্রতিজ্ঞাটী অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে; অধিকন্তু তাঁহার নির্দ্দেশানুসারে চলিলে ২১শ প্রতিজ্ঞাটী ২২শের সাহায্য ব্যতিরেকে প্রমাণ করা যাইতে পারে না। যাহা হউক, এই পুস্তকে শুদ্ধতার উচ্চ আদর্শ প্রদর্শিত হইয়াছে। যথার্থ এবং প্রয়োজন-কল্পনা-সম্বন্ধে নিশ্চিত এবং অল্প বর্ণনা, শৃঙ্খলার স্বাভাবিক নিয়ম, ভ্রান্তসিদ্ধান্তের পূর্ণ অভাব এবং প্রথম শিক্ষার্থিদিগের উপযোগী যুক্তিযুক্ত প্রমাণাদি হেতু এই পুস্তকখানি সকলের নিকটই অতিশয় আদরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

ইয়ুক্লিড এই পুস্তকখানির ১৩ অধ্যায় লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন; অপর দুই অধ্যায় আলেকজেন্দ্রিয়ার হিপসিক্লিস্

(Hypsicles of Alexandria) সংযোজিত করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, হিপসিক্লিস্ ২য় শতাব্দীতে, আবার কেহ কেহ বলেন, ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন।

প্রথম অধ্যায়ে সমতলক্ষেত্রসম্বন্ধীয় জ্যামিতির আবশ্যক সংজ্ঞা এবং স্বীকার্য্য বিষয়গুলি প্রদত্ত হইয়াছে। অন্যান্য অধ্যায়েও কতকগুলি সংজ্ঞা আছে। যে সমস্ত সরলরেখা ও ত্রিভুজের সহিত বৃত্ত অথবা অনুপাতের কোন সংস্রব নাই, তাহাদিগের বিষয় এই অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। পিথাগোরাসের বিখ্যাত প্রতিজ্ঞাটী এই অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট আছে। অসীম সরলরেখা এবং নির্দ্দিষ্ট কেন্দ্রবিশিষ্ট ও নির্দ্দিষ্ট স্থানব্যাপক বৃত্তের বিষয় লিখিত হইয়াছে। এই অধ্যায়ে দেখা যায়, কম্পাস্ এবং রুল (ruler) জ্যামিতির আনুষঙ্গিক পদার্থ।

ইয়ুক্লিড ২য় অধ্যায়ে বিভক্ত সরলরেখার উপর অঙ্কিত সমচতুর্ভুজ ও আয়তক্ষেত্রের বিষয় বিবৃত করিয়াছেন। পাটীগণিত ও জ্যামিতির প্রয়োগ এই অধ্যায়ে দর্শিত হইয়াছে। অসমকোণ ত্রিভুজের পক্ষে পিথাগোরাসের প্রতিজ্ঞাটী কিরূপ পরিবর্ত্তিত হয়, তাহাও এই স্থলে দৃষ্ট হয়। এই অধ্যায় হইতে বীজগণিতের অনেকগুলি নিয়ম শিক্ষা করা যায়।

তৃতীয় অধ্যায়ে পূর্ব্ব অধ্যায়গুলি দ্বারা অনুমেয় ত্রিভুজের গুণাবলী বিবৃত হইয়াছে।

৪র্থ অধ্যায়ে কেবলমাত্র বৃত্তের সাহায্যে অঙ্কিত সমস্ত নিয়মিত (সমবাহু ও সমকোণবিশিষ্ট) পঞ্চভুজ, ষড়্ভুজ, পঞ্চদশভুজবিশিষ্ট ক্ষেত্রের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ৫ম অধ্যায়ে আয়তনের অনুপাত লিখিত আছে।

৬ষ্ঠ অধ্যায়ে ইয়ুক্লিড জ্যামিতিক ক্ষেত্রে অনুপাতের প্রয়োগ এবং সদৃশক্ষেত্রের বিষয় বর্ণন করিয়াছেন।

৭ম অধ্যায়ে পাটীগণিতের সংজ্ঞা আলোচিত এবং দুইটী রাশির গরিষ্ঠ সাধারণ ও লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক বাহির করিবার প্রণালী ও মূলরাশির তত্ত্ব প্রমাণিত হইয়াছে।

৮ম অধ্যায়ে গ্রন্থকার দুইটী অখণ্ডরাশির মধ্যে ২টী পূর্ণ মধ্যঅনুপাত স্থাপনের সম্ভাবনা প্রদর্শন করিয়া ক্রমিক ও মধ্যঅনুপাতের আলোচনা করিয়াছেন।

৯ম অধ্যায়ে বর্গ ও ঘনসংখ্যা এবং (plane and solid numbers) দুই কিংবা তিন পূরিতাঙ্কবিশিষ্ট সংখ্যার বিষয় বর্ণিত আছে। এই অধ্যায়ে ক্রমিক, অনুপাত ও মূলরাশির উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এইস্থলে মূলরাশির অসংখ্যতা ও পূর্ণসংখ্যা বাহির করিবার প্রণালী প্রদর্শিত হইয়াছে।

দশম অধ্যায়ে ১১৭টী প্রতিজ্ঞা দেখা যায়। এই অধ্যায় কতকগুলি অসম গুণনীয়কের আলোচনায় ব্যয়িত হইয়াছে। এস্থলে ইয়ুক্লিড দেখাইয়াছেন যে, বীজগণিত ব্যতীত জ্যামিতি দ্বারা অনেক কার্য্য হইতে পারে। কিন্তু বীজগণিতে ব্যুৎপন্ন ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কাহারও এই অধ্যায় পাঠ করা যুক্তিসিদ্ধ নহে। এই অধ্যায় গণিতের ইতিহাসরূপে পাঠ্য।

১১শ অধ্যায়ে ঘন (solid) জ্যামিতি অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন সরলরৈখিক ও ঘনক্ষেত্রবিশিষ্ট (Plane and solid figures) জ্যামিতির সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই অধ্যায়ে সরলরৈখিক ক্ষেত্রের ছেদ ও ছয়টী সামন্তরালিক ক্ষেত্রবেষ্টিত ঘনক্ষেত্রের বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

১২শ অধ্যায়ে ছেদিত ঘনক্ষেত্র, ক্ষেপণী, নলাকৃতি ও মোচাকৃতি ক্ষেত্রের বিষয় অবগত হওয়া যায়। অধিকন্তু এই অধ্যায়ে দেখান হইয়াছে যে, ব্যাসের উপর অঙ্কিত চতুর্ভুজগুলির পরস্পর যে অনুপাত, বৃত্তগুলিরও পরস্পর সেই অনুপাত, এবং বর্ত্তুল (spheres) ব্যাসের উপর অঙ্কিত ঘনক্ষেত্রের সমানুপাতবিশিষ্ট। Method of exhaustion এইস্থলে প্রদর্শিত হইয়াছে

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে দশম অধ্যায়ের কতকগুলি সিদ্ধান্ত নিয়মিত ক্ষেত্রে প্রযুক্ত এবং ৫টী নিয়মিত ক্ষেত্রের একত্র অঙ্কনের উপায় প্রদর্শিত হইয়াছে।

১৪শ ও ১৫শ অধ্যায়ে ৫টী নিয়মিত ঘনক্ষেত্রের পরস্পরের অনুপাত ও একের মধ্যে অপরের অঙ্কন আলোচনা করিয়াছেন।

ইয়ুক্লিডের পর ২৩০ পূঃ খৃঃ অব্দে অপলোনিয়াস্ পরগিয়াস্ (Apollonius Pergæus) জ্যামিতিবিষয়ে অনেক উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। এই সময় আর্কিমিডিস্ (Archimedes) প্যারাবোলা ক্ষেত্র এবং পূর্ব্বোক্ত অপলোনিয়াস্ অতিক্ষেত্র ও দীর্ঘবৃত্ত আবিষ্কার করেন।

ইয়ুক্লিডের পর গ্রীসীয় অনেক পণ্ডিত উৎসাহের সহিত জ্যামিতি অনুশীলন করিতে আরম্ভ করিলেন। যখন গ্রীস দেশ রোমের অধীন হইল, তখনও এইদেশে অনেক প্রসিদ্ধ জ্যামিতিবিদ্ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহাদিগের মধ্যে টলেমি (১৪৭ খৃঃ অব্দে), পপাস্ (৩৯৫ খৃঃ অব্দে), প্রোক্লাস্ (৫ম শতাব্দী) এবং ইয়ুটোসাস্ (Eutocious—৬ষ্ঠ শতাব্দী) প্রধান।

এইকালে রোমকগণ পাশ্চাত্য-জগতে অতিশয় প্রতাপশালী বলিয়া গণ্য হইত, কিন্তু গণিতে তাহারা নিতান্ত অজ্ঞ ছিল। যাহারা গণকতা ও দৈবজ্ঞগিরি করিত, তাহাদিগকেই রোমকগণ গণিতবিদ্ বলিত। বস্তুতঃ রোমের প্রাধান্যকালে জ্যামিতিবিদ্যার কোনরূপ উৎকর্ষ সাধিত হয় নাই। একমাত্র বিথিয়াস্ (Bœthius) ব্যতীত অন্য কোন রোমকই

জ্যামিতির আলোচনা করে নাই। আবার বিথিয়াস্ যাহা করিয়াছেন, তাহাও গ্রীকদিগের অনুবাদমাত্র।

রোমসাম্রাজ্যধ্বংসের পর যখন অসভ্যগণ প্রবল হইয়া উঠিল এবং ৭ম শতাব্দীতে যখন মুসলমানগণ অতিশয় ক্ষমতাশালী হইয়া য়ুরোপের অনেক রাজ্য ধ্বংস ও লুণ্ঠন করিতে লাগিল, তখন গ্রীকদিগের গণিতবিদ্যাও শীঘ্র শীঘ্র বিলুপ্ত হইতে লাগিল।

এইকালে যাহারা গণিত ও বিজ্ঞানশাস্ত্রের আলোচনা করিত, তাহাদিগকে সকলেই ঐন্দ্রজালিক বলিয়া ঘৃণা ও অনাদর করিত। সৌভাগ্যবশতঃ অতিশীঘ্রই আরবদেশে গণিতশাস্ত্রালোচনার জন্য একটী সমিতি গঠিত হইল। আরবগণ পূর্ব্বে হিন্দুদিগের বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়াছিল। এই শিক্ষাহেতুক এখন তাহারা গ্রীকদিগের জ্যোতির্বিদ্যা ও গণিতবিদ্যা আদর করিতে আরম্ভ করিল। বোগদাদনগরে পাশ্চাত্যগণিত শিক্ষাদিবার জন্য কয়েকটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। আরবগণ অতিশয় আগ্রহ ও উৎসাহ সহকারে গ্রীকবিদ্যার চর্চ্চা আরম্ভ করিল। ৯ম হইতে ১৩শ শতাব্দী পর্য্যন্ত তাহাদিগের মধ্যে অনেক জ্যোতির্ব্বিদ্ ও জ্যামিতিবিদ্ পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে য়ুরোপে পুনরায় এই বিদ্যার আলোচনা আরম্ভ হইল— স্পানিয়ার্ড ও ইতালীয়গণই প্রথমে আরবদিগের নিকট হইতে শিক্ষা করিয়া তাহার অনুশীলনে প্রবৃত্ত হয়। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মুদ্রাঙ্কণপ্রথা আবিষ্কৃত হইলে পর অনেকস্থলে গ্রীকদিগের জ্যামিতি পঠিত হইতে লাগিল। ষোড়শ শতাব্দীতে সর্ব্বত্রই ইয়ুক্লিডের সম্মান এত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল যে, কেহই আর ইয়ুক্লিডের উপক্রমণিকার উৎকর্ষসাধন করিতে চেষ্টা করিল না। অনেকেই উপক্রমণিকার টীকা ও অনুবাদ করিয়াছেন, কিন্তু জ্যামিতির প্রসারতাবৃদ্ধি করিতে বা তাহা কোন কোন অংশ উন্নত করিতে কেহই যত্নশীল হয়েন নাই। বহুকাল পরে কেপ্‌লার (Kepler) প্রথমে অসীমত্বের নিয়ম জ্যামিতিতে প্রবর্ত্তিত করেন। পরে ডেকার্ট সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহার বিষয়ে ভায়েটার (vieta) আবিষ্কার দেখিয়া বৈজিকজ্যামিতি আবিষ্কার করিলেন। পরে সূক্ষ্মমানজ্যামিতি প্রচলিত হইয়াছে। যদিও আরবগণ জ্যামিতির যথেষ্ট অনুশীলন করিয়াছিল, তথাপি তাহারা এবিষয়ে বিশেষ কোন উন্নতিসাধন করিতে পারে নাই। তাহারা অনেক গ্রীক গ্রন্থকারদিগের পুস্তক এবং ইউক্লিডের পুস্তকও অনুবাদ করিয়াছিল। আরব্য ভাষায় অনূদিত অনেকগুলি পুস্তক আছে, তন্মধ্যে দমকাসের অথমানের (Othoman) অনুবাদই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

১১২০ খৃঃ অব্দে বাথনগরের অদেলর্ড (Adelard) নামক জনৈক খৃষ্টসন্ন্যাসী ইয়ুক্লিডের উপক্রমণিকা প্রথমে ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন। গ্রীকভাষায় এই উপক্রমণিকাখানির অনেকগুলি হস্তলিপি আছে।

সিমসন, প্লে-ফেয়ার প্রভৃতি পণ্ডিতগণ প্রথম ৬ অধ্যায় এবং একাদশ ও দ্বাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ করিয়াছেন।

প্রাচীনকালে ইয়ুক্লিডের যে সমস্ত অনুবাদ হইয়াছিল, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

(১) সমগ্র ইয়ুক্লিডের সংস্করণ।

১৫০৫ খৃঃ অব্দে ভিনিশনগরে বারথলমিউ জ্যামবার্টি কর্ত্তৃক লাটিন ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। ১৭০৩ খৃঃ অব্দে ডেভিড্ গ্রিগোরি অক্সফোর্ড যন্ত্রে যে পুস্তকখানি মুদ্রিত করেন, সেই পুস্তকখানিই উৎকৃষ্ট।

২। গ্রীক সংস্করণ। (ক) প্রোক্লাসের টীকাসহিত, ১৫৩৩ খৃঃ অব্দ। (খ) পারিস সংস্করণ (৩) বার্লিন সংস্করণ।

৩। লাটিন সংস্করণ। (ক) কাম্পনাসের সংস্করণ ১৪৮২ খৃঃ অব্দ। (খ) দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪৯১। (৩) আরব্যভাষা হইতে অনুবাদ, কাম্পনাস ও জ্যামবার্টির অনুবাদ ও টীকাসহিত। (৪) লুকাশের সংস্করণ—(ভিনিশ)।

৪। য়ুরোপীয় প্রচলিত ভাষায় অনুবাদ।

(ক) ইংরেজি সংস্করণ—১৫৭০ অব্দ। লণ্ডননগর; পুনরায় ১৬৬১ অব্দ।

(খ) ফরাসী—পারিস্ ১৫৬৫, পুনঃ সংস্করণ ১৬২৩। (গ) জর্ম্মান ১৫৬২। ১৫৫৫ খৃঃ অব্দে ৭ম হইতে ৯ম অধ্যায় অনূদিত হইয়াছিল।

(ঘ) ইতালীয়—১৫৪৩। (ঙ) ওলন্দাজ ১৬০৬ কিংবা ১৬০৮ (চ) সুইস্ ১৭৫৩। (ছ) স্পেনীয়—১৫৭৩ খৃঃ অঃ।

সাধারণতঃ ইয়ুক্লিডের প্রথম ছয় অধ্যায় ও একাদশ অধ্যায় পঠিত হইয়া থাকে। বহুদিন হইতেই এই নিয়ম চলিয়া আসিতেছে। অবশিষ্টাংশ অধ্যয়ন করিতে হইলে উইলিয়মসনের ইংরেজি অনুবাদ এবং হর্সলির লাটিন অনুবাদ পাঠ করা উচিত। বহুসংখ্যক ব্যক্তি ইয়ুক্লিডের সংস্করণ বাহির করিয়াছেন। সকলের নাম লেখা অনাবশ্যক।

আর্কিমিডিস্, অপলোনিয়াস, থিয়ন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ জ্যামিতির উন্নতিসাধন করিয়াছেন। আলেকজেন্দ্রিয়া নগরেই এই বিদ্যার উৎপত্তি এবং এই স্থানেই ইহার উন্নতি। ৬৪০ খৃঃ অব্দে যখন সারেসনগণ (Saracens) উক্ত নগর অধিকার করিল, তখন পর্য্যন্তও উক্ত নগর জ্যামিতির গৌরবে গৌরবান্বিত ছিল। গোলমিতি অর্থাৎ জ্যামিতির যে অংশ

জ্যোতির্বিদ্যার সহিত সংসৃষ্ট, তাহা হিপারকাস্ (Hipparchus), মেনেলস্ (Menelaus), থিয়োডোসিয়াস্ (Theodosius) এবং টলেমি (Ptolemy) প্রভৃতি পণ্ডিতগণ হইতে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে।

নিম্নে গ্রীসীয় জ্যামিতিকারগণের নাম ও তাঁহাদিগের জীবনের মধ্যভাগের সময় প্রদত্ত হইল।

থেল্স্—৬০০ পূঃ খৃঃ অব্দ, অমিরিস্তাস্, পিথাগোরস্ ৫৫০, অনাক্সোগোরাস্, ইনোপাইডিস্, হিপোক্রোতিস্ ৪৫০, থিয়োডোরাস্, আর্কিতস্ লিওডেমাস্ থিটেটাস, অরিসটিয়াস্ ৩৫০, পার্সিয়াস্, প্লেটো ৩৭০, মেনেকমাস্, দিনোসত্রাস্, ইযুডকসাস্ নিয়োক্লাইডিস্, লিয়ন, অমিক্লাস থিয়ুডিয়াস্, সিজিপিনাস্, হারমোটিমস, ফিলিপাস্, ইযুক্লিড ২৮৫, আর্কিমিডিস্ ২৪০, অপলোনিয়াস্ ২৪০, ইরাটোসথনিস্ ২৪০, নিকোমোডস্ ১৫০, হিপারকাস্ ১৫০, হিপাসিক্লিস্ ১৩০ গেমিনাস্ ১০০, থিয়োডোসিয়াস্ ১০০, মেনেলস্ ৮০ খৃঃ অব্দে, টলেমি ১২৫, পপাস্ ৩৯০, সিরিনাস্ ৩৯০, ডাইয়োক্লিস্, প্রোক্লাস্ ৪৪০, মেরিনাস্, ইসিডোরাস্, ইযুটোসিয়াস্ ৫৪০।

সরলরেখা, বৃত্ত এবং সূচীচ্ছেদের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্য্যায়ে বীজগণিতের নিয়ম প্রযুক্ত হইতে পারে এবং এই নিয়মে সরলরেখা প্রভৃতি বিষয়ের তত্ত্ব অতি সহজে আবিষ্কার করা যাইতে পারে। কিছুদিন উক্ত নিয়মেই কার্য্যকলাপ নির্ব্বাহিত হইত, কিন্তু সকল সময় জ্যামিতির কঠোর যুক্তির প্রতি তাদৃশ লক্ষ্য করা হইত না। কালে মঞ্জ (Mongo) চিত্রজ্যামিতির আবিষ্কার করিলেন। পরিপ্রেক্ষিত বিদ্যা ও জ্যামিতিক কোন কোন বিষয়ে বীজগণিত নিরপেক্ষভাবে রেখা, কোণ এবং ক্ষেত্রফল নির্ণয় করিবার আবশ্যক হইয়াছিল। চিত্রজ্যামিতি এই অভাব অনেক পরিমাণে বিদূরিত করিয়াছে। চিত্রজ্যামিতি সাহায্যে উপরিভাগের চিত্র ও উচ্চতার পরিমাণ দ্বারা অট্টালিকার আকৃতি ও পরিসর স্থির করা যাইতে পারে। সমকোণবিশিষ্ট দুইটী সমতলক্ষেত্রের উপর কোন বিন্দুর পরিলেখ দেওয়া থাকিলে, সেই বিন্দুর অবস্থিতিও অবধারণ করা যাইতে পারে, সুতরাং দুইটী সমতলক্ষেত্রের উপর কোন ঘনের পতিত লম্ব জানা থাকিলে, কোন একটী সমতল ক্ষেত্রোপরি সেই ঘনের কোন বিভাগের সদৃশ ক্ষেত্র অঙ্কিত করা যাইতে পারে। যদি বিভাগটী বক্র হয়, তবে ক্রমিক কতকগুলি বিন্দু দ্বারা ক্ষেত্র অঙ্কিত করা যায়। মঞ্জ প্রণীত চিত্রজ্যামিতিতে এ বিষয় পরিস্ফুটরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।

চিত্রজ্যামিতি আবিষ্কৃত হইলে পর জ্যামিতিবিদ্ পণ্ডিতগণ পরিলেখের উন্নতিসাধন বিষয়ে যত্নশীল হইলেন। তাঁহারা চিত্রবিদ্যা ও সূচীচ্ছেদের প্রাথমিক নিয়ম বিষয়ে মনোযোগী হইলেন। মঞ্জের সময় হইতেই চিত্রজ্যামিতি ক্রমশঃই উন্নতিলাভ করিতেছে। বিশুদ্ধ (Pure) জ্যামিতির বিশেষ কোন উন্নতি হয় নাই।

পূর্ব্বে লোকের এইরূপ ধারণা ছিল যে, পাটীগণিত এবং জ্যামিতিই গণিতশাস্ত্রের প্রধান দুইটী শাখা। লোকে যখন স্থান ও সংখ্যা বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়াছিল, তখন তাহারা পাটীগণিত ও জ্যামিতি উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে জ্যামিতি নানা ভাগে বিভক্ত। বিশুদ্ধ জ্যামিতিতে কেবলমাত্র সরলরেখা ও বৃত্তের বিষয় আলোচিত হইয়াছে। ইহাতে সমতলোপরি অঙ্কিত ঘনক্ষেত্র, বৃত্ত, সূচী এবং নলাকৃতি ক্ষেত্র ও তাহাদের রৈখিকচ্ছেদের বিষয়ও বিবৃত হইয়াছে।

ইযুক্লিডের জীবিতকাল হইতে অদ্যাবধি অনেকেই জ্যামিতি প্রণয়ন করিতেছেন। অনেকেই টীকা, টিপ্পনী, অনুশীলনী প্রভৃতি দ্বারা ইযুক্লিডের জ্যামিতিকে নূতন আকারে গঠিত করিয়াছেন। উইলসন সাহেব ইযুক্লিডকেই পত্তন করিয়া এক নূতন আকারে জ্যামিতি প্রণয়ন করিয়াছেন। কিন্তু ইযুক্লিডের উপক্রমণিকা যেরূপ প্রাঞ্জল ও সুখবোধ্য, এরূপ একখানিও দেখা যায় না।

ইযুক্লিডের পরেই লেজেণ্ডারের (Legendre's) জ্যামিতিখানির নাম করা যাইতে পারে। লেজেণ্ডারের জ্যামিতিপাঠে ইযুক্লিডের উপক্রমণিকা অপেক্ষা উচ্চতর বিষয়ে অধিক জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে।

জ্যামিতি গ্রন্থে অসংখ্য প্রকার সমতল, রেখা এবং ঘনক্ষেত্র কল্পনা করা যাইতে পারে। কিন্তু জ্যামিতির উপক্রমণিকায় সরলরেখা, বৃত্ত, রৈখিক ও তদানুষঙ্গিকক্ষেত্র এবং ঘনক্ষেত্র, নলাকৃতি, মোচাকৃতি ও বর্ত্তুলাকৃতি ক্ষেত্রের বিষয় বর্ণিত হয়। এইজন্যই জ্যামিতি দুইভাগে বিভক্ত; প্রথমবিভাগে সমতলের উপর অঙ্কিত ক্ষেত্র, দ্বিতীয়বিভাগে ঘনক্ষেত্র অঙ্কন ও তাহার ভিন্ন ভিন্ন শাখার বিষয় বিবৃত হইয়া থাকে।

পৃথিবীর কোন্ দেশে কোন্ জাতীয় লোককর্তৃক জ্যামিতিশাস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা অতিশয় দুঃসাধ্য। জেসুইটগণ যখন ধর্ম্মপ্রচার করিবার জন্য চীন দেশে প্রথম গমন করিয়াছিলেন, তখন চীনবাসিদিগের স্থানসম্বন্ধীয় জ্ঞান অতি অল্পই পরিস্ফুট দেখিতে পাইয়াছিলেন। সমকোণ ত্রিভুজের বিশেষ ধর্ম্ম এবং পরিমিতির কিয়দংশ-

মাত্র তাহারা অবগত ছিল। গবিল (Gaubil) বলেন, খৃষ্টের ২০৬ বৎসর পূর্ব্বে যতগুলি লিখিত পুস্তক পাওয়া যায়, তন্মধ্যে একখানিমাত্রকে জ্যামিতিক পুস্তক বলা যাইতে পারে।

এই বিষয়ে হিন্দুদিগের উৎকর্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। যে সময় যজুর্ব্বেদের ক্রিয়াকাণ্ডের পূর্ণ প্রাদুর্ভাব ছিল, সেই সময়ে আর্য্যঋষিগণের পরিমাণবদ্ধ যজ্ঞবেদীনির্ম্মাণের জন্য জ্যামিতির প্রয়োজন হইয়াছিল। সেই প্রাচীনতম আর্য্য-জ্যামিতির মূলসূত্র আমরা বৌধায়ন প্রভৃতি ঋষিরচিত শুল্বসূত্রগ্রন্থে দেখিতে পাই। [ক্ষেত্রব্যবহার ও শুল্বসূত্র দেখ।]

বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্ শঙ্করদীক্ষিত শুক্লযজুর্ব্বেদীয় শতপথব্রাহ্মণের একস্থান উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, শতপথের ঐ অংশ খৃষ্টজন্মের প্রায় ৩০০০ বর্ষ পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে। শতপথব্রাহ্মণ, কাত্যায়নশ্রৌতসূত্র-প্রভৃতি যজুর্ব্বেদীয় গ্রন্থে বেদীনির্ম্মাণের প্রয়োজনীয়তা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এরূপস্থলে জ্যামিতি বা শুল্বসূত্রের মূল বিষয় যে অতি পূর্ব্বকালেই আর্য্যঋষিদিগের মনে উদিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে গ্রীসদেশে যেমন পূর্ব্বকালেই এই শাস্ত্রের যথেষ্ট উন্নতি সাধন হইয়াছিল, ভারতবর্ষে সেরূপ ঘটে নাই।

ব্রহ্মগুপ্ত এবং ভাস্করাচার্য্যের গ্রন্থে পরিমিতির বিশেষ আলোচনা দৃষ্ট হয়। তিনটী বাহুর পরিমাণ প্রদত্ত থাকিলে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বাহির করিবার নিয়ম প্রথমোক্ত গ্রন্থে পাওয়া যায়। পরিধি ও ব্যাসের সূক্ষ্ম অনুপাত (৩.১৪১৬:১) ভাস্করাচার্য্য অবগত ছিলেন। ব্রহ্মগুপ্ত ৩.১৬:১ অনুপাত কল্পনা করিয়াছিলেন। য়ুরোপে প্রথমোক্ত সূক্ষ্ম অনুপাত দ্বাদশ শতাব্দীর পরবর্ত্তিকালে প্রচলিত হইয়াছিল। এই অনুপাত মুসলমানগণ হিন্দুদিগের নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছিল, পরে য়ুরোপীয়গণ এই বিষয় অবগত হন। ফলতঃ ভারতীয় গ্রন্থে অনেক পরিমাণে মৌলিকতা দৃষ্ট হয়। যদিও ভারতে জ্যামিতির প্রথম অনুশীলনের নিশ্চিত সময় অবধারণ করা যায় না, তথাপি বীজগণিত ও পাটীগণিতের দশমিকাংশ যেরূপ ভারতবর্ষে আবিষ্কৃত হইয়াছে, জ্যামিতিও সেইরূপ ভারতীয়গণ আবিষ্কার করিয়াছেন। বৈদিক শুল্বসূত্র পাঠে একরূপ নিশ্চয় করা যায় যে, ভারতেই পাশ্চাত্য জ্যামিতির একপ্রকার সূত্রপাত হইয়াছিল।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, বাবিলন দেশে ও ইজিপ্তে জ্যামিতি প্রথম উদ্ভাবিত হইয়াছিল; কিন্তু এ কল্পনার কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। য়িহুদিদিগের গ্রন্থেও জ্যামিতির কোন উল্লেখ নাই। গ্রীকগণ ইজিপ্ত, ভারতবর্ষ কিংবা অন্য কোন দেশ হইতে জ্যামিতির জ্ঞানলাভ করিয়াছিল তাহা নিশ্চিতরূপে কিছু বলা যায় না। ভাস্করাচার্য্য প্রণীত 'রেখাগণিত' হিন্দুদিগের একখানি জ্যামিতি গ্রন্থ। জ্যামিতির (quadrature of the circle) বিষয়টী চীনগণ খৃষ্টীয় শকের বহুপূর্ব্বেই জানিত। য়ুরোপীয়দিগের মধ্যে আর্কিডিমিস্ প্রথমে এই বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

জ্যায়স্ (ত্রি) অয়মনয়োরতিশয়েন প্রশস্যঃ বৃদ্ধো বা ইতি প্রশস্য-বৃদ্ধ-বা ঈয়সুন্ জ্যাদেশশ্চ (জ্যায়াদীয়সঃ। পা ৬।৪।১২০) ১ বৃদ্ধতম। পর্য্যায়—বর্ষীয়ান্, দশমী, প্রশস্য, অতিবৃদ্ধ, দশমীস্থ। (জটাধর) ২ জীর্ণ। ৩ প্রশস্ত।

"জ্যায়ান্ পৃথিব্যা জ্যায়ানন্তরীক্ষাজ্জ্যায়ানেভ্যোলোকেভ্যঃ।"
(ছান্দোগ্যউ°)

স্ত্রিয়াং ঙীষ্। জ্যেষ্ঠা, অতিশয়বৃদ্ধা, বলবতী।

"জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জ্জনার্দ্দন।" (গীতা ৩।১)

জ্যায়িষ্ঠ (ত্রি) জ্যেষ্ঠ। "জ্যেষ্ঠজ্যায়িষ্ঠতোগানাং নাস্তিজ্ঞঃ কিং জনার্দ্দন।" (হরিবংশ)

জ্যাবাজ (ত্রি) বলবান্ ধনুঃ।

"নিত্যং জ্যাবাজং" (ঋক্ ৩।৫৩।২৪)

'জ্যাবাজং বলং ধনুঃ' (সায়ণ)

জ্যেঠ্‌তুতভগিনী (দেশজ) জ্যেষ্ঠতাতের কন্যা।

জ্যেঠ্‌তুতভাই (দেশজ) জ্যেষ্ঠতাতের পুত্র।

জ্যেঠ্‌শ্বশুর (দেশজ) শ্বশুরের জ্যেষ্ঠভ্রাতা।

জ্যেঠ্‌শাশুড়ী (দেশজ) শ্বশুরের জ্যেষ্ঠভ্রাতৃবধূ।

জ্যেঠা (দেশজ) জ্যেষ্ঠতাত, পিতার জ্যেষ্ঠভ্রাতা।

জ্যেঠাই (দেশজ) পিতার জ্যেষ্ঠভ্রাতৃবধূ।

জ্যেতা (দেশজ) জ্যেষ্ঠতাত।

জ্যেষ্ঠ (ত্রি) অয়মেষামতিশয়েন বৃদ্ধঃ প্রশস্যোবা, বৃদ্ধ-বা প্রশস্য-ইষ্ঠন্ ততো জ্যাদেশঃ। ১ অতিবৃদ্ধ। ২ প্রশস্য। ৩ অগ্রজ ভ্রাতা।

"আসত্ভুবনেষু জ্যেষ্ঠং।" (ঋক্ ১০।১২০।১)

'জ্যেষ্ঠং প্রশস্যতমং' (সায়ণ)

জ্যেষ্ঠানক্ষত্রযুক্তা পৌর্ণমাসী অণ্ জ্যৈষ্ঠী, সা অস্মিন্ মাসে পুনরণ, সংজ্ঞাপ্রযুক্তত্বাৎ হ্রস্বঃ। ৬ জ্যেষ্ঠ, জ্যৈষ্ঠমাস। (মেদিনী) ৭ পরমেশ্বর।

"ঈশানঃ প্রাণদঃ প্রাণো জ্যেষ্ঠঃ প্রজাপতিঃ।" (বিষ্ণুস°)

৮ প্রাণ।

"প্রাণোবা জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ" (ছান্দোগ্য উ°)

জ্যেষ্ঠতম (ত্রি) অতিশয়েন জ্যেষ্ঠঃ জ্যেষ্ঠতমঃ। অতিশয় জ্যেষ্ঠ ইন্দ্র। "সত্যাং জ্যেষ্ঠতমায়" (ঋক্ ২।১৬।১)

'জ্যেষ্ঠতমায় অতিশয়েন জ্যেষ্ঠায় ইন্দ্রায়' (সায়ণ)

জ্যেষ্ঠতা (স্ত্রী) জ্যেষ্ঠ ভাবে তল। জ্যেষ্ঠত্ব, প্রশস্ততম।

"যমযোশ্চৈব গর্ভেষু জন্মতো জ্যেষ্ঠতা স্মৃতা।" (মনু ৯।১২৬)

গর্ভে যমজ সন্তান হইলে তাহার মধ্যে যে অগ্রে প্রসূত হইবে, তাহারই জ্যেষ্ঠতা থাকিবে।

স্ত্রীদিগের জ্যেষ্ঠতা নাই। "জ্যেষ্ঠতা নাস্তি হি স্ত্রিয়াঃ" (মনু ৯।১৩৪)

জ্যেষ্ঠতাত (পুং) তাতস্য জ্যেষ্ঠঃ ৬তৎ, রাজদন্তাদিত্বাৎ পূর্ব্ব-নিপাতঃ। পিতার জ্যেষ্ঠভ্রাতা।

জ্যেষ্ঠতাতি (ত্রি) জ্যেষ্ঠ।

"ইমথা জ্যেষ্ঠতাতিং" (ঋক্ ৫।৩৪৪)

'জ্যেষ্ঠতাতিং জ্যেষ্ঠং' (সায়ণ)

জ্যেষ্ঠত্ব (ক্লী) জ্যেষ্ঠ ভাবে ত্ব। জ্যেষ্ঠতা।

জ্যেষ্ঠপাল (পুং) কাশ্মীরের একজন রাজা।

"কোষ্টেশ্বরজ্যেষ্ঠপালাদয়স্তৎসৎক্রিয়োম্ভতাঃ।" (রাজতর° ৮।১৪৪৯)

জ্যেষ্ঠপুষ্কর (ক্লী) জ্যেষ্ঠং প্রশস্তং পুষ্করং কর্ম্মধা। পুষ্করতীর্থ।

"পুষ্করং জ্যেষ্ঠমাগম্য বিশ্বামিত্রং দদর্শ হ। (রামা ১৬২।২)

[পুষ্কর দেখ।]

জ্যেষ্ঠবর্ণ (পুং) বর্ণানাং জ্যেষ্ঠঃ বর্ণেষু জ্যেষ্ঠো বা ৬।৭ তৎ, রাজদন্তাদিত্বাৎ পূর্ব্বনিপাতঃ। ব্রাহ্মণ। সকল বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণই একমাত্র শ্রেষ্ঠ।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন, "বর্ণানাং ব্রাহ্মণশ্চাস্মি" বর্ণের মধ্যে আমিই ব্রাহ্মণ।

জ্যেষ্ঠবলা (স্ত্রী) জ্যেষ্ঠাখ্যা বলা মধ্যপদলোপিকর্ম্মধা। সহদেবী-লতা। (রাজনি°)

জ্যেষ্ঠরাজ, অতি শ্রেষ্ঠ। "জ্যেষ্ঠরাজং ব্রহ্মণাং ব্রহ্মণস্পত।" (ঋক্ ২।২৩।১)

'জ্যেষ্ঠরাজং জ্যেষ্ঠাঃ প্রশস্ততমাঃ তেষাং মধ্যে রাজন্তং।' (সায়ণ)

জ্যেষ্ঠব্যাপী (স্ত্রী) জ্যেষ্ঠা বাপী কর্ম্মধা। কাশীস্থিত জ্যেষ্ঠ-বাপীভেদ। [জ্যেষ্ঠস্থান দেখ।]

জ্যেষ্ঠবৃত্তি (স্ত্রী) জ্যেষ্ঠস্য বৃত্তিঃ ব্যবহারঃ ৬তৎ। কনিষ্ঠ-ভ্রাতৃপ্রভৃতির প্রতি উত্তম ব্যবহার।

"যো জ্যেষ্ঠো জ্যেষ্ঠবৃত্তিঃ স্যান্মাতেব স পিতেব সঃ।

অজ্যেষ্ঠবৃত্তির্যস্তু স্যাৎ স সংপূজ্যস্তু বন্ধুবৎ॥" (মনু ৯।১১০)

যদি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রভৃতির উপর অতি উত্তম ব্যবহার করেন, তাহা হইলে তিনি মাতা ও পিতার ন্যায় পূজনীয় এবং যদি জ্যেষ্ঠবৃত্তি (উত্তম ব্যবহার) না করেন, তাহা হইলে মাতুলাদি বন্ধুর ন্যায় তিনি পূজনীয়।

জ্যেষ্ঠশ্বশ্রূ (স্ত্রী) জ্যেষ্ঠা মান্যা শ্বশ্রূরিব সংজ্ঞত্বাৎ পুংবদ্ভাবঃ। পত্নীর জ্যেষ্ঠা ভগিনী, বড় শালী। (হেমচন্দ্র)

জ্যেষ্ঠসামন্ (ক্লী) জ্যেষ্ঠং সাম কর্ম্মধা। সামভেদ। এই সাম-অধ্যয়নাঙ্গ ব্রতবিশেষ। গেয় রথন্তর প্রভৃতি জ্যেষ্ঠসাম।

"বামদেব্যং বৃহৎসাম জ্যেষ্ঠসাম রথন্তরং।" (দানপারিজাত)

"মূর্দ্ধাণং দিবো অরতিং পৃথিব্যা বৈশ্বানরমৃত

অজাতমগ্নিং কবিং সম্রাজমতিথিং জনানামসন্নঃ।"

(সামার্চ্চি ১প্র° ১অ° ১দ° ৫ক°) ইত্যাদি গেয়সাম।

জ্যেষ্ঠস্থান (ক্লী) জ্যেষ্ঠং স্থানং কর্ম্মধা। কাশীস্থিত তীর্থভেদ। ইহার বিবরণ কাশীখণ্ডে এরূপ লিখিত আছে। কাশীধামে জ্যৈষ্ঠমাসে সোমবার শুক্লাচতুর্দ্দশীতিথিযুক্ত অনুরাধানক্ষত্রে মহাদেব জৈগীষব্যের গুহায় প্রবেশ করেন। এই কারণে সেই স্থান জ্যেষ্ঠস্থান বলিয়া পরিগণিত এবং ঐ পর্ব্বদিনে সকল লোকেরই ঐ স্থানে যাত্রা করা উচিত। এই স্থানে ঐ দিন সকল তীর্থ অপেক্ষা জ্যেষ্ঠ (প্রধান) হয় এবং ঐ স্থানে জ্যেষ্ঠেশ্বর নামে শিব আপনিই প্রাদুর্ভূত হইয়া-ছিলেন। এই জ্যেষ্ঠেশ্বর শিব দেখিলে শতজন্মার্জ্জিত পাপ-সকল বিনষ্ট হয়। যদি মনুষ্যগণ জ্যেষ্ঠবাপীতে স্নান করিয়া জ্যেষ্ঠেশ্বর শিব দর্শন করে, তবে তাহার পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। এই জ্যেষ্ঠেশ্বর শিবের নিকটে সর্ব্বসিদ্ধি-প্রদায়িনী জ্যেষ্ঠা গৌরী আপনিই আবির্ভূতা হন। জ্যৈষ্ঠ-মাসে শুক্লাষ্টমী তিথিতে জ্যেষ্ঠা গৌরীর সমীপে মহোৎসব করিবে এবং নানাপ্রকার সম্পদলাভের জন্য সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিবে। অতি দুর্ভাগ্যবতী নারীও যদি জ্যেষ্ঠবাপীতে স্নান করিয়া ভক্তিভাবে এই স্থানে জ্যেষ্ঠা গৌরীকে প্রণাম করে, তাহা হইলে তাহার সকলপ্রকার দুর্ভাগ্য দূর হয়। যদি কেহ প্রথমে কাশীতে যান, তবে তাহার সকলের প্রথমে জ্যেষ্ঠেশ্বরের পূজা করিতে হইবে। [কাশী দেখ।]

জ্যেষ্ঠা (স্ত্রী) জ্যেষ্ঠ-টাপ্। অশ্বিনী প্রভৃতি ২৭টী নক্ষত্রের মধ্যে অষ্টাদশ নক্ষত্র। ইহার আকৃতি বলয়সদৃশ এবং শূকর-দন্তাকৃতি তিনটী নক্ষত্র দ্বারা পরিবেষ্টিত। ইহার দেবতা চন্দ্র এবং গুণ মিশ্র। (দীপিকা)

"সৎকীর্ত্তিপুত্রৈর্বিবিধৈঃ সমেতো

বিত্তান্বিতোঽত্যন্তলসৎপ্রতাপঃ।

শ্রেষ্ঠপ্রতিষ্ঠো বিকলস্বভাবো

জ্যেষ্ঠা ভবেৎ যস্য চ জন্মকালে॥" (কোষ্ঠীপ্রদীপ)

এই নক্ষত্রে মানব জন্মগ্রহণ করিলে যশস্বী, বহুপুত্রসম্পন্ন, ধনবান্, অতি প্রতাপশালী, লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও বিকলস্বভাব হয়।

২ গৃহগোধিকা (মেদিনী)। ৩ মধ্যমাঙ্গুলী। (হেমচন্দ্র) ৪ গঙ্গা (রাজনি°) ৫ দীর্ঘাদিনারিকাভেদ।

"পরিণীতম্বে সতি ভর্ত্তু রধিকস্নেহা।" (রসমঞ্জরী)

যে নারী স্বামীর অধিক প্রিয়া হয়, সেই নারী জ্যেষ্ঠা।

৩ অলক্ষ্মী। ইহার উৎপত্তিবিবরণ পদ্মপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—সাগরমন্থন সময়ে লক্ষ্মীর পূর্ব্বে ইনি উত্থিতা হন, এই জন্য ইহার নাম জ্যেষ্ঠা। দেবগণ ক্ষীরসাগর মন্থন করিতে আরম্ভ করিলে জ্যেষ্ঠাদেবী রক্তমালা ও রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া আবির্ভূতা হন। ইনি ক্ষীরসমুদ্র হইতে আবির্ভূতা হইয়াই দেবগণকে বলিলেন, আমি কোথায় অবস্থান করিব, আমার কি কি কার্য্যই বা করিতে হইবে এবং আমার অবস্থানে কি মঙ্গলই বা সাধিত হইবে, ইহা আমার প্রতি আদেশ করিয়া বাধিত করুন। তখন সকল দেবগণ যুগপৎ বলিলেন, হে শুভাননে! যাহাদের গৃহ সর্ব্বদা বিবাদে পরিপূর্ণ এবং যাহাদের গৃহ কপাল, অস্থি, ভস্ম ও কেশাদিচিহ্নিত ও যাহারা নিত্য পরুষভাষী ও মিথ্যাবাদী, যাহারা সন্ধ্যাকালে নিদ্রা যায় ও যাহারা সর্ব্বদা অশুচি থাকে, তুমি তাহাদের গৃহে অবস্থান করিবে এবং সর্ব্বদা তাহাদিগকে দুঃখ, ক্লেশ, রোগ, শোক প্রভৃতি প্রদান করিবে এবং যে দুর্ম্মতি পাদশৌচ (পাদধৌত) না করিয়া মুখপ্রক্ষালন করে ও যাহারা তৃণ, অঙ্গার ও বালুকা প্রভৃতি দ্বারা দন্তধাবন করে এবং যাহারা রাত্রিতে তিলপিষ্টক, কালিঙ্গ, শিগ্রু, গৃঞ্জন, ছত্রাক, বিড়্‌বরাহ, বিম্ব, কোশাতকী ফল, অলাবু ও শ্রীফল ভক্ষণ করে, তুমি তাহাদিগের গৃহে বাস কর এবং নিরন্তর তাহাদিগকে ক্লেশাদি প্রদান করিবে। এইরূপে তুমি কলির বল্লভা হইয়া সুখে বিচরণ কর। এই কথা বলিয়া দেবগণ তাঁহাকে বিদায় দিয়া পুনরায় সমুদ্রমন্থন করিতে আরম্ভ করেন। (পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ড)

সমুদ্রমন্থনের সময়ে লক্ষ্মীর পূর্ব্বে ইহার উৎপত্তি হয়, কিন্তু দেবাসুরের মধ্যে ইহাকে কেহই গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন নাই, পরে দুঃসহ নামে জনৈক মহাতপা ব্রাহ্মণ ইহাকে পত্নীত্বে স্বীকার করেন, ইনিও তাঁহার প্রতি অনুরক্ত ছিলেন।

(লিঙ্গপুরাণ)

দীপান্বিতালক্ষ্মীপূজার দিন ইহার পূজা করিতে হয়।

[অলক্ষ্মী দেখ।]

জ্যেষ্ঠামূলীয় (পুং) জ্যেষ্ঠাং মূলাং বা নক্ষত্রমর্হতি পৌর্ণমাস্যাং ইতি ছ। জ্যৈষ্ঠমাস। (ত্রিকাণ্ডশেষ)

'জ্যেষ্ঠামূলীয়মিচ্ছন্তি মাসমাষাঢ়পূর্ব্বজম্' (শব্দার্থচিন্তামণি)

জ্যেষ্ঠাক, একজন যুগপ্রধান বলিয়া গণ্য।

জ্যেষ্ঠাম্বু (ক্লী) জ্যেষ্ঠং সর্ব্বরোগনাশিত্বাৎ শ্রেষ্ঠং অম্বু কর্ম্মধা। তণ্ডুলধোওয়া জল, চলিত কথায় চেলুনিজল।

"কুট্টিতং তণ্ডুলপলং জলেঽষ্টগুণিতে ক্ষিপেৎ।
ভাবয়িত্বা জলং গ্রাহ্যং দেয়ং সর্ব্বসু কর্ম্মসু।
শালিতণ্ডুলপানীয়ং জ্ঞেয়ং জ্যেষ্ঠাম্বুসংজ্ঞিতম্।" (বৈদ্যক)

ইহা প্রস্তুত করিবার প্রণালী এইরূপ—পলপরিমিত তণ্ডুল চূর্ণ করিয়া অষ্টগুণ অধিক জলে নিক্ষেপ করিবে, পরে কিঞ্চিৎ ভাবিত করিয়া গ্রহণ করিবে, এই জল সকল কর্ম্মে গ্রহণীয় ও বিশেষ উপকারী।

জ্যেষ্ঠাশ্রম (পুং) জ্যেষ্ঠ আশ্রমো যস্য বহুব্রী। গার্হস্থ্যাশ্রমী, দ্বিতীয়াশ্রমী, গৃহী। গৃহস্থাশ্রম সকল আশ্রমের শ্রেষ্ঠ, এইজন্য এই আশ্রমাবলম্বীরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

জ্যেষ্ঠাশ্রমিন্ (পুং) আশ্রমোঽস্ত্যস্য আশ্রম-ইনি, জ্যেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠঃ আশ্রমী কর্ম্মধা। দ্বিতীয়াশ্রমী, গৃহী।

"যস্মাৎ ত্রয়োঽপ্যাশ্রমিণো জ্ঞানেনান্নেন চান্বহং।
গৃহস্থৈনৈব ধার্য্যন্তে তস্মাৎ জ্যেষ্ঠাশ্রমো গৃহী॥" (মনু ৩।৭৮)

ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু এই চারিটী আশ্রমই গার্হস্থ্যমূলক। যেমন বায়ুকে অবলম্বন করিয়া সকল জন্তু প্রাণধারণ করে, সেই প্রকার এই গার্হস্থ্যাশ্রম অবলম্বন করিয়া অন্য সকল আশ্রমীই হইতে পারা যায়।

জ্যেষ্ঠী (স্ত্রী) জ্যেষ্ঠ গৌরাং ঙীষ্। পল্লীগৃহগোধা, চলিত কথায় জ্যেঠী, টিক্‌টিকী। পর্য্যায়—মুষলী, মুসলী, কুড্যমৎস্যা, গৃহগোধিকা, মুলী, টুক্‌টুকী, শকুনজ্ঞা, গৃহালিকা। (শব্দরত্নাবলী) অঙ্গবিশেষে ইহার পতনফল জ্যোতিষে এই প্রকার লিখিত আছে—জ্যেষ্ঠী যদি মনুষ্যদিগের দক্ষিণাঙ্গে পতিত হয়, তাহা হইলে স্বজন ও ধনবিয়োগ এবং বামভাগে পতিত হইলে লাভ হয়। বক্ষঃস্থলে, মস্তকে, পৃষ্ঠে ও কণ্ঠদেশে পড়িলে রাজ্যলাভ এবং হস্ত, পদ বা হৃদয়ে পড়িলে সকল সুখলাভ হয়*।

গমনসময়ে ইহার শব্দফল তিথিতত্ত্বে এই প্রকার লিখিত আছে, গমনকালে ঊর্দ্ধে শব্দ করিলে বিত্তলাভ, পূর্ব্বদিকে কার্য্যসিদ্ধি, অগ্নিকোণে ভয়, দক্ষিণে অগ্নিভয়, নৈর্ঋতকোণে শ্রেষ্ঠবস্ত্র ও গন্ধসলিল, উত্তরে দিব্যাঙ্গনা এবং ঈশানকোণে মরণ হয়।†

---

* "নিপততি যদি পল্লী দক্ষিণাঙ্গে নরাণাং
স্বজনধনবিয়োগো লাভদা বামভাগে।
উরসি শিরসি পৃষ্ঠে কণ্ঠদেশে চ রাজ্যং
করচরণহৃদিস্থা সর্ব্বসৌখ্যং দদাতি॥" (জ্যোতিষ)

† "বিত্তং ব্রহ্মণি কার্য্যসিদ্ধিরতুলা শক্রে হুতাশে ভয়ং
যাম্যামগ্নিভয়ং হরবিধি কলির্নৈঋতিঃ সমুদ্রালয়ে।
বায়ব্যাং বরবস্ত্রগন্ধসলিলং দিব্যাঙ্গনা চোত্তরে
ঐশান্যাং মরণং ধ্রুবং নিগদিতং দিশ্ জল্পনং গমনে॥"
"জ্যোতির্বিদে সূতেঽপ্যবধূঃ কেচিচ্চ কোবিদাঃ। (তিথিতত্ত্ব)

জ্যৈষ্ঠ (পুং) জ্যেষ্ঠানক্ষত্র যুক্তা পৌর্ণমাসী জ্যেষ্ঠ-অণ্ ঙীষ্ চ, সা অস্মিন্ মাসে ইতি পুনরণ্। মাসবিশেষ, যে মাসে পৌর্ণমাসীর দিন জ্যেষ্ঠানক্ষত্র হয়। এই মাসে সূর্য্য বৃষরাশিতে উদিত হইলে তাহাকে সৌরজ্যৈষ্ঠ বলে। সূর্য্য বৃষরাশিস্থ হইলে শুক্ল প্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া অমাবস্যা পর্য্যন্ত চান্দ্রজ্যৈষ্ঠ। পর্য্যায়—শুক্র, (অমর)। জ্যেষ্ঠ। (শব্দরত্নাবলী)

"বিদেশবৃত্তিঃ পুরুষঃ সুতীব্রঃ ক্ষমান্বিতঃ স্যাৎ খলু দীর্ঘসূত্রঃ।
বিচিত্রবুদ্ধির্বিভবাং বরিষ্ঠো জ্যেষ্ঠাভিধানে জননং হি যস্য ॥"

(কোষ্ঠীপ্রদীপ)

এই মাসে মানব জন্মিলে সর্ব্বদা বিদেশবাসী ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন, ক্ষমাযুক্ত, দীর্ঘসূত্রী ও শ্রেষ্ঠ হয়।

"জ্যৈষ্ঠে মাসি ক্ষিতিসুতদিনে জাহ্নবী মর্ত্ত্যলোকে।"

(তিথিতত্ত্ব)

জ্যৈষ্ঠমাসে মঙ্গলবারে জাহ্নবী মর্ত্ত্যলোকে আগমন করেন।

জ্যৈষ্ঠসামন্ (পুং) জ্যৈষ্ঠং সাম অধীতে যঃ স ইত্যণ্। ১ সামভেদ। ২ সামধ্যেতা।

জ্যৈষ্ঠিনেয় (পুং, স্ত্রী) জ্যেষ্ঠায়াঃ স্ত্রিয়াঃ অপত্যং ঠক্ ইনঙ্ চ। জ্যেষ্ঠা বা প্রধানা স্ত্রীর অপত্য।

"জ্যেষ্ঠো জ্যৈষ্ঠিনেয়ঃ স্তবীত" (তাণ্ড্যব্রা° ২।১।২)

জ্যৈষ্ঠী (স্ত্রী) জ্যেষ্ঠানক্ষত্রযুক্তা পৌর্ণমাসীত্যণ্ ঙীষ্ চ। জ্যৈষ্ঠপূর্ণিমা। (শব্দরত্নাবলী)

এই দিন দশহরা হয়। এই দশহরাতে দানাদি করিলে তাহার অক্ষয় ফল হয়। [দশহরা দেখ।] জ্যেষ্ঠের স্বার্থে অণ্-ঙীষ্। ২ জ্যৈষ্ঠী। (টিকটিকী)

জ্যৈষ্ঠ্য (ক্লী) জ্যেষ্ঠস্য ভাবঃ জ্যেষ্ঠ-ষ্যঞ্। শ্রেষ্ঠত্ব, বয়োজ্যেষ্ঠত্ব।

"বিপ্রাণাং জ্ঞানতো জ্যৈষ্ঠ্যং ক্ষত্রিয়াণান্তু বীর্য্যতঃ।
বৈশ্যানাং ধান্যধনতঃ শূদ্রাণামেব জন্মতঃ ॥" (মনু ২।১৫৫)

ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যিনি অধিক জ্ঞানী, তিনিই জ্যেষ্ঠ, ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে বীর্য্যানুসারে, বৈশ্যদিগের মধ্যে ধনধান্যানুসারে ও শূদ্রদিগের মধ্যে জন্মানুসারে জ্যেষ্ঠত্ব হয়।

জ্যোক্ (অব্যয়) জ্যো-উকুন্। ১ কালভূয়স্ত্ব, দীর্ঘকাল। ২ প্রশ্ন। ৩ শীঘ্রার্থ। ৪ সংপ্রত্যর্থ। (শব্দার্থচি°) ৫ উজ্জ্বলত্ব। "মম জ্যোক্ চ সূর্য্যং দৃশে" (ঋক্ ১।২৩।২১) 'জ্যোক্ চিরং' (সায়ণ) "সর্ব্বমায়ুরেতি জ্যোক্ জীবতি" (ছান্দোঃ উ°) 'জ্যোক্ উজ্জ্বলং' (ভাষ্য)

জ্যোতিরগ্র (ত্রি) জ্যোতিঃ অগ্রে যস্য বহুব্রী। আদিত্যপ্রমুখ। "প্রজা আর্য্যা জ্যোতিরগ্রাঃ" (ঋক্ ৭।৩৩।৭) 'জ্যোতিরগ্রা আদিত্যপ্রমুখাঃ' (সায়ণ)

জ্যোতিরনীক (ত্রি) জ্যোতিঃ অনীকে যস্য বহুব্রী। জ্যোতির্মুখ, অগ্নি।

"জ্যোতিরনীকোঽস্তু" (ঋক্ ৭।৩৫।৪)
'জ্যোতিরনীকো জ্যোতির্মুখোঽগ্নিঃ' (সায়ণ)

জ্যোতিরাত্মন্ (পুং) জ্যোতিরাত্মা যস্য বহুব্রী। সূর্য্যাদি।
"যথাহ্যয়ং জ্যোতিরাত্মা বিবস্বান্" (শ্রুতি)

জ্যোতিরিঙ্গ (পুং) জ্যোতিষা ইঙ্গতি ইঙ্গি-গত্যৌ-অচ্। খদ্যোত।

জ্যোতিরিঙ্গণ (পুং) জ্যোতিরিব ইঙ্গতি ইগ-ল্যু। কীটবিশেষ। জ্যোতীরূপে যে কীট আকাশে গমন করে। চলিত কথায় জোনাকীপোকা। পর্য্যায়—খদ্যোত, ধ্বান্তোন্মেষ, তমোমণি, দৃষ্টিবন্ধু, তমোজ্যোতি, জ্যোতিরিঙ্গ, নিমেষক, জ্যোতির্বীজ, নিমেষরুক্।

জ্যোতিরীশ (পুং) জ্যোতিষাং ঈশঃ ৬তৎ। সূর্য্য। পরমেশ্বর।

জ্যোতির্গণেশ্বর (পুং) জ্যোতির্গণানাং ঈশ্বরঃ ৬তৎ। পরমেশ্বর। সকল প্রকার জ্যোতির্মধ্যে তিনিই একমাত্র প্রধান। তাঁহার জ্যোতিঃ দ্বারা এই জগৎ আলোকিত হইতেছে।

"স্বক্ষঃ সাক্ষঃ শতানন্দো নন্দিজ্যোতির্গণেশ্বরঃ।" (বিষ্ণুস°)

জ্যোতিরীশ্বর, ইঁহার অন্য নাম কবিশেখর। ইনি ধীরেশ্বরের পুত্র এবং রামেশ্বরের পৌত্র। পঞ্চশায়ক ও ধূর্ত্তসমাগম নামক প্রহসনদ্বয়-প্রণেতা। শেষোক্ত গ্রন্থ কর্ণাটকরাজ নরসিংহের আদেশে রচনা করেন।

জ্যোতির্গ্রন্থ (পুং) জ্যোতিষাং গ্রহনক্ষত্রাদীনাং গ্রন্থঃ ৬-তৎ। জ্যোতিঃশাস্ত্র।

জ্যোতির্জ্ঞ (ত্রি) জ্যোতিঃ জানাতি যঃ সঃ, জ্যোতিঃ-জ্ঞা-ক। জ্যোতির্ব্বিদ্।

জ্যোতির্ময় (ত্রি) জ্যোতিরাত্মকঃ প্রাচুর্য্যে বা ময়ট্। ১ জ্যোতিরাত্মক, জ্যোতিঃস্বরূপ। ২ জ্যোতিঃপূর্ণ।

"ঋষীন্ জ্যোতির্ম্ময়ান্ সপ্ত সস্মার স্মরশাসনঃ।"

(কুমারসম্ভব ৬ স)

জ্যোতির্মল্ল, নেপালের একজন রাজা। ইনি জয়স্থিতিমল্লের পুত্র।

জ্যোতির্লিঙ্গ (ক্লী) জ্যোতির্ম্ময়ং লিঙ্গং। ১ মহাদেব।

প্রকৃতি ও পুরুষ সৃষ্টিব্যাপারে প্রবৃত্ত হইলে পুরুষ নারায়ণ ও প্রকৃতি নারায়ণী নামে অভিহিত হইল। সেই নারায়ণরূপী পুরুষের নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হইলে পর কিংকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় হইয়া পদ্মের নালমধ্যে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পরে নারায়ণরূপী পুরুষ উত্থিত হইয়া বলিলেন, তুমি জগতের সৃষ্টির জন্য আমার শরীর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাতে ব্রহ্মা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, তুমি কে, [illegible] একজন কর্ত্তা

আছে। এইরূপ বলিতে বলিতে উভয়ের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তখন উভয়ের বিবাদ নিবারণ করিবার জন্য কালাগ্নিসদৃশ জ্যোতির্লিঙ্গের উৎপত্তি হয়। এই মূর্ত্তি সহস্র সহস্র অগ্নি-জালায় ব্যাপ্ত। ইহার ক্ষয়, বৃদ্ধি, আদি, মধ্য ও অন্ত নাই, ইনি অনৌপম্য ও অব্যক্ত *। এই লিঙ্গ নানাস্থানে উৎপন্ন হইয়া বিবিধ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। (শিবপু°)

বৈদ্যনাথ-মাহাত্ম্যে জ্যোতির্লিঙ্গ সকলের নাম আছে, নিম্নে উহার তালিকা প্রদত্ত হইল।

১, সৌরাষ্ট্রে সোমনাথ।
২, শ্রীশৈলে মল্লিকার্জ্জুন।
৩, উজ্জয়িনীতে মহাকাল।
৪, নর্ম্মদাতীরে (অমরেশ্বরে) ওঙ্কার।
৫, হিমালয়ে কেদার।
৬, ডাকিনীতে ভীমশঙ্কর।
৭, বারাণসীতে বিশ্বেশ্বর।
৮, গৌমতীতীরে ত্র্যম্বক।
৯, চিতাভূমিতে বৈদ্যনাথ।
১০, দ্বারকায় নাগেশ।
১১, সেতুবন্ধে রামেশ।
১২, শিবালয়ে ঘুশ্মেশ্বর।

শেষোক্ত লিঙ্গ সম্ভবতঃ ইলোরার শিবলিঙ্গ হইবে।

জ্যোতির্ব্বিদ্ (পুং) জ্যোতিষাং সূর্য্যাদীনাং গত্যাদিকং বেত্তি বিদ্-ক্বিপ্। জ্যোতিঃশাস্ত্রজ্ঞ।

"দৃষ্ট্বা জ্যোতির্বিদো বৈদ্যান্ দদ্যাদ্ গাং কাঞ্চনং মহীং।"
(যাজ্ঞ° ১।৩৩৩)

জ্যোতিবিদ্ বৈদ্যকে দেখিয়া গো হিরণ্য প্রভৃতি দান করিবে।

জ্যোতির্বিদ্যা (স্ত্রী) জ্যোতিষাং সূর্য্যগ্রহনক্ষত্রাদীনাং গত্যাদি-জ্ঞানসাধনং বিদ্যা ৬তৎ। গ্রহ, নক্ষত্র ও ধূমকেতু প্রভৃতি জ্যোতিঃপদার্থের স্বরূপ, সঞ্চার, পরিভ্রমণকাল, গ্রহণ ও শৃঙ্খলা প্রভৃতি সমস্ত ঘটনানিরূপক শাস্ত্র এবং গ্রহনক্ষত্রাদির গতি, স্থিতি ও সঞ্চারানুসারে শুভাশুভনিরূপণবিষয়ক শাস্ত্র।

জ্যোতির্বীজ (ক্লী) জ্যোতির্বীজমিবাস্য জ্যোতিষো বীজমিব বা। খদ্যোত, চলিত কথায় জোনাকী। (ত্রিকা°)

জ্যোতির্লোক (পুং) জ্যোতিষাং লোকঃ ৬তৎ। ১ কালচক্র-প্রবর্ত্তক ধ্রুবলোক। ২ সেই লোকাধিপতি পরমেশ্বর। জ্যোতির্লোকের স্থিতি প্রভৃতির বিষয় ভাগবতে এই প্রকার বর্ণিত আছে। সপ্তর্ষিমণ্ডলের ত্রয়োদশ লক্ষ যোজনান্তরে যে স্থান, তাহাকেই ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর পরমপদ বা জ্যোতির্লোক বলা যায়। উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুব কল্পান্তজীবিদিগের উপজীব্য হইয়া আজিও এই স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন। অগ্নি, ইন্দ্র, প্রজাপতি, কশ্যপ ও ধর্ম্ম তাঁহার সহিত এককালেই নিযুক্ত হইয়া সম্মানপূর্ব্বক তাঁহাকে দক্ষিণে রাখিয়া প্রদক্ষিণ করিতেছেন। নিমেষশূন্য অস্ফুটবেগে ভগবান্ কাল যে সকল গ্রহনক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতির্গণকে ভ্রমণ করাইতেছেন, ধ্রুব পরমেশ্বর কর্ত্তৃক তাহাদিগের স্তম্ভস্বরূপে নিয়োজিত হইয়া নিরন্তর প্রকাশ পাইতেছেন। যেমন বলীবর্দ্দ প্রভৃতি পশুগণ ঘানীতে বদ্ধ হইয়া প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত ভ্রমণ করে, সেইরূপ জ্যোতির্গণ স্থানানুসারে ধ্রুবের চতুর্দ্দিকে মণ্ডলাকারে ভ্রমণ করে। এইরূপে নক্ষত্র, গ্রহ ও কালচক্রের অন্তর ও বহির্ভাগে সংলগ্ন হইয়া ধ্রুবকেই অবলম্বনপূর্ব্বক বায়ুকর্ত্তৃক সঞ্চালিত হইয়া কল্পান্ত পর্য্যন্ত ভ্রমণ করে। জ্যোতির্গণের গতি কার্য্যবিনির্ম্মিত, যেমন কর্ম্মসহায় মেঘ ও শ্যেনাদি পক্ষী বায়ুবশে নভোমণ্ডলে ভ্রমণ করে, (পতিত হয় না,) সেইরূপ জ্যোতির্গণও এই লোকে পরমপুরুষের অনুগ্রহে আকাশমণ্ডলে বিচরণ করে, ভূমিতে ভ্রষ্ট হয় না। ভগবান্ বাসুদেব যোগধারণা দ্বারা এই লোকে যে সমস্ত জ্যোতির্গণকে ধারণ করিয়াছেন, কেহ কেহ ইহাদিগকে একটী শিশুমারের আকারে কল্পনা করিয়া বর্ণন করেন; ঐ শিশুমার কুণ্ডলীভূত এবং অধঃশিরা হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন। উহার পুচ্ছাগ্রে ধ্রুব, লাঙ্গুলে প্রজাপতি, ইন্দ্র ও ধর্ম্ম; লাঙ্গুলের মূলে ধাতা ও বিধাতা এবং কটীদেশে সপ্তর্ষি বিরচিত হইয়াছেন। শিশুমারের শরীর দক্ষিণাবর্ত্তে কুণ্ডলীভূত হইয়া আছে। ঐ শরীরের দক্ষিণপার্শ্বে অভিজিৎ প্রভৃতি পুনর্ব্বসু পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশ নক্ষত্র এবং বামপার্শ্বে পুষ্যা প্রভৃতি উত্তরাষাঢ়া পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশ নক্ষত্র সন্নিবেশিত রহিয়াছে, তাহাতেই কুণ্ডলাকারে বিস্তারিত শিশুমারের উভয় পার্শ্বের অবয়বসংখ্যা সমান হইয়াছে। তাহার পৃষ্ঠদেশে অজবীথী এবং উদরে আকাশগঙ্গা প্রবাহিত হইতেছে।

পুনর্ব্বসু ও পুষ্যা যথাক্রমে শিশুমারের দক্ষিণ ও বাম নিতম্বে, আর্দ্রা ও অশ্লেষা দক্ষিণ ও বামপাদে, অভিজিৎ ও উত্তরাষাঢ়া দক্ষিণ ও বামনেত্রে এবং ধনিষ্ঠা ও মূলা দক্ষিণ ও বামকর্ণে যথাক্রমে সন্নিবিষ্ট আছে। মঘা প্রভৃতি অনুরাধা পর্য্যন্ত দক্ষিণায়ণ সম্বন্ধীয় অষ্টনক্ষত্র উহার বামপার্শ্বের এবং মৃগশিরা

* "বিবাদশমনার্থঞ্চ প্রবোধার্থং দ্বয়োরপি।
জ্যোতির্লিঙ্গং তদোৎপন্নমাবয়োর্ম্মধ্যমদ্ভুতম্।
জ্বালামালাসহস্রাঢ্যং কালানলচয়োপমম্।
ক্ষয়বৃদ্ধিবিনির্মুক্তমাদিমধ্যান্তবর্জ্জিতম্।
অনৌপম্যমনির্দ্দিষ্টমব্যক্তং বিশ্বসম্ভবম্।" (শিবপু° জ্ঞানস°)

প্রভৃতি পূর্ব্বভাদ্রপদ পর্য্যন্ত উত্তরায়ণ সম্বন্ধীয় অষ্টনক্ষত্র উহার দক্ষিণ পার্শ্বের অস্থিতে সংযুক্ত আছে। শতভিষা ও জ্যেষ্ঠা যথাক্রমে দক্ষিণ ও বামস্কন্ধে স্থাপিত হইয়াছে, আর উহার উত্তর হনুতে অগস্ত্য, অধর হনুতে যম, মুখে মঙ্গল, উপস্থে শনি, পৃষ্ঠদেশে বৃহস্পতি, বক্ষঃস্থলে আদিত্য, হৃদয়ে নারায়ণ, মনে চন্দ্র, নাভিস্থলে শুক্র, স্তনদ্বয়ে অশ্বিনী-কুমারদ্বয়, প্রাণ ও অপানে বুধ, গলদেশে রাহু, সর্ব্বাঙ্গে কেতু এবং রোমসমূহে তারাগণ সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহাই আবার ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর সর্ব্বদেবময়রূপ; প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে এই জ্যোতির্লোক দর্শনপূর্ব্বক সংযতচিত্ত হইয়া উপাসনা করিবে,

"নমো জ্যোতির্লোকায় কালায়নায় অনিমিষাং পতয়ে মহা-পুরুষায় অবিধীমহীতি"

হে জ্যোতির্গণের আশ্রয়ীভূত জ্যোতির্লোক! তুমিই কালচক্ররূপী, তুমিই মহাপুরুষ, তোমাকে নমস্কার।

(ভাগ° ৫।২৩ অঃ)

জ্যোতির্হস্তা (স্ত্রী) জ্যোতীরূপং হস্তং শরীরং যস্যাঃ বহুব্রী। দুর্গাদেবী।

"হস্তঃ শরীরমিত্যাহুর্হস্তঞ্চ গমনং তথা।
জ্যোতিশ্চ গ্রহনক্ষত্রং জ্যোতির্হস্তা ততঃ স্মৃতা॥"

(দেবীপুরাণ ৪৫ অ°)

হস্ত, গমন, জ্যোতিঃ, গ্রহ ও নক্ষত্র যাহার শরীর বলিয়া কথিত হয়, তিনিই জ্যোতির্হস্তা।

জ্যোতিশ্চক্র (ক্লী) জ্যোতির্ম্ময়ং চক্রং জ্যোতির্ভিঃ নক্ষত্রৈর্ঘটিতং চক্রং বা। অশ্বিন্যাদি নক্ষত্রঘটিত মেষাদি দ্বাদশরাশি-সংবলিত নভোমণ্ডলস্থিত মণ্ডল।

বিষ্ণুপুরাণে জ্যোতিশ্চক্র সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে,— ভূমি হইতে লক্ষযোজন উর্দ্ধে সূর্য্যমণ্ডল, তাহার ১ লক্ষ যোজন উর্দ্ধে চন্দ্রমণ্ডল, তাহার ১ লক্ষযোজন উপর নক্ষত্র-মণ্ডল, নক্ষত্রমণ্ডলের ২ লক্ষযোজন উপর শুক্র, শুক্রের ২ লক্ষ যোজন উপর মঙ্গল, মঙ্গলের ২ লক্ষযোজন উপর বৃহস্পতি, বৃহস্পতির ২ লক্ষযোজন উপর শনি এবং শনি হইতে এক লক্ষ যোজন উপর সপ্তর্ষিমণ্ডল। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র ও গ্রহগণ অবস্থান করিতেছে। সপ্তর্ষিমণ্ডল হইতে এক লক্ষ যোজন উপর সমস্ত জ্যোতিশ্চক্রের নাভিস্বরূপ ধ্রুবমণ্ডল অবস্থান করিতেছে। এখান হইতেই সূর্য্যের গমনাদি হইয়া থাকে এবং সেই জন্য দিবা রাত্রিও তাহার হ্রাসবৃদ্ধি এবং সূর্য্যের উদয়াস্ত হয়। সূর্য্য যখন যে স্থানে থাকিলে মধ্যাহ্ন হয়, তখন তাহার বিপরীতদিকে সমসূত্রপাত স্থানে অর্দ্ধরাত্রি হইবে এবং যেখানে থাকিলে মধ্যাহ্ন হয়, তাহার দুইপার্শ্বস্থ স্থানে উদয় ও অস্ত হইবে, এই উদয় ও অস্ত সূর্য্যের সম-সূত্রপাত স্থানে হইয়া থাকে। যাহারা নিশাবসানে প্রথমতঃ সূর্য্য দেখিতে পায়, তাহাই তাহাদের উদয় এবং যেখানে সূর্য্য অদৃশ্য হয়েন, তাহাই অস্ত বলিয়া গণ্য। কিন্তু বাস্তবিক সূর্য্যের উদয় ও অস্ত হয় না, সূর্য্যের দর্শন ও অদর্শনই উদয় ও অস্ত নামে অভিহিত।

সূর্য্য মধ্যাহ্নে ইন্দ্রাদি কাহারও পুরে থাকিয়া সেই পুর ও তাহার সম্মুখবর্ত্তী দুই পুর, পার্শ্বস্থ দুই কোণ কিরণ দ্বারা স্পর্শ করেন এবং অগ্ন্যাদি কোনও কোণে থাকিয়া সেই কোণ ও তাহার সম্মুখস্থ দুই কোণ এবং তাহার মধ্যবর্ত্তী দুই পুর কিরণ দ্বারা স্পর্শ করেন। রবি উদিত হইয়া মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত বর্দ্ধমান এবং তাহার পর ক্ষীয়মাণ কিরণ বিস্তার করেন। উদয় ও অস্ত দ্বারাই পূর্ব্ব ও পশ্চিমদিক্ স্থির করিতে হয় অর্থাৎ নিশাবসানে যে দিকে সূর্য্য দেখা যায়, তাহাই পূর্ব্ব এবং যে দিকে সূর্য্য অদৃশ্য হয়, তাহাই পশ্চিম। সূর্য্য অস্তগত হইলে রাত্রিকালে তাহার প্রভা অগ্নিতে প্রবিষ্ট হয় এবং দিবসে অগ্নির চতুর্থাংশ সূর্য্যে প্রবেশ করে, এইজন্য সূর্য্য হইতে অতিশয় প্রখর কিরণ বহির্গত হয়। সূর্য্য সুমেরুর দক্ষিণে গমন করিলে দিবসে এবং উত্তরে গমন করিলে রাত্রিতে জলে প্রবেশ করে। এই জন্য জল দিবসে ঈষৎ তাম্রবর্ণ এবং রাত্রিতে শুক্লবর্ণ দেখা যায়। সূর্য্য যখন পুষ্করদ্বীপে পৃথিবীর ত্রিংশত্তমভাগে গমন করেন, তখন তাহার মৌহূর্ত্তিকী গতি আরম্ভ হয়। এইরূপে কুলালচক্রের প্রান্তস্থিত জন্তুর ন্যায় ভ্রমণ করিতে করিতে পৃথিবীর ত্রিংশৎভাগ পরিত্যাগ করিলে দিবা ও রাত্রি হয় অর্থাৎ এক এক মুহূর্ত্তে এক এক অংশ করিয়া ত্রিংশৎভাগ অতিক্রান্ত হইলে এক অহোরাত্র হইবে। কর্কট হইতে ধনুঃ পর্য্যন্ত রাশিতে সূর্য্যের স্থিতিকাল দক্ষিণায়ন, দক্ষিণায়ন হইতে মিথুনরাশি পর্য্যন্ত সূর্য্যের স্থিতিকাল উত্তরায়ণ। সূর্য্য এই উত্তরায়ণের প্রথমে মকর রাশিতে, পরে কুম্ভ ও মীন রাশিতে গমন করেন। এই তিন রাশি ভোগপূর্ব্বক অহোরাত্র সমান করিয়া বিষুবগতি অবলম্বন করেন। সেই সময় ক্রমশঃ রাত্রি ক্ষয় ও দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকে। তাহার পর মিথুন-রাশি ভোগ করিয়া উত্তরায়ণের শেষ সীমায় উপস্থিত হন। পরে কর্কট রাশিতে গমন করিলে দক্ষিণায়ন আরম্ভ হইল। কুলালচক্রের প্রান্তবর্ত্তী জন্তু যেরূপ দ্রুত গমন করে, সেইরূপ সূর্য্য দক্ষিণায়নে দ্রুত গমন করেন। বায়ুবেগবলে অতি দ্রুত গমন করায় অল্পকালেই একস্থান হইতে অন্য প্রকৃষ্টস্থানে উপস্থিত হন। দক্ষিণায়নে সূর্য্য দিবসে শীঘ্রগামী হইয়া দিনে

দ্বাদশ মুহূর্ত্তে জ্যোতিশ্চক্রের পূর্ব্বার্দ্ধ এবং রাত্রিকালে মৃদুগামী হইয়া অষ্টাদশ মুহূর্ত্তে অপরার্দ্ধ অতিক্রম করেন। সুতরাং দক্ষিণায়নে দিবস ছোট এবং রাত্রি বড় হয়।

কুলালচক্রের মধ্যস্থ জন্তু যেরূপ মন্দ মন্দ গমন করে, সেইরূপ সূর্য্য উত্তরায়ণে দিবসে মন্দগামী এবং রাত্রিতে দ্রুতগামী হন; সুতরাং দীর্ঘকালে অল্পমাত্র স্থান এবং অল্পকালে অনেক স্থান গমন করায় দিবস বড় এবং রাত্রি ছোট হইয়া পড়ে। উত্তরায়ণের শেষভাগে জ্যোতিশ্চক্রের অর্দ্ধবৃত্ত গমন করিতে মন্দগামী সূর্য্যের যে অষ্টাদশ মুহূর্ত্ত গত হয়, তাহাতে দিবস দীর্ঘ হয়। সূর্য্য দিবসে যেরূপ অর্দ্ধবৃত্ত অর্থাৎ সার্দ্ধত্রয়োদশ নক্ষত্র গমন করেন, সেইরূপ রাত্রিতেও অর্দ্ধবৃত্ত অর্থাৎ সার্দ্ধ ত্রয়োদশ নক্ষত্র গমন করেন। কিন্তু এই গমন উত্তরায়ণে রাত্রিতে দ্বাদশ মুহূর্ত্ত এবং দিবসে অষ্টাদশ মুহূর্ত্তে হইয়া থাকে। দক্ষিণায়নে ইহার বিপরীত অর্থাৎ দিবসে দ্বাদশ মুহূর্ত্ত এবং রাত্রিতে অষ্টাদশ মুহূর্ত্তে গমন করেন। ধ্রুবমণ্ডল কুলালচক্রস্থ মৃৎপিণ্ডের ন্যায় এক স্থানে থাকিয়াই পরিভ্রমণ করে। এইরূপে উত্তর ও দক্ষিণদিকে মণ্ডলসমূহ ভ্রমণ করিতে করিতে সময়ানুসারে সূর্য্যের দিবা ও রাত্রিতে শীঘ্র ও মন্দগতি হয়। কিন্তু দিবা ও রাত্রিতে তুল্য পরিমাণ পথ পরিভ্রমণ করিয়া এক অহোরাত্রে সমস্ত রাশি ভোগ করেন। রাত্রিকালে ছয় রাশি এবং দিবসে অপর ছয় রাশি ভোগ করেন। সুতরাং দ্বাদশ রাশিময় পথের অর্দ্ধ অর্দ্ধ করিয়া দিবসে গন্তব্য ও রাত্রিতে গন্তব্য পথ তুল্য হইল। দিবসের ও রাত্রির যে হ্রাস ও বৃদ্ধি হয়, তাহা রাশিসমূহের প্রমাণানুসারেই হইয়া থাকে। যেহেতু রাশির ভোগেই দিবারাত্রির হ্রাস ও বৃদ্ধি হয়।

উত্তরায়ণে রাত্রিকালে সূর্য্যের শীঘ্র গতি এবং দিবসে মন্দ গতি হয়। দক্ষিণায়নে তাহার বিপরীত অর্থাৎ দিবসে শীঘ্র গতি এবং রাত্রিকালে মন্দ গতি হয়, কারণ উত্তরায়ণে রাত্রিভোগ্য রাশির পরিমাণ অল্প এবং দিনভোগ্য রাশির পরিমাণ অধিক, দক্ষিণায়নে ইহার বিপরীত।

ভাগবতকার বলেন, স্বর্গমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী আকাশে সূর্য্য অবস্থান করিয়া স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালে কিরণ বিস্তার করিতেছেন। সূর্য্য আপনার উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ন ও বিষুবসংজ্ঞক মন্দ, শীঘ্র ও সমান গতি দ্বারা যথাকালে আরোহণ, অবরোহণ ও সমান স্থানে আরোহণাদি প্রাপ্ত হইয়া মকরাদি রাশিতে অহোরাত্রকে ছোট, বড় ও সমান করেন; অর্থাৎ দিবা ও রাত্রি দ্রুত গতিতে ছোট, মন্দ গতিতে বড় এবং সমান গতিতে সমান হয়। যখন সূর্য্য মেষ ও তুলা রাশিতে গমন করেন, তখন অহোরাত্র সকল অত্যন্ত বৈষম্যভাবে প্রায় সমান হয়। যখন বৃষাদি পাঁচ রাশিতে ভ্রমণ করেন, তখন দিবস বর্দ্ধিত এবং মাসে মাসে এক এক ঘন্টা করিয়া রাত্রি ছোট হয়। আর যখন বৃশ্চিকাদি পাঁচ রাশিতে গমন করেন, তখন অহোরাত্র সকলের বিপর্য্যয় হয় অর্থাৎ দিবস ছোট এবং রাত্রি বড় হয়। বাস্তবিক যে পর্য্যন্ত দক্ষিণায়ন থাকে, সেই পর্য্যন্ত দিন দীর্ঘ এবং উত্তরায়ণ পর্য্যন্ত রাত্রি দীর্ঘ হয়।

বিষ্ণুপুরাণের মতে শরৎ ও বসন্তকালে সূর্য্য তুলা বা মেষ রাশিতে গমন করিলে যথাক্রমে তুলাখ্য ও মেষাখ্য বিষুব হয়, তাহা সমরাত্রিন্দিব অর্থাৎ তৎকালে রাত্রি ও দিনের পরিমাণ (অয়নাংশ বিশেষে পূর্ব্বাপর ৫৪ দিনের মধ্যে এক এক দিন) সমান হয়। সূর্য্য মেষের ও তুলার প্রথম দিনে (প্রথম দিন শব্দের তাৎপর্য্য—অয়নাংশভেদে সেই সেই মাসে পূর্ব্ব ২৭ দিন ও উত্তর ২৭ দিন, এই ৫৪ দিনের যে কোন এক দিন) বিষুব নামক স্থানে অবস্থিত থাকে, সুতরাং অহোরাত্র সমান হয়। সেই সময়েই দিবা ও রাত্রি পঞ্চদশ মুহূর্ত্তাত্মক বলিয়া কথিত হয়। সূর্য্য যে সময়ে কৃত্তিকার প্রথম ভাগে অর্থাৎ মেষান্তে অবস্থিত, চন্দ্র তখন বিশাখার চতুর্থভাগে বৃশ্চিকারম্ভে নিশ্চয়ই থাকিবেন এবং সূর্য্য যখন বিশাখার তৃতীয় অংশ অর্থাৎ তুলার মধ্যভাগ ভোগ করেন, তখন চন্দ্র কৃত্তিকার প্রথমপাদে অর্থাৎ মেষান্তভাগে অবস্থান করেন।

ভাগবতে লিখিত আছে—কেবল যে জ্যোতিশ্চক্রে সূর্য্যই পরিভ্রমণ করিতে করিতে অস্তমিত ও উদিত হন, এরূপ নহে। সূর্য্যের সহিত অন্যান্য গ্রহগণ এবং নক্ষত্রগণও এই জ্যোতিশ্চক্রে পরিভ্রমণ করিতেছে এবং উদিত ও অস্তমিত হইতেছে। ভাগবতে ও বিষ্ণুপুরাণে যেরূপ জ্যোতিশ্চক্রের বিষয় লিখিত আছে, অপরাপর পুরাণেও প্রায় সেইরূপ জানিবে।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের মতে—সূর্য্যই উদিত ও অস্তমিত হন। দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ ভেদে দিন রাত্রির হ্রাস বৃদ্ধি সম্বন্ধে অন্যান্য পুরাণের সহিত এই পুরাণের একরূপ মত দেখা যায়, তবে কোন কোন স্থানে অনৈক্যও আছে। সূর্য্য গগনমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে এক মুহূর্ত্তে পৃথিবীর ত্রিশ ভাগ ভ্রমণ করেন। এই মুহূর্ত্তকাল মধ্যে অতিবাহিত স্থানের পরিমাণ এক লক্ষ একত্রিশ হাজার যোজন। ইহাকেই সূর্য্যের মৌহূর্ত্তিকী গতি বলে। এই প্রকার গতিতে সূর্য্য মাঘমাসে দক্ষিণকাষ্ঠায় গমন করেন এবং মাঘমাসের শেষ দিনে কাষ্ঠার শেষ সীমায় উপস্থিত হন। এইরূপে ৯১৪৫০০০ যোজন পরিভ্রমণ করেন এবং অহোরাত্র ভ্রমণ করিতে করিতে দক্ষিণকাষ্ঠা

হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া বিষুবস্থ° হন, পরে ক্ষীরোদসমুদ্রের উত্তরদিকে গমন করেন।

শ্রাবণমাসে সূর্য্যদেব উত্তরদিকে গমন করিয়া ষষ্ঠ শাকদ্বীপের উত্তরবর্ত্তী দিক্ সকল ভ্রমণ করেন। উত্তর দিঙ্মণ্ডলের পরিমাণ ১৮০০০০১৮ যোজন। উত্তরভাগের নাম নাগবীথি এবং দক্ষিণভাগের নাম অজবীথি। অজবীথিতে মূলা, উত্তরাষাঢ়া ও পূর্ব্বাষাঢ়া এই তিনের এবং নাগবীথিতে অভিজিৎ, পূর্ব্বাষাঢ়া ও স্বাতির উদয় হয়।

কাষ্ঠাদ্বয়ের অন্তর ১০৩১৬৬ যোজন। কাষ্ঠাদ্বয় ও রেখাদ্বয়ের দক্ষিণ ও উত্তর বিভাগে যে পরিমিত স্থান ব্যবধান আছে, তাহার সংখ্যা ৭১০০১০৭৫ যোজন। এই কাষ্ঠাদ্বয়ের বাহ্য ও অভ্যন্তরভেদে দুইটী রেখা আছে। তন্মধ্যে উত্তরায়ণসময়ে অভ্যন্তর এবং দক্ষিণায়নে বাহ্যভাগে ১৮০ মণ্ডল পরিভ্রমণ করেন। এই মণ্ডলের পরিমাণ ২১২২১ যোজন। ইহার নাম মণ্ডলের বিষ্কম্ভ। যথাসময়ে ইহা আবার বক্র হইয়া থাকে। সূর্য্যদেব প্রত্যহই মণ্ডলক্রমানুসারে এই সমুদায় পরিভ্রমণ করেন। উভয় কাষ্ঠামধ্যে মণ্ডলভ্রমণকালে সূর্য্যের মন্দ ও দ্রুত গতি অনুসারে দিবা ও রাত্রি হইয়া থাকে। উত্তরায়ণসময়ে দিবাভাগে চন্দ্রের মন্দ গতি এবং রাত্রিকালে সূর্য্যের দ্রুত গতি হয়। দক্ষিণায়নে দিবাভাগে দ্রুত এবং রাত্রিকালে মন্দ গতি হয়। এইরূপ গতি অনুসারে দিবা ও রাত্রি বিভক্ত করিয়া সম ও বিষমভাবে বিচরণ করেন। ইহাতেই দিবা ও রাত্রির পরিমাণ কম ও বেশী হয়।

জ্যোতিঃশাস্ত্র (ক্লী) জ্যোতিষাং সূর্য্যাদিগ্রহাণাং বোধকং শাস্ত্রং। সূর্য্যাদি গ্রহ ও কাল প্রভৃতির বোধক বেদাঙ্গশাস্ত্রভেদ। যে শাস্ত্র দ্বারা সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহগণের গতি, স্থিতি প্রভৃতি ও গণিত, জাতক, হোরাদির সম্যক্ জ্ঞান হয়, তাহাই জ্যোতিঃশাস্ত্র। [জ্যোতিষ দেখ।]

বেদ সকল যজ্ঞকর্ম্মাত্মক। যজ্ঞ করিতে হইলে কালজ্ঞান আবশ্যক, কাল জানিতে হইলে জ্যোতিষই প্রধান উপায়, এই জন্য জ্যোতিষ বেদাঙ্গ। জ্যোতিঃশাস্ত্র সকল শাস্ত্রের চক্ষুঃস্বরূপ।

জ্যোতিষ (ক্লী) জ্যোতিঃ আশ্রু অস্ত্য জ্যোতিঃ-অচ্। যে শাস্ত্র দ্বারা নভোমণ্ডলস্থ যাবতীয় জ্যোতিষ্কমণ্ডলের বিষয় যতদূর আবিষ্কৃত হইয়াছে, জানিতে পারা যায়, উহাকে জ্যোতিষ বা জ্যোতিঃশাস্ত্র কহে।

জ্যোতিষ্কগণের আকাশের স্থানবিশেষ অবস্থান হেতু মনুষ্যগণের শুভাশুভনির্ণায়ক শাস্ত্রকেও জ্যোতিষ কহে। সামুদ্রিক, দৈবগণনা ইত্যাদিও জ্যোতিষের মধ্যে পরিগণিত।

১ বিষুবমণ্ডলের পরিমাণ ৩০১০০০৮১ যোজন।

প্রথম ব্যতীত শেষোক্ত বিষয় ফলিতজ্যোতিষ বলিয়া বিখ্যাত; উহার বিষয় ফলিতজ্যোতিষ, কোষ্ঠী, জাতক, সামুদ্রিক ইত্যাদি শব্দে দ্রষ্টব্য। এখন আমরা কেবলমাত্র প্রথম প্রকার জ্যোতিষের (Astronomy) বিষয় সামান্যরূপ লিখিতেছি।

অন্য সকল শাস্ত্র অপেক্ষা এই শাস্ত্র অতিশয় উচ্চ ও মহান্; ইহার সাহায্যে আমরা বিশ্বপতির অনন্তরাজ্যে অনন্ত কৌশলময়ী লীলার স্থলীভূত অসংখ্য সূর্য্য, চন্দ্র, পৃথিবী, গ্রহ, উপগ্রহাদির সমাবেশ দর্শন করিয়া অনন্তশূন্যমার্গে ভ্রমণ করিতে পারি। ঐ সকলের বিরাট্ আকৃতি, ভীষণ অননুভবনীয় গতি, অতুল গুরুত্ব, কল্পনাতীত দূরত্ব প্রভৃতির বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া লীলাময় জগৎপতির অদ্ভুত শক্তি ও মহিমার বিষয় ভাবিতে ভাবিতে চিত্ত অনির্ব্বচনীয় ভাবরসে আপ্লুত হইয়া পড়ে; অসীম নভোমণ্ডলে তারারাজিরূপে প্রতীয়মান অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলের সমাবেশ দেখিয়া দুর্ব্বল মানবচিত্ত ভয়, বিস্ময় ও প্রীতিরসে বিহ্বল হইয়া অণু অপেক্ষাও আপনার ক্ষুদ্রত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয়।

গ্রহগণের গতি, পৃথিবীর ন্যায় উহাদের সূর্য্যের চারিদিকে ভীষণ বেগে আবর্ত্তন, বৃহস্পতির চারি চন্দ্র, শনির অষ্ট চন্দ্র, ইহার বলয়ত্রয়, চন্দ্রমণ্ডলের অদ্ভুত প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত, মঙ্গলগ্রহের প্রাকৃতিকতত্ত্ব, ধূমকেতু সকলের ভ্রমণপথ, উহাদিগের ভীষণ আকার, বেগ ও জ্যোতির্ম্ময় পুচ্ছ, ছায়াপথ, নীহারিকা, স্থির নক্ষত্রদিগের দূরত্ব, জ্যোতিঃ, তাপ, ঔজ্জ্বল্য ও আকারাদির বিষয় আলোচনা করিতে করিতে মন স্বভাবতঃ উন্নত হইয়া উঠে এবং আলোচনায় মনে অপার আনন্দের আবির্ভাব হয়।

জ্যোতিষ আলোচনায় উৎকৃষ্ট গণিতজ্ঞান আবশ্যক। গণিতশাস্ত্রই জ্যোতিষের প্রধান অবলম্বন।

রজনীযোগে অগণ্য জ্যোতির্ম্ময়ী তারকারাজিবিরাজিত গগনমণ্ডলরূপ পুস্তকে তারকাক্ষরে বিশ্বপতির অপার মহিমা পাঠ করা অতুল আনন্দের আকর।

জ্যোতিষ্কমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য সম্প্রতি য়ুরোপীয়গণ যে সকল অদ্ভুতযন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন, শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়। পরমেশ্বর যেমন জগতে আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন, সেইরূপ মানবকে ঐ সকল বুঝিবার ক্ষমতা ও উপায় করিয়া দিয়াছেন। ঐ সকল যন্ত্রসাহায্যে চন্দ্রমণ্ডল ও গ্রহাদি প্রভৃতি হস্তস্থিত আমলকের ন্যায় পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারা যায়। প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্ বরাহমিহির লিখিয়াছেন—

"জ্যোতিঃশাস্ত্রমনেকভেদবিষয়ং স্কন্ধত্রয়াধিষ্ঠিতং
তৎ কাৎস্ন্যোপনয়স্য নাম মুনিভিঃ সংকীর্ত্ত্যতে সংহিতা।

স্কন্ধেঽস্মিন্ গণিতেন যা গ্রহগতিস্তন্ত্রাভিধানস্বসৌ
হোরাঽন্যোঽঙ্গবিনিশ্চয়শ্চ কথিতঃ স্কন্ধস্তৃতীয়োঽপরম্ ॥"

(বৃহৎসং ১।৯)

নানা ভেদবিষয়ক জ্যোতিঃশাস্ত্র তিন স্কন্ধে বিভক্ত ;— সংহিতা, তন্ত্র ও হোরা। যাহাতে জ্যোতিঃশাস্ত্রীয় সমস্ত বিষয়ের বর্ণনা থাকে, তাহাকে সংহিতা স্কন্ধ, যে স্কন্ধে গণিত দ্বারা গ্রহগতি নিরূপিত হয়, তাহাকে তন্ত্র এবং যাহাতে অঙ্গনির্ণয় অর্থাৎ যাত্রাবিবাহাদি নিরূপিত হইয়াছে, সেই তৃতীয় স্কন্ধকে হোরা বলে।

ভাস্করাচার্য্য সিদ্ধান্তশিরোমণি গণিতাধ্যায়ে লিখিয়াছেন—

"ক্রুট্যাদি প্রলয়ান্তকালকলনামানপ্রভেদঃ ক্রমা-
চ্চারশ্চ দ্যুসদাং দ্বিধা চ গণিতং প্রশ্নাস্তথা সোত্তরাঃ।
ভূধিষ্ণ্যগ্রহসংস্থিতেশ্চ কথনং যন্ত্রাদি যত্রোচ্যতে
সিদ্ধান্তঃ স উদাহৃতোঽত্র গণিতস্কন্ধপ্রবন্ধে বুধৈঃ ॥৯
জানন্ জাতকসংহিতাঃ সগণিতস্কন্ধৈকদেশা অপি
জ্যোতিঃশাস্ত্রবিচারসারচতুর প্রশ্নেষ্বকিঞ্চিৎকরঃ।
যঃ সিদ্ধান্তমনন্তযুক্তিবিততং নোবেত্তি ভিত্তৌ যথা
রাজা চিত্রময়োঽথবা সুঘটিতঃ কাষ্ঠস্য কণ্ঠীরবঃ ॥১০
যোষিৎ প্রোষিতনূতনপ্রিয়তমা যদ্বন্ন ভাত্যুচ্চকৈঃ
জ্যোতিঃশাস্ত্রমিদং তথৈব বিবুধাঃ সিদ্ধান্তহীনং জগুঃ ॥"১১

আদি মুহূর্ত্ত হইতে প্রলয় পর্য্যন্ত কালের পরিমাণ ও স্বর্গস্থ জ্যোতির্ম্ময় নক্ষত্রাদিসমূহের সঞ্চারনিরূপণরূপ দুই প্রকার গণনা এবং যন্ত্রাদি, পৃথিবী, নক্ষত্র ও গ্রহগণের সংস্থান যাহাতে নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাকে সিদ্ধান্ত বলে। যে জ্যোতিঃশাস্ত্রের একদেশ জাতকসংহিতামাত্র জানে, কিন্তু জ্যোতিঃশাস্ত্রের সার প্রশ্ন এবং অশেষযুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্ত জানে না, সে ভিত্তিতে চিত্রময় রাজা ও কাষ্ঠনির্ম্মিত সিংহের ন্যায় কোন কার্য্যকারী হইতে পারে না। সিদ্ধান্তবিহীন জ্যোতিঃশাস্ত্র অভিনব প্রোষিতভর্ত্তৃকা স্ত্রীর ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হয় না।

আবার তিনি গোলাধ্যায়ে লিখিয়াছেন—

"দ্বিবিধগণিতমুক্তং ব্যক্তমব্যক্তযুক্তং
তদবগমননিষ্ঠঃ শব্দশাস্ত্রে পটিষ্ঠঃ।
যদি ভবতি তদেদং জ্যোতিষং ভূরিভেদং
প্রপঠিতুমধিকারী সোঽন্যথা নামধারী ॥"

গণিত দুই প্রকার—ব্যক্ত অর্থাৎ পাটীগণিত এবং অব্যক্ত অর্থাৎ বীজগণিত। এই দুই প্রকার গণিতশাস্ত্র যিনি জানেন এবং শব্দশাস্ত্রে যিনি অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তিনিই জ্যোতিষের নানা শাখাপাঠে অধিকারী, নচেৎ তিনি নামধারীমাত্র।

য়ুরোপীয় মতে এই জ্যোতিষ (Astronomy) প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত ; যথা—

১। জ্যামিতিক অর্থাৎ গণিত জ্যোতিষ (Geometrical or Mathematical A.) ইহাতে জ্যোতিষ্কসমূহের দূরত্ব, আকার, গঠনপ্রণালী, ভ্রমণপথের আকারাদি ও গতি প্রভৃতি গণিত সাহায্যে সূক্ষ্মরূপে আলোচিত ও নিরূপিত হয়।

২। প্রাকৃতিক জ্যোতিষ (Physical A.) যে শক্তি প্রভাবে জ্যোতিষ্কগণ আকাশমণ্ডলে পরিভ্রমণ করে এবং যে সকল নৈসর্গিক নিয়মদ্বারা উহারা পরিচালিত হয়, এই বিভাগে ঐ সকল শক্তি ও নিয়মজ্ঞান দ্বারা জ্যোতিষ্ক সকলের গতিবিধি প্রভৃতি নির্ণীত হয়।

৩। নাক্ষত্রজ্যোতিষ (Sidereal A.) এই বিভাগে তারাজগতের বিষয় যত দূর জানা গিয়াছে, তাহাই বর্ণিত থাকে।

তদ্ভিন্ন ব্যবহারিকজ্যোতিষ (Practical A.) আর একটী বিভাগ হইতে পারে। ইহাতে জ্যোতির্ব্বিদ্যা-বিষয়ক বহুবিধ যন্ত্রাদি সাহায্যে চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ ও নক্ষত্রাদি-বিষয়ক বহুতর প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ হয়। গণিত ও নৈসর্গিক নিয়মজ্ঞানের আনুষঙ্গিক সাহায্যে এই বিভাগই আকাশ-মণ্ডল পর্য্যবেক্ষণের প্রধান উপায় এবং বহুতর গ্রহতারাদি আবিষ্কারের একমাত্র কারণ।

এই বিস্তীর্ণ শাস্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন অংশ সকল খগোল, গ্রহ, উপগ্রহ, চন্দ্র, গ্রহণ, নিরক্ষবৃত্ত, নাড়ীমণ্ডল, সূর্য্য, ক্রান্তিবৃত্ত, ধূমকেতু, নক্ষত্র, সৌরবর্ষ, পৃথিবী প্রভৃতি শব্দে দ্রষ্টব্য। এস্থলে বাহুল্য ভয়ে লিখিত হইল না।

হিন্দুজ্যোতিষ। তৈত্তিরীয়সংহিতাপাঠে জানা যায় যে, প্রাচীনকালে বাসন্ত বিষুবদ্দিন (হরিতালিকা) কৃত্তিকায় সংক্রমিত ছিল। শতপথব্রাহ্মণের স্থলবিশেষে (২।১।৩।১৩) উক্ত হইয়াছে যে, হরিতালিকার সহিতই বৈদিক বর্ষ আরম্ভ হইত। পরে যখন শারদ বিষুবদ্দিন হইতে বর্ষ গণনা আরম্ভ হইয়াছিল, তখন প্রাচীন ও নূতন উভয়বিধ বর্ষারম্ভই পাশা-পাশি ভাবে লিপিবদ্ধ করা হইত। যখন বাসন্ত বিষুবদ্দিন কৃত্তিকাপুঞ্জ-সংক্রমিত ছিল, তখন এই নক্ষত্রপুঞ্জ বিষুবদ্দিন হইতে বর্ষারম্ভ করিত, কিন্তু অয়ন মাঘ মাস হইতে গণনা করা হইত। ইহা তৈত্তিরীয়সংহিতা ও মীমাংসাদর্শনে স্পষ্টরূপে লিখিত হইয়াছে। সাধারণতঃ ইহা বুঝিতে পারা যায় যে, অয়ন মাঘমাসে আরম্ভ হইলে বিষুবদ্দিন কৃত্তিকা-সংক্রমিত হইবে।

ঋগ্বেদসংহিতা-প্রচারকালে কখন বাসন্ত বিষুবদ্দিন মৃগশিরাপুঞ্জ-সংক্রমিত ছিল। ইহা প্রমাণ করিবার জন্য

অধ্যাপক বালগঙ্গাধর তিলক নিম্নলিখিত যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন—

১। তৈত্তিরীয়সংহিতায় (৭।৪।৮) বর্ণিত আছে যে, ফাল্গুনী পূর্ণিমাই বৎসরের প্রারম্ভ সূচনা করে। শতপথ-ব্রাহ্মণ, তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণ, গোপথব্রাহ্মণ প্রভৃতি গ্রন্থপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ফাল্গুনী পূর্ণচন্দ্র যে রাত্রিতে উদিত হয়, তাহা নূতন বৎসরের প্রথম রাত্রি। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, ফাল্গুনী পূর্ণচন্দ্রের উদয়দিনে শীতকালীন অয়ন সঙ্ঘটিত হইত।

২। ইহা স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, শীতকালীন অয়ন ফল্গুনী পূর্ণচন্দ্রোদয়দিনে সঙ্ঘটিত হইলে বাসন্ত বিষুবদ্দিন অবশ্যই মৃগশিরাপুঞ্জে সংক্রমিত হয়। অগ্রহায়ণী শব্দ মৃগশিরার প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। পাণিনিতেও এই শব্দের উল্লেখ আছে। মৃগশিরাপুঞ্জ দ্বারাই যে বৎসর সূচিত হইত, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য নিম্নে দুইটী কারণ উল্লেখ করা যাইতেছে।

(ক) চন্দ্রদ্বারা নববর্ষ সূচিত হইত, এরূপ অনুমান করিলে অগ্রহায়ণী শব্দ ব্যাকরণানুসারে মৃগশিরাপুঞ্জের প্রতিশব্দ-রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে না।

(খ) চন্দ্রদ্বারা বর্ষ সূচিত হইলে, ইহা শীতকালীন অয়ন অথবা বাসন্ত বিষুবদ্দিন হইতে আরম্ভ হইত, এইরূপ কল্পনা করিতে হইবে। কারণ, প্রাচীন হিন্দুগণ উক্ত দুইটী বর্ষা-রম্ভপদ্ধতি অবগত ছিলেন। অয়নকাল হইতে বর্ষগণনা আরম্ভ হইলে বাসন্ত বিষুবদ্দিন রেবতীর ২৭° পশ্চাতে অব-স্থাপিত হয়, কিন্তু প্রকৃত অবস্থিতি উক্তরূপ নহে। সুতরাং প্রথম কল্পনা অসিদ্ধ, দ্বিতীয় কল্পনানুযায়ী জ্যোতিষিক অবস্থিতি ১৯০০০ পূঃ খৃঃ অব্দে সম্ভবপর হইতে পারে, কিন্তু অন্তর্বর্ত্তিকালের ঘটনানিচয়ের প্রমাণাভাবে দ্বিতীয় মত সমর্থন করা যাইতে পারে না।

৩। যদি শীতায়নে ফাল্গুনী পূর্ণিমা দ্বারাই বর্ষগণনা করা হইত, তবে গ্রীষ্মায়নও ভাদ্রপদের পূর্ণিমায় সঙ্ঘটিত হইত। প্রকৃতপক্ষে যে তাহাই ঘটিত, ইহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। গ্রীষ্মায়নকে পিতৃঅয়ন কহে। এই অয়নের প্রথম মাস বা পক্ষকে পিতৃঅয়ন বা পিতৃপক্ষ অথবা প্রেতায়ন বা প্রেতপক্ষ কহে। হিন্দুগণ এখনও ভাদ্রপদের কৃষ্ণপক্ষকে প্রেতপক্ষ বলেন।

৪। যখন বাসন্ত বিষুবদ্দিন মৃগশিরা-সংক্রমিত ছিল, তখন এই নক্ষত্রপুঞ্জ ও ছায়াপথ স্বর্গ ও নরকের সীমা-স্বরূপ ছিল। বৈদিকগ্রন্থে স্বর্গ, নরক, দেবলোক এবং যমলোক শব্দে নিরক্ষবৃত্তের উত্তর ও দক্ষিণভাগস্থ অর্দ্ধবৃত্তকে বুঝায়। আকাশগঙ্গা, যমলোকে কুক্কুরের অবস্থিতি, যজ্ঞের মৃগাকার ধারণ প্রভৃতি যে সমস্ত প্রবাদ বৈদিককাল হইতে প্রচলিত আছে, সেগুলি অনুধাবন করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, বাসন্ত বিষুবদ্দিন মৃগশিরায় অবস্থিত ছিল। সেই সময়ে লোকের এইরূপ বিশ্বাস ছিল এবং সেই বিশ্বাসানুসারে তাঁহারা এইরূপ রূপকাকারে প্রবাদ প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন।

৫। হিন্দু ও গ্রীকদিগের অনেক জ্যোতিষিক প্রবাদে এমন কি অনেক নক্ষত্রাদির নামের পরস্পর সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। গ্রীকদিগের Orion কথাটী হিন্দুদিগের নিকট হইতে গৃহীত বলিয়া বোধ হয়। প্লুটার্ক্ বলেন, গ্রীকগণ এই কথাটী ইজিপ্তবাসিদিগের নিকট হইতে গ্রহণ করেন নাই। Orion কথা অগ্রয়ণ (অগ্রহায়ণ) কথার অপভ্রংশ, অথবা Oros = সীমা এবং Aion = কাল বা বর্ষ এই দুইটী কথা হইতে উৎপন্ন বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। Orion কথাটী প্রাচীনকালে নববর্ষারম্ভ এই অর্থ প্রকাশ করিত। গ্রীকদিগের Orion, Canis & Ursa কথার সহিত বেদোক্ত অগ্রয়ণ, শ্বন্ এবং ঋক্ষ কথার মিল দেখিতে পাওয়া যায়।

৬। ঋগ্বেদে স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে যে, সূর্য্য মৃগশিরা-সংক্রমিত হইলে উত্তরায়ণ আরম্ভ হয়।

(ক) "বর্ষ শেষ হইলে কুক্কুর সূর্য্যকিরণ জাগরিত করিবে" (ঋগ্বেদ ১।১৬১।১৩)। ইহার সরলার্থ এই যে, প্রথম সূর্য্য নিরক্ষবৃত্তের দক্ষিণাংশে থাকিলে দেবগণের রাত্রি হয়। সূর্য্য নিরক্ষবৃত্তের উত্তরাংশে আসিলে শ্ব তাহাকে প্রবোধিত করিবে। অর্থাৎ বাসন্ত বিষুবদ্দিনে মৃগ-শিরা বর্ষ সূচনা করে।

(খ) ঋগ্বেদে (১০।৮৬।৪-৫) ইন্দ্র সূর্য্যকে বলিতেছেন, হে ক্ষমতাশালী বৃষাকপি! যখন ঊর্দ্ধে উদিত হইয়া তুমি আমাদের আলয়ে আসিবে, তখন মৃগ কোথায় থাকিবে? অর্থাৎ সূর্য্য মৃগশিরা-সংক্রমিত হইলে উক্ত নক্ষত্রপুঞ্জ অদৃশ্য হইয়া পড়ে এবং সূর্য্য যখন ইন্দ্রালয়ে প্রবেশ করেন অর্থাৎ নিরক্ষবৃত্তের উত্তরাংশে গমন করেন, তখন এইরূপ ঘটনা সঙ্ঘটিত হয়।

এইরূপ আরও অনেক বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়; বাহুল্যভয়ে উদ্ধৃত হইল না।

উপরে যাহা লিখিত হইল, তাহা দ্বারাই প্রমাণ করা যাইতে পারে যে, ঋগ্বেদের রচনাকালে অয়ন ফাল্গুনের পূর্ণিমা হইতে আরম্ভ হইত এবং বাসন্ত বিষুবদ্দিন মৃগশিরাপুঞ্জে সংক্রমিত ছিল।

কেহ কেহ মনে করেন, ৪০০০ পূঃ খৃঃ অব্দে মৃগশিরাপুঞ্জ ও বিষুবদ্দিনের পূর্ব্বোক্তরূপ অবস্থা ছিল।

বৈদিকগ্রন্থে কৃত্তিকা ও মঘা, মৃগশিরা ও ফাল্গুন এবং পুনর্ব্বসু ও চৈত্র যথাক্রমে বিষুবদ্‌যুক্ত ও অয়ন সম্বন্ধীয় বর্ষসূচক বলিয়া বর্ণিত আছে।

১। পুনর্ব্বসুপুঞ্জের অধিষ্ঠাতৃদেবতা অদিতিকে অর্চ্চনা করিয়া যজ্ঞাদি আরম্ভ করিতে হয়। (তৈত্তি° সং)

২। সত্রের বিষুবদ্দিনের চারিদিন পূর্ব্বে অভিজিৎ দিবস উপস্থিত হয়। ইহা যদি সূর্য্যের অভিজিৎপুঞ্জে 'প্রবেশ' এই অর্থ বুঝায়, তবে বাসন্ত বিষুবদ্দিন অবশ্যই পুনর্ব্বসু সংক্রমিত, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে।

৩। প্রাচীনকালে যখন নক্ষত্রাদির বিষয় আলোচিত হইয়াছিল, তখন বৃহস্পতিপুঞ্জ নির্দিষ্ট কতকগুলি নক্ষত্র সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইত।

উপরি উক্ত তিনটি বিষয় ও তৈত্তিরীয়সংহিতায় বর্ণিত বিষয়াবলী অনুশীলন করিলে অবগত হওয়া যায় যে, বাসন্ত বিষুবদ্দিন মৃগশিরা-সংক্রমিত হইবার বহুপূর্ব্বে হিন্দুগণ জ্যোতিষিক আলোচনা করিতেন। ইঁহারা প্রথমতঃ বাসন্ত বিষুবদ্দিন হইতে এবং পরে শীতায়ন হইতে নববর্ষারম্ভ গণনা করিয়াছেন।

ভারতীয় সাহিত্য আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, হিন্দুগণ অতি প্রাচীনকাল হইতে বরাবর অয়নচলন লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। পুনর্ব্বসু হইতে মৃগশিরা (ঋগ্বেদ), মৃগশিরা হইতে রোহিণী (ঐতব্রা°), রোহিণী হইতে কৃত্তিকা (তৈত্তি° সং), কৃত্তিকা হইতে ভরণী (বেদাঙ্গজ্যোতিষ) এবং ভরণী হইতে অশ্বিনী। (সূর্য্যসিদ্ধান্ত ইত্যাদি)

জ্যোতিষিক নিয়মানুসারে মোটামুটি গণনা করিলে দেখা যায় যে, হিন্দুগণ ৬০০০ পূঃ খৃঃ অব্দে জ্যোতিষিক পঞ্জিকা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। এইকালে বা ইহার কিছু পরে হরিতালিকা পুনর্বসু-সংক্রমিত ছিল। ৪০০১ পূঃ খৃঃ অব্দে ইহা মৃগশিরা-সংক্রমিত হইয়াছিল।

অধ্যাপক জেকবি (Jacobi) বলেন, ঋগ্বেদে আমরা প্রথমেই বর্ষাকালের উল্লেখ দেখিতে পাই। ঋগ্বেদ যে স্থানে (পঞ্জাবে) প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই স্থানের ঋতুর প্রতি দৃষ্টি রাখিলে ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, উক্ত বর্ষাকাল গ্রীষ্মায়নে আরম্ভ হইত।

ভাদ্রপদের পূর্ণিমা ফল্গুনীর গ্রীষ্মায়ন-সংপৃক্ত। সুতরাং ভাদ্রপদই বর্ষাকালের প্রথমমাস, কারণ পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, গ্রীষ্মায়ন বর্ষাকালের সহিত আরম্ভ হইত। গৃহ্যসূত্র পাঠেও ইহার আভাস পাওয়া যায়।

গোভিলসূত্রে প্রোষ্ঠপদের পূর্ণিমায় উপাকরণ স্থিরীকৃত হইয়াছে; কিন্তু শ্রাবণের পূর্ণিমা হইতে বিদ্যাশিক্ষারম্ভকাল গণনা করা হইত। ঋগ্বেদে দেখিতে পাওয়া যায়, অতি প্রাচীনকালে প্রোষ্ঠপদ হইতে বিদ্যাশিক্ষাকাল আরম্ভ হইত। পরে নক্ষত্রাদির গতি দ্বারা তাহাদের স্থিতির অল্প পরিবর্ত্তন হেতু ঋতু প্রভৃতিরও ভেদ জন্মিয়াছে। ঋগ্বেদের পরবর্ত্তী বৈদিক গ্রন্থে নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে কৃত্তিকার নাম প্রথম বর্ণিত দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কোন কোন গ্রন্থে বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। কৌষীতকিব্রাহ্মণে কথিত হইয়াছে, উত্তরফল্গু দ্বারা বর্ষের মুখ এবং পূর্ব্বফল্গু দ্বারা পুচ্ছ গঠিত হয়; তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণের টীকায় পূর্ব্বফল্গুনী বর্ষের অন্ত্য রাত্রি এবং উত্তরফল্গুনী প্রথম রাত্রি বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, অতি প্রাচীনকালে অয়ন উত্তরফল্গুনী ভেদ করিয়া সঞ্চালিত হইত।

বৈদিক গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, বর্ষগণনা করিবার জন্য কালক্রমে ভিন্ন ভিন্ন নাম ব্যবহৃত হইয়াছিল। তৈত্তিরীয়সংহিতায় হিমবর্ষের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই বর্ষ বর্ষাবর্ষের ৬ মাস পূর্ব্বে শীতায়ন হইতে আরম্ভ হইত। ঋগ্বেদের স্থানে স্থানে বর্ষ কথার পরিবর্ত্তে শারদ কথার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এই শারদবর্ষ যে, শারদ বিষুবদ্দিন অথবা পূর্ণিমা কাল হইতে গণনা করা হইত, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। গ্রীষ্মায়ন উত্তরফল্গুনী এবং শীতায়ন পূর্ব্বভাদ্রপদ-সংক্রমিত হইলে শারদ বিষুবদ্দিন মূলায় এবং বাসন্ত বিষুবদ্দিন মৃগশিরায় অবস্থাপিত হয়। এই গণনানুসারে মূলা প্রথম নক্ষত্র এবং ইহার নামেও উক্ত অর্থ ব্যক্ত করে; জ্যেষ্ঠা শেষ নক্ষত্র; ইহার প্রাচীন নাম জ্যেষ্ঠঘ্নী (কারণ এই নক্ষত্রে বর্ষ শেষ হয়)।

শারদবর্ষের প্রথমমাসের নাম অগ্রহায়ণ। ইহা মৃগশিরা শব্দবাচক; ইহার পূর্ণিমা মৃগশিরা নক্ষত্রে হয়। এইকালে মৃগশিরা বলিতে বাসন্ত বিষুবদ্দিনকে বুঝাইত; সুতরাং ইহা স্থির যে, শারদ পূর্ণিমা সমকল নক্ষত্রে সঙ্ঘটিত হইত এবং প্রথম মাসের নাম মার্গশির ছিল।

ক্রমে ঋতুর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। ঋগ্বেদে যে প্রকার বর্ষবিভাগ দৃষ্ট হয়, পরে তাহা কেবলমাত্র ঈশ্বরারাধনার জন্য ব্যবহৃত হইত। ঋগ্বেদে যেরূপ অয়ন অবধারিত হইয়াছিল, পরবর্ত্তী গ্রন্থকারগণ তাহা সংশোধিত করিয়াছিলেন। শেষোক্ত লেখকগণ বলেন, কৃত্তিকা হইতে বর্ষ আরম্ভ হয়। সম্ভবতঃ পরিশোধনকালে কৃত্তিকার অবস্থিতি উক্ত প্রকারই ছিল। অধ্যাপক জেকবি বলেন, সূর্য্যসিদ্ধান্তানুসারে হুইট্‌নি (Whitney) সাহেবের গণনায় দেখা যায় ২৫০০ পূঃ খৃঃ অব্দে বাসন্ত-বিষুবদ্দিন কৃত্তিকা এবং গ্রীষ্মায়ন মঘা-সংক্রমিত ছিল।

খৃঃ পূঃ ১৪।১৫শ শতাব্দীর জ্যোতিষগ্রন্থে অয়নির্দ্ধারণের বহু উল্লেখ দৃষ্ট হয়। বৈদিক গ্রন্থে যেরূপ অয়ন অবধারিত হইয়াছে, সম্ভবতঃ তৎকালে উক্তরূপই ছিল। নক্ষত্রমালানুসারে গণনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, ঋগ্বেদে যেরূপ অয়ন উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা ৪৫০০ পূঃ খৃঃ অব্দে নির্ণীত হইয়াছিল।

নিরক্ষবৃত্তের সহিত সুমেরু (ও কুমেরু) ২৬০০০ বর্ষে ২৩½ বিষুবার্দ্ধবৃত্তে ক্রান্তিবৃত্ত-কদম্বের চারিদিকে আবর্ত্তিত হইত। ইহাতে প্রতি নক্ষত্রই সুমেরুর কিছু নিকটবর্ত্তী হয়। যে অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র কোন সময়ে সুমেরুর অতিশয় নিকটবর্ত্তী হয়, তাহাকে সুমেরুনক্ষত্র (North star) এবং সুমেরু হইতে যে নক্ষত্রের ব্যবধান এত অল্প যে, ইহাকে স্থির বলিলেও বিশেষ কোন দোষ হয় না, তাহাকে ধ্রুবনক্ষত্র (Pole star) বলা হইয়া থাকে।

হিন্দুদিগের বিবাহমন্ত্রে ধ্রুবনক্ষত্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। অনুমান করা যাইতে পারে যে, হিন্দুগণ অতি প্রাচীনকাল হইতেই ধ্রুবনক্ষত্রের বিষয় অবগত ছিলেন। অধ্যাপক জেকবি বলেন, ডাক্তার কুষ্টনরের (Kustner) গণনা * অনুসারে এই ধ্রুবনক্ষত্র ড্রেকিনস (Draconis) নামক উত্তর প্রদেশস্থ নক্ষত্রপুঞ্জকে বুঝায়।

খৃষ্ট জন্মের পাঁচ সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে ঐ নক্ষত্র আধুনিক ধ্রুবনক্ষত্র (Pole star) অপেক্ষা সুমেরুর অধিক নিকটবর্ত্তী ছিল। প্রাচীন হিন্দুগণ এইটিকেই ধ্রুবনক্ষত্র বলিয়া মনে করিতেন। অধিকন্তু ইহার স্থিতি এরূপ ছিল যে, ইহাকে স্থির বলিয়াই মনে হইত, ইহার চারিদিকে অন্যান্য নক্ষত্র আবর্ত্তন করিত, সুতরাং অপর নক্ষত্র হইতে এইটিকে পৃথক্ করাও অতি সহজ ছিল।

জ্যোতির্ব্বিদ্ জেকবি বলেন, নক্ষত্রের গতি প্রভৃতি অনুসারে গণনা করিলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, হিন্দুগণ প্রায় ৩০০০ পূঃ খৃঃ অব্দে ধ্রুবনক্ষত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

উপরে যাহা লিখিত হইয়াছে, তদ্দারাই অনুমান করা যাইতে পারে, খৃষ্ট জন্মের বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে জ্যোতির্বিদ্যা অঙ্কুরিত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। হিন্দু জ্যোতিঃশাস্ত্রমতে—ব্রহ্মা (পিতামহ), বশিষ্ঠ, অত্রি, পৌলস্ত্য, রোমশ, মরীচি, অঙ্গিরা, ব্যাস, নারদ, শৌনক, ভৃগু, চ্যবন, যবন, গর্গ, কশ্যপ, পরাশর, মনু ও আচার্য্য এই ১৮ জনই প্রাচীন জ্যোতিঃশাস্ত্রকার। তৎপরে অপর জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ আবির্ভূত হন।

জ্যোতিষ সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ মধ্যেও বহু দিন হইতে মতভেদ চলিতেছে। ভাস্করাচার্য্যের গ্রন্থে লিখিত আছে—বিষুবৎক্রান্তি ও নাড়ীমণ্ডলের সম্পাতবিন্দুকে ক্রান্তিপাত কহে। ইহার পরিবর্ত্তন বিলোমগতিশীল এবং এক কল্পে ৩০,০০০। মুঞ্জাল ও অন্যান্য পণ্ডিতদিগের মতে ক্রান্তিপাত ও অয়নের পরিবর্ত্তনে কোনরূপ প্রভেদ নাই; উভয়েরই এক আবর্ত্তন। কিন্তু সূর্য্যসিদ্ধান্তের টীকাকার লিখিতেছেন যে, এক কল্পে অয়নের ৩০,০০০ পরিবর্ত্তন হয়, ভাস্করাচার্য্য এরূপ কোন অভিমত প্রকাশ করেন নাই। বস্তুতঃ ভাস্করাচার্য্যের উদ্ধৃত অংশের সহিত সূর্য্যসিদ্ধান্তের মিল দেখিতে পাওয়া যায় না। শেষোক্ত গ্রন্থে স্পষ্ট নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, নক্ষত্রপুঞ্জ-চক্র এক যুগে ৬০০ বার পূর্ব্বাভিমুখে আবর্ত্তিত হয়। এই সংখ্যা দ্বারা এক যুগান্তর্গত সংখ্যাকে পূরণ করিলে এবং তাহাকে, যাহাতে পৃথিবীর একচক্রকাল পূর্ণ হয়, সেই সংখ্যা দ্বারা হরণ করিলে ধনুর পরিমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাকে ৩ দিয়া গুণ করিয়া ১০ দিয়া ভাগ করিলে অংশ অবধারিত হয়। ইহাকে সাধারণতঃ অয়ন কহে। মুনীশ্বর বিভিন্ন উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক ভাস্করাচার্য্য ও সূর্য্যসিদ্ধান্তের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছেন। তিনি বলেন, কোন কোন জ্যোতির্ব্বি নিযুতস্থানে অযুতের কল্পনা করেন। কেহ কেহ বলেন কল্প বলিতে সাধারণতঃ যে কাল-পরিমাণ বুঝায়, প্রকৃতপক্ষে কল্প তাহার বিংশাংশ। মুনীশ্বর বলেন, ব্যষ্টী (বি=বিংশ অষ্টী=গুণ) শব্দের অর্থ বিশ গুণ, সুতরাং ভাস্করাচার্য্যে উদ্ধৃত অংশের অর্থ ৩০,০০০×২০। তিনি শেষকালে উল্লেখ করিয়াছেন যে, সূর্য্য দ্বারা ইহার পরিবর্ত্তন প্রকাশিত হয় এ ইহার বিলোমগতি এক কল্পে তিন অযুত।

লঘুবশিষ্ঠ, শাকল্যসংহিতা প্রভৃতি পুস্তকে ৬০° ব পরিবর্ত্তনের বিষয় লিখিত আছে, এবং অন্যান্য গ্রন্থে বিষু দিনের পরিলম্বন একযুগে ৬০° ইহা স্পষ্ট নির্দ্দিষ্ট আছে প্রায় সকল গ্রন্থেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, মেষ ও তুলারা আরম্ভ-স্থল হইতে ২৭° পূর্ব্ব ও পশ্চিম সীমায় মধ্যে ক্রা পাতের (জলবিষুবের) যে আলম্বন লক্ষিত হয়, তাহাই ইহ আবর্ত্তন। আর্য্যভটের গ্রন্থেও এই মত সমর্থিত হইয়াছে

---

* Dr. Kustner ৫০০০ পূঃ খৃঃ অব্দ হইতে ১০০ খৃঃ অব্দের উত্তর প্রদেশস্থ নক্ষত্রাবলী গণনা করিয়া নিম্নলিখিত ফল প্রকাশ করিয়াছেন :—

Draconis	3·0 magnitude	40°38′ Polar dist.	4700 B.C.
”	3·3	0·06′	2780 ”
”	3·3	4·044′	1290 ”
Ursa minoris	2·0	6·028	1060 ”
”	2·0	0·028′	2100 A.D.

কিন্তু আমরা সে স্থানে কিছু ব্যতিক্রম দেখিতে পাই। তিনি বলেন, এককল্পে আলম্বনের সংখ্যা ৫৭৮,১৫৯, এবং আলম্বন ২৭° ব্যবধানে লক্ষিত না হইয়া ২৪° ব্যবধানেই দৃষ্ট হয়।

ভাস্কর স্বকীয় মতের সত্যতা প্রমাণ করিবার জন্য স্থানে স্থানে মুঞ্জালের পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি বলেন, রাশিচক্রের দ্বাদশ চিহ্নের মধ্য দিয়া বার্ষিক [illegible] গতিতে অয়নাবর্ত্তন হয়। তিনি করণকুতূহল গ্রন্থে মোটামুটি একাদশ অংশে অয়নচলনের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ভারতীয় অন্যান্য জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ তাঁহার বা মুঞ্জালের মত গ্রহণ করেন নাই। কেবলমাত্র ভাস্কর, মুঞ্জাল এবং বিষ্ণুচন্দ্রই ক্রান্তিপাত ও অয়নান্তবৃত্তের পূর্ণাবর্ত্তনের উল্লেখ করিয়াছেন।

ব্রহ্মগুপ্ত-প্রমুখ পণ্ডিতগণ বিষুবদ্দিনের সাময়িক গতির কোন উল্লেখ করেন নাই। ভাস্করাচার্য্য বলেন, পূর্ব্বে অয়নচলন তত পরিস্ফুট ছিল না, তজ্জন্যই সৌরসিদ্ধান্ত প্রভৃতি গ্রন্থে ইহার উল্লেখ থাকিলেও উক্ত পণ্ডিতগণ এ বিষয়ে মনোযোগী হয়েন নাই।

ব্রহ্মগুপ্তের কোন টীকাকার লিখিয়াছেন, বৃহত্তম দিবস ও ক্ষুদ্রতম রাত্রি মিথুনের শেষভাগেই দৃষ্ট হয়; দক্ষিণ ও উত্তরায়ণ যথাক্রমে অশ্লেষার মধ্য ও ধনিষ্ঠার প্রথম হইতে আরম্ভ হয়। ইহাতে বুঝা যায় যে, ক্রান্তিবৃত্তের মধ্য দিয়া অয়নের পরিবর্ত্তন হয় বটে, কিন্তু বহুসংখ্যক আবর্ত্তন হয় না। এই টীকাকার লিখিয়াছেন যে, ক্রান্তিপাত ও অয়নান্তবৃত্তের পরিবর্ত্তন ব্রহ্মগুপ্ত জ্ঞাত ছিলেন; কিন্তু তিনি ইহার সাময়িক গতি স্বীকার করিতেন না।

যাহা লিখিত আছে, তদ্দ্বারা অবধারণ করা যাইতে পারে যে, ভারতীয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌ পণ্ডিতদিগের মধ্যে কেহ কেহ অয়নের আবর্ত্তন স্বীকার এবং কেহ কেহ অস্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু ক্রান্তিপাতের আলম্বন প্রায় সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। আধুনিক পুরাতত্ত্ব আলোচনায় স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, আর্য্যভটই হিন্দুদিগের মধ্যে একজন প্রধান জ্যোতির্ব্বিদ্‌ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থেও ক্রান্তিপাত আলম্বনের বিষয় লিখিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা নির্দ্ধারিত হইতেছে যে, এ বিষয় বহু দিন হইতেই ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে।

য়ুরোপ ও আরবের প্রাচীন জ্যোতিষিগণ উক্ত মতের পক্ষপাতী ছিলেন। স্পেনবাসী অর্জেল (Arzal) * দেশান্তর যোজনের ১০° পূর্ব্ব এবং পশ্চিম সীমার মধ্যে ৭৫ বর্ষে এক অংশ বেগগামী পরিলম্বনের উল্লেখ করিয়াছেন। অলফনসাস্

* ইনি একাদশ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন।

(Allphonsüs) প্রমুখ পণ্ডিতগণও দেশান্তর যোজনের আলম্বন লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

আরবদিগের মধ্যে মহম্মদ বেনজেবার (Mahammed Ben Jaber) * একজন প্রাচীন জ্যোতিষী। ইনি অলবাটনী (Albatani) নামে পরিচিত ছিলেন। আরবদিগের মধ্যে ইহার গ্রন্থেই আলম্বনের প্রথম উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অলবাটনী স্বকীয় গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, তাঁহার পূর্ব্বে জনৈক পণ্ডিত ৮° পূর্ব্ব ও পশ্চিম সীমার মধ্যে ৮০ কিংবা ৮৪ বর্ষে এক অংশ বেগগামী স্থির নক্ষত্রদিগের আলম্বনের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু তিনি এই পণ্ডিতের নাম নির্দ্দেশ করেন নাই। অলবাটনী টলেমির মতের অনেক উন্নতিসাধন করিয়াছেন। এসিয়ার পশ্চিমদিকস্থ জ্যোতির্ব্বিদ্‌দিগের মধ্যে ইনিই প্রথমে নক্ষত্রদিগের গতি ৬৬ বর্ষে এক অংশ, ইহা নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন। ইহা সূর্য্যসিদ্ধান্ত-প্রমুখ পণ্ডিতদিগের নির্দ্ধারিত আলম্বনগতির সহিত প্রায় সমান। পশ্চিমস্থ পণ্ডিতদিগের মধ্যে তিনিই প্রথমে পরিলম্বনের গতির উল্লেখ করিয়াছেন এবং তিনি বলিয়াছেন যে, তাঁহার পূর্ব্বে আর এক ব্যক্তি এই বিষয় লিখিয়া গিয়াছেন। সুতরাং সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, এই ব্যক্তি ভারতীয় কোন পণ্ডিত। কারণ, প্রাচীন গ্রন্থকার আর্য্যভটের গ্রন্থেই ২৪° সীমার মধ্যে ৭৮ বর্ষে এক অংশ গতিশীল ক্রান্তিপাত পরিলম্বনের প্রথম উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; দ্বিতীয়তঃ অলবাটনীর ১০০ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী জনৈক আরবদেশীয় জ্যোতিষীর গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি ভারতীয় জ্যোতিষের নিয়মানুসারেই জ্যোতিষিক নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করিয়াছেন।

পূর্ব্বোল্লিখিত বিষয় অনুধাবন করিলে একরূপ বুঝা যাইতে পারে যে, হিন্দুগণ অয়ন-চলন সম্বন্ধীয় মত কাহারও নিকট হইতে গ্রহণ করেন নাই, প্রত্যুত তাঁহারাই ইহার প্রথম আবিষ্কর্ত্তা। যখন য়ুরোপীয় পণ্ডিতদিগের মধ্যে মতদ্বৈধ ছিল, তাহার ৭০০ বৎসর পূর্ব্বে হিন্দুগণ অয়ন-চলনের সমগতির অভ্রান্ত মীমাংসায় উপনীত হইয়াছিলেন। এই গতির প্রকৃত বেগ অবধারণে ইহারা টলেমি অপেক্ষাও অধিকতর প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

বরাহমিহির বৃহৎসংহিতায় লিখিয়াছেন, পৌলিশ, † রোমক,

* ইনি নবম শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন।

† পুলিশ, শ্রীসেন ও বিষ্ণুচন্দ্র যথাক্রমে পৌলিশ, রোমকসিদ্ধান্ত ও বাসিষ্ঠসিদ্ধান্ত প্রণেতা বলিয়া প্রসিদ্ধ।

বাসিষ্ঠ, সৌর ও পৈতামহ এই পঞ্চসিদ্ধান্তে বর্ণিত সময় ও জ্যামিতিক ক্ষেত্রবিভাগের ব্যুৎপত্তি লাভ না করিলে ফলিতজ্যোতিষে সম্যক্ জ্ঞানলাভ করা যায় না। ভট্টোৎপল উদ্ধৃত বরাহমিহিরের পঞ্চসিদ্ধান্তিকা গ্রন্থের কোন বচন হইতে নিম্নলিখিত বিষয় অবগত হওয়া যায়—যখন অশ্লেষার্দ্ধ হইতে সূর্য্যের গতি প্রত্যাবৃত্ত হইত, তখন অয়ন ঠিক হইত; এখন পুনর্ব্বসু হইতে প্রত্যাবর্ত্তন আরম্ভ হয়। পরবর্ত্তী গ্রন্থকার ব্রহ্মগুপ্তও পৌলশাদি পঞ্চ সিদ্ধান্তকে জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রামাণ্য গ্রন্থ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, ব্রহ্মসিদ্ধান্ত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরপুরাণের অন্তর্গত। আবার কেহ কেহ বলেন ব্রহ্মা (পিতামহ) ভৃগুর সহিত কথোপকথনচ্ছলে এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন।

বরাহমিহির অনেকস্থলে সূর্য্যসিদ্ধান্তকে প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সময়ে কর্কটের প্রারম্ভেই গ্রীষ্মায়ন আরম্ভ হইত। ভাস্করের গ্রন্থেও উক্তরূপ আভাস পাওয়া যায়।

কোলব্রুক সাহেব বলেন, বর্ত্তমান সৌর বা সূর্য্যসিদ্ধান্ত নামক পুস্তক উক্ত নামধেয় কোন প্রাচীন পুস্তক হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে। বরাহমিহির ও ব্রহ্মগুপ্ত উভয়েই এই গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। এখনও তিনখানি ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতিষগ্রন্থ ব্রহ্মসিদ্ধান্ত নামে পরিচিত। ইহার একখানির সারাংশ 'বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর' হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। এইরূপ বসিষ্ঠসিদ্ধান্ত নামে কতকগুলি পুস্তক প্রচলিত আছে। সূর্য্যসিদ্ধান্ত প্রভৃতি পুস্তকে লিখিত জ্যোতিষিক বিষয়ের প্রতি সম্যক দৃষ্টি রাখিয়া ও রচনাপ্রণালী দেখিয়া উক্ত গ্রন্থগুলি কোন সময়ে লিখিত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা একরূপ অসাধ্য।

সূর্য্যসিদ্ধান্ত প্রভৃতি পুস্তক ছাড়িয়া দিলেও আর্য্যভটের গ্রন্থ হইতে স্পষ্ট প্রমাণ করা যায় যে, হিন্দুগণ টলেমি অপেক্ষা সূক্ষ্মতররূপে অয়নচলনের পরিমাণ নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন; এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, ইহা পরিলম্বনের বেগ হেতু উৎপন্ন হয়। যখন ভারতীয় পণ্ডিতগণ এই আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তখন অন্য কোন প্রদেশীয় জ্যোতির্বিদ্গণ এতৎসম্বন্ধে কিছুই অবগত ছিলেন না।

ব্রহ্মগুপ্ত ও তাঁহার টীকাকার উদ্ধৃত আর্য্যভটবচনে দৃষ্ট হয় যে, এই প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদ্ পৃথিবীর আহ্নিক গতির বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, পৃথিবীর গতি হেতু আমরা গ্রহনক্ষত্রাদির অস্ত ও উদয় দেখিতে পাই। এই মত প্রাচীন গ্রীকদিগের মধ্যে হিরাক্লাইডিস্ (Heraclides), এবং একফনটাস্ (Ecphantus) প্রমুখ কতিপয় ব্যক্তির পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায়।

পৃথিবী অন্য কোন বস্তু দ্বারা অবলম্বন প্রাপ্ত হয় নাই; ইহা নিজেই শূন্যভরে স্থির আছে এবং ইহা দূরের বস্তু আকর্ষণ করিতে পারে এই মত ভাস্করের গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। পৃথিবী শূন্যমার্গেই নিম্নগামিনী হয় জৈনদিগের এই মত ভাস্করাচার্য্য স্বীয় গ্রন্থে খণ্ডন করিয়াছেন।

ব্রহ্মগুপ্ত সাধারণতঃ ব্রহ্মসিদ্ধান্ত নামক পুস্তকের উপর তাঁহার জ্যোতিষের পত্তন করিয়াছেন। ভাস্কর ও সূর্য্যসিদ্ধান্তের ভাষ্যকার নৃসিংহ বলেন, ব্রহ্মসিদ্ধান্ত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর পুরাণের অন্তর্গত। মুনীশ্বর শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া ব্রহ্মগুপ্তের পুস্তক ও উক্ত ব্রহ্ম (পৈতামহ) সিদ্ধান্তের সাদৃশ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। সূর্য্যসিদ্ধান্তের কোন ভাষ্যকার লিখিয়াছেন যে, ব্রহ্মগুপ্তের পুস্তক মূলতঃ পৈতামহসিদ্ধান্তের একখানি টীকাস্বরূপ।

কোন কোন ভারতীয় পণ্ডিত বলেন, সূর্য্য, চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহগণ পৃথিবীর চতুঃপার্শ্বে নিজ নিজ কক্ষাবৃত্তে পরিভ্রমণ করে। বায়ুর বেগে ইহারা গতি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু মন্দোচ্চ, গ্রহবৃত্তি ও ক্ষেপপাতস্থিত শক্তিবিশেষ দ্বারা অপমণ্ডলের বহির্ভাগে ইহাদের গতি প্রসারিত হয়। ভাস্করাচার্য্য বলেন, গ্রহগণ প্রতিমণ্ডলে ভ্রমণ করে, কিন্তু গণনাকার্য্যের সুবিধা হেতু নীচোচ্চবৃত্তগত ভ্রমণের উল্লেখ করা হয়। হিন্দু পণ্ডিতগণ বলেন, পাঁচটি ক্ষুদ্র গ্রহ প্রতিমণ্ডলে নীচোচ্চবৃত্তে আবর্ত্তিত হয়।

উল্লিখিত অংশে হিন্দুজ্যোতিষের সহিত টলেমিপ্রবর্ত্তিত জ্যোতিষের সাদৃশ্য লক্ষিত হয়।

হিন্দুজ্যোতিষে হিপারকাস উদ্ভাবিত প্রতিমণ্ডলকক্ষ এবং অপলোনিয়াস্ (Apollonius) আবিষ্কৃত পৃথিবীর চতুঃপার্শ্বস্থ কাল্পনিক বৃত্তোপরি নীচোচ্চবৃত্তের সামঞ্জস্য দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু টলেমি পাঁচটি ক্ষুদ্র গ্রহের নিয়মিত গতি নির্ণয় করিবার জন্য যে বৃত্ত এবং চন্দ্রের পরিলম্বন গতির হ্রাসের কারণ নির্দ্দেশ করিবার জন্য প্রতিমণ্ডলের কেন্দ্রের যে নীচোচ্চবৃত্ত এবং বুধগ্রহের অসম গতির উপযোগী উৎকেন্দ্রযের কেন্দ্রের যে বৃত্ত কল্পনা করিয়াছেন, তাহার কিছুই পরিলক্ষিত হয় না।

হিন্দুজ্যোতিষিগণ বলেন, প্রতিমণ্ডলের ও গ্রহদিগের নীচোচ্চবৃত্তের আকার ডিম্বের ন্যায়। তাঁহাদের মতে, নীচোচ্চবৃত্তের অক্ষ কেন্দ্রের সম অংশে বৃহত্তর এবং বিষম অংশে ক্ষুদ্রতর, অন্যান্য অংশে অনুপাতানুযায়ী। কোন কোন হিন্দু জ্যোতিষী বলেন, সমস্ত গ্রহেরই নীচোচ্চবৃত্ত ডিম্বাকার। কেহ

কেহ বলেন, কোন কোন গ্রহের এইরূপ। আবার কেহ কেহ বলেন, ইহাদের নীচোচ্চবৃত্ত আদৌ অণ্ডাকার নহে। আর্য্যভট্ট ও সূর্য্যসিদ্ধান্তপ্রণেতা উভয়েই বলেন, গ্রহগণের নীচোচ্চবৃত্ত অণ্ডাকার এবং বৃহস্পতি ও শনৈশ্চরের বৃত্তের ক্ষুদ্র অক্ষ তাহাদের নীচোচ্চে অবস্থিত। ব্রহ্মগুপ্ত ও ভাস্করাচার্য্য বলেন, কেবলমাত্র মঙ্গল ও শুক্রের নীচোচ্চবৃত্ত ডিম্বাকার, অপর সকল বৃত্তাকার।

ভারতীয় পণ্ডিতগণ স্থূলতঃ ক্ষুদ্রগ্রহের বিলোমগতি ও অন্যান্য কয়েকটী বিষয় অবগত হইবার জন্য কর্ণের নির্দ্দেশ করেন। সূর্য্য ও চন্দ্রের কৈন্দ্রিক সমীকরণ সম্বন্ধে তাঁহারা বলেন, নীচোচ্চবৃত্তের মধ্যে সমকেন্দ্রের ব্যাসার্দ্ধের স্থানে স্থানে মধ্যকেন্দ্রের যে শিঞ্জিনী হ্রস্বায়তন হইয়াছে, তাহা কৈন্দ্রিক সমীকরণের শিঞ্জিনীর সহিত সমান।

শিরোমণি গ্রন্থে ভাস্করাচার্য্য ক্রান্তিবৃত্ত হইতে গ্রহনক্ষত্রাদির বিক্ষেপগ্রহণ সম্বন্ধে একাধিক মতের উল্লেখ করিয়া তাহার মীমাংসা করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থ হইতে বুঝা যায় যে, অপক্রান্তির বৃত্তের সম্পাত দ্বারা এবং এই সম্পাত বিন্দুতে নক্ষত্রের বিক্ষেপ ও ভুক্তি গ্রহণ করিয়া ক্রান্তিবৃত্ত হইতে নক্ষত্রাদির অবস্থিতি নির্ণীত হইত।

ব্রহ্মগুপ্ত সূর্য্য ও চন্দ্রগ্রহণের প্রকৃত কারণ নির্দ্দেশ করিয়া শেষকালে রাহুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন এবং রাহুই গ্রহণের নিকটবর্ত্তী কারণ, ইহা উল্লেখ করেন নাই বলিয়া আর্য্যভট, শ্রীসেন প্রভৃতির প্রতিবাদ করিয়াছেন।

ভাস্করাচার্য্য নিজেই লিখিয়াছেন যে, তাঁহার জ্যোতিষিক গ্রন্থাদি ব্রহ্মগুপ্তের অনুকরণে রচিত; তিনি আরও লিখিয়াছেন যে, ব্রহ্মগুপ্ত এক কল্পে গ্রহাদির আবর্ত্তনাদি সম্বন্ধে কোন প্রাচীন গ্রন্থকারের অনুবর্ত্তন করিয়াছেন। কোন কোন টীকাকার বলেন, বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর পুরাণের অন্তর্গত পৈতামহসিদ্ধান্ত অবলম্বনে তাঁহার গ্রন্থাদি রচিত হইয়াছে। ভাস্করাচার্য্য ও সতানন্দ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ সাধারণতঃ ব্রহ্মগুপ্ত এবং বরাহমিহিরকে প্রধান জ্যোতির্ব্বেত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ইঁহারা ভারতীয় জ্যোতিষের আবিষ্কর্ত্তা নহেন; ইঁহাদের গ্রন্থে প্রাচীন গ্রন্থকারদিগের অনেক শ্লোক সন্নিবেশিত আছে।

বরাহসংহিতা বরাহমিহিররচিত একখানি জ্যোতিষগ্রন্থ। এই গ্রন্থে সূর্য্যসিদ্ধান্তের মত অনুসৃত হয় নাই। সূর্য্যসিদ্ধান্তে বৃহস্পতির আবর্ত্তন একযুগে ৩৬৪২০০; কিন্তু বরাহসংহিতায় ৩৬৪২২৪ উক্ত হইয়াছে। ভাষ্যকার বলেন, আর্য্যভট্টের মতানুসারে বরাহমিহির বৃহস্পতির আবর্ত্তন নিরূপণ করিয়াছেন। গর্গের পরবর্ত্তী এবং বরাহমিহির ও ব্রহ্মগুপ্তের পূর্ব্ববর্ত্তিকালে বহুসংখ্যক বিখ্যাত জ্যোতিষী প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন; কিন্তু এখন তাঁহাদের গ্রন্থাদি পাওয়া যায় না। বরাহমিহির প্রমুখ পণ্ডিতদিগের গ্রন্থে তাঁহাদের নামোল্লেখ ও তাঁহাদের গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত শ্লোকাবলী লক্ষিত হয়। ইঁহাদের পদ্ধতির সহিত টলেমির পদ্ধতির তত সাদৃশ্য দৃষ্ট হয় না।

গ্রীকপণ্ডিতগণ গ্রহদিগের যেরূপ মধ্যগতি অবধারিত করিয়াছেন, হিন্দুপণ্ডিতদিগের মতের সহিত তাহার মিল নাই। কোলব্রুক সাহেব বলেন, "এ বিষয়ে টলেমির গণনাই সূক্ষ্মতর হইয়াছিল; কিন্তু অয়নচলন সম্বন্ধে হিন্দুজ্যোতির্বিদগণের গণনাই অপেক্ষাকৃত পরিশুদ্ধ।"

উপরে যাহা লিখিত হইল, তদ্দ্বারা সহজেই প্রতীতি হয় যে, হিন্দুজ্যোতির্ব্বিদিগের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচলিত ছিল।

প্রাচীন য়ুরোপীয়দিগের মধ্যে গ্রীকগণই অন্য কোন শাস্ত্রের অংশভূত না করিয়া পৃথকরূপে জ্যোতিষশাস্ত্র অনুশীলন করিত। ইঁহাদের অনুসন্ধিৎসা ও প্রত্যক্ষ পর্য্যবেক্ষণাদি দ্বারা বহুতর তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে।

হিন্দু, চীন, কাল্‌দীয় ও মিসরীয়গণ সকলেই জ্যোতির্বিদ্যার আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া গৌরব করে। প্রত্যেকেরই পক্ষসমর্থনকারী বহুসংখ্যক যুক্তি আছে। মোক্ষমূলর, হুইট্‌নি প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন, হিন্দুজ্যোতিষ অতি প্রাচীন হইলেও হিন্দুগণ গ্রীক যবনদিগের নিকট জ্যোতিষবিষয়ক অনেক সাহায্যলাভ করিয়া উন্নতি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। আকোকের, তাবুরি প্রভৃতি গ্রীক শব্দ এই জন্য হিন্দুজ্যোতিষ গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্ বর্গেস্ সাহেবের মতে, কেবল কতকগুলি শব্দ দেখিয়া হিন্দুজ্যোতিষকে গ্রীকজ্যোতিষমূলক বলা যাইতে পারে না, বরং সেই সকল শব্দ হিন্দুজ্যোতিষশাস্ত্র হইতেই গ্রীকজ্যোতিষশাস্ত্রে গৃহীত হইয়াছে। আনুষঙ্গিক প্রমাণ দ্বারা বরং বলা যাইতে পারে যে, ভারতীয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ শিক্ষক, গ্রীকজ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ তাঁহাদের ছাত্র। (Burgess' Surya Siddhanta) আবার কেহ কেহ অনুমান করেন যে, হিন্দুগণ বাবিলনীয়দিগের নিকট হইতে নক্ষত্রমণ্ডলের বিষয় অবগত হইয়াছেন। তদুত্তরে অধ্যাপক থিবো লিখিয়াছেন যে, বাবিলনীয়গণ পূর্ব্বকালে কেবলমাত্র ২৪টী নক্ষত্রের, কিন্তু ভারতীয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ বহুকাল হইতেই ২৭।২৮টী নক্ষত্রের বিষয় অবগত ছিলেন, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং বাবিলনীয়দিগের নিকট হিন্দুগণ নক্ষত্রমণ্ডলের বিষয়

অবগত হন নাই। হায়নরত্নপ্রণেতা বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্ বলভদ্রের মতে—যবনজ্যোতিষ পারস্তভাষায় লিখিত, তাহা হইতে আর্য্যজ্যোতির্ব্বিদ্গণ জাতকাদি কোন বিষয় সংগ্রহ করিয়াছেন। আমাদেরও বিবেচনায় হিন্দুজ্যোতিষশাস্ত্রে যে যবনের মত উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাকে গ্রীকজ্যোতির্ব্বিদ্ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলাম না। সকল পুরাণাদিতেই ভারতের পশ্চিমসীমা যবন লিখিত আছে। পশ্চিমপ্রান্তবাসী ম্লেচ্ছগণই গ্রীক অভ্যুদয়ের বহু পূর্ব্ব হইতেই হিন্দুদিগের নিকট যবন নামে খ্যাত ছিলেন; সম্ভবতঃ পশ্চিমপ্রান্তবাসী কোন যবনের গ্রন্থ হইতে জাতকাদি সম্বন্ধে হিন্দুগণ কতক সাহায্য পাইয়াছিলেন।

চীনগণ বলে, তাহাদিগের জ্যোতির্ব্বিদ্যাবিষয়ক ঘটনাবলীর তালিকা খৃষ্ট পূর্ব্বে ২৮৫৭ বৎসরের পুরাতন। কিন্তু ঐ তালিকায় কোন্ কোন্ দিন সূর্য্যগ্রহণ এবং কখন ধূমকেতুর উদয় হয়, কেবলমাত্র তাহাই বর্ণিত আছে; গ্রহণের দিন ব্যতীত সূক্ষ্মরূপে সময় নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। চীনসম্রাট্গণ গ্রহণ গণনা করিয়া বলিবার নিমিত্ত দৈবজ্ঞ নিযুক্ত করিয়া রাখিতেন; গ্রহণ বলিয়া দিতে না পারিলে উঁহাদিগের প্রাণদণ্ড হইত। তাঁহাদিগের মধ্যে এইরূপ বিশ্বাস ছিল যে, একটা দৈত্য সূর্য্য ও চন্দ্রমণ্ডল গ্রাস করে, তাহাতেই গ্রহণ হয়; এজন্য ভয় প্রদর্শন করিয়া দৈত্যকে সূর্য্য ও চন্দ্র গ্রাস হইতে বিরত করিবার জন্য চীনগণ গ্রহণসময়ে ভয়ানক চীৎকার ও ঢক্কা, কাঁশী ইত্যাদি বাদ্য করিত। চীনদিগের বর্ণিত ঐ সকল গ্রহণের অনেকগুলি আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদ্গণ গণনা করিয়া মিলাইয়াছেন; কিন্তু টলেমির পূর্ব্ববর্ত্তী একটী মাত্র গ্রহণ ব্যতীত আর মিলে নাই। যাহা হউক, বহু পূর্ব্বকাল হইতে চীনগণ গ্রহণের ১৯ বৎসরের কালাবর্ত্ত জ্ঞাত ছিল এবং ৩৬৫ দিনে বৎসর গণনা করিত। গ্রহণের ঐ কালাবর্ত্ত মিটন (Meton) গ্রীসে প্রচার করেন; তদবধি উহা মিটনিক কালাবর্ত্ত (Metonic) বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। কথিত আছে, খৃষ্টের প্রায় ১১শ শতাব্দী পূর্ব্বে ইহারা শঙ্কুচ্ছায়া দ্বারা ক্রান্তিপাত নিরূপণ করিত। চীনগণ বলে, ২২১ পূঃ খৃঃ অব্দে সম্রাট্ ছিংছি হুংটি জ্যোতির্ব্বিদ্যাবিষয়ক সমস্ত গ্রন্থ ভস্ম করিয়া ফেলেন, তজ্জন্য প্রাচীন পণ্ডিতগণ-বিরচিত বহুসংখ্যক উৎকৃষ্ট জ্যোতিষগ্রন্থ ও গণনানিয়মাদি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ইহারা খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দী পর্য্যন্ত অয়নচলনের (Precession of the equinoxes) বিষয় কিছুই জানিত না, কিন্তু বহুপূর্ব্ব হইতেই গ্রহণের গতির বিষয় অবগত ছিল।

প্রাচীন কাল্দীয়গণ প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া জ্যোতির্বিদ্যা আলোচনা এবং পর্য্যবেক্ষণ ও পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্যদিগের প্রণীত নিয়মাবলী অনুসরণ করিয়া জ্যোতিষ্কগণের উদয়াস্ত ও গ্রহণাদি গণনা করিত। গ্রীকগণ বাবিলন নগর অধিকার করিলে আরিষ্টটল আলেকসান্দারের আদেশে তথা হইতে ১৯০৩ বৎসরের প্রত্যক্ষীকৃত গ্রহণ সমুদায়ের এক তালিকা গ্রীসে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই বর্ণনা অতিরঞ্জিত বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। টলেমি ইহা হইতে ৬টী গ্রহণের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। সর্ব্ব প্রাচীনটী ৭২০ পূঃ খৃঃ অব্দের অধিক পুরাতন নহে। ঐ সকল গ্রন্থে গ্রহণসময়ের ঘণ্টামাত্র নির্দ্দিষ্ট এবং সূর্য্যাদির গ্রস্তাংশের পাদ পর্য্যন্ত স্থূলরূপে উল্লিখিত আছে। ঐ সকল গ্রহণ দৃষ্টে হ্যালি চন্দ্রের গতির শীঘ্রতা প্রতিপাদন করেন, অর্থাৎ চন্দ্র পূর্ব্বে যে বেগে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তন করিত, এখন তাহা অপেক্ষা অধিক দ্রুতবেগে ভ্রমণ করিতেছে, তাহা প্রমাণ করেন। কাল্দীয়গণের সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণের আর একটী প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহারা ৬৫৮৫⅓ দিনে একটী কালাবর্ত্ত ধরিত। এই সময়ে ২২৩টী চান্দ্রমাস হয় এবং গ্রহণের সংখ্যা ও গ্রস্তাংশের পরিমাণাদি প্রায় অনুরূপ হইয়া থাকে। ইহারা জলঘড়ি দ্বারা সময়, শঙ্কুচ্ছায়া দ্বারা ক্রান্তিবৃত্ত এবং অর্দ্ধচক্রাকৃতি সূর্য্যঘড়ি দ্বারা গগনমণ্ডলে সূর্য্যের অবস্থান নির্ণয় করিত। য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ অনেকে বিশ্বাস করেন, কাল্দীয়গণই সর্ব্বপ্রথম রাশিচক্র আবিষ্কার ও দিবসকে দ্বাদশ সমান ভাগে বিভক্ত করিয়াছে।

প্রবাদ, গ্রীকগণ মিসরীয়দিগের নিকট জ্যোতির্ব্বিদ্যা শিক্ষা করে। কিন্তু প্রাচীন মিসরীয় জ্যোতিষ উচ্চ অঙ্গের ছিল বলিয়া প্রমাণিত হয় না। কথিত আছে, বুধ ও শুক্রগ্রহ যে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করে, তাহা ইহারা জানিত। কিন্তু ঐ বর্ণনার কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নাই।

ইহাদের কয়েকটা পিরামিড্ যেরূপ সূক্ষ্মভাবে উত্তর দক্ষিণ অভিমুখে নির্ম্মিত, তাহাতে অনেকে অনুমান করেন, জ্যোতিষ্কমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্যই উহারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। যাহা হউক, কিরূপে ছায়া মাপিয়া পিরামিডের উচ্চতা নিরূপণ করা যায়, তাহা থেল্স্ সর্ব্বপ্রথম ইহাদিগকে শিক্ষা দেন। মিসরীয়গণ তাঁহাকে বলে, সূর্য্য দুইবার পশ্চিমদিকে উদিত হইয়াছিল। ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হয়, মিসরীয় জ্যোতিষ অতি অকর্ম্মণ্য ও হীনাবস্থ ছিল।

গ্রীকগণই প্রকৃতপক্ষে পাশ্চাত্য জ্যোতির্ব্বিদ্যার আবিষ্কর্ত্তা। খৃষ্টের ৬৪০ বৎসর পূর্ব্বে থেল্স্ (Thales) গ্রীকদিগের মধ্যে

জ্যোতির্ব্বিদ্যা প্রচলিত করেন। ইনিই সর্ব্বপ্রথম গ্রীকদিগের মধ্যে পৃথিবীর গোলত্ব প্রতিপাদন করেন এবং গ্রীক নাবিকদিগকে ধ্রুবতারার নিকটবর্ত্তী ক্ষুদ্র ভল্লুক (Ursa Menor) নক্ষত্রপুঞ্জ দেখিয়া উত্তরদিক্ নির্ণয় করিতে শিক্ষা দেন। কিন্তু থেলসের অনেক মত অসঙ্গত; তন্মধ্যে একটী এই, ইনি পৃথিবীকে জগতের কেন্দ্র এবং নক্ষত্র সকলকে প্রজ্বলিত অগ্নি বলিয়া মনে করিতেন।

থেলসের পরবর্ত্তী জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের কয়েকটী মতের সহিত আধুনিক মতের সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়।

আনেক্সিমাণ্ডিস্ (Anaximandis) নিজ মেরুদণ্ডের উপর পৃথিবীর আহ্নিক আবর্ত্তন অবগত ছিলেন। চন্দ্র যে সূর্য্যালোকে দীপ্ত হয়, তাহাও জানিতেন। অনেকে বলেন, ইনি বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ডে শত শত পৃথিবীর অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন এবং চন্দ্রমণ্ডলে নদীপর্ব্বতগৃহাদি আছে বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। তাঁহার পরবর্ত্তী গ্রীক জ্যোতির্ব্বেত্তাগণের মধ্যে পিথাগোরাস্ প্রধান। ইনি প্রমাণ করেন, সূর্য্যমণ্ডল সৌরজগতের কেন্দ্রে অবস্থিত এবং পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহগণ ইহার চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে। ইনিই সর্ব্বপ্রথমে সকলকে বুঝাইয়া দেন যে, সন্ধ্যাতারা ও শুকতারা বাস্তবিক একই গ্রহ। কিন্তু ইঁহার মত ইঁহার পরবর্ত্তিগণ কেহ বিশ্বাস করিল না। অবশেষে কোপার্নিকাস (Copernicus) খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়া ঐ মত বিশদরূপে সমর্থন করেন।

পিথাগোরাসের পর প্রায় দুই শতাব্দী পরে আলেকসান্দারের সমকালবর্ত্তী জ্যোতির্ব্বেত্তাগণ জন্মগ্রহণ করেন। ইতিমধ্যে যে সকল জ্যোতির্ব্বিদ্ প্রাদুর্ভূত হন, তন্মধ্যে মিটন (Meton) (খৃঃ পূঃ ৪৩২) স্বনামখ্যাত কালাবর্ত্ত প্রচার, ইউডোক্সাস্ গ্রীসে ৩৬৫১ দিনে বৎসর গণনা প্রচলিত এবং সিরাকিউজ্‌বাসী নাইসেটাস্ (Nicetas) মেরুদণ্ডের উপর পৃথিবীর আহ্নিক আবর্ত্তন স্থির করেন।

বিদ্যোৎসাহী টলেমিগণের বদান্যতায় আলেকসান্দ্রিয়ানগরে জ্যোতির্ব্বিদ্যার অনেক উন্নতি হয়। এ পর্য্যন্ত জ্যোতির্ব্বিদ্যাবিষয়ক তথ্য প্রখরবুদ্ধি ব্যক্তিগণের উচ্চকল্পনাপ্রসূত বলিয়া গণ্য ছিল; ঐ সকল আপাতদৃষ্টির বিরুদ্ধভাবাপন্ন বলিয়া লোকে সহজে বিশ্বাস করিত না। আলেকসান্দ্রিয়ার জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ বহুতর পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা সৌরজগতের বিষয় অবগত হইবার চেষ্টা করেন।

এই সময় স্থির নক্ষত্র সকলের অবস্থান, গ্রহগণের কক্ষা এবং ত্রিকোণমিতিমূলক যন্ত্রাদি সাহায্যে তারা প্রভৃতির কৌণিক দূরত্ব অবধারণ করা হয়। উক্ত পণ্ডিতগণ পৃথিবী হইতে সূর্য্যমণ্ডলের দূরত্ব ও পৃথিবীর পরিমাণ নির্ণয় করিতে চেষ্টা করেন।

এই জ্যোতিৰ্ব্বিদ্‌গণের মধ্যে টিমোকারিস্ (Timocharis) ও আরিষ্টাইলস্ (Aristyllus) যে সমস্ত গণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা দেখিয়া পরবর্ত্তিকালে হিপার্কাস্ ক্রান্তিপাতগতি (Precession of the equinoxes) নির্ণয় করেন। অটোলিকাস্ (Autolycus)-প্রণীত জ্যোতির্ব্বিদ্যাবিষয়ক গ্রন্থ গ্রীকভাষায় সর্ব্ব প্রাচীন।

ইহার পর পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিতগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম জ্যোতির্ব্বিদ্ হিপার্কাস্ (Hipparchus) জন্মগ্রহণ করেন (১৬০-১২৫ পূঃ খৃঃ)। ইনি গণিতে ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং যুক্তি উদ্ভাবন ও স্বয়ং জ্যোতিষিক ঘটনা পরিদর্শন করিতেন। ইনি প্রায় ১০৮১টী তারার অবস্থান নির্দ্দেশক এক তালিকা প্রস্তুত করেন; ঐ তালিকাই প্রাচীনতম ও বিশ্বাসযোগ্য। হিপার্কাস্ অয়নচলন আবিষ্কার এবং পূর্ব্বতন জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ অপেক্ষা সূক্ষ্মরূপে সূর্য্যের গতির গড় হ্রাস বৃদ্ধি এবং সৌর বৎসরের পরিমাণ নিরূপণ করেন। ইনি চন্দ্রের গতির হ্রাস বৃদ্ধি ও উহার উৎকেন্দ্রত্ব, মন্দফল ও চন্দ্রকক্ষার বক্রতা নির্ণয় করিয়াছেন।

ইহার প্রায় দুইশত বর্ষ পরে আলেকসান্দ্রিয়ানগরে টলেমি জন্ম গ্রহণ করেন (১৩০-১৫০ খৃঃ অঃ)। ইনি একজন জ্যোতির্ব্বেত্তা, গায়ক, গণিতজ্ঞ ও ভৌগোলিক পণ্ডিত ছিলেন।

ইঁহার আবিষ্কারের মধ্যে চন্দ্রের পরিলম্বন (Libration of the Moon) প্রধান। আলোকের বক্রীভবন ইঁহার আবিষ্কার। ইনি নানারূপ যান্ত্রিক হেতুবাদ দ্বারা পৃথিবীর গতি অস্বীকার করেন। গ্রহগণের গতি সম্বন্ধে বলেন, গ্রহগণ চক্রপথে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে, সমস্ত নক্ষত্র জগৎ ২৪ ঘণ্টায় পৃথিবীর চারিদিকে একবার প্রদক্ষিণ করে। তদ্ভিন্ন তাঁহার আরও কয়েকটী ভ্রমাত্মক মত তৎপরবর্ত্তিকালে সাধারণে বিশ্বাস করিত। [টলেমি দেখ।] হিপার্কাস্ যে সমস্ত বিষয় উল্লেখ মাত্র করিয়া গিয়াছেন, ইনি সেই সমস্ত বিষয় বিস্তৃতরূপে বর্ণন ও অনেক স্থলে সূক্ষ্মরূপে ফল বাহির, আবার অনেক স্থলে হিপার্কাসের মত পরিবর্ত্তন করিয়াছেন।

টলেমির পর গ্রীসে জ্যোতির্ব্বিদ্যার উন্নতি একরূপ শেষ হইল। তৎপরবর্ত্তী জ্যোতিষিগণ ফলিতজ্যোতিষের আলোচনা এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব জ্যোতির্ব্বিদ্‌দিগের মতাদির টীকা, সমালোচনা ও সংশোধনাদি করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন।

ইহার পর আরবদিগের মধ্যেই উল্লেখযোগ্য জ্যোতির্ব্বিদ্

পণ্ডিতগণ জন্মগ্রহণ করেন। ৭৬২ খৃঃ অব্দে আরবগণ জ্যোতিষ আলোচনা আরম্ভ করে। খলিফা অল্-মনসুর এবং তাঁহার উত্তরাধিকারী হরুণ-অল্-রসীদ ও অল্-মামুন এই বিদ্যার যথেষ্ট উন্নতিসাধন ও আলোচনায় যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করেন। শেষোক্ত সম্রাটদ্বয় স্বয়ং জ্যোতির্বিদ্যা অনুশীল করিতেন। যাহা হউক আরবগণ এই বিদ্যার বিশেষ কোন উন্নতি করিতে পারে নাই। ইহারা গ্রীক জ্যোতিষকে অত্যন্ত ভক্তি করিত, তথাপি ইহাদের গণনা ও গ্রহ-পর্য্যবেক্ষণাদি গ্রীকদিগের অপেক্ষা অনেক সূক্ষ্ম হইত। ইহারা ক্রান্তিপাতের পশ্চিমগতি আরও সূক্ষ্মরূপে এবং অয়নান্ত বর্ষ (Tropical year) প্রায় সেকেণ্ড পর্য্যন্ত শুদ্ধরূপে গণনা করিত। অল্বাটানি (৮৮০ খৃঃ অব্দ) আরবদিগের প্রধান জ্যোতির্ব্বিদ্। ইনি সূর্য্যের মন্দোচ্চের গতি আবিষ্কার, ক্রান্তিবৃত্তের বক্রতা নির্ণয় ও গ্রীকদিগের বহুতর গণনাদি সংশোধন করেন।

হিপার্কাস্ হইতে কোপার্নিকাসের সময় পর্য্যন্ত যত বৈদেশিক জ্যোতির্ব্বিদ্ জন্মগ্রহণ করেন, তন্মধ্যে অল্বাটানি সর্ব্বপ্রধান জ্যোতিষ্ক-পর্য্যবেক্ষক।

ইবন্-য়ুনিস (১০০০ খৃঃ অব্দ) নামে জনৈক মিসরীয় অঙ্কশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতও জ্যোতির্ব্বিদ্ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইনি বৃহস্পতি ও শনি গ্রহের বক্রতা ও উৎকেন্দ্রত্ব নিরূপণ করেন। ইনি দিগ্বলয় হইতে কোন তারার উচ্চতাপরিমাণ দ্বারা গ্রহণের স্পর্শ ও মোক্ষকাল নিরূপণ করেন। তদ্ভিন্ন ইহার অনেক গণনাদি আছে। ঐ সকল দৃষ্টে জানা যায় তাঁহার সময়ে ত্রিকোণমিতি অঙ্কশাস্ত্র উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

পারস্যের উত্তরভাগে জঙ্গিস্খাঁর উত্তরাধিকারিগণ একটী মান-মন্দির নির্ম্মাণ করেন তথায় নাসিরুদ্দীন কতকগুলি নক্ষত্রের তালিকা প্রস্তুত করিয়া যান। সমরকন্দে তৈমুরের একজন পৌত্র ১৪৩৩ খৃঃ অব্দে তারাগণের একটী তালিকা প্রস্তুত করেন। উহা তাৎকালিক সকল তালিকা অপেক্ষা বিশুদ্ধ।

ইহার পর প্রাচ্য দেশে জ্যোতির্ব্বিদ্যার অবনতি এবং পশ্চিময়ুরোপে ইহার আলোচনা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ১২৩০ খৃঃ অব্দে জর্ম্মণির ২য় ফ্রেডরিকের আদেশে আরবী আলম্যাগেষ্ট নামক গ্রন্থের অনুবাদ হয়। ১২৫২ খৃঃ অব্দে কাষ্টাইলের দশম অলফ্সো আরব ও য়িহুদীদিগের সাহায্যে য়ুরোপীয় ভাষায় সর্ব্বপ্রথম জ্যোতিষ বিষয়ক তালিকা প্রস্তুত করিয়া জ্যোতির্ব্বিদ্যা আলোচনায় লোকের উৎসাহ বর্দ্ধন করেন। ঐ তালিকা টলেমির সহিত অনেকাংশে একতাযাপন্ন।

১২২০ খৃঃ অব্দে হোলিউড (Holy wood) সাহেব টলেমির মত সংক্ষেপ করিয়া অন্ দি স্ফিয়ার্স (On the spheres) নামক একখানি পুস্তক লিখেন; ঐ পুস্তক তৎকালে খুব প্রশংসিত ছিল। ইহার পর যে সকল ব্যক্তি জ্যোতির্ব্বিদ্যা আলোচনা করেন, তাহাদের মধ্যে কেহ উক্ত বিদ্যার বিশেষ কোন উন্নতি করেন নাই। তবে ত্রিকোণমিতি প্রভৃতি গণিত শাস্ত্রের উন্নতি হইয়াছিল।

তৎপরে বিখ্যাত কোপার্নিকাস্ আবির্ভূত হন (জন্ম ১৪৭৩, মৃত্যু ১৫৪৩ খৃঃ অব্দ)। ইনি প্রচলিত টলেমির মত খণ্ডন করিয়া অসম্পূর্ণ হইলেও একটী বিশুদ্ধ মত উদ্ভাবন করেন। এইরূপ প্রচলিত মত খণ্ডন করা বড় বিপজ্জনক, করিলেই সাধারণের বিরাগভাজন হইতে হয়। কোপার্নিকাস্ উহাতে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া নিজ বিশুদ্ধ মত প্রচার করেন। ইহার মত কতকাংশে পিথাগোরাসের কথিত মতের ন্যায়। ইহার মতে সূর্য্যমণ্ডল ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রস্থলে অচলভাবে অবস্থিত; ইহার চতুর্দ্দিকে গ্রহগণ ভিন্ন ভিন্ন দূরে নিজ নিজ কক্ষায় পরিভ্রমণ করিতেছে। তৎকালপরিচিত সূর্য্য হইতে ক্রমান্বয়ে দূরবর্ত্তী গ্রহগণের নাম যথা—বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি। এই সৌরজগৎ হইতে কল্পনাতীত দূরে নক্ষত্রমণ্ডল অবস্থিত। চন্দ্র এক চন্দ্রমাসে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করে। তারাগণের পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমদিকের গতি প্রকৃত নহে, দৃষ্টিভ্রম মাত্র; কক্ষার উপর ঈষৎ হেলানভাবে স্থিত নিজ মেরুদণ্ডের উপর পৃথিবীর আহ্নিক আবর্ত্তন জন্য উহা সংঘটিত হয়। প্রবাদ আছে, কোপার্নিকাস্ এইরূপ মত প্রচার করিতে সাহসী না হইয়া উহা কল্পিত বলিয়া প্রকাশ করেন। কিন্তু হাম্‌বোল্ট্ (Humblodt) বলেন, কোপার্নিকাস্ তেজস্বিনী ভাষায় প্রাচীন ভ্রান্তমত খণ্ডন করিয়া নিজমত প্রচার করেন এবং স্বরচিত On the revolution of the heavenly bodies নামক পুস্তক ছাপা দেখিয়া অনেকদিন পরে প্রাণত্যাগ করেন। সাধারণের বিশ্বাস ছাপা পুস্তক দেখিবার কয়েক ঘণ্টা পরেই তাঁহার প্রাণনাশ হয়।

কোপার্নিকাসের পরবর্ত্তী রেকর্ডি (Recorde) ইংরাজী ভাষায় জ্যোতির্ব্বিদ্যা ও গোলকতত্ত্ববিষয়ক পুস্তক প্রথম রচনা করেন।

আরবদিগের সময় হইতে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত যত জ্যোতির্ব্বিদ্ জন্মগ্রহণ করেন, টাইকো ব্রাহি (Tycho Brahe) তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পরিশ্রমী, অধ্যবসায়ী,

ও ব্যবহারকুশল জ্যোতির্ব্বিদ্। ইনি ১৫৪৬ খৃঃ অব্দে জন্ম-গ্রহণ করেন এবং ১৬০১ খৃঃ অব্দে গতায়ু হন।

টাইকো-ব্রাহি কোপর্নিকাসের মত খণ্ডন করিতে গিয়া অপযশভাগী হইয়াছেন। ইঁহার মতে পৃথিবী স্থির, সূর্য্য ইহার চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে এবং গ্রহগণ আবার সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে ঘুরিতে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে। এই ভ্রান্ত যুক্তি কোপার্নিকাসের সরল মতের বিরুদ্ধভাবাপন্ন হইলেও অনেক আপত্তি নিরাকরণ করে। টাইকো-ব্রাহি স্থির নক্ষত্রসকলের একটী বিশুদ্ধ তালিকা প্রস্তুত, চন্দ্রের পক্ষান্ত সংস্কারাদি নিরূপণ এবং আলোকের বক্র-গতি (Refraction) নির্ণয় করেন।

টাইকো-ব্রাহির অনুসন্ধানাদি দ্বারা শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া কেপ্‌লার (Kepler) জ্যোতিষ-বিষয়ক অনেক তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। (জন্ম ১৫৭১, মৃত্যু ১৬৩০ খৃঃ অব্দ)।

ইঁহার আবিষ্কৃত নিয়মাবলী অদ্যাপি কেপ্‌লারের নিয়মাবলী (Kepler's Lanes) বলিয়া বিখ্যাত। ইনি কোপার্নিকাসের মতের অনেক ভ্রম সংশোধন করেন। অনেকের মতে ইনি মাধ্যাকর্ষণের বিষয় কতক অবগত ছিলেন।

গ্যালিলিও (Galileo জন্ম ১৫৬৪, মৃত্যু ১৬৪২ খৃঃ অব্দ) সর্ব্বপ্রথমে দূরবীক্ষণ সৃষ্টি করিয়া তদ্দ্বারা আকাশমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ করেন। [গ্যালিলিও ও দূরবীক্ষণ দেখ।]

গ্যালিলিও প্রথমেই দূরবীক্ষণ-সাহায্যে চন্দ্রপৃষ্ঠের বন্ধুরত্ব আবিষ্কার করিলেন। তৎপরে বৃহস্পতির চারি চন্দ্র, শনি গ্রহের বলয়, সূর্য্যমণ্ডলে কলঙ্ক-চিহ্ন এবং শুক্রগ্রহের কলা প্রভৃতি অতি শীঘ্রই প্রকাশ হইয়া পড়িল। এই সকল নূতন মতের প্রবর্ত্তনা জন্য যাজকগণ গ্যালিলিওর উপর অতিশয় ক্রুদ্ধ হইল এবং অবশেষে তাঁহাকে মত পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য করিল। কিন্তু যাজকগণ যতই প্রতিকূলাচরণ করুন, এবং দার্শনিকগণ যতই বিরুদ্ধযুক্তি প্রদর্শন করুন, অনন্ত জগতের প্রাকৃতিক নিয়মাবলী কিছুতেই প্রতিহত হইবার নহে।

ইহার পর ইংলণ্ডে জ্যোতির্ব্বিদ্যার যুগান্তর উপস্থিত হইল। নিউটন (জন্ম ১৬৪২, মৃত্যু ১৭২৭ খৃঃ অব্দ) প্রভৃতি বড় বড় ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়া ইহার অতিশয় উন্নতি সাধন করেন। নিউটনের আবির্ভাবে জ্যোতির্ব্বিদ্যা নবজীবন লাভ করিল। ইতিমধ্যে নেপিয়ারের লগারিথম্ (Logerithm) দ্বারা জ্যোতির্গণনায় অনেক সাহায্য এবং আলোকের গতি, পরিদোলক ইত্যাদি দ্বারা জ্যোতিষ পর্য্যবেক্ষণের বিশেষ সুবিধা হয়। ক্যাসিনি (Casini.)- রাশিচক্রের আলোক (Zodical light), বৃহস্পতির চন্দ্রচতুষ্টয়ের গ্রহণ দেখিয়া উঁহাদের গতি, শনিগ্রহের দুইটী বলয় ও চারিটী চন্দ্র প্রভৃতি অনেক আবিষ্কার করেন।

নিউটন মাধ্যাকর্ষণ (Gravitation) ও তাহার নিয়মাবলী আবিষ্কার করেন। সাধারণের বিশ্বাস বৃক্ষ হইতে পক্ক আতা পতিত হইতে দেখিয়া নিউটন ঐ মহান্ আবিষ্কারে মনোযোগী হন। সম্ভবতঃ মানব-প্রতিভায় ইহা অপেক্ষা মহত্তর ও অধিক গৌরবান্বিত আবিষ্কার আর নাই *। ইহা ভিন্ন নিউটন সূচীচ্ছেদাকৃতিপথে ধূমকেতুদিগের গতি, পৃথিবীর ঈষৎ চেপ্টা গোল আকার, চন্দ্র ও জোয়ার-ভাটার সম্বন্ধ নির্ণয় করেন।

নিউটনের সমকালে ফ্লামষ্টিড্ (Flamsteed), হ্যালি (Hally) প্রভৃতি জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু তারা প্রভৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া জ্যোতির্ব্বিদ্যায় অনেক উন্নতি করিয়াছেন।

ইহার পর খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে বহুসংখ্যক প্রধান প্রধান জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ জন্মগ্রহণ করেন। এই সময় দূরবীক্ষণের উৎকর্ষ-সাধন, বহুসংখ্যক যন্ত্রের সৃষ্টি ও অঙ্কশাস্ত্রে উন্নতিহেতু জ্যোতির্ব্বিদ্যায় মহতী উন্নতি সাধিত হয়।

১৭৮১ খৃঃ অব্দে হর্শেল ইউরেনস্ (Uranus) নামে একটী নূতন গ্রহ আবিষ্কার করেন। ক্রমে ক্রমে তিনি ৪০ ফিট্ দীর্ঘ স্বীয় দূরবীক্ষণ-সাহায্যে ছায়াপথ বিশ্লিষ্ট করিয়া তারকাপুঞ্জ দেখিতে পান। তিনি ইউরেনসের দুইটী চন্দ্র, শনিগ্রহের আরও দুইটী চন্দ্র প্রভৃতির বিষয়, নীহারিকার রহস্য এবং দ্বন্দ্ব (Double stars) ও ত্রি- (Triple stars) তারকা আবিষ্কার করেন। এইরূপে আরও অনেকানেক জ্যোতির্ব্বিদ্‌দিগের অধ্যবসায়-গুণে ও যন্ত্রাদির সাহায্যে অষ্টাদশ শতাব্দীতে জ্যোতির্ব্বিদ্যার প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

১৯শ শতাব্দীর আরম্ভেই ৪টী ক্ষুদ্রগ্রহ আবিষ্কৃত হয়। ক্রমে এ পর্য্যন্ত (১৮৯২ খৃঃ অব্দ) প্রায় শতাধিক ক্ষুদ্রগ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। নেপচুন (Neptune) গ্রহের আবিষ্কার বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রধান ঘটনা।

ইউরেনস্ গ্রহের গতির বিশৃঙ্খলতা দেখিয়া অনেকে অনুমান করিতেন, ইহা বৃহস্পতি ও শনি ব্যতীত অন্য কোন অনির্দ্দিষ্ট গ্রহের আকর্ষণ জন্য সংঘটিত হয়। লেভারিয়ার (Leverrier) নামে জনৈক নবীন ফরাসী জ্যোতির্ব্বিদ্ ইহা দেখিয়া ১৮৪৬ খৃঃ অব্দের গ্রীষ্মকালে অজ্ঞাত ঐ গ্রহের আকার, পরিমাণ ও আকাশে অবস্থান পর্য্যন্ত নিশ্চয়

* নিউটনের বহু পূর্ব্বে ভাস্করাচার্য্য "আকৃষ্টিশক্তি" নামে মাধ্যাকর্ষণ-তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন। (গোলাধ্যায় ২।৫)

করিয়া এক প্রবন্ধ বাহির করেন। একমাস গত হইতে না হইতে বার্লিন নগরে গেল (M. Galle) নেপচুন গ্রহ বাহির করিয়া ফেলিলেন; ইহার প্রায় এক বর্ষ পূর্ব্বে কেম্ব্রিজ নগরে এডাম্‌স্ (M Adams) আরও সূক্ষ্মতর গণনা দ্বারা নেপচুনের অস্তিত্ব ও অবস্থান বাহির করিয়া উহা চালিসকে (M Challis) জ্ঞাপন করেন। ইনি তুইবার ঐ গ্রহকে চিনিয়াছিলেন, কিন্তু সুবিধামত প্রকাশ করিতে পারেন নাই।

১৮৫৯ খৃঃ অব্দে এয়ারি (Airy) শূন্যমার্গে সৌরজগতের গতি নিরূপণ করেন।

এখন য়ুরোপ ও আমেরিকার প্রত্যেক প্রধান প্রধান নগরে এবং উপনিবেশসকলে মানমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। রাজকীয় সাহায্যে ঐ সকলে পর্য্যবেক্ষণাদি চলিতেছে। প্রায় সকল সুসভ্য দেশেই জ্যোতির্ব্বিদ্যা আলোচনা করিবার জন্য জ্যোতির্ব্বিদ্‌দিগের সমিতি গঠিত হইয়াছে। ঐ সকল সমিতি হইতে প্রতি বৎসর ভূরি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বাহির হইয়া, জ্যোতির্ব্বিদ্যা-বিষয়ক বহুসংখ্যক পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়া সঞ্চিত হইতেছে। এতদ্ভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের পুস্তকাদিও মুদ্রিত হইয়া থাকে এবং আকাশমণ্ডলে গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু নক্ষত্রাদির প্রাত্যহিক অবস্থান সূক্ষ্মরূপে নির্দ্দেশ করিয়া ঐ সমস্ত গণনা বাহির হইতেছে। ইহা দ্বারা বহুবৎসরের ঘটনাসকল বর্ত্তমানের ন্যায় প্রত্যক্ষ দেখিয়া জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ অনেক তথ্য বাহির করিতেছেন। গগনমণ্ডলের সুন্দর চিত্র প্রস্তুত হইয়াছে এবং উহাতে ভিন্ন ভিন্ন কালে জ্যোতিষ্কগণের অবস্থান, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহাদির দৃশ্যমান গতিপথ প্রভৃতি অতি বিশদরূপে প্রদর্শিত আছে। চন্দ্র, সূর্য্য ও তারা প্রভৃতির যথাযথ চিত্র প্রস্তুত করিতে ফটোগ্রাফ্ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, এখন য়ুরোপীয় ভাষায় জ্যোতিঃশাস্ত্রের এত অধিক পুস্তকাদি রচিত হইয়াছে যে, যে কেহ ইচ্ছা করিলে অতি সহজে এই বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে পারেন। উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই বিদ্যা সুশৃঙ্খল ও সহজবোধ্য হইয়াছে।

জ্যোতিষিক (পুং) জ্যোতিঃ জ্যোতিঃশাস্ত্রং অধীতে উক্থাদিত্বাৎ ঠক্। জ্যোতিঃশাস্ত্রাধ্যয়নকারী।

জ্যোতিষিন্ (ত্রি) জ্যোতিষং জ্ঞেয়ত্বেন অস্ত্যস্য ইনি। জ্যোতিঃশাস্ত্রাভিজ্ঞ;

জ্যোতিষী (স্ত্রী) জ্যোতিরস্ত্যস্যাঃ ইতি অচ্ ঙীপ্। তারা।

জ্যোতিষ্ক (পুং) জ্যোতিরিব কায়তি কৈ-ক। ১ মেথিকাবীজ, মেথী। (রাজনি°) ২ চিত্রকবৃক্ষ, চিতে গাছ। চিত্রকবীজের তৈল দুগ্ধসহযোগে সর্জ্জিকা ও হিঙ্গু মিশ্রিত করিয়া ভোজন করিলে উদররোগ প্রশমিত হয়। (সুশ্রুত চিকি° ২৪ অ°) ৩ গণিকারিকা বৃক্ষ। (রত্নমালা) ৪ মেরুর শৃঙ্গভেদ, এই শৃঙ্গ মহাদেবের অতিশয় প্রিয়।

"তদীশভাগে তস্যাদ্রেঃ শৃঙ্গমাদিত্যসন্নিভং।
যত্তৎ জ্যোতিষ্কমিত্যাহুঃ সদা পশুপতেঃ প্রিয়ং।"

৫ গ্রহ তারা নক্ষত্র প্রভৃতি, এই অর্থে জ্যোতিষ্ক শব্দ নিত্য বহুবচনান্ত।

জ্যোতিষ্কা (স্ত্রী) জ্যোতিষ্ক-টাপ্। জ্যোতিষ্মতীলতা।

জ্যোতিষ্কৃৎ (ত্রি) জ্যোতিঃ করোতি জ্যোতিঃ কৃ ক্বিপ্। আদিত্য। "জ্যোতিষ্কৃতো অধ্বরস্য" (ঋক্ ১০।৬৬।১)। 'জ্যোতিষ্কৃতো আদিত্যাখ্যস্য তেজসঃ।' (সায়ণ)

জ্যোতিষ্টোম (পুং) জ্যোতিংষি স্তোমা যস্য বহুব্রী (জ্যোতিরায়ুষঃ স্তোমঃ। পা ৮।৩।৮৩) ইতি ষত্বং। স্বনামখ্যাত যজ্ঞবিশেষ, এই যজ্ঞ করিতে ১৬ জন বেদবিদ্ ব্রাহ্মণের আবশ্যক এবং এই যজ্ঞ সমাপনান্তে ১২শত গো দক্ষিণা দিতে হয়। [যজ্ঞ দেখ।]

জ্যোতিষ্পথ (পুং) জ্যোতিষাং পন্থা ৬তৎ। আকাশ।

জ্যোতিষ্মৎ (ত্রি) জ্যোতিরস্ত্যস্য মতুপ্। ১ জ্যোতির্যুক্ত, প্রকাশযুক্ত। (পুং) ২ সূর্য্য। ৩ প্লক্ষদ্বীপস্থিত পর্ব্বতবিশেষ।

জ্যোতিষ্মতী (স্ত্রী) জ্যোতিষ্মৎ ঙীপ্। (Cordiospermum halitcaoabum) ১ লতাবিশেষ, লতাফট্‌কী, বনউচ্ছে। হিন্দুস্থানে উমিজিনী, করহা, মালকঙ্গুনী বলিয়া খ্যাত। সংস্কৃত পর্য্যায়—পারাবতপদী, নগনা, স্ফুটবন্ধনী, পূতিতৈলা, ইঙ্গুদী, পারাবতাঙ্ঘ্রি, কটভী, পিণ্যা, স্বর্ণলতা, অনলপ্রভা, জ্যোতির্লতা, সুপিঙ্গলা, দীপ্তা, মেধ্যা, মতিদা, দুর্জ্জরা, সরস্বতী, অমৃতা। সূক্ষ্ম জ্যোতিষ্মতীর গুণ—অতিশয় তিক্ত, কিঞ্চিৎ, কটু, বাত ও কফনাশক। স্থূল জ্যোতিষ্মতীর গুণ—দাহপ্রদ, দীপন, মেধা ও প্রজ্ঞাবৃদ্ধিকারক। (রাজনি°) তীক্ষ্ণ ব্রণ ও বিস্ফোটকনাশক। (রাজব°) কটু, তিক্ত, কফ ও বায়ুনাশক, অত্যুষ্ণ, তীক্ষ্ণ, অগ্নিবৃদ্ধি ও স্মৃতিপ্রদ (ভাবপ্র°) *।

* ইহা একপ্রকার তেজস্বিনী লতা। ইহার আকৃতি উচ্ছেপত্র সদৃশ; এজন্য ঢাকা প্রভৃতি প্রদেশে ইহাকে বনউচ্ছে কহে। ইহার ফল কোষাকার সূক্ষ্ম আবরণ দ্বারা আবৃত ও তিনটী শিরাযুক্ত, মধ্যে তিনটী করিয়া বীজ আছে, ঐ ফল প্রথমাবস্থায় কিঞ্চিৎ অরুণ বর্ণ হয়, যদি কোমলটিকে কেহ টিপ দেয়, তাহা হইলে পট্ করিয়া একটা শব্দ হয়, এই জন্য বালকেরা ইহা ক্রীড়ার জন্য ব্যবহার করে। ইহা দুই জাতি, ক্ষুদ্রজাতীয় জ্যোতিষ্মতী প্রায় বঙ্গাদি প্রদেশে দেখা যায়, মহাজ্যোতিষ্মতী কাশ্মীরাদি প্রদেশে অধিক জন্মে।

২ যোগশাস্ত্রোক্ত সত্ত্বপ্রধান চিত্তবৃত্তিবিশেষ।

"বিশোকা বা জ্যোতিষ্মতী" (পাত° দ°) সত্ত্বগুণ প্রকাশবতী বিশোকা (চিত্তের রজ-তম পরিণামরহিত অতএব দুঃখশূন্য) প্রবৃত্তি উৎপন্ন হইলে চিত্তের স্থৈর্য্য সাধিত হয়, সাত্ত্বিক প্রকাশ হইলেই সর্ব্বদা সুখ অনুভূত হইতে থাকে, তখন রজোগুণের পরিণামস্বরূপ শোকমোহাদি কিছুই থাকে না, তখন প্রশান্ত তরঙ্গ ক্ষীরোদসাগরতুল্য বিশুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপ ভাবনা করিলেই জ্ঞানের আলোক বর্দ্ধিত হয় ও সর্ব্বপ্রকার বৃত্তির ক্ষয় হইতে থাকে, তাহা হইলে চিত্তের একাগ্রতা জন্মে। তখন জ্যোতিষ্মতী বা চিত্তের স্থিতিনিবন্ধন প্রবৃত্তি হয়। (পাত° দ°) ৩ অগ্নিপুরী। [অগ্নিলোক দেখ।] ৪ রাত্রি। (রাজনি°) ৫ নদীবিশেষ।"

"সরস্বতী প্রভবতি তস্মাজ্জ্যোতিষ্মতী তু যা।
অবগাঢ়ে হ্যুভয়তঃ সমুদ্রৌ পূর্ব্বপশ্চিমৌ ॥" (মৎস্য পু° ১২০।৬৫)

জ্যোতিস্ (পুং) দ্যোততে দ্যোত্যতে বা দ্যুত ইসুন্ দস্য জাদেশ বা জ্যুত-ইসুন্। ১ সূর্য্য। ২ অগ্নি। (মেদিনী) ৩ মেথিকাবৃক্ষ। (রাজনি°) ৪ নেত্রকনীণিকামধ্যস্থ দর্শনসাধন পদার্থ। (শব্দার্থচি°) ৫ নক্ষত্র। ৬ প্রকাশ। (শব্দচ°) (ক্লী) ৭ স্বয়ংপ্রকাশ, সর্ব্বাবভাসক চৈতন্য। ৮ অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের সংখ্যাভেদ। ৯ বিষ্ণু। (বিষ্ণু স°) বেদান্তদর্শনে জ্যোতিঃ শব্দে পরব্রহ্ম।

'জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ' (বেদান্তসূ° ১।১।১।২৪) 'চক্ষুর্বৃত্তে নিরোধকং শার্ব্বরাদিকং তমঃ তস্যা এবানুগ্রাহকমাদিকং জ্যোতিঃ' (ভাষ্য) চক্ষুর্বৃত্তির নিরোধকারী শর্ব্বরী প্রভৃতিই তমঃ, তাহার অনুগ্রাহক আদিত্য প্রভৃতি জ্যোতিঃ। ১০ তেজোদ্রব্যমাত্র, জ্যোতিঃসার, জ্যোতিস্তত্ত্ব, জ্যোতিঃসিদ্ধান্ত প্রভৃতি।

জ্যোতিস্তত্ত্ব (ক্লী) জ্যোতিষাং তত্ত্বং ৬তৎ বা জ্যোতিষাং তত্ত্বং যত্র বহুব্রী। জ্যোতিষ। রঘুনন্দনকৃত জ্যোতিঃসম্বন্ধীয় গ্রন্থবিশেষ। এই গ্রন্থে জ্যোতিষের প্রায় সকল বিষয়ই সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে। জ্যোতিষের তত্ত্ব।

জ্যোতিঃসিদ্ধান্ত (পুং) জ্যোতিষাং সিদ্ধান্তঃ ৬তৎ। জ্যোতিঃগ্রন্থবিশেষ।

জ্যোতীরথ (পুং) জ্যোতিষেব রথোঽস্য, জ্যোতিষঃ রথ ইব বা। ১ ধ্রুবনক্ষত্র, জ্যোতির্ম্মণ্ডল ইহাকে আশ্রয় করিয়া আছে বলিয়া ইহার নাম জ্যোতীরথ। ২ নির্ব্বিষজাতীয় সর্প। (বিশ্ব)

জ্যোতীরস (পুং) জ্যোতিশ্চ রসশ্চ, (দ্বন্দ্ব)। নক্ষত্র ও পারদরস।

"কেচিৎ জ্যোতীরসপ্রখ্যা" (রামা° ২।৯৪।৬)

জ্যোতীরূপস্বয়ম্ভু (পুং) জ্যোতিঃরূপং যস্য তাদৃশঃ যঃ স্বয়ম্ভুঃ। ব্রহ্মা, ব্রহ্মার রূপ জ্যোতির্ম্ময়, এইজন্য ইহার নাম জ্যোতীরূপস্বয়ম্ভু।

জ্যোৎস্না (স্ত্রী) জ্যোতিরস্ত্যস্যাং নিপাতনাৎ ন প্রত্যয়ঃ উপধালোপশ্চ, (জ্যোৎস্নাতমিস্রেতি। পা ৫।২।১১৪) ১ কৌমুদী, চন্দ্রজ্যোতিঃ। পর্য্যায়—চন্দ্রিকা, চান্দ্রী, কামবল্লভা, চন্দ্রাতপ, চন্দ্রকান্তা, শীতা, অমৃততরঙ্গিণী। ২ জ্যোৎস্নাযুক্ত রাত্রি। (মেদিনী) ৩ পটোলিকা। (অমরটীকাস্বামী) চলিত কথায় ঝিঙে। ইহার গুণ—ত্রিদোষনাশক, (রাজনি°) কষায়, মধুর, দাহ ও রক্তপিত্তনাশক।

৪ শ্বেতঘোষা। (রাজব°) ৫ দুর্গা।

"জ্যোৎস্নায়ৈ চেন্দুরূপায়ৈ সুখায়ৈ সততং নমঃ।" (চণ্ডী ৫ অঃ)

৬ প্রভাতকাল।

"জ্যোৎস্না সমভবৎ সাপি প্রাক্‌সন্ধ্যা যাভিধীয়তে।"

(বিষ্ণুপু° ১।৫।৩৬)

জ্যোৎস্নাকালী (স্ত্রী) সোমের কন্যা, ইনি বরুণপুত্র পুষ্করের পত্নী।

"রূপবান্ দর্শনীয়শ্চ সোমপুত্র্যাবৃতঃ পতিঃ।
জ্যোৎস্নাকালীতি যামাহুর্ব্বিতীয়াং রূপতঃ শ্রিয়ং ॥"

(ভারত ৫।৯৭ অঃ)

জ্যোৎস্নাদি (পুং) জ্যোৎস্না, তমিস্রা, কুণ্ডল, কুতুপ, বিসর্প, বিপাদিক, এই কয়টী জ্যোৎস্নাদিগণ। মত্বর্থে এই সকল শব্দের উত্তর অণ্ হয়।

জ্যোৎস্নাপ্রিয় (পুং) জ্যোৎস্নাপ্রিয়া যস্য বহুব্রী, চকোর। (হেম°)

জ্যোৎস্নাবৎ (ত্রি) জ্যোৎস্না অস্ত্যস্য জ্যোৎস্না-মতুপ। জ্যোৎস্নাযুক্ত।

জ্যোৎস্নাবৃক্ষ (পুং) জ্যোৎস্নায়াঃ বৃক্ষ ইব ৬তৎ। দীপাধার, (ত্রিকা°) চলিত কথায় পিলসুজ।

জ্যোৎস্নী (স্ত্রী) জ্যোৎস্না অস্ত্যস্যা ইত্যণ্ ঙীপ্ চ। সংজ্ঞাপূর্ব্বকস্য বিধেরনিত্যত্বাৎ ন বৃদ্ধিঃ।

১ চন্দ্রিকাযুক্ত রাত্রি। ২ পটোলিকা। (অমর) চলিত কথায় ঝিঙা। ৩ রেণুকা নামক গন্ধদ্রব্য। (শব্দচ°)

জ্যোৎস্নেশ (পুং) জ্যোৎস্নায়া ঈশঃ ৬তৎ। জ্যোৎস্নার অধিপতি।

জ্যৌতিষ (ক্লী) জ্যোতিষ ইদং অণ্। জ্যোতিষসম্বন্ধীয়।

জ্যৌতিষিক (পুং) জ্যোতিষং অধীতে বেদ বা উক্থাদি° ঠক্। জ্যোতির্ব্বিদ্, দৈবজ্ঞ, জ্যোতিষাধ্যায়ী।

জ্যৌৎস্ন (ত্রি) জ্যোৎস্নয়া অন্বিতঃ ইত্যণ্। দীপ্ত, জ্যোৎস্নাযুক্ত।

জ্যৌৎস্নিকা (স্ত্রী) জ্যোৎস্না অস্তি যস্যাঃ ইতি ঠক্ পূর্ব্ববৃদ্ধিটাপ্ চ। জ্যোৎস্নাযুক্ত রাত্রি। (শব্দর°)

জ্বর (পুং) জ্বরতি জীর্ণোত্তবত্যনেন জ্বর-করণে ঘঞ্। জ্বরণ, স্বনামখ্যাত রোগভেদ; পর্য্যায়—জূর্ত্তি, জ্বরি, আতঙ্ক, রোগ-পৃষ্ঠ, মহাগদ, তাপক, সন্তাপ।

প্রাণিসমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে প্রত্যেক প্রাণীই কোন না কোন সময়ে রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে। মনুষ্য-দিগকেই অধিক পরিমাণে ব্যাধিগ্রস্ত হইতে লক্ষিত হয়। কাহাকে একাধিক, কাহাকে বা একটীমাত্র রোগে আক্রমণ করে। ফলতঃ কোন মানবই চিরকাল সুস্থ শরীরে সমভাবে থাকে না। এইজন্যই প্রাচীন পণ্ডিতগণ "শরীরংব্যাধি-মন্দিরং" এই কথাটী প্রয়োগ করিয়াছেন। ব্যাধি দ্বিবিধ—শারীরিক ও মানসিক। শারীরিক ব্যাধি আগ্নেয়, সৌম এবং বায়ব্য এইতিন ভাগে এবং মানসিক ব্যাধি রাজস ও তামস এই দুইভাগে বিভক্ত। নিদান, পূর্ব্বরূপ, লিঙ্গ, উপশয় এবং সংপ্রাপ্তিদ্বারা ব্যাধির জ্ঞান জন্মে। রোগের কারণ সাধারণতঃ তিনপ্রকার ধরা হইয়া থাকে—ইন্দ্রিয়ার্থ, কর্ম্ম ও কাল। ইহাদিগের অতিযোগ, অযোগ ও মিথ্যা-যোগে রোগের উৎপত্তি হয়; কিন্তু সমভাবে ব্যবহৃত হইলে শরীর সুস্থ থাকে। পূর্ব্বোক্ত শারীরিক ও মানসিক রোগ ব্যতীত আর এক প্রকার রোগ আছে, তাহাকে আগ-ন্তুক কহে। শরীরদোষসম্ভূত রোগের নাম শারীরিক; ভূত, বিষ, বায়ু, অগ্নি ও প্রহারাদিজনিত রোগের নাম আগন্তুজ এবং প্রিয়বস্তুর অলাভ ও অপ্রিয় বস্তুর লাভজনিত রোগের নাম মানসিক।

মনুষ্যগণ জ্বরেই অধিক পরিমাণে আক্রান্ত হয় এবং অন্যান্য যে সমস্ত রোগে পীড়িত হয় তাহারও মূলীভূত কারণ জ্বর। শারীর রোগের মধ্যে প্রথমেই জ্বর জন্মে। জ্বর হইলে, পরে তাহা ক্রমশঃ কঠিন হইয়া অন্যান্য রোগ সৃষ্টি করে। শরীরের বিশেষ বিশেষ পীড়া জন্মায়, এজন্য ইহার নাম জ্বর। জ্বর যেমন দারুণ, বহু পীড়াজনক ও দুশ্চিকিৎস্য, অন্য কোন ব্যাধি সেরূপ নহে। জ্বর প্রাণি-গণের প্রাণনাশক; দেহ, ইন্দ্রিয় এবং মনের সন্তাপোৎপাদক, প্রজ্ঞা, বল, বর্ণ এবং উৎসাহের অবসন্নতাকারক। জ্বরে শরীরের অবসাদ, বেদনা, শ্রম, ক্লান্তি, মোহ এবং আহারে অপবোধ জন্মে। প্রাণিগণ জ্বরের সহিতই উৎপন্ন হয় এবং জ্বরাভিভূত হইয়াই প্রাণত্যাগ করে। সুশ্রুতে কথিত আছে, জ্বর সকল রোগের রাজা, রুদ্রকোপানলসম্ভূত এবং সর্ব্ব-লোকপ্রতাপন। বাতিক, পৈত্তিক প্রভৃতি নামে খ্যাত। প্রাণিগণের জন্ম ও মৃত্যুকালে প্রায়ই শরীরে প্রবেশ করে বলিয়া ইহাকে সকল রোগের রাজা বলা যায়। দেবতা ও মনুষ্য ব্যতিরেকে ইহার প্রভাব কেহই সহ্য করিতে পারে না। মানবগণ কর্ম্মফলদ্বারা দেবত্ব লাভ এবং কর্ম্মফল ক্ষয় হইলে পুনর্ব্বার স্বর্গচ্যুত হইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে। দেহে দেবভাগ থাকা প্রযুক্তই মানবগণ জ্বরের প্রতাপ সহ্য করিতে পারে। অপরাপর তির্য্যক্‌যোনিজাত প্রাণিগণ জ্বরে নিরতিশয় বিপন্ন হয়।

হরিবংশে জ্বরের উৎপত্তি নিম্নলিখিতরূপ বর্ণিত আছে। মহাদেব বাণরাজার জন্য 'জ্বর' নামক একজন যোদ্ধার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বাসুদেব কৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ বাণ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইলে শ্রীকৃষ্ণ বলরাম ও প্রদ্যুম্নের সহিত তাঁহার উদ্ধারার্থ গমন করেন। এই উপলক্ষে দানবাধিপতি বাণের সহিত তাঁহাদিগের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল। যুদ্ধে দৈত্য-সেনাগণ নিতান্ত নিপীড়িত ও ব্যথিত হইয়া পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলে কালান্তক সদৃশ ভীষণমূর্ত্তি জ্বর ভস্মাস্ত্র লইয়া সমরভূমিতে অবতীর্ণ হইল। জ্বরের তিন পা, তিন মস্তক, ছয় বাহু, নবলোচন। ইহার কণ্ঠস্বর সহস্র সহস্র ঘন গর্জ্জিতের ন্যায়, ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস বহিতেছে, মধ্যে মধ্যে মুখব্যাদান করিয়া জৃম্ভণ করিতেছে, শরীর যেন অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত ও অলস হইয়া পড়িতেছে, নেত্রদ্বয় মুখমণ্ডলকে সমাকুল করিতেছে। ইহার গাত্র রোমাঞ্চিত, চক্ষু আবিল এবং চিত্ত ক্ষিপ্তের ন্যায় *। জ্বর রণাঙ্গনে প্রবিষ্ট হইয়া বলরামকে পরা-জিত করিয়া কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে শ্রীকৃষ্ণের সহিত জ্বরের সর্ব্বলোকভয়ঙ্কর দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইল। বহুক্ষণ যুদ্ধের পর শ্রীকৃষ্ণ জ্বরকে মৃত বোধ করিয়া যেমন তাহাকে বাহুবলে পৃথিবীতে নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইবেন, অমনি সে অতর্কিতভাবে তাঁহার শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। তখন শ্রীকৃষ্ণের শরীরে জ্বরাবেশ হওয়াতে রোমাঞ্চ, জৃম্ভণ, শ্বাসপতন, আলস্য ও নিদ্রাবেশ হইতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার শরীরে জ্বরাবেশ হইয়াছে। তখন তিনি সেই জ্বর বিনাশের নিমিত্ত অন্য এক জ্বরের সৃষ্টি করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ এই নবসৃষ্ট বৈষ্ণব জ্বরকে আদেশ করিবামাত্র সে তৎক্ষণাৎ তাঁহার শরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া স্বীয় বলে পূর্ব্বপ্রবিষ্ট জ্বরকে গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণের হস্তে সমর্পণ করিল। কৃষ্ণ তাহাকে গ্রহণ করিয়া বধ করিতে উদ্যত হইলে সে উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইল। সেই সময় জ্বরকে রক্ষা করিবার জন্য কৃষ্ণের উদ্দেশে একটী আকাশবাণী শ্রুত হইল। শ্রীকৃষ্ণ জ্বরকে পরিত্যাগ করিলেন।

* জ্বরের রূপ বর্ণনা নিতান্ত কাল্পনিক নহে। যাহারা জ্বরাক্রান্ত হয়, তাহাদিগের শারীরিক অবস্থা তখন প্রায় উল্লিখিতরূপই হইয়া থাকে।

জ্বর কৃষ্ণের হস্তে জীবনলাভ করিয়া তাঁহার নিকট একটী বর প্রার্থনা করিল। জ্বর কহিল, হে কৃষ্ণ, হে দেবেশ, আপনি প্রসন্ন হইয়া আমাকে এই বর প্রদান করুন যেন জগতে আমি ভিন্ন অন্য কোন জ্বর না থাকে।

কৃষ্ণ কহিলেন, বরপ্রার্থিদিগকে বর প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য, বিশেষ তুমি শরণাগত। তুমি যাহা প্রার্থনা করিতেছ, তাহাই হইবে। পূর্ব্বের ন্যায় তুমিই একমাত্র জ্বর থাকিবে; দ্বিতীয় জ্বর যাহা আমাকর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে, উহা আমার শরীরে লীন হউক। শ্রীকৃষ্ণ জ্বরকে আরও কহিলেন, এই জগতে স্থাবর, জঙ্গম ও সর্ব্বজাতির মধ্যে তুমি যেরূপে বিচরণ করিবে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। তোমার আত্মাকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়া একভাগ দ্বারা চতুষ্পদ প্রাণীকে, দ্বিতীয়ভাগ দ্বারা স্থাবর এবং তৃতীয়ভাগ দ্বারা মানবজাতিকে ভজনা কর। তোমার তৃতীয়ভাগের চতুর্থাংশ পক্ষিকুল মধ্যে এবং অবশিষ্টাংশ মনুষ্য মধ্যে ঐকাহিক, খোরক ও চতুর্থক নামে বিচরণ করিবে। বৃক্ষশ্রেণী মধ্যে কীট, পত্র মধ্যে সঙ্কোচ অথবা পাণ্ডু, ফল মধ্যে আতুর্য্য, পদ্মিনীতে হিম, পৃথিবীতে উষর, জলমধ্যে নীলিকা, ময়ূর মধ্যে শিখোদ্ভেদ, পর্ব্বত মধ্যে গৈরিক, গো-মধ্যে অপস্মারক ও খোরক নামে অভিহিত হইয়া তুমি বিচরণ করিবে। তোমাকে দর্শন বা স্পর্শ করিলেই প্রাণিমাত্রেই নিধন প্রাপ্ত হইবে; দেবতা ও মনুষ্য ব্যতীত অন্য কেহ তোমার প্রভাব সহ্য করিতে পারিবে না।

জ্বরের উৎপত্তি-সম্বন্ধে আর একটী উপাখ্যান আছে। পূর্ব্বে ত্রেতাযুগে মহাদেব দিব্য এক সহস্র বৎসর অক্রোধ ব্রত অবলম্বন করিলে অসুরগণ অত্যন্ত উপদ্রব আরম্ভ করিল। তখন তিনি মহাত্মা মহর্ষিদিগের তপোবিঘ্ন হইতেছে জানিয়াও এবং তাহার যথোচিত প্রতিবিধান করিতে সমর্থ হইয়াও উপেক্ষা করিলেন; কারণ তখন ক্রোধ প্রকাশ করিলে তাঁহার ব্রতভঙ্গ হইবে। ইহার পর দক্ষপ্রজাপতি দেবগণ কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ অনুরুদ্ধ হইয়াও মহাদেবের প্রাপ্য যজ্ঞভাগ কল্পনা না করিয়া যজ্ঞের সিদ্ধিকারক বেদোক্ত পাশুপত মন্ত্র এবং শৈব্য আহুতি পরিত্যাগপূর্ব্বক যজ্ঞ সমাপ্ত করিয়াছিলেন। অনন্তর আত্মবিৎ প্রভু মহাদেব ব্রত সমাপ্ত হইলে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দক্ষ কর্ত্তৃক নিজ অপমান জানিতে পারিলেন এবং রৌদ্রভাব অবলম্বনপূর্ব্বক ললাটে নয়ন সৃষ্টি করিয়া যজ্ঞবিঘ্নকারী উল্লিখিত অসুরদিগকে দগ্ধ ও ক্রোধাগ্নিসন্দীপিত শত্রুনাশন এক বাণ পরিত্যাগ করিলেন। সেই বাণে দক্ষ প্রজাপতির যজ্ঞ ধ্বংস হইল এবং দেব ও ভূতগণ সন্তপ্ত হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

তখন দেবগণ সপ্তর্ষিদিগের সহিত মিলিত হইয়া নানা প্রকারে মহাদেবের স্তব করিতে লাগিলেন। মহাদেব দেবতাদিগের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া যেমন শৈবভাব অবলম্বন করিলেন, অমনি সর্ব্বত্র মঙ্গল বিরাজমান হইল। যখন ঐ ক্রোধাগ্নি মহাদেবকে জীবগণের মঙ্গলসাধনে অভিলাষী দেখিল, তখন তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল, ভগবন্! এখন আমি আপনার কি আদেশ পালন করিব, আজ্ঞা করুন। মহাদেব তাহাকে বলিলেন, তুমি জীবগণের জন্ম-মৃত্যু এবং জীবিত সময়ে জ্বরস্বরূপ হইবে। * এই প্রকারে জ্বরের সৃষ্টি হইয়াছে।

সন্তাপ, অরুচি, তৃষ্ণা, অঙ্গমর্দ্দ এবং হৃদয়ে বেদনা এই গুলি জ্বরের স্বাভাবিকী শক্তি।

সমনস্ক একমাত্র শরীরই জ্বরের অধিষ্ঠান। শারীরিক ও মানসিক সন্তাপ প্রত্যেক জ্বরের প্রধান লক্ষণ। জ্বরে আক্রান্ত হইলে কোনরূপ কষ্ট প্রাপ্ত হয় না, এরূপ প্রাণী জগতে বিদ্যমান নাই।

সাধারণতঃ জ্বরোৎপত্তির কারণ দুই প্রকার—সামান্য এবং প্রধান। বাতপিত্ত প্রভৃতির প্রকোপজনক আহার-বিহারাদিই সামান্য কারণ এবং জল, বায়ু, দেশ, কাল প্রভৃতির দূষণ ভাব প্রধান কারণ।

শারীরিক বাতপিত্তাদি এবং মানসিক রজ ও তমঃ দোষ জ্বরের প্রকৃতি। কোন জ্বরই দোষের সংস্রব ব্যতিরেকে কখনও মনুষ্যদিগের দেহে প্রবেশ করিতে পারে না।

প্রাচীন পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন, এই জ্বরই ক্ষয়, পাপ্মা ও মৃত্যু এবং দুষ্কৃতি হইতেই উৎপন্ন হয়।

সুশ্রুতসংহিতায় লিখিত আছে জ্বর অষ্ট প্রকার—ইহা বিবিধ কারণে উৎপন্ন হয়। দোষসকল স্ব স্ব কালে ও স্বীয় স্বীয় প্রকোপনহেতু কুপিত হইয়া সমস্ত দেহে ব্যাপ্ত হইয়া জ্বর উৎপাদন করে। দোষ স্ব স্ব হেতুদ্বারা কুপিত হইয়া আমাশয়ে গমনপূর্ব্বক স্বীয় উষ্ণতাসংযোগে রসধাতু আশ্রয় করে। সেই কুপিত দোষ ও রস দ্বারা স্বেদ ও রস-

* রুদ্রের ক্রোধসম্ভূত নিঃশ্বাস হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া জ্বর স্বভাবতঃ পিত্তাত্মক, কারণ, ক্রোধ হইতে পিত্ত উৎপন্ন হয়। অতএব সর্ব্বপ্রকার জ্বরেই পিত্তবিনাশক ক্রিয়া প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। বাগ্‌ভটও বলিয়াছেন, পিত্ত ব্যতীত উষ্মা নাই এবং উষ্মা ভিন্ন জ্বর নাই। সুতরাং সকল প্রকার জ্বরেই পিত্তের পক্ষে যে সকল দ্রব্য অহিতকর, তাহা পরিত্যাগ করাউচিত।

যাহা শিরার পথ সমস্ত রুদ্ধ হইলে জঠরানল মন্দীভূত হয়। দোষের প্রকোপকালে পাকস্থলী হইতে সেই অগ্নি বহির্ভাগে নিঃসৃত হইয়া সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইলে জ্বর প্রকাশ পায়। জ্বর জন্মিয়া ক্রমশঃ বর্দ্ধিত এবং ত্বক্, মূত্র ও পুরীষাদি দোষানুসারে বিবর্ণ হয়।

মিথ্যা আহার-বিহার বা স্নেহাদি ক্রিয়া দ্বারা, অভিঘাত বা অন্য কোন রোগোৎপত্তি হেতু বা শরীরে ব্রণাদি পাককালে অথবা শ্রম, ক্ষয়, অজীর্ণতা বা কোন প্রকার বিষ দ্বারা অথবা অত্যন্ত আহারাদির বা ঋতুর বিপর্য্যয় এবং ওষধি বা পুষ্প-গন্ধ হেতু, শোক, নক্ষত্রপীড়া, অভিচার বা অভিশাপ অথবা কাল্পনিক শঙ্কা জন্য এবং মৃতবৎসা বা জীবিতবৎসা স্ত্রীলোকদিগের গুল্মাবতরণকালে অহিতাচার হেতু ধাতু কুপিত হয়; এবং উদ্‌ভ্রান্ত বিপথগামী বেগবান্ দোষ দ্বারা অভ্যন্তরস্থ জঠরাগ্নি বিক্ষিপ্ত হইয়া সর্ব্বশরীরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। ইহাতে পাকস্থলীস্থিত রস রুদ্ধ হইয়া সর্ব্বদেহ উষ্ণ হইয়া উঠে এবং সর্ব্বাঙ্গে এককালে ঘাম বন্ধ হয়। স্বেদের অবরোধ, গাত্রের উত্তাপ এবং সকল অঙ্গের জড়তা বা বেদনা; এইগুলি সমস্ত এক সময়ে ঘটিলে জ্বর বলা যায়। বায়ু পিত্ত শ্লেষ্মা ইহাদের এক একটী পৃথক্ ভাবে কিংবা দুইটী বা তিনটী একত্র দূষিত হইলে এবং আগন্তুজ কারণে জ্বর জন্মে। জ্বর অষ্টবিধ—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, বাতপৈত্তিক, বাতশ্লৈষ্মিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক এবং আগন্তুজ।

চরকসংহিতায় কথিত আছে, আট প্রকার কারণ হইতে মানবগণের জ্বর জন্মিয়া থাকে; যথা—বায়ু, পিত্ত, কফ, বাতপিত্ত, পিত্তশ্লেষ্মা, বাতশ্লেষ্মা, বাতপিত্তশ্লেষ্মা এবং আগন্তুক।

রুক্ষগুণবিশিষ্ট বস্তু, লঘু বস্তু, শীতল বস্তু, পরিশ্রম, বমন বিরেচন এবং আস্থাপন, (নিরূহবস্তি) প্রভৃতির অতিশয় উপযোগ, মলমূত্রাদির বেগধারণ, অনশন, অভিঘাত, স্ত্রীসংসর্গ, উদ্বেগ, শোক, শোণিতস্রাব, রাত্রিজাগরণ, এবং বিষম প্রকারে (বিপরীত ভাবে) শরীর ক্ষেপণ, ইহাদিগের আতিশয্যে বায়ু, প্রকুপিত হইয়া উঠে। পরে সেই প্রকুপিতবায়ু আমাশয়ে প্রবিষ্ট হইলে ভুক্তদ্রব্য পরিপাকহেতু মল ধাতুকে প্রাপ্ত হয়; অনন্তর রস এবং স্বেদবহ স্রোতঃসমূহকে আচ্ছাদন ও পাকাগ্নিকে মন্দীভূত করিয়া পক্কাশয় হইতে উষ্মাকে বহির্ভাগে আনয়ন করে ও সমস্ত শরীরে পরিব্যাপ্ত হয়। এই সময় বাতজ্বরের আবির্ভাব হইয়া থাকে।

বাতজ্বর হইলে নিম্নলিখিত লক্ষণ প্রকাশ পায়। ক্ষণে ক্ষণে শারীরিক উষ্ণভাবের এবং জ্বরবেগ ও মলনির্গমকালের বিষমতা। প্রায়ই আহারের সম্পূর্ণ জীর্ণাবস্থায়, দিবসের অন্তে এবং অধিকাংশরূপে বর্ষাকালে এই জ্বরের আগমন অথবা অভিবৃদ্ধি হইয়া থাকে। বিশেষ প্রকারে নখ, নয়ন, বদন, মূত্র, পুরীষ এবং চর্ম্মের অত্যন্ত পরুষতা এবং অরুণবর্ণতা লক্ষিত হয়।

শরীরে নানাপ্রকার ক্লিপ্ত ভাব এবং নানাপ্রকার চলাচল বেদনা, পাদদ্বয়ে ঝিন্‌ঝিনি বেদনা, পিণ্ডিকোদ্বেষ্টন অর্থাৎ মাংস মোড়া দেওয়ার ন্যায় বোধ, জানু এবং সন্ধিস্থানের বিশ্লেষণ, উরুর অবসন্নতা, কটি, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, স্কন্ধ, বাহু, অংস এবং বক্ষঃ প্রভৃতি স্থলে ক্রমে ভগ্নবৎ, রুগ্নবৎ, মৃদিত, মন্থনবৎ, চটিত, অবপীড়িত এবং অবতুন্নবৎ বেদনা উপস্থিত হয়। হনুস্তম্ভ, কর্ণে স্বন্ স্বন্ শব্দ, শঙ্খস্থানে নিস্তোদনবৎ পীড়া, মুখে কষায় রস অথচ রসাস্বাদনে অক্ষমতা, মুখ, তালু এবং কণ্ঠশোষ, পিপাসা, হৃদয়ে বিশেষ বেদনা, শুষ্কছর্দ্দি, শুষ্ককাস, হাঁচি, উদ্গারনিরোধ, অন্নরসযুক্ত নিষ্ঠীবন, অরুচি, অপাক, মনের বিকলতা, জৃম্ভা, বিনাম (বেদনাবিশেষ), কম্প, বিনা পরিশ্রমে পরিশ্রমবোধ, ভ্রম (চক্রস্থিতের ন্যায় ভ্রমিযুক্ত বস্তু দর্শন), প্রলাপ, অনিদ্রতা, লোমহর্ষ, দন্তহর্ষ, উষ্ণবস্তু অভিলাষ, নিদানোক্ত দ্রব্যাদি দ্বারা অনুপশয় এবং তদ্বিপরীত বস্তু দ্বারা উপশয় প্রভৃতি বাতজ্বরের লক্ষণ।

উষ্ণ, অম্ল, লবণ, ক্ষার, কটু, গুরুপাক দ্রব্য ও অত্যন্ত তীক্ষ্ণরসসংযুক্ত বস্তু যাহারা অধিক সময় ভক্ষণ করে, এবং অতিশয় অগ্নিসন্তাপসেবনকারী, পরিশ্রমী ও ক্রোধশীল ব্যক্তিগণ সচরাচর পৈত্তিক জ্বরে আক্রান্ত হয়। উক্ত প্রকার ব্যক্তিদিগের শরীরগত পিত্ত প্রকুপিত হইয়া আমাশয় হইতে উষ্মাকে গ্রহণ, রস-ধাতুকে আশ্রয় করিয়া রস এবং স্বেদবহস্রোতঃসমূহকে আচ্ছাদন করিয়া পিত্তের দ্রবত্ব হেতু জঠরাগ্নিকে মন্দীভূত ও পক্কাশয় হইতে অগ্নিকে বহির্ভাগে বিক্ষিপ্ত করে। এই প্রকার শারীরিক প্রক্রিয়া সঙ্ঘটিত হইলে পিত্তজ্বরের আবির্ভাব হইয়া থাকে। পিত্তজ্বর হইলে এক সময়েই জ্বরের আগমন এবং অভিবৃদ্ধি হয়।

আহারের পরিপাকাবস্থায়, মধ্যাহ্ন-সময়ে, অর্দ্ধরাত্রে এবং প্রায়ই শরৎকালে এই জ্বর প্রকাশ পায়। এইজ্বরে মুখে কটু রসতা এবং নাসিকা, মুখ, কণ্ঠ, এবং তালুদেশে পক্কতাবোধ; তৃষ্ণা, ভ্রম, মোহ, মূর্চ্ছা, পিত্তবমন, অতীসার, আহারে অপ্রবৃত্তি, ঘর্ম্ম, প্রলাপ ও শরীরে একপ্রকার কোঠরোগের উৎপত্তি হয়। নখ, নয়ন, বদন, মূত্র, পুরীষ এবং চর্ম্মের অত্যন্ত হরিদ্বর্ণতা অথবা হরিদ্রাবর্ণতা জন্মে। শরীর অতিশয় উষ্ণ এবং অত্যন্ত দাহ উপস্থিত হয়। পিত্তজ্বরাক্রান্ত

ব্যক্তি শীতল স্থানে থাকিতেও শীতল দ্রব্য ভক্ষণ করিতে অতিশয় ইচ্ছা প্রকাশ করে। নিদানোক্ত বস্তুসমূহ দ্বারা ইহার অনুপশম এবং তদ্বিপরীত বস্তু দ্বারা উপশম বোধ হইয়া থাকে।

স্নিগ্ধ, মধুর, গুরু, শীতল, পিচ্ছিল, অম্ল এবং লবণ প্রভৃতি দ্রব্য যাহারা অধিক পরিমাণে ভক্ষণ করে এবং যাহারা দিবানিদ্রা, হর্ষ ও ব্যায়াম প্রভৃতি বিষয়ে অতিশয় আসক্ত হয়, তাহাদিগের শ্লেষ্মা প্রকুপিত হইয়া থাকে। এই সমস্ত লোক সাধারণতঃ শ্লৈষ্মিক অর্থাৎ কফজ্বরে আক্রান্ত হইতে দেখা যায়; ইহাদিগের প্রকুপিত শ্লেষ্মা আমাশয়ে প্রবেশ করিয়া উষ্মার সহিত মিলিত ও ভুক্তদ্রব্যের পরিপাক জন্য রসধাতুকে প্রাপ্ত হয়। পরে রস এবং স্বেদবহ স্রোতঃসমূহকে আচ্ছাদনপূর্ব্বক পক্কাশয় হইতে উষ্মাকে বহির্ভাগে আনয়ন করিয়া সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। এইরূপ প্রক্রিয়াহেতু কফজ্বরের আবির্ভাব হইয়া থাকে।

এক সময়েই কফ জ্বরের আগমন এবং প্রকোপ উপস্থিত হয়। ভোজনমাত্রে, দিবসের প্রথম ভাগে, প্রথম রাত্রিতে ও প্রায়শঃ বসন্তকালে এই জ্বরের আবির্ভাব হইয়া থাকে।

বিশেষ প্রকারে শরীরের গুরুত্ব, আহারে অপ্রবৃত্তি, মুখ-নাসিকাদি দ্বারা কফস্রাব, মুখের মধুরতা, উপস্থিত বমন, হৃদয়স্থানে উপলেপবোধ, শরীরে স্তিমিতভাব (আর্দ্র বস্ত্র দ্বারা শরীর আবৃত-বোধ), ছর্দ্দি, অগ্নির মৃদুতা, নিদ্রার আধিক্য, হস্তপদাদির স্তব্ধতা, তন্দ্রা, শ্বাস, কাশ, নখ, নয়ন, বদন, মূত্র, পুরীষ ও চর্ম্মের অত্যন্ত শীতলতা অনুভব এবং শরীরে শীতলস্পর্শ পীড়কার উদ্গম হয়। কফজ্বরাক্রান্ত ব্যক্তি প্রায়ই উষ্ণতা অভিলাষ করে। নিদানোক্ত বস্তু প্রভৃতি দ্বারা অনুপশয় এবং তাহার বিপরীত গুণবিশিষ্ট বস্তু দ্বারা উপশয় বোধ হইয়া থাকে।

বিষমাশন (অভ্যাসের অধিক বা অল্প অথবা অসময়ে ভোজন), অনশন, ঋতুপরিবর্ত্তন, ঋতুব্যাপত্তি (গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত প্রভৃতি ঋতুতে ঋত্বনুযায়ী গ্রীষ্মশীতাদির অভাব), অসহনীয় গন্ধাদির আঘ্রাণ, বিষদূষিত জলপান অথবা সংযোগ, বিষের উপযোগ, পর্ব্বতাদির উপশ্লেষ্মা, স্নেহ, স্বেদ, বমন, আস্থাপন, অনুবাসন এবং শিরোবিরেচন প্রভৃতির অযথা প্রয়োগ, স্ত্রীদিগের বিষমভাবে অর্থাৎ অকালে প্রসব এবং প্রসবের পর অহিতাচারাদি ও পূর্ব্বোক্ত বাতপিত্তশ্লেষ্মা জন্য সকলের বিশ্রীভাব হেতু দ্বিদোষের অথবা ত্রিদোষের নিদানগত বৈষম্য দ্বারা একই সময়ে বায়ুপিত্ত-কফ প্রকুপিত হইয়া থাকে।

এই প্রকারে প্রকুপিত দোষসমূহ উল্লিখিত আনুপূর্ব্বিক জ্বর আনয়ন করে। এই জ্বরের লক্ষণসমূহের মিশ্রীভাববিশেষ দর্শন করিয়া দুই দোষের চিহ্ন দেখিতে পাইলে দ্বন্দ্বজ এবং ত্রিদোষের চিহ্ন দেখিতে পাইলে সান্নিপাতিক জ্বর বলা হইয়া থাকে।

অভিঘাত, অভিষঙ্গ, অভিচার এবং অভিশাপহেতু যথাপূর্ব্বক আগন্তুজ জ্বর জন্মিয়া থাকে।

আগন্তুজজ্বর উৎপত্তিকালে স্বতন্ত্র থাকিয়া পশ্চাৎ দোষের (বায়ু, পিত্ত, কফ) সহিত মিশ্রিত হয়। অভিঘাত জন্য জ্বরে বায়ু শরীরগত দুষ্ট শোণিতকে আশ্রয় করিয়া থাকে। অভিষঙ্গজ জ্বর বায়ু ও পিত্ত দ্বারা, এবং অভিচার ও অভিশাপ হেতু জ্বর ত্রিদোষের সহিত মিলিত হয়।

আগন্তুজ জ্বরবিশিষ্ট লিঙ্গগ্রাহী; ইহার চিকিৎসা ও সমুত্থানের বিধি অন্য প্রকার জ্বর হইতে পৃথক্।

শুদ্ধ সন্তাপ দ্বারা অনুভূত জ্বরকে অভিপ্রায়বিশেষ হেতু দোষজ ও আগন্তুজ ভেদে দুই প্রকার বলা হইয়া থাকে; তন্মধ্যে বাতাদি ত্রিদোষের বৈকল্যহেতু জ্বর দ্বিবিধ, ত্রিবিধ, চতুর্বিধ ও সপ্তবিধরূপ বর্ণিত হয়।

বিষভক্ষণ জন্য আগন্তুজ জ্বরে রোগীর মুখ শ্যামবর্ণ, অতিসার, অন্নে অরুচি; পিপাসা, তোদ (সূচিবিদ্ধবৎ বেদনা) এবং মূর্চ্ছা উপস্থিত হয়। কোন প্রকার তীক্ষ্ণ ওষধির ঘ্রাণ হেতু জ্বর উৎপন্ন হইলে মূর্চ্ছা, শিরোবেদনা, ক্ষবথু (হাঁচি) এবং বমি হয়। কামজনিত অর্থাৎ অভিলাষানুরূপা রমণীঅপ্রাপ্তিহেতু জ্বর উৎপন্ন হইলে মনোভ্রংশ, তন্দ্রা, আলস্য ও অন্নে অরুচি জন্মে; হৃদয়দেশে বেদনা ও শরীর শুষ্ক হইয়া থাকে। কামজ্বরে ভ্রম, অরুচি ও দাহ জন্মে এবং লজ্জা, নিদ্রা, বুদ্ধি ও ধারণাশক্তির ক্ষয় হয়। স্ত্রীদিগের কামজ্বর হইলে মূর্চ্ছা, শরীরবেদনা, পিপাসা, নেত্রচাপল্য, স্তনদ্বয়ে ও বদনে ঘর্ম্মোদ্গম এবং হৃদয়ে দাহ জন্মে।

কখন কখন ভয় ও শোকজনিত জ্বরে প্রলাপ এবং ক্রোধ জন্য জ্বরে কম্প উপস্থিত হয়।

ভূতাভিষঙ্গজ্বরে উদ্বেগ, অনর্থক হাস্য ও রোদন এবং শরীরকম্পন জন্মে। কখন কখন এই জ্বরে বেগের তারতম্য হইয়া থাকে।

অভিচার ও অভিশাপজনিত জ্বরে মোহ এবং পিপাসা উপস্থিত হয়। বাগ্‌ভট বলেন, এই জ্বরে প্রথমতঃ মনস্তাপ পরে শারীরিক উষ্ণতা, বিস্ফোট, পিপাসা, ভ্রম, দাহ ও মূর্চ্ছা জন্মে। এই জ্বর প্রত্যহই বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

শ্রান্তি, অরতি (কার্য্যে অপ্রবৃত্তি), বিবর্ণতা, মুখবৈরস্য, নয়নপ্লব (চক্ষু ছলছল করা), শীত, বায়ু ও রৌদ্রে মুহুর্মুহু ইচ্ছার পরিবর্ত্তন, জৃম্ভ, অঙ্গমর্দ্দ (গাত্রের কামড়ানি), গুরুতা,

রোমহর্ষ, অরুচি, তমোদৃষ্টি, অপ্রফুল্লতা ও শীতানুভব এই সকল লক্ষণ জ্বরের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে দৃষ্ট হয়। বিশেষতঃ বায়ুজন্য জ্বরে অতি জৃম্ভন, পিত্তজন্য জ্বরে নেত্রদাহ এবং কফজনিত জ্বরে অন্নে অরুচি হয়। ত্রিদোষ জ্বরে সকল লক্ষণ এবং দ্বন্দ্বজ জ্বরে দুই দোষের লক্ষণ দেখা যায়।

নিদ্রানাশ, ভ্রম, শ্বাস, তন্দ্রা, অঙ্গসুপ্তি, অরুচি, তৃষ্ণা, মোহ, মদ, স্তম্ভ, দাহ, শীত, হৃদয়ে ব্যথা, অধিককালে দোষের পরিপাক, উন্মাদ, দন্ত শ্যাববর্ণ, দন্তের মলিনতা, জিহ্বা খরস্পর্শ ও কৃষ্ণবর্ণ, সন্ধিদেশে ও মস্তকে বেদনা, নেত্র বক্র ও আবিল, কর্ণে বেদনা ও শব্দশ্রবণ, প্রলাপ, মুখ, নাসিকা প্রভৃতি স্রোত-পথের পাক, কূজন (কোঁথ পাড়া), অচৈতন্য, স্বেদ, মূত্র ও পুরীষের অধিককালে অল্প নিঃসরণ এই লক্ষণগুলি ত্রিদোষজ জ্বরে লক্ষিত হইয়া থাকে।

চরকসংহিতায় জ্বরের পূর্ব্বলক্ষণ নিম্নলিখিতরূপ বর্ণিত আছে। মুখের বৈরস্য, শরীরের গুরুতা, অন্নভক্ষণে অনিচ্ছা, চক্ষুর জলপূর্ণত্ব, চক্ষুদ্বয়ের রক্তবর্ণতা, নিদ্রাধিক্য, অরতি, জৃম্ভা, বিনাম, বেপথু (কম্প), শ্রম, ভ্রম-প্রলাপ, জাগরণ, লোমহর্ষ, দন্তহর্ষ, শব্দ, গীত, বাত এবং আতপ প্রভৃতিতে কখন অভিলাষ, কখন অনভিলাষ, অরুচি, অপরি-পাক, শরীরের দুর্ব্বলতা, অঙ্গমর্দ্দ, অঙ্গের অবসন্নভাব অল্প-প্রাণতা (শারীরিক বলের অল্পতা), দীর্ঘসূত্রতা, অলসতা, উপস্থিত কার্য্যের হানি, নিজ কার্য্যের প্রতিকূলতা, গুরুজনের বাক্যে অভ্যসূয়া, বালকের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ, নিজ ধর্ম্মে চিন্তারাহিত্য, মাল্যধারণ, চন্দনাদি লেপন/ ভোজন, ক্লেশন, মধুর ভক্ষ্য দ্রব্যে বিদ্বেষ প্রকাশ এবং অম্ল, লবণ ও কটু দ্রব্য ভক্ষণে অতিশয় আসক্তি। জ্বরের প্রথমাবস্থায় সন্তাপ, পরে ক্রমে ক্রমে লক্ষণগুলি প্রকাশিত হয়।

অনতি-উষ্ণ বা অনতিশীতলগাত্র, অল্পসংজ্ঞা, ভ্রান্তদৃষ্টি, স্বরভঙ্গ, জিহ্বা খরস্পর্শ, কণ্ঠশুষ্ক, পুরীষ, মূত্র ও স্বেদের রাহিত্য, হৃদয় সরক্ত (রক্তনিষ্ঠীবন) ও নিস্তেজ (বুক যেন ভাঙ্গিয়া পড়ে), অন্নে অরুচি, শরীর প্রভাহীন এবং শ্বাস ও প্রলাপ এই লক্ষণগুলি অভিন্যাস অথবা হতৌজা নামক সান্নিপাতিক জ্বরে * প্রকাশ পায়।

সান্নিপাতিক রোগ অতিশয় কষ্টসাধ্য বা অসাধ্য। অভি-ন্যাস রোগ নিদ্রা, ক্ষীণতা, ওজোহানি ও গাত্র নিষ্পন্দ হইলে সংন্যাস নামক সান্নিপাতিকরোগ জন্মে। পিত্ত ও বায়ু-বৃদ্ধি জন্য ওজঃ ধাতুর ক্ষয় হইলে গাত্রস্তম্ভ ও শীত-হেতু রোগী অচেতন, জাগ্রত থাকিলেও তন্দ্রা ও প্রলাপ-বিশিষ্ট অঙ্গ লোমাঞ্চিত, শিথিল, অল্পতাপ ও বেদনাযুক্ত হয়। ইহা ওজঃধাতু নিরোধ জন্য ঘটে, এই অবস্থায় সপ্তম, দশম অথবা দ্বাদশ দিবসে রোগ বাড়িয়া উঠে, এই কালে হয় এককালে রোগের শান্তি নয় রোগীর মৃত্যু হয়।

দুই দোষ বৃদ্ধি পাইয়া যে জ্বর জন্মে তাহার নাম দ্বন্দ্বজ। দ্বন্দ্বজ তিনপ্রকার—বাতপিত্ত, বাতশ্লেষ্ম এবং পিত্তশ্লেষ্ম। জৃম্ভণ, আধ্মান, মত্ততা, কম্প, সন্ধিস্থানে বেদনা, দেহের কৃশতা ও অভিতাপ, তৃষ্ণা, ও প্রলাপ এইগুলি বাতপৈত্তিক জ্বরের লক্ষণ।

শূল, কাশ, কফ, বমন, শীত, কম্প, পীনস, দেহের গুরুতা, অরুচি ও বিষ্টম্ভ এই গুলি বাতশ্লেষ্মার লক্ষণ।

শীত, দাহ, অরুচি, স্তম্ভ, স্বেদ, মোহ, মত্ততা, ভ্রম, কাস, অঙ্গের অবসাদ, বমনেচ্ছা, এইগুলি পিত্তশ্লেষ্মার লক্ষণ।

জ্বরমুক্ত, কৃশ, মিথ্যা আহারবিহারী ব্যক্তির অল্পাবশিষ্ট দোষ বায়ু দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া পাঁচটী কফ স্থানের দোষ অনুসারে পাঁচ প্রকার জ্বর উৎপাদন করে। এই পাঁচ প্রকার জ্বর সর্ব্বদা অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক, চাতুর্থক এবং প্রলেপক নামে খ্যাত *। দিবারাত্রের মধ্যে দোষ সমস্ত দেহের একস্থান হইতে অন্যস্থানে গমনপূর্ব্বক অবশেষে আমাশয় আশ্রয় করিয়া জ্বর প্রকাশ করে। প্রলেপক জ্বরে ধাতু শোষিত হয়। দোষ

---

* চরকের মতে সান্নিপাতিক জ্বর ১৩শ প্রকার। এক দোষের আধিক্যে তিনপ্রকার যথা—বাতোল্বণ, পিত্তোল্বণ, কফোল্বণ। দুই দোষের আধিক্যেও ৩ প্রকার যথা—বাতপিত্তোল্বণ, বাতশ্লেষ্মোল্বণ, পিত্তশ্লেষ্মোল্বণ। তিন দোষের হীনতা, মধ্যতা এবং অধিকতা ভেদে ৬ প্রকার, যথা—অধিক বাত, মধ্যপিত্ত, হীনকফ, অধিকবাত, হীনপিত্ত ও মধ্যকফ এইরূপ ছয়প্রকার এবং তিনদোষেরই সমভাবে উল্বণ একপ্রকার। ত্রয়োদশপ্রকার সন্নিপাতি-কের নাম যথা—বিস্ফারক, আশুকারী, কম্পন, বভ্র, শীঘ্রকারী, ভল্লু, কূট-পাকল, সংমোহক, পাকল, যাম্য, ক্রচক, কর্কটক এবং বৈদারক।

[সান্নিপাতিক দেখ।]

* আমাশয়, হৃদয়, কণ্ঠ, শিরঃ এবং সন্ধি এই পাঁচটি কফের স্থান। দিবাভাগ এবং রাত্রিকাল এই দুইটী জ্বরের প্রকোপের সময়। ইহার মধ্যে একটী প্রকোপের কালে দোষ হৃদয়ে লীন থাকিয়া অপর প্রকোপকালে জ্বর প্রকাশ করে। ইহাকে অন্যেদ্যুষ্ক জ্বর কহে। এই জ্বর প্রত্যহ দিবাভাগে প্রকাশ পাইয়া রাত্রিকালে অথবা রাত্রিকালে উৎপন্ন হইয়া দিবা-ভাগে মগ্ন হয়; পুনর্ব্বার সেই কালে হৃদয়ে দোষ লীন থাকে। দোষ হৃদয়ে স্থিত হইলে তৃতীয় দিবসে আমাশয় আচ্ছাদন করিয়া জ্বর উৎপাদন করে। ইহাকে তৃতীয়ক জ্বর কহে। এই জ্বর একদিন অন্তর প্রকাশ পায়। দোষ শিরঃস্থিত হইলে দ্বিতীয় দিবসে কণ্ঠে, তৃতীয় দিবসে হৃদয়ে এবং চতুর্থ দিবসে আমাশয় দূষিত করিয়া জ্বর উৎপাদন করে। এই জ্বর দুই দিন অন্তর প্রকাশিত হয়। ইহাকে চাতুর্থক জ্বর কহে।

দুই, তিন বা চারিটী কফস্থান আশ্রয় করিয়া বিপর্য্যয় নামক কষ্টসাধ্য বিষমজ্বর উৎপাদন করে *।

কেহ কেহ বলেন, বিষমজ্বর স্বভাবতঃই হইয়া থাকে। যাহা হউক ভয়, শোক, ক্রোধ বা আঘাত প্রভৃতি কোনপ্রকার বাহ্য কারণে সঞ্চিত দোষ কুপিত হইয়া বিষম জ্বরের আরম্ভ হয়। তৃতীয়ক ও চাতুর্থক জ্বর বায়ুর আধিক্য এবং উৎপাতিক ও মন্ত্রসম্ভূতজ্বর পিত্ত জন্য হইয়া থাকে।

শ্লেষ্মাপ্রধান বাতশ্লেষ্মা জন্য প্রলেপক জ্বর জন্মে। মূর্চ্ছা অনুবন্ধ হইয়া যে সকল বিষম জ্বরের উদয় হয়, তাহা প্রায়ই ত্রিদোষ জন্য জন্মিয়া থাকে।

কোন কোন জ্বরের প্রথমাবস্থায় বায়ু ও শ্লেষ্মাকর্ত্তৃক শীত প্রকাশ পায়, তাহাদিগের বেগের শান্তি হইলে জ্বরান্তে পিত্ত হেতু দাহ জন্মে। আবার কোন জ্বরের প্রথমেই পিত্তকর্ত্তৃক দাহ এবং শেষে বায়ু ও শ্লেষ্মার বেগ হেতু শীত হয়। এই দুই প্রকার জ্বর দ্বন্দ্বজ কারণে জন্মে। এই দুই প্রকার জ্বরের মধ্যে দাহপূর্ব্বক জ্বর অতিশয় কষ্টসাধ্য।

দিবারাত্রের মধ্যে যে ছয়টী দোষের কাল কথিত হইয়াছে, সেই সকল দোষের কালে যে জ্বর হয়, সে জ্বর সহজে বিচ্ছেদ হয় না; এই জন্য ইহাকেও বিষম জ্বর কহে। বেগের শান্তি হইলে জ্বর পরিত্যাগ হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হয়, কিন্তু ধাত্বন্তরে লীন থাকে বলিয়া সূক্ষ্মতাপ্রযুক্ত উপলব্ধি হয় না। জ্বরমুক্ত ব্যক্তির দেহস্থ অল্পদোষ অহিতাচার দ্বারা বৃদ্ধি হইয়া কোন একটী ধাতুকে আশ্রয় করিয়া বিষমজ্বর উৎপাদন করে।

গুরুদোষসকল রসবাহী স্রোতদ্বারা সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া সন্তত জ্বর উৎপাদন করে। সন্তত জ্বর নবজ্বরের ন্যায় দীর্ঘকালস্থায়ী, ইহা রক্তমাংসগত। অন্যেদ্যুষ্ক মাংসগত। তৃতীয়কজ্বর মেদগত এবং চাতুর্থকজ্বর মজ্জা ও অস্থিগত। এই জ্বর অতি ভয়ানক। ভূতাভিষঙ্গ জন্য জ্বরকেও কেহ কেহ বিষমজ্বর বলেন। সাত দিন, দশ দিন বা দ্বাদশ দিন ব্যাপিয়া যে জ্বরের ভোগ হয়, তাহাকে সন্ততজ্বর বলে। সততক জ্বর দিবারাত্রের মধ্যে দুইবার উদয় হয়। অন্যেদ্যুষ্ক প্রতিদিন একবার, তৃতীয়কজ্বর প্রতি তৃতীয়দিবসে এবং চাতুর্থকজ্বর প্রতি চতুর্থদিবসে প্রকাশিত হয়। দোষবেগের উদয়কালে জ্বর প্রকাশ পায় এবং বেগের নিবৃত্তি হইলে জ্বর দেহ-মধ্যে শান্তভাবে থাকে অথবা দোষের পরিপাক হইয়া এককালে জ্বর ত্যাগ হয়। শরীরে আঘাত প্রভৃতি বাহ্য কারণে যে সকল জ্বর হয়, তাহাকে অভিঘাত জন্য জ্বর বলে। ইহাতে * প্রায়ই বাতপিত্তের প্রাবল্য থাকে। শ্রম, ক্ষয় ও অভিঘাত জন্য বায়ু কুপিত হইয়া সমস্ত দেহ আশ্রয়পূর্ব্বক জ্বর উৎপাদন করে। সংক্ষেপে বলিতে কি, যে কোনপ্রকার জ্বর হউক না কেন, তাহাতে বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মার একটী বা দুইটী দোষের লক্ষণ অবশ্যই প্রকাশ পাইবে।

দোষ, হীনমধ্য বা অধিক পরিমাণে থাকিলে জ্বরবেগও যথাক্রমে তিনদিন, সাতদিন বা দ্বাদশদিন তীব্রভাবে থাকে। এই ত্রিবিধ দোষ উত্তরোত্তর কষ্টসাধ্য।

জ্বর শারীর ও মানসভেদে, সৌম্য ও আগ্নেয় ভেদে, অন্তর্বেগ ও বহির্বেগ ভেদে এবং সাধ্য ও অসাধ্য ভেদে দুই প্রকার। দোষ ও কালের বলাবল অনুসারে সন্তত, সতত, অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক এবং চাতুর্থক ভেদে পাঁচপ্রকার; রসরক্তাদি ধাতুসমূহের আশ্রয়ভেদে সাতপ্রকার এবং বাতপিত্তাদি ও আগন্তুজ কারণ-ভেদে আটপ্রকার।

যে জ্বর প্রথমে শরীরে জন্মে, তাহাকে শারীর, আর যে জ্বর প্রথমে মনে জন্মে, তাহাকে মানসজ্বর কহে। চিত্তের বিহ্বলতা, অরতি এবং গ্লানি মানসিক সন্তাপের লক্ষণ। আর ইন্দ্রিয় সমুদায়ের বিকৃতি দৈহিক সন্তাপের লক্ষণ।

বাতপিত্তাত্মক জ্বরে রোগী শীতল এবং বাতকফাত্মক জ্বরে উষ্ণ, আর উভয় লক্ষণাক্রান্ত জ্বরে শীত ও উষ্ণ উভয় প্রকারই ইচ্ছা করে।

অত্যন্ত অন্তর্দাহ, অধিক পিপাসা, প্রলাপ, শ্বাস, ভ্রম, সন্ধি ও অস্থিতে বেদনা, ঘর্ম্মরোধ এবং শ্বাস ও মল নিগ্রহ এই সমুদায় অন্তর্বেগ জ্বরের লক্ষণ।

অত্যন্ত বাহ্য সন্তাপ, তৃষ্ণা, প্রলাপ, শ্বাস, ভ্রম, সন্ধি ও অস্থিতে বেদনা এবং মলনিগ্রহ প্রভৃতির অল্পতা বহির্বেগ জ্বরের লক্ষণ।

আমাশয় হইতেই জ্বরের উৎপত্তি হয়। অতএব জ্বরের পূর্ব্বলক্ষণে অথবা লক্ষণ দর্শনে শরীরের হিতজনক লঘু আহারীয় দ্রব্য অথবা অপতর্পণ দ্বারা শরীরের লঘুতা সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। তদনন্তর কষায়-পান, অভ্যঙ্গ, স্বেদ, প্রদেহ, পরিষেক, অনুলেপন, বমন, বিরেচন, আস্থাপন, অনুবাসন উপশমন, নস্যকর্ম্ম, ধূমপান, অঞ্জন এবং ক্ষীরভোজন প্রভৃতি জ্বরের প্রকার-ভেদে যথাযোগ্য বিধেয়।

জ্বর রসস্থ হইলে শরীরে গুরুতা, দীনভাব, উদ্বেগ, অবসাদ-

* চাতুর্থক জ্বরে একদিন জ্বর হইয়া দুইদিন মগ্ন থাকে, বিপর্য্যয়ে এক দিন মগ্ন থাকিয়া দুইদিন জ্বর থাকে। সততক জ্বর দিবারাত্রের মধ্যে দুই বার প্রকাশিত ও দুইবার মগ্ন হয়। কিন্তু সততক বিপর্য্যয়ে অহোরাত্রই জ্বরভোগ হইয়া থাকে।

* অভিঘাত জ্বরে শরীর ব্যথা, শোথ এবং বিবর্ণযুক্ত হয়।

সাদ, বমন, অরুচি, শরীরের বহির্ভাগে উত্তাপ, অঙ্গবেদন এবং জৃম্ভন উপস্থিত হয়।

রক্তস্থ জ্বরে রক্তজনিত পিড়কা, তৃষ্ণা, পুনঃপুনঃ সরক্ত নিষ্ঠীবন, দাহ, শরীরে রক্তিমা, ভ্রম, মত্ততা এবং প্রলাপ উপস্থিত হয়।

মাংসস্থ জ্বরে অত্যন্ত অন্তর্দাহ, তৃষ্ণা, মোহ, গ্লানি, অতিসার, শরীরে দৌর্গন্ধ এবং অঙ্গবিক্ষেপ লক্ষিত হয়। জ্বর মেদস্থ হইলে অত্যন্ত ঘর্ম্ম, পিপাসা, প্রলাপ, অরতি, মুখের দৌর্গন্ধ, অসহিষ্ণুতা, গ্লানি এবং অরুচি জন্মে।

জ্বর অস্থিগত হইলে বমন, বিরেচন, অস্থিভেদ, কণ্ঠকূজন, অঙ্গবিক্ষেপ এবং শ্বাস উপস্থিত হয়।

জ্বর মজ্জাগত হইলে হিক্কা, শ্বাস, কাস, অন্ধকার দর্শন, মর্ম্মোচ্ছেদ, শরীরের বহির্ভাগে শৈত্য এবং অন্তর্দাহ উপস্থিত হয়।

শুক্রস্থ জ্বরে আত্মা শুক্রক্ষরণ ও প্রাণবায়ুর বিনাশ করিয়া অগ্নি এবং সোমধাতুর সহিত গমন করিয়া থাকে।

জ্বর রস ও রক্তাশ্রিত হইলে সাধ্য; মাংস, মেদ এবং অস্থিগত হইলে কৃচ্ছ্রসাধ্য আর শুক্রগত হইলে অসাধ্য হয়।

দোষসকল সংসৃষ্ট হউক অথবা সান্নিপাতিক হউক কুপিত ও রসের অনুগত হইয়া স্বস্থান হইতে কোষ্ঠস্থ অগ্নির নিরাসপূর্ব্বক অগ্নির উষ্মা দ্বারা দেহের বল বৃদ্ধি করিয়া স্রোতসকল রুদ্ধ করে; পরে সমস্ত দেহে ব্যাপ্ত ও প্রবল হইয়া দেহে অত্যন্ত সন্তাপ উৎপাদন করে। ঐ সময় মানুষের সর্ব্বাঙ্গ উষ্ণ হয়।

নূতন জ্বরে প্রায়ই অগ্নি স্বস্থান হইতে স্থানান্তরিত হইলে স্রোতসকল রুদ্ধ হয়। এই হেতু রোগীর শরীরে ঘর্ম্ম হয় না।

অরুচি, অবিপাক, উদরের গুরুতা, হৃদয়ের অবিশুদ্ধি, তন্দ্রা, আলস্য, অবিচ্ছেদে সর্ব্বদা কঠিন জ্বরের ভোগ, দোষের অপ্রবৃত্তি, লালাস্রাব, হৃল্লাস (গা বমি বমি), ক্ষুধানাশ মুখের বিস্বাদতা, শরীরের স্তব্ধতা, সুপ্ততা, গুরুতা, মূত্রাধিক্য, মলের অপরিপক্কতা এবং শরীরের অক্ষীণতা—এইগুলি আমজ্বরের লক্ষণ। ক্ষুধা, শরীরস্থ দ্রব ধাতুসকলের শুষ্কতা, শরীরের লঘুতা, জ্বরের মৃদুতা, দোষপ্রবৃত্তি (মলমূত্রাদির উৎসর্গ), এবং অষ্টাহ ভোগ—এইগুলি নিরাম জ্বরের লক্ষণ।

নবজ্বরে দিবানিদ্রা, স্নান, অভ্যঙ্গ, গুরুতর আহার, মৈথুন, ক্রোধ, প্রবল বায়ু বা পূর্ব্বদিকের বায়ুসেবন, ব্যায়াম এবং কষায়যুক্ত বস্তু সেবন পরিত্যাগ করা আবশ্যক।

ক্ষয়, নিরামবায়ু, ভয়, ক্রোধ, কাম, শোক এবং পরিশ্রম এই সকল ভিন্ন অন্য কোন কারণে জ্বর হইলে প্রথমে উপবাস করা উচিত। উপবাস ফলদায়ক হইলেও যাহাতে শরীর অধিক দুর্ব্বল না হয়, এরূপভাবে উপবাস করাইবে, কারণ শরীরে বল না থাকিলে চিকিৎসার কোনপ্রকার সুফল হইতে পারে না।

তরুণজ্বরে উপবাস, স্বেদ-ক্রিয়া, যবাগূ আহার এবং জল ও মণ্ডাদির সংযোগে তিক্তরস সেবন দ্বারা অপক্ক রসের পরিপাক হয়।

বাতজনিত, কফজনিত এবং বাত ও কফ এই উভয়জনিত নূতনজ্বরে পিপাসা হইলে উষ্ণজল, অপর পিত্ত ও মদ্যপানজনিত রোগমাত্রেই তিক্ত বস্তুর সহিত জল সিদ্ধ করিয়া ঐ জল শীতল হইলে পান করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বোক্ত উভয়বিধ জলই অগ্নিদীপক, আমপাচক, জ্বরঘ্ন, স্রোতঃশোধক এবং রুচি ও ঘর্ম্মজনক।

তরুণজ্বরে পিপাসা ও জ্বরের শান্তির জন্য মুথা, ক্ষেৎপাপড়া, বেণারমূল, রক্তচন্দন, বালা ও শুঁঠ এই সমুদায় দ্বারা জল সিদ্ধ করিয়া পান করিতে দিবে।

যদি রোগীর আমাশয়স্থ দোষে কফের আধিক্য বোধ হয় এবং বমির উদ্বেগ থাকায় ঐ দোষ আপনা হইতে নির্গত হইবে এরূপ উপক্রম দেখা যায়, তাহা হইলে বমনকারক ঔষধ প্রয়োগ করিয়া জ্বরের মূলীভূত দোষ নিঃসারিত করিয়া দেওয়া উচিত। অন্যথা তরুণজ্বরে রোগীকে যত্নপূর্ব্বক বমন করান উচিত নহে। কারণ বলপূর্ব্বক বমন করাইলে অসহ্য হৃদ্রোগ, শ্বাস, আনাহ এবং মোহ উপস্থিত হইতে পারে।

চিকিৎসা। জ্বরের পূর্ব্বরূপ প্রকাশ পাইলে বায়ুজন্য হইলে স্বচ্ছ ঘৃতপান, পিত্তজন্য হইলে বিরেচন এবং কফজন্য হইলে মৃদু বমন বিধেয়। দ্বি-দোষ জন্য জ্বর হইলে স্নিগ্ধ ক্রিয়া বা বমন, বিরেচন প্রয়োজ্য নহে; লঙ্ঘন কর্ত্তব্য †। জ্বরের লক্ষণ স্পষ্ট প্রকাশ হইলে লঙ্ঘন একান্তই হিতকর। দোষ আমাশয়ে স্থিত হইলে ও বমনের ইচ্ছা থাকিলে বমন করা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়ঃ। যতক্ষণ অল্পমাত্র দোষ থাকে, ততক্ষণ অনশন কর্ত্তব্য। বায়ুজন্য ও ক্ষয়জন্য মানসিক এবং স্থিত্রণীয় জ্বরে লঙ্ঘন কর্ত্তব্য নহে। কখন কেবল বমন, কখন কেবল

---

* বায়ুজন্য জ্বরের পূর্ব্বরূপ অতিশয় জৃম্ভণ, পিত্তজন্য জ্বরে নেত্রদাহ এবং কফজন্য জ্বরে অন্নে অরুচি।

† যাহা দ্বারা শরীর লঘু হয় তাহাকেই লঙ্ঘন বলে। অতএব কেবল অনশনই লঙ্ঘন নহে। উপবাস, নির্ব্বাতস্থানে বাস, বমন, বিরেচন প্রভৃতি লঙ্ঘনের মধ্যে গণ্য। স্নেহবস্তি পুষ্টিকর বলিয়া লঙ্ঘনের মধ্যে গণনীয় নয়।

উপবাস এবং কখন বা বমন, উপবাস এই উভয় দ্বারা দোষ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া ক্ষুধার উদ্রেক হইলে বিবেচনাপূর্ব্বক লঘু আহার বিধেয়। প্রথমতঃ মণ্ড, পরে পেয়া, তৎপরে বিলেপী দেওয়া কর্ত্তব্য। যে পর্য্যন্ত জ্বরের মৃদুভাব না হয়, অথবা যে পর্য্যন্ত জ্বরারম্ভের দিন হইতে ছয় দিবস অতীত না হয়, তৎকাল পর্য্যন্ত যবাগূ প্রভৃতিই হিতকর পথ্য। মদাত্যয় রোগীর জ্বর, মদ্যপায়ী ব্যক্তির জ্বর, মদ্যপানজনিত জ্বর, গ্রীষ্মকালীন জ্বর, পিত্তকফাধিক্য জ্বর এবং ঊর্দ্ধগ-রক্তপিত্ত-রোগীর জ্বরের পক্ষে যবাগূ অহিতকর।

মদাত্যয় রোগী প্রভৃতির জ্বরে কিস্‌মিস্‌, দাড়িম প্রভৃতি অম্ল ফলের রসের সহিত খৈচূর্ণ ও উপযুক্ত মধু ও শর্করা মিশ্রিত করিয়া প্রথমে আহার করিতে দেওয়া বিধেয়। এই আহারের নাম তর্পণ। তর্পণ জীর্ণ হইলে সাত্ম্য ও বলানুসারে পাতলা মুগের যূষ অথবা জাঙ্গল মাংসরসের সহিত ভোজন-যোগ্যকালে অন্ন প্রদান করিবে।

পরে ঐ সমুদায় রোগীর মুখে যেরূপ রস বিদ্যমান থাকে, তাহার বিপরীত রসবিশিষ্ট এবং মনোজ্ঞ-বৃক্ষশাখার অগ্রভাগ-দ্বারা অনেকবার দন্তমার্জ্জন ও শুদ্ধ করিয়া পুনঃপুনঃ মুখ প্রক্ষালন করিবে। এইরূপে দন্তধাবন করিলে মুখের বৈরস্য দূর হয় এবং অন্ন ও পানের অভিলাষ ও রসের অভিজ্ঞতা জন্মে। রোগীকে সপ্তমদিনে লঘু অন্ন ভোজন করাইয়া তাহার পরদিন পাচন বা শমন-কষায় পান করাইতে হয়। কারণ তরুণজ্বরে কষায়রস সেবন করিলে দোষসকল স্তব্ধ হইয়া থাকে এবং ঐ সকল দোষের পরিপাক না হওয়ায় বদ্ধ হইয়া বিষমজ্বর জন্মে। জ্বরে কফের মান্দ্য এবং বাতপিত্তের আধিক্য ও দোষের পরিপাক হইলে ঘৃতপান করা কর্ত্তব্য। কিন্তু দশদিন অতীত হইলেও যদি কফের আধিক্য এবং লঙ্ঘনের সম্যক্‌ফল দেখা না যায়, তাহা হইলে ঘৃতপান করা উচিত নহে। এরূপস্থলে কষায় দ্বারা জ্বরশান্তির চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। যে পর্য্যন্ত শরীরের লঘুতা দৃষ্ট না হয়, সে পর্য্যন্ত মাংসরসের সহিত অন্ন প্রদান করিবে। উষ্ণোদক * দীপ্তকর, কফবিশ্লেষকর এবং বাতপিত্তের অনুলোমকর। কফবাত জন্য জ্বরে উষ্ণোদক হিতকর ও পিপাসা-শান্তিকর। ইহাতে দোষ ও স্রোতপথ সকল সরল হয়। এই জ্বরে শীতল জলপান করিলে শৈত্য হেতু জ্বর বৃদ্ধি হয়। পিত্ত, মদ্য বা বিষজন্য জ্বর হইলে গান্ধেয়, নাগর, উশীর, পর্পট ও উদীচ্য রক্তচন্দন সহযোগে জল সিদ্ধ করিয়া শীতল হইলে পান করিবে। আহারকালে দোষের পাচক দ্রব্যসংযোগে পেয়া প্রস্তুত করিয়া * পান করিবে। বায়ুজন্য জ্বরে পঞ্চমূলীর কাথ, পিত্তজন্য জ্বরে মুথা, কটকী ও ইন্দ্রযবের কাথ এবং কফজন্য জ্বরে পিপ্পল্যাদির কাথ দোষের পরিপাচক। দুই দোষ জন্য জ্বরে উভয় দোষনিবারক পাচন মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে। জ্বর মৃদু, দেহ লঘু এবং মল সরল হইলে দোষের পরিপাক হইয়াছে বলিয়া জানিবে, এবং এই অবস্থায় দোষ অনুসারে জ্বরঘ্ন ঔষধ প্রয়োগ করিবে। জ্বরে কেহ বা ৭ দিনের পর, কেহ বা ১০ দিনের পর ঔষধ প্রয়োগ কর্ত্তব্য বলেন। পিত্ত জন্য জ্বরে অল্পদিনে ঔষধ প্রয়োগ করা যায় এবং দোষের পরিপাক হইলেও অল্পদিন ঔষধ দেওয়া যায়। অপক্কদোষে ঔষধ প্রয়োগ করিলে পুনর্ব্বার জ্বর প্রকাশ পায়, এই অবস্থায় শোধন ও শমনী প্রয়োগ করিলে বিষমজ্বর উৎপন্ন হইতে পারে। জ্বর-রোগীর মল নিঃসারণ হইতে থাকিলে তাহা রোধ করিবে না, তবে অধিক পরিমাণে নিঃসৃত হইলে অতিসারের ন্যায় প্রতিকার করিবে। স্রোতপথের বদ্ধমল পরিপাক পাইয়া কোষ্ঠ-দেশে সমাগত হইলে জ্বর অল্পদিনের হইলেও বিরেচন প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। রোগী বলবান্‌ হইলে শ্লেষ্মাজ্বরে ক্রমে ক্রমে বমন করাইবে। পিত্তাধিক্য জ্বরে মলাশয় শিথিল থাকিলে বিরেচন, বায়ুজন্য যন্ত্রণাবিশিষ্ট ও উদাবর্ত্তরোগ-বিশিষ্ট জ্বরে নিরূহবস্তি এবং কটি ও পৃষ্ঠদেশে বেদনা থাকিলে দীপ্তাগ্নিবিশিষ্ট রোগীর পক্ষে অনুবাসন বিধেয়। কফাভিভূত হইলে শিরোবিরেচন কর্ত্তব্য, তাহাতে মস্তকের ভার ও যন্ত্রণা দূর হয় এবং ইন্দ্রিয় প্রতিবোধিত হয়। দুর্ব্বলরোগীর উদর আধ্মাত হইয়া যন্ত্রণাযুক্ত হইলে দেবদারু, বচ, কুষ্ঠ, শোলুফা, হিঙ্গু ও সৈন্ধব প্রলেপ দিবে এবং বায়ুর ঊর্দ্ধগতি থাকিলে ঐ সকল দ্রব্য অম্লরসে পেষণ করিয়া ঈষদুষ্ণ প্রয়োগ করিবে। ঊর্দ্ধ ও অধোদেশ সংশোধিত হইলেও যদি জ্বরের শান্তি না হয়, শরীর রুক্ষ হইলে সেই অবশিষ্ট দোষ ঘৃত দ্বারা সমতা প্রাপ্ত হয় এবং শরীর কৃশ হইলে অল্পদোষশমনী প্রয়োগে সাম্য লাভ করে। যে রোগী জ্বরে ক্ষীণ হইয়াছে, তাহাকে বমন বা বিরেচন না দিয়া যথেষ্ট দুগ্ধপান করাইয়া অথবা নিরূহ দ্বারা মল নিঃসরণ করাইবে। দোষ পরিপাকের পর নিরূহ প্রয়োগ করিলে শীঘ্র বল ও অগ্নির বৃদ্ধি, জ্বরনাশ, হর্ষ এবং রুচি জন্মে। উপবাস বা শ্রমজন্য বাতাধিক্য জ্বর হইলে দীপ্তাগ্নি ব্যক্তির পক্ষে

* উষ্ণোদক এস্থলে উষ্ণাবস্থায় পান করা বুঝায়।

* যাহার পেয়া প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা চতুর্দ্দশ গুণ জলে পাক করিয়া অধিক দ্রব অবস্থায় পাক সিদ্ধ হইবে।

মাংসরস ও অম্ল বিধেয়। কফ জন্যজ্বরে মুদ্গযূষ ও অন্ন এবং পিত্ত জ্বরে শীতল মুদ্গযূষ ও অন্ন শর্করাযোগে ভোজন করিবে। বাতপৈত্তিক জ্বরে দাড়িম বা আমলকী যোগে মুদ্গযূষ, বাত শ্লেষ্মাজ্বরে হ্রস্ব-মূলকের যূষ এবং পিত্তশ্লেষ্মাজ্বরে পটল ও নিম্বযূষ অন্নের সহিত ভোজন করা কর্ত্তব্য। কফ জন্য অরুচি হইলে ত্রিকটু সংযোগে তক্র বিধেয়। কৃশ, অল্পদোষবিশিষ্ট, ক্ষীণ ও জীর্ণজ্বরপীড়িত রোগীর পক্ষে এবং বাতপিত্ত জ্বরে দোষ বদ্ধ থাকিলে বা দেহরুক্ষ হইলে এবং পিপাসা বা দাহ থাকিলে দুগ্ধপান স্বাস্থ্যকর। তরুণ জ্বরে দুগ্ধপান অতি অবৈধ; কিন্তু ক্ষীণ শরীরে বাতপিত্ত জন্য জ্বরে ও অগ্নির তেজ থাকিলে দুগ্ধপান করা যাইতে পারে।

পুরাতন জ্বরে কফপিত্তের ক্ষীণতা হইলে যাহার পুরীষ রুক্ষ ও বদ্ধ এবং অগ্নি সতেজ থাকে, তাহাকে অনুবাসন দেওয়া কর্ত্তব্য। জীর্ণজ্বরে মস্তকে ভারবোধ, শূল এবং ইন্দ্রিয়স্রোত-সকল আবদ্ধ থাকিলে শিরোবিরেচনে অরুচিরও শান্তি হইবার সম্ভাবনা আছে। যে সমুদায় জীর্ণজ্বরে চর্ম্মমাত্র অবশিষ্ট আছে এবং আগন্তুক কারণ অনুবদ্ধ হয়, ধূপ ও অঞ্জন প্রয়োগ করিলে সেই সমুদায় জ্বরের শান্তি হইতে পারে। ক্ষীণ ব্যক্তি অধিক কালস্থায়ী সততক বা বিষমজ্বরে আক্রান্ত হইলে তাহার পক্ষে প্রচুর পরিমাণে লঘু দ্রব্য ভোজন করা কর্ত্তব্য। দুগ্ধ বা মাংসরস এস্থলে অতি উত্তম পথ্য। মুদ্গ, মসূর, চণক ও কুলত্থ এই সকলের যূষ জ্বররোগে আহারার্থ ব্যবহার্য্য। লাব, কপিঞ্জল, এণ, পৃষত, শরভ, কালপুচ্ছ, কুরঙ্গ, মৃগমাতৃক এবং শশক এই সকলের মাংস মাংসাশী রোগীর পক্ষে ব্যবস্থেয়। জ্বরে বায়ুর প্রকোপ হইলে ইহাদের মাংস উপযুক্ত কালে যথাপরিমাণে আহার করা প্রশস্ত। সবল না হওয়া পর্য্যন্ত শরীরে জলসেচন, অবগাহন, স্নেহসেবন, ব্যায়াম, সংশোধন, স্নান, অভ্যঙ্গ, দিবানিদ্রা, শীতলসেবন এবং স্ত্রীসংসর্গ কর্ত্তব্য নহে। জ্বরকালে কোনপ্রকার কার্য্য দ্বারা মনের শান্তিভঙ্গ হইলে প্রমেহ জন্মিতে পারে, এইজন্য রোগীর মলমূত্র সরল রাখা ও তাহাকে নিয়মিত আহার দেওয়া বিধেয়। জ্বরের শান্তি হইলেও যদি অরুচি, দেহের অবসাদ, অঙ্গ ও মলের বিবর্ণতা থাকে, তবে অনুবন্ধের আশঙ্কায় শোধনী প্রয়োগ করিবে। সুশ্রুতে উল্লিখিত হইয়াছে, সকল প্রকার জ্বর হেতু-বিপর্য্যয় দ্বারা চিকিৎসা করিবে। শ্রম, ক্ষয় ও অভিঘাতজন্য জ্বরে মূলব্যাধির চিকিৎসা করিবে। দন্ত অবতরণকালে মৃতবৎসাদিগের যে জ্বর হয়, তাহা দোষ অনুসারে চিকিৎসা করিবে।

জ্বররোগী অন্নাভিলাষী হইলে পুরাতন ষষ্টিকধান্য, যবাগূ প্রভৃতি দাড়িম্ব রসদ্বারা অম্ল ও শুঁঠের গুঁড়া মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে। যদি রোগীর পিত্তের আধিক্য থাকে এবং তাহার মল নিঃসৃত হইতে থাকে, তবে ঐ যবাগূ শীতল করিয়া মধুর সহিত পান করাইবে। যদি রোগীর পার্শ্ব, বস্তি ও শিরঃ প্রদেশে বেদনা থাকে, তবে গোক্ষুর ও কণ্টকারী দ্বারা রক্তশালী ধান্যের চাউলের মণ্ড প্রস্তুত করিয়া তাহাকে সেবন করিতে দিবে। জ্বরাতিসারী ব্যক্তিকে চাকুলে, বেড়েলা, বেলশুঁঠ, শুঁঠ, নীলোৎপল এবং ধনিয়া দ্বারা প্রস্তুত রক্তশালীর পেয়া পান করিতে দেওয়া উচিত। শ্বাস, কাস এবং হিক্কা থাকিলে বিদারী গন্ধাদিসিদ্ধ যবাগূ পান করা কর্ত্তব্য। মলবদ্ধ থাকিলে পিপুল ও আমলকী দ্বারা যবের পেয়া প্রস্তুত করিয়া ঘৃতসংযোগে পান করা উচিত। রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ এবং বেদনা থাকিলে কিসমিস্, পিপুলের মূল, চৈ, চিতা ও শুঁঠ দিয়া মণ্ড প্রস্তুত করিয়া তাহাকে পান করিতে দিবে; মলদ্বারে পরিকর্ত্তিকা (কর্ত্তনবৎ পীড়া) থাকিলে বেলশুঁঠ, বেড়েলা, থৈকল, কুল, চাকুলে এবং শালপাণি এই সমুদায় দ্বারা সিদ্ধ যবাগূ পান করিবে। যে জ্বররোগীর পক্ষে যূষ হিতকর বলিয়া বোধ হইবে, তাহাদিগের নিমিত্ত মুগ, মসূর, ছোলা, কুলথিকলাই অথবা ধনমুগ দ্বারা যূষ প্রস্তুত করিবে। জ্বরে পল্তা, পটল, কুলক, আকন্দ, কাঁকরোল এবং করলা এই সমুদায় শাক প্রশস্ত। জ্বররোগী আহারের পর তৃষ্ণার্ত্ত হইলে অনুপানের নিমিত্ত উষ্ণজল, আর যে সকল জ্বররোগী মদ্যাসক্ত তাহাদিগকে দোষ ও বল অনুসারে মদ্য প্রদান করিবে। নূতন জ্বরে দোষ পরিপাকের জন্য গুরু, উষ্ণ, স্নিগ্ধ এবং কষায় দ্রব্য আহার পরিত্যাগ করিবে।

কষায়ক্রম—জ্বরশান্তির নিমিত্ত মুথা এবং ক্ষেতপাপড়া দ্বারা কাথ বা শীতকষায় প্রস্তুত করিয়া পান করিতে দিবে; অথবা শুঁঠ, ক্ষেৎপাপড়া এবং দুরালভার কাথ কিংবা চিরতা, মুথা, গুলঞ্চ, শুঁঠ, আকন্দ, বেণারমূল এবং বালা এই সমুদায়ের কাথ পান করিতে দিবে।

ইন্দ্রযব, শোণালু, আকন্দ, শঠী, কটকী, সূচিমুখী, আতুষ, নিমছাল, পলতা, দুরালভা, বচ, মুথা, বেণারমূল, মউয়াফুল, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী এবং বেড়েলা এই সমুদায়ের কাথ অথবা শীতকষায় পান করিলে জ্বরের শান্তি হয়। মউয়াফুল, মুথা, কিসমিস্, গাম্ভারীছাল, পরুষফল, বলালতা, বেণারমূল, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী এবং কটকী এই সমুদায়ের কাথ বাসিত (বাসী) করিয়া পান করিলে অতি শীঘ্রই জ্বরের শান্তি হয়। জ্বররোগী মধু ও ঘৃত সহ-

যোগে তেউড়ীর চূর্ণ লেহন বা প্রথমে মধু আস্বাদন করিয়া ঘৃতের সহিত ত্রিফলারস পান বা দুগ্ধের সহিত সোণালু কিংবা কিস্‌মিসের রস পান, অথবা তেউড়ী ও বলালতার চূর্ণ দুগ্ধের সহিত পান করিলে অচিরে জ্বর মুক্ত হয়। কিস্‌মিসের সহিত হরীতকী সেবন করিয়া দুগ্ধানুপান কিংবা পূর্ব্বে কিসমিসের রস পান করিয়া কিসমিসের সহিত হরীতকী সেবন করিলে কাস, শ্বাস, শিরঃশূল এবং পার্শ্বশূল হইতে মুক্তিলাভ করা যাইতে পারে। পঞ্চমূল দ্বারা দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া পান করিলে জ্বরের উপশম হয়।

মলদ্বারে পরিকর্ত্তিকা থাকিলে জ্বররোগী দুগ্ধের সহিত এরণ্ডমূলের কাথ পান করিবে অথবা দুগ্ধের সহিত বেলশুঁঠ সিদ্ধ করিয়া ঐ দুগ্ধ পান করিলে পরিকর্ত্তিকা জ্বর হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে। গোক্ষুর, বেড়েলা, কণ্টকারী, গুড় এবং শুঁঠ এই সমুদায় দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করিয়া পান করিলে মলমূত্রের বিবন্ধ, শোথ ও জ্বর বিনষ্ট হয়। শুঁঠ কিস্‌মিস্ এবং খেজুর এই সমুদায় দ্বারা দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া ঘৃত, মধু ও চিনির সহিত পান করিলে পিপাসা ও জ্বর বিনষ্ট হয়।

বায়ুজন্য জ্বরে পিপ্পলী, শ্যামালতা, দ্রাক্ষা, শোলফা ও হরেণু এই সকলের কাথ গুড়ের সহিত পান করিতে হয়; অথবা গুলঞ্চের কাথ শীতল করিয়া পান করিবে। বেড়েলা, কুশ ও শ্বদংষ্ট্রার (গোক্ষুরী) কাথ পাদাবশেষ থাকিতে শর্করা ও ঘৃত সংযোগে পান করিবে। শতপুষ্পা (শোলফা), বচ, কুড়, দেবদারু, হরেণু, ধান্য, বেণামূল, মুথা এই সকলের কাথ মধু ও শর্করা সহ সেবন করিতে হয়। দ্রাক্ষা, গুলঞ্চ, গাম্ভারী, ত্রায়মাণা ও শ্যামালতা এই সকলের কাথ গুড়সংযোগে সেবনীয়। গুলঞ্চ ও শতমূলীর রস গুড়ের সহিত সেবন করিলে বিশেষ উপকার হয়। অবস্থাবিশেষে ঘৃতমর্দ্দন, স্বেদ ও আলেপন প্রয়োগ করিতে হয়। জ্বরের আমাবস্থা পরিপাক হইলে যদি বায়ুজন্য উপদ্রব থাকে, ও অপর কোন দোষের সংস্রব না থাকে, কেবল বাতজন্য জ্বর হয়, যদি জীর্ণজ্বর বায়ুজন্য হয় অর্থাৎ জ্বর প্রাতঃকালে আরম্ভ হইয়া মধ্যাহ্নকালে মগ্ন হয়, তবে ঘৃতমর্দ্দন বিধেয়। যদি সন্ধ্যাকালে আরম্ভ হইয়া দুইপ্রহরের মধ্যে মগ্ন হয়, তবে গব্যঘৃত পান করা কর্ত্তব্য।

পিত্তজন্য জ্বরে শ্রীপর্ণী (গাম্ভারী), রক্তচন্দন, বেণামূল, পরূষক এবং মৌলপুষ্প ইহাদিগের কাথ শর্করাযোগে মধুর করিয়া পান করিবে। অনন্তমূলের কাথ শর্করাযোগে পান করিলেও বিশেষ উপকার হয়। যষ্টিমধু, রক্তোৎপল, পদ্মকাষ্ঠ ও পদ্ম ইহাদিগের শীতল কাথ শর্করাযোগে পেয়। গুলঞ্চ, পদ্মকাষ্ঠ, লোধ্র, শ্যামালতা ও উৎপল ইহাদের শীতল কাথ শর্করাযোগে পান করিবে। দ্রাক্ষা, আরগ্বধ (শোঁদাল) ও গাম্ভারী ইহাদিগের কাথ শর্করাযোগে পান করিবে। মধুর ও তিক্ত শীতল কাথ শর্করাযোগে পান করিলে প্রবল দাহ ও তৃষ্ণার শান্তি হয়। শীতল জল মধু দিয়া আকণ্ঠ পান করিয়া বমন করিলে তৃষ্ণার শান্তি হয়। যজ্ঞডুমুর ও চন্দন দুগ্ধের সহিত পাক করিবে; এই কাথ শীতল করিয়া পান করিলে অন্তর্দাহের শান্তি হয়। জিহ্বা, তালু, গলদেশ ও ক্লোম শুষ্ক হইলে পদ্মকাষ্ঠ, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, উৎপল, রক্তোৎপল, ভূইযব, বেণামূল, মঞ্জিষ্ঠা ও প্রাস্তারফল ইহাদিগের কল্ক মস্তকে লেপ দিবে। মুখের বিরসতা থাকিলে মাতুলুঙ্গের (টাবানেবুর) কেশর মধু ও সৈন্ধব সংযোগে অথবা শর্করাযোগে দাড়িম্বের কল্ক বা দ্রাক্ষা ও খর্জ্জুরের কল্ক অথবা ইহাদিগের কাথ বা রসের গণ্ডুষ মুখ মধ্যে ধারণ করিতে হয়।

কফ জন্য জ্বরে চাভিম, গুলঞ্চ, নিম্ব, কর্জ্জক ইহাদের কাথ মধু সংযোগে অথবা ত্রিকটু, নাগকেশর, হরিদ্রা, কটকী ও ইন্দ্রযব ইহাদের কাথ অথবা হরিদ্রা, চিত্রক, নিম্ব, বেণামূল, অতিবিষা, বচ, কুষ্ঠ, ইন্দ্রযব, মুথা এবং পটল ইহাদের কাথ মধু ও মরিচ সংযোগে সেবন করিবে। শ্যামালতা, অতিবিষা, কুষ্ঠ, পুরা, দুরালভা, মুথা, ইহাদের কাথ, অথবা মুথা, ইন্দ্রযব, ত্রিফলা, কটকী ও পরূষক, ইহাদের কাথ সেবনীয়।

বাতশ্লেষ্মজ্বরে রাজবৃক্ষাদিবর্গের কাথ মধু সংযোগে উপযুক্ত কালে সেবন করিলে অথবা শুণ্ঠী, ধান্যক, বামনহাটী, হরিতকী, দেবদারু, বচ, শীগুবীজ, মুথা, চিরতা ও কট্‌ফলের কাথ মধু ও হিঙ্গু যোগে উপযুক্তকালে সেবন করিলে জ্বর শীঘ্র আরোগ্য হয়। শ্বাস, কাস, শ্লেষ্মানির্গম, গলগ্রহ, হিক্কা, কণ্ঠশোথ, হৃদিশূল ও পার্শ্বশূল এই সকল উপদ্রব উক্ত কাথ পানে বিনষ্ট হয়।

পিত্তশ্লেষ্মাজ্বরে এলাইচ, পটল, ত্রিফলা, যষ্টিমধু, বৃষ ও বাসক ইহাদের কাথ মধুসংযোগে অথবা কটকী, বিজয়া, দ্রাক্ষা, মুথা ও ক্ষেত্রপর্পটী ইহাদের কাথ; অথবা বামনহাটী, বচ, পর্পটী, ধনিয়া, হিঙ্গু, হরীতকী, মুথা, দ্রাক্ষা ও নাগর ইহাদের কাথ মধু

* বিজ্ঞ চিকিৎসকেরা কুকুট, ময়ূর, তিত্তির, বক এবং বর্ত্তকপক্ষী এই সমুদায়ের মাংসরস বিবেচনাপূর্ব্বক অম্ল অথবা অম্লরসের সহিত যথাসময়ে জ্বররোগীকে প্রদান করিবেন। কেহ কেহ বলেন, মাংসরস গুরু এবং উষ্ণ বলিয়া জ্বরে প্রশস্ত নহে। কিন্তু লঙ্ঘন দ্বারা যদি বায়ুর বল অধিক হয়, তবে হইলে বাতাদির অংশাংশাভিজ্ঞ ভিষক্ কাল বিবেচনা করিয়া গুরু এবং উষ্ণ হইলে মাংসরস জ্বররোগীকে প্রদান করিবেন।

সংযোগে সেবন করিবে। দুইতোলা পরিমিত কটকী ও শর্করা উষ্ণবারি সহযোগে সেবন করিলে পিত্তশ্লেষ্মাজ্বরের শান্তি হয়।

হরীতকী, বহেড়া আমলকী, বলালতা, কিসমিস, এবং কটকী এই সমুদায়ের কাথ পিত্তশ্লেষ্মানাশক ও অনুলোমজনক।

বাতপিত্ত জন্য জ্বরে চিরতা, গুলঞ্চ, দ্রাক্ষা, আমলকী ও শঠী ইহাদের কাথ গুড়সংযোগে সেবন করিবে। রাস্না, বৃষোথ, ত্রিফলা ও সোঁদালফল ইহাদের কষায় সেবন করিলে বাতপিত্ত জ্বরের শান্তি হয়।

ত্রিদোষ জন্য জ্বরে প্রত্যেক দোষের শান্তিকর ঔষধসকল একত্র সেবন করিবে। সকল জ্বরেরই দোষের প্রাধান্য অনুসারে চিকিৎসা করিতে হয়। বৃশ্চিক (বিছুটী), বিল্ব, মুথা, দুগ্ধ ও জল একত্র পাক করিয়া দুগ্ধ শেষ থাকতে পান করিলে সকল প্রকার জ্বরের শান্তি হয়। তিনভাগ জলে একভাগ দুগ্ধসহ শিরীষবৃক্ষের সার সিদ্ধ করিয়া দুগ্ধ শেষ থাকিতে পান করিলে সকল প্রকার জ্বরের শান্তি হয়। নল ও বেতসের মূল, মূর্ব্বামূল ও দেবদারু ইহাদের কষায় পানে জ্বরের শান্তি হয়। ত্রিদোষ জন্য জ্বরে ত্রিফলার কাথ ঘৃতসংযোগে সেবনীয়। অনন্তমূল, বালা, মুথা, শুণ্ঠী ও কটকী এই সকল একত্র দুই তোলা পরিমাণে ঈষদুষ্ণ জল দিয়া সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে সেবন করিবে। অগ্নিকর, বিরেচক ও জ্বরঘ্ন এই তিন প্রকারের মধ্যে কোন একটী বা দুইটী করিয়া দ্রব্য ঔষধে যোজনা করিবে। বৃহতী, কণ্টকারী, ইন্দ্রযব, মুথা, দেবদারু, শুঁঠ এবং চই এই সমুদায়ের কাথ পান করিলে সান্নিপাতিক জ্বর নষ্ট হয়। শটী, কুড়, কণ্টকারী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, দুরালভা, গুলঞ্চ, শুঁঠ, আকন্দ, চিরতা এবং কটকী এই সমুদায়ের নাম শট্যাদিবর্গ। এই শট্যাদিবর্গ সেবনে সান্নিপাতিক জ্বরের ধ্বংস হয়। ইহা কাস, হৃদ্রোগ, পার্শ্ববেদনা, শ্বাস এবং তন্দ্রা প্রভৃতিতেও প্রশস্ত। বৃহতী, কণ্টকারী, কুড়, বামনহাটী, শটী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, দুরালভা, ইন্দ্রযব, পল্‌তা এবং কটকী এই সমুদায়ের নাম বৃহত্যাদিবর্গ। ইহা সেবন করিলে সান্নিপাতিক জ্বর দূর হইতে পারে।

বিষমজ্বরে বমন, বিরেচন প্রয়োগ করিতে হয়। প্লীহোদর রোগের বিহিত ঘৃত অথবা ত্রিফলাচূর্ণ গুড় সংযোগে গাঢ় করিয়া পান করিবে। গুলঞ্চ, নিম্ব, আমলকী এই সকলের কাথ একত্র মধুসহ পান করিবে। প্রতিদিন প্রাতঃকালে ঘৃতযোগে লশুন সেবনও ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। মধুক, পটল, কটকী, মুথা এবং হরীতকী এই পাঁচটী দ্রব্যের মধ্যে দুইটী, তিনটী বা ৫টীই একত্র কাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিবে। ঘৃত, দুগ্ধ, চিনি, মধু এবং পিপ্পলী একত্র যথাসাধ্য পরিমাণে সেবন করিলেও বিষমজ্বরের শান্তি হইতে পারে।

দশমূলীর কাথসহ পিপ্পলী সেবনীয় অথবা পিপ্পলী প্রতিদিন এক একটী বৃদ্ধি করিয়া সেবনপূর্ব্বক দুগ্ধান্ন ও মাংসরস এবং অন্ন ভোজন করিবে। উত্তম মদ্যপান ও কুক্কুট মাংস ভোজন, অবস্থাবিশেষে বিধেয়। কোল, পণিয়ারি ও ত্রিফলা ইহাদের কাথ দধিসহ ঘৃতে পাক করিয়া তাহাতে হিঙ্গুকলোধ প্রক্ষেপ করিবে। এই ঘৃত সেবনে বিষমজ্বরের শান্তি হইতে পারে।

ইন্দ্রযব, পলতা এবং কটকী ইহাদের কাথ সন্তত জ্বরে; পলতা, অনন্তমূল, আকন্দ এবং কটকী এই সমুদায়ের কাথ সততক জ্বরে; নিমছাল, পল্‌তা, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, কিসমিস্‌, মুথা এবং ইন্দ্রযব এই সমুদায়ের কাথ অন্যেদ্যুষ্ক জ্বরে; চিরতা, গুলঞ্চ, রক্তচন্দন এবং শুঁঠ এই সমুদায়ের কাথ তৃতীয়ক জ্বরে; গুলঞ্চ, আমলকী এবং মুথা ইহাদের কাথ চাতুর্থক জ্বরে প্রদান করিবে।

বাসক, গুলঞ্চ, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, বলালতা এবং দুরালভা এই সমুদায়ের কাথ ঘৃত এবং ঘৃতের দ্বিগুণ দুগ্ধ, আর পিপুল, মুথা, কিসমিস্‌, রক্তচন্দন, নীলোৎপল ও শুঁঠ এই সমুদায়ের কল্ক দ্বারা ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে জীর্ণজ্বর নষ্ট হয়।

পিপ্পলী, আতইচ, দ্রাক্ষা, শ্যামালতা, বিল্ব, রক্তচন্দন, কট্‌কী, ইন্দ্রযব, বেণামূল, সিংহী, আমলকী, মুথা, ত্রায়মাণা, স্থিরা, আমলকী, শুণ্ঠ ও চিত্রক এই সকল ঘৃতে পাক করিয়া পান করিলে বিষমাগ্নি-জীর্ণজ্বর উপশান্ত হয়।

দুগ্ধ দ্বারা জীর্ণজ্বর মাত্রেরই উপশম হইয়া থাকে। অতএব জীর্ণজ্বরে ঔষধসিদ্ধ দুগ্ধ পান করা কর্ত্তব্য। *

গুলঞ্চ, ত্রিফলা, বাসক, ত্রায়মাণা ও যবাস এই সকল দ্রব্যের কাথ এবং দ্রাক্ষা, পিপ্পলী, মুথা, শুণ্ঠী, কুড় ও চন্দন এই সকলের কল্ক ঘৃতে পাক করিয়া সেবন করিলে জীর্ণজ্বর আরোগ্য হয়। কলশী, বৃহতী, দ্রাক্ষা, ত্রায়ন্তী, নিম্ব, গোক্ষুর, বলা, পর্পট, মুথা শালপর্ণী ও যবাস এই সকলের কাথে এবং দ্বিগুণ দুগ্ধে শঠী, তামলকী ভার্গী (বামনহাটী), মেদ

* বেড়েলা, গোক্ষুর, খ্যাকুড়, চাকুলে, কণ্টকারী, শালপাণি, নিমছাল, ক্ষেৎপাপড়া, মুথা, বলালতা এবং দুরালভা এই সমুদায়ের কাথ, আর ভূম্যামলকী, শটী, কিস্‌মিস্‌, কুড়, মেদ এবং আমলকী এই সমুদায়ের কল্ক ও দুগ্ধ এই সমুদায় দ্বারা ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে জীর্ণ জ্বরের শান্তি হয়।

(অভাবে অশ্বগন্ধা) এবং কুড় এই সকলের কল্কে ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে জীর্ণজ্বর ভাল হয়। জীর্ণজ্বর দেহের রসাদিধাতুর দৌর্ব্বল্যবশতঃ শীঘ্র নিবৃত্ত না হইয়া ক্রমেই ভোগ করিতে থাকে। অতএব জ্বররোগীকে বলকারক বৃংহণদ্বারা চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। বিষমজ্বরে জ্বররোগীর পানের নিমিত্ত সুরা ও সুরামণ্ড এবং ভক্ষণের নিমিত্ত কুক্কুট, তিত্তির ও ময়ূরের মাংস প্রদান করিবে। ষট্‌পলঘৃত, হরীতকী, ত্রিফলার কাথ কিংবা গুলঞ্চের রস সেবন করিলে বিষম জ্বর উপশান্ত হইতে পারে।

বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, মুথা, মঞ্জিষ্ঠা, দাড়িম, উৎপল, প্রিয়ঙ্গু, এলাইচ, এলবালুক, রক্তচন্দন, দেবদারু, বর্হিষ্ট, কুষ্ঠ, হরিদ্রা, পর্ণিনী, শ্যামালতা, অনন্তমূল, হরেণু, তৃবৃৎ, দন্তী, বচ, তালীশ, নাগকেশর এবং মালতীপুষ্প ইহাদের কাথ ও ঘৃতের দ্বিগুণ দুগ্ধ-এই সকল সহযোগে ঘৃত পাক করিবে। ইহার নাম কল্যাণ-ঘৃত। কল্যাণঘৃত পান করিলে বিষমজ্বর বিনষ্ট হয়। বিষমজ্বর আসিবার সময় যুক্তিপূর্ব্বক স্নেহ ও স্বেদ প্রদান করিয়া নীলবুহ্না, ফোকাদি জোয়ান, তেউড়ী এবং কটকী এই সমুদায়ের কাথ পান করিবে।

বিষমজ্বরে বহুমাত্রায় ঘৃত পান করিয়া বমন করিবে; জ্বরাগমনের সময় অন্নের সহিত প্রচুর পরিমাণে মদ্য পান করিয়া শয়ন, আস্থাপন বা বমন করিবে। এই জ্বরে বিড়া-লের বিষ্ঠা দুগ্ধের সহিত পান অথবা বৃষের গোময় দধির মণ্ড বা সুরার সহিত সৈন্ধব লবণ দিয়া পান করিবে। এই জ্বরে পিপুল, ত্রিফলা, দধি, তক্র, ঘৃত, * ও পঞ্চগব্য প্রয়োগ করা বিধেয়। ব্যাঘ্রের বসা ও হিঙ্গু উভয় তুল্য পরিমাণে লইয়া সৈন্ধবের সহিত মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা অথবা সিংহের বসা পুরাতন ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া সৈন্ধবের সহিত নস্য গ্রহণ করিলে বিষমজ্বরে উপকার হইতে পারে। সৈন্ধব, পিপুলের দানা এবং মনঃশিলা তৈল দ্বারা পেষণ করিয়া চক্ষুদ্বয়ে অঞ্জন দিলে বিষমজ্বর শীঘ্র বিনষ্ট হয়। গুগ্‌গুল, নিমপাতা, বচ, কুড়, হরীতকী, শ্বেতসর্ষপ, যব এবং ঘৃত এই সমুদায় দ্রব্য দ্বারা ধূপ প্রদান করিলে বিষমজ্বর নষ্ট হয়। বিষমজ্বরে ভোজনের পূর্ব্বে তিলতৈলের সহিত রশুনের কল্ক সেবন এবং পবিত্র উষ্ণবীর্য্য মাংস ভক্ষণ করা কর্ত্তব্য।

ভূতবিদ্যা ও বন্ধ্যাবেশ এবং তাড়ন দ্বারা ভূতাভিষঙ্গ জ্বরের, বিজ্ঞানাদি দ্বারা মানসিক জ্বরের এবং ঘৃতমর্দ্দন ও রসৌদন ভোজন দ্বারা শ্রম ও ক্ষীণতা-জন্য জ্বরের শান্তি হয়। অভিশাপ বা অভিচার জন্য জ্বর হোমাদি দ্বারা এবং উৎপাতিক বা গ্রহপীড়া জন্য জ্বর দান, স্বস্ত্যয়ন ও আতিথ্য-ক্রিয়া দ্বারা নিবৃত্ত হয়।

চরকসংহিতায় লিখিত আছে, অভিশাপ, অভিচার এবং ভূতাভিষঙ্গজনিত জ্বরে দৈবব্যপাশ্রয় (বলিমঙ্গলাদি) ও যুক্তি-ব্যপাশ্রয় (কষায়াদি) সর্ব্বপ্রকার ঔষধ প্রয়োগ করাই কর্ত্তব্য।

অভিঘাত জন্য জ্বরে উষ্ণক্রিয়া বিধেয় নহে। মধুর স্নিগ্ধ, কষায় অথবা দোষানুসারে অন্যবিধ ঔষধ প্রয়োগ করাই উচিত।

ঘৃতপান, ঘৃতাভ্যঙ্গ, রক্তমোক্ষণ, মদ্যপান এবং সাত্ম্যমাংস রসের সহিত অন্নভোজন দ্বারা অভিঘাতজনিত জ্বরের উপশম হয়।

কোন প্রকার ঔষধের গন্ধে বা বিষজন্য জ্বর হইলে বিষ ও পিত্তের চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। ইহাতে সর্ব্বগন্ধার কাথ প্রযোজ্য। নিম্ব ও দেবদারুর কাথ বা মালতীপুষ্পের কাথও সেবনীয়।

মদ্যপায়ী ব্যক্তির আনাহযুক্ত জ্বর হইলে মদিরা ও মাংস রসের সেবন এবং জ্বর অথবা ব্রণরোগীর জ্বর, ক্ষত-ব্রণ চিকিৎসা দ্বারা শান্তি হয়।

আশ্বাস, অভিলষিত বস্তুলাভ, বায়ুর প্রশমন এবং হর্ষ দ্বারা কাম, শোক ও ভয়জনিত জ্বরের শান্তি হয়।

কাম্য ও মনোজ্ঞবস্তু, পিত্তঘ্ন চিকিৎসা এবং সদ্বাক্য দ্বারা শীঘ্রই ক্রোধজনিত জ্বরের শান্তি হয়।

কামজনিত জ্বর ক্রোধ দ্বারা এবং ক্রোধজনিত জ্বর কাম দ্বারা, আর কাম ও ক্রোধ এই উভয় দ্বারা ভয় ও শোক-জনিত জ্বর বিনষ্ট হয়।

যে ব্যক্তি জ্বরের কাল ও জ্বরের বেগ চিন্তা করিতে করিতে জ্বরাক্রান্ত হয়, অভিলষিত ও বিচিত্র বিষয় দ্বারা উক্ত কাল ও বেগবিষয়ক স্মৃতি নষ্ট করিলে সেই ব্যক্তির জ্বর নিবৃত্ত হয়।

উষ্ণজ্বরে ইচ্ছানুসারে শীতল অভ্যঙ্গ, প্রদেহ এবং পরি-ষেক; আর শীতজ্বরে উষ্ণঅভ্যঙ্গ, প্রদেহ ও পরিষেক প্রয়োগ করা যাইতে পারে। কফজন্য ও বায়ুজন্য জ্বরে রোগী শীতকর্ত্তৃক পীড়িত হইলে উষ্ণবর্গ দ্বারা অঙ্গে লেপ দিবে এবং উক্ত কার্য্যই বিধেয়। ঈষদুষ্ণ কাঞ্জী, গোমূত্র এবং শুক্ত দধিমণ্ড সেবন করিবে। অথবা পলাশের কল্ক লেপন বা রান্না, বাবুইতুলসী এবং সজিনাবীজ একত্র কল্ক ও

* পঞ্চগব্য সমভাবে একত্র পাক করিয়া তাহাতে ত্রিফলা, চিত্রক, মুথা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বকুল, বচ, বিড়ঙ্গ, ত্রিকটু, চব্য ও দেবদারু এই সকল প্রক্ষেপ করিবে। ইহা সেবনে বিষমজ্বর আরোগ্য হয়। বলা অথবা জলযোগে পঞ্চগব্য পাক করিয়া সেবন করিলে জীর্ণ জ্বরের শান্তি হইয়া থাকে।

লেপন কর্ত্তব্য। শুক্তসহযোগে ক্ষার ও তৈল অভ্যঙ্গে প্রযোজ্য। এ অবস্থায় আরগ্বধাদিগণের ক্বাথ বিশেষ হিত-কর। বাতঘ্ন দ্রব্যের ঈষদুষ্ণ ক্বাথে অবগাহন কর্ত্তব্য। এই সকল প্রক্রিয়া এবং সুখোষ্ণ জল সেচন দ্বারা শীত নিবা-রণ ও গাত্রে কৃষ্ণাগুরু লেপন করাইবে। পরে রূপযৌবন-সম্পন্না পীনস্তনী প্রমদা দ্বারা গাঢ় আলিঙ্গন করাইবে। রোগীর শরীর হৃষ্ট হইলে সেই স্ত্রীকে অপনীত করিবে। বাতশ্লেষ্মহর স্বেদ, অন্ন এবং পানীয় প্রভৃতি দ্বারা শীতজ্বর আশু শান্তি হয়। অগুর্ব্বাদি তৈলঅভ্যঙ্গে শীতজ্বরের আশু শান্তি হয়।

সহস্র-ধৌত-ঘৃত অথবা চন্দনাদি তৈল দ্বারা অভ্যঙ্গ করিলে দাহযুক্ত জ্বরের শান্তি হয়। মধু, কাঁজী, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত ও জলদ্বারা সেক এবং জলে অবগাহন, এই সমুদায় শীতস্পর্শ বলিয়া সত্বই দাহজ্বরের উপশম হয়। অত্যন্ত দাহাভিভূত হইলে পুষ্করপত্র, পদ্মপত্র, নীলোৎপলপত্র, কহ্লার (শুঁদি) পত্র এবং নির্ম্মল ক্ষৌমী (রেসমী) বস্ত্রে চন্দনোদক প্রসেক করিয়া তাহাতে, অথবা হিমজলসিক্ত বা শীতলধারাগৃহে সুখ-শয়ন, চন্দনোদক দ্বারা সুশীতল সুবর্ণ, শঙ্খ, প্রবাল, মণি এবং মুক্তা এই সমুদায়ের স্পর্শ; মনোজ্ঞ সুগন্ধি পুষ্পমালা ধারণ, চন্দনোদকবর্ষী শীতবাতাবহ উৎপল, পদ্ম এবং তালবৃন্ত প্রভৃতি দ্বারা ব্যজন করিবে। সরল, চন্দনচর্চ্চিত এবং মণি-মুক্তাদি উৎকৃষ্ট অলঙ্কারে অলঙ্কৃত প্রিয়কামিনীর সংস্পর্শেও দাহজ্বরের শান্তি হয়।

মধু ও ফেনাযুক্ত নিম্বপত্রের জলপান করাইয়া বমন করা-ইলে দাহের শান্তি হয়। শতধৌত ঘৃত মাখাইয়া কোল ও আমলকীসহ কিংবা শূকধান্যের কাঞ্জীসহযোগে যবশক্তু লেপন করিলে অথবা কোন প্রকার পিত্তশান্তিকর পত্র অম্লপিষ্ট করিয়া লইয়া বা পলাশতরুর পল্লব অম্লে পেষণপূর্ব্বক ফেনা-ইয়া কিংবা বদরীপল্লব ও নিম্বপত্র ফেনাইয়া অঙ্গে প্রদেহ-প্রয়োগ বা লেপন করিলে দাহ, তৃষ্ণা ও মূর্চ্ছার শান্তি হয়। এক পোয়া যব, চারি তোলা মঞ্জিষ্ঠা এবং একশত পল অম্ল এই সকল যোগে এক প্রস্থ তৈল পাক করিবে। এই তৈল জ্বরদাহ শান্তিকর। ন্যগ্রোধাদিগণ বা কাকোল্যাদিগণ অথবা উৎপলাদিগণ পিষিয়া লেপন করিবে। উক্তগণের ক্বাথ ও অম্ল সহযোগে তৈল পাক করিয়া অভ্যঙ্গে প্রয়োগ করিবে কিংবা এই ক্বাথ শীতল করিয়া দাহার্ত্ত রোগীকে তাহাতে অবগাহন করাইবে।

জ্বর রসস্থ হইলে বমন ও উপবাস, রক্তস্থ হইলে সেক-প্রলেপ ও সংশমন ঔষধ, মাংস ও মেদস্থ হইলে বিরেচন এবং উপবাস, অস্থি ও মজ্জাগত হইলে নিরূহ ও অনুবাসন প্রদান করা কর্ত্তব্য।

জ্বরশান্তির নিমিত্ত পিপুল, ইন্দ্রযব অথবা যষ্টিমধুর সহিত মদনফল ও উষ্ণজল পান দ্বারা বমন করাইবে। মধু ও জল বা ইক্ষুরস অথবা লবণোদক কিংবা মদ্য বা তর্পণ দ্বারা বমন অতিশয় প্রশস্ত। কিসমিস্ ও আমলকীর রস দ্বারা অথবা কেবল আমলকীর রস ঘৃতে সঙ্কলন করিয়া বমনের নিমিত্ত পান করান যাইতে পারে।

পলতা, নিমের পাতা, বেণার মূল, শোণালু, বলা, গন্ধতৃণ, কটকী, গোক্ষুর, ময়নাফল, শালপাণি এবং বেড়েলা এই সমু-দায় অর্দ্ধোদক দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া দুগ্ধ শেষ থাকিতে নামাইয়া তাহাতে ঘৃত, মধু, মদনফল, মুথা, পিপুল, যষ্টিমধু ও ইন্দ্রযব এই সমুদায়ের কল্ক মিশ্রিত করিয়া বস্তি প্রদান করিলে জ্বর বিনষ্ট হয়। শোণালু, বেণার মূল, ময়নাফল, শালপাণি, পৃশ্নিপর্ণি, মাষপর্ণী এবং মুদ্গপর্ণী এই সমুদায়ের ক্বাথ করিয়া তাহাতে প্রিয়ঙ্গু, ময়নাফল, মুথা, শলুফা এবং যষ্টি মধু এই সমুদায়ের কল্ক আর ঘৃত, গুড় ও মধু মিশ্রিত বস্তি অতিশয় জ্বরঘ্ন। রক্ত-চন্দন, অগরুকাষ্ঠ, গাম্ভারী, পলতা, যষ্টিমধু এবং নীলোৎপল এই সমুদায় দ্বারা সিদ্ধ স্নেহ প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা স্নেহবস্তি প্রদান করিবে। ইহা অত্যন্ত জ্বরঘ্ন।

বায়ুজন্য জ্বরে বাতঘ্ন মধুর দ্রব্যযোগে নিরূঢ় বস্তি অথবা দোষ ও বল অনুসারে অনুবাসন প্রযুজ্য। পিত্তজন্য জ্বরে উৎপলাদিগণ চন্দন ও বেণামূল প্রচুর পরিমাণে শীত ক্বাথ ও শর্করাসহযোগে মধুর করিয়া বস্তি প্রয়োগ করা বিধেয়। যাতনা থাকিলে আম্রাদির ত্বক্, শঙ্খ, চন্দন, উৎপল, গৈরিক, অঞ্জন, মঞ্জিষ্ঠা, মৃণাল ও পদ্ম এই সকল উত্তমরূপে পিষিয়া দুগ্ধ, শর্করা ও মধু সহযোগে বস্তি প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। কফজন্য জ্বরে আরগ্বধাদির ক্বাথ, পিপ্পল্যাদিগণ ও মধু সংযোগে বস্তি প্রয়োগ করিবে। দ্বিদোষ জন্য ও সন্নিপাতজ্বরে দোষানুসারে দ্রব্য মিলিত করিয়া বস্তি প্রয়োগ করিবে। পিত্তজন্য জ্বরে মধুর ও তিক্ত দ্রব্য মিলিত করিয়া বস্তি প্রয়োগ করিবে। শ্লেষ্মজন্য জ্বরে কটু ও তিক্ত দ্রব্যসহযোগে ঘৃত পাক করিয়া বস্তি কার্য্যে প্রয়োগ করিতে হয়। মস্তক কফপূর্ণ বোধ হইলে শিরোবিরেচন প্রয়োগ করিবে।

জীবন্তী, যষ্টিমধু, মেদ, পিপুল, মরিচ, বচ, ঋদ্ধি, রাস্না, বেড়েলা, শুঁঠ, শলুফা এবং শতমূলী এই সমুদায়ের কল্ক দুগ্ধ ও জল দ্বারা তৈল এবং ঘৃতপাক করিয়া অনুবাসিক স্নেহ প্রস্তুত করিবে। এই স্নেহ অতিশয় জ্বরঘ্ন। পলতা

নিম্বছাল, শুলঞ্চ, যষ্টিমধু এবং ময়নাফল দ্বারা সিদ্ধস্নেহ অতি উৎকৃষ্ট অনুবাসন।

লাক্ষা, শুণ্ঠী, হরিদ্রা, মূর্ব্বা, মঞ্জিষ্ঠা, স্বর্জ্জিকা ও হরিতকী ইহাদিগের ছয় গুণ ক্বাথসহ তৈল পাক করিবে। এই তৈল ব্যবহারে জ্বর আরোগ্য হয়।

যজ্ঞডুম্বর, আসন, নিম্ব, জম্বু, সপ্তচ্ছদ, অর্জ্জুন, শরীষ, খদিরকাষ্ঠ, মল্লিকা, শুলঞ্চ, বাসক, কটুকী, ক্ষেত্রপর্পটী, বেণা-মূল, বচ, গজপিপ্পলি এবং মুথা এই সমুদায়ের ক্বাথে তৈলপাক করিবে, ইহাতে জ্বর বিনষ্ট হয়।

জ্বররোগীর মলবদ্ধ থাকিলে পিপুল ও আমলকী দ্বারা যবের পেয়া প্রস্তুত করিয়া তাহাকে পান করিতে দিবে। গোক্ষুর, বেড়েলা, কণ্টকারী, গুড় এবং শুঁঠ এই সমুদায় দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করিয়া পান করিলে মলমূত্রের বিবন্ধ ও জ্বর বিনষ্ট হয়।

বাতজ, শ্রমজ এবং পুরাতন ক্ষতজ জ্বরে লঙ্ঘন হিতকর নহে। সংশমন-ঔষধ দ্বারা এই সকল জ্বরের চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য।

অষ্টম দিবসে জ্বর নিরাম বলিয়া উক্ত হয়। যে ব্যক্তির দোষসকল উদীর্ণ হয়, প্রায়ই সে অল্পাগ্নি হইয়া থাকে। ঐ অবস্থায় বিশেষরূপে গুরুতর ভোজন করিলে হয় প্রাণত্যাগ, না হয় অধিক দিবস পর্য্যন্ত কষ্টভোগ করে। এই জন্য বাতিক জ্বরে সহসা অত্যন্ত গুরু বা অতিশয় স্নিগ্ধ ভোজন করা কর্ত্তব্য নয়। কিন্তু যে বাতিক জ্বরে পিত্ত বা কফের অনুবন্ধ না থাকে, সেই বাতিকজ্বরে জ্বরোক্ত চিকিৎসার ক্রম অপেক্ষা না করিয়া, অভ্যঙ্গাদি চিকিৎসা ও কষায় পান করাইয়া মাংসরসযুক্ত অন্ন-ভোজন করা বিধেয়।

যাহাদের শরীরে বায়ুর ভাগ অল্প, শ্লেষ্মার ভাগ অধিক এবং শরীরে উষ্মা কম, অথবা মৃদু-উষ্মা, তাহাদের কফপ্রধান জ্বর হইলে এক সপ্তাহেও দোষের পরিপাক হয় না। এই জ্বরে ১০ দিবস পর্য্যন্ত লঙ্ঘন এবং অল্পাশন প্রভৃতি ক্রিয়া দ্বারা চিকিৎসা করিয়া পরে কষায়াদি প্রয়োগ করিতে হয়।

দোষের ক্রম অপেক্ষা করিয়া দ্বন্দ্বজ জ্বরে দুইটী দোষের একটীর উৎকর্ষ অথবা উভয়ের সমতানুসারে এবং সন্নিপাত-জ্বরে তিনটী দোষের একটীর উৎকর্ষ দোষদ্বয়ের সমতা অনুসারে, বৈদ্য বিবেচনাপূর্ব্বক যথোক্ত ঔষধ দ্বারা সেই সমুদায়ের চিকিৎসা করিবেন। সন্নিপাত-জ্বরাবসানে যদি কর্ণের মূল-প্রদেশে নিদারুণ শোথ জন্মে, তবে কখন কোন ব্যক্তি সে জ্বর হইতে মুক্তিলাভ করে। যে ব্যক্তির জ্বর রক্তস্থ হওয়ায় শীত, উষ্ণ, স্নিগ্ধ এবং রুক্ষ প্রভৃতি দ্বারা নিবৃত্ত না হয়, রক্তমোক্ষণ করিলে সে জ্বর প্রশমিত হইয়া থাকে। যে জ্বর বীসর্প, অভিঘাত এবং বিস্ফোটক হেতু জন্মে, সে জ্বরে যদি কফপিত্তের আধিক্য না থাকে তবে, প্রথমতঃ ঘৃত পান করা কর্ত্তব্য।

সুশ্রুতে লিখিত আছে, যে দিন জ্বরের উদয় হইবে সেই দিবস জ্বরের পূর্ব্বে নির্ব্বিষ সর্প দ্বারা অথবা চৌর্য্যাপবাদ দ্বারা রোগীকে ভয় প্রদর্শন করিবে এবং অনাহারে রাখিবে; অথবা অতিশয় অভিষ্যন্দী বা গুরুতর দ্রব্য আহার করাইয়া পুনঃপুনঃ বমন করাইবে; অথবা তীক্ষ্ণ মদ্য বা জ্বরনাশক ঘৃত, কিংবা যথেষ্ট পরিমাণে পুরাতন ঘৃত পান করাইবে; কিংবা সমধিক বিরেচন অথবা পূর্ব্বে স্বেদ প্রয়োগ করিয়া নিরূঢ় বস্তি প্রয়োগ করিবে।

জ্বরত্যাগকালে মনুষ্যের কণ্ঠকূজন, বমি, অঙ্গসঞ্চালন, শ্বাস, শরীরের বিবর্ণতা, ঘর্ম্ম, কম্প, অবসন্নতা, প্রলাপ, সর্ব্বাঙ্গের উষ্ণতা, কখন কখন শীতলতা, অজ্ঞানতা এবং জ্বরের বেগ আধিক্য হয় এবং রোগীকে ক্রুদ্ধের ন্যায় দেখায় তাহার দোষযুক্ত মল সশব্দে ও অতিশয় বেগে নির্গত হয়। যে সমুদায় জ্বর দোষবশতঃ বেগ জন্মাইয়া ক্রমে নিবৃত্ত হয়, সেই সমুদায় জ্বরের ত্যাগকালে কোনরূপ দারুণ লক্ষণ দৃষ্ট হয় না।

জ্বরত্যাগ হইলে মনুষ্যের ক্লান্তি, সন্তাপ ও ব্যথার নিবৃত্তি, ইন্দ্রিয়সমূহের নির্ম্মলতা এবং স্বাভাবিক সত্ত্ব উপস্থিত হয়।

জ্বরমুক্ত ব্যক্তি যতদিন পর্য্যন্ত বলবান্ না হয়; ততদিন ব্যায়াম, স্ত্রী-সংসর্গ, স্নান ও ভ্রমণ পরিত্যাগ করিবে। এই নিয়ম পালন না করিলে সেই ব্যক্তি পুনরায় জ্বরাক্রান্ত হয়।

অনুচিতরূপে দোষসকল নিঃসারিত হওয়ার পর, যে জ্বরের নিবৃত্তি হয়, অল্পমাত্র অপচারেই সেই জ্বর পুনর্ব্বার আগমন করে। যে ব্যক্তি অনেক দিন পর্য্যন্ত জ্বরে কষ্টভোগ করিয়া দুর্ব্বল ও হীনচেতা হয়, যদি তাহার জ্বর একবার পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় আক্রমণ করে, তবে অল্পকাল মধ্যেই তাহার প্রাণবিনাশ হয়; কিংবা দোষসকল ক্রমশঃ ধাতুসমূহে পরিপাক পাইয়া জ্বর না জন্মাইলেও হীনতা, শোথ, গ্লানি, পাণ্ডুতা, অরুচি, কণ্ডু, উৎকোঠ, পীড়কা এবং অগ্নিমান্দ্য ইহার মধ্যে কোন না কোন একটী উৎপন্ন হয়।

পুনরাবৃত্ত জ্বরে অভ্যঙ্গ, উদ্বর্ত্তন, স্নান, ধূপ, অঞ্জন এবং তিক্ত ঘৃত অত্যন্ত হিতকর। সুশ্রুতে উক্ত হইয়াছে, ছাগের কিংবা মেষের চর্ম্মলোম, বচ, কুড়, পলঙ্কষা এবং নিম্বপত্র, মধুযোগে ঐ সকল দ্রব্যের ধূপ প্রয়োগ করিবে। কম্প থাকিলে বিড়ালের বিষ্ঠা সেই ধূপে সংযোগ করিবে।

পিপ্পলী, সৈন্ধব, সর্ষপতৈল ও নৈপালী, এই সকলের

অঞ্জন চক্ষে প্রয়োজ্য। চিরতা, কট্‌কী, মুথা, ক্ষেৎপাপ‌্ড়া এবং গুলঞ্চ এই সমুদায়ের কাথ কতিপয় দিবস সেবন করিলে পুনরাবৃত্ত জ্বরের শান্তি হয়।

নব জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তি শুষ্ক অথচ উষ্ণ বস্ত্র দ্বারা আবৃত থাকিবে। ঔষধ ব্যতীত কেবলমাত্র পথ্য দ্বারাও সময় সময় রোগের শান্তি হইতে পারে; কিন্তু পথ্যের প্রতি অবহেলা করিলে উপশমের প্রত্যাশা থাকে না। তরুণ জ্বরে পরিষেক, প্রদেহ, স্নেহপান, সংশোধকঔষধ, দিবানিদ্রা, মৈথুন, ব্যায়াম, তুষারজল, ক্রোধ, প্রবাত এবং গুরুভোজ্য দ্রব্য পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

জ্বরের প্রথম অবস্থায় লঙ্ঘন, * জ্বরের মধ্যে পাচন, জ্বরের অন্তে জ্বরঘ্ন ঔষধ এবং জ্বরমুক্ত হইলে বিরেচন প্রয়োগ করিবে। সর্ব্বজ্বরেই পিপাসা বোধ করিয়া একেবারে জলপান না করা অনুচিত। তৃষ্ণার্ত্ত হইলে প্রাণধারণের জন্য কিঞ্চিৎ জলপান করা কর্ত্তব্য। কিন্তু অবস্থাবিশেষ পিপাসা সহ্য করা ও বায়ুসেবন করা উচিত, কখন কখন রৌদ্রসেবনও করা যাইতে পারে। নবজ্বরাক্রান্ত ব্যক্তির শীতল জলপান করা উচিত নয়। বাতশ্লৈষ্মিক এবং কফ-জ্বরে গরম জল হিতকর, তৃপ্তিজনক, অগ্নিপ্রদীপক, বায়ু ও পিত্তের অনুলোমকারক এবং দোষ ও স্রোতঃসমূহের মৃদুতা-সম্পাদক।

পণ্ডিতগণ জ্বরের আরম্ভাবধি সপ্তরাত্রি পর্য্যন্ত তরুণজ্বর, দ্বাদশরাত্রি পর্য্যন্ত মধ্যজ্বর, দ্বাদশরাত্রির পর জীর্ণজ্বর বলিয়া থাকেন।

বাতজনিত জ্বরে সপ্তমদিবসে, পিত্তজজ্বরে দশমদিবসে, এবং শ্লৈষ্মিক জ্বরে দ্বাদশদিবসে ঔষধ প্রয়োগ করিবার বিধি, ভাবপ্রকাশে উল্লিখিত হইয়াছে।

সমতাবস্থাপন্ন রোগীকে সাতদিনে ঔষধ পান করাইবে; সাতদিনের মধ্যেও যদি নিরাম-লক্ষণ দৃষ্ট হয়, তবে শমন ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করিবে। শার্ঙ্গধর বলিয়াছেন, বাতজ্বরে গুলঞ্চ, পিপ্পলীমূল ও শুণ্ঠীসিদ্ধ পাচন প্রস্তুত করিয়া অথবা ষড়ঙ্গযবক্ষত পাচন সপ্তদিবসে প্রয়োগ করিবে। পাচন ও ঔষধসেবনের কালসম্বন্ধে সকলে একমত নহেন।

রোগীর বয়ঃক্রম, বল, অগ্নি, দোষ, দেশ ও কাল বিবেচনা করিয়া চিকিৎসক যথোচিত চিকিৎসা করিবেন।

আমজ্বরে দোষাপহারক ঔষধ পান করান কর্ত্তব্য নহে। উপদ্রবহীন আমজ্বরে পাচন ব্যবস্থেয়। শুণ্ঠী ও কণ্টকারী দ্বারা রোহিষ (অভাবে বেণার মূল), বৃহতী ও কণ্টকারী দ্বারা কাথ প্রস্তুত করিয়া সাধারণতঃ সকল জ্বরেই প্রয়োগ করা যাইতে পারে। শ্বেতপুনর্ণবা, রক্তপুনর্ণবা, বেলমূলের ছাল, দুগ্ধ ও জল একত্র পাক করিয়া দুগ্ধ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার জ্বরই আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা। শেষোক্তটীকে সংশমনীয় কষায় কহে।

কৃশ ও অল্প দোষসম্পন্ন ব্যক্তিকে শমন ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করিবে। আরগ্বধাদি পাচন বাতজ, পিত্তজ ও কফজ এই ত্রিবিধ জ্বরেই হিতকর।

যে ব্যক্তি জলপান বা আহার করিয়াছে, তাহার পক্ষে এবং ক্ষীণশরীর, উপোষিত, অজীর্ণ রোগাক্রান্ত ও পিপাসাতুরের পক্ষে সংশোধন ও সংশমন ঔষধ অপ্রশস্ত। নিম্বাদিচূর্ণ, হরিতক্যাদিগুটী, লাক্ষাদি ও মহালাক্ষাদি তৈল সর্ব্বপ্রকার জ্বরনাশক।

উদকমঞ্জরীরস সেবন করিলে অতি উগ্রতর সন্তোজ্বরও একদিবসের মধ্যে আরোগ্য হয়। পিত্তাধিক্য জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তিকে এই ঔষধ সেবন করাইলে তাহার মস্তকে জল দেওয়া কর্ত্তব্য। জ্বরধূমকেতু আদার রসসহ তিন দিবস সেবন করিলেই নবজ্বর; এবং মহাজ্বরাঙ্কুশ দুই রতি প্রমাণ লইয়া গোড়ালেবুর বীজ ও আদার রসের সহিত সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার জ্বর বিনষ্ট হয়। জ্বরঘ্নীবটিকা, নবজ্বরহরবটী প্রভৃতি ঔষধ নবজ্বরনাশক। শ্বাসকুঠাররস সর্ব্বপ্রকার জ্বরঘ্ন। হুতাশনরস ও রবিসুন্দররস সেবনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর দূরীভূত হয়। বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক রসপর্পটী প্রয়োগ করিতে পারিলে, অতিশয় উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়।

চরকসংহিতায় কথিত আছে, রস-দোষ ও মলের পাক হইয়া ক্ষুধা উদ্রিক্ত হইলে রোগীকে অন্নপ্রদান করা যাইতে পারে।

রোগীকে লঘু আহার প্রদান করা কর্ত্তব্য। জীরাচূর্ণ সৈন্ধবের সহিত মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা জিহ্বা, দন্ত ও মুখের মধ্যভাগ ঘর্ষণ করিয়া কবল গ্রহণ করিলে রোগীর মুখগত মল, দুর্গন্ধ ও বিরসতা নষ্ট হয় এবং মনের প্রসন্নতা ও আহারে রুচি জন্মিয়া থাকে।

কল্পতরুরস ও ত্রিপুরভৈরবরস আদার রসের সহিত সেবন করিলে বাত ও কফজন্যজ্বর বিনষ্ট হইতে পারে। বাতশ্লেষ্মজ্বরে স্বেদ প্রদান করিলে স্রোতঃসমূহের মৃদুতা সম্পাদন ও অগ্নি নিজ আশয়ে আনীত হয়। বাতজ্বরে পার্শ্ববেদনা ও শিরোবেদনা থাকিলে গোক্ষুর এবং কণ্টকারী-সাধিত রক্ত-

* রোগী অধিক দুর্ব্বল না হয়, এইরূপ লঙ্ঘন দিয়া চিকিৎসা করা উচিত। যাহাকে বমন করান হইয়াছে, তাহাকে লঙ্ঘন দিবে, কিন্তু লঙ্ঘন ব্যক্তিকে বমন করাইবে না। গর্ভবতী, বালক, বৃদ্ধ, দুর্ব্বল ও ভয়শীল ইহাদিগকে উপবাস করাইবে না। ইহাদিগকে সামজ্বরে পাচন ও নিরামজ্বরে শমন ঔষধ প্রয়োগ করিবে এবং অন্নমণ্ডাদি পথ্য প্রদান করিবে।

শালি তণ্ডুল-কৃত পেয়া পান করিতে দিবে। কাস, শ্বাস বা হিক্কা থাকিলে পঞ্চমূলীসাধিত পেয়া আহার করিতে দেওয়া প্রশস্ত।

চতুর্ভদ্রিকা ও অষ্টাঙ্গাবলেহ সেবন করিলে শ্লৈষ্মিকজ্বর উপশান্ত হয়।

পঞ্চকোল, পিপ্পল্যাদিকাথ, চিরাতাদিকাথ, দশমূলীকাথ প্রভৃতি সেবনে বাতশ্লৈষ্মিকজ্বর বিনষ্ট হয়। এই জ্বরে বালুকা-স্বেদ প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

অমৃতাষ্টক, কণ্টকার্য্যাদিকাথ, নাগরাদিকাথ, কটুকীকল্ক প্রভৃতি পিত্তশ্লেষ্মজ্বরনাশক।

ত্রিদোষ জ্বরে প্রথমতঃ কফনাশক ঔষধাদি প্রয়োগ করিবে। শ্লেষ্মা প্রশমিত হইলে স্রোতঃসমূহ পরিষ্কার হইয়া শরীর লঘু হয় ও পিপাসার নিবৃত্তি হয়। কেহ কেহ সন্নিপাত জ্বরে প্রথমতঃ পিত্ত প্রশমন করিবার ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। এই জ্বরে লঙ্ঘন, বালুকাস্বেদ, নস্য, নিষ্ঠীবন (কফ-নির্গম), অবলেহ এবং অঞ্জন প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

সুশ্রুতে লিখিত আছে, সপ্তম, দশম কিংবা দ্বাদশ দিবসে সন্নিপাতজ্বর পুনরায় বৰ্দ্ধিত হইয়া, হয় উপশান্ত হয় নতুবা রোগীকে বিনাশ করে।

সন্নিপাত জ্বরে যাহার পিপাসা, পার্শ্ববেদনা ও তালু-শোষ থাকে, তাহাকে অপক্ব শীতল জল পান করিতে দেওয়া কোন-রূপেই উচিত নহে।

দশমূল, দ্বাদশাঙ্গ, অষ্টাদশাঙ্গ প্রভৃতি কাথ সেবন করিলে সন্নিপাতজ্বরের উপশম হইতে পারে। মৃতসঞ্জীবনীবটিকা, ত্রিনেত্ররস, ভস্মেশ্বররস, অগ্নিকুমাররস, অমৃতাদিবটিকা প্রভৃতি ঔষধ সন্নিপাতজ্বরনাশক।

পর্পটাদিকাথ, যোগরাজকাথ, শৃঙ্গ্যাদিকাথ প্রভৃতি অবস্থা-বিশেষে প্রযুজ্য।

পিপ্পলী, মরিচ, বচ, সৈন্ধব, করঞ্জবীজ, ধুস্তুরবীজ, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, শ্বেতসর্ষপ, হিঙ্গু ও শুণ্ঠী এই সকল সমভাগে ছাগমূত্রদ্বারা পেষণ করিয়া চক্ষুতে দিলে ত্রিদোষজ জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তিরও চৈতন্য সম্পাদিত হয়।

আগন্তুকজ্বরে লঙ্ঘন কর্ত্তব্য নহে। ব্যথ, বন্ধন, শ্রম, বৃক্ষাদি হইতে পতন প্রভৃতি কারণে জ্বর হইলে প্রথমতঃ দুগ্ধ ও মাংসরসযুক্ত অন্ন দ্বারা চিকিৎসা করা বিধেয়। পথপর্য্যটন হেতু জ্বর হইলে অভ্যঙ্গ ও দিবানিদ্রা সেবন করিবে। ওষধিগন্ধজ জ্বরকে সর্ব্বগন্ধকৃত কাথ দ্বারা নিবারণ করিবে। সহদেবার মূল যথাবিধানে কণ্ঠে ধারণ করিলে চারি দিবসের মধ্যে ভৌতিকজ্বর বিনষ্ট হয়।

চরক লিখিয়াছেন যে, পাঁচপ্রকার বিষমজ্বর প্রায়ই সান্নিপাতিক। পূর্ব্বোল্লিখিত সন্ততাদি পাঁচপ্রকার বিষমজ্বর ভিন্ন অপর চাতুর্থকের বিপর্য্যয় 'চাতুর্থকবিপর্য্যয়' নামক জ্বরও বিষমজ্বর মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে। এই জ্বর অস্থি ও মজ্জাগত দোষ হইতে উৎপন্ন হয়। এই জ্বর মধ্যে দুই দিবস হয়, আদি এবং অন্ত দিবসে থাকে না। যে জ্বর মধ্যে একদিবস হইয়া আদ্য এবং শেষ দিবসে বিমুক্ত হয়, তাহাকে 'তৃতীয়ক-বিপর্য্যয়' বলে।

বিষমজ্বরে পিত্ত দূষিত হইয়া কোষ্ঠদেশে এবং কফ দূষিত হইয়া হস্তপদে অবস্থান করিলে রোগীর শরীর উষ্ণ ও হস্তপদ শীতল হয়। কফ কোষ্ঠদেশে এবং পিত্ত হস্তপদে অবস্থিত হইলে শরীর শীতল এবং হস্তপদ উষ্ণ হয়।

যে বিষমজ্বরে শরীর গুরুতর অথচ ঘর্ম্মদ্বারা প্রালিপ্তের ন্যায় বোধ হয় এবং সর্ব্বদাই অল্প বেগের সহিত জ্বর অবস্থিতি করে ও শীতল বোধ হয়, তাহাকে প্রলেপক বিষমজ্বর কহে।

সর্ব্বপ্রকার বিষম জ্বরই ত্রিদোষের প্রকোপে উৎপন্ন হয়, তন্মধ্যে যে দোষের প্রাধান্য লক্ষিত হইবে, তাহারই চিকিৎসা কর্ত্তব্য। বিষমজ্বররোগীকে বমনবিরেচনাদি দ্বারা শোধন করিয়া স্নিগ্ধ অথচ উষ্ণ অন্ন ও পানীয় সেবন করাইয়া জ্বরের সমতা সাধন করিবে।

শুণ্ঠীকাথ, দুর্জ্জলজেতারস, পটলাদিকাথ, কিরাতাদিচূর্ণ প্রভৃতি সেবনে দুষ্ট জল জন্য (নানাদেশ-সমুৎপন্ন জল জন্য) জ্বর প্রশান্ত হইয়া থাকে।

যে জ্বরে রোগী সবল ও দোষের অল্পতা থাকে এবং অন্য কোন উপদ্রব উপস্থিত না হয়, সে জ্বর সাধ্য।

জ্বরের উপদ্রব ১০টী—শ্বাস, মূর্চ্ছা, অরুচি, বমি, পিপাসা, অতীসার, মলবদ্ধতা, হিক্কা, কাস ও দাহ।

ব্যাধি প্রশমিত হইলে উপদ্রব স্বতঃই বিলয় প্রাপ্ত হয়; কিন্তু উপদ্রবের মধ্যে যদি কোনটী অচিরে জীবন ধ্বংস করিতে পারে, এরূপ বোধ হয়, তবে অগ্রে তাহারই চিকিৎসা করা উচিত।

বৃহতী, কণ্টকারী, দুরালভা, জ্যোৎস্নী (ঝিঙ্গা), কাঁকড়া-শৃঙ্গী, পদ্মকাষ্ঠ, পুষ্করমূল, কটকী, শটীর শাক এবং শৈলমল্লীর বীজ ইহাদের কাথ সেবনে শ্বাস নষ্ট হয়।

বামনহাটী, নিম্ব, মুথা, হরীতকী, শুলঞ্চ, চিরতা, বাসক, আতইচ, বলাডুমুর, কটকী, বচ, ত্রিকটু, শোণাছাল, কুটজ-ছাল, রাস্না, দুরালভা, পলতা, পারুল, শটী, গোজিহ্বা, রাখালশশা, তেউড়ী, ব্রাহ্মীশাক, পুষ্করমূল, কণ্টকারী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, আমলকী, বহেড়া এবং দেবদারু ইহাদের কাথ সেবন করিলে শ্বাস, কাস, হিক্কা প্রভৃতি বিলুপ্ত হয়।

পিপুল, জায়ফল ও কাঁকড়াশৃঙ্গী ইহাদের চূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিলে অতি উগ্রতর শ্বাসরোগ হইতেও বিমুক্তি হয়। একখানি দা বনঘুঁটের অগ্নিতে তপ্ত করিয়া পঞ্জরদেশ দগ্ধ করিলে শ্বাস নিশ্চয় বিলুপ্ত হয়।

আদার রস দ্বারা নস্য করিলে এবং লধু, সৈন্ধব, মনঃশিলা ও মরিচ একত্র বাটিয়া অঞ্জন প্রয়োগ করিলে মূর্চ্ছা নিবৃত্ত হয়। শীতলজল চক্ষুতে সেচন করিলে, সুগন্ধি ধূপ দিলে ও সুগন্ধি পুষ্পের ঘ্রাণ লইলে, কোমল তালপত্রের বায়ুসেবন এবং কোমল কদলীপত্র স্পর্শ করাইলেও মূর্চ্ছা প্রশমিত হইয়া থাকে।

আদার রস, অম্লরস এবং সৈন্ধব একত্র করিয়া কবল করিলে অরুচি বিনষ্ট হয়। গুলঞ্চের কাথ শীতল করিয়া মধু, প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অথবা বিট্‌লবণ ও স্বর্ণমাক্ষিক, রক্তচন্দন অথবা চিনির সহিত লেহন করিলে নিশ্চয় বমন প্রশান্ত হয়।

গোড়ানেবু, ছোলঙ্গনেবু দাড়িম, কুল এবং পালং এই সকল দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া মুখে লেপন করিলে পিপাসা ও মুখের অভ্যন্তরে যে ফুসকুড়ি উৎপন্ন হয়, তাহা নষ্ট হয়। মধু-সংযুক্ত শীতল দুগ্ধ আকণ্ঠ পান করিয়া তৎক্ষণাৎ বমন করিয়া ফেলিলে অথবা মধু, বটের ঝুরি এবং খৈ একত্র করিয়া মুখে ধারণ করিলে পিপাসা নিবারিত হয়।

বলবান্ ব্যক্তিদিগের অতীসার হইলে উপবাস করা বিধেয়। গুলঞ্চ, কুড়চিছাল, মুথা, চিরাতা, নিম্ব, আতইচ এবং শুঁঠ ইহাদের সেবনে অতীসার বিনষ্ট হয়। শুঁঠ, গুলঞ্চ, কুড়চ ও মুথা দ্বারা কাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে উপকার হয়। আকন্দ, গুলঞ্চ, ক্ষেৎপাপড়া, মুথা, শুঁঠ, চিরতা ও ইন্দ্রযব ইহাদের কাথ সর্ব্বপ্রকার অতীসারনাশক। হরীতকী, সোঁদাল, কটকী, তেউড়ী ও আমলকী-সিদ্ধ কাথ সেবন করিলে মলরুদ্ধতা নষ্ট হয়।

সৈন্ধব অতি সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া জলের সহিত নস্য করিলে হিক্কা নষ্ট হয়। শুঁঠ-চূর্ণ চিনির সহিত মিলিত করিয়া নস্য করিলে অথবা হিঙ্গুর ধূপ দিলেও হিক্কা নষ্ট হয়।

পিপুল, পিপুলের মূল, বহেড়া, ক্ষেৎপাপড়া ও শুঁঠ এই সকল চূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিলে, অথবা বাসকপাতার রস মধুর সহিত সেবন করিলে কাস নিবারিত হয়। পুষ্করমূল (অভাবে কুড়), ত্রিকটু, কাঁকড়াশৃঙ্গী, কায়ফল, দুরালভা ও কৃষ্ণজীরা; এই সকল চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত লেহন করিলে কাস প্রশান্ত হয়।

দাহনিবারক প্রক্রিয়া, পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে।

বহির্বেগজ্বর এবং প্রাকৃতজ্বর (অর্থাৎ বর্ষা, শরৎ ও বসন্তকালে যথাক্রমে বাতজ, পিত্তজ ও কফজ্বর হইলে) সুখসাধ্য। প্রাকৃতজ্বরের বিপরীত হইলে তাহাকে বৈকৃত-জ্বর কহে।

বৈকৃতজ্বর কষ্টসাধ্য। বাতজ্বর প্রাকৃত হইলেও কষ্টসাধ্য হইয়া উঠে। অন্তর্বেগজ্বরও কষ্টসাধ্য।

ক্ষীণ ও শোথাক্রান্ত ব্যক্তির জ্বর এবং গম্ভীর ও দৈর্ঘ-রাত্রিক জ্বর অসাধ্য। যে বলবান্ জ্বরকর্ত্তৃক রোগীর মস্তকে হঠাৎ সীমন্তবৎ হয়, সে জ্বর অসাধ্য।

যে জ্বরে রোগীর আভ্যন্তরিক দাহ, পিপাসা, কাস, শ্বাস এবং অত্যন্ত মলরুদ্ধতা জন্মে, তাহাকে গম্ভীর জ্বর বলে।

জ্বরের পূর্ব্বে, জ্বরের মধ্যে অথবা জ্বরের অন্তে কর্ণমূলে শোথ জন্মিলে জ্বর যথাক্রমে অসাধ্য, কৃচ্ছ্রসাধ্য ও সুখসাধ্য হইয়া থাকে।

যে জ্বর বহু হেতু দ্বারা উৎপন্ন ও বলবান্ হয় এবং বহু লক্ষণাক্রান্ত থাকে, সেই জ্বর রোগীর জীবন বিনষ্ট করে। যে জ্বরের উৎপত্তিমাত্রেই রোগীর চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমূহের শক্তি বিনাশ করে, সে জ্বর অসাধ্য।

যে ব্যক্তি জ্বরে হতজ্ঞান ও বিগতহর্ষযুক্ত হয়, উত্থান-শক্তি না থাকাপ্রযুক্ত পতিতের ন্যায় শয্যায় শয়ন করিয়া থাকে এবং অভ্যন্তরে দাহ অথচ বাহ্য শীতদ্বারা পীড়িত হয়, তাহার জীবন নষ্ট হয়।

যে জ্বররোগীর শরীর রোমাঞ্চিত, চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ, হৃদয়ে সাঙ্ঘাতিক বেদনা এবং মুখ দ্বারা শ্বাস বিনির্গত হয়, তাহার জীবনের আশা নাই। যে জ্বরে রোগীর হিক্কা, শ্বাস, পিপাসা, মূর্চ্ছা, চক্ষুর বিভ্রম ও ক্ষীণতা উপস্থিত হয় এবং সর্ব্বদা শ্বাস বিনির্গত হইতে থাকে, সে জ্বর রোগীর প্রাণনাশ করে। যে জ্বরে রোগীর প্রজ্ঞা ও ইন্দ্রিয়শক্তির হীনতা, শরীরের ক্ষীণতা ও অরুচি জন্মে এবং অতি দুঃসহ বেগের সহিত গম্ভীর জ্বর হয়, সেই জ্বরে রোগী প্রাণত্যাগ করে। শুক্রধাতুপ্রাপ্ত জ্বরে শিশ্নের স্তব্ধতা এবং অত্যন্ত শুক্রক্ষরণ হইয়া থাকে। এই জ্বর প্রাণনাশক।

যে ব্যক্তির প্রথম উৎপত্তিকাল হইতেই বিষমজ্বর অথবা দৈর্ঘ্যরাত্রিক জ্বর হয়, তাহার জ্বর অসাধ্য। ক্ষীণকায় ও রুক্ষ ব্যক্তি গম্ভীর জ্বরাক্রান্ত হইলে তাহার প্রাণবিয়োগ হয়।

যে জ্বর প্রলাপ, ভ্রম, শ্বাসযুক্ত এবং তীক্ষ্ণ হয়, সেই জ্বর সপ্তম কিংবা দশম অথবা দ্বাদশ দিবসে রোগীর প্রাণনাশ করে।

য়ুরোপ ও আমেরিকায় চিকিৎসাসম্বন্ধে এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচলিত। এলো-

প্যাথি মতে জ্বরের নিদান ও চিকিৎসা নিম্নলিখিতরূপ বর্ণিত আছে—

জ্বর কাহাকে বলে য়ুরোপীয়দিগের মধ্যে তাহা এ পর্য্যন্ত স্থিরনিশ্চয় হয় নাই। গ্রীসদেশীয় পণ্ডিত গেলেন শারীরিক উত্তাপ-বৃদ্ধিকে "জ্বর" নামে অভিহিত করিয়াছেন। জর্ম্মণ-দেশীয় খ্যাতনামা ডাক্তার ভিরকো (Vircho) বলিয়াছেন যে, স্নায়ুমণ্ডলীর ক্রিয়ায় বৈলক্ষণ্য হইলে শরীরের সমস্ত ঝিল্লী (Tissues) ধ্বংস হইয়া যায় ও তাহাতে শারীরিক উত্তাপ বৃদ্ধি হয়। কিন্তু অনেকেই পূর্ব্বোক্ত কারণ দুইটীকেই অস্বীকার করেন। কেহ কেহ বলেন যে, শারীরিক রক্ত বিষাক্ত হইলে সমস্ত শরীরের ভাব পরিবর্ত্তিত হয় এবং তাহাতেই জ্বর হয়। কিন্তু আধুনিক চিকিৎসকগণের অধিকাংশই বলিয়া থাকেন যে, শারীরিক ঝিল্লির ধ্বংসহেতু দৈহিক উত্তাপের বৃদ্ধি হয় এবং তাহাতেই জ্বরের উৎপত্তি হয়। সংক্ষেপতঃ শারীরিক সন্তাপ বৃদ্ধিকেই জ্বরোৎপত্তির লক্ষণ বলিয়া গণনা করা যায়। জ্বর হইলে শারীরিক সন্তাপ বৃদ্ধি ব্যতীত শ্বাস ও নাড়ীর বেগ বৃদ্ধি হয় এবং স্বেদনির্গম ও মূত্রাদির ব্যত্যয় হইয়া থাকে।

অধুনা মানবশরীরে যত প্রকার পীড়া সঙ্ঘটিত হয়, তাহার মধ্যে জ্বররোগই অধিক। আবার নানাবিধ জ্বরভুক্ত রোগীর সংখ্যা-সমষ্টির মধ্যে অনেকেই ম্যালেরিয়া-জ্বরে পীড়িত। ম্যালেরিয়া যে কি পদার্থ তাহা অদ্যাবধি কেহই স্থির করিতে পারেন নাই। ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি-সম্বন্ধে অনেক মতভেদ দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে কয়েকটী মত নিম্নে লিখিত হইল।

১। ইতালী-নিবাসী বিখ্যাত চিকিৎসক লেন্‌সিসাই (Lancisi) বলেন যে, উদ্ভিজ্জাতি পচিয়া ম্যালেরিয়া উৎপন্ন হয়।

২। ডাক্তার কটক্লিফ (Cutcliff) স্থির করিয়াছেন যে, সমতল ভূমি, নিম্নভূমি, উপত্যকা প্রভৃতি স্থানের নিম্নস্থ আর্দ্রতা যদি অধিক পরিমাণে উপরে উঠিয়া পৃথিবীর উপরিভাগ হইতে রীতিমত বাষ্পোদ্গম রোধ করে তবে তাহা হইতে ম্যালেরিয়া উদ্ভূত হইয়া থাকে।

৩। ডাক্তার স্মিথ (Dr. Smith) বলেন, মৃত্তিকা যত আর্দ্র হইবে এবং সেই আর্দ্রতা যে পরিমাণে উপরে উত্থিত হইবে, ম্যালেরিয়া বিষের ততই আধিক্য হইবে।

৪। ডাক্তার ওল্ডহাম (Oldham) বলেন, শীতলতার হঠাৎ আবির্ভাবই ম্যালেরিয়ার প্রধান কারণ। তিনি বলেন, যে স্থানে হঠাৎ উত্তাপের হ্রাস হইবে, তথায় নিশ্চয় ম্যালেরিয়া উদ্ভূত হইবে।

৫। ডাক্তার মুর (Dr. Moor) স্থির করিয়াছেন যে, উদ্ভিদ্‌বিগলিত জলপান করিলে ম্যালেরিয়াজনিত পীড়া উৎপন্ন হইয়া থাকে। "ম্যালেরিয়া" একটী ইতালীয় শব্দ; ইহার অর্থ দূষিত বায়ু। নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিলে এই বিষের হস্ত হইতে কিয়ৎ পরিমাণে মুক্তিলাভ করা যাইতে পারে।

(ক) বাসবাটীর চতুর্দ্দিকস্থ পয়োপ্রণালী পরিষ্কার রাখা ও যাহাতে পুষ্করিণীর জল লতাপাতা পচিয়া নষ্ট না হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী থাকা কর্ত্তব্য।

(খ) অগ্নি ও ধূমদ্বারা ম্যালেরিয়া বিষ নষ্ট হয়।

(গ) বাটীর চারিদিকে বৃক্ষ থাকিলে তাহা দ্বারা দূষিত বায়ু পরিশুদ্ধ হয়।

(ঘ) দিবা অপেক্ষা রাত্রিকালে ম্যালেরিয়া বিষ অধিক পরিমাণে বায়ুর সহিত মিশ্রিত থাকে; সুতরাং রাত্রিকালে যতদূর সম্ভব বস্ত্র দ্বারা নাসিকাদ্বার বন্ধ করিয়া গৃহের বাহিরে যাওয়া কর্ত্তব্য। শরৎকালে তীক্ষ্ণ রৌদ্র এবং হেমন্তের দুরন্ত শিশির জ্বররোগীর পক্ষে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করা বিধেয়।

(ঙ) প্রত্যূষে কোথায় যাইতে হইলে মুখপ্রক্ষালনাদি ক্রিয়া সমাপনান্তে কিছু ভক্ষণ করিয়া যাওয়া উচিত।

(চ) আমাদিগের দেশে বর্ষার শেষ হইতে অগ্রহায়ণের অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত এই পীড়ার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। এইকালে সকলের সাবধান থাকা উচিত। এই সময়ে ক্ষেৎপাপড়া, গুলঞ্চ প্রভৃতি তিক্ত দ্রব্য ঔষধের ন্যায় ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত। হেলেঞ্চা, পলতা প্রভৃতি ব্যঞ্জনের সহিত আহার করিলে বিশেষ উপকার হইতে পারে।

ম্যালেরিয়া-সম্ভূত জ্বর সাধারণতঃ দুইভাগে বিভক্ত— ১ সবিরাম জ্বর (Intermittent fever) ও ২ স্বল্পবিরাম জ্বর (Remittent fever)

সবিরাম জ্বর। এই জ্বরকে পর্য্যায়-জ্বর বলা যায়। এই জ্বর সম্পূর্ণরূপে বিরত হয়; জ্বরের বিরামাবস্থায় রোগী আপনাকে সুস্থ বোধ করিয়া থাকে। এই জ্বরের কারণ দ্বিবিধ— পূর্ব্ববর্ত্তী ও উদ্দীপক।

(ক) অতিরিক্ত পরিশ্রম, রাত্রিজাগরণ, অধিক সুরাপান, অতিশয় স্ত্রীসংসর্গ ইত্যাদি; (খ) রক্তের অবিশুদ্ধাবস্থা; (গ) অস্বাভাবিকরূপে শারীরিক উত্তাপের হ্রাস। এইগুলিই এই পীড়ার পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ।

দুর্ভিক্ষ, অধিক পরিমাণে অঙ্গারক (Carbon) বা অণ্ডলাল (Albumen) মিশ্রিত খাদ্যাদি ভক্ষণ, উদ্ভিজ্জাদি বিগলিত জলপান, উত্তর-পূর্ব্বদিকের বায়ুসেবন প্রভৃতি এই জ্বরের উদ্দীপক কারণ।

লক্ষণ। এই জ্বরে তিনটী অবস্থা হইয়া থাকে, যথা—শৈত্যাবস্থা, উত্তাপাবস্থা ও ঘর্ম্মাবস্থা। প্রথমতঃ পুনঃ পুনঃ হাই উঠিয়া শীতবোধ হইতে থাকে, পরে ত্বক্ আকুঞ্চিত হইয়া কম্প উপস্থিত হয়। এই সময় মস্তকবেদনা, বিবমিষা বা বমন হইতে থাকে এবং ধমনীর আকুঞ্চনহেতু নাড়ী বেগবতী ও সূত্রবৎ ক্ষীণা হয়। এই অবস্থা অর্দ্ধঘণ্টা হইতে তিনঘণ্টা পর্য্যন্ত থাকিয়া দ্বিতীয়াবস্থায় উপনীত হয়। তখন শারীরিক শীতলতা বিদূরিত হইয়া ত্বক্ উত্তপ্ত, শুষ্ক ও উষ্ণবোধ হয়। নাড়ী স্থূলা ও পূর্ণবেগবতী হয়; মস্তকের পীড়া বর্দ্ধিত হইয়া চক্ষুদ্বয় আরক্ত হইয়া উঠে ও অত্যন্ত পিপাসা উপস্থিত এবং প্রস্রাবের পরিমাণ অল্প হয়। তৃতীয়াবস্থা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে জ্বর মগ্ন হইতে থাকে, চক্ষুপদাদি উষ্ণ ও তত্তৎস্থানে জ্বালা উৎপন্ন হয় ও শ্বাস-প্রশ্বাস শীঘ্র-শীঘ্র হইতে থাকে। এইরূপে ক্রমশঃ রোগীর শরীর স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। রোগী পূর্ব্বে দুর্ব্বল থাকিলে অথবা প্রাচীন হইলে কখন কখন জ্বরকালে অচেতন হইয়া পড়ে। প্রলাপ, উদরস্ফীতি প্রভৃতি অবসাদের লক্ষণও উপস্থিত হয়। কিন্তু জ্বরত্যাগ হইলেই রোগী আপনাকে সুস্থ বোধ করে। এই পীড়া কিছুদিন ভোগ করিলে প্লীহা ও যকৃতের প্রদাহ এবং কখন কখন জ্বরকালে উদরাময় আসিয়া উপনীত হয়।

প্রকার ভেদ—সবিরাম-জ্বর সাধারণতঃ তিন প্রকার যথা—কোটিডিয়ান (Quotidian), টার্শিয়ান (Tertian) ও কোয়ার্টন (Quartan)। যে জ্বর প্রত্যহ এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে আইসে, তাহাকে ঐকাহিক (Quotidian), যাহা দুই দিন অন্তর অর্থাৎ তৃতীয় দিবসে নির্দ্দিষ্ট সময়ে আইসে, তাহাকে ত্র্যহিক (Tertain) এবং যাহা তিন দিন অন্তর অর্থাৎ চতুর্থ দিবসে এক নির্দ্ধারিত সময়ে আইসে, তাহাকে চাতুর্থিক (Quartan) জ্বর কহে। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, উক্ত তিনপ্রকার সবিরাম জ্বরের মধ্যে ঐকাহিক জ্বর প্রাতে, ত্র্যহিক বেলা দ্বিপ্রহরে এবং চাতুর্থিক অপরাহ্নে উপস্থিত হয়। কিন্তু নানা কারণে এই নিয়মের কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রমও দেখিতে পাওয়া যায়। জ্বর নিয়মিত সময় অতিক্রম করিয়া বিলম্বে আসিলে আরোগ্যের লক্ষণ বলিয়া ধরিতে হইবে। কখন কখন দুইটী পর্য্যায় এক দিবসে ঘটিতে দেখা যায়; প্রাতঃকালে জ্বর আরম্ভ হইয়া বৈকালে মগ্ন হয় এবং পুনরায় সন্ধ্যার পর আরম্ভ হইয়া শেষরাত্রে মগ্ন হইয়া থাকে। এইপ্রকার জ্বরকে ডবল্ কোটিডিয়েন কহে। এইরূপ ডবল টার্শিয়েন ও ডবল কোয়ার্টন জ্বরও দেখিতে পাওয়া যায়।

সবিরামজ্বর কখন কখন স্বল্পবিরামজ্বর বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। কিন্তু তাপমানযন্ত্র ব্যবহার করিলে সবিরামজ্বর সহজেই নির্ণীত হইতে পারে; এই জ্বরের সম্পূর্ণ বিরাম উপস্থিত হয়, কিন্তু স্বল্পবিরাম জ্বরে সেরূপ হয় না। শারীরিক তাপের হঠাৎ বৃদ্ধি ও লাঘব হওয়াই ইহার বিশেষ লক্ষণ। সবিরামজ্বরে নিম্নলিখিত লক্ষণ প্রকাশিত হয়—

১। এই জ্বরে শৈত্যাবস্থা, উত্তাপাবস্থা ও ঘর্ম্মাবস্থা পরে পরে সমভাবে উপস্থিত হয়।

২। শৈত্যাবস্থায় রোগী অত্যন্ত শীতবোধ করিয়া থাকে এবং কম্পের সহিত জ্বর উপস্থিত হয়।

৩। ঐকাহিকজ্বর এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে আইসে ও নির্দ্দিষ্ট সময়ে মগ্ন হয়। জ্বরবিচ্ছেদকালে রোগী আপনাকে সম্পূর্ণ সুস্থ মনে করে।

৪। এই জ্বরে শারীরিক তাপ সময় সময় এত বৃদ্ধি হয় যে, তাপমানযন্ত্রের পারদ ১০৫° হইতে ১০৮° পর্য্যন্ত উঠে। কিন্তু এই তাপের সম্পূর্ণ হ্রাস হইয়া থাকে ও রোগী তখন শীতবোধ করে।

স্বল্পবিরাম জ্বরের লক্ষণ নিম্নে প্রদত্ত হইল—

১। এই জ্বরে সবিরাম জ্বরের তিনটী অবস্থা ক্রমান্বয়ে ও সমভাবে কখন প্রকাশ পায় না।

২। শৈত্যাবস্থায় অতি সামান্যরূপ প্রকাশ পায়, কখন বা আদৌ প্রকাশ পায় না। শীত বা কম্প কখনও লক্ষিত হয় না।

৩। শারীরিক উত্তাপ অধিককাল স্থায়ী হয়, হঠাৎ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। ঘর্ম্মাবস্থা আদৌ দেখিতে পাওয়া যায় না।

৪। এই জ্বরে যে সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়, সময় সময় কেবলমাত্র তাহাদের কিঞ্চিৎ লাঘব হইয়া থাকে। জ্বরের সম্পূর্ণ বিচ্ছেদাবস্থা কখনই দেখিতে পাওয়া যায় না।

চিকিৎসা। ১, যদি রক্ত দূষিত হইয়া জ্বর হয়, তবে তৎসংশোধনে যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য। ২, যদি কোন স্থানে প্রদাহ উপস্থিত হয় অথবা হইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে তাহার প্রতিকার করা বিধেয়। ৩, বিল্লীর (Tissues) ধ্বংস হওয়া প্রযুক্ত মৃত্যু নিকটবর্ত্তী হইতেছে বলিয়া বোধ হইলে উত্তেজক ঔষধ ও বলকারক পথ্য দেওয়া আবশ্যক। ৪, জ্বরের শান্তি হইলে পর শারীরিক বলবর্দ্ধনার্থ কিয়দ্দিন পর্য্যন্ত বলকারক ঔষধ (Tonic) ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

সবিরাম জ্বরের তিনটী অবস্থায় পৃথক পৃথক্ চিকিৎসা করা উচিত।

১ম—শীতলাবস্থা। যাহাতে শরীর শীঘ্র উষ্ণ হয়, তাহার

উপায় করা কর্ত্তব্য। সামান্য শীতলাবস্থায় রোগীকে লেপ, কম্বল প্রভৃতি দ্বারা আবৃত রাখা ও পানার্থ গরম জল, গরম চা, গরম কাফি কিংবা কর্পূরমিশ্রিত গরম জলের সহিত ব্রাণ্ডি ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। কিন্তু শীতলাবস্থা অধিককাল স্থায়ী হইলে রোগী অবসন্ন ও লুপ্তসংজ্ঞ হইয়া ক্রমশঃ মুমুর্ষু হইয়া পড়িতে পারে; এইরূপ অবস্থায় রোগীর দুই বগলে দুইটী গরম জলপূর্ণ বোতল স্থাপন করিয়া হস্তপদাদি ও বক্ষঃস্থলে স্বেদ দিবার ব্যবস্থা করিবে। পদদ্বয়ের ডিমে ও বাহুতে দুই-খানা করিয়া চারিখানা রাইসরিষার পলস্ত্রা এবং নিম্নলিখিত মিশ্র সেবন করিতে দিবে।

টিংচর মস্ক ... ... ১৫ বিন্দু।
টিং সিন্‌কোনা কম ... ... ৩০ „
ভা: গ্যালিসাই ... ... ৩০ „
স্পিরিট ক্লোরোফর্ম ... ... ১৫ „

কর্পূরের জলমিশ্রিত করিয়া সর্ব্বসমেত ১ ঔন্স এক মাত্রা।

রোগীর অবস্থার উন্নতি অনুসারে প্রতিমাত্রা ১ ঘণ্টা হইতে ২ ঘণ্টা অন্তর ব্যবস্থেয়। যদি রোগীর হস্ত-পদাদিতে আক্ষেপ উপস্থিত হয়, তবে উক্ত স্থানে শুঁঠের গুঁড়া উত্তমরূপে মালিস করিবে ও নিম্নলিখিত ঔষধ মর্দ্দনার্থ দিবে।

ক্লোরোফর্ম ... ... ৩ ড্রাম।
লিঃ সেপ্‌নিস্ ... ... ৪ „

মর্দ্দনের জন্য একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। জ্বর আসিলে কোন কোন রোগী অজ্ঞান হইয়া পড়ে এবং তাহার ভয়ানক আক্ষেপ উপস্থিত হয়। তখন রোগীর মুখে ও চক্ষে শীতল জল সিঞ্চন করিবে ও মস্তকে শীতল জলের পটী দিবে। রোগী সংজ্ঞালাভ করিলে ও গিলিবার ক্ষমতা পুনঃ প্রাপ্ত হইলে নিম্নলিখিত মিশ্র দুইঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে।

পটাশ ব্রোমাইড ... ... ১০ গ্রেণ।
টিং বেলেডোনা ... ... ৫ বিন্দু।

একোয়া এনিসি মিশ্রিত করিয়া সর্ব্বসমেত ৪ ড্রাম—এক মাত্রা।

বালকদিগের জন্য—

টিং বেলেডোনা ... ... অর্দ্ধবিন্দু।
পটাশ ব্রোমাইড ... ... ১ গ্রেণ।
সল্ক কোনাই ... ... ৩ বিন্দু।
মৌরি ভিজান জল ... ... ১ ড্রাম।

একত্র মিশ্রিত করিয়া এক মাত্রা। বয়স বিবেচনা করিয়া মাত্রা ঠিক করিতে হয়। কম্পের প্রারম্ভ হইতে রোগীকে ১৫।২০ বিন্দু লডেনম্ (টিং ওপিয়াই) সেবন করাইলে কম্প সত্বর দূরীভূত এবং জ্বরের ভোগ হ্রাস ও কষ্ট নিবারিত হয়। শিশুদিগের পক্ষে নিম্নলিখিত ঔষধ মেরুদণ্ডের উপর মর্দ্দন করিলে তৎক্ষণাৎ কম্প দূর হয় এবং জ্বরও কমিয়া যায়।

লিঃ সেপনিস্ ... ... ৪ ড্রাম।
টিং ওপিয়াই ... ... „ „

মর্দ্দনার্থ একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে।

২য়—উত্তাপাবস্থা। এই অবস্থা অধিকক্ষণ স্থায়ী হইলে যদি রোগীর অত্যন্ত কষ্ট হইতে থাকে, অথবা কোন যন্ত্রে রক্ত জমিবার উপক্রম হয়, তাহা হইলে ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক; নহিলে দিবে না। পিপাসা থাকিলে স্নিগ্ধ পানীয় সেবন করিতে দিবে। লেমনেড ব্যবস্থা করা যাইতে পারে *। যদি অত্যন্ত গাত্রদাহ উপস্থিত হয়, অথবা গাত্র অত্যন্ত উষ্ণ থাকে, তবে ঈষদুষ্ণ জলে কিঞ্চিৎ ভিনিগার (সির্কা) মিশাইয়া লইবে এবং তাহাতে গাত্রমার্জ্জনী ভিজাইয়া রোগীর গাত্র উত্তমরূপে মুছাইয়া, গরম বস্ত্রাদি দ্বারা গাত্র আবৃত করিয়া দিবে। কিন্তু দুর্ব্বল ব্যক্তির পক্ষে বিধেয় নহে।

যদি রোগী মস্তকবেদনায় অত্যন্ত কাতর হয় ও তাহার চক্ষুদ্বয় রক্তিম হইয়া উঠে, তবে মস্তকে শীতল জলের পটী লাগাইবে। ইহাতে যদি উক্ত লক্ষণদ্বয় নিবারিত না হয়, তবে পূর্ব্বকথিত পটাস্‌ব্রোমাইড ও বেলেডোনা মিশ্র ২ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে। কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে নিম্নলিখিত ঔষধ সেবন করাইবে।

ম্যাগনেশিয়া সলফ্ ... ... ১ ড্রাম।
নাইট্রিক ইথর ... ... ১৫ বিন্দু।
ভাইনাম ইপিক্যাক ... ... ৫ „
লাইঃ এমনিয়া এসিটেটিস্ ... ... ২ ড্রাম।
সিরপ্ লিমন্ ... ... ২ „

কর্পূরের জল মিশ্রিত করিয়া সর্ব্বসমেত ১ ঔন্স এক মাত্রা ২ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে।

---

* নিম্নলিখিত প্রকারে লেমনেড প্রস্তুত করিবে।

ডাবেরজল বা গোলাপজল ... ... ২ ঔন্স।
ক্রিষ্টাল সুগার ... ... ২ ড্রাম।
সোডা বাইকার্ব্ব ... ... ২ „
অইল লেমনিস্ ... ... ১ বিন্দু।

এই কয়েকটী দ্রব্য একটী পাথরবাটী কিংবা মাটির পাত্রে গুলিয়া লইবে। ঐরূপ আর একটী পাত্রে ২০ গ্রেণ টার্টারিক এসিড গুলিবে; তদভাবে পাতি কিংবা কাগজীলেবুর রস অল্প পরিমাণে লইবে। পরে পাত্রদ্বয় রোগীর সম্মুখে লইয়া, উভয় পাত্রস্থ দ্রব্য একত্র করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইলে অথবা ৮।১০ দিন জ্বরভোগ করিতে থাকিলে, বিশেষ আবশ্যক হইলে কেবলমাত্র ৪।৬ ড্রাম এরণ্ডতৈল (Castor Oil) জ্বর-বিচ্ছেদকালে সেবন করাইবে। জ্বরের প্রকোপাবস্থায় বিরেচক ঔষধ সেবন করাইলে রোগীর পক্ষে বিশেষ বিপৎপাতের সম্ভাবনা।

পটাস্ সাইট্রাস্	...	...	৫ গ্রেণ।
পটাস্ এসিটাস্	...	...	৭ „
টিং সিনকোনা কম	...	...	২০ বিন্দু।
টিং কার্ডেমম কম	...	...	১০ „
স্পাইঃ এমনিয়া এসিটেটিস্	...	...	২ ড্রাম।
কর্পূরের জল	...	...	১ ঔন্স।

একমাত্রা। আবশ্যক হইলে প্রতি মাত্রা ৩ ঘণ্টা অন্তর সেবনীয়। এই ঔষধটী অথবা নিম্নলিখিত মিশ্র সেবন করাইলে ঘর্ম্ম ও প্রস্রাব হইয়া রোগীর সঞ্চিত রসসকল দূরীভূত হয়।

সিরপ্ রোজি	...	...	১ ড্রাম।
পটাস্ সাইট্রাস্	...	...	৭ গ্রেণ।
টিং হায়াসায়ামস্	...	...	১০ বিন্দু।
নাইট্রিক ইথর	...	...	২০ „

ডিককসন্ সিন্‌কোনা মিশ্রিত করিয়া সর্ব্বসমেত ১ ঔন্স, এক মাত্রা ৩ ঘণ্টা অন্তর সেবনীয়।

জ্বরের সহিত গাত্রে বেদনা থাকিলে এই ঔষধ সেবনে উপকার হইতে পারে।

গাত্রে বেদনা না থাকিলে টিংচর হায়াসায়ামস্ উঠাইয়া দিয়া অপর কয়েকটী ঔষধ মিশ্রিত করিয়া খাইতে দিবে।

যদি রোগী জ্বর ও উদরাময় পীড়া এককালে ভোগ করিতে থাকে; তবে নিম্নলিখিত মিশ্র ২।৩।৪ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে।

স্পাইঃ আমনিয়া এসিটেটিস্		...	১ ড্রাম।
ভাইনাম্ ইপিকাক্	...	...	৮ বিন্দু।
বিসমথ নাইট্রাস	...	...	৮ গ্রেণ।
টিং কার্ডেমম কম	...	...	৩০ বিন্দু।
——কাইনো	...	...	১০ „
——ক্যাটিকিউ	...	...	২০ „
মৌরির জল	...	...	১ ঔন্স।

একমাত্রা। বিসমথ, টিং কাইনো, টিং ক্যাটিকিউ এই কয়েকটী ঔষধ উদরাময়-নিবারক।

৩য়—ঘর্ম্মাবস্থা। এই অবস্থায় জ্বরের পুনরাক্রমণ নিবারণের চেষ্টা করা উচিত। রোগীর অবস্থা বিবেচনা করিয়া জলসাগু, দুধসাগু বা আরারুট ব্যবস্থা করিবে এবং রোগীর গা মুছাইয়া কুইনাইন সেবন করাইবে। জ্বরের হ্রাসাবস্থা হইতেই কুইনাইন সেবন করান যাইতে পারে। ইহার প্রয়োগের মাত্রা বিষয়ে তত ভীত হইবার আবশ্যকতা নাই। অবস্থাবিশেষে একবারে ২০ গ্রেণ সেবন করান যাইতে পারে। যে সকল জ্বরে কোলাপ্স (পতনাবস্থা) হইবার সম্ভাবনা, সেই জ্বরে অধিক পরিমাণে কুইনাইন ব্যবহার করা উচিত নয়।

এরূপ অবস্থায় এক বা দুই গ্রেণ কুইনাইন, ব্রাণ্ডী বা অন্য কোন উত্তেজক ঔষধের সহিত সেবন করা আবশ্যক। কেহ কেহ কুইনাইনের পরিবর্ত্তে লাঃ আর্সেনিকেলিস্ ব্যবহার করিয়া থাকেন। পুরাতন জ্বরে কুইনাইন অপেক্ষা আর্সেনিক ব্যবহারে অধিক ফল পাওয়া যায়। ইহা আহারান্তে সেবনীয়—মাত্রা ২ হইতে ৮ বিন্দু। গাত্রচর্ম্ম উষ্ণ ও শুষ্ক, দ্রুতবেগে রক্ত-সঞ্চালন, জিহ্বা উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণ কাঁটা দ্বারা আবৃত, যোজকত্বক্ রক্তিম, অক্ষিপুটে ভারবোধ, পেটে বেদনা অনুভব, বিবমিষা, বমন, অগ্নিমান্দ্য ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে আর্সেনিক ব্যবহার নিষিদ্ধ।

সপর্য্যায় জ্বরে বিচ্ছেদকালে ৫ হইতে ২০ গ্রেণ মাত্রায় স্যালিসিন অথবা ৫ হইতে ৬ গ্রেণ মাত্রায় সলফেট অব বিবারিণ সেবন করান যাইতে পারে। ডাক্তার ম্যাগ্‌নিয়েরি বলেন, দেশীয় নেবুর ক্বাথ (Decoction of Lemon) কুইনাইনের ন্যায় অব্যর্থ। জ্বর আসিবার ৪ ঘণ্টা পূর্ব্ব হইতে ইহা সেবন করিলে আর জ্বর আসিতে পারে না। তিনি বলেন, যে ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগী কুইনাইন সেবনে উপকার পায় নাই, এই ক্বাথ সেবনে তাহার উপকার হইয়াছে। জ্বর আসিবার এক অথবা অর্দ্ধ ঘণ্টা পূর্ব্বে ১৫।২০ অথবা ৩০ গ্রেণ মাত্রায় রিজর্সিন (Resorcin) সেবন করিলে আর জ্বর আসিতে পারে না। সবিরামজ্বরে সাধারণতঃ কুইনাইন্ ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। কুইনাইন বটিকাকারে সেবন করিতে হইলে ইহার সহিত নাইট্রিক এসিড, একস্‌ট্রাক্ট কলম্বা, চিরতা, ট্যারেক্সিকম্, কনফেকসন্ অব রোজ ও আরবী গঁদ এই কয়েকটী ঔষধের যে কোন একটীর ২।১ গ্রেণ মিশাইয়া লইলেই চলিতে পারে।

জ্বরের বিকৃতাবস্থায় চিকিৎসা। জ্বর-বিচ্ছেদে রোগী হিমাঙ্গ হইতে আরম্ভ করিলে, ঘর্ম্মনিবারণার্থ যে ব্রাণ্ডী ও মৃগনাভি মিশ্রিত ঔষধ ব্যবহার করিতে হয়, তাহার সহিত ৫।৭ গ্রেণ করিয়া কুইনাইন ডাইলিউট ও সালফিউরিক এসিড মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে দিবে। এ অবস্থায় পুনর্ব্বার জ্বর

আসিলে রোগীর জীবনে আশা করা যায় না। এ অবস্থায় পথ্যের জন্য মাংসের কাথ, দুগ্ধ, বেদানা, সাগু, বার্লি ইত্যাদি ব্যবস্থেয়। যদি জ্বরবিচ্ছেদে পাকাশয়ের উত্তেজনায় কুইনাইন বা ভুক্তসামগ্রী বমি হইয়া উঠিয়া পড়ে, তবে উত্তেজনা প্রশমিত করিবার জন্য লেমনেড, ডাবের জল, বরফ ইত্যাদি ব্যবস্থা করিবে। ইহাতেও যদি বমি নিবারিত না হয়, তবে নাভির উপর কড়ার নিয়ে একখানি রাইসরিষার পলস্তা দিবে এবং নিম্নের মিশ্রটী সেবন করাইবে।

বিসমথ নাইট্রাস্	...	...	৭ গ্রেণ।
এসিড হাইড্রোসিয়ানিক ডিল		...	২ বিন্দু।
স্পিরিট ক্লোরোফর্ম্ম	...	...	১০ "
সিরপ লেমন	...	...	১ ড্রাম।
গোলাপ জল	...	...	১ "

চোয়ান (Distilled) জল মিশাইয়া সর্ব্বসমেত ৪ ড্রাম এক মাত্রা। এইরূপ এক এক মাত্রা বমনের আতিশয্যানুসারে ১।২।৩ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে। তৎপরে সাইট্রিক এসিডে ২ গ্রেণ কুইনাইন মিশ্রিত করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে ও রোগীকে তাহাই সেবন করাইবে। যদি ইহাতেও ঔষধ উঠিয়া যায়, তবে মলদ্বারে কুইনাইন শ্বেতসারের সহিত মিশ্রিত করিয়া পিচকারী দেওয়া কর্ত্তব্য; অথবা ত্বক-ভেদ করিয়া 'হাইপোডার্ম্মিক সিরিঞ্জ' দ্বারা নিউট্রাল কুইনাইন শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া উচিত।

জ্বররোগীর মস্তিষ্ক সম্বন্ধে দুইপ্রকার লক্ষণ দৃষ্ট হয়। অনেক স্থলে দেখা যায়, রোগী মৃদু প্রলাপবাক্য উচ্চারণ করিতেছে, তাহার নয়ন মুদ্রিত, নাড়ী দ্রুতগামিনী এবং হস্ত ও জিহ্বা স্পন্দিত হইতেছে। এরূপ অবস্থায় বুঝিতে হইবে যে, রোগীর স্নায়ুমণ্ডল দুর্ব্বল হইয়াছে। মস্তিষ্কাবরণে প্রদাহ উপস্থিত হইলে, রোগী অপেক্ষাকৃত উচ্চৈঃস্বরে প্রলাপবাক্য উচ্চারণ করে; তাহার চক্ষু গাঢ় আরক্ত এবং নাড়ী পূর্ণা ও বেগবতী, হস্ত ও জিহ্বা উগ্রকার্য্য করিবার ভাব ধারণ করে। মস্তিষ্কাবরণের প্রদাহে সময় সময় এমনও হইয়া থাকে যে, স্বাভাবিক দুর্ব্বল রোগীকেও ৩।৪ জনে ধরিয়া রাখিতে পারে না। মস্তিষ্কাবরণে রক্তের গতির লাঘব হইলেই প্রথম প্রকারের লক্ষণসমূহ এবং মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য হইলেই দ্বিতীয় প্রকারের লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়।

প্রথম প্রকার লক্ষণ প্রকাশিত হইলে চৈতন্যসম্পাদনের জন্য পূর্ব্বে যে গ্যালিসাই ও কুইনাইনের মিশ্র ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহাই সেবন করাইবে এবং দুগ্ধ, মাংসের কাথ ইত্যাদি পথ্য ব্যবস্থা করিবে। পূর্ব্বে যে ব্রোমাইড পটাশ-সংযুক্ত ঔষধের বিষয় লিখিত হইয়াছে, তাহা দ্বিতীয় প্রকার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে সেবন করিতে দিবে; মস্তক মুণ্ডন করিয়া শীতল জলের পটী বসাইবে এবং লঘু পথ্যের ব্যবস্থা করিবে। ইহাতে যদি বিশেষ ফল পাওয়া না যায়, তবে মস্তকে রাইসরিষার পলস্তা দিবে।

সবিরাম জ্বরে শৈত্যাবস্থায় রক্তসঞ্চয়-হেতু প্লীহা ও যকৃতের বিবৃদ্ধি ও পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। ম্যালেরিয়াই যকৃৎ-বিবৃদ্ধির মূলীভূত কারণ। প্লীহা ও যকৃৎ আক্রান্ত রোগী নিরতিশয় কষ্ট পায় ও শীর্ণ হইয়া পড়ে। [প্লীহা ও যকৃৎ শব্দ দেখ।] সবিরাম জ্বরে অনেক সময় যকৃতের বিশৃঙ্খলা হেতু পাণ্ডু, ন্যাবা বা কামল (Jaundice) উৎপন্ন হয়। যকৃতের উপাদানের ধ্বংস বা হ্রাস, অত্যন্ত মানসিক চিন্তা প্রভৃতি কারণ হইতে এই পীড়া জন্মে। [পাণ্ডু শব্দ দ্রষ্টব্য]।

যে সকল সবিরামজ্বরাক্রান্ত ব্যক্তি কাসগ্রস্ত, তাহাদিগকে চিকিৎসা করিতে হইলে তাহাদের বক্ষের উপর তার্পিণ তেলের স্বেদ দিতে হয়।

পুরাতন জ্বর (Chronic fever)—এই জ্বরে সময় সময় প্লীহা ও যকৃৎ উভয়ই বর্দ্ধিত হয়, রোগীর শোণিত ক্রমশঃ অপকৃষ্ট হইয়া আইসে—পুনঃপুনঃ জ্বরভোগ করায় রক্তকণিকার হ্রাস ও শ্বেতকণিকার বৃদ্ধি হয়। রোগীর চক্ষু, ওষ্ঠ, দন্তমাড়ি, ও অঙ্গুলির শেষভাগ রক্তহীন হইয়া শাদা হয়। শিরোবেদনা, ঘনশ্বাস, নাড়ীর দ্রুতগতি, অজীর্ণ, বমন, অনিদ্রা, অরুচি, আম ও রক্তাতিসার, কাস, হস্ত-পদাদিতে শোথ, উদরী, মুখ, দন্ত ও নাসিকা হইতে রক্তস্রাব ইত্যাদি উপসর্গ উপস্থিত হয়। এই ব্যাধি জটিল উপসর্গবিশিষ্ট হইয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে দুশ্চিকিৎস্য হইয়া পড়ে।

চিকিৎসা। রোগী যদি জ্বরভোগ করিতে থাকে, তবে নিম্নলিখিত মিশ্রটী জ্বরের বিরাম অথবা হ্রাসাবস্থায় প্রত্যহ তিনবার করিয়া সেবন করিতে দিবে। জ্বর বন্ধ হইলে এই মিশ্রে, এক গ্রেণ মাত্র কুইনাইন ব্যবহার করিতে হইবে।

কুইনাইন	...	...	২॥০ গ্রেণ
ডাঃ নাইট্রিক এসিড	...	...	৫ বিন্দু
পটাস ক্লোরাস্	...	...	৪ গ্রেণ
ভাঃ ক্ষবরম	...	...	।০ ড্রাম
টী নক্সভমিকা	...	...	৩ বিন্দু
চোয়ান জল (Distilled water)		...	৪ ড্রাম।

একত্র করিয়া এক মাত্রা। যদি রোগীর দেহে রক্তহীনতা লক্ষিত হয়, অথচ রোগী জ্বরভোগ করিতে থাকে, তবে নিম্নের ঔষধটী ব্যবস্থা করিবে। রোগীর কোষ্ঠ পরিষ্কার

না থাকিলে এই ঔষধের প্রতিমাত্রায় ৫ গ্রেণ কাবাবচিনি মিশ্রিত করিয়া লইবে—

কুইনাইন	...	...	২ গ্রেণ।
ফেরি সলফ	...	...	½ "
পলভ্‌ কলম্বা	...	...	২ "
—— জিঞ্জর	...	...	২ "

একত্র করিয়া এক মাত্রা। এইরূপ তিন মাত্রা প্রত্যহ সেবনীয়। প্লীহা ও যকৃতের বৃদ্ধি হইলে, তদুপরি টিংচর আইওডিন লাগাইবে। যদি নাসিকা, দন্তমাড়ি প্রভৃতি কোন স্থান হইতে রক্তস্রাব হয়, তবে ৩০।৪০ বিন্দু টিংচর ফেরিপারক্লোরাইড এক ঔন্স শীতলজলে মিশ্রিত করিয়া সেই স্থানে লাগাইলে তৎক্ষণাৎ রক্তস্রাব বন্ধ হইবে।

মুখে ক্ষত হইলে নিম্নলিখিত ঔষধ অথবা কণ্ডিস্ ফ্লুইড্ (Condy's fluid) দ্বারা ক্ষতস্থান ধৌত করাইবে—

কার্ব্বলিক এসিড	...	.	১ ড্রাম।
চোয়ান জল	..	...	১ পাইন্ট

একত্র করিয়া ব্যবহার করাইবে। ইহা যেন কোন প্রকারে সেবন করান না হয়, তৎপ্রতি সতর্ক থাকা উচিত। এরূপ অবস্থায় অন্য কোন ঔষধ দ্বারা জ্বর নিবারণ করা উচিত; যদি তাহাতে কোন ফল না হয়, তবে অত্যল্প মাত্রায় কুইনাইন ব্যবহার করিবে।

উদরাময় থাকিলে ১৫ বিন্দু টিংচর ষ্টীল ও এক ঔন্স ইনফিউসন কলম্বা একত্র করিয়া ১ মাত্রা, দিবসে ২।৩ বার সেবন করিতে দিবে।

জ্বরকালে সাগু, বার্লি, আরারুট প্রভৃতি আহারার্থ ব্যবস্থা করিবে। জ্বর বিরত হইলে, প্রাতে সরু পুরাতন চাউলের অন্ন, মুদ্গের দাইল, ডাল্লা ও মদ্গুর মৎস্যের ঝোল এবং রাত্রিকালে দুধসাগু ব্যবস্থেয়। উদরাময় থাকিলে দুগ্ধ নিষিদ্ধ। রোগীকে কোন প্রকারে ঘন দুধ পান করিতে দেওয়া বিধেয় নহে। ১০।১২ দিবস অন্তর গরম জলে স্নানের ব্যবস্থা করিবে। অধিক পরিশ্রম বা রাত্রি-জাগরণ রোগীর পক্ষে নিষিদ্ধ।

স্বল্পবিরাম জ্বর (Remittent fever,—এই জ্বর ম্যালেরিয়া হইতে উৎপন্ন হয়, উষ্ণপ্রধান দেশেই ইহার প্রভাব অধিক। সবিরাম জ্বরাপেক্ষা এই জ্বর যে গুরুতর তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সচরাচর ইহা দুইভাগে বিভক্ত—সামান্য (Simple) ও জটিল (Complicated)। যে স্বল্পবিরাম জ্বরে সাধারণ লক্ষণ সকল দৃষ্ট হয় তাহাকে সামান্য এবং যাহাতে আভ্যন্তরিক যন্ত্রাদির স্বাভাবিক অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া পীড়া কঠিন হইয়া উঠে, তাহাকে জটিল বলা যায়।

সাধারণতঃ ম্যালেরিয়াকেই এই প্রকার জ্বরের কারণ বলিয়া ধরা হইয়া থাকে। কিন্তু সময় সময় শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতাপ্রযুক্ত এই জ্বরের উৎপত্তি হইয়া থাকে। শরৎকালেই এই জ্বরের প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রীষ্ম ও বসন্তকালে অপেক্ষাকৃত কম লোকই এই জ্বরে আক্রান্ত হয়।

লক্ষণ।—এই জ্বরে যে সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়, সবিরামজ্বর বর্ণনকালেই তাহা লিখিত হইয়াছে। সংক্ষেপে এই জ্বরে কথনও সম্পূর্ণ বিরাম (Remission) দেখা যায় না, অতি অল্পমাত্রায় ইহার বিরাম সময় সময় দেখিতে পাওয়া যায়। সচরাচর স্বল্পবিরাম জ্বরের রেমিশন (বিরাম) প্রাতঃকালে হইয়া উর্দ্ধ সংখ্যা ৪।৫ ঘণ্টা পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। ইহার পর পুনরায় জ্বর প্রকাশ পায়। এই জ্বরের ভোগকালের কিছু স্থিরতা নাই, কথন কথন ২১।২২ দিন দিন পর্য্যন্ত এই জ্বর বর্ত্তমান থাকে। এই জ্বরে যে সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়, তন্মধ্যে প্রবল শিরঃপীড়া, রক্তিম মুখমণ্ডল, সাময়িক প্রলাপ, পাকাশয় ও যকৃৎ বেদনা, বিবমিষা, কোষ্ঠ-কাঠিন্য, স্বল্প প্রস্রাব, অপরিষ্কার জিহ্বা, বেগবতী নাড়ী, শুষ্ক ও উষ্ণ চর্ম্ম, নানাবিধ যান্ত্রিক প্রদাহ ও রক্ত-সঞ্চয় ইত্যাদিই প্রধান। এই পীড়া গুরুতর হইলে ইহার বিরামকাল স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায় না, যৎসামান্য বিরাম হইয়া অল্পক্ষণমাত্র স্থায়ী হয়। এই জ্বর অতিশয় প্রবল হইলে চর্ম্ম উষ্ণ, জিহ্বা আঠাবৎ ও অপরিষ্কৃত, মল দুর্গন্ধযুক্ত, বলের হ্রাস, নাড়ী ক্ষীণ, দন্তে মলসঞ্চয়, নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নদর্শন, তন্দ্রা, জ্ঞান-বৈলক্ষণ্য ও পারশেষে অচৈতন্যের লক্ষণ উপস্থিত হয়।

উপসর্গ ও আনুষঙ্গিক রোগ। এই জ্বরে নানাপ্রকার উপসর্গ ও আনুষঙ্গিক রোগ লক্ষিত হয়। তন্মধ্যে যে গুলি প্রধান, তাহা লিখিত হইতেছে—

১। মস্তিষ্কের উপসর্গ। ইহা দুইপ্রকারে সঙ্ঘটিত হয়—

(ক) রক্তাধিক্য (Congestion of blood) রক্তসঞ্চালনের অত্যধিক উত্তেজনাপ্রযুক্ত মস্তিষ্কাভ্যন্তরে রক্ত সঞ্চিত হয়। ইহাতে প্রবল প্রলাপ উপস্থিত হয় এবং রোগী উচ্চৈঃস্বরে বকিতে থাকে। এই অবস্থায় শিরঃপীড়া, রক্তিম চক্ষু, সঙ্কুচিত কনীনিকা, রক্তিম মুখমণ্ডল, দ্রুতগামী নাড়ী, গ্রীবা ও শঙ্খদেশের ধমনীসমূহের প্রবল স্পন্দন ও চিত্তভ্রম প্রভৃতি উপসর্গ লক্ষিত হয়।

(খ) শোণিত মোক্ষণ (Depletion of blood) হইলে স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যপ্রযুক্ত রোগী অস্পষ্ট ও মৃদু প্রলাপ বকিতে থাকে। এইকালে ক্ষীণ নাড়ী, শুষ্ক ও কম্পিত জিহ্বা, তন্দ্রা, অচৈতন্য প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

২। মস্তিষ্কাবরণপ্রদাহ (Meningitis) এই প্রদাহ উৎপন্ন হইলে রোগী ক্ষিপ্তের ন্যায় শয্যা হইতে উঠিয়া অন্য স্থানে যাইতে চেষ্টা করে এবং হস্ত-পদাদির পেশীসমূহে আক্ষেপ উপস্থিত হয়। কখন কখন তন্দ্রা ও চিত্তবিভ্রম দৃষ্ট হয়।

৩। (ক) বায়ুনলী-প্রদাহ;

(খ) ফুসফুসে রক্তসঞ্চয় বা প্রদাহ। ইহাতে বক্ষঃদেশে বেদনা, শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্টবোধ, কাস প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হয়।

৪। পাকস্থলীর উত্তেজনা। ইহাতে বমন, বিবমিষা ও হিক্কা উপস্থিত হয়।

৬। যকৃতের রক্তাধিক্য বা পাণ্ডু।

৭। প্লীহা-বিবৃদ্ধি।

৮। কর্ণমূলপ্রদাহ। ইহাতে প্যারোটিড অর্থাৎ কর্ণমূলের প্রদাহ হেতু পূযোৎপত্তি হয়।

৯। যকৃৎ, প্লীহা ও পাকাশয়ে রক্তাধিক্যহেতু সময়-সময় একপ্রকার উৎকাস উপস্থিত হয়।

১০। বৃক্কক (Kidney) রক্তাধিক্যপ্রযুক্ত আলবুমিনিউরিয়া (সাণ্ডশুক্রমূত্র) দৃষ্ট হয়।

১১। স্ত্রীলোকদিগের জরায়ু ও জননেন্দ্রিয়ে পর্য্যায়ক্রমে প্রদাহ উপস্থিত হয়।

১২। শোণিতের অবিশুদ্ধতাহেতু কখন কখন বাতরোগ, মাংসপেশীতে বাতাশ্রয় ও একপ্রকার স্নায়বীয় বেদনা জন্মে।

১৩। পাকাশয়ে ও যকৃতে রক্তাধিক্যপ্রযুক্ত উহাদের উপর বেদনা হয় ও গ্যাসট্রেলজিয়া (Gastralagia) উৎকাস প্রভৃতির লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া প্রচুর পরিমাণে রক্তবমন ও ভেদ হয়।

স্বল্পবিরাম জ্বরের বিরামকাল যত স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইবে ও উপসর্গাদির যত হ্রাস হইবে, আরোগ্যকাল ততই নিকটবর্ত্তী বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে।

চিকিৎসা। সবিরাম জ্বর আরোগ্য করিবার জন্য, যে জ্বরঘ্ন মিশ্র (Fever mixture) ব্যবস্থা করা হইয়াছে, স্বল্পবিরাম জ্বরেও প্রথমতঃ সেই মিশ্র সেবন করাইবে। পিপাসা থাকিলে শীতলজল, বরফ, লেমনেড অথবা নিম্নলিখিত পানীয় ব্যবস্থা করিবে।

এসিড টার্ট্রেট অব পটাশ	...		১ ড্রাম।
লেমন অইল	...	...	২ বিন্দু।
চিনি	...	...	১ আউন্স।
জল	...	..	২৪ "

একত্র করিয়া অল্প অল্প সেবনীয়। কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে কম্পাউণ্ড জলাপ পাউডার (Compound jalap powder), এরণ্ডতৈল (Castor oil) ইত্যাদি ব্যবস্থা করিবে। যদি বিবমিষা থাকে, তবে ৫।৭।১০ গ্রেণ পরিমাণে পল্‌ভ ইপিকাক (Pulv Ipecac) দ্বারা বমন করাইবে, অথবা নিম্নলিখিত পুরিয়া উপর্য্যুপরি ২ দিন দিবাভাগে দুইটী করিয়া মুখের মধ্যে জল রাখিয়া সেবন করিতে দিবে।

কেলমেল (Calomel)	...	...	২ গ্রেণ।
পল্‌ভ ইপিকাক	...	...	।০ "

একত্র এক পুরিয়া। কিন্তু রোগী দুর্ব্বল হইলে বমনকারক বা বিরেচক ঔষধ কিছুতেই ব্যবহার করা উচিত নহে।

যদি রোগী সবল ও তাহার অতিশয় শারীরিক দাহ উপস্থিত হয়, তবে গৃহের গবাক্ষাদি বন্ধ করিয়া উষ্ণজলে বস্ত্রখণ্ড ভিজাইয়া তাহার গাত্র মুছাইয়া দিবে, পরে সত্বর উষ্ণবস্ত্রাদি দ্বারা তাহার সর্ব্বশরীর আবৃত করিয়া রাখিবে। এই প্রক্রিয়া দ্বারা যথেষ্ট পরিমাণে ঘর্ম্ম নিঃসৃত হইয়া শরীর শীতল হয়। বৰ্দ্ধিত তাপ কমাইবার জন্য কখন কখন টিংচর একোনাইট (Tr. aconite) ২ বিন্দু মাত্রায় ২।৩ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইলে বিশেষ উপকার হইতে পারে। অতিশয় গাত্রদাহ থাকিলে ১ ভাগ ভিনিগার (সির্কা) ও ৯ ভাগ ঈষদুষ্ণ জল একত্র মিশাইয়া তদ্দ্বারা গাত্রধৌত করাইবে। এইরূপে বিরামাবস্থা উপস্থিত হইলে কুইনাইন ব্যবস্থা করিবে। রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইলে কুইনাইনের সহিত পোর্ট, ব্রাণ্ডি, টিংচর সিনকোনা কম্পাউণ্ড (Tr. cinchona compound), ক্লোরিক ইথর (Chloric ether) ইত্যাদি মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে। তন্দ্রা উপস্থিত হইবার উপক্রম দেখিলে গ্রীবার পশ্চাদ্দেশে সর্ষপ-পটী (Mustard plaster) এবং মস্তকে শীতলজল অথবা নিম্নোক্ত লোশন প্রয়োগ করিবে।

এমন মিউরিয়াস্	...	...	১ ঔন্স।
রেক্‌টিফায়েড স্পিরিট	...	...	২ "
গোলাপ জল	...	...	৮ "

একত্র মিশ্রিত করিবে। ইহাতে সূক্ষ্ম বস্ত্রখণ্ড ভিজাইয়া মস্তকে পটী দিবে। যদি ইহাতে উপকার না হয় তবে লাঃ লিটি (Liquor Lytte) ৫।৬ বার গ্রীবার পশ্চাৎ দিকে প্রয়োগ করিবে। যদি হিক্কা বা বমন হইতে থাকে, তবে ডাবের জল অল্পপরিমাণে সেবন করাইবে এবং নিম্নলিখিত ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

বিসমথ নাইট্রাস্	...	...	৫ গ্রেণ।
হাইড্রোসিয়ানিক এসিড ডিল		..	৩ বিন্দু।
স্পিরিট ক্লোরোফরম্	...	...	১৫ "
লাইঃ মর্ফি হাইড্রো-ক্লোরেটিস্		...	১৫ "

জল মিশ্রিত করিয়া সর্ব্বসমেত ১ ঔন্স। একত্র এক মাত্রা ১ হইতে ২ ঘণ্টা অন্তর সেবনীয়।

এই পীড়ায় অনেক সময় পেট ফাঁপিয়া থাকে; তার্পিণ তৈল সামান্যরূপে মর্দ্দন করিয়া উষ্ণজলের স্বেদ দিলে তাহার নিবৃত্তি হয়। যদি ইহাতে বিশেষ কোন উপকার না হয়, তবে তার্পিণ তৈল ও হিঙ্গুর অরিষ্ট (Tr. assafœtida) পিচকারী দ্বারা মলদ্বারে প্রয়োগ করিবে। উদরাময় উপস্থিত হইলে নিম্নের যে কোন ঔষধটী ২।৩।৪ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে।

টিংচর কাইনো	...	...	॥০ ড্রাম।
বিসমথ নাইট্রাস	...	...	১০ গ্রেণ।
মিশ্চিউরা ক্রিটি	...	...	৪ ড্রাম।

একত্র মিশ্রিত করিয়া এক মাত্রা। অথবা—

সোডি বাইকার্ব্ব	...	...	১ গ্রেণ।
পল্‌ভ ইপিকাক	...	...	॥০ „
বিসমথ নাইট্রাস্	...	...	৫ „
মফিয়া	...	...	৵০ „

একত্র মিশ্রিত করিয়া এক মাত্রা।

রক্তামাশয় থাকিলে নিম্নের ঔষধটী ব্যবস্থা করিবে—

বিসমথ নাইট্রাস্	...	...	৫ গ্রেণ।
কুইনাইন	...	...	২ „
পল্‌ভ ইপিকাক	...	...	।০ „
——ওপিয়াই	...	...	।৵০ „

একত্র এক পুরিয়া, দিবসে ২।৩টী।

জ্বরের হ্রাসাবস্থায় রোগী ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া যদি অবসন্নাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তবে বলকারক ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। কিন্তু যদি রোগী ক্রমশঃ হিমাঙ্গ ও তাহার নাড়ী দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তবে নিম্নের উত্তেজক মিশ্র ব্যবস্থা করিবে।

স্পিরিট অ্যামোনিএরোমাটিকস	...	১৫ বিন্দু।
——নাইট্রিক ইথার	...	৫ „
ভাইনম্ গ্যালিসাই	...	২ „
টিংচর মস্ক	...	১৫ „

কর্পূরের জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া এক ঔন্স এক মাত্রা। রোগীর অবস্থা বিবেচনা করিয়া ½।১।২ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে। প্লীহা বর্দ্ধিত বোধ করিলে তদুপরি গরম জলের স্বেদ দিয়া অথবা টিংচার বা লিনিমেণ্ট আইওডাইনের প্রলেপ দিয়া নিম্নলিখিত মিশ্র জ্বরকালে সেবন করিতে দিবে।

এমন্ মিউরিয়াস্	...	...	৫ গ্রেণ।
পটাস ব্রোমাইড	...	...	৫ গ্রেণ।
পটাস ক্লোরাস্	...	...	৭ „
ডিঃ সিনকোনা	...	...	১ ঔন্স।

এক মাত্র। দিবসে ৩।৪ মাত্রা সেবনীয়। জ্বরের বেগ-মন্দীভূত হইলে নিম্নলিখিত মিশ্রটী প্রত্যহ তিনবার সেবনার্থ ব্যবস্থা করিবে—

কুইনাইন	...	...	২ গ্রেণ।
ডাঃ সলফিউরিক এসিড্		...	১০ বিন্দু।
ফেরি সলফ	...	...	২ গ্রেণ।
ম্যাগ্‌নেসিয়া সলফাস্		...	২ „
টিংচর সিনামন কম	...	...	½ ড্রাম
চোয়ান জল	...	...	১ ঔন্স।

একত্র এক মাত্রা। উদরাময় থাকিলে, এই মিশ্র হইতে ম্যাগ্‌নেসিয়া সলফাস পরিত্যাগ করিবে। Syrup of lactate of Iron, Phosphate of Iron, অথবা Ferri Iodide সেবন করাইলে অনেক সময় প্লীহার হ্রাস হয় এবং শরীরে রক্তাংশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

যকৃতের বৃদ্ধি হইলে তদুপরি উষ্ণজলের স্বেদ দিবে; তাহাতে উপকার না হইলে সর্ষপ পলস্ত্রা ব্যবহার করিবে এবং নিম্নের মিশ্রটী ৩ বার সেবন করিতে দিবে—

এমন মিউরিয়াস্	...	...	৫ গ্রেণ।
লাঃ ট্যারেকসিকম	...	...	২০ বিন্দু।
ডাঃ নাইট্রিক হাইড্রোক্লোরিক এসিড		...	১০ „
ইনঃ চিরেতা	...	...	১ ঔন্স।

একত্র এক মাত্রা। এই জ্বরে কাসের প্রকোপ থাকিলে, ভাইনাম্ ইপিকাক্ ৫।১০ বিন্দু ও টিংচর ক্যাম্ফর কম্পাউণ্ড ½ ড্রাম, কুইনাইন মিশ্র অথবা জ্বরঘ্নমিশ্রের সহিত একত্র করিয়া সেবন করাইবে।

পূর্ব্বোল্লিখিত ঔষধাদি সেবন করিয়া জ্বরমুক্ত হইবার পরও কিছুদিন বলকারক ঔষধ সেবন করা কর্ত্তব্য। কারণ সবিরামজ্বরে রক্তাধিক্যবশতঃ আভ্যন্তরিক যন্ত্রাদি বিকৃত হইয়া পড়ে। জ্বর উপশমিত হইবামাত্রই যন্ত্রাদি স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয় না। এই অবস্থায় ঔষধাদি সেবনে বিরত থাকিলে, পুনরায় জ্বরের উৎপত্তি হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ আরোগ্যলাভের পর কিছুদিনের জন্য স্থান পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক, নতুবা শরীর উত্তমরূপ সবল হয় না। তৃতীয়তঃ কুইনাইন সেবনে জ্বর ২।৪ দিবসের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয় না। জ্বর সম্যক্ প্রকারে নাশ করিবার জন্য কিছুদিন বলকারক ঔষধ সেবন করা কর্ত্তব্য; নতুবা কুইনাইন বহু-

জ্বর পুনরায় প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা। জ্বর বন্ধ হইবার পর প্রত্যহ নিয়মানুসারে এটকিন্স্ সিরাপ সেবন করা উচিত। নিম্নলিখিত মিশ্রটী প্রত্যহ তিনবার সেবন করিলেও রোগী শীঘ্রই স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারে ও পুনরায় জ্বর হইবার কোন আশঙ্কা থাকে না।

কুইনাইন	...	...	১॥০ গ্রেণ
ডাঃ নাইট্রিক্ এসিড ...		...	১০ বিন্দু
টিং ফেরিপারক্লোরাইড		...	১০ "
টীং নক্সভমিকা	...	...	৩ "
টিং কলম্বা	...	...	১৫ "
ইনঃ কোয়াসিয়া	...	...	৪ ড্রাম।

একত্র এক মাত্রা।

অবিরাম জ্বর (Continued fever)—এই জ্বর স্থূলতঃ চারিভাগে বিভক্ত; যথা—১ সামান্য অবিরাম জ্বর (Simple continued fever), ২ মস্তিষ্ক জ্বর (Typhus fever), ৩ আন্ত্রিক জ্বর (Typhoid fever), ৪ পৌনঃপুনিক জ্বর (Relapsing fever)

সামান্য অবিরাম জ্বর—শীতলতা, আর্দ্রতা ও অতিশয় উত্তাপ হেতু এই জ্বর উৎপন্ন হয়। মদিরা সেবন, অত্যধিক শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম ইত্যাদি কারণেও এই জ্বর জন্মিয়া থাকে। এই জ্বর সংক্রামক বা মারাত্মক নহে; সাধারণতঃ এক সপ্তাহের অধিককাল বেগ স্থায়ী হয় না।

নিদান। জ্বর-প্রকাশের পূর্ব্বে রোগী আলস্য, মস্তক ও সমস্ত গাত্রে বেদনা প্রভৃতি শারীরিক অসুস্থতা অনুভব করে। পরে শীত অথবা কম্পের সহিত জ্বর প্রকাশিত হয়। এই জ্বরে রোগীর নাড়ী দ্রুতগামিনী, ত্বক্ উষ্ণ ও মুখমণ্ডল রক্তিম হয় এবং রোগী অতিশয় যন্ত্রণা অনুভব করে। জ্বর-প্রকাশের পর অতিশয় পিপাসা, কোষ্ঠবদ্ধ, অগ্নিমান্দ্য ও জিহ্বা শ্বেতবর্ণ হয়। রাত্রিকালে রোগী কখন কখন প্রলাপ বকিতে থাকে।

শারীরিক উত্তাপ ১০২° হইতে ১০৪° পর্য্যন্ত হইতে দেখা যায়। এই জ্বরে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব কিংবা উদরাময় হইলে অথবা অতিরিক্ত ঘর্ম্ম হইবার পর উত্তাপের হ্রাস হইয়া অধিক পরিমাণে প্রস্রাব হইলে, রোগীর জীবন নাশ হইতে পারে। বালকদিগের দন্তোদ্ভেদকালে অথবা অন্ত্র মধ্যে কৃমি থাকিলে এই জ্বর হইতে পারে।

চিকিৎসা। কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে বিরেচক ঔষধ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। সলফেট্ অব্ ম্যাগ্নেসিয়া (এপসম্ সল্ট) ৪ ড্রাম, অথবা সিডলিজ পাউডার ব্যবহের। অন্ত্র পরিষ্কার হইলে নিম্নের মিশ্রটী ব্যবস্থা করিবে।

লাইকার এমোনি এসিটেটিস্	...		২ ড্রাম
নাইট্রিক ইথর	...	...	॥০ "
ভাইনম্ ইপিকাক	...	...	৮ বিন্দু
পটাশ নাইট্রাস্	...	...	৪ গ্রেণ

কর্পূরের জল সংযোগ করিয়া সর্ব্বসমেত ১ ঔন্স একমাত্রা। ২।৩ ঘণ্টা অন্তর এক এক মাত্রা সেবনীয়।

বালকদিগের চিকিৎসা করিতে হইলে যে যে কারণে এই ব্যাধির উৎপত্তি হয়, তৎপ্রতিকারের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। দন্তোদ্গমের উপক্রম দেখিলে ছুরিকা দ্বারা মাড়ি চিরিয়া দিবে। অন্ত্রে কৃমি থাকিলে বয়সানুসারে মাত্রা নির্ণয় করিয়া রাত্রিকালে কিঞ্চিৎ চিনির সহিত স্যান্টোনাইন দিয়া, প্রাতে এরণ্ডতৈল দ্বারা অন্ত্র পরিষ্কার করাইবে। যখন জ্বরের বিরাম হইবে তখনই কুইনাইনের ব্যবস্থা করিবে। সাগু, আরারুট প্রভৃতি লঘু দ্রব্য পথ্য দিবে।

মস্তিষ্ক জ্বর (Typhus fever)। ভারতবর্ষে পূর্ব্বে এই ব্যাধি আদৌ ছিল না; কিন্তু এখন স্থানে স্থানে ইহার প্রকোপ দেখিতে পাওয়া যায়। এই জ্বর আন্ত্রিক জ্বরাপেক্ষা অধিকতর সংক্রামক।

সাধারণতঃ অধিক লোকের একত্র বাস, পূর্ব্বে হইতেই শীতাদ (Scurvy) পীড়ার আক্রমণ, অপুষ্টিকর দ্রব্য ভক্ষণ, সর্ব্বদা দুর্গন্ধ ঘ্রাণ প্রভৃতি কারণে এই জ্বরের উৎপত্তি হয়। মস্তিষ্ক জ্বর এত সংক্রামক যে পীড়িত ব্যক্তির নিঃশ্বাস ও ঘর্ম্ম হইতে পীড়ার বিষ নিকটস্থ ব্যক্তিদিগের শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে পীড়িত করে। এই জ্বর দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—১ Typhus abdominalis, ও ২ Typhus exanthematicus শেষোক্ত প্রকার জ্বর ক্রমশঃই অন্তর্হিত হইতেছে।

আহারে অনিচ্ছা, কোষ্ঠবদ্ধতা, দৌর্ব্বল্য, অতিশয় শিরোবেদনা, আলস্য, সমস্ত শরীরে বেদনা ইত্যাদি এই জ্বরের প্রথম লক্ষণ। আন্ত্রিক জ্বরাপেক্ষা ইহার আক্রমণ ভয়াবহ। এই জ্বরে আক্রান্ত হইলে রোগীকে দুই তিন দিবসেই শয্যাশায়ী হইতে হয়। এই পীড়ায় সপ্তম হইতে ১৪শ দিবসের মধ্যে শরীরে কতকগুলি উদ্ভেদ প্রকাশিত হয়। এইগুলি প্রথমতঃ বক্ষঃস্থলে বা স্কন্ধদেশে, মণিবন্ধের পশ্চাৎ বা উদরের উপরিভাগে লক্ষিত হয়, পরে ক্রমশঃ হস্তপদাদিতে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। উদ্ভেদগুলির উপর চাপ দিলে অদৃশ্য হইয়া যায় এবং একবার অদৃশ্য হইলে আর পুনরায় প্রকাশ পায় না। এইগুলি সাধারণতঃ পঞ্চম হইতে অষ্টম দিবসের মধ্যে অধিকতর প্রস্ফুট হয়। ইহাদের সংখ্যানুসারে পীড়ার গুরুত্ব বুঝিতে পারা যায়।

এইগুলি প্রথমে লালবর্ণ হয়, পরে ক্রমে অল্প

কৃষ্ণরূপ ধারণ করে। ২।৩ দিবসের মধ্যে পিঙ্গলবর্ণবিশিষ্ট হইয়া ত্বকের সহিত মিশিয়া যায়। ইহাতে রোগীর দেহ কৃষ্ণবর্ণ দেখায় ও ভয়াবহ লক্ষণ সকল প্রকাশিত হইতে থাকে। নাড়ীর দ্রুতগতি, দুর্ব্বলতা, প্রলাপ, অচৈতন্য, হস্তপদাদির কম্পন, শয্যান্বেষণ, পাটলবর্ণ জিহ্বা, উদরস্ফীতি, কাস, হিক্কা ইত্যাদি লক্ষণসমূহ সম্পূর্ণরূপে উপস্থিত হইলে রোগীর মৃত্যু নিকটবর্ত্তী হয়; কিন্তু উক্ত লক্ষণগুলি ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকিলে রোগীর জীবনে আশা করা যাইতে পারে। মস্তিষ্ক জ্বর আন্ত্রিক জ্বরের ন্যায় দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। সচরাচর রোগী ১৪ হইতে ২১ দিবসের মধ্যে আরোগ্য লাভ করে অথবা মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

মস্তিষ্ক-জ্বর মসূরিকা ও আরক্ত জ্বরের (Scartlet fever) ন্যায় বিষাক্ত দ্রব্যবিশেষ দ্বারা উৎপন্ন ও সঞ্চারিত হয়। যে কারণেই ইহার উৎপত্তি হউক না কেন, এই পীড়া প্রকাশিত হইবামাত্র গৃহস্থগণের স্বাস্থ্যোপযোগী নিয়মসমূহের প্রতি দৃষ্টি করা বিশেষ কর্ত্তব্য। যাহাতে রোগীর গৃহে বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চালিত হয়, শয্যা পরিষ্কার থাকে ও গৃহে লোকের জনতা না হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা বিধেয়। রোগীর গৃহে কোনরূপ দুর্গন্ধ অথবা অপরিষ্কৃত দ্রব্যাদি রাখিবে না। দুর্গন্ধ দূর করিবার জন্য হরিতেল (Chlorine) অথবা অন্যবিধ সংক্রমাপহ দ্রব্য ব্যবহার করিবে। রোগীর সন্নিকটে কাহারও অবস্থান করা উচিত নয়। রোগীর শুশ্রূষার জন্য বিশেষ নিয়ম অবলম্বনপূর্ব্বক ঔষধাদি সেবন করাইবে। জ্বররোগীর পথ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। লঘু অথচ বলকারক পথ্যই প্রশস্ত। আরারুট, মাংস (অভাবে মৎস্যের ক্বাথ) ও দুগ্ধ ব্যবস্থেয়। উদরাময় থাকিলে দুগ্ধ ব্যবস্থা করিবে না। রোগী অতিশয় দুর্ব্বল হইলে সাগু আরারুট বা ক্বাথের সহিত অল্প পরিমাণে ১নং Exshaw brandy মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে। এক সময়ে অধিক আহার দেওয়া কর্ত্তব্য নহে; অল্প অল্প করিয়া পুনঃপুনঃ পথ্য দেওয়া উচিত। কোন প্রকার কঠিন দ্রব্য আহার করিতে দিবে না; কারণ তাহাতে অন্ত্র-স্ফুট হইবার সম্ভাবনা। এই রোগীর বল রক্ষা করিতে পারিলে তাহার জীবনেও আশা করা যাইতে পারে; এই জন্য রোগীকে বিশেষরূপে পথ্য দেওয়া আবশ্যক। রোগী নিদ্রিত থাকিলেও তাহাকে জাগরিত করিয়া আহার করাইবে।

মস্তিষ্ক-জ্বর বালকদিগের পক্ষে তত সঙ্কটজনক নহে। ডাক্তার অলিসন্ (Dr. Alison) এই রোগে মৃত্যুসংখ্যার নিম্নলিখিতরূপ তালিকা দিয়াছেন—

বয়স	আক্রমণ	মৃত্যু
১৫ বৎসরের ন্যূন	৮৩	২
১৫—৩০	১৪৯	১১
৩০—৫০	৯০	১৭
৫০ বৎসরের ঊর্দ্ধ	১৭	৭

বয়সের আধিক্যের সহিত এই জ্বরের আক্রমণ ভীষণতর হয়। স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষদিগের পক্ষে এই রোগের আক্রমণ অধিকতর সাংঘাতিক; কিন্তু গর্ভবতী স্ত্রীলোকগণ এই রোগাক্রান্ত হইলে প্রায়ই তাহাদের গর্ভস্রাব হইয়া থাকে।

মানসিক রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণ এই রোগে আক্রান্ত হইলে সহজে মুক্তিলাভ করিতে পারে না। যে সকল ব্যক্তি সর্ব্বদা প্রফুল্ল ও যাহারা তামাকু সেবন করে, তাহারা প্রায়ই এই জ্বরে আক্রান্ত হয় না; ক্ষয়কাসরোগীকেও এই রোগে আক্রমণ করিতে পারে না। কোন ব্যক্তি একবার এই রোগে আক্রান্ত হইলে তাহার আর পুনরাক্রমণের আশঙ্কা থাকে না।

বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনপূর্ব্বক মস্তিষ্কজ্বর চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। ঔষধ-প্রয়োগে এই জ্বরের তত উপশম দেখা যায় না। যাহাতে শরীরের আভ্যন্তরিক যন্ত্রগুলি নষ্ট না হয়, প্রথমে তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হইবে। যাহারা এই রোগে অধিকদিন ভুগিয়া প্রাণত্যাগ করে, তাহাদের হৃৎপিণ্ডের, কোষ্ঠের ও মস্তিষ্কাবরণ-চর্ম্মের মধ্যে অতি পাতলা রক্তানুস্রাবী পদার্থ অধিক পরিমাণে একত্র হয়। কোন কোন ব্যক্তির মস্তিষ্কাবরণে ক্ষত জন্মে। ডাক্তার হিল্‌ডেনব্রাণ্ড বলেন, এই জ্বরে স্নায়বিক সংন্যাসহেতু রোগী প্রাণত্যাগ করে।

আন্ত্রিক জ্বর (Typhoid fever)—এই জ্বর কাহাকেও হঠাৎ আক্রমণ করে না। রোগী প্রথমে মস্তক-বেদনা, হস্তপদাদির কামড়ানি, অগ্নিমান্দ্য ও অল্প অল্প শীত অনুভব করে। এই পীড়ার প্রথমাবস্থায় পেটের পীড়া হয়। ক্রমে রোগীর নাড়ী ক্ষীণ, গাত্র উষ্ণ এবং জিহ্বা শুষ্ক ও রক্তবর্ণ হইয়া আসে। বেলা দুই প্রহরের সময় জ্বরের প্রকোপ এবং পর দিন তাহার কিঞ্চিৎ হ্রাস লক্ষিত হয়। রোগী প্রথমে রাত্রিকালে দুই একটী করিয়া মৃদু প্রলাপ বকিতে আরম্ভ করে; ক্রমে রোগী দিবারাত্র উভয় সময়েই অনবরত প্রলাপ উচ্চারণ করিতে থাকে। জিহ্বা ক্রমে উজ্জ্বল রক্তবর্ণ ও ফাটা ফাটা এবং দন্তে শৈবালবৎ পদার্থ দৃষ্ট হয়; ওষ্ঠ ফাটিয়া রক্তস্রাব হইতে থাকে। শরীরের অত্যন্ত উত্তাপ ও অতিসার এই পীড়ার প্রধান লক্ষণ।

জ্বরের বেগ সন্ধ্যায় প্রাকালে ও রাত্রিতে অধিক এবং প্রাতে অল্প হয়। অতিসার উপস্থিত হইয়া সামান্য পীড়ার

প্রতিদিন ৭।৮ বার ভেদ হয়, কিন্তু পীড়া গুরুতর হইলে ২০।৩০ বারও ভেদ হইয়া থাকে। রোগীর মল তরল ও হরিদ্রাবর্ণ হয় এবং কিছু কাল কোন পাত্রে রাখিলে, তাহা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে—নিম্নে সার এবং উপরে তরলাংশ থাকে।

আন্ত্রিকজ্বরে নাড়ীর বেগ দ্রুত, গাত্রে রক্তাভ উদ্ভেদ, কুর্কুণ শ্বাসশব্দ প্রতিধ্বনি, উদর-গহ্বরে স্পর্শাসহিষ্ণুতা, অবসাদ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হয়। এই জ্বরে মৃত্যু হইলে মধ্যান্ত্র-ত্বচ্-গ্রন্থি ও প্লীহা-বিবৃদ্ধি, বিস্তৃতক্ষত প্রভৃতি দৃষ্ট হয়।

এই জ্বরে যে উদ্ভেদ জন্মে, তাহার অগ্রভাগ সূক্ষ্ম অথবা চৌরস্ নহে, তাহা গোলাকার। চাপ দিলে উদ্ভেদগুলি অদৃশ্য হইয়া যায়, কিন্তু চাপ উঠাইয়া লইলে পুনরায় সে গুলি দৃষ্ট হয়। এই উদ্ভেদগুলি ৩।৪ দিবস থাকে এবং প্রথম আরম্ভ হইবার পর, প্রত্যহ অথবা দুইদিবস অন্তর নূতন উদ্ভেদ জন্মে। সাধারণতঃ উদর ও বক্ষঃকোটরে এবং পৃষ্ঠদেশে উদ্ভেদ দেখা যায়। রোগের সপ্তম ও চতুর্দ্দশ দিবসের মধ্যে এইগুলির উৎপত্তি হয়। ৩।৪ সপ্তাহ এই জ্বরের বেগ থাকে, সচরাচর ৩০ দিবসে ইহার বিরাম হইতে দেখা যায়। আন্ত্রিক জ্বরে নাড়ীর শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লি ও ক্ষুদ্র গ্রন্থিগুলি পীড়িত হয়।

এই জ্বর সাঙ্ঘাতিক হইলে অন্ত্র ও নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, অক্ষিপুত্তলিকা প্রসারিত এবং শেষভাগে উদর হইতেও রক্তস্রাব হয়। আরোগ্যোন্মুখ পীড়ায় দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষভাগে জ্বর, উদরাময় ইত্যাদির হ্রাস হইয়া আইসে, জিহ্বা পরিষ্কার, ক্ষুধা-বৃদ্ধি, শারীরিক বেদনাদির উপশম এবং রাত্রিকালে স্বাভাবিক নিদ্রা হইতে আরম্ভ হয়। এই পীড়া বৃদ্ধি হইলে তাপমানযন্ত্র প্রয়োগ করিয়া প্রায় সর্ব্বদাই রোগীর শারীরিক উত্তাপ পরীক্ষা করা উচিত। শারীরিক উত্তাপ ১০৭ ডিগ্রীর উপর উঠিলে রোগীর জীবনে আশা করা যাইতে পারে না। সহসা উত্তাপ বৃদ্ধি পাইলে ফুসফুসে রক্তাধিক্য হইতে পারে, তন্নিবারণার্থ ঔষধ প্রয়োগ করা বিধেয়। এই জ্বরে অধিক ভেদ হেতু কখন কখন চতুর্থ সপ্তাহে অন্ত্রে প্রদাহ ও ক্ষত জন্মে। এরূপ হইলে রোগী সান্নিপাতিকাবস্থায় পতিত হয়; তখন তাহার জীবনাশা করা যাইতে পারে না। কখন কখন রোগীর মূত্রাশয় ও জিহ্বার কার্য্যকারিতা বিনষ্ট হইয়া যায়। এরূপ স্থলে রোগীর প্রস্রাব করিবার বা কথা কহিবার ক্ষমতা থাকে না।

আন্ত্রিক জ্বর সংক্রামকধর্ম্মাক্রান্ত। জ্বররোগীর পুরীষে সংক্রামক বীজ থাকে। সুতরাং রোগী যে পাত্রে মলত্যাগ করে ও যে স্থানে মল প্রক্ষিপ্ত হয়, সেই পাত্র ও স্থান ব্যবহার করা উচিত নহে।

এই রোগের প্রথমাবস্থায় অতি মৃদু-বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। মস্তিষ্ক জ্বরে যেরূপ লবণসংযুক্ত ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, আন্ত্রিক জ্বরে তাহা ব্যবহার করা যায় না। রোগী অবসন্ন হইয়া পড়িলে আমোনিয়া (Ammonia) ও মদ্য ব্যবস্থেয়। এই রোগে বিশেষ বিশেষ উপসর্গ নিবারণের জন্য উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত।

এই জ্বরের আক্রমণের পূর্ব্বাবস্থায় নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিলে সময় সময় ইহার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করা যাইতে পারে। প্রথমে রোগীকে ধারাস্নান করাইবে, পরে তাহার গাত্র উত্তমরূপে ঘর্ষণ করিয়া দিবে। অথবা তাহাকে বমনকারক কিংবা অল্প-বিরেচক ঔষধ সেবন বা উষ্ণজলে স্নান করাইবে, কিংবা যথাক্রমে উক্ত কয়েকটী উপায়ই অবলম্বন করিবে। কখন কখন স্বেদজনক ঔষধ সেবনেও উপকার পাওয়া গিয়াছে। জ্বরের প্রথমাবস্থায় ঈষদুষ্ণ তরল পদার্থ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অধিক উষ্ণ পদার্থ সেবন মঙ্গলজনক নহে। বমির উদ্বেগ থাকিলে কোনরূপ উষ্ণ দ্রব্যই ব্যবহার করিবে না। এই অবস্থায় কোন প্রকার যন্ত্রণা হইলে বমনকারক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। জ্বরের প্রথম অবস্থায় রোগী দুর্ব্বল হইয়া না পড়িলে কিয়ৎ পরিমাণে রক্তমোক্ষণের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। কোন আভ্যন্তরিক যন্ত্র প্রপীড়িত হইলে জলৌকা দ্বারা সে স্থানের রক্তমোক্ষণ করাইবে। কিন্তু ১০ দিবস গত হইলে কিংবা এই জ্বর কাল্পনিক মস্তিষ্কজ্বরের লক্ষণবিশিষ্ট হইলে রক্তমোক্ষণে অপকার হইতে পারে। বমনকারক ও বিরেচক ঔষধ প্রয়োগে উপকার হইবার সম্ভাবনা। অষ্টাহের পূর্ব্বে ক্যালমেল কিংবা কাবাবচিনি মিশ্রিত ক্যালমেল ব্যবস্থেয়। অবস্থা বুঝিয়া তেঁতুল প্রয়োগ করিতে পারিলে উপকার পাওয়া যায়। যাহাতে কোন প্রকার হঠাৎ পরিবর্ত্তন বা কোষ্ঠ-কাঠিন্য না জন্মে, তদ্বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হইবে। অল্পমাত্রায় কর্পূরের সহিত শরীরের উষ্ণতানিবারক ঔষধ ব্যবস্থেয়। নিম্নলিখিত ঔষধটীও বিশেষ উপকারী।

আমোনিয়া এসিটেটিস্ ২ ঔন্স।
আমনাইস্ মিউরিয়াটিস্ ৪ গ্রেণ।
সিরপ্ লিমনিস্ ১ ঔন্স।

স্নায়ুমণ্ডল প্রপীড়িত হইলে শারীরিক উত্তেজনা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, যকৃৎ ও অন্ত্রের ক্রিয়া বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় পলস্তা ব্যবস্থেয়; কিন্তু ইহার পূর্ব্বে পলস্তা ব্যবহার

করিবে না। গ্রীবাপৃষ্ঠে, উভয় কর্ণের নিম্নদেশে কিংবা পায়ের ডিমে পলস্ত্রা লাগাইবে।

এই কালে কর্পূরমিশ্রিত ঔষধ বিশেষ ফলজনক। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১২ হইতে ২৪ গ্রেণ সেবন করাইবে। ইহা Arnica অথবা Angelica root এর সহিত মিশ্রিত করিয়া লইবে। উচ্ছ্বাস হইলে Hydrargyrum Cumoreta এবং রাবারচিনি (Rhubarb) কিংবা ঈষৎ লবণাক্ত দ্রব্যের সহিত শেষোক্ত ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ৮।১০ দিবসগত হইলেও যদি কোন আশঙ্কাজনক উপসর্গ বিদ্যমান না থাকে, তবে লি: আমোনিয়া এসিটেটিসের সহিত কর্পূরের মিশ্র ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। Alkaline carbonates এবং citric acid কর্পূরমিশ্রের সহিত একত্র সেবনেও সুফল হইতে পারে। নাড়ীর অবস্থা বুঝিয়া উত্তেজক ও বলকারক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। আমোনিয়া এসিটেট্ কিংবা সাইট্রিক্ এসিড ও কার্বনেটের কাথ বা সিনকোণা মিশ্র ব্যবহার করা যাইতে পারে।

ফুসফুসের অবস্থা নির্ণয় করিবার জন্য যন্ত্রসাহায্যে বক্ষঃস্থল পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। যদি শ্বাসকৃচ্ছ্র কিংবা প্রদাহজনিত অন্য কোন উপসর্গ অথবা আভ্যন্তরিক যন্ত্রের অপক্রিয়া লক্ষিত হয়, তবে রক্তমোক্ষণে উপকার হইতে পারে। বায়ুনলীর রক্তস্রাব হেতু উপসর্গ উৎপন্ন হইলে Mistura ammoniaci কিংবা Decoctum polygalæ, কর্পূর, আমোনিয়া বা টিংচর ক্যাম্ফরের সহিত প্রয়োগ করিবে। বল হ্রাস হইলে লঘু পথ্যের সহিত মদ্য ব্যবস্থেয়। রোগীর গাত্র ফ্লানেল দ্বারা আবৃত রাখা কর্ত্তব্য। অবস্থা বিবেচনা করিয়া Ipecacuanha, ক্যালমেল বা কর্পূরের সহিত এবং অহিফেন বা পোস্তরস ব্যবহার্য্য। শরীর শীতল ও পাণ্ডু, নাড়ী দুর্ব্বল এবং আকৃতির সংকোচ হইলে Blygala, ammonia, camphor, stimulating tonics এবং মদ্য ব্যবস্থেয়। যদি উদর স্পর্শাসহিষ্ণু এবং বায়ুগর্ভ হয়, তবে হিঙ্গু কিংবা extract of rue কিংবা ইহার সহিত উর্দ্ধপক্ষে ১ ঔন্স তার্পিণ মিশ্রিত করিয়া শরীর মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিবে। যদি ইহাতে উপকার না হয়, তবে camphor এবং extract of poppies সহিত chloruret of lime ব্যবস্থা করিবে। যদি রক্তস্রাব হয়, তবে superacatati of lead with opium কিংবা acetati of morphine অথবা extract of poppy ইহার বটিকা ব্যবস্থা করিবে।

যদি তালু অতিশয় উষ্ণ বা মস্তকে বেদনা হয়, কোন পেশীর আক্ষেপ লক্ষিত হয়, চক্ষু, মুখ প্রভৃতির অস্বাভাবিক অবস্থায় মস্তকে রক্ত-সঞ্চালনের ব্যতিক্রম অনুমিত হয়, তবে মস্তকদেশ যাহাতে শীতল হয়, তাহার ব্যবস্থা করিবে। যদি এই সমস্ত উপসর্গের সহিত প্রলাপ উপস্থিত হয়, তবে গ্রীবার পূর্ব্বভাগে, কর্ণের নিম্নে বা পায়ের ডিমে পলস্ত্রা দিবে। এই সকল উপসর্গের প্রাবল্যের আশঙ্কা থাকিলে অল্পমাত্রায় কর্পূর Nitric সহিত প্রয়োগ করিবে। যদি এই অবস্থায় অচৈতন্য, দ্রুত ও দুর্ব্বল নাড়ী, অতিশয় ঘর্ম্ম বা মুত্রনাশ উপস্থিত হয়, তবে অবস্থাবিশেষে ২।৩।৪ ঘণ্টা অন্তর ১।৩।৪ গ্রেণ মাত্রায় কর্পূর নাইটারের সহিত সেবন করিতে দিবে। যাহাতে প্রস্রাব হয়, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিবে। তন্দ্রা-লক্ষণ প্রকাশিত হইলে পলস্ত্রা ব্যবহার করা যাইতে পারে। শরীরের নিম্নপ্রদেশে উষ্ণজল ঢালিয়া দিলেও তন্দ্রা উপশমিত হয়। স্নায়বিক অবস্থায় musk, ether, cinchona প্রভৃতি সেবন করিতে দিবে।

আন্ত্রিকজ্বরে অতিশয় পিপাসা ও তাহার সহিত বমির উদ্বেগ থাকিলে nitrate of potash কিংবা muriate of ammonia ব্যবস্থেয়। ইহার সহিত উদরের উর্দ্ধভাগে বেদনা থাকিলে camphor-mixture, solution of the acetate of ammonia, nitrate of potash এবং spirits of ether একত্র ব্যবহার করিবে। উদরের প্রদাহে acetate of morphine কিংবা তার্পিণের উষ্ণ দ্রব অবলেহ প্রয়োগ করিলে বিশেষ ফল হয়। camphor, ammonia, ethers, musk, valerian, ও opium বিবিধ প্রকারে মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিলে হিক্কা দূর হয়। জ্বরের প্রথমাবস্থায় উদরাময়নাশক ঔষধ প্রয়োগ করিলে অন্ত্রাবরণ-প্রদাহ জন্মিতে পারে। অনেক দিন উদরাময় ও উদরাধ্মানে ভুগিয়া রোগী যদি উদরের কোন স্থানে হঠাৎ বেদনা অনুভব করে এবং তাহাতে যদি ক্রমশঃই অবসন্ন হইয়া পড়ে, তবে বুঝিতে হইবে যে, তাহার অন্ত্রাবরণের প্রদাহ হইয়াছে। এই অবস্থায় অহিফেন ব্যবস্থা করিবে। রক্ত অবিশুদ্ধ হইলে বমনকারক ও বিরেচক ঔষধ সেবন করিতে দিবে। পরে সিনকোনা কাথ কিংবা chlorate of potash ও chloric ether মিশ্রিত valerian ব্যবস্থা করিবে। Compound tincture nitrate of potash এবং subcarbonate of sodaর সহিত সিনকোনা-কাথ বিশেষ ফলপ্রদ। শরীরের অতিশয় বলহানি হইলে উক্ত ঔষধের সহিত ২।৩ গ্রেণ কর্পূর-মিশ্রিত বটিকা সেবনীয়। ডাক্তার ষ্টিভেন্স বলেন, muriate of soda ২০ গ্রেণ, subcarbonate of soda ৩০ গ্রেণ এবং chlorate of potash ৮ গ্রেণ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া

২।৩ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিলে এই জ্বর শীঘ্র দূরীভূত হইতে পারে।

মস্তিষ্ক-জ্বরের পূর্ব্ব ও প্রথমাবস্থায় আন্ত্রিক-জ্বরে বিহিত ঔষধাদি দ্বারা চিকিৎসা করিবে। কিন্তু মস্তিষ্কজ্বরে বিশেষ আবশ্যক না হইলে কিছুতেই রক্তমোক্ষণ করিবে না। স্নায়বিক অবস্থায় পংস্ত্রা ও বমনকারক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। এসিটেট্ আমোনিয়া ও নাইটার মিশ্রিত কর্পূর ব্যবস্থেয়। Arnica ব্যবহার করিলে তন্দ্রা, ভ্রমি ও প্রলাপ উপশান্ত হয়। সাধারণতঃ আন্ত্রিক-জ্বরে যে সমস্ত ঔষধ প্রয়োগ করা হয়, এই জ্বরেও তাহা ব্যবহার করিবে। রোগী সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পতিত হইলে, উত্তেজক ঔষধ সেবন করাইবে। Angelica ব্যবহারে উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই রোগে পথ্যসম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। প্রদাহ হইলে তন্নাশক ঔষধ ব্যবস্থেয়। স্নায়বিক অবস্থায় প্রদাহ বর্ত্তমান থাকিলে প্রত্যুত্তেজক ঔষধ দিবে। স্নায়বিক অবস্থায় বিবিধ প্রকার কষ্টদায়ক উপসর্গ উপস্থিত হইলে camphor, ammonia, ether, musk, cinchona, serpentaria, wine, opium মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে। কেহ কেহ বলেন, এ অবস্থায় phosphorus উপকারী। মস্তকে উত্তেজনা হইলে পলস্ত্রা ও camphor এবং arnica ব্যবহার করা যাইতে পারে। কোনরূপ ক্ষত হইলে যাহাতে পূযোৎপত্তি হয়, তদ্রূপ পুলটিসাদি দিবে; কোনপ্রকার পচা ক্ষত হইলে chloride, kreosote powdered bark, turpentine প্রভৃতি প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। মস্তকপ্রদাহ ও প্রলাপকালে belladonna, ব্যবহারে উপকার দর্শে।

আন্ত্রিক-জ্বরের প্রথমাবস্থায় রোগীর গৃহের বায়ু যাহাতে বিশুদ্ধ ও নাতিশীতোষ্ণ হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। বার্লি, সাগু বা ভাতের মণ্ড পথ্য দিবে। ভুজনলীপ্রদাহ থাকিলে ঈষৎ ঘর্ম্মোদ্দীপক পানীয় প্রদান করিবে; কিন্তু ঘর্ম্ম উৎপাদনের জন্য উষ্ণ বস্ত্রদ্বারা গাত্র ঢাকিয়া রাখা কর্ত্তব্য নয়। স্নায়বিক অবস্থায় গৃহে শীতল বাতাস প্রবেশ করিতে দিবে না; বিছানা অপেক্ষাকৃত গরম রাখিবে, কিন্তু যাহাতে বায়ু দূষিত না হয় ও অধিক লোক একত্র না থাকে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবে। রোগীর শরীর ও বিছানা বিশেষ পরিষ্কার এবং তাহার জিহ্বা ও মুখ সুন্দররূপে ধৌত করিয়া দিবে। ঈষৎ উষ্ণ পানীয় এবং এরারুট অথবা সুপ প্রভৃতি খাদ্য লবণমিশ্রিত করিয়া দিবে। কোনরূপ ফল খাইতে দিবে না। মস্তিষ্কজ্বরে যাহাতে রোগীর শারীরিক ও মানসিক শক্তি পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ ঔষধ ব্যবহার ও কথোপকথন করিবে।

আন্ত্রিক, মস্তিষ্ক ও স্বল্পবিরাম জ্বরের লক্ষণ নির্ণয় করিবার জন্য নিম্নে একটী তালিকা দেওয়া হইল—

আন্ত্রিক জ্বর।—১, উদ্ভিজ্জ ও জান্তব বস্তু পচিয়া বায়ু দূষিত করে, সেই দূষিত বায়ু সেবনে এই পীড়া উৎপন্ন হয়। প্রশ্বাস বায়ু অথবা গাত্রচর্ম্ম হইতে এই পীড়ার বিষ সংক্রমণ দ্বারা অপর ব্যক্তির শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া পীড়া উৎপন্ন করে না।

২, মুখমণ্ডল উজ্জ্বল, গণ্ডস্থল আরক্ত, কনীনিকা প্রসারিত ও প্রলাপ বৃদ্ধি হয়। পীড়া দিবাপেক্ষা রাত্রিতে প্রবল হয়।

৩, পীড়ার প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত নাসিকা দিয়া রক্ত পড়ে।

৪, পীড়ার আরম্ভ হইতে উদরাময় উপস্থিত হইয়া অর্দ্ধসিদ্ধ চাউলের ন্যায় মল নির্গত হয়। মলে দুর্গন্ধ হয় না, কিন্তু সচরাচর ইহার নিঃসরণের সহিত রক্তপাত হইয়া থাকে। পীড়িত ব্যক্তির গাত্র ও শ্বাস প্রশ্বাসে দুর্গন্ধ পাওয়া যায় না।

৫, ইহার উদ্ভেদগুলি গোলাকার বা অণ্ডাকার হইয়া চর্ম্ম হইতে কিঞ্চিৎ উচ্চ হইয়া থাকে। সেগুলি প্রথমতঃ অল্পসংখ্যায় পরে বহুসংখ্যায় উদর ও বক্ষঃস্থলে প্রকাশিত হয়। কিন্তু কখন হস্তপদাদিতে হয় না।

৬, উদরাধ্মান ইহার একটী বিশেষ লক্ষণ। রোগীর উদরে গড় গড় শব্দ শুনা যায়।

৭, স্থিতিকালের নিশ্চয়তা নাই।

৮, এই রোগে যুবকগণ প্রায়ই আক্রান্ত হয় না।

মস্তিষ্ক জ্বর। ১, অধিক লোকের একত্র বাস বা অবস্থিতি ও অপরিচ্ছন্নতা হেতু এই জ্বরের উৎপত্তি হয়। রোগীর শ্বাস প্রশ্বাস ও ঘর্ম্ম হইতে এই রোগের সংক্রামক বিষ অন্য ব্যক্তির দেহে প্রবিষ্ট হইয়া পীড়া উৎপাদন করে।

২, মুখমণ্ডল গম্ভীর অথচ বিবেচনাশূন্য, কনীনিকা সঙ্কুচিত, প্রলাপ অবিরত, কিন্তু মৃদু লক্ষিত হয়।

৩, পীড়ার প্রথমে নাসিকা হইতে রক্ত পড়ে না।

৪, সাধারণতঃ কোষ্ঠবদ্ধতা, কৃষ্ণবর্ণ ও দুর্গন্ধযুক্ত মলনিঃসরণ ও রোগীর গাত্র হইতে দুর্গন্ধ নির্গম পরিলক্ষিত হয়। মল নিঃসরণকালে রক্তস্রাব হয় না।

৫, উদ্ভেদগুলি লালবর্ণবিশিষ্ট, কিন্তু কাল আভাযুক্ত। ইহারা কোন বিশেষ আকারবিশিষ্ট বা চর্ম্ম হইতে উচ্চশীর্ষ হয় না। মুখমণ্ডল, পৃষ্ঠদেশ ও হস্তপদাদি প্রদেশে বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়।

৬, উদরাধ্মান বা উদর মধ্যে গড় গড় শব্দ হয় না।

৭, স্থিতিকাল তিন সপ্তা।

স্বল্পবিরাম জ্বর। ১, ম্যালেরিয়া হেতু এই পীড়া উৎপন্ন হয়; ইহা আদৌ সংক্রামক নহে।

২, পাণ্ডু বর্ত্তমান থাকিলে রোগীর গাত্র পীতাভ দেখায়। বিবমিষা ও বমন ইহার সাধারণ লক্ষণ।

৩, কখন কখন উদরাধ্মান ও উদরাময় বর্ত্তমান থাকে। মলের বর্ণ শাদা হয়। মল-নিঃসরণকালে রক্তপাত হয় না।

৪, গাত্রে ফুস্কুড়ি বহির্গত হয় না।

পৌনঃপুনিকজ্বর (Relapsing)। এই জ্বর স্বল্পকাল স্থায়ী; কখন পাঁচদিন কখন বা সাতদিন পর্য্যন্ত থাকে। এইজন্য ইংরাজীতে ইহাকে 'short fever, five or seven days fever অথবা soinooha কহে। এই জ্বর একাদিক্রমে ৫।৭ দিন থাকিয়া সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছেদ হয়, কিন্তু পুনরায় আবার চতুর্দ্দশ দিবসে প্রকাশ পায়। পুনরাক্রমণের পর তৃতীয় দিবসে জ্বরের বিরাম হয়; তখন হইতে রোগী আরোগ্য লাভ করিতে থাকে। কেহ কেহ বলেন, এ জ্বর আদৌ সংক্রামক নহে, আবার কেহ কেহ বলেন, ইহা এতদূর সংক্রামক যে অনেক সময় পশমনির্ম্মিত বস্ত্র দ্বারা অন্য শরীরে পরিচালিত হইতে পারে। প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, যে সকল রজক এই জ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তিদিগের বস্ত্রাদি ধৌত করে, তাহারা এই রোগে আক্রান্ত হয়। অনেকের মতে অভাব ও দরিদ্রতাহেতুই এই রোগের উৎপত্তি হয়। পৌনঃপুনিকজ্বর Typhus fever ন্যায় সংক্রামক। এই জ্বরে একই ব্যক্তি পুনঃপুনঃ আক্রান্ত হয়। এই জ্বর শীঘ্রই দেশব্যাপী হইয়া পড়ে। অল্পবয়স্ক ব্যক্তিগণই ইহা দ্বারা আক্রান্ত হয়।

লক্ষণ। এই জ্বরের পূর্ব্বাবস্থায় বিশেষ কোন লক্ষণ দৃষ্ট হয় না, হঠাৎ এক ঘণ্টার মধ্যে রোগী একবারে নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়ে। কিন্তু কখন কখন জ্বর আসিবার পূর্ব্বে শীত, কম্প, মস্তকে ও পৃষ্ঠদেশে বেদনা, কর্ণকুহরে ঝম্ ঝম্ শব্দানুভব প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়। পৌনঃপুনিক জ্বরে মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ এবং গাত্রচর্ম্ম উষ্ণ হয়। জ্বর হইবার পর তৃতীয় দিবসে কখন কখন পাকাশয়ে অস্বচ্ছন্দতা অনুভূত হইয়া বমি হয়, কোষ্ঠ প্রায় বদ্ধ থাকে, কখন কখন বা অতিরিক্ত জলীয় দ্রব্য সেবনহেতু উদরাময় জন্মে। এই সময় সর্ব্বশরীর ঘর্ম্মাক্ত হইতে থাকে; কিন্তু প্রবল লক্ষণগুলির হ্রাস হয় না। চতুর্থ দিবসে জ্বরবৃদ্ধি হয়—শারীরিক উত্তাপ ১০৬ ডিগ্রি হইয়া থাকে। পঞ্চম দিবসে নাড়ীর স্পন্দন ১২০ হইতে ১৬০ বার পর্য্যন্ত হয়। জ্বর বৃদ্ধিকালে রোগী কেবলমাত্র মস্তকবেদনা অনুভব করে। জিহ্বা শ্বেত-মলাবৃত ও উহার ধারে দন্তের দাগ দৃষ্ট হয়। অনেকের গাত্র বিশেষতঃ মুখমণ্ডল হরিদ্রাবর্ণ ও অধিক পারমাণে ঘর্ম্ম নিঃসৃত হয়। রক্তস্রাব প্রায়ই হয় না। পঞ্চম বা সপ্তম দিবসে হঠাৎ জ্বর উপশান্ত হয়, কিন্তু ১৪শ দিবসে উক্ত লক্ষণের সহিত জ্বর পুনরায় প্রকাশিত হয়, কিন্তু তিন দিবসের অধিক কাল স্থায়ী হয় না। একবিংশ দিবসে রোগী পুনরায় জ্বরাক্রান্ত হয়। মস্তিষ্ক বা আন্ত্রিক জ্বরের ন্যায় ইহাতে কোনরূপ উদ্ভেদ দৃষ্ট হয় না; কেবলমাত্র গাত্রচর্ম্ম ও প্রস্রাব পীতবর্ণ দেখায়। জিহ্বা কৃষ্ণবর্ণ মলাবৃত ও শুষ্ক হইলে পীড়া-গুরুতর বলিয়া বুঝিতে হইবে।

উপসর্গ—এই জ্বরে অধিক উপসর্গ হয় না। কখন কখন নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস, প্লুরিসি প্রভৃতি শ্বাসযন্ত্র সম্বন্ধীয় পীড়া উপসর্গরূপে লক্ষিত হয়। এই রোগে গর্ভবতী স্ত্রীলোকের গর্ভপাত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। অনেক পূর্ণগর্ভা স্ত্রীলোক এই জ্বরাক্রান্ত হইলে মৃত সন্তান প্রসব করে। জ্বরত্যাগকালে মূর্চ্ছা হয় এবং তখন মৃত্যু হইবার বিশেষ আশঙ্কা থাকে।

এই জ্বরে শতকরা পাঁচজন মৃত্যুমুখে পতিত হয়। রোগীর প্রস্রাব সম্পূর্ণরূপে নিঃসৃত না হওয়ায় উহার যবক্ষারাংশ (urea) রক্তের সহিত মিশ্রিত হয়; তাহাতে রোগীর মূর্চ্ছা উপস্থিত হইয়া তাহার প্রাণনাশ করে। নিউমোনিয়া পীড়া উপসর্গরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া অনেক সময় মৃত্যুর কারণ হইয়া উঠে।

চিকিৎসা। সাধারণতঃ দারিদ্র্য ও অভাবই পৌনঃপুনিক জ্বরের কারণ; তজ্জন্য সর্ব্বাগ্রে উহা নিরাকরণ করা কর্ত্তব্য। এই জ্বরে ঔষধসেবনের বিশেষ প্রয়োজন নাই। একান্ত আবশ্যক হইলে ঔষধ ব্যবস্থেয়। শারীরিক সন্তাপ বৃদ্ধি এই রোগের একটী বিশেষ লক্ষণ। ইহা নিবারণ করিবার জন্য ম্যালেরিয়া জ্বরে যে সকল ঔষধ ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহাই সেবন করিতে দিবে। জ্বর যাহাতে পুনরায় না আসিতে পারে, তজ্জন্য কুইনাইন ব্যবস্থা করিবে। মস্তক গরম হইলে শীতল জলের পটী লাগাইবে। মূত্রযন্ত্র বিশৃঙ্খল হইলে লাইম জুষ সেবন করিতে দিবে। দৌর্ব্বল্য এই রোগের সাধারণ ধর্ম্ম; অতএব প্রথম হইতেই সুরা ও বলকারক পথ্য ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। রোগী আরোগ্য লাভ করিলে লৌহ ও কুইনাইন ঘটিত বলকারক ঔষধ কিছুদিন সেবন করিতে দিবে।

বাত্তিকজ্বর (Ardent fever)। এই জ্বর কোনরূপ বিষ হইতে উৎপন্ন হয় না, এই জন্য কখন এক শরীর হইতে অন্য শরীরে সংক্রামিত হয় না। প্রখর রৌদ্রসেবন, অনিয়মিত ও অপরিমিত আহার ও পান, অতিরিক্ত পরিশ্রম, অতিরিক্ত

পথ ভ্রমণ প্রভৃতি কারণ হইতে এই জ্বরের উৎপত্তি হয়। দুই তিন দিবস রোগী অনবরত জ্বরভোগ করিয়া আরোগ্যলাভ করে। গাত্র অধিক উষ্ণ হইলে, প্রলাপ বা তন্দ্রা থাকিলে, দিবাবসানে জ্বরের বৃদ্ধি এবং প্রাতে কিঞ্চিৎ হ্রাস হইলে পীড়া গুরুতর হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে। সাধারণতঃ এই জ্বরে মন্দাগ্নি, মস্তকে ও গাত্রে বেদনা এবং কখন কখন কম্প উপস্থিত হইয়া চর্ম্ম শুষ্ক ও উষ্ণ হয়। বাতিকজ্বরে ভীত হইবার কোন কারণ নাই।

চিকিৎসা। রোগীকে শ্রম হইতে প্রতিনিবৃত্ত এবং মৃদু বিরেচক ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। শিরঃপীড়া বর্ত্তমানে মস্তকে শীতল জল প্রয়োগ করিলে ও রোগীর সুনিদ্রা হইলে এই জ্বরে শান্তি হয়। জ্বরত্যাগে শরীর দুর্ব্বল হইলে ব্রাণ্ডি ও পুষ্টিকর আহার ব্যবস্থা করিবে।

নাসাজ্বর (Nasal polypus)। নাসিকাভ্যন্তরে দূষিত রক্ত সঞ্চিত হইয়া এই জ্বর উৎপাদন করে। এই জ্বরে সমস্ত অঙ্গে বিশেষতঃ পৃষ্ঠে, কটি ও গ্রীবাদেশে অত্যন্ত বেদনা হয়। এত তীক্ষ্ণ বেদনা অনুভূত হয় যে, শরীর সম্মুখদিকে নত করা যায় না। নাসাজ্বরে অন্যান্য লক্ষণও প্রকাশিত হয়।

নাসিকার মধ্যে যে রক্তবর্ণ শোথ থাকে, তাহা সূচি দ্বারা ছিন্ন করিয়া দূষিত রক্ত বাহির করিয়া দিলে জ্বর ভাল হয়। রক্তস্রাবের পর লবণসংযুক্ত সর্ষপতৈল কিংবা তুলসীপত্রের রসের নাস লইলে উপকার হইয়া থাকে। দুই একদিন স্নান ও অন্নাহার বন্ধ করা আবশ্যক। যাহারা এই পীড়ায় পুনঃপুনঃ আক্রান্ত হয়, তাহারা যদি প্রত্যহ মুখপ্রক্ষালনকালে দন্তমূল হইতে কিঞ্চিৎ রক্ত বাহির করিয়া দেয় ও নস্য ব্যবহার করে, তাহাহইলে এই পীড়ায় বারংবার আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা থাকে না।

ঔদ্ভেদিকজ্বর (Eruptive fever)। শারীরিক রক্ত বিষাক্ত ও আভ্যন্তরিক যন্ত্রের কোন প্রকার পরিবর্ত্তন হইলে এই রোগ জন্মে। এই রোগ অতিশয় সংক্রামক। ইহা সাধারণতঃ দ্বিবিধ—হাম (measles) এবং মসূরিকা। [হাম ও মসূরিকা শব্দ দ্রষ্টব্য।]

পীতজ্বর (Yellow fever)। আমেরিকার পূর্ব্ব ও পশ্চিম উপকূলে, আফ্রিকার অনেকাংশে এবং স্পেনের দক্ষিণ উপকূলে এই জ্বরের প্রকোপ দেখা যায়। এই জ্বরে অনেক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়; বিশেষতঃ সৈন্যদিগের মধ্যে ইহার আক্রমণ অতিশয় ভয়ঙ্কর। এই জ্বর বিবিধ লক্ষণ দৃষ্ট হয়। ডাক্তার গিলক্রেষ্ট (Dr. Gillkrest) বলেন, "এই জ্বরে শরীর আংশিক অথবা সাধারণভাবে পীতবর্ণ হইয়া পড়ে এবং শেষকালে রোগী কৃষ্ণবর্ণ তরল পদার্থ বমন করিয়া প্রাণত্যাগ করে।" অন্যান্য জ্বরে যে সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়, এই জ্বরেও তাহার অধিকাংশই প্রকাশ পায়।

অনেকে অনুমান করেন, ১৭৯৩ খৃঃ অব্দে গ্রানাডা দ্বীপে এই রোগ প্রথম প্রকাশিত হইয়া অন্যান্য স্থানে বিস্তৃত হইয়াছে। কিন্তু উক্ত সময়ের পূর্ব্বে গ্রানাডাদ্বীপে যে সমস্ত মহামারী সংঘটিত হইত, তাহাও যে পীতজ্বর বিশেষ, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

এই জ্বরাক্রমণের দুই তিন দিবস পূর্ব্বে মন নিতান্ত নিস্তেজ হইয়া পড়ে ও কার্য্যে বিশেষ অরুচি জন্মে। সময় সময় বমির উদ্বেগ, তাহার সঙ্গে সঙ্গে শীত এবং মেরুদণ্ডে, পৃষ্ঠে, হস্তপদ ও মস্তকে বেদনা অনুভূত হয়। চক্ষু আরক্ত, ঘোলা ও জলভারাক্রান্ত এবং দৃষ্টি অস্পষ্ট ও সময় সময় দুই প্রকার হয়। মানসিক বিশৃঙ্খলা, তন্দ্রা, অস্থিরতা, ক্ষুধামান্দ্য, অরুচি প্রভৃতি লক্ষণ দেখা দেয়। শরীর সর্ব্বদা উষ্ণ অথবা অতিশয় উষ্ণতার পর কিঞ্চিৎ ঘর্ম্মোদ্গম এবং নাড়ী দ্রুত, দুর্ব্বল ও অনিয়মিত এবং কখন কখন রোগীর কম্প হয়। প্রথমাবস্থায়ই কোন কোন রোগীর চক্ষু ও গাত্রচর্ম্ম পীতবর্ণ হইয়া পড়ে এবং রোগী পিত্তবমন করিতে থাকে।

সাধারণতঃ এই জ্বর রাত্রিকালেই আগমন করে। কম্পের পর রোগীর শরীরে অতিশয় উদ্দীপনা হয়। মস্তক, চক্ষুগোলক, পৃষ্ঠ প্রভৃতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বেদনা এবং অস্থিগ্রন্থিতে খেঁচনি জন্মে। রোগী চিত হইয়া শুইয়া থাকিতে ভালবাসে; কিন্তু তাহাতে সুস্থ বোধ করে না। মুখ অতিশয় রক্তবর্ণ ও স্ফীত, চক্ষু লোহিতবর্ণ, স্ফীত ও ভারাক্রান্ত এবং চক্ষুর তারা যেন বাহিরে পড়ে এইরূপ দেখায়। গাত্রচর্ম্ম প্রায়ই উষ্ণ ও শুষ্ক থাকে। নাড়ী দ্রুত ও সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে; শরীর অত্যধিক শীতল হইলে নাড়ীর গতি নিতান্ত মৃদু হয়। জিহ্বা স্ফীত এবং শ্বেতবর্ণ মলদ্বারা আবৃত হয়। এইকালে বমন থাকে না, কিন্তু ঈষৎ কোষ্ঠবদ্ধতা জন্মে, জ্ঞানেরও কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য ঘটে। ১২।১৩ ঘণ্টা এই অবস্থা থাকে, পরে দ্বিতীয়াবস্থা প্রকাশ পায়। এই অবস্থায় শারীরিক উদ্দীপনা বিষাদে পরিণত হয়, মুখ অতিশয় চিন্তাপ্রপীড়িত দেখায়। চক্ষু ঈষৎ পীতবর্ণ, ক্রমে নাসিকাপ্রদেশ ও মুখবিবর পীতবর্ণ হয়। রোগ যতই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে, ততই সমস্ত শরীর পীতবর্ণ হইয়া উঠে, গাত্রের বর্ণ অনুসারে রোগীকে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণবিশিষ্ট দেখায়। জিহ্বার উপরিভাগ পীতবর্ণ এবং অগ্রভাগ ও পার্শ্বদেশ শুষ্ক লোহিতবর্ণ হয়। পেটে সন্তাপ জন্মে, চাপ দিলে রোগী বেদনা অনুভব করে। এইকালে অত্যন্ত

দাহ এবং হঠাৎ বমি হইতে থাকে। প্রস্রাব অতিশয় অল্প ও পীতবর্ণ হয়। রোগী প্রায় অনবরত অতিশয় দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করে। রোগ কঠিন হইলে রোগীর শ্বাসে অম্ল গন্ধ নিঃসৃত, জ্ঞানের অতিশয় বিশৃঙ্খলা, রোগীর তন্দ্রা ও প্রলাপ আরম্ভ হয়। কখন কখন সূক্ষ্মরক্ত চিহ্ন ও প্রিয়ঙ্গুবৎ রসস্ফটিকা দেখা যায়। এই অবস্থা দুইদিন হইতে সাত দিন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকে। পরে মুখশ্রী অতিশয় সঙ্কুচিত, চক্ষুর পূর্ণদৃষ্টি নষ্ট, গাত্রে কৃষ্ণচিহ্ন, জিহ্বা উজ্জ্বল রক্তবর্ণ, পিপাসা অতিশয় বর্দ্ধিত ও তীক্ষ্ণ এবং কৃষ্ণ শ্লেষ্মাবৎ পদার্থ বমন হয়। মৃত্যুকাল নিকটবর্ত্তী হইলে রোগী অতিশয় অবসন্ন হইয়া পড়ে, তাহার নিঃশ্বাস ঘন-ঘন এবং শ্বাস-প্রশ্বাসকালে একপ্রকার শব্দ হইতে থাকে, শরীর শীতল, আঠাল ও ঘর্ম্মবিশিষ্ট হইয়া পড়ে। মৃত্যুকালে কোন কোন রোগীর অতিশয় বেদনা ও আক্ষেপ উপস্থিত হয়, আবার কোন কোন রোগী অতর্কিতভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

এই রোগের সকল লক্ষণই সর্ব্বদা প্রকাশিত হয় না। সাধারণতঃ পীতজ্বর তিন প্রকার—১ প্রদাহিক, ২ আবসাদিক ও ৩ সাজ্ঘাতিক। বহুমেদ ব্যক্তিগণ প্রদাহিক (Inflamatory) এবং দুর্ব্বল ব্যক্তিগণ আবসাদিক (Adynamic) পীতজ্বরে আক্রান্ত হয়। প্রদাহিকে অত্যধিক উদ্দীপনা ও রোগ শীঘ্রই সাজ্ঘাতিক হইয়া দাঁড়ায়। আবসাদিকে নাড়ীর গতি ধীর, গাত্র শীতল ও আঠাল, ৪।৫ দিনেই রোগী অবসন্ন হইয়া পড়ে। সাজ্ঘাতিকে রোগী প্রথম হইতেই মৃত্যুগ্রস্ত বলিয়া বোধ হয়। এই অবস্থা হইতে রোগী প্রায় রক্ষা পায় না, অনেকেই ইহার আক্রমণের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পীতজ্বরে আক্রান্ত রোগীদিগের মধ্যে অনেকেই প্রাণত্যাগ করে। এই রোগ যখন প্রথম আরম্ভ হয়, তখন যত রোগী মরে, কিছুদিন স্থায়ী হইলে আর তত রোগীর প্রাণবিয়োগ হয় না। এই রোগে মৃতদিগের মধ্যে যুবক ও বলিষ্ঠ লোকদিগের সংখ্যাই অধিক। ৪০° উত্তর এবং ২০° দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যস্থিত প্রদেশ এই রোগের লীলাক্ষেত্র। অধিক নাতিশীতোষ্ণ প্রদেশ এই জ্বরের আক্রমণ-বহির্ভূত নহে।

চিকিৎসা। পীতজ্বর চিকিৎসাসম্বন্ধে সকলে একমত নহে। প্রধানতঃ প্রদাহনাশক ও উত্তেজক এই দুই প্রকার উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে। অবস্থা বিবেচনা করিয়া হয় প্রদাহনাশক নতুবা উত্তেজক ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

প্রদাহনাশক ঔষধের মধ্যে রক্তমোক্ষণের বিধি পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল। আজকাল সাধারণতঃ পারদ ব্যবহার করা হয়। প্রদাহ-লক্ষণের প্রাবল্য থাকিলে রক্তমোক্ষণ করা হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত বিরেচক, বমনকারক ও শীতল ঔষধাদি প্রয়োগ করিবে। এই জ্বরে স্বল্পবিরাম জ্বরের লক্ষণ দেখিলে কুইনাইন ব্যবহারে উপকার হয়। যদি ঔষধ উঠিয়া না পড়ে, তবে saline medicine প্রয়োগে উপকার হইতে পারে।

অনেকে বলেন, জৈবিক ও ঔদ্ভেদিক পদার্থ পচিয়া যে বিষাক্ত বাষ্প উৎপন্ন হয়, তাহা মনুষ্য শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া পীতজ্বর উৎপাদন করে। এই জ্বর সংক্রামক। রোগীর শরীর হইতে বিষাক্ত বাষ্প অন্য শরীরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে পীড়িত করে।

লোহিত বা আরক্ত জ্বর (scarlet fever)। এই জ্বর চর্ম্মপুষ্পিকা রোগের অন্তর্গত। গলক্ষত এই জ্বরের একটী প্রধান লক্ষণ। জ্বর প্রকাশের দ্বিতীয় দিবসে রোগীর গাত্রে রক্তবর্ণ পিত্ত উঠে, ষষ্ঠ অথবা ৭ম দিবসে বাহ্যত্বক্ খসিয়া পড়ে। অধিকাংশ চিকিৎসকগণ এই রোগকে ৩ শ্রেণীতে বিভক্ত করেন যথা, ১ সরল (S. Simple) ২ গলক্ষত (S. anginosa) ও ৩ সাজ্ঘাতিক (S. maligna).

প্রথম প্রকার জ্বরে পিত্ত লক্ষিত হয়, কিন্তু প্রায় গলক্ষত হয় না, দ্বিতীয় প্রকারে পিত্ত ও গলক্ষত উভয়ই বিদ্যমান থাকে; তৃতীয় প্রকার জ্বরের আক্রমণে সমস্ত যন্ত্র অবসন্ন হইয়া পড়ে এবং রোগীর জীবনীশক্তির হ্রাস ও অত্যধিক দৌর্ব্বল্য প্রকাশ হয়। জ্বরের পূর্ব্বক্ষণে কম্প, আলস্য, মাথা ধরা, নাড়ীর গতি দ্রুত, মুখ রক্তবর্ণ, তৃষ্ণা, ক্ষুধার হানি এবং জিহ্বালেপ লক্ষিত হয়। জ্বর প্রকাশিত হইলেই রোগী গলদেশে প্রদাহ অনুভব করে এবং সেই স্থান রক্তবর্ণ ও কিঞ্চিৎ স্ফীত দেখায়। ক্রমে মুখের মধ্যভাগ ও জিহ্বা আরক্ত হইয়া উঠে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তবর্ণ পিত্ত উঠিতে আরম্ভ করে, শীঘ্রই ইহাদের সংখ্যা এত অধিক হয় যে, সমস্ত শরীর আরক্ত দেখায়। এই উদ্ভেদগুলি প্রথমে গ্রীবা, মুখ ও বক্ষঃদেশে দৃষ্ট হয়, পরে ক্রমে ক্রমে সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। এই উদ্ভেদগুলি অতি মসৃণ অঙ্গুলি দ্বারা চাপ দিলে কিছু কালের জন্য ইহাদের রক্তবর্ণতা অদৃশ্য হয়। সেই পিত্তের ধারে সময় সময় ঘামাচি দৃষ্ট হয়। উদ্ভেদগুলি ৩।৪ দিন পর্য্যন্ত সমানভাবেই থাকে; পরে ক্রমে অদৃশ্য হইতে আরম্ভ করে। ৭ দিনের পর আর একটীও দেখা যায় না। পরে বাহ্যত্বক খুস্কির ন্যায় অথবা বিভিন্ন আকারে পড়িয়া যাইতে থাকে। জ্বর প্রকাশের পর প্রায় দুই সপ্তাহের মধ্যে চর্ম্মস্খলন ব্যাপার শেষ হয়। পিত্ত উঠিবার পরই জ্বরের হ্রাস হয় না। সন্ধ্যাকালে রোগের বৃদ্ধি হয়। এইকালে

রোগী প্রায়ই প্রলাপ বকিতে থাকে, কখন কখন তন্দ্রা-লক্ষণও প্রকাশ পায়। চর্ম্মস্খলনের পর প্রস্রাবে অণ্ডলালাংশ দৃষ্ট হয়।

সাঙ্ঘাতিক লোহিত-জ্বরে উদ্ভেদগুলি অপেক্ষাকৃত অধিক-কাল পরে দেখা যায়, সময় সময় এগুলি আদৌ লক্ষিত হয় না। কখন কখন উদ্ভেদগুলি উঠিয়া হঠাৎ শরীরে বিলীন অথবা নীলাভ চিহ্নের সহিত মিশ্রিত হয়। নাড়ী দুর্ব্বল, শরীর শীতল, অতিশয় বলহানি প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। এইরূপ লোহিত-জ্বরে অত্যল্প সময়ের মধ্যেই রোগীর প্রাণনাশ হইতে পারে। অন্য প্রকার লোহিত-জ্বর শীঘ্রই মাস্তিষ্ক-জ্বরের আকার ধারণ করে। নাড়ী দ্রুত ও দুর্ব্বল, জিহ্বা শুষ্ক, পিঙ্গল-বর্ণ ও কম্পান্বিত, নিঃশ্বাস ফেলিতে কষ্ট, গলদেশ নীলাভ, স্ফীত ও পচা ক্ষত হয়। নলীদ্বারে সঞ্চিত শ্লেষ্মাহেতু রোগী নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে অতিশয় কষ্ট অনুভব করে। এই প্রকার জ্বর ঔষধ সেবনে অতি অল্পই ভাল হয়।

দ্বিতীয় প্রকার লোহিত-জ্বরও (S. anginosa) আশঙ্কা-জনক। প্রদাহ অথবা মস্তকে রসপ্রবেশ অথবা গলক্ষত হেতু এই রোগ সাঙ্ঘাতিক হইয়া পড়ে। আসন্নপ্রসবা-দিগের পক্ষে এই রোগের মৃদু আক্রমণও বিশেষ সঙ্কট-জনক। যখন রোগ একরূপ আরোগ্য হইয়াছে এইরূপ দেখায়, তখনও রোগীর বিপরীত ফল ফলিতে পারে। যে সমস্ত বালক একবার আরক্তজ্বরে আক্রান্ত হয়, তাহাদের স্বাস্থ্য চিরকালের জন্য ভগ্ন হইয়া যায়। তাহারা ব্রণ, গণ্ড-মালাসম্বন্ধীয় ক্ষত, শিরস্ত্বক্‌রোগ, কর্ণক্ষত, চক্ষু-প্রদাহ প্রভৃতি কোন না কোন একটী রোগে আক্রান্ত হয়। আরক্ত-জ্বর-মুক্ত রোগী কখন কখন উদরীরোগে (anasarca) আক্রান্ত হয়। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই লোহিত-জ্বরের আক্রমণ মৃদু হইলে উদরীরোগ প্রকাশিত হয়; জ্বরের আক্রমণ প্রবল হইলে উক্ত উদরীরোগ সচরাচর দেখা যায় না। এই জ্বরশান্তির পর যখন নূতন বাহ্যত্বক্ উঠিতে আরম্ভ করে, তখন রোগীকে বাহিরে যাইতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। যাহাতে রোগীর দেহ শীতল না হয়, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিবে।

লোহিত-জ্বর অন্যান্য চর্ম্মপুষ্পিকারোগের ন্যায় বহুব্যাপী হইয়া প্রকাশিত হয়। এই রোগ কখন মৃদু কখন বা কঠোর ভাব ধারণ করে। উপসর্গের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই রোগের চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। সরল লোহিত-জ্বরে (S. simplex) রোগীকে গৃহের বাহিরে যাইতে দেওয়া, কিংবা তাহাকে কোনরূপ উত্তেজক পথ্য প্রদান করা উচিত নহে। যাহাতে রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ না হয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা বিধেয়। দ্বিতীয় প্রকার লোহিত-জ্বরে গাত্রচর্ম্ম উষ্ণ থাকিলে শীতল অথবা উষ্ণ জল প্রয়োগ করা যাইতে পারে। যদি জ্বরের বেগ প্রবল হয় এবং রোগী প্রলাপ বকিতে থাকে, তবে কর্ণদেশে জলৌকা প্রয়োগ করিবে; রোগী বলিষ্ঠকায় হইলে হস্ত হইতে রক্তমোক্ষণ করিবে। মস্তিষ্কে কোনরূপ ভয়াবহ উপসর্গ বিদ্যমান না থাকিলে citrate of ammonia, carbonate of ammoniaর সহিত মিশ্রিত করিয়া রোগীকে সেবন করাইবে এবং যাহাতে প্রত্যহ রোগীর ১ বার কিংবা ২ বার মল নিঃসৃত হয়, তজ্জন্য মৃদু বিরেচক ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। সাঙ্ঘাতিক জ্বরে, দুইটী কারণে বিপদ্ হইতে পারে। শরীর ও স্নায়বিক ঝিল্লিতে সংক্রামক বিষ প্রবিষ্ট হইয়া তত্তৎ প্রদেশকে দূষিত করিয়া ফেলে। অন্নমাত্র চর্ম্ম বা গলক্ষত হেতুই রোগী শীঘ্রই অবসন্ন হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় wine এবং bark অধিকমাত্রায় ব্যবস্থা করিবে। রোগীর নলীদ্বারে (fauces) পচা ক্ষত জন্মিয়া ক্রমে সমস্ত শরীর বিষাক্ত করে। এই অবস্থায় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনপূর্ব্বক quinine অথবা wine সেবন করাইবে। chloride of sodaর সহিত nitrate of silver মিশ্রিত করিয়া অথবা কাণ্ডির সংক্রমাপহ দ্রব দ্বারা রোগীকে কুলকুচি করাইবে। যদি রোগী কুলকুচি করিতে অসমর্থ হয়, তবে পূর্ব্বোক্ত দ্রব তাহার নাসারন্ধ্রে ও নলীদ্বারে প্রবেশ করাইয়া দিবে।

লোহিত-জ্বরে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত ৩টী ঔষধ ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। ১, এক পাঁইট্ জলে এক ড্রাম পরি-মাণ chlorate of potash মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ ১ বা ১॥• পাঁইট্ পরিমাণে রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ২, অল্প পরিমাণে chlorine জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ ১ পাঁইট্ পরিমাণে ব্যবস্থেয়। ৩, Beef-tea, wine প্রভৃতির সহিত ৫ গ্রেণ পরিমাণ carbonate of ammonia মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ তিনবার সেবন করিতে দিবে।

পিড়কাদি উঠিবার পর লোহিত-জ্বরের সহিত হামের অনেক সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়। এই জ্বরের ভাবীফল নির্ণয় করা অতীব কঠিন। এই রোগের সংক্রামক শক্তি কোন্ অবস্থায় প্রকাশিত হয়, তাহা আজিও সম্যক্‌রূপে নির্ণীত হয় নাই। রোগীর গৃহের সাজ-সরঞ্জাম ও বস্ত্রাদিতে লোহিতজ্বরের বিষ অনেকদিন পর্য্যন্ত সবল থাকে। ডাক্তার ওয়াটসন্ (Dr. Watson) বলেন, এক বৎসর পরে এক খণ্ড ফ্লানেল হইতে বিষ সংক্রামিত হইয়া কোন ব্যক্তিকে পীড়িত করিয়াছিল।

ক্ষয়জ্বর (Hectic fever)। এই জ্বর অতর্কিতভাবে প্রকা-শিত হইয়া বহুকাল স্থায়ী হয়। নাড়ীর গতি দ্রুত, মধ্যাহ্নে,

সায়াহ্নে ও আহারের পর জ্বরবেগের বৃদ্ধি, হাত ও পায়ের তলা অতিশয় উষ্ণ এবং পরিশেষে ঘর্ম্ম ও উদরাময় প্রকাশিত হয়। এই জ্বরে রোগী ক্রমশঃই ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে। অনেক চিকিৎসক মনে করেন এই রোগ দৌর্ব্বল্য অথবা প্রদাহজনিত অবসাদ হেতু জন্মে। কেহ কেহ বলেন, উদর, হৃদ্রোগ ও জটিল রোগের সহিত ক্ষয়জ্বর সম্বন্ধ। ক্ষয়কাসরোগেও ইহা উৎপন্ন হয়। সাধারণতঃ পূযসঞ্চয়, ক্ষত, বহুদিনস্থায়ী প্রদাহ, কোন ক্ষয়ণযন্ত্রের প্রদাহ, শারীরিক ঝিল্লীর কোনরূপ পরিবর্ত্তন প্রভৃতি এই রোগের কারণ।

এই জ্বরের প্রথমাবস্থায় শরীর পাণ্ডু ও ক্ষীণ, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে নাড়ী অতিশয় বেগবতী, সামান্য পরিশ্রমেই নিঃশ্বাস অতি দ্রুত ও গাত্রচর্ম্ম অত্যন্ত উষ্ণ হয়। জ্বরের বেগ প্রথমতঃ অল্পপরিমাণেই বৃদ্ধি পায়—সায়ংকালে অতিশয় বর্দ্ধিত হইয়া পড়ে। রোগী জ্বরের পূর্ব্বে শীত এবং পরে উষ্ণতা অনুভব করে। গাত্রচর্ম্ম প্রথমে শুষ্ক থাকে, পরে ঘর্ম্মসিক্ত হয়। সায়ংকালীন উপসর্গগুলি প্রাতঃকালে আর দেখা যায় না। প্রথমাবস্থায় রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ থাকে, উদরাময় আসিয়া দেখা দেয়। মূত্র কখন পাণ্ডু, কখন বা অতিশয় রঞ্জিত হয়; কখন কখন মূত্রের নিম্নভাগে চূর্ণবৎ পদার্থ দেখা যায়। রোগ যতই বৃদ্ধি হইতে থাকে, ততই গণ্ডদেশে অধিক সময় রক্তবর্ণ লক্ষিত হয়। নলী ও গলদেশ লোহিত, শুষ্ক এবং প্রদাহযুক্ত জিহ্বা পরিষ্কার রক্তবর্ণ মসৃণ ও কণ্টকশূন্য শেষে ওষ্ঠ ও নলীদেশের ক্ষত হইতে রস-নির্য্যাস, চক্ষু কোটরগত কিন্তু উজ্জ্বল, সমস্ত অবয়ব ক্ষীণ ও কৃশ, ললাটদেশ সঙ্কুচিত প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। ক্রমে রোগীর চুল উঠিয়া যায়, গুল্ফ ও পদে শোথ দেখা দেয়, সুনিদ্রা হয় না। তাহার শরীর সর্ব্বদাই অবসন্ন বোধ হয়; কিন্তু উত্তেজনার হ্রাস হয় না। পরিশেষে উদরাময় প্রবল হইয়া উঠে। রোগী ঘন ঘন শ্বাস ছাড়িতে থাকে ও এত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে যে, অনেক সময় রোগী কথা কহিবার বা উপবেশন করিবার উপক্রম করিবার কালেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই রোগী শেষাবস্থায় কখন কখন প্রলাপ বকিতে থাকে। শ্বাসযন্ত্রের বিকৃতি হেতু যে প্রকার ক্ষয়জ্বর উৎপন্ন হয়, তাহাতে শ্বাসকৃচ্ছ্র, নিষ্ঠীবন, কাস প্রভৃতি উপসর্গ বিদ্যমান থাকে।

অনেক ভিষক্ ক্ষয়জ্বরের তিনটী অবস্থা বর্ণন করিয়াছেন;—১, এই অবস্থায় ক্ষুধা ও বল সংপূর্ণরূপে নষ্ট হয় না ও জ্বরবিরামকাল বুঝিতে পারা যায়। ২, এই অবস্থায় নাড়ী সচরাচর দ্রুত ও জ্বরবৃদ্ধিকালে অতিশয় দ্রুত, রোগীর হাত ও পায়ের তলা অতিশয় উষ্ণ ও অবসাদ-উৎপাদক ঘর্ম্মোদ্গম লক্ষিত হয়, রোগী অতি শীঘ্রই কৃশ হইয়া পড়ে। ৩, এই কালে উদরাময়, শরীরের নিম্নাংশে শোথ, অত্যন্ত কৃশতা ও অতিশয় বলহানি হয়।

ক্ষয়জ্বর নানাভাগে বিভক্ত—১, পাকস্থলীগত ২, বক্ষঃস্থলগত, ৩, জননেন্দ্রিয়গত, ৪, রক্তগত, ৫, ত্বক্সম্বন্ধীয় ইত্যাদি।

১ পাকস্থলীগত (Gastri-hectic) ক্ষয়জ্বরে পিপাসা, মুখ-শুষ্কতা, অগ্নিমান্দ্য, উদ্গার, বুকজ্বালা প্রভৃতি বিদ্যমান থাকে। ক্রমে রোগী অতিশয় কৃশ ও পাণ্ডু এবং তাহার নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ হয়। অবশেষে ক্ষয়জ্বরের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়। বালকগণ এই রোগে আক্রান্ত হইলে নাক ফুটা, শ্লৈষ্মিকভেদ ও কৃমি নির্গম হইয়া থাকে।

২ কণ্ঠনলীক্ষত, কণ্ঠনলী কিংবা উপজিহ্বার প্রদাহ, বিভিন্ন প্রকার বায়ুনলীপ্রদাহ, ফুসফুসের কোনরূপ বিকৃতি, কিংবা বক্ষাবরণের পরিবর্ত্তন হেতু বক্ষঃস্থলগত (pectoral) ক্ষয়জ্বর জন্মে।

৩ অতিরিক্ত মৈথুন, অথবা হস্তমৈথুন ও মূত্রযন্ত্রের উত্তেজনাহেতু জননেন্দ্রিয়গত (genital) ক্ষয়জ্বর উৎপন্ন হয়। জননেন্দ্রিয়ের উত্তেজনা অথবা ফুসফুসের পীড়া হেতু যে ক্ষয়জ্বর উৎপন্ন হয়, তাহাতে হস্তমৈথুনে বলবতী ইচ্ছা জন্মে ও এইজন্যই এই রোগ অতিশয় দুঃসাধ্য।

৪ ফুস্ফুস্ অথবা পরিপাচক শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী হইতে রক্ত নির্গত হইতে থাকিলে রক্তস্রাবযুক্ত (hoemorrhagic) ক্ষয়জ্বর প্রকাশিত হয়।

৫ যে সমস্ত কারণে পাকস্থলীগত ক্ষয়জ্বর উৎপন্ন হয় তাহার সহিত গাত্রে উদ্ভেদ বর্ত্তমান থাকিলে চিকিৎসগণ তাহাকে ত্বক্গত (cutaneous) ক্ষয়জ্বর বলিয়া থাকেন।

এতদ্ব্যতীত আর একপ্রকার ক্ষয়জ্বর সাধারণতঃ দৃষ্ট হয়, তাহা মানসিক চিন্তা হেতু উৎপন্ন। কোন প্রধান অভিলষিত বিষয়ে সর্ব্বদা চিন্তা করিলে, দুঃখ হেতু সর্ব্বদা চিন্তামগ্ন থাকিলে অথবা প্রিয়বস্তুর অভাব হেতু সর্ব্বদা দুঃখ প্রকাশ করিলে জীবনীশক্তি ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে। দুর্ব্বল ব্যক্তিগণ উক্তরূপ অবস্থাপন্ন হইলে তাহাদের যকৃৎ ও ফুসফুসাদি যন্ত্র বিকৃত হইয়া কঠিন ক্ষয়জ্বর উৎপাদন করে। শারীরিক মালিন্য ও কৃশতা, জ্বরের বিবৃদ্ধি, অনিদ্রা, দৌর্ব্বল্য, ঘন ঘন নিঃশ্বাস, শ্বাসকৃচ্ছ্র, কাস, প্রাতঃকালে ঘর্ম্ম, ফুস্ফুস্ বিকৃতি প্রভৃতি লক্ষণ ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইয়া রোগ সঙ্কট হইয়া পড়ে।

ক্ষয়জ্বর অধিক দিন স্থায়ী হয়। যে কারণে এই রোগ উৎপন্ন হয়, তাহা নিবারণ করিতে না পারিলে রোগীর প্রাণ

বিনষ্ট হয়। অধিক দিন স্থায়ী প্রদাহ হেতু যদি কোন শারীরিক ঝিল্লার কোন নিম্নতম অংশ বিকৃত অথবা যদি কোন স্থানে পূয সঞ্চিত কিংবা জটিলরোগহেতু ক্ষয়জ্বর উৎপন্ন হয়, তবে এই রোগ সহজে ভাল হয় না। কিন্তু রোগী বৃদ্ধ না হইলে আরোগ্য লাভের আশা করা যাইতে পারে।

চিকিৎসা। এই জ্বরে প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থায় ঔষধ সেবন করিলে উপকার হইতে পারে। কিন্তু তৃতীয়াবস্থায় প্রধান প্রধান উপসর্গ দূর করিবার জন্যই ঔষধ দেওয়া হইয়া থাকে। এ অবস্থায় ঔষধ সেবনে আরোগ্যলাভের আশা অল্প। পরিপাচক শ্লেষ্মিক ঝিল্লীর কোন পীড়ার সহিত ক্ষয়জ্বর সংস্পৃষ্ট হইলে রোগীকে লঘু আহার দিবে, তাহার গৃহের বায়ু পরিশুদ্ধ রাখিবে ও অল্পমাত্রায় ipecacuanha ও anodynes মিশ্রিত বলকারক ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। অবস্থা বিবেচনা করিয়া acetate of ammonia অথবা অল্পপরিমাণ nitrate of potash ও spirit of nitre এর সহিত cinchona কিংবা অন্য কোন ঔষধ প্রয়োগ করিবে। শারীরিক ঝিল্লীর পরিবর্তন হইলে liquor potassic অথবা Brandish's alkaline solution ও conium ব্যবস্থেয়।

বক্ষস্থলগত জ্বরে sulphate of zinks, sulphuric acid এবং বিশেষ বিশেষ মাদক ঔষধ প্রশস্ত।

মূত্রাশয়গত জ্বরের কারণ দূরীভূত করিতে পারিলে উক্ত রোগ ভাল হয়। এই অবস্থায় প্রত্যূষে গাত্রোত্থান, শারীরিক ও মানসিক ব্যাপৃতি, লঘুদ্রব্যাহার, মাদকদ্রব্য, ভ্রমণ এবং সমুদ্রযাত্রা পরিত্যাগ প্রভৃতি বিষয়ে রোগীর মনোযোগী হওয়া বিধেয়। ক্ষার ও খনিজপদার্থমিশ্রিত জল ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার হইতে পারে।

শরীরের কোন দূষিত অংশের শোষণ অথবা প্রদাহ হেতু ক্ষয়জ্বর উৎপন্ন হইলে প্রদাহনিবারণ ও যাহাতে সেই দূষিত অংশের সংস্রবে অপর অঙ্গ দূষিত না হয়, তাহার প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদান করা বিধেয়।

Opium, morphine, hop, henbane, hemlock প্রভৃতি প্রয়োগে প্রথম এবং বলকারক, লঘুপথ্য, বিশুদ্ধ, পরিষ্কার বায়ুসেবন, বলকার ঔষধ, পচননিবারক ও সঙ্কোচক প্রভৃতি ঔষধ ব্যবহারে দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইতে পারে। অবস্থা বিবেচনা করিয়া acetate of ammonia এবং acetate of morphine মিশ্র, potash ও chlorate নির্য্যাস এবং মাদক দ্রব্যের সহিত কর্পূর ব্যবহার করিবে।

Acetate of ammonia ও গোলাপজল মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিলে গাত্রোষ্মা ও অতিরিক্ত ঘর্মোদগম নিবারিত হয়। মৃদু বলকারক ও শৈত্যকারক ঔষধের সহিত Prusic acid মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিলে অস্থিরতা নিবারিত হয়।

ক্ষয়জ্বর চিকিৎসা করিতে হইলে পথ্যের প্রতি প্রধান দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় পৃথক্ পৃথক্ আহারের ব্যবস্থা করিবে। গাধা, গাভী ও ছাগলের দুধ, মণ্ড, টাট্কা মাখন, অতি পুরাতন রম্ মদ্যমিশ্রিত দুগ্ধ, চিংড়ি মাছ, বলকারক অন্যান্য খাদ্য ও আঙ্গুর ফল প্রভৃতি ব্যবস্থেয়। পুরাতন সেরি, পোর্ট, অথবা হারমিটেজ মদ্য ব্যবহার করিলে উপকার পাওয়া যায়। এই জ্বরকে বিলেপীজ্বরও বলা হইয়া থাকে।

সূতিকাজ্বর। (Puerperal fever)—গর্ভিণী সন্তানপ্রসবের পর কখন কখন এই রোগে আক্রান্ত হয়। সাধারণতঃ প্রসবের পর তৃতীয় দিবসে এই জ্বর প্রকাশ পায়। এই জ্বর ভিন্ন ভিন্ন আকারে দৃষ্ট হইয়া থাকে। ডাক্তার গুচ্ (Dr. Gooch) বলেন, সূতিকাজ্বর দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—প্রদাহিক ও আন্ত্রিক। ডাক্তার লী (Dr. Robert Lee) এবং ফর্গুসনের (Dr. Ferguson) মতে, ইহা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত।

প্রদাহিক সূতিকাজ্বর (Inflamatory)। অন্ত্রাবরণপ্রদাহ এবং কখন কখন জরায়ুঃ, অণ্ডাধার ও মূত্রাশয়াদির উত্তেজনাহেতু এই জ্বর উৎপন্ন হয়। প্রথমে শীত ও কম্প, পরে উষ্ণতা, পিপাসা, মুখের রক্তবর্ণতা, নাড়ীর দ্রুতগতি এবং ঘন ঘন শ্বাসপ্রশ্বাস প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। গাত্রের অস্বাভাবিক তাপ শীঘ্রই কমিয়া যায়; পরে বিবমিষা, বমন, যোনিদেশ হইতে উদর পর্য্যন্ত বেদনা অনুভূত হইতে থাকে। ক্রমে নাড়ীর স্পন্দন উগ্র, জিহ্বা মলাবৃত ও প্রস্রাবের পরিমাণ অল্প হয়।

এই জ্বর ১০৷১১ দিন স্থায়ী হয়, কখন কখন রোগী প্রথম দিবসেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

আন্ত্রিক সূতিকাজ্বর (Typhoid puerperal fever) এই রোগ অতিশয় সাঙ্ঘাতিক। বিভিন্ন প্রকারে ইহা প্রকাশিত হয়। এই জ্বর সামান্য আন্ত্রিক জ্বরের সহিত সম্বন্ধ এবং আন্ত্রিক জ্বরে যে সমস্ত লক্ষণ দৃষ্ট, ইহাতেও তাহাই দেখা যায়।

এই রোগে ঔষধ-প্রয়োগে বিশেষ ফল পাওয়া যায় না। রোগী কয়েক ঘণ্টা এবং কখন কখন দুই চারি দিনের মধ্যেই প্রাণত্যাগ করে। [সূতিকাজ্বর দেখ]

স্বেদজ্বর (sweating or miliary fever) শারীরিক

অবসাদের পর অতিরিক্ত ঘর্ম্ম হইয়া এই জ্বর হঠাৎ প্রকাশিত হয়। এই জ্বরে গাত্রে প্রিয়ঙ্গুবৎ উদ্ভেদ জন্মে। স্বেদজ্বর দেশব্যাপক ও সংক্রামক। সকলের উপর এই জ্বরের প্রভাব একরূপ নহে। জ্বরের আক্রমণ মৃদু হইলে রোগী অবসাদ, ক্ষুধাহানি, চক্ষুদেশে বেদনা ও অতিশয় দাহ অনুভব করে। মুখ চট্‌চটে ও জিহ্বা কণ্টক ও মলাবৃত হয়। কোষ্ঠবদ্ধতা, মূত্রের অল্পতা, শ্বাসকষ্ট ও শিরঃপীড়া, নাড়ী চঞ্চল এবং অতিশয় জ্বর, উদ্ভেদনির্গম প্রভৃতি উপসর্গ জন্মে। ক্রমে রোগীর পৃষ্ঠ হইতে সর্ব্বাঙ্গে উদ্ভেদ বহির্গত হয়। সর্ব্বদাই ঘর্ম্ম বিদ্যমান এবং ইহা হইতে পচা খাসের গন্ধের ন্যায় এক প্রকার গন্ধ নিঃসৃত হইতে থাকে। উপসর্গগুলি ১৪।১৫ দিনেরঅধিক কাল স্থায়ী হয় না; সাধারণতঃ ৮।৯ দিবসেই অন্তর্হিত হয়। জ্বরের আক্রমণ প্রবল হইলে জ্বর আসিবার কয়েক দিন পূর্ব্ব হইতে রোগী অতিশয় অবসাদ ও ক্ষুধাহানি অনুভব করিতে থাকে। শীত, রোমাঞ্চ, মস্তকঘূর্ণন, অতিশয় মস্তক-পীড়া, বিবমিষা, শ্বাসকৃচ্ছ্র, মেরুদণ্ড, প্রত্যঙ্গ ও উদরোর্দ্ধপ্রদেশে বেদনা, অত্যধিক ঘর্ম্মনির্গম প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। তন্দ্রা, প্রলাপ ও আক্ষেপ উপস্থিত হইলে রোগীর প্রাণনাশ হয়। শ্বাসযন্ত্রের প্রদাহ, উদরে রক্তরোধজনিত বেদনা, বক্ষে ভারবোধ, অতিশয় চিন্তা, অন্ত্রপ্রদাহ, কোষ্ঠবদ্ধতা, অতিশয় রঞ্জিত প্রস্রাব, প্রস্রাবকালে যন্ত্রণা প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়। স্বেদজ্বরের আক্রমণ অতিশয় প্রবল হইলে ২৪ হইতে ৪৮ ঘণ্টা মধ্যে অথবা ৩।৪ দিনের মধ্যে রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ২।৩ সপ্তাহ স্থায়ী হইলে সাধারণতঃ জ্বরশান্তির আশা করা যাইতে পারে।

৪৫° হইতে ৬০° উত্তর অক্ষাংশ মধ্যে স্বেদজ্বরের প্রতাপ লক্ষিত হয়। আর্দ্র ও ছায়াযুক্ত স্থান, অতিশয় উষ্ণতা, অতিরিক্ত তড়িম্ময়বায়ু প্রভৃতি এই রোগের উৎপাদক।

চিকিৎসা। ভিন্ন স্থানে অবস্থান, সাময়িক স্থানপরিবর্ত্তন, স্বেদজ্বরাক্রান্ত ব্যক্তির সংস্রব পরিত্যাগ প্রভৃতি উপায় অবলম্বন করা বিধেয়। এই জ্বরের মৃদু আক্রমণে ঔষধ প্রয়োগ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। আক্রমণ প্রবল হইলে যাহাতে আভ্যন্তরিক যন্ত্রাদি বিকৃত হইয়া কুফল উৎপাদন করিতে না পারে, তদ্রূপ ঔষধ প্রয়োগ করিবে। রক্তমোক্ষণ করিলে জ্বর হ্রাস হইতে পারে। পলস্ত্রা, সর্ষপলেপ, বিরেচক ঔষধাদি প্রয়োগ করিবে। উদ্ভেদ বহির্গত হইবার পর রক্তমোক্ষণ করা অবিধেয়। কেহ কেহ ---- অবস্থায় শীতল জলসিঞ্চনে উপকার পাওয়া যায়। আর্দ্রকারক পুল্‌টিস্ দেব প্রদানে ও উপযুক্ত কোন ঔষধ পিচকারি-প্রয়োগে উদরমধ্যে প্রবেশ করাইতে পারিলে উদরবেদনা ও মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারিত হয়। ফুসফুসে রক্তাধিক্য হইলে প্রচুর পরিমাণে রক্তমোক্ষণ ও বাহ্য প্রলেপ দিবার ব্যবস্থা কেহ কেহ করিয়া থাকেন। কিন্তু এক সময়ে অধিক পরিমাণে রক্ত নিঃসৃত হইলে রোগীর অঙ্গ সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। অবস্থাবিশেষে camphor, ammonia, serpentaria প্রভৃতি ব্যবস্থেয়।

পথ্য। প্রথম ৪।৫ দিন রোগীকে কোনরূপ বলকারক খাদ্য দিবে না; ঈষদুষ্ণ ও সামান্য তরল পদার্থ ব্যবস্থা করিবে, ৬ষ্ঠ, ৭ম কিংবা ৮ম দিবসে অল্প পরিমাণে কচি পাঁঠা কিংবা কুক্কুটের যূষ দেওয়া যাইতে পারে। ক্রমে খাদ্যের পরিমাণ বর্দ্ধিত করিবে। অন্যান্য সংক্রামক রোগের ন্যায় স্বেদজ্বরেও পথ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

প্রদাহিক জ্বর (Inflamatory fever)। এই জ্বরে মস্তক, পৃষ্ঠ ও প্রত্যঙ্গে বেদনা, গাত্র-চর্ম্ম অতিশয় উষ্ণ, নাড়ী দ্রুত, অত্যন্ত পিপাসা, রঞ্জিত ও অল্প পরিমিত মূত্র, কোষ্ঠবদ্ধতা, চাঞ্চল্য, চিন্তা প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়। হৃদ্‌পিণ্ড ও ধমনী বা শিরা অত্যধিক উত্তেজিত হইলে এই জ্বর উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রৌঢ়, অধিকমেদবিশিষ্ট, ক্রোধনস্বভাব, অপরিমিতাহারী ও অতিশয় ব্যায়ামশীল ব্যক্তিগণ এই জ্বরে আক্রান্ত হয়। অতিশয় শীতল ও অতিশয় উষ্ণপ্রদেশে প্রদাহিক জ্বরের প্রকোপ দেখিতে পাওয়া যায়।

ম্যালেরিয়া হইতেও এই জ্বর উৎপন্ন হইতে পারে। ম্যালেরিয়া-সংসৃষ্ট না হইলে প্রদাহিক জ্বর শীঘ্রই উপশান্ত হইয়া থাকে।

সচরাচর শারীরিক কোন যন্ত্রের বিকৃতি না থাকিলে কঠিন এবং তদ্রূপ কোন উৎপাত না থাকিলে সরল প্রদাহিক জ্বর জন্মিয়া থাকে; শীত ও বসন্তকালে এই জ্বর দেখা দেয়। সরল অবস্থায় এ জ্বর আদৌ সংক্রামক বা দেশব্যাপক নহে।

এই রোগ যত বৃদ্ধি হয়, উপসর্গও তত বাড়িতে থাকে; জিহ্বা শুষ্ক ও রক্তবর্ণ হয় এবং অনিদ্রা জন্মে। এই রোগে বালকদিগের তন্দ্রা এবং বৃদ্ধগণের প্রলাপ লক্ষিত হয়। সন্ধ্যাকালে উপসর্গের প্রাবল্য দেখা যায় এবং প্রাতঃকালে ঘর্ম্ম হইয়া উপসর্গ নিবৃত্ত হইতে থাকে। তৃতীয় ও কখন কখন পঞ্চম দিবসে জ্বর পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। সাধারণতঃ ১৪ দিবসের অধিককাল স্থায়ী হয় না। কঠিন প্রদাহিক জ্বরে রোগী প্রায়ই প্রাণত্যাগ করে। এই জ্বর দুই হইতে ৬ দিবস স্থায়ী হয়। সচরাচর ৪র্থ কিংবা ৫ম দিবসে রোগীর জীবন শেষ হয়।

চিকিৎসা। সরল ও কঠিন উভয়বিধ প্রদাহিক জ্বরেই একপ্রকার ঔষধ প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। প্রথমাবস্থায় সুবিধানুসারে শিরা ও ধমনী হইতে রক্তমোক্ষণ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। পরে বিরেচক ঔষধ ব্যবস্থেয়। এই জ্বরের কোন অবস্থায় বমনকারক ঔষধ উপকারী নহে। Nitrate of Potash, nitrate of soda, muriate of ammonia উত্তেজনাকালে ব্যবস্থেয়; এক ড্রুপল নাইটার ও ১২ গ্রেণ মিউরিএট অব আমোনিয়া জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া দিবসে ৩।৪ বার সেবনীয়। ধমনীর ক্রিয়া মন্দীভূত হইলে পলস্ত্রা প্রয়োগ করিবে। অত্যন্ত অবসাদ বা তন্দ্রা থাকিলে মস্তকে পলস্ত্রা দেওয়া যাইতে পারে—অন্য সময় নহে।

সাধারণতঃ নূতন মহাদ্বীপের ভিন্ন ভিন্ন দেশে এই জ্বর দেখিতে পাওয়া যায়। এই জ্বরে সমুদ্রজল ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। কর্পূরের সহিত nitrate of potash ও muriate of ammonia মিশ্র কিংবা citrate অথবা tartarate of potash ব্যবহারে যথেষ্ট উপকারের আশা করা যাইতে পারে। কখন কখন এই জ্বর স্বল্পবিরামজ্বরের ন্যায় হইয়া উঠে। তখন বিরামাবস্থায় sulphate of quinine ব্যবহার করা আবশ্যক।

পৈত্তিকজ্বর (Bilio-gastric fever)। শীত, কম্প, পরিপাচক শ্লেষ্মা ও পিত্তের বিকৃতি এই জ্বরের নিদান। রোগ কঠিন হইলে রোগীর শরীর পীতবর্ণ হয়। উষ্ণ, জলাভূমি ও নাতিশীতোষ্ণ প্রদেশে গ্রীষ্ম ও শরৎকালে এই রোগ দেশব্যাপক অথবা কখন কখন অত্যন্ত বর্ষণ ও বন্যার পর ইহা সংক্রামক হইয়া পড়ে। পিত্তপ্রধান ও মাদক-সেবী ব্যক্তিগণ এই রোগে আক্রান্ত হয়।

জান্তব ও উদ্ভিজ্জ পদার্থ পচিয়া বিষাক্ত দ্রব্য শরীরে প্রবিষ্ট হইলে, অতিশয় রৌদ্র অথবা রাত্রির শীতল বায়ু সেবন, অপরিমিত আহার বা পান, অতিশয় পরিশ্রম ও ক্রোধ প্রকাশ করিলে এই জ্বরে আক্রান্ত হইতে হয়। জ্বর প্রকাশের পূর্ব্বে অবসাদ, বিবমিষা, ক্ষুধাহানি, পৃষ্ঠে ও প্রত্যঙ্গে বেদনা, অগ্নিমান্দ্য, নিঃশ্বাস দুর্গন্ধযুক্ত, জিহ্বা পীতবর্ণ ও শ্লেষ্মাবৃত, মুখ চট্‌চটে, অরুচি প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়। ক্রমে শিরঃপীড়া, বমন, দাহ, অস্থিরতা, অনিদ্রা, উদরবেদনা, চক্ষু জলভারাক্রান্ত, মুখ রক্তবর্ণ, শ্বাস ফেলিতে কষ্ট ও নাড়ী দ্রুত, অতিশয় পিপাসা, পিত্তময় মলনির্গম, মূত্র অল্প পরিমিত ও কৃষ্ণবর্ণ প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দেয়। এই জ্বরে সময় সময় শরীরের উর্দ্ধাংশে ঘর্ম্ম কিন্তু গাত্রচর্ম্ম উষ্ণ লক্ষিত হইয়া থাকে।

৩য়, ৪র্থ অথবা ৫ম দিবসে প্রাতঃকালে জ্বরের বিরাম দেখা যায়; কিন্তু সন্ধ্যাকালে উপসর্গগুলি বাড়িয়া উঠে। ৭ম ও ৮ম দিবস পর্য্যন্ত রোগ অতিশয় বৃদ্ধি হয়; এইকালে রোগী অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করে। সময় সময় তন্দ্রা, প্রলাপ ও নাড়ীর স্পন্দনহীনতা উপস্থিত হয়। এই অবস্থায় কখন কখন রোগী প্রাণত্যাগ করে।

প্রথম হইতে চিকিৎসা করিলে এই জ্বর ৬ দিনের মধ্যেই উপশান্ত হইতে পারে, কিন্তু প্রথমাবস্থায় ঔদাস্য প্রকাশ করিলে এই রোগে প্রায়ই ৮ দিনের মধ্যে রোগীর মৃত্যু হয়। এই রোগ কখন যকৃৎ-স্ফোটক বা পীড়া, কখন বা স্বল্পবিরাম বা সবিরাম জ্বরে পরিণত হয়।

চিকিৎসা। জ্বর প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে বমনকারক ঔষধ, গরম স্বেদ, বিরেচক ঔষধ, Citrate of potash, nitrate of potash এবং muriate of ammonia ব্যবহার করিলে বিশেষ ফল হইতে পারে। প্রদাহিক ও স্বল্পবিরাম জ্বরে যে যে ঔষধ ব্যবস্থেয়, পৈত্তিকজ্বরেও প্রায় সেই সমস্ত ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

শ্লৈষ্মিকজ্বর (Mucous fever)—এই জ্বরে শীত, শ্লেষ্মা নির্গম, পৃষ্ঠ ও প্রত্যঙ্গে বেদনা ও সময় সময় ঈষৎ বিরাম দৃষ্ট হয়। অতিরিক্ত পরিশ্রম, অবসাদ, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, অত্যধিক রাত্রিজাগরণ, নিম্ন ও আর্দ্রস্থানে বাস, রৌদ্র ও আলোকের অভাব, অপরিচ্ছন্নতা, খাদ্যের অত্যাচার, অপরিমিত বিরেচকাদি সেবন, অল্পাহার প্রভৃতি কারণে এই জ্বর জন্মে। শীত ও শরৎকালে ইহার প্রকোপ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

শরীরের গুরুত্ব ও বিষণ্ণতা, ক্ষুধাহানি, বেদনা, সুনিদ্রার অভাব, অম্ল উদ্গার, শীত প্রভৃতি উপসর্গ জ্বর প্রকাশের পূর্ব্বে উৎপন্ন হয়। ক্রমে অরুচি, ঈষৎ পিপাসা, বমন, উদরে ভারবোধ, উদরাধ্মান, অন্ত্রের শিথিলতা, জিহ্বা শ্লেষ্মাবৃত, মুখ বিরস, নিঃশ্বাস দুর্গন্ধযুক্ত ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। কখন শ্লৈষ্মিক উদরাময়, কখন কোষ্ঠবদ্ধতা, ও সময় সময় কৃমিনির্গম দেখা যায়। সন্ধ্যাকালে জ্বরবেগ বৃদ্ধি ও সেই সময় গাত্র অতিশয় উষ্ণ হইয়া উঠে। শিরঃপীড়া, মানসিক বিশৃঙ্খলা, নিদ্রাকর্ষণ অথচ নিদ্রা যাইবার অসামর্থ্য, বিষাদ, চাঞ্চল্য, সর্ব্বাঙ্গে বেদনা, কাস, কর্ণে শব্দ, বধিরতা প্রভৃতি উপসর্গ ক্রমে ক্রমে উপস্থিত হয়।

এই জ্বর দুই দিন হইতে সপ্তাহকাল স্থায়ী হয়। শরীরও নাড়ী পরীক্ষা করিলে সময় সময় ঈষৎ বিরামের উপলব্ধি হয়। কিন্তু বিরাম যত স্পষ্ট হয়, রোগও তত বেশী দিন স্থায়ী হয়। আরোগ্যকালে পুনরায় আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা থাকে। এইকালে পথ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য ও রোগীকে আর্দ্র ও শীতলস্থানে ও বাহিরের বায়ুতে যাইতে

দেওয়া উচিত নহে। শ্লৈষ্মিকজ্বর পুনরায় প্রকাশ পাইলে সবিরাম বা স্বল্পবিরাম জ্বরে পরিণত হইতে পারে।

চিকিৎসা। কেহ কেহ বলেন, প্রথমে বমনকারক ঔষধ, পরে অহিফেন ও নাইটার, তৎপরে কর্পূর ও হাইড্রাগিরাম (Hydrayram oumoreta), শেষে মৃদুবিরেচক, বলকারক ঔষধ ও খাদ্য ব্যবস্থা করিবে। যখন বিরাম হইবে, তখন সলফেট্ অব্ কুইনাইন সেবন করাইবে।

কালাজ্বর (Black fever)। সাধারণতঃ ম্যালেরিয়া হইতে এই জ্বর উৎপন্ন হয়। এই জ্বরে সমস্ত শরীর একরূপ কাল হইয়া যায়। আসামে এই জ্বরের প্রাদুর্ভাব লক্ষিত হয়। এই জ্বরে আক্রান্ত হইলে অধিকাংশ রোগীই প্রাণত্যাগ করে।

ডেঙ্গোজ্বর। ২২।২৩ বৎসর গত হইল, এই জ্বর আমাদিগের দেশে একবার প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা আমেরিকা হইতে আইসে। এই জ্বরে সমস্ত শরীরে অত্যন্ত বেদনা হয়, সঙ্গে সঙ্গে কাস ও ছর্দ্দি বর্ত্তমান থাকে। এই জ্বর ৫।৬ দিন স্থায়ী হয়; তাহার অন্তে রোগী আরোগ্য লাভ বা প্রাণত্যাগ করে।

ইনফ্লুয়েঞ্জা (Influenza)। এটীও য়ুরোপীয় জ্বর। উষ্ণপ্রধানদেশে ইহার তত প্রকোপ দৃষ্ট হয় না। পূর্ব্বে আমাদের দেশে এ জ্বর আদৌ ছিল না; ৭।৮ বৎসর হইল ইহা আবির্ভূত হইয়াছে। এখন প্রায় প্রতি বৎসরেই শীতকালের শেষভাগে এই জ্বর দৃষ্ট হয়। এই জ্বরে রোগী সর্ব্বশরীরে অত্যন্ত বেদনা অনুভব করে এবং ছর্দ্দি ও কাস দ্বারা আক্রান্ত হয়। এ জ্বর ডেঙ্গোজ্বরের ন্যায় ভয়াবহ নহে। রোগী প্রায়ই আরোগ্য লাভ করে। তিনদিন পর্য্যন্ত জ্বর বিদ্যমান থাকে, পরে অদৃশ্য হয়।

উপরে যতপ্রকার জ্বর উল্লিখিত হইয়াছে, ইহার প্রায় অধিকাংশই পূর্ব্বে আমাদের দেশে দৃষ্ট হইত না। কেহ কেহ বলেন, জল-বায়ুর পরিবর্ত্তনে ভারতবর্ষে উক্ত প্রকার রোগের আবির্ভাব ও বৃদ্ধি হইতেছে। কিন্তু ইহা তত সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। শীতপ্রধানদেশে যে প্রকার ঔষধ উপযুক্ত, তাহা (আমাদিগের উষ্ণপ্রধানদেশে) সেবন ও শীতপ্রধান দেশোপযোগী খাদ্যাদি ভক্ষণ ও পরিচ্ছদাদি পরিধান করায় আমাদের স্বাস্থ্য ক্রমশঃ ভগ্ন হইয়া বিবিধ প্রকার পীড়া উৎপাদন করিতেছে। অনেক জ্বর সংক্রামক ধর্ম্মাক্রান্ত; সুতরাং ক্রমশঃ দেশব্যাপী হইয়া ভারতের সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছে।

নিম্নে জ্বরসম্বন্ধে হোমিওপ্যাথিক মতে জ্বরের যে —প্রকার যে ঔষধ দেওয়া যায়, তাহা লিখিত হইতেছে।

১। সবিরাম-জ্বর।

একোনাইট্—অতিশয় শীত, মস্তক ও মুখ অতিশয় উষ্ণ, জ্বরকালে কাস, মানসিক ও স্নায়বিক বিশৃঙ্খলা, বক্ষে আক্ষেপ, হৃৎকম্প।

এন্টিমনি—পাকস্থলীগত অসুখ, জিহ্বা শ্বেত মলাবৃত, অতিশয় বিষাদ, অত্যন্ত শীত, চট্‌চটে ঘর্ম্ম।

এপিস্‌মেল—পর্য্যায়ক্রমে ঘর্ম্ম ও শুষ্কতাপ্রকাশ, বামপার্শ্বে বেদনা, মলত্যাগকালে উদরে অতিশয় কষ্টানুভব।

আর্সেনিক—শিরঃপীড়া, ভ্রমি, হাইতোলা, গাত্রচর্ম্ম উষ্ণ কিন্তু অভ্যন্তরে অতিশয় শীতানুভব, জ্বরকালে অতিশয় যন্ত্রণা, অস্থিরতা ও মৃত্যুভয়, জ্বরবৃদ্ধিকালে অতিশয় অবসাদ ও অতিশয় তৃষ্ণা।

বেলেডোনা—অতিশয় জ্বর কিন্তু ঈষৎ শীত, অথবা অল্প জ্বরে অতিশয় শীত। শরীরের কতকাংশ শীতল, কতক উষ্ণ, অতিশয় শিরঃপীড়া, মুখ রক্তবর্ণ, ওষ্ঠ শুষ্ক ও শ্বাসরোধ অনুভব।

ব্রাইওনিয়া—অতিশয় শীত ও পিপাসা, অত্যন্ত কাস, বক্ষে, উদরে ও যকৃতে আক্ষেপ, মল কঠিন ও শুষ্ক, রোগী অতিশ ক্রোধপরায়ণ।

ক্যাল-কার্ব—শীত, কখন দাহ, কিঞ্চিৎ বধিরতা, পা আর্দ্র বস্ত্রাবৃতের ন্যায় বোধ, দৌর্ব্বল্য, ভ্রমি ও শ্বাসদুষ্টতা, উদরাময়, শ্বেতাভ মল, অগ্নিমান্দ্য।

ক্যাপ্‌সিকম্—শীত ও তৃষ্ণা, পরে দাহ, কিন্তু তৃষ্ণাভাব, পুনরায় শীত, উষ্ণ বস্ত্র অভিলাষ, জ্বরকালে তন্দ্রা ও ঘর্ম্ম, পৃষ্ঠে ও প্রত্যঙ্গে বেদনা।

কার্ব্বো ভিজ্‌টেব্‌লিস্—দন্তশূল এবং প্রত্যঙ্গে বেদনানুভব, পরে জ্বরপ্রকাশ, শীত ও তৎকালে পিপাসা, ভ্রমি, মুখ রক্তবর্ণ, বমনেচ্ছা। আহার ও পানকালে উদরগহ্বর যেন কাটিয়া যায় এইরূপ অনুভব।

সেড্রন্—অত্যন্ত শীত, অঙ্গাকর্ষ, শরীরের নিম্নাংশ ছিঁড়িয়া যায় এইরূপ যন্ত্রণাবোধ, দাহ, ঘর্ম্ম, হস্ত-পদ প্রভৃতি স্থানে স্পর্শজ্ঞানশূন্যতা।

কামোমিলা—অল্প শীত, অতিশয় দাহ ও স্বেদ, দাহকালে অত্যন্ত তৃষ্ণা; মুখ রক্তবর্ণ অথবা কপোলের একদিক্ রক্তবর্ণ, অপরদিক্ পাণ্ডুবর্ণ, প্রস্রাব।

চায়না—বমি, শিরঃপীড়া, ক্ষুধা, যন্ত্রণা এবং হৃৎকম্প হইয়া জ্বর-বৃদ্ধি, শীতল ও নীলবর্ণ, কর্ণে ঝনঝন শব্দ, ভ্রমি, প্লীহা ও যকৃতে বেদনা, মলিন ও পাণ্ডুবর্ণ দেহ, পচা বা গলিত দ্রব্যোদ্ভূত বাষ্পনির্গম।

সিনা—বমি, ক্ষুধা, পিপাসা, জ্বরবৃদ্ধিকালে মুখে অতিশয়

শোথ, সর্ব্বদা নাসিকা কণ্ডুয়ন, রাত্রিকালে চাঞ্চল্য, কনীনিকা প্রসারিত, জিহ্বা পরিষ্কার।

ইউপেটোপার—শীতের পূর্ব্ব হইতেই পিপাসা আরম্ভ, আঙ্গুল শক্ত; প্রাতে ৭।৯ ঘটিকার সময় জ্বরবেগ বৃদ্ধি, শীতভোগকালে পৃষ্ঠে ও প্রত্যঙ্গে অতিশয় বেদনা, পিত্তবমন, ঘর্ম্ম।

পেরম্—শীত, পিপাসা, মাথাধরা, ত্বক্‌গত ধমনী, স্ফীতি, চক্ষুর চারিপার্শ্বস্থ স্থানের স্ফীতি, রোগী যা খায় তাই উঠিয়া পড়ে, সামান্য চিন্তা বা পরিশ্রমে মুখ রক্তবর্ণ হয়, শারীরিক বলের অতিশয় হানি, পায়ে শোথ।

জেল্‌সিমিয়াম্—প্রথমে শীত পরে ঘর্ম্ম, দাহ, স্নায়বিক চাঞ্চল্য ও মানসিক চিন্তা, ভ্রমি, আলোক ও শব্দ অসহ্য।

ইগ্‌নেসিয়া—কেবলমাত্র শীতের সময় পিপাসা, বাহ্য উত্তাপ কিন্তু অন্তরে কাঁপনি, জ্বরকালে গাত্রে শীতপর্ণিকা।

ইপিকাক্—অতিশয় শৈত্য, অল্প উত্তাপ অথবা অতিশয় উত্তাপ, অল্প শৈত্য, হাই উঠিয়া জ্বরবৃদ্ধি, মুখে অতিশয় লালা সঞ্চিত, বিবমিষা ও বমনপ্রাবল্য। জ্বরবিচ্ছেদকালে পাকস্থলীগত পরিবর্ত্তন।

লাইকোপোডিয়াম্—অপরাহ্ণ ৪টার সময় জ্বর হ্রাস, পাকস্থলী ও উদরগহ্বরে সর্ব্বদা ভারবোধ, কোষ্ঠবদ্ধতা, মূত্র রক্তবর্ণ।

নক্সভমিকা—রাত্রিতে কিংবা প্রত্যূষে জ্বরবৃদ্ধি, অধিকক্ষণস্থায়ী শীত, মুখ শীতল ও নীলাভ, হাতের নখ নীলবর্ণ, অতিশয় উষ্ণতা, পিত্তগত উপসর্গ; পৃষ্ঠদণ্ডের নিম্ন প্রান্তস্থ অস্থিতে বেদনা, জ্বরকালে মাথা ধরা, ভ্রমি, মুখ রক্তবর্ণ, বক্ষে বেদনা ও বমন।

ওপিয়ম্—তন্দ্রা অথবা অতিরিক্ত নিদ্রা, নাসিকা-ধ্বনি, হা করিয়া শ্বাস-প্রশ্বাস লওয়া, নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসকালে নাকডাকা, মস্তকে রক্তাধিক্য, মুখ রক্তবর্ণ ও স্ফীত।

পল্‌সাটিলা—অপরাহ্ণে ও সায়াহ্ণে জ্বরের অধিক আক্রমণ, যুগপৎ শীত ও দাহ, শ্লেষ্মা বা পিত্তবমন, জিহ্বা মলাবৃত, প্রাতঃকালে মুখের বিরসতা, পেটের সামান্য অসুখ হইলেই জ্বরের পুনরাক্রমণ, চক্ষু ছলছলে, অগ্নিমান্দ্য।

কুইনাইন্ সল্ফ—একদিন অন্তর একদিন শীত, তৃষ্ণা, কম্প, ও ওষ্ঠ, নখ, নীলাভ, মুখপাণ্ডু, অত্যন্ত দাহ, পিপাসা।

রস্‌টক্স—দিবসের শেষাংশে জ্বরবৃদ্ধি, প্রত্যঙ্গাদির আক্ষেপ, কণ্ডুয়ন, শরীরের কোন অংশ শীতল, কোন অংশ উষ্ণ, দাহকালে শীতপর্ণিকার উদ্ভেদ, অস্থিরতা, অতিশয় কাস।

সেম্বুকাস্—অতিশয় ঘর্ম্ম, শীতহেতু শরীর সুড়সুড়ী বোধ, শুষ্ক কাস, হাত ও পা বরফের ন্যায় শীতল, মুখ অত্যন্ত উষ্ণ।

সিপিয়া—শীত, চক্ষু ও ললাটে ভারবোধ, হস্তাদি অসাড়, ভ্রমি, পিপাসা-অভাব, মূত্র পাংশুবর্ণ ও দুর্গন্ধযুক্ত।

সল্‌ফর—সন্ধ্যাকালে অথবা রাত্রিতে প্রথমে পিপাসা ও অবসাদ, পরে জ্বরের আক্রমণ, শৈত্য, পিপাসা ও হাতে পায়ে দাহ-অনুভব, তালুদেশে অতিশয় দাহ, দৌর্ব্বল্য, প্রাতঃকালে উদরাময়।

ভেরাট্ আল্‌ব—অত্যন্ত শৈত্য কিন্তু অন্তরে দাহ, ঘর্ম্মাবস্থায় অতিশয় পিপাসা, অতিশয় বলহানি, বমন, উদরাময়।

একখানি কম্বল গরমজলে ভিজাইয়া নিংড়াইয়া লইবে, শৈত্যাবস্থায় রোগীর হাঁটু পর্য্যন্ত উহা দ্বারা আবৃত করিয়া রাখিবে এবং তাহাকে গরমজল খাইতে দিবে।

দাহকালে রোগীর শরীরে গরমজল শুষাইতে পারিলে উপকার হয়। যাহাতে রোগীর গৃহে রাত্রিকালে বায়ু প্রবেশ করিতে না পারে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

২। স্বল্প-বিরামজ্বর।

একোনাইট—শীত, অতিশয় জ্বর, তৃষ্ণা, মুখলাল, ঘননিঃশ্বাস, জল ব্যতীত সর্ব্ব দ্রব্যেই অরুচি, পিত্তবমন, প্রস্রাব অল্প রক্তবর্ণ, যকৃৎ প্রদেশে আক্ষেপ, চিন্তা ও চাঞ্চল্য।

ব্রাওনিয়া—মস্তকঘূর্ণন, দৌর্ব্বল্য, বমি, কপালে ভারবোধ, মাথাধরা, ওষ্ঠ শুষ্ক, জিহ্বা শ্বেত অথবা পীত মলাবৃত, খাদ্যে ও পানীয়ে বিকৃত আস্বাদ, মলবদ্ধতা, শুষ্ক, শক্তমল, প্রদাহসূচক ভাব।

ক্যামোমিলা—রোগী অতিশয় ক্রোধী, জিহ্বা শাদা অথবা পীত মলাবৃত, অরুচি, বমন, উদরস্ফীতি, মল সবুজ ও জলযুক্ত; কামল-রোগীর ন্যায় মুখাকৃতি।

চায়না—শীত পরক্ষণে গ্রীষ্ম, গাত্রচর্ম্ম শীতল ও নীলবর্ণ, কাণে শব্দ, ভ্রমি, যকৃৎ ও প্লীহাদেশে বেদনা, আকৃতি ম্লান, পাণ্ডু।

কর্ণাস্—মাথাধরা, কনীনিকায় বেদনা, পর্য্যায়ক্রমে দাহ, শীতলতার উদ্গম, ক্ষুধাহানি, পেটে হুড়হুড় শব্দ, দৌর্ব্বল্য, মল কৃষ্ণবর্ণ, পিত্তযুক্ত।

জেল্‌সিমিয়াম্—চোখের পাতায় ভারবোধ, যকৃতে রক্তাধিক্য, ভ্রমি, অন্ধকার দর্শন, পায় অতিশয় বেদনাবোধ। চঞ্চল এবং স্নায়বিক ও অপস্মার রোগাক্রান্ত স্ত্রীর পক্ষে ব্যবহেয়।

ইপিকাক্—তীব্র মাথাধরা, জিহ্বা শ্বেত অথবা পীত মলাবৃত, প্রাতঃকালে বিকৃত আস্বাদ, অনবরত বিবমিষা, ভুক্ত দ্রব্য ও পিত্ত প্রভৃতি বমন, উদরাময়, মল উৎসিক্ত অথবা ফেনিল গুড়ের ন্যায়।

লেপ্টাণ্ড্রিয়া—ললাটের সম্মুখভাগে সর্ব্বদা মাথাধরা,

জিহ্বার মধ্যভাগে পীতবর্ণ; পিত্তবমন, যকৃতে তীব্র যাতনা অনুভব, স্রাব; মল কৃষ্ণ অথবা মৃত্তিকাবর্ণ, কম্পবোধ, পৃষ্ঠদেশে বেদনা।

মার্কিউরিয়স্—মুখ পাণ্ডু, পীত অথবা মৃত্তিকাবর্ণ; দুর্গন্ধযুক্ত নিঃশ্বাস; ওষ্ঠ, কপোল ও মাড়ী স্ফোটক, উদরদেশ স্পর্শাসহিষ্ণু, যকৃতে যন্ত্রণা, উদরাময়, মল গাঢ় সবুজবর্ণ অথবা গন্ধকবৎ পীতবর্ণ, মূত্র গাঢ় রক্তবর্ণ।

নক্সভমিকা—রোগী ক্রোধপ্রবণ এবং একা থাকিতে অভিলাষী, অতিশয় মাথাধরা, অরুচি, তীব্র উদ্গার, ভুক্তদ্রব্য অথবা দুর্গন্ধ শ্লেষ্মাবমন, পেটে সঙ্কোচবৎ বেদনা, কোষ্ঠবদ্ধতা, রাত্রি ৩টার পর রোগীর নিদ্রাহীনতা এবং প্রাতের অবস্থা অতিশয় মন্দ।

পোডোফাইলাম্—মনের প্রফুল্লতানাশ, জিহ্বায় দাঁতের কামড়ের ন্যায় দাগ, তীব্র আস্বাদ ও অরুচি, পিত্তবমন, মূত্র, কৃষ্ণবর্ণ, গাত্রচর্ম্ম পীতবর্ণ, যকৃতে বেদনা।

পল্সাটিলা—অতিশয় বিমর্ষ, প্রতি দ্রব্যে বিরক্তি, উঠিলেই অন্ধকার দর্শন ও ভ্রমি, আধকপালে মাথা ধরা, চোখ নাড়িলেই বোধ হয় যেন মাথা ছিঁড়িয়া পড়িবে। মুখে দুর্গন্ধ, বিবমিষা, অরুচি, রাত্রিকালে ভেদ, মল জলযুক্ত অথবা পিত্তের ন্যায় সবুজ।

সল্‌ফার—নিতান্ত স্ফূর্ত্তিহীনতা, ক্রন্দনেচ্ছা, বসিলেই ভ্রমিবোধ, তালু সর্ব্বদা গরম, অরুচি, ক্ষুধাহানি, কটু উদ্গার, যকৃতে খোঁচ, প্রাতঃকালে উদরাময়।

জ্বরকালে রোগীকে অল্প আহার দিবে। তৃষ্ণা ও বমি নিবারণ করিবার জন্য শীতলজল অথবা বরফ ব্যবহার্য্য। উপশমকালে ভাত, শটীচূর্ণ, মণ্ড, টাটকা মাখন প্রভৃতি সেবন করাইবে। জুস, চা, শাকসব্জী, সুপক্বফল ক্রমে ক্রমে ব্যবস্থেয়। যে গৃহে উত্তমরূপে বায়ু সঞ্চালিত হয়, তদ্রূপ ঘরে রোগীকে রাখিবে। ঈষৎ উষ্ণজল সংযোগে রোগীর শরীর মুছাইয়া দিবে।

৩। আন্ত্রিক জ্বর।

একোনাইট্—শৈত্য, একজ্বর, নাড়ী বেগবতী, দাহ, তীব্র পিপাসা, মনে অতিশয় চিন্তা ও ভয়, স্নায়বিক উত্তেজনা; মাথাধরা (যেন কপাল ফাটিয়া পড়ে), ভ্রমি।

ব্যাপ্‌টিসিয়া—মুখ গাঢ় রক্তবর্ণ, চৈতন্যনাশক মাথাধরা, জিহ্বা মলাবৃত পাংশুবর্ণ ও শুষ্ক, দন্তশর্করা, নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ, দূষিত ও দুর্ব্বলকারক উদরাময়, ঘর্ম্ম, মূত্র ও মল অতিশয় দুর্গন্ধযুক্ত।

ব্রাওনিয়া—মুখ রক্তবর্ণ ও স্ফীত, ওষ্ঠ শুষ্ক পাংশুবর্ণ ও ফাটা, ঘন শ্বেত অথবা পীতবর্ণ জিহ্বালেপ, অতিশয় মাথাধরা, দিবারাত্রি প্রলাপ, বিবিধ মানসিক কল্পনা, অনবরত ঘুমাইবার ইচ্ছা এবং সময় সময় চমক ও স্বপ্ন অথবা অনিদ্রা, অস্থিরতা, মুখ শুষ্কতা, বমন, দুর্ব্বলতা, পেটে অসহনীয় বেদনা, কোষ্ঠকাঠিন্য, শুষ্কশক্ত মল।

বেলেডোনা—মুখ স্ফীত ও রক্তবর্ণ, কনীনিকা প্রসারিত, ধুকধুকে মাথাধরা ও নীলা স্পন্দনশীলতা, শব্দ আলোক ও গোলযোগ অসহ্যবোধ, প্রলাপ, কামড়ান, ঝগড়া করা, মারা প্রভৃতি ব্যাপারে ইচ্ছা, নিদ্রাকালে লম্ফন ও ধাবন, নিদ্রেচ্ছা, কিন্তু নিদ্রায় অক্ষমতা, জিহ্বা শুষ্ক রক্তবর্ণ, উদরগহ্বরে স্পর্শাসহিষ্ণুতা, শয্যা অসহ্যবোধ।

রসটক্স—অবসাদ, মুখ রক্তবর্ণ ও স্ফীত, চক্ষুপ্রদেশে নীল দাগ, ওষ্ঠ শুষ্ক, পাংশু অথবা কৃষ্ণ, জিহ্বা শুষ্ক রক্তবর্ণ ও মসৃণ অথবা অগ্রভাগে ত্রিভুজাকারে রক্তবর্ণ, প্রলাপ, শ্রবণশক্তির হীনতা, শুষ্ক ও কষ্টদায়ক কাস, প্রত্যঙ্গে বেদনা, উদরাময়, অনিচ্ছায় মলত্যাগ, অবসন্নতা, রাত্রিতে অবস্থা মন্দ।

আর্সেনিক—মুখ পাণ্ডু ও মৃতদেহবৎ শীর্ণ, কপালে শীতল ঘর্ম্ম, সর্ব্বদা ওষ্ঠ চোষা, ওষ্ঠ শুষ্ক ও ফাটা, জিহ্বা শুষ্ক নীলাভ বা কৃষ্ণ এবং উহা বহিষ্কৃত করিবার অসামর্থ্য। অতিশয় পিপাসা, প্রায় সর্ব্বদাই অল্প অল্প জলপান, তন্দ্রা ও প্রলাপ এবং প্রত্যঙ্গকম্পন, অত্যন্ত অবসাদ ও যন্ত্রণা, মৃত্যুভয় ও চাঞ্চল্য।

এপিস্‌মেল্—অজ্ঞানাবস্থা, প্রলাপ, জিহ্বা বাহির করিবার অসামর্থ্য, জিহ্বাক্ষত, মুখ ও জিহ্বা শুষ্কতা, গিলিবার কষ্ট, পেটে বেদনা, কোষ্ঠকাঠিন্য, অথবা সর্ব্বদা দুর্গন্ধযুক্ত, সরক্ত শ্লৈষ্মিক মল, বক্ষে ও উদরে প্রিয়ঙ্গুবৎ উদ্ভেদ, অতিশয় দৌর্ব্বল্য।

আর্ণিকা—উদাসভাব, জিহ্বা শুষ্ক ও মধ্যস্থলে পাংশু চিহ্ন, মানসিক বিশৃঙ্খলা, সর্ব্বাঙ্গে বেদনাবোধ এবং তজ্জন্য পুনঃ পুনঃ পার্শ্বপরিবর্ত্তন, শয্যা শক্ত বোধ, অনিচ্ছায় প্রস্রাব।

লাইকোপোডিয়াম্—মুখশ্রী পীত ও মৃত্তিকাবৎ, জিহ্বা শুষ্ক কাল ও শ্লেষ্মাবৃত; প্রলাপ, তন্দ্রা, মুখ হাঁ করিয়া প্রশ্বাসত্যাগ, অবসাদ, চোয়াল ভাঙ্গিয়া পড়া; কপোলদেশে বর্ত্তুলাকার রক্তবর্ণ, মানসিক বিশৃঙ্খলা, উদরে গড়গড় শব্দ ও ভারবোধ, একা থাকিতে হইবে এইরূপ ভয়, মূত্রে রক্তবর্ণ বালুকাবৎ পদার্থ, বামপার্শ্বে শুইতে অনিচ্ছা, ঘুম হইতে উঠিলে অত্যন্ত প্রদাহ, অপরাহ্নে ৪টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত অবস্থা মন্দ।

মার্কিউরিয়স্—অত্যন্ত দৌর্ব্বল্য, মুখে বিকৃত আস্বাদ, দন্তমূল স্ফীত ও ক্ষতযুক্ত; উদর ও যকৃতে বেদনা, ঘর্ম্ম, সবুজ পীতাভমল; বর্ষাকালে ও রাত্রিতে উপসর্গবৃদ্ধি।

ফস্ এসিড—অতিশয় ঔদাসীন্য, কথা কহিতে অনিচ্ছা, ফ্যাল্‌ফ্যালে চাহনি, প্রলাপ, পেটে গুড় গুড় শব্দ, জলবৎ উদরাময়, নাড়ী দুর্ব্বল ও সময় সময় স্পন্দনহীনতা।

কাল্ক কার্ব—বুক ধুক্‌ধুকনি, নাড়ীর কম্পন, চিন্তা ও চাঞ্চল্য, নৈরাশ্য, নিদ্রিত হইলে কুচিন্তা হেতু জাগরণ, শুষ্ক কাস, তীব্র উদরাময় ও মানসিক কষ্ট।

কার্বো ভেজিটেবিলিস্—মুখ পাণ্ডু ও সঙ্কুচিত; চক্ষু কোটরগত, জ্যোতিহীন এবং দর্শনশক্তির হ্রাস; জিহ্বা শুষ্ক, কৃষ্ণবর্ণ এবং সময় সময় কম্পমান; জীবনীশক্তির সঙ্কোচ, পাতলা উদরাময়, অবসাদ, দাহ, শরীরের শেষভাগ শীতল ও ঘর্ম্মাক্ত।

ওপিয়াম্—মুখ স্ফীত, তন্দ্রা, প্রলাপ, চক্ষু উন্মীলিত, নাড়ী দুর্ব্বল অথবা শীঘ্রগতিসম্পন্ন; মূত্রহীন মলত্যাগ।

ফস্ফরাস—তন্দ্রা, ওষ্ঠ এবং মুখ শুষ্ক ও কাল, মানসিক বৃত্তির হীনভাব, অল্পপ্রলাপ, শীতল বস্তু অভিলাষ, পীতদ্রব্য বমন, দৌর্ব্বল্য, উদরে খালিবোধ।

ককিউলাস্—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, মানসিক বিশৃঙ্খলা, অস্পষ্ট কথন, ভ্রাম, বিবমিষা, মস্তক ও মুখ উষ্ণ।

কলচিকম্—মুখ সঙ্কুচিত, উদরে বেদনা, উদরাময়, নীলবর্ণ জিহ্বা, ও শীতল নিঃশ্বাস।

জেল্‌সিমিয়ম্—স্নায়বিক উপসর্গ, মস্তকে অতিশয় ভারবোধ, জিহ্বা পীতাভ, শাদা অথবা পাংশু, স্নায়বিক শৈত্য, দাঁত কড়মড়ি, পিপাসা-অভাব।

হমমেলিস্—অতিশয় রক্তস্রাব, উদরগহ্বর ও উরুদেশে বেদনাবোধ, রক্তস্রাব।

হাইওসিয়ামস্—মুখ স্ফীত ও রক্তাভ, ওষ্ঠ ঝলসিতবৎ, অতিশয় প্রলাপ, বাক্‌শক্তি ও জ্ঞাননাশ, শয্যাখুঁটুনি ও বিড়বিড় শব্দ, অতিশয় চাঞ্চল্য, শয্যা হইতে লম্ফন ও অন্যত্র যাইবার চেষ্টা, চক্ষু রক্তবর্ণ ও কনীনিকা ঘূর্ণায়মান, অঙ্গআক্ষেপ।

ল্যাকেসিস্—জিহ্বা শুষ্ক রক্তবর্ণ অথবা কাল অগ্রভাগ, ওষ্ঠ ফাটা ও রক্তাক্ত; অচৈতন্য, প্রলাপ, স্পর্শাসহিষ্ণুতা, নিদ্রার পর উপসর্গের আধিক্য। রোগী মনে করে সে মরিয়াছে এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার উদ্যোগ করা হইতেছে।

ষ্ট্রামোনিয়ম্—জ্ঞানহানি, অনবরত কথন, সর্ব্বদা উপাধান হইতে মস্তক উত্তোলন, প্রলাপ ও অতিরিক্ত জলপান, শয্যা হইতে অন্যত্র যাইবার ইচ্ছা, দন্তশর্করা, ওষ্ঠে ক্ষত, জলপানে অনিচ্ছা, উদরাময়, কৃষ্ণবর্ণ মল, দর্শন শ্রবণ ও বাক্‌শক্তির হ্রাস, অনিচ্ছায় মূত্রত্যাগ।

পল্‌সাটিলা—পাকস্থলীগত বিশৃঙ্খলা, উষ্ণতা ও শৈত্যের সংযোগ, জিহ্বা মলাবৃত, মুখে পচামাংসের গন্ধ, বিবমিষা, মানসিক ভাবের পুনঃপুনঃ পরিবর্ত্তন, শীতলবায়ু ইচ্ছা, উষ্ণগৃহে ও সন্ধ্যাকালে অবস্থা খারাপ ও অতিশয় বিষাদ।

মিউরিয়াটিক এসিড—রোগী সংজ্ঞাহীন ও নিতান্ত অবসন্ন, শয্যায় গড়াগড়ি, মৃদুপ্রলাপ, বিছানা খুঁটুনি, নিদ্রাকালে নাকডাকা, লালাক্ষরণ, অনিচ্ছায় প্রস্রাব ও মলত্যাগ, গুহ্যদেশ হইতে রক্তস্রাব।

নাইট্রিক এসিড—তরল মলত্যাগেচ্ছা, মলত্যাগকালে বেদনা, অন্ত্র হইতে রক্তস্রাব ও উদরে স্পর্শাসহিষ্ণুতা, প্রস্রাব দুর্গন্ধযুক্ত, নাড়ীর গতি অনিয়মিত।

টার্টার এম্—শ্বাসকৃচ্ছ্র, উৎকাস, শ্লেষ্মানির্গমের অভাব, শ্বাসরোধের আশঙ্কা ও ফুস্‌ফুস্ স্ফীত।

জিঙ্ক—সংজ্ঞানাশ (এইকালে রোগী কাহাকেও চিনিতে পারে না), প্রলাপ, ফ্যালফ্যাল দৃষ্টি, শয্যা হইতে উঠিয়া যাইবার চেষ্টা, সর্ব্বদা হস্তকম্পন, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অগ্রভাগে শীতলতা, নাড়ীর সময় সময় স্পন্দনহীনতা, মস্তিষ্কের আসন্ন বিকৃতি।

রোগীর গৃহে বিশুদ্ধ বায়ুর বন্দোবস্ত এবং সংক্রামাপহ দ্রব্য দ্বারা দুর্গন্ধ প্রভৃতি নষ্ট করা কর্ত্তব্য। শয্যাক্ষতে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিবার এবং বিশেষ আবশ্যক ব্যতীত ঘরে অধিক লোক যাহাতে না থাকে, তদনুরূপ ব্যবস্থা করিবে।

জ্বরের বেগ অধিক হইলে ৯০।১০০ ডিগ্রী উষ্ণজলে রোগীর দেহে প্রক্ষেপ করিয়া তাহাকে পরিষ্কার বস্ত্রদ্বারা আবৃত করিবে। যদি মস্তক উষ্ণ অথবা যন্ত্রণাযুক্ত হয় কিংবা যদি প্রলাপ থাকে, তবে গরম জলসিক্ত কাপড় নিংড়াইয়া তদ্দ্বারা মস্তক ঢাকিয়া দিবে। উদরগহ্বরে যন্ত্রণা থাকিলে উষ্ণজলের স্বেদ অথবা পাতলা পুলটিস্ প্রয়োগে উপকার পাওয়া যায়।

পথ্য। অল্পপরিমাণে বিশুদ্ধ দুগ্ধ সেবন করিতে দিবে। টাটকা মাখন, শস্যচূর্ণ, মণ্ড প্রভৃতি ব্যবস্থেয়। রোগীর বলরক্ষা করিবার জন্য যূষ ব্যবহার করিবে। উদর অথবা অন্ত্রে কোনরূপ অসুখ থাকিলে গুরুপাক দ্রব্য ব্যবস্থা করা উচিত নহে। যাহাতে দন্তশর্করা সঞ্চিত হইতে না পারে, তজ্জন্য রোগীর মুখ প্রক্ষালন করিবে এবং তাহাকে ইচ্ছামত জলপান করিতে দিবে।

৪। ছর্দিজ্বর।

একোনাইট—শৈত্য, মস্তক ও মুখ অতিশয় উষ্ণ; শুষ্ককাস, ভয়, চিন্তা ও চাঞ্চল্য।

এলিয়ম্ সিপা—চক্ষু ও নাসিকা হইতে অত্যধিক জলনিঃসরণ, চক্ষুপ্রদেশে বেদনা, হাঁচি।

অ্যাম কার্ব—চক্ষুপ্রদেশে উষ্ণতা ও যন্ত্রণা, শুষ্ক ছর্দ্দি, নাসিকারোধ, রাত্রিতে শুষ্ককাস।

আর্সেনিক—অতিরিক্ত হাঁচি, ছর্দ্দিনির্গম, নাসিকাদেশে উষ্ণতা ও যন্ত্রণাবোধ, পিপাসা, চাঞ্চল্য ও অবসাদ।

ব্যাপ্টিসিয়া—সন্ধিদেশে বেদনানুভব, গলদেশে কণ্ডূয়ন ও কাসবেগ, মস্তকের সম্মুখভাগে পীড়া, নাসিকা হইতে গাঢ় শ্লেষ্মা নির্গম।

বেলেডোনা—কন্‌কনে মাথাধরা, শুষ্ক ঘোঙ্গরাকাস, তন্দ্রাধিক্য কিন্তু ঘুমাইবার অসামর্থ্য, কাসকালে শিশুরোগীর ক্রন্দন।

ব্রাইওনিয়া—ওষ্ঠ শুষ্ক, মাথাধরা, কোষ্ঠকাঠিন্য, নিস্তব্ধতা-অভিলাষ।

ক্যামোমিলা—কফ নির্গম, এক কপোল উষ্ণ ও লাল অপর শীতল ও মলিন, রাত্রিকালে অতিরিক্ত কাস, ক্রোধনভাব।

হিপার সল্‌ফার—গলদেশে খোঁচ, ঘুঙ্গরী কাস, শ্লেষ্মা কিছু পাতলা।

ইপিকাক্—চক্ষু প্রদেশে অতিশয় বেদনা, বক্ষে শ্লেষ্মার ঘড় ঘড় শব্দ, বিবমিষা ও শ্লেষ্মা বমন, হাঁপির ন্যায় শ্বাসকষ্ট।

কালিব্রো—কাস শক্ত ও আঠাল শ্লেষ্মা নির্গম, ঘ্রাণশক্তির হানি।

ল্যাকেসিস্—গলদেশে স্পর্শাসহিষ্ণুতা, অপরাহ্ণে ও নিদ্রার পর উপসর্গবৃদ্ধি।

মারকিউরিয়স্—প্রায় অনবরত হাঁচি ও কফ নির্গম, রাত্রিতে ঘর্ম্ম, উষ্ণগৃহে আরাম বোধ।

পাল্‌সাটিলা—আস্বাদ ও ঘ্রাণশক্তির হানি, দন্ত ও কর্ণশূল, শীতলবায়ু অভিলাষ, উষ্ণস্থানেও শীতবোধ, পীতবর্ণ শ্লেষ্মা-নির্গম, বিষণ্ণ ভাব।

সিপিয়া—নাসিকা স্ফীত ও ক্ষতযুক্ত, শুষ্ক ছর্দ্দি, প্রাতঃকালে কাসের আধিক্য ও বমনচেষ্টা, উদর খালি বোধ।

৫। সূতিকাজ্বর।

একোনাইট্—গর্ভাশয়ে অতিশয় বেদনা, অত্যন্ত পিপাসা, স্পর্শজ্ঞানের আধিক্য, প্রস্রাব হ্রাস, মৃত্যুভয়।

আর্সেনিক—অতিশয় যন্ত্রণা, চাঞ্চল্য ও মৃত্যুভয়; শীতল পানীয়ে অভিলাষ; দ্বিপ্রহর রাত্রির পর বৃদ্ধি।

বেলেডোনা—আকস্মিক বেদনা; উদর-গহ্বরে অতিশয় উষ্ণতা, কোঁকানি, নিদ্রাকালে উল্লম্ফন, মস্তকে রক্তাধিক্য, প্রলাপ, আলোক ও শব্দ অসহ্য বোধ।

ব্রাইওনিয়া—বিবমিষা, অচৈতন্য, কোষ্ঠকাঠিন্য।

ক্যামোমিলা—জরায়ুদেশে প্রসববেদনাবৎ যন্ত্রণা, অস্থিরতা, মূত্র অতিরিক্ত ও ঈষৎ রঞ্জিত, মস্তকদেশে উষ্ণ ঘর্ম্ম।

হায়োসিয়ামস্—প্রত্যঙ্গ, মুখ ও নেত্রচ্ছদ, খিচুনি, বিড় বিড় শব্দ ও বিছানা খুঁটা, অনাবৃত থাকিতে ইচ্ছা, সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য অথবা অতিরিক্ত ক্রোধনভাব।

ইপিকাক্—বামপার্শ্ব হইতে দক্ষিণপার্শ্বে বেদনার চলাচলি, বিবমিষা ও বমন, জরায়ু হইতে গাঢ় রক্তনিঃসরণ, সবুজ ও সজল মল।

ক্রিয়োসোট—তলপেটে দাহ ও কোঁকানি, গর্ভাশয়ের বিকৃত অবস্থা, জরায়ু ধৌত রক্তানি (পুঁজ) নির্গম, উদর-গহ্বরে শীতবোধ।

লাকেসিস্—জরায়ুতে স্পর্শাসহিষ্ণুতা, নিদ্রার পর বৃদ্ধি, গাত্রচর্ম্ম কখন শীতল কখন উষ্ণ।

মারকিউরিয়স্—পাকস্থলী ও উদরে স্পর্শাসহিষ্ণুতা, জিহ্বা আর্দ্র, অতিশয় পিপাসা ও অতিরিক্ত ঘর্ম্ম।

নক্সভোমিকা—কোষ্ঠকাঠিন্য, কর্ণে ঝিম ঝিম শব্দ, সমস্ত শরীরে ভারবোধ।

রস্‌টক্স—অস্থিরতা, প্রত্যঙ্গগুলির বলশূন্যতা, জিহ্বা শুষ্ক ও অগ্রভাগ লাল।

ভেরাট অল্‌ব—বমন, উদরাময়, শরীরের প্রান্তভাগ শীতল, মুখ মৃতবৎ পাণ্ডু, ঘর্ম্মসিক্ত, প্রলাপ, অত্যন্ত অবসাদ।

রোগিণীকে তোষকের উপর শুয়াইবে। যন্ত্রণাময় স্থানে পাতলা পুলটিস্ অথবা উষ্ণ স্বেদ প্রয়োগ করিবে। প্রত্যহ ২।৩ বার গর্ভাশয় ও যোনিপ্রদেশ কার্বলিক এসিড দ্বারা ধৌত-করা বিধেয়। তাহাকে নিস্তব্ধ ও তাহার গৃহ বিশুদ্ধবায়ু পরিপূর্ণ রাখা ব্যবস্থেয়। প্রদাহিক অবস্থায় লঘু মণ্ড ও বার্লি; পরে জুষ, দুগ্ধ, ডিম্ব, ফল প্রভৃতি ব্যবস্থা করিবে।

৩। লোহিতজ্বর।

একোনাইট্—গাত্র উষ্ণ, নাড়ী দ্রুত, অতিশয় পিপাসা, অত্যন্ত ভয় ও মানসিক চিন্তা, বিবমিষা ও বমন।

আলান্‌থাস্—অতিশয় মাথাধরা, প্রিয়ঙ্গুবৎ উদ্ভেদ, অতিরিক্ত বমন, তন্দ্রা ও অস্থিরতা।

এপিস্ মেল্—তীক্ষ্ণ পিত্তানি, জিহ্বা অতিশয় লাল ও ক্ষত-যুক্ত, নাসিকা হইতে দুর্গন্ধ শ্লেষ্মানির্গম, গলক্ষত, উদরগহ্বরে স্পর্শাসহিষ্ণুতা।

আর্সেনিক—অতিশয় অবসাদ, অত্যন্ত যন্ত্রণা, চাঞ্চল্য ও মৃত্যুভয়, অত্যধিক পিপাসা, নিঃশ্বাসকালে ঘড় ঘড় শব্দ, দুর্গন্ধ উদরাময়।

ব্যাপ্টিসিয়া—নলী রক্তবর্ণ, হামবৎ উদ্ভেদ, নিঃশ্বাস দুর্গন্ধ-যুক্ত, জিহ্বা ফাটা ও ক্ষতযুক্ত, ঈষৎপ্রলাপ, দন্তে ও ওষ্ঠে শর্করা।

বেলেডোনা—উদ্ভেদগুলি মসৃণ ও গাঢ় রক্তবর্ণ, জিহ্বা

-শ্বেতবর্ণ ও কণ্টকযুক্ত, মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য ও প্রলাপ, নিদ্রাকালে চমকিত ভাব ও উল্লম্ফন।

ক্যালকেরিয়া কার্ব—গলদেশ স্ফীত ও শক্ত, মুখ পাণ্ডু ও শোথযুক্ত।

ক্যাম্ফর—হতাশকালে গলায় ঘড় ঘড় শব্দ ও উষ্ণ নিঃশ্বাস, কপালে উষ্ণ ঘর্ম্ম; উদ্ভেদগুলির আকস্মিক বিলীনভাব।

ইপিকাক—বিবমিষা, পিত্তবমন, পেটে অতিশয় অসুখ, গাত্রকণ্ডূয়ন, অনিদ্রা, নৈরাশ্য।

লাইকোপোডিয়াম্—তালুক্ষত, মূত্রে রক্তবর্ণ পদার্থ, নাসারোধ, গলায় ঘড় ঘড় শব্দ।

মিউরিয়াটিক এসিড—বিছানায় গড়াগড়ি, নাসিকা হইতে পুঁজ ক্ষরণ, গাত্র পাংশু ও মুখ রক্তবর্ণ।

ওপিয়ম্—অতিশয় তন্দ্রা, বমন, শ্বাসকষ্ট, প্রলাপ, চক্ষু-উন্মীলন।

রস্টক্স—পিস্তানি গাঢ়, রক্তবর্ণ ও অতিশয় কণ্ডূয়নযুক্ত, তন্দ্রা, প্রলাপ, জিহ্বার অগ্রভাগ রক্তবর্ণ, অতিশয় জ্বরবেগ ও অস্থিরতা; সন্ধিস্থানে বেদনা, সর্ব্বদা স্থানপরিবর্ত্তন।

সল্ফার্—সমস্ত শরীর উজ্জ্বল রক্তবর্ণ, অতিশয় কণ্ডূয়ন, চীৎকার, উল্লম্ফন। (অন্য ঔষধে ফল না পাইলে ইহা ব্যবহার্য্য)

জিন্ক—মস্তিষ্কে আসন্ন আক্ষেপ, বাসক-রোগী অচেতন, সর্ব্বাঙ্গে হেঁচ্কা টান অথবা অঙ্গ বিশেষে খেচুনি, দন্ত-কড়মড়ি, নিদ্রাকালে চীৎকার, নাড়ী দ্রুত, চক্ষু স্থির, শরীর বরফবৎ শীতল।

লোহিত-জ্বরের প্রভাবকালে (বেলেডোনা) ব্যবহার করিলে ইহার আক্রমণ হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়। নর্দ্দমা ও সংক্রামাপহ দ্রব্যের বন্দোবস্ত করা বিধেয়।

রোগীকে পৃথক গৃহে রাখিবে এবং যাহাতে গৃহে বিশুদ্ধ বায়ু উত্তমরূপে প্রবেশ করিতে পারে ও রোগীর শয্যাদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে, তাহার বন্দোবস্ত করা বিশেষ আবশ্যক।

কণ্ডূয়ন নিবারণ করিবার জন্য গাত্রে নারিকেল তৈল (Cocoa-butter) মাখাইবে। সমপরিমাণে জল ও গ্লিসারিন্ (Glycerine) সেবন করিলে অথবা গলদেশে গরম স্বেদ কিংবা পুল্টিস্ প্রয়োগ করিলে সঞ্চিত শ্লেষ্মা গলদেশ হইতে স্থানান্তরিত হয়।

পথ্য। আক্রমণের প্রকোপকালে দুগ্ধ, বরফ, মণ্ড, কমলানেবুর রস ইত্যাদি। বিশুদ্ধ জল পান করিতে দিবে। সুরাবীর্য্য-সম্বন্ধীয় উত্তেজক পদার্থ পরিত্যাজ্য। সঙ্কটকাল অতীত হইলে জুষ, সুপক্ক ফল প্রভৃতি ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

৭। পীতজ্বর।

একোনাইট্—গাত্র শুষ্ক ও অতিশয় উষ্ণ, অত্যন্ত পিপাসা ও শিরঃপীড়া, ভ্রমি, চক্ষু কোটরগত, পিত্ত ও শ্লেষ্মাবমন।

বেলেডোনা—কন্কনে মাথাধরা, ভয়ঙ্কর প্রলাপ, জিহ্বা রঞ্জিত ও মলাবৃত; পৃষ্ঠ ও মেরুদণ্ড প্রভৃতি স্থানে সঙ্কোচ ও বেদনা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দৌর্ব্বল্য।

ব্রাইওনিয়া—চক্ষু জলভারাক্রান্ত রক্তবর্ণ অথবা ঘোলা; উপবেশন করিলেই বিবমিষা ও অচৈতন্য; নির্জ্জনতা অভিলাষ; অত্যন্ত উত্তেজনা!

ক্যাম্ফর—শরীর অতিশয় শীতল, মূত্রের অভাব, অবসাদ।

ক্যান্থারিস্—অনবরত প্রস্রাব করিবার ইচ্ছা, অন্ত্র হইতে রক্তস্রাব, সংজ্ঞাহীনতা।

আরজেণ্ট নাইট—দুর্গন্ধ মল ও পাংশু বমি।

আর্সেনিক—চক্ষু কোটরগত, নাসিকা সূক্ষ্মাগ্র, ইচ্ছাপূর্ব্বক বমন, পাংশু ও কাল পদার্থ বমন উদরে অতিশয় দাহ, অত্যন্ত পিপাসা, আশু অবসাদ, অতিশয় চাঞ্চল্য ও মৃত্যুভয়।

কার্বো-ভেজি—(শেষাবস্থা) মুখ পাণ্ডু, রক্তস্রাব, প্রবল মাথাধরা, শরীরে ভারবোধ, বায়ু ও ব্যজন ইচ্ছা, নিঃসৃত পদার্থে অতিশয় দুর্গন্ধ।

ক্রোটলাস্—চক্ষু, নাসিকা, মুখ, উদর ও অন্ত্র হইতে রক্তস্রাব, জিহ্বা আরক্ত ও স্ফীত, দুর্গন্ধ মল।

ইপিকাক্—অবিরাম বিবমিষা, উদরাময়, ফেনিল মল।

মারকিউরিয়স্—অত্যন্ত ঘর্ম্ম, স্মৃতি শক্তির হানি, ভ্রমি, পিত্ত ও শ্লেষ্ম-বমন, উদরাময়।

নক্সভমিকা—গাত্রচর্ম্ম পীতবর্ণ, ক্রোধনভাব, অম্ল ও পিত্তময় দ্রব্য বমন, উদরে সঙ্কোচ, জিহ্বা শুষ্ক ও অগ্রভাগ রক্তবর্ণ।

কুইনাইন্—জ্বর-বিচ্ছেদ-কাল প্রকাশিত হইলে ব্যবহেয়।

টার্ট এম্—বিবমিষা অথবা বমন, অবসাদ, অতিরিক্ত শীতল ঘর্ম্ম, নাড়ী দুর্ব্বল ও দ্রুত, তন্দ্রা, মলত্যাগেচ্ছা।

ভেরাট্ আল্ব—মুখ পীতাভ অথবা সবুজবৎ, শীতল ঘর্ম্ম, পিত্ত বমন, উদরাময়, পিপাসা ও শীতল পানীয় অভিলাষ; অত্যন্ত দৌর্ব্বল্য, প্রত্যঙ্গসঙ্কোচ, নাড়ীর স্পন্দন প্রায় অবোধ্য। পথ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। প্রথম অবস্থায় অল্প পরিমাণে আহার দিবে। পানের নিমিত্ত বিশুদ্ধ জল, চা, কমলানেবুর রস, চালধোয়ানি জল ব্যবহেয়। ক্রমে দুগ্ধ, মাখন, জুষ প্রভৃতি ব্যবস্থা করিবে।

৮। চিত্রজ্বর (Spotted fever)—

একোনাইট্—শৈত্য, চাঞ্চল্য, পিপাসা, স্কন্ধে অতিশয় বেদনা, মৃত্যু-ভয়।

আর্ণিকা—প্রত্যঙ্গ-ছাড়ন (Soreness), গায়ে কাল দাগ (কালশিরাবৎ), গ্রীবার পেশীতে অতিশয় দৌর্ব্বল্যবোধ।

বেলেডোনা—অতিশয় কন্‌কনে মাথাধরা, প্রলাপ, ভয়ঙ্কর পদার্থ দর্শন, কনীনিকা প্রসারিত, দৃষ্টিভ্রম।

চায়না সল্‌ফর—অবসাদ হেতু চক্ষু নিমীলন, অত্যন্ত অবসাদ, মেরুদণ্ডে বেদনা।

সিমিসিফিউগা—মস্তকে অত্যন্ত বেদনা, তালুদেশ যেন ছিঁড়িয়া পড়িবে এইরূপ বোধ, জিহ্বা স্ফীত, ক্ষণিক সঙ্কোচন।

ক্রোটলাস্—ভয়ঙ্কর শিরঃপীড়া, মুখ রক্তবর্ণ, প্রলাপ, শরীরের সর্ব্বস্থানে লাল দাগ, হৃদয়ে ধুক্‌ধুকনি, অতি অল্পে অল্পে চক্ষু উন্মীলন।

জেল্‌সিমিয়াম্—মস্তকের পশ্চাদ্দিকে বেদনা, মত্ততা-বোধ, অক্ষিপুটের সঙ্কোচন, পেশি-শক্তির পূর্ণ হ্রাস, নাড়ী দুর্ব্বল, শ্বাসকষ্ট, বিবমিষা, বমন।

লাইকোপোডিয়ম্—সংজ্ঞাহীনতা, প্রলাপ, চৈতন্যনাশক শিরঃপীড়া, নাসারন্ধ্রের বীজনের ন্যায় গতি, নিম্ন চোয়াল সঙ্কুচিত, প্রত্যঙ্গ অথবা সর্ব্বশরীরে টান্।

ওপিয়ম্—চৈতন্য বিলোপ, মৃদু নিঃশ্বাস, মস্তকে রক্তা-ধিক্য, করোটির পশ্চাৎ দেশে অতিশয় ভারবোধ, নাড়ী অতি দ্রুত অথবা অতি ধীর, গড়াগড়ি, অঙ্গ-সঙ্কোচ, ঘর্ম্ম-কালে অবস্থা মন্দতর।

এই জ্বরের প্রথমাবস্থায় ঘর্ম্মোদ্রেক করিতে পারিলে উপ-কার প্রাপ্ত হওয়া যায়। জলের সহিত সুরাসার মিশ্রিত করিয়া অল্প পরিমাণে যতক্ষণ ঘর্ম্ম না হয়, ততক্ষণ অর্দ্ধঘণ্টা অন্তর রোগীকে সেবন করাইবে। কেহ কেহ উষ্ণজলে ধারাস্নান ও কম্বলে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া ঘর্ম্মোদ্রেক করিবার ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। Hypodermic injections of Pilocarpin (সিকি গ্রেণ) কিংবা Fl Extra Tabarandi (১০ হইতে ৩০ বিন্দু) প্রয়োগ করিলেও ঘর্ম্মোদ্রেক হইতে পারে।

পথ্য। প্রথমাবস্থায় লঘু অথচ বলকারক দ্রব্য ব্যবস্থেয়। পরে ক্রমে ক্রমে যূষ, দুগ্ধ, ডিম্ব প্রভৃতি ব্যবস্থা করিবে।

৯। বাতরোগযুক্তজ্বর।

একোনাইট্—একজ্বর, হৃৎকম্প, বেদনা, মানসিক চিন্তা।

আর্ণিকা—প্রত্যঙ্গে অতিশয় বেদনা, অন্য কর্ত্তৃক আহত হইবার ভয়, শরীরের পীড়িত অংশ রক্তবর্ণ, স্ফীত ও শক্ত।

আর্সেনিক—দাহ, তীব্র যন্ত্রণা, ঘর্ম্ম, শৈত্য, পিপাসা।

বেলেডোনা—অস্থিবেদনা, সন্ধিস্থানে খিলিক্ ও বেদনা, তন্দ্রা, অস্থিরতা, চমকিত ভাব।

[illegible]—[illegible] মুখ শুষ্ক, পিপাসা, কোষ্ঠ শক্ত ও পাংশু।

কাল্‌কেরিয়া কার্ব্ব—কব্‌জা ও অঙ্গুলিগ্রন্থিতে বাতিক বেদনা, অতিশয় জ্বর, স্নায়বিক চাঞ্চল্য।

ক্যামোমিলা—যন্ত্রণা হেতু অতিশয় উত্তেজিত ও ক্রোধন ভাব, গণ্ডস্থলের একদিক্ লাল ও অপর দিক্ পাণ্ডু, অবিরত যন্ত্রণা, রাত্রিতে উপসর্গের প্রভাব।

কেলিডোনিয়ম্—শরীর স্ফীত ও প্রস্তরবৎ, শক্ত, কোষ্ঠ মেষপুরীষবৎ।

কল্‌চিকম্—অগ্নির নিকটেও শীত-ভাব, মূত্র অল্প ও কৃষ্ণবর্ণ, দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম।

মারকিউরিয়স্—অতিরিক্ত ঘর্ম্ম, সবুজ উদরাময়, পীড়িত অংশ পাংশুবর্ণ।

সিগেলিয়া—ঈষৎ সঞ্চালন হেতু শ্বাসরোধ, শ্বাসকৃচ্ছ্র, হৃৎকম্প, অতিশয় চিন্তা।

সল্‌ফর্—তীব্র যন্ত্রণা, তালুদেশ অতিশয় উষ্ণ, অতিশয় অবসাদ।

বাতজ্বরযুক্ত ব্যক্তির গাত্রে ফ্লানেল ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। ইহাদিগের অতিরিক্ত পরিশ্রম ও যাহাতে হঠাৎ ঘর্ম্ম-রোধ হয় এরূপ কোন কার্য্য করা বিধেয় নহে।

জ্বরকালে রোগীকে নরম শয্যায় ও কম্বলে শয়ন করাইবে, তুলা দ্বারা শরীর ঢাকিয়া রাখিলে উপকার হয়। যাহাতে রোগীর গৃহে উত্তমরূপে বায়ু সঞ্চালিত হয়, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

পথ্য। শস্যের শ্বেতসার, সাগু, উত্তম পক্বফল প্রভৃতি লঘুপাক দ্রব্য ব্যবস্থেয়। বিশুদ্ধ জল, লেমনেড প্রভৃতি পান করিতে দিবে। মাদক দ্রব্য নিষিদ্ধ।

হিন্দু জ্যোতিঃশাস্ত্র মতে তিথি ও নক্ষত্রাদিতে জ্বরোৎপত্তির ফল। অশ্বিনী নক্ষত্রে জ্বর হইলে এক দিন, কৃত্তিকাতে দুই দিন, রোহিণীতে তিন দিন, মৃগশিরায় পাঁচ দিন, পুনর্ব্বসু, পুষ্যা ও হস্তাতে সাত দিন, অশ্লেষাতে নয় দিন, মঘায় এক মাস, পূর্ব্বফল্গুনী, স্বাতী ও শ্রবণাতে দুই মাস, উত্তরফল্গুনী, চিত্রা, জ্যেষ্ঠা, পূর্ব্বাষাঢ়া, ধনিষ্ঠা ও উত্তরভাদ্রপদে এক পক্ষ, বিশাখা, উত্তরাষাঢ়া ও রেবতীতে কুড়ি দিন, অনুরাধা ও শতভিষাতে দশ দিন ভোগ হয়। আর্দ্রা, মূলা ও পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্রে জ্বর হইলে মৃত্যু হয়।

যদি অশ্লেষা, শতভিষা, আর্দ্রা, স্বাতী, মূলা, পূর্ব্বফল্গুনী, পূর্ব্বাষাঢ়া ও পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্রে রবি, মঙ্গল ও শনিবারে চতুর্থী, নবমী ও কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী তিথিতে জ্বর হয় আর চন্দ্র ও তারা-শুদ্ধি না থাকে, তাহা হইলে তাহার নিশ্চয়ই মৃত্যু হয়।

রবিবারে জ্বর হইলে ৭ দিন, সোমবারে ৯ দিন, মঙ্গল-

বারে ১০ দিন, বুধবারে ৩ দিন, বৃহস্পতিবারে ১২ দিন, শুক্রবারে ৩ বা ৭ দিন, শনিবারে ১৪ দিন ভোগ হয়।

নক্ষত্র অথবা বারদোষে যদি জ্বর হয় এবং তাহাতে যদি চন্দ্র ও তারাশুদ্ধ থাকে, তাহা হইলে সত্বর আরোগ্য হয়। (মুহূর্ত্ত চিঃ)

শীঘ্র জ্বর হইতে আরোগ্যলাভ করিতে হইলে শান্তি করা আবশ্যক।

নক্ষত্রদোষে স্বর্ণ, তারাদোষে ধান্য ও তিথিদোষে আতপতণ্ডুল উৎসর্গ করিয়া গ্রহবিপ্রকে দান করিবে।

"আরোগ্যং ভাস্করাদিচ্ছেৎ" ভাস্কর হইতে আরোগ্যলাভ করিবে, এই বচনানুসারে সূর্য্যপূজা, সূর্য্যস্তোত্র ও সূর্য্যকবচ প্রভৃতি পাঠ করিবে। ভৈষজ্যরত্নাবলীতে নক্ষত্রদোষের বিষয় এই প্রকার লিখিত আছে—কৃত্তিকা নক্ষত্রে জ্বর হইলে ৯ দিন, রোহিণীতে ৩ দিন, মৃগশিরায় ৫ দিন, আর্দ্রায় মৃত্যু, পুনর্ব্বসু ও পুষ্যায় ৭ দিন, অশ্লেষায় ৯ দিন, মঘায় মৃত্যু, পূর্ব্বফল্গুনীতে ২ মাস, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ ও উত্তরফল্গুনীতে ১৫ দিন, হস্তায় ৭ দিন, চিত্রায় ১৫ দিন, স্বাতীতে ২ মাস, বিশাখায় ২০ দিন, অনুরাধায় ১০ দিন, জ্যেষ্ঠায় ১৫ দিন, মূলায় মৃত্যু, পূর্ব্বাষাঢ়ায় ১৫ দিন, উত্তরাষাঢ়ায় ২০ দিন, শ্রবণায় ২ মাস, ধনিষ্ঠায় ১৫ দিন, শতভিষায় ১০ দিন, পূর্ব্বভাদ্রপদে ১৯ দিন, অহির্ব্রধ্নে তিনপক্ষ, রেবতীতে ১০ দিন, অশ্বিনীতে ১ দিন ও ভরণীতে মৃত্যু হয়। (ভৈষজ্যর° ধৃত গৌরীকঞ্চুলিকা)

আশু জ্বরভোগ হইতে বিমুক্তিলাভ করিতে হইলে জ্বরবলি দেওয়া আবশ্যক। [জ্বরবলি দেখ]

জ্বরকালকেতুরস (পুং) জ্বরস্য কালকেতুরিব যঃ রসঃ। জ্বরনাশক ঔষধবিশেষ। এই ঔষধ প্রস্তুত-প্রণালী এইরূপ—পারদ, বিষ, গন্ধক, তাম্র, মনঃশিলা, ভেলা, হরিতাল এই সকল দ্রব্য সমভাগে সিজের আটায় মর্দ্দন করিয়া গজপুটে পাক করিয়া ৫ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহার অনুপান মধু। এই ঔষধে অষ্টবিধ জ্বর বিনষ্ট হয়, মহাদেব স্বয়ং এই ঔষধ ভবানীকে বলিয়াছিলেন। (ভৈষজ্যর° জ্বরাধি°)

জ্বরকুঞ্জরপারীন্দ্ররস (পুং) জ্বর-এব কুঞ্জরস্তস্য পারীন্দ্রঃ সিংহ ইব। জ্বরঘ্ন ঔষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত-প্রণালী এইরূপ—মূর্চ্ছিত রস ২ তোলা, অভ্র ১ তোলা, রৌপ্য, স্বর্ণমাক্ষিক, রসাঞ্জন, সীসক, তাম্র, মুক্তা, প্রবাল, লৌহ, শিলাজতু, গেরিমাটি, মনঃশিলা, গন্ধক, হেমসার (পাকাসোণা ও কাহারও কাহারও মতে তুঁতিয়া) ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা; এই সকল দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া কীকই, তুলসী, পুনর্ণবা গণিয়ারি, ভুইআমলা, ঘোষালতা, চিরতা, পদ্ম, শুলফ, শ্বেতলাজলা, লজ্জালুকী, মুণ্ডীরি ও গন্ধভেদাল ইহাদের প্রত্যেকের রসে তিন দিন ধরিয়া মর্দ্দন করিবে; ইহার বটিকা ৪ রতি প্রমাণ প্রস্তুত করিতে হয়। অনুপান পানের রস; ইহা অতিশয় অগ্নিবর্দ্ধক ও বিষমজ্বরের উৎকৃষ্ট ঔষধ এবং কাস, শ্বাস, প্রমেহ, শোথ, পাণ্ডু, কামলা, গ্রহণী ও ক্ষয়সংযুক্ত জ্বরও আশু প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যর°)

জ্বরকেশরিন্ (পুং) জ্বরস্য কেশরীব হন্তৎ। জ্বরনাশক ঔষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত-প্রণালী এইরূপ;—পারদ, বিষ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, গন্ধক, হরিতকী, আমলকী, বহেড়া ও জয়পাল এই সকল দ্রব্য সমান পরিমাণে লইয়া ভৃঙ্গরাজের রসে মর্দ্দন করিবে। পরে ১ গুঞ্জা প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। বালকের পক্ষে সর্ষপপ্রমাণ। অনুপান পিত্তজ্বরে চিনি, সন্নিপাতজ্বরে মরিচ, দাহজ্বরে পিপুল ও জীরা।

জ্বরঘ্ন (পুং) জ্বরং হন্তি হন-টক্। ১ গুড়ূচী। ২ বাস্তুক। (রাজনি°) (ত্রি) ৩ জ্বরনাশক।

জ্বরধূমকেতুরস (পুং) জ্বরস্য ধূমকেতুরিব যঃ রসঃ। জ্বরনাশক ঔষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত-প্রণালী এইরূপ—পারদ, সমুদ্রফেন, হিঙ্গুল ও গন্ধক এই সকল দ্রব্য সমভাগে আদার রসে তিন প্রহর মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। (ভৈষজ্যর°)

জ্বরনাগময়ূরচূর্ণ (ক্লী) জ্বর এবং নাগ তস্য ময়ূর ইব যৎ চূর্ণং। জ্বরনাশক ঔষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত-প্রণালী এইরূপ—লৌহ, অভ্র, সোহাগা, তাম্র, হরিতাল, রঙ্গ, পারদ, গন্ধক, সজিনাবীজ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, রক্তচন্দন, আতইচ, আকনাদি, বচ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বেণারমূল, চিতামূল, দেবদারু, পটোলপত্র, জীরক, ঋষভক, কৃষ্ণজীরা, তালীশপত্র, বংশলোচন, কণ্টকারীর ফল ও মূল, শঠী, তেজপত্র, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, শুলফ, ধন্যা, কট্কী, ক্ষেৎপাপড়া, মুথা, বালা, বেলশুঁঠ ও যষ্টিমধু প্রত্যেকের একভাগ; কৃষ্ণজীরাচূর্ণ ৪ ভাগ, তালজটাক্ষার ৪ ভাগ, ডানকুনীশাকচূর্ণ ৪ ভাগ, চিরতাচূর্ণ ৪ ভাগ, সিদ্ধিচূর্ণ ৪ ভাগ; সকল চূর্ণ একত্র করিয়া লইবে। এই চূর্ণ ঔষধের পরিমাণ ১ মাষা হইতে ২ মাষা পর্য্যন্ত। ইহাতে নানাপ্রকার বিষমজ্বর, দাহজ্বর, শীতজ্বর, কামলা, পাণ্ডু, প্লীহা, শোথ, ভ্রম, তৃষ্ণা, কাশ, শূল, যকৃৎ প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয়। ইহা ১ মাষা বা ২ মাষা পরিমাণে শীতল জলের সহিত সেবন করিলে অসাধ্য সন্ততাদি জ্বর, ক্ষয়জ্বর, ধাতুস্থজ্বর, কামজ ও শোকজজ্বর, ভূতাবেশজ্বর, অভিঘাতজ্বর, দাহজ্বর, শীতজ্বর, চাতুর্থিকজ্বর, জীর্ণজ্বর, বিষমজ্বর, প্লীহাজ্বর, উদুম্বুরী, কামলা, পাণ্ডু, শোথ, ভ্রম, তৃষ্ণা, কাস, শূল, ক্ষয়, যকৃৎ, গুল্মশূল, আমবাত এবং পৃষ্ঠ, কটী, জানু ও পার্শ্বস্থ-বেদনা বিনাশ হয়। (ভৈষজ্যর°)

জ্বরভৈরবচূর্ণ (ক্লী) জ্বরস্য ভৈরব-ইব নাশকত্বাৎ চূর্ণ। জ্বরনাশক ঔষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত-প্রণালী এইরূপ—শুণ্ঠী, বলাডুমুর, নিমছাল, দুরালভা, হরীতকী, মুথা, বচ, দেবদারু, কণ্টকারী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, শতমূলী, ক্ষেতপাপড়া, পিপুলমূল, রাখালশসা-মুল, কুড়, শঠী, মূর্ব্বামূল, পিপুল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, লোধ, রক্তচন্দন, ঘণ্টাপারুলি, ইন্দ্রযব, কুটজছাল, যষ্টিমধু, চিতামূল, সজিনাবীজ, বেড়েলা, আতইচ, কটকী, তাম্রমূলী, পদ্মকাষ্ঠ, যমানী, শালপাণি, মরিচ, গুলঞ্চ, বেণশুঁঠ, বালা, পর্পটী তেজপত্র, গুড়ত্বক্, আমলা, চাকুলে পটোলপত্র, শোধিতগন্ধক, পারদ, লৌহ, অভ্র ও মনঃশিলা এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগ সমুদায় চূর্ণের সমষ্টির অর্দ্ধেক চিরাতাচূর্ণ তাহার সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে। দোষের বলাবল বিবেচনা করিয়া ১ মাষা হইতে ৪ মাষা পর্য্যন্ত ব্যবহার করিতে পারা যায়। এই চূর্ণঔষধ সকলপ্রকার যকৃৎ, প্লীহা, অগ্রবৃদ্ধি, অগ্নিমান্দ্য, অরোচক, রক্তপিত্ত প্রভৃতি রোগে আশু উপকারপ্রদ এবং ইহা বিষমজ্বরের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ ও পাণ্ডু প্রভৃতি বিবিধরোগনাশক। (ভৈষজ্যর°)

জ্বরভৈরবরস (পুং) জ্বরে ভৈরবহর যঃ রসঃ। জ্বরনাশক ঔষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত-প্রণালী এইরূপ—ত্রিকটু, ত্রিফলা, সোহাগার খই, বিষ, গন্ধক, পারদ ও জয়পাল এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া ঘলঘসের রসে একদিন মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান—পানের রস ; পথ্য—মুগের ডাইল ও দ্রাক্ষা। ইহাতে সন্নিপাতিক জ্বর প্রভৃতি নিবারিত হয়। (ভৈষজ্যর°)

জ্বরমাতঙ্গকেশরিরস (পুং) জ্বর এব মাতঙ্গঃ তত্র কেশরীব। জ্বরনাশক ঔষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত-প্রণালী এইরূপ—পারদ, গন্ধক, হরিতাল, স্বর্ণমাক্ষিক, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরিতকী, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সৈন্ধবলবণ, নিম্ববীজ, কুঁচিলা ও চিতামূল প্রত্যেক ১ মাষা, জয়পাল ২ মাষা, বিষ ২ মাষা ইত্যাদি। এই সকল দ্রব্য নিসিন্দাপত্রের রসে ভাবনা দিয়া ১৷৷০ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান—উষ্ণজল। এই ঔষধ সেবন করিলে সকল প্রকার জ্বর, আম, অজীর্ণ, কামলা, পাণ্ডু ও জঠররোগ নাশ হয় ; এই ঔষধ ভেদক। (ভৈষজ্যর°)

জ্বরমুরারিরস (পুং) জ্বর মুর ইব তস্য অরি যঃ রসঃ। জ্বরনাশক ঔষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত-প্রণালী এইরূপ—পারদ, গন্ধক, বিষ ও হিঙ্গুল প্রত্যেক ২ তোলা, লবঙ্গ ১ তোলা, মরিচ ৮ তোলা, ধুতুরাবীজ ১৬ তোলা (এই স্থলে কাহারও কাহার মতে ১৬ তোলা জয়পাল), তেউড়ী ২ তোলা এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া দন্তীর কাথে ৭ বার ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে সকল প্রকার জ্বর, অজীর্ণ, বিষ্টম্ভ, আমবাত, কাস, শ্বাস, যকৃৎ, প্লীহা প্রভৃতি বিবিধ রোগ নষ্ট হয়। (ভৈষজ্যর°)

জ্বররাজ, বৈদ্যকোক্ত জ্বররোগের ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী ১ ভাগ পারদ, অর্দ্ধভাগ মাক্ষিক (নীলবর্ণ মক্ষিকাকৃত গোক্ষবর্ণ মধু), ২ ভাগ মনঃশিলা, ৩ ভাগ গন্ধক, ৮ ভাগ হরিতাল, ৫ ভাগ শুল্ব (তাম্র) ও ৩ ভাগ ভল্লাতক একত্র করিয়া চূর্ণ করিবে, পরে বজ্রাক্ষীর (সিজের আটা) দ্বারা দৃঢ় মৃত্তিকাপাত্রে ১ দিন পর্য্যন্ত জ্বাল দিবে, পরে শীতল হইলে মর্দ্দন করিয়া ৫ রতি পরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিবে। পানের সহিত সেবন করিলে অষ্টবিধ জ্বর বিনষ্ট হয়। (চিকিৎসাসারসংগ্রহ)

জ্বরবলি, জ্বররোগের শান্তির জন্য পূজাবিশেষ। তণ্ডুলচূর্ণ দ্বারা পুত্তলিকা নির্ম্মাণ করিয়া হরিদ্রা দ্বারা লেপ দিয়া বীরণের কচি পাতার আসনে স্থাপন করিবে এবং তাহার চারিদিকে চারিটী পীতবর্ণের ধ্বজ ভূষিত করিয়া হরিদ্রারসপূর্ণ চারিটী পুটিকা (অশ্বত্থপত্র নির্ম্মিত ঠোঙ্গা) চারিকোণে স্থাপন করিবে ; পরে সঙ্কল্পপূর্ব্বক জ্বরের ধ্যান করিয়া ক্রীত নব কপর্দ্দক ও গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিয়া সন্ধ্যা-সময়ে রোগীকে আরতি করিয়া মন্ত্রপাঠ করিবে। ওঁ নমো ভগবতে গরুড়াসনায় ত্র্যম্বকায় স্বস্ত্যস্তরস্তুতঃ স্বাহা, ওঁ কঁ টঁ পঁ সঁ বৈনতেয়ায় নমঃ, ওঁ হ্রীং ক্ষঃ ক্ষেত্রপালায় নমঃ, ওঁ ঠঠ ভোভো জ্বর শৃণু শৃণু হলহল গর্জ্জগর্জ্জ ঐকাহিকং দ্ব্যাহিকং ত্র্যাহিকং চাতুর্থকং আর্দ্ধমাসিকং নৈমিত্তিকং মৌহূর্ত্তিকং ফট্ ফট্ হ্রীঁ ফট্ ফট্ হন হন মুঞ্চ মুঞ্চ ভূম্যাং গচ্ছ স্বাহা।

এইরূপে দিনত্রয় পূজা করিয়া কোন এক বৃক্ষে, শ্মশানে অথবা চতুষ্পথে বিসর্জ্জন করিবে। এই পূজা বসতবাড়ীর দক্ষিণদিকে কোন বিশুদ্ধ স্থানে করিতে হয়। (ভৈষজ্যর°)

জ্বরশূলহররস (পুং) জ্বরস্য শূলং বেদনাং হরতি হৃ-অচ্। জ্বরঘ্ন ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী এইরূপ—রস ও গন্ধক সমভাগে লইয়া কজ্জলী করিবে। ঐ কজ্জলী একটী কাচ মধ্যে স্থাপন করিয়া তাহার উপর একটী তাম্রপাত্র অধোমুখ করিয়া আচ্ছাদন করিবে। পরে সন্ধিস্থল লেপিয়া পাক করিবে। শীতল হইলে চূর্ণ করিয়া যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবে। মাত্রা ২।০ রতি। জীরক ও সৈন্ধবলবণ চর্ব্বণান্তে পানের রসের সহিত সেবনীয়। ইহাতে চাতুর্থকাদিজ্বর নষ্ট হয়। (ভৈষজ্যর°)

চিকিৎসাসারসংগ্রহ মতে ৯ তোলা পারদ ও ৮ তোলা গন্ধক একপাত্রে বা ভিন্ন ভিন্ন পাত্রেই হউক স্থাপন করিয়া তাম্রপাত্রে ঢাকা দিবে। ঐ পাত্রে লবণ দিয়া পুনরায়

আচ্ছাদন করিবে। পরে পারদ ও গন্ধকের কজ্জলী করিবে। প্রাতে সেবনীয়।

জ্বরসিংহরস (পুং) জ্বরে জ্বররূপগজে সিংহ ইব যঃ রসঃ। জ্বরনাশক ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী এইরূপ—পারদ, গন্ধক, হরিতাল ও জেপালের মুটী এই চারি দ্রব্য সমভাগে লইয়া সিজবৃক্ষের আটা দিয়া উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে। পরে ঐ মর্দ্দিত ঔষধ একটী হাঁড়ীর ভিতর স্থাপন করিয়া সরা ঢাকা দিয়া উত্তমরূপে লেপ দিবে, অনন্তর উহা চুল্লীতে স্থাপনপূর্ব্বক দুই প্রহর জ্বাল দিবে; পরে যখন শীতল হইবে, তখন ভৃঙ্গরাজ, গণ্ডদূর্ব্বা ও চিতার রসে ক্রমে ক্রমে ভাবনা দিবে। পরে চূর্ণ করিয়া ইহা অতি যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবে। এই ঔষধ জ্বরোৎপত্তির চতুর্থ দিবস পরে প্রয়োগ করিতে হয়। (ভৈষজ্যর°)

জ্বরহন্তৃ (ত্রি) জ্বরং হন্তি হন-তৃচ্। জ্বরনাশক (স্ত্রী) মঞ্জিষ্ঠা। (রাজনি°)

জ্বরাগ্নি (পুং) জ্বর অগ্নিরিব। জ্বররূপ অগ্নি, পর্য্যায় আধিমন্থ্য। (হারাবলী)

জ্বরাঙ্কুশরস (পুং) জ্বরস্য অঙ্কুশ ইব যঃ রসঃ। জ্বরনাশক ঔষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত-প্রণালী এইরূপ—পারা, গন্ধক ও বিষ প্রত্যেকে ২ মাষা, ধুতুরাবীজ ৬ মাষা, ত্রিকটুচূর্ণ মিলিত ২৪ মাষা, একত্র মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে, অনুপান নেবুর বীজের শাঁস ও আদার রস, ইহাতে সকল প্রকার জ্বর নষ্ট হয়।

২য় প্রকার। রস ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, সোহাগার খই ২ ভাগ, বিষ ১ ভাগ, দন্তীবীজ ৫ ভাগ একত্র এই সমুদয় চূর্ণ করিবে। অনুপান ১ মাষা চিনি। ঔষধ সেবনান্তে কিঞ্চিৎ জলপান করা উচিত। ইহা ভেদিজ্বরাঙ্কুশ বলিয়া বিখ্যাত; এই জ্বরাঙ্কুশ ত্রিদোষজ্বরনাশক।

৩য় প্রকার। তাম্র ১ ভাগ, হরিতাল ২ ভাগ একত্র উচ্ছেপাতার রসে মর্দ্দন করিয়া ভূধরযন্ত্রে পাক করিবে। পরে সিজের আটায় মর্দ্দন ও ভূধরযন্ত্রে পাক করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান আদার রস। এই ঔষধ সেবন করিলে ঐকাহিক, দ্ব্যাহিক, ত্র্যাহিক, চাতুর্থক ও শীত সংযুক্ত বিষমজ্বর আশু প্রশমিত হয়।

৪র্থ প্রকার। পারদ ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, শুঁঠ, সোহাগার খই, হরিতাল ও বিষ প্রত্যেকে এক এক তোলা; এই সকল একত্র মর্দ্দন করিয়া ভৃঙ্গরাজরসে তিন দিন ভাবনা দিবে, চতুর্থ দিন ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান পিপুলচূর্ণ ও মধু। ইহা বিষমজ্বরনাশক।

৫ম প্রকার। মরিচ, সোহাগার খই, শঙ্খচূর্ণ, পারদ, গন্ধক ও বিষ একত্র মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান পানের রস; ইহাতে অষ্টবিধ জ্বর নষ্ট হয়।

৬ষ্ঠ প্রকার। গন্ধক, রোহিতমৎস্যপিত্ত ও বিষ ইহাদের প্রত্যেক ১ তোলা; ত্রিগুণ হরিতাল দ্বারা জারিত তাম্র ২ তোলা; এই সকল দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া গোঁড়ানেবুর রসে ২১ বার ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহার অনুপান চিনি। ইহাতেও অষ্টবিধ জ্বর নষ্ট হয়। (ভৈষজ্যর°)

জ্বরাঙ্গী (স্ত্রী) জ্বরং অঙ্গতি অঙ্গ-অচ্ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ভদ্রদন্তিকা। (রাজনি°)

জ্বরাতীসার (পুং) জ্বরযুক্তো অতীসারঃ। জ্বরযুক্ত অতিসার রোগবিশেষ। যদি পৈত্তিকজ্বরে পিত্তজন্য অতিসার অথবা অতীসাররোগে জ্বর উপস্থিত হয়, তাহা হইলে দোষ ও দূষ্যের সাম্যভাবহেতু ঐ মিলিত রোগদ্বয়কে জ্বরাতীসার বলা যায়। শুদ্ধ জ্বর ও শুদ্ধ অতিসারে যে যে ঔষধ উক্ত হইয়াছে, জ্বরাতিসারে সেই সেই ঔষধ মিলিত করিয়া প্রয়োগ করা অবিহিত, কারণ উহারা পরস্পরবর্দ্ধক। জ্বরঘ্ন ঔষধসকল প্রায়ই ভেদক, অতীসারের ঔষধসকল ধারক, সুতরাং জ্বরঘ্ন ঔষধ সেবনে অতীসারের বৃদ্ধি ও অতীসারের ঔষধ সেবনে জ্বরের বৃদ্ধি হয়। জ্বরাতীসারীর পক্ষে প্রথমে লঙ্ঘন ও পাচক ঔষধ ব্যবস্থেয়, কারণ রসের সম্বন্ধ ভিন্ন জ্বর বা অতীসার প্রায় উৎপন্ন হইতে পারে না। লঙ্ঘন ও পাচনদ্বারা রসের পরিপাক হইয়া রোগের বল হ্রাস হয়। (ভৈষজ্যর° জ্বরাতিসার) [জ্বর দেখ।]

জ্বরান্তক (পুং) জ্বরস্য অন্তক ইব ৬তৎ। ১ নেপালনিম্ব। ২ আরগ্বধ, চলিত কথায় সোঁদাল। (রাজনি°)

জ্বরান্তকরস (পুং) জ্বরস্য অন্তক ইব যঃ রসঃ। জ্বরনাশক ঔষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত-প্রণালী এইরূপ—তাম্র, গন্ধক, পারদ, সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা, স্বর্ণমাক্ষিক, লৌহ, হিঙ্গুল, অভ্র, রসাঞ্জন ও স্বর্ণ এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া ভূনিম্বাদির কাথে ৩ দিন ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান মধু; ইহাতে নানাবিধ বিষমজ্বর নষ্ট হয়। (ভৈষজ্যর°)

জ্বরাপহা (স্ত্রী) জ্বরং অপহন্তি নাশয়তি অপ-হন ড। ১ বিল্বপত্রী, চলিত কথায় বেলশুঁঠ। (শব্দচ°) (ত্রি) ২ জ্বরনাশক।

জ্বরারিরস (পুং) জ্বরস্য অরিঃ যঃ রসঃ। জ্বরনাশক ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী এইরূপ—হিঙ্গুল, গন্ধক, পারদ, তাম্র, সীসা, অভ্র, সোহাগা, বিট্‌লবণ ও মনঃশিলা এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া মর্দ্দন করিয়া সোঁদালপাতার রসে ১০ দিন ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান আদার রস; ইহাতে নানাপ্রকার জ্বর বিনষ্ট হয়। (ভৈষজ্যর°)

জ্বরার্য্যভ্র (পুং) জ্বরনাশক ঔষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত-প্রণালী এইরূপ—অভ্র, তাম্র, রস, গন্ধক ও বিষ প্রত্যেক ২ মাষা, ধুতুরাবীজ ৪ মাষা, ত্রিকটু মিলিত ১০ মাষা জলে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। দোষ বিবেচনা করিয়া অনুপান বিধেয়; ইহা সেবনে নানাবিধ জ্বর, প্লীহা, যকৃৎ, গুল্ম, অগ্নিমান্দ্য, শোথ, কাশ, শ্বাস, তৃষ্ণা, কম্প, দাহ, শীত, বমি প্রভৃতি বিনষ্ট হয়। (ভৈষজ্যর°)

জ্বরাশনিরস (পুং) জ্বরস্য অশনিরিব যঃ রসঃ। জ্বরনাশক ঔষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত-প্রণালী এইরূপ—রস, গন্ধক, সৈন্ধবলবণ, বিষ ও তাম্র প্রত্যেক সমভাগ, এই সকলের সমান লৌহ ও অভ্র, লৌহখলে লৌহদণ্ড দ্বারা নিসিন্দাপত্ররসে মর্দ্দন করিয়া তাহার সহিত সমভাগ পারদ ও মরিচচূর্ণ মিলিত করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান—পানের রস; ইহাতে ধাতু, বিষমজ্বর, যকৃৎ, গুল্ম, উদর, প্লীহা, শ্বয়থু প্রভৃতি রোগ আশু বিনষ্ট হয়। (ভৈষজ্যর°)

জ্বরিত (ত্রি) জ্বরোঽস্য সঞ্জাতঃ জ্বর-ইতচ্ (তদস্য সঞ্জাতং তারকাদিভ্যইতচ্। পা ৫।২।৩৬) জ্বরযুক্ত, জ্বররোগী।

জ্বরিন্ (ত্রি) জ্বরোঽস্ত্যস্য জ্বর ইনি। জ্বরযুক্ত।

জ্বল (পুং) জ্বল-অচ্। জ্বাল, দীপ্তি। (ত্রি) দীপ্তিবিশিষ্ট।

জ্বলকা (স্ত্রী) জ্বল-বুন্ স্ত্রিয়াং টাপ্। অগ্নিশিখা (হেম°) আগুনের ঝল্‌কা।

জ্বলৎ (পুং) জ্বল-শতৃ দীপ্তিমৎ, দীপ্তিযুক্ত। পর্য্যায়—জমৎ, কল্মলীকিন, জঞ্জনাভবন, মল্মলাভবন, অর্চ্চিস্, শোচিস্, তপস্, তেজস্, হর, হৃণি, শৃঙ্গ এই একাদশটী জ্বলতি নামধেয়। (বেদনিঘণ্টু ১ অঃ)

জ্বলন (ত্রি) জ্বল-যুচ্। ১ দীপ্তিশীল। ২ অগ্নি। ৩ চিত্রকবৃক্ষ (অমর) ৪ জ্বালা, অগ্নিশিখা। ৫ দাহাদিজনিত অশুভকর অনুভব।

জ্বলনাস্ত, বৌদ্ধদিগের মতে দশসহস্র দেবপুত্রের নায়ক। ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গ হইতে বৌদ্ধমঠে আগমন করিবামাত্রই ইনি বোধিজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন।

বোধিসত্ত্ব-সমুচ্চয় নাম্নী কুলদেবতা একদা বৌদ্ধদিগের প্রধান দেবতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে প্রভো! জ্বলনাস্ত-প্রমুখ দেবপুত্রগণ কেহই সংসার পরিত্যাগ করেন নাই, কিংবা ৬ প্রকার পারমিতায়ও তাঁহারা কেহ পারদর্শী ছিলেন না; তথাপি তাঁহারা কিরূপে বোধিজ্ঞান লাভে সমর্থ হইলেন। প্রধান দেবতা উত্তর করিলেন, তাঁহারা সকলেই সুবর্ণ-প্রভাসের অর্চ্চনা করিতেন এবং সেইজন্যই বোধিজ্ঞান লাভ করিয়াছেন।

তিনি আরও বলিলেন, সুরেশ্বরপ্রভের রাজত্বকালে সর্ব্বপ্রকার চিকিৎসাশাস্ত্রবিশারদ জতিন্ধর নামে এক ব্যক্তি জীবিত ছিলেন। রাজার অধর্ম্ম হেতু কোন সময়ে রাজ্য মধ্যে নানারূপ ব্যাধি উৎপন্ন হইতে লাগিল, কিন্তু বার্দ্ধক্য ও অন্ধতাহেতু জতিন্ধর তাহা নিরাকরণ করিতে সমর্থ হইলেন না। তাঁহার পুত্র জলবাহন পিতার নিকট চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করিয়া রাজাকে রোগমুক্ত করিলেন।

জলাম্বর ও জলগর্ভ নামে জলবাহনের দুইটী পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। একদা যখন তিনি পুত্রদ্বয় সমভিব্যাহারে কোন সরোবরের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন, তখন দেখিলেন সরোবরটী প্রায় শুকাইয়া গিয়াছে। সেই সরোবরে দশসহস্র মৎস্য বাস করিত। জলবাহন একজন বিখ্যাত চিকিৎসক। এই জন্য সরোবরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী অর্দ্ধ প্রকাশিতা হইয়া সেই সরোবরস্থ মৎস্যদিগের জীবন রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। জলবাহন নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে জল দেখিতে না পাইয়া যাহাতে সরোবরের সামান্যমাত্র অবশিষ্ট জল সূর্য্যের প্রখরকিরণে শুকাইয়া না যায়, তজ্জন্য কতকগুলি বৃক্ষের পত্র ও শাখা জলোপরি নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর বহুদূরে জলাগম নামে একটী নদী দেখিতে পাইলেন এবং রাজা সুরেশ্বরপ্রভের নিকট হইতে ২০টী হস্তী চাহিয়া লইয়া তাহাদের সাহায্যে জল আনিয়া সরোবর পরিপূর্ণ ও মৎস্যদিগকে যথেষ্ট খাদ্য প্রদান করিলেন। পরে তিনি হাঁটু পর্য্যন্ত জলমধ্যে দাঁড়াইয়া পরমেশ্বরকে যথাবিহিত অর্চ্চনার পর তাঁহার নিকট এই বর চাহিলেন, যাহারা মৃত্যুকালে আপনার নাম শুনিবে, তাহারা যেন মৃত্যুর পর ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গে জন্মগ্রহণ করে। "নমস্তস্মৈ ভগবতে রত্নশিখিনে" ইত্যাদি মন্ত্রপাঠের পর তিনি মৎস্যদিগকে বৌদ্ধধর্ম্মের কয়েকটী গূঢ়মত শিক্ষা দিলেন।

মৎস্যগণ সেইরাত্রেই গতাসু হইল এবং পূর্ব্বোক্ত স্বর্গে জন্মগ্রহণ করিল। জ্বলনাস্তপ্রমুখ দেবপুত্রগণ সকলের পূর্ব্বে দশসহস্র মৎস্যরূপে উক্ত সরোবরে বাস করিতেছিলেন।

জ্বলনাশ্মন্ (পুং) জ্বলনঃ অশ্মা নিত্যকর্ম্মধা°। সূর্য্যকান্তমণি। (রাজনি°)

জ্বলন্ত (দেশজ) প্রজ্বলিত, দীপ্ত।

জ্বলিত (ত্রি) জ্বল-ক্ত। ১ দগ্ধ। (মেদিনী) ২ উজ্জ্বল, দীপ্ত।

জ্বলিনী (স্ত্রী) জ্বল-ইনি-ঙীপ্। মূর্ব্বা লতা। (রাজনি°)

জ্বাল (পুং, স্ত্রী) জ্বল-ণ। ১ অগ্নিশিখা। (ত্রি) ২ দীপ্তিযুক্ত। (স্ত্রী) ৩ দগ্ধান্ন। (শব্দচ°) (পুং) ভাবে ঘঞ্। ৪ দীপ্তি।

জ্বালধরগদ (পুং) জ্বালধরনাম যো গদঃ। জালগর্দ্দভ নামক ক্ষুদ্ররোগবিশেষ। [ক্ষুদ্ররোগ দেখ।]

জ্বালা (স্ত্রী) জ্বল-টাপ্। ১ দহন। অগ্নিশিখা। ৩ স্বনামখ্যাতা খনকের পত্নী।

"খনকঃ খলু তক্ষকদুহিতরমুপযেমে জ্বালাংনাম" (ভার° ১।৯৫।২৫)

খনক তক্ষকদুহিতা জ্বালাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, ইঁহার গর্ভে মতিনার নামে পুত্র হয়।

জ্বালাজিহ্ব (পুং) জ্বালা শিখৈব জিহ্বা যস্য বহুব্রী। ১ অগ্নি। (হেম) ২ চিত্রকবৃক্ষভেদ।

জ্বালাতন (দেশজ) উৎপীড়িত, বিরক্ত, উত্যক্ত।

জ্বালান (দেশজ) ক্লেশ দেওন, উৎপীড়ন।

জ্বালামালিনী (স্ত্রী) জ্বালানাং মালা অস্ত্যস্য ইনি ঙীপ্। দেবীবিশেষ। ইঁহার পূজাদির বিবরণ তন্ত্রসারে এইরূপ উক্ত হইয়াছে। "ওঁ নমঃ ভগবতি! জ্বালামালিনি গৃধ্রগণপরিবৃতে হূং ফট্ স্বাহা" এই মন্ত্রদ্বারা অঙ্গন্যাস করিবে। পরে "ওঁ নমঃ হৃদয়ং প্রোক্তং ভগবতীতি শিরঃ স্মৃতং। জ্বালামালিনীতি চ শিখা গৃধ্রগণপরিবৃতে। ততঃ বর্ম্মস্বাহাস্ত্রমিত্যুক্তং জাতিযুক্তং ন্যসেৎ তনৌ।" এই মন্ত্রদ্বারা অঙ্গন্যাস করিবে। "ওঁ নমঃ হৃদয়ায় নমঃ" ইত্যাদি মন্ত্র ২৩ দিন ধরিয়া অষ্টসহস্র জপ করিলে যে বিষয় সাধন করা যায়, তাহা সিদ্ধ হয় ও এই মন্ত্র স্মরণমাত্রেই সকল রিপু বিনষ্ট হয়। (তন্ত্রসার)

জ্বালাবক্ত্র (পুং) জ্বালেব বক্ত্রং যস্য বহুব্রী। শিব। (ব্রহ্মপুং)

জ্বালিন্ (পুং) জ্বল-ণিনি। ১ শিব। ২ দীপ্তি। (ত্রি) ৩ শিখাযুক্ত।

জ্বালেশ্বর (পুং) মৎস্যপুরাণোক্ত তীর্থবিশেষ।

জ্বালামুখী (স্ত্রী) জ্বালৈব মুখং প্রধানং যস্য বহুব্রী। পীঠভেদ। এই স্থানে ভৈরবের নাম উন্মত্ত এবং ভৈরবীর নাম অম্বিকা। [পীঠ দেখ।]

পঞ্জাবপ্রদেশে কাঙ্গড়া জেলার অন্তর্গত দেরা তহসীলের একটী প্রাচীন নগর ও হিন্দুতীর্থ। অক্ষা° ৩১° ৫২´ ৩৪´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৬° ২১´ ৯´´ পূঃ। নাদাউনের ১০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে কাঙ্গড়া হইতে নাদাউন যাইবার পথে বিপাশা নদীর উত্তরসীমাবর্ত্তী চাঙ্গা নামক দুরারোহ পর্ব্বতশ্রেণীর পাদদেশে এই নগর অবস্থিত। পূর্ব্বে এই নগর বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল, এখনও ইহার পূর্ব্বকীর্ত্তির বিস্তর ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। তন্ত্রাদির মতে, ইহা একটী মহাপীঠ, সতীদেহ বিষ্ণুকর্ত্তৃক ছিন্ন হইলে এইস্থলে সতীর জিহ্বা পতিত হয়।

পর্ব্বতের এক স্থান হইতে প্রস্তর ভেদ করিয়া প্রস্রবণ ও এক প্রকার দাহ্য বাষ্প অবিরত নির্গত হইতেছে। দীপসংযোগ করিলে বাষ্প জ্বলিতে থাকে। ঐ স্থানকে দেবীর জ্বলন্তমুখ বলে। এই নিমিত্তই ঐ স্থানের নাম জ্বালামুখী হইয়াছে। প্রস্রবণের উপর একটী মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। মন্দিরের বিস্তার ২০ হস্ত ও ইহার মধ্যস্থলে একটী চৌবাচ্চা হইতে জল ও অল্প অল্প দাহ্য বাষ্প নির্গত হয়। মন্দিরের যাজকগণ ঘৃতসংযোগে বাষ্প অনেকক্ষণ প্রজ্বলিত রাখেন। রণজিৎসিংহ মন্দিরের অভ্যন্তরভাগ স্বর্ণমণ্ডিত করিয়া দেন। প্রতিদিন বহুসংখ্যক যাত্রী এই তীর্থদর্শনে আইসে। আশ্বিনমাসে এখানে একটী পর্ব্ব হয়, তদুপলক্ষে বিস্তর যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে।

প্রবাদ আছে, যে পূর্ব্বকালে একদিন দেবী দক্ষিণদেশস্থ এক ব্রাহ্মণকুমারকে স্বপ্নে দর্শন দেন ও উত্তরদেশে আসিয়া এই স্থান বাহির করিতে আদেশ করেন। তদনুসারে ব্রাহ্মণকুমার এই স্থান বাহির করিয়া তথায় ভগবতীর পূজা করেন ও একটী মন্দির নির্ম্মাণ করেন। বর্ত্তমান মন্দির পর্ব্বতপার্শ্বে প্রস্রবণের উপর নির্ম্মিত। ইহার চূড়া ও গুম্বজ স্বর্ণমণ্ডিত, খড়্গসিংহপ্রদত্ত রজতনির্ম্মিত কপাটগুলিই মন্দিরের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শিল্পনৈপুণ্যের পরিচায়ক। লর্ড হার্ডিঞ্জ ঐ কপাটদর্শনে এতদূর প্রীত হয়েন যে, ইহার একটী আদর্শ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। মন্দিরের মধ্যে কোনরূপ দেবমূর্ত্তি নাই।

মন্দিরের অভ্যন্তর ব্যতীত আরও কএকস্থলে জল ও অল্প পরিমাণে দাহ্য বাষ্প নির্গত হয়। মতান্তরে ঐ অগ্নি জলন্ধরনামক দৈত্যের মুখনিঃসৃত। কথিত আছে, মহাদেব ঐ দুর্দ্দান্ত দৈত্যকে পরাস্ত করিয়া পর্ব্বত চাপা দেন, ঐ দৈত্যের মুখ হইতে অদ্যাপি অগ্নি নিঃসৃত হইতেছে। [জলন্ধর দেখ।] যাহা হউক বর্ত্তমান মন্দির ভগবতীর ও ইহার মধ্যস্থ কুণ্ড দেবীর উল্কাময়ী মুখ বলিয়া সর্ব্বত্র বিখ্যাত।

দেবীর মন্দিরের চতুর্দ্দিকে অনেক ক্ষুদ্র দেবালয়, ধর্ম্মশালা, পান্থনিবাস ও পাতিয়ালারাজনির্ম্মিত সরাই আছে; দরিদ্র তীর্থযাত্রিগণ ঐ সকল হইতে ভোজনাদি প্রাপ্ত হয়। এখানে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাসী, অতিথি, তীর্থযাত্রী ও গবাদি বাস করে। নগরের অবস্থা ততদূর পরিচ্ছন্ন নহে, কিন্তু ইহার বাজার সুবৃহৎ। তথায় বহুসংখ্যক দেবমূর্ত্তি, জপমালা প্রভৃতি উপাসনা সামগ্রী দৃষ্ট হয়।

এই নগর দিয়া হিমালয়ের পার্ব্বত্য দ্রব্যজাত ও সমতলের দ্রব্যজাতের বিনিময় হয়। রপ্তানীর মধ্যে কুলু হইতে অহিফেন প্রধান। নগরে ছয় স্থানে ৬টী উষ্ণপ্রস্রবণ আছে। ঐ সকল প্রস্রবণের জলে লবণ ও কিয়ৎপরিমাণে পটাসিয়ম আইওডাইড্ মিশ্রিত আছে, তজ্জন্য উহা পান করিলে কয়েক প্রকার রোগ আরাম হয়। জ্বালামুখী নগরে একটী থানা, ডাকঘর ও বিদ্যালয় আছে।

কোন্ সময় হইতে জ্বালামুখীর প্রস্রবণ ও দাহ্য বাষ্পোদগম

আরম্ভ হয় তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। সম্ভবতঃ ইহা খৃষ্টীয় শতাব্দীর বহুপূর্ব্বেও বিদ্যমান ছিল। চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং ভারতবর্ষে আসিয়া পঞ্জাবপ্রদেশের একই পর্ব্বতে শীতল ও উষ্ণপ্রস্রবণের কথা উল্লেখ করেন। সম্ভবতঃ ঐ উষ্ণপ্রস্রবণ জালামুখীর অগ্নিকুণ্ড হইবে। হিন্দুদিগের মধ্যে প্রবাদ, দিল্লীশ্বর ফিরোজশাহ তোগলক জ্বালামুখীদেবীর দর্শন ও তাঁহার পূজা করিয়া কাঙ্‌ড়া দেশ জয় করেন। মুসলমানেরা একথা স্বীকার করে না। বোধ হয়, ফিরোজশাহ কৌতূহলপরবশ হইয়া জ্বালামুখীর ঐ আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শনার্থ গমন করেন। তাহাতেই হিন্দুগণ ঐরূপ রটাইয়া থাকিবে।

ঝ

ঝ, ব্যঞ্জনবর্ণের নবম বর্ণ, চবর্গের চতুর্থ বর্ণ। ইহার উচ্চারণ-কাল অর্দ্ধমাত্রা পরিমিত সময় ও উচ্চারণস্থান তালু। উচ্চারণ করিতে আভ্যন্তরিক প্রযত্নে জিহ্বার অগ্রভাগ দ্বারা তালু স্পর্শ। বাহ্যপ্রযত্ন সংবার, নাদ ও ঘোষ। ইহা মহাপ্রাণ বর্ণ মধ্যে পরিগণিত। মাতৃকান্যাসকালে বামকরাঙ্গুলিমূলে ইহার ন্যাস করিতে হয়। কলাপমতে ইহার ঘোষবৎ সংজ্ঞা। ইহা কুণ্ডলী, মোক্ষরূপিণী, বিদ্যুল্লতার ন্যায় রক্তাকার, উজ্জ্বল তেজোযুক্ত, সর্ব্বদা সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণযুক্ত, পঞ্চদেবময়, পঞ্চপ্রাণময়, ত্রিবিন্দু ও ত্রিশক্তিসংযুক্ত। (কামধেনুতন্ত্র)

ইহার ধ্যান। "ধ্যানমস্য প্রবক্ষ্যামি শৃণুষ্ব কমলাননে!
সন্তপ্তহেমবর্ণাভাং রক্তাম্বরবিভূষিতাম্।
রক্তচন্দনলিপ্তাঙ্গীং রক্তমাল্যবিভূষিতাম্।
চতুর্দ্দশভুজাং দেবীং রত্নহারোজ্জ্বলাং পরাম্।
ধ্যাত্বা ব্রহ্মস্বরূপাং তাং তন্মন্ত্রং দশধা জপেৎ।"(বর্ণোদ্ধারতন্ত্র)

বর্ণাভিধানতন্ত্রমতে, ইহার বাচক শব্দ—ঝঙ্কার, গুহ, মার্গী ঝর্ঝর, বায়ু, সম্বন, অজেশ, দ্রাবিণী, নাদ, পাশী, জিহ্বা, জল, স্থিতি, বিরাজেন্দ্র, ধনুর্হস্ত, কর্কশ, নাদজ, কুণ্ড, দীর্ঘবাহু, রস, রূপ, আকম্পিত, সুচঞ্চল, দুর্ম্মুখ, নষ্ট, আত্মাবান্, বিকটা, কুচমণ্ডল, কলহংসপ্রিয়া, বামা, বামাঙ্গুল, সুপর্ব্বক, দক্ষহাস, অট্টহাস, পুণ্যাত্মা ও ব্যঞ্জনস্বর।

মাত্রাবৃত্তে ইহার প্রথম বিন্যাসে ভয় ও মরণ হয়।

"ভয়মরণকরৌ ঝঞৌ" (বৃত্তরত্ন° টী°)

ঝ (পুং) ঝটতি ঝট-ড। (অন্যেষপি দৃশ্যতে। পা ৩।২।১০১) ১ ঝঞ্ঝাবাত। ২ নষ্ট। ৩ জলবর্ষণ। (শব্দর°) ৪ ঝিণ্টীশ। ৫ দেবগুরু। ৬ দৈত্যরাজ। ৭ ধ্বনিভেদ। ৮ উচ্চবাত। (মেদিনী)

ঝকড়া (দেশজ) কলহ। কুন্দল। বিবাদ।

ঝকনৌদ, মধ্যভারতের ভোপাবর এজেন্সীর অন্তর্গত ঝাবুয়া রাজ্যের একটী নগর। এই নগর সর্দ্দারপুর হইতে ১৫ মাইল দূরে, ঝাবুয়া নগরের ২৪ মাইল উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। এখানে একজন ঠাকুর অর্থাৎ প্রধান সামন্ত বাস করেন।

ঝকার (পুং) ঝ-কার (স্বার্থে)। ঝমাত্র বর্ণ।

"ঝকারং পরমেশানি!" (কামধেনুতন্ত্র)

ঝকিক্ (দেশজ) ভর্ৎসনা, ধমক, প্রতিক্ষেপ।

ঝক্ (দেশজ) ১ দীপ্তি। ২ চমক্। ৩ বৃথা।

ঝক্ঝক্ (দেশজ) ১ দীপ্তিময়। ২ দীপ্তি। ৩ ঔজ্জ্বল্য।

ঝক্ঝকিয়া (দেশজ) ঝক্ঝক্।

ঝক্মক্ (দেশজ) ঝক্ঝক্।

ঝক্মকানি (দেশজ) ঝক্মক্ করা।

ঝক্মারী (দেশজ) ১ ত্রুটী। ২ অপরাধ। অনুতাপ। ৪ খেদ।

ঝগতি (অব্য) ঝটিতি পৃষো°। শীঘ্র।

ঝগঝগায়মান (ত্রি) ঝগঝগ-ক্যঙ্ শানচ্। (কর্ত্তুঃ ক্যঙ্ সলোপশ্চ। পা ৩।১।১১) দেদীপ্যমান।

"প্রভানিকররশ্মিভিঝগায়মানাংশুকাং। (দেবীপু°)

ঝঙ্কার (পুং) কৃ-ঘঞ্-কারঃ, ঝন্ ইত্যব্যক্তশব্দস্য কারঃ করণং যত্র। ১ ভ্রমর প্রভৃতির গুঞ্জন। ২ ঝন্ঝন্ শব্দ। ৩ অব্যক্তধ্বনি।

"প্রারব্ধো মধুপৈরকারণমহো ঝঙ্কারকোলাহলঃ। (বল্লালসেন)

ঝঙ্কারিণী (স্ত্রী) ঝঙ্কার অস্ত্যর্থে ইনি ঙীপ্। ১ গঙ্গা। ২ ঝিণ্টীশ।

ঝঙ্কারিত (ত্রি) ঝঙ্কার-ইতচ্ (তার°) ঝঙ্কারযুক্ত।

ঝঙ্কিল (দেশজ) একজাতীয় বড় বক।

ঝঙ্কৃতা (স্ত্রী) তারাদেবতা।

"ঝর্ঝরী ঝঙ্কৃতা ঝিল্লী ঝরী ঝর্ঝরিকা তথা।" (তারাসহস্রনাম)

ঝঙ্কৃতি (স্ত্রী) কৃ-ক্তি কৃতিঃ ঝম্ ইত্যব্যক্তশব্দস্য কৃতিঃ করণং যত্র। কাংস্যাদির ধ্বনি। (শব্দার্থচি°)

ঝঙ্গ, পঞ্জাবের ছোটলাটের শাসনাধীন একটী জেলা। এই জেলা মুলতান বিভাগের উত্তরভাগে অক্ষা° ৩° ৩৫´ হইতে ৩২° ৪´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭১° ৩৯´ হইতে ৭১° ৩৮´ পূঃ। পরিমাণফল অনুসারে ধরিলে পঞ্জাবের ৩২টী জেলার মধ্যে ঝঙ্গ জেলা চতুর্থ এবং অধিবাসীসংখ্যা অনুসারে ষড়্বিংশস্থানীয়। ইহার উত্তরে শাহপুর ও গুজরান্‌বালা, পশ্চিমে ডেরাইস্মাইলখাঁ এবং পূর্ব্বদক্ষিণে মণ্টগমরি, মুলতান ও মুজাফরগড়। পরিমাণফল ৫৭০২ বর্গমাইল। ঝঙ্গ নগরের উপকণ্ঠস্থিত মাঘিয়ানা জেলার সদর কাছারী, আদালত প্রভৃতি আছে।

এই জেলার আকার কতকটা ত্রিভুজের ন্যায়। পূর্ব্বভাগ রেচ্‌না দোয়াবের অন্তর্ব্বর্ত্তী পর্ব্বতময়, তাহার পর হইতে চন্দ্রভাগা ও বিতস্তা নদীদ্বয়ের সঙ্গমপর্য্যন্ত ত্রিকোণভূমি, পরে ঐ সংযুক্ত নদীদ্বয়ের তীর দিয়া সিন্ধুসাগর দোয়াব পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ। ইরাবতী নদী ইহার দক্ষিণ সীমার কতক অংশে প্রবাহিত। এই জেলার ভূমি অতি বিসদৃশ। পূর্ব্বভাগে উচ্চ পাহাড় ও তাহার স্থানে স্থানে বালুকাময় ব্যবধান দৃষ্ট হয়। দক্ষিণভাগে ইরাবতী-কূলবর্ত্তী ভূভাগ এবং বিতস্তা নদীর সহিত সঙ্গমস্থলের উপর ও নিম্ন উত্তরদিকে চন্দ্রভাগার পশ্চিমকূলবর্ত্তী স্থানের ভূমি উর্ব্বরা ও বহুজন-সমাকীর্ণ। চন্দ্রভাগা নদীর ৭ মাইল পূর্ব্বে উর্ব্বর নিম্নভূমি সহসা জনশূন্য অনুর্ব্বর উচ্চপ্রদেশে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

বিতস্তা ও চন্দ্রভাগার মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ অনুর্ব্বর, কেবল নদীতীরে চাষ হয়। বিতস্তার পর পারে সিন্ধুসাগর খাড়ি নামক উচ্চ পাহাড় পর্য্যন্ত কএক মাইল স্থান অতিশয় উর্ব্বরা। সমস্ত জেলায় কেবল ৩৯ অংশ মাত্র স্থানে বসতি আছে ও অবশিষ্ট সমস্তই অনুর্ব্বর। অনেক স্থানে জনপ্রাণী ও তরুলতাশূন্য ভূভাগ এবং উত্তরপূর্ব্বাংশে একটী প্রাচীন নদীর শুষ্ক গর্ভ পড়িয়া আছে।

এই জেলায় কোন প্রকার খনি নাই। তবে চিনিয়টের নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতের নানাস্থানের খাত হইতে প্রস্তর খোদিত হয়। ঐ সমস্ত প্রস্তরে জাঁতা, খল, শিল, রুটীবেলনের পিঁড়ি, প্রদীপ, শান প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। কিরাণ পর্ব্বতে লোহের খনি আছে বলিয়া অনেকের বিশ্বাস, কিন্তু উহা এ পর্য্যন্ত উত্তোলিত হয় নাই। দক্ষিণসীমান্থ ললেরা হইতে মৎস্য যাইয়া মুলতানে বিক্রীত হয়। হিংস্রজন্তুর মধ্যে নেকড়ে, হাড়িঙ্গা, বনবিড়াল প্রধান; মৃগ, শূকর ও শশকাদি নির্জ্জন অরণ্যে দৃষ্ট হয়। সাজি নামক এক প্রকার বৃক্ষের ভস্ম হইতে ক্ষার হয়। ঐ বৃক্ষ বিতস্তা ও চন্দ্রভাগার মধ্যবর্ত্তী উচ্চ ভূমিতে ও রেচনা দোয়াবের দক্ষিণভাগে প্রচুর পরিমাণে জন্মে।

এই জেলার ইতিহাস অতি প্রাচীন। ইহার অন্তর্ব্বর্ত্তী সঙ্গলবালতার নামক পাহাড়ের উপরিস্থ বহু প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া জেনারেল কানিংহাম স্থির করেন যে, ঐ স্থানই পুরাণোক্ত শাকল, বৌদ্ধগ্রন্থবর্ণিত সাগল ও গ্রীক ঐতিহাসিকগণের সঙ্গল। ঐ পাহাড় গুজরানবালার সীমায় অবস্থিত এবং উভয়দিকে দুইটী জলাভূমি দ্বারা পরিবেষ্টিত। পূর্ব্বে ঐ জলাভূমিতে গভীর হ্রদ ছিল। মহাভারতে শাকল মদ্ররাজের রাজধানী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে; আজিও ঐ প্রদেশকে মদ্র দেশ কহে। বৌদ্ধদিগের উপাখ্যানপাঠে জানা যায় সাগল কুশরাজের রাজধানী ছিল। রাজমহিষী প্রভাবতীকে অপহরণ করিবার নিমিত্ত সাতজন রাজা সাগল আক্রমণ করে। মহারাজ কুশ হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া নগরের বাহিরে শত্রুদিগের সম্মুখীন হইলেন এবং তথায় এরূপ উৎকট হুঙ্কারধ্বনি করিলেন যে, স্বর্গ, মর্ত্ত্য প্রতিধ্বনিত হইল এবং আক্রমণকারিগণ ভয়ে পলায়ন করিল। গ্রীক ঐতিহাসিকগণ বলেন, আলেকসান্দর সঙ্গল রাজার আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হইয়া গঙ্গাকূলবর্ত্তী প্রদেশ জয়ে ক্ষান্ত থাকেন এবং ঐ স্থান আক্রমণ করেন। তৎকালে সঙ্গল অতি দুরাক্রম্য ছিল, ইহার দুই দিকে গভীর হ্রদ এবং নগর ইষ্টকপ্রাচীরবেষ্টিত। গ্রীকগণ বহুকষ্টে ইহার প্রাচীর ভাঙ্গিয়া নগর অধিকার করে। চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং ৬৩০ খৃঃ অব্দে শাকল পরিদর্শন করেন, তৎকালে উহার ভগ্ন প্রাচীর বর্ত্তমান ছিল এবং প্রাচীন নগরের স্তূপাকৃতি ধ্বংসাবশেষসমূহের মধ্যস্থলে একটী ক্ষুদ্র সহর ছিল। হিউএন্‌সিয়াংয়ের বিবরণ পাঠ করিয়াই কানিংহাম্ সাহেব শাকলের অবস্থান নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হন। এখনও এখানে একটী বৌদ্ধমঠে প্রায় এক শত বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বাস করেন। দুইটী টোপ অর্থাৎ স্তূপও আছে, তন্মধ্যে একটী মহারাজ অশোকনির্ম্মিত। চন্দ্রভাগার নিম্ন অববাহিকাস্থিত শেরকোট আলেকসান্দরকর্ত্তৃক অধিকৃত মল্লীর নগর বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। হিউএন্‌সিয়াং পরে এই স্থানকে একটী প্রদেশের রাজধানী বলিয়া বর্ণনা করেন।

এই জেলার অপেক্ষাকৃত আধুনিক ইতিহাস শিয়ালরাজবংশের বিবরণে সংশ্লিষ্ট। এই শিয়ালরাজগণ মুলতান ও শাহপুরের মধ্যবর্ত্তী এক বিস্তীর্ণ প্রদেশে রাজত্ব করিতেন। ইহারা দিল্লীর সম্রাটের অধীনতা কথঞ্চিৎ স্বীকার করিতেন; অবশেষে রণজিৎসিংহ ইহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করেন। ঝঙ্গের শিয়ালগণ রাজপুতকুলোদ্ভব এবং মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী। ইহাদের আদিপুরুষ রায়শঙ্কর। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জৌনপুরে বাস স্থাপন করেন। ইহার পুত্র শিয়াল ঐ নগর ত্যাগ করিয়া মোগল-প্রপীড়িত পঞ্জাবে আগমন করেন। তিনি নগরস্থাপনোপযোগী স্থান খুঁজিতে খুঁজিতে একদিন সহসা পাকপত্তনের বিখ্যাত ফকির বাবা ফরিদউদ্দীন্ শাকরগঞ্জের সম্মুখে পতিত হন। ফকিরের বাকপটুতায় মুগ্ধ হইয়া শিয়াল মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ইনি কিছুকাল শিয়ালকোটে থাকিয়া অবশেষে শাহপুর জেলার সাহিবালে গমন করেন এবং তথায় বিবাহ করিয়া বাস করেন। শিয়ালের অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ মাণক ১৩৮০ খৃষ্টাব্দে মানকেড় নগর স্থাপন করেন এবং তাঁহার প্রপৌত্র মালখাঁ ১৪৬২ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রভাগাতীরে ঝঙ্গশিয়াল নির্ম্মাণ করেন। ইহার চারি বৎসর পরে মালখাঁ সম্রাটের আদেশক্রমে লাহোরে উপস্থিত হন এবং সম্রাটকে বার্ষিক নির্দ্দিষ্ট কর প্রদান করিয়া ঝঙ্গপ্রদেশ প্রাপ্ত হন। সেই অবধি তাঁহার বংশধরগণ ঝঙ্গে রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে শিখগণ পরাক্রান্ত হইয়া উঠে। ভঙ্গী প্রদেশের করম্‌সিং দুলু ঝঙ্গ জেলার চিনিয়ট দুর্গ অধিকার করেন। ১৮০৩ খৃঃ অব্দে রণজিৎসিংহ ঐ দুর্গ আক্রমণ ও অধিকার করেন। ইহার পর রণজিৎসিংহ ঝঙ্গ আক্রমণের উদ্যোগ করিলে শিয়ালবংশের শেষ রাজা আহ্মদখাঁ বার্ষিক ৭০ সহস্র টাকা ও একটী অশ্বী প্রদানে অঙ্গীকার করিয়া অব্যাহতি পান।

ইহার তিন বর্ষ পরে মহারাজ রণজিৎ পুনরায় ঝঙ্গ আক্রমণ করেন, আহ্মদ খাঁ পলাইয়া মুলতানে আশ্রয় লয়েন। রণজিৎসিংহ সর্দ্দার ফতেসিংহকে ঝঙ্গের সর্দ্দার করিয়া প্রত্যাগমন করিলে, আহ্মদ খাঁ পুনরায় পূর্ব্বোক্ত করদানে তাঁহার রাজ্যের কতক অংশ দখল করিতে লাগিলেন। ১৮১০ খৃঃ অব্দে রণজিৎসিংহ মুলতান অধিকার করিয়া তাঁহার শত্রু মুজাফর খাঁকে সাহায্য করা অপরাধে আহ্মদ খাঁকে বন্দী করিলেন। লাহোরে আসিয়া রণজিৎসিংহ আহ্মদ খাঁকে একটী জায়গীর প্রদান করেন। আহ্মদের পর তৎপুত্র ইনায়েত খাঁ আধিপত্য করিতে থাকেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা ইস্‌মাইল খাঁ অধিকার পাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু গোলাপ-সিংহের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সফলকাম হইলেন না। ১৮৪৭ খৃঃ অব্দে পঞ্জাব ইংরাজাধিকৃত হইলে ঝঙ্গ জেলা গবর্মেণ্টের অধিকারভুক্ত হইল। ১৮৪৮ খৃঃ অব্দে ইস্‌মাইল খাঁ বিদ্রোহী রাজগণের দমনে গবর্মেণ্টের সাহায্য করায় এবং সিপাহী-বিদ্রোহের সময় একদল অশ্বারোহী সৈন্যসহ ইংরাজ-পক্ষ অবলম্বন করায়, গবর্মেণ্ট তাঁহাকে আজীবন একটী জায়গীর ও খাঁ বাহাদুর উপাধি প্রদান করিয়াছেন।

ঝঙ্গ জেলার মাঘিয়ানা, ঝঙ্গ ও চিনিয়ট কেবলমাত্র এই তিনটী নগরে পঞ্চসহস্রাধিক লোক বাস করে।

প্রথমোক্ত দুইটী নগর ফলে একটী নগর বলিয়াই ধরা যাইতে পারে। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য সহরের মধ্যে শেরকোট ও আহ্মদপুর প্রধান। চিনিয়ট তহসীলও অপেক্ষাকৃত উর্ব্বরা। অধিবাসিগণ নিজ নিজ কূপের নিকটে একাকী থাকিতে ভালবাসে। কচিৎ কোনস্থানে লম্বরদার অর্থাৎ মোড়লের কূপের চতুর্দ্দিকে তাহার নিজের ও দুই চারি ঘর প্রজার কুটীর এবং একখানি দোকান একত্র দৃষ্ট হয়। এই জেলার ভাষা পঞ্জাবী ও জাট্‌কি (মুলতানী)।

এই জেলার কেবল ১/১০ অংশমাত্র কৃষিকার্য্যোপযোগী। কোন অংশেই রীতিমত জল না পাইলে ফসল জন্মে না। নদীকূল হইতে কিছু দূরের ভূমি হইতেই অধিকাংশ ফসল জন্মে, অধিক দূরের উচ্চভূমি অনুর্ব্বর। নদীকূলে অনেক সময় পলি পড়িয়া উত্তম ফসল হয় বটে, কিন্তু বন্যার উপদ্রবে অনেক সময় গ্রাম ও শস্যক্ষেত্র ভাসিয়া যায় ; এখানে ধান্য জন্মে না। বসন্তকালে গোধূম, যব, ছোলা, মটর প্রভৃতি রবিখন্দ এবং শরৎকালে জোয়ার, কার্পাস, মাষকলাই, তিল, ভুট্টা প্রভৃতি জন্মে।

অনেক লোক কেবলমাত্র পশুচারণ করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করে। জেলার প্রায় অর্দ্ধেক ভূমি পশুচারণের উপযোগী। পশুচৌর্য্য-অপরাধে দণ্ডের কথা এখানে সর্ব্বদাই শুনা যায়। অনেকে অশ্ব ও উষ্ট্র পালন করিতে ভালবাসে। ঝঙ্গের অশ্ব সর্ব্বত্র বিখ্যাত, বিশেষতঃ এখানকার ঘোটকী পঞ্জাবের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া প্রশংসিত।

এই জেলার অধিকাংশ কৃষক চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনুসারে চাস করে না। অনেকে ইচ্ছামত জমি চাস করে, আবার ইচ্ছা হইলেই ছাড়িয়া দেয়। অধিকাংশ কৃষক উৎপন্ন শস্যদ্বারাই খাজনা দেয়। শতকরা একজন মাত্র টাকা দিয়া রাজস্ব প্রদান করে।

ঝঙ্গজেলার বাণিজ্য ততদূর ভাল নহে। নানা প্রকার দ্রব্যজাতের অন্তর্বাণিজ্যই প্রধান। ইরাবতীতীর ও গুজ-রান্‌বালা জেলার ওয়াজিরাবাদ হইতে এখানে শস্য আমদানী হয়। ঝঙ্গ ও মাঘিয়ানা নগরে বিস্তর মোটা কাপড় তৈয়ার হয়। কাবুলী বণিকগণ ঐ সমস্ত ক্রয় করিয়া লয়। এখানে সোণা ও রূপার জরি এবং চর্ম্মের দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

মুলতান হইতে উজীরাবাদ পর্য্যন্ত রাস্তা এই জেলার মধ্যে শেরকোট, ঝঙ্গ, মাঘিয়ানা এবং চিনিয়ট দিয়া গিয়াছে। অপর একটী রাস্তা মণ্টগমরী জেলায় লাহোর-মুলতান রেলওয়ের বিচাবন্নী ষ্টেশন হইতে চাহ্-ভরেরী দিয়া দেরা-ইসমাইল খাঁ পর্য্যন্ত গিয়াছে। বিচাবন্নী, দেরাইস্মাইল খাঁ ও বন্নু নগরের মধ্যে প্রতিদিন একখানি ডাকগাড়ী যাতায়াত করে। সিন্ধু-পঞ্জাব ও দিল্লী রেলওয়ের লাহোর ও মুলতান-শাখা এই জেলার নিকট দিয়া গিয়াছে। বিতস্তা ও চন্দ্রভাগা নদীর সঙ্গমের ঈষৎ নিম্নে একটী নৌসেতু প্রস্তুত হইয়াছে। জেলার সর্ব্বত্র ঐ নদীদ্বয়ে বৃহৎ বৃহৎ বণিকতরী বারমাসই যাতায়াত করিতে পারে।

ভূমির রাজস্ব ও অন্যান্য কর ব্যতীত এখানে পশুচারণ ও সাজিমাটি অর্থাৎ ক্ষার প্রস্তুতের ভূমি হইতেও গবর্মেণ্টের বিস্তর আয় হয়। একজন ডেপুটি কমিশনর, ২ জন এক্‌ট্রা আসিষ্টাণ্ট কমিশনর ও অন্যান্য রাজকর্ম্মচারী ও পুলিস দ্বারা ইহার শাসনকার্য্য সম্পন্ন হয়। মাঘিয়ানা নগরে জেলার আদালত, জেলখানা ও গবর্মেণ্ট বিদ্যালয় প্রভৃতি আছে। শাসনকার্য্য ও রাজস্ব আদায়ের সুবিধা জন্য এই জেলা ৩টী তহসীল ও ২৫টী থানায় বিভক্ত। ঝঙ্গ, মাঘিয়ানা, চিনিয়ট, শেরকোট ও আহ্মদপুরে মিউনিসিপালিটি আছে।

এই জেলার জলবায়ু স্বাস্থ্যকর বলিয়া বিখ্যাত। ব্যাধির মধ্যে জ্বর ও বসন্ত প্রধান। ঝঙ্গ, মাঘিয়ানা, চিনিয়ট, শের-কোট, আহ্মদপুর ও কোট ইসাশাহ নগরে গবর্মেণ্টের দাতব্য-ঔষধালয় আছে।

২ পঞ্জাব প্রদেশের পূর্ব্বোক্ত ঝঙ্গ জেলার মধ্যস্থ তহসীল। এই তহসীল চন্দ্রভাগা নদীর উত্তরতীরস্থ কতক স্থান লইয়া গঠিত। পরিমাণফল ২০৪৭ বর্গমাইল। এই তহসীলেই জেলার আদালত সকল ও ৫টী থানা আছে।

৩ পঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত ঝঙ্গজেলার একটী প্রধান নগর ও মিউনিসিপালিটী। অক্ষা° ৩১° ১৬′ ১৬″ উঃ, দ্রাঘি° ৭২° ২১′ ৪৫″ পূঃ। ঝঙ্গের তুইমাইল দক্ষিণে মাঘিয়ানা, নগর অবস্থিত, এই স্থানেই সম্প্রতি রাজকীয় আদালত আছে। ঝঙ্গ ও মাঘিয়ানা একই মিউনিসিপালিটীর অন্তর্গত এবং একটী নগর বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। তুই নগরের লোকসংখ্যা ২৩,২৯০; তন্মধ্যে হিন্দু ১১,৩৫৫ ও মুসলমান ১১,৩৩৪। চন্দ্রভাগা নদীর বর্ত্তমান গর্ভ হইতে ৩ মাইল পূর্ব্বে এবং বিতস্তার সহিত উহার সঙ্গম হইতে ১০ ও ১৩ মাইল উত্তরপশ্চিমে ঐ নগরদ্বয় অবস্থিত। ঝঙ্গনগর নিম্নভূম, সুবিধামত বাণিজ্যস্থান হইতে কিছু দূরবর্ত্তী। সরকারী কার্য্যালয় প্রভৃতি মাঘিয়ানায় উঠিয়া যাওয়ার পর হইতে ঝঙ্গের অবনতি হইয়াছে। সহরের মধ্যে একটী মাত্র বড় রাস্তা, উহার তুইপার্শ্বে একই প্রকার ইষ্টকনির্ম্মিত পথ। পথসমুদায় ইষ্টকখণ্ডদ্বারা বাঁধান, উহাতে নর্দ্দামা প্রভৃতির বেশ বন্দোবস্ত আছে। নগরের বাহিরে বিদ্যালয় ও তথায় একটী ঝরণা, ঔষধালয় ও থানা আছে। শিয়াল-বংশীয় মালখাঁ ১৪৬২ খৃঃ অব্দে পুরাতন ঝঙ্গ নগর নির্ম্মাণ করেন। ঐ নগর বহুকাল ঝঙ্গের মুসলমান রাজাদিগের রাজধানী ছিল। বর্ত্তমান নগরের উত্তরপশ্চিমে ঐ নগর ছিল, পরে বহুকাল হইল চন্দ্রভাগার স্রোতে উহা ভাসিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান নগর খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীর প্রারম্ভে অরঙ্গজেব সম্রাটের রাজত্বকালে ঝঙ্গের বর্ত্তমান নাথসাহেবের পূর্ব্বপুরুষ লালনাথ কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। দূর হইতে নগরের একপার্শ্ব দৃষ্টি করিলে কেবল উচ্চ অপ্রীতিকর বালুকাস্তূপ ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় না, কিন্তু অপরদিক্ হইতে দেখিলে সুন্দর উদ্যান, সরোবর, কুঞ্জবন, অট্টালিকা প্রভৃতি শোভিত মনোরম দৃশ্য নয়নপথে পতিত হয়। ইহার অধিবাসিগণ অধিকাংশ শিয়াল ও ক্ষত্রি। এখানে বিস্তর দেশীয় মোটাকাপড় প্রস্তুত হয়। কাবুলী সওদাগরগণ উহা খরিদ করিয়া লয়। উজীরাবাদ ও মিয়ানবালি হইতে শস্য আমদানি হয়।

ঝঞ্ঝন (ক্লী) ১ ধাতুনির্ম্মিত দ্রব্যের আঘাতে উৎপন্ন ঝন্ ঝন্ শব্দ। ২ অব্যক্তধ্বনি।

ঝঞ্ঝনা (স্ত্রী) ঝঞ্ঝন। "ঝঞ্ঝনা ঝঞ্ঝনী বিদ্যুৎ চকমকী।"

ঝঞ্ঝনী (স্ত্রী) অস্ত্রের শব্দ।

ঝঞ্ঝা (স্ত্রী) ঝম্ ইত্যব্যক্তশব্দং কৃত্বা ঝটিতি বেগেন বহতীতি ঝট্-ড বাহুলকাৎ টাপ্। ১ ধ্বনিবিশেষ। ২ জলকণাবর্ষণ। ৩ প্রচণ্ডানিল; (শব্দর°) বড়বৃষ্টি, বাত্যা, ঝড়। ৪ এক প্রকার ঘনযন্ত্র। ইহার প্রচলিত নাম ঝাঁঝ। ইহাকে ঝাঁঝরও বলে। ইহার আকার বৃহৎ গোলাকার ও সমতল, মধ্যভাগ ঈষৎ সুজ, সেই স্থলেই আঘাত করিতে হয়। ইহা পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই ঘণ্ড নামে প্রসিদ্ধ। ইহা ঘনযন্ত্রের আদি এরূপ অনুমান হয়। এ দেশে মাঙ্গল্য যন্ত্র বলিয়া গণ্য।

ঝঞ্ঝাট (দেশজ) ১ ব্যস্ততা। ২ দুঃখ। ৩ ক্লেশ।

ঝঞ্ঝাটিয়া (দেশজ) যে ঝঞ্ঝাট করে, বিশৃঙ্খলকারী।

ঝঞ্ঝানিল (পুং) ঝঞ্ঝাধ্বনিযুক্তঃ অনিলঃ মধ্যলো° কর্ম্মধা। ১ বর্ষাকালের বায়ু। ২ ঝঞ্ঝাবাত। (ত্রিকা°)

ঝঞ্ঝামারুত (পুং) ঝঞ্ঝাধ্বনিযুক্তো মারুতঃ মধ্যলো° কর্ম্মধা। বেগবান্ বায়ু।

ঝঞ্ঝারপুর, ত্রিহুতের অন্তর্গত পল্লিগ্রাম। ২৬° ১৬′ অক্ষাংশ ও ৮৬° ১৯′ দ্রাঘিমার মধ্যে এবং মধুবনী হইতে ১৪ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে ছোটবলানের পূর্ব্বকূল হইতে ১ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে প্রতাপগঞ্জ ও শ্রীগঞ্জ নামে তুইটী বাজার আছে। প্রথমটী প্রতাপসিংহ ও অপরটী মধুসিংহের শ্যালিকার নামানুসারে খ্যাত। দ্বারভঙ্গের মহারাজের সন্তানগণ এই স্থানে জন্মগ্রহণ করেন, এই জন্য ঝঞ্ঝারপুর বিশেষ বিখ্যাত। কথিত আছে, পূর্ব্বে দ্বারভঙ্গের মহারাজগণ সকলেই নিঃসন্তান অবস্থায় প্রাণ পরিত্যাগ করিতেন। মহারাজ প্রতাপসিংহ ইহাতে অতিশয় ভীত হইয়া নিকটবর্ত্তী মুরনম্ গ্রামবাসী শিবরত্নগিরি নামক জনৈক মোহান্তের শরণাপন্ন হইলেন। মোহান্ত ঝঞ্ঝারপুরে আসিয়া তাঁহার একগাছি চুল পোড়াইলেন এবং বলিলেন যে ব্যক্তি ঝঞ্ঝারপুরে বাস করিবে তাহার পুত্র সন্তান জন্মিবে। প্রতাপ তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে একটী বাড়ী নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু গৃহনির্ম্মিত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু হইল। তাঁহার ভ্রাতা মধুসিংহ গৃহনির্ম্মাণ শেষ করিয়া তথায় কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন। দ্বারভঙ্গরাজের মহারাণীগণ গর্ভবতী হইলেই এই স্থানে প্রেরিত হন। পূর্ব্বে এইস্থান কোন রাজপুতবংশীয়দিগের অধিকারে ছিল, মহারাজ ছত্রসিংহ তাঁহাদের নিকট হইতে ইহা ক্রয় করিয়াছেন।

এই স্থানের রক্তমালাদেবীর মন্দির বিখ্যাত। দেবীকে অর্চ্চনা করিবার জন্য বহুদূর হইতে লোক আসে। পিত্তল-নির্ম্মিত দ্রব্যের জন্যও এই স্থান বিখ্যাত; এই স্থানের

পানের বাটা ও গঙ্গাজলী অতিশয় সুন্দর। বাজারে শস্যের বড় বড় কারবার আছে। ঝঞ্ঝারপুর হইতে হিরাঘাট, মধুবনী, নরায়া প্রভৃতি স্থানে রাস্তা হওয়ায় ব্যবসায় দিন দিন বাড়িতেছে। বাজারের প্রায় নিকট দিয়াই দারভঙ্গ হইতে পূর্ণিয়া পর্য্যন্ত একটী বৃহৎ রাস্তা চলিয়া গিয়াছে।

এই স্থানে হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই বাস আছে; কিন্তু হিন্দুর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অধিক।

ঝঞ্ঝাবায়ু (পুং) ঝঞ্ঝাধ্বনিযুক্তো বায়ুঃ মধ্যলো°। ঝঞ্ঝাবাত। বৃষ্টির সহিত ঝড়। বেগবান্ বায়ু।

ঝটক (পুং স্ত্রী) অন্ত্যজ বর্ণবিশেষ।

"উপাসরণ্যো ঝটকশ্চ কূপে দ্রোণাৎ জলং কোশবিনির্গতঞ্চ।" (অত্রি)

ঝটা (স্ত্রী) ঝট্-অচ্ টাপ্। ১ শীঘ্র। ২ অলকী। (শব্দার্থচি°) (দেশজ) ঝাটা।

ঝটি (পুং) ঝটতি পরস্পরং সংলগ্নং ভবতীতি ঝট-ঔণাদিক ইন্। ১ ক্ষুদ্রবৃক্ষ। (শব্দর°) (দেশজ) ঝাটি।

ঝটিতি (অব্য) ঝট্-ক্বিপ্ ঝট্-ইন্-ক্তিন্। ১ দ্রুত। ২ শীঘ্র। পর্য্যায় স্রাক্, অঞ্জসা, আহ্লায়, সপদি, দ্রাক্, মংক্ষু, সদ্যঃ, তৎক্ষণ। (অমর)

"ত্যক্ত্বা গেহং ঝটিতি যমুনামঞ্জুকুঞ্জং জগাম।" (পদাঙ্কদূত)

ঝট্ (দেশজ) ১ শীঘ্র। ২ দ্রুত। ৩ আচম্বিতে।

ঝট্কা (হিন্দি) ঝড়।

ঝট্কান (দেশজ) প্রবল বায়ুর আঘাত।

ঝট্ঝট্ (দেশজ) ১ বিচলিত হওয়া। ২ তাড়াতাড়ি।

ঝট্পট্ (দেশজ) শীঘ্র, তাড়াতাড়ি।

ঝড় (দেশজ) ঝটিকা। পৃথিবীমণ্ডল চতুর্দ্দিকে প্রায় ২৫ ক্রোশ গভীর বায়ুরাশি দ্বারা আবৃত। এই বায়ুরাশি নানা কারণে সর্ব্বদাই চঞ্চল। যখন ইহা মৃদুমন্দহিল্লোলে মধুর গন্ধবহরূপে প্রবাহিত হয়, তখন ইহা সকলেরই মনোহরণ করে। অনেক সময় এই বায়ুরাশি নানা নৈসর্গিক কারণে বিলোড়িত হইয়া ভীষণ প্রভঞ্জনরূপে বেগে প্রবাহিত হয় এবং কখন কখন মুহূর্ত্ত মধ্যে বহুদূর বিস্তৃত জনপদের বৃক্ষরাজি উন্মূলিত, গৃহাবলী বিপর্য্যস্ত, উদ্যানসকল লণ্ডভণ্ড, নৌকা প্রভৃতি ভগ্ন এবং যানবাহনাদি ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলে। এই বেগবান্ বায়ুরাশিকে সচরাচর ঝড় কহে। হিন্দুপুরাণাদিতে ৪৯ পবনের কথা আছে। তাঁহারা কখন কখন একে একে কখন বা সকলে একত্র হইয়া ঝড় উৎপন্ন করেন। চীনদিগের বিশ্বাস টাইফুন্ (ফিউয় অর্থাৎ ঝড়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর অনেক সন্তান তিনি) কখন কখন ভিন্ন ভিন্ন দিক্‌বাহী-ঝড়রূপী নিজ সন্তানবর্গ লইয়া ক্রীড়া করেন, তাহাই ঘূর্ণবায়ু বা টাইফুন্।

ঝড়ে যেরূপ উৎপাত সাধন করে, তাহাতে পূর্ব্ব হইতে সাবধান হইলে বহু অনিষ্ট এড়াইতে পারা যায়। য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ বায়ুমানযন্ত্র দ্বারা অনেকটা ঝড়ের সম্ভাবনা নির্ণয় করিতে পারেন। পূর্ব্বে সকল দেশেই কতকগুলি লক্ষণকে ঝড়ের পূর্ব্বলক্ষণ বলিয়া বিশ্বাস করিত এবং তদ্দ্বারাই ভবিষ্যৎ ঝড়-বৃষ্টি নির্ণয় করিত। উদয়াস্তকালে সূর্য্যের ছবি, মেঘের বর্ণ ও বায়ুর গতি ইত্যাদি দ্বারা এখনও অনেকে ঝড়বৃষ্টির আশঙ্কা করিয়া থাকেন। ফলতঃ ঐ সকল নিতান্ত অমূলক নহে। [বায়ু ও প্রলয় শব্দ দেখ।]

য়ুরোপীয়দিগের প্রযত্নে পৃথিবীর প্রায় সকল স্থানেই বায়ুরাশির গতি ও চাপনির্ণয়, বৃষ্টিপরিমাণ প্রভৃতি বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য যন্ত্রাদি স্থাপিত হইয়াছে। ঐ সকল যন্ত্রসাহায্যে এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানাদি দ্বারা তাঁহারা ঝড়ের প্রকৃততত্ত্ব, উৎপত্তি, গতি, বিস্তৃতি ও পূর্ব্বসূচনাদি অবগত হইয়াছেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত সকল স্থানের বায়বিক পরিবর্ত্তনাদির তালিকা পর্য্যাপ্তরূপে প্রাপ্ত না হওয়ায় ইহার সূক্ষ্মতত্ত্ব অভ্রান্তরূপে প্রতিপাদিত হয় নাই। য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ বহুতর পরীক্ষা দ্বারা ঝড়ের উৎপত্তি, প্রাকৃতিক গতি, ব্যাপ্তি প্রভৃতি যেরূপ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহার মূল মর্ম্ম নিম্নে লিখিত হইতেছে।

পৃথিবী যদি নিশ্চল ও সর্ব্বত্র সমান উত্তপ্ত হইত, তাহা হইলে বায়ুরাশিও নিশ্চল হইত এবং বায়ুপ্রবাহ হইত না; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। পৃথিবীর গোলত্ব নিবন্ধন নিরক্ষরেখায় উভয় পার্শ্ববর্ত্তী কতক স্থানেই—সূর্য্যকিরণ লম্বভাবে পতিত হয়; সুতরাং মেরুপ্রদেশদ্বয় অপেক্ষা নিরক্ষদেশ অধিক উত্তপ্ত হয়। ইহাতে নিরক্ষদেশে ভূপৃষ্ঠসংলগ্ন বায়ুরাশিও উত্তপ্ত পরে লঘু হইয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়া যায় এবং পার্শ্ববর্ত্তী অপেক্ষাকৃত শীতলবায়ু আসিয়া উহার স্থান পূরণ করে। এইরূপে ভূপৃষ্ঠে নিয়ত উত্তর ও দক্ষিণমেরুপ্রদেশ হইতে বায়ুরাশি নিরক্ষদেশাভিমুখে এবং বায়ুসাগরের উপরিভাগে নিরক্ষদেশ হইতে বায়ুরাশি মেরুদ্বয়াভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে। পৃথিবী নিশ্চল হইলে ঐ বায়ুপ্রবাহ ঠিক উত্তর ও দক্ষিণমুখে বহিত, কিন্তু পৃথিবী নিজ মেরুদণ্ডের উপরে পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে বেগে আবর্ত্তন করিতেছে, সুতরাং ভূপৃষ্ঠের বায়ুপ্রবাহ ঠিক সরলভাবে আসিতে পারে না। এইরূপে নিরক্ষদেশের উত্তরভাগে বায়ুপ্রবাহ ঠিক উত্তর হইতে না আসিয়া, উত্তরপূর্ব্বদিক্

হইতে এবং নিরক্ষদেশের দক্ষিণভাগে পূর্ব্বদক্ষিণ হইতে আইসে। কিন্তু পৃথিবীপৃষ্ঠে স্থল ও জলরাশির অসমান সংস্থান, সুদীর্ঘ ও অত্যুচ্চ পর্ব্বতসমূহের অবস্থান ইত্যাদি কারণে বায়ুপ্রবাহ উক্ত সকল নিয়মের বশবর্ত্তী না হইয়া নানাস্থানে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। এইরূপে বাণিজ্যবায়ু, মৌসুমবায়ু (Monsoon) প্রভৃতি বায়ুপ্রবাহ উৎপন্ন হয়। (ইহাদের বিস্তৃত বিবরণ বায়ুপ্রবাহ এবং তত্তৎ শব্দে লিখিত হইবে)।

কোন স্থানের বায়ু কোন কারণে উত্তপ্ত হইলে বিস্তৃত, সুতরাং লঘু হইয়া উপরে উঠিয়া যায় এবং চারিদিক হইতে বায়ুরাশি ঐ স্থানাভিমুখে ধাবিত হয়। ঐ সমস্ত বিভিন্নমুখী বায়ু একত্র সংসৃষ্ট হইয়া আবর্ত্তন করিতে করিতে গমন করে, এই ঘূর্ণায়মান বায়ুকে ঘূর্ণবায়ু কহে। ইহাদের ব্যাস কখন কখন কয়েক গজমাত্র হইয়া থাকে, তখন ইহা অত্যল্পমাত্র ভূভাগের উপর দিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে ভীষণ বেগে গমন করে, কিন্তু কখন কখন ঐ সকল ঘূর্ণবায়ুর ব্যাস ১ মাইল হইতে ১০০০।১২০০ মাইল পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ঐ সকল প্রকাণ্ড ঘূর্ণবায়ুর কেন্দ্রের নিকট বায়ু প্রায় স্থির থাকে, কিন্তু পরিধির দিকে বায়ুপ্রবাহ ভীষণ ঝড়রূপে প্রবাহিত হইয়া বৃক্ষগৃহাদি ভগ্ন ও চূর্ণীকৃত করিয়া ফেলে। প্রাকৃততত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা নির্ণয় করিয়াছেন, আমরা যে সমস্ত বড় বড় ঝড় দেখি, তৎসমুদায়ই এক একটা প্রকাণ্ড ঘূর্ণবায়ু মাত্র। এই সকল ঘূর্ণবায়ু ১ হইতে ১৫০০ মাইল বিস্তৃত স্থান ব্যাপিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে গমন করে। তন্মধ্যে ৪০০ হইতে ৬০০ মাইল ব্যাসযুক্ত ঘূর্ণবায়ুই অধিক। এইরূপ এক একটা ঘূর্ণবায়ু ৮।১০ দিন পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকে এবং শত শত মাইল স্থানের উপর দিয়া গমন করে। ইংরাজিতে ইহাদিগকে সাইক্লোন (Cyclone) কহে। এই সকল ঘূর্ণবায়ুর পরিধিই ঝটিকাচক্র। কেন্দ্রস্থল সম্পূর্ণ শান্তভাবাপন্ন, উহার চতুর্দ্দিকে চক্রাকারে ঝড় প্রবাহিত হয়। ঘূর্ণবায়ু গমনকালে একই সময়ে নানাস্থানে বিভিন্নমুখী ঝড় উৎপন্ন করিতে করিতে অগ্রসর হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কেন্দ্রস্থলে বায়ু প্রায় নিশ্চল থাকে, সুতরাং যে স্থানের উপর দিয়া কেন্দ্র গমন করে, তথায় প্রথমে এক দিক্ দিয়া ঝড় হয়, পরে কতক্ষণ শান্ত থাকিয়া আবার ঠিক বিপরীত দিক্ হইতে ঝড় আইসে।

যে স্থানের উপর দিয়া কেন্দ্র গমন করিবে, তথায় প্রথমে ও শেষে দুই বিপরীত দিকে ঝড় হইবে এবং মধ্যে কেন্দ্র গমনকালে শান্ত থাকিবে। যদি একটা ঘূর্ণবায়ুর কেন্দ্র মান্দ্রাজের উত্তর দিয়া পশ্চিমমুখে গমন করে, তবে তথায় প্রথমে উত্তরপশ্চিম হইতে ঝড় বহিবে, পরে ঐ বায়ু পশ্চিম ও ক্রমে দাক্ষিণপশ্চিম হইতে বহিয়া ঝড় শেষ হইবে।

ঝড় এক সময়ে যতটা স্থান ব্যাপিয়া থাকে, তাহাকেই ঝড়ের বা ঘূর্ণবায়ুর আকার বলা যাইতে পারে। ঐ ব্যাপ্তস্থান ঠিক গোল নহে, কতকটা অসমবৃত্তাভাসের ন্যায়। ক্ষুদ্র ব্যাস অপেক্ষা গুরুব্যাস দুই তিন গুণ বড় হইয়া থাকে। যে দিকে ঘূর্ণবায়ু গমন করে, সেই দিকেই গুরুব্যাস বিস্তৃত থাকে, লঘুব্যাস গমনপথের সহিত সমকোণ করিয়া অবস্থান করে। বৃত্তাভাস যতই লম্বা হয়, ততই ঝড়ের তেজ অধিক হইয়া থাকে। বহুস্থানের পরীক্ষালব্ধ ঘূর্ণবায়ুবিষয়ক কয়েকটী নিয়ম নিম্নে প্রদত্ত হইল—

১, ঝঞ্ঝাবায়ু নিরক্ষদেশ হইতে ক্রান্তিবৃত্তদ্বয় পর্য্যন্ত মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে নিরক্ষরেখার নিকটবর্ত্তী বাণিজ্যবায়ুপ্রবাহের আরম্ভস্থলে শীতকালে কিংবা মৌসুমবায়ু পরিবর্ত্তনের সময় উৎপন্ন হয়। বিষুবপ্রদেশে কখন ঝড় হয় না, কখন কোন ঝড় বিষুবরেখা পার হইতে দেখা যায় নাই। বরং ইহার দুইদিকে একই দ্রাঘিমায় পরস্পর ১০।১২ অংশ অন্তরে দুইটী ঝড় একই সময়ে প্রবাহিত থাকিতে শুনা গিয়াছে। উভয় গোলার্দ্ধেই ঘূর্ণবায়ু প্রথমভাগে পশ্চিম ও শেষভাগে পূর্ব্বমুখে গমন করে। সর্ব্বত্রই উহাদের গতি নিরক্ষদেশ হইতে বক্রভাবে মেরুর দিকে হইয়া থাকে।

২, ইহাদের গতি দ্বিত্বভাবাপন্ন অর্থাৎ কেন্দ্রের চতুর্দ্দিকে ঝটিকাচক্র প্রবাহিত থাকে, আর এইরূপ আবর্ত্তন করিতে করিতে ঘূর্ণবায়ু অগ্রসর হয়। উত্তরগোলার্দ্ধে এই আবর্ত্তন ডাইন হইতে বামদিকে অর্থাৎ ঘড়ির কাঁটা যেরূপে ঘুরে, তাহার ঠিক বিপরীতদিকে হইয়া থাকে। দাক্ষিণগোলার্দ্ধে এই আবর্ত্তন ঘড়ির কাঁটার অনুরূপ।

ঘূর্ণবায়ু সকলের গমনপথ একটী বিস্তীর্ণ ক্ষেপণীর ন্যায়। ইহার শীর্ষ পশ্চিমদিকে এবং বাহুদ্বয় পূর্ব্বদিকে বিস্তৃত। ঐ শীর্ষ উত্তরগোলার্দ্ধে প্রায় ৩০ ও দক্ষিণগোলার্দ্ধে প্রায় ২৬ রেখার কোন যাম্যোত্তর রেখা স্পর্শ করিয়া থাকে।

৩, সচরাচর নিরক্ষরেখার নিকট বিস্তীর্ণ ক্ষেপণীর পূর্ব্বপ্রান্তে সূর্য্যের অস্ফুট ক্রান্তির (Declination of the sun) সমপরিমাণ অক্ষরেখায় ঝঞ্ঝাবাত উৎপন্ন হয় এবং ক্রমে পশ্চিমমুখে গমন করিতে করিতে অবশেষে শীর্ষস্থান প্রদক্ষিণ করিয়া পূর্ব্বমুখে গমন করিতে থাকে। শেষভাগে ইহা ক্রমাগত নিরক্ষরেখা হইতে দূরে গমন করে। চীনসাগরের অনেক ঝড় তুফান ইহার ঠিক বিপরীত অর্থাৎ উহারা গমনকালে নিরক্ষরেখার নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে।

৪, ঘূর্ণবায়ু সকলের গতি পৃথিবীর নানাস্থানে নানারূপ, এমন কি একস্থানে একই ঋতুতে ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। পশ্চিম-ভারতীয়দ্বীপপুঞ্জে ও উত্তর আমেরিকায় ইহাদের গতি ঘণ্টায় ৯ মাইল হইতে ১৩ মাইল পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। দক্ষিণভারতমহাসাগরে ইহাদের গতি ১০ মাইল হইতে অন্যূন ২ মাইল হইয়া থাকে। বঙ্গোপসাগরে উহার পরিমাণ ঘণ্টায় ২ হইতে ৩৯ মাইল; চীনসাগরে ৭ হইতে ২৪ মাইল, এবং প্রশান্ত মহাসাগরে ১০ হইতে ২৪ মাইল হয়। কোন কোন ঘূর্ণবায়ু এত আস্তে গমন করে যে, ইহাদিগকে স্থির বলিয়া ভ্রম হয়। এইরূপ ঘূর্ণবায়ুর ঝড় বহুক্ষণ পর্য্যন্ত এক দিক্ হইতেই প্রবাহিত হয়।

৫, সচরাচর এই সকল ঝঞ্ঝাবাতের ব্যাস ৫০০।৬০০ মাইল; কখন কখন ৫০ মাইল পর্য্যন্ত, আবার কোন কোন সময় ১০০ মাইল বা ততোধিক হইয়া থাকে। গমনকালে কখন আকুঞ্চিত কখন বা প্রসারিত হয় এবং আকুঞ্চনকালে অতি ভীষণ বেগশালী হইয়া উঠে। পশ্চিমভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ঐ বায়ুর ব্যাস সচরাচর ১০০ বা ১৫০ মাইল, কিন্তু আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরে আসিলেই উহারা প্রসারিত হইয়া পড়ে, তখন কখন কখন ঐ ব্যাস ১০০০ মাইল পর্য্যন্ত হয়। বঙ্গোপসাগরে ঝঞ্ঝাবায়ু সকলের পরিসর সচরাচর ৩০০ বা ৩৫০ মাইল। কখন ইহা ৬০০ মাইল আবার কখন ১৫০ মাইলও হইয়া থাকে, শেষোক্ত সময়ে ঝটিকাবেগ ভীষণ-রূপে বৃদ্ধি হয়। আরবসাগরে উহারা ২৪০ মাইলের অধিক ব্যাসযুক্ত হয় না, বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। চীন-সাগরের টাইফুন্ সকলের ব্যাস ৬০।৭০ মাইল পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

ঘূর্ণবায়ু আবর্ত্তন করিতে করিতে গমন করে, সুতরাং ঝটিকাচক্রের যে দিকে বায়ুর গতি ও ঘূর্ণবায়ুর গতি একই দিকে হয়, সেইখানে ঝড় সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হয়। আবার যেখানে পরস্পর বিপরীত, তথায় ঝড়ের বেগ সর্ব্বাপেক্ষা অল্প। এই দুই বিন্দু গমনপথের উভয় পার্শ্বে পরস্পর বিপরীতভাগে অবস্থিতি করে। আবার ঘূর্ণবায়ু প্রথমে পশ্চিমমুখে এবং শেষে হীনতেজ হইয়া পূর্ব্বমুখে গমন করে। সুতরাং উত্তরগোলার্দ্ধে অগ্রগামী ঘূর্ণবায়ুর ডানদিকের এবং দক্ষিণগোলার্দ্ধে বামদিকের ঝড় সর্ব্বাপেক্ষা বেগযুক্ত।

ঝড়ের সময় বায়ু যে দিক্ হইতে প্রবাহিত হয়, বাস্তবিক সেই দিক্ হইতে ঝড় আসে না, অর্থাৎ ঘূর্ণবায়ুর গতি সেই দিক্ হইতেই হয় না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ইহার চারিদিকে সকল দিক্ হইতেই বায়ু প্রবাহিত হইয়া থাকে। ঐ ঝটিকাচক্রের যে অংশ যে স্থানের উপর দিয়া যায়, ঐ অংশে বায়ু যে দিক হইতে বহে, সেই স্থানে ও সেই দিক্ হইতে ঝড় প্রবাহিত হয়। এমনও হইতে পারে যে পূর্ব্বদিক্ হইতে ঝড় অগ্রসর হইলেও বায়ুর বেগ পশ্চিম, দক্ষিণ প্রভৃতি দিকে হইতে পারে।

ঘূর্ণবায়ুর গতি ঘণ্টায় ২ হইতে ৪০ মাইল, কখন কখন তাহার অধিক হইয়া থাকে। ইহাদ্বারা ঝড়ের বেগ বুঝা যায় না। ঝটিকাচক্রের আবর্ত্তনবেগ ইহা অপেক্ষা অনেক অধিক। এজন্য কখন কখন ঝড়ের বেগ ঘণ্টায় ৮০।৯০ মাইল পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

অনেক সময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘূর্ণবায়ু প্রবল ঝড় উৎপন্ন করিয়া মহা অনিষ্ট সাধন করে। ইহাদের ব্যাস কয়েক গজ হইতে ১ মাইল বা তাহার কিঞ্চিদধিক হইয়া থাকে। ইহারা অধিকক্ষণ থাকে না; কিন্তু ইহাদের তেজ বড়ই ভয়ানক, দুই চারি ঘণ্টার মধ্যেই বৃক্ষ, ঘরদ্বার, মনুষ্য, পশু যাহা সম্মুখে পতিত হয়, তাহাই বিনষ্ট করিয়া ফেলে।

এই সকল ঝড় স্বভাবতঃ ঊর্দ্ধসংখ্যা কয়েক ঘণ্টা এক স্থানে বিদ্যমান থাকে। কিন্তু অনেক স্থানে ৮।১০ বা ততো-ধিক দিন প্রবল ঝড় প্রবাহিত হয়। ঐ ঝড় ঘূর্ণবায়ুজনিত নহে, পৃথিবীপৃষ্ঠস্থ সাময়িক বায়ুপ্রবাহ দ্বারা উৎপন্ন হয়। এইরূপে বাণিজ্যবায়ু পশ্চিমমুখে আমেজন নদীপ্রান্তর দিয়া প্রবাহিত হইয়া আন্দিজ পর্ব্বতের নিকট প্রবল হইয়া ঝড়রূপে পরিণত হয়। পার্ব্বত্য প্রদেশে সাময়িক বায়ুপ্রবাহ নির্ব্বিবাদে চলিতে পায় না, সুতরাং প্রতিহত হইয়া অনেক স্থলে দম্‌কা বাতাস উৎপন্ন করে। আবার উষ্ণবায়ু লঘু হইয়া ঊর্দ্ধগমন-কালে প্রবাহ দ্বারা পর্ব্বতোপরি নীত হইলে যদি তথাকার শীত প্রভাবে পুনরায় শীতল, ঘনীভূত, সুতরাং গুরু হইয়া পড়ে; তবে উহা অধিক ভার হেতু পর্ব্বতপার্শ্ব দিয়া বেগে নিম্নদিকে ধাবমান হয়, এইরূপে এক স্থানে ১০।১২ দিন একই দিক্ হইতে ভীষণ ঝড় বহিতে থাকে।

ঝড়ের উৎপত্তিসম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে। প্রফেসর টেলার (Taylor) সাহেবের মতে স্থানীয় তাপ হেতু কোন স্থানের বায়ু ঊর্দ্ধগত হইলে চতুর্দ্দিক্ হইতে বায়ুপ্রবাহ ঐ স্থানে ধাবিত হয়, উহাদের পরস্পর প্রতি-ঘাতে ও পৃথিবীর আবর্ত্তন জন্য ঘূর্ণবায়ু উৎপন্ন হয়। আবার অনেকে বলেন, পরস্পর বিপরীতমুখী দুইটী বায়ুপ্রবাহের সংঘর্ষণে ইহা উৎপন্ন হয়। মিঃ ব্লান্‌ফোর্ড (Blanford) বলেন, কোন কারণে কোন স্থানে বায়ুস্থিত জলীয় বাষ্পরাশি ঘনীভূত হইয়া মেঘে পরিবর্ত্তিত হইলে তথাকার বায়ুসাগর অবনত

হইয়া পড়ে, সুতরাং চতুর্দ্দিকস্থ বায়ু ঐ স্থানে ধাবিত হইয়া ঝড় উৎপন্ন করে। এই শেষোক্ত মতই ঈষৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া এখন সর্ব্বত্র গৃহীত হইয়াছে। বহুবিধ পরীক্ষা দ্বারা পণ্ডিতগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, যে যে স্থানে বায়ুরাশির চাপ হ্রাস হয়, চতুর্দ্দিকস্থ অধিক চাপযুক্ত স্থান হইতে ঐ অল্প চাপযুক্ত ভূভাগে বায়ুর গতি হইয়া থাকে। যদি চতুর্দ্দিকস্থ বায়ুরাশির চাপ অল্পে অল্পে বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে বায়ুপ্রবাহ ধীরে ধীরে গমন করে, আর যদি নিকটেই অধিক চাপযুক্ত প্রদেশ থাকে, তাহা হইলে বায়ুরাশি বেগে ধাবিত হয়। কোথাও ইহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় না। কোন স্থানে বায়ুমানযন্ত্রে (Barometer) পারদের অবনতি দেখিলে সেই সময় যদি পার্শ্ববর্ত্তী দেশসমূহে উহার উন্নতি হইয়া থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে শীঘ্রই ঝড়ের সম্ভাবনা। নাবিকগণ এই উপায়েই ঝড় প্রাদুর্ভাবের পূর্ব্বে জানিতে পারিয়া সাবধান হয় এবং অনেক দুর্ঘটনার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায়।

যে সকল সমুদ্রে প্রায় ঝড় বৃষ্টি হইয়া থাকে, ঐ সকল সমুদ্র দিয়া নিরাপদে যাইতে হইলে অগ্রে বায়ুমান যন্ত্রে পারদের উন্নতি লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য। পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, গ্রীষ্মমণ্ডল বা তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে যখনই যন্ত্রস্থ পারদের অবনতি হইয়াছে, তখনই ঝড় হইয়াছে। কখন কখন পারদের এই অবনতি ২½ ইঞ্চ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ঝড়ের কেন্দ্রস্থলেই অবনতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। অনেকে বলেন, সমস্ত ঝড় একটী লম্ব কিংবা একপার্শ্বে ঈষৎ হেলান মেরুদণ্ডের চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তন করিতে করিতে গমন করে, এবং ঐ ঘূর্ণ জন্য কেন্দ্রাপসারিণী শক্তি দ্বারা কেন্দ্র হইতে বায়ুরাশি পরিধির দিকে গমন করে, এজন্য কেন্দ্রস্থলে পারদের অবনতি এবং প্রান্তভাগে উন্নতি হয়। অনেকে ইহাতে আপত্তি দেখাইয়া বলেন, ঝড় ঠিক পুনঃপুনঃ আবর্ত্তন করিতে করিতে গমন করে না, সকল সময়েই ইহার কেন্দ্রাভিমুখে ধাবিত হইবার প্রবৃত্তি দেখা যায়। তাঁহারা আরও বলেন যে, কেবল কেন্দ্রাপসারিণী শক্তিতে ঐ অবনতি উৎপন্ন হইলে উহার পরিমাণ অতি অল্প হইত; কারণ যদি ঝড়ের ব্যাস ৪০০ মাইল হয় এবং ঝড় প্রান্তভাগে ঘণ্টায় ৭০ মাইল বেগে প্রবাহিত হয়, তথাপি ইহার কেন্দ্রাপসারিণী শক্তি যন্ত্রস্থ পারদকে ১/১০ ইঞ্চির অধিক অবনত করিতে সমর্থ হইবে না। কিন্তু সচরাচরপূর্ণ এক ইঞ্চি বা ততোধিক অবনতি হইতে দেখা যায়।

যাহা হউক ঝড়ের পূর্ব্বে ও ঝড়ের সমকালে বায়ুরাশির চাপের অসমতাপ্রযুক্ত বায়ুমান-যন্ত্রস্থ পারদ ঘন ঘন স্পন্দিত অর্থাৎ একবার উচ্চ ও একবার নীচ হইতে থাকে। তজ্জন্য যন্ত্রস্থ পারদের এইরূপ স্পন্দন দেখিলেই বুঝিতে হইবে, একটা ঝড় অবশ্যম্ভাবী। ১৮৪০ খৃঃ অব্দে অক্টোবর মাসে চীনসাগরে যে ঝড়ে গোলকুণ্ডা নামক রণতরী জলমগ্ন হয়, ঐ ঝড় আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে ২৪ ঘণ্টাকাল বায়ুমানযন্ত্রস্থ পারদ স্পন্দিত হইয়াছিল। অপর একটী জাহাজ এই দুর্ঘটনা হইতে উদ্ধার পাইয়াছিল, তাহা হইতেই উল্লিখিত তালিকা পাওয়া গিয়াছে।

ঝড় শেষ হইবার পূর্ব্বে যন্ত্রে পারদের উন্নতি দেখা যায়। পিডিংটন সাহেব বলেন, এই নিদর্শনই ঝড় তুফানে পতিত নাবিকগণের নিরাশ হৃদয়ে আশার সঞ্চার করিয়া থাকে।

কোন কোন ঝড়ের সময় পারদের উন্নতি ও অবনতি অতি ধীরে ধীরে হইয়া থাকে, আবার কোন কোন ঝড়ের সময় অতি শীঘ্র শীঘ্র হয়। যত শীঘ্র ঐ পরিবর্ত্তন হয়, ঝড়ের প্রকোপও ততই অধিক হইয়া থাকে। ঝড়ের কেন্দ্র কোন স্থানে আসিবার ৩ হইতে ৬ ঘণ্টা পূর্ব্বে পারদ সহসা অবনত হইয়া পড়ে। ঝড়ের প্রকোপ অনুসারে ঐ অবনতির তারতম্য হয়; ঝড়ের বেগ অত্যন্ত অধিক হইলে ঐ অবনতি ২½ ইঞ্চিরও অধিক হয় অর্থাৎ যন্ত্রস্থ পারদ ২৯°৯ ইঞ্চি হইতে ২৬°৩০ ইঞ্চ পর্য্যন্ত নামিয়া পড়ে।

ঝড়ের পূর্ব্বলক্ষণ। ঝড় আসিবার পূর্ব্বে বায়ু নিশ্চল থাকে, রুদ্ধ ও নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট বোধ হয়। তাহার পর উচ্ছৃঙ্খলভাবে এক দিক্ হইতে অল্প অল্প বায়ু প্রবাহিত হয়। তাহার পর একঘণ্টা বা ততোধিককাল অসাধারণ শান্তভাব লক্ষিত হয় এবং তৎপরেই উক্ত দিক্ হইতেই প্রবল ঝড় বহিতে থাকে। ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রায়ই বিদ্যুৎ, বজ্রাঘাত, মেঘ ও বৃষ্টি সংঘটিত হয়। ঝড়ের পূর্ব্বে তাপমানযন্ত্রে তাপের আধিক্য দেখা যায়; ঝড় আসিলেই তাপ কমিয়া যায় এবং মেঘ ও বৃষ্টি হয়। ঝড়ের পর শীত অনুভব না হইয়া যদি পুনরায় গরম বোধ হয়, তবে বুঝিতে হইবে শীঘ্র আর একটা ঝড় হইবে। বৃহৎ বৃহৎ ঝড়ের সময় সমুদ্র উদ্বেলিত ও উচ্চ তরঙ্গাকারে কূলাভিমুখে বেগে ধাবিত হয় ও সময় সময় বহুদূর পর্য্যন্ত প্লাবিত করিয়া ফেলে। এই তরঙ্গ দুইপ্রকার,—একটী তরঙ্গ সমগ্র ঘূর্ণবায়ুকর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া ইহার অগ্রে অগ্রে গমন করে, অপর তরঙ্গ ঘূর্ণবায়ুর চতুর্দ্দিকস্থ ঝটিকাচক্রে নানাস্থানে নানাদিকে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভূমণ্ডলের কোন্ প্রদেশে কোন্ সময় কোন্দিক্ হইতে ঝড় আইসে, তাহা এ পর্য্যন্ত নিঃসংশয়রূপে স্থিরীকৃত হয় নাই। পশ্চিমভারতীয়দ্বীপপুঞ্জে তথাকার বর্ষা শেষে সূর্য্য যখন

মস্তকোপরি আইসে, তখনই প্রায়ই ঝড় হয়। আট্লাণ্টিক মহাসাগরের উত্তরভাগে জুন হইতে ডিসেম্বরের মধ্যপর্য্যন্ত ঝড়ের সময়, তন্মধ্যে আগষ্ট মাসেই ঝড়ের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। দক্ষিণভারতমহাসাগরে নবেম্বর হইতে জুন পর্য্যন্ত ঝড়ের কাল, তন্মধ্যে জানুয়ারী ও মার্চ্চমাসে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এবং জুন ও নবেম্বর মাসে সর্ব্বাপেক্ষা অল্প হইয়া থাকে। বঙ্গোপসাগরে অক্টোবর ও নবেম্বর মাসে অর্থাৎ প্রবল উত্তরপূর্ব্ব মৌসুমবায়ু বহিবার কালেই প্রায়ই ঝড় হয়। তদ্ভিন্ন দক্ষিণপশ্চিমে মৌসুমবায়ু বহিবার কালে অর্থাৎ মে ও জুন মাসেও ঝড় হইয়া থাকে। চীনসাগরে সচরাচর জুন হইতে নবেম্বর মাসের মধ্যে তুফান (টাইফুন্) ঝড় হইয়া থাকে, তন্মধ্যে সেপ্টেম্বরে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ও জুনমাসে অল্প। আরব-সাগরে উভয় প্রকার মৌসুমবায়ু বহিবার কালেই ঝড় হয়।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে ভারতবর্ষ ও ইহার নিকটবর্ত্তী সমুদ্রে যে সকল ভীষণ ঝড় হইয়া গিয়াছে, উহাদের বিশেষ বিবরণ অনেক ইংরাজী পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। হেন্‌রি পেডিংটন (Henry Peddington) সাহেব, ১৮৩৯ হইতে ১৮৫১ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত যে সমস্ত ঝড় হয়, তাহাদের বিবরণ লিখেন। ইনিই প্রথমে সিদ্ধান্ত করেন যে, ভারতবর্ষ ও নিরক্ষরেখার উত্তর পর্য্যন্ত সমুদ্রে যে সমুদায় ঝড় হয়, সে সমুদয় সচল চক্রবৎ পরিভ্রাম্যমান ঘূর্ণবায়ু। তিনি ঐ সকল ঝড়ের বেগ এবং গমনপথাদিও স্থির করিয়াছেন।

মান্দ্রাজের ১০৯ মাইল উত্তর হইতে ইহার ১২০ মাইল দক্ষিণ পর্য্যন্ত স্থানে ঝড়ের প্রকোপ অতিশয় অধিক। ১৭৪৬ হইতে ১৮৮১ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত তথায় ১৭টী অতিশয় ভীষণ ঝড় হইয়া বহু উৎপাত সাধিত হইয়াছে।

বঙ্গোপসাগরে যে সকল ভীষণ ঝড় হইয়া গিয়াছে, পেডিংটন প্রভৃতির পুস্তকে তাহাদের ৭৩টীর উল্লেখ আছে। ব্লান্‌ফোর্ড সাহেব হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন, তন্মধ্যে জানুয়ারি মাসে ২টী, ফেব্রুয়ারি ০, মার্চ্চ ১, এপ্রিল ৫, মে ১৭, জুন ৪, জুলাই ২, আগষ্ট ২, সেপ্টেম্বর ৩, অক্টোবর ২০, নবেম্বর ১৪ ও ডিসেম্বরমাসে ৩টী সংঘটিত হয়। ইহাদের মধ্যে নবেম্বর হইতে এপ্রিলের শেষ পর্য্যন্ত যে কয়েকটী ঝড় হয়, সেই সকলই বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণাংশেই আবদ্ধ, নবেম্বর মাসের অধিকাংশ ঝড়ও তাহাই। মে ও জুনের প্রথম সপ্তাহ এবং অক্টোবর ও নবেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ এই সময়েই প্রধানতঃ বঙ্গোপসাগরের উত্তরভাগে ঝড় হয়। মধ্যবর্ত্তী সময়ে অর্থাৎ দক্ষিণপশ্চিম মৌসুমবায়ু বহিবার সময়ে কখন কখন উত্তর-ভাগে ঝড় হয় বটে, কিন্তু তাহার সংখ্যা অতি বিরল।

কাপ্তেন টেলর বঙ্গোপসাগরের ঝড়ের বিষয় এইরূপ লিখিয়াছেন। কোন জাহাজ এইরূপ ঝড়ে পড়িলে প্রথমে একদিক্ হইতে ঝড় পায়, তাহার পর কিছুক্ষণ বায়ু শান্তভাব ধারণ করে এবং আকাশ নির্ম্মল হয়; তাহার পরই বিপরীত দিক্ হইতে পুনরায় ভীষণ ঝড় আগমন করে। এই সকল ঝটিকার গতি পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুবর্ত্তী অর্থাৎ ঘূর্ণবায়ুর উত্তরাংশে ঝড় পূর্ব্ব হইতে, দক্ষিণাংশে পশ্চিম হইতে এবং পশ্চিমাংশে উত্তর হইতে প্রবাহিত হয়। এই সকল ঘূর্ণবায়ু প্রায়ই দক্ষিণপূর্ব্বকোণ হইতে উত্তরপশ্চিমকোণাভিমুখে গমন করে।

মান্দ্রাজ নগর ও ইহার চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী স্থানে অনেকবার ভীষণ ঝড় হইয়া গিয়াছে। এই সকল ঝড়ের উৎপাদক ঘূর্ণবায়ু পূর্ব্বদক্ষিণপূর্ব্বদিক্ হইতে বেগে পশ্চিম-উত্তরপশ্চিমে গমন করে। কূলে উপস্থিত হইলে উহাদের গতি ঈষৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া পশ্চিম বা পশ্চিমউত্তরপশ্চিমমুখী হয়। ইহাদের ব্যাস প্রায় ১৫০ মাইল ও ইহাদের আবর্ত্তন ঘড়ির কাঁটার বিপরীতদিকে হইয়া থাকে।

১৭৪৬ খৃঃ অব্দে ৩রা অক্টোবর রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় মান্দ্রাজ নগরে এক ভীষণ ঝড় হয়। তখন ফরাসী সেনাপতি লাবোর্ডনে মান্দ্রাজ নগর অধিকার করিয়া তথায় ২৩ দিন বাস করিতেছিলেন। পোতাশ্রয়ে বহুসংখ্যক রণতরী ও জাহাজাদি ছিল, প্রায় সকলগুলিই ভগ্ন ও জলমগ্ন বা তীরে নিক্ষিপ্ত হইল। ৩ খানি ফরাসী নৌকায় প্রায় ১২ সহস্র লোক ছিল, তাহারা সকলেই গতাসু হইল।

১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে ১২ই ও ১৩ই এপ্রিল রাত্রিতে কডালুরের নিকটস্থ সমুদ্রে ভয়ানক ঝটিকা হয়। এই ঝড় উত্তরপশ্চিমদিক্ হইতে প্রবাহিত হইতেছিল। পরদিন সমস্ত দিবস ঝড় ঐ রূপেই বহিতে থাকে। পেম্ব্রোক জাহাজ পোর্টোনভো হইতে অনতিদূরে জলমগ্ন হয়; কেবলমাত্র ১২ জন আরোহী রক্ষা পায়। দেবীকোটের অনতিদূরে নমুর জাহাজ ভগ্ন হয় ও তন্মধ্যস্থ ৫২১ জন কর্ম্মচারী ও আরোহী জলমগ্ন হয়। সেণ্ট ডেভিড ফোর্টের অনতিদূরে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির দুইখানি বৃহৎ জাহাজ ও যাবতীয় ক্ষুদ্র তরী নষ্ট হইয়া যায়।

১৭৫২ খৃঃ অব্দে ৩১এ অক্টোবরেও একটা ভয়ানক ঝড় হয়।

১৭৬১ খৃঃ অব্দে ১লা জানুয়ারি পণ্ডিচেরীতে ভীষণ ঝড় হয়। এই সময়ে ইংরাজেরা জলে ও স্থলে আক্রান্ত হইয়াছিল। ইংরাজপক্ষীয় ৮ খানি জাহাজের মধ্যে ৪ খানি রক্ষা পায়; অপর ৪ খানির মাস্তল ভাঙ্গিয়া যায়, কিন্তু কোনক্রমে জলমগ্ন হইতে উদ্ধার পায়। নিউকাস্‌ল প্রভৃতি ৩ খানি জাহাজ তীরে

নিক্ষিপ্ত হয় এবং অপর ৩ খানি জাহাজ জলমগ্ন হয়। ১১০০ জন আরোহীর মধ্যে কেবলমাত্র ৭ জন য়ুরোপীয় ও ৭ জন দেশীয় প্রাণত্যাগ করে।

১৭৭৩ খৃঃ অব্দে ২১এ অক্টোবর মান্দ্রাজে প্রবল ঝড় হয়। তাহাতে পোতাশ্রয়ের যত জাহাজ নঙ্গর করিয়াছিল, সমুদায় বিনষ্ট হয়।

১৭৮২ খৃঃ অব্দে উত্তরপশ্চিম হইতে ঝড় আরম্ভ হয়। পর দিবস প্রাতে প্রায় ১০০ দেশীয় পোত তীরে নিক্ষিপ্ত হইল। ইংলণ্ডেশ্বরের দুইখানি জাহাজ মাস্তল নামাইয়া কষ্টে বোম্বাই পৌছে। এই সময়ে হায়দরআলির উৎপীড়নে বহু-সংখ্যক প্রজা মান্দ্রাজ নগরে আশ্রয় লইয়াছিল। ঝড়ের পরই তথায় ভয়ানক পীড়ার প্রাদুর্ভাব হয়। গবর্ণর মেকার্টনি তাহাদের কষ্ট লাঘব করিতে সাধ্যমত যত্ন করেন।

১৭৯৭ খৃঃ অব্দে ২৭এ অক্টোবর প্রবল বাত্যা প্রবাহিত হয়। এই সময়ে বায়ুমানযন্ত্রে পারদের উন্নতি ২৯°৪৬৫ ইঞ্চির কম ছিল না।

১৮১১ খৃঃ অব্দে ২রা মে মান্দ্রাজে যে ভীষণ ঝড় হয়, তাহাতে প্রায় শতাধিক জাহাজ ও ক্ষুদ্র পোতাদি নষ্ট হয়। কেবল ২ খানি মাত্র জাহাজ সমুদ্রে পড়িয়া রক্ষা পায়। এই ঝড়ের বেগে সমুদ্রকূল হইতে প্রায় ৪ মাইল পর্য্যন্ত বেলাভূমি ৩৬ হস্ত গভীরজলে ডুবিয়া যায়।

১৮১৮ খৃঃ অব্দে ২৪এ অক্টোবর মান্দ্রাজে উত্তর হইতে ঝড় আরম্ভ হয়। ক্রমে ঝড়ের বেগ বৃদ্ধি হইয়া একবারে থামিয়া যায়; হঠাৎ দক্ষিণ দিক্ হইতে পুনরায় পূর্ব্বরূপ প্রবল ঝড় আইসে। এই ঘূর্ণবায়ু মান্দ্রাজ নগর দিয়া পশ্চিমমুখে গমন করে। বায়ুমানযন্ত্রে পারদ ২৮-৭৮ ইঞ্চি পর্য্যন্ত নামিয়া পড়ে।

১৮৩৬ খৃঃ অব্দে ৩০এ অক্টোবর মান্দ্রাজে উত্তর হইতে ঝড় আরম্ভ হয়। অপরাহ্ণ ৪টার সময় বায়ু উত্তরপশ্চিম এবং উত্তর দিক্ হইতে প্রবাহিত হইয়া পরে প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা কাল একবারে থামিয়া যায়। পরে সন্ধ্যা ৭টার সময় দ্বিগুণ বেগে দক্ষিণ হইতে ঝড় বহিতে থাকে। ঐ সময়ে বায়ুমান-যন্ত্রে পারদ ২৮'২৮৫ ইঞ্চি উচ্চ ছিল। ঘূর্ণবায়ু নগরের উপর দিয়া গমন করে।

১৮৪৬ খৃঃ অব্দে ২৫এ নবেম্বর যে ঝড় হয়, তাহাতে মান্দ্রাজ নগরের মানমন্দিরের বায়ুগতিপরিমাপক যন্ত্রাদি ভাঙ্গিয়া যায়।

১৮৬৪ খৃঃ অব্দে ১লা নবেম্বর মসুলীপত্তনে ভয়ানক ঝড় হয়। ঝড়ের প্রকোপে সমুদ্র স্ফীত হইয়া উঠে এবং উপকূলভাগে ১২।১৩ মাইল পর্য্যন্ত এমন কি এক স্থানে ১৭ মাইল পর্য্যন্ত প্রায় ৭৮০ বর্গ মাইল স্থান প্লাবিত করে। এই ভীষণ প্লাবনে প্রায় ৩০০০০ লোকের মৃত্যু হয়।

ঝটিকা দ্বারা সুন্দরবনের সমূহ ক্ষতি হইয়াছে। ১৫৮৫ খৃঃ অব্দে হরিণঘাটা ও গঙ্গার মধ্যবর্ত্তী স্থানে অর্থাৎ বর্ত্তমান সমগ্র বরিশাল ও বাখরগঞ্জ জেলা ঝড় দ্বারা তাড়িত সাগরতরঙ্গে প্লাবিত হইয়া যায়। [চন্দ্রদ্বীপ দেখ।] তৎপরেই মগ ও পর্ত্তু-গীজ দস্যুগণ ইহার দুর্দ্দশার একশেষ করে। ১৬২২ খৃঃ অব্দে ঐ প্রদেশ পুনরায় জলপ্লাবিত হয়; তাহাতে প্রায় ১০০০০ লোক প্রাণত্যাগ করে এবং গৃহাদি নষ্ট হইয়া যায়।

একখানি ইংরাজী সাময়িকপত্রে লিখিত আছে, ১৭৩৭ খৃঃ অব্দে কলিকাতায় এক অতি ভীষণ ঝড় হয়। ঐ ঝড়ে সমুদ্রজল উচ্ছ্বসিত হইয়া কলিকাতা প্লাবিত করে। তাহাতে প্রায় ৩০০০০০ প্রাণী বিনষ্ট হয়। ১৭৩৬ খৃঃ অব্দে লক্ষ্মীপুরের নিকট মেঘনার জল সাধারণ সীমার উপর ৬ ফিট উচ্চ হইয়া উঠে। ১৮৩১ খৃঃ অব্দের প্রবল ঝড়ে কলিকাতার চতুর্দ্দিকস্থ ৩০০ শত গ্রাম ও প্রায় ১১ সহস্র লোক ভাসিয়া যায়। মেঘনা নদীর মোহানায় অনেক ঝড়ের বিবরণ শুনিতে পাওয়া যায়।

১৮৩৩ খৃঃ অব্দের প্রবল ঝড়ে সমস্ত সাগরদ্বীপ ১০ ফিট গভীর জলে ডুবিয়া যায় এবং ইহার সমস্ত লোক ও য়ুরোপীয় তত্ত্বাবধায়কগণ সকলেই বিনষ্ট হয়। ১৮৪৮ অব্দে সন্দীপ ঝড়ে জলপ্লাবিত হয়।

১৮৫৯ খৃঃ অব্দে কলিকাতায় একটী প্রবল ঝড় হইয়া বিস্তর প্রাণনষ্ট করে।

১৮৬৪ খৃঃ অব্দে ৫ই অক্টোবর রাত্রিকালে সমুদ্র হইতে এক ভীষণ ঝড় কলিকাতার উপর দিয়া গমন করে। এই ঝড়ে বহুসংখ্যক ষ্টিমার ও ৫০।৭০ হাজার মণ বোঝাই করা জাহাজাদি ভগ্ন এবং তীরে নিক্ষিপ্ত বা জলমগ্ন এবং প্রায় ৩০০ মাইল স্থানে গৃহবৃক্ষাদি সমস্তই ভূমিসাৎ হয়। এই ঝড় আন্দামান দ্বীপের নিকটে উৎপন্ন হইয়া উত্তরপশ্চিম-মুখে বালেশ্বর ও হিজলীর নিকট উপকূলভাগে প্রতিহত হয়। তৎপরে তথা হইতে ঐ ঝড় ৫ই অক্টোবর তারিখে কলিকাতায় উপনীত হয় এবং কৃষ্ণনগর ও বগুড়ার উপর দিয়া গারো-পাহাড়ে গিয়া থামে। এই ঝড়ের প্রতাপেই বহু অনিষ্ট হইয়া-ছিল, তাহার উপর আবার ৩০ ফিট উচ্চ সাগরতরঙ্গ আসিয়া ভাগীরথীর উভয় কূলবর্ত্তী প্রায় ৮ মাইল পর্য্যন্ত স্থান জল-প্লাবিত করে। কলিকাতা ও হাবড়ায় প্রায় ১৯৬৪৮১ গৃহ ভাসিয়া যায়। মেদিনীপুর জেলায় ও সুন্দরবনে ইহা অপেক্ষাও বিস্তর হানি হইয়া গিয়াছে। এমন কি অনেক জেলায় প্রায়

৩½ অংশ অধিবাসী ঝড়ের প্রকোপে জলপ্লাবনে ভাসিয়া যায়। সম্প্রতি বহু অর্থব্যয়ে ২৫।৩০ বৎসরের পরিশ্রমের পর সুন্দরবন প্রভৃতিকে কথঞ্চিৎ জলপ্লাবনের হস্ত হইতে রক্ষা করা হইয়াছে। ঝড়ে কলিকাতায় যেরূপ বহুসংখ্যক অধিবাসী সহসা অকালে কালকবলে পতিত হইয়াছে, তাহা উল্লেখ করিয়া বাক্‌লোর সাহেব লিখিয়াছেন যে, গঙ্গা যদি টেম্‌স্ ও লণ্ডন অপেক্ষাকৃত অল্প অধিবাসীযুক্ত হইয়া কলিকাতা হইত, তাহা হইলে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে হাহাকার ধ্বনি শুনা যাইত এবং লিস্‌বনের ভূমিকম্প প্রভৃতি যে সকল দুর্ঘটনা ইতিহাসে এত প্রসিদ্ধ, সকলই কলিকাতার ঝড়ের বিষম উৎপাতের নিকট অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতীত হইত। এই ঝড়ে প্রায় ২০০ জাহাজ ও ১০০০০০ মনুষ্য বিনষ্ট হয়।

মেঘনা নদীর মোহানাস্থিত সন্দ্বীপ, সাহাবাজপুর হাতিয়া প্রভৃতি উর্ব্বরা শস্যক্ষেত্র ও নারিকেল-বনশোভিত দ্বীপসকল অনেকবার ঝড় ভোগ করে। ঐ সকল দ্বীপ জল হইতে অনেক উচ্চ থাকায়, যাহা কিছু উৎপাত ঝড় দ্বারাই সাধিত হয়। বায়ুরাশির অসাধারণ শান্তভাব ও আকাশের রক্তিমা দ্বারা তথাকার অধিবাসিগণ পূর্ব্বেই ঝড়ের আগমন জানিতে পারে। কিন্তু ১৮৭৬ খৃঃ অব্দে ৩১এ অক্টোবর সহসা উত্তর হইতে ঝড় বহিতে থাকে। পরদিন ১লা নবেম্বর রাত্রি ৩টার সময় নদীর জল অধিকতর বেগে গমন করিতে লাগিল। জোয়ার অসাধারণ উচ্চ হইলে তাহার পর পশ্চিমদক্ষিণ কোণ হইতে ভীষণ বাত্যা প্রবাহিত হইয়া ১০ হইতে ১৪ ফিট উচ্চ সাগরতরঙ্গ আনয়ন করিল। প্রায় ৪টা পর্য্যন্ত জল বাড়িয়া পরে কমিতে থাকে। ইহাতে প্রায় ১,৩৫,০০০ লোক ডুবিয়া মরে এবং পরে প্রায় ৭৫০০০ লোক ওলাউঠায় প্রাণত্যাগ করে।

ঝড়সাতল, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশান্তর্গত বল্লভগড় জায়গীরের একটী সহর। অক্ষা° ২৮°১৯´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৭°২১´ পূঃ। এই সহর দিল্লী হইতে ২৯ মাইল দক্ষিণে মথুরা যাইবার পথে অবস্থিত।

ঝড়ি (দেশজ) ১ ঝটিকা। ২ বাত্যা।

ঝড়িয়া (ঝরিয়া) ১ মধ্যপ্রদেশবাসী প্রাচীনজাতিবিশেষ। সম্ভবতঃ ঝাড় অর্থাৎ গুল্ম-জঙ্গল হইতে ইহাদের নাম ঝড়িয়া বা ঝরিয়া হইয়া থাকিবে। ইহাদের আচার-ব্যবহার খাদ্যাখাদ্য অনেকাংশে নিকৃষ্ট। ইহারা অনেক অদ্ভুত দেবতার উপাসনা করে।

৩ গুজরাটের একজাতি, ইহারা পূর্ব্বে বস্তুকণ্ঠী ধরিত।

ঝন্ঝণা (অব্য) ঝণৎ ডাচ্। ১ অব্যক্ত শব্দবিশেষ ২ অব্যক্ত শব্দযুক্ত। ৩ ঝন্ঝন্ শব্দ।

"সর্ব্বং ঝণঝণাভূতমাসীৎতলবনোষধ" (ভারত ভী° ১৯ অঃ)

ঝন্ঝণায়মান (ত্রি) ঝণঝণ-কাঙ শানচ। যাহা ঝন্ঝণ শব্দে শব্দিত হইতেছে।

ঝণ্ডাসিংহ, ভঙ্গীনামক শিখ-সম্প্রদায়ের একজন নেতা। ইহার পিতা ভজা মিচ্ছিল অর্থাৎ সম্প্রদায়ের সর্দ্দার ছিলেন। তাঁহার দুই পত্নী; একের গর্ভে ঝণ্ডাসিংহ ও গণ্ডাসিংহ এবং অপরের গর্ভে চড়ৎসিংহ, দেওয়ানসিংহ ও বগ্ধসিংহ জন্মগ্রহণ করেন। হরিসিংহের মৃত্যুর পর ঝণ্ডাসিংহ পিতৃপদে অধিষ্ঠিত হইলেন। ইহাঁরই সময়ে ভঙ্গীসম্প্রদায় সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত ও প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে। ঝণ্ডাসিংহ ও তদীয় ভ্রাতৃগণ বহুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত শিখসর্দ্দারগণের সহিত সদ্ভাব স্থাপন করেন।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ঝণ্ডাসিংহ মুলতান আক্রমণ করিয়া শতদ্রুতীরে মুসলমান শাসনকর্ত্তা সুজাখাঁ এবং দাউদপুত্রগণকে পরাস্ত করিলেন। সন্ধি-অনুসারে পাকপত্তন তাঁহাদের রাজ্যের মধ্য-সীমা বলিয়া ধার্য্য হইল।

ইহার পর ঝণ্ডাসিংহ কসুর আক্রমণ করিয়া তথাকার পাঠান অধিপতিকে পরাজিত করিলেন। পরে তিনি মুলতানের নবাবের সহিত সন্ধিভঙ্গ করিয়া ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে দুর্গ আক্রমণ করিলেন। কিন্তু দেড়মাস অবরোধের পর দাউদপুত্রগণ এবং জহান খাঁ-পরিচালিত আফগানসৈন্যগণ শিখদিগকে বিদূরিত করিয়া দিল।

পর বৎসর ঝণ্ডাসিংহ অনেক শিখসর্দ্দার ও প্রভূত সৈন্য লইয়া পুনরায় মুলতান আক্রমণ করিলেন। এই সময় মুলতানে অন্তর্ব্বিবাদ চলিতেছিল। শরিফ বেগ তখ্‌লু নামক একজন শাসনকর্ত্তা ঝণ্ডার সাহায্য প্রার্থনা করিল। ঝণ্ডাসিংহ তৎক্ষণাৎ স্বীয় দলবল লইয়া সুজাখাঁকে পরাজিত করিয়া নগর অধিকার করিলেন এবং শিখসৈন্য দ্বারা দুর্গ সুরক্ষিত করিলেন। শরিফ বেগ হতাশ হইয়া খয়েরপুরে পলায়ন করিলেন। তথায় তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

মুলতান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ঝণ্ডাসিংহ বলুচ প্রদেশ জয় ও লুণ্ঠন করেন, পরে ঝঙ্গ আক্রমণ করিয়া মানখেড় ও কালাবাঘ অধিকার করিলেন। মুলতানের ধ্বংসাবশেষে নির্ম্মিত সুজাআবাদ আক্রমণ করেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

ইহার পর তিনি অমৃতসরে আগমন করিয়া তথায় ভঙ্গী-কেল্লা নামে একটী ইষ্টকনির্ম্মিত দুর্গ প্রস্তুত করিলেন। এই দুর্গের ধ্বংসাবশেষ লুনমণ্ডির পশ্চাতে আজিও বিদ্যমান আছে।

তাহার পর ঝণ্ডাসিংহ রামনগর আক্রমণ ও ছত্রদিগকে

পরাজিত করিয়া বিখ্যাত জঙ্গা-কামান জমজমা * পুনরায় অধিকার করিলেন। ইহার পর তিনি জম্মু আক্রমণ করিয়া তথাকার কাহ্নিয়া মিছিলের সর্দ্দার জয়সিংহ ও সুকর-চাকিয়া মিছিলের সর্দ্দার চড়ৎসিংহের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। বহুদিবস দুইপক্ষে যুদ্ধ চলিতে লাগিল, কিন্তু জয়-পরাজয় স্থির হইল না। অবশেষে এক দিন দৈবাৎ সর্দ্দার চড়ৎসিংহের বন্দুক ফাটিয়া তাঁহাকে নিহত করিল। তাহার পর এক দিন কাহ্নিয়াগণ পরাজিত হইবার উপক্রম হইল, কিন্তু যুদ্ধকালে ঝণ্ডাসিংহ স্বজাত শিখজাতীয় জনৈক অনুচরকর্ত্তৃক বন্দুকের গুলিতে আহত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। সেই দুরাত্মা জয়সিংহের নিকট উৎকোচ গ্রহণ করিয়া এইরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। ঝণ্ডাসিংহের মৃত্যুর পর কাহ্নিয়াগণ সহজেই বিজয়ী হইল। গণ্ডাসিংহ জ্যেষ্ঠের পদাভিষিক্ত হইলেন।

ঝন্তি (অব্য) ঝটিতি এই শব্দ হইতে ঝন্তি এই প্রয়োগ হইয়াছে। (কাব্যপ্রকাশ) ঝটিতি।

ঝন(ণ)ৎকার (পুং) ঝনৎ ইত্যব্যক্তশব্দস্য কারঃ করণং যত্র। ঝন্ ঝন্ এইরূপ অব্যক্ত শব্দ।

"উদ্বেল্লভুজবল্লিকঙ্কণঝনৎকারঃ ক্ষণং বার্য্যতাম।" (কালিদাস)

ঝন্‌ঝনা, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের অন্তর্গত মুজাফরনগর জেলার শামলি তহসীলের একটী কৃষিপ্রধান সহর। অক্ষা° ২৯° ৩০′ ৫৫″ উ°, দ্রাঘি° ৭৭° ১৫′ ৪৫″ পূঃ। এই সহর মজাফরনগরের ৩০ মাইল পশ্চিমে যমুনানদী ও খালের মধ্যবর্ত্তী সমপ্রদেশে অবস্থিত। এখানে পূর্ব্বে একটী ইষ্টকরচিত দুর্গ ছিল। এখনও ইহাতে একটী মসজিদ এবং শাহ আবদুল্ রজাক্ ও তাঁহার চারিপুত্রের কবর আছে। ঐ সকল কবর ও মসজিদ সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের সময় নির্ম্মিত হয়। উহাদের গুম্বজে নীলবর্ণের বহুশিল্পকার্য্যযুক্ত পুষ্পসকল বিদ্যমান আছে। দরগা ইমামসাহেব নামক অট্টালিকা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। সহরের নিকট দিয়া খাল থাকায় বর্ষাকালে বহুদূর জলমগ্ন হইয়া যায়। জ্বর, বসন্ত, ওলাউঠা এখানকার সাধারণ রোগ। এখানে একটী থানা ও ডাকঘর আছে।

ঝান্দমুর, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের আগরা জেলার একটী সহর। অক্ষা° ২৭° ২২′ উঃ দ্রাঘি° ৭৭° ৪৯′ পূঃ। এই সহর আগ্রা হইতে মথুরার পথে প্রায় ২৬ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত।

ঝন্নিবাল, অকবরের সমকালবর্ত্তী জনৈক জ্ঞানী ফকির। আইনআকবরিতে ইনি ২য় শ্রেণীর অর্থাৎ অন্তর্দ্দর্শী পণ্ডিতগণের মধ্যে গণ্য হইয়াছেন। ইঁহার প্রকৃত নাম সেখ দাউদ, লাহোরের নিকটস্থ ঝন্নি হইতে ঝন্নিবাল নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহার পূর্ব্বপুরুষগণ আরবদেশ হইতে আসিয়া মূলতানের অন্তর্গত সীতাপুরে বাস করেন, ঐ স্থানেই দাউদের জন্ম হয়। ইনি ৯৮২ খৃঃ অব্দে প্রাণত্যাগ করেন।

ঝপ্‌ঝপ্ (দেশজ) শীঘ্র শীঘ্র।

ঝব্বাঝাড়, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে ফয়জাবাদ জেলার অযোধ্যানগরের দক্ষিণস্থ একটী মৃত্তিকার পাহাড়। তথাকার সাধারণ লোকের বিশ্বাস, রামকোট দুর্গ নির্ম্মাণকালে মজুরগণ প্রত্যহ সন্ধ্যায় ঐ স্থানে তাহাদের ঝুড়ী ঝাড়িয়া বাটী আসিত, তাহাতেই ঐ পাহাড় হইয়াছে। তজ্জন্যই উহাকে ঝব্বাঝাড় অর্থাৎ ঝুড়িঝাড়া কহে। ইহার সংস্কৃত নাম মণিপর্ব্বত।

ঝব্ব বিবি নবাব হাসেনখাঁর পত্নী। ইনি মহম্মদ শাহের রাজত্বকালে ১৬২৫ খৃষ্টাব্দে মুজাফরনগরের ১৫ মাইল পূর্ব্বে মোর্ণা নামক স্থানে একটী বৃহৎ মসজিদ্ নির্ম্মাণ করেন। এই মন্দিরের গঠনপ্রণালী অতি সুন্দর।

ঝম্‌ঝম্ (দেশজ) বৃষ্টিপাতের শব্দ। তদ্রূপ শব্দ।

ঝমর (দেশজ) মলের শব্দ।

ঝমর্‌ঝমর্ (দেশজ) মলের বা অলঙ্কারের শব্দ।

ঝম্প (পুং) পৃষোদরাদিত্বাৎ প্রয়োগোয়ং সাধ্যঃ। ১ লম্ফ। ২ স্বেচ্ছায় সংপাতপতন। (জটাধর) স্ত্রাবে অ টাপ্ ঝম্পা। (স্ত্রী)

"পুচ্ছাস্ফোটদলৎসমুদ্রবিবরৈঃ পাতালঝম্পাশ্চতাঃ" (মহাবীরচ°)

ঝম্পন, পার্ব্বতীয়প্রদেশে ব্যবহৃত একপ্রকার ক্ষুদ্র পাল্কী, ইহা চারি ব্যক্তিকর্ত্তৃক বাহিত হয়। পাহাড়ে উঠিবার বা নামিবার সময়ই ইহা ব্যবহৃত হয়। ঝম্পান বাহকদিগকে ঝম্পনি, ঝাঁপানি বা ঝপানি কহে।

ঝম্পাক (পুং) ঝম্পেন আকায়তি গচ্ছতীতি ঝম্প-আ-কৈ ক অথবা ঝম্পেন অকতি গচ্ছতীতি ঝম্প অক্-অণ্। যে ঝাঁপ দিয়া গমন করে। বানর, কপি। (শব্দচি°)

ঝম্পারু (পুং) ঝম্পং লম্ফং আরাতি দদাতীতি ঝম্প-আ-রা-ডু (বাহুলকাৎ) অথবা ঝম্পেন আচ্ছর্তি গচ্ছতীতি ঝম্প-আ-ঋ উ। বানর, কপি। (শব্দর°)

ঝম্পাশিন্ (পুং) ঝম্পেন স্বেচ্ছয়া পতনেন অশ্নাতি ভক্ষয়তি ইতি ঝম্প-অশ-ণিনি। যে ঝাঁপ দিয়া খায়। মৎস্যরঙ্গ পক্ষী, মাছরাঙ্গা পাখী। স্ত্রিয়াং ঙীষ্ ঝম্পাশিনী।

ঝম্পিন্ (পুং) ঝম্পঃ অস্ত্যস্য ইতি ইনি। ১ বানর। ২ কপি। (শব্দর°)

ঝম্মর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত গুজরাটের কাঠিয়াড়ের মধ্যে ঝালাবার বিভাগের একটী ক্ষুদ্র জমিদারী। ঝম্মর

---

* ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে ২১এ ডিসেম্বর রাত্রিতে সর্ হেন্‌রি লার্ডিঞ্জ ফিরোজসহরের যুদ্ধে ঐ কামান অধিকার করেন। তাহা এখন লাহোর-মিউজিয়মের দ্বারদেশে রক্ষিত আছে।

গ্রাম বধান নগরের ৯ মাইল উত্তরপূর্ব্বে বোম্বাই-বরদা এবং মধ্যভারতীয় রেলপথের লাখতার ষ্টেশনের ৩ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। ইহার জমিদারগণ ঝালা রাজপুত এবং বধানের জমিদারদিগের দায়াদ।

ঝর (পুং) ঝৄ-অচ্। ১ নির্ঝর। ২ পর্ব্বতাবতীর্ণ জলপ্রবাহ; "স তদুচ্চকুচৌ ভবন্ প্রভাঝরচক্রভ্রমিমাততানোর্ত্তি যং।" (নৈষধ)

ঝরকা (দেশজ) ১ গবাক্ষ। ২ জানালা।

ঝরণ (দেশজ) ঝরিয়া পড়া, নিঃসরণ।

ঝরণা (দেশজ) ১ শৈলনিঃসৃত জল। ২ নির্ঝর।

ঝরা (স্ত্রী) ঝর। (অমরটী° ভরত)

ঝরিত (ত্রি) ঝর অস্ত্যর্থে ইতচ্। ১ নির্ঝরবিশিষ্ট। ২ গলিত।

ঝরিয়া, বাঙ্গালার মানভূম জেলার অন্তর্গত একটী পরগণা ও একটী জমিদারী। পরিমাণফল প্রায় ২০০ বর্গমাইল। ঝরিয়ার রাজা গবর্মেণ্ট সরকারে বার্ষিক ২৫৬২ টাকা রাজস্ব প্রদান করেন।

ঝরিয়ার পাথরিয়া-কয়লার খনি বিখ্যাত। এই খনি বাঙ্গালার মধ্যে সর্ব্বোচ্চ পাহাড় পরেশনাথের দক্ষিণে অবস্থিত। গোবিন্দপুরের দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব্বপশ্চিমে প্রায় ১৮ মাইল এবং উত্তরদক্ষিণে প্রায় ১০ মাইল বিস্তৃত। এই খনিতে স্থানে স্থানে দুই স্তর কয়লা আছে। নিম্নতর স্তরের কয়লা অতি উৎকৃষ্ট। পরীক্ষা দ্বারা উহাতে ভস্মের ভাগ শতকরা ২°৫ হইতে ৪ ভাগ পর্য্যন্ত দৃষ্ট হইয়াছে। দামোদর এবং ইহার উপনদী জমুনিয়া, কাটুরি, কাড়্রি, ছোট কাড়্রি ও ইজ্রার প্রভৃতি নদী এই কয়লাক্ষেত্র দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। ইহাদের অধিকাংশ নদীর কূলে তথাকার ভূভাগের স্তরসকল বহুনিম্ন হইতে উপর পর্য্যন্ত স্পষ্ট দৃষ্ট হয়।

ঝরী (স্ত্রী) ঝর।

ঝরুমতিয়া, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে গোরক্ষপুর জেলার চেতিয়াবন সহরের ৩½ মাইল উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত একটী প্রাচীন ধ্বংসাবশিষ্ট নগর।

ঝবরহীরা, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে শাহরাণপুর জেলার রুড়কী তহসীলের একটী সহর। এই নগর শাহরাণপুর হইতে ১২ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। এখানে শাহরাণপুর জেলার পূর্ব্ববর্ত্তী জনৈক শাসনকর্ত্তা নবাব হাকিম খাঁর নির্ম্মিত একটী মস্জিদ্ এবং একটী কূপ আছে।

ঝর্ঝর (পুং) ঝর্ঝ ইত্যব্যক্তশব্দং রাতীতি ঝর্ঝ-রা-ক। অথবা ঝর্ঝ-অর। (বহুবচনাৎ) ১ বাদ্যবিশেষ। (অমর) ২ চর্ম্মপুটাচ্ছাদিত কাষ্ঠযান। (অমরটী°) ৩ ডিণ্ডিম। ৪ ভেজরী। ৫ পটহ। (ভরতধৃত বৈকুণ্ঠ)। ঝর্ঝাতে বিভ্রতে ইতি ঝর্ঝ ভর্ৎসে-অর। ৬ কলিযুগ। ঝর্ঝরো ঝর্ঝশব্দ উবাদ্যেঽস্ত ইতি অচ্। ৭ নদবিশেষ। (মেদিনী) ৮ হিরণ্যাক্ষপুত্রবিশেষ।

"হিরণ্যাক্ষসুতাঃ পঞ্চ বিদ্বাংসঃ সুমহাবলা।
ঝর্ঝরঃ শকুনিশ্চৈব ভূতসন্তাপনস্তথা।
মহানাভশ্চ বিক্রান্তঃ কালনাভস্তথৈবচ।" (হরিবংশ)

৯ বেত্রনির্ম্মিত দণ্ডবিশেষ।

"কাঞ্চনোষ্ণীষিণস্তত্র বেত্রঝর্ঝরপাণয়ঃ।" (ভা° ভ°° ৯১ অঃ)

১০ পাকসাধন লৌহময় পদার্থবিশেষ, ঝাঁঝরা; ইহার পর্য্যায়—ঝল্লকী, ঝল্লী, ঝলরী, ঝর্ঝরী।

(দেশজ) ১ উচ্চ হইতে নিম্নে পতিত জলের শব্দ। ২ ঝাঁঝ। ৩ ঝাঁঝরা। ৪ কাড়া।

ঝর্ঝরক (পুং) ঝর্ঝর-সংজ্ঞায়াং কন্। কলিযুগ। (ত্রিকা°)

ঝর্ঝরা (স্ত্রী) ঝর্ঝতে নিন্দ্যতে ইতি ঝর্ঝ ভর্ৎসে ঝর্ঝ অর্ স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ বেশ্যা। (ত্রিকাণ্ড°) ২ জলশব্দবিশেষ।

"ঝিণ্টীশবন্দ্যা ঝঙ্কারকারিণী ঝর্ঝরাবতী।" (কাশী° ২৯।৬১)

৩ তারাদেবী।

ঝর্ঝরাবতী (স্ত্রী) ঝর্ঝরা অস্ত্যর্থে মতুপ্। মস্য বঃ স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ১ গঙ্গা। ২ ঝিণ্টী।

ঝর্ঝরিকা (স্ত্রী) তারিণী।

ঝর্ঝরিন্ (পুং) ঝর্ঝর অস্ত্যর্থে ইনি। শিব। "ত্বং গদী ত্বং শরী বাপী খট্টাঙ্গী ঝর্ঝরী তথা।" (ভারত-শা° ২৮৬ অঃ)

ঝর্ঝরী (স্ত্রী) ঝর্ঝর গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ঝর্ঝর বাদ্যবিশেষ।

"গোমুখাড়ম্বরাণাঞ্চ ভেরীনাং মুরজঃ সহ।
ঝর্ঝরী ডিণ্ডিমানাঞ্চ ব্যশ্রূয়ন্ত মহাস্বনাঃ॥" (হরিবংশ)

ঝর্ঝরীক (পুং) ঝর্ঝ-ঈকন্। ১ শরীর। (উণাদিকোষ) ২ দেশ। ৩ চিত্র। (সংক্ষিপ্তসারে উণাদিবৃত্তি)

ঝলক (দেশজ) ১ অঞ্জলিপরিমাণ তরল দ্রব্য। ২ ঔজ্জ্বল্য, চাকচিক্য, দীপ্তি।

ঝলকন (দেশজ) ঝলক উঠা।

ঝলঝলা (স্ত্রী) ঝলঝল ইত্যব্যক্তশব্দঃ অস্ত্যস্য ইতি ঝলঝল অচ্। ১ হস্তিকর্ণাস্ফালনজাত শব্দবিশেষ। (ত্রিকা°)

(দেশজ) ১ ছল ছল দৃষ্টি। ২ ঝুলন।

ঝলন (দেশজ) ঝাল দেওয়া, পাইন দ্বারা জোড় দেওয়া।

ঝলা (স্ত্রী) ঝরা পৃষো°। ১ কন্যা। ২ আতপোর্ম্মি। (মেদি°)

ঝলরী (স্ত্রী) ঝল-রা-ড। ১ হুড়ুক। ২ ঝর্ঝরবাদ্যবিশেষ। ৩ বাণচক্র। ৪ কেশচক্র। (মেদি°)।

(দেশজ) ১ কোঁকড়ান চুল।

ঝলাবর (দেশজ) ১ নির্ম্মল। ২ সুন্দর। ৩ সুশ্রী।

ঝলু, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে বিজনোর জেলার বিজনোর তহসীলের একটী সহর। অক্ষা° ২৯° ২০´ ১০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৮° ১৫´ ১০´´ পূঃ। ইহা বিজনোর নগরের ৬ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত এবং কৃষিজাত দ্রব্যের বাণিজ্য জন্য বিখ্যাত।

ঝল্‌ঝল (দেশজ) ১ ঝুলিয়া পড়া। ঝুলে থাকা।

ঝল্ক (দেশজ) ১ তরঙ্গপাত। ২ ঢেউ উঠা। ৩ অগ্নির তেজ।

ঝলোনী, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে ললিতপুর জেলার ললিতপুর তহসীলে চান্দেরীর প্রায় ১৬ মাইল উত্তরে অবস্থিত একটী গ্রাম। ইহার নিকটে গোয়ালিয়রের পথে একটী পাহাড়ের উপর প্রায় ১৮ ফিট্ উচ্চ একখণ্ড চৌর অর্থাৎ শিলাফলকে ১৩৫১ সংবতে (১২৯৪ খৃঃ অব্দে) উৎকীর্ণ দেবনাগরী অক্ষরে এক শিলালিপি আছে।

ঝল্কন (দেশজ) ঝলক উঠা।

ঝল্ল (পুং স্ত্রী) ঝর্চ্ছ কিপ্, তং লাতি লা-ক। ব্রাত্যক্ষত্রিয় হইতে জাত বর্ণসঙ্করবিশেষ। এখন ঝাল নামে গণ্য।

"ঝল্লামল্লশ্চ রাজন্যাৎ ব্রাত্যাৎ নিচ্ছিবিরেবচ।" (মনু)

মনু ইহাদের শস্ত্রবৃত্তি নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"ঝল্লামল্লনটাশ্চৈব পুরুষাঃ শস্ত্রবৃত্তয়ঃ।

দ্যূতপানপ্রসক্তাশ্চ জঘন্যা রাজসী গতিঃ।"

ঝল্লক (ক্লী) ঝর্চ্ছ কিপ্, তং লাতি লা-ক অথবা ঝল্ল স্বার্থে কন্। যে শব্দ করে। কাংস্যনির্ম্মিত করতালবাদ্যবিশেষ, ঝাঁজ।

"শিবাগারে ঝল্লকঞ্চ সূর্য্যাগারে চ শঙ্খকম্।

দুর্গাগারে বংশীবাদ্যং মধুরীঞ্চ ন বাদয়েৎ॥" (তিথিতত্ত্ব)

ঝল্লকণ্ঠ (পুং, স্ত্রী) ঝল্লোলক্ষণয়া তৎ স্বর ইব কণ্ঠঃ যস্য বহুব্রী। পারাবত। (হারা°)

ঝল্লরা (স্ত্রী) ঝর্চ্ছ-অরন্ পৃষো°। ১ ঝর্ঝর বাদ্যবিশেষ। ২ হুড়ুক। ৩ বালককেশ। ৪ শুদ্ধ। ৫ ক্লেদ। (মেদি°)। ৬ বালচক্র, চলিত কথায় ইহাকে বালোড়ি বলে। (অজয়°)

ঝল্লরা (স্ত্রী) [ঝল্লরা দেখ।]

ঝাল্লিকা (স্ত্রী) ঝল্লী-কৈ-ক পৃষো°। ১ উদ্বর্ত্তনপট, যে বস্ত্র দ্বারা গাত্রের মলা তোলা যায়। ২ দ্যোত। (মেদিঃ) ৩ দীপ্ত। ৪ উদ্বর্ত্তনমল। (শব্দর°) ৫ সূর্য্যরশ্মির তেজঃ। (দেশজ) ঝাঝা।

ঝল্লী (স্ত্রী) ঝল্ল-ঙীষ্। ঝর্ঝরবাদ্য।

ঝল্লীষক (ক্লী) নৃত্যভেদ। "ঝল্লীষকন্তু স্বয়মেব কৃষ্ণঃ সুবংশঘোষং নরদেব পার্থ।" (হরিবং ১৪৮ অঃ)

ঝল্লোলি (পুং) তর্কুলাসক, টেকুয়ার বাঁটুল।

ঝল্লোল (পুং) ঝর্চ্ছ-কিপ্, তথাভূতঃ সন্ লোলঃ পৃষো°। [illegible]

ঝল্‌সান (দেশজ) অর্দ্ধদগ্ধ, আধপোড়া।

ঝষ (ক্লী) ঝষ গ্রহে-অচ্। ১ খিল। (অজয়°) ২ বন।

ঝস (পুং স্ত্রী) ঝষ কর্ম্মণি ঘ। ১ মৎস্য। স্ত্রীলিঙ্গে জাতিত্বাৎ ঙীষ্। "বংশীকরেণ বাড়িশেন ঝষীরিবাস্মান্।" (আনন্দবৃন্দা°) ২ মকর। "ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি" (গীতা) ৩ মীনরাশি। "কার্ম্মুকস্তু পরিত্যজ্য ঝষং সংক্রমতে রবিঃ।" (মল° ত°) ঝষ ভাবে ক। ১ তাপ। (মেদি°) ২ গ্রীষ্ম, গরমী।

ঝষকেতু (পুং) ঝষঃ কেতুঃ যস্য বহুব্রী। মদন। (হলায়ুধ)

ঝষা (স্ত্রী) ঝষ অচ্ টাপ্। নাগবলা। (অমর)।

ঝষাঙ্ক (পুং) ঝষঃ অঙ্কে যস্য বহুব্রী। ১ কন্দর্প। উপাচারক্রমে মদনপুত্র অনিরুদ্ধকেও বুঝায়। (হেম)

ঝষাশন (পুং, স্ত্র) ঝষ, অশ-ল্যু। শিশুমার। (ত্রিকা°)

ঝষোদরী (স্ত্রী) ঝষস্য উদরং উৎপত্তিস্থানং যস্যা অস্যাঃ। মৎস্যগন্ধানাম্নী ব্যাসমাতা। (ত্রিকা°) উপরিচর নৃপের শুক্রে ব্রহ্মার শাপে মৎস্যযোনিপ্রাপ্তা অদ্রিকা নাম্নী কোন অপ্সরার গর্ভে মৎস্যগন্ধার জন্ম হয়। (ভারত আ° ৬৩ অঃ)

ঝা (ওঝা), বেহারস্থ মৈথিল-ব্রাহ্মণদিগের উপাধিবিশেষ।

ঝাউ ভারতবর্ষ ও বেলুচিস্থানের মধ্যবর্ত্তী একটী উপত্যকা। এখানে অধিবাসীর সংখ্যা অতি অল্প, উহারা বিজারু, হলদা ও মিরবারি (ব্রাহুই) জাতীয়। সকলেই বহুসংখ্যক গো, মহিষ, ছাগ, মেষ, উষ্ট্র প্রভৃতি পালন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে। এই প্রদেশে অরণ্য বিস্তর, কৃষিকার্য্য আদৌ হয় না। এখানে নন্দারু নামে একটী মাত্র গ্রাম আছে।

বহুসংখ্যক মৃত্তিকাস্তূপ ও তন্মধ্যে প্রাচীন মুদ্রাদি পাওয়ায়, এখানে পূর্ব্বে সুসভ্যজাতির বাস ছিল বলিয়া প্রমাণিত হয়। অনেকে অনুমান করেন, আলেকসান্দর এই প্রদেশেও একটী নগর স্থাপন করিয়া যান।

ঝাউ (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ (Tamarik Indica)। এই বৃক্ষ বহুপ্রকার। কোন কোন ঝাউ ৫০।৬০ হাত উচ্চ হয়, আবার কোন কোন প্রকার ৮।১০ হাতের অধিক বড় হয় না। এই বৃক্ষ য়ুরোপ, আফ্রিকা, ভারতবর্ষ, আরব, পারস্য, আফ্‌গানস্থান, সিংহল ও পূর্ব্বউপদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে জন্মে। ভারতবর্ষের উত্তরাংশ কোন কোনস্থলে ঝাউগাছের জঙ্গল দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই সকল গাছ সরস, অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখাবিশিষ্ট, পত্রসকল গ্রন্থিযুক্ত কেশের ন্যায় এবং প্রায় অর্দ্ধ হস্ত দীর্ঘ। সামান্য বায়ু বহিলেই উহা হইতে সুমধুর বাত্যার ন্যায় সোঁ সোঁ শব্দ হইতে থাকে। ইহাদের ফল প্রায় এক টাকি দীর্ঘ ও দেখিতে শিচুর ন্যায়; শুষ্ক হইলে কোষফল কাটিয়া বীজ বহির্গত হয়।

এই গাছ সকল প্রকার ভূমিতেই জন্মে; লবণাক্ত ও কঙ্করময় ভূমিতেই উত্তমরূপে বর্দ্ধিত হয়। সরোবরে বেড়া, পুষ্করিণীতীর এবং বাঁধ প্রভৃতি শক্ত করিবার জন্ম ঝাউগাছ রোপিত হইয়া থাকে। ইহার কাষ্ঠ অতিশয় শক্ত, উপরের অসারভাগ শ্বেতবর্ণ, সারভাগ আরক্তবর্ণ। সচরাচর লাঙ্গল ও অন্যান্য মোটা কার্য্যেই ঝাউকাষ্ঠ ব্যবহৃত হয়। অনেক সময় উহাতে খাটিয়া, গাড়ীর চাকা প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। অনেক স্থলে এই কাষ্ঠে জ্বালানি ব্যতীত অপর কার্য্য হয় না। ইহার ক্ষুদ্র শাখা দ্বারা ঝুড়ি তৈয়ার হয়। একপ্রকার ঝাউগাছ মরুভূমিতেও জল ব্যতীত জন্মে। পার্শ্ববর্ত্তী লোকেরা এজন্য উহারই জ্বালানি করে। ঝাউ কাষ্ঠের ভস্ম অত্যন্ত ক্ষারগুণসম্পন্ন। ইহাদের শাখা ও বীজ উভয় হইতেই গাছ জন্মে।

একপ্রকার ছোট ঝাউগাছের পাতা চেপ্টা, ঘন এবং পাখার ন্যায়। এই প্রকার বৃক্ষ দেখিতে অতি সুন্দর এবং সরোবর তীরে বা উদ্যানে শোভার্থ রোপিত হইয়া থাকে। অপর এক প্রকার ঝাউগাছের পত্র ঈষৎ আরক্তিম, অতি ক্ষুদ্র ও গুচ্ছবদ্ধ। এই প্রকার ঝাউকে লালঝাউ বা রক্তঝাউ কহে।

একপ্রকার ঝাউগাছের কচি পল্লব ঈষৎ লবণাক্ত। মূলস্থানের নিকটস্থ দরিদ্র লোকেরা লবণের পরিবর্ত্তে ঐ পল্লব ভিজান জলদ্বারা রুটী প্রস্তুত করে।

অনেক ঝাউগাছের শাখায় এক প্রকার কীট বাস করিয়া ফলের ন্যায় গুটিকা উৎপন্ন করে। ঐ সকল গুটিকা মাজুফলের ন্যায় এবং অতিশয় তিক্তকষায় গুণসম্পন্ন। এই গাছের ছালও তিক্তকষায় গুণযুক্ত। ঐ উভয় প্রকার দ্রব্যই বস্ত্রাদি রঞ্জিত ও চামড়া ক্রষ করিতে ব্যবহৃত হয় এবং সঙ্কোচ ও বলকারক ঔষধরূপে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। স্থানীয় ক্ষতাদি ধৌত করিবার জন্য ইহার জল অনেক সময় অত্যন্ত উপকারী। বৃক্ষের পল্লবও ঐ সকল কার্য্যে সময় সময় ব্যবহৃত হয়। ঝাউগাছের গুটি ছোটময়েন, বড়ময়েন প্রভৃতি নামে বাজারে বিক্রীত হইয়া থাকে। প্রতি বৎসর বহু পরিমাণে ঐ সকল গুটি আরব, পারস্য ও ভারতবর্ষ হইতে য়ুরোপে রপ্তানী হয়।

ঝাউগাছের আঠা বড় অধিক কাজে আইসে না। আরবদেশে সিনাই পর্ব্বতে একরূপ ঝাউগাছ জন্মে, উহাদের গায়ে কখন কখন শাদা ছাতা পড়ে। ঐ সকল ছাতা বৃক্ষস্থ শর্করা হইতে জন্মে। এদেশে ঐরূপ ছাতা জন্মে না, কিন্তু সিন্ধু প্রভৃতি অনেক স্থলে ঝাউবৃক্ষজ এক পদার্থ হইতে একপ্রকার মিষ্টরস প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ঝাউয়াকলা (দেশজ) একপ্রকার কদলীবৃক্ষ।

ঝাউয়ানেবু (দেশজ) একপ্রকার নেবু গাছ।

ঝাঁই (দেশজ) ভস্ম, ছাই।

ঝাঁইমরিচ (দেশজ) লালমরিচ।

ঝাঁইশর্ষা (দেশজ) খানা খাইবার সময় যে সর্ষপ ব্যবহার করে, রাইসরিষা।

ঝাঁক (দেশজ) দল, সমূহ। "হাঁকে হাঁকে ঝাঁকে ঝাঁকে টাঙ্গি শেল রাখে।" (শ্রীধর্ম্মমঙ্গল ২।৪)

ঝাঁকন (দেশজ) ১ ঝুঁকিয়া পড়া। ১ তর্জ্জন-গর্জ্জন।

ঝাঁকা (দেশজ) বংশনির্ম্মিত ভারবহ পাত্র।

ঝাঁঝ (দেশজ) ১ অব্যক্ত শব্দ। ২ কাঁসরের বাদ্য। ৩ কোপাদি বা বিরক্তি ভাবদ্বারা যে অস্পষ্ট শব্দ করা যায়। ৪ তেজস্কর পদার্থের তেজঃ। ৫ উত্তাপ। ৬ উগ্রতা।

ঝাঁঝর (দেশজ) ১ বহু ছিদ্রযুক্ত। (স্ত্রী) ২ কাঁসর।

ঝাঁঝরা (দেশজ) ঝাঁঝরী।

ঝাঁঝরী (দেশজ) ১ বহুছিদ্রযুক্ত দর্ব্বী, যে হাতায় অনেক ছিদ্র আছে। ২ জলসেচন পাত্র।

ঝাঁঝলি (দেশজ) ১ অনুরাগী। ২ প্রচণ্ড। ৩ ঝগড়াটে। ৪ ঝোঁক।

ঝাঁঝাঁ (দেশজ) সূর্য্যকিরণের তীক্ষ্ণতা, সূর্য্যের কিরণ অতিশয় প্রখর হইলে যেন ঝাঁঝাঁ শব্দ হয়।

ঝাঁঝি (দেশজ) জলজ লতাভেদ। Utricularia Fasciculata ইহা বসন্তকালে ক্ষুদ্র অপরিষ্কার জলের উপর বিস্তর জন্মিয়া থাকে।

ঝাঁট (দেশজ) সম্মার্জ্জনী দ্বারা পরিষ্কার।

ঝাঁটন (দেশজ) ঝাড়িয়া পরিষ্কার করা।

ঝাঁটা (দেশজ) সম্মার্জ্জনী, খাংরা।

ঝাঁটী (দেশজ) খড়ের ছাওনি।

ঝাঁটো (দেশজ) শীঘ্র, দ্রুত।

ঝাঁপ (দেশজ) ১ লম্ফ। ২ চড়কে উৎসবকালে মঞ্চ হইতে লম্ফ দেওয়া।

"ভক্তগণে বলে রাণী সবে যাও ঘর।
ঝাঁপায়ে ত্যজিব তনু শালে দিয়ে ভর॥" (শ্রীধর্ম্মম° ৫।৭১)

ঝাঁপতাল, তালবিশেষ, ইহা চারিটী পদ এবং দশমাত্রায় তাল, বোল যথা

```
          ১                   ১
+    |    |    |    |    |    |    |    |    |
ধা   গে   ধা   গে   দিন্  তা   কে   ধা   কে   দিন্
```
(সঙ্গীতদা°)

ঝাঁপসন্ন্যাস (দেশজ) মহাদেবের উৎসব বিশেষ, চড়কের

সময় বা কোন শিবোৎসবের দিনে শিবমন্ত্রে দীক্ষিত সন্ন্যাসিগণ শিবের প্রীতিকামনায় মঞ্চের উপরিভাগ হইতে ঝাঁপ দিয়া পড়ে। আমাদের দেশে চড়কের সময় হইয়া থাকে।

ঝাঁপনি (দেশজ) লম্ফ প্রদান।

"ঝাঁপনি ঝাঁপনি সারা কেবল উৎপাত।" (বিদ্যাসুন্দর)

ঝাঁপা (দেশজ) মস্তকের আভরণবিশেষ।

ঝাঁপান (দেশজ) দশহরাদিনে নীচলোকের উৎসববিশেষ। মঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া ঝুইলে সাপ লইয়া নানা প্রকার কৌতুক করিয়া থাকে।

ঝাঁপানিয়া (দেশজ) ঝাঁপানকারী।

ঝাঁপিপেটারী (দেশজ) [ঝাঁপী দেখ।]

ঝাঁপী (দেশজ) বেত্রাদিনির্ম্মিত পাত্রবিশেষ, পেটরা, পেটক।

ঝাঁসি (ঝান্সী) উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের কমিশনরের শাসনাধীন একটী বিভাগ। এই বিভাগে ঝাঁসি, জলাউন ও ললিতপুর এই তিনটী জেলা আছে। অক্ষা° ২৪° ১১′ হইতে ২৬° ২৬′ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ১৪′ এবং ৭৯° ৫৫′ পূঃ। এই বিভাগের এক বিস্তীর্ণ অংশ বুন্দেলখণ্ড বলিয়া খ্যাত। পরিমাণফল ৪৯৮৩.৬ বর্গমাইল, তন্মধ্যে প্রায় ২১৪৯ বর্গমাইলে চাষ হইয়া থাকে। ইহাতে ছোট বড় ১২টী নগর আছে। এই বিভাগের অধিবাসিগণ প্রায় সকলেই হিন্দু। চামারজাতির সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। অন্যান্য জাতি কাছি, লোধি, আহীর, কোরি, কুড়মি, বেণিয়া, গদারিয়া, তেলী ও নাই যথাক্রমে সংখ্যায় অল্প।

মৌ, কান্নী ও ললিতপুর এই তিনটী প্রধান নগর। এই বিভাগে ৩১টী দেওয়ানী ও কলেক্টরী এবং ৩২টী ফৌজদারী আদালত আছে।

ঝাঁসি, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের কমিশনরের শাসনাধীন একটী জেলা। অক্ষা° ২৫° ৩′ ৪৫″ হইতে ২৫° ৪৮′ ৪৫″ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ২২′ ১৫″ হইতে ৭৯° ২৭′ ৩০″ পূঃ। পরিমাণফল ১৫৬৭ বর্গমাইল। এই জেলা ঝাঁসি বিভাগের মধ্যস্থলে অবস্থিত। ইহার উত্তরে গোয়ালিয়র ও শামঠার রাজ্য ও জলাউন জেলা। পূর্ব্বে ধসান্‌নদী ও তাহার পারে হামিরপুর জেলা, দক্ষিণ ললিতপুর ও উর্চ্চা রাজ্য এবং পশ্চিমে দাড়িয়া, গোয়ালিয়র ও খনিয়াধানা রাজ্য।

এদিকে বহুসংখ্যক দেশীয় রাজ্য ও জায়গীর আছে। উহাদের দুই চারিটা গ্রাম জেলার মধ্যে পড়িয়া গিয়াছে, আবার কোথায় জেলার ইংরাজশাসনাধীন দুই একটা গ্রাম চারিদিকে দেশীয় রাজ্যবেষ্টিত হইয়া আছে। তজ্জন্য অনেক সময় বিশেষতঃ দুর্ভিক্ষ সময়ে শাসনকার্য্যের বিশেষ অসুবিধা ঘটে। প্রাচীন ঝাঁসিনগর এখন গোয়ালিয়র রাজ্যের অন্তর্গত; ঐ প্রাচীন ঝাঁসির সন্নিহিত ঝাঁসি নোয়াবাদ নামক স্থানে জেলার আদালত ইত্যাদি অবস্থিত। মৌনগর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জনাকীর্ণ।

বুন্দেলখণ্ডের পার্ব্বত্য প্রদেশের একাংশ লইয়া ঝাঁসি জেলা গঠিত। ইহার দক্ষিণভাগে বিন্ধ্যশ্রেণীর প্রান্তস্থিত অনুচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী, উত্তরপূর্ব্ব হইতে দক্ষিণপশ্চিমে বিস্তৃত। উহাদের উপত্যকাপথে নদীগণ দ্রুতবেগে উত্তরাভিমুখে যমুনার দিকে ধাবিত। পাহাড়সকলের চূড়ায় প্রায় কোন বৃহৎ বৃক্ষাদি নাই, অধিত্যকা প্রদেশ তৃণাদি পূর্ণ, সানুদেশে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষাদি জন্মিয়া থাকে। করার দুর্গ উহাদের উচ্চতম পাহাড়ের উপর অবস্থিত।

উত্তরভাগের ভূমি প্রায় সমতল ও মধ্যে মধ্যে বিরল অনুচ্চ একটা একটা পাহাড় ও জলপ্রবাহ দ্বারা উৎখাত; গভীরগর্ত্ত সকল স্থানে স্থানে বিদ্যমান। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়ের মধ্যে মধ্যে অনেক সুবৃহৎ সরোবর নির্ম্মিত হইয়াছে। এই সকল সরোবরের অনেকগুলি তিন দিকে অত্যুচ্চ পাহাড় এবং অবশিষ্টদিক্ পাকা গাঁথনি দ্বারা দৃঢ়বদ্ধ। ইহাদের অনেকগুলি প্রায় ৯০০ বর্ষ পূর্ব্বে মহোবার চন্দেল রাজগণের রাজত্বকালে নির্ম্মিত হইয়াছে। কয়েকটী খৃষ্টীয় ১৭শ বা ১৮শ শতাব্দীতে বুন্দেলরাজগণ কর্তৃক প্রস্তুত হয়। ঝাঁসির প্রায় ১২ মাইল পূর্ব্বে বারোয়াসাগর নামক সরোবর ও ইহার প্রায় ৮ মাইল পূর্ব্বে অজর সরোবর। তাহার ৮ মাইল পূর্ব্বোস্থিত কাচনেয়া সরোবর বৃহৎ।

ঝাঁসির উত্তরভাগের ভূমি সমতল ও কৃষ্ণবর্ণ। এই ভূমি মার নামে খ্যাত এবং কার্পাসোৎপাদনের অতি উপযোগী। পাহুক, বেতবা (বেত্রবতী) ও ধসান নামক তিনটী নদী ঝাঁসিকে প্রায় বেষ্টন করিয়া আছে। বর্ষার সময় ঐ সকল নদীতে বন্যা হইয়া ঝাঁসির অন্যান্য স্থানের সংস্রব একবারে বন্ধ হইয়া যায়। গবর্মেণ্ট রক্ষিত জঙ্গলের পরিমাণ প্রায় ৭০০০০ বিঘা। ঝাঁসি পরগণার দক্ষিণভাগে বেত্রবতীনদী তীরস্থ গভীর অরণ্যেই কড়িকাঠ হইবার মত বৃক্ষ আছে। অরণ্যে খদির, রিউন্দাঢাক (পলাশ) প্রভৃতি বৃক্ষ জন্মে। কড়িকাঠ ভিন্ন ঘাস বিক্রয় করিয়াও গবর্মেণ্টের বিস্তর লাভ হয়। অরণ্যে ব্যাঘ্র, চিত্রব্যাঘ্র, তরক্ষু, নানাজাতীয় হরিণ, বন্য কুকুর ইত্যাদি বাস করে।

ইতিহাস। অনেকে অনুমান করেন পরিহার রাজপুতেরাই প্রথমে ঝাঁসিতে রাজ্যস্থাপন করেন; তৎপূর্ব্বে ইহা আদিম অসভ্য জাতির বাসস্থান ছিল। আজিও পরিহারগণ

ঝাঁসির ২৪টী গ্রাম দখল করিয়াছে। কিন্তু ইহাদের সুস্পষ্ট বিবরণ কিছুই জানা যায় না। চন্দেলবংশীয় রাজাদিগের রাজত্বকাল হইতে ঝাঁসির বিবরণ অপেক্ষাকৃত সুস্পষ্ট। [চন্দ্রাত্রেয় দেখ।] ইহাদের রাজত্বকালেই ঝাঁসির পর্ব্বত মধ্যে বর্ত্তমান বৃহৎ সরোবর সকল প্রস্তুত হয়। চন্দেলরাজবংশের পর তাঁহাদিগের অধীনস্থ খাঙ্গড়গণ রাজ্য অধিকার করে। ইহারাই করারদুর্গ নির্ম্মাণ করেন। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর সমকালে বুন্দেলা নামক একদল নিম্নশ্রেণীর রাজপুতজাতি এই প্রদেশ অধিকার করিয়া মাউনগরে রাজধানী স্থাপন করেন। ক্রমে তাহারা করার অধিকার করিয়া তাঁহাদের নাম দ্বারা অভিহিত বর্ত্তমান সমগ্র বুন্দেলখণ্ডে রাজ্য বিস্তার করেন। বুন্দেলাবীর রুদ্রপ্রতাপ উর্চ্ছানগর স্থাপন করিয়া তথায় রাজধানী করেন। বর্ত্তমান অধিকাংশ সম্ভ্রান্ত বুন্দেলাগণ ঐ রুদ্রপ্রতাপের বংশধর বলিয়া পরিচিত। রুদ্রপ্রতাপের পরবর্ত্তী রাজগণ সময়ে সময়ে দিল্লীসরকারে কর প্রদান করিলেও একরূপ স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেন।

খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীর প্রারম্ভে উর্চ্ছারাজ বীরসিংহ ঝাঁসির দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। ইনি রাজপুত্র সেলিমের প্ররোচনায় সম্রাট্ অক্‌বরের বিশ্বস্ত মন্ত্রী ও প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক আবুলফজলের প্রাণবধ করিয়া অক্‌বরের কোপানলে পতিত হন।

১৬০২ খৃষ্টাব্দে বীরসিংহের দমনার্থ একদল সৈন্য প্রেরিত হইল। সৈন্যগণ ঐ প্রদেশ লণ্ডভণ্ড করিয়া ফেলিল, বীরসিংহ পলায়ন করিয়া রক্ষা পাইলেন। ইহার পর তাঁহার প্রভু যুবরাজ সেলিম জাহাঙ্গীর নাম ধারণপূর্ব্বক সিংহাসনারূঢ় হইলেন। তিনি পুনর্ব্বার নিজরাজ্য প্রাপ্ত হইলেন। ১৬২৭ খৃঃ অব্দে শাহজহান সম্রাট্ হইলে বীরসিংহ বিদ্রোহী হন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। সম্রাট্ তাঁহার অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া তাঁহাকে পূর্ব্বপদে স্থায়ী রাখিলেও বীরসিংহের আর পূর্ব্বের ন্যায় ক্ষমতা ও স্বাধীনতা রহিল না। ইহার পর তথায় ভয়ানক বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল এবং উর্চ্ছারাজ্য কখন বা মুসলমানদিগের হস্তে কখন বা বুন্দেলা-সর্দ্দার চম্পরাও ও তৎপুত্র ছত্রশালের হস্তে আইসে। অবশেষে ১৭০৭ খৃঃ অব্দে বুন্দেলার মহাবীর ছত্রশাল সম্রাট্ বাহাদুরশাহের নিকট হইতে বর্ত্তমান ঝাঁসি সমেত নিজাধিকৃত সমস্ত ভূভাগ দখল করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু মুসলমান সুবাদারগণ তথাপিও বুন্দেলখণ্ড আক্রমণ করিতে লাগিল। পুনঃপুনঃ আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হইয়া ছত্রশাল ১৭৩২ খৃঃ অব্দে পেশবা বাজীরাও চালিত মহারাষ্ট্রীয়দিগের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। মহারাষ্ট্রীয়গণ এই সময়ে মধ্যপ্রদেশ আক্রমণ করিতেছিল। ছত্রশালের প্রস্তাব শুনিয়া তৎক্ষণাৎ বুন্দেলখণ্ডে আগমন করিল। যুদ্ধশেষে ছত্রশাল পুরস্কারস্বরূপ নিজ রাজ্যের এক তৃতীয়াংশ মহারাষ্ট্রীদিগকে দান করিলেন। ১৭৪২ খৃঃ অব্দে মহারাষ্ট্রীয়েরা কোন একটা ছল ধরিয়া উর্চ্ছারাজ্য আক্রমণ ও অন্যান্য প্রদেশসহ নিজরাজ্য-ভুক্ত করিল। তাহাদের সেনাপতি ঝাঁসিনগর সংস্থাপন করিলেন এবং উর্চ্ছা হইতে অধিবাসী আনিয়া তথায় বাস করাইলেন।

ইহার পর প্রায় ৩০ বৎসরকাল ঝাঁসি প্রধান মহারাষ্ট্র-পেশবাদিগের অধীন ছিল, তৎপরবর্ত্তী সুবাদারগণ একরূপ স্বাধীনভাবে শাসন করিতে লাগিলেন। সুবাদার শিবরাও ভাওয়ের রাজত্বকালে ইংরাজগণ তাঁহার সহিত ১৮০৪ খৃঃ অব্দে সন্ধি করিয়া সাহায্য দান অঙ্গীকার করিলেন। ১৮১৪ খৃঃ অব্দে শিবরাও ভাওয়ের মৃত্যুর পর তাঁহার পৌত্র রামচাঁদরাও সুবাদার হইলেন। এই সময়ে পেশবা সমগ্র বুন্দেলখণ্ডের অধিকার ইংরাজদিগকে অর্পণ করিলেন। ইংরাজগবর্মেণ্ট রামচাঁদরাওয়ের রাজ্য অক্ষুণ্ণ রাখিলেন। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে রামচাঁদ রাওয়ের সুবাদার আখ্যা ঘুচাইয়া রাজা আখ্যা দেওয়া হইল। কিন্তু রামচাঁদ নিজ পদ অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিলেন না, তাঁহার রাজস্ব হ্রাস হইতে লাগিল এবং বিপক্ষ সেনা নানাস্থল লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিল। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে নিঃসন্তান রামচাঁদের মৃত্যু হইলে চারিজন ঐ রাজ্য প্রাপ্তির দাবী করিল। ইংরাজগবর্মেণ্ট রামচাঁদের খুল্লতাত ও শিবরাও ভাওয়ের ২য় পুত্র রঘুনাথরাওকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ইহার সময়ে রাজস্ব আরও কমিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী রাজার সময়ের ¼ এক চতুর্থাংশ হইয়া দাঁড়াইল। ইনি বিলাসিতা ও অমিতাচারিতাদোষে রাজ্যের অনেকাংশ গোয়ালিয়র ও উর্চ্ছারাজার নিকট বন্ধক দিয়া ফেলিলেন। ইনি ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে বহু ঋণ রাখিয়া প্রাণত্যাগ করেন।

রঘুনাথের কেহ প্রকৃত উত্তরাধিকারী ছিল না। চারিজন রাজ্যের দাবী করিলেন। ইংরাজগবর্মেণ্ট কমিশন দ্বারা শিবরাও ভাওয়ের একমাত্র বংশধর পূর্ব্ব রাজার ভ্রাতা গঙ্গাধররাওকে রাজ্য প্রদান করিলেন। ইতিপূর্ব্বে বুন্দেলখণ্ডের পলিটিকাল এজেন্সী ঝাঁসির শাসনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। গঙ্গাধররাও রাজা হইলে পরও রাজকার্য্যে বিশৃঙ্খলা হইবার ভয়ে বৃটীশ এজেন্সী দ্বারা উহার শাসনকার্য্য চলিতে লাগিল এবং রাজা নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি ভোগ করিতে লাগিলেন। ইংরাজ শাসনে শীঘ্রই ইহার রাজস্ব দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে গবর্মেণ্ট গঙ্গাধরকে শাসনভার প্রদান করিলেন। গঙ্গাধর দক্ষতাসহকারে রাজস্বাদি আদায়

এবং অজন্মাকালে কিছু কিছু ছাড়িয়া দিয়া রাজা সুশাসন করেন। তিনি প্রজাগণের প্রিয় ছিলেন। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে গঙ্গাধর নিঃসন্তান অবস্থায় প্রাণত্যাগ করিলেন। ঝাঁসি প্রদেশ ইংরাজরাজ্য ভুক্ত হইল এবং জলাউন ও চন্দেরী জেলার সহিত একজন সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট দ্বারা শাসিত হইতে লাগিল। মৃত গঙ্গাধরের পত্নী ঝাঁসির রাণীকে একটী বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু রাণী নানা কারণে ইংরাজদিগের উপর জাতক্রোধ হইলেন। প্রথমতঃ তিনি দত্তক গ্রহণ করিতে পাইলেন না, দ্বিতীয়তঃ তাঁহার রাজ্যে গোহত্যা হইতেছে দেখিয়া তাঁহার ভয়ানক ক্রোধ হইল। তিনি গোহত্যা ও অন্যান্য ধর্ম্মবিগর্হিত ব্যাপারের কথা চতুর্দ্দিকে প্রচার করিয়া হিন্দুদিগকে উত্তেজিত করিয়া তুলিলেন।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের বিদ্রোহে ঝাঁসি সহজেই যোগ দিল। ৫ই জুন ১২শ পদাতিক সৈন্যদলের কয়েক জন সহসা বিদ্রোহী হইয়া গুলি, বারুদ ও অর্থভাণ্ডার প্রভৃতি অধিকার করিল। অনেক ইংরাজ কর্ম্মচারী হত হইল। প্রায় ৬৬ জন একটা দুর্গে আশ্রয় লইল, কিন্তু অবশেষে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইল। এই হতভাগ্যগণ সিপাহীদিগের গঙ্গাজল ও কোরাণ স্পর্শ করিয়া শপথপূর্ব্বক অভয়দানে জীবনের আশা করিয়াছিল, কিন্তু সকলেই হত হইল। ঝাঁসির রাণী বিদ্রোহীদিগের নেত্রী হইবার আকাঙ্ক্ষা করিলেন, কিন্তু অন্যান্য বিদ্রোহী সর্দ্দারগণ তাহাতে সম্মত না হওয়ায় পরস্পর বিবাদ আরম্ভ করিল। উর্চ্ছার সর্দ্দারগণ ঝাঁসি আক্রমণ করিয়া উৎসন্ন করিয়া ফেলিল। বহুসংখ্যক অধিবাসী অন্নাভাবে নিরাশায় প্রাণত্যাগ করিল এবং বিস্তীর্ণ জনপদ এরূপে বিধ্বস্ত হইয়া যায় যে, বহুকাল পরে কথঞ্চিৎ উহার ক্ষতি পূরণ হয়। সার হিউ রোজ (Sir Hugh Rose) ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ৫ই এপ্রেল ঝাঁসি অধিকার করিলেন এবং কাল্পী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহার গমনের পর পুনরায় বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। অবশেষে ১১ই আগষ্ট তারিখে কর্ণেল লিডেল (Colonel Liddel) পরিচালিত সৈন্যগণ বিদ্রোহীসেনাকে একবারে বিদূরিত করিল। ইহার পর আরও কয়েকটা সামান্য সামান্য যুদ্ধ ঘটে, অবশেষে নবেম্বর মাসে শান্তি স্থাপিত হয়। ইতিমধ্যেই ঝাঁসির রাণী তান্তিয়াতোপিসহ পলায়ন করিয়াছিলেন। গোয়ালিয়রের গিরিদুর্গের নিকট যুদ্ধে তিনি পরাস্ত হন। [লক্ষ্মীবাই দেখ।] তদবধি ঝাঁসি জেলা ইংরাজ কর্ত্তৃক শাসিত হইয়া আসিতেছে। দুর্ভিক্ষ বা বন্যা প্রভৃতি দৈব বিড়ম্বনা ভিন্ন সম্প্রতি কোন বিপ্লব ঘটে নাই।

ঝাঁসিতে দৈবী ও মানুষী আপদের সমান উপদ্রব। কখনও দীর্ঘকালব্যাপী অনাবৃষ্টি কখন বা মুষলধারে বৃষ্টি দেশ উৎসন্ন করিতেছে, তাহার উপর আবার ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী মহারাষ্ট্র ও অন্যান্য রাজগণ এরূপ নিপীড়ন করিয়া প্রজাদিগের নিকট রাজস্ব আদায় করিত যে, তাহারা অতি হীনভাবে কথঞ্চিৎ জীবিকানির্ব্বাহ করিত, তাহার উপর রাষ্ট্রবিপ্লবে দেশ ছারখার করিয়া ফেলিত। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে যখন এই জেলা ইংরাজ শাসনাধিকৃত হয়, তখন ইহার অধিবাসী অধিকাংশই অতি দরিদ্র ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত। কৃষকবর্গ সমস্তই মহাজনদিগের নিকট ঋণজালে জড়িত ছিল। হিন্দু রাজাদিগের নিয়মে ঋণ পিতা হইতে পুত্রে গমন করে, কিন্তু উত্তমর্ণ ঋণদায়ে অধমর্ণের ভূসম্পত্তি বিক্রয় করিয়া লইতে পারে না। ইংরাজশাসনের সহিত জমি নীলামের প্রথাও প্রবর্ত্তিত হওয়ায় অধিবাসিগণের দুর্দ্দশা আরও বৃদ্ধি হইয়া উঠিল। আবার তাহার পরই ১৮৫৭-৫৮ খৃঃ অব্দের বিদ্রোহে দুর্দ্দশার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিল। দুর্ভিক্ষ ও বন্যারও কথাই নাই। অবশেষে গবর্মেণ্ট ঝাঁসি জেলাকে এইরূপ নিতান্ত দরিদ্র দেখিয়া প্রজাকুলের হিতার্থ ১৮৮২ খৃঃ অব্দে তথায় এক নূতন আইন প্রচলন করিলেন। ইহা দ্বারা ঋণগ্রস্ত প্রজাবর্গকে একবারে সর্ব্বস্বান্ত হইতে রক্ষা করাই এই আইনের উদ্দেশ্য। অধিকাংশ ভূম্যধিকারী ঋণ পরিশোধে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছিল। এরূপস্থলে তাহাদের ঋণের আদ্যোপান্ত তদন্ত করিয়া যদি ঐ ঋণের প্রদত্ত সুদ অতিরিক্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, এরূপস্থলে ঋণ কমাইয়া কিংবা অধমর্ণকে একেবারে মুক্তি দেওয়া হইতে লাগিল। এই সকল কার্য্যের জন্য একজন পৃথক্ জজ নিযুক্ত হইলেন। ইহা ব্যতীত অসহায় দেউলিয়া প্রজাবর্গকে গবর্মেণ্ট অতি অল্প সুদে টাকা কর্জ্জ দিতে লাগিলেন, কিন্তু যখন আর কোন উপায়েই তাহাদের ঋণশোধ হইল না, তখন গবর্মেণ্ট ঐ প্রজাগণের সম্পত্তি ক্রয় করিতে লাগিলেন। এই সকল নিয়ম স্থাপন জন্য প্রজাকুলের বিস্তর উপকার সাধিত হইতেছে। ইহা ব্যতীত এখানে গবর্মেণ্টের প্রাপ্য রাজস্বের হার অন্যান্য স্থান অপেক্ষা অনেক কম।

কেবলমাত্র ললিতপুর ব্যতীত এই ঝাঁসি জেলার ন্যায় অল্প অধিবাসীযুক্ত জেলা উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে আর নাই। ইংরাজ রাজত্বের আরম্ভ হইতে ইহার প্রজাবৃদ্ধি হইতেছিল, কিন্তু কয়েকটা দুর্ভিক্ষে ইহার অনেক অধিবাসী প্রাণত্যাগ করে। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের পর ১৮৭২ পর্য্যন্ত ঐ আট বৎসর প্রায় ৩৯,৬১৬ জন প্রজা হ্রাস হয় অর্থাৎ লোকসংখ্যা ৩,৫৭,৪৪২ হইতে ৩,১৭,৮২৬ জন হইয়া যায়। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে

ইহার লোকসংখ্যা অল্পমাত্রা বৃদ্ধি হইয়া ৩,৩৩,২২৭ জন হইয়াছে এবং ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। পূর্ব্বরাজগণের অতিরিক্ত কর-ভারে, ১৮৫৭-৫৮ খৃষ্টাব্দে বিদ্রোহী সিপাহীদিগের উৎপীড়নে এবং বন্যা, দুর্ভিক্ষ, দেশব্যাপী মহামারী প্রভৃতি বিপদে অধিকাংশ প্রাণত্যাগ করিত কিংবা দেশত্যাগ করিয়া যাইত। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে ঝাঁসির পরিমাণফল প্রায় ২৯২২ বর্গমাইল ও লোকসংখ্যা আনুমানিক ২,৮৬,০০০ ছিল। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে পরিমাণফল অনেক অল্প অর্থাৎ ১৫৬৭ বর্গমাইল হইলেও লোকসংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি হইয়াছে।

ঝাঁসির অধিবাসীগণ প্রায় সকলেই হিন্দু, শতকরা প্রায় ৪ জন মাত্র মুসলমান। পশুহত্যা অধিবাসীদিগের বড়ই বিরক্তিকর। জৈন ও শিখদিগের সংখ্যা আরও অল্প। তদ্ভিন্ন পারসী ও ব্রাহ্ম ২।৪ জন বাস করে এবং কর্ম্মোপলক্ষে অনেক খৃষ্টান সৈন্য, কর্ম্মচারী প্রভৃতি আসিয়া বাস করিতেছে।

অধিবাসী হিন্দুদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণদিগের সংখ্যা চামার ব্যতীত আর সকল জাতি অপেক্ষা অধিক। তদ্ভিন্ন রাজপুত, কায়স্থ, বেণিয়া, কাছি, কুর্ম্মি, আহীর, কোরী, লোধি প্রভৃতি জাতির সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অধিক। আদিম অসভ্যজাতিও অল্পসংখ্যক বাস করে। আহীরগণ ১০৭, ব্রাহ্মণগণ ১০২, রাজপুতগণ ৬৬, লোধিগণ ৬৮, কুর্ম্মিগণ ৪৪ এবং কাছিগণ ৭টী গ্রাম দখল করে। রাজপুতদিগের অধিকাংশই বুন্দেলা-জাতীয়। অনেক নীচ ও অসভ্যজাতি নিম্নশ্রেণীস্থ শূদ্র বলিয়া পরিগণিত হয়।

ঝাঁসি জেলার মাউ, রাণীপুর, গুড়সরাই, বড়বাসাগর ও ভাণ্ডের প্রভৃতি ৫টী নগরে পঞ্চ সহস্রাধিক লোক বাস করে। ঝাঁসি নোয়াবাদ নগরে জেলার আদালত, সৈন্যের ছাউনি ও মিউনিসিপালিটী থাকিলেও ইহার লোকসংখ্যা তিন সহস্রের অধিক নহে।

কৃষি। ঝাঁসির ভূমি স্বভাবতঃ অনুর্ব্বর, তাহার উপর প্রায়ই বৃষ্টির অভাব এবং খালদ্বারা কৃত্রিম উপায়ে জলসেচনের অসুবিধা হেতু এখানকার চাষের অবস্থা বড় মন্দ। বেশ সুফলা হইলে সে বৎসর ইহার অধিবাসীদিগের পক্ষে শস্যাদি কথঞ্চিৎ পর্য্যাপ্ত হইয়া থাকে, অল্প হানি হইলেই অন্নকষ্ট উপস্থিত হয়। ফলে অনেক সময়েই এই দশা ঘটিয়া থাকে। রবিশস্যের মধ্যে গোধূম, যব, ছোলা প্রভৃতি কলায় এবং সর্ষপাদি প্রধান। শরৎকালে জোয়ার, বাজ্‌রা, তিল, কার্পাস এবং কোদো জন্মে। এতদ্ভিন্ন রক্তবর্ণ ছিট করিবার জন্য আইচ নামক বৃক্ষের মূল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। এই মূল এখানকার প্রধান বাণিজ্য-দ্রব্য ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভূমিতে জন্মে। মাউরাণীপুরের বিখ্যাত খেরুয়া কাপড় এই আল বা আচ্ দ্বারা রঞ্জিত হয়। ঝাঁসি ও বুন্দেলখণ্ডের অনেক স্থলে কৃষকগণ এই আচ্ বিক্রয় করিয়াই রাজস্ব প্রদান করে, অনেক স্থলে আচের পরিবর্ত্তে শস্য ক্রয় করিয়া তথাকার শস্যের অভাব মোচন হয়। অনেক সময় শস্যক্ষেত্রে অধিক ঘাস জন্মিয়া শস্যের সমূহ ক্ষতি করিত, সম্প্রতি বহু কষ্টে নির্ম্মূল করা হইয়াছে। ঝাঁসির উৎপন্ন শস্য ঝাঁসিতেই সঙ্কুলান হয় না, তথাপি সুবৎসরে আশাতিরিক্ত বৃষ্টি হওয়ায়, কখন কখন ইহা হইতে কতক-পরিমাণে শস্যাদি রপ্তানী হইতেছে।

এখানে জলসেচনের বন্দোবস্ত অতি হীন। পূর্ব্বে যে সকল বৃহৎ বৃহৎ সরোবর বা কৃত্রিম হ্রদের বিষয় বলা হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই সংস্কারাভাবে এখন অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইতেছে এবং অত্যল্প স্থানে জল দান করিতে পারে। যাহা হউক সম্প্রতি গবর্মেণ্ট ঐ সকল পুষ্করিণীর সংস্কার ও খাল প্রভৃতি খননে মনোযোগ করিয়াছেন। কৃষকমাত্রেই অতি দরিদ্র, একটী অজন্মা হইলেই তাহাদের সর্ব্বনাশ হয়, তখন মহাজনের নিকট ঋণ ভিন্ন অন্য উপায় থাকে না। বেত্রবা ও ধসান নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে প্রায়ই অনাবৃষ্টি হয়, সুতরাং তথাকার কৃষকগণ অপেক্ষাকৃত দুর্দ্দশাপন্ন, ঋণ ছাড়া কেহ নাই। ইংরাজশাসনকর্ত্তাগণ প্রথম আসিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী রাজাদিগের ন্যায় কঠোররূপে কর আদায় করিতেছিলেন, পরে গবর্মেণ্ট প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাত হইয়া সদয় হইয়াছেন। এখন এখানকার রাজস্ব অন্যান্য স্থান অপেক্ষা অনেক কম।

ঝাঁসিতে দৈব-বিড়ম্বনা অধিক, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। অজন্মা, অনাবৃষ্টি, বন্যা, মহামারী প্রভৃতি বিরল নহে। দুর্ভিক্ষ প্রায় ৫ বৎসর বাদ থাকে না। সরকার রিপোর্টে প্রকাশ, সুবৎসরে ঝাঁসিতে মোটামুটী যত শস্য উৎপন্ন হয়, তাহাতে অধিবাসীগণের দশ মাসের অধিক চলিতে পারে না, সুতরাং তাহার উপর অজন্মা হইলেই দুর্ভিক্ষ আসিয়া উপস্থিত হয়।

১৭৮৩, ১৮৩৩, ১৮৩৭, ১৮৪৭, ১৮৬৮-৬৯ খৃষ্টাব্দে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হইয়া গিয়াছে। গবর্মেণ্ট দুর্ভিক্ষ সময়ে সাহায্যদানার্থ কর্ম্ম (Relief work) খুলিয়া ও ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে শস্যাদি রপ্তানি করিয়া প্রজাগণের দুঃখ মোচন করিয়াছেন। দেশীয় রাজ্যের শাসনভুক্ত অনেক গ্রাম ঝাঁসির সীমার মধ্যে থাকায় রিলিফকার্য্যে বিশেষ বিশৃঙ্খলা ঘটে।

বাণিজ্য। ঝাঁসি হইতে শস্য রপ্তানী হয় না, বরং অনেক পরিমাণে এখানে আমদানী হইয়া থাকে, উহার পরিবর্ত্তে ঝাঁসি হইতে কার্পাস ও আল রং অন্য স্থানে প্রেরিত হয়।

শিল্প-দ্রব্যাদি নাই বলিলেও হয়, কেবলমাত্র খেরুয়া নামক লালকাপড় কতক প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই জেলার বা ইহার পার্শ্বে কোথাও রেলপথ নাই। ঝাঁসি হইতে কাল্পি দিয়া কাণপুর যাইবার পাকা রাস্তা ও নদী প্রভৃতির উপর সেতুদ্বারা সুগম পথ আছে। অন্যান্য রাস্তাগুলি বন্যার সময় অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়।

শাসন। ঝাঁসি বেকন্দবস্তীমহল মধ্যে গণ্য, অর্থাৎ এখানে একই জন রাজকর্ম্মচারী দেওয়ানী, ফৌজদারী ও খাজনাবিষয়ক বিচার করেন। একজন ডেপুটি কমিশনর, ২ জন আসিষ্টাণ্ট কমিশনর, ৩ জন অতিরিক্ত আসিষ্টাণ্ট কমিশনর ও ৪ জন তহশীলদার দ্বারা শাসনকার্য্য সম্পন্ন হয়। ঝাঁসি বিভাগের কমিশনর ঝাঁসিনোয়াবাদে বাস করেন। এখানে ১০টী ফৌজদারী ও ১০টী দেওয়ানি আদালত আছে। তদ্ভিন্ন পুলিশ চৌকিদার প্রভৃতির সংখ্যা প্রায় ১৫০০। জেলার সদরে একটী জেল ও মাউনগরে একটী হাজত আছে। কয়েদীদিগের অধিকাংশই চৌর্য্যাপরাধে বন্দী।

এখানে বিদ্যাশিক্ষার অবস্থা ভাল নহে। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের পর উন্নতির পরিবর্ত্তে ইহার অবনতিই হইয়া আসিতেছে; অনেক বিদ্যালয় উঠিয়া গিয়াছে।

এই জেলা ২টী তহসীলে বিভক্ত। ইহাতে ২টী মিউনিসি-প্যালটি আছে; একটী মাউ-রাণীপুরে ও অপরটী ঝাঁসি নোয়াবাদ নগরে।

জেলার সদর ঝাঁসিনোয়াবাদ, প্রাচীন ঝাঁসি নগরের অতি নিকটে অবস্থিত। এই প্রাচীন নগর গোয়ালিয়র রাজ্যের অন্তর্গত ও ঝাঁসিনোয়াবাদের প্রায় ১১ গুণ বড়। এই কারণে নূতন নগরের অনেক অসুবিধা হইয়া থাকে। ঝাঁসি জেলার মধ্যে ছিন্নবিচ্ছিন্ন ভিন্নভিন্ন শাসনাধিকৃত প্রদেশ সকল পরিবর্ত্ত করিয়া জেলার অন্তর্গত সমস্ত ভূভাগ একচাপে আনি-বার জন্য অনেকবার কল্পনা হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত কোন ফল হয় নাই।

অনাবৃষ্টি, বৃক্ষলতাশূন্য পর্ব্বত ও মরুপ্রদেশের তাপ বিকীরণ হেতু ঝাঁসি জেলার বায়ু সাধারণতঃ উষ্ণ ও শুষ্ক। কিন্তু ইহার জলবায়ু মোটের উপর স্বাস্থ্যকর। বৎসরে গড় তাপাংশ ফারণহিটের ৮০°।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গত ২০ বৎসরের গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত ৩৫°২৪ ইঞ্চি। পর বৎসর ৫০°৮৫ ইঞ্চি বৃষ্টি পতিত হয়। অধিবাসীগণ প্রায়ই অনাহারে দুর্ব্বল, সুতরাং সামান্য পীড়াতেই কাতর হইয়া পড়ে ও প্রাণত্যাগ করে। মাউ-রাণী-পুরে ও ঝাঁসিনোয়াবাদে দুইটী দাতব্য চিকিৎসালয় আছে।

২ উত্তরপশ্চিম প্রদেশান্তর্গত ঝাঁসি জেলার পশ্চিম ভাগের একটী তহসীল। পরিমাণফল ৩৭৮ বর্গমাইল। এই তহসীল বেত্রবতী নদীর পশ্চিমকূলে অবস্থিত। ইহার পর্ব্বত-ময় ভূভাগের স্থানে স্থানে পার্শ্ববর্ত্তী রাজগণের গ্রামাবলী বিচ্ছিন্ন ও বিশৃঙ্খলভাবে স্থানে স্থানে বিরাজিত। প্রায় ১৮৬ বর্গমাইল স্থানে শস্যাদি জন্মে। এই তহসীলে ১টী দেওয়ানি আদালত ও ১১টী থানা আছে।

ঝাঁসি নওয়াবাদ, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশান্তর্গত ঝাঁসি জেলার সদর। অক্ষা° ২৫° ২৭´ ৩০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৮° ৩৭´ পূঃ। এই সহর ঝাঁসি জেলার পশ্চিম প্রান্তে প্রাচীন ঝাঁসি নগরের প্রাচীর-সন্নিকটে অবস্থিত। প্রাচীন ঝাঁসি নগর এবং ঝাঁসি দুর্গ এখন গোয়ালিয়র রাজ্যের অন্তর্গত। দুর্গের নিম্নে গবর্মেণ্টের আদালত, সৈন্যনিবাস ও অন্যান্য গৃহাদি বিদ্যমান আছে। মহারাষ্ট্র-সেনাপতি এই দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। দুর্গমধ্যস্থ রাজবাটী ও প্রকাণ্ড প্রস্তরনির্ম্মিত গোলাকার প্রাসাদশিখর অতি বিস্ময়কর। কথিত আছে, পূর্ব্বে ইহাতে ৩০।৪০টী কামান থাকিত। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যার নবাব এই দুর্গ অধিকার করে ও দুর্গের অনেক স্থান ভগ্ন করিয়া ফেলে। ইহার রাস্তা-ঘাট ও বাজার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। প্রাচীন ঝাঁসির পূর্ব্বে পার্ব্বত্য প্রদেশে ঝাঁসি নওয়াবাদ অবস্থিত। গ্রীষ্মের সময় এখানে দারুণ গ্রীষ্ম হয়, তখন অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত ছায়াতেও তাপমানযন্ত্রে ১০৮° তাপ হইয়া থাকে। বর্ষাকালে বেত্রবতী নদীতে বন্যা হইলে ইহার সহিত চতুর্দ্দিকের সংস্রব একবারে বন্ধ হইয়া যায়। এখানে জেলার প্রধান আদালত, তহসীল, থানা, বিদ্যালয়, ঔষধালয় ও ডাকঘর আছে:

ঝাঁসির রাণী [লক্ষ্মীবাই দেখ।]

ঝাঙ্কৃত (ক্লী) ঝাঁমিত্যব্যক্তশব্দস্য কৃতং করণং যত্র বহুব্রী। ১ চরণের অলঙ্কারবিশেষ, পাঁয়জোর। ২ ঝাঁ ঝাঁ শব্দ।

ঝাজরি (দেশজ) রন্ধনযন্ত্রভেদ। কোন জিনিস ভাজা হইলে ইহাতে তুলিয়া রাখা হয়। [ঝাঁঝরী দেখ।]

ঝাজ্জর, পঞ্জাবপ্রদেশস্থ রোহতক জেলার দক্ষিণদিকের একটী তহসীল। এই তহসীলের কতক অংশ বালুকাময়, নজাফগড় নামক ঝিলের নিকটস্থ স্থান জলাময়। পরিমাণফল ৪৬৯ বর্গ মাইল। বাজরা, জোয়ার মুগা, যব, ছোলা, গোধূম প্রভৃতি প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। একজন সহকারী কমিশনর, একজন তহসীলদার ও একজন অনরারি ম্যাজিষ্ট্রেট বিচারকার্য্য সম্পন্ন করেন। ২টী দেওয়ানি, ৩টী ফৌজদারী ও দুইটী থানা আছে। রিবারি-ফিরোজপুর রেলপথ এই তহসীলের প্রান্ত দিয়া গিয়াছে।

২ পঞ্জাব প্রদেশস্থ রোহতক জেলার ঝাজ্জর তহসীলের প্রধান নগর ও সদর। পূর্ব্বে এই নগর একটী দেশীয় রাজ্যের রাজধানী ছিল, ইংরাজগবমেণ্ট এই স্থানেই জেলা স্থাপন করেন। এখন রোহতক নগরে উঠিয়া গিয়াছে। অক্ষাঃ ২৮ঃ ৩৬´ ৩৩´´ উঃ দ্রাঘিঃ ৭৬ ১৪´ ১০´´ পূঃ। দিল্লীর ৩৫ মাইল পশ্চিমে ও রোহতক নগরের ২১ মাইল দক্ষিণে এই নগর অবস্থিত। ১১৯৩ খৃঃ অব্দে দিল্লীনগর প্রথম মুসলমানাধিকৃত হইবার সমকালে ঝাজ্জর নগর স্থাপিত হয়। ১৭৯৩ খৃঃ অব্দের দুর্ভিক্ষে এই নগর ধ্বংসপ্রায় হইয়া যায়। তাহার পর হইতে ইহার দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। ১৭৯৬ খৃঃ অব্দে সম্রাট শাহ আলমের জনৈক সেনাপতি মূর্ত্তাজাখাঁর পুত্র নিজামত আলখাঁ ঝাজ্জরের নবাব হয়েন। ইনি নিজ দুই সহোদর-সহ সিন্ধিয়ার রাজসরকারে কর্ম্ম করেন এবং সিন্ধিয়া হইতে প্রভূত বৃত্তি ও ঝাজ্জর, বাহাদুরগড় ও পতাওদির (প্রতাপদি) নবাবীপদ প্রাপ্ত হন। ইংরাজ অধিকারের পর গবমেণ্ট ঐ দান মঞ্জুর করেন, কিন্তু সিপাহীবিদ্রোহের সময় তাৎকালিক নবাব আবদুল রহমখাঁ ও বাহাদুরগড়ের নবাব বিদ্রোহে যোগদানে করায় উভয়েই ধৃত হন এবং ঝাজ্জরের নবাবের প্রাণদণ্ড হইলে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি গবমেণ্ট বাজেয়াপ্ত করেন। এই নূতন প্রদেশে এক জেলা গঠিত হয়, কিন্তু অবশেষে ঝাজ্জর জেলা উঠাইয়া রোহতকের অন্তর্ভুক্ত করা হইল। সম্প্রতি ইহার বাণিজ্যের হীনদশা। শস্য ও দেশীয়দ্রব্যজাতের কতক পরিমাণে বাণিজ্য হয়। এখানে মৃণ্ময়-পাত্রাদি বিস্তর প্রস্তুত হয়। তহসীল, থানা, ডাকঘর, ডাকবাংলা, বিদ্যালয় ও হাঁসপাতাল আছে। নগরের চতুর্দ্দিকে পুরাতন পুষ্করিণী ও অনেক কবর দৃষ্ট হয়।

ঝাজর, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে বুলন্দসহর জেলার একটী নগর। অক্ষা° ২৮° ১৬´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৭° ৪২´ ১৫´´ পূঃ। এই নগর বুলন্দসহরের ১৫ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। হুমায়ুনের সহযাত্রী মহম্মদখাঁ নামক জনৈক বেলুচী এই নগর স্থাপন করেন, পরে ইহা বহু পলায়িত ও সমাজচ্যুত বোম্বেটিয়াদিগের আশ্রয় স্থান হয়। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় ঝাজর বহুসংখ্যক বেলুচী অশ্বারোহী প্রদান করিয়া সাহায্য করে। এখন এই নগর অতি দরিদ্র ও হীনাবস্থ হইয়া পড়িয়াছে। এখানে একটী ডাকঘর, থানা ও বিদ্যালয় আছে। নগরস্থ প্রত্যেক গৃহের উপর স্থাপিত করদ্বারা চৌকিদার প্রহরী প্রভৃতির ব্যয় নির্ব্বাহ হয়।

ঝাট (পুং) ঝট-ঘঞ্‌। ১ নিকুঞ্জ, লতাগৃহ। ২ কান্তার, দুর্গমবন। ৩ ক্ষতস্থান প্রভৃতি পরিষ্কারকরণ। (মেদিনী) (দেশজ) ৪ শীঘ্র, দ্রুত।

"ঝাট অন্ন দেহ রান্ধা না করিও হেলা।" (শ্রীধর্ম্মম° ৪।১০৯)

ঝাটল (পুং) ঝাটং লাতি লা-ক। ঘণ্টাপাটলবৃক্ষ, পশ্চিমে ঘণ্টাপারুল এই নামে খ্যাত।

ঝাটা (স্ত্রী) ঝট-ণিচ্‌-অচ্‌ ততটাপ্‌। ভূম্যামলকী, চলিত কথায় ভুঁইআমলা।

ঝাটামলা (স্ত্রী) ঝাট-ঘঞ্‌, আমলা।

ঝাটশ্চাসৌ আমলাচেতি কর্ম্মধা। ভূম্যামলকী।

ঝাটিকা (স্ত্রী) ঝাট্‌ স্বার্থে কন্‌ টাপ্‌ অত-ইত্বং। ভূম্যামলকী।

ঝাড় (দেশজ) ১ গুচ্ছ, স্তবক। ২ স্ফটিকাদিনির্ম্মিত আলোক-আধার।

ঝাড়ন (দেশজ) ১ মন্ত্রদ্বারা রোগাদি নিবারণ, পীড়া হইলে মন্ত্রবিশেষ দ্বারা ঝাড়াইয়া দিলে পীড়া আরোগ্য হয়। ২ সংমার্জ্জন, নির্ধূলিকরণ, নির্ম্মলকরণ।

ঝাড়ল (দেশজ) ঝাড়যুক্ত, গুল্মযুক্ত।

ঝাড়া (দেশজ) ১ পরিষ্কার করা। ২ উপদেবতায় পাইলে মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক তাহাকে দূর করা। (হিন্দী) ৩ মলত্যাগ।

ঝাড়াকর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর এক শ্রেণীর মুসলমান। ইহাদিগকে ধূলধোয়াও বলে। ইহারা পূর্ব্বে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ধূলধোয়া বা সেকরাজাতি ছিল, অরঙ্গজেবের সময়ে ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। ইহারা হানেফী শ্রেণীস্থ সুন্নিমতাবলম্বী, কিন্তু ধর্ম্মে আস্থাশূন্য। বিবাহ ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াকালে কাজির দ্বারা কার্য্য সমাধা করিলেও ঝাড়াকরগণ আজিও গোমাংস ভক্ষণ করে না, হিন্দুদেব-দেবীর পূজা ও হিন্দুপর্ব্বাদি পালন করিয়া থাকে। স্বর্ণকারদিগের দোকানের ধূলা ধুইয়া তাহা হইতে স্বর্ণ-রৌপ্য বাহির করাই ইহাদের উপজীবিকা। অনেকে দাসত্ব করিয়াও থাকে। পুরুষগণ মধ্যমাকৃতি, সুগঠিত ও শ্যামবর্ণ, মস্তক মুণ্ডন করিয়া দীর্ঘশ্মশ্রু রাখে এবং হিন্দুদিগের ন্যায় শিরস্ত্র ধারণ করে। স্ত্রীগণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং খর্ব্বাকৃতি। এই জাতি পরিশ্রমী ও মিতব্যয়ী; কিন্তু অত্যন্ত তাড়ীপ্রিয়। ইহাদের ভাষা কর্ণাটী অথবা কর্ণাটীমিশ্রিত হিন্দুস্থানী।

ঝাড়ী (দেশজ) গুল্ম।

ঝাড়ীপথ (দেশজ) গুল্মযুক্ত রাস্তা।

ঝাড়ু (দেশজ) ঝাড়িবার জিনিস, সম্মার্জ্জনী।

ঝাড়ুকেশ (হিন্দী) ঝাড়ুওয়ালা।

ঝাড়ুবরদার (পারসী) ঝাড়ুওয়ালা, যে ঝাড়ু দেয়।

ঝান (দেশজ) ১ ফুল বা গাছ শুকিয়া বা কুঁকড়িয়া যাওয়া। ২ জ্ঞান।

ঝাপা (দেশজ) ঝাঁপা।

ঝাপ্‌সা (দেশজ) অস্পষ্ট।

ঝাপ্সাবুদ্ধি (দেশজ) অস্পষ্ট দৃষ্টি বাড়া।

ঝাবুক (দেশজ) একপ্রকার গাছ।

ঝাবুয়া (ঝাবুয়া), মধ্যভারতের অন্তর্গত ভোপাবর এজেন্সীর শাসনাধীন একটী দেশীয় রাজ্য। রতনমলের সহিত ইহার পরিমাণফল ১৩৩৬ বর্গমাইল, তন্মধ্যে অল্প অংশই কৃষি ও বাসের উপযোগী। অক্ষা° ২২° ৩২´ হইতে ২৩° ১৮´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৪° ১৭´ হইতে ৭৫° ৬´ পূঃ। ইহার উত্তরে কুশলগড়, রত্তম ও শৈলানরাজ্য, পূর্ব্বে ধার ও আমজিরা, দক্ষিণে আলিরাজপুর ও জোবাট, পশ্চিমে দোহাদ ও পাঁচমহালজেলার জালোদ উপবিভাগ।

প্রবাদ আছে, প্রায় আড়াই শতাব্দী পূর্ব্বে এখানে ঝাবু নায়ক নামে একজন বিখ্যাত ভীলদস্যু বাস করিত, তাহার নামানুসারেই এই প্রদেশের নাম ঝাবুয়া হইয়াছে। ইহার বর্ত্তমান অধিপতিগণ রাঠোরবংশীয় রাজপুত ও যোধপুরের রাজাদিগের কনিষ্ঠের বংশধর। কিষণদাস নামা এই বংশীয় একজন পূর্ব্বপুরুষ সম্রাট্ আলাউদ্দীন্‌কে বঙ্গবিজয়ে সহায়তা করেন ও গুজরাটের শাসনকর্ত্তার হত্যাকারী ভীলদস্যুদিগকে দমন করেন। সম্রাট্ প্রীত হইয়া তাঁহাকে ঐ প্রদেশের অধীশ্বর করিয়াছিলেন। তদবধি তাঁহার বংশীয়েরাই ঝাবুয়া রাজ্য ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন। মহারাষ্ট্রদিগের অভ্যুত্থানের সময় হোলকর ইহার অধিকাংশ অধিকার করিয়া রাজ্যের নামমাত্র অবশিষ্ট রাখিলেন। কিন্তু তিনি ঝাবুয়ারাজের উপর চৌথ আদায়ের ভারার্পণ করেন। এখনও হোলকার ঝাবুয়ারাজের নিকট রাজস্ব পাইয়া থাকেন। ইংরাজের মধ্যস্থতায় কতক করের পরিবর্ত্তে ঝাবুয়ারাজ্যের কিয়দংশ হোলকারকে প্রদত্ত হইয়াছে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ঝাবুয়ার পঞ্চদশ বর্ষীয় রাজা সিপাহীবিদ্রোহে ইংরাজের বিস্তর সাহায্য করেন। ইহার মান্যস্বরূপ ১১টী তোপ ধ্বনি হয়।

পূর্ব্বে ঝাবুয়া রাজ্য বিস্তৃত ছিল, এখন ইহা অতি সঙ্কীর্ণ হইয়া গিয়াছে। রাজ্যের অধিকাংশই পর্ব্বতাকীর্ণ। ঐ সকল পর্ব্বত পরস্পর ১ হইতে ৬ মাইল দূরে উত্তরদক্ষিণে বিস্তৃত। উপত্যকাপ্রদেশে মহী, অনস ও নর্ম্মদা নদীর উপনদী সকল প্রবাহিত। ভূমি মোটের উপর উৎকৃষ্ট। পর্ব্বত সকল উৎকৃষ্ট জঙ্গলে পূর্ণ, লৌহ প্রভৃতি আকরিক আছে, কিন্তু উপযুক্ত পরিশ্রম অভাবে ঐ সকল প্রায় কোন কার্য্যে আইসে না। শস্য পর্য্যাপ্ত উৎপন্ন হয়। ভুট্টা, তণ্ডুল, কুরা, মুগ, উরিদ, বাগলি ও সাম্‌লি বর্ষাকালে জন্মে। গোধূম ও ছোলা রবিশস্য মধ্যে প্রধান। কিয়ৎ পরিমাণে কার্পাস ও অহিফেনী উৎপন্ন হইয়া থাকে। ছোলা ও গোধূম বিদেশে রপ্তানী হয়। পিট্‌লাবাদ ও অন্যান্য সমতল প্রদেশে ইক্ষু জন্মে। এখানকার বাগানে প্রচুর আদা, রসুন, পলাণ্ডু এবং অন্যান্য সকল প্রকার শাক সব্‌জি উৎপন্ন হয়। শস্যক্ষেত্র সকল ইতস্ততঃ নদীতীর ও অন্যান্য উর্ব্বর-স্থানে বিক্ষিপ্ত। প্রজাগণ কত জমি চাষ করে, তাহা নির্দ্ধারণ করা কঠিন। এজন্য এখানে কৃষ্ট ভূমির পরিমাণ না ধরিয়া কৃষক যত জোড়া বলদ দ্বারা চাষ করে, তদনুসারে রাজস্ব ধার্য্য হয়। ভীলপাটেল অর্থাৎ মণ্ডলগণ বংশপরম্পরাক্রমে রাজস্ব আদায় করিয়া আসিতেছে।

ঝাবুয়ারাজ্যের অধিবাসীদিগের মধ্যে অধিকাংশ ভীল ও ভীলালজাতীয়; ইহারা পরিশ্রমী ও কৃষিনিপুণ।

ঝাবুয়ারাজ্যে ঝাবুয়া, রাণাপুর ও কাণ্ডলা তিনটী নগর আছে। ঐ তিন নগরে এবং রম্ভাপুর নামক গ্রামে বিদ্যালয় আছে। যাহা হউক বিদ্যাশিক্ষায় তাদৃশ যত্ন নাই। ঝাবুয়ার রাজা ৫০ জন অশ্বারোহী ও ২০০ জন পদাতি সৈন্য রাখেন। রাজ্যের মধ্য দিয়া তিনটী রাস্তা গিয়াছে।

২ মধ্যভারতের ভোপাবর এজেন্সীর শাসনাধীন ঝাবুয়ারাজ্যের প্রধান নগর। অক্ষা° ২২°৪৫´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৪°৩৮´ পূঃ। ঝালোর হইতে মাউ নগরের পথে এই নগর অবস্থিত। নগরের চতুর্দ্দিকে মৃত্তিকানির্ম্মিত এক প্রাচীর আছে। একটী পর্ব্বতের পূর্ব্বপ্রান্তে এক সরোবরের চতুর্দ্দিকে এই নগর নির্ম্মিত। সরোবরের উত্তরপ্রান্তে উচ্চ রাজপ্রাসাদ এবং তাহার পশ্চাতে নগর ও প্রাসাদের উপর দিয়া অনুচ্চ বৃক্ষরাজিমণ্ডিত পর্ব্বত। ঝাবুয়া নগরের পথ সকল বন্ধুর কূর্ম্মপৃষ্ঠবৎ এবং অসমান। সরোবরতীরে বিদ্যুতাহত ঝাবুয়ারাজের এক স্মৃতিচিহ্ন বিদ্যমান আছে। এই নগরের জলবায়ু ভাল নহে। এখানে বিদ্যালয়, ডাকঘর ও দাতব্য-ঔষধালয় আছে।

ঝাব্বা (দেশজ) ঝাঁপা।

ঝামক (ক্লী) ঝম-ণ্বুল। অতিশয় পক্কইষ্টক, পোড়াইট, ঝামা।

ঝামর (পুং) ঝামং রাতি রা-ক। তকুশান (শব্দর°) চলিত কথায় টেকুয়ার শাণ, টেকুয়া প্রভৃতি শাণ দিবার ক্ষুদ্র প্রস্তর।

ঝামরাণ (দেশজ) শীত বা ঠাণ্ডা লাগিয়া নাক বা চক্ষুজলভারাক্রান্ত।

ঝামা (দেশজ) অত্যন্ত দগ্ধইষ্টক।

ঝাম্‌কা, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত গুজরাটের কাঠিয়াবাড়ের দক্ষিণাংশস্থিত একটী ক্ষুদ্র জমিদারী। ঝাম্‌কা গ্রাম কুঙ্কাবাড় নামক ষ্টেশনের ১০ মাইল দক্ষিণে ভবনগর-গোণ্ডাল রেলপথের ধোরাজি শাখারেলপথে অবস্থিত।

ঝাম্‌তি (ঝাঁপতি) সিন্ধুপ্রদেশের মীরদিগের রাজকীয় পোত।

এই সকল জলযান বৃহৎ এবং প্রশস্ত। কোন কোন ঝাঁপ্‌তি ১২০ ফিট দীর্ঘ ও ১৮½ ফিট প্রশস্ত হয়, ইহাতে ৪টী মাস্তুল, দুইটী প্রশস্ত অনাবৃত কামরা থাকে এবং ২½ ফিট মাত্র গভীর জল কাটিয়া যায়। ত্রিশজন মাঝী ৬টা দাঁড় বাহিয়া সরোবর ঝাঁপ্‌তি পরিচালন করে। করাচি ও মুগাল-ভিনেই ইহা প্রধানতঃ নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

ঝাম্পোদার, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত গুজরাটে কাঠিয়াবাড়ের ঝালাবাড় বিভাগের একটী ক্ষুদ্র জমিদারী। ঝাম্পোদার গ্রাম লাথ্‌তার হইতে ১০ মাইল দক্ষিণে, বধান ষ্টেশনের ১০ মাইল পূর্ব্বে ; বোম্বাই, বরদা ও সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া-রেলপথে অবস্থিত। তালুকদারগণ ঝালাবংশীয় রাজপুত এবং বধানের তালুকদারদিগের দায়াদ কহে।

ঝার (দেশজ) একপ্রকার কার্পাস-লতা।

ঝারা (দেশজ) উচ্চস্থান হইতে অল্প অল্প জল-সেচন, আর্য্যগণ বৈশাখমাসে শালগ্রাম-শিলারূপী নারায়ণকে ঝারায় বসান এবং তুলসীগাছেও ঝারা দিয়া থাকেন, এইরূপ ঝারা দেওয়া অতিশয় পুণ্যজনক, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষাদি রবি-কিরণে উত্তপ্ত হইলে তাহাদিগকে জীবিত করিবার জন্যও ঝারা দেওয়া হয়।

ঝারী (দেশজ) জলপাত্রবিশেষ, চলিত কথা গাড়ু।

ঝারৌলী, রাজপুতনার অন্তর্গত সিরোহি রাজ্যের একটী নগর। অক্ষা° ২৪° ৫৫´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৩° ৪´ পূঃ। ইহা উদয়পুর হইতে প্রায় ৫১ মাইল পশ্চিম-উত্তরপশ্চিমে এবং সিরোহির ১০ মাইল পূর্ব্বদক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত।

ঝর্ঝ্যর (পুং) ঝর্ঝ্যরবাদনং শিল্পমস্য ঝর্ঝ্যর-অন্। ঝর্ঝ্যর বাদ্যকারী।

ঝর্ঝ্যরিক (পুং) ঝর্ঝ্যর-ঠক্। ঝর্ঝ্যর-বাদ্যকারী।

ঝাল (দেশজ) ১ কটু, তীক্ষ্ণ, তীব্র। ২ পাইন্।

ঝালকাটী (মহারাজগঞ্জ) বাঙ্গালার বাখরগঞ্জ জেলায় একটী গ্রাম ও মিউনিসিপ্যালিটী। অক্ষা° ২২° ৩৮´ ৩০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৯০° ১৫´ পূঃ। ঝালকাটী ও নাল্‌চিটি নামক নদীদ্বয়ের সংযোগ-স্থলে এই গ্রাম অবস্থিত। পূর্ব্ববাঙ্গলার মধ্যে ইহাও কড়ি-কাঠের একটী প্রধান বন্দর, বিশেষতঃ সুন্দরীকাঠ এখান হইতে বিস্তর পরিমাণে রপ্তানী হইয়া থাকে। তণ্ডুলও বিস্তর পরিমাণে রপ্তানী হয়, আমদানির মধ্যে লবণ প্রধান। এখানে প্রতিবৎসর কার্ত্তিকমাসে দেওয়ালী অর্থাৎ উৎসবের সময় একটী মেলা হইয়া থাকে।

ঝালঝস (দেশজ) ঝালরঞ্জন।

ঝালমরিচ (দেশজ) এক প্রকার কটু মরিচ।

ঝালন (দেশজ) ১ ধাতুপাত্রাদি ভগ্ন হইলে তাহার ছিদ্ররোধ-করণ। ২ অলঙ্কারাদির গঠন-সংযোজন, পাইন দেওন।

ঝালর্ (হিন্দী) ১ চাক্‌চিক্যময় কোঁকড়ান বস্ত্রখণ্ড। ২ খট্টা ও চন্দ্রাতপাদির বেষ্টনবস্ত্র। ৩ স্ত্রীলোকদিগের পদাঙ্গুলির ভূষণবিশেষ।

ঝালরদার্ (হিন্দী) ঝালরযুক্ত।

ঝালা, গুজরাটপ্রদেশের একটী রাজপুত-জাতি। ইহারা সকলেই হলবুডএর অধিপতিকে আপনাদের নেতা বলিয়া স্বীকার করে। টড্‌সাহেব অনুমান করেন ইহারা অণহিল্লবাড় রাজগণেরই বংশধর হইবে। উক্তবংশীয় রাজগণের ধ্বংসের পর ঝালাগণ বিস্তীর্ণ প্রদেশ অধিকার করিয়া ফেলে। ঝালামুখবাহন নামক সৌরাষ্ট্রবাসী একশাখা, আপনা-দিগকে রাজপুত বলিয়া পরিচয় দেয়। কিন্তু ইহারা, সূর্য্য, চন্দ্র, কিংবা অগ্নিকুল কোন বংশীয়ই নহে। হিন্দুস্থান বা রাজপুতনায় এই জাতীয়েরা প্রায় বাস করেন। মিবার রাজবংশকেতু মহামানী মহাবীর প্রতাপসিংহ ঝালা-দিগকে রাজপুতনায় আনয়ন ও প্রভূত সম্মানে ভূষিত করেন। যৎকালে অকবর সম্রাটের সমস্ত শক্তি ঐ প্রাতঃ-স্মরণীয় রাজপুত বীরের বিরুদ্ধে নিয়োজিত হইয়াছিল তখন জনৈক ঝালা বীরপুরুষ নিজ অনুচরগণ সমেত প্রতাপের অনুগামী হয়। প্রতাপসিংহ কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তাঁহাকে কন্যা দান করিয়া মানের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন এবং তাঁহাকে নিজ দক্ষিণপার্শ্বে স্থান দিলেন। কিন্তু বর্ত্তমান রাজগণ ঝালাদিগের সহিত সম্বন্ধ বন্ধন করিতে লজ্জা বোধ করেন। এই ঝালাদিগের নামানুসারে গুজরাটের এক বিস্তীর্ণ প্রদে-শের নাম ঝালাবাড় হইয়াছে। এই বিভাগের নগরের মধ্যে বাঙ্কানের, হলবুড ও দ্রাংদ্রা প্রধান। ঝালাদিগের প্রাচীন ইতিহাস কিছুই জানা যায় নাই। কোটার ফৌজদারগণ এবং অবশেষে কোটারাজ্যের একাংশভূত ঝালাবাড়ের রাজ-গণ ঝালাবংশীয়।

ঝালাপতিমান্না, ঝালাকুলোদ্ভব রাজপুত বীর। ইনি চির-স্মরণীয় হল্‌দিঘাটের যুদ্ধে ভারত-নৃপতিকুলগৌরব সূর্য্যবংশীয় মহাবীর রাণা প্রতাপসিংহের সাহায্যে সম্মুখ সমরে প্রাণত্যাগ করিয়া অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। যুদ্ধকালে প্রতাপ যখন নিতান্ত অসহায় হইয়া পড়িলেন, তাঁহার প্রাণতম এবং তাঁহার সহিত এক মহাব্রতেব্রতী রাজপুত-বীরগণ চতুর্দ্দিকে পতিত হইল, সেই সময় সহসা অগণ্য মোগলসেনা রাণার মস্তকোপরি রাজচিহ্ন অনুসরণ করিয়া তাঁহাকে বেষ্টন করে। বীরবর ঝালাপতিমান্না এই সমূহ বিপদ উপস্থিত দেখিয়া নিজ সার্দ্ধশত মাত্র অনুচর সমেত প্রতাপের রাজচিহ্ন নিজ মস্তকো-পরি রাখিয়া রণসাগরে ঝম্পপ্রদান করিলেন। মোগলগণ

কনক-তপন-সম সেই বীরবরকে দেখিয়া তাঁহাকেই রাণাবোধে বেষ্টন করিল, ঝালাপতি অতুল বিক্রমের সহিত যুদ্ধ করিয়া রণস্থলে শয়ন করিলেন। এদিকে প্রতাপসিংহ রাজপুতগণ-কর্ত্তৃক স্থানান্তরিত হইলেন। এই স্বার্থত্যাগ ও প্রভুপরায়ণতা ঝালাপতির নাম রাজপুতনার ইতিহাসে সুবর্ণাক্ষরে প্রদীপ্ত করিয়াছে। ঝালার বংশধরগণ তদবধি মিবারের রাণার রাজচিহ্ন বহন করিয়া রাণার দক্ষিণপার্শ্বে আসন প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছেন।

ঝালাবান, সিন্ধুনদের পশ্চিমে বেলুচিস্থানের একটী প্রদেশ। এই প্রদেশ এবং সহর রাল ও লাস নামক প্রদেশদ্বয় একটী মালভূমিতে অবস্থিত। ঝালাবানের অধিবাসীগণ অধিকাংশ ব্রাহুই। ঝল্পবানবাসী অনেক জাতি রাজপুতবংশোদ্ভব বলিয়া অনুমিত হয়। রাজপুতনার ন্যায় এখানেও শিশুহত্যা চলিত ছিল। নবমশতাব্দীর মধ্যভাগে বাগোয়ানার নিকটবর্ত্তী একটী গুহায় বহুসংখ্যক শুষ্ক শিশুদেহ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকলের মধ্যে কতকগুলি অল্পদিনের বলিয়া বোধ হইয়াছিল।

ঝাল্লোদার, রাজাদিগের ব্যবহার্য্য এক প্রকার পাল্কী। ইহা দুই পট্টবস্ত্রনির্ম্মিত এবং স্বর্ণরৌপ্যাদির চিকণ-কার্য্যযুক্ত ঝালর দ্বারা সুশোভিত।

ঝালাদার, রাজপুতনার অন্তর্গত একটী দেশীয় রাজ্য। এই রাজ্য হরবতী ও টঙ্ক এজেন্সীর তত্ত্বাবধানে শাসিত হয়। তিনটী পরস্পর বিচ্ছিন্ন প্রদেশ লইয়া ঝালাবার রাজ্য গঠিত। বৃহত্তম খণ্ডের উত্তরে কোটারাজ্য, পূর্ব্বে সিন্ধিয়া-রাজ্য ও টঙ্করাজ্যের একাংশ, দক্ষিণে রাজগড় নামক ক্ষুদ্ররাজ্য, সিন্ধিয়া ও হোল্কার-রাজ্যের প্রদেশ, দেবরাজ্যের একাংশ ও জাওরা রাজ্য এবং পশ্চিমে সিন্ধিয়া ও হোল্কার-রাজের অধিকৃত বিচ্ছিন্ন ভূভাগ। এই খণ্ডেই রাজধানী ঝাল্‌রাপত্তন অবস্থিত। দ্বিতীয় খণ্ডের উত্তরে, পূর্ব্বে ও দক্ষিণে গোয়ালিয়র রাজ্য এবং পশ্চিমে কোটারাজ্য। শাহাবাদ এই খণ্ডের প্রধান নগর। কৃপাপুরনামে অভিহিত তৃতীয়খণ্ড উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত এবং আয়তনে অতি ক্ষুদ্র। ইহার উত্তরে সিন্ধিয়া-রাজ্য; পূর্ব্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিমে মিবার (বা উদয়পুর) রাজ্য। সমগ্র রাজ্যের পরিমাণফল ২৬৯৪ বর্গমাইল। গ্রামসংখ্যা ১৪৫৫, সহর ২টী।

ঝালাবার রাজ্যের বৃহত্তম বিভাগ একটী উচ্চ মালভূমি। ইহার উত্তরভাগ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ১০০০ ফিট এবং দক্ষিণভাগ ক্রমশঃ ১৫০০ ফিট উচ্চ। এই খণ্ডের অধিকাংশ পর্ব্বতাকীর্ণ, উপত্যকা-প্রদেশে খরস্রোতা নদীনিচয় প্রবাহিত। পর্ব্বতসকল বহুবিধ বৃক্ষতৃণাদিপূর্ণ। স্থানে স্থানে চতুঃপার্শ্বর্ত্তী পর্ব্বতসকলের মধ্যে বিস্তীর্ণ গভীর হ্রদ বিরাজিত। অবশিষ্ট ভূমি প্রচুর শস্য-ফল কুসুমাদিসমন্বিত বন্ধুর প্রান্তরবিশিষ্ট। শাহাবাদ বিভাগও একটী উচ্চ মালভূমি এবং জঙ্গলপূর্ণ। রাজ্যের ভূমি প্রধানতঃ উর্ব্বরা এবং অহিফেন ও অন্যান্য মূল্যবান ফসল উৎপাদন করে। মৃত্তিকাসকল তিনভাগে বিভক্ত ১ কালি, ২ মাল, ৩ বাড়্‌লি। তন্মধ্যে ১ম প্রকার কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকাই সর্ব্বাপেক্ষা উর্ব্বরা। ২য় প্রকার জমি ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ এবং উর্ব্বরতায় প্রায় ১ম এর সমান। ৩য় প্রকার জমি সর্ব্বাপেক্ষা অনুর্ব্বর।

পায়বান নদী এই রাজ্যের দক্ষিণপূর্ব্বাংশে প্রবেশ করিয়া প্রায় ৫০ মাইল ভ্রমণের পর কোটারাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে। পথিমধ্যে নেবাজ নামক আর একটী বৃহৎ নদী ইহার সহিত মিলিত হইয়াছে। মনোহরথানা ও ভাচূর্ণির নিকট পারবাননদীতে এবং ভুরিলিয়ার নিকট নেবাজনদীতে খেয়া-ঘাট আছে। কালিসিন্ধু নদী এই রাজ্যের প্রান্তর ও অভ্যন্তর দিয়া প্রায় ২০ মাইল প্রস্তরাদির উপর দিয়া গমন করিয়াছে। খৈরাসী ও ভোঁড়াসার নিকট ঐ নদীতে খেয়াঘাট আছে। আউনদী দক্ষিণপশ্চিম-ভাগে এই রাজ্যে প্রবেশ করিয়া গোয়ালিয়র, টঙ্ক ও কোটা রাজ্যের সীমাপ্রদেশ দিয়া প্রায় ৬০ মাইল গমন করিতে করিতে অবশেষে কালিসিন্ধুর নদীতে পতিত হইয়াছে। এই নদীর গর্ভ ও তীর কালিসিন্ধুর ন্যায় উচ্চ, নীচ বা অসম নহে, অনেক স্থানে তীরস্থ বৃক্ষরাশি শাখা বিস্তার করিয়া নদীবক্ষ স্পর্শ করে। সুকেত ও ভিলবারী নামক স্থানে আউনদীতে খেয়াঘাট আছে। ছোটকালি-নামে আর একটী নদী রাজ্যের কতক অংশে প্রবাহিত হইতেছে।

ইতিহাস। ঝালাবারের রাজবংশ ঝালানামক রাজপুত-বংশোদ্ভব। এই বংশীয় আদিপুরুষগণ কাঠিয়াবাড়ের অন্তর্গত ঝালাবারপ্রদেশে হলবুড নামক স্থানের সর্দ্দার ছিলেন। ১৭০৯ খৃষ্টাব্দের সমকালে ভাওসিংহ নামক সর্দ্দারের মধ্যমপুত্র জনৈক ঝালা-বীর কতিপয় অনুচরসহ স্বদেশ ত্যাগ করিয়া দিল্লীতে নিজ ভাগ্য পরীক্ষার্থ গমন করেন। পথিমধ্যে কোটার মহারাজের নিকট নিজ পুত্র মধুসিংহকে রাখিয়া যান। ইহার পর ভাওসিংহের বিষয় আর কিছুই জানা যায় নাই। মধুসিংহ রাজার অতিশয় প্রিয় হইয়া উঠিলেন। মহারাজ মধুসিংহের ভগিনীর সহিত নিজ জ্যেষ্ঠের পুত্রের বিবাহ দিলেন এবং মধুসিংহকে নন্দলা গ্রাম দান করিয়া ফৌজদারপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। মধুসিংহের পর তৎপুত্র মদনসিংহ ফৌজদার হইলেন, ক্রমে ঐ

পর তাঁহাদের বংশানুক্রমিক হইয়া পড়িল। মদনসিংহের পর ছিম্মৎসিংহ এবং পরে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বিখ্যাত অষ্টাদশ-বর্ষীয় জলিমসিংহ ফৌজদার হইলেন। তিনবর্ষ পরে জলিম-সিংহ কোটাসৈন্য লইয়া জয়পুরের সৈন্যদলকে পরাজিত করিলেন। কিন্তু অবিলম্বেই রমণীপ্রেম লইয়া রাজার সহিত জলিমের মনোবিবাদ হইল। তিনি পদচ্যুত হইয়া উদয়পুরে গমন করিলেন এবং তথায় অনেক সৎকার্য্য দ্বারা শীঘ্র প্রতিপত্তি লাভ করিলেন। মৃত্যুকালে কোটার রাজা পুনরায় জলিমকে আহ্বান করিয়া পুত্র আমেদসিংহ এবং কোটা-রাজ্য রক্ষার ভার তাঁহার হস্তে অর্পণ করিলেন। তদবধি জলিমসিংহই এক প্রকার কোটার অধিপতি হইলেন। ইহার সুশাসনগুণে কোটারাজ্যের সুখসমৃদ্ধি আশাতীত বৃদ্ধি হইল এবং কি মুসলমান, কি মহারাষ্ট্র, কি রাজপুত সকলেরই নিকট খ্যাতিলাভ করিল। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে কোটারাজের সম্মতি-ক্রমে জলিমসিংহের বংশধরদিগের নিমিত্ত ঝালাবার নামক রাজ্যের একাংশ লইয়া একটী পৃথক্ রাজ্যস্থাপনের বন্দো-বস্ত করিলেন। তদনুসারে ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে বার্ষিক ১২ লক্ষমুদ্রা আয়ের অর্থাৎ সমগ্র রাজ্যের ⅓ অংশ লইয়া এই ঝালাবার রাজ্য গঠিত হইল। ইহার রাজা কোটারাজের ঋণক্রমেও ⅓ অংশ গ্রহণ করিলেন। পরে সন্ধিঅনুসারে ইনি ইংরাজের আশ্রিত রাজা মধ্যে গণ্য হইলেন। ইংরাজগবর্মেণ্টে বার্ষিক ৮০ হাজার টাকা রাজস্ব এবং প্রয়োজনকালে সাধ্যমত সৈন্য সাহায্য করিবার জন্যও ইনি দায়ী রহিলেন। মদনসিংহের উপাধি মহারাজা ও তাঁহাকে ১৫টী মাস্তোপ প্রদান করিয়া অন্যান্য রাজপুতরাজগণের সমান মর্য্যাদাপন্ন করা হইল। মদনসিংহের পর পৃথ্বীসিংহ ঝালাবারের রাজা হই-লেন। ১৮৫৭-৫৮ খৃঃ অব্দে সিপাহীবিদ্রোহ সময়ে ইনি কতিপয় য়ুরোপীয় কর্ম্মচারীকে আশ্রয় দান এবং নিরাপদে রক্ষা করিয়া গবর্মেণ্টের বিশ্বস্ত হইলেন। ১৮৭৬ খৃঃ অব্দে তাঁহার দত্তকপুত্র জকতসিংহ রাজা হইলেন। ইনি নাবালক অবস্থায় আজমীরে মেওকলেজে অধ্যয়ন করিতেন, ততদিন জনৈক ইংরাজকর্ম্মচারী দ্বারা রাজকার্য্য চলিত। পরে জকতসিংহ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া জলিমসিংহ এই কৌলিক নাম ধারণপূর্ব্বক ১৮৮৪ খৃঃ অব্দে যথাবিধি শাসন-ভার গ্রহণ করিলেন। ঝালাবারের রাজা ১৫টী মাস্তোপ প্রাপ্ত হন। ইনি ২৪৭ জন গোলন্দাজ সৈন্য, ৪২৫ জন অশ্বারোহী, ৩২৬৬ জন পদাতিক সৈন্য এবং ২০টি বড় ও ৭৫টী ছোট কামান রাখেন।

ঝালাবারে প্রায় সকল প্রকার শস্যই উৎপন্ন হয়। দক্ষিণ ভাগে প্রচুর অহিফেন উৎপন্ন হইয়া বোম্বাই নগরে রপ্তানী হয়। শাহাবাদে বাজরা এবং অন্যত্র সর্ব্বত্র জোয়ার, গোধূম ও অহি-ফেনই প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। সচরাচর কূপদ্বারা জলসেচন কার্য্য হইয়া থাকে। অল্পনীচেই জল পওয়া যায়। ঝালরা-পত্তনের একটী বৃহৎ সরোবর আছে, উহা দ্বারা বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে জলসেচন হয়।

১৬৭ জন অশ্বারোহী ও ১৪১৭ জন পদাতিক সৈন্য শান্তি-রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত আছে। জেলখানার কয়েদীগণ রাস্তা প্রস্তুত, কম্বল বা বস্ত্রবয়ন করে।

এখানে বিদ্যাশিক্ষার ভাল ব্যবস্থা নাই, তবে ক্রমে উন্নতি হইয়া আসিতেছে। দেশীয় ভাষার পাঠশালা ব্যতীত ঝালরা-পত্তন ও ছাওনি নগরে দুইটী বিদ্যালয় আছে, উহাতে ইংরাজী, উর্দ্দূ ও হিন্দীভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়। বিচারকার্য্যে তহসীল আদালতে প্রথম বিচার হয়, তহশীলের উপর আপীল করিবার আদালত। সর্ব্বশেষে রাণার নিকট আপীল করিতে হয়। রাজকোষ হইতে ৫টী দাতব্য-চিকিৎসালয় চলিতেছে।

অধিবাসীর মধ্যে শতকরা প্রায় ৯৩ জন হিন্দু এবং ৭ জন মুসলমান। এখানে সন্ধিয়া (সন্ধ্যা) নামে একজাতি বাস করে। ঝালাবারে ইহাদের সংখ্যা প্রায় ৩৬ হাজার। ইহাদের বর্ণ নাতিগৌর নাতিকৃষ্ণ অর্থাৎ সন্ধ্যার ন্যায় মাঝামাঝি। সন্ধিয়াগণ বলে উহারা একজাতীয় রাজপুত ও শার্দ্দূলবদন জনৈক রাজার বংশধর। ইহারা অলস, ব্যভিচারী এবং অনেকেই তস্কর। ইহাদের স্ত্রীলোকেরা অশ্বারোহণে নিপুণ বলিয়া বিখ্যাত।

রাজ্যের মধ্যে ৫১½ মাইল রাস্তা পাকা এবং বারমাস শকটাদি গমনের উপযোগী। ৮৯½ মাইল রাস্তা বর্ষা ভিন্ন অন্য সময়ের সুগম নহে। ঝালরাপত্তন হইতে নীমচ, আগ্রা, উজ্জয়িনী, কোটা প্রভৃতিদিকে রাস্তা গিয়াছে। দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব্বস্থ রাস্তা দ্বারা ইন্দোর দিয়া বোম্বাই নগরের সহিত অহিফেন ও বিলাতী কাপড়ের বিনিময় হয়। ভূপাল ও হরবতী হইতে শস্য এবং আগ্রা হইতে কতক পরিমাণে বস্ত্রাদি আমদানি হয়।

ঝালাবারের স্বর্ণ ও রৌপ্যনির্ম্মিত বহুবিধ পাত্র, পিত্তলের বাসন এবং বার্ণিস করা বিবিধ আসবাব বিখ্যাত।

জলবায়ু। ঝালাবারের জলবায়ু মধ্যভারতের জলবায়ুর অনুরূপ ও মোটের উপর স্বাস্থ্যকর।

রাজপুতনার উত্তরভাগের ন্যায়, এখানে নিদারুণ গ্রীষ্ম হয় না, গ্রীষ্মকালে দিবাভাগে ছায়াতে তাপাংশ ফা° ৮৫° হইতে ৮৮° পর্য্যন্ত হয়। বর্ষাকালে বায়ু স্নিগ্ধ ও মনোরম, শীতকালে প্রায় তুহিনপাত হইয়া থাকে।

ঝাল্‌রা-পত্তন, শাহাবাদ, কৈলবার, ছিপাবুরোদ, বুকারি, সুকেত, মঙ্গাহারথানা, পাঁচপাহাড়, ডাগ ও গাঙ্গ্‌রার প্রধান প্রধান নগর।

ঝালাবার, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত গুজরাটের কাঠিয়াবাড়ের একটী প্রান্ত অর্থাৎ বিভাগ। ঝালা নামক রাজপুত-জাতি হইতে ঐ নাম উৎপন্ন হইয়াছে। ঝালাগণই এখানকার প্রধান অধিবাসী। এই বিভাগ গুজরাট উপদ্বীপের উত্তরপূর্ব্বভাগে রন্ নামক লবণাক্ত জলার দক্ষিণে অবস্থিত। ধ্রাংগ্রা, বাঙ্কানের, লিম্ব্‌ডি, বধোয়ান এবং কয়েকটী ক্ষুদ্ররাজ্য ঝালাবারের অন্তর্গত। ধ্রাংগ্রার রাজাই ঝালা-সমাজের নেতা বলিয়া আদৃত হয়েন। পরিমাণফল প্রায় ৪৪০০ বর্গমাইল, গ্রামসংখ্যা ৭০২, ইহাতে ৯টী নগর আছে।

ঝালি (স্ত্রী) ব্যঞ্জনবিশেষ, চলিত কথা ঝাল্লি বা আমঝোল। ইহার প্রস্তুত-প্রণালী ভাবপ্রকাশে এইরূপ লিখিত আছে, অপক্ক আম্রফল পেষণকরতঃ উহাতে সরিষা, লবণ ও ভাজা হিঙ্গু মিলিত করিয়া উত্তমরূপে চট্‌কাইয়া লইলে তাহাকে 'ঝালি' বলা যায়। ইহার গুণ জিহ্বাগত, কণ্ডুনাশক ও কণ্ঠশোধক, ইহা অল্প অল্প করিয়া পান করিলে রুচি ও অগ্নিপ্রদীপক হইয়া থাকে।

"আম্রমামফলং পিষ্টং রাজিকা লবণান্বিতং।
ভৃষ্টং হিঙ্গুযুতং পূতং বোলিতং ঝালিরুচ্যতে॥" (ভাবপ্র°)

ঝালিদা ১ (ঝাল্‌দা) ছোটনাগপুর বিভাগের অন্তর্গত মানভূম জেলার একটী পরগণা। পরিমাণফল ১২৮.০৩৮ বর্গমাইল।

২। ছোটনাগপুর বিভাগের অন্তর্গত মানভূম জেলার ঝালিদা পরগণার প্রধান নগর। পূর্ব্বে এখানে বন্দুক ও উৎকৃষ্ট অস্ত্রাদি প্রস্তুত হইত। এক্ষণে শস্ত্র-আইন জন্য ইহার আর সে গৌরব নাই। এখানে একটী প্রস্তরময়ী গোমূর্ত্তি আছে। প্রবাদ আছে, পূর্ব্বে এক কপিলা গাভী পঞ্চকোট রাজবংশের আদিপুরুষকে অরণ্যে পালন করিয়াছিল, পরে ঐ স্থানে প্রস্তরীভূত হইয়া আছে।

ঝালুয়া (দেশজ) ঝালযুক্ত।

ঝালেরা, মধ্যভারতবর্ষের ভূপাল এজেন্সীর অন্তর্গত একটী ঠাকুরাত। ইহার ঠাকুর অর্থাৎ সর্দ্দার সিন্ধিয়া রাজের নিকট হইতে বার্ষিক ১২০০ টাকা কর লইয়া ভূমির স্বত্বত্যাগ করিয়াছেন।

ঝালোতার-আজগাঞী, অযোধ্যার অন্তর্গত উনাও জেলার মোহন তহসীলের একটী পরগণা। এই পরগণা মোহান ঔরাসের দক্ষিণে এবং হড়ার উত্তরে অবস্থিত। পরিমাণফল ৯৮ বর্গমাইল; তন্মধ্যে ৫৫ মাইল কৃষির উপযোগী, অযোধ্যা-রোহিলখণ্ড রেলপথ এই পরগণা দিয়া গিয়াছে। কুসুম্ভি উহার একটী ষ্টেশন। ইহাতে ৫টী হাট আছে।

ঝালোদ (১) বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত পাঁচমহাল জেলার অন্তর্গত দাহোদ উপবিভাগের একটী ক্ষুদ্র অংশ। অক্ষা° ২২° ২৫´ ৫০´´ হইতে ২৩° ৩৫´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৪° ৬´ হইতে ৭৪° ২৩´ ২৫´´ পূঃ। ইহার উত্তরে ও পূর্ব্বে মধ্যভারতের চেলকারি ও কুশলগড় রাজ্য, দক্ষিণে দাহোদ থানার দক্ষিণে এবং পশ্চিমে রেবাকাণ্ঠা। অণসনদী ইহার পূর্ব্বভাগে প্রবাহিত। মাটির অল্প নীচেই জল পাওয়া যায় এবং কূপদ্বারাই ক্ষেত্রে জলসেচন হয়। গুজরাট ও সাগরের বাণিজ্যপথ এই খণ্ডের মধ্যে অবস্থিত। পরিমাণফল ২৬৭ বর্গমাইল।

২ বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত পাঁচমহাল জেলার দাহোদ থানার উক্ত ঝালোদ খণ্ডের একটী নগর। অক্ষা° ২৩° ৭´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৪° ১০´ পূঃ। ইহার অধিকাংশ অধিবাসী ভীল ও কোল। পূর্ব্বে ইহা এক বিস্তীর্ণ ১৭টী নগরযুক্ত পরগণার প্রধান স্থান ছিল। এখনও নানাবিধ শস্য, কার্পাস, ধাতুপাত্রাদি এবং গজদন্তনির্ম্মিত বৎলাম-বলয়ের অনুকরণে লাক্ষানির্ম্মিত বলয় ও বিবিধ খেলনা প্রভৃতি বিস্তর রপ্তানী হইয়া থাকে। মস্‌জিদ, দেবালয় ও ইষ্টকনির্ম্মিত প্রকাণ্ড বাটীসকল নগরের সৌভাগ্য সূচিত করে। নগর-সন্নিধানে একটী সুবৃহৎ পুষ্করিণী আছে। নীমচ হইতে বরদা যাইবার পথে ঝালোদ নগর অবস্থিত।

ঝাল্‌রা-পত্তন (পত্তন) রাজপুতনার অন্তর্গত ঝালাবার রাজ্যের প্রধান নগর। অক্ষা° ২৪° ৩২´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৬° ১২´ পূঃ। অগ্নিকোণ হইতে বায়ুকোণে বিস্তৃত একটী পর্ব্বতশ্রেণীর সানুদেশে এই নগর অবস্থিত। নগরে উত্তরপশ্চিমে পর্ব্বতের অধিত্যকাবাহিত জলরাশি সঞ্চিত করিবার জন্য এক সুদৃঢ় প্রায় ½ মাইল দীর্ঘ এক বিরাট বাঁধ প্রস্তুত হইয়াছে। ঐ বাঁধের উপর অসংখ্য দেবমন্দির ও সৌধাবলী বিরাজিত। বাঁধের পার্শ্বের নগরগুলি প্রায় সরোবর-জলের সমোচ্ছ্রায়ে অবস্থিত। নগর হইতে পর্ব্বতের পাদদেশ পর্য্যন্ত সুন্দর উদ্যানসকল ঐ সারোবরজলে সেচিত হয়। সরোবরদিক্ ভিন্ন নগরের অপর তিনদিকে উচ্চ প্রাচীর ও পরিখা আছে। নগরের দক্ষিণে ৪০০।৫০০ শত গজ দূরে চন্দ্রভাগা নদী পশ্চিমদিক্ হইতে প্রবাহিতা। নগর হইতে প্রায় ১৫০ ফিট উর্দ্ধে গিরিশৃঙ্গে একটী ক্ষুদ্র দুর্গ আছে।

প্রাচীন ঝাল্‌রা-পত্তননগর বর্ত্তমান নগরের কিছু দক্ষিণে চন্দ্রভাগাতীরে অবস্থিত ছিল। ইহার নামের উৎপত্তি-সম্বন্ধে অনেকে অনেকরূপ কহিয়া থাকেন। টড্ বলেন, এখানে

পূর্ব্বে বিস্তর দেবালয় ছিল, ঐ সকল দেবালয়ে বিস্তর ঘণ্টা নিনাদিত হইত। ঐ সকল ঘণ্টা হইতে ইহার নাম ঝাল্‌রা-পত্তন অর্থাৎ ঘণ্টা-নগরী হইয়াছিল। এই স্থানেই অসংখ্য দেবমন্দির ও সৌধমালা শোভিত প্রাচীন চন্দ্রাবতী নগরী অবস্থিত ছিল। এই চন্দ্রাবতী নগরীর একটী মন্দির 'সাতসোহেলী' অর্থাৎ সাত কন্তা নূতন ঝাল্‌রা-পত্তনের নিকট অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। [চন্দ্রাবতী দেখ] আবার অনেকে অনুমান করেন, ঝাল্‌রা-রাজপুতদিগের হইতেই ঝালরা-পত্তন নাম হইয়া থাকিবে। অর্ণাটন বলেন, ঝাল্‌রা অর্থে প্রস্রবণ, পত্তন অর্থে নগর অর্থাৎ নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতের জল হইতে ইহার নামকরণ হইয়াছে।

১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে জলিমসিংহ ঝাল্‌রা-পত্তন এবং ইহার ৪ মাইল উত্তরে ছাউনি নামক নগরদ্বয় স্থাপন করেন। জলিম-সিংহ জয়পুর নগরের আদর্শে উহার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ঝাল্‌রা-পত্তনের মধ্যস্থলে একখণ্ড শিলাফলকে তিনি এই আদেশ খোদিত করিয়া দেন যে, যে কোন ব্যক্তি ঐ নগরে আসিয়া বসতি করিবে তাহাকে শুল্ক হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইবে এবং সে যে কোন অপরাধেই অভিযুক্ত হউক না কেন তাহার ১।০ পাঁচসিকার অধিক অর্থদণ্ড হইবে না। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ঐ রাজাদেশ রহিত করা হইয়াছে। দুই নগর পাকারাস্তা দ্বারা সংযোজিত। ঝাল্‌রা-পত্তন ও ছাউনি একটী পাকারাস্তা দ্বারা সংযুক্ত। মহারাজা রাণার প্রাসাদ ও রাজকীয় আদালত প্রভৃতি সমস্তই ছাউনিতে অবস্থিত। ঝাল্‌রা-পত্তনে প্রধান প্রধান বণিক ও অর্থসচিবগণের বাস। ঐ স্থানেই রাজকীয় টাকশাল ও অন্যান্য কর্ম্মস্থান আছে। ঝাল্‌রা পত্তন নগর নিজপরগণার সদর; ছাউনি নগর সমস্ত রাজ্যের সদর। ছাউনির লোকসংখ্যা ঝাল্‌রা-পত্তনের প্রায় দ্বিগুণ। ছাউনির মধ্যস্থ রাজবাটী একটী চতুরস্র দৃঢ় দুর্গের মধ্যে অবস্থিত। নগরের প্রায় ১ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে একটী জলাশয় ও তাহার নিম্নে বহুসংখ্যক উদ্যান আছে। ছাউনি দুর্গ একটী উচ্চ পার্ব্বত্যভূমে অবস্থিত এবং কোটারাজ্যের গগ্রাউন দুর্গ হইতে ২½ মাইল দূরবর্ত্তী। ছাউনিতে পরিষ্কৃত জল পর্য্যাপ্তরূপ পাওয়া যায় না।

ঝাবু (পুং) ঝা ঝা ইতি শব্দং কৃত্বা বাতি গচ্ছতি বা-ডু। বৃক্ষবিশেষ, চলিত কথা ঝাউ, (শব্দর°)

ঝাবুক (পুং) ঝাবুরেব স্বার্থে কন্। বৃক্ষবিশেষ, চলিত কথা ঝাউ। পর্য্যায় পিচুল, ঝাবু, ঝাবূ, (শব্দর°) অফল, বহুগ্রন্থি (শব্দচ°)

ঝি (দেশজ) তনয়া, কন্যা, "শুনিয়া এতেক স্তুতি, বলেন গোয়ালা পরিতুষ্ট হেমন্তের ঝি।" (শ্রীধর্ম্মম° ২৮৩৪)

"এবুড়া পাগলবরে দিলা হেন ঝি।" (কবিক°)

ঝিউড়ী (দেশজ) কন্যা, দুহিতা।

ঝিঁক (দেশজ) রন্ধনপাত্রাদি রাখিবার জন্য মাটি বা পাথরের ঠেক।

ঝিঁকর (দেশজ) উত্তাপে কঠিন।

ঝিঁকরা (দেশজ) বৃক্ষভেদ। (Alangium hexapetahim)

ঝিঁকা (দেশজ) ১ হেচ্‌কাটান। ২ দাঁড় দিয়া নৌকার গতির সাহায্য করা।

ঝিঁঝিঁ (দেশজ) [ঝিল্লী দেখ।]

ঝিক্‌মিক্ (দেশজ) ছটা, দীপ্তি।

ঝিকিয়া, ছোটনাগপুর প্রদেশান্তর্গত লোহারডাগা জেলার একটী ক্ষুদ্র নদী।

ঝিগারগাছা, বাঙ্গলার অন্তর্গত যশোহর জেলার একটী সহর। যশোহর নগর হইতে ৯ মাইল। পশ্চিমে কালিয়াদক নদীতীরে এই সহর অবস্থিত। নদীর উপর একটী ঝুলান সেতু আছে। এখানে খেজুরে গুড় ও চিনির বিস্তীর্ণ বাণিজ্য হইয়া থাকে। নীলকর সাহেব মেকেঞ্জীর নামানুসারে নিকটবর্ত্তী হাটের নাম মেকেঞ্জীগঠ হইয়াছে। ঝিগারগাছা হইতে শান্তিপুর যাইবার পথ সোজা ও সুগম বলিয়া বহুসংখ্যক শান্তিপুরের বেপারী এখান হইতে গুড় কিনিয়া চিনি প্রস্তুত জন্য শান্তিপুরে লইয়া যায়। ঝিগারগাছাতেও কতক পরিমাণে চিনি হইয়া থাকে।

ঝিঙ্গা (Luffa-acutangulta) লতাজ, দণ্ডাকৃতি শিরালফল-বিশেষ। এই ফল তরকারীরূপে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সচরাচর বসন্ত ও গ্রীষ্মের প্রারম্ভে ইহার বীজ রোপণ করে। বর্ষাকালে লতা বর্দ্ধিত হইলে উহার নিকট গাছের ডাল পুঁতিয়া দিতে হয়। অনেক সময় লতা বেড়ার উপর দিয়া যায়। অনেক ঝিঙ্গা মাটির উপর জন্মে। বর্ষাকালেই ঝিঙ্গার প্রকৃত সময়। জাতিভেদে ইহাদের ফল নানারূপ; কোন কোন জাতি ক্ষুদ্র ৪।৬ অঙ্গুলমাত্র, আবার কোন কোন ঝিঙ্গা প্রায় দুই হাত পর্য্যন্ত লম্বা হয়। কচি অবস্থায় ইহার ছাল চাঁচিয়া তরকারী হয়। অধিকদিনের হইলে ভিতরে চাট জন্মে ও অখাদ্য হইয়া উঠে। ইহার হরিদ্রাবর্ণের ক্ষুদ্র ফুলগুলি সন্ধ্যার পূর্ব্বে প্রস্ফুটিত হয়। বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান প্রভৃতি অঞ্চলে পল্লীগ্রামে সকলে ঝিঙ্গাফুল ফুটিলেই সন্ধ্যার আগমন স্থির করে।

ঝিঙ্গাক (স্ত্রী) ঝিঙ্গি আকন্-পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ফল-বিশেষ, চলিত কথা ঝিঙ্গা (হিন্দী) ঘটরো, ঝিমনী। ইহার গুণ, তিক্ত, মধুর, আমবাত ও মন্দাগ্নিকারক। (রাজব°)

ঝিঙ্গিনী (স্ত্রী) ঝিঙ্গি-শিনি, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ১ জিঙ্গিনী বৃক্ষ (ভাবপ্র°) ২ উল্কা (শব্দর°)

ঝিঙ্গী (স্ত্রী) লিগি-অচ্-ঙীষ্ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। জিঙ্গীনী বৃক্ষ (ভাবপ্র°) চলিত কথা ঝিঙ্গাগাছ।

ঝিঝিট, সম্পূর্ণজাতীয় রাগ। ইহাতে কোমলনিখাদ ব্যবহৃত হয়। এই রাগ আধুনিক। ইহা সন্ধ্যার সময় গায়, কাহার মতে, সকল সময় গান করিতে পারা যায়। (সঙ্গীত দা°)

ঝিঞ্ঝনু, উত্তরপশ্চিম প্রদেশে মুজঃফরনগর জেলার একটী সহর। কর্ণাল হইতে মিরাটের পথে কর্ণালের ২৮ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে এই সহর অবস্থিত। অক্ষা° ২৯°৩১´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৭°১৭´ পূঃ।

ঝিঞ্ঝিম (পুং) ঝিম্ ইত্যব্যক্ত শব্দং কৃত্বা ঝমতি অত্তি বৃক্ষাদীন্ দহতীত্যর্থঃ ঝম-অচ্-পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। দাবানল (হারাবলী)

ঝিঞ্ঝিরা (স্ত্রী) ক্ষুপবিশেষ। [ঝিঞ্ঝিরিষ্টা দেখ।]

ঝিঞ্ঝিরিষ্টা, ক্ষুপবিশেষ, চলিত কথা রীটা বা ঝিঞ্ঝিরীটা। পর্য্যায়—ফলা, পীতপুষ্পা, ঝিঞ্ঝিরা, শ্লেমাশ্রয়ফলা, বৃত্তা। ইহার গুণ কটু, শীত, কষায়, রক্তাতীসারনাশক, বৃষ্য, সন্তর্পনত্ব, বল্য ও মহিষীক্ষীরবর্দ্ধক। (রাজনি°)

ঝিল্লী (স্ত্রী) ঝিল্লা, ইত্যব্যক্তশব্দোহস্ত্যস্যাঃ অচ্ ততো ঙীষ্। কীটবিশেষ, ঝিল্লী, চলিত কথা ঝিঁঝিপোকা।

"ঝিল্লীবাব্যক্ত মধুরাকুঞ্জস্থী মধুরাকৃতিঃ।" (আগম°)

ঝিণ্টিকা (স্ত্রী) ঝিণ্টী, ক্ষুপ। (ঝিণ্টী দেখ।]

ঝিণ্টী (স্ত্রী) ঝিমিতি কৃত্বা রটতীতি রট-অচ্ ঙীষন্তাৎ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। সকণ্টক ক্ষুদ্র পুষ্পবৃক্ষবিশেষ। চলিত কথা ঝাঁটী ও ঝিঁটী, (হিন্দী) কট সবৈয়া। পর্য্যায়—সেরীয়ক (অমর) কণ্টকুরণ্ট, সৈরেয়ক, ঝিণ্টিকা (রাজনি°) নীলঝিণ্টীর পর্য্যায়—বানা, দাসী, অর্ত্তগল, বাণ, আর্ত্তগল (অমরটী) সহচর, নীলকুরণ্টক। অরুণঝিণ্টীর পর্য্যায়—কুরবক। পীতঝিণ্টীর পর্য্যায় কুরুণ্টক, সহচরী, সহচর, সহাচর, বীর, পাতপুষ্প, দাসী, কুরণ্টক। ইহার গুণ কটু, তিক্ত, দন্তাময়, শূল, বাত, কফ, শোথ, কাশ ও ত্বগ্দোষ নাশক (রাজনি°) ২ কুব্জর তৃণ।

ঝিণ্টীশ (পুং) ১ ঝাণ্টী, ঝাঁটি মূল। ২ শিব।

ঝিনুক (দেশজ) ১ শুক্তি, শম্বুকজাতীয় জলচর প্রাণীর শুষ্ক গাত্রাবরণ। ২ শিশুদিগকে দুগ্ধাদি তরল পদার্থ খাওয়াইবার ক্ষুদ্র কোষাকার পাত্র।

ঝিনাইদহ, ১ বাঙ্গালার অন্তর্গত যশোহর জেলার একটী উপবিভাগ। পরিমাণফল ৪৭৫ বর্গমাইল, গ্রাম ও নগর সংখ্যা ৮২৪। প্রতি বর্গমাইলে গড়ে প্রায় ৭৮৮ জন লোক বাস করে। পূর্ব্বে এই স্থান ভূষণা উপবিভাগের অন্তর্গত ছিল। ১৮৬১ খৃঃ অব্দের নীলকর-হাঙ্গামায় মাগুরায় কতকাংশ লইয়া এখানে একটী স্বতন্ত্র উপবিভাগ স্থাপিত হয়। এই উপবিভাগে ১টী দেওয়ানি আদালত, ১টী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের আদালত, ১টী ছোটআদালত, ৩টী রেজেষ্টারী আফিস এবং ৩টী থানা আছে।

২ বাঙ্গালার অন্তর্গত যশোহর জেলার উপরোক্ত ঝিনাইদহ উপবিভাগের সদর ও একটী সহর। অক্ষা° ২৩°৩২´ ৫০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৮৯°১৪´ পূঃ। এই সহর যশোহর হইতে ২৭ মাইল উত্তরে নবগঙ্গানদীতীরে অবস্থিত। এখানকার বাজারে চিনি, তণ্ডুল ও লঙ্কার বিস্তীর্ণ বাণিজ্য হইয়া থাকে। নবগঙ্গানদী দ্বারা অনেক স্থানের সহিত বাণিজ্য সম্পন্ন হয়, কিন্তু ঐ নদীতে অনেক সময় অতি অল্পমাত্র জল থাকে। ইষ্টার্ণ-বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ে হইতে ঝিনাইদহ পর্য্যন্ত একটী রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছে। ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের সময় এই সহরে ভূষণা থানার অধীন একটী চৌকী স্থাপিত হয়। ১৭৮৬ খৃঃ অব্দে ইহা মাহ্মুদশাহশাহী বিভাগের কালেক্টরীর সদর হয়। পরে ১৮৬১ খৃঃ অব্দে একটী উপবিভাগের সদর হইয়াছে।

প্রবাদ আছে, পূর্ব্বে ঝিনাইদহের চতুঃপার্শ্বে লাঠিয়ালগণ মানুষ মারিয়া সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইত। সহরের অদূরে একটী বৃহৎ পুষ্করিণীতেই তস্করেরা ঐ কার্য্য করিত। অদ্যাপি ঐ পুষ্করিণীটির চক্ষুকোরা, বা মাড়িধাপা ইত্যাদি নামদ্বারা চক্ষুরুৎপাটন, দন্তভঞ্জন প্রভৃতি নৃশংস ব্যাপারই মনে উদয় হয়। ঝিনাইদহের নিকটে বৃহস্পতি ও রবিবারে একটী পাক্ষিক হাট বসে। হাটে আগত সমস্ত দ্রব্য হইতেই স্থানীয় কালীঠাকুরের জন্য মুঠি আদায় করা হয়। ঝিনাইদহের নিকটবর্ত্তী চুয়াডাঙ্গা নামক একটী গ্রামে পাঁচু-পাঁচুই নামে এক ঠাকুর আছে, বহুসংখ্যক বন্ধ্যারমণী সন্তানকামনায় উহার পূজা দিতে আইসে। ঝিনাইদহ যশোহর হইতে অনেক উচ্চ এবং শুষ্ক ও স্বাস্থ্যকর।

ঝিন্দ, ১ পঞ্জাবগবর্মেণ্টের শাসনাধীন শতদ্রুনদীর পূর্ব্বতীরবর্ত্তী একটী দেশীয় রাজ্য। তিন চারিটী পৃথক্ পৃথক্ খণ্ড লইয়া এই রাজ্য গঠিত। সমস্ত রাজ্যের পরিমাণফল ১২৩২ বর্গমাইল। এই রাজ্য ফুলকিয়ান্ [পাতিয়ালা দেখ।] রাজ্য সকলের অন্তর্গত এবং ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত ও ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সম্রাট্ কর্ত্তৃক অনুমোদিত হয়। ঝিন্দের রাজগণ চিরকাল ইংরাজের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধঃপতনের পর ঝিন্দের রাজা বাঘসিংহ ইংরাজদিগকে বিস্তর সাহায্য করেন। যৎকালে লর্ডলেক (Lord Lake) বিপাশাতীরে হোল্কারের অনুসরণ করেন, তখন উক্ত রাজাদ্বারা বিশেষ উপকৃত হয়েন। ঐ উপকারের প্রত্যুপকার স্বরূপ

লর্ডলেক রাজার সম্পত্তি দিল্লীর সম্রাট্ ও সিন্ধিয়ার নিকট প্রাপ্ত ভূমিসমুদায় দখলের অধিকার দৃঢ় করেন। ফুলকিয়া রাজাদিগের পাতিয়ালারাজের পরই ঝিন্দের রাজার সম্ভ্রম। ফুলকিয়াবংশের স্থাপয়িতা চৌধুরীফুলের জ্যেষ্ঠপুত্র তিলক ঝিন্দ্ রাজ্য স্থাপন করেন। তিলকের পৌত্র গজপতিসিংহ ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে শিরহিন্দের আফ্গান শাসন-কর্ত্তা জেনখাঁকে পরাস্ত ও নিহত করিয়া পাণিপথ হইতে কর্ণাল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ঝিন্দ্ ও সফিদান প্রদেশ অধিকার করিয়া লন। দিল্লীর সম্রাটকে রাজস্ব প্রদান ও তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়া তিনি তথায় রাজত্ব করিতে লাগিলেন। একদা রাজস্ব বাকি পড়ায় সম্রাটের উজীর নাজিবখাঁ গজপতিকে দিল্লীতে বন্দী করিয়া লইয়া যান, সম্রাট্ তথায় তাহাকে ৩ বৎসর কাল কারারুদ্ধ করিয়া রাখেন। তাহার পর গজপতি নিজ পুত্র মেহেরসিংহকে জামিন রাখিয়া রাজধানী প্রত্যাগমন করেন এবং সম্রাটকে ৩১ লক্ষ টাকা প্রদান করিয়া ১৭৭২ খৃঃ অব্দে পুত্রকে মুক্ত ও রাজোপাধি লাভ করেন। ইনি তৎপরে স্বাধীনভাবে রাজ্যশাসন এবং নিজ নামে মুদ্রা প্রচলন করিয়াছিলেন।

১৮৪৫-৪৬ খৃষ্টাব্দের শিখদিগের সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহের সময় ইংরাজ-কর্ত্তৃপক্ষ গজপতিসিংহের অধস্তন ৬ষ্ঠ পুরুষ, ঝিন্দের তাৎকালিক রাজা স্বরূপসিংহের নিকট শিরহিন্দ্ বিভাগের জন্য ১৫০টী উষ্ট্র প্রার্থনা করিলেন। রাজা তাহাতে স্বীকৃত হন নাই। ইহাতে মেজর ব্রডফুট রাজার ১০ হাজার টাকা দণ্ড করিলেন। রাজা এই অপবাদ অপনয়ন জন্য এরূপ আগ্রহ ও অবিচলিতভাবে ইংরাজের উপকার সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন যে, শীঘ্রই তাঁহার পূর্ব্ব অপরাধ বিস্মৃত হইল এবং তিনি ইংরাজের নিকট আদৃত হইলেন। ইহার পর শেখ ইমামউদ্দীন কাশ্মীরে গোলাপসিংহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উত্থাপন করিলে ঝিন্দ্ রাজ বিদ্রোহ দমনে ইংরাজের সাহায্যার্থ নিজ সৈন্যদল প্রদান করিলেন। এই ব্যবহারে তাঁহার পূর্ব্বের ১০ সহস্র টাকা অর্থদণ্ড যে কেবল রহিত হইল তাহা নহে, প্রত্যুত তিনি যুদ্ধশেষে ইংরাজের নিকট কৃতজ্ঞতাস্বরূপ বার্ষিক ৩ তিন সহস্র টাকা আয়ের ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হইলেন এবং গবর্মেণ্ট তাঁহার উত্তরাধিকারীদিগের নিকট হইতে কখনই কর গ্রহণ করিবেন না স্বীকার করিলেন। ঝিন্দ্ রাজ ইহার পরিবর্ত্তে তাঁহার সৈন্যদল ইংরাজের ব্যবহারে রাখিলেন, রাজ্যমধ্যে রাস্তাসকল সুসংস্কৃত, দাসত্ব, সতীদাহ ও শিশুহত্যা নিবারিত করিতে স্বীকার করিলেন এবং বাণিজ্য দ্রব্যের উপর আমদানি ও রপ্তানী শুল্ক উঠাইয়া দিলেন। গবর্ণমেণ্ট ইহাতে প্রীত হইয়া তাঁহাকে আরও বার্ষিক ১০০০ টাকা আয়ের এক ভূসম্পত্তি দান করিলেন।

সিপাহীবিদ্রোহের সময় ঝিন্দের রাজা স্বরূপসিংহ সর্ব্বাগ্রে বিদ্রোহীসৈন্যদিগের দমনার্থ দিল্লীর অভিমুখে যাত্রা করেন। তথায় তাঁহার সৈন্যগণ প্রভূত পরাক্রমের সহিত ইংরাজের পার্শ্ব-যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রভাগে যুদ্ধ করিয়া ব্রিটিশ সেনাপতির প্রশংসাভাজন হইয়াছিল। বাদলিসরাইয়ের যুদ্ধে ঝিন্দের একদল সৈন্য এরূপ বীরত্ব সহকারে যুদ্ধ করে যে, রণস্থলেই ইংরাজসেনাপতি উহাদিগকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারেন নাই; ইহার পুরস্কারে সেনাপতি একটী লুণ্ঠিত কামান পুরস্কার দেন। আর একদল ঝিন্দ্ সৈন্য দিল্লীর ২০ মাইল উত্তরস্থ বাঘপতের সেতু বিদ্রোহীদিগের হস্ত হইতে রক্ষা করে, তাহাতেই মিরাট হইতে ইংরাজসৈন্য যমুনা পার হইয়া বার্ণার্ডের সহিত মিলিতে পায়। ঝাঁসি, হিসার, রোহতক্ প্রভৃতি স্থানের বিস্তর বিদ্রোহী ঝিন্দে প্রবেশ করিয়া তত্রত্য অধিবাসীদিগকে উত্তেজিত করিতেছিল, কিন্তু রাজা অতি দক্ষতার সহিত সমুদায় দমন করিয়া ফেলিলেন।

ইংরাজগবর্মেণ্ট রাজার এই সকল প্রভূত সাহায্যে অতিশয় প্রীত হইয়া প্রকাশ্যভাবে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ প্রকাশ করিলেন। ঝিন্দের ২০ মাইল দক্ষিণস্থ দাদ্রির বিদ্রোহী নবাবের প্রায় বার্ষিক ১০,৩,০০০ টাকা আয়ের জমিদারী বাজেয়াপ্ত করিয়া তাঁহাকে প্রদত্ত হইল।

আরও সংরুর নিকটবর্ত্তী বার্ষিক প্রায় ১৩,৮১৬ টাকা আয়ের ১৩টী গ্রাম প্রদত্ত হইল এবং রাজার মান্যস্বরূপ বিদ্রোহী মির্জ্জা অক্‌বরের দিল্লীস্থ বাসভবন তাঁহাকে দান করা হইল। রাজা ফর্জন্দ্ দিল্‌বান্দ্ রসিক-উল্-ইতিকাদ্ রাজা স্বরূপসিংহ বাহাদুর এই মহামান্য উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার মান্য তোপসংখ্যা বর্দ্ধিত হইল এবং আরও অনেক ক্ষমতা প্রদত্ত হইল। সংরুরের সর্দ্দারগণ ইহার অধীনস্থ সামন্ত মধ্যে গণ্য হইলেন ও রাজার উত্তরাধিকারী অবর্ত্তমানে মৃত্যু হইলে অথবা উত্তরাধিকারী নাবালক থাকিলে কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট হইল। ১৮৬৩ খৃঃ অব্দে রাজা "নাইট গ্রাণ্ড কমাণ্ডার ষ্টার অব্ ইণ্ডিয়া" উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ১৬ই জানুয়ারি তাঁহার মৃত্যু হয়। তাহার পর তৎপুত্র বীরপ্রকৃতি সমরকুশল সুবুদ্ধি রঘুবীরসিংহ সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ইনিও জি, সি, এস্, আই উপাধিধারী এবং মান্যস্বরূপে ১১টী তোপ প্রাপ্ত হন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের দিল্লীর রাজকীয় দরবারে ইনি ভারতেশ্বরীর একজন সচিব নিযুক্ত হন।

ঝিন্দ্ রাজ্যে ৪১৫টী গ্রাম এবং ৮টী সহর আছে। রাজস্ব আদায় ৬ হইতে ৭ লক্ষ টাকা। ঝিন্দের রাজা ১২টী কামান ২৩৪ জন গোলন্দাজ সৈন্য, ৩৯২ জন অশ্বারোহী ও ১৬০০ পদাতিক সৈন্য রাখেন। ইহার প্রদত্ত ২৫ জন অশ্বারোহী ইংরাজ-বিভাগে কার্য্য করে।

২ পঞ্জাবের অন্তর্গত ঝিন্দ্ রাজ্যের রাজধানী। অক্ষা° ২৯° ১৯´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৬° ২৩´ পূঃ। এই নগর ফিরোজশাহের খালের পার্শ্বে অবস্থিত। নগরের চতুর্দ্দিকস্থ ভূমি উর্ব্বরা, বহুসংখ্যক কিংশুক তরু চতুর্দ্দিকে বিদ্যমান আছে। নগরের বাজার, রাস্তাঘাট পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। ঝিন্দের রাজা এই নগরে বাস করেন। রাজপ্রাসাদ, আদালত, বিদ্যালয় প্রভৃতি এই স্থানে অবস্থিত।

ঝিন্দন, মহারাণী, পঞ্জাবকেশরী মহারাজ রণজিৎসিংহের প্রিয়তমা মহিষী এবং মহারাজ দলীপসিংহের মাতা। ইঁহার ভ্রাতা জবাহিরসিংহ কিছু দিন শিখরাজ্যের উজীর ছিলেন এবং অবশেষে দুর্দ্দান্ত খালসাসৈন্যদ্বারা নিহত হন।

রণজিৎসিংহের বিবাহিতা পত্নীগণের মধ্যে ঝিন্দন সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার প্রিয়তমা ছিলেন, এজন্য রণজিৎ তাঁহাকে স্নেহভরে মাঃ বুবা অর্থাৎ প্রিয়পতির প্রিয় বলিতেন। সাহসুজাকে কাবুলের সিংহাসনে পুনঃ স্থাপিত করিবার হাঙ্গামার কয়েক মাস পূর্ব্বে মহারাণী ঝিন্দন দলীপসিংহকে প্রসব করেন। মহারাজ রণজিৎসিংহ এই সংবাদ শ্রবণে অতিশয় আনন্দিত হইয়া অকাতরে দারিদ্রদিগকে ধন দান করেন ও ১০১টী শিখতোপ গভীর নিনাদে এই সুসংবাদ দিগদিগন্তে বিঘোষিত করে।

মহারাজ রণজিৎসিংহের পরলোকগমনের পর যথাক্রমে খড়্গসিংহ, নওনিহালসিংহ ও সেরসিংহ পঞ্জাব সিংহাসনে আরোহণ করেন। সেরসিংহের মৃত্যুর পর পঞ্চবর্ষীয় শিশু দলীপসিংহ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন এবং মহারাণী ঝিন্দন তাঁহার অভিভাবিকারূপে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। ধ্যানসিংহের পুত্র হীরাসিংহ উজীরপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

মহারাণী ঝিন্দনের চরিত্র অতি বিচিত্র। ইনি পুরুষোচিত অটলতা, সহিষ্ণুতা, নির্ভীকতা প্রভৃতি গুণাবলম্বিনী এবং অতিশয় তেজস্বিনী ছিলেন। প্রোৎসাহিনী শক্তিসঞ্চালনে, সৈন্যগণের উৎসাহবর্দ্ধন এবং অদ্ভুত মনস্বিতায় অনেকে ইঁহাকে ইংলণ্ডেশ্বরী এলিজাবেথের সমান বলিয়া থাকেন। কিন্তু একমাত্র মহান্ দোষ এই বীরললনাকে সাম্রাজ্যদণ্ড পরিচালনের অনুপযুক্ত করিয়াছিল। ইনি স্বীয় চরিত্র নিষ্কলঙ্ক রাখিতে সমর্থ হয়েন নাই। যাহাহউক ঝিন্দন প্রতিদিন দরবারে আসীন হইয়া সরদার ও পঞ্চায়ত অর্থাৎ খাল্ সাসৈন্যের অধিনায়কগণ সহ মন্ত্রণা করিয়া অতিশয় দক্ষতার সহিত রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু বীরহৃদয় খাল্ সাসৈন্য রাণীর চরিত্রে সন্দিহান করিতে লাগিল। রাজা লালসিংহ সেই সন্দেহের পাত্র। মহারাণী এই লালসিংহের প্রতি নিরতিশয় অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া নিজ প্রাসাদে স্থান দিয়াছিলেন। এই বিষয় লইয়া একদা তেজস্বী হীরাসিংহের উপদেষ্টা ও সহায় জুলা মহারাণীকে প্রকাশ্য দরবারে ভর্ৎসনা করিলেন। রাণীর কোপে তাঁহারা শীঘ্রই লাহোর পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন এবং পলায়নকালে খাল্‌সাসৈন্য কর্ত্তৃক হত হইলেন। এইরূপে রাণী নিজ দোষে বীরবর হীরাকে বিনাশ করিয়া শিখরাজ্যের অধঃপতন করিতে আরম্ভ করিলেন।

এক্ষণে মহারাণীর ভ্রাতা জবাহিরসিংহ ও তাঁহার অনুগৃহীত লালসিংহ রাজ্যের সমুচ্চ পদবীস্থ হইল। এই দুই ব্যক্তিই বিলাসপ্রিয় কাপুরুষ এবং বীর প্রকৃতি খাল্ সাসৈন্যগণকে সুশাসনে রাখিবার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। পেশোয়ারা সিংহকে গোপনে ষড়যন্ত্রদ্বারা হত্যা করায় জবাহিরসিংহ রাণী ঝিন্দন ও দলীপের সম্মুখেই খাল্ সাসৈন্য কর্ত্তৃক নিহত হইল। মহারাণী ভ্রাতৃশোকে একান্ত অধীরা হইয়া বহুদিন পর্য্যন্ত বিলাপ করিতে লাগিলেন। পরে জবাহিরকে নিধনের প্রধান প্রধান উদ্যোগীগণ পদচ্যুত ও নির্ব্বাসিত হইলে রাণী পুনরায় রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। তেজসিংহ সেনাপতিপদে নিযুক্ত হইল। প্রথম শিখযুদ্ধের পর লালসিংহ পঞ্জাবের প্রধান সচিবপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ইহার পর মহারাণী ইংরাজের পরাক্রমে ঈর্ষান্বিত হইয়া ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। ভইরওয়ালার সন্ধি অনুসারে দলীপের বয়ঃপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত পঞ্জাব রাজ্যশাসনের ভার ইংরাজ-গবমেণ্ট স্বয়ং গ্রহণ করিলেন। মহারাণীকে বার্ষিক দেড়লক্ষ টাকা বৃত্তি দিয়া রাজকার্য্য হইতে অবসৃত করা হইল। ইতিপূর্ব্বে ইংরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকা অপরাধে লালসিংহ মাসিক দুই সহস্রটাকা মাত্র বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া বারাণসীতে নির্ব্বাসিত হন। যাহাহউক মহারাণী রাজকার্য্য হইতে বঞ্চিতা হইয়া অতিশয় ক্ষুব্ধা হইলেন এবং গোপনে সর্দ্দারদিগের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। রাজ্যের সমস্ত অশান্ত ব্যক্তি তাঁহার নিকট আশ্রয় পাইতে লাগিল। রেসিডেণ্ট এই সকল ব্যাপার গবর্ণরজেনারেলকে জ্ঞাত করায় তিনি শিশু মহারাজকে রাণী হইতে বিচ্যুত করিবার আদেশ

দিলেন। তদনুসারে সর্দ্দারগণের মত লইয়া রেসিডেন্ট মহারাণীকে সেখোপুরের দুর্গে প্রেরণ করিলেন। তাঁহাকে নিজ অলঙ্কারপত্রাদি লইয়া যাইবার অনুমতি দেওয়া হইল। যৎকালে এই নিদারুণ সংবাদ প্রদত্ত হয়, তখনও এই তেজস্বিনী রমণী প্রিয়তম পুত্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেন ভাবিয়া কিছুমাত্র কাতরতা প্রকাশ করেন নাই।

সেখোপুরে অবস্থানকালে মহারাণীর বৃত্তি কমাইয়া মাসিক ৪০০০৲ চারি সহস্র টাকা ধার্য্য হয়। সেখোপুরে তিনি একপ্রকার বন্দিনীর ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহার একমাত্র পরিচারিকা ব্যতীত তিনি আর কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতে পাইতেন না। ক্রমে তাঁহার এই অবস্থা অতি কঠোর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তিনি নিজ উকীল দ্বারা তাঁহার দুরবস্থার বিষয় গবর্মেণ্টের নিকট জ্ঞাপন করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু গবর্ণরজেনারল সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। ইহার পর মূলতানে কয়েকজন সৈন্য মহারাণীর নামে বিদ্রোহ উপস্থিত করে। অল্পায়াসেই বিদ্রোহীদিগের নেতাগণ ধৃত ও দণ্ডিত হইল। রেসিডেন্ট যদিও স্বীকার করেন, এই বিদ্রোহে মহারাণী দোষী এরূপ সন্দেহ করিবার প্রমাণ নাই, তথাপি মহারাণীকে সেখোপুর হইতে স্থানান্তরিত করিবার বন্দোবস্ত হইল। ঝিন্দন আত্মরক্ষার নিমিত্ত বারংবার প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু সে সকল বৃথা হইল। তিনি সমস্ত মণি-রত্ন-অলঙ্কারাদি লইয়া সেখোপুর হইতে বারাণসীতে প্রেরিত হইলেন।

তাঁহাকে ইহাও বলিয়া দেওয়া হইল, তাঁহার সম্মানরক্ষা ও আপদের কোন আশঙ্কা নাই; তিনি নূতন স্থানে বিশ্বস্ত ইংরাজকর্ম্মচারীর অধীনে থাকিবেন। কিন্তু ইংরাজের বিরুদ্ধে তাঁহার কোন ষড়যন্ত্র প্রকাশ পাইলে তিনি চুনারে বন্দিনী হইবেন ও তাঁহার অবস্থা আরও কষ্টকর হইবে। এই সময় মহারাণীর বৃত্তি আরও কমাইয়া মাসিক এক সহস্র টাকা মাত্র রহিল। ইহার পর ঝিন্দনের আর একটী বিপদ উপস্থিত হয়। তাঁহাকে বিদ্রোহে ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ভাবিয়া তাঁহার সমস্ত মণিমাণিক্য-অলঙ্কার প্রভৃতি গবর্মেণ্ট বাজেয়াপ্ত করিলেন, দুইজন সম্ভ্রান্ত বিবিকর্ত্তৃক তাঁহার পরিচারিকাগণের বস্ত্রাদি পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিয়া বিদ্রোহসূচক পত্রাদির সন্ধান লওয়া হইল, কিন্তু কিছুই বাহির হইল না। কিন্তু তিনি সম্পত্তি হইতে বঞ্চিতা হইলেন। এই সময়ে তাঁহার ব্যয়-সঙ্কুলান হওয়া অত্যন্ত কষ্টকর হইয়া পড়িল তিনি নিউমার্চ্চ সাহেবকে উকীল নিযুক্ত করিয়া তদ্দ্বারা নিজ দুরবস্থার বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। গবর্মেণ্ট তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। নিউমার্চ্চ বিলাতে ভারতসভায় মহারাণীর হইয়া আবেদন করিবার জন্য ৫০,০০০৲ টাকা প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু এ সময় মহারাণী নিঃসম্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন, সুতরাং তিনি আত্মরক্ষায় একবারে হতাশ হইলেন।

এদিকে রণজিৎমহিষীর পঞ্জাব হইতে নির্ব্বাসনে খাল্‌সা-সৈন্য নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল। তিনি সমস্ত পঞ্জাববাসীর মাতৃস্থানীয়া এবং বরণীয়া; তিনি নির্ব্বাসিতা ও প্রপীড়িতা হইতেছেন এ সংবাদে পঞ্জাববাসী ভীত ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। অনেক নিরপেক্ষ ইতিহাসলেখক স্বীকার করেন, লর্ড ডাল্‌হৌসীকৃত মহারাণী ঝিন্দনের এই নির্ব্বাসন ২য় শিখযুদ্ধের অন্যতম কারণ। ইহার পর ২য় শিখযুদ্ধে চিলিয়নবালাক্ষেত্রে ইংরাজেরা সম্যক্‌রূপে শিখসৈন্যকর্ত্তৃক পরাজিত হইলে মহারাণী ঝিন্দন গবর্ণরজেনারেলের নিকট এক প্রস্তাব করিয়া পাঠান যে, তাঁহাকে কারাবাস হইতে মুক্ত করিয়া পঞ্জাবে প্রেরণ করা হউক, তাহাহইলে তিনি শীঘ্রই বিদ্রোহ দমন করিতে সমর্থ হইবেন। কিন্তু সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইল। গুজরাটের যুদ্ধে শিখসৈন্য একেবারে পরাজিত হইলে, অবশিষ্ট বিদ্রোহীসৈন্য ও সেনাপতিগণ ইংরাজের আশ্রয় ভিক্ষা করিল। কিছুদিন পরেই পঞ্জাবরাজ্য ইংরাজ-অধিকারভুক্ত হইল, শিশুমহারাজ বৃত্তিসহ ফতেপুরে প্রেরিত হইলেন। ইহার কিছুদিন পরে বিধবা রণজিৎমহিষী ঝিন্দন বারাণসী হইতে চুনারে নীতা হইলেন। তথায় ১৮৪৯ খৃঃ অব্দে ৬ই এপ্রেল তারিখে তিনি কৌশলে কারাবাস হইতে পলায়ন করিয়া নেপাল অভিমুখে যাত্রা করিলেন। বহুকষ্টে অশেষ দুর্গম বন্ধুর পথ অতিক্রম করিয়া তিনি নেপালের সীমান্তপ্রদেশে উপস্থিত হইলেন এবং রাজার আশ্রয় ভিক্ষা করিলেন। বিখ্যাত জঙ্গবাহাদুর তৎক্ষণাৎ মহারাণীকে নেপালস্থ রেসিডেন্টের নিকট প্রেরণ করিলেন। গবর্মেণ্ট এই ব্যাপার জ্ঞাত হইয়া মহারাণীর অবশিষ্ট সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিলেন ও মাসিক সহস্র টাকা বৃত্তি দিয়া সেই স্থানেই বাসের আদেশ দিলেন।

ইহার অল্পকাল পরে মহারাজ দলীপ ইংলণ্ডে যাত্রা করিলেন। মহারাণী নেপালেই বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু নানাকারণে ঝিন্দনের নেপালবাস কষ্টকর হইয়া উঠিল। জঙ্গবাহাদুর ইঁহার উপর বিরক্ত ছিলেন, বিশেষতঃ ঝিন্দন নেপাল হইতে ২০ সহস্র টাকা পাইতেন, তাহা জঙ্গবাহাদুরের অসহ্য।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে দলীপসিংহ নিজ সম্পত্তির মীমাংসা, ব্যাঘ্রশিকার এবং জননীর জন্য একটা বন্দোবস্ত করিতে ভারতবর্ষে আগমন করিলেন। গবর্ণরজেনারল ঝিন্দনকে নেপাল

হইতে আসিবার অনুমতি দিলেন। মহারাণী বহুকাল পরে পুত্রমুখ দর্শনে মহাপুলকিত হইয়া বলিলেন, "আর আমি পুত্র হইতে বিচ্ছিন্না হইব না।" এই সময়ে মহারাণীর পূর্ব্ব সৌন্দর্য্যরাশি বিলুপ্ত হইয়াছিল। দুর্ব্বিসহ চিন্তাভারে তাঁহার শরীর ক্ষীণ, মলিন ও রুগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল। ইহার পর তিনি চুনার দুর্গে যে সকল অলঙ্কারপ্রভৃতি ফেলিয়া গিয়াছিলেন, তৎসমুদায়ও তাঁহাকে প্রদত্ত হইল। এদিকে দলীপসিংহ শীঘ্র ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিবার জন্ত আদিষ্ট হইলে মহারাণী ঝিন্দন ও অনেক অনুচর-অনুচরী দলীপের সহিত বিলাত যাত্রা করিল। লণ্ডননগরে লাঙ্কেষ্টার-গেটের নিকটে একটী প্রকাণ্ড বাটীতে তাঁহাদের আবাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। তথায় তিনি একদিন স্বদেশীয় পরিচ্ছদের উপর পাশ্চাত্য রমণীগণের বেশভূষা পরিধান করিয়া দলীপের শিক্ষয়িত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন।

ইতিপূর্ব্বে মহারাজ দলীপ খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, এখন ঝিন্দনের প্রভাবে তাঁহার সে ধর্ম্মভাব শিথিল হইতে লাগিল দেখিয়া ইংরাজগণ দলীপকে মাতার নিকট হইতে অন্তরে রাখা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন। মহারাণীর জন্য লণ্ডনে একটী পৃথক্ বাটী ভাড়া লওয়া হইল।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে আগষ্টমাসে মহারাণী ঝিন্দন লণ্ডন নগরীতে পরলোক গমন করিলেন। যতদিন ঐ শব সৎকারার্থ ভারতবর্ষে নীত না হয়, ততদিন উহা কেনশালের সমাধিক্ষেত্রে রক্ষিত হইল। বহুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত ইংরাজ সমাধি-সময়ে উপস্থিত থাকিয়া মহারাণীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে মহারাজ দলীপসিংহ তাঁহার মাতার মৃতদেহ লইয়া বোম্বাই নগরে উপস্থিত হইলেন এবং নর্ম্মদাতীরে তাঁহার সৎকার সম্পন্ন করিয়া পবিত্র নর্ম্মদাসলিলে ভস্ম নিক্ষেপ করিলেন। এইরূপে পঞ্জাবের অসামান্য সৌন্দর্য্যপ্রতিমা বীরকেশরী রণজিৎমহিষী সৌভাগ্যের উচ্চতম অবস্থা হইতে ভাগ্যচক্রের সকল অবস্থায় পতিত হইয়া অবশেষে বিদেশে সংসার হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন।

ঝিন্‌ঝুবাড়া, গুজরাটের কাঠিয়াবাড় মধ্যে ঝালাবার উপবিভাগের একটী ক্ষুদ্ররাজ্য। পরিমাণফল ১৬৫ বর্গমাইল। ইহাতে ১৭টী গ্রাম আছে। অধিপতি ইংরাজগবর্মেণ্টকে ১১০৭১৲ টাকা রাজস্ব দিয়া থাকেন। অধিবাসিদিগের অধিকাংশ কোলিজাতীয়। পূর্ব্বে এখানে তিনটী লবণের কারখানা ছিল, ইংরাজগবর্মেণ্ট তালুকদারদিগকে কিঞ্চিৎ ক্ষতিপূরণ দিয়া ঐ সকল কারখানা উঠাইয়া দিয়াছেন। রাজ্যের অনেক স্থানে সোরা উৎপন্ন হয়। সন্নিহিত রণের কতকাংশ কয়েকটী দ্বীপ সহিত এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। ঝিলানন্দ নামে বৃহত্তম দ্বীপ প্রায় ১০ বর্গমাইল প্রশস্ত। এই দ্বীপে বহুসংখ্যক পুষ্করিণী ও ভোট্‌বা নামক একটী উষ্ণপ্রস্রবণ আছে। প্রবাদ, আনন্দ নামে জনৈক নরপতি এই ভোট্‌বাকুণ্ডে স্নান করিয়া দুরারোগ্য কুষ্ঠব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ করেন।

২ বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত গুজরাটের কাঠিয়াবাড়ে ঝালাবার উপবিভাগের উক্ত ঝিন্‌ঝুবাড়া রাজ্যের প্রধান নগর। অক্ষা° ২৩°২১´ উঃ, দ্রাঘি° ৭১°৪২´ পূঃ। এই নগর বহুপ্রাচীন, আজিও একটী দুর্গ, একটী পর্ব্বতখোদিত বৃহৎ পুষ্করিণী এবং প্রাচীন ভাস্কর ও স্থপতিনৈপুণ্যের পরিচায়ক বহুসংখ্যক শিলাফলক, ভগ্ন তোরণদ্বার প্রভৃতি বিদ্যমান আছে। এখানকার অনেক প্রস্তরে মহান্ শ্রীউদাল নাম খোদিত আছে। প্রবাদ যে, ঐ উদাল অণহিল্লবাড়পত্তনের অধিপতি সিদ্ধরাজ জয়সিংহের মন্ত্রী ছিলেন। ইনি নিজ জন্মভূমি ঝিন্‌ঝুবাড়ায় উক্ত দুর্গ ও সরোবর নির্ম্মাণ করেন। আহ্মদাবাদের সুলতান ঝিন্‌ঝুবাড়া অধিকার করিয়া নিজ দুর্গমধ্যে পরিগণিত করেন, পরে অকবর অধিকার করিয়া এখানে মোগলসাম্রাজ্যের একটী থানা স্থাপন করেন। মোগলসাম্রাজ্যের অধঃপতনকালে বর্ত্তমান তালুকদারগণের পূর্ব্বপুরুষ কাস্তোজী এই দুর্গ অধিকার করেন। ইহার তালুকদারগণ যদিও সাম্প্রদায়িক ঝালাবংশোদ্ভব, কিন্তু কোলিদিগের সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হওয়ায় পতিত হইয়াছেন। কথিত আছে, ঝুঞ্জো নামক জনৈক রবারি ঝিন্‌ঝুবাড়া স্থাপন করেন। বোম্বাই, বরদা ও মধ্যভারতীয় রেলপথের পত্রিশাখায় খাড়াঘোড়া ষ্টেশনের ১৬ মাইল উত্তরে ঝিন্‌ঝুবাড়া অবস্থিত। এখানে একটী ডাকঘর ও বিদ্যালয় আছে।

ঝিনাই, বাঙ্গালার ময়মনসিংহ জেলায় একটী নদী, জামালপুরের নিকটে ব্রহ্মপুত্র হইতে বাহির হইয়া জাফরশাহী দিয়া যমুনায় পতিত হইয়াছে। গ্রীষ্মকালে ইহাতে অধিক জল থাকে না। অন্য সময়ে নৌকাদি গতায়াত করিতে পারে।

ঝিম, বাঙ্গালার শ্রীহট্টজেলার একটী নদী। ইহাতে হঠাৎ বাণ উপস্থিত হয়, তজ্জন্য নৌকাযাত্রা নিরাপদ নহে। বর্ষায় ৫০ মণ বোঝাই লইয়া এখানে নৌকা শোণবর্ষা পর্য্যন্ত যায়।

ঝিগন (দেশজ) তন্দ্রাবেশ, নিদ্রা আসিলে চক্ষু মুদিয়া ঢুলা।

ঝিম্না (দেশজ) ১ ধাত্রী। ২ মাতামহী বা পিতামহী।

ঝিমিক (দেশজ) ১ বিদ্যুতাদির আলো। ২ ধীরে ধীরে।

"বিভূতি মাখেন গায়, ঝিমিকে ঝিমিকে যায়।" (কবিক°)

ঝিরক, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত সিন্ধুপ্রদেশের করাচি জেলার একটী উপবিভাগ। অক্ষা° ২৪°৪´ হইতে ২৫°২৬´৩০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৬৭°৬´১৫´´ হইতে ৬৮°২২´৩০´´ পূঃ। ইহার উত্তরে সেহবান, কোহিস্থানের কতকাংশ ও বরণনদী, পূর্ব্বে ও দক্ষিণে সিন্ধুনদ ও উহার শাখাসমুদায় এবং পশ্চিমে সমুদ্র ও করাচিতালুক। পরিমাণফল ২৯৯৭ বর্গমাইল। এই উপবিভাগ ঠট্টা, মীরপুরসক্রো ও ঘোড়াবাড়ী এই তিনটী তালুকে এবং ঐ তিন তালুক আবার ২০টী তপ্পায় বিভক্ত। ইহাতে ৪টী নগর ও ১৪২ গ্রাম আছে।

এই উপবিভাগের উত্তরাংশ পর্ব্বতময় ও অনুর্ব্বর মরুভূমি মাত্র, মধ্যে মধ্যে ধড়নামক ক্ষুদ্র হ্রদসকল বিরাজিত। পূর্ব্বাংশে সিন্ধুতীরবর্ত্তী কতক পরিমাণে ভূভাগও পর্ব্বতময় ও অনুর্ব্বর। এই অংশেই একটী পাহাড়ের উপর ঝিরক নগর নির্ম্মিত। দক্ষিণাংশের ভূমি পঙ্কময় ও সমতল, ইহার মধ্যে মধ্যে খাল ও সিন্ধুনদের শাখাসকল প্রবাহিত। ইহাদের ছয়টী প্রধান শাখার নাম—পিটি, রুনা, নিছাল, হজামুরো ককেবারি ও খেদেবাড়ি। বাঘোখাড়ি প্রভৃতি এই উপবিভাগে অবস্থিত। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে হজামুরো অতিক্ষুদ্র নদী ছিল, তৎপরে বর্দ্ধিত হইয়া এখন সিন্ধুনদের বৃহত্তম মোহানায় দাঁড়াইয়াছে। ইহার মোহানার পূর্ব্বকূলে নাবিকদিগের সুবিধার্থ ৯৫ ফিট উচ্চ একটী আলোকস্তম্ভ স্থাপিত, উহা প্রায় ২৫ মাইল দূর হইতে দৃষ্ট হয়। এখানে গবর্মেণ্টের ব্যয়ে রক্ষিত ৪৯টী খাল আছে, উহাদের দৈর্ঘ্য প্রায় ৩৬০ মাইল। ইহা ভিন্ন জমিদারদিগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রায় ১৩২১টী খাল আছে। বাঘাড়, কলরি ও সিয়ান এই তিনটী সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। অনেক সময় বৃহৎ বন্যা হইয়া অনেক গোরু, ছাগল প্রভৃতি নষ্ট হয়। কোট্রি হইতে করাচি পর্য্যন্ত রেলপথ এই সকল বন্যায় অনেকস্থানে ভাঙ্গিয়া যায়। উপবিভাগের নানাস্থানে জলবায়ু নানাপ্রকার; ঝিরক ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান স্বাস্থ্যকর, আবার ঠট্টা ও তাহার চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী স্থান জ্বর, উদরাময় প্রভৃতি রোগের আবাস বলিয়া খ্যাত। ওলাউঠা ও বসন্তরোগ প্রায়ই প্রাদুর্ভূত হয়। সম্প্রতি টীকা দিয়া বসন্তের প্রকোপ কমিয়াছে। বার্ষিকগড় বৃষ্টিপাত ৭½ ইঞ্চি। সমুদ্রজাত কুহেলী উপকূলভাগে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ হয়, তজ্জন্য গোধূম উৎপন্ন হয় না।

ইহার ভূমির প্রকৃতি, জীব ও উদ্ভিদ্ সমুদায় প্রায় করাচি জেলার অন্যান্য স্থানের ন্যায়। পূর্ব্ব ও উত্তরপশ্চিমভাগ ব্যতীত সর্ব্বত্র ভূমি পলিময়। বন্যজন্তুর মধ্যে শৃগাল, নেকড়ে, খেঁকশিয়াল, শশক, বনবিড়াল ও চিতাবাঘ প্রভৃতি দৃষ্ট হয়। কৃষ্ণসার মৃগ কখন কখন পর্ব্বতে দেখা যায়। বহুবিধ হংস, বন্যহংস, সারস, বক, কাড়পিলা, তিত্তির প্রভৃতি নানাপ্রকার পক্ষী এখানে বাস করে।

একরূপ পক্ষীর পক্ষ অতি সুন্দর। এখানে সর্প ও বৃশ্চিক অত্যন্ত অধিক। সিন্ধুপ্রদেশের কুকুর বৃহৎ এবং এমন ভীষণ যে, অপরিচিত ব্যক্তির অগ্রসর হওয়া মহাবিপদজনক। হজামুরোর মধুমক্ষিকাগণের মধু অতি উৎকৃষ্ট। ইহারা জলজাত গুল্মাদিতে চক্র নির্ম্মাণ করে। ইন্দুরের সংখ্যা এত অধিক যে, সময়ে সময়ে উহারা শস্যক্ষেত্রে বিশেষ অনিষ্ট উৎপাদন করে। ইহারা মাটির নীচে শস্য সঞ্চয় করিয়া রাখে। কৃষকগণ অজন্মা হইলে মাটি খুঁড়িয়া ঐ সমস্ত বাহির করিয়া লয়। এখানকার উষ্ট্র আরবদেশের উষ্ট্র অপেক্ষা ক্ষুদ্র, কিন্তু কর্ম্মঠ ও শীঘ্রগামী।

অরণ্যে প্রধানতঃ বাব্‌লাগাছ জন্মে। এই সকল অরণ্য ১৭৯৫ হইতে ১৮২৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তালপুরমীরদিগের যত্নে রোপিত হয়। ২০টী মাছ ধরিবার স্থান আছে, প্রতি বৎসর নীলামে ঐ সকল বিক্রয় হয়।

অধিবাসিগণের আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতি সর্ব্বাংশে করাচি জেলার অপরাপর স্থানের অধিবাসিদিগের ন্যায়। মুসলমানের সংখ্যা হিন্দুর প্রায় ৭।৮ গুণ। অনেক শিখ এখানে বাস করে। অসভ্যজাতি, খৃষ্টান, য়িহুদী ও পারসীদিগের সংখ্যা অত্যল্প।

শাসন ও রাজস্ব-বিভাগে একজন ডেপুটি কালেক্টর ও প্রথমশ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট, ২য় শ্রেণীস্থ ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাপন্ন ৩ জন মুক্তিয়ার, ২ জন কোতোয়াল ও ২০ জন তপ্পাদার বা আবগারি-কর্ম্মচারী আছে। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ইহাতে ৮টী ফৌজদারী আদালত ও ২৪টী থানা ছিল।

ঝিরক, ঠট্টা ও কোটিনগরে দাতব্য-ঔষধালয় ও মিউনিসিপালিটী আছে।

খরিফ ও রবি দুইপ্রকার শস্য উৎপন্ন হয়। সমস্ত শস্যক্ষেত্রের প্রায় ¾ অংশ ধান্য রোপিত হয়, অবশিষ্টাংশে প্রয়োজন অনুসারে অন্যান্য শস্য আবাদ হইয়া থাকে। শণ ও পাট প্রচুর জন্মে। সিন্ধুনদ এবং ধণ্ড অর্থাৎ হ্রদসকলে বিস্তর মৎস্য ধৃত হয়।

কোটিনগর হইতে বহুপরিমাণে কৃষিজাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী হয়। অন্যান্য স্থানেও রপ্তানীর মধ্যে কৃষিজাত ও চর্ম্ম প্রধান। বস্ত্র, নানাবিধ ধাতুদ্রব্য, ফল, চিনি, মসলা ও শস্য আমদানি হয়। পূর্ব্বে ঠট্টার ছিট এবং সুন্দর মাটির বাসন বিখ্যাত ছিল, এখন আর আদর নাই। উপবিভাগের স্থানে স্থানে প্রায় ৩০টী মেলা হইয়া থাকে।

ইহাতে প্রায় ৩৭০ মাইল দীর্ঘ রাস্তা আছে। করাচি ঠট্টা দিয়া কোট্রি পর্য্যন্ত বৃহৎ সামরিক-বর্ত্ম ঝিরক উপবিভাগের উত্তর দিয়া গিয়াছে। ২০টী ধর্ম্মশালা এবং ৩৬টী খেয়াঘাট আছে। সিন্ধু-রেলপথ এই উপবিভাগের ৬৩ মাইল স্থান দিয়া গিয়াছে। ইহার ছয়টী ষ্টেশনের নাম—রণপেথানি, জঙ্গশাহী, জোনাবাদ, ঝিম্‌পীর, মেটিং ও বোলারি।

ঝিরক উপবিভাগে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের কৌতূহলাকর্ষক বহুসংখ্যক প্রাচীন কীর্ত্তি বিদ্যমান আছে। তন্মধ্যে খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর প্রাচীন ভাম্বোর নগরের ধ্বংসাবশেষ, খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীতে নির্ম্মিত মারি-মন্দির, ১৫শ শতাব্দীর কালানকোট এবং ঐ স্থানেই অবস্থিত তৎপূর্ব্ববর্ত্তী প্রাচীন দুর্গ প্রভৃতি প্রধান। কিন্তু ঠট্টার নিকটবর্ত্তী মাকলিপর্ব্বতস্থ প্রাচীন গোরস্থান সর্ব্বাপেক্ষা কৌতূহল ও বিস্ময়জনক। এই গোরস্থান পর্ব্বতপৃষ্ঠে প্রায় ৬ বর্গমাইল স্থান ব্যাপিয়া অবস্থিত এবং ইহাতে দ্বাদশশতাব্দী ধরিয়া সকল সময়ের নির্ম্মিত ক্ষুদ্র-বৃহৎ প্রায় দশলক্ষাধিক সমাধি বিদ্যমান আছে। ইহাদের অধিকাংশই ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, অবশিষ্টগুলিও আর অধিক দিন থাকিবে না; আধুনিক গোরের মধ্যে ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে মৃত এডওয়ার্ড ঝক নামক জনৈক ইংরাজ রেসমব্যবসায়ীর সমাধি-মন্দির প্রধান।

২ বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত সিন্ধুপ্রদেশে করাচি জেলার উক্ত ঝিরক উপবিভাগের একটী সহর। অক্ষা° ২৫°৩´৬´´ উঃ, দ্রাঘি° ৬৮°১৭´৪৪´´ পূঃ। এই নগর সিন্ধুতীরে নদীগর্ভ হইতে ১৫০ ফিট উচ্চ একখণ্ড ভূমির উপর অবস্থিত এবং সিন্ধুনদের প্রহরীর ন্যায় দণ্ডায়মান। ইহার জলবায়ু স্বাস্থ্যকর এবং অবস্থান এত সুবিধাজনক যে, সর্ চার্লস্ নেপিয়র ঝিরকের পরিবর্ত্তে হায়দরাবাদে ইংরাজ সৈন্যনিবাস হইয়াছে বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ঝিরক হইতে উত্তরে ২৪ মাইল দূরে কোট্রি, দক্ষিণপশ্চিমে ৩২ মাইল দূরে ঠট্টা ও ১৩ মাইল দূরে মেটিং ষ্টেশন পর্য্যন্ত পাকা রাস্তা আছে।

এখানে পূর্ব্বে বিস্তীর্ণ বাণিজ্য হইত, পার্ব্বত্যজাতীয়েরা মেষ-বিনিময়ে তণ্ডুলাদি শস্য ক্রয় করিত। এখন কোট্রি হইতে করাচি পর্য্যন্ত রেলপথ হওয়ায় ঝিরকের বাণিজ্য অনেক পরিমাণে হীন হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান শিল্পজাতের মধ্যে উষ্ট্রের পৃষ্ঠের জন্য একরূপ উৎকৃষ্ট পালান এবং সুশিন্ নামে একরূপ ডোরা দীর্ঘকালস্থায়ী কাপড় প্রস্তুত হয়। এখানে ঝিরকের ডেপুটিকালেক্টর বাস করেন। নদী হইতে ৩৫০ ফিট উচ্চ একটী পাহাড়ের উপর তাঁহার বাসস্থান অবস্থিত। তথা হইতে ঝিরকনগর, সিন্ধুনদী এবং চারিদিকে বহুদূর পর্য্যন্ত ভূভাগ দৃষ্ট হয়। ঝিরকের উদ্যানসকল অতি মনোহর। চতুর্দ্দিকে শস্যক্ষেত্রে ধান্য, বাজরা, শণ, তামাক ও ইক্ষু জন্মে। এখানে ৩টী ধর্ম্মশালা, একটী গবর্মেণ্টবিদ্যালয় একটী অধীনস্থ জেলখানা, একটী বাজার ও দাতব্য-ঔষধালয় আছে।

ঝিরি, ১ আসামের একটী নদী। ইহা বরাইল পর্ব্বত হইতে বহির্গত হইয়া দক্ষিণমুখে একদিকে কাছাড় জেলা ও অপরদিকে মণিপুর রাজ্য উভয়ের মধ্য দিয়া বরাকনদীতে পতিত হইয়াছে। উভয়পার্শ্বে দুর্ভেদ্য গিরিমালার মধ্যবর্ত্তী সঙ্কীর্ণ উপত্যকাপথে এই নদী প্রবাহিত।

২ সিন্ধিয়া রাজ্যের একটী নগর। এই নগর কোটা হইতে করৌর পথে অবস্থিত। অক্ষা° ২৫°৩৩´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৭°২৮´ পূঃ।

ঝিল, বন্যাজলপ্লাবিত নিম্নপ্রদেশ, জলা, বিল, বৃহৎ জলাশয়। পূর্ব্ববাঙ্গালার ঝিলসকল অতি বিখ্যাত। শ্রীহট্ট ও খাসি পর্ব্বতে অপরিমেয় বৃষ্টিপাতে সুর্ম্মা ও অপরাপর নদী স্ফীত হইয়া উঠে এবং কূল ছাড়াইয়া চতুর্দ্দিকস্থ নিম্নভূমি প্লাবিত করিয়া ফেলে। প্রায় ২০০ মাইল বিস্তৃত স্থান এইরূপে বর্ষাকালে জলপ্লাবিত হইয়া বহুদিন পর্য্যন্ত তদবস্থায় থাকে। শীতকালে স্থানে স্থানে শুষ্ক হইয়া মৃত্তিকা বাহির হয় মাত্র। জলপ্লাবন সময়ে এই বিস্তীর্ণ প্রদেশ এক প্রকাণ্ড শান্ত হ্রদের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। স্থানে স্থানে উচ্চ ভূমিতে গ্রাম ও নগরসকল দ্বীপের ন্যায় বিরাজ করিতে থাকে। এইকালে নৌকা দ্বারা যথাতথা গমন করিতে পারা যায়। প্রত্যেক গৃহস্থই নিজ নিজ নৌকারোহণ করিয়া নিজ প্রয়োজনসাধনে গৃহান্তরে বা গ্রামান্তরে গমন করে। খাসিয়াপর্ব্বতের গোড়া হইতে ত্রিপুরা পর্ব্বত ও সুন্দরবন পর্য্যন্ত এই ঝিল বিস্তৃত। শীতকালে এখানে প্রচুর ধান্য উৎপন্ন হয়। অনেক স্থানে শৈবাল ও জলজ-গুল্মে পূর্ণ থাকে। মধ্যে মধ্যে এই ঝিলে তৃণপত্রাদি লঘুদ্রব্যনির্ম্মিত ভাসমান-দ্বীপ সকল অতি মন্দবেগে সমুদ্রদিকে নীত হইতে দৃষ্ট হয়।

নিজামরাজ্যে হায়দারাবাদের পূর্ব্বস্থ পথাল হ্রদ হিন্দুরাজগণের কীর্ত্তি। এই জলাশয়ই ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ।

ঝিল্লি (স্ত্রী) ঝিরিত্যব্যক্তশব্দোঽস্ত্যস্যাঃ ইন্। ঝিল্লী।

ঝিল্লিকা (স্ত্রী) ঝি ইতি অব্যক্তশব্দেন কায়তি শব্দায়তে, কৈ-ক টাপ্। ঝিল্লী, ঝিঁঝিঁপোকা।

ঝিল্লী (স্ত্রী) ঝির ইত্যব্যক্তশব্দোঽস্ত্যস্যাঃ অচ্ ঙীষ্। ঝিল্লী (শব্দর°)।

ঝিলম্ পঞ্জাবের ছোটলাটের শাসনাধীন রাবলপিণ্ডি বিভাগের

একটী জেলা। অক্ষা° ৩২° ৩৩´ হইতে ৩৩° ১৫´ উঃ, এবং দ্রাঘি° ৭১° ৫১ হইতে ৭৩° ৫০´ পূঃ। পঞ্জাবস্থ ৩২টী জেলার মধ্যে এই জেলা পরিমাণফলানুসারে ৯ম এবং অধিবাসীর সংখ্যানুসারে ১৮শ স্থানীয়। পঞ্জাবপ্রদেশের শতকরা প্রায় ৩·৬৭ অংশ ভূভাগ ও ৩·১৪ অংশ অধিবাসী এই জেলার অন্তর্গত। ইহার উত্তরে রাবলপিণ্ডি জেলা, পূর্ব্বে বিতস্তা (ঝিলম্) নদী, দক্ষিণে বিতস্তা নদী ও শাহপুর জেলা এবং পশ্চিমে বন্নু ও শাহপুর জেলা অবস্থিত। পরিমাণফল ৩৯১০ বর্গমাইল। ঝিলমনগর শাসনকার্য্য ও বাণিজ্যাদির সদর।

ঝিলমের ভূমি রাবলপিণ্ডির ন্যায় পার্ব্বত্য না হইলেও সমতল নহে। লবণপর্ব্বত হিমালয়ের একটী শাখা, এই প্রদেশে অবস্থিত। এই শাখা দুইভাগে বিভক্ত হইয়া পরস্পর সমান্তরালভাবে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমদিকে জেলার মেরুদণ্ডের ন্যায় বিস্তৃত। পর্ব্বতের পাদদেশে বিতস্তাতীরবর্ত্তী সমতল ভূমি অতিশয় উর্ব্বরা এবং অগণ্য বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম দ্বারা সুশোভিত। গৈরিকবর্ণ লবণগিরি এই স্থলে দুরারোহ এবং স্থানে স্থানে ধূসরবর্ণ গহ্বরাদি দ্বারা পরিব্যাপ্ত। এই পর্ব্বতে লবণের ভাগ অধিক, সেই জন্যই উহার নাম লবণপর্ব্বত হইয়াছে। খিউরাতে গবর্মেণ্টের তত্ত্বাবধানে বহু পরিমাণে লবণ উৎখাত হইয়া থাকে। শ্যামল গুল্মাচ্ছাদিত গিরিদরী দিয়া প্রবাহিতা স্রোতস্বিনীসমূহের জল প্রথম প্রথম বেশ বিশুদ্ধ থাকে, কিন্তু লবণাক্ত ভূমির উপর আসিতে আসিতেই শীঘ্রই লবণাক্ত হইয়া পড়ে, তখন আর ঐ জলে সেচন-কার্য্য হয় না। উল্লিখিত দুই পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যে একটী সুন্দর মালভূমির উপর চতুর্দ্দিকে অনুচ্চপর্ব্বতবেষ্টিত কল্লারকহার হ্রদ বিরাজিত। এই হ্রদের দুই প্রান্ত সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবাপন্ন; একদিকের দৃশ্য কতকটা মরুসাগরের অনুরূপ, লবণময়-কূল তৃণগুল্ম বা জনপ্রাণীবিবর্জ্জিত অপর প্রান্ত আবার শ্যামল বনরাজি-পরিবেষ্টিত এবং হংসকারণ্ডবাদি অসংখ্য কলনাদী জলচরপক্ষী সমাকুলিত। লবণপর্ব্বতের উত্তরস্থ প্রদেশ উচ্চ বন্ধুর মালভূমি এবং স্থানে স্থানে নদীপ্রপাতাদি দ্বারা ব্যবচ্ছিন্ন হইয়া অবশেষে এই প্রদেশে অগণ্য পর্ব্বতসমাকীর্ণ রাবলপিণ্ডির নিকট গিয়া মিলিয়া গিয়াছে। লবণপর্ব্বতের সহিত সমকোণ করিয়া এই জেলাকে উত্তরদক্ষিণে ভাগ করিলে উহার পশ্চিমভাগের জল সিন্ধু ও পূর্ব্বভাগের জল বিতস্তায় আসিয়া পড়ে। এই বিতস্তা নদী জেলার পূর্ব্ব ও দক্ষিণভাগে প্রায় ১০০ মাইল স্থানে সীমারূপে অবস্থিত। এই নদীতে নৌকাদি ঝিলম্ নগরের কিছুদূর পর্য্যন্ত যাতায়াত করিতে পারে।

লবণপর্ব্বত বহুবিধ মূল্যবান্ আকরিক পদার্থপূর্ণ। মনোহর মর্ম্মর ও অট্টালিকা-নির্ম্মাণোপযোগী প্রস্তর ব্যতীত নানাপ্রকার চূর্ণপ্রস্তর প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। তদ্ভিন্ন বহুপ্রকার খনিজ বর্ণদ্রব্য, কয়লা, গন্ধক, মেটেতৈল এবং স্বর্ণ, তাম্র, সীসা, লৌহ প্রভৃতি ধাতু পর্ব্বতে বাহির হয়। কোন কোন স্থানে লৌহের ভাগ এত অধিক যে, দিগ্দর্শন-যন্ত্রের কাঁটা বাঁকিয়া দাঁড়ায়। সমস্ত পঞ্জাবপ্রদেশে যত লবণ খরচ হয়, তাহার অধিকাংশ এই জেলা হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। বস্তুতঃ লবণ ব্যতীত অন্যান্য আকরিক হইতে জেলার অল্পই লাভ হইয়া থাকে। সম্প্রতি রেলপথ বিস্তার হওয়ায় ইহার আকরিক হইতে আয়ের একটী পন্থা বাহির হইয়াছে। খিউরা, সর্দ্দি, মকুরাচ, কাঠা ও জত্তানায় লবণের এবং মকুরাচ পিণ্ড, দাদোত ও কুন্দালে কয়লার খনি আছে। এখানকার কয়লা তত উৎকৃষ্ট নহে।

ইতিহাস। এই জেলার প্রাচীন ইতিবৃত্ত অস্পষ্ট। হিন্দুদিগের মধ্যে প্রবাদ আছে, ইহার লবণপর্ব্বতে পাণ্ডবেরা কিছুকাল অজ্ঞাতবাস করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান পুরাতত্ত্ববিদ্গণ স্থির করিয়াছেন, মাকিদনবীর আলেকসান্দর এই জেলারই কোন স্থানে বিতস্তা (হাইডাস্পেস্) তীরে পুরুরাজের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। জেনারেল কানিংহাম অনুমান করেন, বর্ত্তমান জলালাবাদের নিকট আলেক্সান্দর বিতস্তা উত্তীর্ণ হইয়া যে দিকে গুজরাট নগর অবস্থিত সেই দিকে চিলিয়ানবালা যুদ্ধক্ষেত্রের সন্নিহিত মংনামক স্থানে পুরুর সহিত যুদ্ধ করেন। ইহার পর মুসলমান অধিকারকাল পর্য্যন্ত ইহার বিবরণ অজ্ঞাত।

জঞ্জুয়া ও জাঠজাতি এখন এই জেলার অধিকাংশ স্থানে বাস করে। বোধ হয় ইহারা বহুপূর্ব্ব হইতেই এখানে আসিয়া বাস স্থাপন করিয়াছে। ইহার পর গক্করগণ পূর্ব্ব ও আওবানগণ পশ্চিম হইতে এই জেলায় প্রবেশ করে। মুসলমান আক্রমণের সময় ও বহুকাল পর পর্য্যন্ত এই গক্করজাতি রাবলপিণ্ডি ও ঝিলমে প্রবল পরাক্রমে ও স্বাধীনভাবে রাজ্য করিতেছিল। [রাবলপিণ্ডি দেখ] মোগলসাম্রাজ্যের উন্নতি সময়ে গক্করনৃপতিগণ সম্রাটের সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত ও সম্ভ্রান্ত সামন্ত মধ্যে পরিগণিত হইতেন। মোগলসাম্রাজ্যের অধঃপতনের পর অন্যান্য সমীপবর্ত্তী স্থানের ন্যায় ঝিলমও শিখরাজ্যভুক্ত হইল। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে গুজরসিংহ গক্কররাজকে পরাস্ত করিয়া লবণ ও মাড়ী পর্ব্বতবাসী পার্ব্বত্যজাতিগণকে বশীভূত করিলেন। তাঁহার পুত্র ঐ প্রদেশে রাজা হইলে ১৮১০ খৃষ্টাব্দে অজেয় রণজিৎসিংহ ঐ প্রদেশ অধিকার করিয়া শিখরাজ্যভুক্ত করিলেন। লাহোর-দরবার এত কঠোররূপে রাজস্ব

আদায় করিতে লাগিলেন যে, শীঘ্রই ইহার পূর্ব্বতন জঞ্জুয়া, গক্কর ও আওয়ান জমিদারগণ ভূসম্পত্তি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল এবং তাঁহাদের অধীনস্থ জাঠগণ নূতন জমিদার হইয়া দাঁড়াইল। এখন এখানে বড় জমিদার নাই বলিলেই হয়। ইহার পূর্ব্ব জমিদারদিগের বংশধরেরা কেহই একাধিক গ্রাম দখল করেন না।

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে সমগ্র শিখরাজ্যের সহিত ঝিলমও ইংরাজ-রাজ্যভুক্ত হইল। রণজিৎসিংহের প্রবল পরাক্রমে পার্ব্বত্য-জাতি এরূপ দমিত ও শান্ত হইয়াছিল যে, ইংরাজদিগকে তথায় রাজস্ব ও শাসন বিষয়ে সুশৃঙ্খলা স্থাপন করিতে কিছুমাত্র কষ্ট পাইতে হয় নাই।

আজিও এই প্রদেশে স্থানে স্থানে প্রাচীন কীর্ত্তির অনেক ভগ্নাবশেষ পতিত আছে। কাতাসের ভগ্নমন্দির সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় ৮ম বা ৯ম শতাব্দীতে বৌদ্ধদিগের মতে নির্ম্মিত হয়। মালোত ও শিবগঙ্গাতেও কয়েকটী দেবালয়ের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান আছে। ইহা ভিন্ন লবণপর্ব্বতের দুরারোহ শৃঙ্গসকলে অবস্থিত রোহতক, গিরঝক ও কুশাকদুর্গ সাময়িক ইতিহাস-লেখকদিগের কৌতূহল ও বিস্ময় উৎপাদন করে।

গ্রীক হইতে মোগলদিগের সময় পর্য্যন্ত বহুবার বিদেশীগণ এই পথ দিয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া ঝিলম্ জেলাকে বহুসংখ্যক দুর্গাদি দ্বারা সুরক্ষিত এবং ইহার অধিবাসিগণকে যুদ্ধবিশারদ করিয়া তুলিয়াছিল।

ঝিলমের অধিবাসিদিগের মধ্যে শতকরা প্রায় ৫৮ জন মুসলমান এবং ১০ জন মাত্র হিন্দু, অবশিষ্ট শিখ, জৈন ও অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী। হিন্দুদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও আরোরা অর্থাৎ কৃষকজাতি প্রধান। অবশিষ্ট অধিকাংশই মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী। ইহাদিগের মধ্যে জাঠ, আওয়ান, জঞ্জুয়া, ভট্টি, গুজার ও গক্কর প্রধান।

ঝিলম, পিণ্ডদাদনখাঁ, লওবা, তলগঙ্গ, চকওয়াল ও ভাউন এই ছয়টী প্রধান নগরে পঞ্চসহস্রাধিক অধিবাসী বাস করে। ইহাদের মধ্যে ঝিলম্ ও পিণ্ডদাদন প্রধান বাণিজ্যস্থান।

পল্লীগ্রামের গৃহগুলি মৃত্তিকা কিংবা অদগ্ধ ইষ্টকনির্ম্মিত। অনেক সময় বড় বড় পাথর দেওয়ালে মাটির সঙ্গে গাঁথা হয়। সম্প্রতি ধনবান্ ব্যক্তিগণ কাটা চৌরস পাথরে বাড়ী ও মসজিদ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিতেছেন। সম্ভ্রান্তদিগের দ্বারদেশ চিত্র-বিচিত্র ও গৃহাভ্যন্তর সুরঞ্জিত। এখানে সকলেই গৃহগুলি অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে।

গোধুম ও বাজরাই অধিবাসিদিগের প্রধান খাদ্য। ভুট্টা- তণ্ডুল ও যব মধ্যে মধ্যে ব্যবহৃত হয়। মাংস প্রায় সকলেই ভক্ষণ করে।

এই জেলার ৩৯১০ বর্গমাইল পরিমিত ভূমির মধ্যে প্রায় ১৩৩৩ বর্গমাইল চাষ হয়, ৩৩১ বর্গমাইল কৃষির উপযুক্ত, কিন্তু পতিত অবশিষ্ট ২২৪৬ বর্গমাইল চাষের অযোগ্য অনুর্ব্বর ভূমি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গোধুম কিংবা বাজরার চাষ হয়। অবশিষ্ট ক্ষেত্রে উপযোগিতানুসারে ধান্যাদি আবাদ হইয়া থাকে।

আমেরিকার যুদ্ধের সময় এখানে বিস্তর কার্পাস উৎপন্ন হইয়াছিল, কিন্তু তৎপরে উহার মূল্য হ্রাস হওয়ায় কৃষকগণ পূর্ব্ব-কৃষি অবলম্বন করিয়াছে। তথাপি এখানে কিয়ৎ পরিমাণে কার্পাস উৎপন্ন হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের নানাবিধ ফল ও শাক-সবজী প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

শস্যক্ষেত্রে জলসেচনের কোন প্রকার বিস্তৃত উপায় নাই। কৃষকগণ নদীতীরে বা উপত্যকায় কূপ খনন করিয়া তদ্দ্বারা নিজের জমিতে জলসেচন করে। একটী কূপের জলে অতি অল্পমাত্র ভূমি সিঞ্চিত হয়। কিন্তু ঐ ভূমিখণ্ডই কৃষক এতাদৃশ অধিক পরিমাণে সার দিয়া যত্ন-সহকারে কর্ষণ করে যে, উহাতে সংবৎসর মধ্যেই একটা না একটা ফসল অনবরত জন্মিতে থাকে। উত্তরভাগের মালভূমিতে অনেক ক্ষুদ্র সরিৎ বাঁধাইয়া জলসঞ্চয় ও তদ্দ্বারা ক্ষেত্রের সেচন-কার্য্য সমাধা হয়, কিন্তু এরূপ বাঁধপ্রস্তুত বহু অর্থসাপেক্ষ, সুতরাং সামান্য কৃষকের সাধ্যাতীত। অনেকে ইংরাজরাজত্বে নিজ সম্পত্তি নিরাপদ ভাবিয়া অনেক কষ্টে ঐরূপ বাঁধ প্রস্তুত করিতেছে। বলা বাহুল্য ইহাতে চাষের সম্যক্ সুবিধা হইতেছে। কৃষকদিগের অবস্থা মোটের উপর স্বচ্ছল, ঋণ অনেকেরই নাই। একটী বিষয় বহুঅংশে বিভক্ত হওয়াতেই অনেকে দারিদ্র হইয়া পড়িয়াছে। অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সম্প্রতি নিজ নিজ বিষয় অখণ্ড রাখিবার জন্য এক উপায় বাহির করিয়াছেন। উত্তরাধিকারিগণ পরস্পর লড়াই করিয়া শেষ পর্য্যন্ত যে জিতিবে, সেই সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হইবে।

ঝিলমের এক একটী গ্রাম অন্যান্য স্থানের গ্রাম অপেক্ষা অনেক বৃহৎ; বৃহত্তমগুলির দুই একটা ১০০।১৫০ বর্গমাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ঐ সকল গ্রামপতিগণ অন্যান্য স্থানের গ্রাম-পতিগণের অপেক্ষা অধিক ক্ষমতাপন্ন। অধিকাংশ স্থানেই উৎপন্ন ফসল দ্বারা জমির খাজনা প্রদত্ত হয়। ঐ খাজনার হার স্থানভেদে উৎপন্ন শস্যের ১/৪ হইতে ১/২ অংশ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। গ্রামে মুটে, মজুর, নাপিত, ধোপা, কামার ও কুমার সকলকেই প্রায় শস্য দ্বারা বেতন প্রদত্ত হয়। প্রতিবৎসর শস্য কাটিবার সময় কাশ্মীর হইতে অনেক মজুর এখানে

আসিয়া কর্ম করে এবং কর্ম শেষ হইলে পুনরায় কাশ্মীরে ফিরিয়া যায়।

বাণিজ্য। ঝিলম্ ও পিণ্ডদাদন নগর এই জেলার বাণিজ্যের দুইটী প্রধান কেন্দ্র। রপ্তানীর মধ্যে দক্ষিণস্থ প্রদেশের লবণ, মুলতান, সিন্ধু ও রাবলপিণ্ডিতে গোধুমাদি শস্য, উত্তর ও পশ্চিমস্থ পার্ব্বত্যপ্রদেশ সকলে রেসম ও কার্পাসবস্ত্র এবং চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে পিত্তল ও তামার বাসন প্রেরিত হয়। নদীমুখে মুলতান পর্য্যন্ত প্রস্তর আনীত হইয়া থাকে। পঞ্জাব নর্দ্দারণ-ষ্টেট-রেলওয়ে কোম্পানি তরকাবালায় প্রস্তরখনি ক্রয় করিয়া লইয়াছেন, ঐ প্রস্তর দ্বারা লাহোরের প্রধান গির্জা নির্ম্মিত হইয়াছে। পাহাড়ের বৃহৎ বৃহৎ কড়িকাঠ, নৌকা, রেল ও গোরুগাড়ী দ্বারা বহু-স্থানে প্রেরিত হয়। পাইকারেরা জেলার ভিতর ঘুরিয়া ঘুরিয়া চর্ম্ম সংগ্রহ করে। উৎকৃষ্ট চামড়া বিদেশের জন্য কলিকাতায় ও অবশিষ্ট অমৃতসহরে প্রেরিত হয়। আমদানির মধ্যে বিলাতি কাপড়, অমৃতসহর ও মুলতান হইতে ধাতু, কাশ্মীর হইতে পশমী কাপড় ও পেশাবর হইতে মধ্য-এসিয়ার দ্রব্যজাত প্রধান। কাশ্মীরের সহিত আরও অনেক বিষয়ে ক্রয়-বিক্রয় হইয়া থাকে।

জেলার মধ্যস্থ পর্ব্বতশ্রেণীর লবণখনি গবর্মেণ্টের তত্ত্বাব-ধানে সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়ার কর্তৃক পরিচালিত হইতেছে। এই খনি হইতে গবর্মেণ্টের বাৎসরিক প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা আয় হইয়া থাকে। প্রয়োজন হইলে এই খনি হইতে বার্ষিক ৪০ লক্ষ মণ লবণ উত্তোলিত হইতে পারিবে। একরূপ নিকৃষ্ট পাথরিয়া কয়লা নানাস্থানে দৃষ্ট হয়। সম্প্রতি মকরাচ খনিতে অপেক্ষা-কৃত উৎকৃষ্ট কয়লা উত্তোলিত হইয়া রেলওয়ে ব্যবহারে-লাগিতেছে।

শিল্পজাত। ঝিলম্ ও পিণ্ডদাদনে নৌকা নির্ম্মিত হয়। সুলতানপুরের নিকটে শকরগণ একটী কাচের কারখানা খুলিয়াছে। নানাস্থানে তাম্র ও পিত্তলের বাসন এবং রেসম ও কার্পাসবস্ত্র প্রস্তুত হয়। এখানকার মৃণ্ময়-পাত্রাদি বেশ শক্ত। তদ্ভিন্ন আরও নানাবিধ পদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে। লবণ-পর্ব্বতের নির্ঝরিণীসকলে স্বর্ণরেণু বাহির করিয়া অনেকে জীবিকানির্ব্বাহ করে।

লাহোর হইতে পেশাবর পর্য্যন্ত পাকারাস্তা এই জেলার প্রায় ৩০ মাইল স্থানে দক্ষিণ হইতে উত্তর দিকে গিয়াছে। ইহা ভিন্ন আর পাকারাস্তা নাই, তবে আরও প্রায় ৮৮২ মাইল পথে শকটাদি যাইতে পারে। নর্দ্দারণ-ষ্টেট-রেলওয়ে জেলার দক্ষিণপূর্ব্বাংশে প্রায় ২৮ মাইল স্থান দিয়া গিয়াছে, জেলার অন্তর্গত ষ্টেশনসকলের নাম—ঝিলম্, দিনা, দোমেলী এবং সোহাবা। মিয়ানি ষ্টেশন হইতে খিউরায় লবণখনি পর্য্যন্ত একটী শাখা-রেলপথ আছে। ঝিলমের নিকট বিতস্তা নদীর উপর রেলওয়ের সেতু ও তাহার নিম্নে একটী পৃথক অংশ দিয়া মনুষ্যাদি গমনাগমনের পথ আছে। ঝিলম্ জেলার পূর্ব্বদিকে বিতস্তা নদীতে প্রায় ১২৭ মাইল পর্য্যন্ত নৌকাদি যাতায়াত করে। রেলের ধারে এবং প্রধান পাকা রাস্তার পার্শ্বে খবরের তার আছে। চৈত্রমাসের শেষ ৩ দিন ধরিয়া এখানে দুইটী বৃহৎ মেলা হইয়া থাকে; কাতাস্ নগরে হিন্দুদিগের, অপরটী চোয়া সৈদানশাহ নগরে মুসলমান-দিগের যত্নে হয়। প্রত্যেক মেলায় ন্যূনাধিক ৫০০০০ লোকের সমাগম হইয়া থাকে।

শাসনবিভাগ। ১ জন ডেপুটি কমিশনর, ২ জন সহকারী ও ১ জন অতিরিক্ত সহকারী কমিশনর, ৪ জন তহসীলদার ও তাঁহাদের অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণ এবং ৩ জন মুন্সেফ দ্বারা শাসন ও রাজস্ব আদায় সম্পন্ন হয়।

গত কয়েক বৎসরের মধ্যে বিদ্যাশিক্ষায় বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। বেদি খেমসিংহ নামক জনৈক দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির যত্নে প্রায় ১৮টী বালিকাবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। গবর্মেণ্টের সাহায্যে পরিচালিত বিদ্যালয় ব্যতীত আরও অনেক দেশীয় পাঠশালা আছে। মিশনরীগণও এখানে অনেকগুলি বালক ও বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন।

শাসন ও রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য এই জেলা ৪টী তহসীলে বিভক্ত—ঝিলম্, পিণ্ডদাদনখাঁ, চকবাল ও তলগঙ্গ।

ঝিলম্ জেলার জলবায়ু মন্দ নহে, কিন্তু লবণখনির কর্ম্ম-চারিগণ নানাবিধ উৎকট পীড়া ভোগ করে এবং সচরাচর দুর্ব্বল। গলগণ্ড রোগও দেখা যায়। পিণ্ডদাদনখাঁর চারি-দিকে অনেক সময় জ্বরের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হয়। বসন্ত, ওলাউঠা প্রভৃতি রোগেও অনেকে প্রাণত্যাগ করে। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত প্রায় ২৪°১১ ইঞ্চি।

২ পঞ্জাব প্রদেশের ঝিলম্ জেলার পূর্ব্বাংশের তহসীল; পরিমাণফল ৮৮৫ বর্গমাইল। এই তহসীলে জেলার সদর আদালত প্রভৃতি অবস্থিত। ইহাতে ৪টী থানা আছে।

৩ পঞ্জাবের ঝিলম্ জেলার প্রধান নগর ও সদর। এখানে একটী মিউনিসিপালিটী আছে। অক্ষাং ৩২° ৫৫ ২৬″ উঃ, দ্রাঘিং ৭৩° ৪৬′ ৩৬″ পূঃ। ঝিলম্‌নগর বিতস্তা নদীর উত্তরতীরে অবস্থিত। অধিবাসীর সংখ্যা ১২৮৭০ জন; তন্মধ্যে হিন্দু ৪২৫০, মুসলমান ৭৩৭৩, শিখ ১০৬৪।

অবশিষ্ট খৃষ্টান, জৈন, পারসী ও য়িহুদী। রেলপথ হওয়ায় ইহার লোকসংখ্যা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে।

বর্ত্তমান ঝিলমনগর আধুনিক, প্রাচীন নগর বিতস্তার দক্ষিণতীরে অবস্থিত ছিল; শিখশাসনকালে এস্থান তত প্রসিদ্ধ ছিল না। ইংরাজ-রাজ্যভুক্ত হইলে এখানে একটী সৈন্যের ছাউনি স্থাপিত হয়। কয়েকবৎসর পর্য্যন্ত ঝিলমে ঐ বিভাগের কমিশনর বাস করিতেন, পরে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে কমিশনরের আফিস রাবলপিণ্ডিতে উঠাইয়া লওয়া হয়। ইংরাজশাসনে এবং লবণখনির জন্য নগরের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। সংপ্রতি রেলপথ হওয়াতে ইহার লবণের ব্যবসা অনেক পরিমাণে লাহোরে গিয়াছে। কিন্তু তজ্জন্য ইহার বাণিজ্যের বিশেষ হ্রাস হয় নাই।

ঝিলমের সহরতলী তত বৃহৎ নহে। গৃহগুলি অধিকাংশ মৃত্তিকানির্ম্মিত, নদীতীরে কয়েকটী সুন্দর অট্টালিকা আছে। রাস্তাগুলি সুন্দর বাঁধান, নর্দ্দমার বন্দোবস্ত উত্তম। এখানে পরিষ্কার জল পাওয়া যায়। নৌকা-নির্ম্মাণে ঝিলম্ বিখ্যাত।

সহরের প্রায় ১ মাইল উত্তরপূর্ব্বে সরকারী আদালত ও সৈন্যনিবাস অবস্থিত। এখানে সরকারী উদ্যান, ক্রীড়াস্থান সৈন্যদিগের গির্জ্জা, জেলখানা, দাতব্য-ঔষধালয় মিউনিসিপাল-গৃহ ও দুইটী সরাই আছে। নগরের প্রায় ১ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে এক প্রস্তরময় তৃণগুল্মশূন্য কঠিন প্রান্তরে সৈন্যনিবাস অবস্থিত।

ঝিলর্, পঞ্চনদের একটী নদী, বিতস্তা নদী। [বিতস্তা দেখ।]

ঝিলিমিলি, ১ জলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গের উপর প্রতিভাত রশ্মি। ২ একপ্রকার পাতলা কাপড়, ইহা প্রায়ই জানালার পর্দ্দার জন্য ব্যবহৃত হয়; বিরলাংশুক রঞ্জিত পট্টবস্ত্রবিশেষ। ৩ জানালার খড়খড়ী।

ঝিল্লি (পুং) বাদ্যবিশেষ। [ঝিল্লী দেখ।]

দেবতাপূজার সময়ে পঞ্চবিধ বাদ্যের বিধান আছে, ঝিল্লি ইহাদের মধ্যে একটী—

"ঘণ্টাশব্দ স্তথাভেদী মৃদঙ্গো ঝিল্লিরেব চ।
পঞ্চানাং পূজ্যাতে বাদ্য দেবতারাধনেষু চ॥" (শব্দার্থচিং)

ঝিল্লিকা (স্ত্রী) ঝির্ ইত্যব্যক্তশব্দং লিশতি লিশ-ক্তি স্বার্থে কন্। ১ ঝিল্লী, ঝিঁঝিঁপোকা।

"ঝিল্লিকা বিরুতৈ দীর্ঘৈ রুদতীব সমন্ততঃ।" (রামা° ২।৯৬।২২)

২ সূর্য্যরশ্মির তেজঃবিশেষ, ঝাঁঝাঁ, চিক্‌চিক্।

ঝিল্লী (স্ত্রী) ঝিল্লি ঙীষ্। কীটবিশেষ, ঝিঁঝিঁপোকা, পর্য্যায়—ঝিল্লিকা, ঝিল্লীকা, ঝিরিকা, ঝীরুকা, ঝরী, চীরিকা, চীল্লিকা, চিল্লী, ভূঙ্গারী, চীরকা, চীরী, চীরুকা।

"অদৃষ্ট ঝিল্লীস্বনকর্ণশূল উলূকবাগ্ভির্ব্যথিতান্তরাত্মা।"
(ভাগবত ৬।১৩।১৫)

ঝিল্লীকণ্ঠ (পুং) ঝিল্লীবৎ কণ্ঠঃ কণ্ঠশব্দো যস্য বহুব্রী। গৃহকপোত।

ঝিল্লিকা (স্ত্রী) ঝিঁঝিঁপোকা।

ঝিল্লীকা (স্ত্রী) ঝিল্লী সংজ্ঞায়াং কন্ ততষ্টাপ্। ঝিঁঝিঁ।

ঝী (দেশজ) কন্যা, তনয়া।

"ঘর বড় এত বড় আইবড় ঝী।" (বিদ্যাসুন্দর)

ঝীপুত (দেশজ) দুহিতাপুত্র।

ঝীবুকা (দেশজ) ভৃঙ্গারক কীট, পোকা।

ঝুঁকনি (দেশজ) বিড়াল ও অন্যান্য প্রাণী লাফাইবার সময় যে গতি অবলম্বন করে।

ঝুঁকি (দেশজ) ১ প্রাণীদিগের লাফাইবার গতি। ২ বিপদ, দায়, ভার। ৩ টলা, হেলাদোলা, টলমল।

ঝুঁজকাবেলা (দেশজ) প্রাতঃকাল।

ঝুঁজি (দেশজ) খারাপ ধান্য।

ঝুঁট (দেশজ) ১ মিথ্যা, অলীক। ২ উচ্ছিষ্ট।

ঝুঁটমুট (হিন্দী) মিথ্যা।

ঝুঁটা (দেশজ) উচ্ছিষ্ট, আহারাবশিষ্ট।

ঝুঁটাঝুঁটি (দেশজ) পরস্পরের চুল ধরিয়া টানা। ঝুটামুটি।

ঝুঁটী (দেশজ) শিখা, টিকী।

ঝুঁটীবুলবুলী (দেশজ) এক প্রকার বুলবুলী পক্ষী। (Lanius jocosus)

ঝুড়ন (দেশজ) বৃক্ষাদি ছাঁটিয়া দেওন।

ঝুড়ী (দেশজ) বংশ বা বেত্রাদিনির্ম্মিত পাত্রবিশেষ।

ঝুঞ্ঝনু (ঝুন্ঝুনু) রাজপুতনার অন্তর্গত জয়পুর রাজ্যের শেখাবতী জেলার একটী পরগণা ও একটী নগর। অক্ষা° ২৮° ৬' উঃ, দ্রাঘি° ৭৫° ২৪' ৪৫" পূঃ। এই নগর দিল্লী হইতে ১২০ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে এবং বিকানীরের ১৩০ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। নগরের অধিবাসী-সংখ্যা ১২,২৬৪ জন। তন্মধ্যে হিন্দু ৭৫৬৪, মুসলমান ৪৫২৯ এবং জৈন ১৮৪। একটী পর্ব্বতের পূর্ব্বপাদদেশে এই নগর অবস্থিত। ঐ পর্ব্বত বহুদূর হইতে দৃষ্ট হয়। শেখাবতীর রাজাদিগের রাজত্বকালে এখানে পঞ্চজন সর্দ্দারের প্রত্যেকের এক একটী দুর্গ ছিল। এখানে কাঠের উপর সুন্দর খোদাই হয়।

ঝুঝারসিংহ, (ঝঝার) জনৈক বুন্দেলা রাজা। ইহার পিতা বীরসিংহদেব সলিমের প্ররোচনায় বিখ্যাত ঐতিহাসিক আবুল-ফজলের প্রাণনাশ করেন। ঝঝারের পুত্রের নাম বিক্রমজিৎ।

ঝুঝুর, উত্তরপশ্চিম প্রদেশে হাঁসি ও মথুরার পথস্থিত একটী

নগর। অক্ষা° ২৮° ৩৬´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৬° ৩৩´ পূঃ। এই নগর দিল্লীর ৩৫ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে মহারাষ্ট্রীগণ এই নগর জর্জ্জ টমাস নামক জনৈক বীরকে দান করে; তদনুসারে ইহা কিছুকাল তাঁহার রাজধানী ছিল। এখানে একজন নবাব বাস করেন।

ঝুড়ীঘাস (দেশজ) একপ্রকার ঘাস। (Andropogon laxum)

ঝুণ্ট (পুং) লুন্ট-অচ্ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ১ কাণ্ডহীনবৃক্ষ। ২ গুল্ম। ৩ গুল্ম।

ঝুন (দেশজ) পাকা নারিকেল।

ঝুপ্ (দেশজ) ১ হঠাৎ বা শীঘ্র পড়ন। ২ অবগাহন।

ঝুপড়ী (দেশজ) ১ ক্ষুদ্রগৃহ, কুটীর, কুঁড়েঘর। ২ বংশ বা বেত্রাদিনির্ম্মিত পাত্রবিশেষ। ৩ গুচ্ছ।

"মাথায় পিঙ্গল জটা, সন্ন্যাসী জনায় ঘটা,
ঝুপড়ী বান্ধিয়া একপাশে।" (কবিকঙ্কণ)

ঝুাপ (দেশজ) একপ্রকার লতা। (Impatiens Jhumpi, *Buch.*)

ঝুপুৎ (দেশজ) অবগাহনার্থ নামিয়া পড়া।

ঝুম্, (দেশজ) ১ মৌন হওয়া, নিস্তব্ধ ভাবে থাকা। ২ আবদার, ঘোট।

ঝুমকা, (দেশজ) কর্ণাভরণবিশেষ।

ঝুমঝুম (দেশজ) অলঙ্কারাদির অব্যক্ত শব্দ।

ঝুমঝুমী (দেশজ) বালক-বালিকাদিগের খেলনাবিশেষ।

ঝুমরা (দেশজ) ১ লোমশ। ২ বন্ধুর।

ঝুমরি (স্ত্রী) রাগিণীবিশেষ, ইহা প্রায় শৃঙ্গাররসে প্রযোজ্য।

"প্রায়ঃ শৃঙ্গারবহুলা মাধ্বীকমধুরা মৃদুঃ।
একৈব ঝুমরিলোকে বর্ণাদিনিয়মোজ্ঝিতা॥
অতো লক্ষণমেতস্যা নোদাহারি বিশেষতঃ।
ইদং হি শালিগং সূত্রং প্রসিদ্ধং নৃপরঞ্জনং॥" (সঙ্গীতদা°)

এই রাগিণীতে বর্ণাদি নিয়ম নাই, মধুর অথচ মৃদু ও প্রিয় হইবে।

ঝুমুর, ছোটনাগপুর ও তৎসন্নিহিত প্রদেশের নীচজাতীয়-দিগের একপ্রকার নৃত্যগীত। সচরাচর দুই বা ততোধিক স্ত্রীলোক খোল বা মাদল বাজনার সহিত গান করিতে করিতে নানারূপ অঙ্গভঙ্গীসহ নাচ করে। ঝুমুর-নাচ অনেকাংশে অশ্লীল হইলেও ইহার কতকগুলি গান অতি গভীর ভাবপূর্ণ। [কবি শব্দ দেখ।]

ঝুর (দেশজ) গলিয়া পড়া।

ঝুর, রাজপুতানার অন্তর্গত যোধপুর রাজ্যের একটী নগর। অক্ষা° ২৬°৩২´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৩° ১৩´ পূঃ। এই নগর যোধপুরের ১৮ মাইল উত্তর-উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত।

ঝুরণ (দেশজ) স্খলন। চুয়ান।

ঝুরা (দেশজ) ১ ছোট। ২ গুঁড়া। একগ্রাস, টুকরা।

ঝুরাঝারা (দেশজ) খণ্ড, টুকরা, অংশ।

ঝুরী (দেশজ) একপ্রকার মিষ্ট খাদ্য দ্রব্য।

ঝুরঝুরু (দেশজ) অল্প অল্প, মন্দ মন্দ।

ঝুল্ (হিন্দী) ১ হস্তী ও অশ্বাদির পৃষ্ঠের আস্তরণ।

২ ঘরের কালি, মাকড়সার জাল বা তদ্রূপ কোন প্রকার সূক্ষ্ম দ্রব্যের উপর ধূম লাগিয়া কালি পড়ে। ক্রমে কালির ভারে সূক্ষ্ম জাল ছিঁড়িয়া ঝুলিয়া পড়ে, তজ্জন্যই সম্ভবতঃ ঐ নাম হইয়াছে।

ঝুলন (দেশজ) শ্রীকৃষ্ণের উৎসববিশেষ। এই উৎসব শ্রাবণ-মাসের শুক্লাএকাদশী হইতে আরম্ভ হইয়া পূর্ণিমায় দিন শেষ হয়। ইহা বৈষ্ণবদিগের একটী প্রধান উৎসব। এই উৎসবে শ্রীকৃষ্ণের দোলারোহণ ও পূজাদি হইয়া থাকে। ইহার সংস্কৃত নাম হিন্দোল। এই উৎসব কতদিন চলিয়া আসিতেছে, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। [বিশেষ বিবরণ হিন্দোল দেখ।]

ঝুলনী (দেশজ) দোলনী।

ঝুলা (হিন্দী) পঞ্জাবপ্রদেশে ইরাবতী ও অন্যান্য পার্ব্বতীয় নদীর উপরিস্থ ঝুলানসেতু। এই সকল ঝুলার নির্ম্মাণ-প্রণালী অতি সহজ, উভয় তীরস্থ পর্ব্বতে দৃঢ়বদ্ধ এক বা দুই গাছি শক্ত দড়ি নদীর এপার ওপার বাঁধা থাকে। ঐ দড়িতে একটী ঝুড়ি অর্থাৎ একটী লোক বসিবার মত একটী চুপড়ি ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। উহাতেই আরোহী বসিলে অন্য এক ব্যক্তি টানিয়া এপার ওপার করে।

ঝুলা (দেশজ) দোলা।

ঝুলাঝুলি (দেশজ) পরস্পর পরস্পরের ব্যগ্রতাভাব।

ঝুলি (দেশজ) বস্ত্রখণ্ডরচিত আধারবিশেষ, ভিক্ষার থলি।

ঝুলী (দেশজ) থলি।

ঝুসদ্রুম, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত গুজরাটের ভাদের নদী-তীরবর্ত্তী একটী সহর। অক্ষা° ২২° ৫´ উঃ, দ্রাঘি° ৭১° ১৫´ পূঃ। এই সহর রাজকোট হইতে ৩০ মাইল দূরে পূর্ব্বদক্ষিণ-পূর্ব্বে অবস্থিত।

ঝুসি, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে আলাহাবাদ জেলার আলাহাবাদ নগরের সন্নিকট গঙ্গার পরপারে অবস্থিত একটী সহর। অক্ষা° ২৫° ২৬´ ৫৮" উঃ, দ্রাঘি° ৮১° পূঃ। আলাহাবাদের উপকণ্ঠস্থিত দারাগঞ্জ ও ঝুসির মধ্যে গঙ্গার খেয়াঘাট আছে; গ্রীষ্মকালে নদী অতিশয় সঙ্কীর্ণ হইলে তথায় নৌসেতু প্রস্তুত হয়। এই নগর অতি প্রাচীন। বিষ্ণুপুরাণাদিবর্ণিত কেশিনগর বা প্রতিষ্ঠান ঐ স্থানে ছিল। অকবরের সময়ে আলাহাবাদ,

ঝুসি ও জলালাবাদ এই তিনটী নগর আলাহাবাদ সুবার সহর ছিল। এই সহরে সরকারী ত্রিকোণমৈতিক জরিপের একটী আড্ডা এবং প্রথম শ্রেণীর থানা ও ডাকঘর আছে।

ঝুলি (পুং) ক্রমুক ভেদ। (স্ত্রী) দুষ্ট দৈবপ্রভৃতি। (মেদিনী)

ঝেঁকোইন্দুর (দেশজ) একপ্রকার ইন্দুর। (Mus Jencus)

ঝেঁটন (দেশজ) পরিষ্কার করণ।

ঝেঁটা (দেশজ) সম্মার্জ্জনী।

ঝেঁটুয়ানিয়া (দেশজ) যে ঝাঁট দেয়।

ঝেঁটানী (দেশজ) আবর্জ্জনা, ময়লা।

ঝেঁতলা (দেশজ) মাদুর ইত্যাদি।

ঝোঁক (দেশজ) হেলিয়া পড়ন।

ঝোঁকা (দেশজ) হেলিয়া পড়া।

ঝোঁকি (দেশজ) দায়ী।

ঝোঁটন (দেশজ) যাহার ঝোঁট বা জটা আছে।

ঝোড় (পুং) ১ গুল্ম। ২ সুপারিগাছ। ২ জঙ্গল। (ভূরিপ্রয়োগ)

ঝোড়ন (দেশজ) গাছের ছাট।

ঝোড়া (দেশজ) বংশ বা বেত্রনির্ম্মিত পাত্রবিশেষ।

ঝোড়া (ঝোড়িয়া শব্দ) ছোটনাগপুরের এক জাতি। অনেকে অনুমান করেন, ইহারা গোঁড়জাতির একটী শাখামাত্র। কেহ কেহ অনুমান করেন, ইহারা কৈবর্ত্ত। বাঙ্গালা হইতে আসিয়া এখানে বাস করিয়াছে। লোহারডাগা জেলার বীরু ও কেশলপুর পরগণায় ইহাদিগের উপাধি বেহারা। ঝোড়া বাসিন্দাগণ আপনাদিকে গঙ্গাবংশী-রাজপুত বলিয়া পরিচয় দেয়। বীরু পরগণার ঝোড়া বেহারাগণ ছোটনাগপুরের রাজাকে বর্ষে বর্ষে হীরক প্রদান করিত এবং তাহার বিনিময়ে অনেক গ্রাম উপভোগ করিত। অধীনস্থ করদ-মহলসকলে ঝোড়াগণ স্বর্ণরেণু বাহির করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে। এই বৃত্তি অতি কষ্টকর এবং কঠোর পরিশ্রমেও উদরান্নের সংস্থান হয় না। ঝোড় অর্থাৎ ক্ষুদ্র নদী এবং নির্ঝরাদির বালুকা ধৌত করিয়াই স্বর্ণরেণু বাহির করা হয়। সম্ভবতঃ এই ঝোড় বা ঝোড় শব্দ হইতেই এই জাতির নাম ঝোড়িয়া বা ঝোড়া হইয়াছে।

লোহারডাগার ঝোড়াগণ তিন সম্প্রদায়ে বিভক্ত—কাশ্যপ, শুক্রাত্রের ও নাগ। স্বসম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। কিন্তু ঐ নিষেধ সর্ব্বত্র প্রতিপালিত হয় না। ইহারা হিন্দু-মতাবলম্বী এবং পুরোহিত ব্রাহ্মণদ্বারা শ্রাদ্ধ, শান্তি ও বিবাহাদি কার্য্য সম্পন্ন করে। ঝোড়াগণ মৃতের অগ্নিসংকার করে; তবে কুষ্ঠরোগী বা শিশু মরিলে পুতিয়া ফেলে। অনেকেরই মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত, কিন্তু স্বর্ণরেণুজীবিগণ প্রাপ্ত বয়সে সন্তানগণের বিবাহ দেয়।

ঝোড়ান (দেশজ) বৃক্ষাদি ছাটন।

ঝোপ (দেশজ) ১ ক্ষুদ্রবৃক্ষের বন। ২ গুল্ম।

ঝোপড়া (দেশজ) কুঁড়েঘর। ২ ছাউনি।

ঝোর (দেশজ) জল-প্রণালী, জল যাইবার পথ।

ঝোরণ (দেশজ) স্খলন।

ঝোরণা (দেশজ) নর্দ্দমা।

ঝোরা (দেশজ) নর্দ্দমা, প্রণালী, মুহরী।

ঝোল (দেশজ) জুষ, ব্যঞ্জনের রস।

"পুত্রমাংস জননী রাঁধিল ঝোলে-ঝালে।" (শ্রীধর্ম্মম° ৩।৩৫২)

ঝোলা (দেশজ) ১ থলি। ২ পাতলা।

ঝোলাগুড় (দেশজ) মাতগুড় বা পাতলা গুড়।

ঝোলান (দেশজ) ঝুলাইয়া দেওন।

ঝোলানি (দেশজ) পাতলা।

ঝোলি (দেশজ) থলি।

ঞ

ঞ ব্যঞ্জনবর্ণের দশম অক্ষর, দ্বিতীয়বর্গের পঞ্চম।

ইহার উচ্চারণস্থান তালু ও অনুনাসিক। ইহার উৎপত্তিস্থান নাসিকানুগত তালু। এই বর্ণ অর্দ্ধমাত্রা কালদ্বারা উচ্চারিত হয়।

ইহার উচ্চারণে আভ্যন্তরীণ প্রযত্ন জিহ্বার মধ্যভাগ দ্বারা তালুর মধ্যভাগ স্পর্শ।

বাহ্য প্রযত্ন—ঘোষ, সংবার ও নাদ। ইহা অল্পপ্রাণ বর্ণ মধ্যে পরিগণিত।

মাতৃকান্যাসে বামহস্তের অঙ্গুল্যগ্রে ন্যাস করিতে হয়। বর্ণমালায় ইহার লিখন-প্রকার এইরূপ আছে, প্রথম বামে ও দক্ষিণে কুণ্ডলী করিবে, পরে ঋজু একটী মাত্রা টানিয়া নিম্নদিকের বামভাগ কুঞ্চিত করিয়া দিবে। এই অক্ষরে সূর্য্য, ইন্দু ও বরুণ সর্ব্বদা অবস্থিত আছেন। তন্ত্রমতে ইহার পর্য্যায় বা বাচক শব্দ—ঞকার, বোধনী, বিশ্বা, কুণ্ডলী, মধদ, বিয়ৎ, কৌমারী, নাগবিজ্ঞানী, সব্যাঙ্গুলনখ, বক, শর্ব্বেশ, চূর্ণিতা, বুদ্ধি, স্বর্গাত্মা, ঘর্ঘরধ্বনি, ধর্ম্মৈকপাদ, সুমুখ, বিরজা, চন্দ্রেশ্বরী, গায়ন, পুষ্পধন্বা, রাগাত্মা ও বরাক্ষিণী। (বর্ণাভিধানতন্ত্র)। ইহার ধ্যান করিলে সাধক অচিরে অভীষ্টলাভ করিতে পারে। ধ্যান যথা—

"চতুর্ভুজাং ধূম্রবর্ণাং কৃষ্ণাম্বরবিভূষিতাম্।
নানালঙ্কারসংযুক্তাং জটামুকুটরাজিতাম্॥
ঈষদ্ধাস্যমুখীং নিত্যাং বরদাং ভক্তবৎসলাম্।
এবং ধ্যাত্বা ব্রহ্মরূপাং তন্মন্ত্রং দশধা জপেৎ॥" (বর্ণোদ্ধারতন্ত্র)

ব্রহ্মরূপাকে এইরূপে ধ্যান করিয়া তাঁহার মন্ত্র দশবার জপ করিবে।

কামধেনুতন্ত্রমতে ঞকারের স্বরূপ—সদা ঈশ্বরসংযুক্ত, রক্তবিদ্যুল্লতাকার, পরমকুণ্ডলী, পঞ্চদেবময়, পঞ্চপ্রাণাত্মক, ত্রিশক্তিসমন্বিত ও ত্রিবিন্দুযুক্ত। (কামধেনুতন্ত্র)

কার্য্যের সর্ব্বপ্রথমে এই অক্ষরের বিন্যাস করিলে ভয় ও মৃত্যু হয়।

"ভয়মরণকরৌ ঝঞৌ।" (বৃত্তর° টী°)

ঞ (পুং) ১ গায়ন। ২ ঘর্ঘরধ্বনি। (একাক্ষরকোষ) ৩ বলীবর্দ্দ। ৪ শুক্র। ৫ বামমতি। (মেদিনী)। গণপাঠে ধাতুর যদি ঞ অনুবন্ধ (ঙিং) থাকে, তাহা হইলে ধাতু উভয়পদী বলিয়া জানিবে।

ঞকার (পুং) ঞ স্বরূপে কারঃ। ঞ স্বরূপবর্ণ।

"ঞকারো বোধনী বিশ্বা।" (বর্ণাভিধা°)

"ঞকার ঘর্ঘর ধ্বনি গায়ন ঞকার।
ঞকার করিয়া এস ঞকারে আমার॥"

ঞি (পুং) ১ প্রত্যয়বিশেষ, এই প্রত্যয় প্রেরণার্থে হয় এবং ইহার ইকার থাকে। ২ ধাতুর অনুবন্ধবিশেষ, এই অনুবন্ধ বর্ত্তমান ক্ত প্রত্যয়বোধক। (বোপদেব)

ঞ্যন্ত (পুং) ঞি প্রত্যয়বিশেষো অন্তে যস্য বহুব্রী। ঞি প্রত্যয়ান্ত, এই প্রত্যয় ধাতু ও শব্দের উত্তর হয়। মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের পরিচ্ছেদবিশেষ, যথা—ঞ্যন্তপাদ।

ট

ট ব্যঞ্জনবর্ণের একাদশ অক্ষর, ট বর্গের প্রথম। ইহার উচ্চারণস্থান মূর্দ্ধা। উচ্চারণে আভ্যন্তরপ্রযত্ন মূর্দ্ধস্থান দ্বারা জিহ্বার মধ্যভাগ স্পর্শ। বাহ্যপ্রযত্ন বিবার, শ্বাস ও অঘোষ। মাতৃকান্যাসে দক্ষিণস্ফিক্ (দক্ষিণ নিতম্বে) ইহার ন্যাস করিতে হয়। বর্ণমালায় ইহার লিখনপ্রণালী এই প্রকার লিখিত হইয়াছে। প্রথমে ঊর্দ্ধাধক্রমে একটী রেখা টানিবে, পরে নিম্নদিকে কুণ্ডলী করিয়া দিবে, পরে একটী মাত্রা কোণগত করিয়া ঊর্দ্ধদিকে টানিয়া দিবে। এই অক্ষরে কুবের, যম ও বায়ু নিত্য অবস্থিত আছেন।

তন্ত্রমতে ইহার পর্য্যায় বা বাচক শব্দ ২৭টী যথা—টকার, কপালী, সোমেশ, খেচরী, ধ্বনি,মুকুন্দ, বিনদা, পৃথ্বী, বৈষ্ণবী, বারুণী, দক্ষাঙ্গক, অর্দ্ধচন্দ্র, জরা, ভূতি, পুনর্ভব, বৃহস্পতি, ধনুঃ, চিত্রা, প্রমোদা, বিমলা, কটি, রাজা, গিরি মহাধনুঃ, প্রাণাত্মা, সুমুখ, মরুৎ। (তন্ত্র) কামধেনুতন্ত্রমতে টকারের স্বরূপ—ইহা স্বয়ং পরম কুণ্ডলী, কোটিবিদ্যুল্লতাকার, পঞ্চদেবময়, পঞ্চপ্রাণযুক্ত, ত্রিগুণোপেত, ত্রিশক্তিসমন্বিত ও ত্রিবিন্দুযুক্ত।

"টকারং চঞ্চলাপাঙ্গি স্বয়ং পরমকুণ্ডলী।
কোটিবিদ্যুল্লতাকারং পঞ্চদেবময়ং সদা॥
পঞ্চপ্রাণযুতং বর্ণং গুণত্রয়সমন্বিতম্।
ত্রিশক্তিসহিতং বর্ণং ত্রিবিন্দুসহিতং সদা॥" (কামধেনুতন্ত্র)

ইহার ধ্যান করিলে সাধক অচিরে অভীষ্ট লাভ করিতে পারে। ধ্যান যথা—

"মালতী পুষ্পবর্ণাভাং পূর্ণচন্দ্রনিভেক্ষণাম্।
দশবাহুসমাযুক্তাং সর্ব্বালঙ্কারসংযুতাম্॥
পরমোক্ষপ্রদাং নিত্যাং সদা স্মেরমুখীং পরাম্।
এবং ধ্যাত্বা ব্রহ্মরূপাং তন্মন্ত্রং দশধা জপেৎ॥" (বর্ণোদ্ধারতন্ত্র)

ইহার ধ্যান করিয়া এই মন্ত্র দশবার জপ করিলে অচিরেই অভীষ্ট সিদ্ধি হইয়া থাকে।

কাব্যের সর্ব্বপ্রথমে ইহার বিন্যাস করিলে খেদ হয়।

"টঠৌ খেদ দুঃখে।" (বৃত্তর° টী°)

ট (স্ত্রী) টল্-ড। ১ করঙ্ক, নারিকেলের মালা। (বিশ্ব) (পুং) ২ বামন। ৩ পাদ, চতুর্থাংশ। ৪ নিঃস্বন, শব্দ। (মেদিনী)

টক্ (দেশজ) অম্ল, খাট্টা।

টকতন্ত্রী (স্ত্রী) আর্য্যদিগের একপ্রকার প্রাচীন বাদ্যযন্ত্র। (সঙ্গীতদা°)

টকার (পুং) টস্বরূপে কারঃ। ট, টস্বরূপ অক্ষর।

টকুয়া (দেশজ) অম্ল, খাট্টা।

টক্র (দেশজ) টাকুর, সূত্রপাক দেওয়ার যন্ত্রবিশেষ।

টক্‌টক্ (দেশজ) ১ গাঢ়বর্ণ। ২ শব্দবিশেষ।

টক্‌টকিয়া (দেশজ) গাঢ়বর্ণ।

টক্ক (পুং) টক্-কক্ পৃষোদরাদিত্বাৎ উপধালোপশ্চ। দেশবিশেষ।

টক্কদেশ (পুং) টক্কঃ টক্ক ইতি নাম্না খ্যাতঃ দেশঃ কর্ম্মধা°। পঞ্জাবস্থ চন্দ্রভাগা ও বিপাশা নদীর মধ্যবর্ত্তী প্রাচীন জনপদ-বিশেষ। রাজতরঙ্গিণীতে টক্কদেশ গুর্জ্জররাজ্যের একাংশ বলিয়া বর্ণিত আছে। টক্ক জাতি এক সময় প্রবলপরাক্রান্ত ও সমগ্র পঞ্জাবের একচ্ছত্র অধিপতি ছিল। চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়ং টক্করাজ্যের এবং ইহার অধিপতি মিহিরকুলের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনায় টক্করাজ্য বিপাশার পশ্চিম পারে অবস্থিত। ইহার ভূমি উর্ব্বরা; স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র ও লৌহাদি এখানে পাওয়া যাইত। জলবায়ু উষ্ণ এবং ঝটিকার প্রাদুর্ভাব অধিক। অধিবাসিগণ কার্য্যতৎপর ও বীরপ্রকৃতি এবং রক্তবর্ণ কৌশেয় পরিধান করিত। টক্কের রাজধানী শাকলের ১৪।১৫ লি অর্থাৎ প্রায় ৩ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত ছিল। হিউএন্‌সিয়ঙ্গের বিবরণে জানা যায়, তৎকালে টক্কে বৌদ্ধধর্ম্মের তাদৃশ প্রভাব ছিল না। ১০টী মাত্র সঙ্ঘারাম ছিল। এখানকার অধিবাসিগণ অতিশয় আতিথেয় ছিল এবং বহুসংখ্যক অতিথিশালায় আগন্তুকদিগের এবং দীন-হীনদিগের শুশ্রূষা করিত।

টক্কদেশীয় (পুং) টক্কদেশে ভবঃ ইতি ছ। বাস্তুকশাক, চলিত কথায় বেতোশাক। (ত্রিকা°) (ত্রি) টক্কদেশোৎপন্ন।

টক্কর (পুং) আঘাত করা, গুতা মারা।

টক্কারিকা, চন্দেল্লরাজ ভোজবর্ম্মার অজয়গড়স্থ শিলালিপিতে উল্লিখিত একটী প্রাচীন নগর। ঐ লিপি মতে—এই নগর কায়স্থ-নিবাসভূত ছত্রিশটী নগরের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান এবং বাস্তব্য কায়স্থগণের আদিপুরুষ বাস্তুর বাসস্থান ছিল।

টগণ (পুং) মাত্রাবৃত্তে ত্রয়োদশ ভেদাত্মক গণবিশেষ, ইহার আকার ও অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বিষয় ছন্দোগ্রন্থে এই প্রকার লিখিত আছে, যথা—

(ऽऽऽ) ১ শিব, (।।ऽऽ) ২ শশী, (।ऽ।ऽ) ৩ দিনপতি, (ऽ।।ऽ) ৪ সুরপতি, (।।।।ऽ) ৫ শেষ, (।ऽऽ।) ৬ অহি, (ऽऽ।।) ৭ সরোজ, (।।ऽ।।) ৮ ধাতা, (ऽऽ।।) ৯ কলি, (।ऽ।।।) ১০ চন্দ্র, (ऽ।।।।) ১১ ধ্রুব, (ऽ।।।।) ১২ ধর্ম্ম, (।।।।।।) ১৩ শালিকর।

টগর (পুং) টঃ টঙ্কণঃ ক্ষারবিশেষঃ গরইব। ১ টঙ্কণক্ষার, সোহাগা। ২ জোবিলাসবিষয়।

(ক্লী) কেকরাক্ষ, টেরা। (মেদিনী) (তগর শব্দজ) পুষ্পবিশেষ। (Tabernæmontana coronaria) [তগর দেখ।]

টগ্‌রা (দেশজ) চালাক, সেয়ানা।

টগরিয়া (দেশজ) ১ বহুভাষী, বাচাল।

টঙ্ক (পুং) টক-বঞ্। ১ কোপ। ২ কোষ। ৩ খড়্গ। ৪ গ্রাবদারণ, পাষাণভেদক অস্ত্রবিশেষ। (ক্লী) ৫ জঙ্ঘা। (মেদিনী) ৬ পরিমাণবিশেষ, ২৪ রতি বা চারিমাষায় এক টঙ্ক হয়। (বৈদ্যক) (পুং ক্লীং) ৭ নীলকাপিথ। ৮ খনিত্র। ৯ দর্প। (হেম°) ১০ পরশু। ১১ রাজাম্র। (শব্দার্থচি°)

"দাধ্যাত্তাং চৈব টঙ্কৈঃ খনিত্রৈশ্চপুরী ক্রমম্॥" (হরিব° ৯২অঃ)

"শীতং কষায়ং মধুরং টঙ্কং মারুতকৃৎ গুরুঃ॥" (সুশ্রুত সূত্র° ৪৬)

১২ পর্ব্বতের পার্শ্বভাগ। ১৩ পর্ব্বতের উন্নতপ্রদেশ। ১৪ বিদীর্ণ প্রস্তরভাগ। ১৫ রাগবিশেষ, শ্রী, কনাড়া ও ভৈরব যোগে উৎপন্ন। ইহা সম্পূর্ণ শ্রেণীভুক্ত। স্বরগ্রাম—

সা, ঋ, গ, ম, প, ধ, নি। (সঙ্গীতর°)

টঙ্ক (তোঙ্ক), ১ রাজপুতনার অন্তর্গত হরবতী ও তোঙ্ক এজেন্সীর শাসনাধীন একটী দেশীয় মুসলমান রাজ্য। রাজপুতনার মধ্যে এই একটী মাত্র রাজ্য মুসলমান রাজাকর্ত্তৃক শাসিত হয়। এই রাজ্য পরস্পর বিচ্ছিন্ন ৬টী বিভাগ লইয়া সংগঠিত; যথা—টঙ্ক, আলিগড়-রামপুর, নিম্বের, পিরবা, চাপরা এবং সিরোঞ্জ। সমগ্ররাজ্যের পরিমাণফল ২৫০৯ বর্গমাইল। অধিবাসীর সংখ্যা (১৮৯১ খৃষ্টাব্দে) ৩১৯,৩৩০। রাজস্ব আদায় ১২ লক্ষ টাকা।

টঙ্কের অধিপতিগণ বোনার সম্প্রদায়ের পাঠান। সম্রাট্ মহম্মদ শাহ গাজির রাজত্বকালে তালখাঁ নামে জনৈক পাঠান নিজ বাসভূমি কেশর ত্যাগ করিয়া রোহিলখণ্ডের সৈন্যবিভাগে প্রবেশ করেন। ইঁহার পুত্র হেয়াতখাঁ মোরাদাবাদে কিয়ৎ পরিমাণে ভূসম্পত্তি লাভ করেন। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে হেঁয়াতের পুত্র টঙ্করাজ্যের স্থাপয়িতা বিখ্যাত আমীরখাঁ জন্মগ্রহণ করেন।

আমীর প্রথমতঃ অল্পসংখ্যক অনুচর লইয়া সৈনিকবৃত্তি অবলম্বন করেন। বলসঞ্চয় হইলে ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে তিনি যশোবন্তরাও হোলকরের সেনানায়ক হইয়া সিন্ধিয়া, পেশোবা ও ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন।

১৮০৬ খৃষ্টাব্দে হোল্‌কর আমীরকে টঙ্করাজ্য দান করিলেন। ইহার পর আমীরখাঁ পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত জয়পুর ও যোধপুর রাজদ্বয়কে একবার এপক্ষ পরে অপরপক্ষ অবলম্বন করিয়া উভয় রাজ্যেরই ধ্বংসসাধন করিলেন। তাঁহার দুর্দ্দান্ত সৈন্যগণ উভয় রাজ্যই লুণ্ঠন করিল। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে তিনি ৪০ সহস্র অশ্বারোহী লইয়া নাগপুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে ২৫ সহস্র পিণ্ডারী তাঁহার দলভুক্ত হইল। ইংরাজগবর্মেণ্ট তাঁহাকে এই ব্যবসায় হইতে নিবৃত্ত করিলে তাঁহার সেনাদল রাজপুতানায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া লুণ্ঠন আরম্ভ করিল।

১৮১৭ খৃষ্টাব্দে মার্কুইস অব্ হেষ্টিংস পিণ্ডারিদিগের দমনবাসনায় আমীরকে হোল্‌কর-প্রদত্তরাজ্যে স্থাপিত করিবার প্রস্তাব করিয়া তাঁহাকে সৈন্যদল বিদায় দিতে আদেশ করিলেন। প্রতিবাদ করা বিফল ভাবিয়া আমীর সম্মত হইলেন। তাঁহার অধিকাংশ যুদ্ধসামগ্রী ইংরাজগবর্মেণ্ট ক্রয় করিয়া লইলেন। আলিগড়, রামপুরবিভাগ ও রামপুরদুর্গ তাঁহাকে প্রদত্ত হইল। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে আমীরের মৃত্যু হয়।

আমীরের মৃত্যুর পর তৎপুত্র উজীর মহম্মদখাঁ এবং তাঁহার পর উজীর মহম্মদের পুত্র মহম্মদ আলিখাঁ টঙ্কের নবাব হন। ইনি জনৈক সামন্ত রাজার পরিবারবর্গের প্রতি অন্যায় অত্যাচারে প্রশ্রয় দানহেতু ইংরাজকর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হইলে, তাঁহার পুত্র বর্ত্তমান মহম্মদ ইব্রাহিম আলিখাঁ নবাবপদে প্রতিষ্ঠিত হন। ইঁহার সম্পূর্ণ নাম নবাব-সার মহম্মদ ইব্রাহিম-আলি-খাঁ-বাহাদুর সৈলতজঙ্গ, জি, সি, এস্, আই। নবাবকে কর দিতে হয় না। ইঁহার মান্যস্বরূপ ১৭টী তোপধ্বনি হয়। ইনি ৫৩টী কামান, ১১৫ জন গোলন্দাজ সৈন্য, ৫৩৬ অশ্বারোহী ও ২৮৮৬ জন পদাতিক রক্ষা করেন।

২ রাজপুতানার অন্তর্গত উক্ত তোঙ্করাজ্যের প্রধান নগর। অক্ষা° ২৬° ১০´ ৪২´´ উ°, দ্রাঘি° ৭৫° ৫০´ ৬´´ পূঃ। বনাস নদীর দক্ষিণকূলে একমাইল দূরে, জয়পুর ও বুন্দীনগরের প্রায় মধ্যপথে অবস্থিত। নগরের আয়তন বৃহৎ এবং চতুর্দ্দিকে প্রাচীরবেষ্টিত। এখানে মৃত্তিকানির্ম্মিত একটী দুর্গ আছে।

টঙ্কক (পুং) টঙ্কাতে টক ষঞ সংজ্ঞায়াং কন্। রজতমুদ্রা, তঙ্কা, চলিত কথায় টাকা। (অমরটী°)

টঙ্ককপতি (পুং) টঙ্ককস্য পতিঃ ৬তৎ। রূপকাধ্যক্ষ, টাঁকশালের অধিপতি (সারস্থ°)

টঙ্ককশালা (স্ত্রী) টঙ্ককস্য শালা ৬তৎ। মুদ্রাগৃহ, টাঁকশাল।

টঙ্কটাক (পুং) টঙ্কইব টীকতে টীক-ক। শিব। (ত্রিকা°)

টঙ্কণ (পুং) টক-ল্যু পৃষোদরাদিত্বাৎ পত্বং। ক্ষারবিশেষ, সোহাগা। পর্য্যায়—পাচনক, মালতীরজঃ, লোহশ্লেষণ, রসশোধন, টঙ্কণক্ষার, রঙ্গক্ষার, রসাধিক, লোহদ্রাবী, রসঘ্ন, সুভগ, রঙ্গদ, বর্ত্তুল, কনক, ক্ষার, মলিন, ধাতুবল্লভ,

মালতীতীরসম্ভব, দ্রাবী, দ্রাবক, লোহশুদ্ধিকারক, স্বর্ণপাচক। (রত্নমালা)। ইহার গুণ—কটু, উষ্ণ, কফ, স্থাবরাদি বিষ, কাশ ও শ্বাসনাশক। (রাজনি°) অগ্নি ও বাতপিত্তনাশক, রুক্ষ। (ভাবপ্র°) ইহার শোধনাদির বিষয় বৈদ্যকগ্রন্থে এই প্রকার লিখিত হইয়াছে,—অম্লদ্বারা ভাবনা দিয়া চূর্ণ করিয়া সকল কার্য্যে প্রয়োগ করিবে।

"অম্লেন ভাবিতং চূর্ণং সর্ব্বকার্য্যেষু যোজয়েৎ।" (বৈদ্যক)

প্রথমে টঙ্কণ কাঞ্জিক অম্লে নিক্ষেপ করিবে, পরে অম্ল হইতে তুলিয়া একদিন রৌদ্রে ভাবনা দিবে, তাহার পর নরমূত্র গোমূত্রের সহিত মিলিত করিয়া একদিন রাখিয়া দিবে, পরে তাহাকে জম্বীরের রসে ফেলিয়া ও তাহা হইতে তুলিয়া নারিকেলপাত্রে মরিচচূর্ণ সংযুক্ত করিয়া শীতল জলদ্বারা প্রক্ষালন করিবে। টঙ্কণ এই প্রকার হইলে বিশুদ্ধ হয় এবং ইহা সর্ব্বরোগে নিয়োগ করিতে পারা যায়।

ইহা অগ্নিকর, রুক্ষ, কফনাশক, রোচন ও লঘু। (রসচ°) (ভাবে প্লাট্) ২ ধাতুর যোজনভেদ, টাঁকা দেওয়া, পাইন দিয়া ঝালা। ৩ অশ্বভেদ।

"টঙ্কণখরমথরখণ্ডিতহরিতালপাংশুলেন।" (কাদম্বরী)

৪ দেশবিশেষ।

"কঙ্কট-টঙ্কণ-বনবাসি-শিবিক-কর্ণিকার কোঙ্কণাভীরাঃ।" (বৃহৎসংহিতা ১৪।১২)

টঙ্কণাদিবটী, বৈদ্যকোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী যথা—সোহাগার খই, শুঁঠ, গন্ধক, পারদ, বিষ, মরিচ, ইহাদের প্রত্যেক সমভাগ চূর্ণ মাদারের রসে মর্দ্দন করিয়া চণকপ্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা শীঘ্র অগ্নিদীপ্তিকর।

টঙ্কপতি (পুং) টঙ্কস্য পতিঃ ৬তৎ। টাঁকশালের কর্ত্তা।

টঙ্কপাণি, উড়িষ্যার একটী গ্রাম। এই গ্রামে ভুবনেশ্বরের মন্দিরের চতুর্দ্দিকস্থ ৪৫টী পুণ্যক্ষেত্রের মধ্যে একটী এবং কুণ্ডলেশ্বরের নিকটে পুরীর পথে অবস্থিত। কাহারও মতে তীর্থযাত্রীগণের ক্ষেত্রপরিক্রমণকালে এই স্থানও দর্শন করা কর্ত্তব্য।

টঙ্কবৎ (পুং) টঙ্ক অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য বঃ। পর্ব্বতভেদ।

"টঙ্কবন্তংশিখরিণং বন্দে প্রস্রবণং গিরিম্।"(রামা° ৩।৫৫।৪৪)

টঙ্কবিজ্ঞান (ক্লী) টঙ্কস্য বিজ্ঞানং ৬তৎ। নানাদেশীয় ও নানাকালীন টঙ্কপরিজ্ঞানার্থ বিদ্যা। [মুদ্রা দেখ।]

টঙ্কবিশোধন (ক্লী) টঙ্কস্য বিশোধনং ৬তৎ। মুদ্রার বিশুদ্ধি সম্পাদন, খাদমিশ্রিত টাকা খাঁটী করা।

টঙ্কশালা (স্ত্রী) টঙ্কস্য শালা ৬তৎ। টাঁকশাল। [টাঁকশাল দেখ।]

টঙ্কা (স্ত্রী) টঙ্ক্-অচ্-টাপ্। ১ জঙ্ঘা। (মেদি°) ২ তারাদেবী।

"টঙ্কারকারিণী টীকা টঙ্কা টঙ্কারিণী তথা।" (তারাসহস্রনাম)

৩ রাগিণীবিশেষ, ইহা সম্পূর্ণা, ত্রিষড়্জ ও আদি-মূর্চ্ছনাযুক্তা।

"শয্যা সুষুপ্তং নলিনীদলানাং বিয়োগিনী বীক্ষ্য বিষণ্ণচিত্তম্।
সুবর্ণবর্ণা গৃহমাগতা সা কান্তং ভজন্তী কিলটঙ্কসংজ্ঞা॥"(হনুমা°)

সুবর্ণবর্ণা বিয়োগবিধুরা রাগিণী গৃহে আগমন করিয়া নলিনীদলশয্যাতে নিদ্রিত কান্তকে বিষণ্ণচিত্ত দেখিয়া ভজনা করিলে টঙ্কসংজ্ঞা হয়।

স্বরগ্রাম—"স, ঋ, গ, ম, প, ধ, নি, স।" (হনুমা° স° সাগ°)

টঙ্কানক (পুং) টঙ্কং ক্রোধং আনয়তি উদ্দীপয়তি, টঙ্ক-অন্ ণিচ্-ণ্বুল্। ব্রহ্মদারুবৃক্ষ, চলিতকথায় বামণগাছা। (শব্দচ°)

টঙ্কার (পুং) টং চিত্ত-বিকৃতিং করোতি কৃ-কর্ম্মণ্যণ্। ১ বিস্ময়। ২ শিঞ্জিনীধ্বনি। ৩ ধনুকের ছিলার শব্দ। (মেদিনী)

টঙ্কারনৃত্যৎকল্লোলা টীকনীয়া মহাতটা।" (কাশীখ° ২৯।৬৯)

(কৃ-ঘঞ্ টং ইত্যব্যক্তশব্দস্য কারঃ করণং যত্র) ৪ ধ্বনিমাত্র।

"শৃগালোলূকটঙ্কারৈঃ প্রণেদুরশিবাঃ শিবাঃ।" (ভাগ° ৩।১৩।৯)

টঙ্কারকারিণী (স্ত্রী) টঙ্কারস্য কারিণী,কৃ-ণিনি-ঙীপ্। তারাদেবী।

"টঙ্কারকারিণী টীকা টঙ্কা টঙ্কারিণী তথা।" (তারাসহস্রনাম)

টঙ্কারী (স্ত্রী) টঙ্কং ঋচ্ছতি ঋ-কর্ম্মণ্যণ্ ততঃ ঙীষ্। বৃক্ষভেদ, চলিত কথায় টেকারী। ইহার ফলের গুণ—বাতশ্লেষ্ম, শোথ ও উদরব্যথানাশক, তিক্ত, দীপন, লঘু। (রাজনি°)

টঙ্কিত (ত্রি) টঙ্ক-ক্ত। ১ উল্লিখিত। ২ বদ্ধ, যাহা টাঁকা হইয়াছে। ৩ শব্দিত, যে ধনুকের ছিলার ধ্বনি হইয়াছে।

"নাকৃষ্টং ন চ টঙ্কিতং ন নমিতং নোত্থাপিতং স্থানতঃ।" (উদ্ভট)

টঙ্গ (পুং ক্লী) টঙ্ক পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। খনিত্র, খননাস্ত্র। ২ পরশু, টাঙ্গী। ৩ জঙ্ঘা। (মেদিনী) ৪ টঙ্গন, সোহাগা। (শব্দচ°) ৫ পরিমাণবিশেষ, চারি মাষায় এক ঙ্গ হয়। (বৈদ্যক)

টঙ্গণ (পুং ক্লী টঙ্কণ-পৃষোদ° সাধুঃ। টঙ্কণ, সোহাগা।

টঙ্গিনী (স্ত্রী) টক-ণিনি পৃষোদ° সাধুঃ। বৃক্ষবিশেষ, আকনাদি।

টটাটিটী (দেশজ) সামান্যরূপ, তুচ্ছ।

টট্টনী (স্ত্রী) টট্টেতি শব্দং নয়তি নী-ড গৌরা° ঙীষ্। জ্যেষ্ঠী, জেঠী। টিকটিকী। [জ্যেষ্ঠী দেখ।]

টট্টরী (স্ত্রী) টট্টেতি শব্দং বাতি রা-ক গৌরাদি° ঙীষ্। ১ পটহবাদ্য, ঢাকের বাদ্য। ২ লম্বাবাক্য। ৩ মিথ্যাবাক্য। (মেদিনী)

টট্টা (বা ঠট্টা), ১ বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত সিন্ধুপ্রদেশে করাচি জেলার ঝিরক উপবিভাগের একটী তালুক। পরিমাণফল ১৩২৩ বর্গমাইল। অধিবাসীর মধ্যে অধিকাংশই মুসলমান।

২ সিন্ধুপ্রদেশে করাচি জেলার অন্তর্গত উক্ত টট্টা তালুকের প্রধান নগর। অক্ষা° ২৪° ৪৪´ উঃ, দ্রাঘি° ৬৮° পূঃ।

অধিবাসীগণ নগর টটো বলে। এই নগর সিন্ধুনদীর ৭ মাইল পশ্চিমে করাচি নগরের ৫০ মাইল পূর্ব্বে এবং হিরকনগরের ৩২ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে মাকলী পর্ব্বতের একপ্রান্তে অবস্থিত।

পূর্ব্বে নগরের চারিদিক্ সিন্ধুনদের জলে প্লাবিত হইত। এখনও বন্যার পর অনেক ঝিল খাল প্রভৃতিতে জল রহিয়া যায়, ক্রমে তাহা পচিয়া বায়ু দূষিত করিয়া জ্বর প্রভৃতি রোগ উৎপাদন করে। এই সকল কারণে টট্টার জলবায়ু অস্বাস্থ্যকর বলিয়া বিখ্যাত।

সিন্ধু-পঞ্জাব-দিল্লী রেলওয়ের জঙ্গশাহী ষ্টেসন হইতে টট্টা ১৩ মাইল দূরবর্ত্তী। ইহার মধ্যবর্ত্তী পথ সুন্দর বাঁধান ও সুগম। এখানে একজন মুখ্তিয়ারকার ও তপ্পাদারের আফিস এবং থানা আছে। এতদ্ভিন্ন গবর্মেণ্ট-বিদ্যালয়, ডাকঘর, দাতব্য-ঔষধালয় এবং একটী জেলখানা আছে। সন্নিহিত মাকলী পর্ব্বতে প্রসিদ্ধ গোরস্থান, তাহার অনতিদূরে ফৌজদারী আদালত এবং ডেপুটিকালেক্টরের বাঙ্গলা আছে।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে টট্টা বহুজনপূর্ণ বাণিজ্য-শিল্পাদিযুক্ত এক বৃহৎ নগর ছিল। ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে এক ভীষণ মহামারীতে ইহার প্রায় ৮০ সহস্র অধিবাসী প্রাণত্যাগ করে। ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে পারস্যরাজ নাদিরশাহের টট্টা-প্রবেশকালে তথায় ৪০ সহস্র তন্তুবায়, ২০ সহস্র অন্যান্য শিল্পজীবী এবং ৬০ সহস্র অপর অধিবাসী বাস করিত। কিন্তু ভারতীয় নৌসেনাদলের কাপ্তেন জে উড অনুমান করেন, ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে টট্টার অধিবাসী ১০ সহস্রের অধিক ছিল না। টট্টার বর্ত্তমান বাণিজ্য ও শিল্প পূর্ব্বের তুলনায় নাম মাত্র। সম্প্রতি অল্পপরিমাণে লুঙ্গী পট্ট, কার্পাস-বস্ত্র এবং ছিট প্রস্তুত হয়, কিন্তু মাঞ্চেষ্টারের প্রতিযোগিতায় তাহারও দুর্দ্দশা উপস্থিত। আমদানীর মধ্যে শস্য, ঘৃত, চিনি ও রেসম এবং রপ্তানীর মধ্যে কার্পাস, রেসম-বস্ত্র, শস্য এবং চর্ম্ম প্রধান।

টট্টা নগরে অনেক প্রাচীন কীর্ত্তি বিদ্যমান আছে। তন্মধ্যে ইহার দুর্গ ও জুমামসজিদ উল্লেখযোগ্য। এই নগর অতি প্রাচীন। ১৫৫৫ খৃঃ অব্দে পর্ত্তুগীজ দস্যুগণ এই নগর লুণ্ঠন করে। ১৫৫২ খৃষ্টাব্দে অকবর সিন্ধুপ্রদেশ আক্রমণকালে এই নগর উৎসন্ন করেন।

সম্রাট্ শাহজহান জাহাঙ্গীরের নিকট হইতে পলায়নকালে টট্টার মস্‌জিদে উপাসনা করিয়াছিলেন। ইহার কৃতজ্ঞতা-স্বরূপ তিনি প্রায় ৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তথায় জুমামস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিয়া দেন। অধিবাসীগণ চাঁদা তুলিয়া এবং গবর্মেণ্টের সাহায্যে মেরামত করিয়া ঐ মস্‌জিদ আজও সুন্দর রাখিয়াছে। টট্টার নিকটে মাকলীপর্ব্বতে বহুবিস্তীর্ণ ও বহু প্রাচীন বিখ্যাত গোরস্থান আছে।

টট্টর (পুং) টট্ট্ ইত্যব্যক্তশব্দং রাতি রা-ক। ভেরীর শব্দ।

টড্, (কর্ণেল জেমস্ টড) বহুকাল রাজপুতনায় (উদয়পুরে) ইংরাজরেসিডেণ্টরূপে বাস করেন। রাজপুতনায় অবস্থান-কালে ইনি রাজপুতজাতির বীরত্বে ও মহত্বে মোহিত হইয়া এই জাতির ইতিবৃত্ত অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন এবং বহুপরিশ্রমের পর বিখ্যাত "রাজস্থানের ইতিবৃত্ত" নামক পুস্তক প্রণয়ন করেন। রাজপুতনায় দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়া কর্ণেল টড রাজপুতদিগের রীতিনীতি, আচারব্যবহার, সভ্যতা, সৌজন্য প্রভৃতি সমস্ত বিশেষরূপে বিদিত হইয়া তাঁহাদিগের গুণের বিশেষ পক্ষপাতী হইয়া উঠেন। তিনি রাজপুতদিগেরও প্রিয় ও পূজ্য ছিলেন; নরপতিগণ তাঁহাকে পরম হিতৈষী বন্ধু বলিয়া জ্ঞান করিতেন।

টনক (দেশজ) স্মৃতিস্থান, জ্ঞানের আসন। যথা, "কপালে টনক নড়ে, হাত হইতে হাতা পড়ে।"

টন্‌টনানি (দেশজ) জ্বালাবিশেষ, বেদনা।

টপ্ (দেশজ) ফোঁটা ফোঁটা জলপতনের শব্দ।

টপাটপ্ (দেশজ) ১ বিলম্ব না করিয়া, শীঘ্র শীঘ্র। ২ বিন্দু বিন্দু পড়া।

টপ্‌কানি (দেশজ) লাফাইয়া পড়া।

টপ্‌খেয়াল (দেশজ) খেয়াল এবং টপ্পা এই উভয়বিধ গীতের প্রণালী অবলম্বন করিয়া মিশ্রপ্রণালীতে যে গীত করা যায়।

টপ্পা (হিন্দী) ১ পরগণা অপেক্ষা ক্ষুদ্র দেশ বা বিভাগ; ইহাতে এক বা ততোধিক গ্রাম থাকে। ২ একপ্রকার সঙ্গীত।

টম্‌টম্, দুই চাকার খোলা ঘোড়ার গাড়ীবিশেষ।

টলন (ক্লী) টল-ভাবে ল্যুট্। বিক্লব, বিচলিত হওন, টলা, স্খলন।

টলা (দেশজ) বিচলিত হওয়া।

টলিত (ত্রি) টল-ক্ত। বিচলিত, যে টলিয়াছে।

টলেমি, একজন বিখ্যাত গ্রীক-জ্যোতির্ব্বিদ্ গণিতজ্ঞ ও ভৌগোলিক পণ্ডিত। ইহার প্রকৃত নাম ক্লডিয়াস্ টলেমিয়াস্। ইনি ১৩৯ খৃষ্টাব্দে মিসরে প্রাদুর্ভূত হন এবং সম্ভবতঃ ১৬১ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন, এতদ্ব্যতীত তাঁহার জীবনীসম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় নাই, কিন্তু তাঁহার রচিত জ্যোতিষ, ভূগোলবিদ্যাবিষয়ক বহুসংখ্যক পুস্তক অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, এবং বহুকাল পর্য্যন্ত সমগ্র য়ুরোপে ও আরব প্রভৃতি স্থানে অভ্রান্ত এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া সমাদৃত হইয়াছিল। ইনি ব্রহ্মাণ্ডসম্বন্ধে যে মত প্রচার করেন তাহা অদ্যাপি টলেমীর

মত বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাঁহার মতে, পৃথিবী ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যস্থলে অবস্থিত এবং সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ ও নক্ষত্রসমন্বিত জ্যোতিষ্কমণ্ডল ২৪ ঘণ্টায় একবার পৃথিবীর চারিদিকে আবর্ত্তন করিতেছে। টলেমী গ্রহগণের গতিসম্বন্ধে এক নূতন মত এবং চন্দ্রের ভুজান্তরসংস্কার (Evection) আবিষ্কার করেন। তাঁহার মতের বিশেষত্ব কিছু নাই, ইহাতে জ্যোতিষ্কগণের প্রত্যক্ষ যেরূপ গতিবিধি দৃষ্ট হয়, তাহাই বৈজ্ঞানিক-প্রণালীতে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে মাত্র। ইহাতে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুপদার্থ মৃত্তিকা সর্ব্বপ্রথমে অবস্থিত। মৃত্তিকার উপর অপেক্ষাকৃত লঘুতর পদার্থ জল, তৎপরে বায়ুরাশির স্তর এবং বায়ুরাশির পরে তেজোরাশি অবস্থিত। তেজ বা অগ্নির পর ইথর নামক সূক্ষ্ম পদার্থ অনন্তস্থান ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছে। এই ইথরের মধ্যে বা বাহিরে বহুসংখ্যক স্বচ্ছ স্তর-মণ্ডল পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে বহুদূর উপর্য্যুপরি অবস্থান করিতেছে। এই সকল স্তরে প্রত্যেকে এক একটী জ্যোতিষ্ক অবস্থিত, উহা স্তরের আবর্ত্তনের সহিত পৃথিবীর চারিদিকে আবর্ত্তন করে। এই সকল স্তরের মধ্যে চন্দ্রমণ্ডলের অবস্থান-স্তরে পৃথিবী সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী, তৎপরে বুধ, শুক্র, সূর্য্য, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি এবং নক্ষত্রগণের স্তরমণ্ডল যথাক্রমে দূরবর্ত্তী। টলেমীর পরবর্ত্তী জ্যোতির্ব্বিদগণ ক্রান্তিপাতগতি ব্যাখ্যার নিমিত্ত ঘূর্ণামান নবম মণ্ডল এবং দিবারাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধি বুঝাইবার জন্য দশম মণ্ডলের কল্পনা করেন। এই দশম মণ্ডলই ২৪ ঘণ্টায় পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমদিকে একবার আবর্ত্তন করে এবং নিজ গতি দ্বারা অন্যান্য মণ্ডলের গতি উৎপাদন করে। ইহাকে প্রাইমাম মোবিলি (Primum mobile) অর্থাৎ গতির আদিকারণ কহে। কিন্তু টলেমী-মতাবলম্বী জ্যোতির্ব্বিদগণ এই সকলের মণ্ডলের কল্পনা করিয়াও প্রত্যক্ষ ঘটনাসকলের সূক্ষ্ম ও বিশদ ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই। তাঁহারা সূর্য্যের গতির হ্রাস-বৃদ্ধি বুঝাইবার জন্য পৃথিবীকে সূর্য্যাশ্রিত মণ্ডলের কেন্দ্র হইতে একপার্শ্বে অবস্থিত বলিতেন। সূর্য্য অপেক্ষাকৃত নিকটে আসিলে ইহার গতি বৃদ্ধি এবং দূরে থাকিলে গতির হ্রাস হইবে। গ্রহগণের বক্র এবং বিপরীতে গতি বুঝাইতে বলা হইত ইহারা নিজ নিজ স্তরে একটী স্থির বিন্দুর চতুর্দ্দিকে বৃত্তপথে পরিভ্রমণ করে এবং এইরূপ অবস্থায় নিজ আশ্রয়-স্তরমণ্ডলের গতি দ্বারা পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ভ্রামিত হয়। স্তরস্থ বৃত্তের ভিতরের অর্দ্ধাংশে অবস্থানকালে গ্রহের গতি একদিকে এবং বাহিরের অর্দ্ধাংশে অবস্থানকালে বিপরীত দিকে হইয়া থাকে। এইরূপে নানারূপ জটিল ও দুর্ব্বোধ্য নিয়ম কল্পনা দ্বারা জ্যোতিষবিষয়ক তত্ত্বসকল ব্যাখ্যাত হইতে লাগিল। অবশেষে কোপার্ণিকাস ঐ সমস্ত ভ্রান্তমতের উচ্ছেদ করিয়া জগৎসংক্রান্ত বিশুদ্ধ মত আবিষ্কার করিলেন। এতাবৎকাল পর্য্যন্ত যে, টলেমীর মত অভ্রান্ত বলিয়া সমাদৃত হইয়া আসিতেছিল, তাহা এখন ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইল।

ফলিত-জ্যোতিষ-সম্বন্ধেও টলেমীর গ্রন্থ বহুসমাদরে সর্ব্বত্র গৃহীত হইয়াছিল।

জ্যোতিষের ন্যায় টলেমী-প্রণীত ভূগোলশাস্ত্র খৃষ্টীয় ১০শ শতাব্দী পর্য্যন্ত সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভূগোল বলিয়া পরিচিত ছিল। তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভূগোললেখকদিগের মতের উৎকর্ষসাধন ও পরিবর্ত্তন করিয়া তৎকালপরিচিত পৃথিবীখণ্ডের বিবরণ ২২টী মানচিত্রসহ লিপিবদ্ধ করেন। টলেমীর জ্ঞাত ভূভাগ পশ্চিমে কেনারিদ্বীপ হইতে পূর্ব্বে ভারতবর্ষের পূর্ব্বস্থ শ্যাম, মলয় ও চীন পর্য্যন্ত এবং উত্তরে নরওয়ে হইতে দক্ষিণে নিরক্ষরেখা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। তিনি নিজ ভূগোল ৮ অধ্যায়ে বিভক্ত করিয়া পশ্চিম হইতে যথাক্রমে পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সমস্ত জনপদের বর্ণনা করিয়াছেন। প্রত্যেক স্থানের অক্ষান্তর ও দ্রাঘিমান্তর দেওয়া হইয়াছে। টলেমী কেনারিদ্বীপ হইতে দ্রাঘিমান্তর গণনা করেন এবং নিরক্ষরেখাকে আরও ১০° অংশ দক্ষিণে স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার প্রদত্ত দ্রাঘিমান্তর ও অক্ষান্তরও অনেকস্থলে ঠিক নাই। তিনি নিজ বর্ণিত ভূভাগকে ১৮০° অর্থাৎ গোলার্দ্ধ ধরিয়াছেন, বস্তুতঃ উহা ১২০°র অধিক নহে।

টলেমী (সোটার), প্রিয়দর্শির অনুশাসনপত্রে ইনি তুরময় নামে বর্ণিত। ইহার উপাধি সোটার অর্থাৎ পরিত্রাতা। সাধারণে ইহাকে লেগাসের পুত্র বলিত, কিন্তু মাকদনীয়েরা ইহাকে ফিলিপের পুত্র ও মিণ্ডার পৌত্র জানিত, বাস্তবিক ইহার মাতার যখন পুত্র হইয়াছিল, তখন ফিলিপ তাঁহাকে লেগাসের করে সমর্পণ করেন।

টলেমী প্রথমে মহাবীর আলেকসান্দরের একজন সেনাপতি ছিলেন, এই কার্য্যে তিনি অনেক সুখ্যাতিলাভ করেন। মহাবীর আলেকসান্দরের মৃত্যুর পর ইজিপ্টরাজ্য টলেমির হস্তগত হয়; তৎকালে ইজিপ্ট গ্রীকসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকিলেও টলেমী স্বাধীন করিয়া লইলেন। আলেকসান্দর ক্লিওমেনেস্‌কে ইজিপ্টের ছত্রপতি নিযুক্ত করেন। টলেমী তাঁহাকে বিনাশ করিয়া রাজ্য অধিকার করিলেন। তাঁহার বিস্তর অর্থ ছিল, সেই অর্থবলে বলীয়ান্ হইয়া, টলেমী ক্রমে সিরিয়া ও আরবের কিয়দংশ অধিকার করিলেন।

৩২১ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে পারদিকাস্ ইজিপ্ট আক্রমণ করেন, কিন্তু তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর

টলেমী সিলো-সিরিয়া, ফিনিকীয়া, জুদিয়া ও সাইপ্রাস্‌দ্বীপ অধিকার করিয়া বসিলেন। আলেক্‌সান্দ্রিয়ানগরে তাঁহার রাজধানী স্থাপিত হইল। এখানে তিনি পোতবাহীদিগের সুবিধার জন্য বন্দরের উপর একটী বৃহৎ আলোকগৃহ নির্ম্মাণ করাইলেন। য়ুরোপের যাবতীয় বাণিজ্যদ্রব্য এইখান দিয়া এসিয়ার নানাস্থানে রপ্তানী হইতে লাগিল।

টলেমী তৎপরে নীলনদ হইতে একটী সুবৃহৎ খাল খনন করিয়া ভূমধ্যস্থ সাগরের সহিত যোগ করিয়া দিয়াছিলেন। ঐ খাল দৈর্ঘ্যে ৩৬ মাইল, বিস্তার ১০০ ফিট্ ও ৩০ ফিট্ গভীর।

টলেমীর সময়ে আলেক্‌সান্দ্রিয়ার সুখসমৃদ্ধির খ্যাতি দিগ্‌দিগন্তে প্রচারিত হইয়াছিল। তাঁহার সময়ে পালেস্তাইনের য়িহুদিগণ উত্ত্যক্ত হইয়া আলেক্‌সান্দ্রিয়ানগরে গিয়া বাস করিয়াছিল। টলেমি গ্রীক ও মিসরদেশবাসীদিগকে এক ধর্ম্মসূত্রে আবদ্ধ করিতে যত্নবান হইয়াছিলেন। তাঁহারই অনুগ্রহে য়িহুদিগণ আলেকসান্দ্রিয়ানগরে আইসিস্ ও জুপিটার দেবের মন্দির স্থাপন করিয়াছিল।

২৮৩ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে টলেমী ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তিনি যতকাল জীবিত ছিলেন, রাজ্যের উন্নতির জন্য সর্ব্বদাই চেষ্টা করিতেন। তিনি বিদ্যোৎসাহী ও বিজ্ঞান-প্রিয় বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন। এণ্টিপেটারের কন্যা ইয়ুরিডিসের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়, তাঁহার গর্ভে অনেক পুত্রসন্তান জন্মিলেও আপন কনিষ্ঠ পুত্র টলেমী ফিলাডেলফাস্‌কে রাজ্য দিয়া যান।

২ উপাধি—ফিলাডেলফাস্ অর্থাৎ ভ্রাতৃপ্রিয়। ইনি ২৮৩ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই আপনার দুই সহোদরের প্রাণবিনাশ করেন, সেই জন্য ইনি ফিলাডেলফাস্ অর্থাৎ ভ্রাতৃপ্রিয় এই বিদ্রূপাত্মক উপাধি প্রাপ্ত হন। পিতার জীবনকালেই ইনি রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন। কাহারও মতে, ২৮৭ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে ইনি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হন। ইনি বাণিজ্য ও বিদ্যার প্রকৃত উৎসাহদাতা ছিলেন। ইনিও দিওনিসিয়াস্‌কে ভারতপরিদর্শন করিতে পাঠান। ভূমধ্যস্থ ও লোহিতসাগরে টলেমীর শত শত নৌকা ভাসিত। হরমোস্‌বন্দরে বিপদ্‌পাত হওয়ায় বেরেনিসে বন্দরস্থাপনের জন্য একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। এখানে ভারতীয় বাণিজ্য-পোত সকল নিরাপদে থাকিত। এই নূতন পথে ক্রমেই বাণিজ্য বৃদ্ধি হইয়াছিল। আলেক্‌সান্দ্রিয়নগরীও সেই সঙ্গে সমধিক শ্রীসম্পন্ন ও প্রসিদ্ধ হইল। তাঁহার প্রধান গ্রন্থাধ্যক্ষ দিমিত্রিয়াস্ ফিলরেয়েসের অনুরোধে তিনি অরীষ্টিয়া নামক এক য়িহুদী পণ্ডিতকে জেরুজিলামে প্রেরণ করেন এবং তথাকার প্রধান যাজককে একখানি বাইবেলের পুঁথি ও ১২ জন দোভাষী পাঠাইতে অনুরোধ করেন। ইহারই সময়ে হিব্রুবাইবেল্ গ্রীকভাষায় অনুবাদিত হয়।

টলেমী ফিলাডেলফাস্ বর্ত্তমান সুয়েজখালের নিকটবর্ত্তী আর্‌সেনো হইতে নীলনদের পেলুসিয়াক্ শাখা পর্য্যন্ত একটী খাল কাটাইয়াছিলেন। ২৫৬ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে ইহার মৃত্যু হয়।

টলেমী ইউয়ারগেতিস্, টলেমী ফিলাডেল্‌ফাসের পুত্র ও উত্তরাধিকারী। ইনি সিরিয়া ও সাইলেসিয়ার অনেক স্থান আপন রাজ্যভুক্ত করেন। ইহার দিগ্বিজয়কালে শত্রুগণ সুবিধা পাইয়া ইজিপ্ট আক্রমণ করে, কিন্তু ইহার আগমনে অতি শীঘ্রই বিদ্রোহানল নির্ব্বাপিত হয়। অন্তিয়োকের পত্নী ইহার ভগিনী। তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে ইনি তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য অন্তিয়োকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ইঁহার সুশাসনগুণে ইনি ইউয়ারগেতিস্ অর্থাৎ পরোপকারী এই উপাধি প্রাপ্ত হন। ২২১ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে পুত্রের বিষপ্রয়োগে ইহলোক পরিত্যাগ করেন, ইঁহার পুত্রের নাম টলেমী ফিলোপিতৃস্ অর্থাৎ পিতৃহন্তা। এই দুর্বৃত্ত পিতামাতা ও অপরাপর আত্মীয়বর্গকে বিষপ্রয়োগে বিনাশ করিয়া পিতৃসিংহাসন অধিকার করে। য়িহুদি জাতি তাঁহার অতিশয় প্রিয় হইয়াছিল, ২০৪ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

রেনেল্ সাহেবের মতে উপরোক্ত টলেমী রাজগণের রাজত্বকালে মিসরবাসীগণ পাটলীপুত্র অবধি অভিযান করিয়াছিল।

টল্‌টল (দেশজ) চঞ্চল, নড় নড়।

টল্‌দা (দেশজ) লতাবিশেষ। (Babusa talda)

টল্‌মল্ (দেশজ) নড়া, কাঁপা।

টল্‌মলিয়া (দেশজ) ইতস্ততঃ নড়া।

টল্‌বা (দেশজ) অস্থির।

টবর্গ (পুং) ব্যাকরণের সংজ্ঞান্তর্গত তৃতীয় বর্গ, ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, এই কয়টী বর্ণ লইয়া টবর্গ।

টবর, (হিন্দী টাবর) ১ পুষ্করিণী, জলাশয়। ২ কুটীর। ৩ জ্ঞাতি কুটুম্ব পরিবার।

"আপন টবর নিয়া, বসিল অনেক মিঞা।
কেহ নিকা, কেহ করে বিয়া॥" (কবিক°).

টহল (দেশজ) ভিক্ষার জন্য গান করিয়া পরিভ্রমণ।

টহলদার, যে গান করিয়া বেড়ায়।

টহলন (দেশজ) ১ গান করিতে করিতে পর্য্যটন। ২ অশ্বাদির শ্রম-নিবারণের জন্য শনৈঃশনৈঃ পাদবিহরণ।

টহলা (দেশজ) এদিক্ ওদিক্ ভ্রমণ।

টহলানিয়া (দেশজ) গোলমাল করা।

টহলিয়া (দেশজ) টহলদার।

টা (স্ত্রী) টলতি প্রলয়ে ভূকম্পাদৌ বা টল-ডঃ টাপ্‌। পৃথিবী।

টাউরাণ (দেশজ) শীতে কম্পমান।

টাঁকিন (দেশজ) ১ দ্রব্যের প্রতি দাম লিখিয়া দেওন। ২ সেলাই করণ। ৩ কোন বিষয়ের ভবিষ্যৎ বলা।

টাঁকনিয়া (দেশজ) ১ দ্রব্যের প্রতি দাম লিখিয়া দেওয়া। ২ সেলাই করিয়া দেওয়া।

টাঁকশাল (সংস্কৃত টঙ্কশালা শব্দের অপভ্রংশ) মুদ্রা প্রস্তুতের কারখানা।

অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষে স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্রাদির মুদ্রা ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। নানাস্থানে প্রাচীন হিন্দুরাজগণের নামাঙ্কিত বহুসংখ্যক মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। ঐ সমস্ত মুদ্রার আকার, পরিমাণ, বিশুদ্ধতা প্রভৃতি অতি বিসদৃশ। ঐ সকল মুদ্রাদৃষ্টে সহজেই প্রতীত হয় যে, তাৎকালিক নরপতিগণ নিজ নিজ রাজকীয় টঙ্কশালায় আপানার রাজ্যের নিমিত্ত মুদ্রা প্রস্তুত করিতেন। আলেক্‌সাণ্ডারের সময় হইতে ইংরাজাধিকারের সময় পর্য্যন্ত যে কত বিভিন্ন প্রকার মুদ্রা ভারতের নানাস্থানে প্রচলিত হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা করা যায়না। মূল্য, পরিমাণ, আকার ও গঠনের পারিপাট্য প্রভৃতি প্রায়ই ভিন্ন ভিন্ন। [মুদ্রা দেখ।]

রাজগণ ব্যতীত অপর কাহারও মুদ্রা প্রস্তুতের অধিকার ছিল না। রাজকীয় টঙ্কশালায় শিল্পিগণ হস্তদ্বারা এক একটী করিয়া মুদ্রা প্রস্তুত করিত। বলা বাহুল্য প্রাচীন হিন্দুরাজগণের যে সকল মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের স্বর্ণ রৌপ্যাদি অতি বিশুদ্ধ হইলেও উহাদের গঠন হস্তদ্বারা নির্ম্মিত বলিয়া ততদূর সুন্দর নহে। সম্ভবতঃ মুদ্রার সৌন্দর্য্যসাধনে তাঁহাদিগের তাদৃশ যত্ন না থাকাই তাহার কারণ হইবে।

আলেক্‌সান্দারের আগমনের পর পঞ্জাব ও আফগানিস্থানে তাঁহার স্থাপিত নগর সকলের শাসনকর্ত্তাগণ গ্রীক-অক্ষরে মুদ্রা অঙ্কিত করিতেন। পরবর্ত্তী শাসনকর্ত্তাগণ গ্রীক ও দেশীয় উভয় ভাষাই ব্যবহার করেন।

মোগল সম্রাট্‌গণ মুদ্রার সৌন্দর্য্য ও উৎকর্ষবিধানে সম্যক্‌ যত্ন করেন। ভারতবর্ষ-বিলুণ্ঠিত সুবর্ণরাশি দিল্লী ও আগরার রাজকীয় টঙ্কশালায় মুসলমান-মুদ্রায় পরিণত হইয়া দেশে দেশে প্রচলিত হইল। বলা বাহুল্য মোগল সম্রাট্‌দিগের সময়েই ভারতবর্ষের বহুবিস্তৃত স্থানে দিল্লীস্থ টঙ্কশালার মুদ্রা প্রচলিত হয়।

সম্রাট্‌ অক্‌বরের সময়ে মোগল-সাম্রাজ্যের ৪২টী নগরে টাঁকশাল ছিল। ঐ সমস্ত টাঁকশালে যে যে স্থানে যে যে প্রকার মুদ্রা প্রস্তুত হইত, তাহা নিয়ে উল্লেখ করা যাইতেছে।

১ম, দিল্লী, বাঙ্গালা, গুজরাটস্থ আহ্মদাবাদ ও কাবুল এই চারি স্থানের টাঁকশালে স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র তিন প্রকার ধাতুরই মুদ্রা প্রস্তুত হইত।

২য়, আলাহাবাদ, আগরা, উজ্জয়িনী, সুরাট, দিল্লী, পাটনা, কাশ্মীর, লাহোর, মুলতান ও তাণ্ডা এই দশ স্থানের টাঁকশালে কেবল রৌপ্য ও তাম্রমুদ্রা প্রস্তুত হইত।

৩য়, আজমীর, অযোধ্যা, আটক, অল্‌বার, বদাউন, বারাণসী, ভাকর, বহিরা, পাটন, জৌনপুর, জালন্ধর, হরিদ্বার, হিসার, ফিরজা, কল্পী, গোয়ালিয়র, গোরক্ষপুর, কলানুর, লক্ষ্ণৌ, মাণ্ডু, নাগর, সরহিন্দ, শিয়ালকোট, সরোঞ্জ, শাহরাণপুর, সারঙ্গপুর, সম্বল, কনৌজ ও রন্তস্তর (রণস্তম্ভপুর) এই বিংশতি নগরের টাঁকশালে কেবল তাম্রমুদ্রা প্রস্তুত হইত।

এই সকল টাঁকশালে যে সকল কর্ম্মচারী, শিল্পী ও মজুর প্রভৃতি থাকিত, তাহাদের নাম ও কার্য্য সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে।

১ দারোগা। ইনি টাঁকশালার কার্য্যাধ্যক্ষস্বরূপ এবং প্রত্যেকের কার্য্য পরিদর্শন করিতেন। সর্ব্ববিষয়ে নিপুণ ও তীক্ষ্ণদৃষ্টি এবং ন্যায়পর ব্যক্তিই এই পদে নিযুক্ত হইতেন।

২। শিরাফী বা শরাফ—স্বর্ণপরীক্ষক, ইনি স্বর্ণরৌপ্যাদির বিশুদ্ধতা-পরীক্ষা করিয়া দিতেন। ইহার উপর মুদ্রার উৎকর্ষাপকর্ষ নির্ভর করিত, সুতরাং সুনিপুণ ও ন্যায়পর ব্যক্তিই এই পদের যোগ্য।

৩ আমিন। দারোগার সহকারী।

৪ মুশরিফ। দৈনন্দিন ব্যয়ের হিসাবরক্ষক।

৫ মহাজন। ইনি স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র ক্রয় করিয়া টাঁকশালে যোগাইতেন।

৬ কোষাধ্যক্ষ। ইনি আয়ব্যয় ও লাভের হিসাব রাখিতেন।

৫ম ব্যতীত উপরোক্ত সকল কর্ম্মচারীই আহদী অর্থাৎ ১ম শ্রেণীর কর্ম্মচারী মধ্যে গণ্য হইতেন।

৭ ওজন-সরকার। এই ব্যক্তি সমস্ত মুদ্রা সুন্দররূপে ওজন করিত।

৮ ধাতু গলাইবার লোক। এই ব্যক্তি মিশ্র স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র গলাইয়া বাট প্রস্তুত করিত।

৯ মিশ্র স্বর্ণ-রৌপ্যাদির চাক্তি প্রস্তুত করিবার লোক। এ ব্যক্তি স্বর্ণাদির চাক্তি প্রস্তুত করিয়া শরাফকে দেখাইত। শরাফ বা স্বর্ণপরীক্ষক উপযুক্ত বোধ করিলে ঐ সকল বিশোধন করিবার অনুমতি দিতেন। মিশ্রিত সোরা ও ইষ্টকচূর্ণ মধ্যে ঐ সকল চাক্তি ঘুঁটের আগুনে বহুবার পোড়াইয়া শুদ্ধ করা হইত।

১০ বিশুদ্ধ ধাতু গলাইবার লোক। এ ব্যক্তি উপরোক্ত বিশোধিত চাক্তি সকল গলাইয়া বাট প্রস্তুত করিত।

১১ জরাবো। এই ব্যক্তি প্রস্তুত বাট কাটিয়া মুদ্রার আকার ও পরিমাণানুযায়ী খণ্ড প্রস্তুত করিত।

১২ খোদকার। এই ব্যক্তি ইস্পাতের উপর চিত্র ও অক্ষরাদি খোদিত করিয়া মুদ্রার জন্ত ছাঁচ প্রস্তুত করিত। অক্‌বরের সময়ে দিল্লীনিবাসী মৌলনা আলি-আহ্মদ নামে একজন অতি সুদক্ষ খোদকার ইস্পাতের ছাঁচ প্রস্তুত করিত।

১৩ সিক্কাচি। এই ব্যক্তি গোলাকার ধাতুখণ্ড লইয়া দুইটী ছাঁচের মধ্যে ধরিত, এবং অপর একব্যক্তি (পাটকুচি) হাতুড়ির আঘাতে ঐ ধাতুখণ্ডে মুদ্রাঙ্কিত করিত।

১৪ সব্বাক। বিশুদ্ধ রৌপ্যের খোল প্রস্তুত করিত।

১৫ কুর্ণকুব। এই ব্যক্তি বিশুদ্ধ রৌপ্যের পাতা পোড়াইয়া হাতুড়ি দ্বারা পিটিতে থাকিত। যতক্ষণ উহাতে সীসার গন্ধ মাত্র থাকে, ততক্ষণ এইরূপ পুনঃপুনঃ করা হইত।

১৬ কস্‌নিগীর। এই ব্যক্তি স্বর্ণ ও রৌপ্য বিশুদ্ধ কি না পরীক্ষা করিত এবং বিশুদ্ধ না হইলে ইচ্ছানুযায়ী বিশুদ্ধ করিয়া লইত।

১৭ নিয়ারিয়া। এই ব্যক্তি খাঁক অর্থাৎ স্বর্ণাদির ক্লেদ ধুইয়া উহা হইতে স্বর্ণ পৃথক্ করিয়া লইত।

স্বর্ণ-রৌপ্যাদি বিশুদ্ধ করিতে তাম্র, সীসা প্রভৃতি ধাতু এবং গন্ধক সোহাগা প্রভৃতি ব্যবহৃত হইত।

১৮ পানিবার কড়াল অর্থাৎ মিশ্রিত রূপার গাদ গলাইয়া রূপা বাহির করিয়া লইত।

১৯ পাইকার। নগরস্থ স্বর্ণকারদিগের নিকট হইতে খাঁক এবং ধূলা প্রভৃতি ক্রয় করিয়া উহা হইতে স্বর্ণরৌপ্য পৃথক্ করিয়া লইত।

২০ নিকোইবালা। পুরাতন তাম্রমুদ্রা সংগ্রহ করিয়া গালাইত।

২১ খক্‌শো। উল্লিখিত ব্যক্তিগণ যথানিয়মে স্বর্ণরৌপ্যাদি বিশুদ্ধ করিয়া লইলে খক্‌শো টাঁকশালা ঝাঁটাইয়া ধূলা বাড়ী লইয়া যায় এবং উহা হইতে স্বর্ণরৌপ্যাদি বাহির করিত। ইহারাও এই উপায়ে বিস্তর উপার্জ্জন করিত।

সম্রাট্ অক্‌বরের সময়ে মুদ্রাদি অতি বিশুদ্ধ স্বর্ণরৌপ্যে নির্ম্মিত হইত। তিনি উৎকৃষ্ট শিল্পিগণ নিযুক্ত করিয়া উহাদের গঠনও পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকাংশে মনোহর করেন।

অক্‌বরের টাঁকশালে ২৬ প্রকার স্বর্ণমুদ্রা, ৯ প্রকার রৌপ্যমুদ্রা ও ৪ প্রকার তাম্রমুদ্রা প্রস্তুত হইত। [মুদ্রা দেখ।] ঐ সকলের মধ্যে কতক গোল ও কতক চতুরস্র।

স্বর্ণরৌপ্যাদি হইতে মুদ্রা প্রস্তুত হইলে উহার যে মূল্য বৃদ্ধি হইত, তাহার কতকাংশ কর্ম্মচারীদিগের বেতন বাবত খরচ হইত, অবশিষ্ট হইতে মহাজনকে কতক দিয়া সমুদায় রাজকোষে জমা হইত।

খৃষ্টীয় ষোড়শশতাব্দীর মধ্যবর্ত্তীকাল পর্য্যন্ত য়ুরোপে মুদ্রার বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হয় নাই। এ পর্য্যন্ত ধাতুর পাত কাটিয়া ছাঁটিয়া এবং হাতুড়িদ্বারা দুইদিকে পিটিয়া ছাপ মারিয়া হস্তদ্বারাই মুদ্রা প্রস্তুত হইত। বলা বাহুল্য এরূপ প্রণালীতে মুদ্রা ঠিক গোল এবং উভয়দিকে ছাপ সমান হইত না। ১৫৫৩ খৃষ্টাব্দে একজন ফরাসী খোদকার স্ক্রু দ্বারা চাপ দিয়া ছাপ তুলিবার উপায় উদ্ভাবন করেন। ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের টাঁকশালে বাষ্পীয় কলে পরিচালিত প্রকাণ্ড হাতুড়ী দ্বারা মুদ্রা প্রস্তুত প্রথা উদ্ভাবন হইল। ইহাই এখন সর্ব্বত্র প্রচলিত। এখন যে প্রণালীতে মুদ্রা প্রস্তুত হয়, তাহা সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে।

যে স্বর্ণ বা রৌপ্য হইতে মুদ্রা প্রস্তুত হয়, তাহার থান টাঁকশালে আনীত হইলেই প্রথমে একজন সুদক্ষ স্বর্ণপরীক্ষক প্রত্যেক থান স্ব পরীক্ষা করিয়া উহাদের বিশুদ্ধতা যত্নপূর্ব্বক লিখিয়া রাখেন; ইহার পর স্বর্ণের থান শক্ত মুচিতে গলিতে দেওয়া হয়। মুচির স্বর্ণ প্রখর উত্তাপে গলিয়া গেলে উহাতে যথোপযুক্ত তাম্র মিশাইয়া স্বর্ণকে নির্দ্দিষ্ট মিশ্রিত অবস্থায় আনয়ন করা হয়। ২২ ভাগ বিশুদ্ধ স্বর্ণ ও ২ ভাগ তাম্র মিশ্রিত করিয়া ইংলণ্ডীয় স্বর্ণমুদ্রা প্রস্তুত হইয়া থাকে। রৌপ্যমুদ্রায় ২২২ ভাগ বিশুদ্ধ রৌপ্য ও ১৮ ভাগ তামার খাদ থাকে। যথোপযুক্ত মিশ্রণ হইলে স্বর্ণ বা রৌপ্যের আকার ও পরিমাণভেদে লোহার ছাঁচে ঢালিবার নানারূপ বাট প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই সমুদায় বাট বাষ্পীয়কলে পরিচালিত ঘূর্ণ্যমান ইস্পাতের সুদৃঢ় জাঁতের মধ্য দিয়া বহুবার পেষিত হইলে অনেক পাতলা হইয়া যায়। এই সকল পাতা সর্ব্বত্র সমান পুরু করিবার জন্ত উহাদিগকে পোড়াইয়া আবার ইস্পাতের জাঁতে তার টানার ন্যায় টানিয়া লয়। অভিপ্রেত মুদ্রানুযায়ী পাতলা হইলে ঐ সমস্ত পাত একজন পরীক্ষকের নিকট আনীত হয়। এই ব্যক্তি প্রত্যেক পাত হইতে নমুনাস্বরূপ এক এক খণ্ড কাটিয়া লইয়া ওজন করিয়া দেখে। যদি কোনটার পরিমাণ ১/৪ গ্রেণের অপেক্ষা অধিক তারতম্য হয়, তবে সমস্ত পাতটাই পরিত্যক্ত হয়।

ঐ সকল পাত হইতে ছেনী দ্বারা গোল চাকি কাটিয়া লওয়া হয়। একটা বৃহৎ বাষ্পীয় চক্র দ্বারা পরিচালিত ছেনী দ্বারা প্রায়ই বালকেরা এই কার্য্য সম্পন্ন করে। এইরূপে একটী [illegible] প্রতি মিনিটে ৬০।৭০টী চাকি কাটিতে পারে।

বিস্তীর্ণ প্রদেশে এক প্রকার মুদ্রা-প্রচলনের কথা হইল। যাহা হউক, নবাধিকৃত ও করদ প্রদেশসমূহে নূতন নূতন মুদ্রা চলিতে লাগিল।

পুরাতন টাকা সমস্ত ভাঙ্গিয়া নূতন মুদ্রায় পরিণত করিবার জন্য সাগর, আজমীর প্রভৃতি স্থানেও টাঁকশাল স্থাপিত হইয়াছিল।

সম্প্রতি সমগ্র ভারতবর্ষে সিক্কা, ফরক্কাবাদী, গোরক্ষপুরী, বাংলাশাহী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন টাকা উঠিয়া গিয়া সর্ব্বত্র ১৮০ গ্রেণ (ট্রয়) ওজনের টাকা প্রচলিত হইয়াছে। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে মান্দ্রাজের টাঁকশাল উঠিয়া যায় এবং উহার কল প্রভৃতি সমস্ত বোম্বাই ও কলিকাতার টাঁকশালে আনীত হয়। ইহার পর কলিকাতা ও বোম্বাই টাঁকশালেই সমস্ত ভারতবর্ষের জন্য মুদ্রা প্রস্তুত হইতে লাগিল, অন্যান্য স্থানের টাঁকশাল নিষ্প্রয়োজনবোধে উঠাইয়া দেওয়া হইল। এখন বোম্বাই ও কলিকাতার টাঁকশালেই মুদ্রা প্রস্তুত হইতেছে। এই দুই স্থানের টাকা প্রভৃতি ঠিক একই প্রকার।

এতদ্ভিন্ন অনেক করদ ও মিত্র রাজার নিজ নিজ রাজধানীতে টাঁকশাল আছে। ঐ সকল টাঁকশালে স্থানীয় প্রদেশের জন্য টাকা প্রভৃতি প্রস্তুত হয়।

টাঁকা (দেশজ) ১ সীবন, সেলাই। ২ পূর্ব্বসূচনা করা, আগ বাড়াইয়া বলা।

টাক্ (দেশজ) মস্তকের কেশউঠা রোগবিশেষ [ইন্দ্রলুপ্ত দেখ।]

টাক্‌পড়া (দেশজ) [ইন্দ্রলুপ্ত দেখ।]

টাক্‌রা (দেশজ) জিহ্বা ও কণ্ঠের মধ্যবর্ত্তী স্থান।

টাকা (দেশজ) ১ রৌপ্যমুদ্রা, টঙ্কা, তঙ্কা।

টাকাপানা (দেশজ) জলজ লতাবিশেষ। (Pistia stratiotes)

টাকাহার (দেশজ) এক প্রকার সুগন্ধি লতা।

টাকী, যমুনা ও ইচ্ছামতী নদীতীরে কলিকাতা হইতে ৪৮ মাইল দূরে অবস্থিত একটী প্রসিদ্ধ নগরী। এই স্থানে একটী গবর্ণমেণ্ট হাই এণ্ট্রান্স (বোর্ডিং) স্কুল, একটী বালিকাবিদ্যালয় এবং একটী দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। এই স্থান স্বাস্থ্যকর। এখানে কোনরূপ ম্যালেরিয়ার প্রকোপ নাই। এখানে অনেক জমিদারের বাস, ইঁহারা রাজা বসন্তরায়ের বংশসম্ভূত। স্বর্গীয় ৺কালীনাথ রায় বারাসত হইতে একটী সুপ্রশস্ত পথ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। টাকীতে অতি উত্তম গাড়ু প্রস্তুত হইয়া থাকে।

টাকুয়া (দেশজ) টাকুর, সূত্র পাক দিবার যন্ত্রবিশেষ।

টাকুর (দেশজ) সূত্রপাক দিবার যন্ত্রবিশেষ।

টাকুরাই (দেশজ) অনুগ্রহ, খেঁচা, টাকরিয়া।

টাঙ্ক (ক্লী) টঙ্কেন তদ্রসেন নির্বৃত্তং। মদ্যবিশেষ, এই মদ্য টঙ্করূপ নীলকপিত্থের রসে প্রস্তুত হয়। মদ্য দ্বাদশ প্রকার—পানস, দ্রাক্ষ, মাধুক, খার্জ্জুর, তাল, ঐক্ষব, মাধ্বীক, টাঙ্ক, মার্দ্বীক, ঐরেয় ও নারিকেলজ এই একাদশ প্রকার মদ্য। দ্বাদশ প্রকার মদ্যের নাম সুরা ও তাহা অতি গর্হিত। পূর্ব্বোক্ত একাদশ প্রকার মদ্য পান করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, ইহার প্রায়শ্চিত্ত তিন দিন উপবাস।

"দ্রাক্ষেক্ষুটঙ্কখর্জ্জূরপনসাদেশ্চ যো রসঃ।
সদ্যোজাতস্তু পীত্বা তং ত্র্যহাচ্ছুধ্যেৎ দ্বিজোত্তমঃ॥" (পুলস্ত্য)
[মদ্য দেখ।]

টাঙ্কমাধ্বীক (ক্লী) মদ্যবিশেষ। এ মদ্য শতাবরী, টঙ্কমূলের রস এবং পদ্মমধু দ্বারা একত্র করিয়া প্রস্তুত হয়।

"শতাবরী টঙ্কমূলং লক্ষ্মণং পদ্মমেব চ।
মধুনা সহ সন্ধানাৎ টঙ্কমাধ্বীকমীরিতং॥" (তন্ত্র)

টাঙ্কর (পুং) টঙ্কস্তেদং টাঙ্কং রাতি-রা-ক। স্বেচ্ছাচারী, পাষণ্ড, নাগবীট। (ত্রিকা°)

টাঙ্গ (দেশজ) ১ সোহাগা। ২ পা। ৩ দোকান।

টাঙ্গন (দেশজ) ১ ঝুলন। ২ পার্ব্বতীয় টাটুঘোড়া।

"পার্ব্বত্য টাঙ্গন তাজী বাছিয়া কিনিল বাজী
গজ কিনে পর্ব্বতের চূড়া।" (কবিক°)

টাঙ্গা (দেশজ) ঝুলা।

টাঙ্গাইল, বাঙ্গালার ময়মনসিংহ জেলার একটী সহর এবং আলিয়া মহকুমার সদর। এই নগর যমুনার একটী শাখা লহজঙ্গাতীরে অবস্থিত। টাঙ্গাইলে নিকটবর্ত্তী গ্রামসকল লইয়া একটী মিউনিসিপালিটী আছে। অধিবাসিসংখ্যা (১৮৯১ খৃঃ অব্দে) ১৭৯৭৩। তন্মধ্যে হিন্দু ১২১৭৫ এবং মুসলমান ৫৭৯৭। এখানে দুইটী উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় স্থানীয় লোকের সাহায্যে পরিচালিত হয় ও বিলাতী বস্ত্রাদির বাণিজ্য হইয়া থাকে।

টাঙ্গান (দেশজ) লম্বিতকরণ, ঝুলান।

টাঙ্গাপ্রদীপ (দেশজ) ঝুলান আলো, আকাশপ্রদীপ।

টাঙ্গী (দেশজ) কুঠার, পরশু।

টাট (দেশজ) তাম্রাদিনির্ম্মিত পাত্রবিশেষ, পূজার নিমিত্ত তাম্রময় পাত্র।

টাটা, সিন্ধুপ্রদেশের নগরবিশেষ। ১৪৮৫ খৃঃ অব্দে সোমীয় বংশোদ্ভব চতুর্দ্দশ রাজা জামমন্দল কর্ত্তৃক স্থাপিত। এই নগর সিন্ধুনদের তীরে সমুদ্র হইতে ১৩০ ক্রোশ অন্তরে পর্ব্বতোপরি অবস্থিত। বর্ষাকালে ইহার নিকটস্থ সমুদয় প্রদেশ জলমগ্ন হয়; ইহা কেবল দ্বীপের ন্যায় ভাসমান থাকে।

ইহার পথ সমুদয় অতি অপ্রশস্ত ও অপরিষ্কার, কিন্তু ইহার গৃহগুলি উত্তম, ইহার চতুর্দ্দিকের ভূমি উর্ব্বরা। [টট্টা দেখ।]

টাটান (দেশজ) ১ কন্ কন্ করা। ২ শুকান।

টাটানী (দেশজ) অত্যন্ত বেদনা।

টাটি (দেশজ) পর্দ্দা, বেড়া, মাদুর।

টাটী (দেশজ) ১ ক্ষুদ্রপাত্র। ২ খস্‌খসের পর্দ্দা বা বেড়া দেওয়া।

টাটু (দেশজ) দেশীয় ছোটজাতীয় ঘোড়া।

টাটুয়া (দেশজ) সূর্য্যকিরণে শুকাইয়া যাওয়া।

টাট্‌কা (দেশজ) তাজা, নূতন, বাসী নয়।

টাণ্ডা (টাঁড়া) বাঙ্গালার মালদহ জেলার একটী প্রাচীন নগর। এই নগর গৌড়ের নিকট গঙ্গার অপর পারে অবস্থিত ছিল, গৌড়নগর ধ্বংস হইলে কিছুদিন এখানে বাঙ্গালার রাজধানী হইয়াছিল। প্রাচীন নগর কোন্ স্থানে স্থাপিত ছিল, তাহা এখন স্পষ্ট জানা যায় না, সম্ভবতঃ ঐ স্থান পাগলা নদীগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। আজিও ঐ স্থলে একটী গ্রাম টাণ্ডা বা টাঁড়া নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বাঙ্গালার ইতিহাস-লেখক ষ্টুয়ার্ট সাহেব বলেন, গৌড়নগর জনশূন্য হইবার ১১ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালার শেষ আফগান-নৃপতি সুলেমান শাহ-কর্‌রাণী ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে টাণ্ডা নগরে বাঙ্গালার রাজধানী স্থাপন করেন। মোগল-সম্রাট্ অকবরের সময়ে টাণ্ডা নগর সুসমৃদ্ধ ও বাঙ্গালার নবাবদিগের বাসস্থান ছিল। ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে বিদ্রোহী সুজাশাহ অরঙ্গজেবের সেনাপতি মীরজুম্লার ভয়ে রাজমহল হইতে টাণ্ডায় পলায়ন করেন এবং পরে যুদ্ধে পরাজিত হন। ইহার পর মোগলগণ রাজমহল ও ঢাকায় বাঙ্গালার রাজধানী স্থাপন করিয়াছিল।

টান্ (দেশজ) ১ আক্রা। ২ কর্কশ। ৩ আকর্ষণ।

টানন (দেশজ) আকর্ষণ।

টানসহ্ (দেশজ) আকর্ষণ সহ্ করিবার ক্ষমতা।

টানা (দেশজ) ১ রজ্জু প্রভৃতি দ্বারা বস্তুদ্বয়ের সংযোগকরণ। ২ বস্ত্রের দৈর্ঘ্য পরিমাণের সূত্র। ৩ বাঙ্গালার মুসলমান নবাবদিগের সময়কার একটী দুর্গ।

টানাজিনিয়া (দেশজ) এক প্রকার ঘাস। Poa punctata)

টানাটানি (দেশজ) ১ অভাব, অপ্রতুল। ২ পরস্পর আকর্ষণ।

টানান (দেশজ) ছাঁকা, চালা। ২ আকর্ষণ।

টান্‌টোন (দেশজ) ১ অপরিষ্কার, কর্কশ। ২ আকর্ষণ।

টাপর (দেশজ) ঈষৎ আঘাত, থাবড়, চাপড়।

টাপু (দেশজ) দ্বীপবিশেষ।

টাবানিম্বূ (দেশজ) একপ্রকার নেবু। (Citrus acida)

টামটুম (দেশজ) ছোটকাজ।

টায়টায় (দেশজ) সংগৃহীত দ্রব্যের ন্যূনাতিরিক্ত না হওয়া।

টার (পুং) টাং পৃথ্বীং ঋচ্ছতি ঋ-অণ্। ১ তুরঙ্গ, ঘোটক। ২ রঙ্গ। ৩ লঙ্গ।

টাল (দেশজ) ১ দীর্ঘসূত্রতা, বিলম্ব করা। ২ ছলনা।

টালন (দেশজ) ১ ছলনা। ২। দীর্ঘসূত্রতা।

টালাটালি (দেশজ) পরস্পর বিলম্ব করা।

টালি (দেশজ) মেজে পাতিবার জন্য চতুষ্কোণাকৃতি ইষ্টক ব্যবহার করা হয়, টাইল।

টাল্‌মটাল (দেশজ) ১ বৃথা বিলম্ব করা। ২ ছলনা করা।

টাল্‌মটালী (দেশজ) বিলম্ব করা।

টি, সংযুক্ত পদবিশেষ। যেমন একটি, ছেলেটি ইত্যাদি। সংস্কৃত ভাষায় স্বল্পার্থে "টী" ব্যবহৃত হয়।

টিআ (দেশজ) তোতাপাখী।

টিকন (দেশজ) বহুকালস্থায়ী।

টিকর (দেশজ) উন্নত, আলি, জাঙ্গাল।

টিকরা (দেশজ) পক্ষিবিশেষ। (Sylvia olivacea)

টিকা (দেশজ) ১ অঙ্গারাদি দ্বারা প্রস্তুত অগ্নিপ্রজ্বলন দ্রব্য। ২ বসন্তরোগ নিবারণের জন্য হস্তে ক্ষতকরণ। [টীকা দেখ।]

টিকাদার (দেশজ) যে টীকা দেয়।

টিকায়েৎরায়, লক্ষ্ণৌর নবাব আসফ্‌উদ্দৌলার দেওয়ান (১৭৭৭-৯৭ খৃঃ অব্দ)। ইনি অতিশয় বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। হিন্দীকবি সাগর, গিরিধর ও বেকবি টিকায়েতের বিশেষ আনুকূল্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, উক্ত তিন কবিই তাহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

টিকারা (দেশজ) দুন্দুভিবাদ্যবিশেষ, ধামাল।

টিকারী, গয়াজেলার অন্তর্গত একটী সহর। অক্ষা° ২৪° ৫৬´ ৩৮´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৪° ৫২´ ৫৩´´ পূঃ। গয়ানগরীর ১৫ মাইল উত্তরপশ্চিমে মুরহর নদীতীরে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ১১৫৩১। এখানে মিউনিসিপালিটি আছে। প্রতি লোককে ৶০ হিসাবে টেক্স দিতে হয়।

এখানকার মাটির গড় উল্লেখযোগ্য। শত্রুর আক্রমণ হইতে নগর রক্ষা করিবার জন্য টিকারিরাজগণ এই দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। দুর্গপ্রাচীরের মুরচায় কামান রাখিবার স্থান ও চারিদিকে নালা কাটা আছে।

ইতিহাস।—এখানকার রাজবংশ নিতান্ত অপ্রাচীন নহে। নাদিরশাহের আক্রমণের পর মোগল-শাসনের বিশৃঙ্খলা ঘটিলে বর্ত্তমান রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ বীরসিংহ প্রাদুর্ভূত হন। প্রথমে তিনি একজন সামান্য জমিদার মাত্র ছিলেন। তাঁহার পুত্র সুন্দরসিংহ বঙ্গ-বেহারের সুবাদার আলীবর্দ্দী খাঁকে

মহারাষ্ট্রদিগের বিরুদ্ধে সাহায্য করায় এবং পাটনার বিদ্রোহ-দমনে সফলকাম হওয়ায় "রাজা" উপাধি লাভ করেন। রাজা সুন্দরসিংহ একজন সাহসী বীর ছিলেন, তিনি অল্লায়াসেই আপনার সম্পত্তির যথেষ্ট উন্নতি-সাধন করিলেন। অল্পদিন মধ্যেই ওকড়ী, মনবং, একিল, ভিলাবার, দখনাইর, আঙ্‌টিও পাহারা এবং অমরাথু ও আছের পরগণার অধিকাংশ আপনার অধিকারভুক্ত করিলেন। এ ছাড়া তিনি বেহারও রামগড়ের নানাস্থানে সম্পত্তি করিয়াছিলেন। অবশেষে তাঁহারই এক জমাদার হঠাৎ তাঁহার প্রাণ বিনাশ করে। সুন্দরের তিন পুত্র বনিয়াদসিংহ, ফতেসিংহ ও নেহালসিংহ। কেহ কেহ বলেন, ঐ তিনজনেই সুন্দরের ভ্রাতুষ্পুত্র, তিনি কেবল জ্যেষ্ঠ বনিয়াদসিংহকে দত্তক গ্রহণ করেন।

বনিয়াদসিংহ শান্তিপ্রিয়। ইংরাজের সহিত তাঁহার বেশ সদ্ভাব ছিল। তিনি আনুগত্য স্বীকার করিয়া ইংরাজদিগকে এক পত্র লেখেন, সেই পত্র নবাব মীরকাসিমের হাতে পড়ে। পত্র পাইয়া কাসিমআলী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বনিয়াদ ও তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয়কে পাটনায় আনাইয়া তাঁহাদিগের প্রাণসংহার করেন। উক্ত ঘটনার কিছু পূর্ব্বে বনিয়াদের এক পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল। কাসিমআলী সেই শিশুকে বিনাশ করিবার জন্য লোক পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু রাণী পুত্ররক্ষা করিবার জন্য তাহাকে এক ঘুঁটের চুবড়ীতে ভরিয়া বনিয়াদের প্রধান কর্ম্মচারী দলীপসিংহের নিকট পাঠাইয়া দেন। বক্সারের যুদ্ধ পর্য্যন্ত দলীপ রাজপুত্রকে অতি সাবধানে রক্ষা করিয়াছিলেন। এই রাজকুমারের নাম মিত্রজিৎসিংহ। সেতাবরায়ের শাসনকালে মিত্রজিৎসিংহ আপনার সমস্ত সম্পত্তিই হারাইয়াছিলেন। শেষে ল সাহেব (Mr Law) বেহারের কালেক্টর হইয়া গেলে মিত্রজিৎ পূর্ব্ব সম্পত্তি এবং দিল্লীদরবার হইতে 'মহারাজ' উপাধি পাইলেন। ইংরাজসরকারও তাঁহাকে 'মহারাজ' বলিয়া স্বীকার করিলেন। খরকদি জেলার কোলহান নামক স্থানে বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে মিত্রজিৎ সসৈন্যে ইংরাজরাজকে সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনি গয়া হইতে টিকারী পর্য্যন্ত জমনী নদীর উপর এক বৃহৎ সেতু ও ধর্ম্মশালায় এক বৃহৎ সরোবর খনন করাইয়াছিলেন। তাঁহার যত্নে টিকারীরাজের আয় দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইয়াছিল। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হিতনারায়ণ ॥/০ আনা এবং কনিষ্ঠ পুত্র মদনারায়ণ সিংহ ।/০ আনা সম্পত্তি পাইলেন। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ১০ই নবেম্বর হিতনারায়ণ "মহারাজ" উপাধি এবং লর্ড হার্ডিঞ্জের নিকট সনন্দ প্রাপ্ত হন। ইনি দেবদ্বিজভক্ত ও ধার্ম্মিক ছিলেন। নিজ-সহধর্ম্মিণী মহারাণী ইন্দ্রজিৎকুমারীর হস্তে রাজ্যভার প্রদান করিয়া পাটনার গঙ্গাতীরে অতিবাহিত করেন। এখানে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

ইন্দ্রজিৎকুমারীর সুশাসন গুণে রাজ্যের সমধিক উন্নতি ও প্রজাগণ পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছিল। তিনি পতির অনুমতি লইয়া নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র রামকৃষ্ণসিংহকে দত্তক গ্রহণ করেন এবং নেহালসিংহের উত্তরাধিকারিগণের নিকট তাঁহাদের ভবিষ্যৎ দাবীদাওয়া সম্বন্ধে ছাড়পত্র লিখাইয়া লয়েন।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে রামকৃষ্ণসিংহ উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত হইলেন এবং ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে তিনি 'মহারাজ' উপাধি ও বটীশ-গবর্মেণ্টের নিকট হইতে ৩৫০০৲ টাকা মূল্যের খেলাত পাইলেন। পর বর্ষে তিনি আইন আদালতে আর কোন কার্য্যে উপস্থিত হইতে হইবে না, তাহারও ক্ষমতা লাভ করিলেন। কিন্তু ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইল। তিনি ফয়জাবাদের অন্তর্গত অযোধ্যানামক স্থানে একটী এবং গয়াজেলায় ধর্ম্মশালা নামক স্থানে আর একটী বৃহৎ দেবালয় নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

মদনারায়ণেরও পুত্র সন্তান হয় নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার দুই স্ত্রী রাণী অশ্বমেধকুমারী ও রাণী শোণিতকুমারী সম্পত্তি সমান অংশে ভাগ করিয়া লইলেন। শোণিতকুমারী আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র প্রতাপনারায়ণসিংহকে দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। তাঁহার দেখাদেখি অশ্বমেধকুমারী এক দত্তক লইলেন। প্রতাপ সমস্ত পৈত্রিক সম্পত্তি দাবী করিয়া বসিলেন। অশ্বমেধকুমারীর দত্তকপুত্রও মাতৃসম্পত্তির অধিকার সাব্যস্ত করিলেন।

মহারাণী ইন্দ্রজিৎকুমারী রামেশ্বর, দ্বারকা প্রভৃতি নানা তীর্থ পর্য্যটন করিয়া বৃন্দাবনধামে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ইচ্ছাপত্র অনুসারে তাঁহার পুত্রবধূ মহারাণী রাজরূপকুমারী সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী হইলেন।

ইন্দ্রজিৎকুমারী দুই তিন লক্ষ টাকা ব্যয়ে পাটনা ও বৃন্দাবনে দুইটী বৃহৎ দেবালয় নির্ম্মাণ করেন। তিনি সিপাহী-বিদ্রোহের সময় তাঁহার অধিকারভুক্ত কলিকাতা যাইবার পথস্থিত ভলুয়াচটী নিরাপদ্ রাখিয়াছিলেন।

বিধবা রাজরূপকুমারীরও কোন পুত্রসন্তান হয় নাই। তাঁহার একমাত্র কন্যা রাধাকিশোরী তাঁহার একমাত্র উত্তরাধিকারী। মহারাণী রাজরূপকুমারী অতিশয় দানশীলা; তাঁহার যত্নে টিকারীরাজ্যের নানাস্থানে অতিথিশালা ও বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। তজ্জন্য প্রতিবর্ষে ত্রিশহাজার টাকা দান করিতে হয়।

টিকারীরাজ্যের আয়—৪৬৮২৬০৲ টাকা, গবমেণ্ট রাজস্ব ১১১২০০৲।

টিক্‌টিকি, সরীসৃপবিশেষ। এই জাতীয় বহুপ্রকার জীব বিদ্যমান আছে। প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌ পণ্ডিতগণ সকলকেই বৃহত্তর কৃকলাস, গোধা এবং প্রকাণ্ডকায় কুম্ভীরাদির সহিত সমজাতীয় বলিয়া গণনা করেন। টিক্‌টিকির আকার অনেক অংশেই কৃকলাসের মত, কিন্তু অবয়ব অপেক্ষাকৃত খর্ব্ব এবং কোমল ও স্থূল। ইহাদের বর্ণ ধূসর ও কৃষ্ণ। ইহারা অণ্ড হইতে জন্মে এবং গৃহের মধ্যে গরম স্থানে কিংবা বৃক্ষের কোটরাদিতে বাস করে। ইহারা অতি নিরীহ প্রকৃতি। সমগ্র পুরাতন মহাদ্বীপেই টিক্‌টিকি দৃষ্ট হয়। ইহারা কীট-পতঙ্গ ধরিয়া ভক্ষণ করে। সচরাচর প্রদীপের নিকট কীট-ভক্ষণ জন্য টিক্‌টিকি থাকিতে দেখা যায়।

টিক্‌টিকির পুচ্ছ অতি সহজেই খসিয়া পড়ে। সামান্য বস্ত্রাদির আঘাতেই ছিন্ন হইয়া যায় এবং নড়িতে থাকে, এদিকে টিক্‌টিকি পলায়ন করে। যাহা হউক, পুচ্ছ খসিয়া গেলে উহা আবার গজাইয়া উঠে।

ইহারা মুখদ্বারা মধ্যে মধ্যে টিক্‌ টিক্‌ শব্দ করে, ঐ শব্দ হইতেই ইহাদের নাম টিক্‌টিকি হইয়াছে। এদেশীয় লোকের বিশ্বাস যে, ঐ শব্দ দিগ্‌ভেদে যাত্রাদির শুভাশুভ নির্দ্দেশ করে। সাধারণ লোকে আরও বিশ্বাস করে যে, জ্যোতির্ব্বিদ্‌ বরাহের পুত্রবধূ মুখরা খনা অনেক সময় শ্বশুরের গণনা খণ্ডন করিয়া সর্ব্বসমক্ষেই নিজের বিশুদ্ধ মত প্রকাশ করিত, ইহাতে বরাহ লজ্জিত হইয়া পুত্রবধূর জিহ্বা কাটিতে আদেশ দেন। খনার ঐ জিহ্বাই টিক্‌টিকি হইয়া অদ্যাপি লোককে শুভাশুভ বিষয়ে সতর্ক করে।

একজন নিষ্ঠাবান্‌ হিন্দু যাত্রাকালে বা কোন শুভকার্য্যারম্ভে টিক্‌টিকির শব্দ শুনিলে আর সে কার্য্যে অগ্রসর হন না। শরীরের স্থানভেদে ইহার পতনেও ঐরূপ ফল সূচনা করে।

টিক্‌টিকী (দেশজ) গৃহগোধিকা, জেঠী। [জ্যেষ্ঠী দেখ।]

টিটকার (দেশজ) অবজ্ঞা, নিন্দা বা ভর্ৎসনাসূচক শব্দ।

টিটি (দেশজ) পক্ষিবিশেষ (Parra jacana)

টিটিভ (পুং) টিটীত্যব্যক্তশব্দং ভণতি ভণ-ড। পক্ষিবিশেষ কোযষ্টিক, টিটিরপাখী।

টিটিভক (পুং) টিটিভ স্বার্থে কন্‌। টিটিভপক্ষী, টিটিরি।

টিটিল (ক্লী) সংখ্যাবিশেষ। ১০০ নাগবলে এক টিটিল।

টিট্টিভ (পুং স্ত্রী) টিট্টীত্যব্যক্তশব্দং ভণতি ভণ-ড। পক্ষিবিশেষ, টিটিরিপাখী, টিঠী। পর্য্যায়—টিট্টিভক, টিট্টিভক। ইহার মাংস ভক্ষণ দ্বিজাতিগণের নিষিদ্ধ।

"অনির্দ্দিষ্টাংশ্চৈকশফাংষ্টিট্টিভঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ॥" (মনু ৫।১১)

এই শ্লোকের মেধাতিথিভাষ্যে টিট্টিভ শব্দে শকুনি বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

"টিট্টিভঃ শকুনিরেব, টিটীতি যো বাশতো। প্রায়েণ শব্দানুকরণনিমিত্তং শকুনীনাং নামধেয়প্রতিলম্ভস্তদুক্তং নিরুক্তকারেণ কাক ইতি শব্দানুকৃতিস্তদিদং শকুনিষু বহুলং" (মনুভা° মেধাতি° ৫।১১) কাক শব্দের অনুকৃতিমাত্র, বাস্তবিক টিট্টিভ শব্দে কাক নহে। ২ ত্রয়োদশ মন্বন্তরীয় ইন্দ্রশত্রু দানববিশেষ। নারায়ণ ময়ূররূপ পরিগ্রহ করিয়া ইহাকে বিনাশ করেন। (গরুড়পু° ৮৭ অঃ)

৩ বরুণের সভারক্ষক দানববিশেষ, ইনি মর্ত্ত্যধর্ম্মরহিত। (ভারত ২।৯।১৫)

টিট্টিভক (পুং) টিট্টিভ স্বার্থে কন্‌। টিট্টিভ।

টিণ্টনিকা (স্ত্রী) ১ অম্বুশিরীষিকা, জোঁক। (ভাবপ্র°) ২ ক্ষুদ্র বৃক্ষবিশেষ।

টিণ্ডিশ (পুং) বৃক্ষবিশেষ, চলিত কথায় ঢাঁড়শ। পর্য্যায়—রোমশফল, তিন্দিশ, মুনিনির্ম্মিত, তিণ্ডিশ। ইহার গুণ—রোচক, ভেদক, পিত্তশ্লেষ্মা ও অশ্মরীনাশক, সুশীতল, বাতল, রুক্ষ ও মূত্রল। (ভাবপ্র°)

টিপ (দেশজ) ১ কপালচিহ্ন, ফোঁটা। ২ চিঠী, হুণ্ডী।

টিপনি (দেশজ) গূঢ়রূপে আঘাত করণ।

টিপাটিপি (দেশজ) পরস্পরে টিপা।

টিপিটিপি (দেশজ) নিঃশব্দে, আস্তে আস্তে।

টিপুশাহ, আর্কটের একজন প্রসিদ্ধ মুসলমান ফকির। ইহার নামানুসারেই মহিসুরের শাসনকর্ত্তা বিখ্যাত টিপুসুলতানের নামকরণ হয়। টিপুসুলতানের পিতা হায়দরআলি এই ব্যক্তিকে অতিশয় ভক্তি করিতেন। আজিও টিপুশাহের কবরে অনেক ফকির আসিয়া থাকে। কর্ণাটী ভাষায় টিপু শব্দে ব্যাঘ্র বুঝায়।

টিপুসুলতান, মহিসুররাজ হায়দরআলির পুত্র। ১৭৪৯ খৃঃ অব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। যে সময়ে খণ্ডেরাও মহারাষ্ট্রী সেনা সাহায্যে হায়দরআলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করিয়াছিলেন, যে সময়ে হায়দরআলি ১০০ শত অশ্বারোহীসহ গভীর নিশীথে শত্রুভয়ে পলায়ন করেন, সেই সময় টিপুর বয়স ৯ বৎসর মাত্র। হায়দরের পরিবারবর্গের সহিত টিপুও মহারাষ্ট্রকরে বন্দী হইয়াছিলেন। হায়দরের সহিত গোলযোগ মিটিলে তিনি মুক্তিলাভ করেন। [হায়দর আলি দেখ।]

যখন টিপুর ১৭ বৎসর বয়স, হায়দরের সহিত ইংরাজদিগের ঘোরতর যুদ্ধ চলিতেছিল, সেই সময়ে যুবক টিপু সাহেব সসৈন্যে মান্দ্রাজের চারিদিক্‌ লুণ্ঠন করিতেছিলেন।

১৭৮০ খৃঃ অব্দে ইংরাজেরা হায়দরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলে টিপুসাহেব ৫০০০ পদাতিক ও ৬০০০ অশ্বারোহী লইয়া কর্ণেল বেলীর গতিরোধার্থ পিতা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইলেন। ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে তিনি কর্ণেল বেলীকে আক্রমণ করেন, তাঁহার আক্রমণে ভীত হইয়া ইংরাজসেনানায়ক হেক্টর মন্‌রোর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তৎপরে হায়দরআলি যখন মহম্মদআলিকে শাসন করিবার জন্য আর্কটাভিমুখে যাত্রা করেন, সেই সময়ে টিপু বন্দীবাস অবরোধ করেন। এ সময়ে টিপুর রণনৈপুণ্য ও কার্য্যকুশলতা দর্শনে ইংরাজসেনানায়ক পর্য্যন্ত চমৎকৃত হইয়াছিলেন। যে দিন ইংরাজসেনানায়ক আরণি অভিমুখে যাত্রা করেন, হায়দর টিপুকে বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া আরণিতে পাঠাইয়া দেন। আরণিতে হায়দরের প্রধান আড্ডা ছিল। ইংরাজসেনাপতি সার আয়ার কুটের সেই জন্যই আরণির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য ছিল। ১৭৮২ খৃঃ অব্দে ২রা জুন, ইংরাজসেনাপতি আরণির নিকট আসিয়া শিবির সংস্থাপন করেন। এ সময় টিপু সুবিধা পাইয়া বৃটীশসৈন্যের উপর প্রবলবেগে গোলাবর্ষণ করিতে আরম্ভ করেন। ইংরাজসৈন্য বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িল, সে দিনের যুদ্ধে টিপুই জয়লাভ করিলেন। সার্ আয়ার কুট্ মান্দ্রাজে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করিতে বাধ্য হইলেন। ২০এ নবেম্বর, কর্ণেল হাম্বারষ্টন পোনানি অভিমুখে সৈন্য চালনা করেন। টিপু ফরাসী-সেনানায়ক লালির সহিত বৃটীশসৈন্যদিগকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। এ সময় তিনি সর্ব্বদাই রণক্ষেত্রে থাকিতেন।

৭ই ডিসেম্বর, বীরবর হায়দরআলি আপন শিবিরে প্রাণত্যাগ করেন; সে সময়ে চারিদিকে বিপদ্ ভাবিয়া পূর্ণিয়া ও কৃষ্ণরাও নামক মন্ত্রিদ্বয় তাঁহার মৃত্যুঘটনা গোপন রাখিলেন। হায়দরের দ্বিতীয় পুত্র আবদুল করিম্ গোপনে পিতার মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া দুইজন সেনাপতির সাহায্যে পিতৃসিংহাসন অধিকার করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করেন। কিন্তু বিজ্ঞ মন্ত্রি-দ্বয়ের কৌশলে অতি শীঘ্রই ষড়যন্ত্র প্রকাশ হইয়া পড়িল; মন্ত্রিদ্বয় যথাকালে বিশ্বস্ত অনুচর পাঠাইয়া টিপুকে পিতার মৃত্যুসংবাদ জ্ঞাপন করেন। টিপু ১১ই তারিখে সেই সংবাদ প্রাপ্ত হন; তিনি কালবিলম্ব না করিয়া ১৭৮৩ খৃঃ অব্দে ২রা জানুয়ারী পিতৃশিবিরে আসিয়া উপনীত হইলেন। তখনও সকলে হায়দরের মৃত্যুসংবাদ জানিতে পারে নাই। টিপু সন্ধ্যাকালে সকল প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীকে আহ্বান করিয়া এক সভা করিলেন। সভায় তিনি মলিনবেশে একখানি সামান্য গালিচার উপর বসিলেন। সকলে তাঁহার সেই অবস্থা দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। অবিলম্বে সকলে হায়দরের মৃত্যুসংবাদ জানিতে পারিল; অমাত্যগণ টিপুকে মস্‌নদে উপবেশন করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন; কিন্তু সুচতুর টিপু অতিশয় পিতৃশোক প্রকাশ করিয়া সে অনুরোধ রক্ষা করিতে পরাঙ্মুখ হইলেন। সুচতুর মন্ত্রিদ্বয়ের কৌশলে টিপু অবিলম্বে সুলতান হইলেন।

হায়দরের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া ইংরাজেরা মহিসুর-রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য অভিসন্ধি আঁটিতে ছিলেন, কিন্তু ইংরাজ-রাজপুরুষগণের মতভেদের কারণ তাঁহারা সুযোগ ও সুবিধা হারাইলেন। টিপু সুলতান হইয়া প্রথমতঃ যুদ্ধাবগ্রহে মনোযোগ করেন নাই; তিনি কর্ণাটিক হইতে আপনার সমস্ত দলবল উঠাইয়া আনিলেন; পশ্চিমাংশে কেবল একদল ফরাসী সৈন্য রহিল। হেষ্টিংস সার্ আয়ার কুটকে আবার মান্দ্রাজে পাঠাইয়া দিলেন, কিন্তু বৃদ্ধসেনাপতি রোগে ও পথকষ্টে জাহাজেই লীলাসংবরণ করিলেন। ফরাসী-সেনানায়ক বুসী ভারতে আসিয়া পৌছিলেন এবং ১০ই এপ্রেল কুদ্দালুরে ফরাসীসেনার আধিপত্য গ্রহণ করিলেন। কার্য্যকালে টিপুর সহিত যোগ দিবার কথা ছিল, এ সময় ইংরাজদিগের অবস্থা বড়ই সঙ্কট-জনক। ইহার অল্প দিন পরেই ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে সন্ধিস্থাপিত হয়। বুসী যে সকল ফরাসীসেনা টিপুর কার্য্যে রাখিয়াছিলেন, ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি হওয়ায় তাহাদিগকে উঠাইয়া লইলেন।

এদিকে বোম্বাই গবর্মেণ্ট টিপুর বিরুদ্ধে জেনারল্ ম্যাথুকে পাঠাইয়াছিলেন। মহিসুরের অধিত্যকাস্থিত বেদনুর ইংরাজ-অধিকৃত হয়। টিপু ৯ই এপ্রেল তারিখে আসিয়া এই স্থান অবরোধ করেন। ইংরাজেরা ৫ মাস ধরিয়া এই স্থান রক্ষা

করিয়াছিল, কিন্তু শেষে রক্ষার আর কোন উপায় নাই দেখিয়া সন্ধিপূর্ব্বক আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। টিপু পরাজিত ইংরাজসৈন্যগণকে মহিসুরদুর্গে বন্দী করিয়া রাখিলেন।

বেদনুর হইতে টিপু প্রায় লক্ষ সৈন্য লইয়া মঙ্গলুর অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। এখানে কর্ণেল ক্যাম্বেলের অধীনে ৭০০ ইংরাজ ও ২৮০০ দেশীয় সৈন্য দুর্গ রক্ষা করিতেছিল। ২রা আগষ্ট পর্য্যন্ত তাহারা টিপুর প্রবল আক্রমণ সহ্য করিয়াছিল। তৎপরে ৩০এ জানুয়ারী পর্য্যন্ত কোন যুদ্ধবিগ্রহ ঘটে নাই; কিন্তু রসদের অভাবে তাহারা বাধ্য হইয়া তেলিচারী অভিমুখে প্রস্থান করিল।

এদিকে ইংরাজসেনানায়ক কর্ণেল ফুলার্‌টন্ ১৩০০০ সৈন্য লইয়া দিন্দিগুল, পালঘাটচেরী ও কোয়ম্বাতুর অধিকার করেন, এখন তিনিও মহিসুর রাজধানী আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। আর একদল সৈন্য মহিসুরের উত্তরপূর্ব্বাংশে কার্পারাজ্যে উপস্থিত ছিল; টিপুর অত্যাচারে তাঁহার রাজ্যস্থিত হিন্দু অধিবাসিগণ সুলতানের বিরুদ্ধ হইয়াছিল। তাহারা মহিসুরের পূর্ব্বতন রাজাকে বৃটীশ-সাহায্যে টিপুর হস্ত হইতে মুক্ত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছিল। এ সময় ইংরাজগণের অনেকটা সুবিধা হইলেও লর্ড ম্যাকার্টনি বড় লাটের উপদেশ না শুনিয়া টিপুর সহিত সন্ধি করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। মান্দ্রাজের মন্ত্রিসভা টিপুর নিকট দুইজন কমিশনারকে পাঠাইয়া দেন। কিন্তু টিপু তিন মাসকাল বৃথা তাঁহাদিগকে আটকাইয়া রাখিলেন; তৎপরে তিনি আপনার লোক দিয়া তাঁহাদিগকে মান্দ্রাজে ফিরাইয়া পাঠান।

বড়লাট সন্ধির পক্ষে বিশেষ আপত্তি করিয়াছিলেন, তিনি বলিয়াছিলেন, যদি সন্ধি করিতে হয়, তাহা হইলে মহিসুররাজধানীতে উপস্থিত হইয়া সন্ধি করিতে হইবে। কিন্তু লর্ড ম্যাকার্টনি আপন ইচ্ছামত টিপুর দূতের সহিত আবার কমিশনারদিগকে পাঠাইয়া দিলেন। পথে সকলেই তাঁহাদিগকে বিদ্রূপ ও ঠাট্টা করিতে লাগিল; পদে পদে তাঁহারা লাঞ্ছিত হইতে লাগিলেন। মঙ্গলুরে তাঁহাদের তাঁবুর সম্মুখে দুইটী ফাঁসিকাষ্ঠ স্থাপিত হইল। ইংরাজরাজপুরুষদ্বয় যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিল। তাঁহারা বহুকষ্টে গুপ্তভাবে একখানি ইংরাজজাহাজে উঠিয়া পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিলেন।

১৭৮৪ খৃঃ অব্দে ১১ই মার্চ্চ টিপুর এক অমাত্য লিপিবদ্ধ করেন—"ইংরাজকমিশনারগণ অনাবৃত মস্তকে ও সন্ধিপত্র হস্তে দণ্ডায়মান; দুই ঘণ্টা ধরিয়া কতই খোসামদ ও মনোমুগ্ধকর কথা বলিয়া সন্ধিপত্রে সম্মতিদানে অনুরোধ করেন। পুণা ও হায়দরাবাদের উকীলেরাও এই সময় বিশেষ অনুনয় বিনয় করিয়াছিল, অবশেষে সুলতান সম্মত হইয়াছিলেন।" এই সন্ধিতে স্থির হয় যে, পরস্পর কেহ বিবাদ বিসম্বাদ বা যুদ্ধবিগ্রহ করিতে পারিবেন না। সন্ধি অনুসারে ১৮০ জন ইংরাজরাজপুরুষ, ৯০০ ইংরাজ ও ১৬০০ দেশীয় সৈন্য মুক্তিলাভ করিল। তাহাদেরই মুখে টিপুর অত্যাচারের বিষয়, জেনারল ম্যাথু ও অপর ইংরাজসেনানীর হত্যাসংবাদ সকলেই জানিতে পারিল। সন্ধি হইল বটে, কিন্তু স্থায়ী হইল না।

১৭৮৫ খৃঃ অব্দে ইংরাজেরা বঙ্গলুর ও মহারাষ্ট্র রাজ্য রক্ষার জন্য তিন দল পদাতি প্রেরণ করেন; কিন্তু নানাফড়্নবিশ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলে টিপুসুলতানের দোষ বাহির হইয়া পড়ে এবং এই খানেই সন্ধিভঙ্গের সূত্রপাত হইল।

এদিকে নানাফড়নবিশ টিপুর নিকট চৌথ আদায় করিতে অগ্রসর হইলেন; ইনি স্থির করিলেন, যদি টিপু চৌথ-প্রদানে অসম্মত হন, তাহা হইলে নিশ্চয় ঘোরতর যুদ্ধ ঘটিবে। ১৭৮৪ খৃঃ অব্দে জুলাইমাসে নানাফড়নবিশ ভীমানদীতীরে যাৎগির নামক স্থানে নিজামের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহার সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া গোপনে টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। এ সংবাদ শীঘ্রই টিপুর কর্ণগোচর হইল। তিনি অবিলম্বে যুদ্ধসজ্জা করিয়া নিজামের নিকট বিজাপুর প্রদেশ চাহিয়া পাঠাইলেন এবং নিজামরাজ্যে তাঁহার স্থাপিত নির্দ্দিষ্ট পরিমাণাদি চালাইতে আদেশ করেন। এই অসঙ্গত প্রস্তাবে নিজাম আপনাকে অসম্মানিত বোধ করিলেন, কিন্তু সে সময় তাঁহার এমন ক্ষমতা ছিল না যে, তিনি টিপুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন, বরং নানাফড়নবিশের সহিত যে অভিসন্ধি আঁটিয়াছিলেন, তাহাও পরিত্যাগ করিলেন। টিপু দেখিলেন, ক্রমে সকলেই তাঁহার বিরুদ্ধ হইয়া উঠিতেছে, ক্রমে তিনি উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন।

তিনি আপনার রাজ্যের পশ্চিমাংশবাসী হিন্দু ও খৃষ্টানদিগকে মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে লাগিলেন। কোড়্গের সংস্র সহস্র অধিবাসীকে ধরিয়া আনিয়া দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ করিলেন; সকলেই ভীত ও চকিত হইল। কেহ তাঁহার বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে সাহসী হইল না। ১৭৮৮ খৃঃ অব্দে টিপু আপনার রাজ্যের উত্তরপ্রদেশসমূহের প্রতি মনোযোগ করিলেন। তাঁহার সেনাদল বহুদিন হইল, মহারাষ্ট্রদিগের সহিত যুদ্ধ করে নাই; মহারাষ্ট্ররাজের সীমান্তস্থিত বহুসংখ্যক হিন্দু-প্রজা মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল, সুতরাং টিপুর সেনাদল সুবিধা বোধ করিল। এই সময়ে ধর্ম্মত্যাগ অপেক্ষা প্রাণ বিসর্জ্জন সহস্রগুণে শ্রেয় বিবেচনা করিয়া প্রায় সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ আত্মহত্যা করিয়াছিলেন।

তাহাতে নানাফড়নবিশ অতিশয় বিচলিত হইয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন, নিজামের সাহায্য গ্রহণ বৃথা। টিপু যেরূপ বলসঞ্চয় করিয়াছেন, তাঁহার সৈন্যগণ ফরাসীসেনানায়কের যত্নে যেরূপ শিক্ষিত হইয়াছে, তাঁহাকে আক্রমণ করা সহজ ব্যাপার নহে। নানাফড়নবিশ ইংরাজের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু মঙ্গলুর সন্ধি অনুসারে ইংরাজেরা মধ্যস্থ থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, কাজেই নানাফড়নবিশ সাহায্য-প্রার্থী হইয়া যাৎগিরের নিকট নিজাম ও বেরারের মাধোজি ভোন্‌স্‌লের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। এখানে পরস্পরে টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা ও মহিসুররাজ্য বিভাগ করিয়া লইবার জন্য এক সন্ধি-পত্র স্থির হইল।

১৭৮৬ খৃঃ অব্দে টিপু কি ভাবিয়া তাঁহাদের নিকট সন্ধি প্রার্থনা করিলেন। ১৭৮৭ খৃঃ অব্দে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল। মহারাষ্ট্রগণ কতকগুলি রাজ্য ও আদনি ফিরিয়া পাইলেন। টিপুও ৪৫ লক্ষ টাকা দিতে সম্মত হইলেন; তন্মধ্যে ৩০ লক্ষ টাকা নগদ এবং বাকি টাকা এক বৎসরমধ্যে শোধ হইবে। টিপু যে কেন হঠাৎ এইরূপ সন্ধিপ্রস্তাবে সম্মত হইলেন, তৎকালীন কোন ইতিহাসে প্রকাশ নাই, টিপুও এ সম্বন্ধে কিছু লিখিয়া যান নাই। কিন্তু ঐ সন্ধি অধিক দিন স্থায়ী হইল না; নিজামের সহিত আবার তাঁহার বিবাদ আরম্ভ হইল। ১৭৮৮ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত নিজাম ও টিপুসুলতানে যুদ্ধ চলিয়াছিল। ঐ বর্ষের শেষে গন্টুর-সরকার সমর্পণ করিবার জন্য বড়লাট কাপ্তেন কেনাওয়েকে পাঠাইয়াছিলেন। প্রথমে একটু যুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা হইয়াছিল, কিন্তু নিজাম গন্টুর সমর্পণে কিছুমাত্র আপত্তি করিলেন না। মসলিপত্তনের সন্ধি অনুসারে হায়দর ও টিপু নিজামের যে সকল ভূভাগ অধিকার করিয়াছিলেন, নিজাম তাহার পুনরুদ্ধারের নিমিত্ত ইংরাজগবর্মেণ্টের নিকট সৈন্য চাহিয়া পাঠাইলেন। আবার তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া তিনি টিপুসুলতানকে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত একখানি কোরাণ গ্রন্থ উপহার দিয়া তাঁহার নিকট একজন দূত পাঠাইয়া দিলেন; দূত আসিয়া টিপুর নিকট জানাইলেন, দিন দিন ইংরাজেরা যেরূপ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে আমাদের ধর্ম্ম ও মান রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠিবে। এখন পরস্পর একতাসূত্রে বদ্ধ হইয়া ধর্ম্মরক্ষার জন্য তাঁহাদের বিরুদ্ধে আমাদের অস্ত্রধারণ করা উচিত। সুচতুর টিপুসুলতান বৈবাহিক সূত্রে বদ্ধ হইয়া মিত্রতা স্থাপন করিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু নিজাম তাঁহার এ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন। তিনি নীচঘরে কন্যা দান করিতে সম্মত হইলেন না। এখন আবার পরস্পরে ঘোর শত্রুতা বৃদ্ধি হইল; টিপুসুলতান মসলিপত্তনের সন্ধি নিতান্ত দোষাবহ বলিয়া স্থির করিলেন, কারণ ঐ সন্ধিপত্রে টিপুর নাম ও ক্ষমতা স্বীকৃত হয় নাই। এদিকে ইংলণ্ডের রাজপুরুষেরা স্থির করিলেন, ভারতে ইংরাজ-দিগের শক্তি চালনা সম্বন্ধে অপক্ষপাত থাকিবার প্রয়োজন নাই, সুতরাং টিপুও যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন।

মঙ্গলুরের সন্ধি অনুসারে ত্রিবাঙ্কুররাজ্য ইংরাজ-আশ্রিত বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। ত্রিবাঙ্কুররাজ ওলন্দাজদিগের নিকট হইতে কোরঙ্গনুর ও আয়াকোট নামে দুইটী নগর সম্প্রতি ক্রয় করেন। টিপু ঐ দুই নগর কোচীনরাজের হইয়া চাহিয়া বসিলেন, তিনি বলিয়া পাঠাইলেন, যখন ঐ দুই নগর তাঁহার আশ্রিত কোচীনরাজের অধিকারভুক্ত, তখন ওলন্দাজেরা কিছুতেই বিক্রয় করিতে পারেন না। বড়লাট কর্ণওয়ালিস্ ত্রিবাঙ্কুররাজের পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য মান্দ্রাজের ইংরাজ-অধ্যক্ষ হলাণ্ড্ সাহেবকে অনুমতি করেন; কিন্তু তিনি সে কথা না শুনিয়া ত্রিবাঙ্কুররাজের নিকট টাকা চাহিয়া বসিলেন।

ত্রিবাঙ্কুররাজ পর্ব্বত ও সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী তাঁহার রাজ্যের উত্তরসীমাস্থ দুর্গসকল ভাঙ্গিয়া ফেলেন। এতদিন টিপু ত্রিবাঙ্কুর-জয়ের বিশেষ চেষ্টা করিতেছিলেন, এতদিন ত্রিবাঙ্কুর-রাজ্য দুর্ভেদ্য ছিল, কোন দিক্ দিয়া সৈন্য-প্রবেশের পথ ছিল না। এখন সুবিধা পাইয়া টিপু সৈন্যচালনা করিলেন।

১৭৮৯ খৃঃ অব্দে ২৮এ ডিসেম্বর তিনি ত্রিবাঙ্কুররাজ্য আক্রমণ করিলেন। মান্দ্রাজ-গবর্মেণ্ট তাহার কোন প্রতিবাদ করিতে পারিলেন না। ত্রিবাঙ্কুররাজ্য আক্রমণের সংবাদ পাইয়া নানাফড়নবিশ টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত ১৭৯০ খৃঃ অব্দে মার্চ্চ মাসে ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি করিলেন। জুলাই মাসে নিজামের সহিতও ঐ সূত্রে এক সন্ধি হইল। বড়লাট কর্ণওয়ালিস্ মান্দ্রাজের ইংরাজসেনাপতি মেডোজ্‌কে সৈন্য-পরিচালনের ভার দিলেন। ১৭৯০ খৃঃ অব্দে ২৬এ মে, ১৫০০০ সুদক্ষ সৈন্য লইয়া ইংরাজসেনাপতি ত্রিচিনপল্লী হইতে যাত্রা করিলেন। ২১এ জুলাই, সৈন্যগণ কোয়ম্বাতুরে উপস্থিত হইয়া অনেকগুলি দুর্গ অধিকার করিল। সেপ্টেম্বরের মধ্যে পালঘাটচেরী ও দিন্দিগুল ইংরাজের অধিকৃত হইল। এখন সেই বিপুলবাহিনী মহিসুরের সীমায় উপস্থিত। টিপুসুলতানও নিশ্চিন্ত ছিলেন না; তিনি বিপুল বিক্রমে শত্রুর গতিরোধ করিয়া ইংরাজসেনাধ্যক্ষ কর্ণেল ফ্লাইড্‌কে আক্রমণ করিলেন। ইংরাজসেনানায়ক পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতে বাধ্য হইলেন। এখানে শত্রুসৈন্য টিপুর কিছু করিতে পারিল না বটে, কিন্তু এদিকে মলবার উপকূলে

কর্ণেল হার্টলি টিপুর সেনাধ্যক্ষ হোসেন আলিকে পরাস্ত করিয়াছিলেন।

মহারাষ্ট্র সৈন্যগণ বোম্বাইস্থ ইংরাজ-সেনাদলের সহিত মিলিত হইয়া টিপুর অপর সেনাপতি বদর-উল্-জমান্ ও কুতুব-উদ্দীনকে পরাজয় করিয়া ধারবার দুর্গ অধিকার করিয়াছে। এদিকে নিজাম স্বসৈন্যে কপালদুর্গ ও বাহাদুরবন্দ অধিকারে অগ্রসর হইয়াছেন; এইরূপে চারিদিক্ হইতে আক্রান্ত হইয়াও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ টিপু কিছুতেই বিচলিত হইলেন না। অচল অটল সাহসে নানা উপায় অবলম্বন করিয়া শত্রুর গতিরোধ করিতে লাগিলেন। বড়লাট কর্ণওয়ালিস্ দেখিলেন, টিপু সহজে বশীভূত হইবার নহে, তাঁহাকে পরাজয় করাও সহজ ব্যাপার নয়। এবার তিনি স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ করিলেন। তিনি মহিসুরের গিরিসঙ্কট মোগলীঘাটে উত্তীর্ণ হইলেন, তথা হইতে কৌশলক্রমে বঙ্গলুর যাত্রা করিলেন। এখানে টিপুর সহিত ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। ১৭৯১ খৃঃ অব্দে ২০এ মার্চ্চ রাত্রিকালে শত্রুগণ অকস্মাৎ দুর্গ আক্রমণ করিল। নিজামের প্রায় ১০ হাজার সৈন্য আসিয়া লর্ড কর্ণওয়ালিসের সহিত যোগদান করিল। বড়লাট সেই মহতী সেনা সঙ্গে লইয়া শ্রীরঙ্গপত্তন অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ইংরাজ-সেনাপতি আবর্‌ক্রম্বী তাঁহাদের সহিত মিলিত হইবার জন্য অগ্রসর হইলেন। এই বিষম বিপদের সময় টিপু যখন দেখিলেন যে, মহাশক্তি তাঁহার বিরুদ্ধে আসিতেছে, তাহার প্রতিরোধ করা তাঁহার সাধ্যাতীত। তখন তিনি আপনার সমস্ত সৈন্য একত্র করিয়া রাজধানী-রক্ষার্থ যত্নবান্ হইলেন। ১৩ই এপ্রেল আরিকেরা নামক স্থানে শত্রুদিগের সহিত ভীষণ সংঘর্ষ হইল।

১২ই এপ্রেল রাত্রিকালে বড়লাট দুর্গ অধিকার করিবার চেষ্টা করেন। ১৪ই দিবা দ্বিপ্রহরে ঘোরতর যুদ্ধের পর টিপু পরাজিত হইলেন। কিন্তু লর্ড কর্ণওয়ালিসের জয়লাভে বিশেষ কিছু সুবিধা হইল না। তাঁহার সৈন্যগণের রসদ ফুরাইয়া গিয়াছিল, সুতরাং বিপদ্ নিকটবর্ত্তী ভাবিয়া পশ্চাৎপদ হইলেন। এখন টিপু সুবিধা পাইয়া তাঁহার মালগাড়ী ও ভাণ্ডার লুট করিলেন।

তৎকালে বড়লাট বিষম সঙ্কটে পড়িয়াছিলেন। যদি না এই সময়ে ইংরাজসেনানায়ক কাপ্তেন লিট্‌ল পরশুরামরাও-পরিচালিত মহারাষ্ট্র-সেনাদলের সহিত আসিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতেন, তাহা হইলে হয় ত সে অভিযান হইতে তাঁহাকে আর ফিরিয়া আসিতে হইত না। যাহা হউক, দ্বিতীয়বার যুদ্ধেও কিছুই ফল হইল না। এবার টিপুকে চারিদিক্ হইতে আক্রমণ করিবার অভিপ্রায়ে পরশুরামরাও ও কাপ্তেন লিট্‌ল্ বহুসৈন্য লইয়া উত্তরপশ্চিম, নিজাম-স্বসৈন্য ও ইংরাজসৈন্য লইয়া উত্তরপূর্ব্ব এবং লর্ড কর্ণওয়ালিস্ মহারাষ্ট্র-বীর হরিপন্থের সহিত মধ্যভাগ আক্রমণ করিলেন।

টিপুও মহোৎসাহে তাহার প্রতিরোধে বিশেষ যত্নবান্ হইলেন। তিনি আপন প্রধান প্রধান সেনানীবর্গকে রাজ্য ও সম্মান রক্ষার জন্য উত্তেজিত করিয়া উপস্থিত বীরব্রতে নিয়োগ করিলেন।

এদিকে লর্ড কর্ণওয়ালিস্ অসম সাহসে নন্দীদুর্গ, সুবর্ণদুর্গ, রায়কোট প্রভৃতি দুর্গসকল জয় করিলেন।

১৭৯২ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে কর্ণওয়ালিস্ নিজাম ও মহারাষ্ট্রসৈন্য সহ মিলিত হইয়া ৫ই ফেব্রুয়ারী শ্রীরঙ্গপত্তনে উপস্থিত হইলেন। ১৬ই, বোম্বাইয়ের ইংরাজসেনাপতি জেনারেল আবর্‌ক্রম্বী আসিয়া তাঁহার সহিত যোগ দিলেন। এই ভীমশক্তি প্রবলবেগে গিয়া টিপুকে আক্রমণ করিল। এতদিন পরে টিপু বিচলিত হইলেন, তাঁহার পিতা বলিয়াছিলেন, 'টিপু রাজ্য রক্ষা করিতে পারিবে না,' এখন সেই কথা তাঁহার মনে উদয় হইল। এ সময় টিপু আপনার এক বন্ধুকে বলিয়াছিলেন, "আমি ইংরাজকে দেখিয়া ভীত নহি, কিন্তু আমার অদৃষ্ট ভাবিয়া ভীত হইয়াছি।"

২৪এ ফেব্রুয়ারী, সুলতান লেফ্‌টেনাণ্ট চামার্স্ নামক এক বন্দী ইংরাজসেনানায়ককে সন্ধির প্রস্তাব করিয়া লর্ড কর্ণওয়ালিসের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। প্রথমে বড়লাট সন্ধি-প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। শেষে কোড়গের রাজার সুবিধা ভাবিয়া সম্মত হইলেন। কোড়গের রাজা জেনারল আবর্‌ক্রম্বীকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন এবং তিনি টিপুর প্রতি-জিঘাংসা বৃত্তিকেও অতিশয় ভয় করিতেন। যাহা হউক, এখন কোড়গরাজের জন্যই সন্ধি হইয়া গেল। ২৬এ তারিখে টিপু আপনার দুই পুত্রকে ইংরাজ-শিবিরে পাঠাইয়া দিলেন। ইংরাজপক্ষীয় সকলেই মহাসমাদরে সম্মানের সহিত সুলতানের পুত্রদ্বয়কে অভিনন্দন করিলেন। সন্ধিপত্রানুসারে টিপুর পুত্রদ্বয় ইংরাজ-শিবিরেই রহিলেন। ১৯এ মার্চ সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর হইল। টিপু আপনার অর্দ্ধেক রাজ্য ছাড়িয়া দিলেন। তন্মধ্যে মলবার, কোড়গ ও বারমহল ইংরাজদিগের অংশে পড়িল। নিজাম ও মহারাষ্ট্রগণ স্ব স্ব রাজ্যের নিকটবর্ত্তী অংশ গ্রহণ করিলেন। এ ছাড়া যুদ্ধব্যয় হিসাবে টিপু ৩৩ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকৃত হইলেন। তন্মধ্যে অর্দ্ধেক নগদ ও অর্দ্ধেক এক বর্ষমধ্যে দিবার কথা রহিল।

তৎপরে চারি পাঁচ বর্ষ বিশেষ কোন গোলযোগ ঘটি

না। টিপু রাজ্যের উন্নতি ও প্রজাসুখসমৃদ্ধির জন্য অনেক যত্ন করিয়াছিলেন। এ সময় তিনি নানাদেশ হইতে বহু অর্থ-ব্যয়ে অসংখ্য পারস্য, সংস্কৃত এবং দাক্ষিণাত্যের স্থানীয় ভাষায় লিখিত বহুবিধ হস্তলিপি সংগ্রহ করেন।

১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে নিজামের ও মহারাষ্ট্রের সেনানায়কগণ গুপ্তভাবে টিপুর সহিত ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। টিপুও পূর্ব্বোক্ত সন্ধিতে আপনাকে অতিশয় অপমানিত বোধ করেন। এতদিন তিনি সুযোগ খুঁজিতে ছিলেন, এখন উক্ত সেনা-পতিগণের প্ররোচনায় উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন।

ইংরাজেরা এই ষড়যন্ত্র জানিতে পারিলেন। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে ১৭ই মে লর্ড মর্ণিংটন্ গবর্ণরজেনারেল হইয়া আসি-লেন। টিপুসুলতানের গতিবিধির উপরই তাঁহার প্রথম লক্ষ্য পড়িল। তখন য়ুরোপে ইংরাজে ও ফরাসীতে ঘোর-তর যুদ্ধ বাঁধিয়াছিল। সুতরাং টিপু ভারতাগত ফরাসী সৈন্যদিগকেও সহজেই হস্তগত করিতে লাগিলেন। ফরাসী কর্ম্মচারিগণ টিপুর দেশীয় সৈন্যদিগকে, রীতিমত যুদ্ধ শিক্ষা দিতে লাগিল। টিপু তাঁহার নৌ-সেনাদলের সাহা-য্যার্থ মরিচ সহরে ফরাসী-শাসনকর্ত্তা জেনারেল মলার্-টিক্‌কে ৩০,০০০ সৈন্যের জন্য লিখিয়া পাঠাইলেন। হায়দরা-বাদে ফরাসী-সেনানায়ক মুসো রেমণ্ড ১৫০০০ সৈন্য লইয়া অবস্থান করিতেছিলেন, তিনিও কার্য্যকালে টিপুকে সাহায্য করিতে সম্মত হইলেন। এদিকে সিন্ধিয়ারাজ্যে ফরাসীবীর ডি বইন্ ৪০,০০০ সৈন্য ও ৪৫০টী কামান সহ অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনিও যথাকালে জাতীয় গৌরবরক্ষার জন্য ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে উদ্যত।

লর্ড মর্ণিংটন্ ইংরাজদিগের বিপদ্ নিকটবর্ত্তী দেখিয়া মান্দ্রাজে প্রধান ইংরাজসেনাপতি লর্ড হারিসকে শ্রীরঙ্গপত্তন অভিমুখে অবিলম্বে সৈন্যচালনা করিতে আদেশ করিলেন।

তখন মান্দ্রাজে ৮০০০ মাত্র সৈন্য ছিল। মান্দ্রাজের কোষাগারও তখন এক প্রকার শূন্য। সুতরাং মান্দ্রাজের কর্ত্তৃপক্ষগণ এ সময়ে টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা অসঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করিলেন। কিন্তু বড়লাট তাহাদের যুক্তি না শুনিয়া অবিলম্বে সমরসজ্জা করিতে আদেশ দিলেন। এদিকে তিনি হায়দরাবাদের মন্ত্রী মাসির উল্ মুল্‌ককে (মীর আলমকে) টিপুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেন।

এই সময়ে মহাবীর নেপোলিয়ান্ ইজিপ্টে উপস্থিত। কখন ভারতে আসিয়া পড়েন, তাহার স্থিরতা নাই। এ সময় অবিলম্বে কার্য্যোদ্ধার করা চাই স্থির করিয়া বড়লাট আপন ভ্রাতা কর্ণেল অর্থার ওয়েলস্‌লি (ভাবী ডিউক্ অব্ ওয়েলিংটন্‌কে) ৩৩ সংখ্যক পদাতিকদল ও ৩০০০ সিপাহী সৈন্য সঙ্গে দিয়া মান্দ্রাজে পাঠাইয়া দিলেন। অবশেষে তিনি টিপুর সহিত একটা মীমাংসা করিবার জন্য স্বয়ং মান্দ্রাজে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পূর্ব্বেই কর্ণেল ডোভটন্ বড়লাটের পত্র লইয়া টিপুর নিকট গমন করিয়াছিলেন। যাহাতে ফরাসীদিগের সহিত টিপু আর কোন সংস্রব না রাখেন, সেই কথা জানাইয়া পত্র লেখা হইয়াছিল।

টিপু কর্ণেলের সহিত দেখা করিলেন না। কেবল বলিয়া পাঠাইলেন যে, ইংরাজদিগের সহিত পূর্ব্বে যে সন্ধি হইয়াছে, তাহাই যথেষ্ট। তিনি ইংরাজগবর্মেণ্টের বরাবরই মিত্র। এ দিকে তিনি ফরাসীগবর্মেণ্টকে সৈন্য পাঠাইতে এবং আফগানরাজ জমান শাহকে ভারতে আসিয়া ধর্ম্মযুদ্ধ ঘোষণা করিতে অনুরোধ করিলেন।

ফরাসীগণ ইজিপ্ট জয় করিয়া শীঘ্রই ভারতে পদার্পণ করিবেন, এ সম্বন্ধে টিপুর অনেকটা ভরসা ছিল। এমন কি নেপোলিয়নের সহিত তাঁহার পত্র লেখালেখিও চলিতেছিল। কৌশলক্রমে সেই পত্র তাঁহার শত্রুগণের হস্তগত হয়। ইংরাজেরা তুরুস্কের সুলতানকে দিয়া পত্র লিখাইয়া টিপুকে সাবধান হইতে বলেন, কিন্তু টিপু তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে ১১ই ফেব্রুয়ারী ২১০০০ ইংরাজ-সেনা ও ১০,০০০ নিজামসৈন্য বেলুর হইতে যাত্রা করিল। এদিকে পশ্চিম উপকূল হইতে জেনারল ষ্টুয়ার্ট ও হার্টলির অধীনে ৬০০০ সৈন্য অগ্রসর হইতেছিল। ১৫ই মার্চ জেনারল হারিস্ বঙ্গলুরে আসিয়া পৌঁছিলেন। ১৬ই এপ্রেল, কোড়গরাজ্যের সীমায় সদাসির নামক স্থানে ঘোরতর যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে টিপুর ২০০০ সৈন্য বিনষ্ট হয়।

এখন সুলতান আপনার নির্ব্বাচিত সৈন্য লইয়া প্রবল পরাক্রমে শত্রুর গতিরোধ করিতে অগ্রসর হইলেন। ২৭এ মার্চ মালবল্লী নামক স্থানে টিপুর সৈন্য পরাজিত হয়। এই পরাজয়ে টিপুও ভীত ও ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িয়াছিলেন, পিতার নিদারুণ বাণী যেন জলন্ত অক্ষরে তাঁহার স্মৃতিপটে উদিত হইতে লাগিল। তিনি কালবিলম্ব না করিয়া রাজধানীতে চলিয়া আসিলেন। এখানে আসিয়া শুনিলেন, তাঁহার অনেক কর্ম্মচারী তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছে। এই সময় তিনি আরও হতাশ হইয়া পড়িলেন। কেহ কেহ তাঁহাকে ইংরাজদিগের সহিত পুনরায় সন্ধি করিবার প্রস্তাব করিলেন; প্রথমে তিনি অনেকটা সম্মতও হইয়া-ছিলেন, কিন্তু যখন তিনি শুনিলেন, ইংরাজসেনাপতি হারিস্ সুলীগা নামক কাবেরী নদীর একটী অজানিত চড়া পার হই-

রাছেন, শীঘ্রই শ্রীরঙ্গপত্তন আক্রমণ করিবেন, তথন সন্ধির কথা আর তাঁহার মনে স্থান পাইল না। এদিকে লর্ড হারিস্ সৈন্যগণের রসদ ফুরাইয়া আসিয়াছে দেখিয়া কালবিলম্ব না করিয়া শ্রীরঙ্গপত্তন আক্রমণ করিলেন। ইংরাজগণ ভারতবর্ষে এরূপ ভীষণ যুদ্ধ কথন করেন নাই। ৬ই এপ্রেল হইতে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। তৃতীয় দিবস টিপু কি ভাবিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু ইংরাজসেনাপতি হারিস্ দুই কোটী টাকা ও অর্দ্ধেক রাজ্য চাহিয়া বসিলেন। তাহার প্রত্যুত্তরে টিপু বলিয়াছিলেন, "এরূপ ঘৃণিত প্রস্তাবে সম্মত হওয়া অপেক্ষা বীরের ন্যায় মৃত্যু বাঞ্ছনীয়। তিনি বীরের পুত্র, বীরের ন্যায় আপনার সম্মান রক্ষা করিতে জানেন।" সেই দিন তিনি আপনার প্রধান অমাত্য ও কর্ম্মচারিগণকে একত্র করিয়া বলিলেন,' "আজ আমরা নিজ নিজ জাতীয়সম্মান ও ধর্ম্মরক্ষার জন্য আত্মবিসর্জ্জন করিব। যিনি এই মহাকার্য্যে ভীত হইবেন, তিনি যেন এথনই এস্থান পরিত্যাগ করেন।"

সুলতানের উৎসাহবাক্যে সকলেই প্রাণের মমতা বিসর্জ্জন দিয়া ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। ইংরাজেরা ভারতে এরূপ ভীষণ যুদ্ধ দেখেন নাই বা শুনেন নাই। এই যুদ্ধে উভয় পক্ষে কত শত সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। ২রা মে দুর্গ ভাঙ্গিবার উপক্রম হইল। ৩রা, চারি হাজার সৈন্য গড়থাই উত্তীর্ণ হইয়া দুর্গের নিকট উঠিয়া দুর্গভাঙ্গিতে আরম্ভ করিল। টিপুসুলতান নিজে রণসাজে সাজিয়া দুর্গ রক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু টিপুর প্রতি বিধাতা বাম, তাঁহার সকল চেষ্টা বিফল হইল। অধিকাংশ দুর্গবাসী সন্ধ্যার প্রাক্কালে আত্মসমর্পণ করিতে লাগিল। দুর্গে প্রবেশ করিয়া শত্রুগণ দেখিল, বীর টিপুসুলতান আপন সম্মান ও গৌরব রক্ষা করিবার জন্য রণশয্যায় চিরশয়ন করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, যে সময় টিপু দুর্গরক্ষার্থ আপনি যুদ্ধ করিতেছিলেন, সেই সময় এক ব্যক্তি পশ্চাদ্দিক্ হইতে গুপ্তভাবে তাঁহাকে বিনাশ করেন।

যাহাই হউক, ইংরাজসেনাপতি বীরমদে আজ দুর্ভেদ্য শ্রীরঙ্গপত্তন-দুর্গ অধিকার করিলেন। যথাকালে মহাসমারোহে মুসলমানপ্রথা অনুসারে টিপুসুলতানের মৃত দেহ সমাধিস্থ হইল। বীরনাদে ইংরাজের দুর্জ্জয় কামান টিপুর সম্মান ও শ্রীরঙ্গপত্তনবিজয় ঘোষণা করিল। সেই সঙ্গে মহিসুর হইতে ক্ষণস্থায়ী মুসলমান-রাজত্বেরও শেষ হইল।

এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া বড়লাট মর্ণিংটন্ ওয়েলেস্লি উপাধিতে ভূষিত হইলেন। এই নামেই তিনি ভারতেতিহাসে বিখ্যাত। শ্রীরঙ্গপত্তন-দুর্গ জয় করিয়া ইংরাজেরা নগদ দুই কোটী টাকা, ৯২৯টী কামান, ৪২৪০০০ পিতল ও লৌহনির্ম্মিত গুলি গোলা এবং ৬৫০০ মণ বারুদ পাইয়াছিলেন।

লালবাঘ উদ্যানে হায়দরের সমাধিমন্দিরে টিপু সমাহিত হন। টিপু অতিশয় অত্যাচারী, চঞ্চল ও অস্থির প্রকৃতির লোক হইলেও তাঁহার অনেক সদ্‌গুণও ছিল। তিনি নিত্য নূতন ভালবাসিতেন। তিনি দেশীয় শিল্প ও পণ্ডিতের বিশেষ সমাদর করিতেন। তাঁহার প্রাসাদ হইতে বহুসংখ্যক সংস্কৃতগ্রন্থ, কোরাণের অনুবাদ ও হিন্দুস্থান বিশেষতঃ মোগলসাম্রাজ্যের ইতিহাসমূলক অনেক হস্তলিপি পাওয়া গিয়াছে। এখন কলিকাতার পুস্তকাগারে সেই সমস্ত রক্ষিত আছে।

টিপু কেবল পুস্তকসংগ্রহ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। নিজে বিদ্বান্ ছিলেন, পারস্যভাষায় দুইথানি গ্রন্থও লিপিবদ্ধ করিয়াগিয়াছেন; তাহার একথানির নাম 'ফরমাণ-বনাম আলীরাজা' এবং অপর থানির নাম 'ফত-উল্ মজাহিদীন।' এছাড়া আপনার জীবনবৃত্তান্তমূলক অনেক ঘটনা নিজে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

টিপুর পরিবারবর্গ প্রথমে বেলুরে স্থানান্তরিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে বৃটীশ গবর্মেণ্টের সুবিধা না হওয়ায় সকলেই কলিকাতায় আনীত হইলেন। এথন টিপুর পৌত্র ও পৌত্রীগণ সকলেই বৃটীশ গবর্মেণ্টের বৃত্তিভোগী। রসাপাগলা বা টালিগঞ্জ নামক স্থানে সকলেই বাস করিতেছেন।

টিমক (আরবী) ১ মস্তিষ্ক। ২ গর্ব্ব।

টিমকী (আরবী) গর্ব্বিত।

টিমৃটিম্ (দেশজ) ১ অল্প অল্প জলা। ২ ক্ষীণ অবস্থা।

টিমৃটিমা (দেশজ) মিটি মিটি জলা।

টিয়া (দেশজ) তোতাপাখী।

টিলিয়া (দেশজ) গুল্মবিশেষ।

টিল্‌কা (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ।

টী (স্ত্রী) সংযুক্ত বর্ণ, ক্ষুদ্রতম বুঝায়।

টীকা (স্ত্রী) টীক্যতে গম্যতে বুধ্যতে বানয়া টীক-বঞ্জর্থে ক-টাপ্ চ। ১ ব্যাখ্যাগ্রন্থ, যাহা দ্বারা মূলবচনের অর্থ বোধগম্য হয়, গ্রন্থের অর্থ বিশদ করিবার নিমিত্ত আস্তব্যাখ্যা, বিবৃতি, ব্যাখ্যান।

"নত্বা ভগবতীং দুর্গাং টীকাং দুর্গার্থবুদ্ধয়ে॥" (দায়ভাগ)

টীকা (দেশজ) বসন্তরোগের আক্রমণ এড়াইবার জন্য সুস্থ শরীরে অস্ত্রদ্বারা বসন্তের বীজ প্রবেশ করাইয়া দেওয়াকে টীকা দেওয়া কহে। বহুপূর্ব্বকাল হইতেই এদেশে টীকা দেওয়ার প্রথা প্রচলিত আছে। মনুষ্য ও গোরুর বসন্তের ক্ষত হইতে পুঁজ বা রস লইয়াই টীকা দেওয়া হইত। ঐ পুঁজ বা রসকে বীজ

কহে। গোবীজের টীকাই যে নিরাপদ প্রাচীন আর্য্য ঋষিরাও তাহা অবগত ছিলেন। মনুষ্যের বীজদ্বারা টীকা দিলে বসন্ত ডাকিয়া আনা হয়, অনেক সময় ইহা দ্বারাই অনেকের প্রাণ-নাশ পর্য্যন্ত হইয়াছে। গোবীজের টীকায় সে ভয় নাই, ইহাতে সর্ব্বশরীরে গোবসন্তের রস মিশ্রিত হয় বটে, কিন্তু উহার প্রকোপ মনুষ্য-বসন্তের ন্যায় ভীষণ নহে। এমন কি ইহার বসন্ত-প্রতিবোধকতা শক্তি মনুষ্যবীজ হইতে কোন অংশেই ন্যূন নহে।

বসন্তের বীজ রক্তের সহিত মিশ্রিত করাই টীকা দেওয়ার উদ্দেশ্য। ইহা নানা উপায়ে সাধিত হয়। শরীরের কোন স্থানে অস্ত্রদ্বারা ক্ষত করিয়া উহাতে বসন্তের রস লাগাইয়া দিলেই টীকা দেওয়া হইল। সচরাচর বাহু ও হস্তেই টীকা দেওয়া হয়। চর্ম্মচ্ছেদ করিবার জন্য সূচী বা তীক্ষ্ণধার ছুরিকা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সাঁওতাল প্রভৃতি অসভ্য জাতি অস্ত্র-দ্বারা ক্ষত করিবার পরিবর্ত্তে অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ৩।৪ বা ততোধিক স্থানে ফোস্কা করে, পরে ঐ ফোস্কা ভাঙ্গিয়া উহাতে বীজ লাগাইয়া দেয়। ফলে ইহাদ্বারা টীকা দেওয়ার ফল মন্দ হয় না, বরং অনেক সময় ভালই হইয়া থাকে।

কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমাদের দেশে মনুষ্যবীজ দ্বারা টীকা দেওয়া হইত, এইরূপ টীকাকে বাঙ্গালাটীকা এবং বর্ত্তমান প্রণালীতে গোবীজের টীকাকে ইংরাজীটীকা কহে। বাঙ্গালা-টীকা রীতিমত দেওয়া হইলে ক্ষতস্থান শীঘ্রই ফুলিয়া পাকিয়া উঠে এবং জ্বর ও শরীরের স্থানে স্থানে বসন্ত বাহির হয়। এইরূপ হইলেই টীকা উঠিয়াছে বলে। বাঙ্গালা-টীকা লইলে এদেশে যতদিন টীকা না শুকায়, ততদিন আপন পরিবারবর্গ সকলেই শুদ্ধাচারে থাকে, নিরামিষ ভক্ষণ করে, বস্ত্রাদি কাচিতে দেয় না, অর্থাৎ প্রকৃত বসন্ত হইলে যেরূপ নিয়ম পালন করিতে হয়, তৎসমুদায়ই প্রতিপালন করে। [মসূরিকা দেখ।] বাস্তবিক বাঙ্গালাটীকা কৃত্রিম বসন্ত ভিন্ন আর কিছুই নহে। গোবীজের টীকা লইলে ঐ সকল কঠোর নিয়ম পালনের আবশ্যকতা থাকে না।

ইংরাজী টীকায় গোবসন্ত নামক স্বতন্ত্র ব্যাধি শরীরে সংক্রামিত হয়। মসূরিকার সহিত তুলনায় ইহার মারাত্মক শক্তি অতি সামান্য ও অল্প যন্ত্রণাদায়ক। সম্প্রতি এই টীকাই এ দেশে প্রচলিত হইয়াছে। গবর্মেণ্ট মনুষ্য-বসন্তের বীজদ্বারা টীকা দেওয়ার প্রথা রহিত করিয়া দিয়াছেন এবং সমস্ত প্রধান প্রধান নগরে গোবীজের টীকা দিবার কেন্দ্রস্থান স্থাপিত করিয়াছেন। ঐ সকল স্থান হইতে বহুসংখ্যক লোককে শিক্ষিত করিয়া গ্রামে গ্রামে টীকা দিবার জন্য প্রেরণ করা হয়। ইহার জন্য কাহাকে কিছু ব্যয় করিতে হয় না। কলিকাতায় সাধারণতঃ বলিষ্ঠ সুস্থকায় গাভী বা বৎসের বসন্ত হইতেই বীজ লইয়া প্রত্যক্ষভাবে টীকা দেওয়া হয়। অন্যান্য স্থানে গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক রক্ষিত বীজ প্রেরিত হয়। বলা বাহুল্য, টীকা দেওয়ার প্রথা যত বিস্তৃত হইতেছে, বসন্তরোগে মৃতের সংখ্যা ততই হ্রাস হইতেছে।

ইংরাজীতে টীকা দেওয়াকে ভাক্সিনেশন (Vaccination) কহে। ইহার অর্থ ভাক্সনিয়া অর্থাৎ গো বসন্তরোগ মনুষ্য শরীরে সংক্রামিত করা। জেনার (Jennar) নামে একজন চিকিৎসক এই মহোপকারী বিষয় য়ুরোপে প্রথম উদ্ভাবন করেন। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে তিনি পরীক্ষালব্ধ নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয় সাধারণে প্রকাশ করেন।

গো-বসন্তরোগ মনুষ্য শরীরে সংক্রান্ত করিলে তাহার মসূরিকা হইবার ভয় থাকে না। ২ গাভীর শরীরস্থ বসন্ত ব্যতীত অন্য কারণে উৎপন্ন বসন্তের ন্যায় পরিদৃশ্যমান ফুস্কুড়ি হইতে টীকা দিলে তাহাতে বসন্ত-ভয় বিদূরিত হয় না। ৩ সুবিধা মত সকল সময়েই নিপুণ অস্ত্রবৈদ্যদ্বারা গোবীজের টীকা দেওয়া যাইতে পারে। ৪ একজনকে গোবীজের টীকা দিলে তাহার বীজ লইয়া অপরকে এবং ঐ তৃতীয় হইতে আবার অন্য লোককে, এইরূপে বহুসংখ্যক লোককে সংক্রামিত করা যাইতে পারে, অথচ শেষের ব্যক্তিও প্রথম যে ব্যক্তি প্রত্যক্ষ-ভাবের গো- বসন্ত হইতে টীকা লয় তাহার ন্যায় ফল প্রাপ্ত হয়।

টীকা দিতে হইলে নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয়ে মনোযোগ রাখিতে হইবে। নিকটে বসন্তের প্রাদুর্ভাব না থাকিলে শিশুদিগকে দুর্ব্বল অবস্থায় টীকা দেওয়া ব্যবস্থা নয়। পেটের পীড়া কিংবা চর্ম্মরোগ থাকিলে অথবা কর্ণমূল, গ্রীবা ও কুচ্‌কিতে উত্তাপ বোধ হইলেও টীকা দেওয়া উচিত নয়। সচরাচর দেখা যায়, এক বৎসরের অনধিক বয়স্ক শিশুই অধিকমাত্রায় বসন্তরোগে আক্রান্ত হয়। এই নিমিত্ত ছেলে সুস্থ ও সবল থাকিলে খুব অল্পবয়সেই টীকা দেওয়া উচিত। ডাঃ সিটন (Dr. Seaton) বলেন, বড় বড় নগরে সুস্থকায় সবল শিশুকে ১ মাস ১½ মাস বয়সেই টীকা দেওয়া উচিত। অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল শিশুকে ২।৩ মাসে এবং নিতান্ত টীকা দিবার অনুপযুক্ত না হইলে সকল শিশুকেই ৩ মাসের সময় টীকা দেওয়া কর্ত্তব্য।

সুস্থ ও সবল শিশুর রীতিমত উত্থিত টীকা হইতে বীজ গ্রহণ করা উচিত। আসল বীজ একটু ঘন। অপক্ক টীকার পাতলা বীজ দ্বারা টীকা দেওয়া ভাল নহে। অধিক বয়স্ক বালক-বালিকা অপেক্ষা অল্পবয়স্ক শিশুর বীজই উৎকৃষ্ট, বিশেষতঃ

শ্যামলবর্ণ, ঘন, চিক্কণ ও পরিষ্কার ত্বকবিশিষ্ট শিশুদেহেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বীজ হইয়া থাকে। সঙ্গে সঙ্গে বীজ লইয়া টীকা দেওয়াই প্রশস্ত। টীকা দেওয়া শিশু না পাওয়া গেলে অগত্যা রক্ষিত বীজ দ্বারা টীকা দিতে হয়। বলা বাহুল্য, ভাল বীজ না মিলিলে টীকা দেওয়া বন্ধ রাখা উচিত। একটী পরিপক্ক টীকার উপর তল্প কাটিয়া দিলে সঙ্গে সঙ্গে ৫।৬ জনকে টীকা দিবার উপযুক্ত রস নির্গত হয় এবং ভবিষ্যতে ৫।৬ জনকে টীকা দিবার নিমিত্ত গজদন্তনির্ম্মিত শলাকা-মুখ সিক্ত করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

কিরূপে টীকা দেওয়া হয়, তাহাই এখন সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে। বাহুর উপরিভাগই টীকা দিবার প্রশস্ত স্থান। এই স্থানের চর্ম্ম টান করিয়া ধরিয়া একটী পরিষ্কার সুতীক্ষ্ণ বীজম্রক্ষিত ছুরিকার মুখ দ্বারা ঈষৎ বক্রভাবে অল্প চিরিয়া দিবে। ইহার পর চর্ম্ম ছাড়িয়া দিলে বীজ ছেদিত স্থানে থাকিয়া যায়। ফলে চর্ম্মের মধ্যে বীজ প্রবেশ ও শোধিত করাই টীকা দেওয়ার উদ্দেশ্য। এক স্থানে টীকা দিলে যদি না উঠে, এই আশঙ্কা নিবারণ জন্য প্রত্যেক বাহুতে ½ ইঞ্চি অন্তর অন্তর অন্ততঃ তিন স্থানে টীকা দেওয়া কর্ত্তব্য। শলাকায় শুষ্কবীজ থাকিলে অগ্রে উহাদিগকে উষ্ণজলে বা বাষ্পে দ্রব করিয়া ছেদমুখে লাগাইয়া দিতে হয়। অনেক ডাক্তার সমান্তরভাবে কতকগুলি আঁচড় দেয়, কেহ কেহ ঢেরাকাটা করিয়া ত্বক্ ছেদন করে, আবার কেহ কেহ প্রায় দুয়ানি সমান স্থানে কতগুলি চোট দিয়া উহাতে বীজ মাখাইয়া দেয়। অনেকে আবার একদিকে কতকগুলি বিঁধ দিয়া পরে ঐ সকলকে ঢেরাকাটা করিয়া কাটিয়া দেয়। এই শেষোক্ত প্রকারে টীকা দেওয়াই ডাঃ সিটনের মতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ভাল টীকা দেওয়া হইলে ঐ স্থান ২।৩ দিনে ঈষৎ ফুলিয়া উঠে, ৩।৪ দিনে লাল ও শক্ত হয় এবং ৫।৬ দিনে মধ্যভাগ অবনত আনীল শ্বেতবর্ণ ফুস্কুড়ি হইয়া উঠে। ইহাতে পুঁজ জন্মে। অষ্টম দিবসে টীকা পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয়। নবম ও দশম দিবসে ইহার চারিদিক্ রক্তবর্ণ হইয়া ফুলিয়া উঠে, একাদশ দিবসে ফুস্কুড়ি আরও স্ফীত হইলে মধ্যভাগের অবনতি দূর হয়। চারিদিকের ফুলা স্থান ১ ইঞ্চ হইতে প্রায় ৩ ইঞ্চ পর্য্যন্ত ব্যাসযুক্ত হইয়া থাকে। ইহার পর ত্রয়োদশ কি চতুর্দ্দশ দিবসে ব্রণ শুষ্ক হইতে আরম্ভ হয় এবং সচরাচর তাহার পর সপ্তাহমধ্যে শুকাইয়া খুঙ্কি উঠিয়া যায়। পঁচিশ দিন পর্য্যন্ত প্রায় ফুস্কুড় থাকে না। খোলা উঠিয়া ঐ স্থান গোল, আজীবন লোমশূন্য, চিক্কণ, ঈষৎ নিম্ন এবং বিন্দুময় বা সূক্ষ্ম ছিদ্রযুক্ত হইয়া থাকে।

টীকা উঠিলে প্রায়ই চর্ম্মে, রুক্ষতা, পাকযন্ত্রের বিশৃঙ্খলা, বগলের শিরা ফুলা প্রভৃতি উপদ্রব দেখা যায়। এই সকল উপসর্গ অধিক যন্ত্রণাদায়ক না হইলেও প্রায় ফাঁক যায় না। টীকার আনুসঙ্গিক উপসর্গের জন্য চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না। অনেক সময় টীকা অযথা দীর্ঘকালস্থায়ী হয় কিংবা অতি শীঘ্র শুকাইয়া যায়। যে টীকা রীতিমত উঠিয়া নিয়মিত রূপে শুকায়, তাহাই বসন্তনিবারক, ইহার অন্যথা হইলে সে টীকায় ফল হয় না।

প্রায়ই দেখা যায় যে অধিকাংশ স্থলে টীকা ঠিক নিয়ম মত উঠে না। ইহা নানা কারণে হইয়া থাকে। প্রথমতঃ টীকাদারগণ অনেক স্থলেই বিশেষ অভিজ্ঞ নহে এবং উপযুক্ত পরিমাণে বীজ প্রয়োগ করে না। দ্বিতীয়তঃ বীজের অনুপযোগিতা, তৃতীয়তঃ যত্ন ও সতর্কতার অভাব, ইহাতে অনেক সময় টীকা নিস্ফল না হইলেও অভিপ্রেত ফলোৎপাদন করে না; চতুর্থতঃ টীকা হইতে প্রত্যক্ষভাবে বীজদ্বারা সঙ্গে সঙ্গে টীকা না দিয়া বহু পুরাতন বীজ ব্যবহার।

ডাঃ সিটন সাহেব পরীক্ষা করিয়া বলেন, যে পূর্ণরূপে টীকা দেওয়ার ফল অসম্পূর্ণ টীকার অপেক্ষা ৬০ গুণ বসন্তনিবারক এবং সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট টীকাও একবারে টীকা না দেওয়া অপেক্ষা ৪৭ গুণ বসন্তনিবারক। আরও দেখা গিয়াছে যে, টীকা লইবার পরও যদি বসন্ত হয়, তাহা হইলে উহা তত মারাত্মক হয় না এবং আরোগ্য হইলে শরীরকে ও তত বিকৃত করিয়া ফেলে না।

একবার টীকা হইলে পর কত দিন ইহার শক্তি থাকে, তাহা এখনও স্থির হয় নাই। যাহা হউক, যখন দেখা যাইতেছে যে একবার বসন্তপ্রপীড়িত ব্যক্তি পুনরায় বসন্তরোগাক্রান্ত হইতেছে, তখন অন্ততঃ ৭ বর্ষ অন্তর টীকা লওয়া উচিত। টীকা দস্তুরমত না উঠিলে আরও শীঘ্র টীকা লইলে অনেকটা নিরাপদ্ থাকে। কোন কোন ডাক্তার ৩ বৎসর বা তদপেক্ষাও শীঘ্র শীঘ্র টীকা লইতে পরামর্শ দেন।

টীকার বীজ লইয়া অনেক বিপদ্ ঘটিতে পারে। যে শিশুর টীকা হইতে বীজ লওয়া হয়, উহার কুষ্ঠ, উপদংশ প্রভৃতি রোগের সংস্রব থাকিলে তত্তৎ রোগ সহস্র বালকমণ্ডলীতে ব্যাপ্ত হইতে পারে। এজন্য ঐ শিশুর পিতা মাতার কোন সংক্রামক ব্যাধি আছে কি না পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। আবার অনেক ডাক্তারের মত এই যে, টীকা দ্বারা ব্যাধি সংক্রামিত হয় না।

মনুষ্য ও গোরুর বসন্তরোগের পরস্পর সম্বন্ধ বিষয়ে মতভেদ আছে। ডাঃ জেনার বলেন যে, তাহা বাস্তবিক

একই ব্যাধি। পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে যে, গোরুকে মনুষ্য-বীজের টীকা দেওয়ায় তাহার বসন্ত হইয়াছে এবং পরে তাহার বসন্তবীজ লইয়া টীকা দেওয়ায় প্রকৃত গোবীজের ন্যায় ফল হইয়াছে। সুতরাং মনুষ্য ও গোরুর বসন্ত একই রোগ বলিয়া অনুমান হয়। অশ্বাদিও এই রোগে আক্রান্ত হয়। বেলুচিস্থানে উষ্ট্রের একরূপ বসন্ত হয়, সেই অবস্থায় যাহারা প্রতিপালন করে বা উহাদের দুগ্ধাদি পান করে, তাহারা প্রায়ই বসন্ত দ্বারা আক্রান্ত হয় না।

পূর্ব্বকালে ভারতবাসীরা গোবীজ ও মনুষ্যবীজ সুবিধা মত যে কোন বীজ লইয়া টীকা দিতেন এ সম্বন্ধে ধন্বন্তরি বলিয়াছেন—

"ধেনুস্তন্যমসূরিকা নরাণাঞ্চ মসূরিকা।
তজ্জলং বাহুমূলাচ্চ শস্ত্রান্তেন গৃহীতবান্॥
বাহুমূলে চ শস্ত্রাণি রক্তোৎপত্তিকরাণি চ।
তজ্জলং রক্তমিলিতং স্ফোটকজ্বরসম্ভবম্॥"

ধন্বন্তরিকৃত শাক্তেয় গ্রন্থ।

ধেনুর স্তনমণ্ডলে অথবা মানবের বাহুমূলে যে মসূরিকা হয়, তাহার রস শস্ত্রের অগ্রভাগে গ্রহণ করিয়া বাহুমূলে প্রবেশ করাইবে। শস্ত্রদ্বারা বাহুমূলে রক্তোৎপত্তি হইবে, সেই রস রক্তের সহিত মিলিত হইয়া স্ফোটকজ্বর উৎপাদন করে।

টীকাকার (পুং) টীকাং করোতি কৃ-অণ্। টীকা প্রস্তুতকর্ত্তা, যিনি টীকা করেন।

টীপ (দেশজ) কপালে চিহ্ন বা ফোঁটা।

টুঁকি (দেশজ) আঘাত করা।

টুটী (দেশজ) গলদেশ, গ্রীবা।

টুক্ (দেশজ) অল্পাঘাত।

টুকনা (দেশজ) সামান্য ভিক্ষাপাত্র।

টুক্‌রা (দেশজ) খণ্ড, বস্তুর কর্ত্তিত অংশ।

টুক্‌রাটুকরা (দেশজ) খণ্ড খণ্ড।

টুক্‌রী (দেশজ) বংশাদি-রচিত পাত্র, ঝুড়ী।

টুকটুক্ (দেশজ) ১ অল্প শব্দ। ২ রক্তবর্ণ।

টুক্‌টুকিয়া (দেশজ) ১ উজ্জ্বল। ২ গাঢ় রক্তবর্ণ।

টুকি (দেশজ) আঘাত।

টুট (দেশজ) ১ ভঙ্গ। ২ কম, হ্রাস।

"শত্রুর সন্তাপ বাড়ে, টুটে পরাক্রম।" (শ্রীধর্ম্মমঙ্গল ২।১০২)

টুটন (দেশজ) ছেঁড়া, ভাঙ্গা।

টুটান (দেশজ) অল্পকরণ, কমান।

"তপস্যা করেন গৌরী হরপদ আশে।
আহার টুটান দেবী দিবসে দিবসে॥" (কবিকঙ্কণ)

টুটী (দেশজ) ভেদ করা, বিদারণ করা, চূর্ণ করা।

"কিন্তু মায়াবল, আমি টুটী বাহুবলে।" (মাইকেল)

টুণ্টুক (পুং) টুণ্টু ইত্যব্যক্তশব্দং কায়তি কৈ-ক। ১ পক্ষি-বিশেষ, চলিত কথায় টুন্‌টুনি পাখী। (শব্দচ°) ২ শ্যোনাক-বৃক্ষ, সোনালু। ৩ কৃষ্ণখদিরবৃক্ষ। ৪ (ত্রি) অল্প। (মেদিনী) ৫ ক্রূর। (বিশ্ব) ৬ টঙ্কিনীবৃক্ষ। (শব্দচ°)

টুনটুন্ (দেশজ) ঐরূপ শব্দভেদ।

টুনটুনি (দেশজ) পক্ষিবিশেষ। [টুণ্টুক দেখ।]

টুনটুনী ১ এক তন্তু-বিশিষ্ট একপ্রকার যন্ত্র। ২ কাচনির্ম্মিত যন্ত্রবিশেষ। (যন্ত্রকোষ)

টুনাকা (স্ত্রী) তালমূলী বৃক্ষ। (শব্দচ°)

টুপী (দেশজ) তাজ, মস্তকাবরণবস্ত্র।

টুপাকুল (দেশজ) গোলাকার বড় বড় বদরীফল।

টুম্‌টাম্ (দেশজ) অল্প।

টেংরা (দেশজ) মৎস্যবিশেষ। [টেঙ্গরা দেখ।]

টেঁক (দেশজ) ১ কোমর। ২ নদীর যেখান বাঁকিয়া গিয়াছে।

টেঁকন (দেশজ) আঁটা।

টেঁকশাল [টাঁকশাল দেখ।]

টেঁকা (দেশজ) ১ সেলাই করা। ২ মনে মনে স্থির করা।

টেঁকে টেঁকে (দেশজ) স্থির করিয়া।

টেঁটা (দেশজ) লৌহময় অস্ত্রবিশেষ।

টেঁপা (দেশজ) মৎস্যবিশেষ।

টেঁপাগোজা (দেশজ) টিপিয়া গুজিয়া রাখা।

টেঁপাটেঁপা (দেশজ) হৃষ্টপুষ্ট।

টেঁপাল, টোঁপাল (দেশজ) হৃষ্টপুষ্ট।

টেকুয়া (দেশজ) ১ যাহার টাকা আছে। টাকু।

টেঙ্গ (দেশজ) ঠ্যাঙ্গ, পা।

টেঙ্গরা (দেশজ) মৎস্যবিশেষ। (Macrones vittatus) ইহাদের গ্রীবা সর্ব্বদেহের মধ্যে স্থূলতম, ক্রমে পশ্চাদ্দিকে সূক্ষ্ম। মুখ বৃহৎ, শরীর মদ্গুরাদি মৎস্যের ন্যায় শল্কহীন এবং মুখে দীর্ঘ গুম্ফ থাকে। টেঙ্গরামাছের বর্ণ ঈষৎ পীতাভ কৃষ্ণবর্ণ, অথবা রৌপ্যের ন্যায় উজ্জ্বল প্রভৃতি বহুপ্রকার হইয়া থাকে। বহু জাতীয় টেঙ্গরামাছ আছে। সকলেরই দুইপার্শ্বে ও পৃষ্ঠের পাখনার গোড়ায় এক একটি করিয়া তিনটী কাঁটা আছে, এই কাঁটা তিনটী ইহাদের অস্ত্রস্বরূপ। যদি ইহারা কোনরূপে ঐ কাঁটা দ্বারা বিধিতে পায়, তাহা হইলে মনুষ্যকেও অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ইহার যন্ত্রণায় অস্থির হইতে হয়। এই মৎস্যের আর একটী বিশেষত্ব যে, ইহারা শব্দ উৎপাদন করিতে পারে। কেহ নাড়িলে ইহারা রাগে একপ্রকার

গন্ গন্ শব্দ বাহির করে ও সুবিধা পাইলে কাঁটা বিঁধিয়া দেয়। ইহাদের আকার ও আয়তনে অনেক প্রভেদ আছে। কোন কোন জাতি ৪।৫ ইঞ্চ, আবার কোন কোন জাতি ৮।১০ ইঞ্চ বা ততোধিক বৃহৎ হয়। মান্দ্রাজের একপ্রকার টেঙ্গরামাছ কাল এবং ৪।৫টা রূপার স্থায় ডোরাযুক্ত হয়। বাঙ্গালার অনেক টেঙ্গরামাছ ঠিক রূপার স্থায় উজ্জ্বল। এই মাছ সুখাদ্য এবং প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। স্থানভেদে বৃহত্তর জাতীয় টেঙ্গরাকে আড় মাছ বলে।

টেঙ্গ্রী (দেশজ) চেঁচাড়ির চুবড়ী।

টেড়া (দেশজ) অসমান।

টেড়াদৃষ্টি (দেশজ) টেরা।

টেনা (দেশজ) কৌপীন।

টেপ (ইংরাজী) মাপিবার যন্ত্র।

টেপা (দেশজ) কোন স্থান চাপিয়া ধরা।

টের (দেশজ) জানা।

টেরক (ত্রি) কেকর-পৃষোদরাৎ সাধুঃ। বক্রচক্ষু, টেরা। পর্য্যায়—বলির কেকর, কেদর। (শব্দর°)

টেরচা (দেশজ) অসমান, ঈষৎ হেলান।

টেরা (দেশজ) যাহার চক্ষুতারা ঠিক মধ্যস্থলে না থাকে।

টেরাদৃষ্টি (দেশজ) অসমান দেখা।

টেরীপুঁঠী (দেশজ) একপ্রকার পুঁঠী।

টেরে (দেশজ) কোণে।

টেলিগ্রাফ, এই শব্দ (Tele ও Grapho) দুইটী গ্রীক শব্দ হইতে উৎপন্ন; ইহার মৌলিক অর্থ দূরলিপি। তাহা হইতে যে কোন যন্ত্রাদি দ্বারা বহুদূরে সঙ্কেতে সংবাদাদি জ্ঞাপন করা হয়, তাহাকে টেলিগ্রাফ বলা যায়। বহুপ্রাচীনকাল হইতেই অগ্নিদ্বারা সঙ্কেতাদি বহুদূরবর্ত্তী স্থানে বিজ্ঞাপিত হইত। তৎপরে নানাবিধ পতাকা, লণ্ঠন, নীল আলো, হাউই প্রভৃতি দৃশ্যমান চিহ্ন এবং বন্দুকধ্বনি, ভেরীধ্বনি, ঘড়ি ও ঢক্কাবাদ্য দূরস্থানে সঙ্কেত করিবার জন্ত ব্যবহৃত হয়। বলা বাহুল্য যে, যখন কোন চিহ্ন দ্বারা সঙ্কেত জ্ঞাপন করা হইত, উহার অর্থ তাহার পূর্ব্ব হইতেই উভয়পক্ষে নির্দ্দিষ্ট করা থাকিত। সুতরাং এই সমুদায় সঙ্কেত দ্বারা কয়েকটী নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা ব্যতীত অপর অভিপ্রায় ব্যক্ত করা যাইতে পারে না। সম্প্রতি তাড়িত দ্বারাই সর্ব্বত্র টেলিগ্রাফ কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে; ইহা দ্বারা যে কোন সংবাদ অতিশীঘ্র বহুদূর প্রদেশেও সুস্পষ্টরূপে প্রেরিত হইয়া থাকে। [ইহার বিবরণ তাড়িতবার্ত্তাবহ শব্দে দেখ।]

যদিও তাড়িতবার্ত্তাবহ দ্বারা যে কোন সংবাদপ্রেরণের উপায় অতি আধুনিক, কিন্তু সঙ্কেত দ্বারা নির্দ্দিষ্টসংখ্যক সংক্ষিপ্ত অভিপ্রায় দূরস্থানে ব্যক্ত করিবার প্রথা বহু প্রাচীন। খৃষ্টের প্রায় ৬ শতাব্দী পূর্ব্বে শত্রুর আগমন-জ্ঞাপনার্থ উচ্চস্থানে অগ্নির নিশান দিবার প্রথার উল্লেখ পাওয়া যায়। এস্কিলস্ বর্ণিত আগামেম্‌ননের বৃত্তান্তপাঠে জানা যায় যে, ট্রয়-নগরের ধ্বংসসংবাদ শ্রেণীবদ্ধ অনলমালা দ্বারা বহুদূরস্থ গ্রীসে বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল। ইহাই টেলিগ্রাফ দ্বারা সংবাদ-প্রেরণের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম ঘটনা বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। স্কট্‌লণ্ডে একতাড়া কাষ্ঠের অগ্নিদ্বারা ইংরাজ-দিগের আগমন আশঙ্কা, দুইটী দ্বারা তাহাদের প্রকৃত আগমন এবং চারিটী পাশাপাশি অগ্নি দ্বারা শত্রুসংখ্যা অত্যন্ত অধিক বুঝাইত। রাত্রিকালেই এইরূপ আলোক বহুদূর হইতে দৃষ্ট হইত বটে, তথাপি ধূম দ্বারা দিবাভাগেও উহাদের সঙ্কেত বুঝিতে পারা যাইত। প্রজ্বলিত মশাল নানাদিকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া, কিংবা একবার লুকাইয়া আবার বাহির করিয়াও সঙ্কেত করা হইত। পরে সঙ্কেতের পরিবর্ত্তে মশালাদি দ্বারা অক্ষর-নির্দ্দেশ করিবার প্রথা উদ্ভাবিত হয়। ১৬৮৪ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে ডাক্তার রবার্ট হুক (Dr. Robert Hooke) উচ্চ স্তম্ভাদির উপর বৃহৎ বৃহৎ অক্ষরের প্রতিকৃতি রাখিয়া দূর হইতে সংবাদ প্রদানের একটি উপায় উদ্ভাবন করেন। রাত্রিতে অক্ষরের পরিবর্ত্তে হুক আলোক দ্বারা সঙ্কেত-জ্ঞাপন করিবার উপায় করেন। ফলতঃ ঐ সকল অক্ষর সাধারণে বুঝিত না। ইহার প্রায় ২০ বর্ষ পরে আমণ্টন (M. Amonton) ফ্রান্সে হুকের অনুরূপ এক উপায় উদ্ভাবন করেন। কিন্তু ঐ দুইটীর কোনটীই অধিক কার্য্যকারী হয় নাই। ১৭৯৩ বা ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে চাপি (M. Chappe) যে টেলিগ্রাফ উদ্ভাবন করেন, তাহাই তৎকালে ফরাসীগবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক তথায় প্রচলিত হয়। ইহার আকার একটি বৃহৎ Tএর স্থায়। তজ্জন্য ইহাকে কখন কখন টি টেলিগ্রাফ বলা হইয়া থাকে। একটা সোজাভাবে প্রোথিত উচ্চ কাষ্ঠের অগ্রভাগে, অপর একখণ্ড কড়ি সংলগ্ন হয়। এই কড়ির দুই প্রান্তে আবার দুই খণ্ড কাষ্ঠ সংলগ্ন থাকে। ঐ সকল খণ্ডই রজ্জু দ্বারা টানিয়া নানারূপ অবস্থায় রাখিতে পারা যায়। এইরূপ প্রায় ২৫৫ প্রকার ভিন্ন ভিন্ন আকার দ্বারা ২৫৫ প্রকার সঙ্কেত করা হইত। ঐ সকল সঙ্কেত দ্বারা অক্ষর অঙ্ক কিংবা এক একটি শব্দ বা বাক্য সকলই হইতে পারিত। শব্দ কিংবা বাক্যসকল পুস্তকে লেখা থাকিত, সঙ্কেতানুযায়ী সংখ্যা ধরিয়া বাহির করিয়া লইতে হইত। ফরাসীবিপ্লবের সময় এই টেলিগ্রাফ দ্বারা বহুস্থানে সংবাদ প্রেরিত হয়। দূরবীক্ষণ-সাহায্যে চিহ্নাদি দেখা হইত। কোন ষ্টেশনে

একরূপ চিহ্ন প্রদর্শন করিলে পরবর্তী ষ্টেশনে তৎক্ষণাৎ ঐ চিহ্ন প্রদর্শিত হইত, এবং তাহা হইতে আবার অন্যস্থানে এইরূপে শীঘ্র অতি দূরস্থানে গিয়া পৌঁছিত।

চাপির পর এজওয়ার্থ সাহেব (Edgeworth) ইংলণ্ডে একরূপ টেলিগ্রাফ আবিষ্কার করেন। ইহাতে কতকগুলি সংখ্যা নির্দ্দেশ করিত। প্রত্যেক সংখ্যার পৃথক্ অর্থ পুস্তকে লেখা থাকিত, আবশ্যক মত খুঁজিয়া লইতে হইত।

গ্যামন সাহেবের টেলিগ্রাফে একটী বৃহৎ কাঠের চৌকাঠে ছয়টী প্রকোষ্ঠে ছয়টী কপাট সংযুক্ত থাকিত। ঐ সমস্ত কপাট ইচ্ছামত খোলা ও বন্ধ করা যাইত। সুতরাং ইহাদের নানাভাবে বন্ধ ও খোলা অবস্থায় নানা সঙ্কেত দ্বারা অক্ষরাদি সূচিত হইত।

১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে লণ্ডন হইতে ডোবর পর্য্যন্ত প্রথম টেলিগ্রাফ লাইন স্থাপিত হয়। এই টেলিগ্রাফ শেষোক্ত টেলিগ্রাফের ঈষৎ রূপান্তর মাত্র। কথিত আছে, ইহা দ্বারা ৭ মিনিটে ডোবর হইতে লণ্ডনে সংবাদ প্রেরিত হইত। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এইরূপ টেলিগ্রাফই ব্যবহৃত হয়।

তাহার পর অনেকে নানারূপ পরিবর্ত্তন বা উৎকর্ষ-সাধন করিয়া নানা উপায় বাহির করিতে লাগিল। ফরাসীগণ এই সময়ে একটা খুঁটিতে দুই বা তিনটী বাহু দ্বারা টেলিগ্রাফ করিত।

পূর্ব্বোক্ত নানাপ্রকার সঙ্কেতের বহুপ্রকার পরিবর্ত্তন করিয়া অসংখ্য প্রকার টেলিগ্রাফ ইংলণ্ড ও যুরোপে প্রচলিত হয়। এইরূপ সঙ্কেতাদি দূরস্থ জাহাজের সহিত সংবাদ আদান-প্রদানে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। অনেক সময় ইহার আবশ্যকতা অতি অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। জাহাজে জাহাজে সঙ্কেত করিবার জন্য প্রধানতঃ নানা বর্ণের ও ভিন্ন ভিন্ন আকারের পতাকা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। স্থলভাগের টেলিগ্রাফের ন্যায় উহাতেও সংখ্যাদি নির্ণয় করিত এবং উহাদের অর্থপুস্তক দেখিয়া লইতে হইত। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডীয় নৌ-সেনা-বিভাগ হইতে এক পুস্তক বাহির হয়। ইহাতে প্রায় ৪০০ বাক্য সঙ্কেত দ্বারা প্রকাশ করিবার উপায় লিখিত হয়। কিন্তু যদি কোন সংবাদ ঐ ৪০০ সংখ্যার বাহিরে পড়িত, তখন ঐ টেলিগ্রাফ দ্বারা কার্য্য হইত না। ইহা দেখিয়া সর্ হোম্ পোপ্‌হাম্ (Sir Home Popham) পতাকা দ্বারা অক্ষর স্থির করিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন। তিনি নূতন সঙ্কেতের বিবরণ দিয়া কলিকাতায় একখানি পুস্তক প্রেরণ করেন। পরে ঐ পুস্তক লণ্ডনে সংস্কৃত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া ছাপা হয়।

যাহা হউক, এইরূপ টেলিগ্রাফ অনেক সময় সহজ ও সুবিধাজনক হইলেও অনেক সময় অস্পষ্ট ও অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। বায়ুরাশি কুজ্ঝটিকাময় থাকিলে দূরস্থ সঙ্কেত দৃষ্ট হয় না। বহুদূরে শব্দাদিও শ্রুত হওয়া যায় না। রজ্জুদ্বারা দূরস্থিত স্থানের ঘণ্টা বাজাইয়া এবং জল বা বায়ুপূর্ণ নলসংযোগ রাখিয়া সঙ্কেত পরিচালিত হইত। কিন্তু এই প্রকার টেলিগ্রাফই অনেক সময় অসম্ভব হইয়া পড়ে। অবশেষে তাড়িতের আবিষ্কার এবং ধাতুময় তারদ্বারা ইহা অতিশীঘ্র স্থানান্তরে পরিচালনব্যাপার আবিষ্কৃত হইলে টেলিগ্রাফের যুগপরিবর্ত্তন হইল। সম্প্রতি স্থলভাগে সর্ব্বত্র এই উপায়েই টেলিগ্রাফ চলিতেছে। [তাড়িতবার্ত্তাবহ দেখ।]

টেলিফোন (ইংরাজী) এই শব্দ গ্রীক টেলি = দূর ও ফনো = শ্রবণ করা এই দুই শব্দ হইতে উৎপন্ন। ইহার অর্থ দূর-শ্রবণ-যন্ত্র অর্থাৎ যদ্দ্বারা বহুদূরের শব্দ শ্রবণ করা যায়।

দুইটী বাঁশ, কাগজ কিংবা টিনের চোঙ্গা একদিক্ কাগজ চর্ম্ম বা ধাতুর পাত দিয়া আচ্ছাদিত করিয়া মধ্যস্থলে এক-গাছি দীর্ঘসূত্র বা তার দিয়া সংযুক্ত কর। এইরূপ দুইটী চোঙ্গার একটীতে কথা কহিলে অপর চোঙ্গায় ঐ শব্দ অবিকল উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয় চোঙ্গায় কাণ রাখিয়া তাহা শুনিতে হয়, ইহা একপ্রকার সরল টেলিফোন। ইহাতে অল্প-দূরে কথাবার্ত্তা কহিতে পারা যায় বটে, কিন্তু অধিক দূর হইলে শব্দ অস্পষ্ট হইয়া পড়ে। আরও ইহার শব্দ নাকিসুরে হইয়া থাকে। নিম্নে তাড়িতপ্রবাহ দ্বারা যেরূপে বহুদূর হইতেও শব্দাদি শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে।

একটী চুম্বকখণ্ডের উপর রেসমাদি অপরিচালক সূত্র-মণ্ডিত তামার তার জড়াইয়া ঐ তারের দুইটী মুখ একদিকে দুইটী বন্ধনী স্ক্রু সহিত সংযুক্ত থাকে। পরে ঐ তারজড়ান চুম্বক একটী নলের মধ্যে স্থাপিত হয় এবং উহার প্রান্তে একটী অতি পাতলা লোহার পাত চুম্বকের অতি নিকটে বদ্ধ থাকে। লোহার পাত কাঠের খোলের মধ্যে চারিদিকে আঁটা এবং উহার মধ্যস্থলে চুম্বকের অপরদিকে খোলা থাকে। এই প্রান্তের কাঠের খোলের আকার চুঙ্গীর ন্যায় হয়।

টেলিফোন দ্বারা কথোপকথন করিতে হইলে দুইটী এই-রূপ যন্ত্রের প্রয়োজন, একটী বলিবার ও অপরটী শুনিবার জন্য। প্রথমতঃ ঐ দুইটী নল রেসমমণ্ডিত তামার তার দ্বারা সংযুক্ত করিতে হইবে। একটী চুম্বকের উপর জড়ান তামার তারের এক প্রান্ত উক্ত বন্ধনী দ্বারা একখণ্ড দীর্ঘ তারের সহিত সংযুক্ত করিয়া অপরটীর একটী স্ক্রুর সহিত বদ্ধ করিতে হয়। অপর দুইটী স্ক্রু হয় অন্য তার দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত করিতে হয়, কিংবা প্রত্যেকটী ক্ষুদ্র তার দিয়া

পৃথিবীর সহিত সংযোগ করিয়া দিতে হয়। ইহার একটীর প্রশস্ত চুঙ্গীতে মুখ দিয়া কথা কহিলে অপর ব্যক্তি দ্বিতীয় নলের চুঙ্গী কাণে ধরিয়া দূর হইতে অবিকল শব্দ শুনিতে পাইবে। ইহাতে কণ্ঠস্বর অনেকাংশে ক্ষীণ এবং ঈষৎ নাকিসুরের মত হইয়া গেলেও বহুদূর হইতে পূর্ব্বপরিচিত স্বর চিনিতে পারা যায় এবং কথা বুঝিতে পারা যায়। সাগরমধ্যস্থ তারদ্বারা প্রায় ৬০।৭০ মাইল এবং স্থলভাগের উপরস্থ তারদ্বারা প্রায় ২০০ মাইল পরস্পর দূরস্থিত দুই স্থানে এই উপায়ে কথোপকথন চলিতে পারে। বৈজ্ঞানিক এই আবিষ্ক্রিয়া অতীব আশ্চর্য্য ও বিস্ময়জনক।

কিরূপে দূরবর্ত্তী নলে প্রতিরূপ শব্দ উৎপন্ন হয়, তাহা লিখিত হইতেছে। শব্দ বায়ুরাশির কম্পন মাত্র। [শব্দ দেখ।] মুখনির্গত শব্দতরঙ্গ চুঙ্গীর মধ্যস্থ বায়ুরাশিকে কম্পিত করিলে ইহার ঘাত-প্রতিঘাতে তৎসংলগ্ন সূক্ষ্ম লোহার পাতও স্পন্দিত হইয়া থাকে। এইরূপ স্পন্দন লোহার পাতার একবার অগ্রে ও একবার পশ্চাতে গমন ব্যতীত কিছুই নহে। বলা বাহুল্য, ঐ স্পন্দন এত দ্রুত ও অল্পদূর ব্যাপী যে, আমরা সহজে দেখিতে পাই না। যাহা হউক, এইরূপ স্পন্দন জন্য নিকটস্থ চুম্বকদণ্ডের শক্তি একবার হ্রাস ও একবার বৃদ্ধি হয় এবং চুম্বকের চতুর্দ্দিকস্থ তারকুণ্ডলীতে একবার একদিকে ও একবার বিপরীতদিকে তাড়িত-স্রোত উৎপন্ন করে। [চুম্বক দেখ।] এই তাড়িতপ্রবাহ তারদ্বারা দূরস্থ ষ্টেশনে নীত হয়, তথায় চুম্বকদণ্ডের চতুর্দ্দিকস্থ কুণ্ডলীমধ্যে প্রবাহিত হইয়া একবার চুম্বকের শক্তি হ্রাস ও একবার বৃদ্ধি করে। সুতরাং উহার নিকটস্থ লোহার সূক্ষ্মপাত একবার অধিক ও একবার অল্প জোরে আকৃষ্ট হইয়া স্পন্দিত হইতে থাকে এবং এই স্পন্দন অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ হইলেও প্রথম নলস্থ পাতার স্পন্দনের অবিকল অনুরূপ বলিয়া তথায় ক্ষীণতর, কিন্তু অনুরূপ শব্দ উৎপন্ন করে।

অনেক সময় সুবিধার জন্য চুম্বকের পরিবর্ত্তে লৌহদণ্ড স্থাপিত হয় এবং তাড়িতকোষের সহিত সংযোগ করিয়া উহাকে অস্থায়ী চুম্বকে পরিবর্ত্তিত করা হইয়া থাকে।

কোন তারে অতি ক্ষীণ তাড়িতপ্রবাহ ধরিবার জন্য টেলিফোন ব্যবহৃত হইয়া থাকে। টেলিফোনের তারের তাড়িতপ্রবাহ সাধারণ তাড়িত-বার্ত্তাবহের তারস্থ প্রবাহ অপেক্ষা অনেক অল্প। কিন্তু তাহাতেই টেলিফোনে শ্রবণযোগ্য শব্দ উৎপন্ন হয়। সুতরাং ঐ তারের নিকটে টেলিফোনের তার থাকিলে উহাতে বিপরীত তাড়িতস্রোত উৎপন্ন হইয়া টক্ টক্ শব্দ উৎপন্ন করে।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে বেল টেলিফোন আবিষ্কার করেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে জর্ম্মণরাজ্যে প্রথম প্রচলিত হয়। সম্প্রতি টেলিফোনের অত্যন্ত বিস্তার হইতেছে। বৃহৎ বৃহৎ নগরে সমস্ত ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তি নিজ নিজ বাড়ীতে টেলিফোন যন্ত্র রাখিয়া থাকেন। ইহাদ্বারা অতি সহজে শিক্ষা ব্যতীত যথেচ্ছ সংবাদ প্রেরণ করা যায়। বাড়ী বাড়ী টেলিফোন দ্বারা কথা কহিতে হইলে একবাড়ী হইতে প্রত্যেক বাড়ী পর্য্যন্ত তার রাখিতে হয় না। সকল বাড়ীর টেলিফোনের তার একটী সাধারণ টেলিফোন আফিসে সংযুক্ত থাকে। তথায় ইচ্ছামত যে কোন দুই বাড়ীর টেলিফোন দ্বারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সংযুক্ত হইতে পারে। বৃহৎ বৃহৎ নগরে এইরূপেই টেলিফোনে তার সংযুক্ত থাকে।

টোঁকা (দেশজ) ১ কাটা। ২ সূচীদ্বারা সেলাই করা। ৩ প্রতিকথার উত্তর। ৪ অল্পসঙ্কেত। ৫ পত্র বা বংশরচিত ছত্রবিশেষ।

"বিয়নি চালনী ঝাটা, ডোমগড়ে টোঁকাছাতা।
জীবিকার হেতু একচিতে॥" (কবিকঙ্কণ)

টোকর (দেশজ) ঠোক্কর, আঘাত।

টোকা (দেশজ) ১ বংশের চেয়াড়িনির্ম্মিত ছত্র বা মস্তকাবরণ। ২ পোকাখেকো। ৩ একজনের ঘাড়ে দোষ চাপান। ৪ প্রত্যুত্তর।

টোকাপাণা (দেশজ) জলজ লতাভেদ। (Pistia stratiotes)

টোকানআলু (দেশজ) একজাতীয় আলু।

টোঙ্গর (দেশজ) ম্লেচ্ছের প্রতি ঘৃণা বা বিদ্বেষজনক শব্দ।

টোটা (দেশজ) ১ ভাঙ্গা। ২ হতাশ করা। ৩ খণ্ড, টুকরা। ৪ সৈনিকপুরুষের থলিমধ্যে বারুদের মোড়ক থাকে, সেই মোড়কের মুখ দন্তে ছিঁড়িয়া বন্দুকে বারুদ ঢালিতে হয়, এই মোড়কের মুখকে টোটা বলে। [সিপাহীবিদ্রোহ দেখ।]

টোটো (দেশজ) বৃথা ঘুরিয়া বেড়ান।

টোডরমল, সম্রাট্ অকবরের স্বনামপ্রসিদ্ধ রাজস্ব-সচিব ও অন্যতম সেনাপতি। অযোধ্যার অন্তর্গত লাহরপুর নামক স্থানে ১৫২৩ খৃঃ অব্দে ইঁহার জন্ম হয়। মসির-উল্-উমরা অনুসারে ইঁহার জন্মস্থান লাহোর। ইঁহার পিতার নাম ভগবতীদাস। টোডরমলের অতি অল্পবয়সেই তাঁহার পিতা মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার মাতা অতি কষ্টে তাঁহাকে লালনপালন করিতে লাগিলেন। টোডরমল অতি অল্প বয়স হইতেই অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়া তাঁহার মাতার মনোদুঃখ নিবারণ করিলেন। পিতৃবিয়োগের কিছুকাল পরে ইনি সম্রাটের অধীনে একটী কার্য্যপ্রার্থী হইলেন। সম্রাট্ ইঁহার গুণগ্রামে অতীব প্রীত হইয়া ইঁহাকে লিপিকরকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন; কিন্তু তিনি কার্য্যদক্ষতায় শীঘ্র উচ্চ হইতে উচ্চতর পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

৯৭২ হিজরায় যখন সম্রাট্ খানজমানের বিরুদ্ধে অভিযান করেন, তখন টোডরমল সম্রাটের অধীনে সৈনিক-বিভাগে কার্য্য করিতেন। সম্রাটের রাজত্বের অষ্টাদশবর্ষে অর্থাৎ ১৫৭৪ খৃঃ অব্দে গুজরাট অধিকৃত হইলে উক্ত স্থানের ভূমিপরিমাণ নির্দ্ধারণ ও আভ্যন্তরীণ বন্দোবস্ত করিবার জন্য টোডরমল নিযুক্ত হইলেন। পরবৎসর পাটনা-বিজয়কালে তিনি অদ্ভুত ক্ষমতা প্রকাশ এবং সম্রাটের আদেশানুসারে মুনিমখাঁর সহিত বঙ্গদেশে গমন করেন। এই সময় বঙ্গদেশে দাউদখাঁ বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। তাঁহাকে দমন করিবার জন্যই মুনিমখাঁ ও টোডরমল বঙ্গদেশে প্রেরিত হন। যুদ্ধে টোডরমল অসম সাহস ও বিক্রম প্রদর্শন করিয়া জয়লাভ করিলেন। এই যুদ্ধে সেনাপতি খাঁআলম নিহত হন এবং মুনিমখাঁর অশ্ব অতিশয় ভীত হইয়া তাঁহাকে লইয়া পলায়ন করে। কিন্তু টোডরমল ইহাতে কিছুমাত্র ভীত না হইয়া আশ্চর্য্য সাহসের সহিত বিপক্ষদিগকে পরাজিত করেন। ইহার পর তিনি বঙ্গ ও উড়িষ্যার রাজস্ব বন্দোবস্ত করিয়া সম্রাট্-দরবারে উপস্থিত হন। তিনি পুনরায় খাঁনজহানের সহকারিরূপে বঙ্গদেশে আগমন করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় দাউদকে পরাজিত করেন। ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে ৩রা মার্চ, মোগলমারির যুদ্ধে ও টোডরমলের ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। দাউদ সম্রাট্ অকবরের শাসন অগ্রাহ্য করিয়া হরিপুর নামক স্থানে সৈন্যাবাস স্থাপন করিয়াছেন, এই সংবাদ শুনিয়া টোডরমল বর্দ্ধমান হইতে ছিত্তুআ পরগণায় গমন করিলেন। মুনিমখাঁ এইস্থানে আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। দাউদ ইচ্ছা করিয়াছিলেন, সম্রাট্-সৈন্য যাহাতে উড়িষ্যায় প্রবেশ করিতে না পারে, তদনুরূপ কার্য্য করিবেন, কিন্তু ইলিয়াস্খাঁ লঙ্গা নামক জনৈক মুসলমান সম্রাট্সৈন্যদিগকে একটী সহজ পথ দেখাইয়াছিলেন। সেই পথে মুনিমখাঁ গন্তব্যস্থানে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইলেন। যুদ্ধে দাউদ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন। টোডরমল তাঁহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়া ভদ্রকে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দাউদ কটকের নিকট সৈন্যসংগ্রহ করিয়া পুনরায় যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতেছিলেন। টোডরমল এই সংবাদ অবগত হইয়া মুনিমখাঁকে তাঁহার সহিত শীঘ্রই সম্মিলিত হইতে লিখিয়া পাঠাইলেন। মুনিম্ উপস্থিত হইলে উভয় সৈন্য একত্র হইয়া কটকাভিমুখে অগ্রসর হইল। এই স্থানে দাউদের সহিত একটি সন্ধি হয়। ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে টোডরমল গুজরাটে দ্বিতীয় বার প্রেরিত হইলেন। যখন তিনি আহ্মদাবাদ নামক স্থানে উজীরখাঁর সহিত সম্রাটের কার্য্যের বন্দোবস্ত করিতেছিলেন, তখন মুজাফ্ফর হুসেনের প্ররোচনায় মীরআলি গুলাবী বিদ্রোহী হইলেন। উজীরখাঁ টোডরমলকে দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিবার পরামর্শ দেন। কিন্তু টোডরমল এই পরামর্শ অনুসারে কার্য্য না করিয়া আহ্মদাবাদের ১২ ক্রোশ দূরে ধোলকোয়া নামক স্থানে যাইয়া বিদ্রোহীর পরামর্শদাতা ও প্রধান সহায় মুজাফ্ফরকে পরাভূত করিলেন।

এই বৎসর সম্রাট্ টোডরমলকে উজীরের পদে নিযুক্ত করিলেন। এই সময় হইতে তিনি রাজা টোডরমল নামে সম্মানিত হইতে লাগিলেন।

মুজাফ্ফরের মৃত্যু হইয়াছে; কিন্তু বিদ্রোহিগণ বঙ্গ ও বেহার অধিকার করিয়াছে, এই সংবাদ অবগত হইয়া সম্রাট্ রাজা টোডরমল ও শাদিকখাঁকে ফতেপুরশিক্রি হইতে বেহারে গমন করিতে লিখিয়া পাঠাইলেন। মুহিবআলি ও মহম্মদ মসুমখাঁ সহকারী নিযুক্ত হইলেন। শেষোক্ত ব্যক্তি ৩০০০ সুশিক্ষিত অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া টোডরমলের সহিত যোগদান করিলেন, কিন্তু ইহার মনে মনে বিদ্রোহাগ্নি প্রধূমিত হইতেছিল। রাজা তাহা জানিতে পারিয়া মসুমখাঁকে কোনরূপে স্ববশে রাখিলেন বটে, কিন্তু এই সংবাদ সম্রাটের গোচর করিলেন।

বঙ্গদেশের বিদ্রোহিগণ মুঙ্গেরের নিকট শিবির সংস্থাপন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল। রাজা টোডরমল স্বীয় শিবিরে বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কা থাকায় প্রকাশ্য ভাবে যুদ্ধ করিতে না পারিয়া মুঙ্গেরের দুর্গমধ্যে আশ্রয় লইলেন। দুর্গ-অবরোধ-কালে হুমায়ুন ফরমিলি ও তরখানদিবানা নামক দুইজন সেনাপতি বিদ্রোহীদিগের সহিত মিলিত হইলেন। বেশী দিন অবরোধ হওয়ায় দুর্গমধ্যে খাদ্যের অভাব হইতে লাগিল। টোডরমল ইহাতে কিছুমাত্র শঙ্কিত না হইয়া সাহসের সহিত দুর্গরক্ষা করিতে লাগিলেন। শীঘ্রই রাজার সাহায্যার্থ সৈন্য আসিয়া উপস্থিত হইল। বিদ্রোহিগণ ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িল। মসুম-ই-কাবুলী, দক্ষিণ বেহার এবং আরববাহাদুর পাটনা অভিমুখে পলায়ন করিলেন। টোডরমল ও শাদিক-খাঁ মসুমের অনুসরণে বেহারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মসুম একটী যুদ্ধে পরাজিত হইয়া উড়িষ্যার অভিমুখে পলায়ন করিল। এইরূপে টোডরমল দক্ষিণবেহার দিল্লীসাম্রাজ্যভুক্ত করিলেন।

৯৯০ হিজরায় টোডরমল দাওয়ান (দীবান) পদে উন্নীত হইলেন। এই বৎসর তিনি রাজস্বসম্বন্ধীয় নূতন নিয়মের উদ্ভাবন করেন। এই রাজস্বসম্বন্ধীয় নূতন নিয়ম হেতুই রাজা টোডরমল এত অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

এ সময় টোডরমল মুদ্রা সম্বন্ধেও অনেক পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তিনি ৪ প্রকার মোহর প্রচলিত করেন। এই চারি প্রকার মোহরের মূল্যও চারি প্রকার ছিল; যথা—৪০০, ৩৬০, ৩৫৫ ও ৩৫০ দাম। এই সময় তিন প্রকার তঙ্কা প্রবর্ত্তিত হয়; মূল্য যথাক্রমে ৪০, ৩৯ ও ৩৮ দাম। পূর্ব্বে হিন্দুমুহুরিগণ রাজকীয় হিসাবাদি হিন্দি ভাষায় লিখিতেন। টোডরমল নিয়ম করিলেন যে, এখন অবধি সমস্ত রাজকার্য্যই পারস্যভাষায় লিখিতে হইবে। তখন হইতেই বাধ্য হইয়া অর্থোপার্জ্জনের নিমিত্ত হিন্দুগণ পারস্যভাষা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। মুসলমান ঐতিহাসিকগণও স্বীকার করিয়াছেন যে, টোডরমলের জন্য উর্দ্দু ভাষার অনেক উন্নতি সাধিত হয়।

জনৈক ক্ষত্রিয় বহুদিন হইতে টোডরমলকে অতিশয় ঘৃণা করিত; এমন কি তাঁহার জীবননাশেরও চেষ্টা করিয়াছিল। ১৫৮৫ খৃঃ অব্দে তাহার কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য একদিন রাত্রিকালে টোডরমলকে অস্ত্রাঘাত করে। সৌভাগ্যক্রমে সে আঘাতে রাজা টোডরমলের কোন গুরুতর অনিষ্ট হয় নাই। সেই নরাধম তৎক্ষণাৎ ধৃত ও নিহত হইল।

যুসুফজাইগণকে দমন করিবার জন্য রাজা বীরবল প্রেরিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তাহাদিগকে বশীভূত করিতে পারেন নাই; বরং তিনি তাহাদিগের হস্তে নিহত হন। বীরবলের মৃত্যুর প্রতিহিংসা গ্রহণ ও যুসুফজাইদিগকে সম্পূর্ণরূপে করায়ত্ত করিবার জন্য টোডরমল প্রধান সেনাপতি মানসিংহের সহিত ১৫৮৮ খৃঃ অব্দে প্রেরিত হইয়াছিলেন। ১৫৯০ খৃঃ অব্দে অকবর যখন কাশ্মীরে গমন করেন, তখন লাহোররক্ষার ভার রাজা টোডরমলের হস্তেই অর্পণ করিয়া যান।

এ সময় রাজা টোডরমল বৃদ্ধ হইয়াছিলেন এবং রাজকীয় কার্য্যের গুরুতর পরিশ্রম হেতু তাঁহার শরীর ক্রমেই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছিল। এই জন্য রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মচর্য্যায় জীবনের অবশিষ্টকাল যাপন করিবার জন্য সম্রাট্ সমীপে প্রার্থনা করিলেন। সম্রাট্ নিতান্ত অনিচ্ছায় সম্মতি দিয়াছিলেন। টোডরমল যখন হরিদ্বারে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন সম্রাট্ তাঁহাকে পুনরায় আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। টোডরমলের প্রত্যাবর্ত্তনের আদৌ ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু সম্রাটের আজ্ঞা পালন করিবার জন্য তাঁহাকে বাধ্য হইয়া প্রত্যাগমন করিতে হইল। যাহা হউক, তিনি ৯৯৮ হিজরায় গঙ্গাতীরে প্রাণত্যাগ করিলেন।

রাজা টোডরমলের চরিত্র অতি মহৎ ও উদার ছিল। সম্রাট্ অকবরের শুভানুধ্যায়ীদিগের মধ্যে টোডরমল একজন প্রধান। ইঁহার কার্য্যদক্ষতা গুণে অকবরের রাজত্বে অনেক সুনিয়ম ও সুশৃঙ্খলা স্থাপিত হইয়াছিল। সম্রাটের প্রধান সভাসদ্‌দিগের মধ্যে আবুলফজল ও মানসিংহের ন্যায় রাজা টোডরমলের নামও সকলের নিকট পরিচিত। তিনি নিজগুণে চারিহাজারী পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রাজস্ব-নিয়ম-স্থাপন সম্বন্ধে অসাধারণ নৈপুণ্যের ন্যায় তাঁহার সাহসও অসীম ছিল।

আবুলফজল টোডরমলের অতিশয় বিদ্বেষী ছিলেন। তিনি সম্রাটের নিকট টোডরমল সম্বন্ধে অনেক অভিযোগ উত্থাপিত করিয়াছিলেন। কিন্তু সম্রাট্ উত্তর করিতেন, টোডরমলের ন্যায় প্রভুভক্ত ও বিশ্বাসী ব্যক্তিকে তিনি দূরীভূত করিতে পারেন না।' শেষে আবুলফজলও রাজা টোডরমলের কার্য্যদক্ষতা, সত্যবাদিতা ও সাহসের যথেষ্ট প্রশংসা এবং ধর্ম্মসম্বন্ধে অন্ধবিশ্বাসী বলিয়া তাঁহাকে নিন্দা করিয়াছেন।

রাজা টোডরমল প্রকৃত নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন। তিনি প্রত্যহ নিয়মিতরূপে কতকগুলি দেবমূর্ত্তি অর্চ্চনা করিতেন এবং পূজাদি না করিয়া কোন কার্য্যই করিতেন না। সম্রাটের সহিত পঞ্জাব-গমনকালে একদিন তাড়াতাড়িতে তাঁহার রক্ষিত দেবমূর্ত্তিগুলি হারাইয়া যায়। ইহাতে তিনি কয়েক দিবস সম্পূর্ণ উপবাস করিয়াছিলেন, কিছুই আহার অথবা পান করিতেন না। অবশেষে সম্রাট্ অতিকষ্টে তাঁহার মানসিক দুঃখের লাঘব করেন।

পূর্ব্বে হিন্দুগণ কোন কর না দিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্তও কোনরূপ জনতা করিতে পারিতেন না। অকবর রাজা টোডরমলের পরামর্শানুসারে উক্ত কর এবং জিজিয়া কর উঠাইয়া দেন।

কর আদায়ের কোন নির্দ্ধারিত নিয়ম না থাকায় প্রজা ও ভূম্যধিকারীদিগকে অতিশয় কষ্ট পাইতে হইত। রাজা টোডরমলের সাহায্যে অকবর কৃষিবিষয়ে নূতন নিয়ম করেন। প্রাচীন হিন্দুরীতি অনুসারে অকবরের রাজস্ব-নিয়ম গঠিত হইয়াছিল। প্রথমে ভূমির পরিমাণ-নির্ণয়, পরে প্রতি জমীতে যত ফসল উৎপন্ন হয়, তাহার মূল্যের একতৃতীয়াংশ রাজকর নির্দ্ধারিত হইল। প্রথম প্রথম প্রতিবৎসর জমীর পরিমাণ নির্ণয় করিয়া উক্তরূপে কর আদায় করা হইত। কিন্তু ইহাতে প্রজাদিগের অতিশয় কষ্ট হইত; এইজন্য অবশেষে দশ বৎসরের জন্য প্রজাদিগের সহিত বন্দোবস্ত করা হইল। রাজা টোডরমল উদ্যোগী হইয়া এইরূপ নিয়ম স্থাপন করিলেন। ইহাতে প্রজাগণের অতিশয় সুবিধা হইয়াছিল। বঙ্গদেশের প্রায় সকল কৃষকের নিকটই রাজা টোডরমলের নাম পরিচিত। রাজস্বের বন্দোবস্তের

জন্তই তাঁহার নাম চিরস্মরণীয়। তিনি ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ ভ্রান্তিপ্রযুক্ত ইঁহাকে পঞ্জাবী বলিয়া থাকেন। কিন্তু অযোধ্যায় তাঁহার পূর্ব্ববাস ছিল।

তিনি পারস্ত ভাষায় ভাগবতপুরাণ অনুবাদ করিয়াছিলেন। নীতিসম্বন্ধেও তাঁহার অনেকগুলি কবিতা আছে।

রাজা টোডরমলের নাম কেহ কেহ 'তোদরমল' লিখিয়া থাকেন। কিন্তু টোডরানন্দ নামক সংস্কৃত গ্রন্থে 'টোডরমল্ল নাম দেখিতে পাওয়া যায়। টোডরমল এই বৃহৎ সংস্কৃত গ্রন্থখানি রচনা করেন। এই গ্রন্থ তিন খণ্ডে বিভক্ত— ধর্ম্মশাস্ত্র, জ্যোতিষ ও বৈদ্যক। ধর্ম্মশাস্ত্রখণ্ড আবার আচার, কাল ও ব্যবহারনির্ণয় এই তিন শাখায় বিভক্ত।

টোডরমল, সম্রাট্‌শাহজাহানের জনৈক সভাসদ্। তৎকালে ইনি অতিশয় প্রসিদ্ধ ছিলেন।

টোড়ী, রাগিণীবিশেষ। [তোড়ী দেখ।]

টোণ (তূণশব্দের অপভ্রংশ) ১ ধনুকের ছিলা। ২ একপ্রকার দড়ি।

টোণা (দেশজ) দরিদ্রলোকের ব্যবহৃত আবরণ।

টোপ (দেশজ) ১ মৎস্তের আহার। ২ টুপী। ৩ গদীর উপরে উঠা টুকরা বস্ত্রখণ্ড।

টোপতোলা (দেশজ) ১ গদীতে টোপ উঠান। ২ বাসনাদির উপর অলঙ্কার করা।

টোপবৎ (দেশজ) ন্যুব্জ। (Convex)

টোপর (দেশজ) মুকুট, মস্তকাবরণবস্ত্র। ইহা বঙ্গদেশে বিবাহ প্রভৃতি প্রত্যেক মাঙ্গলিককার্য্যে ব্যবহৃত হয়। ইহা প্রথমে সোলায় চুম্‌কী, জরী, অভ্র প্রভৃতি দিয়া সুদৃশ্য করিয়া প্রস্তুত হয়।

টোপা (দেশজ) ১ টুপীর আকার, মুকুটাকৃতি। ২ ক্ষুদ্র পিষ্টকাকার। ৩ বিন্দু বিন্দু পড়া।

টোপান (দেশজ) চোয়ান, অথবা বিন্দু বিন্দু নিঃসরণ।

টোপাবড়ি (দেশজ) ক্ষুদ্রাকার বড়ি।

টোপি (হিন্দী) টুপী।

টোল, ১ চতুষ্পাঠী, সংস্কৃত বিদ্যাশিক্ষার স্থান। জীবনের উন্নতি করিতে হইলে বিদ্যাশিক্ষার আবশ্যক; যে সমাজের লোক যত শিক্ষিত, তাহারা ততই জগতের ও আত্মার উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ। একমাত্র বিদ্যাশিক্ষাই সকল প্রকার উন্নতির মূল, প্রত্যেক সভ্যজাতীয় লোকদিগের মধ্যে বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা এক এক প্রকার নির্দ্ধারিত আছে; আমাদের দেশেও সেইরূপ বিদ্যাশিক্ষার স্থান টোল। কত দিন হইতে এই টোল-প্রথা প্রচলিত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা অতি সুকঠিন, কিন্তু একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, ইহা ব্রহ্মচর্য্যের অংশমাত্র। যে দিন হইতে আমাদের দেশে ব্রহ্মচর্য্যপ্রথা চিরদিনের মত একেবারে অন্তর্মিত হইয়াছে, সেই সময় হইতেই যে, এই টোল-প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ব্রহ্মচর্য্যের অভাব বশতঃই আমাদের দেশে প্রকৃত শিক্ষা ও উন্নতির অভাব ঘটিয়াছে।

পূর্ব্বকালে ত্রৈবর্ণিক বালকগণ কি প্রকারে গুরুগৃহে থাকিয়া বিদ্যার্জ্জন করিতেন, এই বিষয় স্থির করিতে হইলে অগ্রে ব্রহ্মচর্য্যের বিষয় আলোচনা করা আবশ্যক।

ভারতে যখন হিন্দুধর্ম্মের পূর্ণবিকাশ ছিল, চাতুর্ব্বর্ণিক বিভাগ যখন অব্যাহত ছিল, তখন গুরু ও বিদ্যার্থী কিরূপ ভাবে পরিচালিত হইতেন, তাহাই দেখা যাউক।

ত্রৈবর্ণিক বালকগণ উপনয়নের পর গুরুগৃহে অবস্থান করিতেন। উপনয়নকাল ব্রাহ্মণের অষ্টম, ক্ষত্রিয়ের একাদশ ও বৈশ্যের দ্বাদশবৎসর নির্দ্দিষ্ট ছিল। যথাকালে বালকগণ উপনীত হইয়া পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের নিকট কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভিক্ষা লইয়া গুরুগৃহে গমন করিত। গুরুগৃহে সেই বালক কি শিক্ষালাভ করিত? কোন্ আদর্শে তাহার হৃদয় গঠিত হইত? তাহার বিষয় মনু বলিয়াছেন—

"উপনীয় গুরুঃ শিষ্যং শিক্ষয়েচ্ছৌচমাদিতঃ।
আচারমগ্নিকার্য্যঞ্চ সন্ধ্যোপাসনমেব চ॥" (মনু ২।৬৯)

গুরু উপনয়নের পর শিষ্যকে সর্ব্বপ্রথমে শৌচ, আচার, অগ্নিকার্য্য ও সন্ধ্যোপাসনা শিক্ষা করাইবেন।

বালকের হৃদয় নবনীতের ন্যায় সুকোমল, শৈশবকাল হইতে যে ভাবে পরিচালিত করা যাইবে, যৌবনকালে সেইরূপভাবে গঠিত হইবে এবং তদনুসারেই কার্য্যপ্রণালী জীবনের ভাবি-শুভাশুভ প্রসব করিবে। এই অবস্থাতেই বালকের শিক্ষাকার্য্য বিশেষ সাবধানতার সহিত পরিচালিত হওয়া আবশ্যক। কেবলমাত্র কতকগুলি পুস্তক কণ্ঠস্থ করার নাম বিদ্যাশিক্ষা নহে। যে বিদ্যাশিক্ষা করিলে মনুষ্য দেবভাব ধারণ করে ও অশেষ গুণরাশির আধার হয়, তাহাই প্রকৃত বিদ্যাশিক্ষা; গুরুগণ সেই শিক্ষাই ছাত্রগণকে শিক্ষা দিতেন। তাঁহারা জানিতেন, ছাত্রদিগের অন্তঃকরণকে নির্ম্মল করাইতে না পারিলে আন্তর ও বাহ্য বিষয়ের পূর্ণ প্রতিবিম্ব তাহাতে পড়িতে পারে না ও বিশুদ্ধ সত্ত্বের স্ফুরণ না হইলে তাহাতে জ্ঞানাত্মিকা বৃত্তি উৎপন্ন হয় না, এই জন্ত জ্ঞানোপদেশের পূর্ব্বে মানসিক নির্ম্মলতা আবশ্যক। এই নির্ম্মলতা একমাত্র শৌচের অধীন। শৌচ দ্বিবিধ; বাহ্য ও আন্তর। মৃদাদি দ্বারা বাহ্যশৌচ, মানসিক মলশুদ্ধি আন্তর-

শৌচ; এই উভয়বিধ শৌচসম্পন্ন হইলে হৃদয়ে জ্ঞানজ্যোতির বিকাশ হইয়া থাকে, এই জন্যই আর্য্য ঋষিগণ বেদাধ্যয়নের পূর্ব্বেই শৌচশিক্ষা দিতেন। আর এখন শিক্ষার কি দুর্দ্দিন! শিক্ষক বা ছাত্র শৌচ কাহাকে বলে হয়ত তাহাই জানেন না এবং জানিবার আবশ্যকতাও বিবেচনা করেন না। শৌচশিক্ষা হইলে আর্য্যঋষিগণ আচার শিক্ষা দিতেন। গুরুর প্রতি শিষ্যের কি ব্যবহার করিতে হইবে এবং এই অবস্থায় কোন্ কোন্ দ্রব্যের সেবা ও কোন্ কোন্ বিষয় পরিত্যাগ করিতে হইবে, এই সকল বিষয় শিক্ষার নাম আচারশিক্ষা।

ব্রহ্মচারী সমাবর্ত্তন-কাল পর্য্যন্ত নিম্নোক্ত বিধি ও নিষেধ পালন করিবেন।

বিধি—প্রথমে ইন্দ্রিয়জয়, প্রতিদিন জল, পুষ্প, গোময়, কুশ, সমিধ্ আদি আহরণ, সদ্‌ব্রাহ্মণের গৃহ হইতে মাধুকরী বৃত্তি অনুসারে ভিক্ষান্নসংগ্রহ, স্নান, দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণের তর্পণ, দেবতাদিগের পূজা, সন্ধ্যাবন্দন, সায়ংপ্রাতর্হোম, বেদপাঠ, গুরুর নিকট সর্ব্বপ্রকার বিনীতি, গুরুর প্রতি পিতৃবৎ ভক্তি, গুরুর প্রসন্নতাসাধন, গুরুজনের প্রতি সম্মান।

নিষেধ—মধু, মাংস, গন্ধ, মাল্য, বিবিধ রসাল দ্রব্য, প্রাণিহিংসা, সর্ব্বাঙ্গে তৈলমর্দ্দন, দিবাভাগে শয়ন, চর্ম্মপাদুকা ও ছত্র ব্যবহার, বিষয়াভিলাস, ক্রোধ, লোভ, স্ত্রীসঙ্গ, নৃত্য, গীত, বাদ্য, অক্ষাদিক্রীড়া, লোকের সহিত বৃথা কলহ, দুর্ব্বাক্য-প্রয়োগ, পরের দোষোদ্ঘোষণ, মিথ্যাকথন, মন্দঅভিপ্রায়, স্ত্রীলোকদিগকে অবলোকন বা আলিঙ্গন, পরের অনিষ্টাচরণ, ক্ষৌরকর্ম্ম, একবার দিবাভাগে ও একবার রাত্রিতে ভোজন। এই সকল বিধি ও নিষেধাত্মক ব্রতনিয়ম পালনপূর্ব্বক ব্রহ্মচারী সংযতেন্দ্রিয় হইয়া বেদাদিশাস্ত্র শিক্ষা করিবে। বালকের চিত্তক্ষেত্রকে বিদ্যাবীজ-বপনের উপযোগী করাইয়া এই সকল আচারের প্রধানতঃ প্রয়োজন।

পূর্ব্বকালে ঋষিগণ যিনি যত শিষ্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিতেন, তিনিই তত প্রধান বলিয়া পরিগণিত হইতেন। ছাত্রের সংখ্যা অনুসারে তাহাদেরও এক একটী উপাধি হইত, ঐ উপাধি হইতেই তিনি কত শিষ্যকে অধ্যাপনা করান, তাহা স্পষ্টই জানা যাইত। এই জন্য কণ্বাদিঋষি কুলপতি শব্দে অভিহিত হইতেন।

"মুনীনাং দশসাহস্রং যোঽন্নদানাদিপোষণাৎ।
অধ্যাপয়তি বিপ্রর্ষিঃ স বৈ কুলপতিঃ স্মৃতঃ॥" (মনু)

যিনি দশ সহস্র মুনিকে অন্নাদি দ্বারা পালন করিয়া অধ্যাপনা করাইতেন, তিনি কুলপতি এই আখ্যা প্রাপ্ত হইতেন। তখন প্রত্যেক ঋষি সাধ্যানুসারে শিষ্য রাখিয়া অধ্যাপনা করাইতেন। যে দিন হইতে নিয়মপূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য-প্রথা তিরোহিত হইল। কিন্তু শিক্ষার ভার পূর্ব্বমত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদিগের হস্তেই ন্যস্ত রহিল, প্রকৃত শিক্ষা সেই দিন হইতেই বিদূরিত হইল। এবং উপনয়নের পর ত্রৈবর্ণিক বালক-গণ গুরুগৃহে যাইয়া অধ্যয়ন সমাপন করিয়া গৃহে প্রতি-নিবর্ত্তিত হইতে লাগিলেন, কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম রহিল না, অবনতিরও সূত্রপাত আরম্ভ হইল, এই সময় হইতে অদ্যা-বধি প্রায় এক নিয়ম রহিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে যে টোলপ্রণালী প্রবর্ত্তিত আছে, তাহাতে গুরু সাধ্যা-নুসারে কএকজন ছাত্রকে আহারাদি প্রদান করিয়া বিদ্যাশিক্ষা দেন, কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় আচারাদি কিছুই শিক্ষা দেওয়া হয় না। কিন্তু আজকাল বিজাতীয় শিক্ষার প্রাবল্যে ঐরূপ প্রথা লোপপ্রায়। পূর্ব্বে এমন গ্রাম ছিল না, যেখানে ২।৪টী টোল না ছিল। এখন ১০।১৫ গ্রাম অনুসন্ধান করিলে এক আধ-খানি টোল দেখা যায়, তাহাও বিকৃতভাবে পরিচালিত। বর্ত্তমান সময়ে টোলের এইরূপ দুরবস্থা দেখিয়া পূর্ব্বের ন্যায় যাহাতে এই প্রথা প্রচলিত থাকে, তজ্জন্য গবর্মেণ্ট হইতে অধ্যা-পক ও ছাত্রদিগকে বৃত্তি দিবার ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছে। দেশে ধনী ও জ্ঞানিগণের মধ্যেও কেহ কেহ টোল করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় যাহাতে সংস্কৃতশিক্ষা প্রচলিত হয়, তৎসম্বন্ধে অনেকেই যত্নবান্ হইয়াছেন। মূলাযোড়, হুগলী, বর্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থানে বড় বড় কএকটী টোল সংস্থাপিত হইয়াছে; কিন্তু শিক্ষাপ্রণালী বিজাতীয় নিয়মানুসারে চালিত হইতেছে; পূর্ব্বের ন্যায় কিছুই নাই। আমাদের দেশে যেরূপ ভাবে শিক্ষাপ্রণালী প্রচলিত ছিল ও যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, বোধ হয় আর কোন সভ্যজাতির মধ্যে এইরূপ প্রথা প্রচলিত নাই। বিনা অর্থ-সাহায্যে একজন বালক সর্ব্ব-শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত হইতে পারে, এইরূপ প্রথা কোন জাতির মধ্যে নাই। আমাদের ধর্ম্মবন্ধন ছিন্ন হওয়ায় এরূপ সুন্দর নিয়ম অবসানপ্রায়। ধীরে ধীরে জ্ঞানিগণের মধ্যে যেরূপ এই প্রণালীর আদর দেখা যাইতেছে, তাহাতে অচিরে ইহার উন্নতি হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

২ কুটীর। ৩ ধাতুর পাত্র বা অলঙ্কারাদিতে চোট লাগা।

টোলখাওয়া (দেশজ) টোল পড়া, যাহাতে টোল বা চোট লাগিয়াছে।

টোলমারা [টোলখাওয়া দেখ।]

টোলা (দেশজ) পল্লী, পাড়া। যথা, বেনেটোলা।

টৌড়ী, রাগিণীবিশেষ।

ট্যামট্যামী (দেশজ) ছোট তবলা বা বাদ্য।

ঠ

ঠ ব্যঞ্জনবর্ণের ত্রয়োদশ অক্ষর। টবর্গের তৃতীয় বর্ণ। ইহার উচ্চারণস্থান মূর্দ্ধা। অর্দ্ধমাত্রা সময়ে এই বর্ণ উচ্চারিত হয়। ইহার উচ্চারণে আভ্যন্তর-প্রযত্ন ও জিহ্বা-মধ্য দ্বারা মূর্দ্ধস্থান স্পর্শ। বাহ্যপ্রযত্ন বিবার, শ্বাস, অঘোষ ও মহাপ্রাণ। মাতৃকান্যাসে দক্ষিণ জানুতে ন্যাস করিতে হয়।

বর্ণোদ্ধারতন্ত্রে ইহার লিখন-প্রকার এইরূপ—একটি বেগুণের মত বর্ত্তুলাকার রেখা অঙ্কিত করিয়া তাহার ঊর্দ্ধভাগে একটি মাত্রাহীন শিখা টানিয়া দিবে। এই ঠকারে সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নি সর্ব্বদা অবস্থান করেন।

"বার্ত্তাকুবর্ত্তুলাকারো রেখাধিষ্ঠিতদেবতাঃ।
তিষ্ঠন্তি ক্রমতো নিত্যং চন্দ্রসূর্য্যাগ্নয়ঃ প্রিয়ে॥
মাত্রাহীনস্তূর্দ্ধশিখষ্ঠকারঃ পরমেশ্বরি।"

এই বর্ণাধিষ্ঠাত্রী দেবীর ধ্যান করিয়া এই বর্ণ দশবার জপ করিলে সাধক অচিরে অভীষ্ট লাভ করিতে পারে। ইঁহার ধ্যান—

"ধ্যানমস্য প্রবক্ষ্যামি শৃণুষ্ব কমলাননে।
পূর্ণচন্দ্রপ্রভাং দেবীং বিকসৎপঙ্কজেক্ষণাম্॥
সুন্দরীং ষোড়শভুজাং ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদাম্।
এবং ধ্যাত্বা ব্রহ্মরূপাং তন্মন্ত্রং দশধা জপেৎ॥"

এই দেবী পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় প্রভা ও প্রস্ফুটিত পদ্মের মত নয়নযুক্তা, সুন্দরী, ষোড়শহস্তা এবং ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদায়িনী।

কামধেনুতন্ত্রে ইঁহার স্বরূপ এই প্রকার লিখিত আছে—ইহা মোক্ষরূপিণী কুণ্ডলী, পীতবিদ্যুল্লতাকার, ত্রিগুণযুক্ত, পঞ্চদেবাত্মক, পঞ্চপ্রাণময়, ত্রিবিন্দু ও ত্রিশক্তিযুক্ত।

ইহার ৩১টী বাচক শব্দ আছে, যথা—শূন্য, মঞ্জরী, বীজ, পর্ণিনী, লাঙ্গলী, ক্ষয়া, বনজ, নন্দন, জিহ্বা, সুনন্দ, ঘূর্ণক, সুধা, বর্ত্তুল, কুন্তল, বহ্নি, অমৃত, চন্দ্রমণ্ডল, দক্ষজা, অনুরুভাব, দেবভক্ষ, বৃহদ্ধ্বনি, একপাদ, বিভূতি, ললাট, সর্ব্বমিত্রক, বৃষঘ্ন, নলিনী, বিষ্ণু, মহেশ, গ্রামণী, শশী। (নানাতন্ত্র) কাব্যের প্রথমে এই শব্দ প্রয়োগ করিলে দুঃখ হয়।

"টঠৌ খেদদুঃখে।" (বৃত্ত° র° টী°)

পদ্যের আদিতে এই শব্দ বিন্যাস করিলে শোভা হয়।

"ঠঃ শোভাং ডো বিশোভাং।" (বৃত্ত° র° টী°)

ঠ (পুং) ঠ পৃষো° সাধুঃ বা ঠন্তে ঠী বাহুলকাৎ-ড। ১ শিব। ২ মহাধ্বনি। ৩ চন্দ্রমণ্ডল। (একাক্ষরকো°) ৪ মণ্ডল। ৫ শূন্য। ৬ লোকগোচর। (মেদিনী) শূন্যশব্দে বিন্দুরূপ বর্ণবিশেষ।

"তদধঠদ্বয়ং যোজয়িত্বা।" (কর্পূরস্তব)

ঠক (দেশজ) ঠগ, পরগ্লানিকারক, পরনিন্দুক, প্রতারক।

"ঠকের মধুর বাণী, একচিত্তে রামা শুনি,
ধান্য ঘরে করে নিরীক্ষণ॥" (কবিক°)

ঠকা (দেশজ) প্রতারিত।

ঠকাঠকি (দেশজ) ১ প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ২ পরস্পরে অনিষ্ট বা প্রতারণা করিবার ইচ্ছা।

ঠকান (দেশজ) ১ প্রতারণ। ২ অপ্রতিভকরণ।

ঠকামি (দেশজ) ১ পরগ্লানি, পরনিন্দা। ২ প্রতারণা।

ঠকার (পুং) ঠ স্বরূপে কার। ঠ স্বরূপবর্ণ, ঠকার।

"ঠকারং চঞ্চলাপাঙ্গি।" (কামধেনুত°)

ঠক্কুর (পুং) ১ দেবপ্রতিমা। ২ ব্রাহ্মণদিগের উপাধিবিশেষ। ৩ দেবদ্বিজবৎ পূজনীয় ব্যক্তি।

"সুদামনামগোপালঃ শ্রীমান্ সুন্দরঠক্কুরঃ॥" (অনন্তসং)

ঠক্‌ঠক্ (দেশজ) ১ ইত্যাকার শব্দ। ২ কঠিন, শক্ত।

ঠক্‌ঠকিয়া (দেশজ) সেয়ানা, চালাক।

ঠক্‌ঠকা (দেশজ) সঙ্কটাবস্থা।

ঠগ (দেশজ) ১ শঠ, বঞ্চক, ডাকাইত। ২ বিখ্যাত দস্যু-সম্প্রদায়। বহু প্রাচীনকাল হইতেই ইহারা ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়াছিল। হিমালয় হইতে কুমারিকা এবং আসাম হইতে গুজরাট পর্য্যন্ত সকল স্থানেরই পথসকল এই ভীষণ দস্যুসঙ্কুল হইয়া পড়িয়াছিল। অকবরের রাজত্ব-কালে প্রায় ৫০০ ঠগ এটাবায় প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। দিল্লী ও আগরার পথে কোন অপরিচিত ব্যক্তি নিকটে না আসিতে পারে, সে জন্য পথিকদিগকে সতর্ক করা হইত। ঠগদিগের দলে হিন্দু মুসলমান উভয়ই থাকিত, তন্মধ্যে হিন্দুগণের উপাস্য দেবতা কালী।

ঠগদিগের মধ্যে প্রবাদ আছে—ইহারা দিল্লীর নিকটস্থ প্রদেশবাসী মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বী সপ্তজাতি হইতে উৎপন্ন। কালক্রমে ইহারা মুসলমানধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কালিকাদেবীর উপাসনা করে। ইহাদের প্রথম উৎপত্তি-বিষয়ে এইরূপ বংশ-পরম্পরাগত প্রবাদ প্রচলিত হইয়া আসিতেছে;—যে, কোন সময়ে এক দুর্দ্ধর্ষ অসুরের সহিত কালিকাদেবীর যুদ্ধ হয়।

যুদ্ধে কালী অসুরকে খড়্গাঘাতে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু অসুর রক্তবীজ, সুতরাং তাহার ভূতল-পতিত প্রত্যেক রক্তবিন্দু হইতে তুল্য বলশালী এক এক অসুর জন্মগ্রহণ করিতে লাগিল। কালী ঐ সকল অসুরকেও কাটিয়া ফেলিলেন, আবার ঐ সকলের রক্তবিন্দু হইতে অসংখ্য দানব উৎপন্ন হইতে লাগিল। শেষে কালী দেখিলেন, তিনি উহাদিগকে যতই কাটিবেন, ততই উহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে মাত্র। তখন তিনি দুই বীর সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে উত্তরীয়-নির্ম্মিত ফাঁস প্রদান করিলেন। তাহারা ঐ ফাঁস সাহায্যে অসুরগণের গলায় ফাঁসি দিয়া তাহাদিগকে বধ করিতে লাগিল। ইহাতে রক্তপাত না হওয়ায় আর অসুর জন্মিল না, ক্রমে সমস্ত অসুর বিনষ্ট হইল। কালিকাদেবী ঐ বীরদ্বয়ের উপর সাতিশয় প্রীত হইয়া তাহাদিগকে ঐ ফাঁস অর্পণ করিলেন এবং পুত্রপৌত্রাদি ক্রমে উহা দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জনের বর প্রদান করেন। ঐ বীরদ্বয়ই ঠগদিগের আদি-পুরুষ। প্রবাদানুযায়ী ঠগগণ বংশানুক্রমে নরহত্যাব্যবসায়ী হইয়া উঠে এবং মধ্যভারত হইতে দাক্ষিণাত্যের কতকদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ইহারা নানাস্থানে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে বাস করিত এবং নিরীহ প্রজার ন্যায় কৃষি প্রভৃতি জীবিকা অবলম্বন করিত। কিন্তু সর্ব্বদাই চারিদিকে ইহাদের চর থাকিত এবং কোথায় নিরাশ্রয় পথিক যাইতেছে, তাহার সন্ধান রাখিত। ঠগদিগের মধ্যে এক সাধারণ সঙ্কেত ছিল, তদ্দ্বারা ইহারা পরস্পরকে চিনিতে পারিত। অনেক সময় ইহারা দল বাঁধিয়া অল্লাধিক সংখ্যায় বহির্গত হইত এবং ছদ্মবেশে পথিকদিগের সহিত সুযোগ মত তাহাদের সর্ব্বনাশ করিত। প্রথমতঃ এই ঠগেরা এরূপ ভাবে পথিকগণের সহিত আলাপাদি করিত এবং সাধুতা ও বন্ধুত্ব প্রদর্শন করিয়া উহাদের বিশ্বাস জন্মাইয়া দিত যে, পথিকেরা কোনক্রমেই ইহাদের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিত না। পরে সুযোগ উপস্থিত হইলেই ঠগ অতর্কিতভাবে ঐ হতভাগ্য পথিকের গলায় ফাঁস দিয়া মারিয়া ফেলিত। অনন্তর হত-পথিকের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া উহার মৃতদেহ গোপনে এমন স্থানে পুঁতিয়া ফেলিত যে, কেহই কোন সন্ধান পাইত না। যে সকল লোকহত্যা করিলে তাহাদের শীঘ্র খোঁজ লইবার সম্ভাবনা নাই কিংবা যাহাদের নিরুদ্দেশ পলায়ন বলিয়া বিবেচিত হইবার সম্ভাবনা, এরূপ লোক সহজেই ঠগের ফাঁদে পড়িয়া প্রাণ হারাইত। অবকাশ-প্রাপ্ত সৈনিক কিংবা প্রভুর অর্থাদিবাহক ভৃত্য প্রায়ই ঠগের কবলে পড়িত। কিন্তু ঠগেরা স্ত্রীলোক, কবি, গঙ্গাজল-বাহক, ধোপা, কলু, ঝাড়ুয়াল, নট প্রভৃতি নীচজাতীয়কে অথবা মজুর, ফকির ও শিখকে কখন বধ করিত না। ইহাদের একরূপ সাঙ্কেতিক ভাষা ছিল, তাহা অপরে বুঝিত না। দলস্থ ঠগেরা উপযোগিতানুসারে কেহ নেতা হইত, কেহ পথিকদিগকে ভুলাইয়া অভিপ্রেত স্থানে লইয়া আসিত, কেহ গলায় ফাঁস দিয়া মারিত, কেহ বা চর থাকিত, কেহ কেহ গর্ত্ত খুঁড়িয়া শব পুঁতিত। দক্ষ ও সাহসী ঠগগণ লুণ্ঠিত দ্রব্যের অংশ পাইত।

ঠগেরা সাধারণ দস্যুর মত কেবল দস্যু-বৃত্তি দ্বারাই পরস্পরের সহিত সম্বদ্ধ নহে। ইহারা রীতিমত সমাজসংগঠন করিয়া ভিন্নজাতি সহ একত্র বাস করিত এবং পুরুষানুক্রমিক নরহত্যা ও চৌর্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। ইহাদের বিশ্বাস, তাহাতে ইহাদের পাপ নাই, বরং নরহত্যা-ব্যবসায়ই তাহাদের কুলধর্ম্ম। সুতরাং যে যত নিষ্ঠুরাচরণ দ্বারা নিরাশ্রয় পথিকদিগকে বধ করিতে পারিত, সেই তত প্রশংসনীয় এবং কালিকাদেবীর প্রিয়পাত্র বলিয়া গণ্য হইত। বাস্তবিক এই পাষণ্ড নারকীদিগের মনে কিছুমাত্র ধর্ম্মভয় বা অনুতাপ ছিল না। সুতরাং এ নির্দ্দয় ভীষণ নরহত্যা-ব্যাপারে ইহাদের প্রাণে সামান্য আঘাতও লাগিত না। কিন্তু আশ্চর্য্য এই নরপিশাচগণও ঐরূপ বীভৎস ব্যাপারে বহির্গত হইবার পূর্ব্বে আপনাদের উপাস্যদেবতা ভবানীর পূজা করিয়া তাঁহার প্রীতি ও আশীর্ব্বাদ কামনা করিত। এমন পৈশাচিক ব্যাপারেও অর্থলোভে তাহাদিগকে প্রোৎসাহিত করিবার এবং কালিকাদেবীর পূজা করিবার জন্য পুরোহিত ব্রাহ্মণের অভাব ছিল না। নিতান্ত দুষ্কর্ম্মী ব্যক্তিও নিজ-পরিবারবর্গের নিকট আপন দুষ্কর্ম্ম গোপন রাখে, তাহাদিগের কাহাকেও নিজের ন্যায় অসৎপথাবলম্বী করিতে ইচ্ছা করে না। কিন্তু ঠগেরা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। ইহারা বাল্যকাল হইতে পুত্র প্রভৃতিকে রীতিমত নরহত্যা শিক্ষা দিত। প্রথম প্রথম বালকগণ চররূপে সন্ধানে বেড়াইত। তাহার পর তাহাদিগকে হত পথিকদিগের শবদেহ দেখান হইত। তাহারা ঠগদিগের সঙ্গে বাহির হইত এবং পথিকদিগকে ভুলাইয়া এবং অন্যান্য সামান্য বিষয়ে সাহায্য করিত। অবশেষে যখন ইহারা উপযুক্ত হইয়া উঠিত, তখন সর্ব্বশেষ ইহাদের উচ্চাশয়ে চূড়ান্ত সীমা জীবিকার একমাত্র অবলম্বন ফাঁসি হস্তে প্রদত্ত হইত। এই ব্যাপারে দীক্ষিত করিবার সময় একটা উৎসব হইত এবং দীক্ষাগুরু কালীর পূজাদি করিয়া তাহার কপালে দীক্ষা-ফোঁটা দিয়া তাহাকে কালীর প্রসাদী একরূপ গুড় খাইতে দিত। প্রবাদ—ঐ প্রসাদী গুড়ের শক্তি অতি ভীষণ, ইহা খাইলেই সে একজন পাকা ঠগ হইত।

ঠগেরা এতই চতুরতা ও নৈপুণ্য সহকারে তাহাদের ব্যবসায় পরিচালন করিত যে, কখন ধৃত হইত না। ইহারা বিচারকদিগকে প্রভূত উৎকোচ প্রদান করিয়া পলায়ন করিত। মধ্যভারতের অনেক স্থানে বিশেষতঃ পশ্চিমভারতে অধিকাংশ সর্দ্দার রাজকর্ম্মচারী, কেবল যে ইহাদের দৌরাত্ম্যে উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেন, তাহা নহে, তাঁহারা উহাদের চৌর্য্যলব্ধ ধনের অংশ পর্য্যন্ত নিয়মিতরূপে গ্রহণ করিতেন। অনেকে আয়ের প্রকৃষ্ট পন্থা বলিয়া ইহাদিগকে নিজ-শাসনের মধ্যে রক্ষা করিতেন। ইহাদের সহিত এইমাত্র সর্ত্ত থাকিত যে, ইহারা ঐ প্রদেশের মধ্যে নরহত্যা করিতে পাইবে না। সুতরাং অন্য স্থান হইতে এই উপায়ে অর্থাদি আনয়ন করিলে কেহই অসন্তুষ্ট ছিল না। জমিদার, মহাজন, দোকানী, মুদী প্রভৃতি সকলেই অর্থলোভে ইহাদিগের পক্ষপাতী ছিল। সুতরাং এরূপস্থলে ঠগদিগকে বাছিয়া বাহির করা একরূপ অসম্ভব। কেহ ইহাদিগকে অত্যাচারের ভয়ে কিছু বলিতে পারিত না। সুতরাং ভারতবর্ষের বিস্তীর্ণ ভূভাগে এই নৃশংস ব্যবসায় অবাধে চলিতেছিল। অবশেষে ইংরাজদিগের শাসনে উহা নিবারিত হয়।

যেরূপে এই সকল হত্যাকাণ্ড সম্পাদিত হইত, তাহাতে প্রতিবৎসর যে কত লোক ঠগের হস্তে নিহত হইত, তাহা নির্দ্ধারণ করা যায় না। কেহ কেহ অনুমান করেন, প্রায় ১০০০০ লোক প্রতিবৎসর ঠগের হাতে প্রাণ হারাইত। এই সংখ্যা অত্যন্ত অধিক ও অভাবনীয় বোধ হইলেও যে সকল প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহাতে সত্য বলিয়াই প্রমাণিত হয়।

১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে এই ব্যাপার সর্ব্বপ্রথম ইংরাজ গবর্মেণ্টের কর্ণগোচর হয়। ১৮১০ খৃষ্টাব্দে দোয়াবের নানাস্থানে কূপে ৩০টী শব পাওয়া যায়। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের সমকালে কাপ্তেন শ্লীমানের চেষ্টায় গবর্মেণ্ট জ্ঞাত হইলেন যে, ভারতবর্ষের কোন স্থানই একবারে ঠগবর্জ্জিত নহে। এই নৃশংস আচার দমন করিবার জন্য গবর্মেণ্ট এক নূতন বিভাগ সৃষ্টি করিলেন। ঐ ঠগ-নিবারক-বিভাগের কর্ম্মচারিগণ অপরাধীদিগকে প্রলোভন দেখাইয়া ঠগদিগের সন্ধান লইতে লাগিলেন এবং তাহাদিগকে ধৃত করিতে লাগিলেন। কি ইংরাজরাজ্যে, কি দেশীয় রাজাদিগের শাসনমধ্যে, সর্ব্বত্র এই বীভৎস ঠগ-অত্যাচার-নিবারণে বদ্ধপরিকর হইয়া ইংরাজগবর্মেণ্ট যে ৯ বৎসর ক্রমাগত চেষ্টা করেন, তন্মধ্যে হায়দরাবাদ, সাগর ও জব্বলপুরে প্রায় ২০০০ ঠগ ধৃত ও বিচারিত হয়। ইহাদের মধ্যে ১৪৬৭ জন হত্যাপরাধে অভিযুক্ত; তন্মধ্যে ৩৮২ জনের বিচারে প্রাণদণ্ড, ৯০৯ জনের নির্ব্বাসন, ৭৭ জনের আজীবন কারাবাস, ৬৯২ জনের নির্দ্দিষ্টকাল কারাবাস, ২১ জনের মুক্তি, ১১ জন পলাতক, ৩১ জন বিচারকালেই গতায়ু এবং অবশিষ্ট ২৫০ জন রাজার সাক্ষী বলিয়া গণ্য হয়।* ফাঁসিদার-ঠগের ফাঁস-দণ্ডই হইত। উক্ত দণ্ডিত ঠগদিগের মধ্যে কেহ কেহ ২০০ শতাধিক নরহত্যা করিয়াছে বলিয়া স্বীকার করে।

ঠগদিগকে ন্যায়োপার্জ্জিত বৃত্তিদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতে শিক্ষাদিবার জন্য জব্বলপুরের মধ্য জেলখানায় এক কার্য্যালয় স্থাপিত হইল এবং তথায় ঠগশিশু ও যুবগণ উর্ণা ও কার্পাসসূত্রের বস্ত্র বয়ন ও তাম্বু প্রস্তুত বিষয়ে শিক্ষিত হইতে লাগিল। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ভারতের আর কোথাও ঠগের নাম শুনা গেল না। লর্ড বেণ্টিঙ্কের শাসন-কালে ভারতবর্ষে সতীদাহের ন্যায় এই একটী ভীষণ ব্যাপারও দমিত হইল। ঠগনিবারক বিভাগের কর্ম্মচারিগণকে পুলিস ও বিচারক উভয় ক্ষমতাই প্রদত্ত হইয়াছিল। কোন ঠগ অভিযুক্ত হইলে প্রকাশ্যভাবে তাহার বিচার হইত। বলা বাহুল্য, উক্ত বিভাগের কর্ম্মচারিগণের কার্য্যকুশলতা কঠোররূপে কর্ত্তব্য-পরায়ণতা ও তৎপরতার জন্য শীঘ্রই বহু সংখ্যক ঠগ ধৃত হইতে লাগিল। নানাস্থানে ভূরি ভূরি শবদেহ বাহির হইয়া পড়িল। এইরূপে ঐ বিভাগ অবিচলিত উৎসাহ, অদম্য সাহস এবং অবিশ্রান্ত অধ্যবসায় সাহায্যে কঠোর আইন দ্বারা শীঘ্রই ঠগ-নিবারণ করিয়া, পথিকদিগকে নিশ্চিন্ত করিলেন। গৌরবের সহিত ঠগ-বিভাগ নিজ-কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া অবসর লইল।

ঠগাই (দেশজ) ঠকামি।

ঠগী, ঠগের অর্থাৎ শঠদস্যুর কার্য্য, ঠগবৃত্তি।

ঠটুয়া (দেশজ) কর্কশ, তীক্ষ্ণ, অপ্রীতিকর।

ঠট্‌ঠা (দেশজ) ঠাট্টা, তামাসা। ২ সিন্ধুপ্রদেশের অন্তর্গত বিখ্যাত নগর। [টট্টা দেখ।]

ঠট্‌ঠাবাজ (হিন্দী) ভাঁড়, পরিহাসকারী।

ঠট্‌ঠাবাজি (হিন্দী) তামাসা, পরিহাস।

ঠঠ (অব্য) অনুকরণ শব্দ। চলিত কথায় ঠন্ ঠন্ শব্দ।

"রামাভিষেকে মদবিহ্বলায়াঃ কক্ষাচ্চ্যুতো হেমঘটস্তরুণ্যাঃ।
সোপানমারুহ্য চকার শব্দং ঠঠং ঠঠং ঠং ঠঠঠং ঠঠং ঠঃ॥"

(মহানাটক)

ঠঠঠ (অব্য) অব্যক্ত শব্দ, ঠন্ ঠন্ শব্দ।

ঠণ্ডা (হিন্দী) ঠাণ্ডা, শীতল।

---

* Asiatic Journal, 1836.

ঠণ্ডাই (হিন্দী) শীতলদ্রব্য, শান্তিকর দ্রব্য।

ঠণ্ডী (হিন্দী) ১ শীতল। ২ কফ, সর্দ্দি।

ঠন্‌মনিয়া (দেশজ) চঞ্চল।

ঠন (দেশজ) অব্যক্ত শব্দ, রিক্ততাবোধক শব্দ।

ঠমক (দেশজ) হেলিয়া দুলিয়া যাওয়া, ভঙ্গীক্রমে গমন করা।

ঠসা (দেশজ, উত্তরবঙ্গে) বধির, কালা।

ঠাওর (দেশজ) স্থির করা, মনোযোগপূর্ব্বক দেখা।

ঠাওরান (দেশজ) মনঃসংযোগপূর্ব্বক দেখা, চিন্তন, স্থিরকরা, বিবেচনা করা।

ঠাঁই (দেশজ) স্থান।

"ভাল ঠাঁই পাই যদি তবে করি বাসা।" (বিদ্যাসুন্দর)

ঠাকরিকলায় (দেশজ) একপ্রকার কলাই। (Dolichos pilosus)

ঠাকুর (দেশজ) ১ দেবতা। ২ গুরু। ৩ ব্রাহ্মণ। ৪ পূজনীয় ব্যক্তি।

"কতকালে ঠাকুর বুঝিতে এলে ছলে।" (শ্রীধর্ম্মম° ১৷১০৩)

"ধর্ম্মপাল নামে ছিল গৌড়ের ঠাকুর।" (শ্রীধর্ম্মম° ২৷১)

ঠাকুরকোটা (দেশজ) দেবতার গৃহ, ঠাকুরঘর।

ঠাকুরঘর (দেশজ) দেবতার গৃহ।

ঠাকুরঝী (দেশজ) ১ শ্বশুরকন্যা, শ্যালিকা। ২ গুরুকন্যা।

ঠাকুরণ (দেশজ) ১ শ্বশ্রূ, শাশুড়ী। ২ দেবী প্রতিমা।

ঠাকুরদাদা (দেশজ) পিতামহ, পিতার পিতা।

ঠাকুরদাদা (দেশজ) পিতামহী, পিতার মাতা।

ঠাকুরদ্বার, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের মুরাদাবাদ জেলার অধীন একটী তহসীল। অক্ষা° ২৯° ১১´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৮° ৫৪´ পূঃ; মুরাদাবাদ হইতে ২৭ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এই তহসীলের মধ্যবর্ত্তী বহুস্থানে বিস্তর খেরা বা স্তূপ পড়িয়া আছে।

ঠাকুরবংশ, কলিকাতার বিখ্যাত ব্রাহ্মণবংশসম্ভূত সম্ভ্রান্ত পীরালী গোষ্ঠি। ইঁহারা ইংরাজদরবারে বিশেষ সম্মানিত। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ইংরাজরাজের নিকট পুরুষানুক্রমে 'মহারাজ' উপাধি লাভ করিয়াছেন। ইঁহারা সকলেই ভট্টনারায়ণবংশসম্ভূত বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। এই বংশে মহাত্মা দ্বারিকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। [পীরালী দেখ।]

ঠাকুরবাটী (দেশজ) ১ দেবগৃহ, ঠাকুরবাড়ী। ২ গুরুগৃহ। ৺পুরুষোত্তম ক্ষেত্রকেও ঠাকুরবাটী কহিয়া থাকে।

ঠাকুরবাপ (দেশজ) পিতামহ।

ঠাকুরমা (দেশজ) পিতামহী, পিতার মাতা।

ঠাকুরাণী (দেশজ) ১ দেবী, দেবপ্রতিমা। ২ গুরুপত্নী। ৩ শাশুড়ী। ৪ মান্যা স্ত্রী।

ঠাকুরাণী দিদি (দেশজ) পিতামহী।

ঠাকুরালি (দেশজ) ১ কর্ত্তৃত্ব। ২ সম্মান।

ঠাকুরীবংশ, নেপালের একটী পরাক্রান্ত রাজবংশ।

লিচ্ছবিরাজ শিবদেবের রাজত্বকালে মহাসামন্ত অংশুবর্ম্মা আবির্ভূত হন। ইনিই ঠাকুরীরাজবংশের প্রথম। আপন শৌর্য্যবীর্য্যগুণে ইনি বিস্তীর্ণ জনপদের অধীশ্বর হন। ইনি নামমাত্র লিচ্ছবিরাজের প্রাধান্য স্বীকার করিলেও স্বয়ং একজন পরাক্রান্ত স্বাধীন রাজা হইয়াছিলেন। নেপালের পার্ব্বতীয়-বংশাবলীর মতে ৩০০০ কলিযুগাব্দে (অর্থাৎ ১০১ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে) অংশুবর্ম্মা রাজ্যাভিষিক্ত হন এবং তাঁহারই পূর্ব্বে বিক্রমাদিত্য নেপালে গিয়া তথায় নিজ সম্বৎ চালাইয়া আসেন। ফ্লিট্, হোর্ন্‌লি প্রভৃতি প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে, অংশুবর্ম্মা ৬৩৯ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করিতেন *। কিন্তু উক্ত পার্ব্বতীয়-বংশাবলী ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মত সমীচীন বলিয়া বোধ হইল না।

গোলমাঢ়িটোল-শিলালিপি অনুসারে অংশুবর্ম্মা ও লিচ্ছবিরাজ শিবদেব সমসাময়িক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। ঐ লিপি ৩১৬ সংখ্যক অনির্দ্দিষ্ট সম্বতে খোদিত হয়। উক্ত য়ুরোপীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ ঐ অঙ্ক গুপ্ত-সংবৎ-জ্ঞাপক এবং তৎপরে অংশুবর্ম্মা প্রভৃতির লিপিতে যে অঙ্ক আছে, তাহা হর্ষসম্বৎ জ্ঞাপক বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

হর্ষবর্দ্ধনের সময় চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং নেপালদর্শন করিতেও যাত্রা করিয়াছিলেন। তিনি নিজেই লিখিয়াছেন, মহাজ্ঞানী অংশুবর্ম্মা তাঁহার অনেক পূর্ব্বেই ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। পার্ব্বতীয়বংশাবলীতে লিখিত আছে, অংশুবর্ম্মা ৬৮ বর্ষ রাজত্ব করেন, তাঁহার রাজ্যাভিষেকের পূর্ব্বে বিক্রমাদিত্য নেপালে আসিয়া সম্বৎ প্রচলিত করিয়া গিয়াছিলেন। ফ্লিট্ প্রভৃতি পুরাবিদ্‌গণ পার্ব্বতীয়বংশাবলীর উপর নির্ভর করিয়া ঐ বিক্রমাদিত্যকে হর্ষ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। যখন উক্ত বংশাবলীতে অংশুবর্ম্মা ৬৮ বর্ষ রাজত্ব করেন, তাঁহার পূর্ব্বে সম্বৎ প্রচলিত হইয়াছিল এবং হর্ষের সমসাময়িক চীনপরিব্রাজক লিখিতেছেন, পূর্ব্বেই অংশুবর্ম্মার মৃত্যু হইয়াছিল, তখন হর্ষদেব কর্ত্তৃক নেপালের সম্বৎ-প্রচার সম্ভবপর নয়। চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং ৬৩৭ খৃষ্টাব্দে এই

* Fleet's Corpus Inscriptionum Indicarum. Vol. III, p. 184, and Dr. Hoernle's Synchronistic Table in Journal of the Asiatic Society of Bengal, for 1889, pt. 1.

ফেব্রুয়ারী নেপালে গিয়াছিলেন *। নেপাল হইতে অংশুবর্ম্মার সময়কার অনেকগুলি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে ৩৯ ও ৪৫ অঙ্ক আছে। য়ুরোপীয় পুরাবিদ্‌গণ ঐ অঙ্ক হর্ষসম্বৎজ্ঞাপক স্থির করিয়াছেন। ডাক্তার বূহ্‌লর ও ফ্লিট্‌ সাহেবের মতে ৬০৬-৭ † খৃষ্টাব্দে হর্ষসম্বৎ আরম্ভ হয়। সুতরাং তাঁহাদের মতে অংশুবর্ম্মা (৬০৬+৩৯) ৬৪৫ খৃষ্টাব্দের লোক হইতেছেন, কিন্তু চীনপরিব্রাজকের বর্ণনা অনুসারে ৬৩৭ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই অংশুবর্ম্মার মৃত্যু হইয়াছিল। এরূপ স্থলে অংশুবর্ম্মার শিলালিপিবর্ণিত অঙ্ক হর্ষসম্বৎজ্ঞাপক বলিয়া কিছুতেই গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

পূর্ব্বে অংশুবর্ম্মার সমসাময়িক শিবদেবের যে সংবৎঅঙ্কিত শিলাফলক পাওয়া গিয়াছে, উহা শকসম্বৎজ্ঞাপক এবং অংশুবর্ম্মার শিলাফলকের অঙ্ক গুপ্তসম্বৎজ্ঞাপক ধরিয়া লইলে আর কোন গোল থাকে না। ৩১৯ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য গুপ্তসম্বৎ প্রচার করেন। তিনি নেপালের লিচ্ছবি-রাজকন্যা কুমারীদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। [গুপ্ত-রাজবংশ শব্দ দেখ।] বিবাহ করিতে গিয়া তিনিই যে নেপালে আপনার সম্বৎ প্রচার করিয়া আসিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ১ম শিবদেবের শিলাফলক অনুসারে ৩১৬ (শক) সংবতে অর্থাৎ ৩৯৪ খৃষ্টাব্দে অংশুবর্ম্মার পরাক্রম নেপালে খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। তৎপূর্ব্বেই (অর্থাৎ ৩১৯+৩৪= ৪৫৩ খৃষ্টাব্দের অনতিপরে) তিনি মহারাজ উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন।

অংশুবর্ম্মার পর তদ্বংশীয় কোন্ কোন্ রাজা রাজত্ব করেন, সাময়িক শিলাফলক হইতে এখনও তাহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় নাই। পার্ব্বতীয়বংশাবলীর মতে অংশুবর্ম্মার পর তৎপুত্র কৃতবর্ম্মা, তৎপরে যথাক্রমে ভীমার্জ্জুন, নন্দদেব, বীরদেব, চন্দ্রকেতুদেব, নরেন্দ্রদেব, বরদেব, শঙ্করদেব, বৰ্দ্ধমানদেব, গুণকামদেব, ভোজদেব, লক্ষ্মীকামদেব ও জয়কামদেব রাজত্ব করেন। শেষ রাজার পুত্র না হওয়ায় তাঁহার মৃত্যুর পর নবাকোটের ঠাকুরীবংশীয় ভাস্করদেব সিংহাসন লাভ করেন। তাঁহার পর যথাক্রমে বলদেব, পদ্মদেব, নাগার্জ্জুনদেব ও শঙ্করদেব রাজা হন। তাঁহার মৃত্যুর পর অংশুবর্ম্মার বংশীয় আর এক শাখাভুক্ত বামদেব সিংহাসন অধিকার করেন। তাঁহার পর পুত্রাদি ক্রমে বামদেব, হর্ষদেব, সদাশিবদেব, মানদেব, নরসিংহদেব, নন্দদেব, রুদ্রদেব, মিত্রদেব, অরিদেব, অভয়মল্ল ও আনন্দমল্ল রাজা হন। আনন্দমল্লের সময় কর্ণাটকবংশীয় নান্যদেব নেপালরাজ্য আক্রমণ ও অধিকার করেন। এই খানেই ঠাকুরীবংশের রাজত্ব ফুরায়। এখনও নেপালের নানাস্থানে ঠাকুরীবংশের বাস আছে। তাঁহাদের অবস্থা হীন হইলেও তাঁহারা আপনাদিগকে রাজবংশীয় বলিয়া সম্মানিত ও গৌরবান্বিত বোধ করেন।

* Cunningham's Ancient Geography of India, P. 555.
† Buhler's Note on the Twenty-three inscriptions from Nepal, p. 45; and Flee't Inscriptions of the Gupta King.

ঠাকুরুণ (দেশজ) ১ শাশুড়ী। ২ দেবীপ্রতিমা।

ঠাট (দেশজ) ১ প্রকৃত বিষয় গোপন করিয়া অন্য ভাবে প্রকাশ করা, ছলনা করা। ২ ভাবভঙ্গী।

"আছিল বিস্তর ঠাট প্রথম বয়সে।
এবে বুড়া তবু কিছু গুঁড়া আছে শেষে॥" (বিদ্যাসুন্দর)

৩ ছাঁচ। ৪ আকৃতি, পত্তন, কাঠাম। ৫ সৈন্যশ্রেণী।

"প্রবেশে অজয়তটে ভূপতির ঠাট।" (শ্রীধর্ম্মমঙ্গল ২১।৮১)

ঠাটর (দেশজ) ১ তামাসা। ২ ভঙ্গিমা।

ঠাট্টা (দেশজ) পরিহাস, বিদ্রূপ, উপহাস।

ঠাটঠমক (দেশজ) ১ অঙ্গভঙ্গিমা। ২ জাঁকজমক।

ঠাঠর, ভবিষ্যব্রহ্মখণ্ডবর্ণিত স্বর্গভূমির মধ্যভাগে কাশীর যোজনান্তর পশ্চিমে অবস্থিত একটি প্রাচীন গ্রাম। মুসলমান-রাজত্বকালে এখানে অনেক ধনী ঠঠেরা বা কাংস্যকার বাস করিত, তদনুসারে ইহার ঠাঠর নাম হয়। ভূমিহার জাতি এখানকার রাজা হইয়াছিল। গোপালসিংহ নামে একব্যক্তি মুসলমানদিগকে তাড়াইয়া এখানে কিছুকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। এখানকার কোটগড় তাঁহার নির্ম্মিত। তাঁহার পর গোতমগোত্রীয় রাজপুতগণ এখানকার অধিকারী হন। এখন পূর্ব্বসমৃদ্ধি বিলুপ্ত হইয়াছে। এখন কেবল কৃষকের বাস। (ব্রহ্মখ° ৫৭।২৩৭-২৪৬)

ঠাড় (দেশজ) খাড়া, সোজা।

ঠাড়া, কাশীর পশ্চিমে নন্দানদীর তীরে অবস্থিত একটী গ্রাম। এখানে হিন্দু-যবনে ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল। (ব্রহ্মখ° ৫৭।২৩।২৭)

ঠাড়েশ্বরী, এক প্রকার সন্ন্যাসী। ইহারা দিবারাত্র দণ্ডায়মান থাকেন। এই অবস্থায় আহারাদি সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করেন এবং সম্মুখে একটা কিছু অবলম্বন করিয়াই এইরূপ ভাবে নিদ্রা যান।

ঠাণ্ডা (দেশজ) ১ শীতল। ২ শান্ত, সুবোধ।

ঠাণ্ডাই (দেশজ) ১ শীতল দ্রব্য। ২ যাহাতে শরীর ঠাণ্ডা বোধ হয়।

ঠাণ্ডী (দেশজ) ১ কফ, সরদী। ২ বাতরোগ।

ঠাপ (দেশজ) অঙ্গের ফাঁকা স্থানে অপরের অঙ্গ দ্বারা আঘাত।

ঠাম (দেশজ) ১ ভঙ্গী। ২ মনোহর, চারু, সুদৃশ্য।

ঠায় (দেশজ) স্থিরভাবে।

ঠার (দেশজ) সঙ্কেত, ইঙ্গিত, ইসারা।

ঠারণ (দেশজ) সঙ্কেত করণ।

ঠারাঠারি (দেশজ) পরস্পর চক্ষুদ্বারা ইসারা।

ঠারি (দেশজ) ১ দৃষ্টিনিক্ষেপ। ২ চক্ষুদ্বারা সঙ্কেত।

ঠাস্ (দেশজ) পরস্পর সংলগ্ন হওয়া, ঘন, ঘেঁসাঘেঁসি।

ঠাসন (দেশজ) ১ চাপিয়া ধরণ। ২ ঘন করণ।

ঠাসা (দেশজ) ১ চাপা, চাপিয়া ধরা।

ঠাসাঠাসি (দেশজ) চাপাচাপি, ঘেঁসাঘেঁসি।

ঠাহর (দেশজ) ১ বিবেচনা, ভাবিয়া দেখা।

ঠাহরণ (দেশজ) ১ বিবেচনা করিয়া দেখা। ২ সঙ্কল্প করণ।

ঠিক (দেশজ) ১ নিশ্চিত, স্থির, যথার্থ। ২ বশীকরণাদি প্রকরণ।

ঠিক্‌ঠাক্ (দেশজ) প্রকৃত, যথার্থ।

ঠিকজী (দেশজ) সংক্ষিপ্ত জন্মপত্রিকা, যাহাতে জন্মলগ্নাদি ঠিক করিয়া লিখিত থাকে।

ঠিকরণ (দেশজ) ১ সরিয়া পড়া। ২ বিচলিত হওয়া। ৩ স্থানভ্রষ্ট হওয়া।

ঠিকরা (দেশজ) ১ কোন দ্রব্য কোন দ্রব্যের উপর বেগে পড়িয়া ফিরিয়া আসে। লাফাইয়া উঠা। ২ এক প্রকার কলাই। (Dolichos pilosus) ৩ কলিকায় তামাক সাজিবার পূর্ব্বে গর্ত্তস্থানে যে খিচ দেওয়া যায়।

ঠিকরী (দেশজ) খোলা, খাবরা।

ঠিকা (দেশজ) ১ অস্থায়ী কর্ম্ম। ২ অল্প সময়ের জন্য অধিকৃত। যথা—ঠিকাজমি। ৩ দৈনন্দিন বেতনভোগী।

ঠিকানা (দেশজ) অবধারিত স্থান, বসতির নিদর্শন।

ঠিকিরী (দেশজ) বৃক্ষভেদ (Phaseolus radiatus)

ঠিন্‌মিনা (দেশজ) রোগে বা দুর্ব্বলতায় কম্পমান বা চঞ্চল।

ঠিলি (দেশজ) ক্ষুদ্র কলসী, ছোট ঘট।

ঠুংরি, ১ সম্পূর্ণ রাগবিশেষ, মারু, খাম্বাজ, ঝিঝিট ও লুম অথবা বারোঞা ও বেহাগযোগে উৎপন্ন। (সং-রত্না°) ২ তালবিশেষ। ইহা চারিমাত্রার তাল, দুই তাল ও দুই ফাঁক। বোল যথা—

	+	●	১	●
(১)	ধেধা,	কিটি,	নেধা,	কিটি : :
(২)	তাত্রাকি	মুন	ধা,	থুন্না : :
(৩)	ধাক,	ধিন্	ধেধা,	গেদিন্ : :
(৪)	ধাগে,	ধিন্‌ধিন্	ধাগে,	ধিন্‌ধিন্ : :

(সংরত্না°)

ঠুঁটা (দেশজ) ১ বিকলাঙ্গ। ২ যাহার হাত নাই।

ঠুকনি (দেশজ) ঘা, আঘাত।

ঠুকর (দেশজ) ঠোকর, আঘাত।

ঠুকি (দেশজ) আঘাত করা, ঘা মারা।

ঠুকঠুকনি (দেশজ) কাষ্ঠে কাষ্ঠে আঘাত।

ঠুন্‌ঠুন্ (দেশজ) ইত্যাকার শব্দ।

ঠুন্‌ঠুননি (দেশজ) ছোট ঘণ্টার ঠুন্‌ঠুন্ শব্দ।

ঠুন্‌কা (দেশজ) ১ ভঙ্গপ্রবণ, যাহা অল্প আঘাতেই ভাঙ্গিয়া যায়। ২ স্ত্রীলোকের স্তনরোগবিশেষ।

ঠুলি (দেশজ) ১ গো অশ্বাদির চক্ষুর আবরণ। ২ চসমা।

ঠেঁঠা (দেশজ) ১ অবাধ্য। ২ কর্কশভাষী, কেইয়া, বেহায়া।
"বুড়ি বলে ঠেঁটা বেটী যানা আন্ বাটে।" (শ্রীধর্ম্মমঙ্গল ১।১৯৮)

ঠেঁঠামি (দেশজ) অবাধ্যতা।

ঠেঁটী (দেশজ) ১ খাট কাপড়। ২ অবাধ্য স্ত্রীলোক।

ঠেক (দেশজ) ১ তণ্ডুলাদির আধারবিশেষ। ২ অবলম্বন, আটক। ৩ প্রতিবন্ধক, ব্যাঘাত। ৪ স্পর্শ।

ঠেকনা (দেশজ) অবলম্বনদণ্ড, ঠেস।

ঠেকা (দেশজ) ১ অবলম্ব। ২ পড়া।
"অভাগী আপন দোষে ঠেকে গেল ফাঁদে।" (শ্রীধর্ম্মমঙ্গল ১।২০৭)

ঠেকাঠেকি (দেশজ) পরস্পরে পরস্পরের কার্য্যে বাধা দেওয়া।

ঠেকান (দেশজ) ১ থামান। ২ প্রতিবন্ধকতাচরণ।

ঠেকানি (দেশজ) বাধা, প্রতিবন্ধ।

ঠেকার (দেশজ) অহঙ্কার, দম্ভ, বাচালতা।

ঠেকারিয়া (দেশজ) অহঙ্কারী, দাম্ভিক, বাচাল।

ঠেকারী (দেশজ) অহঙ্কারী, বাচাল।

ঠেকাল (দেশজ) কঠিন, বাধা-বিপত্তিময়।

ঠেকুয়া (দেশজ) অবলম্বন, ঠেস।

ঠেঙ্গ (দেশজ) পা।

ঠেঙ্গা (দেশজ) দণ্ড, লাঠি।

ঠেঙ্গাঠেঙ্গি (দেশজ) লাঠালাঠি।

ঠেঙ্গাড়িয়া (দেশজ) লেঠেল, যে লাঠি মারিয়া বেড়ায়।

ঠেঙ্গান (দেশজ) লাঠি মারা।

ঠেলন (দেশজ) ঠেলন, অমান্যকরণ, দূরীকরণ।

ঠেলা (দেশজ) ১ ধাক্কা। ২ প্রতিবাদ।

ঠেলাঠেলি (দেশজ) ১ পরস্পরে ঠেলা। ২ ভিড়ে পরস্পরে ধাক্কা।

ঠেলান (দেশজ) ধাক্কা মারা।

ঠেশ (দেশজ) সংলগ্ন হওয়া, আঘাত লাগা, ধাক্কা লাগা।

ঠেস (দেশজ) ঠেশ্।

ঠেসাঠেসি (দেশজ) গায়গায় লাগা।

ঠেস্‌ঠাস্‌ (দেশজ) ১ অবলম্ব, ঠেকো।

ঠোঁট (দেশজ) ওষ্ঠ, চঞ্চু।

ঠোঁটকাটা (দেশজ) ১ ধূর্ত্ত, প্রগল্‌ভ, দুষ্ট। ২ বাচাল।

ঠোঁটঠোঁটে (দেশজ) মুখে মুখে।

ঠোকন (দেশজ) আঘাত করণ, ধাক্কা।

ঠোকর (দেশজ) আঘাত।

ঠোকরাণ (দেশজ) মুখদ্বারা অল্প অল্প স্পর্শ বা আঘাত করা।

ঠোকা (দেশজ) আঘাত।

ঠোকান (দেশজ) অপর দ্বারা মারা।

ঠোকানি (দেশজ) মারণ, আঘাত করা।

ঠোক্‌চাপরা (দেশজ) খুঁতখুঁতে, সহজে সন্তুষ্ট নয়।

ঠোনা (দেশজ) অঙ্গুলি দ্বারা গালে আঘাত করা।

"করিয়া মহাক্রোধ না মানে উপবোধ,
খুল্লনা মারিল ঠোনা।" (কবিকঙ্কণ)

ঠোস (দেশজ) ১ গলিত ধাতুর ফোঁটা। ২ ফোস্কা। ৩ ফুলিয়া উঠা।

ঠোসেঠাসে (দেশজ) সংক্ষেপে।

ঠোর (দেশজ) নিশ্চয়তা।

ঠ্যাঙ্‌ (দেশজ) পাদ, চরণ, পা।

ঠ্যাটা (দেশজ) অত্যাচারী, দুষ্ট, বঞ্চক।

ড

ড ব্যঞ্জনবর্ণের ত্রয়োদশ ও টবর্গের তৃতীয় বর্ণ। ইহার উচ্চারণস্থান মূর্দ্ধা। ইহার উচ্চারণে আভ্যন্তরপ্রযত্ন, জিহ্বামধ্য দ্বারা মূর্দ্ধস্থান স্পর্শ, বাহ্যপ্রযত্ন সংবার, নাদ, ঘোষ ও অল্প প্রাণ। মাতৃকান্যাসে দক্ষিণপাদগুল্ফে ন্যাস করিতে হয়।

বর্ণোদ্ধারতন্ত্রে ইহার লিখনপ্রণালী এই প্রকার লিখিত হইয়াছে,—উর্দ্ধাধঃক্রমে একটা রেখা টানিয়া মধ্যে আকুঞ্চিত করিয়া দিবে। এই অক্ষরে লক্ষ্মী, সরস্বতী ও ভবানী নিত্য বিরাজিত আছেন। এই অক্ষর ব্রহ্মরূপিণী ও মহাশক্তি মাত্রা বলিয়া কথিত হইয়াছে।

"উর্দ্ধাধঃক্রমতোরেখা মধ্যে ত্বাকুঞ্চিতা তথা।
লক্ষ্মীর্বাণী ভবানী চ ক্রমশস্তত্র সংস্থিতা॥" (বর্ণোদ্ধারতন্ত্র)

বর্ণাভিধানতন্ত্রে ইহার বাচকশব্দ যথা,—স্মৃতি, দারুক, নন্দিরূপিণী, যোগিনী, প্রিয়, কৌমারী, শঙ্কর, ত্রাশ, ত্রিবক্র, নদক, ধ্বনি, দুরূহ, জটিলী, ভীমা, দ্বিজিহ্ব, পৃথিবী, সতী, কোরগিরি, ক্ষমা, কান্তি, নাভী, স্বাতী, লোচন।

ইহার স্বরূপ—সদা ত্রিগুণযুক্ত, পঞ্চদেবময়, পঞ্চপ্রাণময়, ত্রিশক্তি ও ত্রিবিন্দুযুক্ত, চতুর্জ্ঞানময়, আত্মতত্ত্বময় ও পীত বিদ্যুল্লতাকার। (কামধেনুতন্ত্র) ইহার ধ্যান—

"জবাসিন্দূরসঙ্কাশাং বরাভয়করাং পরাম্।
ত্রিনেত্রাং বরদাং নিত্যাং পরমোক্ষপ্রদায়িনীং॥
এবং ধ্যাত্বা ব্রহ্মরূপাং তন্মন্ত্রং দশধা জপেৎ।" (বর্ণোদ্ধারতন্ত্র)

ইহার বর্ণ জবা ও সিন্দূর সদৃশী, অভয়প্রদায়িনী, ত্রিনেত্রা, বরদায়িনী, নিত্যা ও ব্রহ্মরূপিণী। ইহাকে ধ্যান করিয়া এই মন্ত্র দশবার জপ করিলে সাধক অচিরে অভীষ্ট লাভ করিতে পারে।

এই অক্ষর পদ্যের আদিতে বিন্যাস করিলে শোভা হয়।
"ডঃ শোভাং ঢো বিশোভাং" (বৃত্ত° র° টী°)

ড (পুং) ডয়তে উড্ডীয়তে ভক্তানাং হৃদয়াকাশে যঃ। ডী বাহুল-কাৎ ড। ১ শিব। ২ শব্দ। ৩ ত্রাশ। (একাক্ষরকোষ) ৪ বাড়বাগ্নি। (স্ত্রী) ৫ ডাকিনী। (মেদিনী)

ডকার (পুং) ড কারপ্রত্যয়ঃ। ডস্বরূপ বর্ণ।

ডক্কারী (স্ত্রী) চণ্ডালের ঢক্কা।

ডগণ (পুং) ছন্দোগ্রন্থোক্ত পাঁচভাগে বিভক্ত গণবিশেষ। যথা — (ঽঽ গজ ১) (॥ ঽ রথ ২) (। ঽ । অশ্ব ৩) (ঽ ॥ পদাতি ৪) (। । । । পত্তি ৫)

ডকৃদে, ভারতবর্ষীয় আনদ্ধ যন্ত্রবিশেষ।

ডগ্মগ (দেশজ) নিমগ্ন, আবিষ্ট।

"ডগমগ তনু রসের ভরে।
ভারত হীরারে জিজ্ঞাসা করে॥"
(বিদ্যাসুন্দর)

ডগর (দেশজ) ঢক্কা, ঢাক।

ডগা (দেশজ) বৃক্ষাগ্র, আগা, অগ্রভাগ, অপক্ব, কচি।

ডগাকড়ি (দেশজ) বৃহদাকার কড়ি।

ডগাল (দেশজ) ডগা বা প্রান্তভাগযুক্ত।

ডগি (দেশজ) প্রান্ত, কচি, অপক্ব।

ডগিরা (দেশজ) উচ্চ, বৃহৎ।

ডগিরাকলা (দেশজ) এক প্রকার বৃহদাকার কদলী, ইহা অব্যবহার্য্য।

ডগ্‌ডগিয়া (দেশজ) উজ্জ্বল, রক্তবর্ণ।

ডঙ্কা (স্ত্রী) ডমিতাব্যক্তশব্দং কায়তি কৈ-ক-টাপ্। ১ দুন্দুভিধ্বনি, লোকদিগকে জানান দিবার জন্য বাদিত হয়। ২ টিকারা।

ডঙ্কোণি (দেশজ) ডানকোণি লতা। (Pladera decussata)

ডঙ্গর (দেশজ) বৃক্ষভেদ (Ficus hirsuta)

ডঙ্গরখীরেণিয়া (দেশজ) বৃক্ষভেদ।

ডঙ্গরী (স্ত্রী) ডং ভয়ং গিরতি নাশয়তি গৃ-অচ্ পৃষো° সাধুঃ, গৌরাং ঙীষ্। লতাফল, দীর্ঘকর্কটী। চলিত কথায় কাঁকড়ী। পর্য্যায়—ডাঙ্গরী, দীর্ঘের্ব্বারু, দঙ্গরী, ডঙ্গারী, নামগুণ্ডী, গজদন্তফলা। ইহার গুণ—শীতল, রুচিকারক, দাহ, পিত্ত, অস্রদোষ, অর্শ, জাড্য ও মূত্ররোধদোষনাশক, তর্পণ ও গৌল্য। (রাজনি°)

ডণ্ড (দেশজ) দণ্ড।

ডণ্ডা (দেশজ) ১ দণ্ড, লাঠী। ২ পাখীর দাঁড়। ৩ আলোক-পাত্র। ৪ অবলম্বন-দণ্ড।

ডণ্ডী (দণ্ডী শব্দের অপভ্রংশ) ১ দণ্ডী। ২ যাহার দণ্ড হইয়াছে।

ডম (পুং) ডং নীচযোনিত্বাৎ ভীতিং মাতি মা-ক। বর্ণসঙ্কর-জাতিবিশেষ, চলিত কথায় ডোম। ব্রহ্মবৈবর্ত্তমতে চাণ্ডালীর গর্ভে লেটের ঔরসে এই জাতি উৎপন্ন হইয়াছে। (ব্রহ্মবৈ° পু°) [ডোম দেখ।]

ডমর (ক্লী) মৃ ভাবে অপ্ মরং পলায়নং ডেন ত্রাসেন মরং পলায়নং ৩য়া-তৎ। ১ ভীতিদ্বারা পলায়ন, ভয় পাইয়া পলায়ন। পর্য্যায়—শৃগালিকা, বিদ্রব, ডিম্ব। (হারাবলী) (পুং) ডেন ভয়েন মরো মৃতিরিব যত্র বহুব্রী। ২ পরচক্রাদিভয়। ৩ অস্ত্রকলহ, দাঙ্গা, মারামারি। পর্য্যায়—বিপ্লব, ডিম্ব, বিম্ব, ডামর। (ভরত)

"তল্লক্ষণোঽস্থকেতুঃ স তু রুক্ষঃ ক্ষুদ্রয়াবহঃ প্রোক্তঃ।
স্নিগ্ধস্তাদৃক্ প্রাচ্যাঃ শাস্ত্রাখ্যো ডমরমরকায়ঃ॥" (গর্গ)

ডমরিন্ (পুং) ডমর-ণিনি। ছোট ডমর।

ডমরু (পুং) ডমিত্যব্যক্তশব্দং ঋচ্ছতি ডম-ঋ-কু (মৃগয্বাদয়শ্চ। উণ্ ১।৩৮) ইতি সূত্রেণ নিপাতনাৎ সাধুঃ। বাদ্যবিশেষ, কপালিযোগিবাদ্য। (ভরত) চলিত কথায় ডুগ্‌ডুগি। আর্য্যদিগের একটী প্রাচীন ও ক্ষুদ্র আনদ্ধযন্ত্র। সাপুড়িয়ারা ইহা বাজাইয়া সাপখেলায় ভল্লুক ও বানর-ক্রীড়কেরাও ইহা ব্যবহার করে। এই যন্ত্র মহাদেবের অতিশয় প্রিয়। যোগীরা এই যন্ত্র বাজাইয়া যে কোন আশ্রমে অবস্থান করিবে।

"বাদয়ন্ ডমরুং যোগী
যত্র কুত্রাশ্রমে স্থিতঃ।" (যোগসার)

মহাদেবের হস্তে এই যন্ত্র সর্ব্বদা রহিয়াছে।

"ত্রিশূলডমরুকরং।" (শিবধ্যান।)

এই গ্রাম্যযন্ত্রের দুই মুখ চর্ম্মদ্বারা আচ্ছাদিত ও ইহার মধ্যভাগ সঙ্কীর্ণ। তথায় দুইটী রজ্জুতে দুইটী সীসক-গুড়িকা আবদ্ধ থাকে। মধ্যস্থল ধরিয়া নাড়িলেই এই যন্ত্র বাজিতে থাকে। (যন্ত্রকো°)

২ বিস্ময়, চমৎকার। (ত্রিকা°)

ডমরুকা (স্ত্রী) ডমরু-কন্ স্ত্রিয়াং টাপ্। তন্ত্রোক্ত মুদ্রাভেদ।

ডমরুমধ্য (ক্লী) ডমরু ইব মধ্যো যস্য বহুব্রী। যোজক। যে সঙ্কীর্ণ ভূভাগ দুই বৃহৎ ভূভাগকে পরস্পর সংযুক্ত করে।

ডমসার, পূর্ব্ববঙ্গের একটী প্রাচীন গ্রাম। (ভ° ব্রহ্মখ° ১৯।৫২)

ডম্ফ, এক প্রকার প্রাচীন আনদ্ধ যন্ত্র। একটী বৃহৎ চক্রাকৃতি কাষ্ঠখণ্ডের একদিকে চর্ম্মাচ্ছাদনপূর্ব্বক ইহা নির্ম্মিত হয়। ইহা উত্তরপশ্চিমাঞ্চলেই সমধিক ব্যবহৃত হয়। (যন্ত্রকো°)

ডম্বর (পুং) ডপ-অরন্। ১ সমূহ, আড়ম্বর। ২ আয়োজন।

"অজাযুদ্ধে ঋষিশ্রাদ্ধে প্রভাতে মেঘডম্বরঃ।" (চাণক্য)

৩ ধাতৃদত্ত কুমারানুচরভেদ।

"ডম্বরাডম্বরৌ চৈব দদৌ ধাতা মহাত্মনে।" (ভারত ৯।৪৭ অঃ)

৪ বিস্তার। ৫ বিলাস।

ডয়ন (ক্লী) ডীয়তে আকাশমার্গে গম্যতে অনেন ডি করণে ল্যুট্। ১ কর্ণীরথ, পাল্কী, ডুলি। ডী ভাবে ল্যুট্। ২ নভোগতি, আকাশে উড্ডয়ন, ওড়া।

ডর (হিন্দী) ভয়, ত্রাস, শঙ্কা।

"নিবেদন নাহি করি ডরে।" (কবিকঙ্কণ)

ডরকরঞ্জ (দেশজ) ডহরকরঞ্জ। (Galedupa arborea)

ডরাণ (দেশজ) ভয় পাওয়ান।

ডরাণিয়া (দেশজ) ভীত, আশঙ্কিত।

ডলন (দেশজ) ১ কোন কিছু দ্বারা ঘর্ষণ। ২ রুটী বেলিবার যন্ত্র।

ডলনা (দেশজ) বেলিবার কাষ্ঠ বা পাষাণময় যন্ত্র।

ডলা (দেশজ) ১ ঘষা। ২ বেলা।

ডলান (দেশজ) ১ ঘষান। ২ বেলান।

ডল্লক (ক্লী) ১ বংশাদিনির্ম্মিত পাত্রবিশেষ। চলিত কথায় ডালা। ব্রতাদিতে ডল্লকে ভোজ্য প্রস্তুত করিয়া উপবীত ও বস্ত্র দিয়া ব্রাহ্মণদিগকে দান করিতে হয়।

"ত্রিংশতঞ্চ ষষ্ট্যধিকং ডল্লকং বস্ত্রসংযুতং।
সভোজ্যং সোপবীতঞ্চ সোপহারং মনোহরং॥" (ব্রহ্মবৈ° পু°)

২ কাশ্মীরের এক রাজা।

"অলুণ্ঠয়ৎ প্রজা নিত্যং ডল্লকো নাম দৈশিকঃ।"
(রাজতর° ৭।১৪৯)

ডল্লনাচার্য্য, নিবন্ধসংগ্রহ"নামধেয় সুশ্রুতের প্রসিদ্ধ টীকাকার। ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ, ইঁহার পিতার নাম ভরত।

ডবিত্থ (পুং) ১ কাষ্ঠময় মৃগ। "ডিত্থঃ কাষ্ঠময়ো হস্তী ডবিত্থশুন্ময়ো মৃগঃ।" (মুগ্ধবো°) ২ দ্রব্যবাচি সংজ্ঞাভেদ।

"দ্রব্যশব্দাঃ একব্যক্তিবাচিনো হরিহরডিত্থডবিত্থাদয়ঃ।"
(সাহিত্যদর্পণ)

ডহর (দেশজ) ১ গভীর, অতিশয় নিম্নস্থান। ২ নৌকার খোল।

ডহরকরঞ্জ (দেশজ) বৃক্ষভেদ। (Galedupa arborea)

ডহালা (স্ত্রী) ডাহলভূমি, চেদিরাজ্যের অপর নাম।

[ডাহল দেখ।]

ডহু (পুং) দহতি তাপয়তি সর্ব্বশরীরং দহ-কু (মৃগয্বাদয়শ্চ। উণ্ ১।৩৮) ইতি সূত্রেণ নিপাতনাৎ সাধুঃ। বৃক্ষবিশেষ, ডেও, মাদার। হিন্দী ডহুর। পর্য্যায়—লকুচ, লিকুচ। (অমর) ইহার গুণ—গুরু, ত্রিদোষ ও শুক্রপুষ্টিকারক। (রাজনি°)। [লকুচ, ডেথ]

ডহুয়া (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ, লকুচ, ডেও।

ডহূ (পুং) পুষো° সাধু। ডহু, ডেও।

ডা (স্ত্রী) ডী-ড স্ত্রিয়াং টাপ্। ডাকিনী। (মেদিনী)

ডা (আরবী) হুসেনের মৃত্যুস্মরণার্থ মুসলমানদিগের উৎসববিশেষ।

ডাইন (দেশজ) ১ দক্ষিণ। ২ ডাকিনী, ডাইনী।

ডাইন্‌কোনা (দেশজ) মৎস্যবিশেষ, ডানকোণা।

ডাইন্‌পনা (দেশজ) ডাকিনীর কার্য্য। কুহক।

ডাইন্‌হাত (দেশজ) দক্ষিণহস্ত।

ডাইনী (দেশজ) ডাকিনী, কুহকিনী, মায়াবিনী।

ডাঁট (দেশজ) অপক্ব, কঠিন।

ডাঁটন (দেশজ) কোন ব্যক্তিকে ভীত, চকিত বা দণ্ডিত করণ।

ডাঁটা (দেশজ) ১ দণ্ড। ২ শাখা। ৩ ভীত। ৪ দণ্ডিত।
ডাঁটাল (দেশজ) দণ্ড বা শাখাযুক্ত।
ডাঁটি (দেশজ) ক্ষুদ্র দণ্ড।
ডাঁড় (দেশজ) ১ নৌকাবাহন-দণ্ড। ২ পক্ষিগণের বসিবার দণ্ড।
ডাঁড়কাক (দেশজ) কাকবিশেষ, দ্রোণকাক। [কাক দেখ।]
ডাঁড়া (দেশজ) ১ মেরুদণ্ড, পৃষ্ঠের শিরদাঁড়া। [মেরুদণ্ড দেখ।] ২ রীতি, চরিত্র, ধারা। ৩ দণ্ডায়মান, দাঁড়া।
ডাঁড়ান (দেশজ) উঠা, দণ্ডায়মান, দাঁড়ান।
ডাঁড়াশ (দেশজ) বৃহদাকার কিন্তু নিরীহ সর্পবিশেষ। (Coluber boæformis, *Shaw.*)
ডাঁড়িকা (দেশজ) মৎস্যবিশেষ। (Cyprinus barbigar, *Buch,*)
ডাঁড়ী (দেশজ) ১ যে নৌকার ডাঁড় বহে। ২ ছেদ।
ডাঁড়ুকা (দেশজ) বেড়ী, হাতকড়ি, জিঞ্জির।
ডাঁপ (দেশজ) রেল, বাঁশের খুঁটি।
ডাঁশ (দেশজ) মশকবিশেষ, দংশমক্ষিকা। [মশক দেখ।]
ডাঁশা (দেশজ) ১ পরিবর্ত্তন, (পরিপক্কের ভাব। ২ চক্রবাড়।
ডাঁশাল (দেশজ) পাকার মত হওয়া।
ডাক্ (দেশজ) ১ ডাহুক পক্ষিবিশেষ। ২ আহ্বান, ৩ শব্দ, চীৎকার। ৪ একটী ক্ষুদ্র গ্রাম্য আনদ্ধ যন্ত্র। (যন্ত্রকো°)
ডাকখরচ (দেশজ) ডাকে যাইবার মাসুল, পোষ্টেজ।
ডাকঘর (দেশজ) যেখান হইতে চিঠিপত্র রওনা ও বিলি হয়। (Post-office)

ডাকঘর বা ডাকবিভাগের কাণ্ড নিতান্ত আধুনিক নয়। বহুদিন হইতেই রাজন্যবর্গ আপনাদের রাজকীয় কার্য্যের সুবিধার জন্য ডাকপিয়াদা নিযুক্ত করিতেন। তাহারা সংবাদজ্ঞাপক পত্রাদি লইয়া দ্রুতবেগে একস্থান হইতে অন্যস্থানে তথা হইতে আবার আর একজন সেই পত্রাদি লইয়া দ্রুতবেগে অন্যস্থানে এইরূপে বহুদূর দেশান্তরে অল্প সময়মধ্যে সংবাদ প্রেরিত হইত। এমন কি ভারতবর্ষে ও আমেরিকায় মেক্সিকোবাসী প্রাচীন অজতেক জাতির * মধ্যেও এইরূপে সংবাদ আদান-প্রদানের নিয়ম প্রচলিত ছিল। রোমসাম্রাজ্যের সমৃদ্ধিকালে তথায়ও বহুতর ডাকবিভাগ ছিল, তাহাকে (Cursus publicus) বলা হইত †।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দে ফ্রান্সে ডাকবিভাগ স্থাপিত হয়। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দে ফরাসীরাজ ১৪শ লুইর সময়ে তাহার অনেক উন্নতি সাধিত হয়। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী-বিপ্লবের সময় ফ্রান্সের লোকসাধারণের মধ্যেও ডাকপ্রথা প্রচলিত হইয়াছিল।

১৫১৬ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়া-রাজের আনুকূল্যে ফ্রাঞ্জ (Franz von Thun) ও টাক্সিস্ (Taxis) সার্ব্বজনিক ডাকবিভাগ স্থাপন করেন। প্রথমে তাঁহারা ব্রুসেল্‌স্ ও ভিয়ানার মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য কএকটি ডাকঘর স্থাপন করেন, ক্রমে তাঁহাদিগের যত্নে বহু দূরস্থিত নেপল্‌স্ ও ভিনিস পর্য্যন্ত ডাকবিভাগ স্থাপিত হইয়াছিল।

খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দে শেরশাহের যত্নে ঘোড়ার ডাক এবং দিল্লীশ্বর অকবরের যত্নে মোগলসাম্রাজ্যের সর্ব্বস্থানে অল্পসময়ের মধ্যে সংবাদ যাওয়া আসার জন্য ডাকবিভাগ স্থাপিত হয়। কাফির্খাঁ নামক মুসলমান-ইতিহাসে লিখিত আছে; "বাদশাহ অকবর যে নূতন নিয়ম প্রচলন করেন, তন্মধ্যে 'ডাক-মেবড়া' একটী উল্লেখযোগ্য। তাহাদের সকল স্থানেই আড্ডা ছিল।" ‡ আবুল-ফজলের আইন্-ই-অকবরীতে লিখিত আছে; 'মেবড়াগণ মেবাটের অধিবাসী, তাহারা দ্রুতগামী বলিয়া বিখ্যাত। তাহারা বহুদূর হইতে অতি অল্প সময়ের মধ্যেও সংবাদাদি আনিয়া দিত। তাহারা উত্তম গুপ্তচর বলিয়াও গণ্য।'

ইংলণ্ডরাজ ১ম চার্লসের সময় গ্রেটবৃটনে ডাকবিভাগ স্থাপিত হয়, কিন্তু গবর্মেণ্টের একচেটিয়া ছিল। মহামতি পিটের মন্ত্রিত্বকালে ডাকের অত্যাবশ্যকতা ইংরাজ-সাধারণে উপলব্ধি করেন। এই সময় হইতে ডাকের উন্নতি আরম্ভ হয়।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ডাক প্রচলিত হয়।

ডাক হইতে বাণিজ্য ব্যবসায়িগণের সমধিক উপকার সাধিত হইলেও পূর্ব্বে বণিকগণ ইহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। বর্ত্তমান ঊনবিংশশতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ডাকবিভাগের সমধিক উন্নতি সাধিত হইয়াছে। পূর্ব্বে ডাকবিভাগ দ্বারা কেবল রাজা ও রাজপুরুষগণের সুবিধা ছিল। এখন কি রাজা, কি প্রজা সকলেরই সমান উপকার সাধিত হইয়াছে। এই ডাক হওয়ায় বাণিজ্যাদিরও কিরূপ সুবিধা হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না

১৮৪০ খৃষ্টাব্দে রাউল্যাণ্ড-হিল ইংরাজদিগকে যে কোন দূরের চিঠি হউক না কেন একহারে অর্থাৎ ১ কাঁচ্চা ওজনের পত্রাদিতে এক পেনি খরচা দিতে সম্মত করাইলেন। য়ুরোপের অপরাপর দেশেও অতি অল্প দিনমধ্যেই সকলে

* Prescott's Conquest of Mexico, Vol. I. ch. II.
† A. T, Hadley's Cyclopædia of Political Science &c., art 'Post-office,'
‡ Khafi-khan, I. p. 243.

রাউন্ড্যাণ্ড-হিলের পক্ষ অবলম্বন করিল। ভারতের ইংরাজ-শাসনকর্ত্তা বড়লাট ডালহৌসি এখানে সর্ব্বপ্রথম সার্ব্বজনিক ডাকবিভাগ স্থাপন করেন।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রীয়া হইতে সর্ব্বপ্রথম পোষ্টকার্ড প্রচলিত হয়। পরে তাহাও অতি অল্প দিনমধ্যেই জগতের সকল সুসভ্য দেশেই অবলম্বিত হইল।

পূর্ব্বে দেশভেদে ডাকখরচার তারও কমবেশ ছিল। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে আন্তর্জাতিক ডাক-সম্মিলন (International postal union) হইল। তদনুসারে বিদেশে চিঠি পাঠাইতে হইলে আর খরচার হার লইয়া গোলযোগ থাকিল না।

এখন সকল সুসভ্য দেশের প্রধান প্রধান নগরে ও গ্রামাদিতে ডাকঘর স্থাপিত হইয়াছে। ডাক হইতে সকল লোকে সমান সুবিধা ভোগ করিলেও ডাকবিভাগ দেশের রাজার অধীন।

ডাক্‌চৌকিয়া (দেশজ) যে ডাক বা পত্রাদি লইয়া যায়।

ডাক্‌চৌকী (দেশজ) যেখানে ডাক বদল হয়।

ডাক্‌ডোক (দেশজ) শব্দ, স্বর।

ডাকন্ (দেশজ) আহ্বান করা, ডাকা, হাঁকা, চেঁচান।

ডাকপত্র (দেশজ) ডাকের চিঠি, ডাকঘর হইতে যে পত্র আসে।

ডাকপুরুষ, এই ব্যক্তির রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ কতকগুলি বচন বাঙ্গালার সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে। লোকে ঐ গুলিকে ডাকপুরুষের বচন বা ডাকের বচন বলিয়া অতিশয় মান্য করে। ঐ সকল বচন প্রায় খনার বচনের মত এবং রন্ধন, ভোজন, বাসস্থাননির্ণয়, সুগৃহিণী ও কুগৃহিণীর লক্ষণ, শিশুর শুশ্রূষা, নানাবিধ সাধারণ ক্ষুদ্র ব্যাধির চিকিৎসা প্রভৃতি হইতে সংক্ষেপে লগ্ননির্ণয়, বিবাহগণনা, যাত্রাদি বিষয়ক উপদেশ, বর্ষাগণনা প্রভৃতি চলিত ভাষায় বর্ণিত আছে। ঐ সকল বচন দেখিয়া বোধ হয়, উহা সাধারণ গৃহস্থ ও কৃষক-দিগের জন্য রচিত হইয়াছিল। ডাকপুরুষ নিজেও ততদূর পণ্ডিত ছিলেন না, তাহা তাঁহার বচন দ্বারাই প্রমাণিত হয়। তিনি কৃষিজীবী এবং জাতিতে গোয়ালা ছিলেন। যথা—

"আয় ব্যয় করে শাশুড়ীকে পুছে।
সর্ব্বকাল স্বামীকে পূজে।
তাহাকে ধর্ম্ম আপুনি বুঝে॥
রৌদ্রে কাঁটা কুটায় রান্ধে।
খড় কাঠা বর্ষাকে বান্ধে॥
ফুট ভাষে ডাকগোয়ালে।
এ গৃহিণীতে ঘর না টলে॥"

"গৃহিণী হইয়া রূপে বুলে।
স্বামীর পীড়ি পায়ে ঠেলে॥
ঘর নাশে অল্প কালে।
ফুট ভাষে ডাক গোয়ালে॥" ইত্যাদি।

এই সকল বচন দ্বারা ডাকের বহুদর্শী অভিজ্ঞতা, তীক্ষ্ণ বিষয়জ্ঞান, লোকচরিত্রে সূক্ষ্মদৃষ্টি, জ্যোতিষজ্ঞান প্রভৃতি স্পষ্ট প্রতীত হয়, কিন্তু ঐ সকল বচনের অনেক স্থল অস্পষ্ট, অনেক স্থল আবার ভিন্ন ভিন্ন লোকের রচিত বলিয়া বোধ হয়।

ডাকবাঙ্গলা (দেশজ) এক স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতে হইলে রাজপুরুষ বা ভ্রমণকারিগণের সুবিধার্থ ও বিশ্রামার্থ গৃহ।

ডাকাবালা (হিন্দী) ডাকপেয়াদা, যে ডাকঘরের পত্রাদি বিলি করে।

ডাকা (দেশজ) ১ আহ্বান করা। ২ ডাকাইত, দস্যু, সাহসী চোর।

ডাকাইত (দেশজ) প্রকাশ্য চোর, দস্যু। [দস্যু দেখ।]

ইহারা দলবদ্ধ হইয়া প্রকাশ্য ভাবে লুণ্ঠনাদি করে এবং গৃহস্থদিগকে নানাপ্রকার উৎপীড়ন করিয়া তাহাদিগের যথাসর্ব্বস্ব লইয়া প্রস্থান করে। পূর্ব্বে আমাদের দেশে ডাকাইতের অতিশয় প্রভাব ছিল, আজকাল ইংরাজদিগের প্রভাবে ইহারা অনেকটা দমিত হইয়াছে। ইহারা অত্যন্ত কালীভক্ত। কোন স্থলে ডাকাইতি করিতে যাইলে কালীপূজা না করিয়া বহির্গত হয় না, আবার ডাকাইতী করিয়া আসিয়া পুনবায় কালীপূজা দেয়। ইহাদিগের মধ্যে একজন দলপতি থাকে। তাহার কথানুসারে আব আর সকলে চলে, লুণ্ঠনজাত দ্রব্য সকলে ভাগ করিয়া লয়।

"হেন মোর হিয়ার পুতলী চাও খেতে।
দিবসে ডাকাত তুমি অন্য কেহ রেতে॥" (শ্রীধর্ম্মমঙ্গল ৪।১১৯)

ডাকাইতী (দেশজ) দস্যুবৃত্তি, ডাকাইতের কার্য্য।

ডাকাবুকা (দেশজ) সাহসী, নির্ভীক।

ডাকিনী (স্ত্রী) ডায় ভয়দানায় অকতি রূপাতি ডায়-অক-ইনি, বা ডাকানাং সমূহঃ ইতি ডাক-ইনি (খলাদিভ্য ইনির্ব্বক্তব্যঃ। পা° ৪।২।৫১ বার্ত্তিক) ১ কালীর গণবিশেষ।

"সার্দ্ধঞ্চ ডাকিনীনাঞ্চ বিকটানাং ত্রিকোটিভিঃ।" (ব্রহ্মপু°)

২ পিশাচীবিশেষ, দর্শনমাত্রই জীবের অহিত করে। ৩ স্ত্রীবিশেষ, ইহারা ডাইন বলিয়া প্রসিদ্ধ। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালকবালিকাদিগের অসুখ হইলে ডাইনী খাইয়াছে বলিয়া অনেকের বিশ্বাস ছিল, এখন সে অন্ধ বিশ্বাস অনেকটা দূর হইয়াছে। ৪ শিব ও পার্ব্বতীর অনুচর। ইহাকে সংহার-শক্তির অংশবিশেষ বলা যায়। মারণ, বশীকরণ প্রভৃতি কার্য্যের ও তাহার মন্ত্রের উপাস্য দেবতা।

"ডাকিনী-শাকিনী-ভূত-প্রেতবেতালরাক্ষসাঃ।" (কাশীখ° ৩০ অঃ) ভোটদেশবাসিগণ এখনও ডাকিনীর উপাসনা করিয়া থাকে।

ডাকু (হিন্দী) ডাকাইত, দস্যু।

ডাকুয়া (দেশজ) যে ডাকিয়া বেড়ায়, পেয়াদা।

ডাগর (দেশজ) বৃহৎ, বড়, প্রকাণ্ড।

ডাঙ্কৃতি (স্ত্রী) ডংডাং শব্দ, ঘণ্টাকাঁসরের শব্দ।

ডাঙ্গ (দেশজ) কোন দ্রব্য ঝুলাইয়া রাখিবার অবলম্বন।

ডাঙ্গরী (স্ত্রী) ডঙ্গরী পৃষো° সাধুঃ। দীর্ঘকর্কটী, চলিত কথায় কাঁকড়ী। (রাজনি°)

ডাঙ্গশ (দেশজ) অঙ্কুশ।

ডাঙ্গা (দেশজ) ১ নির্জ্জলস্থল। ২ উচ্চস্থান।

ডাঙ্গাগ্রাম, দ্বারুভঙ্গের অন্তর্গত করমশোণির ৩ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত একটী গাম। (ভ° ব্রহ্মখ° ৪৭।১৬৩)

ডাঙ্গাগড়্গড়্ (দেশজ) বৃক্ষভেদ।

ডাঙ্গাঘেচু (দেশজ) বৃক্ষভেদ।

ডাঙ্গাপথ (দেশজ) স্থলপথ।

ডাড় (দেশজ) ১ দণ্ড। ২ করাতের মত খাঁজ কাটা।

ডাড়কাক (দেশজ) কাকবিশেষ।

ডাড়া (দেশজ) কীটের তীক্ষ্ণ পদ।

ডাড়্কা (দেশজ) শৃঙ্খল, জিঞ্জির, বেড়ী।

"হাতে হাত কড়ি দিল গলায় জিঞ্জির।
চরণে ডাড়্কা দিয়া তোলে মহাবীর।" (কবিকঙ্কণ)

ডাণ্ডা (দেশজ) দণ্ড।

ডানা (দেশজ) পক্ষ, পাখা।

ডানকোণা, ক্ষুদ্র মৎস্যবিশেষ। ইহাদের আকার ২ ইঞ্চি হইতে ৫ ইঞ্চি পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ইহারা অনেকাংশে পুঁটি মাছের মত, আঁইষ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। ভারতবর্ষের সকল ও ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি স্থানে ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ষার প্রথম ভাগে পুঁটিমাছের ন্যায় ইহাদের চক্ষু হইতে পুচ্ছ পর্য্যন্ত একটি উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ রেখা দেখা যায় এবং চক্ষুর চারিদিক্ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া পড়ে। ইহাকেই লোকে মাছের সিঁদুর কাজল পরা বলে। পুষ্করিণী, খাল, বিল প্রভৃতির অল্প জলে ইহাদিগকে দলে দলে দেখিতে পাওয়া যায়।

ডাব (দেশজ) নেওয়াপাতি, অপক্ক ও জলপূর্ণ নারিকেল। যে নারিকেলের মধ্যে অল্প অল্প শাঁস হইয়াছে।

ডাবর (দেশজ) পাত্রবিশেষ।

"সুপক্ক সঝোল মাংস রূপার ডাবরে।
ঢালিয়া সোণার থাল ঢাকিল উপরে॥" (শ্রীধর্ম্মমঙ্গল ৪।২০৬)

ডাবরী (দেশজ) জলপাত্রভেদ।

ডাবা (দেশজ) ১ পাত্রভেদ। ২ বাসন। ৩ হুঁকাবিশেষ।

ডাবু (দেশজ) জলপাত্র।

ডামর (পুং) মহাদেবকথিত তন্ত্রশাস্ত্রবিশেষ, এই তন্ত্রের সংখ্যা, ইহাদিগের নাম ও শ্লোকসংখ্যা বারাহীতন্ত্রে এই প্রকার লিখিত হইয়াছে, ১ যোগডামর—ইহার শ্লোকসংখ্যা ২৩৫৩৩। ২ শিবডামর—ইহার শ্লোকসংখ্যা ১১০০৭। ৩ দুর্গাডামর—ইহার শ্লোকসংখ্যা ১১৫০৩। ৪ সারস্বতডামর—ইহার শ্লোকসংখ্যা ৯৯০৬। ৫ ব্রহ্মডামর—ইহার শ্লোকসংখ্যা ৭১০৫। ৬ গন্ধর্ব্বডামর—ইহার শ্লোকসংখ্যা ৬০০৬০। (বারাহীত°) [তন্ত্র দেখ।] ২ চমৎকার। ৩ গর্ব্ব, আটোপ।

"রতিগলিতে ললিতে কুসুমানি শিখণ্ডিশিখণ্ডকডামরে॥"
(গীতগোবিন্দ ১২ ২২)

৪ কীটচক্রবিশেষ।

"পঞ্চমো গিরিকোটশ্চ ষষ্ঠঃ কোটশ্চ ডামরঃ।" (সময়ামৃত)

৫ ক্ষেত্রপালবিশেষ। "টঙ্কপাণিস্তথা চান্য স্থানবন্ধুশ্চ ডামরঃ।"
(প্রয়োগসার)

ডামর্ (হিন্দী) ১ গঁদ, আটা। ২ মশাল।

ডামাডোল (দেশজ) গোলমাল, দাঙ্গা, বিবাদ।

ডায়মণ্ডহারবার, ১ বাঙ্গালার অন্তর্গত ২৪ পরগণা জেলার একটি উপবিভাগ। পরিমাণফল ৪১৭ বর্গমাইল। [হাজিপুর দেখ।] এই উপবিভাগে ডায়মণ্ডহারবার, দেবীপুর, বাঁকিপুর, কল্পী ও মথুরাপুর এই ৫টি থানা আছে। ৩টি দেওয়ানি ও ৩টি ফৌজদারী আদালতে বিচারকার্য্য সম্পন্ন হয়। বিখ্যাত সাগরদ্বীপ এই উপবিভাগের অন্তর্গত। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ঝটিকাবর্ত্তে ইহার বহুসংখ্যক অধিবাসী প্রাণত্যাগ করে এবং সমূহ ক্ষতি হয়। প্রায় ৫৬২৫ জন অধিবাসীর মধ্যে কেবল মাত্র ১৪৮৮ জন মাত্র রক্ষা পায়। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষে অনেক লোক মারা পড়ে। কলিকাতা হইতে ডায়মণ্ডহারবার পর্য্যন্ত রেলপথ হওয়ায় ইহার দুরবস্থা অনেক দূর হইয়াছে।

২ বাঙ্গালার অন্তর্গত ২৪ পরগণা জেলার উক্ত ডায়মণ্ডহারবার উপবিভাগের প্রধান স্থান এবং একটি বিখ্যাত পোতাশ্রয়। এই স্থানের নামানুসারেই উপবিভাগের নাম হইয়াছে। ডায়মণ্ডহারবার শব্দের অর্থ (ডায়মণ্ড=হীরক, হারবার—পোতাশ্রয়) উৎকৃষ্ট পোতাশ্রয়। ভাগীরথীর বামকূলে এই স্থান অবস্থিত। অক্ষা° ২২° ১১´ ১০˝ উঃ, দ্রাঘি° ৮৮° ১০´ ৩৭˝ পূঃ। পূর্ব্বে এই স্থানে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির জাহাজসকল নঙ্গর করিয়া থাকিত। এখন এখানে একটি টেলিগ্রাফ আফিস ও একটি কুত-ঘর আছে। যে সকল

জাহাজ নদী দিয়া প্রতিদিন গমনাগমন করে, বন্দরাধ্যক্ষ তাহাদের প্রত্যেকের বিবরণ বোঝাই ইত্যাদির বিষয় কলিকাতায় টেলিগ্রাফ করিয়া প্রেরণ করেন। কলিকাতার টেলিগ্রাফ-গেজেটে উহা প্রতিদিন প্রকাশিত হয়। যাহা হউক, এখন ক্রমেই বেশ নগর হইয়া উঠিতেছে। প্রাচীন চিহ্নের মধ্যে একটী গোরস্থান বিদ্যমান আছে। এখন রেলপথে ডায়মণ্ডহারবার কলিকাতা হইতে ৩৮ মাইল মাত্র। এই রেলপথ কলিকাতা ও সাউথ ইষ্টারণ ষ্টেট-রেলপথের সোণারপুর ষ্টেশন হইতে বাহির হইয়াছে। ইহা স্থলপথে কলিকাতা হইতে ৩০ মাইল এবং নদী দিয়া জলপথে ৪১ মাইল।

৩ ডায়মণ্ডহারবার উপবিভাগের একটী ২৩ মাইল দীর্ঘ খাল, ঠাকুরপুর হইতে গোলাখালি পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

ডাল (দেশজ, দলশব্দের অপভ্রংশ) শাখা, বৃক্ষাঙ্গ।

ডাল্‌নচু (দেশজ) এক জাতীয়। (Sagitharia Cordifolia)

ডালচিনি (দারুচিনি শব্দজ) [দারুচিনি দেখ।]

ডালনা (দেশজ) এক প্রকার ব্যঞ্জন, মাছ মাথ ঝোল।

ডালহৌসি, প্রকৃত নাম জেম্‌স অণ্ড্ ব্রোণ রাম্‌সে, দশম আর্ল এবং প্রথম মার্‌কুইস্ অব্ ডালহৌসি (James Endrew Brown Ramsay tenth Earl and first Marquis of Dalhousie)। ১৮১২ খৃঃ অব্দে ২২এ এপ্রেল জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি হাডিঙ্গটনসায়ারে কালস্টাউনের বৌণের উত্তরাধিকারিণীর তৃতীয় পুত্র। প্রথমে হরোর বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন, পরে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রাইষ্ট-চার্চ্চ কলেজে অধ্যয়ন করিয়া ১৮৩২ খৃঃ অব্দে এম, এ উপাধি প্রাপ্ত হন। অগ্রজ দুই সহোদরের মৃত্যু হওয়ায় ১৮৩২ খৃঃ অব্দে ইনি লর্ড রামসে (Lord Ramsay) নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। ইনি গ্রেটবৃটনের মন্ত্রিসভায় কিছুদিন কার্য্য করিয়াছিলেন; পরে ভারতবর্ষের গবর্ণরজেনারল (বড়লাট) নিযুক্ত হন। ১৮৪৮ খৃঃ অব্দে ১২ই জানুয়ারী কার্য্যের ভার গ্রহণ ও ১৮৫৬ খৃঃ অব্দে ২৯এ ফেব্রুয়ারি কার্য্য-পরিত্যাগ করেন।

১৮৪৭ খৃঃ অব্দের শেষে ভাইকাউণ্ট হার্ডিঞ্জ ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিলে ডালহৌসি আসিয়া ভারতের শাসনভার গ্রহণ করিলেন। যখন তিনি এ দেশে আসিয়া উপনীত হইলেন, তখন ভারতরাজ্যে কোনরূপ বিশৃঙ্খলা ছিল না। সমস্ত প্রদেশই একরূপ শান্তিসুখ ভোগ করিতেছিল। কিন্তু অকস্মাৎ মুলতানে একখানি মেঘের উদয় হইল। ১৮৪৪ খৃঃ অব্দে সবনমলের মৃত্যু হওয়ায় তৎপুত্র মূলরাজ মুলতানের দেওয়ান মনোনীত হইলেন। তিনি ৩০ লক্ষ টাকা ও নিয়মিত কর প্রদান করিবেন, এই নিয়মে লাহোর দরবার তাঁহাকে মনোনীত করিয়াছিলেন। মূলরাজ অতিশয় সাহসী ছিলেন; তিনি অধীনতা অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়স্কর জ্ঞান করিয়া গোপনে স্বাধীন হইবার সুযোগ খুঁজিতে ছিলেন। এই সময় লাহোরদরবারে অতিশয় বিশৃঙ্খলা উপস্থিত। প্রধান প্রধান সামন্তগণের মধ্যে প্রকৃত একতা আদৌ ছিল না। তিনি প্রতিশ্রুত ৩০ লক্ষ টাকা অথবা নিয়মিত কর কিছুই লাহোরে পাঠাইলেন না। ইহার সন্তোষজনক উত্তর দিবার জন্য প্রধানমন্ত্রী লালসিংহ মূলরাজকে লাহোরে আহ্বান করিলেন এবং যদি মূলরাজ সহজে না আইসে তাঁহাকে বলপূর্ব্বক আনিবার জন্য একদল সৈন্যও পাঠাইয়া দিলেন। এদিকে মূলরাজও অলস ছিলেন না, তিনি বিপদের আশঙ্কা করিয়া পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হইতেছিলেন। লাহোর হইতে সৈন্য আসিয়া উপস্থিত হইলে মূলরাজের সহিত একটী যুদ্ধ হইল।

যুদ্ধে মূলরাজ বিজয়লাভ করিলেন। পরিশেষে বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট মধ্যস্থ হইয়া উভয়পক্ষে একটী সন্ধি করাইয়া দিলেন। সন্ধির নিয়ম মূলরাজের পক্ষে সুবিধাজনক না হওয়ায় তিনি মুলতানের দেওয়ানী পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা, রেসিডেণ্টের নিকট লিখিয়া পাঠাইলেন এবং তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন, যেন তাঁহার দেওয়ানী পরিত্যাগ সাধারণের নিকট প্রকাশ করা না হয়। রেসিডেণ্ট লরেন্স সাহেব এই অনুরোধ রক্ষা করিবেন, এই মর্ম্মে তাঁহাকে লিখিয়া পাঠাইলেন।

১৮৪৮ খৃঃ অব্দে ৬ই মার্চ্চ, স্যর ফ্রেডারিক কারি (Sir Frederic Currie) সাহেব রেসিডেণ্ট হইয়া লাহোরে আসিলেন। মূলরাজের পদত্যাগ গোপন রাখিবার জন্য লরেন্স সাহেব তাঁহাকে বলিলেন। কিন্তু লরেন্সের প্রস্তাব গ্রাহ্য হইল না। নূতন রেসিডেণ্ট মন্ত্রিসভায় মূলরাজের পদত্যাগের কথা উত্থাপিত করিলেন এবং মন্ত্রিসভা কর্ত্তৃক তাহা গৃহীত হইল।

খাঁসিংহকে দেওয়ান নিযুক্ত করিয়া মুলতানে পাঠান হইল। তাঁহার সহিত অগ্‌নিউ (Agnew) এবং অণ্ডারসন্ (Anderson) নামক দুইজন ইংরাজকর্ম্মচারী গমন করিলেন। ৮ই এপ্রেল, ইহারা সসৈন্যে মুলতান দুর্গের নিকট এড়-গায় আসিয়া উপনীত হইলেন। মূলরাজ তথায় আসিয়া তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নূতন দেওয়ানকে দুর্গ অর্পণ করিতে স্বীকার করিলেন। পর দিন প্রাতঃকালে খাঁসিংহ ও পূর্ব্বকথিত দুইজন ইংরাজকর্ম্মচারী দুইদল গুরখাসৈন্যের সহিত দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন। যখন ইহারা দুর্গপরিখার

সেতুর উপর দিয়া গমন করিতেছিলেন, তখন মূলরাজের জনৈক সৈন্য হঠাৎ অগ্রসর হইয়া অগনিউ সাহেবকে বর্শাঘাতে অশ্ব হইতে ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া তরবারি দ্বারা তাঁহাকে দুইটী গুরুতর আঘাত করিল, কিন্তু সাহেবকে বিনাশ করিবার পূর্ব্বেই এই আঘাতকারী সৈন্য পরিখামধ্যে পড়িয়া গেল। মূলরাজ এই ব্যাপারে কোনরূপ হস্তার্পণ না করিয়া নিজ আবাস আমখাস অভিমুখে স্বীয় অশ্বকে ধাবিত করিলেন। ইহার পর মূলরাজের কএকজন সৈন্য অণ্ডারসনকে আক্রমণ করিল এবং তাঁহাকে মৃতের ন্যায় ফেলিয়া রাখিয়া স্বস্থানে চলিয়া গেল। অগনিউ কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া লাহোরে রেসিডেন্ট সাহেবকে সমস্ত সংবাদ লিখিয়া পাঠাইলেন এবং মূলরাজকে তাঁহার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ ও দোষীদিগকে আবদ্ধ করিতে লিখিলেন। মূলরাজ উত্তর দিলেন, তিনি এই পত্রানুসারে কার্য্য করিতে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম।

মূলরাজের প্রথম উদ্দেশ্য যাহাই হউক না, তিনি এখন প্রকাশ্যরূপে বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন। ১৯এ তারিখে ইংরাজদিগের যানবাহনাদি মূলরাজ কাড়িয়া লইলেন। ইংরাজপক্ষ পলায়নের কোন উপায় না দেখিয়া এড়গা মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিল। তাহাদের মনে এই ভরসা ছিল যে, ৩।৪ দিবসমধ্যে লাহোর হইতে সৈন্য আসিয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করিবে। কিন্তু তাহাদের এ আশা মুকুলেই শুকাইল। লাহোরের গোলন্দাজগণ যুদ্ধ করিতে অস্বীকৃত হইল। ২০এ, সন্ধ্যাকালে খাঁসিংহ, ৮।১০ জন সৈন্য, জন কএক মুন্সী ও ইংরাজদিগের কএকজন ভৃত্য ও কর্ম্মচারী ব্যতীত অন্যান্য সকলেই ইংরাজপক্ষ পরিত্যাগ করিল। তাঁহারা জীবনের অন্য কোন আশা নাই দেখিয়া মূলরাজের নিকট বশ্যতাস্বীকার করিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। মূলরাজ তাঁহাদিগকে চলিয়া যাইতে বলিয়া পাঠাইলেন; কিন্তু তাঁহার সৈন্যগণ এত উত্তেজিত হইয়াছিলেন যে, তাহারা রক্তপাত ব্যতীত কিছুতেই সন্তুষ্ট ছিল না। যখন খাঁসিংহ প্রভৃতি চলিয়া যাইতেছিলেন, তখন মূলতানের সৈন্যগণ ঘোর বেগে তাহাদিগের উপর পতিত হইল এবং খাসিংহকে বন্দী ও ইংরাজকর্ম্মচারীদ্বয়কে নিহত করিল। মূলরাজ সৈন্যদিগকে পুরস্কার প্রদান করিলেন।

রেসিডেন্ট সাহেব দুই দিবস পরে বিদ্রোহ সংবাদ পাইলেন। তিনি প্রথমে মনে করিয়াছিলেন, মূলরাজ এ বিদ্রোহে লিপ্ত নহেন। এইজন্য তিনি কএক জন সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন। ২২এ তারিখে সমস্ত সংবাদ অবগত হইয়া বুঝিতে পারিলেন, এ যুদ্ধ তত সহজে মিটিবে না। লাহোর দরবারের সৈন্যগণ ইংরাজদিগের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে, এই সংবাদে রেসিডেন্ট কারি সাহেব মূলতানে ইংরাজসৈন্য পাঠাইতে সম্মত হইলেন না। কিন্তু ইংরাজ-দিগের সাহায্য ব্যতিরেকে শিখসর্দ্দারগণ মূলরাজকে কিছুতেই দমন করিতে পারিবেন না, এই ধারণায় লাহোর-দরবার ইংরাজসৈন্য পাঠাইবার জন্য রেসিডেন্টকে বার বার অনুরোধ করিলে কারি সাহেব ইংরাজসৈন্য পাঠাইতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি সিমলায় প্রধান সেনাপতি লর্ড গাফের নিকট নিম্নলিখিত মর্ম্মে একখানি পত্র প্রেরণ করিলেন। বৃটীশ শাসিত ভারতের সুনাম রক্ষা ও রাজনৈতিক স্বার্থসাধনোদ্দেশে লাহোর দরবারের সৈন্যের অভাবেও যাহাতে ইংরাজসৈন্য মূলতান দুর্গ ও নগর অধিকার করিতে পারে, এরূপ একদল সৈন্য অবিলম্বে প্রেরণ করা উচিত। কিন্তু গাফ্ তখন সৈন্য পাঠাইলেন না। মন্ত্রিসভাস্থিত গবর্ণরজেনারল সাহেবেরও প্রধান সেনাপতির সহিত একমত হইল। সুতরাং যুদ্ধযাত্রার বিলম্ব পড়িয়া গেল।

এদিকে অগ্নিউ সাহেব সুস্থ হইয়া লাহোরে বিদ্রোহ সংবাদ এবং লেপ্টেনাণ্ট এডওয়ার্ডস্ সাহেবকেও সত্বর সাহায্যার্থ আসিতে লিখিয়া পাঠাইলেন। এডওয়ার্ডস সাহেব সেই পত্র পাইয়া অধীনস্থ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া মূল-তানের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তিনি লিইআ নামক স্থানে আসিয়া শিবির সংস্থাপন করিলেন। এই স্থানে একখানি পত্র পাইয়া তাঁহার মনে শিখদিগের বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে সন্দেহ জন্মে। এই সময় তিনি সংবাদ পাইলেন যে, মূলরাজ চন্দ্রভাগানদী পার হইয়া লিহআ দিকে আসিতেছেন। এডওয়ার্ডস সাহেব তখন সিন্ধুনদের অপরপারে গিরং দুর্গে যাইয়া আশ্রয় লইলেন। এই স্থানে সেনাপতি কর্টলাণ্ড কতকগুলি মুসলমান-সৈন্যের সহিত আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। ক্রমে ইংরাজদিগের সৈন্যসংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

বহবলপুরের নবাব শতদ্রু পার হইয়া মূলতান আক্রমণ করিতে উদ্যোগ করিলেন। ইংরাজসৈন্য আসিয়া দেরা-গাজিখাঁ অবরোধ করিল। মূলরাজ জলালখাঁর উপর এই প্রদেশের শাসনভার ন্যস্ত করিয়াছিলেন। জলালের প্রধান শত্রু খোবরখাঁ ইংরাজদিগের সহিত মিলিত হইয়া জলালকে আক্রমণ করিল। জলাল পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন। দেরাগাজিখাঁ ইংরাজদিগের হস্তগত হইল। ইহার পর কিনেরি নামক স্থানে একটী যুদ্ধ হয়; সে যুদ্ধেও ইংরাজপক্ষ বিজয় লাভ করে। কিনেরি যুদ্ধের পর অনেক

শিখসর্দ্দার ইংরাজপক্ষ অবলম্বন করিতে লাগিল; মূলরাজ অতিশয় ভীত হইয়া দুর্গমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এডওয়ার্ডস পুনঃ পুনঃ বিজয় লাভ করায় অতিশয় উৎসাহের সহিত মূলতান আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। শুদ্ধসাম গ্রামের নিকট উভয়পক্ষে একটী ক্ষুদ্র যুদ্ধ হয়। ইংরাজপক্ষে সৈন্যসংখ্যা অতিশয় অধিক ছিল। কিছুক্ষণ যুদ্ধের পরে মূলরাজ যুদ্ধস্থল হইতে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার সৈন্য-সামন্তগণও তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিল। ইংরাজগণ তাহাদের অনুসরণ করিয়া মূলতান দুর্গের নিকটবর্ত্তী হইল। দুর্গ অবিলম্বে অবরোধ করা উচিত, এই মর্ম্মে এড্‌ওয়ার্ডস সাহেব লাহোরে রেসিডেণ্ট সাহেবকে লিখিয়া পাঠাইলেন। ডালহৌসি ও গাফসাহেব তখনও দুর্গ অবরোধ করা উচিত নয় এই মতের পক্ষপাতী ছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের পত্র পাইবার পূর্ব্বেই রেসিডেণ্ট সাহেব দুর্গ অবরোধ করিতে মূলতানে সংবাদ দিয়াছিলেন এবং তদনুরূপ বন্দোবস্তও করিয়াছিলেন। কাজেই বড়লাট ডালহৌসি রেসিডেণ্টের ক্ষমতা ও আদেশ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। দৃঢ়তর উৎসাহের সহিত মূলতান-দুর্গ অবরোধ করিবার জন্য ২৪এ জুলাই সেনাপতি লুইস সাহেব অভিযান করিলেন। বহবলপুর হইতে লেক সাহেবের অধীনে ৫৭০০ পদাতি ও ১৯০০ অশ্বারোহী এবং রাজা সেরসিংহের অধীনে ৯০৯ পদাতি ও ৩৩৮২ অশ্বারোহী শিখসৈন্য অগ্রসর হইল। কর্টল্যাণ্ড, এডওয়ার্ডস, লেক ও সেরসিংহের অধীনে বহুসংখ্যক সৈন্য মূলতান অবরোধ করিল। মূলরাজ অতিশয় ভীত হইয়া পড়িলেন। তিনি বৃটনেশ্বরী ও তাঁহার মিত্র মহারাজ দলীপসিংহের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু এই সময় এক নূতন ব্যাপারে সমস্ত স্রোত ফিরাইয়া দিল। ইংরাজ ও দলীপসিংহের পক্ষীয় শিখদিগের মধ্যে বিদ্রোহ লক্ষণ দেখা গেল। হাজরাদেশে সেরসিংহের পিতা ছত্রসিংহ বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন। মূলরাজের মনে নূতন আশা অঙ্কুরিত হইল।

৭ই সেপ্টেম্বর রীতিমত দুর্গ আক্রমণ করা হইল। সেরসিংহ এ পর্য্যন্ত তলম্বা নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন। ১৪ই সেপ্টেম্বর মূলতানে অগ্রসর হইয়া তাঁহার জয়ঢক্কা খালসাদিগের নামে বাজাইতে আদেশ করিলেন। এই সংবাদ শুনিয়া ইংরাজসেনাপতিগণ পরামর্শ করিয়া টিব্বি নামক স্থানে পিছাইয়া আসিলেন এবং প্রধান সেনাপতি যে সৈন্য পাঠান, তাহাদের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

সেরসিংহ মূলরাজের সহিত যোগ দিবার প্রস্তাব করিয়া তাঁহার নিকট দূত পাঠাইলেন; কিন্তু মূলরাজ সেরসিংহকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তিনি শপথ করিলেও মূলরাজের সন্দেহ সমূলে দূর হইল না। অবশেষে সেরসিংহ বলিলেন যে, তাঁহার সৈন্যদিগকে কিছু অগ্রিম বেতন দিলে তিনি হাজারাদেশে যাইয়া তাঁহার পিতার সহিত মিলিত হইবেন। মূলরাজ এ সুযোগ পরিত্যাগ করিল না, সেরসিংহ অন্য প্রদেশে এক নূতন শিখযুদ্ধ প্রজ্বলিত করিলেন।

ইংরাজগণ অবরোধ পরিত্যাগ করিলে মূলরাজ নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, ইংরাজগণ পুনরায় দ্বিগুণ উৎসাহে ও অধিকতর বলে দুর্গ আক্রমণ করিবে। এই জন্য তিনি দুর্গসংস্কার করিলেন এবং সৈন্য-সংগ্রহের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কেবলমাত্র ইহাতেই ক্ষান্ত না থাকিয়া তিনি কাবুলে দোস্তমহম্মদ ও কন্দাহারে সর্দ্দারদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন।

ইংরাজগণ এদিকে দুর্গ জয় করিবার জন্য নানারূপ উপায় উদ্ভাবন করিতেছিলেন। যাহাতে তাঁহাদের চেষ্টা ফলবতী হয়, তজ্জন্য তাহারা বিবিধ উপকরণ সংগ্রহে ব্যস্ত ছিল। ক্রমে বোম্বাই ও বঙ্গদেশ হইতে কএকদল সৈন্য আসিয়া উপস্থিত হইল। অধিক সময় নষ্ট না করিয়া ইংরাজ-সেনাপতি ১৭ই ডিসেম্বর পুনরায় দুর্গ আক্রমণের আদেশ দিলেন। অল্প আয়াসেই দুর্গের কয়েকস্থান ভগ্ন হইলে মূলরাজ অতিশয় ভীত হইয়া আত্মসমর্পণের প্রস্তাব করিলেন। ইংরাজ সেনাপতি তাঁহাকে বিনা সর্ত্তে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু ইহাতে মূলরাজ স্বীকৃত না হইয়া আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন কাটিয়া গেল। কিন্তু ইহাতে কি হইবে? বাহিরে শত্রু অসীম, তাঁহার সৈন্যসংখ্যা অতি অল্প। শত্রুগণ দিন দিনই বিজয় লাভ করিতেছে, তিনি তাহাদিগকে দূর করিতে পারিতেছেন না। ক্রমে তাঁহার সাহস ক্ষয় পাইতে লাগিল। উপায়ান্তর না দেখিয়া ১৮৪৯ খৃঃ অব্দে জানুয়ারি আত্মসমর্পণ করিলেন। ইংরাজগণ দুর্গ অধিকার করিল। লাহোরে মূলরাজের বিচার হইল, বিচারে তিনি দোষী সাব্যস্ত হইয়া নির্ব্বাসিত হইলেন।

এদিকে ছত্রসিংহের বিদ্রোহানল ক্রমেই প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। ২৪এ অক্টোবর পেশাবরের সমস্ত শিখসৈন্য বিদ্রোহী হইল। মেজর লরেন্স তাহাদিগকে দমন করিতে না পারিয়া প্রাণভয়ে কোহাটে পলায়ন করিলেন। কোহাট দোস্ত মহম্মদের ভ্রাতা সুলতান মহম্মদের শাসিত প্রদেশ। তিনি

পেশাবর বিভাগের কোন স্থানের বিনিময়ে মেজর লরেন্স তাঁহার স্ত্রী ও তদীয় সহকারী বাউয়ি সাহেবকে ছত্রসিংহের নিকট বিক্রয় করিলেন। ছত্রসিংহ বিদ্রোহী হইয়াছেন।

সেরসিংহ ইংরাজপক্ষ পরিত্যাগ করিয়াছেন, এই সংবাদে ডালহৌসির মনে অতিশয় ভয়সঞ্চার হইল। তিনি ভাবিলেন, শিখগণ একত্র হইয়া পুনরায় ইংরাজবিরুদ্ধে রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইতে মনস্থ করিয়াছে। যদি তাহাই হয়, তবে বৃটীশগবর্মেণ্টের সমূহ বিপদ্। ইংরাজরাজ্য রক্ষা করিতে হইলে এখন হইতেই বিশিষ্টরূপ সতর্কতা অবলম্বন করা অত্যাবশ্যক। এই বিবেচনা করিয়া তিনি উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করিলেন এবং প্রধান সেনাপতি গাফসাহেবকে ফিরোজপুরে সৈন্যসমাবেশ করিতে পরামর্শ দিলেন। লর্ড গাফ আর উদাসীন থাকিতে পারিলেন না; তিনি স্বয়ং যুদ্ধে ব্যাপৃত হইলেন এবং অবিলম্বে চন্দ্রভাগাভিমুখে একদল সৈন্য চালিত করিলেন। উক্ত নদীর বামতটে প্রায় ১২ মাইল দূরে রামনগর নামক স্থানে সেরসিংহ অবস্থান করিতেছিলেন। এই স্থান হইতে তাঁহাকে দূরীভূত করিবার চেষ্টা হয়। যুদ্ধে সেরসিংহেরই জয় হয়; ইংরাজপক্ষে কর্ণেল হ্যাবলক ও কিউরটন নিহত হন। পরে স্যর জোসেফ থ্যাকওয়েল ও লর্ডগাফ্ উভয়ে মিলিয়া সেরসিংহের সৈন্য আক্রমণ করেন; কিন্তু তাঁহার কোন বিশেষ ক্ষতি করিতে সমর্থ হন নাই।

১৮৪৯ খৃঃ অব্দের ১২ই জানুয়ারি লর্ডগাফ্ ডিঙ্গি নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন; এস্থানে আসিয়া দেখিলেন যে নিকটেই শিখগণ অবস্থিতি করিতেছে। শত্রুদিগের অবস্থা উত্তমরূপে অবগত হইবার জন্য তিনি রুসুল নামক স্থানে গমন করিতে সঙ্কল্প করিলেন। এই সময়ে কএকজন খালসা-গ্রামের সম্মুখে অগ্রসর হইয়া ইংরাজগণের উপর গুলি বর্ষণ করিতে লাগিল। লর্ডগাফ তাহাদিগকে ভীত করিবার জন্য কএকটী তোপধ্বনি করিতে আদেশ দিলেন, কিন্তু ইহাতে তাঁহার উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইল না। শিখপক্ষ হইতে অসংখ্য গুলি তাঁহার প্রত্যুত্তর প্রদান করিল। এতক্ষণে গাফ বুঝিতে পারিলেন যে, বিপক্ষগণ যুদ্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে। তিনিও সৈন্যদিগকে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে আদেশ করিলেন। ইহার পরই সেই প্রসিদ্ধ চিলিনবালার যুদ্ধ। ১৮৪৯ খৃঃ অব্দের ১৩ই জানুয়ারি দিনটী শিখদিগের চিরস্মরণীয়। এই যুদ্ধে সেরসিংহের সৈন্যগণ যেরূপ অসীম সাহস, অমিততেজ ও প্রবল পরাক্রম প্রদর্শন করিয়াছিল, তাহা অসাধারণ। প্রকৃতপক্ষে এই যুদ্ধে ইংরাজদিগের পরাজয় হয়। এই যুদ্ধের পর গাফের সৈন্য অত্যন্ত নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছিল। এই যুদ্ধে ব্রুকক্, পেনিকুইক প্রভৃতি কএকজন সেনাপতিও প্রায় ২৪০০০ সৈন্য নিহত হয়। শিখগণ ইংরাজদিগের ৪টী কামান ও ৮টী পতাকা কাড়িয়া লয়। যুদ্ধ করিতে করিতে রাত্রি উপস্থিত হয়; রাত্রির শেষাংশে শিখগণ এই যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়; এই জন্যই প্রায় অধিকাংশ ইংরাজ ঐতিহাসিক এই যুদ্ধের ফল অমীমাংসিত বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। ইহার পর হইতেই সেরসিংহের অদৃষ্টে শনির দৃষ্টি পড়িল। ২১এ ফেব্রুয়ারি শিখসৈন্য গুজরাটে উপস্থিত হইল। লর্ড-গাফ তথায় যাইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। ইংরাজের জয় হইল। এই যুদ্ধে শিখ ও আফগান একপক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিল। ইংরাজের অদৃষ্ট অতি সুপ্রসন্ন বলিয়াই তাহারা এই যুদ্ধে জয়লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বড়লাট ডালহৌসিও একথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "ঈশ্বরের অনুগ্রহেই ইংরাজসৈন্য এরূপ আশ্চর্য্যরূপে জয়লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। ২১এ ফেব্রুয়ারির যুদ্ধ ভারতে ইংরাজদিগের যুদ্ধের ইতিহাসে চিরস্মরণীয়।" চিলিনবালা যুদ্ধের পর ডালহৌসি ভীত হইয়া সৈন্য পাঠাইবার জন্য ইংলণ্ডে সংবাদ দিয়াছিলেন, কিন্তু সে সৈন্য আসিবার পূর্ব্বেই গুজরাটের যুদ্ধে লর্ডগাফ তাঁহার প্রণষ্ট গৌরব উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সেরসিংহ বিতস্তার অপরপারে পলায়ন করিলেন এবং পুনরায় যুদ্ধ করিবার সঙ্কল্প হইতে সম্পূর্ণরূপেই বিরত হইলেন এবং পূর্ব্বে যে মেজর লরেন্সকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহা দ্বারা ইংরাজগবর্মেণ্টের নিকট বশ্যত-স্বীকার করিবার উপায় দেখিতে লাগিলেন।

অতঃপর পঞ্জাবশাসন সম্বন্ধে কি করা হইবে, ডালহৌসি পূর্ব্বেই তাহা স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন; সুতরাং তাহা প্রকাশ করিতে কিছুমাত্র সময় অতিবাহিত হয় নাই। অবিলম্বে লাহোরে সংবাদ পাঠান হইল। মহারাজ রণজিৎসিংহ-পরিবারে শোকধ্বনি উঠিল। দলীপসিংহের সুখ চিরকালের জন্য ডুবিল। ডালহৌসি লাহোরদরবারে জানাইলেন, শিখরাজত্বের শেষ হইল। দলীপসিংহের বয়স তখন একাদশ বর্ষমাত্র। দরবারের সদস্যগণ ডালহৌসির প্রস্তাবে কোনরূপ আপত্তি করিলেন না। বিনাদোষে দলীপসিংহের প্রতি দণ্ড হইল, ইহা ডালহৌসিকে জানাইলেও কোন উপকার হইত কিনা সন্দেহ। যাহা হউক একখানি সন্ধিপত্র লিখিত হইল এবং ইহাতে মহারাজ দলীপসিংহ স্বাক্ষর

করিলেন (১৮১৯ খৃঃ অব্দ)। এই সন্ধিপত্রে নিম্নলিখিত ৫টী নিয়ম ছিল—

(১) মহারাজ দলীপসিংহ পঞ্জাবের স্বত্ব চিরকালের জন্য পরিত্যাগ করিলেন।

(২) রাজসম্পত্তি বৃটীশগবর্ণমেণ্টের অধীন হইল।

(৩) কোহিনূর ইংলণ্ডের রাজ্ঞীর শিরোদেশে সুশোভিত হইল।

(৪) গবর্ণরজেনারাল যেস্থান মনোনীত করিবেন, সেই স্থানে দলীপ বাস করিবেন।

(৫) 'মহারাজ দলীপসিংহ বাহাদুর' এই আখ্যা তাঁহার যাবজ্জীবন থাকিবে, তিনি যথোচিত মান্যের সহিত ব্যবহৃত হইবেন এবং ৪ লক্ষের অন্যূন ও ৫ লক্ষের অনধিক টাকা ভাতা পাইবেন।

২৯এ মার্চ্চ লর্ড ডালহৌসি নিম্নলিখিত মর্ম্মে ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন—

'ভারতগবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, গবর্ণমেণ্টের আর অধিক রাজ্য-বিজয়ের ইচ্ছা নাই এবং এতাবৎকাল সেই প্রতিশ্রুত বাক্য রক্ষিত হইয়াছিল। এখনও গবর্ণমেণ্টের রাজ্য-অধিকারে ইচ্ছা নাই, কিন্তু নিজের নিরাপদ এবং যাহাদের ভার তাঁহার উপর অর্পিত হয়, তাহাদের স্বার্থরক্ষা করিতে গবর্ণমেণ্ট বাধ্য। এই উদ্দেশ্যে এবং অকারণ যুদ্ধবিগ্রহ হইতে রাজ্যরক্ষা করিবার জন্য যে লোকদিগকে তাহাদের নিজ অধিপতি শাসন করিতে সমর্থ হয় নাই, কোন প্রকার শাস্তিই যাহাদিগকে উৎপীড়ন হইতে বিরত বা ভীত করিতে পারে না এবং কোন প্রকার মিত্রতাই যাহাদিগকে শান্তিতে রাখিতে পারে না, তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে অধীন করিবার মনস্থ করিতে ভারতবর্ষের গবর্ণরজেনারাল বাধ্য হইয়াছেন। এই হেতু গবর্ণরজেনারাল প্রচার করিয়াছেন এবং ইহাদ্বারা ঘোষণা করিতেছেন যে, পঞ্জাবরাজত্ব শেষ হইল, মহারাজ দলীপসিংহের অধীনস্থ সমস্ত প্রদেশ এখন হইতে ভারতসাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত হইল।'

[পঞ্জাব, শিখ ও শিখযুদ্ধ দেখ।]

চিলিনবালাযুদ্ধের সংবাদ ইংলণ্ডে পৌছিলে কোম্পানীর প্রায় সকল কর্ম্মচারীই স্যর চার্লস নেপিয়ারকে সেনাপতি করিয়া ভারতে পাঠাইতে ডিরেক্টরদিগকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ডিরেক্টরগণ অনিচ্ছাসত্ত্বে তাঁহাকে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু ডালহৌসি সাহেব নেপিয়ারের ক্ষমতায় অতিশয় ঈর্ষাপরবশ ছিলেন। ভারতে আসিলে পর ডালহৌসি ও নেপিয়ার উভয়ের মধ্যে মনোবিকার জন্মিতে লাগিল, এবং এক বৎসর যাইতে না যাইতে এই মনোমালিন্য অতিশয় বদ্ধমূল হইয়া উঠিল। পঞ্জাবে ইঁহাদের প্রকাশ্য বিবাদের সূত্রপাত হইল। খাদ্যক্রয় করিবার অতিরিক্ত ভাতাহেতু ডালহৌসি সিপাহীদের বেতন হ্রাস করিয়াছিলেন। ইহাতে পঞ্জাবের সিপাহীগণের মধ্যে ভাবী বিদ্রোহের সূচনা হইতেছিল। এই জন্য চার্লস নেপিয়ার গবর্ণরজেনারাল অথবা সুপ্রিম কৌন্সিলের অনুমতি না লইয়া গবর্ণমেণ্টের নিয়ম বন্ধ করিয়া দিলেন। ডালহৌসি তখন সমুদ্র বিহার করিতেছিলেন। ইহার পর বিদ্রোহাশঙ্কা করিয়া নেপিয়ার ৬৬ সংখ্যক দেশীয় পদাতি-সৈন্যদিগকে কর্ম্মচ্যুত করেন। ডালহৌসি পত্রদ্বারা এই বিষয়ে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। কিন্তু প্রথমোক্ত বিষয়টী এত সহজে পরিত্যাগ করিলেন না। এই সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিয়া সেক্রেটরী দ্বারা সৈনিক বিভাগের অড্‌জুটাণ্ট জেনারালের নিকট নিয়মানুসারে পত্র প্রেরণ করিলেন। এই পত্রখানি তীব্র তিরস্কার-পরিপূর্ণ। এই পত্রে নিম্নলিখিত ভাব অভিব্যক্ত ছিল,—সেনাপতি পঞ্জাবের কর্ম্মচারিদিগের উপর যে আদেশ করিয়াছেন, তাহাতে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত গবর্ণরজেনারাল অতিশয় দুঃখিত ও অসন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং ভবিষ্যতের জন্য তাঁহাকে জানান যাইতেছে যে, ভারতের সৈন্যদিগের ভাতা ও বেতন পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে যে কোন অবস্থায়ই কেন হউক না, যদি তিনি কোন আদেশ প্রচার করেন, তাহাতে গবর্ণরজেনারাল কখনই সম্মতি দিবেন না। এই বিষয়ে আদেশ দিবার ক্ষমতা একমাত্র সুপ্রিম-গবর্ণমেণ্টেরই আছে, তিনি ইহাতে কোন ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারেন না। এই পত্র পাইবার পর স্যর চার্লস্ নেপিয়ার পদত্যাগ করিয়া ১৮৫১ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডে গমন করেন।

পঞ্জাবের গোলযোগ সম্যক্‌রূপে নিবারিত হইতে না হইতে অন্যদিকে আবার রণ-দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। ব্রহ্মদেশের রাজার সহিত ইংরাজদিগের যে সন্ধি হইয়াছিল, তাহার একটী নিয়ম ছিল যে, বৃটীশ প্রজাগণ ব্রহ্মদেশের বন্দরে নিরাপদে বাণিজ্য করিতে পারিবে। ডালহৌসির রাজত্বকালে ১৮৫১ খৃঃ অব্দে রেঙ্গুণের শাসনকর্ত্তা ইংরাজ-বণিক্‌দিগের উপর অতিশয় অত্যাচার করিতেছেন এবং তাহাতে ব্যবসায়ের সমূহ অনিষ্ট হইতেছে; এই মর্ম্মে কতিপয় বণিক্ ও বাণিজ্য-জাহাজের অধ্যক্ষ কলিকাতায় এক আবেদনপত্র প্রেরণ করিলেন। ক্ষতিপূরণ আদায় করিবার জন্য নৌ-সেনাপতি ল্যাম্বার্ট একদল সৈন্যের সহিত রেঙ্গুণ যাইতে আদিষ্ট হইলেন। গবর্ণরজেনারাল তাঁহাকে বলিয়া দিলেন

যে, প্রথমে তিনি রেঙ্গুণের শাসনকর্ত্তার নিকট সমস্ত বিষয় সংক্ষেপে বর্ণন করিবেন, যদি ক্ষতিপূরণ প্রদত্ত হয়, তবে তিনি চলিয়া আসিবেন। কিন্তু বিষয়টী যে সহজে নিষ্পন্ন হইবে, ইহাতে সন্দেহ থাকায় ডালহৌসি ল্যামবার্টের সহিত উভয় গবর্ণমেণ্টের মিত্রতারক্ষা হেতু রেঙ্গুণের শাসন-কর্ত্তাকে কর্ম্মচ্যুত করিবার জন্য ব্রহ্মরাজের নিকট একখানি পত্রও দিলেন এবং সেনাপতিকে এই আদেশ করিলেন, 'যদি রেঙ্গুণে ক্ষতিপূরণ পাওয়া না যায়, তবে যেন এই পত্র ব্রহ্মরাজের নিকট পাঠান হয়।' নবেম্বর মাসের শেষভাগে তিনি রেঙ্গুণে উপস্থিত হইলেন এবং ২৮এ তারিখে কলিকাতার কৌন্সিলে লিখিলেন যে, রেঙ্গুণের শাসন-কর্ত্তার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে, প্রকৃতপক্ষে অভিযোগ তাহা অপেক্ষা অনেক গুরুতর, এই জন্য তিনি উক্ত শাসন-কর্ত্তার নিকট কোন বিষয় উল্লেখ না করিয়াই ব্রহ্মরাজের নিকট পত্রখানি প্রেরণ করিয়াছেন। ডালহৌসি সেনাপতির কার্য্যে সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করিলেন এবং বলিলেন, স্থানীয় শাসন-কর্ত্তার সহিত বাদানুবাদ না করিয়া ল্যাম্বার্ট বুদ্ধিমত্তারই পরিচয় দিয়াছেন; কিন্তু হঠাৎ যাহাতে যুদ্ধ না হয়, তদ্বিষয়ে তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিলেন। হয়ত ব্রহ্মরাজ পত্রের উত্তর না দিতে পারেন, অথবা ইংরাজদিগের প্রস্তাবে সম্মত না হইতে পারেন, এই জন্য গবর্ণরজেনারাল এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে, যাহাতে এই অনিষ্ট সহ্য করিতে অথবা হঠাৎ যুদ্ধে ব্যাপৃত হইতে না হয়, তজ্জন্য মৌলমেনের যে দুই নদী দিয়া ব্রহ্মদেশের বাণিজ্যতরী যাতায়াত করে, সেই দুই নদী অবরোধ করা আবশ্যক। ১৮৫২ অব্দের ১লা জানুয়ারি আবা হইতে উত্তর আসিল যে, রেঙ্গুণে অন্য শাসন-কর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছেন এবং উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ অর্পণ করিতে তাঁহার উপর আদেশ আছে। নৌ-সেনাপতি এই সংবাদে অতিশয় উৎসাহিত হইয়া নূতন প্রতিনিধির নিকট সমস্ত বিষয় উল্লেখ করিতে ফিসাবোর্ণ এবং অন্য ২ জন কর্ম্মচারীকে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তাঁহারা যাহা ভাবিয়াছিলেন, কার্য্যতঃ তাহার বিপরীত ঘটিল। তাঁহারা রেঙ্গুণে উপস্থিত হইয়া শাসন-কর্ত্তার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেন; তাঁহাদিগকে বলা হইল, "শাসন-কর্ত্তা নিদ্রিত, এখন সাক্ষাৎ হইবে না।" ইংরাজগণ সম্ভবতঃ এই উত্তরে সন্তুষ্ট না হইয়া কোনরূপ ক্ষমতা প্রকাশ করিতেছিলেন এবং তজ্জন্যই বিশেষ অপমানিত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই অপমানের প্রতিশোধ দিবার জন্যই ল্যাম্বার্টের আদেশানুসারে ফিসাবোর্ণ আবা-রাজের একখানি জাহাজ আটক করিলেন। ইহাতে সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। ১০ই জানুয়ারি, প্রকাশ্যভাবে শত্রুতাচরণ আরম্ভ হইল। ল্যাম্বার্ট সংবাদ দিবার জন্য কলিকাতায় আগমন করিলেন। ডালহৌসি তখন ব্রহ্মরাজের নিকট নিম্নলিখিত মর্ম্মে একখানি পত্র লিখিলেন ;—

(১) ব্রহ্মরাজ রেঙ্গুণের বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তার কার্য্য অনুমোদন করিবেন না এবং বৃটীশ-কর্ম্মচারীদিগের প্রতি যে অত্যাচার হইয়াছে, তজ্জন্য মন্ত্রী দ্বারা দুঃখ প্রকাশ করিবেন।

(২) দুই জন কাপ্তেনের প্রতি অত্যাচার ও ইংরাজ বণিক্‌দিগের অর্থহানি হেতু আবারাজ ক্ষতিপূরণস্বরূপ ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে ১০ লক্ষ টাকা প্রদান করিবেন।

(৩) যান্দাবু-সন্ধি অনুসারে একজন এজেণ্ট রেঙ্গুণে অবস্থিত করিবেন এবং ব্রহ্মরাজের প্রজামাত্রেই তাঁহাকে যথোচিত সম্মান করিবে।

(৪) রেঙ্গুণের বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তাকে স্থানান্তরিত করিতে হইবে। উল্লিখিত নিয়মে সম্মতি প্রদান ও ১২ই এপ্রিলের পূর্ব্বে তদনুসারে কার্য্য না করিলে সমরানল প্রজ্বলিত হইবে।

এই পত্র আবায় পৌছিলে রাজা পত্রানুসারে কার্য্য না করায় উভয় পক্ষই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল। কলিকাতা হইতে সেনাপতি গড্‌উইন ২৮এ মার্চ্চ যাত্রা করিয়া ২রা এপ্রিল ইরাবতীনদীতে আসিয়া নৌ-সেনার প্রধান অধিপতি অষ্টিনের সহিত মিলিত হইলেন। মান্দ্রাজ হইতে আর একদল সৈন্য অগ্রসর হইতে লাগিল। গড্‌উইন অবিলম্বে মার্ত্তাবান্ আক্রমণ করিয়া অধিকার করিয়া লইলেন। ১১ই এপ্রিল ইংরাজসৈন্য রেঙ্গুণে অবতীর্ণ হইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহারা অল্পবিস্তর বাঁধা অতিক্রম করিয়া ১৭ই মে তারিখে পাগড়া অধিকার করিয়া লইল। পাগড়ার যুদ্ধে ব্রহ্মবাসিগণ যথেষ্ট সাহস প্রদর্শন করিয়াছিল। যাহা হউক, পুনঃ পুনঃ বিজিত হইয়াও ব্রহ্মবাসিগণ ভীত না হইয়া ২৬এ মে মার্ত্তাবান্ পুনরুদ্ধার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া অমিততেজে ইংরাজবাহিনী আক্রমণ করিল। এই যুদ্ধে যদিও তাহারা জয়লাভ করিতে পারে নাই, তথাপি সহজে যে তাহারা ইংরাজের বশীভূত হইবে না, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল। ইহাদিগকে ভীত করিবার জন্য রাজধানী আবা অথবা অমরপুর আক্রমণ করিবার কল্পনা হইল। কাপ্তেন টারলেটন্ প্রোম পর্য্যন্ত যাইয়া অধিবাসীদিগের যথেষ্ট ক্ষতি করিয়া আসিলেন। ইহাতেও মগগণ ভীত হইল না দেখিয়া গবর্ণরজেনারল ডালহৌসি স্বয়ং

রেঙ্গুণে যাত্রা করিলেন এবং ২৭এ জুলাই তারিখে তথায় উপস্থিত হইলেন। দশ দিবস তথায় অবস্থিতিপূর্ব্বক অধিকতর সৈন্য-সংগ্রহ করিয়া বিপুলতর আয়োজনে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে পরামর্শ দিলেন। ৯ই অক্টোবর ইংরাজ-চমূ পুনরায় প্রোম অভিমুখে উপনীত হইল। ব্রহ্মবাসিগণ এ স্থানে কোনরূপ বাঁধা দিল না। ইংরাজসৈন্য ক্রমেই জয়লাভ করিতে লাগিল। তাহারা পেগু অধিকার করিল। গড্‌উইন অল্পসংখ্যক সৈন্যের সহিত মেজর হিলকে তথায় রাখিয়া নিজে রেঙ্গুণে আগমন করিলেন। ব্রহ্মেরা কিয়ৎদিবস পরেই পেগু পুনরধিকার করিয়া পাগড়া আক্রমণ করিল। হিল তাহাদের আক্রমণে বাঁধা দিতে অসমর্থ হইয়া গডউইনের নিকট সৈন্য চাহিয়া পাঠাইলেন। সেনাপতি সাহায্যার্থ বহির্গত হইলেন। পথে ব্রহ্মসৈন্য কএকদিন তাঁহাকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিল। ইতিমধ্যে ব্রহ্মেরা পেগু হইতে প্রস্থান করিল। পেগু পুনরায় ইংরাজ-হস্তে পড়িল।

২০এ ডিসেম্বর, ডালহৌসি পেগু অধিকারের সংবাদ পাইয়া নিম্নলিখিত ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন ;—

"ব্রহ্মরাজের কর্ম্মচারীদিগের হস্তে বৃটীশ প্রজাগণের যে অপমান ও অনিষ্ট হইয়াছে, আবা-দরবার তাহার ক্ষতিপূরণ করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় গবর্ণরজেনারাল অস্ত্রবলে তাহা আদায় করিতে মনস্থ করিয়াছেন। তজ্জন্য উপকূলস্থ দুর্গ ও নগর আক্রমণ করা হইয়াছিল এবং বহুস্থান হইতে ব্রহ্মসৈন্যগণ পলায়ন করিয়াছে ও পেগু প্রদেশ ইংরাজসৈন্যের অধিকারে পতিত হইয়াছে। ভারতগবর্ণমেণ্টের ন্যায্য ও উপযুক্ত দাবী আবা-রাজ অগ্রাহ্য করিয়াছেন, ক্ষতিপূরণ করিবার জন্য তাঁহাকে যে যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া হইয়াছে, তদনুসারে কার্য্য করেন নাই এবং তাঁহার রাজ্য-বিনাশ নিবারণ করিবার জন্য তিনি যথাসময়ে বশীভূত হয়েন নাই। অতএব গতবিষয়ের ক্ষতিপূরণার্থ এবং ভবিষ্যৎ নিরাপদের জন্য মন্ত্রি-সভাধিষ্ঠিত গবর্ণরজেনারাল এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, অদ্যাবধি পেগু-প্রদেশ বৃটীশগবর্ণমেণ্টের অন্তর্ভুক্ত হইল। এই প্রদেশে ব্রহ্মসৈন্য আসিলে শীঘ্রই দূরীভূত হইবে, বিভিন্ন বিভাগ শাসন করিবার জন্য ইংরাজপক্ষ হইতে শীঘ্র কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইবে। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত গবর্ণরজেনারাল পেগু-অধিবাসীদিগকে বৃটীশগবর্ণমেণ্টের বশ্যতা স্বীকার করিতে আদেশ প্রচার করিতেছেন। ক্ষতিপূরণ প্রাপ্ত হওয়ায় গবর্ণরজেনারাল ব্রহ্মদেশে আর অধিক বিজয় ইচ্ছা করেন না, এবং উভয় রাজ্যের শত্রুতা নাশ করিতে অভিলাষী আছেন। কিন্তু যদি ব্রহ্মরাজ বৃটীশগবর্ণমেণ্টের সহিত তাঁহার পূর্ব্ব মিত্রতায় সম্বদ্ধ না হন, কিংবা যদি ইংরাজাধিকৃত প্রদেশে অশান্তি উৎপাদন করেন, তবে গবর্ণরজেনারাল তাঁহার ক্ষমতা পুনরায় পরিচালন করিবেন, তাঁহার রাজ্য সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত এবং রাজা ও রাজবংশ নির্ব্বাসিত হইবে।

ইরাবতী নদীর মুখ ইংরাজসৈন্যকর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হওয়ায় খাদ্যদ্রব্যের অভাবহেতু ব্রহ্মরাজধানীতে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। বৃদ্ধ রাজা অতিশয় অপ্রিয় হইয়া উঠিলেন। তাঁহার ভ্রাতা তৎপদ অধিকার করিয়া ইংরাজের সহিত সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। ১৮৫৩ খৃঃ অব্দে ৪ঠা এপ্রিল বৃটীশ ও ব্রহ্ম-কমিসনরগণ সন্ধির নিয়ম অবধারিত করিবার জন্য প্রোমনগরে মিলিত হইলেন। ডালহৌসির ঘোষণাপত্রানুসারেই ব্রহ্মরাজপ্রতিনিধিগণ সন্ধিতে স্বাক্ষর করিতে স্বীকৃত হইলেন; কেবলমাত্র পেগুর প্রান্তসীমা মিদ নামক স্থান নির্দ্দিষ্ট না করিয়া প্রোমের নিকট কিছু নিম্নে কোনস্থান নির্দ্ধারিত করিতে চাহিলেন। ডালহৌসির নিকট আবেদন প্রেরিত হইল; তিনি সম্মত হইলেন। এখন প্রতিনিধিগণ বলিলেন, যাহাতে প্রদেশ অর্পণের কথা লিখিত আছে, এরূপ সন্ধিপত্রে রাজা স্বাক্ষর করিতে পারেন না। ইহাতে তাহাদিগকে চলিয়া যাইতে বলা হইল এবং পুনরায় প্রচণ্ডতররূপে যুদ্ধ হইবে সকলেই এইরূপ অনুমান করিতে লাগিল। কিন্তু ব্রহ্মরাজ পরোক্ষভাবে সমস্তই স্বীকার করিয়া ডালহৌসির নিকট এক পত্র লিখিলেন। ডালহৌসি এই পত্রকেই সন্ধিপত্ররূপে গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। ১৮৫৩ খৃঃ অব্দের ৩০ জুন সাধারণ বিজ্ঞাপন দ্বারা সন্ধিপত্র প্রচারিত হইল।

ডালহৌসি সার্ব্বভৌম-ক্ষমতার অতিশয় পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বৃটীশগবর্ণমেণ্টকে ভারতের সর্ব্বেসর্ব্বা এবং ভারতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিকে ক্রমে ক্রমে বৃটীশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তিনি ১৮৪৯ খৃঃ অব্দে সাতারা রাজ্য বৃটীশ-শাসনভুক্ত করিলেন। সাতারার রাজা অপুত্রক ছিলেন, কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বেই তিনি শাস্ত্রানুসারে একটী পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। নিয়মানুসারে এই পোষ্যপুত্রই রাজ্যের অধিকারী, কিন্তু ডালহৌসি বলিলেন, সাতারা বৃটীশসাম্রাজ্যের অধীন রাজ্য, সাতারার রাজা বৃটীশগবর্ণমেণ্টের অনুমোদন ব্যতিরেকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিতে পারেন না, করিলে তাহা অগ্রাহ্য। বৃটীশগবর্ণমেণ্টের অনুমতি গ্রহণ না করিয়াই পোষ্যপুত্র গ্রহণ করা হইয়াছে, এই জন্য এই বালক রাজ্যের অধিকারী হইতে পারে না। এই জন্যই সাতারার দেশীয় রাজত্বের শেষ হইল।

১৮৫২ খৃঃ অব্দে করৌলি-রাজের মৃত্যু হইল। এ রাজ্যটীও বিলুপ্ত করিতে ডালহৌসি ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু এবার ডিরেক্টরগণ তাঁহার প্রস্তাব রক্ষা করিলেন না। করৌলির রাজাও নিঃসন্তান অবস্থায় পঞ্চত্ব-প্রাপ্ত হন; কিন্তু ডালহৌসির অনুমতি না লইয়াই পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। সাতারার ন্যায় এরাজ্যটী ডালহৌসি গ্রাস করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু এটী মিত্ররাজ্য, অধীনরাজ্য নয় বলিয়া ডিরেক্টরগণ করৌলি-রাজ্যের অস্তিত্ব লোপ করিলেন না।

যাহা হউক, ডালহৌসি দেশীয়রাজ্যগ্রাসে নিবৃত্ত হইলেন না, তিনি অবসর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। এবার ঝাঁসিরাজ্যে সুবিধা দেখা গেল। ১৮৫৩ খৃঃ অব্দে ঝাঁসির রাজা বাবা গঙ্গাধর রাও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। ইনি মৃত্যুর এক দিবস পূর্ব্বে একটী পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। কিন্তু ডালহৌসি ঝাঁসিরাজ্য ইংরাজ-সাম্রাজ্য-ভুক্ত হইল এবং রাজনৈতিক নিয়মানুসারে উক্ত সাম্রাজ্যভুক্তই থাকিবে, এইরূপ স্থির করিয়া ১৮৫৪ খৃঃ অব্দে নিম্নলিখিতরূপ মন্তব্য ডিরেক্টরদিগের গোচর করিলেন,—

বৃটীশগবর্ণমেন্টের করদ ও অধীন রাজ্য ঝাঁসির রাজা মৃত্যুর এক দিবস পূর্ব্বে একটী পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই রাজ্যে পূর্ব্বে যে একটী ঘটনা হইয়াছিল, তদনুসারে আমরা সিদ্ধান্ত করিয়াছি যে, এই পোষ্যপুত্রগ্রহণ সঙ্গত নহে,—ইহা দ্বারা পোষ্যপুত্রের রাজ্যশাসনের অধিকার জন্মিতে পারে না এবং এই রাজ্যের রাজার কিংবা পূর্ব্ববর্ত্তী রাজাদিগের সন্তানাদি না থাকায় রাজ্যটী বৃটীশসাম্রাজ্যভুক্ত হইল। বিধবা রাণী যুক্তিপ্রদর্শন করিয়া ডালহৌসির আদেশের বিরুদ্ধে আবেদন করিলেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফলই ফলিল না; সাতারার ন্যায় ঝাঁসির নামও দেশীয় রাজ্যশ্রেণী হইতে বিলুপ্ত হইল।

ডালহৌসির সংযোজন-নীতি কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ দ্বিতীয়বার অনুমোদন করিলে তিনি অতিশয় উৎফুল্ল হইলেন। এবার তিনি মহারাষ্ট্রপ্রদেশের বৃহত্তর রাজ্যটী বিলুপ্ত করিলেন। নাগপুরের রাজা রঘুজি ভোন্‌স্লে ১৮৫৩ খৃঃ অব্দে ১১ই ডিসেম্বর গতাসু হন। তাঁহার কোন পুত্রাদি কিংবা নিকট জ্ঞাতি ছিল না। তিনি কোন পোষ্যপুত্রও গ্রহণ করেন নাই। এই রাজ্য-গ্রহণকালে ডালহৌসি এইরূপ মনোভাব প্রকাশ করেন;—

'এই রাজ্যের (নাগপুরের) রাজা উত্তরাধিকারিবিহীন অবস্থায় প্রাণত্যাগ করায় রাজ্যটী পুনরায় বৃটীশগবর্ণমেন্টের হস্তে পতিত হইয়াছে; যে অধিকার হস্তগত হইয়াছে, তাহা আর হস্তান্তরিত করা উচিত নহে; কারণ দ্বিতীয়বার এ স্বত্ব-পরিত্যাগ ন্যায় ও বিচারানুসারে অবশ্যকর্ত্তব্য নহে এবং রাজনীতি অনুসারে এ স্বত্বপরিত্যাগ সর্ব্বতোভাবে অবিধেয়।'

লর্ড ডালহৌসি যেন দেশীয় রাজগণের প্রভুত্ব গ্রাস করিতেই এ দেশে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তিনি কেবলমাত্র উক্ত তিনটী রাজ্য বৃটীশসাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া ক্ষান্ত রহিলেন না। তিনি হায়দরাবাদের নিজামকে কতিপয় বিভাগ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য এবং সুদূর দাক্ষিণাত্যে কর্ণাট ও তঞ্জোররাজ্য বৃটীশ অধিকারভুক্ত করিলেন। অপেক্ষাকৃত উত্তরাঞ্চলে পেশবা বাজিরাও সিংহাসনচ্যুত হইয়া বার্ষিক ৮০,০০০০ টাকা বৃত্তি পাইতেছিলেন। ১৮৫৩ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে তৎপুত্র নানাসাহেব উক্ত বৃত্তিপ্রার্থী হইলেন, কিন্তু ডালহৌসি বৃত্তিও বন্ধ করিয়া দিলেন।

এই সমস্ত অধিকারেও ডালহৌসির রাজ্য-পিপাসা পরিতৃপ্ত হইল না। তিনি অবশেষে অযোধ্যারাজ্য গ্রাস করিতে উৎসুক হইলেন। এবার তিনি এক নূতন চাল চালিলেন। ১৭৬৫ খৃঃ অব্দে সুজাউদ্দৌলা ক্লাইবের নিকট হইতে অযোধ্যার পুনরধিকার প্রাপ্ত হন। সেই অবধি তাঁহার বংশধরগণ ইংরাজ-আশ্রয়ে উক্ত দেশ শাসন করিয়া আসিতেছিলেন। ইংরাজের সহিত মিত্রতা হেতু তাঁহাদিগকে কোনরূপ যুদ্ধাদি ব্যাপারে বিশেষ ব্যাপৃত হইতে হইত না। অযো-ধ্যার শাসনকর্ত্তাগণ ক্রমে ক্রমে অতিশয় অকর্ম্মণ্য ও প্রজা-পীড়ক হইয়া উঠিতেছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন গবর্ণরজেনারালগণ ইঁহাদিগকে রাজ্যে সুশৃঙ্খলা স্থাপন করিতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করেন। অবশেষে লর্ড হার্ডিঞ্জ অযোধ্যায় গমন করিয়া তথনকার অযোধ্যার শাসনকর্ত্তাকে দুই বৎসরের মধ্যে স্বীয় রাজ্য সুবন্দোবস্ত করিতে বিশেষরূপে বলিয়া আসিয়াছিলেন। তখন ওয়াজিদ আলি অযোধ্যার শাসনকর্ত্তা। তিনি হার্ডিঞ্জের ভয়প্রদর্শনে বিচলিত হইলেন না এবং রাজ্যেরও কোনরূপ উন্নতি করিলেন না। লর্ড ডালহৌসি গবর্ণর-জেনারাল হইয়া আসিলেন। তিনি নির্দ্দিষ্ট সময় গত হইলেই তৎকালীন রেসিডেণ্ট স্লিমান সাহেবকে রাজ্য পরিভ্রমণ-পূর্ব্বক সমস্ত বিষয় সম্যক্ অবগত হইয়া তাঁহাকে জানাইতে লিখিয়া পাঠাইলেন। ১৮৫২ অব্দে স্লিমান ডালহৌসিকে লিখিলেন যে, রাজ্যে অত্যাচারহেতু নবাব ওয়াজিদ আলির বিরুদ্ধে যেরূপ অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে, তাহার একবর্ণও অতিরঞ্জিত নহে—অভিযোগের মাত্রা উহা অপেক্ষা অধিক। প্রজাসাধারণ সকলেই সাক্ষাৎভাবে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট-কর্ত্তৃক শাসিত হইতে ইচ্ছা করিতেছে—এ বিষয়ে রাজবংশীয়-গণেরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ইচ্ছা দেখা যাইতেছে।

ডালহৌসির যদিও তখনই এই রাজ্যটীর অস্তিত্ব লোপ করিবার ইচ্ছা ছিল, তথাপি ব্রহ্মদেশের সহিত যুদ্ধ ও পারস্য-রাজের সহিত শত্রুতার আশঙ্কায় তিনি তাঁহার উদ্দেশ্য অনুসারে কার্য্য করিতে পারেন নাই। এই সময় ডালহৌসির ভারত-শাসনকাল ফুরাইয়া আসিয়াছিল। তিনি ডিরেক্টর-দিগকে লিখিলেন, যদি তাঁহারা ইচ্ছা করেন, তবে তিনি আরও কিছুদিন ভারতে থাকিয়া অযোধ্যা সম্বন্ধে তাঁহারা যাহা সিদ্ধান্ত করেন, তাহা কার্য্যে পরিণত করিবেন। ডিরেক্টরগণ আনন্দের সহিত তাঁহার এ প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন এবং অযোধ্যাগ্রহণের পক্ষপাতী হইয়া কার্য্যের ভার সমস্তই ডালহৌসির উপর দিলেন। পূর্ব্বে অযোধ্যার সহিত যে যে সন্ধি হইয়াছিল, তাহা লোপ করিয়া অযোধ্যা বৃটীশ সাম্রাজ্যভুক্ত করা হইল। ১৮০১ ও ১৮৩৭ খৃঃ অব্দে অযোধ্যারাজের সহিত ইংরাজগবর্মেণ্টের দুইটী সন্ধি হয়। পূর্ব্বসন্ধি অনুসারে ইংরাজ-কর্ম্মচারিগণের পরামর্শ অনুসারে নবাব রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি করিবেন, এই সর্ত্তে অযোধ্যার অর্দ্ধাংশ বৃটীশ গবর্মেণ্ট প্রাপ্ত হন। যদি সুনিয়মে রাজ্য শাসিত না হয়, তবে ইংরাজ-কর্ম্মচারী উৎপীড়িত প্রদেশের শাসনভার গ্রহণ করিয়া সুবন্দোবস্ত করিবেন এবং ব্যয়াতিরিক্ত অর্থ অযোধ্যার রাজকোষে প্রেরিত হইবে, শেষোক্ত সন্ধির এই নিয়ম ছিল। সৈন্যরক্ষাহেতু বার্ষিক ১৬০০০০০৲ টাকা ইংরাজ-গবর্মেণ্টকে দিতে হইবে, এ কথাও উক্ত সন্ধিতে লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু ডিরেক্টরগণ এই অংশ অনুমোদন করেন নাই; কারণ সৈন্য রাখিবার খরচের জন্য নবাব তাঁহাদিগকে রাজ্যের অর্দ্ধাংশ পূর্ব্বেই প্রদান করিয়াছিলেন। এই অংশ ভিন্ন উক্ত সন্ধির অপর কোন অংশই ডিরেক্টরগণ অগ্রাহ্য করেন নাই।

এইরূপ সন্ধিপত্র থাকিলেও বৃটীশ গবর্মেণ্ট অযোধ্যা-রাজ্য অধিকার করিয়া লইলেন। ডালহৌসি রেসিডেণ্ট আউট্রামকে নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক পত্র লিখিলেন;—'বাদানুবাদকালে হয়ত রাজা (অযোধ্যার নবাব) ১৮৩৭ খৃঃ অব্দের সন্ধির কথা উত্থাপিত করিবেন। রেসিডেণ্ট অবগত আছেন যে, উক্ত সন্ধিপত্র ডিরেক্টরগণ অনুমোদন করেন নাই। রেসিডেণ্ট সাহেব আরও অবগত আছেন যে, ১৮৩৭ খৃঃ অব্দের সন্ধির সৈন্য সম্বন্ধীয় ধারা কার্য্যে পরিণত হইবে না, ইহা রাজাকে বিজ্ঞাপিত করা হইয়াছিল; কিন্তু সন্ধিপত্র যে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করা হইয়াছে, তাহা তখন তাঁহাকে জানান হয় নাই। এই বিষয় গোপনে রাখিবার ফল এখন অতিশয় কষ্টজনক ও ব্যাকুলতাব্যঞ্জক বলিয়া অনুমিত হইবে। ১৮৪৫ খৃঃ অব্দে গবর্মেণ্ট কর্তৃক মুদ্রিত পুস্তকে এই বিষয় লিখিত ছিল। অযোধ্যা সুশাসনের জন্য ১৮৩৭ খৃঃ অব্দের সন্ধি অনুসারে ইংরাজ গবর্মেণ্ট কার্য্য করিতে পারেন, একথা উত্থাপিত হইলে রাজা জানিতে পারিবেন যে, সন্ধিপত্র ডিরেক্টরগণ অগ্রাহ্য করিয়াছেন। রাজাকে স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে যে, ১৮৩৭ খৃঃ অব্দের সন্ধির কোন কোন নিয়ম রহিত করা হইয়াছে, ইহা লক্ষ্মৌ দরবারকে জানান হইয়াছিল। ইহা বুঝিয়া লইতে হইবে যে, তৎকালীন কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য উক্ত সন্ধির যে যে নিয়মের কোন সম্বন্ধ ছিল না, তাহা কেহ ব্যক্ত করেন নাই। অমনোযোগ হেতু কার্য্যের এরূপ অবহেলা হইয়াছে, এই জন্য মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত গবর্মেণ্টজেনারাল দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন, রেসিডেণ্ট সাহেব ইহা প্রকাশ করিতে সম্পূর্ণ স্বাধীন।'

ডালহৌসি ১৮৩৭ খৃঃ অব্দের সন্ধিভঙ্গ করিতে কূটরাজনীতি ও ক্ষুদ্র অনোচিত উপায় অবলম্বন করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইলেন না। ১৮০১ খৃঃ অব্দের সন্ধিও এইরূপ কোন অন্যায় উপায়ে ভঙ্গ করা হইল। অযোধ্যা বৃটীশ সাম্রাজ্যভুক্ত করিবার সঙ্কল্প স্থির হইয়া গেল। ওয়াজিদ আলিকে সম্মত করাইবার জন্য ডালহৌসি বিবিধ উপায় খুঁজিতে লাগিলেন। নবাব কিছুতেই তাঁহার প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন না। লর্ড ডালহৌসি সাধারণ ঘোষণা দ্বারা অযোধ্যারাজ্য বিলুপ্ত করিলেন। তিনি প্রকাশ করিলেন, অযোধ্যার প্রজাদিগের প্রতি কর্ত্তব্যপালন হেতু এবং পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদের উপর নির্ভর করিয়া আমি এই কার্য্য সম্পাদন করিলাম।" এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, অযোধ্যা বৃটীশ-অধিকারভুক্ত করিবার জন্য কোন অধিবাসীই ডালহৌসির নিকট প্রার্থী হয় নাই। পক্ষান্তরে অনেকেই ইংরাজদিগকে অন্যায় আক্রমণকারী ও রাজ্যলিপ্সুরূপে লক্ষ্য করিতে লাগিল। এইরূপে ডালহৌসি অযোধ্যার নবাবদিগের রাজভক্তির প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া পক্ষান্তরে মিথ্যা উপায়ে স্বীয় মনস্কামনা সুসিদ্ধ করিলেন।

যাহা হউক, লর্ড ডালহৌসির সমস্ত কার্য্যই দোষাবহ নহে; কতকগুলি ভাল কার্য্যও তিনি করিয়াছিলেন। তাঁহার সময় ভারতের অনেক স্থলে লৌহবর্ত্ম প্রস্তুত হইতেছিল এবং স্থানে স্থানে বাষ্পীয় যানও চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কলিকাতা হইতে পেশাবর পর্য্যন্ত পাকা রাস্তা, স্থানে স্থানে সেতু এবং ৪০০০ মাইল বৈদ্যুতিক তার বসান হইয়াছিল। এই সময় গঙ্গার খালকাটা ও পঞ্জাব খালের সংস্কার এবং ভারতের নানা স্থানে পয়ো-

প্রণালীর বন্দোবস্ত হয়। এই কার্য্যের জন্য তিনি পব্লিক্‌ওয়ার্কস্ বিভাগের নূতন বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। সাধারণের উপকারার্থ তিনি আর একটী কার্য্য করিয়াছিলেন। এই কার্য্যের জন্য তিনি বিশেষ প্রশংসাভাজন। যাহাতে অল্প ব্যয়ে পত্র দ্বারা লোকে পরস্পরের সংবাদ অবগত হইতে পারে, তজ্জন্য তিনি ডাকের নূতন বন্দোবস্ত করেন। সিভিল সার্ভিস বিভাগ ও কারাপ্রথাসংস্কারও তাঁহার সময় হয়। শিক্ষাবিভাগের উন্নতি ডালহৌসির রাজত্বের অপর একটী সুফল। ব্যবস্থাপক বিভাগেরও তিনি অনেক সংস্কার করেন। হিন্দুবিধবার পুনরায় বিবাহ ও ধর্ম্মপরিত্যাগ হেতু কেহ সম্পত্তির অধিকারলাভে বঞ্চিত হইবে না, এই দুই বিষয়ে তিনি নূতন বিধি স্থাপন করেন।

এইরূপে ৮ বৎসর ভারতবর্ষ শাসন করিয়া লর্ড ডালহৌসি ৪৪ বৎসর বয়সে ১৮৫৬ খৃঃ অব্দের ৬ই মার্চ্চ ভারত পরিত্যাগ করিলেন। রাজকার্য্যে গুরুতর পরিশ্রম হেতু তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছিল। তিনি স্বদেশে গমন করিয়া অধিক দিন শান্তিসুখ ভোগ করিতে পারেন নাই। তাঁহার অসুস্থতা দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং ১৮৭০ খৃঃ অব্দের ১৯এ ডিসেম্বর তাঁহার জীবনলীলা শেষ হইল।

লর্ড ডালহৌসি প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন ও তাঁহার দৃষ্টি সকল দিকেই পতিত হইত। তিনি কঠোর ভাবে ভারত শাসন করিয়াছেন। বোধ হয় যেন দেশীয় রাজ্য বিলুপ্ত করিতে পূর্ব্ব হইতেই কৃতসঙ্কল্প হইয়া তিনি ভারতের মৃত্তিকায় পদার্পণ করিয়াছিলেন। অযোধ্যা সাক্ষাৎভাবে অধিকারভুক্ত করিবার জন্য তাঁহার উন্নত হৃদয় ঘৃণিত হীনতা অবলম্বন করিতে কিছুমাত্র বিচলিত হয় নাই। তিনি অনেকগুলি সৎকার্য্যেরও অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন; কিন্তু সে গুলি অসৎকার্য্যে ডুবিয়া রহিয়াছে। একচ্ছত্ররাজশক্তির বিশেষ পক্ষপাতী হওয়ায় তাঁহার সুযশ স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইতে পারে নাই। যাহা হউক, অনেক ইংরাজ ঐতিহাসিক তাঁহাকে একজন শ্রেষ্ঠ রাজনীতিকুশল বলিয়া উল্লেখ করেন। কিন্তু ভারতীয়গণের প্রতি তিনি বিশেষ অন্যায় করিয়াছেন এবং তিনিই পরবর্ত্তী সিপাহীবিদ্রোহের মূল কারণ, ইহার কিছুই অত্যুক্তি নহে। ডিরেক্টরদিগের নাম করিয়া অযোধ্যা অধিকারকালে তিনি যে সত্যের অপলাপ করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার সত্যনিষ্ঠার প্রতি সন্দেহ হয়।

তাঁহার সময় কোম্পানীর শাসনরীতির একটী প্রধান পরিবর্ত্তন সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। ১৮৫৩ খৃঃ অব্দে ২০এ আগষ্ট তারিখে পার্লামেণ্টসভায় স্থিরীকৃত হইল যে, যতদিন পার্লামেণ্ট কোন নূতন আদেশ না করেন, ততদিন পর্য্যন্ত ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রজা কোম্পানীর অধিকৃত রাজ্য ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রতিনিধিস্বরূপ কোম্পানীর শাসনাধীনেই থাকিবে। অল্পদিন পরেই কোন পরিবর্ত্তন ঘটিবে ইহা অনুমান করিয়া কোম্পানীর স্বত্বাধিকারিগণ ডিরেক্টরদিগের সংখ্যা কমাইয়া ২৪ জন স্থানে ১২ জন করিলেন। এই ১২ জনের ৬ জন রাজ্ঞী মনোনীত করিবেন, অপর ৬ জন অধিকারিগণ কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইবে। এই সঙ্গে আর একটী নিয়মও হইল, পূর্ব্বে ডিরেক্টরগণ বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে ভারতের আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন ও সিভিল সার্ভাণ্টের কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন; এখন অবধি সাধারণের প্রতিযোগী পরীক্ষা দ্বারা উক্তপদে কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইবে, এইরূপ নিয়ম হইল। ডালহৌসির সময়েই লেফ্‌টেনাণ্টগবর্ণরের পদ সৃষ্টি হয়।

ডালা (দেশজ) ১ বংশনির্ম্মিত পাত্রবিশেষ। [ডল্লক দেখ।] ২ নিক্ষেপ।

ডালিম (দেশজ) স্বনামখ্যাত ফলবিশেষ, দালিম ফল। [দাড়িম্ব দেখ।]

ডালি (দেশজ) ১ উপহার, ভেট, উপঢৌকন। ২ ডালা।

ডাহল (পুং) ত্রিপুরদেশ। (ত্রিকাণ্ড° ২।১।১০)

ডাহির দেশপতি, সিন্ধুপ্রদেশের একজন হিন্দু রাজা। সমগ্র সিন্ধুদেশ, মুলতান ও সিন্ধুকূলবর্ত্তী বহুদূর পর্য্যন্ত ইঁহার অধিকারভুক্ত ছিল। ইঁহার রাজত্বের পূর্ব্ব হইতে আরবগণ সিন্ধুপ্রদেশ আক্রমণ করিয়া লুণ্ঠন করিত এবং স্ত্রীলোক ও শিশুদিগকে বন্দী করিয়া লইয়া যাইত। ডাহিরের রাজত্বকালে তাহার রাজ্যের অন্তর্গত দেবলবন্দরে আরবদিগের একটী জাহাজ লুণ্ঠিত হয়। আরবগণ ইহার ক্ষতিপূরণের দাবী করিলে ডাহির বলিলেন, দেবল তাঁহার রাজ্যের অন্তর্গত নহে, সুতরাং তাহার জন্য তিনি দায়ী নহেন। তাহাতে আরবগণ প্রথমে একদল সৈন্য প্রেরণ করে, কিন্তু তাহারা পরাজিত ও নিহত হয়। তৎপরে ৭১১ খৃষ্টাব্দে বসোরার শাসনকর্ত্তা নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র মহম্মদ বেন কাসিমকে প্রভূত সৈন্য সমভিব্যাহারে ডাহিরের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। বেন্‌-কাসিম আসিয়া প্রথমেই দেবল আক্রমণ ও অধিকার করেন।

ইহার পর মহম্মদ-কাসিম-পরিচালিত বিজয়ী আরবসেনা নিরূণ (বর্ত্তমান হায়দরবাদ) প্রভৃতি নগর জয় করিতে উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। ডাহির নিজ জ্যেষ্ঠ পুত্র জয়সিংহকে বহুসংখ্যক সৈন্য সমেত প্রেরণ করিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে পারস্য হইতে আরও ২০০০ অশ্বারোহী সৈন্য আসিয়া

-মহম্মদ কাসিমের সহিত যোগ দেওয়ায় জয়সিংহ পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। বেন্-কাসিম রাজধানী আরোর অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ডাহির ইহার পর একবার প্রাণপণে সমস্ত সৈন্যদল লইয়া বেন্-কাসিমের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। তাঁহার পক্ষে তৎকালে ৫০,০০০ সৈন্য যুদ্ধ করিতেছিল। বেন্-কাসিম এক সুদৃঢ়স্থানে আশ্রয় লইয়া আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। অনেক দিন যুদ্ধ হইল। অবশেষে একদিন ডাহির স্বয়ং হস্তিপৃষ্ঠে যুদ্ধ করিতে করিতে বিপক্ষের তীরে বিদ্ধ হইলেন। তাঁহার হস্তীও ঐ সময়ে এক জলন্ত অনল-গোলায় আহত হইয়া বেগে নিকটস্থ নদীতে অবগাহন করিল। এই অতর্কিত বিপদে সমস্ত সৈন্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। তৎপরে রাজা অশ্বে আরোহণ করিয়া নিজ সৈন্যদিগকে পুনর্ব্বার উৎসাহিত করিতে ও সুশৃঙ্খলে আনিতে অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সমস্তই বিফল হইল। তিনি স্বয়ং যুদ্ধ করিয়া হত হইলেন। মিহরাণ নদী দদাহাওর মধ্যবর্ত্তী রাবর দুর্গের নিকট এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। পরাজিত সৈন্যগণ পলাইয়া রাবরদুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে। ডাহিরের পুত্র জয়সিংহ ও বিধবারাণী রাণীবাই দুর্গরক্ষায় প্রাণপণে যত্ন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু ডাহিরের বিশ্বস্ত মন্ত্রী জয়সিংহকে ঐ দুর্গ ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণাবাদে আশ্রয় গ্রহণ করিতে উপদেশ দিলেন।

রাবরের দুর্গ বেন্-কাসিমের অধিকৃত হইল। দুর্গবাসী রাজপুত-সৈন্যগণ জীবন আশা বিসর্জ্জন দিয়া শত্রুমধ্যে ভীষণ বেগে ধাবিত হইল এবং যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিল। রাণী কয়েকটী সন্ততিসহ অনলে দেহত্যাগ করিলেন। বিজয়ী মুসলমান-সেনা দুর্গের অস্ত্রধারী পুরুষমাত্রকেই নিহত করিয়া অবশিষ্ট স্ত্রীলোক ও বালকদিগকে বন্দী করিল। ইহার পর মহম্মদ কাসিম ব্রাহ্মণাবাদ জয় করেন। জয়সিংহ পূর্ব্বেই ইহার রক্ষণভার ১৬ জন সেনাপতির হস্তে দিয়া হালিসরে গমন করিয়াছিলেন।

ডাহিরের দুই কন্যা মাতার সহিত দেহত্যাগ করে নাই। ইহারা মহম্মদ কাশিমের হস্তে বন্দিনী হয়। মহম্মদ ইহাদের অলোকসামান্য সৌন্দর্য্য-দর্শনে ইহাদিগকে খলিফাকে উপহার দিবার মনস্থ করেন। উভয়ে খলিফের তাৎকালিক রাজধানী দামস্কাস্ নগরে খলিফ ওয়ালিদের সমক্ষে আনীত হইলেন। উহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠা করুণ স্বরে খলিফাকে বলিল, "ধর্ম্মাবতার আমরা আপনার যোগ্যা নহি, মহম্মদ কাসিম ইতিপূর্ব্বেই আমাদের ধর্ম্মনাশ করিয়াছে।" খলিফ এই কথায় সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সত্যাসত্য বিচার না করিয়াই একেবারে মহম্মদ কাসিমকে চর্ম্মের থলিয়ার মধ্যে পুরিয়া আনিবার আদেশ দিলেন। তাঁহার আদেশ প্রতিপালিত হইল, এবং যথাসময়ে বেন্-কাসিমের শব চর্ম্মভস্ত্রামধ্যে খলিফ-সমক্ষে আনীত হইল। রাজকুমারী পিতৃশত্রুর মৃতদেহ দর্শনে উচ্চহাস্য করিয়া কহিলেন, "এত দিনে আমার অভীষ্ট পূর্ণ হইল। আমি মিথ্যা কথা বলিয়া আমার কুলোচ্ছেদকারী এই দুর্ব্বৃত্তের প্রাণ নাশ করাইয়াছি।" এইরূপে ডাহিরের কন্যাদ্বয় পিতৃনিধনের প্রতিহিংসা সাধন করেন।

ডাহুক (পুং) দাত্যূহ পক্ষী, ডাকপাখী। (জটাধর) Gallinulla phœnicura) ইহাদের উপরিভাগ হরিতাভ কৃষ্ণবর্ণ; কণ্ঠ, কপোল ও বক্ষঃস্থল শ্বেতবর্ণ, পুচ্ছ ও বস্তির নিম্নভাগ গাঢ় ধূসরবর্ণ, চঞ্চু হরিতাভ পীতবর্ণ এবং প্রান্তভাগে ঈষৎ পাটলবর্ণ, চক্ষুর পাতা ঘোর লোহিতবর্ণ এবং পদদ্বয় হরিতবর্ণ, ইহাদের দৈর্ঘ্য সচরাচর ১২$\frac{১}{২}$ ইঞ্চ হইয়া থাকে।

ইহারা নদী, হ্রদ, সরোবর, খাল, ঝিল প্রভৃতি জলাশয় হইতে কিছুদূরে ক্ষুদ্র গুল্মাবৃত জঙ্গলে বাস করিতে ভাল বাসে। সময় সময় গ্রামের নিকট উদ্যান ও শস্যক্ষেত্রাদিতেও ইহাদিগকে দলে দলে চরিতে দেখা যায়। কেহ নিকটে গেলে তৎক্ষণাৎ অতি দ্রুতবেগে পুচ্ছ উত্তোলিত করিয়া দৌড়িয়া পলায়ন করে। ইহারা অতি সহজে নিবির গুল্মাদির ভিতর পলায়ন করিতে পারে, তজ্জন্য ইহাদিগকে ধরা সহজ নহে। ইহারা শস্য এবং কীটপতঙ্গাদি দ্বারা জীবন ধারণ করে। ইহাদের স্বর তীক্ষ্ণ। অনেকে শিকার করিবার জন্য ডাকপাখী পুষিয়া থাকে। রাত্রিকালে উচ্চস্থানে রাখিয়া দিলে পোষা ডাকপাখীর স্বর শুনিয়া নিকটস্থ জঙ্গল হইতে অন্যান্য ডাকপাখী আসিয়া থাকে এবং ফাঁদে পড়ে। ইহাদিগের মাংস সুস্বাদ। ভারতবর্ষ, সিংহল, ব্রহ্মদেশ, মলয় প্রভৃতি স্থানে ইহারা বাস করে। ডাহুক জাতীয় অনেক প্রকার পক্ষী অনেকাংশে জল-মুরগী প্রভৃতি জলচর পক্ষীর সমান।

ডি (পারসী ডিহ্) কতকগুলি গ্রাম লইয়া একটি ক্ষুদ্র পরগণা।

ডিগ, মধ্যভারতে, রাজপুতানার অন্তর্গত ভরতপুর রাজ্যের একটী নগর। অক্ষা° ২৭° ২৮´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৭° ২২´ পূঃ। এখানে একটী দুর্গ আছে। এই নগর চতুর্দ্দিকে জলাভূমি-পরিবেষ্টিত, সুতরাং বৎসরের মধ্যে অধিকাংশ সময়েই শত্রুর পক্ষে দুর্গম থাকে। ইংরাজাধিকারের পূর্ব্বে ইহার দুর্গ অতি দুর্জ্জয় বলিয়া বিখ্যাত ছিল, এখনও মথুরার ২৪ মাইল পশ্চিমে তাহার ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান আছে। ঐ দুর্গে ভগ্নরাজ-প্রাসাদ অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। ইহার গঠনপ্রণালী অতি দৃঢ় ও

সুন্দর, এবং সমগ্র স্তম্ভ প্রাচীরাদি মনোহর ও সূক্ষ্ম খোদকার্য্যে চিত্রবিচিত্রিত। এই নগর বহুপ্রাচীন, অনেক পুরাণাদিতে ইহার উল্লেখ আছে। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে নজাফ খাঁ এই নগর জাটদিগের নিকট হইতে কাড়িয়া লয়েন, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর ঐ নগর পুনর্ব্বার ভরতপুরের রাজার অধিকারে আইসে। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে ১৩ই নবেম্বর ইংরাজসেনা হোলকরের অনুসরণ করিয়া তাহাকে পরাজিত করিলে অনেক সৈন্য ডিগের দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে। জেনারাল ফ্রেজার (General Fraser) পরিচালিত ইংরাজসৈন্য ডিগ অবরোধ করে। ক্রমাগত মাসাধিককাল অবরোধের পর ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ২৪এ ডিসেম্বর এখানকার দুর্গ ও নগর ইংরাজের অধিকৃত হয়। ডিগনগরের বনবন অর্থাৎ রাজপ্রাসাদ সৌন্দর্য্য ও শিল্পনৈপুণ্যের নিমিত্ত বিখ্যাত। বুদনসিংহ এখানকার দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। ভরতপুর-দুর্গ অধিকৃত হইলে ডিগের সুদৃঢ় নগরপ্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। [ভরতপুর দেখ।]

ডিগ্‌বাজী (দেশজ) সম্মুখে মুখ দিয়া মাথা ঘুরিয়া উল্‌টাইয়া পড়া।

ডিগ্‌বাজীকর (দেশজ) যে ডিগ্‌বাজী খায়।

ডিগ্‌রী (ইংরাজী Decree) আদালতের রায় বা নিষ্পত্তি।

ডিঙ্গন (দেশজ) উল্লঙ্ঘন, উৎপ্লবন।

ডিঙ্গর (পুং) ডঙ্গব পৃষো: সাধু:। ১ ডঙ্গর। ২ ধূর্ত্ত, শঠ, ডেগরা। ৩ ক্ষেপ, ৪ বন। ৫ সেবক, দাস। (শব্দর°)

ডিঙ্গরামি (দেশজ) নীচতা, অপকৃষ্টতা।

ডিঙ্গা (দেশজ) ক্ষুদ্র নৌকা, দ্রোণী। যথা—

"কোষের যতেক দ্রব্য ডিঙ্গায় তুলিল।"

ডিঙ্গাচকা (দেশজ) এক প্রকার চক্রবাক। (Anus acuta)

ডিঙ্গাচালক (দেশজ) পোতবাহী।

ডিঙ্গান (দেশজ) উল্লঙ্ঘন।

ডিঙ্গি, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত সিন্ধুপ্রদেশে খয়েরপুর রাজ্যের একটী দুর্গ। অক্ষা° ২৬° ৫২´ উ:, দ্রাঘি° ৬৮°৪০´ পূ:। এখানে প্রচুর জল পাওয়া যায়।

ডিঙ্গী (দেশজ) ক্ষুদ্র নৌকা।

ডিডকা (স্ত্রী) যৌবনকালজাত রোগভেদ। যৌবনকালে মুখে যে ব্রণ জন্মে।

"যৌবনে ডিডকাস্বেব বিশেষাচ্ছর্দ্দনং হিতম্।" (সুশ্রু°)

এই রোগে বমন বিশেষ উপকারী। ধন্যা, বচ, লোধ্র, ও কুষ্ঠ অথবা লোধ্র, বচ, সৈন্ধব ও সর্ষপ একত্র করিয়া প্রলেপ দিলে ইহা আরোগ্য হয়। (সুশ্রুত)

ডিডিমা (পুং) দাত্যূহ শ্রেণীস্থ পক্ষী। (সুশ্রুত) [দাত্যূহ দেখ।]

ডিণ্ডিম (পুং) ডিণ্ডীতি শব্দং মাতি মা-ক। বাদ্যভেদ, আর্য্যদিগের প্রাচীন আনদ্ধ যন্ত্রবিশেষ, ঢোল, কাড়া।

"আর্য্যবালচরিত্রপ্রস্তাবনাডিণ্ডিমঃ।" (বীরচ°)

২ কৃষ্ণপাকফল, পানী আমলা। (শব্দচ°)

ডিণ্ডিমেশ্বরতীর্থ (পুং) শিবপুরাণোক্ত তীর্থবিশেষ।

ডিণ্ডির (পুং) হিণ্ডির পৃষো° সাধু:। সমুদ্রের ফেনা। (হেম°)

ডিণ্ডিরমোদক (স্ত্রী) ডিণ্ডির ইব মোদকঃ, মোদি ণ্বুল্। গৃঞ্জন। [গৃঞ্জন দেখ।]

ডিণ্ডিশ (পুং) ডিণ্ডিক পৃষো° সাধু°। ডিণ্ডিশবৃক্ষ, চলিত কথায় টাঁড়শ। ইহার গুণ—রুচিকারক, ভেদক ও পিত্তশ্লেষ্মনাশক, শীতল, বাতল, রুক্ষ, মূত্রল ও অশ্মরীনাশক। (ভাবপ্র°)

ডিণ্ডির (পুং) হিণ্ডির পৃষো° সাধু:। সমুদ্রের ফেনা।

ডিত্থ (পুং) ১ কাষ্ঠময় হস্তী।

"ডিত্থঃ কাষ্ঠময়ো হস্তী ডবিত্থস্তন্ময়ো মৃগঃ।" (সুপদ্মব্যা°)

২ একব্যক্তিমাত্রবোধক সংজ্ঞাশব্দবিশেষ। (সাহিত্যদ°)

৩ বিশেষ লক্ষণযুক্ত পুরুষ।

"শ্যামরূপো যুবা বিদ্বান্ সুন্দরঃ প্রিয়দর্শনঃ।
সর্ব্বশাস্ত্রার্থবেত্তা চ ডিত্থ ইত্যভিধীয়তে।" (কলাপব্যা° টীকা)

শ্যামবর্ণ, যুবা, বিদ্বান্, সুন্দর, প্রিয়দর্শন ও সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা হইলে ডিত্থ এই আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

ডিম (পুং) ডিম-ক। দৃশ্যকাব্যরূপনাটকভেদ। এই দৃশ্যকাব্যে মায়া, ইন্দ্রজাল, সংগ্রাম, ক্রোধ উদ্ভ্রান্তাদিবেষ্টিত উপরাগ বাহুল্যরূপে বর্ণিত হওয়া আবশ্যক। ইহাতে রৌদ্র রস অঙ্গী (অর্থাৎ প্রধান), অঙ্ক ৪টী, বিষ্কম্ভক ও প্রবেশকের প্রয়োগ করিবে না। ইহাতে দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রক্ষঃ বা মহোরগ নায়ক হইবে। ভূত, প্রেত ও পিশাচাদি অত্যন্ত উদ্ধত হইবে। বৃত্তিসকল কৌশকীহীন (নাটকপ্রসিদ্ধ রচনাবিশেষের নাম কৈশিকী) ও সন্ধিসকল বিমর্ষরহিত হইবে। শান্ত, হাস্য ও শৃঙ্গার এই ৩টী রস ইহাতে বর্জ্জনীয়। অন্য ৩টী রস প্রদীপ্ত হওয়া আবশ্যক। (সাহিত্যদ°) [নাটক দেখ।]

ডিম (দেশজ) অণ্ড, ডিম্ব। [অণ্ড দেখ।]

ডিম্ব (পুং) ডিব-ঘঞ্। ১ ভয়। ২ কলল। ৩ ফুস্‌ফুস্। ৪ ডমর। ৫ ভয়ধ্বনি। ৬ অণ্ড। ৭ প্লীহা। ৮ বিপ্লব। (মেদিনী)

ডিম্বজ (পুং) ডিম্বাৎ জায়তে ডিম্ব-জন্-ড। অণ্ডজ, ডিম্ব হইতে যাহারা জন্মে।

ডিম্বসাঁচ (দেশজ) ডিম্বের ছাঁচ। অণ্ডমধ্যস্থ শীতাংশ।

ডিম্বাহব (স্ত্রী) ডিম্বং ভয়ধ্বনিযুক্তং আহবং কর্ম্মধা°। সামান্য যুদ্ধ, যে যুদ্ধে রাজা নাই।

"ডিম্বাহবহতানাঞ্চ বিদ্বাত্তা পার্থিবেন চ।" (মনু ৫।৯৫)

ডিম্বাহবে মৃত হইলে এক দিনমাত্র অশৌচ হয়।

ডিম্বিকা (স্ত্রী) ডিব-ণ্বুল্-টাপ্। ১ কামুকী। ২ জলবিম্ব। ৩ শোণাকবৃক্ষ। (শব্দর°)

ডিম্ভ (পুং) ডিভ অচ্। ১ শিশু।

"শুভারম্ভেঽদম্ভে মহিতমতিডিম্ভেঙ্গিতশতম্।" (রসিকর°)

২ মূর্খ। দ্বিরূপকোষে ইহার রূপান্তর ডিম্ব।

ডিম্ভক (পুং) ডিম্ভ স্বার্থে কন্। ১ বালক। ২ শাল্বদেশাধিপতি ব্রহ্মদত্তের পুত্র। হরিবংশে এইরূপ লিখিত আছে—

শাল্বনগরে ব্রহ্মদত্ত নামে এক পরম দয়ালু নরপতি ছিলেন। তাঁহার পরম রূপবতী ও অসামান্যগুণশালিনী দুই ভার্য্যা ছিল। যজ্ঞদত্ত পুত্রের নিমিত্ত মহিষীদ্বয়ের সহিত একাগ্রচিত্তে দশবৎসরকাল মহাদেবের আরাধনা করেন।

মহাদেব ইঁহাদের আরাধনায় অত্যন্ত প্রীত হইলেন। একদা রজনীযোগে রাজাকে স্বপ্নে দেখা দিয়া কহিলেন, 'রাজন্! তোমার আরাধনায় নিতান্ত প্রীত হইয়াছি, এখন বর প্রার্থনা কর।' রাজা ইহা শুনিয়া বলিলেন, 'ভগবন্! দুই মহিষীর গর্ভে যেন দুইটী পুত্র লাভ হয়, এই আমার প্রার্থনা। ভগবান্ 'তথাস্তু' বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। নরপতির নিদ্রাভঙ্গ হইল।

কালক্রমে রাজমহিষীদ্বয় শঙ্করপ্রসাদলব্ধ দুই মহাবীর্য্য পুত্র প্রসব করিলেন। নৃপতিতনয়দ্বয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম হংস ও কনিষ্ঠের নাম ডিম্ভক।

ক্রমে হংস ও ডিম্ভকের তপশ্চরণের অভিলাষ জন্মিল। তাঁহারা যাঁহার অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই শঙ্করের আরাধনার নিমিত্ত হিমালয়প্রস্থে গমন করিয়া তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদের বীর্য্য ও অস্ত্রবল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয়, ইহাই তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য।

মহাদেব ইঁহাদের তপস্যায় প্রীত হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন ও বর লইতে আদেশ করিলেন। তাঁহারা কহিলেন, 'ভগবন্! যদি আপনি প্রীত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাদিগকে দেবতা, অসুর, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব ও দানবগণের মধ্যে কেহই পরাস্ত করিতে না পারে, ইহাই আমাদের প্রথম প্রার্থনা, দ্বিতীয় প্রার্থনা এই, যেন রুদ্রাস্ত্রসমুদয় আমাদের সংগ্রহ হয়। অন্যান্য যত অস্ত্র ও কবচ প্রভৃতি আছে, তাহা যেন আমাদের সমস্তই অধিকৃত হয় এবং আমরা যখন যুদ্ধযাত্রা করিব, তৎকালে দুইটী মহাভূত যেন আমাদের সহায়তা করেন।' মহাদেব তথাস্তু বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন এবং ভূতপ্রধান কুণ্ডোদর ও বিরূপাক্ষকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, 'বৎস বিরূপাক্ষ! বৎস কুণ্ডোদর! তোমরা ভূতগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। যখন এই বীরদ্বয় যুদ্ধযাত্রা করিবে, তখন তোমরা ইহাদের সহায়তা করিও।'

এইরূপে ইঁহারা মহাদেবের প্রসাদ লাভ করিয়া দেবদানব প্রভৃতির অজেয় হইয়া উঠিলেন।

একদা হংস ও ডিম্ভক অশ্বে আরোহণ করিয়া মৃগয়ার্থ বহির্গত হইলেন। ক্রমে বহুসংখ্যক মৃগ, ব্যাঘ্র ও সিংহ প্রভৃতিকে নিহত করিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। পরে পিপাসা দূর করিবার নিমিত্ত পুষ্কর সরোবরের অভিমুখে যাত্রা করিলেন, তথায় উপস্থিত হইয়া সেই সরোবরে অবগাহনপূর্ব্বক পদ্মের মৃণাল ও পত্র ভক্ষণ করিয়া শ্রান্তি দূর করিলেন। সেই সরোবরতীরে ব্রাহ্মণগণ মধ্যাহ্নকালোচিত বেদগান করিতেছিলেন। ইঁহারা তাহা শুনিয়া ব্রাহ্মণদিগকে কহিলেন, 'আপনারা এই যজ্ঞ সমাপন করিয়া আমাদের আলয়ে গমন করিবেন, আমার পিতা রাজসূয়যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, আমরা দিগ্বিজয়ার্থ বহির্গত হইয়াছি, ত্রিভুবনে আমাদিগকে পরাজিত করে এমন বীর কেহই নাই, আমরা মহাদেবের নিকট সমুদয় অস্ত্রলাভ করিয়াছি, আপনারা জানিবেন, কোন শত্রুই আমাদিগকে পরাজিত করিতে পারিবে না।

মুনিগণ কহিলেন, 'রাজন্! যদি ইহাই হয়, তাহা হইলে আমরা অবশ্যই সশিষ্য আপনার আলয়ে গমন করিব, কিন্তু এখন আমরা এই স্থানেই অবস্থান করিলাম। অনন্তর সেই বীরদ্বয় পুষ্করহ্রদের উত্তর তীরে গমন করিলেন, সেখানে ভগবান্ দুর্ব্বাসা বাস করিতেছেন, ও শিষ্যগণ সমবেত হইয়া অবস্থান করিতেছে। তখন বীরদ্বয় ভগবান্ দুর্ব্বাসাকে ধ্যানস্থ দেখিয়া ভাবিতে লাগিলেন, এই কাষায় বস্ত্রধারী বর্ণশ্রেষ্ঠ মহাভূতটী কে? গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া এই বা কোন্ আশ্রম? গৃহস্থই তো ধার্ম্মিক ও ধর্ম্মজ্ঞদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, গৃহস্থই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, গৃহস্থই সর্ব্বজীবের মাতা ও জীবন। যে মূঢ় সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট গৃহস্থাশ্রম ব্যতীত অন্যাশ্রম আশ্রয় করে, সে ত উন্মত্ত, বিকৃতরূপ ও মহামূর্খ। আমার বোধ হইতেছে, এই ভণ্ড তপস্বী কেবল ধ্যানচ্ছলে লোককে বঞ্চনাই করিয়া থাকে। ইঁহারা যেরূপ ঘোর মূঢ় বিজ্ঞানে আচ্ছন্ন, তাহাতে সহজে না হইলে বলপ্রয়োগ করিতে হইবে। কোন্ মহামূর্খই বা এই দুর্ম্মতিগণের উপদেষ্টা, তাহাও বুঝিতে পারিতেছি না। এই বিষয় চিন্তা করিয়া উভয়েই সহসা সেই অতীন্দ্রিয় দুর্ব্বাসা সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া ক্রোধভরে কহিতে লাগিলেন, 'ব্রাহ্মণ! আমি দেখিতেছি, তোমার কাণ্ডজ্ঞান নাই, তুমি

এ কি কার্য্য করিতেছ ? তুমি যাহা আশ্রয় করিয়াছ, ইহাহ বা কোন্ আশ্রম ? তুমি গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া এ কোন পদ সাধন করিতেছ ? স্পষ্টই বোধ হইতেছে, ঘোরতর দম্ভই এরূপ অনুষ্ঠানের মূল কারণ। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, তুমিই সমস্ত লোক নাশ করিবে, তুমি সকলকেই নরকে পাতিত করিবে। তুমি স্বয়ং নষ্ট হইয়াছ, পরকেও নষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ, কেহ কি তোমার শাসনকর্ত্তা নাই, এখনও বলিতেছি, সাবধান হও, এই সকল পরিত্যাগ করিয়া সত্বর গৃহী হও, পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান কর, তাহা হইলে স্বর্গলাভ করিতে পারিবে, স্বর্গই মানবগণের পরম সুখাস্পদ।'

দুর্ব্বাসা এইরূপ বাক্য শুনিয়া তাঁহাদের প্রতি এরূপ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, যেন উভয়ের প্রাণ পর্য্যন্ত দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। যেন ত্রিলোক ভস্মাৎ হইল। তিনি সেই রোষারুণনেত্রে নৃপতিদ্বয়কে কহিলেন, 'তোমরা শীঘ্র নিপাত হও, শীঘ্র নিপাত হও এবং এখনিই এই স্থান হইতে দূর হও, বিলম্ব করিও না। আমি সমস্ত নরপতিকে দগ্ধ করিতে পারি, কিন্তু আমরা যতিধর্ম্মাবলম্বী, আমরা কাহারও অনিষ্ট করিব না, সেই ভূতনাথ ভগবান্ তোমাদিগকে ইহার ফল প্রদান করিবেন।' এই বলিয়া তথা হইতে প্রস্থানোদ্যত হইলেন। তখন বীরদ্বয় তাঁহাকে প্রস্থানোদ্যত দেখিয়া মহর্ষির হস্তধারণ করিয়া সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় ক্রূরবুদ্ধিতে তাঁহার কৌপীন ছিন্ন করিয়া দিলেন। তদ্দর্শনে অন্যান্য যতিগণ পলায়ন করিতে লাগিলেন। অনন্তর হংস ও ডিম্ভক উভয়ে কালপ্রেরিত হইয়া মহাক্রোধভরে মহর্ষির শিক্য, কমণ্ডলু, দারুময়ছিদল, দণ্ড ও পাত্রসমুদয় ছিন্ন ভিন্ন করিলেন। অনন্তর দুর্ব্বাসা অত্যন্ত অবমানিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। কৃষ্ণ এই সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া কহিলেন, 'সত্বরই আমি ইহার প্রতিবিধান করিব।'

অনন্তর হংস ও ডিম্ভক রাজসূয়যজ্ঞের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ইঁহাদের অতিশয় ঔদ্ধত্য জানিতে পারিয়া সত্বর যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলেন।

পথিমধ্যে উভয় দলে অতিশয় যুদ্ধ আরম্ভ হইল। শ্রীকৃষ্ণ হংসের সহিত ও সাত্যকি ডিম্ভকের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ হংসকে অতি দূরে লইয়া চলিলেন। হংস রথ হইতে অবতরণ করিয়া কালীয়হ্রদে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল। এদিকে ডিম্ভক হংস শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে, এই কথা শুনিয়া যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া যমুনার জলে প্রবেশপূর্ব্বক নিজ জিহ্বা উৎপাটন করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন এবং এই আত্মহত্যাপাপে ঘোরনরকে গমন করিয়াছিলেন। (হরিবংশ ২৯৫-৩২০)

ডিম্ভচক্র (ক্লী) ডিম্ব ইব চক্রম্। মনুষ্যের শুভাশুভনির্ণায়ক চক্রবিশেষ।

ডিম্ভজ (ত্রি) ডিম্ব হইতে যাঁহারা জন্ম-গ্রহণ করে।

ডিম্ভা (স্ত্রী) ডিম্ভ-টাপ্। অতি শিশু।

ডিল্লী, মোগলসাম্রাজ্যের রাজধানী। বর্ত্তমান দিল্লী। [দিল্লী দেখ।]

"ওজ্বালো গৌড়মর্দ্দী ভ্রমরবরনৃপঃ ধ্বস্তডিল্লীন্দ্রবর্গাঃ।"

(গোপীনাথপুর-শিলাফলক)

ডিহি (পারস্য ডিহ্) কতকগুলি গ্রাম লইয়া একটী ক্ষুদ্র পরগণা।

ডিহিদার (পারসী) ডিহির শাসনকর্ত্তা।

ডিহিবন্দী (দেশজ) ডিহির রাজস্ব-নির্দ্ধারণ।

ডীতর (ত্রি) ডী-কিপ্, ততস্তরপ্। নভোগতিযুক্ত তর।

"তস্মাদিমা অজা অরা-ডীতরা"। (শতপথব্রা° ৪।৪।৪।১৫)

ডীন (ক্লী) ডী ভাবে ক্ত। ১ পক্ষিদিগের গতিবিশেষ। [খগ-গতি দেখ।] ২ আগমশাস্ত্রবিশেষ।

"ডামরং ডমরং ডীনং শ্রুতং কালীবিলাসকম্।" (মুণ্ডমালাত°)

ডীনডীনক (ক্লী) ডীনেন সহ ডীনকং নিন্দিতং পতনম্। পক্ষিদিগের গতিবিশেষ।

ডীনাবডীনক (ক্লী) ডীনেন সহ অবডীনকম্। পক্ষিদিগের গতিবিশেষ। একের গতিতে অন্যের গতিমিশ্রণ।

ডুকরণ (দেশজ) চিৎকার করিয়া ক্রন্দন।

ডুগ্ডুগী (দেশজ) সাপুড়িয়া বা বাজিকরদিগের বাদ্যযন্ত্র।

ডুঙ্গী (দেশজ) ক্ষুদ্রনৌকাবিশেষ।

ডুডুম (দেশজ) ১ অশ্বতর। ২ বৃক্ষ।

ডুণ্ডুভ (পুং) ডুণ্ডুঃ সন্ ভাতি ভা-ক। সর্পবিশেষ, ঢোঁড়াসাপ। পর্য্যায়—রাজিল, ডুণ্ডুভ, নাগভৃৎ, ডুণ্ডু।

"মহাদর্পে সর্পে গিয়া ধরিছে সালুব।
বিড়ালে ডুণ্ডুভ দিয়া খেদিছে ইন্দুর॥" (শ্রীধর্ম্মম° ১৯৪)

ডুণ্ডুল (পুং) ডুণ্ডুরিতি শব্দং লাতি লা-ক। ক্ষুদ্রপেচক, ছোট পেঁচা। পর্য্যায়—ক্ষুদ্রোলুক, শাকুনেয়, পিঙ্গল, বৃক্ষাশ্রয়ী, বৃহদ্রাবী, বিশালাক্ষ, ভয়ঙ্কর। (রাজনি°)

ডুপ্লে (প্রকৃত নাম ফ্রান্সিস্ জোসেফ ডুপ্লে) ভারতবর্ষীয় ফরাসী-অধিকারে বিখ্যাত শাসনকর্ত্তা ও সেনাপতি। ইনি ফরাসী ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির অন্যতম ডিরেক্টরের পুত্র।

অল্প বয়সেই ডুপ্লে ভারতীয় ফরাসী অধিকারের প্রধান সহর পণ্ডিচেরির মন্ত্রিসভায় প্রধান সদস্যের পদ প্রাপ্ত হন। দশ বৎসর এই পদে কার্য্য করিবার পর ১৭৩০ খৃঃ অব্দে চন্দন-

নগরের কুটীর অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন। অতিশয় দক্ষতা-সহকারে এই কার্য্য সম্পন্ন করায় তিনি শীঘ্রই কেম্পানীর অধ্যক্ষদিগের অতিশয় বিশ্বাসভাজন হইয়া উঠিলেন। ১৭৪২ খৃঃ অব্দে তাঁহারা তাঁহাকে শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া পুঁদিচেরিতে পুনরায় প্রেরণ করিলেন। ডুপ্লে এতদিন পর্য্যন্ত ফরাসী ইষ্টইণ্ডিয়া কেম্পানীর বাণিজ্যবৃদ্ধির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন এবং তদ্বিষয়ে যথেষ্ট কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন, কিন্তু এই নূতন পদপ্রাপ্তির পর তাঁহার মন অন্য দিকে প্রধাবিত হইল। তিনি স্বভাবতঃই অতিশয় উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও অহঙ্কারী, কিন্তু অসাধারণ প্রতিভাশালী ছিলেন। পুঁদিচেরির শাসনকর্ত্তা হইয়া প্রাচ্যভূমে ফরাসী-অধিকার ও ফরাসী-প্রভাব বদ্ধমূল করিবার জন্য কল্পনা করিতে লাগিলেন। তৎকালে এই দেশের অনেক স্থলে বৃটীশ ও ওলন্দাজদিগের বাণিজ্যকুঠী নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং বাণিজ্যব্যাপারে ইহারা যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধিও সম্পাদন করিয়াছিল। ডুপ্লে দেখিলেন যে, বাণিজ্যবিষয়ে ইহাদিগের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া তিনি কখনই স্বীয় উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিতে সক্ষম হইবেন না। সুতরাং তিনি উপায়ান্তর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহার অভ্যস্ত বুদ্ধিবলে ও নৈপুণ্যগুণে শীঘ্রই দেশীয় লোকদিগের রীতিনীতি অবগত ও দেশীয় রাজ্যের রাজনীতির অন্তস্তলে প্রবিষ্ট হইলেন এবং মনস্কামনা সুসিদ্ধ করিবার উপায় দেখিতে পাইলেন।

এই কালে মোগলসাম্রাজ্যের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িয়াছিল। ইহার অধীন সুবাদারগণ স্বাধীনভাবে স্বীয় স্বীয় অধিকৃত প্রদেশ শাসন করিতেছিলেন এবং নবাবেরাও সুবাদারদিগের দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিতেছিল। বাস্তবিক তৎকালে মোগলসাম্রাজ্য সর্ব্বত্রই বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছিল। দুর্ব্বল শাসনকর্ত্তা কোন বলবান্ সুবাদারের আশ্রয় ও সাহায্যে আপনার স্বাধীনতা প্রচার করিতেছিলেন। ফরাসী-গবর্ণর ডুপ্লেও এই সময়ে চিরপোষিতা নিজ আশা ফলবতী করিতে সচেষ্ট হইলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী সৌভাগ্যক্রমে এই বিষয়ে তাঁহার পরমসহায় হইয়া দাঁড়াইলেন। স্ত্রীর সাহায্যে ডুপ্লে স্বীয় মনোরথ পূর্ণ করিবার সহজ ও উত্তম সুযোগ দেখিতে পাইলেন। তাঁহার স্ত্রী ভারতবর্ষে জন্মিয়াছিলেন এবং ভারতেই প্রতিপালিত ও শিক্ষিত হইয়াছিলেন, ভারতীয় অনেকগুলি ভাষা অবগত থাকায় তিনি আপন স্বামী ও অধিবাসিবর্গের মনোভাব প্রকাশ ও পরামর্শের পথ সুগম করিয়াছিলেন। এইরূপ স্বীয় সহধর্ম্মিণীর সহায়তায় ডুপ্লে ফরাসীরাজ্য জয় ও ক্ষমতাবৃদ্ধি করিবার উপায় গোপনে পরিপুষ্ট করিতে লাগিলেন।

১৭৪৪ খৃঃ অব্দে য়ুরোপে ফরাসী ও ইংরাজদিগের মধ্যে সমরানল প্রজ্বলিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে এদেশেও উভয় কোম্পানীর মধ্যে যুদ্ধ বাঁধিয়া উঠিল। লাবোর্ডোনে ফরাসী রণপোতের অধ্যক্ষ হইয়া ভারতে আগমন করিলেন। তিনিও ভারতবর্ষে ফরাসীক্ষমতা বৃদ্ধি করিবার একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন এবং ভাবিয়াছিলেন ডুপ্লের সহিত একযোগে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিবেন। কিন্তু পুঁদিচেরিতে পৌছিয়া তিনি নিরাশ হইয়া পড়িলেন। পুঁদিচেরিতে উপনীত হইলে, গবর্ণর ডুপ্লে তাঁহাকে সর্ব্বান্তঃকরণে অভ্যর্থনা করিলেন না। তিনি যে লাবোর্ডোনের প্রতি ঈর্ষাপরবশ হইয়াছেন, প্রথমেই তাহার লক্ষণ প্রকাশ করিলেন। ডুপ্লে আশঙ্কা করিতে লাগিলেন, যদি তাঁহার কখনও বিপদ্ হয়, তবে লাবোর্ডোনে তাঁহার স্থান অধিকার করিবেন। তিনি দেখিলেন যে, যুদ্ধাদি তাঁহার অধিকারসীমায় সঙ্ঘটিত হইবে না; পক্ষান্তরে লাবোর্ডোনকে অনুকূল পরামর্শ এবং সৈন্য ও নিজ চেষ্টাদি দ্বারা সাহায্য করিতে কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে আদেশ করিয়াছেন। লাবোর্ডোনের ক্ষমতায় তিনি অতিশয় দ্বেষপরতন্ত্র হইয়া উঠিলেন এবং ক্রমে তাঁহার সহিত শত্রুতাচরণ করিতে লাগিলেন। এই শত্রুভাবই লাবোর্ডোনের ও ডুপ্লের সর্ব্বনাশ করিল এবং এই প্রতিকূল কার্য্য হেতুই ভারতে ফরাসী-ক্ষমতা বিলুপ্ত হইল।

যাহা হউক, লাবোর্ডোনের পূর্ব্বসিদ্ধান্তানুসারে ১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে মান্দ্রাজদুর্গ আক্রমণ করিয়া ২০এ তারিখে অধিকার করিলেন। ৪৪ লক্ষ টাকা প্রদান করিলে ৩ মাস পরে ফরাসীসৈন্য মান্দ্রাজ পরিত্যাগ করিবে এই নিয়মে মান্দ্রাজদুর্গবাসী ইংরাজগণ লাবোর্ডোনের নিকট আত্মসমর্পণ করিল। কিন্তু ডুপ্লে এ সন্ধিতে বিশেষ আপত্তি উত্থাপিত করিলেন। তিনি বলিলেন যে, মান্দ্রাজ তাঁহার শাসিত প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং একমাত্র তিনিই এ বিষয়ের মীমাংসা করিতে সমর্থ। এই সময় আর্কটের নবাব তাঁহার রাজ্যে বাস করিয়া তাঁহার অনুমতি ব্যতিরেকে ফরাসীদিগের মান্দ্রাজ আক্রমণ করিবার কোন ক্ষমতা নাই, এই মর্ম্মে ডুপ্লের নিকট এক পত্র প্রেরণ করিলেন। ডুপ্লে নবাবকে বলিলেন যে, এই নগর তাঁহার হস্তে অর্পিত হইলেই তিনি নবাবকে প্রত্যর্পণ করিবেন। নবাবকে ইহা জানাইয়া ডুপ্লে লাবোর্ডোনকে লিখিলেন যে, তিনি যেন মান্দ্রাজ-দুর্গস্থিত ব্যক্তিবর্গের সহিত সন্ধির কোন নিয়মে মত প্রদান

করেন ; কারণ বিষয়টী পুঁদিচেরির শাসনকর্ত্তার বিচার্য্য। কিন্তু এই পত্র আসিবার পূর্ব্বেই দুর্গ প্রত্যর্পণের কথা স্থির হইয়াছিল। লাবোর্ডোনের যথেষ্ট আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান ছিল, যে নিয়ম স্বীকার করিয়াছেন, তাহা ভঙ্গ করা অতি হীন জনোচিত বলিয়া তিনি মনে করিলেন। ডুপ্লের যে নগর সমর্পণের নিয়ম স্থির করিতে ক্ষমতা আছে, এ কথা তিনি স্বীকার করিতে পারিলেন না—পক্ষান্তরে ইহা যে ডুপ্লের নিতান্ত দাম্ভিকতা ও তাঁহাদের পরস্পরের কার্য্যের প্রতিকূল এইরূপ প্রত্যুত্তর দিলেন। ডুপ্লে ইহাতে অতিশয় ক্রোধান্ধ হইয়া উঠিলেন এবং লাবোর্ডোনেকে কারারুদ্ধ করিয়া স্বীয় প্রভুত্ব প্রকাশ করিতে সচেষ্ট হইলেন। তিনি পুঁদিচেরি নগরে এক ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন এবং অর্থগ্রহণে মান্দ্রাজ নগর পরিত্যাগ করিলে যে, ফরাসীস্বার্থের হানি হইবে এই মর্ম্মে পুঁদিচেরির ফরাসী অধিবাসী দ্বারা এক আবেদন-পত্র উপস্থিত করাইলেন। তাঁহার সম্মতি অনুসারে প্রত্যেক কার্য্য সুসম্পন্ন না হইলে তিনি মান্দ্রাজ পরিত্যাগ করিবেন না, লাবোর্ডোনে তাঁহার এই দৃঢ় সঙ্কল্প ডুপ্লেকে জানাইলেন। এদিকে ডুপ্লে তাঁহার উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিতে যতদিন পর্য্যন্ত সম্যক্‌রূপে প্রস্তুত হইতে না পারেন, ততদিন পর্য্যন্ত যাহাতে মান্দ্রাজ ইংরাজদিগের প্রত্যর্পণ করা না হয়, তাহার জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন। এই সময় ফ্রান্স হইতে আরও কএকখানি রণপোত আসিয়া উপস্থিত হইল। ডুপ্লে লাবোর্ডোনে একমত হইয়া কার্য্য করিলে তাঁহারা এখন ইংরাজদিগের সমস্ত স্থানই অধিকার করিতে পারিতেন। ইংরাজদিগের সৌভাগ্যবশতঃই ইহারা এইকালে ঘোর বিবাদে প্রবৃত্ত ছিলেন।

কিছু পরে ডুপ্লে লাবোর্ডোনের প্রস্তাবানুসারে কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইলেন। লাবোর্ডোনে ডুপ্লের বাক্যে বিশ্বাস-স্থাপন করিয়া মান্দ্রাজ পরিত্যাগ করিলেন।

এদিকে আর্কটের নবাব আনয়ারউদ্দীন্ এতদিন পর্য্যন্ত মান্দ্রাজ তাঁহার হস্তে প্রত্যর্পিত হইল না দেখিয়া ১০০০০ সৈন্যের সহিত তৎপুত্র মহাফেজ খাঁকে বলপূর্ব্বক উক্ত নগর অধিকার করিতে পাঠাইয়া দিলেন। ডুপ্লে কূটনীতি অবলম্বন করিয়া তাঁহার সহিত সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। সন্ধির প্রস্তাব করিতে ডুপ্লের নিকট হইতে যে দুই জন দূত আসিয়াছিল, মহাফেজ খাঁ তাঁহাদিগকে বন্দী করিলেন। ডুপ্লে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ও ক্রুদ্ধ হইলেন। রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল। ফরাসী বন্দুকে অনেক মোগলসৈন্য প্রাণ হারাইল, অবশিষ্ট প্রাণভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিল। মহাফেজ তাঁহার সৈন্য একত্র করিয়া মৈলাপুর নামক স্থানে শিবির সংস্থাপিত করিতে আদেশ দিলেন। এস্থানে তিনি সম্মুখ ও পশ্চাৎ উভয় দিক্ হইতে ফরাসী-সৈন্য কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন।

ডুপ্লে এখন একটী ঘৃণিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি মান্দ্রাজ সম্বন্ধে লাবোর্ডোনের কোন প্রতিজ্ঞাই অক্ষুণ্ণ রাখিলেন না। ১৭৪৬ খৃঃ অব্দের ৩০এ অক্টোবর তারিখে তিনি ইংরাজদিগকে অবগত করাইলেন যে, তাহাদের সমস্ত সম্পত্তিই ফরাসীগবর্মেণ্টের কোষভুক্ত হইল এবং তাহারা হয় যুদ্ধবন্দীস্বরূপ থাকিবে, নয় পুঁদিচেরিতে প্রেরিত হইবে। ইহার পরে কেহ কেহ পলায়নপূর্ব্বক সেণ্টডেভিড-দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিল, অবশিষ্ট লোককে ধৃত করিয়া পুঁদিচেরিতে পাঠান হইল। মান্দ্রাজের ইংরাজ-শাসনকর্ত্তা এই সঙ্গে বন্দী হইলেন।

এখন ডুপ্লে ইংরাজদিগকে উপকূল-প্রদেশ হইতে সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত করিতে ইচ্ছা করিয়া সেণ্টডেভিডদুর্গ হস্তগত করিবার জন্য উদ্যোগী হইলেন। ডুপ্লে মান্দ্রাজ অধিকার করিয়া তথায় পরাডিস নামক একজন সুইজারলণ্ডবাসীকে শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ডুপ্লের আদেশানুসারে ডেভিডদুর্গ আক্রমণার্থ ৩০০ য়ুরোপীয় সৈন্য সমভিব্যাহারে যখন তিনি পুঁদিচেরি অভিমুখে আসিতেছিলেন, তখন মহাফেজ খাঁ ৩০০০ অশ্বারোহী ও ২০০০ পদাতিক সৈন্য লইয়া পথিমধ্যে তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। ডুপ্লের নিকট সংবাদ আসিলে তিনি পুঁদিচেরি হইতে একদল সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা পরাডিসকে নিরাপদে পুঁদিচেরিতে লইয়া গেল। ডিসেম্বর মাসে বেরির অধীনে সেণ্ট-ডেভিডদুর্গ অধিকার জন্য কতকগুলি সৈন্য অগ্রসর হইল। ৯ই ডিসেম্বর তারিখে যখন তাহারা দুর্গের নিকটবর্ত্তী একটী স্থান অধিকার করিয়া বিশ্রাম করিতেছিল, তখন মহাফেজ খাঁ এবং মহম্মদ আলি হঠাৎ আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করায় ফরাসী-সৈন্য ভীত হইয়া পলায়ন করিল। এই সামরিক সজ্জা বৃথা হওয়ায় আকস্মিক আক্রমণে দুর্গ অধিকার করিবার জন্য ডুপ্লে গোপনে ৫০০ সৈন্য প্রেরণ করিলেন। কিন্তু এবারও ডুপ্লের আশা ফলবতী হইল না। ডুপ্লে ইহাতে কিছুমাত্র ভীত বা হতাশ হইলেন না। তিনি এখন বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করিলেন। তাঁহার আদেশে ফরাসী-সৈন্য মান্দ্রাজের নিকটবর্ত্তী নবাব-শাসিত প্রদেশ লুণ্ঠন করিতে লাগিল। তিনি উত্তমরূপেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ইংরাজদিগের সহিত মিত্রতায় তাঁহার বিশেষ কোন উপকার

নাই, ইহা অবগত হইলেই নবাব ইংরাজদিগের সহিত আর সংস্রব রাখিবেন না। অতি অল্প সময়েই নবাবের সহিত ফরাসীদিগের সন্ধি হইয়া গেল। সেন্টডেভিডদুর্গ হইতে পুনরাহত নবাবসৈন্যের সহিত মহাফেজখাঁ পুঁদিচেরিতে প্রেরিত হইলেন। ডুপ্লে নবাবপুত্রকে অতি সমারোহে অভ্যর্থনা করিলেন। তিনি আবার ডেভিডদুর্গ অধিকার করিবার কল্পনা করিতে লাগিলেন। ১৭৪৭ খৃঃ অব্দের ১৯এ ফেব্রুয়ারি, নবাবসৈন্য ও ফরাসীসৈন্যের সেনাপতি হইয়া পরাডিস অগ্রসর হইলেন। সৌভাগ্যবশতঃ এই সময় ইংরাজদিগের সাহায্যার্থ বঙ্গদেশ হইতে একখানি রণপোত আসিয়া উপস্থিত হইল। ফরাসীসৈন্য নিষ্ফল হইয়া প্রস্থান করিল। ১৭৪৮ খৃঃ অব্দে এইরূপ জনরব শুনা গেল যে, ডুপ্লে শীঘ্রই ডেভিডদুর্গ পুনরাক্রমণ করিবেন। এই সময় ইংরাজ শিবিরে এক বিষম ষড়যন্ত্র প্রকাশিত হইয়া পড়িল। ডুপ্লে স্বভাবসিদ্ধ ধূর্ত্ততা সহকারে ইংরাজপক্ষীয় দেশীয় সৈন্যদিগের ফরাসীপক্ষ অবলম্বন করিতে প্রলোভিত করিয়াছেন। ইংরাজগবর্ণর এ বিষয়ে যথোচিত সতর্ক হইলেন। ডুপ্লে বারবার পরাজিত হইয়া পুনরায় দুর্গ আক্রমণ করিতে সৈন্য পাঠাইলেন, কিন্তু এবারও কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। ২৯এ জুলাই ইংলণ্ড হইতে কতকগুলি রণপোত আসিয়া সেন্টডেভিডদুর্গের নিকট নঙ্গর করিল। ইংরাজদিগের দল বৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া নবাব পুনরায় ইংরাজদিগের সহিত মিলিত হইলেন। এখন ইংরাজগণ সাহসী হইয়া মিলিত সৈন্য লইয়া পুঁদিচেরি অবরোধ করিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরে ইংরাজসৈন্য অবরোধ পরিত্যাগ করিয়া ডেভিডদুর্গে ফিরিয়া আসিল। ইংরাজদিগের পরাজয়ে ডুপ্লে চারিদিকে ফরাসীপ্রভাব ঘোষণা করিতে লাগিলেন। তিনি দেশীয় রাজন্যবর্গের এমন কি মোগলসম্রাটেরও নিকট ইংরাজদিগের ভীরুতাবিষয়ক লিপি প্রেরণ করিলেন। ইহাতেই তিনি ক্ষান্ত রহিলেন না। মান্দ্রাজ যাহাতে হঠাৎ তাঁহার হস্তচ্যুত না হয়, তজ্জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টিত হইলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে য়ুরোপে ইংরাজ ও ফরাসীদিগের মধ্যে সন্ধি হওয়ায় এ দেশেও সন্ধি স্থাপিত হইল। ইংরাজেরা মান্দ্রাজে ফিরিয়া যাইলেন।

যুদ্ধকালে ডুপ্লে দেখিলেন যে, অতি অল্পসংখ্যক য়ুরোপীয় সৈন্য বহুসংখ্যক দেশীয় সৈন্যকে সহজেই পরাজিত করিতে পারে। ইহাতে তাঁহার রাজ্যাধিকারের আশা বাড়িয়া উঠিল। দেশীয় রাজগণ তখন পরস্পর শত্রুতাচরণে ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি ইহার এক পক্ষ অবলম্বন করিয়া ফরাসী ক্ষমতা বিস্তৃত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৭৪১ খৃঃ অব্দে চাঁদসাহেব ত্রিচিনপল্লির বিধবা-রাণীকে ছলনা করিয়া উক্ত নগর অধিকার করেন। রঘুজী ভোন্‌স্লে চাঁদসাহেবকে উপযুক্ত শাস্তি দিবার জন্য ত্রিচিনপল্লী অবরোধ করিলেন। চাঁদসাহেব তাঁহার স্ত্রীপুত্রদিগকে গোপনে ডুপ্লের আশ্রয়ে রাখিয়া রঘুজীর নিকট আত্মসমর্পণ করিলে রঘুজী কর্ত্তৃক বন্দী হইয়া তিনি সাতারায় প্রেরিত হইলেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, ইংরাজ ও ফরাসী-যুদ্ধকালে আর্কটের নবাব আনওয়ারুদ্দীন্ স্বার্থসিদ্ধি করিবার জন্য কখন ইংরাজপক্ষ ও কখন ফরাসীপক্ষ অবলম্বন করিতেছিলেন। ডুপ্লে এখন এই নবাবকে শাস্তি দিবার সুযোগ দেখিতে লাগিলেন। সুযোগও উপস্থিত হইল। যখন চাঁদসাহেবের স্ত্রী পুঁদিচেরিতে ছিলেন, তখন ডুপ্লের স্ত্রীর সহিত তাঁহার অতিশয় মিত্রতা জন্মিয়াছিল। তিনি ডুপ্লের স্ত্রীর নিকট তাঁহার স্বামীর মুক্তির জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, ডুপ্লে তাঁহার স্ত্রীর নিকট এই বিষয় শুনিয়া ভাবিলেন যে, চাঁদসাহেব আনওয়ারের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং প্রজাসাধারণ আনওয়ার অপেক্ষা তাঁহারই বশীভূত। চাঁদসাহেব মুক্তি পাইলে সকলেই তাঁহাকে নবাবরূপে স্বীকার করিবে এবং ফরাসীসৈন্যসাহায্যে তিনি সিংহাসন অধিকার করিতে পারিবেন। এই সঙ্গে ফরাসী-ক্ষমতাও বদ্ধমূল হইবে। এই কল্পনা করিয়া তিনি চাঁদসাহেবের স্ত্রী দ্বারা গোপনে ৭ লক্ষ টাকা রঘুজীর নিকট প্রেরণ করিলেন; চাঁদসাহেব মুক্তিলাভ করিয়া পুঁদিচেরি অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই সময় নিজাম-উল-মুলুকের মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার সিংহাসন লইয়া অতিশয় গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। তাঁহার দৌহিত্র মজফরজঙ্গ সিংহাসন দাবী করিতেছিলেন। তাঁহার রাজ্য পাইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু চাঁদসাহেব আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন এবং ফরাসীসৈন্য তাঁহার পৃষ্ঠ সমর্থন করিতেছে, একথাও তাঁহাকে বলিলেন। মজফর ইহাতে সাহসী হইয়া চাঁদসাহেবের সহিত মিলিত হইয়া আনওয়ারের সহিত একটী যুদ্ধে ব্যাপৃত হইলেন। যুদ্ধে আনওয়ার নিহত ও তৎপুত্র মহাফেজ বন্দী হইলে মজফর ও চাঁদসাহেব যথাক্রমে সুবাদার ও নবাব উপাধিগ্রহণ করিয়া আর্কটে প্রবেশ করিলেন, ইহার পর তাঁহারা পুঁদিচেরিতে আসিলে স্বীয় অভিসন্ধি পূর্ণ করিবার জন্য ডুপ্লে তাঁহাদিগকে বিশেষ যত্নের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন। চাঁদসাহেবও পুঁদিচেরির নিকটবর্ত্তী ৮১ খানি গ্রাম ফরাসীদিগকে দান করেন। অল্পদিন পরেই ডুপ্লে চাঁদসাহেব ও মজফরকে ত্রিচিনপল্লি অবরোধ করিতে পরামর্শ দিলেন। এই স্থানে আনওয়ারের পুত্র মহম্মদআলি

আশ্রয় লইয়া ছিলেন। চাঁদসাহেব প্রথমেই ত্রিচিনপল্লি না যাইয়া তঞ্জোরে গমন করিলেন। ইত্যবসরে নাজিরজঙ্গ (মজফরের প্রতিদ্বন্দ্বী) আসিয়া আর্কট অধিকার করিলেন। তাঁহারা এবিষয়ে কিছুই অবগত ছিলেন না, ডুপ্লেই প্রথমে তাঁহাদিগকে নাজিরজঙ্গের আক্রমণের সংবাদ দিলেন। তাঁহারা পুঁদিচেরি অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

ফরাসীগণ চাঁদসাহেবের ও মজফরের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছে দেখিয়া ইংরাজগণ মহম্মদআলি ও নাজিরজঙ্গের পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিল। নাজিরজঙ্গ বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া মজফরকে আক্রমণ করিতে আসিতেছেন দেখিয়া ডুপ্লে মজফর ও চাঁদকে সাহায্য করিবার জন্য কতকগুলি ফরাসীসৈন্য পাঠাইলেন। কিন্তু ডুপ্লের সহিত সৈনিক বিভাগের কর্ম্মচারিদিগের তত মনের মিল ছিল না। কোন অপ্রকাশ্য কারণে ফরাসীসৈন্য যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রস্থান করিল। মজফর আত্মসমর্পণ করিলে নাজিরজঙ্গ তাঁহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিলেন, চাঁদসাহেব সাহসের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে অন্যত্র যাইয়া আশ্রয় লইলেন।

ফরাসীসৈন্য বিনাযুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করায় ডুপ্লে ভবিষ্যৎ বিপদের আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। তিনি কৌশলে স্বীয় প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিতে যত্নবান্ হইলেন। এবং চর নিযুক্ত করিয়া জানিতে পারিলেন যে, নাজিরজঙ্গের সৈন্যগণ বিদ্রোহভাবপরিশূন্য নহে। নাজিরজঙ্গের সহিত সন্ধি করিবেন এই প্রস্তাব করিয়া তিনি কএকজন দূত প্রেরণ করিলেন। যাহাতে নাজিরজঙ্গের অধীন সামন্তগণ বিদ্রোহী হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিতে ডুপ্লে তাঁহার প্রেরিত দূতদিগকে গোপনে পরামর্শ দিলেন। তাহারাও তদনুরূপ কার্য্য করিয়া ফিরিয়া আসিল।

নাজিরজঙ্গের আদেশে ফরাসীদিগের একটী বাণিজ্যকুঠী লুণ্ঠিত হইয়াছিল। ইহার প্রতিশোধ লইবার জন্য ডুপ্লে ১৭৫০ খৃঃ অব্দে মস্‌লিপত্তন অধিকার করিবার নিমিত্ত জলপথে একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। তাহারা সেই স্থান অধিকার করিয়া লইল। মহম্মদআলি ভীত হইয়া পলায়ন করিলেন। এই সময় ফরাসীদিগের বিখ্যাত সেনাপতি বুসি চাঁদসাহেবের সহিত মিলিত হইয়া গিঞ্জিদুর্গ হস্তগত করিলেন।

নাজিরজঙ্গ ফরাসীদিগের কৃতকার্য্যতায় অতিশয় ভীত হইয়া ডুপ্লের সহিত সন্ধি করিবার জন্য পুঁদিচেরিতে দুইজন দূত পাঠাইলেন। ডুপ্লে নিম্নলিখিত প্রস্তাবে সন্ধি করিতে চাহিলেন,——মজফরজঙ্গ বিমুক্ত, চাঁদসাহেব কর্ণাটের নবাব উপাধি প্রাপ্ত এবং মস্‌লিপত্তন ও তদধীন প্রদেশসমূহ ফরাসীদিগকে প্রদত্ত হউক।' নাজিরজঙ্গ উক্ত নিয়মে আবদ্ধ হইতে স্বীকৃত হইলেন না। তিনি যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। ডুপ্লে যে তাঁহার প্রধান প্রধান সর্দ্দারদিগের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন, নাজিরজঙ্গ তাহার কিছুই অবগত ছিলেন না। ডুপ্লেও টৌসে (Touche)-কে নাজিরজঙ্গের সহিত যুদ্ধ করিতে আদেশ দিলেন। যুদ্ধে ফরাসীসৈন্য বিজয়লাভ করিল; নাজিরজঙ্গ মৃত্যুমুখে পতিত এবং মজফর সুবাদার উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। মজফর মসলিপত্তন ও তাহার অধীন প্রদেশসমূহ ফরাসীদিগের এবং ২০ লক্ষ টাকা ডুপ্লেকে প্রদান করিলেন। এই সময় আর এক বিপদ্ উপস্থিত হইল। মজফর ডুপ্লেকে বলিলেন, নাজিরজঙ্গের অধীন যে ৩ জন পাঠানসর্দ্দার ডুপ্লের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল, তাহারা দাবী করিতেছে যে, তাহাদিগকে তাহাদের অধিকৃত প্রদেশের জন্য কর প্রদান হইতে অব্যাহতি দেওয়া যাউক এবং নাজিরজঙ্গের ধনরত্ন তাহাদিগের মধ্যে বিতরিত হউক। ডুপ্লে এই বিষয়ের মধ্যস্থ হইলেন এবং অনেক বাদানুবাদের পর উভয় পক্ষের মধ্যে একটী সন্ধি করিয়া দিলেন।

ইহার পর ডুপ্লে কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণস্থ ভূভাগের মোগলপ্রতিনিধি বলিয়া আপনাকে অভিহিত করিলেন। তাঁহার আদেশানুসারে এই প্রদেশের সমস্ত কর তাঁহার হস্ত দিয়া মোগলসম্রাটের নিকট প্রেরিত হইত এবং পুঁদিচেরিতে যে মুদ্রা প্রস্তুত হইত, তদ্ভিন্ন অন্য কোন মুদ্রা কর্ণাটপ্রদেশে চলিত না। ১৭৫১ খৃঃ অব্দে মজফরজঙ্গ নিহত হইলে ডুপ্লে সলাবৎজঙ্গকে সুবাদার স্বীকার করিয়া তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলেন। এই সময় মহম্মদ আলি ত্রিচিনপল্লিতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। ডুপ্লে তাঁহাকে দূরীভূত করিবার জন্য কতকগুলি ফরাসীসৈন্য লইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে চাঁদসাহেবকে পরামর্শ দিলেন। ইংরাজগণ এতদিন পর্য্যন্ত কোন পক্ষই অবলম্বন করেন নাই। ফরাসীদিগের প্রভাবে ঈর্ষান্বিত হইয়া তাঁহারা মহম্মদ আলির পক্ষ অবলম্বন করিলেন। এখন অবধি ডুপ্লে সৈন্য প্রায় প্রতি যুদ্ধেই পরাজিত হইতে লাগিল। চাঁদসাহেব অবশেষে প্রাণ হারাইলেন। চাঁদসাহেবের মৃত্যুর পর ডুপ্লে স্বয়ংই কর্ণাটের নবাব উপাধি গ্রহণ করিলেন। কয়েকদিবস পরে তিনি রাজা সাহেবকে নবাবোচিত মান্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু মুরতজা আলি ৮০০০০০ টাকা প্রদান করায় শীঘ্রই ডুপ্লের নিকট নবাব উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। ১৭৫২ খৃঃ অব্দে ইংরাজসৈন্য ফরাসীদিগের গিঞ্জিদুর্গ আক্রমণ করিয়া পরাজিত হওয়ায় পলায়ন করিল ইহাতে ডুপ্লের মনে যথেষ্ট আশার উদয় হইল;

কিন্তু বাহার নামক স্থানে ফরাসীসৈন্য বিশেষরূপে পরাজিত হওয়ায় ডুপ্লের আশালতা শুকাইয়া গেল। যাহা হউক, ডুপ্লে সম্পূর্ণরূপে নিরুৎসাহিত হইলেন না। তিনি দেখিলেন যে, সহজে এ যুদ্ধ নিবৃত্ত হইবে না; তজ্জন্য তিনি সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। ১৭৫৩ খৃঃ অব্দে তাঁহার দুর্ভেদ্য কৌশলে মহারাষ্ট্র ও মহিসুর-সৈন্য ইংরাজ-পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া ফরাসীদিগের সহিত মিলিত হইল। পুঁদিচেরিতে রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল। এই যুদ্ধে জয়লক্ষ্মী কখন ফরাসী কখন বা ইংরাজ-পক্ষ অবলম্বন করিতে লাগিলেন। ১৭৫৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত এইরূপ যুদ্ধ চলিল।

এইরূপ যুদ্ধবিগ্রহে দাক্ষিণাত্যে ফরাসীপ্রভাব বর্দ্ধিত ও অধিকার বিস্তৃত হইতেছিল বটে, কিন্তু অতিরিক্ত অর্থব্যয় জন্য কোম্পানী বিশেষ কিছুই লাভ করিতে পারেন নাই। এই জন্য কর্তৃপক্ষগণ যুদ্ধ হইতে বিরত হইতে ডুপ্লেকে পুনঃ পুনঃ আদেশ করিতেছিলেন। যদিও ডুপ্লের অভিপ্রায় অন্যরূপ ছিল, তথাপি তিনি কর্তৃপক্ষের আদেশে ভীত হইয়া ১৭৫৪ খৃঃ অব্দের প্রথমেই মান্দ্রাজে সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। মান্দ্রাজ-গবর্মেণ্ট ও সন্ধির প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া নিয়মাদি স্থির করিবার জন্য প্রতিনিধি পাঠাইলেন। কিন্তু কার্য্যতঃ সন্ধি হইল না। উভয়পক্ষীয় প্রতিনিধিগণ কিছুদিন বাদানুবাদের পর স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

ফরাসী-ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষগণ ডুপ্লের প্রতি অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহারা শান্তির ইচ্ছা করিতেছিলেন। তাঁহারা ডুপ্লেকে অনুপযুক্ত বিবেচনা করিয়া গডেহোকে (M. Godeheu) পুঁদিচেরির গবর্ণর করিয়া পাঠাইয়া দিলেন। ইনি ১৭৫৪ খৃঃ অব্দে ২রা আগষ্ট ভারতে উপস্থিত হইয়া ডুপ্লের নিকট হইতে শাসনভার গ্রহণ করিলেন। ইহার পর দুইমাস ডুপ্লে পুঁদিচেরি নগরে ছিলেন। এই দুইমাস তিনি আপনাকে কর্ণাটের নবাব বিবেচনা করিয়া বিবিধ চাকচিক্যশালী পরিচ্ছদাদি পরিধান করিয়া ভ্রমণ করিতেন।

যাহা হউক, তিনি ফ্রান্সে প্রত্যাগত হইলে যথোপযুক্ত সম্মান লাভ করিলেন না। এ দেশে থাকিতে ফরাসীরাজ্য বৃদ্ধি করিবার জন্য তিনি তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি ব্যয় করিয়াছিলেন। ফরাসীগবর্মেণ্ট তাঁহাকে কিছুই বৃত্তি প্রদান করিলেন না; কেবলমাত্র তাঁহার উত্তমর্ণদিগের হস্ত হইতে আশ্রয়লিপি (Letter of protection) প্রচার করিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিলেন। তিনি তাঁহার অর্থ প্রাপ্ত হইবার জন্য বিচারালয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন; কিন্তু এ বিষয় সিদ্ধান্ত হইবার পূর্ব্বেই সর্ব্বস্বান্ত ও নিরাশ হইয়া এই বৎসরেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

ডুপ্লে প্রতিভাশালী অতিশয় সুদক্ষ রাজনীতিকুশল শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি অতিশয় উচ্চাকাঙ্ক্ষী, অহঙ্কারী ও পরাক্রমপ্রিয় ছিলেন। চরিত্রের প্রকৃত উন্নতির প্রতি তিনি উপযুক্ত মনোযোগ প্রদান করিতেন না। তিনি ফরাসী অধিকার বিস্তৃত করিবার জন্য সর্ব্বপ্রকার উপায়ই অবলম্বন করিতে পারিতেন। ভারতে ফরাসী অধিকারের সহিত ডুপ্লের নাম চিরসম্বদ্ধ।

ডুব (দেশজ) ১ নিমগ্ন। ২ জলে অবগাহন।

ডুবড়িয়া (দেশজ) যে ডুব দিয়া বেড়ায়।

ডুবন (দেশজ) নিমজ্জন, অবগাহন, বুড়ন, ডোবা।

ডুবরী (দেশজ) নিমজ্জক, যাহারা জলে অধিক্ষণ ডুবিয়া থাকিতে পারে।

ডুবা (দেশজ) নিমগ্ন হওয়া।

ডুবান (দেশজ) নিমগ্ন করান।

ডুবারু (দেশজ) ১ জলচর পক্ষিবিশেষ। (Dol-chick) ২ এক জাতীয় হাঁস। (Anus fulica)

ডুবিত (দেশজ) নিমজ্জিত।

ডুবু (দেশজ) ডুবারুপাখী।

ডুবুডুবু (দেশজ) প্রায় ডুবিয়া যাওয়া।

ডুমা (দেশজ) টুকরা, চিলতা, ক্ষুদ্র খণ্ড।

ডুমুর (দেশজ) সংস্কৃত উডুম্বর শব্দের অপভ্রংশ। একপ্রকার বৃক্ষ ও তাহার ফল। এই বৃক্ষ ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের সর্ব্বত্র জন্মিয়া থাকে। হিমালয়ের পাদদেশ হইতে আসামস্থ পর্ব্বতসমূহে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪০০০ ফিট্ ঊর্দ্ধ পর্য্যন্ত এই বৃক্ষ দৃষ্ট হয়।

ভারতবর্ষে নানাজাতীয় ডুমুর আছে। ঐ সকল বৃক্ষের ও ফলের সৌসাদৃশ্য থাকিলেও আকারগত অনেক বিভিন্নতা লক্ষিত হয়। কোন কোন জাতীয় ডুমুরের পাতা ও ফল অতি বৃহৎ এবং বৃক্ষ অনেকাংশে লতার ন্যায় আবার কোন কোন জাতীয় ডুমুরবৃক্ষ অশ্বত্থাদি বৃক্ষের ন্যায় সুদীর্ঘ ও শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট, কিন্তু বৃহৎ বৃহৎ হইলেই তাহার পত্র ও ফল ক্রমশঃ ক্ষুদ্র হইয়া আইসে।

এই বৃক্ষের পুষ্প দৃষ্ট হয় না, একবারে কোষ হইতে থোপা থোপা ফল বহির্গত হয়। বৃক্ষের স্কন্ধদেশ এবং শাখাপ্রশাখার সন্ধিস্থানসকল হইতেই অধিকাংশ ফল ধরিয়া থাকে। এদেশে সাধারণ লোকেরা বলিয়া থাকে, ডুমুরের ফুল দেখিলে রাজা হয়, বাস্তবিকই ডুমুরের ফুল দেখা যায় না।

উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদ্‌ পণ্ডিতেরা ডুমুরগাছকে অশ্বত্থ, পাকুড়, বটবৃক্ষাদির সমজাতীয় বলিয়া গণ্য করেন। সকলেরই ত্বক্‌চ্ছেদ করিলে দুগ্ধের ন্যায় আঠা নির্গত হইয়া থাকে, ঐ আঠা হইতে রবরের ন্যায় পদার্থ উৎপন্ন হয়। ডুমুরের আঠা অনেক সময় এ দেশে বেদনার উপর প্রলেপস্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

নিম্নে কয়েকপ্রকার বিভিন্ন জাতীয় ডুমুরের বিষয় লিখিত হইল।

যজ্ঞ-ডুমুর (Ficus glomerata) সাধারণতঃ হোমকার্য্যে ইহার শাখা ব্যবহৃত হয় বলিয়া ইহার নাম যজ্ঞডুমুর হইয়াছে। হিমালয়প্রদেশ, রাজপুতানা, মধ্যভারত, বাঙ্গালা, দাক্ষিণাত্য, আসাম, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি স্থানে এই বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে। চাম্বায় ইহার ক্ষীর অর্থাৎ আঠা হইতে একরূপ রবার প্রস্তুত হয়।

এই বৃক্ষ হইতে অনেক সময় লাক্ষা উৎপন্ন হইয়া থাকে। ব্যাধগণ ইহার ক্ষীর হইতে পক্ষী ধরিবার আঠা প্রস্তুত করে।

লোহারডাগায় যজ্ঞডুমুরের ছাল সিদ্ধ করিয়া কাল রং প্রস্তুত হইয়া থাকে, তদ্দ্বারা বস্ত্রাদি রঞ্জিত হয়। যজ্ঞ-ডুমুরের পত্র, মূল, ত্বক্‌ ও ফল সমস্তই দেশীয় বৈদ্যগণ কর্ত্তৃক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। তাঁহারা ইহার ছালের জল বিরেচক ঔষধরূপে প্রয়োগ করেন এবং ক্ষতাদি ধৌত করিবার জন্য ব্যবহার করেন। ব্যাঘ্র ও বিড়াল দংশনেও ইহা বিঘ্ন বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

ইহার শিকড় আমাশয়রোগে উপকারক এবং অনেক ডাক্তারের মতে শিকড়ের রস অতি তেজস্কর ও বলকারী ঔষধ, দীর্ঘকাল ব্যবহারে আশ্চর্য্য ফল প্রদান করে। পিত্তাধিক্যে ইহার শুষ্ক পত্র চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত প্রদত্ত হয়। আট্‌কিন্‌সন্‌ সাহেব (Atkinson) লিখিয়াছেন—ইহার পত্রস্থ বসন্তের ন্যায় পদার্থগুলি দুগ্ধে ভিজাইয়া মধুর সহিত প্রদত্ত হইলে মসূরিকা জন্য শরীরে দাগ হয় না। বহুবিধ রক্তো-রোগ, মূত্ররোগ, মেহঘটিতরোগ ও কাশরোগে ইহা নানারূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অর্শ ও উদরাময়রোগে যজ্ঞডুমুরের ক্ষীর প্রদত্ত হয়। ঐ ক্ষীর তিলতৈলের সহিত মিশাইয়া ঘায়ের উৎকৃষ্ট মলম প্রস্তুত হইয়া থাকে। সদ্য ডুমুরের রস অনেক ধাতুঘটিত ঔষধের অনুপানরূপে ব্যবহৃত হয়।

দেবকার্য্যে ব্যবহৃত হয় বলিয়া এদেশের অনেকে এই ডুমুর খায় না। ইহার আকার সাধারণ ডুমুর অপেক্ষা কিছু বড়, কিন্তু তত সুখাদ্য নহে। বৈশাখ হইতে ভাদ্র পর্য্যন্ত এই ফল জন্মিয়া থাকে। ইতরলোকে কাঁচা অবস্থায় ইহার ফল তরকারীর সহিত ভক্ষণ করে। পাকিলে সমস্ত ফল পাঁশুটে রক্তবর্ণ হইয়া উঠে। অজন্মা ও দুর্দ্দিনের সময় অনেকে ইহা খাইয়া থাকে।

ছাগমেষাদি এই ফল খাইতে অতিশয় ভালবাসে। ইহার পত্রাদি হস্তী প্রভৃতির খাদ্য।

ইহার কাষ্ঠ অন্তঃসারশূন্য, লঘু, ভঙ্গুর ও মোটা দানা-বিশিষ্ট, জলের নীচে থাকিলে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকালস্থায়ী হয়। তজ্জন্য অনেক স্থানেই ইহা কূপের চৌদিকে দেওয়া হয় এবং ইহার ভেলা ও জল সেঁচিবার জন্য ব্যবহৃত হইতে থাকে।

কাক-ডুমুর (Ficus hispida) ইহার গাছ যজ্ঞ ডুমুরের গাছ অপেক্ষা ঈষৎ ক্ষুদ্র এবং ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র, মলয়, সিংহল, চীন, আন্দামান দ্বীপ, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি স্থানে দৃষ্ট হয়। ভারতবর্ষে হিমালয়প্রদেশে এই বৃক্ষ ৩৫০০ ফিট্‌ পর্য্যন্ত উর্দ্ধে জন্মিয়া থাকে।

ইহার ছাল হইতে একরূপ দড়ি প্রস্তুত হয়।

ইহার ফল, বীজ ও ছাল বমনকারক এবং বিরেচক। ইহার শুষ্ক ফলচূর্ণ জলে সিদ্ধ করিয়া বোম্বাই ও কোঙ্কণ-প্রদেশে বিদারিকা প্রভৃতিতে প্রলেপ দেয়। দুগ্ধবতী গাভীকে দুগ্ধ শুকাইবার জন্যও ইহা খাওয়াইয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদীয়মতে ইহা দুগ্ধকর ও গর্ভস্থ ভ্রূণের হিতকর। [কাকোডুম্বর দেখ।]

ইহার পত্রাদি পশুদিগের খাদ্য। কাষ্ঠে জ্বালানীব্যতীত কিছুই হয় না। ইহার বীজ পাখীরা লইয়া অট্টালিকা প্রাচীরাদিতে ফেলে, তাহাতে অট্টালিকা প্রভৃতিতে বৃক্ষ উৎপন্ন করে। ঐ সকল বৃক্ষ অট্টালিকার বড় অনিষ্টকারী।

ডুমুর (Ficus Roxburghii) এই বৃক্ষ হিমালয় প্রদেশ হইতে ভোটান, আসাম, শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত সকল স্থানে জন্মে। ৬০০০ ফিট্‌ উর্দ্ধ পর্য্যন্ত ইহা দেখা যায়। বৃক্ষ সাধারণতঃ বৃহৎ। ইহার ফল কাঁচা অবস্থায় তরকারীর সহিত ব্যবহৃত হয়। পাকিলে কোমল, রক্তবর্ণ এবং একটু সুগন্ধ ও সুমিষ্ট হয়। অনেকে পাকাডুমুরও খাইয়া থাকে। গাছের গোড়ায় এবং শাখার গায়ে থোপা থোপা ডুমুর ধরে। শতদ্রুতীরে ডুমুরের ছালে একরূপ মোটা দড়ি প্রস্তুত হয়। ইহার কাষ্ঠ কার্য্যকর নহে। পাতায় পশ্বাদির খাদ্য হয়।

ভুঁই ডুমুর (Ficus heterophylla) এই জাতীয় ডুমুর গাছ একরূপ লতানে গুল্ম। ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের অপেক্ষাকৃত উষ্ণতর প্রদেশে, চট্টগ্রাম, তেনাসেরিম, সিংহল প্রভৃতি স্থানে নদীতীরে জন্মিয়া থাকে। স্থানভেদে ইহার আবার জাতিভেদ আছে। ইহার পত্র ও মূল নানাবিধ ঔষধে প্রযুক্ত হয়। ইহার শিকড়ের ছাল অতিশয় তিক্ত গুণসম্পন্ন। উহার চূর্ণ

ধনিয়ার সহিত মিশ্রিত করিয়া, কাশ, কফ প্রভৃতি হৃদ্রোগে প্রযুক্ত হয়। চট্টগ্রাম প্রদেশে ইহার ফল ভক্ষণ করে।

ডুমুরদহ, বাঙ্গালার অন্তর্গত হুগলী জেলার একটী সহর। এই সহর ভাগীরথীর তীরে নয়াসরাইয়ের উপরেই অবস্থিত। অক্ষা° ২৩° ২′ ১৩″ উঃ, দ্রাঘি° ৮৮° ২৮′ ৫০″ পূঃ। পূর্ব্বে এই স্থান ডাকাইতির জন্য বিখ্যাত ছিল। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত লোকে এই স্থান দিয়া যাইতে ভয় করিত। সূর্য্যাস্তের পর কোন পথিকই নিকট দিয়া যাইত না, এমন কি দিবাভাগেও কেহ এখানকার ঘাটে নৌকাদি বাঁধিত না। এখানকার প্রসিদ্ধ ডাকাইত বিশ্বনাথ বাবুর নাম তৎকালে কাহারও অবিদিত ছিল না। এই দুর্ব্বৃত্ত পথশ্রান্ত পথিকদিগকে রাত্রিসমাগমে অতি সৌজন্য ও আতিথেয়তা সহকারে আশ্রয় প্রদান করিত এবং নিদ্রাবস্থায় উহাদিগকে নদীতে ভাসাইয়া দিত। চতুর্দ্দিকে বহুদূর পর্য্যন্ত স্থান এই দুর্দ্দান্ত ব্যক্তিকর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইত। ইহার গতিবিধি অপরিজ্ঞাত থাকায় বিশ্বনাথ বহুকাল পর্য্যন্ত পুলিসের চক্ষে ধূলি দিয়া ডাকাইতি করিতে থাকে। পরে ইহার জনৈক অনুচর সন্ধান বলিয়া ধরাইয়া দেয়। বলা বাহুল্য, সমধর্ম্মাবলম্বী দস্যুদিগের মনে ভীতিসঞ্চারের জন্য বিশ্বনাথকে যে স্থানে ধরা হয়, সেই স্থানে তাহার ফাঁসি হইল। বিশ্বনাথ কখনও দরিদ্রকে উৎপীড়ন করিত না, বরং অনেক দীন দুঃখী তাহার অন্নে প্রতিপালিত হইত।

ডুমার, ব্রহ্মখণ্ড-বর্ণিত ভোজদেশের অন্তর্গত সিদ্ধাশ্রমের দক্ষিণাংশে অবস্থিত নগর। (বর্ত্তমান ডুম্‌রাওন্ বলিয়া অনুমিত হয়।) ভবিষ্যব্রহ্মখণ্ডের মতে, এখানে ভূমিহারক জাতীয় প্রবল পরাক্রান্ত উদয়বন্ত সিংহের রাজত্ব। তাঁহার বংশীয় বিক্রমসিংহ এখানে দুর্গাদি নির্ম্মাণ করেন। (ভ° ব্রহ্ম° ৩১ অঃ)

ডুম্‌রাওন্, শাহাবাদ জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন সহর। এখানে ডুম্‌রাওনের রাজবংশ বাস করেন। ডুম্‌রাওনের রাজগণ পম্বরনামক রাজপুতকুলোদ্ভব। তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ উজ্জয়িনীনগরে বাস করিতেন, তথা হইতে মধ্যভারতে ছড়াইয়া পড়েন। মহারাজ সিদ্ধোলসিংহ সর্ব্বপ্রথম বেহারে আসিয়া বাস করেন। তিনি আপন পুত্র ভোজসিংহকে সোপার্জ্জিত রাজত্ব দান করিয়া যান। ভোজসিংহের নামানুসারে তাঁহার অধিকৃত জনপদ ভোজপুর নামে বিখ্যাত হয়। কালচক্রে এই রাজবংশ নানা শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত হইয়া পড়িল। তন্মধ্যে প্রধানবংশ আপনাদের পূর্ব্বপুরুষগণের রাজধানী ডুম্‌রাওনে বাস করিতে লাগিলেন, একশাখা বক্সারে ও অপর শাখা জগদীশপুরে গিয়া বাস করিল।

এই বংশে রাজা নারায়ণমল্ল জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের নিকট রাজা উপাধি লাভ করেন। তাঁহার পর যথাক্রমে বীরবরসাহি, রুদ্রপ্রতাপসাহি, মান্ধাতাসাহি, হোবিলসাহি, ছত্রধারী সিংহ ও বিক্রমজিৎ সিংহ রাজ্যশাসন করিয়া মোগল বাদশাহগণের প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। আলমগীর, ফরুখশিয়ার, মহম্মদশাহ ও শাহআলমের নিকট উক্ত রাজগণ অনেক জায়গীর লাভ করিয়াছিলেন।

১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে বক্সারে অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার সহিত ইংরাজদিগের যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে জয়প্রকাশসিংহ ইংরাজসেনানায়ক হেক্টর মনরোর যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন।

সেই জন্য ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে ১০ই মার্চ্চ জয়প্রকাশ বড়লাট মার্ক্‌ইস্ অব্ হেষ্টিংসের নিকট মহারাজ বাহাদুর উপাধি লাভ করেন।

জয়প্রকাশের পর তাঁহার পৌত্র জানকীপ্রসাদ সিংহ অতি-অল্প বয়সে রাজ্য প্রাপ্ত হন, কিন্তু অল্পদিন পরেই তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় মহেশ্বরবক্স সিংহ বাহাদুর ডুম্‌রাওন্ রাজ্যের উত্তরাধিকার লাভ করিলেন। ইনি নেপাল-যুদ্ধকালে ও সিপাহীবিদ্রোহের সময় বৃটীশ গবর্মেণ্টকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। জগদীশপুরে ইহার জ্ঞাতি কুমারসিংহ বিদ্রোহী হইলে মহারাজ মহেশ্বরবক্সের যত্নে অতি অল্প কালমধ্যেই বিদ্রোহিগণ পরাজিত ও শাসিত হইয়াছিল। এই সকল কারণে ১৮০২ খৃষ্টাব্দে বৃটীশগবর্মেণ্ট তাঁহাকে 'মহারাজ' উপাধি এবং তাঁহার বর্ত্তমানেই ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে রাজকুমার রাধাপ্রসাদসিংহকে "রাজা" উপাধি প্রদান করেন।

মহারাজ রাধাপ্রসাদের যত্নেও ডুম্‌রাওন্‌রাজ্যের অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

ডুম্বুর, বঙ্গদেশের চন্দ্রদ্বীপ-ভূভাগের অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। ভবিষ্যব্রহ্মখণ্ডে লিখিত আছে—

একদিন মহাদেব উমার সহিত ব্যোমমার্গে ইন্দ্রপুরে গমন করিতেছিলেন, অকস্মাৎ চন্দ্রদ্বীপে তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল। এখানে তিনি ভক্তগণের নৃত্যদর্শনে বিমোহিত হইলেন, তাঁহার হস্ত হইতে ডমরু পতিত হইল, পড়িয়াই তাহা হইতে অপূর্ব্ব শব্দ হইতে লাগিল। চন্দ্রদ্বীপের ব্রাহ্মণগণ তদ্দৃষ্টে বেদবিধিক্রমে ডম্বরুর পূজা করিতে লাগিলেন। তখন শিবডম্বরু সন্তুষ্ট হইয়া এই বর দিয়া গেল, "এখানকার লোকেরা সকলেই ধার্ম্মিক, বিদ্বান, জ্ঞানী, ধনী ও নিরোগী হইবে।" যেখানে ডম্বরু পড়িয়াছিল, সেই স্থানই কালক্রমে ডুম্বরু বা ডুম্বুর নামে খ্যাত হয়; (ভ° ব্রহ্মখণ্ড ১৩ অঃ)

ডুম্বুর (পুং) ডুমুর। [ডুমুর দেখ।]

ডুম্বুরপর্ণী (স্ত্রী) দন্তীবৃক্ষ।

ডুরিয়া (দেশজ) ১ ডোরা কাটা। ২ কুক্কুরপালক।

ডুরা (দেশজ) ১ দড়ি। ২ পাকওয়াজ, তবলা ইত্যাদি বাদ্য-যন্ত্রের পার্শ্বে যে চামড়ার বন্ধনী থাকে, তাহাকে ডুরী কহে।

ডুরীপড়া (দেশজ) দড় পড়া, গাঁটপড়া।

ডুরীহার, একপ্রকার শৈবযোগী। ইহারা ডুরী অর্থাৎ কার্পাস-সূত্রের ও পট্টসূত্রের বস্ত্র পরিধান করে, এই নিমিত্ত ইহাদিগকে ডুরীহার বলে।

ডুলি (স্ত্রী) ডুলি পুংযো° সাধু। ১ ডুলি, কমঠী, কচ্ছপপত্নী। ২ যানবিশেষ। ইহাতে স্ত্রীলোকেরা যাতায়াত করে।

ডুলিকা (স্ত্রী) ডুলিরিব কার্য্যং কৈ-ক। খঞ্জনাকার পক্ষিবিশেষ।

ডুলী (স্ত্রী) ডুল-ঙীষ্। চিল্লীশাক।

ডেউয়া (দেশজ) ডেও, মাদর।

ডেউয়া-পিপীড়া (দেশজ) কৃষ্ণকায় বড় জাতীয় পিপীলিকা।

ডেঁতে (দেশজ) ১ দণ্ডিত।

ডেঁপ (দেশজ) রসগ্রাহী, বৃক্ষমূল।

ডেকরা (দেশজ) ডঙ্গর, দুষ্ট, বদমাইস।

ডেকরামি (দেশজ) ডেকরার কার্য্য।

ডেকরী (দেশজ) যে স্ত্রীলোক দুষ্টামি বা বদমাইসী করে, নিষ্ঠুর স্ত্রী।

ডেগ (পারসী) তাম্র বা লৌহনির্ম্মিত স্থালীপাত্র।

ডেগরা (দেশজ) ১ ধূর্ত্ত, শঠ। ২ উচ্ছৃঙ্খল।

ডেঙ্গর (দেশজ) মৎকুণ, উকুণ।

ডেঙ্গুয়া (দেশজ) ১ একপ্রকার গুল্ম। ২ যে পুরুষের স্ত্রী নাই।

ডেঙ্গুয়াশাক (দেশজ) একপ্রকার গুল্ম।

ডেড় (দেশজ) অর্দ্ধাধিক এক, সার্দ্ধেক।

ডেড়া (দেশজ) অভাব, দারিদ্রতা।

ডেনা (দেশজ) পক্ষ, ডানা, পাখা।

ডেন্মার্ক, য়ুরোপের উত্তরাংশবর্ত্তী একটী দেশ। অক্ষা° ৫৩° ২৩′ হইতে ৫৭° ৪৪′ ৫০″ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮° ৫′ হইতে ১২′ ৪৫′ পূঃ। ইহার উত্তরে স্কাকারাক উপসাগর, পূর্ব্বে কাটিগাট ও সাউণ্ড প্রণালী ও বাল্টিক সাগর, দক্ষিণে জর্ম্মণির কতকাংশ এবং পশ্চিমে জর্ম্মণসাগর বা দিনেমারদিগের ভাষায় পশ্চিম মহাসমুদ্র।

জিলণ্ড, ফিউনন, লালাণ্ড প্রভৃতি দ্বীপ, জট্লাণ্ড উপদ্বীপ ও বাল্টিকসাগরস্থ বর্ণহোলম্ দ্বীপ লইয়া এই রাজ্য সংগঠিত। পূর্ব্বে শ্লেস্‌ভিগ হোলষ্টিন ও লৌয়েনবার্গ নামক দুইটী প্রদেশও ডেন্মার্কের অন্তর্গত ছিল, ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে জর্ম্মণির সহিত যুদ্ধে ডেন্মার্ক ঐ দুই প্রদেশ হারাইয়াছে। বর্ত্তমান রাজ্যের পরিমাণফল ১৪৭৮৯ বর্গমাইল; অধিবাসীর প্রায় অর্দ্ধেক কৃষিজীবী। প্রায় একচতুর্থাংশ শিল্প ও বাণিজ্য-দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে।

ইহার জট্লণ্ড উপদ্বীপ য়ুরোপখণ্ডের সহিত সংলগ্ন এবং উত্তরদক্ষিণে বিস্তৃত। ইহার দৈর্ঘ্য উত্তরদক্ষিণে প্রায় ৩০০ মাইল, বিস্তার পূর্ব্বপশ্চিমে নানাস্থানে নানারূপ; কোন স্থানে ৩০ মাইল মাত্র, কোথাও বা ১০০ মাইল। ইহার উপকূল-ভাগের দৈর্ঘ্য প্রায় ১১০০ মাইল, কিন্তু এই সুদীর্ঘ উপকূলের অধিকাংশ স্থানেই জল নিতান্ত অগভীর এবং অসংখ্য চড়া, ক্ষুদ্র দ্বীপ ও বালুকাবাঁধ থাকায় বাণিজ্যের অসুবিধাজনক।

দ্বীপসকলের মধ্যে জিলণ্ড সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। রাজধানী কোপেনহেগেন এই দ্বীপে অবস্থিত। এই দ্বীপের ভূমি নিম্ন এবং প্রায় সমতল, সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে কয়েক ফিট্ উচ্চ। স্থানে স্থানে দুই একটী বিরল পাহাড় আছে, উহাদের উচ্চতা সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে ৫০০ ফিটের অধিক নহে। জিলণ্ড ও জট্লণ্ডের মধ্যে ফিউনন্ দ্বীপ অবস্থিত। লালাণ্ড, সোংলাণ্ড, ফলষ্টার, মোয়েন প্রভৃতি ক্ষুদ্র দ্বীপ ফিউনন ও জিলণ্ডের দক্ষিণে অবস্থিত। ইহাদের প্রকৃতি ও সন্নিহিত সাগরের অল্প গভীরতা দৃষ্টে অনুমান হয়, বহুপূর্ব্বে ঐ সমস্ত দ্বীপ পূর্ব্বে সুইডেন ও পশ্চিমে জটলণ্ড পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া এক বৃহৎ ভূখণ্ড ছিল; কালক্রমে বিচ্ছিন্ন হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপে পরিণত হইয়াছে।

ডেন্মার্কে খাড়ী অর্থাৎ দেশের মধ্যে প্রবিষ্ট সাগরশাখা বিস্তর। উত্তরভাগে লিম-ফ্জোর্ড খাড়ি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে ইহার পশ্চিম প্রান্তস্থ অপ্রশস্ত যোজক ভাঙ্গিয়া গিয়া ইহা জর্ম্মণ-সাগরের সহিত সংযুক্ত হইয়া গিয়াছে। ডেন্মার্কে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হ্রদ অনেক আছে, কিন্তু উচ্চ পর্ব্বত ও বৃহৎ নদী নাই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী, অনতি উচ্চ পাহাড় এবং অনেক কৃত্রিম খাল আছে।

সমুদ্র-সন্নিহিত বলিয়া ডেন্মার্কে শীতগ্রীষ্মের প্রকোপ তাদৃশ অধিক নহে। বায়ু অনেক সময় সরস ও মনোরম। বড়দিনের পূর্ব্বে এবং ফাল্গুন গত হইলে শীতের প্রখরতা প্রায় থাকে না। কখন কখন গ্রীষ্মকালে অসাধারণরূপে উত্তপ্ত হইয়া উঠে। এখানকার জলবায়ুর অবস্থা অতিশয় পরিবর্ত্তনশীল, বৃষ্টি ও কুজ্ঝটিকা প্রায় ঘটিয়া থাকে। রাজধানী কোপেনহেগনের তাপাংশ শীতকালে ৩২.৯, বসন্তকালে ৪৩.৫, গ্রীষ্মকালে ৬৩.৫ এবং শরৎকালে ৪৯.৩ ফা°।

ভূমি উর্ব্বরা এবং গোধুম, যব, রাই প্রভৃতি নানাবিধ শস্য উৎপন্ন করে। কেবলমাত্র জিলণ্ড দ্বীপে ফলশাকাদি উৎপন্ন

হয়। প্রতিবৎসর প্রায় ২০০০০ হইতে ২৫০০০ অশ্ব বিদেশে প্রেরিত হয়। প্রধানতঃ দুগ্ধের জন্যই লোকে গোমেষাদি প্রতিপালন করে। খাড়ী ও নদীসকলে মৎস্য প্রচুর। অনেক স্থানে মাছ ধরিবার আড্ডা আছে, ঐ সকল স্থান হইতে বিস্তর আয় হয়। শুক্তিও বিস্তর উত্তোলিত হয়; কিন্তু উহা রাজার একচেটিয়া। জটলণ্ডের উত্তরভাগে বহুসংখ্যক কড মৎস্য পাওয়া যায়। ইহা হইতে কডলিভার অয়েল প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। তিমিও পাওয়া যায়। ডেন্মার্কে আকরিক বিরল। বর্ণহোলম্ দ্বীপে পাথরিয়া কয়লা অতি সামান্য পরিমাণে পাওয়া যায়। কাষ্ঠও স্বচ্ছল নহে।

এখানে কৃষি ও শিল্পের অবস্থা ক্রমশঃ উন্নীত হইতেছে। শস্য, মাখন, পনির, লবণাক্ত মাংস, মদ্য, ছাগ, মেষ, অশ্বগবাদি পশু, চর্ম্ম, চর্ব্বি, লোম এবং নানাবিধ মৎস্য, কড, তিমি প্রভৃতির তৈলাদি বিদেশে প্রেরিত হয়। আমদানীর মধ্যে কার্পাস ও রেসমবস্ত্র, লৌহ, নানাবিধ কলকব্জা, মদ্য, ফল, চা, তামাক, কাফি, কড়িকাঠ ইত্যাদি প্রধান।

ডেন্মার্কের সৈন্যসংখ্যা ৫০, ৫২২ জন, প্রয়োজনমত ঐ সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে পারে। ৩৭টী যুদ্ধ-জাহাজ ও তাহাতে ২২৭টী কামান এবং ১১৭০ জন সৈন্য কর্ম্মচারী আছে।

ডেন্মার্কের রেলপথের পরিমাণ প্রায় ১২০৮ মাইল এবং টেলিগ্রাফ-তার ৬৮৮৯ মাইল।

রাজ্যের আয় ১৮৮৯-৯০ খৃঃ অব্দে ৩.৯১, ০০০০৲। ডেন্মার্কে বিদ্যাশিক্ষার বন্দোবস্ত অতিশয় উত্তম। এই স্থানের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বিশেষ বিখ্যাত। ৭ বৎসর হইতে ১৪ বৎসরের মধ্যে বালকদিগকে বিদ্যাশিক্ষা করাইতে প্রত্যেক অভিভাবকই বাধ্য। ডেন্মার্কের সকল বিদ্যালয়ই রাজার অধীন।

ডেন্মার্কের রাজাদিগকে লুথার-সংস্কৃত খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিতে হয়। কিন্তু প্রজাগণ ইচ্ছানুসারে যে কোন ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারে। ১৫৩৬ খৃঃ অব্দে লুথারের সংস্কার ডেন্মার্কে প্রবেশ করে। এই রাজ্যে ৯ জন বিশপ আছেন। বিশপদিগকে রাজা স্বয়ং মনোনীত করেন। তাঁহাদের শাসন-সম্বন্ধীয় ক্ষমতা নাই।

ডেন্মার্কের ভিন্ন ভিন্ন সহরে ও নগরে অনেকগুলি বিচারালয় আছে; কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ বিচারালয় কোপেনহেগন নগরে অবস্থিত। কোর্ট অব কনসিলিয়েসন্ (Court of Conciliation) নামক আদালতে সর্ব্বপ্রথম অভিযোগ উপস্থিত করিতে হয়। নিম্ন আদালতের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আপিল হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে এই রাজ্যে বংশানুক্রমিক রাজ-নিয়োগ প্রচলিত ছিল না। ১৬৬০ খৃঃ অব্দে তৃতীয় ফ্রেডারিকের রাজত্বকালে রাজ্যশাসন-ক্ষমতা বংশানুগত হয়। সেই অবধি রাজা নিজ ইচ্ছানুসারে শাসন করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু অনেকে অসন্তুষ্ট হওয়ায় ১৮৩১ খৃঃ অব্দে জটলণ্ড ও দ্বীপগুলি শাসন করিবার জন্য প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগকে লইয়া একটী সভা গঠিত করিলেন। ইহাতে কার্য্যের অতিশয় বিশৃঙ্খলা হইতে লাগিল। অবশেষে রাজা ৭ম ফ্রেডারিক কর্ত্তৃক ডেন্মার্কের বর্ত্তমান শাসনপ্রণালী বদ্ধমূল হইল। প্রজাদিগের মধ্য হইতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হয় এবং এই প্রতিনিধিগণ মন্ত্রিসভায় আসন গ্রহণ করেন। এই জাতীয় সভা দুই ভাগে বিভক্ত; – Folksthing and Landsthing। এই দুই সভা কতকাংশে বৃটীশ পার্লামেণ্টের House of Commons এর সমতুল্য।

ডেন্মার্কে রাজার দেহ অতি পবিত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। রাজ্যের কোনরূপ বিশৃঙ্খলার জন্য মন্ত্রিগণই দায়ী।

রাজ্যের প্রধান ব্যক্তিগণকে রাজা কাউণ্ট এবং ব্যারণ এই দুই প্রকার উপাধি দিয়া থাকেন; কিন্তু উপাধিহীন প্রাচীন বংশীয় লোকগণই সাধারণের নিকট অধিকতর সম্মান প্রাপ্ত হন। উপনিবেশ শাসন করিবার জন্য রাজার অধীনে শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হয়। রাজার একটী মন্ত্রিসভা আছে। এই সভা রাজা, তাঁহার ভাবী উত্তরাধিকারী ও ৮ জন সভ্য-দ্বারা গঠিত।

দিনেমারগণ অতিশয় বলিষ্ঠ। ইহাদের আকৃতি খর্ব্ব নহে। ইহাদের দেহের বর্ণ পরিষ্কার, চক্ষু নীলবর্ণ এবং কেশ পাতলা। ইহারা সহজে কোন কার্য্যে নিযুক্ত হয় না; কেহ ইহাদের স্বত্ব অধিকার করিলেও সহজে তাহাকে বাধা দেয় না। কিন্তু ইহারা অতিশয় সাহসী এবং স্বদেশের জন্য আত্ম-বিসর্জ্জন করিতে ইহারা অণুমাত্রও কুণ্ঠিত নহে। ডেন্মার্কের সকল শ্রেণীর লোকই অতি যত্নের সহিত মৃতের কবর রক্ষা করে। ইহারা ফুল অতিশয় ভালবাসে। ইহাদের সৌন্দর্য্য-জ্ঞান প্রশংসার্হ।

সিম্রি (Cymri)-গণই ডেন্মার্কের আদিম নিবাসী। তৎপরে অডিনের অধীনে গথগণ আসিয়া এই স্থানে বাস করে। এই কালে ডেন্মার্ক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল এবং অধিবাসিগণ জলদস্যুতা করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিত। অধিবাসিগণ বিনডার (Bœnder) এবং ট্রেল (Trælle) এই দুই শ্রেণীতে পরিচিত হইত। শেষোক্তগণ ভূমিকর্ষণ, শিকার প্রভৃতি কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিত। এই কালে স্ত্রীলোকগণ পুরুষের সমকক্ষ বিবেচিত হইত। রোম-সাম্রাজ্যের

অবনতিকালে ইহারা ইংলণ্ড প্রভৃতিদেশে লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিল। ৮২৬ খৃঃ অব্দে ডেন্মার্কের রাজা হারাল্ড ক্লাক (Harold Klak) জর্ম্মণিদেশ হইতে অনেক দ্রব্য লুণ্ঠন করিয়া আনিয়াছিলেন। এই সময় উক্ত রাজা অস্গোরিয়াস্ কর্তৃক খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। কিন্তু প্রজাগণ খৃষ্টধর্ম্মকে অতিশয় ঘৃণা করিত। ১০৪১ খৃঃ অব্দে এসট্রিডসন রাজা হইলেন। কিন্তু গৃহবিবাদ ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ হেতু ডেন্মার্ক ক্রমে দুর্ব্বল হইতে লাগিল। তৃতীয় ভলডেমারের রাজত্বকালে দিনেমারদিগের জাতীয় বিধিব্যবস্থা সংগৃহীত হইয়া প্রচারিত হইল। ১৩৭৬ খৃঃ অব্দে ভলডেমারের কন্যা মারগারেট সমস্ত স্কন্দনাভিয়ার রাজ্ঞী হইলেন; কিন্তু ১৪১২ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে রাজ্য কএকটী পুনরায় পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। তৎপরে ক্রিষ্টফার ডেন্মার্ক শাসন করিতে লাগিলেন। ১৪৪৮ অব্দে ১ম খৃষ্টিয়ান ডেন্মার্কের এবং ২৫১৩ অব্দে ১ম ফ্রেডারিক নির্ব্বাচনানুসারে ডেন্মার্ক ও নরওয়ে এই যুক্ত রাজ্যের সিংহাসন অধিকার করিলেন। ১৫৮৮ খৃঃ অব্দে ৪র্থ খৃষ্টিয়ান রাজা হইয়া ডেন্মার্ককে অতিশয় ক্ষমতাশালী করিয়া তুলিলেন। কিন্তু উচ্চবংশীয়গণ প্রতিকূল আচরণ করায় ডেন্মার্ক শীঘ্রই নিজ অধিকার হারাইল। ১৬৬০খৃঃ অব্দে Arve-Envold's Regiering's Akt অনুসারে রাজার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইল। ইহার পর প্রায় এক শতাব্দী কৃষকগণ অতিশয় অধীনতা সহ্য করিতে লাগিল। ৭ম খৃষ্টিয়ানের সময় ডেন্মার্কের অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে। ইঁহার রাজত্বকালে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদত্ত ও গবর্মেণ্টের অব্যাহত ব্যবসা রহিত হয়। নেপোলিয়ানের সহিত মিলিত হইয়া য়ুরোপীয় অপরাপর রাজ্যগুলির বিরুদ্ধে সর্ব্বদা যুদ্ধ করায় ডেন্মার্ক প্রায় দেউলিয়া পড়িয়াছিল। ১৮০৭খৃঃ অব্দে নেল্সন দিনেমারদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন। এই যুদ্ধের পর ভিয়েনা সন্ধি অনুসারে ডেন্মার্ক রাজ্য হইতে নরওয়ে সুইডেনের সহিত সংযোজিত হইল। বহুপূর্ব্ব হইতেই রাজ্য লইয়া জর্ম্মণবাসীদিগের সহিত দিনেমারদিগের শত্রুভাব ছিল। ১৮৪৮ খৃঃ অব্দে এই শত্রুভাব প্রকাশ্যযুদ্ধের অবতারণা করিল। ১৮৩৯ খৃঃ অব্দে দিনেমারগণ জয়লাভ করিলে উভয় রাজ্যে সন্ধি স্থাপিত হইল। ডেন্মার্কের প্রজাগণ রাজার নিকট হইতে যথেষ্ট স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং এখন সুখে বাস করিতেছে। কিন্তু ডেন্মার্কের অধীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি হইতে এখনও অসন্তোষভাব দূরীভূত হয় নাই। ডেন্মার্কের বর্ত্তমান রাজার নাম ৯ম খৃষ্টিয়ান্।

ডেবরা (দেশজ) স্ফীত, উন্নত।

ডেবরি (দেশজ) মৎস্যবিশেষ।

ডেরা (দেশজ) কিছুদিনের জন্য কোন স্থানে বাস করা, আড্ডা।

ডেলা (দেশজ) মাটির চাপ, ভাঙ্গা ইট।

ডেলাভাঙ্গামুগুর (দেশজ) মাটির চাপ বা খোওয়া ভাঙ্গিবার মুগুর। (Harrow)

ডেহরিয়া, কাশী প্রদেশের পূর্ব্বভাগে কর্ম্মনাশানদীকূলে অবস্থিত একটী প্রাচীন গ্রাম। ভবিষ্য-ব্রহ্মখণ্ডের মতে এখানে পূর্ব্বকালে তাড়কারাক্ষসী বাস করিত। রামচন্দ্র তাহাকে বিনাশ করিলে তাহার অস্থিগুলি কালক্রমে মাটি হইয়া যায়। (ভ° ব্রহ্ম° ৫৭ অঃ)

ডেহুয়া (দেশজ) ডেও, মাদার।

ডোকরা (দেশজ) লক্ষ্মীছাড়া, ইহা প্রায় ইতর লোকে সর্ব্বদা ব্যবহার করিয়া থাকে।

ডোকরান (দেশজ) ১ ভয় পাইয়া অস্ফুট স্বরে রোদন করা। ২ দুগ্ধপোষ্য বালকের উচ্চহাস্য।

ডোক্লা (দেশজ) উদরম্ভরি, পেটুক।

ডোগ (দেশজ) একপ্রকার মাছ।

ডোঙ্গা (দেশজ) তালবৃক্ষ বা কলার বাশনো-নির্ম্মিত ক্ষুদ্র তরি।

ডোড়িকা (স্ত্রী) ক্ষুপবিশেষ, হিন্দী করেরুআ। [ডোরী দেখ।

ডোড়া (স্ত্রী) ক্ষুপবিশেষ। পর্য্যায়—জীবন্তী, শাকশ্রেষ্ঠা, সুখালুকা, বহুবল্লী, দীর্ঘপত্রা, সূক্ষ্মপত্রা, জীবনী। ইহার গুণ—কটু, তিক্ত, উষ্ণ, দীপন, কফ, বাত, কণ্ঠাময় রক্তপিত্ত ও দাহনাশক এবং রুচিকর। (রাজনি°)

ডোম, ভারতবর্ষের নীচশ্রেণীর জাতিবিশেষ। এই জাতি বহু স্থানে বিস্তৃত ও নানাশ্রেণীতে বিভক্ত। ইহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিবিধ আখ্যায়িকা শুনিতে পাওয়া যায়। বেহারের মগহিয়া ডোমগণ বলিয়া থাকে যে, একদিন মহাদেব এবং পার্ব্বতী সমস্ত জাতিকে আহারার্থ নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ডোমদিগের আদিপুরুষ সুপত ভকত সকলের শেষে নিমন্ত্রণস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিল যে, অন্যান্য জাতীয় লোকদিগের আহার শেষ হইয়াছে। তাহার অতিশয় ক্ষুধা পাইয়াছিল, সে সকলের ভুক্তাবশিষ্ট একত্র করিয়া ভোজন করিল। উপস্থিত সকলেই তাহার এই কার্য্যের অতিশয় নিন্দা করিতে লাগিলেন। তাহাকে জাতিচ্যুত করা হইল। বেহারের যে কোন ভিক্ষোপজীবী ডোমকে তাহার জাতির কথা জিজ্ঞাসা করিলে শুনিতে পাওয়া যায় যে, সে ঝুটা-খাই অর্থাৎ উচ্ছিষ্টভক্ষক। কিন্তু মধ্য ও পশ্চিম বঙ্গে ডোমদিগের নিকট তাহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধীয় এই প্রবাদটী সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।

ইহারা বলে বাদগী জাতির লেটশ্রেণীর পুরুষের ঔরসে ও চণ্ডাল জাতীয় স্ত্রীর গর্ভে কালুবীরের জন্ম হয়। [ডম দেখ।]

সেই কালুবীর এই সমস্ত ডোমশ্রেণীর আদিপুরুষ। কালুবীরের প্রাণবীর, মনবীর, বাণবীর ও শাণবীর এই চারিপুত্র হইতে আঙ্কুরিয়া, বিশভলিয়া, বাজুনিয়া এবং মগহিয়া এই চারি শ্রেণীর ডোম উৎপন্ন হইয়াছে। ধাকালদেশিয়া কিংবা তপসপুরিয়া ডোমগণও কালুবীরকে আপনাদিগের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া থাকে। ইহারা অপরের মৃতদেহ স্থানান্তর করে ও চিতা কাটে। এই ডোমগণের এইরূপ প্রবাদ আছে যে, মহাদেব কালুবীরের এক পুত্রকে গঙ্গা হইতে জল আনিতে পাঠাইলেন। এই ব্যক্তি গঙ্গাতটে আসিয়া দেখিল যে, কএকজন লোক একটী মৃতদেহ দগ্ধ করিবার জন্য তথায় আনয়ন করিয়াছে। তখন সে মৃতব্যক্তির আত্মীয়দিগের নিকট অর্থ লইয়া মাটি কাটিয়া একটী চিতা প্রস্তুত করিয়া দিল। ফিরিয়া আসিলে মহাদেব তাহাকে অভিশাপ দিলেন যে, সে এবং তাহার বংশধরগণ চিরকাল মৃতদেহ সৎকারাদি করিয়া কালযাপন করিবে। ডোমদিগের স্ত্রীলোকগণ ধাত্রীর কার্য্য করায় তাহারা 'দাই' নামে উক্ত হইয়া থাকে, এই শ্রেণীর পুরুষগণ মজুরি করে। এক শ্রেণীর ডোম বাঁশ কাটিয়া চুপরি, ঝাকা প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে। ইহাদিগকে বাঁশফোর বলে। ছপর প্রস্তুত করে বলিয়া এই শ্রেণীর কোন কোন ডোম ছপরিয়া নামে খ্যাত।

ডোমদিগের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন গোত্র আছে। ইহাদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণদিগের গোত্রই অধিক প্রচলিত। সাধারণতঃ ডোমদিগের পঞ্চম পুরুষের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। বেহারের মগাহিয়া ডোমদিগের মধ্যে বিবাহের জন্য গোত্রের নিয়ম অতিশয় প্রবল। (১) পিতা, (২) পিতামহী, (৩) প্রপিতামহী, (৪) বৃদ্ধা প্রপিতামহী, (৫) মাতা, (৬) মাতামহী এবং (৭) প্রমাতামহী—ইহারা যে শ্রেণীভুক্ত সে শ্রেণীতে মগহিয়া ডোমগণ বিবাহ করিতে পারে না। বঙ্গদেশের ডোমগণের মধ্যে কেবলমাত্র এক মূলের স্ত্রী-পুরুষের বিবাহ নিয়ম-বিরুদ্ধ। বাঁকুড়ায় অধস্তন ৩ পুরুষের মধ্যে বিবাহ হয় না, কিন্তু ভৈয়াদি থাকিলে ৫ পুরুষের মধ্যেও বিবাহ হইতে পারে না। ২৪ পরগণাবাসী কোন ডোম সপিণ্ড স্ত্রী গ্রহণ করে না।

অন্যজাতীয় কোন লোক ইচ্ছা করিলে পঞ্চায়তকে নির্দ্দিষ্ট অর্থ ও নিকটবর্ত্তী ডোমদিগকে একটী ভোজ দিয়া ডোমজাতিভুক্ত হইতে পারে। যে ব্যক্তি ডোমশ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছা করে, তাহাকে মস্তকমুণ্ডনপূর্ব্বক পঞ্চায়তের নিকট হইতে একপ্রকার দীক্ষা গ্রহণ করিতে হয়।

মধ্য ও পূর্ব্ববঙ্গের ডোমগণ অতি অল্প বয়সেই তাহাদের কন্যার বিবাহ দেয়। ১০ বৎসরের অধিকবয়স্কা কোন কন্যাকে অবিবাহিতা রাখিলে সমাজে কন্যার পিতার নিন্দা হয়। ইহাদের মধ্যে কন্যার পণ ৫৲ টাকা হইতে ১০৲ টাকা। ঢাকাজেলার ডোমগণ বিবাহকালে আত্মীয়স্বজনাদিকে আমন্ত্রণ করে। নিমন্ত্রিতগণ উপস্থিত হইলে বরের পিতা পুত্রকে কোলে লইয়া মরোচের মধ্যস্থলে উপবেশন করে এবং কন্যার পিতা ও কন্যাকে লইয়া বরের সম্মুখে উপবিষ্ট হয়। কন্যার পিতা ৭ পুরুষের এবং বরের পিতা ৩পুরুষের নাম উচ্চারণ করে। তৎপরে তাহারা ঈশ্বরকে এই ব্যাপারে সাক্ষী করে এবং বরের পিতা কন্যার পিতাকে তাহার কন্যাকে পরিত্যাগ করিয়াছে কি না, এই কথা জিজ্ঞাসা করে। কন্যার পিতা সম্মতিসূচক উত্তর দিলে বর কন্যার কপালে সিন্দুর দেয়। এইরূপে বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ২৪ পরগণার ডোমগণ বিবাহকালে বিবাহসভার মধ্যস্থলে একপাত্র গঙ্গাজল রাখে। এই পাত্রের উপর বর ও কন্যা উভয়ের হস্ত স্থাপিত করে। ধর্ম্মপণ্ডিত মন্ত্রাদি পড়িলে অবশেষে বর ও কন্যা পরস্পরের পুষ্পমালা বদল হয়। বিবাহের পূর্ব্বে দুর্গা, মহাদেব, গণেশ প্রভৃতি দেবতা অর্চ্চিত হইয়া থাকে।

ডোমদিগের মধ্যে বহুবিবাহ ও বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ নহে। বিধবার সহিত তাহার স্বামীর কনিষ্ঠ সহোদরের বিবাহ বেহারের ডোমগণ সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করে। বস্ত্র ও সিন্দুরদানই সাঙ্গা অথবা বিধবা-বিবাহের অঙ্গ। মুর্শিদাবাদের ডোমদিগের মধ্যে পতিপত্নীপরিত্যাগ-প্রথা প্রচলিত আছে। কিন্তু এই পরিত্যাগ পঞ্চায়তের সম্মতিক্রমে হওয়া আবশ্যক। পঞ্চায়ত 'যাও' বলিলেই সমস্ত গোলযোগ মিটিয়া যায়। উত্তর ভাগলপুরে স্বামী কতকগুলি খড় লইয়া সকলের সাক্ষাতে দ্বিখণ্ড করিলে বিবাহসম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়। মুঙ্গেরে ২য় স্বামী সকলকে ভোজন করাইবার জন্য পঞ্চায়তকে একটী শূকর দেয়। যদি কেহ কোন স্ত্রীর সতীত্ব নষ্ট করে, তবে পূর্ব্বস্বামীকে ৯টী টাকা দিলেই সে সমাজ হইতে মুক্তি পায়।

ডোমদিগের পঞ্চায়তগণের ভিন্ন ভিন্ন উপাধি আছে; যথা,—সরদার, প্রধান, মণ্ডল, মরার, গোরৈত, কবিরাজ। এক ব্যক্তির সন্তানগণই উত্তরাধিকারক্রমে পঞ্চায়ত নাম লাভ করে। প্রতি পঞ্চায়তের অধীনে এক এক জন ছড়িদার থাকে।

ডোমদিগের ধর্ম্মের শৃঙ্খলা নাই। বিভিন্ন প্রদেশীয় ডোমদিগের ধর্ম্মপ্রণালীর সামঞ্জস্য দেখা যায় না। ইহাদিগের

কোন ব্রাহ্মণ পুরোহিত না থাকায় ইহাদের ধর্মানুষ্ঠান ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করিয়াছে। ভাগিনেয়-গণই সচরাচর পুরোহিতের কার্য্য নির্ব্বাহ করে। যদি ভাগিনেয় অথবা ভাগিনেয়-সম্পর্কীয় কোন লোক না থাকে, তবে পরিবারের কর্ত্তা মন্ত্রাদি পাঠ করে। বঙ্গদেশে বাঁকুড়া জেলায় দেঘরিয়া এবং অন্যান্য জেলায় ধর্মপণ্ডিত নামে অভিহিত ডোমগণ দ্বারা পুরোহিতের কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। ইহাদের পদ পুরুষানুক্রমিক। অঙ্গুলিতে তাম্রঅঙ্গুরি দ্বারা ইহাদিগকে চিনিয়া লওয়া যাইতে পারে। সাঁওতাল পরগণায় নাপিতগণ পৌরোহিত্য করে।

বাঁকুড়া ও পশ্চিমবঙ্গের ডোমগণ অনেকাংশে বৈষ্ণব। কিন্তু রাধা ও কৃষ্ণ ব্যতীত ধর্মরাজও ইহাদিগের প্রধান উপাস্য। ইহারা ভাত এবং বাজুনিয়াগণ দুর্গাপূজাকালে ঢাকপূজা করিয়া থাকে। মধ্যবঙ্গের ডোমগণ একান্ত কালীভক্ত। পূর্ব্ববঙ্গের অনেক ডোম শোভন-ভকতকে গুরুরূপে পূজা করে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার মহারাজ হরিশ্চন্দ্র হইতে তাহাদিগের উৎপত্তির উল্লেখ করিয়া আপনাদিগকে হরিশ্চন্দ্রী বলিয়া পরিচয় দেয়। তাহাদিগের মতে, হরিশ্চন্দ্র যথাসর্ব্বস্ব বিশ্বামিত্রকে দান করিয়া পরে এক ডোমের নিকট দাসত্ব স্বীকার করেন। ডোমের সদয় ব্যবহারে হরিশ্চন্দ্র অতিশয় প্রীত হইয়া সমস্ত জাতিকে তাঁহার নিজ ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন; তদবধি ডোমগণ ঐ ধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া আসিতেছে।

পূর্ব্ববঙ্গে শ্রাবণিয়া পূজা ডোমদিগের প্রধান উৎসব। এই উৎসব শ্রাবণমাসে সম্পন্ন হয়। তৎকালে একটী শূকর বলি দিয়া একটী পাত্রে উহার শোণিত ও অপর একটী পাত্রে দুগ্ধ এবং তিন পাত্র সুরা নারায়ণকে উৎসর্গ করা হয়। ভাদ্র কৃষ্ণনিশিতেও ঐরূপ একদিন একপাত্র দুগ্ধ, চারিপাত্র সুরা, একটী নারিকেল, এবং গাঁজা-কলিকা হরিরামকে উৎসর্গ করিয়া পরে শূকরবলি দিয়া উৎসব করে। কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাঙ্গালার সর্ব্বত্র একটী প্রথা ছিল। সূর্য্য বা চন্দ্র-গ্রহণসময়ে প্রত্যেক হিন্দু গৃহস্থ বহির্দ্বারে কয়েকটী তাম্রমুদ্রা রাখিত, উহা ডোমদিগের প্রাপ্য ছিল। সম্প্রতি গ্রহাচার্য্যগণ উহা লইয়া থাকে। রিশ্‌লি সাহেব অনুমান করেন, এই প্রথাদ্বারা প্রতীত হয় যে, ডোমগণ পূর্ব্বে অগ্নি, জল, বায়ু প্রভৃতি ভূতোপাসক অনার্য্য জাতিদিগের পুরোহিত ছিল।

বেহারের ডোমগণ বাঙ্গালার ডোমদিগের অপেক্ষা হিন্দু-য়ানিতে অনেক পশ্চাৎপদ। ইহারা মহাদেব, কালী, গঙ্গা, প্রভৃতির সময় সময় পূজা করিলেও শ্যামসিংহ, রক্তমালা, গোহিল, গোরৈয়া, বন্দী, লোকেশ্বর, দিহবার প্রভৃতি ইহাদের অগণ্য দেবতা আছে। ইহাদের মধ্যে শ্যামসিংহকে অনেকে ইহাদের আদিপুরুষ বলিয়া অনুমান করেন। শ্যামসিংহই ইহাদের প্রধান দেবতা, দারভঙ্গের দেওধা নামক স্থানে ইহার এক মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। অন্যান্য দেবতাসকলের বিবরণ এবং আকারপ্রকার ডোমদিগের ধর্ম্মজ্ঞানের ন্যায় অস্পষ্ট। বিবাহ, উৎসব কিংবা মারীভয় উপস্থিত হইলে ডোমগণ মৃত্তিকা দ্বারা পিণ্ডাকৃতি কতকগুলি মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া শূকরবলি দিয়া তাহাদিগের উপাসনা করে। গ্রামের প্রান্ত-ভাগে একটী গৃহে কিংবা তরুতলে ঐ সমস্ত পূজাদি সম্পন্ন হয়। বলা বাহুল্য, ঐ সকল ঠাকুরের সংখ্যা ও উৎপত্তি-বিবরণ অসংখ্য। কোন ব্যক্তি নিজ কার্য্য, মৃত্যু বা অপর কারণে বিখ্যাত হইলে ডোমগণ তাহাকেই ঠাকুর বলিয়া উপাসনা করে। শ্যামসিংহ ও সম্ভবতঃ এইরূপেই উৎপন্ন হইয়া থাকিবে। গয়ার নিকটস্থ মগাহয়া ডোমগণ বিখ্যাত ডাকাইত। কেহ ডাকাইতি করিতে বাহির হইলে তাহার মঙ্গলার্থ সন্সারিমাই দেবীর পূজা করিত। অনেকে অনুমান করেন, এই দেবী কালীরই নামভেদমাত্র, আবার অনেকে বলেন, ইহা পৃথিবী। এই দেবীর উপাসনার জন্য প্রতিমূর্ত্তির প্রয়োজন হয় না। গৃহমধ্যে সার্দ্ধ বিঘত পরিমিত স্থানে গোময়জলে একটী মণ্ডলী করিয়া উপাসক ঐ মণ্ডলীর সম্মুখে জানু পাতিয়া উপবেশন করে এবং দক্ষিণ হস্তে ডোম-দিগের বিখ্যাত কাটারি লইয়া তদ্দ্বারা বামবাহুতে একস্থানে কর্ত্তন করে। পরে অঙ্গুলী দ্বারা ঐ রক্ত ৪।৫ ফোঁটা লইয়া মণ্ডলীর মধ্যে চিহ্নিত করিয়া দেয় এবং মৃদুস্বরে দেবীর নিকট প্রার্থনা করে যেন ঐ রাত্রি খুব অন্ধকারময় হয়, যেন তাহার চৌর্য্যলব্ধ ধন প্রচুর হয় এবং যেন সে কিংবা তাহার অনুচরবর্গের কেহ ধরা না পড়ে।

অনেকের বিশ্বাস ডোমগণ মৃতদেহের অগ্নিসৎকার বা গোর কিছুই করে না, তাহারা নিশিযোগে মৃতদেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া সন্নিহিত নদীতে ভাসাইয়া দেয়। যাহা হউক, এই ভীষণ ধারণা নিতান্ত অমূলক, সম্ভবতঃ ডোমদিগকে পূর্ব্বে রাত্রিযোগেই মৃতসংকার করিতে বাধ্য করায় ঐরূপ প্রবাদ প্রচলিত হইয়া থাকিবে। ঢাকাপ্রদেশে ডোমগণ মৃতদেহ নদীতে ভাসাইয়া দেয়; সম্ভ্রান্ত হইলে তাহার দেহ সমাহিত করা হয়। সম্প্রতি অধিকাংশ স্থানেই দাহ করিবার প্রথা প্রচ-লিত হইয়াছে। মৃতের সংকার সম্পন্ন হইলে সকলে স্নান করিয়া, ক্রমান্বয়ে লৌহ, প্রস্তর ও শুষ্ক-গোময় স্পর্শ করিয়া শুদ্ধ হয়, এবং মৃতের প্রেতাত্মার উদ্দেশে অন্ন ও মদ্য উৎসর্গ

করে। ৯ দিন পর্য্যন্ত কেহ মৎস্য বা মাংস খায়না। ১০ম দিবসে শূকরমাংস-ভোজন ও মদ্যাদি পান করিয়া উৎসব করে। পশ্চিমবঙ্গ ও বেহারপ্রদেশে ডোমগণ সচরাচর মৃতের অগ্নিসৎকার করে; কচিৎ পুতিয়া ফেলা হয়। তবে ওলাউঠা, বসন্ত প্রভৃতি রোগে মরিলে কিংবা ৩ বৎসরের অনধিকবর্ষবয়স্ক হইলে পুতিয়া ফেলে। তথায় স্থানে স্থানে ১১শ ১২শ বা ১৩শ দিবসে মৃতের শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হয়।

সকল হিন্দুই ডোমদিগকে অতিশয় ঘৃণা ও ভয়ের সহিত নিরীক্ষণ করেন। ইহাদের আচার-ব্যবহার, খাদ্য প্রভৃতি এতই জঘন্য যে, হিন্দুগণ ইহাদের ছায়া স্পর্শ করিলেও আপনাদিগকে অপবিত্র মনে করেন। আবার ডোমদিগের কার্য্য যেরূপ নৃশংস, তদ্দ্বারা সকলেরই বিশ্বাস, ইহারা দয়া-মায়া-লেশশূন্য। ইহাদের পানদোষ ও চরিত্রদোষ অতিশয় প্রবল। ইহারা যাহা কিছু উপার্জ্জন করে সমস্তই ব্যয় করিয়া ফেলে, ভবিষ্যতের জন্য কিছুই সঞ্চিত রাখে না। এইরূপ প্রবাদ যে, ঢাকার কোন নবাব জল্লাদের কার্য্য করিবার জন্য একজন ডোমকে তথায় আনাইয়াছিলেন। ঢাকার ডোমগণ সকলেই এই ব্যক্তির সন্তান। ফাঁসি-দণ্ডাজ্ঞা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য প্রায় প্রতি জেলায় একজন ডোম নিযুক্ত আছে। যখন দণ্ডিত ব্যক্তিকে ফাঁসি দেয়, তখন সেই ডোম দোহাই মহারাণী বা দোহাই জজসাহেব বলিয়া চীৎকার করে। ইহারা মনে ভাবে যে, এইরূপ করিলেই বুঝি পাপ হইতে মুক্তি হয়।

ডোমগণ শ্মশানঘাট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখে। ডোমগণের সাহায্য ব্যতিরেকে কাশীতে মৃতদেহ-সৎকারের বিশেষ অসুবিধা হয়। ইহারা প্রথমে চিতা সজ্জিত করিয়া দেয়, অগ্নি, খড় প্রভৃতিও ইহারা আনয়ন করে। এই সমস্ত কার্য্যের জন্য মৃতব্যক্তির আত্মীয়দিগের নিকট হইতে অবস্থানুসারে কিছু অর্থ লয়। কলিকাতা প্রভৃতি স্থানের দাহঘাটে অনেক ডোম নিযুক্ত আছে।

সকল ডোমই শ্মশানঘাটের কার্য্যে নিযুক্ত থাকে না; কিন্তু মৃতদেহ সৎকারের পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী কার্য্য যে তাহাদের জাতীয় ব্যবসায় ইহা সকলেই স্বীকার করে। খাদ্য সম্বন্ধে ইহাদের বিশেষ কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। ইহারা শূকর, অশ্ব, কুক্কুট, হংস, মূষিক প্রভৃতির মাংসভক্ষণ করে। কোন কোন দেশের ডোমদিগের মধ্যে গোমাংসও চলিত আছে।

ডোমেরা ধোবার স্পৃষ্ট দ্রব্য খায় না। এই সম্বন্ধে একটী গল্প শুনা যায়। একদিন ডোমদিগের আদিপুরুষ সুপচ ভকত অতিশয় ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া দূরদেশ হইতে গৃহাভিমুখে আসিতেছিল। পথিমধ্যে সে গর্দ্দভপৃষ্ঠে কতকগুলি কাপড় বোঝাই করিয়া জনৈক ধোবাকে যাইতে দেখিল, এবং তাহার নিকট কিছু খাদ্য ও একটু জল চাহিল। ধোবা তাহাকে কিছুই দিল না; পক্ষান্তরে তাহাকে কটু কথা বলায় সে প্রহারপূর্ব্বক ধোবাকে তাড়াইয়া দিয়া তাহার গর্দ্দভটীকে মারিয়া এবং সেই স্থানেই তাহার মাংস রন্ধন করিয়া ভক্ষণ করিল। ক্ষুধা নিবৃত্ত হইলে গর্দ্দভহত্যার জন্য তাহার মনে অতিশয় অনুতাপ হইল। ধোবাই এই পাপকার্য্যের মূল দেখিয়া ধোপাজাতিকে অতিশয় ঘৃণাই বিবেচনা করিতে লাগিল। সেই অবধি কোন ডোমই ধোপার বাড়ীতে অথবা ধোপার স্পৃষ্ট কোন দ্রব্য ভক্ষণ করে না। বীরভূমবাসী অঙ্কুরিয়া এবং বিশভেলিয়া ডোমগণ ঘোড়া ধরে না বা কুকুর মারে না। ইহারা কাঠের বাঁট লাগান দা ব্যবহার করে না। এই দেশবাসী ডোমগণ কুকুরহত্যা করে না বটে, কিন্তু প্রায় সকল সহরের ডোমগণ কুকুর হত্যা করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করে।

ঝাঁকা, চুপড়ি, দড়মা প্রভৃতি প্রস্তুত করাই ডোমদিগের জাতিগত ব্যবসায়। কিন্তু ইহাদের মধ্যে অনেকেই এখন কৃষিকার্য্য করিয়া থাকে। ইহাদের রাইয়তি স্বত্ব নাই; ইহারা প্রায়ই স্থানপরিবর্ত্তন করে। মানভূম জেলার দক্ষিণাংশে শিবোত্তরগুলি ডোমদিগের অধিকারভুক্ত। বাজুনিয়া ডোমগণ বিবাহকালে বাদ্যাদি করে। ইহাদের স্ত্রীলোকগণ স্বজাতীয়দিগের বিবাহকালে গানবাদ্য করিয়া থাকে। কাহারও মতে চৌর্য্যবৃত্তিই চম্পারণের মগহিয়া ডোমদিগের ব্যবসায়। এই শ্রেণীর ডোম অধিকদিন এক-স্থানে থাকে না। ইহারা কোন পল্লিগ্রামে রাস্তার নিকট সিরকি বাঁধে এবং তথায় চৌর্য্যবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যায়। মগহিয়া ডোমদিগের প্রত্যেকেই চোর নহে। গয়াবাসী মগহিয়াগণ বাঁশ ও কৃষিকার্য্য দ্বারা কালযাপন করে।

পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন, ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম এখন পর্য্যন্তও সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় নাই। ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ডোমগণ বৌদ্ধধর্ম্মের অস্তিত্বের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। তিনি বলেন, ডোমগণ ব্রাহ্মণদিগের প্রভুত্ব স্বীকার করে না, ধর্ম্ম-পুরোহিতশ্রেণীর ডোমগণ কর্ত্তৃক তাহাদিগের ধর্ম্মানুষ্ঠান নির্ব্বাহিত হয়। বুদ্ধদেবের একটী নাম ধর্ম্মরাজ। সর্ব্বপ্রথমে কালুডোম ধর্ম্মরাজের পৌরোহিত্য প্রাপ্ত হইয়াছিল। ঘনরামের পুস্তকে লিখিত আছে, গৌড়েশ্বর ধর্ম্মপাল মহামদকে মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মহামদ রঞ্জাকে অতিশয় ঘৃণা করিতেন। ধর্ম্মরাজ রঞ্জাকে বিশেষ ভালবাসিতেন, মহামদ তাহার ভাগিনেয়

রঞ্জার পুত্র লাউসেনকে বিবিধ উপায়ে বিনষ্ট করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ধর্ম্মরাজের প্রিয়পাত্র হওয়ায় লাউসেনের কোন অনিষ্ট করিতে পারিলেন না। মহামদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইলে তিনি লাউসেনকে যুদ্ধার্থ কামরূপ এবং উড়িষ্যায় পাঠাইলেন। ধর্ম্মরাজের অনুগ্রহে লাউসেন প্রতিকার্য্যেই কৃতকার্য্য হইলেন। মহামদ অবশেষে নিজ ভ্রম বুঝিতে পারিয়া স্বীয় ভাগিনেয়কে স্নেহ করিতে আরম্ভ করিলেন। মদ্য ও শূকরমাংস-ভক্ষণের স্বাধীনতা প্রদান করিয়া লাউসেনের প্রিয় সেনাপতি কালুডোমকে ধর্ম্মরাজের পুরোহিত করা হইল। ধর্ম্মপাল বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। সাধারণ লোকের সুবিধার জন্য বোধ হয় বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে ধর্ম্ম-রাজপূজার সৃষ্টি ধর্ম্মপালের সময়েই হয়। সেই পূজা এখনও প্রচলিত আছে। জৈন ও বৌদ্ধগণের ন্যায় ডোমগণও পক্ব দ্রব্য দ্বারা দেবতার অর্চনা করে না। ডোমগণ প্রায়ই শূকরের মাংসদ্বারা ধর্ম্মরাজের উপাসনা করে। ধ্যানের মন্ত্র শুনিলে ধর্ম্মরাজকে বুদ্ধদেব বলিয়াই প্রতীত হয়। মন্ত্রটী এই ;—

"যস্যান্তো নাদিমধ্যো ন চ করচরণং নাস্তি কায়নিনাদম্।
নাকারং নাদিরূপং নাস্তি জন্মম যস্য (?)
যোগীন্দ্রো জ্ঞানগম্যো সকলজনহিতং সর্ব্বলোকৈকনাথম্
তত্ত্বং তং চ নিরঞ্জনং মরবরদ পাতু বঃ শূন্যমূর্ত্তিঃ ॥"

এই মন্ত্রটী সম্যক্ আলোচনা করিলে বুদ্ধদেবের রূপই মনোমধ্যে উদিত হয়। শাস্ত্রী মহাশয় আরও বলেন যে, শূকর-বলি ও ধ্যানহেতু ধর্ম্মরাজপূজা বৌদ্ধধর্ম্মানুগত নহে বলিয়া অনেকে সন্দেহ করিতে পারেন; কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস পাঠ করিলে এ সন্দেহ দূরীভূত হইয়া যায়। ভোট-দেশীয় তারানাথের পুস্তকে লিখিত আছে, রামপালের রাজত্বকালে বিরূপ আবির্ভূত হন। তিনি ধর্ম্মপালনামেও খ্যাত ছিলেন। ধর্ম্মপালের শিষ্যের নাম কাল-বিরূপ, কাল-বিরূপের প্রধান শিষ্যের নাম বিরূপহেরুক। ইনি ত্রিপুরার রাজা ছিলেন। ইনি আচার্য্য কালবিরূপের নিকট দীক্ষিত হন; পরে সিদ্ধিলাভ করিবার জন্য ভবিষ্যবাণী অনুসারে ডোমজাতিয়া পদ্মাবতী নাম্নী কোন রমণীকে শক্তিরূপে গ্রহণ করেন। ইহাতে প্রজাগণ তাহাকে রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দিল। রাজা ডোমনীর সহিত বনে যাইয়া ব্রত রক্ষা করিতে লাগিলেন এবং সিদ্ধ হইয়া ডোমরাজা বা ডোমাচার্য্য নামে পরিচিত হইলেন। পরে একদা ত্রিপুরা রাজ্যে অতিশয় বিপৎপাত উপস্থিত হইলে তিনি বিশেষ অনুরুদ্ধ হইয়া তথায় গমন করিলেন। এখানে আসিয়া তিনি ধর্ম্মনামক বৌদ্ধ-তান্ত্রিকমত প্রচার করিতে লাগিলেন। অনেকে তাহার শিষ্য হইল। ডোমাচার্য্যের অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিয়া রাঢ় দেশের রাজা তাহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিলে অনেকেই তাহাকে মান্য করিতে আরম্ভ করিল। ধর্ম্ম-উপাসনাও বৃদ্ধি পাইল। বৌদ্ধধর্ম্মের শেষকালে ধর্ম্ম উপাসনা প্রবর্ত্তিত হয়। ধর্ম্মরাজের অর্চনা বৌদ্ধ-উপাসনার তান্ত্রিক আকৃতি। এই উপাসনা-প্রণালী হাড়ি, ডোম, পোদ প্রভৃতি অন্ত্যজদিগের মধ্যে আবদ্ধ। বৌদ্ধধর্ম্মের শেষাবস্থায় বুদ্ধ এবং বোধি-সত্ত্বদিগের উপাসনা পরিত্যক্ত এবং দিক্‌পাল, ধর্ম্মপাল প্রভৃতির পূজা প্রচলিত হইয়াছিল।*

অনেকের মতে ডোমগণ ভারতের আদিম নিবাসী অনার্য্য-জাতির এক শ্রেণী। ইহাদের আকৃতি দেখিলেও কতকটা তাহাই বোধ হয়। মগহিয়া ডোমগণের আকৃতি ক্ষুদ্র, বর্ণ কৃষ্ণ, কেশ দীর্ঘ এবং চক্ষু অনার্য্যবৎ। পূর্ব্ববঙ্গের ডোম-দিগের চুল কাল এবং লম্বা; কিন্তু তাহাদিগের গাত্রবর্ণ অপেক্ষাকৃত কটা। কেহ কেহ বলেন, ডোমগণ দ্রাবিড় শ্রেণীর অন্তর্গত। কিন্তু এ সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ সকলে একমত নহেন। যাহা হউক, বহু শতাব্দী হইতে ডোমগণ অতিশয় হীন ও ঘৃণিত কার্য্য করিয়া কালযাপন করিতেছে। ইহাদের আচার-ব্যবহার আজকাল ক্রমেই উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইতেছে।

এই জাতি অস্পৃশ্য, ভ্রমবশতঃ যদি ইহাকে স্পর্শ করা যায়, তাহা হইলে স্নান করিয়া ১০৮ বার গায়ত্রী জপ করিতে হয়। "স্পৃষ্ট্বা প্রমাদতঃ স্নাত্বা গায়ত্র্যষ্টশতং জপেৎ।"

(মৎস্যসূক্ত° ৩৯ পটল)

ডোমচালুয়া (দেশজ) ধূম্রবর্ণবিশিষ্ট এক প্রকার নিকৃষ্ট চাউল।

ডোমচিল (দেশজ) এক প্রকার চিল।

ডোমনগড়, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের অন্তর্গত গোরখ্‌পুর জেলার একটী প্রাচীন দুর্গ। এই দুর্গ গোরখ্‌পুর নগরের প্রায় ১½ মাইল উত্তরপশ্চিমে রোহিন ও রাপ্তি নদীদ্বয়ের সঙ্গমের সন্নিকটে অবস্থিত। এই দুর্গের অবস্থান স্বভাবতঃ দুর্গম। ইহার উত্তরপশ্চিম, পশ্চিম ও দক্ষিণপশ্চিমে রোহিন নদী, দক্ষিণে রাপ্তিনদী, উত্তরপূর্ব্ব, পূর্ব্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব্বে করুরাহয়া নালা। বর্ষাকালে ইহার প্রায় চতুর্দ্দিকই স্বাভাবিক পরিখাপরিবৃত থাকে। এখনও সহজে ইহাকে সুদৃঢ় দুর্গে পরিবর্ত্তিত করা যাইতে পারে। ইহা পূর্ব্বে একটী দুর্জ্জয় দুর্গমধ্যে পরিগণিত ছিল সন্দেহ নাই। এখন দুর্গের ভগ্নাবশেষমাত্র আছে। ভগ্নস্তূপের উপর ইংরাজদিগের একটী

* Journal of the Asiatic Society of Bengal. for 1895, p. 65.

আবাস নির্ম্মিত হইয়াছে। গোরখ্পুর হইতে ইংরাজগণ মধ্যে মধ্যে বায়ুপরিবর্ত্তনার্থ তথায় গিয়া বাস করেন।

কথিত আছে, ডোমকাট্টার রাজগণ কর্ত্তৃক এই দুর্গ স্থাপিত হয়, তদনুসারেই ইহার নাম ডোমনগর হইয়াছে। সকলের বিশ্বাস এই জাতি ক্ষত্রিয়বংশোদ্ভব ছিলেন এবং সম্ভবতঃ ইহারা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ডোমরাজদিগকে কাটিয়া রাজ্য লাভ করেন। ডোমকাট্টার নামদ্বারাও ঐরূপ অনুমান হয়। সাধারণ লোকেরও বিশ্বাস যে, ডোমনগর অর্থাৎ ডোমদিগের দুর্গ ডোমরাজগণ দ্বারাই নির্ম্মিত। আবার অনেকের অনুমান ডোম-জাতির অধিপতিগণ ঐ দুর্গ স্থাপন করেন, বাস্তবিক তাঁহারা ডোম ছিলেন না এবং ডোমগণও এখানে রাজত্ব করেন নাই। যাহা হউক, ডোমনগড়ের প্রতাপ অনেক সময় এরূপ হইয়াছিল যে, প্রায় বর্ত্তমান সমস্ত গোরখ্পুর এবং রাপ্তিনদীতীরে বহুদূর পর্য্যন্ত ইহার রাজ্য বিস্তৃত হয়। অনেকে অনুমান করেন, ঐ প্রদেশের আদিম অধিবাসিগণ ডোম ছিল, অদ্যাপি ডোমনগড়, ডোমরি, ডোমদাব, ডোমকৈবা, ডোমুরা, ডোমহাট, ডোমরিয়া, ডোমা, ডোমাঠ ইত্যাদি অনেক স্থানের নাম প্রাচীন ডোম-অধিবাসিদিগের পরিচয় প্রদান করিতেছে।

প্রাচীন ডোমনগড়ের ভগ্নস্তূপের মধ্যে যে দুই একখান গোটা ইষ্টক পাওয়া যায়, উহাদের আকার সমচতুরস্র এবং অতি বৃহৎ ও পুরু। *

* Cunningham's Archæological Survey of India, Vol. XXII. p. 65-67.

ডোমনা (যাবনিক) গ্রাম্য সঙ্গীতবিশেষ।

ডোমনী (দেশজ) ডোমদিগের স্ত্রী।

ডোম্বর, কর্ণাটক প্রদেশের জাতিবিশেষ। [কোলাতি দেখ।]

ডোর (ক্লী) দোষ-রা-ড পৃষো° সাধুঃ। হস্ত প্রভৃতির বন্ধন-সূত্র, অনন্ত প্রভৃতি ব্রতে ইহা ধারণ করিতে হয়। ইহা হিন্দু স্ত্রীলোকেরা বাম করে ও পুরুষেরা দক্ষিণ করে ধারণ করিয়া থাকে। [ব্রত দেখ।

ডোরক (ক্লী) ডোর স্বার্থে কন্। ডোর, হস্ত প্রভৃতির বন্ধনসূত্র।
"চতুর্দ্দশগ্রন্থিযুক্তং কুঙ্কুমাক্তং সুডোরকম্॥" (অনন্তব্রতকথা)

ডোরডা (স্ত্রী) ডোরমিব ডয়তে ডী-ড গৌরাঃ ঙীষ্। বৃহতী।

ডোরা (দেশজ) ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের অঙ্কন, নানাবর্ণে চিহ্নিত।

ডোরাও (দেশজ) ১ ডোরা কাটা। ২ ফলবিশেষ।

ডোরিয়া (দেশজ) ডোরা কাটা।

ডোল (দেশজ) ধান্যাদি রক্ষণপাত্র, ইহা নল বা বাঁশে নির্ম্মিত হয়।

ডোলী (দেশজ) ক্ষুদ্রশিবিকা, যানবিশেষ।

ডোবা (দেশজ) ১ জলে নিমগ্ন হওয়া। ২ ক্ষুদ্র জলাশয়।

ডোবান (দেশজ) নিমজ্জিত করণ।

ডৌণ্ডুভ (দেশজ) ডুণ্ডুভ পক্ষী।

ডৌল (দেশজ) প্রকার, রকম, রূপ, ঢপ, মূর্ত্তি।

ড্যাপল (দেশজ) ডেও, মাদার।

ড্রেক, কলিকাতার একজন ইংরাজশাসনকর্ত্তা। যে সময় (১৭৫৬ খৃঃ অব্দে) সিরাজ কলিকাতা আক্রমণ করেন, সেই সময় ইনি ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্ত্তৃক, কলিকাতার শাসন-কর্ত্তৃপদে নিযুক্ত ছিলেন।

ঢ

ঢ, ঢকার ব্যঞ্জনবর্ণের চতুর্দ্দশ, এবং টবর্গের চতুর্থবর্ণ। ইহার উচ্চারণস্থান মূর্দ্ধা, উচ্চারণকাল অৰ্দ্ধমাত্রা। ইহার উচ্চারণে আভ্যন্তরপ্রযত্ন, জিহ্বা মধ্যদ্বারা মূর্দ্ধার স্পর্শ, বাহ্যপ্রযত্ন সংবার, নাদ, ঘোষ, মহাপ্রাণ।

মাতৃকান্যাসে ইহার দক্ষিণ পাদাঙ্গুলিমূলে ন্যাস করিতে হয়।

ইহার লিখনপ্রণালী বর্ণোদ্ধারতন্ত্রে এই প্রকার লিখিত হইয়াছে, বাম ও দক্ষিণ দিকে ঊর্দ্ধ ও অধঃক্রমে একটী রেখা টানিবে, তাহার পর নিম্নে একটা কুণ্ডলী করিয়া দিবে, এই বর্ণে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর নিত্য বিরাজিত আছেন।

"ঊর্দ্ধাধঃক্রমতো রেখা বামদক্ষিণতো গতা।
ততঃ সা কুণ্ডলীরূপা বিষ্ণ্বীশব্রহ্মরূপিণী॥" (বর্ণোদ্ধারত°)

বর্ণাভিধানে ইহার বাচক শব্দ ঢক্কা, নির্ণয়, শূর, যক্ষেশ, ধনদেশ্বর, অর্দ্ধনারীশ্বর, তোয়, ঈশ্বরী, ত্রিশিখী, নব, দক্ষপাদাঙ্গুলীমূল, সিদ্ধিদণ্ড, বিনায়ক, প্রহাস, ত্রিবেরা, ঋদ্ধি, নির্গুণ, নিধন, ধ্বনি, বিঘ্নেশ, পালিনী, তক্ষধারিণী, ক্রোড়পুচ্ছক, এলাপুর, স্বগাত্মা, বিশাখা, শ্রী, মন, রতি। (নানাতন্ত্র।) এই অক্ষরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর স্বরূপ, পরমারাধ্যা, পরাকুণ্ডলী, পঞ্চদেবাত্মক, পঞ্চপ্রাণময়, ত্রিগুণ ও আত্মাদি সকল তত্ত্বসংযুক্ত এবং বিদ্যুল্লতাকার। (কামধেনুত°) ইহার ধ্যান করিয়া এই বর্ণ দশবার জপ করিলে সাধক অচিরে অভীষ্ট লাভ করিতে পারে। ধ্যান—

"রক্তোৎপলনিভাং রম্যাং রক্তপঙ্কজলোচনাম।
অষ্টাদশভুজাং ভীমাং মহামোক্ষপ্রদায়িনীম্॥
এবং ধ্যাত্বা ব্রহ্মরূপাং তন্মন্ত্রং দশধা জপেৎ॥" (বর্ণোদ্ধারত°)

ইহার বর্ণ রক্তোৎপলসদৃশ, লোচন রক্তপদ্মতুল্য, ইনি অষ্টাদশভুজা, ভয়ঙ্করী ও পরমমোক্ষপ্রদায়িনী। মাত্রাবৃত্তে এই অক্ষর প্রথম বিন্যাস করিলে বিশোভা হয়। [ড দেখ।]

ঢ (পুং) ঢৌকতে শ্রবণেন্দ্রিয়ং ঢৌক-ড। ১ ঢক্কা। ২ কুকুর। ৩ কুকুর-লাঙ্গুল। ৪ নির্গুণ। ৫ ধ্বনি।

ঢক্ (দেশজ) ধাক্কা, ঠেলা।

ঢক (দেশজ) ১ পরিমাণ। ২ দ্রব্য।

ঢক্ঢক্ (দেশজ) শ্লথরূপে স্থাপিত বস্তুর অব্যক্ত শব্দবিশেষ।

ঢকার (পুং) ঢ-স্বরূপে কারপ্রত্যয়ঃ। ঢস্বরূপবর্ণ।

"ঢকারং প্রণমাম্যহং।" (কামধেনুত°)

ঢক্ক (পুং) দেশবিশেষ, চলিত কথায় ঢাকা। (ভূরিপ্র°)

ঢক্কা (স্ত্রী) ঢক্ ইতি গম্ভীরশব্দেন কায়তি কৈ-ক টাপ্ চ। বাদ্যবিশেষ, চলিত কথায় ঢাক। পর্য্যায়—যশঃপটহ, বিজয়মর্দ্দল। ইহা অতি প্রাচীন আনদ্ধযন্ত্র, দক্ষিণমুখে দুইটী দণ্ডদ্বারা বাদিত হয়। ইহার উপর পক্ষীর পালকাদি দেওয়া থাকে। (যন্ত্রকো°)

ঢক্কানাদচলজ্জলা (স্ত্রী) ঢক্কায়া নাদ ইব চলৎ জলং যস্যাঃ বহুব্রী। গঙ্গা। (কাশীখ°)

ঢক্কারবা (স্ত্রী) ঢক্কায়া রব ইব রবো যস্যাঃ বহুব্রী। তারিণীদেবী।

ঢক্কারী (স্ত্রী) ঢক্ ইতি শব্দং করোতি কৃ-অণ্ গৌরা° ঙীষ্। তারিণী।

"ঢক্কারবা চ ঢক্কারী ঢক্কারবরবা ঢকা।" (তারাসহস্রনামস্তো°)

ঢগণ (পুং) মাত্রাবৃত্তে ত্রৈমাসিক প্রস্তারবিশেষ।

ইহা তিনপ্রকার,—(।।) ১ ধ্বজা, (।।) ২ তাল, (।।।) ৩ তাণ্ডব।

ঢঙ্গ (দেশজ) ১ খল, শঠ, ছদ্ম, ছল। ২ বেশ।

ঢণ্টা (স্ত্রী) বাক্যভেদ।

"ঢণ্টা বাক্যস্বরূপা চ ঢকারাক্ষররূপিণী।" (রুদ্রযা°)

ঢনা (দেশজ) কৃশ, দুর্ব্বল, শুষ্ক, ম্লান।

ঢপ (দেশজ) ১ মূর্ত্তি, ধারা, প্রকার, চলন। ২ কীর্ত্তনাঙ্গ গানবিশেষ। মধুসূদন কান নামে এক ব্যক্তি কীর্ত্তনাঙ্গে নূতন সুর মিলাইয়া এবং পূর্ব্বরূপ পরিবর্ত্তন করিয়া ঢপ প্রচলন করেন। [কৃষ্ণকীর্ত্তন দেখ।]

ঢল (দেশজ) ১ পর্ব্বতাদি হইতে নির্গত জল। ২ নিম্নস্থল।

ঢলাঢলি (দেশজ) যাহা প্রকাশ বা দেখান উচিত নয়, তাহাই করা, কেলেঙ্কারী।

ঢলান (দেশজ) ঢলাঢলি করা।

ঢলানা (দেশজ) ১ বেশ্যা। ২ যে স্ত্রী কেলেঙ্কারী করে।

ঢল্ক (দেশজ) আল্গা, নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অপেক্ষা বড় হওয়া।

ঢল্কন (দেশজ) আল্গা হওয়া।

ঢল্ঢল (দেশজ) ১ আল্গা। ২ সুন্দর বা সুশ্রী দেখান।

ঢল্ঢলিয়া (দেশজ) আলগা।

ঢসন (দেশজ) নিঃসরণ, ভগ্ন হওন, গলন, পতন, ভাঙ্গিয়া পড়ন।

ঢসা (দেশজ) ভাঙ্গিয়া পড়া।

ঢাক (দেশজ) ঢক্কা, পটহ, বৃহৎ বাদ্যযন্ত্র।

ঢাকঢেকী (দেশজ) ১ আচ্ছাদন, আবৃতকরণ। ২ লুকান।

ঢাকন (দেশজ) বৃক্ষভেদ।

ঢাকনা (দেশজ) আবরণ, আচ্ছাদন।

ঢাকনী (দেশজ) ১ আবরণ।

ঢাকা, ১ কমিসনরের অধীন পূর্ব্ববঙ্গের একটী বিভাগ। অক্ষা° ২১° ৪৮´ হইতে ২৫° ২৬´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৯° ২০´ হইতে ৯১° ১৮´ পূঃ। ইহার উত্তরে গারোপাহাড়, পূর্ব্বে শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা ও নোয়াখালি জেলা, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিমে খুলনা, যশোর, পাবনা, বগুড়া এবং রঙ্গপুর জেলা। পরিমাণফল ১৫০০০ বর্গমাইল।

ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর ও বাকরগঞ্জ এই চারিটী জেলা উক্ত বিভাগের অন্তর্গত।

২ পূর্ব্ববঙ্গের একটী জেলা। অক্ষা° ২৩° ৬´ ৩০´ হইতে ২৪° ২০´ ১২˝ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৯° ৪৭´ ৫০˝ হইতে ৯১° ১´ ১০ পূঃ। ইহার উত্তরে ময়মনসিংহ জেলা, পূর্ব্বে ত্রিপুরা, দক্ষিণ ও দক্ষিণপশ্চিমে বাকরগঞ্জ, ফরিদপুর এবং পশ্চিমের অল্পাংশে পাবনাজেলা অবস্থিত। ইহার প্রায় সব দিকেই নদীদ্বারা সীমাবদ্ধ; পূর্ব্বে মেঘনা, দক্ষিণপশ্চিমে পদ্মা এবং পশ্চিমে যমুনানদী নামক ব্রহ্মপুত্রনদের প্রধান শাখা অবস্থিত। পরিমাণফল ২৭৯৭ বর্গমাইল। ঢাকানগর ইহার সদর।

ঢাকা জেলার ভূমি সমতল; ধলেশ্বরী এই সমতলের মধ্যে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হইয়া ইহাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিতেছে। এই দুই ভাগের প্রকৃতি অনেকাংশে বিভিন্ন। উত্তরভাগ আবার লক্ষিয়ানদী কর্ত্তৃক দুইভাগে বিভক্ত। এই দুই ভাগের পশ্চিমদিকের বৃহত্তর অংশে ঢাকা নগর অবস্থিত। ইহার ভূমি বন্যাজলের অপেক্ষা উচ্চ, মৃত্তিকা অপেক্ষাকৃত উচ্চতর, স্থানে স্থানে কর্দ্দম ও তদুপরি গলিত উদ্ভিজ্জস্তরও দৃষ্ট হয়। লক্ষিয়া-নদীর উভয়তীর উচ্চ এবং গভীর জঙ্গলপূর্ণ, স্থানে স্থানে নদীতীরের দৃশ্য অতি মনোরম। ঢাকা হইতে প্রায় ২০ মাইল উত্তরে মধুপুর জঙ্গলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় অর্থাৎ টিলা দেখা যায়, ঐ সকল টিলার উচ্চতা কোথাও ৩০।৪০ ফিটের অধিক উচ্চ নহে এবং প্রায়ই তৃণগুল্ম বা জঙ্গলাদি দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে। এই ভূমিখণ্ডের অধিকাংশই অনুর্ব্বর এবং বন্যশ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যময়। সম্প্রতি এই বিভাগে কৃষিবিস্তারের চেষ্টা হইতেছে। নগরের সন্নিকটে ঝিল ও খালসকলের চতুঃপার্শ্বস্থ ভূমি, ধান্য, সর্ষপ, তিল প্রভৃতি উৎপাদনের উপযোগী। ঢাকার পূর্ব্বভাগ ধলেশ্বরী ও লক্ষিয়া নদীর সঙ্গমস্থল পর্য্যন্ত ভূমি পঙ্কলময় এবং উর্ব্বরা। পূর্ব্বো-ত্তরখণ্ড লক্ষিয়া ও মেঘনানদীর মধ্যবর্ত্তী এবং অধিকাংশ পঙ্কলময়, সুতরাং পশ্চিমস্থ খণ্ড অপেক্ষা ইহার কৃষিকার্য্যের অবস্থা অনেক উন্নত। ইহার অনেক স্থান বন্যায় প্লাবিত হয়। ধলেশ্বরী নদীর দক্ষিণস্থ বিভাগই জেলার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উর্ব্বরা। এই বিস্তীর্ণ সমতল ভূভাগ বর্ষাকালে ২ ফিট্ হইতে ১৪ ফিট্ পর্য্যন্ত বন্যার জলে আবৃত হইয়া পড়ে। এই সময় ঐ স্থান একটী প্রশস্ত হ্রদের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। ইহার মধ্যে মধ্যে কৃত্রিম উচ্চ ডাঙ্গার গ্রামসকল নির্ম্মিত। বর্ষাকালে সমস্ত ভূভাগ হরিতবর্ণ ধান্যক্ষেত্রে শোভিত হয়। অধিবাসিগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকাদ্বারা ঐ সকল ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া ইতস্ততঃ যাতায়াত করে। সম্প্রতি ইহাতে স্থানে স্থানে শণ পাট প্রভৃতির চাষ হইতেছে।

এই জেলার নদীর সংখ্যা বিস্তর, বৎসরের সকল সময়েই জলপথে অধিকাংশস্থানে যাতায়াত করিতে পারা যায়। পদ্মা, যমুনা ও মেঘনা এই তিনটী বৃহৎ নদী ব্যতীত আরিয়লখাঁ, কীর্ত্তিনাশা, ধলেশ্বরী, বুড়িগঙ্গা, লক্ষিয়া, বেঁদীখালী ও গাঙ্গী-খালী নামক ৭টী নদীতেও বৃহৎ নৌকাদি গতায়াত করিতে পারে। ইহাদের অধিকাংশই হয় গঙ্গা, নয় ব্রহ্মপুত্রের শাখা কিংবা প্রাচীন পরিত্যক্ত নদীগর্ভ। আজিও জেলার দক্ষিণখণ্ডে নদীসকলের গর্ভ প্রায়ই বন্যার সময় পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র নদীসকলের মধ্যে হিল্‌সামারী, বাঁশী, তুরাগ, টুঙ্গী, বালু ও ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীন স্রোত প্রধান। ঐ নদীতেই জোয়ারের প্রভাব লক্ষিত হয়। ঢাকার নিকটস্থ বুড়ীগঙ্গার জোয়ার ২ ফিট্ পর্য্যন্ত উচ্চ হইয়া থাকে। অনেক স্থানে নদী সরিয়া গিয়া বিস্তীর্ণ ঝিল অর্থাৎ জলা উৎপন্ন হইয়াছে। এক নদী হইতে অন্য নদীতে যাইবার নিমিত্ত অনেক খাল খনন করা হইয়াছে। জেলার সমস্ত নদীই উত্তর-পশ্চিম হইতে দক্ষিণপূর্ব্বে প্রবাহিত হইয়া প্রান্তভাগে গঙ্গা ও মেঘনার সঙ্গমস্থলের নিকট উহাদের সহিত মিলিত হইয়াছে।

কতিপয় জলজ ও জাঙ্গল ঔদ্ভিজ্জ ব্যতীত এখানে বিশেষ কোন ফলপুষ্পাদি উৎপন্ন হয় না। জঙ্গলসকলেরও কাষ্ঠাদি হইতে আয় অল্প। পশুচারণের ভূমি অধিক নাই। নদী-সকল হইতে প্রতিবৎসর বিস্তর মৎস্য ধৃত হয়।

ঢাকা বহুকাল পর্য্যন্ত মুসলমানদিগের রাজধানী থাকায় অন্যান্য স্থান অপেক্ষা এখানে মুসলমানঅধিবাসীর সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। সমস্ত অধিবাসীর শতকরা প্রায় ৫৯ জন মুসলমান এবং ৪০ জন মাত্র হিন্দু। অবশিষ্ট খৃষ্টান ও অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী।

ঢাকা জেলার জলবায়ু ও কৃষি প্রভৃতির ঔৎকর্ষনিবন্ধন এবং পাটের ব্যবসা খুলিয়া অবধি ইহার লোকসংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে। ইহার মুসলমানগণ অধিকাংশই সেখ-সম্প্রদায়ভুক্ত; সৈয়দ, মোগল ও পাঠানদিগের সংখ্যা অপে-ক্ষাকৃত অনেক অল্প। হিন্দুদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য,

বাড়ই অর্থাৎ সূত্রধর, বারুই, বেণিয়া, গোয়ালা, ধোপা, নাপিত, কুম্ভকার, জেলে, কর্ম্মকার, কৈবর্ত্ত, যুগী, চাষা, শুঁড়ী ইত্যাদি প্রধান। চণ্ডাল এবং কোচজাতিও হিন্দুধর্ম্ম স্বীকার করে; ইহাদের সংখ্যাও অল্প নহে। জাতিভ্রষ্ট অনেক হিন্দু বৈষ্ণবসম্প্রদায়ভুক্ত। এই সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা কম নহে। অধিকাংশ নীচজাতি পূর্ব্বে মুসলমান বা খৃষ্টান-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল, অবশিষ্ট সকলে আপনাদিগকে নিম্ন শ্রেণীর বলিয়া পরিচয় দেয়। ঢাকার খৃষ্টানসম্প্রদায়ের উৎপত্তি বিভিন্ন প্রকার, তাহারা পর্ত্তুগীজ, আর্মেনীয়, গ্রীক, য়ুরোপীয় অথবা দেশীয় খৃষ্টানদিগের বংশধর। ফিরিঙ্গী অর্থাৎ পর্ত্তুগীজ খৃষ্টান এ দেশীয়দিগের মিশ্রণে উৎপন্ন। খৃষ্টানগণ জেলার অনেক স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলবদ্ধ হইয়া বাস করে এবং কৃষি ইত্যাদি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে। ইহারা গোয়া-নগরস্থ প্রধান পাদরি সাহেবকে প্রধান ধর্ম্মগুরু বলিয়া স্বীকার করে।

নিম্নলিখিত ৭টী নগরে পঞ্চসহস্রাধিক লোক বাস করে। যথা ১ ঢাকা, ২ নারায়ণগঞ্জ ও মদনগঞ্জ, ৩ মাণিকগঞ্জ, ৪ চবজিরা, ৫ শোণগড়, ৬ কামার গাঁ এবং ৭ নরিসা। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত তিনটীতে মিউনিসিপালিটি আছে। ঢাকা নগরে জেলার সদর, লক্ষ্যানদীর পরস্পর বিপরীত তীরে অবস্থিত, নারায়ণগঞ্জ ও মদনগঞ্জ বাণিজ্যের প্রধান আড্ডা। সহরবাস অধিবাসীদিগের অভিপ্রেত নহে। শিল্পাদির বিশেষ কোন কারখানা নাই। উপরোক্ত নগর কয়টী ব্যতীত নিম্নলিখিত স্থানগুলিও উল্লেখযোগ্য। যথা সুবর্ণগ্রাম, ইহাই পূর্ব্ব বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রথম মুসলমানরাজধানী; ফিরিঙ্গীবাজার পর্ত্তুগীজদিগের আদি উপনিবেশ; বিক্রমপুর, সাভার ও গুর-গুরিয়া। শেষোক্ত দুইটীতে কতিপয় ভগ্ন প্রাসাদাদি দৃষ্ট হয়, লোকে উহাদিগকে ভূঁইয়া ও পাল রাজাদিগের কীর্ত্তি কহে। তদ্ভিন্ন জেলার নানাস্থানে প্রাচীন হিন্দু ও মুসলমান রাজা-দিগের অনেক কীর্ত্তি বিদ্যমান আছে।

সম্প্রতি কৃষিকার্য্যের অনেক উৎকর্ষ ও বিস্তৃতি সাধিত হওয়ায় এবং কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্যও অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধি হওয়ায় কৃষকগণের অবস্থা অনেক ভাল হইয়াছে। তিল, সর্ষপ, কসুমফুল, শণ, পাট প্রভৃতির চাষ করিয়া অনেক কৃষক নিজ অবস্থার সম্পূর্ণ শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতেছে। বলা বাহুল্য, নির্দ্দিষ্ট বেতনভোগী কর্ম্মচারী বা করগ্রাহী তালুকদার-দিগের এ উন্নতিতে বিশেষ কোন সম্ভব নাই।

কৃষি। বাঙ্গালার অন্যান্য স্থানের ন্যায় এখানেও তণ্ডুলই লোকের প্রধান খাদ্য। চারি প্রকার ধান্য প্রধানতঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ১ আমন বা হৈমন্তিক, ২ আউশ বা আশু ধান্য, ৩ বোরোধান্য, এবং ৪ উড়ি ধান্য অর্থাৎ জলা প্রভৃতিতে স্বভাবজাতঃ ধান্য। তন্মধ্যে হৈমন্তিক বা আমনধান্যই প্রধান। ঢাকায় যে ধান্য উৎপন্ন হয়, তাহাতে ঐ জেলায় পর্য্যাপ্ত হয় না, অন্যস্থান হইতে চাউলের আমদানী করিতে হয়। অন্যান্য শস্যের মধ্যে জোয়ার, বাজরা, ভুট্টা, নানাবিধ কলায়, তিল সর্ষপাদি, তুলা, শণ, পাট, কুসুমফুল, ইক্ষু, পাণ, গুবাক, নারিকেল প্রভৃতি প্রধান। সম্প্রতি তুলার চাষ অনেক পরি-মাণে কমিয়া গিয়াছে; কিন্তু পূর্ব্বে এখানকার তুলা অতি উৎকৃষ্ট বলিয়া খ্যাত ছিল, তাহা হইতে ভুবনবিখ্যাত ঢাকাই শাড়ী প্রস্তুত হইত। এখন তিল, সর্ষপ, শণ, পাট, কুসুমফুল প্রভৃতিই অন্যস্থানে রপ্তানী হইয়া থাকে। ধান্য-ক্ষেত্র অধিকাংশই বন্যাজলে প্লাবিত হয়, সুতরাং তাহাতে সারের আবশ্যকতা করে না, অন্য শস্যের ক্ষেত্রে প্রচুর সার দেওয়া হইয়া থাকে। সমস্ত জেলার প্রায় ½ অংশে কর্ষণ হয়। উৎকৃষ্ট ধান্যক্ষেত্রে ধান্য কাটিয়া লইলে আবার দ্বিতীয় একটা ফসল উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ঢাকা জেলায় অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি; বন্যা প্রভৃতি দৈব-দুর্ব্বি-পাক বড় অধিক নহে। প্রায়ই দৈবদুর্ঘটনায় একবারে শস্যহানি হয় না। ১৭৭৭-৭৮ খৃষ্টাব্দে ভয়ানক বন্যা এবং তৎপরে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়। ১৮৬৫ ও ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে অনাবৃষ্টিতে শস্য মহার্ঘ হইয়া উঠে। সম্প্রতি আজি কয়েক বৎসর হইতে বিক্রমপুরে প্রায়ই দুর্ভিক্ষের কথা শুনা যাই-তেছে। সম্প্রতি রেলপথ ও জলপথে অন্যান্য জেলার সহিত সংযোগ হওয়ায় অন্তর্বাণিজ্য বৃদ্ধি হইয়াছে এবং ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা অনেক পরিমাণে অপনীত হইতেছে। ঢাকা জেলায় বহুসংখ্যক বৃহৎ বৃহৎ নদী থাকায় সম্বৎসরই প্রায় সকল স্থানে জলপথে গমনাগমনের সুবিধা আছে। কোন স্থানই বৃহৎ নদী হইতে অধিক দূরবর্ত্তী নহে। সুতরাং যাতা-য়াত ও বাণিজ্যাদি অধিকাংশ জলপথেই সম্পন্ন হয়।

রাস্তাসকলের মধ্যে ঢাকা নগরের ভিতর দিয়া ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত পাকারাস্তাই প্রধান। ঢাকা হইতে ময়মনসিংহ ও নারায়ণগঞ্জ পর্য্যন্ত আরও দুইটী রাস্তা আছে; তন্মধ্যে নারায়ণগঞ্জের রাস্তা দিয়া অনেক বাণিজ্য হইয়া থাকে। ঢাকা হইতে নারায়ণগঞ্জ ও ময়মনসিংহ পর্য্যন্ত রেলপথ খুলিয়াছে। শিল্পদ্রব্যের মধ্যে ঢাকার কার্পাস-বস্ত্র, শঙ্খ ও স্বর্ণরৌপ্য-নির্ম্মিত বহুবিধ পদার্থ, মৃত্তিকার বাসন এবং কাপড়ের উপর চিকণকার্য্য প্রধান। পূর্ব্বে ঢাকার কার্পাস-সূত্র-নির্ম্মিত অতিসূক্ষ্ম নানাপ্রকার মলমল্ বা মস্‌লিন সর্ব্বত্র বিখ্যাত

ছিল, অদ্যাপি য়ুরোপে বহুসংখ্যক উৎকৃষ্ট কলদ্বারাও সেরূপ আশ্চর্য্য মল্‌মল্‌ প্রস্তুত হয় নাই, কিন্তু এখন কাটুতি না থাকায় ঢাকার সে গৌরব দিন দিন হ্রাস হইতেছে। যাহারা ঐ সকল বস্ত্রের জন্য সূতা কাটিত এবং যে সকল তন্তুবায় ঐ ভুবনবিখ্যাত মলমল্‌সকল বয়ন করিত, তাহারা কেহই নাই। যে কার্পাস হইতে উহার সূতা হইত, অনেকে বলেন তাহাও লোপ পাইয়াছে। কথিত আছে, মলমলের জন্য চরকাকাটা অর্দ্ধছটাকমাত্র সূতার মূল্য ৫০৲ টাকা বড় বেশী ছিল না। এখনও দুই এক জন তন্তুবায় দুই চারিজন সৌখিন ব্যক্তির কৌতূহল নিবারণার্থ বরাতমত দুই চারিখানি মল্‌মল্‌ বুনিয়া থাকে। তন্তুবায়গণ অধিকাংশই নানাবিধ দেশীয় বস্ত্র বুনিয়া থাকে। ইহারা অনেকেই মহাজনদিগের নিকট ঋণগ্রস্ত, সমস্ত বস্ত্রাদি মহাজনগণই লইয়া বিক্রয় করে। স্বর্ণ ও রৌপ্যাদির অলঙ্কার নির্ম্মাতাগণ এবং শঙ্খবণিকগণের অবস্থা এরূপ নহে, তাহারা স্বাধীনভাবে নিজ নিজ কর্ম্মশালায় কর্ম্ম করে এবং উৎপন্ন দ্রব্য যথা ইচ্ছা বিক্রয় করিয়া থাকে। তদ্ভিন্ন এখানে নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র, খোদকারী, স্বর্ণরৌপ্যের ফিতা, হস্তিদন্তের নানারূপ দ্রব্য, চিত্র, ফুলতোলা সাড়ী প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ঢাকা একটী বৃহৎ বাণিজ্যকেন্দ্র। জলপথ দিয়াই ইহার অধিকাংশ বাণিজ্যসম্পন্ন হয়, সম্প্রতি রেলপথেও অনেক বাণিজ্য চলিতেছে। য়ুরোপীয়, য়িহুদী, মুসলমান, মাড়বারী প্রভৃতি নানাজাতীয় ও দেশীয় বণিকগণ এখানে বিস্তীর্ণ বস্ত্রের কারবার করিত, সম্প্রতি এই ব্যবসা অনেক হ্রাস হইয়া গিয়াছে। নারায়ণগঞ্জ ও সন্নিহিত মদনগঞ্জ বর্দ্ধিষ্ণু নগর। এখানে বিস্তর বাণিজ্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। মুন্সীগঞ্জে প্রতিবৎসর ক্রমাগত তিন সপ্তাহ ধরিয়া একটী বৃহৎ মেলা হইয়া থাকে। ঐ মেলায় ভারতবর্ষীয় নানাস্থান, এমন কি দিল্লী, অমৃতসর, আরাকান প্রভৃতি দূরদেশ হইতেও বণিকগণের সমাগম হইয়া থাকে।

এই জেলায় শিক্ষা-বিস্তারের বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। ঢাকা সহর ব্যতীত অন্যান্য অনেক স্থানেও ছাপাখানা স্থাপিত হইয়াছে এবং অনেকগুলি পাক্ষিক ও মাসিক সংবাদপত্র দেশীয় জনগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেছে। পাঠশালাসমূহে গবর্মেণ্টের সাহায্য প্রদত্ত হইবার প্রথা প্রচলিত হওয়া অবধি ছাত্রসংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। তদ্ভিন্ন ইংরাজী বিদ্যালয়ও অনেক স্থাপিত হইয়াছে। ঢাকানগরে একটী কলেজ আছে। বালিকাগণ নানাস্থানে বালিকা-বিদ্যালয়ে পাঠ করে। মুসলমানদিগের জন্য ঢাকায় মাদ্রাসা আছে।

শাসনকার্য্যের সুবিধার জন্য এই জেলা ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মাণিকগঞ্জ মুন্সীগঞ্জ এই চারিটী উপবিভাগে এবং ঐ সমস্ত উপবিভাগ আবার মোটে ১২টী থানায় বিভক্ত।

জলবায়ু। চতুর্দ্দিক প্রশস্ত নদীবেষ্টিত থাকায় গ্রীষ্মকালে ঢাকার জলবায়ু অপেক্ষাকৃত শীতল থাকে। বৈশাখের শেষ হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত এখানে বৃষ্টিপাত হয়। এই সময়ে চতুর্দ্দিক্ জলময় হইয়াউঠে। এই বর্ষাকালের শেষভাগ এখানে বড়ই অপ্রীতিকর। বার্ষিক গড়ে বৃষ্টিপাত প্রায় ৭°৪ ইঞ্চ। গড়ে বার্ষিক তাপাংশ প্রায় ৭৮°৮° ফা°। ঢাকায় ভূমিকম্প বড় বিরল নহে। ১৭৬২ ও ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দের মে মাসে ভীষণ ভূমিকম্প হইয়াছিল।

রোগসকলের মধ্যে জ্বর, কোরণ্ড, গলগণ্ড আমাশয়, অতিসার, বাত, চক্ষুউঠা প্রভৃতি সাধারণ। ওলাউঠা ও বসন্ত সময়ে সময়ে আবির্ভূত হইয়া অনেকের প্রাণনাশ করে। পল্লীগ্রামবাসীদিগের স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে কাহারও যত্ন নাই। নবাব আবদুলগণি ঢাকানগরের স্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে অর্থসাহায্য ও স্বাস্থ্যসমিতি সংগঠন এবং পরিষ্কৃত জলপ্রাপ্তির সুবন্দোবস্ত করিয়া ঢাকাবাসীর অনেক উপকার করিয়াছেন। দাতব্য-চিকিৎসালয়ের মধ্যে একটী পাগলাগারদ, মিটফোর্ড হাঁসপাতাল, আবদুলগণিপ্রতিষ্ঠিত একটী সদাব্রত ও ৯টী অপর হাঁসপাতাল আছে।

ইতিহাস। এখন বাঙ্গালা বলিলে যেমন রাঢ়, বরেন্দ্র, বঙ্গ, বাগ্‌ড়ি প্রভৃতি স্থান বুঝায়, পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। এখন যাহাকে ঢাকাবিভাগ বলা হয়, তাহারই অধিকাংশ পূর্ব্বকালে বঙ্গনামে বিখ্যাত ছিল। এখন সচরাচর লোকে যাহাকে পূর্ব্ববঙ্গ বলিয়া থাকে, মহাভারত ও পৌরাণিক সময় হইতে গৌরের সেনরাজগণের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত তাহাকেই কেবল বঙ্গ বলিত। বর্ত্তমান ঢাকা জেলার অধিকাংশ ও ফরিদপুর জেলার কতকাংশ সেনরাজগণের সময়ে বিক্রমপুর নামে খ্যাত হইত; সেনরাজ বিশ্বরূপের তাম্রশাসন দ্বারা প্রমাণিত হয়। *

ঢাকা নাম কতদিন হইতে প্রচারিত, তাহা স্থির করিবার উপায় নাই। মহারাজ সমুদ্রগুপ্তের আলাহাবাদের শিলালিপিতে বর্ণিত আছে, তিনি ডবাক ও সমতট জয় করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার দক্ষিণাংশ সমুদ্রকূলবর্ত্তী স্থান পূর্ব্বকালে সমতটনামে খ্যাত ছিল। উভয় নাম পাশাপাশি থাকায় এখনকার ঢাকাকেই পূর্ব্বোক্ত ডবাক বলিয়া অনুমিত হয়।

প্রবাদ আছে, আদিশূরাদির বহুপূর্ব্বে এখানে বিক্রমাদিত্য

* Journal of the Asiatic Society of Bengal for 1895.

নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেন, তাঁহার নামানুসারেই বিক্রমপুরের নামকরণ হয়।

ভবিষ্য-ব্রহ্মখণ্ডে লিখিত আছে—

'এখানে ঢক্কাবাদ্যপ্রিয়া মহাকালী অবস্থান করেন, সেই জন্য দেশীয় লোকেরা এই স্থানকে ঢক্কা (ঢাকা) বলিয়া থাকে। ইহার অপর নাম জাঙ্গির পত্তন' (১) (জাহাঙ্গীরাবাদ)।

ঢাকা জেলার প্রাচীন ইতিহাস অন্ধকারময়। মহাভারতের সময় এখানে ক্ষত্রিয় বীরগণ রাজত্ব করিতেন। [বঙ্গ দেখ] বৌদ্ধপ্রাধান্যকালে গৌড়ের অপরাংশে বৌদ্ধধর্ম্মের সূচনা হইলেও এখানে যে কোন সময় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল ছিল, তাহার বিশেষ প্রমাণ নাই। খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে কাশ্মীররাজ বালাদিত্য পূর্ব্বসমুদ্র পর্য্যন্ত জয় করিয়া কাশ্মীরীদিগের বসবাসের জন্য এখানে কালম্বা নামে একটী জনপদ স্থাপন করেন (২)।

খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দে গৌররাজ্য পালবংশীয়রাজগণের অধিকৃত হইলে এখানেও তাঁহাদের বংশীয় কেহ কেহ স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেন। দাক্ষিণাত্যের তিরুমলয় শিলালিপিতে বর্ণিত আছে, যখন (১০ম শতাব্দে) মহারাজ রাজেন্দ্রচোল বঙ্গরাজ্য আক্রমণ করেন, তখন এখানে গোবিন্দচন্দ্র নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেন। [গৌড়শব্দ দেখ।]

পাশ্চাত্যবৈদিক-কুলপঞ্জিকার মতে ১০০১ শকে মহারাজ শ্যামলবর্ম্মা (পূর্ব্ব) বঙ্গে রাজত্ব করিতেন। উৎকলের বিখ্যাত ভুবনেশ্বরে অনন্তবাসুদেবের মন্দিরে ভট্ট ভবদেবের এক প্রশস্তি আছে, তাহাতে বঙ্গাধিপ হরিবর্ম্মদেবের পরিচয় পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ ইনি খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীর কোন সময়ে বিদ্যমান ছিলেন। সেনবংশীয় রাজগণের সময়ে দক্ষিণ-রাঢ়, বঙ্গ ও বরেন্দ্র এই তিন স্থানেই তাঁহাদের রাজধানী ছিল। [সেনরাজবংশ দেখ।] মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার ১১৯৯ খৃঃ অব্দে কৌশলক্রমে নদীয়া অধিকার করিলে মহারাজ লক্ষ্মণসেনের পুত্র কেশবসেন গৌড়রাজ্য ছাড়িয়া বিক্রমপুরে পলাইয়া আসেন। তখন এখানে লক্ষ্মণসেনের অপর পুত্র বিশ্বরূপসেন শাসনকর্ত্তাস্বরূপ ছিলেন। এখন তিনিও যবনদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। তাঁহার সময় সমস্ত পূর্ব্ববঙ্গ ও সমতট স্বাধীন ছিল, মুসলমানেরা জয় করিতে পারেন নাই। তাঁহার পর সদাসেন (?) কিছুকাল বঙ্গরাজ্য সাশন করেন, এ সময় সুবর্ণগ্রামে সেনরাজগণের রাজধানী ছিল। তৎপর প্রবল পরাক্রান্ত সেনরাজ দনৌজামাধব বা দনুজমর্দ্দন বহুদিন রাজত্ব করেন। তৎকালে দিল্লীসম্রাট্ বল্‌বন্ তুগ্রিলখাঁকে শাসন করিবার জন্য গৌড়রাজ্যে উপস্থিত হন। মহারাজ দনৌজামাধব জলপথে সম্রাটের অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন। বোধ হয়, সেই জন্যই লক্ষ্মণাবতীর সুবাদার তাঁহার উপর বিরক্ত হন, এবং বল্‌বন্ প্রত্যাগমন করিলে সুবাদারগণ দনৌজের উপর অত্যাচার আরম্ভ করেন। রাজা দনৌজ বাধ্য হইয়া সুবর্ণগ্রাম পরিত্যাগ করেন এবং চন্দ্রদ্বীপে আসিয়া রাজধানী স্থাপন করেন। এই সময় বর্ত্তমান ঢাকা জেলার অধিকাংশ মুসলমানদিগের অধিকারভুক্ত হয়। [সুবর্ণগ্রাম দেখ।] বর্ত্তমান ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জ লইয়া চন্দ্রদ্বীপ রাজ্য স্থাপিত হয়। দনৌজামাধবের বংশধরগণ বহুকাল চন্দ্রদ্বীপে রাজত্ব করেন। [চন্দ্রদ্বীপ দেখ।] প্রায় ১৩৩০ খৃষ্টাব্দে ঢাকা জেলা মুসলমানের অধিকারভুক্ত হইলেও অনতিপরে বৈদ্যবংশীয় বল্লাল নামে একব্যক্তি প্রবল হইয়া বিক্রমপুরের অধিকাংশ অধিকার করেন এবং কিছুকাল স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার আদেশে তাঁহার শিক্ষক গোপালভট্ট ১৩০০ শকে অর্থাৎ ১৩৭৮ খৃষ্টাব্দে 'বল্লালচরিত' রচনা করেন। তাঁহার সময়ে রাজবাটী ও সরোবর প্রস্তুত হয়, তাহা এখনও বল্লাল-বাড়ী ও বল্লালদীঘী নামে খ্যাত। প্রবাদ এইরূপ, তিনি বাবা আদম্ নামে এক মুসলমান ফকিরের সহিত যুদ্ধ করিতে যান। যুদ্ধযাত্রাকালে তাঁহার পরিবারবর্গকে বলিয়া যান যে, যদি যুদ্ধে তাঁহার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে তাঁহার সঙ্গী পায়রা উড়িয়া আসিবে, তাহা হইলেই তোমরাও সকলে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করিবে। কিন্তু যুদ্ধে বল্লালেরই জয় হইল। তিনি যেমন এক সরোবরে নামিয়া আপনার রক্তাক্তকলেবর পরিষ্কার করিতে যাইবেন, সেই অবকাশে তাঁহার পায়রাটীও উড়িয়া যায়। এদিকে পায়রাকে দেখিয়া রাজপরিবারবর্গ অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া সকলেই প্রাণত্যাগ করিল। বল্লাল ফিরিয়া আসিয়া সেই ঘটনাদৃষ্টে অতিশয় শোকাতুর হইয়া সেই জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ঝম্প প্রদান করেন। তাঁহার বিপুলরাজ্য ভোগ করিবার জন্য আর কেহ রহিল

(১) "বৃদ্ধগঙ্গাতটে বেদবর্ষসাহস্রব্যত্যয়ে।
স্থাপিতব্যঞ্চ যবনৈর্জাঙ্গিরং পত্তনং মহৎ ॥
তত্র দেবী মহাকালী ঢক্কাবাদ্যপ্রিয়া সদা।
গাস্যন্তি পত্তনং ঢক্কাসংজ্ঞকং দেশবাসিনঃ ॥"
(ভ° ব্রহ্মখণ্ড ১৯ অঃ ।)

(২) "যস্যাদ্যাপি জয়স্তম্ভাঃ সন্তি তে পূর্ব্ববারিধৌ।
প্রত্যাবাক্কেন বঙ্গালাং জিত্বা যেন ব্যধীয়ত।
কাশ্মীরিকনিবাসায় কালম্ব্যাখ্যা জনাশ্রয়ঃ ॥"
(রাজতরঙ্গিণী ৩।৪৮২।)

না। ঢাকা জেলা পুনরায় যবনকবলিত হইল। কাহারও মতে তখনও ভাবাল ও শাভার প্রভৃতি স্থানে হিন্দু-জমিদারগণ স্বাধীনভাবে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেছিলেন।

[ভাবাল দেখ।]

১৩৩০ খৃঃ অব্দে মহম্মদ তোগলক পূর্ব্ববঙ্গ মুসলমানদিগের অধিকারভুক্ত করেন, এই সময়ে বঙ্গরাজ্য লক্ষ্মণাবতী, সাতগাঁ ও সোণারগাঁ এই তিন বিভাগে বিভক্ত হয়। ঢাকা শেষোক্ত বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৩৩৮ খৃঃ অব্দে সোণারগাঁর শাসনকর্ত্তা তাতার বহরামখাঁর মৃত্যু হইলে ফকর-উদ্দীন্ সিংহাসন গ্রহণ করিয়া মুবারকশাহ নামে ১০ বৎসরের অধিক কাল উক্ত প্রদেশ শাসন করিলেন। ১৩৫১ খৃঃ অব্দে সামসুদ্দীন্ ইলিয়াস শাহ এবং তাঁহার পুত্র সেকন্দরশাহের অপরিহত চেষ্টায় সমগ্র বঙ্গদেশ একরাজ্যভুক্ত এবং ঢাকার নিকটবর্ত্তী সোণারগাঁয় রাজধানী স্থাপিত হইল। সেকেন্দরের পুত্র আজম শাহ দিল্লীর অধীনতা পরিত্যাগ করিলেন। রাজাখাঁর আধিপত্যকালে এই প্রদেশ ত্রিপুরা, আসাম ও আরাকানের রাজগণ কর্তৃক কএকবার উৎপীড়িত হইয়াছিল। ১৪৪৫ খৃঃ অব্দে মহম্মদ শাহ পুনরায় সমগ্র বঙ্গ আপনার শাসনাধীন করিলেন। এই বংশের রাজত্বকালে ঢাকা, ফরিদপুর এবং বাখরগঞ্জের চতুঃপার্শ্বস্থ প্রদেশগুলি জালালাবাদ ও ফতয়াবাদ নামে পরিচিত ছিল। ১৫৩৮ খৃঃ অব্দে সেরশাহ বঙ্গদেশ শাসন করেন। ইঁহার উত্তরাধিকারিগণ মোগলদিগের নিকট পরাজিত হন। ইহারা সম্রাট্ অক্‌বর কর্তৃক মধ্যবঙ্গ হইতে দূরীভূত হওয়া উড়িষ্যা ও ঢাকায় যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ১৬০৫ খৃঃ অব্দে ইহাদের একজন সর্দ্দার ওসমানখাঁ কর্তৃক নিম্ন বঙ্গ লুণ্ঠিত হইল। তিনি উক্ত প্রদেশ ১৬১২ অব্দ পর্য্যন্ত স্বীয় অধিকারে রাখিয়াছিলেন। এই বৎসর পূর্ব্ববঙ্গের কোন স্থানে মোগলদিগের সহিত যুদ্ধে তিনি নিহত হন। এই সময় ইসলাম খাঁ বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। এই যুদ্ধের পর তিনি রাজমহল হইতে ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তরিত করিলেন। এই সময় হইতে ১৬৩৯ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত অন্তর্বিদ্রোহ ও বহিরাক্রমণ হেতু ঢাকা কএকবার উৎপীড়িত হইয়াছিল। এইকালে আসামবাসী ও মগগণ যথাক্রমে ঢাকার উত্তর ও দক্ষিণ ভূভাগ লুণ্ঠন করিয়াছিল। ১৬৩৯ খৃঃ অব্দে সুলতান মহম্মদ সুজা ঢাকা পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় রাজমহলে রাজধানী স্থাপন করিলেন। ১৬৬০ খৃঃ অব্দে মীরজুম্লা রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত হইলে আবার ঢাকায় রাজধানী করা হইল। মীরজুম্লার শাসনকালেই ঢাকার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। মগ এবং আরাকানদিগকে বাঁধা দিবার জন্য তিনি লক্ষিয়া ও ধলেশ্বরী নদীর সঙ্গমে কতকগুলি দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ইহার মধ্যে হাজিগঞ্জ ও ইদরফ্‌পুরের দুর্গই সমধিক বিখ্যাত। ইঁহার সময়ে ঢাকার নিকটে অনেকগুলি রাস্তা ও সেতু নির্ম্মিত হয়। সায়েস্তাখাঁর রাজত্বকালে এই নগরে স্থাপত্যবিদ্যা যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিয়াছিল। তিনি অনেকগুলি মস্‌জিদ্ নির্ম্মাণ করেন। ইঁহার সময় ইষ্টকালয়-নির্ম্মাণের এক নূতন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়, তাহাকে সায়েস্তাখানি বলে। এই পদ্ধতির দুই একটী গৃহ এখনও ঢাকানগরীতে দেখিতে পাওয়া যায়।

সায়েস্তাখাঁ ঢাকা সহর ও উপকণ্ঠ উত্তরদিকে টুঙ্গী পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিয়াছিলেন। সম্রাট্ অরঙ্গজেবের আদেশে তিনি কিছুদিনের জন্য ইংরাজবণিক্‌দিগের ঢাকাস্থিত এজেণ্টগণকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। অরঙ্গজেব সম্রাট্ হইয়া বঙ্গদেশের রাজস্ব বর্দ্ধিত করিবার জন্য মুর্শিদকুলিখাঁকে বঙ্গদেশের দেওয়ান করিয়া পাঠাইলেন। এই কালে কুমার আজিম উশান সম্রাটের আদেশে বঙ্গদেশের নিজামতে নিযুক্ত ছিলেন। মুর্শিদ ঢাকায় আসিয়া সম্রাট্‌পৌত্রের অনেক জায়গীর সাম্রাজ্যভুক্ত করিলেন। আজিম-উশান ইহাতে অতিশয় বিরক্ত হইয়া মুর্শিদের প্রাণনাশ করিবার জন্য ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হইলেন। মুর্শিদ অসম সাহসে ষড়যন্ত্রকারী-দিগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া মুর্শিদাবাদে যাইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সম্রাট্ সমস্ত অবগত হইয়া পৌত্রকে বেহারে পাঠাইয়া দিলেন এবং মুর্শিদকুলিখাঁকে নাজিম করিলেন। ফরুখসিয়ারের শাসনসময়ে তিনি প্রকৃত নাজিম হইলেন। এইরূপে ১৭০৪ খৃঃ অব্দে ঢাকা হইতে রাজধানী উঠিয়া গেল। পূর্ব্ব প্রদেশ শাসনের ভার একজন নায়েব অর্থাৎ অধীন নাজিমের উপর অর্পিত হইল। ১৭১৩ খৃঃ অব্দে মীর্জা লতীফ্‌উল্লা ত্রিপুরারাজ্য ঢাকা নিজামতের অন্তর্গত করিলেন। পরবর্ত্তী অধিকাংশ নায়েবই অধীন কর্ম্মচারীর প্রতি ভার দিয়া মুর্শিদাবাদে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। ইহাতে অনেক কর্ম্মচারী ঢাকা ও নিকটবর্ত্তী স্থানের অধিবাসীদিগের যথাসর্ব্বস্ব হরণ করিয়া সঙ্গতিপন্ন হইয়া উঠিলেন। ১৭৬৫ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ঢাকাবাসিগণ এইরূপ অত্যাচার সহ্য করিল। এই সময় ইংরাজকোম্পানী বাঙ্গালার দেওয়ানি পাইলেন, হুজরী এবং নিজামত এই দুই বিভাগে ঢাকাশাসনের বন্দোবস্ত হইল। রাজস্বসম্বন্ধীয় প্রথম বিভাগের কার্য্য মুর্শিদাবাদের দেওয়ান নির্ব্বাহ করিতেন। দেওয়ানী ও ফৌজদারী অভিযোগাদি দ্বিতীয়

বিভাগে অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৭৬৯ খৃঃ অব্দে উভয় বিভাগ পরিদর্শন করিবার জন্য একজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইলেন। ১৭৭২ খৃঃ অব্দ হইতে এই কর্ম্মচারী কালেক্টর নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছেন। এই বৎসরেই একটী দেবয়ানী আদালত এবং ১৭৭৪ খৃঃ অব্দে এদেশে কৌন্সিল স্থাপিত হয়। নায়েবগণ রাজস্ব আদায় ও দেওয়ানী আদালতে বিচার করিতেন। উক্ত কৌন্সিলে ইহাদের কার্য্যের প্রতিবাদ করা যাইতে পারিত। ১৭৭৮ খৃঃ অব্দে কৌন্সিল উঠিয়া গেল এবং রাজকীয় কার্য্যাদি সম্পন্ন করিবার জন্য মাজিষ্টর, কালেক্টর, জজ প্রভৃতি নিযুক্ত হইলেন।

পূর্ব্বতন জায়গীরদারগণ ঢাকা-বিভাগের ⅙ অংশ অধিকার করিয়াছিলেন। প্রধান জায়গীরটীকে নবারা বলিত। মগ ও আসামবাসিগণের আক্রমণ হইতে উপকূলপ্রদেশ রক্ষা করিবার জন্য নবারার আয় ব্যয়িত হইত। নবারা আবার কতকগুলি তালুকে বিভক্ত ছিল। নাবিক প্রভৃতি বেতনের পরিবর্ত্তে এই তালুকের উপস্বত্ব ভোগ করিত। এইরূপ নবাব প্রধানসেনাপতি প্রভৃতির ব্যয়নির্ব্বাহার্থ সরকার আলি আহসাম প্রভৃত প্রদেশ অবধারিত হইয়াছিল।

নবাবগণ ঢাকা হইতে নিম্নলিখিত আবওয়াব আদায় করিতেন—

(১) পাট্টা বদলাইবার সময় জমীদারদিগের নিকট হইতে এক প্রকার কর।

(২) ইদ ও অন্যান্য প্রধান প্রধান মুসলমান-পর্ব্ব-সময়ে নবাবের নিকট যে সমস্ত উপহার পাঠান হইত, তাহার ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ এক প্রকার কর।

(৩) বিভাগীয় রাজস্বের উপর শতকরা কর।

(৪) ঢাকা হইতে রাজধানী স্থানান্তরিত হইলে নায়েব কর্ত্তৃক গৃহীত জমির উপর এক প্রকার স্থায়ী কর।

(৫) মহারাষ্ট্রীয় চৌথ।

নিম্নলিখিত বিষয়ে সায়ের আদায় হইত।

(১) নৌকাপস্তং, (যে সমস্ত জলযান ঢাকাবন্দরে আসিত বা তথা হইতে অন্যত্র যাইত, তাহাদের উপরও এই কর আদায় হইত)। (২) বাজারে বিক্রীত দ্রব্য। (৩) ঘাস বিক্রয়। (৪) যাহারা বাজারে বিক্রয় করিবার জন্য বাঁশ, খড় প্রভৃতি আনিত। (৫) যাহারা যুদ্ধসজ্জা প্রস্তুত করিত। (৬) সিন্দূর প্রস্তুত। (৭) পাণবিক্রয়। (৮) শাকসবজি বিক্রয়। (৯) কাগজ বিক্রয়। (১০) নগরে যাহারা ব্যবসা করিত। ১১ দোকানদার প্রভৃতি। ১২ বানর, ভল্লুক, সর্প-ক্রীড়া প্রভৃতি কার্য্যে যাহারা নিযুক্ত থাকিত। (১৩) গায়ক। ১৪ কাষ্ঠবিক্রয়। ১৫ ওজনপরিদর্শনকারী কর্ম্মচারিগণও শতকরা ॥০ হিঃ কর আদায় করিতেন।

মোগল-সম্রাট্দিগের অধীনে ঢাকার রাজস্ব আদায় করিতে মোট রাজস্বের শতকরা দশ টাকার অধিক ব্যয় হইত না। কোম্পানী দেওয়ানি গ্রহণ করিলে ঢাকার রাজস্ব কিছু কমিয়া গেল। শ্রীহট্ট প্রভৃতি অন্যান্য প্রদেশ ঢাকা বিভাগ হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইল। কিন্তু ১৭৯৩ খৃঃ অব্দের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় বাখরগঞ্জ ও ফরিদপুর ঢাকা কালেক্টরীর সহিত মিশিল। ১৮০৩ খৃঃ অব্দে ঢাকা হইতে ১২৫০০০০ টাকা রাজস্ব আদায় হইয়াছে। বৃটিশ গবর্মেণ্ট সায়ের কর উঠাইয়া দিয়া মদ, অহিফেন প্রভৃতি মাদক দ্রব্যের উপর শুল্ক ধার্য্য করিয়াছেন।

ঢাকায় ৭০৩৫ সংখ্যক জমিদারী চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অধীন। ১৮০টী জমিদারী পরে উক্ত বন্দোবস্তের অধীন হয়। শেষোক্তের মধ্যে ৫১ খানি লাখেরাজ এবং ১২৮ খানি চর। এই জেলায় ১৩৫০ খানির জমিদারীস্বত্ব গবর্মেণ্ট বিক্রয় করিয়াছেন। নির্দ্দিষ্ট দিবসে কর না দিলে গবর্মেণ্ট চিরস্থায়ী বন্দোবস্তভুক্ত জমিদারীগুলিকে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় করিতেন। ১২ই জানুয়ারী, ২৮এ মার্চ্চ, ২৮এ জুন এবং ২৮এ সেপ্টেম্বর এই কএকটী দিবস ঢাকা, কালেক্টরীতে কর আমানত করিবার অবধারিত দিন। ঢাকা জরিপের সময় কতকগুলি লাখেরাজ জমি প্রকাশিত হইয়া পড়ে। গবর্মেণ্ট প্রথমে এইগুলিকে আত্মসাৎ করিলেন। কিন্তু বহুকাল গবর্মেণ্টের কোন স্বত্ব না থাকায় অথবা অন্য জমিদারীর অন্তর্গত বলিয়া গবর্মেণ্ট এগুলিকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন।

ইংরাজদিগের ন্যায় ফরাসী ও ওলন্দাজগণ ঢাকায় বাণিজ্য-কুঠী স্থাপিত করিয়াছিলেন; কিন্তু উহাও যথাক্রমে ১৭৭৮ ও ১৭৮১ খৃঃ অব্দে ইংরাজদিগের হস্তে পতিত হয়। মুসলমান-দিগের শাসনকালে ঢাকার বস্ত্রব্যবসায় ও সাধারণ বাণিজ্য বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। ঢাকার মস্‌লিনের প্রশংসা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু ইংরাজশাসনে ঢাকার ব্যবসায় ঢাকা পড়িতেছে, ম্যাঞ্চেষ্টরি মহামন্ত্রে ঢাকার তাঁতিকুল নির্ম্মূল হইতেছে। ইংরাজবণিকসমিতি ঢাকা অধিকার করিয়া তথায় ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন; কিন্তু ক্রমে আয় কম হওয়ায় ১৮১৭ খৃঃ অব্দে তাঁহাদের কুঠী উঠাইয়া দিলেন।

ইংরাজরাজত্বকালে ঢাকায় তত অধিক রাজকীয় বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয় নাই; তবে ১৮৫৭ খৃঃ অব্দের ঢাকার সিপাহীদিগের বিদ্রোহ উল্লেখযোগ্য। ৭৩ নং দেশীয় পদাতিক সৈন্য দুই দলে ঢাকা সহরে অবস্থিতি করিত। মীরাটের

সিপাহীগণ বিদ্রোহী হইয়াছে এই সংবাদ আসিলে ঢাকার সিপাহীদিগের মধ্যেও অসন্তোষের চিহ্ন প্রকাশ পাইতে লাগিল। বৃটীশগবমেণ্ট ভাবী অমঙ্গল বুঝিতে পারিয়া সহররক্ষার জন্য কতকগুলি সৈন্য পাঠাইলেন। য়ুরোপীয় ও য়ুরেসীয়গণও নগররক্ষার্থ সখের সৈন্যদিগের মধ্যে আপনাদিগের নাম লেখাইলেন। ২৬এ নবেম্বর পর্য্যন্ত কোন বিশেষ ঘটনা ঘটে নাই। ঐ দিবসে সংবাদ আসিল যে, চট্টগ্রামের সিপাহীগণ বিদ্রোহী হইয়াছে। এই সংবাদ পাইয়া গবমেণ্ট ঢাকার সিপাহীদিগকে নিরস্ত্র করিতে মনন করিলেন। পরদিন প্রাতে ৫ টার সময় সিপাহীদিগকে নিরস্ত্র করিতে য়ুরোপীয়গণ উপস্থিত হইলেন। প্রথমে ধনাগারের প্রহরীকে নিরস্ত্র করা হইল। পরে নৌসেনাগণ লালবাগ অভিমুখে গমন করিল। কার্য্যের প্রথম অবস্থা দেখিয়া বোধ হইয়াছিল যে, সিপাহীগণ সহজেই গবমেণ্টের প্রস্তাবে সম্মত হইবে। কিন্তু লালবাগে উপস্থিত হইয়া ইংরাজগণ দেখিল যে সিপাহীগণ বাঁধা দিতে প্রস্তুত হইয়াছে। সুতরাং উভয়পক্ষে একটী ক্ষুদ্র যুদ্ধ বাঁধিল। সিপাহীগণ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল। ইহাদের মধ্যে কএকজন ধরা পড়িয়া ফাঁসিদণ্ডে দণ্ডিত হইল।

১৫৫৮ খৃঃ অব্দে সম্রাট্ অকবরের রাজস্ব-সচিব টোডরমল করগ্রহণের সুবিধার জন্য বাজুহা এবং সোণারগাঁ এই দুই বিভাগে ঢাকাকে বিভক্ত করিয়াছিলেন। ঢাকাসহর প্রথম বিভাগের অন্তগত এবং পূর্ব্বদিকে বারবকাবাদ হইতে শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মোগলসম্রাট্গণ মহল এবং সায়ের এই দুই শ্রেণীর রাজস্ব আদায় করিতেন। ভূমির কর আদায় করিবার জন্য বাজুহা ৩২ এবং সোণারগাঁ ৫২ পরগণায় বিভক্ত হইয়াছিল। প্রত্যেক বিভাগ হইতে যথাক্রমে ৯৮৭৯২০৲ এবং ২৫৮২৮০৲ টাকা আদায় হইত। ১৭২২ খৃঃ অব্দে বঙ্গদেশ ১৩শ চাকলায় পরিবর্ত্তিত হয়। সোণারগাঁ, বাকরগঞ্জ, বাজুহা বিভাগের কতকাংশ, ত্রিপুরা, সুন্দরবন এবং নোয়াখালির ফেণীনদী পর্য্যন্ত জাহাঙ্গীর নগর (ঢাকা) বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইহা আবার ২৩৬ পরগণায় ও কতকগুলি জমিদারীতে বিভক্ত হইল। এই প্রদেশ হইতে ১৯২৮২৯০৲ টাকা কর ধার্য্য হইয়াছিল *।

৩ বাঙ্গালার অন্তর্গত ঢাকা জেলার সদর উপবিভাগ। পরিমাণফল ১২৬০ বর্গমাইল। ইহাতে ৪টী থানা আছে; যথা লালবাগ, সাভার, কাপাসিয়া ও নবাবগঞ্জ।

৪ বাঙ্গালার অন্তর্গত ঢাকা জেলার সদর নগর। এই নগরই জেলার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ঢাকাবিভাগের কমিশনার সাহেব এখানে বাস করেন। এই নগর বুড়ীগঙ্গার উত্তরতীরে অবস্থিত এবং বাঙ্গালার ছোটলাটের শাসনাধীন প্রদেশ নগরসমূহের মধ্যে ইহা লোকসংখ্যায় ৫ম। অক্ষা° ২৩° ৪৩´ উঃ, দ্রাঘি° ৯০° ২৬´ ২৫´´ পূঃ। ঢাকা মিউনিসিপালিটীর অন্তর্গত স্থানের পরিমাণ প্রায় ৮ বর্গমাইল। অধিবাসিসংখ্যা ৮২৩২১। তন্মধ্যে হিন্দু ৪১৫৬৬, মুসলমান ৪০১৮৩, খৃষ্টান ৪৬৭, জৈন ১৩, এবং বৌদ্ধ ১৬ জন।

নগর নদীর উত্তরকূলে প্রায় ৪ মাইল পর্য্যন্ত দীর্ঘ, এবং নদীকূল হইতে উত্তরদিকে প্রায় ১$\frac{1}{4}$ মাইল বিস্তৃত। দোলাইখাড়ীর এক শাখা ইহাকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে। নগরের প্রধান রাস্তা দুইটী, একটী পশ্চিমে লালবাগ প্রাসাদ হইতে পূর্ব্বে দোলাইখাড়ী পর্য্যন্ত প্রায় ২ মাইল বিস্তৃত এবং অপরটী নদী হইতে উত্তরদিকে প্রাচীন কেল্লা পর্য্যন্ত। দুইটী রাজবর্ত্মই প্রশস্ত এবং উভয়পার্শ্বে সুন্দর হর্ম্ম্যাবলি ও বিপণিশ্রেণীদ্বারা সুশোভিত। অবশিষ্ট রাস্তাগুলির অধিকাংশ অপ্রশস্ত ও কুটিল। নগরের পশ্চিমপ্রান্তে চক অর্থাৎ হাট অবস্থিত। য়ুরোপীয়গণ নগরের মধ্যভাগে নদীতীরে প্রায় $\frac{1}{2}$ মাইল পর্য্যন্ত স্থানে বাস করেন। আর্ম্মেনীয় ও গ্রীক পল্লীতে অনেক বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা ভগ্নদশা প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে। দেশীয়দিগের পল্লী অতিসঙ্কীর্ণ। বিশেষতঃ তন্তুবায় ও শঙ্খবণিক্দিগের পল্লীতে অনেকের বাস্তবাটীর সম্মুখভাগ ৬।৭ হাতের অধিক নহে। কিন্তু দৈর্ঘ্যে প্রায় ৪০ হাত পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। এইরূপ বাড়ীসকলের মধ্যস্থান খোলা, দুই প্রান্তে মাত্র গৃহ থাকে।

খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীতে ঢাকানগর বাঙ্গালার মুসলমান রাজাদিগের রাজধানী ছিল। কিন্তু এখন ইহার পূর্ব্বসমৃদ্ধির অধিক পরিচয় বিদ্যমান নাই। সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের সময় প্রতিষ্ঠিত ঢাকার দুর্গ বহুকাল লুপ্ত হইয়াছে। মুসলমানরাজগণের কেবলমাত্র দুইটী চিহ্ন বিদ্যমান আছে— সুলতান মহম্মদ সুজা-নির্ম্মিত কাট্রা এবং লালবাগ প্রাসাদ। এই দুইটীও এখন ভগ্নাবশেষমাত্র, ইহার খোদিত প্রস্তরময় অংশসকল নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীতে নির্ম্মিত ইংরাজ ও ফরাসীদিগের কুঠীসকলও নদীগর্ভে বিলীন হইয়াছে।

বহুকাল হইতে ঢাকার চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশসকল মগ

* ঢাকা সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ জানিতে হইলে এই গ্রন্থগুলি দ্রষ্টব্য— Dr. Taylor's Topography of Dacca, D'Oyley's Antiquities of Dacca, Hunter's Statistical Account of Bengal vol. V.

ও পর্তুগীজ দস্যুগণ কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হইতেছিল। উহাদিগের আক্রমণ হইতে এই প্রদেশকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ১৬১০ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার রাজধানী ঢাকানগরে স্থাপিত হয়। ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদকুলিখাঁ ঢাকা হইতে নিজ প্রতিষ্ঠিত মুর্শিদাবাদে রাজধানী উঠাইয়া লইলেন। তদবধি ঢাকার অবনতি আরম্ভ হয়। কথিত আছে, ইহার সমৃদ্ধির সময় ঢাকানগর বহুজনাকীর্ণ এবং নদীতীর হইতে উত্তরদিকে ১৫ মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এখনও টুঙ্গী গ্রামে অরণ্যের মধ্যে বহুসংখ্যক অট্টালিকা ও মস্‌জিদ্ প্রভৃতির ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে ঢাকানগরের মলমল্ বহু সমাদরে য়ুরোপখণ্ডে বিক্রীত হইত। তখন এখানকার হিন্দু তন্তুবায়গণ বংশপরম্পরাক্রমে ঢাকাই-মলমলের প্রভূত উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিল। সূক্ষ্মতায়, বয়নপারিপাট্যে এবং চিক্কণতা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় কেহই ইহাদের সমকক্ষ ছিল না। ঢাকার কার্পাসও তৎকালে সূক্ষ্মসূত্র উৎপাদন করিতে ভূতলে অতুলনীয় বলিয়া বিবেচিত হইত। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী ও দেশীয় সওদারগণ প্রতিবৎসর প্রায় ২৫ লক্ষ টাকার ঢাকাই মস্‌লিন ক্রয় করিতেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মাঞ্চেষ্টার তন্তুবায়দিগের অপেক্ষাকৃত সুলভ মলমলে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ঢাকার মলমলের কাট্‌তি কমিতে লাগিল; অবশেষে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কুঠী উঠিয়া গেল। ইহাই ঢাকার অবনতির দ্বিতীয় কারণ। তদবধি আর ইহার উন্নতির কোন আশা রহিল না। এতদিন বস্ত্রব্যবসায়ই ঢাকার প্রধান আয়ের উপায় ছিল। এখন সে ব্যবসা বন্ধ হওয়ায় অধিবাসিগণ নিঃস্ব হইয়া পড়িল। বহুসংখ্যক অধিবাসী স্থানত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। অদ্যাপি তন্তুবায়গণের দুরবস্থা এবং বহুসংখ্যক পরিত্যক্ত গৃহাদি ইহার বিষম ফল ঘোষণা করিতেছে। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ইহার অধিবাসিসংখ্যা ২ লক্ষের অন্যূন বলিয়া অনুমিত হয়, কিন্তু ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের লোকসংখ্যা কেবলমাত্র ৬৯২১২ জন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ইহার অধিবাসিসংখ্যা ৭৯,০৭৬ জন মাত্র ছিল। রেল-বিস্তার এবং বাণিজ্যের সমূহ বিস্তার হওয়ায় দিন দিন ইহার লোকসংখ্যা কিয়ৎ পরিমাণে বৃদ্ধি হইতেছে। কিন্তু ইহা যে কখনও পূর্ব্ব গৌরব লাভ করিতে পারিবে, এরূপ আশা দুরাশামাত্র। সম্প্রতি ঢাকার মস্‌লিনের কিয়ৎপরিমাণে আদর হইতেছে। কয়েক জন তন্তুবায় ধনকুবেরদিগের উৎসাহে অতি সুন্দর ও সূক্ষ্ম মস্‌লিন প্রস্তুত করিতেছে।

ঢাকানগরের অবস্থান বাণিজ্য পক্ষে বড়ই সুবিধাজনক। গঙ্গা, যমুনা ও মেঘনা এই তিনটী বৃহৎ নদী হইতে ইহা অধিক দূর নহে। মদনগঞ্জ ও নারায়ণগঞ্জ ঢাকারই বন্দর বলিয়া গণ্য হইতে পারে। ইহার বাণিজ্য পাটনা ব্যতীত বাঙ্গালার অন্যান্য সকল মধ্যবর্ত্তী নগর অপেক্ষা অধিক। তণ্ডুল, পাট, তিল, সর্ষপাদি, চর্ম্ম এবং বস্ত্রাদি প্রধান বাণিজ্যদ্রব্য। ঢাকার মাঝিগণ বাঙ্গালার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মাঝি বলিয়া বিখ্যাত।

ঢাকা নগরের জলবায়ু অতিশয় কদর্য্য ছিল। বর্ষাকালে চতুর্দ্দিক্ জলময় হইয়া যাওয়ায় অনেক রোগ উৎপন্ন হইত। সংপ্রতি বিশুদ্ধ জলপ্রাপ্তির সুবিধা হওয়ায় ঢাকা অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যকর হইয়াছে। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে মিটফোর্ড হাঁসপাতাল স্থাপিত হইল। এখানে বিস্তর রোগী বিনাব্যয়ে চিকিৎসিত হইত।

(দেশজ) ৫ চাপা। লুকান। ৬ আচ্ছাদন।

ঢাকাদক্ষিণ, শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত একটী পরগণা। এই পরগণার মধ্যেই স্বনামখ্যাত 'ঢাকাদক্ষিণ' গ্রাম। ইহা শ্রীহট্টের মধ্যে একটী প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান বলিয়া পরিগণিত ও গুপ্তবৃন্দাবননামে খ্যাত।

এই গ্রাম শ্রীহট্ট সহর হইতে সাত ক্রোশ দূরে দক্ষিণপূর্ব্বকোণে অবস্থিত। সহর হইতে ঢাকাদক্ষিণ পর্য্যন্ত বাঁধা রাস্তা আছে। নৌকাযোগেও যাওয়া যায়। ঢাকাদক্ষিণ একটী সমৃদ্ধিশালী বৃহৎ গ্রাম। এখানে ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি বহুসহস্র লোকের বসবাস।

এই ঢাকাদক্ষিণ শ্রীচৈতন্যদেবের পিতা জগন্নাথমিশ্রের জন্মস্থান ও তাঁহার পিত্রালয়। উপেন্দ্রমিশ্রের বাসভবনই এখন বৈষ্ণবতীর্থরূপে পরিগণিত হইয়াছে। প্রতিবৎসর অনেক বৈষ্ণব এ তীর্থদর্শনে সমাগত হইয়া থাকেন।

চারিশত বর্ষের প্রাচীন চৈতন্যোদয়াবলী এবং পরবর্ত্তী মনঃসন্তোষিণী গ্রন্থে এই তীর্থের উৎপত্তি ও মাহাত্ম্য এইরূপ বর্ণিত আছে—

ঢাকাদক্ষিণে উপেন্দ্রমিশ্রের পুত্র জগন্নাথমিশ্রের বাস। জগন্নাথ নবদ্বীপে অধ্যয়ন করেন, নবদ্বীপের নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর দুহিতা শচীদেবীর সহ তাঁহার পরিণয় হয়। বিবাহের পর তিনি নবদ্বীপেই বাস করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে পরে তিনি সপরিবারে পিতৃদর্শনে আগমন করেন, এখানে শচীর গর্ভ হয়, এই গর্ভের সন্তানই শ্রীচৈতন্যদেব। গর্ভাবস্থায় শচীকে লইয়া জগন্নাথ পুনর্ব্বার নবদ্বীপে গমন করেন, বিদায়ের পূর্ব্বে শচীকে তাঁহার শাশুড়ী অনুরোধ

করেন যে, তাঁহার পুত্র হইলে তাহাকে যেন একটীবার ঢাকা-দক্ষিণে পাঠাইয়া দেন।

যথাকালে শাশুড়ীর অনুরোধ শচীদেবী পুত্রকে জানাইয়াছিলেন, কিন্তু গৌরাঙ্গ সন্ন্যাসের পূর্ব্বে শ্রীহট্টে আসিতে পারেন নাই। সন্ন্যাসের পর ১৪৩১ শকেই তিনি শ্রীহট্টস্থ ঢাকাদক্ষিণে আগমন করেন।

পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থদ্বয়ে বর্ণিত আছে যে, বৃদ্ধা স্বীয় পৌত্রের কাছে নানা কথাবার্ত্তার সঙ্গে আপনাদের পারিবারিক সুখ-দুঃখের কথাও বলিয়াছিলেন। তাহাতে চৈতন্য তাঁহাকে দুইটী মূর্ত্তি দেন, একটী শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি অপরটী তাঁহার। এই মূর্ত্তি দুইটী প্রদান করিয়াই তিনি চলিয়া যান, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এই দুইটী মূর্ত্তির প্রভাবে সে গ্রাম হরিভক্ত হইল—বিরুদ্ধবাদী কেহই রহিল না এবং এই মূর্ত্তি দুইটীর প্রভাবেই মিশ্রবংশের পারিবারিক অভাব দূরীভূত হইল। আজিও মিশ্রবংশের অন্য কোন জীবিকা নাই, এই মূর্ত্তি-পূজাই তাঁহাদের জীবিকা। উৎসবাদি উপলক্ষে এখানে যে আয় হয়, তাহা হইতেই একটী বংশ (১৮ ঘর ব্রাহ্মণ) প্রতি-পালিত হয়, এই জন্যই মনঃসন্তোষিণী গ্রন্থে কথিত হইয়াছে—

"গুপ্ত বৃন্দাবন অতি মনোরম স্থানে।
* * * * * *
অতি গুপ্ত বিহার করেন আত্মারাম।
নিরন্তর পূর্ণ করেন যার যেই কাম॥" (ম° স°)

এই উপেন্দ্র মিশ্রের বাড়ী, যেখানে পূর্ব্বোক্ত মূর্ত্তিদ্বয় বিরাজিত, তাহা এখন 'ঠাকুরবাড়ী' নামে প্রসিদ্ধ। এই 'ঠাকুরবাড়ীর' সম্মুখে ডাকঘর, বাজার প্রভৃতি আছে। রথযাত্রা এবং ঝুলনোৎসবই অধিক জাকজমকের সহিত হইয়া থাকে।

এতদ্ব্যতীত ঢাকাদক্ষিণে প্রসিদ্ধ 'গোপেশ্বর শিব' আছেন, ঠাকুরবাড়ী হইতে তাহা প্রায় দুই ক্রোশ দূরে। কৈলাস নামক এক ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর শিবালয়। চৈতন্যদেব এই শিবদর্শনে গিয়াছিলেন বলিয়া গ্রন্থে বর্ণিত আছে। কৈলাসের পার্শ্বেই অমৃতকুণ্ড।

ঢাকাঘোড়া (দেশজ) পর্দ্দা, বেড়া।

ঢাকাঢোকা (দেশজ) ১ আচ্ছাদিত। ২ লুক্কায়িত।

ঢাকী (দেশজ) ঢাকবাদ্যকারী, যে ঢাক বাজায়।

ঢাকুনী (দেশজ) আবরণী, আচ্ছাদনী, পর্দ্দা।

ঢাণ্ডা (দেশজ) সমারোহ, জনতা।

ঢাপা (দেশজ) ১ গোপন। ২ আচ্ছাদন।

ঢামরা (স্ত্রী) হংসী। (শব্দার্থচি°)

ঢামাল (দেশজ) ১ জনতা। ২ গোলমাল।

ঢাল (পুং) ঢৌক-অচ্। পৃষো° সাধুঃ। চর্ম্মনির্ম্মিতফলক।

ঢালা (দেশজ) ১ নিক্ষেপ করা, ফেলা। ২ খালি করা।

ঢালাই (দেশজ) গড়নবিশেষ, যাহাতে জোড়া থাকে না, কেবল পিটিয়া গড়া হয়।

ঢালা উবরা (দেশজ) আশেপাশে ফেলা।

ঢালি [ঢালী দেখ।]

ঢালী (ত্রি) ঢালমস্যাস্তীতি ঢাল-ইনি। ঢালবিশিষ্ট, ঢাল ধারী, চর্ম্মী।

"ঢালিপক্ষজয়করী ঢকারবর্ণরূপিণী।" (অন্নপূর্ণাস্তো°)

ঢালু (দেশজ) নিম্ন, গড়ানিয়া।

ঢপন (দেশজ) কিলমারা, ঘুষামারা।

ঢিপি (দেশজ) উচ্চস্থান।

ঢিপী (দেশজ) উচ্চস্থান, স্তূপ, ঢিবী, রাশি।

ঢিপ্‌ল্যা (দেশজ) লুটি।

ঢিবি (দেশজ) [ঢিপী দেখ।]

ঢিমা (দেশজ) মৃদু, নম্র, ক্ষীণ, কৃশ।

ঢিল (দেশজ) ক্ষুদ্র মাটির চাপ, ইষ্টকখণ্ড।

ঢিলা (দেশজ) ১ শিথিল, আল্গা। ২ অলস।

ঢিলমিলিয়া (দেশজ) শিথিল, কোমল।

ঢীলা (দেশজ) [ঢিলা দেখ।]

ঢীলামি (দেশজ) শৈথিল্য।

ঢু (দেশজ) মস্তকদ্বারা আঘাত।

ঢুড় (দেশজ) অন্বেষণ, অনুসন্ধান।

ঢুকন (দেশজ) প্রবেশন, অন্তর্গত-করণ।

ঢুণ্টন (ক্লী) ঢুণ্ট-ল্যুট্। অন্বেষণ, খোঁজন, ঢোঁড়ন।

ঢুণ্টি (পুং) ঢুণ্ট্যতেঽসৌ ঢুণ্ট-ইন্। গণেশ, ইনি সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধি প্রদান করেন, কাশীখণ্ডে লিখিত আছে—

"অন্বেষণে ঢুণ্টিরয়ং প্রথিতোঽস্তিধাতুঃ
সর্ব্বার্থঢুণ্টিততয়া তব ঢুণ্টিনামা।
কাশীপ্রবেশমপি কো লভতেঽত্র দেহী
তোষং বিনা তব বিনায়ক ঢুণ্টিরাজ॥" (কাশীখ°)

ঢুণ্টি এই ধাতু জগতে অন্বেষণার্থক রূপেই প্রথিত আছে, সমস্ত বিষয়ই তোমার অন্বেষিত (জ্ঞাত), এই জন্যই তোমার নাম ঢুণ্টি। তোমার সন্তোষ ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তিই কাশীতে প্রবেশ করিতে পারে না, তুমি আমার অন্নদক্ষিণে ঢুণ্টিরাজরূপে বিরাজমান থাকিয়া ভক্তগণকে অন্বেষণ করিয়া তাহাদিগকে সমস্ত অভিলষিত পদার্থ প্রদান করিতেছ, এই জন্যই তোমার নাম ঢুণ্টি। মঙ্গলবারযুক্ত চতুর্থী তিথিতে

যে সকল লোক বিবিধ প্রকার গন্ধমাল্যাদি দ্বারা ঢুণ্ঢিরাজের পূজা করে, তাহারা শিবের অনুচর হইয়া কাশীতে অবস্থান করে। প্রতি চতুর্থীতে যাহারা পূজা করে, তাহারাও এ জগতের অভীষ্ট লাভ করিয়া থাকে।

মাঘমাসে শুক্লা চতুর্থীতে নক্তব্রত করিয়া যে সকল ব্যক্তি ঢুণ্ঢিগণেশের পূজা করে, শুক্লতিল দ্বারা লাড়ু প্রস্তুত করিয়া নিবেদন করে এবং যাহারা তিলদ্বারা হোম করে, তাহারা সকল প্রকার বাধারহিত হইয়া অচিরে সিদ্ধি লাভ করে। (কাশীখ° ৫৭ অ:) [কাশী দেখ।]

২ জাতকপদ্ধতি নামক জ্যোতিগ্রন্থকার। ৩ মাংসাদিনির্ণয়নামক সংস্কৃতগ্রন্থ-রচয়িতা।

৪ একজন সংস্কৃত শাস্ত্রানুরাগী রাজা, ইঁহারই উৎসাহে বিশ্বনাথভট্ট বিখ্যাত "ঢুণ্ঢিপ্রতাপ" নামে একখানি বৃহৎ স্মৃতিনিবন্ধ প্রকাশ করেন।

ঢুণ্ঢিরাজ, ১ একজন বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ্, পার্থপুরবাসী নৃসিংহের পুত্র। ইনি অনেকগুলি জ্যোতিঃশাস্ত্রীয় গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তন্মধ্যে এই কয়খানি পাওয়া যায়—গণভঙ্গাধ্যায়, কুণ্ডকল্পলতা, গ্রহফলোৎপত্তি, গ্রহলাঘবোদাহরণ, জাতককৌস্তভ, জাতকাভরণ, তাজিকভূষণ, তাজিকাভরণ, পঞ্চাঙ্গফল, রাজযোগাধ্যায়, শিষ্টাধ্যায়, অনন্তরচিত সুধারসের সুধারসসারিণী নামে টীকা, সুধারসকরণচতুষ্ক প্রভৃতি।

ইঁহার পুত্র গণেশ গণিতমঞ্জরী রচনা করেন।

২ বৌধায়নীয় চাতুর্মাস্য প্রয়োগরচয়িতা।

৩ কাবেরী-স্তোত্র-প্রণেতা।

ঢুণ্ঢিরাজ লল্ল, একজন বৈদিক পণ্ডিত, ইনি মৃতপত্নীকাধান, স্বর্গদ্বারেষ্টিসত্রপ্রয়োগ এবং বৌধায়নীয়হৌত্রসামান্য রচনা করেন।

ঢুণ্ঢিরাজ ব্যাসযজ্বন্, একজন মহারাষ্ট্র পণ্ডিত। ইনি ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে শাহজীর প্রীত্যর্থ শাহজিবিলাস নামে একখানি সঙ্গীতপুস্তক ও পরে মুদ্রারাক্ষসটীকা রচনা করেন।

ঢুণ্ঢুভ (পুং) ডুণ্ডুভ, ঢোঁড়া শাপ।

ঢুপ্ (দেশজ) ১ খালি। ২ খালি পাত্রের শব্দ।

ঢুলঢুল্ (দেশজ) ১ নিদ্রাবেশ, চক্ষু যেন বুজিয়া আসার ভাব। ২ ঝিমান।

ঢুলা (দেশজ) নিদ্রাবেশে নড়া বা মাথা দোলান।

ঢুষ্ (দেশজ) ১ গুতা মারা। ২ ঢু দেওয়া।

ঢুষণ (দেশজ) ১ ঢু দেওয়া। ২ গুতা মারণ।

ঢুষণা (দেশজ) ১ কর্ম্মঠ হইয়াও যে কিছু করে না। ২ অপব্যয়কারী।

ঢুষাঢুষি (দেশজ) পরস্পর গুঁতা মারা, ঢু দেওয়া।

ঢেউ (দেশজ) ১ তরঙ্গ, হিল্লোল। ২ খেয়াল।

ঢেওন (দেশজ) জল দিয়া ভাসাইয়া দেওন।

ঢেঁকি (দেশজ) তণ্ডুলাদি প্রস্তুত করণের যন্ত্রবিশেষ।

ঢেঁকিশালা (দেশজ) ঢেঁকিগৃহ, ঢেঁকিঘর।

"পরিবারে দিবা খুঞা উড়িতে খোসলা।
শয়ন করিতে তারে দিবা ঢেঁকিশালা॥" (কবিক° চণ্ডী)

ঢেঁটা (দেশজ) শঠ, দুষ্ট, খল।

ঢেঁটরা (দেশজ) ঢক্কাবাদনপূর্ব্বক ঘোষণা করা, কোন একটী বিষয় সাধারণ্যে জানাইতে হইলে একজন লোক ঢোল বাজাইতে বাজাইতে গমন করে, আর তাহার পিছনে আর একজন লোক সেই বিষয় উচ্চৈঃস্বরে বলিতে বলিতে গমন করিয়া থাকে।

ঢেঁড়রিয়া (দেশজ) যে ঢেঁড়া দেয়।

ঢেঁড়স (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। ইহার ফলকে দেশভেদে রামঝিঙ্গা বলে।

ঢেঁড়া (দেশজ) ঘোষণা, প্রচার।

ঢেঁড়ী (দেশজ) ১ অহিফেন বৃক্ষের ফুল। ২ কর্ণাভরণবিশেষ। ৩ বাদ্যযন্ত্রবিশেষ।

ঢেঁপ (দেশজ) পদ্মের জীবকোষ।

ঢেঁশা (দেশজ) ১ আঘাত, ধাক্কা, বিদ্রূপ। ২ দোষসূচক দৃষ্টান্ত।

ঢেক (দেশজ) ছাপাইয়া উঠা।

ঢেক চালুয়া (দেশজ) যে চাল ভাল রাঁধা হয় নাই।

ঢেকা (দেশজ) ১ ধাক্কা মারণ। ২ নির্গত করণ। ৩ ঠেলন।

ঢেকাঢোকা (দেশজ) আবরণ, আচ্ছাদন।

ঢেকুর (দেশজ) হিক্কা।

ঢেঙ্গা (দেশজ) লম্বা, আয়ত।

ঢেমন (দেশজ) লম্পট, নায়কনায়িকার সংঘটনকারক, কোটনা।

ঢেমনা (দেশজ) উপপতি, প্রণয়ী, ভালবাসার লোক।

ঢেমনী (দেশজ) উপপত্নী।

ঢেমসা (দেশজ) বাদ্যযন্ত্রবিশেষ।

ঢেম্নী (দেশজ) উপপত্নী।

ঢের (দেশজ) বহু, অনেক।

ঢেরা (দেশজ) ১ পাট কাটিবার যন্ত্র। ২ নিরক্ষর লোকদিগের দস্তখতের চেরাকার চিহ্ন।

ঢেরি (দেশজ) রাশি, গুচ্ছ, সমূহ।

ঢেলা (দেশজ) মাটির চাপ, ইষ্টকখণ্ড।

ঢোলপুর, রাজপুতানার উত্তরপূর্ব্বকোণে একটী দেশীয়

রাজ্য অক্ষা° ২৬°২২´´ এবং ২৬°৫৭´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৭° ১৬´ ও ৭৮°১৯´ পূঃ। এই রাজ্যটী উত্তরপূর্ব্ব হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ৭২ মাইল দীর্ঘ এবং গড়পড়তা ১৬ মাইল প্রস্থ। ইহার উত্তরসীমায় আগ্রা, দক্ষিণে চম্বল নদী এবং পশ্চিমে করৌল ও ভরতপুর। প্রধান সহর ঢোলপুর। এই রাজ্যে একজন বৃটীশ গবর্মেণ্টের প্রতিনিধি কর্ম্মচারী (Political agent) বাস করেন।

চম্বলনদী এই রাজ্যের দক্ষিণপশ্চিম হইতে উত্তরপূর্ব্বে ১০০ মাইল প্রবাহিত। গ্রীষ্মকালে ইহার বিস্তৃত ৩০০ গজ, বর্ষাকালে ইহা প্রায় ১০০০ গজ বিস্তৃত হয়। চম্বলনদীর সমতলের আকস্মিক পরিবর্ত্তন হেতু নদীর উপর দিয়া নির্ভয়ে যাতায়াত করা যায় না, এই নদী পার হইয়া গোয়ালিয়রে যাইবার অনেকগুলি ঘাট আছে। রাজঘাটটীই সমধিক প্রসিদ্ধ। এই রাজ্যের উত্তরাংশে বাণগঙ্গা (অথবা উতনগাঁ) নদী। ঢোলপুরে পার্ব্বতী ও মোর্ক নামে ইহার ওইটী শাখানদীও আছে। গ্রীষ্মকালে এই তিনটী নদী অধিকাংশ স্থলেই শুকাইয়া যায়। ঢোলপুরের নদীগুলি সাধারণতঃ দেশের সমতল অপেক্ষা অতিশয় নিম্ন এবং ইহাদের তট স্থানে স্থানে লম্বা গর্ত্তে পরিপূর্ণ।

ঢোলপুরের আড় দিকে একটী রক্তবর্ণ বালুকা পাথরের ক্ষুদ্র পাহাড় আছে। অধিবাসিগণ এই পাহাড় হইতে প্রস্তর লইয়া গৃহাদি নির্ম্মাণ করে। বাহিরে ফেলিয়া রাখিলে এই পাথরগুলি শক্ত হয় এবং পাত করিলেও নষ্ট হয় না। চম্বলের রেলওয়ে-সেতু এই প্রস্তর-নির্ম্মিত। নদীর তটে অনেক গর্ত্তে কাঁকর পাওয়া যায়। ঢোলপুর সহরের ২১ মাইলের মধ্যে চূণের পাথর দৃষ্ট হয়। পাহাড়ের নিকটবর্ত্তী ভূমি অনুর্ব্বর। উত্তর এবং উত্তরপশ্চিম ভাগের দোমাটিতে (বালুকা ও কর্দ্দমমিশ্রিত মৃত্তিকায়) যথেষ্ট ফসল জন্মে। রাজাখেরা পরগণার নিকটস্থ কৃষ্ণমৃত্তিকা হৈমন্তিক শস্যের পক্ষে অনুকূল। বাজরা, জোয়ার, যব, গোধুম ঢোলপুরের প্রধান উৎপন্ন শস্য। তূলা ও ধান্য জন্মে। কূপ ও পুষ্করিণী হইতে জল লইয়া জমিতে দেওয়া হয়। সচরাচর কূপাদির ২৫ ফুট নীচে জল থাকে।

ঢোলপুরের রাজাই এই রাজ্যের সমগ্র ভূখণ্ডের একমাত্র অধিকারী। জমিদার অথবা মাতব্বরগণ কৃষকদিগের নিকট হইতে কর আদায় করিয়া রাজকোষে প্রেরণ করেন। গ্রাম-স্থাপয়িতার বংশধরগণই জমিদার শ্রেণীভুক্ত। যতদিন পর্য্যন্ত জমিদারগণ রাজার সহিত যে নিয়ম আছে, সেই নিয়ম অব্যাহত রাখেন, ততদিন তাঁহারা জমির অধিকার ভোগ করিতে পারেন। পতিত জমি পুষ্করিণী প্রভৃতি রাজার সাক্ষাৎ অধিকারান্তর্গত।

১৮৭৬খৃঃ অব্দে এই রাজ্যে একবার জরিপ হইয়াছিল। হিন্দু-মুসলমান, খৃষ্টান ও জৈন ধর্ম্মের অনেক লোক ঢোলপুরে বাস করে। ব্রাহ্মণ ও চামারের সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। রাজপুত, গুর্জ্জর, কচ্ছী, মীনা, জাট, বণিয়া, আহীর প্রভৃতি শ্রেণীর লোক এই প্রদেশে দেখা যায়। বারী ও গির্দ্দ তালুকের গুর্জ্জরীগণ গৃহপালিত পশু চুরি করে। মীনাগণ কৃষিজীবী। বৈষ্ণবধর্ম্মই ঢোলপুরে সমধিক প্রবল। চৌনী, বারী, পুরণী এবং রাজাখেরা এই চারিটী প্রধান সহর। এই রাজ্যে হিন্দি, পার্শি, ইংরাজী প্রভৃতি শিখাইবার জন্য অনেকগুলি বিদ্যালয় আছে।

ঢোলপুররাজ্যের মধ্য দিয়া আগ্রা হইতে বোম্বাই পর্য্যন্ত গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড চলিয়া গিয়াছে। ঢোলপুর হইতে রাজাখেরা দিয়া আগ্রা, ঢোলপুর হইতে বারী এবং ঢোলপুর হইতে কোলারী ও বসেরি পর্য্যন্ত ৩টী ভাল রাস্তা আছে। সিন্ধিয়া ষ্টেট রেলওয়ের রাস্তাও এই রাজ্যের মধ্য দিয়া গিয়াছে।

রাজস্বকার্য্যের সুবিধার জন্য রাজ্যটী ৫টী তহসীলে বিভক্ত। যথা (১) গির্দ্দ ঢোলপুর, (২) বারী, (৩) বসেরী, (৪) কোলারি (৫) রাজাখেরা। উক্ত তহসীলগুলিতে যথাক্রমে ৫, ৭, ২, ৩ ও ২টী তালুক আছে। সৈন্যদ্বারা সাহায্য করিবার জন্য ৫৫ খানি গ্রাম জায়গীর এবং ৪৪ খানি গ্রাম দেবোত্তর অর্পিত হয়। জায়গীরদারগণ অত্যাচার করিলে রাজা তাহার বিচার করেন। প্রজাদিগের জীবন-মৃত্যুর ক্ষমতা রাজার হাতে। রাজকার্য্যের পরামর্শের জন্য কৌন্সিলে ৩ জন সভ্য থাকেন। নাজিম পুলিস ও বিচারবিভাগের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তা, কিন্তু কৌন্সিলের অনুমতি গ্রহণ না করিয়া তিনি কাহাকেও ৩ বৎসরের অধিক কাল কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিতে পারেন না। এই রাজ্যে কতকগুলি থানা, ফাঁড়ি এবং প্রতি গ্রামে একজন করিয়া চৌকিদার আছে। বনবিভাগের বন্দোবস্ত তহসীলদার করিয়া থাকেন। ঢোলপুরের কারাপ্রথা বৃটীশসাম্রাজ্যের তুল্য।

দেশের জলবায়ু সাধারণতঃ স্বাস্থ্যজনক। চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠমাসে অতিশয় উষ্ণ বায়ু প্রবাহিত হয়। বার্ষিক বৃষ্টিপাতের গড় পরিমাণ ২৭ হইতে ৩০ ইঞ্চ। এই রাজ্যে ৩টী দাতব্য-চিকিৎসালয় আছে। রাজকোষ হইতে ইহার ব্যয় নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে।

১০০৪ খৃঃ অব্দে তোমরবংশোদ্ভূত রাজা ঢোলন-দেব-তলবার চম্বল ও বাণগঙ্গা নদীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ শাসন

করিতেন। পরন্তু, তাঁহার নামানুসারে ঢোলপুরের রাজা বাবরকে কিছুদিন বাধা দিয়াছিলেন। অকবরের সময় ঢোলপুর মোগলসাম্রাজ্য-ভুক্ত হয়। ১৬৫৮ খৃঃ অব্দে ঢোলপুরের ৩ মাইল পূর্ব্বে রঞ্জচবুত্র নামক স্থানে সাম্রাজ্য লইয়া অরঙ্গজেব মুরাদের সহিত যুদ্ধ প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। অরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর আজম ও মুয়াজমের মধ্যে ঢোলপুরে একটী যুদ্ধ হইয়াছিল। নবীন সম্রাট মুয়াজমকে বিপদাপন্ন দেখিয়া রাজা কল্যাণসিংহ ঢোলপুর অধিকার করিয়া বসিলেন।

ঢোলপুরের শাসন-কর্ত্তাগণ জাটবংশীয়। ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ প্রাচীনকালে গোয়ালিয়রের নিকটবর্ত্তী গোহদ নামক একটী গ্রামের জমিদার ছিলেন। প্রাচীন বর্ণনানুসারে ঢোলপুর কনোজরাজ্যের অংশ বলিয়াই অনুমিত হয়। সম্রাট্ অকবর ঢোলপুরকে আগ্রারাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন। যাহা হউক, ঢোলপুরের শাসন-কর্ত্তাগণ অতিশয় পরিশ্রমী ও যুদ্ধকুশল হওয়ায় ক্রমেই উন্নতি লাভ করিতে লাগিলেন। পেশবা বাজিরাওয়ের সময় ইঁহারা মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধীনে গোহদরাজ উপাধি-ভূষিত হইলেন। ১৭৬১ খৃঃ অব্দে পাণিপথের ভীষণক্ষেত্রে মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধঃপতনের পর গোহদরাজ গোয়ালিয়র অধিকার করিয়া নিজ স্বাধীনতা-প্রচার ও রাণা উপাধি ধারণ করিলেন। ১৭৭৯ খৃঃ অব্দে গোহদের মহারাণা লকিন্দর সিংহের সহিত ইংরাজদিগের এই সর্ত্তে একটী সন্ধি হইল যে, বৃটিশগবর্মেণ্ট মহারাণাকে মহারাষ্ট্রীয়দিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে সৈন্য সাহায্য করিবেন এবং জয়-পরাজয়ের ফলভাগী হইবেন। ইংরাজদিগের সহায়তায় মহারাণার রাজ্য যথেষ্ট বর্দ্ধিত হইয়াছিল। কিন্তু মহারাণা প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেন নাই, এই অপরাধে ইংরাজগবর্মেণ্ট তাঁহার সহিত মিত্রতা পরিত্যাগ করিলেন। সুবিধা পাইয়া সিন্ধিয়া গোয়ালিয়র ও গোহদ অধিকার এবং মহারাণাকে বন্দী করিলেন। ১৮০৩ খৃঃ অব্দে সিন্ধিয়ার প্রতিনিধি শাসন-কর্ত্তা অম্বজি ইঙ্গলিয়া গোহদ, গোয়ালিয়র ও অন্যান্য কএকটী স্থান বৃটীশগবর্মেণ্টকে প্রদান করেন। ১৮০৪ খৃঃ অব্দে বৃটীশ গবর্মেণ্ট মহারাণা লকিন্দরের পুত্র কিরাতসিংহকে গোহদ ও তাঁহার অধীন জনপদগুলি ফিরাইয়া দিলেন। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে বৃটীশগবর্মেণ্টকে মহারাণা কিরাতসিংহের নিকট হইতে গোহদ প্রদেশ গ্রহণ করিয়া সিন্ধিয়াকে অর্পণ করিতে হইল। মহারাণার ক্ষতিপূরণার্থ বৃটীশগবর্মেণ্ট তাঁহাকে ঢোলপুর, বর এবং রজকির পরগণা প্রদান করিলেন। এইরূপে কিরাতসিংহ ঢোলপুরের মহারাণা হইলেন। ১৮৩৬ খৃঃ অব্দে কিরাতসিংহের মৃত্যু হওয়ায় তৎপুত্র ভগবন্তসিংহ মহারাণা উপাধি পাইলেন। ইনি সিপাহীবিদ্রোহকালে বৃটীশ গবর্মেণ্টের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। পুরস্কারস্বরূপ ভগবন্তসিংহ বৃটীশগবর্মেণ্টের নিকট হইতে 'ষ্টার অব ইণ্ডিয়া' উপাধি পাইলেন। পাতিয়ালার মহারাজের ভগিনীর সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। এই বিবাহের ফলস্বরূপ নেহালসিংহ জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৭৩ খৃঃ অব্দে মহারাণা ভগবন্তসিংহের মৃত্যুর পর নেহালসিংহ পিতৃপদ প্রাপ্ত হইলেন। ইনি আগ্রায় প্রিন্স অব্ ওয়েলসের অভ্যর্থনা-সভায় ও দিল্লীদরবারে উপস্থিত ছিলেন। ঢোলপুরের মহারাণাদিগের সম্মানার্থ ১৫টী তোপ হইবার নিয়ম আছে। এইরাজ্যে ৬০০ অশ্বারোহী, ৩৬৫০ পদাতি, ১০০ গোলন্দাজ সৈন্য ও ৩২টী কামান আছে।

ঢোলপুররাজ্যে শ্বেত ও রক্তবর্ণ বালুকাপ্রস্তরের থাম, খিলান, বক্র ও অন্যান্য আকারের বাতায়ন প্রভৃতি প্রস্তত হয়। এ গুলি দেখিতে অতিশয় মনোরম। কারুকার্য্যের তারতম্যানুসারে ইহাদের মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে। ঢোলপুরে পিত্তলের এক প্রকার হুকা প্রস্তুত হয়। এই অঞ্চলে এই হুকাকে কল্লি কহে। এই হুকাগুলি বিবিধরূপে চিত্রিত ও অলঙ্কৃত। এই রাজ্যের কাষ্ঠনির্ম্মিত খেলনা ও অন্যান্য দ্রব্যগুলিও অতিশয় সুন্দর। এই স্থানের বার্ণিস করা দ্রব্য বিশেষ বিখ্যাত।

২ মধ্যভারতের অন্তর্গত ঢোলপুররাজ্যের রাজধানী। অক্ষা° ২৬০° ৪২´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৭° ৫৬° পূঃ। আগ্রা হইতে বোম্বাই পর্য্যন্ত গ্রাণ্ড-ট্রাঙ্ক-রোডে আগ্রার ৩৪ মাইল দাক্ষিণে এবং গোয়ালিয়রের ৩৭ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। ঢোলপুরের ৩ মাইল দক্ষিণে রাজঘাটের নিকট চর্ম্মণ্বতী নদীর উপর নৌসেতু আছে। ঐ নৌসেতু ১লা নবেম্বর হইতে ১৫ই জুন পর্য্যন্ত থাকে। বৎসরের অবশিষ্ট সময় খেয়া নৌকা দ্বারা যাতায়াত সম্পন্ন হয়। আগ্রা হইতে গোয়ালিয়র পর্য্যন্ত সিন্ধিয়া ষ্টেটরেলওয়ে ঢোলপুর দিয়া গিয়াছে। এই রেলপথ ঢোলপুর হইতে ৫ মাইল দূরে সেতু দিয়া চর্ম্মণ্বতী নদী পার হইয়াছে।

কথিত আছে, রাজা ঢোলনদেব বর্ত্তমান নগরের দক্ষিণে প্রাচীন ঢোলপুর নগর স্থাপন করেন। সম্রাট্ বাবর ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে ঢোলপুর অধিকার করেন বলিয়া উল্লেখ আছে। তৎপুত্র হুমায়ুন চর্ম্মণ্বতী নদীর গর্ভশায়ী হইবার আশঙ্কায় নদীতীর হইতে নগরকে আরও উত্তরে স্থানান্তরিত করেন। সম্রাট অকবর এখানে একটী উচ্চ ও সুরক্ষিত সরাই নির্ম্মাণ করেন। নগরের নূতন অংশ এবং রাজপ্রাসাদ রাণা কিরাতসিংহকর্ত্তৃক

নির্ম্মিত। কার্ত্তিকমাসে ১৫ দিন ধরিয়া এখানে একটী মেলা হইয়া থাকে, ঐ মেলায় বহুসংখ্যক অশ্ব, গবাদি এবং দিল্লী, আগ্রা, কাণপুর, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থান হইতে আনীত নানাবিধ পণ্যজাতও বিক্রয় হইয়া থাকে। ঢোলপুরের ৩ মাইল দক্ষিণে মুচুকুন্দহ্রদের নিকটও প্রতিবৎসর জ্যৈষ্ঠ ও ভাদ্র মাসে দুইটী মেলা হয়, ঐ সময়ে বহুসংখ্যক লোক আসিয়া তথায় স্নানদানাদি করিয়া থাকে। এই হ্রদ প্রায় ১২৫ বিঘা বিস্তৃত এবং অতিশয় গভীর। চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী পাহাড় সকল হইতে বৃষ্টিজল আসিয়া ঐ খাতে সঞ্চিত হয়। ইহার চতুর্দ্দিকে অন্যূন ১১৪টী দেবালয় আছে। ফাল্গুনমাসে ঢোলপুরের ১৪ মাইল উত্তরপশ্চিমস্থ সন্পৌ নগরেও একটী বৃহৎ মেলা হইয়া থাকে।

ঢোলসমুদ্র, বাঙ্গালার অন্তর্গত ফরিদপুর জেলার একটী ঝিল বা জলা। ইহা ফরিদপুর সহরের দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। বর্ষাকালে এই ঝিলের পরিসর বৃদ্ধি হইয়া নগরের গৃহসন্নিকট পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। শীতকালে উহা ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া অবশেষে গ্রীষ্মকালে এক বা দুই মাইলে পরিণত হয়।

ঢোঁ (দেশজ) ১ ভার বহন। ২ আসিয়া বৃথা চলিয়া যাওয়া।

ঢোঁওন (দেশজ) ১ ভার বহন। ২ গাড়ী হাঁকান।

ঢোঁড়ন (দেশজ) অন্বেষণ, খুঁজন।

ঢোঁড়া (দেশজ) ১ খুঁজা, অন্বেষণ করা। ২ এক প্রকার সাপ।

ঢোক (দেশজ) ১ স্বুবর্ণাদির পরিমাণ করিবার দ্রব্যবিশেষ। ২ এক ঝলক, একবার কণ্ঠদেশে যতটা ধরে।

ঢোকন (দেশজ) প্রবেশ করণ।

ঢোকা (দেশজ) প্রবেশ করা।

ঢোকান (দেশজ) প্রবেশ করান।

ঢোঢ় মিশ্র, প্রাণকৃষ্ণমিশ্রের পুত্র। ইনি শ্রাদ্ধবিবেক রচনা করেন।

ঢোল (পুং) ঢক্কা তদাকারং লাতি লা-ক পৃষো° সাধুঃ। ১ বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, রুদ্রযামলে এই বাদ্যের নাম পাওয়া যায়। এই বাদ্য একদিকে দণ্ডদ্বারা ও অপরদিকে হস্তদ্বারা বাদিত হয়। ইহা গলদেশে ঝুলাইয়া বাজানই প্রসিদ্ধ। (যন্ত্রকোষ) ২ রাগ বিশেষ, ওড়ব, বরাটী ও রেখবযোগে উৎপন্ন। (সঙ্গীতর°)

ঢোলক (পুং) ঢোল স্বার্থে কন্। ঢোলের অনুকৃত যন্ত্রবিশেষ, ইহা কাষ্ঠকোষের উভয় মুখে চর্ম্মাচ্ছাদন করিয়া নির্ম্মিত হয়। বাম মুখে খরলি লেপিত থাকে। ঐ চর্ম্মদ্বয় রজ্জুদ্বারা আবদ্ধ। সুরের উচ্চ, নীচ ও সমতা সাধন করিবার নিমিত্ত ঐ রজ্জুতে অঙ্গুরী বা কড়া দেওয়া থাকে। ইহা সভাযন্ত্র এবং যাত্রা, পাচালী ও ঐক্যতান বাদ্য প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। (যন্ত্রকো°)

ঢোলকলমী (দেশজ) এক প্রকার শাক। (Ipomœa grandiflora)

ঢোলকী (দেশজ) ছোট ঢোল।

ঢোলন (দেশজ) নিদ্রাতে অভিভূত হওন, ঝিমন।

ঢোলা (দেশজ) ১ টলা, নড়া। ২ ঝিমন।

ঢোলী (ত্রি) ঢোলঃ অস্ত্যস্য ইনি। যে ঢোল বাজায়।

ঢোষা (দেশজ) ১ গুতা মারা। ২ মোটা, স্থূলকায়।

ঢোষাণ (দেশজ) গুতা মারণ।

ঢৌকন (ক্লী) ঢৌক-ল্যুট্। ১ গমন। ২ উৎকোচ।

ণ

ণ ব্যঞ্জনবর্ণের পঞ্চদশ ও টবর্গের পঞ্চমবর্ণ। এই বর্ণ অর্দ্ধমাত্রাকাল দ্বারা উচ্চারিত হয়। ইহার উচ্চারণস্থান মূর্দ্ধা। ইহার উচ্চারণে আভ্যন্তরিক প্রযত্ন, জিহ্বামধ্য দ্বারা মূর্দ্ধার স্পর্শ ও নাসিকাতে যন্ত্রবিষয়ের প্রভেদ। বাহ্য প্রযত্ন, সংবার, নাদ, ঘোষ, অল্পপ্রাণ। মাতৃকান্যাসে এই বর্ণ দক্ষিণ পাদাঙ্গুলিমূলে ন্যাস করিতে হয়। তন্ত্রে ইহার লিখন-প্রণালী এই প্রকার লিখিত আছে। প্রথমে একটী রেখা কুণ্ডলী যুক্ত করিবে। পরে মধ্যস্থল হইতে ঊর্দ্ধদিকে টানিয়া দিবে। পুনর্ব্বার বামদিক্ হইতে অধোগত করিয়া ঊর্দ্ধদিকে টানিবে। এই অক্ষরে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর সর্ব্বদা বিরাজিত আছেন।

"কুণ্ডলীত্রগতা রেখা মধ্যতস্তত ঊর্দ্ধতঃ।

বামাদধোগতা সৈব পুনরূর্দ্ধং গতা প্রিয়ে॥

ব্রহ্মেশবিষ্ণুরূপা সা চতুর্ব্বর্গফলপ্রদা।" (বর্ণোদ্ধারত°)

ইহার বাচক শব্দ—নির্গুণ, রতি, জ্ঞান, জম্ভল, পক্ষি-বাহন, জয়া, জম্ভ, নরকজিৎ, নিষ্কল, যোগিনীপ্রিয়, দ্বিমুখ, কোটবী, শ্রোত্র, সমৃদ্ধি, বোধনী, ত্রিনেত্র, মানুষী, ব্যোম, দক্ষপাদাঙ্গুলীমুখ, মাধব, শঙ্খিনী, বীর, নারায়ণ। (নানাতন্ত্র)

ইহার স্বরূপ—পরমকুণ্ডলী, পীতবিদ্যুল্লতাকার, পঞ্চ-দেবময়, পঞ্চপ্রাণময়, ত্রিগুণযুক্ত, আত্মা প্রভৃতি তত্ত্বযুক্ত ও মহামোহপ্রদ। (কামধেনুত°) ইহার ধ্যান করিয়া এই মন্ত্র দশবার জপ করিলে সাধক অচিরে অভীষ্ট লাভ করিয়া থাকে। ইহার ধ্যান—

"দ্বিভুজাং বরদাং রম্যাং ভক্তাভীষ্টপ্রদায়িনীম্।

রাজীবলোচনাং নিত্যাং ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদাম্॥

এবং ধ্যাত্বা ব্রহ্মরূপাং তন্মন্ত্রং দশধা জপেৎ।" (বর্ণোদ্ধারত°)

ইনি দ্বিভুজা, বরদায়িনী, পদ্মলোচনা, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষদায়িনী। ইনি সর্ব্বদা ভক্তদিগকে অভীষ্ট প্রদান করিয়া থাকেন।

মায়াবৃত্তে প্রথমে এই অক্ষর বিন্যাস করিলে মরণ হয়। (বৃত্তর° টী°)

ণ (পুং) ণ থ-ড পৃষো° সাধুঃ। ১ বিন্দুদেব, বুদ্ধবিশেষ। ২ ভূষণ। ৩ গুণবর্জ্জিত। ৪ পানীয় নিলয় (মেদিনী) ৫ নির্ণয়। ৬ জ্ঞান (একাক্ষরকো°)

"ণত্ব ণয়ে জ্ঞান ণত্ব ণকার নির্ণয়।

ণস্বরূপা রক্ষা কর ণ হইল ক্ষয়॥"

ণকার (পুং) ণ-স্বরূপে কারপ্রত্যয়ঃ। ণ স্বরূপবর্ণ, ণকার।

ণত্ববিধান (ক্লী) ণত্বস্য বিধানং ৬তৎ। ণত্ববিষয়ক বিধান, পাণিনিতে ইহার বিধান এই প্রকার লিখিত আছে।

ঋ, ঋৃ, র ও ষ এই চারিবর্ণের পর দন্ত্য ন থাকিলে মূর্দ্ধণ্য হয়। যদি স্বরবর্ণ, কবর্গ, পবর্গ, য, ব, হ ও অনু-স্বার ব্যবধান থাকে, তাহা হইলেও দন্ত্য ন মূর্দ্ধণ্য হয়।

পদের অন্তস্থিত দন্ত্য ন মূর্দ্ধণ্য হয় না এবং ন ভিন্ন তবর্গ-যুক্ত (ত, থ, দ, ধ,) এবং প ও ভ যুক্ত দন্ত্য ন মূর্দ্ধণ্য হয় না।

যদি একপদে ঋ, ঋৃ, ষ থাকে, আর অন্যপদে দন্ত্য ন থাকে, তাহা হইলে ন মূর্দ্ধণ্য হয় না।

যদি অন্য পদাস্থিত দন্ত্য ন বিভক্তিস্থানে জাত অথবা বিভক্তিযুক্ত হয় বা স্ত্রীলিঙ্গবিহিত ঈপ্রত্যয়ের সহিত মিলিত থাকে, তাহা হইলে বিকল্পে মূর্দ্ধণ্য হয়। কিন্তু যুবন্, ভগিনী, কামিনী, ভামিনী, যামিনী, যুনী প্রভৃতির দন্ত্য ন মূর্দ্ধণ্য হয় না।

ওষধিবাচক ও বৃক্ষবাচক শব্দের পরস্থিত বনশব্দের ন বিকল্পে মূর্দ্ধণ্য হয়; কিন্তু হাতিরিকা, ঈরিকা, হবিদ্রা, তিমিরা, বিদারী ও কর্ম্মার এই কয় শব্দের পর বনশব্দ হইলে মূর্দ্ধণ্য হয় না।

শস্য পক্ক হইলে যে সকল উদ্ভিদের জীবন শেষ হয়, তাহাদিগকে ওষধি বলে। ওষধিবাচক শব্দ দ্বিস্বর অথবা ত্রিস্বর না হইলে হয় না।

শর, ইক্ষু, প্লক্ষ, আম্র ও খদির এই কয় শব্দের পরস্থিত বন শব্দের ন নিত্য মূর্দ্ধণ্য হয়।

প্র, নির, অন্তর, অগ্রে এই কয়শব্দের পরস্থিত বনশব্দের ন নিত্য মূর্দ্ধণ্য হয়। অন্য পদাস্থিত র প্রভৃতির পরবর্ত্তী পান শব্দের ন বিকল্পে মূর্দ্ধণ্য হয়।

বয়স অর্থ বুঝাইলে ত্রি ও চতুর শব্দের পরবর্ত্তী হায়ন শব্দের ন নিত্য মূর্দ্ধণ্য হয়।

প্র, পূর্ব্ব, অপর প্রভৃতি শব্দের পরবর্ত্তী অহ্ন শব্দের ন নিত্য মূর্দ্ধণ্য হয়।

পর, পার, উত্তর, চান্দ্র ও নারা শব্দের পরবর্ত্তী অয়ন শব্দের ন নিত্য মূর্দ্ধণ্য হয়।

অগ্র ও গ্রাম শব্দের পরবর্ত্তী নী শব্দের ন মূর্দ্ধণ্য হয়।

শূর্পের পরস্থিত নখের ন এবং প্র, দ্রু, খর ও বাধ্রী শব্দের পরস্থিত নসের ন মূর্দ্ধণ্য হয়।

গিরিনদী, স্বর্ণদী, গিরিনিতম্ব, গিরিনখ, গিরিনদ্ধ, চক্রনদী, চক্রনিতম্ব, তূর্য্যমান, মাষোর্ণ, আর্গয়ন এই সকল শব্দের ন বিকল্পে মূর্দ্ধণ্য হয়।

প্র, পরা, পরি, নির্ এই চারি উপসর্গের ও অন্তর্ শব্দের পর যদি নদ্, নম্, নশ্, নত্, নী, নু, নুদ্, অন্, হন্ এই সকল ধাতু থাকে, তাহা হইলে উহাদের ন মূর্দ্ধণ্য হয়।

যদি হন্ ধাতুর ন ম ও ব যুক্ত হয়, তাহা হইলে বিকল্পে মূর্দ্ধণ্য হয়।

হন্ ধাতুর হ স্থানে ঘ হইলে ন মূর্দ্ধণ্য হয় না।

প্র, পরা, পরি, নির্ এই চারি উপসর্গ ও অন্তর্ শব্দের পর নিংস্, নিক্ষ্, নিন্দ্ এই তিন ধাতুর ন বিকল্পে মূর্দ্ধণ্য হয়।

প্র প্রভৃতির পর হিনু ও মীনার ন নিত্য মূর্দ্ধণ্য হয়।

প্র প্রভৃতির পর লোটের আনি বিভক্তির ন নিত্য মূর্দ্ধণ্য হয়।

প্র প্রভৃতির পর গদ্, পড়্, দা, ধা, হন, নদ্, পদ্, দান্, দো, সো, দে, ধে, মা, ষা, দ্রা, প্সা, বপ্, বহ্, শম্, চি, দিহ্ এই সকল ধাতুর পূর্ব্ববর্ত্তী নি উপসর্গের ন নিত্য মূর্দ্ধণ্য হয়।

ধাতুর পূর্ব্বে প্র, পরা, পরি, নির্ এই চারি উপসর্গ অথবা অন্তরশব্দ থাকিলে কৃৎপ্রত্যয়ের ন মূর্দ্ধণ্য হয়।

যে সকল ধাতুর আদিতে ব্যঞ্জনবর্ণ থাকে এবং অন্ত্যবর্ণের পূর্ব্বে অ, আ ভিন্ন স্বরবর্ণ থাকে, তাহাদের উত্তর বিহিত কৃৎপ্রত্যয়ের ন বিকল্পে মূর্দ্ধণ্য হয়।

ণান্ত ধাতুর উত্তর বিহিত কৃৎপ্রত্যয়ের ন বিকল্পে মূর্দ্ধণ্য হয়।

ভা, ভূ, পূ, কম, গম, প্যায়, বেপ, কম্প এই সকল ধাতু ণ্যন্ত করিলে তাহাদিগের উত্তর বিহিত কৃতে ন মূর্দ্ধণ্য হয় না।

কৃৎপ্রত্যয়ের ন ব্যঞ্জনবর্ণে মিলিত হইলে মূর্দ্ধণ্য হয় না।

নশ্ ধাতুর শ মূর্দ্ধণ্য হইলে ণ মূর্দ্ধণ্য হয়।

ক্ষুভ্নাদির ন মূর্দ্ধণ্য হয় না।

ণ্য (পুং) ব্রহ্মলোকস্থিত সরোবরবিশেষ।

"ণ্যশ্চার্ণবৌ ব্রহ্মলোকে তৃতীয়স্যাং।" (ছান্দোগ্য উপ°)

ত

ত, ব্যঞ্জনবর্ণের ষোড়শবর্ণ। তবর্গের প্রথমবর্ণ। অর্দ্ধমাত্রাকালদ্বারা এই বর্ণ উচ্চারিত হয়। ইহার উচ্চারণে আভ্যন্তরিক প্রযত্ন দন্তমূলদ্বারা জিহ্বাগ্রের স্পর্শ।

বাহ্যপ্রযত্ন বিবার, শ্বাস ও অঘোষ। ইহার উচ্চারণস্থান দন্ত। মাতৃকান্যাসে বামনিতম্বে ন্যাস করিতে হয়।

তন্ত্রমতে, ইহার লিখন-প্রণালী এইরূপ—

প্রথমে একটী বিন্দু লিখিবে, তাহা হইতে মধ্যস্থলে কুণ্ডলী করিয়া বাম ও দক্ষিণ দিকে টানিয়া দিবে।

এই অক্ষরে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর নিত্য বিরাজমান।

"আদৌ বিন্দুস্ততো মধ্যে কুণ্ডলীত্বমবাপ্য সা।
দক্ষাদ্বামগতা নিত্যা ব্রহ্মবিষ্ণ্বীশরূপিণী॥" (বর্ণোদ্ধারত°)

ইহার বাচক শব্দ—পূতনা, হরি, শুদ্ধি, শক্তি, শুক্তি, জটী, ধ্বজী, বামস্ফিচ্, (বামনিতম্ব), বামকটী, কামিনী, মধ্যকর্ণক, আষাঢ়ী, তণ্ডতুণ্ড কামিকা, পৃষ্ঠপুচ্ছক, রত্নক, শ্যামমুখী, বারাহী, মকর, অরুণা, সুগত, উর্দ্ধমুখ, উর্দ্ধজানু, ক্রোষ্টুপুচ্ছক, গন্ধ, বিশ্ব, মরুৎ, ছত্র, অনুরাধা, সৌরক, জয়ন্তী, পুলক, ভ্রান্তি, অনঙ্গ, মদনাতুরা। (নানাতন্ত্র°) ইহার স্বরূপ কামধেনুতন্ত্রে এই প্রকার লিখিত আছে। ইহা স্বয়ং পরমকুণ্ডলী এবং পঞ্চপ্রাণময় ও পঞ্চদেবাত্মক। এই বর্ণ ত্রিশক্তিযুক্ত এবং আত্মাদিতত্ত্বোপেত ত্রিবিন্দুযুক্ত ও পীতবিদ্যুতের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট। (কামধেনুত°)

ইহার ধ্যান করিয়া এই বর্ণ দশবার জপ করিলে সাধক অচিরে অভীষ্ট লাভ করিতে পাবে। ধ্যান—

"চতুর্ভুজাং মহাশান্তাং মহামোক্ষপ্রদায়িনীম্।
সদা ষোড়শবর্ষীয়াং রক্তাম্বরধরাং পরাম্॥
নানালঙ্কারভূষাং বা সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িনীম্।
এবং ধ্যাত্বা তকারন্তু তন্মন্ত্রং দশধা জপেৎ॥" (বর্ণোদ্ধারত°)

এই বর্ণাধিষ্ঠাত্রী দেবীর চারিটী হস্ত আছে। ইনি পরম

মোক্ষ প্রদান করিয়া থাকেন ও সর্ব্বদা ষোড়শবর্ষীয়া, রক্তবস্ত্র-পরিধায়িনী ও নানাভূষণদ্বারা পরিশোভিতা—ইনি সাধক-দিগকে সকল সিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকেন।

এই বর্ণ মাত্রাবৃত্তে প্রথমে প্রয়োগ করিলে ফল, ধন নষ্ট হয়। "ভোব্যোমাস্তলঘুর্ধনাপহরণং" (বৃত্তর° টী°)

ত (পুং) তক-ড। ১ চৌর। ২ অমৃত। ৩ পুচ্ছ। ৪ ক্রোড়। ৫ ম্লেচ্ছ। (মেদিনী) ৬ গর্ভ। ৭ শঠ। (শব্দচ°) ৮ রত্ন। ৯ সুগতদেব, বুদ্ধ। ১০ গৌরববর্জ্জিত। ১১ ক্রোষ্টুপুচ্ছ। (একাক্ষরকো°) (ক্লী) (স্ত্রী) ১২ তরণ। ১৩ পুণ্য।

ত্রিবর্ণপ্রস্তাবে (ত বলিলে যখন তিনটী বর্ণ বুঝাইবে) আদি দুইটী গুরু ও অন্ত্যটী লঘু গণবিশেষ (SSI) অর্থাৎ প্রথম ২টী গুরু ও শেষটী লঘু হইবে। "সোঽন্তগুরুঃ কথিতোঽন্ত্যলঘুস্তঃ।" (ছন্দোম°)

তংসু (পুং) তাস-উন্। পুরুবংশীয় নৃপভেদ। পৌরবরাজ মতিনারের ঔরসে সরস্বতীর গর্ভে তংসু জন্মগ্রহণ করেন। রাজা মতিনারের আরও তিনটী পুত্র ছিল। কিন্তু তংসু নিজ বীর্য্যবলে পুরুবংশ উজ্জ্বল ও পৃথিবী পালন করিয়াছিলেন। (ভারত আঃ ৯৪-৯৫)

তঅজব্ (আরবী) তাজ্জব, আশ্চর্য্য।

তঅলক্ (আরবী) ১ সম্বন্ধ। ২ চিন্তা। ৩ বাণিজ্য। ৪ সম্পত্তি। ৫ তালুক।

তইনাৎ (আরবী) নিয়োগ, কার্য্য।

তউ (দেশজ) তাওয়া, পাকপাত্রভেদ।

তংখা (পারসী) ১ বেতন। ২ হার।

তংখাদার (পারসী) ১ বেতনভুক্। ২ যে বেতন বা হার নির্দ্দিষ্ট করে।

তক্ (হিন্দী) পর্য্যন্ত।

তক (ত্রি) তং গৌরববর্জ্জিতং যথা তথা কায়তি কৈ-ক। ১ নিন্দিত। "ইয়ত্তকঃ কুষুম্ভকস্তকং" (ঋক্ ১।১৯১।১৫) 'তকং কুৎসিতং' (সায়ণ) তক-অচ্। ২ সহনশীল। "তকাবয়ং প্রবামহে ইদং মধু" (কাত্যা° শ্রৌ° সূ° ১৩।৩।২১) ৩ স্খলিত। "শ্রুতং গায়ত্রং তকবানস্ত" (ঋক্ ১।১২০।৬) 'তকবানস্ত স্খলৎ গতেরহম্ভ।' (সায়ণ)

তকৎ (অব্য) তক-বা-অতি। অতিশয় অল্প। "তকৎসু তে মনায়তি তকৎসু তে মনায়তি" (ঋক্ ১।১৩৩।৪) 'তকদিতি মনায়তি অত্যল্পমিদং।' (সায়ণ)

তকনকর, দাক্ষিণাত্য ও বরার প্রদেশবাসী এক ভ্রমণশীল জাতি। ইহারা তৈলঙ্গ ভাষায় কথা কহে। প্রস্তর কাটিয়া জাঁতা নির্ম্মাণ করাই ইহাদের উপজীবিকা। তজ্জন্য ইহাদিগকে চাকি-কয়নে-ওয়ালা ও পাথরাও কহিয়া থাকে। ইহারা এক স্থানে অধিক দিন বাস করে না; নানাস্থানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া জাঁতা প্রস্তুত করিয়া বেড়ায়। সট্বাই নামে ইহাদের এক দেবতা আছে। তকনকরেরা তাঁহার মূর্ত্তি গড়াইয়া গলায় ধারণ করে। ঐ মূর্ত্তি হনুমানের মূর্ত্তির ন্যায়। ইহারা তৃণপত্রাদি-নির্ম্মিত কুটীরে বাস করে। বিবাহের বয়স নির্দ্দিষ্ট নাই। ইহারা গোমাংস ভক্ষণ করে না, কিন্তু মৃতদেহ গোর দেয়।

তকরা (স্ত্রী) তং নিন্দিতং করোতি কৃ-ট-ঙীপ্। কুৎসিতকারিণী স্ত্রী। "তেভিনশ্চিতকরীং" (তৈত্তি° স° ৩।৩।১০।১)

তকল্লবী (আরবী তকল্লীফ শব্দজ) বিরক্ত, বিপদ্‌গ্রস্ত, দায়গ্রস্ত।

তকাবী (আরবী) যে টাকা অগ্রিম দেওয়া যায়, দাদন।

তকার (পুং) ত স্বরূপে কার। ত স্বরূপ বর্ণ।

"এবং ধ্যাত্বা তকারন্তু তন্মন্ত্রং দশধা জপেৎ॥" (কামধেনুত°)

তকারা, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর পাথরকাটা মুসলমান জাতিবিশেষ। প্রবাদ আছে, শোলাপুরের ধুন্ধুফোড়া অর্থাৎ পাথরকাটা জাতি হইতে উৎপন্ন। তকারাগণ বলে, সম্রাট্ অরঙ্গজেব কর্ত্তৃক তাহারা মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হয়।

আকৃতি ও পরিচ্ছদে ইহারা দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য মুসলমানদিগের অনুরূপ। ইহারা পরস্পর হিন্দীভাষায় কথাবার্ত্তা কহে এবং অপরের সহিত মরাঠীভাষা ব্যবহার করে। পুরুষগণ মধ্যমাকৃতি, সুগঠিত ও কৃষ্ণবর্ণ, সকলেই মস্তক মুণ্ডন এবং দীর্ঘ বা হ্রস্ব শ্মশ্রু ধারণ করে। ইহাদের পরিধেয় ধুতি, জাকেট ও হিন্দী পাগড়ী। স্ত্রীলোকেরা মরাঠী কামিনীগণের ন্যায় পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া থাকে। মোটের উপর ইহারা অপরিষ্কার। খনি হইতে প্রস্তর-উত্তোলন ও তাহা কাটিয়া জাঁতা, মূর্ত্তি প্রভৃতি নির্ম্মাণ করাই ইহাদের উপজীবিকা। ইহারা মিতব্যয়ী এবং পরিশ্রমী। কাজ না জুটিলে দরিদ্র তকারাগণ নানাস্থানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া জাঁতা কাটিয়া বেড়ায়। অপেক্ষাকৃত সঙ্গতিপন্নগণ গৃহে বসিয়া আদেশ মত লোককে কাটা পাথর ইত্যাদি সরবরাহ করে। কার্য্যাভাবে অনেকেই দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে এবং অনেকে কৃষি, মজুরিগিরি, চাকরি প্রভৃতি অন্যান্য উপজীবিকা অবলম্বন করিয়াছে। ইহারা সুন্নি সম্প্রদায়ভুক্ত, কিন্তু শূকর-মাংস ভোজন করে এবং সট্বাই ও মরিয়াই ঠাকুরকে মান্য করে। সকলে রীতিমত নমাজও করে না। মুসলমান-ধর্ম্মাচরণের মধ্যে কেবল মাত্র সুন্নত্ দিয়াই ক্ষান্ত হয়। ইহাদের সমাজপতি বলিয়া কেহ নাই, তবে কাজিকে মান্য করে। তিনিই ইহাদের বিবাহাদি রেজেষ্টরী এবং সামাজিক বিবাদের মীমাংসা

করেন। ইহারা সন্তানদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠায় না। ক্রমেই ইহাদের সংখ্যা হ্রাস হইতেছে।

তকারি, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর পাথরকাটা এক জাতি। আহ্মদনগর জেলার জামখেড়, কর্জটনগর প্রভৃতি স্থানে ইহাদের বাস। ইহারা সম্ভবতঃ তেলিঙ্গ হইতে আসিয়া এখানে বাস করিতেছে। ইহারা বলিষ্ঠ, কর্ম্মঠ ও কৃষ্ণবর্ণ, অপরের সহিত মরাঠী ভাষায় কথোপকথন করিলেও ইহারা পরস্পরে তৈলঙ্গী ভাষায় কথাবার্ত্তা কহে। গো ও শূকর প্রভৃতি ভিন্ন অন্য মাংস ভক্ষণ এবং সুরাপান করিয়া থাকে। পুরুষগণ ধুতি, চাদর, পিরাণ, জুতা এবং মরাঠী পাগড়ী ব্যবহার করে। স্ত্রীলোকেরা মরাঠী স্ত্রীলোকের ন্যায় শাটী ও কোর্ত্তা পরে, কিন্তু কাচা দেয় না। ক্রিয়াকাণ্ড ও উৎসবাদির সময় সকলেই অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার পরিয়া থাকে। তকারিগণ সাধারণতঃ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, পরিশ্রমী, মিতাচারী ও আতিথেয়, কিন্তু অনেকেরই গাঁইটকাটা অপবাদ আছে। স্ত্রীলোকেরা ঘুঁটে কাষ্ঠাদি সংগ্রহ এবং গৃহস্থালীর কাজকর্ম্ম করে। পুরুষগণ পাথর কাটিয়া জাঁতা নির্ম্মাণ করে, ইহাতেই তাহাদের প্রধানতঃ জীবিকা-নির্ব্বাহ হয়। কেহ কেহ কৃষি ও মজুরিগিরিও করিয়া থাকে। ইহারা ভৈরবী দেবী ও খণ্ডোবার প্রতিমূর্ত্তি গৃহমধ্যে রাখিয়া প্রতি হিন্দু পর্ব্বদিনে পূজাদি করে। ঐ সময়ে এবং বিবাহাদি সময়েও ইহাদেরই মধ্যে একজন পৌরোহিত্য করিয়া থাকে। বিবাহকালে কন্যাকর্ত্তা বা তৎপক্ষীয় অপর কোন প্রৌঢ় ব্যক্তি বর ও কন্যার বস্ত্রপ্রান্তে গ্রন্থিবন্ধন করিয়া দেয়। ইহাদের মধ্যে বিধবাবিবাহ ও পুরুষের বহুবিবাহ প্রচলিত আছে। ইহারা ধর্ম্মানুষ্ঠান-সময়ে বেদ বা পুরাণাদি পাঠ করে না এবং অনেকাংশে কুণবীদিগের ন্যায় সন্তানদিগকে বিদ্যাশিক্ষা করায় না অথবা কোন নূতন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয় না।

তকিআ (পারসী) ১ বড় অর্দ্ধগোলাকার বালিস। ২ ঠেস। ৩ বিশ্বাস।

তকিৎ (আরবী) নিশ্চয়তা।

তকিল (ত্রি) তক-ইলচ্ (মিথিলাদয়শ্চ। উণ্ ১।৫৬) ১ ধূর্ত্ত। ২ ঔষধ। (উজ্জ্বলদত্ত)

তকিলা (স্ত্রী) তকিল-টাপ্। ঔষধ। (উজ্জ্বল)

তকু (ত্রি) তক গতৌ উন্। গতিশীল। "পুরুমেধশ্চিৎ তকবে" (ঋক্ ৯।৫৭।৫) 'তকবে তকতির্গতিকর্ম্মা ঔণাদিক উন্ প্রত্যয়ঃ সোমমধিগচ্ছতে' (সায়ণ)

তক্ক, জাতিবিশেষ। তক্কজাতি রাবলপিণ্ডি বিভাগের অক্ষা° ৩৩° ১৭´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭২° ৪৯´ ২৩´´ পূঃ মধ্যে শাহধেরি গ্রামের প্রাচীনতম অধিবাসী। কানিংহাম বলেন, তক্ক জাতির নামানুসারেই তক্ষশিলাদেশের নামকরণ হইয়াছিল। পূর্ব্বকালে সমগ্র সিন্ধুসাগর দোয়াব ইহাদিগের অধিকারে ছিল। পরে পঞ্জাবের পশ্চিমপ্রদেশ হইতে গক্করগণ কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া মধ্যপ্রদেশে মদ্রদিগের সহিত একত্র বাস করিতে আরম্ভ করে। তক্কদিগের আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে ফিলস্ট্রেটস্ এবং ফাহিয়ান প্রায় একরূপই বলিয়াছেন। উভয়েরই বর্ণনাপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, তক্কগণ যে কোন বিদেশীকে তিন দিবস পর্য্যন্ত শুশ্রূষা করে। আলেকসান্দার যখন ভারত আক্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন, তখন তক্ষশিলার রাজা তাঁহাকে তিন দিন অতিথিবৎ পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন। চীন-পরিব্রাজকও উক্তরূপ সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহাতে বোধ হয় যে, ৪০০ খৃঃ অব্দেও তক্কবংশীয় রাজগণ তক্ষশিলাপ্রদেশ শাসন করিতেন এবং আলেকসান্দারের ভারত আগমনের পূর্ব্বেই সিন্ধুসাগর দোয়াব তক্কদিগের হস্ত হইতে বিচ্যুত হয়।

সিন্ধুনদীর তটবর্ত্তী আটকনগরে এখনও তক্কজাতীয় লোক দেখিতে পাওয়া যায়। রাজতরঙ্গিণীপাঠে জানা যায়, রাজা শঙ্করবর্ম্মা ৯০০ খৃঃ অব্দে তক্কদেশ কাশ্মীর রাজ্যভুক্ত করেন। এই কালে তক্কদেশ গুর্জ্জরের উত্তরপূর্ব্বকোণে অবস্থিত ছিল। এখনও এই প্রদেশে বিতস্তানদীর উভয় পার্শ্বে অনেক তক্কের বাস আছে। কাশ্মীরের ইতিহাস-লেখকগণ বলেন যে, প্রাচীনকালে অনেক তক্ক এই প্রদেশে বাস করিত; যাদবগণ তাহাদিগকে এই স্থান হইতে দূরীভূত করিয়াছে।

সিন্ধুপ্রদেশে যে ৩টী আদিম নিবাসীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তক্কজাতি তাহার একটী। কোন য়ুরোপীয় পাণ্ডিত বলেন, তক্ষশিলা প্রদেশ হইতে তাড়িত হইলে তক্কদিগের মধ্যে কেহ কেহ সিন্ধুপ্রদেশে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। দ্বাদশ শতাব্দীতে আষাঢ় দুর্গ তক্করাজ ছাতের অধীনে ছিল। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে শারঙ্গ তক্ক মজফ্ফর শাহ নামে গুজরাটে রাজত্ব করিতেন।

টডসাহেবের মতে তক্ষক তক্কবংশের আদিপুরুষ। ইনি নাগবংশ স্থাপন করেন এবং হিন্দুদিগের বিশ্বাস ইনি ইচ্ছামত মনুষ্যের আকার ধারণ করিতে পারিতেন। তক্কগণ নাগের উপাসনা করিত। তক্ষশিলার রাজার দুইটী প্রকাণ্ড সর্প-বিগ্রহ ছিল। কানিংহাম বলেন, কাশ্মীর উপত্যকা-প্রদেশে পূর্ব্বে তক্কজাতি বাস করিত। নাগরাজ নীল এই প্রদেশ রক্ষা করিতেন। অধিবাসিগণ একান্ত সর্পোপাসক

ছিল। বৌদ্ধরাজ কনিষ্ক সর্পপূজা উঠাইয়া দেন, কিন্তু তৃতীয় গোনর্দের সময় ইহা পুনরায় প্রবর্ত্তিত হয়।

জম্বু, রামনগর এবং কৃষ্ণবার প্রভৃতির পার্ব্বত্য প্রদেশে তক্কজাতি বাস করে। তক্কগণ অনার্য্যবংশসম্ভূত, রাজপুত অপেক্ষা নিকৃষ্ট; ইহাদের সামাজিক-মর্য্যাদা জাটদিগের ন্যায়। ভটিসরদার মঙ্গলরাওয়ের পুত্রগণ সতিদা তক্কের সহিত একত্র আহার করায় জাটমধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন। তক্কদিগের সামাজিক হীনতা দৃষ্টি করিলে ইহাদিগকে অনার্য্য বলিয়াই বোধ হয়। ইহারা প্রাচীনতম তুরাণীয় বংশোৎপন্ন এবং সম্ভবতঃ তক্ষশিলা প্রদেশের আদিম অধিবাসী।

দিল্লী ও কর্ণাল জেলায় অনেক তক্ক বাস করে, ইহাদের প্রায় ⅓ অংশ ইস্‌লাম-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে।

তক্মন্‌ (ক্লী) তক-কনিন্‌। অপত্য। (নিঘণ্টু)

তক্মন্‌ [বৈ] ১ চর্ম্মরোগভেদ, বসন্তরোগ। ২ শীতলা দেবী।

তক্মনাশন (ক্লী) বসন্তনাশকারী।

তক্ত (ক্লী ১ তক্ষিত, ছিন্ন। ২ (পারসী) আসন।

তক্তপোস (দেশজ) শয্যাধার।

তক্ত্‌ই-সুলেমান, ১ কাশ্মীরের একটী পর্ব্বত। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৬৯৫০ ফিট্ এবং চতুর্দ্দিকস্থ সমতল হইতে সহস্র ফিট্ উচ্চ। শ্রীনগরের অনতিদূরে অবস্থিত। অক্ষা° ৩৪° ৪′ ৮″ উঃ, দ্রাঘি° ৭৪° ৫৩′ পূঃ। এই পর্ব্বতের চূড়া হইতে দৃষ্টি করিলে চতুর্দ্দিকে সুন্দর উপত্যকাপ্রদেশ এবং তৎপরে তুষারমণ্ডিত পর্ব্বতশ্রেণী দৃষ্ট হয়। এই পর্ব্বতের চূড়াতেই জ্যেষ্ঠেশ্বর দেবের মন্দির অবস্থিত। ইহাই কাশ্মীরের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন মন্দির। প্রবাদ আছে, অশোকের পুত্র জলোক ৩২০ পূঃ খৃঃ অব্দে ঐ মন্দির নির্ম্মাণ করেন। হিন্দুগণ ঐ দেবকে শঙ্করাচার্য্য কহে। এখন ইহা একটী মস্‌জিদে পরিণত হইয়াছে।

২ পঞ্জাব ও আফগানস্থানের মধ্যবর্ত্তী সুলেমান পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শাখা। ইহার দুইটী চূড়া, তন্মধ্যে দক্ষিণ-দিকের চূড়াতে সলোমনের তক্ত আছে। ইহা অতি উচ্চ এবং দুরারোহ। চূড়া দুইটী যথাক্রমে ১১৩১৭ ও ১১০৭৬ ফিট্ উচ্চ। পর্ব্বতচূড়া হইতে চতুর্দ্দিকের দৃশ্য অতি মনোহর। উচ্চতম চূড়া হইতে প্রায় ২ মাইল উত্তরে পর্ব্বত-শীর্ষ বিস্তৃত হইয়া প্রায় অর্দ্ধবর্গমাইল বিস্তৃত মালভূমির আকার ধারণ করিয়াছে। পর্ব্বতের অনেকস্থান তরুলতা-শূন্য এবং প্রস্তরময়। উল্লিখিত মালভূমি অর্থাৎ ময়দানে দুইটী পুষ্করিণী আছে। বর্ষাকালে উহা জলপূর্ণ হইয়া যায় এবং পরবর্ত্তী শীতকাল পর্য্যন্ত জল থাকে।

তক্ত্‌পুর, মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত বিলাসপুর জেলার বিলাসপুর তহসীলের একটী সহর। অক্ষা° ২২° ৮′ উঃ, দ্রাঘি° ৮১° ৫৪′ ৩০″ পূঃ। এই সহর বিলাসপুর নগর হইতে ২০ মাইল পশ্চিমে বিলাসপুর ও মণ্ডলের পথে অবস্থিত। রত্নপুরের রাজা তক্তসিংহ আনুমানিক ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে এই নগর স্থাপন করেন। তাঁহার নির্ম্মিত রাজপ্রাসাদ ও শিবমন্দিরের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। এখানেও বিদ্যালয় ও ডাকঘর আছে। সপ্তাহে একটী করিয়া হাট হয়। প্রচুর পরিমাণে পরিষ্কৃত জল পাওয়া যায়।

তক্তা (পারসী) চেটাল কাষ্ঠখণ্ড।

তক্তারামা (দেশজ) ১ রাজকীয় পাল্কী। ২ বিবাহাদি সাধারণ উৎসবে ব্যবহৃত একপ্রকার দোলা।

তক্তী (দেশজ) ১ ছোট তক্তা। ২ শ্লেটের মত তক্তাখণ্ড, যাহার উপর বালকেরা লেখে। ৩ অলঙ্কারভেদ।

তক্য (ত্রি) তকং হাসং অর্হতি তক-যৎ (তকিশসিচরতি-জনিভ্যো যদ্বাচ্যঃ। পা ৩।৪।৯৫ ইতি সূত্রস্থ বার্ত্তিকোক্ত্যা যৎ। সহনীয়।

তক্র (ক্লী) তনক্তি সঙ্কোচয়তি দুগ্ধং তনচ-রক (স্ফায়িতঞ্চীতি। উণ্ ২।১৩) দুগ্ধবিকার, চতুর্থাংশ জলযোগে মন্থনজাত দধিবিশেষ। মথিত দধি হইতে নবনীত গ্রহণ করিলে যে দ্রবভাগ অবশিষ্ট থাকে, ঘোল। পর্য্যায়—গোরসজ, ঘোল, কালসেয়, বিলোড়িত, দণ্ডাহত, অরিষ্ট, অম্ল, উদশ্বিৎ, মথিত, দ্রব। (রাজনি°) ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে—তক্র পাঁচ প্রকার—ঘোল, মথিত, তক্র, উদশ্বিৎ ও ছচ্ছিকা। তন্মধ্যে সরের সহিত নির্জল দধি মন্থন করিলে তাহাকে ঘোল বলা যায়। সারবিহীন দধি জলের সহিত মন্থন করিলে তাহাকে মথিত বলে। চতুর্থাংশ জলের সহিত দধি মন্থন করিলে তক্র ও অর্দ্ধাংশ জলের সহিত দধি মন্থন করিলে তাহাকে উদশ্বিৎ এবং বহুপরিমাণে জলমিশ্রিত করিয়া মন্থনদ্বারা নবনীত উদ্ধৃত করিলে তাহাকে ছচ্ছিকা কহে। ইহাদিগের গুণ—বায়ু ও পিত্তনাশক। [ঘোল দেখ।]

মথিত কফ ও পিত্তনাশক। তক্র মধুর ও অম্লরসবিশিষ্ট, পশ্চাৎ কষায়। লঘু, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিদীপ্তিকারক, শুক্রবর্দ্ধক, প্রীতিজনক ও বায়ুনাশক। গরল, শোথ, অতীসার, গ্রহণী, পাণ্ডু, অর্শ, প্লীহা, গুল্ম, অরুচি, বিষমজ্বর, তৃষ্ণা, বমনপ্রসেক, শূল, মেদ, শ্লেষ্মা, ও বায়ুরোগে হিতকর। তক্র লঘু বলিয়া ধারক। বিপাকে মধুর বলিয়া পিত্তপ্রকোপক নহে।

কিন্তু ইহার কষায়ত্ব, উষ্ণত্ব, বিকাশিত্ব এবং রুক্ষতাদ্বারা কফ নষ্ট হইয়া থাকে।

তক্রসেবনকারী ব্যক্তিকে কোন ক্লেশ অনুভব অথবা তক্র সেবন করিয়া কোন রোগগ্রস্ত হইতে হয় না। পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, যেমন অমৃতপান দেবগণের সুখাবহ, তদ্রূপ তক্রপানও মানবের সুখাবহ।

উদাশ্বৎ, কফবর্দ্ধক, বলকারক এবং অত্যন্ত শ্রান্তিনাশক। ছচ্ছিকা। শীতবীর্য্য, লঘু, কফকারক এবং পিত্ত, শ্রম, পিপাসা ও বায়ুনাশক। উহা লবণসংযুক্ত হইলে অগ্নিদীপ্তিকারক।

যে তক্রের ঘৃত সম্যক্ উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহা অত্যন্ত হিতকর ও লঘু। যে তক্রের ঘৃত অল্প পরিমাণে উদ্ধৃত করা হয়, তাহা অপেক্ষাকৃত গুরু, পুষ্টিকারক ও কফজনক। যে তক্র হইতে একেবারে ঘৃত উদ্ধৃত হয় নাই, তাহা ঘন, গুরু, পুষ্টিকারক এবং কফবর্দ্ধক।

বায়ুপ্রশান্তির নিমিত্ত শুণ্ঠী, সৈন্ধব ও অম্লরসংযুক্ত তক্র প্রশস্ত।

পিত্তপ্রশমনের নিমিত্ত চিনিসংযুক্ত ও মধুর রসসমন্বিত ঘোল ব্যবহার্য্য।

কফপ্রশমনের নিমিত্ত ত্রিকটুযুক্ত ঘোল ভাল।

ঘোলে হিঙ্গু, জীরা ও সৈন্ধব মিশ্রিত করিলে সকল প্রকার বায়ু প্রশমিত হয়। এই ঘোল রুচিকারক, পুষ্টিকারক, বলজনক, বস্তিগতশূলনাশক, অর্শ ও অতীসাররোগে বিশেষ হিতকর।

গুড়মিশ্রিত ঘোল মূত্রকৃচ্ছ্ররোগে উপকারী।

অপকতক্রের গুণ—কোষ্ঠগত কফনাশক, কিন্তু কণ্ঠগত কফকে বৃদ্ধি করিয়া থাকে।

পকতক্র—পীনস, শ্বাস ও কাসরোগে হিতকর।

শীতকালে মন্দাগ্নিতে, বায়ুরোগে এবং অরুচিতে স্রোতঃসকল রুদ্ধ হইলে তক্র অমৃতের ন্যায় উপকারী হয়।

ক্ষতরোগে, দুর্ব্বল শরীরে মূর্চ্ছা, ভ্রম, দাহ ও রক্তপিত্ত রোগে ও গ্রীষ্মকালে তক্র সেব্য নহে। (ভাবপ্র° তক্রবর্গ)

তক্রকূর্চ্চিকা (স্ত্রী) তক্রজাতা তক্রযোগেন উষ্ণদুগ্ধাৎ জাতা কূর্চ্চিকা। ছানা, গরম দুগ্ধে অম্লসংযুক্ত হইলেই ছানা হয়, ইহা অতিশয় মলমূত্রাবরোধক, বায়ুবৃদ্ধিকর, রুক্ষ এবং অতিশয় গুরুপাক। (সুশ্রুত) এই ছানাতে নানাপ্রকার উত্তম উত্তম খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত হয়।

তক্রপিণ্ড (পুং) তক্রেণ জাতঃ পিণ্ডঃ। তক্রদুষ্ট দুগ্ধপিণ্ড, ছানা।

"দধ্না তক্রেণ বা দুষ্টং দুগ্ধং বদ্ধং সুবাসসা।
দ্রব্যভাগেন হীনং যৎ তক্রপিণ্ডঃ স উচ্যতে॥"

দধি ও তক্র দ্বারা দুগ্ধ নষ্ট হইলে উত্তম বস্ত্রে বান্ধিয়া রাখিয়া দিবে, পরে উহা হইতে দ্রবভাগ হ্রাস হইলে পিণ্ডবৎ পদার্থ থাকিবে, তাহাকে তক্রপিণ্ড বা ছানা বলা যায়।

তক্রভিদ্ (স্ত্রী) কথ্‌বেল। (Feronia elephantum)

তক্রমাংস (ক্লী) তক্রযোগেন পচিতং মাংসং। তক্রসংযোগে পক্কমাংস, আখ্‌নী। তক্রমাংসের বিষয় ভাবপ্রকাশে এই প্রকার লিখিত আছে—পাকপাত্রে ঘৃত দিয়া হিঙ্গু ও হরিদ্রা ভাজিয়া লইবে। পরে ছাগাদির মাংস খণ্ড খণ্ড করিয়া ঐ ঘৃতে ভাজিয়া যথোপযুক্ত জলদ্বারা মৃদু মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। তদনন্তর জীরকাদিসংযুক্ত তক্রে সেই মাংসখণ্ড নিঃক্ষেপ করিবে। এইরূপে প্রস্তুত করিলে তাহাকে তক্রমাংস বলা যায়। ইহার গুণ বায়ুনাশক, লঘু, রুচিজনক, বলকারক, কফনাশক ও কিঞ্চিৎ পিত্তবর্দ্ধক। এই তক্রমাংস সমস্ত আহারীয় দ্রব্যের পরিপাকজনক। (ভাবপ্র°)

তক্রবটক (পুং) পিষ্টকবিশেষ। [বটক দেখ।]

তক্রবামন (পুং) তক্রং বাময়তি বাম-ণিচ্-ল্যু। নাগরঙ্গ।

তক্রাট (পুং) তক্রায় তক্রোৎপাদনায় অটতি অট্-অচ্। মন্থানদণ্ড।

তক্রারিষ্ট (পুং) তক্রেণ প্রস্তুতঃ অরিষ্টঃ। অরিষ্ট ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—যমানী, আমলা, হরীতকী ও মরিচ প্রত্যেক ৩ পল; পঞ্চলবণ প্রত্যেক ১ পল, একত্র চূর্ণ করিয়া ৮ সের তক্রের সহিত মিশ্রিত করিয়া চারি দিন রাখিবে। ইহার নাম তক্রারিষ্ট। ইহা সেবন করিলে অগ্নির দীপ্তি হয় এবং শোথ, গুল্ম প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়। এই ঔষধ প্রায় গ্রহণীরোগে ব্যবহার্য্য। (চক্রদত্ত)

তক্‌রর (আরবী) ১ বাদানুবাদ। ২ পুনরুক্তি।

"কেটে ফেলে পাঠ যদি দেখে তক্‌রার।
দোকর করিবে কাজ বালাই তাহার॥" (বিদ্যাসুন্দর)

তক্‌রারী (আরবী) ১ বিরক্তিজনক। ২ কোন্দলিয়া। ৩ বাদানুবাদজনক, বিবাদী।

তক্‌লীফ্ (আরবী) ঝন্‌ঝাট্, দায়, ক্লেশ, বিপত্তি।

তক (ত্রি) তক গতৌ ব। গমনশীল। "তকো নেতা তদিদ্বপুরুপমা।" (ঋক্ ৮৷৬৯৷১৩) 'তকো গমনশীলঃ।' (সায়ণ)

তকন্ (ত্রি) তক গতৌ বণিপ্। ১ গতিশীল। "তকা ন ভূর্ণির্বনা সিষক্তি" (ঋক্ ১৷৬৬৷২) তক-সহনে বণিপ্। ২ চোর। "নিমৃচ উষসস্তক বীরিব" (ঋক্ ১৷১৫১৷৫) 'তকা স্তেনঃ তস্য বেতা গন্তা।' (সায়ণ)

তকবী (ত্রি) তকানাং চৌরাণাং বীঃ গতিঃ ষ্ণ্তৎ। চোরদিগের গতিবিশেষ। "ভগমীট্টে তকবীয়ে।" (ঋক্ ১৷১৩৪৷৫) 'তকবীয়ে তস্করাণাং যজ্ঞবিঘাতিনাম্ অন্যত্র গমনায়।' (সায়ণ)

তকৃবারা, পঞ্জাবপ্রদেশের অন্তর্গত দেরা-ইস্মাইলখাঁ জেলার একটী সহর। ইহা কতকগুলি পল্লীসমষ্টিমাত্র এবং দেরা-ইস্মাইলখাঁ নগরের ২৭ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা° ৩২° ৯´ উঃ, দ্রাঘি° ৭০° ৪০´ পূঃ। অধিবাসিগণ গন্দপুর ও জাটজাতীয় এবং সকলেই কৃষিকার্য্যদ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করে। পর্ব্বতের উপত্যকাপ্রদেশে ১২।১৪ ফিট্ গভীর কূপ খনন করিলেই জল পাওয়া যায়। এখানে রসদ সুলভ।

তকৃবাল-বাল পেশাবর জেলার একটী গ্রাম। এই গ্রাম পেশাবর হইতে থাইবার, জামরুড প্রভৃতির রাস্তায়, বুর্জ-ই-হরিসিংএর ১৪ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে অনেকগুলি বহুপ্রাচীন বৌদ্ধ-স্তূপের ভগ্নাবশেষ আছে। উহাদের একটীকে স্থানীয় লোকে তকৃবাল-বাল গ্রামের নামানুসারে তকৃবাল-বাল-কা দেহড়ি কহে। এই সকল স্তূপ অতি বৃহৎ। তকৃবাল-বাল-কা দেহড়িতে খনন করিতে করিতে দুইটী পুরুষ ও একটী স্ত্রীমূর্ত্তির প্রকাণ্ড প্রস্তর-নির্ম্মিত মস্তক পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের একটী বুদ্ধদেবের ও একটী কোন রাজার বলিয়া অনুমিত হয়। স্ত্রীমুখটী অতি বিকটাকার।

তক্ষ (পুং) নৃপতিবিশেষ, রামানুজ ভরতের পুত্র।
"তক্ষঃ পুষ্কল ইত্যাস্তাং ভরতস্য মহীপতেঃ।" (ভাগ ৯।১১।১২)
২ বৃকের পুত্র। (ভাগ ৯।২৪।৪২

তক্ষক (পুং) তক্ষ-ণ্বুল্। ১ সর্পবিশেষ, অষ্ট নাগের মধ্যে একটী।
"অনন্তো বাসুকিঃ পদ্মো মহাপদ্মোঽথ তক্ষকঃ॥" (ভারত ১)

পুরাণমতে, অষ্টনাগের মধ্যে শেষ, বাসুকি ও তক্ষক এই তিন জন প্রধান। কশ্যপের ঔরসে কদ্রুগর্ভে তক্ষকের জন্ম হয়। খাণ্ডবারণ্যে ইহার আবাস ছিল। শৃঙ্গী নামক ঋষিকুমারের শাপ সফল করিবার জন্য তক্ষক রাজা পরীক্ষিৎকে দংশন করিয়াছিল। তজ্জন্য রাজা জনমেজয় ইহার উপর অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সর্প-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। তক্ষক এই সর্পযজ্ঞের সংবাদ পাইয়া ইন্দ্রের শরণাপন্ন হয় এবং বাসুকি মহর্ষি আস্তিককে সর্পসত্র নিবারণ করিতে প্রেরণ করেন। রাজা জনমেজয় তক্ষককে ইন্দ্রের শরণাগত জানিয়া ঋত্বিক্-দিগকে কহিলেন, ইন্দ্র যদি তক্ষককে পরিত্যাগ না করে, তবে তক্ষককে ইন্দ্রের সহিত ভস্মসাৎ করুন।

হোতা রাজাজ্ঞা পাইয়া তক্ষকের নাম উল্লেখ করিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলেন। সেই সময় তক্ষক সমেত ইন্দ্র যজ্ঞানলাভিমুখে আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। ইন্দ্র ভীত হইয়া তক্ষককে ত্যাগ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। তক্ষকও ভয়বিহ্বল হইয়া ক্রমে ক্রমে প্রজ্বলিত পাবকশিখার সমীপবর্ত্তী হইল। এমন সময় আস্তীক মহারাজ জনমে-জয়ের নিকট সর্পযজ্ঞ নিবারিত হউক, এই ভিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া ইহার প্রাণ রক্ষা করেন। (ভারত আদি প°)

[পরীক্ষিৎ, জনমেজয়, আস্তীক দেখ।]

হিন্দুদিগের বিশ্বাস যে, তক্ষক ইচ্ছানুসারে মানবদেহ ধারণ করিতে পারিত। কানিংহামপ্রমুখ পণ্ডিতগণ বলেন, তকগণ তক্ষকের সন্তান। টডসাহেব বলেন, রাজা শালিবাহন তক্ষকবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। নাগাগণও তক্ষকের বংশধর বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দেয়।

য়ুরোপীয় পুরাবিদ্গণ বলেন, প্রাচীন হিন্দুগণ অনার্য্যদিগকে তক্ষক ও নাগ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সংস্কৃত ভাষায় তক্ষক কথাটী কেবলমাত্র একজনের প্রতি প্রযুক্ত হয় নাই। খাণ্ডব-দাহকালে অর্জ্জুন এক তক্ষককে দগ্ধ করিয়াছিলেন। তক্ষক ও নাগবংশীয়গণ বৃক্ষ ও সর্পোপাসক ছিল। শকজাতীয় বিভিন্ন বংশ তক্ষক ও নাগবংশীয় বলিয়া পরিচিত হইত।

কানিংহাম বলেন, সর্পোপাসক তক এবং হিন্দুদিগের বর্ণিত তক্ষকজাতি একই বংশ; পঞ্জাবে তকদিগের বাস ছিল। তিনি আরও বলেন, পঞ্জাববাসী তক অথবা তক্ষকদিগের সহিত দিল্লীর পাণ্ডবদিগের একটী মহাযুদ্ধ ঘটে। সেই যুদ্ধে পরীক্ষিতের মৃত্যু হয় এবং তক্ষকগণ জয়লাভ করে। ইহাই মহাভারতে তক্ষকদংশনে পরীক্ষিতের মৃত্যুরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

টডসাহেবের মতে, তক্ষকবংশ তুরুষ্কজাতির শাখা। ইহারা প্রথমে উত্তরপশ্চিম অংশে বাস করিত। মহাভারতীয় যুদ্ধের পর হইতে ইহারা ক্রমাগত ভারতের নানা স্থান অধিকার করিতে আরম্ভ করে। ইহাদের জাতীয় নিদর্শন সর্প, এই হেতু ইহাদিগকে তক্ষকবংশ কহে। ৬০০ খৃঃ পূঃ অব্দে শেষনাগের অধীনে ইহারা প্রথম ভারত আক্রমণ করিয়াছিল।

মগধ পর্য্যন্ত ইহাদিগের অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল। তক্ষকবংশীয় রাজগণ ১০ পুরুষ পর্য্যন্ত মগধের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এই রাজবংশের এক শাখার নামানুসারেই নাগপুরের নামকরণ হইয়াছে। টডসাহেব বলেন, শেষনাগের আক্রমণ পার্শ্বনাথের আবির্ভাবের সমসাময়িক। কথিত আছে, এই বংশের কেহ কেহ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া-ছিলেন। তাহাদের বংশ অগ্নিকুল নামে পরিচিত।

তক্ষকবংশীয় অনেক রাজা ভারতের বহু প্রদেশের শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেন। গুর্জ্জরেও তক্ষকবংশীয়গণ কিছুকাল স্বাধীনভাবে রাজ্য করিয়াছিলেন।

ভাগলপুর জেলায় অনেকস্থলে তক্ষক একটী গ্রাম্যদেবতা।

"মসূরং নিম্বপত্রঞ্চ যোহত্তি মেষগতে রবৌ।

অপিরোষান্বিতস্তস্য তক্ষকঃ কিং করিষ্যতি॥" (লিখিত)

রবি মেষ রাশিতে গমন করিলে (অর্থাৎ বৈশাখ মাসে) যাহারা মসূর ও নিম্বপত্র ভক্ষণ করে, তক্ষক অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াও তাহাদিগকে কিছু করিতে পারে না। "তক্ষকঃ কিং করিষ্যতি" তক্ষক এই পদটী লক্ষণা, অর্থাৎ বৈশাখ মাসে মসূর ও নিম্বপত্র ভক্ষণ সর্পবিষনাশক।

২ বিশ্বকর্ম্মা। (শব্দর°) ৩ দ্রুমভেদ। (হেম°) ৪ সঙ্কর জাতিবিশেষ, ছুতার। সূচকের ঔরসে বিপ্রকন্যার গর্ভে জন্ম। [সূত্রধর দেখ। ৫ স্বনামখ্যাত প্রসেনজিৎ পুত্র।

(ভাগ° ৯।১২।৮)

(ত্রি) ৬ ছেদক।

তক্ষকীয় (ত্রি) তক্ষা অস্ত্যস্য নড়াদিত্বাৎ ছ কুক্ চ। তক্ষবিশিষ্ট।

তক্ষণ (ক্লী) তক্ষ তনুকরণে ভাবে ল্যুট্। কৃশকরণ, চাঁচা ছোলা, অস্ত্রদ্বারা কাষ্ঠকে সম ও মসৃণ করা, রেঁদা দেওয়া। কাষ্ঠ তক্ষণ করিলে বিশুদ্ধ হয়।

"প্রোক্ষণং সংহতানাঞ্চ তক্ষণং।" (মনু ৫।১১৫)

তক্ষণী (স্ত্রী) তক্ষ্যতেঽনয়া তক্ষ করণে ল্যুট্ টিত্বাৎ ঙীপ্। বাসী অস্ত্র, বাইস, ইহাদ্বারা কাষ্ঠ চাঁচা ছোলা প্রভৃতি হয়। [বাসী দেখ।]

তক্ষন্ (পুং) তক্ষ-কনিন্ (কনিন্ যুবৃষিতক্ষিরাজীতি। উণ্ ১।১৫৬) ত্বষ্টা, ছুতার। "আপ্তেন তক্ষা ভিষজেব তৎক্ষণম্।" (মাঘ ১২।২৫)

২ বিশ্বকর্ম্মা। (অমর) ৩ চিত্রানক্ষত্র। (ত্রি) ৪ তক্ষণকর্ত্তৃমাত্র। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। উপধার লোপ করিয়া তক্ষ্ণী।

তক্ষশিল, তক্ষশিলার একজন রাজা। গ্রীক-ঐতিহাসিকগণ বলেন, আলেকসান্দার ৩২৭ খৃঃ অব্দে সিন্ধুনদের তট পর্য্যন্ত আসিলে এই রাজা অগ্রসর হইয়া আলেকসান্দারের সহিত যোগ দান করেন।

আলেক সান্দার যখন ভারত আক্রমণ করেন, তখন পঞ্জাব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এই রাজগণ প্রায় সর্ব্বদাই পরস্পর কলহে প্রবৃত্ত থাকিতেন। এই রাজাদিগের মধ্যে পুরু অধিক ক্ষমতাশালী ছিলেন। তাঁহার প্রতি ঈর্ষাপরতন্ত্র হইয়া তক্ষশিল আলেকসান্দারের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন।

তক্ষশিলা, দেশবিশেষ। ভরতপুত্র তক্ষের এই স্থানে রাজধানী ছিল। মহাভারতের মতে এই স্থান গান্ধারের মধ্যে। (ভারত ১।৩.২২) জনমেজয় এই স্থানে সর্পযজ্ঞ করিয়াছিলেন। (ভারত স্বর্গারোহণ ৫ অঃ)

এই নগরের ভগ্নাবশেষ এখন ৬ বর্গমাইল ভূমির উপর বিস্তৃত রহিয়াছে। এই ভগ্নাবশেষের মধ্যে অনেকগুলি বৌদ্ধমন্দির ও স্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রাচীনকালে তক্ষবংশীয়গণ এই প্রদেশ শাসন করিতেন। এই বংশের নামানুসারেই তক্ষশিলার নাম হইয়াছে। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর প্রারম্ভে তক্ষশীলা অমল্ল নামে পরিচিত ছিল।

তক্ষশিলার ভূমি অতিশয় উর্ব্বরা। এইস্থানে অনেক নদী ও নির্ঝর আছে। ফল ও পুষ্প প্রচুর পরিমাণে জন্মে। অধিবাসিগণ অতিশয় সাহসী ও সতেজ। পূর্ব্বে অনেক সঙ্ঘারাম ছিল, এখন কেবল তাহার ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। অতি অল্প বৌদ্ধ এই স্থানে বাস করে।

৩২৭ খৃঃ পূঃ অব্দে আলেকসান্দার ভারত-আক্রমণকালে তক্ষশিলায় আগমন করিলে এখানকার রাজা তিন দিবস পর্য্যন্ত তাঁহাকে যথেষ্ট সমাদর করিয়া রাখিয়াছিলেন। চীন-পরিব্রাজকগণ এই নগরে আসিয়াছিলেন। তাঁহারাও এই রাজ্যে তিন দিবস যথোচিত সমাদর পাইতেন। তিন দিবস পর্য্যন্ত অভ্যাগত ব্যক্তিকে অভ্যর্থনা করিবার নিয়ম তক্ষশিলায় প্রচলিত ছিল।

চীন-পরিব্রাজকগণের ভ্রমণবৃত্তান্তপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, তক্ষশিলাবাসিগণ ভারতের মধ্যপ্রদেশে যে ভাষা প্রচলিত সেই ভাষায় কথা কহিত। ইহাদের মধ্যে তাতার অক্ষর প্রচলিত ছিল।

তক্ষশিলার দৃশ্য অতিশয় মনোহর। রাজধানীর উত্তর-পশ্চিমাংশে নাগরাজ এলাপত্রের সরোবর। এই সরোবরের জল অতিশয় স্বচ্ছ, বিবিধ বর্ণের পদ্মফুলে সরোবরটী যেন চিত্রিত হইয়া আছে। এই সরোবরের দক্ষিণপূর্ব্বে অশোক-নির্ম্মিত গহ্বর। প্রবাদ এই গহ্বরের চারিদিকে ১০০ পদ পরিমিতি ভূমি ভূকম্পে কখন কম্পিত হয় না। সহরের উত্তরাংশে অশোক একটী স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পর্ব্ব দিবসে নাগরিকগণ এই স্তূপ পুষ্পাচ্ছাদিত ও আলোকিত করিত।

পুরাবিদ্গণের মতে, তক্ষবংশীয়গণ বিতস্তা নদীর তটে তক্ষশিলা রাজ্য স্থাপন করিয়া বহুদিন স্বাধীন ভাবে তথায় রাজত্ব করিয়াছিলেন। আলেকসান্দারের সময়ও তক্ষশিলা স্বাধীন রাজ্য ছিল। এই রাজ্যের রাজার সহিত আলেকসান্দার মিত্রতা করিয়াছিলেন। মহারাজ অশোকের সময় তক্ষশিলা তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। মৌর্য্যবংশীয়গণ কিছুকাল তক্ষশিলার শাসনদণ্ড ধারণ করিয়াছিলেন।

যখন অশোক পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তখন তক্ষশিলানগরেই তাঁহার রাজধানী ছিল। তাঁহার পুত্র কুণাল ও

এই স্থানে বাস করিতেন। কানিংহাম্ বলেন, খৃঃ পূঃ শতাব্দীর প্রারম্ভে তক্ষশিলা য়ুক্রেটাইডসের রাজ্যভুক্ত ছিল। ১২৬ খৃঃ পূঃ অব্দে অবারনামক শকগণ এই প্রদেশ অধিকার করিয়া প্রায় এক শতাব্দীকাল ভোগ করিয়াছিল। পরে কুষাণ-কুলোদ্ভব কনিষ্ক অসিবলে এই প্রদেশের রাজা হন। এই সময় তাঁহার প্রতিনিধি শাসনকর্তৃগণ তক্ষশিলা শাসন করি-তেন। এই শাসনকর্ত্তাদিগের কতকগুলি মুদ্রা ও উৎকীর্ণলিপি শাহধেরি নগরে পাওয়া গিয়াছে। রবার্টস্ সাহেব যে লিপি-খানি পাইয়াছেন, তাহাতে তক্ষশিলার নাম অঙ্কিত আছে।

গ্রীকগণের বর্ণনাপাঠে জানা যায়, তক্ষশিলা নগরের চারি-দিকে গ্রীকসহরগুলির ন্যায় প্রাচীর এবং সহরমধ্যে কতক-গুলি গলি ছিল। কার্টিয়াস নগরমধ্যে একটী সূর্য্যের মন্দির একটী উদ্যান ও একটী মনোহর সরোবরের উল্লেখ করিয়াছেন। তৎকালে নগরের বাহিরেও একটী প্রশস্ত বৃহৎ স্তম্ভ-বেষ্টিত মন্দির ছিল। গ্রীকদিগের পর বহু অব্দ পর্য্যন্ত তক্ষশিলার বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া একান্ত দুর্ঘট। খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দে ফা-হিয়ান্ এই স্থানে আগমন করেন। তিনি তক্ষ-শিলাকে চো-শ-শি-লো বলিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব এই স্থানে তাঁহার মস্তক কোন ব্যক্তিকে দান করিয়াছিলেন, এই হেতু চীনভ্রমণকারী এই নগরের উক্ত আখ্যা দিয়াছিলেন। ভারতীয় বৌদ্ধগণ তক্ষশিলাকে তক্ষশির বলিয়াই জানে। ৬৩০ খৃঃ অব্দে হিউএন্-সিয়াং এই নগরে আগমন করেন। এই সময়ে রাজবংশ বিলুপ্ত এবং তক্ষশিলা কাশ্মীরের অধীন হইয়াছিল। এইকালে বৌদ্ধমঠের অপ্রতুল ছিল না; কিন্তু অতি অল্পই মহাযানমতাবলম্বী বাস করিত।

এই নগরের অবস্থিতি সম্বন্ধে অনেক মতভেদ দৃষ্ট হয়। প্লিনি বলেন, প্রাচীন তক্ষশিলা হস্তিনানগর হইতে ৫৫ মাইল দূরবর্ত্তী। প্লিনির বর্ণনা অনুসারে এই নগরটী সিন্ধুনদী হইতে দুই দিনের পথ দূরে হারনদীর তটে অবস্থিত বলিয়া অনুমিত হয়। কিন্তু চীনপরিব্রাজকগণের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে জানা যায়, সিন্ধুনদী হইতে পূর্ব্বাভিমুখে তিন দিন পদব্রজে গমন করিলে এই নগরে উপস্থিত হওয়া যায়। চীনাদিগের লিপি অনুসারে কলকসরৈর নিকটস্থ কোন স্থানে তক্ষশিলা নগর ছিল, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। জেনারল কানিংহাম বলেন, শাহধেরি প্রাচীন তক্ষশিলা। প্রাচীন লেখকগণ সকলেই তক্ষশিলাকে ধনাঢ্য সহর বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

তক্ষশিলার প্রজাগণ মগধরাজ বিন্দুসারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইলে বিন্দুসারের আদেশানুসারে সুসিম আসিয়া নগর অবরোধ করিলেন। কিন্তু তিনি অকৃতকার্য্য হইলে অশো-কের উপর এই কার্য্যের ভার অর্পিত হইল। অশোক আসিলে তক্ষশিলাবাসিগণ তাহার অধীনতা স্বীকার করিল। মহারাজ অশোকের শাসনকালে তক্ষশিলার আয় ৩৬ কোটী টাকা ছিল। শাহধেরি নগরের ভগ্নাবশেষ ও স্তূপগুলি এখনও ইহার পূর্ব্ব গৌরব ও ধনশালিতার পূর্ণ পরিচয় প্রদান করিতেছে।

তক্ষশিলার ভগ্নাবশেষ কতকগুলি অংশে বিভক্ত। অদ্যাপি এইগুলি বিভিন্ন নামে অভিহিত হইতেছে। দক্ষিণপশ্চিম হইতে উত্তরপূর্ব্বে এগুলি বিস্তৃত। দক্ষিণ দিক্ হইতে ইহাদের নাম (১) বীর, (২) হাতিয়াল, (৩) শির-কপ্-কা-কোট, (৪) কাছকোট, (৫) বারখানা, (৬) শির-সুখ-কা-কোট। এই নগরের স্তূপ, মঠ প্রভৃতি অতিশয় আশ্চর্য্যজনক। পঞ্জাবের অন্যান্য স্থানাপেক্ষা এই প্রদেশে প্রাচীন মুদ্রা ও পুরাকীর্ত্তি অধিকতর পাওয়া যায়। কচ্ছ-কোটের তব্রানলের নিকটবর্ত্তী স্থান অতিশয় উর্ব্বরা। ষ্ট্রাবো এবং প্লিনি উভয়েই বলেন, চারিদিকে বিস্তৃত পাহাড়ের উপত্যকাপ্রদেশে তক্ষশিলা অবস্থিত। শাহধেরি নগরের অবস্থিতি এবং ইহার ভগ্নাবশেষের সহিত প্রাচীন তক্ষশিলার অবস্থিতি ও তাহার হর্ম্ম্যাদির সামঞ্জস্য দেখা যাইতেছে এই স্থান হইতে যে উৎকীর্ণ লিপি পাওয়া গিয়াছে, তৎপাঠে এই স্থান তক্ষশিলা বলিয়া বোধ হয়। বৌদ্ধদিগের গ্রন্থে বর্ণিত আছে, বুদ্ধদেব তক্ষশিলার অনেক আত্মোৎসর্গ কার্য্য করিয়াছিলেন; তাহার নিদর্শনও এই নগরে পাওয়া যায়। এই সমস্ত ও অন্যান্য কারণে শাহধেরি নগরই প্রাচীন তক্ষশিলা বলিয়া অনুমিত হয়।

ইহা পঞ্জাববিভাগে রাবলপিণ্ডি জেলার ৩৩° ১৭´ উঃ অক্ষা° এবং ৭২° ৪৯´ ১৫´´ পূঃ দ্রাঘিমার মধ্যে অবস্থিত।

তক্ষশিলা নগরটী অতিশয় প্রাচীন। রামায়ণেও ইহার উল্লেখ আছে। এই নগর গন্ধর্ব্বদিগের রাজধানী ছিল। ভরত এই রাজ্য জয় করেন। কেকয়ভূপতি যুধাজিৎ ... রাজ্য জয় করিবার জন্য রামচন্দ্রকে অনুরোধ করিলে ভ... গন্ধর্ব্বদেশ অধিকার করিবার জন্য প্রেরিত হইলেন। ভ... রাজ্য জয় করিয়া নিজ পুত্র তক্ষকে তথায় স্থাপন করিলে... রামায়ণে তক্ষশিলা সিন্ধুনদের উত্তরে অবস্থিত বলিয়া ব... আছে।

তক্ষশিলাদি (পুং) তক্ষশিলা আদির্যস্য বহুব্রী। পাণিনি... গণবিশেষ, সোঽস্যাভিজনঃ এই অর্থে তক্ষশিলাদির ... প্রথমান্ত ও ষষ্ঠ্যন্তের উত্তর যথাক্রমে অণ্ ও ঞঞ্ হয়, তক্ষা...

বৎসোদ্ধরণ, কৈৰ্ম্মেদ্রুর, গ্রামণী, ছগল, ক্রোষ্টুকর্ণ, সিংহকর্ণ, সংকুচিত, কিন্নর, কাণ্ডধার, পর্ব্বত, অবসান, বর্ব্বর, কংস এইগুলি তক্ষশিলাদিগণ। (পা ৪।৩।৯৩)

তক্ষশিলাবতী (স্ত্রী) তক্ষশিলা বিদ্যতেহস্যাঃ তক্ষশিলা-মতুপ্ (মধ্বাদিভ্যশ্চ। পা ৪।২।৮৬) যাহাতে তক্ষশিলা আছে।

তক্‌সীর্ (আরবী) দোষ। এদেশে চলিত কথায় তস্‌কীর বলে।

তক্‌সীরদার্ (পারসী) দোষী।

তখন (দেশজ) সেইকাল, তৎক্ষণ।

তখনি (দেশজ) সেইকালে।

তখ্‌ত (পারসী) সিংহাসন, রাজাসন।

তখ্‌তা (পারসী) কাষ্ঠফলক, চওড়া কাষ্ঠখণ্ড।

তগণ (পুং) ছন্দোশাস্ত্রপ্রসিদ্ধ ত্রিবর্ণাত্মক গণবিশেষ, এই তগণের আদি দুইটী বর্ণ গুরু ও শেষ বর্ণ লঘু (।।।)। "কথিতোহন্তলঘুস্তঃ" (ছন্দোম°)

তগর (পুং) তস্য ক্রোড়স্য গরঃ ৬তৎ। নদীসমীপজাতবৃক্ষ, তগরমূল। কাশ্মীরে তরবট্ ও কোকণদেশে পিণ্ডীতগর নামে প্রসিদ্ধ। পর্য্যায়—কালানুশারিবা, বক্র, কুটিল, শঠ, মহোরগ, নত, জিহ্ম, দীপন, তগরপাদিক, বিনম্র, কুঞ্চিত, হস্ত, নহুষ, দদ্রুহস্ত, বর্হণ, পিণ্ডীতগরক, পার্থিব, রাজহর্ষণ, কালানুসারক, ক্ষত্র, দীন। ইহার গুণ—শীতল, তিক্ত, দৃষ্টিদোষ, বিষদোষ, ভূতোন্মাদ, ভয়নাশক ও পথ্য। (রাজনি°)

ভাবপ্রকাশের মতে তগর দুইপ্রকার, তন্মধ্যে প্রথমটীর নাম কালানুসার্য্যতগর। পর্য্যায়—কুটিল ও মধুর। দ্বিতীয়টীর নাম পিণ্ডতগর। পর্য্যায়—দন্তহস্তী ও বর্হিণ। এই উভয়বিধ তগরই উষ্ণবীর্য্য, মধুররস, স্নিগ্ধ, লঘু এবং বিষ, অপস্মার শূল, অক্ষিরোগ ও ত্রিদোষনাশক।

সাধারণতঃ যাহা নদীসমীপজ বৃক্ষ তাহাকে পাচুক বা তগরপাচুক (Patrocarpus Dalburjiodus) বলে। ইহা ব্রহ্মদেশে সিটাং নদীর পূর্ব্বাংশে শলুন এবং থাঙ্গাইন, উক্সানী ও স্যাটারণ নদীর ধারেও অল্প অল্প পাওয়া যায়। অপর পিণ্ডীতগর (Taberı.eamontana Coronaria) কোঙ্কণাদি প্রদেশে বহুতর জন্মে। কেহ কেহ বলেন, যখন তগরের নামান্তর দন্তহস্ত, তাহা হইলে জলকচুরী-নামক নদীজ কচুজাতীয় কোঠরমধ্যকুঞ্চিত নীলপুষ্প শাক তগরপাচুক। যে হেতু ইহার কাণ্ড দণ্ডাকৃতি এবং পত্র পাচুকাকৃতি। কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে উক্ত শাকের পুষ্প নীলবর্ণ ও কোঠরমধ্য। এজন্য উহাকে নালবৃক্ষা বলাই সঙ্গত।

২ তগরমূলজাত গন্ধদ্রব্যবিশেষ। ৩ মদনবৃক্ষ, ময়না কাঁটাগাছ। ৪ পুষ্পবৃক্ষবিশেষ, টগরফুল, এই পুষ্প শুক্লবর্ণ ও ইহার অনেকগুলি দল আছে। পর্য্যায়—সিতপুষ্প, কালপর্ণ, কটুচ্ছদ। (শব্দর°)

এই পুষ্প নারায়ণপূজা প্রভৃতিতে প্রশস্ত।

"প্রিয়ঙ্গুচন্দনাভ্যাঞ্চ বিল্বেন তগরেণ চ।
পৃথগেবানুলিম্পেত কেশরেণ চ বুদ্ধিমান্॥" (ভারত ১৩।১০৪।৮৫)

তগর, টলেমীর ভূগোল ও পেরিপ্লাস্-বর্ণিত ভারতবর্ষের একটী প্রাচীন নগর। এই নগর প্রতিষ্ঠান-নগরের পূর্ব্বে দশ দিনের পথে অবস্থিত এবং বস্ত্র-প্রস্তুত-করণে বিখ্যাত ছিল। কিন্তু এখন ইহার বর্ত্তমান অবস্থা ঠিক নির্দ্দেশ করা কঠিন। এই নগর এক সময়ে শিলাহার রাজাদিগের রাজধানী হইয়াছিল। পণ্ডিত ভগবানলালইন্দ্রজী বলেন, পুণা জেলার বর্ত্তমান জুন্নার নগরই প্রাচীন টলেমীবর্ণিত তগরনগর। ইহার কারণ প্রদর্শন করিয়া তিনি বলেন, জুনার নগরের প্রাচীন শিলালিপি ও মন্দির গুহাদির দ্বারাই বহু প্রাচীন বলিয়া স্পষ্ট অনুমিত হয়। আবার ইহা বহু প্রাচীন কালেও বাণিজ্যের স্থান বলিয়া বিখ্যাত এবং শিলার বাড়ীর নিকটবর্ত্তী। এই শিলাবাড়ী নামসাদৃশ্যে শিলাহার রাজগণের সংস্রব অনুমিত হইতে পারে। শিলাহারগণও তগরনগরকে আপনাদিগের আদিম বাসস্থান বলিয়া বর্ণন করেন। আরও জুন্নার নগরে অবস্থান লেনাদ্রি, মানমাড় ও শিবনের এই তিনটী পর্ব্বত অর্থাৎ ত্রিগিরির মধ্যবর্ত্তী, সুতরাং ত্রিগিরি শব্দের অপভ্রংশে তগর হওয়া অসম্ভব নহে। এই মতের বিপক্ষে এই আপত্তি উত্থাপন করা যাইতে পারে যে, জুন্নারনগর পৈঠান (প্রতিষ্ঠান) নগরের ১০০ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত, কিন্তু টলেমী ও পেরিপ্লাস্-লেখক বলেন, তগরনগর পৈঠানের ১০ দিনের পথে পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। আরও সম্প্রতি নিজামের রাজধানী হায়দরাবাদ নগরে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর একখানি তাম্রফলক পাওয়া গিয়াছে; ঐ ফলকে তগরনগরবাসী একজন ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিবার কথা উল্লেখ আছে। ইহাতে আবার বর্ত্তমান হায়দরাবাদ প্রাচীন তগরনগর বলিয়া অনুমিত হয়। টলেমীর ভূগোল ও পেরিপ্লাসের নির্দ্দিষ্ট অবস্থানও হায়দরাবাদের নিকট পড়ে *।

তগরপাদিক (ক্লী) তগরস্য পাদো মূলমস্ত্যস্য ইতি ঠন্। তগর, গন্ধদ্রব্যবিশেষ।

তগরপাদী (স্ত্রী) তগরঃ গন্ধদ্রব্যভেদঃ পাদে মূলেহস্যাঃ জাতিত্বাৎ ঙীষ্। তগরবৃক্ষ। (শব্দার্থচি°)

* Bombay Gazetteer, vol. xviii, part II, p. 211.

তগলুব্ (আরবী) তদ্রূপ, ঘাট্‌তি।

তগলুবী (আরবী) ছল, চাতুর্য্য।

তগাদা (আরবী) পাওনা আদায় করিবার উত্তেজনা করা, তাগাদা।

তগাবি (যাবনিক) জমির উন্নতি করিবার উদ্দেশে জমিদার বা গবর্মেণ্ট প্রজাদিগকে যে কর্জ্জ দেন।

তগীর (আরবী) পরিবর্ত্তন, বদল।

তঙ্ক (পুং) তক-অচ্। ১ পাষাণভেদনাস্ত্র, পাথর কাটা বাটালি। ২ দুঃখদ্বারা জীবনধারণ। ৩ প্রিয় বিরহজন্য সন্তাপ। ৪ ভয়। (ভরত) কর্ম্মণি ঘঞ্। ৫ পরিধেয় বসন। (রমানাথ)

তঙ্কন (ক্লী) তক ভাবে ল্যুট্। কষ্টদ্বারা জীবন-ধারণ।

তঙ্কা, মুদ্রাবিশেষ, টাকা। সংস্কৃত টঙ্ক শব্দ হইতে উৎপন্ন। পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষ, তুর্কিস্থান প্রভৃতি বহুস্থানে তঙ্কা প্রচলিত ছিল। এখনও তুর্কিস্থানে তঙ্কা বা তঙ্গানামক মুদ্রা প্রচলিত হইয়া থাকে। মুসলমানরাজাদিগের সময়ে খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীতে স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয় তঙ্কাই ব্যবহৃত হইত। সম্প্রতি তঙ্কা ও টঙ্কার পরিবর্ত্তে টাকা প্রচলিত হইয়াছে। এখন টাকা যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, এক সময়ে তঙ্কাশব্দও সেই অর্থে প্রচলিত ছিল।

বর্দ্ধমান প্রভৃতি রাজসরকারে অবসরপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী ও সৈনিক, অধ্যাপক, সভাপণ্ডিত, ব্রাহ্মণ প্রভৃতিকে যে বৃত্তি প্রদত্ত হয়, উহাকেও তঙ্কা বা তন্খা কহে।

তঙ্গণ (পুং) ১ ভোট দেশীয় অশ্ব। [ঘোটক দেখ।] ২ সকল প্রধান পুরাণবর্ণিত একটী প্রাচীন জনপদ, বর্ত্তমান আফগানস্থানের নিকটবর্ত্তী বলিয়া বোধ হয়। [আর্য্যাবর্ত্ত দেখ।]

তচ্ছীল (ত্রি) তৎ শীলং যস্য বহুব্রী। তৎস্বভাববিশিষ্ট, ফল অপেক্ষা না করিয়া যাহারা স্বভাব অনুসারে কার্য্য করে।

তজ্জ (ত্রি) ততো তস্মাৎ জায়তে জন-ড। তাহা হইতে জাত।

তজ্জলান্ (ত্রি) ততো জায়তে জন-ড, তস্মিন্ লীয়তে লী-ড তেন তজ্জলেন অনিতি অন-ক্বিপ্। তাহা হইতে জাত, তাহাতেই লীন এবং তাহাতেই অবস্থিত পদার্থবিশেষ, অর্থাৎ ব্রহ্ম, ব্রহ্ম হইতে এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে এবং তাহাতেই অবস্থিতি করিতেছে, পরে তাহাতেই লীন হইবে। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত।" (ছান্দো°)

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রবিশন্তি অভিসংবিশন্তি।" (শ্রুতি)

যাহা হইতে এই ভূতসকল জন্মাইতেছে, যাহাতে জীবন ধারণ করিতেছে এবং পরে যাহাতেই লীন হইবে, তাহাই ব্রহ্ম।

"যতঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ভবন্ত্যাদিযুগাগমে।
যস্মিংশ্চ প্রলয়ং যান্তি পুনরেব যুগক্ষয়ে॥" (স্মৃতি)

আদি সর্গকালে যাহা হইতে ভূতসকল উৎপন্ন হইয়াছে, যুগক্ষয়ে যাহাতেই লীন হইবে, সেই ব্রহ্ম। [ব্রহ্ম দেখ।]

তজ্ঝা (স্ত্রী) তং নিন্দিতং জবতে জু-ক্বিপ্ গৌরা° ঙীষ্। হিঙ্গুপত্রীবৃক্ষ। (রাজনি°)

তঞ্চক (দেশজ) প্রবঞ্চক, প্রতারক।

তঞ্চকতা (দেশজ) প্রবঞ্চনা, শঠতা, ছল, চাতুরী।

তঞ্জাম (হিন্দী) চতুর্দ্দোলবিশেষ। ইহার আকার অনেকাংশে এদেশের বিবাহকালে ব্যবহৃত খোলা পাল্কীর মত। পশ্চিম-ভারতে রাজন্যবর্গ ও বিবাহাদি সময়ে অন্যান্য লোক তঞ্জামে চড়িয়া থাকেন। চারি বা ছয়জন লোকে স্কন্ধে করিয়া বহন করে।

তঞ্জোর, তঞ্জৌর, (তঞ্জাবুর) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত ইংরাজশাসনাধীন একটী জেলা। অক্ষা° ৯° ৪৯´ হইতে ১১°২৫´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৮°৫৮´ হইতে ৭৯°৫৪´ পূঃ। পরিমাণফল ৩৬৫৪ বর্গমাইল। ইহার উত্তরে কোলরুণ নদী ত্রিচিনপল্লি ও দক্ষিণ আর্কট হইতে ইহাকে পৃথক্ করিতেছে, পূর্ব্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব্বে বঙ্গোপসাগর, দক্ষিণ পশ্চিমে মদুরা জেলা এবং পশ্চিমে মদুরা ও ত্রিচিনপল্লী জেলা অবস্থিত। এই জেলা দক্ষিণ কর্ণাটের একটী অংশ। তঞ্জোর নগর জেলার সদর। কাবেরী নদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত।

তঞ্জোর জেলা মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর উপবনস্বরূপ। ইহার উত্তরভাগে বহুজনাকীর্ণ অগণ্য নারিকেলকুঞ্জশোভিত কাবেরী নদীর বিস্তীর্ণ ব-দ্বীপ প্রভূত পরিমাণে ধান্য প্রসব করে। বহুসংখ্যক পয়ঃপ্রণালী এই খণ্ডকে জলের ন্যায় আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে, অতি সহজে ও সুন্দররূপে এই সকল খালদ্বারা শস্যক্ষেত্রে জল সেচন করিতে পারা যায়।

তঞ্জোর নগরের দক্ষিণপশ্চিমাংশ কিয়ৎপরিমাণে উচ্চ, কিন্তু সমস্ত জেলার মধ্যে কোথাও পাহাড় নাই। উপকূল ভাগে বালুকাস্তূপ ও তৎপরেই সামান্য জঙ্গল আছে, কেবল-মাত্র কালীমীর অন্তরীপ হইতে অদ্রমপত্তন অন্তরীপ পর্য্যন্ত একটী বহুবিস্তৃত লবণাক্ত জলাভূমি দৃষ্টিগোচর হয়। এখানে প্রস্তরাদি অধিক পাওয়া যায় না।

দক্ষিণাংশে উপকূল হইতে প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরে ভূমির দুই গজমাত্র নিম্নে একটী প্রস্তরস্তর বাহির হয়। এই প্রস্তর কিছু কোমল হইলেও গৃহনির্ম্মাণোপযোগী। নগ্নপত্তনের দক্ষিণে মৃত্তিকাগর্ভে সামুদ্রিক শুক্তি, শঙ্খ ও শম্বূকাদির বিস্তীর্ণ স্তর খোদিত হইয়াছে। এই সকল স্তরের উপরিভাগে বহু

কাল-সঞ্চিত পলিরাশি পতিত হইয়াছে। এইরূপ শুক্তি-স্তরের মধ্যে অনেকগুলি অতি প্রাচীন আবার অনেকগুলি আধুনিক বলিয়া বোধ হয়। মোটের উপর এই জেলার ভূমি অধিক উর্ব্বরা নহে, কেবলমাত্র জলসেচনের উৎকৃষ্ট বন্দোবস্তের গুণেই প্রচুর পরিমাণে শস্যাদি উৎপন্ন হয়। ব-দ্বীপ ব্যতীত উচ্চভূমির মৃত্তিকা লোহিতবর্ণ ও সারবান্ কৃষ্ণবর্ণ কার্পাসোৎপাদনের উপযোগী, অথবা বালুকাময় লঘু মৃত্তিকা। কোন কোন স্থানে পীতবর্ণ ক্ষারমৃত্তিকা দৃষ্ট হয়, ইহা অত্যন্ত অনুর্ব্বর।

জেলার উপকূলভাগ প্রায় ১৪০ মাইল। উপকূলভাগে এরূপ ভীষণ তরঙ্গাঘাত হয় যে, সহজে এখানে জাহাজাদি আসিতে পরে না।

তণ্ডুলই এখানকার অধিবাসিগণের প্রধান খাদ্য। কৃত্রিম উপায়ে জলসেচন করিয়া কৃষকগণ প্রচুর পরিমাণে ধান্য উৎপাদন করে। সুতরাং ব-দ্বীপে সমতল ভূমিতে এবং উচ্চ ভূমিতে কেবলমাত্র বৃহৎ সরোবরাদির নিম্নস্থানসকলেই অধিকাংশ ধান্যের চাষ হইয়া থাকে। প্রধানতঃ কার ও পিশানম্ নামক দুই প্রকার ধান্যের চাষ হয়। কার ধান্য জ্যৈষ্ঠমাসে বপন করে এবং কার্ত্তিকমাসে কাটিয়া থাকে। পিশানম্ ধান্য আষাঢ়ে বপন করে এবং মাঘমাসে কাটিয়া লয়।

রবিশস্যের আবাদ অপেক্ষাকৃত অনেক অল্প। চীনা, বাজরা, কঙ্গু ও কলায় বেশ জন্মে। জেলার পশ্চিম ভাগে উচ্চ ভূমিতে চীনা ও কলায় উৎপন্ন হয়। ব দ্বীপে যেখানে জল-সেচনের সুবিধা নাই, এরূপ ভূমিতে কিংবা ধান্যক্ষেত্রে ধান্য কাটিবার পর ঐ সকল শস্যের চাষ করে।

তঞ্জোরে শাকসবজী সুলভ। গৃহসংযুক্ত উদ্যান এবং নদীতীর প্রভৃতিতে প্রচুর পরিমাণে মূলা, পেঁয়াজ, গোলআলু এবং বহুবিধ শাকাদি উৎপন্ন হয়। ধনে, মহুরী প্রভৃতি বহুবিধ মসলাও পাওয়া যায়।

এই জেলার ব-দ্বীপভাগে বিস্তর কদলী, তাম্বূল, তামাক, ইক্ষু প্রভৃতি জন্মে। উচ্চ ভূমিতে শণ পাট ইত্যাদি হইয়া থাকে। গৃহসংলগ্ন পতিত ভূমে এবং নদীতীরেই সচরাচর তামাকের চাষ হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন জেলার দক্ষিণপূর্ব্ব প্রান্তে কালীমীর অন্তরীপের নিকট বালুকাভূমিতেই বিস্তীর্ণ তামাকের চাষ হয়। এই তামাকের পাতা পুরু ও ঘ্রাণ অতি তীক্ষ্ণ, প্রধানতঃ নস্যরূপে কিংবা তাম্বূলের সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ঐস্থানে তামাকই প্রধান বাণিজ্যদ্রব্য। প্রতিবৎসর বহু পরিমাণে তামাক ত্রিবাঙ্কুর ও ষ্ট্রেটস্‌সেট্‌লমেণ্টস্ প্রভৃতি স্থানে প্রেরিত হয়।

কার্পাসও অল্প পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ ব্যতীত অপর সর্ব্বত্র আম ও নারিকেল প্রভৃতি বৃক্ষ সহজেই জন্মিয়া থাকে। দক্ষিণপশ্চিমাংশে পাথরিয়া মাটি বলিয়া ভাল গাছ হয় না।

বয়ঃপ্রাপ্ত অধিবাসী পুরুষগণের প্রায় অর্দ্ধেক ভূ-সম্পত্তি-শূন্য এবং শ্রমজীবী, ইহাদের প্রায় ⅚ অংশ কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত থাকে। ইহারা প্রধানতঃ পল্লার ও পরিয়াজাতিসম্ভূত এবং কোন না কোন ভূম্যধিকারীর ক্ষেত্রে চিরস্থায়িরূপে কর্ম্মে নিযুক্ত থাকে। অবশিষ্ট নীচ শ্রেণীস্থ হিন্দু এবং মরবার প্রভৃতি কাবেরীনদীর দক্ষিণস্থ প্রদেশ হইতে আগত।

ব-দ্বীপ ভাগে যে স্থানে নদীর বন্যাদ্বারা ভূমি প্লাবিত হয়, তথায় পলি পড়িয়াই উত্তম সারের কার্য্য করে, কিন্তু উচ্চ ভূমিতে এবং যে স্থানে খাল প্রভৃতি দ্বারা জলসেচন করিতে হয়, তথায় সারের প্রয়োজন। সচরাচর জমিতে গো-মেষাদির গোষ্ঠ করিয়া তাহাকে উর্ব্বরা করা হয়। তদ্ভিন্ন গোময়গলিত উদ্ভিজ্জ, ভস্ম ও আবর্জ্জনা প্রভৃতি সাররূপে ব্যবহৃত হয়।

তঞ্জোর জেলায় স্বভাবতঃই জল অতি প্রচুর। তাহার উপর ইংরাজাধিকারের পূর্ব্বেই বহুসংখ্যক খাল-খননাদি-দ্বারা ক্ষেত্রে জলসেচনের আরও সুবিধা হইয়াছে। উত্তর সীমায় প্রবাহিত কোলরুণ নদী অতি নিম্নগর্ভ বলিয়া ইহার জলে তত কাজ হয় না।

এই জেলা স্বভাবতঃই নদীপ্রচুর, তাহার উপর বহুসংখ্যক কৃত্রিম খাল-খননাদি দ্বারা ক্ষেত্রে জলসেচনের সম্যক্ সুবিধা হইয়াছে। ত্রিচিনপল্লীর ৮মাইল পূর্ব্বে কাবেরী নদী, তঞ্জোর জেলায় প্রবেশ করিয়া বহুসংখ্যক শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া উত্তর ভাগে ব্যাপ্ত হইয়াছে। এই প্রদেশকে কাবেরী নদীর ব-দ্বীপ কহে, ইহাতে প্রচুর ধান্য উৎপন্ন হয়। জেলার পশ্চিম ভাগে কোলরুণ ও কাবেরী নদী পরস্পর অতি নিকটবর্ত্তী। ঐ স্থানে কোলরুণের গর্ভ কাবেরী নদী অপেক্ষা প্রায় ৯।১০ ফিট্ নিম্ন। সুতরাং অতিঅল্পমাত্র সুযোগ পাইলেই কাবেরী নদীর সমস্ত জল কোলরুণ নদীতে আসিয়া পড়িতে পারে। এই আশঙ্কা নিরাকরণার্থ খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দীতে চোলবংশীয় জনৈক রাজা ঐ স্থানে শাখা কাবেরী নদীর তীরে এক সুবৃহৎ পাকা বাঁধ প্রস্তুত করিয়া দেন, ইহার উপরেই তঞ্জোরের উর্ব্বরতা নির্ভর করে, তজ্জন্য ইহাকে তঞ্জোরের উর্ব্বরতারক্ষক বাঁধ কহে। এই বাঁধ খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দীর এত প্রাচীন না হইলেও যে ১২শ শতাব্দীর পূর্ব্বে নির্ম্মিত, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ইহা প্রস্তরনির্ম্মিত এবং দৈর্ঘ্যে ১০৮০ ফিট্, প্রস্থে ৪০ হইতে ৬০ ফিট্ এবং উচ্চতায় ১৫ হইতে ১৮ ফিট্। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে কোলরুণ শাখার উপর এক আনিকট প্রস্তুত হয়, তাহাতে কাবেরীর শাখায় জল অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়ায় ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে কাবেরীর উপর আর এক আনিকট নির্ম্মিত হইয়াছে। কোলরুণের নিকট ৭৫০ গজ এবং কাবেরীর নিকট ৬৫০ গজ দীর্ঘ। এই শেষোক্ত দুইটী আনিকট দ্বারা তঞ্জোরে জলাগম সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তাধীন করা হইয়াছে। কোলরুণের উপর আনিকট হওয়ায় ইহার জল কমিয়া যায়, কাজেই পূর্ব্বে যে সকল স্থান ইহার জলে সিঞ্চিত হইত, এখন আর তত্দূর জল উঠিল না। ইহার প্রতিকারার্থে পূর্ব্বে আনিকটের ৭০মাইল নিয়ে আর একটী আনিকট প্রস্তুত করা হইয়াছে। এই সময়েই কোলরুণ হইতে দুইটী খাল কাটিয়া একটী আর্কট (অরুকড) ও অপরটী তঞ্জোর নগর পর্য্যন্ত লইয়া যাওয়া হইয়াছে। উত্তরের খালকে উত্তর-রজনবায়াখাল ও দক্ষিণের খালকে দক্ষিণরজনবায়াখাল বহে। তদ্ভিন্ন আরও অনেক খাল খাত হইয়াছে। এবং ঐ সকল হইতে আবার শাখা প্রশাখা বাহির করিয়া বহু বিস্তীর্ণ প্রদেশে জলসেচন হইতেছে। যাহা হউক, ক্রমশঃ উন্নতি চলিতেছে। বলা বাহুল্য, নদীদ্বারাই প্রায় ১৩/১৫ অংশ শস্যক্ষেত্রে জল যোগান হয়। অতি অল্পমাত্র ভূমি পুষ্করিণী বা বৃষ্টিজলের উপর নির্ভর করে।

তঞ্জোরে বন্যা অনাবৃষ্টি প্রভৃতি দৈবদুর্ব্বিপাক নাই বলিলেই হয়। সমুদ্রকূলে বালুকার উচ্চ পাহাড় থাকায় ঝটিকাবর্ত্ত বিতাড়িত সাগরতরঙ্গ জেলার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। পূর্ব্বভাগের ভূমিও কূলের দিকে ঢালু থাকায় নদী বা বৃষ্টির জল সহজেই নিকাশ হইয়া যায়; সুতরাং জল জমিয়া দেশ প্লাবিত করিতে পারে না।

ব্যবসা-বাণিজ্য—তঞ্জোরের সর্ব্বত্র গতিবিধির বিশেষ সুবিধা আছে। দক্ষিণভারতীয় রেলপথের দুইটী শাখা ইহার মধ্য দিয়া গিয়াছে। একটী শাখা ত্রিচিনপল্লী হইতে উপকূল দিয়া নগপত্তন নগর এবং অপর শাখা তঞ্জোর নগর হইতে বহির্গত হইয়া মান্দ্রাজ অভিমুখে চলিয়াছে। জেলার মধ্যে প্রায় ১২৩৩ মাইল লম্বাচোড়া ও নদী খালাদির উপর সেতুসম্বলিত রাস্তা আছে। একটী ৩২ মাইল দীর্ঘ খাল দিয়া নৌকাদি যাতায়াত করে। ঐ সকল নৌকায় প্রধানতঃ বেদরন্ন্যম নামক স্থানের উৎপন্ন লবণ বহন করে।

শিল্পের মধ্যে তঞ্জোরের নানাবিধ ধাতুর তার, পট্টবস্ত্র কার্পেট, কাষ্ঠনির্ম্মিত নানাবিধ বস্ত্র প্রধান। কার্পাসবস্ত্র, কার্পাসসূত্র, য়ুরোপ হইতে আনীত নানাবিধ ধাতু এবং ষ্ট্রেটস্‌-সেট্‌লমেন্টস্‌ ও সিংহলদ্বীপ হইতে গুবাক্ প্রভৃতি আমদানী হয়। রপ্তানীদ্রব্যের মধ্যে তণ্ডুলই প্রধান।

তঞ্জোরে বৃষ্টিপাত করমণ্ডল-উপকূলের অন্যান্য স্থানের ন্যায় সকল বৎসর সমান নহে। জ্যৈষ্ঠ মাসে দক্ষিণপশ্চিম মৌসুমবায়ু প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইয়া প্রায় ভাদ্র পর্য্যন্ত প্রবল থাকে। এই সময়ে বৃষ্টি অতি বিরল এবং কদাচ ক্রমাগত দুই ঘণ্টার অধিককাল ব্যাপী হয় না। আশ্বিন বা কার্ত্তিক হইতে পৌষ পর্য্যন্ত উত্তরপূর্ব্ববায়ু বহে। এই সময়ে বৃষ্টি অপেক্ষাকৃত প্রচুর এবং অধিকক্ষণ স্থায়ী হয়। এই কালে গড়ে বার্ষিক বৃষ্টিপাত যথাক্রমে ১৫ ও ২৫ ইঞ্চি হইয়া থাকে। প্রায় সকল মাসেই বৃষ্টি হয়, তবে ভাদ্র হইতে অগ্রহায়ণ পর্য্যন্তই অধিক। চৈত্র হইতে জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত সময় গ্রীষ্মকাল। গড় তাপাংশ ফাল্গুনে প্রায় ৮২°, গ্রীষ্মকালে প্রায় ১০৪° এবং শীতকালে ৬৪° পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

ঝড় ঝাপট প্রভৃতি প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। ঝড়ের সময়ে নৌকাজাহাজাদি জেলার দক্ষিণস্থ পক্ক উপসাগরে আশ্রয় লয়।

তঞ্জোরে কোন রোগই দেশব্যাপী হইয়া পড়ে না। পূর্ব্বে তঞ্জোরে গোদরোগের বড় প্রাদুর্ভাব ছিল, এখন তাহা কুম্ভঘোনম্ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছে। এখন স্বাস্থ্য বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়ায় এই রোগ প্রায় বিলুপ্ত হইতেছে। জ্বর, বসন্ত ও ওলাউঠা রোগই কতক পরিমাণে সংক্রামক হইয়া পড়ে। জেলায় প্রায় ৩০টী ঔষধালয় আছে, তাহা হইতে বহুসংখ্যক লোক বিনাব্যয়ে চিকিৎসিত হয়। জেলার মধ্যে ৫টী নগরে মিউনিসিপালিটী আছে।

অধিবাসিগণের মধ্যে অধিকাংশ হিন্দু। উহারা বেলিয়ার (মজুর), বেল্লনর (কৃষক) পরিয়া, ব্রাহ্মণ, শেম্বড়বন (ধীবর), ইদৈয়ার (মেষপালক), কম্মনর (কারিগর), কৈকলার (তন্তুবায়), সাতানি (মিশ্রজাতি), শানচ (তাড়িকর) ও শেঠি (বণিক্), অম্বত্তান্ (নাপিত), বেন্নান্ (ধোপা), কুশবন (কুম্ভকার), ক্ষত্রিয়, কর্ণকণ (লেখক) প্রভৃতি প্রধান। মুসলমানগণ শেখ, সৈয়দ, মোগল, পাঠান, আবর, গহ্বর প্রভৃতি সম্প্রদায়ে বিভক্ত। তদ্ভিন্ন খৃষ্টান ও জৈন এবং অল্পসংখ্যক অসভ্যজাতি বাস করে।

তঞ্জাপুরী-মাহাত্ম্যে তঞ্জাবুরের উৎপত্তির বিবরণ এইরূপ পাওয়া যায়। তঞ্জান্ নামক এক রাক্ষস তঞ্জাবুরে অতিশয় দৌরাত্ম্য করিত। অধিবাসিগণ একান্ত প্রপীড়িত হওয়ায় বিষ্ণু এই রাক্ষসকে বধ করেন। সে মৃত্যুকালে বিষ্ণুর নিকট প্রার্থনা করিয়াছিল যে, তাহার নামে যেন এই নগর প্রসিদ্ধ হয়। ভগবান্ বিষ্ণু 'তাহাই হইবে' এই বলিয়া প্রস্থান

করিলেন। সেই রাক্ষসের নাম হইতেই সংস্কৃত নাম তঞ্জাপুর ও তামিল তঞ্জাবুর হইয়াছে।

বহুপূর্ব্ব হইতে ১৫০০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত চোলরাজগণ এই স্থানে রাজত্ব করিয়াছেন, কিন্তু তঞ্জাবুর নগর ঠিক কোন সময় রাজধানীরূপে পরিণত হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করা কঠিন। চোলরাজগণ ত্রিশিরাপল্লীর নিকট ওরেয়ুরনামক স্থানে এবং ইহার ধ্বংস হইবার পর কুম্ভঘোণে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন।

তঞ্জাবুরে বৃহদীশ্বর মহাদেবের মন্দিরে খোদিত অনুশাসন হইতে জানা যায় যে, রাজা কুলোত্তুঙ্গ এই অনুশাসন প্রদান করিয়াছেন। অতএব অনুমান করা যাইতে পারে যে, রাজা কুলোত্তুঙ্গ চোল কিংবা তাঁহার পিতা তঞ্জাবুরে রাজধানী উঠাইয়া আনিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ১০০৩ হইতে ১০৮০ খৃঃ অব্দের মধ্যে কোন সময়ে ঐ ঘটনা হইয়া থাকিবে।

ডাক্তার বুর্‌নল সাহেব চোলরাজবংশের যে, তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে দ্বিতীয় কুলোত্তুঙ্গ চোল ১১২৮ খৃঃ অব্দে তঞ্জাবুর-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার শাসনকাল হইতেই তঞ্জাবুরের চোলরাজবংশের অধঃপতন আরম্ভ হইতে থাকে এবং চোলরাজলক্ষ্মী ক্রমে চঞ্চলা হয়েন।

তঞ্জাবুর-বৃহদ্বারি-চরিত নামক হস্তলিপিপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, চোলবংশীয় শেষরাজার নাম বীরশেখর। ইনি প্রভূত পরাক্রমশালী ছিলেন। ত্রিশিরাপল্লী ও মধুরাপুরী ইহার সময়ে তঞ্জাবুর রাজ্যভুক্ত হয়। মধুরাপুরীর সিংহাসনচ্যুত রাজা চন্দ্রশেখর বিজয়নগররাজের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। বিজয়নগরাধিপতি কৃষ্ণরায় তাঁহাকে মধুরাপুরীতে পুনঃস্থাপন করিবার জন্য কতিয়ান নাগ-নায়ক নামক জনৈক সেনাপতির অধীনে একদল সৈন্য পাঠাইলেন। এদিকে বীরশেখরও যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। মধুরাপুরীর নিকট উভয় পক্ষের তুমুল যুদ্ধের পর তঞ্জাবুরের রাজা প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। মধুরাপুরী, ত্রিশিরাপল্লী ও তঞ্জাবুর বিজয়নগরের অধীন হইল। ১৫৩০ খৃঃ অব্দে অচ্যুতরায় বিজয়নগরের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ইহার শ্যালিকার সহিত সেবাপ্পানায়কের বিবাহ হয়। এই সম্বন্ধ হেতু উক্ত বর্ষে অচ্যুতরায় সেবাপ্পানায়ককে তঞ্জাবুর ও ত্রিশিরাপল্লীর শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠাইলেন। তাহা হইতে তঞ্জাবুরের নায়ক-রাজবংশের উৎপত্তি হয়। নায়ক-রাজগণ প্রথমতঃ বিজয়নগরের অধীনেই রাজত্ব করিতেন। কিন্তু ১৫৬৪ খৃঃ অব্দে বিজাপুররাজ কর্ত্তৃক বিজয়নগরের রাজাদিগের ধ্বংস সাধিত হইলে সেই সময় ১৬৭২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত উক্ত রাজগণ স্বাধীনভাবে তঞ্জাবুর শাসন করিয়াছিলেন। এই রাজগণের সময়ে অরুণতোঙ্গা, পট্টুকোট্টৈ, কৈলাসিবাই প্রভৃতি কয়েকটী দুর্গ ও কতকগুলি দেবমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। নায়ক রাজাদিগের সময়ে ১৬১২ খৃঃ অব্দে পর্ত্তুগীজগণ নগপত্তনে এবং ১৬২০ অব্দে দিনেমারেরা ট্রান্‌কুইবার নামক স্থানে আবাস স্থাপন করেন।

যখন নায়কবংশের চতুর্থ রাজা বিজয়রাঘব তঞ্জাবুরসিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন, তখন মদুরার শোক্কনাথ নায়ক তঞ্জাবুর আক্রমণ করিবার ছল খুঁজিয়া রাজকন্যার কর প্রার্থনা করিয়া দূত পাঠাইলেন। রাজা তাহা অগ্রাহ্য করিলে তিনি ১৬৬৭ খৃঃ অব্দে দলবায় বেঙ্কট-কৃষ্ণাপ্পা নায়ককে তঞ্জাবুর অধিকার করিতে পাঠাইলেন। সেনাপতি গোবিন্দদীক্ষিত বাধা দিলেন; কিন্তু দলবায় তাঁহাকে পরাভূত করিয়া তঞ্জাবুর অধিকার করিলেন এবং শীঘ্রই রাজবাটীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন বিজয়রাঘব ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। ধ্যানভঙ্গের পর সমস্ত অবগত হইয়া তাহার বীর পুত্রকে আজ্ঞা দিলেন, রাজবাটীর সমস্ত মহিলাকে একগৃহে রাখিয়া তাহার চতুঃপার্শ্বে বারুদ সংগ্রহ করিয়া রাখ, সঙ্কেত পাইলে তাহাতে অগ্নি দিয়া অসি হস্তে যুদ্ধার্থ বাহিরে আসিও। বিজয়রাঘব যুদ্ধ করিতে করিতে নিহত হইলেন। এদিকে পুত্র পিতার নিধনবার্ত্তা অবগত হইয়া অন্দরমহলে বারুদে অগ্নি প্রদান করিলেন। তঞ্জাবুর শ্মশানভূমে পরিণত হইল। রাজবাটীর দক্ষিণপশ্চিমকোণে এই ব্যাপার ঘটিয়াছিল। এই অংশ এখনও সেইরূপ ভগ্নাবস্থায় থাকিয়া অতীত দুর্ঘটনা স্মরণ করাইয়া দিতেছে।

তঞ্জাবুর বিজিত হইলে শোক্কনাথনায়ক একস্তনপায়ী এলাগিরিকে তথায় শাসন-কর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন। এলাগিরি প্রথমে শোক্কনাথের অধীনে শাসন করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুকাল পরে তাঁহার সহিত মনান্তর ঘটায় স্বাধীন হইলেন। তঞ্জাবুরের রাজবাটী বারুদে উড়িয়া যাইবার পূর্ব্বে ধাত্রী বিজয়রাঘবের একটী নাবালক পুত্রকে লইয়া নগ-পত্তনে পলাইয়া আইসে। এই বালকটী জনৈক শেটীর আলয়ে বৃদ্ধি পাইতেছিল। ৪।৭ বৎসর পর বিজয়রাঘব রায়ের অন্যতম রয়সম (সেক্রেটরী) বেনকন্না নামক কোন নিয়োগী ব্রাহ্মণ বালকটীর সন্ধান পাইয়া স্বর্গীয় রাজার কয়েকজন আত্মীয়ের সাহায্যে উক্ত বালক ও ধাত্রীকে লইয়া বিজাপুরে গমন করিলেন। বিজাপুরের সুলতান সমস্ত ব্যাপার শ্রবণ করিয়া তঞ্জাবুরের নায়কদিগের দুঃখে অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। এই সময় শিবাজির কনিষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা একোজি বিজা

পরের সেনানায়কের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এলাগিরিকে দূর করিয়া দিয়া বিজয়রাঘবের অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র সিংহমালদাসকে তঞ্জাবুর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে বিজাপুর-সুলতান একোজিকে আদেশ দিলেন। একোজি জানিতে পারিলেন যে, শোক্যনাথের সহিত এলাগিরির বিরোধ ঘটিয়াছে। তিনি কালবিলম্ব না করিয়া আয়ামপটী নামক স্থানে এলাগিরিকে পরাজিত করিয়া সিংহমালদাসকে তঞ্জাবুরের রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন। বেনকন্না আশা করিয়াছিলেন যে, সিংহমাল রাজা হইলে তিনি মন্ত্রিত্ব পাইবেন। কিন্তু ধাত্রীর অনুরোধে শেটীই মন্ত্রী হইলেন। ইহাতে বেনকন্না নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইয়া একোজিকে রাজ্য গ্রহণ করিতে পুনঃ পুনঃ উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। একোজি প্রথম প্রথম এ বিষয়ে আদৌ মন দেন নাই। কিন্তু বিজাপুর-সুলতানের মৃত্যুসংবাদ আসিলে তঞ্জাবুর গ্রহণ-মানসে সসৈন্যে উক্ত রাজ্য অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। বেনকন্নাও রাজবাটীতে রটাইয়া দিলেন যে, সমূহ বিপদ্ উপস্থিত। রাজা এই ঘটনায় অতীব ভীত হইয়া পলায়ন করিলেন। বিনা রক্তপাতে তঞ্জাবুর একোজির হস্তে আসিল। এইরূপে তঞ্জাবুরে মহারাষ্ট্রীয় রাজবংশ স্থাপিত হইল। এই ঘটনা সম্ভবতঃ ১৬৭৪ খৃঃ অব্দে ঘটিয়া থাকিবে।

একোজির অন্যতম পুত্র তুকাজীর ৫ পুত্র। তুকাজীর মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠপুত্র বাবাসাহেব রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন। ১৭৩৬ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে তদীয় স্ত্রী-সুজানাবাই রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোহনজী ঘাটগে নামক একজন সচিব রূপনাম্নী কোন স্ত্রীলোকের পুত্রকে একোজীর ২য় পুত্র শরভোজীর উত্তরাধিকারী বলিয়া স্থির করেন এবং কোন মুসলমান কেল্লাদারের সাহায্যে সুজানাবাইকে রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দিয়া রূপীর পুত্রের জন্য সিংহাসন গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন। কিন্তু অন্যান্য মন্ত্রিগণ শীঘ্রই কোহনজীর ষড়যন্ত্র বুঝিতে পারিয়া তুকাজীর ২য় পুত্র শয়াজীকে রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন। ১৭৪০ খৃঃ অব্দে তুকাজীর কনিষ্ঠ পুত্র প্রতাপসিংহ কয়েকজন রাজামাত্যের সাহায্যে শয়াজিকে দূরীভূত করিয়া স্বয়ং সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। ১৭৪৪ খৃঃ অব্দে অন্বরুদ্দীন নবাবের সহিত প্রতাপসিংহের ২ বার যুদ্ধ হয়। উভয় যুদ্ধেই পরাভূত হইয়া প্রতাপসিংহ নবাবকে ৭ লক্ষ টাকার খত লিখিয়া দিলেন।

১৭৪৯ খৃঃ অব্দে শয়াজী রাজ্য পুনরায় পাইবার জন্য সেণ্ট ডেভিড দুর্গের ইংরাজগবর্ণরের সাহায্য প্রার্থনা করেন। প্রতাপসিংহ আসন্ন বিপদ্ বুঝিতে পারিয়া গোপনে ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি করিলেন যে, যদি তাঁহাকে রাজপদে থাকিতে দেওয়া হয়, তবে তিনি দেবকোটনামক দুর্গ এবং উপস্থিত যুদ্ধের আয়োজন-ব্যয়স্বরূপ ৬ হাজার পেগোড়া ইংরাজদিগকে এবং শয়াজীর খরচের জন্য বার্ষিক ৪০০০ পেগোড়া অর্থাৎ ১৪০০০৲ টাকা দিবেন।

১৭৪৯ খৃঃ অব্দে প্রতাপসিংহ চাঁদসাহেবের ভয়ে তাঁহাকে ৫৮ লক্ষ টাকার এক খত লিখিয়া দেন। কিন্তু অল্পদিবস পরেই তিনি ৩০০০ অশ্বারোহী ও ২০০০ পদাতিক সৈন্য মঙ্কোজীর অধিনায়কত্বে মহম্মদআলির সাহায্যার্থ চাঁদসাহেবের বিরুদ্ধে পাঠাইলেন। মহম্মদআলি জয়লাভ করিয়া তঞ্জাবুররাজকে পুরস্কারস্বরূপ বাকী ১০ বর্ষের পেশকাস্ ছাড়িয়া দিলেন এবং কোইলদি ও লঙ্গাহ্ নামে ২টী প্রদেশ দান করিলেন।

১৭৫৩ খৃঃ অব্দে প্রতাপসিংহ মন্ত্রী শক্কোজীর কু-পরামর্শে সেনাপতি মঙ্কোজীকে কার্য্য হইতে অবসর দেন। মুরারিরাও উহা জানিতে পারিয়া কোইলদি অধিকার করিয়া তঞ্জাবুরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। রাজা উপায়ান্তর না দেখিয়া মঙ্কোজীর শরণ লইলেন। মঙ্কোজী মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতিকে দূরে তাড়াইয়া দিলেন।

১৭৫৪ খৃঃ অব্দে ফরাসি-সেনানায়ক তঞ্জাবুর-রাজ্য লুণ্ঠন করিয়া কোলরুণের বাঁধ কাটিয়া দিলেন। প্রতাপসিংহ ইংরাজদিগের সাহায্যে কোলরুণ নদীর বাঁধ সংস্কার করিয়া লয়েন।

১৭৪৯ খৃঃ অব্দে প্রতাপসিংহ চাঁদসাহেবকে যে ৫৬ লক্ষ টাকার খত লিখিয়া দিয়াছিলেন, তাহা ফরাসিগবর্ণরের হস্তে পড়ে। এই টাকা পাইবার জন্য ফরাসিগবর্ণর কাউণ্ট লালি কয়েকস্থান লুণ্ঠন করিয়া তঞ্জাবুর দুর্গের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হন। এই সময় তাঁহার বারুদ ও রসদ ফুরাইয়া যায়। তিনি মানে মানে ফিরিয়া যাইতেছিলেন। প্রতাপসিংহ তাঁহার অনুসরণ করিয়া তাঁহাকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া আসিলেন।

মহম্মদআলি ইংরাজদিগের নিকট যুদ্ধের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ অতিশয় ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি নবাব হইয়া ঋণ-পরিশোধের কোন সুবিধা দেখিতে পাইলেন না। অবশেষে দেখিলেন যে, প্রতাপসিংহ কএকবৎসর পেশকাস্ দেন নাই। তিনি ভাবিলেন যে, তঞ্জাবুর খাস দখল করিতে পারিলে অনেক নগদ টাকা পাওয়া যাইতে পারে। এই অভিপ্রায়ে তিনি মান্দ্রাজের গবর্ণরের সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। তিনি উক্ত প্রস্তাবে সম্মত না হইয়া রাজার বাকী পেশকাস্ আদায়ের সুবন্দোবস্তের জন্য কৌন্সিলের অন্যতম

সদস্য জোসিয়াই-ডি-প্রেকে পাঠাইলেন। তিনি এই মীমাংসা করিলেন যে, রাজা প্রতিবৎসর নবাবকে ৪ লক্ষ টাকা পেশকাস্ দিবেন; বাকী পেশকাস (২২ লক্ষ টাকা) দুই বৎসরে ৫ বারে পরিশোধ করিতে হইবে। ১৭৬২ খৃঃ অব্দে এই সন্ধি হয়।

কাবেরীর উত্তরতীরে ত্রিশিরাপল্লীর নিকটে নেল্লুরনামক স্থানে একটী বাঁধ ছিল। রাজা প্রতাপসিংহের প্রার্থনায় ও ব্যয়ে ত্রিশিরাপল্লীর শাসনকর্ত্তা মহাজিজ উহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কখন উক্ত শাসনকর্ত্তা কখন বা রাজার ব্যয়ে এই বাঁধের সংস্কার হইত। ১৭৬৪ খৃঃ অব্দে উহার এক স্থান ভাঙ্গিয়া যায়। নবাব উহার সংস্কার করিলেন না বা রাজাকেও উহা সংস্কৃত করিতে অনুমতি দিলেন না। এই কালে তুলজাজী তঞ্জাবুরের রাজা ছিলেন। তিনি ভীত হইয়া ইংরাজগবর্ণরের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। এই অবধি যখনই এই বাঁধের সংস্কার আবশ্যক হইত, তখনই রাজাকে ইংরাজদিগের সাহায্য লইতে হইত।

ইহার পর হায়দর আলি তঞ্জাবুর আক্রমণ করিলে রাজা তাঁহাকে বহু অর্থ প্রদান করেন। ১৭৬৯ খৃঃ অব্দে তাঁহার সহিত রাজার এক সন্ধি হয়। শিবগঙ্গার রাজা ৮ বৎসর পূর্ব্বে তঞ্জাবুরের যে সকল সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়াছিলেন, রাজা তুলজাজী ১৭৭১ খৃঃ অব্দে তাহা পুনরধিকার করেন। নবাব ইহাতে অতিশয় অসন্তুষ্ট হন। দুই বৎসরের খাজনা বাকী পড়িয়াছিল। এই ছলে তঞ্জাবুর আক্রমণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ২৩এ সেপ্টেম্বর তারিখে নবাবপুত্র তঞ্জাবুর দুর্গ অবরোধ করিলে ২৭এ তারিখে রাজা বাধ্য হইয়া তাঁহার সহিত সন্ধি করিলেন। সন্ধিপত্রে এই নিয়ম অবধারিত হইল যে, ২ বৎসরের বাকী পেশকাস্ ৮ লক্ষ টাকা ও যুদ্ধব্যয়-স্বরূপ ৩২৷৷০ লক্ষ টাকা নবাবকে দিবেন এবং শিবগঙ্গায় রাজার নিকট হইতে যে সমস্ত সম্পত্তি উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন; আর্ণি, ত্রিবাণুর, ইলাঙ্গাহ্ন্য ও কৈলদী ছাড়িয়া দিতে হইবে এবং উক্ত ৩২৷৷০ লক্ষ টাকা পরিশোধের জন্য মায়াবরম্ ও কুম্ভঘোণম্ প্রদেশদ্বয় দুই বৎসরের জন্য নবাবের অধিকারে থাকিবে, রাজা নবাবের মিত্রের সহিত মিত্রতা ও শত্রুর সহিত শত্রুতা করিবেন। ১৭৭১—৭৩ খৃঃ অব্দের পেশকাস পুনরায় বাকী পড়ায় নবাব ১৭৭৩ খৃঃ অব্দে ইংরাজগবর্ণরের নিকট তঞ্জাবুর রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলেন যে, পেশকাস্ হিসাবে দশলক্ষ টাকা বাকী পড়িয়াছে; রাজা হায়দারআলি ও মহারাষ্ট্রীদিগের সহিত নবাব ও ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছেন। ইংরাজগবর্ণরের আদেশে সেনাপতি স্মিথ সেপ্টেম্বর মাসে তঞ্জাবুরে আসিয়া রাজা তুলজাজীকে বন্দী করিলেন। নবাব তঞ্জাবুর খাস দখল লইলেন।

ডাইরেক্টরদিগের নিকট এই সংবাদ আসিলে তাঁহারা অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, ১৭৬২ খৃঃ অব্দের সন্ধি অনুসারে ইংরাজগবর্মেণ্ট তুলজাজীকে সাহায্য করিতে বাধ্য। পেশকাস্ বাকী পড়িয়াছিল বলিয়া রাজাকে বন্দী করা মান্দ্রাজগবর্মেণ্টের অতিশয় অন্যায় হইয়াছে। তাঁহারা পিগট সাহেবকে মান্দ্রাজের গবর্ণর নিযুক্ত করিলেন এবং এই আদেশ দিলেন যে, তুলজাজীকে সিংহাসনে পুনরায় অধিষ্ঠিত করিতে হইবে। রাজা নবাবকে বার্ষিক ৪ লক্ষ টাকা পেশকাস্ দিবেন। মান্দ্রাজগবর্ণরের অনুমতিক্রমে নবাবের সাহায্যার্থ রাজা সময়ে সময়ে সৈন্য-সাহায্য করিবেন এবং রাজা ইংরাজদিগের মিত্র হইবেন। একদল ইংরাজসৈন্য তঞ্জাবুরে থাকিয়া শান্তিরক্ষা করিবে; তাহার ব্যয় রাজা বহন করিবেন। ইংরাজদিগের অনুমতি ভিন্ন রাজা অন্য কাহারও সহিত সন্ধি করিতে পারিবেন না।

ডাইরেক্টরদিগের আদেশানুসারে পিগটসাহেব ১৭৭৬ খৃঃ অব্দে ১১ই এপ্রেল তারিখে তুলজাজীকে তঞ্জাবুর সিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন। ১২ই এপ্রেল তারিখে রাজা সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিলেন এবং ইংরাজসৈন্যের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ বার্ষিক ১৪ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকৃত হইলেন।

১৭৮১ খৃঃ অব্দে হায়দরআলি তঞ্জাবুরের দুর্গ ব্যতীত অন্য সমস্ত অধিকার করিয়া ৬ মাস নিজ শাসনে রাখিয়াছিলেন।

১৭৮৭ খৃঃ অব্দে তুলজাজীর মৃত্যু হয়। তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে শরভোজী নামক কোন এক আত্মীয় পুত্রকে দত্তক লইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা দত্তক শাস্ত্রসঙ্গত হয় নাই, ইহা ইংরাজদিগের নিকট প্রমাণ করিয়া স্বয়ং রাজা হইলেন। অমরসিংহ তুলজাজীর বিধবা স্ত্রীকে বার্ষিক ৩ হাজার ও শরভোজীকে ১১ হাজার পেগোডা দিবেন বলিয়া সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিলেন।

মান্দ্রাজ বাসকালে তুলজাজীর বিধবাপত্নী লর্ড কর্ণওয়ালিস্ সাহেবের নিকট দত্তকগ্রহণ শাস্ত্র-সম্মত হইয়াছে কি না ইহা অনুসন্ধান করিবার জন্য এক আবেদন করিলেন। বারাণসী প্রভৃতি স্থানের পণ্ডিতগণের মতানুসারে দেখা গেল যে, দত্তক গ্রহণে কোন দোষ হয় নাই। ডাইরেক্টরগণ ইহা অবগত হইয়া শরভোজীকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিতে আদেশ করিলেন। মার্কুইস অব্ ওয়েলেসলি ১৭৯৮ খৃঃ অব্দে এই আদেশ কার্য্যে পরিণত করেন।

রাজকার্য্যে শরভোজীর অনভিজ্ঞতা প্রযুক্ত মান্দ্রাজ-গবমেণ্ট তাঁহার অছি স্বরূপ কিছুকাল রাজ্যশাসন করেন।

১৭৯৯ খৃঃ অব্দে ২৫এ অক্টোবর তারিখে যে সন্ধি হয়, তাহাতে অবধারিত হইয়াছিল যে, বৃটীশ গবমেণ্ট রাজার প্রতিনিধিস্বরূপ তঞ্জাবুর শাসন করিবেন। রাজা দুর্গমধ্যে থাকিয়া একলক্ষ পেগোডা ও সমস্ত আয়ের ⅕ অংশ মাত্র পাইবেন। এই সন্ধি অনুসারে তঞ্জাবুর দুর্গ ভিন্ন সমস্ত প্রদেশ এক প্রকার বৃটীশসাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। মহারাষ্ট্রীয়বংশীয় রাজগণ ১২২ বৎসর কাল এই রাজ্যে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

শরভোজীর পর তাঁহার পুত্র ২য় শিবাজী পিতৃপদ প্রাপ্ত হন। শিবাজী মৃত্যুর পূর্ব্বে এক দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু মার্কুইস অব্ ডালহৌসি সে দত্তক স্বীকার না করিয়া ১৮৫৫ খৃঃ অব্দে তঞ্জাবুর রাজ্যের অস্তিত্ব লোপ করিলেন। রাজপরিবারবর্গের মাসিক বৃত্তি নির্দ্ধারিত হইয়াছিল।

এখন তঞ্জাবুরের সে পূর্ব্ব শ্রী আর নাই। দুর্গটী স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে; রাজবাটীরও কোনরূপ সংস্কার হইতেছে না। রাণীদিগের নিজ ভূসম্পত্তি রিসিবরের হস্তে গিয়াছে। এই সম্পত্তির বার্ষিক আয় ১॥০ লক্ষ টাকা। তঞ্জাবুরের সরস্বতীমহল নামক পুস্তাকাগার যত্নের সহিত সুরক্ষিত। এই পুস্তকাগারে রাজা শরভোজী বহুসংখ্যক হস্তলিখিত-গ্রন্থ সংগ্রহ করেন।

তঞ্জাবুরে বৃদ্ধেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের পশ্চিমউত্তরকোণে সুব্রহ্মণ্য স্বামীর মন্দিরটী বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। ইহার গঠনপ্রণালী অতি সুন্দর। মূলমন্দিরের সম্মুখে যে প্রকাণ্ড নন্দীর মূর্ত্তি আছে, তাহার সম্বন্ধে একটী প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায়। নন্দীর আকৃতি পূর্ব্বে ছোট ছিল, কোন সময়ে তাহার মনে হইল মহাদেব অপেক্ষা সে আয়তনে বৃহৎ হইবে। ইহা মনে ভাবিয়া সে প্রতিদিন বাড়িতে লাগিল। মহাদেবও নন্দী অপেক্ষা ছোট থাকিতে ইচ্ছা না করিয়া দিন দিন বাড়িতে লাগিলেন। অর্চ্চক তাহা দেখিয়া সঙ্কটবোধে পরিশেষে নন্দীর বৃদ্ধি নিবারণ করিবার জন্য নন্দীর পশ্চাতে একটী বৃহৎ লৌহময় প্রেক মারিয়া দিলেন। সেই অবধি নন্দী আর বাড়িতে পারে নাই; মহাদেবও তদবস্থায় আছেন। এ প্রবাদ সত্য বা মিথ্যা, যাহা হউক, কিন্তু এরূপ বৃহৎ মন্দির, লিঙ্গ ও নন্দী অন্যত্র দেখা যায় না।

হিন্দুরাজদিগের শাসনকালে তঞ্জাবুর সকল প্রকার শিল্প, বাদ্যযন্ত্র, স্বরবিদ্যা, কাব্যরচনা ও চিত্রবিদ্যার কেন্দ্রস্বরূপ ছিল। এখন উক্ত সকল প্রকার চর্চ্চা ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে। কিন্তু এখনও তঞ্জাবুরে যে চিত্র প্রস্তুত হয়, তাহা অতিশয় মনোরম। হাবভাবে কলিকাতার আর্টষ্টুডিওর চিত্র অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ।

২ মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত তঞ্জোর জেলার প্রধান উপবিভাগ। পরিমাণফল ৬৭২ বর্গমাইল। দক্ষিণভারতীয় রেলপথ এই উপবিভাগের উত্তরে প্রবেশ করিয়া তঞ্জোর নগর দিয়া পশ্চিমে বাহির হইয়া গিয়াছে।

৩ মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত তঞ্জোর জেলার প্রধান নগর ও সদর। ইহার প্রকৃত নাম তঞ্জাবুর। অক্ষা ১০° ৪৭′ উঃ, দ্রাঘি° ৭৯° ১০′ ২০″ পূঃ। ইহা দক্ষিণ ভারতীয় রেলপথের একটী ষ্টেশন। অধিবাসীর সংখ্যা ৫৪৩৯০, তন্মধ্যে হিন্দু ৮৬৪০৪, মুসলমান ৩৪১৬, খৃষ্টান ৪৩৮৯ ও জৈন ১৮৭ জন।

এখানে জেলার জজ, কলেক্টর, ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি বাস করেন। এই নগরে মিউনিসিপালিটি আছে।

এই নগর পূর্ব্বে দাক্ষিণাত্যের প্রবল পরাক্রান্ত হিন্দুরাজবংশের রাজধানী এবং রাজনীতি ধর্ম্মনীতি বিদ্যানুশীলন প্রভৃতির কেন্দ্রস্থান ছিল। এই স্থান প্রাচীন হিন্দুরাজগণের কীর্ত্তি এবং পুরাতন স্থপতিনৈপুণ্যের পরিচায়ক। ইহার মন্দির ভুবনবিখ্যাত। এই মন্দির ১৯০ ফিট্ উচ্চ। তদ্ভিন্ন ঐ মন্দিরেই বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবালয় আছে। উহাদের মধ্যে কোন কোনটীর গঠনপ্রণালী ও নির্ম্মাণ-পারিপাট্য দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। মন্দিরমধ্যস্থ দেবমূর্ত্তি, বৃষমূর্ত্তি প্রভৃতিও বিস্ময়কর।

তঞ্জোরের ভগ্নাবশিষ্ট দুর্গ বিস্তীর্ণ স্থান ব্যাপিয়া আছে। দুর্গের প্রাচীরাভ্যন্তরেই রাজপ্রাসাদ ও নগর স্থাপিত। রাজপ্রাসাদে প্রকাণ্ড হর্ম্ম্যাবলীর একটীতে রাজাদিগের পুস্তকালয় ছিল। এত সংস্কৃত গ্রন্থ আর কোথাও পাওয়া যায় নাই। মান্দ্রাজ সিভিলসার্ভিসের ভূতপূর্ব্ব ডাক্তার বার্ণেল ঐ সকল পুস্তকের এক তালিকা প্রস্তুত করেন।

তঞ্জোর নগর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিল্পকার্য্যের জন্য বিখ্যাত। ইহার রেসমী কার্পেট, সূক্ষ্ম খোদকারী তামার তার, নানাপ্রকার খেলনা প্রভৃতি অতি সুন্দর। তঞ্জোর হইতে পূর্ব্বদিকে সমুদ্রকূলে নগপত্তন বন্দর পর্য্যন্ত এবং পশ্চিমে ত্রিচিনপল্লী পর্য্যন্ত রেলপথ দ্বারা সংযুক্ত।

তট (ত্রি) তট-অচ্। নদী প্রভৃতির কূল, তীর, জলাশয়ের জলভাগের অব্যবহিত পরবর্ত্তী স্থলভাগ।

"কর্ত্তব্যমার্গো ভ্রাজেতে হ্রদস্থাস্ত তটাবুভৌ॥" (হরি° ৬৭৫৫)

(স্ত্রী) ২ উচ্চক্ষেত্র। (মেদিনী) ৩ (পুং) শিব, শিব সর্ব্বপ্রধান বলিয়া তাঁহার নাম তট।

"নমস্তটায় তট্যায় তটানাং পতয়ে নমঃ।" (ভারত ১২।২৮৪।৬৬)

(ত্রি) ৪ উচ্ছ্রিত।

তটগ (পুং) তড়াগ পৃষো° সাধুঃ। তড়াগ। (দ্বিরূপকো°)

(ত্রি) তট-গম-ড। তটগামী।

তটস্থ (ত্রি) তটে সমীপে তিষ্ঠতি স্থা-ক। ১ সমীপস্থিত। ২ উদাসীন ব্যক্তি, নির্লিপ্ত, যাঁহারা সদসৎ কোন পক্ষ অবলম্বন করেন না, অপক্ষপাতী।

"সমীরসঙ্গাদিব নীরভঙ্গ্যা ময়া তটস্থস্ত্বমুপদ্রুতোঽসি।"

(নৈষধ ৩।৫৫)

৩ তীরস্থ, যাহারা তটে থাকে। ৪ ব্যস্ত। ৫ চমৎকৃত। ৬ উদাসীন, যাঁহারা কোন পক্ষ অবলম্বন করেন না।

"তটস্থঃ শঙ্কতে" (জাগদীশ্যাদৌ ভূরিপ্র°)

৭ লক্ষণবিশেষ, প্রত্যেক বস্তুই দুই প্রকার লক্ষণ দ্বারা বুঝা যাইতে পারে, এক স্বরূপলক্ষণ, অপর তটস্থলক্ষণ।

কোন কথার অর্থ বুঝাইতে গিয়া যে বিশেষণটী বলিলে বিশেষ কিছু মর্ম্ম না বুঝাইয়া কেবল সেই একরূপ অর্থই বুঝায় অর্থাৎ পূর্ব্বের কথা দ্বারাও যাহা বুঝিয়াছিলাম, পরের কথা দ্বারাও ঠিক তাহাই বুঝা যায়, তাহাকে স্বরূপলক্ষণ বিশেষণ বলে। একটী উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হইবে;—কলস এবং কুম্ভ, এই স্থলে কুম্ভ কলসের স্বরূপলক্ষণ বিশেষণ হইল, আবার কলসও কুম্ভের স্বরূপলক্ষণ বিশেষণ হইতে পারে, কারণ এখানে কুম্ভ শব্দ দ্বারা কলসের কিংবা কলস শব্দদ্বারা কুম্ভের বিশেষ কিছু মর্ম্মই বুঝা যায় না। কুম্ভ বলিলেও যেরূপ বুঝা যায়, কলস বলিলেও ঠিক সেইরূপ বুঝা-যায়। বিশেষ কিছুই প্রতীতি হয় না। আরও একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক,—কেহ আপনাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ফাঁক পদার্থ-টী কিরূপ," তখন আপনি কহিলেন, "ফাঁকটা শূন্য পদার্থ", কিন্তু এই শূন্য কথা দ্বারা ফাঁকের কোন মর্ম্মই বুঝা গেল না। ফাঁক বলিলেও পূর্ব্বে যেরূপ প্রতীতি হইয়াছিল, শূন্য বলিলেও ঠিক সেইরূপ বুঝা গেল। অতএব শূন্য কথাটা ফাঁকের স্বরূপলক্ষণ বিশেষণ হইল। এই গেল স্বরূপলক্ষণের বিবরণ। আবার অন্য কোন বস্তুর সাহায্যে যদি অন্য কোন বস্তুকে লক্ষ্য করা হয়, তবে তাদৃশ বাক্যকে তটস্থলক্ষণ বলে।

"তস্মিন্নস্বে সতি তদ্বাধকত্বং। তথাচ স্বরূপং তটস্থং দ্বিধালক্ষণং স্যাৎ স্বরূপস্য বোধো যতো লক্ষণাভ্যাং। স্বরূপে প্রবিষ্টাৎ স্বরূপেঽপ্রবিষ্টাৎ যথা কাকবস্তো গৃহাঃ খং বিলক্ষ॥" (বেদান্তসা°)

এই তটস্থলক্ষণও ঐ ফাঁক বা শূন্যের দৃষ্টান্তেই বুঝা যায়। তোমার নিকট কেহ ফাঁক বা শূন্যপদার্থ বুঝিতে ইচ্ছা করিলে তুমি বলিলে এই গৃহভিত্তির অভ্যন্তরে থাকা ও যেখানে এই গৃহভিত্তির শেষ হইয়াছে, তাহাই ফাঁক বা শূন্য, এখন এই গৃহভিত্তির সাহায্যে শূন্য পদার্থ-টী পরিজ্ঞাত হইল। অতএব এই কথাটী তটস্থলক্ষণ হইল।

ব্রহ্মকেও এই স্বরূপ ও তটস্থ এই দুই প্রকার লক্ষণে বুঝান যাইতে পারে। ব্রহ্ম চিৎস্বরূপ, সত্যস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ ইত্যাদি বলিলে তাহার স্বরূপলক্ষণ প্রকাশ করা হইল, কারণ ইহা দ্বারা তাহার বিশেষ কিছুই উপলব্ধি হয় না, সেই এক বস্তুমাত্রই বুঝায়। চিৎ বলিলেও যাহা বুঝায়, সৎ বলিলেও তাহাই বুঝায়, আবার ব্রহ্ম ইত্যাদি বলিলেও তাহাই বুঝায়। আর যখন বলা যায় যে, তিনি কর্ত্তা, তিনি হর্ত্তা ও বিধাতা, তখন কর্ত্তৃত্ব, হর্ত্তৃত্ব বিধাতৃত্বাদি গুণের সাহায্যে তাঁহাকে লক্ষ্য করা হইল, অতএব ইহা তটস্থলক্ষণ বিশেষণ হইল। কারণ কর্ত্তৃত্বশক্তি ও পালয়িতৃত্বাদি শক্তি-গুলি প্রাকৃতপদার্থ, অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে বিকাশিত হয়। সুতরাং ইহা ব্রহ্মের কোন গুণ বা শক্তি নহে, উহা ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত পদার্থ, অতিরিক্ত বা পৃথগ্‌ভূত কোন বস্তুর সাহায্য লইয়া কোন বস্তুর প্রকাশ করিতে হইলেই তটস্থলক্ষণ বিশেষণ হইয়া থাকে। [স্বরূপলক্ষণ দেখ।]

তটাক (পুং) তট-আকন্‌ বা তটং অকতি অক-অণ্‌। তড়াগ।

তটাঘাত (পুং) তটে আঘাতঃ ৭তৎ। বপ্রক্রীড়া, বৃষ প্রভৃতির শৃঙ্গদন্তাদি দ্বারা ভূমিখননরূপ ক্রীড়াবিশেষ।

"অভ্যস্যন্তি তটাঘাতং নির্জ্জিতৈরাবতা গজাঃ।" (কুমারস°)

তটিনী (স্ত্রী) তটমস্ত্যস্যাঃ তট-ইনি ততো ঙীপ্‌। নদী।

তটী (স্ত্রী) তট-অচ্‌ ততো-ঙীষ্‌। তীর, তট, প্রান্তভাগ।

"বিচিত্র কপাল তটী গলায় জালের কাটি,

করজোড়ে লোহার শিকলি।" (কবিকঙ্কণ চণ্ডী)

তট্য (পুং) তটং উচ্ছ্রায়ং অর্হতি তট-যৎ। শিব। "নমস্তটায় তট্যায়" (ভারত ১২।২৮৪।৬৬)

তড়গ (পুং) তড়াগ পৃষো° সাধুঃ। তড়াগ। (দ্বিরূপকো°)

তড়তড় (দেশজ) অব্যক্ত শব্দ, বৃষ্টিপতন-শব্দ।

তড়পথ (দেশজ) স্থলপথ।

তড়বড়ি (দেশজ) শীঘ্র, তাড়াতাড়ি।

"ধাঁও ধাঁও ধমসা বাজে ডিগ ডিগ দগড়ি।

চৌদিকে চঞ্চল সৈন্য সাজে তড়বড়ি॥" (কবিক° ২।১৬৩)

তড়াক (পুং) তডাতে অভিহন্যতে ঊর্ম্মিভিঃ তড়-আক (পিনা-কাদয়শ্চ। উণ্‌ ৪।১৫।) তড়াগ।

তড়াকা (স্ত্রী) তড়াক স্ত্রিয়াং টাপ্‌। ১ নদী ও সমুদ্রের তটভাগ। তাবে। ২ আঘাত। (সংক্ষিপ্তসা° উণা°)। ৩ প্রভা। (উজ্জ্বল)

তড়াগ (পুং) তড়-আগ (তড়াগাদয়শ্চ। ইতি নিপাতনাৎ সাধুঃ।) ১ যন্ত্রকূটক। (মেদিনী) ২ জলাশয়বিশেষ। পর্য্যায়— পদ্মাকর, তড়াক, তটাক, তড়গ।

পঞ্চশত ধনুঃপরিমিত গভীর পুষ্করিণী, দীর্ঘিকা এবং প্রশস্ত ভূমিভাগে অবস্থিত বহুদিনস্থায়ী যে জলাশয়, তাহাই তড়াগ।

২৪ অঙ্গুলিতে এক হস্ত, চারিহস্তে এক ধনুঃ হয়।

ইহার একশত ধনুঃপরিমিত স্থানে যে জলাশয় তাহাকে পুষ্করিণী, আর পঞ্চশত ধনুঃপরিমিত স্থানে যে জলাশয় তাহাকে তড়াগ কহে *। ইহার জলের গুণ বায়ুবর্দ্ধক, স্বাদু, কষায় ও কটুপাক, শিশির ও হিমকালে অতিশয় প্রশস্ত। (রাজব°) যে সকল ব্যক্তি যথাবিধি তড়াগোৎসর্গ করেন, তাঁহারা এককল্প ব্রহ্মালয়ে ও তৎপরে দিব্যযুগ স্বর্গে বাস করেন। [উৎসর্গবিধির বিশেষ বিবরণ পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা দেখ।]

কালবিশেষে তড়াগ জলের ফল।

বর্ষা ও শরৎকালে অবস্থিত জল অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ সদৃশ, হেমন্ত ও শিশির কালে বাজপেয়, বসন্তকালে অশ্বমেধ ও গ্রীষ্মকালে রাজসূয়যজ্ঞ সদৃশ ফলদায়ক।

"প্রাবৃট্‌কালে স্থিতং তোয়ং অগ্নিষ্টোমসমং স্মৃতম্।
শরৎকালে স্থিতং তোয়ং যদুক্তফলদায়কম্॥
বাজপেয়ফলসমং হেমন্তশিশিরস্থিতম্।
অশ্বমেধসমং প্রাহুর্বসন্তসময়স্থিতং॥
গ্রীষ্মেঽপি তু স্থিতং তোয়ং রাজসূয়ফলাধিকম্॥" পদ্মপুরাণ)

যাঁহারা তড়াগোৎসর্গ করিয়া থাকেন, তাঁহারাই এই ফল লাভ করিয়া থাকেন। এক তড়াগোৎসর্গ করিলেই সকল যজ্ঞের ফল লাভ করা যায়।

তড়ি (পুং) তড়-আঘাতে তড়-ইন্। ১ আঘাত। (ত্রি) ২ আঘাতকর্ত্তা।

তড়িৎ (স্ত্রী) তাড়য়ত্যভ্রং তড়-আঘাতে ইতি প্রত্যয়ঃ (তাড়েনি লুক্‌চ। উণ্ ১।১০০)। বিদ্যুৎ [বিশেষ বিবরণ বিদ্যুৎ শব্দে দেখ।]

তড়িৎপ্রভা (স্ত্রী) তড়িতঃ প্রভেব প্রভা যস্যাঃ বহুব্রী। কুমারানুচর মাতৃভেদ।

"কেশযন্ত্রী ত্রুটিনামা ক্রোশনাঽথ তড়িৎপ্রভা।"
(ভারত শল্য ৪৭ অ°)

(ত্রি) বিদ্যুৎসদৃশ দীপ্তিযুক্ত। তড়িতঃ প্রভা ৬তৎ। বিদ্যুতের প্রভা, বিদ্যুতের আলোক।

তড়িত্বৎ (পুং) তড়িৎ বিদ্যতেঽস্য মতুপ্ মস্য বঃ, অপদান্তত্বাৎ তস্য ন দঃ। ১ মেঘ। ২ মুস্তক। (অমর) (ত্রি) ৩ তড়িদ্বিশিষ্ট।

তড়িত্বতী (ত্রি) তড়িত্বৎ স্ত্রিয়াং ঙীপ্। তড়িদ্‌বিশিষ্ট, তড়িদ্যুক্ত।

"সমুদিতম্নিচয়েন তড়িত্বতীং লঘয়তা শরদম্বুদসংহতিম্।"
(কিরাত° ৫।৪)

তড়িদ্গর্ভ (পুং) তড়িতো গর্ভে যস্য বহুব্রী। মেঘ। "তড়িদ্গর্ভ-ঋতবঃ সমুদ্রাঃ।" (শ্বেতাশ্ব° উ° ৪ অ°)

তড়িন্ময় (ত্রি) তড়িদাত্মকঃ, স্বরূপে তড়িৎ-ময়ট্। তড়িৎ-স্বরূপ, বিদ্যুতের সদৃশ।

"তড়িন্ময়ৈরুন্মিষিতৈর্বিলোচনৈঃ।" (কুমার ৫।২৫)

তণ্ড (পুং) তড়ি-অচ্। ১ ঋষিবিশেষ। (স্ত্রী) ভাবে অ। ২ আহতি।

তণ্ডক (পুং) তণ্ডতে নৃত্যতি তণ্ড-ণ্বুল্। ১ খঞ্জনপক্ষী। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ২ ফেন। ৩ সমাসবহুল বাক্য। (ক্লী) ৪ গৃহদারু-বিশেষ। ৫ তরুস্কন্ধ। (মেদিনী) (ত্রি) ৬ মায়াবহুল। ৭ উপঘাতক। (ক্লী) ৮ পরিষ্কার। ৯ বহুরূপী।

তণ্ডি (পুং) সত্যযুগের একজন মহর্ষি। ইনি দশসহস্রবৎসর মহাদেবের আরাধনা করেন। মহাদেব ইঁহার আরাধনায় প্রীত হইয়া তাঁহাকে দর্শন দেন এবং বলিয়াছিলেন, আমি তোমার প্রতি পরম প্রীত হইয়াছি, তুমি আমার প্রসাদ-বলে এক পুত্র লাভ করিবে। ঐ পুত্র যশস্বী, তেজস্বী দিব্যজ্ঞানসমন্বিত, অমর ও বেদের সূত্রকর্ত্তা হইবে। মহাদেবের এই বরে তণ্ডির এক পুত্র হয়। এই তণ্ডিপুত্র যজুর্ব্বেদীয় তাণ্ডিন শাখার কল্পসূত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন।
(ভারত অনু° ১৬।১৭ অ°)

তণ্ডু (পুং) মহাদেবের দ্বারপালভেদ, নন্দিকেশ্বর।

"নন্দী ভৃঙ্গরিটস্তণ্ডু নন্দিনৌ নন্দিকেশ্বরঃ।" (মল্লিনাথধৃতকো°)

তণ্ডুরীণ তণ্ডা অস্ত্যর্থে উরচ্ তত্র ভবঃ ছঃ। ১ কীট-মাত্র। (ত্রি) ২ বর্ব্বর (ক্লী) তণ্ডুলে ভব ছঃ লস্য রঃ। ৩ তণ্ডুলোদক।

তণ্ডুল (পুং ক্লী) তণ্ড্যতে আহন্যতে তড়-উলচ্ (সানসিবর্ণ-সীতি। উণ্ ৪।১০৭) ১ নিস্তুষ ধান্য, চলিত কথায় চাউল, ধান ভানিয়া তুষ প্রভৃতি পরিত্যাগ করিলে যে অংশ অবশিষ্ট থাকে।

"শস্যং ক্ষেত্রগতং প্রোক্তং সতুষং ধান্যমুচ্যতে।
নিস্তুষস্তণ্ডুলঃ প্রোক্তঃ স্বিন্নমন্নমুদাহৃতম্॥" (আ° ত°)

---

* "প্রশস্তভূমিভাগস্থো বহুসংবৎসরোষিতঃ।
জলাশয়স্তড়াগঃ স্যাদিত্যাহুঃ শাস্ত্রকোবিদাঃ॥" (শব্দার্থচি°)
"চতুর্বিংশাঙ্গুলো হস্তো ধনুস্তচ্চতুরুত্তরং।
শতধন্বন্তরৈশ্চৈব তাবৎ পুষ্করিণী শুভা॥
[illegible] প্রোক্তস্তড়াগ ইতি নির্ণয়ঃ॥" (বশিষ্ঠ)

ক্ষেত্রগত হইলে তাহাকে শস্য, তুষযুক্ত হইলে ধান্য ও তুষরহিত হইলে তাহাকে তণ্ডুল বলা যায়। ঐ তণ্ডুল সিদ্ধ করিলে অন্ন হয়। উত্তমরূপে শালিতণ্ডুলের অন্নদ্বারা চরু প্রস্তুত করিয়া সূর্য্যদেবকে নিবেদন করিলে তণ্ডুলসংখ্যক কাল সূর্য্যলোকে বাস হয়। সপ্তমীতিথিতে নিবেদন আরও অধিক ফলদায়ক। (তিথিতত্ত্ব)

ভারতবর্ষের প্রধান খাদ্য। প্রধান বাণিজ্য-দ্রব্যও বটে। উত্তরপশ্চিমাঞ্চল, অযোধ্যা প্রভৃতি স্থলে ভুট্টা, জোয়ার প্রভৃতি শস্য খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়; কিন্তু তণ্ডুল যে ভক্ষদ্রব্যরূপে চলে না, তাহা নহে। মোটের উপর ভারতের সকল স্থলেই ধান্য জন্মে এবং সকল স্থানের অধিবাসী অল্পবিস্তর চাউল ব্যবহার করে। চাউল অগ্নি-সাহায্যে জলে সিদ্ধ করিলে ভাত হয়। বাঙ্গালাদেশে ভাতই জীবনধারণের প্রধান উপায়। লোকে অন্যান্য উপকরণ সহযোগে ভাত খায়। অন্য দ্রব্য না পাইলে কিছুদিন ভাত খাইয়াও জীবন ধারণ করা যায়। অতএব দেখা যাইতেছে, তণ্ডুলই প্রধানতঃ আমাদের জীবনীশক্তি রক্ষা করে।

লাঙ্গল দ্বারা মৃত্তিকা কর্ষণ করিয়া ধানের বীজ বপন করিলে ধান জন্মে। ধান পাকিলে ক্ষেত হইতে কাটিয়া লইতে হয়। পরে ধান ভানিয়া চাউল প্রস্তুত হয়। ভারতবর্ষে ১০০০০ প্রকার ধান্য, সুতরাং তত প্রকার চাউলও দেখা যায়। এই বিবিধ প্রকার চাউলের আকৃতি ও গঠন বর্ণন করা অসম্ভব। সূক্ষ্মদৃষ্টি অনুসারে ইহাদের আকৃতি পরস্পর বিভিন্ন; মোটামুটি কতকগুলিকে প্রায় একরূপই দেখায়।

তণ্ডুল সাধারণতঃ দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, আতপ ও সিদ্ধ। ধান কেবলমাত্র রৌদ্রে শুকাইয়া ভানিলে যে চাউল হয়, তাহাকে আতপ চাউল কহে। হিন্দুদিগের মতে এই প্রকার চাউলই পরিশুদ্ধ এবং ব্রাহ্মণদিগের এইরূপ চাউল ভক্ষণ করা উচিত। সিদ্ধ চাউল প্রস্তুত করিতে হইলে প্রথমে ধান ভিজাইয়া রাখিয়া পরে তাহা সিদ্ধ করিতে হয়। ধান সিদ্ধ হইলে তাহা রৌদ্রে শুকাইয়া ভানিলে যে চাউল পাওয়া যায়, তাহাকে সিদ্ধ চাউল কহে। দাক্ষিণাত্যে কোড়গরাজ্যে একরাত্রি ধান ভিজাইয়া রাখে। পর দিন প্রাতে আধঘণ্টামাত্র সিদ্ধ করা হয়, পরে সেই ধান ১৫ দিন ছায়ায় মেলিয়া দেয়; পরে ২ ঘণ্টামাত্র রৌদ্রে শুকাইয়া তাহা ভানা হয়। ভানিবারকালে প্রতি ধান ৪।৫ খণ্ড হইয়া যায়। এই চাউলকে কোড়গে ঐদ্র-নুণ্ড-অক্কি কহে; ইহা ধনী লোকে ব্যবহার করে। ব্রাহ্মণবিধবাদিগের সিদ্ধ চাউলের অন্ন ভক্ষণ করা শাস্ত্রানুসারে নিষিদ্ধ। এদেশে আমন ভিন্ন অন্য কোন চাউলও ভদ্র বিধবাদিগের ভক্ষণ করা বিহিত নহে।

ধান্যভেদে চাউলও আমন, আউস, বোরো, প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত। আমন ভিন্ন অন্য কোন চাউল দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গ করা যায় না। বালামের চাউল আমন-শ্রেণীর অন্তর্গত।

ঢেঁকিতে ধান কুটিয়া চাউল বাহির করিতে হয়। প্রথমে তুষ (ধানের খোসা) বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। ইহাকে একপালটা কহে। দ্বিতীয় পালটার সময় কুঁড়ো বাহির হয়। কুলাদ্বারা তুষ কুঁড়ো ঝাড়িয়া ফেলিলে চাউল পাওয়া যায়। আতপ অপেক্ষা সিদ্ধ করিয়া ধান ভানিলে চাউল বেশী হয়। ঢেঁকি ভিন্ন আজকাল কলেও ধান ছাটাই হইয়া চাউল প্রস্তুত হইয়া থাকে।

চাউলে ভাত, পলান্ন, মুড়ী, পিষ্টক প্রভৃতি প্রস্তুত হইতে পারে। পিষ্টক প্রস্তুত করিতে হইলে চাল ভিজাইয়া পরে শুকাইয়া গুঁড়া করিতে হয়।

মুড়ীর চাউল প্রস্তুত করিবার প্রণালী ভাতের চাউল প্রস্তুত প্রক্রিয়া হইতে অন্যরূপ।

এখন পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই চাউল ব্যবহৃত হইতেছে। পূর্ব্বে য়ুরোপ ও আমেরিকায় চাউল পাওয়া যাইত না। বহু পূর্ব্ব হইতেই চীনদেশে চাউলের উল্লেখ দেখা যায়। আমাদের অথর্ব্ববেদে চাউলের বর্ণনা আছে। [আমন দেখ।] বাবিলন দেশেও চাউলের ব্যবহার বহুপূর্ব্বকালীন।

এক বৎসর গত হইলেই চাউলকে পুরাতন বলা যাইতে পারে। নূতন চাউল খাইতে কিছু ভাল লাগে, কিন্তু কিছু গুরু। পুরাতন তণ্ডুল অপেক্ষাকৃত অনেক উপকারী।

পুরাতন তণ্ডুল পীড়িত ও আশুরোগমুক্ত ব্যক্তিদিগের পথ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তণ্ডুলচূর্ণ আদা ও মরিচ প্রভৃতির সহিত জলে সিদ্ধ করিয়া যবাগূ প্রস্তুত হয়। এই যবাগূও রোগীর পথ্য। এদেশে দরিদ্র লোকগণ তাহাদের প্রাতঃকালীন ও বৈকালিক আহারের জন্য তণ্ডুল ভাজিয়া মুড়ী প্রস্তুত করে। ইহা পীড়িতদিগের পথ্যস্বরূপ দেওয়া যাইতে পারে। তণ্ডুল, দুগ্ধ ও মিষ্ট দ্বারা যে পায়স পাক করা হয়, তাহা অতিশয় সুখাদ্য। ডাক্তার পাউল সাহেব বলেন, মূত্রাশয় রোগে ও সর্দ্দি প্রভৃতি ব্যারামের সময় তণ্ডুল ব্যবস্থেয়; তপ্তজলজ ক্ষত ও দগ্ধস্থানে তণ্ডুল-প্রয়োগে বিশেষ উপকার দর্শে। ঈষৎ পক্ব ও পরিশেষে শোষিত তণ্ডুলকে নেপাল প্রভৃতি দেশে বকবা বলে। ইহা পীড়িত লোকদিগের পথ্যস্বরূপ। চাউলের রেচকগুণ অন্যান্য শস্যাপেক্ষা অল্প, এই জন্য ভাতের মণ্ড উদরাময়াদি রোগে

ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। সকল চাউলের গুণ একরূপ নহে। গম যত পুষ্টিকর, চাউল তত নহে। চাউলে যবক্ষারজানের অংশ অল্প। চালুনিজল বিশেষ স্নিগ্ধকারী। প্রদাহিক রোগে চালুনিজল ব্যবহার করিলে উপকার পাওয়া যায়। নেবুর রস ও শর্করামিশ্রিত চালুনিজল অতিশয় সুখাদ্য। অম্লরোগে এই কাথ ব্যবস্থেয়। তণ্ডুলের পুলটিস ও লেই যথেষ্ট উপকারজনক। ওলাউঠা ও উদরাময়রোগে চালের জল কষায়রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষীয়দিগের প্রধান খাদ্য তণ্ডুল। মণিপুর প্রভৃতি অঞ্চলে অশ্ব ও গৃহপালিত পশুদিগের খাদ্যের জন্যও চাউল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের পিলিভিত চাউল বহুমূল্য। টানা প্রভৃতি দেশে একপ্রকার সুগন্ধ চাউল পাওয়া যায়। ব্রহ্মদেশের চাউল তত ভাল নহে। বঙ্গদেশের চাউল অধিকতর শ্বেতবর্ণ এবং সুস্বাদবিশিষ্ট। এখানকার পাটনার চাউল সাহেবেরা বড় ভালবাসে। উচ্চ-প্রদেশজাত তণ্ডুল সাধারণতঃ স্বাদবিহীন। এই চাউল ভক্ষণে কোষ্ঠমান্দ্য জন্মে।

ভারতীয় চাউল হইতে বহুল পরিমাণে মদ্য প্রস্তুত হয়। গত ৩০০ বর্ষ হইতে পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে চাউল হইতে মদ্য প্রস্তুতের উল্লেখ দেখা যায়। ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই চাউল হইতে পচাই মদ্য প্রস্তুত হইয়া থাকে।

বঙ্গদেশে অনেকেই চাউলের গুঁড়া দিয়া বিবিধ প্রকার পিষ্টক প্রস্তুত করে। এই জন্য চাউলের গুঁড়ারও বাণিজ্য প্রচলিত আছে। ব্রহ্মদেশ হইতে প্রতিবর্ষে প্রায় ৫০০০০ টন চাউলের গুঁড়া রপ্তানি হয়। চাউল প্রথমতঃ জলে ভিজাইয়া জাঁতায় পিশিয়া গুঁড়া প্রস্তুত করে; পরে তাহা রৌদ্রে শুকাইয়া বিক্রয় করে, অথবা চাউল রৌদ্রে শুকাইয়া পরে জাঁতায় ভাঙ্গিয়া গুঁড়া প্রস্তুত করা হয়। য়ুরোপীয়গণ ও দেশীয় খৃষ্টানগণ ওপার নামক তণ্ডুলচূর্ণের পিষ্টক যথেষ্ট-পরিমাণে আহার করিয়া থাকে।

১০০ ভাগ চাউলে নিম্নলিখিত দ্রব্য আছে;—

জল	...	..	১২.৮
অণ্ডলাল	...	..	৭.৩
শ্বেতসার	...	...	৭৮.৩
তৈলাক্ত পদার্থ	...	...	.৬
সেল্ল	...	...	.৪
ক্ষল	...	...	.৬

এক সের পরিষ্কার চাউল সিদ্ধ করিলে দুই সেরের অধিক ভারী হয়। চাউলে খনিজ পদার্থের অংশ অতি অল্প। ভাতের ফেন ফেলিয়া দিলে তাহার সহিত খনিজ অংশের কতকও বাহির হইয়া যায়। এই জন্য যে পরিমাণ জল ভাতের সহিত শুষিয়া যাইতে পারে, তাহার অতিরিক্ত জল না দিলেই ভাল হয়। ডাক্তার পেন বলেন, ১০০ ভাগ শুষ্ক চাউলে যবক্ষারজান ৭.৫৫, কার্বোহাইড্রেটিস্ ৯০.৭৫, চর্ব্বি ৮, এবং খনিজ পদার্থ .৯ অংশ আছে। চাউলের রাসায়নিক সংযোগ আলুর তুল্য।

উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের লোকেরা ময়দা, জোয়ার, ভুট্টা প্রভৃতিই অধিক পরিমাণে খায় বটে। কিন্তু মধ্যে মধ্যে চাউলও ব্যবহার করিয়া থাকে। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণগণ সাধা-রণতঃ ভাতই আহার করে। মান্দ্রাজের দক্ষিণ ও বোম্বাইএর পশ্চিমাংশে চাউলই প্রধান খাদ্য। যাহারা ভাত খায়, তাহাদের দাইল, শাকসব্জি প্রভৃতি ব্যবহার করা উচিত। যাহারা মাংস খায় না, তাহাদের পক্ষে দাইল প্রভৃতি আহারে তণ্ডুলের যবক্ষারের ন্যূন অংশ পরিপূরিত হয়।

বঙ্গদেশে বহুল পরিমাণে তণ্ডুল উৎপন্ন হয়। বিভিন্ন উপায়ে এই দেশে চাউলের আমদানি রপ্তানি হইয়া থাকে। অন্তর্বাণিজ্যের ঠিক হিসাব পাওয়া দুর্ঘট। তবে রেল, ষ্টীমার প্রভৃতিতে যে পরিমাণে চাউল চালান হয় ও যাহার রেজেষ্টরী থাকে, তাহার পরিমাণ একরূপ নির্ণয় করা যাইতে পারে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী দিয়া নৌকা করিয়া এক স্থান হইতে অন্যত্র যে পরিমাণ চাউল নীত হয়, তাহার পরিমাণ পাওয়া যায় না। ১৮৮৮ খৃঃ অব্দে আসাম হইতে বঙ্গদেশে ৫৩৭৭৯৩ মণ আম-দানি হইয়াছিল। বঙ্গদেশ উত্তরপশ্চিম ও অযোধ্যায় ৮২৯৩৯০ মণ এবং আসাম হইতে ৩৩৫৩২৪ মণ চাউল রপ্তানি হইয়াছে। কলিকাতা নগরীতেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে চাউল আমদানি হইয়া থাকে। বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে ১৩৯৬২৯৮২ মণ, আসাম হইতে ৫৩৩২৪, উত্তরপশ্চিম হইতে ২৮৪৩ এবং পঞ্জাব হইতে ৮৪ মণ চাউল আসিয়াছে। জলপথে বাকরগঞ্জ ও সাহেবগঞ্জ হইতে ১৬৭৩৩৬২ মণ, মেদিনীপুর হইতে ১৩৫৯৪৭৩, ঝালকাঠী হইতে ৬৪৮১০৫, দিনাজপুর হইতে ৪৩৯৬৬১, হুগলি হইতে ৩৩৬০৪৯, বরিশাল হইতে ৩০৩৭৬৩ এবং ১৬টী বন্দরের প্রত্যেক স্থান হইতে প্রায় ২ লক্ষ মণ চাউল কলিকাতায় আইসে। বর্দ্ধমান হইতেও কলিকাতায় রেলপথে বহুল পরিমাণে রপ্তানি হয়।

নেপাল, সিকিম ও ভূটান হইতে ১০৩৮৯৮১ মণ বঙ্গদেশে আমদানি ও বঙ্গদেশ হইতে পূর্ব্বোক্তপ্রদেশে ৪৭৫২৬ মণ রপ্তানি হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত ১৮৮৮খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মদেশ, চট্টগ্রাম, ও বালেশ্বর হইতে ৫৮৩৮০৫ মণ চাউল রপ্তানি হয়।

ভারতবর্ষের বহির্ভাগেও বঙ্গদেশের চাউল যথেষ্ট পরিমাণে রপ্তানি হইয়া থাকে। বাহ্য-দেশের মধ্যে সিংহলেই বাঙ্গালার চাউলের কাট্‌তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সিংহলের পরেই গ্রেট-বৃটেন। য়ুরোপে ১ লক্ষ টনের অধিক চাউল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উক্ত বর্ষে মরিচ দ্বীপে চাউলের আমদানি কিছু কম হইয়াছিল। জর্ম্মণ রাজ্যেও আমদানি পূর্ব্ববৎসরের ন্যায় হয় নাই, কিন্তু ফ্রান্সে অনেক বাড়িয়াছিল।

এক বঙ্গদেশেই প্রায় ৪০০০ বিভিন্ন প্রকার চাউল পাওয়া যায়। কতকগুলির নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল—

(১) আউস (২) আমন—(ক) ছোটনা, (খ) বড়ান, (৩) বোরো (৪) রায়দা (৫) বেনাফুলি (৬) কামিনী, (৭) বাসমতী (৮) রাঁধুনী-পাগলা (৯) কাজলা (১০) লক্ষ্মীভোগ (১১) উড়ি প্রভৃতি। ৫ম হইতে ৮ম প্রকার চাউল অতি সুগন্ধযুক্ত। ভদ্রলোকগণ ছোটনা আমনের চাউল ব্যবহার করেন; পাটনা চাউল, যাহা রক্তবর্ণ, ছোট ও মোটা, গরিবলোকেরা সাধারণতঃ ভক্ষণ করে। মুসলমান-গণ পিলিভিত চাউল অধিক পছন্দ করে। ব্রহ্মদেশের চাউল অতিশয় কাঁকরযুক্ত, সুতরাং অস্বাস্থ্যকর।

বঙ্গদেশে প্রায় ৬৬ লক্ষ লোকের বাস এবং ৪২ লক্ষ প্রকার ধানের জমী। যে পরিমাণ চাউল আমদানি হয়, তাহা ধরিয়া রপ্তানি বাদ দিলে বেহারে প্রতি লোক প্রতিদিন গড়পড়তা ১৩ ছটাক এবং বঙ্গের অন্যান্য স্থানের প্রতি অধি-বাসী ১১ ছটাক চাউল ভক্ষণ করে।

ঢাকাবিভাগে নিম্নলিখিতরূপ চাউল দৃষ্ট হয়;—

রায়ন্দা, বাওয়া, খামা, রোয়া, সাল, ভেসলান, বৈরৈলা-যাইটা, সূর্য্যমণি, লেপি, বোরো।

ফরিদপুর জেলায় আমন, আউস, বোরো এবং রায়দা প্রধান খাদ্য। এখানে আশ্বিনি আমনের চাউলও যথেষ্ট পাওয়া যায়। সাধারণ আমন খাইতে সকলের চেয়ে ভাল। যশোর জেলায়ও উক্ত সকল প্রকার তণ্ডুল উৎপন্ন হয়। এখানে দিঘার চাউল যথেষ্ট মিলে। খুলনাজেলায় বিবিধ প্রকার বালাম জন্মে। বাকরগঞ্জ জেলার আমন মোটা ও চিকণ এই দুইভাগে বিভক্ত। বাকরগঞ্জের বালাম বিশেষ বিখ্যাত। নদীয়া জেলায় কার্ত্তিকমাসে ফলি চাউল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রঙ্গপুরে কাউনিয়া আউস, সাধারণ আউস, জালি আউস, বোপা এবং ভুঁইয়া চাউল পাওয়া যায়। নিম্ন-বঙ্গের বোরো দুই প্রকার—কলাপেন বোরো এবং ছাটা বোরো। ছোটনাগপুরে সুরুহান, লহহান এবং ভেবান্‌ চাউল প্রধান। মানভূম জেলার চাউলের নাম পোড়া সুয়ান এবং আমন। উড়িষ্যায় নানা রকমের চাউল পাওয়া যায়;— সাতিকা, কুলিআ, আশ্বিনা, খৈয়া, কলাসুর, রাঙ্গি, মতয়া, ধলিআসিনা, নৃপতিভোগ, গোপালভোগ, বাসমতী, বন্দিরি, পিয়া, কসুন্দা, দালুয়া, লক্ষ্মীনারায়ণপ্রিয়, বামনবংশ, অন্তরখা, সায়রাফুল, দুধসর, বিয়ালি, দোকশালি, হাবসাতিয়া, বকরি, ইক্ষিরি, চৌল, হারুয়া ইত্যাদি।

১৮৮৮ খৃঃ অব্দে মান্দ্রাজ হইতে ২৫৭৭১৩৬ মণ চাউল রপ্তানি হইয়াছিল। শতকরা ৭০ মণ সিংহলে, ১১ মণ বোম্বাই প্রদেশে, ৮ মণ গোয়ায় এবং ৪ মণ গ্রেটবৃটনে গিয়াছিল। সম্বা, (কদম, কলবন, চিনা, অদম), কার, (মুটা পেরম্), মনকট, মোকানম্, পুমপালৈ, পিসিনি, পুনৈসা, পেইরি, মিলাপি প্রভৃতি অসংখ্য প্রকার চাউল মান্দ্রাজ বিভাগে পাওয়া যায়। তঞ্জাবুরে কার এবং পিশানম্ চাউলই প্রধান খাদ্য। কোড়গের লোকেরা সচরাচর দোদাবত্ত চাউল ভক্ষণ করে। এস্থানের সন্নবত্ত এবং কেসারি উল্লেখযোগ্য।

বোম্বাই বিভাগে সৌরাষ্ট্রে মৃগনাভিগন্ধি তণ্ডুল পাওয়া যায়। এই চাউলের দানা সাধারণ চাউলের অর্দ্ধেক। এই চাউলের ভাত বরফ অপেক্ষাও অধিক শ্বেতবর্ণ দেখায়। হল্‌ভা, গর্ভা, কুড়ৈ, ভর্ণা, মহাড়, পতনি, আম্বিমোরি, কোঁক-শালি, সংভাতো, বেদারশালি, হগকালশালি প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার তণ্ডুল বোম্বাই বিভাগে ব্যবহৃত হয়।

মহা, বাসমতী, বাসফল, ঝিলমা, রালি, কপূরচীনা, গন্ধেশ্বর, বেন্দি, গজবেল, অঞ্জনবা, ঝবী, খোনদার প্রভৃতি উত্তরপশ্চিম ও অযোধ্যার তণ্ডুল। পিলিভিত, উন্না, পুরা, হাকুয়া প্রভৃতি নেপালের চাউল।

উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের বিস্তর চাউল পঞ্জাবেও আমদানি হয়। বাঙ্গালা হইতে প্রায় ৫০ হাজার মণ চাউল পঞ্জাবে যায়। পঞ্জাব হইতেও রাজপুতনা, করাচী, অযোধ্যা প্রভৃতি অঞ্চলে চাউল রপ্তানি হইয়া থাকে। চহোরা, বেগমি, ঝোলা, রতক, সুথচেন, মুঞ্জি, খসু, কলোনা প্রভৃতি তণ্ডুল এই প্রদেশে প্রচলিত। কাশ্মীরে শাদা ও লাল দুই রকম চাউল পাওয়া যায়।

মধ্যপ্রদেশে প্রায় ১২০২৮০ মণ আমদানি এবং ৯৪২০২৪ মণ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রপ্তানি হয়। এই প্রদেশের টিরুরু চাউল সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। চন্দ্রী, মাধাবালাম, আম্বমোহর, কালিকা, মুড়, রামকেল, দুধরাম, কেল ভেলাসি, লানবেনি, সাম্বিদানি, হকলুমি প্রভৃতি বিবিধ প্রকার তণ্ডুল পাওয়া যায়। পেশাবরের চাউলে উত্তম পলান প্রস্তুত হয়।

বঙ্গদেশের তণ্ডুল-বাণিজ্য বিশেষ বিখ্যাত। ১৮৮৯

হইতে ১৮৯০ খৃঃ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষে প্রায় ২০ লক্ষ টন চাউল বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে। ১৮৯০ খৃঃ অব্দে নিম্নব্রহ্ম হইতে প্রায় ১১ লক্ষ মণ চাউল অন্যত্র চালান দেওয়া হইয়াছিল।

১৮৮৯ খৃঃ অব্দে আসাম হইতে ৫,৯১,১১৭মণ চাউল রপ্তানি হইয়াছে। আসামের চা-বাগানে বঙ্গদেশের চাউল অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। ঢাকা হইতে প্রায় ২৫০০০ মণ চাউল উক্ত বর্ষে আসামে গিয়াছিল। নাগা, মিস্‌মি, লুসাই, ত্রিপুরা প্রভৃতি হইতে আসামে চাউল আইসে, এবং আসামের চাউল ভুটান, তোয়াঙ্গ প্রভৃতি স্থানে যায়। আসামে লাহি, বোর, আহু, বারো, অতিস, মুরালি, সাইল, আমন, কতরিয়া, বুরা, চুবৈ, অসরা প্রভৃতি তণ্ডুল প্রধান।

ভারতবর্ষে যে পরিমাণে চাউল উৎপন্ন হয়, পৃথিবীর আর কোথায়ও সে পরিমাণে পাওয়া যায় না। ১৮৮৯-৯০ খৃঃ অব্দে ২৬,৭৭৪,২৫১ হাণ্ড্রেডওয়েট চাউল বিদেশে রপ্তানি হইয়াছিল। ভারতবর্ষে যে পরিমাণে চাউল থাকে ও লোকসংখ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে, প্রতি ব্যক্তি গড়পড়তা ৶৩ সের চাউল খায়। কতক চাউল গৃহপালিত পশুদিগের খাদ্যার্থ ব্যবহৃত হয়, কতক অপ্রতিহতকারণবশতঃ বিনষ্ট হইয়া যায়। ব্রহ্মদেশ হইতে ভারতে ১৮৮৯ খৃঃ অব্দে প্রায় ২৭০০০ মণ চাউল রপ্তানি হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন কোচিন, জাপান, ইটালি, স্পেন প্রভৃতি স্থানেও যথেষ্ট চাউল জন্মে। ১৮৯০ খৃঃ অব্দে ভারতীয় তণ্ডুল গ্রেটবৃটন, মাল্টা, ফ্রান্স, ইজিপ্ট, জর্ম্মণী প্রভৃতি য়ুরোপীয় দেশে প্রায় ১৩৯৭৭ হাণ্ড্রেডওয়েট, সিংহল, আরব, পারস্য প্রভৃতি এসিয়ার বিভিন্ন দেশে ৮৭২২ হাণ্ড্রেডওয়েট, মরিচসহর, রুনিও, ইট্‌কোর্ট প্রভৃতি আফ্রিকার দেশে ২২৭০, আমেরিকার পশ্চিম ও দক্ষিণ প্রদেশে এবং কানাডায় ১৭৪৮ এবং অষ্ট্রেলিয়ায় ৫৮ হাণ্ড্রেডওয়েট চাউল রপ্তানি হইয়াছিল।

বিদেশে চাউল তিন প্রকার কার্য্যের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে; যথা খাদ্য, কলপ ও মদ্যের উপকরণ। ব্রহ্মদেশের চাউল অতিশয় মোটা এবং ইহার ভাত তত রুচিকর নহে। এই তণ্ডুল দ্বারা সাধারণতঃ কলপ ও মদ্য প্রস্তুত হয়। বঙ্গদেশ হইতে এক প্রকার উৎকৃষ্ট চাউল য়ুরোপে রপ্তানি হয়; এই চাউল য়ুরোপীয়গণ ভক্ষ্যার্থ গ্রহণ করে। কিন্তু অধিকাংশ চাউলই মদ্য প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত হয়। ১৮৮৩ খৃঃ অব্দে ২১৯,২৯২ হাণ্ড্রেডওয়েট চাউল হইতে মদ প্রস্তুত করা হইয়াছিল।

ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে চাউল রপ্তানি করিতে হইলে গবর্মেণ্টকে শুল্ক দিতে হয়। এই শুল্ক শতকরা ১৫৲ টাকা অবধারিত আছে। ১৮৯০ খৃঃ অব্দে ধান ও চাউল রপ্তানি হেতু ৭৫,৭৪,৯৮৫ টাকা শুল্ক আদায় হইয়াছিল।

ইংরাজ রাজত্বের পূর্ব্বে ভারতের বিশেষতঃ বঙ্গদেশের তণ্ডুল বিদেশে চলিয়া যাইত না। সুতরাং তখন সুলভ মূল্যে চাউল বিক্রীত হইত। এখন রেল, ষ্টীমার প্রভৃতির আধিক্য প্রযুক্ত একস্থলের চাউল শীঘ্রই অন্যত্র নীত হয়। সুতরাং ইহার মূল্যও বাড়িয়া যাইতেছে। ভারতের চাউল য়ুরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে চলিয়া যাওয়ায় ভারতের নানাস্থানে প্রায় অনবরতই অন্নকষ্ট হইতেছে। ভারতে অনেক দরিদ্রতম লোকের বাস। রপ্তানি হেতু চাউলের দাম বাড়িয়া যাওয়ায় অনেক গরিবকে দিনান্তর একবেলা আহার এবং স্থানে স্থানে উপবাসও করিতে হইতেছে। ইতিহাসে লিখিত আছে, সায়েস্তাখাঁর শাসনকালে বঙ্গদেশে টাকায় ৮৶ মণ করিয়া তণ্ডুল বিক্রীত হইত; কিন্তু এখন টাকায় ১২।১৩ সেরের অধিক মোটা চাউলও পাওয়া যায় না। এখন প্রতি বর্ষেই ভারতের কোন না কোন স্থানে দুর্ভিক্ষে ক্রন্দন শুনিতে পাওয়া যাইতেছে এবং অনেক লোক না খাইতে পাইয়া মরিতেছে। বিদেশে চাউলের রপ্তানি বন্ধ না হইলে এ বিপৎপাতের হস্ত হইতে উদ্ধার পাওয়া দুর্ঘট।

ভাবপ্রকাশ মতে, বিভিন্ন তণ্ডুলের বিভিন্ন গুণ। শালিধান্যের যে তণ্ডুল হয়, তাহার গুণ স্নিগ্ধ, বলকারক, মলের কাঠিন্য ও অল্পতাকারক, লঘুপাক ও রুচিকারক, স্বরপ্রসাদক, শুক্রবর্দ্ধক, শরীরের উপচয়কারক, ঈষৎ বায়ু ও কফবর্দ্ধক, শীতবীর্য্য, পিত্তনাশক এবং মূত্রবর্দ্ধক। দগ্ধভূমিজাত শালিধান্যের তণ্ডুল-গুণ—কষায়রস, লঘুপাক, মলমূত্রনিঃসারক, রুক্ষ এবং কফনাশক। ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়া ধান্য বপন করিলে যে ধান্য জন্মে তাহার তণ্ডুলের গুণ বায়ু ও পিত্তনাশক। গুরু, কফ ও শুক্রবর্দ্ধক, কষায়রস, মলের অল্পতাকারক, মেধাজনক এবং বলবর্দ্ধক।

অকৃষ্ট ভূমিতে স্বভাবতঃ আপনা হইতে যে ধান্য উৎপন্ন হয়, তাহার তণ্ডুলের গুণ ঈষৎ তিক্তসংযুক্ত, মধুর, কষায়রস, পিত্তঘ্ন, কফনাশক, বায়ু ও অগ্নিবর্দ্ধক, কটু, বিপাক।

একবার তুলিয়া যাহা বপন করা যায়, তাহাকে বাপিতধান্য কহে। ইহার তণ্ডুল গুণ—মধুর, কষায়রস, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, পিত্তঘ্ন, কফবর্দ্ধক, মলের অল্পতাকারক, গুরু এবং শীতবীর্য্য।

অবাপিতধান্যের অর্থাৎ বুনাধান্যের তণ্ডুল বাপিতধান্যের গুণ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ হীনযুক্ত।

রোপিতধান্যের তণ্ডুল নূতন অবস্থায় শুক্রবর্দ্ধক, এবং

পুরাতন হইলে লঘু। অতি রোপ্যারোপ্য তণ্ডুল, রোপ্যা-রোপ্য ধান্যের তণ্ডুল অপেক্ষা অধিক গুণযুক্ত ও লঘুপাক। শালিধান্য তণ্ডুলের মধ্যে রক্তশালি ধান্য তণ্ডুলই শ্রেষ্ঠ। এই তণ্ডুলকে দাউদ্‌খানী চাউল কহে। ইহার গুণ—বলকারক, বর্ণপ্রসাদক, ত্রিদোষনাশক, চক্ষুর হিতকর, মূত্রবর্দ্ধক, স্বর-প্রসাদক, শুক্রবর্দ্ধক, অগ্নিকারক, পুষ্টিজনক এবং পিপাসা, জ্বর, বিষ, ব্রণ, শ্বাস, কাস ও দাহনাশক। মহাশালি প্রভৃতি ধান্যের তণ্ডুল রক্তশালি তণ্ডুল অপেক্ষা অল্পগুণযুক্ত। ব্রীহিধান্যের তণ্ডুল মধুর বিপাক, শীতবীর্য্য, ঈষৎ অভিষ্যন্দী এবং মলবেরিক ও ষষ্টিকতণ্ডুলসদৃশ। এই ষষ্টিকধান্যের তণ্ডুল উদরস্থ হইলেই পরিপাক হয়। ইহাদিগকে ব্রীহিতণ্ডুলও কহে; ইহার গুণ—মধুররস, শীতবীর্য্য লঘু, মলবেরিক, বাতঘ্ন, পিত্তনাশক এবং শালিতণ্ডুলের ন্যায় গুণযুক্ত। এই ষষ্টিকধান্য তণ্ডুল অনেক প্রকার—তন্মধ্যে ষষ্টিকধান্য-তণ্ডুলই ইহাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গুণযুক্ত। এই তণ্ডুল লঘু, স্নিগ্ধ, ত্রিদোষনাশক, মধুর রস, মৃদুবীর্য্য, ধারক, বলকারক, জ্বর-নাশক এবং রক্তশালি তণ্ডুলের ন্যায় গুণযুক্ত।

তৃণধান্যের তণ্ডুল—ঈষৎ উষ্ণ, কষায়, মধুর রস, কটু, বিপাক, লঘু, লেখন গুণযুক্ত, রুক্ষ, ক্লেদশোষক, বায়ুবর্দ্ধক, মলমূত্ররোধক এবং পিত্ত, রক্ত ও কফনাশক।

কঙ্গুধান্যের তণ্ডুল বায়ুবর্দ্ধক, শরীরের উপচয়কারক, ভগ্ন সন্ধানকারক, গুরু, রুক্ষ, কফনাশক, শুক্রবর্দ্ধক এবং অতিশয় গুণকর। চীনাকধান্যের তণ্ডুলের গুণ কঙ্গু তণ্ডুলের সদৃশ।

শ্যামক ধান্য-তণ্ডুল শোষক, রুক্ষ, বায়ুবর্দ্ধক, কফ এবং পিত্তনাশক। কোদ্রব-তণ্ডুল বায়ুবর্দ্ধক, ধারক, শীতবীর্য্য, পিত্ত এবং কফনাশক। বনকোদ্রবধান্য তণ্ডুল উষ্ণবীর্য, ধারক এবং অত্যন্ত বায়ুবর্দ্ধক। নীবার-তণ্ডুল, (উড়ীধানের চাউল) শীতবীর্য্য, ধারক, পিত্তনাশক এবং কফ ও বায়ুজনক।

নূতন তণ্ডুল মধুর রস, গুরু এবং কফকারক। পুরাতন তণ্ডুল লঘু, হিতজনক। ধান্য এক বৎসর উত্তীর্ণ হইলে পুরাতন হয়। এই ধান্যের তণ্ডুলকে পুরাতন তণ্ডুল বলা যায়।

তণ্ডুল পুরাতন হইলে লঘু হয় বটে, কিন্তু বীর্য্য হ্রাস হয় না। বেশী পুরাতন হইলে ক্রমেই স্বীয় বীর্য্য হ্রাস হইতে থাকে। (ভাবপ্রকাশ)। [ধান্য দেখ।]

অগ্রহায়ণমাসে নবান্ন অর্থাৎ পার্ব্বণ-শ্রাদ্ধ করিয়া নূতন তণ্ডুল খাইতে হয়। অগ্রহায়ণমাসে নবান্ন না করিতে পারিলে মাঘ বা ফাল্গুন মাসে পার্ব্বণ-শ্রাদ্ধ করিয়া নূতন তণ্ডুল আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতিকে দিয়া ভক্ষণ করিতে হয়। যিনি পার্ব্বণ-শ্রাদ্ধ করিতে না পারেন, তাঁহার অন্ততঃ দেবতা ও পিতৃদিগের উদ্দেশে ভোজ্যোৎসর্গ করিয়া নূতন তণ্ডুল ভোজন বিধেয়। শুভদিনে চন্দ্র ও তারা-বিশুদ্ধিতে নব তণ্ডুল-ভক্ষণ শ্রেয়স্কর। [নবান্ন দেখ।] ভ্রষ্ট তণ্ডুলের গুণ, রুক্ষ, সুগন্ধি ও কফ-নাশক, পিত্তকারী। (রাজব°)

২ বিড়ঙ্গ। "পুংসি ক্লীবে বিড়ঙ্গঃ স্যাৎ কৃমিঘ্নোজন্তুনাশনঃ। তণ্ডুলশ্চ তথা বেল্লমমোঘা চিত্রতণ্ডুলা॥" (ভাবপ্রকাশ) [বিড়ঙ্গ দেখ।]

৩ তণ্ডুলীয়শাক। ৪ হীরকের পরিমাণবিশেষ, ৮টী শ্বেত-সর্ষপে এক তণ্ডুল হয়।

"সিতসর্ষপাষ্টকং তণ্ডুলো ভবেৎ।" (বৃহৎসংহিতা ৮০।১২)

তণ্ডুলপরীক্ষা (স্ত্রী) তণ্ডুলেন পরীক্ষা ৩তৎ। দিব্যবিশেষ, নব প্রকার দিব্য মধ্যে ইহা এক প্রকার। চলিত কথায় চাউলপড়া। বীরমিত্রোদয়ে লিখিত আছে—সন্দেহ হইলে বিচারক এই দিব্য প্রয়োগ করিবেন। ইহার বিধান—তণ্ডুল উত্তমরূপে ধৌত করিয়া শুষ্ক হইলে দেবতাস্নান-জলে একটী নূতন মৃণ্ময়পাত্রে ভিজাইয়া রাখিয়া দিবে। এই রূপে একরাত্রি রাখিবে, বিচারক পরদিন শুচি হইয়া যথানিয়মে আসন পরিগ্রহ করিবেন। পরে যাহাদের উপর সন্দেহ হইবে, তাহাদিগকে স্নান করাইয়া শুদ্ধাচারে পূর্ব্বমুখে উপবেশন করাইবেন। পরে একখানা ভূর্জ্জপত্রের উপর অথবা ভূর্জ্জপত্রের অভাবে পিপ্পলপত্রের উপর এই মন্ত্র লিখিবেন।

"আদিত্যচন্দ্রাবনিলোঽনলশ্চ দ্যৌর্ভূমিরাপোহৃদয়ং যমশ্চ।
অহশ্চ রাত্রিশ্চ উভে চ সন্ধ্যে ধর্ম্মোহি জানাতি নরস্য বৃত্তং॥"

তৎপরে সেই পত্রিকা তাহাদের মস্তকস্থ করিয়া ঐ তণ্ডুল চর্ব্বণ করিতে দিবেন। সেই সময় যাহার গাত্রকম্প ও তালু শুষ্ক হইবে এবং চর্ব্বণ করিয়া ভূর্জ্জপত্রে বা পিপ্পলপত্রে নিষ্ঠী-বন ত্যাগ করিলে রক্ত দৃষ্ট হইবে, সেই দোষী, পরে বিচারক তাহাকে অপরাধানুসারে দণ্ড দিবেন। (বীরমিত্রোদয়)

তণ্ডুলা (স্ত্রী) তণ্ড-উলচ্ ততষ্টাপ্। ১ বিড়ঙ্গ। ২ মহাসমঙ্গা বৃক্ষ, হিন্দী কগাহিয়া। (রাজনি°)

তণ্ডুলাম্বু (ক্লী) তণ্ডুলক্ষালিতং অম্বুঃ মধ্যলো°। তণ্ডুলোদক, চাউল ধোয়া জল, চেপুনীজল। পর্য্যায়—জোষ্ঠাম্বু, তণ্ডুলো-দক, তণ্ডুলোত্থ। পল পরিমিত তণ্ডুল ৮ গুণ জলে নিঃক্ষেপ করিবে। পরে ইহা ভাবিত করিয়া গ্রহণ করিবে, এই প্রকার জল বিশেষ হিতকর। (বৈদ্যক)

তণ্ডুলিকাশ্রম (পুং ক্লী) তীর্থবিশেষ, যাহারা এই তীর্থে গমন করে, তাহারা ইহলোকে কষ্ট পায় না, অন্তিমে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়।

"অমূমার্গাদপাবৃত্য গচ্ছেত্তণ্ডুলিকাশ্রমং।
ন দুর্গতিমবাপ্নোতি ব্রহ্মলোকঞ্চ গচ্ছতি॥"
(ভারত বন° ৮২ অঃ)

তণ্ডুলী (স্ত্রী) তণ্ডুল-ঙীষ্। ১ যবতিক্তা লতা। ২ শশাণ্ডুলী কর্কটী। ৩ তণ্ডুলীয়শাক। (রাজনি°)

তণ্ডুলীক (পুং) তণ্ডুলীব কায়তি কৈ-কঃ। তণ্ডুলীয়শাক।

তণ্ডুলীয় (পুং) তণ্ডুলায় তণ্ডুলকণায় হিতঃ তণ্ডুল ছ। (বিভাষা-হবিরপূপাদিভ্যঃ। পা ৫।১।৪) পত্রশাকবিশেষ, চলিত কথায় চাঁপানটে, ক্ষুদেনটে ও গোয়ালনটে কহে। হিন্দী চবরাই ও অন্নমরষা। পর্য্যায়—অল্পমারিষ, তণ্ডুলীক, তণ্ডুল, ভণ্ডীর, তণ্ডুলী, তণ্ডুলীয়ক, গ্রন্থিল, বহুবীর্য্য, মেঘনাদ, ঘনস্বন, সুশাক, পথ্যশাক, স্ফুর্জথু, স্বমিতাহ্বয়, বীর, তণ্ডুলনামা। (Amaranthus polygonoides)। ইহার গুণ শিশির, মধুর, বিষ, পিত্ত, দাহ ও ভ্রমনাশক, রুচিকারক, দীপন ও পথ্য। ইহার পত্রের গুণ হিম, অর্শ, পিত্তরক্ত ও বিষকাশনাশক, গ্রাহক, মধুর, বিপাকে দাহ ও শোষনাশক এবং রুচিকারক। (রাজনি°) ভাবপ্রকাশের মতে চাঁপানটের পর্য্যায়—কাণ্ডের, তণ্ডুলেরক, ভণ্ডীর, তণ্ডুলী, বীর, বিষঘ্ন, অল্পমারিষ। ইহার গুণ—লঘু, শীতবীর্য্য, রুক্ষ, পিত্তঘ্ন, কফনাশক, রক্তদোষাপহারক, মলমূত্রনিঃসারক, রুচিজনক, অগ্নিপ্রদীপক ও বিষনাশক। (ভাবপ্র°)

আরও এক প্রকার তণ্ডুলীয় দেখা যায়, তাহাকে পানীয়তণ্ডুলীয় কহে। এই জল তণ্ডুলীয়কন্টক বলিয়া প্রসিদ্ধ।

"পানীয়ং তণ্ডুলীয়ঞ্চ কণ্টকং সমুদাহৃতং।" (ভাবপ্র°)
ইহার গুণ তিক্ত, রক্ত, পিত্তঘ্ন, বায়ুনাশক ও লঘু। (ভাবপ্র°)

তণ্ডুলীয়ক (পুং) ১ তণ্ডুলীয়শাক, চাঁপানটেশাক। ২ বিড়ঙ্গ।

তণ্ডুলীয়কমূল (ক্লী) তণ্ডুলীয়কস্য মূলং ৬তৎ। তণ্ডুলীয় শাকের মূল, কাঁটানটের শিকড়। ইহার গুণ উষ্ণ, শ্লেষ্মানাশক, রজোরোধকর, রক্তপিত্ত ও প্রদরনাশক। (আত্রেয়সংহিতা)

তণ্ডুলীয়িকা (স্ত্রী) তণ্ডুলীয় স্বার্থে কন্ স্ত্রিয়াং টাপ্ কাপি অতইত্বং। বিড়ঙ্গ। (রাজনি°)

তণ্ডুলু (পুং) তণ্ডুল পুষো° উত্তে সাধুঃ। বিড়ঙ্গ। (শব্দর°)

তণ্ডুলের (পুং) তণ্ডুল বাহুলকাৎ স্বার্থে ঢ্। তণ্ডুলীয় শাক।

তণ্ডুলেরক (পুং) তণ্ডুলের স্বার্থে কন্। তণ্ডুলীয় শাক।

তণ্ডুলোত্থ (ক্লী) তণ্ডুলাৎ উত্তিষ্ঠতি উৎ-স্থা-কঃ। তণ্ডুলাম্বু, চাউল দোয়া জল, চেলনী জল। [তণ্ডুলাম্বু দেখ।]

তণ্ডুলোদক (ক্লী) তণ্ডুলস্য উদকং ৬তৎ। তণ্ডুলক্ষালিত জল, চেলনী জল। [তণ্ডুলাম্বু দেখ।]

তণ্ডুলৌঘ (পুং) তণ্ডুলানামোঘঃ ৬তৎ। ১ তণ্ডুলরাশি। ২ তণ্ডুলরাশির ন্যায় দৃশ্যমান বলিয়া বেড়বাঁশ।

তণ্ডেশ্বর (পুং) ৬২ জন শিবভক্তের মধ্যে এক প্রধান ভক্ত। [তণ্ডি দেখ।]

তৎ (অব্য) ১ হেতু। (অমর)
"তদঙ্গমগ্র্যং মঘবন্ মহাক্রতো।" (রঘু ৩।৪৬)
তৎ এই অব্যয় শব্দ হেত্বর্থে ব্যবহৃত হয়। (ত্রি) তন-ক্বিপ্। ২ বিস্তারক। (ক্লী) ৩ ব্রহ্মের নামবিশেষ।
"ওঁ তৎ সদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতা পুরা॥" (গীতা ১৭।২৩)
ওঁ তৎসৎ ব্রহ্মের এই ত্রিবিধ নাম। এই ত্রিবিধ নাম দ্বারা পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞ সৃষ্ট হইয়াছিল; এই নিমিত্ত ব্রহ্মবাদিগণের বিধানোক্ত যজ্ঞ, দান ও তপ ওঁকারপূর্ব্বক উদাহৃত হইয়া থাকে। (ত্রি) (সর্ব্বনাম) বুদ্ধিস্থ।

তৎ, পরামর্শবিশেষ। সেই, তিনি, বিশেষ্য শব্দের পরিবর্ত্তে এই শব্দ ব্যবহৃত হয়। "যত্তদোর্নিত্যসম্বন্ধঃ।" (শব্দশ°)
যৎ ও তৎ শব্দের সহিত নিত্য সম্বন্ধ। যৎ শব্দ প্রয়োগ করিলেই তৎ শব্দের প্রয়োগ করিতেই হইবে। কিন্তু তৎ শব্দ যদি প্রসিদ্ধার্থে ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে যৎ শব্দের প্রয়োগ না করিলেও চলিতে পারে।

তত (ক্লী) তনোতি তন-তন্ (তনিমৃঙ্ভ্যাং কিচ্চ। উণ্ ৭।১৮) ১ বীণাদিবাদ্য যন্ত্র, যে সকল বাদ্য-যন্ত্র তন্ত্র বা তার-সংযোগে বাদিত হয়।
"সততমৃষভহীনং ভিন্নকীকৃত্য সড়জং।" (মাঘ ১১ স°)
'সততং বীণাদিবাদ্যসহিতং।' (মল্লিনাথ)
যেমন বীণা, সেতার, রবাব, সারঙ্গী, রঞ্জনী, তম্বুরা, কানুন, সুরশৃঙ্গার, এসরার, একতারা ও গোপীযন্ত্র প্রভৃতি। (যন্ত্রকোষ) ইহা দুই প্রকার। এক প্রকার ধনুঃযোগে বাদিত হয়, তাহাদিগকে ধনুঃযন্ত্র কহে যথা বেহালা, এসরার ইত্যাদি। অপর প্রকার অঙ্গুলি বা কোণযোগে বাদিত হয়, উহাদিগকে অঙ্গুলিযন্ত্র কহে। (সঙ্গীতর°) (ত্রি) তন-ক্ত। ২ বিস্তারিত। ৩ ব্যাপ্ত। ৪ বায়ু। (ক্লী) ভাবে ক্ত। ৫ বিস্তার, সন্তান। ৬ পিতা। ৭ পুত্র। "কারুরহং ততো ভিষক্" (ঋক্ ৯।১১২।৩) ততঃ ত সন্তান নাম তন্বতে-র্হস্মাৎ ততঃ পিতা তন্বতেহসৌ ততঃ পুত্রো বা° (সায়ণ)

ততঙ্গ (ক্লী) সঙ্গীতশাস্ত্রে অল্পমাত্রা।

ততদিন (দেশজ) সেই অবধি।

ততস্তুষ্টি (পুং) ততং ধর্ম্মসন্ততিং তুদতি বষ্টি কাময়তে কামান্ তুদ-ড়ু বশ-ক্তিচ্। ধর্ম্মসন্ততিনোদক, ধর্ম্মসন্ততিকামুক।
"অপাপকক্রুস্ততস্তুষ্টিমূহতি" (ঋক্ ৫।৩৪।৩) 'ততং ধর্ম্মসন্ততিং তুদতি বষ্টি কাময়তে কামান্ ততস্তুষ্টি।' (সায়ণ)

তত্তপত্রী (স্ত্রী) ততং বিস্তৃতং পত্রং যস্যাঃ বহুব্রী। কদলীবৃক্ষ, কলাগাছ। (শব্দচ°)

ততম (ত্রি) তেষাং মধ্যে নির্দ্ধারিতো যোঽসৌ তদ্ ডতমচ্। (বা বহূনাং জাতিপরিপ্রশ্নে ডতমচ্। পা ৫।৩।৯৩)
বহুর মধ্যে তিনি, অনেকের মধ্যে সেই।
"স এতমেব পুরুষং ব্রহ্ম ততমমপশ্যদিদং।"
(ঐতরেয়োপনি° ৩।১২।১৩)

ততর (ত্রি) তয়োর্মধ্যে নির্দ্ধারিতো যোঽসৌ তদ্ ডতরচ্। (কিংযত্তদো নির্দ্ধারণে দ্বয়োরেকস্য ডতরচ। পা ৫।৩।৯২) দুই জনের মধ্যে তিনি।

ততস্ (অব্য) তদ্-তসিল্। তদ্ শব্দের উত্তর সকল বিভক্তিতে তসিল্ হয়। অনন্তর, তন্নিমিত্ত, সেই হেতু, তথায়, সেই স্থানে, তবে, তৎকর্ত্তৃক। প্রথমাদির অর্থে তসিল প্রত্যয় হইলে সেই সেই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

ততঃপ্রভৃতি (অব্য) সেই অবধি, তদবধি।

ততস্ততঃ (অব্য) ততঃততঃ বীপ্সায়াং দ্বিত্বং। তাহার পর তাহার পর। "ততস্ততঃ প্রেরিতবামলোচনা" (শকুন্ত° ১ অ°)

ততস্তরাং (অব্য) হেতুভূতয়োর্দ্বয়োর্মধ্যে একস্যাতিশয়ে ততঃতরপ্। হেতুস্বরূপ দুইটীর মধ্যে একটীর উৎকর্ষ।

ততস্তমাং (অব্য) হেতুভূতানাং বহূনাং মধ্যে একস্যাতিশয়ে ততঃ তমপ্। হেতুস্বরূপ বহুর মধ্যে একটীর উৎকর্ষ।

ততস্ত্য (ত্রি) ততস্তত্র ভবঃ ততঃ ত্যপ্। তত্র ভব, তত্রত্য, তদাগত, তজ্জাত, তৎসম্বন্ধি। "ততস্ত্যয়াং বিনিস্তমক্ষমা" (মাঘ)

ততামহ (পুং) ততস্য পিতুঃ পিতা পিতরি তত ডামহঃ। পিতামহ। "অস্মাকং তাবকানমবনতানাং ততামহ॥" (ভাগ° ৬।৯।৪১) কোন কোন পুস্তকে তত তত এইরূপ পাঠ দেখা যায়। সেইস্থলে তত তত ইহার অর্থও পিতামহ।

ততি (স্ত্রী) তন-ক্তিন্। ১ শ্রেণী। ২ সমূহ। ৩ বিস্তার। "বিশ্রব্ধং ক্রিয়তাং বয়াংততিভিঃ মুক্তাকৃতিঃ পল্লবে।" (শকুন্তলা)
(ত্রি) তৎ পরিমাণং যেষাং তৎ ডতি। তৎ পরিমাণ, ততগুলি। এই ততি শব্দ নিত্যবহুবচনান্ত।

ততিথী (স্ত্রী) তাবতীনাং পূরণী তাবৎ ডট্ তিথুডাগমঃ ঙীপ বেদে অবশব্দলোপঃ। তাবতের পূরণীভূত। "পরিবিদেশ ততিথীঃ সমাং" (শত° ব্রা° ১।৮।১।৫) 'তাবতিথীমিতি প্রাপ্তে ছান্দসোঽবশব্দলোপঃ।' (ভাষ্য°)

ততিধা (অব্য) ততঃ প্রকারে ততিধাচ্। তত প্রকার।
"তাবন্তেজস্ততিধা বাজিনানি" (অথর্ব্ববে° ১২।২।৩।২)

তত্তুরি (ত্রি) তুর্ব্ব হিংসায়াং কি দ্বিত্বং পৃষো° সাধুঃ। ১ হিংসক। "সত্যো জায়া তিরন্তে তত্তুরিঃ" (ঋক্ ৬।৬৮।৭) 'তত্তুরিহিংসক°' (সায়ণ) ২ তারক। "দদথুর্মিত্রাবরুণং তত্তুরিং" (ঋক্ ৪।৩৯।২) 'তত্তুরিং তারকং' (সায়ণ)

তত্তৃপি [তাত্তপি দেখ।]

তৎকর (ত্রি) তৎ করোতি তৎ-কৃঞঃ-ট। তৎপদার্থকারক।

তৎকাল (পুং) স চাসৌ কালশ্চেতি কর্ম্মধা°। ১ বর্ত্তমানকাল। ২ সেই সময়, সেইকাল। (ত্রি) স কালো যস্য বহুব্রী। ৩ তৎকালবৃত্তি। "প্রতিনিধৌ তৎকালাৎ" (কাত্যা° শ্রৌ° ১।৪।১৫)
'সকালো যস্যাসৌ তৎকালঃ ভাবপ্রধানোনির্দ্দেশঃ প্রতিনিধেস্তৎকালত্বাৎ যতঃ প্রতিনিধেঃ স এব কালো যো মুখ্যদ্রব্যস্যাভাবঃ, (কর্ক)

তৎকালধী (ত্রি) তস্মিন্‌কালে কার্য্যকালে ধী উপস্থিতা বুদ্ধির্যস্য বহুব্রী। প্রত্যুৎপন্নমতি, উপস্থিত বুদ্ধি, যাহার সেই সময়ে বুদ্ধি উৎপন্ন হয়।

তৎকাললবণ (ক্লী) বিট্‌লবণ।

তৎকালসংক্রান্ত (ত্রি) তস্মিন্ কালে সংক্রান্ত ৭ তৎ। সেই সময় যাহা ঘটিয়াছে।

তৎকালসম্ভূত (ত্রি) তস্মিন্ কালে সম্ভূতঃ ৭তৎ। সেই সময় যাহা উৎপন্ন হইয়াছে।

তৎকালে (দেশজ) সেই সময়ে।

তৎকালোচিত (দেশজ) সেই সময়ের উপযুক্ত।

তৎক্রিয় (ত্রি) বেতনং বিনা স্বভাবতঃ সা ক্রিয়া কর্ম্ম যস্য বহুব্রী। কর্ম্মকরণশীল, বেতন বিনা দুভারবহনাদি কর্ত্তা, কর্ম্মকার। (অমর)

তৎক্ষণ (পুং) স চাসৌ ক্ষণঃ কালঃ কর্ম্মধা। সদ্য, তখনই, সেইক্ষণে। "আপ্তেন তস্মা ভিয়জেব তৎক্ষণঃ।" (মাঘ)

তৎক্ষণাৎ (দেশজ) তখনই, অবিলম্বে।

তৎক্ষণে (দেশজ) সেই সময়ে, তখনই।

তত্তুল্য (ত্রি) তাহার সমান, তৎসদৃশ, তৎসম।

তত্ত্ব (ক্লী) তনোতি সর্ব্বমিদং তন-ক্বিপ্ তুক্‌চ পৃষো° সাধুঃ। তস্য ভাবঃ তৎ-ত্ব। ১ যাথার্থ। ২ স্বরূপ। ৩ ব্রহ্ম। (অমর) ৪ অনারোপিত স্বরূপ পরমাত্মা। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বং" (শ্রুতি) এই সকল জগৎই ব্রহ্মময়, যাহা কিছু আছে, তাহা সকলই ব্রহ্ম। ৫ বিলম্বিত বাদ্যাদি। ৬ চেতঃ। ৭ বস্তু। ৮ সাংখ্যোক্ত প্রকৃত্যাদি। সত্ব, রজঃ ও তমঃ।

এই পরিদৃশ্যমান জগৎ, কার্য্য দেখিয়া ইহার কারণ অনুমান করাই সঙ্গত। পূর্ব্বে বস্তু না থাকিলে কোন বস্তু উৎপন্ন হয় না। মনুষ্যের শৃঙ্গ থাকা যেমন অসম্ভব, অসৎ অর্থাৎ অবস্তু হইতে কিছু উৎপন্ন হওয়াও সেইরূপ অসম্ভব। কেননা প্রত্যেক বস্তুরই উপাদানকারণ আছে,

ইহা স্বতঃপ্রসিদ্ধ। যেমন মৃত্তিকা হইতে ঘট ও সূত্র হইতে পট্ট ইত্যাদি। অতএব প্রতিপন্ন হইল যে, এই জগতের মূল কোন তত্ত্ব আছে, সেই তত্ত্ব প্রথমতঃ প্রকৃতি ও পুরুষ।

আদিকারণ হইতে ক্রমশঃ কার্য্যপরম্পরার উৎপত্তি হয় বলিয়া সাংখ্যশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতেরা আদিকারণকেই প্রকৃতি বলিয়াছেন। কারণের কারণ ও সেই কারণের পুনরায় অন্য কারণ এইরূপ যদি কারণপরম্পরা থাকে, তাহা হইলেও এক স্থানে গিয়া কারণের পর্য্যবসান হইবে। প্রকৃতি সেই আদি-কারণের সংজ্ঞামাত্র। এই প্রকৃতি হইতে তত্ত্বসমুদয় আবির্ভূত হইয়াছে। প্রকৃতিতে উত্তম, মধ্যম ও অধম অর্থাৎ সুখ, দুঃখ, মোহ এই তিনটী গুণ দেখা যায়। সুতরাং প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন তত্ত্ব সকলেও ঐ ঐ গুণসমূহ দৃষ্ট হইয়া থাকে, এই জন্যই জগৎ সুখ, দুঃখ ও মোহময় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট।

তত্ত্ব পদার্থ গুণ হওয়া অসম্ভব, কারণ গুণ হইতে পদার্থ বা তত্ত্ব উৎপত্তি হইতে পারে না। কিন্তু সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটী গুণদ্রব্য নহে, পদার্থ দ্রব্য।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণাত্মিকা প্রকৃতি মহৎ (বুদ্ধিতত্ত্ব) অহঙ্কার, মন, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, বাক, পাণি, পায়ু, পাদ, উপস্থ, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, ক্ষিতি, অপ্ তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম ও পুরুষ এই পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব।

এই পঞ্চবিংশতিতত্ত্বই এই জগতের মূল কারণ। এই তত্ত্ব সমূহ হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। আবার যখন এই জগতের নাশ হইবে, তখন এই তত্ত্বসমূহও প্রকৃতিতেই লীন হইবে। আবার সৃষ্টির প্রথমে প্রকৃতি হইতে তত্ত্বসমূহ উৎপন্ন হইবে।

প্রকৃতি হইতে এই প্রকারে তত্ত্বসকল উৎপন্ন হয়। প্রথম প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব (বুদ্ধি), মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কারতত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব হইতে একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্রতত্ত্ব, পঞ্চ-তন্মাত্রতত্ত্ব হইতে পঞ্চমহাভূততত্ত্ব, এই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব, আবার সৃষ্টির বিলোপকালে পঞ্চমহাভূত পঞ্চতন্মাত্রে, পঞ্চ-তন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয় অহঙ্কারতত্ত্বে, অহঙ্কার মহত্তত্ত্বে, মহত্তত্ত্ব প্রকৃতিতে লীন হইবে। সেই সময় প্রকৃতি ও পুরুষ-মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে।* (সাংখ্যদ°)

পাতঞ্জলদর্শনের মতে তত্ত্ব ষড়্‌বিংশতি, সাংখ্যোক্ত পঞ্চ-বিংশতি ও ঈশ্বর মায়াবাদী বৈদান্তিকদিগের মতে ব্রহ্মই একমাত্র পরমার্থতত্ত্ব তাহা ভিন্ন আর কিছুই তত্ত্ব নহে, কেবল মায়াকল্পিত। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" সকলই ব্রহ্মময়, যাহা কিছু দৃষ্ট হয়, তাহা সকলই ব্রহ্ম, এইজন্য একমাত্র ব্রহ্মই পরমার্থতত্ত্ব, ব্রহ্মাতিরিক্ত অন্য তত্ত্বান্তর নাই।

মায়া পরব্রহ্মের শক্তিস্বরূপ। ব্রহ্ম মায়াবচ্ছিন্ন হইলেই জগতের উৎপত্তি হয়। কিন্তু স্থলান্তরে তিনি নিত্য মুক্ত-স্বভাব বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন।

বৈদান্তিকেরা একটী উপমা দিয়া এই দুইটী পরস্পর বিরুদ্ধকথার সামঞ্জস্য করিয়া থাকেন। যেমন বৃক্ষশ্রেণীর অভ্যা-ন্তর দিয়া উহার অন্তরালস্থ মহান্ আকাশ দর্শন করিলে সেই আকাশ খণ্ড খণ্ড দেখায়, কিন্তু বাস্তবিক তাহা খণ্ডিত হয় না। সেইরূপ ব্রহ্ম মায়াবচ্ছিন্ন হইলেও বাস্তবিক অবচ্ছিন্ন হয় না। তিনি স্বভাবতঃ পূর্ণ ও মুক্ত স্বরূপ, সেইরূপই থাকেন।

বেদান্তের মতে পরব্রহ্ম নির্গুণ, নির্ব্বিকার ও চিন্ময়-স্বরূপ। জগৎ যদি ভ্রম হইল, তাহা হইলে তিনি জগৎকর্ত্তা, সর্ব্বনিয়ন্তা ইত্যাদি যে সকল উক্ত হইয়াছে, ইহা সত্য নহে, আরোপমাত্র। বাস্তবিক স্বরূপ নয়। জীব বাস্তবিক পরব্রহ্ম বই আর কিছুই নয়; অয়মাত্মা, অহংব্রহ্মাস্মি, তত্ত্বমসি, ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মই এক তত্ত্ব, তদতিরিক্ত অন্য কোন তত্ত্ব নাই। [বিস্তৃত বিবরণ ব্রহ্ম ও প্রকৃতি শব্দ দেখ।]

চতুস্তত্ত্ব তেজঃ অপ পৃথিবী আত্মা। পঞ্চতত্ত্ব শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ। ষট্‌তত্ত্ব ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, পরমাত্মা।

সপ্ত তত্ত্ব পঞ্চমহাভূত, জীব ও পরমাত্মা। নবতত্ত্ব পুরুষ, প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, নভঃ, বায়ু, জ্যোতি, অপ্, ক্ষিতি। একাদশতত্ত্ব শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, নাসিকা, জিহ্বা, বাক্, পাণি, পায়ু, পাদ, উপস্থ, মনঃ।

ত্রয়োদশ তত্ত্ব নভঃ, বায়ু, জ্যোতি, অপ্, ক্ষিতি, শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, ঘ্রাণ, জিহ্বা, মন, জীবাত্মা, পরমাত্মা। ষোড়শতত্ত্ব পঞ্চভূত, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, মনঃ, রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ। সপ্তদশতত্ত্ব ষোড়শতত্ত্ব ও আত্মা।

শূন্যবাদী বৌদ্ধদিগের মতে শূন্যই একমাত্র জগতেরতত্ত্ব ভাব অর্থাৎ যাহা আছে বলিয়া অনুভূত হয় তাহার শেষফল অভাব বা বিনাশ। সেই বিনাশ বস্তুমাত্রেরই স্বধর্ম্ম বা স্বভাব। শূন্যবাদিদিগের মনোভাব এই যে, বস্তুর আদিতে উৎপত্তির পূর্ব্বে শূন্য বা অভাবই তত্ত্ব, শেষেও শূন্য বা অভাব। মধ্যে যে যৎকিঞ্চিৎ স্থায়িত্ব দেখা যায়, বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাহাও অভাব বা শূন্য বলিয়া গ্রাহ্য। সুতরাং

* সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থাপ্রকৃতিঃ প্রকৃতের্ম্মহান্ মহতোঽহঙ্কারঃ অহ-ঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণ্যুভয়মিন্দ্রিয়ং তন্মাত্রেভ্যঃ স্থূলভূতানি পুরুষইতি পঞ্চবিং-শতির্গণঃ।" (সাংখ্যদ° ১।৬১)

"প্রকৃতের্ম্মহাংস্ততোঽহঙ্কারস্তস্মাদ্‌গণশ্চষোড়শকঃ।
তস্মাদপি ষোড়শকাৎ পঞ্চভ্যঃ পঞ্চভূতানি।" (সাংখ্যকা°)

শূন্যতত্ত্ববাদীদিগের মতে, মৃত্যুর পর শূন্য ভিন্ন আর কিছুই থাকে না। অতএব মরিলেই মুক্তি। শূন্যই তত্ত্ব শূন্যই সার, ইহা মূঢ়বুদ্ধি কুতার্কিকদিগের প্রলাপ; শূন্যবাদী নাস্তিকবুদ্ধি মোহবশতঃ ঐ রূপ জল্পনা করে। তাহা সপ্রমাণ করিতে পারে না।

চার্ব্বাকের মতে ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, এই চারিটী তত্ত্ব, ইহাই জগতের কারণ। এই চারিভূত হইতেই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক পরিদৃশ্যমান জগৎ উৎপন্ন হইয়েছে। এই চারিটী ভিন্ন অন্য কোন তত্ত্বান্তর নাই। (চার্ব্বাক)

কোন অর্হৎদিগের মতে জীব ও অজীব এই দুই তত্ত্ব, ইহাই জগতের আদিকারণ। অপর অর্হৎদিগের মতে জীব, আকাশ, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, পুদ্গল, অস্তিকায় এই ৫টী তত্ত্ব। এই ৫টী তত্ত্বই জগতের মূল।

অপর অর্হৎদিগের মতে জীব, অজীব, আস্রব, বন্ধ, সংবর, নির্জ্জর, মোক্ষ এই ৭টী তত্ত্ব। [জৈন দেখ।]

দ্বৈতবাদী পূর্ণপ্রজ্ঞাচার্য্যদিগের মতে তত্ত্ব দুই প্রকার—স্বতন্ত্র ও অস্বতন্ত্র। রামানুজদিগের মতে চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর এই ত্রিতত্ত্ব।

পাশুপতশাস্ত্রবিৎ নকুলীশাচার্য্য শৈবদিগের মতে পতি, পশু ও পাশ এই ত্রিবিধ তত্ত্ব।

জ্যোতিষে তত্ত্বের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—তত্ত্ব ৫ প্রকার—পৃথ্বী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ। ইহাদিগের গুণ—অস্থি, মাংস, নখ, ত্বক্, লোম এই ৫টী পৃথ্বীতত্ত্বের গুণ। শুক্র শোণিত, মজ্জা, মল, মূত্র, এই ৫টী জলতত্ত্বের গুণ। নিদ্রা ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্লান্তি, আলস্য এই ৫টী তেজস্তত্ত্বের গুণ। ধারণ, চালন, ক্ষেপণ, সঙ্কোচন ও প্রসারণ এই ৫টী বায়ুতত্ত্বের গুণ। কাম, ক্রোধ, মোহ, লজ্জা ও লোভ এই ৫টী আকাশতত্ত্বের গুণ।" আকাশ হইতে বায়ুর, বায়ু হইতে অগ্নির এবং অগ্নি হইতে জলের ও জল হইতে মহীর উৎপত্তি হইয়াছে। মহী জলেতে, জল রবিতে এবং রবি বায়ুতে লয় হয়। এই পঞ্চতত্ত্ব হইতে সমুদয় সৃষ্টি হইয়াছে। পৃথ্বীতত্ত্বের ৫টী গুণ। জলের ৪টী গুণ। তেজের ৩টী গুণ। বায়ুর গুণ দুইটী। আকাশের এক গুণ। পৃথ্বী গন্ধতন্মাত্র। জল রসতন্মাত্র। অগ্নি রূপতন্মাত্র। বায়ু স্পর্শতন্মাত্র। আকাশ শব্দ তন্মাত্র। এই ৫টী পঞ্চতত্ত্বের গুণ।

তত্ত্বের প্রকৃতি। পৃথ্বীতত্ত্ব কঠিন, জল শীতল, অগ্নি উষ্ণ, বায়ু চর ও আকাশ স্থির।

তত্ত্বের স্থান। পৃথ্বীতত্ত্বের স্থান নাভির উপরদেশ, জলতত্ত্বের স্থান মস্তিষ্ক, অগ্নিতত্ত্বের স্থান পিত্ত, বায়ুতত্ত্বের স্থান নাভিদেশ এবং আকাশতত্ত্বের স্থান মস্তক।

তত্ত্বের দ্বার। পৃথ্বীতত্ত্বের দ্বার মুখ, জলতত্ত্বের দ্বার লিঙ্গ, অগ্নির নেত্রদ্বয়, বায়ুর উভয় নাসিকা এবং আকাশতত্ত্বের দ্বার কর্ণদ্বয়।

তত্ত্বদ্বারের ক্রিয়া। পৃথ্বীতত্ত্বদ্বারের ক্রিয়া ভোজন, জলদ্বারের ক্রিয়া বমন, অগ্নিদ্বারের দৃষ্টি, বায়ু-দ্বারের আঘ্রাণ এবং আকাশদ্বারের ক্রিয়া শব্দ।

তত্ত্বের গুণ। পৃথ্বীতত্ত্বের ভয়, জলের লোভ, অগ্নির লজ্জা, বায়ুর সন্তোষ এবং আকাশের দুঃখ।

এক এক তত্ত্ব মধ্যে পঞ্চতত্ত্বের উদয়চক্র—

পৃথ্বী	আকাশ	বায়ু	অগ্নি	জল।
জল	পৃথ্বী	আকাশ	বায়ু	অগ্নি।
অগ্নি	জল	পৃথ্বী	আকাশ	বায়ু।
বায়ু	অগ্নি	জল	পৃথ্বী	আকাশ।
আকাশ	বায়ু	অগ্নি	জল	পৃথ্বী।

প্রায় অনেকেই অবগত আছেন যে, শ্বাস-প্রশ্বাস অহরহ উভয় নাসিকায় সমানরূপে বহন হয়, কিন্তু তাহা ক্রমমাত্র। শ্বাস-প্রশ্বাস জোয়ার-ভাটার ন্যায় চন্দ্র-সূর্য্যের ও অন্যান্য গ্রহাদির আকর্ষণে এবং তিথিঅনুসারে যথানিয়মে ইড়া, পিঙ্গলা অর্থাৎ বাম কিংবা দক্ষিণ নাসাপুটমধ্যে প্রথমতঃ সূর্য্যোদয়কালে উদয় হয়। পরে এক এক নাসিকা আড়াই দণ্ড (ইংরাজি একঘণ্টা) কাল স্থিতি হইয়া উভয় নাসিকায় ২৪ বার সংক্রমণ হইয়া থাকে। ঐ আড়াই দণ্ডকাল যখন কোন নাসিকার মধ্যে শ্বাস-প্রশ্বাস বহন হয়, তৎকালে পৃথ্বী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চতত্ত্বের উদয় হয়। পৃথ্বীতত্ত্ব উদয় হইয়া ৫০ পল (ইংরাজি ২০ মিনিট) কাল অবস্থিতি করে; ঐরূপ জলতত্ত্ব ৪০ পল (ইংরাজি ১৬ মিনিট), অগ্নিতত্ত্ব ৩০ পল (ইংরাজি ১২ মিনিট), বায়ুতত্ত্ব ২০ পল (ইংরাজি ৮ মিনিট), আকাশতত্ত্ব ১০ পল (ইংরাজি ৪ মিনিট) উদয় হইয়া স্থিতি থাকে।

প্রতি নাসাপুটে বায়ুবহনকালে পঞ্চতত্ত্বের উদয় হইয়া থাকে। পঞ্চতত্ত্বের বিবরণ নিম্নলিখিত উপায়ে জানিতে পারা যায়। প্রথমে তত্ত্বের সংখ্যা নিরূপণ, দ্বিতীয়ে শ্বাসের সন্ধান, তৃতীয়ে জ্বরের চিহ্ন, চতুর্থে বায়ুর গতি, পঞ্চমে বর্ণ, ষষ্ঠে তত্ত্বের উপদেশস্থান, সপ্তমে সাধুর নিকট উপদেশ-গ্রহণ, অষ্টমে গতির লক্ষণ জানিতে হইবে। প্রাতঃকালে যত্নপূর্ব্বক বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা উভয় নাসাপুট ধারণ করিয়া তত্ত্বাদি জ্ঞাত হইবে।

পৃথ্বীতত্ত্বের লক্ষণ নাসিকারন্ধ্রের ঠিক মধ্যস্থল দিয়া অন্য কোন পার্শ্বে না ঠেকিয়া শ্বাস বহন হইবে। ঐ শ্বাস দ্বাদশা-

মূল পর্য্যন্ত নির্গত হয়। তৎকালে গলায় মধুর রস উৎপত্তি হইবে। এই সময় কেবল মনে পীতবর্ণ বিষয় চিন্তা হইবে। কোন প্রকরণ করিলে পীতবর্ণ দর্শন হইবে। উত্তম দর্পণে নিঃশ্বাস ফেলিলে চতুষ্কোণ এবং পীতবর্ণ দৃষ্টি হইবে। জানুদেশে ইহার স্থিতি আড়াই দণ্ডকাল মধ্যে ৫০ পল কাল এই অবস্থায় স্থিত থাকিবে। এইরূপ কার্য্য হইলে তাহাকে পৃথ্বীতত্ত্ব বলিয়া জানিতে হইবে। রবিগ্রহের আকর্ষণে বাম নাসিকায় পৃথ্বীতত্ত্বের উদয় হয় এবং দক্ষিণ নাসিকা বহনকালে যখন পৃথ্বীতত্ত্বের উদয় হয়, তখন বুধগ্রহ তাহার অধিপতি হন। পৃথ্বীতত্ত্বের নক্ষত্র ২৩ ধনিষ্ঠা, ২৭ রেবতী, ১৮ জ্যেষ্ঠা, ১৭ অনুরাধা, ২২ শ্রবণা, অভিজিৎ, ২১ উত্তরাষাঢ়া।

জলতত্ত্বের লক্ষণ। ইহার গতি অধোগামী অর্থাৎ নাসিকাপুটের নিম্নভাগে ঠেকিয়া শ্বাস বহন হইবে। শ্বাসের পরিমাণ ১৬ আঙ্গুল হইবে। তখন গলায় কষায় রস অনুভব হয়, দর্পণে নিশ্বাস ফেলিলে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ও শ্বেতবর্ণ দৃষ্ট হইবে। মনে শ্বেতবর্ণ উদয় হইবে। কোন প্রকরণ করিলে শ্বেতবর্ণ দৃষ্ট হইবে। পাদান্তে ইহার স্থিতিও আড়াই দণ্ড মধ্যে ৪০ পল কাল। এই সকল কার্য্যই জলতত্ত্বের লক্ষণ জানিবে। দক্ষিণ নাসিকাবহনকালে শনিগ্রহ ইহার অধিপতি হয় এবং বাম নাসিকা বহনকালে চন্দ্র এই তত্ত্বের অধিপতি হয়। এই তত্ত্বের নক্ষত্রের নাম ২০ পূর্ব্বাষাঢ়া, ৯ অশ্লেষা, ১৯ মূলা, ৬ আর্দ্রা, ৪ রোহিণী, ২৬ উত্তরভাদ্রপদ, ২৪ শতভিষা। অগ্নিতত্ত্বের লক্ষণ—ইহার গতি ঊর্দ্ধগামী অর্থাৎ নাসিকাপুটের উপরিভাগে ঠেকিয়া শ্বাস বহন হয়। প্রশ্বাসের পরিমাণ ৪ আঙ্গুল। গলাতে তিক্ত রসের উদ্ভব হয়। দর্পণে নিশ্বাসত্যাগ করিলে ত্রিকোণাকার ও রক্তবর্ণ দৃষ্টি হইবে। আড়াই দণ্ড মধ্যে ৩০ পল ঐ ভাবে স্থিতি থাকবে এবং রক্তবর্ণ মনে উদয় হইবে ও কোন প্রকরণ করিলে রক্তবর্ণ দৃষ্ট হইবে; স্কন্দদেশে ইহার স্থিতি, দক্ষিণ নাসিকা বহনকালে মঙ্গলগ্রহ ইহার অধিপতি এবং বাম নাসিকাবহনকালে শুক্রগ্রহ ইহার অধিপতি। এই তত্ত্বের যে যে নক্ষত্র তাহাদের নাম ২ ভরণী, ৩ কৃত্তিকা, ৮ পুষ্যা, ১০ মঘা, ১১ পূর্ব্বফল্গুনী, ২৫ পূর্ব্বভাদ্রপদ, ১৫ স্বাতি। বায়ুতত্ত্বের লক্ষণ—শ্বাস তির্য্যক্‌গামী অর্থাৎ নাসাপুট মধ্যে তির্য্যক্‌রূপে পার্শ্বে ঠেকিয়া বহন হয়। ঐ বায়ুর পরিমাণ ৮ আঙ্গুল। ঐ সময় গলায় অম্লরসের উৎপত্তি হয়, দর্পণে শ্বাস নিক্ষেপ করিলে গোলাকৃতি ও শ্যামবর্ণ কিংবা নীলবর্ণ দৃষ্ট হয়। নাভিমূলে ইহার স্থিতি। দক্ষিণনাসিকা-বহনকালে অধিপতি রাহু, বাম নাসিকা বহনকালে অধিপতি বৃহস্পতি। এই তত্ত্বে নক্ষত্রগণের নাম ১৬ বিশাখা, ১২ উত্তরফল্গুনী, ১৩ হস্তা, ১৪ চিত্রা, ৭ পুনর্ব্বসু, ১ অশ্বিনী, ৫ মৃগশিরা।

আকাশতত্ত্বের লক্ষণ। সর্ব্বব্যাপী অর্থাৎ নাসাপুটের সর্ব্বস্থান দিয়া বায়ু নির্গত হয়। সর্ব্বগামী এইজন্য পরিমাণ স্থির করা যায় না। গলায় কটুরসের উদ্ভব হয়। দর্পণে নিঃশ্বাস ফেলিলে বিন্দু বিন্দু নানা রকমের বর্ণ দৃষ্ট হয় এবং মিশ্রিতবর্ণ মনে হয়। ইহার স্থিতি আড়াই দণ্ডকাল মধ্যে মস্তকে ১০ পল মাত্র। এই তত্ত্ব সর্ব্বকার্য্যে নিষ্ফল। এজন্য এ তত্ত্ব বহন সময় কোন কার্য্যাদি করিতে নাই, করিলে সেই কর্ম্ম সিদ্ধি হয় না।

পৃথ্বীতত্ত্বের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ব্রহ্মা, জলতত্ত্বের বিষ্ণু, অগ্নিতত্ত্বের রুদ্র, বায়ুতত্ত্বের ঈশ্বর ও আকাশতত্ত্বের সদাশিব।

পৃথ্বী কিংবা জলতত্ত্ব-সময় প্রশ্ন হইলে কর্ম্মের শুভফল হয়। বহ্নিতত্ত্ব সময় প্রশ্ন হইলে শুভাশুভ মিশ্রফল। বায়ু কিংবা আকাশতত্ত্ব সময় প্রশ্ন হইলে হানি ও মৃত্যুকর ফল হয়।

অগ্নিতত্ত্বের উদয়কালে মারণাদি কার্য্য করিবে। জলতত্ত্ববহনকালে শান্তিকার্য্য, বায়ুতত্ত্বে উচ্চাটন, পৃথ্বীতত্ত্বে স্তম্ভনাদি কার্য্য, আকাশতত্ত্ব সময় কোন কার্য্য করিবে না। পৃথ্বীতত্ত্ব সময়ে স্থিরকার্য্য ও জলতত্ত্ব সময়ে চর-কার্য্য করিবে।

জলতত্ত্ব পশ্চিমদিকের অধিপতি, পৃথ্বীতত্ত্ব পূর্ব্বদিকের, অগ্নিতত্ত্ব দক্ষিণদিকের, বায়ুতত্ত্ব উত্তরদিকের, আকাশতত্ত্ব ঊর্দ্ধ-অধঃ মধ্যস্থলে এবং অগ্নি, ঈশান, বায়ু, নৈঋতদিকের অধিপতি।

পঞ্চতত্ত্বের উদয় ও স্থিতি জানিবার উপায়:—৬ ঘণ্টা হইতে ৭ ঘণ্টা পর্য্যন্ত যখন বাম নাসিকায় বায়ু বহন হইবে, তখন পৃথ্বীতত্ত্বের উদয় হইয়া ৫০ পল (ইংরাজি ২০ মিনিট) পর্য্যন্ত স্থিতি। তৎপরে জলতত্ত্বের উদয় হইয়া ৪০ পল (ইংরাজি ১৬ মিনিট পর্য্যন্ত), তৎপরে অগ্নিতত্ত্বের উদয় হইয়া ৩০ পল (ইং ১২ মিনিট), তৎপরে বায়ুতত্ত্বের উদয় হইয়া ২০ পল (ইং ৮ মিনিট) তাহার পর আকাশতত্ত্বের উদয় হইয়া ১০ পল (ইংরাজি ৪ মিনিট) পর্য্যন্ত স্থিতি হইবে। বামনাসাপুটে বায়ুর স্থিতি-সময় তত্ত্বের উদয় ও স্থিতির উদাহরণ।

ঘণ্টা	মিনিট	তত্ত্ব	গ্রহ
৬	২০	পৃথ্বী	বৃহস্পতি
৬	৩৬	জল	শুক্র
৬	৪৮	অগ্নি	বুধ
৬	৫৬	বায়ু	চন্দ্র
৭	•	আকাশ	•

দক্ষিণ নাসাপুটে বায়ুর স্থিতিকালে তত্ত্বের উদয়—

ঘণ্টা	মিনিট	তত্ত্ব	গ্রহ
৭	২০	পৃথ্বী	রবি
৭	৩৬	জল	শনি
৭	৪৮	অগ্নি	মঙ্গল
৭	৫৬	বায়ু	রাহু
৮	০	আকাশ	০

এই নিয়মে কোন্ সময় কোন্ তত্ত্বের উদয় হইবে তাহা জানিতে পারিবে।

তত্ত্বজ্ঞ (ত্রি) তত্ত্বং জানাতি তত্ত্ব-জ্ঞা-কঃ। তত্ত্বজ্ঞানী, যাহার ঈশ্বরবিষয়ক জ্ঞান জন্মিয়াছে। এই জগতে সকল বস্তুই দুঃখময় ইহা জানিয়া যাঁহারা তত্ত্বকে (ব্রহ্ম) জানিয়াছেন, ব্রহ্মজ্ঞানী, তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে হইলে সমাধির আবশ্যক।

[জীবন্মুক্ত দেখ।]

তত্ত্বজ্ঞান (ক্লী) তত্ত্বস্য ব্রহ্মতত্ত্বস্য জ্ঞানঃ ৬তৎ। ব্রহ্মজ্ঞান। নৈয়ায়িকদিগের মতে প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল, জাতি, নিগ্রহস্থান, এই ষোড়শ পদার্থের জ্ঞান তত্ত্বজ্ঞান, * ইহার স্বরূপ জানিতে পারিলে জীব অপবর্গ লাভ করিতে পারে। যতদিন পর্য্যন্ত এই ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান না হয়, ততদিন অপবর্গ হইতে পারে না। (ন্যায়দর্শন)

সাংখ্য ও পাতঞ্জলের মতে প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদজ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান। পুরুষ যখন নিরন্তর দুঃখে অভিভূত হইয়া প্রকৃতির তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবে, 'সুখ, দুঃখ ও মোহময়ী প্রকৃতির মায়ায় অভিভূত হওয়া কর্ত্তব্য নহে, আমি পুরুষ নির্গুণ, নির্লেপ, সচ্চিদানন্দময়, প্রকৃতি, আমাকে এতদিন বিমোহিত করিয়া রাখিয়াছিল, এখন হইতে সাবধান হওয়া আবশ্যক।' এইরূপ জ্ঞান হইলে পুরুষ প্রকৃতি হইতে পৃথক্ থাকিবার চেষ্টা করিবে। প্রকৃতি ও পুরুষের এই প্রকার ভেদজ্ঞানের নাম তত্ত্বজ্ঞান। এইমতে প্রত্যেক পুরুষের (জীবাত্মার) কোনও এক সময়ে তত্ত্বজ্ঞান হইবেই হইবে। যতদিন না এই তত্ত্বজ্ঞান জন্মিবে, ততদিন প্রকৃতি পুরুষসঙ্গ হইতে বিরত হইবে না। প্রকৃতি পুরুষের এইজ্ঞান উৎপন্ন করাইয়া নিবৃত্ত হইবে। (সাংখ্যদ°)

বেদান্তমতে জীব অবিদ্যা দ্বারা অভিভূত হইয়া বস্তুর স্বরূপ জানিতে পারে না। রজ্জুতে সর্পের ন্যায় ব্রহ্মে পরিদৃশ্যমান জগৎ অবলোকন করে। জগতে যাহা কিছু দেখা যায়, সকলই ব্রহ্ম, কিন্তু অবিদ্যাভিভূত জীব জগতে ব্রহ্মকে অবলোকন না করিয়া ঘট, পট, মঠ প্রভৃতি দেখিয়া থাকে, যতদিন না অবিদ্যা নাশ হইবে, ততদিন ব্রহ্মের স্বরূপ কিছুতেই উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবে না।

অবিদ্যা নাশ হইলেই আর জগৎ দেখিতে পাইবে না, তখন দেখিবে জগৎই ব্রহ্ম। পূর্ব্বে যাহা বিচিত্র বলিয়া ভাবিয়াছিল, তাহাই দেখিবে ইহা আর কিছুই নহে, কেবল ব্রহ্ম, "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" (শ্রুতি) সকলই ব্রহ্মময়। তখন আর "ত্বং অহং" তুমি আমি ভেদ থাকিবে না, সকলই অহংপদবাচ্য হইবে। এই প্রকার জ্ঞানের নাম তত্ত্বজ্ঞান।

জীব ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করিবামাত্র ব্রহ্ম হয়, আত্মজ্ঞ সংসারদুঃখ অতিক্রম করে ইত্যাদি বহুতর শ্রুতিবাক্য প্রমাণে ও তদনুকূলযুক্তিতে স্থির হয় যে, তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত জীবের দুঃখাতীত হইবার আর কোন উপায় নাই, ব্রহ্মই আমি, ইত্যাকার অসন্দিগ্ধ অনুভবের নাম তত্ত্বজ্ঞান, এই জ্ঞানের প্রধান উপায় শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন তাহার সাহায্যকারী মাত্র। শাস্ত্রকথা শুনিলেই যে শ্রবণ হয়, তাহা হয় না। গুরুমুখে শাস্ত্রীয় উপদেশ শুনা, মনোমধ্যে তাহার বিচারিত অর্থ ধারণ করা, সাক্ষাৎ অথবা পরম্পরায় ব্রহ্মই সমুদায় শাস্ত্রের তাৎপর্য্য আছে, এ বিষয়ে বিশ্বাস, এতগুলি একত্র হইলে তবে তাহা শ্রবণ বলিয়া গণ্য হইবে। তদ্ভিন্ন শ্রবণ শ্রবণ নহে। ইহার একটী লৌকিক দৃষ্টান্ত দিলেই যথেষ্ট হইবে।

মনে কর, তোমার বাটীতে গিয়া তোমার চাকরকে কহিলাম 'তামাক সাজ' সে তামাক সাজিল না, পরে আমি দুঃখিত হইয়া কহিলাম, তোমার চাকর আমার কথা শুনে নাই। এখন দেখ, সত্য সত্যই কি তোমার চাকর, আমার কথা শুনে নাই, "তামাক সাজ" এ শব্দ কি তাহার কর্ণে প্রবিষ্ট হয় নাই, তাহা হইয়াছিল, সে তাহা শুনিয়াছিল, কিন্তু সে কথা মনে স্থান দেয় নাই, আদর করে নাই, অর্থাৎ সে কথার অর্থ কার্য্যে পরিণত করে নাই।

অতএব উপর উপর শুনা শুনা নহে। শত শত লোক বেদান্ত অধ্যয়ন করে, তত্ত্বমসি বাক্যও শ্রবণ করে এবং তাহার অর্থও আদরপূর্ব্বক গ্রহণ করে, অথচ তাহাদের তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয় না। অথচ অনেকে বেদান্ত অধ্যয়ন না করিয়াও তত্ত্বমসি এই বাক্য না শুনিয়াও তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে। শাস্ত্রে কথিত আছে, কপিল, বামদেব প্রভৃতি জন্ম হইতে তত্ত্বজ্ঞানী, সুতরাং শ্রবণের জন্য তত্ত্বজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান শ্রবণের কার্য্য একথা কিরূপে স্বীকার করা যায়, এই জন্য আচার্য্যদেব শঙ্কর বলেন, ইহার প্রত্যুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে

* "প্রমাণ-প্রমেয়-সংশয়-প্রয়োজন-দৃষ্টান্ত-সিদ্ধান্তাবয়ব-তর্কনির্ণয়-বাদ-জল্প-বিতণ্ডা-হেত্বাভাস-ছল-জাতি-নিগ্রহস্থানানাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ। (গৌতমসূ° ১)

চিত্তের অনির্ম্মলতা ও জন্মান্তরীয় পাপ প্রভৃতি প্রতিবন্ধকে শ্রবণ-ফল তত্ত্বজ্ঞান অবরুদ্ধ থাকে। তাহাতে তাহার কারণতার অভাব থাকে না। যেমন অগ্নিসংযোগ থাকিলেও মণিমন্ত্রাদি প্রতিবন্ধকে দাহ-কার্য্য অবরুদ্ধ থাকে, তেমনি শ্রবণফল তত্ত্বজ্ঞান নানা প্রতিবন্ধকে অবরুদ্ধ থাকে। প্রতিবন্ধক ক্ষয় হইলেই তাহা উদয় হয়। কপিল প্রভৃতির তাহাই হইয়াছিল। তাহাদের পূর্ব্বজন্মের শ্রবণ এজন্মে প্রতিবন্ধকশূন্য হইয়া তত্ত্বজ্ঞান উৎপাদন করিয়াছিল, সেই জন্য ইহজন্মে তাহাদের শ্রবণ-মননাদি করিতে হয় নাই। অতএব শ্রবণই তত্ত্বজ্ঞানের প্রধান কারণ, মনন ও নিদিধ্যাসন তাহার সহকারী কারণ। তত্ত্বমসি মহাবাক্য শ্রবণ করিলে তাহার অর্থে যে অবিশ্বাস ও অসম্ভববোধ প্রভৃতি ঘটনা হয়, সে ঘটনা মনন দ্বারা নিবারিত হয়, মননের পরেও যদি স্পষ্টরূপে আমি ব্রহ্ম অন্য কিছু নহি এ অনুভব না হয়, তাহা হইলে নিদিধ্যাসনের আবশ্যক হয়। নিদিধ্যাসনে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিলেই ঐ অনুভব স্থিরতর হয়। অন্যথা হইলে তত্ত্বজ্ঞান হইবে না।

কোন কোন আচার্য্য বলেন, নিদিধ্যাসনই তত্ত্বজ্ঞানের মূল কারণ, শ্রবণ ও মনন তাহার সহায়। আপনার ব্রহ্মভাব অপরোক্ষজ্ঞানে আরূঢ় হওয়াই তত্ত্বজ্ঞান। যেমন মরু-মরীচিকায় জল-ভ্রান্তি, সেই প্রকার ব্রহ্মে দৃশ্যভ্রান্তি। সুতরাং দৃশ্যপ্রপঞ্চ মিথ্যা, ব্রহ্মই সত্য। প্রথমে এই জ্ঞান-অর্জ্জন ও দৃঢ় করিতে হয়, অনন্তর আমি এই জ্ঞান ও তাহার আলম্বন দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন সমস্তই ভ্রান্তিবিশেষের বিলাস, অন্য কিছু নহে, সুতরাং আমি জ্ঞান ও আমি জ্ঞানের আলম্বন, সমস্তই ব্রহ্মে, রজ্জু সর্পের ন্যায় মিথ্যা এই জ্ঞান যখন অবিচাল্য হয়, তখন আপনা-আপনি "অহং" অর্থাৎ আমি এই জ্ঞানটী ইন্দ্রিয় ও মন প্রভৃতিকে ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মে গিয়া অবগাহন করিতে থাকে। অহংজ্ঞান-ব্রহ্মাবগাহী হইলেই তত্ত্বজ্ঞান হইয়াছে বলিয়া অবধারণ করিবে। এইরূপ তত্ত্বজ্ঞান হইলেই মোক্ষ অনিবার্য্য। তত্ত্বজ্ঞানই জীবের একমাত্র উদ্ধারের উপায়, এইরূপ তত্ত্বজ্ঞান হইলে, তাহাকে আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান বলা যাইতে পারে। এই তত্ত্বজ্ঞান সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক মনোবৃত্তির অতীত, সুতরাং গুণাতীত। এখন যাহা সুখ-দুঃখ বলিয়া জান, সে অবস্থা সে সুখ-দুঃখের অতীত। (বেদান্ত)

তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শন (ক্লী) তত্ত্বজ্ঞানস্য অহং ব্রহ্মাস্মীতি সাক্ষাৎকারস্য অর্থঃ তস্য দর্শনং ৬তৎ। তত্ত্বজ্ঞানের নিমিত্ত আলোচন ও মোক্ষের নিমিত্ত তত্ত্বজ্ঞান-সাধন। আমিই ব্রহ্ম এইরূপ সাক্ষাৎকারের প্রয়োজন অবিদ্যা ও তাহার কার্য্য নিখিল দুঃখ নিবৃত্তিরূপ ও পরম আনন্দপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষ, তাহার আলোচনাই তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শন। [মোক্ষ দেখ।]

তত্ত্বজ্ঞানী (পুং) তত্ত্বস্য জ্ঞানমস্যাস্তি জ্ঞান-ইনি। ব্রহ্মজ্ঞ, তত্ত্বজ্ঞ, ব্রহ্মজ্ঞানী, যিনি ব্রহ্মকে জানিয়াছেন। [তত্ত্বজ্ঞ দেখ।]

তত্ত্বতঃ (অব্য) তত্ত্ব-তসিল্। পরমার্থতঃ, যথার্থরূপে, বস্তুতঃ।

তত্ত্বতা (স্ত্রী) তত্ত্ব ভাবে-তল্ স্ত্রিয়াং টাপ্। যথার্থতা, পরমার্থতা।

তত্ত্বদর্শ (ত্রি) ১ যে তত্ত্ব দর্শন করিয়াছে, যাহার তত্ত্বজ্ঞান জন্মিয়াছে। (পুং) ২ সাবর্ণি মন্বন্তরের ঋষিভেদ।

তত্ত্বদর্শিতা (স্ত্রী) তত্ত্বদর্শিনো ভাবঃ তত্ত্বদর্শিন্ তল্ স্ত্রিয়াং টাপ্। বিচক্ষণতা, তত্ত্বজ্ঞতা, দর্শনশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা।

তত্ত্বদর্শিন্ (পুং) তত্ত্বং পশ্যতি তত্ত্ব-দৃশ-ণিনি। ১ জ্ঞানী, বিচক্ষণ, দর্শনশাস্ত্রজ্ঞ, তত্ত্ববিৎ। ২ রৈবত মনুর এক পুত্র।

তত্ত্বদীপন (ক্লী) তত্ত্বালোক, যাহাতে তত্ত্বজ্ঞান উদ্দীপিত করে।

তত্ত্বনিরূপণ (ক্লী) তত্ত্বস্য নিরূপণং ৬-তৎ। স্বরূপনির্ণয়, যথার্থ স্থিরীকরণ, ব্রহ্মনিরূপণ।

তত্ত্বনির্ণয় (পুং) তত্ত্বস্য নির্ণয়ঃ ৬তৎ। স্বরূপাবধারণ, ঈশ্বর-নিরূপণ, ব্রহ্মনির্ণয়।

তত্ত্বন্যাস (পুং) তন্ত্রোক্ত বিষ্ণুপূজাঙ্গন্যাসবিশেষ। এই ন্যাসের বিষয় তন্ত্রসারে এই প্রকার লিখিত আছে, প্রথমতঃ পূজাবিধি অনুসারে পূজাদি করিয়া সিদ্ধিলাভের জন্য সাধক এই ন্যাস করিবে।

"নম পরায়েত্যুচ্চার্য্য তত্তত্ত্বাত্মনে নমঃ।" (গৌতমীয়ত°)

প্রথমে নমঃ পরায় এবং পরে তত্ত্বাত্মনে নমঃ এই বাক্য প্রয়োগ করিতে হইবে।

মং নমঃ পরায় জীবতত্ত্বাত্মনে নমঃ, ভং নমঃ পরায় প্রাণতত্ত্বাত্মনে নমঃ এতদ্দ্বয়ং সর্ব্বগাত্রে।

ততোহৃদয়মধ্যে তত্ত্বত্রয়ঞ্চ বিন্যসেৎ।

বং নমঃ পরায় মতিতত্ত্বাত্মনে নমঃ ফং নমঃ পরায় অহঙ্কার তত্ত্বাত্মনে নমঃ পং নমঃ পরায় মনস্তত্ত্বাত্মনে নমঃ এতত্ত্রয়ং হৃদ।

নং নমঃ পরায় শব্দতত্ত্বাত্মনে নমঃ মস্তকে।

ধং নমঃ পরায় স্পর্শতত্ত্বাত্মনে নমঃ মুখে।

দং নমঃ পরায় রূপতত্ত্বাত্মনে নমঃ হৃদি।

থং নমঃ পরায় রসতত্ত্বাত্মনে নমঃ গুহ্যে।

তং নমঃ পরায় গন্ধতত্ত্বাত্মনে নমঃ পাদয়োঃ।

ণং নমঃ পরায় শ্রোত্রতত্ত্বাত্মনে নমঃ শ্রোত্রয়োঃ।

ঢং নমঃ পরায় ত্বক্ তত্ত্বাত্মনে নমঃ ত্বচি।

ডং নমঃ পরায় চক্ষুস্তত্ত্বাত্মনে নমঃ চক্ষুষোঃ।

ঠং নমঃ জিহ্বাতত্ত্বাত্মনে নমঃ জিহ্বায়াং।

টং নমঃ পরায় ঘ্রাণতত্ত্বাত্মনে নমঃ ঘ্রাণয়োঃ।

ঞং নমঃ বাক্তত্ত্বাত্মনে নমঃ বাচি।

ঝং নমঃ পরায় পাণিতত্ত্বাত্মনে নমঃ পাণ্যোঃ।

জং নমঃ পরায় পাদতত্ত্বাত্মনে নমঃ পাদয়োঃ।

ছং নমঃ পরায় পায়ুতত্ত্বাত্মনে নমঃ গুহ্যে।

চং নমঃ পরায় উপস্থতত্ত্বাত্মনে নমঃ লিঙ্গে।

ঙং নমঃ পরায় আকাশতত্ত্বাত্মনে নমঃ মূর্দ্ধ্নি।

ঘং নমঃ পরায় বায়ুতত্ত্বাত্মনে নমঃ মুখে।

গং নমঃ পরায় তেজস্তত্ত্বাত্মনে নমঃ হৃদি।

খং নমঃ পরায় অপ্তত্ত্বাত্মনে নমঃ লিঙ্গে।

কং নমঃ পরায় পৃথিবীতত্ত্বাত্মনে নমঃ পাদয়োঃ।

ইত্যচ্যুতোক্তভক্তিবিদধীত তত্ত্বন্যাসং স পূর্ব্বক পরাক্ষর-নত্যাপেতং। ভূয়পরায় চ তদাহ্বয়মাত্মনে চ নত্যন্তমুক্করতু তত্ত্বমনুক্রমেণ॥

সকল বপুষি জীবং প্রাণমাযোজ্যমধ্যে
প্রসতুমতিমহঙ্কার তত্ত্বং মনশ্চ।
কমুখহৃদয়গুহ্যাঙ্ঘ্রিয্যপোশব্দপূর্ব্বং
গুণগণমথকর্ণাদিস্থিতং শ্রোত্রপূর্ব্বং॥
বাগাদীন্দ্রিয়বর্গমাত্মনি নমেদাকাশপূর্ব্বং গণং।
মূর্দ্ধাস্তে হৃদয়ে শিরে চরণয়ো হৃৎপুণ্ডরীকং হৃদি।

শং নমঃ পরায় হৃৎপুণ্ডরীকতত্ত্বাত্মনে নমঃ হৃদি।

হং নমঃ পরায় দ্বাদশ-কলাব্যাপ্ত-সূর্য্যমণ্ডলতত্ত্বাত্মনে নমঃ হৃদি।

সং নমঃ পরায় ষোড়শকলা ব্যাপ্ত সোমমণ্ডল তত্ত্বাত্মনে নমঃ হৃদি

রং নমঃ পরায় দশকলাব্যাপ্তবহ্নিমণ্ডলতত্ত্বাত্মনে নমঃ হৃদি।

ষং নমঃ পরায় পরমেষ্ঠি-তত্ত্বাত্মনে বাসুদেবায় নমঃ মস্তকে।

যং নমঃ পরায় পুরুষতত্ত্বাত্মনে সঙ্কর্ষণায় নমঃ মুখে।

লং নমঃ পরায় বিশ্বতত্ত্বাত্মনে প্রদ্যুম্নায় নমঃ হৃদি।

বং নমঃ পরায় নিবৃত্তিতত্ত্বাত্মনেঽনিরুদ্ধায় নমঃ লিঙ্গে।

লং নমঃ পরায় সর্ব্বতত্ত্বাত্মনে নারায়ণায় নমঃ পাদয়োঃ।

ক্ষং নমঃ পরায় কোপতত্ত্বাত্মনে নৃসিংহায় নমঃ সর্ব্বগাত্রে।

এবং তত্ত্বানি বিন্যস্য প্রাণায়ামং সমাচরেৎ। (তন্ত্রসা°)

এই প্রকারে উক্ত মন্ত্র দ্বারা সর্ব্বাঙ্গে ন্যাস করিয়া প্রাণায়াম করিবে। যথানিয়মে তত্ত্বন্যাস করিলে অচিরে সিদ্ধিলাভ করিতে পারা যায় এবং সেই ব্যক্তি বিষ্ণুর স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়।

তত্ত্বপ্রকাশ (পুং) তত্ত্বস্য প্রকাশঃ ৬তৎ। তত্ত্বদীপন।

তত্ত্ববোধিনী (স্ত্রী) যাহা দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান জন্মে।

তত্ত্বভাব (পুং) প্রকৃতি, স্বভাব।

তত্ত্ববৎ (ত্রি) তত্ত্বং বিদ্যতেঽস্য তত্ত্ব-মতুপ্। তত্ত্ববিশিষ্ট।

তত্ত্বভাষী (ত্রি) তত্ত্বং ভাষতে ভাষ-ণিনি। যথার্থবাদী, স্পষ্টবাদী।

তত্ত্বমঙ্গলম্, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত কোচিন রাজ্যের চিত্তুর জেলার একটী সহর। অক্ষা° ১০°৪১´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৬°৪৬´ পূঃ। এখানে একটী মুন্সেফী আদালত আছে।

তত্ত্বরায়র, খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীর জনৈক বিখ্যাত তামিল শৈবসন্ন্যাসী। ইনি তামিলভাষায় অনেক গ্রন্থ লিখিয়া যান।

তত্ত্ববাদী (ত্রি) তত্ত্বং বদতি বদ-ণিনি। যথার্থবাদী।

তত্ত্ববেত্তা (পুং) তত্ত্বজ্ঞানী।

তত্ত্বরশ্মি (পুং) তন্ত্রোক্ত বধূবীজ, স্ত্রী-দেবতার বীজ।

"নাদবিন্দুসমাক্রান্তস্তত্ত্বরশ্মিসমন্বিতঃ।"
'তত্ত্বরশ্মিঃ বধূবীজং॥' (তন্ত্রসার)

তত্ত্ববিদ্ (ত্রি) তত্ত্বং বেত্তি তত্ত্ব-বিদ-ক্বিপ্। ১ তত্ত্বজ্ঞানী। পদার্থ সকলের যথার্থজ্ঞাতা। [তত্ত্বজ্ঞ দেখ।]

২ পরমেশ্বর। "তত্ত্বং তত্ত্ববিদেকাত্মা" (বিষ্ণুস°)

তত্ত্বসঞ্চয় (পুং) বৌদ্ধশাস্ত্রভেদ।

তত্ত্বার্থসূত্র (ক্লী) জৈনধর্ম্মের মূলতত্ত্বপ্রকাশক সূত্রগ্রন্থবিশেষ, ইহা সংস্কৃত ভাষায় রচিত।

তত্ত্বানুসন্ধান (ক্লী) তত্ত্বস্য অনুসন্ধানং ৬তৎ। প্রকৃত অবস্থার অন্বেষণ, তথ্যানুসন্ধান, স্বরূপনিরূপণের চেষ্টা, কিরূপ আছে ইত্যাদি বিষয়ের সংবাদ লওয়া।

তত্ত্বানুসন্ধায়িন্ (ত্রি) তত্ত্ব-অনু-সংধা ণিনি। যে তত্ত্বানুসন্ধান করে, তত্ত্বান্বেষী।

তত্ত্বাবধান (ক্লী) তত্ত্বস্য অবধানং ৬তৎ। কোন বিষয় প্রকৃতরূপে সম্পন্ন হইতেছে কিনা এই বিষয়ের অবলোকন, অধ্যক্ষতা করা।

তত্ত্বাবধায়ক (পুং) তত্ত্বস্য অবধায়কঃ ৬তৎ। তত্ত্বাবধানকারী, যাহার উপর কোন বিষয় দেখিবার ভার থাকে।

তত্ত্বাবধারক (পুং) তত্ত্বস্য অবধারকঃ ৬তৎ। যিনি কোন বিষয়ের তত্ত্ব নিরূপণ করেন, স্বরূপ-পরিজ্ঞাতা।

তত্ত্বাবধারণ (ক্লী) তত্ত্বস্য অবধারণং ৬তৎ। তত্ত্বনির্ণয়, স্বরূপজ্ঞান, যথার্থবোধ।

তত্ত্বাববোধ (ক্লী) তত্ত্বস্য অবরোধঃ ৬তৎ। তত্ত্বজ্ঞান। [তত্ত্বজ্ঞান দেখ।]

তৎপত্রী (স্ত্রী) তৎপত্রং যস্যাঃ বহুব্রী। হিঙ্গুপত্রী। (শব্দার্থচি°)

তৎপদ (ক্লী) তদিতি পদং কর্ম্মধা। বিষ্ণুর পরমপদ। "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইত্যাদিবাক্যস্থং তৎসত্যং স আত্মেত্যাদি" (শ্রুতি) হে শ্বেতকেতো! তাহাই সত্য, সেই আত্মাই একমাত্র সত্য, এইজন্য সেই আত্মাকে তৎপদ বলিয়া জানিবে।

"তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।" (আহ্নিকতত্ত্ব)

তৎপদলক্ষ্যার্থ (পুং) তৎপদস্য লক্ষ্যোঽর্থঃ ৬তৎ। ব্রহ্ম, অজ্ঞানাদি সমূহ যে উপাধি তাহার আধারস্বরূপ অনুপাহিত চৈতন্য, চিৎস্বরূপ ব্রহ্ম।

তৎপদবাচ্য (ত্রি) তৎপদস্য বাচ্যঃ ৬তৎ। ব্রহ্ম, শ্রুতি-প্রতিপাদ্য একমাত্র ব্রহ্মই তৎপদবাচ্য।

তৎপদবাচ্যার্থ (পুং) তৎপদবাচ্যস্য অর্থঃ ৬তৎ। ব্রহ্মের বাচ্যার্থে অজ্ঞানাদিসমূহ উপস্থিত সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি বিশিষ্ট চৈতন্য ও অনুপাহিত চৈতন্য এই তিনটী তৎপদবাচ্যের অর্থ। "অজ্ঞানাদিসমষ্টিঃ এতদুপহিতসর্ব্বজ্ঞত্বাদিবিশিষ্ট-চৈতন্যং এতদনুপহিতচৈতন্যঞ্চৈতৎ ত্রয়ং তপ্তায়ঃপিণ্ডবৎ একত্বেনাব-ভাসমানং তৎপদবাচ্যার্থে ভবতি ব্যুৎপাদিতেঽর্থে।" (বেদান্তটী°)

তৎপদার্থ (পুং) তৎপদস্য তত্ত্বমস্যাদিবাক্যস্য অর্থঃ ৬তৎ। জগৎকারণ পরমাত্মা। "তৎ জগৎকারণং তত্ত্বং তৎপদার্থঃ স উচ্যতে।" (বেদান্তসা°) ব্রহ্মই একমাত্র জগতের কারণ। [ব্রহ্ম দেখ।]

তৎপদাবিধ (ত্রি) তৎপদস্য তত্ত্বমস্যাদিবাক্যস্থস্য অবিধা যত্র বহুব্রী। তৎপদবাচ্য, তৎপদার্থ অর্থাৎ ব্রহ্ম।

"মায়োপাধির্জগদ্যোনিঃ সর্ব্বজ্ঞত্বাদি লক্ষণঃ।
পরোক্ষ শবলঃ সত্যাদ্যাত্মকস্তৎপদাবিধ॥" (বেদান্তকা°)
[ব্রহ্ম দেখ।]

তৎপর (ত্রি) তৎ পরমং উত্তমং যস্য বহুব্রী। ৪ তদ্গত। ১ তদাসক্ত। (অমর) তস্মাৎপরং ৫তৎ। ৩ তাহা হইতে পর বস্তু, তৎপ্রধান। ৪ নিবিষ্ট, যত্নবান্। ৫ নিপুণ। ৬ সতর্ক, চতুর। (পুং) ৭ নিমেষ পরিমিত কালের ৩০ ভাগের একভাগ।

"অক্ষোনিমেষস্য খরামভাগঃ
স তৎপরস্তচ্ছতভাগ উক্তঃ" (সিদ্ধান্তশিরো°)

তৎপরতা (স্ত্রী) তৎপর-তল্ টাপ্। ১ সচেষ্টতা। ২ দক্ষতা। ৩ যত্ন, আগ্রহ, অভিনিবেশ। ৪ সতর্কতা।

তৎপরায়ণ (ত্রি) তদেব পরং অয়নং যস্য বহুব্রী। ১ তদাসক্ত, তদাশ্রিত। ২ তৎপ্রধান।

তৎপুরুষ (পুং) সমাসবিশেষ। এই সমাসে উত্তরপদের প্রাধান্য হয়, অর্থাৎ দুই পদে সমাস হইয়া পরে যে পদ থাকে তাহার লিঙ্গ প্রভৃতি হয়; প্রধানতঃ এই সমাস ৬ ভাগে বিভক্ত—দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী তৎ-পুরুষ। দ্বিতীয়াদি বিভক্ত্যন্তের উত্তর দ্বিতীয়াদি তৎপুরুষ হয়। [বিশেষ বিবরণ সমাস দেখ।] সঃ প্রসিদ্ধঃ পুরুষ। ২ রুদ্র-ভেদ। (ধরণি) তস্য পুরুষঃ (৩ তদধিষ্ঠাতৃদেবতাবিশেষ।

"ওঁ তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি" (তৈত্তি° আ° ১০।১।৫।৬)

তৎপূর্ব্ব (ত্রি) সএব পূর্ব্বঃ কর্ম্মধাঃ। সর্ব্বপ্রথম, তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী।

তৎপ্রকার (ত্রি) সেইরূপ।

তৎফল (পুং) তনোতি তন-ক্বিপ্ তৎ ফলং যস্য বহুব্রী বা তৎ বিস্তৃতং ফলতি ফল অচ্। ১ কুবলয়, পদ্ম। ২ কুষ্ঠনামক ঔষধিবিশেষ। ৩ চৌরনাম সুগন্ধি দ্রব্যবিশেষ। (ধরণি) (স্ত্রী) তস্য ফলং ৬তৎ। ৪ তাহার ফল।

তত্র (অব্য) তস্মিন্ তৎ-ত্রল্। তথায়, সেখানে, তদ্বিষয়ে।
"কথং তত্র বিভাগঃ স্যাদিতি চেৎ সংশয়ো ভবেৎ॥"(মনু৯।১১২)

তত্রত্য (ত্রি) তত্র ভবঃ অব্যয়াৎ ত্যপ্। সেখানে যাহা ঘটে, সে স্থানে উৎপন্ন, তৎস্থানস্থ, সে স্থানসংক্রান্ত।

"মূর্চ্ছাং মাপ্নোত্যুরুক্লেশ স্তত্রত্যৈঃ ক্ষুধিতৈ র্মুহুঃ॥"
(ভাগ° ৩।৩১.৬)

তত্রভবৎ (ত্রি) পূজ্যার্থে তত্র ভবান্ নিত্যস° বা সুপ্সুপেতি সমাসঃ। পূজ্য, মান্য, শ্লাঘ্য। নাটকে ইহার ভূরিপ্রয়োগ দেখা যায়। [অত্রভবান্ দেখ।]

তত্রস্থ (ত্রি) তত্র তিষ্ঠতি স্থা-ক। তত্রস্থিত, সেইখানে স্থিত।

তত্রাপি (অব্য) তথাপি, তথাচ, তবু।

তৎসংক্রান্ত (ত্রি) তস্য সংক্রান্ত ৬তৎ। তদ্ঘটিত, তদীয়।

তৎসদৃশ (ত্রি) তস্য সদৃশঃ ৬তৎ। তাহার তুল্য, তাহার মত, তথাবিধ।

তৎসমনন্তর (অব্য) তদনন্তর।

তৎস্থলাভিষিক্ত (ত্রি) তস্য স্থলে অভিষিক্ত ৬ ও ৭তৎ। তাহার স্থলে অভিষিক্ত, তৎপ্রতিনিধি।

তৎস্বরূপ (ত্রি) তস্য স্বরূপঃ ৬তৎ। তাহার সহিত অভিন্ন, তাহার সহিত এক, তৎপ্রতিনিধি।

তৎসাধুকারিন্ (ত্রি) তৎসাধু যথা তথা করোতি তৎ-সাধু-কৃ ণিনি। তাহার প্রতি সাধুকারী- তাহার প্রতি উত্তম ব্যবহার-কর্ত্তা।

তৎস্থ (ত্রি) তত্র তিষ্ঠতি তৎ-স্থা-ক। তথায় অবস্থিত।

তথা (অব্য) তেন প্রকারেণ তদ-থাল্ (প্রকার বচনে থাল্। পা ৫।৩।২৩)। ১ সেই প্রকার। "যথা কামো ভবতি তথা ক্রতু র্ভবতি" (শতপথব্রা° ১৪।৭।২।৭)
২ সাম্য। (অমর) ৩ অভ্যুপগম। ৪ পূর্ব্বপ্রতিবচন, পৃষ্ট প্রতিবাক্য। ৫ সমুচ্চয়। ৬ নিশ্চয়। ৭ সত্য। (মেদিনী)

তথাকর (অব্য) নিশ্চিতপ্রতিবচনে তথা-কৃ-ণমুল্ (যথা তথয়োরসূয়া প্রতিবচনে। পা ৩।৪।২৮) কোন প্রকারে করিয়া। "তথাকারমহং ভোক্ষ্যে" (সি° কৌ°)

তথাগত (পুং) তথা সত্যং গতং জ্ঞানং যস্য বহুব্রী বা যথা স-

পুনরাবৃত্তি র্ভবতি তথা তেন প্রকারেণ গতঃ। ১ গৌতম বুদ্ধ, সুগত, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বুদ্ধের ন্যায় আগমন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম তথাগত। [বুদ্ধ দেখ।]

"যথাগতস্তে মুনয়ঃ শিবাং গতিং তথা গতিং সোঽপি গত তথাগতঃ ॥" (সর্ব্বদ° বৌদ্ধাগম) (ত্রি) তথা তেন প্রকারেণ আগত ৩তৎ। সেইরূপে, সেই প্রকারে আগত। "নলং দৃষ্ট্বা তথাগতঃ" (ভার৹ ৩।৭৭।৫)

তথাগতগর্ভ (পুং) বৌদ্ধশাস্ত্রভেদ।

তথাগতগুণাজ্ঞানাচিন্ত্যবিষয়াবতারনির্দেশ (পুং) বৌদ্ধশাস্ত্রভেদ।

তথাগতগুপ্ত (পুং) একজন বৌদ্ধ রাজা।

তথাগতগুহ্যক (পুং) নেপালী বৌদ্ধগণের ৯ খানি প্রধান শাস্ত্রের মধ্যে একখানি ;

তথাগতভদ্র, নাগার্জ্জুনের একজন প্রধান শিষ্য।

তথাগুণ (ত্রি) তদ্রূপ গুণসম্পন্ন।

তথাচ (অব্য) তথাচ চ, চ, ইতিদ্বন্দ্ব। তত্রাপি, তবুও, পূর্ব্বোক্ত কথনের সমর্থন ও দৃঢ়ীকরণ।

"তথাচ শ্রুতয়ো বহ্বো নিগীতা নিগমেষ্বপি।" (মনু ৯।১৯)

তথাতা (স্ত্রী) তথা ভাবে তল্ টাপ্। তথাত্ব, তথাভূতত্ব, সেইপ্রকার।

তথাত্ব (ক্লী) তথা ভাবে ত্ব। তথাভূতত্ব, সেইপ্রকার।

"তথাত্বং চেদিন্দ্রিয়াণাং উপঘাতে কথং স্মৃতিঃ ॥" (ভাষাপ° ৪৭)

তথাপি (অব্য) তথাচ অপিচ দ্বন্দ্ব। তত্রাপি, তবুও, তাহা হইলেও।

"তথাপি মম সর্ব্বস্বং রামঃ কমললোচনঃ ॥" (উদ্ভট)

তথাভাবিন্ (ত্রি) তৎস্বভাবসম্পন্ন।

তথাভূত (ত্রি) তেন প্রকারেন ভূতঃ ভূ-কর্ত্তরি ক্ত। সেই-প্রকারে সম্পন্ন। "স্মরস্তথাভূতমযুগ্মনেত্রং" (কুমারস°)

তথামুখ (ত্রি) সেই দিকে মুখ ফেরান।

তথায় (দেশজ) সেইখানে, সেইস্থানে।

তথায়ত (দেশজ) সেই দিকে ফিরান।

তথারাজ (পুং) তথেতি রাজতে রাজ-টচ্। বুদ্ধ। (শব্দার্থচি°)

তথারূপ (ত্রি) সেইরূপ, তদনুরূপ।

তথারূপিন্ [তথারূপ দেখ।]

তথাবিধ (ত্রি) তথা বিধা যস্য বহুব্রী। তাদৃশ, সেইপ্রকার।

"তথাবিধ স্তাবদশেষ মস্ত সঃ" (কুমারস°)

তথাবিধেয় (ত্রি) সেইরূপ কর্ত্তব্য।

তথাব্রত (ত্রি) সেইরূপ ব্রতপরায়ণ।

তথাস্তু (অব্য) তাহাই হউক, সেইরূপ হউক।

তথাস্বর (ত্রি) সেইরূপ উচ্চারিত।

তথাহি (অব্য) তথাচ হি চ দ্বন্দ্বঃ। ১ নিদর্শন। ২ প্রসিদ্ধি। (শব্দার্থচি°) ৩ পূর্ব্বোক্ত অর্থাৎ দৃঢ়ীকরণ, সমর্থন।

তথৈব (অব্য) তথাচ এব চ দ্বন্দ্বঃ। তদ্বৎ, সেইপ্রকার, তৎ-সমুচ্চয়াবধারণ। (শব্দার্থচি°)

"যথা নদী নদাঃ সর্ব্বে সাগরে যান্তি সংস্থিতিং।
তথৈবাশ্রমিণঃ সর্ব্বে গৃহস্থে যান্তি সংস্থিতিঃ ॥" (মনু)

তথৈবচ (অব্য) তথাচ এব চ চ চ দ্বন্দ্ব। ১ সেইরূপই, সেই প্রকারই। ২ রীতিপূর্ব্বক নয়, প্রকৃতপ্রস্তাবে নয়, মনো-যোগ ব্যতিরেকে।

তথ্য (ক্লী) তথা-সাধু তথা-যৎ (তত্র সাধুঃ। পা ৪।৪।৯৮) ১ সত্য, প্রকৃত, যথার্থ।

"তথ্যেনাপি ব্রুবন্দাপ্যো দন্ডং কার্ষাপণাবরং ॥" (মনু ৮।৩৭৪)

(ত্রি) তদ্যুক্ত।

তথ্যজ্ঞান (ক্লী) তথ্যস্য জ্ঞানং ৬তৎ। যথার্থজ্ঞান, প্রকৃতজ্ঞান। [তত্ত্বজ্ঞান দেখ।]

তথ্যভাষিন্ (ত্রি) তথ্যং ভাষতে ভাষ-ণিনি। যথার্থবাদী, সত্যবাদী, যে প্রকৃত কথা বলে।

তথ্যবাদিন্ (ত্রি) তথ্যং বদতি বদ্-ণিনি। সত্যবাদী।

তথ্যবোধ (পুং) তথ্যস্য বোধঃ ৬তৎ। তথ্যজ্ঞান, যথার্থজ্ঞান। [জ্ঞান দেখ।]

তথ্যানুসন্ধান (ক্লী) তথ্যস্য অনুসন্ধানং ৬তৎ। প্রকৃত অবস্থার অনুসন্ধান, স্বরূপ-নিরূপণ চেষ্টা, যথার্থনির্ণয়-প্রয়াস, তত্ত্বান্বেষণ।

তদ্ (ত্রি) তন্-আদি ডিচ্চ। ১ বুদ্ধিস্থপরামর্শবিশেষ, তিনি সেই। এই সর্ব্বনাম তদ্ শব্দের প্রথমাদি বিভক্তির রূপানুসারে তিনি তাহাকে, তাহা দ্বারা, তাহা হইতে, তাহাতে ইত্যাদি বুঝাইবে। [তৎ দেখ।]

তদংশ (পুং) তস্য অংশঃ ৬তৎ। তাহার ভাগ।

তদতিরিক্ত (ত্রি) তস্য অতিরিক্তঃ ৬তৎ। তাহার অতিরিক্ত, তাহা অপেক্ষা অধিক, তদধিক, তাহা হইতে পৃথক্, তাভিন্ন, তদ্ব্যতিরিক্ত।

তদধিক (ত্রি) তদতিরিক্ত।

তদনন্তর (ক্লী) তস্য অনন্তরং ৬তৎ। তাহার পর, তৎপরে।

তদন্ত (ত্রি) এইরূপে সম্পন্ন বা শেষ হওয়া। (পুং ক্লী) অভিপ্রায়, মতলব, তদারক।

তদন্ন (ত্রি) তদেব অন্নং যস্য বহুব্রী। তাদৃশ জাগ্রদবস্থায় যেরূপ অন্নাদি ভোজনশীল স্বপ্নাবস্থায়ও সেই প্রকার।

"তদন্নায় তদপসে তং ভাগং" (ঋক্ ৮।৪৭।১৬)

'যদেব জাগরাবস্থায়াং ভোজ্যত্বেন প্রসিদ্ধং মধুপায়সাদি তদেব অন্নং যস্য সঃ। তাদৃশায় প্রত্যক্ষভোজনবৎ স্বপ্নেঽপি ভোক্তে' (সায়ণ) তস্য অন্নং ৬তৎ। তাহার অন্ন।

তদনন্যত্ব (ক্লী) তয়োরনন্যত্বং ৬তৎ। কার্য্য ও কারণের অভেদ, কার্য্য ও কারণ একই।

"তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ" (বেদান্তসূ°) বেদান্তদর্শনের মতে কার্য্য ও কারণ এক; ইঁহারা বলেন শাস্ত্রতঃ ও যুক্তিতঃ কার্য্যকারণের ভেদ না থাকাই প্রতীত হয়। আকাশাদি বহু পদার্থান্বিত জগৎ কার্য্য ও পরব্রহ্ম কারণ। জগৎ কার্য্য যে ব্রহ্ম, কারণ হইতে অত্যন্ত ভিন্ন নহে, উপনিষদ্‌সকল এক-বাক্যে তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

ছান্দোগ্য উপনিষদে একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান সিদ্ধ হওয়ার কথা বর্ণিত আছে—যেমন মৃত্তিকা জানিলে সমস্ত মৃন্ময় জানা হয়। মৃন্ময়ই সত্য, বাক্যসৃষ্টি বিকারসকল নাম ব্যতীত অন্য কিছু নহে। এই বাক্যে বলা হইয়াছে, মৃত্তিকাই ঘট শরাবাদির পারমার্থিক রূপ, ঘট, শরাব এই সকল কেবল নাম অর্থাৎ কথামাত্র। সুতরাং মৃত্তিকা জানিলে ঘট শরা-বাদি সমস্ত মৃত্তিকা জানা হয়। ঘট শরাব এ সকল মৃত্তিকাই উহাদের রূপ, সুতরাং মৃত্তিকাই সত্য, তদ্বিকার সকল মিথ্যা বা নামমাত্র। মৃত্তিকার অন্য সংস্থান কাল্পনিক, মৃত্তিকার ও মৃত্তিকাকার্য্যের দৃষ্টান্তে কারণ ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত কার্য্যভূত জগৎ নাই। এ সমুদায় ব্রহ্ম; যদি এ সকল ব্রহ্ম বলিয়া অস্বী-কার কর, তাহা হইলে শ্রুতিপ্রমাণোক্ত এক বিজ্ঞানে সর্ব্ব-বিজ্ঞান সিদ্ধ বা সম্পন্ন হইবে না। যেমন ঘটাকাশ প্রভৃতি মহাকাশ হইতে ভিন্ন নহে, মৃগতৃষ্ণিকা যেমন ঊষর ভূমির অনতিরিক্ত; সেইরূপ কারণ ও কার্য্য একই। (বেদান্তদ°) [হেতু ও ব্রহ্ম দেখ।]

তদনুরূপ (ত্রি) তস্য অনুরূপঃ ৬তৎ। তাহার মত, তদ্রূপ, তৎসদৃশ।

তদনুসার (পুং) তস্য অনুসারঃ ৬তৎ। সেই অনুসারে, তাহা যেরূপ সেই প্রকারে।

তদনুসারিন্ (ত্রি) তদনুসরতি অনু-সৃ-ণিনি। তদনুযায়ী, সেই অনুসারে যে চলে।

তদন্য (ত্রি) তস্মাদন্যঃ ৫তৎ। তাহা হইতে পৃথক্, তদ্ভিন্ন।

তদন্যবাধিতার্থপ্রসঙ্গ (পুং) তদন্যঃ বাধিতার্থস্য প্রসঙ্গঃ। প্রমাণবাধিত অর্থের প্রসঙ্গ রূপ তর্কভেদ। তর্ক পাঁচ প্রকার—আত্মাশ্রয়, অন্যোন্যাশ্রয়, চক্রক, অনবস্থা, প্রমাণবাধিতার্থ প্রসঙ্গ। [বিশেষ বিবরণ তর্ক দেখ।]

তদপি (অব্য) তথাপি।

তদভিন্ন (ত্রি) তস্মাদভিন্নঃ ৫তৎ। তাহা হইতে অভিন্ন, তাহার সহিত এক, তৎস্বরূপ।

তদপস্ (অব্য) [বৈ] তৎপ্রসবকর্ম্মা।

"শশ্বত্তমং তদপা বহ্নিরহাৎ।" (ঋক্ ২।৩৮।১)

তদর্থ (ত্রি) ১ তৎপ্রয়োজনক, তদুদ্দেশক। "অন্তেবাসী বার্থাং তদর্থেষু ধর্মকৃত্যেষু।" (দায়ভাগ°) ২ তদভিধেয়। ৩তৎ-প্রয়োজন, সেই কারণ, তজ্জন্য, তন্নিমিত্ত।

তদর্পণ (ক্লী) তস্য তস্মিন্ নিক্ষিপ্তস্য অর্পণং ৬তৎ। তদ্বস্তুর প্রত্যর্পণ, তাহার বা তাহাতে ন্যস্ত বস্তুর প্রত্যর্পণ।

তদর্হ (ত্রি) তদ্যোগ্য।

তদবধি (ক্লী) সং অবধি র্যস্মিন্ তৎ বহুব্রী। সেই অবধি, সেই সময় বা ঘটনা হইতে, তদা প্রভৃতি।

তদবস্থ (ত্রি) সা অবস্থা যস্য বহুব্রী। যে সেই অবস্থায় আছে, যে সেইভাবে রহিয়াছে, যাহার পূর্ব্ব অবস্থার পরিবর্ত্তন বা ব্যতিক্রম ঘটে নাই। তদ্ভাবাপন্ন।

তদা (অব্য) তস্মিন্ কালে তদ্-দা। (তদোদা চ। পা ৫।৩।১৯) তখন, সেই সময়ে। "ন চ স্বং কুরুতে কর্ম্ম তদোৎক্রামতি মূর্ত্তিতঃ॥" (মনু ১।৫৫)

তদাত্মন্ (পুং) ১ তৎস্বরূপ। ২ তদ্ভিন্ন, তাহা হইতে অভিন্ন, তাহার সহিত এক।

তদাত্ব (ক্লী) তদা ইত্যস্য ভাবঃ তদা-ত্ব। তৎকাল, বর্ত্তমান কাল। "তদাত্বে চায়তিকাং পীড়াং তদা সন্ধিং সমাশ্রয়েৎ।" (মনু ৭।১৬৯)

তদানীং (অব্য) তস্মিন্ কালে তদ্-দানীং। তদোদা চ। পা ৫।৩।১৯) তখন, সেই সময়ে। "নাসদাসীন্নোসদাসীত্তদানীং" (ঋক্ ১০।১২৯।১)

তদানীন্তন (ত্রি) তত্র ভব ইতি টুাল্ তুট্ চ। তদাতন, তৎ-কালীন, সেই সময়ে যাহা ঘটিয়াছে।

তদাপ্রভৃতি (ত্রি) তদা তৎকালঃ প্রভৃতিরাদির্যস্য বহুব্রী। সেই অবধি, তদবধি। "তদা প্রভৃত্যেব বিমুক্তসঙ্গঃ" (কুমার) তদাশব্দ সকল স্থলেই প্রায় সপ্তমীর অর্থে ব্যবহৃত হয়, কচিৎ প্রথমার অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

তদামুখ (ত্রি) তদা মুখং যস্য বহুব্রী। প্রারব্ধ, আরব্ধ।

তদাযুক্তক (পুং) তস্মিন্ আযুক্তঃ ৭তৎ। স্বার্থে কন্। রাজ-পারিষদবিশেষ।

তদিৎ (ত্রি) তদেতি ইণ ক্বিপ্ তুক্। তদ্বিষয়ক স্তোত্র।

তদিদর্থ (ত্রি) তদিৎ তদেবার্থঃ প্রয়োজনং যস্য বহুব্রী। তদ্বি-ষয়ক স্তোত্র, যাহাদের প্রয়োজন আছে। "বয়মু ত্বা তদিদর্থা ইন্দ্র" (ঋক্ ৮।২।১৬) 'ত্বদ্বিষয়কং স্তোত্রং তদিৎ তদেবার্থঃ প্রয়োজনং যেষাং তাদৃশাঃ' (সায়ণ)

তদীয় (ত্রি) ১ তৎসম্বন্ধীয়, তাহার। ২ তাহার অধিকৃত। ৩ তাহার সম্বাম্পদীভূত।

তদুপরি (ত্রি) তৎ উপরি। তাহার উপর, তাহার উর্দ্ধে।

তদেক (ত্রি) সএব একঃ প্রধানং যস্য বহুব্রী। তাহার সহিত এক, তৎস্বরূপ, তদভিন্ন।

তদেকাত্মন্ (ত্রি) স এব একঃ আত্মা আত্মস্বরূপঃ যস্য বহুব্রী। তাহার সহিত অভিন্ন, তাহার সহিত এক।

তদোকস্ (ত্রি) সেই স্থান। "তদোকসে পুরুশাকায় বৃষ্ণে" (ঋক্ ৩।৩৫।৭) 'তদ্বহিরোকোনিলয়ে যস্য তস্মৈ' (সায়ণ)

তদোজস্ (ত্রি) সর্ব্ববলস্বরূপ। "সহস্রশৃঙ্গে বৃষভস্তদোজা" (ঋক্ ৫।১।৮) 'যৎপ্রসিদ্ধবলং তেজোবাস্তি তদেবোজো যস্য তাদৃশঃ সর্ব্ববলস্বরূপ ইত্যর্থ।' (সায়ণ)

তদ্গত (ত্রি) তৎ গতঃ ২তৎ। তৎপর, তন্নিষ্ঠ, তদাসক্ত।

তদ্গুণ (ত্রি) তস্য গুণ ইব গুণোঽস্য বহুব্রী। তত্তুল্য গুণযুক্ত, তদীয় গুণের ন্যায় গুণবিশিষ্ট। ২ অর্থালঙ্কারবিশেষ, যেখানে নিজ গুণ পরিত্যাগ করিয়া অপরের অত্যুৎকৃষ্ট গুণ গ্রহণ করা হয়, সেইখানে এই অলঙ্কার হইয়া থাকে। "তদ্গুণঃ স্বগুণত্যাগাদত্যুৎকৃষ্টগুণগ্রহঃ॥" (সাহিত্যদ° ১০ প°) উদাহরণ—"পদ্মরাগায়তে নাসামৌক্তিকং তেঽধরাত্বিষা" (সাহিত্যদ°)

তোমার নাসামৌক্তিক অধর কান্তিদ্বারা পদ্মরাগমণিসদৃশ হইয়াছে, এইস্থলে নাসামৌক্তিক নিজের গুণ পরিত্যাগ করিয়া অত্যুৎকৃষ্ট পদ্মরাগমণির গুণ গ্রহণ করায় তদ্গুণ অলঙ্কার হইল। (পুং) তস্য গুণঃ ৬তৎ। ৩ তাহার গুণ। ৪ প্রধান বিশেষণ, তদ্গুণসংবিজ্ঞান। "তদ্গুণসারত্বাৎ" (বেদান্তসূ°) 'তত্র প্রধানে গুণঃ বিশেষণং' (ভাষ্য)

তদ্গুণসংবিজ্ঞান (পুং) তত্র বহুব্রীহৌ গুণস্য গুণীভূতস্য বিশেষণস্য সংবিজ্ঞানং সম্যক্‌জ্ঞানং যত্র বহুব্রী। সমাসবিশেষ। বহুব্রীহি সমাস দুই প্রকার তদ্গুণসংবিজ্ঞান ও অতদ্গুণসংবিজ্ঞান। বহুব্রীহি সমাস করিলে সমস্যমান পদার্থ যেখানে সমাসবাচ্যে থাকে, তাহাকে তদ্গুণসংবিজ্ঞান বলা যায়। যথা "ত্রীণি লোচনানি যস্য স ত্রিলোচনঃ শিবঃ।" এখানে সমাসবাক্যে অর্থাৎ শিবে তিনটী লোচন রহিয়াছে বলিয়া ইহার নাম তদ্গুণসংবিজ্ঞান। [বিশেষ বিবরণ সমাস দেখ।]

তদ্দণ্ড (ত্রি) তৎদণ্ডং কর্ম্মধা। সেই দণ্ড, সেই সময়, সেইক্ষণ।

তদ্দিন (ক্লী) তৎ দিনং কর্ম্মধা। সেই দিন। "তদ্দিনং হি দুর্দ্দিনং যদেব হরিহরকথামৃতং" (পদ্যাবলী)

তদ্দিনম্ (অব্য) ১ দিন মধ্য। ২ প্রতিদিন। (শব্দার্থচি°)

তদ্ধন (ত্রি) তদেব অব্যয়েনা হীনং ধনং যস্য বহুব্রী। ১ কৃপণ। (হেম°) কৃপণ লোকদিগের যতই কেন ধন হউক না, তাহারা তাহাতে পর্য্যাপ্ত বিবেচনা না করিয়া ব্যয় করিতে সর্ব্বদা কুণ্ঠিত থাকে, এইজন্য পরে তাহারা 'তদ্ধন' এই আখ্যা প্রাপ্ত হয়। (ক্লী) তৎ ধনং কর্ম্মধা। ২ সেই ধন। তস্য ধনং ৬তৎ। ৩ তাহার ধন।

তদ্ধর্ম্মন্ (ত্রি) স ধর্ম্ম যস্য বহুব্রী। তথাভূতধর্ম্মযুক্ত।

তদ্ধিত (ত্রি) তস্মৈ হিতঃ ৪তৎ। ১ তাহার হিত, তাহার পক্ষে মঙ্গল, তদ্বিষয়ে উপযুক্ত। (পুং, ক্লী) ২ ব্যাকরণোক্ত প্রত্যয়বিশেষ, তদ্ধিত প্রত্যয় শব্দের উত্তর হয়।

"বিভক্ত্যাদি ত্রিকাদন্যঃ প্রত্যয়ঃ তদ্ধিতং মতং।
নামপ্রকৃতিকো নৈব যতিব্যাপ্ত্যাদিদোষতঃ॥"

"বিভক্তিধাত্বংশ কৃত্ত্যোঽন্যঃ প্রত্যয়ঃ তদ্ধিতঃ" (শব্দশক্তিপ্র°) বিভক্তি, ধাত্বংশ ও কৃৎ প্রত্যয় হইতে ভিন্ন যে প্রত্যয় তাহাই তদ্ধিত প্রত্যয়। তদ্ধিত প্রত্যয় দ্বিবিধ। প্রকৃত্যর্থভিন্নার্থক ও স্বার্থিক। যেস্থলে প্রকৃতির অর্থ বিভিন্ন হয় তাহাই প্রকৃত্যর্থ-ভিন্নার্থক আর যে স্থলে প্রকৃতির অর্থ বিভিন্ন হয় না, প্রকৃতির অর্থানুরূপ থাকে, তাহাই স্বার্থিক।

তদ্বল (পুং) তস্মিন্ লক্ষ্যে এব বলং যস্য বহুব্রী। বাণবিশেষ। (হেম°)

তদ্ভাব (পুং) তস্য ভাব ৬তৎ। ১ তাহার অসাধারণ ধর্ম্ম। যথা ঘটে ঘটত্ব, গোতে গোত্ব। তস্মিন্ ভাবঃ ৭তৎ। ২ তদ্বিষয়ক চিন্তন। "সদা তদ্ভাবভাবিতঃ" (গীতা)

তদ্ভাবাপন্ন (ত্রি) তদ্ভাবং আপন্নং ২তৎ। সেই ভাবপ্রাপ্ত, তাহার ভাবপ্রাপ্ত, যে সেই ভাবে রহিয়াছে, তাহার পূর্ব্বাবস্থার পরিবর্ত্ত বা ব্যতিক্রম ঘটে নাই, তদবস্থ।

তদ্ভিন্ন (ত্রি) তস্মাৎ ভিন্নঃ ৫তৎ। তাহা হইতে অন্য, তাহা হইতে পৃথক্, তদন্য, তদ্ব্যতিরিক্ত।

তদ্রাজ (পুং) তস্য রাজা ৬তৎ। ১ তাহার নৃপতি। ২ তদ্রাজ এই অর্থবিহিত তদ্ধিত প্রত্যয়বিশেষ। "তে তদ্রাজা ইত্যেবমাদয়ঃ প্রত্যয়াস্তদ্রাজসংজ্ঞকা ভবন্তি" (পা ৪।১।১৭৪) এই সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যয়সকল তদ্রাজসংজ্ঞা হইবে।

তদ্রূপ (ত্রি) তৎ রূপং কর্ম্মধা। ১ তদ্বিধ, সেই প্রকার। তৎ রূপং যস্মিন্ বহুব্রী। সেইরূপে, সেই প্রকারে, তদনুসারে।

তদ্বৎ (অব্য) তেন তুল্যং বা তয়া তুল্যা সা-চেৎ ক্রিয়া ইত্যর্থে বতি। ১ তৎসদৃশ ক্রিয়াযুক্ত। তস্যৈব তত্রৈব বা ইত্যর্থে বতি। ২ তত্তুল্য অর্থ, তৎসদৃশ। "তদ্বদ্বিনা বিশেষৈর্ন তিষ্ঠতে নিরাশ্রয়ং লিঙ্গং।" (সাংখ্যকা°) (ত্রি) তদ্ অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। তদ্বিশিষ্ট, তত্তুল্য, তাহার ন্যায়। "দ্রব্যাণি তদ্বন্তি পৃথক্‌পৃথগসংখ্যো" (ভাষাপ°) স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

তদ্বত্তা (স্ত্রী) তদ্বতো ভাবঃ তদ্বৎ-তল্-টাপ্। তদ্বিশিষ্ট। "পদার্থে তত্র তদ্বত্তা যোগ্যতা পরিকীর্ত্তিতা ॥" (ভাষাপ° ৮২)

তদ্বশ (ত্রি) তৎকাম। "তস্মা এতং ভরত তদ্বশায়।" (ঋক্ ২।১৪।২) 'তদ্বশায় সোমকামায়' (সায়ণ)

তদ্বা [তদ্বৎ দেখ।]

তদ্বাচক (ত্রি) তদর্থক, তৎপ্রকাশক।

তদ্বিধ (ত্রি) সা-বিধা প্রকারো যস্য বহুব্রী। তৎপ্রকার, তথাবিধ, সেই প্রকার। "ধর্ম্মার্থৌ যত্র ন স্যাতাং শুশ্রূষা বাপি তদ্বিধা ॥" (মনু ২।১১২)

তদ্ব্যতিরিক্ত (ত্রি) তস্মাৎ ব্যতিরিক্তঃ ৫তৎ। তাহা হইতে অন্য, তাহা হইতে পৃথক্, তদ্ভিন্ন, তদন্য।

তন (পুং) ধন। "মিত্রা তনা ন রথ্যাত বরুণে ॥" (ঋক্ ৮।২৫।২) 'তন্নাস্তি মুকুটকটকাদিনেতি তনানি ধনানি' (সায়ণ)

তনক (পুং) বেতনক।

তনবাল (পুং) জনপদবিশেষ ও তৎস্থানবাসী। (ভারত ভী°)

তনয় (পুং) তনোতি বিস্তারয়তি কুলং তন-কয়ন্ (বলিমালতনিভ্যঃ কয়ন্। উণ ৪।৯৯) ১ পুত্র। [পুত্র দেখ।] ২ জন্মলগ্ন হইতে পঞ্চম স্থান। (বৃহৎস°)

তনয়া (স্ত্রী) তনয়-টাপ্। ৭ কন্যা। ২ চক্রকুল্যালতা, চাকুলে লতা। ৪ ঘৃতকুমারী। তনয়া শব্দ "প্রিয়াদিষু" প্রিয়াদির মধ্যে গণনা হেতু সমাস করিলে পূর্ব্বপদ পুংবৎ হয় না, অর্থাৎ পুংলিঙ্গের মত হয় না, যথা, তনয়া জাতা যস্য সঃ তনয়াজাতঃ তনয়জাতঃ এই প্রকার হইবে না।

তনয়িত্নু (পুং) তন-শব্দে তন-ইত্নু পৃষোদরা° সাধুঃ। ১ অশনি। "অগ্নিং পূর্বা তনয়িত্নো রচিত্তাৎ" (ঋক ৪।৩।১) 'তনয়িত্নু রশনিঃ' (সায়ণ) ২ মেঘ। "অজ একাপাত্তনয়িত্নু রর্ণবঃ" (ঋক ১০।৬৬।১) 'তনয়িত্নুর্মেঘঃ' (সায়ণ)

তনস্ (পুং) তনোতি বংশং তন-অসুন্। পৌত্রাদি। "মা শেষসা মা তনসা" (ঋক্ ৫।৭০।৪) 'তনসা পৌত্রাদিনা' (সায়ণ)

তনা (স্ত্রী) তন-অচ্-টাপ্। ধন। (নিঘণ্টু)

তনাদি (পুং) ধাতুপাঠোক্ত ধাতুগণবিশেষ। এই তনাদি ধাতুর উত্তর সার্ব্বধাতুক (লট্, লঙ্ বিধিলিঙ্) বিভক্তিতে উ প্রত্যয় হয়। (পাণিনি)

তনিকা (স্ত্রী) তন্যতে ধাতুনামনেকার্থত্বাৎ বধ্যতে হনয়া করণে ইন্ সংজ্ঞায়াংকন্ কাপি অত ইত্বং। বন্ধনরজ্জু। (শব্দার্থচি°)

তনিমন্ (পুং) তনোর্ভাবঃ তনু-ইমনিচ্। ১ তনুত্ব, সূক্ষ্মত্ব, কৃশতা। "বিরলাতপস্তনিমানমভজত" (কাদ°) তনয়তি তনুং করোতি তনু ণিচ্-ইমনিচ্। ২ যকৃৎ। "অথ পার্শ্বয়ো রথ তনিম্নো হৃপবৃক্কয়োঃ" (শত° ব্রা° ২।৮।৩,১৭) 'তনিম্নঃযকৃতঃ' (ভাষ্য)

তনিষ্ঠ (ত্রি) অয়মনয়ো রতিশয়েন তনুঃ বা অয়মেষা মতিশয়েন তনুঃ তনু-ইষ্ঠন্। ক্ষুদ্র, দুই জনের মধ্যে অতিশয় কৃশ বা অনেকের মধ্যে অতিশয় তনু। "এতেষাং লোকানাং অন্তরিক্ষলোকস্তনিষ্ঠঃ" (শতপথব্রা° ৭।১।২।২০)

তনীয়স্ (ত্রি) বহূনাং মধ্যেঽয়মতিশয়েন। অল্প, অনেকের মধ্যে একজন, অতিশয় তনু। "পক্ষপুচ্ছানি তনীয়াংসীব" (শতপথ ব্রা° ৮।৭।২।১) স্ত্রিয়াং ঙীষ্।

তনু (স্ত্রী) তন-উ (ভৃমৃশী তৃচরীতি। উণ্ ১।৭) ১ শরীর। ২ ত্বচ্। "তনুভিরবতু বস্তাভিরষ্টাভিরীশঃ" (শকুন্তলা) (ত্রি) ৩ কৃশ। ৪ অল্প। ৫ বিরল। "তনুলোমকেশদশনাং মৃদ্বঙ্গীমুদ্বহেৎ স্ত্রিয়ং" (মনু ৩।১০)

৬ যোগশাস্ত্রোক্ত অস্মিৎ প্রভৃতি ক্লেশ। "অবিদ্যাক্ষেত্রমুত্তরেষাং প্রসুপ্ততনুবিচ্ছিন্নোদারাণাং" (পাতঞ্জল সাধন° ৪।)

অবিদ্যাই সকলপ্রকার দুঃখের মূল, অনাত্মাতে আত্মাভিমানের নামই অবিদ্যা। এক অবিদ্যা হইতেই অস্মিতাদি চতুর্বিধ ক্লেশের উৎপত্তি হয়। এই অস্মিতাদি ক্লেশ চারি প্রকার—প্রসুপ্ত, তনু, বিচ্ছিন্ন ও উদার। যে ক্লেশ চিত্তভূমিতে অবস্থিত থাকিয়াও তাহার সহকারী উদ্বোধক ব্যতিরেকে স্বীয় কার্য্য করিতে পারে না, তাহাকে প্রসুপ্ত বলা যায়। যেমন বাল্যাবস্থায় বালকদিগের চিত্ত বাসনারূপে অবস্থিত হইয়াও সহকারী উদ্বোধকের অভাবহেতু তাহা ব্যক্ত করিতে পারে না। যে ক্লেশ স্ব স্ব প্রতিপক্ষ ভাবনা দ্বারা স্বকার্য্যশক্তি শিথিল হইলে বাসনারূপে চিত্তমধ্যে অবস্থিত থাকে, কিন্তু প্রভূত কার্য্যারম্ভক সামগ্রীর অভাবে স্বকার্য্য আরম্ভ করিতে অক্ষম হয়, তাহাকে তনু বলা যায়। যেমন যোগিগণের চিত্তে বাসনা থাকে বটে, কিন্তু সেই বাসনা উপযুক্ত সামগ্রীর অভাবে কোনরূপ কার্য্য দেখাইতে পারে না। যে ক্লেশ অন্য প্রবল ক্লেশের আক্রমণে পরাভূত থাকে, তাহাকে বিচ্ছিন্ন বলে। যে ক্লেশ সহকারীর সান্নিধানমাত্র স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদন করে, তাহাকে উদার বলে।

(স্ত্রী) ৭ জ্যোতিষোক্ত লগ্ন স্থান। 'তনুনিধনখভেশাঃ কেন্দ্রকোণে ত্রিলাভে ॥" (জাতকালঙ্কার)

তনুক (ত্রি) তনু-স্বার্থে কন্। শরীর। [তনু দেখ।)

তনুক্ষীর (পুং) তনু অল্পং ক্ষীরং নির্যাসো যস্য বহুব্রী। আম্রাতক বৃক্ষ, আমড়া গাছ।

তনুগৃহ (ক্লী) জ্যোতিষোক্ত গৃহভেদ। [তনু দেখ।]

তনুচ্ছেদ (পুং) তনুং দেহং ছাদয়তি ছাদের্ঘঃ হ্রস্বশ্চ। (ছাদের্ঘেঽদ্ব্যুপসর্গস্য। পা ৬।৪।৯৬) কবচ, বর্ম্ম, সাঁজোয়া। "মাতলিস্তস্য মাহেন্দ্রমামুমোচ তনুচ্ছদং ॥" (রঘু ১২।৪৬)

তনুচ্ছায় (পুং) তন্বী ছায়া যস্য বহুব্রী। ১ আনবর্ব্বুরক বৃক্ষ। (রাজনি°)। (স্ত্রী ক্লী) ২ শরীরচ্ছায়া। (ত্রি) ৩ অল্প-ছায়াযুক্ত। (স্ত্রী) তন্বী ছায়া কর্ম্মধা। ৪ অল্পচ্ছায়া।

তনুজ (পুং) তনোর্দেহাৎ জায়তে জন-ড। ১ পুত্র। ২ জ্যোতিষোক্ত লগ্ন হইতে পঞ্চম স্থান।

তনুজা (স্ত্রী) তনুজ স্ত্রিয়াং টাপ্। কন্যা, দুহিতা।

তনুতা (স্ত্রী) তনু-ভাবে তল্ টাপ্। তনুত্ব, অল্পত্ব, কৃশতা।

তনুত্যজ্ (ত্রি) তনুং ত্যজতি ত্যজ-ক্বিপ্। যে তনু ত্যাগ করে, তনুত্যাগকারী। "যোগেনান্তে তনুত্যজাং" (রঘু ১।৮)

তনুত্যাগ (পুং) তনুনাং ত্যাগঃ ৬তৎ। দেহত্যাগ।

তনুত্র (ক্লী) তনুং ত্রায়তে ত্রা-ক। বর্ম্ম, সাঁজোয়া, যুদ্ধকালে আঘাত-নিবারণ জন্য যে লৌহময় আবরণ দ্বারা শরীর রক্ষা হইয়া থাকে।

তনুত্রবৎ (ত্রি) তনুত্রং বিদ্যতে অস্য তনুত্র-মতুপ্। তনুত্র-ধারী, বর্ম্মধারী।

তনুত্রাণ (ক্লী) তনুস্ত্রায়তেঽনেন ত্রৈ করণে ল্যুট্। বর্ম্ম।

তনুত্বচ্ (স্ত্রী) তন্বী ত্বক্ বল্কলং যস্যাঃ বহুব্রী। ১ ক্ষুদ্রাগ্নিমন্থ বৃক্ষ, গণ্ডরীগাছ। (ত্রি) ২ সূক্ষ্মত্বগ্‌যুক্ত।

তনুপত্র (পুং) তনূনি কৃশানি পত্রানি যস্য বহুব্রী। ১ ইঙ্গুদী বৃক্ষ। (ত্রি) ২ অল্প পত্রযুক্ত বৃক্ষমাত্র।

তনুভব (পুং) তনোর্ভবতি ভূ-অচ্ ৫তৎ। ১ পুত্র। "দৃশ্যতে তনুভবঃ শিশিরাংশো" (বৃহৎস° ৭।১৮) (স্ত্রী) কন্যা।

তনুভস্ত্রা (স্ত্রী) তনোঃ শরীরস্য ভস্ত্রাইব। নাসিকা। (শব্দর°)

তনুভাব (পুং) পাতলা। "সন্তানৈস্তনুভাবনষ্টসলিলাঃ।"(শকু°)

তনুভূমি (স্ত্রী) বৌদ্ধশ্রাবকগণের জীবনের একঅংশ।

তনুভৃৎ (ত্রি) তনুং বিভর্ত্তি ভৃ-ক্বিপ্। দেহধারী। "ছায়া ফলং তনুভৃতাং শুভমাদধাতি" (বৃহৎস° ৬৭।৯২)

তনুমধ্যা (স্ত্রী) তনু কৃশং মধ্যং যস্যাঃ বহুব্রী। ১ কৃশমধ্যা। ২ ষড়ক্ষরযুক্ত, গায়ত্রীজাতীয় ছন্দোবিশেষ, ইহার ১।২।৫।৬ বর্ণ গুরু। "মূর্ত্তিমুরশত্রোরত্যদ্ভুতরূপা আস্তাং মম চিত্তে নিত্যং তনুমধ্যা। (ছন্দোম°) (ত্রি) ৩ অল্প মধ্য।

তনুরস (পুং) তনোর্দেহস্য রস ইব। ঘর্ম্ম। (হারাবলী)

তনু(নূ)রুট্ (পুং) তনৌ তন্বাং বা রোহতি রুহ-ক্বিপ্। লোম।

তনুরুহ (ক্লী) তনৌ তন্বাং বা রোহতি রুহ-ক। লোম।

তনুল (ত্রি) তন উলচ্। বিস্তৃত।

তনুবাত (পুং) তনুঃ ক্ষীণঃ বাতঃ যত্র বহুব্রী। ১ নরকবিশেষ। (ত্রি) ২ অল্পবায়ুযুক্ত স্থান।

তনুবার (ক্লী) তনুং দেহং বৃণোতি বৃ-অণ্ উপপদস°। কবচ, সন্নাহ, সাঁজোয়া।

তনুবীজ (পুং) তনূনি কৃশাণি বীজানি যস্য বহুব্রী। ২ রাজ-বদরবৃক্ষ, নারিকেলেকুল (রাজনি°) (ত্রি) ২ স্বল্পবীজযুক্ত।

তনুব্রণ (পুং) তনুঃ ক্ষুদ্রঃ ব্রণো যত্র বহুব্রী। বল্মীকরোগ।

তনুস্ (ক্লী) তনোতি তন-উসি। শরীর, দেহ।

তনুসঞ্চারিণী (স্ত্রী) তনু অল্পং যথা তথা সঞ্চরতি সম্ চর-ণিনি ঙীপ্। যুবতী স্ত্রী। (শব্দমালা)

তনুসর (পু) তনোঃ সরতি তনু সৃ-অচ্ ৫তৎ। স্বেদ, ঘর্ম্ম।

তনু(নূ)হ্রদ (পু°) তনো হ্রদইব। পায়ু। (ত্রিকা°)

তনূ (পুং) তনোতি কুলং তন-উ। ১ পুত্র। "তাবাং বিশ্বকো হবতে তনূকৃথে" (ঋক্ ৮।৮৬।১) 'তনোতি কুলমিতি তনূঃ পুত্রঃ' (সায়ণ) (স্ত্রী) তনু-ঊঙ্। ২ শরীর। ৩ প্রজাপতি। ৪ গো। [তনূনপাৎ দেখ।]

তনূকরণ (ক্লী) অতনুং তনুং করণং অভূততদ্ভাবে চ্বি। অল্পী-করণ। "সমাধিভাবনার্থঃ ক্লেশতনূকরণার্থশ্চ" (পাতঞ্জলসূ° ২।২)

তনূকৃ, অতনুং তনুং করোতি তনু অভূততদ্ভাবে চ্বি কৃঞোঽনু-প্রয়োগঃ। অল্পীকরণ, পূর্ব্বে যাহা তনু (অল্প) ছিল না তাহাকে তনূ করা।

তনূকৃৎ (ত্রি) তনূ-কৃ-ক্বিপ্। পুত্ররূপশরীরকারী। "তনূকৃ-দ্বোধিপ্রমতিশ্চ" (ঋক্ ১।৩১।৯) 'তনূকৃৎ পুত্ররূপশরীর-কারী' (সায়ণ)

তনূকৃত (ত্রি) তনূ-কৃ-কর্ম্মণি ক্ত। ১ তষ্ট, অল্পীকৃত। (অমর)

তনূকৃথ (বৈ) পুত্রনিমিত্ত স্তুতি। "তা বাং বিশ্বকো হবতে তনূকৃথে" (ঋক্ ৮।৮৬।১) "তনূকৃথে তনোতি কুলমিতি তনূঃ পুত্রঃ তস্য বিকৃ্যাপে। নিমিত্ত হবতে স্তুতিভিরাহ্বয়তি।'(রামায়ণ)

তনূজ (পুং) তন্বাঃ দেহাৎ জায়তে জন-ড। পুত্র।

তনূজনি (পুং) তন্বাঃ জনি ৫তৎ। পুত্র। (স্ত্রী) কন্যা।

তনূজন্মন্ (পুং) তন্বাঃ জন্ম ৫তৎ। পুত্র। (স্ত্রী) কন্যা।

তনূজা (স্ত্রী) তনূজ-টাপ্। কন্যা।

তনূজাঙ্গ (ক্লী) পক্ষ, পালক।

তনূতল (পুং) পরিমাণভেদ, এক ব্যাম।

তনূত্যজ্ (ত্রি) শরীরত্যক্তা। "যে যুধ্যন্তে প্রধানেষু শূরাসো যে তনূত্যজঃ" 'তনূত্যজঃ শরীরাণাং ত্যক্তারঃ।' (সায়ণ)

তনূদূষি (ত্রি) শরীরদূষণ বা নাশকারী।

তনূদেবতা (পুং) অগ্নিমূর্ত্তিভেদ।

তনূদেশ (পুং) অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।

তনূদ্ভব (পুং) তনোরুদ্ভবতি উদ্-ভূ-অচ্ ৫তৎ। পুত্র। (স্ত্রী) কন্যা।

তনূনং (ক্লী) তন্বা ঊনং। বায়ু।

তনূনপ (ক্লী) তন্বা ঊনং কৃশং পাতি পা-ক। ঘৃত, ঘৃত শরীরের পুষ্টিসাধন করে এইজন্য ইহার নাম তনূনপ।

তনূনপাৎ [দ] (পুং) তনূং ন পাতয়তি পত-ণিচ্ ক্বিপ্। (নভ্রান্নপাৎ। পা ৬।৩।৭৫) ইতি নিপাতনাৎ ন লোপঃ বা তনূনপং ঘৃতং অত্তি-অদ-ক্বিপ্। ১ অগ্নি। "তনূনপাদুচ্যতে গর্ভ আসুরো" (ঋক্ ৩।২৯।১১) 'সোঽগ্নিস্তনূনপাদুচ্যতে। তনূঃ শরীরাণি ন পাতয়তি ন দহতীতি ব্যুৎপত্তেঃ' (সায়ণ) ২ প্রজাপতির পৌত্র।

"নরাশংস প্রতিশূরো মিমানস্তনূনপাৎ" (যজু ২০।৩৭)

'তনূনপাৎ তনোতি বিস্তারয়তি সৃষ্টিং তনুঃ প্রজাপতির্মরাচিঃ তস্য নপাৎ পৌত্রঃ কশ্যপাত্মজঃ' (বেদদীপ) (ক্লী) ৩ ঘৃত। ৪ অগ্ন্যুদ্দেশ্যক প্রযাজভেদ। "তনূনপাৎ পথ ঋতস্য যানাৎ" (নিরুক্ত ৮।৬)

তনূনপ্ত্ (পুং) তনোতি তনূঃ পরমাত্মা তস্য নপ্তা পৌত্র ৬তৎ। বায়ু, তনূঃ পরমাত্মা, পরমাত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে, আকাশ হইতে বায়ু, এইজন্য বায়ু পরমাত্মার পৌত্র। শ্রুতি ও বেদান্তদর্শনের মতে প্রথমে পরমাত্মা হইতে নিখিল জগতের উপাদান আকাশ উৎপন্ন এবং আকাশ হইতে বায়ু প্রভৃতি সমুদ্ভূত হইয়াছে। "এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূত আকাশাদ্বায়ুঃ" (শ্রুতি)

তনূপা (পুং) তনূং পাতি পা-ক্বিপ্। জঠরাগ্নি, জঠরাগ্নিদ্বারা ভুক্ত দ্রব্যসকল পরিপাক হয়, সারাংশসকল রক্ত-মাংসাদিরূপ শরীরে পরিণত হইয়া দেহকে পোষণ করে, এই জন্য জঠরাগ্নির নাম তনূপা।

"তনূপা অগ্ন্যসি" (শুক্লযজুঃ ৩।১৭) 'জঠরানলেন ভুক্তান্নে জীর্ণে রসবীর্য্যাদিপাকে সতি দেহপালনং ভবতি' (ভাষ্য°) ২ দেহপালকমাত্র। "উগ্রোঽবিতা তনূপাঃ" (ঋক্ ৪।১৬।২০) 'তনূপাঃ শরীরাণাং পালকঃ ইন্দ্রঃ (সায়ণ)

তনূপান (ত্রি) শরীরপালক, অঙ্গরক্ষ। "দেবপরাস্তনূপানাঃ (তৈত্তিরীয়স° ৫।৭।২।২)

তনূপাবন্ (ত্রি) তনূ বা জীবনরক্ষাকারী।

তনূপৃষ্ঠ (পুং) সোমযাগভেদ। [সোমযাগ দেখ।]

তনূবল (ক্লী) শরীর-বল।

তনূর (আরবী) উনান, চুলা।

তনূরুহ (ক্লী) তন্বাং রোহতি রুহ-ক। ১ লোম। ২ পক্ষী-দিগের পক্ষ, পাখীর ডানা। ৩ পুত্র। ৪ গরুৎ। (হেম°)

তনূরুহাঙ্কুর (ত্রি) লোম। "নাভি সরোবর তথির উপর তনূরুহাঙ্কুরদাম" (কবিকঙ্কণচণ্ডী)

তনূর্জ (পুং] উত্তম মনুর পুত্র একজন নৃপ।

"ঔত্তমেয়ান্ মহারাজ দশ পুত্রান্ মনোরমান্।
ইষ ঊর্জস্তনূর্জশ্চ মধুমাধব এব চ॥" (হরিবং ৭ অ°)

তনূবশিন্ (পুং) অগ্নি।

তনূশুভ্র (ত্রি) শরীরভূষক।

তনূহবিস্ (ক্লী) বৈদিক তনূরূপ হবিঃ। বেদমন্ত্রদ্বারা সংস্কৃত ঘৃতাদি হবনীয় বস্তু। "দ্বাদশাহান্তে তনূহবীংষি নির্ব্বপাত্" (কাত্যা° শ্রৌ° ৪।১০।৭) 'তনূহবীংষি অগ্নয়ে পবমানায়েত্যাদি' (কর্ক)

তনূহ্রদ [তনুহ্রদ দেখ।]

তন্খ্বা (পারসী) ১ অনুসন্ধান। ২ আন্দাজ করা। ৩ বেতন। ৪ হার।

তন্খ্বাদার (পারসী) বেতনভুক্।

তন্তি (স্ত্রী) তন কর্ম্মণি ক্তিচ্ বেদে ন দীর্ঘঃ ন লোপাভাবশ্চ। ১ দীর্ঘপ্রসারিতা রজ্জু। "বৎসানাং ন তন্তয়স্ত ইন্দ্র" (ঋক্ ৬।২৪।৪) 'তন্তির্নাম দীর্ঘপ্রসারিতা রজ্জুঃ' (সায়ণ) ২ গোমাতা।

তন্তিপাল (পুং) তন্তিং গোমাতরং পালয়তি পালি-অণ্। ১ গোমাতৃপালক। ২ সহদেব, বিরাটগৃহে সহদেব গুপ্তাবস্থান-কালে এই নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। "তেষাং গোসংখ্যাং আসন্ বৈ তন্তিপালেতি মাং বিদুঃ" (ভারত বিরাট ১০ অ°)

কোন কোন স্থলে তন্ত্রিপাল এইরূপ প্রয়োগ দেখা যায়। কিন্তু নীলকণ্ঠ ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করেন 'তন্ত্রিং বেণীভূততাং পালয়তি ইতি বিগ্রহেণ তন্ত্রিপালং বচনকরং।'

"তন্ত্রিপাল ইতি খ্যাত নাম্নাহং বিদিতস্তথা।" (ভারত ৪।৩৯ অ°)

তন্তু (পুং) তন্যতে বিস্তার্য্যতে তন-তুন্ (সিত নিগমীতি। উণ্ ১।৭০) ১ সূত্র। "তস্মিন্নোতমিদং প্রোক্তং বিশ্বং শাটীব তন্তুষু" (ভাগ° ৯।৯।৭) ২ গ্রাহ, হাঙ্গর। ৩ সন্তান, অপত্য। "তেষামুৎসৃজতন্তুনামপত্যং দায়মর্হতি॥" (মনু ৯।২০৩) ৪ তাঁত (Fiber)। [তাঁত দেখ।]

তন্তুক (পুং) তন্তুরিব কায়তি কৈ-ক বা সংজ্ঞায়াং কন্। ১ সর্ষপ। (স্ত্রী) নাড়ী।

তন্তুকাষ্ঠ (ক্লী) তন্তুসমন্বিতং কাষ্ঠং মধ্যলো°। তন্তুযুক্ত কাষ্ঠ, তাঁতের কাঠ।

তন্তুকী (স্ত্রী) তন্তুক স্ত্রিয়াং ঙীপ্। নাড়ী। (রাজনি°)

তন্তুকীট (পুং) তন্তুৎপাদকঃ কীট মধ্যলো°। কীটবিশেষ, কোষকার, গুটিপোকা।

তন্তুণ (পুং) তন বাহুলকাৎ তুনন্ নিপাতনাৎ ণত্বং দন্ত্যনকারান্ত ইত্যেকে। গ্রাহ, হাঙ্গর। (হেম°)

তন্তুনাগ (পুং) তন্তুর্নাগ ইব। গ্রাহ, হাঙ্গর।

তন্তুনাভ (পুং) তন্তুর্নাভৌ যস্য বহুব্রী, অচ্ সমাসান্তঃ। লূতা, মাকড়সা।

তন্তুনির্য্যাস (পুং) তন্তুবৎ নির্য্যাসো যস্য বহুব্রী। তালবৃক্ষ।

তন্তুপর্ব্বন্ (ক্লী) তন্তোঃ যজ্ঞোপবীতসূত্রস্য দানরূপং পর্ব্ব যত্র বহুব্রী। চান্দ্রশ্রাবণ-পৌর্ণমাসী, শ্রাবণমাসের পূর্ণিমা, এই তিথিতে ভগবান্ বামনদেবকে যজ্ঞোপবীত দান করিতে হয়।

"শিষ্য ত্রিজন্মদিবসে সংক্রান্তৌ বিষুবায়নে।
সন্তীর্থেঽর্কবিধুগ্রাসে তন্তুদামনপর্ব্বণোঃ।
মন্ত্রদীক্ষাং প্রকুর্ব্বাণো মাসর্ক্ষাদীন্ন শোধয়েৎ।" (স্মৃতি)

'তন্তুপর্ব্ব পরমেশ্বরোপবীতদানতিথিঃ'—শ্রাবণী পূর্ণিমা। (রঘুনন্দন)

এই তিথিতে নক্ষত্র প্রভৃতি বিরুদ্ধ হইলেও যজ্ঞোপবীত দান অবশ্য কর্ত্তব্য। এই পূর্ণিমাতে মঙ্গলের জন্য হস্তে রক্ষা-সূত্র ধারণ করিতে হয়। ইহার বিষয় নির্ণয়সিন্ধুতে এই প্রকার লিখিত হইয়াছে। শ্রাবণী-পূর্ণিমার দিন প্রাতঃকালে বিধিপূর্ব্বক স্নান করিয়া দেবতা ও ঋষিদিগের তর্পণ করিবে। পরে অপরাহ্ণ সময়ে রক্ষা-পোটলিকা সিদ্ধার্থ ও অক্ষত দ্বারা অর্পিত করিয়া তাহাতে সুবর্ণসংযুক্ত করিয়া দিতে হইবে। তাহার পর পুরোহিত এই মন্ত্রদ্বারা রক্ষাসূত্র বন্ধন করিয়া দিবেন। মন্ত্র—

"যেন বদ্ধো বলিরাজা দানবেন্দ্রো মহাবলঃ।
তেন ত্বামপি বধ্নামি রক্ষে মা চল মা চল॥"

এই রক্ষাসূত্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র প্রত্যেকেরই যথাশক্তি ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়া ধারণ করিতে হয়। এই রক্ষাবন্ধ প্রতিপৎ ও দ্বিতীয়াযুক্ত হইলে করিবে না। [রক্ষা-বন্ধন দেখ।]

তন্তুভ (পুং) তন্তুরিব ভাতি ভা-ক। ১ সর্ষপ।

"মরীচং পিপ্পলং কোষং জীরকস্তন্তুভং তথা।
সংস্কারে চ সমক্ষে চ মহাদেব্যৈ নিবেদয়েৎ॥" (কালিকাপু°)

২ বৎস, বাছুর।

তন্তুমৎ (পুং) তন্তুঃ বিদ্যতে হস্য তন্তু-মতুপ্। অগ্নি।

তন্তুমতী (ত্রি) তন্তুমৎ স্ত্রিয়াং ঙীষ্। মুরারির মাতা।

তন্তুর (ক্লী) তন্তুরস্ত্যস্য কুঞ্জাদিত্বাৎ তন্তু-র। মৃণাল। (শব্দর°)

তন্তুল (ক্লী) তন্তু-র রস্য ল বা তন্তু-লচ্। মৃণাল। (হেম°)

তন্তুবান (ত্রি) বয়ন।

তন্তুবাপ (পুং) তন্তূন্ বপতি বপ অন্। ১ তন্তুবায়, তাঁতি। ২ তন্ত্র, তাঁত। (শব্দমালা)

তন্তুবায় (পুং) তন্তূন্ বয়তি বিস্তারয়তি বৈ-অণ্। ১ লূতা, মাকড়সা। ২ নবশাখা (শায়ক) র অন্তর্ভুক্ত জাতিবিশেষ, তন্ত্রবায়, তাঁতি। [নবশাখ দেখ]

বস্ত্রবয়নোপজীবীলোক মাত্রকেই তন্ত্রবায় বলে, সুতরাং যে সকল লোক এই ব্যবসায় মাত্র অবলম্বন করিয়াছে তাহারা সকলেই নবশাক অন্তর্ভুক্ত তন্তুবায় জাতিসম্ভূত নহে। নানা ভিন্ন জাতি এক ব্যবসা অবলম্বন করায় ঐ সাধারণ বৃত্তিবোধক আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। সকলেই বলিয়া থাকে, উহারা শিবদাস বা ঘামদাসের বংশধর। এক দিন ভাবে বিভোর হইয়া নৃত্য করিতে করিতে মহাদেবের শরীর হইতে একবিন্দু ঘর্ম্ম পতিত হয়; ঐ ঘর্ম্মবিন্দু হইতে তৎক্ষণাৎ শিবদাস উৎপন্ন হইল। ঘর্ম্ম হইতে জন্ম বলিয়া ইহার নাম ঘামদাস। অতঃপর মহাদেব একটী কুশ গ্রহণ করিয়া উহা হইতে ঘামদাসের জন্য কুশবতী নামে কন্যা সৃষ্টি করিলেন। ঐ কুশবতী ঘামদাসের পত্নী হইল। শিবদাসের চারিপুত্র বলরাম, উদ্ধব, পুরন্দর ও মধুকর। এই চারিজন হইতে চারি সম্প্রদায়ের তন্তুবায় সৃষ্টি হইল। জাতিকৌমুদীর মতে মণিবন্ধ পুরুষ ও মণিকার স্ত্রী হইতে তন্তুবায় উৎপন্ন। পরশুরামের জাতিমালা মতে—

"তৈলিকাৎ মণিকন্যায়াং তন্ত্রবায়স্য সম্ভবঃ।"

তৈলিকের ঔরসে মণিকারকন্যার গর্ভে তন্ত্রবায়ের জন্ম হইয়াছে।

রুদ্রযামলোক্ত জাতিমালা মতে—

"মণিবন্ধাৎ থানিকার্য্যাং তন্তুবায়শ্চ জজ্ঞিবান্।
তন্তূন্ দত্ত্বা মুনিশ্রেষ্ঠে তন্ত্রবায়মবাপ্তবান্॥
মণিবন্ধ্যাং তন্ত্রবায়াৎ গোপজীবস্য সম্ভবঃ।"

মণিবন্ধের ঔরসে ও থানিকারী-কন্যার গর্ভে তন্তুবায় জন্মগ্রহণ করিয়াছে। মুনিবরকে তন্তু দিয়াছিল বলিয়া তন্ত্রবায় নাম প্রাপ্ত হয়। তন্তুবায়ের ঔরসে ও মণিবন্ধ-কন্যার গর্ভে গোপজীবের জন্ম।

মনুসংহিতার মতে—

"নৃপায়াং বৈশ্যসংসর্গাদায়োগব ইতি স্মৃতঃ।
তন্তুবায়ো ভবন্ত্যেব বসুকাংস্যোপজীবিনঃ।
শীলকাঃ কেচিত্তৈরেব জীবনং বস্ত্রনির্ম্মিতৌ॥"

ক্ষত্রিয়াণীর গর্ভে বৈশ্যের ঔরসে আয়োগব জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তন্তুবায়ও এইরূপ। ইহাদের জীবিকা বস্ত্রনির্ম্মাণ। আবার অনেকের মতে বিশ্বকর্ম্মার ঔরসে শাপভ্রষ্টা ঘৃতাচীর গর্ভে ৮ পুত্র জন্মে। বিশ্বকর্ম্মা ঐ অষ্ট পুত্রকে ভিন্ন ভিন্ন শিল্পশাস্ত্র শিক্ষা দেন। তাহাদিগের হইতেই অষ্টজাতীয় শিল্পী উৎপন্ন হয়। তন্তুবায় ইহাদের একতম।

বাঙ্গালায় তন্তুবায়গণ নিম্নলিখিত সম্প্রদায়ে বিভক্ত যথা— আশ্বিনা বা আসল তাঁতি, ইহারা আবার বর্দ্ধমানী, বর্ণকুল, মহাকুল, মান্দারণ ও উত্তরকুল এই পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত। বলরামী. বঙ্গ, বড়ভাগিয়া বা বাঁশপানিয়া, বারেন্দ্র, ছোটভাগিয়া

বা কায়েত, তাঁতি কাতুর, কোরা, ক্ষীর, মধুকরী, মগন, মড়িয়ানী, নীর, পাত্র, পুরন্দরী, পূর্ব্বকূল, রাঢ়ী ও উত্তরী।

বেহারস্থ তন্তুবায়গণ বৈশ্বর, বনৌধিয়া, চামার, কৈশ্বর, কাহার, কনৌজিয়া, ত্রিহুতিয়া ও উত্তরা।

উড়িষ্যায় তন্তুবায়গণ মাতিবংশতাঁতি, গালাতাঁতি ও হংসীতাঁতি এই কয় শ্রেণীতে বিভক্ত।

বাঙ্গালায় তাঁতিদিগের উপাধি—বরাশ, বসাক, ভড়, ভদ্র, বৌ, বিট্, চন্দ, চুগরী, দালাল, দাস, দত্ত, দে, গুঁই, প্রামাণিক, হংসী, যাচনদার, কর, লু, মণ্ডল, মেষ, মুখিম, নন্দী, পাল, সাধু, সর্দ্দার, রক্ষিত ও শীল।

বেহারে উপাধি—দাস, মহাতো, মাঝি, মরান্ত ও মারিক।

বাঙ্গালায় তাঁতিগণ অগস্ত্য ঋষি, অলম্যাসী, অলম্যান, অত্রিঋষি, বড়ঋষি, বাৎস্য, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, ব্রহ্মঋষি, গর্গঋষি, গৌতম, জনঋষি, কাশ্যপ, কুল্যঋষি মধুকুল্য, পরাশর, শাণ্ডিল্য, সাবর্ণ ও ব্যাস এই কয়েকটী গোত্রে বিভক্ত। বেহারে ইহাদের চামরতানি, হিন্দুয়া, কাশ্যপ, প্রভৃতি গোত্র আছে।

পশ্চিমবঙ্গে আশ্বিনা তাঁতিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ইহারা বলে, আশ্বিন তাঁতিগণই মূল জাতি; ইহা হইতেই অপরাপর তন্তুবায়গণ উৎপন্ন হইয়াছে। ইহারা ভিন্ন ভিন্ন স্থানের নামানুসারে ৫টী বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত। আশ্বিন তাঁতিদিগের একটী বিশেষ লক্ষণ এই যে, ইহাদের স্ত্রীলোকেরা নাসিকায় কখন মাকড়ী ধারণ করে না।

ঢাকার তাঁতিগণ বড়ভাগিয়া বা ঝাম্পানিয়া ও ছোট-ভাগিয়া বা কায়তিয়া এই দুই দলে বিভক্ত। ঝম্পানে চড়িয়া বিবাহ করে বলিয়া প্রথম শাখাকে ঝাম্পানিয়া বলে। শেষোক্ত তাঁতিগণ পূর্ব্বে কায়স্থ ছিল, পরে বস্ত্রবয়নবৃত্তি অবলম্বন করায় জাতিচ্যুত হইয়াছে।

তন্মধ্যে প্রথমোক্ত অর্থাৎ বড়ভাগিয়া শাখাই বহুবিস্তৃত। ইহাদের অনেকের উপাধি বসাক। পূর্ব্বে কোন সম্ভ্রান্ত তন্তুবায় বস্ত্রবয়ন পরিত্যাগ করিয়া কাপড়ের ব্যবসা আরম্ভ করিলে তাঁহাকে এই উপাধি অর্পণ করা হইত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া-কোম্পানির কুঠিতে যে সকল তন্তুবায় নিযুক্ত ছিল, তাহাদের উপাধি বংশানুক্রমিক অদ্য পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। যথা—যাচনদার বা মূল্যনিরূপক, মুখিম পরিদর্শক, দালাল এবং সর্দ্দার অর্থাৎ এক দল কারিকরের সরদার।

ঢাকার মগ-বাজারে মগী শ্রেণী নামে এক দল জাতিভ্রষ্ট তন্তুবায় বাস করে। ইহারা পতিত হইলেও আচার-ব্যবহার শুদ্ধ তন্তুবায়গণের সমান।

ডাক্তার ওয়াইজ লিখিয়াছেন, ছোটভাগিয়া অর্থাৎ কায়েত তাঁতিগণ পূর্ব্বে সেকরা ছিল, পরে স্বব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া অপেক্ষাকৃত লাভজনক বস্ত্রবয়নব্যবসা আরম্ভ করে। এখন উহারাও বসাকদিগের সঙ্গে ভোজন করিতে পায়। বসাকগণ আবার তাহাদিগকে সামাজিক মর্য্যাদা প্রত্যর্পণ করেন।

অপেক্ষাকৃত ধনী কায়েত তাঁতিগণ আপনাদিগকে কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দেয়। এই তাঁতি ঢাকায় বাস করে। অনেকেই সেকরাগিরি, মহাজনী বা খোদক (নকাশি) বৃত্তি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে।

পূর্ব্ববঙ্গে বঙ্গতাঁতি নামে আর এক শ্রেণীর তাঁতির বাস আছে। ইহারা নাগরিক তাঁতিদিগের হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ইহারা বলে, তাহারাই ঐ দেশের আদিম তাঁতি এবং সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দেশে বস্ত্র দান করিয়া আসিতেছিল। যাহা হউক বসাক তাঁতিগণ ইহাদিগকে আপনাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করেন। ঢাকার ২০ মাইল উত্তরে ধামরাই নগরে প্রায় ২৫০ ঘর বঙ্গতাঁতি বাস করে। ঢাকার তাঁতিগণ বিবাহকালে রক্ত পট্টবস্ত্র পরিধান করে। কিন্তু এই বঙ্গ তাঁতিগণ বিবাহকালে শুক্লবস্ত্র পরিয়া থাকে। ইহারা শাড়ী- উড়ানী, ডোরিয়া প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া ঢাকায় ফুলতোলার জন্ত প্রেরণ করে। পূর্ব্বে এই ধামরাই নগরেই সুবিখ্যাত সূক্ষ্মসূত্র প্রস্তুত হইত। স্ত্রীলোকগণ চরকায় হস্ত দ্বারা ঐ সূক্ষ্মসূত্র প্রস্তুত করিত। উহাদের হস্তনির্ম্মিত সূক্ষ্ম সূত্রের প্রশংসা করিয়া একজন বলিয়াছেন যে, একজন কাটুনীর প্রস্তুত উৎকৃষ্ট ৮৬ গজ সূত্র ওজনে এক রতি অপেক্ষাও কম হইয়াছিল। এখন এক রতি সর্ব্বোৎকৃষ্ট সূক্ষ্মতম সূত্র ৭০ গজের অধিক হয় না। ইহাতে প্রমাণ হইতেছে যে, হয় স্ত্রীগণ পূর্ব্বের ন্যায় সূতা কাটিতে পারে না, কিংবা কার্পাস মোটা হইয়া গিয়াছে। সম্প্রতি উহাদের ঐ ব্যবসা বিলুপ্ত হইয়াছে।

বেহারের তাঁতিদিগকে তাঁতবা কহে। ইহারা প্রধানতঃ দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত—কনৌজিয়া ও ত্রিহুতিয়া।

বেহারের চামারতাঁতি ও কাহারতাঁতিগণ বোধ হয় কোন চামার ও কাহারজাতি হইতে উৎপন্ন। সম্ভবতঃ কোন চামার ও কাহার বস্ত্রবয়ন-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ক্রমে তাঁতি হইয়া পড়িয়াছে। উড়িষ্যার মাতিবংশ তাঁতিগণ মোটা কাপড় বয়ন করে। ইহাদের অনেকেই সম্প্রতি বস্ত্রবয়ন-বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া পাঠশালায় গুরুমহাশয়গিরি করিতেছে। গালাতাঁতিগণ সূক্ষ্ম বস্ত্র এবং হংসীতাঁতিগণ নানাবিধ রঙ্গিন বস্ত্র প্রস্তুত করে।

ঢাকায় অনেক হিন্দুস্থানী বা মুঙ্গেরিয়া তাঁতি বাস করে। ইহাদের অনেকেই বাহিরে খোরাদা, মুটিয়া, মজুর ও মালিগিরি এবং পাথাটানা ইত্যাদি কার্য্য করে। আবার গৃহে বস্ত্রবয়ন ও কৃষিকার্য্যও করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে দুই শ্রেণী আছে, কনৌজিয়া ও ত্রিহুতিয়া। কনৌজিয়াগণই সংখ্যায় অধিক, সমাজে ইহারা অনেক উন্নত। ত্রিহুতিয়াগণ পাল্কীবাহক, গায়ক, বাদ্যকর, সহিস, মাঝি প্রভৃতি নিকৃষ্ট বৃত্তি অবলম্বন করায় সমাজে হেয়।

বাঙ্গালার তন্তুবায়গণ নবশাখের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং ইহাদের বিবাহাদি অন্যান্য নবশাখ জাতির ন্যায়। পশ্চিমবঙ্গে কোথাও কেহ কেহ পণ গ্রহণ করিয়া কন্যার বিবাহ দেয়। কন্যাদান করাই সমাজে সর্ব্বত্র সম্মান-সূচক ও যশস্কর। সম্প্রতি অপর উচ্চ শ্রেণীস্থ হিন্দুর ন্যায় কন্যাকর্ত্তাকেও বরের বিদ্যা, বুদ্ধি ও ঐশ্বর্য্যানুসারে পণ দিয়া কন্যাদান করিতে হইতেছে।

বেহারে তাঁতিদিগের মধ্যে বিধবাবিবাহ ও পরিত্যক্তা-স্ত্রীর পুনর্ব্বার সাঙ্গা প্রচলিত আছে। স্ত্রী স্বজাতীয় কোন পুরুষের সহিত সহবাস করিলে ইহারা একটা প্রায়শ্চিত্ত করিয়া তাহাকে পুনর্ব্বার গ্রহণ করে, কিন্তু ভিন্নজাতীয় পুরুষের সহিত রত হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করে। এই তাঁতিদিগের সমজাতীয়া কোন স্ত্রীলোক ইহাদের উপপত্নীরূপে থাকিলে এবং পরে তাহাদের গর্ভে সন্তান উৎপন্ন হইলে তাহারা প্রথমতঃ সমাজে গৃহীত হয় না। কিন্তু মুখ্যদিগকে একত্র করিয়া একটা ভোজ এবং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অর্থ প্রদান করিলে পুনরায় ঐ স্ত্রী এবং তাহার সন্তানগণকে সমাজে গ্রহণ করা হয়।

বাঙ্গালার তাঁতিগণ প্রায় সমস্তই বৈষ্ণব ও খড়দহবাসী গোস্বামীদিগের শিষ্য। ইহারা মুখে গুম্ফ রাখা সমাজনিষিদ্ধ বলিয়া মনে করে। আজিও গোঁড়া এবং বৃদ্ধ তাঁতিগণ গোঁফ রাখে না; যাহা হউক সম্প্রতি অধিকাংশ যুবকই এ কুসংস্কার বড় মানে না। পূর্ব্ববঙ্গে তাঁতিদিগের মধ্যে কেহ পঞ্চায়ত বা সমাজপতি নাই। সর্ব্বাপেক্ষা ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তি নিজ সমাজভুক্ত অন্যান্য নির্ধন তাঁতিদিগের উপর প্রভুত্ব করে এবং উহাদের মধ্যে কলহাদি মীমাংসা করিয়া দেয়। ব্যবসায়সংক্রান্ত বিষয়সকল বৃহৎ বৃহৎ দল ও দলপতিদিগের দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়।

বাঙ্গালার সর্ব্বত্রই তন্তুবায়গণ ভাদ্রমাসে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উপলক্ষে মহোৎসব করিয়া থাকে। বিশেষতঃ ঢাকায় তন্তুবায়গণ এই সময় বিস্তর অর্থব্যয়ে মহা আড়ম্বর ও ঘটা করিয়া রাজপথে পর্ব্ব বাহির করে। পূর্ব্বে যখন ঢাকায় নবাব ছিলেন, তখন তাঁহার সৈন্যদল ও বাদ্যকরগণ এই ঘটায় যোগদান করিত। এখন ইহার জাঁকজমক অনেক কমিয়া গেলেও পূর্ব্ববঙ্গে ঢাকার জন্মাষ্টমী উৎসবই সর্ব্বপ্রধান। এই উৎসব ঢাকার দুই অংশে হইয়া থাকে। ঢাকার তন্তুবায়গণ বহুকাল হইতে তাঁতিবাজার ও নবাবপুর নামক নগরের দুইটী পল্লীতে বাস করিয়া আসিতেছে। এই দুই পল্লী হইতে নন্দোৎসবের দিন এক একটী পর্ব্ব বাহির হয় এবং সমস্ত সহর পরিভ্রমণ করে। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ঐ দুই দল পরস্পর মুখোমুখী হইয়া পড়ে, সুতরাং উভয় দলে ভয়ানক দাঙ্গা হইয়া যায়। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে গবর্মেণ্ট ভবিষ্যতে এইরূপ দাঙ্গার সম্ভাবনা নিবারণার্থ নিয়ম করিয়াছেন যে, একদিনেই দুই দল বাহির হইতে পারিবে না এবং পালাক্রমে এক এক বৎসর এক এক দল পূর্ব্ব দিনে এবং অন্যদল পর দিনে পর্ব্ব বাহির করিবে। তাঁতিবাজারের তন্তুবায়গণ কৃষ্ণের মুরলীমোহন মূর্ত্তির পূজা করে। নবাবপুরের তন্তুবায়দিগের ঠাকুর লক্ষ্মীনারায়ণ শালগ্রাম। উৎসব বাহির হইবার সময় অগ্রভাগে একশ্রেণী হস্তী ও ভূতপূর্ব্ব নবাবপ্রদত্ত পাঞ্জা অর্থাৎ মহরমের সময় বাহিত করের প্রতিমূর্ত্তি গমন করে। তৎপরে চতুর্দ্দোলে বহুসংখ্যক দেবমূর্ত্তি, যানাদির উপর বহুসংখ্যক মনুষ্য-পশ্বাদির নানারূপ হাস্যোদ্দীপক ও ব্যঙ্গব্যঞ্জক ছবি এবং নর্ত্তকী, কবি প্রভৃতি কৌতুকজনক গীত গাহিতে গাহিতে ও নানারূপ অঙ্গভঙ্গী দ্বারা লোকসকলকে প্রীত করিতে করিতে গমন করে। চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী বহু গ্রাম হইতে অসংখ্য লোক ঠাকুর দেখিতে যত না হউক ঠাকুরের পর্ব্বোপলক্ষে উৎসব দেখিতে ঢাকা নগরে আসিয়া থাকে।

বঙ্গতাঁতিগণ মহাসমারোহে কামদেবের পূজা করে। বাঙ্গালার তন্তুবায়গণ সাধারণতঃ এবং ঝাঁপানিয়া তাঁতিগণ একবারেই এই উৎসব করে না। কিন্তু ভাবাল, কামরূপ ও উহাদের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে অদ্যাপি এই পূজা প্রচলিত। মদনচতুর্দ্দশী অর্থাৎ চৈত্রকৃষ্ণ-চতুর্দ্দশীর দিন ঐ উৎসব সমাহিত হয়। পূর্ব্বে এই উৎসব সাতদিন ধরিয়া হইত। বঙ্গতাঁতিগণ জন্মাষ্টমী করিয়া থাকে বটে, কিন্তু তাহা ভিন্নরূপ। দুইটী বালককে বহুমূল্য বেশভূষায় কৃষ্ণ ও নন্দগোপ সাজাইয়া মহা-আড়ম্বরে গীতবাদ্যাদি সহ রাস্তায় ভ্রমণ করে। তন্তুবায়গণ সকলেই প্রথমতঃ কুলদেবতা বিশ্বকর্ম্মার পূজা করে, ঐ সময় চর্কি, নাটাই, দাকি, মাকু, শানা প্রভৃতি তন্ত্রের যন্ত্রসকলেরও পূজা হয়। বিশ্বকর্ম্মাপূজায় প্রায় প্রতিমূর্ত্তি গঠিত হয় না; অন্যান্য শিল্পীদিগের ন্যায় যন্ত্রাদিতেই বিশ্বকর্ম্মার অধিষ্ঠান জ্ঞান করিয়া পূজা করা হয়। পশ্চিমবঙ্গেও

তাঁতিগণ প্রায় সকলেই বৈষ্ণব, অনেকেই শিব, দুর্গা, কালী প্রভৃতির পূজা করিয়া থাকে বটে, কিন্তু ঐ সকল ঠাকুরের সম্মুখে ছাগবলি প্রদান করে না।

বেহারে তাঁতবা বা তাঁতিগণের মধ্যে অতি অল্পই বৈষ্ণব দৃষ্ট হয়। অধিকাংশই শক্তি-উপাসক। কনৌজিয়া তাঁতিগণ মহামায়ারূপে দুর্গার উপাসনা করে। বাঙ্গালাবাসী বেহারী তাঁতবাগণ দুর্গাপূজা করে, কালীপূজার দিন ঠাকুরের সম্মুখে ছাগবলি দেয় এবং মধু কুমার নামক তাহাদের পূর্ব্বপুরুষের নামে একটী খাসি অর্থাৎ ছিন্নমুষ্ক ছাগ বলি দেয়। তিহুতিয়া তাঁতিগণ অনেকে কালী, দুর্গা, মহাদেব প্রভৃতির উপাসনা করে, কিন্তু অধিকাংশই বুদ্ধরাম নামক ত্রিহুতবাসী জনৈক মুচির প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম মানিয়া চলে। এই বুদ্ধরাম মুচির মত অনেকাংশই নানকশাহের ন্যায়। তাঁহার মতাবলম্বী তাঁতিগণ জাতিভেদ মানে না, কিন্তু ধর্ম্মাচরণের নানাবিধ বাহ্য অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। বেহারের লোকে বন্দী, গোরৈয়া, ধর্ম্মরাজ প্রভৃতি যে সকল ঠাকুর পূজা করে সে সমস্ত ভিন্ন তাঁতিগণ সৈসিয়ার, কাকবর প্রভৃতি তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের পূজা করে। শ্রাবণ মাসের শনি ও মঙ্গলবারে ইহাদের উদ্দেশে মেষ বলি প্রদান করিয়া প্রেতপুরুষদিগকে প্রসন্ন করা হয়। এই কার্য্যে পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না। পুরুষগণ স্বয়ং কার্য্য সমাধা করে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে বাঙ্গালার তন্তুবায়গণ নবশাখের অন্তর্ভুক্ত; সুতরাং তাহাদের পুরোহিত ব্রাহ্মণই তন্তুবায়দিগেরও পৌরোহিত্য করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য তন্তুবায়দিগের যাজকতা করার জন্য তাঁহারা দুই চারিজন বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের নিকট হেয় হইলেও ব্রাহ্মণসমাজে কুলীন ব্রাহ্মণদিগের সমান মান্য লাভ করিয়া থাকেন।

বেহারের তাঁতবাগণের অনেক স্থানেই পুরোহিত নাই, আবার যেখানে আছে সেখানেও ইহাদের পুরোহিত ব্রাহ্মণগণ অতি নীচ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ মধ্যে পরিগণিত। অধিকাংশ স্থলে যেখানে তাঁতবাদিগের পুরোহিত নাই, ইহাদের মধ্যে একজন ব্রাহ্মণ সাজিয়া পৌরোহিত্য করিয়া থাকে। অনেক সময় ভাগিনেয়ই পুরোহিত হয়। এইরূপ অনার্য্য-ক্রিয়া দ্বারা স্পষ্টই বোধ হয়, বেহারস্থ তাঁতিগণ নীচজাতীয় এবং নীচজাতি হইতে ক্রমে হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সমাজে প্রবেশ করিয়াছে। উক্ত শ্রেণীর হিন্দুদিগের অনুকরণ করিয়া বেহারস্থ তাঁতিগণ ত্রয়োদশ দিবসে অশৌচান্ত করিয়া থাকে। যাহা হউক তথাপি হিন্দুসমাজে এবং কোন সদ্ব্রাহ্মণ ইহাদের হস্তে জল গ্রহণ করেন না।

কোন তাঁতি উচ্চ কি নিম্নশ্রেণীস্থ তাহা তাহাদের ব্যবহৃত মণ্ডদ্বারাই জানিতে পারা যায়। উচ্চশ্রেণীস্থ তন্তুবায়গণ বস্ত্রবয়নের সময় খৈ-মণ্ড ব্যবহার করে, এবং অন্নমণ্ডকে উচ্ছিষ্ট ও অপবিত্র জ্ঞান করে; কিন্তু নিম্নশ্রেণীস্থ তন্তুবায়গণ অন্নমণ্ড ব্যবহার করিয়া থাকে তজ্জন্য ইহাদিগকে মেড়োতাঁতি কহে। বাঙ্গালার তন্তুবায়গণ খাদ্যাখাদ্য বিষয়ে অন্যান্য নবশাখ জাতির ন্যায়। ইহারা সমাজে মদ্য বা মাংস ভক্ষণ করে না। কিন্তু বেহারস্থ তাঁতবাগণের মদ্য-মাংস সেবনে কোন বাধা নাই। মদ্যপানের পূর্ব্বে ইহারা প্রথমে দুই চারি ফোঁটা ইষ্টদেবতা কালী বা মহাদেবের নামে ভূমিতে ফেলিয়া দিয়া অবশিষ্ট পান করে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বস্ত্রবয়নই তন্তুবায়গণের উপজীবিকা। এই ব্যবসা উহারা আবহমান কাল অবলম্বন করিয়া আসিতেছে। কিন্তু সম্প্রতি বিলাতী সস্তা কাপড়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় উহাদিগের ঐ ব্যবসা বিলুপ্ত প্রায়। অধিকাংশ তন্তুবায় বাধ্য হইয়া বস্ত্রবয়ন পরিত্যাগ করিয়াছে এবং বাণিজ্য, কৃষি প্রভৃতি ব্যবসা অবলম্বন করিয়াছে। এইরূপে আশ্বিনা ও মাড়য়ালীদিগের প্রায় ¾ অংশ কৃষিকার্য্য অবলম্বন করিয়াছে। বলা বাহুল্য, যাহারা এইরূপে বৃত্তিত্যাগ করিয়া অন্য ব্যবসা অবলম্বন করিয়াছে, তাহাদের অবস্থা অনেক উন্নত হইয়াছে; কিন্তু যাহারা পুরুষানুক্রমিক বস্ত্রবয়নবৃত্তি অনুসরণ করিয়া আসিতেছে, তাহাদের উন্নতির কথা দূরে থাকুক, ক্রমশঃ দুর্দ্দশাই বৃদ্ধি হইতেছে, বস্ত্রবয়ন দ্বারা তাহাদের অন্নসংস্থান হয় মাত্র, সহজে কেহ সঞ্চয় করিতে পারে না। এবিষয়ে এ প্রদেশে একটী প্রবাদ আছে, সে প্রবাদটী এইরূপ।—মহাদেব শিবদাসকে সৃষ্টি করিয়া তাহাকে বস্ত্রবয়ন করিতে আদেশ করিলে শিবদাস সূত্র, তন্তু প্রভৃতির অভাব জানাইল। মহাদেব এক অসুরকে বধ করিয়া তাহার চক্ষু হইতে কার্পাসের গুটি সৃষ্টি করিলেন। ঐ গুটি হইতে কার্পাসবীজ সৃষ্টি হইল। পরে ঐ বীজ হইতে কার্পাস বৃক্ষ এবং ক্রমে উহা হইতে তুলা উৎপন্ন হইল। বিশ্বকর্ম্মা আসিয়া চর্কা প্রস্তুত করিয়া দিলেন। দুর্গা স্বয়ং সূতা কাটিয়া দিলেন, কিন্তু বলিলেন যে, প্রথম বস্ত্রখান তাঁহাকে দিতে হইবে। অনন্তর বিশ্বকর্ম্মা তন্ত্র নির্ম্মাণ করিলে দেবতাগণ আসিয়া উহার পৃথক্ পৃথক্ অঙ্গে অধিষ্ঠান করিলেন। মাকুতে পবন, শানায় অগ্নি ইত্যাদি। শিবদাস প্রথম বস্ত্রখানি বুনিয়া গৌরীকে প্রদান করিলে গৌরী পরম প্রীত হইয়া শিবদাসকে বর দিতে চাহিলে শিবদাস বলিল, যেন একখানি বস্ত্র বুনিয়া ছয়মাস খাইতে পাই

এই বর দাও। গৌরী তথাস্তু বলিলেন। এদিকে ইন্দ্রাদি দেবগণ দেখিলেন, শিবদাস বর লইয়া গেল যে, একখানি বস্ত্রে তাহার ছয়মাস চলিবে। সুতরাং এত লোকের বস্ত্র সঙ্কুলান হইবে না। যাহাতে সে অনেক বস্ত্র বয়ন করে, তাহার উপায় করা নিতান্ত প্রয়োজন। এইরূপ ভাবিয়া তাঁহারা সরস্বতীকে শিবদাসের পত্নী কুশাবতীর নিকট প্রেরণ করিলেন। সরস্বতী কুশাবতীর কণ্ঠে গিয়া বসিলেন। ইতিমধ্যে শিবদাস বর লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলে কুশাবতী জিজ্ঞাসা করিল, "কি বর লইয়াছ?" শিবদাস আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ বলিল। কুশাবতী সরস্বতীর প্ররোচনায় বলিল, "ও কি বর লইয়াছ একখানি কাপড় বুনিয়া ছয়মাস বসিয়া থাকিবে, তাহা হইলে ছেলেরা কাজকর্ম্ম শিখিবে কেমন করিয়া; প্রতিদিন কাপড় বুনিবে, তবে ত পুত্রগণ কর্ম্মিষ্ঠ হইবে। যাও এখনি বর ফিরাইয়া আন যে, রোজ কাপড় বুনিব আর রোজ খাইব।" শিবদাস স্ত্রীবুদ্ধির প্রশংসা করিয়া তৎক্ষণাৎ বর ফিরাইয়া আনিল। তদবধি সে প্রতিদিন বুনিতে লাগিল আর প্রতিদিন তাহা বেচিয়া খাইতে লাগিল। দেবতাদের ইচ্ছা পূর্ণ হইল। এইরূপে বুদ্ধিমান্ তন্তুবায়দিগের সুবুদ্ধি আদিপুরুষ স্বীয় মহা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়া আপনাকে এবং নিজ বংশধরদিগকে কর্ম্মকুশল ও পরিশ্রমী হইতে বাধ্য করিলেন। অদ্যাপি অজ্ঞ তন্তুবায়গণ আপনাদের দুরবস্থার জন্য এই উপাখ্যান বলিয়া তাহাদের আদিপুরুষকে দোষী করিয়া থাকে।

এই গল্পটীর মূলে কিছু সত্য থাকুক আর নাই থাকুক, সাধারণ লোকের দৃঢ় বিশ্বাস, তন্তুবায়গণের বুদ্ধি তাহাদের উপাখ্যানবর্ণিত আদিপুরুষ হইতে অধিক পৃথক নহে। তাঁতির নির্ব্বুদ্ধি ও ভীরুতার অর্থ যেন পারিভাষিক হইয়া পড়িয়াছে। তাহার উপর ইহারা নিরীহ, দুর্ব্বল, স্বতঃই ভীরু, উদ্যমশূন্য ও স্বল্পেই সন্তুষ্টচিত্ত, সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া কষ্টে দিনপাত করিতে পারিলে তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকে। বলবানের অত্যাচার শান্তভাবে সহ্য করে, ক্ষমতা সত্ত্বেও কাহারও বিরুদ্ধে হস্তোত্তোলন করে না। ইহাদের নির্ব্বুদ্ধিতা যত হউক না হউক, লোকের বিশ্বাস তাঁতি বলিলেই নির্ব্বোধ ও কাপুরুষ বুঝিতে হইবে। এই বিশ্বাস এতই প্রবল যে, ইহাদের নির্ব্বুদ্ধিতার এই প্রকার নানারূপ গল্প প্রচলিত হইয়াছে। কোন তাঁতি উলুবনে বন্যাভ্রমে সন্তরণ দিতেছে, ওদিকে কোন তাঁতি ভূপতিত পিষ্টককে জীর্ণ চন্দ্র-ভ্রমে চাহিয়া দেখিতেছে, কোন তাঁতি খৈ-বন্ধনে বদ্ধ আছে, আবার চাঞ্চী অর্থাৎ দলপতি আসিয়া মুখ হইতে খড়ের ঢাকা, চক্ষু বন্ধন ও কর্ণের তুলা খুলিয়া অগাধ বুদ্ধির একবারমাত্র বিকাশ করিয়া থাম কাটিয়া হাত বাহির করিবার সুযুক্তি প্রদান করিতেছে এবং তৎক্ষণাৎ পুনর্ব্বার চক্ষে ঠুলি, মুখে খড় ও কর্ণে, তুলা ঢাকা দিতেছে, কি জানি সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি বাহির হইয়া যায়। এদিকে কোন তন্তুবায় পয়স্বিনী গাভীকে একমাস কাল দোহন না করিয়া পিতৃশ্রাদ্ধদিনে একবারেই তাহার এক মাসের দুগ্ধ দোহন করিতে গিয়া যখন পাইতেছে না তখন গাভী-পৃষ্ঠোপবিষ্ট দংশককে ক্ষীরচোর বোধে তাহাকে মারিতে গিয়া গাভীকে হত্যা করিতেছে এবং দংশক যেমন উড়িয়া তাহার ভ্রাতার কপালে বসিতেছে, অমনি ভ্রাতা হস্ত দ্বারা ইঙ্গিতে দেখাইয়া দিতেছে, ডাঁশ এখানে; তন্তুবায় ভ্রাতাকেও ধরাশায়ী করিতেছে। ওদিকে কোন তাঁতি লোভে কষ্ট পাইতেছে। কোন তাঁতি গাল হইতেছে। কোথাও তাঁতিগণ দলবলে ভেকগণের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইতেছে। এরূপে শত শত গল্প অতিরঞ্জিতভাবে ইহাদের গ্লানি করিয়া থাকে। এই সকল গল্প তন্তুবায়দিগের নির্ব্বুদ্ধিতা-পরিচায়ক হউক বা না হউক, রচয়িতাদিগের বিদ্বেষ-বুদ্ধি, পরনিন্দাপ্রিয়তা ও তন্তুবায়দিগের উপর বদ্ধমূল বিরাগ স্পষ্ট প্রকাশ করে।

যাহা হউক সম্প্রতি বহুসংখ্যক তন্তুবায়-যুবক প্রখর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়া রাজকার্য্যে প্রবিষ্ট হইতেছেন। ইঁহারা যেরূপ তীক্ষ্ণবুদ্ধি, সর্ব্বকার্য্যকুশলতা, উদ্যমশীলতা প্রভৃতি দ্বারা অনেককে পরাস্ত করিতেছেন, তাহাতে আর কেহ তন্তুবায়গণের কুৎসাবাদ করিতে সাহস করিবে না। মুসলমান জোলাতাঁতিগণ নির্ব্বোধের আদর্শ। [জোলা দেখ।]

তন্তুবায়গণের মধ্যে একটী বিশেষ পার্থক্য আছে। উত্তরকুলসম্প্রদায় কেবলমাত্র কার্পাসসূত্রের বস্ত্র প্রস্তুত করে, মড়য়ালী তাঁতিগণ কেবল পট্ট বা তসরের বস্ত্র প্রস্তুত করে, কখন সূত্র-বস্ত্র বয়ন করে না; আশ্বিনা তাঁতিগণ উভয় বস্ত্রই বুনিয়া থাকে।

ঢাকার তাঁতিগণ পূর্ব্বে জগদ্বিখ্যাত উৎকৃষ্ট কার্পাস-বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করিত। এখন সেরূপ উৎকৃষ্ট বস্ত্র আর হয় না। তাহাদের সৌভাগ্য-সময়ে যে সকল সুন্দর বস্ত্র প্রস্তুত হইত, ডাক্তার ওয়াইজ (Dr. Wise) তাহার ৫ প্রকারের একটী তালিকা দিয়াছেন, যথা—

১। মলমল—ইহার মধ্যে প্রথম প্রকার অর্থাৎ সর্ব্বোৎকৃষ্ট অব্রবান, তঞ্জেব, দেশীয় কার্পাস-সূত্রে নির্ম্মিত মলমল। ২য় প্রকার শাবনাম, খাসা, ঝুনা, (সরকার আলি) গঙ্গাজল ও তেরিন্দাম্। ৩য় প্রকার মসলিন সর্ব্বাপেক্ষা মোটা, ইহাদের

সাধারণ নাম বাফ্তা। ইহার হাম্মাম, ঘিম্তি, শণ, জঙ্গল-খাসা ও গলাবন্ধ এই কয়টী ভিন্ন নাম।

২। ডোরিয়া—অর্থাৎ ডোরা দেওয়া মলমল, যথা রাজ-কোট, ঢাকান, পাদশাহীদার, বুটিদার, কাগজী ও খেলাপাট।

৩। চারখানা—চৌকাকাটা মলমল, যথা নন্দনশাহী, আনারদাশ, কবুতরখোপী, শাকুট্টা, বাচ্ছাদার ও কুটিদার।

৪। জামদানি—অর্থাৎ ছোট বুটদার মলমল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব য়ুরোপীয় বণিকগণ ইহাকে নয়নসুখ বলিতেন। বুটার আকার, লতা, ফুল প্রভৃতির প্রতিমূর্ত্তি ও উহাদের বর্ণভেদে জামদানির নামভেদ হয়, তন্মধ্যে শাক, বর্ণাবুটি, চৌবল, মেল, তেড়্চা ও ধুন্ভীজাল সাধারণ।

৫। কাসদা বা চিকণ—মলমলকে লাল, নীল, হরিদ্রা বেগুনে প্রভৃতি বর্ণে রঞ্জিত করিয়া উহার উপর মুগা, তসরের ফুলতোলা কাপড়। এই প্রকারের মধ্যে কটাওক্লাম, নৌবাড়ি, রিহদী, আজিজুল্লা ও সমুদ্র লহর প্রধান।

তন্তুবায়দণ্ড (পুং) তন্তুবায়স্য দণ্ডঃ ৬তৎ। বেমা, তন্তুবায়-সাধনদণ্ড।

তন্তুবিগ্রহা (স্ত্রী) তন্তুভিঃ নির্ম্মিতো বিগ্রহো যস্যাঃ বহুব্রী। কদলী। (ত্রিকা°)

তন্তুশালা (স্ত্রী) তন্তুবপনার্থং যা শালা। তন্তুবপনগৃহ, তাঁতঘর।

তন্তুসন্তত (ত্রি) তন্তুভিঃ সন্ততঃ ব্যাপ্তং ৩তৎ। স্যূতবস্ত্র, সূত্র বিস্তৃত বস্ত্র, সিঙ্গান কাপড়। পর্য্যায়—উত, উত, স্যূত। (অমর)

তন্তুসন্ততি (স্ত্রী) তন্তুনাং সন্ততিঃ ৬তৎ। বয়ন।

তন্তুসার (পুং) তন্তুঃ এব সারো যত্র বহুব্রী। গুবাক বৃক্ষ, সুপারি গাছ। (ত্রিকা°)

তন্ত্র (ক্লী) তনোতি তন্যতে বা তন-ষ্ট্রন্ বা তন্ত্রি কুটুম্বধারণে ঘঞ্। ১ কুটুম্বকৃত্য, কুটুম্বদিগের ভরণাদি কার্য্য।

"সর্ব্বাস্তুপায়ানথ সম্প্রধার্য্য সমুদ্ধরেৎ স্বস্য কুলস্য তন্ত্রং।"

(ভারত ১৩।৪৮।৬)

২ বেদের শাখাবিশেষ। ৩ সিদ্ধান্ত, মীমাংসা। ৪ দৃঢ় প্রমাণ। ৫ পরিচ্ছদ। ৬ ঔষধ। ৭ ঝাড়ন-মন্ত্র। ৮ প্রধান। ৯ কার্য্য। ১০ কারণ। ১১ উপায়। ১২ রাজ-সমাভিব্যাহারী লোক। ১৩ সৈন্য। ১৪ অধিকার। ১৫ রাজ্য। ১৬ স্বরাষ্ট্রচিন্তা। ১৭ ইতিকর্ত্তব্যতা। ১৮ সূত্র। ১৯ তন্তুবায়। ২০ যে তন্তু দ্বারা তন্তুবায় বস্ত্র বয়ন করে, তাঁত। ২১ পদ, ব্যবসায়। ২২ সমূহ। ২৩ বস্ত্রবয়নের সামগ্রী। ২৪ আহ্লাদ। ২৫ রাজ্যশাসন। ২৬ রাজ্যের সমৃদ্ধি-সম্পাদন। ২৭ গৃহ। ২৮ ধন। ২৯ অধীনতা, অন্যের উপর নির্ভর করা। ৩০ চর্ম্মনির্ম্মিত সূক্ষ্মরজ্জু। ৩১ দল, সম্প্রদায়। ৩২ উদ্দেশ্য, অভিসন্ধি। ৩৩ কুল। ৩৪ শপথ। ৩৫ অধীন, আয়ত্ত। ৩৬ উভয়ার্থ প্রয়োজন। ৩৭ শিবোক্ত শাস্ত্র। ৩৭ বিধির অঙ্গে অঙ্গসমুদায়। "দর্শপৌর্ণমাসৌ তু পূর্ব্বং ব্যাখ্যাস্যাম-স্তন্ত্রস্য তত্রাম্নায়ত্বাৎ।" (আশ্ব° শ্রৌ° ১।১।৩) 'তন্ত্রমঙ্গসংহতিঃ বিধ্যন্ত ইত্যর্থঃ স চাবস্থানাদিসংস্থাজপাস্তঃ প্রধানস্য তন্ত্রণাৎ তন্ত্রমিত্যুচ্যতে।' (কর্ক)

৩৮ শিবোক্ত শাস্ত্রভেদ। এই শাস্ত্র প্রধানতঃ আগম, যামল ও তন্ত্র এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। বারাহীতন্ত্রের মতে—

"সৃষ্টিশ্চ প্রলয়শ্চৈব দেবতানাং যথার্চ্চনম্।
সাধনঞ্চৈব সর্ব্বেষাং পুরশ্চরণমেব চ॥
ষট্‌কর্ম্মসাধনঞ্চৈব ধ্যানযোগশ্চতুর্ব্বিধঃ।
সপ্তভির্লক্ষণৈর্যুক্তমাগমং তদ্বিদুর্বুধাঃ॥"

সৃষ্টি, প্রলয়, দেবতাগণের পূজা, সকলের সাধন, পুরশ্চরণ, ষট্‌কর্ম্মসাধন ও চতুর্বিধ ধ্যানযোগ এই সপ্ত প্রকার লক্ষণ থাকিলে তাহাকে আগম বলা যায়।

"সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ মন্ত্রনির্ণয় এব চ।
দেবতানাঞ্চ সংস্থানং তীর্থানাঞ্চৈব বর্ণনম্॥
তথৈবাশ্রমধর্ম্মশ্চ বিপ্রসংস্থানমেব চ।
সংস্থানঞ্চৈব ভূতানাং যন্ত্রাণাঞ্চৈব নির্ণয়ঃ॥
উৎপত্তির্বিবুধানাঞ্চ তরুণাং কল্পসংজ্ঞিতম্।
সংস্থানং জ্যোতিষাঞ্চৈব পুরাণাখ্যানমেব চ॥
কোষস্য কথনঞ্চৈব ব্রতানাং পরিভাষণম্।
শৌচাশৌচস্য চাখ্যানং নরকাণাঞ্চ বর্ণনম্॥
হরচক্রস্য চাখ্যানং স্ত্রীপুংসোশ্চৈব লক্ষণম্।
রাজধর্ম্মো দানধর্ম্মো যুগধর্ম্মস্তথৈব চ॥
ব্যবহারঃ কথ্যতে চ তথা চাধ্যাত্মবর্ণনম্।
ইত্যাদিলক্ষণৈর্যুক্তং তন্ত্রমিত্যভিধীয়তে॥"

সৃষ্টি, লয়, মন্ত্রনির্ণয়, দেবতাদিগের সংস্থান, তীর্থবর্ণন, আশ্রমধর্ম্ম, বিপ্রসংস্থান, ভূতাদির সংস্থান, যন্ত্রনির্ণয়, বিবুধগণের উৎপত্তি, তরু উৎপত্তি, কল্পবর্ণন, জ্যোতিষ-সংস্থান, পুরাণাখ্যান, কোষকথন, ব্রতকথা, শৌচাশৌচবর্ণন, স্ত্রী-পুরুষের লক্ষণ, রাজধর্ম্ম, দানধর্ম্ম, যুগধর্ম্ম, ব্যবহার ও আধ্যাত্মিক বিষয়ের বর্ণনা ইত্যাদি লক্ষণ থাকিলে তাহাকে তন্ত্র বলা যায়।

"সৃষ্টিশ্চ জ্যোতিষাখ্যানং নিত্যকৃত্যপ্রদীপনম্।
ক্রমসূত্রং বর্ণভেদো জাতিভেদস্তথৈব চ॥
যুগধর্ম্মশ্চ সংখ্যাতো যামলস্যাষ্টলক্ষণম্।

সৃষ্টিতত্ত্ব, জ্যোতিষের কথা, নিত্যকৃত্য, ক্রম, সূত্র, বর্ণভেদ, জাতিভেদ ও যুগধর্ম্ম, এই আটটী যামলের লক্ষণ।

বারাহীতন্ত্রের মতে সমস্ত তন্ত্রের শ্লোক মোটামোটী দেবলোকে, ব্রহ্মলোকে ও পাতালে ৯ লক্ষ এবং এই ভারতে এক লক্ষ মাত্র। ইহার মধ্যে—

"আগমং ত্রিবিধং প্রোক্তং চতুর্থমৈশ্বরং স্মৃতম্॥
কল্পশ্চতুর্বিধঃ প্রোক্তঃ আগমো ডামরস্তথা।
যামলশ্চ তথা তন্ত্রং তেষাং ভেদাঃ পৃথক্ পৃথক্॥"

আগম তিন প্রকার, চতুর্থ ঐশ্বর। কল্প চারি প্রকার—আগম, ডামর, যামল ও তন্ত্র এই প্রকারভেদ দেখা যায়। মহাবিশ্বসারতন্ত্রে লিখিত আছে—

"চতুঃষষ্টিশ্চ তন্ত্রাণি যামলাদীনি পার্ব্বতি।
সফলানীহ বারাহে বিষ্ণুক্রান্তাসু ভূমিষু॥
কল্পভেদেন তন্ত্রাণি কথিতানি চ যানি চ।
পাষণ্ডমোহনায়ৈব বিফলানীহ সুন্দরি॥"

যামলাদি লইয়া ৬৪ খানি তন্ত্র বিষ্ণুক্রান্তা ভূমিতে ফলদায়ক। কল্পভেদে যে সকল তন্ত্র কথিত হইয়াছে, তাহা পাষণ্ড মোহনের জন্য, তাহাতে কোন ফল হয় না।

শ্রেষ্ঠতা। মহানির্ব্বাণতন্ত্রে মহাদেব বলিয়াছেন—

"কলিকল্মষদীনানাং দ্বিজাতীনাং সুরেশ্বরি।
মেধ্যামেধ্যবিচারাণাং ন শুদ্ধিঃ শ্রৌতকর্ম্মণা।
ন সংহিতাদ্যৈঃ স্মৃতিভিরিষ্টসিদ্ধির্নৃণাংভবেৎ॥
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যং সত্যং ময়োচ্যতে।
বিনা হ্যাগমমার্গেন কলৌ নাস্তিঃ গতিঃ প্রিয়ে॥
শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদৌ ময়ৈবোক্তং পুরা শিবে।
আগমোক্তবিধানেন কলৌ দেবান্ যজেৎ সুধীঃ।" ২ উঃ।

কলিদোষে দীন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদির পবিত্র ও অপবিত্র বিচার থাকিবে না। সুতরাং বেদবিহিত কর্ম্মদ্বারা তাহারা কিরূপে সিদ্ধিলাভ করিবে? এইরূপ অবস্থায় স্মৃতিসংহিতাদি দ্বারাও মানবগণের ইষ্টসিদ্ধি হইবে না। প্রিয়ে! আমি সত্য সত্যই বলিতেছি, কলিযুগে আগমপথ ব্যতীত আর গতি নাই। শিবে! আমি বেদ, স্মৃতি ও পুরাণাদিতে বলিয়াছি, কলিযুগে সাধক তন্ত্রোক্ত বিধানদ্বারা দেবগণের পূজা করিবেন।

"কলাবাগমমুল্লঙ্ঘ্য যোঽন্যমার্গে প্রবর্ত্ততে।
ন তস্য গতিরস্তীতি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ॥"

কলিকালে যে আগম (তন্ত্র) উল্লঙ্ঘন করিয়া অন্যমার্গে গমন করে, সত্য সত্যই বলিতেছি—নিশ্চয়ই তাহার সদ্গতি হয় না।

"নির্বীর্য্যাঃ শ্রৌতজাতীয়া বিষহীনোরগা ইব।
সত্যাদৌ সফলা আসন্ কলৌ তে মৃতকা ইব॥
পাঞ্চালিকা যথা ভিত্তৌ সর্ব্বেন্দ্রিয়সমন্বিতাঃ।
অমূরশক্তাঃ কার্য্যেষু তথান্যে মন্ত্ররাশয়ঃ॥
অন্যমন্ত্রৈঃ কৃতং কর্ম্ম বন্ধ্যাস্ত্রীসঙ্গমো যথা।
ন তত্র ফলসিদ্ধিঃ স্যাৎ শ্রম এব হি কেবলম্॥
কলাবন্যোদিতৈর্ম্মার্গৈঃ সিদ্ধিমিচ্ছতি যো নরঃ।
তৃষিতো জাহ্নবীতীরে কূপং খনতি দুর্ম্মতিঃ॥
কলৌ তন্ত্রোদিতা মন্ত্রাঃ সিদ্ধাস্তূর্ণফলপ্রদাঃ।
শস্তাঃ কর্ম্মষু সর্ব্বেষু জপযজ্ঞক্রিয়াদিষু॥"

এখন বৈদিক মন্ত্রসকল বিষহীন সর্পের ন্যায় বীর্য্যহীন হইয়াছে। সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরযুগে ঐ সকল মন্ত্র সফল হইত, এখন মৃতাতুল্য হইয়াছে। ভিত্তিতে চিত্রিত পুত্তলিকা যেরূপ সকল ইন্দ্রিয়সম্পন্ন হইয়াও স্বকার্য্যসাধনে অসমর্থ, কলিতে অন্যান্য মন্ত্র সমুদায়ও প্রায় সেইরূপ।" বন্ধ্যাস্ত্রীর যেমন ফল হয় না, সেইরূপ অন্য মন্ত্রদ্বারা কার্য্য করিলে ফলসিদ্ধি হয় না, কেবল শ্রমমাত্র। কলিকালে অন্য শাস্ত্রোক্ত বিধিদ্বারা যে ব্যক্তি সিদ্ধিলাভ করিতে ইচ্ছা করে, সে নির্ব্বোধ তৃষ্ণাতুর হইয়া গঙ্গাতীরে কূপ খনন করে। কলিযুগে তন্ত্রোক্ত মন্ত্র শীঘ্র ফলপ্রদ, জপ, যজ্ঞ প্রভৃতি সকল কর্ম্মেই প্রশস্ত।

এই জন্যই রঘুনন্দন প্রভৃতি স্মার্ত্তগণ তন্ত্রগ্রন্থ প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

গুহ্যশাস্ত্র। কি হিন্দু কি বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায় মধ্যেই তন্ত্র অতি গুহ্যতত্ত্ব (Mystic doctrine) বলিয়া গণ্য। প্রকৃত দীক্ষিত ও অভিষিক্ত ব্যতীত কাহারও নিকট এই শাস্ত্র প্রকাশ করিতে নাই। কুলার্ণবতন্ত্রে লিখিত আছে, ধন দিবে, স্ত্রী দিবে, আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত দিবে, কিন্তু এই গুহ্যশাস্ত্র অপর কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না। *

আগমতত্ত্ববিলাসে এই কয়খানি তন্ত্রের উল্লেখ আছে—১ স্বতন্ত্রতন্ত্র, ২ ফেৎকারীতন্ত্র, ৩ উত্তরতন্ত্র, ৪ নীলতন্ত্র, ৫ বীরতন্ত্র, ৬ কুমারীতন্ত্র, ৭ কালীতন্ত্র, ৮ নারায়ণীতন্ত্র, ৯ তারিণীতন্ত্র, ১০ বালাতন্ত্র, ১১ সময়াচারতন্ত্র, ১২ ভৈরবতন্ত্র, ১৩ ভৈরবীতন্ত্র, ১৪ ত্রিপুরাতন্ত্র, ১৫ বামকেশ্বরতন্ত্র, ১৬ কুক্কুটেশ্বরতন্ত্র, ১৭ মাতৃকাতন্ত্র, ১৮ সনৎকুমারতন্ত্র, ১৯ বিশুদ্ধেশ্বরতন্ত্র, ২০ সম্মোহনতন্ত্র, ২১ গৌতমীয়তন্ত্র, ২২ বৃহৎগৌতমীয়তন্ত্র, ২৩ ভূতভৈরবতন্ত্র, ২৪ চামুণ্ডাতন্ত্র, ২৫ পিঙ্গলাতন্ত্র, ২৬ বারাহীতন্ত্র, ২৭ মুণ্ডমালাতন্ত্র, ২৮ যোগিনীতন্ত্র, ২৯ মালিনীবিজয়তন্ত্র, ৩০ স্বচ্ছন্দভৈরবতন্ত্র, ৩১ মহাতন্ত্র, ৩২ শক্তিতন্ত্র, ৩৩ চিন্তামণিতন্ত্র, ৩৪ উন্মত্তভৈরবতন্ত্র, ৩৫ ত্রৈলোক্যসারতন্ত্র, ৩৬ বিশ্বসারতন্ত্র, ৩৫ তন্ত্রামৃত,

* কুলাচার্য্যপূজাস্থলে প্রমাণ দ্রষ্টব্য।

৩৮ মহাফেৎকারীতন্ত্র, ৩৯ বারবীয়তন্ত্র, ৪০ তোড়লতন্ত্র, ৪১ মালিনীতন্ত্র, ৪২ ললিতাতন্ত্র, ৪৩ ত্রিশক্তিতন্ত্র, ৪৪ রাজরাজেশ্বরীতন্ত্র, ৪৫ মহামোহস্বরোত্তরতন্ত্র, ৪৬ গবাক্ষতন্ত্র, ৪৭ গান্ধর্ব্বতন্ত্র, ৪৮ ত্রৈলোক্যমোহনতন্ত্র, ৪৯ হংসপারমেশ্বর, ৫০ হংসমাহেশ্বর, ৫১ কামধেনুতন্ত্র, ৫২ বর্ণবিলাসতন্ত্র, ৫৩ মায়াতন্ত্র, ৫৪ মন্ত্ররাজ, ৫৫ কুব্জিকাতন্ত্র, ৫৬ বিজ্ঞানলতিকা, ৫৭ লিঙ্গাগম, ৫৮ কালোত্তর, ৫৯ ব্রহ্মযামল, ৬০ আদিযামল, ৬১ রুদ্রযামল, ৬২ বৃহদ্‌যামল, ৬৩ সিদ্ধযামল, ৬৪ কল্পসূত্র। এতদ্ভিন্ন আরও কতকগুলি তান্ত্রিক গ্রন্থের নাম দৃষ্ট হয়। যথা—১ মৎস্যসূক্ত, ২ কুলসূক্ত, ৩ কামরাজ, ৪ শিবাগম, ৫ উড্ডীশ, ৬ কুলোড্ডীশ, ৭ বীরভদ্রোড্ডীশ, ৮ ভূতডামর, ৯ ডামর, ১০ যক্ষডামর, ১১ কুলসর্ব্বস্ব, ১২ কালিকাকুলসর্ব্বস্ব, ১৩ কুলচূড়ামণি, ১৪ দিব্য, ১৫ কুলসার, ১৬ কুলার্ণব, ১৭ কুলামৃত, ১৮ কুলাবলী, ১৯ কালীকুলার্ণব, ২০ কুলপ্রকাশ, ২১ বাশিষ্ঠ, ২২ সিদ্ধসারস্বত, ২৩ যোগিনীহৃদয়, ২৪ কালীহৃদয়, ২৫ মাতৃকার্ণব, ২৬ যোগিনীজালকুরক, ২৭ লক্ষ্মীকুলার্ণব, ২৮ তারার্ণব, ২৯ চন্দ্রপীঠ, ৩০ মেরুতন্ত্র, ৩১ চতুঃশতী, ৩২ তত্ত্ববোধ, ৩৩ মহোগ্র, ৩৪ স্বচ্ছন্দসারসংগ্রহ, ৩৫ তারাপ্রদীপ, ৩৬ সঙ্কেতচন্দ্রোদয়, ৩৭ ষট্‌ত্রিংশতত্ত্বক, ৩৮ লক্ষ্যার্থনির্ণয়, ৩৯ ত্রিপুরার্ণব, ৪০ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর, ৪১ মন্ত্রদর্পণ, ৪২ বৈষ্ণবামৃত, ৪৩ মানসোল্লাস, ৪৪ পূজাপ্রদীপ, ৪৫ ভক্তিমঞ্জরী, ৪৬ ভুবনেশ্বরী, ৪৭ পারিজাত, ৪৮ প্রয়োগসার, ৪৯ কামরত্ন, ৫০ ক্রিয়াসার, ৫১ আগমদীপিকা, ৫২ ভাবচূড়ামণি, ৫৩ তন্ত্রচূড়ামণি, ৫৪ বৃহৎশ্রীক্রম, ৫৫ শ্রীক্রম, ৫৬ সিদ্ধান্তশেখর, ৫৭ গণেশবিমর্শিনী, ৫৮ মন্ত্রমুক্তাবলী, ৫৯ তত্ত্বকৌমুদী, ৬০ তন্ত্রকৌমুদী, ৬১ মন্ত্রতন্ত্রপ্রকাশ, ৬২ রামার্চ্চনচন্দ্রিকা, ৬৩ শারদাতিলক, ৬৪ জ্ঞানার্ণব, ৬৫ সারসমুচ্চয়, ৬৬ কল্পদ্রুম, ৬৭ জ্ঞানমালা, ৬৮ পুরশ্চরণচন্দ্রিকা, ৬৯ আগমোত্তর, ৭০ তত্ত্বসাগর, ৭১ সারসংগ্রহ, ৭২ দেবপ্রকাশিনী, ৭৩ তন্ত্রার্ণব, ৭৪ ক্রমদীপিকা, ৭৫ তারারহস্য, ৭৬ শ্যামারহস্য, ৭৭ তন্ত্ররত্ন, ৭৮ তন্ত্রপ্রদীপ, ৭৯ তারাবিলাস, ৮০ বিশ্বমাতৃকা, ৮১ প্রপঞ্চসার, ৮২ তন্ত্রসার, ৮৩ রত্নাবলী এ ছাড়া মহাসিদ্ধসারস্বতে সিদ্ধীশ্বর, নিত্যাতন্ত্র, দেব্যাগম, নিবন্ধতন্ত্র, রাধাতন্ত্র, কামাখ্যাতন্ত্র, মহাকালতন্ত্র, যন্ত্রচিন্তামণি, কালীবিলাস ও মহাচীনতন্ত্রের উল্লেখ আছে।

উপরোক্ত তন্ত্র ব্যতীত আরও কতকগুলি তন্ত্র ও তান্ত্রিক গ্রন্থ প্রচলিত আছে। যথা—আচারসারপ্রকরণ, আচারসারতন্ত্র, আগমচন্দ্রিকা, আগমসার, অন্নদাকল্প, ব্রহ্মজ্ঞানমহাতন্ত্র, ব্রহ্মজ্ঞানতন্ত্র, ব্রহ্মাণ্ডতন্ত্র, চিন্তামণিতন্ত্র, দক্ষিণাকল্প, গৌরীকঞ্চুলিকাতন্ত্র, গায়ত্রীতন্ত্র, ব্রাহ্মণোল্লাস, গ্রহযামলতন্ত্র, ঈশানসংহিতা, জপরহস্য, জ্ঞানানন্দ-তরঙ্গিনী, জ্ঞানতন্ত্র, কৈবল্যতন্ত্র, জ্ঞানসঙ্কলিনীতন্ত্র, কৌলিকার্চ্চনদীপিকা, ক্রমচন্দ্রিকা, কুমারীকবচোল্লাস, লিঙ্গার্চ্চনতন্ত্র, নির্ব্বাণতন্ত্র, মহানির্ব্বাণতন্ত্র, বৃহনির্ব্বাণতন্ত্র, বরদাতন্ত্র, মাতৃকাভেদতন্ত্র, নিগমকল্পদ্রুম, নিগমতত্ত্বসার, নিরুত্তরতন্ত্র, পিচ্ছিলাতন্ত্র, পীঠনির্ণয়, পুরশ্চরণবিবেক, পুরশ্চরণরসোল্লাস, শক্তিসঙ্গমতন্ত্র, সরস্বতীতন্ত্র, শিবসংহিতা, শ্রীতত্ত্ববোধিনী, স্বরোদয়, শ্যামাকল্পলতা, শ্যামার্চ্চনচন্দ্রিকা, শ্যামাপ্রদীপ, তারাপ্রদীপ, শাক্তানন্দতরঙ্গিণী, তত্ত্বানন্দতরঙ্গিণী, ত্রিপুরাসারসমুচ্চয়, বর্ণভৈরব, বর্ণোদ্ধারতন্ত্র, বীজচিন্তামণিতন্ত্র, যোগিনীহৃদয়দীপিকা, যামল প্রভৃতি।

বারাহীতন্ত্রে তন্ত্রসমূহের নাম ও শ্লোকসংখ্যা এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—

তন্ত্রের নাম।	শ্লোকসংখ্যা।	তন্ত্রের নাম	শ্লোকসংখ্যা।
মুক্তক	৬০৫০	যোগার্ণব	৮৩০৭
শারদা	১৬০২৫	মায়াতন্ত্র	১১০০০
প্রপঞ্চ (১ম)	১২৩০০	দক্ষিণামূর্ত্তি	৫৫৫০
প্রপঞ্চ (২য়)	৮০২৭০	কালিকা	১১০১৩
প্রপঞ্চ (৩য়)	৫৩১০	কামেশ্বরীতন্ত্র	৩০০০
কপিল	৬০৮০	তন্ত্ররাজ	১০৯০
যোগ	১৩৩১১	হরগৌরীতন্ত্র (১ম)	২২০২০
কল্প	৫০৯০	হরগৌরীতন্ত্র (২য়)	১২০০০
কপিঞ্জল	২৮০১২০	তন্ত্রনির্ণয়	২৮
অমৃতশুদ্ধি	৫০০?	কুব্জিকাতন্ত্র (১ম)	১০০০৭
বীরাগম	৬৬০৬	কুব্জিকাতন্ত্র (২য়)	৬০০০
সিদ্ধসম্বরণ	৫০০৬	কুব্জিকাতন্ত্র (৩য়)	৩০০০
যোগডামর	২৩৫৩৩	কাত্যায়নীতন্ত্র	২৪২০০
শিবডামর	১১০০৭	প্রত্যঙ্গিরাতন্ত্র	৮৮০০
দুর্গাডামর	১১৫০৩	মহালক্ষ্মীতন্ত্র	৫৫০৫
সারস্বত	৯৯০৫	দেবীতন্ত্র	১২০০০
ব্রহ্মডামর	৭১০৫	ত্রিপুরার্ণব	৮৮০৩
গান্ধর্ব্বডামর	৬০০৬০	সরস্বতীতন্ত্র	২২০৫
আদিযামল	৩৫৩০০	আপ্তাতন্ত্র	২২৯১৫
ব্রহ্মযামল	২২১০০	যোগিনীতন্ত্র (১ম)	২২৫৩২
বিষ্ণুযামল	২৪৫২০	যোগিনীতন্ত্র (২)	৬৩০৩
রুদ্রযামল	৬৪৬৫	বারাহীতন্ত্র	"
গণেশযামল	১০৩২৩	গবাক্ষতন্ত্র	৬৫২৫
আদিত্যযামল	১২০০০	নারায়ণীতন্ত্র	৫০২০৩
নীলপতাকা	৫০০০	মৃড়ানীতন্ত্র (১ম)	৪৪৬০

তন্ত্রের নাম।	শ্লোকসংখ্যা।	তন্ত্রের নাম।	শ্লোকসংখ্যা।
বামকেশ্বর	২৫	মৃড়ানীতন্ত্র (২য়)	৩০০০
মৃত্যুঞ্জয়তন্ত্র	১৩২২০	মৃড়ানীতন্ত্র (৩য়)	৩৩০

বারাহীতন্ত্রে লিখিত আছে—এতদ্ভিন্ন বৌদ্ধ ও কপিলোক্ত অনেক উপতন্ত্র আছে। জৈমিনি, বসিষ্ঠ, কপিল, নারদ, গর্গ, পুলস্ত্য, ভার্গব, সিদ্ধ যাজ্ঞবল্ক্য, ভৃগু, শুক্র, বৃহস্পতি প্রভৃতি মুনিগণ অনেক উপতন্ত্র রচনা করিয়াছেন। তাহাদের আর সংখ্যা করা যায় না।

হিন্দুগণের তন্ত্র যেমন শিবোক্ত, বৌদ্ধদিগের তন্ত্র সেইরূপ বজ্রসত্ত্ব বুদ্ধ কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। ঐ সকল বৌদ্ধতন্ত্রও সংস্কৃত ভাষায় রচিত ও সংখ্যায় বিস্তর; তন্মধ্যে এই সকল তন্ত্রই প্রধান। ১ প্রমোদমহাযুগ, ২ পরমার্থসেবা, ৩ পিণ্ডীক্রম, ৪ সম্পুটোদ্ভব, ৫ হেবজ্র, ৬ বুদ্ধকপাল, ৭ সম্বরতন্ত্র বা সম্বরোদয়, ৮ বারাহীতন্ত্র বা বারাহীকল্প, ৯ যোগাম্বর, ১০ ডাকিনীজাল, ১১ শুক্লযমারি, ১২ কৃষ্ণযমারি, ১৩ পীতযমারি, ১৪ রক্তযমারি, ১৫ শ্যামযমারি, ১৬ ক্রিয়াসংগ্রহ, ১৭ ক্রিয়াকন্দ, ১৮ ক্রিয়াসাগর, ১৯ ক্রিয়াকল্পদ্রুম, ২০ ক্রিয়ার্ণব, ২১ অভিধানোত্তর, ২২ ক্রিয়াসমুচ্চয়, ২৩ সাধনমালা, ২৪ সাধনসমুচ্চয়, ২৫ সাধনসংগ্রহ, ২৬ সাধনরত্ন, ২৭ সাধনপরীক্ষা, ২৮ সাধনকল্পলতা, ২৯ তত্ত্বজ্ঞানসিদ্ধি, ৩০ জ্ঞানসিদ্ধি, ৩১ গুহ্যসিদ্ধি, ৩২ উড্ডান, ৩৩ নাগার্জ্জুন, ৩৪ যোগপীঠ, ৩৫ পীঠাবতার, ৩৬ কালবীরতন্ত্র বা চণ্ডরোষণ, ৩৭ বজ্রবীর, ৩৮ বজ্রসত্ত্ব, ৩৯ মরীচি, ৪০ তারা, ৪১ বজ্রধাতু, ৪২ বিমলপ্রভা, ৪৩ মণিকর্ণিকা, ৪৪ ত্রৈলোক্যবিজয়, ৪৫ সম্পুট, ৪৬ মর্ম্মকালিকা, ৪৭ কুরুকুল্ল, ৪৮ ভূতডামর, ৪৯ কালচক্র, ৫০ যোগিনী, ৫১ যোগিনীসঞ্চার, ৫২ যোগিনীজাল, ৫৩ যোগাম্বরপীঠ, ৫৪ উড্ডামর, ৫৫ বসুন্ধরাসাধন, ৫৬ নৈরাত্ম, ৫৭ ডাকার্ণব, ৫৮ ক্রিয়াসার, ৫৯ যমান্তক, ৬০ মঞ্জুশ্রী, ৬১ তত্ত্বসমুচ্চয়, ৬২ ক্রিয়াবসন্ত, ৬৩ হয়গ্রীব, ৬৪ সঙ্কীর্ণ, ৬৫ নামসঙ্গীতি, ৬৬ অমৃতকর্ণিকানামসঙ্গীতি, ৬৭ গূঢ়োৎপাদনামসঙ্গীতি, ৬৮ মায়াজাল, ৬৯ জ্ঞানোদয়, ৭০ বসন্ততিলক, ৭১ নিষ্পন্নযোগাম্বর ও ৭২ মহাকালতন্ত্র। এতদ্ভিন্ন হিন্দুদিগের তান্ত্রিককবচের মত নেপালী বৌদ্ধদিগেরও অসংখ্য ধারণীসংগ্রহ আছে। বৌদ্ধতন্ত্রগুলি অধিকাংশই চীন ও তিব্বতের ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। তিব্বতে তন্ত্র ঋগ্‌যুদ্ নামে আখ্যাত, ঋগ্‌যুদ্ ৮৭ ভাগে বিভক্ত। ইহার মধ্যে ২৬৪০ খানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ আছে। তাহাতে প্রধানতঃ বৌদ্ধদিগের গুহ্য ক্রিয়াকাণ্ড, উপদেশ, স্তব, কবচ, মন্ত্র ও পূজাবিধি বর্ণিত হইয়াছে। শিবোক্ত তন্ত্রগুলি আবার শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণবভেদে তিন প্রকার। তান্ত্রিকগণ স্বসম্প্রদায়ভুক্ত তন্ত্র অনুসারে চলিয়া থাকেন।

উৎপত্তি। কতদিন হইল তন্ত্রশাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা স্থির করা যায় না। প্রাচীন স্মৃতিসংহিতায় চতুর্দ্দশ বিদ্যার উল্লেখ আছে, কিন্তু তন্মধ্যে তন্ত্র গৃহীত হয় নাই। এতদ্ভিন্ন কোন মহাপুরাণেও তন্ত্রশাস্ত্রের উল্লেখ নাই, ইত্যাদি কারণে তন্ত্রশাস্ত্রকে প্রাচীনতম আর্য্যশাস্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। তন্ত্রোক্ত মারণোচ্চাটন-বশীকরণাদি আভিচারিক ক্রিয়ার প্রসঙ্গ অথর্ব্বসংহিতায় দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু তন্ত্রের অপরাপর প্রধান লক্ষণগুলি পাওয়া যায় না। এরূপ স্থলে তন্ত্রকে আমরা অথর্ব্বসংহিতামূলক বলিতে পারি না। অথর্ব্ববেদীয় নৃসিংহতাপনীয়োপনিষদে আমরা সর্ব্বপ্রথম তন্ত্রের লক্ষণ দেখিতে পাই। এই উপনিষদে মন্ত্ররাজ-নরসিংহ-অনুষ্টুভ্ প্রসঙ্গে তান্ত্রিক মালামন্ত্রের স্পষ্ট আভাস সূচিত হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্যও যখন ঐ উপনিষদের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, তখন উহা যে খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীরও পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহাতে সন্দেহ নাই। হিন্দুদিগের তন্ত্রের অনুকরণে বৌদ্ধতন্ত্র সকল রচিত হইয়াছে। খৃষ্টীয় ৯ম হইতে ১১শ শতাব্দীর মধ্যে বহুসংখ্যক বৌদ্ধতন্ত্র তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত হয়। এরূপ স্থলে মূল বৌদ্ধতন্ত্রগুলি খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর পূর্ব্বে এবং তাহার আদর্শ হিন্দুতন্ত্রগুলি বৌদ্ধতন্ত্রেরও পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীমদ্ভাগবতের ৪র্থ স্কন্ধে ২য় অধ্যায়ে লিখিত আছে, দক্ষযজ্ঞে শিবনিন্দা শুনিয়া নন্দী শিবনিন্দাকারী দক্ষ ও তাহার সমর্থনকারী ব্রাহ্মণগণকে অভিসম্পাত করিলে ভৃগুও এইরূপ প্রতিশাপ দিয়াছিলেন—

> "ভবব্রতধরা যে চ যে চ তান্ সমনুব্রতাঃ।
> পাষণ্ডিনস্তে ভবন্ত সচ্ছাস্ত্রপরিপন্থিনঃ॥
> নষ্টশৌচা মূঢ়ধিয়ো জটাভস্মাস্থিধারিণঃ।
> বিশন্তু শিবদীক্ষায়াং যত্র দৈবং সুরাসবম্॥
> ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণাংশ্চৈব যদ্‌যূয়ং পরিনিন্দথ।
> সেতুং বিধারণং পুংসামতঃ পাষণ্ডমাশ্রিতাঃ॥"

যে সকল ব্যক্তি মহাদেবের ব্রতধারণ করিবে এবং যাহারা তাহাদের অনুবর্ত্তী হইবে, তাহারা সৎশাস্ত্রের প্রতিকূলাচারী ও পাষণ্ডী নামে খ্যাত হউক। শৌচাচারহীন ও মূঢ়বুদ্ধি ব্যক্তিরাই জটাভস্মধারী হইয়া শিবদীক্ষায় প্রবেশ করুক, যেখানে সুরাসবই দেববৎ আদরণীয়। তোমরা শাস্ত্রের মর্য্যাদাস্বরূপ ব্রহ্ম, বেদ ও ব্রাহ্মণদিগের নিন্দা করিয়াছ, এই জন্য তোমাদিগকে পাষণ্ডাশ্রিত কহিলাম।

পদ্মপুরাণে পাষণ্ডোৎপত্তি অধ্যায়ে লিখিত আছে, লোক-

দিগকে ভ্রষ্ট করিবার জন্যই শিব নামের দোহাই দিয়াই পাষণ্ডীরা অভিনব মত প্রকাশ করিয়াছে। উক্ত ভাগবত ও পদ্মপুরাণে যে ভাবে পাষণ্ডীমত কথিত, তন্ত্রে তাহাই শিবোক্ত উপদেশ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণববর্গের গ্রন্থপাঠে জানা যায়, চৈতন্যদেবও তান্ত্রিকদিগকে পাষণ্ডী নামে সম্বোধন করিয়াছেন। এরূপ হইলে ভাগবত ও পদ্মপুরাণ রচনাকালে যে তান্ত্রিক মত প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা এক-প্রকার গ্রহণ করা যায়।

চীনপরিব্রাজক ফাহিয়ান্ ও হিউএন্‌সিয়াং ভারতে আসিয়া এখানকার নানাসম্প্রদায়ের বিবরণ উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু উভয়েই তান্ত্রিকগণের কিছুমাত্র উল্লেখ করেন নাই। খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দে ভোটদেশে বৌদ্ধতন্ত্র অনুবাদিত হয়। কিন্তু খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে হিউএন্‌সিয়াং নানাপ্রকার বৌদ্ধশাস্ত্রের উল্লেখ করিলেও বিখ্যাত তন্ত্রশাস্ত্রের কিছুমাত্র উল্লেখ করেন নাই। যখন ৯ম শতাব্দে মূল গ্রন্থের অনুবাদ হইয়াছে, তখন স্বীকার করিতে হইবে, তৎপূর্ব্বে অবশ্যই মূল তান্ত্রিক গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, তবে এই সময় সেরূপ প্রসিদ্ধি-লাভ করে নাই, অথবা সাধারণে বিশুদ্ধ মত বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। দাক্ষিণাত্যের অনেকের বিশ্বাস, অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্য্যই তান্ত্রিক মত প্রচার করেন এবং তিনি মায়াবাদী বলিয়া খ্যাত। কিন্তু শঙ্করাচার্য্যকে আমরা তন্ত্রমত-প্রচারক বলিয়া কিছুতেই গ্রহণ করিতে পারি না। [শঙ্করাচার্য্য দেখ।]

দক্ষিণাচার-তন্ত্ররাজে লিখিত আছে, গৌড়, কেরল ও কাশ্মীর এই তিন দেশের লোকেরাই বিশুদ্ধ শাক্ত। কিন্তু আমরা গৌড়দেশকেই প্রধান শাক্ত বা তান্ত্রিকগণের জন্ম-ভূমি বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। তান্ত্রিকগণের মধ্যে শৈব, বৈষ্ণব ও শাক্ত এই সম্প্রদায়ভেদ থাকিলেও কার্য্যতঃ সকলেই শাক্ত। বৌদ্ধ-তান্ত্রিকগণকেও আমরা এই হিসাবে শাক্ত বলিতে বাধ্য। [শাক্ত দেখ।]

বঙ্গে যেরূপ শাক্তের প্রাধান্য, ভারতের আর কোন স্থানে এরূপ নাই। যে সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম হীনপ্রভ হইয়া আসিতেছিল, সেই সময়ে গৌড়ে তান্ত্রিক ধর্ম্ম প্রচারিত হয়। এখন যে সকল শিবোক্ত তন্ত্র পাওয়া যায়, তাহার রচনাপ্রণালী পর্য্যা-লোচনা করিলে এই গৌড়দেশে রচিত হইয়াছে বলিয়া সহজেই ধারণা হয়। তন্ত্রে যেরূপ পৃথক্ বর্ণমালা গৃহীত হইয়াছে, তাহাও সম্পূর্ণ এই গৌড় বা বঙ্গদেশে প্রচলিত। বরদাতন্ত্র, বর্ণোদ্ধারতন্ত্র প্রভৃতি তন্ত্রে যেরূপ বর্ণমালার লিখনপ্রণালী বর্ণিত হইয়াছে, তাহাও আমরা বাঙ্গালা অক্ষর ভিন্ন অপর কোন লিপি বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। তন্ত্রোক্ত লিপি এখন কেবল বাঙ্গালাদেশেই প্রচলিত। এই লিপিকে হাজার বারশত বর্ষের অধিক প্রাচীন বলা যায় না। সুতরাং ঐরূপ লিপিমূলক তন্ত্রও যে তৎপরে রচিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভোটদেশে অতিশের নাম অতি প্রসিদ্ধ। ইনি একজন বাঙ্গালী, খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দে তিব্বতে গিয়া তান্ত্রিক ধর্ম্ম প্রচার করেন। তাঁহারও পূর্ব্বে যে, বঙ্গবাসী গিয়া ঐ ধর্ম্ম প্রচার করিয়া থাকিবেন, তাহা অসম্ভব নহে। সুতরাং বঙ্গ বা গৌড় হইতেই যে নেপাল, ভোট, চীন প্রভৃতি দূরদেশে তান্ত্রিক ধর্ম্ম বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহা অধিক সম্ভবপর।

গুজরাতী ভাষায় লিখিত আগমপ্রকাশ নামক গ্রন্থে লিখিত আছে—হিন্দুরাজগণের আধিপত্যকালে বাঙ্গালীগণ গুজরাট, ডভোই, পাবাগড়, আহ্মদাবাদ, পাটন প্রভৃতি স্থানে আসিয়া কালিকামূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। অনেক হিন্দু রাজা ও প্রধান প্রধান ব্যক্তি তাঁহাদের মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। (আগমপ্রকাশ ১২।) বাস্তবিক এখন যে মন্ত্রগুরুর প্রচলন আছে, তাহাও তান্ত্রিকদিগের প্রাধান্য-কালে প্রচলিত হয়। এরূপ মন্ত্রগুরুর নিয়ম পূর্ব্বকালে ছিল না। বাঙ্গালী তান্ত্রিকেরাই এ প্রথা প্রথম প্রচলন করেন। তাঁহাদের দেখাদেখি ভারতের নানাস্থানে বা নানা সম্প্রদায় মধ্যে ঐরূপ মন্ত্রগুরুগ্রহণ-প্রথা প্রচলিত হইয়াছে।

সকল তন্ত্রই প্রাচীন বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। যোগিনী-তন্ত্রে কোচরাজবংশপ্রতিষ্ঠাতা বিশুসিংহের পরিচয় আছে। বিশ্বসারতন্ত্রে নিত্যানন্দের জন্মকথা বর্ণিত হইয়াছে। এরূপ তন্ত্র যে খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর পরবর্ত্তী, তাহাতে সন্দেহ নাই। এদেশে মহানির্ব্বাণতন্ত্র সর্ব্বত্র বিশেষ সাদৃত, কিন্তু অনেক স্থলে প্রবাদ প্রচলিত যে, মহাত্মা রামমোহন রায়ের গুরু এই তন্ত্রখানি রচনা করেন। শক্তিরত্নাকরে বৃহন্নির্ব্বাণতন্ত্রের উল্লেখ আছে, কিন্তু নিতান্ত আধুনিক প্রাণতোষিণী ব্যতীত কোন প্রাচীন বা আধুনিক তন্ত্রসংগ্রহে মহানির্ব্বাণতন্ত্রের উল্লেখ না থাকায়, ইহার আধুনিকত্বই প্রতিপন্ন হয়। আবার মেরুতন্ত্রে লণ্ড্রজ, ইঙ্গ্রেজ ইত্যাদি শব্দ দ্বারা ভারতের ইংরাজাগমনের পর যে ঐ তন্ত্র রচিত হইয়াছে, তাহাই প্রতিপন্ন হইতেছে।

প্রতিপাদ্য বিষয়। তন্ত্রে প্রাতঃস্মরণ, স্নানবিধি, ত্রিপুণ্ড্র-ধারণ, ভূশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি, প্রাণায়াম, সন্ধ্যা, জপ, পুরশ্চরণ, করাঙ্গন্যাস, অন্তরমাতৃকা, বহির্মাতৃকা, চিত্রান্যাস, নামাদি-বিদ্যা, নিত্যাদিবিদ্যা, মূলবিদ্যা, তত্ত্বন্যাস, দ্বারপূজা, তর্পণ,

ষণবিন্যাস, পাত্রনির্ণয়, নিত্যপূজা, সূর্য্যার্ঘ্য, তীর্থসংস্কার, গুর্ব্বাদিপূজন, দীক্ষা, পূর্ণাভিষেক, প্রায়শ্চিত্ত, নিত্যপুষ্পপূজা, দমনকপূজা, বসন্তপূজা, শ্রীচক্রপূজা, দীক্ষাকাল, দীক্ষাভেদ, সর্ব্বতোভদ্রাদিচক্রনির্ণয়, যন্ত্রনিরূপণ, পুণ্যাহবাচন, নান্দীশ্রাদ্ধ, নবযোনি, কৌলশ্রাদ্ধ, মন্ত্রশোধন, মন্ত্রোদ্ধার, নামপারায়ণ, তত্ত্বপারায়ণ, পঞ্চাঙ্গন্যাস, মহাষোঢ়ান্যাস, মহান্যাস, সম্মোহনন্যাস, সৌভাগ্যবর্দ্ধনন্যাস, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, বিবিধমুদ্রা, অবধূতাদি-নির্ণয় প্রভৃতি নানা বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

মনুটীকাকার কুল্লূকভট্ট লিখিয়াছেন—

"বৈদিকী তান্ত্রিকী চৈব দ্বিবিধা শ্রুতিকীর্ত্তিতাঃ।"

বৈদিকী ও তান্ত্রিকী এই দুই শ্রুতি নির্দ্দিষ্ট আছে। সুতরাং কুল্লূকভট্টের মতে তন্ত্রকেও শ্রুতি বলা যাইতে পারে। আদিযামলের মতে—

"আগতঃ শিববক্ত্রেভ্যো গতোপি গিরিজাননে।
মতঞ্চ তত্র হৃদম্ভোজে তস্মাদাগম উচ্যতে॥"

হে দুর্গে! শিবের বদন হইতে নির্গত হইয়া তোমার হৃদয়পদ্মে মগ্ন হইয়াছে, সেই জন্যই ইহাকে আগম বলে।

কুলার্ণবের মতে—

"কৃতে শ্রুত্যুক্ত আচারস্ত্রেতায়াং স্মৃতিসম্ভবঃ।
দ্বাপরে তু পুরাণোক্তং কলৌ আগমকেবলম্॥"

বিষ্ণুযামলে বর্ণিত আছে—

"আগমোক্ত বিধানেন কলৌ দেবান্ যজেৎ সুধী।
নহি দেবাঃ প্রসীদন্তি কলৌ চান্যবিধানতঃ॥"

বুদ্ধিমান্ কলিকালে আগমোক্ত ব্যবস্থা অনুসারেই পূজা করিবে, অপর কোন নিয়মে পূজা করিলে দেবগণ প্রসন্ন হন না।

রুদ্রযামলের মতে—

"পঞ্চমন্ত্রৈর্ভবেদ্দীক্ষাস্বাগমোক্ত শৃণু প্রিয়ে।
যাং কৃত্বা কলিকালে চ সর্ব্বাভীষ্টং লভেন্নরঃ॥"

আগমোক্ত পঞ্চমন্ত্র দ্বারা দীক্ষা লইবে, যাহা করিলে মানব কলিকালে সর্ব্বাভীষ্ট লাভ করে।

দীক্ষা। তন্ত্রমতে, সর্ব্বপ্রথমে দীক্ষা গ্রহণ করিতে হয়; নহিলে তান্ত্রিক কার্য্যে অধিকার নাই।

গৌতমীয়তন্ত্রে লিখিত আছে—

"দ্বিজানামনুপনীতানাং স্বধর্ম্মাধ্যয়নাদিষু।
যথাধিকারো নাস্তীহ সন্ধ্যোপাসনকর্ম্মসু॥
তথাহদীক্ষিতানান্তু মন্ত্রতন্ত্রার্চ্চনাদিষু।
নাধিকারোহস্ত্যতঃ কুর্য্যাদাত্মানং শিবসংস্কৃতম্॥"

যেমন দ্বিজাতিগণের উপনয়ন না হইলে অধ্যয়ন এবং সন্ধ্যাপূজা প্রভৃতি স্বকর্ম্মে অধিকার হয় না, সেইরূপ অদীক্ষিত ব্যক্তিগণের মন্ত্রতন্ত্র ও পূজাদি কর্ম্মে অধিকার জন্মে না। সেইজন্য শিবসংস্কৃত হওয়া আবশ্যক। উক্ত তন্ত্রের ৭ম অধ্যায়ে লিখিত আছে—

"দদাতি দিব্যভাবঞ্চেৎ ক্ষিণুয়াৎ পাপসন্ততিঃ।
তেন দীক্ষেতি বিখ্যাতা মুনিভিস্তন্ত্রপারগৈঃ॥
যাং বিনা নৈব সিদ্ধিঃ স্যান্মন্ত্রো বর্ষশতৈরপি।"

দিব্যতা প্রদান করে এবং পাপসন্ততি নাশ করে বলিয়া তন্ত্রপারগ মুনিকর্ত্তৃক ইহা দীক্ষা নামে বিখ্যাত। যাহা ব্যতীত শত বর্ষ মন্ত্রপাঠ করিয়াও সিদ্ধি হয় না।

দীক্ষা লইতে হইলে সদ্‌গুরু চাই। দীক্ষাগুরুর লক্ষণ এইরূপ—

"শান্তো দান্তঃ কুলীনশ্চ শুদ্ধান্তঃকরণঃ সদা।
পঞ্চতত্ত্বার্চ্চকো যস্ত সদ্‌গুরুঃ স প্রকীর্ত্তিতঃ॥
সিদ্ধোহসাবিতি চেৎ খ্যাতো বহুভিঃ শিষ্যপালকঃ।
চমৎকারী দৈবশক্ত্যা সদ্‌গুরুঃ কথিতঃ প্রিয়ে॥
অশ্রুতং সম্মতং বাক্যং ব্যক্তি সাধু মনোহরম্।
তন্ত্রং মন্ত্রং সমং ব্যক্তি স এব সদ্‌গুরুশ্চ সঃ॥
সদা যঃ শিষ্যবোধেন হিতায় চ সমাকুলঃ।
নিগ্রহানুগ্রহে শক্তঃ সদ্‌গুরুর্গীয়তে বুধৈঃ॥
পরমার্থে সদা দৃষ্টিঃ পরমার্থং প্রকীর্ত্তিতম্।
গুরুপাদাম্বুজে ভক্তির্যস্যৈব সদ্‌গুরুঃ স্মৃতঃ॥" (কামাখ্যাতন্ত্র ৪র্থ)

শান্ত, দান্ত, কুলীন, শুদ্ধান্তঃকরণ, পঞ্চতত্ত্বের পূজক, সিদ্ধ, খ্যাত, বহুশিষ্যপালনকারী, চমৎকারী, দৈবশক্তিসম্পন্ন, সাধু, মনোহর, অশ্রুত ও তন্ত্রসম্মত বাক্যবাদী, তন্ত্রমন্ত্র সমভাবে যাহার জানা আছে, শিষ্যবোধে যিনি সর্ব্বদাই হিত করিয়া থাকেন, নিগ্রহানুগ্রহে সমর্থ, সর্ব্বদা পরমার্থে দৃষ্টি ও যিনি সর্ব্বদা পরমার্থতত্ত্ব কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, গুরুর পাদপদ্মে যাহার অচলাভক্তি, তাহাকেই সদ্‌গুরু বলিয়া জানিবে। এইজন্য সকল প্রধান তন্ত্রে লিখিত আছে।

"অজ্ঞানং তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
নেত্রমুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

অজ্ঞানরূপ তিমিররোগে যে অন্ধ হইয়াছে, জ্ঞানরূপ অঞ্জনশলাকা দ্বারা যিনি সেই অন্ধতা ঘুচাইয়া জ্ঞাননেত্র খুলিয়া দিতে পারেন, সেই শ্রীগুরুকে নমস্কার।

যেমন গুরু শিষ্যও তদনুরূপ চাই। গৌতমীয়তন্ত্রে লিখিত আছে—

"শিষ্যঃ কুলীনঃ শুদ্ধাত্মা পুরুষার্থপরায়ণঃ।
অধীতবেদঃ কুশলঃ পিতৃমাতৃহিতে রতঃ॥

ধর্ম্মবিদ্ধর্ম্মকর্ত্তা চ গুরুশুশ্রূষণে রতঃ।
সদা শাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞো দৃঢ়দেহো দৃঢ়াশয়ঃ॥
হিতৈষী প্রাণিনাং নিত্যং পরলোকার্থকর্ম্মকৃৎ।
বাঙ্মনঃকায়বসুভির্গুরুশুশ্রূষণে রতঃ॥
অনিত্যকর্ম্মসন্ত্যাগী নিত্যানুষ্ঠানতৎপরঃ।
জিতেন্দ্রিয়ো জিতালস্যো জিতমোহবিমৎসরঃ॥
গুরুবদ্গুরুপুত্রেষু তৎকলত্রাদিষু ভক্তিমান্।
এবম্বিধো ভবেচ্ছিষ্যস্ত্বিতরো গুরুদুঃখদঃ॥
বর্ষৈকেণ ভবেদ্যোগ্যো বিপ্রঃ সর্ব্বগুণান্বিতঃ।
বর্ষদ্বয়ে তু রাজন্যো বৈশ্যস্তু বৎসরৈস্ত্রিভিঃ॥
চতুর্ভির্বৎসরৈঃ শূদ্রঃ কথিতা শিষ্যযোগ্যতা।
যদা শিষ্যো ভবেদ্যোগ্যঃ কৃপয়া সদ্গুরুস্তদা॥
কৃপয়া পরয়া সম্যগ্ দীক্ষায়া বিধিমাচরেৎ।" (৫ অঃ)

শিষ্য কুলীন, শুদ্ধান্তঃকরণ, পুরুষার্থপর, বেদপাঠে নিপুণ, পিতামাতার মঙ্গলে তৎপর, ধর্ম্মজ্ঞ, ধার্ম্মিক, গুরুসেবায় অনুরক্ত, সর্ব্বদা তন্ত্রশাস্ত্রের প্রকৃতমর্ম্মজ্ঞ, দৃঢ়কায় ও দৃঢ়চিত্ত, প্রাণীগণের সর্ব্বদা মঙ্গলকারী, পরলোকের মঙ্গলের জন্য কর্ম্মকারী, কায়মনোবাক্যে যাবজ্জীবন গুরুসেবায় নিরত, অনিত্য কর্ম্মত্যাগকারী, সর্ব্বদা তন্ত্রানুষ্ঠানে তৎপর, জিতেন্দ্রিয়, আলস্য জয়কারী, মোহ ও মৎসর যিনি জয় করিয়াছেন, গুরুপুত্র ও গুরুর পরিজনবর্গকে গুরুর মত ভক্তিকারী, এইরূপ শিষ্য হইবে; অন্যপ্রকার শিষ্য গুরুর দুঃখদায়ক। সর্ব্বগুণান্বিত ব্রাহ্মণ একবর্ষে, ক্ষত্রিয় দুইবর্ষে, বৈশ্য তিন ও শূদ্র চারিবর্ষে শিষ্য হইবার উপযুক্ত। শিষ্য উপযুক্ত হইলে সদ্গুরু কৃপাপূর্ব্বক সম্পূর্ণ দীক্ষার বিধি পালন করাইবেন।

উক্ত লক্ষণাক্রান্ত হইলেও সকলের নিকট দীক্ষা লইবার বিধি নাই। যোগিনীতন্ত্রে লিখিত আছে—

"পিতুর্মন্ত্রং ন গৃহ্ণীয়াত্তথা মাতামহস্য চ।
সোদরস্য কনিষ্ঠস্য বৈরিপক্ষাশ্রিতস্য চ॥"

পিতা, মাতামহ, সহোদর বা আপন অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ এবং শত্রুপক্ষীয়ের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিবে না।

কামাখ্যাতন্ত্রের মতে—

"অন্ধং খঞ্জং তথা রুগ্নং স্বল্পজ্ঞানযুতং পুনঃ।
সামান্যকৌলং বরদে বর্জ্জয়েন্মতিমান্ সদা॥
উদাসীনং বিশেষেণ বর্জ্জয়েৎ সিদ্ধিকামুকঃ।
উদাসীনমুখাদ্দীক্ষা বন্ধ্যা নারী যথা প্রিয়ে॥
অজ্ঞানাদ্ যদি বা মোহাদুদাসীনস্তু পামরঃ।
অভিষিক্তো ভবেদ্দেবি বিঘ্নস্তস্য পদে-পদে॥
সর্ব্বং হি বিফলং তস্য নরকং যাতি চান্তিমে।" (৮ অঃ)

অন্ধ, খঞ্জ, রুগ্ন, অল্পজ্ঞানী, সামান্য কৌল, বিশেষতঃ উদাসীনকে মতিমান্ সিদ্ধিকামুক ব্যক্তি পরিত্যাগ করিবে। বন্ধ্যা নারী যেমন, উদাসীনের নিকট দীক্ষাও তদ্রূপ। যদি অজ্ঞানে কিংবা মোহে উদাসীনের নিকট অভিষিক্ত হয়, তাহাহইলে তাহার পদে পদে বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে। তাহার সকলই বিফল। অন্তিমে নরকে গমন করে।

গণেশবিমর্ষিণীতন্ত্রের মতে—

"যতের্দীক্ষা পিতুর্দীক্ষা দীক্ষা চ বনবাসিনঃ।
বিবিক্তাশ্রমিণো দীক্ষা ন সা কল্যাণদায়িকা॥"

যতি, পিতা, বনবাসী ও গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগীর নিকট দীক্ষা মঙ্গলজনক নহে।

রুদ্রযামলে লিখিত আছে—

"ন পত্নীং দীক্ষয়েদ্ভর্ত্তা ন পিতা দীক্ষয়েৎ সুতাম্।
ন পুত্রঞ্চ তথা ভ্রাতা ভ্রাতরং ন চ দীক্ষয়েৎ॥
সিদ্ধমন্ত্রো যদি পতিস্তদা পত্নীং স দীক্ষয়েৎ।
শক্তিত্বেন বরারোহে ন চ সা পুত্রিকা ভবেৎ॥"

পতি পত্নীকে, পিতা কন্যা বা পুত্রকে, ভ্রাতা ভ্রাতাকে দীক্ষা দিবেন না। পতি সিদ্ধমন্ত্র হইলে পত্নীকে দীক্ষিত করিতে পারেন, কারণ তাঁহার শক্তিত্বনিবন্ধন কন্যা বলিয়া গণ্য নহেন।

গণেশবিমর্ষিণীর মতে—

"প্রমাদাদ্বা তথাজ্ঞানাৎ পিতুর্দীক্ষা সমাচরন্।
প্রায়শ্চিত্তং ততঃ কৃত্বা পুনর্দীক্ষাং সমাচরেৎ॥"

প্রমাদবশতঃ বা অজ্ঞানতঃ যদি পিতার নিকট দীক্ষা লওয়া হয়, তবে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনরায় দীক্ষা লইতে হইবে।

কৃষ্ণানন্দ তন্ত্রসারে লিখিয়াছেন—

"বৈষ্ণবে বৈষ্ণবো গ্রাহ্যঃ শৈবে শৈবশ্চ শাক্তিকে।
শৈবঃ শাক্তোপি সর্ব্বত্র দীক্ষা স্বামী ন সংশয়ঃ॥

বৈষ্ণবের বৈষ্ণব, শৈবের শৈব ও শাক্ত গ্রাহ্য। শৈব ও শাক্ত সর্ব্বত্রই দীক্ষাগুরু হইতে পারে।

দেশভেদে আবার গুরুর তারতম্য আছে।

বৃহৎগৌতমীয়তন্ত্রের মতে—

"পাশ্চাত্যা গুরবো মুখ্যা দাক্ষিণাত্যাশ্চ মধ্যমাঃ।
গৌড়দেশোদ্ভবা ন্যূনা কামরূপোদ্ভবাস্তথা।
কলিঙ্গাদ্যাশ্চ যে প্রোক্তা অধমাস্তে দ্বিজাঃ স্মৃতাঃ॥"

পাশ্চাত্য বৈদিক গুরুই প্রধান, দাক্ষিণাত্য মধ্যম, গৌড় ও কামরূপীয় ব্রাহ্মণগণ তদপেক্ষা ন্যূন, কলিঙ্গাদি অধম।

বিদ্যাধরাচার্য্যধৃত জামল-বচনের মতে—

"মধ্যদেশে কুরুক্ষেত্রে লাটকোঙ্কণসম্ভবাঃ (
অন্তর্ব্বেদি প্রতিষ্ঠানা অবন্ত্যাশ্চ গুরূত্তমাঃ॥

গৌড়া শাম্বোত্তবা সৌরা মাগধা কেরলাস্তথা।
কোশলাশ্চ দশার্ণাশ্চ গুরবঃ সপ্ত মধ্যমাঃ॥
কর্ণাট-নর্ম্মদা-রেবা-কচ্ছতীরোদ্ভবাস্তথ।
কলিঙ্গাশ্চ কম্বলাশ্চ কাম্বোজাশ্চাধমা মতাঃ।"

মধ্যদেশে কুরুক্ষেত্র, লাট, কোঙ্কণ, অন্তর্বেদি, প্রতিষ্ঠান ও অবন্তি এই সকল স্থানের গুরু উত্তম বা শ্রেষ্ঠ; গৌড়, শাম্ব, সৌর, মগধ, কেরল, কোশল, দশার্ণ এই সপ্তস্থানবাসী গুরু মধ্যম; কর্ণাট, নর্ম্মদা, রেবা ও কচ্ছতীরবাসী, কলিঙ্গ, কম্বল ও কাম্বোজবাসী গুরু অধম।

তান্ত্রিকদীক্ষা বা মন্ত্রগুরু গ্রহণ স্ত্রীশূদ্র সকলেরই সমান অধিকার। গৌতমীয়তন্ত্রের প্রথমেই লিখিত আছে—

"সর্ব্ববর্ণাধিকারশ্চ নারীণাং যোগ্য এব চ।"

কঙ্কালমালিনীতন্ত্রের মতে—

"শূদ্রাণাং প্রণবং দেবি চতুর্দ্দশস্বরং প্রিয়ে।
নাদবিন্দুসমাযুক্তং স্ত্রীণাঞ্চৈব বরাননে॥
মনৌ স্বাহা চ যা দেবি শূদ্রোচ্চার্য্যা ন সংশয়ঃ।
হোমকার্য্যে মহেশানি শূদ্রঃ স্বাহাং ন চোচ্চরেৎ।
মন্ত্রোপ্যুহো নাস্তি শূদ্রে বিষবীজং বিনা প্রিয়ে॥"

হে দেবি! শূদ্রের ও স্ত্রীগণের প্রণব বা বীজমন্ত্র নাদবিন্দুসমাযুক্ত চতুর্দ্দশ স্বর। মনে মনেও শূদ্রের স্বাহা উচ্চারণ করিতে নাই। হোমকার্য্যেও শূদ্র স্বাহা উচ্চারণ করিবে না। বিষবীজ ব্যতীত শূদ্রের আর কোন মন্ত্র নাই।

নীলতন্ত্রের মতে দীক্ষাকাল এইরূপ—

"কৃষ্ণপক্ষস্য চাষ্টম্যাং শুভে লগ্নে শুভেহহনি।
পূর্ব্বভাদ্রপদাযুক্তে মিত্রতারাদিসংযুতে॥
অথবা হ্যনুরাধায়াং রেবত্যাং বা প্রশস্যতে।
জানীয়াচ্ছোভনং কালং চন্দ্রার্কগ্রহণং প্রতি॥
ইষে মাসি বিশেষেণ কার্ত্তিকে চ বিশেষতঃ।
মহাষ্টম্যাং বিশেষেণ ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধয়ে।
রোহিণী শ্রবণার্দ্রা চ ধনিষ্ঠা চোত্তরাত্রয়ং।
পুষ্যা শতভিষা চৈব দীক্ষানক্ষত্রমুচ্যতে।"

কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে শুভ লগ্নে ও শুভদিনে, মিত্রতারাদিযুক্ত পূর্ব্বভাদ্রপদ, অনুরাধা বা রেবতীনক্ষত্রে, চন্দ্রগ্রহণকালে, আশ্বিন বা কার্ত্তিক মাসে দীক্ষা প্রশস্ত। বিশেষতঃ ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধির জন্য মহাষ্টমী অতি প্রশস্ত। রোহিণী, শ্রবণা, আর্দ্রা, ধনিষ্ঠা, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, উত্তরফাল্গুনী, পুষ্যা ও শতভিষা এই কয়টী দীক্ষানক্ষত্র বলিয়া গণ্য।

মতভেদে দীক্ষাগুরুরও ভেদ আছে। নীলতন্ত্রের মতে—

"বিষ্ণুর্বিষ্ণুমন্ত্রজানাং সৌরঃ সৌরবিদাং মতঃ।
গাণপত্যস্য দেবেশি:গণদীক্ষা প্রবর্ত্তকঃ।
শৈবঃ শাক্তশ্চ সর্ব্বত্র দীক্ষাস্বামী ন সংশয়ঃ॥"

বৈষ্ণবদিগের বিষ্ণুমন্ত্রোপাসক গুরু, সৌরমতাবলম্বীগণের সৌর ও গাণপত্যগণের গণদীক্ষা প্রবর্ত্তক গুরু হইবে। শৈব ও শাক্ত সর্ব্বত্রই দীক্ষাগুরু হইতে পারে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

উক্ত পাঁচ সম্প্রদায়ের মধ্যে আবার উপাস্য বিভিন্ন দেবমূর্ত্তি ও অসংখ্য বীজ আছে, সেই সেই বীজ অনুসারেই ইষ্টদেবের ধ্যানপূজাদি হইয়া থাকে। [বীজ দেখ।]

তান্ত্রিকগণ উপাসনা ও বীজমন্ত্রভেদে নানা শাখায় ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইলেও কোন কোন তন্ত্রে ব্রাহ্মণমাত্রই শাক্ত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

"সর্ব্বে শাক্তা দ্বিজাঃ প্রোক্তা ন শৈবা ন চ বৈষ্ণবাঃ।
আদিদেবী চ গায়ত্রী উপাসকবিমোক্ষদা।"

সকল দ্বিজই শাক্ত, শৈব বা বৈষ্ণব নহে, কারণ উপাসকের মুক্তিদাত্রী আদি দেবী গায়ত্রী (সকলের আরাধ্যা)।

আচারভেদ। তান্ত্রিকগণ পাঁচ প্রকার আচারে বিভক্ত।

কুলার্ণবতন্ত্রের মতে—

"সর্ব্বেভ্যশ্চোত্তমা বেদা বেদেভ্যো বৈষ্ণবং মহৎ।
বৈষ্ণবাদুত্তমং শৈবং শৈবাদ্দক্ষিণমুত্তমম্॥
দক্ষিণাদুত্তমং বামং বামাৎ সিদ্ধান্তমুত্তমম্।
সিদ্ধান্তাদুত্তমং কৌলং কৌলাৎ পরতরং নহি॥"

সকল অপেক্ষা বেদাচার শ্রেষ্ঠ, বেদাচার হইতে বৈষ্ণবাচার মহৎ, বৈষ্ণবাচার হইতে শৈবাচার উত্তম, শৈবাচার হইতে দক্ষিণাচার শ্রেষ্ঠ, দক্ষিণাচার হইতে বামাচার উত্তম, বামাচার অপেক্ষা সিদ্ধান্তাচার এবং সিদ্ধান্তাচার অপেক্ষা কৌলাচার উত্তম। কৌলাচারের পর আর নাই।

বেদাচার। প্রাণতোষিণীধৃত নিত্যাতন্ত্রের মতে—

"বেদাচারং প্রবক্ষ্যামি শৃণু সর্ব্বাঙ্গসুন্দরি।
ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে উত্থায় গুরুং নত্বা স্বনামভিঃ॥
আনন্দনাথ শব্দান্তৈঃ পূজয়েদথ সাধকঃ।
সহস্রারাম্বুজে ধ্যাত্বা উপচারৈস্তু পঞ্চভিঃ॥
প্রজপ্য বাগ্ভববীজং চিন্তয়েৎ পরমাকলাম্।"

সর্ব্বাঙ্গসুন্দরি! বেদাচার বলি, শোন। সাধক ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উঠিয়া গুরুর নামের শেষে আনন্দনাথ এই শব্দ বলিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিবে। সহস্রদলপদ্মে ধ্যান করিয়া পঞ্চ উপচারে পূজা করিবে এবং বাগ্ভববীজ জপ করিয়া পরম কলাশক্তিকে চিন্তা করিবে।

বৈষ্ণবাচার—বেদাচারক্রমেণৈব সদা নিয়মতৎপরঃ।
মৈথুনং তৎকথালাপং কদাচিন্নৈব কারয়েৎ॥

হিংসাং নিন্দাঞ্চ কৌটিল্যং বর্জ্জয়েন্মাংসভোজনম্।
রাত্রৌ মালাঞ্চ যন্ত্রঞ্চ স্পৃশেন্নৈব কদাচন॥"

বেদাচারের বিধি অনুসারে সর্ব্বদা নিয়মতৎপর হইবে। মৈথুন বা তাহার কথাপ্রসঙ্গও কখন করিবে না, হিংসা, নিন্দা, কুটিলতা ও মাংসভোজন পরিত্যাগ করিবে। রাত্রিকালে কখন মালা বা যন্ত্র স্পর্শ করিবে না।

শৈবাচার—"বেদাচারক্রমেণৈব শৈবে শাক্তে ব্যবস্থিতম্।
তদ্বিশেষঃ মহাদেবি! কেবলং পশুঘাতনম্॥"

শৈব ও শাক্তের যেরূপ বেদাচার ব্যবস্থা হইয়াছে, ইহাও তদ্রূপ। শৈবাচারের বিশেষ এই যে, ইহাতে কেবল পশুহত্যার ব্যবস্থা আছে।

দক্ষিণাচার—"বেদাচারক্রমেণৈব পূজয়েৎ পরমেশ্বরীম্।
স্বীকৃত্য বিজয়াং রাত্রৌ জপেন্মন্ত্রমনন্যধীঃ॥"

বেদাচার-ক্রমানুসারে আদ্যাশক্তির পূজা করিবে এবং রাত্রিকালে বিজয়া গ্রহণ করিয়া একমনে মন্ত্র জপ করিবে।

বামাচার—
"পঞ্চতত্ত্বং খপুষ্পঞ্চ পূজয়েৎ কুলযোষিতম্।
বামাচারোভবেত্তত্র বামা ভূত্বা যজেৎ পরাম্॥" (আচারভেদ ত°)

পঞ্চতত্ত্ব অথবা পঞ্চ মকার, খপুষ্প অর্থাৎ রজস্বলার রজঃ ও কুলস্ত্রীর পূজা করিবে। তাহা হইলে বামাচার হইবে। ইহাতে নিজে বামা হইয়া পরাশক্তির পূজা করিবে।

সিদ্ধান্তাচার—"শুদ্ধাশুদ্ধং ভবেৎ-শুদ্ধং শোধনাদেব পার্ব্বতি।
এতদেব মহেশানি সিদ্ধান্তাচারলক্ষণম্॥"

পার্ব্বতি। শুদ্ধ কি অশুদ্ধ সকল বস্তু শোধন করিলে শুদ্ধ হইয়া থাকে। সিদ্ধান্তাচারের এই লক্ষণ।

সময়াচারতন্ত্রে সিদ্ধান্তাচারী সম্বন্ধে লিখিত আছে—
"দেবপূজারতোনিত্যং তথা বিষ্ণুপরো দিবা।
নক্তং দ্রব্যাদিকং সর্ব্বং যথালাভেন চোত্তমম্।
বিধিবৎ ক্রিয়তে ভক্ত্যা স সর্ব্বঞ্চ ফলং লভেৎ॥"

যে সর্ব্বদা দেবপূজায় নিরত, দিবায় বিষ্ণুপরায়ণ হইয়া রাত্রিকালে যথাসাধ্য ও ভক্তিভাবে যথাবিধি মদ্যদান ও মদ্যপান করে, সে সকল ফল প্রাপ্ত হয়।

কৌলাচার—"দিক্কালনিয়মো নাস্তি তিথ্যাদিনিয়মো ন চ।
নিয়মো নাস্তি দেবেশি মহামন্ত্রস্য সাধনে॥
কচিৎ শিষ্টঃ কচিৎ ভ্রষ্টঃ কচিৎ ভূতপিশাচবৎ।
নানাবেশধরা কৌলাঃ বিচরন্তি মহীতলে॥
কর্দ্দমে চন্দনেঽভিন্নং মিত্রে-শত্রৌ তথা প্রিয়ে।
শ্মশানে ভবনে দেবি তথৈব কাঞ্চনে তৃণে।
ন ভেদো যস্য দেবেশি স কৌলঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥"(নিত্যাতন্ত্র)

দিক্কালের নিয়ম নাই, তিথ্যাদিরও নিয়ম নাই, দেবেশি! মন্ত্রসাধনেরও নিয়ম নাই। কখন শিষ্ট, কখন ভ্রষ্ট, কোথাও বা ভূতপিশাচতুল্য, এই প্রকার নানা বেশধারী কৌল মহীতলে বিচরণ করেন। প্রিয়ে। কর্দ্দম ও চন্দনে, মিত্র ও শত্রুতে ভেদ নাই, শ্মশান বা গৃহে, স্বর্ণ বা তৃণে যাহার ভেদজ্ঞান নাই, তাহাকেই কৌল বলা যায়।

যদিও নিত্যাতন্ত্রে ও কুলার্ণবে সাত প্রকার আচারের কথা লিখিত আছে, কিন্তু প্রধানতঃ দক্ষিণাচার ও বামাচার এই দুই প্রকার আচারই দেখা যায়। দক্ষিণাচারতন্ত্ররাজে লিখিত আছে—

"দক্ষিণাচারতন্ত্রোক্তং কর্ম্ম তচ্ছুদ্ধবৈদিকম্।"

দক্ষিণাচার তন্ত্রে যেরূপ কর্ম্মপদ্ধতি বিবৃত হইয়াছে, তাহাই শুদ্ধ বৈদিক।

বাস্তবিক দক্ষিণচারীরা বেদোক্ত বিধিঅনুসারে অর্থাৎ পশুভাবে ভগবতীর অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা বামাচারীদের মত মদ্য-মাংস ব্যবহার বা শক্তিসাধনাদি করেন না। দক্ষিণাচারতন্ত্রের মতে রক্ত-মাংসাদিরহিত সাত্ত্বিক বলি দেওয়াই ব্রাহ্মণের পক্ষে বিধেয়। দাক্ষিণাত্যে অনেক দক্ষিণাচারীর বাস আছে। কামাখ্যাতন্ত্রে (৪র্থ পটল) পশুভাবের বিষয় এইরূপ বর্ণিত আছে—

"পঞ্চতত্ত্বং ন গৃহ্লাতি তত্র নিন্দাং করোতি ন।
শিবেন গদিতং যত্তু তৎসত্যমিতি ভাবয়ন্॥
নিন্দায়াঃ পাতকং বেত্তি পাশবঃ স প্রকীর্ত্তিতঃ
তস্যাচারং বদাম্যাশু শৃণু সংশয়নাশকম্।
হবিষ্যং ভক্ষয়েন্নিত্যং তাম্বুলং ন স্পৃশেদপি।
ঋতুস্নাতাং বিনা নারীং কামভাবে নহি স্পৃশেৎ
পরস্ত্রিয়ং কামভাবো দৃষ্টাং সঙ্গং সমুৎসৃজেৎ।
সন্ত্যজেন্মৎস্যমাংসানি পশবো নিত্যমেবচ।
গন্ধমাল্যানি বস্ত্রাণি চৌরাণি প্রভজেন্ন চ।
দেবালয়ে সদা তিষ্ঠেদাহারার্থং গৃহং ব্রজেৎ।
কন্যাপুত্রাদিবাৎসল্যং কুর্য্যান্নিত্যঃ সমাকুলঃ।
ঐশ্বর্য্যং প্রার্থয়েন্নৈব যস্তি তন্নু ত্যজেৎ।
সদাদানং সমাকুর্য্যাদ্ যদি সন্তি ধনানি চ।
কার্পণ্যদ্রোহান্ ক্ষিপেৎ সর্ব্বানহঙ্কারাদিকাংস্তথা।
বিশেষেণ মহাদেবি! ক্রোধং সংবর্জ্জয়েদপি।
কদাচিন্নিন্দয়েন্নৈব পাশবঃ পরমেশ্বরি।
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং নান্যথা বচনং মম।
অজ্ঞানাদ্ যদি বা লোভান্মদ্যদানং করোতি চ।
সত্যং সত্যং মহাদেবি দেবীশাপঃ প্রজায়তে।

ইত্যাদি বহুধাচারা কচিদ্‌ভ্রমঃ পশোর্মতিঃ।
তথাপি চ ন মোক্ষঃ স্যাৎ সিদ্ধিশ্চৈব কদাচন।
যদি চংক্রমণে শক্ত খড়্গাধারে সদা নরঃ।
পশ্বাচারং সদা কুর্য্যাৎ কিন্তু সিদ্ধির্ন জায়তে।
জম্বুদ্বীপে কলৌ দেবি ব্রাহ্মণো হি কদাচন।
পশুর্নস্যাৎ পশুর্নস্যাৎ পশুর্নস্যাৎ শিবাজ্ঞয়া।"

যাহারা পঞ্চতত্ত্ব গ্রহণ করে না বা নিন্দাও করে না। শিবোক্ত কথাই সত্য বলিয়া ভাবে এবং পাপকার্য্য নিন্দনীয় বোধ করে, তাহারাই পশু বলিয়া খ্যাত। তোমার সন্দেহ ভঞ্জনের নিমিত্ত তাহাদের আচার বলিতেছি শ্রবণ কর। প্রতিদিন হবিষ্য আহার করে, তাম্বূল স্পর্শ করে না, ঋতুস্নাতা নিজ ভার্য্যা ব্যতীত আর কাহাকেও কামভাবে দেখে না, পরস্ত্রীর কামভাব দেখিলে তাহার সঙ্গ পরিত্যাগ করে, মৎস্য মাংস কখন গ্রহণ করে না, গন্ধমাল্য, বস্ত্র ও চীর কখন লয় না, সর্ব্বদা দেবালয়ে বাস করে, আহার করিতে গৃহে যায়, পুত্রকন্যাদিগকে অতি স্নেহের চক্ষে দেখে, তাহারা ঐশ্বর্য্য চায় না বা যাহা আছে তাহাও ত্যাগ করে না; ধন থাকিলে সর্ব্বদাই দরিদ্রকে দান করিয়া থাকে, কখন কার্পণ্য, দ্রোহ ও অহঙ্কারাদি প্রকাশ করে না, বিশেষতঃ মহাদেবি! তাহার ক্রোধ বর্জ্জন করিয়া থাকে। পরমেশ্বরি! এরূপ পশুদিগকে কখন দীক্ষা দিতে নাই। সত্য সত্যই বলিতেছি, আমার কথা কখন অন্যথা হইবে না। অজ্ঞানে বা ভ্রমক্রমে পশুকে মন্ত্রদান করিলে, সত্য সত্যই দেবীর শাপভাগী হইবে। এইরূপ বহুপ্রকার আচারীকে পশু বলে, ইহাদের কখন মোক্ষ বা সিদ্ধি হয় না। পশ্বাচার যতই কেন করুক না, কিছুতেই সিদ্ধি হইবে না। হে দেবি! শিবের আজ্ঞা এই জম্বুদ্বীপে ব্রাহ্মণ কখন পশু হইবে না।

এই বঙ্গদেশে তান্ত্রিক বলিলে প্রধানতঃ বামাচারীকেই বুঝায়। কাহারও মতে ইহারা অনেক বেদবিরুদ্ধ বিপরীত আচরণ করিয়া থাকেন বলিয়া বামাচারী নামে খ্যাত। এখনকার বঙ্গীয় তান্ত্রিকগণের মধ্যে বামাচার ও দক্ষিণাচার উভয়াচার মিশ্রিত দেখা যায়। কিন্তু প্রকৃত তান্ত্রিকেরা একথা স্বীকার করেন না।

বামকেশ্বর তন্ত্রে ৫১ পটলে লিখিত আছে—

"আচারো দ্বিবিধো দেবি বামদক্ষিণভেদতঃ।
জন্মমাত্রং দক্ষিণং হি অভিষেকেন বামকম্॥"

দেবি! বামাচার ও দক্ষিণাচারভেদে আচার দুই প্রকার। জন্মমাত্র দক্ষিণ এবং অভিষেক হইলে বামাচারী হয়।

ভাব। উক্ত সাতটী আচার নির্দ্দিষ্ট হইলেও তন্ত্রে প্রধানতঃ তিনটী ভাবের কথা বর্ণিত আছে। যথা পশুভাব, বীরভাব ও দিব্যভাব। বামকেশ্বরতন্ত্রের মতে—

"জন্মমাত্রং পশুভাবং বর্ষষোড়শকাবধি।
ততশ্চ বীরভাবস্তু যাবৎ পঞ্চাশতো ভবেৎ।
দ্বিতীয়াংশে বীরভাব স্তৃতীয়ো দিব্যভাবকঃ।
এবং ভাবত্রয়েণৈব ভাবৈক্যং ভবেৎ প্রিয়ে।
ঐক্যজ্ঞানাৎ কুলাচারো যেন দেবময়ো ভবেৎ।
ভাবোহি মানসো ধর্ম্মো মনসৈব সদাভ্যসেৎ।"

জন্মমাত্র ষোড়শবর্ষ পর্য্যন্ত পশুভাব, তৎপরে দ্বিতীয়াংশে পঞ্চাশবর্ষ পর্য্যন্ত বীরভাব, তৎপরে তৃতীয় দিব্যভাব। এই ভাবত্রয় দ্বারা ভাব-ঐক্য হয়। ঐক্যজ্ঞান হইতে কুলাচার, এই কুলাচার দ্বারাই (মানব) দেবময় হইয়া থাকে। ভাবই মানসধর্ম্ম, সর্ব্বদাই মনে মনে অভ্যাস করা উচিত।

কুব্জিকাতন্ত্রে ৭ম পটলে লিখিত আছে—

"ভাবশ্চ ত্রিবিধো দেবি দিব্যবীরপশুক্রমাৎ।
বিশ্বঞ্চ দেবতারূপং ভাবয়েৎ কুলসুন্দরি।
স্ত্রীময়ঞ্চ জগৎ সর্ব্বং পুরুষং শিবরূপিনম্।
অভেদে চিন্তয়েদ্ যস্তু সএব দেবতাত্মকঃ।
নিত্যস্নানং নিত্যদানং ত্রিসন্ধ্যঞ্চ জপার্চ্চনম্।
নির্ম্মলং বসনং দেবি পরিধানং সমাচরেৎ।
বেদশাস্ত্রে দৃঢ়জ্ঞানং গুরৌ দেবে তথৈব চ।
মন্ত্রেচৈব দৃঢ়জ্ঞানং পিতৃদেবার্চ্চনং তথা।
বলিবস্তুং তথা শ্রাদ্ধং নিত্যকার্য্যং শুচিস্মিতে।
শত্রুং মিত্রসমং দেবি চিন্তয়েত্তু মহেশ্বরি।
অন্নঞ্চৈব মহেশানি সর্ব্বেষাং পরিবর্জ্জয়েৎ।
গুরোরন্নং মহেশানি ভোক্তব্যং সর্ব্বসিদ্ধয়ে।
কদর্য্যঞ্চ মহেশানি নিষ্ঠুরং পরিবর্জ্জয়েৎ।
সত্যঞ্চ কথয়েদ্দেবি ন মিথ্যা চ কদাচন।
কেবলং দিব্যভাবেন পূজয়েৎ পরমেশ্বরীম্।"

ভাব তিন প্রকার—দিব্য, বীর ও পশু। হে কুলসুন্দরি! এই বিশ্ব দেবতারূপ, সমস্ত জগৎ স্ত্রীময় ও পুরুষ শিব এইরূপ অভেদে যে চিন্তা করে, সে দেবতাত্মক বা দিব্য। সে নিত্যস্নান, নিত্যদান, ত্রিসন্ধ্যা জপপূজা, নির্ম্মল বসন পরিধান, বেদশাস্ত্র গুরু ও দেবতায় দৃঢ়জ্ঞান, মন্ত্র ও পিতৃদেবপূজায় অটল বিশ্বাস, বলিদান, শ্রাদ্ধ ও নিত্যকার্য্য, শত্রুমিত্রে সমজ্ঞান, সকলের অন্ন পরিত্যাগ, সর্ব্বসিদ্ধির জন্য গুরুর অন্নভোজন, কদর্য্য ও নিষ্ঠুরতাচরণ ত্যাগ ও দিব্যভাবে সর্ব্বদা পরমেশ্বরীর পূজা করিবে। সর্ব্বদা সত্য কথা কহিবে; কখন মিথ্যা কথা বলিবে না।

পিচ্ছিলাতন্ত্রে ১০ম পটলে—

"দিব্যবীরোমহাভাবাবধমঃ পশুভাবকঃ।
বৈষ্ণবঃ পশুভাবেন পূজয়েৎ পরমেশ্বরি॥
শক্তিমন্ত্রে বরারোহে পশুভাবো ভয়ানকঃ।
দিব্যৈবীরৈর্মহেশানি জায়তে সিদ্ধিরুত্তমা॥
দিব্যে বীরে ন ভেদোঽস্তি ভেদো বীরো মহোদ্ধতঃ।
দিব্যবীরৌ প্রবক্ষ্যামি সর্ব্বভাবোত্তমৌ মতৌ॥
বিনা শক্তিং ন পূজাস্তি মৎস্যমাংসং বিনা প্রিয়ে।
মুদ্রাঞ্চ মৈথুনঞ্চাপি বিনানৈব প্রপূজয়েৎ॥
স্ত্রীভগং পূজনাধারঃ স্বর্ণরূপ্যাত্মকঃ কুশঃ।
অভাবে সর্ব্বদ্রব্যাণামনুকল্পঃ কলৌ যুগে।
অথবা পরমেশানি মানসং সর্ব্বমাচরেৎ॥
স্নানন্তু মানসং প্রোক্তং বৈদিকো মানসঃ সদা।
যত্র ভুক্‌্তা মহাপূজা মানসং ভোজনন্তু তৎ॥
স্বকীয়াং পরকীয়াং বা মানসন্তু রমেৎ স্ত্রিয়ং।
মানসং মদ্যমাংসাদি স্বীকুর্য্যাৎ সাধকোত্তমঃ॥
স্বয়ম্ভু কুসুমং তদ্বন্মানসং সমুপাচরেৎ।
মানসং ভগরোমাদিমানসং ভগপূজনং।
সর্ব্বন্তু মানসং কুর্য্যাদ্যেন সিদ্ধ্যতি সাধকঃ।
ন কলৌ প্রকৃতাচারঃ সংশয়াত্মনি নৈব সঃ॥
মানসেনৈব ভাবেন সর্ব্বসিদ্ধিমুপালভেৎ॥"

দিব্য ও বীর এই দুই মহাভাব, পশুভাব অধম। বৈষ্ণব পশুভাবে পূজা করিবে। শক্তিমন্ত্রে পশুভাব ভীতিজনক। দিব্য ও বীরভাবে প্রভেদ নাই। বীরভাব অতি উদ্ধত। সর্ব্বভাবের শ্রেষ্ঠতম দিব্য ও বীরভাবের বিষয় বলিতেছি। শক্তি বা মদ্য, মৎস্য, মাংস, মুদ্রা ও মৈথুন ব্যতীত পূজা করিতে নাই। স্ত্রীভগ পূজার আধার, স্বর্ণ ও রৌপ্যাত্মক কুশ। সর্ব্বদ্রব্যের অভাবে কলিযুগে অনুকল্প আছে অথবা মনে মনে সকল কর্ম্ম করিবে। মানসস্নান, সর্ব্বদা মানস বৈদিককাণ্ড, যেখানে মহাপূজাভোগ সেইখানেই মানসভোজন ও মনে মনে স্বকীয়া বা পরকীয়া নারীর রমণ করিবে। সাধকশ্রেষ্ঠ মনে মনে মদ্যমাংসাদি গ্রহণ করিবে এবং তদ্রূপ স্বয়ম্ভুকুসুমও উপাচার দিবে। মনে মনে ভগরোমাদি চিন্তা ও ভগপূজা এইরূপ মনে মনে সকল কার্য্য করিবে। কলিকালে নিশ্চয়ই প্রকৃত আচার নাই। এই প্রকার মানসভাব দ্বারাই সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়।

পশুভাবের লক্ষণ ইতিপূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। রুদ্রযামলে উত্তরখণ্ডে লিখিত আছে—

"দুর্গাপূজাং বিষ্ণুপূজাং শিবপূজাঞ্চ নিত্যশঃ।
অবশ্যং হি যঃ করোতি স পশুরুত্তমঃ স্মৃতঃ॥
কেবলং শিবপূজাঞ্চ যঃ করোতি চ সাধকঃ।
পশূনাং মধ্যতঃ শ্রীমান্ শিবয়া সহ চোত্তমঃ॥
কেবলং বৈষ্ণবো ধীরঃ পশূনাং মধ্যমঃ স্মৃতঃ।
ভূতানাং দেবতানাঞ্চ সেবাং কুর্ব্বন্তি সর্ব্বদা॥
পশূনামধমাঃ প্রোক্তা নরকাস্থা ন সংশয়ঃ।
ত্বং সেবাং মম সেবাঞ্চ ব্রহ্মবিষ্ণ্বাদিসেবনম্।
কৃত্বাস্তসর্ব্বভূতানাং নায়িকানাং মহাপ্রভো।
যক্ষিণীনাং ভূতিনীনাং ততঃ সেবাং শুভপ্রদাং॥
যঃ পশু ব্রহ্মকৃষ্ণাদি সেবাঞ্চ কুরুতে সদা।
তথা শ্রীতারকব্রহ্মসেবাং যে বা নরোত্তমাঃ॥
তেষামসাধ্যাভূতাদিদেবতা সর্ব্বকামহা।
বর্জ্জয়েৎ পশুমার্গেণ বিষ্ণুসেবাপরোজনঃ॥"

যে নিত্যই দুর্গাপূজা, বিষ্ণুপূজা ও শিবপূজা অবশ্য করিয়া থাকে, সেই পশু উত্তম। পশুদিগের মধ্যে যে শক্তিসহ শিবপূজা করে অথবা যে ব্যক্তি ধীর ও কেবল বৈষ্ণব, তাহাকে মধ্যম এবং পশুদিগের মধ্যে যাহারা ভূতাদি উপদেবতার সর্ব্বদা সেবা করে, তাহারা অধম ও নিশ্চয় নরকস্থ। যে পশু তোমার, আমার ও ব্রহ্ম বিষ্ণু প্রভৃতির সেবা করিয়া পরে সর্ব্বভূত, নায়িকা, যক্ষিণী, ভূতিনী প্রভৃতির সেবা করে, তাহাও শুভপ্রদ জানিবে। আবার যে পশু ব্রহ্ম কৃষ্ণাদি ও তারকব্রহ্মের সেবা করে, ভূতাদি দেবতার সেবা তাহাদের পক্ষে কামহারী, সুতরাং সাধনযোগ্য নহে। বৈষ্ণব পশুমার্গে ভূতাদির সেবা পরিত্যাগ করিবে।

রুদ্রযামলের মতে—

"পশুভাবস্থিতো মন্ত্রী সিদ্ধিমেকামবাপ্নুয়াৎ।
যদি পূর্ব্বাপরস্থাঞ্চ মহাকৌলিকদেবতাম্॥
কুলমার্গস্থিতো মন্ত্রী সিদ্ধিমাপ্নোতি নিশ্চিতং।
যদি বিদ্যাঃ প্রসীদন্তি বীরভাবং তদা লভেৎ॥
বীরভাবপ্রসাদেন দিব্যভাবমবাপ্নুয়াৎ।
দিব্যভাবং বীরভাবং যে গৃহ্নন্তি নরোত্তমাঃ।
বাঞ্ছাকল্পদ্রুমলতাপতয়স্তে ন সংশয়ঃ॥"

যদি পূর্ব্বাপর পশুভাবে থাকিয়া মহাকৌলিক দেবতার মন্ত্রগ্রহণকারী কেবল সিদ্ধিলাভ করে, তাহা হইলে কুলমার্গস্থ মন্ত্রগ্রহণকারী নিশ্চয় সিদ্ধি লাভ করিবে। মহাবিদ্যা প্রসন্ন হইলে বীরভাব প্রাপ্ত হয়। বীরভাবের প্রসাদে দিব্যভাব লাভ করে। যে নরবর দিব্য ও বীরভাব গ্রহণ করে, সে নিঃসন্দেহে বাঞ্ছাকল্পতরুলতার অধিপতি অর্থাৎ যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারে।

অভিষেক। তান্ত্রিক কার্য্যাদির প্রকৃত সাধন করিতে

হইলে পূর্ব্বে অভিষিক্ত হওয়া চাই, অভিষেক না হইলে চক্রপূজায় বা সাধনে অধিকার জন্মে না। নিরুত্তরতন্ত্রে (১০ম পটলে) লিখিত আছে—

"অভিষিক্তো ভবেৎ বীরো অভিষিক্তা চ কৌলিকী।
এবঞ্চ বীরশক্তিঞ্চ বীরচক্রে নিয়োজয়েৎ ॥…
নাভিষিক্তো বসেচ্চক্রে নাভিষিক্তা চ কৌলিকী।
বসেচ্চ রৌরবং যাতি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥"

বীর ও কুলস্ত্রী উভয়েই অভিষিক্ত হইবে, এইরূপ বীর ও শক্তিকে চক্রে নিযুক্ত করিবে। যে অভিষিক্ত হয় নাই, এরূপ পুরুষ বা কুলস্ত্রীকে চক্রে বসিতে দিবে না। বসিলে, সত্য সত্য বলিতেছি নিশ্চয়ই নরকে যাইবে।

অভিষেক সাধারণতঃ পট্টাভিষেক বা পূর্ণাভিষেক নামে খ্যাত। যথাবিধি দীক্ষিত হইয়া গুরুর উপদেশ, সঙ্কেত এবং তান্ত্রিক পরিভাষা বুঝিয়া তদনুসারের সকল প্রকার তান্ত্রিককার্য্য করিতে সমর্থ, শত শতবার পঞ্চমকারের সেবা করিয়াও যিনি বিচলিত হন না, তাহাকে পূর্ণাভিষিক্ত বলা যায়। এইরূপ পূর্ণাভিষিক্ত আচার্য্যপদে অভিষিক্ত হইলে, সেই ক্রিয়ার নাম পট্টাভিষেক। কুলার্ণবতন্ত্রে লিখিত আছে—

"গুরূপদিষ্টমার্গেণ বোধং কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ।
পাশমুক্তক্ষণাক্লিষ্ট পরানন্দময়ো ভবেৎ ॥
বোধবিদ্বা শিবঃ সাক্ষান্ন পুনর্জ্জন্মতাং ব্রজেৎ।
এষা তীব্রতরা দীক্ষা ভববন্ধবিমোচনী ॥
সঞ্জীবমীনযুক্তেন সুরয়া পূরিতেন চ।
অয়ং সিদ্ধাভিষেকস্ত আচার্য্যস্যাস্ত পার্ব্বতি ॥
পূর্ণাভিষেকহীনা যে মৃতাশ্চ কুলনায়িকে।
সিদ্ধা পূর্ণাভিষেকেন শিবসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ।
তেন মুক্তিং ব্রজন্তীতি শাম্ভবী বাক্যমব্রবীৎ ॥"

দীক্ষিত বিচক্ষণ ব্যক্তি গুরুর উপদিষ্টমার্গে বিচরণ করিয়া সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ করিলে ভববন্ধন মুক্ত ও ক্লেশ পরিশূন্য হইয়া পরানন্দময় হয়। সেই বোধবিৎ সাক্ষাৎ শিব, তাহার আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। মৎস্যমত্স্যাদিযুক্ত এই কঠোর দীক্ষায় জীব ভববন্ধন হইতে বিমুক্ত হয়। হে কুলনায়িকে! যাহাদের পূর্ণাভিষেক হয় নাই, তাহাদিগকে মৃত বলিয়া জানিবে। পূর্ণাভিষেক দ্বারা সিদ্ধ শিবসাযুজ্য লাভ করে। স্বয়ং শিব বলিয়াছেন, এই পূর্ণাভিষেক দ্বারা নিশ্চয়ই মুক্তি লাভ হয়।

পূর্ণাভিষেকের বিধান মহানির্ব্বাণতন্ত্রে এইরূপ বর্ণিত আছে—

"বিধানমেতৎ পরমং গুপ্তমাসীদ্যুগত্রয়ে।
গুপ্তভাবেন কুর্ব্বন্তো নরামোক্ষং যযুঃ পুরা ॥
প্রবলে কলিকালে তু প্রকাশে কুলবর্ত্মনঃ।
নক্তং বা দিবসে কুর্য্যাৎ স প্রকাশাভিষেচনম্ ॥
নাভিষেকং বিনা কৌলঃ কেবলং মদ্যসেবনাৎ।
পূর্ণাভিষিক্তঃ কৌলঃ স্যাচ্চক্রাধীশঃ কুলার্চ্চকঃ ॥
তত্রাভিষেকপূর্ব্বাহ্নে সর্ব্ববিঘ্নোপশান্তয়ে।
যথাশক্ত্যুপচারেণ বিঘ্নেশঃ পূজয়েদ্‌গুরুঃ ॥
গুরুশ্চেন্নাধিকারী স্যাৎ শুভপূর্ণাভিষেচনে।
তদাভিষিক্ত কৌলেন তৎসর্ব্বং সাধয়েৎ প্রিয়ে ॥
খান্তার্ণং বিন্দুসংযুক্তং বীজমস্য প্রকীর্ত্তিতম্।
গণকোঽস্য ঋষিশ্ছন্দো নীবৃদ্বিঘ্নশ্চ দেবতা ॥
কর্ত্তব্যকর্ম্মণো বিঘ্নশান্ত্যর্থে বিনিয়োগিতা।
ষড়্‌দীর্ঘযুক্তমূলেন ষড়ঙ্গানি সমাচরেৎ ॥
প্রাণায়ামং ততঃ কৃত্বা ধ্যায়েদ্‌গণপতিং শিবে।
সিন্দূরাভং ত্রিনেত্রং পৃথুতরজঠরং হস্তপদ্মৈর্দধানং ॥
খড়্গাপাশাঙ্কুশেষ্টান্যরুকরবিলসদ্বারুণীপূর্ণকুম্ভং।
বালেন্দুদ্দীপ্তমৌলীং করিপতিবদনং বীজপূরার্দ্রগণ্ডং ॥
ভোগীন্দ্রা বদ্ধভূষং ভজত গণপতিং রক্তবস্ত্রাঙ্গরাগং ॥
ধ্যাত্বৈবং মানসৈ রিষ্ট্বা পীঠশক্তিঃ প্রপূজয়েৎ ॥
তীব্রা চ জ্বালিনী নন্দা ভোগদা কামরূপিণী।
উগ্রা তেজস্বতী সত্যা মধ্যে বিঘ্নবিনাশিনী ॥
পূর্ব্বাদিতোঽর্চ্চয়িত্বৈতাঃ পূজয়েৎ কমলাসনং।
পুনর্ধ্যাত্বা গণেশানং পঞ্চতত্ত্বোপচারকৈঃ ॥
অভ্যর্চ্চ্য চ চতুর্দ্দিক্ষু গণেশং গণনায়কং।
গণনাথং গণক্রীড়ং যজেৎ কৌলিনিসত্তমঃ ॥
একদন্তং বক্রতুণ্ডং লম্বোদরগজাননৌ।
মহোদরঞ্চ বিকটং ধূম্রাভং বিঘ্ননাশনং ॥
ততো ব্রাহ্মীমুখাঃ শক্তীর্দ্দিক্‌পালাংশ্চ প্রপূজয়েৎ।
তেষামস্ত্রানি সংপূজ্য বিঘ্নরাজং বিসর্জ্জয়েৎ ॥
এবং সংপূজ্য বিঘ্নেশমধিবাসনমাচরেৎ।
ভোজয়েচ্চ পঞ্চতত্ত্বৈ র্ব্রহ্মজ্ঞান্ কুলসাধকান্ ॥
ততঃ পরদিনে স্নাতঃ কৃতনিত্যোদিতক্রিয়ঃ।
আজন্মকৃতপাপানাং ক্ষয়ার্থং তিলকাঞ্চনম্ ॥
উৎসৃজেৎ কৌলতৃপ্ত্যর্থং ভোজ্যৈকেকমপি প্রিয়ে।
অর্ঘ্যং দত্ত্বা দিনেশায় ব্রহ্মবিষ্ণুনবগ্রহান্ ॥
অর্চ্চয়িত্বা মাতৃগণান্ বসুধারাং প্রকল্পয়েৎ।
কর্ম্মণোভ্যুদয়ার্থায় বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং সমাচরেৎ ॥
ততো যা গুরোঃ পার্শ্বং প্রণম্য প্রার্থয়েদিদং।
এহি নাম কুলাচার নলিনীকুলবল্লভ ॥
ত্বৎপাদাম্ভোরুহচ্ছায়াং দেহি মূর্দ্ধ্নি কৃপানিধে।

আজ্ঞাং দেহি মহাভাগ শুভপূর্ণাভিষেচনে ॥
নির্ব্বিঘ্নং কর্ম্মণঃ সিদ্ধিমুপৈমি ত্বৎ প্রসাদতঃ।
শিবশক্ত্যাজ্ঞয়া বৎস কুরু পূর্ণাভিষেচনম্ ॥
মনোরথময়ী সিদ্ধির্জায়তাং শিবশাসনাৎ।
ইত্থমাজ্ঞাং গুরোঃ প্রাপ্য সর্ব্বোপদ্রবশান্তয়ে ॥
আয়ুর্লক্ষ্মী বলারোগ্যাবাপ্ত্যৈ সঙ্কল্পমাচরেৎ।
ত তস্থ কৃতসঙ্কল্পো বস্ত্রালঙ্কারভূষণৈঃ ॥
কারণৈঃ শুদ্ধিসহিতৈরভ্যর্চ্চ্য বৃণুয়াদ্গুরুং।
গুরুর্ম্মনোহরে গেহে গৈরিকাদিবিচিত্রিতে ॥
চিত্রধ্বজপতাকাভিঃ ফলপুষ্পেণ শোভিতে।
কিঙ্কিনীজালমালাভিশ্চন্দ্রাতপাবিভূষিতে ॥
ঘৃতপ্রদীপাবলিভিস্তমোলেশবিবর্জ্জিতে।
কর্পূরসহিতৈর্ধূপৈর্গন্ধধূপৈঃ সুবাসিতে ॥
ব্যজনৈশ্চামরৈর্বর্হৈর্দর্পণাদ্যৈরলঙ্কৃতে।
সার্দ্ধহস্তমিতাং বেদীমুচ্চৈকৈশ্চতুরঙ্গুলাং ॥
রচয়েন্মৃণ্ময়ীং তত্র চূর্ণৈরক্ষতসম্ভবৈঃ।
পীতরক্তাসিতশ্বেতশ্যামলৈঃ সুমনোহরৈঃ।
মণ্ডলং সর্ব্বতোভদ্রং বিদধ্যাৎ শ্রীগুরুস্ততঃ ॥
স্ব স্ব কল্পোক্তবিধিনা কুর্য্যাদর্চ্চা বিধিক্রিয়াং।
কৃত্বা পূর্ব্বোক্তবিধিনা পঞ্চতত্ত্বানি শোধয়েৎ ॥
সংশোধ্য পঞ্চতত্ত্বানি পূর্ব্বকল্পিত মণ্ডলে।
স্বর্ণং বা রাজনং তাম্রং মৃণ্ময়ং ঘটমেব বা ॥
ক্ষালিতং চন্দ্রবীজেন দধ্যক্ষতবিচর্চ্চিতম।
স্থাপয়েদ্ধ্রুক্ষবীজেন সিন্দূরেণাঙ্কয়েৎ প্রিয়া ॥
ক্ষকারাদ্যৈরকারাদ্যৈর্বর্ণৈর্বিন্দুবিভূষিতৈঃ।
মূলমন্ত্রপ্রজাপেণ পূরয়েৎ কারণেন তং ॥
অথবা তীর্থতোয়েন শুদ্ধেন পাথসাপিবা ॥
নবরত্নং সুবর্ণং বা ঘটমধ্যে বিনিঃক্ষিপেৎ।
পনসোড়ুম্বরাশ্বত্থবকুলাম্রসমুদ্ভবং ॥
পল্লবং তন্মুখে দদ্যাদ্বাগ্ভবেন কৃপানিধিঃ।
সরাবং সাত্তিকঞ্চাপি ফলাক্ষতসমন্বিতং ॥
রমাং মায়াং সমুচ্চার্য্য স্থাপয়েৎ পল্লবোপরি।
বধ্নীয়াদ্বস্ত্রযুগ্মেন গ্রীবাং তস্থ বরাননে ॥
শক্তৌ রক্তং শিবে বিষ্ণৌ শ্বেতবাসঃ প্রকীর্ত্তিতং ॥
স্থাং স্থীং মায়াং রমাং স্মৃত্বা স্থিরীকৃত্য ঘটান্তরে ॥
নিঃক্ষিপ্য পঞ্চতত্ত্বানি নবপাত্রাণি বিন্যসেৎ।
রাজতং শক্তিপাত্রং স্যাদ্গুরুপাত্রং হিরণ্ময়ম্ ॥
শ্রীপাত্রন্তু মহাশঙ্খং তাম্রাণ্যন্যানি কল্পয়েৎ।
পাষাণদারুলৌহানাং পাত্রাণি পরিবর্জ্জয়েৎ ॥

শক্ত্যা প্রকল্পয়েৎ পাত্রং মহাদেব্যা প্রপূজনে।
পাত্রাণাং স্থাপনং কৃত্বা গুরুন্ দেবীং প্রতর্পয়েৎ ॥
ততস্ত্বমৃতসংপূর্ণঘটমভ্যর্চ্চয়েৎ সুধীঃ।
দর্শয়িত্বা ধূপদীপৌ সর্ব্বভূতবলিং হরেৎ ॥
প্রাণায়ামং ততঃ কৃত্বা ধ্যাত্বা বাহ্য মহেশ্বরীম্।
স্বশক্ত্যা পূজয়েদিষ্টাং বিত্তশাঠ্যং বিবর্জ্জয়েৎ ॥
হোমন্তু কৃত্বা নিষ্পাদ্য কুমারীশক্তিসাধনং।
পুষ্পচন্দনবাসোভিরর্চ্চয়েৎ স গুরুঃ শিবে ॥
অনুগৃহ্ণন্তু কৌল মে শিষ্যং প্রতিকুলব্রতাঃ।
পূর্ণাভিষেকসংস্কারে ভবন্তিবনুমন্যতাম্ ॥
এবং পৃচ্ছতি চক্রেশে তে ব্রূয়ুর্গুরুমাদরাৎ।
মহামায়াপ্রসাদেন প্রভাবাৎ পরমাত্মনঃ ॥
শিষ্যো ভবতি পূর্ণস্তে পরতত্ত্বপরায়ণঃ।
শিষ্যেণ চ গুরুর্দ্দেবীমর্চ্চয়িত্বার্চ্চিতে ঘটে ॥
কামং মায়াং রমাং জপ্ত্বা চালয়েদ্ঘটমুত্তমম্।
উত্তিষ্ঠ ব্রহ্ম কলসমুত্তরাভিমুখং গুরুঃ ॥
মন্ত্রৈরেতৈর্ক্ষমাদ্যৈরভিষিঞ্চেৎ কৃপান্বিতঃ।
শুভপূর্ণাভিষেকস্থ সদাশিব ঋষিঃ স্মৃতঃ ॥
ছন্দোঽনুষ্টুপ্ দেবতাত্মা প্রণবং বীজমীরিতং।
শুভপূর্ণাভিষেকার্থে বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥"

সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে এই পূর্ণাভিষেকের বিধান সাতিশয় গুপ্ত ছিল। তখন গুপ্তভাবে ইহার অনুষ্ঠান করিয়া মানবগণ মোক্ষলাভ করিয়াছে। পরে যখন কলির প্রভাব বৃদ্ধি হইবে, তখন কুলাচারী মানবগণ রাত্রিকালে বা দিবসে প্রকাশ্যভাবে অভিষেক করিবে। অভিষেক ব্যতিরেকে কেবল মদ্যসেবন করিলেই কৌল হয় না, যাঁহার পূর্ণাভিষেক হইয়াছে, তিনিই কুলার্চ্চক চক্রাধীশ্বর ও কৌল হইতে পারেন। অভিষেকের পূর্ব্ব দিন গুরু সর্ব্ববিঘ্ন শান্তির উদ্দেশে যথাশক্তি উপচার দ্বারা বিঘ্নরাজের পূজা করিবেন। যদি গুরু শুভ পূর্ণাভিষেকে অধিকারী না হন, তাহা হইলে পূর্ণাভিষেকে অভিষিক্ত কৌল দ্বারা উক্ত সংস্কার সাধন করিবে।

থ এই বর্ণের অন্তিম বর্ণে চন্দ্রবিন্দু যোগ করিয়া (গঁ) গণপতির বীজ হইবে। এই গণপতি মন্ত্রের ঋষি গণক, ছন্দঃ নীবৃৎ, দেবতা বিঘ্ন, কর্ত্তব্যকর্ম্মের বিঘ্নশান্তির নিমিত্ত বিনিয়োগ কীর্ত্তন করিতে হইবে *। ছয়টী দীর্ঘস্বর যুক্ত মূল

* ঋষ্যাদিন্যাস যথা—অস্য গণপতিবীজমন্ত্রস্য গণকঋষিঃ নীবৃচ্ছন্দো বিঘ্নো দেবতা কর্ত্তব্যস্য পূর্ণাভিষেককর্ম্মণো বিঘ্নশান্ত্যর্থে বিনিয়োগঃ। শিরসি গণকায় ঋষয়ে নমঃ। মুখে নীবৃচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদয়ে বিঘ্নায় দেবতায়ৈ নমঃ। কর্ত্তব্যস্য শুভপূর্ণাভিষেককর্ম্মণো বিঘ্নশান্ত্যর্থে বিনিয়োগঃ।

মন্ত্র দ্বারা ষড়ঙ্গন্যাস করিবে*। অনন্তর প্রাণায়াম করিয়া † গণপতির ধ্যান করিতে হইবে।

যিনি সিন্দূরের ন্যায় রক্তবর্ণ, যিনি নয়নত্রয়বিশিষ্ট, যাঁহার জঠর স্থূলতর, যিনি বাহুচতুষ্টয় দ্বারা শঙ্খ, পাশ, অঙ্কুশ ও বর ধারণ করিয়া আছেন, যিনি বিশাল শুণ্ডদ্বারা বারুণীপূর্ণ কুম্ভ ধারণ করিতেছেন, নূতন শশিকলা দ্বারা যাঁহার মৌলি শোভমান হইতেছে, যাঁহার বদন গজরাজের বদন সদৃশ, যাঁহার গণ্ডদ্বয় সর্ব্বদা মদস্রাবে আর্দ্র হইয়া রহিয়াছে; যাঁহার শরীর সর্পরাজ দ্বারা বিভূষিত, যিনি রক্তবস্ত্র ও রক্ত অঙ্গরাগ ধারণ করিয়াছেন, তাদৃশ দেব গণপতিকে ভজনা কর।

এইরূপ ধ্যানপূর্ব্বক মানস উপচার দ্বারা পূজা করিয়া (প্রণব উচ্চারণপূর্ব্বক চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত নাম উচ্চারণ করিয়া নমঃ এইপদ অন্তে দিয়া গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা) পীঠশক্তিদিগের পূজা করিবে। তীব্রা, জ্বালিনী, নন্দা, ভোগদা, কামরূপিণী, উগ্রা, তেজস্বতী ও সত্যা, এই অষ্ট পীঠশক্তির পূর্ব্বাদিক্রমে পূজা করিয়া মধ্যদেশে বিঘ্নবিনাশিনীর পূজা করিবে ‡। (পরে প্রণব পাঠপূর্ব্বক নমঃ পদান্ত নাম উচ্চারণ করিয়া) কমলাসনের পূজা করিতে হইবে। কৌলিকশ্রেষ্ঠ পুনর্ব্বার ধ্যান করিয়া মন্ত্রশোধিত পঞ্চতত্ত্বরূপ উপচার দ্বারা গণেশের পূজা করিবে। পরে তাঁহার চতুর্দ্দিক্, গণেশ, গণনায়ক, গণনাথ, গণক্রীড়, একদন্ত, রক্ততুণ্ড, লম্বোদর, গজানন, মহোদর, বিকট, ধূম্রাভ, বিঘ্ননাশন ইঁহাদের পূজা করিতে হইবে।

অনন্তর ব্রাহ্মী প্রভৃতি অষ্টশক্তি এবং ইন্দ্রাদি দশদিক্পালের পূজা করিয়া দিক্পালদিগের অস্ত্রসমুদায়ের পূজা পূর্ব্বক (বিঘ্নরাজ ক্ষমস্ব এই বাক্য দ্বারা) বিঘ্নরাজের বিসর্জ্জন করিবে।

এইরূপে বিঘ্নরাজের পূজা করিয়া অধিবাস করিবে এবং পঞ্চতত্ত্ব দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞ কুলসাধকদিগকে ভোজন করাইবে।

অনন্তর পরদিনে স্নানপূর্ব্বক নিত্যক্রিয়া সমাধান করিয়া জন্মাবধি কৃত সমুদয় পাপপুঞ্জের ক্ষয়ের নিমিত্ত তিলকাঞ্চন উৎসর্গ করিবে।** প্রিয়ে! তৎপরে কৌলদিগের তৃপ্তির নিমিত্ত একটী ভোজ্য উৎসর্গ করিবে††। পরে সূর্য্যকে অর্ঘ্য প্রদান পূর্ব্বক, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, নবগ্রহ, মাতৃগণ, ইঁহাদের পূজা করিয়া বসুধারা দিবে। পরে কর্ম্মের অভ্যুদয় কামনায় বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিবে।

অনন্তর গুরুর নিকট গমন করিয়া প্রণতিপূর্ব্বক প্রার্থনা করিবে যে, নাথ! আপনি কৌলিকরূপ পদ্মবনের বল্লভ। কৃপানিধে! এখন আমার মস্তকে ভবদীয় চরণ-কমলের ছায়া প্রদান করুন। মহাভাগ! আমার শুভপূর্ণাভিষেক বিষয়ে আপনি আজ্ঞা প্রদান করুন। আমি আপনার প্রসাদে নির্বিঘ্নে কার্য্য সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে।

বৎস! শিবশক্তির আজ্ঞানুসারে পূর্ণাভিষেকে অভি-

---

* অঙ্গুষ্ঠ প্রভৃতি ষড়ঙ্গন্যাস যথা—গামঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। গীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। গূং মধ্যমাভ্যাং বষট্। গৈম্ অনামিকাভ্যাং হুম্। গৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। গঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্। হৃদয়াদি ষড়ঙ্গন্যাস যথা—গাং হৃদয়ায় নমঃ। গীং শিরসে স্বাহা। গূং শিখায়ৈ বষট্। গৈং কবচায় হুম্। গৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। গঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্।

† গঁ এই বীজমন্ত্র পাঠপূর্ব্বক প্রাণায়াম করিতে হইবে।

‡ পূর্ব্বদিকে, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ তীব্রায়ৈ নমঃ। অগ্নিকোণে, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ জ্বালিন্যৈ নমঃ। দক্ষিণদিকে, ওঁ নন্দায়ৈ নমঃ। নৈঋ্ঋতকোণে, ওঁ ভোগদায়ৈ নমঃ। পশ্চিমদিকে, ওঁ কামরূপিণ্যৈ নমঃ। বায়ুকোণে, ওঁ উগ্রায়ৈ নমঃ। উত্তরদিকে, ওঁ তেজস্বত্যৈ নমঃ। ঈশানকোণে, ওঁ সত্যায়ৈ নমঃ। মধ্যে, ওঁ বিঘ্নবিনাশিন্যৈ নমঃ।

** এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ কমলাসনায় নমঃ।

†† এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গণেশায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গণনায়কায় নমঃ ইত্যাদি।

‡ ওঁ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকে রাশিস্থে ভাস্করে অমুকতিথৌ অমুকবারে জম্বুদ্বীপান্তর্গতভারতবর্ষৈকদেশস্থিতামুকগ্রামবাসী অমুক গোত্রঃ অমুকপ্রবরঃ অমুকবেদান্তর্গতামুকশাখাধ্যায়ী শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা আজন্মকৃতাশেষ দুষ্কৃত পুঞ্জক্ষয়কামঃ অমুকগোত্রায় অমুকপ্রবরায় ভারতবর্ষৈকদেশস্থিতামুকগ্রামবাসিনে অমুকবেদান্তর্গতামুকশাখাধ্যায়িনে শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণে ব্রাহ্মণায় দাতুং কাঞ্চনসহিতান্ তিলানহং সমুৎসৃজে। এই বাক্য পাঠ করিয়া তিলকাঞ্চন উৎসর্গ করিবে।

ওঁ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক রাশিস্থে ভাস্করে অমুকতিথৌ অমুকবারে অমুকগোত্রঃ অমুকপ্রবরঃ অমুকবেদান্তর্গতামুক শাখাধ্যায়ী শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা কৌলপরিতৃপ্তিকামঃ অমুকগোত্রায় অমুকপ্রবরায় অমুকবেদান্তর্গতামুকশাখাধ্যায়িনে শ্রীমতে অমুক দেবশর্ম্মণে ব্রাহ্মণায় কৌলায় দাতুং ভোজ্যমহং সমুৎসৃজে। এই বাক্য পাঠ করিয়া ভোজ্য উৎসর্গ করিবে।

ষিক্ত হও। মহেশ্বরের আজ্ঞানুসারে তোমার অভিপ্রেত সিদ্ধি হউক। শিষ্য গুরুর নিকট এই আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বোপদ্রব শান্তির নিমিত্ত এবং আয়ুঃ, লক্ষ্মী, বল ও আরোগ্য প্রাপ্তির নিমিত্ত সংকল্প করিবে *।

এইরূপ কৃতসংকল্প হইয়া বস্ত্র, অলঙ্কার, ভূষণ ও শুদ্ধি সহিত কারণ দ্বারা গুরুর অর্চ্চনা করিয়া বরণ করিবে †।

গুরু গৈরিকাদি দ্বারা চিত্রিত মনোহর গৃহে উপবেশন করিবেন। ঐ গৃহ মনোহর ধ্বজ পতাকা দ্বারা ও ফল পল্লবাদি দ্বারা সুশোভিত থাকিবে। কিঙ্কিনী অর্থাৎ ক্ষুদ্র ঘন্টিকাসমূহের মালায় বিভূষিত বিচিত্র চন্দ্রাতপ দ্বারা ঐ গৃহ অলঙ্কৃত হইবে। সে স্থলে এরূপ ঘৃতপ্রদীপশ্রেণী জ্বালিয়া দিতে হইবে, যে সেখানে অন্ধকারের লেশমাত্র থাকিবে না। কর্পূর সহিত শালনির্য্যাস নির্ম্মিত ধূপ দ্বারা সেই স্থান সুবাসিত হইবে। টানাপাখা, তালবৃন্ত, চামর, ময়ূরপুচ্ছ ও দর্পণাদি দ্বারা সেই গৃহ সুসজ্জিত থাকিবে।

গুরু এই গৃহের অভ্যন্তরে চারি অঙ্গুলি উচ্চ সার্দ্ধ হস্ত-পরিমিত মৃণ্ময়ী বেদী রচনা করিবেন। অনন্তর পীত, রক্ত, কৃষ্ণ, শ্বেত, শ্যামল, এই পঞ্চবর্ণের অক্ষত চূর্ণ দ্বারা সুমনোহর সর্ব্বতোভদ্র মণ্ডল রচনা করিবেন। পরে স্ব স্ব কল্পোক্ত বিধানানুসারে মানসপূজা অবধি সমুদায় কার্য্য সমাপন করিয়া মন্ত্র দ্বারা পঞ্চতত্ত্ব শোধন করিবেন।

পঞ্চতত্ত্ব শোধনের পর পূর্ব্বকল্পিত সর্ব্বতোভদ্র মণ্ডলের উপরি, সুবর্ণনির্ম্মিত, রজতনির্ম্মিত, তাম্রনির্ম্মিত, অথবা মৃত্তিকা-নির্ম্মিত ঘট আনয়নপূর্ব্বক ফট্ এই মন্ত্র দ্বারা ঐ ঘট প্রক্ষালিত করিবে। তাহাতে দধি ও অক্ষত বিলেপনপূর্ব্বক প্রণব উচ্চারণ করিয়া তাহা ঐ মণ্ডলে স্থাপন করিবে। পরে শ্রীঁ এই বীজ পাঠ করিয়া সিন্দুর দ্বারা উহা অঙ্কিত করিবে। অনন্তর চন্দ্রবিন্দুবিভূষিত ক্ষ অবধি অ পর্য্যন্ত পঞ্চাশৎ বর্ণের সহিত মূলমন্ত্র তিনবার জপ করিয়া কারণদ্বারা ঐ ঘট পূর্ণ করিবে অথবা তীর্থজল দ্বারা কিংবা বিশুদ্ধ সলিল দ্বারা ঘট পূর্ণ করিয়া পশ্চাৎ নবরত্ন বা সুবর্ণ ঐঁ ঘট মধ্যে নিক্ষেপ করিতে হইবে। অনন্তর কৃপানিধি গুরু ঐঁ এই বীজ উচ্চারণ-পূর্ব্বক কলস মুখে কাঁঠাল, উড়ুম্বর, অশ্বত্থ, বকুল ও আম্র, এই পঞ্চপল্লব স্থাপন করিবে। পরে শ্রীঁ হ্রাঁ এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আতপ তণ্ডুল ও ফলসমন্বিত সুবর্ণময়, রজতময়, তাম্রময় বা মৃন্ময় শরাব পল্লবোপরি স্থাপন করিবে। বরাননে! বস্ত্রযুগল দ্বারা ঐ ঘটের গ্রীবাবন্ধন করিবে। শিবে! শাক্তমন্ত্রে রক্তবস্ত্র ও বিষ্ণুমন্ত্রে শ্বেতবস্ত্রই প্রশস্ত। পরে স্থাঁ স্থীঁ হ্রাঁ শ্রীঁ স্থিরীভব, এই মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক স্থিরীকৃত অন্ত ঘটে পঞ্চতত্ত্ব স্থাপন করিয়া নবপাত্র বিন্যাস করিবে।

শাক্তপাত্র রজতনির্ম্মিত, গুরুপাত্র সুবর্ণনির্ম্মিত, শ্রীপাত্র-মহাশঙ্খবিরচিত ও অন্য সমুদায় পাত্র তাম্রনির্ম্মিত করিতে হইবে। মহাদেবীর পূজাকালে পাষাণনির্ম্মিত পাত্র, কাষ্ঠ-নির্ম্মিত পাত্র ও লৌহনির্ম্মিত পাত্র পরিত্যাগ করিয়া শক্ত্যনুসারে অন্য পদার্থ দ্বারা প্রস্তুত পাত্র ব্যবহার করিবে। পরে পাত্র সংস্থাপন করিয়া গুরুগণের ভগবতীর (ও আনন্দ ভৈরবাদির) তর্পণ করিবে। অনন্তর জ্ঞানী ব্যক্তি অমৃত-পূর্ণ ঘটের অর্চ্চনা করিবে। পরে ধূপ দীপ প্রদর্শনপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রপাঠ করিয়া সর্ব্বভূত বলি প্রদান করিবে। অনন্তর পীঠদেবতাদিগের পূজা করিয়া ষড়ঙ্গন্যাস করিবে। পরে প্রাণায়াম করিয়া মহেশ্বরী ধ্যান ও আবাহনপূর্ব্বক স্বশক্তি অনুসারে সেই অভীষ্ট দেবতার পূজা করিবে, কোন মতে বিত্তশাঠ্য করিবে না। শিবে। সদ্গুরু, হোম পর্য্যন্ত সমুদায় কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া পুষ্প চন্দন ও বস্ত্র দ্বারা কুমারীদিগকে ও শাক্তসাধকদিগকে অর্চ্চিত করিবেন। হে কুলব্রত কৌলগণ! আপনারা আমার শিষ্যের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করুন। এই পূর্ণাভিষেক সংস্কারে আপনারা অনুমতি প্রদান করুন।

চক্রেশ্বর এইরূপ প্রশ্ন করিলে কৌলগণ সমাদরপূর্ব্বক বলিবেন যে, মহামায়ার প্রসাদে এবং পরমাত্মার প্রভাবে আপনকার শিষ্য পরমতত্ত্বপরায়ণ ও পূর্ণ হউন।

অনন্তর গুরু, শিষ্যদ্বারা দেবী ভগবতীর পূজা করিয়া

---

* ওঁ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকবারে অমুকনক্ষত্রে অমুকগোত্রঃ অমুকপ্রবরঃ অমুকবেদী অমুকশাখাধ্যায়ী কুমারিকা-খণ্ডান্তর্গতামুকপ্রদেশীয়ামুকগ্রামবাসী শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা নিঃশেষোপদ্রবশান্তিকামঃ আয়ুর্লক্ষ্মীবলারোগ্যকামশ্চ শুভ-পূর্ণাভিষেচনমহং করিষ্যে। এই বাক্য পাঠ করিয়া সংকল্প করিবে।

† ওঁ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুক রাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকবারে অমুকনক্ষত্র অমুক-গোত্রঃ অমুকপ্রবরঃ অমুক বেদী অমুকশাখাধ্যায়ী কুমারিকা খণ্ডান্তর্গতামুক প্রদেশীয়ামুকগ্রামবাসী শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মণঃ অমুক গোত্রং অমুক প্রবরম্ অমুক বেদীনম্ অমুক শাখা-ধ্যায়িনং কুমারিকাখণ্ডান্তর্গতামুক প্রদেশীয়ামুক গ্রামনিবা-সিনং শ্রীমদমুকানন্দনাথং গুরুত্বেন ভবন্তং বস্ত্রালঙ্কারাদি-ভিরহং বৃণে। এইরূপ সংকল্প পাঠ করিয়া গুরুকে বরণ করিবে।

অর্চ্চিত ঘটের উপরি ক্লীঁ হ্রীঁ শ্রীঁ এই মন্ত্র জপ করিয়া সেই নির্ম্মল ঘট চালনা করিবেন। (এবং এই মন্ত্র পাঠ করিবেন যে) হে ব্রহ্মকলস তুমি সিদ্ধিদাতা ও দেবতা-স্বরূপ তুমি উত্থান কর। আমার শিষ্য তোমার জল ও পল্লবদ্বারা সিক্ত হইয়া ব্রহ্মনিরত হউক।

গুরু এই মন্ত্রদ্বারা কলস সঞ্চালিত করিয়া কৃপাযুক্ত হৃদয়ে উত্তরাভিমুখে শিষ্যকে অভিষিক্ত করিবেন এবং এই মন্ত্র পাঠ করিতে থাকিবেন যে, শুভপূর্ণাভিষেকে ঋষি সদাশিব, ছন্দঃ অনুষ্টুপ্, বীজ প্রণব, শুভ পূর্ণাভিষেকার্থে বিনিয়োগ কীর্ত্তন করিতে হইবে।*

তৎপরে এই অভিষেক মন্ত্র পাঠ করিবে—

"গুরবস্ত্বাভিষিঞ্চন্তু ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরাঃ।
দুর্গা লক্ষ্মী ভবানীস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু মাতরঃ॥
ষোড়শী তারিণী নিত্যা স্বাহা মহিষমর্দ্দিনী।
এতাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা॥
জয়দুর্গা বিশালাক্ষী ব্রহ্মাণী চ সরস্বতী।
এতাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু বগলা বরদা শিবা॥
নারসিংহী চ বারাহী বৈষ্ণবী বনমালিনী।
ইন্দ্রাণী বারুণী রৌদ্রী ত্বাভিষিঞ্চন্তু শক্তয়ঃ॥
ভৈরবী ভদ্রকালী চ তুষ্টিঃ পুষ্টিরুমা ক্ষমা।
শ্রদ্ধাকান্তির্দয়া শান্তিরভিষিঞ্চন্তু তে সদা॥
মহাকালী মহালক্ষ্মীর্মহানীলসরস্বতী।
উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা চ অভিষিঞ্চন্তু সর্ব্বদা॥
মৎস্যঃ কূর্ম্মো বরাহশ্চ নৃসিংহো বামনস্তথা।
রামো ভার্গবরামস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু বারিণা॥
অসিতাঙ্গরুরুশ্চণ্ডঃ ক্রোধোন্মত্তভয়ঙ্করঃ।
কপালী ভীষণশ্চত্বামভিষিঞ্চন্তু বারিণা॥
কালী কপালিনী কুল্লা কুরুকুল্লা বিরোধিনী।
বিপ্রচিত্তামহোগ্রাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু সর্ব্বদা॥
ইন্দ্রোগ্নিঃ শমনোরুক্ষো বরুণঃ পবনস্তথা।
ধনদশ্চ মহেশানঃ সিঞ্চন্তুমাং দিগীশ্বরাঃ॥
রবিঃ সোমো মঙ্গলশ্চ বুধো জীবঃ শিতঃ শনিঃ।
রাহুঃ কেতুঃ সনক্ষত্রা অভিষিঞ্চন্তু তে গ্রহা।
নক্ষত্রং করণং যোগো বারাঃ পক্ষৌদিনানি চ॥
ঋতুর্মাসোহায়নস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু সর্ব্বদা॥
লবণেক্ষুসুরাসর্পির্দধিদুগ্ধজলান্তকাঃ।
সমুদ্রাস্ত্বাভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা॥
গঙ্গা সূর্য্যসুতা রেবা চন্দ্রভাগা সরস্বতী।
সরযূর্গণ্ডকী কুন্তী শ্বেতগঙ্গা চ কৌশিকী॥
অনন্তাদ্যা মহানাগাঃ সুপর্ণাদ্যা পতত্রিণঃ।
তরবঃ কল্পবৃক্ষাদ্যাঃ সিঞ্চন্তু ত্বাং দিগীশ্বরাঃ॥
পাতালভূতলব্যোমচারিণঃ ক্ষেমচারিণঃ।
পূর্ণাভিষেকসন্তুষ্টা অভিষিঞ্চন্তু পাথসা॥
দৌর্ভাগ্যং দুর্যশোরোগা দৌর্ম্মনস্যং তথা শুচঃ।
বিনশ্যন্ত্বভিষেকেণ কালীবীজেন তাড়িতাঃ॥
ভূতঃ প্রেতঃ পিশাচাশ্চ গ্রহা যে রিষ্টকারিণঃ।
বিদ্রুতাস্তে বিনশ্যন্তু রমাবীজেন তাড়িতাঃ॥
অভিচারকৃতা দোষা বৈরিমন্ত্রোদ্ভবাশ্চ যে।
মনোবাক্কায়জাদোষাঃ বিনশ্যন্ত্বভিষেচনাৎ॥
নশ্যন্তু বিপদঃ সর্ব্বাঃ সম্পদঃ সন্তু সুস্থিরাঃ।
অভিষেকেণ পূর্ণেন পূর্ণা সন্তু মনোরথাঃ॥
ইত্যেকাধিকবিংশত্যা মন্ত্রৈঃ সংসিক্তসাধকম্।
পশোর্মুখাল্লব্ধমন্ত্রং পুনঃ সংশ্রাবয়েদ্‌গুরুঃ॥
পূর্ব্বোক্ত নাম্না সংবোধ্য জ্ঞাপয়ন্ শক্তিসাধকান্।
দদ্যাদানন্দনাথান্তমাখ্যানং কৌলিকো গুরুঃ॥
শ্রুতমন্ত্রগুরোর্যন্ত্রে সংপূজ্য নিজ দেবতাম্।
পঞ্চতত্ত্বোপচারেণ গুরুমভ্যর্চ্চয়েত্ততঃ॥
গোভূহিরণ্যবাসাংসি নানালঙ্করণানি চ।
গুরবে দক্ষিণাং দত্ত্বা যজেৎ কৌলান্ শিবাত্মকান্॥
কৃতকৌলার্চ্চনো ধীরঃ শাস্ত্যোহাতিবিনয়ান্বিতঃ।
শ্রীগুরোশ্চরণৌ স্পৃষ্ট্বা ভক্ত্যা নত্বেদমর্থয়েৎ॥
শ্রীনাথ জগতাং নাথ মন্নাথ করুণানিধেঃ।
পরামৃতপ্রদানেন পূরয়াস্মন্মনোরথম্।
আজ্ঞাং মে দীয়তাং কৌলাঃ প্রত্যক্ষশিবরূপিণঃ।
সচ্ছিষ্যায় বিনীতায় দদামি পরমামৃতম্॥
চক্রেশ পরমেশান কৌলপঙ্কজভাস্কর।
কৃতার্থং কুরু সৎশিষ্যং দেহ্যস্মৈ কৃপামৃতম্॥
আজ্ঞামাদায় কৌলেশং পরমামৃতপূরিতম্।
সশুদ্ধিকং পানপাত্রং শিষ্যহস্তে সমর্পয়েৎ॥
হৃত্বাকৃষ্য গুরুর্দ্দেবীং স্রুবসংলগ্নভস্মনা।
স্বস্য শিষ্যস্য কৌলানাং কূর্চ্চে চ তিলকং ন্যসেৎ॥
ততঃ প্রসাদতত্ত্বানি কৌলেভ্যঃ পরিবেশয়ন্।

* মন্ত্র যথা—এষাং শুভপূর্ণাভিষেকমন্ত্রাণাং সদাশিব ঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দ আদ্যাকালী দেবতা ওঁ বীজং শুভপূর্ণাভিষেকার্থে বিনিয়োগঃ। শিরসি সদাশিবায় ঋষয়ে নমঃ। মুখে অনুষ্টুপ্ ছন্দসে নমঃ। হৃদয়ে আদ্যায়ৈ কালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ। গুহ্যে ওঁ বীজায় নমঃ। শুভপূর্ণাভিষেকার্থে বিনিয়োগঃ। এইরূপ ঋষিন্যাস করিতে হইবে।

চক্রানুষ্ঠানবিধিনা বিদধ্যাৎ পানভোজনম্ ॥
ইতি তে কথিতং দেবি শুভপূর্ণাভিষেচনম্।
ব্রহ্মজ্ঞানৈকজননং শিবত্বফলসাধনম্ ॥
নবরাত্রং সপ্তরাত্রং পঞ্চরাত্রং ত্রিরাত্রকম্।
অথবাপ্যেকরাত্রঞ্চ কুর্য্যাৎ পূর্ণাভিষেচনম্ ॥
সংস্কারেঽস্মিন্ কুলেশানি পঞ্চকল্পাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
নবরাত্র বিধানেবাং সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলম্ ॥
নবনাভং সপ্তরাত্রে পঞ্চাব্জং পঞ্চরাত্রকে।
ত্রিরাত্রে চৈকরাত্রে চ পদ্মমষ্টদলং প্রিয়ে ॥
মণ্ডলে সর্ব্বতোভদ্রে নবনাভেঽপি সাধকৈঃ।
স্থাপনীয়া নব ঘটাঃ পঞ্চাব্জে পঞ্চসংখ্যকাঃ ॥
নলিনে হষ্টদলে দেবি ঘটস্ত্বেকঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
অঙ্গাবরণদেবাংশ্চ কেশরাদিষু পূজয়েৎ ॥
পূর্ণাভিষেকসিদ্ধানাং কৌলানাং নির্ম্মলাত্মনাম্।
দর্শনাৎ স্পর্শনাৎ প্রাণাৎ দ্রব্যশুদ্ধির্বিধীয়তে ॥"

গুরুগণ তোমাকে অভিষিক্ত করুন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর তোমাকে অভিষিক্ত করুন। দুর্গা, লক্ষ্মী, ভবানী, এই মাতৃগণ তোমাকে অভিষিক্ত করুন। ষোড়শী, তারিণী, নিত্যা, স্বাহা, মহিষমর্দ্দিনী ইঁহারা মন্ত্রপূতঃ সলিল দ্বারা তোমাকে অভিষিক্ত করুন। জয়দুর্গা, বিশালাক্ষী, ব্রহ্মাণী সরস্বতী, বগলা, বরদা, শিবা, ইঁহারা তোমাকে অভিষিক্ত করুন। নারসিংহী, বারাহী, বৈষ্ণবী, বনমালিনী, ইন্দ্রাণী, বারুণী, রৌদ্রী, এই সমুদায় শক্তি তোমাকে অভিষিক্ত করুন। ভৈরবী, ভদ্রকালী, তুষ্টি, পুষ্টি, উমা, ক্ষমা, শ্রদ্ধা, কান্তি, দয়া, শান্তি, ইঁহারা সর্ব্বদা তোমাকে অভিষিক্ত করুন। মহাকালী, মহালক্ষ্মী, মহানীলসরস্বতী, উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা ইঁহারা সর্ব্বদা তোমাকে সলিল দ্বারা অভিষিক্ত করুন। মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, রাম, পরশুরাম, ইঁহারা সর্ব্বদা তোমাকে সলিল দ্বারা অভিষিক্ত করুন। অসিতাঙ্গ, রুরু, চক্র, ক্রোধোন্মত্ত ভয়ঙ্কর, কপালী, ভীষণ, ইঁহারা সলিল দ্বারা তোমাকে অভিষিক্ত করুন। কালী, কপালিনী, কুল্লা, কুরুকুল্লা, বিরোধিন, বিপ্রচণ্ডা, মহোগ্রা, ইঁহারা সর্ব্বদা তোমাকে অভিষিক্ত করুন। ইন্দ্র, অগ্নি, পিতৃপতি, নৈর্ঋত, বরুণ, মরুৎ, কুবের, ঈশান এই অষ্টদিক্‌পাল তোমাকে অভিষিক্ত করুন। রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু কেতু এই গ্রহগণ ও নক্ষত্রগণ তোমাকে অভিষিক্ত করুন। অশ্বিনী প্রভৃতি নক্ষত্রগণ বব প্রভৃতি করণগণ বিষ্কম্ভ প্রভৃতি যোগগণ, রবি প্রভৃতি বারগণ, শুক্লপক্ষ, কৃষ্ণপক্ষ, দিনগণ বসন্ত প্রভৃতি ছয় ঋতু, বৈশাখ প্রভৃতি দ্বাদশ মাস, উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ণ ইঁহারা সর্ব্বদা তোমাকে অভিষিক্ত করুন। লবণ-সমুদ্র, ইক্ষুসমুদ্র, সুরাসমুদ্র, ঘৃতসমুদ্র, দধিসমুদ্র, দুগ্ধসমুদ্র ও জলসমুদ্র এই সমুদায় সমুদ্র মন্ত্রপূত সলিল দ্বারা তোমাকে অভিষিক্ত করুন। গঙ্গা, যমুনা, রেবা, চন্দ্রভাগা, সরস্বতী, সরযূ, গণ্ডকী, কুন্তী, শ্বেতগঙ্গা, কৌশিকী, ইঁহারা মন্ত্রপূতঃ সলিল দ্বারা তোমাকে অভিষিক্ত করুন। অনন্ত, বাসুকি, পদ্ম প্রভৃতি মহানাগগণ, গরুড় প্রভৃতি পক্ষিগণ, কল্পবৃক্ষ প্রভৃতি বৃক্ষগণ ও পর্ব্বতগণ, তোমাকে অভিষিক্ত করুন। পাতালচারী, ভূতলচারী ও ব্যোমচারী জীবগণ তোমার মঙ্গল করুন এবং তাঁহারা পূর্ণাভিষেক দর্শনে পরিতুষ্ট হইয়া তোমাকে সলিল দ্বারা অভিষিক্ত করুন। পূর্ণাভিষেক দ্বারা এবং পর ব্রহ্মের তেজোদ্বারা তোমার দুর্ভাগ্য, অযশ, রোগ, দৌর্ম্মনস্য ও শোক সমুদায় বিধ্বস্ত হউক।

অলক্ষ্মী, কালকর্ণী, ডাকিনীগণ, যোগিনীগণ, ইঁহারা অভিষেক দ্বারা ও কালীবীজ দ্বারা তাড়িত হইয়া বিনষ্ট হউক। ভূতগণ, প্রেতগণ, পিশাচগণ, গ্রহগণ আর আর সমুদায় অনিষ্টকারিগণ রমাবীজ দ্বারা তাড়িত হইয়া পলায়ন করুক এবং নষ্ট হউক। অভিচারজনিত দোষ, বৈরমন্ত্রসমুৎপন্ন দোষ, মানসিক দোষ, বাচনিক দোষ, কায়িক দোষ, এই সমুদায় তোমার অভিষেক দ্বারা ধ্বস্ত হউক। তোমার সমুদায় বিপদ দূর হউক। তোমার সমুদায় সম্পদ স্থিরতর হউক। এই পূর্ণ অভিষেক দ্বারা তোমার সমুদায় মনোরথ পূর্ণ হউক।

এই একবিংশতি মন্ত্র দ্বারা সাধক অভিষিক্ত হইবে। যদি শিষ্য পশুর নিকট দীক্ষিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে গুরু তাহাকে পুনর্ব্বার সেই মন্ত্র শ্রবণ করাইবেন। অনন্তর কৌলিক গুরু শক্তি সাধকদিগকে জানাইয়া পূর্ব্বনাম গ্রহণপূর্ব্বক শিষ্যকে সম্বোধন করিয়া আনন্দনাথান্ত নাম প্রদান করিবেন। শিষ্য গুরুর মুখে মন্ত্র শ্রবণ করিয়া 'পঞ্চতত্ত্বোপচার দ্বারা মন্ত্র মধ্যে নিজ অভীষ্ট দেবতার পূজা করিয়া গুরুপূজা করিবে।

অনন্তর গুরুকে গাভী, ভূমি, সুবর্ণ, বস্ত্র, পেয়দ্রব্য, অলঙ্কার এই সমুদায় দক্ষিণাপ্রদান করিয়া সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ কৌলদিগের পূজা করিবে। পরে জ্ঞানী ব্যক্তি কৌলদিগের অর্চ্চনাপূর্ব্বক শান্ত ও অতি বিনীত হইয়া ভক্তি সহকারে শ্রীগুরুর চরণস্পর্শপূর্ব্বক নমস্কার করিয়া প্রার্থনা করিবে যে, শ্রীনাথ আপনি জগতের নাথ, আমার নাথ ও করুণানিধি। আপনি পরমামৃত প্রদানপূর্ব্বক আমার মনোরথ পূর্ণ করুন। (গুরু কৌলদিগকে বলিবেন যে,) কৌলগণ! আপনারা প্রত্যক্ষ শিবরূপী। আপনারা আজ্ঞা দিউন,

আমি এই বিনয়সম্পন্ন সৎশিষ্যকে পরমামৃত প্রদান করি। (কৌলগণ কহিবেন), চক্রেশ্বর! আপনি সাক্ষাৎ পরমেশ্বর। আপনি কৌলরূপ পদ্মবনের ভাস্করস্বরূপ। আপনি এই সৎশিষ্যকে চরিতার্থ করুন। ইহাকে কুলামৃত দিউন।

পরে গুরু কৌলদিগের অনুমতি গ্রহণ করিয়া শুদ্ধি সহিত পরমামৃত-পূরিত পানপাত্র শিষ্য-হস্তে সমর্পণ করিবেন। পরে গুরু, দেবী ভগবতীকে স্বহৃদয়ে আনয়ন করিয়া স্রব-সংলগ্ন ভস্ম দ্বারা স্বশিষ্যের ও কৌলদিগের ললাটে তিলক করিয়া দিবেন। অনন্তর প্রসাদতত্ত্ব সমুদায় কৌলদিগকে পরিবেশন করিয়া চক্রানুষ্ঠানের বিধানানুসারে পান ও ভোজন করিবে। এই আমি তোমার নিকট শুভ-পূর্ণাভিষেক কহিলাম। ইহা হইতে ব্রহ্মজ্ঞান ও শিবত্বলাভ হয়।

নবরাত্রি, সপ্তরাত্রি, পঞ্চরাত্রি, ত্রিরাত্রি অথবা একরাত্রি পূর্ণাভিষেক করিবে। কুলেশ্বরি! এই সংস্কারে পাঁচটী কল্প আছে। যদি নবরাত্রি অভিষেক হয়, তাহা হইলে সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডল রচনা করিতে হইবে। প্রিয়ে! সপ্তরাত্রি অভিষেক-স্থলে নবনাভমণ্ডল, পঞ্চরাত্রি অভিষেক-স্থলে পঞ্চাব্জমণ্ডল, ত্রিরাত্রি ও একরাত্রি অভিষেক-স্থলে অষ্টদলপদ্ম রচনা করিতে হইবে। সাধকগণ সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলে এবং নবনাভমণ্ডলে নয়টী ঘট এবং পঞ্চাব্জমণ্ডলে পাঁচটী ঘট স্থাপন করিবে। অষ্টদলপদ্ম স্থলে একটী মাত্র ঘট স্থাপন করিতে হইবে। এই পদ্মের কেশরাদিতে অঙ্গদেবতা ও আবরণ-দেবতাদিগের পূজা করিতে হয়। যাঁহারা পূর্ণাভিষেকে অভিষিক্ত কৌল, যাঁহারা নির্ম্মলহৃদয়, তাঁহাদের দর্শন, স্পর্শন বা ঘ্রাণ দ্বারা দ্রব্যশুদ্ধি হইয়া থাকে।

সাধক ও সাধিকা। তান্ত্রিক সাধক ও সাধিকার লক্ষণও তন্ত্রে বর্ণিত আছে। নিরুত্তর তন্ত্রের (১১শ পটলে) মতে—

"আত্মনো জ্ঞানমাত্রেণ তত্ত্বজ্ঞান ভবেৎ প্রিয়ে।
তত্ত্বজ্ঞানী ভবেদ্‌যোগী স যোগী ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ ॥
নিরালম্বশ্চ সালম্বো ভক্তশ্চ পরমেশ্বরি।
ভক্তোপি বীরভাবেন সাধয়েৎ কুলসাধনম্ ॥
শক্তিমাত্রং যজেদ্‌যোগী ভক্তো যোগপরায়ণঃ।
অভিষেকেন দেবেশি ভৈরবো জায়তে ভুবি ॥
অবধূতো ভবেদ্বীরো দিব্যশ্চ কুলসুন্দরি।
শ্মশানাগমনিষ্ঠশ্চ কুলযোষিৎপরায়ণঃ ॥
কুলশাস্ত্রার্থসংবক্তা বলিদানরতঃ সদা।
নির্দ্বন্দ্বো নিরহঙ্কারো নির্লোভো নির্ভয়ঃ শুচিঃ ॥
গুরুদেবরতঃ শান্তো ঘৃণালজ্জাবিবর্জ্জিতঃ।
রক্তচন্দনলিপ্তাঙ্গো রক্তকৌপীনভূষণঃ ॥
উদারচিত্তঃ সর্ব্বত্র বৈষ্ণবাচারতৎপরঃ।
কুলাচাররতো বীরঃ পণ্ডিতঃ কুলবত্মর্না ॥
কুলসঙ্কেতসংবেত্তা কুলশাস্ত্রবিশারদঃ।
মহাবলো মহাবুদ্ধিঃ মহাসাহসিকঃ শুচিঃ ॥
নিত্যকর্ম্মণি নিষ্ঠাতো দম্ভহিংসাবিবর্জ্জিতঃ।
পরনিন্দাসহিষ্ণুঃ স্যাদুপকাররতঃ সদা।
বীরমাসনমাসীনঃ পিতৃভূমিগতঃ শুচিঃ ॥
সর্ব্বদানন্দহৃদয়ঃ কুমারীপূজনে রতঃ।
এবং যদি ভবেদ্বীর স্তদেব হীনজাং যজেৎ ॥
দিব্যোঽপি বীরভাবেন সাধয়েৎ কুলসাধনম্।
কুলঞ্চ সর্ব্বজাতীনাং পূজনীয়ং কুলার্চ্চনে ॥
শ্মশানে নির্জ্জনে রম্যে ত্রিপান্তে শূন্যমণ্ডলে।
গ্রামে পাতালকে বাপি সাধয়েৎ কুলসাধনম্ ॥"

প্রিয়ে! আত্মার স্বরূপ জ্ঞান হইলেই তত্ত্বজ্ঞান হয়। তত্ত্বজ্ঞানী যোগী হইতে পারে; সেই যোগী তিন প্রকার—নিরালম্ব, সালম্ব ও ভক্ত। ভক্তও বীরভাবে কুলসাধন করিবে। যোগপরায়ণ ভক্তযোগী শক্তিমাত্র পূজা করিবে। দেবেশি! অভিষেক দ্বারা এ সংসারে ভৈরব এবং দিব্য ও বীরাচারী অবধূত হইয়া থাকে। শ্মশানাগমে নিষ্ঠাবান্, কুলস্ত্রীপরায়ণ, কুলশাস্ত্রার্থ যে ভাল বলিতে পারে, নিত্য বলিদানে রত, দ্বন্দ্বহীন, অহঙ্কারহীন, নির্লোভ, নির্ভয়, শুদ্ধ, গুরু ও দেবতার প্রতি অনুরক্ত, শান্ত, ঘৃণালজ্জারহিত, অঙ্গে রক্তচন্দনলিপ্ত, রক্তবর্ণের কৌপীনধারী, উদারচিত্ত, সকল সময়ে বৈষ্ণবাচারতৎপর, কুলাচাররত, বীরাচারী, কুলমার্গে পণ্ডিত, কুলসঙ্কেতবেত্তা, কুলশাস্ত্রবিশারদ, মহাধনবান্, বুদ্ধিমান্, অতি সাহসী, শুদ্ধাচারী, নিত্যকর্ম্মনিষ্ঠ, দম্ভ ও হিংসাবর্জ্জিত, পরনিন্দাসহিষ্ণু, সর্ব্বদা পরোপকারে নিরত, বীরাসনে সমাসীন, পিতৃভূমিগত, সর্ব্বদাই আনন্দিত, কুমারীপূজনে রত। এইরূপ হইলে বীর তান্ত্রিকসাধনে হীনজা যজন করিবে। দিব্যও বীরভাবে কুলসাধন করিবে। কুলপূজায় সকল জাতির কুলস্ত্রীই পূজনীয়া। শ্মশানে, নির্জ্জন বা রমণীয় স্থানে, ত্রিমাত্রাপথে ও শূন্যমণ্ডলে, গ্রাম বা সুড়ঙ্গের মধ্যে কুলপূজা করিবে।

সাধিকার লক্ষণ—

"নির্লোভা কামনাহীনা নির্লজ্জা দম্ভবর্জ্জিতা।
শিবসমাগতা সাধ্বী স্বেচ্ছয়া বিপরীতগা ॥
চতুর্বর্ণোদ্ভবা রম্যা প্রশস্তা কুলপূজনে।
চতুর্বর্ণোদ্ভবানাঞ্চ পুরশ্চর্য্যা বিধীয়তে।
বর্ণশঙ্করতো জাতা হীনজা পরিকীর্ত্তিতা।

লজ্জা লাঞ্ছিতভালা বা সা সাক্ষাদ্ভুবনেশ্বরী ॥
নানাজাত্যুদ্ভবানাঞ্চ সা দীক্ষা কুলপূজনে।
ব্রাহ্মণো হীনজাং দেবীং মনসা বা প্রপূজয়েৎ ॥
অজ্ঞাত্বা কৌলিকীং দেবীং পশুবৎ পরিপূজয়েৎ।
পশুবৎ পূজয়েদ্বীরো দীক্ষিতাং বাপ্যদীক্ষিতাম্।
শক্তিমাত্রং যজেদ্বীরঃ প্রাপ্তযোগমনাঃ স্মরেৎ ॥
হীনজাতে তু সংযুক্তা দীক্ষিতাশ্চৈব সর্ব্বদা।
শাঙ্করী শক্তিকা বাপি বৈষ্ণবী বাপ্যবৈষ্ণবী।
সর্ব্বদা সাধনে যোজ্যা সাধকানাং কুলার্চ্চনে ॥" (নিরু° ১১প°)

যে রমণীর লোভ নাই, কামনা নাই, লজ্জা নাই, দম্ভ নাই, যে সাধ্বী শিব* সঙ্গ করিয়াছে, স্ব-ইচ্ছায় বিপরীত রমণ করে, এইরূপ চারিবর্ণজাতা রমণীই কুলপূজায় প্রশস্ত। চারি বর্ণের কুলস্ত্রীরই পুরশ্চরণের বিধান আছে। বর্ণশঙ্কর হইতে জাতা নারী হীনজা বলিয়া খ্যাত। যাহার মুখমণ্ডলে লজ্জার আভা, সে সাক্ষাৎ ভুবনেশ্বরী। এরূপ নানাজাতীয়া রমণীই কুলপূজায় দীক্ষিত করা যাইতে পারে। ব্রাহ্মণ হীনজাতীয়া দেবীকে মনে মনে পূজা করিবে। কৌলিকীদেবী না জানা থাকিলে পশুবৎ অর্চ্চনা করিবে। বীরাচারী দীক্ষিতা বা অদীক্ষিতাকে পশুবৎ পূজা করিবে অথবা প্রাপ্তযোগমনা হইয়া শক্তিমাত্র স্মরণ করিবে। হীনজামাত্রেই সর্ব্বদা দীক্ষিতা। শৈবা বা শাক্তরমণী, বৈষ্ণবা অথবা অবৈষ্ণবী সাধকগণের কুলসাধনে যোগ্য বলিয়া জানিবে।

সঙ্কেত। তান্ত্রিক উপাসকমাত্রেরই সঙ্কেত জানা বিশেষ আবশ্যক। নহিলে কুলপূজায় তাহার আদৌ অধিকার নাই। অথবা চক্রমধ্যে সে স্থান পাইবার যোগ্য নহে। নিরুত্তরতন্ত্রে—

"ক্রমসঙ্কেতকঞ্চৈব পূজাসঙ্কেতমেব চ।
মন্ত্রসঙ্কেতকঞ্চৈব যন্ত্রসঙ্কেতকস্তথা ॥
লিখনং মন্ত্রযন্ত্রাণাং সঙ্কেতং গুরুমার্গতঃ।
সঙ্কেতজ্ঞং বিনা বীরং যদি চক্রে নিয়োজয়েৎ ॥
নিষ্ফলং পূজনং দেবি দুঃখং তস্য পদে পদে।
সঙ্কেতহীনো যো বীরো নাভিষেকী গুরুঃ ক্রমাৎ ॥
কুলভ্রষ্ট স পাপিষ্ঠস্তং ত্যজেদ্বীরচক্রকে।" (নিরু° ১০ প°)

ক্রমসঙ্কেত, পূজাসঙ্কেত, মন্ত্রসঙ্কেত, যন্ত্রসঙ্কেত, গুরুর নিকট হইতে মন্ত্র ও যন্ত্র লিখিবার সঙ্কেত, এই সকল সঙ্কেত যাহার জানা নাই, তাহাকে চক্রে নিযুক্ত করিলে পূজা নিষ্ফল ও পদে পদে তাহার দুঃখ হইয়া থাকে। যে বীর সঙ্কেত জানে না অথবা যে গুরু-ক্রমানুসারে অভিষিক্ত নহে, সে কুলভ্রষ্ট, সে পাপিষ্ঠ, তাহাকে বীরচক্রে পরিত্যাগ করিবে।

ক্রমসঙ্কেত।

খপুষ্প, স্বয়ম্ভুকুসুম, কুণ্ডোদ্ভব, গোলোদ্ভব, বজ্রপুষ্প, উল্লাস, প্রৌঢ় ইত্যাদি।

তন্ত্রে ঐ সকল তান্ত্রিক শব্দের অর্থ নির্ণীত হইয়াছে। আবার অনেক সাঙ্কেতিক শব্দের অর্থ আভিষিক্ত গুরুর নিকট ভিন্ন আর কোন প্রকারে জানা যায় না।

স্বয়ম্ভু কুসুম প্রথম ঋতুমতীর রজঃ। যথা—

"হরসম্পর্কহীনায়াল্লতায়াঃ কামমন্দিরে।
জাতং কুসুমমাদৌ যন্মহাদেব্যৈ নিবেদয়েৎ ॥
স্বয়ম্ভুকুসুমং দেবি রক্তচন্দনসংজ্ঞিতম্।
তথা ত্রিশূলপুষ্পঞ্চ বজ্রপুষ্পং বরাননে ॥
অনুকল্পং লোহিতাক্ষচন্দনং হরবল্লভং।" (মুণ্ডমালাতন্ত্র ২ প°)

হর অর্থাৎ পুরুষের সংস্পর্শ ব্যতিরেকে লতা অর্থাৎ স্ত্রীলোকের যোনি হইতে যে কুসুম অর্থাৎ রজঃ হয়, তাহাকেই স্বয়ম্ভুকুসুম বা রক্তচন্দন বলা যায়। ইহার অভাবে ত্রিশূলপুষ্প ও বজ্রপুষ্প (চণ্ডালীর রজঃ) মহাদেবীকে নিবেদন করিবে। ইহার অনুকল্প শিবপ্রিয় লোহিতাক্ষ চন্দন।

কুণ্ডোদ্ভব অর্থাৎ সধবা স্ত্রীলোকের রজঃ। যথা—

"জীবদ্ভর্ত্তৃকনারীণাং পঞ্চমং কারয়েৎ প্রিয়ে।
তস্য ভগস্য যদ্দ্রব্যং তৎকুণ্ডোদ্ভবমুচ্যতে ॥"
(সময়াচারতন্ত্র ২য় প°)

গোলোদ্ভব অর্থাৎ বিধবা স্ত্রীলোকের রজঃ। যথা—

"মৃতভর্ত্তৃকনারীণাং পঞ্চমঞ্চৈব কারয়েৎ।
তস্যা ভগস্য যদ্দ্রব্যং তদ্গোলোদ্ভবমুচ্যতে।"

কুলার্ণবের মতে—

"তত্ত্বত্রয়ং স্যাদারম্ভঃ কথিতং কুলনায়িকে।
কথিতস্তরুণোল্লাসে হ্যরুণং মুখমম্বিকে ॥
যৌবনং মনসঃ সম্যগুল্লাসঃ কথিতঃ প্রিয়ে।
স্খলনং দৃগ্ মনোবাচাং প্রৌঢ় ইত্যভিধীয়তে ॥"

তত্ত্বত্রয়কে আরম্ভ, অরুণ মুখকে তরুণ উল্লাস, যৌবনকে মনের মহোল্লাস, দৃষ্টি মন ও কথার স্খলনের নাম প্রৌঢ় ইত্যাদি।

পূজা-সঙ্কেত। তন্ত্রসারে উদ্ধৃত হইয়াছে—

"দ্রব্যাণাং যাবতী সংখ্যা পাত্রাণাং দ্রব্যসংহতিঃ।
হাটকং রাজতং তাম্রং মারকতমৃদাদিনা ॥
উপচারবিধানে তদ্দ্রব্যমাহুর্ম্মনীষিণঃ।
আসনে পঞ্চপুষ্পাণি স্বাগতে বটচতুঃপলম্ ॥

---

* "অষ্টোত্তরশতং দেবি তদ্যোগং সুরতো জপেৎ।
প্রণম্য মনসা দেবীং চুম্বনং মনসা স্মরেৎ।
সুন্দরীং মাধবীং দৃষ্ট্বা এবং সক্তিজয়েন্নরঃ।
সএব কালিকাপুত্রঃ সদাশিব ইহাপরঃ ॥ (নিরু° ১১ প°)

জলং শ্যামাকদূর্ব্বা চ বিষ্ণুক্রান্তাভিরীরিতম্।
পাদ্যে চার্ঘ্যে জলং তাবদ্গন্ধপুষ্পাক্ষতং যবা।
দূর্ব্বাস্তিলাশ্চ চত্বারঃ কুশাগ্রঃ শ্বেতসর্ষপাঃ।
জাতীফললবঙ্গক-কক্কোলাশ্চ ষট্‌পলম্।
প্রোক্তমাচমনং কাংস্যে মধুপর্কঃ ঘৃতং মধুঃ॥
দধ্না সহ পলৈকস্তু শুদ্ধং বাড়ি তথা চ মে।
পরিমার্গস্তু পঞ্চাশৎ পলং স্নানার্থসম্ভবঃ॥
নির্ম্মলেনোদকেনাথ সর্ব্বত্র পরিপূর্ণতা।
মলিনং গর্হিতং সর্ব্বং ত্যজেৎ পূজাবিধৌ হরেঃ॥
বিতস্তিমাত্রাদধিকঃ বাসোযুগ্মস্তু নূতনম্।
স্বর্ণাদ্যাভরণান্যেবং মুক্তারত্নযুতানি চ॥
চন্দনাগুরুকর্পূরপঙ্কং গন্ধফলাবধি।
নানাবিধানি পুষ্পানি পঞ্চাশদধিকানি চ॥
কাংস্যাদিনির্ম্মিতে পাত্রে ধূপো গুগ্‌গুলুকর্ষভাক্।
সপ্তবর্ত্ত্যাসু সংযুক্তো দীপস্যাচ্চতুরঙ্গুলঃ॥
যাবদ্ভক্ষং ভবেৎ পুংসস্তাবদ্দদ্যাজ্জনার্দ্দনে।
নৈবেদ্যং বিবিধং বস্তুভক্ষ্যাদিকচতুর্বিধম্॥
কর্পূরাদিযুতা বর্ত্তি সা চ কার্পাসনির্ম্মিতা।
সপ্তবর্ত্ত্যাসু সংযুক্তো দীপস্যাচ্চতুরঙ্গুলঃ।
শিলাপিষ্টং চন্দনায়াং সপ্তধা বন্দয়েন্নরঃ।
কার্য্যং তাম্রাদিপাত্রে তৎ প্রীতয়ে হরিমেধসঃ।
দূর্ব্বাক্ষতপ্রমাণঞ্চ বিজ্ঞেয়ন্তু শতাধিকম্।
উত্তমোঽয়ং বিধিঃ প্রোক্তে বিভবে সতি সর্ব্বদা।
এষামভাবে সর্ব্বেষাং যথাশক্ত্যাতু পূজয়েৎ।
অনুকল্পং বিবর্জ্জেচ্চ দ্রব্যাণাং বিভবে সতি॥"

দ্রব্যের যত সংখ্যা, পাত্রের তত সংখ্যা বুঝিতে হইবে। উপচারে দ্রব্য বলিলে সুবর্ণ, রজত, তাম্র ও কাংস্য এই চারিটী। পঞ্চবিধ পুষ্পে আসন, ষট্ পুষ্পে স্বাগত, চারি পল জলে পাদ্য, শ্যামাক (বিষ্ণুক্রান্তা) অপরাজিতা, গন্ধপুষ্প, আতপতণ্ডুল, দূর্ব্বা, তিল, কুশাগ্র, শ্বেতসর্ষপ, জায়ফল, লবঙ্গ ও কক্কোল এই সকলে অর্ঘ্য, ষট্‌পল পরিমিত জলে আচমন, কাংস্যপাত্রে ঘৃত, মধু ও দধি দিয়া মধুপর্ক, একপল বিশুদ্ধ জলে আচমন, ৫০ পল বিশুদ্ধ জলে স্নান, বিতস্তিমাত্রার অধিক দুইখানি নূতন কাপড়ে বসন, মুক্তা ও রত্নাদিযুক্ত স্বর্ণাদি দ্বারা আভরণ, চন্দন, অগুরু ও কর্পূরে গন্ধ, ৫০ প্রকারের অধিক ফুলে পুষ্প, কাংস্যাদি পাত্রে ধূনা ও গুগ্‌গুলু দ্বারা ধূপ, সপ্তবর্ত্তীযুক্ত দীপ দ্বারা দীপ। একটী পুরুষে যে পরিমাণ দ্রব্যভক্ষণ করিতে পারে, তাহা দ্বারা নৈবেদ্য। (এই নৈবেদ্যে দ্বিবিধ প্রকার বস্তু দিতে হয়, খাদ্য-বস্তু ৪ প্রকারের কম না হয়)। কার্পাসাদি সূত্র দ্বারা ৪ আঙ্গুল পরিমিত ৭টী বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া তাহাতে কর্পূর সংযুক্ত করিয়া প্রজ্বলিত করিয়া দিলে দীপ, ৭ বার প্রদক্ষিণ করিয়া প্রণাম করিলে বন্দনা বুঝিতে হইবে। (বিষ্ণুপ্রীতির নিমিত্ত তাম্রাদিপাত্রে এই সকল কার্য্য করিবে)।

দূর্ব্বাক্ষত বলিলে একশতের অধিক দূর্ব্বা ও অক্ষত লইতে হয়। ধনশালী ব্যক্তির পক্ষে ইহাই উত্তম বিধি। এই বিধি অনুসারে যে পূজা করে, সেই ব্যক্তি সকল ভোগান্বিত হইয়া অন্তকালে হরির পুরে গমন করে। বিত্তহীন ব্যক্তির পক্ষে যথাশক্তি উপচার দ্বারা পূজা করিতে পারে। এই অনুকল্প ধনবানের পক্ষে নহে। ধনবান্ ব্যক্তি এইরূপ অনুকল্প করিলে তাহা নিষ্ফল।

মন্ত্রসঙ্কেত অর্থাৎ বীজ। যেমন ভুবনেশ্বরী বীজ।

"নকুলীশোঽগ্নিমারূঢ়ো বামনেত্রার্দ্ধচন্দ্রবান্।"

নকুলীশ শব্দে 'হ' অগ্নি শব্দে 'র', বামনেত্র শব্দে 'ঈ', এবং অর্দ্ধচন্দ্র শব্দে 'ঁ', এই সমুদায়ে হ্রীঁ এই মন্ত্রটী উদ্ধার হইল।

কালীবীজ যথা—

"বর্গান্তং বহ্নিসংযুক্তং রতিবিন্দুসমন্বিতম্।"

বর্গান্ত শব্দে 'ক্' বহ্নি শব্দে 'র্' রতি শব্দে 'ঈ' এবং বিন্দু 'ঁ' ইহাতে ক্রীঁ এই মন্ত্র উদ্ধার হইল। এই সাঙ্কেতিক পদসমূহকে মন্ত্র-সঙ্কেত বলা যায়। [বীজ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

এইরূপে কিরূপ চক্র থাকিলে তাহাকে কোন্ যন্ত্র বলে, তাহা কি প্রকারে আঁকিতে হয়, এই সকল সঙ্কেত জানাকে যন্ত্রসঙ্কেত বলা যায়। [যন্ত্র শব্দ দেখ।]

বীরাচারপূজা। তন্ত্রে বীরাচারপূজা একটী প্রধান অঙ্গ। কৃকলাস-দীপিকায় তৃতীয় পটলে লিখিত আছে—

"আদৌ দীপনী দেবেশি বক্তব্যা বীরপূজিতে।
যস্য বিজ্ঞানমাত্রেণ জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ॥
সর্ব্বেষামেব দেবানাং দীপনীয়া প্রকীর্ত্তিতা।
অনায়ত্তং বিনা বিদ্যা ন সিদ্ধ্যতি কদাচন॥
বিনাপূজাং বিনাধ্যানং বিনাচারং মহেশ্বরি।
সাধকো জ্ঞানমাত্রেণ ভবেন্মুক্তো মহানঘঃ॥
তৎকুলে নৈব দারিদ্র্যং ভদোলাত্রে নাস্ত্যপণ্ডিতঃ।
প্রাণং দেয়াৎ ধনং দেয়াৎ কুলং দেয়াৎ শিরোঽপি চ॥
এনাং বিদ্যাং মহেশানি ন দদ্যাৎ [illegible]
কালী বীজত্রয়ং কূর্চ্চযুগলং [illegible]
লজ্জাবীজদ্বয়ং দেবি দক্ষিণে কালিকে তথা।
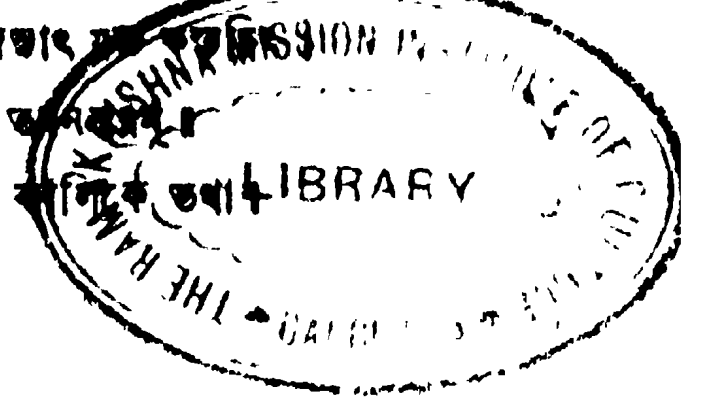
পুনস্তান্তেব বীজানি বহ্নিকান্তাবধির্মনুঃ।
ভৈরবোঽস্য ঋষিঃ প্রোক্ত উষ্ণিকচ্ছন্দ উদাহৃতম্।
দক্ষিণা কালিকা প্রোক্তা দেবতা তন্ত্রগোপিতা॥
বীজশক্তিশ্চ দেবেশি কূর্চ্চং লজ্জাং ক্রমাৎ প্রিয়ে।
অঙ্গন্যাসকরন্যাসৌ মায়য়া পরিকীর্ত্তিতৌ॥
করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশী দিগম্বরীম্।
চতুর্ভুজাং মহাদেবীং মুণ্ডমালা-বিভূষিতাম্॥
সদ্যঃ কৃত্তা শিরঃ খড়্গবামোর্দ্ধাধঃকরাম্বুজাম্।
অভয়ং বরদঞ্চৈব দক্ষিণাধোর্দ্ধপাণিকাম্॥
মহামেঘপ্রভাং শ্যামাং করকঙ্কালকাঞ্চিতাম্।
কণ্ঠাবশক্তালীগলদ্রুধিরচর্চ্চিতাম্॥
ঘোরদংষ্ট্রাং করালাস্যাং পীনোন্নতপয়োধরাম্।
শবরূপ-মহাদেব-হৃদয়োপরি সংস্থিতাম্॥
মহাকালেন চ সমং বিপরীতরতাতুরাং।
এবং ধ্যাত্বা প্রযত্নেন মদ্যৈর্মাংসৈশ্চ ভক্তিতঃ॥
রক্তপুষ্পৈ রক্তপদ্মৈ রক্তাম্বরসমন্বিতৈঃ।
সংপূজ্য যত্নতো মন্ত্রী পরিবারান্ সমর্চ্চয়েৎ॥
পীঠপূজা ততো দেবি আধারশক্তিপূর্ব্বকম্।
প্রকৃতি কমঠঞ্চৈব শেষং পৃথ্বীং তথৈব চ॥
সুধাম্বুধিং মণিদ্বীপং চিন্তামণিগৃহং তথা।
শ্মশানং পারিজাতঞ্চ তন্মূলে মণিবেদিকাম্॥
তস্যোপরি মণেঃ পীঠং ন্যসেৎ সাধকসত্তমঃ।
চতুর্দ্দিক্ষু মুনীন্ দেবান্ শিবাংশ্চ নরমুণ্ডকান্॥
ধর্ম্মাধর্ম্মাদীংশ্চৈব ওঁ হ্রীঁ জ্ঞানাত্মনে নমঃ।
কেশরেষু চ পূর্ব্বাদিষিচ্ছা জ্ঞানাক্রিয়া তথা॥
কামিনী কামদা চৈব রতিঃ প্রীতিস্তথৈব চ।
প্রিয়া নন্দা মহেশানি মধ্যে চৈব মনোন্মনী॥
কালীং কপালিনীং কুল্লাং কুরুকুল্লাং বিরোধিনীম্।
বিপ্রচিত্তাং মহেশানি বহিঃ ষট্কোণকে বুধঃ॥
উগ্রামুগ্রপ্রভাং দীপ্তাং ন্যসেৎ পত্রত্রিকোণকে।
মাত্রাং মুদ্রাং সিতাঞ্চৈব ন্যসেচ্চান্ত্রিকোণকে॥
সর্ব্বাঃ শ্যামা অসিকরা মুণ্ডমালাবিভূষিতাঃ।
তর্জ্জনীং বামহস্তেন ধারয়ন্ত্যঃ শুচিস্মিতাঃ॥
দিগম্বরাহসম্মুখ্যঃ স্ব স্ব বাহনভূষিতাঃ।
এবং ধ্যাত্বা প্রযত্নেন পূজয়েদষ্টপত্রকে॥
ব্রাহ্মীং নারায়ণীঞ্চৈব তথা মাহেশ্বরীং প্রিয়ে।
অপরাজিতাঞ্চ কৌমারীং বারাহীমর্চ্চয়েদ্বুধঃ॥
নারসিংহীং প্রপূজ্যৈব ততো দক্ষিণতো যজেৎ।
মহাকালং যজেৎ দেবি বিপরীতরতান্তরে॥
দিগম্বরং মুক্তকেশং চণ্ডবেশং প্রযত্নতঃ।
এবং সংপূজ্য যত্নেন যজেৎ মন্ত্রমনন্যধীঃ॥
বিনা মদ্যং বিনা মাংসং যদি দেবীং প্রপূজয়েৎ।
দেবতা শাপমাপ্নোতি মৃতো নরক মজ্জতে॥"

বীরাচার পূজাতে প্রথমে দীপনী আবশ্যক। যাহা জানিলে মনুষ্য জীবন্মুক্ত হয়। এইজন্য সকল দেবতার দীপনী কথিত হইয়াছে, এই বিদ্যা আয়ত্ত না হইলে কখনই সিদ্ধিলাভ হয় না। সাধক পূজা, ধ্যান ও আচার ব্যতীত একমাত্র জ্ঞান দ্বারা মুক্ত হয় এবং যাহারা মুক্ত হয়, তাহাদের কুলে কেহ দরিদ্র ও অপণ্ডিত থাকে না। প্রাণ, ধন, কুল, এমন কি স্ত্রীও দান করিতে পার, কিন্তু, এই মন্ত্র যাহাকে তাহাকে দান করিবে না। কালীর বীজদ্বয়, তাহার পর কূর্চ্চবীজদ্বয় ও লজ্জাবীজদ্বয়, দেবী দক্ষিণকালিকা, পুনর্ব্বার এই সকল বীজ হইবে। ইহার ঋষি ভৈরব, ছন্দ উষ্ণিক্, দক্ষিণাকালিকা দেবী।

ইহার বীজ কূর্চ্চ ও লজ্জাশক্তি, অঙ্গন্যাস ও করন্যাস মায়া-বীজ দ্বারা করিয়া দেবীর ধ্যান করিতে হইবে।

করাল-বদনা, ঘোরা, মুক্তকেশী, দিগম্বরী, চতুর্ভুজা, ইত্যাদি রূপে কালীর ধ্যান করিয়া মদ্য, মাংস, রক্তপুষ্প ও রক্তপদ্ম দ্বারা এবং রক্ত বস্ত্রান্বিত হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিতে হয়।

তাহার পর পরিবারপূজা, তৎপরে পীঠ পূজা করিতে হয়। প্রকৃতি, কমঠ, শেষ, পৃথ্বী, সুধাম্বুধি, মণিদ্বীপ, চিন্তা, মণিগৃহ শ্মশান, পারিজাত, এই সকলের মূলে মণিবেদিকা প্রস্তুত করিবে। তাহার মধ্যে সাধকশ্রেষ্ঠ মণিপীঠ ন্যস্ত করিবে। চারিদিকে মুনি, দেবতা, শিব, নরমুণ্ড, ধর্ম্মাধর্ম্মাদি ওঁ হ্রীঁ জ্ঞানাত্মনে নমঃ এই বলিয়া স্থাপন ন্যস্ত করিবে।

পরে কালী, কপালিনী, কুল্লা, কুরুকুল্লা, বিরোধিনী, বিপ্রচিত্তা, এই সকলকে সাধক, বাহ্যঃ ষট্কোণে ন্যস্ত করিবে।

উগ্রা, উগ্রপ্রভা ও দীপ্তা পত্রত্রিকোণে এবং মাত্রা, মুদ্রা ও সিতা অন্ত্র ত্রিকোণে ন্যস্ত করিবে।

পরে "সর্ব্বাঃ শ্যামা অসিকরা" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা ধ্যান করিয়া অষ্টপত্রে ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিবে।

পরে সাধক ব্রাহ্মী, নারায়ণী, মাহেশ্বরী, অপরাজিতা, কৌমারী ও বারাহীকে পূজা করিবে। পরে নারসিংহীকে পূজা করিয়া তাহার পর দক্ষিণে যাগ করিবে। বিপরীত রতান্তরে মহাকাল যাগ করিবে। সাধক অনন্যচিত্ত হইয়া চণ্ডবেশ, মুক্তকেশ ও দিগম্বরকে যত্নপূর্ব্বক পূজা করিবে। মদ্য ও মাংস ব্যতীত যদি দেবীকে পূজা করা হয়, তাহা হইলে দেবতা

সকল পাপগ্রস্ত হন এবং পূজাকারিব্যক্তি অন্তে নরকে গমন করে।

"বিনা পরক্রিয়া দেবি জপেৎ যতি তু সাধকঃ।
শতকোটিজপেনৈব তস্য সিদ্ধি র্ন জায়তে॥
স্ত্রিয়ো গতি স্ত্রিয়ো প্রাণাঃ স্ত্রিয়ঃ সিদ্ধির্ন সংশয়ঃ।
নারীণাং স্মরণে কালী স্মরিতা স্যাৎসংশয়ঃ॥
কণ্ঠে কণ্ঠং মুখে বক্ত্রং বক্ষোজং চোরসি প্রিয়ে।
তস্তৈ কুলরসং দেবি পায়য়িত্বা যথোচিতম্॥
স্বয়ং পীত্বা জপেন্মন্ত্রং সিদ্ধির্ভবতি নান্যথা।"

সাধক পরস্ত্রী ব্যতীত যদি জপ করে, তাহা হইলে শত কোটি জপ দ্বারাও সিদ্ধি হইবে না। যেহেতু ইহাতে স্ত্রীই একমাত্র গতি, স্ত্রীই একমাত্র প্রাণ, স্ত্রীই একমাত্র সিদ্ধি, ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। নারীর স্মরণে কালীকে স্মরণ করা হয়। কণ্ঠে কণ্ঠ, মুখে মুখ, উরুস্থলে বক্ষোজ, এই প্রকারে তাহাকে কুলরস পান করাইয়া স্বয়ং পান করিয়া যথোচিত জপ করিবে। এই প্রকার জপ করিলে সিদ্ধি হয়, অন্যথা হইলে সিদ্ধি হইবে না।

ইহাতে অনধিকারী।

"এতস্য চ প্রয়োগেন গ্লানির্যস্য প্রজায়তে।
কালিকামন্ত্রবর্গেষু নাধিকারী স উচ্যতে॥

উপরে যাহা বলা হইল, তাহাতে যাহার গ্লানি উপস্থিত হয়, সে বীরাচার পূজার অনধিকারী।

পুরশ্চরণ—

"লক্ষমাত্রজপেনৈব পুরশ্চরণমুচ্যতে।
ক্ষত্রিয়াণাং দ্বিলক্ষং স্যাৎ বৈশ্যানাঞ্চ ত্রিলক্ষকম্॥
শূদ্রানাস্ত চতুর্লক্ষং পুরশ্চরণমুচ্যতে।
লক্ষমাত্রং জপেদ্দেবি হবিষ্যাশী দিবাশুচিঃ॥
রাত্রৌ নিশীথে তাবচ্চ পীত্বা কুলরসং প্রিয়ে।
কুলনারীগণোপেতো জপেন্মন্ত্রমনন্যধীঃ॥
এবমুক্তবিধানেন দশাংশং হোমমাচরেৎ।
তদ্দশাংশং তর্পণঞ্চ তদ্দশাংশাভিষেচনম্॥
তদ্দশাংশং বিপ্রভোজ্যং কীর্ত্তিতং পরমেশ্বরি।
পুষ্পিণীমকরন্দেন হোমতর্পণমাচরেৎ॥
এবং প্রয়োগমাত্রেণ সিদ্ধো ভবতি নান্যথা।
বাক্‌সিদ্ধিং লভতে দেবি কবিত্বং নির্ম্মলং প্রিয়ে॥
ধনেনাপি কুবেরস্যাৎ বিদ্যয়া স্যাৎ বৃহস্পতিঃ।
আকল্পজীবনো ভূত্বা অন্তে মুক্তিমবাপ্নুয়াৎ॥

লক্ষমাত্র জপই ইহার পুরশ্চরণ, কিন্তু বৈশ্যদিগের দ্বিলক্ষ ও শূদ্রদিগের চারিলক্ষ জপ পুরশ্চরণ। শুচিপূর্ব্বক হবিষ্যাশী হইয়া নিশীথরাত্রে কুলরস পান করিয়া এবং কুলনারীযুক্ত হইয়া অনন্যচিত্তে এই মন্ত্র জপ করিবে। এইরূপে জপকার্য্য সমাধা করিয়া উক্ত বিধানানুসারে দশাংশ হোম, দশাংশ তর্পণ ও দশাংশ অভিষেক করিতে হইবে, পরে দশাংশ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। পুষ্পিণীমকরন্দদ্বারা হোম ও তর্পণ করিবে। এইরূপ প্রয়োগ করিতে পারিলেই সিদ্ধ হয়, ইহার অন্যথা হইলে হয় না। বাক্‌সিদ্ধি হইলে নির্ম্মল কবিত্বশক্তি লাভ হয়, অর্থে কুবের সদৃশ, বিদ্যাতে বৃহস্পতি তুল্য এবং জীবন কল্পান্ত স্থায়ী হয়। অন্তে মুক্তিলাভ করে।

"প্রয়োগারম্ভকালে চ সুরা দুগ্ধময়ী ভবেৎ।
লোহিতং বা ভবেদ্দেবি মাংসং পুষ্পময়ং ভবেৎ॥
সুরাপাত্রং ভবেৎ শূন্যং মাংসপাত্রং বিশেষতঃ।
কলাকলাস্তথৈব পুষ্পং পুষ্পান্তরং ভবেৎ॥
নবনীতং মাংসতুল্যং মাংসং পুষ্পং ভবেৎ প্রিয়ে।
এবং জ্ঞাত্বা সাধকেন্দ্রো জায়তে চ ক্রমেণ তু॥

ইহার প্রয়োগারম্ভকালে সুরাই দুগ্ধতুল্য ও মাংস পুষ্পস্বরূপ হয়। সুরা ও মাংসপাত্র পরে শূন্য হইবে। তাহাতে অবশিষ্ট যেন কিছু না থাকে। ইহাতে নবনীত মাংসতুল্য, সাধকশ্রেষ্ঠ এই প্রকার জানিয়া কার্য্য করিবে।

"সৌবর্ণং রাজতঞ্চৈব তথা মৌক্তিকমেব চ।
বিদ্রুমং পদ্মরাগঞ্চ তথৈব বরবর্ণিনি॥
প্রোক্তং মালাচতুষ্কঞ্চ সমভাগেন মালিকাং।
প্রথয়েৎ পট্টসূত্রেণ পুষ্পিণী গৃহবর্ত্তিনী॥
লোহিতেন বরারোহে সর্পাকারাং সুশোভনাম্।
স্নাপয়েৎ পঞ্চগব্যেন মকরন্দেন পার্ব্বতি।
তারং মায়া কুর্চ্চযুগ্মং মালে মালে পদং তথা।
বহ্নি কান্তাং সমুচ্চার্য্য শতং জপ্তাভিমন্ত্রয়েৎ॥
স্থাপয়েৎ পীঠমধ্যেতু শূন্যাগারে বরাননে।
ততস্তাং মালিকাং দেবি গৃহীত্বা যত্নতঃ সুধীঃ॥
জ্ঞাত্বা সিদ্ধিস্তু নিকটে মহোৎসবমথাচরেৎ।
ষোড়শাব্দাং সুযুবতীং সমানীয় প্রযত্নতঃ॥
তামুদ্বর্ত্ত্যং স্বয়ং গন্ধৈঃ স্নাপয়েৎ শুদ্ধবারিণা।
দিব্যালঙ্কারশোভাভির্দিব্যপুষ্পৈঃ সুগন্ধিভিঃ॥
পূজয়িত্বা চ মিষ্টান্নৈর্ভোজয়েত্তাং বরাননাম্।
আসবং পায়য়েৎ যত্নাৎ নিশ্চয়ং তন্ময়ং পিবেৎ॥
ততো মন্ত্রী রময়েত্তাং রতিমিচ্ছতি সা যদা।
তস্যা হস্তে ততো মালাং দত্বা তাং বাচয়েদ্বুধঃ॥
নীত্বা মালাং তয়া দত্তাং ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েত্ততঃ।
তয়া জপেদর্দ্ধরাত্রৌ সাক্ষাৎ ভবতি নান্যথা॥"

সুবর্ণ, রৌপ্য, মৌক্তিক, বিদ্রুম ও পদ্মরাগ, ইহাদিগের মালা পট্টসূত্র দ্বারা গ্রথিত করিয়া তাহা দ্বারা গৃহবর্ত্তিনী পুষ্পিণী স্ত্রীকে গ্রথিত করিবে। পরে পঞ্চগব্য ও মকরন্দ দ্বারা স্নান করাইবে। অনন্তর বহ্নিকান্তা (স্বাহা) উচ্চারণ করিয়া অভিমন্ত্রণ করিতে হইবে এবং পীঠমধ্যে মালিকা স্নান করাইবে। এই প্রকার আচরণ করিলে সিদ্ধি নিকটে জানিয়া মহোৎসব করিবে। ষোড়শবর্ষীয়া যুবতীকে যত্নপূর্ব্বক আনিয়া শুদ্ধবারি ও গন্ধ দ্বারা স্বয়ং স্নান করাইবে। পরে দিব্যালঙ্কার, সুগন্ধ পুষ্প ও মিষ্টান্নাদি দ্বারা পূজা করিয়া তন্ময় হইয়া তাহাকে আসব পান করাইয়া স্বয়ং পান করিবে। সেই সময়ে যদি ঐ ষোড়শী রতি প্রার্থনা করে, তাহা হইলে তাহাকে রমণ করিবে এবং তাহার হস্তে মালা দিবে, পরে ঐ মালা তাহার নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। পরে অর্দ্ধরাত্রি সময় জপ করিলে নিশ্চয় সাক্ষাৎ হইবে, ইহার অন্যথা হইবে না।

"তত্রাপি প্রত্যয়ো নো চেৎ কলামধ্যে বিশেদ্‌বুধঃ।
পর্য্যঙ্কস্য চতুঃপার্শ্বে পট্টসূত্রং মনোরমম্॥
বদ্ধা দ্বাবিংশতিং গ্রন্থিং রমাপুটিতমূলকৈঃ।
নিবিষ্টৈব স্বরক্ষার্থং পাঞ্চালীং সৈন্ধবীং তথা॥
বক্ষ্যমাণক্রমেণৈব বস্ত্রোপরি নিধাপয়েৎ।
ষোড়শাব্দাং পরলতাং গণিকাঞ্চ বিশেষতঃ॥
সমানীয় প্রযত্নেন দিব্যপুষ্পৈর্নিবেদয়েৎ।
ভোজয়েৎ মিষ্টভোজ্যানি ক্ষৌমকং পরিধাপয়েৎ॥
লেপয়েৎ দিব্যগন্ধেন ভূষণৈ র্ভূষয়েৎ স্বয়ম্।
রময়েৎ পরয়া ভক্ত্যা সাধকঃ সিদ্ধিহেতবে॥
জপস্যার্দ্ধজপেনৈব সিদ্ধির্ভবতি নান্যথা।
বিনা মদ্যং মহেশানি ন সিধ্যতি কদাচন॥
তস্মাদাদৌ প্রযত্নেন পীত্বা তাং পায়য়েদ্‌বুধঃ।"

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যদি জ্ঞানোৎপত্তি না হয়, অর্থাৎ সিদ্ধি না হয়, তাহা হইলে এই প্রকার করিলে সিদ্ধি হইবে।

সাধক কলামধ্যে নিবেশিত হইবে, পরে পর্য্যঙ্কের চতুঃপার্শ্বে মনোরথ পট্টসূত্রে দ্বাবিংশতি গ্রন্থি রমাপুটিত মূলক দ্বারা বদ্ধ করিয়া নিজের রক্ষার নিমিত্ত বক্ষ্যমান নিয়মানুসারে পাঞ্চালী ও সৈন্ধবী বস্ত্রের উপর স্থাপিত করিবে। পরে সাধক যত্নসহকারে ষোড়শী পরলতা বা গণিকা আনিয়া তাহাকে দিব্যপুষ্প নিবেদন করিবে, এবং মিষ্ট ভোজ্য ভক্ষণ ও ক্ষৌম বস্ত্র পরিধান এবং দিব্য গন্ধ ও ভূষণ দ্বারা ভূষিতা করাইবে। সাধক সিদ্ধির নিমিত্ত পরাভক্তি দ্বারা তাহাকে রমণ করিবে। এই প্রকার করিয়া জপের অর্দ্ধভাগ জপ করিলেই সিদ্ধি হয়। কিন্তু ইহাতে মদ্য বিনা কখনই সিদ্ধি হইতে পারে না। সেইজন্য পূর্ব্বে যত্নপূর্ব্বক স্বয়ং মদ্যপান করিয়া এবং তাহাকে পান করাইয়া জপ করিবে।

"তত্রাপি প্রত্যয়ো নোচেৎ চরুহোমং প্রকল্পয়েৎ।
নিশীথে নির্ভয়ো দেবি শ্মশানে প্রান্তরে তথা॥
গন্ধৈঃ স্নানাদিকং কৃত্বা পাদশৌচাদিপূর্ব্বকং।
ঘটমারোপয়েত্তত্র সৌবর্ণং রাজতং তথা॥
তাম্রং বা তন্মহেশানি বিভবানুক্রমেণ তু।
কল্পয়িত্বা নিশাভাগে পূজয়েৎ পরমেশ্বরীম্॥
উপাচারৈর্যথাশক্তি বিত্তশাঠ্যং বিবর্জ্জয়েৎ।
দেবীপূজাং বিধায়ৈব পিষ্টন্তু পবিদাপয়েৎ॥
চরৌ নিধায় যত্নেন চতুঃপিষ্টকবর্ত্তুলম্।
ততশ্চরুং পাচয়েত্তু কুণ্ডমধ্যে তু পূজয়েৎ॥
রক্তাং ঘনাং বলাকাঞ্চ নীলাং কালীং কলাবতীং।
দ্বারেষু পূজয়েন্মন্ত্রী লোকপালান্ প্রযত্নতঃ॥
গ্রহান্ সংপূজয়েন্মন্ত্রী চতুষ্কোণক্রমেণ তু।
হবির্দ্ধারাং হুনেন্মন্ত্রী যথাশক্ত্যা ততশ্চরুং॥
শ্রাবয়েৎ মূলমন্ত্রেণ মধুনা সিদ্ধিহেতবে।
হুত্বা সংচ্ছাদয়েন্মন্ত্রী ততো দক্ষিণকালিকাং॥
ধূপদীপৈশ্চ নৈবেদ্যৈঃ প্রদক্ষিণমথাচরেৎ।
পিষ্টবর্ত্তুলসংখ্যাতং সুবর্ণাদি প্রজায়তে॥
একেনৈব প্রয়োগেণ যদি সিদ্ধির্ভবেৎ প্রিয়ে।
তথা হোমো দ্বিতীয়েন রৌপ্যং বাপি সুরেশ্বরি।
তৃতীয়েন ভবেত্তাম্রং লোহং তুর্য্যেণ চ স্মৃতং।
এষামন্যতমাং জ্ঞাত্বা সাধয়েৎ সিদ্ধিমুত্তমাং॥
সিদ্ধায়াং কালিকায়াঞ্চ নেত্রং তন্ত্রমুচ্যতে।
গুরুমূলামিদং সর্ব্বং তস্মাদাদৌ সমর্চ্চয়েৎ॥
তস্য প্রসাদমাত্রেণ সিদ্ধো ভবতি নান্যথা।"

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যদি সিদ্ধি না হয়, তাহা হইলে সাধক চরুহোম করিবে। সাধক শ্মশান বা প্রান্তরে নিশীথ সময়ে নির্ভয় হইয়া স্নানাদি করিবে। অনন্তর পাদশৌচাদিপূর্ব্বক বিভবানুসারে সুবর্ণ, রজত, বা তাম্রময় ঘট স্থাপন করিয়া পূজা করিবে। দেবী-পূজার উপচার বিষয়ে কৃপণতা করিবে না। এই প্রকারে যথাশক্তি দেবী পূজা করিয়া পিষ্টক প্রস্তুত করিবে। বর্ত্তুলাকার চতুঃপিষ্টক যত্নপূর্ব্বক চরুতে রাখিয়া চরুপাক করিবে এবং কুণ্ড মধ্যে পূজা করিবে। সাধক রক্তা, ঘনা, বলাকা, নীলা, কালী, কলাবতী এবং দ্বার সমূহে লোকপালদিগকে পূজা করিবে। পরে চতুষ্কোণক্রমে গ্রহদিগকে পূজা এবং যথাশক্তি হবির্দ্ধারা প্রক্ষেপ করিবে। মূল-

মদ্য ও মধুদ্বারা হোম, এবং ধূপ-দীপ, নৈবেদ্য প্রভৃতি দ্বারা পূজা করিয়া প্রদক্ষিণ করিতে হয়। পরে পিষ্ট বর্ত্তুল সংখ্যানুসারে সুবর্ণাদি উৎপন্ন হয়। এক প্রয়োগ দ্বারা যদি সিদ্ধি হয়, তাহা হইলে হোম করিতে হইবে। দ্বিতীয় দ্বারা রৌপ্য, তৃতীয় তাম্র, চতুর্থ দ্বারা লৌহ হয়, ইহাদের অন্যতম হইলে উত্তম সিদ্ধি সাধন করিবে।

এই প্রকারে কালিকাসিদ্ধ হইলে ইন্দ্রত্ব দুর্লভ নহে।

এই সকল সিদ্ধি সকলই গুরুমূলক, গুরু ব্যতীত কোন প্রকারে সিদ্ধি হইতে পারে না, এইজন্য সর্ব্বপ্রথম গুরুর অর্চ্চনা করিবে এবং গুরু সাধকের প্রতি প্রসন্ন হইলেই সিদ্ধি হয়। ইহার অন্যথা হয় না।

"তত্রাপি প্রত্যয়ো নোচেৎ প্রদক্ষিণমথাচরেৎ।
অমাবাস্যা দিনে চৈব নিশীথে গত সাধ্বসঃ॥
শ্মশানে প্রান্তরে বাপি গত্বা দেবীং প্রপূজয়েৎ।
মদ্যমাংসোপচারৈশ্চ ধূপদীপৈ মনোরমৈঃ॥
নৈবেদ্যৈঃ সামিষান্নৈশ্চ তথৈব বরবর্ণিনি।
দ্রব্যৈর্লোহিতবস্ত্রেণ স্বর্ণাভরণভূষিতৈঃ॥
জপেন্মূলং ক্রোধরুদ্ধং প্রদক্ষিণমথাচরেৎ।
প্রাণমেদ্দণ্ডবদ্ভূমাবনিশং গিরিসম্ভবে॥
নিশায়ামুত্তমং যাবন্নিশাশেষং মহেশ্বরি।
যদি ভীতির্ভবেত্তস্য তদা দৃঢ়তরো ভবেৎ॥
দত্তাদন্তির্বিধায়ৈব মনসেব মনুস্মরেৎ।
অবশ্যং শ্রূয়তে শব্দঃ শিখা চ দৃশ্যতে স্থলে॥
যদি তত্র ভবেদ্দেবি শব্দো গুণগুণাভবেৎ।
ততঃ পরলতাসক্তঃ পুনঃকার্য্যং তথৈব চ॥
তদা ভবতি চার্ব্বাঙ্গি দেববাণী সুশোভনা।
সিদ্ধিমাবশ্যকং জ্ঞাত্বা মহোৎসবমথাচরেৎ॥"

ইহাতেও যদি সিদ্ধি না হয়, তাহা হইলে প্রদক্ষিণ আচরণ করিবে। সাধক অমাবস্যায় দিন নিশীথরাত্রে ভয়রহিত হইয়া শ্মশান অথবা প্রান্তরে গমন করিয়া দেবীকে পূজা করিবে। মদ্য, মাংস, ধূপ, দীপ ও মনোরম উপচার, সামিষান্ন, রক্তবস্ত্র ও স্বর্ণাভরণাদি দ্বারা পূজা করিবে। অনন্তর মূলমন্ত্র জপ এবং দণ্ডবৎ হইয়া ভূমিতে প্রদক্ষিণ করিবে।

যে পর্য্যন্ত নিশাশেষ না হয়, সেই পর্য্যন্তই জপাদি উত্তম। যদি সাধকের মনে সেই সময় ভয় উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সেই সময় অতিশয় দৃঢ়তর হইবে এবং দন্তাদন্তি হইয়া মনে মনে স্মরণ করিবে। সেই সময় অবশ্যই শব্দ শ্রুত হইবে, এবং সেইস্থলে শিখা দৃষ্ট হইবে, যদি সেইখানে গুন্‌গুন্ শব্দ হয়, তাহা হইলে, পরলতাতে আসক্ত হইয়া পুনর্ব্বার কার্য্য আরম্ভ করিবে এবং তাহার পর সুশোভনা দৈববাণী যদি হয়, তাহা হইলে সিদ্ধি উপস্থিত জানিয়া মহোৎসব করিবে।

"তথাপি প্রত্যয়ো নোচেৎ ভগযাগমথাচরেৎ।
কামিনীং যুবতীং যত্নাৎ পুষ্পিতাঞ্চ বিশেষতঃ॥
তামানীয় প্রযত্নেন স্বক ভূষণমাচরেৎ।
তামুদ্বর্ত্ত্য স্বয়ং গন্ধৈর্ভূষণৈর্ব্বসনৈস্তথা॥
মিষ্টান্নৈর্ভোজয়িত্বা চ ভক্ত্যা পরময়া শিবে।
তাং বিবস্ত্রাং বিধায়ৈব স্থাপয়েদূর্দ্ধতল্পগে॥
ততঃ পূজাং বিধায়ৈব নানাসম্ভারসংযুতৈঃ।
তত্রৈব রময়েৎ যন্ত্রং রক্তচন্দনযাবকৈঃ॥
ভগনাসাং ভগ প্রাণাং ভগদেহাং ভগস্তনীং।
পূজয়েদষ্টপত্রেষু মধ্যে দেবীং প্রপূজয়েৎ॥
রক্তগন্ধৈ রক্তমাল্যৈ রক্তবস্ত্রৈ মনোরমৈঃ॥
পূজয়েদ্ভক্তিতো মন্ত্রী দেবীদর্শনকাম্যয়া।
এতস্মিন্ সময়ে দেবি রতিমিচ্ছতি সা যদা॥
লতাস্তু রময়েদ্দেবি যাবদ্ধোমং করোতি ন।
পুষ্পিণী মকরন্দেন ততো হোমং সমাচরেৎ॥
ওঁ নমস্তে ভগমালায়ৈ ভগরূপধরে শুভে।
ভগরূপে মহাভাগে ভোগমোক্ষৈকদায়িনি॥
ভগবত্যাঃ প্রসাদেন মম সিদ্ধি র্ভবিষ্যতি।
অবশ্যং কথয়েৎ কান্তা নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥
ইতি তে কথিতং দেবি গুহ্যাদ্গুহ্যতরং পরং।
প্রকাশাৎ কার্য্যহানিঃ স্যাৎ তস্মাৎ যত্নেন গোপয়েৎ॥"

ইহাতে সিদ্ধি না হইলে সাধক ভগযাগ করিবে। যুবতী পুষ্পিণী কামিনীকে যত্নপূর্ব্বক আনিয়া তাহাকে সাধক স্বয়ং গন্ধাদি দ্বারা ভূষিত করাইবে। তাহাকে মিষ্টান্ন ভোজন করাইয়া বিবস্ত্রা করিয়া, উর্দ্ধতল্পে স্থাপন করিবে। পরে রক্তচন্দন ও অলক্তক দ্বারা যন্ত্র প্রস্তুত করিবে। অনন্তর নানা উপকরণ দ্বারা পূজা করিবে। ভগযাগে ভগই নাশা, ভগই প্রাণ, ভগই দেহ, ভগই স্তন, অষ্টপত্র মধ্যে দেবীকে পূজা করিবে। পূজা করিবার সময় রক্তগন্ধ, রক্তবস্ত্র, রক্তমাল্য প্রভৃতি প্রদান করিবে। দেবীর দর্শন কামনা করিয়া এই প্রকারে পূজা করিবে। এই সময়ে তিনি রতি প্রার্থনা করিলে যে পর্য্যন্ত হোম না হয়, সে পর্য্যন্ত লতাতে রত থাকিবে। পরে পুষ্পিণী মকরন্দ দ্বারা হোম করিবে। ওঁ ভগমালায়ৈ নমঃ, তুমি ভগরূপধারিণী, তুমি মহাভাগা, তুমিই একমাত্র মোক্ষদায়িনী, ইত্যাদি রূপে প্রণাম করিবে। তোমার অনুগ্রহে আমার সিদ্ধি হউক, এই প্রকার আচরণ করিলে সিদ্ধি হয়।

ইহা অতিশয় গুহ্যতম। কেহ ইহা প্রকাশ করিলে কার্য্য-হানি হয়। এইজন্য ইহা সর্ব্বতোভাবে গোপন করিবে।

"অত্রাশক্তো মহেশানি কলাবতীং সমাচরেৎ।
কুঙ্কুমং চন্দনং চন্দ্রং একীকৃত্য তু পেষয়েৎ॥
জপেৎ সহস্রং দেবেশি দেবীঞ্চৈব প্রপূজয়েৎ।
কামিনী পূজয়েৎ ভক্ত্যা তস্যা মূর্দ্ধনি কারয়েৎ॥
তিলকং বস্তুমাত্রেণ স্বয়ং শিরসি ধারয়েৎ।
রমা বাগ্ভবানী চ সর্ব্বসম্মোহিনী তথা॥
ওঁযুতা পরমেশানি বহ্নিকান্তাবধির্মনুঃ।
অনেন শতজপেন তিলকং মূর্দ্ধ্নি কারয়েৎ॥
কলাঞ্চ পূজয়েত্তত্র নানাভরণভূষিতাম্।
পায়য়েৎ সা স্বয়ং যত্নাৎ স্বয়ং পীত্বা চ যত্নতঃ॥
জায়তে দেববাণী চ ততো দেবী ন সংশয়ঃ।
এবং কৃত্বা বরারোহে ততো যত্নং সমাচরেৎ॥
অথবা দেবদেবেশি নগ্নীভূয় বিচক্ষণঃ।
নগ্নাং পরগতাং পশ্যন্ জপেৎ মন্ত্রমনন্যধীঃ॥
বামোত্তরং সমারভ্য বামদ্বয়মতন্দ্রিতঃ।
মন্তমাংসোপচারৈশ্চ পূজয়িত্বেষ্টদেবতাম্॥
রক্ষার্থখড়্গপাণিস্তু স্বপার্শ্বেঽপি নিযোজয়েৎ।
গণনাথং ক্ষেত্রপালং বটুকং যোগিনীং তথা॥
বলিভিঃ সামিষান্নৈশ্চ যজেৎ পরমসুন্দরি।
ঘৃতপ্রদীপং প্রজ্বাল্য ততো দেবীং সমর্চ্চয়েৎ॥
ততঃ সহস্রং জপতো দেবতাদর্শনং ভবেৎ॥
অথবা নিয়মীভূত্বা ভূতলিপ্যাদিসংপুটম্।
জপেৎ প্রতিদিনং দেবি সহস্রং সিদ্ধিহেতবে॥"

পূর্ব্বোক্ত কার্য্যে সাধক অশক্ত হইলে কলাবতী আচরণ করিবে। কুঙ্কুম, চন্দন ও চন্দ্র (কর্পূর) একত্র করিয়া পেষিত করিবে এবং সহস্র জপ করিয়া দেবী পূজা করিবে। অনন্তর কামিনীপূজা করিবে। ওঁযুতা ইত্যাদি মন্ত্র শতবার জপ করিয়া তাহার মস্তকে তিলকধারণ করাইবে এবং নিজেও ধারণ করিবে ও যত্নপূর্ব্বক নানাভরণ ভূষিত কলা পূজা করিবে। পরে যত্নপূর্ব্বক পান করিয়া তাহাকে পান করাইবে এবং সেই সময়ে দৈববাণী হইবে, তখন আরও যত্নসহকারে জপাদি আচরণ করিবে। অথবা তখন সাধক নগ্ন হইয়া এবং তাহাকে নগ্না করিয়া তাহাকে দেখিতে দেখিতে অনন্যচিত্ত হইয়া জপ করিবে।

বামোত্তরে আরম্ভ করিয়া বামদ্বয় অতন্দ্রিতভাবে মন্ত ও মাংস প্রভৃতি উপচার দ্বারা ইষ্টদেবীকে পূজা করিবে। আত্মরক্ষার নিমিত্ত খড়্গধারী হইবে এবং পার্শ্বে রক্ষা করিবে। অনন্তর গণনাথ, ক্ষেত্রপাল, বটুক ও যোগিনী, ইহাদিগকে সামিষান্ন দ্বারা যাগ করিবে এবং ঘৃতপ্রদীপ প্রজ্বালিত করিয়া দেবীকে অর্চ্চনা করিবে। এই প্রকারে সহস্র জপ করিলে দেবতার দর্শন হয়। অথবা নিয়মী হইয়া ভূতলিপ্যাদি সংপুট প্রতিদিন সহস্র করিয়া জপ করিবে। তাহা হইলেও সিদ্ধি হয়।

"দিবারাত্রৌ সংস্মরণং হবিষ্যাশনমেব চ।
কুমারীং পূজয়েৎ যত্নাৎ নানাভরণসংযুতাম্॥
মাসে পূর্ণে বরারোহে নিশীথে গতসাধ্বসঃ।
মহাপূজাং প্রকুর্ব্বীত লতামণ্ডলমধ্যগঃ॥
মত্যৈ মাংসৈশ্চ বিবিধৈরন্নৈশ্চ বিবিধৈস্তথা।
সংপূজ্য বিধিবদ্ভক্ত্যা সর্ব্বদা তিমিরালয়ে॥
সহস্রজপমাত্রেণ সিদ্ধির্ভবতি নান্যথা।
সাক্ষাদায়াতি সা দেবী সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ॥
সাক্ষাৎ যাতি বরারোহে তদেবিন্দুসমোনরঃ।
অঞ্জনং পাদুকাসিদ্ধিঃ খড়্গসিদ্ধির্বরাননে॥
অন্তর্ধানরতা দেবী কামিনী সিদ্ধিহেতবে।
তথা মধুমতী সিদ্ধির্জায়তে নাত্র সংশয়ঃ॥
দেবচেটী শতশতং তস্য বশ্যা ভবন্তি হি।
স্বর্গে মর্ত্ত্যে চ পাতালে স যত্র গন্তুমিচ্ছতি॥
তত্রৈব চেটিকা সর্ব্বা নয়ন্তি নাত্র সংশয়ঃ।
রম্ভা বা ঘৃতাচী বা যদি জপাতি সাধকঃ॥
তদৈব যাতি সা দেবী নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
ইচ্ছামৃত্যুর্ভবেদ্দেবি কিমন্যৎ কথয়ামি তে॥"

অথবা সাধক হবিষ্যাশী হইয়া দিবারাত্র ইষ্টদেবীকে স্মরণ করিবে এবং নানাভরণভূষিতা কুমারী পূজা করিবে। এই প্রকারে এক মাস করিয়া মাসের পূর্ণ দিনে নিশীথ সময়ে নির্ভয়ে লতামণ্ডল মধ্যগত হইয়া মহাপূজা করিবে। মন্ত-মাংস প্রভৃতি বিবিধ উপচার দ্বারা বিধিবৎ পূজা করিয়া সহস্র জপ করিবে, তাহাতে নিশ্চয়ই সিদ্ধি হইবে। সিদ্ধিলাভ করিলে দেবী সাক্ষাৎ হইবেন। এই প্রকারে পাদুকা সিদ্ধি, খড়্গসিদ্ধি, মধুমতী প্রভৃতি সিদ্ধি নিশ্চয় হইবে। যাহার সিদ্ধি লাভ হয়, তাহার শত শত দেবতা, চেটী প্রভৃতি বশীভূত হয় এবং স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালে যেখানে যাইবার ইচ্ছা হয়, সেইস্থলে চেটিকা সকল লইয়া যাইবে। সাধক যদি রম্ভা, ঘৃতাচী প্রভৃতিকে জপ করে, তাহা হইলে স্বয়ং তাহারা উপস্থিত হইবে এবং তাহাদের ইচ্ছামৃত্যু হইবে।

"অথবা গণিকাং গত্বা পূজয়েৎ ভক্তিভাবতঃ।
তয়া সহ জপেন্মন্ত্রং পিবেদনিশমাসবং॥

নিবেদ্য পরয়া ভক্ত্যা পায়য়েত্তাং প্রযত্নতঃ।
এবং জ্ঞাত্বা বিধানন্তু মাসমেকং বরাননে ॥
প্রত্যহং হোময়েদ্বিদ্বান্ নিত্যং স্যাদ্বিপ্রভোজনম্।
মাসপূর্ণে সাধকেন্দ্রো নিশীথে চ লতাযুতঃ ॥
সাক্ষাৎ পূজাক্রমেণৈব পূজয়েৎ পরমেশ্বরীম্।
মহাতিমিরমধ্যস্থো জপেন্মন্ত্রমনন্যধীঃ ॥
তৎক্ষণাৎ জায়তে সিদ্ধি সত্যং দেবি বদামি তে।"

অথবা সাধক গণিকাতে গত হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিবে। তাহার সহিত সহস্র মন্ত্র জপ করিবে, ও অতিশয় ভক্তিসহকারে আসব নিবেদন করিয়া তাহাকে পান করাইয়া স্বয়ং পান করিবে। এই প্রকারে একমাস কাল অনুষ্ঠান করিবে। প্রতিদিন হোম করিতে হইবে ও ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইবে। মাস পূর্ণ হইলে সাধক নিশীথ রাত্রে লতাযুক্ত হইয়া সাক্ষাৎ পূজাক্রমদ্বারা পরমেশ্বরীকে পূজা করিবে এবং মহাতিমির মধ্যস্থিত হইয়া অনন্যচিত্তে মন্ত্র জপ করিবে। তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সিদ্ধি হইবে।

"অথবাপি বরারোহে প্রয়োগবিধিমাচরেৎ।
নরমুণ্ডং সমানীয় মার্জ্জারস্যাপি পার্ব্বতি ॥
গোমুণ্ডং সাদ্রমানীয় ভূমৌ নিঃক্ষিপ্য যত্নতঃ।
ততঃ পীঠং সমারোপ্য দেবীং ধ্যাত্বা তু সাধকঃ ॥
পূজয়েদর্দ্ধরাত্রাদৌ আসবাদিসমন্বিতঃ।
জপেত্তু পরয়া ভক্ত্যা সহস্রাবধিসাধকঃ ॥
ততঃ সাক্ষাৎ ভবেদ্দেবি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥"

অথবা সাধক প্রয়োগ-বিধি অনুষ্ঠান করিবে। সাধক নরমুণ্ড ও মার্জ্জারের মুণ্ড আনিবে এবং গোমুণ্ড যত্নপূর্ব্বক আনিয়া ভূমিতে নিঃক্ষেপ করিবে। তাহাতে পীঠ আরোপণ করিয়া দেবীকে ধ্যান ও অর্দ্ধরাত্র সময়ে পূজা করিবে এবং আসবাদি যুক্ত হইবে। অত্যন্ত ভক্তিসহকারে এক সহস্র জপ করিবে, তাহা হইলে দেবী সাক্ষাৎ হইবেন এবং সাধকও সিদ্ধিলাভ করিবে।

"অথবা বনিতাং রম্যাং গত্বা দেবেশি যত্নতঃ।
পীত্বা তদধরং সম্যক্ কর্পূরেণ তু পূরয়েৎ ॥
তদ্যোনৌ কুঙ্কুমঞ্চৈব তৎকর্ণে ক্ষৌদ্রমেব চ।
ততো ভুক্ত্বা তু তাং কান্তাং তন্মন্ত্রং পরমেশ্বরি ॥
তৎ কুঙ্কুমঞ্চ তৎক্ষৌদ্রমেকীকৃত্য প্রযত্নতঃ
তদেব তিলকং কৃত্বা নিশীথে গতসাধ্বসঃ ॥
সহস্রন্তু জপেৎ মন্ত্রী ততঃ সাক্ষাৎ ভবেত্তদা।"

অথবা সাধক রম্যা বনিতাতে রত হইয়া তাহার অধর পান করিয়া পরে কর্পূর পূরণ করিবে। যোনিতে কুঙ্কুম ও কর্ণে ক্ষৌদ্র প্রদান করিবে। পরে যত্নসহকারে সেই কুঙ্কুমাদি একীকৃত করিয়া তাহার দ্বারা তিলক করিবে। তিলক করিয়া নিশীথ রাত্রে নির্ভয় হইয়া সহস্র বার মন্ত্র জপ করিবে, তাহা হইলে দেবী সাক্ষাৎ হইবেন।

"অথবাপি শরীরোত্থরুধিরেণ বরাননে।
যন্ত্রং নির্ম্মায় যত্নেন তত্র দেবীং সমর্চ্চয়েৎ ॥
মদ্যমাংসোপচারৈশ্চ অর্কপুষ্পৈ র্বরাননে।
সহস্রজপমাত্রেণ সিদ্ধো ভবতি নান্যথা ॥"

অথবা সাধক শরীর হইতে উত্থিত রুধির দ্বারা যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া মদ্য ও মাংস উপচার এবং অর্ক-পুষ্প দ্বারা দেবী পূজা করিবে, তাহার পর অনন্যচিত্ত হইয়া সহস্র জপ করিবে, তাহা হইলে সাধক সিদ্ধ হইবে।

"অথবা পরমেশানি গঙ্গাতীরে বসেৎ সুধী।
উপবাসদ্বয়ং কৃত্বা কুর্য্যাৎ স্নানমতন্দ্রিতঃ।
ততো দেবীং সমভ্যর্চ্চ্য ধূপদীপৈ র্মনোরমৈঃ।
হবিষ্যান্নৈশ্চ নৈবেদ্যৈঃ স্বয়ং ভুঞ্জীত বাগ্‌যতঃ ॥
ভুক্ত্বা পীত্বা স্ত্রিয়া সার্দ্ধং নিশীথে গতসাধ্বসঃ।
জপেৎ সহস্রং দেবেশি ততঃ সিদ্ধির্ব্বরাননে ॥"

অথবা সাধক গঙ্গাতীরে বাস করিয়া দুইটী উপবাস করিবে, পরে অতন্দ্রিতভাবে স্নান করিবে, ধূপ, দীপ ও হবিষ্যান্ন, নৈবেদ্য দ্বারা পূজা করিবে এবং নিজেও হবিষ্যান্ন ভোজন করিবে।

ভোজন ও পান করিয়া স্ত্রীর সহিত নিশীথরাত্রে নির্ভয় হইয়া সহস্র জপ করিবে। তাহাতে সাধক সিদ্ধি হইবে।

"অথবা বটমূলস্থো দিগ্‌বাসামুক্তকেশবান্।
লতাভির্ব্বেষ্টিতোভূত্বা জপেন্মন্ত্রমনন্যধীঃ ॥
ততঃ সাক্ষাৎ ভবেদ্দেবি নাত্র কার্য্যা বিচারণা।"

পূর্ব্বোক্ত উপায়ে যদি সিদ্ধিলাভ না হয়, তাহা হইলে সাধক নগ্ন ও আমুক্ত কেশ হইয়া বটবৃক্ষমূলে লতা দ্বারা বেষ্টিত হইয়া অনন্যচিত্তে মন্ত্রজপ করিবে। তাহা হইলে নিশ্চয় দেবীর সাক্ষাৎ লাভ হইবে।

"এতেনাপি প্রয়োগেন যদি সাক্ষান্নজায়তে।
ততো দেবি! প্রবক্ষ্যামি উপায়ং পরমাদ্ভুতম্ ॥
একেনৈব প্রয়োগেণ যদি সাক্ষান্নজায়তে ॥
দ্বিতীয়ং বাপি কুর্ব্বীত তৃতীয়ং বাথবা প্রিয়ে ॥
তৃতীয়েন নচেৎ সিদ্ধি স্তত্রোপায়ং বদামি তে।
বস্ত্রে শুক্লে তথা রক্তে পীতে বা নীলবাসসি ॥
পুত্তলীং রচয়েদ্দেব্যাঃ সর্ব্বাবয়বসুন্দরীম্।
পূজয়েৎ ক্রোধরূপেণ রক্তবস্ত্রৈ র্মনোহরৈঃ ॥

তত্র দেবীং জপেৎ যন্ত্রে সমভ্যর্চ্চ্য সহস্রকম্।
রক্তচন্দনবীজেন তত্র কল্পিতমালয়া ॥
ততঃ শাল্মলীকাষ্ঠেন নিম্বকাষ্ঠেন বা প্রিয়ে।
বহ্নিং প্রজ্বাল্য যত্নেন তত্র বহ্নিং প্রপূজয়েৎ ॥
ততঃ পুত্তলিকা ভালে লিখেৎ মন্ত্রং বরাননে।
সিন্দূরপুত্তলীং দেবি ততো বহ্নৌ তু তাপয়েৎ ॥
তাড়য়েৎ মূলমন্ত্রেণ মূলমন্ত্রেণ রক্ষয়েৎ।
ক্ষালয়েৎ শুদ্ধদুগ্ধেন অথবা দধিবারিণা ॥
ততো হুংকারং প্রজপেৎ সহস্রং পরমেশ্বরি।
ততঃ সাক্ষাৎ ভবেদ্দেবি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥"

পূর্ব্বে যে সকল উপায় কথিত হইয়াছে, তাহাতে দেবীর সাক্ষাৎ না হইলে সাধকদিগের হিতের নিমিত্ত পরমাদ্ভুত উপায় বর্ণিত হইতেছে। যদি একটী প্রয়োগ দ্বারা সিদ্ধি না হয়, তাহা হইলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় উপায় জানিতে হইবে।

প্রথমে শুক্ল, রক্ত, নীল ও পীত বস্ত্রে সকল অবয়বসম্পন্না একটী পুত্তলিকা রচনা করিবে। মনোহর রক্ত বস্ত্রদ্বারা ক্রোধরূপে ঐ মূর্ত্তিকে পূজা করিতে হইবে। তাহার পর যন্ত্রে রক্তচন্দনলিপিত বীজমন্ত্র দ্বারা অভ্যর্চ্চনা করিয়া সহস্র জপ করিতে হইবে। তাহার পর শাল্মলীকাষ্ঠ বা নিম্বকাষ্ঠ দ্বারা বহ্নি প্রজ্বলিত করিবে এবং পূজা করিতে হইবে। অনন্তর পুত্তলিকার কপালে মন্ত্র লিখিবে এবং সিন্দূর পুত্তলী বহ্নিতে তাপিত করিবে। মূলমন্ত্র দ্বারা তাড়ন ও রক্ষা করিবে। পরে দুগ্ধ অথবা দধি বা বারি দ্বারা ক্ষালিত করিবে। পরে সহস্র হুঙ্কার মন্ত্র জপ করিবে। তাহা হইলে নিশ্চয়ই দেবী সাক্ষাৎ হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

"অথবা তাড়য়েৎ দেবি! নারসিংহেন পার্ব্বতিঃ।
হবিষ্যাশী দিবা ভূত্বা ব্রহ্মচারিসমোনরঃ ॥
রাত্রৌ তাম্বূলপূরাস্যো লতামণ্ডলমধ্যগঃ।
নারসিংহেন দেবেশি পুটিতস্তু মনুং জপেৎ ॥
ততো লক্ষজপেনৈব সাক্ষাৎ ভবতি নান্যথা।
অবশ্যং জায়তে সাক্ষাৎ মমৈব বচনং যথা ॥"

অথবা নারসিংহ মন্ত্রদ্বারা দেবীকে তাড়িত করিবে, দিবাতে হবিষ্যাশী হইয়া ব্রহ্মচারীর সমান হইবে। রাত্রিতে তাম্বূল চর্ব্বণ করিয়া লতামণ্ডল মধ্যবর্ত্তী হইয়া নারসিংহমন্ত্র পুটিত করিয়া জপ করিবে, এইরূপ লক্ষ জপ করিলে দেবী সাক্ষাৎ হইয়া থাকেন। ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

"অথবাপি বরারোহে নৌকালোহেন পার্ব্বতি।
শূলং নির্ম্মায় যত্নেন পটে দেবীন্তু কল্পয়েৎ ॥
তাং পূজয়েৎ প্রযত্নেন রক্তচন্দনপুষ্পকৈঃ।
পূজয়িত্বা প্রযত্নেন তত্রাঙ্গে পীঠদেবতাং ॥
আবাহ্য বিধিবদ্ভক্ত্যা জপেন্মন্ত্রমনন্যধীঃ।
শূলং সংপূজয়েত্তত্রাতীক্ষ্ণং পরমদুর্লভম্ ॥
ওঁ মহাশূল নমস্তভ্যং সর্ব্বদৈত্যান্তকারিণে।
অস্ত্রদ্বয়ং সমুচ্চার্য্য ততঃ শূলেন বক্ষসি ॥
উত্তমে নৈব সা কালী আয়াতি চ ন সংশয়ঃ।
অবশ্যং জায়তে সাক্ষাৎ মমৈব বচনং যথা ॥"

পূর্ব্বলিখিত উপায়ে যদি দেবী সাক্ষাৎ না হন, তাহা হইলে নৌকালোহ দ্বারা শূল নির্ম্মাণ করিবে এবং যত্নপূর্ব্বক দেবী কল্পিত করিবে। রক্তচন্দন ও রক্তপুষ্প দ্বারা ভক্তি-সহকারে তাঁহাকে এবং পীঠ-দেবতা সকলকেও পূজা করিবে। পরে বিধিপূর্ব্বক অনন্যচিত্তে মন্ত্র জপ করিবে। অনন্তর শূল পূজা করিবে। "ওঁ মহাশূল" এই মন্ত্র দ্বারা প্রণাম করিবে, এই প্রকার প্রয়োগে কালী নিশ্চয় সাক্ষাৎ হইবেন।

"অথবা কালিকাবীজং শতং সংলিখ্য যত্নতঃ।
পূর্ব্বপত্রে কুঙ্কুমেন মন্ত্রং স্বর্ণশলাকয়া ॥
বিলিখ্য ভূাব দেবেশি তত্র কান্তাং সমানয়েৎ।
তদ্গাত্রে পূজয়েদ্দেবীঃ নানাভরণসংযুতাম্ ॥
নিশীথে তু জপেন্মন্ত্রমেকান্তে কান্তয়া সহ।
জপেন্মন্ত্রং সহস্রন্তু ততঃ সাক্ষাৎ ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥
ইতি তে কথিতং দেবি গুহ্যাদ্‌গুহ্যতরং পরম্।
অপ্রকাশ্যমিদং দেবি গোপয়েৎ মাতৃজারবৎ ॥"

পূর্ব্বোপায়ে সাক্ষাৎ না হইলে কুঙ্কুম ও স্বর্ণশলাকাদ্বারা শত কালিকাবীজ লিখিবে। লিখিয়া তাহাতে কান্তা আনয়ন করিবে এবং তাহার গাত্রে দেবীকে পূজা করিবে। নির্জ্জনে নিশীথরাত্রে কান্তার সহিত অনন্যচিত্ত হইয়া সহস্র মন্ত্র জপ করিতে হইবে। তাহা হইলে নিশ্চয় দেবী সাক্ষাৎ হইবেন। ইহা অতিশয় গুহ্যতম ও অপ্রকাশ্য, মাতৃজারবৎ এই মন্ত্র গোপনীয়।

"শ্মশানকালিকায়াস্তু কলায়ামুপবেশনম্।
কলাস্থানে মহেশানি কুমারীযাগ উচ্যতে ॥
অষ্টবর্ষাতু যা বালা দ্বাদশাধো মহেশ্বরি।
স্থাপয়েত্তু চতুঃপার্শ্বে মিষ্টভোজনভোজিতাঃ ॥
পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা স্বয়ং ভুঞ্জীত সাধকঃ।
পায়য়েৎ আসবং যত্নাৎ স্বয়ঞ্চাপি পিবেত্ততঃ ॥
সকারঞ্চ মকারঞ্চ লকারেণ সমন্বিতম্।
জপেদষ্টোত্তরশতং তাসাং কর্ণে পৃথক্ পৃথক্ ॥
তমভ্যর্চ্চ প্রযত্নেন কৃত্বা বক্ষসি সাধকঃ।
অজন্যাসযুতং দেবি জপেন্মন্ত্রমনন্যধীঃ ॥

এতস্মিন্ সময়ে দেবী রতিমিচ্ছতি সা যদা।
তদা তাং রময়েৎ মন্ত্রী পীড়া ন জায়তে যথা॥
শনৈরধরপানঞ্চ শনৈর্বক্ষোজমর্দ্দনম্।
শনৈর্দন্তনিবেশঞ্চ শনৈরালিঙ্গনং প্রিয়ে।
যদ্যত্র জায়তে পীড়া তদা সিদ্ধিবিনাশিনী।
এবং প্রয়োগেতু কালী সাক্ষাৎ ভবতি নান্যথা॥
ইতি তে কথিতং দেবি গুহ্যাদ্‌গুহ্যতরং পরং।
ভক্তিহীনং ক্রিয়াহীনং বিধিহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ॥
তদাসিদ্ধবিলম্বেন নিষ্ফলং নৈব জায়তে।
অবিশ্বাসো নকর্ত্তব্যঃ আলস্যঃ নৈব পার্ব্বতি।
সর্ব্বেষাং মন্ত্রবর্য্যাণাং সারমুদ্ধৃত্য পার্ব্বতি।
দুগ্ধমধ্যে যথা সার্পি কাষ্ঠ মধ্যে যথা নলঃ।
তথা সমুদ্ধৃতঃ সারো দেবি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ।
স্বয়ং সিদ্ধাহি তে মন্ত্রাঃ সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতা।
ইতি তে কথিতং দেবি গোপনীয়ং প্রযত্নতঃ।"

এই তন্ত্রশাস্ত্র অতিশয় গুহ্যতম, বিশেষ গুরূপদেশ ভিন্ন ইহার কোন প্রকার প্রক্রিয়াই হইতে পারে না। এই-জন্য ইহার বিস্তারিত বৃত্তান্ত লেখা দুঃসাধ্য।

এই বীরাচারপূজা ও সিদ্ধি প্রক্রিয়া আরও কত আছে, তাহা সংখ্যা হয় না, এবং এই প্রক্রিয়া করিলেও কাহার কাহারও সিদ্ধি বিলম্বে হয়। কোন কোন লোকের হয়ত এই জন্মে সিদ্ধি হয় না। ইহার কারণ কেহ ভক্তিহীন, কেহ ক্রিয়াহীন, কেহ বিধিহীন, এই নিমিত্ত সিদ্ধির বিলম্ব হইয়া থাকে। সদ্‌গুরুর উপদেশ অনুসারে বিধিপূর্ব্বক অনুষ্ঠান করিতে পারিলেই আশু সিদ্ধিলাভ হয়।

ইহার গুহ্যতম বৃত্তান্ত যে কি, তাহা সদ্‌গুরু ভিন্ন অন্য কেহ অবগত নহেন। এই জন্য ইহা পাঠ করিলেই আপাততঃ মনে নানা প্রকার ভাবের উদয় হয়, কিন্তু প্রকৃত তত্ত্বার্থ নিরূপণ গুরূপদেশ ভিন্ন কিছুতেই সাধ্যায়ত্ত নহে।

পঞ্চমকার। তন্ত্রের প্রধান অঙ্গ।

"মকার পঞ্চকং দেবি দেবানামপি দুর্লভঃ।
মদ্যৈর্মাংসৈস্তথা মৎস্যৈর্মুদ্রাভির্মৈথুনৈরপি॥
স্ত্রীভিঃ সার্দ্ধং মহাসাধুর্চ্চয়েৎ জগদম্বিকা।
অন্যথা চ মহানিন্দা গীয়তে পণ্ডিতৈঃ সুরৈঃ॥
কায়েন মনসা বাচা তস্মাত্তন্ত্রো পরোভবেৎ।
কালিকা তারিণী দীক্ষাঃ গৃহীত্বা মদ্যসেবনম্॥
ন করোতি নরোযস্তু স কলৌ পতিতো ভবেৎ।
বৈদিকে তান্ত্রিকে চৈব জপহোমবহিষ্কৃতঃ॥
অব্রাহ্মণ সএবোক্তঃ সএব হস্তিমূর্খকঃ।
শুনীমূত্রসমং তস্য তর্পণং যৎ পিতৃষ্বপি।
কালীতারামনুপ্রাপ্য বীরাচারং করোতি ন॥
শূদ্রত্বং তস্কবীরেণ প্রাপ্নুয়াৎ স ন চান্যথা।
যা সুরা সর্ব্বকার্য্যেষু কথিতা ভুবি মুক্তিদা॥
তস্যা নাম ভবেদ্দেবি তীর্থপানং সুদুর্লভম্।
শূদ্রাণাং ভক্ষযোগ্যানাং যন্মাংসং দেহনিশ্চিতম্॥
বেদমন্ত্রেণ বিধিবৎ প্রোক্তা সা শুদ্ধিরুত্তমা।
ভোক্ষ্য যোগাশ্চ কথিতা যে যে মৎস্যা বরাননে॥
তে রহস্যে ময়া প্রোক্তা মীনাঃ সিদ্ধিপ্রদায়কাঃ।
পৃথুকা তণ্ডুলা ভ্রষ্টা গোধূমচণকাদয়ঃ॥
তস্য নাম ভবেদ্দেবি মুদ্রা মুক্তিপ্রদায়িনী।
ভগলিঙ্গস্য যোগেন মৈথুন যদ্ভবেৎ প্রিয়ে॥
তস্যনাম ভবেদ্দেবি পঞ্চম পরিকীর্ত্তিতং।
প্রথমন্তু ভবেৎ মদ্যং মাংসঞ্চৈব দ্বিতীয়কম্॥
মৎস্যঞ্চৈব তৃতীয়ং স্যাৎ মুদ্রাঞ্চৈব চতুর্থিকা।
পঞ্চমং পঞ্চমং বিদ্যাৎ পঞ্চৈতে নামতঃ স্মৃতাঃ॥"

পঞ্চমকার তন্ত্রের প্রাণস্বরূপ। পঞ্চমকার ব্যতীত তান্ত্রিকের কোন কার্য্যেই অধিকার নাই। পঞ্চমকার দেবতাদিগেরও দুর্লভ, মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন এই পঞ্চমকার দ্বারা জগদম্বিকাকে পূজা করিতে হয়। ইহা না করিলে কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না এবং তন্ত্রবিৎ পণ্ডিতেরা নিন্দা করিয়া থাকেন। কালী বা তারামন্ত্র গ্রহণ করিয়া যে মদ্য সেবন না করে, সেই ব্যক্তি কলিতে পতিত হয়, তান্ত্রিক জপ, হোম প্রভৃতি কার্য্যে অনধিকারী হয় এবং সেই ব্যক্তি অব্রাহ্মণ ও হস্তিমূর্খ বলিয়া অভিহিত হয়। সেই ব্যক্তির পিতৃদিগের তর্পণ কুকুরের মূত্রতুল্য। যে ব্যক্তি কালী ও তারামন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া বীরাচার করে না, তাহারা শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। সকল কার্য্যে উক্ত এবং পৃথিবীতে একমাত্র মুক্তিদায়িনীই সুরা, এই সুরার নামই তীর্থ ও পান।

বৈদিক প্রভৃতি গ্রন্থে যে সকল মাংস ভক্ষ্য বলিয়া কথিত হইয়াছে, সেই মাংসই বিশুদ্ধ মাংস। রহস্যে যে সকল মীন ভোক্ষ্যযোগ্য কথিত হইয়াছে, তাহারা সিদ্ধিপ্রদায়ক মৎস্য। পৃথুক, তণ্ডুল-ভ্রষ্ট, গোধূম, চণকাদি ইহার নাম মুদ্রা, এই মুদ্রা মুক্তিপ্রদায়িনী। ভগ-লিঙ্গযোগে মৈথুন হয়। সেই মৈথুনই পঞ্চম। মকারের প্রথম মদ্য, দ্বিতীয় মাংস, তৃতীয় মৎস্য, চতুর্থ মুদ্রা, পঞ্চম মৈথুন, এই ৫ দ্রব্যই পঞ্চমকার।

পঞ্চমকারের অর্থ।

"মায়ামলাদি শমনাৎ মোক্ষমার্গনিরূপণাৎ।
অষ্টদুঃখাদিবিরহান্মংস্যেতি পরিকীর্ত্তিতম্।

মাঙ্গল্যজননাদ্দেবি সম্বিদানন্দদানতঃ।
সর্ব্বদেবপ্রিয়ত্বাচ্চ মাংস ইত্যভিধীয়তে।
পঞ্চমং দেবি সর্ব্বেষু মম প্রাণপ্রিয়ং ভবেৎ।
পঞ্চমেন বিনা দেবি চণ্ডীমন্ত্রং কথং জপেৎ।
যদি পঞ্চমকারেষু ভ্রান্তিশ্চেৎ কুরুতে প্রিয়ে।
তস্য সিদ্ধিঃ কথং দেবি চণ্ডীমন্ত্রং কথং জপেৎ।
আনন্দং পরমং ব্রহ্ম মকারাস্তস্য সূচকাঃ।"

যাহা হইতে মায়াদি-মলাদি প্রশমন, মোক্ষমার্গের নিরূপণ ও অষ্ট প্রকার দুঃখের অভাব হয়, তাহার নাম মৎস্য। মাঙ্গল্য-জনন, সম্বিদ্‌দিগের আনন্দদান হেতু এবং সকল দেবতার প্রিয়, এইজন্য ইহার নাম মাংস। পঞ্চমকার সকল কার্য্যে আমার প্রাণতুল্য প্রিয়। পঞ্চমকার ব্যতীত চণ্ডীমন্ত্র জপ কেমন করিয়া হইতে পারে। এইজন্য তাহার সিদ্ধিও অসম্ভব। আনন্দই পরম ব্রহ্ম, পঞ্চমকার তাহার সূচক।

"সুমনং সেবিতত্বাচ্চ রাজত্বাৎ সর্ব্বদা প্রিয়ে।
আনন্দজননাদ্দেবি সুরেতি প্রতিকীর্ত্তিতা॥
মুদং কুর্ব্বন্তি দেবানাং মনাংসি দ্রাবয়ন্তি চ।
তস্মান্মুদ্রা ইতি খ্যাতা দর্শিতা ব্যাকুলেশ্বরী॥"

উত্তম লোকসকল ইহা সেবন করে এবং রাজত্ব ও আনন্দ-জনন-হেতু, এইজন্য ইহার নাম সুরা। ইহাতে দেবতাদিগের আনন্দ ও মন দ্রবীভূত হয় এবং ইহা দর্শিত হইলে পরমেশ্বরী ব্যাকুলা হন, এইজন্য ইহার নাম মুদ্রা।

পঞ্চমকারের ফল মহানির্ব্বাণতন্ত্রে একাদশ পটলে এইরূপ লিখিত আছে—

"অষ্টৈশ্বর্য্যং পরং মোক্ষং মদ্যপানেন শৈলজে।
মাংসভক্ষণমাত্রেণ সাক্ষান্নারায়ণো ভবেৎ॥
মৎস্যভক্ষণমাত্রেণ কালী প্রত্যক্ষতামিয়াৎ।
মুদ্রাসেবনমাত্রেন ভূপুরো বিষ্ণুরূপধৃক্॥
মৈথুনেন মহাযোগী মম তুল্যো নসংশয়ঃ।"

মদ্যপান করিলে অষ্টৈশ্বর্য্য ও পরামোক্ষ এবং মাংস ভক্ষণ-মাত্রেই সাক্ষাৎ নারায়ণত্ব লাভ হয়। মৎস্য ভক্ষণ সময়েই কালী দর্শন হয়। মুদ্রা সেবনমাত্রেই বিষ্ণুরূপ প্রাপ্ত হয়। মৈথুন দ্বারা আমার (শিব) তুল্য হয়। ইহাতে সংশয় নাই।

পঞ্চমকার দানফল।—

"দ্রব্যং মধুঃ তথা মৎস্যং মাংসং মুদ্রা চ মৈথুনম্।
মকারপঞ্চসংযুক্তং পূজয়েৎ ভৈরবেশ্বরম্॥
কন্যাকোটিপ্রদানস্য হেমভারশতানি চ।
ফলমাপ্নোতি দেবেশি কৌলিকে বিন্দুদানতঃ॥
পৃথিবী হেমসংপূর্ণা দত্বা যৎফলমাপ্নুয়াৎ।
তৎপুণ্যং কৌলিকে দত্বা তৃতীয়ং প্রথমাযুতম্॥
দ্বিতীয়ং প্রথমাযুক্তং যো দদ্যাৎ কুলযোগিনে।
তৃপ্যন্তি মাতরঃ সর্ব্বাঃ যোগিন্যো ভৈরবাদয়ঃ॥
অশ্বমেধাদিকং পুণ্যমন্নদানাম্বরার্ণাম্।
তৎফলং লভতে দেবি কৌলিকে দত্তমুদ্রয়া॥
গবাং কোটিপ্রদানেন যৎপুণ্যং লভতে নরঃ।
তৎপুণ্যং লভতে দেবি পঞ্চমস্য প্রদানতঃ॥
পঞ্চমেন বিনা দ্রব্যং যঃ কুর্য্যাৎ সাধকাধমঃ।
তৎসর্ব্বং নিষ্ফলং দেবি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ॥
চাণ্ডালী চর্ম্মকারী চ মাতঙ্গী মাংসকারিণী।
মদ্যকর্ত্রী চ রজকী ক্ষৌরকী ধনবল্লভা॥
অষ্টৈতাঃ কুলযোগিন্যঃ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কাঃ।"

মধু, মৎস্য, মাংস, মুদ্রা ও মৈথুন এই পঞ্চমকার দ্বারা ভৈরবেশ্বরকে পূজা করিবে। কোটি কন্যা প্রদান করিলে এবং ভূমি ও এক ভার সুবর্ণ দান করিলে যে ফল হয়, কৌলিক-কার্য্যে ইহার বিন্দুমাত্র দান করিলেও সেই ফল হয়। সুবর্ণসংযুক্ত পৃথিবী দান করিলে যে ফল হয়, প্রথমযুক্ত তৃতীয় দ্রব্য অথবা প্রথমযুক্ত দ্বিতীয় দ্রব্য দান করিলেও সেই ফল হয়। মাতৃসকল, যোগিনীসকল ও ভৈরবাদি ইহাতে তৃপ্ত হন। কোটি গোদান করিলে যে পুণ্য হয়, পঞ্চমকার প্রদান করিলে মনুষ্য সেই পুণ্য লাভ করে। যে সাধকাধম পঞ্চমকার ভিন্ন দ্রব্য কল্পিত করে, তাহার সকলই নিষ্ফল, ইহা অতিশয় সত্য।

চাণ্ডালী, চর্ম্মকারী, মাতঙ্গী, মৎস্যকারিণী, মদ্যকর্ত্রী, রজকী, ক্ষৌরকী, ধনবল্লভা এই ৮টী স্ত্রী কুলযোগিনী, ইহারাই সকল সিদ্ধিপ্রদায়িনী।

পঞ্চমকারের বিষয় বর্ণিত হইল, কিন্তু পঞ্চমকার শোধন করিতে হয়।

"সংশোধনমনাচর্য্য স্ত্রীষু মদ্যেষু সাধকঃ।
আচর্য্যঃ সিদ্ধিহানিঃ স্যাৎ ক্রুদ্ধা ভবতি সুন্দরী॥"

যে সাধক পঞ্চমকার শোধন শোধ না করিয়া মদ্যাদি ব্যবহার করে, তাহার কার্য্যহানি হয়, তৎপতি দেবী ক্রুদ্ধা হন ও সেই ব্যক্তি কখনই সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না।

পঞ্চতত্ত্ব।—তান্ত্রিক প্রত্যেক কার্য্য যেমন পঞ্চমকারসাধ্য, সেইরূপ সকল কার্য্যেই পঞ্চতত্ত্বের আবশ্যক।

"পূজয়েৎ বহুযত্নেন পঞ্চতত্ত্বেন কৌলিকঃ।
এবং কৃত্বা লভেৎ সিদ্ধিং নাত্রস্য দৃষ্টিগোচরে॥
শৈবে শাক্তে গাণপত্যে সৌরে চান্দ্রে সুলোচনে।
তত্ত্বজ্ঞানমিদং প্রোক্তং বৈষ্ণবে শৃণু যত্নতঃ॥

গুরুতত্ত্বং মন্ত্রতত্ত্বং মনস্তত্ত্বং সুরেশ্বরি।
দেবতত্ত্বং ধ্যানতত্ত্বং পঞ্চতত্ত্বং বরাননে ॥"

কৌলিক অতিশয় যত্নসহকারে পঞ্চতত্ত্ব দ্বারা পূজা করিবে। এই প্রকার করিলেই সিদ্ধিলাভ হয়। শৈব, শাক্ত, গাণপত্য, বৈষ্ণব এই সকল সম্প্রদায়ের পক্ষে এই পঞ্চতত্ত্ব জানিতে হইবে। গুরুতত্ত্ব, মন্ত্রতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, দেবতত্ত্ব ও ধ্যানতত্ত্ব এই পঞ্চতত্ত্ব।

মাংসাদি শোধন—

"বক্ষ্যেহং পরমেশানি মাংসাদেঃ শোধনং প্রিয়ে।
পূর্ব্ববৎ মণ্ডলং কৃত্বা পূজয়েৎ মণ্ডলোপরি ॥
আধারশক্তিং কূর্ম্মঞ্চ অনন্তং পৃথিবীং তথা ॥
তন্মধ্যে স্থাপয়েৎ মাংসং মৎস্যং মুদ্রাঞ্চ পার্ব্বতি ॥
হুঁ বীজেন সংমন্ত্র্য ফট্কারৈঃ প্রোক্ষণঞ্চরেৎ।
বারুণেন চ ধেম্বাদিং দর্শয়েৎ সাধকোত্তমঃ ॥
ততো মায়াং বধূঞ্চৈব শ্রীবীজং ক্রমশো জপেৎ।
শুদ্ধিমন্ত্রং পঠেদ্ভক্ত্যা মূলমন্ত্রং সমুচ্চরন্।
পবিত্রং কুরু দেবেশি মাংসং মৎস্যং কুলেশ্বরি ॥
মুদ্রাং শস্যোদ্ভবাং দিব্যাং পূজার্থং কুলনায়িকে ॥
ততো হুঁ ফট্ বারুণঞ্চ তস্যোপরি জপেৎ প্রিয়ে।
মূলমন্ত্রঞ্চ তন্মধ্যে দশধা জপনঞ্চরেৎ ॥

মাংসাদির শোধন করিতে হইলে পূর্ব্বের ন্যায় মণ্ডল করিয়া মণ্ডলোপরি আধারশক্তি, কূর্ম্ম, অনন্ত ও পৃথিবীপূজা করিবে এবং সেই মণ্ডলের মধ্যে, মৎস্য, মাংস ও মুদ্রা স্থাপন করিবে। পরে হুঁ এই বীজ মন্ত্র সংমন্ত্রিত করিয়া ফট্ এই মন্ত্র দ্বারা প্রোক্ষণ করিবে এবং ধেম্বাদি মুদ্রা প্রদর্শন করাইবে। তাহার পর মায়াবীজ, বধূবীজ ও শ্রীবীজ ক্রমশঃ জপ করিবে। পরে মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক ভক্তিপূর্ব্বক "পবিত্রং কুরু দেবেশি" এই শুদ্ধিমন্ত্র পাঠ করিবে এবং হুঁ ফট্ এই মন্ত্র তাহার উপর ও মূলমন্ত্র তাহার মধ্যে জপ করিবে। এই প্রকারে মৎস্য, মুদ্রা ও মাংস শোধিত হয়।

মদ্যাদি শোধন।

আপনার বামদিকে ষট্‌কোণান্তর্গত ত্রিকোণবিন্দু লিখিয়া বৃত্তচতুরস্র বিধানপূর্ব্বক সামান্যার্ঘোদক দ্বারা অভ্যুক্ষিত করিয়া তাহাতে "আধারশক্তিভ্যো নমঃ" এই মন্ত্র দ্বারা পূজা করিতে হইবে।

"নমঃ" এই মন্ত্র দ্বারা আধারপাত্র প্রক্ষালিত করিয়া মণ্ডলোপরি সংস্থাপনপূর্ব্বক "মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ" এই মন্ত্র দ্বারা পূজা করিয়া "ফট্ এই মন্ত্র দ্বারা কলস প্রক্ষালিত করিবে। রক্তবস্ত্র ও মাল্যাদিভূষিত করিয়া আধারোপরি দেবী এই বিবেচনা করিয়া সংস্থাপিত করিবে। তাহার পর "মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ" এই মন্ত্র দ্বারা আধার পূজা করিয়া "অং অর্কমণ্ডলায় দশ কলাত্মনে নমঃ" এই মন্ত্রে কলস, "উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ" এই মন্ত্রে পূজা করিবে। তাহার পর ফট্ এই মন্ত্রে দর্ভ দ্বারা সন্তাড়িত করিয়া "হুঁ" এই মন্ত্রে অবগুণ্ঠিত করিবে। পরে মূলমন্ত্র বীক্ষণ করিবে। তাহার পর অভ্যুক্ষণ করিয়া মূলমন্ত্র দ্বারা তিনবার গন্ধগ্রহণ করিবে। "ওঁ" এ মন্ত্রে কুম্ভে পুষ্প প্রদান করিবে। "হ্সৌঃ" এই মন্ত্রে ত্রিকোণ অঙ্কিত করিবে। "হ্সৌঃ হ্সৌঃ নমঃ" এই মন্ত্রে পূজা করিয়া ক্রীঁ ক্রীং পরমস্বামিনি পরমাকাশশূন্যবাহিনি চন্দ্রসূর্য্যাগ্নি ভক্ষিণি পাত্রং বিশ বিশ স্বাহা' এই মন্ত্রে ঘট ধরিয়া দশবার জপ করিবে। "ঐং হ্রীং ক্রীং আনন্দেশ্বরায় বিদ্মহে সুধাদেব্যৈ ধীমহে। তন্নোঽর্দ্ধনারীশ্বরঃ প্রচোদয়াৎ" এই মন্ত্র পাত্রের উপরি জপ করিতে হইবে, ইহাতে শাপবিমোচন হয়।

অন্যশাপবিমোচনমন্ত্র—

"অন্যচ্চ শৃণু দেবেশি যথা পানাদিকল্পনি।
দোষো ন জায়তে দেবি তান্ বৈ মন্ত্রান্ শৃণুষ্ব মে ॥
একমেব পরং ব্রহ্ম স্থূলসূক্ষ্মময়ং ধ্রুবম্।
কচোদ্ভবাং ব্রহ্মহত্যাং তেন তে নাশয়াম্যহম্ ॥
সূর্য্যমণ্ডলসম্ভূতে বরুণালয়সম্ভবে।
অমাবীজময়ে দেবি শুক্রশাপাদ্বিমুচ্যতাম্।

এই পূর্ব্বোক্ত তিনটী মন্ত্র দ্বারা সুরাকে অভিমন্ত্রিত করিয়া কালিকাকে প্রদান করিবে। তাহার পর নিজে ভোজন করিবে। এই মন্ত্র দেবীর ঘট ধরিয়া তিনবার জপ করিতে হইবে। "ওঁ বাঁ বীঁ বূঁ বৈঁ বৌঁ বঃ ব্রহ্মশাপ-বিমোচিতায়ৈ সুধাদেব্যৈ নমঃ" এই মন্ত্র তিনবার পড়িলে ব্রহ্মশাপ বিমোচিত হয়।

শুক্রশাপ বিমোচন—

"ওঁ শাঁ শীঁ শূঁ শৈঁ শৌঁ শঃ শুক্রে শাপাদ্বিমোচিতায়ৈ সুধাদেব্যৈ নমঃ এই মন্ত্র দশবার জপ করিতে হইবে, এইরূপে শুক্রের শাপ বিমোচিত হয়।

কৃষ্ণশাপ-বিমোচন—

"ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রাঁ ক্রীঁ ক্রূঁ ক্রৈঁ ক্রৌঁ ক্রঃ কৃষ্ণশাপং বিমোচয় অমৃতং স্রাবয় স্রাবয় স্বাহা," এই মন্ত্র দশবার জপ করিলে কৃষ্ণশাপ বিমোচিত হয়।

দ্রব্যশুদ্ধি—

"ওঁ হংসঃ শুচিসদ্বসুরন্তরীক্ষসদ্ধোতা বেদিসদতিথিদুরোণসৎ। নৃসদ্বরসদৃতসদ্ব্যোমসদব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতং বৃহৎ।" এই মন্ত্র দ্রব্যের উপর তিনবার পড়িতে

হইবে। তাহার পর দ্রব্য মধ্যে আনন্দভৈরব ও আনন্দভৈরবীকে এই মন্ত্র দ্বারা ধ্যান করিতে হইবে।

পূর্ব্বে পঞ্চমকারের বিষয় বর্ণিত হইল, অনেকের মনে ধারণা হইতে পারে যে, পঞ্চমকার সেবন পুণ্যপ্রদ, কিন্তু শোধন ও সাধন ভিন্ন মদ্যপান নিষেধ। এইজন্য কুলার্ণবতন্ত্রে পঞ্চমকারের বিষয় নিম্নলিখিতরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

"বহবঃ কৌলিকং ধর্ম্মং মিথ্যাজ্ঞানবিড়ম্বকাঃ।
স্ববুদ্ধ্যা কল্পয়ন্তীত্থং পারম্পর্য্যবিমোহিতাঃ॥
মদ্যপানেন মনুজা যদি সিদ্ধিং লভেত বৈ।
মদ্যপানরতাঃ সর্ব্বে সিদ্ধিং গচ্ছন্তু পামরাঃ॥
মাংসভক্ষণমাত্রেণ যদি পুণ্যাগতির্ভবেৎ।
লোকে মাংসাশিনঃ সর্ব্বে পুণ্যভাজো ভবন্তি হি॥
স্ত্রীসংভোগেন দেবেশি যদি মোক্ষং ভবন্তি বৈ।
সর্ব্বেঽপি জন্তবো লোকে মুক্তাঃ স্যুঃ স্ত্রীনিষেবনাৎ॥
বৃথাপানন্তু দেবেশি সুরাপানং তদুচ্যতে।
যন্মহাপাতকং দেবি বেদাদিষু নিরূপিতম্॥
অনাঘ্রেয়মনালোচ্যমস্পৃশ্যঞ্চাপ্যপেয়কং।
মদ্যং মাংসং পশূনাঞ্চ কৌলিকানাং মহাফলম্॥
অমেধ্যানি দ্বিজাতীনাং মদ্যান্যেকাদশৈব তু।
দ্বাদশাখ্যং মহামদ্যং সর্ব্বেষামধমং স্মৃতম্॥
সুরা বৈ মলমন্নানাং পাপ্মা মলমুচ্যতে।
তস্মাৎ ব্রাহ্মণ রাজন্যৌ বৈশ্যশ্চ ন সুরাং পিবেৎ॥
সুরাদর্শনমাত্রেণ কুর্য্যাৎ সূর্য্যাবলোকনম্।
তৎসমাঘ্রাণমাত্রেণ প্রাণায়ামত্রয়ং চরেৎ॥
আজানুভ্যাং ভবেৎ মগ্নো জলে চোপবসেদহঃ॥
ঊর্দ্ধং নাভেস্ত্রিরাত্রন্তু মদ্যস্য স্পর্শনে বিধিঃ॥
সুরাপানেঽজ্ঞানকৃতে জ্বলন্তীং তাং বিনিক্ষিপেৎ।
মুখে তয়া বিনিক্ষিপ্তে ততঃ শুদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ॥
মৎস্যমাংসাদিদোষস্য প্রায়শ্চিত্তবিধিঃ স্মৃতঃ।
অবিধানেন যোহন্যাৎ আত্মার্থং প্রাণিনঃ প্রিয়ে॥
নিবসেন্নরকে ঘোরে দিনানি পশুরোমভিঃ।
সম্মিতানি দুরাচারস্তির্য্যগ্‌যোনিষু জায়তে॥
অনুমন্তা বিশসিতা নিহন্তা ক্রয়বিক্রয়ী।
সংস্কর্ত্তা চোপহর্ত্তা চ খাদিতাষ্টৌ চ ঘাতকাঃ॥
ধনেন চ ক্রেতা হন্তি খাদিতা চোপভোগতঃ।
ঘাতকো ঘাতবন্ধাভ্যামিত্যেষ ত্রিবিধোবধঃ॥
মাংসসন্দর্শনং কৃত্বা সূর্য্যদর্শনমাচরেৎ।
তস্মাদবিধিনা মাংসং মদ্যঞ্চ নাচরেৎ ক্বচিৎ॥
বিধিবৎ সেব্যতে দেবি পরমার্থং প্রসীদতি।" (কুলার্ণবতন্ত্র)

অনেক লোক মিথ্যাজ্ঞান দ্বারা বিড়ম্বিত হইয়া মদ্যাদিপান করিলে পুণ্য হয়, এই প্রকার কল্পনা করিয়া থাকে। ইহা তাহাদের ভ্রম মাত্র। মদ্যপান করিলেই যদি সিদ্ধিলাভ হইত, তাহা হইলে মদ্যপপামর সকলেই সিদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারিত। মাংসভক্ষণ মাত্রেই যদি পুণ্য হয়, তাহা হইলে সকল মনুষ্যই পুণ্যশালী হইতে পারে। স্ত্রীসম্ভোগ করিলে যদি মোক্ষলাভ হয়, তাহা হইলে এই মোক্ষ সকলেরই অনায়াসলভ্য, কিন্তু বৃথা যে মদ্যপান তাহাকে সুরাপান বলে। বেদাদিতে সুরাপানের যে সকল দোষ উল্লেখ আছে, সেই সকল প্রকার মহাপাপ বৃথা পান করিলে হইবে। এই সুরা অস্পৃশ্য, অনাঘ্রেয় এবং অপেয়। কৌলিক কার্য্যেই কেবল ফলপ্রদ।

সকল প্রকার মদ্যই দ্বিজাতিদিগের অপেয়। অন্নের মলই সুরা, সেইজন্য দ্বিজাতিগণ ইহা সেবন করিবে না। যদি কোনক্রমে সুরা অবলোকন করেন, তাহা হইলে সূর্য্য দর্শন করিবে। দৈবাৎ যদি সুরা আঘ্রাণ করেন, তাহা হইলে প্রাণায়ামমন্ত্রত্রয় আচরণ করিতে হইবে। আজানু পর্য্যন্ত জলে মগ্ন হইয়া একদিন উপবাস করিলে সুরা আঘ্রাণ জন্য পাপ নাশ হয়। যদি দৈবাৎ স্পর্শ করা হয়, তাহা হইলে নাভি পর্য্যন্ত জলে তিনদিন উপবাস করিয়া বাস করিলে সুরাস্পর্শজন্য পাপ দূর হয়। অজ্ঞানকৃত সুরাপান করিলে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া স্বয়ং তাহাতে নিক্ষিপ্ত হইবে, তাহা হইলে অজ্ঞানকৃত সুরাপান জন্য পাপমুক্ত হয়। মৎস্য ও মাংসাদি দোষের প্রায়শ্চিত্ত এইরূপ। অবিধানে নিজের প্রীতির নিমিত্ত যাহারা মৎস্য ও মাংসাদি হনন করে, তাহারা হতপশুর রোম-সংখ্যানুসারে ঘোর নরকে বাস করে এবং পরে তির্য্যক্‌যোনি প্রাপ্ত হয়। এই পশুহত্যায় ঘাতক, অনুমন্তা, বিশ্বসিতা, নিহন্তা, ক্রয়ী, বিক্রয়ী, সংস্কর্ত্তা উপহর্ত্তা ও খাদক এই ৮ জনই পাপভাগী হয়। এইজন্য মাংস অবলোকন করিলে সূর্য্য দর্শন করিতে হয়। কিন্তু বিধিবৎ অর্থাৎ সদ্‌গুরুর উপদেশ অনুসারে পঞ্চমকার সেবন করিলে পরমার্থতত্ত্ব লাভ হয়। অন্যথা সকলই নিষ্ফল ও বিশেষ পাপজনক। এইজন্য তান্ত্রিক কোন কার্য্য নিজের ইচ্ছানুসারে করিবে না।

শুদ্ধ শক্তির ফল—

"সাধিতা চ জগদ্ধাত্রী যদ্‌যদ্বদতি পার্ব্বতি।
তৎসর্ব্বং সত্যতাং যাতি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ॥"

নারী শোধিতা হইলে জগদ্ধাত্রী তুল্যা হয় এবং সেই নারী যাহা বলে, তাহা সকলই সত্য হয়। ইহাতে অণুমাত্রও সংশয় নাই।

শক্তিশোধন।—

"ইদানীং কথয়িষ্যামি নারীণাং শোধনং প্রিয়ে।
অগ্রে বা দক্ষিণে বাপি সংস্থাপ্য মণ্ডলোপরি॥
ভালে চ মণ্ডলং কুর্য্যাৎ ত্রৈপুরং সিন্দূরেণ চ।
নয়নে কজ্জলং দদ্যাৎ মূলমন্ত্রং জপেৎ সুধীঃ॥
অন্যৈশ্চ বিবিধৈর্দ্রব্যৈর্ভাবয়েৎ শাক্তমন্ত্রতঃ।
তাম্বূলং বদনে দদ্যাদিষ্টমূর্ত্তিং বিভাব্য চ॥
ততঃ ষড়ঙ্গমন্ত্রৈশ্চ ষড়ঙ্গন্যাসমাচরেৎ।
মাতৃকার্ণং ততোন্যস্য ঋষ্যাদিন্যাসমাচরেৎ॥
মূলেন ব্যাপক কৃত্বা মূর্দ্ধ্নি মূলং শতং জপেৎ।
হৃদয়ে কামবীজঞ্চ বধূবীজঞ্চ সংজপেৎ॥
নাভৌ শ্রী গুহ্যদেশে চ সর্ব্ববীজঞ্চ পার্ব্বতি।
মৌলৌ চ বাগ্‌ভবং কামং কুণ্ডলীং কুলকুণ্ডলীম্॥
শক্তিবীজং জপেন্মন্ত্রী সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ।
বামে মায়াং শ্রাবয়েচ্চ কর্ণে চৈব মহেশ্বরী॥
এবং ক্রমেণ দেবেশি নারী শুদ্ধিঃ প্রজায়তে।"

নারীশুদ্ধি করিতে হইলে, নারীকে আনয়ন করিয়া অগ্রে বা দক্ষিণে মণ্ডপের উপরিদেশে স্থাপিত করিবে। কপালে সিন্দুর দ্বারা ত্রৈপুরমণ্ডল করিবে। নয়নে কজ্জল প্রদান করিবে। পরে সাধক মূলমন্ত্র জপ করিবে। অন্য বিবিধ দ্রব্য দ্বারা শাক্তমন্ত্রে তাহাকে সম্ভাষণা করিবে। বদনে তাম্বূল প্রদান করিবে ও ইষ্টমন্ত্র ভাবনা করিয়া ষড়ঙ্গ-মন্ত্র দ্বারা ষড়ঙ্গন্যাস করিতে হইবে। পরে মাতৃকান্যাস করিয়া ঋষ্যাদিন্যাস করিবে। মূল দ্বারা ব্যাপক করিয়া মস্তকে শত মূলমন্ত্র জপ করিতে হইবে। হৃদয়ে কামবীজ ও বধূবীজ, নাভিতে শ্রীবীজ, গুহ্যদেশে সর্ব্ববীজ, মৌলিতে কামবীজ এবং কুণ্ডলীতে কুলকুণ্ডলী শক্তিবীজ জপ করিবে। বামে মায়া ও কর্ণে মহেশ্বরী শ্রবণ করাইবে, উক্তরূপ অনুষ্ঠান করিলে নারী শুদ্ধি হয়।

"সূর্য্যকোটিপ্রতীকাশং চন্দ্রকোটিসুশীতলম্।
অষ্টাদশভুজং দেবং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিলোচনম্॥
অমৃতার্ণবমধ্যস্থং ব্রহ্মপদ্মোপরিস্থিতম্।
বৃষারূঢ়ং নীলকণ্ঠং সর্ব্বাভরণভূষিতম্॥
কপালখট্টাঙ্গধরং ঘণ্টাডমরুবাদিনম্॥
পাশাঙ্কুশধরং দেবং গদামুষলধারণম্।
খড়্গখেটকপট্টীশমুদ্গরং শূলকুণ্ডকৃ।
বিচিত্রং খেটকং মুণ্ডং বরদাভয়পাণিনম্॥
লোহিতং দেবদেবেশং ভাবয়েৎ সাধকোত্তমঃ॥"

এই মন্ত্রে ধ্যান করিয়া "হসক্ষমলবরযূং আনন্দভৈরবায় বষট্" এই মন্ত্র দ্বারা আনন্দভৈরবকে তিনবার পূজা করিবে। পরে আনন্দভৈরবীকে ধ্যান করিতে হইবে।

"ভাবয়েচ্চ সুধাং দেবীং চন্দ্রকোট্যযুতপ্রভাং।
হিমকুন্দেন্দুধবলাং পঞ্চবক্ত্রাং ত্রিলোচনাম্॥
অষ্টাদশভুজৈর্যুক্তাং সর্ব্বানন্দকরোদ্যতাম্।
প্রহসন্তীং বিশালাক্ষীং দেবদেবস্য সম্মুখীম্"

এইরূপে আনন্দভৈরবীর ধ্যান করিয়া "হসক্ষ মলবরযীং সুধাদেব্যৈ বষট্" এই মন্ত্রে পূজা করিয়া দ্রব্য মধ্যে শক্তিচক্র লিখিবে এবং ক্রমানুসারে "হং লং ক্ষং" মধ্যে লিখিতে হইবে।

এইরূপ করিয়া শিব ও শক্তির যোগ হয়, এইজন্য দ্রব্য-মধ্যে অমৃতত্ব চিন্তা করিয়া ধেনুমুদ্রা দ্বারা অমৃতী করিবে, "বং" এই বরুণবীজ ও মূলমন্ত্র অষ্টবার জপ করিয়া দেবতা-স্বরূপ সেই দ্রব্য চিন্তা করিবে। এইরূপে দ্রব্যশুদ্ধি হয়।

"এতত্তু কারণং দেবি সুরসঙ্ঘনিষেবিতম্।
অতএব তস্যানাম সুরেতি ভুবনত্রয়ে॥
অস্যাঃ গন্ধঃ কেশবস্তু তেন গন্ধেন কৌলিকঃ।
পূজয়েচ্চ পরাং দেবীং কালিকাং দক্ষিণাং শিবাম্॥"

দেবসমূহ ইহা সেবন করেন, এইজন্য ত্রিভুবনে ইহার নাম সুরা এবং এই সুরার গন্ধই কেশব, সেই গন্ধ দ্বারা কৌলিক-পরা কালিকা দেবীকে পূজা করিবে।

মাংসশোধন। "ওঁ প্রতদ্বিষ্ণু স্তবতে বীর্য্যেণ মৃগোন ভীমঃ কুচরোগ বিষ্ঠা যস্যোরুষু ত্রিষু বিক্রমে ধিয়ন্তি ভুবনানি বিশ্বা।" এই মন্ত্র দ্বারা মাংস শোধিত হয়।

মৎস্যশুদ্ধি—"ওঁ তদ্বিষ্ণো পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততং। ওঁ তদ্বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগৃবাং সঃ সমি-ন্ধতে বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদং" এই মন্ত্র দ্বারা মৎস্যশুদ্ধি করিবে।

মুদ্রাশুদ্ধি।—"ওঁ বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু ত্বষ্টা রূপাণি পিংসতু আসিঞ্চতু প্রজাপতির্ধাতা গর্ভং দধাতু তে।
গর্ভং দেহি সিনীবালী গর্ভং দেহি সরস্বতী।
গর্ভং তে অশ্বিনৌ দেবা বাধত্তাং পুষ্করস্রজৌ॥"

এই মন্ত্র দ্বারা মুদ্রাশুদ্ধি করিবে। পূর্ব্বে যে সকল বিধান কথিত হইল, তাহাতে পঞ্চমকার শোধিত হয়। কিন্তু পঞ্চমকার শোধিত করিতে হইলে সিদ্ধ গুরুর দরকার। সিদ্ধগুরু ভিন্ন ইহা যে কোন সাধক ইচ্ছানুসারে করিতে পারিবেন না এবং যদি করেন, তাহা হইলে তাহার ফল-লাভ হইবে না।

চক্রানুষ্ঠান। সিদ্ধতান্ত্রিকেরা চক্রানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ইহা অতি গুহ্য ব্যাপার। নিশীথরাত্রে ইহার অনুষ্ঠান করিতে হয়।

বীরচক্র।—"বীরচক্রং প্রবক্ষ্যামি যেন সিদ্ধ্যন্তি সাধকাঃ।
অনয়া পূজয়া দেব দেহসিদ্ধিঃ প্রজায়তে॥
শক্তে যোন সমগ্রাদি যৎপ্রশস্তং নিবেদয়েৎ।
ভূচরাণাং খেচরাণাং তত্তন্মাংসঃ সুসাধয়॥
মুদ্রা সর্ব্বাণি ধান্যানি যুক্তানি পরমেশ্বরি।
শ্বেতপীতঞ্চ পুষ্পাণি রক্তাণি চ বিশেষতঃ॥
অষ্টবীরঞ্চ ষড়্‌বীরং নববীরং তথা প্রিয়ে।
কল্পয়েৎ বীরপংক্তিশ্চ যথাংক্রাশ্চ সুন্দরী॥
বীরেভ্যো দক্ষিণাং দদ্যাৎ আচার্য্যায় বিশেষতঃ।
অসংখ্যপাতকঞ্চৈব ব্রহ্মহত্যাদিপাতকম্॥
নাশয়েৎ তৎক্ষণাদ্দেবি বীরচক্রপ্রভাবতঃ।
দক্ষিণাবিধিহীনঞ্চ তচ্চক্রং নিষ্ফলং ভবেৎ॥"

বীরচক্রের বিষয় কথিত হইতেছে, যে বীরচক্রপূজা-প্রভাবে সাধকসকল অচিরে সিদ্ধ হয়। ইহাতে সমর্থ হইলে সমস্ত না দিয়া কেবল প্রশস্ত দ্রব্য নিবেদন করিবে।

ভূচর ও খেচর প্রভৃতি মাংসই উত্তম সিদ্ধিপ্রদ। সকলপ্রকার ধান্যই মুদ্রা, শ্বেত, পীত ও রক্তপুষ্প, আনয়ন করিবে। ষড়্‌বীর, অষ্টবীর বা নববীর ইহার মধ্যে যাহা লাভ হয়, তাহা কল্পনা করিবে। এইরূপ কল্পনা করিলে বীরচক্র হয়। আচার্য্যকে দক্ষিণা দিয়া পরে বীরকে দক্ষিণা দিবে। অসংখ্য পাতক ও ব্রহ্মহত্যাদি পাতক বীরচক্র-প্রভাবানুসারে তৎক্ষণাৎ দূর হয়। যদি বিধি ও দক্ষিণা হীন চক্র হয়, তাহা হইলে সে চক্র নিষ্ফল।

রাজচক্র।—"চতুর্বর্ণাকুমার্য্যশ্চ স্বরূপা সুমনোহরা।
যামিনী যোগিনীচৈব রজকী শ্বপচী তথা॥
কৈবর্ত্তকসমুৎপন্না পঞ্চশক্তিরুদাহৃতা।
এতা প্রশস্তা সকলা সাধকেন নিযোজিতা॥
অর্পয়েৎ মধুমদ্যঞ্চ শুদ্ধিচ্ছাগলসম্ভবা।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষার্থং রাজচক্রং বিধীয়তে॥
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি দেবলোকে মহীয়তে।"

অতিশয় রূপবতী সুমনোহরা চতুর্বর্ণা কুমারী এইরূপ যামিনী, যোগিনী, রজকী, চাণ্ডালী ও কৈবর্ত্তী ইহারাই পঞ্চশক্তি, এই পঞ্চকন্যা সাধক কর্ত্তৃক নিযোজিতা হইলে প্রশস্তা হয়। পরে মধু, মদ্য ও মাংস অর্পণ করিবে, এইরূপে রাজচক্র হয়। এই রাজচক্রপ্রভাবে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ লাভ এবং দেবলোকে ষষ্টি সহস্র বর্ষ বাস হয়।

দেবচক্র।—"দেবচক্রং প্রবক্ষ্যামি যৎসুরৈঃ ক্রিয়তে সদা।
শক্তয়স্তত্র বক্ষ্যামি দিব্যরূপা মনোরমা॥
রাজবেশ্যা নাগরী চ গুপ্তবেশ্যা তথা প্রিয়ে।
দেববেশ্যা ব্রহ্মবেশ্যা গুপ্তা চ কৌলজা।
রাজসেবাপরা রাজবেশ্যা গুপ্তা চ কৌলজা।
দেববেশ্যা নৃত্যকারা ব্রহ্মবেশ্যা চ তীর্থগা॥
নাগরী কস্যচিৎ কন্যা রম্ভাকামরজস্বলা।
পঞ্চৈতা শক্তয়া দেবি দেবচক্রে নিয়োজয়েৎ॥"

দেবচক্রের বিষয় কথিত হইতেছে, দেবতাসকল সর্ব্বদা যে দেবচক্রের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। এই দেবচক্রে রাজবেশ্যা, নাগরী, গুপ্তবেশ্যা, দেববেশ্যা ও ব্রহ্মবেশ্যা এই পঞ্চবেশ্যাই পঞ্চশক্তি। রাজসেবাপরায়ণা রাজবেশ্যা, কৌলজা গুপ্তবেশ্যা, নৃত্যকারিণী দেববেশ্যা, তীর্থগামিনী ব্রহ্মবেশ্যা এবং যে কোন রজস্বলা কন্যা নাগরী এই পঞ্চ বেশ্যা, ইহাদিগকে দেবচক্রে নিয়োজিত করিবে।

"রাজচক্রে রাজদং স্যাৎ মহাচক্রে সমৃদ্ধিদম্।
দেবচক্রে চ সৌভাগ্যং বীরচক্রঞ্চ মোক্ষদম্॥"

রাজচক্রানুষ্ঠান করিলে রাজ্যলাভ, মহাচক্রে সমৃদ্ধি, দেব-চক্রে সৌভাগ্য ও বীরচক্রে মোক্ষপ্রাপ্তি হয়। (রুদ্রযামল)।

"পঞ্চচক্রে প্রশস্তায়াস্তাঃ শৃণুষ্ব বরাননে।
চক্রং পঞ্চবিধং প্রোক্তং তত্র শক্তিং প্রপূজয়েৎ॥
রাজচক্রং মহাচক্রং দেবচক্রং তৃতীয়কম্।
বীরচক্রং চতুর্থঞ্চ পশুচক্রঞ্চ পঞ্চমম্॥"

পঞ্চচক্রে যাহা যাহা প্রশস্ত তাহার বিষয় কথিত হইতেছে। চক্র পঞ্চবিধ, তাহাতে শক্তি পূজা করিবে। রাজচক্র, মহা-চক্র দেবচক্র, বীরচক্র ও পশুচক্র এই ৫টী চক্র।

"পঞ্চচক্রে যজেদ্দিব্যো বীরশ্চ কুলসুন্দরি।
ব্রহ্মচারী গৃহস্থশ্চ পঞ্চচক্রে প্রপূজয়েৎ॥
ব্রহ্মচারী গৃহস্থশ্চ বীরচক্রেণ পূজয়েৎ।
যোগিভিঃ পূজ্যতে দেবি সর্ব্বচক্রেষু কামিনী॥
মাতা চ ভগিনী চৈব দুহিতা চ স্নুষা তথা।
গুরুপত্নী চ পঞ্চৈতা রাজচক্রে প্রপূজয়েৎ॥
গৌরী বাপ্যথবা সাধ্বী সুরা শস্তা কুলেশ্বরী।
শুদ্ধিশ্চাগোদ্ভবা শস্তা তৃতীয়া বেদসম্ভবা॥
মুদ্রা গোধুমজা শস্তা স্বয়ম্ভুবকুসুমস্তথা।
কুণ্ডগোলোদ্ভবং দ্রব্যং অনুকল্পং নিয়োজয়েৎ॥"

বীর পঞ্চচক্রে যাগ করিবে। ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থও পঞ্চচক্রে পূজা করিতে পারে। যোগিগণ সকল চক্রেই কামিনীপূজা করিতে পারেন। মাতা, ভগিনী, দুহিতা, স্নুষা (পুত্রবধূ), গুরুপত্নী, এই পাঁচজনকে রাজচক্রে পূজা করিতে হয়। গৌরী, সাধ্বী, সুরা, মুদ্রা, স্বয়ম্ভুকুসুম, কুণ্ডগোলোদ্ভবদ্রব্য এই সকল দ্রব্য অনুকল্পে প্রয়োগ করিতে হইবে।

"রক্তচন্দনং তথাশ্বেতমনুকল্পঞ্চ চন্দনম্।
বস্ত্রালঙ্কারভূষাদ্যৈর্গন্ধমাল্যানুলেপনম্॥
পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা দেবতাভ্যো নিবেদয়েৎ।
ভক্ষ্যং নানাবিধং দ্রব্যং নানাবস্ত্রসমন্বিতম্॥
আসবং শুদ্ধিসংযু ং তাভ্যো দত্বাৎ পুনঃপুনঃ।
প্রণমেৎ প্রজপেন্মন্ত্রং দৃষ্ট্বা তাশ্চ সহস্রকম্॥
অঙ্গং নৈব স্পৃশেত্তাসাং স্পৃশেচ্চ নরকং ব্রজেৎ।
মধুমত্তা সদা তাস্তু ন স্বপন্তি সুসম্পদঃ॥
ভক্তৈব ভবেৎ সর্ব্বং সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ।
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥"

রক্তচন্দন ও অনুকল্পে শ্বেতচন্দন, বস্ত্র, অলঙ্কার প্রভৃতি দ্বারা ভূষিত করিবে এবং পরমভক্তিসহকারে দেবতাকে নিবেদন করিবে। নানাবিধ ভক্ষ্য-দ্রব্য, চিত্র-বিচিত্র বস্ত্র প্রভৃতি এবং আসব শুদ্ধি করিয়া তাহাদিগকে পুনঃপুনঃ প্রদান করিবে, প্রণাম করিয়া তাহাদিগের দিকে অবলোকন-পূর্ব্বক সহস্র জপ করিবে, তাহাদিগের অঙ্গ স্পর্শ করিবে না, যদি অঙ্গস্পর্শ করে, তাহা হইলে রৌরব নরকে গমন হয়। সেই মধুমত্তাগণ তাহাকে শাপ প্রদান করে না এবং তাহারা ষষ্টি সহস্রবর্ষ স্বর্গলোকে বাস করিয়া থাকে।

"মাতা ভগ্নী স্নুষা কন্যা বীরপত্নী কুলেশ্বরী।
মহাশক্তি যজেদেতাঃ পঞ্চশক্তিঃ পুনঃপুনঃ॥
দ্রব্যদানে তু সংপূজ্যা ন শক্তৌ লিঙ্গযোজনম্।
যোজয়েৎ সিদ্ধিহানিং স্যাৎ রৌরবং নরকং ব্রজেৎ॥
মহাব্যাধির্ভবেদ্দেবি ধনহানিং প্রজায়তে।
সদৈব দুঃখমাপ্নোতি সর্ব্বং তস্য বিনশ্যতি॥
আদ্যঞ্চ গৌড়িকং প্রোক্তং দ্বিতীয়ং কুক্কুটোদ্ভবং।
তৃতীয়ং রোহিতং প্রোক্তং চতুর্থং মাংসসম্ভবম্।
করবীরোদ্ভবং পুষ্পং চন্দনং রক্তচন্দনম্।
পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা শিবলোকে মহীয়তে॥
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি তত্র দেবীং প্রপূজয়েৎ।
অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং অমায়াঞ্চ কুজেঽহনি॥
রাজচক্রে মহাচক্রে ভক্ত্যা শক্তিঃ প্রপূজয়েৎ।
শুক্লপক্ষে গুরোর্বারে চতুর্থ-সপ্তমী তিথৌ॥
মহাচক্রে যজেৎ ভক্ত্যা সর্ব্বকামার্থসিদ্ধয়ে।"

মাতা, ভগিনী, পুত্রবধূ, কন্যা ও বীরপত্নী ইহারা কুলেশ্বরী ও পঞ্চ মহাশক্তি, চক্রে বার বার ইহাদের পূজা করিতে হয়। দ্রব্য দিয়া ইহাদের পূজা করিবে, এই শক্তিতে কখন লিঙ্গ যোজন করিবে না। যোজন করিলে সিদ্ধিহানি, রৌরব নামক নরকে বাস, মহাব্যাধি, ধনহানি, সর্ব্বদা দুঃখভোগ ও তাহার সকলই বিনষ্ট হইয়া থাকে। প্রথম গৌড়ী, দ্বিতীয় কুক্কুটোদ্ভব, তৃতীয় রোহিত, চতুর্থ মাংসজাত, করবীর পুষ্প, চন্দন ও রক্তচন্দন এই সকল দিয়া ভক্তিপূর্ব্বক দেবীর পূজা করিলে শিবলোকে গমন করে। তথায় ভক্ত ষাটহাজার বর্ষ দেবীকে পূজা করিয়া থাকে। অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা অথবা মঙ্গলবারে রাজচক্র নামক মহাচক্রে ভক্তিপূর্ব্বক পঞ্চশক্তির পূজা করিবে। সকল কামনা ও অর্থসিদ্ধির জন্য শুক্লপক্ষে বৃহস্পতিবারে চতুর্থী বা সপ্তমী তিথিতে মহাচক্রে ভক্তিপূর্ব্বক যাগ করিবে।

মাতা, ভগিনী প্রভৃতি যে পঞ্চমহাশক্তির কথা লিখিত হইল, ঐ পাঁচটী শব্দই পারিভাষিক বলিয়া জানিবে। নিরুত্তর-তন্ত্রে ১০ম পটলে লিখিত আছে—

"ভূমীন্দ্রকন্যকা মাতা দুহিতা রজকীসুতা।
শ্বপচী চ স্বসা জ্ঞেয়া কাপালী চ স্নুষা স্মৃতা॥
যোগিনী নিজশক্তিঃ স্যাৎ পঞ্চকন্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।"

মাতা বলিলে রাজকন্যা, দুহিতা বলিলে রজকীর কন্যা, স্বসা বলিলে চণ্ডালী, স্নুষা বলিলে কাপালী এবং নিজ শক্তিই যোগিনী—এই পাঁচজন পঞ্চ কন্যা বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

"দেবচক্রং প্রবক্ষ্যামি শৃণুষ বরবর্ণিনি।
বিদগ্ধা সর্ব্বজাতীনাং পঞ্চকন্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
গৌড়িকং ফলজং রম্যং দ্বিতীয়ং পাক্ষিসম্ভবম্।
তৃতীয়ং শালমৎস্যঞ্চ চতুর্থং ধান্যসম্ভবম্॥
সুগন্ধি গন্ধপুষ্পঞ্চ দেবচক্রে নিয়োজয়েৎ।
দেবচক্রে যজেৎ শক্তিং দেবলোকে মহীয়তে॥
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি দেবকন্যাঃ প্রপূজয়েৎ।
পঞ্চকন্যাং যজেচ্চক্রে নাতিরিক্তাং কদাচন॥
লোভাদ্বা কামতো বাপি ছলাদ্বা বরবর্ণিনি।
যদি স্যাৎ সঙ্গমস্তাসাং রৌরবং নরকং ব্রজেৎ॥
অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং পক্ষয়োরুভয়োরপি।
পিতৃভূমিং সমাগম্য বীরচক্রে প্রপূজয়েৎ॥
দিব্যবীরান্বিতো মন্ত্রী যজেৎ শক্তিঃ বলিয়সীম্।"

দেবচক্রের বিষয় কথিত হইতেছে—

সর্ব্বজাতিদিগের বিদগ্ধা ৫টী কন্যা, ফলজ রম্য গৌড়িক, দ্বিতীয় পাক্ষিসম্ভব, তৃতীয় শালিমৎস্য, চতুর্থ ধান্যসম্ভব ও সুগন্ধি গন্ধপুষ্প ইহা দ্বারা দেবচক্রে শক্তিপূজা করিতে হইবে। দেবচক্রে শক্তি যাগ করিলে দেবলোকে গতি হয়। পঞ্চকন্যা চক্রে যাগ করিবে, কখনই ইহার অতিরিক্ত যাগ করিবে না। লোভহেতু অথবা ছল বা কামানুসারে ইহাদের সহিত যদি সঙ্গম হয়, তাহা হইলে রৌরব নামক

নরকে গতি হয়। উভয়পক্ষের অষ্টমী ও চতুর্দ্দশী তিথিতে পিতৃভূমি গমন করিয়া বীরচক্রে পূজা করিবে।

"সিদ্ধমন্ত্রী ভবেৎ বীরো ন বীরো মদ্যপানতঃ।
অভিষিক্তো ভবেৎ বীরো অভিষিক্তা চ কৌলিকী॥
এবঞ্চ বীরশক্তিঞ্চ বীরচক্রে নিয়োজয়েৎ।
নাভিষিক্তো বসেচ্চক্রে নাভিষিক্তাচ কৌলিকী।
বসেচ্চ রৌরবং যাতি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ॥
এবং ক্রমং বিনা দেবি বীরচক্রে বসেৎ যদি।
সিদ্ধিহানিং সিদ্ধিহানিং রৌরবং নরকং ব্রজেৎ॥
সর্ব্বমদ্যং সর্ব্বশুদ্ধিং সর্ব্বমীনং কুলেশ্বরি।
সর্ব্বমুদ্রাং সর্ব্বপুষ্পং স্বয়ম্ভুকুসুমন্তথা॥
কুণ্ডগোলোদ্ভবং দ্রব্যং নানারসসমন্বিতম্।
প্রদদ্যাৎ সাধকো শ্রেষ্ঠো বীরচক্রে পুনঃপুনঃ॥
স্বশক্তিং পূজয়েত্তত্র তদুচ্ছিষ্টং পিবেৎ প্রিয়ে।
চব্যঞ্চ জ্যেষ্ঠতোগ্রাহ্যং কনিষ্ঠায় নিবেদয়েৎ॥
একাসনে ন ভুঞ্জীত ভোজনং নৈকভাজনে।
পরস্পরমুখস্পর্শং নকর্ত্তব্যং কদাচন।
এবং ক্রমেণ দেবেশি বীরচক্রং সমাচরেৎ।
আনীয় হীনজাং দেবীং শক্তিমন্ত্রেণ শোধয়েৎ।
সংশোধ্য হীনজাং পূজ্যং বীরশক্তিং নিবেদয়েৎ।
মধুসক্তায় বীরায় যো দদ্যাৎ হীনজাং সুতাম্।
বক্তৃকোটিসহস্রেণ তস্য পুণ্যং ন পদ্যতে।
বীরায় শক্তিদানন্তু বীরচক্রে বিধীয়তে।
চক্রভিন্নে চরেৎ দানং রৌরবং নরকং ব্রজেৎ।
ঘাতয়েদ্‌গোপয়েদ্বাপি ন নিন্দেন্ন নিরীক্ষয়েৎ।
কামং ক্রোধঞ্চ মাৎসর্য্যং বিকারং লোভমেব চ।
কুৎসা নিন্দা দুরালাপং গোপয়েদষ্টকং প্রিয়ে।
যন্ত্রং মুদ্রামক্ষমালাং যোনিঞ্চ বীরসঙ্গমম্।
মণ্ডলঞ্চ ঘটং পীঠং সিদ্ধিদ্রব্যানি গোপয়েৎ।
পণ্ডিতং বীরসন্তানং ক্ষেত্রং দেবীঞ্চ যোগিনীং॥
কুলাচারং গুরুদূতীং মনসাপি ন নিন্দয়েৎ।
মাতৃযোনিং পশুক্রীড়াং নগ্নাং স্ত্রীমুন্নতস্তনীং॥
কাস্তেন ক্ষোভিতাং কান্তাং কামতো নাবলোকয়েৎ।
দেবীং গুরুং সুধাং বিদ্যাং শ্রেষ্ঠাং শক্তিং ক্রিয়াত্মজাম্॥
যোগিনীং ভৈরবীতত্ত্বং অষ্টতত্ত্ব প্রপূজয়েৎ।
বিমাতা দুহিতা ভগ্নী স্নুষা পত্নী চ পঞ্চমী॥
পশুচক্রে যজেদ্ধীমান্ পশুবত্তোষণং চরেৎ।
গন্ধপুষ্পঞ্চ মাল্যঞ্চ বস্ত্রাভ্যাভরণানি চ।
সিন্দূরাগুরুকস্তূরীং নানাপুষ্পাণি সুন্দরি।
ভক্ষ্যং নানাবিধং দ্রব্যং ফলং নানাবিধং প্রিয়ে॥
এতদ্দ্রব্যগণং যস্তু ভক্ত্যা তাভ্যো নিবেদয়েৎ।
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি ক্ষিতৌ রাজা ভবেদ্ধ্রুবম্॥
বীরচক্রে মন্ত্রসিদ্ধি র্ভবত্যেব ন সংশয়ঃ।
অমাবস্যাং চতুর্দ্দশ্যাং পক্ষয়োরুভয়োরপি॥
শ্মশানেন গতে নার্চ্চেৎ সুচিন্তং ন প্রকাশিতম্।"

মন্ত্রসিদ্ধ হইলেই বীর হয়, মদ্য পান করিলে বীর হয় না। যথাবিধি অভিষিক্ত হইলে বীর ও যথাবিধি অভিষিক্তা হইলে কৌলিকী হয়। বীরচক্রে এই প্রকার বীর ও শক্তি নিযুক্ত করিতে হইবে।

বীর ও কৌলিকী অভিষিক্ত না হইয়া চক্রে বসিয়া যাগ করিবে না, এবং কারণে রৌরব নামক নরকে গমন করে। এই ক্রম ব্যতীত বীরচক্রে কখনই বসিবে না। এই ক্রমভিন্ন বীরচক্রে বসিলে পদে পদে তাহার সিদ্ধিহানি হয়, রৌরব নরকে গমন করে। সকল প্রকার মদ্য, সকল রকম মৎস্য, সর্ব্ব মুদ্রা, সর্ব্ব পুষ্প, স্বয়ম্ভূকুসুম, কুণ্ডগোলোদ্ভব দ্রব্য, সাধক বীরচক্রে পুনঃপুনঃ প্রদান করিবে এবং স্বশক্তি পূজা করিবে। ভক্ষ্যদ্রব্য জ্যেষ্ঠাদি ক্রমে কনিষ্ঠকে নিবেদন করিবে। পরস্পর স্পর্শ করিবে না। একাসনে ও একপাত্রে ভোজন করিবে না। হীনজা দেবীকে আনিয়া শক্তি মন্ত্র দ্বারা শোধিত করিবে। বীর হীনজা পূজা ও শোধিত করিয়া শক্তি নিবেদন করিবে। মধুসক্ত বীরকে যে হীনজা কন্যা প্রদান করে, কোটি মুখ দ্বারা তাহার পুণ্য বলিয়া শেষ করা যায় না।

বীরচক্র আচরণ করিবার জন্য বীরকে শক্তিদান করিতে হইবে। বীরচক্র ভিন্ন যদি শক্তিদান করা হয়, তাহা হইলে দাতা রৌরব নরকে গমন করে। এই সকল কার্য্য অতিশয় গোপনে করিবে অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, মাৎসর্য্য, বিকার, লোভ, কুৎসা, নিন্দা, দুরালাপ, এই ৮টী গুপ্ত রাখিবে।

মন্ত্র, মুদ্রা, অক্ষমালা, যোনি, বীরসঙ্গম, মণ্ডল, ঘট, পীঠ ও সিদ্ধিদ্রব্য এই সকলকে গোপন করিবে। পণ্ডিত, বীর সন্তান, ক্ষেত্র, দেবী, যোগিনী, কুলাচার, গুরুদূতী ইহাদিগকে মনেও নিন্দা করিবে না।

মাতৃযোনি, পশুক্রীড়া, নগ্নাস্ত্রী, উন্নতস্তনী, কান্ত ক্ষোভিতা কান্তা, ইহাদিগকে কামভাবে অবলোকন করিবে না। দেবী, গুরু, সুধা, বিদ্যা, শ্রেষ্ঠাশক্তি, যোগিনী, ভৈরবীতত্ত্ব ও অষ্টতত্ত্ব পূজা করিবে।

পশুচক্র—মাতা, দুহিতা, ভগ্নী, স্নুষা ও পত্নী এই পঞ্চশক্তি সমন্বিতা হইয়া পশুচক্রে যাগ করিবে। ইহাতে পশুবৎ

তুষ্টি আচরণ করিবে। গন্ধ, পুষ্প, মাল্য, বস্ত্রাদি আভরণ, সিন্দূর, অগুরু, কস্তুরী, নানাবিধ পুষ্প ও নানাবিধ ফল এই সকল দ্রব্য ভক্তিপূর্ব্বক তাহাদিগকে নিবেদন করিবে। এই প্রকার পশুচক্রে যাগ করিলে যাট্ হাজার বৎসর পৃথিবীতে রাজা হয়, বীরচক্রে মন্ত্রসিদ্ধি নিশ্চয় হইবে, ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। উভয় পক্ষের অমাবস্যা ও চতুর্দ্দশীতে শ্মশানে গমন করিয়া এইরূপ আচরণ করিবে। কখন কাহাকেও প্রকাশ করিবে না। (নিরুত্তরতন্ত্র)

"ন নিন্দেৎ ন হসেৎ বাপি চক্রমধ্যে মদাকুলান্।
এতচ্চক্রগতাং বার্ত্তাং বহির্নৈব প্রকাশয়েৎ।
তেভ্যো ভোজনং কুর্ব্বীত নাহিতঞ্চ সমাচরেৎ।
ভক্ত্যা সংরক্ষয়েদেতান্ গোপয়েচ্চ প্রযত্নতঃ।"

চক্রমধ্যে মদিরাসক্ত ব্যক্তিদিগকে দেখিয়া হাস্য ও নিন্দা করিবে না। এই চক্রের বার্ত্তা বাহিরে প্রকাশ করিবে না। তাহাদের নিকটে ভোজন করিবে, অহিত আচরণে বিরত থাকিবে। ভক্তিপূর্ব্বক তাহাদিগকে রক্ষা করিবে এবং যত্ন-পূর্ব্বক এই সকল বৃত্তান্ত গোপন করিয়া রাখিবে। (প্রাণতোষণী)

বীরসাধন—

"পুরশ্চরণসম্পন্নো বীরসিদ্ধিং সমাচরেৎ।
সম্যক্‌পরিশ্রমেণাপি নৈব সিদ্ধিং সমাশ্রিতা॥
জায়তে তত্র কর্ত্তব্যা সাধকৈ বীরসাধনা।
পুত্রদারধনস্নেহলোভমোহবিবর্জ্জিতঃ॥
মন্ত্রং বা সাধয়িষ্যামি দেহং বা পাতয়াম্যহম্।
প্রতিজ্ঞামীদৃশীং কৃত্বা বলিদ্রব্যাণি চিন্তয়েৎ॥
যস্য মন্ত্রস্য যদ্দ্রব্যং তত্তদ্দ্রব্যঞ্চ সাধকৈঃ।
শবলক্ষণঃ দেবেশি শৃণু পর্ব্বতনন্দিনি॥
সর্ব্বেষাং জীবহীনানাং জন্তূনাং বীরসাধনে।
ব্রাহ্মণো গোময়ং ত্যক্ত্বা সাধয়েৎ বীরসাধনম্॥
মহাশবাঃ প্রশস্তাঃ স্যুঃ প্রধানে বীরসাধনে।
ব্রাহ্মণস্তু স্ত্রিয়ং ত্যক্ত্বা সাধয়েদ্বীরসাধনম্॥
ক্ষুদ্রাঃ প্রয়োগকর্ত্তণা প্রশস্তাং সর্ব্বসিদ্ধয়ে।
ঊর্দ্ধং দ্বিবর্ষাৎ যদি বা পঞ্চধা তরুণং যদি॥
সপ্তমাষ্টমমাসীয়ং গর্ভজং যদি বা শবম্।
চাণ্ডালং চাভিভূতঞ্চ শীঘ্রং সিদ্ধিফলপ্রদম্॥
যষ্টিপ্রভৃতিভিবিদ্ধং অস্ত্রং বা বিজনে মৃতম্।
শবমানীয় কর্ত্তব্যং না হরেৎ স্বেচ্ছয়া মৃতম্॥
স্ত্রীরমণপতিতঞ্চাস্পৃশ্যং বর্জ্জং হি তৎশবম্।
কুষ্ঠাদিরোগসংযুক্তং বৃদ্ধভিন্নং শবং হরেৎ॥
ন দুর্ভিক্ষং মৃতং বাপি ন পর্য্যুষিতমেব বা।
স্ত্রীজনসদৃশং রূপং সর্ব্বদা পরিবর্জ্জয়েৎ।
শূন্যাগারে নদীতীরে বিল্বমূলে চতুষ্পথে।
শ্মশানে বা বিশেষেণ নীত্বা চোদ্ধৃত্য ভূষয়েৎ।
শূন্যাগারে অরণ্যে বা নীত্বা চৈব বিভূষয়েৎ॥
সংস্থাপ্য কুশশয্যায়াং পুরুষং দিব্যরূপিণম্।
আনীয় স্থাপয়েদাদৌ ন্যাসজালং সমাচরেৎ॥
পীঠমন্ত্রং সমালিখ্য গন্ধপুষ্পাদিভিস্ততঃ।
অভ্যর্চ্চ চাসনং দত্ত্বা রক্ষাং মন্ত্রেণ কারয়েৎ॥
ততঃ শবাস্তে বিধিবৎ দেবতাপায়নং চরেৎ।
ভুবনেশী ষড়স্ত্রাঃস্যুঃ কতিথা মানবোত্তমাঃ॥
ততঃ শবং ক্ষালয়িত্বা স্থাপয়েচ্চ প্রযত্নতঃ।
যদি যত্নেন ন তিষ্ঠেৎ ভৈরবাচ্চ ভয়ং ভবেৎ॥
এলালবঙ্গকর্পূরজাতিখদিরসাদ্রৈকৈঃ।
তাম্বূলং তন্মুখে দদ্যাৎ শবং কুর্য্যাদধোমুখম্॥
স্থাপয়িত্বা চ তৎপৃষ্ঠে চন্দনেন বিলেপয়েৎ।
বাহুমূলাদিকট্যন্তং চতুরস্রং বিধায় চ॥
মধ্যে পদ্মং চতুর্দ্বারং দলাষ্টকসমন্বিতম্।
ততশ্চৈলেয়মজিনং কম্বলাস্তরিতং ন্যসেৎ॥
পূজাদ্রব্যং সন্নিধৌ চ দূরে চোত্তরসাধকম্।
সংস্থাপ্য শবমভ্যর্চ্চ্য তত্র চারোহণং ভবেৎ॥
কুশান্ পদতলে দত্ত্বা শবকেশান্ প্রসার্য্য চ।
দৃঢ়ং নিবধ্য জুটিকাং তঞ্চ দেবস্বরূপিণম্॥
তস্য দেহং সুসংপূজ্য পঠেদুত্থায় সম্মুখে॥
ওঁং ভীমভীরুভয়াভাবভবালোচনভাবুকঃ॥
ত্রাহি মাং দেবদেবেশ শবানামধিপাধিপ।
ইতি পাদতলে তস্য ত্রিকোণযন্ত্রমালিখেৎ॥"

সাধক পুরশ্চরণ সিদ্ধ হইয়া বীরসিদ্ধি বা শবসাধনা করিবে। সম্যক্ পরিশ্রম ব্যতীত সিদ্ধিলাভ হয় না, সাধক ইহা স্থির করিয়া বীরসাধনায় প্রবৃত্ত হইবে। বীরসাধন করিতে হইলে পুত্র, দারা ও ধনাদির প্রতি স্নেহ, লোভ, মোহ প্রভৃতি পরিত্যাগ করিতে হইবে। মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর-পতন এই প্রতিজ্ঞা করিয়া সাধনে প্রবৃত্ত হইবে এবং বলি-দ্রব্যসকল আহরণ করিবে। যে যে মন্ত্রের যে যে দ্রব্য প্রয়োজন, সাধক সেই সেই দ্রব্য আহরণ করিবে।

এই বীরসাধনের প্রধান উপকরণ শব, সেই শবের বিষয় প্রথম কথিত হইতেছে। সকল জীবহীন জন্তুর শবই বীরসাধনে উপযুক্ত, কিন্তু শবের মধ্যে কতকগুলি শবসাধনে প্রশস্ত, ব্রাহ্মণ গোময় ত্যাগ করিয়া শব-সাধন করিবে। প্রধান বীরসাধনে মহাশবই একমাত্র

প্রশস্ত। এই বীরসাধনে স্ত্রীত্যাগ করিয়া সাধনা করিতে হইবে। প্রয়োগকর্ত্তৃদিগের পক্ষে ক্ষুদ্রই প্রশস্ত ও সকল সিদ্ধির নিমিত্ত জানিবে। দুই বর্ষের উপর পঞ্চম বর্ষ পর্য্যন্ত অথবা তরুণ এবং সপ্তম বা অষ্টম মাসীয় গর্ভজ চাণ্ডালের শবই প্রশস্ত। এইরূপ শবদ্বারা আরাধনা করিলে আশু ফল লাভ হয়।

যষ্টি প্রভৃতি দ্বারা অর্থাৎ যে চণ্ডাল যষ্টি, শূল, খড়্গ বা বজ্রের আঘাতে কিংবা সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, অথবা অভিভূত জলমগ্ন বা সম্মুখযুদ্ধে পলায়ন পরাঙ্মুখ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, সে যদি সুন্দরকান্তিবিশিষ্ট, শৌর্য্যবান্ ও তরুণবয়স্ক হয়, তাহা হইলে শবসাধনার্থ তাহার শব আনয়ন করিবে*।

স্ত্রীরমণ দ্বারা পতিত ও কুষ্ঠাদি মহাপাতক রোগগ্রস্ত শবকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। স্বেচ্ছাপূর্ব্বক মৃত ব্যক্তির শব ও বৃদ্ধ লোকের শব গ্রহণ করিবে না। দুর্ভিক্ষে মৃত ব্যক্তির শব অথবা বাসি মড়াও শবসাধনের অনুপযুক্ত। স্ত্রীজনসদৃশ রূপবিশিষ্ট ব্যক্তির শবও বর্জ্জনীয়।

নানাপ্রকার সাধনের মধ্যে শবসাধন বীরাচারীদিগের একটী প্রধান সাধন, এইজন্য ইহার স্থান বিশেষ আবশ্যক। শূন্য গৃহে, নদীতীরে, পর্ব্বতে, নির্জনস্থানে, বিল্ববৃক্ষ-মূলে বা শ্মশানে অথবা তাহার সমীপবর্ত্তী বনস্থলে সাধনা করিতে হয়। অষ্টমী বা চতুর্দ্দশী তিথিতে অথবা কৃষ্ণপক্ষীয় মঙ্গলবারে দ্বিপ্রহর রাত্রিতে শবসাধনার উপযুক্ত সময়। শ্মশানাদি স্থলে শব আনিয়া কুশ-শয্যাতে সংস্থাপন করাইয়া ন্যাস করিতে আরম্ভ করিবে এবং পীঠমন্ত্র লিখিয়া গন্ধ-পুষ্পাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিবে। পরে আসন প্রদান করিয়া মন্ত্র দ্বারা রক্ষা করিবে। তাহার পর শবের মুখে বিধিপূর্ব্বক দেবতাদিগের আপ্যায়ন (তুষ্টি) আবরণ করিবে। ভুবনেশী ও অন্তে ফট্ এই প্রয়োগ করিবে। তাহার পর শব প্রক্ষালিত করিয়া যত্নপূর্ব্বক স্থাপিত করিবে এবং কোনক্রমে ভীত হইবে না, যত্নেও যদি স্থাপিত না হয়, তাহা হইলে এলা, লবঙ্গ, কর্পূর, জাতী, খদির ও আর্দ্রক দ্বারা শবকে অধোমুখী করিবে এবং তাহার মুখে তাম্বূল প্রদান করিবে। তৎপৃষ্ঠে স্থাপিত করিয়া চন্দন বিলেপিত করিবে, পরে মূল আদি করিয়া কটীদেশ পর্য্যন্ত চতুরস্র মণ্ডল করিয়া মধ্যে চতুর্দ্বারযুক্ত অষ্টদল পদ্ম প্রস্তুত করিতে হইবে। তাহার পর চৈলের, অজিন, কম্বলাস্তরিত করিয়া ন্যাস করিবে এবং সন্নিকটে পূজাদ্রব্যসকল রাখিয়া দিবে। কিছু দূরে একজন উত্তর সাধক রাখিতে হইবে। শবকে সংস্থাপন করিয়া অর্চ্চনা করিতে হইবে এবং তাহাতে আরোহণ করিবে। কিছু কুশ তাহার পদতলে প্রদান করিবে। শবকেশ প্রসারিত করিয়া তাহাতে ঝুটী বান্ধিয়া দিবে। তাহার দেহ দেবস্বরূপ বিবেচনা করিয়া পূজা করিবে, পরে উত্থিত হইয়া "ভীম-ভীরু-ভয়াভাব" এই মন্ত্র পাঠ করিবে। তাহার পদতলে ত্রিকোণযন্ত্র লিখিবে।

"ভেনোত্থাতুং ন শক্নোতি শবশ্চ নিশ্চলো ভবেৎ।
উপবিশ্য পুনস্তত্র বাহূ নিঃসার্য্য পাদয়োঃ॥
হস্তয়োঃ কুশমাস্তীর্য্য পাদৌ তত্র নিধাপয়েৎ।
ওষ্ঠৌ তু সংপুটীকৃত্বা স্থিরচিত্তং স্থিরেন্দ্রিয়ঃ॥
সদা দেবীং হৃদিধ্যাত্বা মৌনীজপমথাচরেৎ।
চলাসনাৎ ভয়ং নাস্তি ভয়ে জাতে ভয়েত্তু তম্॥
যংপ্রার্থয়সি দেবেশি দাতব্যং কুঞ্জরাদিকম্।
দিনান্তরে চ দাস্যামি স্বনাম কথয়স্ব মে॥
ইত্যুক্ত্বা সংস্কৃতেনৈব নির্ভয়স্তু পুনর্জপেৎ।
ততশ্চেন্মধুরং বক্তি বক্তব্যং লীলয়ানবৈ॥
ততঃ সত্যং কারয়িত্বা বরন্তু প্রার্থয়েন্নরঃ।
যদি সত্যং ন কুর্য্যাচ্চ বরং বা ন প্রযচ্ছতি॥
তদা পুনর্জপেদ্ধীমান্ একাগ্রযতমানসঃ।
সত্যে কৃতে বরং লব্ধা সংত্যজেত্তু জপাদিকম্॥
ফলং জাতমিদং জ্ঞাত্বা ঝুটিকাং মোচয়েত্ততঃ।
শবং প্রক্ষাল্য সংস্থাপ্য মোচয়েৎ পাদবন্ধনম্॥
পাদচক্রং মোচয়িত্বা পূজাদ্রব্যং জলে ক্ষিপেৎ।
শবং জলে চ গর্ত্তে বা নিঃক্ষিপ্য স্নানমাচরেৎ॥
ততশ্চ স্বগৃহং গত্বা বলিং দত্বা দিনান্তরে।
পূজয়িত্বা ততো দেবীং যাচিতোহহং বলিপ্রিয়ম্॥
তেন গৃহ্নন্তু সর্ব্বে চ ময়া দত্তমিদং বলিম্।
পরেহহ্নি নিত্যমাচার্য্যঃ পঞ্চগব্যং পিবেত্ততঃ॥
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েত্তত্র পঞ্চবিংশতিসংখ্যকান্।
সপ্তপঞ্চবিহীনং বা ক্রমাচ্চৈব দশাবধি॥
ততঃ স্নাত্বাচ ভুক্ত্বাচ নিবসেদুত্তমে স্থলে।
যদি ন স্যাৎ বিপ্রভোজ্যং তদা নিধনিতাং ব্রজেৎ॥
তেন চেন্নিধনং নস্যাৎ তদা দেবী প্রকুপ্যতি।
ত্রিরাত্রং বা ষড়্রাত্রং বা নবরাত্রঞ্চ গোপয়েৎ॥
স্ত্রীশয্যা যদি গচ্ছেত্তু তদা ব্যাধিং বিনির্দ্দিশেৎ।
গীতং শ্রুত্বা চ বধিরো নিশ্চক্ষু নৃত্যদর্শনাৎ॥

* "যষ্টিবিদ্ধং শূলবিদ্ধং খড়্গাবিদ্ধং পয়োমৃতম্।
বজ্রবিদ্ধং সর্পদষ্টং চাণ্ডালঞ্চাভিভূতকম্।
তরুণং সুন্দরং শূরং রণে নষ্টং সমুজ্জ্বলম্।
পলায়নবিশূন্যঞ্চ সম্মুখে রণবর্ত্তিনম্।" (তন্ত্রসারধৃত ভাবচূড়ামণি)

যদি বক্তি দিবা বাক্যং তদাশু মুক্তাং ত্যজেৎ।
পঞ্চদশ দিনং যাবৎ দেহে দেবস্য সংস্থিতিঃ॥
না স্বীকুর্য্যাৎ গন্ধপুষ্পে বহির্যাতি যদা ভবেৎ।
তদা বস্ত্রং পরিত্যজ্য গৃহ্নীয়াদ্বসনান্তরম্॥
গোব্রাহ্মণবিনিন্দাঞ্চ ন কুর্য্যাচ্চ কদাচন।
দেবগোব্রাহ্মণাদীংশ্চ সংস্পৃশেৎ প্রত্যহং শুচিঃ॥
প্রাতর্নিত্যক্রিয়ান্তে চ বিল্বপত্রোদকং পিবেৎ।
ততঃ স্নাত্বা চ গঙ্গায়াং প্রাপ্তে ষোড়শবাসরে॥
স্বাহান্তং মন্ত্রমুচ্চার্য্য তর্পণান্তে নমঃ প্রদম্।
এবং শতত্রয়াদূর্দ্ধং দেবং বৈ তর্পয়েজ্জলে॥
স্নানতর্পণশূন্যস্তু নস্যাদ্দেবস্য তর্পণম্।
ইত্যনেন বিধানেন সিদ্ধিং প্রাপ্নোতি সাধকঃ॥
ইতি ভুক্ত্বা বরান্ ভোগান্ অন্তে যাতি হরেঃ পদম্।"

পদতলে ত্রিকোণ যন্ত্র লিখিবার পর উত্থান করিতে শক্ত হইবে এবং শবও নিশ্চল হইবে। পুনর্ব্বার তাহাতে উপবেশন করিয়া পাদ দ্বারা বাহুদ্বয় নিঃসারিত করিবে, এবং তাহাতে কুশ বিছাইয়া পাদদ্বয় স্থাপিত করিবে। ওষ্ঠদ্বয় সংপুট করিয়া স্থিরচিত্ত ও স্থিরেন্দ্রিয় হইবে। এইরূপে অনন্যচিত্তে হৃদয়ে দেবীকে ধ্যান করিয়া জপ করিবে। এইরূপ অনুষ্ঠান করিতে লাগিলে যদি আসন চঞ্চল হয়, তাহা হইলে ভয় করিবে না। ভয় হইলে তাহাকে পূজা করিবে, এই সময় তাহাকে কহিবে, হে দেবেশি! তুমি যাহা প্রার্থনা কর, দিনান্তরে আমি তাহা প্রদান করিব। আপনার নাম প্রকাশ করুন। সংস্কৃতে তাহাকে এই কথা বলিয়া নির্ভয় হইয়া পুনর্ব্বার জপ করিবে। তাহার পর যদি সে মধুর বাক্য না বলে, তাহাকে সত্য করাইয়া সাধক বর প্রার্থনা করিবে। যদি তিনি সত্য না করেন, বা বর না দেন, তাহা হইলে সাধক পুনরায় অনন্যচিত্তে জপ করিতে আরম্ভ করিবে। পুনরায় এই প্রকার হইলে যখন তিনি সত্য করিবেন এবং বর দিবেন, তাহার পর সেই বর প্রাপ্ত হইয়া সাধক জপ পরিত্যাগ করিবে। তাহার পর ফল হইয়াছে ইহা জানিয়া ঝুটিকা মোচন করিবে। পরে শবকে প্রক্ষালিত করিয়া সংস্থাপনপূর্ব্বক পাদ বন্ধন মোচন করাইবে এবং পাদচক্র মোচন করাইয়া পূজাদ্রব্য জলে নিক্ষেপ করিবে। তাহার পর শব জলে বা গর্ত্তে নিক্ষেপ করিয়া স্নান করিয়া গৃহে গমন করিবে।

দিনান্তরে সাধক দেবীকে পূজা করিয়া বলি প্রদান করিবে এবং প্রার্থনা করিবে, হে দেবি! আমা কর্ত্তৃক প্রদত্ত এই বলি গ্রহণ করুন, এবং তাহার পরদিন পঞ্চগব্য পান করিয়া পঞ্চবিংশতি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। তাহার পর স্নান ও ভোজন করিয়া উত্তম স্থলে বাস করিবে। সাধক যদি ব্রাহ্মণ ভোজন না করায়, তাহা হইলে সে নির্ধন হয় এবং যদি নিধনও না হয়, তাহা হইলে দেবী তাহার প্রতি কুপিতা হন। ৩ দিন, ৬ দিন, ৯ দিন, পর্য্যন্ত ইহা গোপন করিবে। সাধক যদি স্ত্রীশয্যা গমন করে, তাহা হইলে তাহার ব্যাধি হয় এবং গীত শ্রবণ করিলে বধির, নৃত্য দর্শন করিলে চক্ষুহীন, দিবাভাগে কথা কহিলে বোবা হয়, এই প্রকারে পঞ্চদশ দিন অতিক্রম করিবে। যেহেতু এই পঞ্চদশ দিন পর্য্যন্ত দেহে দেবতার সংস্থান থাকে এবং ঐ ১৫ দিনের মধ্যে গন্ধ বস্ত্র স্বীকার করিবে না। যে সময়ে বাহিরে গমন করিবে, সেই সময় বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অন্য বস্ত্র গ্রহণ করিবে। গোব্রাহ্মণ ইঁহাদিগের কখনই নিন্দা করিবে না এবং দেবতা, গো, ব্রাহ্মণ ইহাদিগকে প্রতিদিন স্পর্শ করিবে। প্রাতঃকালে নিত্য ক্রিয়ার পর বিল্বপত্রোদক পান করিবে। তাহার পর ১৬ দিনের দিন গঙ্গাস্নান করিয়া স্বাহান্ত মূল উচ্চারণপূর্ব্বক তর্পণ করিবে এবং তর্পণান্তে নমঃ পদ প্রয়োগ করিবে

এই প্রকারে তিন শতের উদ্ধজলে দেবতর্পণ করিবে। স্নান করিয়া এইরূপ তর্পণ না করিলে, দেবতর্পণ হইবে না। সাধক এইরূপ আচরণ করিলে নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ করিবে। এই প্রকারে সিদ্ধিলাভ করিলে ইহসংসারে বিবিধ ভোগ করিয়া অন্তে স্বর্গে গমন করে। (নীলতন্ত্র)

তন্ত্রমতে সৃষ্টিতত্ত্ব—

"নিরাকারং নির্গুণঞ্চ স্তুতিনিন্দাবিবর্জ্জিতম্।
সুনিত্যং সর্ব্বকর্ত্তারং বর্ণাতীতং সুনিশ্চলম্॥
সংজ্ঞাবিরহিতং শান্তং কিমাকারং প্রতিষ্ঠিতং।
তস্মাদ্বৎ বিনির্দ্দেশ কিমাকারেণ জায়তে॥
শঙ্কর উবাচ।
শৃণু দেবি পরং তত্ত্বং বর্ণাতীতাঞ্চ বৈষ্ণবীং।
গুণালয়াং গুণাতীতাং স্তুতিনিন্দাদিবর্জ্জিতাম্॥
আকাররহিতাং নিত্যাং রোগশোকাদিবর্জ্জিতাম্।
পূজাযোগঞ্চ দেবেশি স্বয়ম্ৎপত্তিকারণম্॥
যেন রূপেণ ব্রহ্মাণ্ডা জায়ন্তে শৃণু তৎ শিবে।
আকাশাজ্জায়তে বায়ুর্বায়োরুৎপদ্যতে রবিঃ॥
রবেরুৎপদ্যতে তোয়ং তোয়াদুৎপদ্যতে মহী।
পঞ্চভূতেষু ব্রহ্মাণ্ডা ভবেয়ুঃ পর্ব্বতাত্মজে॥
ব্রহ্মাণ্ডস্থাপনার্থায় কূর্ম্মপৃষ্ঠে সুনম্রকঃ।
তন্মূর্দ্ধি বায়ুরাকারা ব্রহ্মাণ্ডা বহব স্থিতাঃ॥

কারণ্য বারিমধ্যে তু কূর্মশ্চরতি নিত্যশঃ।
অহমেব ত্রিশূলেন পালয়ামি পুনঃপুনঃ॥"

হে দেবেশ! নিরাকার, নির্গুণ, স্তুতিনিন্দাবিবর্জ্জিত, বর্ণাতীত, সুনিশ্চল, সংজ্ঞাবিরহিত ইহা কি আকারে প্রতিষ্টিত এবং ইহার উৎপত্তিই বা কোথা হইতে এবং কি আকারেই বা জন্মে, ইহার প্রকৃত বিবরণ বর্ণন করিয়া আমার সংশয় অপনোদন করুন। মহাদেব পার্ব্বতীর এই প্রশ্ন পার্ব্বতীকে কহিলেন, হে পার্ব্বতি! শ্রেষ্ঠতত্ত্ব আমি বর্ণন করিতেছি, এবং যেরূপে এ ব্রহ্মাণ্ড উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর।

গুণালয়া, গুণাতীতা, স্তুতি ও নিন্দাবিবর্জ্জিতা, আকাররহিতা, নিত্যা, রোগ ও শোকাদিবর্জ্জিতা শক্তি স্বয়ংই উৎপত্তির কারণ, তাহার পর যেরূপে ব্রহ্মাণ্ড উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা বলিতেছি। প্রথম আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে রবি, রবি হইতে জল, জল হইতে মহী উৎপন্ন হয়, এই ৫টী পঞ্চভূত, এই পঞ্চভূত হইতে ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে। কূর্ম্মপৃষ্ঠে ব্রহ্মাণ্ড সংস্থাপিত আছে এবং অনন্তের মস্তকে বালুকাকার অনেক ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত আছে। কারণ বারিমধ্যে কূর্ম্ম বিচরণ করে, আমি ত্রিশূল দ্বারা পুনঃপুনঃ পালন করি।

"শ্রীচণ্ডিকোবাচ।
কথং বা লভতে জন্ম কথং মৃত্যুর্ভবেৎ প্রভো।
তৎ প্রকারং মহাদেব শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ।
শ্রীশঙ্কর উবাচ।
ইহ যৎ ক্রিয়তে কর্ম্ম তৎপরত্রোপভুজ্যতে।
জীবস্তৃণজলোকেব দেহাদ্দেহান্তরং ব্রজেৎ॥
সংপ্রাপ্য চোত্তমং দেহং দেহং ত্যজতি পূর্ব্বকম্।
ইতি শ্রুত্বা চ সা চণ্ডী পপ্রচ্ছ পরমেশ্বরম্॥
শ্রীচণ্ডিকোবাচ।
প্রাপ্তশ্চোত্তরদেহস্তু পিণ্ডদানাদিকং কথম্।
শিব উবাচ।
শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি মায়াদেহং তবৈব হি।
মায়াদেহং পরেশানি বায়ুরূপেণ চান্যথা॥
বায়ুরূপো যতো দেহ আকাশস্থো নিরাশ্রয়ঃ।
ততশ্চ পিণ্ডদানেন বায়ুঃ স্থিরতরো ভবেৎ॥
প্রথমে মস্তকং দেবি জায়তে চ ক্রমাবধি।
ততো যমপুরং গত্বা ধর্ম্মাধর্ম্মাদিকঞ্চ যৎ॥
ভুক্ত্বা চাপরে কিঞ্চিৎ যদা কর্ম্ম ন বিদ্যতে।
তদাজ্ঞয়া তদা জীবঃ প্রযয়ৌ ব্রহ্মশাসনম্॥
তস্মাৎ কর্ম্মানুসারেণ যদিস্যাদ্দুর্ল্লভাং তনুম্।
মহাবিদ্যাং ভাগ্যবশাৎ যদি প্রাপ্নোতি সদ্গুরুম্॥
তত্ত্বজ্ঞানং মহেশানি যদি ভাগ্যবশাল্লভেৎ।
তদৈব পরমং মোক্ষং যাবদ্ব্রহ্মাণ্ডং তিষ্ঠতি॥
ব্রাহ্মণস্য মহামোক্ষং সাযুজ্যং ক্ষত্রিয়স্য চ।
সারূপ্যকোকজাতস্য শূদ্রস্য সালোকিকম্॥
মহাবিদ্যাপ্রসাদেন পুনরাগমনং নহি।
বৃহদ্ব্রহ্মাণ্ড নাশে তু সপ্তমোক্ষং যদা শিব॥
তদা সকস্য নির্ব্বাণং ভবত্যেব ন সংশয়ঃ।
শ্রীচণ্ডিকোবাচ।
বৃহদ্ব্রহ্মাণ্ডবাহ্যে তু কিং পুনঃ পরমেশ্বর।
তৎ সর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি যদি স্নেহোঽস্তি মাং প্রতি॥
শিব উবাচ।
ব্রহ্মাণ্ডস্য বাহ্যদেশে ব্রহ্মাণ্ডা বহবঃ স্থিতাঃ।
অনন্তস্য প্রমাণন্তু কিং বক্তুং শক্যতে ময়া॥
স এব নির্ম্মিতং সর্ব্বং সৈব সর্ব্বং মহেশ্বরি।"

মনুষ্য কেমন করিয়াই বা জন্মলাভ করে এবং কি প্রকারেই বা তাহাদের মৃত্যু হয়, এই বিষয় আমার শুনিতে নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে। হে শিব! আপনি ইহার প্রকৃত বিবরণ বর্ণন করুন। মহাদেব পার্ব্বতীকে কহিলেন, হে শিবে! মনুষ্য সকল ইহজগতে যে সকল কর্ম্ম করে, অর্থাৎ পাপ ও পুণ্য অনুষ্ঠান করে, সেই কর্ম্মানুসারে পরলোকে স্বর্গ, নরকাদি ভোগ করিয়া থাকে। জলৌকা (জোঁক) যেমন তৃণ হইতে তৃণান্তরে গমন করে, সেই প্রকার জীবও দেহ হইতে দেহান্তরে গমন করিয়া থাকে। জলৌকা একটী তৃণ আশ্রয় না করিলে পূর্ব্ব তৃণ পরিত্যাগ করিতে পারে না, সেইরূপ জীবও একটী দেহ আশ্রয় না করিয়া পূর্ব্বদেহ পরিত্যাগ করে না। পার্ব্বতী মহাদেবের এই কথা শুনিয়া কহিলেন, যদি জীব অপর আর একটী দেহ গ্রহণ না করিয়া পূর্ব্বদেহ পরিত্যাগ করে না, তাহা হইলে সেই মৃতব্যক্তির পিণ্ডাদি গ্রহণ কি প্রকারে হইবে। আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার এ সংশয় অপনোদন করুন। এই প্রশ্নের উত্তরে মহাদেব কহিলেন, হে শিবে! মরণের সময় মায়াদেহ হয়, মায়ারূপ দেহ ইহা বায়ুস্বরূপ, এই মায়াদেহ আকাশস্থিত হইয়া নিরাশ্রয়ভাবে থাকে। যতদিন পর্য্যন্ত পিণ্ডদান না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত এইরূপ নিরাশ্রয়।

তাহার পর মৃতব্যক্তির পিণ্ডদান হইলে সেই বায়ু স্থির হয়, তৎপরে ক্রমে মস্তক জন্মে, ক্রমে ক্রমে অন্যান্য অবয়ব সকল হয়, তাহার পর যমপুরে গমন করিয়া পাপ ও পুণ্য যাহা কিছু থাকে তাহা ভোগ করে, পাপ ও পুণ্য থাকিলে

স্বর্গ ও নরক ভোগ হয়। সেই সকল ভোগ হইলে যে সময় আর কোন কর্ম্ম থাকে না, সেই সময় জীব যমের আজ্ঞাক্রমে ব্রহ্মশাসনে গমন করে। তাহার পর কর্ম্মানুসারে উত্তমা প্রভৃতি তনুলাভ করে।

কিন্তু যদি কেহ ভাগ্যক্রমে সৎগুরু, মহাবিদ্যা বা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে, তাহা হইলে সেই জীব যতদিন পর্য্যন্ত এই ব্রহ্মাণ্ড থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। ইহার মধ্যে ব্রাহ্মণ মহামোক্ষ, ক্ষত্রিয় সাযুজ্য, বৈশ্য সারূপ্য ও শূদ্র সালোক লাভ করিয়া থাকে। মহাবিদ্যার প্রভাবে আর পুনরাগমন হয় না। হে শিবে! যে সময় এই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড নাশ হইবে, তখন সকল জীবই মুক্তিলাভ করিবে। এই ব্রহ্মাণ্ডের বাহ্য দেহ এবং ব্রহ্মাণ্ড অনেক অবস্থিত, এই ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত। এই অনন্তের প্রমাণ বলিতে কোন্ ব্যক্তি সমর্থ হয়?

"প্রকৃত্যা জায়তে পুংসাং প্রকৃত্যা সৃজ্যতে জগৎ।
তোয়াত্ বুদ্বুদং দেবি যথা তোয়ে বিলীয়তে॥
প্রকৃত্যা জায়তে সর্ব্বং প্রকৃত্যা সৃজ্যতে জগৎ।
তোয়াত্ বুদ্বুদং দেবি যথা তোয়ে বিলীয়তে॥
তস্মাৎ প্রকৃতিযোগেন জায়তে নান্যথা ক্বচিৎ।
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবো দেবি প্রকৃত্যা জায়তে ক্রমম্॥
তথা প্রলয়কালেতু প্রকৃত্যা লুপ্যতে পুনঃ॥" (নির্ব্বাণতন্ত্র)

প্রকৃতি হইতেই সমস্ত পুরুষ জন্মগ্রহণ করে, প্রকৃতি হইতেই জগতের উৎপত্তি, যেমন জল হইতে বুদ্বুদ হয়, আবার জলেই বিলীন হয়, সেই প্রকার প্রকৃতি হইতেই সমস্ত জন্মে, আবার প্রকৃতিতেই লয় হয়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর প্রকৃতি হইতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, আবার প্রকৃতিতেই লীন হইবেন। যখন প্রলয়কাল উপস্থিত হইবে, তখন এই ব্রহ্মাণ্ড প্রকৃতিতেই বিলুপ্ত হইবে।

তান্ত্রিকতত্ত্ব—

"স্ত্রীরূপাং বা স্মরেদ্দেবীং পুংরূপাং বা স্মরেৎ প্রিয়ে।
স্মরেদ্বা নিষ্কলং ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দরূপিণীম্॥
নেয়ং যোষিন্ন চ পুমান্ ন ষণ্ডো ন জড়ঃ স্মৃতঃ।
তথাপি কল্পবল্লীবৎ স্ত্রীশব্দেন চ যুজ্যতে॥
সাধকানাং হিতার্থায় অরূপা রূপধারিণী।"

সেই সচ্চিদানন্দরূপিণী দেবীকে স্ত্রীরূপেই হউক, পুংরূপেই হউক অথবা নিষ্কল ব্রহ্ম ভাবেই হউক স্মরণ করিবে। বাস্তবিক তিনি স্ত্রীও নহেন, পুরুষও নহেন, ষণ্ডও নহেন অথবা জড়ও নহেন। তথাপি কল্পলতা যেমন স্ত্রীবাচক, তাঁহাতে তদ্রূপ স্ত্রী শব্দই প্রয়োগ করিবে। তাঁহার রূপ নাই, সাধকগণের মঙ্গলের জন্য রূপধারিণী।

প্রপঞ্চসারে লিখিত হইয়াছে—

"তামেতাং কুণ্ডলীত্যেকে সন্তো হৃদ্যন্তরবনাং বিদুঃ।
সা রৌতি সততং দেবী ভৃঙ্গীসঙ্গীতকধ্বনিম্॥"

সেই মহাশক্তি কুলকুণ্ডলিনী যোগীন্দ্রগণের হৃদয় আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছেন, তিনিই জীবের মূলাধারে নিরত ভ্রমরসঙ্গীতবৎ গুন্ গুন্ ধ্বনি করিতেছেন।

সারদাতিলকে কথিত আছে—

যোগিনাং হৃদয়াম্ভোজে নৃত্যন্তী নৃত্যমঞ্জসা।
আধারে সর্ব্বভূতানাং স্ফুরন্তী বিদ্যুদাকৃতিঃ॥
শঙ্খাবর্ত্তক্রমাদ্দেবী সর্পমাবৃত্য তিষ্ঠতি।
কুণ্ডলীভূতসর্পাণামঙ্গশ্রিয়মুপেয়ুষী॥
সর্ব্ববেদময়ী দেবী সর্ব্বমন্ত্রময়ী শিবা।
সর্ব্বতত্ত্বময়ী সাক্ষাৎ সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরা বিভুঃ।
ত্রিধামজননী দেবী শব্দব্রহ্মস্বরূপিণী॥"

তিনি যোগিগণের হৃদয়সরোজে স্বস্বরূপ প্রকাশ করিয়া নিজানন্দে নৃত্য করিতেছেন। সর্ব্বভূতের আধারে বিদ্যুতের আকারে স্ফূর্ত্তি পাইতেছেন, তিনি সার্দ্ধ ত্রিবলয়াকারে সকলকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছেন, সেই দেবী কুণ্ডলীভূত সর্পগণের অঙ্গশ্রীধারিণী, সর্ব্ববেদময়ী, সর্ব্বমন্ত্রময়ী, সর্ব্বতত্ত্বময়ী, সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতরা, ত্রিলোকজননী ও শব্দব্রহ্মস্বরূপিণী।

কুলার্ণবে বর্ণিত হইয়াছে—

"যঃ শিবঃ সর্ব্বগঃ সূক্ষ্মো নিষ্কলশ্চোন্মনাব্যয়ঃ।
ব্যোমাকারোহ্যজোনন্তঃ স কথং পূজ্যতে প্রিয়ে॥
অতএব গুরুঃ সাক্ষাদ্গুরুরূপঃ সমাশ্রিতঃ।
ভক্ত্যা সংপূজয়েদ্দেবি। ভুক্তিং মুক্তিং প্রযচ্ছতি॥
শিবোহমাকৃতির্দ্দেবি! নরদৃগ্গোচরো নহি।
তস্মাৎ শ্রীগুরুরূপেণ শিষ্যান্ রক্ষামি সর্ব্বদা॥
মনুষ্যচর্ম্মণা নদ্ধঃ সাক্ষাৎ পরশিবঃ স্বয়ং।
স্বশিষ্যানুগ্রহার্থায় গূঢ়ং পর্য্যটতি ক্ষিতৌ॥
সদ্ভক্তরক্ষণার্থায় নিরাকারোমাকৃতিঃ।
শিবঃ কৃপানিধির্লোকে সংসারীবচেষ্টতে॥"

যে শিব অর্থাৎ ঈশ্বর সর্ব্বগ, নিষ্কল, উন্মনা, অব্যয়, ব্যোমাকার, অজ, অনন্ত, তাঁহাকে কিরূপে পূজা করা যাইবে? এইজন্য পরমগুরু স্বয়ং শিব মানব গুরুরূপকে আশ্রয় করিয়াছেন। দেবি! সাধক সেই পরমগুরুকে ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিলে তিনি ভোগ মোক্ষ প্রদান করিয়া থাকেন। দেবি! যদিও আমি স্থূলরূপ গ্রহণ করিয়া এই শিবমূর্ত্তিতে আছি, কিন্তু এ তেজোময় মূর্ত্তি মনুষ্যের নয়নগোচর হইবার

যোগ্য নহে, সেইজন্য নরলোকে গুরুরূপ অবলম্বনপূর্ব্বক আমি শিষ্যকুলকে সর্ব্বদা রক্ষা করি। মনুষ্যচর্ম্ম আবৃত হইয়া সাক্ষাৎ পরম শিব সশিষ্যবর্গকে অনুগ্রহ করিবার জন্য গূঢ়রূপে পৃথিবীতে ভ্রমণ করিতেছেন।

এইজন্যই তান্ত্রিক গুরুর এত আদর, এত যত্ন এবং সর্ব্বাগ্রে গুরুপূজার বিধান লক্ষিত হয়।

তন্ত্রমতে কন্যা-পুরুষের জন্মবৃত্তান্ত—

"কথং বা জায়তে পুত্রঃ শুক্রস্তু কুত্র বা স্থিতিঃ।
পদ্মমধ্যে গতে শুক্রে সম্ভাতস্তেন জায়তে॥
পুরুষস্য চ যচ্ছুক্রং শুক্রং বা চাধিকং ভবেৎ।
তদা কন্যা ভবেদ্দেবি বিপরীতাৎ পুমান্ ভবেৎ॥
উভয়োস্তুল্যশুক্রেন ক্লীবং ভবতি নিশ্চিতম্॥"
(মাতৃকাভেদতন্ত্র)

স্ত্রী ও পুরুষ সংযোগে পুত্রকন্যাদির উৎপত্তি হয়। স্ত্রী পুরুষ সংযোগে শুক্র পদ্মমধ্যে অবস্থিত থাকে, এইমতে পুরুষের শুক্রাধিক্য হইলে কন্যা, স্ত্রীর রজো অধিক হইলে পুত্র, এবং শুক্র ও রজঃ তুল্য হইলে ক্লীব হয়।

এই মত আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতির সহিত বিরোধ দেখা যায়।

বৃহদ্ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব। মহানির্ব্বাণতন্ত্রে বৃহদ্ব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপ এইরূপ নির্ণীত হইয়াছে;—

প্রথমে মেরুপর্ব্বত, এখানে সকল দেবতার বাস, ইহার মধ্যদেশে মন্দাকিনী নদী প্রবাহিত। এই সুমেরুর ঊর্দ্ধদেশে সত্যলোক ও অধোভাগে রসাতল। এইরূপে মেরুমধ্যে চতুর্দ্দশ লোক ও সপ্ত পাতাল আছে। উহার ঊর্দ্ধ ব্রহ্মপদ্ম। সেই চতুর্দ্দশদল পদ্মের নিম্নমুখে বীজকোষে মনোহর বলয়াকারে সপ্ত সমুদ্রবেষ্টিত ক্ষিতিচক্র অবস্থিত। এই ক্ষিতিচক্রের মধ্যদেশে চতুষ্কোণ ও মনোহর জম্বুদ্বীপ, ইহার চারিদিকে নীলাচল, মন্দর, চন্দ্রশেখর, হিমালয়, সুবেল, মলয় ও ভস্মাচল অবস্থিত। এই সকল পর্ব্বতের শৃঙ্গ হইতে তৃণগুল্মলতাকীর্ণ নানাবিধ পর্ব্বত বাহির হইয়াছে।

ঐ পদ্মের উর্দ্ধভাগে ষড়্পত্র ও চতুর্দ্বারভূষিত ভৌম নামক পদ্ম, পদ্মমধ্যে বীজকোষে মনোহর সিন্দুরবর্ণ ভুবর্লোক। এখানে লক্ষ্মী সরস্বতীর সহিত বিষ্ণু বাস করেন। ইহারই অপর নাম বৈকুণ্ঠ। বৈকুণ্ঠের দক্ষিণে গোলোক, এখানে রাধিকাদেবী ও দ্বিভুজমুরলীধর কৃষ্ণ অবস্থান করেন। ইহার মধ্যে ও বাহিরে জ্যোতির্ম্মণ্ডল, এখানে ইন্দ্রাদি দেবতাদিগকে দেখা যায়।

বীজকোষের বাহিরে জলমণ্ডল। তথায় গঙ্গাদি নদী সকল প্রকাশিত। এই পদ্মের ঊর্দ্ধদেশে দশপত্র নীলবর্ণ ব্যোমরূপ ও জলযুক্ত দুর্লভ মহাপদ্ম আছে, ইহারই অপর নাম স্বর্লোক। এখানেই রুদ্রালয়, ভদ্রকালী প্রভৃতি বাস করেন। এই পদ্মের ঊর্দ্ধদেশে দ্বাদশপত্রশোভিত শোনবর্ণ পদ্মসুন্দর আছে, ইহাই মহর্লোক। এখানে ঈশ্বরের বামভাগে মহাবিদ্যা অবস্থান করেন। এই মহর্লোকের মাহাত্ম্য গোলোক অপেক্ষা শতগুণ। তাহার ঊর্দ্ধ ষোড়শপত্রযুক্ত মোহান্ধকারনাশক নির্ম্মল পদ্ম অবস্থিত, তাহাই যমলোক। এখানে বামে গৌরী, দক্ষিণে সদাশিব বিরাজমান। এই পদ্মের ঊর্দ্ধে পত্রদ্বয়সমন্বিত জ্ঞানপদ্ম অবস্থিত, ইহাই তপোলোক। এখানে শিবের বামভাগে সদানন্দরূপিণী সিদ্ধকালী অবস্থান করেন।

"তপোলোকং গোলোকস্য চতুর্লক্ষগুণং শিবে।
ব্রহ্মলোকেষু যে দেবা বৈকুণ্ঠে যে সুরাদয়ঃ॥
তপসাপি ন লভেত তপোলোকমতঃ শিবে।
তপোলোকসমা নাস্তি লোকমধ্যে সুলোচনে॥
সালোক্যং মহর্লোকং স্যাৎ সারূপ্যং জনলোককে।
সাযুজ্যং তপোলোকেষু নির্ব্বাণং হি তদূর্দ্ধগে॥
অতো ব্রহ্মাদয়ো দেবাস্তপোলোকার্থিনঃ সদা।
তস্য লোকস্য মাহাত্ম্যং ময়া বক্তুং ন শক্যতে॥

তপোলোক গোলোক অপেক্ষা চারিলক্ষ গুণ প্রধান। ব্রহ্মলোক ও বৈকুণ্ঠস্থিত দেবগণও তপস্যা দ্বারা এই তপলোক প্রাপ্ত হন না। এই তপোলোকের মত আর কোন লোক নাই। মহর্লোকে সালোক্য, জনলোকে সারূপ্য এবং এই তপোলোকে সাযুজ্য লাভ হয়। ইহার পরই নির্ব্বাণ। ব্রহ্মাদি সকল দেবতাই এই তপোলোক প্রার্থনা করেন। এই লোকের মাহাত্ম্য বলিতে সমর্থ নহি।

"কিমাকারস্তু ব্রহ্মাণ্ডং তন্মে ব্রূহি মহেশ্বর।
সৃষ্টিপ্রকারং তন্মধ্যে কিমাকারং হিতপ্রবিৎ॥"
শঙ্কর উবাচ।
অস্তোরাকারং ব্রহ্মাণ্ডং নানাবিগ্রহং পার্ব্বতি।
ব্রহ্মাণ্ডং বিগ্রহং প্রোক্তং স্থূলসূক্ষ্মাদিকং হি তৎ।
মেরুঃ পর্ব্বতস্তন্মধ্যে তথা সপ্তকুলাচলাঃ॥
মূলাদিমস্তকান্তং বৈ সুমেরু নাম পর্ব্বতঃ।
স্থিতং মেরোরধোভাগে দ্বাঙ্গুল্যাশ্চোর্দ্ধদেশতঃ॥
ভূর্লোকাদি মহেশানি সপ্তস্বর্গং ক্রমেণ হি।
দ্বাঙ্গুল্যাঃ সপ্তপাতালাস্তিষ্ঠন্তি পরমেশ্বরি॥
সত্যলোকে নিরাকারা মহাজ্যোতিঃস্বরূপিণী॥
মায়য়াচ্ছাদিতাত্মানং চনকাকাররূপিণী॥
হস্তপাদাদিরহিতা চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিরূপিণী।
মায়াবল্কলসংত্যক্তা দ্বিধা ভিন্না যদোন্মুখী॥

শিবশক্তিবিভাগেন জায়তে সৃষ্টিকল্পনা।
প্রথমে জায়তে পুত্রো ব্রহ্মসংজ্ঞো হি পার্ব্বতি॥"

ব্রহ্মাণ্ডের আকার কিরূপ এবং সৃষ্টি বা কি প্রকারে হয়, পার্ব্বতী মহাদেবকে এই প্রশ্ন করিলে মহাদেব পার্ব্বতীর এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন, হে পার্ব্বতি! নানা বিগ্রহবিশিষ্ট মনুষ্যর আকারই ব্রহ্মাণ্ড এবং স্থূল-সূক্ষ্মাদি বিগ্রহই ব্রহ্মাণ্ড বলিয়া অভিহিত। তাহার মধ্যে মেরুপর্ব্বত ও সপ্তকুলাচল (মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শুক্তিমান্, ঋক্ষপর্ব্বত, বিন্ধ্য, পারিযাত্র, এই ৭টী কুলপর্ব্বত) মূল আদি করিয়া মস্তক পর্য্যন্ত সুমেরু পর্ব্বত। মেরুর ঊর্দ্ধদেশে ভূর্লোকাদি সপ্তসর্গ, অধোভাগে সপ্ত পাতাল অবস্থিত। সত্যলোকে আকাররহিতা মহাজ্যোতিঃ-স্বরূপিণী মহাশক্তি মায়া দ্বারা আত্মাকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছেন। এই মহাশক্তি চনকাকাররূপিণী, এবং হস্ত-পদাদিরহিতা ও চন্দ্র-সূর্য্যাগ্নিস্বরূপিণী। এই মহাশক্তি মায়া-রূপবন্ধন ত্যাগ করিয়া উন্মুখী হইয়া আপনি আপনাকে দ্বিধা বিভক্ত করেন। সেই সময় শিব ও শক্তি বিভাগে প্রথমে সৃষ্টি কল্পনা হয়। সেই সময় প্রথম পুত্র হয়, তাঁহার নাম ব্রহ্মা।

"শৃণু পুত্র মহাবীর বিবাহং কুরু যত্নতঃ।
এতচ্ছ্রুত্বা ততো ব্রহ্মা উবাচ সাদরং প্রিয়ে॥
ত্বাং বিনা জননী নাস্তি শক্তিং মে দেহি সুন্দরীম্।
তচ্ছ্রুত্বা জগতাং মাতা স্বদেহান্মোহিনীং দদৌ॥
দ্বিতীয়া সা মহাবিদ্যা সাবিত্রী পরমা কলা।
অস্যাঃ সঙ্গং সমাসাদ্য বেদবিস্তারণং কুরু॥
অনায়াসং সৃষ্টিকর্ত্তা ভবত্বং মহীমণ্ডলে॥"

এইরূপে ব্রহ্মা উৎপন্ন হইলে মহাশক্তি তাঁহাকে কহিলেন, হে মহাবীর! তুমি বিবাহ কর। ব্রহ্মা শক্তির এই কথা শুনিয়া কহিলেন, আপনি ব্যতীত আমার আর কেহ জননী নাই, আমি বিবাহ করিব না। আপনি আমাকে শক্তি প্রদান করুন। মহাশক্তি ব্রহ্মার এই কথায় নিজ শরীর হইতে মোহিনীশক্তি উৎপন্ন করিয়া ব্রহ্মাকে প্রদান করিলেন। এই শক্তি দ্বিতীয়া মহাবিদ্যা ও পরমা কলা, ইহার নাম সাবিত্রী, তুমি ইহার সঙ্গ প্রাপ্ত হইয়া বেদবিস্তার কর, এবং এই মহীমণ্ডলে তুমি অনায়াসে সৃষ্টিকর্ত্তা হইবে।

"দ্বিতীয়ে জায়তে পুত্রো বিষ্ণুঃ সত্ত্বগুণাশ্রয়ঃ।
শৃণু পুত্র মহাবীর! বিবাহং কুরু যত্নতঃ॥
তব দর্শনমাত্রেণ নিষ্কামী জায়তে পুমান্।
কথং করোমি হে মাতঃ মোহিনীং দেহি মে শিবে॥
দেহাচ্ছক্তিং বিনিষ্কাস্য দদৌ তস্মৈ চ কালিকা।
শ্রীবৈষ্ণবীং মহাবিদ্যাং শ্রীবিদ্যাং পরমেশ্বরীম্॥
তামাশ্রিত্য মহাবিষ্ণুঃ পালয়ত্যখিলং জগৎ।
তৃতীয়ে জায়তে পুত্রো মহাযোগী সদাশিবঃ॥
তং দৃষ্ট্বা সা মহাকালী তুষ্টিযুক্তাভবন্ মুদা।
শৃণু পুত্র মহাযোগিন্ মদ্বাক্যং হৃদয়ে কুরু॥
ত্বাং বিনা পুরুষো কোবা মাং বিনা কাপি যোষিতা।
অতত্বং পরমানন্দ বিবাহং কুরু মে শিব॥
শিব উবাচ।
যদুক্তং ময়ি হে মাতস্ত্বাং বিনা নাস্তি মোহিনী॥
সত্যমেতজ্জগন্মাতঃ মাং বিনা পুরুষো ন চ।
অস্মিন্ দেহে সংস্থিতে চ ন করোমি বিবাহকম্॥
কুরু দেহান্তরং মাতঃ করুণা যদি বর্ত্ততে।
তৎক্ষণে সা মহাকালী দদৌ ভুবনসুন্দরীম্॥
তামাশ্রিত্য মহাযোগী সংহরত্যখিলং জগৎ।
শম্ভোরষ্টবিভাগশ্চ শক্তিশ্চাষ্টবিধা ভবেৎ॥
কালীকাদ্যা মহাবিদ্যা হ্যনেন পরমেশ্বরি।
ইতি তে কথিতং কান্তে যথা ব্রহ্মনিরূপণম্॥
গোপনীয়ং প্রযত্নেন বিদ্যোৎপত্তির্যথা প্রিয়ে।"

তাহার পর দ্বিতীয় পুত্র জন্মে, ইহার নাম বিষ্ণু, এবং ইনি অতিশয় সত্ত্বগুণপ্রধান। এই বিষ্ণু জন্মিলে মহামায়া তাঁহাকে কহিলেন, হে পুত্র! তুমি বিবাহ কর, যেহেতু তোমার দর্শনমাত্রেই লোকসকল নিষ্কামী হইবে। বিষ্ণু কহিলেন, হে মাতঃ! কেমন করিয়া আমি বিবাহ করিব, অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে মোহিনী প্রদান করুন, তখন মহাকালী নিজ দেহ হইতে শক্তি নির্গত করাইয়া তাঁহাকে দিলেন ও বলিলেন, এই শক্তির নাম বৈষ্ণবী ও শ্রীবিদ্যা। তুমি এই শক্তি আশ্রয় করিয়া জগৎ পালন কর। বিষ্ণু তাহাতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার পর তৃতীয় পুত্র উৎপন্ন হইল, এই পুত্র মহাযোগী ও ইহার নাম সদাশিব। এই পুত্রকে দেখিয়া মহাকালী অতিশয় প্রীত হইলেন, এবং তাঁহাকে কহিলেন, হে পুত্র! আমি যাহা তোমাকে বলিতেছি, তুমি তাহার অনুষ্ঠান কর, তুমি ভিন্ন আর পুরুষ নাই, আমি ভিন্ন আর স্ত্রী নাই, এইজন্য তুমি আমাকে বিবাহ কর। মহাদেব এই কথা শুনিয়া কহিলেন, হে মাতঃ! তুমি ব্যতীত অন্য স্ত্রী অথবা আমা ব্যতীত অন্য পুরুষ নাই, ইহা সত্য, কিন্তু তোমার এই দেহ থাকিতে বিবাহ করিতে পারিব না। যদি আমার প্রতি করুণা থাকে, তাহা হইলে আপনি ঐ মূর্ত্তি পরিহার করিয়া অন্যমূর্ত্তি গ্রহণ করুন। মহাশক্তি এই কথা শুনিয়াই মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ভুবনসুন্দরীরূপ ধারণ করিলেন। ভুবনসুন্দরী ও মহাশক্তি একই, মহাযোগী শিব এই

ভুবনসুন্দরীকে আশ্রয় করিয়া অখিল জগৎকে সংহার করেন। শিবের ৮টী বিভাগ, মহাশক্তি কালী, তাঁহাতেদেও অষ্টভাগে বিভক্ত। হে পার্ব্বতি! ইহাই ব্রহ্মের স্বরূপ জানিবে। ইহা অতিশয় গোপনীয়।

"শ্রীচণ্ডিকোবাচ।

তৎপ্রসাদাচ্ছ্রুতং নাথ পরং ব্রহ্মনিরূপণম্।
ইদানিং শ্রোতুমিচ্ছামি ক্ষিতৌ সৃষ্টির্যথা ভবেৎ॥
শ্রীশিব উবাচ।
শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যথা সৃষ্টিঃ প্রজায়তে॥
সত্যলোকে মহাকালী মহারুদ্রেণ সংপুটা॥
চনকাকৃতিবিস্তারা চন্দ্রসূর্য্যাদিরূপিকা॥
অনাদিরূপসংযুক্তা তদংশা জীবসংজ্ঞকাঃ॥
জলদগ্নে র্যথা দেবী স্ফুরন্তি বিস্ফুলিঙ্গকাঃ॥
তস্যাশ্চ্যুতং পরং ব্রহ্ম যদা ভূমৌ পতত্যপি।
তদৈব সহসা দেবি শক্ত্যাযুক্তো ভবত্যপি॥
স্থাবরাদিষু কীটেষু পশুপক্ষিষু শৈলজে॥
চতুরশীতিলক্ষং বৈ জন্ম চাপ্নোতি সোঽব্যয়ঃ॥
ততো লভেৎ পরেশানি মনুষ্যাং দুর্লভাং তনুম্।
যতো মানুষদেহস্তু ধর্ম্মাধর্ম্মাধিপশ্চ সঃ॥
ততোঽপি লভতে জন্ম পুনর্মৃত্যুমবাপ্নুয়াৎ।
জায়ন্তে চ ম্রিয়ন্তে চ কর্ম্মপাশনিয়ন্ত্রিতাঃ॥
চতুরশীতিসহস্রেষু নানাযোনিষু শৈলজে॥"

হে দেবদেব, তোমার প্রসাদে আমি পরব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞাত হইলাম, এখন এই ক্ষিতিতলে কি প্রকারে সৃষ্টি হয়, তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি। মহাদেব কহিলেন, হে দেবি! সত্যলোকে মহাকালী মহারুদ্র দ্বারা সংপুটিতা হন, এই মহাকালী চন্দ্রসূর্য্যাগ্নি রূপবিশিষ্টা, অনাদি রূপসংযুক্তা এবং চনকের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্টা। জীবসকল এই মহাকালীর অংশমাত্র। যে প্রকার জ্বলদগ্নির বিস্ফুলিঙ্গসকল স্ফুরিত হয়, কিন্তু ঐ বিস্ফুলিঙ্গ যেমন অগ্নিভিন্ন নহে, সেইরূপ জীবসকলও মহাকালী ভিন্ন নহে, তবে তাহার অংশমাত্র। মহাকালী হইতে পরব্রহ্ম যে সময় চ্যুত হইয়া ভূমিতে নিপতিত হন, হে দেবি! সেই সময়ই তিনি শক্তিযুক্ত হন। স্থাবরাদি কীট ও পশুপক্ষি প্রভৃতি চতুরশীতিলক্ষ জন্মপরিগ্রহ করিয়া তাহার পর দুর্লভ মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হয়; এই মনুষ্য-দেহই ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের আকর। এই ধর্ম্মাধর্ম্ম দ্বারা মানুষ একবার জন্মপরিগ্রহ করে, আবার মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এইরূপে মানবসকল কর্ম্মপাশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া নানাপ্রকার যোনিতে ভ্রমণ করে।

তন্ত্রমতে তত্ত্বজ্ঞান—

পঞ্চভূত, এক একটী ভূতের পাঁচ পাঁচ করিয়া ২৫টী গুণ। অস্থি, মাংস, নখ, ত্বক্, লোম এই ২৫টী পৃথিবীর গুণ। শুক্র, শোণিত, মজ্জা, মল ও মূত্র এই ৫টী জলের গুণ। নিদ্রা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্লান্তি ও আলস্য এই ৫টী তেজের গুণ। ধারণ, চালন, ক্ষেপন, সঙ্কোচ ও প্রসব এই ৫টী বায়ুর গুণ॥ কাম, ক্রোধ, মোহ, লজ্জা ও লোভ এই ৫টী আকাশের গুণ। সমুদায়ে পঞ্চভূতের এই ২৫টী গুণ। এই পঞ্চভূত মহী জলে, জল রবিতে, রবি বায়ুতে ও বায়ু আকাশে বিলীন হয়।

এই পঞ্চতত্ত্বের পরও তত্ত্ব আছে, স্পর্শন, রসন, ঘ্রাণ, চক্ষুঃ ও শ্রবণ এই পঞ্চেন্দ্রিয় ও মন সাধন্ত ইন্দ্রিয়। এই ব্রহ্মাণ্ড-লক্ষণ দেহ মধ্যে ব্যবস্থিত আছে এবং সপ্তধাতু আত্মা, অন্তরাত্মা ও পরমাত্মা, ইহাও শরীর মধ্যে অবস্থিত; শুক্র, শোণিত, মজ্জা, মেদ, মাংস, অস্থি ও ত্বক এই সপ্তধাতু।

শরীরই আত্মা, অন্তরাত্মা মনঃ, পরমাত্মা শূন্যময়, এই পরমাত্মাতেই মন বিলীন হয়।

রক্তধাতু মাতা, শুক্রধাতু পিতা ও শূন্যধাতু প্রাণ, ইহাতেই গর্ভপিণ্ড উৎপত্তি হয়।

অব্যক্ত হইতে প্রাণ জন্মে, প্রাণ হইতে মন, মন হইতে বাক্য উৎপত্তি এবং মন বাক্যের সহিত বিলীন হয়। সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু ও মন ইহারা কোথায় অবস্থান করে? তালুমূলে চন্দ্র, নাভিমূলে দিবাকর, সূর্য্যের অগ্রে বায়ু ও চন্দ্রের অগ্রে মন এবং সূর্য্যাগ্রে চিত্ত ও চন্দ্রাগ্রে জীবন অবস্থিত। কোন্ স্থানে শক্তি-শিব অবস্থান করেন? কালই বা কোথায় অবস্থিত এবং জরাই বা কেন হয়?

পাতালে শক্তি অবস্থিতা, ব্রহ্মাণ্ডে শিব বাস করেন, অন্তরীক্ষে কালের অবস্থিতি, এই কাল হইতেই জরার উৎপত্তি হয়। কে আহার আকাঙ্ক্ষা করে, কেই বা পান-ভোজন করে, জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তিই বা কার হয় এবং কেইবা প্রতিবুদ্ধ হয়?

প্রাণ আহার আকাঙ্ক্ষা করে, হুতাশন পান ও ভোজন করে, জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিতে বায়ুই প্রতিবুদ্ধ হয়।

কে কর্ম্ম করে, কেই বা পাতকে লিপ্ত হয়, এবং পাপ-আচরণ করে, পাপ হইতেই বা কে মুক্ত হয়? মন পাপ কার্য্য করে, মনই পাপে লিপ্ত হয়। মনই তন্মনা হইয়া পুণ্য ও পাপ সাধন করে। জীব কি-প্রকারে শিব হয়? ভ্রান্তিযুক্ত হইলে তাহাকে জীব বলা যায়, ভ্রান্তিমুক্ত হইলে শিব হয়। তামস ব্যক্তিসকল এই তীর্থ এইরূপে ভ্রমণ করিয়া থাকে। অজ্ঞানান্ধ হইয়া আত্মতীর্থ অবগত হয় না। আত্মতীর্থ না জানিলে কি প্রকারে মোক্ষ হয়?

বেদও বেদ নয়, অর্থাৎ ৪ বেদকে বেদ বলা যায় না, সনাতন ব্রহ্মই বেদ। চারিবেদ ও সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া যোগীরা সার গ্রহণ করেন, কিন্তু পণ্ডিতেরা তক্র পান করিয়া থাকে। তপঃ তপস্যা নহে, ব্রহ্মচর্য্যই তপস্যা, যে ব্রহ্মচর্য্যপ্রভাবে উর্দ্ধরেতা হয়, সেই তপস্বী।

হোম প্রভৃতিও হোম নহে, ব্রহ্মাগ্নিতে প্রাণ সমর্পণ করার নামই হোম, মোক্ষ লাভ করিতে হইলে পাপ পুণ্য দুই পরিত্যাগ করিতে হইবে।

যতদিন পর্য্যন্ত জ্ঞান না জন্মে, ততদিন বর্ণবিভাগ থাকে, জ্ঞান জন্মিলেই আর বর্ণাদি বিভাগ থাকে না। চঞ্চলচিত্তে শক্তি অবস্থান করে, স্থিরচিত্তে শিব বাস করেন, স্থিরচিত্ত হইতে পারিলে দেহধারী হইলেও সিদ্ধি হয়।

(জ্ঞানসঙ্কলিনীতন্ত্র)

শূদ্র-লিখিত পটলাদি-পাঠ নিষেধ।—

"বিপ্রো বা ক্ষত্রিয়ো বাপি বৈশ্যো বা নগনন্দিনি।
পতত্যন্নরকে ঘোরে শূদ্রস্য লিখনাৎ প্রিয়ে॥
তস্মাত্তু শূদ্রলিখিতং পটলং ন জপেৎ সুধীঃ।
শূদ্রেণ লিখিতং দেবি পটলং যস্তু পঠ্যতে॥
যং যং নরকমাপ্নোতি তং তং প্রাপ্নোতি মানবঃ।"

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য, যদি শূদ্রলিখিত পটলাদি পাঠ করে, তাহা হইলে তাহার ঘোর নরকে গমন হয়। এইজন্য শূদ্রলিখিত স্তব-কবচ প্রভৃতি পাঠ করিবে না।

তন্ত্রের এইরূপ নানা কথা জানিবার আছে। বাস্তবিক এখন ভারতের সর্ব্বত্র বিশেষতঃ এই বঙ্গদেশে যে সকল ক্রিয়াকাণ্ড ও পূজাপদ্ধতি প্রচলিত, তাহা সমস্তই তান্ত্রিক। [মন্ত্র, বীজ, তন্ত্র, গায়ত্রী, ন্যাস, মুদ্রা, দুর্গা, তারা, প্রভৃতি শব্দ দ্রষ্টব্য।]

হিন্দুতন্ত্রের বিষয় পূর্ব্বে যেরূপ লিখিত হইল, বৌদ্ধতন্ত্রগুলিতেও ঐরূপ বিবরণ বর্ণিত দেখা যায়। হিন্দুতন্ত্রোক্ত শিব-দুর্গা প্রভৃতি নামগুলিই যেন বজ্রসত্ব, বজ্রডাকিনী প্রভৃতি নামে রূপান্তরিত হইয়াছে। বৌদ্ধতন্ত্রেও চণ্ডী, তারা, বারাহী প্রভৃতি মহাবিদ্যা, যোগিনী, ডাকিনী, ভৈরব, ভৈরবী প্রভৃতির উপাসনা প্রচলিত আছে। শিবোক্ত তন্ত্রে যেরূপ অদ্ভুত অদ্ভুত দেবমূর্ত্তি কল্পিত হইয়াছে, বৌদ্ধতন্ত্রেও হেরুকাদি দেবদেবীর মূর্ত্তিও তদ্রূপ বর্ণিত আছে।

বৌদ্ধতন্ত্রমতে বজ্রডাক ও বজ্রডাকিনীর পূজাই প্রধান। হিন্দুতান্ত্রিকগণ যেমন দক্ষিণাবর্ত্ত ক্রমে ন্যাস করেন, বৌদ্ধতান্ত্রিকগণ বামাবর্ত্ত বিধানে সেইরূপ ন্যাস করিয়া থাকেন।

"বামাবর্ত্তবিবর্ত্তেন পুষ্প্যন্যাসপ্রদক্ষিণম্।
যোহি জানাতি তত্ত্বজ্ঞস্তেনেদং চক্রদর্শনং।"

(অভিধানোত্তরহৃদয় ৩ পটল)

বৌদ্ধতান্ত্রিকেরাও বলিয়া থাকেন, সাধনের কোন নিয়ম নাই, যখন ইচ্ছা যে অবস্থায় হউক, সাধন করিবে।

"ন তিথিং ন চ নক্ষত্রং নোপবাসো বিধীয়তে।
শুচিনা বাপ্যশুচির্বা ন শৌচস্নোদকক্রিয়া॥
কালবেলাবিনির্ম্মুক্ত শৌচাচারবিবর্জ্জয়েৎ।
তন্ত্রমন্ত্রপ্রয়োগজ্ঞঃ সর্ব্বসত্বার্থতৎপরঃ॥
গিরিগহ্বরকুঞ্জেষু নদীতীরেষু সঙ্গমে।
মহোদধিতটে রম্যে একবৃক্ষে শিবালয়ে॥
মাতৃগৃহে শ্মশানে বা উদ্যানে বিবিধোত্তমে।
বিহারচৈত্যালয়েন গৃহে বাথ চতুষ্পথে॥
সাধয়েৎ সাধকো যোগং সর্ব্বকামফলপ্রদম্।"

(অভিধানোত্তর)

বৌদ্ধতান্ত্রিকগণও মালামন্ত্র, মাতৃকা, কবচ, হৃদয়াদি অতি গুহ্য বলিয়া জানেন। বৌদ্ধতন্ত্রেও ঐ সকল গুহ্যবিষয় অধিকারী ভিন্ন অপর কাহারও নিকট প্রকাশ করিবার নিষেধ আছে।

"আচারযোগিনীতন্ত্রাঃ যোগতন্ত্রাশ্চ বিস্তরাঃ।
ক্রিয়াভেদক্রমেণৈব সর্ব্বতন্ত্রেষ্বভিজ্ঞয়া॥
আগমৈঃ সিদ্ধিশাস্ত্রাণি স্বতন্ত্রৈর্জাতকৈ স্তথা।
অনুত্তরপদা বাচ প্রজ্ঞাপারমিতাদয়ং॥
বাহ্যশাস্ত্রপরিজ্ঞানমাচারবিবিধোত্তমম্।
যোগভাবনয়া যুক্তং নৈষ্ঠিকং পদবিন্যসেৎ॥
সর্ব্বাহারবিহারস্ত নির্ব্বিশঙ্কেন চেতসা।
শতাক্ষরেণ সর্ব্বেষাং মন্ত্রাণাং দৃঢ়ভাবনা॥
মালামন্ত্রং যোগনিত্যং সর্ব্বকামার্থসাধনং।
উত্তমে বাপি চোত্তরং যোগিনীজালসম্বরং।
মন্ত্রোদ্ধারঞ্চ কবচো হৃদয়ে হৃদয়েন তু।
লিপিমণ্ডলবিন্যাসং বীরযোগিনীতন্ত্রকং।
সর্ব্বেষামেব মন্ত্রাণাং উত্তমো মাতৃকোত্তমং।
গুহ্যাদ্গুহ্যতরং রম্যং সর্ব্বজ্ঞানসমুচ্চয়ং।
আলয়ঃ সর্ব্বধর্ম্মাণাং মাতৃকাখ্যজপাত্তবা।
এতত্তত্ত্বং কথয়ন্ সিদ্ধিহানি র্ভবিষ্যতি।
ভাবনৈষাঞ্চ পরমাকাশসিদ্ধিরনুত্তমা।
ভাবয়েৎ জন্মজন্মানি বজ্রসত্ত্বমাপ্নুয়াৎ।
অপ্রকাশ্যমিদং সর্ব্বং গোপনীয়ং প্রযত্নতঃ॥"

(অভিধানোত্তর ৪ প°)

বুদ্ধমত প্রতিপাদ্য বৌদ্ধশাস্ত্রে পঞ্চমকারের নিন্দা ও গ্রহণে নিষেধ আছে। কিন্তু বৌদ্ধতান্ত্রিকগণ তাহার অন্যথা করিয়া থাকেন। পঞ্চমকারের সেবা বৌদ্ধতন্ত্রের একটী প্রধান অঙ্গ। যে মদ্য, মাংস গ্রহণ বৌদ্ধশাস্ত্রে বিশেষরূপে নিষিদ্ধ হইয়াছে, বৌদ্ধতন্ত্রে তাহার সুখ্যাতি দৃষ্ট হয়।

"নিত্যং মহামাংসভোজী মদিরাশ্রবঘূর্ণিতম্।"

"......মহামাংসং পীত্বা মদ্যং প্রিয়া সহ।

স্বচ্ছচিত্তো মৃতাগারে ভাবয়েদ্বীরনায়কম্।"

(অভিধান° ৪ প°)

বৌদ্ধতন্ত্রে পশু ও বীর এই দুই ভাবের উল্লেখ আছে। যিনি প্রকৃত সিদ্ধ তান্ত্রিক বৌদ্ধশাস্ত্রে তিনিই বীরনায়ক বলিয়া অভিহিত। বৌদ্ধতান্ত্রিকগণও এই জগৎ বামোদ্ভব বলিয়া স্বীকার করেন। বৌদ্ধতন্ত্রে চক্রপূজা, বীরযাগ, ভগপূজা প্রভৃতির বিষয়ও বর্ণিত আছে। এখনকার সাত্বিক বৌদ্ধগণ প্রায় জাতিভেদ স্বীকার করেন না, কিন্তু বৌদ্ধতান্ত্রিকগণ বিশেষরূপে চতুর্বর্ণ বিচার করিয়া থাকেন। (ক্রিয়াসংগ্রহ-পঞ্জিকা ১ম অ দ্রষ্টব্য)

তান্ত্রিক ব্যাপার যেমন ভারতীয় হিন্দুগণের হৃদয় অধিকার করিয়াছে, সেইরূপ বৌদ্ধতান্ত্রিক ব্যাপার তিব্বত ও চীনের বহুসংখ্যক বৌদ্ধগণের মধ্যে পর্য্যবসিত হইয়াছে। পদ্মকর্প নামে তিব্বতের একজন লামা (খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দে) বলিয়াছেন, 'যে প্রকৃত তন্ত্রতত্ত্ব অবগত নহে সে মোক্ষমার্গে পথভ্রান্ত পথিকের ন্যায় সন্দেহ নাই। ভগবান্ বজ্রসত্ত্বের নির্দ্দিষ্ট মার্গের বহুদূরে সে বিচরণ করে *।'

তন্ত্রক (ক্লী) তন্ত্রাৎ সূত্রবাপাৎ অচিরাপহৃতং তন্ত্র-কন্ (তন্ত্রাদচিরাপহৃতে। পা ৫।২।৭০) নূতন বস্ত্র।

"বসানস্তন্ত্রকনিভে সর্ব্বাঙ্গীনে তরুত্বচৌ।" (ভট্টি)

তন্ত্রকাষ্ঠ (ক্লী) তন্ত্রস্থং কাষ্ঠং। তন্ত্রস্থিত কাষ্ঠভেদ, তন্ত্রবায়ের তুরী।

তন্ত্রণ (ক্লী) শাসন, শৃঙ্খলাস্থাপন। অধীন করণ।

তন্ত্রতা (স্ত্রী) তন্ত্রস্য ভাবঃ তন্ত্র-তল্ টাপ্। অনেকোদ্দেশে সকৃৎ প্রবৃত্তি, বহুবিধ কার্য্যের উদ্দেশে একটী কার্য্য করা, এবং তাহাতেই বহুবিধ কার্য্য সিদ্ধি হইবে।

যেমন শাস্ত্রানুসারে স্নান না করিয়া কোন কার্য্যই করিতে নাই, কিন্তু একজন পূজা, তর্পণ ও হোম করিবে।

"অস্নাত্বা নাচরেৎ কর্ম্ম জপহোমাদি কিঞ্চন॥" (দক্ষ)

এই শাস্ত্রীয় বচনানুসারে তাহার প্রত্যেক কার্য্যের পর স্নান আবশ্যক হইয়া উঠে। তজ্জন্য তন্ত্রতা স্বীকার করিয়া সকলকর্ম্মোদ্দেশে একবার স্নান করিলে সর্ব্বকর্ম্মাঙ্গ স্নান সিদ্ধ হইবে। প্রত্যেক কার্য্যের পর স্নান করিতে হইবে না।

একজন বহুতর ব্রাহ্মণ হত্যা করিয়াছে, কিন্তু এই ব্রহ্মহত্যা পাপনাশের জন্য এক একটী প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া সর্ব্বোদ্দেশে একটী প্রায়শ্চিত্ত করিলে তাহাতে তন্ত্রতানুসারে সকল ব্রহ্মহত্যা জন্য পাপ নাশ হইবে। (স্মৃতি) *

তন্ত্রধারক (পুং) তন্ত্রং তন্ত্রজ্ঞাপকপদ্ধতিগ্রন্থং ধারয়তি ধারি ণ্বুল্। পুস্তকধারক। পূজাপ্রভৃতি ধর্ম্মকার্য্যে যিনি পুস্তক ধরেন, যাজ্ঞিক বিশেষ পারদর্শী হইলেও তন্ত্রধারক ব্যতীত কোন পূজা যজ্ঞ প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিবে না। পূজাদিতে একজন পূজা করিতে বসিবে, অপর একজন তন্ত্র (পুস্তক) ধরিয়া বলিয়া দিবে।

"একস্তত্র নিযুক্তস্যাদপরস্তন্ত্রধারকঃ।" (স্মৃতি)

তন্ত্রযুক্তি (স্ত্রী) ত্রায়তে শরীরমনেন তন্ত্রং চিকিৎসিতং তস্য যুক্তয়ঃ ৬তৎ। সুশ্রুতোক্ত ৩২ প্রকার যুক্তিভেদ। অধিকরণ, যোগ, পদার্থ, হেত্বর্থ, উদ্দেশ, নির্দ্দেশ, উপদেশ, অপদেশ, প্রদেশ, অতিদেশ, অপবর্গ, বাক্যশেষ, অর্থাপত্তি, বিপর্য্যয়, প্রসঙ্গ, একান্ত, অনেকান্ত, পূর্ব্বপক্ষ, নির্ণয়, অনুমত, বিধান, অনাগতাবেক্ষণ, অতিক্রান্তাবেক্ষণ, সংশয়, ব্যাখ্যান, স্বসংজ্ঞা-নির্ব্বচন, নিদর্শন, নিয়োগ, বিকল্প, সমুচ্চয়, উহ্য এই ৩২ প্রকার তন্ত্রযুক্তি।

এই ৩২ প্রকার তন্ত্রযুক্তি স্বীকারের প্রয়োজন কি, ইহাতে এই প্রকার সিদ্ধান্ত হইয়াছে, এই যুক্তি দ্বারা বাক্য ও অর্থ যোজিত হয়। যে স্থলে অসম্বদ্ধ বাক্য থাকে, সেই অসম্বদ্ধ বাক্যকে সম্বদ্ধ করিয়া গ্রহণ করা হয়। অসদ্বাদি প্রযুক্ত বাক্যের প্রতিষেধ ও স্ববাক্য সিদ্ধি এই তন্ত্রযুক্তি দ্বারা হয়।

"অসদ্বাদি প্রযুক্তানাং বাক্যানাং প্রতিষেধনম্।

স্ববাক্যসিদ্ধিরপিচ ক্রিয়তে তন্ত্রযুক্তিতঃ॥" (সুশ্রুত ৬৫ অঃ)

যে সকল স্থলের অর্থ পরিস্ফুট নাই এবং যে সকল স্থল জটিল, সেই সকল স্থল, এই তন্ত্রযুক্তি দ্বারা পরিস্ফুট ও বিশদ হয়।

---

* E Schlagintsweit's Buddhism in Tibet, p. 49.

* তথা নানাব্রহ্মবধসঙ্গে সর্ব্বোদ্দেশেন সকৃৎ প্রায়শ্চিত্তে কৃতে ব্রহ্মবধজন্য পাপনাশঃ। তন্ত্রতায়া হেতুত্বঃ। অদৃষ্টার্থৈকজাতীয় কর্ম্মণঃ কালদেশ-কর্ত্রাদীনাং প্রয়োগানুবন্ধবৈধহেতুত্বানামভেদে উদ্দেশ্যবিশেষাবগ্রহ ইতি। এবঞ্চ স্নাতোঽধিকারী ভবতি দৈবে পৈত্রে চ কর্ম্মণি। পবিত্রাণাং তথা জপ্যে দানে চ বিধিদর্শিতঃ। (বিষ্ণু)

ইতি ক্রিয়াঙ্গনাং কর্তৃসংস্কারদ্বারৈব তদ্বিধিকর্তৃত্বাশেষকর্ম্মার্থমেকং স্নানং প্রতিকর্ম্মকর্ত্তব্যং।" (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

১ অধিকরণ। এই শব্দের অর্থ অধ্যায় বা অধিকার। যথা দীর্ঘঞ্জীবিতীয় অধ্যায়।

২ যোগ। এই শব্দের অর্থ অন্বয়। যথা বায়ু, পিত্ত ও কফ যথাক্রমে শীতল, উষ্ণ ও সৌম্যগুণবিশিষ্ট, এইরূপ স্থলে বায়ু শীতল, পিত্ত উষ্ণ এবং কফ সৌম্যগুণবিশিষ্ট, এইরূপ অন্বয় বুঝিতে হইবে।

৩ হেত্বর্থ। এক অর্থ অন্যের সাধক হইলে তাহাকে হেত্বর্থ কহে। যথা পিত্ত ও রক্তের চিকিৎসার তুল্যতা আছে, এই বাক্য দ্বারা ইহাও বুঝাইতেছে, যে পিত্তের প্রকোপ হইলে রক্তেরও প্রকোপ সম্ভাবনা করিয়া চিকিৎসা করিতে হয়।

৪ পদার্থ। পদার্থ শব্দের অর্থ অভিধেয়ার্থ, লক্ষ্যার্থ বা ব্যঙ্গার্থ নহে। যথা শ্বাসে ও অধোগত রক্তপিত্তে বিরেচন দিতে নাই। এস্থলে বিরেচন শব্দে ত্রিবৃৎ প্রভৃতি বিরেচন-বর্গোক্ত যোগ বুঝিতে হইবে। কিন্তু এরণ্ডতৈল বুঝিতে হইবে না। কারণ বিরেচনবর্গে এরণ্ডতৈলের উল্লেখ নাই।

৫ প্রদেশ। যাহা হইয়াছে, তাহা হইবে, এরূপ সম্ভাবনাকে প্রদেশ কহে। যথা চন্দ্রের রাজযক্ষ্মা চরকোক্ত বিধিতে প্রশমিত হইয়াছিল, এই জন্য অপরেরও রাজযক্ষ্মা এই বিধিতে প্রশমিত হইবে।

৬ উদ্দেশ। সংক্ষেপ কথনকে উদ্দেশ বলা যায়। যথা স্বাদু, অম্ল ও লবণ বায়ুনাশ করে, ইহাই এইস্থলে সংক্ষেপে হইতেছে, এইজন্য ইহার নাম উদ্দেশ।

৭ নির্দ্দেশ। উদাহরণ দিয়া বিস্তারপূর্ব্বক কথনকে নির্দ্দেশ কহে।

৮ বাক্যশেষ। বাক্যের মধ্যে কোন কথা অসমাপ্ত থাকিলে তাহাকে বাক্যশেষ কহে। যথা বাহ্য বায়ুর সহিত আভ্যন্তর বায়ুর তুল্যতা আছে, এস্থলে বাহ্য বায়ু ও আভ্যন্তর বায়ু এক নহে, এই বাক্যটী অসমাপ্ত আছে।

৯ প্রয়োজন। [বিমানস্থান দেখ।]

১০ উপদেশ। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের নির্দ্দেশকে উপদেশ কহে।

১১ অপদেশ। কারণ নির্দ্দেশ করিয়া কার্য্য করাকে অপদেশ কহে। যথা জলপান করিলে শরীরে জল সঞ্চয় হয়, এইজন্য জলোদরের বৃদ্ধি হয়, কিন্তু জলপান না করিলে জলোদর বৃদ্ধি হইতে পারে না।

১২ অতিদেশ। প্রকৃত অর্থের অতিরিক্ত নির্দ্দেশকে অতিদেশ কহে। যথা হিক্কাশ্বাসী তৃষ্ণার্ত্ত হইলে দশমূল বা দেবদারুর কাথ বা মদিরা পান করিবে, যেহেতু সন্নিপাত-জ্বরে রোগীর শ্বাস ও তৃষ্ণার আধিক্য থাকে। অতএব সন্নিপাত-জ্বরে দশমূল ও মদিরা সংযুক্ত করিয়া সেবন করান যাইতে পারে। এস্থলে সাঙ্কেতিক চিহ্ন সকলের অন্তর্গত বাক্যকেই অতিরিক্ত নির্দ্দেশ বলা যায়।

১৩ অর্থাপত্তি। প্রকৃত অর্থের সহিত বিপরীত অর্থের বোধকে অর্থাপত্তি কহে। যথা প্রদর ও শুক্রশৈথিল্যের চিকিৎসা একই, অতএব যাহা প্রদরে অপথ্য তাহাও শুক্রশৈথিল্যে অপথ্য জানিতে হইবে।

১৪ নির্ণয়। প্রশ্নের উত্তরের নামই নির্ণয়।

১৫ প্রসঙ্গ। প্রসঙ্গ শব্দের অর্থ প্রসঙ্গক্রমে অর্থান্তর-নির্দ্দেশ।

১৬ একান্ত। নির্দ্দেশ করাকে একান্ত কহে। যথা উষ্মা বিনা জ্বর নাই, এস্থলে যদি বলা হইত যে কোন কোন জ্বরে উষ্মা থাকে না, তবে একান্ত নির্দ্দেশ হইত না।

১৭ অনেকান্ত। অনেকান্ত শব্দের অর্থ হইতেও পারে, কখন বা না হইতেও পারে।

১৮ অপবর্গ। যাহা নিয়মের বহির্ভূত, তাহা পরিত্যাগ করিয়া নিয়ম নির্দ্দেশ করাকে অপবর্গ কহে। যথা দাড়িম্ব ও আমলকী ভিন্ন সকল প্রকার অম্লই পিত্তকর।

১৯ বিপর্য্যয়। বিপরীত অর্থের গ্রহণকে বিপর্য্যয় কহে। যথা স্বাদু, অম্ল ও লবণ বায়ু নাশ করে, অতএব কটু, তিক্ত ও কষায় বায়ু প্রকোপ করে।

২০ পূর্ব্বপক্ষ। এই শব্দের অর্থ প্রশ্ন।

২১ বিধান। ইহার অর্থ পর্য্যায়ক্রমে নির্দ্দেশ। যথা উদর-রোগ ৮ প্রকার নির্দ্দেশ করিয়া পরে পর্য্যায়ক্রমে ৮ প্রকারের চিকিৎসা নির্ণীত হইয়াছে।

২২ অনুমত। পরমতের প্রতিষেধ না করাকে অনুমত কহে। যথা কাহার কাহার মতে বস্তিচিকিৎসার একমাত্র উপকরণ।

২৩ ব্যাখ্যান। এই শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করা।

২৪ সংশয়। এই শব্দের অর্থ এই কি না, এইরূপ সন্দেহ।

২৫ অতীতাবেক্ষণ। পূর্ব্বোক্তের পুনরুল্লেখকে অতীতাবেক্ষণ কহে। যথা সূত্রস্থানের বিধি শোণিতীয় অধ্যায়ে রক্তপিত্ত রোগের কএকটী গূঢ়-তত্ত্ব আছে।

২৬ অনাগতাবেক্ষণ। বক্ষ্যমাণের বর্ত্তমান উল্লেখকে অনাগতাবেক্ষণ কহে। যথা জ্বর-পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে, বমন-বিরেচনের বিষয় কল্পস্থানে দেখ।

২৭ স্বসংজ্ঞা। যে সংজ্ঞা অন্য কোন শাস্ত্রে ব্যবহার হয় না, তাহাকে স্বসংজ্ঞা কহে। যথা চতুষ্পাদ শব্দের অর্থ আয়ুর্ব্বেদে বৈদ্য, রোগী, পরিচারক ও ঔষধ।

২৮ ঊহ্য। যাহা বাক্যের মধ্যে না থাকিলেও বুঝিয়া লওয়া যায়, তাহাকে ঊহ্য কহে। যথা দোষ দোষান্তর দ্বারা আবৃত

থাকিলে রোগ-নির্ণয় করা কঠিন হয়, এস্থলে অবশ্যু এই কথা উহ্য রহিল যে, কেবল বায়ুর লক্ষণ দেখিয়া বায়ুর চিকিৎসা করিলে কখন কখন ভ্রান্ত হইতে হয়।

২৯ সমুচ্চয়। সমুচ্চয় শব্দ ইত্যাদি বোধক। যথা দাড়িম্ব প্রভৃতি অম্লফল। এস্থলে আমলকী প্রভৃতিও অম্ল হেতু বুঝিতে হইবে।

৩০ নিদর্শন শব্দের অর্থ উপমা। যথা জলধারা মৃৎপিণ্ড যেরূপ প্রক্লিন্ন হয়, মুগ ও মাষ দ্বারা ব্রণও সেইরূপ প্রক্লিন্ন হয়।

৩১ নির্ব্বচন। নিশ্চয় করিয়া বলাকে নির্ব্বচন কহে। যথা কুষ্ঠনাশক দ্রব্যের মধ্যে খদির প্রধান।

৩২ সন্নিয়োগ। এই বাক্যের অর্থ শাসনবাক্য (বা হুকুম)। যথামাত্রা ভোজী হইবে।

৩৩ বিকল্পন' বা এই অর্থবোধক। যথা বহু বা অল্প বা অপ্রাপ্ত কালে বা কালাতিক্রমে ভোজন করার নাম বিষমাসন।

৩৪ প্রত্যুচ্চার। শিষ্যবুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, মধ্যতা, নিকৃষ্টতা-ভেদে বা অন্যান্য কারণে একই অধ্যায় একটি বিষয় ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে দুই তিন বার বলাকে প্রত্যুচ্চার কহে।

৩৪ উদ্ধার। সূত্রের অনুবর্ত্তিকে উদ্ধার কহে। যথা কটু বলিলে মরিচাদি, তিক্ত বলিলে নিম্বাদি বুঝিতে হইবে।

৩৫ সম্ভব। এই শব্দের অর্থ উৎপত্তির কারণ। যথা দোষের প্রকোপ রোগের কারণ।

এই তন্ত্রযুক্তি প্রতিকার্য্যেই প্রয়োজনীয়। (সুশ্রুত ৬৫ অ°)

তন্ত্রবাপ (পুং) তন্ত্রং বপতি বপ-অণ্। ১ তন্তুবায়, তাঁতি। ২ লূতা, মাকড়সা।

তন্ত্রবায় (পুং) তন্ত্রং বয়তি বে-অণ্। তন্তুবায়, তাঁতি। ইহারা সঙ্কর জাতি। [তন্তুবায় দেখ।] মণিবন্ধের ঔরসে মণিকারীর গর্ভে তন্তুবায় জাতি উৎপন্ন হইয়াছে, এই জাতির উৎপত্তি-বিষয়ে পরাশরের সহিত ভগবান্ মনুর মতভেদ দেখা যায়। মনুর মতে, ক্ষত্রিয়াণীর গর্ভে বৈশ্যের ঔরসে এই জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। ২ লূতা, মাকড়সা। আধারে ঘঞ্। ৩ তন্ত্র, তাঁত।

তন্ত্রসংস্থা (স্ত্রী) তন্ত্রস্য সংস্থা ৬তৎ। রাজ্যশাসনপ্রণালী।

তন্ত্রসংস্থিতি (স্ত্রী) তন্ত্রস্য সংস্থিতিঃ ৬তৎ। রাজ্যশাসন-প্রণালী।

তন্ত্রহোম (পুং) তন্ত্রেণ হোমঃ ৩তৎ। তন্ত্রশাস্ত্র মতে অনুষ্ঠিত হোম। [হোম দেখ।]

তন্ত্রা (স্ত্রী) তন্দ্রি ভাবে অ টাপ্। অল্প নিদ্রা, তন্দ্রা। (দ্বিরূপকো°)

তন্ত্রায়িন্ (পুং) তন্ত্রে কালচক্রে এতি গচ্ছতি ণিনি। কালচক্রগামী সূর্য্যাদি। "তন্ত্রায়িণে নমো যাবা পৃথিবীভ্যাং" (শুক্লযজুঃ ৩৮।২১) (তন্ত্রমে হনেন তন্ত্রং পটমচন্দ্রায় শলাকাবুক্তং যন্ত্রমেবং তদৎ নভসি কালচক্রমপি তন্ত্রমুচ্যতে॥" (বেদদীপ)

তন্দ্রি (স্ত্রী) তন্দ্র-ই (প্রবিতৃতৃ তন্দ্রিভ্যঃ। উণ্ ৪।১৫৮) ১ তন্দ্রী। ২ তন্দ্রা।

তন্দ্রিকা (স্ত্রী) তন্দ্রী এব স্বার্থে কন্ পূর্ব্বহ্রস্বশ্চ। গুড়্চী। [গুড়্চী দেখ।]

তন্দ্রিজ [তন্দ্রি দেখ।]

তন্দ্রিত (ত্রি) তন্দ্রা তন্দ্রাজাতা অস্য তারকাদিত্বাদিতচ্। আলস্যযুক্ত। "ধার্ম্মিকো নিত্যভক্তশ্চ পিতুর্নিত্যমতন্দ্রিতঃ॥" (ভারত ১২)

তন্দ্রিন্ [তন্দ্রিন্ দেখ।]

তন্দ্রিপাল [তন্দ্রিপাল দেখ।]

তন্দ্রিপালক (পুং) জয়দ্রথ রাজা। (শব্দমালা)

তন্দ্রী (স্ত্রী) তন্ত্রয়তি যোজয়তি লোকান্ তন্ত্র-ঙীপ্। ১ বীণাগুণ। "নাতন্ত্রী বিদ্যতে বীণা নাচক্রো বিদ্যতে রথঃ।" (রামা°২।৩১।২৯) ২ গুড়্চী। ৩ দেহশিরা। ৪ নাড়ী। ৫ নদীভেদ। ৬ যুবতীভেদ। ৭ রজ্জু। 'ন লঙ্ঘয়েৎ বৎস তন্ত্রীং ন ধাবেচ্চ বর্ষতি।" (মনু ৪।৩৮)

তন্ত্রামুখ (পুং) হস্তের অবস্থানভেদ।

তন্ত্বগ্র (ক্লী) তন্তুনাং অগ্রং ৬তৎ। সূত্রের অগ্রভাগ।

তন্থী (অব্য) স্বীকার, অভ্যুপগম, পাণিনীয় উর্য্যাদিগণে ইহার পাঠান্তর তন্থী এইরূপ দেখা যায়।

তন্দ্র (ক্লী) তন্দ্র ঘঞ্। পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দঃ। "তন্দ্রং ছন্দঃ" (যজু° ১৫।৫) 'পঙ্‌ক্তি বৈ তন্দ্রং ছন্দঃ ইতি শ্রুতেঃ' (বেদদীপ)

তন্দ্রয়ু (ত্রি) তন্দ্রাং আলস্যং যাতি যা-কু পৃষো° সাধুঃ। আলস্য-যুক্ত। "মোষু ব্রহ্মেব তন্দ্রয়ুর্ভবো বাজানাং" (ঋক্ ৮।৮১।৩০) 'তন্দ্রয়ুরালস্যযুক্তঃ।" (সায়ণ)

তন্দ্রবাপ (পুং) তন্ত্রবাপ পৃষো° সাধুঃ। তন্তুবায়, তাঁতি। [তন্তুবায় দেখ।]

তন্দ্রবায় (পুং) তন্ত্রবায় পৃষো° সাধুঃ। (তন্তুবায় দেখ।]

তন্দ্রা (স্ত্রী) তৎ দ্রাতীতি তৎ দ্রা-ক, বা তন্দ্র অবসাদে তন্দ্র-ঘঞ্-ততষ্টাপ্। ১ নিদ্রাবেশ, অল্পনিদ্রা। ২ আলস্য, অব-সন্নতা। পর্য্যায় প্রমীলা, তন্দ্রী, তন্দ্রি, তন্দ্রিকা, বিষয়াজ্ঞান।

ইহার লক্ষণ, ইন্দ্রিয়ার্থবিষয়ে অসংবিত্তি (জ্ঞানাভাব), জৃম্ভন, ক্লম ও শরীরের গুরুতা এবং নিদ্রাতুরের যে ইচ্ছা, তাহাও তন্দ্রা বলিয়া জানিবে।

"ইন্দ্রিয়ার্থে ন সংবিত্তি গৌরবং জৃম্ভণং ক্লমঃ। নিদ্রার্ত্তস্যেব যস্যেহা তস্য তন্দ্রাং বিনির্দ্দিশেৎ॥" (নিদান)

তন্দ্রা উপস্থিত হইলে জৃম্ভন (হাই) উঠিতে থাকে, শরীরের গ্লানিবোধ হয় ও ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান থাকে না। ইহাই তন্দ্রার প্রকৃষ্ট লক্ষণ।

চরকসংহিতায় ইহার লক্ষণ এই প্রকার লিখিত আছে। মধুর, স্নিগ্ধ, গুরু ও অন্নসেবন, চিন্তন, শ্রম, শোক ও ব্যাধ্যানুষঙ্গ (রোগাক্রান্ত) হেতু কফ বায়ু প্রেরিত হইয়া হৃদয়কে আশ্রয় করিয়া হৃদয়স্থিত জ্ঞান সকলকে আচ্ছাদন করে, তাহাতে তন্দ্রা উপস্থিত হয়। এই তন্দ্রা উপস্থিত হইলে হৃদয়ে ব্যাকুলীভাব, বাক্য, চেষ্টা ও ইন্দ্রিয় সকলের গুরুতা, মনঃ ও বুদ্ধির অপ্রসন্নতা জন্মে।* নিদ্রা ও তন্দ্রা এই দুটীর মধ্যে প্রভেদ এই, নিদ্রায় জাগরিত হইলে ক্লান্তির বোধ হয়, আর তন্দ্রায় জাগরিত হইলে শ্রান্তি বোধ হইতে থাকে। কফনাশক বস্তু ও কটুতিক্ত ভক্ষণ অথবা ব্যায়াম ও রক্তমোক্ষণ করিলে তন্দ্রা বিনষ্ট হয়।

তন্দ্রা সুখের ভার্য্যা, নিদ্রার কন্যা ও প্রীতির ভগিনী। (শব্দার্থচি°)

তন্দ্রালু (ত্রি) তন্দ্রা-আলুচ্ (স্পৃহি গৃহিতী। পা ৩।২।১৫৮।) ঈষন্নিদ্রাযুক্ত, আলস্যযুক্ত। (জটাধর)

তন্দ্রি (স্ত্রী) তদি সৌত্রোধাতু ক্রিন্। বঙ্ক্রাদয়শ্চ। উণ্ ৪।৬৬) অল্পনিদ্রা, আলস্য।

তন্দ্রিকা (স্ত্রী) তন্দ্রিরেব স্বার্থে কন্ টাপ্ চ। তন্দ্রি, তন্দ্রা।

তন্দ্রিজ (পুং) যদুবংশীয় কনবক নৃপতির পুত্র। (হরিব° ৩৫ অ°)

তন্দ্রিত [তন্দ্রিত দেখ।]

তন্দ্রিতা (স্ত্রী) তন্দ্রিনো ভাবঃ তন্দ্রি-তল্ টাপ্। নিদ্রালুতা, আলস্যতা।

তন্দ্রিপাল (পুং) যদুবংশীয় কনবক নৃপতির পুত্রভেদ। [তন্দ্রিজ দেখ।]

তন্দ্রী (স্ত্রী) তন্দ্রি ঙীষ্। তন্দ্রা, নিদ্রাবেশ, আলস্য, অত্যন্ত পরিশ্রমাদি দ্বারা সর্ব্বাঙ্গে ইন্দ্রিয়সমূহের অপ্রভুত্ব। [তন্দ্রা দেখ।]

তন্ন (অব্য) তৎ-ন। তাহা নহে।

তন্নতন্ন (দেশজ) তাহা নহে তাহা নহে, এ প্রকারে অনুসন্ধান, বিশেষরূপে, সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম।

তন্নি (স্ত্রী) তনোতি নী বাহুলকাৎ ডি। চক্রকুল্যা, চাকুলিয়া, কোন কোন স্থলে তন্বি এইরূপ পাঠান্তর আছে।

তন্নিমিত্ত তদর্থ, তজ্জন্য, তাহার নিমিত্ত।

তন্নিবন্ধন (ক্লীং) তৎ নিবন্ধনং কর্ম্মধা। সেই কারণ, সেইজন্য। তত্ নিবন্ধনং ৬-তৎ। সেই কারণযুক্ত।

তন্মতভা (স্ত্রী) তস্য মতং ৬তৎ তন্মত-তল্ টাপ্। সেই মত।

তন্মধ্য (ক্লী) তস্য মধ্যং ৬তৎ। তাহার মধ্য।

তন্মধ্যস্থ (ত্রি) তন্মধ্যে তিষ্ঠতি স্থা-ক। তন্মধ্যবর্ত্তী, তাহার মধ্যস্থিত।

তন্ময় (ত্রি) তদাত্মকং তদ্-ময়ট্। তৎস্বরূপ, তন্মত, তদ্ভাবাপন্ন, তদাসক্ত চিত্ত। "তন্ময়ং বিদ্ধিমাং বিপ্র যুক্তোঽহং বৈ মর্য্যাচতে। (হরিব° ১৭৯ অঃ)

তন্মাত্র (ক্লী) তদেব এবার্থে মাত্রচ্ বা সা মাত্রা যস্য বহুব্রী। সাংখ্যমতে সূক্ষ্ম অমিশ্র পঞ্চভূত ; শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণাত্মিকা প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব উৎপন্ন হয়। মহত্তত্ত্বের অপর পর্য্যায় বুদ্ধিতত্ত্ব।

সেই ত্রিগুণাত্মক মহত্তত্ত্ব হইতে ত্রিগুণান্বিত অহঙ্কার উৎপন্ন হয়। সেই অহঙ্কারও তিন প্রকার—সাত্ত্বিক অহঙ্কার, রাজস অহঙ্কার ও তামস অহঙ্কার।

রাজস অহঙ্কারের সহিত সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে একাদশ ইন্দ্রিয় ও তামস অহঙ্কার ও রাজস অহঙ্কারের যোগে পঞ্চতন্মাত্র উৎপন্ন হয় এবং অল্প সাত্ত্বিক সত্ত্বপ্রযুক্ত তল্লিঙ্গ উৎপন্ন হয়। তল্লিঙ্গ অর্থাৎ অনুভূত স্বভাব বাহেন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য মোহাদি লিঙ্গ।

শব্দাদি পঞ্চতন্মাত্র যোগিগ্রাহ্য, সেই সেই মাত্রা যাহাতে এই ব্যুৎপত্তিতে তন্মাত্র শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, অর্থাৎ যিনি নিজে অবয়বশূন্য অথচ সকল পদার্থের অবয়ব, তাহাকে তন্মাত্র কহে। সেই তন্মাত্র ৫টী এই—শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র ও গন্ধতন্মাত্র।

এই পঞ্চ তন্মাত্র হইতে যথাক্রমে আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল ও ক্ষিতি এই পঞ্চ মহাভূত উৎপন্ন হয়। এই আকাশাদি পঞ্চ মহাভূতের উত্তরোত্তর এক একটী তন্মাত্রের বৃদ্ধি ক্রমে উৎপন্ন হয়। যে যাহা হইতে জন্মে, সে তাহার গুণ প্রাপ্ত হয়, এই ন্যায়ানুসারে শব্দতন্মাত্র হইতে শব্দ গুণ আকাশ ও শব্দ-তন্মাত্রসংযুক্ত স্পর্শ-তন্মাত্র হইতে শব্দস্পর্শগুণ বায়ু, শব্দ-স্পর্শ-তন্মাত্রযুক্ত রূপ-তন্মাত্র হইতে শব্দ-স্পর্শ-রূপ গুণ তেজঃ।

শব্দস্পর্শরূপ-তন্মাত্রযুক্ত রস-তন্মাত্র হইতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রসগুণ অপ্ এবং শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস তন্মাত্র সহকারে গন্ধ তন্মাত্র হইতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ-গুণ পৃথিবী উৎপন্ন হইয়া থাকে।

---

* "মধুর স্নিগ্ধগুর্ব্বন্নসেবনাৎ চিন্তনাচ্ছ্রমাৎ।
শোকাদ্ব্যাধ্যনুষঙ্গাচ্চ বায়ুনোদীরিতঃ কফঃ।
যদাসৌ সমবাক্ষ্য হৃদয়ং হৃদয়াশ্রয়াৎ।
সমাবৃণোতি জ্ঞানাদীন্ তদা তন্দ্রোপজায়তে।
হৃদয়ে ব্যাকুলীভাবো বাক্চেষ্টেন্দ্রিয়গৌরবম্।
মনোবুদ্ধ্যপ্রসাদশ্চ তন্দ্রায়াঃ লক্ষণং মতং।" (চরক)

শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতি এই পঞ্চ তন্মাত্র স্থূলতা প্রাপ্ত হইয়া যথাক্রমে বিশিষ্ট ভাবাপন্ন হয়।

এই পঞ্চ তন্মাত্র সুখ, দুঃখ ও মোহাত্মক অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং এই পঞ্চতন্মাত্রের সুখ, দুঃখ ও মোহ এই তিনটী ধর্ম্ম আছে বলিতে হইবে অর্থাৎ শব্দ-তন্মাত্রাদি ক্রমে সুখ, দুঃখ ও মোহাদি রূপ ধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া অনুভবযোগ্য হয়। সুতরাং এস্থলে বুঝিতে হইবে, যে অবিশিষ্ট ভাবাপন্ন পঞ্চতন্মাত্রের সূক্ষ্মত্ব হেতু তাহা সুখ-দুঃখাদি রূপ দ্বারা বিশেষরূপে অনুভব করা যায় না। যেমন কোন প্রকার সুললিত শব্দ প্রবলবেগে হইলে তাহা শ্রবণ করিয়া সুখ ও বিকৃত শব্দ শ্রবণ করিয়া দুঃখ অনুভব করা যায়, এবং যদি ঐ সুললিত ও বিকৃত শব্দ অতি সূক্ষ্মভাবে হয়, তাঁহা হইলে শুনিতে পাওয়া যায় না, সুতরাং তাহাতে সুখ বা দুঃখ কিছুই হয় না। মহৎ অহঙ্কার ও পঞ্চ তন্মাত্র এই ৭টী ইন্দ্রিয়সমূহের ও ভূতের কারণত্ব হেতু ইহা-দিগকে দর্শনবিদ্গণ প্রকৃতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। গীতায় মনকে ইহার মধ্যে ধরিয়া ৮টী প্রকৃতি কথিত হইয়াছে।

"ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খংমনো বুদ্ধিরেব চ।

অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥" (গীতা ৭।৪)

মূল প্রকৃতির কোন কারণ নাই, এইজন্য ইহাকে প্রকৃতি বলা দার্শনিকগণের অভিপ্রেত।

কিন্তু মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চ তন্মাত্র এই ৭টীকে প্রকৃতির কার্য্য বলিয়া জানিবে।

প্রকৃতি স্বয়ংই কারণ, ইহার পৃথক্ কারণ নাই। মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চ তন্মাত্র ইহারা সকল কার্য্য। (সাংখ্যদ°)

[ইহার বিশেষ বিবরণ প্রকৃতি দেখ।]

তন্মাত্রতা (স্ত্রী) তন্মাত্রস্য ভাবঃ তন্মাত্র-তল্-টাপ্। তন্মাত্রত্ব। [তন্মাত্র দেখ।]

তন্মাত্রিক (ত্রি) তন্মাত্রসম্বন্ধীয়।

তন্যতা [তন্যতু দেখ।]

তন্যতু (পুং) তনোতি বিস্তারয়তি তন যতুচ্। (ঋতন্যঞ্জিবনীতি। উণ্ ৪।২) ১ বায়ু। ২ রাত্রি। ৩ বাদ্য-সঙ্গীতযন্ত্রবিশেষ। স্তন-শব্দে স্তন যতু চ সলোপশ্চ। ৪ গর্জ্জন। "ন বেপসা তন্যতেন্দ্রং" (ঋক্ ১।৮০।১২) 'তন্যতা ঘোরেণ গর্জ্জনশব্দেন।' (সায়ণ) ৫ অশনি। "হন্বোরিন্দ্র তন্যতুং" (ঋক্ ১।৫২।৬) 'তন্যতুং শব্দকারিণং বজ্রং' (সায়ণ) ৬ পর্য্যন্ত। 'আবিষ্কৃণোমি তন্যতু দৃষ্টিং' (বৃহ° উ°) 'তন্যতু পর্য্যন্ত।' (ভাষ্য)

তন্ম্য (ত্রি) তন ণ্যন্। অনাদেশঃ। "বিবৃত রজাংসি চিত্রা বিচরন্তি তন্যবঃ।" (ঋক্ ৫।৬৩।৫)

তন্বী (স্ত্রী) তনু-ঙীষ্ (বোতো গুণবচনাৎ। পা ৪।১।৪৪) ১ কৃশাঙ্গী। ২ শালপর্ণী। ৩ শ্রীকৃষ্ণের এক স্ত্রী। "শৈব্যস্য চ সুতাং তন্বীং রূপেণাপ্সরসাং সমাং।" (হরিবংশ ১৩৮ অঃ) ৪ ছন্দোবিশেষ, ইহার প্রত্যেক চরণে ২৪ করিয়া বর্ণ থাকে, এবং ১।৪।৫।১২।১৩।১৬।২৩।২৪ বর্ণ গুরু ; পঞ্চম, দ্বাদশ ও চতুর্বিংশতিতে যতি। "ভূতমুনীনৈর্যতিরিহভতনাঃ সভৌ ভনয়শ্চ যদি ভবতি তন্বী।" (ছন্দোম°)

তপ (পুং) তপ-অচ্। ১ গ্রীষ্ম, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাস। ২ তপস্যা। অশ্মকুট্টানিরশনা দশপঞ্চ তপাইমে।" (হরিবংশ ৪৬ অঃ)

তপ (স্ক) কর (ত্রি) তপঃ করোতি কৃ-ট। ১ যে তপস্যা-করে, তপস্যাকারী। (পুং) ২ তপস্বী মৎস্য, তপসেমাছ।

তপঃকৃশ (ত্রি) তপসা কৃশং ৩তৎ। ব্রতদ্বারা শীর্ণ দেহ।

তপঃক্লেশসহ (ত্রি) তপসঃ ক্লেশং সহতে সহ-অচ্। তপঃ-জনিত ক্লেশ যে সহ্য করে, ইন্দ্রিয়-সংযমাদি কারক তপস্বী।

তপঃপ্রভাব (পুং) তপসঃ প্রভাবঃ ৬তৎ। তপস্যার প্রভাব।

তপঃশীল (ত্রি) তপঃ এব শীলং স্বভাবো যস্য বহুব্রী। তপস্যা-পরায়ণ।

তপঃসাধ্য (পুং) তপসা সাধ্যঃ ৩তৎ। তপস্যাদ্বারা সাধনীয়।

তপঃসিদ্ধ (ত্রি) তপসা সিদ্ধঃ ৩তৎ। তপস্যাদ্বারা সিদ্ধ, যিনি তপস্যা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন।

তপতী (স্ত্রী) ১ সূর্য্যকন্যা। এই কন্যা সূর্য্যপত্নী ছায়ার গর্ভ-সম্ভূতা, ইনি অসামান্যা রূপবতী ছিলেন। কুরুবংশীয় ঋক্ষ-রাজপুত্র সম্বরণ অতিশয় সূর্য্যভক্ত ছিলেন, তাঁহার শুশ্রূষায় তুষ্ট হইয়া সূর্য্যদেব তপতীকে সম্বরণের সহিত বিবাহ দেন। (ভারত ১।১৭১ অঃ) [সম্বরণ দেখ।] ২ নদীবিশেষ। এই নদী দাক্ষিণাত্যপ্রদেশে সহ্যাদ্রি পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া পশ্চিমমুখে আরব্য সাগরে পতিত হইয়াছে, এই নদী কোঙ্কণ দেশের উত্তর সীমা। [তাপী দেখ।]

তপন (পুং) তপতীতি তপ কর্ত্তরি ল্যু। ১ সূর্য্য। ২ ভল্লাতক বৃক্ষ, ভেলাগাছ। ৩ অর্কবৃক্ষ, আকন্দ গাছ। ৪ গ্রীষ্মকাল। ৫ অগ্ন্যাদিতে দাহযুক্ত নরকবিশেষ, যে নরকে গমন করিলে শরীর কেবল দগ্ধ হইতে থাকে। ৬ ক্ষুদ্রাগ্নিমন্থ বৃক্ষ। ৭ সূর্য্যকান্ত মণি। ৭ সাহিত্যদর্পণোক্ত স্ত্রীদিগের যৌবনকালে সত্বজাত অলঙ্কার-ভেদ।

"যৌবনে সত্ত্বজাস্তাসাং অষ্টবিংশতিসংখ্যকাঃ।"

(সাহিত্যদ° ৩ প°)

স্ত্রীদিগের প্রিয়বিরহে কামাবেশজনিত চেষ্টা বিশেষের নাম তপন। "তপনং প্রিয়বিচ্ছেদে কামাবেশোত্থচেষ্টিতং।"

(সাহিত্যদ°)

৮ অরিভেদ। (পুং) ৯ শিব। "যজ্ঞবাহার হাস্তায় তপ্যায় তপনায় চ॥" (ভারত শাং ২৮৬ অঃ) (ক্লী) ১০ তাপ। (ধরণি)

তপনকর (পুং) তপনস্য করঃ ৬তৎ। সূর্য্যকিরণ, রশ্মি।

তপনচ্ছদ (পুং) তপনঃ অতিরক্তঃ ছদো যস্য বহুব্রী। আদিত্যপত্র বৃক্ষ, হুড়্ হুড়ে গাছ।

তপনতনয় (পুং) তপনস্য তনয়ঃ ৬তৎ। সূর্য্যপুত্র, যম, কর্ণ, শনি, সুগ্রীব প্রভৃতি।

তপনতনয়া (স্ত্রী) তপনতনয়-টাপ্। ১ শমীবৃক্ষ, শাঁইগাছ। ২ সূর্য্যকন্যা যমুনা, তপতী প্রভৃতি।

তপনমণি (পুং) তপনঃ সূর্য্যঃ তৎ প্রিয়ো মণিঃ। সূর্য্যকান্তমণি।

তপনাংশু (পুং) তপনস্য অংশুঃ ৬তৎ। সূর্য্যকিরণ, রশ্মি।

তপনাত্মজ (পুং) যম, কর্ণ প্রভৃতি। (স্ত্রী) তপনস্য আত্মজা ৬তৎ। সূর্য্যকন্যা, গোদাবরী নদী, যমুনা।

তপনী (স্ত্রী) তপাতে পাপ মনয়া তপ-ল্যুট্-ঙীষ্। গোদাবরী নদী। (হেম°)

তপনীয় (ক্লী) তপ-অনীয়র্। ১ স্বর্ণ। ২ কনকধুস্তুর। (ত্রি) ৩ যাহা উত্তপ্ত করিবার উপযুক্ত, যাহা সন্তপ্ত করা উচিত বা আবশ্যক।

তপনীয়ক (ক্লী) তপনীয় স্বার্থে কন্। সুবর্ণ। (রাজনি°)

তপনেষ্ট (ক্লী) তপনস্য সূর্য্যস্য ইষ্টং ৬তৎ। তাম্র। (রাজনি°)

তপনোপল (পুং) তপন ইতি নাম্না খ্যাতঃ য উপলঃ। সূর্য্যকান্ত মণি।

তপস্তক (পুং) মহারাজ উদয়নের বিদূষক বসন্তকের পুত্র, নরবাহন দত্তের বন্ধু। (কথাস°)

তপশ্চরণ (ক্লী) তপসঃ চরণং। তপশ্চর্য্যা, তপস্যা, তপঃ সাধন।

তপশ্চর্য্যা (স্ত্রী) তপসঃ চর্য্যা ৬তৎ। ব্রতচর্য্যা, তপস্যা।

তপস্ (ক্লী) তপ-অসুন্। ১ যাহা দ্বারা মন নির্ম্মল হয়, তাদৃশ ব্রতনিয়মাদি বৈধ ক্লেশময় কর্ম্মবিশেষ, তপস্যা, মুনিব্রত। ২ আলোচনাত্মক ঈশ্বরজ্ঞানবিশেষ। ৩ ক্ষুৎপিপাসা, শীত ও উষ্ণ প্রভৃতি দ্বন্দসহিষ্ণুতা। ৪ মৌনাদি ব্রত। ৫ শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনঃ সমাধান (সংযম)। ৬ শাস্ত্রানুসারে শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনের শোধন। ৭ কষ্টসাধ্য চান্দ্রায়ণ, প্রাজাপত্যাদি প্রায়শ্চিত্ত। ৮ শাস্ত্রবিহিত তপ্তশিলারোহণাদি। ৯ বাণপ্রস্থাবলম্বীর অসাধারণ ধর্ম্ম।

তপঃ তিন প্রকার, শারীরিক, বাচিক ও মানসিক।

দেব, দ্বিজ ও প্রাজ্ঞগণের পূজা, শৌচ, ঋজুতা, ব্রহ্মচর্য্য, ও অহিংসা এই কয়টী শারীরিক তপঃ।

হিত ও প্রিয়, সত্য, অনুদ্বেগকর বাক্য ও স্বাধ্যায়াভ্যাস (বিধিপূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন) এই কয়টী বাচিক তপঃ।

মনঃ প্রসাদ, সৌম্যত্ব, মৌন, আত্মনিগ্রহ ও ভাবশুদ্ধি এই কয়টী মানসিক তপঃ।

এই তপঃ আবার তিন প্রকার—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক।

যাহারা ফলাকাঙ্ক্ষা পরিশূন্য হইয়া পরম শ্রদ্ধাসহকারে উক্ত ত্রিবিধ তপস্যার অনুষ্ঠান করেন, তাহা সাত্ত্বিক তপঃ। যাহারা মনুষ্যসমাজে সৎকার, সম্মান ও পূজাদি লাভের নিমিত্ত দম্ভভরে উক্ত ত্রিবিধ তপস্যার অনুষ্ঠান করেন, সেই পারত্রিক ফলশূন্য তপস্যাকে রাজস তপঃ এবং অতি দুরাগ্রহ দ্বারা পরের উৎসাদনের নিমিত্ত আত্মার নানাপ্রকার পীড়া জন্মাইয়া যে তপস্যা করে, তাহাকে তামস তপঃ কহে।* (গীতা) পাতঞ্জলদর্শনে তপস্যাকে ক্রিয়াযোগ বলিয়া কথিত হইয়াছে—

"তপঃস্বাধ্যায়েশ্বর প্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ" (পাত° ২।১)

শাস্ত্রান্তরোপদিষ্ট চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি তপস্যা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়, মনের একাগ্রতা জন্মে। চিত্তনিরুদ্ধ অবস্থায় উপনীত হয়।

তপস্যা দ্বারা লোকসকল অভীষ্ট ফললাভ করে। তপস্যা দ্বারা পাপ ক্ষীণ হয়। স্বর্গলোকে গমন ও যশঃ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহ ও পরলোকে মনুষ্যের যাহা কিছু অভিলষিত থাকে, তাহা সকলই এই এক তপস্যা দ্বারা লাভ হয়।

এ জগতে তপোসিদ্ধ লোকদিগের কিছুই অসাধ্য থাকে না। মনুর মতে ব্রাহ্মণদিগের একমাত্র জ্ঞানই তপঃ। ব্রাহ্মণগণ যাহাতে জ্ঞান উপার্জ্জিত হয়, কেবল তাহাই করিবেন। ক্ষত্রিয়দিগের রক্ষণই তপঃ, ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্র এই তিন বর্ণকে বিশেষ যত্ন সহকারে রক্ষা করিবেন। এই রক্ষণই তাহাদিগের একমাত্র তপস্যা। বৈশ্যদিগের বার্ত্তাই (কৃষি-বাণিজ্য প্রভৃতি) একমাত্র তপস্যা। শূদ্রদিগের পক্ষে প্রথম তিন বর্ণের সেবাই তপঃ।

"ব্রাহ্মণস্য তপোজ্ঞানং তপঃ ক্ষত্রস্য রক্ষণম্।
বৈশ্যস্য তু তপো বার্ত্তা তপঃ শূদ্রস্য সেবনম্॥" (মনু ১১।৫৬)

* "দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞানাং পূজনং শৌচমার্জ্জবম্।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে॥
অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনঞ্চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে॥
মনঃপ্রসাদঃসৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতত্তপো মানসমুচ্যতে॥
শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তৎ ত্রিবিধং নরৈঃ।
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে॥"

সত্যযুগে তপস্যাই প্রধান ছিল, ত্রেতায় জ্ঞান, দ্বাপরে যজ্ঞ, কলিতে দানই প্রধান। (মনু ১।৪৬)

ব্রাহ্মণদিগের বিধিপূর্ব্বক বেদাধ্যয়নই পরম তপস্যা। (মনু ২।১৬৬) তপোসিদ্ধ ব্রাহ্মণগণ তপস্যা দ্বারা ত্রিভুবন অবলোকন করিয়া থাকেন।

১০ মাঘ মাস।

"তপসেত্বা" (শুক্লযজুঃ ৭।৩০) "তপসে মাঘায়" (বেদদীপ)

১১ নিয়ম। ১২ ধর্ম্ম।

"বিনাপ্যস্মদলং ভূভুরিজ্যায়ৈ তপসঃ সুতঃ।" (মাঘ ২ স°)

১৩ জ্যোতির্ষোক্ত লগ্ন স্থান হইতে নবম স্থান। ১৪ তপোলোক, এই লোক জনলোকের উর্দ্ধে, এই লোক তেজোময়।

যাহারা বাসুদেবে অতিশয় ভক্তিপরায়ণ এবং সকল কর্ম্ম পরমগুরু শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিয়াছেন, তপস্যা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে পরিতোষ করিয়াছেন ও সকল অভিলাষ যাহাদের পরিত্যক্ত হইয়াছে, তাঁহারাই এই লোকে বাস করেন এবং যাঁহারা শিলোঞ্ছবৃত্তি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করেন, যাঁহারা গ্রীষ্মে অতি কঠোর পঞ্চাগ্নিসাধ্য তপস্যা, বর্ষাকালে স্থণ্ডিলশায়ী, হেমন্ত ও শিশিরকালে সলিলে অবস্থান করিয়া তপশ্চর্য্যা করেন, তাহারাই এই লোকের অধিকারী।

যাহারা চাতুর্ম্মাস্য ব্রত প্রভৃতি অতি কঠোর নিয়মসকল পালন করেন, সর্ব্বদা ঈশ্বরে ভক্তিমান্ থাকেন, তাহারা ব্রহ্মার আয়ুঃপরিমিতকাল অকুতোভয়ে এই লোকে বাস করেন। (পদ্মপু°)

১৪ অগ্নি।

তপস (পুং) তপ-অসচ্। ১ সূর্য্য। ২ চন্দ্র। (ত্রিকা°) ৩ পক্ষী।

তপসোমূর্ত্তি (পুং) দ্বাদশ মন্বন্তরে চতুর্থ সাবর্ণির সময়ে সপ্তর্ষির মধ্যে একজন। (হরিবংশ ৭ অঃ)

তপস্তক্ষ (পুং) তপঃ তপস্যাং তক্ষতি তনূকরোতি তক্ষ-অন্। ইন্দ্র।

তপস্পতি (পুং) তপসাং পতিঃ ৬তৎ। হরি।

"দশবর্ষসহস্রাণি তপসার্চ্চয়ত্তপস্পতিং" (ভাগবত ৪।২৪।১৪)

তপস্য (পুং) তপসি সাধুঃ যৎ। ১ ফাল্গুন মাস।

"তপাশ্চ তপস্যশ্চ শৈশিরাবৃতূঃ" (শুক্লযজু° ১৫।৫৭)

২ অর্জ্জুন, অর্জ্জুনের ফাল্গুন এক নাম ছিল এই জন্য তপস্যও অর্জ্জুনের নাম হইয়াছে। (স্ত্রী) ৩ কুন্দপুষ্প, কুঁদফুল।

তপশ্চরতি তপস্ ক্যঙ্, তপোভাবে যঞ্। ৪ তপশ্চরণ।

"সৎকারমানপূজার্থং তপোদম্ভেন চৈব যৎ।
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্।
মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহৃতম্।" (গীতা ১৭ অঃ)

"অধ্যাস্য বুদ্ধিমতবৎ তপসো তমর্থত।" (ভারত ১৩।১০।১৩)

৫ তাপস মনুর দশ পুত্র মধ্যে একজন। (হরিব° ৭।২৪)

তপস্যা (স্ত্রী) তপশ্চরতি তপস্ ক্যঙ্ (কর্ম্মণো রোমন্থতপোভ্যাং বর্ত্তিচরোঃ। পা ৩।১।১৫) ততো অ, ততঃ টাপ্।

তপঃ। পর্য্যায় ব্রতাদান, পরিচর্য্যা, নিয়মস্থিতি, ব্রহ্মচর্য্য। (মেদিনী) [তপস্ দেখ।]

তপস্যামৎস্য (পুং স্ত্রী) মৎস্যভেদ, তপ্‌সে মাছ, পর্য্যায় তপঃকর, চেষ্টক, চেষ্ট। (শব্দচ°)

তপস্বৎ (ত্রি) তপস্-মতুপ্ মস্য ব। তপস্বী।

"তপিষ্ঠ তপসা তপস্বান্" (ঋক্‌৬।৫।৪) 'তপস্বান্ তপস্বী' (সায়ণ)

তপস্বিতা (স্ত্রী) তপস্বিনো ভাবঃ তপস্বিন্ তল্-টাপ্। তপস্বিত্ব।

তপস্বিন্ (ত্রি) তপো বিদ্যতে হস্য তপস্-বিনি (তপঃ সহস্রাভ্যাং বিনীনী। পা ৫।২।১০২) তপোযুক্ত। পর্য্যায়-তাপস, পারিকাঙ্ক্ষা, পারকাঙ্ক্ষী, তপোধন। (শব্দর°) চান্দ্রায়ণাদিব্রতধারী।

স্বাধ্যায়রূপতপ, সময়রূপতপ এবং মনের সহিত ইন্দ্রিয়গণের একাগ্রতারূপতপ, এই তিন প্রকার তপস্যাবিশিষ্টকে তপস্বী বলা যায়। বিধিপূর্ব্বক বেদাদি অধ্যয়ন-সময় যথাশাস্ত্র নিয়মাদি পালন ও মনের সহিত ইন্দ্রিয়গণের একাগ্রতা অর্থাৎ স্থিরত্ব সম্পাদন না করিলে তপস্বী হওয়া যায় না।

যাহার একাধারে বশিত্ব, নিয়মিত্ব ও বৈদিকত্ব এই তিন গুণ বিদ্যমান আছে, তিনিই প্রকৃত তপস্বী। যিনি সংসার-আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যবাস আশ্রয় করিয়াছেন, অনন্যমনা ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া দেবতার আরাধনা করেন, তিনিও তপস্বিপদবাচ্য।

এ জগতে মানবগণ দুর্নিবার ইন্দ্রিয়সুখে আসক্ত হইয়া এককালে অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি ও মানসিক ক্লেশে জগৎ সমাচ্ছন্ন সন্দর্শন করিয়া তপস্যাবিষয়ে যত্নশীল হইয়া থাকেন এবং তাঁহারা কায়মনোবাক্যে পবিত্র, অহঙ্কারপরিশূন্য ও সংসারে নির্লিপ্ত হইয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক তপস্যার অনুষ্ঠান করিতে থাকেন।

প্রাণিগণের প্রতি দয়া করিলে তাহাদের উপর অনুরাগ জন্মাইতে পারে, অতএব লোকানুকম্পায় উপেক্ষা প্রদর্শন করা তপস্বিগণের উচিত। শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া যদি দুঃখভোগ করিতে হয়, তাহাতে তাহারা বিরত থাকেন না। তপস্বীরা অহিংসা, সত্যবাক্য, ভূতানুকম্পা, ক্ষমা ও সাবধানতা অবলম্বন করিয়া থাকেন।

তাঁহারা অবহিতচিত্তে সমুদয় জীবের প্রতি সমান দৃষ্টিতে অবলোকন করেন। পরের অনিষ্টচিন্তা, অসম্ভব স্পৃহা এবং ভবিষ্যৎ বা অতীত বিষয়ের অনুষ্ঠান হইতে সর্ব্বদা বিরত

থাকেন। দৃঢ়তর যত্নসহকারে তপস্যার ফল জ্ঞানার্জ্জনে অভিনিবিষ্ট হন। তাঁহাদিগের বেদবাক্যানুশীলনপ্রভাবে জ্ঞান প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। তাঁহারা অবিচলিতচিত্তে হিংসা, অপবাদ, শঠতা, পরুষতা, ক্রূরতাপরিশূন্য ও পরিমিত সত্যবাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন। যাহার সংসারে বিরাগ জন্মিবে, তিনি নিজমুখে স্বীয় হিংসাদি তামসিক কার্য্যসকল প্রকাশ করেন। তপস্বিগণ সংসারভয়ে ভীত হইয়া রাজসিক ও তামসিক কার্য্য সকল পরিত্যাগপূর্ব্বক সংসার-যন্ত্রণা অর্থাৎ জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধির হাত হইতে বিমুক্ত হন। তাঁহারা বীতস্পৃহ, পরিগ্রহপরিশূন্য, নির্জ্জনবিহারী, অল্পাহারনিরত ও জিতেন্দ্রিয়। যিনি তপস্যাপ্রভাবে সকল ক্লেশ নিবারণ ও যোগাঙ্গানুষ্ঠানে একান্ত অনুরাগ প্রদর্শন করেন, তিনি নিশ্চয়ই স্বীয় বশীকৃত চিত্তপ্রভাবে পরমগতি লাভ করিতে সমর্থ হন। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা অগ্রে বুদ্ধিবৃত্তিকে নিগৃহীত করিয়া পরিশেষে সেই ধীশক্তি প্রভাবে মনকে এবং মনঃ প্রভাবে শব্দাদি ইন্দ্রিয় বিষয়সমূহকে নিগৃহীত করেন। জিতেন্দ্রিয় হইয়া চিত্তকে বশীভূত করিলে ইন্দ্রিয়সকল প্রসন্ন হইয়া বুদ্ধিতত্ত্বে লীন হয়। ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের একতা সম্পাদিত হইলেই তপস্যার ফল ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে এবং তৎকালে মনে ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি হয়।

তপস্বিগণ বিশুদ্ধবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক পর্য্যায়ক্রমে তণ্ডুলকণা, সুপক্ব মাষ, শাক, উষ্ণজল, পক্বযবচূর্ণ, শক্তু ও ফল-মূল প্রভৃতি ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিবেন। তাঁহাদিগের দেশ-কালের গতি বিবেচনাপূর্ব্বক আহার-নিয়মের অনুবর্ত্তী হওয়া উচিত।

তপস্যা-কার্য্য আরম্ভ হইলে তাহার ব্যাঘাত করা কর্ত্তব্য নহে। অগ্নির ন্যায় ক্রমশঃ তাহার উত্তেজনা করাই বিধেয়। তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে সূর্য্যের ন্যায় তপস্যার ফল ব্রহ্মজ্ঞান প্রকাশিত হইতে থাকে। জ্ঞানানুগত অজ্ঞান, জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থাতেই লোককে অভিভূত করে। আর বুদ্ধি-বৃত্তির অনুগত জ্ঞানও অজ্ঞান দ্বারা উপহত হইয়া থাকে। লোকে যতকাল অবস্থাত্রয়াতীত পরমাত্মাকে ঐ তিন অবস্থাযুক্ত বলিয়া বোধ করে, ততকাল সে কিছুমাত্র অবগত হইতে সমর্থ হয় না। আর যখন তপস্যাপ্রভাবে পৃথক্ত্ব ও অপৃথক্ত্ব বিষয় বিদিত হইতে সমর্থ হয়, তখন তাহার স্পৃহা একেবারে দূরীভূত হইয়া যায় এবং সেইকালে তপস্বিগণ তপস্যা প্রভাবে জরা ও মৃত্যুকে পরাজয় করিয়া শাশ্বত পরমব্রহ্মলাভে অধিকারী হন। [বিশেষ বিবরণ যোগিন্ দেখ।]

২ অনুকম্পার যোগ্য। ৩ দীন। ৪ তপস্যামৎস্য, তপসে মাছ। ৫ দ্রুতকমল-বৃক্ষ। ৬ নারদ। (শব্দর°) ৭ চতুর্থ মন্বন্তরে কশ্যপাত্মজ ঋষিভেদ। [তপোমূর্ত্তি দেখ।] ৮ ভাগবতোক্ত দ্বাদশমন্বন্তরীয় সপ্তর্ষিভেদ। [তপোমূর্ত্তি দেখ।]

তপস্বিনী (স্ত্রী) তপস্বিন্ স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ১ তপোযুক্তা, তপস্যাপরায়ণা। ২ জটামাংসী। ৩ কটুরোহিণী। ৪ মহাশ্রাবণিকা। ৫ দীনা, দুঃখিতা। ৬ পতিব্রতা।

"মদেকপুত্রা জননী জরাতুরা নবপ্রসূতির্বরটা তপস্বিনী।"
(নৈষধ ১।১৩৫)

তপস্বিপত্র (পুং) তপস্বিপ্রিয়ং পত্রং যস্য বহুব্রী। দমনক বৃক্ষ। (রাজনি°)

তপাত্যয় (পুং) তপস্য গ্রীষ্মস্য অত্যয়ো যত্র বহুব্রী। ১ বর্ষাকাল। "তপাত্যয়ে বারিভিরুক্ষিতা নবৈঃ" (কুমারস° ৫।২৩) তপস্য অত্যয়ঃ ৬তৎ। ২ গ্রীষ্মাবসান।

তপান্ত (পুং) তপস্য অন্তো যত্র বহুব্রী। ১ গ্রীষ্মকাল। তপস্য অন্তঃ ৬তৎ। ২ গ্রীষ্মাবসান।

তপিত (ত্রি) তপ দাহে-ক্ত। তপ্ত, উষ্ণ। (দ্বিরূপকো°)

তপিষ্ঠ (ত্রি) অতিশয়েন তপ্তা তপ্তৃ ন্ ইষ্ঠন তৃণোলোপঃ। ১ অতিশয় তাপক। "তপিষ্ঠেন শোচিষা যঃ" (ঋক্ ৪।৫।৪) 'তপিষ্ঠেন শোচিষাতিশয়েন শত্রূণাং তাপকেন' (সায়ণ) ২ অতিশয়তপ্ত। "তপিষ্ঠ তপসা তপস্বান্" (ঋক্ ৬।৫।৪) 'হে তপিষ্ঠ তপ্ততম অগ্নে' (সায়ণ)

তপিষ্ণু (ত্রি) তপ ইষ্ণুচ্। তাপকারী, তপন।

তপীয়স্ (ত্রি) অতিশয়েন তপ্তা তপ্তৃ-ঈয়সুন্, তৃণোলোপঃ। ১ অতিশয়তাপকারী। ২ অতিশয় তপস্যাকারক। "তপস্তপীয়াং তপতাংসমাহিতঃ" (ভাগ° ২।৯।৮)।

তপু (ত্রি) তপ-উন্। ১ তাপক। "তপোষ্পবিত্রং বিততং দিবস্পতে" (ঋক্ ৯।৮৩।২) 'তপোঃ শত্রূণাং তাপকস্য' (সায়ণ) ২ তাপযুক্ত। ৩ তপ্ত, উষ্ণ। "তপুর্বধেভ" (ঋক্ ৭।১০৪।২) 'তপুস্তপ্তঃ' (সায়ণ)

তপুরগ্র (ত্রি) অগ্রভাগ উষ্ণতাযুক্ত।

তপুর্জম্ভ (ত্রি) উত্তপ্ত জম্ভ, অগ্নি।

তপুর্মূর্দ্ধন্ (পুং) যাহার মস্তক উত্তপ্ত, অগ্নি।

তপুর্বধ (ত্রি) উত্তপ্ত অস্ত্রযুক্ত।

তপুষি (ত্রি) তপ-উসিন্ বেদে নেকারস্য ইৎ। তাপক। "ব্রহ্মদ্বিষে তপুষিং হেতিমস্য" (ঋক্ ৩।৩০।১৭) 'তপুষিং তাপকং' (সায়ণ)

তপুষা (স্ত্রী) তপুষি স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ক্রোধ। (নিঘণ্টু)

তপুষ্পা (ত্রি) জ্বালা হইতে রক্ষা।

তপুস্ (পুং) তপতি তাপয়তি বা তপ-উসি। (অর্চ্চিশুচিতি।

উণ্ ২।১১৮) ১ সূর্য্য। ২ অগ্নি। ৩ তাপযুক্ত। ৪ তপন। 'তপুর্জম্ভ যো অস্মধ্রুক্' (ঋক্ ১।৩৬।১৬) 'হে তপুর্জম্ভ! তপ্যমান-রশ্মিযুক্ত' (সায়ণ) (ক্লী) ৫ তপনশীল। "তপুরগ্রাভিরৃষ্টিভিঃ" (ঋক্ ১০।৮৭।২৩) 'তপুরগ্রাভিস্তপনশীলাগ্রাভিঃ' (সায়ণ)

তপোজ (ত্রি) তপসঃ তপস্যাতঃ অগ্নের্বা জায়তে জন-ড। ১ তপস্যাজাত। ২ অগ্নিজাত।

তপোজা (স্ত্রী) তপোজ-টাপ্। জল। "তপসো অগ্নের্জাতা তপোজাঃ অগ্নের্বৈ ধূমো জায়তে ধূমাদভ্রমভ্রাদ্বৃষ্টিরগ্নের্বা এতা জায়ন্তে তস্মাদাহ তপোজাঃ" (শ্রুতি)

তপস্যার অগ্নি হইতে অপ্ উৎপন্ন হয়। প্রথমে অগ্নি হইতে ধূম, ধূম হইতে অভ্র (মেঘ) ও অভ্র হইতে বৃষ্টি হয়, এই জন্য বৃষ্টি তপস্যাজাত বলিয়া ইহার নাম তপোজা হইয়াছে।

তপোদ (পুং) মগধের একটী তীর্থ।

তপোদান (ক্লী) তপ ইব দানং যত্র বহুব্রী। তীর্থভেদ, পুণ্য-তীর্থের মধ্যে তপোদান একটী প্রধান তীর্থ। (ভারত ১৩।৫২ অঃ) [তীর্থ দেখ।]

তপোধন (ত্রি) তপোধনং যস্য বহুব্রী। ১ তপোরত, তপস্বী, যাহাদের তপস্যা ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ের আসক্তি নাই। তপোধন সকল মনঃ, বাক্য, কায় প্রভৃতি দ্বারা যৎকিঞ্চিৎ পাপ করেন, সেই পাপ তপস্যা দ্বারা দগ্ধ হয়।

"যদ্কিঞ্চিদেনঃ কুর্ব্বন্তি মনোবাঙ্ মূর্ত্তিভির্জনাঃ।'
তৎ সর্ব্বং নির্দ্দহন্ত্যাশু তপসৈব তপোধনাঃ॥" (মনু ১৮।২৪২)
[তপস্বিন্ দেখ।]

(ক্লী) তপ এব ধনং কর্ম্মধা। ২ তপোরূপ ধন। (ত্রি) তপঃ ধনং মূল্যং যস্য। ৩ তপস্যাদ্বারালভ্য স্বর্গাদি। ৪ দমনক বৃক্ষ।

তপোধনা (স্ত্রী) তপোধন-টাপ্। মুণ্ডীরীবৃক্ষ। (মেদিনী)

তপোধর্ম্ম (পুং) তপঃ এব ধর্ম্মোযস্য বহুব্রী। ১ তপস্যাই যাহাদের ধর্ম্ম, তপস্বী। তপসোধর্ম্মঃ ৬তৎ। ২ তপস্যার ধর্ম্ম। ৩ গ্রীষ্মকালের ধর্ম্ম।

তপোধৃতি (পুং) তপসি ধৃতিঃ সন্তোষো যস্য বহুব্রী। ১ তপোরত, তপস্বিবিশেষ। ২ সপ্তর্ষিভেদ, দ্বাদশ মন্বন্তরে চতুর্থ সাবর্ণির সময় সপ্তর্ষির মধ্যে একজন।

তপোনিষ্ঠ (ত্রি) তপসি নিষ্ঠা যস্য বহুব্রী। তপস্যাদিরত।

তপোনিধি (পুং) তপ এব নিধিঃ ধনং যস্য বহুব্রী। তপোধন, তপস্বী। "বিধেঃ সায়ন্তনস্যান্তে স দদর্শ তপোনিধিং।" (রঘু ১ সঃ)

তপোভৃৎ (ত্রি) তপোবিভর্ত্তি তপঃ ভৃ ক্বিপ্, তুক্‌চ। তপো-ধারক, যাহারা তপস্যা ধারণ করে।

"স্বর্গে তপোভৃতাং রাজন্ ফলং পুণ্যস্য কর্ম্মণঃ।" (হরিবংশ ৯ অঃ)

তপোময় (ত্রি) তপঃ প্রচুরঃ তপঃ দ্রষ্টব্যপদার্থালোচনং তদাত্মকো বা তপস্-ময়ট্। ১ তপঃপ্রচুর। (পুং) ২ দ্রষ্টব্য পদার্থলোচনাত্মক পরমেশ্বর।

"ত্রয়ীময়ো ধর্ম্মময়স্তপোময়ঃ" (ভাগবত ২।৪।১৮)

তপোময়ী (স্ত্রী) তপোময়-ঙীপ্। তপঃপ্রচুরা, তপঃস্বরূপা। "প্রবিশ্য বদরীং পুণ্যাং মুনিজুষ্টাং তপোময়ীং।'(হরিবংশ ২৬৪অঃ)

তপোমূর্ত্তি (পুং) তপঃ আলোচনাত্মেব এব মূর্ত্তি র্যস্য বা তপঃপ্রধানা মূর্ত্তি র্যস্য বহুব্রী। ১ পরমেশ্বর। ২ তপস্বী। ৩ সপ্তর্ষিভেদ, দ্বাদশ মন্বন্তরে চতুর্থ সাবর্ণির সময় সপ্তর্ষির মধ্যে একজন। (হরিবংশ ৭ অঃ) [তপসোমূর্ত্তি দেখ।]

তপোমূল (ত্রি) তপো মূলং যস্য বহুব্রী। ১ তপস্যাহেতু স্বর্গাদি। (পুং) ২ তামস মনুর পুত্রভেদ। [তপস্য দেখ।]

তপোযুক্ত (ত্রি) তপসা যুক্তঃ ৩তৎ। তপস্যা দ্বারাযুক্ত।

তপোরতি (ত্রি) তপসি রতি র্যস্য বহুব্রী। ১ তপঃপরায়ণ। (পুং) ২ তামস মনুর পুত্রভেদ। [তপস্য দেখ।]

তপোরবি (পুং) তপসা রবিরিব। ১ সূর্য্য সদৃশ তেজো-যুক্ত, তপস্ব। ২ দ্বাদশ মন্বন্তরে চতুর্থ সাবর্ণির সময় পুলহ-তনয় সপ্তর্ষিভেদ।

তপোরাশি (পুং) মহামুনি, মুনিশ্রেষ্ঠ।

তপোলোক (পুং) তপোনাম লোকঃ মধ্যলো° কর্ম্মধা°। ঊর্দ্ধস্থিত লোকবিশেষ, এই তপোলোক ভূতল হইতে চারি-কোটি যোজন ঊর্দ্ধে অবস্থিত আছে।

"চতুঃকোটিপ্রমাণং তু তপোলোকোস্তি ভূতলাৎ।"
(কাশীখ° ২৪।২°)

ভূ প্রভৃতি ৭টী লোক ভগবান্ ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন হই-য়াছে। ব্রহ্মার পাদদ্বয় হইতে ভূর্লোক, নাভি হইতে ভুব-র্লোক, হৃদয় হইতে স্বর্লোক, বক্ষঃস্থল হইতে মহর্লোক, গ্রীবা হইতে জনলোক, স্তনদ্বয় হইতে তপোলোক ও মস্তক হইতে সত্যলোক উৎপন্ন হইয়াছে। (ভাগ° ২।৫।৩৮।৩৯) [বিশেষ বিবরণ সপ্তলোক দেখ।]

তপোবট (পুং) তপসো বট ইব। ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশ। (ত্রিকা°)

তপোবন (ক্লী) তপসো বনং ৬তৎ। ১ তাপস-সেব্য বন-বিশেষ, মুনিদিগের আশ্রমস্থান, যেস্থানে মুনিগণ কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তপস্যা করেন। ২ তন্নামক তীর্থবিশেষ, বৃন্দা-বনস্থিত একটী বন। এইখানে গোপকন্যাগণ কাত্যায়নী-ব্রত করেন। ইহার নিকটেই চীরঘাট। (ভক্তমাল) [বৃন্দাবন দেখ।]

তপোবল (ক্লী) তপসঃ বলং ৬তৎ। তপস্যার বল, তপঃপ্রভাব।

তপোবৃদ্ধ (ত্রি) তপসা বৃদ্ধঃ ৩তৎ। তপস্যাদ্বারা বৃদ্ধ, তপোজ্যেষ্ঠ।

তপোহশন (পুং) ১ সপ্তর্ষিভেদ। [তপসোমূর্ত্তি দেখ।] ২ তাপস মনুর পুত্রভেদ। [তপস্য দেখ।]

তপ্ত (ত্রি) তপ-ক্ত। ১ দগ্ধ। ২ তাপযুক্ত।

তপ্তকাঞ্চন (ক্লী) তপ্তং যৎ কাঞ্চনং কর্ম্মধা। অগ্নিসংযোগ দ্বারা বিমল কাঞ্চন।

"তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভাং সুপ্রতিষ্ঠাং সুলোচনাম্।" (দুর্গাধ্যান)

তপ্তকুম্ভ (পুং) তপ্তঃ কুম্ভঃ যত্র বহুব্রী। নরকভেদ। এই নরক অতিশয় ভয়ানক, ইহার চারিদিকে তপ্তকুম্ভ সকল পরিবৃত আছে। এই কুম্ভের মধ্যে লৌহচূর্ণ ও তৈলপূর্ণ রহিয়াছে, তাহাতে অগ্নিশিখা সকল প্রজ্বলিত হইতেছে। যমদূতগণ দুষ্কর্ম্মকারী লোকদিগের মস্তক অধোদিকে করিয়া এই কুম্ভমধ্যে নিঃক্ষিপ্ত করিতেছে। গৃধ্রগণ নেত্র, অস্থি প্রভৃতি উৎপাটিত করিয়া তাহাতে নিঃক্ষেপ করিতেছে। সেই কুম্ভমধ্যে শিরঃ, গাত্র, স্নায়ু, মাংস, ত্বক্ ও অস্থি প্রভৃতি দ্রবীভূত হইলে যমকিঙ্করগণ দর্ব্বী (হাতা) দ্বারা ইহা ঘুটিয়া থাকে।

এই প্রকারে আবর্ত্তযুক্ত মহাতৈলে দুষ্কর্ম্মকারী লোকগণ উন্মথিত হইয়া অশেষবিধ যন্ত্রণাভোগ করে। (মার্কণ্ডেয়পুরাণ) [বিশেষ বিবরণ নরক দেখ।]

তপ্তকৃচ্ছ্র (পুং ক্লী) তপ্তেন জলদুগ্ধাদিনা আচরিতং কৃচ্ছ্রং যত্র বা তপ্তেন আচরিতং। দ্বাদশাহসাধ্য ব্রতবিশেষ। এই ব্রতে প্রথম তিন দিন তপ্তদুগ্ধ, দ্বিতীয় তিন দিন তপ্ত ঘৃত, তৃতীয় তিন দিন তপ্ত জল ও চতুর্থ তিন দিন তপ্ত বায়ু, সমাহিত চিত্ত হইয়া সেবন করিলে দ্বিজগণ পাপ হইতে বিমুক্ত হন। দুগ্ধ উত্তপ্ত হইলে তাহা হইতে যে উষ্ণবাষ্প উঠিতে থাকে, তাহাই তপ্ত বায়ু বলিয়া কথিত হইয়াছে। তপ্তবায়ু ভক্ষণ করিবে অর্থাৎ দুগ্ধের উত্তপ্ত বাষ্প ভক্ষণ করিবে। দুগ্ধাদি ভক্ষণের পরিমাণ ষট্‌পল জল, ত্রিপল দুগ্ধ ও এক পল ঘৃত।

প্রায়শ্চিত্তবিবেকের মতে এই ব্রত ৪ দিনেও হইতে পারে। প্রথম তিন দিন যথাক্রমে দুগ্ধ, ঘৃত ও জল পান করিবে, চতুর্থ দিবসে উপবাস। ইহাকে চতুরহসাধ্যতপ্তকৃচ্ছ্র কহে *। [প্রায়শ্চিত্ত দেখ।]

"তপ্তকৃচ্ছ্রং চরন্ বিপ্রো জলক্ষীরঘৃতানিলান্।
প্রতিত্র্যহং পিবেদুষ্ণান্ সকৃৎস্নায়ী সমাহিতঃ॥" (মনু ১১।২১৫)

তপ্তপাষাণকুণ্ড (পুং) তপ্তানাং পাষাণানাং কুণ্ডমিব। নরকবিশেষ। [নরক দেখ।]

তপ্তবালুক (পুং) তপ্তা বালুকা যত্র বহুব্রী। ১ নরকবিশেষ। [নরক দেখ।] (ত্রি) ২ উত্তপ্ত বালুকাময়।

"সন্তপ্যমানঃ পথি তপ্ত বালুকে" (ভাগবত ৩।৩০।২২)

তপ্তমাষ (পুং) তপ্তং মাষমিতং সুবর্ণাদিকং যত্র বহুব্রী। পরীক্ষাবিশেষ। একটী লৌহ বা তাম্রনির্ম্মিত পাত্রে বিংশতিপল তৈল ও ঘৃত স্থাপন করিয়া অগ্নিসংযোগে উত্তপ্ত করিতে হইবে। পরে তাহাতে এক মাষা সুবর্ণ নিক্ষেপ করিয়া বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা তাহা উত্তোলন করিলে যদি অঙ্গুলি দগ্ধ বা বিস্ফোটাদি না হয়, তাহা হইলে তাহাকে বিশুদ্ধ বলিয়া জানিবে। (বৃহস্পতি)

ইহার আরও এক প্রকার বিধান এই—

সুবর্ণ, রাজত, তাম্র, লৌহ ও মৃণ্ময় পাত্র ধৌত করিয়া অগ্রে স্থাপন করিবে। তাহাতে গব্যঘৃত অথবা তৈল নিক্ষেপ করিবে। পরে প্রাড়্‌বিবাক (বিচারক) ধর্ম্মের আবাহন ও পূজাদি যথাবিধি করিয়া এই মন্ত্রদ্বারা অগ্নি শুদ্ধ করিবেক।

"ওঁং পরং পবিত্রমমৃতং ঘৃতত্বং যজ্ঞকর্ম্মসু।
দহ পাবক পাপং ত্বং হিমশীতশুচো ভব॥"

পরে যে ব্যক্তির পরীক্ষা গ্রহণ করা হইবে, তিনি শুদ্ধ, স্নাত, কৃতোপবাস ও আর্দ্র বস্ত্রযুক্ত হইয়া প্রতিজ্ঞাপত্র মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক

"ওঁং ত্বমগ্নে সর্ব্বভূতানামন্তশ্চরতি পাবক।
সাক্ষিমৎ পুণ্যপাপেভ্যো ব্রূহি সত্যং কবে মম॥"

এই মন্ত্রপাঠ করিয়া তপ্তমাষ উদ্ধার করিবে। যদি হস্ত দগ্ধ না হয়, তাহা হইলে তাহাকে বিশুদ্ধ জানিতে হইবে। (দিব্যতত্ত্ব) [দিব্য দেখ।]

তপ্তমুদ্রা (স্ত্রী) তপ্তা অগ্নিসন্তপ্তা মুদ্রা কর্ম্মধা। শরীরে ধারণোপযোগী অগ্নিসন্তপ্ত ভগবানের আয়ুধাদি চিহ্ন। [মুদ্রা দেখ।]

তপ্তরহস (ক্লী) তপ্তং রহঃ কর্ম্মধা অচ্ সমাসান্ত। ১ বহ্নি। ২ তপ্তবৎ নির্জ্জন স্থান, অন্যের অনধিগম্য স্থান।

তপ্তরাজতৈল (ক্লী) আয়ুর্ব্বেদোক্ত তৈলবিশেষ।

প্রস্তুত-প্রণালী—সর্ষপ তৈল /৪ সের, নোড়, সজিনা, ধুতুরা, বাসক, নিসিন্দা, আকন্দ, দণমূল, করঞ্জ, বেড়েলা, প্রত্যেকের রস /৪ সের। কল্কার্থ পিপুল, বেড়েলা, শুঁঠ, পিপুলমূল, চিতামূল, কট্‌ফল, ধুতুরাবীজ, চই, জীরা, শুলফা, পুনর্ণবা, হরিদ্রা, দেবদারু, ঈশলাঙ্গলা, শুকমূলা, কুড়, দুরা-

* "তপ্তকৃচ্ছ্রং ব্রহং কুর্ব্বন্ ত্র্যহং সায়ং পিবেচ্ছুচিঃ।
ষট্‌পলানি সুতপ্তস্য তোয়স্য সুসমাহিতঃ॥
প্রভাতে ত্রীণি দুগ্ধস্য সুতপ্তস্য পিবেৎ ত্র্যহম্।
পানং ঘৃতস্য তপ্তস্য মধ্যাহ্নে ত্রিদিনং পিবেৎ॥
বায়ুভক্ষস্ত্র্যহং চান্ত্যং নির্দ্দিষ্টং পাতকং দ্বিজঃ।" (যাজ্ঞবল্ক্য)
"তপ্তক্ষীরঘৃতাম্বুনামেকৈকং প্রত্যহং পিবেৎ।
একরাত্রোপবাসশ্চ তপ্তকৃচ্ছ্রস্য সাধনং॥"
এতচ্চতুরহসাধ্যং তপ্তকৃচ্ছ্রম্।" (প্রায়শ্চিত্তবি°)

লতা, কৃষ্ণজীরা, সিঙ্গাড়া আকন্দআটা, জয়পালমূল, নাগদনা, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, যবক্ষার, রক্তচন্দন, সজিনামূল, উৎপল, মরিচ, যষ্টিমধু, রাস্না, কাঁকড়াশৃঙ্গী, কণ্টকারী ও বরুণ-ছাল প্রত্যেক দুই তোলা। এই প্রকারে এই তৈল প্রস্তুত হয়। শিরঃপীড়ায় এই ঔষধ বিশেষ ফলপ্রদ এবং নেত্রশূল, কর্ণশূল, ত্রয়োদশ প্রকার সন্নিপাত, বাতশ্লেষ্মা, গলগ্রহ, সকল প্রকার শোথ, জ্বর, প্লীহা, শ্লেষ্মারোগ এই সকল রোগ উপশান্ত হয়।

আর এক প্রকার—

কটুতৈল /৪ সের, গোমূত্র ১৬ সের, কাথের নিমিত্ত ধুতুরা, (পূতিকা), ডহরকরঞ্জ, ঝাঁটী, জয়ন্তী, নিসিন্দা, শিরিষ, হিজল, ও সজিনা মিলিত দশমূল প্রত্যেক দুইসের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ মদনফল, ত্রিকটু, কুড়, কৃষ্ণজীরা, শুঁঠ, কটফল, বরুণছাল, মুথা, হিজল, বেলশুঁঠ, হরিতাল, জবাপুষ্প, বিষ, মনছাল, কাঁকড়াশৃঙ্গী, রক্তচন্দন, সজিনাছাল, যমানী ও বইচিমূল, প্রত্যেক দুই তোলা। ইহা দ্বারা শিরঃশূল, নেত্রশূল, কর্ণশূল, জ্বর, দাহ, স্বেদ, কামলা, পাণ্ডু ও ত্রয়োদশ প্রকার সন্নিপাত নষ্ট হয়।

শিরঃশূলে এই ঔষধ বিশেষ ফলপ্রদ। (ভৈষজ্যরত্নাবলী)

তপ্তরূপক (ক্লী) তপ্তং বহ্নিশোধিতং রূপকং রূপ্যং কর্ম্মধা। বিশুদ্ধ রৌপ্য। (রাজনি°)

তপ্তশূর্ম্মিকুণ্ড (পুং) তপ্তা অগ্নিময়ী শূর্ম্মি লৌহপ্রতিমূর্ত্তি যত্র তথাবিধং কুণ্ডং যত্র বহুব্রী। নরকবিশেষ। [নরক দেখ।]

তপ্তশূর্ম্মী (পুং) তপ্তা শূর্ম্মী যত্র বহুব্রী। নরকবিশেষ। যদি পুরুষসকল অগম্যা স্ত্রীতে ও নারীসকল অগম্য পুরুষে উপরত হয়, তাহা হইলে এই নরকে গমন করিয়া থাকে।

এই নরকে পুরুষসকল তপ্তলৌহময়ী নারী আলিঙ্গন করিয়া ও নারীসকল তপ্ত লৌহময় পুরুষ আলিঙ্গন করিয়া অশেষবিধ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে। *। [নরক দেখ।]

তপ্তসুরাকুণ্ড (ক্লী) তপ্তায়াঃ সুরায়া কুণ্ডমিব। নরকবিশেষ। [নরক দেখ।]

তপ্তান্ন (ক্লী) তপ্তং অন্নং কর্ম্মধা। তপ্তঅন্ন, গরম ভাত।

তপ্তায়নী (স্ত্রী) তপ্তেন অযাতেঽত্র অয়-ল্যুট্-ঙীপ্। ভূমিভেদ, দরিদ্রগণ সন্তপ্ত হইয়া যে ভূমি প্রাপ্ত হয়, তাহাকে তপ্তায়নী-ভূমি কহে। "তপ্তায়নী মেঽসি" (শুক্লযজু°) ৫।৯) 'তপ্তং পুরুষময়তি প্রাপ্নোতীতি তপ্তায়নী। যোহি দরিদ্রক্ষেত্ররহিতোঽহমিতি সন্তপ্যতে তং তাপোপশান্ত্যর্থং প্রাপ্নোষি যদ্বা তপ্তঃ সন্ নরো যস্যাং অয়তি সা তপ্তায়নী।' (বেদদীপ)

তপ্য (পুং) তপ-যৎ। ১ শিব। "যজ্ঞাবাহায় দাক্ষায় তপ্যায় তপনায় চ।" (ভারত ১৩.২৮৬ অ°) (ত্রি) ২ তপনীয়।

তপ্যতু (ত্রি) তপ-যতুন্। তাপক সূর্য্যাদি। "সূর্য্যস্তপতি-তপ্যতুর্ব্বা" (ঋক্ ২।২৪।৯) 'তপ্যতুস্তাপকঃ সূর্য্য' (সায়ণ)

তফা (আরবী) উত্তম, উৎকৃষ্ট, চমৎকার, অদ্ভুত।

তফাৎ (আরবী) অন্তর, দূরত্ব, প্রভেদ।

তফ্রীক্ (আরবী) বিভাগ, অন্তর।

তফসীল (আরবী) জায়, তালিকা। বিশেষ দর্শন।

তবঈ (আরবী) ১ স্বাভাবিক। ২ চুম্বক, চূর্ণক।

তবক্ (আরবী) ১ স্তব। ২ থাক। ৩ অংশ। ৪ শ্রেণীভাগ।

তবকী (ত্রি) তবকযুক্ত।

তবল (আরবী) বাদ্যযন্ত্রভেদ।

তবলক্ (আরবী) তবলা।

তবলা (আরবী) বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, ইহার সংস্কৃত নাম তল-মৃদঙ্গ, ইহা সভ্য যন্ত্র।

তব (পারসী) পাকসাধন লৌহপাত্রভেদ, তাওয়া।

তবাকা (আরবী) নির্ভর, আশা।

তবাজ্জা (আরবী) ১ অবধান, দৈন্যভাব। ২ ভাণ। ৩ কাঁকা শিষ্টাচার।

তবাস (আরবী) অনুসন্ধান।

তবাহি (আরবী) বিপদ, আপদ, ধ্বংস।

তবিঅৎ (আরবী) ১ অধীনতা। ২ ত্যাগস্বীকার। ৩ স্বভাব, প্রকৃতি। ৪ শরীর।

তবীকুর (দেশজ) লতাভেদ। (Unona dumosa)

তবীল (আরবী) তহবীল, জিম্মা, বিশ্বাস, নির্ভর।

তবু (দেশজ) তথাপি।

তম (ক্লী) তাম্যত্যনেন তম করণে সংজ্ঞায়াং ঘঞর্থে ঘ। ১ অন্ধকার। ২ পাদাগ্র। ৩ তমোগুণ। ৪ রাহু। (পুং) ৫ তমালবৃক্ষ।

তমক (পুং) তাম্যত্যত্র তম-বুন্। শ্বাসরোগভেদ, এই শ্বাস-রোগে তৃষ্ণা, স্বেদ, বমথুপ্রায় (সর্ব্বদা গা বমি বমি করা) ও কণ্ঠ-ঘুর্ঘুরিকা হয়। দুর্দ্দিনে (মেঘাচ্ছন্নদিনে) ইহা অতিশয় বাড়িয়া উঠে। "[illegible] তমকঃ [illegible] উচ্যতে। [illegible] শ্বাসা ন সিধ্যন্তি তমকো দুর্ব্বলস্য চ।" [illegible]

তমকা (স্ত্রী) তমাল বৃক্ষ। ([illegible])

তমঙ্গ (পুং) মঞ্চস্থান।

---

* "যস্ত্বিহ বা অগম্যাং স্ত্রিয়ং পুরুষোঽগম্যং বা পুরুষং যোষি-দভিগচ্ছতি তাবমুত্র কশয়া তাড়য়ন্তস্তিগ্ময়া সূর্ম্ম্যা লোহময্যা পুরুষমালিঙ্গয়ন্তি স্ত্রিয়ঞ্চ পুরুষরূপয়া সূর্ম্ম্যা।" (ভাগ° ৫।২৬.২০)

গঙ্গার পশ্চিম মোহানার নিকটস্থ তমলুকের অধিবাসী-দিগকে দমলিপ্ত বা তমলিপ্ত কহে।

তমলুক অতিশয় সমৃদ্ধিশালী বলিয়া অনেক পুস্তকে বর্ণিত আছে। রত্নাকর নামে তমলুকে একটা সহর ছিল। এই নামের অস্তিত্ব ক্রমেই লোপ পাইতেছে। রত্নাকর নামেই প্রাচীন তমলুকের ধনশালিতার যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করে।

এই উপবিভাগের ভূ-পরিমাণ ৬২০ বর্গমাইল। ইহার অধীনে ১৫২২ খানি গ্রাম আছে। ১৮৫১ খৃঃ অব্দের নবেম্বর মাসে তমলুক উপবিভাগে পরিণত হইয়াছে। এখানে ৫১৫ একর জমি জায়গীর আছে।

২ উক্ত তমলুক উপবিভাগের সদর। অক্ষা° ২২° ১৭´ ৫০´´ উঃ, এবং দ্রাঘি° ৮৭° ৫৭´ ৩০´´ পূঃ, মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণপূর্ব্ব অংশে ও রূপনারায়ণ নদীর উপর অবস্থিত। তমলুক সহরে মিউনিসিপালিটির বন্দোবস্ত আছে। এই স্থানে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী লোক বাস করে; হিন্দুর সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তমলুক সহর মেদিনীপুর জেলার প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র।

আধুনিক ইতিহাসে তমলুক বৌদ্ধদিগের একটী বন্দর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। খৃঃ ৫ম শতাব্দীর পূর্ব্বভাগে প্রসিদ্ধ চীনপরিব্রাজক ফাহিয়ান এই স্থান হইতে অর্ণব-যানে আরোহণ করিয়া সিংহলে গমন করিয়াছিলেন। ইহার ২৫০ বর্ষ পরে হিউএন্ সিয়াং তমলুকে আসিয়াছিলেন। তিনিও তমলুককে বৌদ্ধধর্ম্মের লীলাক্ষেত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। তাঁহার বর্ণনাপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, এই স্থানে বহুসংখ্যক বৌদ্ধ-মঠ ও বৌদ্ধসন্ন্যাসী এবং মহারাজ অশোকনির্ম্মিত ২৫০ ফিট্ উচ্চ একটী স্তম্ভ ছিল। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অবনতির পরও এই স্থান সামুদ্রিক বাণিজ্যের আগার বলিয়া বর্ণিত আছে। বহুসংখ্যক ধনাঢ্য বণিক ও জাহাজাধিকারী এই বন্দরে বাস করিত। নীল, তুঁত, পশম এবং বস্ত্র ও উড়িষ্যার বহুমূল্য দ্রব্যাদি প্রাচীন তমলুক নগর হইতে বিদেশে রপ্তানি হইত। পূর্ব্বে নগরের নীচেই সমুদ্র প্রবাহিত ছিল; সমুদ্র দূরে সরিয়া গেলেও ইহার বাণিজ্যের বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। ৬৩৫ খৃঃ অব্দে হিউএন্ সিয়াং এই নগরের নিয়েই সমুদ্র দেখিয়াছিলেন; কিন্তু এখন সমুদ্র নগরের ৬০ মাইল দূরে সরিয়া গিয়াছে। গঙ্গার মোহানায় মৃত্তিকাস্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় তমলুক এখন গঙ্গার নিকট হইতে দূরে পড়িয়াছে। কৃষকগণ কূপ ও পুষ্করিণী খনন করিবার সময় ১০ হইতে ২০ ফিটের [illegible] সামুদ্রিক [illegible]।

প্রাচীন ময়ূরবংশের শাসনকালে পরিখা ও [illegible] দ্বারা বেষ্টিত করিয়া [illegible] করা হইয়াছিল। বর্ত্তমান কৈবর্ত্তরাজগণের প্রাসাদের পশ্চিমাংসে উক্ত ময়ূরবংশের রাজধানীর ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। উহার অন্য কোন চিহ্ন নাই। কৈবর্ত্তরাজ-প্রাসাদ রূপনারায়ণ নদীতটে ৩০ একর জমীর উপর অবস্থিত।

তমলুকের বর্গভীমা (কালী) দেবীর মন্দির সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। এই মন্দির নির্ম্মাণ সম্বন্ধে অনেকগুলি আখ্যায়িকা আছে। নিম্নের বর্ণনাটী তমলুকের অধিকাংশ অধিবাসী বিশ্বাস করে। ময়ূরবংশীয় রাজা গরুড়ধ্বজের আদেশে একজন ধীবর রাজার ভক্ষণার্থে প্রত্যহ শোলমাছ আনয়ন করিত। একদিন ধীবর দুরদৃষ্টবশতঃ প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও শোলমাছ পাইল না। ইহাতে রাজা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিলেন। দরিদ্র ধীবর কোন উপায়ে কারাগার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া জঙ্গলে পলায়ন করিল। এই স্থানে ভীমাদেবী তাহার সম্মুখে আবির্ভূতা হইয়া দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে যথাযথ সমস্ত প্রকাশ করিল। বর্গভীমা তাহাকে কতকগুলি মাছ ধরিয়া শুকাইয়া রাখিতে বলিলেন। দেবী একটী কূপের উল্লেখ করিয়া ধীবরকে জানাইলেন যে, এই কূপের জল প্রক্ষেপ করিলে তাহার ইচ্ছামত মাছ জীবিত হইবে। ধীবর দেবীর অনুগ্রহে উক্ত উপায়ে প্রত্যহ রাজাকে মাছ যোগাইতে লাগিল। সকল সময়েই ধীবর মাছ আনিতেছে, ইহা দেখিয়া রাজা অতিশয় চমৎকৃত হইলেন এবং কি উপায়ে মাছ আনিতে সমর্থ হইতেছে ইহা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। সে প্রথমে এই গুহ্য বিষয় প্রকাশ করিতে অসম্মত হইল। কিন্তু পরিশেষে রাজার ভয়ে সেই মৃতসঞ্জীবক কূপের কথা বলিল। ভীমাদেবী ধীবরের প্রতি অনুগ্রহ পরবশ হইয়া তাহার বাটীতে বিরাজ করিতেছিলেন; কিন্তু কূপের বিষয় প্রকাশ করায় ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি ধীবরের গৃহ হইতে অন্তর্হিতা হইলেন এবং প্রস্তরমূর্ত্তি ধারণ করিয়া উপবেশনাবস্থায় কূপের মুখের নিকট রহিলেন। ধীবর রাজাকে কূপটী দেখাইয়া দিল। রাজা কূপের নিকট যাইতে পারিলেন না; তিনি সেই প্রস্তরমূর্ত্তির উপর একটী মন্দির নির্ম্মাণ করাইলেন। সেই মন্দিরই বর্ত্তমান বর্গভীমার মন্দির। কথিত আছে, এই কূপে কোন দ্রব্য নিক্ষিপ্ত হইলে তাহা স্বর্ণে পরিণত হইত। দেবীর মন্দিরটী রূপনারায়ণ নদীর তটে প্রতিষ্ঠিত। [illegible] লিখিত আছে যে, বিশ্বকর্ম্মা আসিয়া এই মন্দির [illegible] করিয়াছিলেন। [তাম্রলিপ্ত দেখ]

তমঙ্গক (পুং) ইন্দ্রকোষ, মঞ্চক, বারাণ্ডা।

তমত (ত্রি) তম কাঙ্ক্ষায়াং অতচ্। তৃষ্ণাপর, তৃষিত।

তমপ্রভ (পুং) তমইব প্রভা অস্মিন্ বহুব্রী। নরকভেদ। [নরক দেখ।]

তমর (ক্লী) তমং রাতি রা-ক। বঙ্গ।

তমরসেরি, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির মলবার বিভাগের একটী গিরিপথ। অক্ষা° ১১° ২৯´ ৩০´´ ও ১১° ৩০´ ৪৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ৪´ ৩০´´ ও ৭৬° ৫´ ১৫´´ পূঃ। কালিকট হইতে মহিসুর পর্য্যন্ত রাস্তা পশ্চিমঘাট পর্ব্বতের উপর দিয়া তমরসেরি অভিমুখে গিয়াছে। কাফি প্রভৃতির রপ্তানির জন্য এই পথটী বিশেষরূপে ব্যবহৃত হইতেছে।

১৭৭৩ খৃঃ অব্দে কালিকটে যাত্রাকালে হায়দার আলি এবং মলবার আক্রমণ করিবার জন্য সুলতান টিপু এই পথটী অবলম্বন করিয়াছিলেন।

তমরাজ (পুং) তমইব রাজতে রাজ-টচ্। শর্করাবিশেষ। পর্য্যায় শালক। ইহার গুণ জ্বর, দাহ, রক্তপিত্ত ও পিত্তনাশক। (রাজব°)

তমলা, একটী নদী, বর্দ্ধমান জেলায় উথরা গ্রামের পশ্চিমে সেরগড় পরগণা হইতে উত্থিত হইয়া দক্ষিণপূর্ব্বমুখে ভোটরা গ্রাম পর্য্যন্ত গিয়া দামোদরে পতিত হইয়াছে।

তমলুক, বঙ্গদেশে মেদিনীপুর জেলার একটী উপবিভাগ। অক্ষা° ২১° ৫৩´ ৩০´´ ও ২২° ৩২´ ৪৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৭° ৩৯´ ৪৫´´ ও ৮৮° ১৪´ পূঃ। এই স্থানে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতির বাস আছে, হিন্দুর সংখ্যাই অধিক। এই উপবিভাগে তমলুক, পাঁচকুড়া, মসলন্দপুর, সুতাহাটা এবং নন্দিগ্রাম এই পাঁচস্থানে ৫টী পুলিশ থানা আছে। ১৮৮৪ সালে এই মহকুমায় ৪টী ফৌজদারী, ২টী দেওয়ানী আদালত এবং ১৪৭ জন পুলিসের কর্ম্মচারী ও ১৩৮০ জন চৌকিদার ছিল।

এখানে ১১ জন বিখ্যাত জমিদার আছেন। এই মহকুমার ভূমির আয় ১২৭৪১০ টাকা। তমলুক সহর ও কেলোমাল গ্রামটী প্রসিদ্ধ স্থান। পূর্ব্বে তমলুক হিজলির কলেক্টরের অধীনে লবণ-মহল ছিল।

পূর্ব্বকালে এখানে বৌদ্ধদিগের একটী বিখ্যাত সহর এবং পূর্ব্বাদেশীয় বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল ছিল। বহুদিন হইল, তমলুক হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের সকল নিদর্শনই বিলুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু এখনও তমলুকের কোন কোন হিন্দু পরিবার বৌদ্ধদিগের ন্যায় মৃতদেহ কবরিত করে। রাজপুতকুলোদ্ভব ময়ূরবংশ পূর্ব্বে তমলুকে রাজত্ব করিতেন। ময়ূরধ্বজ, তাম্রধ্বজ, হংসধ্বজ, গরুড়ধ্বজ এবং বিদ্যাধর রায়, তমলুকের এই প্রথম পাঁচজন রাজার সম্বন্ধে অনেক কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। তমলুকের অষ্টচত্বারিংশৎ রাজা কেশবরায় কর না দেওয়ায় ১৬৭৫ খৃঃ অব্দে মোগল সম্রাট্ কর্তৃক রাজ্যচ্যুত হন এবং ১৬৫৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত হরিরায় এই রাজ্যশাসন করেন। হরিরায়ের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা ও পুত্রের মধ্যে সিংহাসন লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইলে রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত করা হইল। ১৭০১ খৃঃ অব্দে হরিরায়ের ভ্রাতার বংশলোপ হইলে পুনবায় তমলুক রাজ্য একত্র হইয়া নারায়ণরায় ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের হস্তগত হয়। ১৭৫৭ খৃঃ অব্দে মীর্জা দিদার-বেগ বলপূর্ব্বক সিংহাসন হস্তগত করিয়া ১৭৬৬ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত নিজ অধিকারে রাখিলেন. উক্ত খৃঃ অব্দে গবর্ণরের আদেশে তমলুক পুনরায় সিংহাসনচ্যুত রাজার স্ত্রী সন্তোষপ্রিয়া এবং কৃষ্ণপ্রিয়ার অধিকারে আসিল। রাণী সন্তোষপ্রিয়ার দত্তক এবং কৃষ্ণপ্রিয়ার গর্ভজাত পুত্র ছিল। ইহারা যথাক্রমে।৶০ এবং ॥/০ আনা অংশ পাইলেন। ১৭৯৫ অব্দে ॥/০ আনার অংশীদার আনন্দনারায়ণ রায় ৶০ আনা অংশীদার শিবনারায়ণ রায়ের বিরুদ্ধে একটী দেওয়ানী মোকদ্দমা করিয়া সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হইলেন। আনন্দনারায়ণ রায় অপুত্রক অবস্থায় প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার দুই পত্নী লক্ষ্মীনারায়ণ রায় এবং রুদ্রনারায়ণ রায় নামে দুইটী পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিলেন। ইঁহারা সম্পত্তি ভাগ করিয়া লইলেন। কিন্তু দুই ভ্রাতার মধ্যে অনবরত বিবাদ-বিসম্বাদ হওয়ায় ক্রমে উভয়েরই সম্পত্তি নষ্ট হইল।

তমলুক পরগণায় কয়েকটী বাঁধ আছে; এইজন্য বন্যায় দেশ ভাসিয়া যায় না। গঙ্গা ও রূপনারায়ণের নিকট তমলুক অবস্থিত। এইজন্য এই প্রদেশের উৎপন্ন-দ্রব্য সহজেই অন্যত্র চালান দেওয়া যাইতে পারে। চাউল, নারিকেল, তুঁত, এবং নানাবিধ শাকসব্জি এই পরগণার বাণিজ্যদ্রব্য। এই পরগণায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলিত আছে।

তমলুকের অনেক অধিবাসী পূর্ব্বে লবণ প্রস্তুত করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিত। এখানকার লবণের ব্যবসায় যথেষ্ট প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। এই প্রদেশ ইংরাজগবর্মেণ্টের হস্তগত হইলে গবর্মেণ্ট লবণের ব্যবসায় একচেটিয়া করিয়া ফেলিয়াছেন। এখন আর তমলুকবাসিগণ লবণ প্রস্তুত করিতে পারে না। ইহাতে অনেক দরিদ্রলোকের অতিশয় কষ্ট হইয়াছে।

তমলুক গঙ্গার মোহানার নিকট অবস্থিত। ৪র্থ হইতে ১২শ শতাব্দী পর্য্যন্ত বিভিন্ন দেশ হইতে বাণিজ্যপোত এই স্থানে আগমন করিত।

তাঁহাদের আদিপুরুষ এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন। অপর একটী উপাখ্যানে আমরা অবগত হই যে, ধনপতি নামক জনৈক প্রসিদ্ধ বণিক্ রূপনারায়ণ নদী দিয়া যাইবার কালে তমলুক বন্দরে অবরোহণ করিয়াছিলেন। এই স্থানে তিনি কোন এক ব্যক্তিকে একটী স্বর্ণকলস লইয়া যাইতে দেখিলেন। কথা-প্রসঙ্গে, তাহার নিকট অবগত হইলেন যে, নিকটবর্ত্তী একটী ঝরণার জল পিত্তলকে স্বর্ণ করিতে পারে। সেই ব্যক্তি তাহাকে ঝরণাটী দেখাইয়া দিল, ধনপতি তমলুক-বাজারের সমস্ত পিত্তল ক্রয় করিয়া স্বর্ণে পরিণত করিলেন, এবং সিংহলের অধিবাসীদিগের নিকট তাহা বিক্রয় করিয়া যথেষ্ট লাভবান্ হইলেন। তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তমলুকে এই মন্দির প্রস্তুত করাইয়া দিলেন। এই মন্দিরের শিল্পনৈপুণ্য অতিশয় বিস্ময়জনক। মন্দিরটী ত্রিরাবৃত্ত প্রাচীরে বেষ্টিত, দেখিতে বিশেষ সুন্দর। প্রাচীরটী ৬০ ফিট্ উচ্চ, পত্তনের উপর ইহা ৯ ফিট্ প্রস্থ। এই মন্দিরের স্থানে স্থানে যেরূপ প্রকাণ্ড প্রস্তর ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। আধুনিক যন্ত্রাদির সাহায্য ব্যতিরেকে এত উচ্চে যে, কিরূপে এই প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ডগুলি উত্তোলন করা হইয়াছে, তাহা ভাবিলে তমলুকবাসীদিগকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রদান না করিয়া থাকা যায় না। মন্দিরের চূড়ায় বিষ্ণুচক্র দৃষ্ট হয়। মন্দিরটী ৪ অংশে বিভক্ত, (১) বড় দেউল (এই স্থানে দেবীমূর্ত্তি স্থাপিত), (২) জগমোহন, (৩) যজ্ঞমণ্ডপ, (৪) নাটমন্দির। মন্দিরের বহির্ভাগের দরজা হইতে সাধারণ রাস্তা পর্য্যন্ত কতকগুলি সিঁড়ি এবং সিঁড়ির উভয়পার্শ্বে ২টী স্তম্ভ আছে। মন্দিরের অধিকৃত স্থানের মধ্যে বাহিরের দিকে একটী কেলিকদম্ব বৃক্ষ দেখা যায়। প্রবাদ, এই বৃক্ষের অনুগ্রহ হইলে বন্ধ্যানারীও সন্তান লাভ করে। স্ত্রীগণ বৃক্ষের অনুগ্রহলাভার্থ তাহাদের চুলে দড়ি প্রস্তুত করিয়া বৃক্ষশাখার সহিত ইট ঝুলাইয়া রাখে।

বর্গভীমাদেবীকে সকলেই অতিশয় ভয় করে। দেবীর রাগ অতিশয় প্রচণ্ড। ১৮শ শতাব্দীতে মহারাষ্ট্রীগণ বঙ্গদেশ লুণ্ঠন করিতে করিতে যখন তমলুকে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন দেবীর ভয়ে তথায় কোনরূপ অত্যাচার করিল না; পক্ষান্তরে দেবীকে অতিশয় ধুমধামের সহিত অর্চ্চনা করিল। মন্দিরের নিকটে রূপনারায়ণ নদী প্রশান্ত, কিন্তু কিয়দ্দূরেই ইহার বেগ অতিশয় তীব্র। অধিবাসিগণ বলে, রূপনারায়ণ নদী দেবীর ভয়ে ভীত হইয়াই মন্দিরের নিকটে ধীরে ধীরে প্রবাহিত হয়। অনেকবার নদী বর্দ্ধিত হইয়া মন্দিরের নিকট পর্য্যন্ত আসিয়াছিল এবং একবার মন্দির হইতে নদীর ৫ গজ মাত্র ব্যবধান ছিল। জলের আঘাতে মন্দির ভাঙ্গিয়া পড়িবে এই আশঙ্কায় পুরোহিতগণ পলায়ন করিলেন। কিন্তু নদীর জল আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইল। মন্দির নিরাপদে রহিয়া গেল।

তমলুকে বিষ্ণুর একটী মন্দির আছে। প্রবাদ, যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধযজ্ঞের অশ্ব তমলুকে আসিলে তমলুকের ময়ূরবংশীয় রাজা তাম্রধ্বজ সেই অশ্ব ধৃত করিলেন। সুতরাং অশ্বরক্ষক সৈন্যদিগের সেনাপতি অর্জ্জুনের সহিত তাঁহার তুমুল যুদ্ধ বাধিল। যুদ্ধে তাম্রধ্বজ জয়লাভ করিয়া কৃষ্ণের সহিত অর্জ্জুনকে আবদ্ধ করিয়া আনিলেন। কৃষ্ণ স্বয়ং বিষ্ণু; এই জন্য কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে আবদ্ধ করায় তাম্রধ্বজের পিতা তাহাকে অতিশয় তিরস্কার এবং কৃষ্ণের বিস্তর অনুনয় করিলেন। সর্ব্বদা কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারিবেন এই আশায় একটী বৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত করিতে রাজা আদেশ দিলেন। এই প্রতিমূর্ত্তিদ্বয়ের নাম বিষ্ণু ও নারায়ণ। প্রায় ৫০ শত বর্ষ গত হইল, স্থানীয় নদী এই মন্দিরটীকে আত্মসাৎ করিয়াছে, কিন্তু বিগ্রহদ্বয়কে রক্ষা করা হইয়াছিল। এই বিগ্রহের জন্য গোপ-জাতীয় কোন স্ত্রীলোক একটী মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছে। এই মন্দিরের আকৃতি ও নির্ম্মাণ-কৌশল বর্গভীমাদেবীর মন্দিরের সদৃশ।

তমলুক অতি প্রাচীন সহর। ইহার সংস্কৃত নাম তাম্রলিপ্ত। মহাভারতেও তাম্রলিপ্তের উল্লেখ দেখা যায়। দশকুমারচরিত, বৃহৎকথা প্রভৃতি গ্রন্থে তাম্রলিপ্ত বঙ্গদেশের প্রধান বন্দর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগরের দ্বীপাবলীর সহিত তাম্রলিপ্তের যথেষ্ট বাণিজ্য চলিত এবং সমুদ্র হইতে ৮ মাইল মাত্র দূরে এই সহর অবস্থিত ছিল। তাম্রলিপ্ত হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম অন্তর্হিত হইলে ইহা হিন্দুধর্ম্মের তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে।

কেহ কেহ তমসা লিপ্তঃ অর্থাৎ পাপকলঙ্কিত, এই দুই কথা হইতে তাম্রলিপ্তের ব্যুৎপত্তি নির্দ্ধারণ করেন। ইহাতে বোধ হয় পূর্ব্বকালে এই স্থানে ধর্ম্মনিয়ম তাদৃশ প্রতিপালিত হইত না। যাহা হউক, তাম্রলিপ্তের উৎপত্তিসম্বন্ধে এইরূপ একটী আখ্যান প্রচলিত আছে—বিষ্ণু কল্কিঅবতারে দৈত্যদিগকে বিনাশ করিতে করিতে অতিশয় ক্লান্ত হইলে তাঁহার গাত্র হইতে তাম্রলিপ্তে ঘর্ম্ম পতিত হইল। সেইঘর্ম্ম দ্বারা লিপ্ত হওয়ায় এই স্থান পবিত্র ক্ষেত্রে পরিণত ও ইহার নাম তাম্রলিপ্ত হইল। সংস্কৃত গ্রন্থবিশেষে লিখিত আছে

যে, ভারতবর্ষের দক্ষিণদিকস্থ তাম্রলিপ্ততীর্থে স্নান করিলে নরগণ সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হয়। আরও কথিত আছে, যখন মহাদেব দক্ষকে বিনাশ করিলেন, তখন ব্রহ্মহত্যা পাপ-হেতু তাঁহার হস্ত হইতে দক্ষের ছিন্ন মস্তক পরিভ্রষ্ট হইল না। অন্য কোন উপায় না দেখিয়া তিনি দেবগণের শরণ লইলেন। দেবগণ তাঁহাকে পৃথিবীর যাবতীয় তীর্থ পর্য্যটন করিতে পরামর্শ দিলেন। মহাদেব তাম্রলিপ্ত ব্যতীত অপর সমস্ত তীর্থেই গমন করিলেন। কিন্তু তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না। তাহার হস্তে দক্ষের মস্তক ঘর্ম্মলিপ্ত অবস্থায় রহিয়া গেল। তখন তিনি হিমালয় পর্ব্বতে তপস্যা আরম্ভ করিলেন। এই কালে বিষ্ণু তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে তাম্রলিপ্তে যাইতে বলিলেন। তদনুসারে মহাদেব তাম্রলিপ্তে যাইয়া বর্গভীমা ও বিষ্ণুনারায়ণের মন্দিরের মধ্যবর্ত্তী জলাশয়ে স্নান করিলেন। স্নান করিবামাত্র দক্ষের মস্তক তাঁহার হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া পড়িল। এইজন্য এই স্থানকে কপাল-মোচন কহে এবং ইহা একটী প্রধান তীর্থক্ষেত্ররূপে খ্যাতি লাভ করিয়াছে। কালক্রমে এই স্থানটী নদীগর্ভস্থ হইয়াছে। এখনও বহুসংখ্যক যাত্রী পূর্ব্বে যে স্থানে বিষ্ণুমন্দির অবস্থিত ছিল, সেই স্থানে বারুণী পর্ব্বোপলক্ষে স্নান করিয়া থাকে।

তাম্রলিপ্তের প্রাচীনতম রাজগণ ক্ষত্রিয় এবং ময়ূর-বংশ-সম্ভূত। এই রাজগণের প্রকৃত ঐতিহাসিক ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়া যায় না। ময়ূরধ্বজপ্রমুখ পাঁচজন রাজার বিষয়ে অনেক আখ্যায়িকা শুনিতে পাওয়া যায়। ময়ূরবংশের শেষ রাজার নাম নিঃশঙ্কনারায়ণ। ইনি নিঃসন্তান অবস্থায় গতাসু হন। ইহার মৃত্যুর পর কালু ভুঁইয়া নামা জনৈক সরদার তাম্রলিপ্তের সিংহাসন অধিকার করিলেন। এই কালুভুঁইয়া তাম্রলিপ্তের কৈবর্ত্তরাজবংশের আদিপুরুষ। পাশ্চাত্য-লেখকগণের বিশ্বাস কৈবর্ত্তগণ আদিম-নিবাসী ভুঁইয়াদিগের সন্ততি এবং ইহারা পরবর্ত্তিকালে হিন্দুধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছে।

বৃটিশগবর্ণমেণ্টের অধীনে এই সহরে ফৌজদারী ও দেওয়ানি বিচারালয় স্থাপিত হইয়াছে। এই স্থানে একটী থানা, একটী দাতব্য ঔষধালয় ও একটী ইংরাজী বিদ্যালয় আছে।

[তাম্রলিপ্ত, মেদিনীপুর ও ময়নাগড় প্রভৃতি শব্দ দ্রষ্টব্য।]

তমস্ (ক্লী) তাম্যত্যনেন তম্-অসুন্ (সর্ব্বধাতুভ্যোঽসুন্। উণ্ ৪।১৮৮) প্রকৃতির গুণবিশেষ।

তমস (পুং) তম-অসচ্। (অত্যবিচমিতমীতি। উণ্ ৩।১১৭) ১ কূপ। ২ অন্ধকার। (ক্লী) ৩ নগর।

তমসা (স্ত্রী) তমইব জলমস্ত্যস্যাঃ তমস্-অচ্-টাপ্। নদীবিশেষ। ইহা একটী তীর্থ-স্থান, যাহার নাম স্মরণ করিলে সমস্ত পাপ বিদূরিত হয়, তাহার নাম তমসা।

'যস্যাং স্মরণাৎ তাম্যতি পাপং সা তমসা।' (জয়মঙ্গল)

রামচন্দ্র বনগমন সময়ে এই তমসা নদী তীরে প্রথম রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছিলেন। সুমন্ত্র রামচন্দ্রের সহিত এই নদীতীর পর্য্যন্ত অনুগমন করিয়াছিলেন, পরদিন প্রভাতে এই নদীতীর হইতে প্রত্যাবৃত্ত হন। (রামা° ২।৪৫ অঃ)

বামনপুরাণের মতে—শোণ, নর্ম্মদা, সুরসা, মন্দাকিনী, তমসা, করতোয়া প্রভৃতি নদী অতিশয় বেগবতী, এবং এই সকল নদী বিন্ধ্যাচল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

"মন্দাকিনী দশার্ণা চ চিত্রকূটাহি বেদিকা।
চিত্রোৎপলা বৈ তমসা করতোয়া পিশাচিকা॥"
"বিন্ধ্যপাদপ্রসূতাশ্চ নদ্যপুণ্যজলাঃ শুভাঃ।"

(বামনপু° ১৬ অঃ)

এই নদীর জল অতিশয় পবিত্র, পাপবিনাশক এবং দৈব ও পৈত্র্যাদি কার্য্য করিলে আশুফলপ্রদ। এই নদী জগতের মাতৃস্বরূপা ও মহাসাগরের পত্নী। (বামনপু°)

মার্কণ্ডেয় পুরাণে ইহার উৎপত্তি ঐ একরূপই দেখা যায়। (মার্ক° ৫৮।২২-২৫) ইহার বর্ত্তমান নাম তোন্স্।

তমস্যা উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে গড়বাল রাজ্য ও দেরাদুন জেলায় প্রবাহিত একটী নদী। যমুনা নদীর উৎপত্তিস্থলের নিকটবর্ত্তী যমুনোত্তরীর উত্তরাংশে অক্ষা° ৩১°৫´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৮°৪০ পূঃ। সমুদ্রতট হইতে ১২৭৮৪ ফিট্ উচ্চ হইতে এই নদী উত্থিত হইয়াছে। উৎপত্তিস্থান হইতে কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত ইহার বিস্তৃতি ৩১ ফিটের অনধিক এবং জলও হাঁটুর অধিক নহে। ৩০ মাইল পর্য্যন্ত পশ্চিমবাহিনী; ইহার স্থানে স্থানে কতকগুলি নির্ঝর আছে। ৩০ মাইল পরেই ইহা রূপী নদীর সহিত মিশিয়াছে। এইস্থলে ইহার বিস্তৃতি ১২০ ফিট্। ১৯ মাইল পরে পাবর নদীর সহিত তমসার মিলন দৃষ্ট হয়। এই স্থান হইতে উক্ত মিলিত নদী জোনসর, ববার এবং জুব্বল ও শিরমুর রাজ্যের সীমারূপে প্রবাহিত হইয়াছে। এইখানে তমসা কতকগুলি উচ্চ-নীচ চূর্ণপ্রস্তরময় গহ্বরের মধ্য দিয়া প্রায় ঠিক দক্ষিণদিকে চলিয়া গিয়াছে। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া ইহা শলবী নদীর সহিত মিলিয়াছে, পরে ৩০°৩০´ উঃ, অক্ষা° এবং ৭৭°৫০´ পূঃ দ্রাঘি° মধ্যে যমুনায় পড়িয়াছে।

তমসার দৈর্ঘ্য প্রায় ১০০ মাইল। যমুনার সহিত সঙ্গমস্থলে তমসাকে যমুনাপেক্ষা বৃহত্তর দেখায়। সুতরাং ইহাকেই প্রধানরূপে গণ্য করা যাইতে পারে।

তমসার দৈর্ঘ্য ১৬ মাইল। ইহার উৎপত্তিস্থলের ২৬ মাইল দূরে বামতট দিয়া জব্বলপুর হইতে আলাহাবাদের রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। আলাহাবাদ হইতে মীর্জাপুরের রাস্তা দিয়া চলিতে হইলে তমসার মোহানার ১২ মাইল দূরে এই নদী পার হইতে হয়। এই নদীর উপর দিয়া ইষ্ট-ইণ্ডিয়া রেলপথের সেতু আছে। গ্রীষ্মকালে এই নদীর স্থানে স্থানে নৌকা যাতায়াত করিতে পারে। জলের বেগ অতি প্রচণ্ড, সময় সময় বান হয়, হঠাৎ জল ২৪।২৫ ফিট্ উচ্চ হইয়া উঠে। ইহার জল ৬৫ ফিট্ পর্য্যন্ত উচ্চ হইতে দেখা গিয়াছে।

সতনি, বেহাবা, মোহন, বেলুন, মেওতি এবং অন্যান্য কতকগুলি ক্ষুদ্রনদী তমসার সহিত মিলিত হইয়াছে। দেরা-দুনে মহেশপুর এবং আলাহাবাদের রামনগরের নিকট এই নদী প্রবাহিত। মহাকবি ভবভূতি উত্তরচরিতে এই নদীর উল্লেখ করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থে এই নদী ও মুরলা সীতার সখীরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

তমসাকৃত (ত্রি) তমসাচ্ছন্ন।

তমস্সুক (আরবী) দলিল, অধমর্ণ রাজকীয় পত্রে যাহা লিখিয়া-দিয়া উত্তমর্ণের নিকট ঋণস্বরূপ অর্থাদি গ্রহণ করে, খত।

তমস্ক (ত্রি) তমস্-কন্। তমঃস্বরূপ।

তমস্কান্ত (পুং) তমসঃ কান্তঃ ৬তৎ। কস্কাদি বিসর্গস্য সঃ। তমঃসমূহ। "ক্ষপাতমস্কান্তমলীমসং নভঃ" (মাঘ)

তমস্ততি (স্ত্রী) তমসাং ততিঃ ৬তৎ। ১ অন্ধকারসমূহ। তমিস্র। (মেদিনী)

তমস্বৎ (ত্রি) তমস্ অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য বঃ। তমোযুক্ত।

তমস্বতী (স্ত্রী) তমস্বৎ-ঙীপ্। ১ রাত্রি। ২ হরিদ্রা।

তমস্বিন্ (ত্রি) তমোঽস্ত্যস্যেতি তমস্ বিনি সান্তত্বাৎ মত্বর্থে ন বিসর্গঃ। ১ তমোযুক্ত।

তমস্বিনী (স্ত্রী) তমস্বিন্ ঙীপ্। ১ রাত্রি। ২ হরিদ্রা।

তমাক [তামাক দেখ।]

তমাচা [পারসী] চড়, থাবড়।

তমাম্ (আরবী) সম্পূর্ণ।

তমাল (পুং ক্লী) তাম্যতে কাঙ্ক্ষ্যতে তম কালন্ (তামিবিশি বিড়ীতি। উণ্ ১।১১৭) ১ পত্রক, তেজপাত। (পুং) ২ বৃক্ষ-বিশেষ, তমাল গাছ। পর্য্যায়—কালস্কন্ধ, তাপিঞ্জ, নীলতাল, তমালক, নীলধ্বজ, কালতাল মহাবল। (Xanthocymus pictorius) এই বৃক্ষ দেখিতে অতিশয় মনোরম। ২০ হইতে ২৭।২৮ ফিট্ পর্য্যন্ত উচ্চ হইতে দেখা যায়। ভারত-বর্ষে অনেক স্থানে এই বৃক্ষ জন্মে। তমালের ফুল বৃহৎ ও শাদা। বৈশাখ মাসে ফুল ফুটিয়া থাকে। তমাল ফলও অত্যন্ত সুন্দর এবং দেখিলেই ভক্ষণ করিতে ইচ্ছা করে। ইহার আয়তন কমলানেবুর ন্যায়; উপরিভাগ ফুলের ন্যায় মসৃণ, উজ্জ্বল ও পীতবর্ণবিশিষ্ট। কিন্তু এই ফল তীব্র অম্লরসযুক্ত। ইহার বহিস্ত্বক্ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক টক। কোমল অংশ (যে স্থানে বীজ জন্মে) অপেক্ষাকৃত কম। কিন্তু এই অংশ ভক্ষণ করিলেও কাহারও কাহারও প্রায় দুই দিবস পর্য্যন্ত দাঁত টকিয়া থাকে। এইরূপ তীব্র অম্লতা সত্ত্বেও তমাল ফলের একরূপ সুস্বাদ আছে। শ্রাবণ ভাদ্রমাসে এই ফল পাকে। এই কালে শৃগালেরা ঐ ফল বহু পরিমাণে ভক্ষণ করে। তমাল-ফলের আচার সুস্বাদু নহে।

বৈদ্যক-মতে ইহার গুণ—মধুর, বল্য, বৃষ্য, শৈত্য, গুরু, কফ, পিত্ত, তৃষ্ণা, দাহ ও শ্রমনাশকর। (রাজনি°)

এই বৃক্ষের সার গুরু ও কৃষ্ণবর্ণ এবং উপরিস্থ ত্বক্ মলি-নাভ। পত্র তেজঃপত্রাকৃতি। ইহার ছায়া অন্ধকারময় ও সচঞ্চল। ইহার পর্য্যায়গত নীলতাল, কালতাল ও নীলধ্বজ শব্দত্রয় দ্বারা ইহাকে নীলবর্ণের তালসদৃশ তরু বলিয়া ভ্রম জন্মে। ফলে ইহার সার তালতরুর সদৃশ এবং ফল তাল-ফলাকৃতি, তজ্জন্য নীলতালকে কালতাল কহে। তমালদল পর্য্যু-ষিত হয় না *। ৩ তিলকবৃক্ষ। ৪ খড়্গভেদ। ৫ বরুণবৃক্ষ। ৬ কৃষ্ণখদির। ৭ বংশত্বক্।

তমালক (ক্লী) তমালপত্রবৎ বর্ণেন কায়তি কৈ-ক। ১ সুনিষণ্ণ শাক। তমালমেব স্বার্থে কন্। ২ পত্রক, তেজ-পাত। ৩ স্থলপদ্ম। (পুং) ৪ তমালবৃক্ষ। [তমাল দেখ।]

তমালপত্রচন্দনগন্ধ (পুং) বুদ্ধভেদ।

তমালিকা (স্ত্রী) তমালাঃ সন্ত্যত্র তমাল-ঠন্। ১ তাম্রলিপ্ত প্রদেশ, তমলুক। ২ তাম্রবল্লী। ৩ ভূম্যামলকী (রাজনি°)

তমালিনী (স্ত্রী) তমালো তমালবর্ণো হস্ত্যস্যাঃ ইতি ইনি ঙীপ্। ২ তমোলিপ্ত, তমলুক। (হেম°)

তমালী (স্ত্রী) তম-কালন্ গৌরা° ঙীষ্। ১ তাম্রবল্লী। ২ মঞ্জিষ্ঠা। ৩ বরুণবৃক্ষ।

তমি (পুং) তাম্যতে গ্লায়তে হত্র তম-ইন্ (সর্ব্বধাতুভ্যো ইন্। উণ্ ৪।১১৭) ১ রাত্রি। ২ মোহ।

তমিন্ (ত্রি) তম-ঘিনুণ্ (শমিত্যষ্টাভ্যো ঘিনুণ্। পা° ৩।২।১৪১) অন্ধকারযুক্ত।

---

* "বিল্বপত্রঞ্চ মাধ্যঞ্চ তমালামলকীদলং।
কহ্লারং তুলসীচৈব পদ্মকং মুনিপুষ্পকং॥
এতৎ পর্য্যুষিতং ন স্যাৎ যচ্চান্যৎ কলিকাত্মকং॥" (যোগিনীতন্ত্র)

তমিনাথ (পুং) তমীনাং নাথঃ ৬তৎ। নিশানাথ, চন্দ্র।

তমিষীচ (স্ত্রী) তমিং মোহং সিঞ্চতি সিচ-ইন্ সংজ্ঞায়াং ষত্বং পৃষো° দীর্ঘঃ। ১ অপ্সরোভেদ।

"যাঃ ক্লন্দাস্তমিষীচয়োহক্ষকামা মনোমহঃ (অথর্ব্ব ২।২।৫)

(ত্রি) ২ বলবান্। মিমত্রসন্ তমিষীচীরভৈষুঃ" (ঋক্ ৮।৪৮।১১)

'তমিষীচী বলবত্যঃ' (সায়ণ)

তমিস্র (ক্লী) তমোঽস্ত্যত্র (জ্যোৎস্না তমিস্রেতি। পা ৫।২।১১৪) ইতি নিপাতনাৎ সাধুঃ বা তমিস্রা অস্ত্যাশ্রয়ত্বে-নাস্য অচ্। ১ অন্ধকার। ২ ক্রোধ। ৩ নরকবিশেষ।

"অমঙ্গলানাঞ্চ তমিস্রমুল্বণং বিপর্য্যয়ঃ কেন তদেব কস্যচিৎ।"

(ভাগবত ৪।৭।৪৪)

তমিস্রপক্ষ (পুং) তমিস্রং অন্ধকারং তৎপ্রধানো পক্ষঃ মধ্যলো°। কৃষ্ণপক্ষ।

তমিস্রা (স্ত্রী) তমো বহুত্বমস্তি অস্যাং (জ্যোৎস্না তমিস্রেতি। পা ৫.২।১১৪) ইতি নিপাতনাৎ সাধুঃ। ১ অন্ধকার রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ নিশা, তমোযুক্ত রাত্রিমাত্র। ২ দর্শরাত্রি। ৩ তমস্ততি, অন্ধকার রাশি।

"সূর্য্যাতপস্যা বরণায় দৃষ্টেঃ কল্পেত লোকস্য কথং তমিস্রা।"

(রঘু ৫।১৩)

তমী (স্ত্রী) তমি-ঙীষ্। ১ রাত্রি। ২ হরিদ্রা।

তমুষ্টুহীয় (ক্লী) তমুষ্টুহি ইত্যাদিকর্চমধিকৃত্য প্রবৃত্তঃ ইংচ্ছ। সূক্তভেদ।

তমেরু (ত্রি) তাম্যতি তম-এরু। গ্লানিযুক্ত।

"অতমেরু যজ্ঞো হতমেরু যজমানস্য প্রজা ভূয়াৎ।" (শুক্লযজুঃ ১।২৪) 'তমু গ্লানৌ তাম্যতীতি তমেরু ঔণাদিক এরু প্রত্যয়ঃ ন তমেরুঃ অতমেরু। তস্মাচ্ছাদনেন গ্লানিরহিতো ভবতু।'

(বেদদীপ°)

তমোগা (ত্রি) ১ অন্ধকারে গমনকারী। (পুং) ২ কৃষ্ণের নামান্তর।

তমোগু (পুং) রাহু।

তমোগুণ (পুং) তমসঃ গুণঃ ৬তৎ। প্রকৃতির তৃতীয় গুণ, এই গুণের প্রাধান্য হইলে মনুষ্যসকল কাম-ক্রোধাদি নীচ প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া চলে। [তমস্ দেখ।]

তমোঘ্ন (পুং) তমোঽন্ধকারং বা মোহং অজ্ঞানং হন্তি হন-টক্। ১ সূর্য্য। বহ্নি। ৩ চন্দ্র। ৪ বুদ্ধ। ৫ বিষ্ণু। ৬ শিব। ৭ জ্ঞান। ৮ দীপ। (ত্রি) ৯ তমোনাশক।

তমোজ্যোতিস্ (পুং) তমসি জ্যোতির্যস্য বহুব্রী। জ্যোতি-রিঙ্গণ, খদ্যোত।

তমোদর্শন (ক্লী) পৈত্তিক জ্বর।

তমোনুদ্ (ত্রি) তমোঽজ্ঞানং অন্ধকারং বা নুদতি নুদ-ক্বিপ্। ১ অগ্নি। ২ সূর্য্য। ৩ চন্দ্র। ৪ দীপ। (ত্রি) ৫ তমোনাশক।

তমোনুদ (পুং) তমোনুদতি নুদ-ক (ইগুপধজ্ঞেতি। পা ৩।১।১৩৫) ১ অগ্নি। ৩ চন্দ্র। ৩ ঈশ্বর, প্রকৃতিপ্রেরক।

"ততঃ স্বয়ম্ভূর্ভগবানব্যক্তো ব্যঞ্জয়ন্নিদং।

মহাভূতাদিবৃত্তৌজাঃ প্রাদুরাসীত্তমোনুদঃ॥" (মনু ১।৬)

'তমোনুদঃ প্রলয়াবস্থাধ্বংসকঃ।' (মেধাতিথি)

(ত্রি) ৪ অন্ধকারনাশক। ৫ অজ্ঞাননাশক।

তমোঽস্তকৃৎ (পুং) তমসোঽস্তং করোতি কৃ-ক্বিপ্। ১ যিনি সমস্ত অজ্ঞান বিনাশ করেন। ২ সকল অন্ধকারনাশক।

তমোঽস্ত (ক্লী) গ্রহণ-ভেদ, যে দশবিধ উপায়ে গ্রহণ হইতে পারে, তাহার একটী।

তমোঽপহ (পুং) তমোঽন্ধকারং অপহন্তি অপ-হন-ড (অপে ক্লেশতমসোঃ। পা ৩.২।৫০) ১ সূর্য্য। ২ চন্দ্র। ৩ অগ্নি। ৪ বোধ। (ত্রি) ৫ তমোনাশক প্রদীপাদি। ৬ মোহনাশক।

"তত্রাজ্ঞানং ধিয়া নশ্যেৎ" (বেদান্তকা°)

বুদ্ধিদ্বারা অজ্ঞান রাশিকে বিনষ্ট করিবে।

তমোভিদ্ (পুং) তমাস্তমিরং ভিনত্তি নাশয়তি ভিদ্-ক্বিপ্। ১ খদ্যোত। (ত্রি) তমোভেদক।

তমোভিদ (পুং) তমো ভিনত্তি ভিদ-ক। ১ খদ্যোত (ত্রি) ২ তমোভেদক।

তমোভূত (ত্রি) ১ অন্ধকারকৃত। ২ অজ্ঞ।

তমোমণি (পুং) তমসি অন্ধকারে মণিরিব। ১ খদ্যোত। ২ গোমেদক মণি। (রাজনি°)

তমোময় (পুং) তম আত্মকং তমঃ প্রচুরং বা তমস্ ময়ট্। ১ অন্ধকারাত্মক, অন্ধকারে আচ্ছন্ন। ২ অজ্ঞানাবৃত। ৩ তমঃ-প্রচুর। (পুং) ৪ রাহু। "তমোময়ং সৈংহিকেয়াখ্যাং" (বৃহৎস° ৫।৩) রাহুর কোন প্রকার আকার নাই, উহা অন্ধকারময়।

তমোহরি (পুং) তমসোহরিঃ ৬তৎ। ১ সূর্য্য। ২ চন্দ্র। ৩ অগ্নি। ৪ জ্ঞান।

তমোলিপ্তী (স্ত্রী) তমসা লিপ্যতে লিপ-ক্ত নিপাতনাৎ ঙীপ্। জনপদবিশেষ, তমলুকের নামান্তর। পর্য্যায় তাম্রলিপ্ত, বেলাকুল, তমালিকা, দামলিপ্ত, তমালিনী, স্তম্বপু, বিষ্ণুগৃহ। (হেম°) [তমলুক দেখ।]

তমোবিকার (পুং) তমসৈব বিকারো যস্য বহুব্রী। ১ রোগ। তমসো বিকার ৬তৎ। তমোগুণের বিকার, নিদ্রা ও আলস্য প্রভৃতি (তমস্ দেখ।) ৩ তমিস্রা, রাত্রি। (শব্দার্থচি°)

তমোবৃধ্ (ত্রি) তমসি বা তমসা বর্দ্ধতে বৃধ-ক্বিপ্। ১ ঘোর

অন্ধকারে আচ্ছন্না রজনীতে ভ্রমণশীল রাক্ষসাদি। ২ অজ্ঞানবৃদ্ধ। "ক্রূর্দ্দয়ং বৃষণা তমোবৃধঃ" (ঋক্ ৭।১৪০।১) 'তমোবৃধঃ তমসা আবরকেণ অন্ধকারেণ মায়ারূপেণ বর্দ্ধমানান্ তমসি রাত্রৌ বর্দ্ধমানান্ বা' (সায়ণ)

তমোহন্ (ত্রি) তমো হন্তি হন-ক্বিপ্। ১ অজ্ঞাননাশক। "জ্যোতীরিয়ং শুক্রবর্ণং তমোহনং" (ঋক্ ১।১০৪।১) ২ অন্ধকারনাশক সূর্য্য চন্দ্র। "তমোহা যদি পাপেণ ত্রয়েণৈব হি বীক্ষিতঃ" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

তমোহর (ত্রি) তমো হরতি হৃ-অচ্। ১ অজ্ঞাননাশক। ২ অন্ধকারনাশক। (পুং) ৩ চন্দ্র। ৪ সূর্য্য।

তম্পা (স্ত্রী) তম্বতি গচ্ছতি তম্ব-অচ্ পৃষো° সাধুঃ। সৌরভেয়ী গাভী।

তম্বা (স্ত্রী) তম্বতি তম্ব-অচ্-টাপ্। গাভী।

তম্বিকা (স্ত্রী) তম্ব-ণ্বুল্-টাপ্ কাপি অত ইত্বং। গাভী। (হেম°)

তম্বী (আরবী) শাসন, তাড়ন, ধমকান, তাগাদা।

তম্বীর (পুং) তম্ব-ঈরন্। যোগভেদ। "বলী রাশুস্তুগোহুরুক্ষগামী দীপ্তাংশকৈর্মুহুঃ। দন্তেষ্টব্যৈ কার্য্যকরস্তম্বীরো লগ্নকার্য্যয়োঃ" (নীলকণ্ঠতা°) [যোগ দেখ।]

তম্বু (হিন্দী) তাবু।

তম্বুলী (দেশজ) পাণবিক্রেতা। [তাম্বুলী দেখ।]

তম্বোর, অযোধ্যার সীতাপুর জেলার বিসবান তহসীলের একটী পরগণা। ইহার উত্তরে খেরি জেলা এবং পূর্ব্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিমে কুন্দ্রি, বিসবান এবং লাহরপুর পরগণা। ভূ-পরিমাণ ১৯০ বর্গমাইল। এই পরগণায় বহু নদী প্রবাহিত। উত্তরে দহাবর নদী এবং পশ্চিমে ঘর্ঘরা, চৌকা ও কতকগুলি ক্ষুদ্র নদী মধ্যদেশকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। পরগণার সর্ব্বত্রই তরাই এবং গাঙ্গর মৃত্তিকা দৃষ্ট হয়। এই মাটি অতিশয় আর্দ্র, ক্ষেত্রে জলসেচনের আবশ্যক হয় না। বর্ষাকালে পরগণার প্রায় সকল গ্রামই জল-প্লাবিত হইয়া পড়ে। চৌকা ও দহাবর নদী প্রায়ই প্রবাহপথ পরিবর্ত্তন করে। এই দুইটী নদী যে যে গ্রামে প্রবাহিত, প্রতিবর্ষেই সেই সেই গ্রামের কিয়দংশ গ্রাস করে।

তম্বোর পরগণার কুরমী ও মুরাও কৃষকগণ চাষকার্য্যে বিশেষ সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ।

পরগণায় ১২৬ খানি গ্রাম আছে। ইহার মধ্যে ৮০ খানি তালুক। ইহায় ৪৩ খানি গৌড় রাজপুতগণের অধিকারভুক্ত। ৮৬ খানি গ্রাম জমিদারী। ইহারও ৪০ খানির অধিকারী গৌড়রাজপুত।

তম্বোর পরগণায় সোরা প্রস্তুত হয়। একটী রাস্তা পরগণা ভেদ করিয়া সীতাপুর হইতে মল্লাপুর চলিয়া গিয়াছে।

২ উক্ত সীতাপুর জেলায় বিসবান তহসীলের একটী সহর। মল্লাপুরের ৬ মাইল পশ্চিমে এবং সীতাপুর সহরের ৩৫ মাইল উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। ১০০ বৎসরের অধিক কাল গত হইল, তাম্বুলীগণ এই নগর প্রতিষ্ঠিত করে, তাহাদের নামানুসারে ইহার 'তম্বোর' নাম হইয়াছে।

আহ্মদাবাদ গ্রাম তম্বোর নগরের অন্তর্নিবিষ্ট। ইহা এখন কুরমী পঞ্চায়তের হস্তগত।

এই স্থানে একটী স্কুল, বাজার, মহাদেবের মন্দির ও এক মহাত্মার কবর আছে। তথাকার ইষ্টকনির্ম্মিত প্রাণসরোবরটী ক্রমেই ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে। এখানে পূর্ব্বে একটী দুর্গ ছিল।

তম্র (ত্রি) তামাত্যানেন তম করণে র। গ্লানিসাধন। "প্রতম্রা অবপত্তমাংসি" (ঋক্ ১০।৭৩।৫)

তয়ফা (আরবী) তয়ক্ অর্থে চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করা। পূর্ব্বে রজনীযোগে চৌকীদারের ন্যায় গায়কগায়িকারা বাটী বাটী ফিরিয়া গান করিত, সেইজন্য আধুনিক নৃত্যকারিণী স্ত্রীদিগকে তয়ফা বলা যায়। নর্ত্তক-সম্প্রদায়।

তর (পুং) তৄ ভাবে অপ্ (ঋদোরপ্। পা ৩।৩।৫৭) ১ তরণ, পার হওয়া। ২ কৃশানু, অগ্নি। ৩ বৃক্ষ। (ভুরিপ্র°) ৪ প্রত্যয়বিশেষ, দুয়ের মধ্যে একের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বুঝাইলে গুণবাচক শব্দের পর তর প্রত্যয় হয়। ৫ পথ। ৬ গতি। ৭ সন্তরণ। ৮ পারাণি কড়ি।

"দীর্ঘাধ্বনি যথাদেশং যথাকালং তরো ভবেৎ।" (মনু ৮।৪০৬)

তরকশ (পারসী) তূণীর।

তরকশী (পারসী) তূণীরযুক্ত।

তরকারী (হিন্দী) ১ তাজা শাকসবজি। ২ ব্যঞ্জন। ৩ আনাজ, ব্যঞ্জনের যোগ্য ফলমূলাদি।

তরক্ষ (পুং) তরক্ষু পৃষোদরাদিত্বাল্লোপঃ। [তরক্ষু দেখ।]

তরক্ষু (পুং) তরং বলং মার্গং বা ক্ষিণোতি ক্ষিণ্ ডু। ব্যাঘ্রবিশেষ, নেকড়িয়া বাঘ, পর্য্যায় তক্ষু, মৃগাদন, তরক্ষুক। (শব্দার্থ°)

ইহারা মাংসাশী হিংস্রজন্তু। ব্যাঘ্রের সদৃশ আকার ও সর্ব্বাঙ্গ রেখাদি দ্বারা চিত্রিত বলিয়া ইহাদিগকে হায়নাও বলে। (Hyæna striata)। ইহাদের আকার কুকুরের অপেক্ষা ঈষৎ বড়, গাত্রের চর্ম্ম পিঙ্গলবর্ণ লোমাবৃত এবং কপিশ, রেখাঙ্কিত, স্কন্ধ ও পৃষ্ঠদেশে কেশরের ন্যায় দীর্ঘলোমাবলিযুক্ত। ইহাদের সম্মুখের পদদ্বয় পশ্চাতের পদদ্বয় অপেক্ষা ঈষৎ দীর্ঘ এবং পুচ্ছ ক্ষুদ্র। উদরের ডোরাসকল সুস্পষ্ট, পৃষ্ঠের বর্ণ ঘোরাল থাকায়, তাহার বক্র ডোরাসকল স্পষ্ট লক্ষ্য হয় না।

তরণী (স্ত্রী) তরেণ তরণেন দীর্য্যতে খণ্ড্যতে দো খণ্ডনে ঘঞর্থে-ক, গৌরা° ঙীষ্। কণ্টকযুক্ত বৃক্ষ, কণ্টকিবৃক্ষ। পর্য্যায়—তারণী, তীব্রা, খর্বুরা, রক্তবীজকা। ইহার গুণ তিক্ত, মধুর, গুরু, বল্য ও কফনাশক। (রাজনি°)

তরদ্দুদ্ (আরবী) ১ অসম্মতি, ইতস্ততঃ করা। ২ চিন্তাকৌশল।

তরঘটী (স্ত্রী) পক্বান্নভেদ। ইহার প্রস্তুত-প্রণালী—ঘৃত ও দধি দ্বারা মর্দ্দিত ফেণিবাতাসা একত্র করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। পরে ঘৃতে মন্দ মন্দ অগ্নিতে পাক করিয়া কর্পূর ও মরিচচূর্ণ মিশ্রিত করিলে তরঘটী প্রস্তুত হয়। ইহার গুণ বল্য, পুষ্টিকর, হৃদ্য, পিত্ত ও বায়ুনাশক; স্নিগ্ধ ও কফকারক। (শব্দার্থচি°)*

তরদ্বেষস্ (পুং) শত্রু আক্রমণকারী ইন্দ্র।

তরন্ত (পুং) তরতীতি তৃ ঝচ্। (তৃভূবহিবসীতি। উণ্ ৩।১২৮) ১ সমুদ্র। ২ প্লব, ভেলা। ৩ ভেক। ৪ রাক্ষস।

তরন্তী (স্ত্রী) তরন্ত গৌরা° ঙীষ্। নৌকা।

তরন্তুক (ক্লী) কুরুক্ষেত্রস্থ স্থানভেদ। [কুরুক্ষেত্র দেখ।]

তরপণ্য (ক্লী) তৃ ভাবে অপ্ তরস্তরণং তস্য পণ্যং। আতর, পারাণি কড়ি।

তরফ্ (আরবী) ১ পক্ষ, দিক্। ২ শেষসীমা, ধার। ৩ মহালের অন্তর্গত গোমাস্তাদিগের কর্ত্তৃত্বাধীন স্থানকে তরফ কহে।

তরফ, চট্টগ্রাম বিভাগের একটী প্রধান জমি-বিভাগ। এই বিভাগ হইতে অধিক রাজস্ব আদায় হয়। ১৭৬৪ খৃঃ অব্দে গবর্মেণ্ট কৌন্সিল এই বিভাগের জমীদারদিগের স্বত্ব স্থির করেন। জমীদারদিগের অধিকৃত মহল জরিপ করিয়া বন্দোবস্ত করা হইল। ১৭৬৪ খৃঃ অব্দের জরিপ অনুসারেই ১৭৯০ খৃঃ অব্দে তরফে দশশালা বন্দোবস্ত হয়, এবং পরে ১৭৯৩ খৃঃ অব্দে এই দশশালা বন্দোবস্তই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পরিণত হইল। ১৭৬৪ অব্দে যে জমীগুলির বন্দোবস্ত হইয়াছিল, কেবলমাত্র সেই জমীগুলির মালিকানা স্বত্ব গবর্মেণ্ট ছাড়িয়া দিলেন। কিন্তু তরফদারগণ উক্ত বন্দোবস্তের বহির্ভূত অনেকগুলি জমী আপনাদিগের অধিকারভুক্ত করিতে লাগিলেন। চট্টগ্রামে গবর্মেণ্ট পক্ষীয় বন্দোবস্তকারী রিকেটস্ সাহেব এই অধিকারকে চৌর্য্যাধিকার বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

রিকটস্ সাহেব জরিপ করিয়া কতকগুলি জমী বাহির করিয়া তাহাদের উপর কর নির্দ্ধারিত করিলেন। ১৭৯০ খৃঃ অব্দে মহালগুলির সংখ্যা ৩৩৮১ ছিল, কিন্তু ১৮৪৮ অব্দের বন্দোবস্তের পর ইহার সংখ্যা ৩৩২০ এবং ১৮৭৫ অব্দে ৩৩৭৮ দৃষ্ট হয়। এই কালে ৪৪৩,১৩৭্ টাকা রাজস্ব আদায় হইতে দেখা যায়। কিন্তু অনেকগুলি জমী নদীশিথস্থ হওয়ায় ও অন্যান্য কারণে রাজস্ব কিছু কমিয়া গিয়াছে।

তরফগুলির আয়তন ক্ষুদ্র। এগুলি এক থানার অধীনে ভিন্ন ভিন্ন মৌজায় অথবা একই মৌজায় বিভিন্ন স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত। তরফগুলির এরূপ অবস্থিতি ও আকৃতি সম্বন্ধে অনেকের ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণা আছে। কেহ কেহ বলেন, হুমায়ুন ও সেরসাহের পুনঃপুনঃ আক্রমণ হেতু গৌড় অধিবাসিগণ শ্রীহট্ট ও চট্টগ্রামের জঙ্গলময় প্রদেশে আসিয়া বাস করিতে থাকে। বঙ্গদেশের সুবাদার অথবা তাহার ক্ষুদ্র জমীদারবর্গের অধীনতা স্বীকার না করিয়া ইহারা প্রথমে খুসবাস অবস্থায় থাকেন। এই খুসবাসগণ চট্টগ্রামে তরফদার নামে পরিচিত। গৌড় অধিবাসিগণ ভিন্ন ভিন্ন দলে চট্টগ্রামে আসিয়াছিল। এখানে ভূরি পরিমাণ জমী দেখিয়া ইহারা ইচ্ছামত এক এক স্থানে বাস করিতে লাগিল। প্রত্যেক অধিনায়ক তাঁহার বশীভূত লোকদিগের জন্য কতকগুলি জমী অধিকার করিলেন। অবশিষ্ট ভূ-ভাগ চট্টগ্রাম কৌন্সিলের ঘোষণা অনুসারে ১৭৬৫ হইতে ১৭৬০ খৃঃ অব্দের মধ্যে কতকগুলি বিদেশী কর্ত্তৃক অধিকৃত হইল। প্রত্যেক অধিনায়কের অধীন জমীগুলি একত্র সন্নিবেশিত ছিল। জরিপকালে এগুলি যে অধিনায়কের অধীনে ছিল, গবর্মেণ্ট তাহার তরফ বলিয়া গণ্য করিলেন। অপর একটী কল্পনায় আমরা অবগত হই যে, এক ব্যক্তির অনেকগুলি উত্তরাধিকারী ছিল! সেই উত্তরাধিকারিগণ জমী বিভক্ত করিয়া লইলেন। কালক্রমে এক এক মহাজন অনেক মালিকের অংশ খরিদ করিলেন। ১৭৬৪ খৃঃ অব্দে এক এক মহাজনের অধিকৃত বিভাগগুলি তাহার নামে তরফ-রূপে পরিগণিত হইয়াছে। তরফ-উৎপত্তি সম্বন্ধে তৃতীয় একটী মত প্রচলিত আছে। ১৭৬৪ খৃঃ অব্দে বন্দোবস্তের কর্ম্মচারীবর্গ তাহাদের কার্য্যে পারদর্শিতা হেতু পুরস্কারস্বরূপ কতকগুলি ভিন্ন জমী পাইলেন। এই জমীগুলি তাহারা এক এক মহালের অন্তর্ভুক্ত করিলেন। এই মহালগুলিই শেষে তরফ নামে খ্যাত হইয়াছে। চট্টগ্রামে কানুনগো নামে কতকগুলি তরফ আছে। এই তরফগুলি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিচ্ছিন্ন।

কালেক্টরীর হিসাবে চট্টগ্রামে ৩৩৭৮ সংখ্যক তরফ দৃষ্ট

---

* "ঘৃতেন মর্দ্দিতাং দধ্না ফেণিকামেকত্রেতঃ।
বিধায় বটিকাস্তা ঘৃতে মন্দাগ্নিনা পচেৎ।
[illegible] কর্পূরেণ বিমিশ্রয়েৎ।
[illegible] (শব্দার্থচিন্তামণি)

[illegible] সংখ্যা অধিক। [illegible] [illegible] অপেক্ষা ইহার সংখ্যা সর্ব্বাধিক অল্প।

তরবালিকা (স্ত্রী) করপালিকা পৃষো° সাধুঃ। খড়্গভেদ, (বৈদ°) [খড়্গ দেখ।]

তরমাণ (পুং) তর শানচ্। যাহার দ্বারা পার হওয়া যায়, ১ নৌকা, তরি। (ত্রি) ২ নদী প্রভৃতি পার হইতেছে।

তরমুজ [তরম্বুজ দেখ।]

তরম্বুজ (ক্লী) তরং ভরণং অম্বুবৎ আয়তেহত্র জন বহুলবচনাৎ ড। ফলবিশেষ, এই ফলের মধ্যে জল থাকে। পর্য্যায়— কালিন্দক, কৃষ্ণবীজ ও কলবর্ত্তুল। ইহার গুণ শীতল মলরোধক, মধুর রস, পাকে মধুর, গুরু, বিষ্টম্ভি, অভিষ্যন্দকারক এবং দৃষ্টিশক্তি, শুক্র ও পিত্তনাশক। পক্ক ফলের গুণ পিত্তবৃদ্ধিকারক, উষ্ণ, ক্ষার এবং কফ ও বায়ুনাশক। ইহার পত্রের গুণ তিক্ত ও রক্তস্থাপক। (পথ্যাপথ্যবি°) জ্যৈষ্ঠপূর্ণিমা তিথিতে অর্দ্ধরাত্রি সময়ে মহাকালী তৃষ্ণাতুরা হইয়া পিতৃকাননে ভ্রমণ করেন, ইহা জানিয়া যে ব্রাহ্মণ তদুদ্দেশে তরম্বুজফল দান করেন, তাহাতে হরপ্রিয়া মহাকালী এই ফল ভক্ষণে পরিতৃপ্ত হইয়া বরপ্রদান করিয়া থাকেন এবং সেই ব্যক্তি চিরায়ুঃ হয়।* এইজন্য জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমার দিন অর্দ্ধরাত্রি সময়ে তরমুজ ফল মহাকালীকে উৎসর্গ করা উচিত।

(উত্তরকামাখ্যাতন্ত্র)

প্রাচীন মহাদ্বীপের প্রায় সর্ব্বদেশে এই তরমুজ পাওয়া যায়। উষ্ণপ্রধান দেশেই ইহা অধিক পরিমাণে জন্মে। হিন্দি ভাষায় ইহাকে তরবুজা, তরমুজ, খরবুজ প্রভৃতি, গুজরাটী ভাষায় তরবুচ, তুরবুচ ও কলিঙ্গ, মহারাষ্ট্রী ভাষায় তরবুজ ও কলিঙ্গড়; বঙ্গভাষায় তরবুজ ও তরমুজ এবং সংস্কৃতে ইহাকে তরম্বুজ কহে। পারস্য ভাষায় ইহার নাম হিন্দপসন্দ ও কচরেহন ও ইংরাজি নাম ওয়াটার-মেলন। (Citrullus Cucurbita)

তরমুজের পত্র গোলাকার ও মধ্যস্থলে কিঞ্চিৎ গভীর। ইহার ফল গোলাকার ও আয়তনে বৃহৎ। ইহার খোলা মসৃণ গাঢ় সবুজবর্ণ ও চিত্রিতবৎ। পক্কতরমুজের খাদ্যাংশ পীত, পাটল অথবা রক্তবর্ণ; আর কাঁচাগুলির মধ্যভাগ [illegible]। আবার সকল তরমুজের বীজ একরূপ নহে,— লাল, কাল প্রভৃতি বর্ণবিশিষ্ট দেখা যায়। তরমুজ কুষ্মাণ্ডজাতীয়, কিন্তু ইহাতে জলের ভাগ অনেক অধিক।

ভারতের সকল স্থানেই তরমুজের চাষ হইয়া থাকে। উত্তরাংশে ইহা অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়। স্থানীয় অধিবাসীগণ ও য়ুরোপীয়গণ এই ফল অতিশয় ভালবাসে। পৌষ ও মাঘ মাসে কৃষকগণ তরমুজের চাষ করে এবং গ্রীষ্মকালের প্রথমেই ইহা জন্মে। অকালে বৃষ্টি অথবা শিলা পতিত হইলে তরমুজের ফসল নষ্ট হইয়া যায়। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে কালিন্দ নামে একপ্রকার তরমুজ পাওয়া যায়। জ্যৈষ্ঠ মাসে ইক্ষু-ক্ষেত্রে বপিত হয় এবং কার্ত্তিক মাসে পাকে। গ্রেট-বৃটনে তরমুজের চাষ অতিশয় অল্প; কিন্তু অধিবাসিদিগের নিকট অতিশয় প্রিয়। দক্ষিণ-আফ্রিকার তরমুজ সাধারণ তরমুজ অপেক্ষা একটু স্বতন্ত্র। আফ্রিকার সর্ব্বত্রই তরমুজ পাওয়া যায়। চীনদেশেও তরমুজ জন্মে। চীনগণ যে তরমুজের মধ্যভাগ রক্তবর্ণ, সেই তরমুজই বহুল পরিমাণে ভক্ষণ করে। য়ুরোপীয়গণ স্পেনীয় ইম্পিরিয়াল ও কেরোলিনা তরমুজকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া থাকে। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠমাসে বঙ্গদেশের প্রতি হাট বাজারে অসংখ্য তরমুজ বিক্রীত হয়।

লিনিয়াস্ বলেন, তরমুজ ইটালিদেশের দক্ষিণাংশ হইতে পৃথিবীর অন্যত্র বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। কিন্তু সেরিঞ্জের মতে, ইহা ভারতবর্ষ ও আফ্রিকার উৎপন্ন ফল। লিভিংষ্টোনের বর্ণনাপাঠে অবগত হওয়া যায়, যে আফ্রিকার বহু ভূ-ভাগ তরমুজ দ্বারা আবৃত হয় এবং অসভ্য অধিবাসিগণ ও বিবিধ বন্য জন্তু এই ফল ভক্ষণ করে। গ্রীষ্মের প্রারম্ভে অতিশয় শীতলতাসম্পাদক শাকসব্জি যে সকল প্রদেশে পাওয়া যায় না, তথায় তরমুজাদি ফল বহু পরিমাণে উৎপন্ন হয়। অতি প্রাচীনকালাবধি আফ্রিকায় ও এসিয়ায় তরমুজের প্রচলন আছে। ইহা যে প্রথমে কোন্ দেশে জন্মিয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব। ভারতীয় অনেক প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে তরমুজের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। গ্রেটবৃটনে ১৬ শতাব্দীর পূর্ব্বে তরমুজ পাওয়া যাইত না। কোন্ দেশ হইতে যে প্রথম এখানে তরমুজ আসিয়াছিল, তাহাও আজ পর্য্যন্ত কেহ নিশ্চিতরূপে বলিতে পারে না। প্রাচীন ইজিপ্ত-বাসিদিগের চিত্র-দৃষ্টে প্রতীতি হয় যে, ইহারা তরমুজের চাষ করিত। য়ুরোপীয়গণ বলে, [illegible] শতাব্দীর পূর্ব্বে [illegible] তরমুজ ছিল না। [illegible]

---

* "জ্যৈষ্ঠে মাসি মহেশানি। পৌর্ণমাস্যাং নিশার্দ্ধকে।
তৃষ্ণাতুরা মহাকালী ভ্রমন্তী পিতৃকাননে॥
[illegible] তরম্বুজং॥
[illegible]॥
[illegible]

[illegible] নেপাল-[illegible] অযোধ্যার [illegible] তরাই-এর [illegible] অযোধ্যার নবাব এবং মেচি ও তিস্তানদীর মধ্যবর্ত্তী [illegible] সিকিমের রাজাকে প্রদত্ত হইল।

শারদানদীর সমীপবর্ত্তী তরাইভূমি জঙ্গল পরিপূর্ণ। এ অঞ্চলে আজ পর্য্যন্ত উপযুক্ত আবাদ করা হয় নাই। শীতকালে কয়েকমাস এ প্রদেশের প্রান্তরে গৃহপালিত পশুগণ ঘাস খায়। কিন্তু এ স্থানে ব্যাঘ্রের প্রতাপ অতিশয় প্রবল। রক্ষকগণের একান্ত সতর্কতা সত্ত্বেও ব্যাঘ্র অসংখ্য গো, মহিষের প্রাণবধ করে। দিনের বেলায় বাঘে গৃহপালিত পশুদিগকে আক্রমণ করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয় না। স্থানীয় ব্যাঘ্রগুলি এত ভয়ানক যে, রাখালগণ ইহাদিগকে বাধা দিতে সাহসপূর্ব্বক অগ্রসর হইতে পারে না। এই প্রদেশে অনেকগুলি ঝিল ও জলাভূমি আছে। এইগুলি আবার বিবিধ তৃণে আচ্ছাদিত। বামণিয়া ডালই অধিক পরিমাণে দেখা যায়। ইহার মধ্যেই ব্যাঘ্রগণ লুক্কায়িত থাকে। যে জলাভূমিতে খাগড়া ও ঘাসের অংশ অধিক ও ঘন, সেই স্থানে গণ্ডার বাস করে। সিকিমের তরাইভূমে ধিমল, বোদা এবং কোচ দৃষ্ট হয়।

তরাই, উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে কুমায়ুন বিভাগের অন্তর্গত বৃটীশ গবর্মেণ্টের অধীন একটী জেলা। অক্ষা° ২৮°৫০´৩০´´ ও ২৯°২২´৩০´´ উঃ, এবং দ্রাঘি° ৭৮°৪৬´ ও ৭৯°৪৭´ পূঃ। এই জেলার উত্তরে কুমায়ুন জেলা, পূর্ব্বে নেপাল ও পিলিভিত জেলা, দক্ষিণে বরেলি, মুরাদাবাদ ও রামপুর রাজ্য এবং পশ্চিমে বিজনৌর। জেলার প্রধান সহর কাশী-পুর, কিন্তু গ্রীষ্মকালে জেলার কর্তৃপক্ষীয় য়ুরোপীয় কর্ম্মচারিগণ নৈনিতালে অবস্থিতি করেন। বৈশাখের শেষ হইতে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত নৈনিতাল তরাইএর প্রধান সহরে পরিণত হয়।

তরাই জেলা হিমালয়ের পাদদেশে পূর্ব্ব ও পশ্চিমদিকে প্রায় ৯০ মাইল বিস্তৃত। ইহার বিস্তার গড়পড়তা ১২ মাইল। কুমায়ুনের জমপুঞ্জ বনপ্রদেশে কতকগুলি নির্ঝর আছে। এই নির্ঝর-নিঃসৃত জল নানাদিক্ হইতে একত্র হইয়া বহুসংখ্যক নদীর আকারে তরাই জেলায় সর্ব্বত্র প্রবাহিত হইয়াছে। তরাইএর দক্ষিণপূর্ব্বকোণে প্রতি মাইলে ১২ ফিট্ ঢালু। উক্ত নদীগুলির তটদেশ সাধারণতঃ [illegible] এবং নদীগর্ভস্থ [illegible] জলময়। [illegible] ঐ নদীগুলি [illegible] গিয়াছে। [illegible]

[illegible] নদী বর্ষাকাল পরেই [illegible] যায়। [illegible] অতিশয় প্রবল। ফুশি নদী কাশীপুর [illegible] কিচহা ও ফুশিনদীর উৎপত্তি-স্থলের মধ্যে পড়, [illegible] এবং দবকা নদী ভিন্ন ভিন্ন দিকে চলিয়া গিয়াছে। [illegible] নদীই শেষে রামগঙ্গায় পতিত হইয়াছে।

হাতি, বাঘ, ভল্লুক, চিতাবাঘ, হায়েনা, [illegible] শূকর, বিবিধ প্রকার হরিণ প্রভৃতি বন্যজন্তু এই [illegible] পাওয়া যায়।

অতি প্রাচীন কালাবধি তরাই নেপালরাজ্যের পার্ব্ব[illegible] প্রদেশের অধীন ছিল। রোহিলাগণ পুনঃপুনঃ অধিবা[illegible] দিগকে অতিশয় প্রপীড়িত করিয়া তুলিয়াছিল। স[illegible] অকবরের রাজত্বকালে এই প্রদেশের আয় ৯ লক্ষ টা[illegible] এবং ইহা ৮৪ ক্রোশ বিস্তৃত ধরা হইত; এই জন্ম তরাই তখন নৌলক্কিয়া ও চৌরাশিমাল বলিত। ১৭৪৪ খৃঃ অ[illegible] ইহার কর ৪ লক্ষ এবং রোহিলাদিগের সময়ে ২ লক্ষ টাক[illegible] পরিণত হইয়াছিল। বরবাইক ও মেবাতিগণ চৌথ আ[illegible] করিতে আরম্ভ করায় এই স্থান দস্যু ও পলাতকদি[illegible] আশ্রয়স্থল হইয়া উঠিল। অন্তর্কলহে পার্ব্বত্য-রাজ্যের অব[illegible] হইলে কাশীপুরের শাসনকর্ত্তা সুযোগ দেখিয়া বিদ্রো[illegible] হইলেন এবং অবশেষে অযোধ্যার নবাবকে তরাই প্র[illegible] সমর্পণ করিলেন। ১৮০২ খৃঃ অব্দে যখন রোহিলখণ্ড ইংর[illegible] দিগের হস্তগত হয়। তখন নন্দরামের ভ্রাতুষ্পুত্র শিব[illegible] এই রাজ্যের ইজারাদার ছিলেন। তরাইএর আম্রকুঞ্জ, [illegible] প্রভৃতি দেখিলে প্রতীতি হয় যে, এই প্রদেশ একস[illegible] সমুন্নত ছিল। বৃটীশগবর্মেণ্টের অধীনে এই প্রদে[illegible] অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে। প্রথম প্রথম গবর্মেণ্ট [illegible] স্থানের প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদান করেন নাই। [illegible] খৃঃ অব্দ হইতে তরাই প্রদেশে বাঁধ ও জলসেচন-খা[illegible] সুন্দর বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। ১৮৬১ খৃঃ অব্দে [illegible] জেলার সৃষ্টি এবং ১৮৭০ খৃঃ অব্দে ইহা কুমায়ুন বিভা[illegible] অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় তরাই আশ্চর্য্য উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে।

থারু ও বুক্সাগণ এই প্রদেশে সর্ব্বদা বাস করে। [illegible] পর অধিবাসিগণ বিশেষ বিশেষ সময়ে তরাই [illegible] চলিয়া যায়। থারু ও বুক্সাগণ [illegible]

দুর্ভাগ্যবশে পতিত হইতে হয়। কিন্তু এই সংক্রামক রোগ ব্যাঘ্র ও ভল্লুকদিগের প্রাণ অনিষ্ট করিতে পারে না। ইহারা বলে যে অনবরত শূকর ও হরিণ মাংস ভক্ষণ হেতু তাহারা এই রোগের হস্ত হইতে উদ্ধার পায়। জ্বর ও অন্যরোগ হেতু অনেক লোক এই স্থানে প্রাণত্যাগ করে। আবাদের বাহুল্য নিমিত্ত তরাইএর অধিবাসীর সংখ্যা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, জৈন প্রভৃতি ধর্ম্মাবলম্বী লোক এই প্রদেশে বাস করে। ব্রাহ্মণ, রাজপুত, বণিয়া, গোসাঞি, কায়স্থ, চামার, কুরমি, কাহার, মালি, লোধ, গদারিয়া, লোহার, অহার, তন্তী, আহীর, নাই, বর্হাই, জাট ও ধোবীর সংখ্যাই অধিক।

এই জেলায় কাশীপুর ও যশপুর দুইটী প্রধান সহর। এই দুই স্থানেই লোকসংখ্যা অধিক।

তরাইএর জমী অতিশয় উর্ব্বরা; অল্প পরিশ্রমেই বহু ফসল জন্মে। এই স্থানের প্রধান শস্য ধান্য। যব, গম, বাজরা, ভুট্টা, কলাই, তিসি, সরিষা, ইক্ষু, তুলা, তামাক, তরমুজ, আদা, হরিদ্রা, মরিচ, পাট প্রভৃতি অল্প বিস্তর উৎপন্ন হয়। এই প্রদেশের ভূমি ও বায়ু আর্দ্র, সুতরাং অনাবৃষ্টি হেতু উৎপন্ন দ্রব্যের বিশেষ ক্ষতি হয় না। কিন্তু ১৮৬৮ খৃঃ অব্দে একবার দুর্ভিক্ষ হওয়ায় তরাই জেলার কোন কোন গ্রামবাসিদিগের অতিশয় কষ্ট হইয়াছিল।

রোহিলখণ্ডের জমীদারদিগের ও বঞ্জারাদিগের অনেক পশু তরাই প্রান্তরে বিচরণ করে।

শারদা নদী হইতে পূর্ব্ব ও পশ্চিম মুখে একটী রাস্তা আছে। এই রাস্তাটী পরগণার সকলদিকেই গিয়াছে। রাজপুর পরগণায় মধ্য দিয়া মুরাদাবাদ ও নৈনিতালের রাস্তা ২১ মাইল বিস্তৃত। বরেলি এবং নৈনিতালের রাস্তা ১৩ মাইল দীর্ঘ। মুরাদাবাদ এবং রাণীখেট রাস্তা রামনগর পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। রোহিলখণ্ড ও কুমায়ুন রেলরাস্তা তরাই জেলার মধ্যে বরেলি, নৈনিতাল রাস্তার সহিত সমান্তরাল ভাবে অবস্থিত।

তরাই জেলায় একজন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, তাঁহার সহকারী এবং রুদ্রপুরের তহশীলদার দেওয়ানী বিচার করেন। ইঁহাদের ফৌজদারী বিচার করিবারও ক্ষমতা আছে। কুমায়ুনের কমিসনরের নিকট ইঁহাদের বিচারের আপীল হইতে পারে। বাজপুর, গদারপুর এবং রুদ্রপুরে এক একজন দেশীয় বিশিষ্ট মাজিষ্ট্রেট থাকেন। এই জেলাটী কাশীপুর, বাজপুর, গদারপুর, রুদ্রপুর, কিলপুরি, নানকমাতা এবং বিলহরি এই কয়টী [illegible] বিভক্ত। কাশীপুর ও নানকমাতা ব্যতীত অন্য পরগণার তহশীলদার অধীনে থাকিয়া কার্য্য করে। কেবল কাশীপুর ও নানকমাতা পরগণা ... কাশীপুর ও নানকমাতা পরগণার দাখিল আছে। এই জেলায় পল্লীভূমি, গ্রামগুলাই অধিক। পূর্ব্বে মেবাতি, বঞ্জার ও আহীরগণ এই প্রদেশে অতিশয় লিপ্ত ছিল। তরাই জেলায় ৭টী পুলিশ ষ্টেশন ও অনেকগুলি বিদ্যালয় আছে। এখানের অনেক স্ত্রীলোক লিখিতে ও পড়িতে পারে।

তরাই, দার্জিলিং জেলার একটী উপবিভাগ। ক্ষেত্রফল ২৭১ বর্গমাইল। ইহার অধীনে ৭৩৭ খানি গ্রাম এবং তাহাতে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ প্রভৃতির বাস আছে। এই উপবিভাগের প্রধান সহর শিলিগুড়ি। এই স্থানটী হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত। শিলিগুড়িতে উত্তরবঙ্গ-ষ্টেট রেলওয়ে ও দার্জিলিঙ-হিমালয়-রেলওয়ে শেষ হইয়াছে। তরাই উপবিভাগে ৪৩টী চা-বাগান আছে।

তরাই প্রদেশ বৃটীশ-সাম্রাজ্যভুক্ত হইলে গবর্মেণ্ট এই প্রদেশের উত্তরাংশ দার্জিলিং ও দক্ষিণাংশ পূর্ণিয়া কালেক্টরীভুক্ত করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু দক্ষিণাঞ্চলবাসিগণ পূর্ণিয়ার কালেক্টরের অধীন হইতে একান্ত অসন্তোষ প্রকাশ করায় সমগ্র তরাই দার্জিলিঙের এলাকাধীন করা হইল। কিন্তু ইহার পূর্ব্বে পূর্ণিয়ার কালেক্টর তরাইএর নিম্নস্থানবাসী রাজবংশী ও মুসলমানদিগের সহিত তিন বৎসরের জন্য জমির কর নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে তরাই হইতে নিম্নলিখিত প্রকারে রাজস্ব আদায় হইত;—(১) মেচ ও ধিমালদিগের নিকট হইতে দা-কর। (২) নিম্ন তরাইএর বাঙ্গালী অধিবাসিগণের নিকট জমির কর। (৩) তরাইএর নিকটবর্ত্তী বঙ্গদেশের ভূ-ভাগ হইতে আগত গৃহপালিত পশুর বিচরণ জন্য পশুপালকদিগের নিকট শুল্ক। (৪) বনে উৎপন্ন দ্রব্যের আয়। (৫) আবকারি আয়। (৬) বাজার শুল্ক। (৭) অর্থদণ্ড। (৮) গ্রামবাসীদিগের উপর এক প্রকার কর। উক্ত প্রথম দুই প্রকার কর চৌধুরীগণ আদায় করিত। চৌধুরীগণ বাঙ্গালী কর্ম্মচারী এবং সকলেই জোতদার। ইঁহাদের ফৌজদারী ও দেওয়ানী বিচারের ক্ষমতা ছিল। এই চৌধুরীগণ নিজ অধিকার মধ্যে নির্দ্ধারিত বেতন ও দস্তুরি পাইত। ইংরাজ-রাজ্যভুক্ত হইবার-কালে এইরূপ আটজন চৌধুরী ছিল।

তরাই প্রদেশে ৫৪৪টী জোত ছিল এবং প্রায় ১৯৪০২ টাকা রাজস্ব আদায় হইত। প্রতি বর্ষের শেষে জোতদারগণ চৌধুরীদিগের নিকট হইতে তাহাদের জোতের অধিকার-স্বত্ব গ্রহণ করিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জোতদারদিগের একরূপ পুরুষানুক্রমিক স্বত্ব ছিল।

বৃটিশ গবর্মেণ্টের প্রথম শাসন-সময়ে চৌধুরীগণ দেওয়ানী ও ফৌজদারী ক্ষমতা হারাইলেন এবং তাঁহারা যত টাকা রাজস্ব আদায় করিবেন, তাহার শতকরা ১০৲ টাকা মজুরি পাইবেন, বোর্ড অব রেভিনিউ এইরূপ আদেশ দিলেন। জোতদারগণ তিন বৎসরের অধিকার-স্বত্ব পাইলেন এবং উক্ত সময়ের পর পুনরায় পাট্টা দেওয়া হইবে, এ নিয়মও পরোক্ষভাবে স্বিরীকৃত হইল। তরাইবাসিগণ অনাবাদী জঙ্গল-মহালে পাঁচ বৎসরের জন্য পাল-পাট্টা (নিষ্কর অধিকার) পাইল।

১৮৫০ খৃঃ অব্দে তরাইএর আবাদী অংশ ১০ বর্ষের জন্য পুনরায় বন্দোবস্ত করা হইল। এই বন্দোবস্ত কেবলমাত্র জোতদারদিগের সহিত করা হইয়াছিল। ইংরাজ গবর্মেণ্ট ৫৯৫টী জোতের উপর ৩০৭৩০৲ টাকা কর স্থির করিলেন। কর নির্দ্ধারিত হইবারকালে গবর্মেণ্ট জমীর জরিপ না করিয়া মোটামুটি হিসাবে কর আদায়ের আদেশ দিলেন। তখনও চৌধুরিগণ কতক রাজস্ব আদায় করিত। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তখনও জঙ্গল মহালের জন্য পালপাট্টা দিতেন। ১৮৬১ খৃঃ অব্দে গবর্মেণ্টের আদেশে এই নিয়ম ও ১৮৬৪ অব্দে চৌধুরী দ্বারা কর আদায়ের নিয়ম রহিত হইয়া গিয়াছে।

১৮৬৩ খৃঃ অব্দে ৮৬০টী জোতের মিয়াদ ফুরাইল। গবর্মেণ্ট জরিপ করিয়া সেগুলি পুনরায় বন্দোবস্ত করিতে ইচ্ছা করিলেন। ১৮৬৭ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত এ গুলির সরাসরি বন্দোবস্ত করা হইল। পরে জরিপ করিয়া ৭৩৯টী জোতের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। গবর্মেণ্ট জমি অনুসারে /০ আনা হইতে ৸০ আনা পর্য্যন্ত প্রতি বিঘায় আদায় করিতে আদেশ করিলেন।

১৮৬৭ খৃঃ অব্দের বন্দোবস্ত কালে তরাইএর সকল জোতের অধিকারকাল ফুরায় নাই। যখন ইহাদের সময় ফুরাইতে লাগিল, তখন নূতন নিয়মে ইহাদের সহিত বন্দোবস্ত করা হইল। কেবলমাত্র ১৮৮২ খৃঃ অব্দে ৭৬২৫ বিঘা জমী পুরাতন নিয়মে বন্দোবস্ত করা হইল।

পাল-পাট্টা অনুসারে ইজারাদারের ৬০০ বিঘা জমী আবাদ করিবার অধিকার ছিল। জরিপ কালে ইজারাদারদিগকে তাহাদের অধিকৃত জমী দেখাইয়া দিতে বলা হইল এবং জরিপান্তে ৬০০ বিঘার অধিক দেখা গেল। ৬০০ বিঘার অবশিষ্ট জমীকে গবর্মেণ্ট অতিরিক্ত বলিয়া লিখিয়া রাখিলেন। এই সময় ৪২৬৮৪ বিঘা ভূমি বন-বিভাগের জন্য রাখা হইয়াছিল।

তারণ (দেশজ) পারকরণ, উদ্ধার করণ, বাঁচান।

তরান্ধু (পুং) তরায় তরণায় অন্ধুরিব, অতিগভীরত্বাৎ। নৌকাবিশেষ, ভড়। পর্য্যায়—হোড়, বহন, বার্ব্বট, বহিত্র। (ত্রিকাণ্ড)

তরায়োন, বুন্দেলখণ্ডের একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। কালীগঞ্জ চৌবে নামে খ্যাত। এই রাজ্যটী মধ্যভারতের এজেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীন। ভূ-পরিমাণ ১২ বর্গ মাইল। রাজস্ব ২০০৮০৲ টাকা। ১৮১৭ খৃঃ অব্দে কালিঞ্জরের রামকৃষ্ণ চৌবের রাজ্য ৫ ভাগে বিভক্ত হয়, তন্মধ্যে তরায়োন একটী। জায়গীরদার অর্থাৎ তরায়োনের রাজার ২৫০ জন পদাতিক সৈন্য আছে। এখানকার রাজগণ ব্রাহ্মণবংশীয় ও চৌবে উপাধিধারী। রাজধানীর নাম তরায়োনখাস।

তরালু (পুং) তরায় তরণায় অলতি পর্য্যাপ্নোতি-অল উণ্। নৌকাবিশেষ। (হারাবলী)

তরাবগঞ্জ, অযোধ্যার অন্তর্গত গোণ্ডা জেলার একটী তহসীল। ইহার উত্তরদিকে গোণ্ডা ও উত্রৌলি তহসীল, পূর্ব্বদিকে বস্তি জেলা ও দক্ষিণপূর্ব্বকোণে ঘর্ঘরা নদী। ভূমির পরিমাণ ৬৫৭ বর্গমাইল; ইহার ৩৭০১ বর্গমাইল ভূমি আবাদ হয়। এখানে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতির বাস আছে; হিন্দুর সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। নবাবগঞ্জ, দিগসর, মহাদেও, গুআরিং এই চারিটী পরগণা তরাবগঞ্জ তহসীলের অন্তর্গত। বার্ষিক আয় ৪০,৫৪১০৲ টাকা। ১৮৮৫ খৃঃ অব্দে এই তহসীলে একটী দেওয়ানি, ২টী ফৌজদারী আদালত, ৪টী থানা, ৯০ জন পুলিসের কর্ম্মচারী এবং ৮৪১ জন চৌকিদার ছিল।

তরাহ্‌বান, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে বান্দা জেলার একটী প্রাচীন সহর। বান্দা নগরের ৪২ মাইল পূর্ব্বে পয়োষ্ণী নদীর নিকট অবস্থিত। এই সহরটী ক্রমেই ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে। এখানে একটী জমকাল দুর্গ আছে, কিন্তু দুর্গটী এখন ধ্বংসপ্রায়। কথিত আছে, প্রায় ২৭০ বর্ষ পূর্ব্বে পন্নার রাজা বসন্তরায় এই দুর্গটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই দুর্গে এক মাইল দীর্ঘ একটী সুড়ঙ্গ ছিল। এই সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়া যাতায়াত করা যাইত। এখন এই পথটী প্রায় সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা হইয়াছে। ৬টী হিন্দুমন্দির ও ৫টী মসজিদ্ সহরে বিদ্যমান রহিয়াছে। রাজা বসন্তরায়ের পর রহিমখাঁ নবাব উপাধি ও তরাহয়ান রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া এখানে মুসলমান উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। পেশবা রঘুভাইএর পুত্র অমৃতরাও এখানে বাস করিতেন। ১৮০৩ খৃঃ অব্দে বৃটীশ গবর্মেণ্ট তাঁহাকে ও তাঁহার পুত্রকে বার্ষিক ৭০০০০০৲ টাকা বৃত্তি দিতে প্রতিশ্রুত হইলে তিনি তরাহ্‌বানে বাস করিতে থাকেন। এই স্থানে তিনি একটী ক্ষুদ্র জায়গীরও পাইয়াছিলেন।

অমৃতরাওয়ের পুত্র বিনায়করায়ের মৃত্যু হইলে বৃটীশ গবর্মেণ্ট বৃত্তি বন্ধ করিয়া দিলেন। ইহাতে তাঁহার দত্তক পুত্রদ্বয় নারায়ণরাও এবং মধুরাও বিদ্রোহী সিপাহিদিগের সহিত মিলিত হইলেন। নারায়ণরাও ১৮৬০ খৃঃ অব্দে বন্দী অবস্থায় হাজারিবাগে প্রাণত্যাগ করেন; মধুরাওকে ক্ষমা করিয়া বৃটীশ গবর্মেণ্ট ৩০০০৲ টাকা বৃত্তি বরাদ্দ করিয়া দিলেন।

তরাহ্‌বানে একটী বিদ্যালয় ও একটী বাজার আছে। এই সহরের পথঘাট প্রভৃতি পরিষ্কার করিবার জন্য এবং পুলিসের ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ এক প্রকার গৃহকর আদায় করা হইয়া থাকে।

তরাস্‌ (দেশজ) ত্রাস, অকস্মাৎ ভয়।

তরি (স্ত্রী) তরত্যনয়া তৃ-ই (অচ্‌ ইঃ। উণ্‌ ৪।১৩৮) ১ নৌকা। ২ বস্ত্রাদিপেটক। ৩ বস্ত্রের দশা, দশী। (হেম)

তরিক (পুং) তরায় তরণায় হিতঃ তৃ-ঠন্‌। ১ প্লব, ভেলা। তরে তরণার্থং দেয়শুল্কগ্রহণে অধিকৃত ইতি ঠন্‌। ৩ পার-গমনের শুল্কগ্রহণকারী।

"তরিকঃ স্থলজং শুল্কং গৃহ্লন্‌ দাপ্যঃ পণান্‌ দশ॥"
(যাজ্ঞবল্ক্য ২।২৬৩)

'তীর্থাত্যনেন তরোনাবাদিস্তজ্জন্তং শুল্কং তদ্‌গ্রহণে অধি-কৃতস্তরিকঃ।' (মিতাক্ষরা)

তরিকা (স্ত্রী) তরিক-টাপ্‌। নৌকা। (শব্দর°)

তরিকিন্‌ (পুং) তরিক-ইনি। নাবিক, খেয়ার মাঝী, পাটনী।

তরিণী (স্ত্রী) তরস্তরণং কৃত্যত্বেনাস্ত্যস্যাঃ ইতি ইনি ঙীপ্‌চ। নৌকা। (হেম)

তরিত (ত্রি) উত্তীর্ণ, পারগত।

তরিতা (স্ত্রী) তরস্তরণং কৃত্যত্বেনাস্ত্যস্যাঃ তারকাদিত্বাৎ ইতচ্‌-টাপ্‌। ১ তর্জ্জনী। ২ গৃঞ্জন, গাঁজা।

"সাম্বদা কালকূটঞ্চ তাম্রকূটঞ্চ ধুস্তুরং।
অহিফেনং খর্জ্জুরসস্তাড়িকা তরিতা তথা॥" (কুলার্ণবতন্ত্র)

তরিত্র (ক্লী) তরত্যনেন তৃ-ইত্রন্‌। তরণসাধন নৌকাদি।

তরিয়া, দিনাজপুর জেলায় বড়গাঁও পরগণার মধ্যে একটী খ্যাত গ্রাম।

তরিরথ (পুং) তরেঃ রথইব পরিচালনাৎ। অরিত্র, দাঁড়।

তরিবৎ (পারসী) ১ শিক্ষা, উপদেশ। ২ প্রতিপালন।

তরী (স্ত্রী) তরত্যনয়া তৃ-ঈ (অবিতৃস্তৃ-তন্ত্রিভ্য ঈঃ। উণ্‌ ৩।১৫৮) ১ নৌকা। ২ গদা। ৩ বস্ত্রপেটক। ৪ ধূম। ৫ দ্রোণী, জল-সেচনী। ৬ বস্ত্রের দশা। (মেদিনী)

তরীক্‌ (আরবী) ১ পথ। ২ ভাব। ৩ অবস্থা। ৪ নিয়ম।

তরীয়স্‌ (ত্রি) অতিশয়েন তরীতা ঈয়সুন্‌-তৃণোলোপঃ। অতি-শয় তারক। "সনতস্তরীযান্‌" (ঋক্‌ ৫।৪১।১২) 'তরীয়ান্‌ তরিতব্যঃ।' (সায়ণ)

তরীষ (পুং) তৃ ঈষণ্‌ (কৃতৃভ্যামীষণ্‌। উণ্‌ ৩।১৫৮)। ১ শুক্ল-গোময়। ২ নৌকা। ৩ শোভনাকার ভেলা। ৪ ব্যবসায়। ৫ সমুদ্র। ৬ সমর্থ। ৭ স্বর্গ।

তরীষন্‌ (পুং) তৃ ছন্দসি ঈষন্‌ নকারন্ত নেষ্যং। তরণ। "বিশ্বাআশাস্তরীষণি।" (ঋক্‌ ৫।১০।৬) 'তরীষণি তরণে।' (সায়ণ)

তরীষী (স্ত্রী) তরীষ সংজ্ঞায়াং ঙীষ্‌। ইন্দ্রকন্যা। (মেদিনী)

তরু (পুং) তরতি সমুদ্রাদিকমনেনেতি তৃ-উ (ভৃমৃশীতৃচরীতি। উণ্‌ ১।৭) ১ বৃক্ষ। (ত্রি) ২ তারক। "ভূর্ভুবঃ স্ব তরুস্তারঃ" (বিষ্ণুস°) 'ভূর্ভুবঃ স্বস্তরুঃ লোকত্রয়তারকঃ।' (ভাষ্য) ৩ তরুবিকার। "সংজর্ভুরাণস্তরুভিঃ।" (ঋক্‌ ৫।৪৪।৫) 'তরুভিস্তরুবিকারৈঃ।' (সায়ণ)

তরুই (দেশজ) ফলবিশেষ, একপ্রকার ঝিঙ্গা।

তরুকুণি (পুং) তরৌ বৃক্ষে কুণয়তি কুণ-ইন্‌। পক্ষীবিশেষ। বাগ্‌গুদপক্ষী। (ত্রিকাণ্ড)।

তরুক্ষ (ত্রি) তৃ-বাহুলকাৎ উক্ষন্‌। ১ গো-অশ্বাদির তারক। ২ গো-অশ্বাদির পালনে নিযুক্ত।

"বিপ্রস্তরুক্ষ আদদে" (ঋক্‌ ৮।৪৬।৩২) 'তরুক্ষে গবাশ্বা-দীনাং তারকে গবাস্তধিকৃতে বা' (সায়ণ)

তরুখণ্ড (পুং) তরূণাং সমূহঃ (ভিক্ষাদিভ্যোহণ্‌। পা ৪।২।৩৮ ইতি সূত্রস্থ কাশিকায়াং বৃক্ষাদিভ্যঃ খণ্ডঃ)। বৃক্ষসমূহ।

তরুজ (ত্রি) তরু-জন-ড। বৃক্ষজ, বৃক্ষোৎপন্ন।

তরুণ (ক্লী) তৃ-উনন্‌ (ত্রো রশ্চ লো বা। উণ্‌ ৩।৫৪) ১ কুব্জ-পুষ্প, সেঁওতিফুল। (পুং) ২ স্থূলজীরক। ৩ এরণ্ডবৃক্ষ। (ত্রি) ৪ যাহার যৌবনকাল উপস্থিত হইয়াছে, যুবা। ৫ নব, নূতন, নবীন, অভিনব।

"তরুণং সর্ষপশাকং নবৌদনং পিচ্ছিলানি দধীনি।" (ছন্দো)

তরুণক (পুঃ) তরুণ-কন্‌। ১ তরুণ। ১ তরুণদধি।

তরুজীবন (ক্লী) তরোর্জীবনং ৬তৎ। বৃক্ষমূল, গাছের শিকড়।

তরুণজ্বর (পুং) তরুণশ্চাসৌ জ্বরশ্চেতি কর্ম্মধা। নবজ্বর, ৭ দিন পর্য্যন্ত জ্বরকে তরুণজ্বর বলা যায়।

"আসপ্তরাত্রং তরুণং জ্বরমাহুর্ম্মনীষিণঃ।" (চক্রদত্ত) [জ্বর দেখ।]

তরুণদধি (ক্লী) তরুণং তরুণলক্ষণোক্তং দধিঃ কর্ম্মধা। পঞ্চদিনা-তীত দধি, পাঁচদিনের দই, এই দধিভক্ষণ বিশেষ অহিতকর।

"দধি পঞ্চদিনাতীতং তরুণং দধি উচ্যতে।" (বৈদ্যক)

দধি পাঁচদিন অতীত হইলে তাহাকে তরুণদধি বলা যায়।

"শুষ্কং মাংসং স্ত্রিয়োবৃদ্ধোবালার্কস্তরুণং দধিঃ।
প্রভাতে মৈথুনং নিদ্রা সদ্যোপ্রাণহরাণি ষট্‌॥" (চাণক্য)

তরুণপ্রভসূরি, ইনি চন্দ্রকুলোদ্ভূত জিনকুশলের শিষ্য। জিনকুশলের নিকট হইতেই দীক্ষা ও আচার্য্যপদ পাইয়াছিলেন। জিনপদ্ম ও জিনলব্ধি ইঁহার নিকট সূরিমন্ত্র প্রাপ্ত হন।

তরুণপ্রভসূরি ১৪১১ সম্বতে শ্রাবকপ্রতিক্রমণসূত্রবিবরণ নামক পুস্তক রচনা করেন।

তরুণী (স্ত্রী) তরুণঃ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ। ১ যুবতী স্ত্রী। ১৬ বৎসর হইতে ৩২ বৎসর পর্য্যন্ত স্ত্রীকে তরুণী কহা যায়।

"ততস্তু তরুণী জ্ঞেয়া দ্বাত্রিংশদ্বৎসরাবধি॥" (ভাবপ্র°)

"তরুণীস্ত্রীতে উপগত হইলে শক্তি হ্রাস হয়। ইহার পর্য্যায়—যুবতী, তলুনী, যুবতি, যুনী, দিক্করী, ধনিকা, ধনীকা। ২ ঘৃতকুমারী। ৩ দন্তীবৃক্ষ। ৪ চোঁড়া নামক গন্ধদ্রব্য। ৫ পুষ্পবিশেষ, সেঁওতী, পর্য্যায়—সেবতী, সহা, কুমারী, গন্ধাঢ্যা, চারুকেশরা, ভৃঙ্গেষ্টা, রামতরণী, সুদলা, বহুপত্রিকা, ভৃঙ্গবল্লভা। ইহার গুণ শিশির, স্নিগ্ধ, পিত্ত, দাহ,জ্বর, মুখপাক, তৃষ্ণা ও বিচর্দ্দিনাশক এবং মধুর। (রাজনি°)

এক সহস্র অশোক পুষ্প দিয়া পূজা করিলে যে ফল হয়, ইহার একটী পুষ্প দিলে সেই ফললাভ হয়।

"চম্পকাৎ পুষ্পশতাদশোকং পুষ্পমুত্তমং।
অশোকাৎ পুষ্পসাহস্রাৎ সেবতী পুষ্পমুত্তমং॥" (নারসিংহপু°)

তরুণীকটাক্ষমাল (পুং) তরুণীনাং কটাক্ষাণাং মালা যত্র বহুব্রী। তিলকপুষ্পবৃক্ষ। (রাজনি°)

তরুতল (ক্লী) তরুণাং তলং ৬তৎ। ১ বৃক্ষমূল, গাছের তলা, বৃক্ষমূলের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তীস্থান, মধ্যাহ্নকালে মূলের চতুর্দ্দিকে যতদূর ছায়া পড়ে। ২ তরুস্বরূপ।

তরুণপীতিকা (স্ত্রী) মনঃশিলা।

তরুণাভাস (পুং) একপ্রকার পাথা।

তরুণাস্থি (ক্লী) কোমলাস্থিবিশেষ।

তরুতুলিকা (স্ত্রী) তরুস্থিতা তুলিকা চিত্রশলাকাইব বা তরৌ বৃক্ষে তোলয়তি দোলয়তি বা তুল-ণ্বুল টাপি অত ইত্বং পৃষো° সাধুঃ। বাতুলি, বাদুড়পক্ষী। এই পক্ষী বৃক্ষশাখায় তুলাদণ্ডের ন্যায় ঝুলিয়া থাকে। কোন কোন স্থলে তরুদূলিকা পাঠ দেখা যায়।

তরুতূলিকা [তরুতুলিকা দেখ।]

তরুতৃ (ত্রি) তৃ-তৃচ্ (প্রসিতস্কভিতস্তভিতোত্তভিতোত্তভিতোৎকৃত্যেতাস্তম্ভয়স্তরুতৃতরূতৃত্তক্ষবরূত্রিতি। পা ৭।২।৩৪) ইতি সূত্রেণ নিপাতনাৎ সিদ্ধং। তারক। "অস্তুতকৃতা বিপ্রেভিঃ" (ঋক্ ১।২৭।৯) 'তরুতা তারয়িতা (সায়ণ)

তরুত্র (ত্রি) তৃ-বাহু° উত্র। তারক।
"তরুত্রো অভ্যস্তিরুষ্টুঃ", (ঋক্ ৪।২৯।২) 'তরুত্রস্তারকাঃ'(সায়ণ)

তরুদূলিকা [তরুতুলিকা দেখ।]

তরুনখ (পুং) তরোর্নখইব। কণ্টক, কাঁটা। (হারাবলী)

তরুপঙ্‌ক্তি (স্ত্রী) তরুণাং পঙ্‌ক্তিঃ ৬তৎ। বৃক্ষশ্রেণী।

তরুভুক্ (পুং) তরুং ভুঙ্‌ক্তে ভুজ-ক্বিপ্। বন্দাক, পরগাছা। (রাজনি°) বৃক্ষে ইহা জন্মিলে শীঘ্রই বৃক্ষ নষ্ট হইয়া যায়।

তরুমূল (ক্লী) তরুণাং মূলং ৬তৎ। বৃক্ষমূল, গাছতলা।

তরুমৃগ (পুং স্ত্রী) তরৌ তিষ্ঠন্ মৃগইব মধ্যলো°। শাখামৃগ, বানর। (শব্দচ°) স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্।

তরুরাগ (ক্লী) তরুণাং রাগো রক্তিমাভা যস্মাৎ বহুব্রী। কিশলয়, নূতন পল্লব।

তরুরাজ (পুং) তরুণাং রাজা ৬তৎ অত্যুচ্চত্বাৎ সমাসে টচ্। ১ তালবৃক্ষ। (রাজনি°) ২ পারিজাতপুষ্প বৃক্ষ, এই বৃক্ষ নরলোকে পূজিত দেবলোকের ভোগ্য, এইজন্য ইহা তরুরাজ।

"যদেতদা হৃতং স্বর্গাৎ তৎ ত্বদর্থং ময়া বিভো।
দেবোপভোগ্যমেতদ্ধি তরুরাজসমুদ্ভবং।" (হরিব° ১২৪।৫৫)

(ত্রি) তরুশ্রেষ্ঠ মাত্র।

তরুরুহা (স্ত্রী) তরৌ রোহতি রুহ ক টাপ্। ১ বন্দাক, পরগাছা। (রাজনি°) (ত্রি) ২ বৃক্ষারোহিমাত্র।

তরুবা, মধ্যপ্রদেশে চাঁদাজেলার একটী হ্রদ। সেগাঁওয়ের ১৪ মাইল পূর্ব্বে চিমুর পাহাড় হইতে এই হ্রদ উদ্ভূত হইয়াছে। হ্রদটী অতিশয় গভীর।

অনেক পুত্রাভিলাষিণী স্ত্রীলোক এই হ্রদের নিকট আসিয়া অর্চ্চনাদি করিয়া থাকে। পীড়িত লোকগণও স্বাস্থ্যলাভের জন্য এই স্থানে আগমন করে।

মধ্যপ্রদেশীয়লোকের বিশ্বাস দেবতাদিগের ইচ্ছায় এই হ্রদ উৎপন্ন হইয়াছে।

এই হ্রদের একদিকে একটী কৃত্রিম বাঁধ আছে।—

প্রবাদ, বহুবর্ষ অতীত হইল, গোলীরা বর লইয়া মহাসমারোহে চিমুর পাহাড়ের মধ্য দিয়া যাইতেছিল। এই পথ দিয়া যাইবারকালে বরযাত্রীর কতিপয় ব্যক্তি অতীব তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু তাহারা কোন স্থানে জল পাইল না। হঠাৎ জনৈক অশীতিপর বৃদ্ধ তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল। তাহারা এই বৃদ্ধের নিকট তাহাদের জলকষ্টের বিবরণ বলিলে বৃদ্ধ উত্তর করিলেন, যে বর ও নবোঢ়া বধূ একত্র মৃত্তিকা খনন করিলে একটী ঝরণার উৎপত্তি হইবে এবং সেই ঝরণার জলে তাহারা পিপাসা নিবৃত্ত করিতে পারিবে। বৃদ্ধের উপদেশানুসারে বর ও বধূ মৃত্তিকা খনন করিবামাত্র একটী উৎস উদ্ভূত হইয়া হ্রদে পরিণত হইল। এই হ্রদের তটে একটী তালবৃক্ষ জন্মিল। এই গাছটী প্রত্যহ দিনের বেলা বাড়িত, কিন্তু সন্ধ্যাকালে

মাটীর নীচে বসিয়া যাইত। এক দিন প্রত্যূষে জনৈক যাত্রী উক্ত বৃক্ষের উপরিভাগে বসিয়াছিল। সে হঠাৎ বৃক্ষের সহিত আকাশে উঠিল এবং তথায় সূর্য্যকিরণে দগ্ধ এবং বৃক্ষটীও তৎক্ষণাৎ ধূলিকণায় পরিণত হইল। বৃক্ষের পরিবর্ত্তে তথায় হ্রদের অধিষ্ঠাতৃদেবী তারোবা দেবীর প্রতি-মূর্ত্তি দেখা গেল। এরূপও প্রবাদ আছে, পূর্ব্বে যাত্রিগণ কার্য্যান্তে হ্রদে নৌকা রাখিয়া যাইত। কালক্রমে একজন অসৎ লোক নৌকাগুলি প্রত্যর্পণ না করিয়া তাহার সঙ্গে লইয়া চলিল। কিন্তু নৌকাগুলি তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হইল। সেই অবধি জলমধ্য হইতে আর নৌকা উঠে নাই।

এই হ্রদের মধ্যে ঢাকের ন্যায় শব্দ শুনা যায়। স্থানীয় বৃদ্ধেরা বলে যে ভাঁটার সময় এই হ্রদের মধ্যে স্বর্ণচূড়শোভিত একটী মন্দির দেখা যায়।

তরুরোহিণী (স্ত্রী) তরুষু রোহতি রুহ-ণিনি-ঙীপ্। বন্দাক, পরগাছা। (রাজনি°)।

তরুলতা (দেশজ) একপ্রকার সুন্দর লতাবিশেষ। (Ipomœa Quamosa)

তরুবল্লী (স্ত্রী) তরুষু বল্লীব। মালবদেশে প্রসিদ্ধ জতুকালতা। (রাজনি°)

তরুবিটপ (পুং) তরূণাং বিটপঃ ৬তৎ। বৃক্ষশাখা, গাছের ডাল।

তরুবিলাসিনী (স্ত্রী) তরোর্বিলাসিনীব। নবমল্লিকা।

তরুশ (ত্রি) তরুঃ অস্ত্যত্র তরু-শ। (লোমাদিপামাদিপিচ্ছা-দিভ্য শনেলচঃ। পা ৫।২।১০০।) তরুযুক্ত।

তরুশায়িন্ (ত্রি) তরৌ তরুকোটরে শাখায়াং বা শেতে শী-ণিনি। ১ পক্ষী। (হারাবলী) স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

তরুষ্ (স্ত্রী) তরুষ্যতি হিনস্ত্যত্র তরুষ আধারে ক্বিপ্। যুদ্ধ। "তনূরুচা তরুষি রুবৈতে" (ঋক্ ৬।২৫।৪) 'তরুষি যুদ্ধে।' (সায়ণ)

তরুষ (ত্রি) তৃ-উষন। তারক। "অর্ব্বঃ পরস্তাৎ তরস্ত তরুষঃ" (ঋক্ ৬।১৫।৩) 'তরুষস্তরীতা' (সায়ণ)

তরুষণ্ড (পুং) বৃক্ষশ্রেণী।

তরুস্ (ত্রি) তৃ-উসি। তারক। "কৃত্বানগ্নশ্চ তরুষঃ (ঋক্ ৬।২।৩) "তরুষস্তারকঃ।' (সায়ণ)

তরুসার (পুং) তরোঃ সারঃ ৬তৎ। ১ কর্পূর। (হারাবলী) ২ বৃক্ষসার মাত্র।

তরুস্থ (ত্রি) তরৌ তিষ্ঠতি তরু-স্থা-ক। বৃক্ষস্থিত।

তরুস্থা (স্ত্রী) তরুস্থ-টাপ্। বন্দাক, পরগাছা।

তরূট (পুং) তরোঃ উট ইব। উৎপলকন্দ, পদ্মমূল, পদ্মের গেঁড়ো, ইহার গুণ গুরু, বিষ্টম্ভি, শীতল। (রাজব°)

তরূপক [তরুপক দেখ।]

তরূষস্ (ত্রি) তৃ-উষস্। ১ তরণকুশল। ২ আপদুদ্ধারক। "ত্বং ন ইন্দ্ররায়া তরূষসোগ্রং" (ঋক্ ১।১২৯।১০) 'তরূষসা তরণকুশলেন অস্মান্ আপদ্ভ্যঃ উত্তরীতুং শক্তেন।' (সায়ণ)

তরে (দেশজ) জন্য, নিমিত্ত।

"তুমি মর যার তরে, সে তোমায় চায়না।"

তরোতাজা (পারসী) সতেজ, (বৃক্ষাদির) সবুজবর্ণ যুক্ত।

তরোলি, মথুরা জেলার অন্তর্গত ছাতা তহসীলের একটী পল্লিগ্রাম। অক্ষা° ২৭° ৪০´ ৪৬´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৭°৩৭´ ৪৫´´ পূঃ। কৃষিকার্য্যের জন্যই এই পল্লিটী উল্লেখযোগ্য। এই স্থানের রাধাগোবিন্দদেবের মন্দির বিশেষ খ্যাত। প্রতি বৎসর কার্ত্তিক মাসের ত্রয়োদশী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত উক্ত মন্দিরের নিকট একটী মেলা হইয়া থাকে। তরোলিতে হাট ও বাজার আছে।

তরৌচ, সিমলাপাহাড়ের অন্তর্গত ও পঞ্জাব্ গবর্মেণ্টের অধীন একটী দেশীয় রাজ্য। অক্ষা° ৩০° ৫৫´ ও ৩১° ৩´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ৩৭´ ও ৭৭° ৫১´ পূঃ। এই রাজ্যের ক্ষেত্রফল ৬৭ বর্গমাইল। কতিপয় মুসলমান ব্যতীত এই প্রদেশের সকল অধিবাসীই হিন্দু। তরৌচ পূর্ব্বে সরমোর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইংরাজদিগের হস্তগত হইবার কালে ঠাকুর করমসিংহ তরৌ-চের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। কিন্তু বার্দ্ধক্যপ্রযুক্ত তিনি কোন কার্য্যই করিতেন পারিতেন না। তাঁহার ভ্রাতা ঝোবু সমগ্র রাজকার্য্য সম্পন্ন করিতেন। ১৮১৯ খৃঃ অব্দে করমসিংহের মৃত্যুর পর ঝোবু এই মর্ম্মে এক সনন্দ পাইলেন যে, তাঁহার ও উত্তরাধিকারীগণের হস্তে তরৌচ রাজ্যের শাসনভার অর্পিত হইল। ১৮৮৫ খৃঃ অব্দে ঠাকুর কেদারসিংহ তরৌচের রাজা ছিলেন। তিনি অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন বলিয়া সদস্যগণ কর্ত্তৃক রাজকার্য্য নির্ব্বাহিত হইত।

এই রাজ্যের আয় প্রায় ৬০০০৲ টাকা। রাজার অধীনে ৮০ জন সৈন্য থাকে।

তর্ক (পুং) তর্ক ভাবে অচ্। ১ আকাঙ্ক্ষা। ২ ব্যভিচারাশঙ্কা-নিবর্ত্তক উহভেদ, অর্থাৎ অবিজ্ঞাত অর্থবিষয়ে সযুক্তিক কারণদ্বারা তর্কবিশেষ, শাস্ত্রের অবিরোধী যে তর্ক সন্দিগ্ধ পূর্ব্ব-পক্ষের নিরাশ করিয়া উত্তরপক্ষে ব্যবস্থাপনপূর্ব্বক শাস্ত্রার্থের নিশ্চয়তা অবধারণ করার নাম তর্ক।

৩ ব্যাপ্যের আরোপ হেতু ব্যাপকের প্রসঞ্জন। ৪ আগমের অবিরোধী ন্যায়। ৫ আগমার্থ পরীক্ষা। ৬ মীমাংসারূপ বিচার। ৭ মানস জ্ঞানভেদ। ৮ নিজের বুদ্ধি অনুসারে তর্ক (বিচার) মাত্র।

"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবাঃ ন তাংস্তর্কেন যোজয়েৎ।
না প্রতিষ্ঠিততর্কেন গম্ভীরার্থস্য নিশ্চয়ঃ ॥" (বেদান্তপ্র°)

যে সকল ভাব অচিন্তনীয়, কিছুতেই যাহা চিন্তার বিষয় হইতে পারে না, সেই সকল বিষয় তর্ক দ্বারা কখন স্থির করিবে না, অপ্রতিষ্ঠিত তর্কদ্বারা কখনই গম্ভীরার্থের নিশ্চয় হইতে পারে না।

এইরূপ তর্ক করিলে অপ্রতিষ্ঠা দোষ জন্মে। তর্কে অপ্রতিষ্ঠা দোষ জন্মিলে তাহা নিরাকৃত হয়; সে তর্ক গ্রহণীয় নহে। তর্ক না করিয়া শাস্ত্রমীমাংসা করিবে না এইরূপ বিধি আছে; কিন্তু সে এরূপ কুতর্ক নহে, ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতি ঐকমত্য করিয়া তর্ক করিবে। ঐরূপ তর্ক করিলেই যথার্থ জ্ঞান জন্মে। এইজন্য বেদান্তদর্শনে তর্কের বিষয় এই প্রকার লিখিত হইয়াছে—

"তর্কা প্রতিষ্ঠানাদিত্যাদি।" (বেদান্তসূত্র)

যে বস্তু শাস্ত্রগম্য, তর্কমাত্র অবলম্বন করিয়া সে বস্তুর বিরুদ্ধে উত্থম করিতে নাই। কারণ পুরুষ শাস্ত্রাবলম্বন ব্যতীত বুদ্ধিমাত্রের সাহায্যে যে সকল তর্কের উদ্ভাবন করেন, সেই সকল তর্কের প্রতিষ্ঠা হইবার সম্ভাবনা নাই, কেন না কল্পনার কোন অঙ্কুশ (নিয়ামক) নাই। যে যে পরিমাণ বুঝে, সে সেই পরিমাণই কল্পনা করে। অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, এক পণ্ডিত অতি যত্নে এক তর্ক উদ্ভাবিত করেন, অন্য পণ্ডিত তৎক্ষণাৎ তাহার মিথ্যাত্ব (ভুল) দেখান। আবার তদপেক্ষা অধিক পণ্ডিত সে তর্ককেও মিথ্যা কহেন। মানববুদ্ধি বিচিত্র, সেই কারণে প্রতিষ্ঠিত তর্ক অসম্ভব। যেহেতু মানববুদ্ধি অনবস্থিত, একপ্রকার নহে, সেই হেতু তৎপ্রভব তর্কও অনবস্থিত অর্থাৎ একরূপ নহে। এইজন্য তর্ক অপ্রতিষ্ঠাদোষ দূষিত অর্থাৎ স্থিরতর তর্ক হয় না। এই কারণে তর্ক অবিশ্বাস্য। তর্কের প্রতি বিশ্বাস করিয়া শাস্ত্রার্থ নির্ণয় করা অন্যায্য। মনে কর খ্যাতনামা কপিলদেব সর্ব্বজ্ঞ, এই কারণ তাঁহার তর্ক প্রতিষ্ঠিত, এরূপ বলিলে বলিব, তাহাও অপ্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ ঐ কথাটীও তর্কে অন্যরূপ হইয়া যায়। কপিল সর্ব্বজ্ঞ, গৌতম অসর্ব্বজ্ঞ এই বিষয়ে প্রমাণ কি? কপিল, কণাদ, গৌতম ইহারা সকলেই খ্যাতনামা, সকলেই মহাত্মা ও সর্ব্ববিদিত অথচ তাহাদের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের মত-বৈপরীত্য দেখা যায়।

কপিলের মতে কণাদের ও গৌতমের আপত্তি এবং কণাদ গৌতমের মতে কপিলের আপত্তি দৃষ্ট হয়। যদি বল আমরা এমন একটী তর্কের অনুমান করিব অর্থাৎ অনুমান খাটাইয়া এমন একটী তর্ক বাছিয়া লইব, যাহার প্রতিষ্ঠা-দোষ নাই।

এমন কিছু বলিতে পারা যায় না যে, একটীও অপ্রতিষ্ঠিত তর্ক নাই। একটী না একটী প্রতিষ্ঠিত তর্ক আছে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, তবে এরূপ বলিতে পার যে কোন কোন তর্ককে অপ্রতিষ্ঠিত দেখিয়া তর্কমাত্রের অপ্রতিষ্ঠিতত্ব কল্পনা করিতে গেলে ব্যবহার উচ্ছেদের আপত্তি হইতে পারে, সকল তর্কই যদি মিথ্যা হয়, তাহা হইলে লোকের প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি ব্যবহার কি প্রকারে নির্ব্বাহ হয়।

আমরা দেখিতেছি প্রত্যেক লোক ভবিষ্যৎ সুখ দুঃখের প্রাপ্তি পরিহারের জন্য সর্ব্বদা চেষ্টমান; সে চেষ্টা তর্কমূলক।

তর্কের অন্য নাম কল্পনা, তর্কের সত্তা না থাকিলে সে সকল ব্যবহার থাকিত না; এতদিন উচ্ছিন্ন হইত। শ্রুতির অর্থ সন্দেহ হইলে বাক্যবৃত্তি-নিরূপণ-রূপ তর্ক দ্বারা তাহার তাৎপর্য্যার্থনির্ণয় করেন। একথা ভগবান মনুও বলিয়াছেন—

"প্রত্যক্ষমনুমানঞ্চ শাস্ত্রঞ্চ বিবিধাগমম্।
ত্রয়ং সুবিদিতং কার্য্যং ধর্ম্মশুদ্ধিমভীপ্সতা॥
আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা।
যস্তর্কেনানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ॥" (মনু)

যাহারা ধর্ম্মশুদ্ধি ইচ্ছা করেন, তাহারা প্রত্যক্ষ অনুমান (তর্ক) ও বিবিধশাস্ত্র উত্তমরূপে বিদিত হইবেন। যে পুরুষ বেদশাস্ত্রের অবিরোধ তর্ক অবলম্বন করিয়া ঋষিসেবিত ধর্ম্ম-বিধি অনুসন্ধান করেন, তিনিই ধর্ম্মের প্রকৃত রহস্য অবগত হন। অপ্রতিষ্ঠিত তর্কের শোভা দোষ নহে। যে তর্কে দোষ আছে, তাহা ত্যাগ করিতে হইবে, নির্দ্দোষ তর্ক গ্রহণীয়। পূর্ব্বপুরুষ মূঢ় ছিলেন বলিয়া কি আমাকেও মূঢ় হইতে হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই। এক তর্কের দোষ দেখিয়া সকল তর্কের দোষোদ্ঘোষণ অতিশয় অন্যায্য।

আরও দেখ সম্যক্‌জ্ঞান একই প্রকার, নানাপ্রকার নহে। আমার একপ্রকার তোমার একপ্রকার এরূপ নহে, কারণ সম্যক্‌জ্ঞান বস্তুর অধীন, মনুষ্যের অধীন নহে। যেমন অগ্নি উষ্ণ। অগ্নি উষ্ণ এ জ্ঞান একরূপ অর্থাৎ সকল কালে ও সকল পুরুষে সমান, এইজন্য সম্যক্‌জ্ঞানে মতামত (তর্ক) থাকা অসম্ভব। তর্ক বুদ্ধিপ্রভব, তজ্জন্য তাহা নানাজনের নানাপ্রকার এবং বিরুদ্ধ তর্কজনিত জ্ঞান বিভিন্ন ও পরস্পর বিরুদ্ধ হয়, কিন্তু সম্যক্‌জ্ঞান একই প্রকার। কোন সময়েও বিভিন্ন হয় না।

এক তার্কিক তর্ক বলে বলিবেন, ইহাই সম্যক্‌জ্ঞান, আবার অন্য তার্কিক তাহার মত খণ্ডন করিয়া বলিলেন না, তাহা সম্যক্‌জ্ঞান নহে, ইহাই সম্যক্‌জ্ঞান। অতএব যাহা একরূপ নহে, তাহা অস্থির তর্কপ্রভব, তাদৃশজ্ঞান কিরূপে সম্যক্ হইতে পারে।

এইজন্য তর্কদ্বারা ইহা মীমাংসিত হয় না। দুরূহ স্থলে তর্ক পরিত্যাগ করিয়া শাস্ত্রের অনুসরণ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, শাস্ত্র বুঝিতে হইলেও তর্কের আবশ্যক, কিন্তু সে তর্ক শাস্ত্রানুকূল তর্ক, শাস্ত্রের প্রতিকূল তর্কই প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। শাস্ত্র প্রভৃতি যে কোন বিষয় জ্ঞাত হইলে তর্কই একমাত্র বুঝিবার কারণ। তর্ক না করিলে কোন বিষয়ের প্রকৃত তত্ত্বার্থ অবগত হওয়া যায় না। এই তর্ক শাস্ত্রানুযায়ী হওয়া আবশ্যক, তাহা না হইলে তাহাকে কুতর্কবাদ প্রভৃতি বলে। এই প্রকার কুতার্কিকের সহিত কোন প্রকার তর্ক করিবে না এবং করিলেও কোন ফল হইবে না। (বেদান্তদ°)।

গৌতমসূত্রে তর্কের বিবরণ এই প্রকার লিখিত আছে—
'অবিজ্ঞাততত্ত্বে ঽর্থে কারণোপপত্তিতস্তত্ত্বজ্ঞানার্থমূহস্তর্কঃ।' (গৌতমসূত্র ১।৪০)

ব্যাপ্যের আরোপপ্রযুক্ত ব্যাপকের আরোপই তর্কপদার্থ অর্থাৎ ধূমাদির আরোপ করিয়া ব্যাপক। ব্যাপক বহ্ন্যাদির যে আরোপ হয়, তাহার নাম তর্ক।

আরোপ ইহার অর্থ অযথার্থ জ্ঞান। সূত্রে "কারণোপপত্তিতঃ" এই শব্দ দ্বারা ব্যাপ্যের আরোপপ্রযুক্ত এই অর্থ এবং উহ শব্দে ব্যাপকের আরোপ এই অর্থলাভ হইয়াছে।

তর্কদ্বারা কি ফল জন্মে? শিষ্য গৌতমদেবকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে মহর্ষি ইহার উত্তরে কহিয়াছেন—

"অবিজ্ঞাততত্ত্বে ঽর্থে তত্ত্বজ্ঞানার্থং।"

অর্থাৎ কোন পদার্থের বিশেষ সংশয় উপস্থিত হইলে তর্ক করিবে, তর্ক করিলে সংশয়নিবৃত্তি হইয়া যথার্থ পক্ষের নির্ণয় হইবে।

এইজন্য তর্ক এই পদার্থনির্ণয় বিশেষ প্রয়োজন। তর্ক না হইলে কদাচ একতরের নিশ্চয় হয় না। যেমন জলে উত্থিত বাষ্প দেখিয়া অনেকের এইটী বাষ্প কি ধূম এইরূপ সন্দেহ হইয়া থাকে। অনন্তর এটী যদি ধূম হয়, তাহা হইলে জলে অগ্নি থাকিতে পারে, কিন্তু বস্তুতঃ জলে অগ্নি থাকে না, তাহা হইলে বাষ্প কি প্রকারে সম্ভবে, অতএব এটী ধূম নহে। এই প্রকার আপত্তি যাহার উপস্থিত হয়, তাহার এই তর্ক দ্বারা এইটী ধূম নহে, এইটী বাষ্প, এইরূপ নিশ্চয়তা জন্মে এবং দূর হইতে একটী প্রকাণ্ড অর্থাৎ বৃক্ষের গুঁড়ি দেখিলে এইটী মনুষ্য কি না, এইরূপ সংশয় জন্মিয়া থাকে। পরে যদি এইটী মনুষ্য হইত, তবে ইহার হস্তপদাদি অবশ্যই থাকিত, এই প্রকার তর্ক উদিত হইলে এটী প্রকৃতই মনুষ্য নহে, এইরূপ স্থির হয়। সৌগত নামক বৌদ্ধেরা বলিয়া থাকে, এই পরিদৃশ্যমান বিচিত্র পদার্থসকল বিজ্ঞানময় জ্ঞানস্বরূপ, অর্থাৎ নিদ্রাকালে যে সকল ব্যাঘ্র কি হস্তী, মনুষ্য প্রভৃতি দেখা যায়, তাহারা বস্তুতঃ ব্যাঘ্র, হস্তী ও মনুষ্য নহে, কেবল জ্ঞানরূপ। সেই প্রকার জাগ্রদবস্থায় পৃথিবী, জল, মনুষ্য প্রভৃতি যাহা দৃষ্টিগোচর হইতেছে, ঐ পদার্থ সকলও জ্ঞানস্বরূপ জ্ঞানের অতিরিক্ত নহে।

ইহাতে নৈয়ায়িকেরা কহেন, নিদ্রাকালে যে পদার্থসকল অনুভূত হয়, নিদ্রাভঙ্গ হইলে ঐ পদার্থসকল মিথ্যা অর্থাৎ মনঃকল্পিত মাত্র বোধ হয়। এজন্য স্বাপ্নিকপদার্থ জ্ঞানস্বরূপ হইলেও জাগ্রদবস্থার যে নানাপ্রকার পদার্থ পরিদৃশ্যমান হইতেছে, ইহারা কখন জ্ঞানময় নহে, জ্ঞান হইতে ভিন্ন। এরূপ উভয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া আমরা যে পদার্থসকল দেখিতেছি, ইহারা জ্ঞানস্বরূপ, কি জ্ঞানের অতিরিক্ত এই সংশয় অবশ্যই উপস্থিত হয়। পরে দৃশ্যমান চরাচর পৃথিবী, জল, মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতি পদার্থসকল যদি জ্ঞানস্বরূপ হয়, জ্ঞান হইতে ভিন্ন না হয়, তাহা হইলে পৃথিবীকে পৃথিবী বলিয়া, জলকে জল বলিয়া, মনুষ্যকে মনুষ্য বলিয়া প্রতিদিন আমরা একরূপ জানিতে পারিতাম না এবং পৃথিবীকে পৃথিবী বলিয়া ও জলকে জল বলিয়া ইত্যাদিরূপে আমাদের যেরূপ জ্ঞান হইতেছে, সেই প্রকার সকলেরই জ্ঞান হইতেছে, বাস্তবিক বাহ্যপদার্থ স্বাপ্নিক জ্ঞানের ন্যায় জ্ঞানরূপ হইলে পৃথিবীকে পৃথিবী বলিয়া, জলকে জল বলিয়া ইত্যাদি একরূপে সকল ব্যক্তির অনুভবের বিষয় হইত না। যখন দেখিতেছি, স্বপ্নাবস্থায় একরূপ জ্ঞান সকলের কখন হয় না, এই প্রকার তর্ক উদিত হইলে দৃশ্যমান পদার্থ সমুদয় জ্ঞানস্বরূপ নহে, জ্ঞান হইতে পৃথক্ অবশ্যই এইরূপ অবধারণ জন্মে। ঐ সকল তর্ক উপস্থিত না হইলে অসংশয়রূপে কখন একতরের অবধারণ হইত না। এজন্য তর্কপদার্থনির্ণয় অতি আবশ্যক। প্রাণিমাত্রেরই তর্ক জন্মিয়া থাকে, কিন্তু বিশেষরূপ পরিচয় না থাকায় উহাকে তর্ক বলিয়া জানে না।

ন্যায়শাস্ত্রে তর্কপদার্থের বিস্তাররূপে প্রকাশ থাকায় ন্যায়শাস্ত্রকে তর্কশাস্ত্রও বলে। তর্ক করিতে হইলে প্রথম সংশয়, অনন্তর তর্ক, তৎপশ্চাৎ নির্ণয়, এই তিন অংশে পরিসমাপ্ত হয়।

উক্ত তর্কে যে কোন পদার্থ আপাদ্য বা আপাদক অর্থাৎ (ব্যাপ্য-ব্যাপকভাব) হয় না। কারণ জলাশয় যদি ধূমবিশিষ্ট হয়, তবে পটবিশিষ্ট হইত, এই প্রকার আপত্তি কখন সম্ভবে না এবং এইটী যদি মনুষ্য হইত, তবে শৃঙ্গবিশিষ্ট হইত, এইরূপ আপত্তি কেহ করে না। এইজন্য ব্যাপ্যের আরোপযুক্ত ব্যাপকের আরোপ বলা হইয়াছে, অর্থাৎ ব্যাপক

পদার্থেরই আপত্তি হইয়া থাকে। উক্ত স্থলে ধূমের ব্যাপক পট নহে, মনুষ্যত্বের ব্যাপক শৃঙ্গ নহে, একারণে তাহাদের আপত্তি হইল না। ঐ আপত্তি পক্ষে আপাদ্যের অভাব নিশ্চয় থাকিলে এই জ্ঞান জন্মে। এজন্ত জলাশয় যদি ধূম-বিশিষ্ট হয়, তবে দ্রব্য হইত, এইরূপ আপত্তি হয় না। কারণ জলাশয়ে দ্রব্যত্বের অভাব নিশ্চয় নাই, কিন্তু দ্রব্যত্বের নিশ্চয় আছে। এই তর্ক আত্মাশ্রয়, অন্যোন্যাশ্রয়, চক্রক, অনবস্থা ও বাধিতার্থপ্রসঙ্গ এই ৫ প্রকার।

ইহাদিগের মধ্যে স্বতে স্ব অপেক্ষণীয় হইলে যে আপত্তি উপস্থিত হয়, ঐ আপত্তির নাম আত্মাশ্রয় অর্থাৎ ঐ আপত্তিতে আত্মাকে অর্থাৎ আপনাকে অপেক্ষা করে এইজন্ত ঐ আপত্তির নাম আত্মাশ্রয় হইয়াছে।

যাহার অভাবে যে বস্তু সম্ভব হয় না, তাহাকে অপেক্ষা কহে, অপেক্ষাও উৎপত্তি, স্থিতি ও জ্ঞপ্তি এই তিন প্রকার হইয়া থাকে। যথা বৃক্ষ জন্মাইতে বীজ ও পুত্রাদির উৎপত্তিতে পিতা মাতা, বস্ত্রাদিজননে তুরী, তন্তু প্রভৃতির অপেক্ষা চাই এবং কোন পদার্থের সংস্থাপন আবশ্যক হইলে অধিকরণের অপেক্ষা করে, কোন পদার্থের জ্ঞপ্তি অর্থাৎ অভিব্যক্তি (জ্ঞান) আবশ্যক হইলে ইন্দ্রিয়াদি অপেক্ষিত হয়, এইজন্ত উৎপত্তি, স্থিতি ও জ্ঞপ্তি এই তিন প্রকার অপেক্ষা হওয়ায় আত্মাশ্রয়ও তিন প্রকার, বস্তুতঃ যে আপত্তিতে স্বতে স্বজন্য আপাদক হয়, ঐ আপত্তি প্রথম আত্মাশ্রয়, যেমন একটী বৃক্ষ দেখিয়া এই বৃক্ষটী এই বৃক্ষ হইতে জন্মিয়াছে কি না, এই সন্দেহ জন্মিলে এই বৃক্ষটী যদি এই বৃক্ষ জন্য হয়, তবে এই বৃক্ষের অনধিকরণ কালের উত্তরক্ষণে উৎপন্ন হইত না। অর্থাৎ এই বৃক্ষটী জন্মাইবার পূর্ব্বেও এই বৃক্ষ থাকিত। কারণ যে বস্তু যে পদার্থ হইতে জন্মে, সে বস্তুর পূর্ব্বকালে সেই পদার্থ অবশ্যই থাকে। আপনার উৎপত্তির পূর্ব্বে আপনি কখন থাকে না। এজন্ত এ বৃক্ষটী এই বৃক্ষ জন্য নহে। অপর যে আপত্তিতে স্বতে স্ববৃত্তিত্বটী আপাদক হয়, সেই আপত্তির নামও আত্মাশ্রয়। যে প্রকার এই পৃথিবীর উপরে পর্ব্বত প্রভৃতি স্থিত হইয়া থাকে, সেই প্রকার এই পৃথিবীর উপরিস্থিত হইয়া এই পৃথিবী আছে কি না? এই সংশয় জন্মিলে যদি এই পৃথিবী এই পৃথিবীর উপর স্থিত হইত, তবে এই পৃথিবী হইতে এই পৃথিবী ভিন্ন হইত, কারণ অধিকরণ হইতে আধেয় পৃথক্, ইহা সকল স্থানে দেখা যায়। অধিকরণ ও আধেয় এক ব্যক্তি কখন কাহার দৃষ্টিগোচর হয় না।

এই আপত্তিটী দ্বিতীয় আত্মাশ্রয়। যে আপত্তিতে স্ব-প্রত্যক্ষে স্বমাত্র অপেক্ষণীয় হয় কিংবা স্বতে স্বজ্ঞান স্বরূপটী আপাদক হয়, সেই আপত্তি তৃতীয় আত্মাশ্রয়। যথা এই ঘটের প্রত্যক্ষ যদি এই ঘট মাত্র হইতে উৎপন্ন হইত, তবে ঘটের উৎপত্তির পর সকল কালেই ইহার প্রত্যক্ষ হইত, যেহেতু এই ঘটের প্রত্যক্ষের কারণ এই ঘট মাত্র এবং এই ঘটটী সর্ব্বদাই আছে। কারণ থাকিলে কার্য্য না হইবে কেন, অথবা এই ঘটটী যদি এতদ্‌ঘট জ্ঞানরূপ হয়, তবে এই ঘটটী জ্ঞান সামগ্রী হইতে উৎপন্ন হইত, কারণ যে জ্ঞানরূপ হয়, সে জ্ঞান সামগ্রী হইতে অবশ্যই জন্মে। সামগ্রী শব্দে যে যে কারণ থাকিলে কার্য্য হইয়া থাকে, সেই কারণ সমুদায়কে বুঝায়।

স্বতে স্বাপেক্ষটী অপেক্ষণীয় হইলে যে অনিষ্টের আপত্তি হয়, তাহাকে অন্যোন্যাশ্রয় কহে। ফলতঃ যে আপত্তিতে স্বজন্য জন্যত্ব স্ববৃত্তি বৃত্তিত্ব, স্বজ্ঞান, জ্ঞানময়ত্ব ইহার মধ্যে যে কোনটী আপাদক হয়, সেই অন্যোন্যাশ্রয়। যথা এই বৃক্ষটী এই বৃক্ষজন্য জাত, ফল জন্য হইত, তবে এই বৃক্ষ জন্য ফলের অনধিকরণ কালের উত্তরক্ষণে উৎপন্ন হইত না। অর্থাৎ এই বৃক্ষটী যদি এই বৃক্ষজাত ফল জন্য হইত তবে এই বৃক্ষজাত ফলটী এই বৃক্ষ জন্মিবার পূর্ব্বে অবশ্যই থাকিত, যেহেতু কারণ কার্য্যের পূর্ব্বে অবশ্যই থাকে। কিন্তু যেরূপ এই বৃক্ষটী এই বৃক্ষের পূর্ব্ববর্ত্তী হয় না, সেইরূপ এই বৃক্ষ জন্য ফলটীও এই বৃক্ষের পূর্ব্ববর্ত্তী হয় না, সুতরাং এই বৃক্ষটী এই বৃক্ষজাতফলজন্য নহে। এরূপ এই ঘটটী যদি এই ঘটে স্থিত হয়, তবে এই ঘটটী এই ঘট হইতে ভিন্ন হইত এবং এই ঘটটী যদি এই ঘটজ্ঞানস্বরূপ হয়, তবে এই ঘটটী জ্ঞান সামগ্রী হইতে জন্য হইত এবং যে পদার্থটী স্বীকার করিলে সেইরূপ পদার্থের অসীম আপত্তি ধারা কল্পনাপ্রযুক্ত অনিষ্ট প্রসঙ্গ হয়, সেই অনবস্থাদোষ এবং উক্ত অনবস্থা-দোষ ভয়ে কোন একটী পদার্থকে সীমা বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। যথা অবিভাজ্য পরমাণুকে নিরবয়ব স্বীকার না করিয়া তাহাকে সাবয়ব স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে পরমাণু অবয়বেরও অবয়ব কল্পনা করিতে হয় এবং উক্ত অবয়বের পুনর্ব্বার অবয়ব কল্পনা আবশ্যক। এইরূপে অনন্ত অবয়ব কল্পনা করিলে সর্ষপ ও সুমেরুর সমান পরি-মাণাপত্তি হইতে পারে। কারণ যে বস্তু যদপেক্ষায় অধিক সংখ্যক অবয়ব দ্বারা সংগঠিত, সেই বস্তু তদপেক্ষা মহৎ পরিমাণবিশিষ্ট এবং যে দ্রব্য যে বস্তু অপেক্ষা অল্প সংখ্যক অবয়ব দ্বারা সংগঠিত সেই বস্তু তদপেক্ষা ক্ষুদ্র।

অতএব এই স্থলে যেরূপ পার্ব্বতীয় পরমাণুর অবয়ব অনন্ত, সেইরূপ সর্ষপীয় পরমাণুর অবয়বও অনন্ত, উভয়ের ন্যূনাধিক্য

স্থির করিবার কাহারও সাধ্য নাই। অতএব উভয়েই অনন্ত অবয়ববিশিষ্ট স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং উভয়ের পরিমাণগত কোন বৈলক্ষণ্য না থাকায় উভয়েরই সমান পরিণামের আপত্তি হইতে পারে। এই অনবস্থাভয়ে পরমাণুকে নিরবয়ব বলিতে হইবে এবং যেরূপ বিচারস্থলে অপরাধী কি নিরপরাধী ইহা নিশ্চয় করিবার জন্ত সাক্ষীর আবশ্যক করে, সেইরূপ সাক্ষিব্যক্তি সেই ঘটনাস্থলে ছিল কিনা, এইরূপ আপত্তিতে যদি সাক্ষীর সাক্ষী স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে উক্ত সাক্ষী ব্যক্তিরও সাক্ষীর আবশ্যক হয়, এইরূপে অসংখ্য সাক্ষীর আবশ্যক হইয়া উঠে। সুতরাং কোন প্রকারেই বিচার নিষ্পন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই, এস্থলেও এইরূপ অনবস্থাদোষ ভয়ে একটীমাত্র সাক্ষী প্রচলিত আছে, অথবা বস্তুমাত্রেই কোন শরীরী কর্তৃক সৃষ্ট সুতরাং নিরাকার জগদীশ্বর দ্বারা সৃষ্টি হইতে পারে না, এইরূপ আপত্তি উত্থাপিত করিয়া যদি তাঁহারও শরীর কল্পনা কর, তবে জগদীশ্বরের শরীর সৃষ্টির জন্ত স্বতন্ত্র কোন শরীরী জগদীশ্বর কল্পনা করিতে হয় এবং তাঁহার শরীর সৃষ্টিনির্ব্বাহার্থেও পুনর্ব্বার শরীরী স্বতন্ত্র পরমেশ্বরের কল্পনা করিতে হয়, এইরূপ অনন্ত কোটী কোটী সাকার জগদীশ্বর কল্পনা করিলেও কোন প্রকারেই সৃষ্টিকার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে না। এজন্ত দার্শনিকগণ একমাত্র জগৎস্রষ্টা স্বীকার করিয়াছেন, অথবা এই সসাগরা পৃথিবী শূন্যে স্বীয় শক্তিবলে আছে কি না, অন্ত কোন সুবৃহৎ সাকার আধারের উপর আছে, এইরূপ সন্দেহাক্রান্ত হইয়া যদি পৃথিবীর কোন সাকার আধার স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে সেই আধারবস্তুর স্থিতির জন্ত পুনর্ব্বার আর একটী সাকার-আধার কল্পনা করিতে হয়।

ঐরূপে তাহারও আধার কল্পনা করা হইবেক, কিন্তু পৃথিবী কাহার উপর অবস্থিত আছে, তাহা নির্ণীত হইবে না। এইরূপ অনবস্থাদোষে জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ পৃথিবীর কোন সাকার আধারান্তর স্বীকার করেন নাই, পৃথিবী স্বীয় শক্তিবলে আকাশে নিয়তই বিদ্যমান আছে ইহাই স্বীকার করিয়াছেন।

আত্মাশ্রয় প্রভৃতি যে আপত্তি চতুষ্টয় উক্ত হইয়াছে, তদ্ভিন্ন আপত্তি সকলের নাম প্রমাণবাধিতার্থপ্রসঙ্গ।

এই প্রমাণবাধিতার্থপ্রসঙ্গ দুই প্রকার—ব্যাপ্তিনির্ণায়ক ও বিষয়পরিশোধক, অর্থাৎ যে তর্কদ্বারা ব্যাপ্তির নিশ্চয়তা জন্মে সেই তর্কের নাম ব্যাপ্তিনির্ণায়ক, যথা ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি নিশ্চয় হইলেই সেই ধূমদ্বারা বহ্নির অনুমিতি হইয়া থাকে। কিন্তু যে কাল পর্য্যন্ত ধূমে বহ্নির ব্যভিচার সন্দেহ থাকে, সেইকাল পর্য্যন্ত ব্যাপ্তি নিশ্চয় হয় না।

এজন্ত তর্কদ্বারা ব্যভিচার সন্দেহ (বহ্নির অর্থাৎ অভাবাধিকরণে ধূমের বিদ্যমানতার অভাব) দূর করা আবশ্যক, যথা ধূম বহ্নি ব্যভিচারী কি না, এইরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইলে ধূম যদি বহ্নি-ব্যভিচারী হয়, তাহা হইলে বহ্নি হইতে জন্মাইত না। কারণ যে যাহা হইতে উৎপন্ন, সে তাহার ব্যভিচারী হয় না এই নিয়ম আছে। এই আপত্তি করিলে ধূমে বহ্নি-ব্যভিচারের সন্দেহ নিবৃত্তি হইয়া বহ্নির ব্যাপ্তিনির্ণয় জন্মে। এইকারণে এই তর্ক ব্যাপ্তিনির্ণায়ক। যে তর্ক দ্বারা ব্যাপ্তি ভিন্ন বিষয়ের অবধারণ হয়, তাহার নাম বিষয়পরিশোধক, যথা পর্ব্বত যদি বহ্নির অভাববিশিষ্ট হয়, তবে ধূমের অভাববিশিষ্ট হইতে পারে। এই তর্কদ্বারা পর্ব্বতে বহ্নির সন্দেহ নষ্ট হইয়া বহ্নির রূপ বিষয়ের অবধারণ জন্মে, এজন্ত এই তর্কের নাম বিষয় পরিশোধক। (গৌতমসূত্র°)

করণে ঘঞ্। ৯ ন্যায়শাস্ত্র। তর্ক ন্যায়শাস্ত্রের নামান্তরভেদ। এই ন্যায়শাস্ত্রে তর্কবিষয় বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম তর্কশাস্ত্র। ন্যায়শাস্ত্র চারিভাগে বিভক্ত।

"প্রত্যক্ষমপ্যনুমিতিস্তথোপমিতি শাব্দঃ।" (ভাষাপ°)

প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি ও শাব্দ। তাহার মধ্যে অনুমান খণ্ডেই তর্কের আধিক্যবশতঃ ইহাকেই তর্ক কহে, কিন্তু এই চারিখণ্ডেই তর্কপ্রণালী বিশেষরূপে অবলম্বিত হইয়াছে। নবদ্বীপে গদাধর ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ জন্মগ্রহণ করিয়া এই তর্কশাস্ত্রের বিশেষ উন্নতিসাধন করিয়া গিয়াছেন, বঙ্গদেশে তর্কশাস্ত্রের উন্নতি বিধান ইহাই একটী বিশেষ গৌরবের বিষয়। [ন্যায় দেখ।]

১০ মীমাংসাশাস্ত্র, তর্কদ্বারা শাস্ত্রমীমাংসা হয়, এইজন্ত মীমাংসার নামও তর্কশাস্ত্র।

তর্কক (ত্রি) তর্কেণ আকাঙ্ক্ষয়া কায়তি প্রকাশতে কৈ-ক। ১। যাচক। তর্কয়তি তর্ক-ণ্বুল্। তর্ককারক।

তর্ককারিন্ (ত্রি) তর্কং করোতি কৃ-ণিনি। তর্ককারক, তার্কিক।

তর্কগ্রন্থ (পুং) তর্কাধিকৃতঃ গ্রন্থঃ মধ্যলো। তর্কপ্রধান গ্রন্থ।

তর্কজ্বালা (স্ত্রী) যাহাতে উদ্দীপনা আছে। ২ বৌদ্ধশাস্ত্রভেদ।

তর্কণ (ক্লী) চিন্তন, বিচার।

তর্কণীয় (ত্রি) চিন্তনীয়, বিচার্য্য।

তর্কমুদ্রা (স্ত্রী) তন্ত্রোক্ত মুদ্রাবিশেষ। [মুদ্রা দেখ।]

তর্কবাগীশ (পুং) তর্কশাস্ত্র যে উত্তম বলিতে পারে, তর্কশাস্ত্রবেত্তা।

তর্কবিদ্যা (স্ত্রী) তর্করূপা যা বিদ্যা তর্কস্য বিদ্যা বা। ন্যায়-

বিদ্যা, যুক্তিবিদ্যা। গৌতম প্রণীত প্রমাণ, প্রমেয় প্রভৃতি ষোড়শ পদার্থরূপ বিদ্যা ও কণাদোক্ত ষট্পদার্থরূপ বিদ্যা, আন্বীক্ষিকী বিদ্যা।

"আন্বীক্ষিকীং তর্কবিদ্যা মনুরক্তো নিরর্থিকাং।" (ভা° ১০।৩৭।১২)

তর্কশাস্ত্র (ক্লী) তর্করূপং শাস্ত্রং মধ্যলো°। ন্যায়শাস্ত্র।

তর্কাভাস (পুং) তর্কস্য আভাসঃ ৬তৎ। কুতর্ক, যাহাতে তর্কের সাদৃশ্য মাত্র আছে কিন্তু যথার্থতঃ তাহা কুতর্ক, অকিঞ্চিৎকর যুক্তি।

তর্কারী (স্ত্রী) তর্কং গচ্ছতি গম-অণ্ (কর্ম্মণ্যণ্)। পা ৩।২।১) ঙীপ্ চ। জয়ন্তী বৃক্ষ, ধনচে গাছ। পর্য্যায় বৈজয়ন্তী, জয়ন্তী, বিজয়া, জয়া। (Sesbania Ægyptiaca or Æschynomene Sesban)

বঙ্গে সাধারণতঃ জয়ন্তীনামেই খ্যাত। বেহারে সস্থরি বা সেবরি, উৎকলে বর্জ-জন্তি, উত্তরপশ্চিমে, জৈন্ত, বোম্বাইএ জৈন্ত বা জন্জন্, মহারাষ্ট্রে সেবরি, গুজরাটে বায়সিংগণি, দ্রাবিড়ে চম্পই বা করুমসেম্বাই ও তৈলঙ্গে সইমিণ্ডা বা সমিণ্ডা বলে।

ভারতের সর্ব্বত্রই এই বৃক্ষ জন্মে, এমন কি হিমালয়ের চারিহাজার ফিট্ উর্দ্ধে এই বৃক্ষ দেখা যায়। তন্মধ্যে দাক্ষিণাত্যেই কিছু বেশী। কৃষ্ণা ও বেধানদীর তটে যে সকল স্থান বন্যায় ডুবিয়া যায়, সেই সেই স্থানে এই গাছ এক একটা ২০ ফিট্ পর্য্যন্ত বড় হয়। ইহার কাঠ নরম। বেড়া অথবা অপর লতাদির আশ্রয় জন্য ইহাতে মাচা প্রস্তুত হয়। ইহার ছালে ভাল দড়ি প্রস্তুত হইতে পারে।

ইহার পাতা ও বীজ বড় উপকারী। পূয়সঞ্চয় নিবারণ জন্য ইহার পাতার পুলটিস হয়। আবার কোরণ্ড বা বাত রোগে স্ফীত স্থানে প্রয়োগ করিলে ক্রমে ফুলা কমিয়া থাকে। হাকিমী গ্রন্থের মতে ইহার বীজ তেজস্কর, রজোনিঃসারক ও সঙ্কোচক, উদরাময়নাশক, অধিক রজোস্রাবনিবারক ও প্লীহাবৃদ্ধিহ্রাসকারক। অনেক হিন্দু চুলকান, পাঁচড়া প্রভৃতিতে ইহার মলম ব্যবহার করেন। এরূপ স্থলে ইহার ছালের নির্য্যাসও ব্যবহৃত হয়। পঞ্জাবে বীজ বাটিয়া ময়দা মিশাইয়া খোসপাঁচড়ায় প্রলেপ দিয়া থাকে। মরাঠাদিগের বিশ্বাস, ইহার বীজ দর্শনমাত্রই বৃশ্চিক-দংশন-যন্ত্রণা নিবারিত হয়। ঢাকায় অনেকে ইহার টাট্কা পাতা বাটিয়া ১ ছটাক পর্য্যন্ত খাইয়া কৃমিরোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

বৈদ্যকমতে ইহার গুণ স্বাদু, তিক্ত, কফ ও বাতনাশক। (বাভট ৬ অঃ)

২ গণিকারিকা, গুণরীগাছ (ভাবপ্র°) [গণিকারিকা দেখ।]

তর্কিত (ত্রি) তর্ক-ক্ত। ১ বিচারিত। ২ আলোচিত। ৩ সম্ভাবিত। ৪ অনুমিত।

তর্কিণ (পুং) চক্রমর্দ্দবৃক্ষ, চাকুন্দে গাছ। [চক্রমর্দ্দ দেখ।]

তর্কিল (পুং) তর্ক-ইলচ্। [তর্কিণ দেখ।]

তর্কিন্ (ত্রি) তর্কয়তি তর্ক-ণিনি। তর্ককারক, পণ্ডিতবিশেষ, মীমাংসক।

"ত্রৈবিদ্যোহৈতুকস্তর্কী নৈরুক্তোধর্ম্মপাঠকঃ।" (মনু ১২।১১১)

তর্কু (স্ত্রী) কৃত-উ নিপাতনাৎ সাধুঃ। সূত্রনির্ম্মাণযন্ত্র, টেঁকো। পর্য্যায়—কপালনালিকা, তর্কুটী, সূত্রলা। (হারাবলী)

তর্কুক (ক্লী) তর্কু স্বার্থে কন্। [তর্কু দেখ।]

তর্কুট (ক্লী) তর্কয়তি সূত্রোৎপাদকতয়া শোভতে তর্ক-উটন্। কর্ত্তন, কাটনাকাটা।

তর্কুটী (স্ত্রী) তর্কুট স্ত্রিয়াং গৌরা° ঙীষ্। তর্কু। [তর্কু দেখ।]

তর্কুপিণ্ড (পুং) তর্কুস্থিতঃ পিণ্ডঃ মধ্যলো°। টেকোর নিম্নস্থ মৃৎপিণ্ড, টেকোর বাঁটুল। পর্য্যায়—বর্ত্তিনী, তর্কপীঠী, বর্ত্তুলা। (হারাবলী)

তর্কুপীঠী (স্ত্রী) তর্কুস্থিতা পীঠী। তর্কুপিণ্ড। [তর্কুপিণ্ড দেখ।]

তর্কুলাসক (পুং) তর্কুং লাসয়তি লস্-ণিচ্-ণ্বুল্। ঝল্লোল, তর্কুচালক যন্ত্র, চরকা।

তর্কুশাণ (পুং) তর্কোঃ শাণঃ ৬তৎ। সানক, টেকোর শাণ।

তর্ক্য (ত্রি) তর্কের যোগ্য, বিচার্য্য।

তর্ক্ষু (পুং) তরক্ষুঃ পৃষো° সাধুঃ। তরক্ষু, নেকড়েবাঘ।

তর্ক্ষ্য (পুং) তৃক্ষ যৎ বাহুলকাৎগুণঃ। যবক্ষার, সোরা।

তর্খান, প্রাচীন তুরস্ক ভাষার সম্ভ্রমসূচক উপাধিবিশেষ। উচ্চবংশোৎপন্ন ও যাহাদিগকে কোনরূপ বিশেষ কর দিতে হয় না, তর্খান বলিলে তাহাদিগকেই বুঝায়। প্রাচীন তুরস্কভাষায় লিখিত অনেক দলীলে তর্খ কথাটী দৃষ্ট হয়। ইহার অর্থ আশ্রয়লিপি ও সম্ভ্রান্তবংশজ্ঞাপক লিপি। তুরাণীয়দিগের অভিধানে ইহার অর্থ উচ্চপদবী। নরবধি ও তবরিগণ তর্খানের স্থলে তের্খন লিখিয়া থাকে। কোন বিশেষ ব্যক্তিকে বুঝাইবার জন্য তাহারা এই কথাটী প্রয়োগ করে। চেঙ্গিজ খাঁকে বিনষ্ট করিবার জন্ শ্রেষ্টার জন্ যে সকল বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, বট ও কসলক তাহা অবগত হইয়া চেঙ্গিজকে বলিয়া দেন। তাঁহাদের পরামর্শে জীবন রক্ষা হওয়ায় চেঙ্গিজ উহাদের উভয়কে তর্খান উপাধি প্রদান করিলেন। ইঁহাদের সন্তানসন্ততিগণও তর্খান উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। খোরাসান ও তুর্কিস্থানে ইঁহাদের বাস।

ভারতবর্ষে সিন্ধুদেশে তর্খানবংশ দেখা যায়। কথিত আছে, তৈমুর এই উপাধি প্রদান করিয়াছেন। তুরুমিন

খাঁ যখন তৈমুরকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন অর্ঘুন খাঁর প্রপৌত্র একুতৈমুর ভীমপরাক্রমে তাহার প্রতি রোধ করিয়া যুদ্ধস্থলে প্রাণত্যাগ করিলেন। তৈমুর স্বচক্ষে একুতৈমুরের বীরত্ব সন্দর্শন করিয়া অতীব বিস্মিত হইলেন। তিনি একুতৈমুরের আত্মীয়বর্গকে তর্খান উপাধি দিলেন। সেই অবধি সিন্ধুদেশে তর্খানবংশের উৎপত্তি হইয়াছে।

পরগণা প্রদেশেও তর্খানদিগের বাস আছে। ৭০৩ খৃঃ অব্দে এই স্থানের তর্খানগণ পারস্যের সম্রাট্‌কে অতি সমারোহে অভ্যর্থনা করিয়াছিল। কম্পিয়ান সাগরের পশ্চিমে খজরের খাকনদিগের কর্ম্মচারীবিশেষকে তর্খান কহে।

ভারতে তর্খান বংশীয়গণ এখন নসরপুর ও ঠট্টায় বাস করে।

১৫২১ খৃঃ অব্দ হইতে সিন্ধু দেশে অর্ঘুনবংশের আধিপত্য দৃষ্ট হয়। ১৫৫৪ খৃঃ অব্দে এই বংশীয় শাহ হুসেন অপুত্রক অবস্থায় গতাসু হইলে তর্খানবংশ অর্ঘুনবংশের স্থানাধিকার করিল। কিন্তু কয়েক দিন মাত্র এই বংশীয়গণ সিন্ধুদেশে রাজত্ব করিতে সমর্থ হইলেন। ১৫৯২ খৃঃ অব্দে সম্রাট্ অকবর মীর্জা জানি বেগকে পরাভূত করিয়া সিন্ধুদেশ মোগল-সাম্রাজ্যভুক্ত করিলেন।

তর্জ্জন (ক্লী) তর্জ্জ ভাবে ল্যুট্। ১ ভৎর্সন, তিরস্কার। ২ অবজ্ঞাপূর্ব্বক নির্দ্দেশ করণ। ৩ ভয়প্রদর্শন। ৪ আস্ফালন। ৫ ক্রোধ।

তর্জ্জনগর্জ্জন (দেশজ) ১ ক্রোধব্যঞ্জক উচ্চনাদ দ্বারা ভয়-প্রদর্শন। ২ ভৎর্সনা করণ, তিরস্কার করণ, গালি দেওন।

তর্জ্জনী (স্ত্রী) তর্জ্জ্যতাময়া তর্জ্জ করণে ল্যুট্ ততঃ স্ত্রিয়াং ঙীপ্। অঙ্গুষ্ঠসমীপাঙ্গুলি। পর্য্যায় প্রদেশিনী।

"তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠয়োর্ম্মধ্যং পিতৃতীর্থং প্রচক্ষতে।" (স্মৃতি)

তর্জ্জনীমুদ্রা (স্ত্রী) তন্ত্রোক্ত মুদ্রাভেদ। বামহস্তমুষ্টি করিয়া তর্জ্জনী ও মধ্যমা তাহাতে প্রসারিত করিলে এই মুদ্রা হয়।

"বামমুষ্টিং বিধায়াথ তর্জ্জনীমধ্যমে ততঃ।
প্রসার্য্য তর্জ্জনীমুদ্রা নির্দ্দিষ্টা শূলপাণিনা।" (তন্ত্র°)

তর্জ্জিক (পুং) তর্জ্জ তর্জ্জনমস্ত্যত্র তর্জ্জ-ঠন্। দেশবিশেষ, তাজিকদেশ। (হেম°)

তর্জ্জিত (ত্রি) তর্জ্জ-ক্ত। ভৎর্সিত, তিরস্কৃত, অপমানিত।

তর্ণ (পুং) তর্ণোতি তৃণাদিকং ভক্ষয়তি তৃণ-অচ্। বৎস, বাছুর।

তর্ণক (পুং) তর্ণ এব স্বার্থে কন্। ১ সদ্যোজাত বৎস, কচি বাছুর। ২ শিশু বালক। (হেম°)

"গোকর্ণতর্ণকাহয়স্তর্ণোত্থপকণ্ঠকচ্ছেষু।" (আর্য্যা° ৫।২৩)

তর্ণি (পুং) তরত্যাকাশপদ্ধতিং তৃ-নি। ১ সূর্য্য। ২ প্লব, ভেলা। (শব্দার্থ°)

তর্ত্তরীক (ক্লী) তীর্য্যতানেন তৃ ঈক (কর্করীকাদয়শ্চ। উণ্ ৪।২০) ইতি নিপাতনাৎ সাধুঃ। ১ নৌকা। কর্ণধার-ঈক। (ত্রি) ২ পারগ। (মেদিনী)

তর্ত্তব্য (ত্রি) তৃ-তব্য। তরণীয়।

তর্দ্দূ (স্ত্রী) তরতি প্লবতে তৃ-উ দুকাগমশ্চ (দ্রো দুক্চ। উণ্ ১।৯১) দারুহস্তক, কাঠের হাতা, তাড়ু।

তর্ম্মন্ (পুং) তৃপ বা মনিন্। ১ চষাল-ছিদ্রাগ্রবেধ।

"স্বাঙ্গুলং ত্র্যঙ্গুলং বা তর্ম্মাতিক্রান্তং যূপস্য।"(কাত্যা° শ্রৌ° ৬।১।৩০)

'তর্ম্মাতিক্রান্তং চষালছিদ্রাগ্রবেধাদতিক্রান্তং' (কর্ক)। আধারে মনিন্। ২ তর্দন প্রদেশ। "তর্ম্মসমুত্তে পশ্চাত্তবতঃ" (শত° ব্রা° ৩,২।১।২ 'তর্ম্মসমুত্তেইতি যথোক্তয়োর্ম্মাংসপ্রদেশয়োঃ সম্বন্ধী ভবতি তথা চ তর্দনপ্রদেশেষু পশ্চাৎভাগে' (ভাষ্য)।

তর্পণ (ক্লী) তৃপ-প্রীণনে ভাবে ল্যুট্। ১ তৃপ্তি, প্রীণন। ২ যজ্ঞকাষ্ঠ। তৃপ্যন্তি পিতরো যেন তৃপ-করণে ল্যুট্। ৩ জল-দান দ্বারা দেবর্ষি পিতৃ, মনুষ্য প্রভৃতির তৃপ্তিসম্পাদন। এই তর্পণ পঞ্চ মহাযজ্ঞান্তর্গত মহাযজ্ঞভেদ।

তর্পণ দ্বিবিধ। প্রধান তর্পণ ও অঙ্গতর্পণ। শাতাতপ প্রধান তর্পণের কথা এইরূপ লিখিয়াছেন—

স্নাতক দ্বিজগণ শুচি হইয়া প্রত্যহ দেবগণ ঋষিগণও পিতৃগণের যথাক্রমে তর্পণ করিবে ও বিধবা স্ত্রী কুশতিলোদক দ্বারা ভর্ত্তার ও শ্বশুরাদির নামগোত্র উল্লেখ করিয়া প্রতিদিন তর্পণ করিবে।* তাঁহার মতে অঙ্গতর্পণ এইরূপ—

স্নান তিন প্রকার, নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য। তর্পণ তাহার অঙ্গ। প্রাত্যহিক প্রাতঃ ও মধ্যাহ্ন সম্বন্ধীয় স্নান নিত্য। গ্রহণাদি নিমিত্ত স্নান নৈমিত্তিক। গঙ্গাদি তীর্থে যে স্নান তাহা কাম্যস্নান। চাণ্ডালাদিস্পর্শ, শ্মশ্রুকর্ম্ম-অশ্রুপাত, মৈথুন, দুর্দ্দিন ও অস্পৃশ্য স্পর্শ করিলে যে স্নান করিতে হয়, তাহাকেও নৈমিত্তিক স্নান কহে। কিন্তু এইরূপ নৈমিত্তিক স্নানে তর্পণাদি অঙ্গক্রিয়া করিবে না। পূর্ব্বোক্ত নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য স্নান করিলেই তর্পণ অবশ্য কর্ত্তব্য। যে পুত্র নাস্তিকতা প্রযুক্ত প্রতিদিন পিতৃগণের তর্পণ না করে, পিতৃগণ জলার্থী হইয়া তাহার দেহ-রুধির পান করেন, অতএব অতি যত্নপূর্ব্বক প্রতিদিন তর্পণ করিবে। স্নান করিয়া তর্পণ করা উচিত, এই নিয়মানুসারে যদি কোন

* "তর্পণন্তু শুচিঃ কুর্য্যাৎ প্রত্যহং স্নাতকো দ্বিজঃ।
দেবেভ্যশ্চ ঋষিভ্যশ্চ পিতৃভ্যশ্চ যথাক্রমম্॥
তর্পণং প্রত্যহং কার্য্যং ভর্ত্তুঃ কুশতিলোদকৈঃ।
তৎপিতুস্তৎপিতুশ্চাপি নামগোত্রাদিপূর্ব্বকম্॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

দিন শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন স্নান না করা হয়, তাহা হইলে কি সেই দিন তর্পণ নিষিদ্ধ? অথচ বচনান্তরে "তর্পণং প্রত্যহংকার্য্যং" ইত্যাদি বচন দ্বারা তর্পণের নিত্যতা রহিয়াছে।

"নাস্তিক্যভাবাৎ যশ্চাপি ন তর্পয়তি বৈ সুতঃ।
পিবন্তি দেহরুধিরং পিতরো বৈ জলার্থিনঃ॥" (যোগী যাজ্ঞবল্ক্য)

তর্পণের নিত্যতা হেতু "শুচি হইয়া তর্পণ করিবে" এই বচনানুসারে প্রধান তর্পণ মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যার পরেই কর্ত্তব্য। যে হেতু পঞ্চ যজ্ঞান্তর্গত পিতৃযজ্ঞরূপ তর্পণ মধ্যাহ্নকালে বিহিত হইয়াছে।

যদি প্রাতঃস্নান তর্পণ করিয়া মধ্যাহ্ন স্নান করিতে না পারা যায়, তাহা হইলেও প্রধান তর্পণ করা বিধেয় কি না? ইহার উত্তরে শান্তিরূপ লিখিয়াছেন, প্রাতঃ স্নানাঙ্গ তর্পণ করিলেই প্রসঙ্গাধীন পঞ্চ যজ্ঞান্তর্গত প্রধান তর্পণেরও সিদ্ধি হয়। মনু বলিয়াছেন, দ্বিজগণ স্নান করিয়া জল দ্বারা পিতৃগণকে যে তর্পণ করেন, সেই তর্পণ দ্বারাই সমস্ত পিতৃযজ্ঞক্রিয়ার ফল প্রাপ্ত হন।

"যদেব তর্পয়ত্যদ্ভিঃ পিতৃন্ স্নাত্বা দ্বিজোত্তমঃ।
তেনৈব সর্ব্বমাপ্নোতু পিতৃযজ্ঞক্রিয়াফলম্॥" (মনু)

মনুর এই বচন দ্বারা রাত্রির শেষ চারি দণ্ড হইতে আগামী রাত্রির প্রথম চারি দণ্ডের মধ্যে স্নান করিবে, অর্থাৎ প্রাতঃ কি মধ্যাহ্ন স্নান ইত্যাদির অনুল্লেখ না থাকায় অরুণোদয় কালীন তর্পণ দ্বারাও পিতৃযজ্ঞ তর্পণ সিদ্ধি হয়। অরুণোদয় সময়ে স্নান করিলে সামবেদিগণের সন্ধ্যাঙ্গ, তর্পণের পর পিতৃতর্পণ করিতে হইবে। পরে মধ্যাহ্ন স্নান করিলে মধ্যাহ্নসন্ধ্যাঙ্গতর্পণ করিয়া পিতৃতর্পণ করিতে হইবে। প্রাতঃস্নান না করিলে সূর্য্যোদয়ের পর যে স্নান হয়, তাহাকে অহঃস্নান বলে, সুতরাং পিতৃতর্পণ মধ্যাহ্ন সন্ধ্যার পর হইবে।

প্রাতঃকালে স্নান ও তর্পণ করিয়া যদি অহঃস্নান না করা হয়, তাহা হইলে মধ্যাহ্নকালে প্রধান তর্পণ করিতে হয় না।

কারণ অরুণোদয় তর্পণেই প্রধান তর্পণের সিদ্ধি হয়। চন্দ্রসূর্য্যগ্রহণে ও অর্দ্ধোদয় প্রভৃতি যোগে স্নান করিলে কেবল তর্পণ করিতে হয়।

শরীর অসুস্থ হইলে যদি প্রাতঃ ও মধ্যাহ্ন স্নান না করা যায়, তাহা হইলে মধ্যাহ্নসন্ধ্যাঙ্গ তর্পণের পর প্রধান তর্পণ করিতে হয়। কোন কারণে যে ব্যক্তি একদা প্রাতঃ ও মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা করিয়া অহঃস্নান করেন, তাহার মধ্যাহ্নস্নানান্তর তর্পণ করিতে হইবে। সন্ধ্যাদি করিয়া যদি তীর্থাদিতে স্নান করা হয়, তাহা হইলেও স্নানের পর তর্পণ করিতে হইবে।

যে জলাশয়ের জল সকল প্রাণীর নিমিত্ত উৎসর্গীকৃত হয় নাই ও অভোজ্য অর্থাৎ ম্লেচ্ছাদি খানিত কূপ পুষ্করিণ্যাদির জল ও নিপানজ যে জল তাহার দ্বারা তর্পণ করিবে না। (কূপসমীপে গবাদির পানার্থ রচিত জলাশয়ের নাম নিপান।)

"যন্ন সর্ব্বায় চোৎসৃষ্টং যচ্চাভোজ্যনিপানজম্।
তদ্বর্জ্জ্যং সলিলং তাত সদৈব পিতৃকর্ম্মণি।" (আহ্নিকতত্ত্ব)

বৃষ্টির জলে তর্পণ করিতে নাই, শূদ্রের ও মেঘাদি নিঃসৃত জল দ্বারা স্নান, আচমন, দান, দেব ও পিতৃতর্পণ করিবে না। যে অজ্ঞব্যক্তি বর্ষণ হইতে থাকিলে বৃষ্টিজল মিশ্রিত জল দ্বারা তর্পণ করে, তাহার নিশ্চয়ই ঘোর নরকে গমন হয়। ইষ্টকরচিত স্থানে পিতৃ তর্পণ করিবে না।

"নেষ্টকারচিতে স্থানে পিতৄং স্তর্পয়েৎ।" (শঙ্খ-লিখিত)

আর্দ্রবস্ত্র হইয়া তর্পণ করিলে জলে থাকিয়াই তর্পণ করিতে হয়। আর্দ্রবস্ত্র পরিত্যাগ করিলে তীরে বসিয়া তর্পণ করিবে। কিন্তু তীর্থে শুষ্ক বস্ত্র পরিধান করিয়া তর্পণ করিলে জলে এক চরণ ও স্থলে এক চরণ করিয়া তর্পণ করিবে। জলে নামিয়া তর্পণ করিতে হইলে নাভিমাত্র জলে থাকিয়া করিবে। স্থলে তর্পণের একটু বিশেষ আছে, যদি কেহ উদ্ধৃত জল দ্বারা তর্পণ করে, তাহা হইলে তিল মিশ্রিত করিয়া লইবে। যদি তিলমিশ্রিত না করা হয়, তাহা হইলে বিচক্ষণ ব্যক্তি বামহস্ত দ্বারা তিল গ্রহণ করিবে।

তিলতর্পণ করিতে হইলে অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা বাম কর হইতে তিল গ্রহণ ও পাত্রস্থ করিয়া পিতৃগণের তর্পণ করিবে।

যে ব্যক্তি তিল রোমসংস্থ করিয়া পিতৃগণের তর্পণ করেন, পিতৃগণ সেই তর্পণ দ্বারা তর্পিত না হইয়া তাহার রুধির ও মল দ্বারা তর্পিত হন।

"রোমসংস্থান্ তিলান্ কৃত্বা যস্তু সংতর্পয়েৎ পিতৄন্।
পিতরস্তর্পিতাস্তেন রুধিরেন মলেন চ॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

বাম করে যেখানে রোম না থাকে, সেইখানেই তিল রাখিবে। কোন শুদ্ধ পাত্রে তিল রাখিয়া তর্পণ করা উচিত, তাহা হইলে লোমের সহিত মিলিত হয় না। ব্যবহারেও এইরূপ দেখা যায়। তাম্রনির্ম্মিত তিলধানী বাম হস্তের মণিবন্ধে সংযুক্ত করিয়া দ্বিজগণ তর্পণ করিয়া থাকেন। তিল ভিন্ন শুদ্ধ জল দ্বারা তর্পণ হইতে পারে। কিন্তু তিল-তর্পণ অধিক ফলদায়ক।

কুশ, রৌপ্য বা স্বর্ণাঙ্গুরীয় দক্ষিণ হস্তের অনামিকাতে ধারণ করিবে। এক হস্তে তর্পণ নিষিদ্ধ। যব ও ত্রিশিক

দ্বারা দেবতর্পণ, তিল ও কুশমোটক দ্বারা পিতৃদিগের তর্পণ বিধেয়। তিলের অভাবে সুবর্ণ ও রজতযুক্ত করিয়া জল দিবে। তদভাবে দর্ভযুক্ত জলদ্বারা করিবে। এতদ্ব্যতীত অন্য প্রকার করিবে না। তিল অভাবে পর পর প্রতিনিধি কথিত হইয়াছে। ইহাতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে তিলযুক্ত তর্পণই প্রশস্ত। রবিবার, শুক্রবার, দ্বাদশী ও অমাবস্যানিমিত্তক শ্রাদ্ধ ভিন্ন অন্যশ্রাদ্ধদিন, সপ্তমী, জন্মতিথি ও সংক্রান্তিতে তিলতর্পণ করিবে না। কিন্তু অয়ন ও বিষুবসংক্রান্তি, গ্রহণকাল, যুগাদি, প্রেতপক্ষ, (মহালয়া অমাবস্যার পূর্ব্ব প্রতিপদ হইতে মহালয়া অমাবস্যা পর্য্যন্ত প্রেতপক্ষ) এবং গঙ্গাদি তীর্থে সকল দিনেই তিলতর্পণ করা যায়, দাহান্তে ও প্রেতোদ্দেশ্যে নিষিদ্ধ দিনেও তিলতর্পণ করিবে। এই সকল স্থলে কোন দিনেই তিলতর্পণ নিষিদ্ধ নহে।

সৌবর্ণ, তাম্র বা রৌপ্যময় অথবা খড়্গানির্ম্মিত পাত্র দ্বারা পিতৃগণের তর্পণ করিলে সমস্তই অক্ষয় হইয়া থাকে।

সুবর্ণাদি পাত্র ব্যতীত অথবা তিল ও দর্ভ ভিন্ন তর্পণোদক পিতৃগণের তৃপ্তিকর হয় না। কিন্তু ইহা সমগ্র দ্রব্যের অভাবে বুঝিতে হইবে।

সৌবর্ণাদি পাত্রে সুবর্ণ দ্বারা উদক পিতৃতীর্থ স্পর্শ করিয়া দিতে হইবে।

জলদ্বারা তর্পণ করিলে পাত্র হইতে জলগ্রহণ করিয়া অন্য শুদ্ধ পাত্রে অথবা জলপূর্ণ গর্ত্তে নিঃক্ষেপ করিবে, বহিঃশূন্য স্থানে পরিত্যাগ করিবে না। তর্পণ জলপাত্র হইতে এক বিঘত উচ্চ করিয়া ফেলিতে হয়।

উপবীতী হইয়া দেবগণের, নিবীতী হইয়া মনুষ্যগণের ও প্রাচীনাবীতি হইয়া পিতৃগণের তর্পণ করিতে হয়। তর্পণ করিবার সময় বামহস্ত বহুতর কুশযুক্ত করিবে এবং দক্ষিণ হস্ত কুশপত্রদ্বয় নির্ম্মিত পবিত্রযুক্ত করিবে। কিন্তু প্রত্যহ এ সকল দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া গৃহিগণের কার্য্য করা অতীব কঠিন, এইজন্য শাস্ত্রকারগণ একটী সহজ উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। দক্ষিণহস্তের তর্জ্জনীতে রজত ও অনামিকাতে সুবর্ণ ধারণ করিবে, তাহা হইলে কুশাদি ধারণের কার্য্য হইবে।

"তর্জ্জন্যা রজতং ধার্য্যং স্বর্ণং ধার্য্য মনাময়া ॥
কুশকার্য্যকরং যস্মাত্তুরস্যাঃ কুশাঃ কুশাঃ ॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

সার্ষ্টিবিগণ সনকাদি দিব্যমনুষ্যের তর্পণ প্রত্যঙ্মুখ হইয়া করিবেন, সামগেতর উদঙ্মুখ হইয়া করিবেন। দেবগণ পূর্ব্ব, পিতৃগণ দক্ষিণ, মনুষ্যগণ প্রতীচী ও অসুরগণ উত্তর দিক্ ভজনা করিয়া থাকেন, সুতরাং তর্পণাদি কার্য্যও উক্ত দিকে মুখ করিয়া করা কর্ত্তব্য। দেবগণের প্রীতির নিমিত্ত তিনবার জলতর্পণ করিবে, ঋষিগণের একবার বিধেয়। পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধপ্রমাতামহ, মাতা, পিতামহী ও প্রপিতামহী ইহাদিগকে তিনবার করিয়া পিতৃতীর্থ দ্বারা তর্পণ করিবে। কিন্তু মাতার অনুরোধে মাতামহী, প্রমাতামহী ও বৃদ্ধপ্রমাতামহীকে একবার করিয়া তর্পণ করিতে হইবে।

এই দ্বাদশ ব্যক্তির মধ্যে যিনি জীবিত থাকেন, তাঁহাকে বাদ দিয়া তদূর্দ্ধ পুরুষকে গ্রহণ করিয়া পূরণ করিবে। সন্ন্যাসী এবং পতিত ব্যক্তির বিষয়ে এইরূপ বিধান জানিবে।

তদনন্তর বিমাতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, পিতৃব্য, মাতুলপ্রভৃতিকে তর্পণ করিবে। বান্ধবগণের তর্পণের পর সুহৃদগণের তর্পণ করিবে। সুহৃদ্ যদি অসবর্ণ হয়, তাহা হইলেও তাহাকে তর্পণ করা যাইতে পারে।

ব্রাহ্মণের অসবর্ণ হইলেও ভীষ্মাষ্টমীতে ভীষ্মের তর্পণ করা অবশ্যকর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণাদি যে বর্ণ ভীষ্মাষ্টমীতে ভীষ্মকে জল না দেন, তাহাদের সম্বৎসরকৃত পুণ্য নাশ হয়।

"ব্রাহ্মণাদ্যাস্তু যে বর্ণাদদ্যুর্ভীষ্মায় নোদকম্।
সম্বৎসরকৃতং তেষাং পুণ্যং নশ্যতি সত্বরম্ ॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

প্রথমে দেবতর্পণ পরে মনুষ্যতর্পণ, তৎপরে মরীচ্যাদি ঋষিতর্পণ, তৎপরে অগ্নিষ্বাত্তাদি পিতৃগণের তর্পণ, অনন্তর চতুর্দ্দশ যমতর্পণ করিয়া পিতৃগণের তর্পণ করিতে হইবে। পরে রাম তর্পণ করিবে।

এই সকল তর্পণে অশক্ত হইলে শঙ্খমুনি লিখিত সংক্ষিপ্ত তর্পণ করিবে। এই সংক্ষিপ্ত তর্পণে সকল তর্পণ সিদ্ধ হইবে।

স্ত্রী ও শূদ্র তর্পণমন্ত্র ব্রাহ্মণ দ্বারা পাঠ করাইয়া নিজে "নমঃ নমঃ" উচ্চারণ করিয়া জল দিবে। কিন্তু পিত্রাদির নাম উল্লেখপূর্ব্বক যে বাক্য করিতে হয়, তাহা স্ত্রী ও শূদ্র করিবে। অনুপনীত ও জীবৎপিতৃক ব্যক্তি প্রেততর্পণ ভিন্ন অন্য তর্পণ করিতে পারিবে না।

তর্পণ করিবার পূর্ব্বে স্নানবস্ত্র নিষ্পীড়ন করিবে না। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, যিনি তর্পণের পূর্ব্বে স্নানবস্ত্র নিষ্পীড়ন করেন, তাঁহার পিতৃগণ মহর্ষিগণের সহিত নিরাশ হইয়া গমন করেন।

তর্পণপ্রয়োগ।—

পূর্ব্বে যে সময় উক্ত হইয়াছে সেই সময়ানুসারে প্রাচীনাবীতী ও দক্ষিণমুখ হইয়া কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক—

ওঁ কুরুক্ষেত্রং গয়া গঙ্গা প্রভাস পুষ্করাণি চ।
তীর্থান্যেতানি পুণ্যানি তর্পণকালে ভবন্তিহ ॥

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া তীর্থ-আবাহন করিবে। পরে পূর্ব্ব মুখে উপবীতী হইয়া দেবতর্পণ করিবে। ওঁ ব্রহ্মাতৃপ্যতাং, ওঁ বিষ্ণুস্তৃপ্যতাং, ওঁ রুদ্রস্তৃপ্যতাং, ওঁ প্রজাপতিস্তৃপ্যতাং, ব্রহ্মাদি প্রত্যেক দেবতাকে ত্রিপত্র সহিত দেবতীর্থ দ্বারা এক এক অঞ্জলি জল প্রদান করিবে। এইরূপে দেবতর্পণ করিয়া—

"ওঁ দেবা যক্ষা স্তথা নাগা গন্ধর্ব্বাপ্সরসোঽসুরাঃ।
ক্রূরাঃ সর্পাঃ সুপর্ণাশ্চ তরবো জম্ভগা খগাঃ॥
বিদ্যাধরা জলাধারা স্তথৈবাকাশগামিনঃ।
নিরাহারাশ্চ যে জীবাঃ পাপে ধর্ম্মে রতাশ্চ যে॥
তেষামাপ্যায়নায়ৈতদ্দীয়তে সলিলং ময়া।"

এই মন্ত্র পড়িয়া দেবতীর্থ দ্বারা এক অঞ্জলি জল প্রদান করিবে। পরে পশ্চিম মুখে নিবীতী হইয়া—

ওঁ সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ।
কপিলশ্চাসুরিশ্চৈব বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখস্তথা॥
সর্ব্বেতে তৃপ্তিমায়ান্তু মদ্দত্তেনাম্বুনা সদা।

এই মন্ত্র দুইবার পড়িয়া প্রজাপতিতীর্থদ্বারা দুই অঞ্জলি জল দিবে। তৎপরে পূর্ব্বমুখে উপবীতী হইয়া 'ওঁ মরীচিস্তৃপ্যতাং, ওঁ অত্রিস্তৃপ্যতাং, ওঁ অঙ্গিরাস্তৃপ্যতাং, ওঁ পুলস্ত্যস্তৃপ্যতাং, ওঁ পুলহস্তৃপ্যতাং, ওঁ ক্রতুস্তৃপ্যতাং, ওঁ প্রচেতাস্তৃপ্যতাং, ওঁ বশিষ্ঠস্তৃপ্যতাং, ওঁ ভৃগুস্তৃপ্যতাং, ওঁ নারদস্তৃপ্যতাং' ইহা বলিয়া মরীচি হইতে নারদ পর্য্যন্ত যথাক্রমে বলিয়া প্রত্যেককে দেবতীর্থ দ্বারা এক এক অঞ্জলি জল দিবে।

তাহার পর দক্ষিণ মুখে প্রাচীনাবীতী হইয়া ওঁ অগ্নিষ্বাত্তা পিতরস্তৃপ্যন্তামেতৎ সতিলোদকং তেভ্যঃ স্বধা, ওঁ সৌম্যাঃ, ওঁ হবিষ্মন্তঃ, ওঁ উষ্মপাঃ, ওঁ সুকালিনঃ, ওঁ বর্হিষদঃ, ওঁ আজ্যপাঃ।

ইহাদিগকে পিতৃতীর্থ দ্বারা সতিল এক এক অঞ্জলি জল দিবে। পরে

ওঁ যমায় ধর্ম্মরাজায় মৃত্যবে চান্তকায় চ।
বৈবস্বতায় কালায় সর্ব্বভূতক্ষয়ায় চ॥
ঔড়ুম্বরায় দধ্নায় নীলায় পরমেষ্ঠিনে।
বৃকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ॥"

এই মন্ত্রটী তিনবার পড়িয়া পিতৃতীর্থ দ্বারা তিন অঞ্জলি জল দিবে। যদি সমর্থ হয়, তাহা হইলে চতুর্দ্দশ যমের প্রত্যেকের নামোল্লেখ করিয়া তিন তিন অঞ্জলি জল দিবে।

তাহার পর তর্পণ সমাপ্তি পর্য্যন্ত দক্ষিণমুখে প্রাচীনাবীতী হইয়া পিতৃতীর্থ দ্বারা তিলতর্পণ করিবে। কৃতাঞ্জলি হইয়া—

'ওঁ আগচ্ছন্তু মে পিতর ইমং গৃহ্ণন্তপোঽঞ্জলিং।"

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া পিতৃগণের আবাহন করিবে। পরে 'বিষ্ণুরোং অমুকগোত্রঃ পিতা অমুকদেবশর্ম্মা তৃপ্যতামেতৎ সতিলোদকং তস্মৈ স্বধা।"

এই বাক্যটী তিনবার করিয়া তিন অঞ্জলি জল পিতৃউদ্দেশে দিবে। এইরূপে পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ ও বৃদ্ধপ্রমাতামহকেও সতিল তিনঅঞ্জলি জল দিতে হইবে।

"বিষ্ণুরোং অমুকগোত্রা মাতা অমুকী দেবী তৃপ্যতামেতৎ সতিলোদকং তস্যৈ স্বধা।" এইরূপ উচ্চারণ করিয়া সতিল তিন অঞ্জলি জল দিবে।

পরে পিতামহী ও প্রপিতামহীকেও এইরূপে তিন অঞ্জলি জল প্রদান করিবে। মাতামহী, প্রমাতামহী, বৃদ্ধ প্রমাতামহী, বিমাতা, পিতৃব্য, মাতুল এবং ভ্রাতা প্রভৃতি সকলকেই এক এক অঞ্জলি জল দিবে।

পিতৃতর্পণ সমাপ্তি করিয়া ভীষ্মাষ্টমীতে ভীষ্মের তর্পণ করা বিধেয়। ভীষ্মাষ্টমী ভিন্ন ভীষ্মের তর্পণ করিতে হইবে না।

ভীষ্মতর্পণ—

'ওঁ বৈয়াঘ্রপদ্যগোত্রায় সাঙ্কৃতিপ্রবরায় চ।
অপুত্রায় দদাম্যেতৎ সলিলং ভীষ্মবর্ম্মণে॥'

এই মন্ত্র পড়িয়া এক অঞ্জলি জল দিবে।

ওঁ ভীষ্মঃ শান্তনবো বীরঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
আভিরদ্ভিরবাপ্নোতু পুত্রপৌত্রোচিতাং ক্রিয়াং॥"

এই মন্ত্র দ্বারা ভীষ্মকে নমস্কার করিবে। অনন্তর—

ওঁ অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবাঃ যেঽপ্যদগ্ধাঃ কুলে মম।
ভূমৌ দত্তেন তৃপ্যন্তু তৃপ্তা যান্তু পরাং গতিং॥'

এই মন্ত্র পড়িয়া এক অঞ্জলি জল দিবে।

ওঁ যে বান্ধবাবান্ধবা বা যেঽন্যজন্মনি বান্ধবাঃ।
তে তৃপ্তি মখিলাং যান্তু যে চাস্মত্তোয়কাঙ্ক্ষিণঃ॥"

এই মন্ত্র পড়িয়া এক অঞ্জলি জল দিবে। তৎপরে

ওঁ আব্রহ্মভুবনাল্লোকা দেবর্ষি পিতৃমানবাঃ।
তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্ব্বে মাতৃমাতামহাদয়ঃ॥
অতীত কুলকোটীনাং সপ্তদ্বীপনিবাসিনাং।
ময়া দত্তেন তোয়েন তৃপ্যন্তু ভুবনত্রয়ং॥"

এই মন্ত্রে তিন অঞ্জলি জল দিয়া "ওঁ আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং জগত্তৃপ্যতু।"

এই মন্ত্রে তিন অঞ্জলি জল দিবে। তৎপরে—

"ওঁ যে চাস্মাকং কুলে জাতা অপুত্রাগোত্রিণো মৃতাঃ।
তে তৃপ্যন্তু ময়া দত্তং বস্ত্রনিষ্পীড়নোদকং॥"

এই মন্ত্রে স্নানবস্ত্র নিষ্পীড়িত করিয়া ভূমিতে একবার জল দিবে।

ওঁ পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥"

এই মন্ত্র দ্বারা পিতৃচরণোদ্দেশে নমস্কার করিবে।

প্রত্যহ তর্পণ করিতে অশক্ত হইলে—

"ওঁ আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্তং জগত্তৃপ্যতু।"

এই মন্ত্রে তিনবার জলাঞ্জলি দান করিয়া তর্পণ সম্পন্ন করিতে পারেন।

সংক্ষেপে তর্পণের মন্ত্রান্তর—

"আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্তং দেবর্ষিপিতৃমানবাঃ।
তৃপ্যন্তু সর্ব্বে পিতরো মাতৃমাতামহাদয়ঃ॥
অতীতকুলকোটীনাং সপ্তদ্বীপনিবাসিনাং।
আব্রহ্মভুবনাল্লোকাদিদমস্তু তিলোদকং॥"

শূদ্র ও যজুর্ব্বেদিগণ তর্পণকালে "তৃপ্যতু" এই শব্দ প্রয়োগ করিবেন, যথা "ব্রহ্মা তৃপ্যতু" "সনকশ্চ সনন্দশ্চ" এই মন্ত্র উত্তরমুখী হইয়া পাঠ করিয়া দুই অঞ্জলি জল দিবেন।

"ওঁ কুরুক্ষেত্রং গয়া গঙ্গা প্রভাস পুষ্করাণি চ।
তীর্থান্যেতানি পুণ্যানি তর্পণকালে ভবন্তিহ॥"

এই মন্ত্র দ্বারা প্রথমে তীর্থ-আবাহন করিবে।

শূদ্রগণ ভীষ্মতর্পণ করিয়া পিতৃতর্পণ করিবে। আর আর সকল সামবেদীদিগের সহিত সমান।

ঋগ্বেদীদিগের তর্পণ যজুর্ব্বেদীয় তর্পণের সহিত সমান, কেবলমাত্র অগ্নিষ্বাত্তাদি পিতৃগণের তর্পণ তিনবার করিয়া করিতে হয়। জন্মাষ্টমী তিথিতে উদকমাত্র দ্বারা পিতৃগণের তর্পণ করিলে শতবর্ষ গয়াশ্রাদ্ধের ফল হয়। (আহ্নিকতত্ত্ব)

তন্ত্রমতে তর্পণ ত্রিবিধ—আন্তর, মানস ও বাহ্য। সোম, অর্ক ও অনলের সংঘট্ট হইতে স্খলিত যে পরম অমৃত, সেই দিব্য অমৃত দ্বারা পরমদেবতাকে তর্পণ করিতে হয়। ইহার নাম আন্তর। আত্মাকে তন্ময় করিয়া অর্থাৎ যে দেবতার তর্পণ করিবে, সেই দেবতাস্বরূপ হইয়া তর্পণ করার নাম মানস তর্পণ। বিশুদ্ধ স্থানে উপবেশন করিয়া তর্পণ আরম্ভ করিবে। প্রথমে গুরুকে তর্পণ করিয়া পরে মূলদেবীকে তর্পণ করিবে। প্রথমে বীজত্রয় গ্রহণ করিয়া, তাহার পর বিদ্যা ও হুতভুক্দয়িতা (স্বাহা) যুক্ত করিয়া মূলদেবীর নাম কথনের পর "তর্পয়ামি নমঃ" এই পদ প্রয়োগ করিবে।

কুলবারি দ্বারা দেবতা, অগ্নি ও ঋষিদিগকে তর্পণ করিবে। তর্পণের আদিতে "তৃপ্যতাং" এই পদ প্রয়োগ করিতে হয়।

এই প্রকারে বিষ্ণু, রুদ্র, প্রজাপতি, ঋষিগণ, পিতৃগণ ও ভৈরবদিগকে তর্পণ করিবে। তর্পণের প্রথমে ত্রিপুর পূর্ব্ব এই পদ প্রয়োগ করিবে *।

তর্পণঘাট, দিনাজপুর জেলার সরহট্ট পরগণার অধীন একটী পল্লিগ্রাম। পরগণার মধ্যে এই গ্রামটীই সমধিক খ্যাত। করতোয়া নদীতটে অবস্থিত। ইহার অনতিদূরে কতকগুলি বিল ও শালবন আছে। প্রতিবৎসর চৈত্র কিম্বা বৈশাখমাসে তর্পণঘাটে একটী বৃহৎ মেলা হইয়া থাকে। মেলাস্থলে প্রায় ৪।৫ হাজার লোকের সমাগম হয়।

তর্পণী (স্ত্রী) তৃপ-ণিচ্ করণে ল্যুট্। ১ গুরুস্কন্ধ বৃক্ষ। ২ গঙ্গা।
"তর্পণী তীর্থতীর্থাচ ত্রিপথা ত্রিদশেশ্বরী।" (কাশীখ° ২৯।৩২)
(ত্রি) ৩ প্রীতিদায়িনী।

তর্পণীয় (ত্রি) তৃপ্তির যোগ্য।

তর্পণেচ্ছু (পুং) তর্পণং ইচ্ছতি ইষ উ নিপাতনাৎ সাধুঃ। ১ ভীষ্ম। (ত্রি) ২ তর্পণাকাঙ্ক্ষী, তর্পণ করিতে ইচ্ছুক।

তর্পয়িতব্য (ত্রি) তৃপ-ণিচ্-তব্য। তৃপ্তি বা প্রীণনযোগ্য।

তর্পিণী (স্ত্রী) তর্পয়তি প্রীণয়তি তৃপ্-ণিচ্ ণিনি, ততো ঙীপ্। পদ্মচারিণীলতা। (শব্দচ°)

তর্পিত (ত্রি) তৃপ-ণিচ্-ক্ত। প্রীণিত, সন্তোষিত।

তর্পিন্ (ত্রি) তৃপ-ণিচ্ ণিনি। তর্পক, প্রীণয়িতা।

তর্পিলী (স্ত্রী) তৃপ-ইল গৌরা° ঙীষ্। পঙ্কচারিণী। এই অর্থে তল্লিলী এইরূপ পাঠান্তর দেখা যায়। তর্পিলী কপিলকাদি° ত্বস্য ল, তল্লিলী। স্বার্থে কন্। তর্পিলিকা, তল্লিলিকা।

---

* তর্পণঞ্চ ত্রিধা প্রোক্তং সাম্প্রতং তজ্জ্ৃণু যে।
সোমার্কানলসংঘট্টাৎ স্খলিতং যৎপরামৃতং।
তেনামৃতেন দিব্যেন তর্পয়েৎ পরদেবতাং।
আন্তরং তর্পণং হ্যেতন্মানসং শৃণু সাম্প্রতং।
আত্মানং তন্ময়ং কৃত্বা সদা সন্তর্পিতাস্ববান্।
সর্ব্বদা সর্ব্বকার্য্যেষু সন্তুষ্ট স্থিরমানসঃ।
উপবিষ্টঃ শুচৌদেশে ততস্তর্পণমারভেৎ।
তর্পয়িত্বা গুরুনাদৌ মূলদেবীঞ্চ তর্পয়েৎ।
বীজত্রয়ং ততোবিদ্যা হুতভুক্দয়িতা তথা।
ততো দেব্যাঃ স্বনামান্তে তর্পয়ামি নমঃ পদং।
দেবানগ্নীনৃষীংশ্চৈব তর্পয়েৎ কুলবারিণা।
তর্পণাদৌ প্রযুঞ্জীত তৃপ্যতাং বৃন্দ চৈবহ।
তথৈব পরমেশানি বিষ্ণুং রুদ্রং প্রজাপতিং।
এবং ঋষনৃক্রতর্পণাথ পিতৃ ঋপি চ ভৈরবান্।
তৃপ্যতাং সুন্দরীমাতা পিতা চৈবব তৃপ্যতাং।
আদৌ ত্রিপুরপূর্ব্বঞ্চ তর্পণে বিনিয়োজয়েৎ।" (গন্ধর্ব্বতন্ত্র)

তর্বট (পুং) তর্বতি ক্রুতং গচ্ছতি তর্ব বাহুলকাৎ অটন্। ১ বৎসর। ২ চক্রমর্দ্দ, চাকুন্দে গাছ। (রাজনি°)

তর্ম্মন্ (ক্লী) তরতি তৃ-মনিন্ (সর্ব্বধাতুভ্যো মনিন্। উণ্ ৪।১৪৪) যূপাগ্র, যজ্ঞীয়কাষ্ঠের অগ্রভাগ।

তর্ষ্য (পুং) ঋষিভেদ। "বধীয়াৎ বাহুবৃক্তঃ শ্রুতবিত্তর্য্যঃ।" (ঋক্ ৫।৪৪।১২) 'শ্রুতস্য বেত্তাচ তর্য্যশ্চ' (সায়ণ)

তর্ষ (পুং) তৃষ তৃষ্ণায়াং ভাবে ঘঞ্। ১ অভিলাষ। ২ তৃষ্ণা।
"লবণার্ণবপানেন তর্ষোৎকর্ষমিবোদ্বহন্।
যৎ প্রতাপো রিপুস্ত্রীণাং সনেত্রাস্তোঽস্তজস্মুখং॥"
(রাজত° ৩।৪৮২)

তৌর্য্যত্যনেন তৃ-স (বৃতৃবদিহনীতি। উণ্ ৩।৬০) ৩ প্লব, ভেলক। ৪ সমুদ্র। ৫ সূর্য্য।

তর্ষণ (ক্লী) তৃষ ভাবে ল্যুট্। ১ পিপাসা। ২ অভিলাষ।
"নির্বিণ্ণা নিতরাং ভূমন্ন সাদস্ত্রিয়তর্ষণাৎ॥" (ভাগ° ৯.৬.২১)

তর্ষিত (ত্রি) তর্ষোঽস্য জাতঃ। তর্ষ তারকা° ইতচ্। ১ তৃষিত, পিপাসিত। ২ জাতাভিলাষ, বাঞ্ছিত।
"অতিচক্রাম তং দেশং রামদর্শনতর্ষিতঃ।" (রামা° ২।১০৪।১)

তর্ষুল (ত্রি) তৃষ-উলচ্। তৃষ্ণাযুক্ত।

তর্ষ্যাবৎ (ত্রি) তৃষাবৎ বেদে পৃষো° সাধুঃ। তৃষ্ণাযুক্ত, তৃষিত। "নিরুদ্ধ চিন্নাহিবস্তর্ষ্যাবান্।" (ঋক্ ১০।২৮।১০) 'তর্ষ্যাবান্ তৃষাবান্' (সায়ণ)

তর্হন (ত্রি) অনিষ্ট করা, দমন।

তর্হি (অব্য) তদ্-হিল্। সেই সময়ে, তজ্জন্য, তবে।
"তদভাবে তদভাবাৎ শূন্যং তর্হি।" (সাংখ্য সূ° ১।৪৩)

তল (পুং ক্লী) তলতি তল অচ্। ১ অধোভাগ, তলা। ২ পাতাল। ৩ উপরিভাগ, পৃষ্ঠদেশ। ৪ মূলদেশ, মূলের চতুস্পার্শ্ববর্ত্তী স্থান, মধ্যাহ্নকালে যতদূর ছায়া পড়ে; যথা তরুতল। ৫ টালি। ৬ পায়ের তেলো। ৭ মধ্যদেশ। ৮ স্বরূপ। (ক্লী) ৯ কানন। ১০ গর্ত্ত। ১১ জ্যাঘাতবারণ। ১২ গৃহের পরিচ্ছেদ, যথা একতল গৃহ। ১৩ কার্য্যবীজ। ১৪ চপেট, চাপড়। ১৫ তালবৃক্ষ। ১৬ খড়্গাদির মুষ্টি। ১৭ সব্য হস্ত দ্বারা তন্ত্রীবাদন। ১৮ গোধা। ১৯ ৎসরু। ২০ নরক বিশেষ। এইখানে ব্যাভিচারী হত্যাকারী প্রভৃতিরা বাস করিয়া থাকে। ২১ আধার। ২২ মহাদেব।
"তলস্তালঃ করস্থালী উর্দ্ধসংহননো মহান্।" (ভারত ১৭।১২৮)

তলওয়ার (হিন্দি) ইহার অর্থ তরবারি। সোডা প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার জন্য যে কাষ্ঠিয়া দ্বারা জলাদি কর্ষিত হয়, তাহাকেও তলওয়ার কহে। [তলবার দেখ।]

তলওয়ার, মহিসুরের জাতিবিশেষ। পলিগারদিগের আধিপত্যকালে ইহারা বার্ষিক একটী ভেড়া ও একপাত্র ঘৃত কর-স্বরূপ প্রদান করিত।

তলক (ক্লী) তলেন গভীর গর্ত্তেন কায়তি কৈ-ক। ১ পুষ্করিণী। ২ ফলবিশেষ।

তলকর, ১ জমাবিশেষ। মুর্শিদাবাদ জেলায় এই জমা সমধিক প্রচলিত। শুষ্ক জলাশয়ের জমীর স্বত্বকে তলকর কহে।

২ মুর্শিদাবাদ জেলার একটী বিলের নাম। এই জেলায় যতগুলি বিল আছে, তাহার মধ্যে এইটীই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। বহরমপুর হইতে কয়েক মাইল পশ্চিমদিকে গেলেই এই বিলটী দেখা যায়।

তলকাড়ু, মহিসুর রাজ্যে মহিসুর জেলার অন্তর্গত একটী তালুক।

২ উক্ত তালুকের প্রাচীন নগর। পূর্ব্বকালে এই নগরটী তলকাড়ু, তল্কাড়ু এবং তালকাড়ু নামেও খ্যাত ছিল। মহিসুর জেলায় নর্সাপুর তালুকে কাবেরী নদীর বাম তটে ১২° ১১´ উঃ অক্ষাংশ এবং ৭৭° ৫´ পূঃ দ্রাঘিমায় অবস্থিত। মহিসুর নগর হইতে দক্ষিণপূর্ব্বদিকে ২৮ মাইল গেলে তলকাড়ে উপস্থিত হওয়া যায়।

এই নগরে কাবেরী নদীর এক পার্শ্বে কতকগুলি শৈবমন্দির দৃষ্ট হয়। এই মন্দিরগুলির প্রায় সর্ব্বাংশ বালুকা ঢাকা পড়িয়াছে। অপর তটে যে মন্দিরটী আছে তাহার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত আখ্যায়িকাটী শুনা যায়। একদা এক ভিক্ষু মহাদেবকে অর্চ্চনা করিবার জন্য তলকাড়ে উপনীত হইলেন। এই স্থানে আসিয়া তিনি বিষম গোলযোগে পড়িলেন। অসংখ্য শিবমন্দির দেখিয়া ভাবিতে লাগিলেন যে প্রত্যেক মন্দিরে পূজা করিতে হইলে যে উপকরণের আবশ্যক তাঁহার যৎসামান্য সঞ্চিত অর্থে কিছুতেই তাহার সঙ্কুলান হয় না; অথচ সকল মন্দিরে পূজা না করিলেও নয়; কারণ যদি কোন মন্দিরে তিনি অর্চ্চনা না করেন, তবে সেই মন্দিরস্থিত বিগ্রহ বিশেষ অসন্তুষ্ট হইবেন। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে অবশেষে তাঁহার সংগৃহীত অর্থে তিনি কতকগুলি কলাই ক্রয় করিলেন। ইহার এক একটী কলাই তিনি প্রতি মন্দিরে উৎসর্গ করিতে লাগিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় একটী মন্দিরে উপাসনা বাকী থাকিতে তাঁহার কলাই ফুরাইয়া গেল। ভিক্ষু অনন্যোপায় হইয়া পড়িলেন। যে মূর্ত্তির পূজা হইল না, যাহাতে অপর মূর্ত্তিগুলি তাঁহার উপর প্রাধান্য লাভ করিতে না পারেন, তজ্জন্য নদীর অপর পারে আপনাকে চালিত করিলেন। তাঁহার ইচ্ছায় অপর বিগ্রহগুলি বালুকা-সমাচ্ছন্ন হইল।

প্রাচীন তলকাড় নগরের অট্টালিকাগুলি বালুকাস্তূপে সম্পূর্ণরূপে ঢাকা রহিয়াছে। স্তূপ পর্ব্বতবৎ এই বালিরাশি প্রায় ১ মাইল দীর্ঘ। প্রতিবর্ষে ২০ ফিট্ করিয়া বালুকাস্তূপ বৃদ্ধি পাইতেছে। উক্ত বালুকাস্তূপে ৩০টী মন্দির গ্রাস করিয়াছে। এই মন্দিরগুলির মধ্যে ২টীর উচ্চতম চূড়া এখনও দৃষ্টিপথে পতিত হয়। কোন কোন পর্ব্বোপলক্ষে কীর্ত্তিনারায়ণের মন্দিরে বালুকারাশি কিয়ৎপরিমাণে অপসারিত করা হইয়া থাকে। এই নগরের প্রায় সকল অংশই বালুকাময়; বর্ত্তমান অবস্থা দেখিলে প্রতীতি হয় যে, শীঘ্রই অবশিষ্টাংশ বালুকাচ্ছাদিত হইবে। স্থানীয় লোকগণ বলেন যে, এই নগরের শেষ রাণী এই স্থান বালুকায় পরিণত হইবে এইরূপ অভিসম্পাত করিয়া কাবেরীজলে পতিত হইয়া নিজ জীবন পরিত্যাগ করেন।

তলকাড়ের অধিবাসীদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই হিন্দু। ১৮৬৮ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত তলকাড় নর্সাপুর তালুকের প্রধান সহর ছিল। সংস্কৃত ভাষায় তলকাড়কে দলবন কহে। দল-বনপুর নামেও ইহার উল্লেখ দেখা যায়।

তলকাড়ের প্রাচীনতম ইতিহাস পাওয়া যায় না। ২৮৮ খৃঃ অব্দ হইতে ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। উক্ত অব্দে গঙ্গবংশীয় হারবর্ম্মা তলকাড়ে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করেন। ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে এই বংশীয় অন্য এক রাজা তলকাড়ের দুর্গাদি সংস্কার করেন। ৯ম শতাব্দীর শেষভাগে চোলরাজগণ তলকাড় শাসন করিতে থাকেন। চেরবংশীয়গণ কিছুদিন এই স্থান আপনাদিগের অধীনে রাখিয়াছিলেন। ১০ম শতাব্দীতে তলকাড়ে হয়সালবল্লালবংশের রাজধানী ছিল। ১৬শ শতাব্দীতে পুনরায় গঙ্গবংশীয়দিগের জয়পতাকা এই নগরে উড়িতে আরম্ভ করে। শিবসমুদ্রের পরাক্রমেই এই স্থান পুনরায় গাঙ্গেয়দিগের হস্তগত হয়। কিন্তু এই বংশীয় তিন জনের অধিক রাজা তলকাড়ে রাজত্ব করিতে পারেন নাই। পরে ইহা বিজয়নগরের অনৈক করদ রাজার অধীনে আসিল। অবশেষে ১৬৩৪ খৃঃ অব্দে মহিসুরের হিন্দুরাজা যুদ্ধে জয়ী হইয়া তলকাড় অধিকার করিয়া লইলেন।

তলকাবেরী, কাবেরী নদীর উৎপত্তি-স্থল। কোরগ প্রদেশে পশ্চিমঘাট পর্ব্বতের ব্রহ্মগিরি অংশে অক্ষা° ১২°২৩´ ১০´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৫°৩৪´ ৮০ পূঃ। এইস্থানে একটী দেবমন্দির আছে। অনেক হিন্দুযাত্রী প্রতিবর্ষে এইস্থানে আগমন করে। কার্ত্তিক অথবা অগ্রহায়ণ মাসে তলমান-পর্ব্বোপলক্ষে বহুতর লোক এইস্থানে স্নান করিয়া থাকে। এই কালে কোড়গের প্রত্যেক পরিবার স্নানার্থ এক একজন প্রতিনিধি পাঠায়। প্রতিবর্ষে মন্দিরের জন্য গবর্মেণ্টের প্রায় ২৩২০ টাকা ব্যয় হয়।

তলকোট (পুং) বৃক্ষবিশেষ। "তলকোটস্য বীজেষু পচেদ্ধৃৎ কারিকাং শুভাং।" (সুশ্রুত)

তলঘাট, মান্দ্রাজ বিভাগের সালেম জেলার দক্ষিণাংশ। পূর্ব্বকালে এই প্রদেশ কোঙ্গুদেশের অংশভুক্ত ছিল। কোঙ্গুবংশীয় রট্ট এবং গঙ্গরাজগণ চের-রাজগণের পূর্ব্বে এই প্রদেশ শাসন করিতেন।

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে কোঙ্গুবংশীয় রাজগণ নন্দিদুর্গ পর্য্যন্ত ও ৮ম শতাব্দীতে তুঙ্গভদ্রানদীতীরস্থ হরিহর পর্য্যন্ত আপনাদিগের রাজ্য বিস্তৃত করিয়াছিলেন। ৮৯৪ খৃঃ অব্দে ইহারা চোলবংশ কর্ত্তৃক আপনাদিগের অধিকার চ্যুত হয়। ১১শ শতাব্দীর মধ্যভাগে চোলরাজগণের অধীন অনেক সামন্ত প্রবল হইয়া উঠিলেন। ইহাদিগের মধ্যে হয়শালবংশীয় কোন সামন্ত ১০৮০ খৃঃ অব্দে সালেম প্রদেশ অধিকার করিলেন। ১৩১০ খৃঃ অব্দে এই প্রদেশ মুসলমানদিগের হস্তে পড়িল। কিছুকাল পরে ইহা বিজয়নগর রাজ্যভুক্ত হইল। ১৬শ শতাব্দীর শেষভাগে এই প্রদেশে নায়কগণের আধিপত্য দেখা যায়। ১৭৯৯ খৃঃ অব্দে শ্রীরঙ্গপত্তনের অবরোধের পর ইহা বৃটীশরাজ্যভুক্ত হইয়াছে।

তলতাল (পুং) তলেন করতলেন তাড্যতে তাড় কর্ম্মণি ঘঞ্ ডস্য লঃ। করতল দ্বারা বাদনীয় বাদ্যভেদ। "আক্ষেটয়ন্ ক্ষেলয়ংশ্চ তলতালঞ্চ বাদয়ন্।" (ভারত ৩।১৭৮ অ°)

তলত্র (ক্লী) তলং ত্রায়তে ত্রৈ-ক। চর্ম্মনির্ম্মিত দস্তানা।

তলত্রাণ, (ক্লী) তলং করতলং ত্রায়তে ত্রৈ-করণে ল্যুট্। করতল রক্ষক, চর্ম্মময় গোধাবিশেষ, চর্ম্মনির্ম্মিত দস্তানা।

তলদাবাঁশ (দেশজ) এক প্রকার ফাঁপা অথচ সরু বাঁশ, ইহাতে ডালা প্রভৃতি প্রস্তুত হয়।

তলপ্ (আরবী) ১ আহ্বান। ২ হুকুম। ৩ বেতন।

তলধ্বনি (পুং) তলস্য ধ্বানিঃ ৬তৎ। হস্ততলের শব্দ, হাততালি।

তলম্ব, পঞ্জাবে মুলতান জেলার সরাইসিধু তহসীলের একটী সহর। মুলতান সহরের ৫১ মাইল উত্তরপূর্ব্বে এবং চন্দ্রভাগা নদীর বামতটের ২ মাইল দূরে ৩০°৩১ উঃ অক্ষাংশে এবং ৭২° ১´ পূঃ দ্রাঘিমায় অবস্থিত। সহরে মিউনিসিপালিটী আছে।

এইস্থানে অনেক প্রত্নতত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। এক মাইল দক্ষিণে একটী প্রাচীন দুর্গ ছিল। এই দুর্গের ইট দ্বারা তলম্বের অনেক সৌধ নির্ম্মিত হইয়াছে। এই দুর্গের ইষ্টকগুলি প্রাচীন মুলতানের অট্টালিকার ইটের ন্যায়। অনেকের মতে আলেক্সান্দার এইস্থানে চন্দ্রভাগা উত্তীর্ণ হইয়া

ছিলেন এবং মন্ত্রিদিগকে পরাজিত করিয়া এই প্রদেশ অধিকার করেন। এই প্রদেশ একবার মামুদের হস্তগত হয়। তৈমুর ভারতে আসিয়া তলম্ব লুণ্ঠন ও অধিবাসীদিগকে হত্যা করিলেন; কিন্তু দুর্গটী নষ্ট করেন নাই।

তলম্বে অনেক ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। কথিত আছে, মামুদ লদের সময় (১৫১০-১৫২৫ খৃঃ অব্দ) চন্দ্রভাগা নদীর গতি পরিবর্ত্তিত হওয়ায় এই স্থান পরিত্যক্ত হইয়াছে। এখানকার বিস্তীর্ণ ধ্বংসাবশেষ একটী নগরের ন্যায়; দক্ষিণদিকে উচ্চ দুর্গদ্বারা সুরক্ষিত। বহির্ভাগের কর্দ্দম-প্রাচীর ২০০ ফিট্ পুরু ও ২০ ফিট্ উচ্চ। এই প্রাচীরের উপর প্রায় সমান উচ্চের অপর একটী প্রাচীর দেখা যায়। পূর্ব্বে উভয়েরই সম্মুখভাগ বৃহৎ ইষ্টক দ্বারা সমাচ্ছাদিত ছিল।

বর্ত্তমান তলম্বগ্রামে একটী পুলিশ, একটী ডাক-ঘর, একটী স্কুল ও একটী সরাই আছে। এগুলি একটী অট্টালিকার মধ্যে অবস্থিত।

সহরের প্রায় ½ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে একটী ছাউনি-স্থান ও ২টী উত্তম কূপ আছে।

তলপরম্ব [তলিপরম্ব দেখ।] মান্দ্রাজ বিভাগে মলবার জেলার একটী সহর।

১ মলবার জেলার চেরকল তালুকের একটী সহর। কন্নুরের (কননোর) ১৫ মাইল উত্তরপূর্ব্বে ১২° ২′ ৫০″ উঃ অক্ষা° ও ৭৫°২৪′ ১৬″ পূঃ দ্রাঘিমায় অবস্থিত। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী লোক এই স্থানে বাস করে। হিন্দুর সংখ্যা অধিক। এখানে সব-ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছারী ও একটী মন্দির আছে। মন্দিরের ছাদ পিত্তল-নির্ম্মিত। নিকটস্থ বালিপাথরের পাহাড়ে বহুসংখ্যক গুহা কর্ত্তিত হইয়াছে। এগুলি দেখিতে অতিশয় মনোরম ও আশ্চর্য্যজনক।

তলপেট (দেশজ) উদরের নাভিকুণ্ডের নিম্নস্থ অংশ। উদরের অধোভাগ।

তলপেট্যাল (দেশজ) নিম্ন হইতে সাহায্যকারী ব্যক্তি।

তলপ্রহার (পুং) তলেন প্রহারঃ ৩তৎ। চপেটাঘাত, চাপড় মারা। "তল প্রহারমশনেঃ সদৃশং ভীমনিস্বনং।"

(রামা° ৬।৭৬ অঃ)

তলভেদ (পুং) তলস্য ভেদঃ ৬তৎ। তলা ফুটা হইয়া যাওয়া।

তলমীন (পুং) তলে জলান্তিয়ে স্থিতো মীনঃ। জলনিম্নস্থিত মৎস্য, চিঙড়ী মাছ।

তলযুদ্ধ (ক্লী) তলস্য চপেটস্য আঘাতেন যুদ্ধং। চপেটাঘাত দ্বারা যুদ্ধবিশেষ, চড়াচড়ি।

তললোক (পুং) তলস্থো লোকঃ মধ্যলো°। পাতাল।

তলব (আরবী) [তলপ্ দেখ।]

তলব চিঠী (আরবী) আহ্বানপত্র, আদেশপত্র।

তলব (ত্রি) তলং হস্তাদি তলং বাতি নিহন্তি বা-ক। তল-বাদ্যকারক। "তাম্রাবালখাঘ তলবং" (যজু° ৩০।২০) 'তলবং তল-বাদ্যবাদকং' (মহীধর)

তলবকার (পুং) ১ সামবেদের শাখাভেদ। ২ তলবকারোপনিষদ্।

তলবা, ভাগলপুর জেলার একটী ক্ষুদ্র নদী। এই নদীটী পূর্ব্বে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত ছিল। স্থানে স্থানে ইহার প্রাচীন গর্ভ দৃষ্ট হয়। এই গর্ভ ১৫ হইতে ২০ চেইন প্রশস্ত। দেখিলে বোধ হয় যে, এখন যে স্থান হইতে তিলজুগা নদীতে জল আইসে, পূর্ব্বে সেই স্থান হইতে জল নদীতে আসিত। বর্ষান্তে তলবা স্থানে স্থানে শুকাইয়া যায়। নদীগর্ভস্থ শুষ্ক স্থান চাষ করা হইয়া থাকে। এই স্থানে অনায়াসেই প্রচুর ফসল জন্মে। এই নদী নিঃশঙ্কপুরকুরা পরগণার পশ্চিম-দিকে প্রবাহিত। বর্ষাকালে সোনবর্ষা পর্য্যন্ত ২০০ মণ বোঝাই নৌকা এবং বৈজনাথপুর পর্য্যন্ত ৫০ মণ বোঝাই একতা যাতায়াত করিতে পারে। এই নদী পর্ব্বান ও লোরনের সহিত মিলিত হইয়াছে।

তলবানা (আরবী) বাদী প্রতিবাদী বা সাক্ষিদিগের প্রতি শমন বা অন্য কোন আদেশ পাঠাইবার জন্য যে খরচ লাগে।

তলবার (হিন্দী) [তরবারি দেখ।]

তলবারণ (ক্লী) তলে বাহুতলে বারয়তি বারি ণিচ্ ল্যুট্। ১ জ্যাঘাত-বারণার্থ হস্ততলবদ্ধ বর্ম্মভেদ, চামাটী। ২ খড়্গ। ৩ খাপ।

তলসান, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির কাঠিয়াবাড় বিভাগে ঝালাবারের একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। ৪টী পল্লিগ্রাম দ্বারা তলসান রাজ্য গঠিত। ইহার অংশীদার ২ জন।

ভূ-পরিমাণ ৪৩ বর্গ মাইল। রাজস্ব প্রায় ২২৯২০৲ টাকা। প্রায় ৯১৫৲ টাকা বৃটিশগবর্মেণ্টকে ও প্রায় ১৫০৲ টাকা জুনাগড়ের নবাবকে কর-স্বরূপ দিতে হয়।

বোম্বাই, বরোদা ও মধ্যভারতীয় রেলপথের বড়ঝান-শাখার লখতর ষ্টেসনের ১১ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে তলসান গ্রাম অবস্থিত। প্রতিকনাগের মন্দিরের জন্য এই গ্রামটী বিশেষ প্রসিদ্ধ। কাঠিয়াবাড়ে সর্পপূজার যে সকল নিদর্শন পাওয়া যায় তাহার মধ্যে ইহা একটী।

তলসারক (ক্লী) তলে সারো বলং যস্য বহুব্রী কপ্। ঘোটকের বক্ষস্থলবন্ধনরজ্জু। পর্য্যায়—বক্রপট্ট, তলিকা। (হেম°) কোন কোন পণ্ডিতের মতে ঘোটকের অলঙ্কারপাত্র।

তলহৃদয় (ক্লী) তলস্য হৃদয়মিব। পদতলের মধ্যভাগ, পায়ের তেলো।

তলস্থিত (ত্রি) তলে স্থিতঃ ৭তৎ। তলে অবস্থিত, যে তলে থাকে।

তলা (স্ত্রী) তল স্ত্রিয়াং টাপ্। গোধা, জ্যাঘাতবারণা, জ্যাঘাত নিবারণ জন্য বাম প্রকোষ্ঠের চর্ম্মময় আবরণ।

তলহারি, মধ্যপ্রদেশে রায়পুর জেলার অন্তর্গত রাজিমে জগপালের যে উৎকীর্ণ-লিপি পাওয়া গিয়াছে তৎপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, রত্নদেবের রাজত্বকালে জগপাল এই স্থান জয় করেন। ৮৯৬ সম্বতের রত্নপুর শাসনে লিখিত আছে যে, তলহারি হইতে জাজল্লদেব বার্ষিক কর আদায় করিতেন।

তলাগাঙ্গ, ১ পঞ্জাবের ঝিলম্ জেলার একটী তহসীল। ঝিলম্ জেলার সমস্ত পশ্চিমাংশ এই তহসীলের অন্তর্ভুক্ত। লবণ-শৈল দ্বারা তহসীলটী স্থানে স্থানে বিচ্ছিন্ন। মুসলমান, হিন্দু, শিখ, খৃষ্টান প্রভৃতি এই স্থানে বাস করে। মুসলমানের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

গম, যব, বাজরা, জোয়ার, ভুট্টা, কলাই, তুলা এইগুলি প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য।

রাজস্ব প্রায় ১১১৪৯০৲ টাকা। এখানে একটী দেওয়ানি ও একটী ফৌজদারী বিচারালয় এবং ২টী থানা আছে। এক-জন তালুকদার সকল প্রকার বিচার-কার্য্য করিয়া থাকেন।

২ ঝিলম্ জেলার অধীন তলাগাঙ্গ তহসীলের প্রধান সহর। ৩২° ৫৫″ ৩০″ উঃ অক্ষা° ও ৭২° ২৮″ পূঃ দ্রাঘিমায় এবং ঝিলম্ নগরের ৮০ মাইল উত্তর-পশ্চিমকোণে অবস্থিত। এই সহরে মিউনিসিপালিটির বন্দোবস্ত আছে। সহরে মুসলমানের বাস অধিক।

১৬২৫ খৃঃ অব্দের প্রারম্ভে জনৈক অন্ধন সরদার এই নগর স্থাপন করেন। তদবধি এই সহরেই স্থানীয় রাজকার্য্য নির্ব্বাহিত হইতেছে। শিখরাজত্বে এবং বৃটীশ-শাসনেও এই স্থান হইতে বিচারালয়াদি স্থানান্তরিত হয় নাই। এই নগরটী একটী মালভূমির উপর নির্ম্মিত। কতকগুলি গুহা দিয়া নগরের জল নিকাশ হয়।

তলাগাঙ্গের নিকটবর্ত্তী স্থানে বিবিধ শস্য জন্মে। এখান-কার ব্যবসায় বহু বিস্তৃত। এখানে এক প্রকার জুতা প্রস্তুত হয়। এই জুতায় সোণালী জরির কাজ থাকে। পঞ্জাবের স্ত্রীলোকেরা এই জুতা ব্যবহার করে। দূরবর্ত্তী প্রদেশে ইহা রপ্তানি হয়। এই স্থানের মুসির (পরিধেয় বস্ত্রবিশেষ) দেশ-বিদেশে সমাদর দেখা যায়।

শিখ-আধিপত্যকালে সরদার যে দুর্গে বাস করিতেন, সেটা কর্দ্দমনির্ম্মিত। এখন এই দুর্গের মধ্যেই পুলিশ ও তহসীলের কাছারী।

ইংরাজ-আধিপত্যের সময় হইতে বহুদিন পর্য্যন্ত এই স্থানে একটী সেনাবাস ছিল। ১৮৮২ খৃঃ অব্দে ইহা উঠিয়া গিয়াছে।

এখানে একটী স্কুল ও একটী দাতব্য ঔষধালয় আছে।

তলা (দেশজ) তলদেশ, নিম্নভাগ।

তলাও (হিন্দী) জলাশয়বিশেষ।

তলাগুর্চি (দেশজ) ১ বিক্ষিপ্ত বস্তুর সংগ্রহকরণ। ২ যোগান দেওন। ৩ আনুকূল্য। ৪ মন্দ বিষয়ে উৎসাহ প্রদান।

তলাচী (স্ত্রী) তলমঞ্চতি অন্চ ক্বিপ্ স্ত্রিয়াং ঙীষ্। নলনির্ম্মিত কট, বেত্র বা বংশনির্ম্মিত আস্তরণ, দরমা, চেটাই।

তলাজ, বোম্বাই বিভাগের অন্তর্গত কাঠিয়াবাড়ের ভবনগর রাজ্যের একটী নগর। নগরটী চতুর্দ্দিকে প্রাচীরবেষ্টিত এবং ভবনগর সহরের ৩১ মাইল দক্ষিণে ২১° ২১′ ১৫″ উঃ অক্ষাঃ ও ৭২° ৪′ ৩০″ পূঃ দ্রাঘিমায় অবস্থিত। ইহার দৃশ্য একটী ক্ষুদ্র দুরারোহ সূচ্যগ্র পর্ব্বতবৎ। ইহা সমুদ্রের সমতল হইতে ৪০০ ফিট্ উচ্চ। নিকটস্থ পাহাড়ের উপর একটী হিন্দু-মন্দির ও একটী সুন্দর পুষ্করিণী আছে। এই পুষ্করিণীর জল অতিশয় বিশুদ্ধ। পাহাড়ের স্থানে স্থানে গহ্বর আছে। পূর্ব্বে দস্যুগণ এই গুহাগুলিতে লুকাইয়া থাকিত। ১৮২৩ খৃঃ অব্দেও এই সকল গহ্বরে দস্যু দেখা যাইত।

তলাড়ু, তামিল ভাষায় লিখিত কতকগুলি পদ্য। ইহাতে দেবগণের শৈশবাবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। প্রতিবর্ষে নির্দ্দিষ্ট পর্ব্বের দিনে মান্দ্রাজের দক্ষিণাংশবাসিগণ কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবমূর্ত্তি দোলায় রাখিয়া দোলাইতে দোলাইতে এই পদ্যগুলি গান করে। এই পদ্যের কতকগুলি অশ্লীল, আর কতকগুলি কেবল শব্দাড়ম্বরপরিপূর্ণ। ইহার একটীর নাম চক্কড়ু। এই পদ্যটীর ভাষা বেশ মধুর। মান্দ্রাজ রমণীগণ শিশু সন্তানদিগকে নিদ্রিত করিবার কালেও তলাড়ু গাহিয়া থাকে। পদ্যগুলি পয়ার-লক্ষণাক্রান্ত।

তলাতল (ক্লী) নাস্তি তলং যস্তেতি অতলং তলাদপি অতলং। পাতালভেদ, সপ্তপাতালের একটী পাতালবিশেষ। এইখানে ময়দানব শিবকর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া বাস করেন। (ভাগ°)

[পাতাল দেখ।]

তলান (দেশজ) নিমগ্ন হওন, নিমজ্জন।

তলানি (দেশজ) অধোভাগ, নিম্নভাগ, জলাদির নিম্নে সঞ্চিত মল।

তলাভিঘাত (পুং) তলেন অভিঘাতঃ ৩তৎ। করতলদ্বারা প্রহার, চপেটাঘাত।

তলাশা (বৈ) বৃক্ষভেদ।

তলিকা (স্ত্রী) তলং বক্ষস্থলস্তস্য বন্ধনস্থানমেবেনাস্ত্যস্য তল-ঠন্। তঙ্গসারক, ঘোটকের বক্ষস্থলবন্ধনরজ্জু।

তলিৎ (স্ত্রী) তড়িৎ ডস্য-ল। বিদ্যুৎ। (শব্দার্থচি°)

তলিত (ক্লী) তলং জাতমস্য তারকা° ইতচ্। ভৃষ্টমাংস, ভাজা মাংস। শুদ্ধ মাংস যেরূপে প্রস্তুত করিতে হয়, সেই নিয়মে মাংস সম্যক্ সিদ্ধ করিয়া পুনরায় ঘৃতে ভাজিয়া লইবে। মাংস এই প্রকারে ঘৃতপক্ক হইলে পণ্ডিতগণ "তলিত" বলিয়া থাকে।

"শুদ্ধমাংস বিধানেন মাংসং সম্যক্ প্রসাধিতং।

পুনস্তদাজ্যে সম্ভৃষ্টং তলিতং প্রোচ্যতে বুধৈঃ॥" (ভাবপ্র°)

ইহার গুণ বল, মেধা অগ্নি, মাংস, ওজোধাতু ও শুক্রবৃদ্ধিকারক, তৃপ্তিজনক, লঘু, স্নিগ্ধ, রুচিকর এবং শরীরের দৃঢ়তা-সম্পাদক। (ভাবপ্র°)

তলিন্ (ত্রি) তলা অস্ত্যস্তি ইনি গোধাযুক্ত। "ততঃ কবচ-পাত্রী চ তলী খড়্গী শরাসনী।" (ভারত উদ্যো° ১৫৭ অ°)

তলিন (ক্লী) তলাতে শয়নার্থং গম্যতেহত্র তল-ইনন্ (তলি পুলিভ্যাংচ। উণ্ ২।৫০) ১ শয্যা (ত্রি) ২ বিরল। ৩ স্তোক। ৪ স্বচ্ছ। ৫ দুর্ব্বল। (হেম°)

তলিম (ক্লী) তল বাহুলকাৎ ইমন্। ১ কুট্টিম, ছাতা। ২ শয্যা। ৩ খড়্গ। ৪ বিতানক, চাঁদোয়া। ৫ চন্দ্রহাস।

তলীড্য (বৈ) প্রত্যঙ্গভেদ।

তলুন (পুং) তরতি বেগেন গচ্ছতি তৃ উনন্ (ক্ষোরস্চলোবা। উণ্ ৩।৫৪) রস্য লত্ব। ১ বায়ু। ২ যুবা।

তলুনী (স্ত্রী) তলুন-ঙীষ্। তরুণী, যুবতী।

তলুয়া (দেশজ) ভাত রাঁধিবার জন্য বড় হাঁড়ী, তলোহাঁড়ী।

তলেক্ষণ (পুং) তলে অধোভাগে ঈক্ষণং যস্য বহুব্রী। শূকর। স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্।

তলৈঙ্গ, পেগুর অধিবাসীদিগের সাধারণ নাম। মগগণ ইহাদিগকে তলৈঙ্গ ও শ্যামবাসীগণ মিঙ্-মোন বলিয়া থাকে। তলৈঙ্গদিগের অনেকে ইরাবতী নদীর বদ্বীপে বাস করে। পেগু, মার্ত্তাবান, মৌলমেন এবং আমহার্ষ্টের অধিবাসীগণ মোন নামে খ্যাত। এই নামটী ইহাদের আপনাদিগের মধ্যে প্রচলিত।

পেগুর ভাষাকে মোন (অথবা তলৈঙ্গ) বলে। এই ভাষার অক্ষর ভারতীয় অক্ষরমূলক। পালি অক্ষরের সহিত ইহার বিশেষ ঐক্য দৃষ্ট হয়। এই অক্ষরে লিখিত বৌদ্ধগ্রন্থ পাওয়া যায়। মগ ও শ্যামবাসীগণ এই ভাষা বুঝিতে পারেনা। তলৈঙ্গ শব্দ সম্ভবতঃ তৈলঙ্গ-শব্দের অপভ্রংশ।

তলেতলে (দেশজ) গোপনে গোপনে, ভিতরে ভিতরে, চুপে চুপে।

তলোদরী (স্ত্রী) তলং নিম্নমুদরং যস্যাঃ বহুব্রী ততঃ ঙীষ্। কৃশোদরী ভার্য্যা, স্ত্রী।

তলোদা, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির খান্দেশ জেলার উত্তরপশ্চিম অংশে অবস্থিত একটী উপবিভাগ। ছিথলি ও কাথী নামক ২টী ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্য ইহার অধীন। এই প্রদেশে হিন্দুর সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। অনেক মুসলমান ও অন্যান্য ধর্ম্মের লোক বাস করে।

স্থানীয় নৈসর্গিক দৃশ্যের মধ্যে সাতপুরা পাহাড়শ্রেণীর দৃশ্য অতিশয় মনোহর। এই পাহাড় পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমদিকে বিস্তৃত। পাহাড়ের সানুদেশে একটী বৃহৎ বনভূমি দৃষ্ট হয়। এই বন-প্রদেশে বিবিধ পশু বাস করে।

তলোদার মৃত্তিকা কৃষ্ণবর্ণ ও উদ্ভিজ্জাদির সার মিশ্রিত। যে স্থানে চাষ করা হয়, তথাকার জলবায়ু মন্দ নহে। সাতপুরার পাদদেশের নিকটবর্ত্তী ও পশ্চিমস্থ পল্লিগ্রামগুলিতে ম্যালেরিয়া রোগ অতি প্রবল। এখানে জ্বর ও প্লীহারোগ সচরাচর দেখা যায়। এপ্রেল ও মে মাস ব্যতীত য়ুরোপীয়গণ এই স্থানে নির্ভয়ে থাকিতে পারেনা।

ভূ-পরিমাণ ১১৭৭ বর্গমাইল। এই প্রদেশে বিবিধ প্রকার শস্য উৎপন্ন হয়।

২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান সহর। গ্রেট-ইণ্ডিয়ান্-পেনিনসুলা রেলওয়ের ভুষাবাল ষ্টেসনের ১০৪ মাইল পশ্চিমে এবং ধুলিয়ার ৬২ মাইল উত্তরপশ্চিমে ২১° ৩৪´ উঃ অক্ষা° এবং ৭৪° ১৮´ ৩০´´ পূঃ দ্রাঘিমায় অবস্থিত। এই সহরে মিউনিসিপালিটি আছে। হিন্দু, মুসলমান, জৈন, পারসী প্রভৃতি অধিবাসী দেখা যায়। হিন্দুর সংখ্যা অধিক। খান্দেশ জেলার মধ্যে তলোদার বৃক্ষের ব্যবসায় বিশেষ প্রসিদ্ধ। ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে বাহাদুরি কাঠ এই স্থানে আনীত হইয়া বিক্রীত হয়। খোরাখাস, তৈল এবং শস্যের ব্যবসায়ও মন্দ নহে। খান্দেশের সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাষ্ঠ-শকট এই স্থানে নির্ম্মিত হইয়া থাকে। ইহার এক এক খানির মূল্য ৪০।৪৫৲ টাকা।

তলোদায় একটি ডাকঘর, স্কুল ও দাতব্য ঔষধালয় আছে।

তলোদা (স্ত্রী) তলে উদকং যস্যাঃ বহুব্রী; উদকস্যোদ উদাদেশঃ। নদী। (ত্রিকা°)

তল্ক (ক্লী) তল বাহুলকাৎ কন্। বন। (ত্রিকা°)।

তল্‌তলিয়া (দেশজ) কোমল, অকঠিন।

তল্প (পুং ক্লী) তল্যতে শয়নার্থং গম্যতে তল-প (খষ্পশিল্প-শষ্পবাষ্পরূপপর্পতল্পাঃ। উণ্ ৩।২৮) ১ শয্যা। ২ অট্টালিকা। ৩ দারা, স্ত্রী।

"পিতৃব্যদারগমনে ভ্রাতৃভার্য্যাগমে তথা।
গুরুতল্পব্রতং কুর্য্যাৎ নান্যা নিষ্কৃতিরুচ্যতে॥" (সম্বর্ত্তস° ১৫৮)

তল্পক (পুং) তল্প-কন্। শয্যাসংস্কারকারক ভৃত্য।

তল্পকীট (পুং) তল্পে শয্যায়াং জাতঃ কীটঃ। কীটবিশেষ, ছার-পোকা। "এতস্মৈকং তল্পকীটশ্চ তদা শূদ্রো ভবেৎ ধ্রুবং" (ব্রহ্মবৈ°)

তল্পগিরি (পুং) দাক্ষিণাত্যের তিরুপতির অদূরে বিষ্ণুর নামে উৎসর্গীকৃত একটী পাহাড়।

তল্পজ (ত্রি) তল্প জন-ড। স্ত্রীর গর্ভজাত, ক্ষেত্রজ পুত্র।
"য তল্পজঃ প্রমীতস্য ক্লীবস্য ব্যাধিতস্য বা।" (মনু ৯।১৬৭)

তল্পন (ক্লী) তল্প ইব আচরতি তল্প-ক্বিপ্ ল্যুট্। ১ করিপৃষ্ঠ। ২ পৃষ্ঠাস্থির মাংস, পিঠের ডাঁড়ার মাংস। কোন কোন স্থলে তল্পল এইরূপ পাঠান্তর দৃষ্ট হয়।

তল্পশীবন্ (ত্রি) শয্যাশায়ী, শয্যায় বিশ্রামী।

তল্পী (দেশজ) পুটলী, গাঁঠরী, বস্তা।

তল্পেশয় [তল্পশীবন্ দেখ।]

তল্প্য (পুং) তল্পে ভব তল্প-যৎ। ১ রুদ্রভেদ। "নমস্তল্প্যায় গেহ্যায়" (যজু° ১৬।৪৪) (ত্রি) তল্পে সাধু যৎ। ২ শয্যা সাধু।
"শতং তল্প্যা রাজপুত্রা আশাপালাঃ" (শতপথব্রা° ১৩,১।৬।২)

তল্ল (ক্লী) তস্মিন্ লীয়তে লী-ড। ১ বিল, গর্ত্ত। (ত্রি) ২ তাহাতে লীন। (পুং) ৩ জলাধার বিশেষ, পুষ্করিণী, ইহার হিন্দী নাম তলাও।

তল্লচেরি, মান্দ্রাজ বিভাগের অন্তর্গত মলবার জেলায় কোত্তায়ম্ তালুকের একটী সহর ও বন্দর। ১১° ৪৪´ ৫৩´´ উঃ অক্ষা° এবং ৭৫° ৩১´ ৩৮´´ পূঃ দ্রাঘিমায় অবস্থিত। এই সহরে মিউনিসিপালিটির বন্দোবস্ত আছে। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি ভিন্ন ধর্ম্মের লোক তল্লচেরিতে বাস করে। হিন্দুর সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এই নগরকে তেল্লিচেরি ও তলসেরি বলা হইয়া থাকে।

তল্লচেরি মলবার জেলার একটী উপবিভাগ। এইস্থানে উত্তর-মলবার জেলায় আদালত, জেল, শুল্ক-কার্য্যালয়, গবর্মেণ্টের অন্যান্য কয়েক কার্য্যালয় এবং কতকগুলি বাণিজ্য-কার্য্যালয় আছে। সহরটী স্বাস্থ্যকর ও দেখিতে বেশ সুশ্রী। উহা বৃক্ষময় পাহাড়ের উপরিভাগে নির্ম্মিত। এই পাহাড় সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত। উপকণ্ঠ সমেত সহরের ভূ-পরিমাণ ৫ বর্গ-মাইল। এক সময়ে ইহার চারিদিকে একটী দৃঢ় কর্দ্দমনির্ম্মিত প্রাচীর শোভা পাইত। নগরের উত্তরাংশে তল্লচেরি দুর্গ। এটী এখনও দৃঢ়ভাবে রহিয়াছে। আজকাল ইহা কারাগাররূপে ব্যবহৃত হইতেছে। দুইটী সমচতুষ্কোণ আকার দক্ষিণপূর্ব্ব ও উত্তরপশ্চিমভাগে বপ্র আছে। দক্ষিণপূর্ব্ব বপ্রে একজন অশ্বারোহী যোদ্ধা দৃষ্ট হয়। উত্তরদিকে আর একটী বপ্র দেখা যায়; ইহা দুর্গ হইতে ১৫০ গজ দূরে। একটী দৃঢ় প্রাচীর দুর্গের অব্যবহিত সীমা রক্ষা করিত। এই প্রাচীরের স্থানে স্থানে বন্দুক ছাড়িবার ছিদ্র ছিল।

কাফি, এলাচি ও চন্দনকাষ্ঠ এই প্রদেশ হইতে বিদেশে রপ্তানি হয়। এখানকার রপ্তানি আমদানীর প্রায় দ্বিগুণ।

বার্ষিক বৃষ্টিপাত মোটের উপর ১২৪°৩৪ ইঞ্চ।

১৬৮৩ খৃঃ অব্দে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানী মরিচ ও এলাচির ব্যবসায় করিবার জন্য এই স্থানে বাণিজ্য কুঠি নির্ম্মাণ করেন। ১৭০৮ হইতে ১৭৬১ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত কএকবার কোম্পানী চেরাকল রাজা ও স্থানীয় অপরাপর জমিদারদিগের নিকট তেলিচরি ও তাহার নিকটে অনেক জমী পান এবং উক্ত জমীদারী মধ্যে শুল্ক আদায় ও বিচারাদি° করিবার ক্ষমতাও তাহাদিগকে দেওয়া হয়। হায়দরআলি কোম্পানীর অধিকৃত কতকগুলি জমী অধিকার করিয়া লইলেন। ১৭৬৬ খৃঃ অব্দে এই কুঠী রেসিডেন্সির আকার ধারণ করিল। ১৭৮০ হইতে ৮২ পর্য্যন্ত দুই বৎসর কাল এই প্রদেশ হায়দর আলির সেনাপতি সরদার খাঁ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ অবস্থায় ছিল। বোম্বাই হইতে সৈন্য আসিয়া এই স্থান উদ্ধার করে। পরবর্ত্তী মহিসুরযুদ্ধে তল্লচেরি হইতে ইংরাজসৈন্য ঘাটপর্ব্বত অতিক্রম করিয়াছিল। যুদ্ধান্তে এই স্থানে উত্তর মলবারের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কার্য্যালয় ও প্রাদেশিক শাসনসভা স্থাপিত হইল।

তল্লজ (পুং) তৎ প্রসিদ্ধং যথা তথা লজতি লজ-অচ্। প্রশস্ত-বাচক, শ্রেষ্ঠতাবোধক শব্দ। শব্দোত্তর প্রযুজ্যমান এই শব্দ অজহল্লিঙ্গ। যথা কুমারীতল্লজ।

তল্লহ (পুং) কুকুর।

তল্লাট (দেশজ) প্রদেশ, বহুদূরব্যাপক স্থান।

তল্লাস (আরবী) অনুসন্ধান, অন্বেষণ।
"অধর্ম্মে হইলি বীর, দিনে ভুঞ্জ তিন সাঁজ,
সতিনের না করু তল্লাস।" (কবিক°)

তল্লিকা (স্ত্রী) তস্মিন্ লীয়তে লী-ড সংজ্ঞায়াং কন্ কাপি অত ইত্বং। ১ কুঞ্চিকা, তালী। ২ চাবি।

তল্লী (স্ত্রী) তৎ প্রসিদ্ধং যথা তথা লসতি লস-ড স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ১ তরুণী, যুবতী। ২ নৌকা। ৩ বরুণপত্নী।

তল্হ (ক্লী) সুগন্ধিদ্রব্যের ঘর্ষণে উৎপন্ন সৌরভ।

তল্বকার (পুং) সামবেদের শাখা-ভেদ।

তব (ত্রি) যুষ্মদ্ ৬ একব°। তোমার।

তবক (ত্রি) তব-ক। তোমার, ত্বদীয়, তোমার সম্বন্ধীয়।

তবক (যাবনিক) তোমর, অস্ত্র।
"মুকুটীর শব্দ যেন তবকের গুলি।
একঘায়ে বাঘের ভাঙ্গিল মাথার খুলি।" (শ্রীধর্ম্ম°)

তবকী (যাবনিক) তবকধারী।

তবক্ষীর (ক্লী) তু-অচ্ তবং ক্ষীরমিতি কর্ম্মধা°। ক্ষীর জল, হিন্দী তোয়াক্ষীর, ইহার গুণ মধুর, শিশির, দাহ, পিত্ত, ক্ষয়, কাস, কফ, শ্বাস ও অস্রদোষনাশক। (রাজনি°)

তবক্ষীরা (স্ত্রী) তবক্ষীর ঙীষ্। গন্ধপত্রা, মালবে পলাশশটী। (রাজনি°)

তবর (ক্লী) নির্দ্দিষ্ট উচ্চ সংখ্যা।

তবরাজ (পুং) তু-অচ্ তবঃ পূর্ণঃ সন্ রাজতে রাজ-অচ্। যবাস-শর্করা, চলিত কথায় মেনা। (রাজনি°) [যবাসশর্করা দেখ।]

তবরাজোদ্ভবখণ্ড (পুং) তবরাজাদুদ্ভবতি উৎ-ভূ-অচ্। তব-রাজোদ্ভবঃ যঃ খণ্ডঃ কর্ম্মধা°। যবাসশর্করাভব খণ্ড, মেনার খাঁড়। পর্য্যায়—সুধামোদকজ, খণ্ডজোদ্ভবজ, সিদ্ধমোদক, অমৃতসারজ, সিদ্ধখণ্ড। ইহার গুণ দাহ, তাপ, তৃষ্ণা, মোহ, মূর্চ্ছা ও শ্বাসনাশক, ইন্দ্রিয়ের তর্পণকারী, শীতল ও সদা মধুর রস। (রাজনি°)

তবর্গ (পুং) ত, থ, দ, ধ, ন, এই পাঁচটী তবর্গ।

তবর্গীয় (পুং) তবর্গে ভব বর্গান্তত্বাৎ ছ। তবর্গভব বর্ণ, তবর্গের বর্ণ।

তবস্ (ক্লী) তু-অসুন্। ১ বৃদ্ধ। ২ মহৎ। ৩ বল। (নিঘণ্ট,)
"অন্নাদচিত্তঃ তবসা জবস্থঃ। (ঋক্ ৩.৩০।৮) 'তবসা বলেন' (সায়ণ)

তবস্য (ক্লী) তবসে বলায় হিতং তবস্ যৎ। বলসাধন। "তস্মৈ তবস্য মনুদাতি" (ঋক্ ২।২০।৮) 'তবস্যং তবসে বলায় হিতং বলবর্দ্ধনং।' (সায়ণ)

তবস্বৎ (ত্রি) তবোঽস্ত্যস্য মতুপ্ মস্য বঃ সান্তত্বাৎ মত্বর্থে ন বিসর্গঃ। বলযুক্ত। "বীর উশতে তবস্বান্" (ঋক্ ৯।৯৭।৪৩) 'তবস্বান্ বেগবান্' (সায়ণ)

তবাগা (ত্রি) তবসা বলেন গীয়তে গৈ কর্ম্মণি ক্বিপ্ পৃষো° সাধুঃ। প্রবৃদ্ধ বলযুক্ত। "স্তুতিঃ স সুব স্থবিরং তবাগাং।" (ঋক্ ৪।১৮।১০) 'তবাগাং প্রবৃদ্ধবলং' (সায়ণ)

তবিপুলা (স্ত্রী) বিপুলা ছন্দোভেদ, চারিটী অক্ষরের তগণ হইলে এই ছন্দঃ হয়।
"তোঽব্ধেস্তৎপূর্ব্বাঙ্কা ভবেৎ।" (বৃত্তর°) "অব্ধেশ্চতুর্থা-ক্ষরাৎ পরং তগণশ্চেৎ তপূর্ব্বা তবিপুলা নামছন্দঃ।" (টীকা)

তবিয়স্ (ত্রি) অতি বলবান্, শক্তি ও সম্পদশালী।

তবিষ (পুং) তব-টিষচ্ (তবের্ণিদ্বা। উণ্ ১।৪৯)। ১ স্বর্গ। ২ সমুদ্র। ৩ ব্যবসায়। ৪ শক্তি। ৫ স্বর্ণ। (ত্রি) ৬ বৃদ্ধ। ৭ মহৎ। ৮ বলবান্।
"ঘনো বৃত্রাণাং তবিষো বভূথ।" (ঋক্ ৮।৮৫।১৮) 'তবিষঃ প্রবৃদ্ধো বলবান্ বা' (সায়ণ)
কোনস্থলে তবীষ এই প্রকার পাঠ দেখা যায়, কিন্তু ইহা লিপিকর-প্রমাদ বলিয়া বোধ হয়।

তবিষী (স্ত্রী) তবিষ সংজ্ঞায়াং ঙীষ্। ১ ভূমি। ২ নদী। ৩ দেবকন্যা। ৪ বল। "কৃষ্ণরজাংসি তবিষীং দধানঃ।" ঋক্ ১।৩৫।৪) 'তবিষীং বলং স্বকীয়ং প্রকাশরূপং' (সায়ণ)

তবিষীমৎ (ত্রি) তবিষী অস্ত্যস্য মতুপ্। দীপ্তিমৎ, দীপ্তি-যুক্ত। "তমনূনং তবিষীমন্তমেষাং" (ঋক্ ৫।৫৮।১) 'তবিষীমন্তং দীপ্তিমন্তং' (সায়ণ)

তবিষীয়ু (ত্রি) তবিষীয়-উ। বল-আচরণকারী, বলপ্রয়োগ-কারী। "বৃষণস্তবিষীয়বঃ" (ঋক্ ৮।৪ ১১) 'তবিষীয়বঃ বলং আচরন্তঃ।' (সায়ণ)

তবিষীবৎ (ত্রি) বলবান্, সাহসী।

তবিষ্যা (স্ত্রী) বল, শক্তি।

তব্য, ১ বেদাঙ্গভেদ। (ত্রি) তব-যৎ। [বৈ] শক্তিশালী।

তশলা (হিন্দী) ১ অর্গল, হুড়কা। ২ পিত্তলের রন্ধনপাত্র।

তষ্ট (ত্রি) তক্ষ-ক্ত। ১ তনূকৃত, যাহা চাঁচিয়া সূক্ষ্ম করা হইয়াছে। ২ দ্বিধাকৃত। ৩ তাড়িত। ৪ গুণিত।

তষ্টি (স্ত্রী) তক্ষ-ক্তিচ্। তক্ষণ।

তষ্টিদার, তষ্টিরাম (দেশজ) একশ্রেণীর পতিত ব্রাহ্মণ, ইহারা আদ্যশ্রাদ্ধকালে উপস্থিত হইয়া করুণস্বরে মৃতব্যক্তির গুণানুকীর্ত্তন করে। ইহারা অতিশয় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, যতক্ষণ পর্য্যন্ত উপযুক্ত বিদায় না পায় ততক্ষণ বসিয়া থাকে এবং শরীরকে নানা প্রকারে কষ্ট দেয়।

তষ্টৃ (পুং) তক্ষ-তৃ পৃষোদরা° কলোপে সাধুঃ। ১ সূত্রধর, ছুতার। ২ বিশ্বকর্ম্মা। ৩ আদিত্যভেদ। (রমানাথ)।

তসর (পুং) তনোতীতি তন-সরন্ কিচ্চ।
(তনূষিভ্যাং কসরন্। উণ্ ৩।৭৫)। ১ ত্রসর, সূত্রবেষ্টন।
"রসং পরিস্রুতা ন রোহিতং নগ্নহুধীরস্তসরং ন বেম।"
(বাজসনেয় সং ১৯।৮৩]
২ গুটিপোকার সূতা, এইজন্য ঐ সূতা হইতে যে বস্ত্র প্রস্তুত হয় তাহাকেও তসর কহে।

তসর, কোষের-সূত্রবিশেষ; অপেক্ষাকৃত শক্ত, মোটা রেশম। বাঙ্গালার অন্তর্গত ছোটনাগপুর প্রদেশে, বালেশ্বর, ময়ূরভঞ্জ, কেঁওঝড়, প্রভৃতি স্থানে এবং বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর জেলার জঙ্গলে এবং বাঙ্গালার অন্যান্য কতিপয় স্থানে শাল,

পিয়াল, হরিতকী, বিভীতকী, আমলকী, কুসুম, মৌল, বদরী প্রভৃতি বৃক্ষে তসর জন্মে। রেশমকীট-জাতীয় কীট উল্লিখিত বৃক্ষ সকলে তসর গুটি প্রস্তুত করে। বলা বাহুল্য তসর রেশমেরই প্রকার-ভেদ মাত্র। [রেশম দেখ।]

উপরে যে সকল স্থানের নাম লিখিত হইল। ঐ সকল প্রদেশের তসর জঙ্গলে স্বভাবতঃই উৎপন্ন হয়, তবে ইহার চাষও বহু বিস্তৃত। তসরের চাষ রেশম চাষের মত নহে। রেশমের চাষে যেরূপ তুতপাতা খাওয়াইয়া রেশমকীটদিগকে পালন করা হয় এবং যত্নপূর্ব্বক কীটদিগকে গৃহ মধ্যে প্রতিপালন করিয়া গৃহেই গুটিকা উৎপাদন করা হয়, তসর চাষে ঐ সকল প্রদেশে সেরূপ করে না। চাঁইবাসা, হাজারিবাগ, লোহারডাগা প্রভৃতি স্থানে তসর উৎপাদনকারিগণের তসর-চাষ সেরূপ যত্নসাধ্য নহে। অরণ্য মধ্যে স্বভাবে উৎপন্ন তসর-কীটদিগকে পশু-পক্ষ্যাদির আক্রমণ হইতে রক্ষা করা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

তসর-চাষ। পূর্ব্ব হইতে কতকগুলি পরিপক্ক বীজ অর্থাৎ গুটি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া দেয় এবং যথাসময়ে ঐ গুটি কাটিয়া প্রজাপতি বাহির হইলে উহাদিগকে ধরিয়া সন্নিহিত অরণ্যে ছাড়িয়া দেয়। এই সময়ে ইহাদের স্ত্রী-পুরুষের সম্মিলন হয়। অবিলম্বেই স্ত্রী প্রজাপতিগণ বৃক্ষের পত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চেপ্টা সর্ষপাকার অণ্ড প্রসব করে। ঐ সকল অণ্ড ঈষৎ আটাল, সুতরাং পত্রাদিতে দৃঢ় লগ্ন হইয়া যায়। এক একটা প্রজাপতি ৩।৪ দিন ধরিয়া ২০০ হইতে ২৫০ পর্য্যন্ত ডিম্ব প্রসব করে। একবার সমস্ত অণ্ড প্রসব করিলেই প্রজাপতিগণের জীবনের কার্য্য শেষ হইল। অণ্ড প্রসব করিবার ৩।৪ দিন পরেই ইহারা মরিয়া যায়। পুং-প্রজাপতিগণ শীঘ্র মরিয়া যায়। তখন কেবল অণ্ডগণই ভবিষ্যৎ তসর কীটবংশের বংশরক্ষক বলিয়া বর্ত্তমান থাকে।

ঐ সকল অণ্ড হইতে ১০।১২ দিন মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট নির্গত হয় এবং পত্রোপরি চঞ্চল ভাবে বিচরণ করিতে থাকে। এই সময় ঐ সকল কীট অতিশয় পেটুক হয়। অনবরত কোমল পত্র ভক্ষণ করিতে করিতে শীঘ্র শীঘ্র বর্দ্ধিত হইতে থাকে। এই সময় ইহারা ৩।৪ বার খোলস ছাড়ে। খোলস ছাড়িবার সময় ইহারা কিছুক্ষণ আহারবিহার পরিত্যাগ করিয়া নিস্তব্ধভাবে থাকে। এইরূপে ১০।১৫ দিন পরে ঐ সকল কীট পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয়। তখন ইহাদের আকার ৩।৪ ইঞ্চ হইতে ৫।৬ ইঞ্চ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। এই সকল কীট ধূসরবর্ণ এবং নীল, পীত, লোহিত প্রভৃতি নানাবিধ বর্ণে চিত্র-বিচিত্র। চক্ষু দুটী উজ্জ্বল এবং পদ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র।

ডিম্ব ফুটিবার পর হইতে এতাবৎকাল পর্য্যন্ত এই সকল কীটের অনেক শত্রু। প্রথমতঃ ক্ষুদ্র অবস্থায় পিপীলিকা প্রভৃতি ইহাদের পরম শত্রু। চিল, কাক ও অন্যান্য বনচর পক্ষী, কাঠমার্জ্জার, সর্প প্রভৃতি প্রাণী সুবিধা পাইলেই ঐ সকল কীট ধরিয়া ভক্ষণ করে। এজন্য এই সময়ে তসর-চাষীদিগকে অতি সন্তর্পণে ঐ সকল কীট রক্ষা করিতে হয়। রক্ষকগণ তীরধনু, প্রস্তর, বংশ প্রভৃতি দ্বারা ঐ সকল অধিকারীদিগকে তাড়াইয়া দেয়; জঙ্গলা ভাষায় ইহাকে আড়া দেওয়া কহে।

যাহারা আড়া দেয়, তাহারা এই সময়ে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া বনমধ্যে বাস করে। তাহাদের বিশ্বাস এরূপ না করিলে কীট মরিয়া যায়। সুতরাং তাহারা অরণ্য মধ্যে পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া ২।৩ মাস কাল ব্রতপরায়ণ হইয়া শুদ্ধাচারে থাকে। মল-মূত্র ত্যাগ করিলেই স্নান করে, প্রত্যহ একবেলা হবিষ্যান্ন ভোজন করে এবং তৃণশয্যায় শয়ন করে। যে পর্য্যন্ত গুটিগুলি পরিপক্ক না হয়, সে পর্য্যন্ত স্ত্রীপুত্রাদির মুখাবলোকন করে না। ইহাদের আর এক বিশ্বাস আছে যে, আড়া দিয়া ব্যাঘ্র গমন করিলে গুটিপোকার উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি হয়। সুতরাং ব্যাঘ্র গমন করিলে রক্ষকগণ অধিক লাভের আশা করিয়া থাকে। বলা বাহুল্য সাঁওতাল, কোল, কুড়মি প্রভৃতি জাতীয়েরাই প্রধানতঃ তসর চাষ করে। অনেক ইংরাজ বণিক সম্প্রতি এ বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিয়াছেন।

কীট সকল পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইলে গুটি নির্ম্মাণ জন্য ব্যগ্র হয়। তখন ইহারা বৃক্ষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা-প্রশাখায় মুখ-নিঃসৃত লালা দ্বারা একটী বৃন্ত নির্ম্মাণ করে। এই লালাই পরে শুষ্ক হইয়া দৃঢ় তসরসূত্ররূপে পরিণত হয়। বৃন্ত নির্ম্মিত হইলে ঐ সকল কীট-মুখনিঃসৃত লালদ্বারা ক্রমান্বয় ঘুরিতে ঘুরিতে পূর্ব্বোক্তরূপে একটী কোষ নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে বন্দী হয়। এই সকল কোষ বা গুটির আকার ঈষৎ লম্বা গোল অর্থাৎ অণ্ডাকৃতি। কীটের জাতি অনুসারে উহারা ছোট বড় নানা প্রকার হইয়া থাকে। বৃহত্তর তসর গুটি ৩—৩½ ইঞ্চ পর্য্যন্ত লম্বা হইয়া থাকে।

গুটির মধ্যে ৩।৪ দিন পর্য্যন্ত কীট ক্রমাগত সূত্র বাহির করিয়া পরে ক্ষান্ত হয় এবং গুটির মধ্যে নিদ্রা যাইতে থাকে। এই অবস্থায় ইহারা পানাহার সমস্ত ব্যাপার পরিত্যাগ করিয়া মৃতবৎ নিস্পন্দ ও নিশ্চেষ্ট অবস্থায় অবস্থান করে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এইরূপে ২।৩ মাস থাকিলেও ইহাদের মৃত্যু হয় না। এই অবস্থায় কোষ কাটিয়া ইহাদিগকে বাহির করিলে পিঙ্গলবর্ণ অনঙ্গ মাংসপিণ্ডবৎ কীট বহির্গত

হয়; কিন্তু অবিলম্বেই উহারা নড়িতে থাকে এবং সজীবতার প্রমাণ প্রদর্শন করে। কিন্তু এইরূপে অকালে নিদ্রাভঙ্গ করিলে ইহারা অধিকক্ষণ জীবিত থাকে না, শীঘ্রই মরিয়া যায়। যথা সময়ে আপনা হইতে কাটিয়া ইহারা সুন্দর প্রজাপতি-রূপে বাহির হয়।

গুটি সকল সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মিত হইলে রক্ষকগণ উহাদিগকে তুলিবার জন্য অপেক্ষা করিতে থাকে। উহারা অভিজ্ঞতা দ্বারা কখন গুটি পরিপক্ক ও ভাঙ্গিবার উপযুক্ত তাহা অনায়াসেই ঠিক করিতে পারে। এই সময়ে শুষ্ক কোষমণ্ডিত তরুরাজিবহুল বনভূমি পর্য্যাপ্ত ফলশোভিত ফলোদ্যানের ন্যায় শোভা পাইতে থাকে। যখন কোষ কাটিয়া দুই একটী পোকা পলাইবার উপক্রম করে, তখন রক্ষকগণ গুটী সংগ্রহ করিয়া বাড়ী লইয়া আসে। কিন্তু কীট জীবিত থাকিলেই গুটি কাটিয়া পলায়ন করিবে, সেই ভয়ে ঐ সকল গুটি গরম জলে সিদ্ধ করিয়া অভ্যন্তরস্থ কীট মারিয়া ফেলে। একটা হাঁড়ীর ভিতর কিঞ্চিৎ জল ও ক্ষার দিয়া তন্মধ্যে গুটিসকল রাখিয়া অগ্নিতে সিদ্ধ করা হয়। যে গুটিগুলিকে সিদ্ধ করা হয় না, সেগুলি অ্যাও বলিয়া প্রসিদ্ধ। এইগুটিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহাকে মুদলগুটি কহে। এই গুটি অত্যন্ত কঠিন, এমন কি সজোরে টিপিলেও নত হয় না। অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট গুটির নাম ডাবা, বগুই, জাড়ুই। যে সকল গুটি মুখ কাটিয়া বাহির হইয়া যায়, উহারা রাসকাটা, আমপেতে, বোড়র, ধুকে, ফুকি প্রভৃতি নামে আখ্যাত হয়। আর যে সকল গুটি পরিপক্ক হইবার পূর্ব্বেই অকালে ভগ্ন হইয়া সিদ্ধ হয়, তাহারা অতি কোমল এবং সহজেই তোবড়া হইয়া যায়। ইহারা নিতান্ত অপদার্থ এবং অতি অল্পমূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে। কাটা গুটিগুলি একেবারে নষ্ট হইয়া যায় না। কীটগুলি গুটির বোঁটার নিকট সূতা ঠেলিয়া বাহির হইয়া যায়। সুতরাং উহা হইতে সূতা পাওয়া যায়। পিপীলিকা, মুষিকাদি কর্ত্তৃক কর্ত্তিত হইলে কোষ অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। আষাঢ় শ্রাবণে আমপেতে, ভাদ্রে মুদল, আশ্বিনে মুগা, কার্ত্তিকে ডাবা, অগ্রহায়ণে বগুই, পৌষ ও মাঘে জাড়ুই গুটি উৎপন্ন হয়।

গুটি সমস্ত সংগ্রহ করা হইলে উহাদিগকে উৎকর্ষ অনুসারে বাছিয়া পৃথক্ করা হয়। পরে ঐ সমস্ত গুটি বাজারে বিক্রীত হইয়া থাকে। চাঁইবাসা, সিংভূম, মানভূম প্রভৃতি জেলায় এবং ধলভূম, শিখরভূম, তুঙ্গভূম প্রভৃতি স্থানের ব্যবসায়িগণ জঙ্গলবাসিদিগের নিকট হইতে ঐ সকল গুটি ক্রয় করিয়া লয়। উহারা আবার বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, মেদিনীপুর, সোণামুখী, মানকর, বাঁকুড়ার নিকটস্থ রাজগ্রাম প্রভৃতি স্থান হইতে আগত ব্যবসায়ী বা তাহাদিগের পাইকারগণের নিকট বিক্রয় করে। এই দালাল ও পাইকারগণ অনেক সময় অধিক লাভের প্রত্যাশায় গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া ঘুরিয়া এই সকল গুটি সংগ্রহ করিয়া বেড়ায়; কিন্তু অধিকাংশ গুটিই নিকটস্থ হাটে বিক্রীত হইয়া থাকে। তসরগুটি সংগ্রহের সময় ঐ সকল হাটে পূর্ব্বোক্ত স্থান হইতে বহুসংখ্যক ব্যবসায়ীর সমাগম হইয়া থাকে। চাঁইবাসার অন্তর্গত হলুদপুকুর নামক হাটে এবং বওড়া গুড়া নামক স্থানে বিস্তর পরিমাণে এই সকল গুটির ক্রয়-বিক্রয় হইয়া থাকে। বিক্রয় জন্য হাটে গুটি আসিলে বিক্রেতা ঐ সমস্ত গুটি পৃথক্ পৃথক্ স্তূপে সজ্জিত করে। ক্রেতা এক এক স্তূপ হইতে যথেচ্ছা এক মুষ্টি গুটি লইয়া উহাদিগকে পরীক্ষা করে। ইহাকে চাখ বা চাখতি করা কহে, ঐ কয়েকটী গুটির চাখতিতে যেরূপ উৎকর্ষ বা অপকর্ষ দাঁড়ায়, সমস্ত স্তূপ সেইরূপ ধরিয়া লওয়া হয়। পরে এক এক স্তূপের মূল্য নির্দ্ধারণ করা হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, এইরূপে তসরের ছোট বড় ইত্যাদি আকার, অক্ষুণ্ণতা, পুষ্টতা প্রভৃতির গুণানুসারে মূল্যের কমবেশী হইয়া থাকে। অনেক সময় এই অরণ্যবাসী তসরবিক্রেতাগণ ধূর্ত্ত দালাল ও পাইকের দ্বারা বিশেষরূপে প্রতারিত হইয়া থাকে।

সংখ্যা-গণনা দ্বারাই এই সকল গুটির মূল্য নির্দ্ধারিত হয়। ওজনদ্বারা বিক্রয় করিবার রীতি নাই। পাইকার বা দালালগণ খুচরা কিনিবার সময় গণ্ডা, পণ দরে কিনিয়া থাকে। গণনায় নিয়ম ৪টীতে গণ্ডা, ২০ গণ্ডায় পণ এবং ১৬ পণে কাহন। অনেকে আবার ৫টীতে গণ্ডা ধরিয়া তদনুসারে পাকা পণ, পাকা কাহন ইত্যাদি ধরিয়া থাকে। বড় বড় হাটে যখন বহুসংখ্যক গুটির ক্রয়-বিক্রয় হয়, তখন আর সমস্ত গণিয়া উঠা সম্ভব হয় না। এই সময় কুত অর্থাৎ অনুমান দ্বারা এক এক স্তূপের সংখ্যা নির্ণয় করা হয়। কিন্তু অধিক সংখ্যা হইলেও অনেক সময় গণনা করাই শ্রেয়স্কর বিবেচিত হয়। সংখ্যা স্থির হইলে উহাদের মূল্য নির্দ্ধারিত হয়। তসর ভাল না জন্মিলে উৎকৃষ্ট প্রকার গুটির দর প্রতি কাহন ১২৲ হইতে ৭৲ টাকা পর্য্যন্ত, মধ্যম প্রকারের গুটির ৭৲ হইতে ৫৲ টাকা এবং নিকৃষ্ট প্রকারের দর প্রতি কাহন ৫৲ টাকা হইতে ৩৲ টাকা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। আর সুবৎসরে অর্থাৎ উত্তম গুটি জন্মিলে সর্ব্বোৎকৃষ্ট গুটির দর ৯৲ হইতে ৬৲ টাকা, মধ্যমের দর ৭৲ হইতে ৫৲ টাকা এবং নিকৃষ্ট প্রকারের [illegible] হইতে ২৲ টাকা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত ও শীতঋতুতেই তসর-

গুটি জন্মে। বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে যখন সূর্য্যের তেজ অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়, তখন তসরকীট কোষমধ্যে নিদ্রা যায়।

ক্রেতাগণ ঐ সমস্ত গুটি ক্রয় করিয়া বাঁকুড়া ও তাহার অন্তর্গত রাজগ্রাম, সোণামুখী, বিষ্ণুপুর, জয়পুর এবং বর্দ্ধমানে মানকর ও হুগলী জেলায় বদনগঞ্জ, শ্যামবাজার, কৃষ্ণগঞ্জ প্রভৃতি নানাস্থানে প্রেরণ করে। ঐ সকল স্থানে গুটি হইতে তসরসূত্র তোলা হয়। ঐ সূত্র কতক পরিমাণে স্থানীয় তন্তুবায়গণ ক্রয় করিয়া সাদা ও নানাবর্ণে রঞ্জিত বিবিধ প্রকার বস্ত্র প্রস্তুত করে, অবশিষ্ট কলিকাতা ও অন্যান্য প্রধান প্রধান নগরীতে রপ্তানী হয়।

মুর্শিদাবাদ ও তন্নিকটবর্ত্তী বহরমপুর এবং মালদহ প্রভৃতি স্থানেও কতক পরিমাণে তসর উৎপন্ন হয় বটে, কিন্তু ঐ সকল স্থানের তসর অপেক্ষা রেশম-পাট অর্থাৎ রেশমেরই চাস অধিক।

গুটি হইতে সূত্র তুলিতে হইলে প্রথমতঃ উহাদিগকে ক্ষার-জলে সিদ্ধ করিয়া লইতে হয়। ইহাতে কোষ কোমল হইয়া সহজে সূতা উঠিতে থাকে এবং সূতার মলাও কতক কাটিয়া গিয়া সূতা কতক পরিমাণে পরিষ্কার হইয়া পড়ে। অনন্তর সমস্ত গুটি শীতল ও পরিষ্কৃত জলে পুনঃ পুনঃ ধৌত করিয়া ফেলিয়া উহাদের বুঁটি এবং উপরের অপরিষ্কার কতকাংশ ফেলিয়া দেওয়া হয়। পরে একটা পাত্রে কিঞ্চিৎ পরিমাণে জল রাখিয়া উহাতে ৪।৫ বা ততোধিক গুটি ভাসাইয়া দিয়া উহাদেরই সকলের ক্ষাই একত্র করিয়া একটী বাঁশের নাটাইয়ে গুটান হয়। সচরাচর স্ত্রীলোকেরাই এই সকল কার্য্য করিয়া থাকে। সূতা বাহির করিবার জন্য ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কোন যন্ত্রাদি ব্যবহৃত হয় না। সমস্ত সূত্র বাহির হইলে পরে গুটীর মধ্য হইতে কৃষ্ণাভ রক্তবর্ণ মাংসপিণ্ডবৎ মৃত তসর-কীট বাহির হইয়া পড়ে। নীচ জাতীয়েরা ইহাদিগকে তসর-লাড়ু কহে এবং উপাদেয় বোধে ভক্ষণ করে। তসর-কাটনীগণ ঐ তসরলাড়ুগুলি রাখিয়া দেয় এবং ঐ সকল নীচলোককে বিক্রয় করে।

গুটির পুষ্টতা ও আকার অনুযায়ী উহা হইতে লব্ধ সূত্রের পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধি হয়। উৎকৃষ্ট গুটি ১০।১২টী হইতেই ১ তোলা সূতা বাহির হয়। গুটি নিকৃষ্ট হইলে তদনুসারে গুটির সংখ্যা অধিক প্রয়োজন হয়। তসর সূতা অতি উত্তম হইলে টাকায় ৮।১০ তোলা পর্য্যন্ত দর হয়। নিকৃষ্ট হইলে দর ১২।১৩ তোলা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

গুটির বুঁটি এবং সূতা বাহির হইলে পর গুটির যে গোড়া অংশ অবশিষ্ট থাকে, তাহা ও ছিন্ন তসর সূত্রাদিও নষ্ট হয় না। ঐ সকল এবং কাটা গুটিগুলি হইতে এক প্রকার মোটা সূতা প্রস্তুত হয়। স্ত্রীলোকেরা উহাদিগকে কোমল করিয়া এড়ি রেশমের মত তুলার ন্যায় পিঁজিয়া লাতা করে এবং ঐ লাতা হইতে টাকুর দ্বারা সূতা কাটিয়া থাকে। ঐ সকল সূতায় ঘুনশী প্রভৃতি এবং একরূপ খুব শক্ত পুরু কাপড় প্রস্তুত হয়। স্থানভেদে এইরূপ কাপড়কে কেটিয়া, মটকা ইত্যাদি বলিয়া থাকে। পবিত্র অথচ অত্যন্ত টেকসই বলিয়া অনেকে এই কাপড় দেবপূজাকালে ও ব্রতোপবাস প্রভৃতিতে ব্যবহার করে। তসরসূত্রের স্বাভাবিক বর্ণ গোধূমের ন্যায়। উহা আবার কুসুমফুল, হারদ্রা প্রভৃতি দ্বারা নানাবিধ মনোরম বর্ণে রঞ্জিত করিয়া তদ্দ্বারা উৎকৃষ্ট ধুতি, শাটী, উড়ানী প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। সাদা তসরের সূতায় দীর্ঘকালস্থায়ী অথচ সুন্দর চিকণ বস্ত্র প্রস্তুত হয়। বিশুদ্ধ তসরের থানে এবং তসরের টানা ও সূতার পড়ান বা ভরণা দিয়া নানারূপ চর্কা গর্ভসূতি প্রস্তুত হয়। ঐ সকল কাপড়ে সুন্দর ও দীর্ঘকালস্থায়ী জামা প্রস্তুত হয়। উৎকৃষ্ট জামার তসরের থান প্রতি গজ ১৲ হইতে ১৷৷০ পর্য্যন্ত বিক্রয় হয়। বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, ভাগলপুর প্রভৃতি স্থানে সুন্দর সুন্দর তসরের বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। তসরের কাপড় টেকসই এবং স্বাস্থ্যকর বলিয়া সাধারণে বলিয়া থাকে—

পরে তসর খায় ঘি,
তার কড়ির ব্যয় কি ?

উৎকৃষ্ট তসরের ধুতি, শাড়ী ইত্যাদি পাটের ধুতি, শাড়ী অপেক্ষা অধিক হীন নহে, অথচ দীর্ঘকালস্থায়ী।

তসর সূতা জলে সহজে পচিয়া যায় না, এবং সমান স্থূল কার্পাস সূত্র অপেক্ষা অনেক দৃঢ়। এজন্য ইহাতে মাছ ধরিবার সুন্দর ডোর প্রস্তুত হয়। পল্লীগ্রামাদিতে যাহাদিগের মাছ ধরিবার বিশেষ সখ আছে, তাহারা সূতা আরও দৃঢ় করিবার জন্য কাঁচা অর্থাৎ সিদ্ধ না করিয়াই কেবল জলে ভিজাইয়া এক একটী গুটি হইতে সূতা তুলিয়া লয়। অনেকে জীবহত্যার ভয়েও কাঁচা গুটি হইতে সূতা তুলে। বলা বাহুল্য, এরূপ প্রণালীতে সূতা উৎকৃষ্ট হইলেও বস্ত্রাদির জন্য সূতার এত পরিশ্রম পোষায় না। [তসরকীটাদির বিস্তৃত বিবরণ এবং উহাদিগের প্রকৃতিতত্ত্ব প্রভৃতি রেশম শব্দে দ্রষ্টব্য।]

তসবী (আরবী) মুসলমানদিগের জপমালা। ইহাতে ৯৯টি বা তাহার অধিক গুটিকা থাকে।

তসবীর (আরবী) প্রতিমূর্ত্তি, ছবি।

তস্কর (পুং) তদ্ করোতি কৃ-অচ্ সুট্ দলোপশ্চ। ১ চোর, চোর। ২ পৃক্কশাক, পিড়িঙ্ শাক। ৩ মদনবৃক্ষ, ময়নাগাছ। ৪ চোরনাম গন্ধদ্রব্য।

"কামিনীকায়কান্তারে কুচপর্ব্বতদুর্গমে।
মাসঞ্চ রমণঃ পান্থ! তত্রাস্তে স্মর তস্করঃ॥" (ভর্তৃহরি)

৫ শ্রবণ, কর্ণ।

তস্করতা (স্ত্রী) তস্করস্য ভাবঃ তস্কর-তল্ স্ত্রিয়াং টাপ্। চৌর্য্য, চোরের ব্যবসা।

তস্করস্নায়ু (পুং) তস্করস্য স্নায়ুরিব নাড়িকা যস্যাঃ বহুব্রী। কাকনাসালতা। (রাজনি°)

তস্করী (স্ত্রী) তস্কর তদ্-কৃ চৌরার্থে ট, টিত্বাৎ ঙীপ্। কোপনা নরী। (শব্দার্থকল্পত°)

তস্তুব (ক্লী) চৈত্র বিষঘ্ন ঔষধ।

তস্থিবন্ (ত্রি) স্থা-কস্থ। স্থিত।

"স পাটলায়াং গাবিতস্থিবাংসং।" (রঘু)

তস্থু (ত্রি) স্থা-কু দ্বিত্বঞ্চ। স্থাবর।

"দেহঞ্চ সর্ব্বসংঘাতো জগৎ তস্থুরিতি দ্বিধা।" (ভাগ° ৭।৭।২৩)

তস্থুস্ (পুং) স্থা-কুসি দ্বিত্বঞ্চ। মানব। (নিঘণ্টু)

তস্য (পুং) তদ্ ৬ একব° সর্ব্ব°। তাহার।

তস্মিন্ (পুং) তদ্ ৭ একব° সর্ব্ব°। তাহাতে।

তহমম্ (আরবী) ১ নালিশ। ২ অপবাদ, মিথ্যা দোষারোপ।

তহবিল (আরবী) ধন, সঞ্চিতধন। ন্যস্তধন।

তহবিলদার (আরবী) ধনাধ্যক্ষ, যাহার নিকট তহবিল থাকে।

তহসীলদারী (আরবী) ধনাধ্যক্ষতা।

তহলীল, আরবদেশের স্ত্রীলোকের একপ্রকার কর্কশ শব্দ। জিহ্বা ও কণ্ঠের গতির একত্র সংযোগে এই শব্দ উৎপন্ন হয়। এই শব্দ উৎপাদন করিবার কালে মুখের উপর হস্ত অতিবেগে সঞ্চালিত করে। তহলীল শুনিলে আরব অথবা কুর্দগণ উত্তেজনায় জ্ঞানহারা হইয়া পড়ে। অতিশয় তাড়াতাড়ি পুনঃপুনঃ লেল, লেল শব্দ উচ্চারণ করিলে যেরূপ শুনায়, তহলীল শুনিতেও তদ্রূপ।

কক্জেকন ও বুসহরের মধ্যবর্ত্তী আরববংশীয়া স্ত্রীলোকগণ কোন অপরিচিত ব্যক্তিকে অভ্যর্থনাকালে এই শব্দ করে। ইহা তাহাদের আমোদ-জ্ঞাপক নিদর্শন। মৃতব্যক্তির জন্য শোকপ্রকাশ করিবার কালেও তাহারা এই শব্দ করিয়া থাকে।

তহসীল, রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য এক একটী প্রদেশ ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা হয়। ইহার এক একভাগকে এক একটী তহসীল বলা যায়। একজন তহসীলদার তহসীলের প্রধান প্রধান কার্য্য সম্পন্ন করেন। তহসীলদারই তহসীলের কর্ত্তা।

তহসীলদারের প্রধান কার্য্য তহসীলের করসংগ্রহ। পঞ্জাবের তহসীলদারদিগের দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারের ক্ষমতা আছে। ইহারা মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাসম্পন্ন।

তহসীলদারের কার্য্যালয়কে সময় সময় তহসীল বলা হইয়া থাকে।

সব্-কলেক্টর অথবা তহসীলের ভারার্পিত কর্ম্মচারীকে তহসীলদার কহে।

গবর্মেণ্টের ন্যায় জমীদারদিগের অধীনে অনেক তহসীল থাকে। জমীদারীর পরগণা অনেকগুলি তহসীল ও ডিহিতে বিভক্ত।

তহসীলদার, কোন পরগণা কিম্বা তালুকের প্রধান কর-আদায়কারী। পারস্য তহসীলদার ও আরবী তহসীল কথা হইতে হিন্দি তহসীলদার শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। মুসলমানদিগের রাজত্বকালে এই শব্দের সৃষ্টি হয়। পরে ইংরাজ গবর্মেণ্টও এই শব্দ ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন।

তহসীলদার বলিলে পূর্ব্বে কলিকাতায় কোন বাণিজ্যালয়ের খাজাঞ্চীকে বুঝাইত। কিন্তু এই অর্থে তহসীলদার শব্দের প্রয়োগ আজকাল দেখা যায় না।

তহসীলদারী (আরবী) রাজস্বাদি সংগ্রাহকের পদ।

তা (দেশজ) ১ শাবক বাহির করিবার জন্য পক্ষী কর্তৃক অণ্ডের উপরি উপবেশন, অণ্ডের উপর বসিয়া উষ্ণতাকরণ। ২ সম্পূর্ণ একখণ্ড কাগজ। ৩ তাহাই।

তাই (দেশজ) ১ তাহাই। ২ করতালি।

তাই (আরবী) ১ উত্তেজনা করা। ২ শাসন করা।

তাউই (দেশজ) ভ্রাতার শ্বশুর, স্থানভেদে তালুই বলে।

তাওই (তাওচি নামেও খ্যাত) চীনদেশের এক প্রাচীন ধর্ম্মমত ও সম্প্রদায়। ৬০৩ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে লেওকাং নামে একজন দার্শনিক জন্মগ্রহণ করেন, তিনিই এই মত ও সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত অদ্ভুত ও অলীক উপাখ্যানে পরিপূর্ণ। তাঁহার কেশ অতিশয় শুভ্র ছিল, এই জন্য তিনি 'লাওচি' অর্থাৎ শুভ্রকেশ নামে বিখ্যাত।

প্রথমে লাওচি চুবংশীয় এক চীনসম্রাটের পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। এই কার্য্যে তাঁহার নানা শাস্ত্র পরিদর্শনে বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। ক্রমে তাঁহার পাণ্ডিত্যের কথা নানা স্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। চীনসম্রাট্ তাঁহাকে মান্দারিণপদ প্রদান করিলেন। কিছু দিন পরে তিনি তিব্বতে আসিয়া এক লামার নিকট ধর্ম্মোপদেশ শিক্ষা

করেন। এই শিক্ষাবলেই তিনি তাওই বা তাওচি অর্থাৎ অমরপুত্র নামক সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন করিলেন। তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে তাওই গ্রন্থই সর্ব্বপ্রধান। তাওচি মত অনেকটা গ্রীকপণ্ডিত এপিকিউরসের মতের অনুযায়ী এবং কতকটা চার্ব্বাকের মত সদৃশ।

এই মতে উগ্রস্বভাবসুলভ দুরন্ত কামনা সকল পরিত্যাগ করিয়া দুর্দ্দম ইন্দ্রিয় সকলকে বশীভূত করাই মানবের প্রধান ধর্ম্ম ও উদ্দেশ্য। আত্মা ও মনকে যেরূপে পার সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বদাই সুখী রাখিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। কখন কুচিন্তা অথবা শোকরূপ মূষিককে মনে স্থান দান করিবে না।

তাওচি প্রথমে যে মত প্রচার করেন, তাঁহার শিষ্যগণ তাহার অনেক পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। তাহারা দেখিল, ভয়াবহ মৃত্যুকাল স্মৃতিপথারূঢ় হইলে মন অস্থির হইয়া উঠে, সুখ দূরে পলাইয়া যায়। এইজন্য তাহারা স্থির করিল, এমন এক অমৃতরস প্রস্তুত করা যাউক, যাহা পান করিলে অমরত্ব লাভ হইবে, রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু আর স্পর্শ করিতে পারিবে না। এই নিমিত্ত তাহারা রসায়নশাস্ত্র অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইল। অমৃতরস পান করিয়া অমর হইব, এই আশায় শত শত লোক তাহাদের মত গ্রহণ করিতে লাগিল। কি ধনী কি দরিদ্র, কি স্ত্রী, কি পুরুষ সকলেই অভিনব নীতিশিক্ষায় ব্যগ্র হইয়া পড়িল। এইরূপে অল্পদিন মধ্যেই তাওচির দল অতিশয় প্রবল হইল। চীনের সর্ব্বত্রই ইন্দ্রজাল, প্রেতাধিষ্ঠান, ভবিষ্যদ্বাণী ইত্যাদির প্রসার হইতে লাগিল। অনেক চীনসম্রাট্‌ও তাওচিদিগের আপাতমনোরম বাক্যে মুগ্ধ হইয়া তাহাদিগকে আশ্রয় দান করিয়াছিলেন। তাওচিরাও লোকের ভক্তি আকর্ষণ করিবার জন্য নানাস্থানে দেবমন্দির ও দেবমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া পূজা, হোম, বলি ইত্যাদি আরম্ভ করিল। এদেশের তন্ত্রশাস্ত্র মধ্যে যে চীনাচারক্রমের উল্লেখ আছে, তাওচিদিগের ক্রিয়াকাণ্ড অনেকটা তাহার অনুরূপ। এ দেশীয় লোকের বিশ্বাস তন্ত্রোক্ত চীনাচার চীনদেশ হইতে এ দেশে প্রচারিত হয়। বোধ হয়, চীনের তাওচিরা যে মত প্রচার করেন, তাহাই এ দেশে চীনাচার নামে প্রচলিত হইয়া থাকিবে।

তাওচিদিগের মধ্যে অনেক পিশাচসিদ্ধ দেখা যায়।

এখন তাওচিরা শূকর, পক্ষী ও মৎস্য দিয়া উপাস্য দেবতার পূজা করিয়া থাকে। এখন অনেকে দৈবজ্ঞ নামে খ্যাত।

বহুকাল হইতে অনেক চীন পণ্ডিত ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তথাপি বহুসংখ্যক চীনবাসী কুসংস্কার পরিত্যাগপূর্ব্বক তাওচি ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই।

তাওচিদিগের প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ চীনের কোন প্রধান মান্দারিন্ অপেক্ষা বহু সুখসম্পদ ভোগ করিয়া থাকেন। কিয়াংসী প্রদেশের প্রধান নগরের ধর্ম্মাধ্যক্ষের প্রাসাদ আছে, দেবতা বোধে তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন অথবা তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিবার জন্য বহু দূর দেশান্তর হইতে শত শত ব্যক্তি ধর্ম্মাধ্যক্ষের নিকট গমন করিয়া থাকে।

তাওয়া (পারসী) লৌহাদিনির্ম্মিত পাত্রবিশেষ।

তাওয়ান (দেশজ) ১ উত্তপ্তকরণ, তাপ দেওন। ২ কুপিত করণ।

তাঁইস্ (আরবী) [তাই দেখ।]

তাঁত (দেশজ) ১ বস্ত্রবপনযন্ত্র। ২ চর্ম্মসূত্র। ৩ বীণাদির তন্ত্রী।

তাঁতকাটা (দেশজ) তাঁত হইতে নূতন বাহির করা।

তাঁতগাড় (দেশজ) তাঁতের গহ্বর।

তাঁতা (দেশজ) ভাবী উন্নতিসূচক আয়োজন বিশেষ।

তাঁতি (দেশজ) জাতিবিশেষ, বস্ত্র বপন করা ইহাদিগের ব্যবসায়। [তন্তুবায় দেখ।]

তাঁতিপাড়া, বীরভূম জেলার হরিপুর পরগণার একটী পল্লিগ্রাম। নগরের কয়েক মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। এই গ্রামে বহুসংখ্যক তাঁতির বাস। ইহারা তসরের কাপড় ও সূতা প্রস্তুত করিয়া কলিকাতায় প্রেরণ করে। এই গ্রামের পূর্ব্বদিকে ও পশ্চিমদিকে প্রায় ৩০০।৪০০ গজ বিস্তৃত প্রস্তরের একটী সুবিখ্যাত বাঁধ এবং এক মাইল দক্ষিণে বক্রেশ্বর নামক কতকগুলি উষ্ণ-প্রস্রবণ আছে। [বক্রেশ্বর দেখ।]

তাঁতিপাড়া, মালদহ জেলার ভটিয়া গোপালপুর পরগণার একটী পল্লিগ্রাম। গ্রামটী মহানন্দা নদীর অনতিদূরে অবস্থিত। এই স্থানে বহুসংখ্যক লোক বাস করে, এইজন্যই পরগণার মধ্যে গ্রামটী বিশেষ খ্যাত।

তাঁবা (দেশজ) তাম্র। [তাম্র দেখ।]

তাঁবে (আরবী) অধীনে।

তাঁবেদার (আরবী) সেবক, ভৃত্য, অধীনস্থ।

তাক্ (আরবী) ১ভিত্তি প্রভৃতির উপরিভাগস্থ পুস্তকাদির আধার কাষ্ঠফলক বিশেষ। ২ লক্ষ্য, স্থিরদৃষ্টি।

"পক্ষ পসারিতে পাক, লুহিচন্দ্র করে তাক,"

(শ্রীধর্ম্ম° ৪।৪১)

তাকৎ (আরবী) শক্তি, ক্ষমতা।

তাকরিলিপি, বামিয়ান হইতে যমুনা নদীর তট পর্য্যন্ত প্রদেশে যে যে অক্ষর প্রচলিত তাহার নাম তাকরি। নাগরী অক্ষর যে প্রকার, তাকরি অবিকল সেইরূপ নহে; ইহা নাগরীর রূপভেদ। সম্ভবতঃ তক্ষক বা তাকগণ এই অক্ষর সর্ব্বপ্রথম প্রবর্ত্তিত করে; এইজন্যই তাহাদিগের নামানুসারে ইহার তাকরি নাম হইয়াছে। সিন্ধু নদীর পশ্চিমদিকে ও শতদ্রু নদীর পূর্ব্বভাগে এবং কাশ্মীর ও কাঙ্গড়ার ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে এই অক্ষর প্রচলিত আছে। কাশ্মীর ও কাঙ্গড়ার উৎকীর্ণ লিপিতে ও মুদ্রায় এই অক্ষর দেখা যায়; কাশ্মীরের রাজতরঙ্গিণী গ্রন্থও তাকরি অক্ষরে লিখিত হইয়াছিল। যুসুফজাই ও সিমলার মধ্যে ২৬টী স্বতন্ত্র স্থানে এই অক্ষর দৃষ্ট হয়। ইহার কোন কোন স্থান তাকরি মুণ্ডে ও লুণ্ডে নামে পরিচিত।

এই লিপির বিশেষত্ব এই যে, স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনের সহিত কখন সংযুক্ত হয় না, পৃথক্ করিয়া লিখিতে হয়। এই লিপির সংখ্যাবোধক অক্ষরগুলি ঠিক এখনকার প্রচলিত অক্ষরের ন্যায়। ইহা সহজে লেখা যায়। কেবল মাত্র 'অ' ব্যঞ্জনের সহিত সংযুক্ত করা হইয়া থাকে।

তাকারি, একটী গণ্ডগ্রাম। সাতারা তাসগাঁও পথের দক্ষিণে, পেঠ নামক স্থানের ১০ মাইল উত্তরপূর্ব্বে এবং করাড়ের ১৬ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। সাতারা রাস্তার প্রায় ১ মাইল উত্তরে একটী ক্ষুদ্র পাহাড় দৃষ্ট হয়, পাহাড়টী দক্ষিণপূর্ব্বমুখে বিস্তৃত। এই পাহাড়ে একটী অত্যাশ্চর্য্য রমণীয় গুহা আছে। এই গুহার জন্য তাকারি গ্রামটী বিশেষ প্রসিদ্ধ। প্রায় ½ মাইল পাহাড়ের উপর উঠিয়া কিছুদূর গেলেই উক্ত গুহার নিকট যাওয়া যায়। গুহার পশ্চিমদিকস্থ পার্ব্বতীয় ভূমি প্রায় ২০ গজ পর্য্যন্ত অনেকটা সমতল। কমলভৈরবীর শ্বেতবর্ণ মন্দির দক্ষিণপূর্ব্বকোণে প্রতিষ্ঠিত। গুহাটীর ৪০ ফিট্ দৈর্ঘ্য ও ৩০ ফিট্ গভীরতা নৈসর্গিক কারণে উদ্ভূত হইয়াছে। ইহার মধ্যে একটী আয়তাকার সরোবর আছে। তাহার জল অতিশয় পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যজনক। পূর্ব্বদিকে জল পর্য্যন্ত কতকগুলি সোপান নামিয়া আসিয়াছে। পুকুরটী দেখিতে অতি সুন্দর। পরিমাণ ১১´×১৩´। গহ্বরের পশ্চিমদিকে মহাদেবের মন্দির ও তন্মধ্যে শিবলিঙ্গ আছে। মন্দিরটী আধুনিক, পরিমাণ ২৫×১০ ফিট্। আয়তাকার, নলাকার ও অষ্টকোণাকার এই তিন প্রকার ৬ ফিট্ উচ্চ কএকটী স্তম্ভ দ্বারা মন্দিরের দালানটী সুরক্ষিত। ইহার ছাদ প্রস্তরময়। যে কুঠুরির মধ্যে শিবলিঙ্গ থাকে, তাহা সমচতুর্ভুজাকার। মন্দিরের উপরিভাগে একটী সূচ্যাকার গাথনি ও চূড়ায় একটী কলস দৃষ্ট হয়। কথিত আছে, বেলগামের অধীন চিকোড়ির নিকটবর্ত্তী চন্দয়ের রামরাও ভগবন্ত ১৭৩০ খৃঃ অব্দে এই মন্দির নির্ম্মাণ করেন। মাঘ মাসের কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীতে এই স্থানে প্রতিবৎসর মেলা হইয়া থাকে। শুক্লপক্ষের রাত্রিকালে কমলভৈরবীর প্রতিমূর্ত্তির পাল্কী-যাত্রা হয়।

তাকাবী (আরবী) শক্তি, সামর্থ্য।

তাকিদ্ (আরবী) ১ স্বীকার। ২ তত্ত্বাবধান। ৩ নির্দ্ধারণ। ৪ বারম্বার চাহিয়া উত্তেজিত করা।

তাকিদে (দেশজ) অতি শীঘ্র, সত্বরে।

তাকে তাকে (দেশজ) পর পর, থাকে থাকে।

তাক্ষক (ত্রি) তক্ষকীয়া সম্বন্ধীয়।

তাক্ষণ্য (পুং স্ত্রী) তক্ষ্ণোঽপত্যং তক্ষন্-ণ্য তক্ষ্ণোঽপত্যং। তক্ষের পুত্র।

তাক্ষশিল (ত্রি) তক্ষশিলোঽভিজনোঽস্য তক্ষশিল-অণ্ (সিন্ধুতক্ষশিলাদিভ্যোঽণঞৌ। পা ৪।৩।৯৩)। তক্ষশিলাজাত বা তক্ষশিলা হইতে আগত।

তাক্ষ্ণ (পুং স্ত্রী) তক্ষ্ণোঽপত্যং তক্ষন্-অণ্ (শিবাদিভ্যোঽণ্। পা ৪।১।১১২। তক্ষের অপত্য।

তাগ (দেশজ) স্থিরলক্ষ্য, স্থির-দৃষ্টি।

তাগা (দেশজ) ১ পীড়ার উপশম নিমিত্ত দেবোদ্দেশে ধৃতহস্তবন্ধনসূত্র।

কোন কঠিন পীড়া হইলে তারকনাথ বা বৈদ্যনাথ প্রভৃতি দেবতার মানস করিয়া স্ত্রীলোক বামহস্তে ও পুরুষ দক্ষিণহস্তে যে যজ্ঞোপবীতসূত্র ধারণ করে, তাহাকে তাগা কহে। মহাদেবের মানস করিয়া ধারণ করিলে সোমবার করিতে হয়।

২ সর্পকর্তৃক দংশিত হইলে তাহার বিষ শরীরে সঞ্চারিত হইতে না পারে, তদুদ্দেশে ক্ষতস্থানের ঊর্দ্ধভাগে দৃঢ় বদ্ধ-রজ্জু।

"শুনলো শুনলো সহি, লোচনে দংশিল অহি,
কোন খানে দিব তাগা বন্ধ।" (কবিক°)

৩ ঊর্দ্ধবাহুতে ধারণযোগ্য অলঙ্কার বিশেষ।

তাগাড় (দেশজ) ১ চুণ-সুরকী প্রভৃতি একত্র মসলা। ২ যে গর্ত্তে চুণ-সুরকী প্রভৃতি মিশাইয়া গৃহনির্ম্মাণ মসলা প্রস্তুত হয়।

তাগাড়া (দেশজ) রাজমিস্ত্রীর মসলা রাখিবার গামলা।

তাগাড়ী (আরবী) ১ দৃঢ়ীকরণ। ২ সাহায্যদান। ৩ প্রতিযোগিতা। ৪ অগ্রিম অর্থদান।

তাগাদা (আরবী) ১ অধমর্ণের নিকট প্রাপ্য অর্থের জন্য পীড়ন। ২ উত্তেজনা।

তাঙ্গা (দেশজ) এক প্রকার ঘাস।

তাচ্ছল্য (দেশজ) হেলা, অবজ্ঞা, উপেক্ষা, অশ্রদ্ধা।

তাচ্ছীলিক (পুং) তচ্ছীলার্থে-বিহিতঃ ঠঞ্। তচ্ছীলার্থ বিহিত-প্রত্যয়।

তাচ্ছীল্য (ক্লী) তৎ শীলং যস্য তস্য ভাবঃ ষ্যঞ্। নিয়ততৎ-স্বভাব, তচ্ছীলতা।

তাজ্ (পারসী) ১ শিরোভূষণ, টুপি। ২ একপ্রকার শিরস্ত্রাণ, মূলতঃ অগ্নি-উপাসকের শিরস্ত্রাণকে বুঝায়। মধ্যএসিয়ার অধিবাসিগণ এই টুপি ব্যবহার করে, ইহা দেখিতে বৃত্তাকার। ভারতবর্ষের মুসলমানদিগের মধ্যে ইহার সমধিক প্রচলন আছে।

মুসলমানদিগের প্রবেশাবধি ভারতে এই টুপি দৃষ্ট হয়। ভারতবর্ষীয় হিন্দুদিগের মধ্যেও অনেকে তাজ ব্যবহার করিয়া থাকেন। তবে হিন্দুতাজ ও মুসলমানী তাজে কিছু পার্থক্য আছে।

বৃত্তাকার ব্যতীত দুইভাগে বিভক্ত অর্দ্ধচন্দ্রাকার তাজও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মুসলমানদিগের অনেক তাজে জরির কাজ থাকে।

তাজ, স্বনামপ্রসিদ্ধ তাজমহল সময় সময় তাজ নামে আখ্যাত হইয়া থাকে। [তাজ-মহল দেখ।]

তাজপরাকাঠি, বোম্বাই বিভাগে বোউড় ও গধার অঞ্চলবাসী এক জাতি। সামন্তের পুত্র মগাল খাছর ইহাদের আদিপুরুষ।

তাজক (ক্লী) জ্যোতিষের গ্রন্থবিশেষ, ইহাতে বর্ষ, লগ্ন প্রভৃতির বিষয় নিরূপিত হইয়াছে।

"ন জ্ঞাতুং কচন তাজকশাস্ত্রগীতং" (নীল° তা°)

[তাজিক দেখ।]

তাজক, ইরাণীয় জাতিবিশেষ। বোখারার খানেতে ও বদক্সানে ইহাদিগকে বেশী দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে অনেকে খোকন, খিবা, চীনতাতার এবং আফগানস্থানে বাস করে।

তাজক শব্দের উৎপত্তি-নির্ণয় করা অতীব সুকঠিন। উজ-বক, তাতারা, আফগান, ব্রহুই ও তুর্কশাসিত প্রদেশে যাহারা স্থায়ী ভাবে বাস করে, তাজক সাধারণতঃ তাহাদের প্রতিই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সমস্ত প্রদেশে তুর্কি, পুস্ত, ব্রহুই এবং বেলুচি ভাষা ব্যবহৃত, মোটের উপর পারস্যই প্রচলিত। আফগানিস্থান ও তুর্কিস্থানে যে সকল অধিবাসীর জাতিগত ভাষা পারস্য তাহারা তাজক ও পারসিবন উভয় নামেই পরিচিত। পারস্যদেশে তাজক ও ইলিয়ত এই দুইটী বিপরীত অর্থবোধক সংজ্ঞা প্রচলিত আছে। তথায় সর্ব্বত্রই তাজক বলিলে সহরবাসীকে না বুঝাইয়া কৃষককে বুঝায়। বোখারার এই জাতি সর্ত্ত, আফগানস্থানে দেহান্ এবং বেলুচি-স্থানে দেহবার নামে খ্যাত। কাবুল নদীর তটবর্ত্তী ইরাণীয়-দিগকে কাবুলি কহে। সিস্তানের অধিকাংশ অধিবাসীই তাজক। ইহারা তৃণাচ্ছাদিত কুটীরে বাস, মৎস্য ও পক্ষী ধৃত করিয়া জীবন যাপন করে। তুর্ক আক্রমণের পূর্ব্বেই বদক্সানে তাজকগণ বাস করিত। এই স্থানের ইরাণীয়গণ পর্ব্বতে, উপত্যকায় ও উদ্যান-পরিবেষ্টিত পল্লিতে বাস করে। বদক্সানের তাজকগণ চিত্রলের লোকদিগের ন্যায় সুশ্রী নহে। ইহাদের পরিচ্ছদ উজবকাদির ন্যায়।

বোখারার তাজকগণ স্মরণাতীতকাল হইতে তথায় বাস করিতেছে। ইহারা পূর্ব্বে অন্য ধর্ম্মাবলম্বী ছিল। হিজরার প্রথম শতাব্দীর শেষভাগে ইহাদিগকে বলপূর্ব্বক ইস্লাম-ধর্ম্মে দীক্ষিত করা হইয়াছে। বোখারার তাজকগণ লম্বা ও সুশ্রী, ইহাদের চক্ষু ও কেশ কৃষ্ণবর্ণ। ইহারা অতিশয় ভীরু, অর্থ-গৃধ্নু, মিথ্যাবাদী ও বিশ্বাসঘাতক।

কেহ কেহ বলেন, তাজ কথা হইতে তাজক কথার উৎ-পত্তি হইয়াছে। তাজ শব্দের অর্থ অগ্নিপূজকের উষ্ণীষ। কিন্তু তাজকগণ উক্ত ব্যাখ্যা স্বীকার করে না।

তাজকগণ কৃষিকার্য্য ও ব্যবসায়ে অধিকতর রূপে নিযুক্ত থাকে; সভ্যতা ও শিক্ষার আলোচনায় ইহারা বিরত নহে। ইহাদের যত্নেই মধ্যএসিয়াস্থ বোখারা, সভ্যতা ও উন্নতির কেন্দ্রস্থল হইয়াছে। বহুকালাবধি ইহারা মানসিক উন্নতির জন্য সচেষ্ট আছে এবং অসভ্য বিজেতৃগণ কর্ত্তৃক প্রপীড়িত হইয়াও তাহাদিগকে সভ্যতা শিক্ষা দিয়াছে। মধ্যএসিয়ার অধিকাংশ মহৎ ব্যক্তিই তাজক-বংশসম্ভূত। বোখারা ও খিবার প্রধান প্রধান ব্যক্তি সকলেই তাজক।

তাজক ও সর্ত্তদিগের দেহ-গত অনেক বৈষম্য লক্ষিত হয়। ভেম্বেরি সাহেব বলেন, পারসিক ক্রীতদাসীর সহিত সর্ত্ত পুরুষের বিবাহপ্রথা প্রচলিত থাকায় সর্ত্তদিগের আকৃতি খর্ব্ব হইয়াছে।

মধ্যএসিয়ার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই কবিতা ও গল্প বলিতে ভালবাসে। এই স্থানের সাহিত্য বৈদেশিক অলঙ্কারে পরিপূর্ণ। স্থানীয় মোল্লা ঈমানগণ অনেক ধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থ লিখিয়াছেন। কিন্তু সমস্তগুলিই দুর্ব্বোধ—সাধারণ লোকে এ পুস্তকের মধ্যে আদৌ প্রবেশ করিতে পারে না। তাজক-দিগের পুস্তক-লিখিত দৃষ্টান্তগুলি বিদেশীয় ছাঁচে ঢালা।

উজবক, তুর্ক ও খিরঘিজগণ অতিশয় সঙ্গীতপ্রিয়। গানকালে ইহারা মৃদু রাগিণী ধরিয়া থাকে। উজবকদিগের

কবিতার মূলভাব আরব্য অথবা পারস্য হইতে সংগৃহীত। ইহাদের অপূর্ব্বত্ব একান্ত বিরল।

তাতারগণ বীরত্ব-গাথা রচনা ও তাহা গান করিতে অত্যন্ত ভালবাসে।

তাজগী (পারসী) টাট্‌কা, রসাল।

তাজৎ (ত্রি) তনূন সঙ্কোচে অবিবৃদ্ধির্নলোপৌ। শীঘ্র। (নিঘণ্টু)

তাজদ্ভঙ্গ (পুং) [বৈ] কোবিদার বৃক্ষ।

তাজপুর, দ্বারভাঙ্গা জেলার একটী উপবিভাগ। ইহা পূর্ব্বে ত্রিহুতের অন্তর্গত ছিল। ১৮৭৫ খৃঃ অব্দে ১লা জানুয়ারী হইতে দ্বারভাঙ্গা, মধুবনী ও তাজপুর এই তিনটী মহকুমা লইয়া দ্বারভাঙ্গা জেলা গঠিত হইয়াছে। ১৮৬৭ খৃঃ অব্দে এই স্থানে প্রথম মহকুমা স্থাপিত হয়। ২৫°২৮´১৫´´ ও ২৬° ২´উঃ অক্ষাংশে এবং ৮৫° ৩´৬´´ ৮৬° ৪´ পূঃ দ্রাঘিমায় অবস্থিত। ভূ-পরিমাণ ৭৮৪ বর্গমাইল। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, কোল প্রভৃতির বাস আছে। হিন্দুর সংখ্যা অধিক।

তাজপুর মহকুমায় ৩টী থানা, একটী দেওয়ানি ও ২টী ফৌজদারী বিচারালয় আছে।

২ উক্ত তাজপুর মহকুমার প্রধান সহর; মুজাফরপুর হইতে ২৪ মাইল দূরে দলসিঙ্গসরাই রাস্তায় ২৫° ৫১´ ৩৩´´ উঃ অক্ষাংশ এবং ৮৫°৪৩´ পূঃ দ্রাঘিমায় অবস্থিত। এ স্থানে একটী স্কুল, দাতব্য ঔষধালয় ও বিচারালয় আছে। সহরের নীচে বলন নদী প্রবাহিত।

তাজপুর, পূর্ণিয়া জেলার একটী পরগণা, এই পরগণায় প্রচুর পরিমাণে ধান্য জন্মে। তিল, সরিষা, পাট, আলু প্রভৃতি যথেষ্ট পাওয়া যায়।

পরগণার কোন কোন স্থানে ৪½ হইতে ৭½ হাত নিরিখ চলিয়া থাকে; সাধারণতঃ ৪ হইতে ৫ হাতের নিরিখ অধিক রূপে প্রচলিত। প্রজাদিগকে প্রতি বিঘায় এক টাকা করিয়া কর দিতে হয়।

পরগণায় ৪৪টী জমীদারী আছে। পাইখস্তা ও খোদখস্তা জমীদারী ও করচা আছে। রাইয়তী জমার সংখ্যা ২৭। পরগণার কর প্রায় ৬১১৪২ টাকা।

তাজপুর, দিনাজপুর জেলার একটী পরগণা। জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে স্থিত। এই প্রদেশের মৃত্তিকা সমতল নহে; কিছু উঁচু নীচু, দক্ষিণপশ্চিমদিকে একটু ঢালু, সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৫০ ফিট উচ্চ। অল্প পরিশ্রমেই ক্ষেত্রের চাস-কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। স্থানে স্থানে অনেক ঘাসের জমী ও জলাভূমি আছে। বর্ষাকালে পরগণায় সকল নদীর জল তীর

ধান, ইক্ষু, তিল, সরিষা কলাই প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। গ্রামের নিকটস্থ জমীতে প্রচুর পরিমাণে তামাকু জন্মে। পূর্ব্বে এ স্থানে অনেক নীলের জমী ছিল।

তাজপুর পরগণার সকল বিলেই মাছ পাওয়া যায়। ধীবরগণ মাছ ধরিয়া রাইগঞ্জ ও নিকটবর্ত্তী বাজারে বিক্রয় করে।

১৮৭৪ খৃঃ অব্দের দুর্ভিক্ষকালে দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত লোকদিগের দ্বারা অল্প ব্যয়ে পরগণার মধ্যে কয়েকটী রাস্তা প্রস্তুত করান হইয়াছে।

এ স্থানের মাটী ঈষৎ ধূসরবর্ণ ও বালুকামিশ্রিত কর্দ্দমবৎ। বিলের নিকটস্থ মৃত্তিকা কৃষ্ণবর্ণ উদ্ভিজ্জাদি মিশ্রিত।

জলবায়ু স্বাস্থ্যকর নহে। বর্ষার পরেই জ্বরের আধিপত্য আরম্ভ হয়। এইকালে অনেক লোক প্রাণত্যাগ করে। গ্রীষ্মকালে দিনের বেলা অতিশয় গরম, কিন্তু রাত্রিকালে অপেক্ষাকৃত শীতল বোধ হইয়া থাকে। জ্বর অধিক কালস্থায়ী হইলে বাত জন্মে। অতীসার ও কুষ্ঠরোগের প্রকোপ নিতান্ত কম নহে।

তাজপুর, দিনাজপুর জেলায় বিজয়নগর পরগণার অধীন একটী পল্লিগ্রাম। এই স্থানে হাট ও বাজার আছে।

তাজপুর নিতান্ত আধুনিক নহে। মুসলমানদিগের সময়ে এই স্থান বিশেষ প্রসিদ্ধ হয়। তৎকালে তাজপুর একটী প্রধান সৈন্যাবাসরূপে দৃষ্ট হয়। পূর্ণিয়া ও দিনাজপুরের সীমান্ত প্রদেশে এই স্থানটী অবস্থিত ছিল। সরকার তাজপুর এখন এই স্থানের নাম রক্ষা করিতেছে। তাজপুরের পূর্ব্বাংশেই প্রথম মুসলমান-রাজধানী দেবকোট নগর। ফকিরগণ বিদ্রোহী হইয়া তাজপুরে দিল্লীর সম্রাটের সৈন্যের সহিত কয়েকটী যুদ্ধ করে। ১৭৭০ খৃঃ অব্দে ইংরাজ গবর্মেণ্টের অধীনে তাজপুরের জেলের সংস্কার করা হয়। এই স্থানে একটী জজ-আদালত ছিল; ১৮৭৫ খৃঃ অব্দে তাহা উঠিয়া যায়। নগর হইতে তাজপুর পর্য্যন্ত একটী রাস্তা চলিয়া গিয়াছে।

তাজবাওড়ি, অপর নাম তাজকারী, বোম্বাই বিভাগে বিজাপুর সহরের পশ্চিমকেন্দ্রে এবং নগরের মক্কাদ্বারের ১০০ গজ পূর্ব্বে বাণিজ্যকেন্দ্রের সন্নিকটে অবস্থিত। ইহার দক্ষিণদিকে মৃগয়া-বন। তাজকূপের প্রবেশদ্বারে যে একটী প্রকাণ্ড খিলান আছে, তাহার দৃশ্য অতিশয় মনোহর।

১৬২০ খৃঃ অব্দে তাজরাণীর সম্মানার্থ ইব্রাহিম রোজার স্থপতি মালিক সন্দল এই বিখ্যাত বাপী নির্ম্মাণ করেন। ইহার নির্ম্মাণ সম্বন্ধে এইরূপ একটী উপাখ্যান আছে। মালিক সন্দল সুলতান মামুদের অন্যতম অমাত্য ছিলেন।

রুপাকে সুলতান দরবারে আনিবার জন্য মালিক সন্দলের প্রতি আদেশ হইল। এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া মালিক অতিশয় চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তিনি স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন যে রাজার অনিষ্ট করিয়াছেন এই মর্ম্মে তাহার বিরুদ্ধে নিশ্চয় অভিযোগ উপস্থিত হইবে এবং রুপাকে সুলতান সমীপে আনয়ন করিতে বিষম বিপদে পতিত হইবেন। বিপদ্ হইতে মুক্তি পাইবার জন্য তিনি পূর্ব্বেই তাহার নির্দ্দোষিতার প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া রুপাকে আনিতে যাত্রা করিলেন। রুপাকে সমভিব্যাহারে লইয়া উপস্থিত হইলে তিনি জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার বধদণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছে। তিনি অবিলম্বে তাহার পূর্ব্বসংগৃহীত প্রমাণাবলী রাজসমীপে উপস্থিত করিলেন। সুলতান দেখিলেন, যে মালিকের প্রতি নিতান্ত অন্যায় বিচার করা হইয়াছে। ইহাতে তিনি অতিশয় লজ্জিতও হইলেন। তখন সুলতান কহিলেন সে যাহা প্রার্থনা করিবে তাহাই তাহাকে দেওয়া হইবে। মালিক বলিলেন যে তাহার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য তিনি একটী কীর্ত্তি স্থাপন করিতে চাহেন। মালিকের অভীষ্ট সিদ্ধ করিবার জন্য সুলতান উপযুক্ত অর্থ দিতে আদেশ দিলেন এবং সেই অর্থে তাজবাপী নির্ম্মিত হইল। কূপটী ৫২ ফিট্ গভীর।

তাজমহল, আগ্রানগরে যমুনানদীতীরে অবস্থিত জগৎ বিখ্যাত সমাধি-মন্দির। স্থানীয় লোকের নিকট রোজা বা তাজ-কা রোজা নামে অভিহিত। পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্য্যের মধ্যে এটীও একটী।

সম্রাট্ শাহজহান আপনার প্রিয়তমা পত্নী মুম্‌তাজ্-ই-মহলের স্মরণার্থ এই সুরম্য হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। মুম্‌তাজের প্রকৃত নাম অর্জ্জমন্দ-বানু বেগম্ বা নবাব আলিয়া-বেগম্। শাহজহান্ এই বেগমকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিতেন। এক দিন বেগম স্বপ্ন দেখিলেন যেন তাঁহার গর্ভস্থ শিশু কাঁদিতেছে। তিনি সম্রাট্‌কে ডাকিয়া কহিলেন,—'প্রিয়তম্, আমি গর্ভস্থ শিশুর রোদন শুনিয়াছি। এরূপ রোদন কখন কেহ শুনে নাই। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, আমি আর বাঁচিব না। তবে আমার এই মাত্র প্রার্থনা, আমার মৃত্যুর পর যেন আপনি আর কাহারও পাণিগ্রহণ না করেন। যেন আমার পুত্রগণকেই রাজ্যাধিকারী করেন। আর একটী নিবেদন, আপনি বলিয়াছিলেন, আমার গোরস্থানের উপর একটী হর্ম্ম্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন। আপনার এ কথাটীও যেন পূর্ণ হয়।' বেগমের কথা মিথ্যা হইল না, প্রসব হইবার পরই তিনি ১৬৩১ খৃষ্টাব্দে ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। শাহজহানও প্রিয়তমার শেষ অনুরোধ রক্ষা করিলেন। তিনি পরে আর অপর কোন রমণীর পাণিগ্রহণও করেন নাই, অথবা পরে তাঁহার অপর কোন সন্তান হইবারও কথা শুনা যায় নাই।

প্রিয়তমা পত্নীর মৃত্যুর পরই শাহজহান তাজমহলের নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ করাইলেন। সে সময় ভারতবর্ষে দেশীয় ও বিদেশীয় যে সকল প্রধান প্রধান শিল্পী ও স্থপতি উপস্থিত ছিলেন, প্রবাদ এইরূপ, তাহারা সকলেই এই মহাকার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন।

যমুনাতীরে প্রসিদ্ধ আগ্রানগরে তাজমহল আরম্ভ হইল। প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী টাভার্ণিয়ার এই অনুপম অট্টালিকা আরম্ভ ও সম্পূর্ণ হইতে দেখিয়াছিলেন। তৎকালে বর্ত্তমান কাল অপেক্ষা মালমসলা ও পরিশ্রম শত গুণ সুলভ হইলেও ৩১৭৪৮০২৪ টাকা ব্যয়ে ও ৩০ বর্ষ অনবরত পরিশ্রমের পর এই মহাকার্য্য সমাধা হইল।

১৮ ফিট্ উচ্চ ও ৩১৩ ফিট্ শ্বেতমর্ম্মরমণ্ডিত ঠিক চতুরস্র ভূখণ্ডের উপর তাজ প্রতিষ্ঠিত। ইহার প্রতি কোণে ১৩৩ ফিট্ উচ্চ এক একটী অতি সুন্দর ভারতে অতুলনীয় মিনার দ্বারা সুশোভিত। ঐ শ্বেতমর্ম্মরমণ্ডিত ভিত্তির মধ্যস্থলে ১৮৬ ফিট্ চতুরস্র বিখ্যাত সমাধি মন্দির অবস্থিত। ঠিক মধ্যভাগে ৫৮ ফিট্ বিস্তৃত ও ৮০ ফিট্ উচ্চ একটী প্রধান গুম্বজ আছে। এই গুম্বজের ভিতরেই খিলানের মাতলায় শ্বেতমর্ম্মর প্রস্তরের জাল্‌তি ব্যবহৃত। এমন সুন্দর ও শিল্পনৈপুণ্যময় জাল্‌তি বা যবনিকা জগতের আর কোথাও নাই। এই গুম্বজের ভিতর ঠিক মধ্যস্থলে মহারাণী মুম্‌তাজ-মহলের সমাধি এবং তাঁহারই পার্শ্বে সম্রাট্ শাহজহানের সমাধি বিদ্যমান রহিয়াছে।

এই মহাগৃহের প্রতি কোণেই গুম্বজাকৃতি ২৬ ফিট্ ৮ ইঞ্চ আয়তন দ্বিতল গৃহ দেখিতে পাইবে। ইহার মধ্য দিয়া গৃহান্তরে যাতায়াতের জন্য নানাপথ ও দালান দৃষ্ট হয়। সর্ব্ব-মধ্যবর্ত্তী গৃহের ভিতর আলোক যাইবার বন্দোবস্ত আছে। এই গৃহের প্রত্যেক খিলানের মাথায়, ভিতরে ও বাহিরে অতি উজ্জ্বল শ্বেতমর্ম্মর প্রস্তরের জাল্‌তি দেওয়া আছে, তন্মধ্য দিয়া বেশ আলোক যাইতে পারে। অকবরের মৃত্যুর পর মোগলেরা কিরূপ শিল্পনৈপুণ্যের আদর করিত, তাহা এই গৃহটীর কারিকুরী দেখিলে স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। নানা প্রকার ও নানা বর্ণের মূল্যবান্ মণি-প্রস্তরাদির দ্বারা কত সুন্দর, কত মনোহর ও কত স্বাভাবিক শিল্পনৈপুণ্য প্রদর্শিত হইতে পারে, তাহার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। তাজের প্রত্যেক থাক, প্রত্যেক কোণ ও প্রত্যেক ভাস্করকার্য্যে অকীক চুণী বা লালী, সবুজা প্রভৃতি মূল্যবান পাথর ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার নিখুত ফুলের কাজ ও নানা রচনা দেখিলে আত্মহারা হইতে হয়। এমন কি একটী গোলাপফুলে তাহার প্রত্যেক পাপ্‌ড়ীতে যত প্রকার বর্ণ যেরূপ আয়তন হইতে পারে, সেই সেই বর্ণের পাথর দিয়া যেন প্রকৃতির ছাঁচ হইতে খুদিয়া তোলা হইয়াছে। এমন অপূর্ব্ব মনোহর শিল্পনৈপুণ্য আর জগতে কোথাও কি আছে! তাজের যেখানে যাইবে, যেখানে দৃষ্টিপাত করিবে, সেইখানেই এইরূপ মনোমুগ্ধকর ছবি তোমার নেত্রপথের পথিক হইবে। বহুদিন নহে ভারতবাসী, যেরূপ অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্য ও ভাস্করকার্য্যে পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তাহার আর তুলনা কোথাও

তাজই তাহার তুলনা! চিত্রকরের তুলিতে, কবির কল্পনায় ও ভাবুকের ভাবনায় তাজমহলের প্রকৃত ছবি প্রকাশ করা যাইতে পারে না। যে স্বচক্ষে দেখিয়াছে, সেই বুঝিয়াছে, সেই গলিয়াছে, তাহারই মর্ম্ম স্পর্শ করিয়াছে! সামান্য লেখনী দ্বারা সে ভাব, সে ছবি প্রকাশ করা অসম্ভব।

বহুকালের কথা নয়, প্রসিদ্ধ ঠগদমনকারী কর্ণেল শ্লিমান সস্ত্রীক একবার এই অনুপম ভারতীয় কীর্ত্তি দেখিতে গিয়াছিলেন। তিনিত নিজেই বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন, তিনি যখন আপনার প্রণয়িনীকে জিজ্ঞাসা করেন, কেমন দেখিলে? শ্লিম্যান-ভার্য্যা উত্তর করিয়াছিলেন, আমিও কাল মরিতে চাই, এমন যদি আর একটী আমার উপর প্রস্তুত হয়। বাস্তবিক যে রমণী একবার তাজ দেখিয়াছে; তাহারই মনে এই ভাব উদয় হইয়াছে!

তাজের দুই পাশে দুইটী ত্রিগুম্বজযুক্ত শ্বেত মর্ম্মরের মস্‌জিদ্ আছে। ডান ধারের মস্‌জিদ্‌কে সাধারণে জবাব বলিয়া থাকে, ইহাতে উপাসনাদি হয় না, কেবল সাক্ষী-গোপালের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে। এই জবাবের চূড়ায় পিত্তলের গোলা, অর্দ্ধচন্দ্র ও কীলক দৃষ্ট হয়।
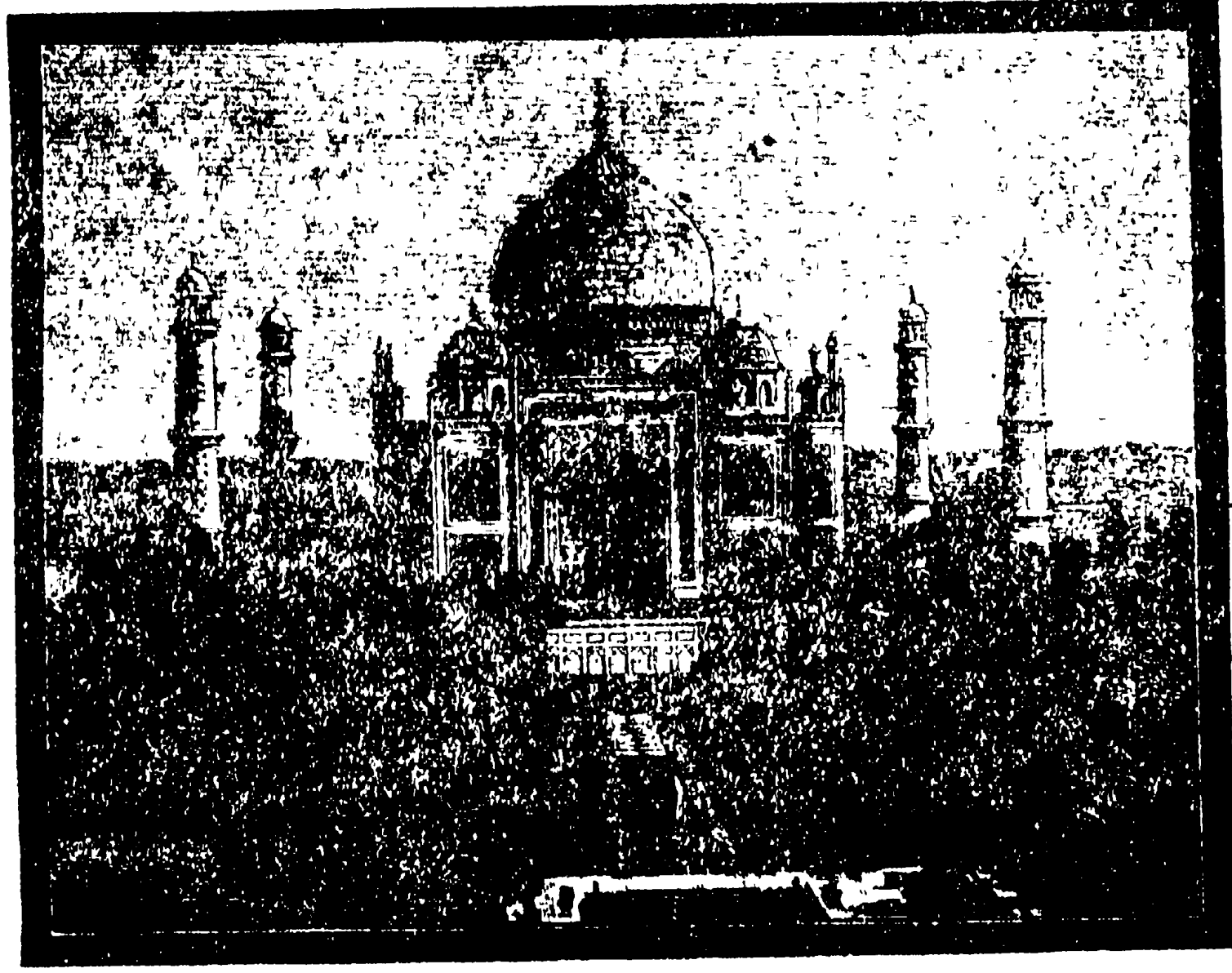
তাজমহল

তাজের কোন্ অংশ কোন্ সময়ে নির্ম্মিত হয়, তাহাও এখানকার উৎকীর্ণ লিপি দ্বারা জানা যায়। মস্‌জিদের সম্মুখে পশ্চিমদিকের খিলানে শাহজহানের রাজত্ব বর্ষের ১০ম অঙ্ক ও ১০৪৬ হিজরা দেওয়া আছে। তাজ-মধ্যে প্রবেশ-পথের বামভাগে ১০৪৮ হিজরা এবং ফটকের সম্মুখে ১০৫৭ হিজরা (অর্থাৎ ১৬৪৮ খৃঃ অব্দ) অঙ্কিত আছে। এই শেষ অঙ্কই তাজ সম্পূর্ণ হইবার তারিখ। এইরূপ মুম্‌তাজমহলের গোরের উপর ১০৪০ হিজরা এবং শাহজহানের গোরের উপর ১০৭৬ হিজরা উৎকীর্ণ আছে। পূর্ব্বে যেখানে যেখানে তারিখ খোদা আছে, তাহার সমুদয় খিলানে তুঘ্‌রা অক্ষরে কোরাণের উপদেশপূর্ণ সুরা সকল লিখিত হইয়াছে। এই-রূপ ফটকের সম্মুখে 'পবিত্র ও সরল হৃদয়! চিরশান্তিময় স্বর্গীয় উদ্যানে এস!' ইত্যাদি বচনসমূহ লিখিত আছে।

তাজা (পারসী) নূতন, টাট্‌কা, সজীব, অতুক।

তাজিক (স্ত্রী) জ্যোতির্গ্রন্থবিশেষ। যবনাচার্য্যকৃত জাতক-বিষয়ক গ্রন্থ; ইহা পারস্য ও আরবী ভাষায় লিখিত ছিল। রাজা সমরসিংহ, নীলকণ্ঠ প্রভৃতি ইহা সংস্কৃত ভাষায় অনু-বাদিত করিয়াছিলেন।

সংস্কৃত তাজিক গ্রন্থে এই সকল বিষয় বর্ণিত দেখা যায়। প্রধান দ্বাদশ রাশির মধ্যে মেষাদি তিন তিন রাশি যথা-ক্রমে পিত্ত, বায়ু, সম ও কফ স্বভাব অর্থাৎ মেষ, সিংহ ও ধনুঃ ইহারা পিত্তস্বভাব, ও মকর, বৃষ, কন্যা এই তিন রাশি বায়ু-স্বভাব, মিথুন, তুলা ও কুম্ভ এই তিন রাশি সমস্বভাব অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত ও কফের সমতা; কর্কট, বৃশ্চিক ও মীন এই সকল রাশির কফস্বভাব।

মেষ হইতে তিন তিন রাশি ক্রমে ক্ষত্রিয়াদি চারি বর্ণ, অর্থাৎ মেষ, সিংহ ও ধনু এই তিন রাশি ক্ষত্রিয় বর্ণ; [illegible] কন্যা ও মকর এই তিন রাশি বৈশ্যবর্ণ; মিথুন, [illegible] কুম্ভ এই তিন রাশি শূদ্রবর্ণ এবং [illegible]

ইহারা ব্রাহ্মণ বর্ণ। এইরূপে রাশির স্বরূপ ও বর্ণ জানিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রের গণনা করিবে, এইজন্য প্রথমে রাশির স্বরূপ অভিহিত হইয়াছে।

বৎসরের শুভাশুভ ফল পরিজ্ঞানার্থ বর্ষপ্রবেশ-সময় নির্ণয়।

জন্ম-সময়ে রবি যে রাশির যত অংশাদিতে অবস্থিতি করেন, পুনর্ব্বার রবি যে সময়ে সেই রাশির তত অংশাদিতে আগমন করেন, সেই সময়ই বর্ষপ্রবেশ-সময়।

রবিস্ফুট স্থির করিয়াও বর্ষপ্রবেশ সময় নির্ণয় করা যায়। পরে বর্ষপ্রবেশে তিথ্যানয়ন, বর্ষপ্রবেশে যোগানয়ন, বর্ষপ্রবেশে গ্রহস্ফুটানয়ন, চন্দ্রস্ফুটানয়ন, প্রাঙ্নত ও পশ্চান্নত দণ্ডানয়ন। গ্রহখণ্ডা, লগ্নকুণ্ডলী ও ভাবকুণ্ডলী, পঞ্চবর্গ, দ্রেক্কাণচক্র, উচ্চ-নীচ কথন, লগ্নখণ্ডাচক্র, বলনিরূপণ, দ্বাদশবর্গাবিবরণ, ক্ষেত্রচক্র, হোরাচক্র, চতুর্থাংশচক্র, পঞ্চমাংশচক্র, ষষ্ঠাংশচক্র, সপ্তাংশচক্র, অষ্টমাংশচক্র, নবাংশচক্র, দশমাংশচক্র, একাদশাংশচক্র, দ্বাদশাংশচক্র, ভাবচিন্তা, বর্ষাধিপানয়ন, গ্রহের স্বরূপ, দৃষ্টি-প্রকরণ, দৃষ্টিসাধন, মৈত্রীভাব, নক্তযোগ, বর্ষপ্রবেশ, দশানিরূপণ, মাসপ্রবেশানয়ন, অন্তর্দ্দশানয়ন, বর্ষারিষ্ট, রিষ্টভঙ্গবিচার, ভাববিচার, ধনভাব, সহজভাব, চতুর্থভাব, পঞ্চমভাব, ষষ্ঠভাব, সপ্তমভাব, অষ্টমভাব, নবমভাব, দশমভাব, একাদশভাব, দ্বাদশভাব ও রবি প্রভৃতি দশার বিষয় বিশেষরূপে বর্ণিত আছে।

আর কতকগুলির বিষয় বর্ণিত আছে, তাহাদের নাম সংস্কৃত বলিয়া বোধ হয় না, আরবী বা পারসী হইতে গৃহীত। নিম্নে ইহাদের নাম প্রদত্ত হইল।

হদ্দাবিবরণ, মুন্থানয়ন, ইক্কবালযোগ, ইন্থিহাযোগ, ইত্থশালযোগ, ঈসরাফযোগ, নক্তযোগ, যমযাযোগ, মনূর্ত্তযোগ, কম্বূলযোগ, গৈরিকম্বুলযোগ, খল্লাসরযোগ, রদ্দাযোগ, দুফালিকুত্থযোগ, দুত্থোত্থ দবীরযোগ, তম্বীরযোগ, কুত্থযোগ, ও দুরফযোগ, এই ১৬টী ষোড়শযোগ, সহমনাম, সহম ৫০ প্রকার, সহমসাধন, সহমফল, মুন্থাভাবফল।

তাজিয়া, মৃতব্যক্তির জন্য বিলাপ-করণ ও শোক-প্রকাশ। মহরমকালে মুসলমানগণ সামান্য উপকরণে হসেন ও হাসনের কবরের যে প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া বহিয়া লইয়া বেড়ায়, ভারতবর্ষে তাহাকেই তাজিয়া কহে।

পারস্যদেশে মহরমকালে অলৌকিক বর্ণনাযুক্ত অনেক নাটিকাদি রচিত হয়। এইগুলি তথায় তাজিয়া নামে পরিচিত।

আমেরিকা মহাদেশেও তাজিয়া শব্দ প্রচলিত আছে। এ দেশ হইতে যে সমস্ত কুলি উক্ত মহাদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গিয়াছে, তাহারা আমেরিকায় তাজিয়া কথা ব্যবহার করিয়া থাকে। মহরমই এই কুলিদিগের প্রধান পর্ব্ব, হিন্দু কুলিগণও মহরমকে প্রধান পর্ব্ব বলিয়া গণ্য করে।

১৮৮৪ খৃঃ অব্দে ত্রিনিদাদের কোন একটী সহরের মধ্য দিয়া তাজিয়া লইয়া যাইতে নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত হয়। ইহাতে পরিশেষে একটী ভীষণতম ঘটনা ঘটে।

মহরমকালে অনেক মুসলমান তাজিয়া প্রস্তুত করে। অনেক ফকীর ও অন্যান্য লোক বিবিধ পরিচ্ছদে সুসজ্জিত হইয়া বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিতে করিতে তাজিয়ার পশ্চাৎবর্ত্তী হয়। অনেক মরাঠী সরদারকে তাজিয়া প্রস্তুত করিতে দেখা যায়। ইহারা ব্রাহ্মণ-বংশীয় নহে। ব্রাহ্মণ সরদারগণ তাজিয়া নির্ম্মাণ করে না।

ভারতবর্ষে জুনাগড়াদি অঞ্চলে তাজিয়া লইয়া হিন্দু ও মুসলমানদিগের সাহত ঘোরতর দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধে।

[মহরম দেখ।]

তাজিয়াখানা, অপর নাম অসুরখানা, মুসলমানদিগের মধ্যে শোকাগার।

তাজী (পারসী) ১ অশ্ববিশেষ, একজাতীয় ঘোটক। ২ জাতিবিশেষ।

তাটঙ্ক (পুং) তাড্যতে তাড় পৃষো° ডস্য টঃ তথাভূতোঽঙ্কঃ চিহ্নং যস্য বহুব্রী। কর্ণাভরণবিশেষ, কর্ণের অলঙ্কার।

তাটস্থ্য (ক্লী) তটস্থস্য ভাবঃ ষ্যঞ্। ১ ঔদাসীন্য। ২ নৈকট্য, নিকটবর্ত্তিতা।

তাড় (পুং) চুরাদি° তড় ভাবে অচ্। ১ তাড়ন, প্রহার। ২ গুণন। কর্ম্মণি অচ্। ৩ শব্দ। ৪ মুষ্টিপরিমিত তৃণাদি। ৫ পর্ব্বত। ৬ হস্তের অলঙ্কারবিশেষ। ৭ তালবৃক্ষ।

তাড়ক (ত্রি) তাড়-ণ্বুল্। তাড়নকারী, প্রহারকারী।

তাড়কজঙ্গল [তাড়কা দেখ।]

তাড়কা (স্ত্রী) রাক্ষসীভেদ, সুকেতু নামে কোন পরাক্রমশালী যক্ষ অনপত্যতা হেতু ব্রহ্মার উদ্দেশে কঠোর তপস্যা করেন। ব্রহ্মা তপস্যায় প্রীত হইয়া তাঁহাকে বরপ্রদান করেন। সুকেতু ব্রহ্মার এইবরে কন্যারত্ন প্রাপ্ত হন, এই কন্যা ব্রহ্মার বরে সহস্র হস্তীর তুল্য বলশালিনী ছিল। জম্ভনন্দন সুন্দের সহিত ইহার বিবাহ হয়। মহামুনি অগস্ত্য কোন কারণে ক্রুদ্ধ হইয়া সুন্দকে বিনাশ করেন। তাহাতে এই রাক্ষসী ক্রুদ্ধা হইয়া মারীচ নামক স্বীয় পুত্রকে সঙ্গে লইয়া অগস্ত্যকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত হয়। তাহাতে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ প্রদানপূর্ব্বক ইহাদের দুই জনকে রাক্ষসত্ব প্রদান করেন। তদবধি এই রাক্ষসী তাহার জন্মস্থান নষ্ট করিয়া প্রাণিশূন্য অরণ্যে পরিণত করে। সেই অরণ্য

তাড়কাজঙ্গল নামে প্রসিদ্ধ। ইহারা ব্রাহ্মণ দেখিলেই তাহাদের প্রতি অতিশয় অত্যাচার করিত এবং যজ্ঞীয় বহ্নির ধূম আকাশে উদ্গত হইতে দেখিলেই সদলে উপস্থিত হইয়া তাহার বিঘ্ন উৎপাদন করিত। ইহাদের এইরূপ অত্যাচারে কেহই আর যজ্ঞাদি করিতে সমর্থ হইত না। এই রূপে তাড়কা এই জঙ্গলে অবস্থিতি করিত। পরে বিশ্বামিত্র ইহাদিগকে দমন করিবার জন্য দশরথের শরণাপন্ন হইয়া রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে সঙ্গে করিয়া তপোবনে আগমন করেন। পথিমধ্যে বিশ্বামিত্রের আদেশে রামচন্দ্র ইহাকে বিনাশ করেন এবং মারীচকে বাণদ্বারা সুদূরে নিক্ষেপ করেন। (রামা° ১।২৫-২৭ স°)।

তাড়কাফল (ক্লী) তারকেব নক্ষত্রমিব ফলমস্য বহুব্রী। বৃহদেলা, এলাচি। (রত্নমা°)

তাড়কায়ন (পুং) বিশ্বামিত্রের পুত্রভেদ। "মহানৃষিশ্চ কপিল স্তথর্ষিস্তাড়কায়নঃ।" (ভারত আনু° ৪ অঃ)।

তাড়কারি (পুং) তাড়কায়াঃ অরিঃ ৬তৎ। তাড়কার শত্রু, রামচন্দ্র।

তাড়কেয় (পুং) তাড়কায়াঃ অপত্যং ঠক্। তাড়কার পুত্র, মারীচ। "মারীচঃ সুন্দপুত্রশ্চ তাড়কায়াং ব্যজায়ত॥"

(হরিব° ৩ অঃ)

তাড়ঘ (পুং) তালং হস্তি হন-টক্ (পাণিঘতাড়ঘৌ শিল্পিনি। পা ৩।২।৫৫) তালবাদক শিল্পিভেদ। কশাঘাত বা বেত্রাঘাতকারী।

তাড়ঘাত (পুং) তাড়ং হন্তি হন-অণ্। যে হাতুড়ি প্রভৃতি দ্বারা পিটিয়া শিল্পকর্ম্ম করে।

তাড়ঙ্ক (পুং) তাড়ঃ অঙ্কঃ চিহ্নং যস্য বা তালং অঙ্ক্যতে লক্ষ্যতে অঙ্ক ঘঞ্, লস্য ড়ত্বং শকন্ধ্বাদিত্বাৎ সাধুঃ। কর্ণাভরণবিশেষ, কাণতড়্কা। পর্য্যায়—কর্ণদর্পণ, তাটঙ্ক, কর্ণিকা, তালপত্র, তাড়পত্র, কর্ণমুকুর।

"তাড়ঙ্কাঙ্গদমেখলাগুণরণন্মঞ্জীরতাং প্রাপিতাং" (মনসাধ্যান)

২ হস্তাভরণবিশেষ, তাড়।

তাড়ন (ক্লী) তাড়ি ভাবে ল্যুট্। ১ আঘাত, প্রহার, তর্জ্জন, ভর্ৎসন।

"লালনে বহবো দোষাস্তাড়নে বহবো গুণাঃ।
তস্মাৎ পুত্রঞ্চ শিষ্যঞ্চ তাড়য়েন্নতু লালয়েৎ॥" (চাণক্য)।

২ দীক্ষাঙ্গবিষয়ে দীক্ষণীয় মন্ত্রসংস্কারবিশেষ।

"মন্ত্রবর্ণান্ সমালিখ্য তাড়য়েচ্চন্দনাম্ভসা।
প্রত্যেকং বায়ুনা মন্ত্রোতাড়নং সমুদাহৃতং॥" (শারদাতি°)

মন্ত্রবর্ণ সকল চন্দনদ্বারা লিখিয়া প্রত্যেক মন্ত্র বায়ুবীজদ্বারা (যংবাজ) তাড়িত করিবে, তাহা হইলে তাড়ন হয়। ৪ গুণন। ৫ শাসন, দণ্ড।

তাড়না (স্ত্রী) তাড়ন-টাপ্। ১ প্রহার। ২ ভর্ৎসনা। ৩ শাসন। ৪ উৎপীড়ন।

তাড়নী (স্ত্রী) তাড়ন্ স্ত্রিয়াং ঙীপ্। অশ্বতাড়নযষ্টি, কশা, চাবুক। পর্য্যায়—চর্ম্মযষ্টি, কশা, ভীমা, চর্ম্মনালিকা। (শব্দমালা)

তাড়নীয় (ত্রি) তাড়-অনীয়র্। শাসনযোগ্য, দণ্ডনীয়।

তাড়পত্র (ক্লী) তালস্য পত্রমিব লস্য ড়। কর্ণভূষণবিশেষ।

[তাড়ঙ্ক দেখ।]

তাড়পত্রি, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির বেলারি জেলার অধীন একটী সহর। পঞ্চদশ শতাব্দীতে এই সহরটী স্থাপিত হইয়াছে। এই স্থানে রাম ও চিত্ররায়ের নামে উৎসর্গীকৃত দুইটী মন্দির আছে। মন্দির দুইটী বিচিত্রভাস্করকার্য্য সুশোভিত। ইহা দেখিতে বিশেষ রমণীয়।

তাড়য়িতৃ (ত্রি) তাড়ি-তৃচ্। তাড়নকারী, আঘাতকারী, শাসনকারী।

তাড়স (দেশজ) ব্যথার উত্তেজনা।

তাড়া (দেশজ) ১ ধমক, বাক্য দ্বারা ভয়প্রদর্শন। ২ যষ্টিগুচ্ছ, তালপত্রাদির গুচ্ছ। ৩ তসলা।

তাড়াগ (ত্রি) তড়াগে ভবঃ অণ্। তড়াগভব জল, তড়াগের জল। ইহার গুণ বায়ুবর্দ্ধক, স্বাদু, কষায় ও কটুপাক। হেমন্তকালে তড়াগ-জল হিতকর। (সুশ্রুত)

তাড়াতাড়ি (দেশজ) শীঘ্র, ঝটিতি, ব্যস্তভাবে।

তাড়ান (দেশজ) বহিষ্কৃতকরণ, দূরকরণ।

তাড়ী (স্ত্রী) তাড়য়ত পত্রৈঃ শোভতে তড়-ণিচ্-ইন্। বৃক্ষবিশেষ। [তাড়ী দেখ।]

তাড়ি (দেশজ) মাদকশক্তিবিশিষ্ট তালের রস। প্রধানতঃ তালের রসকে তাড়ি বলা হইলেও ইক্ষু, খর্জ্জুর, নিম্ব, মৈরেয়, নারিকেল প্রভৃতি বৃক্ষ হইতেই যে গেঁজাযুক্ত রস পাওয়া যায়, যাহা পান করিলে নেসা হয়, তাহাকেও সচরাচর তাড়ি বলা হয়।

ভারতে তাড়ির ব্যবহার আজ নূতন নহে। কুলার্ণবতন্ত্রে তারিকা নামে তাড়ির উল্লেখ আছে। যথা—

"সম্বিদা কালকূটঞ্চ তাম্রকূটঞ্চ ধুস্তুরম্।
আহফেনং খর্জ্জুরসম্ভারিকা তরিতা তথা॥"

গন্ধর্ব্বতন্ত্রে ১৫শ পটলে ইক্ষুরস, বদরীরস, জম্বুরস, খর্জ্জুররস, নারিকেল ও দ্রাক্ষারসে মাদক-দ্রব্য প্রস্তুতের বিধান আছে।

"ইক্ষুরসং সমাদায় পর্য্যুষিতং সুসংস্কৃতম্।
বাদরং জাম্ববঞ্চৈব রসং খার্জ্জুরমেব চ॥
নারিকেলোদ্ভবঞ্চৈব দ্রাক্ষারসসমুদ্ভবম্।" [মদ্য দেখ।]

কুলার্ণবতন্ত্রে ৫ম উল্লাসে লিখিত আছে—

"তালজা স্তম্ভনে শস্তা খার্জ্জুরী রিপুনাশিনী।
নারিকেলভবা শ্রীদা পানসী চ শুভপ্রদা॥
মধুকাখ্যা জ্ঞানকরী দারিদ্র্যরিপুনাশিনী।
মৈরেয়াখ্যা কুলেশানি সর্ব্বদা পাপহারিণী॥"

বাস্তবিক এখনও ভারতের নানাস্থানে নেশার জন্য তাল, খেজুর, নারিকেল, মৈরেয় প্রভৃতির তাড়ি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তাড়িতে মাদকতাশক্তি থাকিলেও তাড়ি ও মদ্য এই দুই শব্দে অনেক পার্থক্য আছে। স্বভাবতঃ বা কৃত্রিম উপায়ে তালাদি বৃক্ষ হইতে যে রস বাহির হয়, তাহা রৌদ্রে বা তাপে ফেনা উঠিয়া বেজস্বর হইলে তাহাকে তাড়ি এবং ঐরূপ রস পচাইয়া চোঁয়াইয়া লইলে যে পানীয় প্রস্তুত হয়, তাহাকে মদ্য বলা যায়।

ভারতে যে যে গাছ হইতে যেরূপ উপায়ে তাড়ি সংগ্রহ করা হয়, নিম্নে তাহার প্রণালী লিখিত হইতেছে।

তালগাছের ঊর্দ্ধভাগে যে কচি কচি পুষ্পিত শাখা বা মোচ বাহির হয়, তাহার মাথা প্রথমে ভাল করিয়া চাঁচিয়া দিয়া রস বাহির হইয়া পড়িবার স্থানে একটী আধার বা ভাণ্ড বাঁধিয়া দেয়। সচরাচর প্রাতিদিন প্রাতেই ভাণ্ড খালি করিয়া রস ঢালিয়া লওয়া হয়; আবার পূর্ব্ববৎ ভাল করিয়া চাঁচিয়া দেয়। এইরূপে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তাহার মূল পর্য্যন্ত কাটা হয়, সে পর্য্যন্ত চাঁচা হইয়া থাকে। সচরাচর আশ্বিন হইতে বৈশাখ পর্য্যন্ত তালগাছ কাটিয়া রস বাহির করা হইয়া থাকে। ভারতের সর্ব্বত্রই তালের রস বাহির করা হয়, তন্মধ্যে দাক্ষিণাত্যেই কিছু অধিক। [তাল দেখ।]

সচরাচর তাড়িকরেরা রস লইয়া তাহাতে খানিকটা পুরাতন কাঞ্জি অথবা ফেনাযুক্ত তাড়ি মিশাইয়া ফেলে, তাহা হইলে সেই রসের মাদকতাশক্তি অল্প সময় মধ্যেই বৃদ্ধি হইয়া পড়ে।

তালের রস বা তাড়ি সাধারণ লোকের নেশা করিবার সহজ উপায়। তাহাতে গবর্মেণ্টের আবকারী আয়ের হানি হয় দেখিয়া একবার বোম্বাই গবর্মেণ্ট সমস্ত তাল ও খেজুর গাছ নির্ম্মূল করিতে আদেশ করেন *। তাহাতে এক সুরাটে প্রায় লক্ষাধিক বৃক্ষ কাটিয়া ফেলা হয়। কিন্তু রক্তবীজের ঝাড় সহজে কি যায়। তাহার অল্পকাল পরেই প্রায় পঞ্চাশ হাজার তাল বৃক্ষ দেখা গেল। যাহা হউক এখন আর ইংরাজরাজের তাল ও খেজুর বৃক্ষ নির্ম্মূল করিবার ইচ্ছা নাই, বরং ইহা হইতে যে তাড়ি প্রস্তুত করে, গবর্মেণ্ট তাহাদের নিকট হইতে কিছু কিছু কর আদায় করিয়া থাকেন।

ভারত ও সিংহলের রুটীওয়ালারা প্রায় সর্ব্বত্রই পাউরুটী করিবার জন্য এই তালের তাড়িই ব্যবহার করে। ইহাতে সির্কাও প্রস্তুত হয়।

ভাবপ্রকাশের মতে—

"তালজং তরুণং তোয়মতীব মদকৃন্মতম্।
অম্লীভূতং তদা তু স্যাৎ পিত্তকৃৎ বাতদোষহৃৎ॥"

তালের টাট্‌কা রস অত্যন্ত মাদক, উহা অম্লরস হইলে পিত্তজনক ও বায়ুদোষনাশক।

খেজুর।—দেশীখেজুর, পিণ্ডখেজুর প্রভৃতি নানাবিধ খেজুর গাছের ঊর্দ্ধদণ্ড কাটিয়া চাঁচিয়া ছুলিয়া যে রস বাহির হয়, তাহাতেও তাড়ি প্রস্তুত হয়। খেজুর রস সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব ও প্রাতঃকালে বেশ সুমিষ্ট ও মাদকতারহিত থাকে, কিন্তু যতই বেলা হইতে থাকে, তাহাতে ফেনা উঠিয়া তাড়িতে পরিণত হয়। তখন ঐ ফেনিল খেজুর রস পান করিলে নেসা হইয়া থাকে।

মৈরেয়। (Caryota urens)—ইহার তাড়ি বঙ্গদেশে প্রচলিত নাই। মান্দ্রাজ প্রদেশে ইহার বহুল প্রচার লক্ষিত হয়। যখন ঐ গাছ ১৫ হইতে ২৪ বর্ষ পর্য্যন্ত বড় হয়, তখন মান্দ্রাজীরা মৈরেয়গাছ চাঁচিয়া ছুলিয়া রস বাহির করে। গ্রীষ্মকালেই অধিক রস বাহির হয়, এমন কি এক একটী গাছে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এক মণের অধিক রস পাওয়া যায়। গাছ কাটা হইলে এক মাস পর্য্যন্ত রস বাহির হয়। টাট্‌কা রস খাইতে অতি মধুর, কিন্তু অতি অল্পকাল রাখিলে তাহা ফেনাযুক্ত তীব্র মাদকতাশক্তিবিশিষ্ট তাড়িতে পরিণত হয়। দাক্ষিণাত্যে ব্রাহ্মণেতর জাতিগণ অনেকেই এই তাড়ি ব্যবহার করে। ইহা চুঁয়াইয়া লইলে মৈরেয় (Gin) প্রস্তুত হয়।

নারিকেল।—যেমন তালগাছের মোচ চাঁচিয়া তাহা হইতে রস বাহির করে, নারিকেল গাছের মাথী কাটিয়া চাঁচিয়া সেইরূপ রস বাহির হয়। আর্য্যাবর্ত্তে নারিকেল বৃক্ষ হইতে রস বাহির করিবার পদ্ধতি অধিক প্রচলিত না থাকিলেও দাক্ষিণাত্যে খুব প্রচলিত আছে। বোম্বাই প্রদেশের লোকেরা দুই প্রকারে নারিকেলগাছ রক্ষা করে, এক ফল পাইবার জন্য, অপর রসের জন্য। যে গাছে রস বাহির করা হয়, তৎকালে সে গাছে ফল হয় না। বোম্বাই অঞ্চলে ভান্ডারগণ নারিকেল রস বাহির করিয়া থাকে। ইহার জন্য প্রত্যেক বৃক্ষে বর্ষে ১৲ হইতে ৩৲ টাকা পর্য্যন্ত কর দিতে হয়। তাল বা খেজুর রস অপেক্ষা নারিকেল গাছের রস অতি শীঘ্রই ফেনাযুক্ত হইয়া তাড়িতে পরিণত হয়। এইজন্য যাহাদের গুড় করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহারা টাট্‌কা রস লইয়া শীঘ্র জ্বাল

* Bombay Gazetteer, Vol II, p. 39.

দিয়া লয়। নারিকেলের তাড়ি সাধারণতঃ নীরা নামে খ্যাত। ভারতবর্ষ ব্যতীত ভারতমহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জেও নীরা ব্যবহৃত হয়। [নারিকেল দেখ।]

নিম।—কোন কোন নিমগাছের কাণ্ডে দুই তিন স্থান হইতে রস বাহির হয়। কেহ কেহ রসকে নিমের তাড়ি বলে। রস বাহির হইবার অল্প পূর্ব্ব হইতেই যেখান হইতে রস হইবে, তথা হইতে একপ্রকার চুঁই চুঁই শব্দ শুনা যায়। শব্দ শুনিলেই অনেকে বুঝিতে পারে যে, গাছে রস হইয়াছে, শীঘ্র বাহির হইবে; তখন যে স্থান হইতে রস বাহির হইবার সম্ভাবনা, তথায় এক একটী পাত্র রাখিয়া দেয়। তাহাতে অতি অল্প পরিমাণে ফোঁটা ফোঁটা রস পড়িতে থাকে। নিমগাছ হইতে যেমন স্বভাবতঃ রস বাহির হয়, সেইরূপ কৃত্রিম উপায়েও কোন কোনও স্থানে রস বাহির করা হয়। জলা, নালা, খাল বা বিলের নিকট যে নিমগাছ জন্মে, তাহা হইতেই কৃত্রিম উপায়ে রস বাহির করা যাইতে পারে। কৃত্রিম উপায়ে রস বাহির করিতে হইলে গাছের গুঁড়ীর প্রায় অর্দ্ধেকটা কাটিয়া তাহার নীচে পাত্র রাখিয়া দেয়। স্বভাবতঃ যেমন স্বচ্ছ ও বর্ণহীন রস বাহির হয়, কৃত্রিম উপায়ে সেরূপ বা তাহার এক তৃতীয়াংশ রসও বাহির হয় না। মান্দ্রাজ প্রদেশে নিমের তাড়ি হইতে তেজস্কর সুরা প্রস্তুত করিয়া কেহ কেহ পান করে।

তাড়িত (ত্রি) তড়-ণিচ্-ক্ত। ১ আহত। ২ তিরস্কৃত। ৩ উৎপীড়িত। ৪ দূরীকৃত। ৫ দণ্ডিত। ৬ বিদ্ধ। (ক্লী) তড়িৎ স্বার্থে অণ্। বিদ্যুৎ। তাড়িতের উৎপত্তিবিষয় সিদ্ধান্তশিরোমণিতে এইরূপ উক্ত হইয়াছে—সমুদ্র মধ্যে বাড়বাগ্নি রহিয়াছে, জলতরনিমগ্ন এই বাড়বাগ্নি হইতে ধূমরাশি উত্থিত হয় এবং ঐ ধূমরাশি আকাশে বায়ুকর্ত্তৃক নীত হইয়া চারিদিকে বিস্তৃত হয়, পরে দ্যুমণি-কিরণ দ্বারা প্রদীপ্ত হইলে স্ফুলিঙ্গ সকল নির্গত হয়, তাহাই বিদ্যুৎ। অনুকূল ও প্রতিকূল বায়ুর আঘাতে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পার্থিবাংশের সহিত মিশ্রিত হয়, পরে অকস্মাৎ বৈদ্যুত তেজঃ নির্গত হয়, ইহা প্রায় অকালবর্ষণে হইয়া থাকে। ইহা তিন প্রকার পার্থিব, আপ্য ও তৈজস। যাহাতে পৃথিবীর অংশ অধিক থাকে, তাহাই পার্থিব, যাহাতে জলীয় অংশ অধিক থাকে তাহার নাম আপ্য ও যাহাতে তেজের ভাগ অধিক থাকে, তাহাকে তৈজস কহে।*

☞ য়ুরোপীয় বিজ্ঞানে তাড়িতের এইরূপ পরিচয় আছে।—অম্বর (Amber) নামক পদার্থকে ঘর্ষণ করিলে উহা ক্ষুদ্র পালক, তৃণ প্রভৃতি আকর্ষণ করে। বহুকাল হইতে অম্বরের এই গুণ লোকে জানিত। অম্বরের গ্রীক নাম হইতে ইংরাজি electricity শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। সংস্কৃত প্রাচীন গ্রন্থে তৃণমণি নামক পদার্থের উল্লেখ দেখা যায়। হয়ত তৃণমণি এবং অম্বর একই পদার্থ। ডাক্তার গিলবার্ট তিন শত বৎসর পূর্ব্বে অন্যান্য পদার্থেরও অবস্থা ভেদে এইরূপ আকর্ষণশক্তির আবিষ্কার করেন।

দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে তাড়িতের সম্বন্ধে মনুষ্য জাতির জ্ঞান সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ ছিল। প্রকৃতপক্ষে বিখ্যাত আমেরিক বেঞ্জামিন্ ফ্রাঙ্ক্লিন ও ইংরাজ কাবেণ্ডিসের সময় হইতে তাড়িত-বিজ্ঞানের সৃষ্টি। পরে দ্রুতগতিতে তাড়িত-বিজ্ঞানের উন্নতি ঘটিয়া সম্প্রতি উহা বিজ্ঞানের প্রায় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। বর্ত্তমানকালে মনুষ্যসমাজের স্থিতি ও উন্নতির পক্ষে তাড়িতশক্তিই প্রধান অবলম্বন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সভ্যতম মনুষ্য জাতির ব্যবসায়, বাণিজ্য, রাজনীতি সমুদয়ই তাড়িতরাশির বিবিধ ক্রিয়ার উপরই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে বলা যাইতে পারে।

য়ুরোপের ও আমেরিকার প্রধান প্রধান মনস্বী ব্যক্তির হস্তে তাড়িত সম্বন্ধে বিবিধ আবিষ্ক্রিয়ার সাধন ও তাড়িত-বিজ্ঞানের বিবিধ উন্নতি সম্পাদিত হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সকলের উল্লেখ অসম্ভব। কিন্তু কয়েকজন লোকের নাম উল্লেখ না করিলে প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ থাকে। ফ্রাঙ্কলিন্ ও কাবেণ্ডিসের পর আঁপেয়ার, মাইকেল ফারাদে, লর্ড কেলবিন (সর্ উইলিয়ম টমসন) ও ক্লার্ক মক্সবেল ও হার্টজের নাম তাড়িতবিজ্ঞানের ইতিবৃত্তে সমধিক প্রসিদ্ধ। ইহাদের মধ্যে আঁপেয়ার ফরাসী, হার্টজ জর্ম্মন্ এবং আর সকলেই ইংরাজ। ইংলণ্ডের পক্ষে ইহা নিতান্ত শ্লাঘার বিষয়। লর্ড কেলবিন অদ্যাপি পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকসমাজে মহিমান্বিত শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া বর্ত্তমান আছেন।

বর্ত্তমানকালে তাড়িতশক্তি বিবিধ বিধানে মনুষ্যের ও মনুষ্যসমাজের ভৃত্যভাবে উপকার সাধনে নিয়োজিত রহিয়াছে। কত বিষয়ে কত উপায়ে তাড়িতশক্তির

* "মুজল-জলধিমধ্যে বাড়বোঽগ্নিঃ স্থিতোঽস্মাৎ
সলিলতরনিমগ্নাদুত্থিতা ধূমপালাঃ।
বিয়তি পবননীতাঃ সর্ব্বতস্তা ভ্রমন্তি
দ্যুমণিকিরণদীপ্তা বিদ্যুতস্তৎস্ফুলিঙ্গাঃ।" (সিদ্ধান্তশিরোমণি)

'অকস্মাদ্বৈদ্যুতং তেজঃ পার্থিবাংশকমিশ্রিতম্।
বাত্যাবদুদ্ভ্রমদাঘাতে প্রতিকূলানুকূলয়োঃ॥
যাদৃতৎ পততি প্রায়ো হ্যকালপ্রাজ্যবর্ষণে।
যতঃ প্রাবৃষি বৈবেক্তে পাংসব প্রসরন্তি হি॥
তৎ ত্রেধা পার্থিবং চাপ্যং তৈজসং তড়িদুত্থিতম্।
ততো নির্ঘাতহেতুস্তু ভূমিষ্ঠে রন্ধ্রভূতলে॥' (সিদ্ধান্ত-শিরোমণিটীকা)

ব্যবহারিক প্রয়োগ হইয়াছে তাহার সংখ্যা করাই দুষ্কর; বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাড়িতশক্তির বৈজ্ঞানিক আলোচনা করা যাইবে। তাড়িতের ব্যবহারিক প্রয়োগের জন্য স্বতন্ত্র প্রবন্ধ আবশ্যক। গ্রেহাম বেল, এডিসন প্রভৃতি স্বনামখ্যাত ব্যক্তি যে সকল সুন্দর কৌশল-সহকারে বিবিধ যন্ত্রের উদ্ভাবন করিয়া তাড়িতশক্তিকে মনুষ্যের কার্য্যসাধনে নিয়োজিত করিয়াছেন, বর্ত্তমান প্রবন্ধে সে সকলের আলোচনার স্থান হইবে না।

তাড়িত কোনরূপ জড় পদার্থ অথবা জড় পদার্থের কোনরূপ ধর্ম্মমাত্র, অথবা শক্তির কোনরূপ ভেদমাত্র, তাহা অদ্যাপি নিঃসংশয় নিরূপিত হয় নাই। আজ পর্য্যন্ত এই বিষয় লইয়া বিবিধ বিতর্ক চলিতেছে। সম্প্রতি আমরা সে বিতণ্ডাক্ষেত্রে প্রবেশ করিব না। তৎসম্বন্ধে আধুনিক বৈজ্ঞানিক-মত প্রবন্ধের শেষে বলা যাইবে।

তাড়িত কাহাকে বলে?—তাড়িত অর্থে আমরা কি বুঝি, প্রথমে বলা আবশ্যক। একটা কাচের দণ্ডকে রেশমী রুমালে ঘষিয়া ছোট ছোট কাগজের টুকরার নিকট ধরিলে দেখা যাইবে, কাগজের টুকরাগুলি লাফাইয়া কাচদণ্ডের নিকট উঠিতেছে। লাক্ষাদণ্ডকে ফ্লানেলে ঘষিয়া ধরিলে অথবা রবরের চিরুণী চুলে ঘষিয়া ধরিলেও ঠিক এইরূপ দেখা যায়। কাচের লাক্ষাদণ্ডের অথবা চিরুণীর ঐরূপ ঘর্ষণের ফলে কোনরূপ বিকৃতি দেখা যায় না; ঘষিবার পূর্ব্বে কাগজও দেখিতে যেমন ছিল, ঘর্ষণের পরও ঠিক সেইরূপই থাকে; অথচ তাহাতে একটা নূতন ক্ষমতা বা ধর্ম্ম কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই নবাবির্ভূত আকর্ষণশক্তিবিশিষ্ট কাচদণ্ড ও লাক্ষাদণ্ডকে তাড়িতধর্ম্মান্বিত বলা যায়। এই নূতন আবির্ভূত ধর্ম্মের নাম তাড়িত-ধর্ম্ম।

তাড়িত-বিকাশের উপায়। কাচে রেশমে ও লাক্ষায় পশম ঘর্ষণ করিলে অতি সহজে তাড়িতধর্ম্মের বিকাশ হয়। সাধারণতঃ বিভিন্ন প্রকৃতিক যে কোন দুইটী দ্রব্য পরস্পর ঘর্ষণ করিলেই ন্যূনাধিক মাত্রায় তাড়িতের বিকাশ হইয়া থাকে অথবা ঘর্ষণেরও প্রয়োজন হয় না। ইতালি-নিবাসি বল্‌তা প্রথমে দেখাইয়াছিলেন, দুই খানি ধাতুদ্রব্য পরস্পর সংস্পর্শে থাকিলেই উভয়েই তাড়িতধর্ম্মের বিকাশ হয়। অবশ্য বিকাশের মাত্রা সর্ব্বত্র সমান হয় না। সাধারণতঃ এই নিয়ম নির্দ্দেশ করা হইতে পারে যে দুইটা বিভিন্ন রাসায়নিক প্রকৃতিসম্পন্ন দ্রব্য পরস্পর ছুয়াইয়া দিলে উভয়ই তাড়িতধর্ম্মাক্রান্ত হইয়া থাকে। স্পর্শই যেখানে তাড়িত-বিকাশের পক্ষে যথেষ্ট, সেখানে দুইটী দ্রব্য ঘর্ষণ করিলে যে বিশেষ ফল পাওয়া যাইবে তাহা নিশ্চিত।

সৌর ভর্ষণ ব্যতীত অন্য নানা কারণে তাড়িতের বিকাশ পুনঃপুনঃ লক্ষিত হয়। আঘাতপ্রয়োগে ও তাপপ্রয়োগে তাড়িতের বিকাশ দেখা যায়। অনেক জীবশরীরে তাড়িতের বিকাশ হয়। তাহারা আত্মরক্ষার জন্য সেই তাড়িতের ব্যবহার করে। জল বাষ্প হইবার সময় তাড়িতের বিকাশ হয়। এতদ্ভিন্ন তাড়িতের প্রবাহ উৎপাদনের যে সকল উপায় আছে, পরে তাহাদের উল্লেখ করিব।

তাড়িত-নিরূপণের উপায়।—তাড়িতের বিকাশ হইয়াছে কিনা বুঝিবার জন্য বিবিধ উপায় আছে। এক টুক্‌রা সোলা একগাছা সূতাতে লম্বিত করিয়া ধরিলেই সংক্ষেপে তাড়িতনিরূপণের সুন্দর উপায় হয়। কোন তাড়িতাক্রান্ত পদার্থ উহার নিকটে আসিলেই সোলার টুক্‌রা উহার অভিমুখে আকৃষ্ট হইবে। একটা কাচের বোতলের মুখ ছিপি দিয়া আঁটিয়া সেই ছিপির মধ্যে ছিদ্র করিয়া একটা পিত্তলের দণ্ড পরাইয়া দাও। পিত্তল-দণ্ডের এক প্রান্ত বোতলের ভিতর আর এক প্রান্ত যেন বোতলের বাহিরে থাকে। যে প্রান্ত ভিতরে থাকিল, তাহাতে দুইখানা সূক্ষ্ম লঘু সোণার বা তামার পাত (রাংতা) আঁটিয়া দাও। এই যন্ত্রকে তাড়িৎনিরূপণ বা তাড়িৎবীক্ষণ যন্ত্র বলা যাইতে পারে। কাচ বা গালা বা অন্য কোন পদার্থে তাড়িতের বিকাশ হইলে সেই পদার্থ বোতলের বাহিঃস্থ পিত্তল প্রান্তের নিকট ধরিলেই অন্য প্রান্তস্থ পাত দুইখানি ছাড়াছাড়ি হইবে। দুইখানি পাতের পরস্পর বিকর্ষণ হইবে। এই বিকর্ষণের বিষয় পরে আরও বলা যাইবে।

তাড়িত দ্বিবিধ।—রেশমে কাচ ঘষিয়া সেই কাচ তড়িদ্বীক্ষণের নিকট ধরিলে পাত দুইখানা ছাড়াছাড়ি হয়, আবার ফ্লানেলে বা পশমে গালা ঘষিয়া সেই গালা তড়িদ্বীক্ষণের নিকট ধরিলেও পাত দুইখানা ছাড়াছাড়ি হয়, অর্থাৎ কাচ ও গালা উভয়েই তাড়িতধর্ম্মের বিকাশের প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু এই অবস্থায় কাচ ও গালা উভয়কেই যদি একত্র করিয়া যন্ত্রের নিকট ধরা যায়, তাহা হইলে আর পাত দুইখানি তত ছাড়াছাড়ি হয় না। কাচ ও গালা উভয়ে যে তাড়িতের বিকাশ হইয়াছে, তাহা যেন পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মাক্রান্ত। পৃথক্ ভাবে উভয়ে যে কাজ করে, একত্র থাকিলে পরস্পর সেই কাজের প্রতিকূলতা করে। সূতা দিয়া কাচখণ্ড ও লাক্ষাখণ্ড ঝুলাইয়া দিলে দেখা যাইবে, উভয়ের মধ্যে আকর্ষণ হইতেছে। দুইখণ্ড কাচ রেশমে ঘষিয়া ঝুলাইলে উভয়ের মধ্যে আকর্ষণ না হইয়া বিকর্ষণ দেখা যায়। আবার দুই টুক্‌রা গালা পশমে ঘষিয়া সূতায়

লম্বিত করিলে উভয়ের মধ্যে পরস্পর বিকর্ষণ দেখা যায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে—

(১) কাচের তাড়িত কাচের তাড়িতকে বিকর্ষণ করে বা ঠেলিয়া দেয়।

(২) গালার তাড়িত গালার তাড়িতকে বিকর্ষণ করে বা ঠেলিয়া দেয়।

(৩) কাচের তাড়িত গালার তাড়িতকে আকর্ষণ করে বা টানিয়া লয়।

এই সকল দেখিয়া সিদ্ধান্ত হয় যে, কাচের তাড়িত ও গালার তাড়িত বিরুদ্ধ বা বিপরীত ধর্ম্মযুক্ত। কাচের তাড়িতকে ধন-তাড়িত ও গালার তাড়িতকে ঋণ-তাড়িত বলা প্রথা দাঁড়াইয়াছে।

বীজগণিতের ধন-রাশির সহিত ঋণ-রাশির যে সম্বন্ধ, পাওনার সহিত দেনার যে সম্বন্ধ, প্রবেশের সহিত নির্গমের যে সম্বন্ধ, পূর্ব্বমুখে গতির সহিত পশ্চিমমুখে গতির যে সম্বন্ধ, ধন-তাড়িতের সহিত ঋণ-তাড়িতের ঠিক সেইরূপ সম্বন্ধ। দান ও গ্রহণ এক সঙ্গে চলিলে যেমন দানও অধিক হয় না, গ্রহণও অধিক হয় না; অগ্রবর্ত্তী হইয়া পাছু হাঁটিলে যেমন অগ্রে বা পশ্চাতে কোন মুখেই অধিক দূর গতি হয় না; সেইরূপ ধন-তাড়িতে ঋণ-তাড়িত যোগ করিলে অর্থাৎ ধন-তাড়িতের নিকট ঋণ-তাড়িত আনিলে উভয়েরই স্বতন্ত্র ফল দমাক্ পরিমাণে লক্ষিত হয় না।

আবার দশ টাকা দেনা বাড়িলেও যে ফল, দশ টাকা পাওনা থাকিলেও ঠিক্ সেই ফল; সেইরূপ ধনতাড়িত খানিকটা বাড়িলে যে ফল, ঋণ-তাড়িত সেই পরিমাণে কমিলেও ঠিক্ সেই ফল। কোন বস্তুতে ধন-তাড়িতের আবির্ভাব হইয়াছে বলিলে যাহা বুঝিতে হইবে, তাহা হইতে ঋণ-তাড়িতের তিরোভাব হইয়াছে বলিলেও ঠিক্ তাহাই বুঝিতে হইবে। উভয়ের মধ্যে এই ভিন্ন অন্য সম্বন্ধ নাই। এইটুকু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ধন-তাড়িত ক হইতে খ'য়ে গেল, অথবা ঋণ-তাড়িত খ হইতে ক'য়ে গেল, উভয় বাক্যই ঠিক সমানার্থবাচী।

আর এক কথা;—কাচের তাড়িতকে ঋণ না বলিয়া ধন বলিবার পক্ষে কোন যুক্তি নাই। দুই রকম তাড়িতের মধ্যে একবে ধন ও অপরকে ঋণ বলিলেই চলিবে। কাচের তাড়িতকে ধন ও গালার তাড়িতকে ঋণ বলা প্রথা দাঁড়াইয়াছে মাত্র।

পরিচালক ও অপরিচালক পদার্থ।—তাড়িতাক্রান্ত কোন দ্রব্যকে শুষ্ক রেশমী সূতা দিয়া শুষ্ক বায়ু মধ্যে বহু দিন পর্য্যন্ত রাখা যায়, তাহার তাড়িতধর্ম্ম লুপ্ত হয় না। কিন্তু সূতা যদি ভিজা হয়, বা বায়ু আর্দ্র হয়, অথবা হাত দিয়া বা কোন ধাতু দ্রব্য দিয়া উহাকে স্পর্শ করা যায়, তাহা হইলে শীঘ্র তাড়িতধর্ম্মের লোপ হয়। শুষ্ক সূতা ও বায়ু অপরিচালক এবং আর্দ্র সূতা, আর্দ্র বায়ু এবং মনুষ্যের শরীর ও ধাতুপদার্থ তাড়িতের পরিচালক। অপরিচালকের ভিতর দিয়া তাড়িত অন্যত্র যাইতে পারে না; পরিচালক পদার্থ তাড়িতের গমনে বাধা দেয় না। কাচ, গালা প্রভৃতি অপরিচালক পদার্থের গায়ে যেখানে ঘর্ষণ হয়, তাড়িত ঠিক সেই স্থানেই আবদ্ধ থাকে; ধাতুপদার্থের গায়ে এক স্থানে তাড়িতের বিকাশ হইলে উহা তৎক্ষণাৎ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হয়। এই নিমিত্ত ধাতুপদার্থ দ্বারা তাড়িতকে আটকাইয়া রাখিতে পারা যায় না। ধাতুপদার্থে তাড়িত সঞ্চিত ও আবদ্ধ করিয়া রাখিতে হইলে উহাকে শুষ্ক বায়ু মধ্যে শুষ্ক রেশমী সূতা দ্বারা টানাইয়া বা কাচ প্রভৃতি অপরিচালক পদার্থ নির্ম্মিত দণ্ডের উপর বসাইয়া রাখিতে হয়। বায়ু অধিক আর্দ্র থাকিলে কাচাদির গায়ে জল ও ময়লা জমে; তখন তাহার গা বাহিয়া তাড়িত অন্যত্র চলিয়া যায়। কাচ, গালা, রেশম, পশম, বায়ু, তুলা, শুষ্ক কাষ্ঠ, শোলা, কয়লা, গন্ধক, তৈল প্রভৃতি দ্রব্য অপরিচালক। ধাতুপদার্থ মাত্রই সাধারণতঃ উত্তম পরিচালক। মনুষ্যের শরীর পরিচালক। কোন দ্রব্যে তাড়িত থাকিলে স্পর্শমাত্র সেই তাড়িত অন্যত্র চালয়া যায়।

পরিচালকের ধর্ম্ম।—পরিচালক পদার্থের অভ্যন্তরদেশে তাড়িতের ক্রিয়ার প্রকাশ হয় না। সাধারণতঃ হাল্কা দ্রব্যের নিকট তাড়িত সঞ্চিত হইলে ঐ সকল দ্রব্য তাড়িতের অভিমুখে আকৃষ্ট হয়; স্থলবিশেষে অগ্নির স্ফুলিঙ্গ প্রভৃতি তাড়িতের অন্যরূপ ক্রিয়াও দেখা যায়। আকর্ষণ, বিকর্ষণ, অগ্নিস্ফুলিঙ্গের উৎপত্তি প্রভৃতি তাড়িতে বিবিধ ক্রিয়া দেখিয়া তাড়িতের বিকাশ ও অস্তিত্ব বুঝা যায়। কিন্তু কোন ধাতুময় দ্রব্যের অভ্যন্তরে এইরূপ কোন ক্রিয়ারই প্রকাশ পায় না, অর্থাৎ একটা টিনের বাক্সর বা লোহার খাঁচার ভিতর হাল্কা দ্রব্য বা তড়িদ্বীক্ষণযন্ত্র প্রভৃতি রাখিয়া দিলে বাক্সের বা খাঁচার বাহিরে প্রভূত পরিমাণে তাড়িতের সঞ্চয় থাকিলেও সেই সকল হাল্কা দ্রব্যের উপর বা তড়িদ্বীক্ষণ যন্ত্রের উপর উহার অণুমাত্র প্রভাব দেখা যায় না। মাইকেল ফারাডে একটা প্রকাণ্ড কাঠের বাক্স রাঙতার মুড়িয়া যন্ত্রযোগে তাহাতে প্রভূত তাড়িতের সঞ্চয় করিয়া স্বয়ং তড়িদ্বীক্ষণাদি লইয়া সেই বাক্সের ভিতরে প্রবেশ করেন। বাক্সের বাহির

হইতে সুদীর্ঘ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছিল; কিন্তু বাক্সের ভিতরে তিনি কিছুই অনুভব করেন নাই।

গণিতশাস্ত্রানুসারে দেখাইতে পারা যায় যে, যে প্রদেশে তাড়িতের কোন ক্রিয়া নাই, সেখানে তাড়িতের অস্তিত্বও নাই। ধাতু দ্রব্যের ভিতর যেমন তাড়িতের ক্রিয়া ঘটে না, সেইরূপ উহার ভিতরে তাড়িতও সঞ্চিত থাকে না। নিরেট বা ফাঁপা যেমন হউক না, কোন ধাতুময় পদার্থে তাড়িত সঞ্চয় করিলে সমগ্র তাড়িত উহার পৃষ্ঠে বা গায়ে আসিয়া উপস্থিত হয়। উহার অভ্যন্তরে একটুও থাকে না। কোন তাড়িতবিশিষ্ট দ্রব্য বাক্স বা খাঁচার মত ফাঁপা ধাতুময় দ্রব্যের ভিতর প্রবেশ করাইয়া স্পর্শ করিয়া দিবা মাত্র সমগ্র তাড়িত সেই বাক্সের বা খাঁচার বাহিরের পৃষ্ঠে আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন সেই দ্রব্যটা বাহির করিয়া তাড়িতবীক্ষণ-দ্বারা পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে, উহাতে কিছুমাত্র তাড়িত বর্ত্তমান নাই।

একটা খাঁচার ভিতর বা লোহার জালের ভিতর বাস করিলে বজ্রাঘাতের কোন আশঙ্কা থাকে না।

অপরিচালক পদার্থের অভ্যন্তরে সর্ব্বত্র তাড়িতক্রিয়ার স্ফূর্ত্তি হয় এবং উহার গায়ে ও অভ্যন্তরে সর্ব্বত্রই তাড়িত সঞ্চিত রাখা যাইতে পারে।

পরিচালকের পৃষ্ঠদেশ ভিন্ন অন্যত্র তাড়িত থাকে না। আবার পিঠেও সর্ব্বত্র সমান পরিমাণে থাকে না। একটা ঠিক্ বর্ত্তুলাকৃতি ভাঁটার গায়ে সব জায়গায় সমান ভাবে তাড়িত থাকে। কিন্তু ধাতুময় দ্রব্যের পিঠ উঁচু নীচু হইলে আর সব জায়গা সমান পরিমাণে থাকে না। পিঠের যে জায়গা যত উঁচু বা কুব্জ, সে জায়গায় তত অধিক জমে, যে জায়গা যত নীচু ও ন্যুব্জ সে জায়গায় তত কম জমে। ফলে উহার প্রান্তভাগ বা যেখানে যেখানে কোণা, খোঁচা বা শিরা বাহির হইয়া আছে, সমুদয় তাড়িত প্রায় সেই ভাগেই আসিয়া জমে, অন্যত্র বড় কিছু থাকে না।

পরিচালকের ভিতরে যে তাড়িতের ক্রিয়া প্রকাশ পায় না, ঠিক সেই ধর্ম্মের ফলে এরূপ ঘটে; তাহা গণিত-শাস্ত্রের সাহায্যে প্রমাণ করা যায়। কোন নির্দ্দিষ্ট আকারের ধাতুময় দ্রব্যের পিঠের কোন অংশে কতখানি তাড়িত জমিলে ভিতরে সমগ্র তাড়িতে কোন ক্রিয়া প্রকাশ পাইবে না, তাহা গণিতসাহায্যে গণনা চলে। গণিতপ্রয়োগ বর্ত্তমান প্রবন্ধের বহির্ভূত।

পরিচালক ও অপরিচালকের প্রভেদ।—পরিচালকের ভিতরে তাড়িত বলপ্রয়োগ করে না; অপরিচালকের ভিতর দিয়া তাড়িতের বল প্রযুক্ত হয়। দুইখণ্ড তাড়িত-যুক্ত পদার্থ বায়ুমধ্যে থাকিলে উভয়ের মধ্যে হয় টান নয় ঠেল দেখা যায়। দুইএর মধ্যে একটাকে খাঁচা বা বাক্সে পুরিলে আর টান বা ঠেল কিছুই সেই বাক্সের ধাতু ভেদ করিয়া যায় না। খাঁচা বা বাক্সটা যেন মাটি ছুঁইয়া থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে ভিতরের তাড়িত ও বাহিরের তাড়িত পরস্পর সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে থাকে। পরিচালক পদার্থ তাড়িতবল সঞ্চালনে অক্ষম, অপরিচালক তাহাতে পটু। উভয়ের এই প্রভেদ কতকটা এইরূপে বুঝা যাইতে পারে। ইস্পাত, কাচ, মাটি, পাথর, রবর প্রভৃতি কঠিন দ্রব্য টানিতে, ভাঙ্গিতে ও বাঁকাইতে পারা যায়; কিন্তু জল, তেল, গুড়, কাদা প্রভৃতি তরলদ্রব্য ঐরূপে টানিতে, ভাঙ্গিতে বা বাঁকাইতে পারা যায় না। কাচকে দুই হাতে ধরিয়া টানা যায়; কাচ সেই টানে যথেষ্ট বাধা দেয়; খানিকটা কাদা লইয়া টানিতে গেলে কাদা এত কম বাধা দেয় যে টানই পড়ে না। জল আবার ততোধিক। তাড়িতের পক্ষে অপরিচালক পদার্থ যেন কঠিন দ্রব্যের মত, আর পরিচালক পদার্থ যেন জলের মত বা কাদার মত। অপরিচালকের ভিতরে তাড়িতের টান পড়ে ও ঠেলও পড়ে; পরিচালকের ভিতরে টানও পড়ে না, ঠেলও পড়ে না। কঠিন মাটির পিঠ উঁচু নীচু, বা বন্ধুর হইতে পারে, কিন্তু তরল জলের পিঠ সমতল হয়, উঁচু নীচু হয় না। জলের ভিতর যৎসামান্য চাপের ইতরবিশেষ হইলেই জল আপনা হইতে সরিয়া গিয়া চাপ সর্ব্বত্র সমান করিয়া লয়; কিন্তু কঠিন পদার্থের ভিতর বিভিন্নস্থলে বিভিন্ন মাত্রায় চাপ দিলে কঠিন পদার্থ বাঁকিয়া বা নোয়াইয়া যায়; কিন্তু জলের মত বহিয়া ও গড়াইয়া যায় না। তেমনি অপরিচালকে পিঠে বা ভিতরে বিভিন্নস্থলে তাড়িতের বিভিন্ন মাত্রায় চাপ পড়িতে পারে, সেই চাপে তাড়িতকে এক জায়গা হইতে অন্যত্র ঠেলিয়া দিতে চায়। কিন্তু অপরিচালক ভেদ করিয়া তাড়িত সহজে যাইতে পারে না। পরিচালকের ভিতরে তাড়িতের চাপের একটু ইতর-বিশেষ হইলেই তৎক্ষণাৎ খানিকটা তাড়িত জলের মত অবাধে গড়াইয়া সরিয়া যায়, পরিচালক তাহাতে কিছুই বাধা দেয় না। কাজেই পরিচালকের ভিতরে তাড়িতের চাপের কোন ইতরবিশেষ থাকে না; সর্ব্বত্র সমান চাপ হওয়ায় টানও পড়ে না, ঠেলও পড়ে না।

জলের চাপের সহিত তাড়িতের যে গুণের তুলনা করা গেল, তাহাকে আমরা উচ্ছৃতি (potential) এই শব্দে ব্যবহার করিব। কঠিন পদার্থের বিভিন্ন স্থলে চাপের ইতর-

বিশেষ থাকিতে পারে, তরল পদার্থের বিভিন্ন স্থানে চাপের যৎসামান্য ইতরবিশেষ ঘটিলে তরল পদার্থ সরিয়া গিয়া চাপ সমান করিয়া দেয়। অপরিচালকের ভিতর তাড়িতের উদ্ধৃতি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন পরিমাণে হইতে পারে। পরিচালকের ভিতর তাড়িতের উদ্ধৃতি সর্ব্বত্র সমান হইবে; একটু ইতরবিশেষ হইলেই তাড়িত খানিকটা সরিয়া গিয়া উদ্ধৃতি সমান করিয়া লইবে। পরিচালক ও অপরিচালক উভয়ের স্বভাব এক। উভয়ে তাড়িতের যে সকল ক্রিয়া লক্ষিত হয়, তৎসমুদয়ই এই বিভিন্ন স্বভাব হইতে উৎপন্ন। পরিচালকের ভিতরে উদ্ধৃতি সর্ব্বত্র সমান থাকে; এই কারণে পরিচালকের ভিতরে বহিঃস্থ তাড়িতের কোন টান বা ঠেল প্রকাশ করে না। এই কারণে পরিচালকের কোন স্থানে খানিকটা তাড়িত সঞ্চার করিলেই সমুদয় তাড়িতটা কেবল পিঠেরই উপর ছড়াইয়া পড়ে আবার এমন হইয়া ছড়াইয়া পড়ে, যাহাতে সমুদয় পরিচালক ব্যাপিয়া উহার উদ্ধৃতি সমান হয়, অর্থাৎ পরিচালকের ভিতরে কোন জায়গায় টান বা ঠেল না পায়। জল যেমন যেখানে চাপ অধিক সেখান হইতে যেখানে চাপ অল্প সেইখানে যাইতে চেষ্টা করে, তাড়িত সেইরূপ যেখানে উদ্ধৃতি অধিক, সেখান হইতে যেখানে উদ্ধৃতি অল্প, সেইখান যাইতে চেষ্টা করে, মধ্যে যদি অপরিচালকের ব্যবধান থাকে, তবে ফলে চেষ্টামাত্রই দাঁড়ায়, তাড়িত এক স্থান হইতে অন্যত্র যাইতে পারে না, মধ্যে একটা টান পড়ে মাত্র। আর যদি পরিচালকের ব্যবধান থাকে, তাহা হইলে তাড়িত অক্লেশে গড়াইয়া যায়, উভয়ত্র উদ্ধৃতি সমান হইয়া পড়ে, টান পড়িতে পায় না।

পরিচালকের ও অপরিচালকের এই স্বাভাবিক প্রভেদ মনে রাখিলে তাড়িতঘটিত প্রায় সমুদায় ক্রিয়াই একরূপ বুঝা যায়। মনে কর একটা পিত্তলের ভাঁটায় ধন-তাড়িত সঞ্চিত করিয়া সূতা দিয়া ঝুলান গেল। তাহার চারি পার্শ্বে অপরিচালক বায়ু মাত্র বর্ত্তমান। নিকটে উদ্ধৃতি অধিক, যত দূরে যাইবে উদ্ধৃতি ততই কমিবে। আর একটা ছোট ভাঁটায় ধন-তাড়িত লইয়া নিকটে ধরিলে উহা ক্রমে দূরে যাইতে চাহিবে। কেননা এই ধন-তাড়িত যে দিকে গেলে উদ্ধৃতি কমে, সেই দিকেই যাইতে চায়। ধন-তাড়িতের সহিত ঋণ-তাড়িতের বিভেদ মনে করিলেই বুঝা যাইবে, যে সেই প্রদেশে ঋণ-তাড়িতযুক্ত একটা ছোট ভাঁটা রাখিলে সে ক্রমে দূর হইতে নিকটে আসিবে। ধন-তাড়িত যেখানে উদ্ধৃতি অধিক সেখান হইতে যেখানে কম সেই দিকে যায়, ঋণ-তাড়িত যেখানে কম সেখান হইতে যেখানে বেশী, সেই মুখে যায়। ধন-তাড়িত ধন-তাড়িতকে যেন ঠেলিয়া দেয়, ঋণ-তাড়িতও ঋণ-তাড়িতকে যেন ঠেলিয়া দেয়, আর ধন-তাড়িত ঋণ-তাড়িতকে যেন টানিয়া লয়।

তাড়িতের পরিমাণ।—তড়িদ্বীক্ষণযন্ত্র তাড়িতের অস্তিত্ব-নিরূপণার্থ ব্যবহৃত হয়। তাড়িত কোন্ জাতীয় তাহাও সহজে স্থির করা যাইতে পারে। উপস্থিত তাড়িতে যখন যন্ত্রের পাত দুইখানা ছাড়াছাড়ি করিয়াছে, সেই সময় কাচের তাড়িত নিকটে আনিলে যদি সেই ছাড়াছাড়ি আরও বাড়িয়া যায়, তাহা হইলে বুঝিবে যে উপস্থিত তাড়িত ধন-তাড়িত, আর যদি ছাড়াছাড়ি কমিয়া যায় তাহা হইলে বুঝিবে যে উহা ঋণ-তাড়িত। ধন ও ঋণ উভয় পাশাপাশি করিয়া আনিয়া ধরিলে যদি পাত দুইখানির কিছুই ছাড়াছাড়ি না হয়, তাহা হইলে বুঝিবে যে, ধন ও ঋণ উভয়ের পরিমাণ সমান। কতটা ছাড়াছাড়ি হইল দেখিয়া তাড়িতের পরিমাণও স্থূলতঃ নির্ণীত হইতে পারে। সূক্ষ্মভাবে তাড়িত-পরিমাণের যে সকল প্রণালী আছে, তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এই পর্য্যন্ত মনে রাখিতে হইবে যে, যন্ত্রদ্বারা তাড়িতের জাতি ও পরিমাণ উভয়ই নির্ণীত হইতে পারে।

তাড়িতের অনশ্বরতা—এইরূপে যন্ত্রদ্বারা পরিমাণ ও পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে তাড়িতের ধ্বংস নাই। উহা এক স্থান হইতে বা এক আধার হইতে অন্য স্থানে বা আধারে যাইতে পারে, কিন্তু ইহার কণিকামাত্র ধ্বংস পায় না। সাধারণতঃ তাড়িত যে বহুক্ষণ একত্র আবদ্ধ রাখিতে পারা যায় না, তাহার কারণ পার্শ্ববর্ত্তী পদার্থের আংশিক পরিচালকত্বমাত্র। তাড়িত বায়ুপথে ও ধূলিকণা জলকণা প্রভৃতি আশ্রয়ে আস্তে আস্তে পরিচালিত হইয়া এক দ্রব্যের পিঠ হইতে অন্য দ্রব্যের পিঠে যায়, কিন্তু ধ্বংস পায় না। লর্ড-কেলবিন কাচের ফাঁপা বর্ত্তুল বায়ুশূন্য করিয়া তাহার ভিতর বহু বৎসর ধরিয়া তাড়িতযুক্ত বস্তু আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন; বহু বৎসরেও তাড়িতের পরিমাণ কমে নাই।

অর্থাৎ দশভাগ ধন-তাড়িতে পাঁচভাগ ধন-তাড়িত যোগ করিলে সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা ঠিক্ পোনের ভাগ ধন-তাড়িতই পাওয়া যায়। যোগের সময় পরিমাণ কমে না। আবার দশ ভাগ ঋণ-তাড়িতে পাঁচ ভাগ ঋণ-তাড়িতের যোগে সর্ব্বত্র পোনের ভাগ ঋণ-তাড়িত হয়। আবার দশ ভাগ ধনে আট ভাগ ঋণ যোগ করিলে দুই ভাগ ধন হয়। দশ ভাগ ধনে দশ ভাগ ঋণ যোগ করিলে ধন বা ঋণ কিছুরই অস্তিত্ব থাকে না। এস্থলেও ধনে ও ঋণে যোগ হইয়াছে বলিতে হইবে, উহাদের ধ্বংস বা নাশ হইয়াছে বলিলে ভুল হইবে।

তাড়িতের সংক্রমণ।—খানিকটা ধন-তাড়িতের নিকটে একটা পিতলের কোন জিনিষ সূতা দিয়া ধর। পূর্ব্বোক্ত নিয়মমতে ধন-তাড়িতের নিকটে উচ্চৃতি বেশী, দূরে উচ্চৃতি কম; কাজেই এই ধাতুদ্রব্যের যে পার্শ্বটা ধন-তাড়িতের সম্মুখস্থ ও নিকটস্থ সেখানে উচ্চৃতি অধিক ও যে পার্শ্ব পশ্চাতে ও দূরে স্থিত, সেখানে উচ্চৃতি কম। জিনিষটা সেখানে আনিবার পূর্ব্বে উহার পৃষ্ঠে কোনস্থানে তাড়িতের চিহ্নমাত্র ছিল না; কিন্তু যখন দেখিতে পাইবে, সম্মুখের ভাগে ঋণ-তাড়িত ও পশ্চাৎভাগে ধন-তাড়িতের আবির্ভাব হইয়াছে অর্থাৎ পরিচালক ধাতুদ্রব্যের স্বভাবক্রমে খানিকটা ধন-তাড়িত যেখানে উচ্চৃতি অধিক ছিল সেখান হইতে যেখানে উচ্চৃত কম, সেখানে গিয়াছে, নিকট হইতে দূরে, সম্মুখ হইতে পশ্চাতে গিয়াছে। আর খানিকটা ঋণ-তাড়িত বিপরীত মুখে অর্থাৎ দূর হইতে নিকটে, পশ্চাৎ হইতে সম্মুখে গিয়াছে। মাপিলে দেখিতে পাইবে নূতন আবির্ভূত ধন-তাড়িতের পরিমাণ ঠিক ঋণ-তাড়িতের সমান। পূর্ব্বে যেন সেই ধাতুর ভিতরে শূন্য পরিমিত তাড়িত প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত ছিল; এখন সেই শূন্য পরিমিত তাড়িত খানিকটা ধন ও ঠিক ততখানি ঋণে বিশ্লিষ্ট হইয়া বিভিন্নমুখে সরিয়া গিয়াছে। এই ব্যাপারের নাম তাড়িতের সংক্রমণ।

বলা বাহুল্য পরিচালকের স্বভাবধর্ম্মে এইরূপ ঘটে। অপরিচালক পদার্থে এরূপ ঘটে না; কেননা উহার উভয় পার্শ্বে উচ্চৃতি সমান না হইলেও তাড়িতের গতি হইবে না। আর পরিচালকের উভয় পার্শ্বে উচ্চৃতি অসমান হইলেও খানিকটা ধন-তাড়িত আপনা হইতে সরিয়া গিয়া পশ্চাৎ ভাগের উচ্চৃতি একটু বাড়াইয়া দেয়। খানিকটা ঋণ-তাড়িত আপনা হইতে সরিয়া গিয়া সম্মুখের উচ্চৃতি কমাইয়া দেয়। ফলে উহার বিভিন্ন অংশে উচ্চৃতি অসমান থাকিতে পায় না, এবং সর্ব্বত্র উচ্চৃতি সমান হইয়া পড়ে। তখন উহার ভিতরে আর তাড়িতের টান থাকে না বা তাড়িতের ক্রিয়ার স্ফূর্ত্তি থাকে না।

আবার এই সংক্রমণ-কালে যতখানি ধন ঠিক ততখানি ঋণের বিকাশ হওয়াতে সমগ্র তাড়িতের পরিমাণ পূর্ব্বে যাহা ছিল এখনও তাহাই থাকে। তাড়িতের যেমন ধ্বংসও নাই, তেমনি সৃষ্টিও নাই। বোধ হয় জগতে সমগ্র তাড়িতের পরিমাণ চিরকালই শূন্য। এক জায়গা হইতে খানিকটা ধন-তাড়িত সরাইয়া একত্র সঞ্চিত করিলে অন্যত্র কোন না কোন স্থলে ঠিক ততখানি ঋণের আবির্ভাব ও বিকাশ হয়। যোগফল শূন্যই থাকে। মাইকেল ফারাডে এই মতের প্রতিষ্ঠাতা।

একটা টিনের বা অন্য ধাতুর বাক্স ভূমি হইতে পৃথক্ করিয়া অর্থাৎ অপরিচালক দ্রব্যে পরিবৃত্ত করিয়া তাহার ভিতরে একটা ধন-তাড়িতযুক্ত গুঁটা ঝুলাইয়া দাও। বাক্সটার বাহিরের গায়ে ধন-তাড়িত ও ভিতরের গায়ে ঋণ-তাড়িতের বিকাশ হইবে। উল্লিখিত সংক্রমণই ইহার হেতু। বাক্সের বহির্দ্দেশ ছুঁইলে সেখানকার ধন-তাড়িত তৎক্ষণাৎ শরীর মধ্য দিয়া চলিয়া যায়। অভ্যন্তরে গুঁটার ধন ও বাক্সের ভিতর গায়ে ঋণ বর্ত্তমান থাকে। তড়িদ্বীক্ষণ দ্বারা বাহিরে কোথাও কোন তাড়িতক্রিয়া দেখা যায় না। ভিতরের গুঁটাটী সহসা বাহির করিয়া লইলে ঋণ-তাড়িতও সঙ্গে সঙ্গে বাক্সের অন্তঃপৃষ্ঠ হইতে বাহিরের পৃষ্ঠে আসিয়া পড়ে ও তড়িদ্বীক্ষণে ধরা দেয়। আর গুঁটাটী যদি বাহির করিবার পূর্ব্বে ভিতরে বাক্সের গাত্র স্পর্শ করিতে দেওয়া যায়, তাহা হইলে বাহির করার পর গুঁটায় অথবা বাক্সে কোথাও কোন তাড়িতের লেশমাত্র পাওয়া যায় না। প্রমাণ হইল যে, গুঁটাতে যতখানি ধন ছিল, বাক্সের ভিতরে ঠিক ততখানি ঋণের আবির্ভাব হইয়াছিল; নতুবা উভয়ের যোগফল শূন্য হইত না।

যে কুঠারির ভিতর আমি বসিয়া আছি, উহাকে একটা বৃহৎ পরিচালক বাক্সের সদৃশ মনে করিতে পারি। কুঠারির ভিতর কোন স্থানে খানিকটা ধন-তাড়িত রাখিলে কুঠারির ভিতর গায়ে ঠিক ততখানি ঋণ-তাড়িতের আবির্ভাব হইবে অর্থাৎ চারি দিকের দেওয়াল, নীচের মেজে ও উপরের ছাদ সর্ব্বত্রই একটু না একটু ঋণ-তাড়িতের বিকাশ হইবে, সমুদয় একত্র করিলে ঠিক অভ্যন্তরস্থ ধন-তাড়িতের সহিত পরিমাণে সমান হইবে, একটু কম বা একটু বেশী হইবে না।

কুঠারির ভিতর না হইয়া খোলা ময়দানে যদি ধন-তাড়িত-যুক্ত একটা গুঁটা ঝুলান যায়; তাহা হইলে তাহার চতুর্দ্দিকে যেখানে যেখানে পরিচালকের পৃষ্ঠ আছে, সেই সেই স্থানে কিছু কিছু ঋণ-তাড়িতের বিকাশ ঘটিবে। নিম্নে ময়দানে জমির গায়ে খানিকটা দূরবর্ত্তী গাছ বা পাহাড়ের গায়ে কিঞ্চিৎ উপরিস্থ আকাশে একখণ্ড মেঘ থাকিলে তাহার গায়েও যৎকিঞ্চিৎ ঋণ-তাড়িতের আবির্ভাব হইবে। কিন্তু যদি জগতের যেখানে যে কিছু ঋণ-তাড়িতের এইরূপ আবির্ভাব হইয়াছে, তাহা একত্র সংগ্রহ করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে তাহার সমষ্টি সেই সূত্রলম্বিত গুঁটাটীর পৃষ্ঠদেশবর্ত্তী ধন-তাড়িতের অপেক্ষা একটু অধিক বা অল্প হইবে না।

উপরে যে টিনের বাক্সের উল্লেখ করিয়াছি, তাহার ভিতর ধন-তাড়িত লইয়া গেলে বাহিরের গায়ে ধন ও ভিতরের গায়ে

ঋণ-তাড়িত আবির্ভূত হয়। কিন্তু বাক্সের ভিতরে যদি রেশম দিয়া কাচ ঘষা যায়, তাহা হইলে কাচে ধন-তাড়িতের বিকাশ হয় বটে, কিন্তু বাক্সের বাহির পিঠে কোন তাড়িতেরই চিহ্ন পাওয়া যায় না। কাচে যেমন ধনের বিকাশ হয়, রেশমে তেমনি সঙ্গে সঙ্গে ঋণের বিকাশ হয়। কাচে যতখানি ধন জন্মে, রেশমে ঠিক ততখানি ঋণ উৎপন্ন হওয়াতেই বাহিরে কোন ফলই পাওয়া যায় না।

তাড়িতের প্রকৃতি।—পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাড়িত পদার্থ কি শক্তি বা ধর্ম্ম তাহা অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই। তাড়িতের স্বরূপনির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইলে এই কথাটী স্মরণ রাখিতে হইবে। তাড়িত যাহাই হউক না, জগতে উহার নূতন সৃষ্টি বা ধ্বংস নাই। শুদ্ধ ধন বা শুদ্ধ ঋণ-তাড়িত আমরা কোন উপায়েই সঞ্চয় করিতে পারি না। খানিকটা ধন-তাড়িত কোন স্থলে কোন উপায়ে সঞ্চিত হইলে ঠিক ততখানি ঋণ-তাড়িত সঙ্গে সঙ্গে কোন না কোন স্থলে আবির্ভূত হইবে। আবার খানিকটা ধনের কোন স্থানে লোপ হইলে ঠিক ততখানি ঋণের অন্য কোথাও লোপ হইবে। যোগফল সমানই থাকিবে। ধন-তাড়িত যেন সমপরিমাণ ঋণ-তাড়িত হইতে বিশ্লিষ্ট বা পৃথক্‌ভূত হয় মাত্র। জল যেমন চাপ দেয়, তাড়িত তেমনি উদ্ধৃতির উৎপাদন করে। ধন-তাড়িতের যত নিকট যাইবে উদ্ধৃতি তত অধিক, ঋণের যত নিকটে যাইবে উদ্ধৃতি তত কম হইবে। ধন অধিক উদ্ধৃতিযুক্ত স্থান হইতে দূরে যাইতে ও ঋণ তাহার বিপরীত মুখে যাইতে চেষ্টা করে। ধন যখন একমুখে চলিতেছে, তখন বুঝিতে হইবে ঋণও বিপরীত মুখে চলিতেছে। অপরিচালক প্রদেশে উদ্ধৃতির ইতরবিশেষ থাকিতে পারে, কেননা, অপরিচালকের ভিতর দিয়া তাড়িত সহজে যাইতে পারে না; পরিচালকের ভিতরে উদ্ধৃতি সর্ব্বত্র সমান থাকে, কেন না সেখানে ধন ও ঋণ অবাধে চলিয়া সর্ব্বত্র উদ্ধৃতি সমান করিয়া লয়। সর্ব্বত্রই উদ্ধৃতি সমান করিবার কালে ধন-তাড়িতের গতি ঋণের দিকে, অথবা ঋণের গতি ধনের দিকে, ফল উভয়ের সম্মিলন বা যোগই অর্থাৎ খানিকটা ধন ও ঠিক ততখানি ঋণের তিরোভাব হয়।

তাড়িত-গ্রহণের ক্ষমতা।—সাধারণতঃ দুইটা ধাতু-দ্রব্য তাড়িতযুক্ত করিয়া পরস্পর ছুঁইয়া দিলে সমুদয় তাড়িতটা উভয় দ্রব্যে বাঁটিয়া লয়। মোটের উপর যেটা বড় সেইটার ভাগে বেশী পড়ে। দ্রব্যের আয়তন ও আকার দেখিয়া কাহার ভাগে কতটা পড়িবে, গণনা করিতে পারা যায়।

কোন দ্রব্যে খানিকটা ধন-তাড়িত দিলে অমনি উহার উদ্ধৃতি পড়ে, তাড়িত যত বেশী দেওয়া যাইবে, উদ্ধৃতি ততই বাড়িবে। আবার ছোট জিনিষে খানিকটা তাড়িত দিলে যতটা উদ্ধৃতি পড়ে, একটা বড় জিনিষেও ততটুক দিলে উদ্ধৃতি ততটা পড়ে না। একখানা থালায় ও একটা চোঙায় সমান জল ঢালিলে উচ্চতা ও বাষ্প চোঙায় যত হয়, থালায় ততটা হয় না, কতকটা সেইরূপ। আকৃতি ও পরিমাণ জানা থাকিলে কতটা তাড়িতে কতটা উদ্ধৃতি বাড়ে, বলিতে পারা যায়। দুইটা দ্রব্য ছুঁইয়া দিলে যেটার উদ্ধৃতি অধিক, সেখান হইতে যেটার কম সেইটায় খানিকটা ধন-তাড়িত চলিয়া যায়। ফলে সমগ্র তাড়িতটা উভয় দ্রব্যে বাঁটিয়া লওয়ার পর উভয়েরই উদ্ধৃতি সমান হয়।

অন্যান্য দ্রব্যের তুলনায় পৃথিবীর আকার এত বড় যে অন্য দ্রব্য হইতে পৃথিবীতে তাড়িতের যাতায়াতে পৃথিবীর উদ্ধৃতির ক্ষতি-বৃদ্ধি কিছুই হয় না। কাজেই কোন তাড়িত-যুক্ত দ্রব্যের ভূমির সহিত স্পর্শ ঘটিলে প্রায় সমগ্র তাড়িতটা পৃথিবীতে চলিয়া যায়; পৃথিবীর ভাগে প্রায় সবটাই পড়ে। তথাপি পৃথিবীর উদ্ধৃতির কিছুই ব্যতিক্রম হয় না। মহাসাগরে কত জল পড়িতেছে, আবার মহাসাগর হইতে কত জল উঠিতেছে, তথাপি উহার কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি বুঝা যায় না, উহার পৃষ্ঠ সমানই থাকে, কতকটা সেইরূপ।

পৃথিবীর উদ্ধৃতির সহজে হ্রাসবৃদ্ধি নাই বলিয়া অন্যান্য তাড়িতযুক্ত পদার্থের উদ্ধৃতি পৃথিবীর সহিত মিশাইয়া পরিমাণ করা প্রথা আছে। পর্ব্বতের উচ্চতা মাপিতে হইলে উহা সাগরপৃষ্ঠ হইতে কত উচু, আর সমুদ্রের গভীরতা মাপিতে হইলে উহা কত নীচু তাহাই দেখা যায়, সেইরূপ কোন স্থানে তাড়িতের উদ্ধৃতি স্থির করিতে হইলে উহা পৃথিবীর উদ্ধৃতি হইতে কত বেশী বা কত কম তাহাই নিরূপণ করা হয়।

জল যেমন উচ্চ হইতে স্বতঃ নিম্নমুখে যায়, তাপ যেমন গরম জায়গা হইতে শীতল জায়গায় যায়, ধন-তাড়িতও তেমনি যেখানে উদ্ধৃতি অধিক, সেখান হইতে যেখানে উদ্ধৃতি কম, সেইখানে যাইতে চায়। সুতরাং কোন স্থলে তাড়িত সঞ্চয় করিয়া রাখিবার দরকার হইলে উদ্ধৃতি যত কম হয়, ততই সুবিধা। জল যেমন উচ্চ স্থলে না রাখিয়া নিম্ন স্থলে রাখিলে সুবিধা হয়, পড়িয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে না; কতকটা সেইরূপ। সেইজন্য এমন স্থলে ও এমন উপায়ে ধন-তাড়িত সঞ্চয় করিয়া রাখা উচিত, যেখানে উদ্ধৃতি খুব অধিক না হয়। নতুবা তাড়িত বাহির হইয়া যাইবার আশঙ্কা থাকিবে।

লীডেন-জার।—একখানা টিনের চাদরে খানিকটা ধন-তাড়িত সঞ্চিত রাখ। আর একখানা টিনের চাদর ভূমিস্পৃষ্ট করিয়া তাহার সম্মুখে সমান্তরাল করিয়া রাখ। এই থালার যে পিঠ প্রথম থালার সম্মুখীন সেই পিঠে ঋণ-তাড়িত সংক্রমণবশে আবির্ভূত হইবে। প্রথম থালায় যতটা ধন এ থালাতে ততটা ঋণ থাকিবে। ধন-তাড়িত একাকী থাকিলে উহার যথেষ্ট উদ্বৃত্তি হইত, নিকটে ঋণ থাকায় উহার উদ্বৃত্তি ততটা হইতে পারিবে না।

দ্বিতীয় চাদরখানা যত কাছে রাখিবে, উদ্বৃত্তি ততই কম হইবে। কাজেই এরূপ স্থলে প্রথম চাদরে অনেকটা ধন-তাড়িত সঞ্চয় করিলেও উহার উদ্বৃত্তি বড় উচ্চে উঠে না। তাড়িত সঞ্চয় করিয়া রাখিবার দরকার হইলে এইরূপ উপায় অবলম্বিত হয়। একটা কাচের বোতলের ভিতরের গায়ে ও বাহিরের গায়ে রাঙতা মুড়িলে তাড়িত ধরিয়া রাখিবার সুন্দর যন্ত্র তৈয়ার হয়। এইরূপ যন্ত্রকে লীডেন-জার বলে। গোটা কত লীডেন-জার সারি সারি সাজাইয়া সবগুলার ভিতর-দেশ ধাতুদ্বারা যোগ করে ও সবগুলার বহির্দেশ ধাতুদ্বারা যোগ কর; এইরূপের যে ব্যাটারি তৈয়ারি হয়, উহাতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে তাড়িত বহুক্ষণ ধরিয়া যেন সঞ্চিত থাকিতে পারে। বাহিরের পিঠ ভূমিস্পর্শ করিয়া থাকে; ভিতরে যতটা ধন, বাহিরে ততটা ঋণ সঞ্চিত থাকিবে। ফল কথা, ধন তাহার সহচর ঋণের কাছে থাকিলে উভয় উভয়কে যেন বাঁধিয়া রাখে, অন্যত্র পলায়ন করিতে দেয় না। আর দূরে থাকিলে উভয়েই অন্যত্র পলায়নের চেষ্টাতে থাকে।

ধরিতে গেলে যে কোনখানে তাড়িত আছে, সেইখানেই একরূপ লীডেন-জারেরও সৃষ্টি হইয়াছে। কোন দ্রব্যের পিঠে খানিকটা ধন-তাড়িত থাকিলেই আর কোন দ্রব্যের পিঠে,. দেওয়ালের গায়ে অথবা ভূ-পৃষ্ঠে, তাহার সহবর্ত্তী ঋণ-তাড়িত থাকিবেই থাকিবে। আর, খানিকটা ধনের সম্মুখে খানিকটা ঋণ রাখিয়া মাঝে অপরিচালক ব্যবধান দিলেই লীডেন-জারের সৃষ্টি হইল। কথাটা এই যে, সেই ব্যবধান যত কম হয়, ধন ও ঋণ যত কাছাকাছি হয়, সেই লীডেন-জারের কার্য্যকারিতা, অর্থাৎ উভয় তাড়িতের স্থিতি-শীলতা, ততই অধিক হয়। আবার বায়বীয় ব্যবধান অপেক্ষা কাচাদি দ্রব্যের ব্যবধান সেই স্থিতিশীলতার অধিক অনুকূল।

তাড়িতের সঞ্চালন।—পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে যে, তাড়িত যেখানে উদ্বৃত্তি অধিক সেখান হইতে যেখানে উদ্বৃত্তি অল্প সেই মুখে এবং উহার সহবর্ত্তী ঋণ-তাড়িত বিপরীত মুখে যাইতে চেষ্টা করে। মধ্যে অপরিচালক থাকিলে সহজে যাইয়া পরস্পর মিলিতে পারে না, পরিচালক থাকিলে তৎক্ষণাৎ যাইয়া মিলে। তাড়িতের এই সঞ্চালন বা গতায়াত সাধারণতঃ তিন প্রণালীতে ঘটে।

(১) মধ্যে পরিচালকের ব্যবধান থাকিলে উভয় তাড়িত তৎক্ষণাৎ সম্মিলিত হয়। একটা তামার বা পিতলের বা যে কোন ধাতুর দণ্ড, তার বা শিকল দিয়া ধন-তাড়িত ও ঋণ-তাড়িত পরস্পর স্পর্শ করিয়া দিলে, উভয়েই সেই ধাতু-দ্রব্য দ্বারা বিপরীত মুখে ধাবিত হয়। সেই ধাতু মধ্যে ক্ষণিক প্রবাহের সঞ্চার হয়। প্রবাহের ফল উভয় তাড়িতের সম্মিলন। সম্মিলন ঘটিলে সর্ব্বত্র উদ্বৃত্তি সমান হইয়া যায়, প্রবাহ বন্ধ হয়। তাড়িতপ্রবাহের বিশেষ ধর্ম্মের বিষয় পরে বলা যাইবে। ফলে এইটা মনে রাখিতে হইবে, উদ্বৃত্তি সমীকরণের চেষ্টাতেই পরিচালক মধ্যে এইরূপ ক্ষণিক প্রবাহের উৎপত্তি ঘটে। যাহার ভিতর দিয়া প্রবাহ চলে, তাহা উত্তপ্ত হয়।

(২) ধন ও ঋণ-তাড়িতের মধ্যে কাচ, বায়ু প্রভৃতি অপরিচালক ব্যবধান থাকিলে উভয়ের সম্মিলন সহজে ঘটে না। ধনের নিকটবর্ত্তী প্রদেশে উদ্বৃত্তি অধিক ও ঋণের নিকটস্থ দেশে উদ্বৃত্তি কম থাকিয়া যায়। কিন্তু এই উদ্বৃত্তি-বৈষম্যের ফলে ধন নিরন্তর ঋণমুখে ও ঋণ ধনমুখে যাইতে চেষ্টা করে। যে দুই পৃষ্ঠে উভয় তাড়িত সঞ্চিত থাকে, তাহারা পরস্পর আকৃষ্ট হয়, এবং আটকাইয়া না রাখিলে অগ্রসর হইয়া শেষ পর্য্যন্ত পরস্পরকে স্পর্শ করে। উভয়ের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে যেন একটা টান পড়ে। এই উদ্বৃত্তির বৈষম্য ক্রমশঃ বাড়াইলে সেই টানটা শেষ পর্য্যন্ত এত বেশী হয়, যে মধ্যবর্ত্তী অপরিচালক তখন আর উভয় তাড়িতকে পৃথক্ রাখিতে পারে না। ইস্পাতের অথবা রবরের তার অনেকটা টান সহে, কিন্তু অধিক টানে শেষে ছিঁড়িয়া যায়। সেইরূপ মধ্যের পরিচালক যেন শেষ পর্য্যন্ত ছিঁড়িয়া যায়। পরিচালককে ছিঁড়িয়া তাড়িত যেন আপনার রাস্তা করিয়া লয় এবং সেই রাস্তা দিয়া উভয় তাড়িতের সম্মিলন ঘটে। সম্মিলনের পর আর উদ্বৃত্তির বৈষম্য থাকে না, অপরিচালক মধ্যে টানও থাকে না।

এইরূপে অপরিচালককে ছিন্ন করিয়া উভয় তাড়িতের মিলন ঘটিতে বিবিধ উৎপাত ঘটে। অপরিচালক বায়বীয় দ্রব্য হইলে তাহা সহসা এত উত্তপ্ত ও প্রসারিত হয়, যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয় ও শব্দ উঠে। কাচের বা কাগজের বা কাঠের ও কঠিন পদার্থ মধ্যে থাকিলে তাহা ভাঙ্গিয়া বা ফাটিয়া যায়। মধ্যে বায়বীয় [illegible] পদার্থ থাকিলে উহা
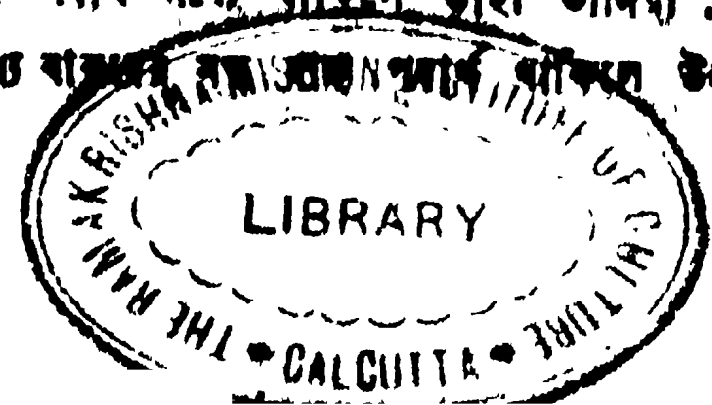
জলিয়া উঠে। কোন জীব-শরীর থাকিলে উহাতে প্রচণ্ড আঘাত লাগে।

তাড়িতের স্ফুলিঙ্গ, তাহার আনুষঙ্গিক শব্দ ও আঘাত প্রভৃতি ব্যাপার এইরূপে ঘটিয়া থাকে।

বড় বড় তাড়িতযন্ত্রের সাহায্যে এই সকল ব্যাপার সুন্দররূপে দেখান যায়। আলোক, শব্দ প্রভৃতির উৎপাদনে বিবিধ কৌশলে নানাবিধ তামাসা দেখান যাইতে পারে। লীডেন-জারের ব্যাটারিতে প্রভূত পরিমাণ তাড়িত সঞ্চয় করিয়া সেই তাড়িতের এইরূপ সঞ্চালন দ্বারা নানাবিধ বিস্ময়কর ব্যাপার সম্পাদিত করা যাইতে পারে, অনেকগুলি লোককে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া হাত ধরাধরি দাঁড় করাইয়া একটা লীডেন-জারের তাড়িতের আঘাত দিলে সকলেরই শরীর কাঁপিয়া উঠে।

বড় বড় কাচের নলে অল্পমাত্রায় অম্লজান, অঙ্গারক প্রভৃতি বিবিধ বায়ু পুরিয়া তন্মধ্যে এইরূপে তাড়িত সঞ্চালন ঘটাইলে নানাবিধ বিচিত্র বর্ণের আলোকের বিকাশ হয়। এই সকল আলোকের বিকাশ বড় মনোহর। বিচিত্র আকারের নল তৈয়ার করিয়া বিবিধ সুন্দর কৌতুক দেখান যাইতে পারে। এইরূপ নলকে গাইস্‌লারের (Geissler) নল বলে।

বজ্র বিদ্যুতের সহিত তাড়িতযন্ত্রে উৎপাদিত এই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ও তাহার আনুষঙ্গিক ব্যাপারের সাদৃশ্য দেখিয়া বেঞ্জামিন্ ফ্রাঙ্কলিন্ উভয়ই যে এক কারণে উৎপন্ন এইরূপ অনুমান করেন। ঘুড়ী উড়াইয়া তিনি উহাতে মেঘস্থ তাড়িতের সংক্রমণ করান, ঐ তাড়িত ঘুড়ীতে সংলগ্ন আর্দ্রসূতা বাহিয়া চলিয়া আসিয়া তাঁহার আঙ্গুলে স্ফুলিঙ্গ দিতে থাকে। অন্যান্য পরীক্ষা দ্বারা তিনি মেঘের তাড়িত ও যন্ত্রের তাড়িত উভয়েরই একতা প্রমাণ করেন। বস্তুতঃ বিদ্যুৎ তাড়িতের বৃহৎ স্ফুলিঙ্গমাত্র ও বজ্রধ্বনি তদানুষঙ্গিক বায়ুর আকস্মিক উত্তাপ ও প্রসারণজনিত শব্দ মাত্র।

লর্ড কেলবিনের উদ্ভাবিত উচ্চ্‌তিমানযন্ত্রের সাহায্যে দেখা গিয়াছে, ভূপৃষ্ঠের উপরে বায়ুমণ্ডলে প্রায় সর্ব্বদাই তাড়িতের কিছু না কিছু টান রহিয়াছে। বায়ু-বাহিত মেঘ প্রায় সর্ব্বদাই তাড়িতযুক্ত থাকে। জলের বাষ্পীভবন ও বায়ুর সহিত ঘর্ষণ বোধ হয় এই তাড়িত-বিকাশের কারণ। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অদৃশ্য জলকণা যখন জমাট বাঁধিয়া বৃহত্তর জলকণায় পরিণত হয় ও মেঘের সৃষ্টি করে, তখন সেই তাড়িতের পরিমাণ অল্প হইলেও তাহার উচ্চ্‌তি অত্যন্ত অধিক হইয়া দাঁড়ায়। ভূপৃষ্ঠে বা পার্শ্ববর্ত্তী মেঘে পূর্ব্বে তাড়িত না থাকিলেও পূর্ব্বোক্ত নিয়মমতে বিপরীত তাড়িতের সংক্রমণ হয়। উচ্চ্‌তির বৈষম্য ও তাড়িতের টান অত্যন্ত অধিক হইয়া পড়িলে মধ্যস্থ বায়ুরাশি ছিন্ন করিয়া প্রকাণ্ড তাড়িত স্ফুলিঙ্গের উৎপত্তি হয়, সঙ্গে সঙ্গে গর্জ্জনাদি ব্যাপার ঘটে।

(৩) সহবর্ত্তী বিপরীত তাড়িত যদি অত্যন্ত দূরে থাকে, তাহা হইলে তাড়িতের পক্ষে মধ্যস্থ ব্যবধান ভেদ করিয়া তাহার সহিত সম্মিলন কঠিন হইয়া পড়ে। কিন্তু এরূপ স্থলেও কোন একটা জিনিষের গায়ে যত ইচ্ছা তাড়িত সঞ্চিত রাখা যায় না। পৃষ্ঠদেশের যেখানে যেখানে উঁচু, কুব্জ, সূচ্যগ্র স্থান বর্ত্তমান, অধিকাংশ তাড়িত সেই সেই স্থানে আসিয়া জমে ও চারিপার্শ্বের তাড়িত তাহাকে ঠেলিয়া ধরে। এইরূপ ঠেলিয়া ধরায় তাড়িত সেই সেই স্থান হইতে বায়ুপথে বাহির হইতে চায়। বায়ুরও অপরিচালক অংশ নষ্ট হয়। বায়ুর কণাগুলি প্রত্যেক সেই সঞ্চিত তাড়িতের কিছু কিছু গ্রহণ করে এবং বিকৃষ্ট ও বিক্ষিপ্ত হইয়া যে দেশে উচ্চ্‌তি কম সেই দেশ দিয়া চলিতে থাকে। এইরূপে বায়ু-মধ্যে প্রবাহ উৎপন্ন হইয়া বায়ুপথে বায়ুকণা অবলম্বনে ক্রমে ক্রমে তাড়িতটা বাহির হইতে থাকে।

কোন সূচ্যগ্র পদার্থে তাড়িত সঞ্চয় করিলে সেই তাড়িতকে আটকাইয়া রাখা কঠিন। সূচীর মুখে তাড়িত জমে এবং চারিদিকে ঠেলা পাইয়া সেস্থান হইতে বায়ুপথে বাহির হইয়া যায়। বায়ুতে যে প্রবাহ জন্মে, তাহা কৌশলক্রমে প্রত্যক্ষ দেখান চলে। আবার সূচীর মুখের নিকট বায়ুমধ্যে নানাবিধ আলোকের বিকাশ হয়। অন্ধকার ঘরে তাড়িতযন্ত্র চালাইলে সূচীমুখে এইরূপ আলোকের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়।

বজ্রপাতের আশঙ্কা-নিবারণার্থ গৃহপার্শ্বে সূক্ষ্মাগ্র ধাতুদণ্ড পুতিয়া রাখা প্রথা আছে। উপরে মেঘে তাড়িত সঞ্চয় হইলে নিম্নে ভূতলেও তাহার সহবর্ত্তী বিপরীত-তাড়িতের সংক্রমণ ঘটে। সেই তাড়িত ভূপৃষ্ঠে আবদ্ধ না থাকিয়া ধাতুদণ্ডের সূক্ষ্ম অগ্রভাগ হইতে ক্রমশঃ বাহির হইয়া যায়। একবারে অধিক পরিমাণ তাড়িত ভূপৃষ্ঠে আবদ্ধ বা সঞ্চিত হইতে না পারায়, বজ্রপাতের অর্থাৎ সঞ্চিত তাড়িতের টানে বায়ুরাশির আকস্মিক ভেদজনিত স্ফুলিঙ্গ সম্ভবের আশঙ্কা থাকে না।

সম্প্রতি তাড়িত-স্ফুলিঙ্গ সম্বন্ধে বিবিধ নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায়, এইরূপ ধাতুদণ্ড দ্বারা সম্যক্ ফললাভের সম্ভাবনা অল্প। বজ্রপাতের আশঙ্কা একেবারে ঘুচাইতে হইলে ঘর খানিকে লোহার বা তামার জালে না ঢাকিলে গত্যন্তর নাই।

তড়িৎ-যন্ত্র।—পর্যাপ্ত পরিমাণে তাড়িত উৎপাদন ও সঞ্চয় করিবার জন্য বিবিধ যন্ত্রের উদ্ভাবন হইয়াছে। অল্প মাত্রায় তাড়িতের প্রয়োজন হইলে তাহা সহজে পাওয়া যায়। একখানা রেকাবে খানিকটা গালা গলাইয়া ঢাল। আর একখানা রেকাবে কাচ বা অন্য অপরিচালক দণ্ডের হাতল লাগাইয়া ধর। প্রথম গালার থালার পিঠে ফ্লানেল বা বিড়ালের চামড়া দ্বারা দুই ঘষিলেই উহাতে খানিকটা ঋণ-তাড়িতের বিকাশ হইবে। দ্বিতীয় রেকাবখানা এই তাড়িতের সম্মুখে আন ও আঙ্গুল দিয়া একবার ছুঁইয়া দাও। এখন এই রেকাবে খানিকটা ধন-তাড়িত সংক্রমিত ও আবির্ভূত দেখিবে। বস্তুতঃ প্রথমের ঋণ ও দ্বিতীয়ের ধন উভয়ের মধ্যে খানিকটা বায়ুস্তর ও ব্যবধান থাকায় এক রকম লীডেন-জারের সৃষ্টি হইল। এখন হাতল ধরিয়া দ্বিতীয় রেকাব স্থানান্তরিত কর ও সঞ্চিত ধন-তাড়িতের যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পার। এইরূপ যন্ত্রকে তাড়িতবহযন্ত্র বলা যাইতে পারে। ইংরাজী নাম (Electro-phorus)

প্রচুর পরিমাণ তাড়িতোৎপাদনের জন্য বড় বড় নানা রকমের যন্ত্র আছে। এই সকল যন্ত্র সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর। প্রথম শ্রেণীতে ঘর্ষণদ্বারা কাচের বা অন্য দ্রব্যের গায়ে তাড়িত জন্মান হয়। সেই তাড়িত আবার বড় বড় তাড়িতাধারে কোনক্রমে সঞ্চালিত ও রক্ষিত করা যায়। এই শ্রেণীর মধ্যে রামস্‌দেনের (Ramsden) যন্ত্র প্রসিদ্ধ। ইহাদের দোষ এই যে ইহাতে তাড়িত-শক্তির অত্যন্ত অপচয় ঘটে। যতটা মেহনত করা যায়, তাহার অধিকাংশ বৃথা নষ্ট হয়। ততটা ফল পাওয়া যায় না।

দ্বিতীয় শ্রেণীর যন্ত্র কতকটা তাড়িৎবহযন্ত্রের অনুরূপ। মনে কর দুইটা বড় বড় দ্রব্য ক ও খ তাড়িতের আধারস্বরূপ বর্তমান। আরম্ভে ক'য়ে কিঞ্চিৎ ধন ও খ'য়ে কিঞ্চিৎ ঋণ সঞ্চিত আছে। আর একটা তৃতীয় ক্ষুদ্র দ্রব্য গ লও। গ'কে ক'য়ের নিকট ধর ও একবার ভূমিস্পর্শ করাও। গ'তে খানিকটা ঋণের সংক্রমণ হইবে। গ'কে এখন সরাইয়া খ'কে ছুঁইয়া দাও; গয়ের সমস্ত ঋণটাই প্রায় খ'য়ে যাইবে। কেননা, গ ছোট, খ বড়, খ'য়ে ঋণের মাত্রা বাড়িয়া গেল। আবার খ'কে গ'র সম্মুখে রাখিয়া ভূমিস্পর্শ করাও। এবার গ'য়ে ধন সংক্রান্ত হইবে। গ'কে ক'য়ের নিকট লইয়া ক'কে ছুঁইয়া দাও। প্রায় সমুদয় ধনটা ক'য়ে যাইবে। এবার ক'য়ে ধনের মাত্রা বাড়িয়া গেল। এইরূপে মধ্যবর্তী গ'কে একবার ক'য়ের দিকে ও একবার খ'য়ের দিকে লইয়া গেলে এবং মাঝে মাঝে ভূমিস্পর্শের ব্যবস্থা করিলে ক'তে ক্রমশঃ ধন ও খ'তে ক্রমশঃ ঋণের মাত্রা বাড়িয়া যাইবে। উভয় তাড়িতের অল্প পরিমাণ লইয়া আরম্ভ করিয়া শেষ পর্যন্ত উভয়ের প্রচুর সঞ্চয় ঘটিবে।

এই শ্রেণীর যন্ত্রে শক্তির অধিক অপব্যয় হয় না, এবং ছোট খাটো একটা যন্ত্রে অল্প সময়ে এত তাড়িত সঞ্চয় হয় যে, তাহার টানে ক ও খ উভয়ের মধ্যেই বায়ুপথে কয়েক ইঞ্চি বা কয়েক ফুট লম্বা স্ফুলিঙ্গ অনায়াসে পাওয়া যায়।

হোলৎজ্ (Holtz), বস্ (Voss), বিম্‌হরস্ট্ (Wimhurst) প্রভৃতির নির্মিত তাড়িতযন্ত্র এই শ্রেণীর অন্তর্গত। আজকাল এই সকল যন্ত্রেরই আদর।

তাড়িতপ্রবাহ।—একটা তাড়িতযন্ত্রের তাড়িতাধারে খানিকটা তাড়িতের সঞ্চয় করিয়া একটা তামার তার দিয়া ঐ তাড়িতাধার ভূমিস্পর্শ করিয়া দিলে তখনি সমগ্র তাড়িতটা ঐ তার লইয়া ভূমিতে চলিয়া যায়। ফলে তাড়িতাধারের উচ্ছৃতি ভূমির উচ্ছৃতির সমান হইয়া পড়ে, ইহারই নাম তাড়িতের প্রবাহ। এই প্রবাহ ক্ষণমাত্র স্থায়ী। প্রবাহের ফলে তারটা একটু গরম। হয় প্রবাহ যদি স্থায়ী করিতে চাহ, তবে যন্ত্রের কাজ বন্ধ না রাখিয়া অবিশ্রামে তাড়িতের উৎপাদন কর। এক দিকে যেমন তাড়িত আধার হইতে বাহির হইয়া তার বাহিয়া চলিবে, অন্য দিকে তেমনি নূতন তাড়িত আধারে সঞ্চিত হইতে থাকিবে। এইরূপে যতক্ষণ ইচ্ছা তাড়িতের প্রবাহ তারমধ্যে চালান যাইতে পারে। তারটা ক্রমেই উত্তপ্ত হইয়া উঠিবে। তারের নিকটে যদি একটা চুম্বকের কাঁটা রাখা যায়, সেটা স্বস্থান হইতে একটু ঘুরিয়া যাইবে।

লীডেন-জারের উভয় পৃষ্ঠ ধাতুদণ্ড বা তারদ্বারা যোগ করিয়া দিলে দণ্ড ও তারের মধ্যে তাড়িতপ্রবাহ চলে। ক্ষণমধ্যে সঞ্চিত তাড়িতটা বাহির হইয়া যায়। ধন-তাড়িত এক পিঠ হইতে এক মুখে যায়, ঋণ-তাড়িত অন্য পিঠ হইতে অন্যমুখে যায়। এস্থলেও তাড়িতপ্রবাহ ক্ষণস্থায়ী মাত্র। প্রবাহ স্থায়ী করিতে হইলে একপিঠ তাড়িত-যন্ত্রের সহিত অপর পিঠ ভূমির সহিত যোগ করিয়া অবিরত যন্ত্র চালাইতে হইবে।

স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, পরিচালক পদার্থ উচ্ছৃতি সমান করিবার চেষ্টায় এই প্রবাহের উৎপত্তি। যতক্ষণ জোর করিয়া বা নূতন তাড়িতের উৎপাদন করিয়া পরিচালক পদার্থের দুই অংশের উচ্ছৃতি অসমান রাখা যায়, ততক্ষণই তাড়িতের স্রোত এক অংশ হইতে অন্যত্র চলিতে থাকিবে। উচ্ছৃতি সমান হইলেই স্রোতের বন্ধ হইবে।

তাড়িত-যন্ত্রের দ্বারা তাড়িতের যে স্রোত জন্মে, তাহাতে বাহিত তাড়িতের পরিমাণ অধিক হয় না। তাড়িতের প্রবল স্রোত পাইবার অন্য উপায় আছে।

সাধারণতঃ তাড়িতের প্রবাহ বলিলে ধন-তাড়িতেরই প্রবাহ বুঝিতে হইবে। কিন্তু ইহা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, তাড়িত ক হইতে খ মুখে বহিতেছে, বলিলেই ধন-তাড়িত ক হইতে খ মুখে ও সঙ্গে সঙ্গে ঋণ-তাড়িত খ হইতে ক মুখে বহিতেছে বুঝিতে হইবে।

তাড়িতযন্ত্র ব্যতীত তাড়িতস্রোত উৎপাদনের প্রধান উপায় তিনটী।

(১) একখণ্ড তামা ও একখণ্ড দস্তার দুই প্রান্ত একত্র করিয়া অপর দুই প্রান্ত ব্যাঙের গায়ে বা শল্কহীন মাছের গায়ে ধরিলে উহাদের নির্জ্জীব দেহ লাফাইয়া উঠে, গালবানি (Galvani) এই ঘটনার আবিষ্কার করেন। দুই খানা বিভিন্ন ধাতুর স্পর্শমাত্র উভয়ের তাড়িতের আবির্ভাব হয়, একে ধন ও অন্যে ঋণ আবির্ভূত হয়। বলতা (Volta) এই ঘটনার আবিষ্কর্ত্তা। খানিকটা জলে একটু নুন বা কয়েক ফোঁটা দ্রাবক ঢালিয়া তাহাতে একখানা তামা ও একখানা দস্তা আংশিক ভাবে ডুবাও এবং একটা তার দ্বারা তামার সহিত দস্তার বাহিরে সংলগ্ন করিয়া দাও। বাহিরে তামা হইতে দস্তার অভিমুখে তার বাহিয়া তাড়িতের (অর্থাৎ ধন-তাড়িতের) স্রোত বহিবে। জলের ভিতর দস্তা হইতে তামার অভিমুখে স্রোত চলিবে। যতক্ষণ উভয় ধাতু জল-মধ্যে ডুবান থাকিবে, ততক্ষণ এই তাড়িতস্রোত বহিতে থাকিবে। নিমগ্ন দস্তাখানা ক্রমে ক্ষয় হইয়া যাইবে।

এইরূপে তাড়িতের কোষ (cell) তৈয়ার হয়। কোষের ভিতরে সাধারণতঃ গন্ধকদ্রাবক জলে মিশাইয়া ব্যবহৃত হয়। এই গন্ধকদ্রাবকে একখণ্ড দস্তা ও অন্য একখণ্ড ধাতু ডুবান থাকে। এই দ্বিতীয় ধাতু বিভিন্ন কোষে বিভিন্ন। তামা, প্লাটিনম্, পারদ, এমন কি জমাট বাঁধা কয়লা পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হয়। এই ধাতুদণ্ডকে তার দ্বারা দস্তার সহিত যোগ করিয়া দিলে সেই তার বাহিয়া তাড়িতের স্রোত বহে। দস্তা ক্রমশঃ গন্ধকদ্রাবকের সহিত রাসায়নিক মিশ্রণে মিলিয়া গিয়া ক্ষয় পায়। এই রাসায়নিক ক্রিয়ায় অজনক বায়ু উদ্ভূত হইয়া তামা বা তদ্বিধ অন্য যে ধাতুকোষে থাকে, তাহার গায়ে জন্মে ও তাড়িতপ্রবাহকে ক্রমশঃ ক্ষীণ করে। এইজন্য সেই উদজন বায়ুকে পোড়াইয়া ফেলা আবশ্যক হয়। প্লাটিনম্ অথবা কয়লাকে এই নিমিত্ত একটা মাটির ভাণ্ড করিয়া নাইট্রিক এসিডে (যবক্ষারদ্রাবকে) আর্দ্র করিয়া রাখা রীতি আছে। উক্ত দ্রাবক অজনক বায়ুকে পোড়াইয়া ফেলে।

তাড়িতপ্রবাহের জন্য বিবিধ কোষ প্রচলিত আছে। দানিয়েলের কোষে তামা ও দস্তা, গ্রোভের কোষে প্লাটিনম্ ও দস্তা, বুনসেনের কোষে কয়লা ও দস্তা ব্যবহৃত হয়। দানিয়েলের কোষ অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল। ক্ষীণপ্রবাহ উৎ-পাদনের জন্য উহার ব্যবহার হয়। অজনক পোড়াইবার জন্য নাইট্রিকের বদলে বাইক্রোমিক এসিড প্রভৃতিরও ব্যবহার আছে।

বাহিরে তাড়িতস্রোতের প্রতিবন্ধক অধিক থাকিলে কতক-গুলি কোষ সারি করিয়া সাজাইয়া একের তামা অপরের দস্তা এইরূপে ক্রমান্বয়ে সংলগ্ন করিয়া ব্যাটারি তৈয়ার হয়। বাহিরে প্রতিবন্ধক অধিক না থাকিলে একটা কোষে ও দশটা কোষে সমান ফল; কেননা কোষগুলার নিজেরই কতকটা প্রতিবন্ধক ক্ষমতা আছে। সংখ্যা বাড়াইলে প্রতিবন্ধকও বাড়িবে।

তাড়িতযন্ত্র হইতে তাড়িতস্রোত উৎপন্ন করিলে সে তাড়িতের পরিমাণ বড় অধিক হয় না, কিন্তু উহার উদ্ধৃতি খুব বেশী হয়। কোষ হইতে যে প্রবাহ জন্মে, তাহার উদ্ধৃতি উহার তুলনায় সামান্য, কিন্তু প্রবাহগত তাড়িতের পরিমাণ থাকে বেশী। যন্ত্রজাত প্রবাহকে ঊর্দ্ধ হইতে বেগে পতনশীল ক্ষীণ জলধারার সহিত ও কোষজাত প্রবাহকে প্রায় সমভূমে ধীরে প্রবহমান বিশাল নদী স্রোতের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। যন্ত্রের প্রবাহ যেন নায়াগ্রার জলপ্রপাত; কোষের প্রবাহ যেন ভাগীরথীর স্রোত।

(২) একটা তামার ও একটা লোহার তার মুখে মুখে জোড়া করিয়া একটা সন্ধিস্থলে যদি উত্তাপ দেওয়া যায়, ও অপর সন্ধিস্থল শীতল থাকে, তাহা হইলে উভয় তার বহিয়া তাড়িতপ্রবাহ চলিতে আরম্ভ করে। কোষজ প্রবাহ রাসায়নিক শক্তিও এস্থলে প্রবাহ-তাপ হইতে জন্মে।

এই প্রবাহের উদ্ধৃতি খুব সামান্য; তবে উভয় সন্ধির মধ্যে উষ্ণতার যৎসামান্য ইতরবিশেষ হইলেই একটু না একটু প্রবাহ দেখা যায়। তামা ও লোহার বদলে অন্য দুই ধাতু, বিশেষতঃ এন্টিমণি (রসাঞ্জন) ও বিসমথের ব্যবহার চলিতে পারে। উভয় সন্ধিতে উষ্ণতার সামান্য তারতম্যে তাড়িতপ্রবাহ জন্মে বলিয়া এই প্রবাহ উষ্ণতা আবিষ্কার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উষ্ণতা যেখানে এত কম যে সাধারণ পারদঘটিত তাপমান-যন্ত্রে উহা ধরা পড়ে না, সেখানেও এই উপায়ে উহা ধরা যাইতে পারে। টাদের

আলোক ও নক্ষত্রালোকের উত্তাপ আনিবার জন্ত এই যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়াছিল।

(৩) আজি কালি সচরাচর বিবিধ কার্য্যে অত্যুচ্চ উদ্‌গতিযুক্ত অথচ পরিমাণেও প্রবল তাড়িতপ্রবাহের নিয়োগ হইয়া থাকে। যন্ত্রজ, কোষজ বা তাপজ প্রবাহে এ সকল কাজ চলে না। ডাইনামো নামক যন্ত্র দ্বারা এই সকল উগ্র প্রবল প্রবাহের উৎপাদন হয়। একটা চুম্বকের নিকট তামার তার ঘুরাইতে থাকিলে উহাতেই তাড়িতপ্রবাহ জন্মে। ডাইনামোর সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ পরে দেওয়া যাইবে।

তাড়িত-প্রবাহের বহনের নিয়ম।—তাড়িত-প্রবাহ অপরিচালক পদার্থের মধ্য দিয়া যাইতে পারে না; এই জন্ত ইহাতে তাড়িত স্ফুলিঙ্গাদির ব্যাপার ভাল দেখান যায় না। ইহার উদ্‌গতি যন্ত্রজ তাড়িতের তুলনায় বড় কম। তবে ইহা পরিচালক মাত্রের মধ্য দিয়া অনায়াসে যায়। সকল ধাতুর পরিচালকতা সমান নহে। যাহার পরিচালকতা কম, তাহার প্রবাহ প্রতিবন্ধের ক্ষমতা অধিক। ধাতুর মধ্যে রূপার পরিচালকতা সব চেয়ে অধিক; তার নীচে তামা। প্লাটিনম্, লোহা, সীসা প্রভৃতির পরিচালকতা কম, প্রতিবন্ধ অধিক। যাহার প্রতিবন্ধ অধিক, তাহার ভিতর দিয়া তাড়িতপ্রবাহ চলে, তবে শীঘ্র যাইতে পারে না। অধিক সময়ে অল্প পরিমাণ তাড়িত প্রবাহিত হয়। যাহার প্রতিবন্ধ কম, তাহার ভিতরে অল্প সময়ে অনেকটা তাড়িত চলে। আবার যে তারটা যত দীর্ঘ, তাহার প্রতিবন্ধ তত বেশী; যে যত স্থূল, তাহার প্রতিবন্ধক তত কম। তামার মোটা খাটো তারের বা স্থূল দণ্ডের প্রতিবন্ধ খুব সামান্ত।

কোষ হইতে তাড়িতপ্রবাহ বাহির হইয়া পরিচালক রাস্তা ধরিয়া চলে। পথিমধ্যে দুই চারিটা রাস্তা পাইলে সব রাস্তায় কিছু কিছু চলে। যে রাস্তায় প্রতিবন্ধ অধিক, সে রাস্তায় প্রবাহ ক্ষীণ হয়; যে পথে কম, সে পথে প্রবল হয়। আবার রাস্তাগুলা যেখানে একত্র হয়, তাড়িতপ্রবাহও সেইখানে গিয়া মিলে। এ বিষয়ে নদীর সহিত তাড়িত-প্রবাহের বেশ সাদৃশ্য আছে।

প্রবাহের ধর্ম্ম।—প্রবাহের বিবিধ ধর্ম্মের মধ্যে তিনটা প্রধান এবং তিনটাই আমাদের অনেক কাজে লাগে—

(১) যে ধাতুর ভিতর প্রবাহ চলে, তাহা গরম হয়। কোষের ভিতর কতটা দস্তার ক্ষয় হইল দেখিয়া কতটা তাপ মোট জন্মিল তাহার হিসাব দেওয়া যাইতে পারে। প্রবাহের রাস্তায় যেখানকার প্রতিবন্ধ অধিক, সেইখানে তাপও অধিক পরিমাণে উদ্ভূত হয়। প্লাটিনম্ ধাতুর পরিচালকতা কম; সরু প্লাটিনম্ তারে প্রবাহ চালাইলে উহা তাপে প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। কাচের বর্ত্তুলের ভিতর প্লাটিনম্ বা কয়লার সূক্ষ্ম তার রাখিয়া সাধারণ তাড়িতপ্রদীপ তৈয়ার হয়। ঐ তার দিয়া প্রবাহ চলিলে উহা উত্তপ্ত হইয়া আলো দেয়। কয়লার তার হইলে কাচের বর্ত্তুলটাকে বায়ুশূন্য করিতে হয়, নতুবা কয়লা পুড়িয়া যাইবে।

রাজপথ, বাড়ী প্রভৃতি আলোকিত করিতে হইলে দুই একটা কোষে চলে না। বহুসংখ্যক কোষ সারি করিয়া সেই ব্যাটারি হইতে প্রবাহ লইতে হয়। বাহিরে যে তার থাকে, তাহার এক স্থান কাটিয়া দুই টুক্‌রা কয়লা দিতে হয়। দুই মুখের মাঝে সামান্ত বায়ুর স্তর ব্যবধান থাকে। প্রবল প্রবাহ সেই বায়ুস্তর ভেদ করিয়া চলে। কয়লার টুক্‌রা ও মধ্যগত বায়ুস্তর উত্তপ্ত ও প্রদীপ্ত হইয়া ধপ্‌ধপে আলো দেয়।

আজিকালি এরূপ স্থলে ডাইনামো-জনিত প্রবাহ ব্যবহৃত হয়। একটা ক্ষুদ্র ডাইনামো বহুসংখ্যকোষের কাজ করে।

(২) তাড়িত-প্রবাহের পথে খানিকটা জল রাখ। অর্থাৎ কোষের দুই প্রান্ত হইতে আগত তার দুইটার মুখ জলে ডুবাও। জলে দুই চারি ফোঁটা গন্ধকদ্রাবক মিশাও। প্রবাহ যত চলিবে, জল ততই বিশ্লিষ্ট হইবে। যে তারটা দস্তায় সংলগ্ন তাহার মুখে অজনক আর যেটা তামা বা প্লাটিনমে লগ্ন তাহাতে অম্লজন উদ্গত হইবে। জল ভিন্ন অন্যান্য পদার্থেও এইরূপে বিশ্লেষণ চলিতে পারে।

সাধারণতঃ দ্রাবক পদার্থ, ক্ষার পদার্থ ও দ্রাবক ও ক্ষারের সমবায়ে উৎপন্ন লাবণিক পদার্থ মাত্রই যদি তরল অবস্থায় থাকে, তাহা হইলে তাড়িতপ্রবাহ দ্বারা উহাদের রাসায়নিক বিশ্লেষণ ঘটিয়া থাকে। কোন কোন বায়বীয় ও কঠিন পদার্থেরও বিশ্লেষণ হয়, ইহা বিশেষ লক্ষিত হইয়াছে। লাবণিক পদার্থের এক ভাগ ধাতুময়, অন্যভাগ উপধাতুময় (Non-metallic), ধাতু ভাগ দস্তালগ্ন তারের মুখে, আর উপধাতু ভাগ তাম্রলগ্ন তারের মুখে সঞ্চিত হয়। অনেক মূল পদার্থ, যাহা অন্য রাসায়নিক উপায়ে যৌগিকের ভিতর হইতে বাহির করিতে পারা যায় নাই, তাহা এই উপায়ে বিশ্লেষিত ও আবিষ্কৃত হইয়াছে। বর্ত্তমান শতাব্দীর আরম্ভে সর হম্‌ফ্রি ডেভী এইরূপে পটাসিয়ম্ (পত্রক), সোডিয়ম (সর্জ্জিক), ক্যালসিয়ম্ (খটিক) প্রভৃতি কতিপয় নূতন ধাতুর আবিষ্কার করেন। সম্প্রতি ফরাসী মোয়াসাঁ সাহেব ফ্লুরিন্ (নীলক) নামক অত্যুগ্র বায়বীয় উপধাতু এই উপায়ে যৌগিক পদার্থ-মধ্য হইতে বাহির করিয়াছেন।

ধাতুজ দ্রব্যকে বিশ্লিষ্ট করিয়া ধাতুভাগকে পৃথক্ করিতে পারা যায় বলিয়া তাড়িতপ্রবাহ আজ কাল গিল্টির কাজে ব্যবহৃত হয়। কোন পদার্থের গায়ে রূপা, সোণা, তামা, নিকেল প্রভৃতি ধাতুর একটা সূক্ষ্ম আস্তরণ দেওয়াকে গিল্টি করা বলে। এই সকল ধাতুঘটিত কোন লাবণিক পদার্থ জলে দ্রব করিয়া তন্মধ্যে তাড়িতপ্রবাহ চালিত কর। যে দ্রব্যের গায়ে গিল্টি করিতে হইবে, তাহাকে ঋণাত্মক তারে আটকাইয়া সেই দ্রবমধ্যে ডুবাও। অচিরে উহার গায়ে ধাতুময় সূক্ষ্ম আবরণ জমিবে। কোন দ্রব্যের উপর একটু স্থূল আস্তরণ জমাইয়া উহার ছাঁচ তোলা চলে।

(৩) যে তার দিয়া তাড়িত-প্রবাহ চলিতেছে, উহাকে একটা চুম্বকের কাঁটার উপরে সমান্তরাল ভাবে ধরিলে কাঁটাটা তখনি ঘুরিয়া তারের সহিত লম্বভাবে দাঁড়াইবার চেষ্টা করে। চুম্বকের কাঁটা স্বভাবতঃ উত্তরদক্ষিণে থাকে। তারটাকে তাহার নিকটে উত্তরদক্ষিণে ধরিলে কাঁটা ঘুরিয়া যায়। পৃথিবীর চৌম্বক-বল কাঁটাকে উত্তরদক্ষিণে রাখিতে চায়; আর তাড়িতপ্রবাহ উহাকে লম্বভাবে অর্থাৎ পূর্ব্ব-পশ্চিমে রাখিতে চায়। ফলে কাঁটাটা মাঝামাঝি হেলিয়া রহে। তারবাহিত প্রবাহ যদি দক্ষিণ হইতে উত্তরমুখে চলে, আর কাঁটা তারের নীচে থাকে, তাহা হইলে কাঁটার উত্তরবর্ত্তী মুখ বামে বা পশ্চিমদিকে ঘুরিয়া যায় ও দক্ষিণবর্ত্তী মুখ ডাহিনে পূর্ব্বমুখে যায়। একটা উল্টাইলে আর সমস্ত উল্টায়।

চুম্বক শলাকাকে তাড়িতপ্রবাহের এইরূপ ঘুরাইবার শক্তি থাকায় টেলিগ্রাফ বা তাড়িত-বার্ত্তাবহের সৃষ্টি। কলিকাতায় তাড়িতকোষ আছে, দিল্লীতে চুম্বকের কাঁটা আছে। কলিকাতার কোষ হইতে তার বাহির হইয়া দিল্লী চলিল, আবার সেখানে চুম্বকের কাঁটার নিকট হইতে ফিরিয়া কলিকাতার কোষে আসিল। প্রবাহ কলিকাতা হইতে তার-পথে দিল্লী গেল, সেখানে কাঁটা ঘুরাইয়া দিয়া আবার তারপথে কলিকাতার কোষে ফিরিয়া আসিল। ফিরিবার সময় তারপথে না আসিয়া ভূমিপথে আসিলেও চলে। ভূমিপথে পরিচালকতাও অধিক, খরচও কম। কাজেই কলিকাতায় বসিয়া ইচ্ছামত দিল্লীতে চুম্বকের কাঁটা ঘুরিয়া দেওয়া চলে। চুম্বকের কাঁটা ঘুরাইলেই সঙ্কেত হইল। কাঁটাটা পাঁচরকমে ঘুরাইয়া পাঁচরকম সঙ্কেত প্রেরণের জন্য বিবিধ কৌশল প্রচলিত আছে। আজকাল এদেশে টেলিগ্রাফ ষ্টেশনে মোর্সের পদ্ধতিতে সঙ্কেত করা হয়। উহাতে চুম্বক-লগ্ন একটা হাতুড়ী টক্ টক্ করিয়া নানাবিধ শব্দ করে, অথবা একখানা কাগজে আঁক কাটে। এই শব্দ শুনিয়া বা আঁক দেখিয়া সঙ্কেত নিরূপিত হয়। টেলিগ্রাফি এখন একটা প্রকাণ্ড ও স্বতন্ত্র বিদ্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে সে সমুদয় উল্লেখের স্থানাভাব। [তাড়িতবার্ত্তা দেখ।]

তারযোগে প্রবাহ নিমেষ-মধ্যে বহুদূরে নীত হয়। প্রবাহ কতক্ষণে কতদূর চলে তাহার কোন নির্দ্দিষ্ট হিসাব নাই। বস্তুতঃ তাড়িত-প্রবাহের কোনরূপ নির্দ্দিষ্ট বেগ নাই। আজ-কাল মহাসাগরের ভিতর দিয়া এক মহাদেশ হইতে অন্য মহাদেশে সঙ্কেত প্রেরিত হইতেছে। এই সকল তারের প্রতিবন্ধ এত বেশী যে, তাড়িত-প্রবাহ তন্মধ্যে অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া যায়। এত ক্ষীণ হয়, যে সহজে চুম্বকের কাঁটা নড়াইতে পারে না। এক ষ্টেশনে তার-কোষে লগ্ন করিবামাত্র তারে একটা তাড়িতের ধাক্কা পড়ে। সেই ধাক্কাটা আবার দূরস্থ অন্য ষ্টেশনে পৌছিতে একটু সময় লাগে। সেই ধাক্কাটা আসিয়া পৌছিলে সঙ্কেত পাওয়া যায়। এইরূপ স্থলে সঙ্কেত সুচারুরূপে পাইবার জন্য প্রথমে বড় কষ্ট হইয়াছিল। গ্লাসগোর অধ্যাপক সর উইলিয়ম টম্সনের প্রতিভা সকল বাধা বিঘ্ন পরাজয় করিয়া তাঁহার নাম জগ-দ্বিখ্যাত করে। এই টমসনই এক্ষণে লর্ড কেলবিন নামে পরিচিত।

তাড়িত-প্রবাহ মাপিবার উপায়।—প্রতি সেকেণ্ডে তার দিয়া কতটা তাড়িত চলিতেছে স্থির করিয়া প্রবাহের পরিমাণ হয়। দুই উপায়ে এই পরিমাণ সহজ। জল বা অন্য তরল পদার্থ কত সময়ে কতটা বিশ্লেষিত হইল দেখিয়া প্রবাহের প্রাবল্য বা ক্ষীণতা বুঝা যাইতে পারে। অথবা চুম্বকের কাঁটাকে কতটা ঘুরাইয়া দিল তাহা দেখিয়ার প্রবাহের পরিমাণ হয়। প্রবাহ যত প্রবল হইবে, চুম্বকপ্রতি তৎ-প্রযুক্ত বলও তত অধিক হইবে। প্রবাহ যদি নিতান্ত ক্ষীণ হয়, তবে তারটাকে এক পাকের বদলে কয়েক পাক কাঁটার চারিদিকে বেষ্টন করিতে হয়। যত পাক বেষ্টন দিবে, প্রবাহের বলও তত গুণ বাড়িবে। চুম্বকের কাঁটা রাখে ঝুলাইয়া বাক্সের গায়ে তার জড়াইলে তাড়িতের প্রবাহ-মাপক যন্ত্র তৈয়ার হয়। ইহার ইংরাজি নাম (Galvano-meter.)

তাড়িত-প্রবাহের চুম্বকত্ব।—তাড়িত-প্রবাহ চুম্বকের কাঁটা ঘুরাইয়া দেয়। বস্তুতঃ তাড়িতপ্রবাহ স্বয়ংই সর্ব্বাংশে চুম্বকধর্ম্মযুক্ত। একটা চুম্বকের চারিপার্শ্বস্থ প্রদেশে যে যে ব্যাপার ঘটে, তাড়িত-প্রবাহের পার্শ্বস্থ প্রদেশেও ঠিক সেই সেই ব্যাপার ঘটে। তারের একটা [illegible] [illegible]

করিয়া তাহাতে প্রবাহ চালাইবা মাত্র উহা ঠিক চুম্বকে পরিণত হয়। একটা বড় ইস্পাতের চুম্বকের পার্শ্বে লোহা রাখিলে উহা চুম্বকধর্ম্ম পায়, চুম্বকের কাঁটা রাখিলে উহা একটা নির্দ্দিষ্ট দিকে লম্বা হইয়া অবস্থান করে। ঐরূপ তাড়িত-প্রবাহের সমীপেও লোহা চুম্বকত্ব পায়; চুম্বক-শলাকা নির্দ্দিষ্ট মুখে অবস্থান করে। ক্ষুদ্র লৌহখণ্ড তৎপ্রতি আকৃষ্ট হয় ইত্যাদি।

ইস্পাতকে প্রবল চুম্বকের নিকট অধিকক্ষণ রাখিলে বা চুম্বক দিয়া ঘষিলে ইস্পাত স্থায়ী চুম্বকে পরিণত হয়। তেমনি ইস্পাতের গায়ে তাড়িতবাহী তার জড়াইয়া রাখিলে উহা স্থায়ী চুম্বকে পরিণত হয়। কাঁচা লোহার গায়ে জড়াইলে যতক্ষণ প্রবাহ থাকে, ততক্ষণই উহার চুম্বকত্ব থাকে। বস্তুতঃ স্থায়ী বা অস্থায়ী চুম্বক তৈয়ার করিবার জন্য তাড়িতের প্রবাহই আজকাল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রবলপ্রবাহ সাহায্যে ক্ষমতাশালী চুম্বক সহজে প্রস্তুত হয়।

একটা কাঠের রুলের গায়ে খানিকটা তার পাক দিয়া সুন্দর আকারে জড়াও; পরে কাঠ খানা বাহির করিয়া লইলে যে জড়ানো তারটা থাকে, উহাকে ইংরাজিতে Sobnoid বলে। বাঙ্গালায় উহাকে কুণ্ডলী বলিব। তারের একটা দীর্ঘ কুণ্ডলীতে তাড়িত বহিলে উহা সর্ব্বাংশে চুম্বকের দণ্ডের বা শলাকার অনুরূপ হয়। উহার এক প্রান্ত আপনা হইতে উত্তরমুখে ও অপর প্রান্ত দক্ষিণমুখে থাকে। চুম্বকে চুম্বকে যেমন আকর্ষণ-বিকর্ষণাদি ঘটে, কুণ্ডলীতে চুম্বকে ও কুণ্ডলীতে কুণ্ডলীতে ঠিক সেইরূপ আকর্ষণ-বিকর্ষণাদি ঘটিয়া থাকে, অথবা কুণ্ডলীতে দরকার কি। খানিকটা তার কেবল এক পাক মাত্র ঘুরাইয়া (কতকটা অঙ্গুরীর মত করিয়া) উহাতে তাড়িতস্রোত চালাইলে উহা চুম্বকধর্ম্মাক্রান্ত ইস্পাতের থালা বা রেকাবের মত কাজ করে। উহার একটা দিক্ বা পাশ উত্তরবর্ত্তী ও অন্য পাশ দক্ষিণবর্ত্তী হইতে চায়। আবার এইরূপ দুইটা অঙ্গুরী পরস্পর সম্মুখীন করিলে উভয়ের মধ্যে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ হয়। প্রবাহ যদি দুইটাতেই একমুখে চলে, তবে আকর্ষণ ঘটে, বিপরীত মুখে চলিলে বিকর্ষণ ঘটে। ফরাসী পণ্ডিত আম্পেয়ার প্রথমে উচ্চ-গণিত প্রয়োগে এই আকর্ষণাদি ব্যাপার গণনা করেন। সম্প্রতি ফারাদে ও মক্সবেলের প্রদর্শিত পদ্ধতিতে এই সকল গণনা আরও সহজে সম্পাদিত হয়।

তাড়িত এঞ্জিন।—চুম্বকের পাশের প্রদেশকে চৌম্বক প্রদেশ বলিব। ঐ প্রদেশে লোহা রাখিলে তাহা চুম্বকত্ব পায়। চৌম্বক প্রদেশের প্রধান লক্ষণই এই যে সেখানে আর আর চুম্বককে যদৃচ্ছাক্রমে স্থাপন করা যায় না। সেই অপর চুম্বককে যে ভাবেই রাখ, ছাড়িবামাত্র উহা ঘুরিয়া একটা নির্দ্দিষ্টরূপ অবস্থান গ্রহণ করিবে। সেখান হইতে বলপূর্ব্বক সরাইলেও পুনশ্চ ঘুরিয়া সেই খানে আসিবে। তাড়িতপ্রবাহের চারিপাশেও চৌম্বক-প্রদেশ। সেখানেও চুম্বক বা অন্য তাড়িতপ্রবাহ যদৃচ্ছাক্রমে যে সে অবস্থানে রাখা চলে না। তাহারা ঘুরিয়া ফিরিয়া আপনার নির্দ্দিষ্ট অবস্থান গ্রহণ করে। কাজেই এই চৌম্বক প্রদেশে চুম্বক ও তাড়িতপ্রবাহ আপনা হইতে গতিহীন হয়। গতিটা প্রধানতঃ ঘূর্ণন-গতি। কৌশলক্রমে তাড়িতপ্রবাহের পুনঃ পুনঃ দিক্-পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া এই গতিকে স্থায়ী ঘূর্ণনে পরিণত করা চলে। প্রবল তাড়িতপ্রবাহ তারের কিয়দংশে প্রবাহিত থাকিয়া শক্তিশালী চৌম্বক-প্রদেশের সৃষ্টি করে। সেই প্রদেশে তারের অপর অংশ এরূপে সাজান থাকে, যে উহাতে প্রবাহ চলিবামাত্র উহা বেগে ঘুরিতে আরম্ভ করে। উহার সহিত বড় বড় চাকা সংলগ্ন করিয়া অবলীলাক্রমে ঘুরান চলে। সাধারণ বাষ্পীয় এঞ্জিনে যে সকল কাজ হয়, এইরূপ তাড়িত-এঞ্জিনেও তৎসমুদয় নির্ব্বাহিত হইতে পারে। বাষ্পীয় এঞ্জিনের কাজ তাপ হইতে জন্মে, উহা কয়লা পোড়াইয়া পাওয়া যায়। তাড়িত এঞ্জিনের কাজও তাড়িতশক্তি হইতে জন্মে, এবং উহা কোষের মধ্যে গন্ধকদ্রাবকে দস্তা পোড়াইয়া পাওয়া যায়। গন্ধকদ্রাবকের সহিত দস্তার সম্মিলন সাধারণ দাহনক্রিয়া হইতে মূলতঃ অভিন্ন নহে। কয়লা অপেক্ষা দস্তাতে ব্যয় বাহুল্য বলিয়া তাড়িত এঞ্জিন বাষ্পীয় এঞ্জিনের স্থান গ্রহণ করিতে পারে নাই।

তাড়িত-প্রবাহের সহিত চুম্বকের সম্বন্ধ।—চুম্বকের সহিত তাড়িত-প্রবাহের এই সাধর্ম্ম্য দেখিয়া উভয়ের প্রকৃতিগত অভিন্নতা সহজেই মনে আইসে। চুম্বক মধ্যে লোহার প্রত্যেক অণুর চারিদিকে তাড়িতপ্রবাহ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, অনুমান করিলে উভয়ের এই সাদৃশ্য বেশ বুঝা যায়। বিবিধ যুক্তি এই অনুমানে সমর্থন করে। বস্তুতঃ লৌহমাত্রেরই (তাহাতে চুম্বকত্ব থাক আর নাই থাক) প্রত্যেক অণু তাড়িতের এক একটা ক্ষুদ্র আবর্ত্তস্বরূপ। লাটিম যেমন একটা অক্ষরেখার চারিদিকে ঘুরে, পৃথিবী যেমন আপন অক্ষরেখার উপর আবর্ত্তন করিতেছে, প্রত্যেক আণবিক তাড়িত-আবর্ত্ত সেইরূপ এক একটা অক্ষ অবলম্বন করিয়া তাহার চারিদিকে চিরকাল ঘুরিতেছে। সাধারণ লৌহপিণ্ডে এই অক্ষরেখাগুলি ইতস্ততঃ বিভিন্নদিকে বিক্ষিপ্ত থাকে, চুম্বকে এই অক্ষরেখাগুলি প্রধানতঃ একই দিকে থাকে। আর

শুধু চুম্বকের অভ্যন্তরে কেন, চুম্বকের বাহিরে চৌম্বক প্রদেশেও এই আবর্ত্তসকল বর্ত্তমান। আমরা যাহাকে শূন্য বলিয়া থাকি, তাহা বস্তুতঃ শূন্য নহে। কোন একটা অদৃশ্য সামগ্রী সমগ্র শূন্যপ্রদেশ ব্যাপিয়া আছে। চুম্বকের চতুর্দ্দিকে এই অদৃশ্য সর্ব্বদেশব্যাপী পদার্থেও তাড়িতের ক্ষুদ্র আবর্ত্তগুলি বর্ত্তমান। সেখানে এখনও লোহা আনিলে সেই আবর্ত্তগুলি লোহাতে সংক্রান্ত হইয়া উহাতে চুম্বকত্বের উৎপত্তি করে অর্থাৎ সেই আবর্ত্তের বেগে লোহার আণবিক অক্ষরেখাগুলি নির্দ্দিষ্ট মুখে ঘুরিয়া যায়।

তাড়িত-প্রবাহের সংক্রমণ।—উপরে বলিয়াছি, চৌম্বক-প্রদেশে তাড়িতপ্রবাহ যদৃচ্ছাক্রমে স্থাপন করা চলে না। সে আপনা হইতে একটা নির্দ্দিষ্ট অবস্থান গ্রহণ করে। সে আপনা হইতে যেদিকে যাইতে চায়, উহাকে সেদিকে অবাধে যাইতে দাও। দেখিতে পাইবে প্রবাহ চলিতে চলিতে একটু ক্ষীণ হইল। যেন প্রবাহ যে মুখে চলিতেছিল, তাহার বিপরীত মুখে আর একটা প্রবাহ উৎপন্ন হইয়া পূর্ব্বতন প্রবাহকে ক্ষীণ ও দুর্ব্বল করিয়া দিল। প্রবাহ যেদিকে যাইতে চায়, উহাকে সেদিকে যাইতে দিও না; বলপূর্ব্বক উহার উল্‌টা মুখে ঠেলিয়া লইয়া চল। দেখিবে প্রবাহ আরও একটু প্রবল হইয়া উঠিল। যেন আর একটা নূতন প্রবাহের উৎপত্তি হইয়া পূর্ব্বতন প্রবাহকে বাড়াইয়া দিল। চৌম্বক প্রদেশে গতির বশে তাড়িত-প্রবাহ এইরূপে কখন ক্ষীণ হয়, কখন প্রবল হয়; অথবা এ মুখে বা ও মুখে নূতন প্রবাহের সৃষ্টি হইয়া বর্ত্তমান প্রবাহকে কমায় বা বাড়ায়। চৌম্বক প্রদেশে গতির বশে এই নূতন প্রবাহ-সৃষ্টির নাম তাড়িত-প্রবাহের সংক্রমণ। মাইকেল ফারাদে ইহার আবিষ্কর্ত্তা। যে তার অথবা পরিচালক দ্রব্য চৌম্বক প্রদেশে চলিয়া বেড়াইতেছে, উহাতে তাড়িত-প্রবাহ একবারে অস্তিত্বহীন হইলেও এই গতির বশে নূতন প্রবাহের আবির্ভাব হয়। উহা যতক্ষণ চলে, প্রবাহ ঠিক্ ততক্ষণ থাকে; গতি বন্ধ হইলে প্রবাহও বন্ধ হয়। বলা বাহুল্য তারকে চুম্বকের কাছ দিয়া লইয়া গেলে যে ফল, চুম্বককে দূর হইতে তারের নিকটে আনিলেও ঠিক্ সেই ফল। আবার তাড়িত-প্রবাহ সকল বিষয়ে চুম্বকের সদৃশ; সুতরাং তারের নিকট একটা প্রবাহ সহসা উপস্থিত করিলেও ঠিক সেই ফল। গতির বশে নূতন প্রবাহের আবির্ভাব হয়; নবাবির্ভূত প্রবাহ এমন দিকে বহিতে থাকে, যাহাতে সেই গতিকেই আবার বাধা দেয়। এই হিসাবটা স্মরণ রাখিলে কোন্ মুখে প্রবাহ জন্মিবে সহজে বলা চলে। হঠাৎ ঘোড়া চলিলে আরোহী যেমন পশ্চাতে ঝোঁকে, আর হঠাৎ থামিলে আরোহী সম্মুখে ঝোঁকে কতকটা সেইরূপ। সহসা তাড়িত-প্রবাহ কোন তারে চালাইতে গেলে ভিতর হইতে যেন একটা বাধা পড়ে; সহসা প্রবাহমান স্রোতকে থামাইতে গেলে উহা থামিতে চাহে না, বরং ক্ষণকালের জন্য প্রবলতর হয়, সেও এই কারণে। চৌম্বক প্রদেশে একটা তারকে ঘুরাইলেই উহাতে প্রবাহের আবির্ভাব বা সংক্রমণ হইবে ইহাই সাধারণ নিয়ম। চৌম্বক-প্রদেশে কোন না কোন চুম্বকের অথবা তদনুরূপ তাড়িত-প্রবাহের প্রভাব বিদ্যমান। সেই প্রভাব সর্ব্বত্র সমান না হইতে পারে। কোথাও প্রভাব অধিক, কোথাও অল্প। অধিক প্রভাব হইতে অল্প প্রভাবের স্থানে, অথবা অল্প প্রভাব হইতে অধিক প্রভাবের স্থানে যে কোন পরিচালককে লইয়া যাওয়া যায় উহাতেই হয় এ মুখে নয় ও মুখে তাড়িত-প্রবাহ জন্মিবে। যতক্ষণ চলিবে প্রবাহের স্থিতি ততক্ষণ। যদি উভয়ত্র প্রভাব সমান হয়, তাহা হইলে প্রবাহ না জন্মিতেও পারে। পরিচালকটা যত বেগে এক স্থান হইতে অন্যস্থানে লইয়া যাইবে, উৎপন্ন প্রবাহও তত প্রবল ও পুষ্ট হইবে। বস্তুতঃ তামার তারকে কয়েক পাক জড়াইয়া অতিবেগে চৌম্বক প্রদেশে চালাইতে বা ঘুরাইতে থাকি খুব প্রবল তাড়িত-প্রবাহ পাওয়া যাইতে পারে। ব্যবস্থাপূর্ব্বক তাড়িত-প্রবাহ এইরূপে উৎপাদন করিলে উগ্রতা ও উদ্ধৃতি বিষয়ে উহা তাড়িতযন্ত্রোৎপন্ন প্রবাহের তুলনীয় হয়।

বস্তুতঃ রূম্‌কর্ফের কুণ্ডলী (Roomkorffs coil) নামক যে একরূপ যন্ত্র সচরাচর ব্যবহৃত হয়, উহাতে তাড়িত-প্রবাহের উদ্ধৃতি এত অধিক যে, সেই প্রবাহ অনায়াসে অপরিচালক বায়ুভেদ করিয়া যায়। দু ইঞ্চি, দশ ইঞ্চি দীর্ঘ তাড়িত-স্ফুলিঙ্গ ছোট খাটো কুণ্ডলী দ্বারা অনায়াসে পাওয়া যায়। প্রকাণ্ডকোষ ব্যাটারিতে সিকি ইঞ্চি স্ফুলিঙ্গ মিলে না। বায়বীয় পদার্থে তাড়িতস্ফুলিঙ্গ চলিলে যে সকল ব্যাপার ঘটে, সে সমুদায়ই এই যন্ত্রের সাহায্যে সুচারুরূপে দেখান যাইতে পারে। গাইস্‌লবের নলের কথা পূর্ব্বে বলা গিয়াছে। উহার ভিতরে বিবিধ বায়বীয় পদার্থ অল্প মাত্রায় থাকে। তাহার মধ্যে তাড়িত-প্রবাহ চলিলে বিবিধ বর্ণের বিচিত্র আলোকের বিকাশ হয়। ক্রুক্‌স্ সাহেব কাচের নলের ভিতর হইতে বায়ু প্রায় সম্পূর্ণভাবে নিষ্কাষিত করিয়া কুণ্ডলীদ্বারা তাড়িতপ্রবাহ চালাইয়া বিবিধ বিস্ময়কর ঘটনা দেখাইয়াছেন। ক্রুক্‌সের নলের ভিতরে বায়ু প্রায় থাকে না বলিলেই হয়। গোটাকতক অণু এদিক্ ওদিক্ ছুটাছুটি

করিয়া বেড়ায়। ইহারাই তাড়িত বহন করিয়া ইতস্ততঃ ছুটে। নলের ভিতর এক টুকরা খড়ী, একখণ্ড হীরক প্রভৃতি বিবিধ পদার্থ রাখিলে এই সকল অণু উহাদের গায়ে ধাক্কা দিয়া বিচিত্র উজ্জ্বল বর্ণের আলোক বিকাশ করে। ক্রুক্‌স্ নলের এই সকল ব্যাপার অতি সুন্দর ও মনোহর।

রুমকর্ফের কুণ্ডলীতে যে উগ্র তাড়িতপ্রবাহ জন্মে, তাহা একটানা অবিচ্ছেদ স্রোতে বহে না। থাকিয়া থাকিয়া ও থামিয়া থামিয়া বহে। মিনিটের মধ্যে বিশ ত্রিশ বার অথবা দু'শ চারি'শ বার করিয়া থামে ও বহে। এই বিচ্ছেদের সংখ্যা যদি কোনক্রমে দশক ও শতক ছাড়াইয়া লক্ষক ও নিযুতকে তোলা যায় ও সঙ্গে সঙ্গে প্রবাহের উগ্রতা ও উদ্ধৃতি খুব উচ্চে উঠান যায়, তাহা হইলে ক্রুক্‌স্ নলকে আর যন্ত্রের সহিত সংলগ্ন রাখারও দরকার করে না। যন্ত্রের পার্শ্বে কোন স্থানে নলকে রাখিলেই উহার অন্তর্দেশ উজ্জ্বল হইয়া উঠে, মধ্যে মনুষ্যের শরীর ব্যবধান থাকিলে উগ্র তাড়িত প্রবাহ তাহা ভেদ করিয়া চলিয়া যায় ও দূরস্থ নলকে প্রদীপ্ত করে। আশ্চর্য্যের বিষয় যে যাহায় শরীর ভেদ করিয়া যায়, সে কিছুই টের পায় না। সাধারণ রুমকর্ফের যন্ত্রের বা সাধারণ ডাক্তারি ব্যাটারির ধাক্কা মনুষ্যশরীর সহিতে পারে না; কিন্তু এই অত্যুগ্র তাড়িত-প্রবাহের ধাক্কা সেকেণ্ডে শতলক্ষবার প্রচণ্ড উগ্রতার সহিত দেহ ভেদ করিলেও কোন ব্যাঘাত ঘটে না। তিন চারি বৎসর মাত্র হইল ইটালীয় যুবক নিচ্‌লা টেস্‌লা এই সকল অদ্ভুত ব্যাপার আবিষ্কৃত করিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়াছেন।

ডাইনামো।—চৌম্বক প্রদেশে তামার তার বেগে ঘুরাইলে পুষ্ট ও উগ্র তাড়িতস্রোত জন্মে। পুষ্ট অর্থে পরিমাণে অধিক। উগ্র অর্থে উদ্ধৃতি বিষয়ে উচ্চ। ক্লার্ক, সাইমেন্‌স্, গ্রাম, এডিসন প্রভৃতির প্রস্তুত বিবিধ ডাইনামো আজকাল বিবিধ কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। চৌম্বক প্রদেশ বিবিধ প্রকারে প্রস্তুত হয়। কোথাও বড় বড় প্রতাপশালী ইস্পাতের চুম্বক ব্যবহৃত হয়। কোথাও ব্যাটারি হইতে তাড়িতপ্রবাহ বৃহৎ লৌহপিণ্ডে জড়াইয়া ঐ লৌহকে পরাক্রান্ত চুম্বকে পরিণত করা হয়। ক্ষেত্রবিশেষে তার ঘুরাইয়া যে প্রবাহ জন্মিতেছে তাহারই কিয়দংশ বা সমস্তটা লৌহপিণ্ডে বেষ্টন করিয়া চুম্বক তৈয়ার হয়। প্রবাহ ক্রমশঃ পুষ্ট হয়; চুম্বকের প্রভাবও ততই বাড়ে। প্রবাহ ও চুম্বক উভয়েই ক্রমশঃ প্রবল হইয়া পরস্পরকে আরও প্রবল করিয়া তোলে।

নগরের রাজপথ আলোকিত করিবার জন্য, ট্রেন চালাইবার জন্য ও অন্যান্য বড় বড় কাজ সম্পাদনের জন্য তাড়িত-প্রবাহ বড় বড় ডাইনামো হইতে উৎপাদিত হইয়া থাকে। এই সকল ডাইনামোর তার বেগে ঘুরাইবার জন্য বাষ্পীয় এঞ্জিনের দরকার। ছোট ছোট ডাইনামো হাতে ঘুরান চলে।

ডাক্তারী ব্যাটারী ক্ষুদ্র ডাইনামো বিশেষ। যে ডাইনামোতে ইস্পাতের স্থায়ী চুম্বকের দ্বারা চৌম্বক প্রদেশ জন্মান হয়, উহাকে ডাইনামো না বলিয়া ম্যাগ্নেটো যন্ত্র বলা হয়। ডাক্তারী ব্যাটারি ক্ষুদ্র ম্যাগ্নেটো মাত্র। একটা ইস্পাতের চুম্বকের কাছে তার ঘুরাইয়া যে প্রবাহ জন্মে, তাহাই রোগীর শরীরে চালিত হয়। এই ব্যাটারীর প্রবাহ একটানা নহে; একবার এ মুখে, একবার ও মুখে চলে। প্রবাহকে একটানা ও অবিচ্ছিন্ন করিবার জন্য ডাইনামোবিশেষে বিশেষ বিশেষ কৌশল আছে।

এক পাক বা কয়েক পাক জড়ান তার চৌম্বক প্রদেশে ঘুরাইলে তাহাতেই রীতিমত প্রবাহ বা স্রোত জন্মে। খানিকটা ধাতুময় পিণ্ডকে চৌম্বক প্রদেশে সহসা ঠেলিয়া দিলে তাহাতে রীতিমত প্রবাহ জন্মে না। তাহার গা বাহিয়া খানিকটা তাড়িত ক্ষণিকের মত সরিয়া যায় মাত্র। তাহার গায়ে যেন তাড়িতের একটা ধাক্কা পড়ে। এই ধাক্কা উহার গাত্র ভেদ করিয়া যত প্রবেশ করে, ততই ক্ষীণ হইয়া যায়, আর উহার প্রবেশের বেগ অতি শীঘ্র শীঘ্র কমিয়া যায়। আর যদি একটা ধাক্কার বদলে পুনঃ পুনঃ সেকেণ্ডে হাজার বার কি লক্ষবার, একবার এ মুখে একবার ও মুখে ধাক্কা পড়ে, তাহা হইলে সেই ধাক্কাগুলা প্রবেশ লাভেই একরকম অসমর্থ হয়। কিয়দ্দূর মাত্র প্রবেশের পূর্ব্বেই নষ্ট হইয়া যায় বা উত্তাপে পরিণত হয়।

তাড়িত-প্রবাহের আন্দোলন বা স্পন্দন।—ডাক্তারী ব্যাটারিতে অনেক ডাইনামোতে রুমকর্ফের যন্ত্রে বা লেডনার যন্ত্রে তাড়িতের একটানা স্রোত বহে না। স্রোতটা একবার এ মুখে একবার ও মুখে যায়। প্রকৃত পক্ষে প্রবাহটা যেন আন্দোলিত বা স্পন্দিত হইতে থাকে। এত দিন সকলের ধারণা ছিল তাড়িতের এক একটা স্ফুলিঙ্গ এক একটা ধাক্কা মাত্র। প্রত্যেক স্ফুলিঙ্গের সঙ্গে খানিকটা ধন-তাড়িত একমুখে ও ঋণ-তাড়িত অন্যমুখে সহসা চলিয়া যায়। কিন্তু সম্প্রতি স্থির হইয়াছে, এই একটা স্ফুলিঙ্গ একটা মাত্র ধাক্কা নহে; ইহাও একটা আন্দোলন মাত্র। লাইডেন-জারে বা তাড়িতযন্ত্রে ক হইতে খ মুখে এক পিঠ হইতে অন্য পিঠে খানিকটা ধন-তাড়িত সহসা বায়ু ভেদ করিয়া গেল; ফলে স্ফুলিঙ্গ জন্মিল; একটা ক্ষণিক আকস্মিক উগ্র প্রবাহ উৎপন্ন হইল। এইরূপ এতকাল বিশ্বাস ছিল। কিন্তু

বস্তুতঃ তাহা নহে। ধাক্কাটা একবার এদিক্ হইতে ওদিক্, আবার ওদিক্ হইতে এদিক্ এইরূপে পুনঃ পুনঃ গতায়াত করে। প্রবাহ যায়, আবার ফিরিয়া আসে। একটা স্ফুলিঙ্গ ক্ষণিক ব্যাপার; উহার স্থিতিকাল সেকেণ্ডের লক্ষাধিক ভাগ মাত্র। কিন্তু সেই ক্ষণিকের মধ্যে আবার শত লক্ষ ধাক্কা এদিকে ওদিকে পড়িয়া যায়। বহুসংখ্যক বার তাড়িত-প্রবাহের ইতস্ততঃ স্পন্দন বা আন্দোলনের সমষ্টিফল একটা স্ফুলিঙ্গ। একটা স্ফুলিঙ্গের দর্পণগত প্রতিবিম্ব দর্পণের বেগে ঘূর্ণন দ্বারা বিস্ফারিত করিলে প্রতিবিম্বটা কাটাকাটা বোধ হয়। স্ফুলিঙ্গ মধ্যে তাড়িতের আন্দোলনই এইরূপ দেখাইবার কারণ।

তাড়িতের ঢেউ।—পরিচালকের বিভিন্ন অংশে তাড়িতের উদ্গতি বিভিন্ন থাকিতে পারে না। পরিচালকের ইহাই স্বধর্ম্ম। এই স্বধর্ম্মের বশে পরিচালকে তাড়িতপ্রবাহ জন্মে। প্রবাহফলে পরিচালক গরম হয় ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী সমগ্র দেশটা চৌম্বক-ধর্ম্মাক্রান্ত হয়। প্রবাহ কেবল পরিচালকের ভিতরেই যায় এমন নহে। তবে অপরিচালকের ভিতর প্রবাহ সহজে যায় না; যখন যায় তখন একটা উগ্র প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়া অপরিচালককে ছিঁড়িয়া যায়। ধাক্কাটাও আবার এক মুখে হয় না। একটা ধাক্কা পড়িলেই সাধারণতঃ কিয়ৎক্ষণ তাহার ইতস্ততঃ আন্দোলন চলে। এই আন্দোলন থাকিলে স্ফুলিঙ্গের অন্তর্দ্ধান হয় ও সর্ব্বত্র উদ্গতি সমান হয়। পরিচালক ও অপরিচালকে এই প্রভেদ। অবার প্রবাহ পরিচালকের ভিতর দিয়া যায়, সকল সময়ে ইহা বলা চলে না। পরিচালক প্রবাহের রাস্তাটা দেখাইয়া দেয় মাত্র। তাড়িতস্রোত উহার গা বাহিয়া চলে। শরীরের ভিতর প্রবেশের চেষ্টা করে এবং প্রবেশের পর তাপে পরিণত হয়। প্রবাহ যে রাস্তায় চলে, তাহার চারিপাশে চৌম্বক-প্রদেশ। চতুর্দ্দিকে একবারে বায়ুশূন্য হইলেও উহার চুম্বকত্ব যায় না। অনুমান হয়, শূন্য স্থানেও এমন পদার্থ বিদ্যমান, যাহাতে ঐ চুম্বকত্ব বর্ত্তমান থাকে। বস্তুতঃ আমরা যে স্থানকে শূন্য বলিয়া থাকি তাহা একবারে শূন্য নহে। আলোকবিজ্ঞানে বলে যে, শূন্যস্থান ও পদার্থবিশেষ একবারে ওতপ্রোত ভাবে পরিব্যাপ্ত। ঐ পদার্থকে ইংরাজীতে ঈথর বলে; বাঙ্গালায় আকাশ বলিব। এই আকাশ অর্থে শূন্য নহে; উহা শূন্যব্যাপী পদার্থবিশেষ। এই ঈথর বা আকাশ সূক্ষ্ম, অদৃশ্য ও অনুভবের অতীত হইলেও অত্যন্ত কঠিন স্থিতি-স্থাপক পদার্থ, বায়ুকণা ও লোষ্ট্রখণ্ড হইতে গ্রহনক্ষত্র পর্য্যন্ত ইহার ভিতর দিয়া অবাধে চলিয়া যায়, অথচ আশ্চর্য্য যে কাঠিন্যবিষয়ে ইস্পাতও ইহার নিকট পরাজিত। এই আকাশ জড়পদার্থের অণু সকলের ইতস্ততঃ কম্পন ও আন্দোলন-জাত ধাক্কার ঢেউ বহন করে। ঢেউগুলি সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল বেগে আকাশের ভিতর দিয়া চলে।

সম্ভবতঃ তাড়িতপ্রবাহ চতুঃপার্শ্বস্থ আকাশেই এই চৌম্বক-ধর্ম্ম দেয়। মাইকেল ফারাদে চুম্বকের সহিত আলোকের কতিপয় সম্বন্ধ আবিষ্কার করেন। আলোক আকাশের স্পন্দনমাত্র। এই স্পন্দনের একটা নির্দ্দিষ্ট দিক্ আছে। চৌম্বক প্রদেশে এই স্পন্দনের দিক্‌কে ঘুরাইয়া দিতে পারে। চৌম্বক-ধর্ম্ম যে আকাশেরই ধর্ম্ম, ইহা হইতে ও অন্যান্য কারণেও অনুমিত হয়।

চৌম্বক-ধর্ম্ম যদি আকাশেরই ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে যে স্থলে তাড়িতপ্রবাহ এক টানে না বহিয়া ঘন ঘন আন্দোলিত হইতেছে, সেখানে এই আকাশেও একটা আন্দোলন উপস্থিত হইবে। জড়-পদার্থের অণুর কম্পনে ঢেউ জন্মিয়া যেমন চারিদিকে আকাশে ব্যাপ্ত হয় ও আলোকের উৎপাদন করে, তাড়িতের আন্দোলনেও এইরূপ ঢেউ জন্মিয়া চারিদিকে আকাশে প্রসারিত হইবে। এই সকল ঢেউকে তাড়িতোর্ম্মি বা চৌম্বকোর্ম্মি বলিতে পারা যায়। বস্তুতঃ কোনস্থানে তাড়িতের একটা ঢেউ উৎপন্ন হইলে তার সঙ্গে চুম্বকত্বেরও ঢেউ জন্মিবে, উভয়ে সহবর্ত্তী ও সহচারী; কেননা যেখানে তাড়িতের প্রবাহ, উহার পার্শ্বেই চুম্বকত্বের আবির্ভাব ঘটে। তাড়িতের প্রবাহের তুলনা স্রোতের সহিত, চুম্বকের তুলনা আবর্ত্ত বা ঘূর্ণীর সহিত এবং এই প্রবাহের সহিত ঘূর্ণীর অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ দেখা যায়।

যে আকাশে আলোক বহে, সেই আকাশেই তাড়িতের ঢেউ কেন বহন না করিবে, মনস্বী ক্লার্ক মক্সবেলের মনে এই প্রশ্নের উদয় হয়। যদি উহাই হয় অর্থাৎ যদি একই আকাশ উভয় ঢেউ বহন করে, তাহা হইলে আলোকের ঢেউ ও তাড়িতের ঢেউ উভয়ই একই বেগে আকাশপথে ধাবিত হইবারই সম্ভাবনা। বিবিধ যুক্তিদ্বারা মক্সবেল নিজ মত সমর্থন করিয়াছিলেন।

তাড়িতের স্ফুলিঙ্গ যে কম্পন বা আন্দোলনমাত্র উহা কয়েক বৎসর হইল স্থির হইয়াছে। কিন্তু এই আন্দোলনের ফলে যে চতুঃপার্শ্বে আকাশে তাড়িতের ঢেউ জন্মিতে পারে, মক্সবেল তাহা অনুমানমাত্র করিয়াছিলেন। সেই সকল ঊর্ম্মির অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করিতে পারেন নাই। জর্ম্মণ পণ্ডিত হার্টজ (Hertz) ১৮৮৭ সালের শেষভাগে আকাশবাহী তাড়িতোর্ম্মির অস্তিত্ব সকলকে প্রত্যক্ষ করান। তদবধি

তাড়িতোর্ম্মি এক রকম চর্ম্মচক্ষুর গোচর হইয়াছে। ঢেউগুলি কত লম্বা তাহার পরিমাণ হইয়াছে। সেকেণ্ডে কতগুলা করিয়া ঢেউ চলে উহার গণনা হইয়াছে। দেখা গিয়াছে তাড়িতোর্ম্মিও ঠিক আলোকোর্ম্মির মত একলক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল বেগে আকাশ বাহিয়া চতুর্দ্দিকে ধাবমান হয়। দেখা গিয়াছে, তাড়িতোর্ম্মি সর্ব্বাংশেই আলোকোর্ম্মিরই অনুরূপ, সদৃশ ও সজাতীয়। মক্সবেলের অনুমান ও ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছে। বর্ত্তমান শতাব্দীতে যে সকল বৈজ্ঞানিক তথ্যের আবিষ্কার হইয়াছে, এই আবিষ্কার বোধ হয় সকলেরই প্রধান।

ফলে তাড়িতের ঢেউ ও আলোকের ঢেউ সর্ব্বাংশে সমধর্ম্মা। আলোকের রশ্মি যেমন প্রতিফলিত, বক্রীকৃত বা বিবর্ত্তিত ও বিস্ফারিত হয়, তাড়িতের রশ্মিও ঠিক্ সেইরূপ আচরণ করে। আলোকের স্পন্দনের যেমন নির্দ্দিষ্ট দিক্ আছে, তাড়িতোর্ম্মির স্পন্দনেরও সেইরূপ নির্দ্দিষ্ট দিক্ আছে। তাড়িতের উর্ম্মিগুলির প্রকৃতি লইয়া বিবিধ গবেষণা অদ্যাপি চলিতেছে। আমাদের স্বদেশী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু সম্প্রতি এই সম্বন্ধে নূতন তথ্য বাহির করিয়া যশস্বী হইয়াছেন।

উভয় উর্ম্মির মধ্যে অন্য বিভেদ নাই, বিভেদ কেবল দৈর্ঘ্য লইয়া। বর্ণভেদে আলোকোর্ম্মির মধ্যেও আবার ছোটবড় আছে। সাধারণতঃ চক্ষুর গোচর আলোকের ঢেউ অতি ক্ষুদ্র, এক ইঞ্চির লক্ষভাগ বা দশলক্ষ ভাগ হিসাবে উহাদের দৈর্ঘ্য মাপ হয়। তাড়িতের ঢেউগুলা খুব বড় বড়। দু হাত দশহাত হইতে দু মাইল দশমাইল দীর্ঘ ঢেউ আকাশপথে দেখা গিয়াছে। উপযুক্ত যন্ত্রদ্বারা ক্ষুদ্র ঘনান্দোলিত প্রবাহোৎপাদন দ্বারা এক ইঞ্চি আধ ইঞ্চি পর্য্যন্ত তাড়িতোর্ম্মির উৎপাদন হইয়াছে। অণুপ্রমাণ যন্ত্রের সৃষ্টি হইলে তাপাদির সাহায্য ব্যতীত আলোকসৃষ্টিও সম্ভবপর হইবে।

মক্সবেল ও হার্টজের গবেষণা ফলে আলোক তাড়িতেরই ছোট ছোট ঢেউমাত্র স্থির হইল, এবং আলোকবিকাশ তাড়িত-বিজ্ঞানেরই শাখা হইয়া গেল।

৯। তাড়িতের স্বরূপ।—তাড়িতের স্বরূপ এখন কতকটা বুঝা যাইতে পারে। আকাশ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত, ধাতু পদার্থের ভিতর আকাশ যেন তরল; অপরিচালক মধ্যে ও শূন্যদেশে আকাশ যেন কঠিন। কঠিন পদার্থের ভিতর দিয়া ধাক্কা সঞ্চারিত হয়, তরলের ভিতর হয় না। কঠিনে টান পড়ে, তরলে টান পড়ে না। ইস্পাত বা কাঠের সহিত কাদা বা মোমের তুলনা করিলেই বুঝা যাইবে। উভয়ের বৈষম্যে আকাশে টান পড়ে। টানে আকাশ ডাহিনে সরিলে যদি ধন-তাড়িতের আবির্ভাব হয়, বামে সরিলে ঋণ-তাড়িতের আবির্ভাব হইবে। ডাহিনে একটু সরিলে সঙ্গে সঙ্গে আকাশ বামেও একটু সরে। ধন-তাড়িতের সঙ্গে সঙ্গে ঋণ-তাড়িতেরও বিকাশ হয়। অপরিচালক মধ্যে টান থাকে, পরিচালকের মধ্যে টান নাই, তাই অপরিচালক হইতে পরিচালকে প্রবেশমাত্র একটা পরিবর্ত্তন অনুভূত হয়। সেইজন্য ধাতুময় পদার্থের গায়ে ভিন্ন অন্যত্র তাড়িতের বিকাশ বুঝা যায় না। ধাতুর ভিতর যৎসামান্য টানেই তরল আকাশে স্রোত জন্মে, যতক্ষণ টান থাকে, ততক্ষণ স্রোত থাকে। এই স্রোত তরল জলস্রোতের সহিত তুলনীয়। অপরিচালকের ভিতর কঠিন আকাশে অল্প টানে প্রবাহ জন্মে না, অধিক টানে আকাশ ছিঁড়িয়া যায়। অপরিচালকের টান ইস্পাতের টানের সহিত তুলনীয়। আকাশ ছিঁড়িয়া গেলে উত্তাপ, আলোক, স্ফুলিঙ্গ প্রভৃতির বিকাশ হয়। কঠিন আকাশ স্থিতিস্থাপক পদার্থ; টানে ছিঁড়িবার পর দুলিতে বা স্পন্দিত হইতে থাকে। সেই স্পন্দন চতুর্দ্দিকে আকাশে উর্ম্মির উৎপাদন করিয়া আকাশ কর্ত্তৃক দশদিশ বিপুল বেগে প্রবাহিত হয়। অপরিচালক ভেদ করিয়া ধাক্কার পর ধাক্কা, উর্ম্মির পর উর্ম্মি সঞ্চারিত হয়; পরিচালক ভেদ করিতে পারে না। কেননা পরিচালক ধাক্কা সঞ্চালনে অক্ষম, ধাক্কা পাইলেই তরল আকাশ সরিয়া পড়াইয়া যায়। ধাক্কা উহার গায়ে লাগিয়া ফিরিয়া আইসে ও প্রতিফলিত হয়; যদি একটু প্রবেশ করে, তাহা কিয়দ্দূর যাইতে যাইতেই তরল পদার্থের ঘর্ষণে তাপে পরিণত হয়। তাড়িতের প্রবাহ চারিদিকের আকাশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘূর্ণী বা আবর্ত্ত উৎপাদন করে, সেই প্রদেশ চৌম্বকপ্রদেশে পরিণত হয়। সেই প্রদেশে লোহা রাখিলে তাহার অণুগুলি বেষ্টন করিয়া আকাশের আবর্ত্ত ঘুরিতে থাকে। অণুগুলিও হয়ত নির্দ্দিষ্ট মুখ অক্ষরেখার উপরে ঘুরিতে থাকে। শুধু লোহা কেন অন্যান্য জড়-পদার্থের অণুতেও এই আবর্ত্তোৎপাদন ও এই ঘূর্ণনারম্ভ হয়। ফারাডে দেখাইয়াছেন, পদার্থমাত্রই অল্পবিস্তর চুম্বকধর্ম্ম পাইতে পারে। তাড়িতের ঢেউগুলা বড় বড় হইলে সাধারণ অপরিচালক পদার্থ ভেদ করিয়া যায়; সাধারণ পরিচালকের গায়ে লাগিয়া প্রতিফলিত হয় ও ফিরিয়া আইসে। সেই জন্য এতদিন উহাদের অস্তিত্ব ধরিতে পারা যায় নাই। ছোট ছোট ঢেউগুলি পরিচালক ধাতু পদার্থের গায়ে পড়িয়া কতকটা প্রতিফলিত হয়, কতকটা বা ভিতরে ঢুকিয়া উত্তাপ জন্মায়; কাজেই স্বর্ণপত্রিয়, তাপমানযন্ত্র প্রভৃতি যন্ত্রে ধরা পড়ে, উহা-

এই মধ্যে আবার কতকগুলা ছোট ছোট ঢেউ চক্ষুর স্নায়বিক যন্ত্রে গৃহীত হইয়া দৃষ্টিবিধান করে। পরিচালকের ভিতর দিয়া তাড়িতের ঢেউ বা আলোকের ঢেউ যাইতে পারে না। ধাতুপদার্থ মাত্রই এইজন্য আলোকের পক্ষে স্বচ্ছতাহীন।

রন্টগেনের আবিষ্কৃত রশ্মি।—বর্ত্তমান বর্ষের (১৮৯৬) আরম্ভে অষ্ট্রিয়-অধ্যাপক রন্টগেন (Rontgen) এক নূতন রহস্য আবিষ্কার করিয়াছেন। উপরে ক্রুক্স্ নলের কথা বলিয়াছি। উহার অভ্যন্তর প্রায় বায়ুশূন্য, বায়বীয় পদার্থের গোটাকতক অণু-তাড়িত বহন করিয়া ছুটাছুটি করে ও পদার্থবিশেষে প্রতিহত হইলে বিচিত্র আলোক জন্মায়। রন্টগেন দেখাইয়াছেন, ক্রুক্স্ নলের ভিতর হইতে একরকম রশ্মি নির্গত হয়, যাহা আলোকরশ্মি বা তাড়িতরশ্মি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নপ্রকৃতিক। কাঠ, কাল কাগজ প্রভৃতি অস্বচ্ছ পদার্থ ভেদ করিয়া এই রশ্মি অবাধে বাহির হয়। ধাতুর মধ্যে আলুমিনিয়মকে সহজে ভেদ করে, সীসাকে ভেদ করিতে পারে না। কাচের ভিতর দিয়া সহজে যাইতে পারে না। নলের বাহিরে অদৃশ্য রশ্মিগুলি সরলরেখাক্রমে চলে। বাহিরে ফটোগ্রাফির জন্য তৈয়ারি কাগজ বা কাচ ধরিলে আমাদের চিরপরিচিত আলোকের দাগের মত দাগ পড়ে। বিশেষ বিশেষ পদার্থে পড়িলে উহাকে প্রদীপ্ত ও উজ্জ্বল করে। রাস্তায় যদি সীসা বা কাচের মত জিনিষ ধরা যায়, যাহাকে ঐ রশ্মি ভেদ করিতে পারে না, উহা হইলে ঐ সকল দ্রব্যের ছায়া পড়ে। মনুষ্য-শরীরের অস্থিকঙ্কাল এই রশ্মির পক্ষে অস্বচ্ছ, মাংসপেশী প্রভৃতি অংশ স্বচ্ছ। কাজেই রশ্মির পথে মানুষ দাঁড়াইলে উহার কঙ্কাল ভাগের ছায়া পড়ে এবং ফটোগ্রাফি দ্বারা বা আলোকজনন দ্বারা সেই কঙ্কালের ছায়া স্পষ্ট দেখা যায়। হাড়ের ভিতর কোন স্থান ভাঙ্গিলে, কোথাও কোন ব্যাধি হইলে, কোথাও সীসার গুলি প্রবেশ করিলে, এই নূতন ফটোগ্রাফিতে উহা সহজে ধরা পড়ে।

ক্রুক্স্ নল ভিন্ন অন্য উপায়েও এই রশ্মি উৎপাদনের চেষ্টা কতক সফল হইয়াছে। এই রশ্মির আবিষ্কারে পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক মণ্ডলী চকিত হইয়াছিল। প্রতি সপ্তাহ, প্রতি দিন, ইহার সম্বন্ধে নূতন তথ্য বাহির হইতেছে। বস্তুতঃ রন্টগেন একটা নূতন জগতের আবিষ্কার করিয়াছেন। তাড়িত-রশ্মির সহিত ইহার সম্বন্ধ নির্ণীত হইলে বোধ করি পদার্থ-বিজ্ঞানে যুগান্তর উপস্থিত করিবে।

উপসংহার।—শতবৎসর পূর্ব্বে তাড়িত কৌতুকের সামগ্রী ছিল। সম্প্রতি মনুষ্যের সভ্যতা ইহার উপর প্রতিষ্ঠিত। ১৮৯৬ খৃঃ অব্দে রন্টগেনের রশ্মির আবিষ্কার হইল। ১৯৯৬ অব্দে বিজ্ঞানের অবস্থা কি হইবে তাহা কল্পনারও অগোচর।

তাড়িতবার্ত্তা, তারের খবর। (Electric telegraph) কিরূপ সঙ্কেতাদি দ্বারা পূর্ব্বে দূরবর্ত্তী স্থানে সংবাদাদি প্রেরণ করা হইত, তাহা টেলিগ্রাফ শব্দে কিছু কিছু লিখিত হইয়াছে। ফলতঃ, ঐ সমস্ত সঙ্কেত সমুদ্র মধ্যে এবং সময়ে সময়ে স্থলভাগে প্রয়োজনীয় হইলেও তাড়িতের আবিষ্কারের পর ইহাই বিজ্ঞানবলে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বার্ত্তাবহরূপে সর্ব্বত্র নিয়োজিত হইয়াছে। তাড়িত দ্বারা যেরূপ অতি সহজে বহুদূরবর্ত্তী প্রদেশেও অতি অল্প সময় মধ্যে অভ্রান্তরূপে সংবাদ প্রেরণ করা যায়, তাহা অতীব বিস্ময়কর। বিজ্ঞানের চরমোৎকর্ষে তাড়িতের এই উপযোগিতা এখন ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত সভ্যদেশেই সম্যক্‌রূপে সদ্ব্যবহারে লাগিতেছে এবং সন্ধি-বিগ্রহ, ব্যবসা, বাণিজ্য প্রভৃতির প্রভূত উপকার সাধন করিতেছে। সভ্য-সমাজের দৈনন্দিন ব্যবহার্য্য এই মহোপকারী ব্যাপার কিরূপে আবিষ্কৃত হয় এবং ইহার কার্য্যপ্রণালী কিরূপ তাহার স্থূল মর্ম্ম আমরা এস্থলে বর্ণনা করিতেছি।

তাড়িতের অত্যদ্ভুত দ্রুতগতির আবিষ্কারের পরই ইহা দ্বারা দূরবর্ত্তী স্থানে সঙ্কেত করিবার উপায় উদ্ভাবিত হইল। ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে বিশপ্ ওয়াট্সন্ সাহেব এই বিষয় লইয়া বহুতর পরীক্ষা করেন। তিনি ৬০০ ফিট দীর্ঘ তার দিয়া একটা লীডেন-জার (Leyden-jar) তাড়িত মুক্ত করেন। ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে স্কটস্ ম্যাগাজিন (Scot's Magazine) নামক পত্রিকায় কিরূপে তাড়িত দ্বারা দূরবর্ত্তী স্থানে অক্ষর প্রেরণ করা যায়, তাহার এক সহজ উপায় বর্ণিত হয়। কিন্তু উহা কদাপি কার্য্যে পরিণত হয় নাই। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে জেনিভা নগরে ২৪টী অক্ষরের জন্য ২৪টী তারে প্রত্যেকে এক একটী পিথ-বল ইলেক্ট্রোস্কোপ (Pith-ball electroscope) সংযুক্ত করিয়া টেলিগ্রাফ প্রস্তুত হয়। ঐ বর্ষেই জর্ম্মণিতে রিউসর (Reusser) পিথ-বলের পরিবর্ত্তে সোণার ছুইটী পাত ও উহাতে একবারে অক্ষর লিখিয়া তদ্দ্বারা অক্ষর প্রকাশ করেন। এই সমস্ত টেলিগ্রাফ ঘর্ষণ-জনিত তাড়িত (Frictional electricity) দ্বারা সম্পন্ন হইত। ইহাতে অনেক সময় কষ্টে সঙ্কেত জ্ঞাপিত হইত, কখন কখন বা পরিশ্রম বৃথা নষ্ট হইত, কার্য্যে কিছুই হইত না। অবশেষে বল্‌তা সাহেব প্রবাহ-তাড়িত (current electricity) আবিষ্কার করিলেন। এই তাড়িত সহজে এবং সুবিধামতে তারের মধ্য দিয়া স্থানান্তরে প্রেরিত হইতে পারে এবং তাহাতে ইহার শক্তিরও অধিক অপচয় হয় না।

কিরূপে প্রবাহতাড়িত দ্বারা সংবাদ প্রেরিত হইতে পারে, তাহা লইয়া অনেক পরীক্ষা হইল। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে মিউনিকবাসী সোমারিং সাহেব (Sommering) ৩৫টী পৃথক্ পৃথক তার দ্বারা ৩৫টী জলপাত্র সংযুক্ত করিয়া পাত্রস্থ জলের বিশ্লেষণ দ্বারা সঙ্কেত জ্ঞাপন করিবার প্রস্তাব করেন। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে আঁপেয়ার (Ampere) সাহেব জলপাত্রের পরিবর্ত্তে ২৫টী কোম্পাসের কাঁটার হেলন দ্বারা অক্ষর প্রকাশ করেন। পরে ১৮৩২ খৃঃ অব্দে ব্যারণ স্খিলিং (Baron Schilling) রুষরাজ্যে কেবল একটী মাত্র কোম্পাসের সূচীর পরিচালন দ্বারা টেলিগ্রাফ প্রস্তুত করেন।

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে বেবর (Weber) ও গস (Gauss) সাহেব দুইটী তার দ্বারা ৯০০০ ফিট্ দূরে একটী ক্ষুদ্র চুম্বক-শলাকা সংলগ্ন দর্পণের আন্দোলন দ্বারা সঙ্কেত পরিচালন করেন। এই যন্ত্র টমসন সাহেবের বর্ত্তমান দর্পণতাড়িতমান-যন্ত্রের (Mirror galvanometer) মত।

উঁহাদিগের প্রার্থনা ক্রমে মিউনিকবাসী অধ্যাপক ষ্টাইন হিল (Stein heil) সাহেব এই বিষয় লইয়া বহুতর পরীক্ষা করেন এবং তাড়িতবার্ত্তার বহু উন্নতি সাধন করেন। ইনিই সর্ব্বপ্রথম তাড়িৎপ্রবাহ প্রত্যাবর্ত্তন জন্য অপর একটী তার না রাখিয়া একটী তারেরই দুই মুখ দুই ষ্টেশনে ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া একটী তার দ্বারাই টেলিগ্রাফ করিবার প্রথা আবিষ্কার করেন। এ সময় দুইটী কোম্পাসের কাঁটার হেলন-জনিত দুইটী মূল সঙ্কেতের সংমিশ্রণে সমুদায় বর্ণমালা প্রকাশ হইতে লাগিল। এই দুইটী কাঁটা একটী ধন ও অপরটী ঋণ-তাড়িতপ্রবাহ দ্বারা একই দিকে হেলিয়া পড়িত। কখন কাঁটার গতি দেখিয়া কখন বা কাঁটাদ্বারা এক খণ্ড কাগজের উপর বিন্দু অঙ্কিত করিয়া অক্ষর সূচিত হইত। বিন্দু অঙ্করের জন্য কাঁটার অগ্রভাগ সূচী বা মসীপূর্ণ সূক্ষ্মনল থাকিত। ক্রমশঃ সরিয়া যাইত এবং দুই কাঁটাদ্বারা দুই শ্রেণী বিন্দু অঙ্কিত হইত। স্থায়ী চুম্বক উৎপন্ন তাড়িত দ্বারা এই সমুদায় তাড়িতবার্ত্তা সম্পন্ন হইত।

একটী লৌহদণ্ডের উপর অপরিচালক সূত্রাদি মণ্ডিত তামার তার জড়াইয়া ঐ কুণ্ডলী মধ্যে তাড়িতস্রোত প্রবাহিত করিলে ঐ লৌহ চুম্বকধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়, আবার তাড়িত স্রোত বন্ধ হইলে লৌহের চুম্বকধর্ম্ম নষ্ট হয়। এইরূপ তাড়িতীয় চুম্বকের আকর্ষণে আকৃষ্ট করিয়া একটী ঘণ্টায় আঘাত করিয়া সঙ্কেত করিবার প্রথা ক্রমে উদ্ভাবিত হইল। ইহাই মোর্স সাহেবের টেলিগ্রাফের মূলসূত্র। হুইট্‌ষ্টোন সাহেব (Wheatstone) এই উপায়ে ঘণ্টা বাদিত করিয়া টেলিগ্রাফ করিবার পূর্ব্বে কেরাণীকে সতর্ক করিবার উপায় প্রচলিত করেন।

১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম তিন দেশে টেলিগ্রাফ ব্যবসা-রূপে সংস্থাপিত হয়। মিউনিকে ষ্টাইনহিল সাহেবের, আমেরিকায় মোর্স সাহেবের এবং ইংলণ্ডে হুইট্‌ষ্টোন ও কুক্ সাহেবের টেলিগ্রাফ প্রচলিত হইল। ইংলণ্ডে লণ্ডন-বার্মিংহাম ও গ্রেট ওয়েষ্টার্ণ রেলপথে সর্ব্ব প্রথম টেলিগ্রাফ স্থাপিত হয়। ঐ সমুদায় টেলিগ্রাফের তার অপরিচালক পদার্থে মণ্ডিত করিয়া মাটীর নীচে প্রোথিত হইত, কিন্তু ইহাতে ব্যয়-বাহুল্য হওয়ায় কাঠের খুঁটিতে তার ঝুলাইয়া লইয়া যাইবার কথা হয়। একটী কাঁটার যন্ত্রে একটী তার ও দুইটী কাঁটার যন্ত্রে দুইটী তার দ্বারা টেলিগ্রাফ আবিষ্কৃত হইয়া ব্যবহৃত হইতে লাগিল। ইহার পর হুইট্‌ষ্টোন সাহেব টেলিগ্রাফের অনেক উন্নতিসাধন করেন।

তাড়িতকোষ।—সম্প্রতি যাবতীয় টেলিগ্রাফ প্রবাহ-তাড়িত দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে। চৌম্বকীয় তাড়িত টেলিগ্রাফে নিয়োজিত করিবার বিস্তর চেষ্টা করা হয়, কিন্তু উহাতে বিস্তর অনর্থক ব্যয় ও অসুবিধা ঘটে বলিয়া বড় ব্যবহৃত হয় না।

তাড়িত-বার্ত্তাবহের জন্য এখন নানা দেশে নানা প্রকার তাড়িতকোষ প্রচলিত। কিয়ৎকাল পূর্ব্বে ডানিয়েল সাহেবের তাড়িতকোষ ব্যবহৃত হইত। এখন অধিকাংশ স্থলে উহার পরিবর্ত্তে বাইক্রমেট তাড়িতকোষ অধিক উপযোগী বোধে প্রচলিত হইতেছে। এদেশে টেলিগ্রাফ আফিস সকলে মিনোটোর (Minotto's) তাড়িতকোষ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

তার।—টেলিগ্রাফের তার সচরাচর লৌহনির্ম্মিত ও দস্তার মণ্ডিত হইয়া থাকে। কোথাও কোথাও বিশেষ সুবিধার জন্য তামার তারও ব্যবহৃত হয়। কাঠ বা ধাতুময় খুঁটির উপর সংবদ্ধ চীনামাটীর অপরিচালক টুপি-সংলগ্ন করিয়া তার লইয়া যাওয়া হয়। ঐ সকল টুপি এরূপ কৌশলে নির্ম্মিত যে, বৃষ্টির সময়েও উহার কতকাংশ শুষ্ক থাকে, সুতরাং তার হইতে তাড়িতপ্রবাহ খুঁটিতে যাইতে পারে না। এইরূপে খুঁটির উপর শূন্যে ঝুলান তারই অধিকাংশস্থলে ব্যবহৃত, তবে স্থানবিশেষে যেখানে বাহিরে বিপদের আশঙ্কা অধিক তথায় ভূগর্ভ দিয়া তার নীত হয়। ভূগর্ভস্থ তার গুটাপার্চা, কুচুক, রবর প্রভৃতি অপরিচালক পদার্থ মণ্ডিত এবং কঠিন নলের মধ্যে স্থাপিত করা হইয়া থাকে। এইরূপ তারে তাড়িতের অপচয় অল্প হয় বটে, কিন্তু ইহা দ্রুত সঙ্কেতজ্ঞাপনের পক্ষে তত উপযোগী নহে।

তাড়িত-বার্ত্তাবহের পূর্ব্ব পূর্ব্ব আবিষ্কর্ত্তাগণের বিশ্বাস ছিল যে, তাড়িতপ্রবাহ প্রত্যাবর্ত্তন জন্য একটী দ্বিতীয় তার না থাকিলে বার্ত্তাবহ কার্য্য হইতে পারে না। পূর্ব্বোক্ত হুইটষ্টোন সাহেব একদা রেলপথের লৌহবর্ত্ম লাইনের তাড়িতবাহী তারের স্থানীয় হইতে পারে কিনা পরীক্ষা করিতে গিয়া আবিষ্কার করেন যে, পৃথিবীই তাড়িত প্রত্যাবর্ত্তন জন্য তারের কার্য্য করিতে পারে। তারের দুইমুখ দুই ষ্টেশনে ভূগর্ভে সংযোগ করিয়া দিলে, উহাদিগকে অপর একটী তার দ্বারা সংযোগ করার কার্য্য হয়। তাহা হইলেও তারে যেরূপ বাস্তবিক তাড়িতস্রোত ফিরিয়া আসে পৃথিবী দিয়া সেরূপ ফিরিয়া আসে না। পৃথিবী তারের উভয় মুখ হইতে দুই বিভিন্নপ্রকার তাড়িত শোষণ করিয়া লয়, সুতরাং তারের মধ্যে তাড়িতপ্রবাহ অব্যাহত থাকে। ভূগর্ভে তার উত্তমরূপে প্রোথিত হওয়া প্রয়োজন। তারের এক প্রান্তে বৃহৎ তামার পাত সংলগ্ন করিয়া সচরাচর গভীর পুষ্করিণী বা কূপাদিতে প্রোথিত করা হয়। বড় বড় সহরে গ্যাস বা জলের কলের নলের সহিত তারের মুখ সংযোগ করিলে উত্তম ভূ-সংযোগ হয়। স্থানবিশেষে বজ্রাঘাত-নিবারক দণ্ডের সহিত সংযোগ করিলেও চলে। ফলতঃ তারের প্রান্ত যে ভূমিতে প্রোথিত হয়, তাহা যেন সর্ব্বদা আর্দ্র থাকে, কখন শুষ্ক হইয়া না যায়।

তাড়িত-বার্ত্তাবহের মূল উপাদান তিনটী যথা—১ম দুই স্থানের মধ্যে ধাতুময় তারের সংযোগ ও তাড়িতপ্রবাহ-উৎপাদক একটী যন্ত্র। ২য়, এক ষ্টেশন হইতে অপর ষ্টেশনে সংবাদ দান করিবার যন্ত্র। ৩য়, সংবাদ গ্রহণ করিবার যন্ত্র। যে কৌশলে এই সকল ব্যাপার বিশেষতঃ শেষোক্ত দুই কার্য্য সম্পন্ন হয় তাহা বহু প্রকার। তন্মধ্যে কাঁটার টেলিগ্রাফ, ডায়েল টেলিগ্রাফ, এবং প্রিন্টিং টেলিগ্রাফ বা মুদ্রণবার্ত্তা প্রধান।

কোম্পাসের কাঁটা বা সূচীর টেলিগ্রাফ প্রধানতঃ একটী তড়িৎপ্রবাহমানযন্ত্র (Galvanometer) ব্যতীত আর কিছুই নহে। একটী অপরিচালক পদার্থমণ্ডিত তারকুণ্ডলী মধ্যে ঊর্দ্ধাধোভাবে একটী চুম্বকশলাকা লম্বিত ও এই চুম্বকশলাকার সহিত তারের একটী কাঁটা সংলগ্ন থাকে। এই শেষোক্ত কাঁটাই যন্ত্রের বাহিরে দৃষ্ট হয়। তার দিয়া বিভিন্ন প্রকার তাড়িতপ্রবাহ ঐ কুণ্ডলী মধ্যে প্রবাহিত করিলে চুম্বক-শলাকা দুই বিভিন্ন দিকে হেলিতে থাকে। তাহাতেই সঙ্কেত বুঝা যায়। প্রেরক ইচ্ছামত ধন বা ঋণ-তাড়িত প্রবাহ চালাইয়া ঐ কাঁটাকে ডাহিনে বা বামে হেলাইতে পারেন।

ডায়েল টেলিগ্রাফে একটী ডায়েল বা গোলাকৃতি কাগজে ২৪টী অক্ষর লেখা থাকে। কেন্দ্রস্থলে বদ্ধ একটী কাঁটা তাড়িতীয় চুম্বকের বলে দূরবর্ত্তী ষ্টেশন হইতে ইচ্ছামত ঘুরাইতে পারা যায়। ঐ কাঁটা যে অক্ষরের দিকে নির্দ্দেশ করে, উহাই প্রেরিত অক্ষরে ধরিতে হয়। এইরূপ টেলিগ্রাফে বিস্তর সময় নষ্ট হয় এবং যন্ত্রাদি অত্যন্ত কুটিল বলিয়া সহজেই বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে। অব্যবসায়িগণ স্ব স্ব ব্যবহার জন্য এইরূপ টেলিগ্রাফ কখন কখন ব্যবহার করিয়া থাকেন; নতুবা সাধারণ কার্য্যে ইহা একটা বড় ব্যবহৃত হয় না।

মোর্সের টেলিগ্রাফ—এই টেলিগ্রাফ সম্প্রতি বহুল প্রচলিত। মোর্সের টেলিগ্রাফের প্রধান অঙ্গ একটী লৌহ-দণ্ড এবং তাড়িতপ্রবাহ গমনকালে ইহার অস্থায়ীরূপে চুম্বক-ধর্ম্ম প্রাপ্তি। নিম্নে ইহার কার্য্যপ্রণালী মোটামুটী লিখিত হইতেছে।

লৌহনির্ম্মিত একটী তাড়িতীয় চুম্বকের উপর অপরিচালক পদার্থমণ্ডিত তামার তার জড়ান থাকে। ঐ তারের এক প্রান্ত ভূগর্ভের সহিত অপর প্রান্ত লাইনের তারের সহিত সংলগ্ন। ঐ চুম্বকের উপরিভাগে একটী লৌহদণ্ড মধ্যস্থানে অবস্থানের উপর আন্দোলিত হইতে পারে, এরূপ ভাবে বদ্ধ থাকে। একটী ক্ষুদ্র স্প্রিংদ্বারা ঐ দণ্ড চুম্বক হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অবস্থান করে। চুম্বক হইতে অপর-দিকে দণ্ডের শেষে একটী সূক্ষ্ম পেন্সিল বা সূচী বদ্ধ থাকে। ঐ সূচী বা পেন্সিলের অতি নিকট দিয়া, কিন্তু উহাকে স্পর্শ না করিয়া একটী কাগজের সরু ফিতা থাকে। এই যন্ত্রকে ইণ্ডিকেটর বা রিসিভার (Indicator or Receiver) অর্থাৎ সংবাদ-নির্দ্দেশ বা গ্রহণ করিবার যন্ত্র বলে।

লাইনের তার দিয়া তাড়িতপ্রবাহ যেমন ঐ তাড়িতীয় চুম্বকের তারকুণ্ডলী দিয়া গমন করে, অমনি ইহার লৌহ চুম্বকে পরিণত হয় এবং সম্মিলিত লৌহদণ্ডকে আকর্ষণ করে। দণ্ডের একপ্রান্ত আকৃষ্ট হইয়া নত হইলে অন্য প্রান্ত উঠিয়া পড়ে এবং উহার পেন্সিল বা সূচী কাগজ সংলগ্ন হয়। এইরূপ যতক্ষণ তাড়িতপ্রবাহ প্রবাহিত থাকে, ততক্ষণ সূচী বা পেন্সিল কাগজে সংযুক্ত থাকে এবং তাড়িত-প্রবাহ বন্ধ হইলেই স্প্রিংএর বলে উহার সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। তাড়িতস্রোত অল্প বা দীর্ঘকাল প্রবাহিত করিয়া সংবাদদাতা ইচ্ছামত অল্প বা অধিক কাল পেন্সিল বা সূচীর মুখ কাগজে সংলগ্ন রাখিতে পারেন। ঐ কাগজের ফিতা একটী চাকায় জড়ান থাকে এবং হস্ত বা ঘড়ির তায় কোন যন্ত্রদ্বারা সমানভাবে টানিয়া লওয়া হয়; সুতরাং পেন্সিল

[illegible] চিহ্ন · বা রেখা— অঙ্কিত হয়। [illegible] পেন্সিল বা সূচীর পরিবর্ত্তে কালির [illegible] ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাতে চিহ্নও সুস্পষ্ট হয় এবং [illegible] ক্ষীণতর তাড়িতপ্রবাহ দ্বারা কার্য্য হয়। এই বিন্দু ও রেখার বিভাগ দ্বারা সমস্ত অক্ষর বিন্যাস হইয়া থাকে। নিম্নে মোর্স সাহেবের টেলিগ্রাফের বর্ণমালা লিখিত হইল।

A · —	N — ·	
B — · · ·	O — — —	1 · — — — —
C — · — ·	P · — — ·	2 · · — — —
D — · ·	Q — — · —	3 · · · — —
E ·	R · — ·	4 · · · · —
F · · — ·	S · · ·	5 · · · · ·
G — — ·	T —	6 — · · · ·
H · · · ·	U · · —	7 — — · · ·
I · ·	V · · · —	8 — — — · ·
J · — — —	W · — —	9 — — — — ·
K — · —	X — · · —	0 — — — — —
L · — · ·	Y — · — —	Understood · · · — ·
M — —	Z — — · ·	

দুইটী অক্ষরের মধ্যে একটী ড্যাশ বা রেখা-পরিমিত স্থান ফাঁকা রাখা হয় এবং দুইটী শব্দের মধ্যে উহার প্রায় দ্বিগুণ স্থান ফাঁক রাখা হইয়া থাকে। এক কাঁটার যন্ত্রে | এই চিহ্ন কাঁটার বামদিকে এবং | চিহ্ন দক্ষিণদিকে হেলন বুঝায়। ফলতঃ ইহারা যথাক্রমে মোর্স সাহেবের বিন্দু ও রেখার সম্পূর্ণ অনুরূপ। ইংরাজী বর্ণমালার ন্যায় ঐ সকল চিহ্নদ্বারা বাঙ্গালা অ, আ, ক, খ প্রভৃতিও সূচিত হইতে পারে।

সংবাদ প্রেরণ করিবার যন্ত্র অথবা মোর্স সাহেবের চাবি (Morse's key)।—এই যন্ত্র একটী ক্ষুদ্রকাঠের পিঁড়ি। উহার উপর ও অবকাশে নিবদ্ধ চ চ ধাতুময় দণ্ড অবস্থিত। ইহার [illegible] স্প্রিংয়ের দ্বারা সর্ব্বদা ব তারের সহিত সংলগ্ন থ [illegible] সংলগ্ন থাকে, এবং অপর প্রান্ত ম [illegible] সহিত থাকে।

[illegible] অপরদিকের পার্শ্বে-নির্দ্দিষ্ট সূত্র হাতল। উপরের চিত্রে সংবাদগ্রহণের সময় ইহার যেরূপ অবস্থা থাকে, তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। অপর ষ্টেশন হইতে তাড়িতপ্রবাহ লাইনের ত তার দিয়া আসিয়া চ চ দণ্ডে প্রবেশ করে, এবং তথা হইতে ন প্রান্ত দিয়া ব তারদ্বারা সংবাদনির্দ্দেশক যন্ত্রের তারকুণ্ডলী পরিভ্রমণ করিয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করে। নির্দ্দেশক যন্ত্র দিয়া গমনকালে তথায় সঙ্কেত জ্ঞাপিত হয়। সংবাদ-প্রেরণের সময় সংবাদদাতা হাতল টিপিয়া থএর সহিত তাড়িতকোষের সংযোগ করিয়া দেন, অমনি অপর প্রান্ত থ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। তাড়িতকোষ হইতে তাড়িত-প্রবাহ সুতরাং চ চ দণ্ড এবং ত তারের লাইন দিয়া পরবর্ত্তী ষ্টেশনে গমন করে। এইরূপে সংবাদদাতা ইচ্ছামত হাতল অল্প বা অধিকক্ষণ টিপিয়া রাখিয়া তার দিয়া অল্প বা অধিক-ক্ষণ তাড়িতপ্রবাহ প্রবাহিত রাখিতে পারেন এবং পরবর্ত্তী ষ্টেশনে বিন্দু বা রেখা উৎপন্ন করিতে পারেন। দুইটী ষ্টেশন কিরূপে সংযুক্ত হয়, নিম্নে তাহার একটী মোটামুটি চিত্র প্রদত্ত হইল। চিত্রে দেখা যাইতেছে দুইটী ষ্টেশনের

যন্ত্রাদি অবিকল অনুরূপ, বাস্তবিকও তাহাই। চ ও চ´ তাড়িতকোষদ্বয়, ক ও ক´ সংবাদ দান করিবার যন্ত্র বা চাবি (Key), ম ও ম´ সংবাদ গ্রহণ করিবার যন্ত্র বা নির্দ্দেশক, গ ও গ´ তাড়িতমান যন্ত্র এবং ত ও ত´ লাইনের তার। চ ও চ´ তাড়িতকোষদ্বয়ের এক এক প্রান্ত হ ও হ´ স্থানীয় সংবাদ দান করিবার যন্ত্রে এবং অপরপ্রান্ত ভ ও ভ´ ভূগর্ভের সহিত সংযুক্ত। চিত্রে দক্ষিণদিকের ষ্টেশন হইতে বামদিকের ষ্টেশনে সংবাদ আসিতেছে, এবং বামভাগের ষ্টেশনে ঐ সংবাদনির্দ্দেশক যন্ত্রে বিজ্ঞাপিত হইতেছে। চ তাড়িতকোষ হইতে তাড়িতস্রোত ক চাবির মধ্য ও গ তাড়িতমানের [illegible] দিয়া লাইনের তারে প্রবেশ করিতেছে এবং [illegible]

সংবাদ জ্ঞাপন করিতেছে এবং অবশেষে পর্ব দিয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করিতেছে। তাড়িতমানযন্ত্রদ্বারা তাড়িতপ্রবাহ যাইতেছে কিনা তাহাই জানা যায়। একই তারদ্বারা সংবাদ গ্রহণ ও প্রদান উভয় কার্য্যই হইয়া থাকে।

টেলিগ্রাফ কার্য্যালয়ে আরও কয়েকটী যন্ত্র থাকে। নিম্নে তাহাদের বিষয় বর্ণিত হইতেছে।

রিলে (Relay)—এই যন্ত্রটী নির্দ্দেশক যন্ত্রেরই অনুরূপ, তবে উহা অপেক্ষা অনেকাংশে সূক্ষ্ম এবং অপেক্ষাকৃত ক্ষীণতর তাড়িতপ্রবাহ দ্বারা পরিচালিত হইতে পারে। তারের তাড়িতপ্রবাহ স্বভাবতঃ ক্ষীণ, তাহাতে আবার বহুদূর গমন করিতে হইলে নানাকারণে আরও ক্ষীণতর হইয়া যায়, সুতরাং নির্দ্দেশক যন্ত্রকে সম্যক্‌তেজে পরিচালিত করিতে পারে না এবং কাগজে পর্য্যাপ্ত ভাবে দাগ পড়ে না। এই কারণে প্রত্যেক ষ্টেশনে কেবলমাত্র স্থানীয় নির্দ্দেশক যন্ত্রে প্রেরিত সংবাদ মুদ্রনের জন্য একটী পৃথক্ তাড়িতকোষ থাকে। ঐ তাড়িতকোষের দুইটী মেরুর একটী সাক্ষাৎ ভাবে নির্দ্দেশক যন্ত্রের সহিত সংলগ্ন থাকে, অপরটী জ তার দ্বারা রিলে যন্ত্রের নএর সহিত সংলগ্ন। নির্দ্দেশক-যন্ত্রের তাড়িতীয় চুম্বকের তারকুণ্ডলীর অপর প্রান্ত গ তার দ্বারা প র দিয়া ব ক দণ্ডের সহিত সংলগ্ন। রিলে স্থিত দ তার-কুণ্ডলীর এক প্রান্ত লাইনের তার ও অপর প্রান্ত ভূগর্ভের সহিত সংযুক্ত। এখন যেমন লাইনের তার দিয়া তাড়িত-স্রোত রিলে স্থিত তাড়িতীয় চুম্বকের দ তারকুণ্ডলীর মধ্য দিয়া ভূগর্ভে গমন করে, অমনি ঐ তাড়িতীয় চুম্বক ক দণ্ডকে আকর্ষণ করে এবং ইহার ব প্রান্ত ন এর সহিত সংযুক্ত হইয়া যায়। সুতরাং স্থানীয় তাড়িতকোষের দুই মেরু সংযুক্ত হওয়ায় উহার প্রবল তাড়িতপ্রবাহ অবাধে জ ন ক ব র গ পথে নির্দ্দেশক যন্ত্রের মধ্য দিয়া গমন করে এবং উহাকে কার্য্যকারী করে। আবার যেমন লাইনের তারে তাড়িতপ্রবাহ বন্ধ হয়, অমনি র স্প্রিংএর জোরে ক উঠিয়া পড়ে, সুতরাং নির্দ্দেশক যন্ত্রে তাড়িতপ্রবাহ ছিন্ন হয়। এইরূপে প্রত্যেকবার যেমন রিলে দিয়া তাড়িতপ্রবাহ গমন করে, নির্দ্দেশক যন্ত্রেও অবিকল সেই-রূপভাবে প্রবলতর তাড়িতপ্রবাহ গমন করে এবং সুস্পষ্ট সঙ্কেত নির্দ্দেশ করে।
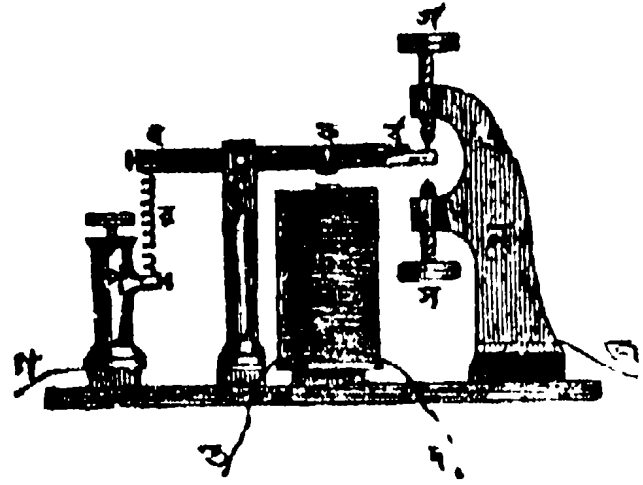
টেলিগ্রাফ-কার্য্যালয়ে কর্ম্মচারিগণ যেরূপ ক্ষিপ্রতার সহিত অভ্রান্তরূপে সংবাদ প্রেরণ ও গ্রহণ করে, তাহা দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। একজন সুদক্ষ কর্ম্মচারী প্রতি মিনিটে সচরাচর ৩০।৪০টী শব্দ প্রেরণ ও গ্রহণ করিতে পারে। সুনিপুণ কর্ম্মচারী সংবাদ গ্রহণের সময় কাগজের দিকে দৃষ্টিপাত করে না, কেবলমাত্র নির্দ্দেশক যন্ত্রের তাড়িতীয় চুম্বকের সহিত লৌহদণ্ডের আঘাতজনিত শব্দ দ্বারাই সঙ্কেত বুঝিতে পারে। এই উপায়ে আমেরিকায় একরূপ টেলিগ্রাফ উদ্ভাবিত হইয়াছে। ইহাতে রিলে যন্ত্রের ন্যায় একটী যন্ত্র থাকে। যখন তার দিয়া তাড়িতপ্রবাহ উহাতে প্রবেশ করে, তখনই ইহার তাড়িতীয় চুম্বক একটী ক্ষুদ্র হাতুড়িকে আকর্ষণ করে। ঐ হাতুড়ি চুম্বকে আঘাত করিয়া ঠুং শব্দ করিয়া উঠে। আবার প্রবাহ বন্ধ হইলে স্প্রিংএর জোরে হাতুড়ি উঠিয়া পড়ে। এইরূপে তাড়িত-স্রোত অল্প বা দীর্ঘকাল প্রবাহিত রাখিয়া শব্দের হ্রস্ব ও দীর্ঘতার তারতম্য করা যাইতে পারে। এই হ্রস্ব ও দীর্ঘ শব্দ যথাক্রমে মোর্সের বিন্দু ও রেখার অনুরূপ। সম্প্রতি অধিকাংশ স্থলেই এই প্রণালী সহজ ও সুবিধাজনক বোধে প্রচলিত হইয়াছে।

যে ষ্টেশনে সংবাদ প্রেরণ করা হয়, উহার কর্ম্মচারিগণের মনোযোগ আকর্ষণ জন্য একটী যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ইহার নাম তাড়িতীয় ঘণ্টা। ইহার গঠনপ্রণালী এইরূপ। একখণ্ড কাষ্ঠের তক্তায় একটী চুম্বক বদ্ধ থাকে। ঐ তাড়িতীয় চুম্বকের এক প্রান্তে স্প্রিং দ্বারা বদ্ধ একটী ধাতুর পাতা ও উহাতে একটী ক্ষুদ্র হাতুড়ি এবং ঐ হাতুড়ির পার্শ্বে একটী ঘণ্টা বদ্ধ থাকে। স্প্রিংএর বলে হাতুড়ি ঘণ্টা ও চুম্বক হইতে বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করে। তাড়িতীয় চুম্বকের তারকুণ্ডলীর একপ্রান্ত হাতুড়ির সহিত সংলগ্ন। লাইনের সহিত এই যন্ত্র যোগ করিয়া রাখিলে যেমন তাড়িতপ্রবাহ ঐ হাতুড়ী দিয়া তারকুণ্ডলী মধ্যে প্রবেশ করে এবং অন্যদিকে বাহির হইয়া যায়, অমনি চুম্বকের শক্তিতে হাতুড়ি আকৃষ্ট হইয়া ঘণ্টায় আঘাত করে। কিন্তু ঐ হাতুড়ি আকৃষ্ট হইবামাত্র তাড়িতপ্রবাহ খণ্ডিত হইয়া যায়, সুতরাং হাতুড়ি আর আকৃষ্ট না হওয়ায় স্প্রিংএর জোরে সরিয়া যায়। কিন্তু সরিয়া পূর্ব্বাবস্থা পাইবামাত্র

আবার তাড়িতপ্রবাহ সংযুক্ত হয়, সুতরাং আবার হাতুড়ি আকৃষ্ট হয়। এইরূপ যতক্ষণ তাড়িতপ্রবাহ চলিতে থাকে, ততক্ষণ ঘণ্টায় টুং টুং শব্দ হইতে থাকে। কেরাণী ঐ শব্দ শুনিয়া আসিয়া তাড়িতস্রোত ঐ যন্ত্র হইতে কৌশলে অপসৃত করিয়া একবারে নির্দ্দেশক-যন্ত্রে আসিতে দেয়।

অনেক সময় ঝঞ্ঝা, মেঘ প্রভৃতি দ্বারা তারস্থ স্বাভাবিক তাড়িত বিশ্লিষ্ট হইয়া সংবাদ পরিচালকের বিষম ব্যাঘাত উৎপন্ন করে, এমন কি ভয়াবহ উৎপাতও ঘটিয়া থাকে। এই দৈব উৎপাত নিরাকরণ জন্য তাড়িতপরিচালক একটী যন্ত্র তারের সহিত সংযুক্ত থাকে। লাইনের তার দিয়া তাড়িতপ্রবাহ একেবারে টেলিগ্রাফের যন্ত্রসমূহে প্রবেশ না করিয়া প্রথমে এই যন্ত্র দিয়া গমন করে। ইহার গঠন-প্রণালী এইরূপ করাতের মত দুইটী তামার পাত লম্ব-ভাবে পাশাপাশি এরূপে সজ্জিত থাকে যে, ইহাদের দাঁতগুলি পরস্পর অতি নিকটবর্ত্তী থাকে, কিন্তু কেহ কাহাকেও স্পর্শ করে না। ইহাদের একটী লাইনের তার ও অপরটী ভূগর্ভের সহিত সংলগ্ন। মেঘাদির প্রণোদনশক্তি হেতু যেমন তারে তাড়িত সঞ্চিত হয়, অমনি উহা করাতের সূচ্যগ্র দাঁত দিয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করে, সুতরাং বিপদের আশঙ্কা নিরাকৃত হয়। দাঁত পরস্পর স্পর্শ না করায় তারের স্রোত তাড়িত ভূগর্ভে পলাইতে পারে না, সুতরাং বার্ত্তাবহের কিছু অনিষ্ট হয় না, কেবলমাত্র মেঘাদি কর্ত্তৃক উপচীয়মান তাড়িতই পলায়ন করে।

দুইটী প্রধান ষ্টেশনের মধ্যে এক বা ততোধিক ষ্টেশন থাকিলে উহাদের মধ্যে কিরূপে সংবাদ গমন করে, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।
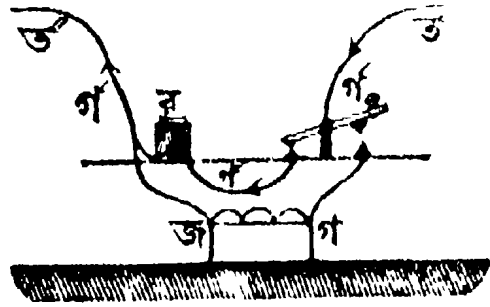
জ গ তাড়িতকোষ। ইহার এক মেরু গ সংবাদ দান করিবার যন্ত্রের পিঁড়ির সহিত সংলগ্ন, অপর মেরু ত″ লাইনের তারের সহিত সংলগ্ন। ত′ লাইনের তার দিয়া তাড়িত প্রবাহ সংবাদ দান করিবার যন্ত্রে প্রবেশ করিতেছে, এবং তথা হইতে গ′ অভিমুখে নির্দ্দেশক যন্ত্রের মধ্য দিয়া ত″ লাইনের তারে যাইতেছে। এইরূপ গমনকালে তথায় নির্দ্দেশক যন্ত্রে সংবাদ সূচিত হয় বটে, কিন্তু ইহাতে কালবিলম্ব হয় না। তাড়িতপ্রবাহ অব্যাহতভাবে সঙ্গে সঙ্গেই ঈপ্সিত ষ্টেশনে গমন করিয়া তথায় সংবাদ জ্ঞাপন করে। এইরূপে এক ষ্টেশন হইতে অপর ষ্টেশনে সংবাদ প্রেরণের সময় মধ্যবর্ত্তী ষ্টেশন সকলেও ঐ সংবাদ জ্ঞাপিত হয়।

দুই ষ্টেশন বহুদূরবর্ত্তী হইলে প্রবল তাড়িতকোষ ব্যবহার করিলেও প্রবাহ গমনকালে ক্ষীণ হইয়া পড়ে। এজন্য দূরবর্ত্তী ষ্টেশনদ্বয়ের মধ্যে একটী ষ্টেশন থাকা প্রয়োজন। এই মধ্যবর্ত্তী ষ্টেশনের যন্ত্রাদি কিরূপে বিন্যস্ত থাকে, তাহা লিখিত হইতেছে।
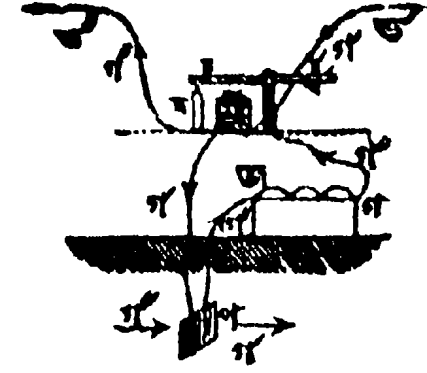
জ তাড়িতকোষ; ইহার এক মেরু গ, চ চ′ দণ্ডের সহিত সংলগ্ন। অপর মেরু জ ভূগর্ভের সহিত সংলগ্ন। ম তাড়িতীয় চুম্বক; ইহার তারকুণ্ডলীর এক প্রান্ত লাইনের তার ও অপর প্রান্ত ভূগর্ভের সহিত সংলগ্ন। দ ধাতুময় দণ্ড অপরদিকে ত″ লাইনের তারের সহিত সংযুক্ত। চ চ′ দণ্ড সচরাচর স্প্রিংএর বলে দ হইতে বিচ্ছিন্ন ভাবে অবস্থান করে। ত′ লাইনের তার দিয়া তাড়িতপ্রবাহ ম তাড়িতীয় চুম্বকের কুণ্ডলী ভ্রমণ করিয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করে, কিন্তু ঐ সময়ে চ চ′ দণ্ডের চ প্রান্ত চুম্বকের বলে আকৃষ্ট হয় এবং চ দ সংযুক্ত হওয়ায় জ তাড়িতকোষ হইতে নূতন ও প্রবলতর তাড়িতপ্রবাহ চ চ′ দণ্ড ও দ দিয়া গ″ গ′ অভিমুখে ত″ লাইনের তারে প্রবাহিত হয়। আবার ত′ তার দিয়া তাড়িতস্রোত বন্ধ হইলেই দ ও চ পৃথক্ হইয়া যায়, সুতরাং ত″ তারেও তাড়িতপ্রবাহ বন্ধ হয়। এইরূপে ত′ তারে যতক্ষণ তাড়িতপ্রবাহ থাকে, ততক্ষণ ত″ তারেও মধ্যবর্ত্তী ষ্টেশনের তাড়িতকোষ হইতে প্রবল তাড়িতস্রোত প্রবাহিত হয়, সুতরাং দূরগমনবশতঃ প্রবাহের ক্ষীণতা জন্য হানি হয় না।

এ পর্য্যন্ত সাধারণ ব্যবহারে যে টেলিগ্রাফ প্রচলিত, তাহাই সংক্ষেপতঃ বর্ণিত হইল। এতদ্ব্যতীত বহুপ্রকার তাড়িতবার্ত্তাবহ দিন দিন আবিষ্কৃত হইতেছে। বহুবিধ অদ্ভুত অদ্ভুত টেলিগ্রাফের মধ্যে আমরা নিম্নে কএকটীমাত্র উল্লেখ করিতেছি।

হিউ সাহেবের প্রিণ্টিং টেলিগ্রাফ (Hughe's Printing telegraph)। ইহা দ্বারা দূরবর্ত্তী ষ্টেশনে একবারেই ইংরাজী বর্ণমালায় ছাপা সংবাদ প্রেরণ করিতে পারা যায়। বলা

বাহুল্য ইহার যন্ত্রাদি অত্যন্ত কুটিল এবং সুনিপুণ কর্ম্মচারী ব্যতীত অপরে সহজে ব্যবহার করিতে পারে না।

ক্যাসেলি সাহেবের অটোগ্রাফিক্ টেলিগ্রাফ (Caselli's Autographic telegraph) ইহার দ্বারা চিত্রাদির প্রতিলিপি পর্য্যন্ত প্রেরণ করিতে পারা যায়।

কাউপার সাহেবের রাইটিং টেলিগ্রাফ (Cowper's Writing telegraph) এই অদ্ভুত যন্ত্র দ্বারা এক ষ্টেশনে সংবাদদাতা যেরূপ লিখিবেন, তৎক্ষণাৎ অপর ষ্টেশনে সেইরূপ লেখা হইবে।

বিজ্ঞান ও শিল্পের উন্নতি সহকারে এই সকল অদ্ভুত যন্ত্র যে সকল আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য অভাবনীয় কার্য্যসাধন করিতেছে, তাহা দেখিলে ঐ সকল যন্ত্রের নির্ম্মাতাদিগকে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন জ্ঞান করিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইতে হয়।

এই সকল যন্ত্রের ব্যবহার তত অধিক নহে। ইহাদের যন্ত্রাদি অতি জটিল এবং অতি সাবধানতা ও নিপুণতা ব্যতীত সুশৃঙ্খলে থাকে না। বাহুল্য ভয়ে ইহাদের গঠন ও কার্য্যপ্রণালী বর্ণন করিতে বিরত হইলাম।

সামুদ্রিক তার।—সমুদ্র মধ্য দিয়া যে সমুদায় তার স্থাপিত হয়, তাহা অতি দৃঢ় এবং সমুদ্রজল হইতে সুরক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। নিম্নলিখিত উপায়ে উহা গঠিত হইয়া থাকে। ৫।৭টী বিশুদ্ধ তামার তার একত্র জড়াইয়া উহার উপর অপরিচালক কোন পদার্থ মণ্ডিত হয়। তাহার উপর গুটাপার্চা, কুচুক প্রভৃতি পদার্থ ৪।৫ পর্দ্দা লাগান হইয়া থাকে। অবশেষে উহার উপর লৌহের তার ও আল্‌কাতরা-মাখান শণ প্রভৃতি দ্বারা ঘন বেষ্টন করা হয়। এইরূপে মধ্যস্থ তামার তার সুরক্ষিত হইলে উহা পুনর্ব্বার ধুনা, তার্পিণ তৈল, আল্‌কাতরা, মোম, মসিনা তৈল প্রভৃতি পূর্ণ উত্তপ্ত কটাহে ডুবাইয়া লওয়া হয়।

পূর্ব্বে দুই ষ্টেশনের মধ্যে এক সময়েই সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য দুইটী তার ব্যবহৃত হইত, এখন একটী তার দ্বারাই ঐ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে।

তাড়িতপদার্থ (পুং) তাড়িতরূপঃ যঃ পদার্থঃ কর্ম্মধা°। পদার্থবিশেষের ঘর্ষণ দ্বারা যে উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ আবির্ভূত হয়।

তাড়িতপরিচালক (পুং) তাড়িতস্য পরিচালকঃ ৬তৎ। (The conductor of electricity) যে সকল বস্তু দ্বারা তাড়িত পদার্থ এক স্থান হইতে অন্য স্থানে দ্রুতবেগে চালিত হয়।

তাড়িতবার্ত্তাবহ (পুং) তাড়িত এব বার্ত্তাবহঃ কর্ম্মধা°। (Electric telegraph) তড়িৎবল দ্বারা শীঘ্র সংবাদ প্রেরণের যন্ত্র। যে যন্ত্রে বিদ্যুতের ন্যায় শীঘ্র সংবাদ আইসে।

[তাড়িতবার্ত্তা দেখ।]

তাড়িতবিয়োজন (ক্লী) তাড়িতস্য বিয়োজনং ৬তৎ। (Electrical repulsion) যে তাড়িত পদার্থের গুণ দ্বারা লঘুবস্তু কাচ অথবা লাক্ষা হইতে বিযুক্ত হইয়া পড়ে, তাহাকে তাড়িত-বিয়োজন কহে।

তাড়িতাকর্ষণ (ক্লী) তাড়িতস্য আকর্ষণং ৬তৎ। (Electrical attraction) যে তাড়িত পদার্থের গুণদ্বারা বস্তু কাচ অথবা লাক্ষার সহিত সংযুক্ত হইয়া থাকে, তাহাকেই তাড়িতাকর্ষণ কহে।

তাড়িতাপরিচালক (পুং) তাড়িতস্য অপরিচালকঃ ৬তৎ। (Non-conductor of electricity) যে সকল বস্তুদ্বারা তাড়িত পদার্থের সঞ্চালন নিবারণ করা যায়।

তাড়িতালোক, তাড়িতের আলোক বা তাড়িত সাহায্যে যে আলো বাহির হয়, (Electric light)। [বিদ্যুৎ ও তাড়িত দেখ।]

তাড়ী (স্ত্রী) তাড়ি-ঙীষ্। পত্রপ্রধান বৃক্ষ, পত্রদ্রুম, তাড়িয়াৎ গাছ, পর্য্যায়—তাড়ি, তালী, তালি।

"গুবাকতমালপত্রাণি শীর্ণতাড়ীদলানি চ॥" (রাজতর° ৩।৩।২৮)

২ আভরণবিশেষ। (দুর্গাসিংহ)

তাড়ুল (পুং) তাড়য়তি তড়-ণিচ্-উল্। তাড়য়িতা, তাড়ক।

তাড্য (ত্রি) তড়-ণিচ্-যৎ। তাড়নযোগ্য।

তাড্যমান (ত্রি) তড়-ণিচ্-শানচ্। ১ বাধ্যমান, পীড়্যমান, আহন্যমান, তাড়নযুক্ত। (পুং) ২ পটহাদি বাদ্যভেদ, ঢক্কা। ৩ যাহাকে প্রহার, দণ্ড বা শাসন করা যাইতেছে।

তাণ্ড (ক্লী) তণ্ডিনা মুনিনা কৃতং অণ্। নৃত্যশাস্ত্র।

তাণ্ডব (ক্লী) তণ্ডিনা মুনিনা কৃতং তাণ্ডি নৃত্যশাস্ত্রং তদস্ত্যস্তীতি বা তণ্ডুনা নন্দিনাপ্রোক্তং তণ্ডু-অণ্। ১ নৃত্য। ২ পুরুষের নৃত্য।

"পুংনৃত্যং তাণ্ডবং প্রোক্তং স্ত্রীনৃত্যং লাস্যমুচ্যতে।" (শব্দার্থচি°)

পুরুষের নৃত্যকে তাণ্ডব নৃত্য কহে, এই নৃত্য মহাদেবের অতিশয় প্রিয়, এইজন্য কেহ কেহ বলেন, এই নৃত্যের প্রবর্ত্তক নন্দী। তাণ্ডব মুনি নৃত্যপ্রণালী প্রথম শিক্ষা দেন, এই নিমিত্ত নৃত্যের নাম তাণ্ডব। ৩ উদ্ধতনৃত্য। ৪ শিবের নৃত্য। ৫ তৃণবিশেষ। (মেদিনী)।

তাণ্ডবতালিক (পুং) তাণ্ডবে শিবনৃত্যকালে বন্তালঃ স কার্য্যতয়াস্ত্যস্যেতি ঠন্। মহাদেবের দ্বাররক্ষক নন্দী। (ত্রিকা°)।

তাণ্ডবপ্রিয় (পুং) তাণ্ডবং প্রিয়ং যস্য বহুব্রী। ১ মহাদেব। (ত্রি) ২ নৃত্যপ্রিয়মাত্র।

তাণ্ডবিত (ত্রি) তাণ্ডব-কৃতৌ ণিচ্ কর্ম্মণি ক্ত। নর্ত্তিত।

তাণ্ডি (স্ত্রী) তাণ্ডেন মুনিনা কৃতং তাণ্ড-ইঞ্। নৃত্যশাস্ত্র।

তাণ্ডিন্ (পুং) তাণ্ডেন প্রোক্তং অধীয়তে ইতি ইনি যলোপঃ। তণ্ডিমুনিপুত্র তাণ্ডপ্রোক্ত শাখাধ্যায়ী, যাহারা যজুর্ব্বেদের তাণ্ডিনশাখা অধ্যয়ন করেন।

তাণ্ডিন (পুং) তাণ্ডিন্ অণ্ ইনো ন টিলোপঃ। মুনিভেদ, তণ্ডিমুনির পুত্র, ইনি যজুর্ব্বেদের কল্পসূত্র প্রণয়ন করেন। [তণ্ডি দেখ।]

তাণ্ড্য (পুং) তণ্ডিমুনেরপত্যং গর্গাদি° যঞ্। তণ্ডিমুনির অপত্য।

তাণ্ড্যী (স্ত্রী) তাণ্ড্য স্ত্রিয়াং ঙীষ্ যলোপঃ। তাণ্ডমুনির স্ত্রী অপত্য।

তাত (পুং) তনোতি বিস্তারয়তি গোত্রাদিকং তন-ক্ত, দীর্ঘশ্চ (হৃতনিভ্যাং দীর্ঘশ্চ। উণ্ ৩।৯০)। অনুদাত্তোপদেশেতি নলোপঃ। ১ পিতা। ২ স্নেহাস্পদ অল্পবয়স্কের প্রতি সম্বোধনে ব্যবহৃত শব্দ, বৎস। ৩ অনুকম্পা। (ত্রি) ৪ পূজ্য, মান্য।

"তস্মান্মুচ্যে যথা তাত সংবিধাতুং তথার্হসি।" (রঘু ১।৭২)।

(দেশজ) ১ তপ্ত। ২ তাপ।

তাতগু (পুং) তাতস্য পিতুরিব গো বাচকশব্দো যত্র বহুব্রী। খুল্লতাত, পিতৃব্য, খুড়া। (ত্রি) জনকহিত, জনকের হিতকারী।

তাতজনয়িত্রী (স্ত্রী) তাতশ্চ জনয়িত্রী চ। পিতা ও মাতা। এই শব্দ নিত্য দ্বিবচনান্ত।

তাততুল্য (ত্রি) তাতস্য পিতুস্তুল্যঃ সদৃশঃ। পিতার তুল্য, পর্য্যায়—পিতৃসম, মনোজবস, মনোজব, পিতৃসন্নিভ, শান্তল। (মেদিনী)

তাতন (পুং) তাতং প্রশস্তং যথা তথা নৃত্যতি তাত নৃত-ড। খঞ্জন পক্ষী।

তাতল (পুং) তাপং লাতি-লা-ক পৃষো° পস্য তঃ। ১ রোগ। ২ পাক। ৩ লৌহকূট। ৪ মনোজব। (মেদিনী)। (ত্রি) ৫ তপ্তমাত্র।

তাতান (দেশজ) উত্তপ্তকরণ।

তাতার, মধ্যএসিয়ার উচ্চপ্রদেশবাসী বহুবিস্তৃত এক জাতি। ইহারা মোগলশাখাভুক্ত। ভারত, চীন ও পারস্যের উত্তরে, জাপানের পশ্চিমে, কাস্পিয়ানসাগর ও কৃষ্ণসাগরের পূর্ব্বে এবং হিমানী মহাসাগরের দক্ষিণে যে বিস্তীর্ণ ভূভাগ পড়িয়া আছে, তাহার অধিবাসীগণ য়ুরোপীয়দিগের নিকট তাতার নামে পরিচিত। পূর্ব্বে কেবল মোগলজাতিই তাতার নামে খ্যাত ছিল, কিন্তু জঙ্গিস্ খাঁর অভ্যুদয়ের পর মোগল-শাসনাধীন সকল জাতিই এক তাতার নামে পরিচিত হইয়াছিল। এই সময়ে মধ্যএসিয়াস্থ মোগলশাসনাধীন ভূভাগও তাতারী এবং তাহাদের ভাষাও তাতারী নামে খ্যাত হয়। এখন হিমালয়ের সীমান্তবর্ত্তী তিব্বতের ভোটগণ, য়র্কন্দ, খোতেন ও বোখারার তুর্কগণ এবং চীনের মাঞ্চুজাতি আপনাদিগকে তাতারবংশসম্ভূত বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে।

অনেকের মতে—তাতার জাতি তুর্ক, মোগল ও মাঞ্চু প্রধানতঃ এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত।

কাশ্মীরের উত্তরে লদাক প্রদেশেও বিস্তর তাতারের বাস। এই তাতার-পরিবারের মধ্যে প্রতি ব্যক্তির দ্বিতীয় পুত্র লামা এবং তৃতীয় পুত্র টোপা-পদ প্রাপ্ত হয়, উভয়েই বিবাহ করিতে পারে না, আজীবন ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকে।

পূর্ব্বকালে যে কিম্ব্রি, কেল্ট ও গলজাতি য়ুরোপের উত্তর-ভাগ অধিকার করিয়াছিল, তাহারাও তাতার দেশ হইতেই গিয়াছিল। গথ, হূণ, সুইবিস্, ভান্দাল ও ফ্রাঙ্ক জাতিও এই তাতারবংশসম্ভূত।

তাতারী-ভাষা বলিলে সচরাচর দুই ভাব প্রকাশ পায়। এসিয়ার ভ্রমণশীল হূণ জাতিগণ যে ভাষা ব্যবহার করিত, তাহা একটী, ইহা তুরাণীয় নামেও খ্যাত। আবার মধ্য-এসিয়ার যে ভাষার সহিত তুরুষ্ক ভাষার অধিক সাদৃশ্য দেখা যায়, তাহাকেও তাতারী বলা হয়।

তাতি (পুং) তায়-ক্তিচ। ১ পুত্র। (জটাধর) তায় ভাবে ক্তিন্। (স্ত্রী) ২ বৃদ্ধি। "তদর্দ্ধ ভবতা নিষ্পন্নাশিষাং কাম বরিষ্ঠতাতিঃ" (বীরচ°)

তাৎকালিক (ত্রি) তস্মিন্ কালে ভবঃ তৎকাল-ঠঞ্। (আপ-দাদিপূর্ব্বপদাৎ কালান্তাৎ। পা ৪।৩।১১৮, অস্য সূত্রস্য বার্ত্তি-কোক্ত্যা ঠঞ্)। তৎকালভব, তৎকালীন, সেই সময়ে যাহা ঘটিয়াছে। স্ত্রিয়াং ঙীষ্।

"ততঃপ্রাদ্ধমশক্তৌ তু কুর্য্যাদেকাদশে তথা।

কর্ত্তুস্তাৎকালিকী শুদ্ধিরশুদ্ধঃ পুনরেব সঃ। (শুদ্ধিতত্ত্বে শঙ্খ)

মহাগুরু নিপাতে দ্বাদশাহ অশৌচ হয়। কিন্তু একাদশ দিনে অশৌচ সত্ত্বেও শ্রাদ্ধাদিকার্য্য করিবে, সেই সময় অর্থাৎ শ্রাদ্ধকালীন কর্ত্তার তাৎকালিক শুদ্ধি হইয়া থাকে।

তাৎকাল্য (স্ত্রী) তৎকালতা।

তাত্ত্বিক (ত্রি) তত্ত্বসম্বন্ধীয়, যথার্থ।

তাৎপর্য্য (স্ত্রী) তৎপরস্য ভাবঃ তৎপর ষ্যঞ্। ১ বক্তার ইচ্ছা। ২ অভিপ্রায়। ৩ তৎপরতা।

"আকাঙ্ক্ষা বক্তুরিচ্ছাতু তাৎপর্য্যং পরিকীর্ত্তিতং।" (ভাষাপ°)

বক্তার ইচ্ছাই আকাঙ্ক্ষা, তাহাই তাৎপর্য্য। এই তাৎপর্য্যানুসারে অর্থবোধ হইয়া থাকে। একটী উদাহরণ

মিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে। "গঙ্গায়াং ঘোষঃ" এই বাক্যটী বলিলে গঙ্গাতীরে ঘোষ এইরূপ বুঝায়, তাৎপর্য্যানুসারেই এইরূপ অর্থ বুঝাইয়া থাকে। যদি তাৎপর্য্য স্বীকার না করা যায়, তাহা হইলে গঙ্গা-মধ্যে মৎস্যাদির বোধ হইতে পারে, গঙ্গায়াং" এই পদে গঙ্গাতীরে এইরূপ লক্ষণাশক্তি দ্বারা অর্থ প্রকাশিত হয়, কিন্তু "গঙ্গায়াং" এই পদে গঙ্গা মধ্যেও "ঘোষ" পদে মৎস্যাদি লক্ষণা হয় না, অর্থাৎ "গঙ্গায়াং ঘোষঃ" এই কথা বলিলে গঙ্গা-মধ্যে মৎস্যাদি এই অর্থ কিছুতেই হয় না, কারণ, বক্তার এই স্থানে অভিপ্রায় এরূপ নহে, গঙ্গাতীরে ঘোষ বাস করে, বক্তার ইহাই প্রকৃত অভিপ্রায়। এইরূপ অভিপ্রায়ের নামই তাৎপর্য্য। এইরূপ সকল স্থলে বক্তার তাৎপর্য্যানুসারে অর্থবোধ হইয়া থাকে।

তাৎপর্য্যক (ত্রি) ১ ভাবোদ্দীপক, অর্থবোধক। ২ তৎপর।

তাত্য (ত্রি) তদ্ ছান্দসত্বাঃ দকারস্ত আত্বং। তৎকালীন। "যিত্রাত্যা পিতরা ব আসতুঃ" (ঋক্ ১।১৬১।১২) 'তাত্যা তৎকালীনৌ' (সায়ণ)

তাৎস্তোম্য (ক্লী) সেইরূপ স্তোম বা স্তুতি।

তাৎস্থ (ক্লী) তাহাতে স্থিত।

তাথাভাব্য (ত্রি) যে স্বরিতের পর উদাত্ত উচ্চারিত হয়।

তাদর্থিক (ত্রি) সেই মত।

তাদর্থ্য (ক্লী) তদর্থস্য ভাবঃ তদর্থ-ষ্যঞ্ (গুণবচনব্রাহ্মণাদিভ্যঃ কর্ম্মণি চ। পা ৫।১।১২৪)। ১ তদুদ্দেশ্যক, তন্নিমিত্ত। ২ তদর্থতা, তন্নিমিত্তার্থ।

তাদাত্ম্য (ক্লী) তদাত্মনোভাবঃ তদাত্মন্-ষ্যঞ্। ১ তৎস্বরূপ, অভেদ-সম্বন্ধ।

তাদীত্না (অব্য) তদানীং পৃষো° সাধুঃ। তদানীং, সেই সময়ে। "তাদীত্না শত্রুং ন কিলা বিবিৎসে" (ঋক্ ১।৩২।৪) "'তাদীত্না তদানীমিত্যস্য পৃষোদরাদিত্বাৎ বর্ণবিপর্য্যয়ঃ।' (সায়ণ)

তাদুরী (স্ত্রী) ভেকের নামভেদ।

তাদৃক্ষ (ত্রি) স ইব দৃশ্যতে তদ্-দৃশ-ক্স, সর্ব্বনাম টেরাত্বং। তাহার মত, সেইরূপ। "ততঃ প্রভৃতি তাদৃক্ষ যোগ্যার্থপ্রাপ্তি-লালসঃ" (রাজত° ৪।২৪২)।

তাদৃগ্‌বিধ (ত্রি) তাদৃশী বিধা যস্য বহুব্রী। সেইপ্রকার, তাহার মত।

তাদৃশ্ (ত্রি) স ইব দৃশ্যতেহসৌ তদ্-দৃশ-কিন্ (ত্যদাদিষু দৃশো হনালোচনে কঞ্চ। পা ৩।২।৬০) সর্ব্বনামটেরাত্বং। সেইরূপ, তাহার মত।

তাদৃশ (ত্রি) স ইব দৃশ্যতে তদ্-দৃশ্-কঞ্। তাহার মত, দেখিতে তত্তুল্য। "কত্তবিধং প্রেম পতিশ্চ তাদৃশঃ।" (কুমারস° ৫ স°)।

তাদৃশী (স্ত্রী) তাদৃশ-ঙীষ্। তাহার তুল্যা, তৎসদৃশী। "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী" (উদ্ভট)

তাদ্ধর্ম্ম্য (ক্লী) একধর্ম্ম, একনিয়মতা।

তান (পুং) তন ঘঞ্। ১ বিস্তার, অবতান, সন্তান। ২ জ্ঞানের বিষয়। ৩ গানাঙ্গভেদ, স্বরাংশ রাগের স্থিতিপ্রবৃত্ত্যাদির হেতু বংশ্যাদি সাধ্য স্বরবিশেষ; অনুলোম, বিলোম গতিতে গমন ও মূর্চ্ছনাদি দ্বারা কোন রাগাদিকে সম্যক্ প্রকারে বিস্তার করার নাম তান। ইহা অশেষ মূর্চ্ছনা-সংশ্রিত, সপ্ত-স্বরোদ্ভূত এবং সংখ্যায় উনপঞ্চাশটী। ইহা হইতে আবার ৮৩০০ কূট তান উৎপন্ন হইয়াছে। (সঙ্গীতদামো°)।*

কিন্তু বাঙ্গালা সঙ্গীতরত্নাকরে লিখিত আছে, তান চারি প্রকার যথা—অরচক, সাতক, ঘাতক ও সুরাতক। যে তানে অনুলোমে বা বিলোমে এক সুর দুইবার প্রয়োগ হয়, তাহাকে অরচক কহে। যাহাতে অনুলোমে একবার ও বিলোমে একবার প্রযুক্ত হয় তাহাকে ঘাতক, তিনবার ব্যবহৃত হইলে সাতক ও চারবার ব্যবহৃত হইলে সুরাতক কহে।

এক সুরে	১ তান।
দুই সুরে	২ তান।
তিন সুরে	৬ তান।
চারি সুরে	২৪ তান।
পাঁচ সুরে	১২০ তান।
ছয় সুরে	৭২০ তান।
সাত সুরে	৫০৪০ তান।
সমগ্র	৫৯১৩ তান। (সঙ্গীতরত্না°)

তানপূরা (দেশজ) সঙ্গীতের সংযোগী বীণাকার যন্ত্রবিশেষ। ইহাতে একটী অলাবুনির্ম্মিত খর্পর বা ধ্বনিকোষ, একটী কাষ্ঠনির্ম্মিত দণ্ড ও ধ্বনি পট্টকাদি দ্বারা প্রস্তুত হয়। তুম্বুরু গন্ধর্ব এই যন্ত্রের সৃষ্টিকর্ত্তা। গীতবাদ্যের সময় সুর বিরাম নিবারণ জন্য এই যন্ত্রের প্রয়োজন। ইহাতে দুইটী পিতলের ও দুইটী লৌহের তার থাকে। সুরবন্ধনক্রম—

পি	লৌ	লৌ	পি
স়	স	স	প়

তানপূরাতে যে চারিটী তার থাকে, তাহা এই রীতিতে সুরবদ্ধ হয়। (যন্ত্রকোষ)

তানব (ক্লী) তনোর্ভাবঃ তনু-অণ্ (ইগন্তাচ্চ লঘুপূর্ব্বাৎ। পা

---

* "বিস্তার্য্যন্তে প্রয়োগা যে মূর্চ্ছনা শেষসংশ্রয়াঃ।
তানাস্তেহপ্যূনপঞ্চাশৎ সপ্তস্বরসমুদ্ভবাঃ।
তেভ্য এব ভবন্ত্যন্যে কূটতানাঃ পৃথক্ পৃথক্।
তে স্যুঃ পঞ্চসহস্রাণি ত্রয়স্ত্রিংশৎ শতানি চ।" (সঙ্গীতদামোদর)

৪।১।১৩১) শরীরের তনুতা। "তানবং তনুতাগাত্রে দৌর্বল্য-ভ্রমণাদিবৎ।" (উজ্জ্বলনীলমণি)

তানব্য (পুং স্ত্রী) তনোরপত্যং গর্গাদিত্বাৎ যঞ্। তনুর অপত্য।

তানব্যায়নী (স্ত্রী) তনোরপত্যং স্ত্রী তনু লোহিতাদিত্বাৎ ষ্ফ, ষিত্বাৎ ঙীষ্। তনুর অপত্য স্ত্রী।

তানসেন, ভারতের একজন অদ্বিতীয় গায়ক। আবুল-ফজল লিখিয়াছেন, সহস্রবর্ষের মধ্যে এরূপ গায়ক আর দেখা যায় নাই। প্রথমে ইনি একজন গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। বৃন্দাবনে গিয়া হরিদাস স্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ভাটের বাঘেলা-রাজ রামচাঁদ তাঁহার সঙ্গীতগুণে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে অতি সম্মানের সহিত আপন সভায় রাখেন। প্রবাদ আছে যে, তিনি তানসেনের গানে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রায় কোটি তঙ্কা দান করিয়াছিলেন।

তানসেনের খ্যাতি অতি অল্পদিন মধ্যেই ভারত-বিখ্যাত হইয়াছিল। এই সময় ইব্রাহিম সুর অনেক চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে একবার আগ্রায় আনিতে পারেন নাই। অকবরও তানসেনের অপূর্ব্ব গীতশক্তির পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে দিল্লীতে আনিবার জন্য ব্যগ্র হন। তানসেনকে আগায় আনিবার জন্য জলালুদ্দীন্ কুর্চী প্রেরিত হইলেন। রাজা রামচাঁদ অকবরের আদেশ লঙ্ঘন করিতে সাহসী হইলেন না। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে তানসেনকে বিদায় দিলেন। তানসেন যে দিন প্রথম দরবারে উপস্থিত হইয়া অকবরকে গান শুনান, সে দিন সম্রাট্ সঙ্গীতনায়ককে দুই লক্ষ টাকা পারিতোষিক দিয়াছিলেন।

প্রবাদ এইরূপ, প্রথমে তানসেন দিল্লীশ্বরের সহিত দেখা করিতে চাহিতেন না। তাঁহার নিকট দিয়া গেলেও গান গাহিতেন না। সম্রাট্ অনেক সময় গুপ্তভাবে তাঁহার গান শুনিতেন। শেষে এক দিন বাদশাহ আপন কন্যাকে তান-সেনের নিকট পাঠাইয়া দেন। রমণীর রূপে তানসেন মুগ্ধ হইলেন। তানসেনের গান শুনিয়া অকবরদুহিতাও মজিলেন। অকবর উভয়ের বিবাহ দিলেন। তখন হইতে তানসেন মুসলমান ও অকবরের সভাসদ হইলেন। পূর্ব্বে তিনি স্বরচিত যে সকল গান গাহিতেন, তাহাতে তাঁহার প্রতিপালক রামচন্দ্রের নামের স্তুতিপ্রকাশ অথবা ভণিতা থাকিত। (ঐ সকল গান সহজ-চক্ষে দেখিলেই বোধ হয়, যেন রঘুপতি রামচন্দ্রের মহিমাপ্রকাশক)। কিন্তু অকবরের আশ্রিত হইবার পর হইতে তাঁহার রচিত গানে অকবর অথবা 'তানসেনপতি অকবর' এইরূপ ভণিতা দৃষ্ট হয়।

তানসেন একজন সঙ্গীতসাধক। সাধকের ভাব তাঁহার হৃদয় হইতে কখন বিলুপ্ত হয় নাই। তিনি বৈদান্তিক ভাবে ব্রহ্মকে জগতের সহিত একাকার ভাবিতেন। তাঁহার একটী গান আছে।

"প্যারে! তুঁহি ব্রহ্ম তুঁহি বিষ্ণু তুঁহি শেষ তুঁহি মহেশ।
তুঁহি আদ তুঁহি নাদ তুঁহি অনাথ তুঁহি গণেশ॥
জলস্থল মরুত ব্যোম, তুঁহি অকার যম সোম,
তুঁহি উকার তুঁহি মকার নিরোঙ্কার তুঁহি ধনেশ।
তুঁহি বেদ, তুঁহি পুরাণ, তুঁহি হদীশ তুঁহি কোরাণ,
তুঁহি ধ্যান তুঁহি জ্ঞান তুঁহি ভুবনেশ।
তানসেন কহে ধ্যান তুঁহি দেন তুঁহি রমণ।
তুঁহি ধর পবন তুঁহি বরুণ তুঁহি দিনেশ॥"

মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার পর তিনি মিঞা তান-সেন নামে খ্যাত হইলেন।

তানসেনের মৃত্যুসম্বন্ধেও এক অপূর্ব্ব উপাখ্যান শুনা যায়। তানসেন অকবরের অতিশয় প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন, এজন্য অনেকেই তাঁহার ঈর্ষা করিতেন। অনেক ওস্তাদ তাঁহার নিকট সঙ্গীতসংগ্রামে পরাস্ত হইয়া তাঁহার প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র করে। কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য না হইয়া সকলে স্থির করিল, দীপকরাগ গাহিলে গায়ক জ্বলিয়া যায়, সুতরাং তানসেনকে দীপকরাগ গাহিতে বলিলেই তাহাদের অভীষ্ট সিদ্ধি হইতে পারে। একদিন অক-বর সভাস্থ হইলে ওস্তাদগণ দীপকের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিল। সম্রাট্ তাহাদিগকে দীপক গাহিতে অনুরোধ করিলেন। তাহারা সকলেই কহিল, 'দীপক জানি না, কেবল এক মিঞা তানসেন জানেন।' অকবর তানসেনকে দীপক গাহিতে আদেশ করিলেন। গায়কচূড়ামণি তানসেন সম্রাটের নিকট আসিয়া কহিলেন, "যদি আমাকে চা'ন, তবে দীপক গাহিতে আদেশ করিবেন না।" কিন্তু দীপক শুনিবার জন্য দিল্লীশ্বরের অতিশয় কৌতূহল জন্মিল। তিনি তান-সেনের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তখন তানসেন কি করেন! আপন কন্যাকে মল্লার গাহিতে বলিয়া নিজে দীপক ধরিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, মল্লারের গুণে দীপকানল কতক প্রশমিত হইবে। তানসেনের কন্যা মল্লার গাহিতে লাগিল, কিন্তু পিতার মৃত্যু আশঙ্কা করিয়া তাহার সুর বিকৃত হইল।* তানসেনও দীপকরাগ গাহিতে গাহিতে আপনার দাহনে আপনি দগ্ধ হইলেন। কথিত আছে, তাঁহার স্বরপ্রভাব

* এই বিকৃত মল্লারই মিঞা-মল্লার নাম ধারণ করিয়াছে।

সভায় নির্ব্বাপিত দীপসমূহ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার জীবনপ্রদীপের সহিত সেই দীপাবলীও নির্ব্বাপিত হইল।

তানসেনের আদিলীলাক্ষেত্র গোয়ালিয়রে মহাসমারোহে তাঁহার সমাধি হইল। এখনও দূরদেশ হইতে বহু গায়ক ও নর্ত্তকী তাঁহার গোরস্থান দর্শন করিতে গিয়া থাকে। তাঁহার গোরের উপর এখনও একটী বৃক্ষ দৃষ্ট হয়। অনেকের বিশ্বাস, ঐ গাছের পাতা চিবাইলে কণ্ঠস্বর পরিষ্কার ও গীতশক্তির বৃদ্ধি হয়। এই জন্য অনেক নর্ত্তকী সেই গোরস্থানে গিয়া সেই পাতা চিবাইয়া আসে। [গোয়ালিয়র দেখ।]

তানসেন যে কেবল একজন অদ্বিতীয় গায়ক ছিলেন, তাহা নহে, তিনি অনেক নূতন রাগ-রাগিণী উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন। আশাবরী, যোগিয়া ও দরবারী-কানাড়া তাঁহারই উদ্ভাবিত। আইন-ই-অকবরী ও পাদশা-নামায় যথাক্রমে তানতরঙ্গ ও বিলাস নামে তাঁহার দুই পুত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। উভয়েই প্রসিদ্ধ গায়ক ছিলেন। প্রসিদ্ধ গায়ক সুরতসেন তাঁহারই বংশধর। তাঁহার বংশের প্যারসেন কানুনযন্ত্র সংস্কার করেন।

তানসেনের শিষ্যগণও প্রসিদ্ধ গায়ক হইয়া উঠিয়াছিলেন, তন্মধ্যে চাঁদ খাঁ ও সুরজ খাঁর নাম বিখ্যাত।

তানূনপাত (ত্রি) তনূনপাৎ বা অগ্নিসম্বন্ধীয়।

তানূনপ্ত (ক্লী) তনূনপ্তা দেবতা অস্য-অণ্। তনূনপ্তৃ-দেবতাক পৃষদাজ্য, বায়ুর উদ্দেশে দত্ত দধিমিশ্রিত ঘৃত।

"তানূনপ্ত্রমেতৎ" (কাত্যা° শ্রৌ° ৮।১।২৪) 'এতদাজ্যং তানূনপ্ত্রসংজ্ঞং ভবতি' (কর্ক)

তানূর (পুং) তন-বাহুলকাৎ ঊরণ্। জলাবর্ত্ত, জলের ভ্রম, ঘূর্ণীজল।

তান্ত (ত্রি) তম-ক্ত। ১ ম্লান, পরিশুষ্ক। ২ ক্লান্ত, শ্রান্ত, ক্লিষ্ট, দুর্ব্বল, ক্ষীণ।

তান্তব (ক্লী) তন্তোর্বিকারঃ অণ্। ১ বস্ত্র। (ত্রি) তন্তুনির্ম্মিত, যে সকল দ্রব্যকে টানিয়া অত্যন্ত সূক্ষ্ম তার প্রস্তুত করা যায়।

তান্তবতা (স্ত্রী) তান্তব-তল্-টাপ্। কঠিন দ্রব্যের বিশেষ ধর্ম্ম। যে গুণ থাকাতে কতকগুলি দ্রব্যকে টানিয়া তন্ত্র অর্থাৎ তার প্রস্তুত করিতে পারা যায়, তাহার নাম তান্তবতা। আঘাতসহ গুণের সহিত তান্তবতা গুণের কোন সম্পর্ক নাই।

যাহার পাতলা পাত হয়, তাহারই যে সরু তার হয়, এমন নহে। লৌহের তার যেমন সূক্ষ্ম হয়, পাত তেমন সূক্ষ্ম হয় না। রাং ও সীসাকে পিটিয়া উত্তম পাত প্রস্তুত করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহাদিগকে টানিয়া তার প্রস্তুত করিতে পারা যায় না। প্লাটিনম্, রৌপ্য, তাম্র, স্বর্ণ, দস্তা, রাং, সীসক ইহাদিগের মধ্যে পূর্ব্ববর্ত্তীগুলি অপেক্ষা পরবর্ত্তীগুলিতে এই গুণ ক্রমশঃ অল্প পরিমাণে লক্ষিত হয়। বস্তুতঃ প্লাটিনম্ অর্থাৎ সিতকাঞ্চন নামক ধাতুর তান্তবতা গুণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। কেহ কেহ ইহার এরূপ সূক্ষ্ম তার প্রস্তুত করিয়াছেন, যে তাহার ব্যাস এক ইঞ্চির এক লক্ষ ভাগের তিন ভাগ মাত্র।

তান্তুব্য (পুংস্ত্রী) তন্তোঃ সন্তানস্য অপত্যং গর্গা° যঞ্। তন্তুর অপত্য, সন্তানের অপত্য।

তান্তুব্যায়নী (স্ত্রী) তন্তোরপত্যং স্ত্রী ষ্ফ যিত্বাৎ ঙীষ্। তন্তুর অপত্য স্ত্রী।

তান্তিয়াটোপী (তাঁতিয়া টোপী) সিপাহী-বিদ্রোহের নায়ক বিখ্যাত নানা সাহেবের প্রধান মন্ত্রী ও পৃষ্ঠপোষক। সিপাহী-বিদ্রোহের ইতিহাসে নানাসাহেব যেরূপ খ্যাতিলাভ করেন, তান্তিয়াটোপী তাহার কোন অংশে ন্যূন নহেন। কানপুরের বিদ্রোহে তান্তিয়া যেরূপ সাহস ও বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন, তাহাতে তৎকালে সেনাপতি উইণ্ডহাম, কলিন্ প্রভৃতি অনেকেই ভীত ও চকিত হইয়াছিলেন। ইহারই প্ররোচনায় গোয়ালিয়রের বৃত্তভোগী চমূ সিন্ধিয়ার পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া বিদ্রোহে যোগ দিয়াছিল, এবং চর্খাড়ীরাজকে বিশেষরূপে বিপদগ্রস্ত করিয়াছিল। ইংরাজসেনা আসিয়া রাজাকে সাহায্য দান না করিলে বোধ হয় সে যাত্রা চর্খাড়ীরাজ্যের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইত। যে সময় ঝাঁসীর রাণী আপনার পাত্রমিত্র কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া ও ইংরাজ-সেনানায়কের প্রবল আক্রমণে অতিশয় বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন, তান্তিয়া সেই সময় সসৈন্যে রাণীর সাহায্যার্থ উপস্থিত হইয়াছিলেন। রাণীর সহিত বৃটীশসৈন্যের যতবার যুদ্ধ হইয়াছিল, ইনি সকল সময়ই রাণীর যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। ইংরাজ হস্তে কাল্পী পতিত হইবার পর গোপালপুরে গিয়া ইনি রাণীর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং গোয়ালিয়ার অধিকার করেন। এখানে তিনি প্রভূত ধনসঞ্চয় করিয়াছিলেন। ইংরাজসৈন্য আসিয়া গোয়ালিয়র অধিকার করিলে এবং ঝাঁসির বীর রাণী শত্রুর গুলিতে ইহলোক পরিত্যাগ করিলে তান্তিয়া এক প্রকার নিরুৎসাহ হইয়া পড়েন, তবে সঙ্গে বিস্তর সৈন্য ও অর্থবল থাকায় তিনি নানা সাহেবের নাম করিয়া দাক্ষিণাত্যবাসীদিগকে উত্তেজিত করিতে অগ্রসর হইলেন। বৃটীশ গবর্মেণ্টও তাহাতে অতিশয় ভীত হইয়াছিলেন। বড়লাটের আদেশ

ক্রমে সেনাপতি নেপিয়ার তান্তিয়াকে ধৃত করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। তান্তিয়া রাও সাহেবের সহিত চর্ম্মণ্বতী নদী উত্তীর্ণ হইয়া রাজপুতানায় প্রবেশ করেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, রাজপুত রাজন্যবর্গকে উত্তেজিত করিয়া ইংরাজ-বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিবেন। রাজপুতনার দুই এক স্থানে বিদ্রোহের চিহ্ন দেখা গেলেও তান্তিয়ার অভিপ্রায় সুসিদ্ধ হয় নাই। জয়পুরে তিনি চর পাঠাইয়াছিলেন, এখানে বিশেষ সাহায্য পাইবারও সুবিধা হইয়াছিল, কিন্তু প্রকাশ হইয়া পড়ায় নসিরাবাদ হইতে রবার্টসাহেব দুই হাজার সৈন্য সহ তান্তিয়ার গতিরোধার্থ উপস্থিত হইলেন। তান্তিয়া স্বদলে নর্ম্মদানদী পার হইবার অভিপ্রায়ে তোঙ্কের মধ্য দিয়া ধাবিত হইলেন। তখন চম্বল নদীর জল এত বাড়িয়াছিল যে, তাঁহার সৈন্যগণ নদীপার হইতে সাহসী হইল না। তজ্জন্য তিনি পশ্চিমাভিমুখে বুন্দীগিরি পার হইলেন। সে সময় রাজপুতানার নদী সকল উদ্বেলিত হইয়াছিল। তখনও রবার্ট সাহেব তান্তিয়ার অনুসরণে প্রতিনিবৃত্ত হয় নাই। ভীলবাড়ার নিকট রবার্ট একবার তান্তিয়া সৈন্যের দেখা পাইয়াছিলেন, কিন্তু অতি অল্পক্ষণ মধ্যেই তাহারা দৃষ্টিপথের বাহির হইয়াছিল। বনাস্ নদীতীরে আসিয়া রবার্ট তান্তিয়াকে আক্রমণ করিবার আয়োজন করেন। এখানে তান্তিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন না, তিনি সৈন্যগণকে সতর্ক করিয়া নিকট দেবালয়ে পূজা করিতে গমন করেন। রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় ফিরিয়া আসিয়া শুনিলেন যে, শত্রুগণ অতি নিকটবর্ত্তী। অবিলম্বে তূর্য্যধ্বনি করিতে আদেশ করিলেন। পদাতিকগণ সকলেই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহারা তান্তিয়ার আদেশ গ্রাহ্য করিল না। অশ্বারোহী ও গোলন্দাজগণ সকলে প্রস্তুত হইল। তৎপরদিন একটী ক্ষুদ্র যুদ্ধ বাঁধিল। কিন্তু দুরদৃষ্টক্রমে তান্তিয়ার সৈন্যগণ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে বাধ্য হইল। ক্রমে তান্তিয়া চম্বলনদী পার হইয়া ঝালরাপাটন অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

ঝালরাপাটন একটী সুবিখ্যাত দেশীয় রাজ্যের রাজধানী। তান্তিয়া অবলীলাক্রমে এই রাজধানী অধিকার করিলেন এবং অধিবাসীদের নিকট করস্বরূপ ৬ লক্ষ টাকা আদায় লইলেন। এ ছাড়া রাজকোষ হইতে প্রায় চারি লক্ষ টাকার জিনিস ও ৩০টী কামান পাইয়াছিলেন। এখানে তিনি অতি অল্প সময় মধ্যে অনেক নূতন সৈন্য নিযুক্ত করিলেন।

এখন তান্তিয়া সৈন্যবলে ও অর্থবলে বিশেষ বলীয়ান্। ইন্দোরের উপর তাঁহার লক্ষ্য পড়িল। মহারাষ্ট্রীমাত্রেই নানা সাহেবকে পেশবা বলিয়া গণ্য করিতেন। তান্তিয়ার বিশ্বাস ছিল যে, ইন্দোর জয় করিতে পারিলে এবং নানার নাম ঘোষিত হইলে সমস্ত হোলকর-রাজ্যের লোক আসিয়া তাঁহার সাহায্য করিবেক। কিন্তু তাঁহার সেনানীমধ্যে পরস্পর মিল না থাকায় তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। তান্তিয়াকে আক্রমণ করিবার জন্য লখার্ট, হোপ ও মেজর জেনারেল মাইকেল সসৈন্যে রাজগড়ের নিকট উপস্থিত হইল। তান্তিয়া কৌশলী ও বুদ্ধিমান্ হইলেও সেরূপ সাহসী ছিলেন না, যুদ্ধের সময় তিনি প্রায়ই রণক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিতেন না। এই দোষেই তাঁহার সৈন্যগণ কাপুরুষ বলিয়া তাঁহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিত। এই দোষেই বিপুল সহায় থাকিলেও তিনি বারবার ইংরাজ হস্তে পরাজিত হইয়া আসিতেছিলেন। এই দোষে এবারও তিনি পরাজিত হইলেন। তাঁহার সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। কিছুদিন তান্তিয়া জঙ্গলে জঙ্গলে ফিরিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহার সৈন্যগণকে দুই দলে বিভক্ত করিয়া এক দল রাও সাহেবের অধীনে উত্তরাভিমুখে ও অপর একদল তান্তিয়ার সহিত দাক্ষিণাত্যমুখে যাত্রা করিল।

তান্তিয়া নর্ম্মদা নদী পার হইয়া দাক্ষিণাপথে অগ্রসর হইতেছে শুনিয়া বোম্বাই গবর্মেণ্ট ভীত ও চকিত হইলেন। যাহাতে তান্তিয়া নর্ম্মদা নদী উত্তীর্ণ হইতে না পারে, তজ্জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। তান্তিয়া অপর কোন দিকে সুবিধা না পাইয়া পশ্চিমমুখে আসিয়া কার্গুন নামক গ্রামে পৌঁছিলেন। এদিকে মেজর সাদার্লণ্ড তাঁহার গতিরোধার্থ ঝিলবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তান্তিয়া কালবিলম্ব না করিয়া নর্ম্মদা অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ছোট উদয়পুর নামক স্থানে পৌঁছিবামাত্র ব্রিগেডিয়ার পার্কি স্বদলে আসিয়া তাঁহার সৈন্যগণকে পরাস্ত করিলেন। তাহাতে তান্তিয়া ভগ্নহৃদয় হইয়া বংশবাড়ার নিবিড় জঙ্গলে ফিরিতে লাগিলেন। আবার যে তিনি বৃটীশসৈন্যের বিরুদ্ধে অস্ত্রচালনা করিবেন, সে আশা আর বড় ছিল না। কিন্তু অকস্মাৎ আশার ক্ষীণালোক দেখা দিল। সংবাদ পাইলেন, কুমার ফিরোজশাহ অযোধ্যা হইতে আসিতেছেন, তাঁহার সহিত যোগ দিবেন। তিনি যে দারুণ জালে জড়িত হইয়াছেন, এখন সেই জাল ছিন্ন ভিন্ন করিবার জন্য একবার শেষ মস্তক উত্তোলন করিলেন। প্রতাপগড়ের গিরিসঙ্কট ভেদ করিয়া তিনি মেজর রোককে সসৈন্যে পরাস্ত করিলেন। কর্ণেল বেন্সন মালব হইতে এই সংবাদ পাইয়া জীরাপুরে তান্তিয়ার সৈন্যগণকে আক্রমণ করিয়া ৩টী হস্তী কাড়িয়া লইলেন।

তান্তিয়া ইন্দ্রগড় নামক স্থানে আসিয়া ফিরোজশাহের সহিত মিলিত হইলেন। এ সময় উত্তরপক্ষের দুর্দশার এক-

শেষ হইয়াছিল। তবে উভয়দল একত্র হওয়ায় কতকটা আশার সঞ্চার হইল। তাঁহারা দ্রুতবেগে মালবের মধ্য দিয়া রাজপুতানার উত্তরাংশে ধাবিত হইলেন। এদিকে কর্ণেল হলমেস নসিরাবাদ হইতে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৬ ক্রোশপথ অতিক্রম করিয়া শীকার নামক স্থানে বিদ্রোহী-দিগকে আক্রমণ করিলেন। এই অকস্মাৎ আক্রমণে তাস্তিয়া নিতান্ত বিচলিত হইলেন। তিনি ভগ্নোৎসাহ হইয়া কতিপয় অনুচর সঙ্গে লইয়া চম্বল নদী পার হইয়া সিরোঞ্জের নিকটবর্ত্তী নিবিড় জঙ্গলে প্রবেশ করিলেন। জঙ্গল-মধ্যে মানসিংহের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। মান-সিংহ সিন্ধিয়ার অধীনে একজন সামন্ত রাজা ছিলেন, সিন্ধিয়া তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়াছিলেন। সেই-জন্যই তিনি দস্যুবৃত্তি করিয়া জঙ্গল মধ্যে জীবন যাপন করিতেছিলেন। তাস্তিয়ার সহিত তাঁহার পূর্ব্ব হইতে আলাপ ছিল। এখন তিনি তাস্তিয়ার সমুদয় অবস্থা অবগত হইয়া সাদরে তাঁহাকে আশ্রয় দিলেন।

এদিকে সেনাপতি নেপিয়ার মেজরমিডকে মানসিংহ ও তাস্তিয়াকে ধৃত করিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। (১৮৫৯ খৃঃ অব্দ) ৮ই মার্চ মিড সাহেব যে গ্রামে মানসিংহ অবস্থান করিতেছিল, সেই গ্রামের ঠাকুরকে পত্র দিয়া মানসিংহকে বলিয়া পাঠাইলেন, যদি তিনি নিজে আসিয়া ধরা দেন, তাহা হইলে তাঁহার অনেক সুবিধা হইবে। শেষে মান-সিংহকে বলা হইল, তাঁহাকে বৃটীশশিবিরে রাখা হইবে, সিন্ধিয়া তাঁহার কেশ স্পর্শ করিতে পারিবেন না, বরং তাঁহার সুখ-স্বচ্ছন্দ বৃদ্ধির জন্য ইংরাজ-সেনানায়ক বিশেষ চেষ্টা করি-বেন। মানসিংহ ইংরাজ-সেনানায়কের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। কিন্তু তখনও তাস্তিয়ার মনে কিছুমাত্র সন্দেহ হয় নাই। তিনি মানসিংহকে বলিয়া পাঠাইলেন, তিনি এখানে থাকিবেন কি ফিরোজশাহের সহিত পুনরায় মিলিত হইবেন। মানসিংহ বলিয়া পাঠাইলেন যে, তিন দিন মধ্যে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। বৃটিশ-সেনানায়ক জানিতেন, মানসিংহ ব্যতীত আর কাহারও সাধ্য নাই যে তাস্তিয়াকে ধরিয়া আনে। সুতরাং নানা লোভ দেখাইয়া মানসিংহের উপর এই ভার অর্পিত হইল। ৭ই এপ্রেল তারিখে সন্ধ্যার পর মানসিংহ আসিয়া তাস্তিয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং বলিলেন, মিড সাহেব তাঁহার উপর সদয় হইয়াছেন। তখনও তাস্তিয়া জিজ্ঞাসা করেন যে এখানে থাকিবেন কি ফিরোজশাহের কাছে যাইবেন। 'আগামী কল্য ইহার ঠিক উত্তর দিব' বলিয়া মানসিংহ চলিয়া আসিলেন। সেই রাত্রে দ্বিপ্রহরের সময় মানসিংহ কতকগুলি সিপাহীর সহিত আসিয়া দেখিলেন, যে তাস্তিয়া প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত। বিশ্বাসঘাতক মানসিংহ সেই অবস্থায় তাস্তিয়াকে বন্দী করিয়া মিড সাহেবের শিবিরে আনিলেন, পরে তাস্তিয়াকে সিক্রিতে পাঠান হইল। বিচারে তাস্তিয়া দোষী সাব্যস্ত হইলেন। বিচারকালে তাস্তিয়া জবাব দিয়াছিলেন, "আপন প্রভুর আদেশে এতদিন যুদ্ধ করিয়াছি; আমি কখন ইংরাজ পুরুষ, রমণী বা বালকের প্রাণবধ করি নাই।" ১৮ই এপ্রেল ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রাণদণ্ডের দিন স্থির হইল। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি এই কয়টী কথা বলিয়া-ছিলেন, "আমি নিজের জন্য কিছুমাত্র দুঃখিত নহি, তবে আমার পরিবারবর্গ যেন কষ্ট না পায়।" [নানাসাহেব, সিপাহী-বিদ্রোহ, লক্ষ্মীবাই প্রভৃতি শব্দে অপরাপর কথা দ্রষ্টব্য।]

তাস্তিয়াভীল, (তাঁতিয়া) একজন বিখ্যাত ভীল-দস্যু। মধ্য-প্রদেশে নিমার জেলার অন্তর্গত খাটকেরির নিকটবর্ত্তী বিরদা নামে এক গ্রাম আছে, এই স্থানে হিন্দু ভীলদিগের মধ্যে কএক ঘর গোপের বাস। এই বংশে ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে কৃষিজীব ভাওসিংহের ঔরসে তাঁতিয়া জন্মগ্রহণ করে।

তাহার বাল্যাবস্থায় মাতৃবিয়োগ হয়। বিদ্যাশিক্ষার অসদ্ভাব হেতু জ্ঞান মার্জ্জিত হইতে পারে নাই, কিন্তু তাহার অনেক সৎগুণ, অসাধারণ বুদ্ধি ও ন্যায়পরতা ছিল।

বাল্যকাল হইতেই তাঁতিয়া অস্ত্র-শস্ত্রের সহিত ক্রীড়া করিতে ভালবাসিত। তাহার শারীরিক সামর্থ্যও মন্দ ছিল না। একদিন একটা মহিষ ক্ষিপ্ত অবস্থায় গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করে, কিন্তু গ্রামস্থ সকলে তাহাকে কিছুতেই ধরিতে পারে নাই, কিন্তু তাঁতিয়া অবলীলাক্রমে তাহার শৃঙ্গদ্বয় এরূপ জোর করিয়া নোয়াইয়া ধরে, যে ঐ মহিষ আর মস্তক তুলিতে পারে নাই এবং গোঁ গোঁ শব্দ করিয়া ভূমিতে পড়িয়া যায়।

সেই হইতেই তাঁতিয়ার পরাক্রম সকলে অবগত হইতে লাগিল। যে গ্রামে ভাওসিং বাস করিত, সেইখানে তাহার কোন সম্পত্তি ছিল না।

গ্রামের কিছুদূরে পোখার নামক এক গ্রামে তাহাদের কিছু জমী ছিল। শিব পেটেল নামক ঐ গ্রামের এক ব্যক্তির সহিত তাহারা একত্র চাস করিত। তাঁতিয়ার ৩০ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় তাহার পিতার মৃত্যু হয়। পিতার মৃত্যু হইলে শিব পেটেল তাহাকে ঐ জমী হইতে দূর করিয়া দেয়। সে শিব পেটেলের নামে আদালতে নালিস করে, কিন্তু অর্থাভাবে সে মোকদ্দমায় তাঁতিয়ার হার হইল।

তাঁন্তিয়া মোকদ্দমায় হারিয়া শিব পেটেলকে উত্তম-মধ্যম শিক্ষা দেয়। এই অন্যায় অত্যাচারে তাহার একবৎসর কারাদণ্ড হয়।

এই তাহার প্রথম কারাগার দর্শন। নাগপুর সেণ্ট্রল জেলে অতিকষ্টে এক বৎসর কাল অতিবাহিত হইল।

তাঁন্তিয়া জেল হইতে ফিরিয়া আসিল বটে, কিন্তু এইস্থানে বাস করিতে করিতে কতকগুলি লোকের ষড়যন্ত্রে পুনরায় তাহার তিনমাস জেল হয়।

জেল হইতে খালাস পাইলে এবার আর ইংরেজ রাজত্বের মধ্যে বাস না করিয়া হোল্‌কর রাজত্বের ভিতরে সেওয়া গ্রামে আসিয়া বাস করিল।

এই সময় পুনরায় পূর্ব্বোক্ত ষড়যন্ত্রকারীদিগের ষড়যন্ত্রে তাঁন্তিয়া পুনর্ব্বার পতিত হইল। এই ষড়যন্ত্র ও জেলের কঠোর ব্যবহারই তাঁন্তিয়ার ডাকাইত হইবার একটী প্রধান কারণ। তাঁন্তিয়া ষড়যন্ত্র জানিতে পারিয়া ঐ স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক এক স্থান হইতে অন্যস্থানে, এক জঙ্গল হইতে অন্য জঙ্গলে পরিভ্রমণ করিয়া এক বৎসর কাল অতিবাহিত করিল, এই সময় জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য তাহাকে অল্প অল্প চুরি ও ডাকাইতি করিতে হইত।

খড়োজাগ্রামে বিজানিয়া নামে তাহার একজন বিশ্বস্ত বন্ধু ছিল,—তাঁন্তিয়া তাহার নিকট হইতে ষড়যন্ত্রের অনেক সন্ধান পাইত। তাঁন্তিয়া পুনরায় হিম্মত পেটেল প্রভৃতি কএকটী লোকের ষড়যন্ত্রে পুলিশকর্ত্তৃক পুনরায় ধরা পড়িল।

তাহার সঙ্গে বিজানিয়া ও দৌলিয়া এই দুই জন ধৃত হয়। এই হাজতে তাঁন্তিয়ার অনুচর ভীল কএদী ১০ জন ছিল, তাহারা হাজত ঘরে সিঁদ কাটিয়া বহির্গত হইয়া জেলের প্রহরীদিগকে বলিয়া প্রস্থান করিল।

তাঁন্তিয়া স্বরূবলে জেল হইতে আসিয়া ৬ ঘণ্টা অনবরত চলিয়া ৩০ ক্রোশ আসিয়া সকলে নিরাপদ হইল এবং গলার লৌহনির্ম্মিত হাঁসলী প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া ফেলিল। যে সকল লোক তাঁন্তিয়ার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, তাঁন্তিয়া এইবার সময় পাইয়া তাহাদিগের প্রত্যেককেই উপযুক্ত শাস্তি দিতে লাগিল। এইরূপে তাঁন্তিয়া কৃপণের ধন লুট করিয়া দরিদ্র-দিগকে দান করিত, যে অন্নাভাবে খাইতে পাইতেছে না, তাঁন্তিয়া তাহাকে প্রভূত অর্থ-প্রদান করিত। যে কৃপণ, বা দুর্দ্দান্ত, তাঁন্তিয়া তাহার পক্ষে যমস্বরূপ।

যে যে লোক তাঁন্তিয়ার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছিল এবং তাহাকে পুলিশে ধরাইয়া দিবার জন্য চেষ্টিত ছিল, তাঁন্তিয়া তাহাদের প্রত্যেকের বিশেষরূপে দণ্ড প্রদান করিল। তাহাদের ঘর-দ্বার পোড়াইয়া দিল, অর্থ সকল লুট করিয়া দরিদ্রদিগকে প্রদান করিল। পুলিশ ইহাকে ধরিবার জন্য কত চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু পুলিশের সকল চেষ্টাই নিষ্ফল হইতে লাগিল। পুলিশ শত শত চেষ্টা-তেও যখন তাঁন্তিয়াকে ধরিতে পারিল না, তখন অনন্যোপায় হইয়া হোলকর-রাজের সাহায্য প্রার্থনা করিল। হোলকর-রাজও বৃটীশ পুলিশের সহিত একমত হইয়া তাহার অনু-সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন।

তাঁন্তিয়াকে ধরিবার জন্য পুলিশ যতই চেষ্টা করিতে লাগিল, তাঁন্তিয়াকে ধরা ততই তাহাদের পক্ষে কঠিন হইতে লাগিল। এখন ভীলগণই যে তাঁন্তিয়ার দলভুক্ত তাহা নহে, কোরকু ও বুনজারাদিগের মধ্য হইতে অনেকেই আসিয়া তাহার দল পরিপুষ্ট করিতে লাগিল।

তাঁন্তিয়াকে ধরিতে না পারার প্রধান কারণ, তাঁন্তিয়া দরিদ্রের পিতা, বিপন্নের একমাত্র আশ্রয়দাতা। তাঁন্তিয়া যে গ্রামে লুট করিত, সেই গ্রামের দরিদ্র প্রভৃতি লোক-দিগকে সর্ব্ব-সাক্ষাতে তুল্যাংশে বিভাগ করিয়া দিত।

বালক, ব্রাহ্মণ এবং স্ত্রীলোক তাঁন্তিয়ার নিকট বিশেষ-রূপে দোষী হইলেও সে কোনরূপ অনিষ্ট করিত না।

যে সকল গুণে তাঁন্তিয়া সেই প্রদেশীয় দরিদ্র প্রজামণ্ড-লীর নিকট বিশেষ সমাদৃত ছিল, ডাকাইত হইবার পরে তাঁন্তিয়া তাহা শিক্ষা করে নাই। বাল্যকাল হইতেই তাহার এই গুণ সকল তাহার হৃদয়পটে অঙ্কিত ছিল।

তাঁন্তিয়াকে ধরিবার নিমিত্ত গবর্মেণ্টের রাশি রাশি অর্থ ব্যয় হইতে লাগিল, হোলকর মহারাজের অনেক বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ও সুদক্ষ পুলিশ কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। তাঁন্তিয়া এইরূপে কখন ইংরাজরাজত্বে, কখন বা হোলকর রাজ্যে এইরূপে দুষ্টদিগকে দমন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে তাঁন্তিয়ার দাক্ষিণহস্ত স্বরূপ দৌলিয়া ধৃত হইয়া চিরনির্ব্বাসিত হইল। তাঁন্তিয়া অনেকগুলি ডাকাইতি করিয়া কি জানি কি ভাবিয়া কিছুদিন সৌম্যমূর্ত্তি ধারণ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল।

তাঁন্তিয়া ৫ বৎসরে যতগুলি ডাকাইতি করিয়াছে, তাহার বর্ণনা অসম্ভব। তাহা দ্বারা যথাক্রমে বড় বড় ৪০০ শত প্রসিদ্ধ ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। কখন পুলিশের সম্মুখে, কখন বা পুলিশকে প্রতারিত করিয়া এই সকল ডাকাইতি ঘটে। তৎকালে তাঁন্তিয়া কতকগুলি পুলিশ-কর্ম্মচারীর নাক কাটিয়া দিয়াছিল। এখন তাঁন্তিয়ার বয়স ৪৫ বৎসর,

এইরূপ অসময়ে বহু পরিশ্রম, শারীরিক অনেক অত্যাচার প্রভৃতিতে তাহার শরীর কিছু দুর্ব্বল হইল এবং ক্রমাগত ১১ বৎসর পর্য্যন্ত পুলিশ, পল্টন, মালগুজারি প্রভৃতির সহিত সংগ্রাম করিয়া সহস্র সহস্র গৃহ-দাহ করিয়া অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িল। এখন দস্যুপতি এই সকল পরিত্যাগ করিয়া গবর্মেণ্টের নিকট ক্ষমা পাইবার উপায় সকল উদ্ভাবন করিতে লাগিল। এই নিমিত্ত পরিশেষে সে অনেকের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিল। তাহার পক্ষ হইয়া গবর্মেণ্টকে দুইটী কথা বলিবার নিমিত্ত অনেককে অর্থপ্রদানও করা হইল।

পূর্ব্বে ইহার এতদূর সাহস ও পরাক্রম ছিল যে, যখন যে কোন দরিদ্র ব্যক্তির অন্নকষ্ট নিবারণের ইচ্ছা হইত, অথচ সহজে কোনস্থান হইতে দ্রব্যসংগ্রহের উপায় দেখিত না, তখন চলন্তি রেলগাড়ীতে অবলীলাক্রমে উঠিয়া পড়িত, জোর করিয়া মালগাড়ীর দরজা খুলিয়া ফেলিত। এইরূপে মধ্যে মধ্যে জি, আই, পি, রেলগাড়ীতে উঠিয়া চাউল, গম প্রভৃতি বস্তা বস্তা আহারীয় দ্রব্য সকল নীচে ফেলিয়া দিত এবং পরে সেই গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া সেই দ্রব্য দ্বারা দরিদ্রদিগের অভাব মোচন করিত। এখন তাহার সেই বল হ্রাস হইয়াছে, দৃষ্টিশক্তি কমিয়া গিয়াছে, সে তেজ সে উদ্যম আর কিছুই নাই।

তান্তিয়া মেজর ঈশ্বরীপ্রসাদ সি আই ই,র সহিত ইংরাজের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবার নিমিত্ত বন্ধুত্ব করিল। ঈশ্বরীপ্রসাদ একদিন তান্তিয়াকে নিমন্ত্রণ করেন। তান্তিয়া ইহার আলয়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে উপস্থিত হইলে ইহারই ষড়যন্ত্রে তান্তিয়া পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হইল। তান্তিয়ার অনুচরবর্গ এই সংবাদে পুলিশের সহিত অনেকক্ষণ যুদ্ধ করে, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই।

তান্তিয়া ধৃত হইয়াছে এই সংবাদ পাইয়া ইংরাজ গবর্মেণ্টের আর আনন্দের পরিসীমা থাকিল না। পুলিশ কর্ম্মচারী মাত্রেই তাহাদিগের কষ্টের লাঘব হইল, ভাবিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। ঈশ্বরীপ্রসাদ তান্তিয়াকে বিচারার্থ ইংরাজের নিকট পাঠাইয়া দেন। কিন্তু অনেকেই সন্দেহ করিতে লাগিলেন, এ ব্যক্তি প্রকৃত তান্তিয়া কিনা। কিন্তু শেষে অনেক প্রমাণ দ্বারা স্থির হইল, এ-ই প্রকৃত তান্তিয়াভীল।

এইবার তান্তিয়ার বিচার আরম্ভ হইল, তান্তিয়ার বিরুদ্ধে রাশি রাশি অভিযোগ উপস্থিত হইল। তান্তিয়ার বিচার দিন আদালত লোকে লোকারণ্য হইল। তান্তিয়াকে যে যে কথা জিজ্ঞাসা করা হয়, তান্তিয়া তাহার সকলই সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছিল। তান্তিয়ার ফাঁসির হুকুম হইল।

তান্তিয়া দৃঢ়রূপে আবদ্ধ হইয়া জব্বলপুরের জেলের ভিতর নীত হইল। অনেক লোক তান্তিয়ার জন্য কাঁদিতে লাগিল। তান্তিয়া রাজদণ্ডে জন্মের মতন ইহসংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিল।

তান্তবায়ি (পুংস্ত্রী) তন্তবায়স্য অপত্যং তন্তবায়-ইঞ্। তন্তবায়ের অপত্য।

তান্তবায্য (পুং স্ত্রী) তন্তবায়স্য অপত্যং তন্তবায়-ণ্য (সেনান্তলক্ষণকারিভ্যশ্চ। পা ৪।১।১৫২) তন্তবায়ের অপত্য।

তান্ত্র (ক্লী) ১ তন্ত্রবিশিষ্ট, তারযুক্ত। ২ তন্ত্রশাস্ত্রসম্বন্ধীয়।

তান্ত্রিক (ত্রি) তন্ত্রং সিদ্ধান্তমধীতে বেদ বা তন্ত্র-উক্থাদিত্বাৎ ঠক্। ১ জ্ঞাতসিদ্ধান্ত। ২ শাস্ত্রাভিজ্ঞ। ৩ তন্ত্রশাস্ত্রবেত্তা। ৪ তন্ত্রসম্বন্ধীয় বা শাস্ত্রসম্বন্ধীয়। ৫ সন্নিপাত রোগবিশেষ, যে সন্নিপাতে অত্যন্ত তন্দ্রা, ততোধিক পিপাসা, অতীসার, অতিশয় শ্বাস, কাস, গাত্রবেদনা, শরীর অতিশয় উষ্ণ, গলদেশে শোথ, নাসিকার অগ্রভাগ শীতল, জিহ্বা অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ, ক্লান্তিবোধ, শ্রবণশক্তির হ্রাস ও দাহ জন্মে, তাহাকে তান্ত্রিক সন্নিপাত বলে। * (বৈদ্যক)। ৬ তন্ত্রসম্বন্ধীয়।

তান্ত্রিকী (স্ত্রী) তান্ত্রিক-ঙীপ্। ১ তন্ত্রসম্বন্ধীয়া। শ্রুতিপ্রমাণকধর্ম্ম দুইপ্রকার, বৈদিক ও তান্ত্রিক। [তন্ত্র দেখ।]

তান্দন (পুং) বায়ু, পবন।

তান্দুর (ক্লী) তন্দুরেণ পাকযন্ত্রভেদেন নির্বৃত্তং অণ্। তন্দুরপক্কমাংসভেদ, অঙ্গারপূর্ণগর্ত্তে অলগ্ন অবলম্বিত সংস্কৃত মাংস আচ্ছাদন করিয়া তন্দুর যন্ত্রদ্বারা (পাকযন্ত্রভেদ) পাক করিলে তান্দুর মাংস হয়।

"অঙ্গারপূর্ণে গর্ত্তে যদলগ্নমবলম্বিতং।
সংস্কৃতং পিহিতং মাংসং পক্কং তান্দুরমুচ্যতে॥" (শব্দার্থচি°)

এই মাংস রুচিকর, বল্য ও পথ্য। [মাংস দেখ।]

তান্ব (পুং) তন্বাঃ প্রাণাধিষ্ঠিতত্বাৎ প্রাণবত্যা অয়ং অঞ্, সংজ্ঞাপূর্ব্বকবিধেরনিত্যত্বাৎ বেদে ন গুণঃ। ১ তনুজ, পুত্র। তনুনামকস্য ঋষেরপত্যং অঞ্। ২ ঋষিভেদ, তনুনামক ঋষির অপত্য। "সন্তোদিদিষ্ট তান্বঃ" (ঋক্ ১০।৯৪।১৫) 'তান্বঃ নামর্ষিঃ' (সায়ণ) তনু দশা পবিত্রবস্ত্রং তস্যেদং অণ্। ৩ দশাপবিত্র বস্ত্রসম্বন্ধী। স্বার্থে অণ্। ৪ দশাবস্ত্র।

---

* "অতিতন্দ্রাজ্বরঃ শ্বাস কাসতাপোঽতিসারকঃ।
মূলকণ্ঠঃ সিতাশ্যামা জিহ্বাকণ্ঠে চ কূজতি।
ক্ষতিয়া চেতি বিজ্ঞাৎ তান্ত্রিকে সন্নিপাতকে।" (বৈদ্যক)

"গৃত্‌পাতিরিপ্রমবিরক্ত তাম্বা। (ঋক্‌ ৯।৭৮) 'তাম্বা স্বকীয়েন যত্নেন'। (সায়ণ)

তাম্বস (পুং) তম্বদের অপত্য।

তাপ (পুং) তপ-ঘঞ্‌। ক্লেশজনক উষ্ণাদিস্পর্শ জন্য সন্তাপ। ২ কৃচ্ছ্র। ৩ উষ্ণতা। ৪ যাতনা, মনঃপীড়া। ৫ জ্বর। আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক দুঃখ। [দুঃখ দেখ।]

তাপ (Heat) প্রকৃতিকার্য্যের সামঞ্জস্য বিধানে বিশেষ উপযোগী।

ইহা দ্বারা বাত্যা প্রভৃতি কত শত আশ্চর্য্য ভয়ানক ঘটনা সংঘটিত হইতেছে। ইহা না হইলে রসায়নশাস্ত্র বিশেষরূপে পরীক্ষা দ্বারা আলোচনা করিতে পারা যায় না। বস্তুতঃ পদার্থগণের সংশ্লেষণ, বিশ্লেষণ, অবস্থান্তর বা রূপান্তর প্রাপ্তি প্রভৃতি ক্রিয়ার তাপ একটী প্রধানতম সাধক।

অধিক কি, এমন কোন রাসায়নিক ক্রিয়াই নাই যাহাতে তাপের বিনিয়োগ উদ্ভব বা বিলয়ন হয় না। ইহার মূলতত্ত্ব ও যথাযোগ্য বিনিয়োগ প্রণালী অবগত হইতে পারিলে সংসারে কত শত অদ্ভুত ও মহোপকারক কার্য্য সংসাধন করিতে পারা যায়। বাষ্পীয়-শকট, বাষ্পীয়-যান ও তাপমান যন্ত্র প্রভৃতিই ইহার নিদর্শন। কি প্রাণিরাজ্যে, কি জড়রাজ্যে তাপের মহোপাদেয়তা সর্ব্বত্র বিশেষরূপে লক্ষিত হয়।

তাপ না থাকিলে প্রাণী বা উদ্ভিজ্জগণের জন্ম, পরিবর্দ্ধন বা পচন কিছুই হইত না। তাপবিশেষ উপকারী, কিন্তু তাহার লক্ষণ কি? তাপ অদৃশ্য। প্রদীপ জ্বলিতেছে, দেখিয়া কিছু বলা যায় না, যে সে উত্তপ্ত। ইহা ভারবিহীন; কোন বস্তুর শীতকালেও যতটুকু ভার, গ্রীষ্মকালেও ততটুকু ভার থাকে। তাপনিবন্ধন ভারের কিছুই বৈলক্ষণ্য হয় না। অথচ তাহার সত্তার উপলব্ধি হইতেছে। সে সত্তা স্পর্শগ্রাহ্য ও প্রক্রমানুমেয়। তাপ কোন বস্তুতে উপসংক্রামিত হয়, বস্তু তাহা শোষণ করে এবং তখন অবস্থান্তর বা রূপান্তর প্রাপ্ত হয়। তখন তাপের প্রক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। তখনই বিস্তারণ, তরলীকরণ, বাষ্পীকরণ প্রভৃতি ক্রিয়ার উপলব্ধি হয়।

তাপ সকল পদার্থেই বর্ত্তমান থাকে। তবে অল্প আর অধিক। তুষারপিণ্ড যে এত শীতল, ইহাতেও তাপ আছে। কারণ তাপমান-যন্ত্রদ্বারা ইহা নির্ণীত হইয়াছে যে, শীতপ্রধান দেশের তুষার গ্রীষ্মকালে যত শীতল থাকে, শীতকালে তাহা অপেক্ষা অধিক শীতল হইয়া যায়।

তাপের গতি সরলরেখায় এবং আলোকের ন্যায় ইহা বস্তুরে প্রতিফলিত বা সংক্রামিত হয়। কোন কোন বস্তু ইহাকে আত্মসাৎ বা শোষিত করে। কোন কোন বস্তুদ্বারা প্রতিফলিত হয়। কোন কোন বস্তুদ্বারা পরিচালিত, প্রসারিত ও বিকীরিত হয়। সকল স্থলে তাপ প্রত্যক্ষগ্রাহ্য ও পরিমেয়। কোন কোন বস্তু তাপকে শোষিত করে, কিন্তু সে বস্তু উত্তপ্ত হয় না, কিম্বা হইয়াছে, এমন দেখা যায় না। এখানে তাপ গূঢ়, অনিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বা অনুমিতি-গ্রাহ্য।

সুতরাং তাপ দ্বিবিধ—প্রত্যক্ষগ্রাহ্য (sensible) ও অনুমিতিগ্রাহ্য (latent)।

কিন্তু তাপের লক্ষণ কি? যাহা কোন বস্তুতে থাকিলে সেই বস্তু উষ্ণ বোধ হয়, তাহার নাম তাপ।

এখানে জিজ্ঞাসা করিতে পার, যখন গূঢ়ভাবে কোন বস্তুতে থাকে, তখন কি সে তাপ তাপপদবাচ্য হইবে না? হইবে, কারণ সেখানে পূর্ব্বে তাহার অস্তিত্ব লক্ষিত হইয়াছে এবং পরেও তাহার অস্তিত্ব দৃষ্ট হইয়া থাকে, সুতরাং সে অবস্থায় দৃষ্ট না হইলেও অনুমান করা যাইতে পারে, যে তাপ সেখানে বর্ত্তমান।

কোন এক বর্ত্তুল উপরে ফেলিয়া দিলাম, তাহা না পড়িয়া কোন এক ছাতে বা অন্য কোন উচ্চ ভূমিতে গিয়া রহিল, তাহার পতন সেই আধারসংযোগে নিবারিত হইল। তখন কি বলিব যে তাহার পতনশক্তি নষ্ট হইল না, কারণ সেই আধার শূন্য করিলে সেই বর্ত্তুল অমনি ভূমিতে পতিত হইয়া যাইবে। ক্ষণকালমাত্র সেই আধার ভূমি উক্ত বর্ত্তুলের পতনশক্তির প্রতিরোধ করিয়াছিল। তুল্য বল বিরোধিতা-নিবন্ধন সে শক্তি তখন প্রত্যক্ষীভূত হয় নাই, সেইরূপ তাপও সময়ে গূঢ়ভাবে থাকে, বস্তু উষ্ণ হইয়াছে, এমন বোধ হয় না, অর্থাৎ তাপের কোন কার্য্যই সেখানে দৃষ্ট হয় না, কিন্তু অবস্থান্তরে বিলক্ষণ লক্ষিত হয়। ইহা একে একে বাহুল্যরূপে বলা যাইতেছে।

তাপের প্রকৃতি (Nature of heat) কি?

অনেক বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত এ বিষয়ে নানাবিধ মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু সে সকলের মধ্যে একটীও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। কিন্তু এটা স্থির, তাপ, আলোক এবং তাড়িত এ তিনই এক পদার্থ। একই প্রকৃতির রূপান্তর মাত্র।

এই তিনের উপাদানীভূত পদার্থ ঈথর (Ether), ইহা অণুসকলের পরস্পর অবান্তর প্রদেশে পরিব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করে। প্রাচীন পণ্ডিতগণ বলিতেন, যাহার উষ্ণ স্পর্শ আছে, তাহার নাম তেজ। পূর্ব্বতন যুরোপীয় পণ্ডিতগণ

ইহাকে একপ্রকার অতি সূক্ষ্মপদার্থ বলিয়া মনে করিতেন, কিন্তু নব্যেরা বলেন, তাপ স্বতন্ত্র পদার্থ নহে।

তাঁহারা প্রমাণ করিয়াছেন, জড়াত্মক অণুসমূহের কম্পনই তাপ। তাঁহাদের মতে জড় পদার্থের পরমাণু সকল ইথর বা আকাশ নামক যে একপ্রকার বিশ্বব্যাপী সূক্ষ্ম পদার্থে পরিবেষ্টিত তাহারই আন্দোলনে জড়দ্রব্যের অণু-সকল আন্দোলিত হইলে তাপ উৎপন্ন হয়।

যাহা হউক তাপের প্রকৃতি বিষয়ে এই দুইটী প্রধান-তম মত প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে শেষোক্তটীই সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইয়াছে।

১ম। তাপ একটী সূক্ষ্মতম অদৃশ্য তরল পদার্থ ইথর (Ether)। ইহা সকল স্থলে এবং সকল বস্তুর সহযোগে অবস্থান করিতে এবং প্রয়োজনবশতঃ আবার সেই সকল হইতে পৃথক্‌ভূত হইতে সমর্থ। এইরূপ সহযোগে এবং বিচ্ছেদে প্রসারণ, গলন প্রভৃতি তাপের ক্রিয়া লক্ষিত হইয়া থাকে।

২। তাপ অণু সকলের কম্পনজাত। যখন কোন বস্তুর অণুসকল কম্পিত হইতে থাকে, তখন তাহাকে স্পর্শ করিলে সেই কম্পন আমাদের স্নায়ুতে আসিয়া আঘাত করে এবং তাহাতেই আমাদের উষ্ণ স্পর্শানুভব হয়। আরও সেই কম্পন যে শুদ্ধ অণুসকলেই অবস্থান করে, এমন নহে। সেই অণুসকলের অবান্তর প্রদেশস্থিত ইথরের মধ্যেও বর্ত্তমান থাকে। এই শেষোক্ত মতই এখন বিশেষ যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া বোধ হইতেছে। কারণ এই সংসারে যত কিছু পদার্থ দৃষ্টিগোচর হইতেছে, প্রকৃত ধরিতে গেলে সকলই অনবচ্ছিন্ন গতিশীল।

বস্তুতঃ প্রকৃত স্থিতি কাহারও নাই, স্থিতিশীল এরূপ কাহাকেও বলিতে পারা যায় নাই। তবে সেই গতি কোন কোন স্থলে প্রত্যক্ষ হয় এবং কোন কোন স্থলে বা অনুমিত হয়। সেই গতি আবার বলের অনুরূপ মাত্র। সেই বল আবার আত্মগত বা অন্যলভ্য হইতে পারে। যাহা হউক সেই গতি বা বল হইতে তাপ জন্মে। পদার্থে পদার্থে সংঘর্ষণে তাপের উৎপত্তি হয়। যে সকল অণুর সংযোগে সেই সেই পদার্থ জন্মিয়াছে, তাহাদের চলনে বা পরস্পর সংঘর্ষণে তাপের উৎপত্তি। বস্তুতে আঘাত করিলে বস্তু উষ্ণ বোধ হয়, সুতরাং যত অধিক বলপ্রয়োগ করা যাইবে, তত অধিক তাপ জন্মিবে। বাষ্পীয় শকট বা বাষ্পীয়যানের বাষ্প ইহার নিদর্শনস্বরূপ। যখন সেই তাপ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ যখন তাহাকে আবার কোনরূপ গতি সমুৎপাদনে প্রযুক্ত করা যায়, তখন তাপ আবার তিরোহিত হয়।

তাপের উৎপত্তি-স্থান (Sources of heat)। এখন তাপের উৎপত্তি-স্থানের বিষয় বিবৃত হইতেছে। যতগুলি তাপপ্রভব পদার্থ আছে, তাহাদের মধ্যে সূর্য্য একটী প্রধান-তম। সূর্য্যের তাপ পৃথিবীতে পড়ে এবং তাপের সমুদায় কার্য্য সেখানে দৃষ্ট হয়। গ্রীষ্মকালে অধিক তাপ অনুভূত হয়, সেই সময়ে উদ্ভিজ্জগণের পরিবর্দ্ধনাদি তাপের ক্রিয়া লক্ষিত হয়। তাপ পৃথিবীতে পতিত হইয়া পৃথিবীকে উত্তপ্ত করে, পৃথিবীস্থ সমুদয় পদার্থ উত্তপ্ত হয়। কিন্তু তাহা পৃথিবীর অভ্যন্তরে হাত কএক মাত্র প্রবেশ করে বলিয়া অনেকে গ্রীষ্মকালে মাটির ভিতর ঘর নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। রেল-গাড়ীর রাস্তায় রেলের যেখানে পরস্পর সংযোগ, সে স্থলে গ্রীষ্মকালে অধিক তাপের সময় পরিসরণ হইবে বলিয়া একটু একটু ফাঁক করিয়া রাখা হয়। এই সময়ে নানাবিধ ফল পরিপক হয়। এই সময় তাপের আধিক্য হয় বলিয়া পরিশোষণ ক্রিয়ার বিশেষ লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। খাল, বিল, প্রভৃতি শুকাইয়া যায়।

সূর্য্যব্যতীত সংঘর্ষণ (friction), পেষণ, সংঘট্টন (percussion), রাসায়নিক ক্রিয়া প্রভৃতি ইহারাও তাপপ্রভব। তাড়িত ও দহন ইহারা উক্ত রাসায়নিক ক্রিয়ার অন্তপরিণতি মাত্র। ঐ সকল হইতেও তাপের উৎপত্তি হয়।

সংঘর্ষণ। বস্তুতে বস্তুতে সংঘর্ষণ হইলে তাপের উৎপত্তি হয়। কাষ্ঠে কাষ্ঠে সংঘর্ষণ হইলে তাপের উৎপত্তি হয়। হাতে হাতে ঘর্ষণ করিলে হাত উত্তপ্ত হয়। কাচের শিশির ছিপি বদ্ধ হইয়া গেলে রজ্জুদ্বারা শিশির গলায় ঘর্ষণ করিলে সে স্থান উত্তপ্ত হইয়া প্রসারিত হয়, সুতরাং ছিপি খুলিয়া যায়। বরফে বরফে ঘর্ষণ করিলে বরফ গলিয়া যায়।

ডেভি সাহেব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, রেলের উপর কলের গাড়ীর চাকার ঘর্ষণে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ লক্ষিত হইয়া থাকে। পাছে ঘর্ষণে তাপ জন্মে; এইজন্যই কলের গাড়ীতে চর্ব্বি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এজন্যই কলের সমুদয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যথাযোগ্যরূপে বিনিযোজিত হইয়া থাকে।

সংঘট্টন। সংঘর্ষণ এবং পেষণ এই উভয়ের একত্র সংঘট্টন। চকমকির পাথরে চকমকি দিয়া অগ্ন্যুৎপাত হইয়া থাকে। কর্ম্মকারেরা হাতুড়ি দিয়া লৌহ পিটিবার সময় লৌহ উত্তপ্ত হয়।

রাসায়নিক ক্রিয়া। বস্তুতে বস্তুতে মিলিত হইলে যে নূতন প্রকার বস্তুর সৃষ্টি করে, তাহাকে রাসায়নিক ক্রিয়া বলা যায়। অনেক সময়ে ইহাতে অগ্ন্যুৎপাত হয়। যদিও সময়ে সময়ে ইহা প্রত্যক্ষীভূত হয় না। চুণে জল দিলে, জলে

গন্ধক দ্রাবক দিলে তাপ উদ্গত হয়। জলে পটাশ দিলে জলিয়া উঠে। প্রদীপ জলা প্রভৃতিও রাসায়নিক ক্রিয়ার উদাহরণস্থল।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, তাপ দ্বিবিধ—প্রত্যক্ষগ্রাহ্য ও গূঢ় বা অনুমিতিগ্রাহ্য। প্রত্যক্ষগ্রাহ্য তাপ প্রায়ই স্পর্শশক্তি দ্বারা অনুভূত হয়। বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে স্পর্শবোধ আমাদের একপ্রকার তাপমানযন্ত্র। যখন আমরা কোন উষ্ণ বস্তু স্পর্শ করি, তখন আমাদের উষ্ণ-স্পর্শানুভব হয়, তেমনি যখন আমরা কোন এক তুষারপিণ্ডে হাত দিই, তখন আমাদের শীতল স্পর্শানুভব হয়। কিন্তু উহা কত শীত বা উষ্ণ তাহা নির্দ্দেশ করিয়া বলিতে পারি না। নির্দ্দেশ না করিতে পারিলেও তাপের বৈলক্ষণ্য ও হ্রাসবৃদ্ধি প্রভৃতি কিছুই স্থির করিতে পারি না। এইজন্যই তাপমানযন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। ইন্দ্রিয় দ্বারা সামান্যতঃ যাহা কিছু স্থির করা যায়, তাহা প্রকৃত হইবার সম্ভব নাই। কেননা যদি কোন গৃহস্থের তিনটী পদার্থ থাকে, একটী ধাতুর, একটী কাষ্ঠের আর এক খানি বস্ত্র, এখন তাহাদের প্রত্যেককেই যদি ক্রমান্বয়ে স্পর্শ করা যায়, তাহা হইলে আমাদের তিনটী বিভিন্ন প্রকার স্পর্শানুভব হয়। যদি গৃহস্থিত বায়ু উষ্ণ থাকে, তাহা হইলে বস্ত্রখানি উষ্ণ, কাষ্ঠ উষ্ণতর এবং ধাতুর পদার্থটী উষ্ণতম বোধ হয়, কিন্তু সেই বায়ু শীতল থাকিলে তদ্বৈপরীত্য ঘটিবে অর্থাৎ ধাতব পদার্থটী শীতলতম, কাষ্ঠ শীতলতর এবং বস্ত্রখানি শীতল বোধ হইবে। বস্তুতঃ আমাদের স্পর্শশক্তি বিলক্ষণ অনিশ্চিত।

কোন এক পথিক কোন এক পর্ব্বত হইতে নামিতেছেন, আর একজন সেই পর্ব্বতে উঠিতেছে. যিনি নামিতেছেন, তিনি যতই নামেন, ততই উষ্ণ বোধ করেন, আর যিনি উঠিতেছেন, তিনি কেবলই শীত অনুভব করিতেছেন, এ দুই জনের মধ্যে কেহই উষ্ণত্বের বা শীতলত্বের হ্রাসবৃদ্ধি বিশেষ করিয়া উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন না। এমন কি কখন কখন গ্রীষ্মকালেও এক এক দিন শীতানুভব হয়, এবং শীতকালেও সময়ে সময়ে উষ্ণ বোধ হয়। এই সকল বৈলক্ষণ্য সূক্ষ্মরূপে নির্দ্ধারণ করিতে গেলে স্পর্শশক্তির উপর কোনমতেই বিশ্বাস করা যায় না। কেহ কেহ তাপকে একটী সূক্ষ্ম তরল পদার্থ বলিয়া বর্ণন করেন, কিন্তু ইহাকে তরল পদার্থের ন্যায় সের হিসাবে ওজন করিতে পারা যায় না। ফলতঃ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাপকে কোনরূপেই মাপিতে পারা যায় না, কিন্তু আমরা পদার্থোপরি তাপের নানাবিধ প্রথমে পরিমাণ করিয়া তাপের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হই। [তাপমান দেখ।]

উষ্ণতা ও শৈত্য।—উষ্ণতা ও শৈত্যে কোন বিশেষ প্রভেদ নাই। এক বস্তুর সহিত তুলনায় যাহাকে উষ্ণ বলিয়া বোধ হয়, অন্য আর এক বস্তুর সহিত তুলনায় তাহাকেই আবার শীতল বলিয়া জ্ঞান হয়। এক হস্ত অত্যুষ্ণ জলে ও অন্য হস্ত অত্যন্ত হিম জলে নিমগ্ন করিয়া পরে যদি উভয় হস্তই নাতি-শীতোষ্ণজলে নিমজ্জিত করা যায়, তাহা হইলে যে হস্ত উষ্ণ জলে নিমজ্জিত হইয়াছিল, তদ্বারা শৈত্যের, আর যে হস্ত হিমজলে নিমজ্জিত হইয়াছিল, তদ্বারা উষ্ণতার অনুভব হয়।

তাপ নিবন্ধন জড় বস্তুর প্রসারণ। তাপ নিবন্ধন জড় দ্রব্যের পরমাণু সকল পরস্পরকে দূরীভূত করে। এই নিমিত্ত তাপসমাগমে দ্রব্যাদি প্রসারিত হয়। উত্তপ্ত হইলে কঠিন দ্রব্য অপেক্ষা তরল এবং তরল দ্রব্য অপেক্ষা বায়বীয় দ্রব্য সকল অপেক্ষাকৃত অধিক বিস্তৃত হয়। তাদৃশ উত্তপ্ত হইলে কঠিন দ্রব্য দ্রব ও দ্রব দ্রব্য বাষ্প হইয়া যায়, কঠিন দ্রব্য সকল উত্তপ্ত হইলে প্রসারিত হয়। এই নিমিত্ত রেলের রাস্তা নির্ম্মাণ করিবার সময়ে রেলগুলির মধ্যে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ফাঁক রাখিতে হয়।

যন্ত্রদ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, কোন শীতল লৌহদণ্ড যে ছিদ্র মধ্যে অনায়াসে প্রবিষ্ট হয়, কিন্তু উত্তপ্ত হইলে আর তাহাতে প্রবেশ করিতে পারে না। যে সকল কঠিন পদার্থ তাপসমাগমে বিশ্লিষ্ট না হয়, তাহাদিগকে উত্তপ্ত করিলে ক্রমে ক্রমে কোমল হইয়া আইসে, এবং অবশেষে তরল হইয়া যায়। কঠিন দ্রব্যের ন্যায় দ্রব দ্রব্য সকলও উত্তপ্ত হইলে প্রসারিত হয়।

এই নিমিত্ত জলপূর্ণ পাত্রে তাপ দিলে তাহা হইতে জল উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়ে। বায়বীয় বস্তু সকল তাপ পাইলে বিলক্ষণ প্রসারিত হয়। যদি কোন বায়ুপূর্ণ চর্ম্মথলের মুখ বদ্ধ করিয়া তাহাতে তাপ দেওয়া যায়, তাহা হইলে উহা অমনি স্ফীত হইয়া উঠে।

সমান তাপ প্রাপ্ত হইলেও সকল প্রকার কঠিন ও তরল দ্রব্য সমান পরিমাণে প্রসারিত হয় না, কিন্তু যাবতীয় বায়বীয় বস্তুই সমান তাপ প্রাপ্ত হইলে প্রায় সমান পরিমাণে বিস্তৃত হয়।

তাপের ফল। ইহার বিষয় পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ঘন, তরল বা বাষ্পীয় সকল পদার্থই তাপে প্রসারিত ও শৈত্যে সঙ্কোচিত হয়। এই প্রসরণ ঘন পদার্থে অল্প, তরল পদার্থে অপেক্ষাকৃত অধিক ও বাষ্পীয় পদার্থে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লক্ষিত হয়। অর্থাৎ পদার্থের অণু সকল যত,

৩০ ইঞ্চি চাপে ০°শ উষ্ণতায় বরফ দ্রব হয়। কিন্তু অধিক চাপ প্রযুক্ত হইলে সমধিক উষ্ণ না হইলে দ্রব হয় না।

দ্রবমাণ বস্তুতে যত তাপ প্রয়োগ করা যাউক না কেন, কিছুতেই তাহার উষ্ণতার বৃদ্ধি হয় না।

আরও দেখিতে পাওয়া যায় যে, দ্রবমাণ দ্রব্য ও তদুৎপন্ন দ্রব্যের উষ্ণতা সমান। ০°শ, অথবা ৩২° ফা পরিমাণে উষ্ণ হইলে পর বরফে যে তাপ প্রয়োগ করা যায় তদ্দ্বারা উহার উষ্ণতার বৃদ্ধি হয় না। কিন্তু ঐ তাপের প্রভাবে বরফ দ্রব হইতে থাকে। দ্রবমাণ তুষার হইতে যে জল উৎপন্ন হয়, তাহারও উষ্ণতা ঠিক ০°শ, অথবা ৩২° ফা।

অতএব দৃষ্ট হইতেছে ০°শ বরফকে ০°শ জলে পরিণত করিলে কিয়ৎপরিমাণ তেজ অন্তর্হিত হয়। এই অন্তর্হিত তেজকে জলের অন্তর্গত অপ্রত্যক্ষ প্রচ্ছন্ন ও গূঢ় তেজ বলা যায়। ৮০°শ প্রমাণ উষ্ণ এক সের জলের সহিত ০°শ প্রমাণ উষ্ণ একসের জল মিশ্রিত করিলে ৪০°শ প্রমাণ উষ্ণ দুই সের জল হয়।

কিন্তু ৮০°শ প্রমাণ উষ্ণ ১ সের জলের সহিত ০°শ প্রমাণ উষ্ণ ১ সের তুষারচূর্ণমিশ্রিত করিলে ০°শ প্রমাণ উষ্ণ দুই সের জল হয়। সুতরাং প্রতীয়মান হইতেছে, ০°শ প্রমাণ এক সের বরফ দ্রব হইয়া ০°শ প্রমাণ উষ্ণ এক সের জল হইলে যে তেজ অন্তর্হিত হয়, তদ্দ্বারা ১ সের জলের উষ্ণতা ৮০° অংশ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে, অন্যান্য কঠিন দ্রব্য দ্রব হইবার সময়েও এইরূপ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু সকল দ্রব দ্রব্যের অন্তর্গত অপ্রত্যক্ষ প্রচ্ছন্ন তেজের পরিমাণ সমান নহে।

০°শ পরিমাণে উষ্ণ হইলে যেরূপ বরফ গলিয়া জল হয়, তদ্রূপ ০°শ পরিমাণে শীতল হইলে জল জমিয়া বরফ হয়। বরফ দ্রব হইবার সময় যতখানি তেজ অন্তর্হিত হয়, জল জমিবার সময়ে ঠিক ততখানি তেজ বিনির্গত হয়।

ফলে যে উষ্ণতায় কোন বস্তু দ্রব হয়, ঠিক সেই উষ্ণতায় তদুৎপন্ন দ্রব দ্রব্য পুনরায় ঘনীভূত হয়। আর গলিবার সময় যে পরিমাণ তেজ অন্তর্হিত হয়, জমিবার সময়েও সেই পরিমাণ তেজ নির্গত হয়। এই নিমিত্ত শীতপ্রধানদেশে যখন দারুণ শীতের প্রভাবে জলাশয়াদির জল জমিয়া বরফ হইতে আরম্ভ হয়, তৎকালে সেই হিমময় জলের অন্তর্গত গূঢ়তেজ প্রকাশিত হইয়া দুরন্ত শীতের পরাক্রম কিছু খর্ব্ব করিয়া দেয়।

দ্রবীভূত হইলে দ্রব্যাদির আয়তন বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ১০০ ঘন ইঞ্চি গন্ধক দ্রব হইলে ১০৫ ঘন ইঞ্চি হয়। কিন্তু বরফ দ্রব হইলে সঙ্কুচিত এবং জল জমিলে প্রসারিত হয়। অন্যান্য তরল দ্রব্য জমিলে ভারি হয়, কিন্তু জল জমিয়া বরফ হইলে লঘু হয়, এই নিমিত্ত জলে ভাসে। জল জমিবার সময়ে বিস্তৃত হয়, তাহাতে শীতপ্রধান দেশীয় নদ, নদী, হ্রদ, সমুদ্র প্রভৃতির জল জমিয়া বরফ হইলে উপরিভাগে ভাসিতে থাকে এবং নিম্নে ৪°শ প্রমাণ উষ্ণজল থাকাতে মৎস্যাদি জলচর জীবগণ জলাভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয় না। জল জমিয়া যখন বরফ হয়, তখন উহার আয়তনের বৃদ্ধি সহকারে প্রসারণশক্তিরও বিলক্ষণ বৃদ্ধি হয়। যদি কোন জলপূর্ণ লৌহময় বোতলের মুখ বন্ধ করিয়া অতিশয় শীতল কোন পদার্থের মধ্যে কিছুক্ষণ রাখা হয়, তাহা হইলে ইহার অভ্যন্তরস্থ জল বরফে পরিণত হয় এবং বরফ হইবার সময়ে উহার প্রসারণের বল এরূপ প্রবল হইয়া উঠে যে, ঐ লৌহময় পাত্র বিদীর্ণ ও ভগ্ন হয়। শীতপ্রধান দেশে রাত্রিকালে শীতের প্রভাবে জলপ্রণালীর অন্তর্গত জল জমিয়া যাওয়ায় কখন কখন নল সকল বিদীর্ণ ও ভগ্ন হইয়া যায়।

পর্ব্বতের উপর যে বৃষ্টির জল পতিত হয়, তাহার কিয়দংশ ছিদ্রাদি মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। পরে শীতদ্বারা যখন তাহা তুষাররূপে পরিণত হয়, তখন এই কারণে প্রস্তরখণ্ড সকল বিদারিত হয়।

কঠিন দ্রব্য উত্তপ্ত হইলে বাষ্প হয়। কাগজ, কাষ্ঠ প্রভৃতি কতকগুলি কঠিন দ্রব্যকে যেরূপ দ্রব করিতে পারা যায় না; মেদ, নারিকেল, তৈল প্রভৃতি কতিপয় তরল দ্রব্যকেও সেইরূপ বাষ্পীয় অবস্থায় পরিণত করিতে পারা যায় না, উত্তাপনিবন্ধন ইহাদিগের উপাদান সকল পৃথগ্‌ভূত অথবা ভিন্ন প্রকারে সংযুক্ত হয়। কর্পূর, আয়দীন (অরুণক) প্রভৃতি কতিপয় কঠিন বস্তু দ্রব না হইয়া একবারে বাষ্প হয়। বাষ্পীয় দ্রব্য সকল সচরাচর বর্ণহীন ও স্বচ্ছ হইয়া থাকে। কেবল আয়দীন প্রভৃতি কএকটীর দ্রব্যের বাষ্পবর্ণবিশিষ্ট। বাষ্প ও বায়ুতে কোন বিশেষ প্রভেদ নাই। বাষ্পের বায়ব্যভাব নৈমিত্তিক, আর বায়ুর স্বাভাবিক।

যে সকল পদার্থ স্বভাবতঃ তরল, তাহাদিগের পরিণামে যে বায়ুবৎ দ্রব্য উৎপন্ন হয়, তাহাকে বাষ্প বলা যায়। বায়বীয় বস্তুদিগের ন্যায় বাষ্প সকলও স্থিতিস্থাপক। উষ্ণতা ও চাপের তারতম্যানুসারে বায়বীয় দ্রব্য সকলের আয়তনাদির যেরূপ তারতম্য হয়, বাষ্পদিগেরও ঠিক সেইরূপ হইয়া থাকে।

শতাংশিকের এক অংশ পরিমাণে উষ্ণতার বৃদ্ধি হইলে বায়বীয় ও বাষ্পীয় বস্তুদিগের আয়তন $\frac{১}{২৭৩}$, বা .০০৩৬৬৫ পরিমাণে বর্দ্ধিত হয় অর্থাৎ ১ ঘন ইঞ্চি কি ১ ঘন ফুট কোন

বায়ু কি বাষ্পের উষ্ণতা যদি ১°শ বৃদ্ধি করা যায়, তাহা হইলে উহার আয়তন ২৭৩ বা ১°০০৩৬৬৫ ঘন ইঞ্চি বা ঘন ফুট প্রমাণ হয়। সুতরাং ২৭৩ অংশ পরিমাণে উষ্ণতার বৃদ্ধি হইলে আয়তন দ্বিগুণিত হয়।

যেরূপ সকল কঠিন দ্রব্যকে দ্রব করিতে সমান উত্তাপ প্রয়োগ করিতে হয় না, সেইরূপ সকল দ্রব দ্রব্যকে বাষ্প করিতে সমান উত্তাপ আবশ্যক হয় না। ভিন্ন ভিন্ন দ্রব দ্রব্য ভিন্ন ভিন্ন উষ্ণতায় বাষ্পাকার ধারণ করে। সুরাসার, জল, তার্পিণতৈল ও পারদ এই কএকটী দ্রব দ্রব্যকে ফুটাইতে হইলে তাহাদিগকে যথাক্রমে ফারেণহীটের ২৭৩°, ২১২°, ৩১৬° ও ৬৬০° অংশ পরিমাণে উষ্ণ করিতে হয়।

একজাতীয় কঠিন বস্তু সকল যেমন একরূপ উষ্ণতায় দ্রব হয়, একজাতীয় দ্রব বস্তুসকল সেইরূপ সমান পরিমাণে উষ্ণ হইলে ফুটিয়া উঠে। যেরূপ সর্ব্বদেশে ও সর্ব্ব সময়েই ০°শ বা ৩২০ ফা প্রমাণ উষ্ণ হইলে জল ফুটিতে থাকে।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, ভূতলস্থ সকল পদার্থ বায়ুরাশির চাপে আক্রান্ত। এই চাপ অতিক্রম করিতে না পারিলে দ্রব দ্রব্য সকল কখনই ফুটে না। বাস্তবিক যখন কোন দ্রব দ্রব্যসম্ভূত বাষ্পের প্রসারণশক্তি বায়ুরাশির চাপের সমান হয়, তখনই উহা ফুটিতে থাকে।

যখন বায়ুরাশির চাপ ৩০ ইঞ্চি পারদের সমান হয়, কেবল সেই সময়ই ফারেণহীটের ২১২° অংশে জল ফুটিয়া উঠে। চাপের ন্যূনাধিক্য হইলে ফুটন-বিন্দুরও ন্যূনাধিক্য হয়।

পর্ব্বতের উপর বায়ুরাশির চাপ অপেক্ষাকৃত অল্প, এইজন্য তথায় অপেক্ষাকৃত অল্প উত্তাপে জলকে ফুটাইতে পারা যায়।

পরীক্ষাদ্বারা নিরূপিত হইয়াছে, যত উচ্চে উঠা যায়, ততই প্রতি ৫৩০ ফিটে ফারেণহীটের ১ অংশ করিয়া ফুটন-বিন্দুর হ্রাস হয়। পর্ব্বতাদির উচ্চতা-নিরূপণ করিবার এই একটী উপায়।

বায়ু-নিষ্কাশনযন্ত্রের আবরণপাত্রের ভিতর একটী জল-পূর্ণ পাত্র রাখিয়া বায়ু নিষ্কাশন করিলে পাত্রস্থিত জল এমন কি ৭০° ফা পরিমিত উষ্ণতায়ও টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিতে থাকে। ফলতঃ উষ্ণ হইলেই যে জল ফুটে, কি ফুটিলেই জল উষ্ণ হয়, এরূপ কোন নিয়ম নাই।

দ্রব দ্রব্য সকল ফুটিয়া উঠিলে তাহাদিগকে যত উত্তপ্ত করা যাউক না কেন কিছুতেই তাহাদের উষ্ণতার বৃদ্ধি হয় না। আরও দেখিতে পাওয়া যায় যে, দ্রবমান কঠিন দ্রব্য ও তদুৎপন্ন দ্রব দ্রব্যের উষ্ণতা যেরূপ একবারে অভিন্ন, ফুটন্ত দ্রব্য ও তদুৎপন্ন বাষ্পের উষ্ণতাও ঠিক সেইরূপ সমান। বিশুদ্ধ জল ২১২° ফা পরিমাণে উষ্ণ হইলে ফুটিয়া উঠে এবং একবার ফুটিয়া উঠিলে উহাতে যত উত্তাপ দেওয়া যায়, তদ্দ্বারা উহার উষ্ণতার কিছুমাত্র বৃদ্ধি হয় না, আবার ফুটন্ত জল হইতে যে বাষ্প উৎপন্ন হয়, তাহারও উষ্ণতা ঠিক ২১২° ফা। অতএব প্রতীয়মান হইতেছে, কঠিন দ্রব্য দ্রব হইবার সময়ে যেরূপ কিয়ৎপরিমাণে তেজ অপ্রত্যক্ষ হয়, দ্রব দ্রব্য বাষ্প হইবার সময়েও সেইরূপ কিয়দংশ তেজ প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে। যে পরিমাণে তাপ দিলে ১ দণ্ডের মধ্যে তুষার হিমজল ফুটিয়া উঠে, সেই পরিমাণে প্রায় আর সাড়ে পাঁচদণ্ডকাল উত্তপ্ত না হইলে উহা বাষ্প হয় না অর্থাৎ হিমজলকে ৩২° ফারেণহীট হইতে ২১২° ফা প্রমাণ উষ্ণ করিতে যে পরিমাণ তাপ প্রয়োগ করিতে হয়, ২১২° ফা প্রমাণ উষ্ণ জলীয় বাষ্পে পরিণত করিতে তদপেক্ষা ৫.৪ গুণ অধিক পরিমাণ তাপ প্রয়োগ করার আবশ্যক। অতএব জলীয় বাষ্পের অপ্রত্যক্ষ গূঢ় তেজের পরিমাণ প্রায় ১৮০ × ৫.৪ = ৯৭২° ফা। ০°শ ১ সের জলের সহিত ১০০°শ ১ সের জল মিশ্রিত করিলে ৫০°শ প্রমাণ উষ্ণ ২ সের জল উৎপন্ন হয়। কিন্তু ১০০°শ ১ সের জলীয় বাষ্পকে শীতলজলের মধ্যস্থিত কোন নলের মধ্য দিয়া পরিচালিত করিয়া ১০০°শ ১ সের জল উৎপাদন করিলে এত তেজ বিনির্গত হয় যে, তদ্দ্বারা ৫.৪ সের জল ১°শ হইতে ১০০°শ পর্য্যন্ত উষ্ণ হয়। সুতরাং জলীয় বাষ্পের অন্তর্গত অপ্রত্যক্ষ তেজের ১০০ × ৫.৪ = ৫৪০°শ ৯৭২ ফা।

আরও দেখা যাইতেছে জল বাষ্প হইলে যে তেজ অন্তর্হিত হয়, জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হইয়া জল হইতে পুনর্ব্বার সেই তেজ প্রকাশিত হয়।

যে সকল দ্রব্য জলে দ্রবীভূত হইয়া থাকে, উহা বরফে কি বাষ্পে পরিণত হইলে তৎসমুদয় বিমুক্ত হইয়া যায়। বরফ দ্রব কি জলীয় বাষ্প ঘন হইলে যে জল উৎপন্ন হয়, তাহা এই কারণে বিশুদ্ধ। বৃষ্টির জলও এই নিমিত্ত বিশুদ্ধ। সচরাচর বিশুদ্ধ জল প্রস্তুত করিতে হইলে জলাশয়াদির জল লইয়া তাহাকে উত্তাপ দ্বারা বাষ্প এবং সেই বাষ্পকে ঘনীভূত করিয়া পুনর্ব্বার জল করা যায়। এইরূপে যে জল বিশোধিত হয়, তাহাকে চোয়ান জল বলে।

দ্রব দ্রব্যের উপরিভাগ হইতে সর্ব্বদাই বাষ্প উত্থিত হইয়া থাকে। নদী, হ্রদ, সরোবরাদির পৃষ্ঠ দেশ হইতে নিয়তই বাষ্প উত্থিত হইতেছে, ইহা সকলেই অবগত আছেন।

চাপের ন্যূনাধিক্য হেতু বাষ্পনিঃসরণের ন্যূনাধিক্য হইয়া থাকে। জলাদির উপর বাষ্পরাশির চাপ যত অল্প হয়, বাষ্প-নিঃসারণ তত অধিক হইয়া থাকে। বায়ুনিষ্কাশনযন্ত্রে কিঞ্চিৎ ইথর নামক তরলদ্রব্য স্থাপন করিয়া বায়ু নিষ্কাশন করিলে এরূপ প্রবলবেগে বাষ্প নিঃসরণ হইতে থাকে যে অনতিবিলম্বেই উহা ফুটিয়া উঠে। ফলতঃ বাষ্পপরিণামশীল দ্রব দ্রব্যমাত্রেই নির্বাতস্থলে স্থাপিত হইলে অমনি তৎক্ষণাৎ বাষ্পরূপে পরিণত হয়।

হউডিকলন, ইথর প্রভৃতি শীঘ্র বাষ্পপরিণামশীল বস্তু-সংস্পর্শে শরীর শীতল হয়, তাহার কারণ এই যে উহারা বাষ্প হইবার সময়ে শরীর হইতে তেজ গ্রহণ করে। বৃষ্টির পর বাতাস শীতল হয়, কেন না বৃষ্টিসম্ভূত জলকণা সকল ভূমি ও বায়ু হইতে তেজগ্রহণ করিয়া বাষ্প হয়। গ্রীষ্মকালে কুজাতে জল রাখিলে অপেক্ষাকৃত শীতল হয়; তাহার কারণ এই যে, কুজার ছিদ্র দিয়া জলকণা সকল বহির্ভাগে নির্গত হইয়া বাষ্পাকার ধারণ করিবার সময়ে অভ্যন্তরস্থ জল হইতে তেজ গ্রহণ করে। বাতাসে রাখিলে কুজার জল আরও শীতল হয়। ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের প্রাসাদে পাখা ও জলাসিক্ত খস্‌খস্‌ দ্বারা যে শৈত্য-সুখানুভব হইয়া থাকে, জলবিন্দু সকল বাষ্প হইবার সময় তেজপরিগ্রহ করাই তাহার কারণ।

তাপ-সঞ্চালন। পরিচালন, পরিবাহন ও বিকীরণ এই তিন প্রকারে এক স্থানের তাপ স্থানান্তরে নীত হইয়া থাকে। সকলেই অবগত আছেন, কোন লৌহদণ্ডের একপ্রান্ত অগ্নির উপর ধরিলে ক্রমে ক্রমে অপর প্রান্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠে।

যে গুণ থাকায় জড় দ্রব্যের পরমাণু সকল এইরূপে তাপ সঞ্চালন করে, তাহার নাম পরিচালকতা। আর যে বিধান দ্বারা এইরূপে কণা হইতে কণান্তরে তাপ-সঞ্চালিত হয়, তাহার নাম পরিচালন। যে সকল বস্তু তাপ-পরিচালন-ক্ষম, তাহাদিগকে তাপপরিচালক বলা যায়।

সকল দ্রব্যের পরিচালকতাগুণ সমান নহে, বাষ্প ও দ্রব দ্রব্যাপেক্ষা কঠিন বস্তু সকল সমধিক তেজপরিচালক এবং কঠিন বস্তুদিগের মধ্যে ধাতুদ্রব্য সকলের পরিচালকতা-শক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। রৌপ্য, তাম্র, স্বর্ণ, পিত্তল, রাঙ্গ, লৌহ, ইস্পাত, সীস, প্লাটিনম্‌ এই কয়টী দ্রব্য বিশেষ পরিচালক। কিন্তু ইহাদের পূর্ব্ব-পূর্ব্বটীর অপেক্ষা উত্তর-উত্তরটীর পরিচালকতাশক্তি অপেক্ষাকৃত অল্প। ধাতু দ্রব্য অপেক্ষা প্রস্তর ও কাচের পরিচালকতাশক্তি অনেক অল্প এবং অঙ্গার, কাষ্ঠ, বরফ, বালুকা প্রভৃতি দ্রব্যের পরিচালকতা শক্তি তদপেক্ষাও অল্প। কোন দীর্ঘ লৌহদণ্ডের একপ্রান্ত অগ্নিসংযুক্ত হইলে অপর প্রান্ত এরূপ উত্তপ্ত হইয়া উঠে যে স্পর্শ করিতে পারা যায় না। কিন্তু কোন প্রজ্বলিত কাষ্ঠ-খণ্ডের যে ভাগে অগ্নি জ্বলিতেছে, তাহার ঠিক পার্শ্বে হাত দিলেও কিছুই হয় না। এইরূপ অঙ্গারের একভাগ অগ্নিময় হইয়া উঠিলেও অন্যভাগ দ্বারা উহা অনায়াসে হস্তে ধরিতে পারা যায়। কাচখণ্ডের একভাগ অগ্নিতে দ্রব হইয়া গেলেও অপরদিক্‌ কিছুমাত্র উত্তপ্ত হয় না।

তুলা, রেশম প্রভৃতি দ্রব্যের পরিচালকতা শক্তি এত অল্প যে, ইহাদিগকে অপরিচালক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যে সকল বস্তুর পরিচালকতা-শক্তি অল্প, তদ্দ্বারা পরিধেয় বস্ত্র নির্ম্মাণ করা কর্ত্তব্য। কেন না তাহা হইলে শীতকালে শরীরস্থ তেজ বিনির্গত হইয়া বাহিরে যাইতে পারে না এবং গ্রীষ্মকালে বাহিরের তেজ শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে না। কম্বল দিয়া বরফ জড়াইয়া রাখিলে যে উহা শীঘ্র দ্রব হয় না, কম্বলের দুর্ব্বল পরিচালকতা তাহার কারণ।

তাপ-পরিবাহন। তরল ও বায়বীয় দ্রব্য সকলের ভিতর দিয়া তেজ পরিচালিত হয় না। এই কারণে কোন জলপূর্ণ পাত্রের উর্দ্ধদেশে তাপ প্রয়োগ করিলে তদ্দ্বারা নিম্নস্থ জল কিছুমাত্র [illegible] হয় না।

তবে [illegible] পাত্রে জল রাখিয়া তাহার নীচে জ্বাল দিলে সমুদয় জ[illegible] উষ্ণ হয়, তাহার অন্যবিধ কারণ আছে। তাপ সংযো[illegible] নিম্নস্থ জল প্রথমে উত্তপ্ত হয়, উত্তপ্ত হইলেই লঘু হয়, লঘু [illegible]লেই সুতরাং উর্দ্ধগামী হয়। এইরূপে নীচের লঘু জল উ[illegible] উত্থিত হইলে উপরিস্থ শীতল ও ভারি জল নীচে পতিত হয় এবং কিয়ৎক্ষণের মধ্যেই উত্তপ্ত হইয়া পুনরায় উপ[illegible]ত্থিত হয়, এই প্রকার উর্দ্ধপ্রবাহ ও অধঃপ্রবাহ দ্বারা ক্রমে ক্রমে পাত্রের সমুদয় জল উষ্ণ হইয়া উঠে। তরল দ্রব্যের যে গুণ থাকাতে উর্দ্ধ ও অধঃপ্রবাহ দ্বারা তাহাদের পরমাণুসমূহ তাপ প্রবাহিত করে, তাহার নাম পরিবাহকতা। এইরূপে তাপ সঞ্চালিত হওয়ার নাম পরিবাহন।

দ্রব দ্রব্য অপেক্ষা বায়বীয় দ্রব্যদিগের পরিবাহকতা-শক্তি সমধিক প্রবল। বায়ু অথবা বায়ুবৎ বস্তু পরিপূর্ণ কোন পাত্রের অধোভাগে জ্বাল দিলে পূর্ব্বোক্তরূপ উর্দ্ধ ও অধঃপ্রবাহ-নিবন্ধন উহার অভ্যন্তরস্থ বায়ু ক্ষণকালের মধ্যেই বিলক্ষণ উষ্ণ হইয়া উঠে, চুল্লী হইতে এই কারণে ধূমময় উষ্ণ বায়ু উর্দ্ধে উত্থিত হয় এবং চতুঃপার্শ্ব হইতে শীতল বায়ু আসিয়া উহার স্থান পূরণ করে, এই বায়ু আবার চুল্লীস্থ অগ্নিসংস্পর্শে উষ্ণ হইয়া উর্দ্ধগামী হয় এবং চতুর্দ্দিক্‌ হইতে পুনর্ব্বার বায়ু আসিয়া উহার স্থান অধিকার করে। ফলতঃ কোন স্থানের

বায়ু কোন কারণে উষ্ণ হইলে ঊর্দ্ধগামী হইলেই চতুর্দ্দিক হইতে বায়ু আসিয়া উহার স্থান অধিকার করে। বাহিরের বায়ু সৌরকরসংস্পর্শে এই কারণে উষ্ণ হয়। গবাক্ষদ্বারা বহিঃস্থ বায়ু উষ্ণ হইয়া ঊর্দ্ধগামী হইলে তাহার স্থান-পূরণার্থ গৃহাদির মধ্য হইতে শীতল বায়ু প্রবাহিত হয় এবং ঐ উষ্ণ বায়ু ঊর্দ্ধদেশ দিয়া আসিয়া গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হয়। এইরূপে ভিতর হইতে বাহিরে ও বাহির হইতে ভিতরে কিয়ৎক্ষণ বায়ুপ্রবাহ প্রবাহিত হইলে অবশেষে বাহিরের ও ভিতরের বাতাস সমান উষ্ণ হইয়া উঠে। এই নিমিত্ত গ্রীষ্ম-কালে মধ্যাহ্ন সময়ে গৃহের দ্বার ও গবাক্ষসকল বন্ধ রাখা কর্ত্তব্য। এই পরিবাহনই যাবতীয় বায়ুপ্রবাহের একটী প্রধান কারণ। বাণিজ্যবায়ু, মৌসুম বায়ু প্রভৃতি বায়ুপ্রবাহ সকল এই প্রকারে উৎপন্ন হয়।

তাপ-বিকিরণ। যদি কোন ধাতুদ্রব্যের উপর কোন উত্তপ্ত অয়ঃপিণ্ড স্থাপন করা যায়, তাহা হইলে উহার কিয়দংশ তাপ আধার দ্রব্য দ্বারা পরিচালিত হয়, আর কিয়দংশ চতুঃপার্শ্বস্থ বায়ুদ্বারা প্রবাহিত হয় এবং অবশিষ্ট অংশ কিরণরূপে চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত ও পার্শ্ববর্ত্তী দ্রব্যাদি দ্বারা পরিগৃহীত হয়, এই নিমিত্ত লৌহপিণ্ডটী ক্রমশঃ শীতল হইয়া চতুঃপার্শ্বস্থ বায়ুর সমান উষ্ণ হয়। যে ক্রিয়া দ্বারা দ্রব্যাদির তেজ কিরণাকারে চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হয়, তাহাকে বিকীরণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। অগ্নি সম্মুখে দাঁড়াইলে তথা হইতে তৈজসাকিরণ নির্গত হইয়া গাত্রোপরি পতিত ও তৎকর্ত্তৃক পরিশোষিত হওয়াতে উষ্ণতাব উপলব্ধি হয়, সূর্য্যের তেজ কিরণরূপে আসিয়া পৃথিবীতে পতিত হয়। নতুবা পরিচালিত কি পরিবাহিত হইয়া আইসে এরূপ নহে।

সূর্য্যকিরণ বায়ুররাশির মধ্য দিয়া আসিয়া পৃথিবীপৃষ্ঠে পতিত হয়, কিন্তু তদ্দ্বারা বায়ুরাশির উষ্ণতার তাদৃশ বৃদ্ধি হয় না। পৃথিবীর পৃষ্ঠ হইতে তেজ প্রতিফলিত, পরিচালিত ও পরিবাহিত হইয়া উহাকে উষ্ণ করে। এই নিমিত্ত বায়ুরাশির অধোদেশ মাত্র উষ্ণ, কিন্তু ঊর্দ্ধপ্রদেশ অতিশয় হিম। সকল বস্তুর বিকীরণশক্তি সমান নহে। ভূষা নামক যে বস্তুটী দ্বারা তেলকালি প্রস্তুত করা যায়, তাহার বিকীরণশক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এই নিমিত্ত কোন দ্রব্যের উপরিভাগে ভূষা মাখাইয়া রাখিলে তাহার বিকীরণশক্তি সমধিক প্রবল হয়। পরীক্ষা দ্বারা নিরূপিত হইয়াছে, যে দ্রব্য যে পরিমাণে তেজ পরিশোষণ করে, তাহার বিকীরণ-শক্তিও ঠিক সেই পরিমাণে প্রবল হয়। উজ্জ্বল ও মসৃণ ধাতুদ্রব্যের উপর তৈজস কিরণ পতিত হইতে না হইতে প্রতিফলিত হয়, এ কারণ তৎকর্ত্তৃক তেজ পরিশোষিত হয় না, সুতরাং উহার বিকীরণশক্তিও নিতান্ত অল্প হইয়া থাকে।

অত্যন্ত উত্তপ্ত হইলে দ্রব্যাদি হইতে তেজ বিকীর্ণ হয় না এরূপ নহে। উষ্ণই হউক আর অনুষ্ণই হউক যাবতীয় দ্রব্য নিয়ত তেজ বিকীরণ করিয়া থাকে। বরফ যে এত শীতল তথাপি ঘনীভূত পারদ কি অন্য কোন অপেক্ষাকৃত শীতল বস্তুর অনতিদূরে স্থাপিত হইলে উহা হইতে এত তেজ বিনির্গত হয় যে, হিমময় পারদাদির উষ্ণতা কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হয়, যে বস্তু যত তেজ বিকীরণ করে, যদি অন্যান্য দ্রব্য হইতে ঠিক সেই পরিমাণে তেজ বিকীর্ণ হইয়া আসিয়া সেই বস্তুর উপর পতিত হয়, তাহা হইলে তাহার উষ্ণানুষ্ণতার কোনরূপ পরিবর্ত্তন হয় না, ইহার অন্যথা হইলেই উষ্ণানুষ্ণতার তার-তম্য হয়। উত্তপ্ত দ্রব্যসকল তেজ বিকীরণদ্বারা শীতল হয়, তাহার কারণ এই—চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী দ্রব্যাদি হইতে তাহারা যে পরিমাণ তৈজস কিরণ প্রাপ্ত হয়, তাহাদের উপরিভাগ হইতে তদপেক্ষা অধিক পরিমাণ তেজ চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হয়।

এখন বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতীতি হইবে, উষ্ণ দ্রব্য-সংস্পর্শেই যে কেবল দ্রব্যসকল উষ্ণ হয়, এমত নহে। উষ্ণ দ্রব্য হইতে দূরে স্থাপিত হইলেও শীতল দ্রব্য সকল তদ্দ্বারা উষ্ণ হইয়া উঠে। উষ্ণ দ্রব্যের তেজ পরিচালন কি পরিবাহন করিলে দ্রব্য সকল যেরূপ উষ্ণ হয়, দূর হইতে তন্নিক্ষিপ্ত তৈজসকিরণ পরিশোষিত করিয়াও সেইরূপ উষ্ণ হইয়া থাকে। আবার শীতল দ্রব্যসংস্পর্শে উষ্ণ দ্রব্য সকল যেরূপ শীতল হয়, তেজঃ বিকীরণ নিবন্ধনও সেইরূপ হইয়া থাকে।

এই বিকীরণশক্তি শিশির উৎপত্তির প্রধান কারণ। রাত্রিকালে ভূতলস্থ বস্তু সকল তেজ বিকীর্ণ করিয়া বায়ু-রাশি অপেক্ষা সমধিক শীতল হইলে চতুঃপার্শ্বস্থ বায়ুর অন্ত-র্গত কিয়দংশ জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হইয়া শিশিরবিন্দুরূপে উহাদিগের উপরিভাগে বিন্যস্ত হয়। বাষ্পীয় বস্তুদিগের প্রকৃতি সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাহা হইতে প্রতীয়মান হইবে, দিবাভাগে সূর্য্যকিরণসংযোগে পৃথিবীপৃষ্ঠ উত্তপ্ত হইলে তৎসংস্পৃষ্ট বায়ুতে যে পরিমাণ বাষ্প থাকিতে পারে, রাত্রিকালে তেজ বিকীরণ করিয়া ভূপৃষ্ঠ সমধিক শীতল হইলেও তদুপরিস্থ বায়ুতে সেই পরিমাণ বাষ্প থাকিবে, ইহা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। উষ্ণতার যতই হ্রাস হয়, বায়ুরাশিতে তত অল্প বাষ্প থাকিতে পারে অর্থাৎ তত অল্প বাষ্প দ্বারা বায়ুরাশি পরিষিক্ত হয়। সুতরাং দিবাভাগে বায়ুতে যে বাষ্প থাকে, রাত্রিতে সমধিক

শীতল হইলে যদি তদ্দ্বারা উহা পরিবিক্ত হইয়া উঠে, তাহা হইলে শীতল দ্রব্য স্পর্শমাত্রই উহার অন্তর্গত কিয়দংশ বাষ্প ঘনীভূত হইয়া শিশিরবিন্দুরূপে পরিণত হয়। বায়ুতে যত অধিক পরিমাণে বাষ্প থাকে, তত অল্প পরিমাণে শীতল হইলেই শিশির উৎপন্ন হয়। এতদ্দেশে গ্রীষ্মকালে দিবাভাগে বায়ুরাশি অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়, কিন্তু রাত্রিতে সেরূপ শীতল হয় না, একারণ বায়ুস্থ বাষ্পও শিশিররূপে পরিণত হয় না।

যে সকল বস্তুর বিকীরণশক্তি সমধিক প্রবল, তাহারা রাত্রিকালে সমধিক শীতল হয়, একারণ সেই সকল বস্তুর উপর সমধিক শিশির সঞ্চিত হয়। ধাতুদ্রব্য সকলের বিকীরণ-শক্তি নিতান্ত অল্প, এই নিমিত্ত তাহাদের উপর তাদৃশ শিশির সঞ্চিত হয় না, কিন্তু মৃত্তিকা, কাচ, বালুকা, বৃক্ষপত্র, পশম প্রভৃতি দ্রব্য সমধিক বিকীরণশক্তিসম্পন্ন বলিয়া তাহাদের উপর প্রচুর পরিমাণে শিশির সঞ্চিত হইয়া থাকে।

তাপের উৎপত্তিস্থান। জড় দ্রব্য সকলের পরস্পর সংঘর্ষণে তাপ উৎপন্ন হয়। পুরাকালে আর্য্যগণ অরণিদ্বয় ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপাদন করিতেন। অসভ্য লোকসকল কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপাদন করিয়া থাকে। ঘষিলে দেশলাই জ্বলিয়া উঠে। চকমকির পাথর ও ইস্পাতের পরস্পর প্রতিঘাতেই ইস্পাতের রেণু সমুদয় অগ্নিময় হইয়া চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হয়। বরফ যে এত শীতল, তথাচ ঘর্ষণ করিলে উষ্ণ হয়।

সঙ্কোচন।—যেরূপ তাপ অপগত হইলে বস্তু সকল সঙ্কুচিত হয়, তদ্রূপ সঙ্কুচিত হইলে তাপ সমুদ্ভূত হয়। আকুঞ্চিত হইলে আয়তনের যেরূপ হ্রাস হয়, উষ্ণতার তদনুরূপ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। বারিঘটিত পেষণযন্ত্র দ্বারা কোন কঠিন বস্তুর উপর চাপ প্রয়োগ করিলে উহা আকুঞ্চিত ও উত্তপ্ত হয়। জল ও তৈল সঙ্কুচিত হইলে উষ্ণ হয়।

আঘাত।—আঘাত প্রাপ্ত হইলে জড় দ্রব্য সকল উষ্ণ হয়, ইহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। নাইয়েব উপর একখণ্ড সীসক স্থাপিত করিয়া হাতুড়ি দিয়া তদুপরি আঘাত করিলে সীসকের পরমাণু সকল হাতুড়ির বেগ প্রাপ্ত হইয়া বিকম্পিত ও উত্তপ্ত হয়। বেগগামী বন্দুকের গুলি কোন কঠিন বস্তুর উপরে পতিত হইলে কখন কখন অগ্নি উৎপন্ন হয়। পতনশীল বস্তু ভূতলে পতিত হইলে তাহার পরিদৃশ্যমান গতির তিরোভাবে অপরিদৃশ্যমান আণবিক গতি বা তাপ সমুদ্ভূত হয়। পদার্থবিৎ পণ্ডিতেরা পরীক্ষাদ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে ১ সের পরিমিত ভারী কোন দ্রব্য ১৩৯২ ফিট্ অথবা ১৩৯২ সের ভারীদ্রব্য ১ ফিট্ উচ্চ হইতে পতিত হইলে যে বেগ প্রাপ্ত হয়, তাহার তিরোভাবে এত তাপ জন্মে যে তদ্দ্বারা ১ সের জলের উষ্ণতা শতাংশিক তাপমানের ১ অংশ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

রাসায়নিক সংযোগ।—কাষ্ঠাদি হইতে যে অগ্নি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদ্গত দাহ্যপদার্থের সহিত বায়ুস্থ অম্লজানের রাসায়নিক সংযোগই তাহার কারণ। দীপাদি হইতে যে আলোক নির্গত হয়, তাহাও তৈলাদির অঙ্গার ও অজানকের সহিত বায়ুস্থ অম্লজানের রাসয়নিক সংযোগ নিবন্ধন উৎপন্ন হইয়া থাকে। আমরা যে অগ্নিশিখা দেখিতে পাই, তাহা অত্যুষ্ণ বাষ্পমাত্র। বাষ্প বা বায়বীয় দ্রব্য সমধিক উত্তপ্ত হইলেই অগ্নিশিখারূপে প্রতীয়মান হয়।

তড়িৎ।—তড়িৎ হইতেও তাপ উৎপন্ন হয়। বজ্রাগ্নিও এই তাড়িতাগ্নির রূপান্তর মাত্র। [তাড়িত দেখ।]

জীবদেহ।—জীবশরীর তাপের আর একটী উৎপত্তি-স্থান। আমাদের শরীরের উষ্ণতা চতুঃপার্শ্বস্থ বায়ুর সমান নহে। কি আরবদেশীয় বালুকাময় মরুভূমি, কি হিমার্ণব-পরিধৌত সুমেরু সন্নিহিত প্রান্তর সকল স্থানেই মনুষ্যশরীরের উষ্ণতা ফারেণহীটের ৯৮ অংশ।

ভূগর্ভ।—আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গম ও উৎস জলের উষ্ণতা দেখিয়া বোধ হয়, পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ অগ্নিময় পদার্থে পরিপূর্ণ। সূর্য্যের উত্তাপে উপরিস্থ দুই তিন ফিট্ মাত্র মৃত্তিকা রাত্রি অপেক্ষা দিবাভাগে সমধিক উত্তপ্ত হয়। কিন্তু শীতকালের তুলনায় গ্রীষ্মকালে তদপেক্ষা অধিক দূর নিম্ন পর্য্যন্ত অপেক্ষাকৃত উষ্ণ বলিয়া বোধ হয়। যাহা হউক ৬০, ৭০, কি ১০০ ফিট্ অপেক্ষা অধিক নিম্নে সৌরতেজের প্রভাব অনুভূত হয় না। ফরাসীদেশের রাজধানী পারি-নগরীর মানমন্দিরের ৫৯ ফিট্ নিম্নে একটী তাপমানযন্ত্র নিহিত আছে। শীত-গ্রীষ্ম দিবারাত্র কিছুতেই তাহার অন্তর্গত পারদের হ্রাস-বৃদ্ধি হইতে দেখা যায় নাই। ভূপৃষ্ঠস্থ সকল স্থানেরই কিয়দ্দূর নিম্নে এমন একটী স্থান আছে, যেখানে দিবারাত্রি, শীত, গ্রীষ্ম, কিছুতেই উষ্ণতার তারতম্য হয় না। ঐ স্থলটীর ঊর্দ্ধ ও অধোভাগে যথাক্রমে সৌরপার্থিব তেজের প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। উহাকে চিরসমোষ্ণস্থল বলা যায়। এই চিরসমোষ্ণস্থলের উষ্ণতা সর্ব্বত্র সমান নহে। মানচিত্রে সমোষ্ণরেখা দ্বারা যে উষ্ণতা বিজ্ঞাপিত হয়, তাহার নিম্নস্থ চিরসমোষ্ণ স্থলেও সেই উষ্ণতা দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ চিরসমোষ্ণস্থল হইতে যত নিম্নে যাওয়া যায়, ততই গড়পড়্তা প্রতি ৬০ ফিটে ১০ ফারেণহীট করিয়া উষ্ণতার বৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতেই বোধ হয়, ভূপৃষ্ঠ হইতে কএক ক্রোশ নিম্নে তাপের এত প্রাদুর্ভাব যে তথায় নীত হইলে লৌহও দ্রবীভূত হইতে পারে।

সূর্য্য।—যে সকল তেজের কথা উল্লিখিত হইল, সৌর-তেজের সহিত তুলনা করিলে সে সমুদয় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয়। সূর্য্যই তাপের আদি কারণ। তাহা হইতেই আমরা তাপ ও আলোক প্রাপ্ত হইতেছি, কিন্তু সূর্য্য তাপ ও আলোক কোথা হইতে প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা আমরা অবগত নহি। তাপ ও আলোকঘটিত সকল ব্যাপারই তাঁহা হইতে সম্পাদিত হইতেছে। দীপশিখা ও ইন্ধনাগ্নিতে সূর্য্যই প্রকাশমান। দাবাগ্নি, বিদ্যুদগ্নি ও বজ্রাগ্নিতেও রবিই বিরাজমান। তিনিই সাগরকে জলীয় শরীর ও পবনকে বায়বীয় আকার প্রদান করিয়াছেন। তিনিই সমুদ্র জলকে বাষ্পরূপে পরিণত করিয়া মেঘ উৎপাদন করিতেছেন। তিনিই নব পল্লবে তরুদলকে সুশোভিত করিতেছেন। তিনিই কাননরাজি দ্বারা ধরণীকে বিভূষিত করিতেছেন। তিনিই ক্ষুদ্রতম বীজ হইতে প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ উৎপাদন করিতেছেন। তিনিই তেজরূপে আবির্ভূত হইয়া পুনরায় তেজরূপে তিরোভূত হইতেছেন এবং তাঁহার আগমন ও অন্তর্ধানকালে যাবতীয় নৈসর্গিক ব্যাপার সম্পাদিত হইতেছে।

অনুমিতিগ্রাহ্য তাপ।—যে তাপ স্পর্শশক্তি কি তাপমান যন্ত্র কিছুতেই লক্ষিত হয় না, অথচ উহার সত্তা উপলব্ধি হইয়া থাকে, তাহার নাম গূঢ় বা অনুমিতিগ্রাহ্য তাপ। তাপে অনেক পদার্থ গলিয়া যায়। দেখা যাইতেছে গলিবার সময় যতক্ষণ না গলন সম্পূর্ণরূপে সমাপ্ত হয়, ততক্ষণ তাহাদের তাপক্রম স্থির ও সমভাবে থাকে। যদি তাপ লাগিতেছে, তাপমানে তাহার তাপ-বৃদ্ধির কোন লক্ষণই প্রত্যক্ষ হইতেছে না, ইহার কারণ কি? পদার্থ সকল গলিবার সময় কতক তাপ শোষণ করে, কিন্তু সে তাপ কোথায় যায়, কেনই বা লক্ষিত হয় না? সেই তাপ সেই পদার্থকে তরল অবস্থায় রাখিতে গিয়া পর্য্যবসিত হইয়া যায়, যখন পদার্থ তরলীকৃত হয়, তখন আর সে তাপের সে কার্য্যে আবশ্যক হয় না, সুতরাং তাহার সত্তা তাপমানে প্রত্যক্ষ হইতে পারে। ইহার পূর্ব্বাবস্থায় তাপ অলক্ষিত থাকে, কিন্তু তাহা না থাকিলে অন্য আর কে সেই পদার্থকে তরলাবস্থায় রাখিতে পারিবে, এইরূপ অনুমানে তাহার সত্তার উপলব্ধি হয় বলিয়া তাহাকে অনুমিতিগ্রাহ্য তাপ বলা যায়। ইহা আরও স্পষ্ট করিতে পারা যায়। দেখা যাইতেছে, যদি অর্দ্ধসের বরফ যাহার তাপক্রম ৮০° আর অর্দ্ধসের জল যাহার তাপক্রম ০°, যদি এই দুইকে একত্র মিশ্রিত করা যায়, তাহা হইলে সেই মিশ্রণের তাপক্রম ৪০° হয়। কিন্তু যদি অর্দ্ধসের চূর্ণিত বরফ যাহার তাপক্রম ০° আর অর্দ্ধসের জল যাহার তাপক্রম ৮০° এ উভয়কে মিশ্রিত করা যায় তাহা হইলে বরফ বিগলিত হয়। সেই মিশ্রণ হইতে ১ সের জল পাওয়া যায় আর তাহার তাপক্রম ০° থাকে। এখানে ০° তাপক্রমের অর্দ্ধসের বরফ সেই একই অর্থাৎ ০° এত তাপক্রমের কিছু বৃদ্ধি হয় নাই, তবে সেই ৮০° তাপ কোথায় গেল? সেই বরফকে তরল করিতে সেই পরিমাণ তাপ লাগিল। সে তাপ মিশ্রণের কোন তাপ বৃদ্ধি করিল না, প্রসারণ প্রভৃতি অন্য কোন কার্য্যে বিনিযুক্ত হইল না, কেবল সেই বরফকে তরলাবস্থায় অর্থাৎ সেই জলের অবস্থায় রাখিতেই পর্য্যবসিত হইল। সুতরাং বরফকে সমান পরিমাণের ও সমান তাপক্রমের জলে পরিণত করিতে গেলে যতটুকু পরিমাণ তাপে সেই এক পরিমাণের জলকে ৮০° তাপক্রমে লইয়া যাইবে, ততটুকু তাপের আবশ্যক। এই পরিমাণ তাপকে গূঢ় বা অনুমিতিগ্রাহ্য তাপ বলা যায়। বরফ গলিবার সময় এত অধিক তাপ লাগে বলিয়া তাহা জমিতে হইলে অনেক সময় লাগে, কারণ সেই পরিমাণের তাপ যতক্ষণ না বাহির হইয়া যায়, ততক্ষণ সে কখন জমিতে পারেনা।

আপেক্ষিক তাপ।—সমান তাপক্রমের কোন দুই বিভিন্ন পদার্থকে একরূপ পাত্রে ও সমান দূরে রাখিয়া এক সময়ে এক আগুনের সমান জ্বাল দেও, শেষে দেখিবে তাহাদের তাপক্রমের অনেক বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে, পারদ ও জলকে সেইরূপ অবস্থায় রাখ, দেখিবে, পারদ জল অপেক্ষা অধিক উত্তপ্ত হইবে।

পারদকে ০° তাপক্রম হইতে কোন এক নির্দ্দিষ্ট তাপক্রমে উঠাইতে ততটুকু তাপে হইবে না। তাহা অপেক্ষা অধিক তাপ লাগিবে অর্থাৎ পারদ ও জলকে সমান তাপক্রমে উষ্ণ করিতে হইলে জলে অধিক তাপের আবশ্যক হইবে। সেইরূপ আবার যদি সমান পরিমাণের জল ও পারদকে ১০০° তাপক্রম হইতে শীতল করিতে আরম্ভ করা যায়, তাহা হইলে পারদের সঙ্গে সমান শীতল হইতে জলের অপেক্ষাকৃত বেশী সময় লাগিবে। সেইরূপ জল যেমন পারদের সঙ্গে সমান উষ্ণ হইতে যত অধিক তাপ আবশ্যক করিবে এবং তাহার সঙ্গে সমান শীতল হইতে তেমনি তত অধিক তাপ আবার ত্যাগ করিবে।

যখন এক তাপক্রমের পদার্থ অপর তাপক্রমের পদার্থের সহিত মিশ্রিত করা যায়, উভয়ের পরিমাণ একই থাকুক; তখন তাহাদের তাপক্রমের অনেক ইতর বিশেষ ঘটিয়া থাকে।

যদি ১০০° তাপক্রমের অর্দ্ধসের পরিমিত পারদকে ০°

তাপক্রমের অর্দ্ধ সের পরিমিত জলের সঙ্গে মিশ্রিত করা যায়, তাহা হইলে উভয়ের সেই মিশ্রের তাপক্রম ন্যূনাধিক ৩° হইয়া পড়ে, অর্থাৎ পারদের তাপক্রম ৯৭° কমিয়া জলের তাপক্রম ৩° মাত্র বর্দ্ধিত হয়। সুতরাং সমান পরিমাণের জল ও পারদ, এ উভয়কে সমান তাপক্রমে আনিতে গেলে জলে পারদ অপেক্ষা ৩২ গুণ তাপ অধিক প্রয়োগ করিতে হয়।

এইরূপ যদি অন্যান্য পদার্থ লইয়া জলের সঙ্গে তুলনা করিয়া পরীক্ষা করা যায়, তাহা হইলে সকল পদার্থেই তাপক্রমের এরূপ ইতরবিশেষ লক্ষিত হইবে। কোন পদার্থের তাপক্রমকে ০° হইতে ১°তে বর্দ্ধিত করিতে গেলে সে পদার্থ যতটুকু তাপ শোষণ করিবে, আর সমান অবস্থায় সমান ভাবের জলকে সেই তাপক্রমে আনিতে গেলে জল ততটুকু তাপ শোষণ করিবে, এই বিভিন্ন তাপের তুলনায় যে তাপটুকু দাঁড়াইবে, তাহাই সেই পদার্থের আপেক্ষিক তাপ অর্থাৎ সীসের আপেক্ষিক তাপ নির্দ্ধারণ করিতে হইলে সমান পরিমাণের জল ও সীস গ্রহণ কর, সেই সীসকে ০° হইতে ১° তাপক্রমে আনিতে যতটুকু তাপের আবশ্যক হইবে, ততটুকু তাপে জলের কত তাপক্রম বৃদ্ধি করিবে। ততটুকুতে সেই পরিমাণ জলের ০·০৩১৪ তাপক্রম হইবে। সুতরাং সীসের আপেক্ষিক তাপ তুলনায় ০°·০৩১৪ দাঁড়াইবে। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা অর্দ্ধসের পরিমিত জলের তাপক্রম ০° হইতে ১° পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিতে যতটুকু তাপের আবশ্যক হইবে, ততটুকুকে তাপাঙ্ক (Thermal unit) স্থির করিয়াছেন, তাহাই আপেক্ষিক তাপের মান।

ঘন ও তরল পদার্থের আপেক্ষিক তাপ নিরূপণ করিবার জন্য ত্রিবিধ উপায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে—বরফগলন, মিশ্রণ ও শীতলীকরণ। এই শেষোক্তটী সময় দ্বারা জানিতে পারা যায়, অর্থাৎ কোন এক বিশেষ তাপক্রমে আসিয়া পদার্থসমূহের শীতল হইতে যাহার যে সময় লাগে, সেই সময়ের ইতর-বিশেষানুসারে বিভিন্ন পদার্থে আপেক্ষিক তাপ নিরূপণ করা যাইতে পারে।

অর্দ্ধসের পরিমিত বরফকে গলাইতে গেলে ৮০ তাপাঙ্ক আবশ্যক হয়। যদি কোন পদার্থকে কোন এক নির্দ্দিষ্ট তাপক্রমে মনে কর, ১০০° তাপক্রমে আনিয়া সহসা তুষারের মধ্যে রাখা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, সে শীতল হইয়া ১০০° হইতে ০° তাপক্রমে আসিতে আসিতে কতটুকু বরফ গলাইয়া জল করিয়া ফেলিয়াছে। সেই জলের ওজন ও সেই পদার্থের ওজন, শীতল হইতে হইতে যত তাপাংশ নামিয়া পড়িবে, তাহার সংখ্যা দেখিয়া পদার্থের আপেক্ষিক তাপ অনায়াসেই নিরূপণ করিতে পারা যায়। ইহা অতি সহজে জানিবার জন্য সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত লাপ্লাস্ তাপমিতি (Calorimeter) নামক এক যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এই যন্ত্রে তিনটী ধাতব বাক্স ভিতর ভিতর বসান থাকে। প্রথম ও দ্বিতীয়টীর মধ্যবর্ত্তী স্থান বরফে পূর্ণ করা হয়। আর তৃতীয় বাক্সের মধ্যে যে পদার্থের আপেক্ষিক তাপ নিরূপণ করিতে হইবে তাহাকে রাখা হয়। প্রত্যেক বাক্স ঢাকুনি দিয়া আঁটা থাকে। প্রথম ও দ্বিতীয় বাক্সের মধ্যবর্ত্তীস্থানে যে বরফ থাকে, তাহা দ্বিতীয় ও তৃতীয় বাক্সের মধ্যবর্ত্তী স্থানস্থিত বরফের সঙ্গে বাহ্য তাপের সংস্রব নিবারণ করে, তৃতীয় বাক্সস্থিত পদার্থের তাপই কেবল সেইস্থলে আসিতে পারে, অন্য কোন তাপের সেইস্থলে প্রবেশ সম্ভবে না, সুতরাং সেই তাপে বরফ গলিয়া যতটুকু জল হইবে, কৌশল করিয়া নল দ্বারা তাহা হইতে সে জলকে বাহির করিয়া ওজন করিলে তাহা হইতে আপেক্ষিক তাপ নিরূপণ করিতে পারা যাইবে।

তাপবিষয়ক প্রস্তাব একপ্রকার শেষ হইল। বিজ্ঞানের এই অংশ অতি বিস্তৃত। তাপ, তাড়িত ও আলোক ইহার দ্বারা দিন দিন কত নূতন বিষয় আবিষ্কৃত হইতেছে, তাহার বর্ণনা দুঃসাধ্য। এই তাপ হইতেই কুজ্ঝটিকা, মেঘ, বৃষ্টি, ঝড়, শিশির ও তুষার সম্ভূত হইতেছে।

তাপক (পুং) তাপয়তীতি তপ্-ণিচ্-ণ্বুল্। ১ তাপকারক। ২ জ্বর। ৩ রজোগুণ; একমাত্র রজোগুণই তাপের প্রাতকারণ। তাপই (দুঃখ) রজোগুণের ধর্ম্ম। [দুঃখ ও রজোগুণ দেখ।]

তাপতী (স্ত্রী) সূর্য্যকন্যা তাপী। [তাপী দেখ।]

তাপত্য (পুং স্ত্রী) তপত্যাঃ সূর্য্যকন্যায়াঃ অপত্যং ক্ষত্রিয়ত্বাং ণ্য। তপতীর অপত্য কুরু। [তপতী ও তাপী দেখ।]

তাপত্রয় (ক্লী) তাপানাং ত্রয়ঃ ত্রৎ। ত্রিবিধ দুঃখ; আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক দুঃখ। [দুঃখ দেখ।]

তাপদুঃখ (ক্লী) তাপরূপং দুঃখং। দুঃখভেদ। পাতঞ্জলদর্শনে এই দুঃখের বিষয় এই প্রকার লিখিত আছে।

"পরিণামতাপসংস্কারদুঃখৈর্গুণবৃত্তিবিরোধাচ্চ দুঃখমেব সর্ব্বং বিবেকিনঃ।" (পাত° দ° ২।১৫)

কর্ম্মসকলের পুণ্যাপুণ্যত্বহেতু সুখ ও দুঃখ ভোগ হইয়া থাকে। পুণ্যকর্ম্মফলে উৎকৃষ্ট জাতি, চিরায়ুঃ ও বিষয়ভোগাদি ফল সুখপ্রদ হয় এবং পাপ কর্ম্মপ্রভাবে পরিতাপাদি দুঃখভোগরূপ ফল হইয়া থাকে। অতএব সুখ ও দুঃখভোগই কর্ম্মফলরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে। সাধারণ লোকের উক্ত দ্বিবিধ ফলভোগ হয়, কিন্তু যোগিগণ সুখদুঃখাদি

ভোগরূপ কর্ম্মফল সমস্তই দুঃখ বলিয়া গণ্য করেন। ক্লেশাদি পরিজ্ঞানে যাহাদের বিবেক উৎপন্ন হইয়াছে। তাহারা ভোগসাধন দ্রব্য সকলকে কেবলমাত্র বিষাক্ত সুস্বাদু অন্নের ন্যায় প্রতিকূল বিবেচনা করেন। যোগিগণ দুঃখলেশ মাত্রেই উদ্বিগ্ন হন। যেমন চক্ষুঃ কোমল স্পর্শ ঊর্ণাসূত্রের স্পর্শমাত্রেও মহতী পীড়া অনুভব করে, সেইরূপ অল্প দুঃখানুভবেও বিবেকীর মহৎ দুঃখ অনুভূত হইয়া থাকে। কারণ বিষয় সকল উপভোগ করিলেও পরিণামে সংস্কারবশতঃ দুঃখ পাইতে হয়। যে পরিমাণে লোক বিষয়ভোগ করে, তদপেক্ষাও ভোগলালসা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কিন্তু বিষয়ভোগ সময়ে কোন বিষয়ের অপ্রাপ্তিতে যে দুঃখ হয়, তাহা কেহ পরিহার করিতে পারে না; বরং দুঃখান্তর উপস্থিত হইয়া থাকে। সুতরাং বিষয়ভোগে কিঞ্চিন্মাত্র সুখের সম্ভাবনা নাই। সুখসাধন সামগ্রী উপস্থিত হইলে তাহার বিরোধীর প্রতি দ্বেষ উপস্থিত হয় এবং সুখানুভবকালেও তাপরূপ দুঃখ উপস্থিত হইয়া থাকে। তখন সুখ এবং যখন অনভিমত সময় উপস্থিত হয়, তখন দুঃখ হইয়া থাকে। এইরূপে পুনঃপুনঃ সুখ ও দুঃখের উৎপত্তি হয়। অতএব সকলই দুঃখময় বিবেচনা করিয়া বিবেকশালী মুনিগণ বিষয়ভোগাদি পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, সুখানুভবকালেও তাপদুঃখ উপস্থিত হয়, যেহেতু সুখসাধন সামগ্রীর উপস্থিতিকালেও তৎপ্রতিপক্ষ বস্তুর প্রতি দ্বেষ থাকে, সুতরাং তাপদুঃখ, সংস্কারদুঃখ ও পরিণামদুঃখ এই ত্রিবিধ দুঃখ দ্বারা সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের পরস্পর স্বরূপ দেখা যায়। অতএব কোন প্রকার বিষয়ভোগই দুঃখ ভিন্ন সুখের সম্ভাবনা নাই। [বিশেষ বিবরণ দুঃখ দেখ।]

তাপন (ক্লী) তপ-ণিচ্ ভাবে ল্যুট্। ১ তাপকরণ। (পুং) কর্ত্তরি ল্যু। ২ সূর্য্য। ৩ কামদেবের পঞ্চবাণের একটী বাণ। ৪ সূর্য্যকান্তমণি। ৫ অর্কবৃক্ষ, আকন্দগাছ। ৬ আনন্দবৃক্ষ। (ত্রি) ৭ তাপক। (ক্লী) ৮ নরকবিশেষ। "অসিপত্রবনে চৈব তাপনে চৈকবিংশকং।" (যাজ্ঞ° ৩।২২৪)

তাপনা, তাপনীয় (ক্লী) ১ উপনিষদ্ ভেদ। তাপনীয়স্য স্বর্ণস্য বিকার অণ্। ২ স্বর্ণময়, সুবর্ণনির্ম্মিত। স্বর্ণস্য বিকারঃ অণ্। ৩ সুবর্ণ, নিষ্ক পরিমাণ স্বর্ণ। (ত্রি) ৪ তাপযোগ্য।

তাপমান, যন্ত্রবিশেষ (Thermometer)। যে যন্ত্রদ্বারা উষ্ণতার পরিমাণ নিরূপণ করিতে পারা যায়, তাহার নাম তাপমান-যন্ত্র। সচরাচর যে তাপমানযন্ত্র ব্যবহৃত হয়, তাহা একটী পারদ-পূর্ণ কন্দসংশ্লিষ্ট সূক্ষ্ম ও সমচ্ছিদ্রসম্পন্ন কাচনলী মাত্র। ইহার কন্দ ও নলের কিয়দংশ পারদপূর্ণ থাকে। উষ্ণতার হ্রাসবৃদ্ধিক্রমে যন্ত্রের অন্তর্গত পারদের সঙ্কোচ ও বিস্তৃত হইয়া থাকে।

দ্রবমাণ তুষার বা তুষার হিমজলে নিমজ্জিত হইলে যে অঙ্ক পর্য্যন্ত পারদ নামিয়া পড়ে, তাহার নাম দ্রবণাঙ্ক, আর ফুটন্ত জলে অথবা তন্নিঃসৃত বাষ্পমধ্যে নিমজ্জিত হইলে যে অঙ্ক পর্য্যন্ত পারদ উত্থিত হয়, তাহারই নাম ফুটনাঙ্ক।

এই দুই অঙ্কের অন্তর্গত স্থানকে কেহ বা ১৮০ কেহ বা ১০০ ও কেহ বা ৮০ সমান অংশে বিভাগ করিয়া উষ্ণতার অংশ চিহ্ন সকল অঙ্কিত করেন।
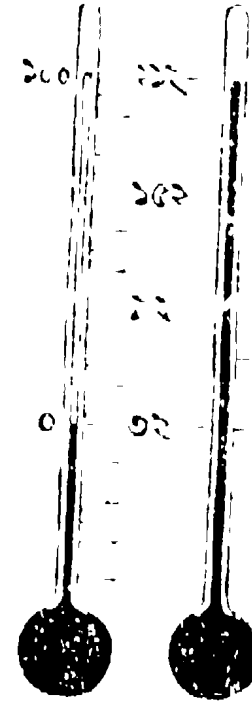
ইংলণ্ডদেশে প্রথম প্রকার তাপমান প্রচলিত। ফারেণহীট নামক একজন ওলন্দাজ পণ্ডিত ইহার সৃষ্টিকর্ত্তা, এই নিমিত্ত ইহাকে ফারেণহীটের তাপমান কহে। ফারেণহীটের দ্রবণাঙ্ক ৩২ ফুটনাঙ্ক ২১২ এবং দুই অঙ্কের অন্তর্গত স্থান ১৮০ সমান অংশে বিভক্ত। দ্রবণাঙ্কের ৩২ অংশ নিম্নে ইহার শূন্য।

ফরাশীদেশে দ্বিতীয় প্রকার তাপমান প্রচলিত। ইহার দ্রবণাঙ্ক ০° এবং ফুটনাঙ্ক ১০০° এবং এই দুই অঙ্কের অন্তর্গত স্থান ১০০ সমান অংশে বিভক্ত। তৃতীয় প্রকার তাপমান রুষরাজ্যে প্রচলিত। রিওমার নামক এক ব্যক্তি ইহার প্রথম প্রচার করেন। ইহার দ্রবণাঙ্ক ০° এবং ফুটনাঙ্ক ৮০° এবং এই দুই অঙ্কের অন্তর্গত স্থান ৮০ সমান অংশে বিভক্ত। অতএব দেখা যাইতেছে, যে পরিমাণ উষ্ণতা নিবন্ধন তুষার বিগলিত ফুটিয়া উঠে, তাহারই ১৮০, ১০০ অথবা ৮০ ভাগের এক ভাগকে একক স্বরূপে ধরিয়া উষ্ণতার পরিমাণ প্রকাশিত হয়।

তুষার-হিমজল যত উষ্ণ হইলে ফুটিয়া উঠে, তাহারই তত উষ্ণ হইলে ফারেণহীট শতাংশক ও রিওমারের মানদণ্ডসমন্বিত যন্ত্রত্রয়ের অন্তর্গত পারা যথাক্রমে ৩২, ০ ও ০ হইতে ২১২, ১০০ ও ৮০ চিহ্ন পর্য্যন্ত উত্থিত হয়।

উষ্ণতার অংশ সকল লিখিয়া প্রকাশ করিতে হইলে তাহাদিগের সংখ্যার দক্ষিণদিকে কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে এক একটী ক্ষুদ্র শূন্য দিতে হয় এবং শতাংশিক ফারেণহীট কি রিওমার যে প্রণালীর অংশ তাহার নামের আদ্যক্ষর লিখিত হয়।

যথা—২৭°শ, ৮০° ফা, ১১° রি, অর্থাৎ শতাংশকের ২৭, ফারেণহীটের ৮০, রিওমারের ১১ অংশ। ০° শূন্যের নিম্নস্থ কোন অংশ লিখিতে হইলে ঋণ চিহ্ন দিতে হয়। যথা -১৫°শ অর্থাৎ শতাংশক তাপমানের শূন্যের ১৫ অংশ নিম্ন।

কিন্তু তাপমানের বিষয় বিশেষ করিয়া বলিতে গেলে অগ্রে তাপের একটী বিশেষ গুণ বর্ণন করা অতি আবশ্যক।

সেই গুণের নাম প্রসারণ (Expausian), তাপের সংক্রমণে সকল বস্তুই প্রসারিত হয়। বস্তুগত পরমাণু সকল বিশ্লিষ্ট হইলে বস্তুর প্রসরণ প্রত্যক্ষীভূত হয়। ঘন, তরল, আর বাষ্পীয় এই তিন পদার্থই তাপের এই গুণ বিশেষের বশবর্ত্তী। তন্মধ্যে বাষ্প সর্ব্বাপেক্ষা অধিক তরল, তাহা অপেক্ষা ন্যূন এবং সর্ব্বাপেক্ষা অল্প বশবর্ত্তী। দুগ্ধ তরল পদার্থ। কোন এক কটাহে দুগ্ধ রাখিয়া অধিক উত্তাপ দিলে উথলিয়া উঠে।

কটাহ ঘনপদার্থ, সুতরাং উত্তাপ লাগিলে উহার প্রসরণ তত লক্ষিত হয় না। দুগ্ধ তরল, সুতরাং ইহারই প্রসরণ বিলক্ষণ লক্ষিত হয়। কিম্বা একটা মসকের প্রায় দশ আনা অংশ বায়ুতে উত্তপ্ত করিলে মসকের সমুদয় বায়ুতে পরিপূর্ণ হইয়া সর্ব্বতোভাবে ফুলিয়া উঠিবে। কিন্তু এই প্রসরণ-নিয়ম সর্ব্বত্র-লব্ধ প্রসারণ নহে। জলের সম্বন্ধে ইহার বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা পরে বিবৃত হইবে। যাহা হউক এই প্রসারণ গুণ অবলম্বন করিয়া তাপমানযন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। এই তাপমানযন্ত্র নানা পদার্থের হইতে পারে, তন্মধ্যে পারদ, বায়ু এবং সুরাসার (Alcohal) এই তিনটীই বিশেষ প্রশস্ত। কিন্তু এই তিনেরই নির্ম্মাণ বিধি একই রূপ। পারদের তাপমান সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ; সুতরাং তাহারই বর্ণন করা যাউক। প্রথমে ইহা কিরূপে নির্ম্মাণ করিতে হয়, তাহা বলা যাউক। একটী কাঁচের নল তাহার মধ্যে সূক্ষ্ম চুলের ন্যায় একটী আপাদমস্তক ছিদ্র থাকে। উক্ত নলের একভাগ অনাবৃত মুখ এবং আর একভাগ একটু প্রসারিত হইয়া একটী গোলাকার বর্ত্তুলের আকার ধারণ করিয়াছে, এই নলের একমুখ খোলা, সুতরাং বাহ্যবায়ু নলের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে। নলের মধ্যেও বায়ু আছে, এখন নলের সেই বর্ত্তুলাকার ভাগ অগ্নিতে উত্তপ্ত করিলে নলস্থিত বায়ু উত্তপ্ত হইতে থাকে; উত্তপ্ত হইয়া প্রসারিত হয়। অধিক স্থান ব্যাপিতেছে বলিয়া নলের মধ্যে আর থাকিতে পারে না। উপরের মুখ খোলা আছে, সুতরাং উহা সেখান দিয়া বহির্গত হয়। এইরূপে নলের মধ্যে বায়ু শীতল না হইলে উক্ত নলের অনাবৃত ভাগকে একটী পারদপূর্ণ পাত্রে মজ্জিত কর। নলস্থিত বায়ু শীতল হইয়া সঙ্কোচিত হইলে নলমধ্যে শূন্য হইয়া পড়ে। তখন বাহ্যস্থিত বায়ুর পেষণে পাত্রস্থিত পারদের কতক অংশ শূন্যস্থল পূর্ণ করিতে করিতে ক্রমে বর্ত্তুলাকার ভাগে গিয়া পড়ে ও তাহার কতকটা পূর্ণ করে। পরে সেখান হইতে উক্ত নলকে তুলিয়া পূর্ব্ববৎ উক্ত বর্ত্তুলাকার ভাগ পরে নলের সমুদায় ভাগ অগ্নিতে উত্তপ্ত কর। পারদ উত্তপ্ত হইতে থাকিবে, ক্রমে ফুটিয়া যখন বাষ্পাকারে পরিণত হয়, তখন সমুদয় নলকে ব্যাপিয়া ফেলে এবং অবশিষ্ট বায়ুকে নল হইতে বহির্গত করিয়া দেয়। উক্ত নলে এবং উহার বর্ত্তুলাকার ভাগে পারদবাষ্প ব্যতীত আর কিছুই থাকে না। তখন উক্ত নলের অনাবৃত ভাগকে আবার পারদপূর্ণ পাত্রে মজ্জিত কর; এখন উক্ত নলে বায়ু আর নাই; সমুদয়ই কেবল পারদবাষ্পে পূর্ণ, উক্ত বাষ্প ক্রমে শীতল ও সঙ্কোচিত হইয়া তরল পারদরূপে পরিণত হয় এবং নলের কতকভাগ শূন্য করিয়া ফেলে; তখন বাহ্যস্থিত বায়ুর পেষণে পাত্রস্থিত পারদ ক্রমে নলের মধ্যে উঠিতে থাকে, নল ও উহার বর্ত্তুলাকার ভাগ পারদে পূর্ণ হয়। পারদ সম্পূর্ণ শীতল হয় নাই; এমন অবস্থায় সাবধানে উক্ত অনাবৃত মুখকে তুলিয়া অগ্নিতে গলাইয়া রুদ্ধ কর, তাহা হইলে আর বায়ু প্রবেশ করিতে পারিবে না। তাহার পর সেই নল সম্পূর্ণ শীতল হইলে দেখা যায়, যে বর্ত্তুলাকার ভাগ ও নলের কিয়দংশ মাত্র পারদপূর্ণ অপরাংশ শূন্য থাকে।

এখন উহা লইয়া একটী তুষারপূর্ণ পাত্রে ডুবাও। তুষার তখন প্রথমতঃ গলিতে আরম্ভ করিয়াছে। তুষার নিতান্ত শীতল বলিয়া পারদ সঙ্কোচিত হইয়া নলের নিম্নদেশে পতিত হইতে থাকে, কিন্তু প্রায় ১৫ মিনিটকাল রাখিলে যখন পারদ আর নামিয়া পড়ে না, তখন সেইখানে এক রেখা অঙ্কিত কর। যখনই কেন পারদকে দ্রবমাণ তুষারে বা তদ্বৎ অন্য কোন শীতল পদার্থে ডুবান যাউক না, সে ঐ রেখার নিম্নে কখনই আর নামিয়া পড়িবে না। তাহার পর উক্ত তাপমান নলকে লইয়া সমুদয় ভাগ ফুটন্ত জলপূর্ণ এক পাত্রে ডুবাইয়া ১৫ মিনিট কাল রাখিলে তখন পারদ নলের যতদূর উঠিবে, সেখানে, সেই চরমসীমায়, আর এক রেখা অঙ্কিত কর। জলে যতই জ্বাল দেওয়া যাউক না কেন, পারদ তাহার উপরে আর কখনই উঠিবে না। এখন দুইটী রেখা হইল। প্রথমটীতে দ্রবমাণ তুষারের সংসর্গে পারদ নামিয়া পড়িলে অবনতির চরমসীমা ব্যক্ত করে, আর দ্বিতীয়টী ফুটজলে নিক্ষেপ করিলে নলের মধ্যে পারদের ঊর্দ্ধগতির চরমসীমা ব্যক্ত করে। কিন্তু এখানে বলা আবশ্যক, যে ফুটজলের তাপ সকল সময়ে সমভাবে থাকে না। আর ভূবায়ুর পেষণ জন্য তাহার ইতরাবিশেষ হয়। যাহা হউক এখন মোটের উপর স্বীকার করিয়া লওয়া গেল যে সমভাবে থাকে। এখন জানা গেল যে, এই দুই রেখা দুইটী চরমসীমা ব্যক্ত করিয়া থাকে, প্রথমটী জলের ঘনীভাব বা তুষারাকার-বোধিকা, দ্বিতীয়টী বাষ্পীভাববোধিকা। এই দুয়ের মধ্যবর্ত্তী

ভাগকে একশত সমান ভাগে বিভক্ত করিলে শতবোধক তাপমান হইবে। প্রথম রেখায় এক শূন্য বিন্দু এবং দ্বিতীয় রেখায় ১০০ একশত অঙ্ক অঙ্কিত থাকে। এই সব অঙ্ক নলের উপর, কখন বা নলের আধারে থাকে। নলের উপর অঙ্ক রাখিতে গেলে উক্ত নলকে মোম দিয়া সর্ব্বতোভাবে আবৃত কর। পরে তাহাতে প্রথম রেখা হইতে দ্বিতীয় রেখা অর্থাৎ শেষ রেখা পর্য্যন্ত সূচিকা দ্বারা যথাযোগ্য স্থানে সমান ভাগে অঙ্ক দিয়া সমুদায় নলকে হাইড্রোফ্লুরিক (Hydrofluoric) অম্লে ডুবাইয়া রাখ। কিছুক্ষণ পরে তুলিয়া মোম পরিষ্কার করিলে দেখা যাইবে, যে (উক্ত অম্লের সম্বন্ধে কাচের এক বিশেষ গুণ থাকায় তাহার সহযোগে) কাচে উক্ত অঙ্কিত স্থান সকল ক্ষত হইয়া পড়িয়াছে। উক্ত নলের বর্ত্তুলাকার ভাগকে অধোদিকে রাখিয়া সোজা করিয়া ধরিলে শূন্যবিন্দু হইতে পর-পর স্থিত অঙ্ক সকল তাপের ক্রমিক বৃদ্ধি প্রকাশ করিয়া থাকে। সুতরাং উক্ত রেখাবলীর মধ্যে কোন এক রেখার ঊর্দ্ধতন রেখা অপেক্ষাকৃত অধিকতর শৈত্য প্রকাশ করে

উক্ত শতাংশিক তাপমানযন্ত্র প্রথমে ব্যবহৃত হয়। এখন নিতান্ত সুবিধাজনক বলিয়া সর্ব্বত্র প্রশস্ত হইয়াছে। ইহার নির্ম্মাতা একৈক সুইডেনদেশীয় বৈজ্ঞানিক। তাঁহার নাম সেল্‌সিয়স (Celsius)। ইনি ১৭১০ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৭৫৬ খৃঃ অব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।

এতদ্ভিন্ন ফারেণহাট্ (Fahrenheit) নামক এক জন প্রুসিয়া দেশীয় বিজ্ঞানবিৎ এক তাপমান যন্ত্র প্রস্তুত করেন। এই তাপমান যন্ত্র ইংলণ্ডে অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা সেলসিয়সের তাপমান হইতে বিভিন্ন। ঘনীভাববোধিকা হইতে বাষ্পীভাববোধিকা রেখা পর্য্যন্ত তাপমান ১৮০ ভাগে বিভক্ত। তাঁহার যন্ত্রে বাষ্পীভাব বিন্দুতে ২১২ ও ঘনীভাব বিন্দুতে ৩২ অঙ্ক অঙ্কিত থাকে। শূন্যবিন্দু ঘনীভাব বিন্দু ৩২ অংশ নিম্নে; কারণ তাঁহার মতে লবণ ও তুষার একত্র হইলে নিম্নতম তাপক্রম উৎপাদন করে, সেইজন্য তিনি সেখানে শূন্য বিন্দু নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। উক্ত দুই তাপমান ভিন্ন আরও একটী তাপমান আছে। তাহার নাম রিউমার (Reaumer)। রিউমার নামক জনৈক রাসায়নিক এই যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন. ইহা উত্তর-জর্ম্মণিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাতে বাষ্পীভাববোধিকা হইতে ঘনীভাববোধিকা রেখা ৮০ অংশে বিভক্ত। এই তিনপ্রকার তাপমানযন্ত্রের প্রয়োজন মতে দীর্ঘতার তারতম্য হইয়া থাকে এবং ঘনীভাব বিন্দু ইহার মধ্যস্থলে কখন ১০ ভেদে কখন বা ৫ ভেদে আবৃত হইয়া থাকে এবং তাপাংশ প্রকাশ করিতে গেলে ইহাদের পরস্পরের অঙ্কের উপরে এক বিন্দু থাকে। যেমন ইংলণ্ডে গ্রীষ্মকালে তাপক্রম ৩৫°।

ইহবাবিশেষ নিশ্চয় করিতে গেলে অর্থাৎ ফারেণহাট তাপমানের সহিত সেলসিয়স্ বা রিউমার তাপমানের তুলনা কিম্বা সেলসিয়স বা রিউমার তাপমানের সহিত ফারেণহাটের তুলনা করিতে গেলে এইরূপ করিতে হয়।

ফারেণহাট ফ, সেলসিয়স্ স, রিউমার র,

ঘনীভাব বিন্দু হইতে বাষ্পীভাব বিন্দু ফএ ১৮০, সএ ১০০° ও রএ ৮০ অংশে বিভক্ত। সুতরাং ১৮০° ফ = ১০০° স = ৮০° র প্রত্যেককে ২০ দিয়া ভাগ দিয়া ৯° ফ = ৫° স = ৪° র

সুতরাং ১° ফ $\frac{৫}{৯}$ স = $\frac{৪}{৯}$ র আর ১° স = $\frac{৯}{৫}$° ফ = $\frac{৪}{৫}$° র এবং ১° র = $\frac{৯}{৪}$° ফ = $\frac{৫}{৪}$ র

এখন ইহাদ্বারা এক তাপমানের তাপাংশের অঙ্ক দিলে অপর দুই তাপমানের তাপাংশের অংশ সহজেই উপলব্ধি হয়। তাহার তিনটী নিয়ম নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

কিন্তু জানা উচিত ফএর ৩২ = র ও সএর ০°, সুতরাং ফকে র ও সএ আনিতে হইলে পরে ৩২ যোগ করিয়া লইতে হইবে।

১ম নিয়ম। ফকে সএর বা রএর মতানুসারে করিতে হইলে অঙ্কপাত এইরূপ।

$$\frac{ফ = ৩২}{স} = ৯ \times ৫$$

$$\frac{ফ = ৩২}{র} = ৯ \times ৪$$

ফকে সএ আনিতে গেলে ফএর অঙ্ক হইতে ৩২ বিয়োগ করিয়া সেই অবশিষ্ট অঙ্ককে $\frac{৫}{৯}$ দিয়া গুণ কর, যথা—

$$২১২° ফ = (২১২ — ৩২)\frac{৫}{৯} = ১৮০ \times \frac{৫}{৯} = ১০০° স।$$

ফকে রএ লইয়া আসিতে গেলে ফএর অঙ্ক হইতে ৩২ বিয়োগ কর এবং অবশিষ্টকে $\frac{৪}{৯}$ দিয়া গুণ কর—

$$২১২° ফ = (২১২ — ৩২)\frac{৪}{৯} = ১৮০ \times \frac{৪}{৯} = ৮০ র।$$

২য়। সকে ফ বা রএ আনিতে হইলে—

$$ফ = \frac{স}{৫} \times ৯ + ৩২,$$

$$র = \frac{স}{৫} \times ৪$$

৩। রকে স বা ফএ আনিতে হইলে—

$$স = \frac{র}{৪} \times ৫$$

$$ফ = \frac{র}{৪} \times ৯ + ৩২$$

রকে সএ লইয়া আসিতে গেলে $\frac{৫}{৪}$ দিয়া গুণ করিতে হয়। যথা ৮০° র = ৮০ × $\frac{৫}{৪}$ = ১০০° স। রকে ফএ আনিতে গেলে $\frac{৯}{৪}$ দিয়া গুণ এবং সেই গুণফলে ৩২ যোগ কর।

যথা ৮০° র = ৮০ × $\frac{৯}{৪}$ = ১৮০ + ৩২ = ২১২ ফ।

পারদ ভিন্ন স্পিরিট এবং বায়ুরও তাপমান হইয়া থাকে। একটী স্পিরিটের তাপমান (Alcohol thermometer) অতি নিম্নতম তাপক্রম জানাইয়া দেয়। কারণ আলকোহল কখনও জমিয়া যায় না, কিন্তু পারদ ঘনীভাব বিন্দুর ৪০ অংশ নিম্নে জমিয়া যায়। সুতরাং তাহা অপেক্ষাও অল্পতর তাপক্রম জানিতে গেলে আলকোহল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু উক্ত প্রকার তাপমানে অধিকতর তাপক্রম জানিতে পারা যায় না। কারণ শতাংশিক তাপমানের ৭৮ অংশ উঠিলেই আলকোহল ফুটিয়া উঠে। তাপক্রমের অল্প অল্প ইতরবিশেষ বুঝিবার জন্য বায়ুর তাপমান ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা প্রস্তুত করিতে গেলে তাপমানের বর্ত্তুলাকারভাগ ও দণ্ডাকারভাগের কতক অংশ বায়ুদ্বারা পূর্ণ করিয়া পরে নলের অপর অংশ কোন এক তরল পদার্থ দিয়া পূর্ণ করিতে হয়। নলের মুখ সেই তরল পদার্থে মজ্জিত থাকে। সেই তরল পদার্থের প্রসরণ ও সঙ্কোচনই তাপের হ্রাস ও বৃদ্ধির পর্য্যায়বোধক। যখন উক্তরূপ তাপমান যন্ত্র ব্যবহৃত হয়, তখন অবশ্যই বর্ত্তুলাকার ভাগ ঊর্দ্ধে থাকে। বায়ুর তাপমানসকল নানা প্রকারের হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাদের নির্ম্মাণবিধি অতি সূক্ষ্ম ও অনেক অতি দীর্ঘ, সেইজন্য ইহাদিগকে সচরাচর ব্যবহার করা যায় না। কিন্তু ভাল করিয়া নির্ম্মাণ করিতে পারিলে ইহা আর সকল প্রকার যন্ত্র অপেক্ষা সূক্ষ্মতমরূপে তাপক্রম জ্ঞাপন করে।

এতদ্ভিন্ন আর এক ভেদজ্ঞাপক তাপমানযন্ত্র আছে। কোন একস্থলের তাপক্রমের সহিত নিকটবর্ত্তী স্থলের তাপক্রমের কত অন্তর তাহা জানিবার নিমিত্ত ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

দুইটী বর্ত্তুলাকার নলমুখ বায়ুদ্বারা পরিপূর্ণ এবং নিম্নদেশে আর একটী বক্র নলদ্বারা পরস্পর সংযত থাকে। উক্ত বক্রনল আবার কোন এক রঞ্জিত তরল পদার্থে পূর্ণ। আর এই নিম্নস্থিত বক্রনলে তরল পদার্থ দুই সমীম এক সমতলে অবস্থান করে। এখন যদি একদিকের বর্ত্তুলাকার মুখ আর একদিকের বর্ত্তুলাকার মুখ অপেক্ষা অধিক উত্তপ্ত হয়, তাহা হইলে সঞ্চিত বায়ুর বিস্তারে পেষণ অধিকতর হইবে, সুতরাং একের তরলপদার্থ সেই পেষণে নিম্নভাবে পীড়িত হইবে। আর সেইরূপ যদি দ্বিতীয় উত্তপ্ততর হয়, তাহা হইলে প্রথম নলে ঐরূপ ক্রিয়া লক্ষিত হইবে। বস্তুতঃও এরূপ যন্ত্রদ্বারা তাপক্রমে অতি সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম ভেদ নির্ণীত হইতে পারে।

যদিও পারদ-তাপমান যন্ত্রকে বিশেষজ্ঞগণ এবং যতদূর উৎকৃষ্ট হইতে পারে, তদনুরূপ উৎকৃষ্ট করিয়া নির্ম্মাণ করা হয়, তথাপি সময়ে সময়ে তাহার সংশোধন আবশ্যক।

১। শূন্যবিন্দু পরিবর্ত্তন। ঘনীভাববিন্দু মাসের মধ্যে শূন্য বিন্দু হইতে $\frac{২}{১০}$ অংশ উঠিয়া থাকে। সকল তাপমানেরই বিশেষতঃ আধুনিক-নির্ম্মিত তাপমান সকলের এইরূপ গতি। ইহার কারণ তাপমানযন্ত্রে পারদ পূর্ণ করা হইলে বর্ত্তুলাকার ভাগ সহসা শীতল হইয়া সঙ্কোচিত হয়, কিন্তু সেখানেই সঙ্কোচের চরমসীমা পায় না, তখনও অল্প অল্প সঙ্কোচিত হইতে থাকে এবং সেইজন্য তাহার পারদ নলের মধ্যে উঠিয়া যায়। কিন্তু এই সঙ্কোচনশক্তি ক্রমে কমিতে থাকে এবং সেইজন্যই আধুনিক-নির্ম্মিত তাপমানে ইহা অধিক লক্ষিত হয়, সুতরাং পূর্ব্বে তাপমানে যে পর্য্যন্ত তাপ নির্দ্ধারিত ছিল তাহা অপেক্ষা কিছু উপরে উপরে উঠিতে থাকিবে। এই দোষ সংশোধন করিতে গেলে তাপমান যন্ত্র মধ্যে মধ্যে দ্রবমান তুষারে নিমগ্ন করিতে হয়। প্রত্যেকবারে তাপাংশ কত দাঁড়াইল, তাহা মনে করিয়া রাখিলে ক্রমে সেই ভিন্ন ভিন্ন সময়ের পরীক্ষা দ্বারা পরস্পরের কত প্রভেদ তাহা লক্ষিত হয়। অর্থাৎ যদি শূন্য বিন্দু $\frac{২}{১০}$ তাপাংশ উঠিয়া থাকে, তাহা হইলে তাপক্রমে ঐরূপ $\frac{২}{১০}$ বাদ দিয়া সংশোধন করিয়া লইতে হইবে।

২। ইহা ভিন্ন আবার সাময়িক পরিবর্ত্তনও হইয়া থাকে। ইহার কারণ তাপমানযন্ত্র উত্তপ্ত হইয়া সহসা শীতল হইয়া যাওয়া। এইজন্য কোন তাপমানযন্ত্রে বাষ্পীভাববিন্দু নির্দ্দিষ্ট করিবার পূর্ব্বেই ঘনীভাববিন্দু নির্দ্দিষ্ট করা উচিত অন্যথা হইলে গণনা নিশ্চয়ই পরিশুদ্ধ হইবে না।

অধুনা তাপমান যন্ত্রদ্বারা তাপনির্ণয় করিয়া ঝড় মেঘ-বৃষ্টি প্রভৃতি কত বিষয়ের সিদ্ধান্ত হইতেছে, তাহা নির্দ্দেশ করা দুঃসাধ্য। জ্বর হইলে ইহা দ্বারা দুঃসাধ্য বা সুসাধ্য তাহা নির্ণীত হইতেছে ও অশেষবিধ মঙ্গল সাধিত হইতেছে।

[তাপ দেখ।]

তাপয়িষ্ণু (ত্রি) তাপ-ইষ্ণুচ্। ১ তাপনীয়, জ্বলনীয়। ২ যন্ত্রণাদায়ক।

তাপশ্চিত (ক্লী) তপসি চীয়তে চি-ক্ত স্বার্থে অণ্। ১ যজ্ঞভেদ। [যজ্ঞ দেখ।] ২ যজ্ঞাগ্নিভেদ।

তাপস (ত্রি) তপঃ শীলমস্য তপস্-ণ (ছত্রাদিভ্যো ণঃ। পা ৪।৪।৬২) ১ তপস্বী, তপশ্চরণশীল।

"তাপসেষ্বেব বিপ্রেষু যাত্রিকং ভৈক্ষমাচরেৎ।" (মনু ৬।২৭)

(পুং) ২ দমনকবৃক্ষ। ৩ বকপক্ষী। ৪ ইক্ষুবিশেষ। (সুশ্রুত ১।৪৫)

(ক্লী) ৫ তমালপত্র। তেজপাত। (রাজনি°)। ৬ দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত একটী পৌরাণিক জনপদ। টলেমি *Tabassi* নামে উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার বর্ত্তমান অবস্থিতি খান্দেশের মধ্যে অনুমিত হয়।

তাপসক (পুং) তাপস অল্পার্থে কন্। সামান্য যোগী, যে ব্যক্তি অল্পদিন মাত্র তপস্যারত হইয়াছে।

তাপসজ (ক্লী) তাপসাৎ জায়তে জন-ড। তেজপাত।

তাপসতরু (পুং) তাপসপ্রিয় স্তরুঃ মধ্যপদলোপীকর্ম্মধা°। ইঙ্গুদীবৃক্ষ, তপস্বীরা এই বৃক্ষজাত তৈল ব্যবহার করিতেন বলিয়া ইহার নাম তাপসতরু বা তাপসদ্রুম।

তাপসদ্রুম (পুং) তাপসপ্রিয়ঃ দ্রুমঃ। ইঙ্গুদীবৃক্ষ।

"ইঙ্গুদোঽঙ্গারবৃক্ষশ্চ তিক্তকস্তাপসদ্রুমঃ।" (ভাবপ্রকাশ)

তাপসদ্রুমসন্নিভা (স্ত্রী) তাপসদ্রুমেণ সন্নিভা তুল্যা ৩তৎ। গর্ভদাত্রীক্ষুপ, গর্ভদাগাছ। (রাজনি°)

তাপসপত্রী (স্ত্রী) তাপসপ্রিয়ং পত্রং যস্যা বহুব্রী জাতত্বাৎ ঙীষ্। দমনকবৃক্ষ। (রাজনি°।

তাপসপ্রিয় (পুং) তাপসানাং প্রিয়ঃ ৬তৎ। ১ বৃক্ষবিশেষ, পিয়ালগাছ। ২ ইঙ্গুদীবৃক্ষ। "পীতপুষ্পোঽঙ্গারপুষ্পইঙ্গুদীতাপসপ্রিয়।" (বৈদ্যক রত্নমা°) (ত্রি) ৩ তাপস প্রিয়মাত্র।

তাপসপ্রিয়া (স্ত্রী) তাপসানাং প্রিয়া ৬তৎ। দ্রাক্ষা, কিস্‌মিস্। (রাজনি°) [দ্রাক্ষা দেখ।]

তাপসবৃক্ষ (পুং) [তাপসতরু দেখ।]

তাপসেষ্ট (তাপসপ্রিয় দেখ।]

তাপসেষ্টা (তাপসপ্রিয়া দেখ।]

তাপস্য (ক্লী (তাপসস্য ধর্ম্ম ষ্যঞ্। তাপসধর্ম্ম, তপস্বীদিগের ধর্ম্ম। "স্ত্রীধর্ম্মযোগং তাপস্যং মোক্ষং সন্ন্যাসমেব চ।(মনু ১।১১৪) বাণপ্রস্থের হিতকর ধর্ম্মই তাপস্য, এই তাপস্যই মোক্ষের একমাত্র সাধন। পূর্ব্বে রাজর্ষিগণ এই ধর্ম্ম অন্তিমে আশ্রয় করিতেন।

তাপস্বেদ (পুং) তাপেন স্বেদঃ ৩তৎ। স্বেদক্রিয়াবিশেষ, সেক দেওয়া। [স্বেদক্রিয়া দেখ।]

তাপহর (ত্রি) তাপং হরতি হৃ-ট। তাপনাশক, স্নিগ্ধকর।

তাপহরী (স্ত্রী) তাপহর স্নিয়াং ঙীপ্। ব্যঞ্জনবিশেষ, ইহার প্রস্তুতপ্রণালী—হরিদ্রামিশ্রিত ঘৃতদ্বারা মাষকলায়ের বটী ও সুধৌত তণ্ডুল একত্র ভাজিয়া লইবে। অনন্তর ঐ উভয় দ্রব্য সিদ্ধ হইলে পরে তৎপরিমাণ জল দিয়া উহাদিগকে পাক করিবে। উত্তমরূপ সিদ্ধ হইলে যথোপযুক্তমাত্রা সৈন্ধব, আদা ও হিঙ্গু মিশ্রিত করিবে। এইরূপে যে দ্রব্য প্রস্তুত হয় তাহাকে তাহারা বা তাপহরী বলে। ইহার গুণ বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, কফকারক, শরীরের উপচয়কারক, তৃপ্তিজনক, রুচিকর, গুরু এবং ইহার উপাদান সামগ্রীতে যে যে গুণ আছে ইহাতেও সেই সেই গুণ অবস্থিত করে। (ভাবপ্র°)। (ত্রি) তাপহারিণী মাত্র।

তাপায়ন (পুং) বাজসনেয়ীশাখা-ভেদ।

তাপিক (ত্রি) তাপে তাপকালে ভবং ঠঞ্। গ্রীষ্মভব জলাদি।

তাপিচ্ছ (পুং) তাপিনং ছাদয়তি ছদ-ড পৃষো° সাধুঃ।

[তাপিঞ্জ দেখ।]

তাপিঞ্জ (পুং) তাপিনং ছদতি আচ্ছাদয়তি ছদ্-ড পৃষোদরা° সাধুঃ। ১ তমালবৃক্ষ।

"অঙ্কোনিক্ষিপদঞ্চনং শ্রবণয়োস্তাপিঞ্জ গুচ্ছাবলীং।"

(গীতগো° ১১।১১)

(ক্লী) ২ তাপিঞ্জপুষ্প।

তাপিঞ্জ (ক্লী) তাপিনং জয়তি জি-ড। ১ ধাতুমাক্ষিক। (পুং) ২ তমালবৃক্ষ। ৩ নিসিন্দে গাছ।

তাপিত (ত্রি) তপ-ণিচ্-ক্ত। তাপযুক্ত, দুঃখিত, যন্ত্রণাযুক্ত। "তারিণী স্মরিতে তার, তাপিত তনয় তোর," (শ্রীধর্ম্ম° ২।৬২)

তাপিন্ (ত্রি) তাপয়তি তাপ-ণিনি। ১ তাপক। তপ-ণিনি। ২ তাপযুক্ত। (পুং) ৩ বুদ্ধদেব। (ত্রিকা°)

তাপী (স্ত্রী) তাপয়তি তপ-ণিচ্ অচ্ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। নদীভেদ, এই নদী পশ্চিমবাহিনী ও বিন্ধ্যাচল হইতে আবির্ভূতা হইয়াছে।

"তাপীপয়োষ্ণী নির্ব্বিন্ধ্যা ক্ষিপ্রা চ ঋষভা নদী।
বিন্ধ্যপাদপ্রসূতাস্তাঃ সর্ব্বাঃ শীতজলাঃ শুভাঃ ॥" (মাৎস্য ১১৩৷২৭)

বিষ্ণুপুরাণের মতে এই নদী সহ্যপাদোদ্ভবা। (বিষ্ণুপু° ২ ৩.১১)

এই নদীর জল ঘন, শীত, পিত্তঘ্ন, কফকর, বাতদোষহর, হৃদ্য, কণ্ডু ও কুষ্ঠনাশক। (হারীত ৭ অ°)

স্কন্দপুরাণে তাপীখণ্ডে ইহার বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে।

জগৎবিখ্যাত সোমবংশে সম্বরণ নামে এক রাজা ছিলেন। বরুণ অগস্ত্য মুনির শাপে সম্বরণরূপে জন্মগ্রহণ করেন। এই রাজা কঠোর তপঃসাধন করিয়া সূর্য্যকন্যা তাপীকে

ভার্য্যারূপে প্রাপ্ত হন। এই তাপী অশেষ পাপদহনী ও অতিশয় রূপলাবণ্যসম্পন্না ছিলেন। [তপতী দেখ।]

তাপীর নাম। তাপীর একবিংশতি নাম—সত্যা, সত্যোদ্ভবা, শ্যামা, কপিলা, কাপিলা, অম্বিকা, তাপনী, তপনা হার্দ্দা, নাসিকোদ্ভবা, সাবিত্রী, সাহস্রকরা সনকা, অমৃতস্যন্দনা, সুষুম্না, সূক্ষ্মরমণী, সর্পা, সর্পবিষাপহা, তিগ্মতিগ্মময়া (?), তারা, তাম্রা।

মাহাত্ম্য। যাহারা তাপীতে স্নান করে, তাহারা সকল পাতক হইতে বিমুক্ত হয় এবং তাপী নাম উচ্চারণ করে, তাহাদেরও পাপ দূর হয়।

আষাঢ়মাসে তাপীতে স্নান-দানাদির ফল। দ্বাদশমাসের মধ্যে আষাঢ়মাসের সদৃশ মাস নাই, যেহেতু এই মাসে জগৎপতি শ্রীবিষ্ণু লক্ষ্মীর সহিত অনন্তশয্যায় শয়ন করেন এবং এই মাসে বিশ্বকর্ম্মা ভূতসকল সৃষ্টি করিয়াছেন।

"আষাঢ় সদৃশো মাসো ন মাঘো ন চ কার্ত্তিকঃ।
যত্র সৃষ্টানি ভূতান ব্রহ্মণা বিশ্বকর্ম্মণা ॥"
"যস্মিন্মাসে সুখীভূত্বা যোগনিদ্রাজগৎপতিঃ।
শেতে ভুজঙ্গশয়নে লক্ষ্ম্যা সহ জনার্দ্দনঃ ॥"(তাপীখ° ৩।২১-২২)

আষাঢ়মাসে তাপীতে স্নান করিলে সকলপ্রকার পাপ বিমুক্ত হয়। প্রয়াগে গমন করিয়া মাঘমাসে দ্বাদশবার স্নান করিয়া যে পুণ্যলাভ করিয়া থাকে, আষাঢ়মাসে এই তাপীতে একবার স্নান করিলে তদপেক্ষা অধিক পুণ্যলাভ হয়।

যদি কোন লোক কপটতা করিয়া ইহাতে স্নান করে, তাহা হইলেও তাপীর মাহাত্ম্যানুসারে তাহার শতজন্মার্জ্জিত পাপ ধ্বংস হয়। যদি বালস্বভাবতঃ আষাঢ়মাসে তাপীতে ক্রীড়া করিয়া স্নান করে, তাহা হইলে তাহার দেবালয়, বাপী, কূপ, তড়াগ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিবার পুণ্যলাভ হয়। যদি কোন ব্যক্তি কোন দ্রব্য কামনা করিয়া ইহাতে স্নান করে, সে সকল পাপ বিমুক্ত হইয়া অশ্বমেধ ফললাভ করে।

জ্ঞানে বা অজ্ঞানে আষাঢ়মাসে যাহারা স্নান করে, তাহারা সকল পাপ মুক্ত হইয়া সনাতন ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়।

"জ্ঞানতোঽজ্ঞানতো বাপি আষাঢ়ে ভানুজাজলং।
সেবেত মানবো যস্তু যাতি ব্রহ্ম সনাতনং ॥" (তাপীখ° ৩।৩০)

তাপীর মৃত্তিকা শরীরে লেপন করিয়া অন্যত্র স্নান করিলে জন্মান্তরকৃত পাতক নিশ্চয়ই ধ্বংস হয়।

আষাঢ় মাসে তাপীতীরে যে দীপদান করে, সে সহস্র কোটি কুলকে উদ্ধার করিয়া থাকে।

"যো দীপদানং কুরুতে আষাঢ়ে তপতীতটে ॥"
কুলকোটীসহস্রাণি স তারয়তি মানবঃ ॥" ((তাপী° ৩।৪১)

কুরুক্ষেত্রে প্রভৃত সুবর্ণদান করিলে যে পুণ্য হয়, এই তাপীতটে কেবল দীপদানে সেই পুণ্য হইয়া থাকে।

কুরুক্ষেত্র, কাশী, নর্ম্মদা প্রভৃতি স্নান করিলে যে পুণ্য হয়, আষাঢ়মাসে তপতীতে নিমেষার্দ্ধ স্নান করিলে সেই ফল পাওয়া যায়।

কুরুক্ষেত্রে তথা কাশ্যাং নর্ম্মদায়ান্তু যৎফলং।
তৎফলং নিমিষার্দ্ধেন তপত্যাষাঢ়সেবনাৎ ॥" (তাপীখ° ৩।৫০)

তাপী নদীর উভয় তীরে ১০৮টী মহালিঙ্গ বিদ্যমান, তাপীখণ্ডে তাঁহাদের মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। তপনে তপনেশ, ধর্ম্মক্ষেত্রে, ধর্ম্মেশ, গোকর্ণে সিদ্ধনাথ, পার্ব্বতীবনে মহেশ, চ্যবনক্ষেত্রে সুজাতীশ্বর, নিষ্কলঙ্ক মুনির ক্ষেত্রে পঞ্চশিখের লিঙ্গ, পুরুরবার ক্ষেত্রে নরবাহনলিঙ্গ, বালক্ষেত্রে বাল, শ্রাবণক্ষেত্রে ককোলাসঙ্গমে ক্রীড়ালিঙ্গ, পাঞ্চালমুনির ক্ষেত্রে পুণ্ডরীকেশ্বর, জৈমিনিক্ষেত্রে হরিশ্চন্দ্রেশ্বর, গাধিসুতক্ষেত্রে ভরতেশ, বৈরোচনক্ষেত্রে বিরোচনেশ্বর, কঙ্কোলকূট ও গাধীশ্বর বাল্মীক্ষেত্রে অর্ব্বুদ, নলেশ্বর, ধুন্ধমারেশ্বর, কর্কোটক, পদ্মকোষেশ্বর ও হয়গ্রীব মহালিঙ্গ, খদ্যোতনাথক্ষেত্রে কান্তবীর্য্যাখ্যলিঙ্গ, কুব্জক্ষেত্রে শ্রীকণ্ঠ ও সুকণ্ঠ, ভৃগুক্ষেত্রে চন্দ্রচূড়, পাশুপতক্ষেত্রে উগ্র, তারকক্ষেত্রে তারেশ, শশিভূষণক্ষেত্রে হংস, বশিষ্ঠক্ষেত্রে মুচুকুন্দেশ্বর ও কুন্তলক লিঙ্গ, বুধেশে বিমলেশ্বর, কুশমুনির ক্ষেত্রে কমল ও নীলকণ্ঠ, অরুন্ধতীবনে শান্তেশ, কুঞ্জর, বোচক, পুষ্কর, লক্ষ্মেশ, দুর্ব্বারেশ্বর, জামদগ্ন্যেশ ও আশাপ্রদ্যোতনেশ্বর; পূর্ব্বে বামনেশ, সুন্দরে সুন্দরেশ, রাঘবক্ষেত্রে রামেশ, নন্দনে মৃকণ্ডেশ, শরভঙ্গ মুনির ক্ষেত্রে উজ্জ্বলেশ্বর, সুগ্রক্ষেত্রে মহালিঙ্গ, পরমুক্তিতে সুরেশ্বর লিঙ্গ ও অভয়াশক্তি, নালকক্ষেত্রে নন্দেশ, নারদক্ষেত্রে জালেশ্বর, ব্রহ্মক্ষেত্রে সিদ্ধেশ্বর, প্রকাশার উপর মতঙ্গক্ষেত্রে গঙ্গেশ্বর, অর্জ্জুনক্ষেত্রে অর্জ্জুনেশ, যৌধিষ্ঠিরক্ষেত্রে শ্রীকরেশ্বর, অম্বিকাক্ষেত্রে অম্বেশ, কৃষ্ণাশিবক্ষেত্রে, কল্মষাপহ, পঞ্চমুখক্ষেত্রে আমর্দ্দকেশ্বর, কপিলক্ষেত্রে সিংহেশ্বর ও ব্যাঘ্রেশ্বর, চতুর্ভুজক্ষেত্রে চতুর্ভুজেশ্বর, বৃহন্নদীতীরে মল্লেশ্বর ও ভূতেশ্বর, গৌতমক্ষেত্রে গৌতমেশ্বর, নারদক্ষেত্রে গলিতেশ, এইখানে রত্নসরিত্তীরে শ্রীকণ্ঠের ক্ষেত্রে রক্ষেশ্বর লিঙ্গ এবং ষোড়শী শক্তি; বরুণক্ষেত্রে প্রাচেতস ও বাসবেশ, ভীমকক্ষেত্রে ভীমেশ্বর, করঙ্কপাবনক্ষেত্রে করঙ্কেশ্বর, খঞ্জনমুনির ক্ষেত্রে খঞ্জনেশ্বর ও বজ্রকেশ, কশ্যপের ক্ষেত্রে কশ্যপেশ, ভৈরবীক্ষেত্রে ভৈরব, মোক্ষেশ্বর, ভৈরবীশক্তি, ধূতপাপ ও কামপালেশ্বর, মন্ত্রিক্ষেত্রে মন্ত্রেশ্বর ও পরত্রীশ্বর, নীলাম্বরক্ষেত্রে কোটীশ্বর, অজপালীশ্বর ও একবীরা শক্তি, রাক্ষসক্ষেত্রে রুদ্র ও দণ্ডপাণি,

অম্বরীষের ক্ষেত্রে অম্বরীষেশ্বর, অশ্ব বা অশ্বিনীকুমারক্ষেত্রে মহাতীর্থ এবং কাতরীশ্বর লিঙ্গ, গঙ্গাক্ষেত্রে গুপ্তকেশ্বর বা গুপ্তেশ্বর, লোমশের ক্ষেত্রে লোকেশ্বর, তপতীনদীর উত্তরবেদীতে বিশ্বেশ্বর ও কাপালিক লিঙ্গ, পুষ্করাকক্ষেত্রে সুরেশ্বর, নারদেশ, কামলেশ, সম্বরণেশ্বর ও তপতী স্থাপিত তপনেশ লিঙ্গ, কুরুক্ষেত্রে কৌরবনামক মহালিঙ্গ, সোমক্ষেত্রে সোমেশ, জনকেশ্বর ও মোক্ষেশ্বর; কুমুদাক্ষেত্রে অটবোশ্বর, রাঘবক্ষেত্রে রামেশ্বর, শতানীকক্ষেত্রে সিদ্ধেশ্বর, ত্রয়স্ত্রিংশৎ সুরক্ষেত্রে দেবেশ্বর, পিণ্ডেশ্বর দণ্ডাবতীপতি, প্রবংকারমুনির ক্ষেত্রে ও তপসীসঙ্গমে তিনটী নাগেশ্বর। মোট ১০৮ লিঙ্গস্থান আছে। শ্রাদ্ধকালে এই ১০৮ লিঙ্গের নাম পাঠ করিবে। পাঠ করিলে সত্যলোকে পিতৃসকল সুধারস দ্বারা পরিতৃপ্ত হন; অপুত্র পুত্র, নির্ধন ধন এবং মোক্ষার্থী মোক্ষ লাভ করে। তাপীনদীতে স্নান করিয়া পাঠ করিলে পৃথিবীর সকল তীর্থের ফললাভ হয়। এতদ্ভিন্ন তাপীখণ্ডে আর কএকটী প্রধান তীর্থের উল্লেখ আছে।

গোলানদী—এই নদী কূর্ম্মপৃষ্ঠ হইতে বিনিঃসৃত হইয়াছে, ইহাতে স্নানাদি করিলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়।

তাপীতটে গোলানদীর জলে স্নান করিলে কুষ্ঠরোগ নাশ হয় এবং তাহার সপ্তজন্মের মধ্যে কুষ্ঠ হয় না।

অক্ষমালাতীর্থ—তপতীর বিভব দেখিয়া মহাত্মা গৌতমের হস্ত হইতে অক্ষমালা পতিত হইয়াছিল, সেই অবধি এই স্থান অক্ষমালাতীর্থ নামে প্রসিদ্ধ। ইহা একটী প্রধান তীর্থ। ইহাতে যে নর পিণ্ডদান ও স্নানাদি করে, তাহার নিরাময় পদ এবং পিতৃগণের অক্ষয়াতৃপ্তি লাভ হইয়া থাকে। এই তীর্থে সঙ্গমেশ্বর নামে গুপ্ত ত্র্যম্বক লিঙ্গ আছেন, ইহার পূজাদি করিলে সকল প্রকার মনোরথ সিদ্ধি হয়।

গজতীর্থ—তপতীর উত্তরকূলে যেখানে গৌতমীর সহিত তাপীর সঙ্গম হইয়াছে, সেইস্থানে এই তীর্থ আছে, এই তীর্থ মনুষ্যদিগের সকল প্রকার পাপনাশক। যাহারা তাপীসাগরসঙ্গমে সস্ত্রীক স্নান করিয়া জরৎকন্যাকে দেখে, তাহাদের কোন সময়ে বিয়োগ হয় না এবং যাহারা প্রসঙ্গক্রমে বা দৈবাৎ এইখানে আসিয়া স্নানাদি করে, তাহা হইলে, তাহারা নিরাপদ প্রাপ্ত হয় ও পিতৃদিগের তর্পণাদি করিলে তাহা অক্ষয় হয়। (স্কন্দপুরাণ তাপীখ°)।

এই ত তাপীর পৌরাণিক কথা। এখন এই নদী তপ্তী বা তাপ্তী নামে সর্ব্বত্র বিখ্যাত। ইহা দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমাংশের একটী প্রধান নদী।

মধ্যপ্রদেশের বেতুল জেলায় (অক্ষা° ২১°৪৮´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৮° ১৫´ পূঃ) ইহার উৎপত্তিস্থান। মুলতাই নগরে (অক্ষা° ২১° ৪৬ ২৬ উঃ, দ্রাঘি° ৭৮° ১৮´ ৫৬˝ পূঃ) একটী পবিত্র তীর্থ আছে, অনেকে তাহা হইতে তাপ্তীনদীর উৎপত্তি স্থির করিয়াছেন।

প্রথমে মুলতাই নগর হইতে প্রবলবেগে সুজলা সুফলা ভূমির উপর দিয়া আসিয়া সাতপুরা পাহাড়ের দুইটা শাখা ভেদ করিয়াছে, ইহার বামধারে বেরারস্থ চিকলদা পাহাড় ও ডানধারে কালাভিং গিরিমালা। প্রায় ১৫০ মাইল পর্য্যন্ত তাপ্তীর উপত্যকায় তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ চলিয়াছে। এইরূপে সাতপুরা পাহাড় হইতে নিম্নমুখে আসিয়া সুগভীর ও প্রায় ৭৫ হইতে ১০০ হাত বিস্তৃত স্রোতস্বতীর আকার ধারণ করিয়াছে। কিন্তু কোন কোন স্থানে আবার জল এত কম যে, গ্রীষ্মকালে অনায়াসে হাটিয়া পার হওয়া যায়। ইহাতে উভয়তট উচ্চ হইলেও তেমন চড়া নাই। কেবল বাঁকের মুখ ছাড়া সর্ব্বত্রই উভয় তীরভাগ ক্রমশঃ ঢালু ও নানাবিধ বৃক্ষতৃণগুল্মলতাকীর্ণ দেখা যায়।

তৎপরে তাপ্তী খান্দেশের উচ্চভূমিতে আসিয়াছে। এখানে পূর্ব্বাংশ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৭০০ হইতে ৭৫০ ফিট্ উচ্চ হইবে। তথা হইতে ক্রমে নিম্নমুখী হইয়া যে মালভূমি সুরাট জেলা হইতে খান্দেশকে পৃথক্ করিতেছে, তথায় আসিয়া পৌছিয়াছে। এখানে তাপ্তীনদী হইতে অনেকগুলি শাখা বাহির হইয়াছে, তন্মধ্যে বামধারে পূর্ণা, বাঘর, গিরণা, বোরি, পাঁজড়া ও শিবা এবং ডানধারে সুকি, অনের, অরুণাবতী, গোমই (গোতমী) ও বালহা প্রধান। খান্দেশের প্রথম ১৬ মাইল সমতল ও সুন্দর কৃষিক্ষেত্রের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে বটে, কিন্তু শেষ ২০ মাইলের দুইধারে অত্যুচ্চ গিরিশৃঙ্গবেষ্টিত নিবিড় জঙ্গল স্পর্শ করিয়াছে, এ অংশে লোকালয় নাই, মধ্যে মধ্যে দুই এক ঘর অরণ্যবাসী ভীলজাতির কুটীর দৃষ্ট হয়।

এখানে তাপী পাষাণের ঘাত-প্রতিঘাতে প্রবল স্রোতাকার ধারণ করিয়া অতি অল্প পরিসর স্থান দিয়া পতিত হইতেছে। এই সঙ্কীর্ণ পথের নাম 'হরণফাল' অর্থাৎ হরিণলম্ফ। ইহারই পর গুজরাটের বিস্তৃত প্রান্তর আরম্ভ। ঐ অংশে তাপ্তী কখন খুব চৌড়া আবার কোথাও খুব সঙ্কমুখে নানা গিরি, দরী ও নির্জ্জন বনরাজি ভেদ করিয়া প্রায় ৫০ মাইল আসিয়াছে। দাঙ্গ নামক জঙ্গল পার হইয়াই পশ্চিমমুখী হইয়া সুরাট জেলায় আসিয়া পৌছিয়াছে।

এখানে রাজপিপ্‌লার পাহাড় ছাড়া আর কোন শৈল তাপ্তীর মুখে পতিত হয় নাই; এখান হইতে ৭০ মাইল গিয়া

তাপ্তী সাগরে মিলিয়াছে। ইহার মধ্যে কোথাও নাতি উর্ব্বর কোথায় বা সমধিক শস্তশালী কৃষিক্ষেত্র দৃষ্টিগোচর হয়। আম্‌রোলী হইতে সুরাট নগর পর্য্যন্ত তাপীর এক প্রকাণ্ড বাঁক আছে। আম্‌রোলী হইতে স্থলপথে সুরাট এক ক্রোশের অধিক হইবে না। কিন্তু জলপথে আসিতে হইলে প্রায় ৫।৬ ক্রোশ ঘুরিতে হয়। সুরাট হইতে দক্ষিণপশ্চিম-মুখী হইয়া প্রায় ৪ মাইল আসিয়াই খুব চৌড়া হইয়া দক্ষিণমুখে সাগরে গিয়া মিলিত হইয়াছে।

তাপ্তী দৈর্ঘ্যে ৪৫০ মাইল এবং প্রায় ত্রিশহাজার বর্গ-মাইল স্থানের উপর দিয়া প্রবাহিত হইলেও সকল স্থানে বড় বড় নৌকা যাতায়াত করিতে পারে না। এমন কি ইহার মোহানা হইতে ১৭ মাইল উপরে জোয়ার গেলে স্থানে স্থানে হাঁটিয়া পার হওয়া যায়। মোহানার নিকট বিস্তর বালি ও চড়া আছে, সেইজন্য পোতাদি সকল সময় নিরাপদ নহে। সুরাট বন্দরে যে সকল জাহাজ আসিয়া লাগে, তাহা এই নদী দিয়াই যায়।

আশ্বিন হইতে চৈত্রমাস পর্য্যন্ত এখানে নির্ব্বিঘ্নে জাহাজাদি নঙ্গর করিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু তৎপরে আর নিরাপদ নহে। মোহানার নিকটে মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র দ্বীপ জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহাতে বৃক্ষশ্রেণীও দেখা যায়, কিন্তু স্রোতের সময় তাহার অনেক স্থান ডুবিয়া যায়।

সকল স্থানে সুবিধামত জোয়ার-ভাটা খেলে না। বরাচা হইতে সাগরসঙ্গম পর্য্যন্ত বেশ জোয়ারভাটা চলে।

এই নদীতে বড় পলি পড়ে, সেজন্য ইহার গতি পরিবর্ত্তন দেখা যায় এবং বাণের সময় কূল ভাসাইয়া নিকটবর্ত্তী গ্রাম-নগরাদি প্লাবিত করে। পূর্ব্বে দশ বিশ বর্ষ অন্তর এক একবার ভয়ানক বন্যা হইত, তাহাতে সুরাট ও নিকটবর্ত্তী জনপদের কত প্রাণীর মৃত্যু হইয়াছে, কত দ্রব্যজাত নষ্ট হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। এখন আর পূর্ব্বে-কার মত সেরূপ ভীষণতর বন্যা হয় না, তাই রক্ষা। কিন্তু পলি পড়ার কামাই নাই। বড় বড় ইঞ্জিনিয়ারগণ নানা কৌশল করিয়াও তন্নিবারণে কিছুমাত্র সমর্থ হন নাই।

তাপ্তীর মোহানায় সুবেলী নামে একটী বিধ্বস্ত বন্দর দেখা যায়। এক সময় য়ুরোপীয় বণিক্‌গণের বহুতর বাণিজ্য-পোত এখানে উপস্থিত হইত। ইংরাজ ও পর্ত্তুগীজে এখানে ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু এখন সুবেলীকে আর বন্দর বলা যায় না, পলি পড়িয়া এখানে নদীর স্রোত বন্ধ হওয়ায় এই প্রাচীন বন্দর পরিত্যক্ত হইয়াছে।

তাপ্তী নদীর উত্তরতীরে যেমন বিস্তর হিন্দুতীর্থ আছে, সেইরূপ প্রাচীন বৌদ্ধক্ষেত্রেরও অভাব নাই। প্রসিদ্ধ অজন্তা (অজণ্ট)-গুহা তাপ্তীর দক্ষিণকূলে অব-স্থিত। ইহার তটে বাঘ নামক স্থানে ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর বৌদ্ধদিগের খোদিত তিনটী গুহা দেখা যায়।

প্রতি দ্বাদশবর্ষ অন্তে তাপ্তীর তীরবর্ত্তী বোড়ন নামক গ্রামে মহামেলা হইয়া থাকে; তাহাতে সহস্র সহস্র যাত্রীর সমাগম হয়। সুরাটের দুই মাইল দূরে গুপ্তেশ্বর ও অশ্বিনীকুমার তাপ্তীর তীরে এখন সর্ব্বপ্রধান তীর্থ। এখনও শত শত হিন্দু ঐ তীর্থ দর্শনে গমন করিয়া থাকে। স্কন্দপুরাণে তাপী-খণ্ডে ৬৫ ও ৬৬ অধ্যায়ে অশ্বিনীকুমার ও গুপ্তেশ্বরের মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। এখনও অনেক লোক গুপ্তেশ্বরে শবদাহ করিতে আসে। অনেকের বিশ্বাস, এখানে তাপ্তীর সহিত গঙ্গা মিলিত হইয়াছেন।

"দশ কেদারযাত্রায়াং যৎপুণ্যঞ্চ নৃণাং ভবেৎ।
তৎফলং শিবযোগেন শ্রীগুপ্তেশ্বরদর্শনাৎ॥
সুগুপ্তা যত্র গঙ্গা চ তপত্যা সহসঙ্গতা।
তস্য তীর্থস্য কো নাম মহিমা বর্ণ্যতে তব ॥ ৮ ॥
ব্রহ্মহত্যাভিভূতোহং পুরা গঙ্গাগতোপি চ।
সুগুপ্তঞ্চ তদা যাতি স্নাতুং গঙ্গা-সরিদ্বরা ॥ ৯ ॥
কিং গঙ্গেতি প্রবদতা গচ্ছ মালাকরে ধৃতা।
ততো বৈ সা ভবৎ গুপ্তা দাহমত্রৈব সংস্থিতঃ ॥ ১২ ॥
অস্য তীর্থসমং তীর্থং কুত্র কুত্র ন বিদ্যতে।
দাহং বিনাত্র পুরুষো যাতি খং বারিসেবনাৎ ॥" ১৩ ॥

তাপ্তী নদীর মোহানার নিকট বারিতাপ্য নামক এক তীর্থ আছে ইহার বর্ত্তমান নাম বারিআব। কথিত আছে, এখানে তপতী তপস্যা ও তপতেশ লিঙ্গ স্থাপন করেন। তাহার পশ্চিমে কিছুদূরে একটী কুরুক্ষেত্র আছে।

তাপীখণ্ডের মতে—এই পুণ্যক্ষেত্রে তপতীর পুত্র কুরু কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন, এইজন্য এই স্থান কুরুক্ষেত্র নামে বিখ্যাত হয়। (তাপীখ° ৬৮ অঃ)

তাপীসাগরসঙ্গমও একটী বিখ্যাত তীর্থ। ইহার কিছুদূরে নাবিকদিগের সুবিধার জন্য একটী অত্যুচ্চ ইষ্টক-নির্ম্মিত আলোঘর আছে। সমুদ্রে প্রায় আট ক্রোশ দূর হইতে তাহার আলো দেখা যায়।

তাপীজ (পুং) তাপ্যা নদ্যাঃ সমীপে আকরভেদে জায়তে জন-ড। মাক্ষিকধাতু।

"এবঞ্চ মাক্ষিকং ধাতুং তাপীজমমৃতোপমং।" (সুশ্রুত)

[মাক্ষিক দেখ।]

তাপীসমুদ্ভব (ত্রি) ১ তাপীনদীর তীরে বা তাহার নিকটে

উৎপন্ন। (ক্লী) ২ অগ্নিপ্রস্তর অথবা খনিজ পদার্থভেদ। ৩ মণিভেদ।

তাপেশ্বর (পুং) তীর্থভেদ। (শিবপু°)

তাপ্য (ক্লী) তাপে ভিত্তং তাপ-যৎ। ধাতুমাক্ষিক, হেমচন্দ্র এই শব্দ পুংলিঙ্গ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

তাপ্যক (ক্লী) তাপ্যমেব স্বার্থে কন্। ধাতুমাক্ষিক।

তাপ্যাখ্যসংজ্ঞক (ক্লী) তাপ্যাখ্যা সংজ্ঞা যস্য বহুব্রী, কপ্। ধাতুমাক্ষিক।

তাবুব (ক্লী) [বৈ] বিষঘ্ন ঔষধভেদ।

তাম (পুং) তাম্যতেনেন তম করণে ঘঞ্। ১ ভীষণ। ২ দোষ। ৩ গ্লানিকরণ। ৪ গ্লানি।

তামর (ক্লী) তামং গ্লানিং রাতি রা-ক। ১ জল। ২ ঘৃত।

তামরস (ক্লী) তামরে জলে সস্তীতি সস্-ড। ১ পদ্ম। তামাতে হনেন রস্যতে ইতি রসং কর্ম্মধা°। ২ স্বর্ণ। ৩ তাম্র। ৪ ধুস্তূর। ৫ সারস। ৬ ছন্দোভেদ। ইহা দ্বাদশ অক্ষরযুক্ত। ইহার ৫।৮।১১।১২ বর্ণ গুরু।

"ইহ বদ তামরসং নজজা যঃ।"

"স্ফুটসুষমামকরন্দমনোজ্ঞং
ব্রজললনানয়নালিনিপীতং
তব মুখতামরসং মুরশত্রো
হৃদয়তড়াগবিকাশি মমাস্তু॥" (ছন্দোম°)

তামরসী (স্ত্রী) তামরস ঙীপ্। পদ্মিনী।

তামলকা (স্ত্রী) ভূম্যামলকী।

তামলিপ্ত (পুং) দেশভেদ, তমলুক। [তমলুক ও তাম্রলিপ্ত দেখ।]

তামলিপ্তক (পুং) তামলিপ্ত স্বার্থে কন। তমলুক দেশ।

তামলী (দেশজ) জাতিভেদ। [তাম্বুলী দেখ।]

তামস (পুং) তমস্তমোগুণঃ প্রধানত্বেনাস্ত্যস্যেতি অণ্। ১ সর্প। ২ খল। ৩ উলূক। ৪ চতুর্থ মনু, এই মন্বন্তরে বিষ্ণুর অবতার হরি, ইন্দ্র ত্রিশিখ, দেবতা বৈধৃতিগণ, জ্যোতির্ধাম প্রভৃতি সপ্তর্ষি, বৃষখ্যাতি নরাদি মনুপুত্রগণ। (ভাগ° ৮।১।২৪ অ°)। (ত্রি) ৫ তমোগুণযুক্ত। ৬ তমঃপ্রধানগুণক, যাহার তমোগুণ প্রধান। তমোহধিকৃত্য প্রবৃত্তং অণ্। তমোগুণাধিকার দ্বারা প্রবৃত্ত শাস্ত্রবিশেষ, তামস শাস্ত্রের বিষয় পদ্মপুরাণে এই প্রকার লিখিত আছে।

"শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি তামসানি যথাক্রমং।
যেষাং শ্রবণমাত্রেণ পাতিত্যং জ্ঞানিনামপি॥" (পদ্মপু°)

প্রথম পাশুপত নামক শৈবশাস্ত্র, কণাদোক্ত মহৎ বৈশেষিক শাস্ত্র, গৌতমোক্ত ন্যায়শাস্ত্র, কপিলোক্ত সাংখ্য, জৈমিনিকথিত মীমাংসা, বৃহস্পতিকথিত চার্ব্বাকশাস্ত্র, বুদ্ধরূপী বিষ্ণু কর্ত্তৃক বৌদ্ধশাস্ত্র, শঙ্করাচার্য্যকথিত মায়াবাদযুক্ত বেদান্তশাস্ত্র, এই সকল তামস শাস্ত্র। ইহা শ্রবণ করিলে জ্ঞানীদিগেরও পাতিত্য জন্মে। এই সকল তামস শাস্ত্রে বেদের প্রকৃত অর্থ তিরোহিত হইয়াছে এবং ইহাতে কর্ম্মমাত্রই ত্যাজ্য; জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্য প্রতিপাদিত হইয়াছে, ব্রহ্মের শ্রেষ্ঠরূপ নির্গুণরূপে দর্শিত হইয়াছে। জগতের নাশের নিমিত্ত কলিযুগে এই সকল শাস্ত্র উক্ত হইয়াছে।

তামস তন্ত্রের বিষয় কূর্ম্মপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে। এই জগতে শ্রুতি ও স্মৃতিবিরুদ্ধ যে সকল শাস্ত্র আছে, তাহা সকলই তামস শাস্ত্র। কপাল, ভৈরব, যামল, বাম এই সকল তামস শাস্ত্র।

অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে ছয়খান করিয়া সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস। তাহার মধ্যে মৎস্য, কূর্ম্ম, লিঙ্গ, শিব, স্কন্দ এই ৬ খানি তামসপুরাণ। এই সকল তামসপুরাণে শিবের মাহাত্ম্য বিশেষরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে।

বিষ্ণু, নারদ, ভাগবত, গরুড়, পদ্ম, বরাহ এই ৬ খান সাত্ত্বিকপুরাণ, এই সাত্ত্বিকপুরাণে বিষ্ণুমাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে।

ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, মার্কণ্ডেয়, ভবিষ্য, বামন, ব্রহ্ম এই ৬ খানি রাজসপুরাণ। এই রাজসপুরাণে ব্রহ্মার মাহাত্ম্য বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। (মৎস্যপু°)

কণাদ, গৌতম, শক্তি, উপমন্যু, জৈমিনি, দুর্ব্বাসা, মৃকণ্ডু, বৃহস্পতি, শুক্রাচার্য্য, জমদগ্নি ইহারা কয়জন তামস মুনি। গৌতম, বার্হস্পত্য, সাম্বর্ত্ত, যম, শঙ্খ, ঔশনস এই কয়খানি তামস স্মৃতি।

মনুষ্যদিগের স্বভাবতই তিনপ্রকার শ্রদ্ধা আছে—সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী। যাহারা ভূত ও প্রেতাদির উপর শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া উপাসনা করে, তাহাদের তামসী শ্রদ্ধা জানিতে হইবে।

এতদ্ব্যতীত আহার, যজ্ঞ, তপ, দান প্রভৃতি সাংসারিক জগতের কার্য্যই ত্রিবিধ। অর্দ্ধপক্ব এবং বিরসতা প্রাপ্ত (যাহার প্রকৃত স্বাদ নষ্ট হইয়া গিয়াছে।) পূতিময়, পর্য্যুষিত উচ্ছিষ্টাদি অমেধ্য আহার তামস আহার এবং এই আহারই তামস লোকদিগের প্রিয়।

অতি দুরাগ্রহদ্বারা পরের উৎসাদনের নিমিত্ত আত্মার নানা প্রকার পীড়া জন্মাইয়া যে তপ করা হয়, তাহাই তামস তপ, এবং তামস প্রকৃতির লোকেরাই এই প্রকার তপস্যা করিয়া থাকে।

দেশ-কাল-পাত্রাদির বিচার না করিয়া যে কোন দেশে

যে কোন কালে বা যে কোন পাত্রে অসৎকার ও অবজ্ঞা সহকারে যে দান করা যায়, তাহার নাম তামস দান।

ভবিষ্যতের অশুভফল, শক্তিক্ষয়, অর্থক্ষয় ও পরিজনাদির ক্ষয় এবং প্রাণিহিংসা ও আত্মসামর্থ্যাদি পর্য্যালোচনা না করিয়া অজ্ঞান বা অবিবেক বশে যে ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই তামসক্রিয়া।

যে ব্যক্তি অত্যন্ত অসমাহিত অর্থাৎ কোন কার্য্যেই বিশেষরূপ মনোযোগ করে না, যাহার বুদ্ধি অত্যন্ত অসংস্কৃত, নৈপুণ্য সহকারে বিচার করিতে না পারিয়া প্রকৃতিবশে যে কোন প্রবৃত্তি মনোমধ্যে উদিত হয়, তদনুসারে কার্য্য করিয়া ফেলে, জ্ঞান-পর্য্যালোচনা দ্বারা কিছুমাত্রও পরিমার্জ্জিত হয় নাই, সদুপদেশ দ্বারা যাহাদিগকে কোন প্রকারেই ঠাণ্ডা করা যায় না, অন্তঃসারবিহীন, মায়াবী, যাহারা অন্তঃকরণের ভাব গোপন করিয়া বাহিরে অন্যরূপ ব্যবহার করে, এবং পরবৃত্তিচ্ছেদনতৎপর, চিন্তা প্রভৃতিতে অলস, সর্ব্বদা অবসন্নভাব আর দীর্ঘসূত্রী, এই প্রকার কর্ত্তার নাম তামসকর্ত্তা।

যে মন দ্বারা অধর্ম্মকে ধর্ম্ম এবং অকর্ত্তব্য বিষয়কে কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয়, এরূপ বিপরীত ভাবপ্রকাশক মনকে তামস মন বলা যায়।

যে ধারণাবিশেষ দ্বারা সর্ব্বদাই মনোমধ্যে শোক, ভয়, স্বপ্ন, বিষাদ, মত্ততা প্রভৃতি উদ্রিক্ত হইয়া থাকে, সেই দুর্ম্মেধা ব্যক্তির ধারণাকে তামসধৃতি কহে।

নিদ্রা, আলস্য এবং প্রমাদদ্বারা যে সুখ উৎপন্ন হয়, যাহা এখন ও পরিণামে আত্মার মোহ ব্যতীত আর কিছুই উৎপাদন করে না, তাহাকে তামসসুখ কহে। (গীতা)। পৌরোহিত্য, যাচন, দৈবল্য, (শূদ্রাদির প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহাদির নিত্যপূজা), গ্রামযাজন, বিষ্ণুসেবাপরাধ, বিষ্ণুনামাপরাধ, অসৎপরিগ্রহ, অভিচার, পশুজীবাদি হনন, পাতক, উপপাতক, অতিপাপ, মহাপাপ, অনুপাতক, লোভ, মোহ, অহঙ্কার, কাম, ক্রোধ এই সকল তামস কর্ম্ম। (পদ্মপু° উ° খ°)

তামস ঋত্বিক্ কর্ত্তৃক তামস দ্রব্যদ্বারা তামস ভাব অবলম্বন করিয়া যে যজ্ঞ হয়, তাহার নাম তামস যজ্ঞ, এই প্রকার তামস যজ্ঞ, দান ও তপস্যা দ্বারা নরকে জন্ম হয়।

তমসো রাহোরপত্যং পুং। ৮ রাহুসুত, তামসকীল। ৯ শিবের অনুচর ভেদ।

তমোগুণ প্রকৃতির তিনটী গুণের মধ্যে একটী গুণ, যে গুণদ্বারা তমঃ অর্থাৎ গ্লানি উৎপাদন হয়, তাহাকে তমঃ অর্থাৎ আবরক গুণ কহে, সুতরাং তমোগুণ মোহের হেতু। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটীগুণ পরস্পর জড়িত, যখন একটী গুণের প্রাধান্য উপস্থিত হয়, তখনই তাহাকে সেই গুণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা যায়। তমঃ রজঃ ও সত্ত্ব ভিন্ন থাকিতে পারে না, তবে যখন সত্ত্ব ও রজকে পরাভব করিয়া নিজ ধর্ম্ম প্রকাশ করিতে থাকে, তখনই তাহাকে তমঃ বলা যায়। কিন্তু পরাভূত ভাবে সত্ত্ব ও রজঃ তাহাতে থাকিবে। এইরূপ রজঃ ও সত্ত্ব সম্বন্ধে জানিতে হইবে। তমঃ তমোগুণ, এই গুণশব্দে বৈশেষিকোক্ত গুণপদার্থ নহে, ইহা দ্রব্যপদার্থ জানিতে হইবে।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় অক্ষুব্ধভাবে অবস্থান করিলে অব্যক্ত নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই গুণত্রয় সর্ব্বকার্য্যব্যাপী, অবিনাশী ও স্থির। যখন এই গুণত্রয় ক্ষুভিত হয়, তখন উহা পঞ্চভূতাত্মক নবদ্বারযুক্ত পুররূপে পরিণত হইয়া থাকে। ঐ পুরমধ্যে ইন্দ্রিয়গণ অবস্থান করিয়া জীবকে বিষয়বাসনায় আক্রান্ত করে। মন ঐ পুরমধ্যে থাকিয়া বিষয় সমুদয়কে অভিব্যক্ত করিয়া দেয়, বুদ্ধি ঐ পুরের কর্ত্রী। লোকে ভ্রান্তিপ্রযুক্ত ঐ পুরকে জীবাত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃত তাহা নহে, জীব ঐ পুরমধ্যে অবস্থান করিয়া সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন। এই গুণত্রয় পরস্পর পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিয়া থাকে। যে স্থানে উহাদের মধ্যে একের আধিক্য হয়, তথায় অন্যের হীনতা লক্ষিত হয়, একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সত্ত্ব ও রজঃ হীন হইলে তমোগুণ প্রকাশিত হয়। সেইরূপ আবার তমঃ হীন হইলে রজঃ ও রজঃ হীন হইলে সত্ত্ব প্রকাশিত হয়। তমোগুণ অপ্রকাশাত্মক, উহাকে মোহ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়।

এই তমোগুণের প্রাবল্যে মনুষ্যের অধর্ম্মে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। মোহ, অজ্ঞানতা, অত্যাগ, অনিশ্চয়তা, স্বপ্ন, স্তম্ভ, ভয়, লোভ, শোক, সৎকার্য্যদূষণ, অস্মৃতি, অফলতা, নাস্তিকতা, দুশ্চরিত্রতা, সদসদ্বিবেকরাহিত্য, ইন্দ্রিয়বর্গের অপরিস্ফুটতা, নিকৃষ্ট ধর্ম্মপ্রবৃত্তি, অকার্য্যে কার্য্যজ্ঞান, অজ্ঞানে জ্ঞানাভিমান, অমিত্রতা, কার্য্যে অপ্রবৃত্তি, অশ্রদ্ধা, বৃথা চিন্তা, অসরলতা, কুবুদ্ধি, অক্ষমতা, অজিতেন্দ্রিয়তা, অন্যের অপবাদ, অভিমান, মোহ, ক্রোধ, অসহিষ্ণুতা, মৎসরতা, নীচকর্ম্মে অনুরাগ, অসুখকর কার্য্যের অনুষ্ঠান, অপাত্রে দান, এই সকল তমোগুণের কার্য্য। যাহারা এই সকল কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, তাহাদিগকে তামস প্রকৃতির লোক বলিয়া জানিতে হইবে। এই তামস প্রকৃতিস্থ ব্যক্তিরা জন্মান্তরে স্থাবর পদার্থ, রাক্ষস. সর্প, কৃমি, কীট

পক্ষী, বিবিধ চতুষ্পদ জন্তু হইয়া জন্মগ্রহণ করে। যাহারা সর্ব্বদা নিকৃষ্ট কার্য্য করে, তাহাদিগের তমোগুণের প্রাধান্যে তামস প্রকৃতি বলিতে হইবে। সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই তিনগুণ সর্ব্বদা প্রাণিগণের দেহে অবিচ্ছিন্নরূপে অবস্থান করিতেছে, সুতরাং উহাদিগকে কখনই পৃথক্‌রূপে নির্দ্দেশ করা যায় না। ঐ গুণত্রয় পরস্পর পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হইয়া পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া থাকে; সত্ত্বগুণ সত্ত্বে ও তমোগুণ তমে, রজোগুণ সত্ত্ব ও তমে কোন সময়ে তিরোহিত হয় না। ঐ গুণত্রয় পরস্পর মিলিত হইয়া সাংসারিক সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহ করে। কেবল জন্মান্তরীণ পাপপুণ্যানুবন্ধন প্রাণিগণের দেহে ইহাদের তারতম্য লক্ষিত হইয়া থাকে। স্থাবর সমুদায়ে তমোগুণের আধিক্য বিদ্যমান রহিয়াছে; কিন্তু উহারা রজঃ ও সত্ত্বগুণ একেবারে বিরহিত নহে। জাগতিক প্রত্যেক পদার্থে এই তমঃ বিদ্যমান রহিয়াছে; ন্যূনাধিক্যভাবে থাকায় কোন দ্রব্যের নাম সাত্ত্বিক বা রাজসিক বা তামস হইয়াছে।

"অধ্যবসায়ো বুদ্ধি ধর্ম্মোজ্ঞানং বিরাগ ঐশ্বর্য্যং।
সাত্ত্বিকমেতদ্রূপং তামসমস্মাদ্বিপর্য্যস্তং॥" (সাংখ্যকা°)

অধ্যবসায়, বুদ্ধি, ধর্ম্ম, জ্ঞান, বিরাগ, ঐশ্বর্য্য এইগুলি সাত্ত্বিক, ইহার বিপরীত তামস। এই তমঃ বিষাদাত্মক।

"প্রীত্যপ্রীতিবিষাদাত্মকাঃ প্রকাশ প্রবৃত্তিনিয়মার্থাঃ।
অন্যোন্যাভিভবাশ্রয়জননমিথুনবৃত্তয়শ্চ গুণাঃ॥" (সাংখ্যকা° ১২)

বিষাদের নাম মোহ, বিষাদের রূপই তমোগুণ, যখনই এই গুণের প্রাদুর্ভাব হয়, তখনই বিমূঢ়তা আসিয়া উপস্থিত হয়। যখন তমোগুণ প্রকাশিত হয় তখন রজঃ ও সত্ত্বকে পরাভব করিয়া নিজের বৃত্তি প্রকাশ করিয়া থাকে।

সত্ত্বগুণ লঘু-প্রকাশক ও ইষ্ট; রজঃ উপষ্টম্ভক ও চঞ্চল এবং তমঃ গুরু-বরণক। গুণ সকল পরস্পর বিরোধী, কিন্তু পরস্পর বিরোধী হইলেও আপনারা সুন্দ ও উপসুন্দবৎ বিনষ্ট হয় না, যে প্রকার বর্ত্তি ও তৈল পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও একত্র মিলিত হইয়া পরস্পর অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে। বায়ু, পিত্ত, ও শ্লেষ্মা পরস্পর বিরোধী হইলেও একত্র মিলিত হইয়া শরীরধারণরূপ কার্য্য করে। সেইরূপ এই গুণত্রয় পরস্পর বিরোধী হইলেও একত্র মিলিত হইয়া পরস্পরের বৃত্তি অর্থাৎ সুখ, দুঃখ ও মোহ প্রকাশ করিয়া থাকে। তমের ভেদ অষ্টবিধ।

"ভেদস্তমসোঽষ্টবিধো মোহস্য চ দশবিধঃ।" (সাংখ্যকা° ৪৮)

তমঃ অর্থাৎ অবিদ্যা, ইহার ভেদ ৮ প্রকার—অব্যক্ত, মহদ্, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র। এই ৮ প্রকার তমঃ অজ্ঞান।

"সত্ত্বং জ্ঞানং তমোঽজ্ঞানং রাগদ্বেষৌ রজঃ স্মৃতং।" (মনু)

নৈয়ায়িক পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন, আলোকের অভাবই তমঃ। প্রভাকরাদিগের মতে রূপ দর্শনাভাবই তমঃ। [বিশেষ বিবরণ প্রকৃতি দেখ।]

তামসকীলক (পুং) তামসঃ রাহুসুতঃ কীলক ইব। রাহুসুত-কেতু ভেদ, তামসকীলক প্রভৃতি সংজ্ঞাবিশিষ্ট রাহুসুত কেতু সকল ত্রয়স্ত্রিংশৎ প্রকার। বর্ণ, স্থান ও আকারাদি দ্বারা সূর্য্যমণ্ডলে তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া ফল নির্ণয় করিতে হয়। উহারা যদি সূর্য্যমণ্ডলগত হয়, তাহা হইলে অমঙ্গল, চন্দ্রমণ্ডলগত হইলে শুভফল আর যদি চন্দ্রমণ্ডলে উহারা কাক, কবন্ধ, বা প্রহরণরূপে প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে অমঙ্গলদায়ক। ঐ কেতু সকলের উদয়ে সকলই বিকৃত হয়। জল সকল মলিন ও আকাশ ধূলি-সমাচ্ছন্ন হয়। প্রচণ্ড বায়ু বহিতে থাকে, চারিদিকেই ধনষ্ট রাশি উত্থিত হয়। ঐ রাহুসুত-সকলের মধ্যে যদি শিখা ও কীলকাদিরূপবিশিষ্ট রাহুদর্শন হয়, তবে পূর্ব্ববৎ ফল হইবে। পূর্ব্বোক্ত কেতু সকল যে যে দেশে দৃষ্ট হইবে, সেই সেই দেশের রাজগণের অমঙ্গল হয়। সূর্য্যমণ্ডলে দণ্ডাকৃতি কেতু সংস্থান দৃষ্ট হইলে নরপতির মৃত্যু, কবন্ধ সংস্থান দৃষ্ট হইলে ব্যাধিভয়, ধ্বাঙ্ক্ষাকার দৃষ্ট হইলে চৌরভয় এবং কীলকাকার দৃষ্ট হইলে দুর্ভিক্ষ হয়। (বৃহৎসংহিতা ৩ অঃ) [কেতু দেখ।]

তামসধ্যান (ক্লী) বটুক ভৈরবের ধ্যান ভেদ। বটুক ভৈরবের ধ্যান তিন প্রকার, সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস। (তন্ত্রসা°)

তামসসন্ন্যাসিন্ (ত্রি) যিনি ইহলোক সুখাস্বাদনে নিরপেক্ষ হইয়া মোক্ষকামনার অভিমান সহকারে বনে বিচরণপূর্ব্বক তপস্যা করেন, তিনি তামস সন্ন্যাসী।

তামসিক (ত্রি) তমসা তমোগুণেন নির্বৃত্তং তমস-ঠঞ্। তমোগুণের কার্য্য, তমোগুণের প্রাবল্য হেতু যাহা অনুষ্ঠিত হয়, গর্হিত, নিন্দিত, অন্ধকারে আচ্ছন্ন, তামস।

[তামস দেখ।]

তামসী (স্ত্রী) তমোঽন্ধকারপ্রাধান্যেন অস্ত্যস্যাং তমস-অণ্ ঙীপ্। ১ অন্ধকারবহুলা রাত্রি। ২ মহাকালী। ৩ জটামাংসী। ৪ তমোগুণযুক্তা। ৫ এক প্রকার মায়াবিদ্যা। মহাদেব নিকুম্ভিলা যজ্ঞে পরিতুষ্ট হইয়া মেঘনাদকে এই বিদ্যা দান করেন। এই বিদ্যাপ্রভাবে মেঘনাদ অদৃশ্য হইয়া যুদ্ধ করিত। (রামা°)

তামা (দেশজ) তাম্র। [তাম্র দেখ।]

তামাক, এক প্রকার উদ্ভিদ্। ইহার পাতা, ডাঁটা, ফুল সবই লোকে মৃদু নেশার জন্য নানাবিধ উপায়ে ব্যবহার করে। ভারতবর্ষ ভিন্ন পৃথিবীর অন্য সর্ব্বত্র ইহাকে গুরু

করিয়া অগ্নিসংযোগে ইহার ধূমপান করে। এরূপ ধূমপানের জন্য ত্রিবিধ উপায় অবলম্বিত হয়।

১ম চুরুট—তামাকুর পাতা হইতে ডাঁটা বাদ দিয়া বাছিয়া ফেলিয়া কুচিকুচি করিয়া তামাকু পাতাতেই জড়াইয়া সাধারণতঃ অঙ্গুলী পরিমাণ দীর্ঘ করিয়া লয়।

২য় কুচা—বা গুঁড়া তামাক পাইপে সাজিয়া খায়।

৩য় বিড়ি—কাগজ বা অন্যবৃক্ষের পত্রে তামাক কুচা চুরুটের মত জড়াইয়া লয়। ভারতে শেষোক্ত প্রকার বিড়ি ব্যতীত অন্য ত্রিবিধ উপায়ে তামাকু সেবন করিয়া থাকে।

১ম গুখা—তামাকুপাতা গুঁড়াইয়া চূণ দিয়া মলিয়া গালে রাখিয়া দেয়।

২য় দোক্তা—তামাকুপাতা গুঁড়াইয়া তৎসঙ্গে দারুচীনি, লবঙ্গ, মৌরী, এলাচ প্রভৃতি মশলা মিশাইয়া পাণের সঙ্গে ব্যবহার করে, উড়িষ্যাবাসী স্ত্রী-পুরুষ ও বাঙ্গালার স্ত্রীলোকের মধ্যেই ইহার ব্যবহার বেশী।

৩য় গুড়ুক—তামাকুপাতায় গুড় মিশাইয়া কুটিয়া পচাইয়া পিণ্ডবৎ দ্রব্য প্রস্তুত করে। কলিকায় সাজিয়া অগ্নিসংযোগে হুকায় ইহার ধূমপান করে। বাঙ্গালা, বিহার ও উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে ইহার ব্যবহার আছে।

বাঙ্গালীরা সচরাচর গুড়ুককেই "তামাক" ও তামাকু পাতাকে "দোক্তা" নামে অভিহিত করে। গুড়ুক বাঙ্গালীর এত প্রিয় সামগ্রী হইয়া পড়িয়াছে যে, ইহার প্রশংসার্থ এদেশে একটী প্রবাদ চলিয়া গিয়াছে "গুড়ুকে গম্ভীরাঃ বুদ্ধিঃ।" এতদ্ভিন্ন কি ভারতে, কি পৃথিবীর প্রায় সকল স্থানেই দোক্তা গুঁড়াইয়া বা পচাইয়া 'নস্য' রূপে ব্যবহার করে। নস্য নানাবিধ আছে।

তামাক যে কেবলই নেশার দ্রব্য তাহা নহে, ইহাতে অনেক ঔষধ প্রস্তুত হয়।

য়ুরোপীয় উদ্ভিদ্ তত্ত্বানুসারে তামাক নিকোটিয়ানা-(Nicotiana) শ্রেণীর অন্তর্গত। ফ্রান্সের নিসমেস নগর-নিবাসী জিন নিকো (Gean Nicot of Nismes) নামক এক ব্যক্তিই ফ্রান্সে সর্ব্বপ্রথমে তামাক আনয়ন করেন। তাঁহারই নামানুসারে এই শ্রেণীর উদ্ভিদের নাম-করণ হইয়াছে। নিকোটিয়ানা শ্রেণীতে কয়েক প্রকার তামাক ভিন্ন আর কোন উদ্ভিদ্ গৃহীত হয় না। বঙ্গ ও রুষিগন্ধ সমুদায় তামাকের মধ্যে এপর্য্যন্ত ৫০ প্রকার তামাক গাছের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। এই ৫০ প্রকার তামাক গাছের মধ্যে ৪৮ প্রকারের আদিস্থান আমেরিকা, অপর ২ প্রকারের মধ্যে একপ্রকার অষ্ট্রেলিয়ার ও একপ্রকার নব ক্যালিডোনিয়া দ্বীপে পাওয়া যায়। উক্ত ৪৮ প্রকার তামাক গাছের মধ্যে বিশেষতঃ এ দেশে নিকোটিয়ান টাবাকাম্ (N. tabacum) ও নিকোটিয়ানা রাষ্টিকা (N. rastica) এই দুই শ্রেণীর প্রচলন অধিক। দেশভেদে জমীভেদে

১। সাধারণ তামাক গাছ। ২। তুর্কী তামাক গাছ।

কৃষির প্রকৃতিভেদে ইহাদের আবার নানারূপ সামান্য বিভাগ দেখা যায়, অধিকাংশই ব্যবসায়ের স্থলের ও জন্মস্থানের নামে পরিচিত হয়। ভার্জ্জিনিয়া, মেরিল্যাণ্ড, কেণ্টাকি, লাটাকিয়া, হাভানা, মানিলা, সিরাজ প্রভৃতি এসিয়া, য়ুরোপ ও আমেরিকার বিখ্যাত তামাক এক নিকোটিয়ানা টাবাকাম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। বিখ্যাত তুর্কী তামাক নিকোটিয়ানা রাষ্টিকা হইতে উৎপন্ন।

নিকোটিয়ানা রাষ্টিকা বা তুর্কী তামাক সাধারণতঃ য়ুরোপীয়গণের মধ্যে, পূর্ব্বভারতীয় তামাক (Turkish or East Indian tobacco) নামে এবং বাঙ্গালা, বিহার ও উত্তরপশ্চিম-প্রদেশে বিলাতী বা কলিকাতার তামাক নামে খ্যাত। পঞ্জাবে কলাহারী তামাক বা কান্দাহারী কক্কর নামে খ্যাত।

নিকোটিয়ানা টাবাকাম্ বা সাধারণ তামাক। আমেরিকা বা ভার্জ্জিনিয়ার তামাক নামে খ্যাত।

ভিন্ন ভিন্ন দেশে তামাকুর নাম।

বাঙ্গালায়	...	তামাক্, তামাকু, দোক্তা।
উত্তরপশ্চিমে	...	তামাকু, তম্বাকু, বজ্জরভাঙ্গ্।
সিন্ধু, গুজরাট ও রাজপুতানায়		তামাকু।
বোম্বাই প্রদেশ	...	তম্বাখু।
উড়িষ্যায়	...	ধূমপত্তড় (ধূম্রপত্র)।
সংস্কৃত	..	কলঞ্জ।
ঐ (গঠিত)	...	ধূমপত্র, তাম্রকুট।

তামিল ... পোগাই-ইলাই
তেলগু ... পোগাকু, ধূম্রপত্রম্।
কাশ্মীরে ... সবন্ পাওর।
কর্ণাটিক ... হোগেসপ্প্।
মলয়ে ... পুকাইলা, পোকালো, তামাকো।
ব্রহ্মদেশে ... সে, সাক, সাকপিন।
সিংহলে ... দিঙ্গাক্ষহা, দিংকোলা।
পারস্যে ... তম্বাকু।
আরবে ... তুতন, বজ্জরভাঙ্গ।
তুরুস্কে ... তুতন, দোখন্।
বালি ও যবদ্বীপে তামাকো।
চীনদেশে ... সিয়াংইয়েন, হয়েনসাই, তান্পা।
জাপানে ... টাবাকো।
ইতালীতে ... টাবাকো।
লাটিন ... টাবাকাম্।
রুষ, জর্ম্মণী, ডেনমার্ক ও ফ্রান্সে টাবাক।
হলণ্ডে .. টোবাক।
পর্ত্তুগাল, স্পেন ও ইংলণ্ডে টোবাকো।
মেক্সিকোদেশে ... কোয়াউইয়েট্ল।

তামাকুর গাছ সোজা হয়। ইহার পাতা কাণ্ডাশ্লেষী, বৃন্তহীন, কোণাকার এবং ইহা একবারে গুঁড়ির গোড়া হইতে উঠে। গুঁড়ির গায়ে অতি ক্ষুদ্র কোমল লোমবৎ কাঁটা হয়। পাতায় আবরক পত্রগুলি সবুজ বর্ণ ও পঞ্চকোণী হয়। ইহার গাছ বড় কোমল।

এই বৃক্ষ প্রকৃত পক্ষে কোন দেশের স্বভাবজাত তাহা স্থির হয় নাই, তবে ইহা স্থির হইয়াছে যে, মধ্য বা দক্ষিণ আমেরিকার কোন না কোন স্থান হইতে ইহা পৃথিবীময় বিস্তৃত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে, বিষুবরেখা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানই ইহার আদি জন্মভূমি। এখন ইহা পৃথিবীর সমস্ত উষ্ণ দেশে ও নাতিশীতোষ্ণ দেশে যথেষ্ট জন্মিয়া থাকে।

বিলাতী বা তুর্কী (Turkish) তামাক মেক্সিকো বা কালিফোর্ণিয়ার স্বভাবজাত বৃক্ষ। উদ্ভিদ্ তত্ত্বানুসারে ইহা ভার্জ্জিনিয়ার তামাক হইতে অনেক পরিমাণে স্বতন্ত্র। এই জাতীয় তামাকই সর্ব্বপ্রথমে ইংলণ্ডে নীত হয় বলিয়া ইহাকে বিলাতী তামাক বলে। সার ওয়াল্টার রালে এই তামাক ভালবাসিতেন।

পঞ্জাবের বন-বিভাগের পরিদর্শক ডাক্তার ষ্টুয়ার্ট (১৮৬৩ খৃঃ অঃ) উত্তরভারতে যে এই জাতীয় তামাকুর চাষ আছে, তাহা প্রথম আবিষ্কার করেন। তিনি লাহোর, মুলতান, হুসিয়ারপুর, দিল্লী প্রভৃতি স্থানে অন্যবিধ তামাকুর ন্যায় এই শ্রেণীর তামাকেরও বিস্তর চাষ দেখিয়াছিলেন। ইরাবতীপ্রদেশের উত্তরাংশে পাঙ্গি নামক স্থানে, চন্দ্রভাগার অববাহিকায়, কৃষ্ণগঙ্গাতীরে, লাগান প্রদেশে এবং এমন কি লদাক প্রদেশে ১০৫০০ ফিট উচ্চেও ইহার চাষ আছে। বাঙ্গালাদেশের মধ্যে কোচ-বিহার, রঙ্গপুর, শ্রীহট্ট, কাছাড়, মণিপুর, আসাম প্রভৃতি স্থানেও ইহার চাষ হয়। দাক্ষিণাত্যের গোদাবরী জেলায় "লঙ্কা তামাকু" এই জাতীয় তামাক হইতে উৎপন্ন। অন্যবিধ তামাক অপেক্ষা ইহা কড়া বলিয়া তামাক ব্যবসায়ীরা গ্রাহকের রুচি অনুসারে অপরাপর তামাকের সহিত মিশাইয়া থাকে। অন্যবিধ তামাক অপেক্ষা ইহার গাছ দৃঢ় হয়, জন্মে বেশী, চাষ করিতেও পরিশ্রম অল্প প্রয়োজন অথচ ইহা মিশাইয়া যে তামাক প্রস্তুত হয়, তাহাতে অর্থাগম বেশী। পঞ্জাবে ইহার পাতা ভাঙ্গিয়া তাড়া বাঁধিয়া রাখে, বাঙ্গালাদেশের মত দাড়িতে বা খড়ে গাঁথিয়া রাখে না। ইহাতে অল্প পরিমাণে নস্য প্রস্তুত হয় বটে, কিন্তু ইহা কেহই 'গুখা' করিয়া খায় না। ইহাকে গুড় মিশাইয়া গুড়ুক প্রস্তুত হয় না অথচ চুরুটের জন্য ইহার বেশী প্রচলন। এই তামাকের চুরুটে একটু মিষ্টতা আছে বলিয়া মিঃ ব্যাডেন পাউয়েল অনুমান করেন, ইহাতে অল্প পরিমাণে মধু আছে। ইহাকে উঃ পঃ প্রদেশে কান্দাহারী তামাকু, বিলাতী তামাকু, চিলাসী তামাকু ইত্যাদি বলে। এই সকল নাম হইতে অনুমান হয় যে, ইহা ভারতে ঐ সকল দেশ হইতে প্রথমে আনীত হইয়া থাকিবে।

আমেরিকা বা ভার্জ্জিনিয়ার তামাকই সচরাচর সর্ব্বদেশে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে তামাকের চাষ যথেষ্ট থাকিলেও আজকাল অনুসন্ধানে দেখা গিয়াছে যে, ভারতবর্ষের বঙ্গ-প্রদেশে এই জাতীয় তামাক অর্দ্ধ বন্যভাবে যথেচ্ছ জন্মিয়া থাকে। কিন্তু এ ভাবে এদেশে তুর্কী বা বিলাতী তামাক জন্মিতে কোথাও দেখা যায় না। ডাঃ ওয়াট বলেন, কলিকাতার নিকটস্থ ২৪ পরগণার মধ্যবর্ত্তী স্থানে গ্রামের মধ্যে, পথপার্শ্বে, বাঁশবাগানে, রৌদ্রশূন্য স্যাঁৎসেঁতে স্থানে এই শ্রেণীর তামাক গাছ আপনা আপনি জন্মিতে দেখা যায়। অতি পুরাতন দেওয়ালের গায়ে এবং হুগলী ও গঙ্গার বালুময় চড়াতেও ইহা আপনা আপনি জন্মে। যে চড়ায় এই গাছ জন্মায়, সে স্থলে অন্য কোন স্বভাবজাত তৃণগুল্মাদি জন্মিতে পারে না, তবে এ গুলি চাষের তামাক গাছের ন্যায় পরিপুষ্ট হয় না, খর্ব্বকুটে হইয়া থাকে। ইহারা বর্ষার শেষে জন্মে, আর চৈত্র বৈশাখে ইহাদের ফুল হয়। ডাঃ ওয়াট যে জাতীয়

বন্যগাছকে তামাক গাছের বন্য অবস্থা বলিয়া বর্ণনা করিলেন, তাহা যে কি তাহা আমরা ঠিক বলিতে পারি না। ডাক্তার হন্টার বহুলতা সম্বন্ধে যেরূপ বিবরণ দিয়াছেন তাহাতে পল্লীগ্রামের লোকেরা এই জাতীয় গাছকে নিশ্চয়ই জানেন ও নিশ্চয়ই অন্য নামে অভিহিত করিয়া থাকেন, তবে বহুচেষ্টায়ও আমরা তাহা যে কি তাহা স্থির করিতে পারিলাম না। কেহ বলেন যে, ডাক্তার যে গাছের কথা বলেন, তাহা "নিকোটিয়া টোব্যাকাম" নহে, তাহা উক্তজাতীয় "নিকোটিয়ানা প্লাম্বগিফোলিয়া"; কিন্তু ডাক্তার তাহাও অস্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

তামাকুর ইতিহাস।—১৪৯২ খৃষ্টাব্দে য়ুরোপীয়গণের নিকট তামাকু প্রথম পরিচিত হয়। কলম্বস্ স্বদলে পশ্চিমভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে পঁহুছিয়া এই দ্রব্যটী লক্ষ্য করেন। তিনি কোন্ দ্বীপে ইহা প্রথমে দেখেন, তাহা লইয়া অনেকটা গোল আছে। কেহ বলেন, কিউবাতে তিনি নিজে দেখিয়াছিলেন, কেহ বলেন, তিনি যে সকল লোককে আমেরিকায় পাঠাইয়াছিলেন, তাহারা গুয়ানাহানিদ্বীপে (সান্ স্যালভেডরে) উপস্থিত হইয়া এই বস্তুটী দর্শন করে। তাহারা সে দেশীয় লোককে এক তাড়া জলন্তপাতা হাতে ধরিয়া তজ্জাত ধূমের শ্বাস গ্রহণ করিতে দেখিয়াছিলেন। সে দেশীয়েরা এই গাছকে "কোহিবা" বলিত এবং জ্বলন্ত তাড়াকে 'টোবাকো' বলিত। কলম্বসের দ্বিতীয় যাত্রায় (১৪৯৪—৯৬ খৃঃ অঃ) স্পেনদেশীয় সন্ন্যাসী রোমানো পানো সঙ্গে ছিলেন, তিনি বলেন সান্-ডোমিঙ্গো দ্বীপের লোকেরা "গুইয়োজা" বা "কোহেবা" নামক এক প্রকার গাছের পাতা পাকাইয়া 'টোবাকো' নামক নলে ধূমপান করিত। তাঁহার বিবরণে উক্ত দেশে নস্য-গ্রহণের বিষয়ও জানা যায়। ১৫৩৫ খৃষ্টাব্দের সান্-ডোমিঙ্গোর শাসনকর্ত্তার লিখিত গঞ্জালো ফার্ণাণ্ডেজ ডি ওভিডো নিজ পুস্তকে এই 'টোবাকো' নামক ধূমপানের নলের এইরূপ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ইহা দেখিতে ঠিক ইংরাজী Y নামক অক্ষরের ন্যায়। ইহাতে তামাক সাজিতে হয় না। আগুনের উপর তামাকের পাতা ফেলিয়া দেয়, তাহা হইতে ধূম উঠিতে থাকে, সেই ধূমের উপর ঐ নলের নীচের দিকটা ধরিয়া উপরের দুইটী মুখ দুই নাসা-ছিদ্রে প্রবেশ করাইয়া দিয়া শ্বাসের সহিত ধূম টানিয়া পান করিতে থাকে। উক্ত গ্রন্থ হইতে ইহাও জানা যায় যে, সান ডোমিঙ্গোর লোকেরা ইহার ভেষজ-গুণের জন্য ইহাকে বড়ই আদর করিত। ১৫০২ খৃষ্টাব্দে স্পেনীয়েরা দক্ষিণ-আমেরিকার উপকূলের লোকদিগের মধ্যে তামাক-চর্ব্বণ প্রথা প্রথম দেখিতে পান। প্রথম আমেরিকায় যে সকল ভ্রমণকারী গিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের বিবরণেই আমেরিকায় ইহার ত্রিবিধ ব্যবহারের কথা পাওয়া যায়; কিন্তু টাইডমান বলেন যে, দক্ষিণ-আমেরিকার লোকেরা তামাকের ধূমপান করিত না, কেবল নস্যগ্রহণ ও তামাকুচর্ব্বণ করিত এবং লাপ্লাটার, উরুগোয়া ও পারাগোয়া এই তিন দেশে তামাকুর কোন প্রকার ব্যবহারই ছিল না। উত্তর আমেরিকার পানামাযোজক হইতে কাণাড়া, কালিফর্ণিয়া, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি সর্ব্বস্থলে ধূমপানের বহুল প্রচার ছিল। অতি প্রাচীনকাল হইতে এই ধূমপানপ্রথা যে তদ্দেশে প্রচলিত ছিল তাহার বিশেষ প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে। উক্ত 'টোবাকো' নামক নলের গাত্রে অতি সূক্ষ্ম, সুদৃশ্য ও মনোহর কারুকার্য্য আছে তাহা অল্পদিনের উদ্ভাবনা নহে। মেক্সিকো দেশের অজতেক্ জাতির সমাধি মধ্যে এবং আমেরিকার যুক্তরাজ্যের স্তূপরাশির মধ্যে ঐরূপ কারুকার্য্যবিশিষ্ট নল আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের গাত্রে এমন কতকগুলি জীবের আকৃতি আছে, সে সকল জীব উত্তর আমেরিকায় নাই।

আমেরিকার নানাস্থানে ইহার ভিন্ন নাম আছে। মেক্সিকো দেশে ইহার নাম পিতম্ (Petum) বা পেটন (Petun) এই শব্দ হইতেই এক শ্রেণীর তামাকুর নাম 'পিটুনিয়া' (Petunia) হইয়াছে। 'য়টুল্' নামও (Yeti) মেক্সিকোর কোন কোন অংশে শুনা যায়। পেরুতে ইহাকে 'স্যায়র' (Sayri) বলে।

১৫৬০ খৃষ্টাব্দে য়ুরোপে সর্ব্বপ্রথম তামাকু আনীত হয়। দ্বিতীয় ফিলিপের সময় ফ্র্যান্সিস্কো ফার্ণাণ্ডেজ মেক্সিকোর অপরাপর স্থান আবিষ্কার করিতে গিয়াছিলেন, তিনিই তামাকুর শুষ্কপাতা লইয়া আসেন। স্পেনে কয়েকবৎসর ধূমপান প্রচলিত হইলে তামাকুর বিশেষ আদর হয় নাই। শেষে পর্ত্তুগাল হইতেই ইহার বিশেষ প্রচার হয়। জিঁয়-নিকো (Gean Uicot) নামে একব্যক্তি এই সময়ে পর্ত্তুগীজ দরবারে ফরাসীদূতরূপে অবস্থিতি করিতেন। তিনি একজন ওলন্দাজের নিকট তামাকুর বীজ প্রাপ্ত হইয়া লিসবন্ নগরে নিজ উদ্যানে রোপণ করেন। তামাকুর ভেষজ-গুণে তিনি নিজ লোকজনের অনেক রোগ আরোগ্য হইতে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত ও প্রলোভিত হইয়া ১৫৬১ খৃষ্টাব্দে ফরাসীরাজের নিকট প্রেরণ করেন। ফরাসী রাজ্ঞী ইহার গুণ শুনিয়া ইহার আদর করায় ইহার কৃষি অতি দ্রুত উন্নতিলাভ করিল। ইহা এই সময়ে নানাবিধ পবিত্র নাম প্রাপ্ত হয়—"হার্ব্বা সাক্টা" (পবিত্র গুল্ম), "হার্ব্বা প্যানিসিয়া,

"হার্ব্ব ডিগারেইন" "হার্ব্ব ডি এল আম্বাস্তডিউর" (দূতগুল্ম) ইত্যাদি। পর্ত্তুগাল হইতে কাডিনাল সান্টাক্রোশ ইতালীতে লইয়া যান, তথায় ইহা তন্নামে "আর্ব্বা সান্টাক্রোশ" নামে কথিত হয়। ইতালী হইতে ইহা ক্রমশঃ উত্তর য়ুরোপে বিস্তৃত হয়।

সার্ ওয়াল্টার র‍্যালে ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দে ভার্জ্জিনিয়ায় কাপ্তেন রাল্ফ্ লেন নামক এক ব্যক্তির অধীনে একটী উপনিবেশ স্থাপন করেন। সেখানে ঔপনিবেশিকেরা ইহার চাষ করেন। ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন লেন ইহা ইংলণ্ডে প্রথম পাঠাইয়া দেন। তখন তামাকুর উপর ২ পেন্স শুল্ক দিতে হইত, কিন্তু ১৭ বৎসর পরে প্রথম জেম্‌স ১৬০৩ খৃষ্টাব্দে ইহা বাড়াইয়া ৬ শিলিং ১০ পেন্স করেন।

কিছুদিন ধরিয়া য়ুরোপে ইহার প্রচার বেশ আদরের সহিত বাড়িতে থাকে, সকলেই ভাবিত যে ইহার ভেষজগুণ অতি আশ্চর্য্য ফলপ্রদ, মানসিক পীড়ার একপ্রকার অব্যর্থ মহৌষধ। শেষে কিছুদিন পরে সে ভুল ভাঙ্গিল, তখন সম্রাট্, রাজা ও পোপেরা ইহার ব্যবহার কমাইবার জন্য অতি নিষ্ঠুর শাস্তির ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হন। তুরস্কে ধূমপায়ীদিগের ওষ্ঠাধর-ছেদন ও নস্যগ্রাহকদিগের নাসাচ্ছেদের ব্যবস্থা হয়। কোন কোন স্থলে প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত হইত। এত করিয়াও কিন্তু তামাকের ব্যবহার কমিল না। শেষে ইহা প্রায় প্রত্যেকের ব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। বিদেশী তামাকুর আমদানী-মাশুল বড়ই বাড়িয়া গিয়াছিল, শেষে ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে তাহা উঠাইয়া দেওয়া হয়। আয়র্লণ্ডে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে উহা উঠাইয়া দেওয়া হয় এবং ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে কতক-গুলি বাঁধাবাঁধি নিয়মে ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ডে পরীক্ষারূপে তামাকের চাষ করিবার বিধি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

ভারতে তামাক। য়ুরোপীয়গণের মতে অকবর বাদ-শাহের রাজত্বের শেষে পর্ত্তুগীজগণ কর্ত্তৃক ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে ইহা ভারতে আনীত হয়। অনেকে বলেন, আমেরিকা আবিষ্কারের বহুপূর্ব্বে এশিয়ায় এবং ভারতে ধূমপান প্রথা প্রচলিত ছিল, কিন্তু আজও তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। প্রাচীন ভ্রমণকারীরাও কেহ এবিষয়ে কিছু উল্লেখ করিয়া যান নাই। য়ুরোপীয়েরা বলেন যে, সংস্কৃত গ্রন্থে ইহার কোন উল্লেখ দেখা যায় না এবং এশিয়ায় ও ভারতে সর্ব্বত্র ইহার বৈদেশিক নাম গৃহীত হওয়ায় আরও বিশ্বাস হইতেছে যে, ইহা এদেশের কোথাও খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী পূর্ব্বে পরিচিত ছিল না। কিন্তু সিদ্ধান্তসারাবলী নামক বৈদ্যক গ্রন্থোক্ত "কলঞ্জ" শব্দের অর্থ "তামাকু" ইহা সর্ব্বত্র স্বীকৃত হইয়াছে। "কলঞ্জসংবেষ্টন" অর্থে চুরুট বলিয়া অনুমিত হয়। [কলঞ্জ দেখ।] এতদ্ভিন্ন ইয়ুল ও বার্ণেলের দেশীয় শব্দের হাওদ্রাসে ১৬০৪ খৃষ্টাব্দে লিখিত আসাদ-বেগের বিবরণ হইতে তামাকুর কথা পাওয়া যায়।

আসাদবেগ লিখিতেছেন—"বিজাপুরে আমি তামাকু দেখিলাম। ভারতবর্ষে এরূপ আর দেখি নাই। আমি কিছু সংগ্রহ করিয়া সঙ্গে লইলাম এবং একটী জহরতের নলও তৈয়ার করাইয়া লইলাম। অকবর বাদশাহ আমার উপহার-গুলি পাইয়া সন্তুষ্ট ও বিস্মিত হইয়া বলিলেন যে, এত অল্প সময়ের মধ্যে আমি এত আশ্চর্য্য দ্রব্যাদি কিরূপে সংগ্রহ করিলাম? এই সময়ে রেকাবের উপর ধূমপানের নল ও অন্যান্য দ্রব্যাদি দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ইহা কি এবং আমি কোথায় পাইলাম।

নবাব খাঁ-আজম উত্তর দিলেন, ইহার নাম তামাকু, ইহা মক্কা ও মদিনায় বিশেষরূপে ব্যবহৃত হয়। হাকিম সাহেব আপনার ঔষধের জন্য ইহা আনিয়াছেন। সম্রাট্ ইহা দেখিয়া শুনিয়া আমাকে উহা প্রস্তুত করিতে বলিলেন। তিনি ধূমপান করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে তাঁহার চিকিৎসক তাঁহাকে উহা পান করিতে নিষেধ করিতে লাগিলেন। আমার সঙ্গে কিছু বেশী তামাকু ছিল, আমি আমীর ওমরাহগণকে পাঠাইয়া দিলাম। সকলেই সেবন করিয়া আরও পাইবার ইচ্ছা করিলেন। এইরূপে তামাকু ব্যবহার প্রচলিত হইল। তারপর সওদাগরগণ ইহার ব্যবসায় আরম্ভ করিল। কিন্তু সম্রাট্ ইহার ব্যবহার অনুমোদন করিলেন না।"

ভারতেও ইহার কিছুদিন পরে য়ুরোপের মত ঘটনা ঘটে। অকবরের সময়ে তামাকু ব্যবহার প্রচলিত হয় বটে, কিন্তু জাহাঙ্গীর ইহার অনিষ্টকারিতা বুঝিয়া ইহার ব্যবহার রহিত করিবার আদেশ করেন যে, "তামাকু সেবনে যুবকগণের মনে ও স্বাস্থ্যে নানাদোষ ঘটিতেছে বলিয়া কেহ ইহা ব্যব-হার করিবে না।" ইরাণদেশে জাহাঙ্গীরের ভ্রাতা শাহ আব্বাসও এই সময়ে তামাক বর্জ্জনের আদেশ প্রচার করেন। জাহাঙ্গীর ধূমপানাপরাধীর জন্য "তশীর" (উল্টা গাধায় আরোহণ) দণ্ড বিধান করেন।

শিখ, ওহাবি এবং কয়েক শ্রেণীর হিন্দু ধর্ম্মহানিকর বলিয়া তামাক ব্যবহার করেন না। মুসলমানেরা পূর্ব্বে ইহাকে যতটা ঘৃণা করিতেন, ততটা ঘৃণা ক্রমশঃ তাঁহাদের মধ্যে লোপ হইয়া যায়। এখন ভারতের সকল স্থানেই তামাক চাষের একটী প্রধান দ্রব্য হইয়া পড়িয়াছে।

পুরী তামাক এদেশে উৎকৃষ্ট। এ ছাড়া, টক, মিঠো ও সিদ্ধী এই তিনপ্রকার তামাক এদেশে জন্মে।

টক—অম্ল ও তিক্ত আস্বাদবিশিষ্ট। মিঠো—মিষ্ট আস্বাদ-বিশিষ্ট। সিদ্ধী—অতি নিকৃষ্ট।

মধ্যভারত। গোয়ালিয়রের মধ্যে ভিলশা নামক স্থানের তামাক অতি উৎকৃষ্ট। বাঙ্গালাদেশে ইহাহ ভ্যালশা নামে খ্যাত। রাজপুতানার অন্তর্গত অম্বর অঞ্চলেও এক প্রকার অতি উৎকৃষ্ট তামাক জন্মে, তাহাকে অম্বুরী বলে।

বোম্বাই। এ প্রদেশে ১৭১৪৬১ বিঘায় তামাক জন্মে, খেড়া ও খান্দেশ অঞ্চলেই তামাকুর চাষ বেশী। খেড়া ও বেলগাম্ জেলায় আবাদী শস্যরূপে চাষ হয়। গুজরাটে একপ্রকার উত্তম তামাক জন্মে, ইহা উঃ পঃ প্রদেশে রপ্তানী হয়।, পারস্যদেশীয় সিরাজী এবং আমেরিকার হাভানা, মেরিলাণ্ড প্রভৃতি তামাক এদেশে জন্মে।

বরোচ জেলায় ঐ সকলের আবাদ বেশী। এখানকার উৎপন্ন তামাক অধিকাংশ মরিচসহর ও বোরবো দ্বীপে রপ্তানী হইয়া থাকে।

মান্দ্রাজ। এ অঞ্চলে ২৬৩৫৮০ বিঘা জমিতে তামাক জন্মে, তম্মধ্যে কৃষ্ণা জেলায় বেশী উৎপন্ন হয়।

গোদাবরী জেলার লঙ্কা-তামাক ব্যতীত দিন্দিগুল ও ত্রিচীনপল্লীর তামাক ইংলণ্ডে অতি খ্যাতিলাভ করিয়াছে। ইহাতে অতি উত্তম চুরুট হয়।

এদেশে সাহেবেরা শেষোক্ত দুইপ্রকার তামাকের চুরুট বড় ভালবাসেন। দিন্দিগুল তামাকুর ব্যবহার বড় বেশী। মসলীপত্তনের তামাক নস্যের জন্য বিখ্যাত। এখানকার নস্য পৃথিবীময় প্রচলিত।

মান্দ্রাজেও হাভানা, মেরিলাণ্ড, ভার্জিনিয়া, মানিল্লা, সিরাজী প্রভৃতি উৎকৃষ্ট তামাকুর চাষ অতি উত্তম হইতেছে। এই সকল বিদেশী তামাক দ্বারা বর্ষে প্রায় এ জেলায় ৫৫ লক্ষ টাকা আয় হয়।

গোদাবরী মধ্যস্থ সীতানগরম্ নামক দ্বীপের লঙ্কা-তামাক সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

আরাকান। সান্দোওয়ে নামক স্থানের উৎপন্ন তামাক উৎকৃষ্ট। লণ্ডনেও ইহার ৬ পেন্স কি ৮ পেন্স করিয়া পাউণ্ড বিক্রয় হয়। ইহার মধ্যে একশ্রেণী সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তাহা মার্ত্তাবান তামাক নামে খ্যাত; এই তামাক সেবনে ঠিক মেরিলাণ্ডের স্বাদ ও হাভানার গন্ধ পাওয়া যায়। ইহাতে হুড়ুক ও চুরুট উভয়ই অতি উত্তম হয়।

সিংহল। কাণ্ডী, জাফনা, নেগাম্বো, চিল্ল ও মটুবা নামক স্থানে তামাকের চাষ বেশী। জাফনার তামাক ত্রিবাঙ্কুর প্রভৃতি স্থানে রপ্তানী হয়। এখানে তামাকের চাষ গবর্মেণ্টের একচেটিয়া ছিল।

পারস্য। এ দেশের "সিরাজী" তামাকু অতি উৎকৃষ্ট ও সর্ব্বত্র আদৃত হইয়া থাকে। ইহার মৃদুগন্ধ বড়ই সুখদ। ইহার ডাঁটা ও পাতার শির ফেলিয়া দিয়া থাকে। এদেশে আর এক প্রকার নিকৃষ্ট তামাক জন্মে, তাহা খোরাসান প্রদেশেই বেশী জন্মে। বোধ হয় এই খোরাসানী তামাকের বীজ হইতে বাঙ্গালার 'থর্সান' তামাক উৎপন্ন হইয়াছে।

চীন। এ দেশে সম্ভবতঃ পশ্চিম হইতেই তামাক প্রথম আসে। কিন্তু এখন চীনের অনেক স্থানেই তামাকের চাষ আরম্ভ হইয়াছে। এ দেশে তামাকু যাহা জন্মে, তন্মধ্যে নিকোটিয়ানা ফ্রুটিৎকোণা ও নিকোটিয়ানা রাষ্টিকাই প্রধান। এখান হইতে ব্রহ্মরাজ্যে চুরুটের জন্য তামাক রপ্তানি হয়। আজকাল "বার্ডস্ আই" নামে যে সূত্রবৎ ছেদিত তামাকের প্রচার কলিকাতা অঞ্চলে বেশী হইয়াছে, চীনে এই তামাকই সেইরূপ সূত্রাকারে ছেদিত হইয়া থাকে। ইহার সঙ্গে পেউড়ী ও সেঁকো ঈষৎ পরিমাণে মিশ্রিত করে, কখন কখন ইহা অহিফেনের জলে ভিজাইয়া লয়।

জাপান। এ দেশীয় লোকেরা আপনাদিগের ব্যবহারের মত তামাকের চাষ করে। নাগাসিক, সিণ্ডে, সাসমা প্রভৃতি স্থানে তামাক জন্মে। সাসমার তামাকই উৎকৃষ্ট ও সুগন্ধবিশিষ্ট, কিন্তু বড় কড়া। জাপানীরা অতি উত্তমরূপে এবং কৌশলে তামাকের পাট করে। যাহারা কোন তামাক ব্যবহার করিতে পারেনা, তাহারাও জাপানী তামাক ব্যবহার করিতে কষ্টবোধ করে না।

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ। জগদ্বিখ্যাত মানিল্লা তামাক এই দ্বীপে উৎপন্ন হয়। এই তামাকের চুরুট সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এখানকার গভর্মেণ্ট চুরুটের ব্যবসা একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছেন। এক তামাকের ব্যবসায়ে এ দেশে যথেষ্ট লাভ ও এতদ্দেশীয় অনেকগুলি লোকের জীবিকার উপায় হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে বাঙ্গালাদেশের যে সমস্ত তামাকের কথা বলা হইয়াছে, তদ্ব্যতীত এ দেশে সুরাটী, ভ্যালশা ও আরাকানী তামাকের অতি উৎকৃষ্ট আবাদ আছে। সুরাটী ও ভ্যালশা কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানেই ভাল জন্মে। চন্দননগরের নিকটে সিঙ্গুরে আরাকানী তামাক অপেক্ষাকৃত উত্তম জন্মে। চুনারের তামাক গঙ্গাতীরবর্ত্তী স্থানে জন্মে। বাঙ্গালার তামাকের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ভিজলী, তৎপরে ভ্যালশা, দেশের সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধ। ভ্যালসা তামাকে যথেষ্ট সার ও ছাই দিতে

হয়। ভুরসুট পরগণায় একজাতীয় নিকৃষ্ট তামাক জন্মে, তাহা "ভুরসুটে" তামাক বলিয়া খ্যাত। ইহার গন্ধ বিশ্রী, স্বাদ মন্দ, কিন্তু গুণ এই বড় অল্প পোড়ে। এক কলিকা তামাকে আগুণ দিয়া বোধ হয় একটা লোক তিন ঘণ্টা খাইয়াও শেষ করিতে পারে না। এই তামাক একবার টানিয়া রাখিয়া দেয়, আবার টানিবার সময় কল্কের উপর থাবা মারিয়া ছাই ঝাড়িয়া টানিলেই চলে। কৃষকেরা ইহা বেশী ব্যবহার করে। "খর্সান" তামাকও গরীবের মধ্যে বেশী প্রচলিত।

তামাকের ব্যবহার।—বাঙ্গালায় গুড়ুক, নস্য, সুর্খা বা, দোক্তা এবং চুরুট সকল প্রকারেই তামাক ব্যবহৃত হয়। গুড়ুকের ব্যবহারই বেশী। তামাকের পাতা কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া গুড় ও জলের সহিত ঢেঁকিতে কুটিয়া পিণ্ডবৎ করি-লেই সামান্যতঃ গুড়ুক প্রস্তুত হয়। তারপর এই গুড়ুক সুমিষ্ট সুস্বাদ, সুগন্ধ করিবার জন্য ইহাতে কলা পচা, অন্যান্য মশলা ও আতর মিশাইয়া থাকে।

গুড়ুকের মধ্যে খাম্বিরা বা খামিরা বিশেষ বিখ্যাত। অতি উৎকৃষ্ট তামাকপাতার সহিত গুলকন্দ (মিছরি ও গোলাপফুলের পাপড়ীতে প্রস্তুত হয়), আপেলের মোরব্বা, পাড়ি (পাণের কুচা শুকনা), মুস্কবাল (চন্দনের ন্যায় সুগন্ধ-বিশিষ্ট এক জাতীয় কাষ্ঠ), চন্দন, এলাচ, খেসরা (কেওড়া বা গগনফুলের আতর), কোকনদর (সুমিষ্টফলবিশেষ) ও সোঁদালের ফলের আটা মিশাইয়া পচাইয়া প্রস্তুত করে। আবার সস্তা খামিরা শুদ্ধ চন্দন, গুগ্‌গুল ও বেল মিশাইয়া প্রস্তুত হয়। সস্তা খামিরা টাকায় ৭ সের পর্য্যন্ত বিক্রীত হইয়া থাকে। আসল খামিরা কলসী করিয়া থাউকা দরে বিক্রয় হয়। পঞ্জাব, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থলে খামিরা প্রস্তুত হয়। খামিরার সহিত আবার সাদা তামাক পাতা মিশাইয়া "দোরসা" তামাক প্রস্তুত হয়।

বিহার অঞ্চলে খামিরা প্রস্তুত করিতে জটামাংসী, ছাড়লা, সুগন্ধওয়ালা ও সুগন্ধ কোকিল নামক গন্ধদ্রব্য মিশায়। লক্ষ্ণৌয়ে খামিরা শ্রেণীতে "বাদসাহী" তামাক পাওয়া যায়। ইহা অতি উপাদেয় বস্তু।

গুড়ুক অনেক স্থলেই ভাল হয়। পঞ্জাবের খামিরা, ও লক্ষ্ণৌয়ের বাদসাহী ভিন্ন, চুনার চণ্ডালগড়, গয়া প্রভৃতির তামাকও অতি উৎকৃষ্ট। বাঙ্গালাদেশে বিষ্ণুপুর, আনর-পুর এই উভয় স্থানের গুড়ুক অতি উত্তম। কলিকাতার বাজারে বিষ্ণুপুর, আনরপুর, গয়া ও চণ্ডালগড়ের তামাকই বেশী বিক্রীত হয় ইহার সহিত গ্রাহকের রুচি অনুসারে খামিরা মিশাইয়াও বিক্রীত হয়। বিষ্ণুপুরের সর্ব্বোৎকৃষ্ট গুড়ুক কলিকাতার বাজারে প্রতি সের ১৷৷০ টাকায় বিক্রীত হয়। দিল্লীতে গুড়ুককে 'পিয়ানী' বা "পিইনি" বলে। গুড়ুক খাইতে হইলে হুকা, গুড়গুড়ি প্রভৃতি যন্ত্রের প্রয়োজন হয়।

নস্য বা নাস।—মছলীপত্তনের নস্য জগদ্বিখ্যাত ও জগ-দ্ব্যাপ্ত। এই নস্য বোতলে করিয়া বিক্রয় হয়। ইহা বেশ সরস ও সুগন্ধযুক্ত। এতদ্ভিন্ন কাশী, উড়িষ্যা ও পঞ্জাব অঞ্চলে চূর্ণনস্য প্রস্তুত হয়। কাশীর নস্য সুগন্ধযুক্ত ও বিখ্যাত, কিন্তু বড় কড়া। বাঙ্গালায় ভট্টাচার্য্যশ্রেণীর ব্রাহ্মণের গুড়ুক ও নস্য উভয়ই প্রিয়। পঞ্জাবে দোক্তা ও বিহারে মতিহারী হইতে নস্য প্রস্তুত হয়। কর্ণাটক প্রদেশে গুড়ুক চলে না, নস্যই অধিক প্রচলিত। এদেশে হিন্দুগণ চুরুট কি তাহা জানে না। মুসলমানের চুরুটকায় হিন্দুর পক্ষে তামাকে ধূমপান জাতিনাশের কারণ বলিয়া গণ্য, কিন্তু নস্য সেবন অতি আদরণীয়। য়িহুদী, আর্ম্মানি ও আরব বণিকেরা মসলিপত্তনের নস্য লইয়া পৃথিবীর নানা-স্থানে যায়। মসলিপত্তনের নস্যপ্রস্তুতপ্রণালী অতি সহজ। যতগুলি দোক্তার নস্য করিতে হইবে তাহার ডাঁটা ও শির বাছিয়া ফেলিয়া অর্দ্ধেকগুলি রৌদ্রে শুকাইয়া গুঁড়াইয়া লইতে হয়। অপরার্দ্ধ চুণের লবণজলে সিদ্ধ করে। সিদ্ধ করার পর যে জল অবশিষ্ট থাকে, তাহাতে নূতন তামাক সিদ্ধ করা চলে। এইরূপ সিদ্ধ করিতে করিতে জল ক্রমশঃই তামাকের আরকে গাঢ় হইয়া আসিতে থাকে, শেষে যখন চিটাগুড়ের মত হয়, তখন তাহা সংগ্রহ করিয়া শীতল হইতে দেয়। তৎপরে তাহাতে ঈষৎ ব্রাণ্ডি নামক মদ্য মিশাইয়া পূর্ব্বোক্ত দোক্তার গুঁড়া ঢালিয়া দেয়। ছয় দিন উহা পচে। পরে তুলিয়া বোতলে পূরিয়া বিক্রয় করে।

চুরুট। ত্রিশিরাপল্লী, ব্রহ্ম প্রভৃতি স্থানে চুরুটের কার-খানা আছে। এই সকল স্থান হইতে স্বনামখ্যাত চুরুট বিদেশে রপ্তানি হয়। এতদ্ভিন্ন সকল স্থানেই দেশী চুরুট প্রস্তুত হয়। মানিলা, হাভানা, লঙ্কা ও যবদ্বীপের তামাকের চুরুটও বিদেশে রপ্তানী হয়।

বিড়ি। উড়িয়ারা ও হিন্দুস্থানীরা শালপাতা, বাদামপাতা প্রভৃতিতে তামাক-কুচি জড়াইয়া একপ্রকার সামান্য চুরুট করে, ইহাই বিড়িনামে অভিহিত হয়। দরিদ্র লোকে ইহাই ব্যবহার করে। উড়িষ্যায় ইহাকে পিকা বলে। ইহা ব্রাহ্মণেতর জাতিমাত্রেরই অতিশয় প্রিয়।

সুর্খা বা দোক্তা।—পশ্চিমে সর্ব্বত্র সুর্খা, বিহারে খাইনী,

সুরতি ও বাঙ্গালায় দোক্তা নামে তামাকপাতা প্রস্তুত করিয়া চিবাইয়া খায়।

সুখা। তামাকপাতা চুণের সহিত মিলাইয়া হাতে টিপিয়া টিপিয়া ডেলা করিয়া গোল রাখিয়া দেয়। মুখের লালায় ভিজিয়া ইহার রস গালে যায় ও ঈষৎ নেশা হয়।

সুরাত।—তামাক, কস্তুরী, চন্দন প্রভৃতি মশলা দিয়া কুটিয়া মটর প্রমাণ বড়ি করিয়া রাখে, ইহা পানের সঙ্গে হিন্দুস্থানী স্ত্রীপুরুষে খায়। কাশীর সুরতি অতি উৎকৃষ্ট।

বাঙ্গালায় তামাকপাতা গুঁড়াইয়া তাহার সহিত ধনের চাউল, দারুচিনি, এলাচ, মৌরী, লবঙ্গ ও চোঁয়া আরক মিশাইয়া পানে খাইবার দোক্তা প্রস্তুত করে। বাঙ্গালী স্ত্রীগণ ইহা বেশী ব্যবহার করে। উড়িয়ারা ও গরীব বাঙ্গালী স্ত্রীরা মশলা না দিয়াও তামাকপাতার কুচি পানের সঙ্গে খায়।

বাঙ্গালী স্ত্রীলোকেরা তামাকপাতা পোড়াইয়া তাহার ছাই ও খড়ের ছাই একত্র মিশাইয়া দন্তধাবন করে। প্রাচীনারা উপবাসের দিন "দোক্তাপোড়া" মুখে দিয়া উপবাস ক্লেশ কিয়ৎ পরিমাণে লাঘব করিতে চেষ্টা করেন।

তামাকের চাষ। বাঙ্গালাদেশে উচ্চ জমীতে ধূলিবৎ মাটিতে তামাক ভাল জন্মে। বেগুণের চাষের ন্যায় ইহার চারাও আলের উপর বসাইতে হয়। চারা শক্ত হইলে জল ও সার দেওয়া আবশ্যক।

তামাকের পাতা হইতে একপ্রকার তৈলবৎ নির্য্যাস নির্গত হয়। ইহা বিষাক্ত। হুঁকার নলিচায় এই তৈল ও তামাকপাতা ব্যবহৃত হয়। দেশীয় বৈদ্যের মতে তামাক সংক্রামকবিষঘ্ন।

হুঁকার জলে বিসফোড়া প্রভৃতির বিষ ও ফুলা নষ্ট হয়; হুঁকার কাট হইতে যে তৈলবৎ স্নেহদ্রব্য পাওয়া যায়, তাহাতে নালী ঘা ও রাতকাণা রোগ ভাল হয়। কোষপ্রদাহ-রোগে নস্য চূর্ণ ও সুলতানী চাঁপাগাছের ছালের গুঁড়া একত্র মিশাইয়া প্রলেপ দিলে আরোগ্য হয়। ডাঃ স্মিথ বলেন, ধনুষ্টঙ্কারে শিরদাঁড়ার উপরে তামাকের পুলটিস্ দিলে উপকার হয়। অধিক নস্য ব্যবহারে অজীর্ণ, অধিক ধূমপানে (চুরুটের) শরীরযন্ত্রের দৌর্ব্বল্য, যকৃতের কার্য্যহ্রাস, পাকযন্ত্রের কার্য্যহানি ইত্যাদি ঘটে; সময়ে সময়ে পক্ষাঘাতের ন্যায় আক্ষেপও হয়। তামাকসিদ্ধ জলে তাপ দিলে ধনুষ্টঙ্কারের আক্ষেপ কমে। তামাকের ডাঁটা শিশুর গুহ্যদেশে দিলে মৃদু বিরেচন হয়। একাশিরায় তামাকপাতা বাঁধিয়া রাখিলে ফুলা ও ব্যথা কমে, কিন্তু মাথা ঘুরে ও বমি হয়। ষ্ট্রীকনাইন বিষে তামাক ভিজান জল প্রতিষেধের কার্য্য করে। চুণে তামাকপাতার গুঁড়া মিশাইয়া প্লীহার উপর প্রলেপ দিলে উপকার হয়। দাঁতের মাড়ি ফুলিলে তামাক টিপিয়া রাখিলে উপকার দর্শে।

এতদ্ভিন্ন তামাকের সেবনে অনভ্যাস থাকিলে, ইহাতে উদ্গার, বমন, ভেদ ও কাশ হইতে থাকে, হঠাৎ পক্ষাঘাতও হইতে পারে। তামাকের চর্ব্বণে যতটা অনিষ্ট ঘটে, ধূমসেবনে তত নহে এবং নস্য গ্রহণে তদপেক্ষাও অল্প অনিষ্ট হয়। নস্য-গ্রহণে শ্লেষ্মাবৃদ্ধি, ঘ্রাণশক্তির তীক্ষ্ণতানাশ, অগ্নিমান্দ্য ও স্বরের পরিবর্ত্তন ঘটে।

তামাকে দুইপ্রকার তৈল ও একপ্রকার ক্ষার আছে। এই তিন দ্রব্য হইতেই ঐ সকল ব্যাপার উৎপন্ন করে। এক প্রকার তৈল উদ্বায়ু। জলে তামাক সিদ্ধ করিলে জলের উপর এই তৈল ভাসে। ইহাতেই তামাকের গন্ধ ও গ্রাহিত্ব (অল্প নেশাকর) গুণ থাকে। ইহা উত্তাপে বায়ুতে মিশিয়া যায়। ধূমপানকালে ধূমের সহিত ইহাই শরীরে গিয়া ইহার কর্ম প্রকাশ করিতে থাকে।

দ্বিতীয় প্রকার তৈল তামাক পুড়িবার সময়ে চোঁয়াইতে থাকে। ইহার স্বাদ তিক্ত ও ইহা অতি বিষাক্ত। বিড়াল ইহার একবিন্দু তৈলে মারিয়া যায়। তিনগার বা সির্কায় এই তৈল শোধন করিয়া লইলে ইহার বিষ নষ্ট হয়।

তামাকের ক্ষার।—গন্ধকদ্রাবক অম্ল মিশাইয়া ঈষৎ অম্ল-জলে তামাক ভিজাইয়া তাহাতে কলিচূণ দিয়া চোঁয়াইলে একপ্রকার বর্ণহীন তৈলবৎ উদ্বায়ু ক্ষার পাওয়া যায়। ইহা জল অপেক্ষা গুরু। ইহাও অতি বিষাক্ত। একবিন্দুতে একটা কুকুর মরে। ইহার গন্ধ এত তীব্র যে, একটী ঘরে যদি ইহার একবিন্দু বায়ুতে মিশিয়া যায়, তবে সেখানে শ্বাসগ্রহণ কষ্টকর হয়। শুষ্ক তামাকপাতায় ঐ ক্ষার ২ হইতে ৮ ভাগ থাকে। সুখাখোরীরা দোক্তার সহিত চূণ মিশাইয়া খায়, সুতরাং তাহাদের শরীরে এই দ্রব্যের অনিষ্টকারিতা বড়ই বেশী হয়।

হুঁকায় জল থাকে বলিয়া হুঁকায় তামাকু সেবনে ঐ সকল বিষাক্ত দ্রব্য শরীরে অল্প পরিমাণে প্রবেশ করে। ধূমের সহিত নলিচার মধ্য দিয়া আসিবার সময় উহার কতক নলিচায় ও কতক জলে থাকিয়া যায়। গড়্গড়ার নল বড় বলিয়া তাহাতে উহা আরও অল্প আসে। চুরুট সেবনে এ সকল সুবিধা হয় না। নস্য প্রস্তুতকালে তামাকের ক্ষার ও তৈলভাগ অনেক নষ্ট হয় বলিয়া উহা ব্যবহারে চুরুট সেবনাপেক্ষা অল্প অনিষ্ট হয়।

পৃথিবীতে ৮০ কোটীরও অধিক লোকে তামাকসেবী।

গ্রাহী দ্রব্যের সেবনে শরীর মন কিয়ৎপরিমাণে উত্তেজিত ও অবসাদশূন্য হয় বলিয়াই সকল প্রকার গ্রাহী দ্রব্যের মধ্যে অমানিষ্টকর তামাকের এত প্রচলন হইয়াছে।

সম্প্রতি পরীক্ষায় জানা গিয়াছে যে, তামাকসেবীর ফুসফুস-যন্ত্র অতি শীঘ্র দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। [কীটভুক্ উদ্ভিদ্ দেখ।]

তামাচা (পারসী) চড়, চাপড়।

তামাম্ (আরবী) সমগ্র, সমস্ত সমুদায়।

তামামী (আরবী) শেষ, সমাপ্ত।

তামালেয় (ত্রি) তমাল সংখ্যাদি° ঠঞ্। তমালবৃক্ষের অদূর দেশাদি।

তামাসা (আরবী) ১ কৌতুক, রহস্য। ২ আমোদার্থ নাচ প্রভৃতি দৃশ্য।

তামিল, দাক্ষিণাপথের দক্ষিণপ্রান্তবাসী এক বিস্তীর্ণ জাতি ও তাহাদের ব্যবহৃত ভাষা।

তামিল শব্দের সংস্কৃত দ্রাবিড়। মনুসংহিতা, মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে দ্রাবিড় নামক জনপদ ও ইহার অধিবাসিগণ দ্রাবিড় নামে বর্ণিত হইয়াছে। দ্রাবিড় শব্দের মাগধী (পালি)-রূপ দামিলো *। তামিল ভাষায় 'দ' স্থানে 'ত' হয়, এইরূপে দমিলো 'তামিল' বা 'তমিৰ' রূপ ধারণ করিয়াছে। † পূর্ব্ব-নিয়মানুসারে দ্রাবিড় শব্দ পালি ভাষায় দমিলো এবং তাহা হইতে তামিৰ বা তামিল হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্যের শারীরক-ভাষ্যে দ্রমিল শব্দের উল্লেখ আছে। এই দ্রামিল শব্দ তামিল ব্যাকরণ অনুসারে 'তিরামিড়' রূপ হয়, কাহারও মতে এই তিরমিড় হইতেও তামিল শব্দ হইতে পারে।

প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্যপদার্থবিৎ প্লিনি খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দে এই তামিল দেশ তিরাপিনা (Tiopina) এবং তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ভূবৃত্তান্তমূলক পিটিঙ্গারের তালিকায় দমিরিক (Damirice) নামে উল্লেখ দেখা যায়।

নামকরণ। জৈনদিগের শত্রুঞ্জয়-মাহাত্ম্যের মতে—

"ইতশ্চ বৃষভস্বামিসুনুর্দ্রাবিড় ইত্যভূৎ।

যন্নাম দ্রবিড়ো দেশঃ পপ্রথে বহুশস্যভূঃ॥" (শত্রুঞ্জয় ৭।১)

এখানে আদিনাথ ঋষভদেবের দ্রবিড় নামে এক পুত্র হইয়াছিল, যাহার নামে বহুশস্যশালী দ্রাবিড় দেশ খ্যাত হইয়াছে। কিন্তু মহাভারত, হরিবংশাদির মতে দ্রাবিড় নামক জাতির বাসহেতু এই জনপদ দ্রবিড় বা দ্রাবিড় নামে খ্যাত হইয়াছে। মনুসংহিতা প্রভৃতির মতে দ্রাবিড় জাতি পূর্ব্বে ক্ষত্রিয় ছিল, ব্রাহ্মণের অদর্শনপ্রযুক্ত তাহারা বৃষলত্ব প্রাপ্ত হয়। (মনু ১০।৪৪)

"দ্রাবিড়াশ্চ কলিন্দাশ্চ পুলিন্দাশ্চাপ্যুশীনরাঃ।

বৃষলত্বং পরিগতা ব্রাহ্মণানামদর্শনাৎ।"

(ভারত অনুশাসন ৩৩।২৩)

আবার আদিপর্ব্বে লিখিত আছে, বিশ্বামিত্র যখন বশিষ্ঠের কামধেনু নন্দিনীকে লইয়া যান, সেই সময় নন্দিনীর প্রস্রাব হইতে দ্রাবিড়গণের উৎপত্তি হয়।

"অসৃজৎ পহ্লবান্ পুচ্ছান্ প্রস্রাবাদ্দ্রাবিড়াঞ্ছকান্।"

(আদি ১।১৭৫।৩)

এদিকে জৈনদিগের শত্রুঞ্জয়মাহাত্ম্যে লিখিত আছে, ঋষভপুত্র দ্রাবিড়ের অপত্যগণই দ্রাবিড় নামে খ্যাত হইয়াছে।

(শত্রুঞ্জয় ৭।২)

জনপদের অবস্থান। মহাভারতের নিম্নলিখিত শ্লোক পাঠে প্রাচীন দ্রাবিড় বা তামিল দেশ সাগরতীরবর্ত্তী বলিয়া বোধ হয়।

"দ্বিজাতিমুখ্যেষু ধনং বিসৃজ্য গোদাবরীং সাগরগামগচ্ছৎ।

ততো বিপাপ্মা দ্রাবিড়েষু রাজন্ সমুদ্রমাসাদ্য চ লোকপুণ্যম্॥"

(বন ১১৮।৪)

"অচিন্তঃ পাণ্ডবো ভূয়োঃ দক্ষিণং সলিলার্ণবম্।

তত্রাপি দ্রাবিড়ৈরান্ধ্রৈ রৌদ্রৈর্মাহিষকৈরপি।" (অশ্ব° ৮৩।১১)

কল্‌ড্‌ওয়েল সাহেব দ্রাবিড়ীয় ব্যাকরণে লিখিয়াছেন—সমস্ত কর্ণাটিকের অথবা পূর্ব্ব ও পশ্চিম ঘাটের নিম্নে, পুলিকাট হইতে কুমারিকা অন্তরীপ এবং উত্তরে বঙ্গোপসাগরের উপকূল পর্য্যন্ত তামিল ভাষা প্রচলিত। ভাষার উপর নির্ভর করিলে দাক্ষিণাত্যের সমস্ত দক্ষিণাংশই দ্রাবিড় বা তামিল দেশ বলিয়া গ্রহণ করা যায়। এখন তামিল দেশের ভূপরিমাণ প্রায় ৬০০০০ বর্গ মাইল।

জাতিতত্ত্ব। পাশ্চাত্য পুরাবিদ্‌গণ তামিল, তৈলঙ্গ, কর্ণাটী, মলয়ালী, তুলু, তোড়া, কোটা, গোণ্ড ও কন্ধ এই কয় শ্রেণীকে দ্রাবিড়ীয় জাতি বা শাখাসম্ভূত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু বজ্রসূচী উপনিষদে এই কয় জাতি দ্রাবিড় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে—

"আন্ধ্রাঃ কর্ণাটকাশ্চৈব গুর্জ্জরা দ্রাবিড়াস্তথা।

মহারাষ্ট্রা ইতি খ্যাতাঃ পঞ্চৈতে দ্রাবিড়াঃ স্মৃতাঃ॥"

(বজ্রসূচী ২০৬)

আন্ধ্র, কর্ণাটক, গুর্জ্জর, দ্রাবিড় ও মহারাষ্ট্র এই পাঁচটী লইয়া পঞ্চদ্রাবিড়। [দ্রাবিড় দেখ।]

---

* মহাবংশ ২১ পরিচ্ছেদ।

† খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে চীন-পরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং দ্রাবিড় দেশে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি এই স্থানে চি-মো-লো (Chi mo-lo) নামে উল্লেখ করেন, ইহার এদেশী রূপ 'দ্রিমল' বা 'দিমর'।

পুরাবিদ্‌গণ তামিলদিগকে আর্য্য বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহারা ইহাদিগকে ভারতের প্রাচীনতম অনার্য্যজাতি-সম্ভূত বলিয়া মনে করেন। রামচন্দ্র যে কপিসেনা লইয়া রাক্ষসরাজ রাবণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহারা সকলেই প্রাচীন দ্রাবিড় বা তামিল জাতি হইতে উৎপন্ন। তাহারা সে সময় অনেকটা অসভ্য ও তাহাদের ভাষা আর্য্য-জাতির অবোধ্য ছিল বলিয়া বাল্মীকি তাহাদিগকে বানর নামে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, বাস্তবিক তাহারা প্রকৃত বানর নহে।

খাঁটি তামিল শব্দ দৃষ্টে কল্‌ডওয়েল্‌ প্রভৃতি কোন কোন ভাষাবিদ্‌ স্থির করিয়াছেন, দাক্ষিণাত্যে আর্য্য উপনিবেশের পূর্ব্বে তামিলগণ কতকটা সভ্য হইয়াছিল। সে সময়েও তাহাদের রাজা ছিল, দুর্ভেদ্য গৃহে রাজগণ বাস করিত ও ছোট ছোট ভূভাগে রাজ্য করিত। উৎসবে বন্দী বা গায়কগণ গান করিত। তালপাতায় লেখনী দিয়া লিখিবার অক্ষর ছিল। তাহারা এক ঈশ্বর মানিত, তাহাকে 'কো' অর্থাৎ রাজা বলিত। তাঁহার সম্মানার্থ তাহারা কো-ইল্‌ অর্থাৎ মন্দির নির্ম্মাণ করিত। টিন, সীসা ও দস্তা ছাড়া আর সকল ধাতুর বিষয়ও তাহারা জানিত। তাহারা শত হইতে সহস্র পর্য্যন্ত গণিতে পারিত। ঔষধ, কুঞ্জ, গ্রাম, ছোট নগর, নৌকা, ছোট খাট সমুদ্রযানও ছিল। তবে তাহাদের কোন বড় সহর বা রাজধানী ছিলনা, অপর সকল গ্রহের নাম জানা থাকিলেও বুধ ও শনিগ্রহের নাম জানা ছিল না। তীর, ধনু, অসি ও পরশু এই গুলি তাহাদের যুদ্ধাস্ত্র। যুদ্ধ ও কৃষিকার্য্যে তাহাদের বড় আমোদ হইত। তাহারা এক প্রকার কাপড় বুনিতে জানিত, রং করিতে পারিত, মৃন্ময় পাত্রও ব্যবহার করিত। কিন্তু তাহাদের মধ্যে লেখাপড়ার চর্চ্চা ছিল না। দর্শনশাস্ত্রের দূরের কথা, ব্যাকরণেরও একটা নিয়ম করিতে পারে নাই। মহাত্মা অগস্ত্য হইতে ইহাদের মধ্যে বিদ্যাশিক্ষার স্রোত বহিয়াছে।

এখন সে কাল গিয়াছে। আর্য্য-সংস্পর্শে আর্য্যভাব ধারণ করিয়াছে, কিন্তু বাহ্যদৃশ্যে সেই অনার্য্যভাব একেবারে বিদূরিত হয় নাই। এখন যেখানে টাকা সেইখানে তামিল, যেখানে বড় ঘর পড়িতেছে সেই খানে তামিল উঠিতেছে। ইহাদের মধ্যে পূর্ব্বতন কুসংস্কার অনেকটা দূর হইয়াছে। সকলেই এখন গোঁড়া হিন্দু হইলেও সমাজে বাধাবিঘ্নে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর।

ধর্ম্ম। পূর্ব্বকালে তামিলেরা ভূতপ্রেতের পূজা করিত। এখনও দক্ষিণাঞ্চলে নীচলোকেরা ভূতপূজায় আসক্ত। তাহাদের মতে, যে মানুষের অপঘাতে বা অকস্মাৎ মৃত্যু হয়, তাহারাই ভূত হইয়া মানুষের অনিষ্ট করে। এই ভূতেরা সকলেই অতিশয় শক্তিশালী, ক্রূর ও সুবিধা পাইলে ঘাড়ে চাপিয়া বসে; সকলে বলিদানের রক্ত ও তাণ্ডবনৃত্য ভালবাসে। ইহাদের মধ্যে কেহ ছাগ, কেহ শূকরছানা ও কেহ মুর্গীতে সন্তুষ্ট হয়। আবার কেহ সুরা না পাইলে সন্তুষ্ট হয় না। অনেক নিম্ন শ্রেণীর তামিলের বিশ্বাস ভূত হইতেই দুঃস্বপ্নাদি ঘটে। এক প্রকার ভূত আছে, তাহারা নিদ্রাকালে গলা চাপিয়া ধরে।

তামিল ছাত্র

কাহারও রোগ হইলে এখনও নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে রোঝা আসে। তাহাদের মাথায় পাগড়ী, গলায় মালা, হাতে বালা ও ঊর্দ্ধবাহুতে তাগাবন্ধ এবং সঙ্গে অনেকগুলি ঘণ্টাসংযুক্ত একখানি ধনুক থাকে। সে ব্যক্তি উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া লাফাইতে লাফাইতে মন্ত্র উচ্চারণ করে ও সেই ধনুক বাজাইতে থাকে। তাহাতে রোঝার দেহে ভূতাবেশ হয়। তখন সে রোগের ব্যবস্থা করে। ভূত-পূজা নীচ লোকের ধর্ম্ম হইলেও উচ্চশ্রেণীর মধ্যে এ সকল প্রায় লোপ পাইয়াছে।

অনেকের বিশ্বাস দাক্ষিণাত্যে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে বহুকাল এখানে জৈনধর্ম্ম প্রবল ছিল। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, জৈনগ্রন্থ শত্রুঞ্জয়মাহাত্ম্যের মতে আদি তীর্থঙ্কর ঋষভদেবের পুত্রের নামানুসারে দ্রবিড় নাম হয় এবং তাঁহারই অপত্যগণ দ্রাবিড় নামে খ্যাত হইয়াছে। তামিল দেশে যে এক সময়ে জৈনগণ প্রবল ছিল তাহা ঐ দ্রাবিড়ের উপাখ্যান দ্বারা স্পষ্ট জানা যায়।

খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং এ দেশে যখন আগমন করেন, সেই সময়েও তিনি নিগ্রন্থ বা দিগম্বর জৈনের প্রাধান্য দৃষ্টিগোচর করিয়াছিলেন। জৈনদিগের সময়ে দ্রাবিড়ের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়।

এখনও দ্রাবিড়ের নানাস্থানে প্রভূত জৈনকীর্ত্তি প্রাচীন জৈন-সমৃদ্ধির বিশেষ পরিচয় প্রদান করিতেছে। এখানকার প্রাচীন জৈনধর্ম্মাবলম্বিদিগকে নীচ অসভ্য বা ম্লেচ্ছজাতি বলিয়া গণ্য করা যায় না। কোন কোন ভাষাবিদ্ অনুমান করেন, সুপ্রসিদ্ধ কুমারিলভট্ট "আন্ধ্রদ্রাবিড়" শব্দে যে দ্রাবিড়ভাষার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা তাঁহারই সমকালীন জৈনগণের ব্যবহৃত তামিল ভাষা।

পাণ্ড্যরাজ সুন্দরপাণ্ড্য পরম শৈব ছিলেন। তাঁহারই সময়ে তামিল-ভূমে শৈবদিগের প্রাধান্য স্থাপিত হয় এবং জৈনধর্ম্মের অবনতির সূত্রপাত ঘটে। শঙ্করাচার্য্যের অভ্যুদয়ে এখানকার জৈনধর্ম্ম এককালে হীনপ্রভ হইয়া পড়ে।

তামিলদিগের মধ্যে বহুকাল শৈবধর্ম্মই প্রবল ছিল, এখন শিবোপাসকগণ স্মার্ত্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ। রামানুজের যত্নে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রাধান্য স্থাপিত হয়। তামিলদিগের মধ্যে এখন দুইশ্রেণীর বৈষ্ণব দেখা যায়, একের নামে তেঙ্গল বা দক্ষিণ-বেদী এবং অপর শ্রেণীর নাম বড়গল বা উত্তরবেদী।

উত্তরভারতে যেমন এখন আর পূর্ব্ববৎ বেদের প্রচলন নাই, কিন্তু দ্রাবিড়ে এখনও সেরূপ ঘটে নাই। তামিলে এখনও বেদের যথেষ্ট আদর দেখা যায়। এমন কি দ্রাবিড়ের এমন কোন মন্দির নাই, যেখানে প্রত্যহ না বেদ পাঠ হয়। তামিল ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে এখনও সকল ধর্ম্মকর্ম্মে বেদপাঠই একটী প্রধান অঙ্গ বলিয়া গণ্য। ব্রাহ্মণগণ এখনও যথাসাধ্য শাস্ত্র মানিয়া চলেন। এখানে বর্ণবিচার প্রথাও শিথিল হয় নাই। এখনও এমন অনেক স্থান আছে, যেখানে ব্রাহ্মণগণ শূদ্রস্পর্শ করিলেও ধর্ম্মনাশের আশঙ্কা করিয়া থাকেন। এমনও অনেক ব্রাহ্মণগ্রাম আছে, যেখানে শূদ্রের প্রবেশ করিবারও অধিকার নাই।

মুসলমান-আধিপত্যকালে অতি অল্পসংখ্যক তামিলই ইস্লামধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। তাহাদের সন্তানসন্ততিগণ আবার অনেকে খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দে ফ্রান্সিস্ জেভিয়রের যত্নে খৃষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। এখন তামিলদিগের মধ্যে শতকরা প্রায় একজন করিয়া খৃষ্টান দেখা যায়।

ভাষা ও সাহিত্য। ভারতে যতগুলির বর্ণমালা আছে, তন্মধ্যে তামিল বর্ণমালা অসম্পূর্ণ। ডাক্তার বুর্ণেল সাহেবের মতে, তামিল বর্ণমালা বট্টেলুত্তু নামক এক প্রাচীন বর্ণমালা হইতেই উদ্ভাবিত এবং অতি প্রাচীনকালে ফিনিকীয় বণিক্-দিগের নিকট হইতে গৃহীত। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমাদের মতভেদ আছে। [বর্ণমালা দেখ।]

ইহাতে অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, এ, (দীর্ঘ) এ, ও, (দীর্ঘ) ও, ঐ এবং ঔ এই বারটী স্বর এবং ক, চ, ট, ত, প, র, ঙ, ঞ, ণ, ন, ম, স, য, র, ল, ব, ড়, ল, এই ১৮টী ব্যঞ্জন।

এই ভাষায় ক, খ, গ, ঘ এই চারিটী বর্ণের, চ, ছ, জ, ঝ এই চারিটীর, ট, ঠ, ড, ঢ এই চারিটীর, ত, থ, দ, ধ এই চারিটীর এবং প, ফ, ব, ভ এই চারিটী বর্ণের উচ্চারণ এক। অর্থাৎ ক থাকিলে তাহাতে ক, খ, গ, ঘ এই চারিটী বর্ণ। উচ্চারিত হইতে পারে। এতদ্ভিন্ন শ, ষ, স, হ, ং, ঃ এই কয়টী বর্ণ একেকালেই নাই। সংস্কৃত ভাষায় যেমন বহুসংখ্যক যুক্তব্যঞ্জন হইয়া থাকে, তামিলভাষায় সেরূপ হয় না। কেবল ণ্ট, স্ত, ন্ন, ম্ম, ক্ক, চ্চ এইরূপ কএকটী এবং ট্ক, ট্প, ব্ক, র্চ, র্প, য্য, ল্ল, ব্ব, ন্ব এই কয়টী যুক্তব্যঞ্জন দেখা যায়। তিনটী ব্যঞ্জনের যোগ কেবল র্ত্ত এবং র্ক্ক। সংস্কৃতের ন্যায় সকল ব্যঞ্জন তামিলভাষায় না থাকায়, কোন সংস্কৃত শব্দ তামিল ভাষায় প্রয়োগ করিতে হইলে, তাহার রূপান্তর হয়; যেমন সংস্কৃত কৃষ্ণ তামিল কিরুট্টিনন্ বা কিট্টিনন্।

যুরোপীয় ভাষাবিদ্গণ স্থির করিয়াছেন—তামিল ভাষা সংস্কৃতমূলক নহে। সংস্কৃতমূলক হইলে তামিলভাষায় এত অল্প বা অসম্পূর্ণ বর্ণমালা থাকিত না। কেহ কেহ প্রাকৃত-মূলক দ্রাবিড়ী ভাষাকেই তামিল ধরিয়া সংস্কৃতমূলক বলিতে প্রস্তুত। আধুনিক তামিলভাষায় অনেক সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ থাকিলেও তামিলভাষায় লিখিত যে সকল প্রাচীনতম শিলালিপি বা গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে সংস্কৃতের প্রভাব আদৌ লক্ষিত হয় না। এই সকল কারণে মূল তামিলকে সংস্কৃতমূলক বলা সঙ্গত নহে।

তামিলভাষাও নিতান্ত অপ্রাচীন নহে। বোধ হয় রাম-চন্দ্রও এখানে বর্ত্তমান তামিলভাষার প্রাচীনস্বর শ্রবণ করিয়াছিলেন। বাইবেলের প্রাচীনভাগে হিরমের জাহাজে সলোমানের নিকট ময়ূর আনিবার প্রসঙ্গ আছে। বাই-বেলের এই স্থানে ময়ূরের যে নাম * দেওয়া হইয়াছে, তাহা তামিলভাষামূলক। এতদ্ভিন্ন গ্রীকভাষায় ধান্য প্রভৃতি ভারতের বহু প্রয়োজনীয় শস্যাদির যে নাম লিখিত হইয়াছে এবং যাহা ভারত হইতেই যুরোপে প্রথম নীত হয়, তাহার অধিকাংশ নাম আমরা সংস্কৃত ভাষায় পাই না, কিন্তু তামিল ভাষায় দেখিতে পাই।

তামিলভাষা আবার দুই প্রকার। একটীর নাম শেন্দমির অর্থাৎ প্রাচীন তামিল এবং অপরটীর নাম কোড়ুন্

---

* বাইবেলে ময়ূরের 'টুকি' নাম দেওয়া আছে, এই শব্দ তামিল 'টোকৈ' বা 'টুকৈ' হইতে গৃহীত।

দমির অর্থাৎ আধুনিক তামিল। উভয়ে এত ভিন্ন যে দুইটী ভিন্ন ভিন্ন ভাষা বলিয়া গ্রহণ করিলেও চলে।

জৈনদিগের যত্নেই তামিলভাষার উৎকর্ষ সাধিত হয়। আর্য্য ব্রাহ্মণগণ এই ভাষায় সংস্কৃত শব্দ মিশাইয়া ফেলেন। দ্রাবিড়ের ব্রাহ্মণেরা বলিয়া থাকেন, মহর্ষি অগস্ত্যই বিন্ধ্যাদ্রি লঙ্ঘনপূর্ব্বক দাক্ষিণাত্যে সংস্কৃত সভ্যতা ও সংস্কৃত সাহিত্য প্রচার করেন। দ্রাবিড় ও মলবারের লোকদিগের বিশ্বাস যে, অগস্ত্য এখনও জীবিত আছেন এবং মলয়াচলের অন্তর্বর্ত্তী অগস্ত্যাদ্রিতে এখনও তিনি বাস করেন। এখনও কুমারী অন্তরীপের নিকট অগস্ত্যেশ্বর নামে তিনি পূজিত হইয়া থাকেন। কোন কোন দ্রাবিড় পণ্ডিত বলেন যে সুন্দরপাণ্ড্যের সময়েই অগস্ত্য আসিয়া তামিল বর্ণমালা ও তামিল ব্যাকরণ প্রচার করেন। এরূপ স্থলে পাণ্ড্যরাজের সাময়িক অগস্ত্যকে আমরা পুরাণ-বর্ণিত অগস্ত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। সম্ভবতঃ ইনি অগস্ত্য-নামধারী স্বতন্ত্র ব্যক্তি হইবেন। তামিলেরা আরও বলিয়া থাকে যে অগস্ত্যই তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণকে সর্ব্বপ্রথম চিকিৎসাশাস্ত্র, রসায়ন, ইন্দ্রজাল প্রভৃতি শিক্ষা দিয়াছিলেন। এমন কি অনেক আধুনিক গ্রন্থও অগস্ত্যের নামে চলিয়া গিয়াছে।

জৈনদিগের যত্নে তামিল সাহিত্যের সমধিক উন্নতি সাধিত হয়। শ্রাবণবেলগোলার শিলাফলক ও জৈনগ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে, শেষ শ্রুতকেবলী ভদ্রবাহু বহুকাল দ্রাবিড় দেশে বাস করিয়াছিলেন; মৌর্য্যরাজ চন্দ্রগুপ্ত এখানে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। যদি ঘটনা প্রকৃত হয়, তবে স্বীকার করিতে হইবে, বহুপূর্ব্বকাল হইতেই জৈনগণ এখানে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। যে সকল প্রাচীনতম তামিল গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে, তাহার অধিকাংশ জৈন। অনেকে অনুমান করেন, তামিলভাষায় যে সকল প্রাচীন হস্তলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে জৈনগ্রন্থই সর্ব্বপ্রাচীন। কুমারিল ও শঙ্করাচার্য্য জৈনাচার্য্যদিগকে তর্কে পরাভূত করিয়াছিলেন এবং উক্ত উভয় মহাত্মার পর হইতেই দ্রাবিড়ে জৈনপ্রভাব হ্রাস হইতে থাকে। এরূপ স্থলে তামিল জৈন-সাহিত্যের উন্নতি ও অবনতি তৎপূর্ব্বেই স্বীকার করিতে হয়।

তামিলভাষায় কবি তিরুবল্লুর রচিত কুরল্ গ্রন্থই সর্ব্বপ্রধান। খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দীর পূর্ব্বে এই গ্রন্থ রচিত হয়। কবি নিম্নশ্রেণীর পারিয়া জাতিতে জন্মগ্রহণ করিলেও তাঁহার গ্রন্থ সর্ব্বত্র আদৃত হইয়া থাকে। বিখ্যাত বিদুষী ঔবেয়ার (আবিয়ার) তরুবল্লুবরের ভগিনী। এই স্ত্রীরত্নের কবিতাও দ্রাবিড়সমাজে বিশেষ আদর পাইয়াছে। কম্বনের তামিল রামায়ণে কবির যথেষ্ট কবিত্বশক্তির পরিচয় আছে। সুন্দরপাণ্ড্য তামিলভাষায় কতকগুলি শিবস্তোত্র লিখিয়া গিয়াছেন; তামিল শৈবগণ তাহা তামিল বেদ বলিয়া গ্রহণ করেন। এরূপ ৪০০০ কবিতাত্মক বিষ্ণুস্তোত্র আছে, বৈষ্ণবদিগের নিকট তাহাও বেদস্বরূপ।

তামিলভাষায় রচিত জৈনকাব্যের মধ্যে ১৫০০০ শ্লোকাত্মক 'চিন্তামণি' নামক গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থের রচনা-প্রণালী, শব্দযোজনা ও বর্ণনামাধুর্য্য কম্বনের রামায়ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

তামিস্র (পুং) তমিস্রা তমস্ততিঃ রস্ত্যস্য অণ্। ১ নরকবিশেষ। এই নরক সর্ব্বদা অতিশয় অন্ধকারে আচ্ছন্ন, যাহারা লোকদিগকে বঞ্চনা করিয়া থাকে, তাহারাই এই নরকে অশেষবিধ যন্ত্রণা ভোগ করে। (ভাগ° ৫।২৬ অ°) তমিস্রায় সাধ্য অণ্। ২ দ্বেষ।

"ভেদস্তমসোহষ্টবিধঃ মোহস্য চ দশবিধো মহামোহঃ। তামিস্রো অষ্টাদশধা" (সাংখ্যকা°)। [মোহ দেখ।] ৩ অবিদ্যাবিশেষ, ভোগেচ্ছার ব্যাঘাত ঘটিলে যে ক্রোধ জন্মে, তাহাই নাম তামিস্র। (ভাগ° টীকা শ্রীধর)।

তামু (ত্রি) তম-উণ্। স্তোতা, স্তুতিকারক। (নিঘণ্ট্)

তাম্বুলা (স্ত্রী) তাম্বুলী পুষো সাধুঃ। পাণ, তাম্বুল। "মুদ্ধ কাশ তাম্বল্যা রসানাঃ।" (গোপথব্রা° ২।১।৭)

তাম্বু (হিন্দী) বস্ত্রগৃহ, শিবির, কাণাৎ, তাঁবু।

তাম্বুল (ক্লী) তম-উলচ্ বুগাগমো দীর্ঘশ্চ (খর্জপিঞ্জাদিভ্য উরো লচো। উণ্ ৪।৯০)। পর্ণ, পাণ।

তাম্বুলবল্লী, তাম্বুলী, নাগিনী ও নাগবল্লরী এই কয়েকটী তাম্বুলের নামান্তর।

স্বনামখ্যাত লতাবিশেষের পাতাকে তাম্বুল বা পাণ বলে (Piper Betle)। পাণ শব্দটী সংস্কৃত পর্ণ শব্দের অপভ্রংশ, অর্থ 'পাতা'। পাণ ভারতের সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়, একান্ত উত্তরদেশে পাওয়া যায় না।

পাণের বিভিন্ন নাম—

হিন্দী	...	...	পাণ, তাম্বুলী।
বাঙ্গালা	...	...	পাণ।
বোম্বাই	...	...	পাণ, বিলদেলে।
মহারাষ্ট্রী	...	...	বিড়েচা-পাণ।
গুজরাটী	...	...	পাণ, নাগর-বেল।
তামিল	...	...	বেত্তিলাই।
তেলগু	...	...	তমালপাকু, নাগবল্লী।
কণাড়ী	...	...	বিলেদেলে।

মলয়	...	...	বেত্তা, বেত্তিলা।
ব্রহ্ম	...	...	কুনিয়োই, কানিনেত্।
সিংহল	...	...	বলাত।
আরব	...	...	তান্বোল।
পারস্য	...	...	বর্গে তাঁবোল, তাম্বোল।

পাণ উষ্ণদেশে স্যাঁৎ সেঁতে স্থানে জন্মে। ভারত, সিংহল ও ব্রহ্মে পাতার জন্য ইহার চাষ হয়। অনেকে অনুমান করেন যবদ্বীপে পাণের আদিবাস, সেখান হইতে সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

পাণের চাষ বড় কষ্টসাধ্য। ইহার ক্ষেত্রে তাপ ও রসের পরিমাণ বরাবর সমান থাকা আবশ্যক। কৃষককে সর্ব্বদা পরিদর্শন করিতে হয়। স্থানভেদে ইহার চাষের কিছু কিছু বিভিন্নতা আছে। মান্দ্রাজ কোইম্বাতুর জেলায় পাণের চাষ ভাল হয়, সেখানে জমী তৈয়ার করিয়া তাহাতে ২ ফিট চওড়া নালা কাটিয়া আল বাঁধিয়া দেয়। ভাদ্রমাসে এই আলের ধারে বকফুলের বীজ রোপণ করে ও আশ্বিনমাস পর্য্যন্ত বকফুলের চারায় জলটল দেয়। তারপর দুই বৎসরের পুরাতন পাণের গাছ তুলিয়া তাহার এক এক গাঁট লইয়া এক এক টুকরা প্রস্তুত করে। প্রতি বকের তলায় দুইখান টুকরা রোপণ করিয়া দেয়। প্রথম ১৫ দিন একদিন অন্তর জল দেয়, তার পর প্রতি সপ্তাহে একবার করিয়া জল দেয়; এইরূপে তিন মাস চলে। তার পর মাঘমাসের প্রথমে গোময়, ছাই ইত্যাদি সার দিতে থাকে। সারের উপর নালা হইতে পলি তুলিয়া চাপা দেয়। তৎপরে পাণের লতাগুলি কলার ছোটা দিয়া বকফুলের গাছের সঙ্গে বাঁধিয়া দেয়। এক বৎসর কাল এইরূপে লতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কৃষককে প্রায়ই বাঁধিয়া দিতে হয়। এক বৎসরের পর লতা আপনি জড়াইয়া উঠিতে পারে। আষাঢ় শ্রাবণে আবার সার দিতে হয়। প্রথম বৎসরের পর হইতেই প্রতিদিন গোড়ার পাতা ভাঙ্গিতে থাকে। ১৬ মাস কাল এইরূপ পাতা ভাঙ্গা চলে।

খুব ভাল ক্ষেত্রে প্রতি বিঘায় প্রতি মাসে ৫ কোণি জন্মে (১০০টী পাতায় ১ কত্তুস (গোছা)। ২৫ কত্তুসে ১ পালাগি, ৮০ পালাগিতে ১ কোণি। প্রতি পালাগি, ৵০ আনা দরে বিক্রীত হয়। কাজেই প্রতি বিঘায় মাসে ১০ টাকার পাণ জন্মে এবং ষোল মাসে ১৬০৲ টাকার ফসল হয়। পাণের চাষেও যেমন পরিশ্রম, লাভও তেমনি বেশী, তবু লোকে ইহার চাষ তত অধিক করে না।

মধ্যভারত। মান্দ্রাজ অপেক্ষা এ প্রদেশে পাণের আদর বেশী, সুতরাং চাষেও লোকের একটু বেশী আগ্রহ আছে। এদেশে যাহারা পাণ চাষ করে, তাহারা 'বরে' (বারুই) নামে খ্যাত এবং পাণের ক্ষেত্রকে বরোজা (বরজ) বলে। কোথাও কোথাও "পাণ কাটাওা"ও বলে। পাণের লতা বড় কোমল হয়, অতি অল্পেই উত্তাপ আলোকে নষ্ট হইয়া বা দোষ ধরিয়া যায়। যদি ভাল করিয়া পরিদর্শন ও পাঠ করা যায়, তাহা হইলে লাভে দুই বৎসরের পরিশ্রম পোষায়। পাণের ক্ষেত্র বাঁশ ও দরমা দিয়া চতুর্দ্দিকে ঢাকিয়া দিতে হয়। এরূপে ঢাকিতে হয়, যে পাণের গায়ে রৌদ্র বা জোর বাতাস না লাগে। পাণের লতা ঢাকিবার জন্য ও জড়াইয়া উঠিবার জন্য বৃহৎ পত্রবিশিষ্ট অরুণবৃক্ষ রোপণ করে। এদেশে পাণের বরজ খুব বৃহৎ হয় ও ক্ষেত্র চিরকাল থাকে এবং যতগুলি কৃষক আছে, সকলে কয়েকখানি বরজের জমি তদ্দেশ-প্রচলিত ভাগ করিয়া লয়। এদেশে বরজের ভিতর অতি সুশীতল বলিয়া গ্রীষ্মকালে ব্যাঘ্রাদি আসিয়া লুকাইয়া থাকে। এখানেও পাণের চাষ ২ বৎসর হয়। প্রথম বৎসরকে উটক ও দ্বিতীয় বৎসরকে করওয়া বলে। প্রথম বৎসরের ফসলেরই দর বেশী হয়। নিমার নামক স্থানে চাষের ঈষৎ প্রভেদ আছে। এ দেশে একবার চাষ করিলে ১০।১২ বৎসর চলে। এখানকার চাষ মান্দ্রাজের ন্যায় হয়। বকফুলের গাছের পরিবর্ত্তে এখানে 'সাওরা' বা জয়ন্তীগাছ লাগায়। ক্ষেত্রের চারিদিকে 'পাংরা' বা পালতে মাদারের খুঁটী দিয়া বেড়া দেয়। জয়ন্তীগাছ মরিয়া গেলে কুন্দর বা গুগ্গুলের গাছ লাগাইয়া দেয়। দশ বার বৎসর পরে ইহারা বরজ বদলাইয়া ফেলে। এখানকার চাষ অন্যান্য স্থান অপেক্ষা অল্প পরিশ্রমে ও সুবিধায় হয়।

বাঙ্গালা। বাঙ্গালায় যাহারা পাণের চাষ করে, তাহারা বারুই নামে খ্যাত। ইহারা তাম্লী বা তাম্বূলী জাতি হইতে পৃথক্ ও নিম্ন শ্রেণীস্থ। পাণের ক্ষেত্রকে বাঙ্গালায় বরজ বলে। বরজ দেখিতে বেশ। এ দেশে বৰ্দ্ধমানে ও গঙ্গার ধারে পাণের চাষ বেশী হয়। উলুবেড়িয়ার নিকটবর্ত্তী বাটুল গ্রামের পাণ সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া সেই দেশের চাষের প্রণালী লিখিত হইল। বাঙ্গালায় তিন প্রকার পাণ জন্মে, দেশী বা বাঙ্গালা, সাচি বা খাসা ও কর্পূরকাঠি। কর্পূরকাঠি পাণের আস্বাদ মিষ্ট ও কর্পূরগন্ধবিশিষ্ট, ইহার চাষ খুব অল্প, ইহার চাষ বেশী হইলেও জন্মে অল্প।

পাণের বরজ কোন পুকুর বা খালের নিকটবর্ত্তী উচ্চ জমীতে হওয়া আবশ্যক। মাটি এঁটেলা হইলেই ভাল হয়। বরজে আগাছা হইতে দিতে নাই, হইলে সমূলে তুলিয়া

ফেলিতে হয়। মাটি ১ কি ১॥০ ফুট গভীর করিয়া কোদ্‌লাইয়া চারিদিকে পগার কাটিয়া পাড় উঁচা করিয়া দিতে হয়। নূতন বরজে পুকুরের পাঁক দিতে হয়। জমীর ডেলা ভাঙ্গিয়া সারি দিয়া বাখারি বা পাকাটির গোঁজ পুঁতিয়া তাহার প্রত্যেকের গোড়ায় পাণের গাছের এক একখানি গাঁট পুঁতিয়া দেয়, গোঁজগুলি ৪॥৫ হাত উচ্চ হওয়া আবশ্যক। বরজের চারিদিকে মাথায় পাকাটি, ধঞ্চে প্রভৃতি দিয়া টাটি বাঁধিয়া দেয়। টাটি শক্ত করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে বাঁশের খোঁটা থাকে। গোঁজগুলির একসারি ১৮ ইঞ্চি ও একসারি ১৭ ইঞ্চি অন্তরে পুতে ও ১৮ ইঞ্চির সারির সাম্‌নাসাম্‌নি দুটী গোঁজের মাথা টানিয়া একত্র বাঁধিয়া দেয়। পাণের গাঁট ২৭ ইঞ্চি দূরের গোঁজের নীচে পুঁতিয়া দেয়। এক একটা গাঁট ১ হাত বা ১ ফুট্ লম্বা করিয়া কাটিতে হয়। ইহা বাঁকা করিয়া পুঁতিয়া খেজুরপাতা চাপা দিয়া রাখে। জ্যৈষ্ঠ হইতে কার্ত্তিক পর্য্যন্ত রোপণকার্য্য চলিতে পারে। লতা গজাইলে গোঁজের গায়ে উলুখড় দিয়া বাঁধিয়া দেয়। পরে বরজের চালে পঁহুছিলে তাহা ঘুরাইয়া নিম্নমুখ করিয়া দেয়। পুকুরের পাঁক ও গাছ-গাছড়া পচা মাটি বেশ শুকাইয়া মধ্যে মধ্যে লতার গোড়ায় দিতে হয়। এইরূপে প্রতিবারে মাটি দিতে দিতে বরজ বিলক্ষণ উচা হইয়া পড়ে। বাঁটুল গ্রামের এক একটা পুরাতন বরজের ভূমি একতালা বাড়ীর ছাদের সমান উঁচা হইয়া পড়িয়াছে। গোময় গুঁড়া, পুকুরের পাঁকমাটির গুঁড়া, সর্ষপের খোল প্রভৃতি পাণের পক্ষে অতি উত্তম সার। রেড়ীর খোল চারা নষ্ট করে। ময়লা জল বরজে দিতে নাই। বরজে জল জমাও বড় অনিষ্টকর। পাণের লতায় এই কয়টি পীড়া বা দোষ হয়—

১। ভুতেধরা—পাণের পাতার কাল কাল দাগ ধরে। এই দাগ ক্রমশঃ আয়তনে বাড়িতে থাকে ও পাতা নষ্ট করে।

২। বোঁট আঙ্গারী—পাতার বোঁটা কাল হইতে আরম্ভ হয়, শেষে পাতা ঝরিয়া যায়।

৩। নোনালাগা—ইহাতে পাতা ক্রমশঃ শুকাইয়া ল্যাকনেকে হইয়া পড়ে।

৪। তসরি—পাতার ধারি লাল হইতে থাকে।

৫। চিংগাব্‌রি—পাতার ধারি কোঁকড়াইয়া যায়।

এই রোগগুলি কেবল পাতায় ঘটে।

৬। আঙারী (অঙ্গারী)—ইহা সংক্রামক পীড়া, ইহা লতার গাঁটে ধরে এবং ক্রমে কাল হইয়া শুকাইয়া যায়। যে লতায় আঙারী ধরে, যদি সেই লতার জল অন্য লতায় লাগে, তবে তাহাতেও এই রোগ সঞ্চারিত হয়। এই রোগ হইলে তৎক্ষণাৎ সেই লতা ও তাহার মূলের কতকটা মাটি তুলিয়া ফেলিয়া দিতে হয়।

৮। গান্দি (গাঁদি)—লতায় গাঁদি লাগিলে গোড়া হইতে লাল হইয়া উঠে ও শেষে শুকাইয়া যায়।

এই সকল রোগে পেঁয়াজের রস মাটিতে মিশাইয়া সেই মাটি গাছের গোড়ায় দিলে উপকার হয়।

উড়িষ্যা। বাঙ্গালার ন্যায় চাষ হয়। এখানে পাণের লতা অতি দীর্ঘজীবী হয়। এক একটা লতায় ৫০।৬০ বৎসর পর্য্যন্ত পাতা ভাঙ্গা চলিতে পারে। কাজেই উড়িষ্যার প্রতি বিঘায় প্রতি বৎসরে খরচ-খরচা বাদে ২০০৲ হইতে ৩৫০৲ পর্য্যন্ত টাকা লাভ হয়।

বোম্বাই। পাণের চাষের তত আদর নাই। আহ্মদ-নগরে ৩ বৎসর না হইলে পাতা ভাঙ্গিবার মত হয় না। মান্দ্রাজের মত চাষ হয়। ৮ দিন অন্তর পাতা ভাঙ্গে।

পুণায় বরজকে পাণমালা বলে। কূপের জলে চাষ হয়। ধারবাড়ের পাণ আবাদের বস্তু। ইহা খোলা জমীতে হয়, বরজ বাঁধিতে হয় না। ৩ বিঘায় প্রায় হাজার লতা বসান হয়। একটা আবাদ ৩ হইতে ৭ বৎসর কাল থাকে।

কাণাড়ার পাণ আমগাছের গোড়ায় বুনে। ৩ বৎসর পরে পাতা ভাঙ্গে। থানা জেলায় ইহা নিতান্ত লোণা, পাথুরে ও জলা জমি ভিন্ন আর সকল জমিতে জন্মে। এখানে ১ ফুট্ বা দেড় ফুট গভীর খানা কাটিয়া রাখে, পৌষ মাসে ঐ গর্ত্ত জলে ভরিয়া দেয়। জল শুকাইলে ভিজা থাকিতে থাকিতে এক হাত লম্বা পাণের ডাঁটা কাটিয়া প্রতি গর্ত্তে চারিটী করিয়া পুঁতিয়া দেয় ও গজাইলে গোঁজের গায়ে বাঁধিয়া দেয়। প্রায় অর্দ্ধ পোয়া সর্ষপের খোল প্রতি গর্ত্তে দিতে হয়। একমাস পরে আবার প্রতি গর্ত্তে একপোয়া করিয়া সর্ষপের খোল দিলে ভাল হয়। লতা বাড়িলে তাহার বাঁধন খুলিয়া মাটীতে লতাইতে দেয়। আবার প্রতি গর্ত্তে একপোয়া খোল দেয় ও লতার মূলে পাঁশমাটি চাপা দেয়। তখন লতার প্রতি গাঁটে ডাল বাহির হইয়া বেশ বর্দ্ধিত হয়। আর একপ্রকার চাষে লতা মাটিতে ছাড়িয়া না দিয়া মাচায় তুলিয়া দেয়। এক বৎসর পরে পাতা ভাঙ্গিতে থাকে। কোলাবা জেলায় মাছের সার দেয় ও তালপাতা ঢাকা দেয়। পুণা, সাতারা ও ঘাটপর্ব্বতে উৎকৃষ্ট পাণ জন্মে।

উত্তরপশ্চিম। বুন্দেলখণ্ডে ভাল পাণ জন্মে। এখানে পাণের চাষ বড় নাই।

ব্রহ্মদেশ।—করেণ জাতি এখানে উচ্চ স্থানে বৃহৎ বন্য তরুর মূলে পান চাষ করে। ঐ সকল গাছের নিম্নদিকের

সমস্ত পাতা ডাল কাটিয়া ফেলা। পাণ লতা গুঁড়ি বাহিয়া লতাইয়া উঠে ও চারিদিকে বড় বড় পাতা ছড়াইতে থাকে। তাহা দেখিতে বড় মনোহর। যুবকেরা পাণ গাছে উঠা বড় কৌশলে শিক্ষা করে। বোধ হইতেছে এই জাতির নাম হইতেই "কড়ি" পাণের নামকরণ হইয়াছে। "মঘাই" নামে একপ্রকার ও 'মিঠা' নামে আর একপ্রকার অতি সুস্বাদু পাণ আছে।

বৈদ্যক-মতে, ইহা বিশদগুণযুক্ত, রুচিকারক, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, বীর্য্য, কষায়, তিক্ত, কটুরস, সারক, বশীকরণক্ষম, ক্ষারযুক্ত, রক্তপিত্তজনক, লঘু, বলকারক এবং কফ, মুখগত দুর্গন্ধমল, বায়ু ও শ্রান্তিনাশক।

ভোজনান্তে সুপারি, কর্পূর, কস্তুরী, লবঙ্গ, জাতীফল অথবা মুখের নির্ম্মলত্বজনক কটু, তিক্ত ও কষায় রসযুক্ত ফলের সুগন্ধি দ্রব্যের সহিত তাম্বূল চর্ব্বণ করিবে।

রতিকালে, নিদ্রাবসানে, স্নানান্তে, ভোজনান্তে, বমনান্তে ও পরিশ্রমের পর, পণ্ডিতসভায় এবং রাজসভায় তাম্বূল চর্ব্বণ প্রশস্ত। (রাজবল্লভ)

মতান্তরে তাম্বূল তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, অত্যন্ত রুচিকারক, সারক, ক্ষারসংযুক্ত, তিক্ত, কটুরস, কামোদ্দীপক, রক্তপিত্তজনক, লঘু, বশ্যতাজনক, কফঘ্ন, মুখের দুর্গন্ধ ও মলনাশক, বাতঘ্ন, শ্রমাপহারক, মুখের নির্ম্মলতা ও সৌগন্ধজনক, কান্তিজনক, অঙ্গসৌষ্ঠবকারক, হনু ও দন্তগত মলনাশক, রসনেন্দ্রিয়ের শোধক, মুখস্রাব ও গলরোগবিনাশক।

নূতন তাম্বূল ঈষৎ কষায়সংযুক্ত, মধুর রস, গুরু ও কফকারক এবং প্রায়ই পত্রশাকসদৃশ। পত্রশাকে যে যে গুণ অবস্থিতি করে, নূতন তাম্বূলপত্রেও সেই সেই গুণ আছে। যে সকল তাম্বূল বঙ্গদেশে উৎপন্ন হয়, তাহা অত্যন্ত কটুরস, সারক, পাচক, পিত্তবর্দ্ধক, উষ্ণবীর্য্য এবং কফনাশক।

পুরাতন তাম্বূল কটুরসবিহীন, লঘু, কোমলতর ও পাণ্ডুরবর্ণ, ইহা অত্যন্ত গুণদায়ক; অন্যান্য তাম্বূল ইহা অপেক্ষা হীনগুণবিশিষ্ট। পাণ, সুপারি, খদির ও চূর্ণ একত্র ভক্ষণ করিলে কফ, পিত্ত ও বায়ু নষ্ট হয়, মন প্রফুল্ল হয়, মুখ নির্ম্মল ও সুগন্ধি হয় এবং কান্তি ও অঙ্গের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

প্রাতঃকালে তাম্বূল ভক্ষণ করিতে হইলে সুপারি অধিক, মধ্যাহ্ন-সময়ে খদির অধিক এবং রাত্রে অধিক চূণ মিশাইয়া তাম্বূল ভক্ষণ করা কর্ত্তব্য।

তাম্বূলের অগ্রভাগে পরমায়ু, মূলভাগে যশ এবং মধ্যদেশে লক্ষ্মী অবস্থিতি করেন, এইজন্য তাম্বূলের অগ্রভাগ মূলভাগ, এবং মধ্যদেশ পরিত্যাগ করিয়া ভক্ষণ করা উচিত। (রাজনির্ঘণ্ট)

তাম্বূলের মূলদেশ ভক্ষণে ব্যাধি, অগ্রভাগ ভক্ষণে পা সক্ষয়, চূর্ণ পর্ণ ভক্ষণ করিলে পরমায়ুর হ্রাস এবং তাম্বূ শিরা ভক্ষণ করিলে বুদ্ধি নষ্ট হয়। (রাজবল্লভ)

পাণ, সুপারি প্রভৃতি চর্ব্বণ করিলে প্রথমে যে রস উৎ হয়, তাহা বিষোপম, দ্বিতীয়বার চর্ব্বণ দ্বারা যে রস উৎপন্ন তাহা ভেদক ও দুর্জ্জর এবং তৃতীয়বার চর্ব্বণ দ্বারা যে রস উৎ হয়, তাহা অমৃত তুল্য গুণদায়ক ও রসায়ন। অতএব তাম্বূ তৃতীয়বার চর্ব্বিত রসই পান করিবার উপযুক্ত। অতি তাম্বূল ভক্ষণ করিবে না এবং বিরেচনের পর অথবা ক্ষু উপস্থিত হইলে তাম্বূল ভক্ষণ নিষিদ্ধ। অতিরিক্ত তাম্ব ভক্ষণে শরীর, দৃষ্টি, কেশ, দন্ত, অগ্নি, শ্রবণেন্দ্রিয়, বর্ণ ও হ্রাস হয় এবং শেষে পিত্ত ও বায়ু বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

দন্ত দুর্ব্বল এবং চক্ষুরোগ, বিষরোগ, মূর্চ্ছারো মদাত্যয়, ক্ষয় ও রক্তপিত্ত ইহাদের মধ্যে কোন এক রো আক্রান্ত হইলে তাম্বূল ভক্ষণ কর্ত্তব্য নহে। (ভাবপ্রকাশ)

বিধবা, স্ত্রী, যতি, ব্রহ্মচারী ও তপস্বী ইহাদিগের তাম্ব ভক্ষণ বিশেষ নিষিদ্ধ। তাম্বূল ইহাদের পক্ষে গোমাংস সদৃশ। (ব্রহ্মবৈ

গুবাক ব্যতীত তাম্বূল ভক্ষণ করিবে না, যদি কেহ গুব ব্যতীত ভক্ষণ করে, তাহা হইলে যত দিন পর্য্যন্ত গঙ্গা গ না করেন, ততদিন চণ্ডাল হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয়।

"বিনাপর্ণং মুখে দত্ত্বা গুবাকং ভক্ষয়েদ্যদি।
তাবদ্ভবতি চণ্ডালো যাবদ্গঙ্গাং ন গচ্ছতি ॥" (কর্ম্মলোচন)

আচমন করিয়া তাম্বূল চর্ব্বণ করা কর্ত্তব্য। পণ্ডিতগ দেবতা ও ব্রাহ্মণকে না দিয়া তাম্বূল ভক্ষণ করেন না।

কবিরাজ মহাশয়েরা পাণের ভেষজ গুণের বড় পক্ষপাতী নানাবিধ ঔষধের অনুপানস্বরূপ পাণের রস ব্যবহৃত হয়।

সুশ্রুতের মতে—পাণ সুগন্ধ, বায়ুনিঃসারক, দাবক উত্তেজক। ইহা সেবনে নিঃশ্বাসে সুগন্ধ হয়, স্বর পরিষ্কা হয়, মুখের দোষ নষ্ট হয়।

পাণের বোঁটা শিশুদিগের গুহ্যদেশে প্রয়োগ করি তাহাদের কোষ্ঠবদ্ধতা নষ্ট হয়। পাণপাতা ভিজাই রগে দিলে মাথাধরা উপশম হয়। গলগণ্ড ফুলি পাণ বাঁধিয়া রাখিলে উপকার দর্শে। ঠুনকারোগে স্ত বাঁধিলে পাণে বিশেষ উপকার হয়। ঘায়ের উপর পা বাঁধিয়া রাখিলে ঘা দূষিত হয় না ও উপকার হয় পাণের সহিত চূণ, সুপারি, খদির ও অন্যান্য মশলা মিশাই খাওয়া ভারতের সকল জাতি মধ্যে প্রচলিত। ইহা অভ্যর্থন কালে অতি প্রিয় ও উপাদেয় উপহাররূপে আগন্তুকে

ভোট	জঙস্। নীলঠোকর।
পঞ্জাবী	নীল টুসিয়া।
আরবী	নোহস্।
পারসী, তুর্কী	মিস্।
ব্রহ্ম	কেয়ানি।
চীন	চিটুং, টুং, চিকিন।
দিনেমার	কোবার।
ফরাসী (ফ্রান্স)	কুইভার।
ওলন্দাজ (হলণ্ড), সুইডেন	কোপার।
জর্ম্মণী	কুপার।
ইটালী	রামে।
লাটিন	কিউপ্রাম।
পোলণ্ড	মিয়েজ।
পর্ত্তুগীজ, স্পেন	কেমবার।
রুষ	ক্রীনসনরক্সেড্ জেড্।

ইহার উৎপত্তির বিষয় এই প্রকার লিখিত আছে। পূর্ব্বকালে গুড়াকেশ নামে একজন মহাসুর তাম্ররূপ ধারণ করিয়া বিষ্ণুর আরাধনা করে। বিষ্ণু সন্তুষ্ট হইলে ঐ অসুর বিষ্ণুর চক্রে মৃত্যু কামনা করে। বিষ্ণু ভক্তের বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য বৈশাখমাসের শুক্লাদ্বাদশীতে তাহাকে বিষ্ণু-চক্র দ্বারা নিহত করেন, ঐ অসুর বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হয়। পরে তাহার মাংসে তাম্র, রক্তে সুবর্ণ, অস্থিতে রৌপ্যাদি এবং তৎসমুদায়ের মলাতে অন্যান্য ধাতু উৎপন্ন হয়।* (বরাহপু°)

মতান্তরে কার্ত্তিকেয়ের যে শুক্র পৃথিবীতলে পতিত হইয়াছিল, তাহা হইতে তাম্র ধাতু উৎপন্ন হইয়াছে।†

তাম্র ধাতু যে আকারে সাধারণতঃ বাজারে দেখিতে পাওয়া যায়, খনিতে ঠিক সে ভাবে পাওয়া যায় না। অন্যান্য ধাতুর ন্যায় খনিতেও ইহা অধিক পরিমাণে বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায় না।

সম্প্রতি জানা গিয়াছে, ভারতের উপদ্বীপাংশেই তাম্রের আকর বেশী আছে। সিংহভূম জেলায় ও ধলভূম রাজ্যে তামার আধিক্যবশতঃ তথায় খনির কার্য্য করিবার জন্য কতবার কত বণিকদল গঠিত হইয়াছে, কিন্তু কেহই সফল হইতে পারে নাই। হাজারীবাগে বরাগণ্ডা নামক স্থানে তামার আকর দেখা গিয়াছে এবং সেখানে পূর্ব্বে যে খনন-কার্য্য চলিত, তাহার চিহ্নও পাওয়া যায়। সম্প্রতি সেই সকল খনি চালাইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। রাজপুতানায় দেশীয় রাজ্যে অনেকগুলি তাম্র আকর আছে, ইংরাজাধিকৃত আজমীরে সম্প্রতি একদল ইংরাজ বণিক খনন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এখন কিন্তু খনির কার্য্য বন্ধ। কুমাউন ও গাড়োবাল জেলায় তামার আকর থাকিলেও আজমীরের ন্যায় দুর্দ্দশা হইয়াছে। দার্জ্জিলিঙ্গের মধ্যে রোংগড়ি নামক স্থানের আকরে একটী খনির কার্য্য চলিতেছে। পশ্চিম-দুয়ারে যে সমস্ত আকর আছে, নেপালীরা তাহা চালায়। মান্দ্রাজে কর্ণুল ও নেল্লুর জেলায় খনির কার্য্য চলিতেছে।

ভারতে তামার খনির কার্য্য সম্বন্ধে নূতন কিছু জানিবার নাই। পূর্ব্বকালে ভারতে দেশীয়েরাই অধিক পরিমাণে তাম্র উত্তোলনাদি করিত, কিন্তু তাহারাও ক্রমশঃ ইহা ত্যাগ করিতেছে। নেল্লুর, সিংহভূম, হাজারিবাগ প্রভৃতি স্থানে তামার পুরাতন খনিগুলি পরিদর্শন করিলে বুঝা যায় যে, এককালে এই কার্য্যে যথেষ্ট লোক খাটিত। অনেকবার ভারতে তামার খনি চালাইবার জন্য ইংরাজ বণিকদল গঠিত হইয়াছে, কিন্তু কেহই স্থায়ী হইতে পারে নাই। এ দেশের তামার আকরের কার্য্যে তাঁহারা কোনরূপে সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। এইজন্য ইংরাজেরাও অনুমান করেন যে, এ বিষয়ে দেশীয়েরা মনোযোগী না হইলে উন্নতি হইবে না।

ভারতে ইহা অক্সাইড্, এক প্রকার সাল্‌ফিউরেট, এক প্রকার সাল্‌ফেট, কার্ব্বনেট, আর্সেনেট ও ফস্ফেট অবস্থায় পাওয়া যায়। শিখাবতী, রামগড় প্রভৃতি স্থানে সাল্‌ফিউরেট তামার আকর আছে। আজমীরে কার্ব্বনেট তামা পাওয়া যায়। এখানকার লৌহ-আকরেও কার্ব্বনেট তামা পাওয়া যায়। নেল্লুর ও কর্ণুল সিলিকেট তামার আকর আছে, কিন্তু তাহা উত্তোলনাদি করিবার মত স্থানে নহে। নর্ম্মদা, নাগপুর, ধনপুর ও জব্বলপুরপ্রদেশেও তামার আকর আছে। কচ্ছে তামার আকরে কার্য্য চলিতেছে।

পঞ্জাব-প্রদর্শনীতে গড়গাঁও হইতে একখণ্ড পাইরাইটিস্ তামা প্রেরিত হইয়াছিল। হিসার জেলা হইতে অতি উত্তম তামা প্রেরিত হয়। কাঙ্‌ড়া জেলায় কুলুর নিকট মণিকর্ণ ও পিলাং হইতে পাইরাইটিস্ নামক তামা ও স্পিতি হইতে নীলবর্ণের কার্ব্বনেট তামাও প্রেরিত হয়। কাশ্মীরে তামা পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহার ব্যবসা চলে না। কুমাউন্,

---

* "তস্যৈব চক্রেণ বিপাটিতোঽসৌ প্রাপ্তোঽপি সর্ব্বং ভাগবতপ্রধানঃ।
তাম্রত্বং তন্মাংসমসৃক্সুবর্ণং অস্থীনি রূপ্যং বহুধাতবশ্চ॥"

† "শুক্রং যৎ কার্ত্তিকেয়স্য পতিতং ধরণীতলে।
তস্মাত্তাম্রং সমুৎপন্নমিদমাহুঃ পুরাবিদঃ॥" (ভাবপ্রকাশ)

গাড়োয়াল, সিকিম, নেপাল প্রভৃতি স্থানে তামার খনি আছে, দেশীয়েরাই অত্যল্প পরিমাণে তাহার কার্য্য চালায়। কুমাউনে সিংহানা নামক স্থানে এবং পাপুল, প্রিস্পলপাণি, মার্বুগেটি, কেরাই, বেলারসিরা, রোই, টোম্বাকেটি, দোবিরি, এবং ধনপুরে তামার খনি আছে। বৈদ্যনাথের নিকট দেওঘরেও তামার আকর দেখা যায়। ২ ফিট খুঁড়িয়াই এখানে তামা পাওয়া যাইতে পারে। রাজমহলের বাঁশলী কুম্লানামক স্থানের কয়লা খনির লোক আনাইয়া একবার পরীক্ষা করা হয়, তাহাতে শতকরা ৩০ ভাগ ভাল তামা ও ২৫ ভাগ জলে বিকৃত তামা অনায়াসে পাওয়া গিয়াছিল। নেপালের পার্ব্বত্যপ্রদেশে লৌহ ও তামার খনি যথেষ্ট আছে। এখানকার তামা এত ভাল যে, এক সময়ে বিলাতী আমদানী তামা অপেক্ষা এই তামার সমধিক আদর ছিল। সিংহভূমে মেদিনীপুরের পশ্চিমে ৮০ মাইলের অধিক স্থানে তামার আকর আছে। ১৩৯ পাউণ্ড ওজনের ৩ খানি পাত এই স্থান হইতে প্রস্তুত হয়, তাহা মুদ্রা প্রস্তুতের সম্পূর্ণ উপযোগী বটে। এ তামাও আমদানী তামা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে কালহস্তী, বেঙ্কটগিরি, নেলুর ও বঙ্গপাড়ুতে তামার আকর আবিষ্কৃত হইয়াছে। কর্ণুলের ২০ মাইল পূর্ব্বে গুন্নিগ্রামের ২ মাইল দূরে তামার আকর আছে। লাম্পেইদ্বীপের তামা বেশ ভাল। মার্ত্তই দ্বীপপুঞ্জের অনেকদ্বীপে ধূসরবর্ণের আকর দেখা যায়, ইহার মধ্যে শতকরা অর্দ্ধেক ভাল তামা এবং অর্দ্ধেক অঞ্জন, লোহা ও গন্ধক থাকে। অষ্ট্রিয়ান্, সর্লবিন্ ও চেড়ুবাদ্বীপে সবুজ কার্ব্বনেট তামা পাওয়া যায়। আসামে শিবসাগরের ৩০ মাইল দূরে ভাল তামা আছে।

শানরাজ্যে, কোলেন, মাহয়ো ও সটেগং নামক স্থানে উৎকৃষ্ট ম্যালকাইট তামা পাওয়া যায়।

সটেগং নামক স্থানে পূর্ব্বে চীনেরা খনি চালাইত। ভামো-উরা নদীতীরে নউন-হুং, টুংঘু প্রভৃতি ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত স্থানে তামার আকর আছে।

সুমাত্রা ও ফিলিবিস্দ্বীপে তামার খনি চলিতেছে। তিমুরদ্বীপেও তামা আছে। জাপানদ্বীপপুঞ্জে প্রচুর তামা উৎপন্ন হয়। পৃথিবীর অন্য কোথাও এরূপ উৎকৃষ্ট তামা পাওয়া যায় না। জাপানীরা ইহা পরিষ্কার করিয়া এক ইঞ্চ মোটা এক ফুট লম্বা পাত তৈয়ার করিয়া বিক্রয় করে। অপেক্ষাকৃত মন্দ তামা ইটের আকারে বিক্রীত হয়। এখানকার তামার আকরে খাদের সঙ্গে স্বর্ণও পাওয়া যায়। চীন হইতে ওলন্দাজেরা প্রতিবৎসর এই তামা দুই হাজার টন রপ্তানী করে। চীনে একপ্রকার নিকেল মিশ্রিত শাদা তামা পাওয়া যায়। ইহা কেবল চীনেই উঠে। ইহাতে থালা, রেকাব পাত্র-ভিন্ন ঢাকন, বাতিদান ও পেয়ালা প্রস্তুত হয়। নূতন অবস্থায় ইহা প্রায় রূপার ন্যায় দেখায়।

১৮০২ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপেও তামার আকর আবিষ্কৃত হইয়াছে। কাশ্মীরে শানুস্কর নদীতীরে অতি উৎকৃষ্ট তামা পাওয়া যায়, ইহাতে অল্প পরিমাণে রৌপ্য মিশ্রিত থাকে।

তামার ইতিহাস। অতি পুরাকাল হইতে তামা মানুষের পরিচিত হইয়াছে, এমন কি লৌহ আবিষ্কারের পূর্ব্বে তামাতেই অস্ত্রাদি ও যন্ত্রাদি প্রস্তুত হইত। আদিমজাতি যে লৌহের অগ্রে ইহার ব্যবহার করিত, তাহার কারণ বোধ হয় যে, অন্যান্য ধাতুকে খনি হইতে তুলিয়া ব্যবহারিক ধাতুরূপে প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়, কিন্তু ইহাকে তাহা করিতে হয় না, কারণ খনিতেই ইহা ব্যবহারিক অবস্থায় পাওয়া যায়। ইহা অত্যন্ত আঘাতসহ ও ইহাতে তার হইয়া থাকে।

রোমকেরা কাইপ্রাস্ (সাইপ্রাস্) দ্বীপ হইতে প্রথম প্রাপ্ত হয় বলিয়া ইহাকে প্রথমে 'কাইপ্রিয়াম্' বলিত, ক্রমে তাহাই কিউ-প্রাম্ (কুপ্রাম্ বা কপার) হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

খনিতে তামা নানাবিধ অবস্থায় পাওয়া যায়—অক্সাইড, ক্লোরাইড, কার্ব্বনেট, ফস্ফেট, সাল্ফেট, আর্সেনেট, সিলিকেট, ভানাডেট, সাল্ফাইড ও ব্যবহারিক ধাতু। প্রকৃতির প্রায় সর্ব্বত্র ও সর্ব্ব বস্তুতে অল্পবিস্তর তামা আছে। সমুদ্রজ উদ্ভিদে তামা পাওয়া যায় বলিয়া স্বীকার করিতে হয় যে সমুদ্রজলে তামা আছে, উচ্চ শ্রেণীর জীবদেহেও তামা আছে। ময়দা, খড়, শুষ্ক ঘাস, মাংস, ডিম, পনীর প্রভৃতি দ্রব্যে তামা আছে। জীবরক্তেও তামার সত্ত্বা আছে, যকৃৎ ও মূত্রযন্ত্রে তামার সত্ত্বা শরীরের অন্যান্য অংশ অপেক্ষা অনেক অধিক। উপরে যতপ্রকার তামার কথা বলা গেল। ইহা তাহার সকল প্রকার তামা হইতেই ব্যবহারিক ধাতু পাওয়া যায় না।

খনি মধ্যে আকর-তামার সঙ্গে ব্যবহারিক তামা সর্ব্বদাই পাওয়া যায়, কোথাও পাতলা পাত, কোথাও ছোট ছোট খোঁচাখোঁচা টুকরা আর কোথায় বা বড় বড় চাপ (Solid blocks) অবস্থায় পাওয়া যায়। আমেরিকার সুপিরিয়র হ্রদের তীরের আকরে ব্যবহারিক ধাতুই বেশী পাওয়া যায়। এখানে এক একটা চাপ ৫০০ টন পর্য্যন্ত হয়। উত্তর আমেরিকায় তামার শতকরা ৩ অংশ রৌপ্য থাকে। এই রৌপ্য একখণ্ড তামার সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত হইয়া থাকে, কোথাও বা তামার সঙ্গে চূর্ণবৎ বা সূত্রবৎ অবস্থায় পাওয়া যায়।

আকর তামার নানা বর্ণতায় দেখা যায়; এই সকল তামাই সাল্ফাইড অবস্থাপন্ন।

১। ধূসর তামা (Grey sulphide of copper) ইংলণ্ডের কর্ণওয়াল নামক স্থানে ইহা সর্ব্বদা পাওয়া যায়।

২। বেগুণে তামা—(Purple copper) তামা ও ফেরিক সাল্‌ফাইড (Cuprous and Ferric sulphides) বিভিন্ন অনুপাতে মিশ্রিত হইয়া এই খনিজ উৎপন্ন হয়। ইহা ত্রিবিধ অর্থাৎ একপ্রকারে শতকরা ৭০ ভাগ, একপ্রকারে শতকরা ৬০ ভাগ ও অপর প্রকারে ৫৬ ভাগ খাঁটি তামা থাকে। কর্ণওয়াল, সুইডেন ও উত্তর আমেরিকায় ইহা প্রচুর পাওয়া যায়।

৩। পাইরাইটিস্ বা পীত তামা (Copper pyrites or yellow copper) এই শ্রেণীর তামাই অধিক পাওয়া যায়। শতকরা ৩৪·৪ অংশ তামা থাকে। কর্ণওয়াল, ডিভনসায়ার, সুইডেন, কিউবাদ্বীপ, দক্ষিণ আমেরিকা ও ইউনাইটেড্ ষ্টেটসের অনেক স্থলে পাওয়া যায়। কর্ণওয়ালের খনিতে বৎসরে ইহা একলক্ষ পঞ্চাশ হাজার হইতে ৩০ হাজার টন উৎপন্ন হয়। ইহাতে ব্যবহারিক তামা প্রায় ১২ হাজার টন প্রস্তুত হয়।

৪। ফহল্‌ওর বা প্রকৃত ধূসর তামা (Fahl-ore or true grey copper) ইহাতে বহুধাতু মিশ্রিত থাকে, তন্মধ্যে প্রোটোসাল্‌ফাইড-তামা (Protosulphide of copper), আর্সেনিক, রসাঞ্জন, দস্তা, লোহা, রূপা ও পারা-ই বেশী; শতকরা ৩০·৪৮ অংশ বিশুদ্ধ তামা থাকে। পারা শতকরা ২ হইতে ১৫ অংশ থাকে। রূপা যত কম থাকে, বিশুদ্ধ তামার পরিমাণ তত বেশী হয়। গন্ধক ও রসাঞ্জনযোগে ইহার আর একশ্রেণী উৎপন্ন হয়, তাহাকে 'বুর্ণোনাইট' (Sulphantimonite of copper) বলে।

৫। আটাকামাইট—(Atacamite) পেরু ও চিলিদেশে পাওয়া যায়। ইহাকে Oxychloride of copper বলে।

৬। ক্রিসোকোল্লা—(Chrysocolla) উক্তদেশে তাম্রখনিতে পাওয়া যায়। ইহাকে Silicate of copper বলে। এই দুই ধাতু হইতেও তাম্র পৃথক্ করিয়া লওয়া যায়।

তামার তাড়িত-পরিচালনশক্তি রূপার পরেই অন্যান্য ধাতু অপেক্ষা অনেক অধিক, এই জন্য ইহার তারের সাহায্যে তাড়িতবার্ত্তা প্রেরণ হয়।

তাম্র প্রায় সকল প্রকার মৌলিকধাতুর সহিতই মিশিয়া থাকে, তন্মধ্যে অধিকাংশই ঔষধাদিতে ব্যবহার হয়। নাইট্রোমিউরেটিক অ্যাসিড ও আমোনিয়া সংযোগে তামা দ্রব হয়। ক্লোরাইন গ্যাস সংযোগে তামায় জ্বালাইতে পারা যায়।

তামা হইতে নিত্য ব্যবহার্য্য আরও কতকগুলি মিশ্রিত ধাতু প্রস্তুত হয়, তন্মধ্যে পিত্তল [পিত্তল দেখ।] মুন্জের ধাতু (Muntz's metal), প্রিন্সের ধাতু (Prince's metal), মোসেয়িক স্বর্ণ (Mosaic gold), মানহিম স্বর্ণ (Mannheim gold), নকল ব্রোঞ্জ (Immitation bronze). সিমিলর (Similor) টম্বাক (Tombac), কাঁসা (Bell-metal.)

তামার আণবিক গুরুত্ব ৩১·৭৫, আপেক্ষিক তাপ হইতে ১০০° মধ্যে ০·০৯৫১৫ অবস্থাভেদে আপেক্ষিক গুরুত্বের বিভিন্নতা ঘটে। শুদ্ধ তামার আপেক্ষিক গুরুত্ব ৯·০০০।

তামার স্বাদ কষা, ইহাতে গ্রাহিতাগুণ আছে। তামা অধিকক্ষণ হাতে থাকিলেও বমনোদ্রেক হয়। ইহা রৌপ্য অপেক্ষা কঠিন। ইহা অত্যন্ত ঘাতসহ, পিটিয়া ইহাকে এত পাতলা পাত করা যায় যে, বাতাসে উড়িয়া যাইতে পারে। ইহাতে তারও অতি সূক্ষ্ম হয়; ০·০৭৮ ইঞ্চ মোটা তারে ৩০২·২৬ পাউণ্ড ভার ঝুলাইলেও ছিঁড়িয়া যায় না। সাঁতায় বা বায়ুতে থাকিলে ইহাতে মরচে পড়ে, ইহাকে তামার কলঙ্ক বলে। এই কলঙ্ক বিষাক্ত। তামায় টিন মিশাইয়া ইহাকে আরও ঘাতসহ করিতে পারা যায়, কিন্তু তাহাতে ইহার ভঙ্গপ্রবণতা বাড়ে। শতকরা ৫ ভাগ টিন মিশাইলে ইহার বর্ণ রক্তাভ পীতবর্ণ, কঠিন, ঘন ও ধ্বনিকর হয়, মরচে ধরে না। এইজন্য টিন মিশাইলে তামার আরও বেশী কার্য্য হয়। ৫ ভাগের অধিক যত টিন মিশিবে তামার ভঙ্গপ্রবণতা ততই বাড়িবে।

১। Speculum metal—তামার সহিত $\frac{1}{2}$ অংশ টিন মিশাইলে যে ধাতু হয়, তাহাতে আলোক প্রতিক্ষেপ করিবার শক্তি বর্দ্ধিত হয়, এজন্য ইহাকে Speculum metal (স্পেকুলাম ধাতু) বলে। প্লিনি বলেন, এই ধাতুতে পূর্ব্বে দর্পণ প্রস্তুত হইত। আমাদের দেশেও কাংস্যখণ্ডে দর্পণ প্রস্তুত হইত ইহা দেখা যায়। আজিও পূজা, বিবাহ প্রভৃতিতে কাংস্যধাতুফলক (মলিন হইলেও) দর্পণরূপে ব্যবহৃত হয়।

২। Muntz's metal—জাহাজ ও বড় বড় নৌকার তলা মুড়িবার জন্য এই ধাতু ব্যবহৃত হয়। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে জি, এফ, মুন্জ সাহেবকে ইহার পেটেণ্ট দেওয়া হয়। ৬০ ভাগ তামা ও ৪০ ভাগ দস্তায় এই ধাতু প্রস্তুত হয়। ইহা গলাইয়া ঢালিয়া চাদরের মত বড় বড় পাত প্রস্তুত করে। পাত প্রস্তুত হইলে গন্ধকদ্রাবক মাখাইয়া ধুইয়া ফেলে। ইহা দেখিতে হরিদ্রাবর্ণ, খালি তামার পাত অপেক্ষা এই ধাতুর পাতে উদ্দেশ্য ভালরূপে সাধিত হয়। তামা অপেক্ষা ইহা দ্বারা তলা মোড়াই করিতে খরচ কম পড়ে, কিন্তু যুদ্ধজাহাজের জন্য এখনও ইহা ব্যবহৃত হয় না।

৩। Prince's metal—৮০ ভাগ তামার সহিত দস্তা, টিন

ও সিসা মিশাইয়া এই ধাতু প্রস্তুত করে। ইহা দ্বারা ব্রোঞ্জ-ধাতুর ন্যায় রঙের কলাই করা চলে। ৮৫·৫ ভাগ তামা ও ১১·৫ ভাগ দস্তা মিশাইয়া লইলে এই ধাতুকে বাটালি কাটিয়া মূর্ত্তি প্রস্তুত করা চলে। ইহা গাঢ় রক্তবর্ণ হয়।

৪। Mosaic gold—অতি শীতল স্থানে সমভাগে দস্তা ও তামা মিশাইয়া গলাইতে হয়। গলিত দ্রবাকে খুব ঘুঁটিতে হয়, ঘুঁটিবার সময় আবার অল্প পরিমাণে দস্তা মিশাইতে হয় ও ঘুঁটিতে হয়, শেষে রং পরিবর্ত্তন হইতে হইতে দিব্য শ্বেতবর্ণ হয়। তৎপরে শীতল হইলে স্বর্ণবর্ণ ধারণ করে।

৫। Mannheim gold—এই ধাতুও প্রিন্সেস্ ধাতুর ন্যায়, তবে উপাদানে ভাগের ঈষৎ তারতম্য আছে।

৬। Tombac—৮৪·৫ ভাগ তামা ও ১৫·৫ দস্তা মিশাইয়া ইহা প্রস্তুত হয়। ইহার ন্যায় ঘাতসহ ধাতু নাই বলিলেও চলে; ইহার পাতও খুব বড় সূক্ষ্ম ও ভাল হয়।

৭। Immitation bronze—এই দুই ধাতুও প্রিন্সেস্ ধাতুর ন্যায়। ভাগ তারতম্য ৪ ভাগ টিন, ৬৪ ভাগ তামা ও ৩২ ভাগ দস্তা। ইহা দিব্য পীতবর্ণ, ইহাতেই মূর্ত্তি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

৮। কাঁসা—(Bell-metal or bronze) [কাংস্য দেখ।]

টম্বাক ধাতু পিটিয়া ·০০১ ইঞ্চ পুরু পাত প্রস্তুত করা যায়। এইরূপ সূক্ষ্ম পাতকে "ওলন্দাজী ধাতু" (Dutch metal) বলে। ব্রোঞ্জবর্ণ ও ব্রোঞ্জচূর্ণ এই ওলন্দাজী ধাতু, রজন ও জলের সহিত পেষণ করিয়া প্রস্তুত হয়, কোন কোন স্থলে তৈল অথবা বসার সহিত পিষিয়া লয়।

তামা অতি পবিত্র ধাতু বলিয়া আমাদের দেশে দেব-পূজার সমস্ত বাসনাদি প্রস্তুত হয়, কোশা, কুশী, তাম্রকুণ্ড, ঘট, ঘটী, পুষ্পপাত্র, চন্দনের বাটী, জলশঙ্খ ইত্যাদি। তামার পুষ্পপাত্রে পশ্চিমাঞ্চলে নানাবিধ খোদিত কারুকার্য্য দেখা যায়। হিন্দুর বিশ্বাস, কলিকালে তাম্রপাত্রে ভোজন নিষেধ আছে, কিন্তু মুসলমানেরা বরাবর তামার "বদনা" নামক নলবিশিষ্ট ঘটী নিত্য ব্যবহার করে। ডেক্‌চি, শানক, বাটী প্রভৃতি বাসন রাং দিয়া কলাই করিয়া লয়। তামাকু রাখিবার জন্য তামার বড় বড় হাঁড়ী বা জালা ব্যবহৃত হয়।

আয়ুর্ব্বেদ, এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, হাকিমী ও অবধৌতিক চিকিৎসা প্রণালীতে নানাবিধ আকারে ঔষধার্থে তামা ব্যবহৃত হয়।

যে তামা জবাপুষ্পের ন্যায় লোহিতবর্ণ, স্নিগ্ধ, কোমল এবং যাহা আঘাতদ্বারা নষ্ট হয় না ও লৌহ বা সিসা মিশ্রিত না থাকে, সেই তাম্রই উত্তম, এবং মারণের উপযোগী।

যে তাম্র কৃষ্ণবর্ণ, রুক্ষ, অত্যন্ত স্বচ্ছ বা শুক্লবর্ণ এবং আঘাত দিলে নষ্ট হয়, যাহাতে লৌহ ও সিস মিশ্রিত, সেই তাম্র দূষিত, এইরূপ তাম্র মারণের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী।

তাম্রের শোধনবিধি—তাম্রের অতি সূক্ষ্মপাত করিয়া অগ্নিতে পোড়াইবে। পরে উহা জলন্ত অঙ্গারবৎ তপ্ত থাকিতে থাকিতে তৈল, তক্র, কাঞ্জি, গোমূত্র এবং কুলত্থ কলায়ের কাথ এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকটীতে তিন তিন বার করিয়া নিমগ্ন করিলে তাম্র বিশুদ্ধ হয়।

অশোধিত তাম্র বিষ অপেক্ষাও অনিষ্টকারী, কারণ বিষে একটী মাত্র দোষ পরিলক্ষিত হয়, আর অশোধিত তাম্রে ৮ প্রকার দোষ আছে। অশোধিত তাম্র সেবনে ভ্রম, বমি, বিরেচন, ঘর্ম্ম, উৎক্লেদ, মূর্চ্ছা, দাহ ও অরুচি উৎপন্ন হয়। এই অষ্ট দোষযুক্ত তাম্রই একমাত্র বিষ।

তাম্রের মারণবিধি।—তাম্রের পত্র সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম করিয়া অগ্নিতে উত্তপ্ত করিবে, পরে তিন দিন অম্লে ভিজাইয়া জলে ফেলিয়া উহার চারি অংশের এক অংশ পারদ মিশ্রিত করিবে। তাহার পর অম্লদ্বারা এক প্রহর কাল মর্দ্দন করিয়া জল হইতে উদ্ধৃত করিবে। পরে দ্বিগুণ গন্ধক অম্লদ্বারা পেষণ করিয়া ঐ তাম্র পত্রগুলি লেপিয়া গোলকাকৃত করিবে এবং স্বরস (আর্দ্রক), [illegible] বা আমরুল বা পুনর্ণবা পেষণ করিয়া কল্ক করিবে। ঐ কল্কদ্বারা উক্ত গোলকের উপর দুই অঙ্গুল পরিমাণ লেপ দিবে। তৎপরে ঐ গোলক একটী পাত্র মধ্যে স্থাপন ও বালুকাদ্বারা ঐ পাত্র পূর্ণ করিয়া মুখে একখানা শরা দিয়া চাপা দিবে। অনন্তর মৃত্তিকা, লবণ ও জল একত্র করিয়া পাত্র ও শরার সন্ধিস্থান বন্ধ করিবে। পরে চুল্লীর উপর রাখিয়া চারি প্রহর অগ্নির উত্তাপে পাক করিবে। অগ্নির উত্তাপ ক্রমান্বয়ে বর্দ্ধিত করা আবশ্যক। এইরূপে পাক সম্পন্ন করিয়া শীতল হইলে গোলকটীকে তুলিয়া ওলের রসদ্বারা এক প্রহর কাল মর্দ্দন করিয়া ওলের মধ্যে পুরিতে হইবে। তৎপরে সেই ওলের চতুর্দ্দিকে এক অঙ্গুল পুরু করিয়া মৃত্তিকা লেপিয়া গজপুটে পাক করিবে। এইরূপে তাম্র মারিত হয়। এই মারিত তাম্র বমন, বিরেচন, ভ্রম, ক্লম, অরুচি, বিদাহ, স্বেদ ও উৎক্লেদ কখন জন্মায় না।

মারিত তাম্রের গুণ,—কষায়, মধুর, তিক্ত, অম্লরস, কটুবিপাক, সারক, পিত্তনাশক, কফাপহারক, শীতবীর্য্য, ব্রণরোপক, লঘু, লেখনগুণযুক্ত, কিঞ্চিৎ [illegible] এবং পাণ্ডু, উদর, অর্শ, জ্বর, কুষ্ঠ, কাস, শ্বাস, ক্ষয়, পীনস, অম্লপিত্ত, শোথ, ক্রিমি ও শূলনাশক।

অসম্যক্ মারিত তাম্র সেবন করিলে দাহ, স্বেদ, অরুচি, মূর্চ্ছা, ক্লেদ, বিরেচন, বমি ও ভ্রম উপস্থিত হয়। (ভাবপ্র°)।

রসেন্দ্রসারসংগ্রহের মতে তাম্রে অষ্টবিধ দোষ আছে। এই জন্য তাম্র শোধন করা আবশ্যক।

তাম্রশোধন। লবণ ও আকন্দদুগ্ধে তামার পাতায় লেপ দিয়া পোড়াইয়া নিসিন্দাপাতার রসে নিঃক্ষেপ করিলে তাম্র-শোধন হয়।

মতান্তরে। গোমূত্রে তাম্রপত্র দিয়া অত্যন্ন অগ্নিসন্তাপে এক প্রহর কাল পাক করিলে তাম্র শোধিত হয়।

তাম্রপাক। দ্বিগুণ গন্ধকের সহিত পারদ ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া তামার পাতায় মাখাইয়া লবণযন্ত্রে চারিপ্রহর কাল পাক করিবে, শীতল হইলে চূর্ণ করিয়া সম্যগ্‌যোগে প্রয়োগ করিবে। জম্বীর নেবুর রস, সৈন্ধব লবণ ও গন্ধক তামার পাতায় লেপ দিয়া ভস্ম হওয়া পর্যন্ত পুট প্রদান করিতে হইবে, এইরূপে তাম্র পাক হয়।

অন্যমতে তামার পাতায় লবণ, ক্ষার ও জম্বীর নেবুর রসে একদিন মর্দ্দন করিয়া সিজ ও আকন্দ দুগ্ধ মাখাইয়া বার বার পোড়াইয়া নিসিন্দার রসে নিঃক্ষেপ করিবে। পরে সমভাগ পারদ, দুগ্ধ, ঘৃত ও গন্ধক মিশাইয়া তিনপুট দিলে ভস্ম হইবে এবং পঞ্চামৃতে তিনপট দিবে।

শোধিত তাম্রের গুণ। অনুপান বিশেষে সেবন করিলে ক্ষয়, কুষ্ঠ, পাণ্ডু, শূল, মেহ, অর্শ ও বাত নষ্ট হয়। এক রতি হইতে ৬টি রতি মাত্রায় এক বৎসর পর্য্যন্ত সেবন করিলে মেদ, মৃত্যু ও জরা নষ্ট হয়।

তাম্র চক্ষু, বিষদোষ, যকৃৎ, প্লীহা, উদরী, ক্রিমি, শূল আমবাত, গ্রহণী, অর্শ এবং অম্লপিত্ত প্রভৃতি নাশ করিয়া থাকে। (রসেন্দ্রসারস°)

তাম্র অম্ল যোগে শুচি হয়, "তাম্রমম্লেন শুদ্ধতি" (মনু)। তাম্রপাত্রে ভোজন করিতে নাই। দেবপূজা প্রভৃতিতে তাম্র পাত্র প্রশস্ত, দেবপূজায় তাম্রনির্ম্মিত পাত্রই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ২ কুষ্ঠভেদ। ৩ রক্তবর্ণ। ৪ দ্বীপভেদ।

"দ্বীপং তাম্রাহ্বয়ঞ্চৈব পঞ্চমং রামকং তথা॥" (ভারত ২।৩১।৬২)

তাম্র, মহিষাসুরের এক বিখ্যাত সেনাপতি। এই দানব ইন্দ্র-যমাদি দেবগণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া শেষে দেবীর হস্তে নিহত হয়। (দেবীভা° ৫ম স্কন্ধ)

তাম্রক (ক্লী) তাম্র-স্বার্থে কন্। তাম্র। [তাম্র দেখ।]

তাম্রকণ্টক (পুং) নির্যাসপ্রধানকণ্টক বৃক্ষবিশেষ।

তাম্রকর্ণী (স্ত্রী) তাম্রবর্ণৌ কর্ণৌ যস্যাঃ বহুব্রী স্ত্রিয়াং ঙীষ্। পশ্চিমদিক্‌হস্তীর পত্নী। ইহার নাম অঞ্জনা। (অমর)

তাম্রকার (পুং স্ত্রী) তাম্রং করোতি তাম্রধাতুভিঃ পাত্রাদিকং নির্ম্মাতি কৃ-অণ্। বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ। পর্য্যায়—তাম্রিক, শৌল্বিক, তাম্রকুট্টক। (শব্দর°) এই জাতির বিষয়ে অনেক প্রকার মত আছে। কোনমতে আয়োগবের ঔরসে ও বিপ্রার গর্ভে এই জাতির উৎপত্তি হয়।

"আয়োগবেন বিপ্রায়াং জাতাস্তাম্রোপজীবিনঃ॥"

শূদ্রের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে আয়োগব জাতির উৎপত্তি হয়। এই তাম্রকার জাতি কংসকার জাতির অন্তর্গত এবং এই জাতি বৈশ্যার গর্ভে ব্রাহ্মণ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। আর একমতে বিশ্বকর্ম্মার ঔরসে শূদ্রার গর্ভে এই জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। ইহারা তাম্রের পাত্র প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে। [কাংসকার দেখ।]

তাম্রকিরি (পুং) লোহিতবর্ণ কীটবিশেষ।

তাম্রকুট্ট (পুং স্ত্রী) তাম্রং কুট্টয়তি কুট্ট অণ্। তাম্রকার। [তাম্রকার দেখ।]

তাম্রকুট্টক (পুং) তাম্রং কুট্টয়তি কুট্ট-ণ্বুল্। [তাম্রকার দেখ।]

তাম্রকুণ্ড (ক্লী) কুণ্ড, তাম্রময়ং কুণ্ডং। তাম্রময় জলাধার পাত্রভেদ, দেবপূজাদি করিবার সময় ইহাতে জল ফেলা হইয়া থাকে।

"শাম্বঃ উপচারাৎ তাম্রকুণ্ডং।" (উজ্জ্বল)

তাম্রকূট (পুং স্ত্রী) তাম্রস্য কূটমিব। ক্ষুপবিশেষ, তামাক।

"সম্বিদা কালকূটঞ্চ তাম্রকূটঞ্চ ধুস্তুরং।
অহিফেনং খর্জ্জুরসন্তারিকা তারতা তথা।
ইত্যষ্টৌ সিদ্ধিবীর্য্যাণি যথা সূর্য্যাষ্টকং প্রিয়ে॥" (কুলার্ণবত°)

তন্ত্রের মতে সম্বিদা, কালকূট, তাম্রকূট, ধুস্তুর, অহিফেন, খর্জ্জুরস, সারিকা, তারিতা এই ৮টী সিদ্ধি দ্রব্য।

তাম্রক্রিমি (পুং) তাম্রবর্ণঃ ক্রিমিঃ কীটঃ মধ্যলো°। ইন্দ্রগোপ-কীট। (হারা°)

তাম্রগর্ভ (ক্লী) তাম্রং গর্ভ ইব উৎপত্তিস্থানং যস্য বহুব্রী। তুত্থ, তুঁতে। ইহা তাম্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। [তুত্থ দেখ।]

তাম্রচক্ষুস্ (পুং) তাম্রচক্ষুষী যস্য বহুব্রী। যাহার চক্ষুঃ রক্তবর্ণ।

তাম্রচূড় (পুং স্ত্রী) তাম্রা রক্তা চূড়া যস্য বহুব্রী। ১ কুক্কুট, কুঁকড়া, তাম্রচূড়গণ প্রীত হইয়া "কুকু কুকু" শব্দ করিয়া থাকে। রাত্রিকালে যদি উক্তশব্দ ত্যাগ করিয়া অপর প্রকার শব্দ করে, তাহা হইলে ভয় হয়। কিন্তু নিশাবসানে স্বস্থ চিত্তে তাম্রচূড় তারস্বরে স্বাভাবিক শব্দ করিলে রাজার রাষ্ট্র ও পুর বৃদ্ধি হইয়া থাকে। (বৃহৎস° ৮৬।৩৪) [কুক্কুট দেখ।]

২ কুক্কুরদ্রুম, কুকসিমা, এই বৃক্ষের অগ্রভাগ রক্তবর্ণ। (স্ত্রী) ৩ কুমারানুচর মাতৃভেদ।

"সুভগা বাধিনী লম্বা তাম্রচূড়া বিকাসিনী" (ভারতস° ৪৭ অঃ)

(ত্রি) ৪ রক্ত শিখাযুক্ত।

তাম্রচূড়ভৈরব (পুং) ভৈরবভেদ।

তাম্রজাক্ষ (পুং) সত্যভামার গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের পুত্রভেদ।

(হরিব° ১৬২ অ°)

তাম্রতনু (ত্রি) তাম্রের ন্যায় শরীরবর্ণ।

তাম্রতুণ্ড (পুং) একপ্রকার বানর, ইহাদের মুখের রঙ্ অনেকটা তামার মত।

তাম্রত্রপুজ (পুং) তাম্রঞ্চ ত্রপু চ তাভ্যাং জায়তে জন-ড। কাংস্য, কাঁসা। [কাংস্য দেখ।]

তাম্রত্ব (ক্লী) তাম্রস্য ভাবঃ তাম্র-ত্ব। তাম্রের ভাব। রক্তবর্ণ।

তাম্রদুগ্ধা (স্ত্রী) তাম্রং রক্তং দুগ্ধং ক্ষীরং রসো যস্যাঃ বহুব্রী। গোরক্ষদুগ্ধা। (রাজনি°)

তাম্রদ্রু (পুং) রক্তচন্দন।

তাম্রদ্বীপ (পুং ক্লী) দক্ষিণদেশস্থিত দ্বীপবিশেষ, সহদেব দাক্ষিণাত্য বিজয় সময়ে এই দ্বীপ জয় করেন। তাম্রপর্ণী।

"দ্বীপং তাম্রাহ্বয়ঞ্চৈব পর্ব্বতং রামকং তথা।
তিমিঙ্গিলঞ্চ স নৃপং বশে কৃত্বা মহামতিঃ॥"

(ভারতস° ৩০ অ°)

তাম্রধাতু (পুং) তাম্র। [তাম্র দেখ।]

তাম্রধূম্র (ত্রি) রক্ত ও ধূম্রবর্ণ, তামাটে লাল।

তাম্রধ্বজ (পুং) রত্নপুরের রাজা ময়ূরধ্বজের পুত্র। ইনি যুদ্ধে অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণকে পরাজিত করিয়াছিলেন।

[তাম্রলিপ্ত ও ময়ূরধ্বজ দেখ।]

তাম্রপক্ষা (স্ত্রী) সত্যভামার গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের কন্যাভেদ।

(হরিব° ১৬২ অ°)

তাম্রপক্ষিন্ (পুং) কৃষ্ণের এক পুত্র।

তাম্রপট্ট (ক্লী) তাম্রনির্ম্মিতং পট্টং মধ্যলো° কর্ম্মধা। তাম্রময় লেখনপত্রভেদ, তাম্রশাসন। পূর্ব্বকালে ধর্ম্মবিদ্ রাজগণ ব্রাহ্মণদিগকে তাম্রপত্রে ভূমির পরিমাণাদি সমস্ত বিবরণ লিখিয়া স্বমুদ্রা চিহ্নিত করিয়া প্রদান করিতেন, ব্রাহ্মণগণ পুরুষানুক্রমে সেই ভূমি ভোগ করিতেন। পরে অন্য কোনও রাজা ঐ ভূমির করাদি লইতেন না। ঐরূপ ভূমি দান করা অপেক্ষা পরদত্ত ভূমির রক্ষা করা অতিশয় পুণ্যজনক।* ভারতের সকল স্থান হইতেই এইরূপ শতশত তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। তদ্দ্বারা ভারতীয় রাজগণের বংশাবলী ও ইতিহাস অনেকটা স্থির হইতেছে।

তাম্রপত্র (পুং) তাম্রং রক্তং পত্রং যস্য বহুব্রী। ১ জীবশাক। ২ রক্তবর্ণ পত্র বিশিষ্ট। কর্ম্মধা। ৩ তাম্রময় লেখনপত্র। ৪ রক্তদল নবপল্লব।

তাম্রপত্রক (পুং) [তাম্রপত্র দেখ।]

তাম্রপর্ণ, সিংহল দ্বীপের নামান্তর (Taprobane)।

[সিংহল দেখ।]

তাম্রপর্ণী, মান্দ্রাজের অন্তর্গত তিন্নেবেলি জেলার একটী নদী। ইহার স্থানীয় নাম "পরুনৈ"। টলেমী ও পেরিপ্লাস্ ইহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ইহা পশ্চিমঘাট পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া দক্ষিণপূর্ব্বাভিমুখে অম্বাসমুদ্রম পর্য্যন্ত গিয়াছে, তৎপরে উত্তরপূর্ব্বমুখে তিন্নেবেলি হইতে শ্রীবৈকুণ্ঠম পর্য্যন্ত তৎপরে কখন দক্ষিণ কখন বা পূর্ব্বমুখে গিয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে।

ইহার মূলে চিত্তার প্রভৃতি উপনদী আছে। ইহার দৈর্ঘ্য মোট ৭০ মাইল। এই নদীদ্বারা তিন্নেবেলি জেলায় ১৯৫০০০ বিঘা জমীতে জল সঞ্চার হয়। এই জল-সঞ্চারের সুবিধার জন্য স্থানে স্থানে নদীগর্ভে এনিকাট প্রস্তুত হইয়াছে। সর্ব্বশুদ্ধ আটটী এনিকাট আছে; সাতটী হিন্দুরাজগণের প্রস্তুত, ৮মটী শ্রীবৈকুণ্ঠম্ নামক স্থানে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ দ্বারা নির্ম্মিত হইতে আরম্ভ হইয়া ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে শেষ হইয়াছে। এই এনিকাট সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৭৭.২০ ফিট্ উচ্চ। কখন কখন নদী এত পূর্ণমাত্রায় ভরিয়া উঠে, যে, তখন এনিকাট ডুবিয়া যায়, এ পর্য্যন্ত একপ ডুবিয়া এনিকাটের উপরেও ১১½ ফিট্ জল জমিতে দেখা গিয়াছে। ইহার তীরে কোল-কাই নামক একটী স্থান এখন সমুদ্র হইতে ৫ মাইল দূর হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু টলেমীর বর্ণনায় এই স্থানটী সমুদ্রবর্ত্তী বন্দর বলিয়া জানা যায়। এই কোলকেই এখন গ্রামমাত্রে পর্য্যবসিত। তামিল ভাষায় কোলকৈ অর্থে সেনাদল বা সেনাশিবির বুঝায়। কয়াল নামে আরও একটী ক্ষুদ্রগ্রাম সমুদ্র হইতে দুই মাইল দূরে আছে। মার্কপোলো এই কয়াল-কেই কয়েল বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

রামায়ণ, মহাভারত ও সকল প্রধান পুরাণে এই নদীর উল্লেখ আছে। প্রিয়দর্শী অশোকের ১৩শ অনুশাসনে এই নদীর উল্লেখে লিখিত আছে যে, 'দক্ষিণে চোড়গণ ও পাণ্ড্যগণ তম্বপন্নী (তাম্রপর্ণী) পর্য্যন্ত বাস করিতেন, সেখানে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল'।

এই নদীর উৎপত্তির নিকট আর এক তাম্রপর্ণী নদী আছে, তাহা পশ্চিমমুখে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে।

---

* "দত্ত্বা ভূমিং নিবন্ধং বা কৃত্বা লেখ্যন্তু কারয়েৎ।
আগামিভদ্রনৃপতিপরিজ্ঞানায় পার্থিবঃ॥
পটে বা তাম্রপট্টে বা স্বমুদ্রোপরিচিহ্নিতং।
অভিলেখ্যাত্মনো বংশ্যানাত্মানঞ্চ মহীপতিঃ।
প্রতিগ্রহপরীমাণং দানচ্ছেদোপবর্ণনং।
স্বহস্তকালসম্পন্নং শাসনং কারয়েৎ স্থিরং॥" (যাজ্ঞবল্ক্য)

২ বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত বেলগাম্ জেলায় ঘাটপর্ণা নদীতে সিদ্ধতল নামকস্থানে তাম্রপর্ণী নামে এক উপনদী বাকাল হইতে আসিয়া পড়িয়াছে। এই উপনদী গন্ধর্বগড়ের নিকট মল্লপ্রভা শিখরে প্রবাহিত।

৩ সিংহলদ্বীপের একটী নগরী, যাহা হইতে সমস্ত সিংহল তাম্রপর্ণ নামে খ্যাত হয়। ৪ মঞ্জিষ্ঠা।

তাম্রপর্ণীয় (পুং) সিংহলদ্বীপবাসী বৌদ্ধ।

তাম্রপল্লব (পুং) তাম্রাণি পল্লবানি যস্য বহুব্রী। অশোক-বৃক্ষ, পর্য্যায়—হেমপুষ্প, বঞ্জুল, কঙ্কেলি, পিণ্ডপুষ্প, গন্ধপুষ্প, নট। (ভাবপ্র°)

তাম্রপাকিন (পুং) পাক এব পাকঃ পচ-ঘঞ্, তাম্রঃ পাক-বৎঃ পাক পাকুলাক রক্তাস্য ইতি ইনি। গর্দ্দভাণ্ড বৃক্ষ, গাধি-ভাঁট গাছ। (রত্নমালা)

তাম্রপাত্র (ক্লী) তাম্রনির্ম্মিতং পাত্রং কর্ম্মধা। তাম্রময় পাত্র, তাম্রপাত্রে তর্পণ প্রশস্ত। কোন দৈবকার্য্য করিতে হইলে তাম্রপাত্রে সঙ্কল্প করিতে হয়। তাম্রপাত্রে ভোজন নিষিদ্ধ। তাম্রপাত্রে মধু ও দুগ্ধ রাখিলে মদ্যতুল্য হয়।

"নারিকেলোদকং কাংস্যে তাম্রপাত্রে স্থিতং মধু।

গব্যঞ্চ তাম্রপাত্রস্থং মদ্যতুল্যং ঘৃতং বিনা॥" (স্মৃতিসাগর)

তাম্রপাত্রে ঘৃত রাখা প্রশস্ত। তাম্রপাত্রে দধি ও মাংস দূষ-নীয় কিন্তু দ্রব্যান্তরযুক্ত মাংস ও গুড়যুক্ত দধি দূষণীয় নহে। তাম্রের পাত্র প্রশস্ত। তাম্রপাত্রাভাবে মৃৎপাত্রই হিতকর।

"নলদ ক্রব তাম্রস্য তদভাবে মৃদো হিতং।" (ভাবপ্র°)

২ তাম্রশাসন, যে তাম্রপট্ট লিখিয়া রাজা ভূস্বামী দান করেন।

"তাম্রপাত্রে দৃঢ়ং লেখ্যা শাসনানি চকার চ।

এতেভ্যো দশ ধান্ পুরুং কৌ বল্লালসেনকঃ॥"

(হরিমিশ্র কারিকা।)

তাম্রপাদী (স্ত্রী) হংসপদীলতা, গোয়ালে লতা। (রাজনি°)

তাম্রপুষ্প (পুং) তাম্রবর্ণং পুষ্পং যস্য বহুব্রী। রক্তকাঞ্চন-পুষ্পবৃক্ষ, পর্য্যায়—কোবিদার, চমরিক, কুদ্দাল, যুগপত্রক, কুণ্ডলী, তাম্রক, যমলচ্ছদ। ২ ভূমিচম্পক, ভুঁইচাঁপা। (ত্রি) ৩ রক্তপুষ্পযুক্ত মাত্র। (স্ত্রী) তাম্রং পুষ্পং কর্ম্মধা। ৪ রক্তপুষ্প।

তাম্রপুষ্পিকা (স্ত্রী) তাম্রবর্ণং পুষ্পং যস্যাঃ বহুব্রী কপ্ টাপি অতইত্বং। রক্তত্রিবৃৎ, লাল তেউড়ী। (রাজনি°)

তাম্রপুষ্পী (স্ত্রী) তাম্রং পুষ্পং যস্যাঃ বহুব্রী স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ১ ধাতকীপুষ্প, ধাই ফুল, পর্য্যায়—ধাতুপুষ্পী, কুঞ্জরা, সুভিক্ষা, বহুপুষ্পী, বহ্নিজ্বালা। (ভাবপ্র°)

২ পাটলাবৃক্ষ, পারুলগাছ। [পাটলা দেখ।] ৩ শ্যামালতা।

তাম্রপ্রয়োগ (পুং) ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—৮ তোলা পরিমিত তাম্র পাত্রে দগ্ধ করিয়া যথাক্রমে আমন্দের আটায়, নিসিন্দার রসে, গোক্ষুরের রসে ও মনসার আটায় তিন বার প্রক্ষিপ্ত করিয়া শোধন করিয়া লইবে। পরে পারা ৪ তোলা ও গন্ধক ৮ তোলা এই উভয়ে কজ্জলী করিয়া ঐ কজ্জলীর অর্দ্ধভাগ আমাদের রসে মাড়িয়া তাহা দ্বারা পূর্ব্বোক্ত তাম্রপত্র লিপ্ত করিবে। অনন্তর ঐ তাম্রপাত্র অন্ধমূষায় বদ্ধ করিয়া ৫টী পুট দিবে।

ইহার মাত্রা ২ রতি। অনুপান মধু ও ঘৃত। ইহা সেবন করিলে সকল প্রকার ভগন্দর ও ক্ষত প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্য রত্না° ভগন্দরাধিকার)

তাম্রফল (পুং) তাম্রং রক্তবর্ণং ফলং যস্য বহুব্রী। ১ অঙ্কোঠ বৃক্ষ। (রাজনি°) (ত্রি) ২ রক্তফলযুক্ত বৃক্ষমাত্র। (ক্লী) তাম্রং ফলং কর্ম্মধা। ৩ রক্তফল।

তাম্রফলক (ক্লী) তাম্রনির্ম্মিতং ফলকং মধ্যলো° কর্ম্মধা। তাম্রনির্ম্মিত পট্ট। [তাম্রপট্ট দেখ। তামার চাদর।

তাম্রমুখ (ত্রি) তাম্রং মুখং যস্য বহুব্রী। অরুণবদন, যাহাদের মুখ রক্তবর্ণ।

তাম্রমূলা (স্ত্রী) তাম্রং মূলং যস্যাঃ বহুব্রী অজাদিত্বাৎ টাপ্। ১ দুরালভা। ২ লজ্জালু, লাজালু। ৩ কচ্ছুরাবৃক্ষ, হিন্দীভাষায় খিবাচ। ৪ মঞ্জিষ্ঠা। ৫ রক্তমূলক বৃক্ষমাত্র। (ক্লী) তাম্রং মূলং কর্ম্মধা। ৬ রক্তমূল।

তাম্রমৃগ (পুং) তাম্রঃ রক্তবর্ণঃ মৃগঃ কর্ম্মধা। লোহিতবর্ণ হরিণ।

তাম্রযোগ (পুং) তাম্রস্য যোগঃ ৬তৎ। চক্রদত্তোক্ত ঔষধ-বিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—পারদ ১ মাষা ও গন্ধক ১ মাষা লইয়া যথাবিধানানুসারে শোধন ও মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিবে, তৎপরে ঐ কজ্জলী একটী দৃঢ় ও নূতন মৃৎপাত্রে রাখিয়া তদুপরি কাঁটানটের মূলচূর্ণ ২ মাষ দিবে, তাহার পর ১৫ মাষা পরিমিত কণ্টবেধ যোগ্য নেপালদেশীয় তাম্রপাত জামবোলীর রসে শোধিত করিয়া পাত্রস্থ ঔষধে ঢাকা দিতে হইবে এবং খড়ি বা লেই করিয়া তাম্রপাত মৃত্তিকাপাত্রের সহিত উত্তমরূপে জোড় লাগাইয়া দিবে, যেন উহা ভেদ করিয়া নিম্নে বালুকা পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতে না পারে। তদুপরি বালুকা দিয়া পাত্র পূর্ণ করিতে হইবে। তৎপরে ঐ পাত্রের তলায় অর্থাৎ নীচে এক ঘণ্টাকাল জ্বাল প্রদান করিয়া পাত্রটী নামাইতে হইবে।

শীতল হইলে পাত্রের উপরিস্থিত বালুকা সকল বাহির করিয়া ফেলিবে এবং নিম্নস্থ তাম্রপাত ও কজ্জলী প্রভৃতি তুলিয়া একত্র খলে পেষণ করিয়া লইতে হইবে।

ঐ পৌষ্টিক চূর্ণ ১ রতি, ত্রিফলাচূর্ণ ১ রতি, ত্রিকটুচূর্ণ ১ রতি ও বিড়ঙ্গচূর্ণ ১ রতি একত্র মিশ্রিত করিয়া ঘৃত ও মধুর সহিত লেহন করিয়া শীতলজল পান করিবে। উক্ত দ্রব্য একরতি হইতে ১২ দিন পর্য্যন্ত ক্রমে এক এক রতি করিয়া বৃদ্ধি করিবে। পরে ১২ দিনের পর হইতে এক এক রতি করিয়া কমাইয়া সেবন করিবে। উক্ত ঔষধের সঙ্গে সঙ্গে ত্রিফলা ও ত্রিকটুচূর্ণের মাত্রাও এক এক রতি করিয়া বৃদ্ধি করিতে হয়। কিন্তু বিড়ঙ্গের মাত্রা ঠিক রাখিতে হইবে। যদি রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ থাকে এবং বিরেচন আবশ্যক হয়, তবে বিড়ঙ্গচূর্ণ ২ রতি দিবে, তাহা হইলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইবে। এই তাম্রযোগ গ্রহণী-রোগের একটী উত্তম ঔষধ। ইহাতে অম্লপিত্ত, ক্ষয় ও শূলরোগ বিনষ্ট হয়, বল ও বর্ণ বৃদ্ধি হইয়া আয়ুর বৃদ্ধি হইয়া থাকে। (চক্রদত্ত গ্রহণ্যধিকার)

তাম্ররসায়না (স্ত্রী) তাম্রবৎ রক্তনির্যাসস্য অয়নী যস্যাঃ। গোরক্ষতণ্ডুল। (জটাধর)

তাম্রলিপ্ত, একটী অতি প্রাচীন জনপদ। মহাভারত ভীষ্ম-পর্ব্ব (৯।৫৬), হরিবংশ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, অথর্ব্বপরিশিষ্ট প্রভৃতি পৌরাণিক গ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে। শব্দরত্নাবলী, ত্রিকাণ্ডশেষ ও হেমচন্দ্রের অভিধানচিন্তামণিতে ইহার এই কয়টী পর্য্যায় দেখা যায়—

তমোলিপ্ত, তামলিপ্ত, বেলাকূল, তমালিকা, তামলিপ্তী, দামলিপ্ত, স্তম্ভপুরী, বিষ্ণুগৃহ।

জৈমিনিভারতে রত্নপুর এবং প্রাচীন কাশীরামদাসের মহাভারতে রত্নাবতীপুর নামে ইহার উল্লেখ আছে। ইহার স্থানীয় একটী প্রাচীন নাম রত্নাকর। বর্ত্তমান নাম তমো-লুক, তমলুক বা তাম্‌লুক।

পাশ্চাত্য ভৌগোলিক টলেমি তামালিতিস্ (Tamalites) এবং মহাবংশ ও দাঠাবংশকার তাম্রলিত্তি নামে এই স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন। উভয় শব্দই সংস্কৃত তাম্রলিপ্ত শব্দ হইতে উৎপন্ন।

গ্রীকদূত মেগাস্থেনিস গঙ্গার পরপারে তালুক্টি (Taluctæ) নামে একজাতির উল্লেখ করিয়াছেন। অনুবাদক মাক্রিণ্ডল সাহেবের মতে ঐ শব্দ তাম্রলিপ্তবাসি নির্দ্দেশক।*

তাম্রলিপ্তের নামোৎপত্তি সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলেন, কিন্তু কেন এই নাম হইল, এখনও তাহা স্থির হয় নাই। [তমলুক দেখ।] দিগ্বিজয়প্রকাশে নাম সম্বন্ধে একটী অদ্ভুত উপাখ্যান আছে, তাহা এই—

যে সময়ে বৃন্দাবনে বাসুদেব রাসলীলা করিতেছিলেন, সেই সময় তাঁহার ইচ্ছায় চন্দ্রসূর্য্যের স্তম্ভন হইয়াছিল। পরে সূর্য্যদেব সারথিকে বলিয়াছিলেন, আমি ভারতে দিন করিব, তুমি উদয়াচল হইতে শীঘ্র এস। সারথি রশ্মি লইয়া উত্থিত হইলে তাহাকে জ্যোৎস্না পাইতে হইল, তখন অরুণ দূরীভূত হইয়া সমুদ্রপ্রান্তে লিপ্ত হইল, যে স্থানে লিপ্ত হইয়াছিল সেইস্থান তাম্রলিপ্ত নামে খ্যাত হয়।* পরে রাসলীলা অবসান হইলে দিবাকর অরুণকে উদ্ধার করিলেন ও সেই স্থান ধনধান্যবান হইয়া পড়িল।

প্রাচীন ও আধুনিক অবস্থান। মহাভারত পাঠে বোধ হয় এই জনপদ সমুদ্রের ধারে ও কপিশের পার্শ্বে ছিল। পালি মহাবংশ পাঠে জানা যায়, খৃষ্টজন্মের ৩০৭ বর্ষ পূর্ব্ব হইতে তাম্রলিপ্তনগরী সমুদ্রকূলবর্ত্তী একটী বন্দর বলিয়া বিখ্যাত ছিল। এই সময়ে সিংহলরাজ এই বন্দরে অর্ণবযানে আরোহণ করিয়াছিলেন। এই বন্দর হইতেই বৌদ্ধদিগের আরাধ্য বোধিদ্রুম সিংহলদ্বীপে প্রেরিত হইয়াছিল,—যাহার জন্য সাগরকূলে দাঁড়াইয়া সম্রাট্ অশোক বিলাপ করিয়াছিলেন†। দাঠাবংশে লিখিত আছে, দন্তকুমার ও হেমমালা এই প্রাচীন বন্দরে অর্ণবযানে উঠিয়া বুদ্ধদন্ত সিংহলে লইয়া গিয়াছিলেন। বৃহৎকথার উপাখ্যান পাঠে জানা যায় যে, শত শত বণিক এখানে অর্ণবপোতে আরোহণ করিতেন। খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দে চীন-পরিব্রাজক ফা-হিয়ান্ দুই বৎসরকাল এখানে অবস্থান করিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থাদির প্রতিলিপি লইয়া সমুদ্রপথে সিংহল যাত্রা করিয়াছিলেন‡। তাঁহারও দুইশত বর্ষ পরে চীনপরিব্রাজক হিউএনসিয়াং এখানে অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু এইকালে নগর হইতে সাগর-স্রোত কিছুদূরে সরিয়া গিয়াছিল§

পাণ্ডববিজয় নামক সংস্কৃত জৈন গ্রন্থে লিখিত আছে—

"তাম্রলিপ্তদেশদক্ষে ভাগীরথ্যাস্তটে নৃপ।
ত্রিযোজনপরিমিতো গোপো যত্র চ ভূমিপঃ॥"

ভাগীরথীর তটে উৎকলভাগে ত্রিযোজন পরিমিত তাম্রলিপ্ত দেশ, এখানে অনেক গোপ আছে।

* Indian Antiquary Vol. VI. p. 339n.

* "জ্যোৎস্নাপতিতকিরণৈর্দূরীভূতোহি চারুণঃ।
সমুদ্রপ্রান্তভূমৌ চ লিপ্তঃ প্রান্তিমোহিতঃ॥ ৩৩
অরুণাখ্য সারথেশ্চ লেপনাৎ নৃপশেখর।
তাম্রলিপ্তমতো লোকে গীয়তে পূর্ব্ববাসিভিঃ॥" ৩৭ (দিগ্বিজয়প্রকাশ)

† মহাবংশ ১১শ ও ১৯শ পরিচ্ছেদ।

‡ S Beal's Fa Hian.

§ Beal's Records of the Western World.

ইহাতে বোধ হয়, একসময়ে গঙ্গার কোন শাখার নিকট তাম্রলিপ্ত অবস্থিত ছিল।

বিশতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে লিখিত দিগ্বিজয়প্রকাশে লিখিত আছে—

"মণ্ডলঘট্টদক্ষিণে চ হৈজলস্ত চ হ্যুত্তরে।
তাম্রলিপ্তো মহাদেশঃ বণিক্জন নিবাসভূঃ ॥
দ্বাদশযোজনৈর্যুক্তঃ রূপনদ্যাঃ সমীপতঃ॥"

মণ্ডলঘাটের দক্ষিণে ও হিজলীর উত্তরে বণিকদিগের বাসভূমি তাম্রলিপ্তপ্রদেশ ১২ যোজন বিস্তৃত ও রূপা অর্থাৎ রূপনারায়ণ নদীর নিকট অবস্থিত।

দিগ্বিজয়প্রকাশ পাঠে বোধ হয়, তৎকালে তাম্রলিপ্ত নগর সমুদ্রকূল হইতে অনেকদূরে অবস্থিত ছিল, তবে মধ্যে মধ্যে বন্যার সময় সমুদ্রের জল আসিয়া পড়িত।

এখন আর তাম্রলিপ্ত নগর সমুদ্রতটে নহে, সমুদ্র এখন ত্রিশ ক্রোশ দূরে সরিয়া গিয়াছে।

[তমলুক শব্দে বর্ত্তমান অবস্থান দ্রষ্টব্য।]

পুরাতত্ত্ব। তাম্রলিপ্ত অতি প্রাচীন জনপদ, বেদ, উপনিষদ্ অথবা রামায়ণে ইহার কোন উল্লেখ না থাকিলেও মহাভারত এবং সকল প্রধান পুরাণে ইহার উল্লেখ দেখা যায়। রামায়ণে তাম্রলিপ্তের নিকটবর্ত্তী জনপদের উল্লেখ আছে, কিন্তু এই বিখ্যাত স্থানের কোন উল্লেখ না থাকায়, বোধ হয় তৎকালে এই স্থান সমুদ্রের গর্ভশায়ী ছিল। মহাভারতের সময়ে এই স্থান জাগিয়া উঠে ও জনপদে পরিণত হয়। কেহ কেহ লিখিয়াছেন, তৎকালে এই স্থান কলিঙ্গরাজ্যের অন্তর্গত ছিল। কিন্তু—

"কলিঙ্গস্তাম্রলিপ্তশ্চ পত্তনাধিপতিস্তথা।"

ভারত আদি ১৮৬।৩১।

মহাভারতের এই বচনানুসারে কলিঙ্গ ও তাম্রলিপ্ত বিভিন্ন রাজার অধীন বিভিন্ন জনপদ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। দ্রোণপর্ব্বে লিখিত আছে, এখানকার ক্ষত্রিয় রাজাও পরশুরামের নিশিত শরাঘাতে নিহত হইয়াছিলেন।*

সভাপর্ব্বের মতে রাজসূয় যজ্ঞকালে ভীমসেন এখানকার রাজাকে পরাজয় করিয়া কর আদায় করিয়াছিলেন।

(সভাপ° ২৯ অঃ।)

কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে এখানকার বীরগণ দুর্য্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল। তাহারা ম্লেচ্ছ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

"শকাঃ কিরাতাদরদাঃ বর্ব্বরাস্তাম্রলিপ্তকাঃ।
অন্যে চ বহবো ম্লেচ্ছা বিবিধায়ুধপাণয়ঃ ॥" (দ্রোণপ° ১১৯ ১৫)

উক্ত বিবরণ পাঠে বোধ হয়, মহাভারতের সময় এখানে ম্লেচ্ছের রাজত্ব ছিল। জৈমিনীয় আশ্বমেধিক পর্ব্বে লিখিত আছে—

যে সময় ময়ূরধ্বজের পুত্র তাম্রধ্বজ পিতার অশ্বমেধীয় মুক্ত অশ্ব রক্ষায় ছিলেন, সেই সময় অর্জ্জুনের অশ্ব তাঁহার অশ্বের নিকট আসিল। তাম্রধ্বজের সেনাপতি বহুলধ্বজ সেই অশ্বের ললাটস্থ পত্র পাঠ করিয়া তাম্রধ্বজকে জানাইলেন। অনতিবিলম্বে শ্রীকৃষ্ণ গৃধ্রব্যূহ রচনা করিয়া অশ্ব উদ্ধার করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। অর্জ্জুন অনুশাল্ব, প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ, হংসধ্বজ, সাত্যকি, যৌবনাশ্ব, বভ্রুবাহন প্রভৃতি মহাযোধগণও সঙ্গে ছিলেন। তাম্রধ্বজের সহিত তাঁহাদের ঘোরতর যুদ্ধ হইল। মহাবীর তাম্রধ্বজের নিকট একে একে সকলেই পরাজিত হইলেন। এমন কি কৃষ্ণার্জ্জুন পর্য্যন্ত মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। মণিপুরে এই ঘটনা হয়। ঘটনাক্রমে ময়ূরধ্বজের যজ্ঞীয় অশ্ব ও সেই সঙ্গে অর্জ্জুনের অশ্বও রত্নপুর (তাম্রলিপ্ত) অভিমুখে চলিল। কাজেই তাম্রধ্বজ মূর্চ্ছিত কৃষ্ণার্জ্জুনকে ফেলিয়া অশ্বের পশ্চাৎ পশ্চাৎ পিতার রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন ও পিতার নিকট সকল কথা জানাইলেন। ময়ূরধ্বজ পুত্রের মুখে কৃষ্ণার্জ্জুনের অবমাননা শুনিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলেন ও পুত্রকে যথেষ্ট ভৎসনা করিলেন। এ দিকে মূর্চ্ছান্তে শ্রীকৃষ্ণ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ও অর্জ্জুন বালকবেশে রত্নপুরে আসিয়া ময়ূরধ্বজের নিকট উপস্থিত হইলেন। এখানে কৃষ্ণ ছলনাপূর্ব্বক ময়ূরধ্বজকে জানাইলেন যে তাঁহার এক পুত্রকে সিংহ ধরিয়াছে; যদি রাজা আপনার অর্দ্ধশরীর প্রদান করেন, তাহা হইলে সিংহ তাঁহার পুত্রটী ফিরিয়া দেয়। ধার্ম্মিকপ্রবর ময়ূরধ্বজ তাহাতেই সম্মত হইলেন। সহধর্ম্মিণী কুমুদ্বতী ও পুত্র তাম্রধ্বজ উভয়েই তাঁহার জন্য স্ব স্ব দেহ উৎসর্গ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু রাজা তাহাদিগকে অনেক বুঝাইয়া আপনার অঙ্গ দ্বিখণ্ড করিতে আদেশ করিলেন। ভার্য্যা ও পুত্র উভয়ে মিলিয়া করাত দ্বারা রাজা ময়ূরধ্বজের মস্তক দ্বিখণ্ড করিল। এই সময় সাধুচেতা ময়ূরধ্বজ সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, "পরের উপকারের জন্য যাহাদের শরীর ও অর্থ, তাঁহারাই প্রকৃত মানুষ। যে দেহ বা যে অর্থ পরের উপকারে বায়িত না হয়, তাহা সর্ব্বথা শোচনীয়।"

* "অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গাংশ্চ বিদেহান্ তাম্রলিপ্তকান্।
শিবীনস্থাংশ্চ রাজন্যান্ দেশাদ্দেশাৎ সহস্রশঃ।
নিজঘান শিতৈর্বাণৈর্জামদগ্ন্যঃ প্রতাপবান্ ।" (ভারত দ্রোণ ৭০।১১।)

বাসুদেব ময়ূরধ্বজের নিঃস্বার্থ আত্মোৎসর্গে অত্যন্ত মুগ্ধ হইলেন এবং স্ব স্ব রূপে দেখা দিলেন। নর-নারায়ণের রূপ দেখিয়া আজ ময়ূরধ্বজ কৃতকৃতার্থ হইল। তিনি ধনজন রাজ্য-সম্পদ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন। (১)

তমলুকে এখনও প্রবাদ আছে, পরমবৈষ্ণব রাজা ময়ূরধ্বজ সর্ব্বদা নর-নারায়ণরূপী কৃষ্ণার্জ্জুনের সহবাসে থাকিতে ও সর্ব্বদা তাঁহাদের দেখিতে পাইবে এই অভিপ্রায়ে একটী সুবৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে উভয়ের মূর্ত্তি স্থাপন করেন, সেই মূর্ত্তিদ্বয় এখন জিষ্ণুনারায়ণ নামে খ্যাত। বহুকাল হইল, সেই প্রাচীন মন্দির রূপনারায়ণের গর্ভশায়ী হইয়াছে; এখন সেই মূর্ত্তিদ্বয় অন্য একটী মন্দিরে রক্ষিত আছে। বর্ত্তমান মন্দির চারি পাঁচশত বর্ষের অধিক প্রাচীন হইবে না।

তাম্রলিপ্তমাহাত্ম্যে লিখিত আছে—

'তাম্রলিপ্ত তীর্থ শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয়স্থান। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন, দেখ অর্জ্জুন! তমোলিপ্ত অপেক্ষা প্রীতিকর স্থান আর আমার নাই। লক্ষ্মী যেমন আমার বক্ষঃস্থল পরিত্যাগ করে না, তেমনি আমিও তমোলিপ্ত পরিত্যাগ করিতে পারিব না। হে কৌন্তেয়! তুমি নিশ্চয় জানিও, কালে কালে যুগে যুগে আর সব পরিত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু এই তমোলিপ্ত কখন পরিত্যাগ করিব না।' (২)

এখানকার জিষ্ণুনারায়ণের মন্দির, বর্গভীমা দেবী ও কপালমোচন তীর্থ সমধিক বিখ্যাত। তাম্রলিপ্তমাহাত্ম্যে লিখিত আছে—

"কপালমোচনে স্নাত্বা মুখং দৃষ্ট্বা জগৎপতেঃ।
বর্গভীমাং সমালোক্য পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥"

কপালমোচনতীর্থে স্নান করিয়া জিষ্ণুনারায়ণ ও বর্গভীমার মুখ দর্শন করিলে আর পুনর্জন্ম হয় না। এইরূপ তাম্রলিপ্তের মাহাত্ম্যসূচক অনেক কথা স্থানীয় মাহাত্ম্যে বর্ণিত আছে।

এইরূপ বহুকাল হইতে বৌদ্ধ ও হিন্দু উভয়ের নিকট বিশেষ খ্যাতিলাভ করিলেও বহুদিন হইতেই তাম্রলিপ্তের সেই পূর্ব্বতন মহাসমৃদ্ধি বিলুপ্ত হইয়াছে। এখন আর এখানে সেরূপ বন্দর নাই। অথবা হিন্দু তীর্থযাত্রিগণ প্রধান তীর্থ ভাবিয়া এই স্থান দর্শন করিতে কেহ গমন করেন না।

তাম্রলিপ্তের পূর্ব্বসমৃদ্ধি কেন বিলুপ্ত হইল? এ সম্বন্ধে দিগ্বিজয়প্রকাশ নামক সংস্কৃত ভৌগোলিক গ্রন্থে একটী অপূর্ব্ব উপাখ্যান লিখিত হইয়াছে, তাহা এই—

কায়স্থবংশে পরশুধার নামে এক অস্ত্রশাস্ত্রবিশারদ রাজা জন্মগ্রহণ করেন, তিনি তাম্রলিপ্ত ও কাশখোলা শাসন করিতেন। তিনি বহুদূর দেশ হইতে বৈদিক ব্রাহ্মণ আনাইয়া ভীমাদেবীর প্রসাদে যাগ করাইয়াছিলেন; ঘটনাক্রমে এক দিন এক ব্রাহ্মণ আসিয়া রাজার নিকট শত ভার রৌপ্য প্রার্থনা করিলেন। রাজা পরশুধার জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনি কোথা হইতে আসিয়াছেন এবং কেনই বা ধন চাহিতেছেন?' ব্রাহ্মণ উত্তর করেন, 'ভাগীরথীর উত্তরে কৌশিকীনদীতীরে মাড়বপুরে আমার বাস, সনকগোত্রে আমার জন্ম। আমায় তিনটী বিবাহ করিতে হইবে। যদি তোমার যজ্ঞ সাঙ্গ করিতে চাও, তবে এখন আমায় লক্ষ মুদ্রা প্রদান কর।' রাজা ব্রাহ্মণের অসঙ্গত বাক্য শুনিয়া 'দূর দূর' করিয়া তাঁহাকে তাড়াইয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ এই বলিয়া রাজাকে শাপ দিলেন, 'তুই নির্ব্বংশ হ, আজ হইতে তাম্রলিপ্তের মধ্যে মধ্যে শস্যশালী ভূমি সকল সমুদ্রের জলে প্লাবিত হউক। এই স্থান ক্ষার ভূমিতে পরিণত হউক। এখানকার অধিবাসিগণ ক্রিয়াহীন, দরিদ্র ও বুদ্ধিযোগে দুষ্ট হউক। যেন কেহ আর এখানে সুখী না হয়। কলির ৪৫০০ বর্ষ হইলে এখানে ম্লেচ্ছের আধিপত্য হইবে, তোর বংশ নির্ব্বংশ হইবে এবং ভীমাদেবীও নিজধামে গমন করিবেন।' (৩)

এখন কলির গতাব্দ ৪৯৯১। যদি দিগ্বিজয়প্রকাশ মানিতে হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে ৪৯৭ বর্ষ গত হইল বর্গভীমা দেবী অন্তর্হিত হইয়াছেন, এখন কেবল তাঁহার মূর্ত্তিখানি পড়িয়া আছে।

এখানে কৈবর্ত্তজাতিরই বাস অধিক, ব্রাহ্মণ অথবা কায়স্থজাতির অধিক বাস নাই। এমন কি এখানকার ব্রাহ্মণগণও অনেকটা হীনাবস্থায় পতিত হইয়াছে। বোধ হয়, এইজন্য দিগ্বিজয়প্রকাশে তাম্রলিপ্ত-বিবরণে লিখিত আছে—

---

(১) জৈমিনিভারত ৪১ হইতে ৪৬ অধ্যায়। কাশীদাসী মহাভারতেও এই গল্পটী আছে, কিন্তু মূল মহাভারতে আদৌ নাই।

(২) "তমোলিপ্তাৎ পরং স্থানং নাস্মাকং প্রীতিরিষ্যতে।
যাদৃশং হৃদয়ং লক্ষ্ম্যা যথাত্যাজ্যং তথা মম।
তমোলিপ্তং নহি ত্যাজ্যমিত্যেব সুনিশ্চিতম্।
ত্যজামি সর্ব্বতীর্থানি কালে কালে যুগে যুগে।
তমোলিপ্তন্তু কৌন্তেয় ন ত্যজামি কদাচন।"

(৩) "কলের্বর্ষসহস্রাণি বেদপঞ্চশতানি চ।
তদা ম্লেচ্ছমুখা দেশে তাম্রলিপ্তে হি ভাবিনঃ।
তব বংশোঽপি নির্ব্বংশো ভবিষ্যতি তদা খলু।
ভীমাদেবী তদৈবাপি নিজধাম গমিষ্যতি।
অর্থহীনা বলৈর্হীনা ভাবিনো মানবাঃ সদা।"
(দিগ্বিজয়প্রকাশ ১০১-১০৩।)

"প্রায়ো জানকবিপ্রাশ্চ বন্তুবুঃ পণ্ডিতাঃ দ্বিজাঃ।
কৈবর্ত্তসদৃশাঃ প্রায়াঃ কৃষিকর্ম্মরতাঃ সদা॥"

বর্গভীমার মন্দিরের উপর যে শ্লেচ্ছের লক্ষ্য হইয়াছিল, তাহা তথাকার বাদশাহী সনন্দ দৃষ্টে জানা যায়।

পূর্ব্বকালে তাম্রলিপ্তে যে সকল রাজা রাজত্ব করেন, তাহাদের ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়া যায় না। অধিক দিন এখানকার প্রাচীনতম রাজবংশ বিলুপ্ত হইয়াছে; বর্ত্তমান রাজবংশের পুত্রাদিক্রমিক ধারাবাহিক তালিকা এইরূপ পাওয়া যায়।

১ বিদ্যাধর রায়।
২ নীলকণ্ঠ রায়।
৩ জগদীশ রায়।
৪ চন্দ্রশেখর রায়।
৫ বীরকিশোর রায়।
৬ গোবিন্দদেব রায়।
৭ মাধবেন্দ্র রায়।
৮ হরিদেব রায়।
৯ শিখর রায়।
১০ নৃসিংহ রায়।
১১ শম্ভুচন্দ্র রায়।
১২ নীলচন্দ্র রায়।
১৩ দিব্যসিংহ রায়।
১৪ গৌরচন্দ্র রায়।
১৫ লক্ষ্মণসেন রায়।
১৬ রামচন্দ্র রায়।
১৭ পদ্মলোচন রায়।
১৮ কৃষ্ণচন্দ্র রায়।
১৯ গোবর্দ্ধননারায়ণ রায়।
২০ নলিনারায়ণ রায়।
২১ কৌশিকনারায়ণ রায়।
২২ অজিতনারায়ণ রায়।
২৩ কৃষ্ণকিশোর রায়।
২৪ চন্দ্রার্ক রায়।
২৫ মৌক্তিকিশোর রায়।
২৬ ইন্দ্রমণি রায়।
২৭ সুধন্বা রায়।
২৮ মৃগয়াদেবী। (সুধন্বার ভগিনী ও কুমার অনিরুদ্ধ রায়ের স্ত্রী।)
২৯ তাম্রধ্বজ। (মৃগয়ার পুত্র)
৩০ লক্ষ্মীনারায়ণ রায়।
৩১ চন্দ্রাদেবী (লক্ষ্মীর কন্যা ও রাজা নিঃশঙ্করায়ের স্ত্রী)
৩২ কালুভুঞা রায়
৩৩ ধামড়ভুঞা রায়।
৩৪ মুরারিভুঞা রায়।
৩৫ হরিহরভুঞা রায়।
৩৬ ভাস্করভুঞা রায়।
(১১২৫ শকে মৃত্যু)

৩৬শ রাজা ভাস্করভুঞার পর পুত্রাদিক্রমে প্রত্যেক রাজার রাজ্যকাল লিখিত আছে।

নাম	রাজ্যশক
৩৭ দিব্যসিংহ রায়	১১২৮—১১৭০।
৩৮ জগন্নাথভুঞা রায়	১১৭১—১২১১।
৩৯ যদুনাথভুঞা রায়	১২১৪—১২৪২।
৪০ রামভুঞা রায়*	১৪৪৩—১৪৮১।
৪১ শ্রীমন্তরায়	(রাজ্যশক) ১৪৮০—১৫৩৪।
৪২ ত্রিলোচন রায়	
৪৩ হরিরায়	নাগাদ ১৫৭০।
৪৪ রামরায় (হরির পুত্র) ৷৵১০	১৫৭১—১৬১৯।
৪৫ গম্ভীর রায় (মনোহরের পুত্র) ।৵১০	
৪৬ নরনারায়ণ (রামের পুত্র) ৷/১০	১৬১৯—১৬৫৫।
৪৭ প্রতাপনারায়ণ (গম্ভীরের পুত্র) ।৵১০	
কৃপানারায়ণ } (নরনারায়ণের কমলনারায়ণ } দুই স্ত্রীর পুত্র)	১৬৫৬—১৬৮০।

১৬৭৪ শকে কৃপানারায়ণের মৃত্যু হয় ও কমলনারায়ণ সমস্ত রাজ্য পান। ১৬৮০ শকে নবাব মসনদী মহম্মদ খাঁর অনুগ্রহে মির্জা দেদার আলিবেগ সমস্ত সম্পত্তি দখল করেন। ঐ বর্ষে কমলনারায়ণের পরলোক হয়।

রাজবাটীর কাছার মধ্যে এখনও দেদার আলিবেগের কবর দেখা যায়। [অপরাপর বিবরণ তমলুক শব্দে দ্রষ্টব্য।]

রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ ও রুদ্রনারায়ণের মধ্যে পরস্পর বিবাদে ও প্রজারা কর না দেওয়ায় জমীদারী নিলাম হইয়া যায়। অদ্ধাংশ সুলতানগাছার মধুসূদন মুখোপাধ্যায় ও অপরার্দ্ধ কলিকাতার ছাতুবাবু ক্রয় করেন। ছাতুবাবুর অংশ বিক্রয় হইলে মহিষাদলের রাজা লছমী এখন দখল করিতেছেন।

১২৬১ সালে রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের মৃত্যু হয়। তাঁহার দুই পুত্র উপেন্দ্র ও নরেন্দ্র। উপেন্দ্র নিঃসন্তান ছিলেন। ১২৯৫ সালে নরেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহারও ৬টি পুত্র; জ্যেষ্ঠের নাম যোগেন্দ্রনারায়ণ।

* ইহার দুই পুত্র জ্যেষ্ঠ শ্রীমন্তরায় ও কনিষ্ঠ ত্রিলোচন রায়। শ্রীমন্তের ৭ পুত্র, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ কেশব, তৎপরে রাম, মনোহর, হরি, অনন্ত, রূপ ও দুর্গাদাস। শ্রীমন্তের মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর ত্রিলোচন ।০, জ্যেষ্ঠ কেশব ৷০, আর ছয় পুত্র প্রত্যেক /১০ পাই করিয়া অংশে পাইলেন।

তাম্রলিপ্তক (পুং) তাম্রলিপ্ত-স্বার্থে কন্। দেশবিশেষ।

তাম্রলিপ্তিকা (স্ত্রী) [তাম্রলিপ্ত দেখ।]

তাম্রলিপ্তী (স্ত্রী) নগরীবিশেষ।

তাম্রবর্ণ (পুং) তাম্রস্যেব বর্ণো যস্য বহুব্রী। ১ পরিবাহ তৃণ। (ত্রি) ২ তাম্রবর্ণযুক্ত মাত্র। কপিলা। ৪ রক্তবর্ণ। ৫ ভারতবর্ষীয় দ্বীপভেদ, সিংহল। [সিংহল দেখ।]

"ভারতস্যাস্য বর্ষস্য নবভেদান্ নিবোধ মে।
ইন্দ্রদ্বীপঃ কসেরুশ্চ তাম্রবর্ণো গভস্তিমান্॥" (মাৎস্য ১১৩।৮)

তাম্রবর্ণা (স্ত্রী) তাম্রস্যেব বর্ণঃ যস্যাঃ বহুব্রী। ওড়ুপুষ্পবৃক্ষ, জবাফুল। (শব্দচ°)

তাম্রবল্লী (স্ত্রী) তাম্রবর্ণা বল্লী মধ্যলো° কর্ম্মধা°। ১ মঞ্জিষ্ঠা। ২ চিত্রকূটদেশীয় লতা। পর্য্যায়—তাম্রা, তাম্রী, তমালী, তমালিকা, সূক্ষ্মবল্লী, সুলোমা, শোভনা, তাম্রিকা। ইহার গুণ কষায়, কফদোষ, মূত্র ও অশ্মরীদোষনাশক এবং শ্লেষ্মা আর্দ্রকারক। (রাজনি°)

তাম্রবীজ (পুং) তাম্রং বীজং যস্য বহুব্রী। কুলত্থ, কুলথি কলায়। (রাজনি°) (ত্রি) ২ রক্তবীজকবৃক্ষমাত্র। (ক্লী) তাম্রং রক্তং বীজং কর্ম্মধা। ৩ রক্তবর্ণ বীজ। (স্ত্রী) ৫ কুলত্থিকা।

তাম্রবৃক্ষ (পুং) ১ রক্তচন্দন বৃক্ষ। ২ কুলত্থ। ৩ রক্তবর্ণক বৃক্ষ।

তাম্রবৃন্ত (পুং) তাম্রং বৃন্তং যস্য বহুব্রী'। ১ কুলত্থ কলায়। (ত্রি) ২ রক্তবৃন্তক বৃক্ষমাত্র। (ক্লী) রক্তং বৃন্তং কর্ম্মধা। ৩ রক্তবৃন্ত।

তাম্রশাটীয় (পুং) তাম্রবর্ণ পরিচ্ছদধারী বৌদ্ধসম্প্রদায় ভেদ।

তাম্রশাসন (ক্লী) তাম্রে তাম্রপটে লিখিতং শাসনং। তাম্রপট্টে রাজানির্দ্দিষ্ট অনুশাসন। [তাম্রপট্ট দেখ।]

তাম্রশিখিন্ (পুং স্ত্রী) তাম্রবর্ণা শিখা চূড়া অস্ত্যস্য ইতি ইনি। কুক্কুট, কুঁকড়া। (জটাধর) (ত্রি) তাম্রশিখাযুক্ত।

তাম্রসার (ক্লী) তাম্রবৎ রক্তবর্ণঃ সারো যস্য বহুব্রী। ১ রক্তচন্দন। (ত্রি) ২ রক্তসারকবৃক্ষমাত্র। (পুং) রক্তঃ সারঃ কর্ম্মধা। ৩ রক্তসার।

তাম্রসারক (ক্লী) তাম্রসার-স্বার্থে কন্। রক্তচন্দন। (রাজনি°) (পুং) রক্তবর্ণঃ সারো যস্য ইতি কপ্। রক্তখদির। (রাজনি°)

তাম্রসারিক (পুং) তাম্রং সারোঽস্ত্যস্য ঠন্। ১ রক্তখদির। ২ রক্তচন্দন। (শব্দার্থচি°)

তাম্রা (স্ত্রী) তাম্র টাপ্। ১ সৈংহলী। ২ তাম্রবল্লীলতা। ৩ গুঞ্জা, কুঁচ। ৪ দক্ষপ্রজাপতির কন্যা, ইনি কশ্যপের অন্যতমা পত্নী। ইহার গর্ভে কশ্যপের ৬টী কন্যা হয়, তাহাদের নাম— শুকী, শ্যেনী, ভাসী, সুগ্রীবী, শুচি ও গৃধিকা। (গরুড়পু°)

তাম্রাকু (পুং) উপদ্বীপ ভেদ। (শব্দর°)

তাম্রাখ্য (পুং) তাম্রমাত্র আখ্যা যস্য বহুব্রী। উপদ্বীপভেদ, তাম্রদ্বীপ। (শব্দমা°)

তাম্রাক্ষ (পুং স্ত্রী) তাম্রে রক্তাভে অক্ষিণী যস্য। বহুব্রী অক্ষন অচ্। ১ কোকিল। স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্। (ত্রি) তাম্রনয়ন, রক্তলোচন।

"তত্র আসাদ্য তরসা দারুণং গৌতমীসুতং।
ববন্ধামর্ষ তাম্রাক্ষঃ পশুং রসনয়া যথা॥" (ভাগ° ১।৭।৩৩)

তাম্রাভ (ক্লী) তাম্রস্য আভাইব আভা যস্য বহুব্রী। ১ রক্তচন্দন। (ত্রি) তাম্রা আভা যস্য। রক্তবর্ণ আভাযুক্ত।

তাম্রায়ণ (পুং) যাজ্ঞবল্ক্যের এক শিষ্য।

তাম্রায়ন (পুং) শুক্ল যজুর্ব্বেদী একজন ঋষি। যাজ্ঞবল্ক্যের শিষ্য।

তাম্রারি (পুং) তাম্রবর্ণ শক্রভেদ (?)।

তাম্রারুণ (ক্লী) তীর্থভেদ, এই তীর্থে সমাহিত হইয়া স্নান দানাদি করিলে অশ্বমেধের ফল পাওয়া যায় এবং অন্তিমে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হয়।

"তাম্রারুণং সমাসাদ্য ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ।
অশ্বমেধমবাপ্নোতি ব্রহ্মলোকঞ্চ গচ্ছতি॥" (ভারত ৩।৮৪ অঃ)

তামার্দ্ধ (ক্লী) কাংস্য, কাঁসা, কাঁসাতে তাম্রের ভাগ অৰ্দ্ধেক আছে।

তাম্রাবতী (স্ত্রী) তাম্রমাদেয়ত্বেনাস্ত্যস্য তাম্র-মতুপ্ মস্য ব, সংজ্ঞায়াং দীর্ঘঃ। নদীভেদ, এই নদী পাপের আকর।

"তাম্রবতী বেত্রবতী নদ্যস্তিস্রোঽথ কৌশিকা।"
(ভারত বনপ° ২২১ অঃ)

তাম্রাশ্মন্ (পুং) তাম্রং অশ্ম কর্ম্মধা। পদ্মরাগমণি।
তাম্রাশ্মরাশ্মিচ্ছুরিতৈর্নখাগ্রৈঃ।" (মাঘ) 'তাম্রাশ্মনাং পদ্মরাগাণাং।' (মল্লিনাথ)

তাম্রিক (পুং) তাম্রং তৎপাত্রাদিনির্ম্মাণং কার্য্যত্বেনাস্ত্যস্য তাম্র-ঠন্। ১ কংসকার, কাঁসারী। (ত্রি) তাম্রনির্ম্মিত।

"কার্ষাপণস্তু বিজ্ঞেয়স্তাম্রিকঃ কার্ষিকঃ পণঃ।" (মনু ৮।১৩৬)

তাম্রিকা (স্ত্রী) তাম্রিক-টাপ্। ১ গুঞ্জা। ২ বাদ্যবিশেষ, মান বদ্ধবাদ্য। (ভূরিপ্র°)

তাম্রিমন্ (পুং) তাম্রস্য ভাবঃ তাম্র ইমনিচ্ (বর্ণদৃঢ়াদিভ্যঃ ষ্যঞ্চ। পা ৫।১।১২৩) তাম্রের ভাব।

তাম্রী (স্ত্রী) তাম্রস্য বিকারঃ ইতি অণ্ ততো ঙীপ্। ১ বাদ্যবিশেষ, পর্য্যায় মানবদ্ধা, বিকারিকা। (ত্রিকা°) ২ ভারতবর্ষীয় প্রাচীন ঘটিকাযন্ত্র। ইহা সময়নির্ণয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। অধুনা য়ুরোপীয় "ক্লক ও ওয়াচ" ঘড়ির বহুল প্রচার সত্ত্বেও ভারতবর্ষের বহু প্রদেশে এই প্রাচীন ঘটিকাযন্ত্রের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। (মৃণ্ময়ী)

তাম্রোপজীবিন্ (ত্রি) তাম্রেণ উপজীবতি, তাম্র-উপ-জীব-ণিনি। যাহারা তাম্রদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, কাংস্যকার।

তাম্রৌষ্ঠ (পুং) তাম্র ইব ওষ্ঠৌ যস্য বহুব্রী। যাহার অধর ও ওষ্ঠ রক্তবর্ণ। সমাস করিলে অকারের পর ওষ্ঠ শব্দ থাকিলে ওষ্ঠ শব্দের বিকল্পে অকারের লোপ হয়। তাম্র ওষ্ঠ তাম্রোষ্ঠ, তাম্রৌষ্ঠ, একস্থলে অকারের লোপ অন্যস্থলে অকারের লোপ না হইয়া অ-ওকারে বৃদ্ধি ঔকার হইল। (পাণিনি)

তাম্র্য (ক্লী) তাম্রস্য ভাবঃ তাম্র ষ্যঞ্। তাম্রের ভাব।

তায়ন (ক্লী) তায়-ভাবে ল্যুট্। ১ বৃদ্ধি। ২ উত্তমগতি।

তায়িক (পুং) তায় পালনে সম্প্রদাত ঠঞ্। দেশবিশেষ, তাজিকদেশ।

তায়ু (পুং) তায় উন্। চোর। (নিঘণ্টু)

"অপত্যে তায়বো যথা নক্ষত্র" (ঋক্ ১।৫০।২)

তায়ূশ (পারসী) ভক্ত যন্ত্রবিশেষ। ইহার অপর নাম ময়ূরী। এই যন্ত্র এসরাজের অবয়বভেদ মাত্র। কেবল ইহার সর্পরমূলে একটী কাষ্ঠাদিনির্ম্মিত ময়ূরের সুগ্রীবমুখ যোজিত থাকিতে,

দেখা যায়। তজ্জন্য ইহার সংস্কৃত নাম মায়ুরী, পারস্য নাম তায়ুশ। এই যন্ত্র অতিশয় আধুনিক। বঙ্গদেশস্থ বিষ্ণুপুরনিবাসী সেবারাম নামক জনৈক শিল্পী ইহার আবিষ্কর্তা, এইরূপ প্রবাদ আছে। (বঙ্গকো°)

তার (ক্লী) তার্য্যতে বিস্তার্য্যতে তৃ-ণিচ্-অচ্। ১ রৌপ্য। ২ প্রণব, ওঙ্কার।

"তারয়েদ্ যস্তবাঙ্গোদেঃ স্বজপাসক্তমানসং।
তত্তস্তার ইতি খ্যাতো মন্তং ব্রহ্মা ব্যলোকয়ৎ॥"(কাশী° ৭২অ°)

যাহারা এই মন্ত্র জপ করে, তাহারা ভবসংসার হইতে উত্তীর্ণ হয়। ৩ বানরবিশেষ, ইনি রামচন্দ্রের একজন সেনাপতি। বৃহস্পতির অংশে ইহার জন্ম হয়। (রামা° ১।১৭স°) ৪ শুদ্ধমৌক্তিক। ৫ মুক্তাবিশুদ্ধি। ৬ দেবীপ্রণব, কূর্চবীজ (হ্রীং)। ৬ তারণ। ৭ মহাদেব ত্রিজগতের উদ্ধার করিয়া থাকেন এই জন্য তাঁহার নাম তার। ৮ নক্ষত্র। ৯ অধ্যয়নরূপ প্রথম গৌণসিদ্ধিভেদ, বিধিপূর্ব্বক গুরুমুখ হইতে বেদাধ্যয়ন করিয়া তাহাতে যে সিদ্ধিলাভ হয়, তাহার নাম তারসিদ্ধি, ইহা গৌণ সিদ্ধি *। (তত্ত্বকৌ°) ১০ বিষ্ণু।

"অশোকস্তারণস্তারঃ শূরঃ শৌরির্জ্জনেশ্বরঃ।" (ভা° অনু° ১৪৯ অঃ)

১১ উচ্চশব্দ। ১২ (ত্রি) উচ্চশব্দযুক্ত। ১৩ স্ফুরিতকিরণ। ১৪ নির্ম্মল। দিক্‌বাচক শব্দ পরে থাকিলে তীর শব্দ স্থানে তার হয়। ১৫ তীর। "দক্ষিণতারং দক্ষিণতীরমিত্যর্থঃ।" ১৬ উচ্চৈঃস্বর। ১৭ নেত্রকনীনিকা। ১৮ প্রণব (ওঁ, শ্রীঁ, হ্রীঁ) (তন্ত্র°)।

তারক (ক্লী) তারেণ কনীনিকয়া কায়তি কৈ-ক। ১ চক্ষুঃ। স্বার্থে কন্। (পুং) ২ নক্ষত্র। (স্ত্রী) ৩ চক্ষুর কনীনিকা। তারয়তি দৈত্যান্ তৃ-ণিচ্-ণ্বুল্। ৪ দ্বাদশ মন্বন্তরীয় ইন্দ্রশত্রু অসুরবিশেষ। এই অসুর ইন্দ্রকে অতিশয় উৎপীড়িত করিয়াছিল, পরে নারায়ণ নপুংসক হইয়া ইহাকে বিনাশ করেন।

"ঋতধামাচ ভবেদিন্দ্রস্তারকোনাম তদ্রিপুঃ।
হরির্নপুংসকো ভূত্বা ঘাতয়িষ্যতি শঙ্কর॥" (গরুড়পু° ৮৭।৫১)

৫ অপর অসুরভেদ, তারকাসুর। ৬ কর্ণ। ৭ ভেলক। ৮ ছন্দোভেদ, এই ছন্দের প্রত্যেক চরণে ১৮ করিয়া অক্ষর থাকে।

"ঞাদিকদশরাত নৌরৌ ভবেত্তাং রবৌ তারকা।" (বৃত্তর°)

এই ছন্দের ১৩শ অক্ষরে যতি। [তারকাসুর দেখ।]

তারকজিৎ (পুং) তারকং তারকাসুরং জয়তি জি-কিপ্ তুগাগমশ্চ। কার্ত্তিকেয়, ইনি তারকাসুরকে হত করিয়া ইন্দ্রকে স্বর্গ সিংহাসনে পুনঃ স্থাপিত করেন। [তারক ও কার্ত্তিকেয় দেখ।]

তারকতোড়ী রাগবিশেষ। পঞ্চমবর্জ্জিত ও কোমল ঋষভযুক্ত। যথা—

"ধ নি সা ঋ গ ম •।" (সংগীতরত্না°)

তারকতীর্থ (ক্লী) তারকং তীর্থং কর্ম্মধা। তীর্থভেদ, গয়াতীর্থ, এই তীর্থে পিণ্ড দিলে সকলেই মুক্ত হয়।

তারকব্রহ্ম (ক্লী) তারকং সংসারসাগরপারকারকং ব্রহ্ম কর্ম্মধা। ষড়ক্ষর মন্ত্রবিশেষ, "ওঁ রামায় নমঃ", পঞ্চক্রোশী কাশীতে মৃত্যু হইলে মহাদেব স্বয়ং এই মন্ত্র মৃতব্যক্তির কর্ণে প্রদান করেন এবং ঐ মৃত ব্যক্তি ষড়ক্ষরমন্ত্রপ্রভাবে মোক্ষ প্রাপ্ত হয়।

এই ষড়ক্ষর মন্ত্র সকল মন্ত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এই মন্ত্রদ্বারা যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক উপাসনা করে, নিশ্চয়ই তাহাদের মুক্তি হয়। এই মন্ত্রপ্রভাবে সকল দুঃখ নষ্ট হয় এবং ইহা পাপীদিগেরও মোক্ষপ্রদ। নিত্য এই মন্ত্র জপ করিলে পাপ বিনষ্ট হয়। *

তারকহিন্দোল—হিন্দোলের মত ঠাট্। "সা" বাদী, "গ" সম্বাদী, ইহাতে তীব্রমধ্যম ব্যবহৃত হয়।

যথা—গ ম • ধ ধ নি সা ঋ। (সঙ্গীতর°)

তারকাক্ষ (পুং) অসুরবিশেষ। তারকাসুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র, তারকাক্ষ দেবতাদিগের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া কমলাক্ষ ও বিদ্যুন্মালী নামে দুই কনিষ্ঠ ভ্রাতার সহিত অতি কঠোর তপ করিতে থাকে, ইহাদের তপে তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা বরদান করিতে উদ্যত হইলে ইহারা প্রার্থনা করিল যে, আমরা সর্ব্বভূতের অবধ্য হইবে। কিন্তু ব্রহ্মা এই বর দিতে অস্বীকৃত হইলেন। তাহাতে ইহারা প্রার্থনা করিল যে, আমরা পুরত্রয়ে বাস করিব ও সকলের পূজ্য হইব। পরে ইহারা ব্রহ্মার বরে পুরত্রয় লাভ করিল। ব্রহ্মার এইরূপ বর ছিল, যে ইহারা পুরত্রয়ে আরোহণ করিয়া অপথে ত্রিভুবন পর্য্যটন করিয়া সহস্র বৎসরান্তে কেবল একবার একত্র হইবে। সেই সময় যদি কেহ

---

* "উহঃ শব্দোঽধ্যয়নং দুঃখবিঘাতাস্ত্রয়ঃ সুহৃৎপ্রাপ্তিঃ। দানঞ্চ সিদ্ধয়োঽষ্টৌ সিদ্ধেঃ পূর্ব্বোঽঙ্কুশস্ত্রিবিধঃ॥" (সাংখ্যকা°)

"বিধিবদ্গুরুমুখাদধ্যাত্মবিদ্যাং অক্ষরস্বরূপগ্রহণমধ্যয়নং প্রথমসিদ্ধিস্তারমুচ্যতে।"

* "ষড়ক্ষরং মহামন্ত্রং তারকং ব্রহ্ম উচ্যতে।
যে জপন্তি চ মাং ভক্ত্যা তেষাং মুক্তির্ন সংশয়ঃ॥
রামায় নম ইত্যেবমুচ্চার্য্য মন্ত্রমুত্তমং।
সর্ব্বদুঃখহরঞ্চৈতৎ পাপিনামপি মুক্তিদং।
ইমং মন্ত্রং জপন্নিত্যমমলস্ত্বং ভবিষ্যসি।
তস্মাত্ত্বিধারণাদ্যস্তু সত্ত্বং তচ্চাশুচিস্থিরি।
মুমূর্ষোর্মুনিকর্ণ্যাস্তু অর্দ্ধোদকনিবাসিনঃ।
অহং দিশামি তে মন্ত্রং তারকং ব্রহ্মবাচকং॥" (পদ্মপুরাণ)

এক বাণে ঐ পুরত্রয় ভেদ করিতে পারেন, তবে ইহাদের মৃত্যু হইবে। ঐ পুরত্রয়ের নির্ম্মাতা ময়দানব। উহার একটী স্বর্ণ, দ্বিতীয়টী রৌপ্য ও তৃতীয়টী লৌহনির্ম্মিত। ঐ পুরত্রয় যথাক্রমে স্বর্গলোক, অন্তরীক্ষলোক ও মর্ত্ত্যলোকে ছিল। তারকাক্ষ স্বর্ণনির্ম্মিতপুরের অধিকারী।

ঐ সময়ে তারকাক্ষের হরি নামে প্রবল পরাক্রান্ত এক পুত্র কঠোর তপ করিয়া প্রজাপতি ব্রহ্মার নিকট এইরূপ বর প্রার্থনা করে, 'আমি আমাদিগের পুরমধ্যে একটী বাপী প্রস্তুত করিব। ঐ বাপীজলে যে সকল অস্ত্রনিহত বীরগণকে নিক্ষেপ করা যাইবে, তাহারা আপনার প্রসাদে পুনর্জ্জীবিত ও সমধিক বলশালী হইবে।' ব্রহ্মা তথাস্তু বলিয়া প্রস্থান করিলেন। ক্রমে ইহারা অতিশয় বলদর্পিত হইয়া ত্রিভুবনের পীড়া উপস্থিত করিতে লাগিল। দেবগণ এই অসুরগণ দ্বারা অশেষ প্রকারে উৎপীড়িত হইয়া মহাদেবের শরণাপন্ন হইলেন। মহাদেব সেই সময় সকল দেবতার বলার্দ্ধ গ্রহণপূর্ব্বক ত্রিপুর ভেদ করিয়া উহাদিগকে বিনাশ করেন। (ভা° কর্ণ ৩৫ অঃ) [ত্রিপুর দেখ।]

তারকাখ্য (পুং) তারা ইতি আখ্যা যস্য বহুব্রী। তারকাক্ষ। [তারকাক্ষ দেখ।]

তারকান্তক (পুং) অন্তয়তি ইতি অন্তকঃ তারকস্য অন্তকঃ ৬তৎ। কার্ত্তিকেয়।

তারকাদি (পুং) তারক আদির্যস্য। পাণিন্যুক্তগণ বিশেষ, সঞ্জাত অর্থে তারকাদির উত্তর ইতচ্ প্রত্যয় হয়। তারকা, পুষ্প, কর্ণক, মঞ্জরী, ঋজীষ, ক্ষণ, সূত্র, মূত্র, নিষ্ক্রমণ, পুরীষ, উচ্চার, প্রচার, বিচার, কুড্মল, কণ্টক, মুসল, মুকুল, কুসুম, কুতূহল, স্তবক, কিসলয়, পল্লব, খণ্ড, বেগ, নিদ্রা, মুদ্রা, বুভুক্ষা, ধেনুষ্যা, পিপাসা, শ্রদ্ধা, অভ্র, পুলক, অঙ্গারক, বর্ণক, দ্রোহ, দোহ, সুখ, দুঃখ, উৎকণ্ঠা, ভর, ব্যাধি, বর্ম্মন্, ব্রণ, গৌরব, শাস্ত্র, তরঙ্গ, তিলক, চন্দ্রক, অন্ধকার, গর্ব্ব, মুকুর, হর্ষ, উৎকর্ষ, রণ, কুবলয়, গর্দ্ধ, ক্ষুধ্, সীমন্ত, জ্বর, গর, রোগ, রোমাঞ্চ, পণ্ডা, কজ্জল, তৃষ্, কোরক, কল্লোল, স্থপুট, ফল, কঞ্চুক, শৃঙ্গার, অঙ্কুর, শৈবাল, বকুল, শ্বভ্র, আরাল, কলঙ্ক, কর্দ্দম, কন্দল, মূর্চ্ছা, অঙ্গার, হস্তক, প্রতিবিম্ব, বিঘ্ন, তন্ত্র, প্রত্যয়, দীক্ষা, গর্জ্জ। (পাণিনি) আকৃতিগণত্ব হেতু এই সকল শব্দের সাদৃশ্যবাচক শব্দের উত্তরও হইবে।

তারকাময় (পুং) শিব।

তারকায়ণ (পুং) বিশ্বামিত্রের পুত্রভেদ। (হরিব° ২৭ অ°)

তারকারি (পুং) তারকাসুরের শত্রু।

তারকিত (ত্রি) তারকা সঞ্জাতা অস্য তারকাদিত্বাৎ ইতচ্। নক্ষত্রযুক্ত, নক্ষত্রশোভিত।

তারকিন্ (ত্রি) তারকাঃ সন্ত্যস্য ইনি। তারকাযুক্ত।

তারকিনী (স্ত্রী) তারকিন্-ঙীপ্। নক্ষত্রযুক্তা রাত্রি।

তারকাসুর (পুং) অসুরবিশেষ। ইহার বিবরণ শিবপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—

এই অসুর তার নামক অসুরের পুত্র। দেবতাদিগকে জয় করিবার নিমিত্ত তারক সহস্র বৎসর সুদারুণ তপস্যা আরম্ভ করিল। কিন্তু তপস্যার ফল লাভ করিতে পারিল না। তখন ইহার মস্তক হইতে এক তেজঃ নিঃসৃত হইল। সেই তেজে দেবগণ দগ্ধ হইতে লাগিলেন। ইন্দ্রকেও যেন কে টানিতে লাগিল। ইহাতে ইন্দ্রাদি দেবগণ সকলেই অতিশয় ভীত হইলেন, দেবগণ মনে মনে স্থির করিতে লাগিলেন; বোধ হয় অকালেই এই ব্রহ্মাণ্ড লোপ হইবে। ব্রহ্মাণ্ড রক্ষা করিবার জন্য দেবগণ সকলে ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে নমস্কার করিয়া তারকের তপোবৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। ব্রহ্মা দেবতাদিগের আগ্রহে বরপ্রদান করিতে তারকের নিকট গমন করিলেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া তাহাকে বর প্রার্থনা করিতে কহিলেন।

তারকাসুর ব্রহ্মার এই কথা শুনিয়া বলিলেন, ভগবন্! আপনি প্রসন্ন হইলে তাহার অসাধ্য কি থাকে, আপনি যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাকে ২টী বর প্রদান করুন। এই জগতে আমার তুল্য কেহ যেন বলবান্ না হয়। যদি মরিতেই হয় তাহা হইলে যেন শিববীর্য্যসমুৎপন্ন পুত্রের অস্ত্রে মৃত্যু ঘটে। তারক ব্রহ্মার নিকট এই বর প্রার্থনা করিলে ব্রহ্মা 'তথাস্তু' বলিয়া নিজ স্থানে প্রস্থান করিলেন। তারকের সেই তেজঃ নিবৃত্ত হইল।

তারক স্বালয়ে ফিরিয়া আসিল। সকল অসুর মিলিত হইয়া তাহাকে রাজপদে অভিষিক্ত করিল এবং চারিদিকে আজ্ঞা প্রচার করিল, এ জগতে আর কাহারও শাসন প্রচলিত হইবে না। তারক রাজপদে অভিষিক্ত হইয়াই অতি দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিল। দেবতাদিগকে অতিশয় নিপীড়িত করিতে লাগিল। তখন দেব, দানব, যক্ষ, রাক্ষস, কিম্পুরুষ প্রভৃতি সকলেই বিলক্ষণ উৎপীড়িত হইল।

ইন্দ্রাদি দেবগণ নিগৃহীত হইয়া তাহাকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত প্রধান প্রধান রত্ন প্রদান করিতে লাগিলেন।

ইন্দ্র উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব, যম দণ্ড, ঋষিগণ কামধুক্ ধেনু ও সমুদ্র রত্ন সকল প্রদান করিতে লাগিল।

সূর্য্য ভীত হইয়া তারকপুরে প্রখররূপে কিরণ প্রদান করিত না, চন্দ্র পূর্ণভাবেই উভয়পক্ষে উদিত হইত, বায়ু অনুকূল হইয়া সর্ব্বদা মন্দ মন্দ বহিত। ত্রিভুবন তারকের

আজ্ঞার বশবর্ত্তী হইয়াছিল। দেবগণ তাহার সেবা করিত। ঋষি সকল তাহার দৌত্যকার্য্য করিত। দেবতাদিগের যে হব্য কব্য তারকাসুর নিজে গ্রহণ করিত।

শেষে দেবগণ উৎপীড়ন সহ্য করিতে না পারিয়া একদিন সকলে মিলিত হইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন এবং ব্রহ্মাকে সকলের দুঃখ জানাইলেন। ব্রহ্মা দেবগণকে কহিলেন, আমি তাহাকে মারিতে পারিব না। শিববীর্য্যোৎপন্ন পুত্র ব্যতীত তাহার মৃত্যু হইবে না। হিমালয়ের শিখরে মহাদেব তপস্যায় নিযুক্ত আছেন। পার্ব্বতী সখীদ্বয়ের সহিত তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেছেন, তোমরা সকলে তথায় গমন করিয়া পার্ব্বতীর সহিত মহাদেবের যাহাতে সহবাস হয়, তাহার চেষ্টা কর। মহাদেবের পুত্র ভিন্ন তারকবধের আর উপায় নাই।

ইন্দ্রাদি দেবগণ রতির সহিত কন্দর্পকে লইয়া মহাদেবের তপোভঙ্গ করিতে হিমালয়ে গমন করিলেন। কন্দর্প তথায় উপস্থিত হইলে বসন্ত পূর্ণভাবে বিরাজ করিতে লাগিল, মহাদেব অকালে বসন্তের আবির্ভাব দেখিয়া তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন।

এই সময় পার্ব্বতী পুষ্পাভরণে ভূষিত হইয়া শিবপূজার নিমিত্ত মহাদেবের সমীপে উপস্থিত হইলেন।

কন্দর্পের প্রভাবে পার্ব্বতী বিকৃত ভাবাপন্ন হইলেন, মহাদেবেরও চিত্তবিকৃতি উপস্থিত হইল।

এই সময় মহাদেব ক্ষণকাল বিচার করিয়া কহিলেন, কি! আমি ঈশ্বর হইয়া পরস্ত্রীর অঙ্গ স্পর্শ করিতে ইচ্ছুক, আমার এইরূপ চিত্ত বিকৃতি হইলে ক্ষুদ্রব্যক্তিরা কি দুষ্কর্ম্ম করিতে না পারে' এই বিবেচনা করিয়া মহাদেব দৃঢ় আসনবন্ধনে উপবিষ্ট হইয়া তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন।

মহাদেব আসনবদ্ধ হইয়াও চিত্ত স্থির করিতে পারিলেন না। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন, কন্দর্প রতির সহিত তাঁহার তপোভঙ্গ করিতে অনতিদূরে অবস্থিত। ইহা দেখিয়া মহাদেব যেমন ক্রোধদৃষ্টিতে তাহার দিকে অবলোকন করিলেন, অমনি কন্দর্প মহাদেবের নেত্রসমুদ্ভূত অগ্নিদ্বারা ভস্মীভূত হইল।

মদনভস্ম হইলে মহাদেব তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। পার্ব্বতীও নিজরূপ নিন্দা করিতে করিতে ফিরিলেন। পরে পার্ব্বতী মহাদেবকে পতি পাইবার জন্য কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। অনেকদিন কঠোর তপশ্চর্য্যা করিয়া পরে তিনি মহাদেবকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইলেন। পরে যথাবিধি পার্ব্বতীর সহিত মহাদেবের বিবাহ হইল। বিবাহের পর অনেক দিন অতীত হইল, তথাচ আর শিববীর্য্যসমুৎপন্ন পুত্র জন্মে না। দেবগণ পুনরায় ভীত হইলেন। মহাদেব ও পার্ব্বতী ক্রীড়ায় আসক্ত, তথায় কেহ গমন করিতে পারেন না। ক্রমে এদিকে তারকাসুরের পীড়ন অসহ্য বোধ হইতে লাগিল, দেবগণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। পরে অগ্নি কপোতরূপ ধারণ করিয়া মহাদেবের সমীপস্থ হইলেন, মহাদেব যেমন কপোতরূপধারী অগ্নিকে দেখিলেন, অমনি তাহাকে কহিলেন, হে কপটরূপধারী কপোত, তুমি কে, তুমি এই শুক্রধারণ কর। এই কথা বলিয়া তাহাতে শুক্র নিক্ষেপ করিয়া ভোগ হইতে বিরত হইলেন, পরে সেই শুক্র হইতে কার্ত্তিক জন্ম গ্রহণ করেন। [কার্ত্তিকেয় দেখ।]

কার্ত্তিক জন্ম গ্রহণ করিলে দেবগণ তাঁহাকে সেনাপতি করিয়া তারকাসুরের বধোদ্দেশে শোণিতপুরে গমন করিলেন।

এই পুরে তারকাসুরের সহিত অতি ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। দশদিন ধরিয়া অতি তুমুল সংগ্রাম হইল। এই দশ দিনের পর তারকাসুরের সৈন্য সকল ক্ষীণ হইতে লাগিল, পরে কার্ত্তিকের সুদারুণ শরে তারকাসুর নিহত হইল। (শিবপু° ৯-২০ অঃ ও দেবীভাগবত)

তারকেশ্বর (পুং) ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—পারা, গন্ধক, লৌহ, বঙ্গ, অভ্র, হুরালভা, যবক্ষার, গোক্ষুরবীজ, হরীতকী, এই সমুদয় সমভাগে লইয়া একত্র মর্দ্দন করিয়া কুমড়ার জলে কুশাদি তৃণ পঞ্চমূলের কাথে ও গোক্ষুর রসে ভাবনা দিয়া মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে।

মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া সেবন করিবে। ঔষধ সেবনান্তে পক্ক যজ্ঞডুমুর ফলচূর্ণ ২ তোলা, মধুসংযুক্ত করিয়া অবলেহ করা কর্ত্তব্য। পথ্য—ছাগদুগ্ধ, চিনি ও ইক্ষুরস। ইহাতে মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না°)

অন্যবিধ—রসসিন্দূর, লৌহ, বঙ্গ, অভ্র, প্রত্যেক সমভাগে মধুর সহিত ১ দিবস মর্দ্দন করিয়া মাষা পরিমিত বটিকা করিবে। অনুপান মধুসংযুক্ত পক্ক যজ্ঞডুমুর চূর্ণ। ইহাতে বহুমূত্র নিবারিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না° প্রমেহাধিকার)

২ হুগলী জেলার অন্তর্গত পুণ্যস্থান। অক্ষা° ২২°৫৩´ উ, দ্রাঘি° ৮৮°৪´ পূঃ। তারকেশ্বর লিঙ্গ ও তাঁহার মন্দিরের জন্য এই স্থান অতি প্রসিদ্ধ।

কালীঘাটে নকুলেশ্বরের যেমন উৎপত্তি, অনেকে তারকেশ্বরে উৎপত্তিও সেইরূপ বর্ণনা করিয়া থাকেন। কোন প্রাচীন পুরাণ অথবা তন্ত্রে ইহার বিবরণ না থাকায় ইহা আধুনিক বলিয়া বোধ হয়। তবে দুই তিন

শত বর্ষ অপেক্ষা যে প্রাচীন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভবিষ্য-ব্রহ্মখণ্ডে (৭।৫৮) এই লিঙ্গের উল্লেখ আছে ;

তারকেশ্বর রাঢ়বাসীর পরমভক্তির দেবতা। তাঁহার নিকট হত্যা দিয়া শত শত দুঃসাধ্য রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে। অনেক রাঢ়বাসী এখনও বাবা তারকনাথের নামে ভীত হয়। শিবরাত্রিতে ও চড়ক সংক্রান্তির দিন এখানে মহা ধূমধাম হইয়া থাকে, তাহাতে কখন কখন ৫০।৬০ হাজার যাত্রী উপস্থিত হয়। তারকনাথের বিলক্ষণ আয় আছে, তাহা সমস্ত মহান্ত উপভোগ করেন।

পূর্ব্বে অনেক লোকই তারকেশ্বর যাইবার সময়ে দুর্দ্দান্ত দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইত। তাহাতে কত যাত্রী কত সময়ে কত কষ্ট ভোগ করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এখন তারকেশ্বরের পার্শ্বে রেলষ্টেসন হওয়ায় সে কষ্ট ও ভয় দূর হইয়াছে। তারকেশ্বরের যাত্রীর সংখ্যাও বাড়িয়াছে।

তারকোপনিষদ্ (স্ত্রী) উপনিষদ্ভেদ।

তারক্ষিতি (পুং) তারা উচ্চা ক্ষিতির্যত্র। দেশভেদ, এই-দেশ পশ্চিমদিকে ১৮।১৯।২০ নক্ষত্রে অবস্থিত। এইখানে নির্ম্মর্য্যাদ ম্লেচ্ছদিগের বাস। (বৃহৎস° ১৪।২১)

তারজ (পুং ক্লী) ধাতবদ্রব্যভেদ।

তারটী (স্ত্রী) [তারদী দেখ।]

তারণ (পুং) তারত্যনেন ল্যু। ১ ভেলক। কর্ত্তরি ল্যু। ২ বিষ্ণু। (ত্রি) ৩ তারয়িতা। ভাবে ল্যুট্। (ক্লী) ৪ তারণ-করণ। ৫ উদ্ধারণ, বিপদ হইতে উদ্ধারকরণ। ৬ ষষ্টি-সংবৎসরের অষ্টাদশবর্ষভেদ। এই তারণ বৎসরে অতিবৃষ্টি হয়, ধান্য প্রভৃতি সকল শস্য নষ্ট হয়।

"অতিবৃষ্টিশ্চ জায়তে ধান্যস্যাপি প্রপীড়নং।
শস্যং ভবতি সামান্যং তারণে সুরবন্দিতে ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

চতুর্থ হুতাশনামক ভৌমবর্গের নাম তারণ, ইহাতে অত্যন্ত বৃষ্টি হয়। (বৃহৎস° ৮।৩১।) [ষষ্টিসংবৎসর দেখ।]

তারণি (স্ত্রী) তার্য্যতেঽনয়া তৃ-ণিচ্ অনি। ১ নৌকা।

তারণী (স্ত্রী) তারণি ঙীপ্। কশ্যপের পত্নীভেদ, যাজ্ঞোপ-যাজ্ঞের মাতা।

তারণেয় (পুং) তারণ্যাঃ অপত্যং ঠক্। তারণীর অপত্য।

"তারণেয়ৌ যুক্তরূপৌ ব্রাহ্মণাবৃষিসত্তমৌ ॥"
(ভারত আ° ১৬৭ অ°)

তারতণ্ডুল (পুং) তারঃ শুক্লঃ শুভ্রতণ্ডুলো যস্য। ধবল যাব-নাল, শাদা দেধান। (রাজনি°)

তারতম্য (ক্লী) তরতময়োর্ভাবঃ তরতম-ষ্যঞ্। ন্যূনাধিক্য, ইতরবিশেষ।

"নির্দ্ধনং নিধনমেতয়োর্দ্বয়োস্তারতম্যবিধিমুগ্ধচেতসা।
বোধনায় বিধিনা বিনির্ম্মিতা রেফএব ভব বৈজয়ন্তিকা ॥"
(উদ্ভট)

তারতার (ক্লী) তারয়তীতি তারং তৎপ্রকারঃ প্রকারে দ্বিত্বং। সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত গৌণ তৃতীয় সিদ্ধিভেদ। আগমের অবিরোধি ন্যায় দ্বারা অর্থাৎ যুক্তিযুক্ত তর্কদ্বারা আগমের অর্থ পরীক্ষা-পূর্ব্বক সংশয় ও পূর্ব্বপক্ষ নিরাকরণ দ্বারা উত্তরপক্ষ ব্যবস্থাপন করাই মনন বলিয়া কথিত হইয়াছে, ইহা দ্বারা যে সিদ্ধিলাভ হয়, তাহার নাম তারতার। ইহা গৌণ সিদ্ধি।* (তত্ত্বকৌ°) [সিদ্ধি দেখ।]

তারদী (স্ত্রী) তরদী এব স্বার্থে অণ্-ততো ঙীষ্। তরদীবৃক্ষ। (রাজনি°)

কোন কোন পুস্তকে তারটী এইরূপ পাঠান্তর দেখা যায়।

তারনাথ (পুং) [তারানাথ দেখ।]

তারনাদ (পুং) তারঃ নাদঃ কর্ম্মধা। উচ্চনাদ, উচ্চশব্দ।

তারপরম, মৃদঙ্গে যে সকল পরম বাদিত হয়, আলাপ বাদন-কালে ছেড়সংযোগে তারেও সেই সকল পরম বাদিত হয়। সেতারাদি যন্ত্রে এক প্রকার প্রণালীতে রাগাদির আলাপ বাদিত হইয়া থাকে, তাহাতে তাদের নিতান্ত আবশ্যক দেখা যায়। সেই প্রণালীর বাদনকে তারপরম বলে।

তারপুষ্প (পুং) তারং রজতমিব পুষ্পং যস্য। কুন্দবৃক্ষ। (রাজনি°)

তারমাক্ষিক (ক্লী) তারং রূপ্যমিব মাক্ষিকং। উপধাতু-ভেদ, এই ধাতু রজততুল্য, উপধাতু ৭টী, তাহার মধ্যে তার-মাক্ষিক রূপার উপধাতু, এই ধাতু রৌপ্য সদৃশ গুণযুক্ত। ইহাতে কিঞ্চিৎ রৌপ্য সংযুক্ত আছে বলিয়া ইহাকে তার-মাক্ষিক কহে। রৌপ্য অপেক্ষা অপ্রধানতা হেতু গুণেও কিছু খাট। তারমাক্ষিকে যে কেবল রৌপ্যের গুণ আছে, তাহা নহে, অন্যান্য দ্রব্য ইহাতে মিশ্রিত আছে বলিয়া অন্যান্য গুণও ইহাতে আছে। বিশুদ্ধ তারমাক্ষিক কিঞ্চিৎ তিক্ত-সংযুক্ত মধুররস, মধুর বিপাক, শুক্রবর্দ্ধক, রসায়ন, চক্ষুর হিত-কারক ; বস্তি-বেদনা, কুষ্ঠ, পাণ্ডু, প্রমেহ, বিষ, উদর, অর্শ, শোথ, ক্ষয়, কণ্ডূ ও ত্রিদোষনাশক। অবিশুদ্ধ তারমাক্ষিক অবিশুদ্ধ স্বর্ণমাক্ষিকের ন্যায় মন্দাগ্নিজনক, অতিশয় বল-নাশক, বিষ্টম্ভী, নেত্ররোগ, কুষ্ঠরোগ, গণ্ডমালা ও ব্রণরোগোৎ-পাদক। এইজন্য তারমাক্ষিক শোধন করা আবশ্যক।

---

* "উহস্তর্কঃ আগমাবিরোধন্যায়েনাগমার্থপরীক্ষণং সংশয়পূর্ব্বপক্ষ-নিরাকরণেনোত্তরপক্ষব্যবস্থাপনং তদিদং মননমাচক্ষতে আগমিনঃ, সা তৃতীয়া সিদ্ধিস্তারতারমুচ্যতে"। (তত্ত্বকৌ°)

কাকরোল, মেষশৃঙ্গী ও গোঁড়ানেবুর রসদ্বারা এক দিন প্রখর রৌদ্রে ভাবনা দিলে তারমাক্ষিক বিশুদ্ধ হয়।

তারমাক্ষিক মারণ। কুলত্থ কলায়ের কাথ দ্বারা পেষণ করিয়া তৈল, তক্র অথবা ছাগলমূত্র দ্বারা পুটপাক করিলে তারমাক্ষিক মারিত হয়। (ভাবপ্র°) অন্যমতে ওলের মধ্যে তারমাক্ষিক রাখিয়া মূত্র, কাঁজি, তৈল, গোতক্র, কদলীরস, কুলত্থ কলায়ের কাথ ও কোদধান্যের কাথ ইহাদের স্বেদ দিয়া ক্ষার, অম্লবর্গ পঞ্চলবণ, তৈল ও ঘৃতসহ তিনবার পুট দিলে বিশুদ্ধ হয়। জম্বীর নেবুর রসে স্বেদ দিয়া মেষশৃঙ্গী ও কদলী-রসে এক দিবস পাক করিলেও তারমাক্ষিক বিশুদ্ধ হয়।

তারমূল (ক্লী) স্থানভেদ।

তারয়িতৃ (ত্রি) যে উদ্ধার করে।

তারল (পুং ক্লী) তরল এব অণ্। ১ তরল। সন্তুষ্ট।

তারল্য (ক্লী) তরলস্য ধর্ম্মঃ। তরল বস্তুর ধর্ম্ম। কঠিন ও তরল দ্রব্যে প্রভেদ। কঠিন দ্রব্যের কণা সকল সহজে সঞ্চালিত হয় না। স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, লৌহ, প্রস্তর, ইষ্টক প্রভৃতি কঠিন দ্রব্যের এক দিকের কণা সকলকে অন্য দিকে লইয়া যাইতে পারা যায় না। কিন্তু জলাদি দ্রব্যের অণু সকল অল্প বল-প্রয়োগেই সঞ্চালিত হয় এবং তাহাদিগের এক দিকের কণা সকলকে অনায়াসেই অপর দিকে লইয়া যাইতে পারা যায়।

যে গুণে জলাদি দ্রব-দ্রব্যের অণুসকল সহজেই সঞ্চালিত ও প্রবাহিত হয়, তাহাকে তারল্য কহে। এই গুণ থাকাতেই জলাদিকে তরল পদার্থ বলা যায়।

দ্রব দ্রব্যমাত্রেই এই গুণ দৃষ্ট হয়। কিন্তু সকল দ্রব-দ্রব্যে সমান পরিমাণ থাকে না।

ঈথার নামক দ্রব দ্রব্য অতিশয় তরল। ঘৃত, মধু, গুড় প্রভৃতি দ্রব্যের তারল্য গুণ অতি অল্প, এমন কি সময়ে সময়ে তাহারা কঠিন ভাব ধারণ করে।

আণবিক আকর্ষণ ও আণবিক বিকর্ষণের তারতম্যে জড় বস্তু সকল কখন কঠিন, কখন তরল ও কখন বায়বীয় অবস্থা প্রাপ্ত হয়। আণবিক বিকর্ষণের অপেক্ষা আণবিক আকর্ষণের প্রভাব অধিক হইলে কাঠিন্যের সঞ্চার হয়। উভ-য়ের পরাক্রম প্রায় সমান হইলে তারল্যের উৎপত্তি হয়। আর আকর্ষণ অপেক্ষা বিকর্ষণের বল তাদৃশ অধিক হইলে সকল বস্তুই বাষ্পাকার ধারণ করে। উষ্ণতার যত বৃদ্ধি হয়, বিকর্ষণের বলও তত অধিক হইয়া থাকে। এই নিমিত্তই তাপপ্রভাবে যাহার উপাদান বিশ্লিষ্ট হয় না, উত্তপ্ত হইলে তাদৃশ কঠিন বস্তু তরল ও তরলবস্তু বাষ্প হইয়া যায়।

কঠিন বস্তুর পরমাণু সকল আণবিক আকর্ষণ গুণে যেরূপ দৃঢ়রূপে আকৃষ্ট হইয়া থাকে, তরল ও বায়বীয় বস্তুর পরমাণু সকল সেরূপ নহে।

কঠিন বস্তুর পরমাণু সকল নিবিড় সন্নিবেশ-নিবন্ধন সহজে বিচ্ছিন্ন হয় না। কিন্তু তরল ও বায়বীয় দ্রব্যের পরমাণু সকল বিরল বিনিবেশে সহজেই সঞ্চালিত হইয়া থাকে। কঠিন পদার্থ সকল এক একপ্রকার নির্দ্দিষ্ট আকৃতি-বিশিষ্ট। কিন্তু তরল ও বায়বীয় পদার্থের কোন নির্দ্দিষ্ট আকৃতি নাই। তাহাদিগকে যেরূপ পাত্রে রাখা যায়, তাহারা সেইরূপ আকৃতি প্রাপ্ত হয়।

তরল ও বায়বীয় দ্রব্যের প্রভেদ। তরলদ্রব্যের পরমাণু সকল যেরূপ সহজেই সঞ্চালিত হয়, বায়বীয় দ্রব্যের অণু-সকলও সেইরূপ অল্প বলপ্রয়োগেই সঞ্চালিত হয়। কিন্তু বায়বীয় দ্রব্য সকল চাপপ্রভাবে যেরূপ সঙ্কুচিত হয়, তরল দ্রব্য সকলকে চাপদ্বারা সেরূপ সঙ্কুচিত করিতে পারা যায় না। বায়বীয় দ্রব্য সকল যেরূপ আকুঞ্চনীয়, তরল পদার্থ সকল সেইরূপ দুরাকুঞ্চনীয়। তবে তরল বস্তু সকল যে একবারে অনাকুঞ্চনীয়, তাহা নহে। পদার্থবিৎ পণ্ডিতগণ নানাবিধ পরীক্ষাদ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, সমধিক বল প্রয়োগ করিলে তরল দ্রব্যমাত্রই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আকুঞ্চিত হয়। প্রতি ইঞ্চিতে সাড়ে সাত সের প্রমাণ চাপ প্রযুক্ত হইলে দশ লক্ষ ভাগ জলের আয়তন পাঁচভাগ কম পড়ে। চাপ অপসৃত হইলে জল ও জলবৎ পদার্থ সকল পুনরায় প্রসারিত হইয়া পূর্ব্ব আয়তন প্রাপ্ত হয়। অতএব তরল বস্তু সকল স্থিতিস্থাপক গুণসম্পন্ন, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

তরল পদার্থে চাপসঞ্চালনের নিয়ম। তরল বস্তুর এক অংশে চাপ প্রয়োগ করিলে সেই চাপ তাহার সকল দিকে সমভাগে সঞ্চালিত হয়। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পাস্কাল নামক একজন সুপ্রসিদ্ধ ফরাসীদেশীয় পণ্ডিত তরল পদার্থের চাপসঞ্চালন সংক্রান্ত এই নিয়মটী আবিষ্কার করেন, এইজন্য এই নিয়মটী পাস্কালের নিয়ম বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

জলাদির এক দিকে কোন চাপপ্রয়োগ করিলেই সেই চাপ তাহার সকল দিকে সমভাবে সঞ্চালিত হয়। ইহা বিশিষ্ট পরীক্ষা দ্বারা দেখান যাইতে পারে।

একটী পিচ্‌কারি সদৃশ বহুছিদ্রসম্পন্ন যন্ত্র জলপূর্ণ করিয়া যদি তাহার অর্গলটীকে বলপূর্ব্বক ভিতরে প্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে সকল ছিদ্র হইতেই জল নির্গত হয়। সকল দিকে চাপ সঞ্চালিত না হইলে সকল দিকের ছিদ্র দিয়া কখনই জল নিঃসৃত হইত না।

জলাদির এক অংশে চাপ প্রয়োগ করিলে ঐ চাপ তাহার সর্ব্বাংশে সঞ্চালিত হইয়া চাপপ্রযুক্ত অংশের সহিত সমায়তনসম্পন্ন অংশ সকলের উপর সমপরিমাণে ও লম্বভাবে কার্য্যকারী হয়। তরল পদার্থের এক অংশে প্রযুক্ত চাপ সর্ব্বাংশে সঞ্চালিত হয়। ইহা পূর্ব্বোক্ত পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে।

তরল পদার্থের উৎক্ষেপক তাপ। তরল দ্রব্যের উপরিস্থিত অণুসকলের নিম্নাভিমুখ অবক্ষেপক চাপে যেরূপ নিম্নস্থ অণুসকল আক্রান্ত, অণু সকলের ঊর্দ্ধাভিমুখে উৎক্ষেপক চাপেও উপরিস্থ অণুসকল সেইরূপ উদ্ভাসিত। নিম্নস্থ স্তরসকলের উপর উপরিস্থ স্তরসকলের অবক্ষেপক চাপ এবং উপরিস্থ স্তরের প্রতি নিম্নস্থ স্তরের উৎক্ষেপক চাপ সমান; ইহা নিম্নলিখিত পরীক্ষা দ্বারা প্রদর্শন করা যাইতে পারে। কোন জলপূর্ণ পাত্র মধ্যে উভয়মুখ অনাবদ্ধ এরূপ একটী নলাকার পাত্র নিমগ্ন করিলে নলের বাহিরে জল যত উন্নত, উহার ভিতরেও ঠিক তত উন্নত হইয়া উঠিবে। ইহা বলা বাহুল্যমাত্র। কিন্তু এই নলটীর নিম্নদিকের মুখে ঠিক তাহার সমান করিয়া একখণ্ড পাতলা কাচ কি অভ্র লইয়া সেই কাচ বা অভ্র দিয়া ঐ মুখ আবদ্ধ করিয়া এক গাছি সূতা দিয়া ঐ কাচ কি অভ্রকি অলখানি টানিয়া ধরিয়া আস্তে আস্তে জলে ডুবাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে দৃষ্ট হইবে যে, সূতাগাছটী ছাড়িয়া দিলেও উহা পড়িয়া যাইবে না, জলের চাপে উদ্ভাসিত হইয়া থাকিবে। এখন যদি নলমধ্যে জল ঢালা যায়, তাহা হইলে দৃষ্ট হইবে যে, নলের ভিতরের জল যেমন বাহিরের জল অপেক্ষা উচ্চ হইয়া উঠিবে, অমনি উহা পড়িয়া যাইবে। সুতরাং দৃষ্ট হইতেছে, নিম্নদিকের মুখাস্থিত কাচ কি অলখানি যে বলে উদ্ভাসিত হয়, তাহা উহায় সমায়ত ও উহার পৃষ্ঠদেশ হইতে বহির্ভাগে জল যত উন্নত, তত উন্নত জলের ভারের সমান। অর্থাৎ উহার উপরে ঊর্দ্ধ হইতেও যে চাপ উহার নিম্নেও নিম্নদিক হইতে ঊর্দ্ধদিকেও সেই চাপ অর্থাৎ জল মধ্যস্থিত যে কোন অণুটীকে ধর, তাহার উপর উৎক্ষেপক ও অবক্ষেপক চাপ সমান।

সাম্যাবস্থায় তরল বস্তুর পৃষ্ঠদেশ সর্ব্বত্র সমতল।

কঠিন পদার্থের উপরিভাগ কোথাও উন্নত, কোথাও অবনত হইতে পারে, কিন্তু তরলদ্রব্যের পৃষ্ঠদেশ সর্ব্বত্রই সমান উচ্চ। কঠিনাবস্থায় আণবিক আকর্ষণ গুণে পরমাণুগণ পরস্পরের সহিত দৃঢ়রূপে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। এই কারণ কোন কঠিন দ্রব্যের অংশবিশেষ কিঞ্চিৎ উন্নত হইয়া উঠিলেও মাধ্যাকর্ষণ দ্বারা বিচ্ছিন্ন হইয়া নিম্নে পতিত হয় না। কিন্তু তরলাবস্থায় আণবিক আকর্ষণ তাদৃশ প্রবল না হওয়ায় তরলবস্তুর পরমাণু সকল সহজেই বিচলিত ও প্রবাহিত হইয়া সমতল ভাব ধারণ করে।

কোন তরলবস্তুর যদি কোন ভাগ কিঞ্চিৎ উন্নত হইয়া উঠে, তাহা হইলে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণে তাহাকে পুনরায় নিপাতিত হইতে হয়। বাস্তবিক তরলপদার্থদিগের পৃষ্ঠদেশ স্বভাবতঃ সমোচ্চ। জল উঁচু নীচু হওনের কারণ সকলেই জ্ঞাত আছেন।

ভূপৃষ্ঠে যেরূপ কোথাও উন্নতগিরিশিখর, কোথাও বা গভীর গহ্বর নয়নগোচর হয়, সাগরপৃষ্ঠে সেরূপ কিছুই দৃষ্ট হয় না। যদি কখন কোন কারণে সাগরবারির কোন স্থানে কিঞ্চিৎ উচ্চ হইয়া উঠে, তাহা হইলে সেই কারণের অসদ্ভাব হইলেই নিপতিত হইয়া সমতলভাব ধারণ করে। যদিও মহাসমুদ্রের যে ভাগে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেইখানেই উহার পৃষ্ঠদেশ সমতল বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু তাই বলিয়া উহার সমগ্র পৃষ্ঠদেশ যে দর্পণাকার সমতল তাহা নহে। উহার পৃষ্ঠদেশের প্রত্যেক বিন্দুটী পৃথিবীর কেন্দ্রের সহিত তুলনায় সমতল ভাবে অবস্থিত, কিন্তু ভূপৃষ্ঠস্থ জলরাশির পৃষ্ঠদেশের আকার বর্ত্তুলপৃষ্ঠের ন্যায় গোল। ফলে যেখানে বহুদূর ব্যাপিয়া জল থাকে, সেখানে তাহার সমুদায় পৃষ্ঠভাগের দর্পণাকার সমতল হওয়া সম্ভব নহে। ২ তরলতা। ৩ পাতলা।

তারবায়ু (পুং) তারঃ বায়ু কর্ম্মধা। অত্যুচ্চ শব্দযুক্ত বায়ু।

তারবিমলা (স্ত্রী) তারং রূপামিব বিমলা। উপধাতুবিশেষ, তারমাক্ষিক। [তারমাক্ষিক দেখ।]

তারশুদ্ধিকর (ক্লী) তারস্য রজতস্য শুদ্ধিং করোতি কৃ-ট। সীসক। সীসকসংযোগে রৌপ্য বিশুদ্ধ এবং রৌপ্যমল সীসক দ্বারা দূর হয়।

তারসার (পুং) উপনিষদ্ভেদ।

তারহার (পুং) তারাণাম্মুক্তাহারঃ মধ্যলো° কর্ম্মধা। উজ্জ্বল মুক্তাহার।

তারা (স্ত্রী) তারয়তি সংসারার্ণবাৎ ভক্তান্ তৃ-ণিচ্ অচ্ টাপ্। ১ বৌদ্ধদিগের দেবতাবিশেষ। ২ বানররাজ বালীর পত্নী, ইনি সুষেণ বানরের কন্যা, রামচন্দ্র সপ্ততাল ভেদ করিয়া বালীকে বধ করেন। বালী নিহত হইলে শ্রীরামচন্দ্রের আদেশে তারা সুগ্রীবকে বিবাহ করে। ইহার পুত্রের নাম অঙ্গদ। (রামা°) প্রাতঃকালে উঠিয়া ইহার নাম স্মরণ করিলে সেই দিন মঙ্গল হয়।

"অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা।
পঞ্চকন্যা স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনং ॥"

কিন্তু প্রাতঃকালে ইহাদের নামস্মরণের নিয়ম রঘুনন্দনের আহ্নিকতত্ত্বে নাই।

৩ অশ্বিন্যাদি নক্ষত্র, অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা, আর্দ্রা, পুনর্ব্বসু, পুষ্যা, অশ্লেষা, মঘা, পূর্ব্বফল্গুনী, উত্তরফল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতি, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, পূর্ব্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূর্ব্বভাদ্রপদ, উত্তরভাদ্রপদ, রেবতী এই ২৭টী প্রধান তারা। [খগোল শব্দ ৭—৮ পৃষ্ঠা দেখ।]

অশ্বিনীর অশ্বি, ভরণীর যম, কৃত্তিকার দহন, রোহিণীর কমলজ, মৃগশিরার শশি, আর্দ্রার শূলভৃৎ, পুনর্ব্বসুর অদিতি, পুষ্যার জীব, অশ্লেষার ফণি, মঘার পিতৃগণ, পূর্ব্বফল্গুনীর যোনি, উত্তরফল্গুনীর অর্য্যমা, হস্তার দিনকৃৎ, চিত্রার ত্বষ্টা, স্বাতির পবন, বিশাখার শক্রাগ্নি, অনুরাধার মিত্র, জ্যেষ্ঠার শক্র, মূলার নির্ঋতি, পূর্ব্বাষাঢ়ার তোয়, উত্তরাষাঢ়ার বিশ্বাবারক্ষ, শ্রবণার হরি, ধনিষ্ঠার বসু, শতভিষার বরুণ, পূর্ব্বভাদ্রপদের অজৈকপাদ, উত্তরভাদ্রপদের অহির্ব্রধ্ন এবং রেবতীর পূষা অধিপতি। আর্দ্রা, পুষ্যা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, শ্রবণা, রোহিণী, উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া ও উত্তরভাদ্রপদ ইহারা ঊর্দ্ধমুখ। মূলা, অশ্লেষা, কৃত্তিকা, বিশাখা, ভরণী, মঘা, পূর্ব্বফল্গুনী, পূর্ব্বাষাঢ়া এবং পূর্ব্বভাদ্রপদ এই কয় নক্ষত্র অধোমুখ এবং অশ্বিনী, রেবতী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতি, পুনর্ব্বসু, জ্যেষ্ঠা, মৃগশিরা ও অনুরাধা এই কয়টী নক্ষত্রের নাম তির্য্যঙ্মুখ তারা। অশ্বিনী ও শতভিষা অশ্বজাতি, রেবতী ও ভরণী হস্তী; কৃত্তিকা অজা; রোহিণী ও মৃগশিরা সর্প; আর্দ্রা, হস্তা ও স্বাতি ব্যাঘ্র; পুনর্ব্বসু মেষ; পুষ্যা, অশ্লেষা ও মঘা ইন্দুর; পূর্ব্বফল্গুনী ও চিত্রা মহিষ; বিশাখা ও অনুরাধা হরিণ; জ্যেষ্ঠা কুক্কুর; মূলা ও শ্রবণা বানর; পূর্ব্বাষাঢ়া নকুল; ধনিষ্ঠা, পূর্ব্বভাদ্রপদ ও উত্তরভাদ্রপদ সিংহজাতি।

মৃগশিরা, হস্তা, স্বাতি, শ্রবণা, পুষ্যা, রেবতী, অনুরাধা, অশ্বিনী ও পুনর্ব্বসুনক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে দেবগণ; উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, পূর্ব্বফল্গুনী, পূর্ব্বাষাঢ়া, পূর্ব্বভাদ্রপদ, রোহিণী, ভরণী ও আর্দ্রায় নরগণ এবং জ্যেষ্ঠা, মূলা, অশ্লেষা, কৃত্তিকা, শতভিষা, চিত্রা, মঘা, ধনিষ্ঠা ও বিশাখায় রাক্ষসগণ হয়।

কোন শুভকার্য্য করিতে হইলেই চন্দ্র ও তারাশুদ্ধি দেখা আবশ্যক। বিশেষতঃ শুক্লপক্ষে চন্দ্রশুদ্ধি ও কৃষ্ণপক্ষে তারাশুদ্ধি দেখিয়া কার্য্য না করিলে নানাপ্রকার অমঙ্গল হয়। তারাশুদ্ধি। যথা—জন্ম, সম্পৎ, বিপৎ, ক্ষেম, প্রত্যরি, সাধক, বধ, মিত্র ও অতিমিত্র এই ৯টী তারা, ইহাদের মধ্যে জন্ম, বিপৎ, প্রত্যরি ও বধ বর্জ্জনীয়, এতদ্ভিন্ন অন্য তারা শুভকর। জন্মতারায় বিবাহ, শ্রাদ্ধ, ভৈষজ্য, যাত্রা ও ক্ষৌরকর্ম্ম নিষিদ্ধ।

নিষিদ্ধ তারায় যাত্রা করিলে বন্ধন, কৃষিকার্য্যে শস্যনাশ, ঔষধ সেবনে মরণ, গৃহারম্ভে গৃহদাহ, ক্ষৌরে রোগোৎপত্তি, শ্রাদ্ধে অর্থনাশ, বিবাহে বুদ্ধি নষ্ট ও যুদ্ধে ভয় হয়।

জন্মতারা হইতে গণনা করিতে হয়। চন্দ্র ও তারাশুদ্ধি থাকিলে অন্য সকল দোষ বিনষ্ট হয়।*

[বিশেষ বিবরণ নক্ষত্র দেখ।]

৪। দশমহাবিদ্যার প্রথমা বিদ্যা—

"কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা॥
বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা।
এতা দশমহাবিদ্যা সিদ্ধবিদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥" (তন্ত্রসার)

কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা এই দশমহাবিদ্যা।

সতী দক্ষযজ্ঞে যাইবার সময় মহাদেবের নিকট বারংবার অনুমতি চাহিয়াছিলেন, কিন্তু মহাদেব কোনক্রমেই অনুমতি প্রদান করিলেন না। তাহাতে সতী ক্রমে ক্রমে মহাদেবকে ভয় প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত ঐ দশরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। পরে মহাদেব ইহাতে ভীত হইয়া সতীকে দক্ষালয়ে যাইবার অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন।

"যত কন সতী শিব না দেন আদেশ।
ক্রোধে সতী হইলা কালী ভয়ঙ্কর বেশ॥
দেখি ভয়ে মহাদেব ফিরাইলা মুখ।
তারারূপা ধরি সতী হইলা সম্মুখ॥
নীলবর্ণা লোলজিহ্বা করালবদনা।
সর্পবান্ধা ঊর্দ্ধ এক জটাবিভূষণা॥

---

* "জন্মসম্পদ্বিপৎক্ষেমপ্রত্যরিঃ সাধকো বধঃ।
মিত্রং পরমমিত্রঞ্চ নবতারাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
সর্ব্বমঙ্গলকর্ম্মাণি ত্রিষু জন্মসু কারয়েৎ।
বিবাহশ্রাদ্ধভৈষজ্যযাত্রাক্ষৌরাদি বর্জ্জয়েৎ॥
যাত্রায়াং পথিবন্ধনং কৃষিবিধৌ সর্ব্বস্য নাশো ভবেৎ।
ভৈষজ্যে মরণং তথা মুনিমতং দাহো গৃহারম্ভণে॥
ক্ষৌরে রোগসমাগমো বহুবিধঃ শ্রাদ্ধেঽর্থনাশস্তদা।
বাদে বুদ্ধিবিনাশনং যুধি ভয়ং প্রাপ্নোত্যয়ং জন্মভে॥
পাপাখ্যাতু ত্রিবিধা পঞ্চচতুর্দ্দশ বিংশতিশ্চযুতা।
সিদ্ধিফলাবৃদ্ধিকরী বিনাশসংজ্ঞাক্রমাৎ কথিতা॥
তারাচন্দ্রবলেপ্রাপ্তে দোষাস্তাস্তে ভবন্তি যে।
তে সর্ব্বে বিলয়ং যান্তি সিংহং দৃষ্ট্বা যথা ইভ॥" (শ্রীপতিসমুচ্চয়)

অর্দ্ধচন্দ্র পাঁচখানি শোভিত কপাল।
ত্রিনয়ন লম্বোদর পরা বাঘছাল॥
নীলপদ্ম খড়্গা কাতি সমুণ্ডখর্পর।
চারি হাতে শোভে, আরোহণ শিবোপর॥"

(অন্নদাম° ২৯ অ:) [দশমহাবিদ্যা দেখ।]

প্রথমা তারা, দ্বিতীয়া মহাবিদ্যা (শ্লোকে "কালী তারা মহাবিদ্যা") এরূপ নহে, কালী ও তারা দুই আদ্যা মহাবিদ্যা। তবে শ্লোকে কালী তারা নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় পর্য্যায়বোধক নহে, কালিকা হইতেও তারার উৎপত্তি।

"বিনিঃসৃতায়াং দেব্যাস্তু মাতঙ্গ্যাকায়তস্তদা।"
"ভিন্নাঞ্জননিভা কৃষ্ণা।" (কালিকাপু°)

কথিত আছে, যে কৌষিকী কৃষ্ণবর্ণা হইয়া কালিকারূপ ধারণ করিয়াছিলেন, কালিকা সর্ব্বময়ী, তারা বিশ্বময়ী ধরিত্রীরূপিণী।

"অথভেদান প্রবক্ষ্যামি তারিণ্যাঃ সর্ব্বসিদ্ধিদাং।
যেষাং বিজ্ঞানমাত্রেণ জীবন্মুক্তস্তু সাধকঃ।
কবিতাং লভতে শুদ্ধামনর্গলাবিচ্ছিন্নাং।
পাণ্ডিত্যং সর্ব্বশাস্ত্রেষু ধনৈর্ধনপতিভবেৎ॥" (তন্ত্রসার)

তারা সর্ব্বসিদ্ধিদায়িনী, সাধক তারামন্ত্রাদি জ্ঞাত হইলে অচিরে মুক্তি লাভ করে এবং অনর্গল কবিতা বলিবার শক্তি জন্মে, সর্ব্বশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করে এবং ধনাধিপতি হয়। [দশমহাবিদ্যা শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

৪ বৃহস্পতির স্ত্রী। এক দিন অঙ্গিরাতনয় চন্দ্র তারার অলোকসামান্য রূপ দর্শন করিয়া তাহাকে হরণ করেন। বৃহস্পতি ইহা অবগত হইয়া দেবতাদিগের নিকট বলিলেন। দেবগণ এই কথা শুনিয়া ঋষিগণের সহিত সমবেত হইয়া চন্দ্রের নিকট তারাকে পুনঃপুনঃ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু দুর্ব্বুদ্ধি সোমদেব কিছুতেই তাহাকে প্রত্যর্পণ করিলেন না। তখন দেবাচার্য্য বৃহস্পতি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। শুক্রাচার্য্য ইহার পশ্চাৎবর্ত্তী হইলেন। মহাতেজা রুদ্র পূর্ব্বে বৃহস্পতির পিতা অঙ্গিরার শিষ্য ছিলেন, তিনিও গুরু, পুত্রের প্রতি স্নেহ নিবন্ধন বৃহস্পতির পৃষ্ঠপোষক হইলেন। মহাত্মা রুদ্রদেব ব্রহ্মশির নামক যে পরমাস্ত্র দৈত্যগণ উদ্দেশে প্রয়োগ করিয়াছিলেন এবং যদ্দ্বারা দৈত্যগণের যশোরাশি একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়, সেই অতিভীষণ আজগব শরাসন ধারণ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তারার জন্য এই যুদ্ধ আরম্ভ হইল বলিয়া ইহা তারকাময় বলিয়া প্রখ্যাত হইল। এই দেবদানবসমরে প্রভূত লোকক্ষয় হইতে লাগিল। তখন দেবগণ অনন্যোপায় হইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। অনন্তর দেবগণের প্রার্থনায় লোকপিতামহ ব্রহ্মা স্বয়ং সমরভূমিতে আসিয়া শুক্রাচার্য্য ও শঙ্কর রুদ্রদেবকে সান্ত্বনা করিয়া যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইতে আদেশ দিলেন এবং তারাকে লইয়া বৃহস্পতিকে প্রদান করিলেন। তখন বৃহস্পতি তারাকে অন্তঃসত্ত্বা দেখিয়া কহিলেন, তুমি আমার ক্ষেত্রে অন্যজনিত গর্ভধারণ করিতে পারিবে না। তারা স্বামীর বাক্যানুসারে তৎক্ষণাৎ গর্ভস্থ পুত্র দস্যুহন্তমকে প্রসব করিয়া শরস্তম্বে নিক্ষেপ করিলেন। সদ্যঃপ্রসূত কুমার শরস্তম্বে পতিত হইয়া জলন্ত পাবকের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিল, তাহার শরীরকান্তিতে দেবগণ যেন তিরস্কৃত হইতে লাগিল। অনন্তর দেবগণ সংশয়াপন্ন হইয়া তারাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবি! সত্য করিয়া বল, এ পুত্র সোমদেবের না বৃহস্পতির? দেবগণ জিজ্ঞাসা করিলেও তারা কিছু প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন না। তখন অচিরজাত সেই দস্যুহন্তম স্বীয় জননী তারাকে শাপ প্রদানে উদ্যত হইলে ব্রহ্মা তাহাকে নিষেধ করিয়া পুনর্ব্বার তারাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তারে! তুমি সত্য করিয়া বল এ পুত্র কাহার?' তখন তারা কৃতাঞ্জলিপুটে বরদাতা বিধাতাকে মৃদু বচনে কহিলেন, 'এই মহাত্মা কুমার দস্যুহন্তম ভগবান সোমদেবের তনয়।' এই কথা শুনিয়া প্রজাপতি সোমদেব স্বীয় পুত্রকে গ্রহণ করিলেন এবং তাহার নাম বুধ রাখিলেন। এই বুধ অদ্যাপি গগনাঙ্গণে চন্দ্রের প্রতিকূল দিকে উদিত হইয়া থাকেন।

সোমদেব এই পাপে সহসা রাজযক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইয়া দিন দিন ক্ষীণমণ্ডল হইতে লাগিলেন। তখন চন্দ্র ইহার শান্তির নিমিত্ত পিতার শরণাপন্ন হন, মহাতপা অত্রি ইহার পাপ শান্তি করিয়া দেন, তবে চন্দ্র পাপমুক্ত হইয়া পূর্ব্ববৎ দীপ্তিশালী ও পূর্ণমণ্ডল হইয়া উঠিলেন।

৫ অক্ষিমধ্য চক্ষুর তারা। পর্য্যায়—বিম্বনী, কনীনিকা, তারকা।

"তারে জ্যোতিষি সংযোজ্য কিঞ্চিদুন্নময়েদ্ভ্রুবৌ।"
(হঠযোগপ্রদী° ৪।৩৯)

৬ বুদ্ধ অমোঘসিদ্ধের স্ত্রী। ৭ এক জৈনশক্তি।

তারাকূট (ক্লী) তারাণাং কূটং ৬তৎ। তারাবিষয়ককূটভেদ। বিবাহ বিষয়ে দম্পতীর শুভাশুভজ্ঞাপক কূটভেদ। বিবাহ বিষয়ে ইহাদ্বারা মঙ্গলামঙ্গলের বিষয় জানা যায়।

[বিশেষ বিবরণ বিবাহ ও নক্ষত্র দেখ।]

তারাক্ষ (পুং) দৈত্যভেদ, তারকাসুরের পুত্র, তারকাক্ষ।

[তারকাক্ষ দেখ।]

তারাগঞ্জ, রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত একটী গ্রাম। এখানে ধান্য, পাট ও তামাকের ব্যবসা প্রধান।

তারাগড়, ১ আজমীর মৈরবারার অন্তর্গত একটী গিরিদুর্গ। অক্ষা° ২৬°২৬´২০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৪°৪০´১৪´´ পূঃ। আজমীরের দিকে শৈলশৃঙ্গ ঢলিয়া পড়িয়াছে, তাহার উপর এই দুর্গ অবস্থিত। ইহার চারিদিকে দুর্ভেদ্য সানুসকল বেষ্টিত, পূর্ব্বতন রাজগণ সকলেই এই দুর্ভেদ্য দুর্গে বাস করিতেন। রাঠোর ও চৌহানের সহিত যুদ্ধে ১২১০ খৃষ্টাব্দে যেস্থানে সৈয়দ হোসেন প্রাণত্যাগ করেন, সেখানে তুঙ্গশৃঙ্গের উপরে তাহারও একটী সুন্দর মসজিদ্ আছে। এখন নসিরাবাদের ইংরাজ সৈনিক পুরুষেরা তারাগড়ে হাওয়া খাইতে আসেন।

২ পঞ্জাবের নলাগড় রাজ্যের অন্তর্গত একটী গিরিদুর্গ অক্ষা° ৩১°২০ উঃ, দ্রাঘি° ৭৬°৫০´ পূঃ। শতদ্রুনদীর বামধারে পর্ব্বতশিরে অবস্থিত। ১৮১৪-১৫ খৃষ্টাব্দে সমরকালে গোর্খা-সৈন্য এই দুর্গে থাকিয়া ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল।

তারাচক্র (ক্লী) তারাণাং চক্রং ৬তৎ। তন্ত্রোক্ত চক্রভেদ, এই চক্রদ্বারা দীক্ষণীয় মন্ত্রের শুভাশুভ জানা যায়।

[নক্ষত্র ও দীক্ষা দেখ।]

তারাচমন (ক্লী) তারায়াঃ আচমনং ৬তৎ। তারাপূজাবিষয়ক আচমন, তারাপূজায় এই আচমন করিতে হয়। [তারা দেখ।]

তারাজ্ (স্ত্রী) একটী বৈরাজ্। (ঋক্প্রাতি° ১৭।৪)

তারাদেবী (স্ত্রী) ১ এক মহাবিদ্যা। [তারা দেখ।]

২ হিমালয়ের গন্দারি-গহ্বর ও ভীষণদৃশ্য একটী গিরিশৃঙ্গ। সিমলার নিকট বিদ্যমান।

তারাধিপ (পুং) তারাণাং অধিপঃ ৬তৎ। ১ চন্দ্র। তারায়াঃ অধিপঃ। ২ শিব। ৩ বৃহস্পতি। ৪ বালি ও সুগ্রীব বানর। ৫ নক্ষত্রাধিপ, অগ্নি, যম প্রভৃতি নক্ষত্রগণের অধিপতি।

[তারা দেখ।]

তারাধীশ (পুং) তারায়াঃ অধীশঃ ৬তৎ। [তারাধিপ দেখ]

তারানগর, বরদপ্রদেশের অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম।

(ভ° ব্রহ্মখ° ১৯।৪০)

তারানাথ (পুং) তারাণাং নাথঃ। ১ চন্দ্র। ২ তিব্বতের একজন খ্যাত বৌদ্ধপণ্ডিত। ইনি খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দে একখান বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস রচনা করেন; ভারতীয় পুরাবিদ্গণ তাহার বড় আদর করেন।

তারানাথ তর্কবাচস্পতি, একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত, বর্দ্ধমান-জেলার অন্তঃপাতী কাল্না গ্রামে ১৮১২ খৃষ্টাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতেই ইঁহার বিদ্যাশিক্ষায় প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। ইনি অল্প দিন মধ্যেই তৎকাল-প্রচলিত সংস্কৃত গ্রন্থ সকল অধ্যয়ন করিয়াছ সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করেন। সংস্কৃত কলেজে ইনি বিশেষ অধ্যবসায়ের সহিত ৬ বৎসর কাল অধ্যয়ন করিয়া এই স্থানের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তর্কবাচস্পতি উপাধি প্রাপ্ত হন। পরে কাশীতে গমন করিয়া কিছুদিন বেদান্তাদি শাস্ত্র সম্যক্‌রূপে অধ্যয়ন করেন। ইনি নিজগ্রামে (কাল্না) টোল করিয়া অনেক ছাত্রকে অন্ন-দান করিয়া তাহাদিগকে বিদ্যাশিক্ষা দিতেন। সেই সময় ইনি কাহারও প্রতিগ্রহ করিতেন না, নিজে ব্যবসা করিয়া যে উপস্বত্ব পাইতেন, তাহাদ্বারা আপনার সংসারখরচ ও ছাত্রদিগের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন।

ইনি নেপাল হইতে শালকাষ্ঠ আনাইয়া বিক্রয় করিতেন, চাউল, বস্ত্র, শাল, চাষ প্রভৃতি তাঁহার ব্যবসায়ের অন্তর্ভূত ছিল। পরে সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণ শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপকের পদ শূন্য হইলে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আগ্রহে সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণ শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। এই সময় হইতে ইনি প্রতিগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন। এই সময় কলেজের কার্য্যে অধিক সময় ব্যয়িত হইত, ব্যবসার প্রতি তাদৃশ লক্ষ্য রাখিতে পারিতেন না। বিস্তর টাকার শাল কীটনষ্ট হইয়া অনেক টাকা দায়ী হইয়া পড়েন।

ইঁহার এই দেনার সংবাদ পাইয়া সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কাউয়েল সাহেব তাঁহাকে প্রাচীন সংস্কৃত পুস্তক সকল মুদ্রিত করিয়া প্রচার করিবার পরামর্শ দেন। ইনি তাঁহার পরামর্শানুসারে পুস্তক মুদ্রিত করিয়া বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিলেন এবং অল্প দিনের মধ্যে দেনা শোধ দিয়া বিশেষ লাভবান্ হইলেন। পরে ইনি শব্দকল্পদ্রুমের আদর্শে প্রতি-শব্দের ব্যুৎপত্তির সহিত "বাচস্পত্য" নামে এক বৃহৎ অভিধান সঙ্কলন করেন। এই অভিধান সংস্কৃত সাহিত্যভাণ্ডারে এক অত্যুজ্জ্বল রত্নস্বরূপ, এই অভিধানে সকল শাস্ত্রের কথা আছে। ইহার মুদ্রাঙ্কনে প্রায় ৮০০০০৲ টাকা ও ১২ বৎসর সময় ব্যয়িত হয়।

ইনি বাচস্পত্য ব্যতীত শব্দস্তোমমহানিধি (অভিধান), তত্ত্বকৌমুদীর টীকা, পাণিনির সরলা টীকা, ধাতুরূপাদর্শ প্রভৃতি অনেক সংস্কৃত পুস্তক লিখিয়াছেন এবং অনেক প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত করিয়া জন সাধারণের বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। কাশীধামে ইঁহার মৃত্যু হয়।

তারাপতি (পুং) তারাণাং পতিঃ ৬তৎ। [তারাধিপ দেখ।] ১ চন্দ্র। ২ বৃহস্পতি। ৩ শিব। ৪ বালি। ৫ সুগ্রীব। ৬ খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীর এক জন বিখ্যাত হিন্দি কবি, ইনি আদিরসঘটিত অনেক কবিতা লিখিয়াছেন।

তারাপথ (পুং) তারাণাং পন্থাঃ ৬তৎ, অচ্ সমাসান্তঃ। আকাশ।

তারাপীড় (পুং) তারাণাং আপীড়ঃ ভূষণমিব ৬তৎ। ১ চন্দ্র। (ত্রিকা°) ২ চন্দ্রাবলোকের পুত্র, অযোধ্যার এক রাজা। ইহার পুত্রের নাম চন্দ্রাগিরি। (মৎস্যপু°) ৩ কাশ্মীরের এক বিখ্যাত রাজা। [কাশ্মীর দেখ।]

তারাপুর, ১ বোম্বাই প্রদেশের খম্বাৎরাজ্যের একটী নগর। খম্বাৎ (কাম্বে) নগর হইতে ৬ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত।

২ থানা জেলাস্থ একটী বন্দর। অক্ষা° ১৯° ৫০´ উঃ, দ্রাঘি° ৭২° ৪২´৩০´´ পূঃ। তারাপুর খাড়ীর দক্ষিণধারে বৈসর ষ্টেসনের ৩ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। খাড়ীর উত্তরধার তারাপুর-চিচনী নামে খ্যাত। এখানে লক্ষাধিক টাকার কারবার হয়।

তারাপ্রমাণ (ক্লী) তারাণাং প্রমাণং ৬তৎ। অশ্বিনী প্রভৃতি নক্ষত্রের স্বরূপ-নিরূপক সংখ্যাবিশেষ, বৃহৎসংহিতায় এই সংখ্যার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—শিখি ৩, গুণ ৩, রস ৬, ইন্দ্রিয় ৫, অনল ৩, শশী ১, বিষয় ৫, গুণ ৩, ঋতু ৬, পঞ্চ ৫, বসু ৮, পক্ষ ২, এক ১, চন্দ্র ১, ভূত ১৪, অর্ণব ৪, অগ্নি ৩, রুদ্র ১১, অশ্বি ১, দহন ৩, শত ১০০ এবং দ্বাত্রিংশৎ ৩২, ইহা তারকা পরিমাণ। অশ্বিনী আদি করিয়া নক্ষত্রের সহিত পূর্ব্বলিখিত তারাসংযুক্ত আছে। ইহাদিগের ফল তারার সংখ্যানুসারে হইয়া থাকে। (বৃহৎসংহিতা ৮৯অ°)

তারাভ (পুং) পারদ। (নিঘণ্টু প্র°)

তারাভূষা (স্ত্রী) তারা ভূষা ভূষণং যস্যা বহুব্রী। রাত্রি। (রাজনি°)

তারাভ্র (পুং) তার: নির্ম্মলঃ অভ্রো মেঘইব শুভ্রত্বাৎ। কর্পূর।

তারামণ্ডল (ক্লী) তারাণাং মৌক্তিকানাং মণ্ডলং যত্র। ১ ঈশ্বরমণ্ডলভেদ, দেবমন্দিরবিশেষ। তারাণাং মণ্ডলং ৬তৎ। ২ নক্ষত্রমণ্ডল।

তারামণ্ডুর গুড় (পুং) ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী— শুদ্ধমণ্ডুর ৯ পল, গোমূত্র ১৮ পল, গুড় ৯ পল, প্রক্ষেপার্থ বিড়ঙ্গ, চিতামূল, চই, ত্রিফলা, ত্রিকটু প্রত্যেক ১ পল, মৃদু-অগ্নিতে অল্পে অল্পে পাক করিয়া পিণ্ডীভূত হইলে স্নিগ্ধভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা ১ তোলা, ভোজনের পূর্ব্বে, মধ্যে ও অন্তে সেবনীয়। ইহাতে পিত্তশূল, কামলা, পাণ্ডুরোগ, শোথ, মন্দাগ্নি, অর্শ, গ্রহণী, গুল্মোদর প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না° শূলাধি°)

তারাময়ী (স্ত্রী) তারায়াঃ স্বরূপা স্বরূপে ময়ট্। তারাস্বরূপ।

তারাম্মৃগ (পুং) তারারূপঃ মৃগঃ মৃগশিরঃ। মৃগশিরানক্ষত্র।

"অন্বধাবন্ মৃগং রামো রুদ্রস্তারামৃগং যথা।"

(ভারত বনপ° ২৭৭ অ°)

তারারি (পুং) তারাণাং অরিঃ ৬তৎ। বিট্‌মাক্ষিক উপধাতুভেদ।

তারাবতী (স্ত্রী) চন্দ্রশেখর রাজার পত্নী। আর্য্যাবর্ত্তের অন্তর্গত ভোগবতী নগরীতে ইক্ষ্বাকুবংশীয় ককুৎস্থ নামে এক নরপতি ছিলেন। ভর্গদেবের কন্যা মনোন্মাথিনীকে ইনি বিবাহ করেন। ইহার ক্রমান্বয়ে ১০০ শত পুত্র হয়। কিন্তু একটীও কন্যা না হওয়ায় ককুৎস্থপত্নী কন্যাকামনায় চণ্ডিকার আরাধনা করেন। তিন বৎসর পরে চণ্ডিকা সন্তুষ্ট হইয়া স্বপ্নে তাঁহাকে এই বর প্রদান করেন, 'শ্রীলক্ষণসম্পন্না সার্ব্বভৌম রাজার স্ত্রী এবং নক্ষত্রমালাযুক্ত তোমার একটী কন্যা হইবে।' কালক্রমে মনোন্মাথিনী অসামান্যসুন্দরী একটী কন্যা প্রসব করেন। দেবতার বরে এই কন্যার স্বাভাবিক তারা চিহ্ন আছে বলিয়া পিতা যথাকালে তাহার নাম তারাবতী রাখিলেন। তারাবতীর যৌবনকাল উপস্থিত দেখিয়া তাহার পিতা বৈশাখমাসের প্রারম্ভে বৃদ্ধচন্দ্রে ও শুভদিনে স্বয়ম্বরসভা করিয়া চারিদিকে দূত প্রেরণ করিলেন। রাজন্যবর্গ এই স্বয়ম্বর বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সেই সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং পৌষ্যতনয় চন্দ্রশেখররাজও নানালঙ্কারে ভূষিত হইয়া স্বয়ম্বরস্থলে আগমন করিয়াছিলেন।

তারাবতী স্বয়ম্বর বৃত্তান্ত অবগত হইয়া চণ্ডিকার মন্দিরে গিয়া দেবী কালিকার আরাধনা করেন। চণ্ডিকা প্রীত হইয়া তাহাকে বলেন, চন্দ্রশেখর নামে মহেশ্বরাবতার পৌষ্য তনয় মনোহর রূপসম্পন্ন। তাহাকেই তুমি বরমাল্য প্রদান কর। তারাবতী কালিকার এই আদেশ শুনিয়া স্বয়ম্বরস্থলে চন্দ্রশেখরকেই বরমাল্য প্রদান করেন।

পরে চন্দ্রশেখর পত্নী তারাবতীর সহিত নিজ রাজধানীতে গমন করেন। ককুৎস্থের চিত্রাঙ্গনা নামে অপর তনয়া রূপে তারাবতীর সমান, তিনি স্বয়ং দাসীদিগের অধীশ্বরী হইয়া জ্যেষ্ঠা ভগিনী তারাবতীর সহিত গমন করিয়াছিলেন। ইনি উর্ব্বশীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে ইনি মহর্ষি অষ্টাবক্রকে ব্যঙ্গ করায় তাঁহার শাপে ইনি তারাবতীর দাসী হইয়াছিলেন। মহারাজ চন্দ্রশেখর দৃষদ্বতী নদীতীরে করবীরপুর নামে এক নগর স্থাপন করিয়াছিলেন এবং সেইখানে ইঁহারা বহুদিন সুখে বাস করেন। একদিন তারাবতী দৃষদ্বতী নদীতে স্নান করিতেছিলেন, এমন সময় কপোত নামে এক ঋষি, ইহাকে দেখিয়া কামপীড়িত হন। এই ঋষি প্রাণিবধের আশঙ্কায় কপোতশরীর ধারণ করিয়া বিচরণ করিতেন, এই জন্য মুনির নাম কপোত হইয়াছিল।

কপোত অত্যন্ত কামাতুর হইয়া ইহার নিকট সম্ভোগাভি-লাষ প্রকাশ করেন। তারাবতী ভীত হইয়া মুনিকে প্রণাম

করিয়া কহিলেন, 'আমি চন্দ্রশেখরের পত্নী, আমার নাম তারাবতী, আমি কি করিয়া সতীত্ব ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারি।' মহর্ষি কহিলেন, 'ভয় পাইওনা আমি তোমাতে সর্ব্ব-লক্ষণসম্পন্ন মহাবলশালী পুত্রদ্বয় উৎপন্ন করিব এবং তুমি আমার বাক্য না শুনিলে শাপদ্বারা তোমাদিগকে ভস্ম করিয়া দিব। তারাবতী মুনিকে কহিলেন, 'আপনি কিছুকাল অপেক্ষা করুন' এই বলিয়া তারাবতী গৃহে গমন করিয়া ভগিনী চিত্রাঙ্গদাকে কহিলেন, 'তুমি আমার তুল্য রূপবতী, তুমি ভিন্ন অন্য এ বিপদ হইতে রক্ষার উপায় নাই।' চিত্রাঙ্গদা কিয়ৎকাল মৌনভাবে থাকিয়া তারাবতীর আদেশে মুনির নিকট গমন করেন।

চিত্রাঙ্গদার অনুচাবস্থায় কপোত মুনির ঔরসে সুবর্চ্চা ও তুম্বক নামে দুই পুত্র হয়; এইরূপে চিত্রাঙ্গদা কপোত মুনির নিকট অবস্থান করিতে লাগিলেন। আর এক দিন তারাবতী ঐ নর্ম্মদা নদীতে স্নান করিতেছিলেন। এমন সময় ঐ মুনি চিত্রাঙ্গদাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এ অলোক-সামান্যা সুন্দরী কে?' তখন চিত্রাঙ্গদা সভয়ে কহিলেন, ইনি চন্দ্রশেখরপত্নী তারাবতী, আমার জ্যেষ্ঠা ভগিনী, পুনর্ব্বার এই নদীতে স্নান করিতে আসিয়াছেন, আপনি ইহাকে ক্ষমা করুন। কপোত চিত্রাঙ্গদার নিকট তারাবতীর প্রতারণা জানিতে পারিয়া অত্যন্ত কোপপরবশ হইলেন এবং তাহার নিকট গমন করিয়া কহিলেন, তারাবতি! তুই আমাকে প্রতারণা করিয়াছিস্, ইহার ফল ভোগ কর। আমার শাপে বীভৎসবেশধারী বিরূপ ধনহীন নরকপালশোভী বৃদ্ধ কোন ব্যক্তি তোকে হঠাৎ গ্রহণ করিবে এবং এক বৎসর মধ্যে তোর গর্ভে সদ্য দুইটী পুত্র উৎপন্ন হইবে।' তখন তারাবতী ঋষির শাপ বাক্য শুনিয়া কহিলেন, আমি যদি বাস্তবিক সতী হই এবং আমার মাতা যদি আমাকে চণ্ডিকা আরাধনা করিয়া প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিবেন, দেবতা ভিন্ন আমায় কেহ স্পর্শ করিতে পারিবে না।

এই কথা বলিয়া তারাবতী নিজগৃহে প্রত্যাগত হইয়া চন্দ্রশেখরের নিকট মুনির শাপবৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। রাজা চন্দ্রশেখর এই বৃত্তান্ত শুনিয়া সর্ব্বদাই তারাবতীর নিকটেই থাকিতেন। এক দিন ক্ষণকাল চন্দ্রশেখর নিকটে ছিলেন না; তারাবতী একাগ্রচিত্তে চন্দ্রশেখরের ধ্যানে নিযুক্ত ছিলেন। এমন সময় মহাদেব পার্ব্বতীকে কহিলেন, 'হে পার্ব্বতি! তুমি এই তারাবতীর শরীরে প্রবিষ্ট হও, আমি উহাতে উপগত হইয়া মুনির শাপমোচন করি। তারাবতী তোমারই অংশ। ইহার গর্ভে ভৃঙ্গী ও মহাকাল উৎপন্ন হইয়া তোমার শাপ হইতে মুক্ত হইবে।' পরে পার্ব্বতী তারাবতীর শরীরে প্রবেশ করিলেন। মহাদেব তারাবতীকে মুগ্ধ করিয়া অস্থি-মাল্যধারী বীভৎসবেশ দুর্গন্ধদেহ জরাজীর্ণ ও অতি বিরূপ শরীর ধারণ করিয়া তারাবতীতে উপগত হইলেন।

সেই সময়ই তারাবতীর গর্ভে বানরমুখ দুইটী পুত্র উৎ-পন্ন হইল। পুত্র উৎপন্ন হইলেই পার্ব্বতী তারাবতীর দেহ হইতে বাহির হইলেন।

তখন মোহ দূর হইল। তখন তারাবতী সম্মুখে বীভৎস-বেশধারী মহাদেব ও সদ্যোজাত বানরমুখ দুইটী পুত্রকে অব-লোকন করিয়া অত্যন্ত বিমর্ষ হইলেন এবং আপনাকে ভ্রষ্টা বিবেচনা করিয়া নানারূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন। এমন সময় চন্দ্রশেখর তথায় উপস্থিত হইয়া তারাবতীকে এই অবস্থায় দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত চিত্তে বিলাপ করিতে লাগিলেন। এমন সময় আকাশবাণী হইল, 'রাজন্! তারাবতীর প্রতি কোনরূপ সন্দেহ করিবেন না, সত্য সত্যই মহাদেব আপনার ভার্য্যার নিকট আসিয়াছিলেন, এই দুইটী পুত্র মহাদেবের। আপনি ইহাদিগকে রক্ষা করুন। ইহার আমূল বৃত্তান্ত নারদের নিকট অবগত হইতে পারিবেন।' এক দিন নারদ চন্দ্রশেখরের গৃহে উপস্থিত হইয়া তারাবতী ও চন্দ্রশেখরকে কহিলেন, 'রাজন্! মহাদেব সাবিত্রীর শাপে পার্ব্বতীকে এই দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া ইহাতে উপগত হইয়াছিলেন, আপনি ইহাকে ভ্রষ্টা বিবেচনা করিবেন না এবং আপনিও স্বয়ং মহাদেব এবং তারাবতীও সাক্ষাৎ পার্ব্বতী. এখন আপনাতে শিবত্ব অনুভব করুন।'

নারদ এই কথা বলিবামাত্র, চন্দ্রশেখর আপনাতে শিবত্ব ও তারাবতী সাক্ষাৎ পার্ব্বতী বলিয়া জানিতে পারিলেন। পূর্ব্বকালে বিষ্ণুমায়া আপনাদিগের দুইজনকে মনুষ্য যোনিতে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। সেই হেতু মনুষ্য শরীরদ্বারা আপনাবে শিবত্ব আপনি অনুভব করিতে পারেন নাই। এইরূপে তাহাদের সকল সন্দেহ দূর হইল। তারাবতীর গর্ভসম্ভূত চন্দ্রশেখরের তিনটী পুত্র জন্মে, জ্যেষ্ঠের নাম উপরিচর, মধ্যমের নাম দমন ও কনিষ্ঠের নাম অলর্ক। তারাবতীর গর্ভে বেতাল ও ভৈরব মহাদেবের সদ্যোজাত দুইটী সন্তান। সমুদয়ে তারাবতীর ৫ পুত্র। পরে পতি-পত্নী উভয়েই মনুষ্যদেহ পরিত্যাগ করিয়া শিব ও গৌরীতে মিলিত হইলেন। (কালিকাপু° ৪৮-৫৩ অ°) ২ কাঞ্চনপুররাজ ধর্ম্মধ্বজের পত্নী।

তারাবর্ষ (ক্লী) তারাপতন। (অদ্ভুতব্রা°)

তারাবলী (স্ত্রী) মণিভদ্র যক্ষের কন্যা।

তারাবাই, বেদনূরের বিখ্যাত বীরবালা। বেদনূরের

সোলাঙ্কীরাজ. রাও সুরতানের কন্যা। অনহলবাড়ের প্রসিদ্ধ বলহবাবংশে সুরতানের জন্ম।

সুরতানের পূর্ব্বপুরুষগণ কিছুকাল তোঙ্কথোড়ায় রাজত্ব করেন। লয়লা নামে একজন আফগান সুরতানকে তাড়াইয়া ঐ স্থান অধিকার করিলে সুরতান আরাবল্লীর পাদদেশে বেদনূরে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

যে সময়ে পিতার ভাগ্যপরিবর্ত্তন হয়, তৎকালে তারাবাই কিশোরী; বসন ভূষণ তাঁহার ভাল লাগিত না, তিনি সর্ব্বদা অসিবর্ম্ম লইয়া খেলা করিতেন, অশ্বে আরোহণ করিয়া বাণ প্রয়োগ করিতেন। বীরবালা সর্ব্বদাই বীরবেশে থাকিতে ভালবাসিতেন। দেখিতে দেখিতে বীরবালার কমনীয় অঙ্গে যৌবন ভাব দেখা দিল। তাঁহার রূপের কথা, তাঁহার গুণের কথা, তাঁহার অদ্ভুত অসিচালনা ও বাণশিক্ষার কথা রাজপুতানার বীরসমাজে অনাড়ম্বরে প্রচারিত হইল। মিবারের রাণা রায়মলের তৃতীয় পুত্র জয়মল তাঁহার কর প্রার্থনা করিলেন। বীরবালা জয়মলকে বলিয়া পাঠাইলেন, 'যে থোড়া উদ্ধার করিবে, এ কর তাহারই হইবে;' জয়মলও থোড়া উদ্ধারের জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ না হইতেই পিতার করালকবলে পতিত হইয়া তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। জয়মলের ভ্রাতা পৃথ্বীরাজ মাড়বারে নির্ব্বাসিত ছিলেন। অল্পদিন মধ্যেই তিনি মহাবীরত্ব প্রকাশপূর্ব্বক গড়বার বাড়া উদ্ধার করিয়া পিতার ক্ষমালাভ করিলেন।

এখন বীরবর পৃথ্বীরাজ ভ্রাতার প্রতিজ্ঞাপূরণে অগ্রসর হইলেন। ক্রমে ক্রমে সকলেই পৃথ্বীরাজের মহাবীরত্বের সুখ্যাতি করিতেন। সেই সুখ্যাতির স্রোতে বীরবালা তারাবাইএর শ্রবণকুহর পরিতৃপ্ত হইল। এ দিকে পৃথ্বীরাজ তারাবাইকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিলেন। জনকের আদেশে তারাবাই পৃথ্বীরাজকে পতিত্বে বরণ করিতে সম্মতি দান করিলেন, কিন্তু তিনি বিবাহের সময় বলিয়াছিলেন, 'যদি পৃথ্বীরাজ থোড়া উদ্ধার না করেন, তাহা হইলে তিনি রাজপুত নহেন।' এই কয়টী কথা পৃথ্বীরাজ কখন ভুলেন নাই।

মহরমের দিন আসিল। থোড়ায় সকল মুসলমান উৎসবে উন্মত্ত। মহাসমারোহে তাজিয়া বাহির হইয়াছে। দম্পতী পঞ্চশত নির্ব্বাচিত অশ্বারোহী সহ থোড়ায় উপস্থিত হইলেন। নগরের কিছু দূরে সৈন্যগণকে রাখিয়া পৃথ্বীরাজ, তারাবাই ও সেনগাড়ের সামন্ত নগর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাজিয়ার সহিত আফগাননায়কও সমাজে যাইতেছিলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'এই নবাগত তিন জন কে?' এই কথা উচ্চারিত হইতে না হইতেই পৃথ্বীরাজের বর্শা ও তারাবাইএর নিক্ষিপ্ত শায়ক যবনপতিকে ভূতলশায়ী করিল। উপস্থিত সকলেই অকস্মাৎ ভীত ও ত্রস্ত হইল। তাহারা কি করিবে এই স্থির করিতে না করিতেই তিন জন অশ্বারোহী নগরতোরণে আসিয়া উপনীত হইলেন। এখানে এক বিরাট্‌কায় হস্তী তাঁহাদের গন্তব্যপথে বাধা প্রদান করিলে বীরমাতলা তারাবাই অসির আঘাতে তাহার শুণ্ড দ্বিখণ্ড করিয়া পথ পরিষ্কার করিলেন।

অনতিবিলম্বেই রাজপুতসৈন্যগণ আসিয়া আফগানদিগকে আক্রমণ করিল। আফগানসৈন্য ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িল। অনায়াসেই থোড়া উদ্ধার হইল। ইহার পর পৃথ্বীরাজ মালবেশ্বরকে বন্দী করিয়া পিতার নিকট আনয়ন করেন। ইহার কিছু দিন পরেই মহাবীর পৃথ্বীরাজের নবীন জীবনমুকুল এইরূপে ছিন্ন হইল—

যে সময় তিনি নিজ রাণা উদ্ধতপ্রকৃতি সঙ্গকে শাসন করিবার জন্য শ্রীনগর অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন, সেই সময় সিরোহীর সামন্তের ভার্য্যা তাঁহার স্নেহময়ী ভগিনীর এক পত্র পাইলেন। ঐ পত্রে সামন্ত প্রভুরাও কর্ত্তৃক তাঁহার ভগিনীর অশেষ লাঞ্ছনার কথা জানিতে পারিলেন। ভগিনীর কষ্ট শুনিয়া তাঁহার হৃদয় অধীর হইয়া পড়িল। তিনি অবিলম্বে সিরোহীতে গিয়া প্রাসাদের প্রাচীর উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক শাণিত অসি হস্তে ভগিনীপতির শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন। শ্যালকের ভীমমূর্ত্তি দেখিয়া প্রভুরাওের আত্মাপুরুষ উড়িয়া গেল, তিনি স্ত্রী ও শ্যালকের ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। এখানে পৃথ্বীরাজ পাঁচ দিন থাকিয়া চলিয়া আসেন। আসিবার কালে প্রভুরাও তাঁহাকে কএকটী মোদক খাইতে দেন। কমলমীরে আসিয়া তিনি একটী মোদক খাইলেন। মাতাদেবীর মন্দিরের নিকট আসিলে শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল। বুঝিলেন, তাঁহার অন্তিমকাল উপস্থিত। তারাবাইকে সংবাদ পাঠাইলেন, কিন্তু আর প্রণয়িনীর সহিত দেখা হইল না।

অকালে পতির মৃত্যু সংবাদ পাইয়া তারাবাই চিতারোহণ করিলেন। এখনও রাজবাড়ায় বীরবালা তারাবাই ও পৃথ্বীরাজের বীরগাথা ও প্রণয়-কথা অনেকে গান করিয়া থাকেন।

তারাবাই, মহারাষ্ট্রনায়ক রাজারামের জ্যেষ্ঠা পত্নী ও ভারতপ্রসিদ্ধ শিবাজীর পুত্রবধূ।

১৭০০ খৃষ্টাব্দে সিংহগড়ে রাজারামের মৃত্যু হইল। সম্রাট্ অরঙ্গজেব সিংহগড় অবরোধ করিলেন। রাজারামের জ্যেষ্ঠা মহিষী তারাবাই এই সময় শোক, লজ্জা ও ভয় বিসর্জ্জন দিয়া স্বধর্ম্ম, স্বদেশ ও পতিরাজ্য রক্ষা করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। এ সময় অনেক মহারাষ্ট্র অরঙ্গজেবের পক্ষ অবলম্বন

করিয়াছিল। কিন্তু রাণী তারাবাইএর সুমধুর ভর্ৎসনায় ও উৎসাহ বাক্যে আবার অনেক মহারাষ্ট্র-বীর উত্তেজিত হইয়া তাহার সহিত যোগদান করিয়াছিলেন।

প্রথমে তারাবাই রামচন্দ্র পন্থ অমাত্য, শঙ্করজী নারায়ণ সচিব ও ধনাজী যাদবের সাহায্যে ১০ম বর্ষীয় বালক (২য়) শিবাজীকে সিংহাসনে স্থাপন করেন ও ছোট সপত্নী রাজসবাইকে বন্দী করিয়া রাখিলেন।

১৭০০ হইতে ১৭০৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অরঙ্গজেব সিংহগড় অবরোধ করিয়া শেষ অধিকার করেন। গড়ের নাম পরিবর্তন হইয়া 'বকসিন্দ বকস' অর্থাৎ ঈশ্বরের দান এই নাম হইল।

১৭০৫ খৃষ্টাব্দে মোগলসম্রাট সসৈন্যে পুণা পরিত্যাগ করিয়া বিজাপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। মোগলসৈন্য পুণা ছাড়িয়া যাইতে না যাইতে তারাবাই শঙ্করজী নারায়ণকে সিংহগড় অধিকার করিতে আদেশ করিলেন। অবিলম্বে শঙ্করজী সিংহগড ও পরে তোরণাপুরস্থ পনহালা অধিকার করিয়া বসিলেন, তাহাতে অরঙ্গজেব অতিমাত্র দুঃখিত হইয়াছিলেন।

কাফিখাঁর মুন্তখব্-উল্ লুবাব নামক পারসী ইতিহাসে লিখিত আছে, এই সময় তারাবাই মহারাষ্ট্র সেনাদের হৃদয় অধিকার করিয়া মহোৎসাহে মহাদর্পে মোগলাধিকারভুক্ত জনপদ লুট করিতে লাগিলেন। অরঙ্গজেব অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহার কিছু করিতে পারিলেন না। মোগলবাদশাহ যতই যুদ্ধোদ্যোগ, অবরোধ ও সন্ধিবিধানের উপায় করিতে লাগিলেন, তারাবাইএর প্ররোচনায় মহারাষ্ট্রগণের বলবীর্য্য হ্রাস না হইয়া ততই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। বাদশাহ যেরূপ সৈন্য-সামন্ত ও আমীর ওমরাহ সঙ্গে লইয়া মহাসমারোহে দাক্ষিণাত্যে অবস্থান করিতেছিলেন; সেইরূপ মহারাষ্ট্র-সেনানায়কগণও যখন যেখানে উপস্থিত হইতে লাগিলেন, সেইখানেই গজবাজি শিবির ও পুত্রপরিজন লইয়া মহাআমোদে কাটাইতে লাগিলেন। তাঁহাদের সাহস খুবই বাড়িয়া উঠিয়াছিল। নবার্জিত স্থানের এক একটী পরগণা এক একজনে ভাগ করিয়া লইলেন, মোগলসাম্রাজ্যের নিয়মের অনুকরণে সেই সেই পরগণা এক একজন সুবাদার, কমাইসদার (রাজস্বসংগ্রাহক) ও রাহাদার (শুল্ক আদায়কারী) প্রভৃতি কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইল। (১)

মহারাষ্ট্রগণের পুনরভ্যুদয়ে অরঙ্গজেব বিচলিত হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ সিংহগড় হস্তচ্যুত হইলে সেই দুঃখে তাঁহার কএক দিন অতিশয় পীড়া হইয়াছিল। একটু সুস্থ হইলেই তিনি সম্ভাজীর পুত্র সাহুকে জুলফিকার খাঁর সঙ্গে সিংহগড় জয় করিবার জন্য পাঠাইলেন। জুলফিকার সাহুকে দিয়া মহারাষ্ট্র সামন্তগণের নিকট পত্র পাঠাইলেন, 'সাহুই প্রকৃত মহারাষ্ট্র-সিংহাসনের উত্তরাধিকারী। মহারাষ্ট্রীয় মাত্রেই তাঁহাকে সাহায্য করা উচিত।' এমন অভাবে সিংহগড় জুলফিকারের অধীনে আসিল, কিন্তু এখানে তাহারও এই অভাব ঘটায় শঙ্করজী নারায়ণ আবার সিংহগড় দখল করিয়া বসিলেন।

১৭০৭ খৃষ্টাব্দে সিন্দখেড়ের যাদব ও কিন্নরখেড়ের সিন্দিয়ার কন্যার সহিত মহাসমারোহে সাহুর বিবাহ হয়। নানা যৌতুকের মধ্যে অরঙ্গজেব সাহুকে শিবাজীর প্রসিদ্ধ ভবানী আস ও অফজল খাঁর তরবারি উপহার দিয়াছিলেন। এই বর্ষেই অরঙ্গজেবের মৃত্যু হয়।

ভবানীর উপর মহারাষ্ট্রমাত্রেরই শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল। মোগলসৈন্য চলিয়া গেলে তারাবাই পুণা অধিকার করিবার আয়োজন করেন। ধনাজী যাদব পুণাতে মোগল-সেনাপতি লোদীখাঁকে পরাস্ত করিয়া চাকন দখল করিলেন। কিন্তু অল্প দিন পরেই ধনাজী সাহুর সহিত যোগ দিলেন। এখন সাহুর অনেকটা বল বাড়িল।

মহারাষ্ট্রদিগের মধ্যে যে যে লোক তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল, এখন তিনি সকলকেই বিনাশ করিতে লাগিলেন। তখন শঙ্করজী নারায়ণ তারাবাইএর পক্ষে পুরন্দর দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন; সাহু তাহাকে পুরন্দর ছাড়িয়া দিতে আদেশ করিলে তিনি তাহার কথা গ্রাহ্য করিলেন না। তখন সাহু শিবাজীর প্রথম রাজধানী রাজগড় কাড়িয়া লইলেন। শঙ্করজী তারাবাইএর নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন যে, যতক্ষণ তাঁহার প্রাণ থাকিবে, ততক্ষণ তিনি তাঁহারই সাহায্য করিবেন, এখন দেখিলেন তাহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা হয় না। তিনি প্রতিজ্ঞাভঙ্গ অপেক্ষা মৃত্যু শতগুণে শ্রেয় ভাবিয়া জলসমাধি অবলম্বনপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করেন।

তারাবাই শঙ্করজীর মৃত্যুতে অতিশয় দুঃখিত হইয়াছিলেন। এ সময়ে অনেকে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া সাহুর পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন।

১৭১২ খৃষ্টাব্দের আরম্ভে তারাবাইএর পুত্র শিবাজীর বসন্ত-রোগে মৃত্যু হয়। তাহাতে তারাবাই আপনার রাজকীয় ক্ষমতা হারাইলেন। এখন তাঁহার সপত্নী রাজসবাইএর পুত্র সম্ভাজী তাঁহার স্থান অধিকার করিলেন। এখন তারাবাই ও তাঁহার পুত্রবধূ ভবানীবাই উভয়েই বন্দী হইলেন। এ সময় ভবানীবাই গর্ভবতী ছিলেন, যথাকালে তাঁহার একটী পুত্র হইল। তারাবাই অতি সাবধানে তাহাকে গোপন করিয়া রাখিলেন। কিন্তু এ সময় বীরমহিলা তারাবাইএর কষ্টের এক শেষ হইয়াছিল।

(১) Elliot's Muhammadan Historians, Vol. VII. p. 373-375

১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে সাহুর মৃত্যু হইল। এত দিন তারাবাই যাহাকে গোপন করিয়া লালনপালন করিয়াছিলেন, এখন তাঁহার সেই প্রিয়তম পৌত্র রামরাজের উত্তরাধিকারী স্থির হইলেন। পেশবা বালাজী সাহুর নিকট তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে লিখিয়া লইয়াছিলেন যে, তারাবাইএর পৌত্র রাজা হইলেও রাজ্যশাসন বালাজীর হস্তেই থাকিবে এবং যাহাতে শিবাজীর বংশীয়দিগের নাম উজ্জ্বল থাকে, পেশবা তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন।

এখন তারাবাইএর বয়স সপ্ততি বর্ষ। কিন্তু এ বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার সে চেষ্টা সে বুদ্ধিবৃত্তি কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। রঘুজীর উপর রামরাজের ভার দিয়া বালাজী পুণায় চলিয়া আসিলেন। এখন হইতে পুণাই মহারাষ্ট্র-সাম্রাজ্যের রাজধানী হইল। রামরাজ নামমাত্র সাতারার রাজা ছিলেন, তাঁহার কিছুমাত্র ক্ষমতা ছিল না। এখন বালাজীই সর্ব্বপ্রধান। কিন্তু তারাবাই সে প্রকৃতির রমণী নহেন যে বালাজীর অধীন থাকিবেন। বালাজীও বড় একটা তাঁহাকে গ্রাহ্য করেন নাই। এখন তিনি বালাজীর হস্ত হইতে রাজশক্তি লইয়া নিজে পরিচালন করিবার জন্য চেষ্টিত হইলেন।

তারাবাই পন্থসচিবকে অনুরোধ করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, 'আমি সিংহগড়ে পতির সমাধি দর্শন করিতে যাইব, এই সময় যেন তিনি আমাকে সাম্রাজ্যের নেত্রীরূপে প্রচার করিতে চেষ্টা পান।' বালাজী এ সংবাদ পাইয়া একটু বিচলিত হইয়াছিলেন। তিনি তারাবাইকে হাতে রাখিবার জন্য বলিয়া পাঠাইলেন, 'তাঁহার ন্যায় সদাশয়া বুদ্ধিমতী ও উচ্চপ্রকৃতির রমণী আর নাই; তিনি যাহাতে অবকাশ সুখেই শাসনশক্তির পরিচালন করিতে পারেন, তৎপক্ষে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই। কিন্তু আমি রাজা সাহুর নিকট যে ক্ষমতা পাইয়াছি, রামরাজ যাহাতে তাহা স্বীকার করেন, বৃদ্ধারাণী তৎপক্ষে অবশ্যই চেষ্টা করিবেন।'

মহারাষ্ট্রসামন্তগণ বালাজীর কূটনীতি বুঝিতে পারিলেন। এ সময় প্রধান পদলাভের জন্য তাহাদের মধ্যে অনেক বিবাদ-বিসম্বাদ হইল। এই সময় বালাজী ভিতরে ভিতরে মহাশক্রতা আরম্ভ করিলেন। রামরাজ সাতারাদুর্গে বন্দী হইলেন। তারাবাই কোহ্লাপুরে আসিয়া আশ্রয় লইলেন। কিছুদিন পরে বালাজী তাঁহার বিরুদ্ধে একদল সৈন্য পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না।

তারাবাই বালাজীর সর্ব্বনাশ করিবার জন্য চারিদিক্ হইতে মহারাষ্ট্রগণকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। পেশবা দেখিলেন, তারাবাইএর অনিষ্ট আচরণ করিলে তাঁহার কোন ফল হইবে না। তিনি তারাবাইকে বলিয়া পাঠাইলেন, আপনি সাম্রাজ্যের মধ্যে গুণে মানে ও বয়সে সর্ব্বপ্রধান, আপনার বিরুদ্ধ আচরণ করা আমাদের উচিত নয়। আপনি পুণায় আসিয়া প্রধানশক্তি গ্রহণ করুন।

১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে তারাবাই এইরূপে আশ্বস্ত হইলেন। রামরাজও কিছু দিনের জন্য মুক্তি পাইলেন। কিন্তু রামরাজ তারাবাইএর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে লাগিলেন। তারাবাই তাহাতেই তাঁহার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া দামাজী গাইকবাড় ও রঘুজী ভোসলার সাহায্যে রামরাজকে বন্দী করিয়া নিজে সর্ব্বেসর্ব্বা হইলেন। বালাজী নিজামরাজ্যে যুদ্ধ যাত্রা করিয়াছিলেন, তথা হইতে রাজধানীতে ফিরিয়া আসিবার পরই তারাবাই সকল ক্ষমতা হারাইলেন। মনের দুঃখে কিছু দিন পরে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইল।

তারামোচা (স্ত্রী) তারায়াঃ মোচা ৬তৎ। তারাপুজাঙ্গ মোচাঙ্গাসভেদ।

তারাস্থান, স্বরবিশেষ।

তারিক (ক্লী) তৃ-ণিচ-ঠন্। (অতঠানঠনো। পা ৫।২।১১৫) তরণমূল্য, পারের কড়ি।

"গর্ভিণী তু দ্বিমাসাদিস্তথা প্রব্রজিতো মুনিঃ।
ব্রাহ্মণা লিঙ্গিনশ্চৈব ন দাপ্যাস্তারিকং তরে॥" (মনু ৮।৪০৭)

গর্ভিণী স্ত্রী, ভিক্ষু, বানপ্রস্থাশ্রমী মুনি, ব্রাহ্মণ, লিঙ্গী ও ব্রহ্মচারী ইহাদের নিকট হইতে তরপণ্য (পারের কড়ি) লইতে নাই।

তারিকা (স্ত্রী) তাড়িকা ডস্য র। তালরসজাত মদ্যভেদ, তাড়ী।

তারিখ (আরবী) দিন, মাসের নির্দ্দিষ্ট দিন।

তারিন্ (ত্রি) তারয়তি তৃ-ণিচ্-ণিনি। তারক, উদ্ধারকর্ত্তা।

তারিণী (স্ত্রী) তারিন্-ঙীপ্। ১ বৌদ্ধদের দেবতাভেদ, পর্য্যায়—তারা, মহাশ্রী, ওঙ্কারা, স্বাহা, শ্রী, মনোরমা, জয়া, অনন্তা, শিবা, লোকেশ্বরাত্মজা, খদিরবাসিনী, ভদ্রা, বৈশ্যা, নীলসরস্বতী, শঙ্খিনী, মহাতারা, বসুধারা, ধনদা, ত্রিলোচনা, লোচনা। (ত্রিকা°) ২ দ্বিতীয়া মহাবিদ্যা, তারা, উগ্রা, মহোগ্রা, বজ্রা, কালী, সরস্বতী, কামেশ্বরী চামুণ্ডা, এই ৮ জন তারিণী। ইহার আরাধনা করিলে মনুষ্য কবিত্ব, পাণ্ডিত্য ও ধনলাভ, রাজদ্বারে, সভায় ও বিবাদ প্রভৃতি সকল কার্য্যে জয়লাভ করে। * [তারা দেখ।]

৩ উদ্ধারিণী, উদ্ধারকর্ত্রী।

* "তারা চোগ্রা মহোগ্রা চ বজ্রা নীলসরস্বতী।
কামেশ্বরী ভদ্রকালী ইত্যষ্টৌ তারিণী মতাঃ॥" (মন্ত্রকোষ)
"অথ ভেদান্ প্রবক্ষ্যামি তারিণ্যাঃ সর্ব্বসিদ্ধিদান্।
যেষাং বিজ্ঞানমাত্রেণ জীবন্মুক্তো হি সাধকঃ॥"

তাত্তীয়কং পুরারেস্তদবতু মদনপ্লোষণঃ লোচনং বঃ।"

(মালতীমা°)

তাপ্য (ক্লী) তৃণ-ণ্যৎ। তৃণানামক লতাজাত বস্ত্রভেদ। (সায়ণ)

তার্য্য (ত্রি) তর কর্ম্মণি ণ্যৎ। ১ তরণীয়। তরে তরণে দেয়ং যৎ। ২ তরণার্থ দেয় শুল্ক, তরপণ্য, পারাণি কড়ি।

তার্ষ্টাধ (পুং) বৃক্ষভেদ।

তাল (পুং) তলএব-অণ্। ১ করতল। তাড়াতে তড়-কর্ম্মণি অচ্ ড়স্য লঃ। (ক্লী) ২ হরিতাল। ৩ তালীশপত্র। ৪ দুর্গা-সিংহাসন। তলমত্র তল-ঘঞ্। ৫ বৃক্ষবিশেষ, তালগাছ, পর্য্যায়—তালদ্রুম, পত্রী, দীর্ঘস্কন্ধ, ধ্বজদ্রুম, তৃণরাজ, মধুরস, মদাঢ্য, দীর্ঘপাদপ, চিরায়ুঃ, একবাঙ্গ, দীর্ঘপত্র, গুচ্ছপত্র, আসবদ্রু, লেখ্যপত্র, মহোন্নত। (রাজনি° ভাবপ্র°)

ভারতের নানস্থানে, সিংহল, ভারতমহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ, ব্রহ্মদেশ ও পারস্যোপসাগরের উভয়ধারে তাল গাছ জন্মে। বাঙ্গালায় পুষ্করিণীর পাড়েও এই গাছ অধিক দেখা যায়। এক একটা ৭০ ফিট্ পর্য্যন্ত বড় হয়, কিন্তু গুঁড়ি ৫।২ ফিটের অধিক প্রায় মোটা হয় না।

তালবিলাস নামক তামিল গ্রন্থে এই তালগাছের ৮০১ প্রকার গুণের পরিচয় বর্ণিত হইয়াছে। বাস্তবিক তালের সর্ব্বাংশই এক রকম না এক রকমে লাগান যাইতে পারে।

পুরাতন তালই অধিক ব্যবহার্য্য। গাছ বয়সে যত বৃদ্ধ হইতে থাকে, ততই কঠিন ও কৃষ্ণবর্ণ হইয়া আসে। ততই তাহার পেটী উত্তম বলিয়া গণ্য।

ইহার পেটীতে বরগা, বাতা প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। সিংহলের জাফনার তালকাঠ বিশেষ খ্যাত ছিল। ইহাতে নানা দ্রব্য প্রস্তুত হইবার জন্য পূর্ব্বকালে নানা দেশে রপ্তানি হইত। ডাক্তার ওয়াইট্ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে ভাল তালকাঠ শালকাঠ অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে।

তালগাছের আটা হইতে কৃষ্ণোজ্জ্বল বর্ণের গঁদ হয়। পত্রগুচ্ছের আঁশ বা তন্তুতে বেশ শক্ত দড়ি প্রস্তুত হয়। এক এক গাছা তন্তু ২ ফিট পর্য্যন্ত লম্বা হয়। ইহাতে মৎস্যজীবিগণ একপ্রকার সুন্দর জাল প্রস্তুত করে।

পাতায় পাখা, চুবড়ী, পেটিকা প্রস্তুত হয় ও দাক্ষিণাত্যে অনেক স্থলে কাগজের পরিবর্ত্তে লেখাপড়ার কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। ইহাতে অতি সহজে দেশালাইএর বাক্স তৈয়ারি হইতে পারে, তাহাতে খরচাও বড় কম পড়ে। কোন কোন স্থানে তালপাতায় ঘর ছাওয়া হয়।

তালগাছের রস হইতে প্রধানতঃ সির্কা, তাড়ি ও মদ্য প্রস্তুত হয়।

তালের রস প্রধানতঃ তেজস্কর, শ্লেষ্মানাশক ও টাট্কা অবস্থায় অতিশয় মধুর। যদি প্রত্যহ প্রাতে রীতিমত পান করা যায়, তাহা হইলে মৃদু বিরেচনের কার্য্য করে। প্রদাহিক রোগ ও শোথের বিশেষ উপকারী।

শুষ্ক তালগুচ্ছ বুকজ্বালায় অম্লনাশক। তালের ফেনাযুক্ত রসকে তাড়ি বলে। [তাড়ি দেখ।]

তাড়ির পুলটিস্ পচা ক্ষত, নালী ও কঠিন ব্রণরোগে উপকারী। টাট্কা তালের রস ময়দায় মিশাইয়া অল্প অগ্নির উত্তাপে ধরিলে গাঁজা উঠিতে থাকে, তখনই পুলটিস হইল। পাকা তালের মজ্জা চর্ম্মরোগে উপকারী। শরীরের কোন স্থান ক্ষত হইলে সিংহলের চিকিৎসকেরা রক্তবন্ধ করিবার জন্য তাল-আঁটির রোঁয়া ক্ষতস্থানের উপর চাপড়াইয়া দেন।

যে রসে সবে মাত্র গেঁজা উঠিয়াছে, তাহা খাইলে মূত্র-কৃচ্ছ্ররোগ অতিশয় ভাল থাকে; ইহা শোথের উপকারী। তালশাঁসের জলে বমন ও বমনোদ্রেক নিবারিত হয়।

তালের টাট্কা রসে উত্তম গুড় ও চিনি হয়। [চিনি দেখ।] তাড়ি চোয়াইয়া লইলে ভাল আরক বা সুরা হয়। [মদ্য দেখ।]

চৈত্রের প্রথমে তালগাছে ফুল ধরে এবং বৈশাখে ফল হয়; ভাদ্রমাসে তাহা বেশ পাকিয়া উঠে। এক একটী ফলে প্রায় ৩টী করিয়া আঁটি থাকে, তবে আয়তনে ছোট হইলে প্রায় ২টী দেখা যায়। অপক্ক অবস্থায় তালগুচ্ছ ছাড়াইয়া যে কোয়া পাওয়া যায়, তাহাকেই আমরা তালশাঁস বলি। অপক্ক অবস্থায় উহার মধ্যে জল থাকে। যতই পাকিতে থাকে, ততই জল চাপ বাঁধিয়া শাঁসের সাথে কঠিনাকার ধারণ করে। শেষে সেই আঁটির মধ্যে ফোপল হয়। তাহা খাইতে মিষ্ট, মুখপ্রিয় ও গুণ অনেকটা নারিকেলের ফোঁপলের মত।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, তালকাঠে নানা প্রকার গৃহসামগ্রী প্রস্তুত হইতে পারে। সেইরূপ রসও আহারাদি ভিন্ন আরও অনেক কাজে লাগে। তন্মধ্যে একটী উল্লেখ করিব। ডিমের লালায় তালের রস ঢালিয়া শঙ্খ বা শুক্তির চূণ মিশাইয়া মসলা করিয়া মেজের উপর লেপন করিলে উৎকৃষ্ট পালিস হয়, তাহা দেখিতে ঠিক মর্ম্মর পাথরের মত হইয়া থাকে।

তালের অসংখ্য গুণ দেখিয়া হিন্দুগণ ইহাকে পবিত্র বৃক্ষ মধ্যে গণ্য করেন। কেহ কেহ ইহাকেই কল্পদ্রুম মনে করিয়া থাকেন।

পশ্চিমদেশে এই বৃক্ষকে তার বা তাড়বৃক্ষ কহে। বৈদ্যক-মতে ইহার গুণ—মধুর, শীতল, পিত্ত, দাহ ও শ্রমনাশক। ইহার রসের গুণ—কফ, পিত্ত, দাহ ও শোথনাশক এবং

কোকিলপ্রিয় (॥ । ॥)

ক্রীড়াতাল (˘˘,)

খণ্ড (কঙ্কাল)—১। (˘˘ । ॥)—২। (˘˘ ।)

খণ্ডতাল (˘˘ ॥ + ˘)

খয়রা—অধুনা চালত। কেহ কেহ ইহাকে খরতা বলেন।

বাব দিদা দিধি দাক তিঃ ::

খামসা—এই তাল এখন প্রচলিত।

ধা কেটে নাক দিং থুনা কেটে তাক থুন্না ::

খেমটা—অধুনা প্রচলিত, ইহার ৬ মাত্রা, কাহারও মতে চারিমাত্রা।

(১) ধাটে দে, নাতে নে, তাটে দে, না দেনে ::

(২) ধাগেধি নাতিন্ নাকধি নাতিন্ ::

গজ—(। । । ।)

গজঝম্প—(॥ ˘˘˘,)

গজলীল—(। । । । ,)

গারুগি—(˘˘˘˘ ,)

গার্গ—(˘˘˘˘ ,)

গৌরী—(। । । । ।)

ঘটকটক—(॥ ॥ । । ॥ ॥ । । ॥ ˘˘˘ । । । । । । । । ˘˘˘ । , । , । . । ,)

চচ্চৎপুট—(॥ ॥ । ॥ ।)

চচ্চরী—১। (˘˘, । ˘˘, । ˘˘, । ˘˘, । ˘˘, ।)—২। ˘˘, ˘˘, ˘, ˘˘, ˘˘, ˘˘, ˘˘, ˘˘ ,)

চণ্ডতাল—(˘˘˘˘ । ।)

চতুরস্র—(॥ । ˘˘ ॥)

চতুর্থতাল—(। । ˘)

চতুর্মুখ—(। ॥ । ॥)

চতুস্তাল—অধুনা প্রচলিত চৌতাল ১। (॥ ˘˘˘) —২। (˘˘ ।)

চন্দ্রকলা—১। (। । । ,)—২। (॥ ॥ । । ॥ । । ॥ । । ।)

চন্দ্রক্রীড় (˘˘ + ।)

চন্দ্রতাল (। । ॥ ॥ ॥ ˘˘˘ । ˘ । ˘˘,),

চন্দ্রিকা (একতালী) (।, ॥)

চাচপুট (॥ । । ॥)

চিত্রতাল (। ˘)

চৌতাল—এখন প্রচলিত ৬টী দীর্ঘমাত্রার তাল, তন্মধ্যে ১।৩।৫।৬ এই চারিটী পদে আঘাত এবং ২।৪ পদে ফাঁক। চৌতালের পদ দুই মাত্রা বিশিষ্ট। ইহাতে চারিটী আঘাত বলিয়াই চৌতাল। যথা—

(১) ধা ধা দিন্না কৎ তেটে, তেটে তা
তেটে কতা গেদি ঘিনা ::

(২) ধা গে, দিন্ তা কৎ তাগে দিন তা,
তেটে কতা গেদি ঘিন ::

ছোট চৌতাল—অধুনা এই তাল প্রচলিত; ইহা ৭ মাত্রার তাল। চারিটী তাল ও তিনটী ফাঁক; ইহাকে আড়া-চৌতাল কহে।

জগঝম্প—(। ॥ ˘)

জগণমঞ্চ—(। ॥ ।)

জনক—১। (। । । । । ॥ । । ॥)—২। (। ॥ । । । ॥ । ॥)

জয়তাল—১। (। ॥ । । । ˘˘ ॥ ।)—২। (। ॥ ।)—৩। (। ॥ । । । ˘ । । ।)

জয়মঙ্গল—১। (। । ॥ ॥ ॥)—২। (॥ ॥ ॥ ॥)

জয়শ্রী—১। (। ॥ । ॥)—২। (॥ । ॥ । ॥)

জলদ তেতালা—অধুনা প্রচলিত, ইহাই দ্রুতত্রিতালী নামে খ্যাত, কাহার কাহারও মতে ইহা কাওয়ালী হইতে কিঞ্চিৎ বিলম্বিত। [কাওয়ালী দেখ।]

ঝম্পতাল ১। (˘ , ।)—২। (˘˘, । —৩। (˘ , +)—৪। অধুনা প্রচলিত ঝাঁপতাল (॥ । ।, ॥ ॥,)

ইহা চারিটীপদ এবং দশমাত্রার তাল। বোল—

ধা গে ধা গে দিন্
তা কে ধা কে দিন ::

টঙ্ক—(॥ । ॥ ˘˘˘ +)

ঠুংরি—অধুনা প্রচলিত, ইহা চারি হ্রস্বমাত্রার তাল। দুই তাল ও দুই ফাঁক। বোল—

(১) ধেধা, কিটি, নেধা, কিটি ::
(২) তাক্রাকি, থুন, ধা, থুন্না ::
(৩) ধাক্ ধিন ধেধা গেধিন্ ::
(৪) ধাগে ধিন্‌ধিন্ ধাগে ধিন্‌ধিন্ ::

ঢিমাতেতালা—অধুনা প্রচলিত, এই তাল ১৬টী দীর্ঘমাত্রার তাল, ইহার অপর নাম প্রথত্রিতালী।

ঢেঙ্কিকা—(॥।।।)

তিওট—অধুনা প্রচলিত চারিটী পদযুক্ত তাল, তিনটী তাল ও একটী ফাঁক। প্রথম ও তৃতীয়পদে তিন মাত্রা এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থপদে চারিমাত্রা। কখন কখন দুইটী সার্দ্ধ এবং চারিটী হ্রস্বমাত্রা ব্যবহৃত হয়। বোল—

\+ ১
। । । । । । ।
ধিন্ ধা ত্রেকেটে ধিন্ ধিন্ ধা ত্রেকেটে
• ১
। । । । । । ।
তিন্ তা ত্রেকেটে ধিন্ ধিন্ ধা ত্রেকেটে : :

তুরগলীল বা তুরঙ্গলীল—১। (ˊ, ˊˊ,)—২। (ˊˊ। ।।॥।)

তৃতীয়তাল—১। (ˊ ˊ,)—২। (।,)

তেওরা—এখন এই তাল প্রচলিত। ইহা তীব্র তাল, ইহার তিনটী পদ, এবং ৭ মাত্রা। প্রথম ও দ্বিতীয়পদ প্রত্যেক দুইমাত্রা, তৃতীয় পদ তিন মাত্রাবিশিষ্ট।

বোল—

\+ ১ ১
। । । । । । ।
ধা দিনি নাক্ ধাগে নাগে দিনি নাক : :

তোড্ডুণী—(।।,)

ত্রিপুট—(ˊˊ।)

ত্রিভঙ্গি—১। (।।॥॥)—২। (॥।।॥)

ত্রিভিন্ন—১। (।॥॥।)—২। (।॥ˊ)

ত্র্যস্র—(।।ˊˊ।।)

দর্পণ—(ˊˊ॥)

দীপক—১। (ˊ।॥ˊ।॥)—২। (ˊˊ।।॥॥)

দুর্ব্বল—(ˊˊ।।)

দোবাহার—এই তাল অধুনা প্রচলিত, ইহা দ্বাদশমাত্রার তাল। ইহার তিনটী ফাঁক এবং সম্ দ্বিমাত্রা কালস্থায়ী।

\+ • ১ ১
॥ । । ।
ধা ধিন্নাক্ তেরে কেটে গেদে ঘিনি
১ • ১ ১
। । । ।
ঘিটিতাক্ ধিনতাক্ ধুমাকিটি থুন্ থুন্
১ ১ ১
। । ।
নাকদিৎ ধাধা ঘিটিতাক : :

দ্রুতত্রিতালী—অধুনা প্রচলিত ৮টী দীর্ঘমাত্রার তাল, কেহ কেহ কেহ ইহাকে কাওয়ালী কহেন। আর কেহ কেহ বলেন, ইহা কাওয়ালী হইতে কিঞ্চিৎ বিলম্বিত।

[কাওয়ালীর বিবরণ দেখ।]

দ্বন্দ্ব—(।।॥॥।॥)

দ্বিতীয়—(ˊ॥)

ধত্তা—(।।ˊˊ।॥)

ধামার—এই তাল অধুনা প্রচলিত, (।।ˊ, ।।ˊ, ।।,)

নন্দন—১। (।ˊˊ॥।)—২। (।।ˊ ॥)

নন্দিবর্দ্ধন—(॥।।॥।)

নান্দী—১। (।ˊˊ।।॥॥)—২। (। ।॥)

নিঃশঙ্ক—(।॥॥॥।)

নিঃশঙ্কলীল—(॥॥॥।।)

নিঃসারুক—১। (॥,)—২। ˊ, ।)

নৃপ—(।ˊˊ।)

পঞ্চতালী—(ˊ।)

পঞ্চম—(ˊˊ)

পঞ্চম সওয়ারী অধুনা প্রচলিত।

(। ,।ˊ, ।।, ।।, ।।, ।।, ।।, ।।,)

পক্ষাঘাত—(॥।।, ।॥,)

পঠতাল—অধুনা প্রচলিত দুইমাত্রার তাল।

পরিক্রম—(ˊˊ ॥॥॥)

পার্ব্বতীনেত্র—(।।ˊˊ ।।।॥॥।।।।)

পার্ব্বতীলোচন—(॥॥।।॥॥॥ˊˊ)

পূর্ণ (কঙ্কাল)—১। (ˊ ˊˊ॥।)—২। (ˊˊˊ।॥)

পোস্তা—অধুনা প্রচলিত তাল (।ˊ, ।। × ,)

প্রতাপশেখর—(॥।ˊˊ,)

প্রতিতাল—১। (।ˊˊ)—২ (।।ˊˊ)

প্রতিমঠ—১। (।।॥)—২ (॥।।)—৩। (॥॥॥।।)

প্রত্যঙ্গ—(॥॥।।)

প্রসিদ্ধা—(একতালী) (।ˊ।)

ফোরদস্ত—এই তাল অধুনা প্রচলিত, ইহা ৭টী দীর্ঘমাত্রার তাল। [ফোরদস্ত দেখ।]

বঙ্গদীপক—(॥।।॥॥।)

বঙ্গাভরণ—(॥॥।।॥)

বঙ্গোদ্যোত—(॥॥।।॥)

বনমালী—১। (ˊˊˊˊ।।ˊ ॥)—২। (।ˊˊ ॥)

বর্ণতাল—(॥।ˊˊ॥।)

বর্ণভিন্ন—(ˊˊ।॥)

বর্ণতীক—(।।।।ˊ।)

বর্ণমঞ্জিকা—১। (॥ ˘˘ । ˘˘)—২ (। ˘ । ˘˘)

বর্ণযতি—১। (।। ˘˘)—২। (।। ॥ ॥)

বর্ণলীল—(˘˘ । ॥)

বর্দ্ধন—(˘˘ । ॥)

বর্দ্ধমান—(˘˘ । ॥)

বসন্ত—১। (।।। ॥ ॥ ॥)—২। (॥ ॥ ॥)

বিজয়—১। (॥ ॥ ॥ । ।)—২। (॥ । ॥)

বিজয়ানন্দ—(।। ॥ ॥ ॥)

বিদ্যাধর—(॥ ॥)

বিন্দুমালী—(॥ ˘˘˘˘ ॥)

বিপুলা (একতালী)—(× ,।)

বিলোকিত—(॥ ˘˘ ॥)

বিষম—(˘˘˘˘, ˘ ˘˘,)

বীরপঞ্চ—অধুনা প্রচলিত তাল, ইহাতে ৮টী হ্রস্ব মাত্রা ব্যবহৃত হয়। [বীরপঞ্চ দেখ।]

বীরবিক্রম—(। ˘˘ ॥)

ব্রহ্মতাল—১। (। ˘ । ˘˘ । ˘˘ ।)—২। (।।।। ॥)—৩। (। ˘ । । ˘˘ । ˘ ˘)—৪। অধুনা প্রচলিত চতুর্দ্দশ মাত্রার তাল। [ব্রহ্মতাল দেখ।]

ব্রহ্মযোগ—অধুনা প্রচলিত অষ্টাদশমাত্রার তাল।

[ব্রহ্মযোগ দেখ।]

ভগ্নতাল—(।।।)

ভৃঙ্গতাল—(॥ । ॥)

মকরন্দ—১। (।।।)—২। ( )

মঞ্চ—১। (॥ । । ˘ , ,)—২। (। । । । ॥ । ।)

মঞ্চক—১। (।। ॥ । । । । ,)—২। (। । ॥ । । ॥ ॥ ॥ ॥ ˘)

মঞ্জিকা—১। (॥ ˘ ॥)—২। (।। ˘ ,)—৩ (। , ॥ ॥ । ।)

মদনতাল—(˘ ॥)

মধ্যমান—অধুনা প্রচলিত ৮টী দীর্ঘমাত্রার তাল। [মধ্যমান দেখ।]

মলয়তাল—(॥ । ॥)

মল্লতাল—(।।।। ˘)

মল্লিকামোদ—(।।)

মহাসন্নি—(˘˘ ।। । ˘ । ।।।)

মিশ্রতাল—(˘˘˘ , ˘ ˘ , ˘˘ , । ॥ ॥ ˘˘ ॥ ॥ । ।)

মিশ্রবর্ণ—(, , ˘ ˘ , ॥ ॥ । ॥ ॥)

মুকুন্দ—১। (। ॥)—২। (। ।)—৩ (। ˘ . . .)

মুদ্রিতমঙ্গ—(॥ । । । । । ।)

মোক্ষপতি—(১৬ দীর্ঘ, ৩২ হ্রস্ব, এবং ৬৪ অর্দ্ধমাত্রা পর পর লুপ্ত)

মোহনতাল—এই তাল অধুনা প্রচলিত, ইহা ১২ মাত্রায় তাল। [মোহনতাল দেখ।]

যৎ—(। ˘ , । । , । ˘ , । । ,)।—অধুনা প্রচলিত [যৎ দেখ।]

যতিতাল—(। ˘ ।)

যতিলগ্ন—(˘˘ ।)

যতিশেখর—(˘˘ । । । ˘ । ˘)

রঙ্গতাল—(˘˘ ॥)

রঙ্গপ্রদীপক—(॥ ॥ । ॥ ॥)

রঙ্গলীল—(। ॥ ˘)

রঙ্গাভরণ—(॥ ॥ ॥ । ॥)

রতিতাল—(। ॥)

রতিলীল—১। (। । । ॥)—২। (। । ˘ ˘˘˘˘˘˘)

রাগবর্দ্ধন—(˘ , ॥)

রাজকোলাহল—(˘ ॥ । ॥ । ॥)

রাজচূড়ামণি—১। (˘ । । ॥)—২। (।।। ˘˘ । ॥)

রাজঝম্পার—(॥ । ॥ ˘)

রাজতাল—(॥ ॥ ॥ । । ॥)

রাজনারায়ণ—(˘ । ॥ । ॥)

রাজমার্ত্তণ্ড—(॥ ।)

রাজমৃগাঙ্ক—(। ॥)

রাজবিদ্যাধর—(। ॥ ˘˘)

রাজশীর্ষক—(॥ ॥ ॥ ॥)

রামা—(একতালী)—(˘)

রায়বঙ্কোল—(॥ । ॥ ˘˘)

রাসক—(।)

রাসতাল—অধুনা এই তাল প্রচলিত, ইহা ১৩ মাত্রায় তাল। [রাসতাল দেখ।]

রুদ্রতাল—অধুনা প্রচলিত ১৬ মাত্রায় তাল।

[রুদ্রতাল দেখ।]

রূপক—১। (।।)—২। এইতাল এখন প্রচলিত, ইহা ৭ মাত্রার তাল। [রূপক দেখ।]

লক্ষ্মীতাল—১। (˘˘ । × × ˘ , ˘˘ । × × ˘ , ˘˘ , । × । ,)—২। (˘˘ , ॥ ॥)—৩ অধুনা প্রচলিত ১৮ মাত্রার তাল।

[লক্ষ্মীতাল দেখ।]

লক্ষ্মীশ—(, । ॥)

লঘু—(।।।। ॥)

লঘুচচ্চরী—(˙ । ×, ˙˙ । ×, । ×, ˙˙ । ×, ˙˙ । ×, ˙˙ । ×, ˙ । ×)

লঘুশেখর—১। (।)—২ (। ।,)

লম্বতাল—(॥ । ॥ । । ॥ ॥ ˙ ˙˙,)

ললিত—(˙˙ । ॥)

ললিতপ্রিয়—(। । ॥ । ॥)

লীলাতাল—(˙ । ॥)

শম (কঙ্কাল)—(॥ ॥ ।)

শরভলীলক—১। (। ˙ ।)—২ (। । ˙˙˙˙ । । ৩)—এই তাল অধুনা প্রচলিত। [শরভলীলক দেখ।]

শার্ঙ্গদেব—(˙˙ ॥ ॥ ॥ ॥ ।)

শিবতাল—(। ॥)

শ্রীকান্ত—(॥ ॥ । ।)

শ্রীকীর্ত্তি—(॥ ॥ । ।)

শ্রীনন্দন—(॥ । । ॥)

শ্রীরঙ্গ—১। (। । ॥ । ॥)—২। (। । ॥ । । । ॥)

শ্লথত্রিতালী—অপর নাম ঢিমা তেতালা।

[ঢিমা-তেতালার বিবরণ দেখ।]

ষট্তাল—(˙˙˙˙˙˙)

ষট্পিতাপুত্রক—১। (॥ । ॥ ॥ । । । ॥)—২। (॥ ॥ ॥ ॥ ॥)

সন্নিতাল—(˙˙˙ । । ˙˙)

সন্নিপাত—১। (॥)—২। (॥)

সম—১। (। ˙˙,)—২। (। ।, ˙˙˙)

সম্পকেষ্টাক—১। (॥ ॥ ॥ ॥ ॥)—২। (॥ ॥ ॥ ॥)

সরস্বতীকণ্ঠাভরণ—(॥ ॥ । । ˙˙)

সারঙ্গ—(˙˙˙˙)

সারস—(। ˙˙˙ । ।)

সিংহ—(। ˙˙˙˙)

সিংহনন্দন—(॥ ॥ । ॥ । ॥ ˙˙ ॥ ॥ । ॥ । ॥ ॥ । । । । । ।)

সিংহনাদ—(। ॥ ˙˙ ॥)

সিংহবিক্রম—১। (॥ ॥ । । । ॥ । । ॥ ॥)—২। (। । ॥ ॥ ॥ । । ॥ ॥)

সিংহবিক্রীড়িত—১। (। । ॥ । ॥ । । ॥ ॥ । ॥)—২। (। । ॥ । ॥ ॥ । । ॥ ॥ ॥ ॥ ।)

সিংহলীল—(। ˙˙˙)

সুরফাঙ্কা—(। ।, ।, । ।,) এই তাল অধুনা প্রচলিত।

[সুরফাঙ্কা দেখ।]

হংস—(। ।,)

হংসনাদ—(। ॥ ˙˙ ॥)

হংসলীল—(। ।,)

পূর্ব্বোক্ত তালের নামগুলির মধ্যে এখন যে সমুদয় চলিত আছে, তাহাদের সংখ্যা অতি অল্প, প্রসিদ্ধ তাল সমুদয়ের লক্ষণ স্ব স্ব নামে দ্রষ্টব্য। বোল সাধনপ্রণালী বোলশব্দে দ্রষ্টব্য। (সঙ্গীতরত্না°)

তালক (ক্লী) তালমেব স্বার্থে কন্। ১ হরিতাল। পর্য্যায়—তাল, আল, মাল, শৌলুষ, পিঞ্জক, রোমহরণ, হরিতাল। তালক দুই প্রকার পত্রহরিতাল ও পিণ্ড-হরিতাল, তন্মধ্যে পত্র হরিতাল শ্রেষ্ঠগুণযুক্ত, পিণ্ড-হরিতাল উহা হইতে অল্পগুণযুক্ত। পত্রহরিতাল সুবর্ণবর্ণতুল্য, ভারবহুল, স্নিগ্ধ অভ্রের ন্যায় স্তরসমন্বিত, শ্রেষ্ঠগুণদায়ক ও রসায়ন। পিণ্ডতাল পিণ্ডসদৃশ, স্তরহীন, স্বল্প, সত্ত্ব ও অল্পগুণযুক্ত, লঘু এবং রজোনাশক।

শোধিততালক—কটুকষায় রস, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য এবং বিষ, কণ্ডু, কুষ্ঠ, মুখরোগ, রক্তদোষ, কফ পিত্ত ও কণ্ঠব্রণনাশক। অশোধিত অসম্যক্ মারিত তালক সেবন করিলে শরীরের লাবণ্য নষ্ট হয় এবং বহুবিধ সন্তাপ, আক্ষেপ, কফ, বায়ুবৃদ্ধি ও কুষ্ঠরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। (ভাবপ্রকাশ)

অশুদ্ধ হরিতাল আয়ুনাশক, কফ বায়ু ও মেহকর। এই অশুদ্ধতালক তাপ, স্ফোট ও অঙ্গ সংকোচন করে, এই জন্য শোধন অত্যাবশ্যক।

তালকশোধন। কুষ্মাণ্ডের রসে চূর্ণের জলে ও তৈলে পাক করিয়া শোধন করিলে হরিতাল দোষহীন হয়।

খণ্ড খণ্ড হরিতাল ১০ ভাগের একভাগ সোহাগাতে মিশাইয়া জম্বীরলেবুর রসে ধুইয়া কাঞ্জিতে বার বার প্রক্ষালন করিয়া চারপুরু কাপড়ে বান্ধিয়া দোলাযন্ত্রে একদিন পাক করিবে। পরে কাঞ্জিতে কুষ্মাণ্ডের রসে ও শিমুলের কাথে এক এক দিন স্বেদ দিলে বিশুদ্ধ হয়।

প্রকারান্তর। হরিতাল খণ্ড খণ্ড করিয়া কাপড়ে বাঁধিয়া কাঞ্জিতে কুষ্মাণ্ডের রসে তৈলে ও ত্রিফলার কাথে এক প্রহর দোলাযন্ত্রে পাক করিলে শোধন হয়।

বিশুদ্ধ হরিতাল চূণের জলে ও অপামার্গ মূলের ক্ষার জলে মাড়িয়া ঊর্দ্ধ ও অধোদেশে যবক্ষারচূর্ণ দিয়া হাঁড়ির মধ্যে রাখিয়া শরা ঢাকা দিয়া কুষ্মাণ্ডে হাঁড়ি পূর্ণ করিবে। তাহার পর মুখ বন্ধ করিয়া চারি প্রহরকাল পাক করিবে। এই হরিতাল কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগনাশক।

শোধিত তালকের গুণ—কটু, স্নিগ্ধ, কষায়রস, বিসর্প, কুষ্ঠ, মৃত্যু ও জরাহারক, দেহশোধক, কান্তি, বীর্য্য ও ওজঃবর্দ্ধক।

হরিতালমারণ। হরিতাল আমরুলের রসে, কাগজী

নেবুর রসে ও চূণের জলে দ্বাদশ প্রহর ভাবনা দিয়া ধুইয়া দ্বিগুণ শাল্মলীর ক্ষার মধ্যে রাখিয়া কবচীযন্ত্রে বালুকাদ্বারা ঊর্দ্ধদেশ পূর্ণ করিয়া ১২ প্রহর পাক করিয়া শীতল হইলে গুঁড়া করিবে। ইহা এক রতি মাত্রায় সেবনীয়। ইহাতে কুষ্ঠ, শ্লীপদ প্রভৃতি রোগ আরোগ্য হয়। (রসেন্দ্রসারসংগ্রহ) তালমেব কার্য্যং কৈ-ক। ২ দ্বারকপাট, রোধনযন্ত্র, তালা, চাবি। ৩ তুরবিকা। স্বার্থে-ক। ৪ তালবৃক্ষ।

তালকট (পুং) দেশভেদ, কোন পুস্তকে ইহার নাম তালিকটও দেখা যায়। এই দেশ দক্ষিণে এবং ১২।১৩,১৪ নক্ষত্রে অবস্থিত। (বৃহৎসংহিতা ১৪।১১) [তালিকোট দেখ।]

তালকন্দ (ক্লী) তালস্যেব কন্দমস্য। তালমূলী।

"কসেরুকোবিদারঞ্চ তালকন্দং তথামিষং" (প্রায়শ্চিত্ত-ধৃত বায়ুপু°) 'তালকন্দং তালমূলীতি প্রসিদ্ধং' (রঘুনন্দন)

তালকাভ (পুং) তালকস্য হরিতালস্য আভাইব আভা যস্য বহুব্রী। হরিদ্বর্ণ। (ত্রি) হরিদ্বর্ণযুক্ত।

তালকী (স্ত্রী) তালকস্য ইদং অণ্ ঙীপ্। তালজ মদ্যভেদ, তাড়ী। (ত্রিকা°)

তালকেতু (পুং) তালস্তালচিহ্নিতঃ কেতুরস্য। ভীষ্ম।

"তাসাং প্রমুখতো ভীষ্ম তালকেতু র্ব্যরোচত।" (ভারত উ° ১৪৯অ°)

তালকেশ্বর (পুং) ঔষধ বিশেষ; প্রস্তুত প্রণালী—হরিতাল ২ মাষা, কুমড়ার রস, ত্রিফলার জল, তিল তৈল, ঘৃতকুমারীর রস ও কাঁজিতে ভাবনা দিবে। পরে গন্ধক ২ মাষা ও পারদ ১ মাষা, উভয়ে কজ্জলী করিয়া ঐ কজ্জলীর সহিত, উল্লিখিত হরিতাল ২ মাষা মিশ্রিত করিয়া ছাগদুগ্ধে লেবুর রসে ও ঘৃতকুমারীর রসে যথাক্রমে তিন দিন ভাবনা দিবে। পরে শুষ্ক ও চক্রাকার করিয়া হাঁড়ির মধ্যে পলাশের ক্ষারের ভিতর স্থাপন করিয়া ১২ প্রহর পাক করিবে। শীতল হইলে উদ্ধৃত করিয়া লইতে হইবে। মাত্রা ২ রতি। ইহাতে কুষ্ঠ, বাত, রক্ত ও ব্রণরোগ প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না°)

আর এক প্রকার—কিছু হরিতাল, চাকুন্দে পত্রের রসে ও শরপুঙ্খ পত্রের রসে পুনঃ পুনঃ মাড়িয়া ও শুষ্ক করিয়া পলাশ ক্ষারপূর্ণ স্থালীর মধ্যে রাখিয়া পুটপাক দিতে হইবে, যেন হরিতালের নিম্ন ও উপর উভয়দিকেই ঐ ক্ষার থাকে। অহোমাত্র পাক করিলে হরিতাল ভস্ম হইবে। যখন উহা শুভ্রবর্ণ হইবে এবং অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে ধূমোদ্গম হইবে না, তখন জানিবে, যে হরিতাল ভস্ম হইয়াছে। এইরূপে প্রস্তুত করিয়া এই ঔষধ সেবন করিলে কুষ্ঠাদিরোগের শান্তি হয়। ইহার মাত্রা ১ যব। এই ঔষধ সেবনে মসুর, ছোলা ও মুগের ডাইল পথ্য। (ভৈষজ্যরত্না° কুষ্ঠাধিকার)

রসেন্দ্রসারের মতে, হরিতাল, পারা, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, বঙ্গ সমভাগ মধুতে মর্দ্দন করিয়া ১ মাষা পরিমাণে বটী প্রস্তুত করিতে হইবে। অনুপান পাকা যজ্ঞডুমুর এক তোলা ও মধু, অথবা কেবল মধুর সহিত সেবনীয়। এই ঔষধে বহুমূত্র রোগ আশু প্রশমিত হয়। (রসেন্দ্রসারস°)

তালক্রোশা (দেশজ) বৃক্ষভেদ।

তালক্ষীর (পুং) তালজাতং ক্ষীরমিব শুভ্রত্বাৎ। শর্করভেদ, তালের চিনি। (রাজনি°)

তালক্ষীরক (ক্লী) তালক্ষীর স্বার্থে কন্। তালের চিনি।

তালগর্ভ (পুং) তালস্য গর্ভঃ ৬তৎ। তালমজ্জা, তালের-মাথি। "ঋষপিত্তমৃগাশ্ববস্তদুগ্ধৈঃকরিহস্তচ্ছিদয়ে সতালগর্ভৈঃ॥" (বৃহৎসং ৫০।২৪) তরবারিতে যদি তালের মাথির পান দেওয়া যায়, তাহা হইলে সেই তরবারি দ্বারা হস্তিশুণ্ড ছেদ করা যায়।

তালঘাট, দাক্ষিণাত্যে বোম্বাই হইতে নাসিক যাইবার পথে অবস্থিত একটী প্রধান গিরিপথ, সমুদ্র হইতে ১৯১২ ফিট্ উচ্চ ও ইহা হইতে নিকটবর্ত্তী গিরিচূড়া প্রায় ৩২৪১ ফিট্ উচ্চ। অক্ষা° ১৯°১৪ উঃ, দ্রাঘি° ৭৩° ৩৩ পূঃ।

তালঙ্ক, (পুং) তাড়ঙ্ক ডস্য লঃ। ভূষণ বিশেষ। (শব্দার্থচিন্তা°)

তালচর (পুং) ১ দেশভেদ। ২ তদ্দেশবাসী। ৩ তালচর দেশের রাজা। "অঙ্গাস্তালচরাশ্চৈব চুচুপারেণুপাস্তথা।" (ভারত উ° ১৩৯ অ°)

তালচের, উড়িষ্যার দেশীয় রাজার অধীন একটী গড়জাত-মহল। এই রাজ্যের উত্তরে পাললহরা, পূর্ব্বে ঢেঁকানল, দক্ষিণ ও পশ্চিমে অঙ্গুলরাজ্য। অক্ষা° ২০°৫১´ ৩০´´ হইতে ২১°১৮´উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৪°৫৭´ হইতে ৮৫°১৭´৪৫´´ পূঃ। ভূপরিমাণ ৩৯৯ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা প্রায় চল্লিশ হাজার। এখানে কয়লা ও লৌহের খনি আছে, যেখানে ব্রাহ্মণী নদী পাললহরা ও ঢেঁকানল হইতে তালচের রাজ্য পৃথক্ হইয়াছে, সেইখানে নদীতীরে চূণ পাওয়া যায়। এখানে নদীর বালি ধুইয়া স্বর্ণরেণু সংগৃহীত হয়।

এই রাজ্যের মধ্যে ব্রাহ্মণীনদীতীরে অবস্থিত তালচের নগরই প্রধান। এখানে রাজধানী ও ৫০০ ঘর লোকের বাস।

তালচের-রাজগণ বলিয়া থাকেন যে, ৫০০ বর্ষ অতীত হইল, অযোধ্যারাজের এক পুত্র এখানে আসিয়া অসভ্য অধিবাসীদিগকে তাড়াইয়া রাজ্যস্থাপন করেন। বর্ত্তমান রাজা তাঁহারই বংশধর। অঙ্গুল-বিদ্রোহের সময় এখানকার রাজা বৃটিশগবর্মেণ্টকে সাহায্য করায় 'মহেন্দ্র বাহাদুর' উপাধি লাভ করেন।

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ২১এ মে তারিখে রাজা রামচন্দ্র বীরবর হরিচন্দন বৃটীশগবমেণ্ট কর্ত্তৃক পুরুষানুক্রমিক রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। এখনকার রাজার নাম রাজা কিশোরচন্দ্র বীরবর হরিচন্দন। রাজ্যের আয় প্রায় ৬০০০০৲ টাকা, বৃটীশ গবর্মেণ্টকে ১০৩০৲ টাকা মাত্র কর দিতে হয়। রাজার প্রায় ১০০ শত সেনা আছে।

তালজঙ্ঘ (পুং) তাল ইব জঙ্ঘা যস্য। ১ দেশভেদ। ২ তালজঙ্ঘপ্রদেশবাসী। ৩ তালজঙ্ঘদেশের রাজা। ৪ গণভেদ।

"নির্ভাসাস্তালজঙ্ঘাশ্চ বাদিকাশ্চাঃ ভয়ঙ্করাঃ।"
"এতে গণাশ্চ সকতং রক্ষন্তু মম সর্ব্বতঃ॥"

(হরিবংশ ১৬৮ অং)

(কণ্ঠপৃষ্ঠগ্রীবাজঙ্ঘম্। পা ৬।২।১১৪) পাণিনির এই সূত্রে তালজঙ্ঘ এই পদের উদাত্ত স্বরতা হইয়াছে। যদুবংশীয় এক জন নৃপতি। তালজঙ্ঘগণ ইহারই পুত্র, তাহারা হৈহয়গণ ও শশবিন্দুর সহিত সগরের পিতা অসিত বা বাহুরাজাকে রাজ্যচ্যুত করে। (রামা॰ হরি॰ বিষ্ণু॰)

তালজটা (স্ত্রী) তালস্য জটের ভবঃ। তালবৃক্ষের জটাকার পদার্থবিশেষ, তালপলস্ব।

তালদণ্ডা, ৩২ মাইল দীর্ঘ উড়িষ্যার একটী প্রধান খাল। কটক সহর হইতে মহানদীর প্রধান শাখায় মিলিত হইয়াছে। নৌকা যাতায়াত ও ক্ষেত্রে জল-সেচনা এই উভয় কার্য্যের জন্য এই খাল কাটা হয়।

তালধ্বজ (পুং) তালো ধ্বজো যস্য বহুব্রী। ১ বলরাম। ২ পর্ব্বতবিশেষ।

"শক্রত্রয়ো দৈবতঞ্চ সিদ্ধিক্ষেত্রং স্বতীর্থরাট।
উগ্রঃ কপর্দ্দী লৌহিত্যস্তালধ্বজেবরদ্বয়কো॥"

(শত্রুঞ্জয়মাহাত্ম্য ১।৩৫২)

তালধ্বজা (স্ত্রী) তালস্তালবৃক্ষের ধ্বজশ্চিহ্নং যস্যা বহুব্রী। নদীবিশেষ। "অস্তিস্তালধ্বজা নাম নদী ত্রিদশাপগা।"

(ক্রিয়াযোগসার)

তালনরু (দেশজ) বৃক্ষভেদ।

তালনবমী (স্ত্রী) তালোপহারা নবমী। ১ ভাদ্র শুক্লা-নবমী।

"মাসি ভাদ্রপদে যাস্যান্নবমী বহুলেতরা।
তস্যাং সংপূজ্য বৈ দুর্গামশ্বমেধফলং লভেৎ।"

ভাদ্রমাসে শুক্লা নবমী তিথিতে দুর্গাপূজা করিলে অশ্বমেধফল লাভ হয়।

২ ব্রতবিশেষ। ভাদ্র শুক্লানবমী তিথিতে সৌভাগ্যকামনা করিয়া স্ত্রীগণ তালোপহার দ্বারা এই ব্রতানুষ্ঠান করিয়া থাকেন, এইজন্য এই ব্রতের নাম তালনবমী। এই ব্রত ৯ বৎসর সাধ্য। আরব্ধ বৎসর হইতে নবম বৎসরে প্রতিষ্ঠা করিতে হয়।

ব্রতপ্রয়োগ—পূর্ব্বদিনে সংযত হইয়া থাকিবে, ব্রতদিনে প্রাতঃকালে নিত্যক্রিয়াদি সম্পন্ন করিয়া স্বস্তিবাচন করিয়া সঙ্কল্প করিবে। "শ্রীবিষ্ণুর্নমোঽস্য ভাদ্রে মাসি শুক্লপক্ষে নবম্যান্তিথাবারভ্য অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকীদেবী সৌভাগ্য-সৌন্দর্য্যপুত্র-পৌত্রাদি নিত্য-ধন-ধান্য-বিবর্দ্ধনেহলৌকিক-মহাসুখ-পরলোকাধিকরণক-পরমগতি-প্রাপ্তিকামা নববর্ষপর্য্যন্তং তালনবমীব্রতমহং করিষ্যে।" এইরূপে সঙ্কল্প করিয়া সূর্য্যাদি পঞ্চদেবতা পূজা করিবে। পরে তালপল্লবে গৌরীকে আবাহন করিয়া ষোড়শোপচারে পূজা করিয়া নবতালযুক্ত নৈবেদ্য প্রদান করিবে। "নমো গৌর্য্যৈ নমঃ" এই মন্ত্রে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া প্রণাম করিবে। পরে একটী ফল হস্তে লইয়া ব্রতের কথা শুনিতে হইবে। ব্রতকথা এই—

"রুক্মিণ্যুবাচ।

কেনোপায়েন ভগবন্নারী দুঃখং ন বিন্দতি।
সৌভাগ্যমথসৌন্দর্য্যং পুত্রপৌত্রাদিকং লভেৎ॥
ইহলোকে মহৎসৌখ্যং পরলোকে পরাং গতিং।
তন্মে কথয় তত্ত্বেন সদ্যো যদি তে দয়া॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

শৃণু দেবি মহাভাগে সৌভাগ্যং যেন জায়তে।
পুত্রপৌত্রাদিকং নিত্যং ধনধান্যবিবর্দ্ধনং॥
ইহলোকে মহৎসৌখ্যং পরলোকে পরাং গতিং।
তালনবম্যাব্রতং পুণ্যং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতং॥
কুরু দেবি প্রযত্নেন সর্ব্বকামসমৃদ্ধিদং।
ভাদ্রে মাসি সিতে পক্ষে নবমী যা শুভা ভবেৎ॥
তস্যামারভ্য কর্ত্তব্য নববর্ষাণি সুব্রতে।
কৃত্বা চ তদ্ব্রতং দেবী ত্যক্তেত্তালস্য ভক্ষণং॥
তালস্য ব্যজনাদ্বায়ুর্নকর্ত্তব্যঃ কদাচন।
অষ্টম্যাং নিয়মী ভূত্বা প্রাতরুত্থায় সত্বরং॥
স্নানং কৃত্বা নবম্যাঞ্চ ব্রতসংকল্পমাচরেৎ।
তালপল্লবমারোপ্য তত্র গৌরীং প্রপূজয়েৎ॥
পাদ্যাদিভিঃ সমভ্যর্চ্চ্য নৈবেদ্যং নবতালকং।
সম্পূর্ণে নবমে বর্ষে প্রতিষ্ঠামাচরেৎ ততঃ॥
ফলানি নবদদ্যা চ তালস্য উত্তমোত্তমে।
পিত্তবর্জ্জুরজাতী চ এলাচৈব হরীতকী॥
নারিকেলং তথা পূগং রম্ভা পক্ককদলিকং।
তত্র মুখ্যং প্রদাতব্যং তালস্য ফলমুত্তমং॥

বস্ত্রেণাচ্ছাদ্য দদ্যাত্তু ডল্লকং দক্ষিণান্বিতং।
প্রতিষ্ঠার্থং প্রদাতব্যং কাঞ্চনং রজতং তথা ॥
ব্রতাহানি তু ভুঞ্জীত নিরামিষং সতালকং।
এবং কৃতে ন সন্দেহঃ পূর্ব্বোক্তঞ্চ ফলং লভেৎ।
কথিতং তব যত্নেন কুরুষ ব্রতমুত্তমং।

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ব্রতং কেন কৃতং দেব মর্ত্ত্যলোকে প্রকাশিতম্।
তন্মে কথয় তত্ত্বেন ব্রতমেতৎ সুদুর্লভং ॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

রম্যে তু যমুনাকূলে কংসস্য তালবৃন্দকে।
ধেনুকস্য পুরং গত্বা ময়া দৃষ্টং সুশোভনং ॥
তত্র গৌরী শচী মেধা সাবিত্রী চাপরাপরা।
দেবীমারোপ্য তত্রৈব তালস্য পল্লবে শুভে।
কাচিদ্ধ্যানপরা তত্র জপস্তুতিপরায়ণা ॥
তাশ্চ দৃষ্ট্বা ময়া পৃষ্টং ব্রতং কস্মেদমুত্তমং।
কিং ফলং কিং স্বরূপঞ্চ তন্মে কথয়ত স্ত্রিয়ঃ ॥

স্ত্রিয় ঊচুঃ।

যদ্ব্রতেদং যৎফলং চাপি শৃণু বীর সুরোত্তম।
ইদং ব্রতং চাস্মিকাম্যা ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতং ॥
তালনবমীতি বিখ্যাতং ধনধান্যবিবর্দ্ধনং।
সৌভাগ্যমথ সৌন্দর্য্যং পুত্রপৌত্রাদিদং ততঃ ॥
ইহৈব কুশলং সর্ব্বমন্তে গৌরীপদপ্রদং।
বিধানং শৃণু বক্ষ্যে বেনেদং ক্রিয়তে ব্রতং ॥
অষ্টম্যাং নিয়মীভূত্বা নবম্যাং ব্রতমারভেৎ।
ভাদ্রে মাসি সিতে পক্ষে তালস্য পল্লবে শুভে ॥
গৌরীমারোপ্য যত্নেন বিধানেন প্রপূজয়েৎ।
ফলং তালস্য নবকং দত্ত্বা নৈবেদ্যমুত্তমং ॥
নানাবিধৈঃ নমস্কারৈঃ গন্ধপুষ্পাদিভিস্তথা।
নিরামিষং ব্রতান্তে চ কর্ত্তব্যং তালভক্ষণং ॥
নববর্ষং ব্রতং কৃত্বা প্রতিষ্ঠাং কারয়েত্ততঃ।
ব্রতাচার্য্যায় দাতব্যং কাঞ্চনং রৌপ্যমুত্তমং ॥
ডল্লকং শোভনং দত্ত্বা ব্রতসাঙ্গং ভবেত্ততঃ।
ইত্যেতং কথিতং তেন ব্রতানাং ব্রতমুত্তমং ॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

শ্রীতং ব্রতং ময়া দৃষ্টং সত্যং সত্যং ব্রতং শুভে।
তস্মাৎ কুরু প্রযত্নেন সৌভাগ্যবর্দ্ধনং শুভে ॥
ইতি শ্রুত্বা ততো দেব্যা ব্রতং কৃত্বা যথাবিধি।
রুক্মিণ্যা কৃষ্ণভার্য্যয়া সৌভাগ্যং লব্ধমুত্তমং।
যা নারী চ প্রযত্নেন করোতি ব্রতমুত্তমং।
সা সর্ব্বফলমাপ্নোতি ইহলোকে পরত্র চ ॥
ইতি ভবিষ্যে তালনবমীব্রত কথা সমাপ্তা।

এই কথা শুনিয়া ভোজ্যোৎসর্গ করিবে, পরে ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইয়া নিজে ভোজন করিবে। এইরূপে ৯ বৎসর হইলে প্রতিষ্ঠা করিবে। [ব্রতপ্রতিষ্ঠা দেখ।] প্রতিষ্ঠা বৎসরে প্রতিষ্ঠাবিধি অনুসারে হোমাদি পর্য্যন্ত শেষ করিয়া তালডল্লক উৎসর্গ করিতে হইবে।

তালের ডালা বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া "নমোঽদ্যেত্যাদি শ্রীঅমুকী দেবী শ্রীগৌরী প্রীতিকামা ইমং নবফলযুক্তং সবস্ত্রং তালডল্লকং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদে", এইরূপে ডল্লকোৎসর্গ করিয়া দক্ষিণান্ত করিবে।

"অদ্যেত্যাদি কৃতৈতৎ তালনবমীব্রতকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভব গোত্র নাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদে।" এইরূপে দক্ষিণান্ত করিবে, পরে ব্রাহ্মণদিগকে পরিতোষরূপে ভোজন করাইয়া নিজে ভোজন করিবে।

যাহারা এই ব্রতানুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহারা তাল ভক্ষণ ও তালবৃন্ত দ্বারা বায়ুসেবন বর্জ্জন করিবেন। এই ব্রতে ৯টী ফল প্রদান করিতে হয়।

পিণ্ডখর্জ্জুর, জাতি, এলাচ, হরীতকী, নারিকেল, পূগ, রম্ভা, পক্কফল ও তাল এই ৯টী ফল।

ভবিষ্যপুরাণে ইহার আর একটী প্রকারান্তর আছে, তাহাতে বিশেষ এই নারায়ণ ও লক্ষ্মীর পূজা করিতে হয়। কথা—

মেরুপৃষ্ঠে সুখাসীনং কৃষ্ণং কমলয়া সহ।
উবাচ মধুরং বাক্যং স্মিতপূর্ব্বং নৃপাত্মজা ॥
শৃণু মে বচনং দেব স্ত্রীণাং সৌভাগ্যকারণং।
কেন বা সুভগা আসীৎ কেন বা দুর্ভগা ভবেৎ ॥
কিং ব্রতেন বিমুচ্যেত কিং কৃতেন ফলং লভেৎ।
তন্মে ব্রূহি সুরশ্রেষ্ঠ নারীণাং কারণং পরং ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

পুরাহং হি মম ভার্য্যে দ্বে সত্যভামা চ রুক্মিণী।
রুক্মিণী সুভগা সাধ্বী সত্যভামা চ দুর্ভগা ॥
তস্যাঃ কস্মাৎ প্রসাদেন সৌভাগ্যমভবৎ পরং।
কেনাচিৎ বাক্যদোষেণ সত্যভামা চ দুর্ভগা ॥
দুঃখার্ত্তা শোকসন্তপ্তা রুদতী বহুশো মুহুঃ।
কিয়ৎকালে চ সম্প্রাপ্তে রুক্মিণী চ তপোবনে ॥
অরণ্যে বিজনে গত্বা কাশ্যপমুনিবরাশ্রমে।
কৃত্বা চ বিধানেন সর্ব্বং দুঃখং ন্যবেদয়ৎ ॥

তচ্ছ্রুত্বা তু মুনিশ্রেষ্ঠঃ প্রোবাচ রুদতীং শুভাং।
ভবে পুত্রিণি মা রোদীঃ সৌভাগ্যং তে ভবিষ্যতি॥

সত্যভামোবাচ।

দুঃখং মে বহুশস্তাত! শরীরং দুর্ভগং কথং।
কথ্যতাং মুনিশার্দ্দূল স্বামি সৌভাগ্যকারণং॥

মুনিরুবাচ।

ভাদ্রে মাসি সিতে পক্ষে নবমী যা তিথির্ভবেৎ।
তস্যাং নারায়ণং লক্ষ্মীং পূজয়েচ্চ বিধানতঃ।

সত্যভামোবাচ

বিধানং কীদৃশং তস্য কিং দানং কিঞ্চ পূজনং।
তন্মে ব্রূহি মুনিশ্রেষ্ঠ কারণং কিং তদুচ্যতাং॥

মুনিরুবাচ।

স্থণ্ডিলে মণ্ডলং কৃত্বা ঘটং তত্র নিবেশয়েৎ।
তত্র নারায়ণং লক্ষ্মীং গন্ধপুষ্পাদিনার্চ্চয়েৎ॥
নৈবেদ্যেন সদা ভক্ত্যা পূজয়েৎ ভক্তবৎসলাং।
তালেন পূজয়েৎ দেবীং তালেনৈব বিনির্ম্মিতং॥
তস্যৈ চৈব নিষ্কং দত্বা ব্রাহ্মণায়োপপাদয়েৎ।
পঞ্চমালৈঃ সমন্বিতং বিপ্রহস্তে সমর্পিতং॥
স্বয়ং তু ব্রাহ্মণো [illegible] সার্দ্ধং সমাচরেৎ।
এবং ক্রমেণ সাধ্বীভিঃ কর্ত্তব্যমতিযত্নতঃ॥
নবমং বৎসরং যাবৎ মাসি ভাদ্রপদে তথা।
পুত্রপৌত্রৈঃ পরিবৃতা সৌভাগ্যং লভতে ভবেৎ।
ধনধান্যসমৃদ্ধিঞ্চ অবৈধব্যঞ্চ নিত্যশঃ।
অভীষ্টফলমাপ্নোতি নবমীব্রতকারণাৎ।
সম্পূর্ণে চ ব্রতে তস্মিন্ প্রতিষ্ঠা চ দিনান্তরং।
বিপ্রায় দক্ষিণা দেয়া সুভোজ্যঞ্চ বিধানতঃ।
এবং কুরু সদা বিজ্ঞে শুণু ভাবিশুভং।
তথা চক্রে চ সা সাধ্বী মনোবচনগৌরবাৎ॥
ব্রতে সম্পূর্ণতাং যাতে কেশবস্যানুগ্রহাৎ।
অসৌভাগ্যেন যদ্দুঃখং তৎ তে সর্ব্বং বিনশ্যতু।
সৌভাগ্যমতুলং প্রাপ যথা গৌরীহরস্য চ।
শচীব পুরহুতস্য রতী চ মদনস্য চ॥
যথা নারায়ণে লক্ষ্মীস্তথাসৌ ভর্ত্তৃশোভনে।
ইতি তস্মৈ বরং দত্বা পুত্রীম্বা [illegible] যযৌ॥
ইদং যা কুরুতে সাধ্বী ব্রতং সা সুভগা ভবেৎ।
এবং ব্রতঞ্চ যা নারী কুরুতে ধর্ম্মতৎপরা॥
তস্যাশ্চ ভবনে লক্ষ্মীশ্চঞ্চলা নিশ্চলা ভবেৎ।
জন্মান্তরে ভবেৎ সাধ্বী অবৈধব্যং সদা পুনঃ॥
পত্যুশ্চ সুভগা সাধ্বী পুত্রপৌত্রান্বিতা ভবেৎ।
ধনধান্যসমৃদ্ধিঞ্চ ততো মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ॥
ইতি ভবিষ্যপুরাণোক্ত তালনবমীব্রতকথা সমাপ্তা।

এই তাল নবমী ব্রতপ্রভাবে স্ত্রীদিগের ইহলোকে সকল প্রকার সুখ, পরলোকে স্বর্গ এবং জন্ম জন্ম অবৈধব্য লাভ হয়। তাহাদিগের ভবনে লক্ষ্মী নিশ্চলা হইয়া থাকেন।

তালপত্র (ক্লী) তালস্য পত্রমিব। ১ কর্ণভূষণভেদ, তাড়ঙ্ক। তালস্য পত্রং ৬তৎ। ২ তালবৃক্ষের পত্র, তালপত্র দ্বারা বায়ুসেবনের গুণ—রুক্ষ, ঈষৎ উষ্ণ, বাতশান্তিকর, নিদ্রাকারক, প্রীতিকারক, শোষরোগ ও বিকারনাশক, দাহ, পিত্ত, শ্রম ও গ্লানিনাশক। মধুর, অতিশ্রমনাশক। তালপত্র আর্দ্র করিয়া বায়ুসেবন করিলে বায়ুবৃদ্ধি হয় *। (হারীত)

তালপত্রিকা (স্ত্রী) তালপত্রী-স্বার্থে-কন্-টাপ্ হ্রস্বশ্চ। মুষলী, তালমূলী। (রাজনি°)

তালপত্রী (স্ত্রী) তালস্য পত্রমিব পত্রং যস্যাঃ বহুব্রী। মূষিকপর্ণী। (মেদিনী)

তালপর্ণ (ক্লী) তালঃ পত্রমস্য। মুরা নামক গন্ধদ্রব্য। (শব্দর°) মুরামাংসী, মিশ্রেয়া, সগন্ধ।

তালপর্ণী (স্ত্রী) তালস্য পর্ণমিব পর্ণমস্যাঃ। মাধুরিকা; মুরা।

তালপাত (দেশজ) তালপত্র, তালের পাতা, প্রাচীনকালে তালপত্রে শাস্ত্রগ্রন্থাদি লিখিত হইত, তালপত্রই শাস্ত্ররক্ষার এক প্রকার প্রধান উপায় ছিল। এখন বহু পরিমাণে কাগজের আমদানি হওয়ায় তালপত্রে শাস্ত্রাদি লেখা কম পড়িয়া গিয়াছে। তালপত্রে লিখিত গ্রন্থাদি ৪০০।৫০০ বৎসর উত্তমরূপে থাকে।

তালপুর (তালপুর) সিন্ধুদেশের শেষ স্বাধীন আমীরদিগের বংশগত উপাধি। সিন্ধুদেশে ইয়ার মহম্মদ শাসনকালে শাহবাদ খাঁর পুত্র মীর বহরম খাঁ কলহোড়াদিগের উন্নতির জন্য বহুতর কল্যাণ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। তালপুরদিগের মধ্যে তাঁহার নামই সর্ব্বপ্রথম দৃষ্ট হয়। তালপুরগণ বলোচী মুসলমানদিগের শাখাবিশেষ। গোলামশাহের রাজত্বকালে মীর বহরাম তালপুর অতিশয় প্রাধান্য হইয়া উঠেন। কিন্তু সরফরাজ খাঁ সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া মীর বহরাম ও তাঁহার পুত্রকে গোপনে হত্যা করিয়া ফেলিলেন। ১৭৭৭ খৃঃ অব্দে কলহোড়বংশীয় গোলাম নবীর সহিত মীর বহরমের

* "তালপত্রসমুৎপন্নঃ রুক্ষো বাতস্য শান্তিকৃৎ।
নিদ্রাকরঃ প্রীতিকরঃ শোষরোগবিকারহা।
দাহপিত্তশ্রমগ্লানিনাশনো শ্রমশান্তিকৃৎ।
মধুরোঽতিশ্রমঘ্নঃ স্যাদার্দ্রত্বে কফকোপনঃ।" (হারীত ৫ম°)

অন্যতম পুত্র মীরবিজয় তালপুরের এক ঘোরতর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে মীরবিজয় জয়লাভ করেন। যুদ্ধান্তে গোলাম নবীর ভ্রাতা আবদুল নবী খাঁ সিন্ধুদেশের রাজা ও মীর বিজয় তাঁহার অমাত্য হইলেন। ১৭৮১ খৃঃ অব্দে মীর বিজয় শিকার-পুরের নিকট সিন্ধু আক্রমণকারী কান্দাহার সৈন্যকে পরাজিত করিলেন। ইহার পরাক্রম ও ক্ষমতা দেখিয়া আবদুল নবী অতিশয় ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠিলেন। এই নরাধমের চক্রান্তে মীরবিজয়ের প্রাণবায়ু দেহ হইতে বহির্গত হইল। ১৭৮৮ খৃঃ অব্দে এই ঘটনা ঘটে। নারকী আবদুল নবী ভীত হইয়া রাজ্য ছাড়িয়া খিলাতে যাইয়া আশ্রয় লইল। মীরবিজয়ের পুত্র আবদুল খাঁ তৎপর মীর ফতেখাঁর সহিত একযোগে সিন্ধুর শূন্য-সিংহাসন অধিকার করিলেন।

আবদুল নবী পুনরায় সিন্ধুরাজ্য অধিকার করিবার জন্য বিবিধ চেষ্টা ও ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইল না। পরে অতিশয় নীচবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক আবদুল খাঁ তালপুরকে নিহত করে, কিন্তু ইহাতেও তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারিল না। মীরফতে আলি খাঁ তাহাকে পুনরায় সিন্ধুদেশ হইতে দূর করিয়া দিলেন। ফতে আলিখাঁ সচেষ্ট হইয়া কান্দাহারের শাসনকর্তা জমানশাহের নিকট হইতে 'সিন্ধুরাজ্যের শাসনভার তালপুরবংশীয়-দিগের হস্তগত হইল'—এই মর্ম্মে এক সনন্দপত্র গ্রহণ করিলেন। এই ফতে আলি খাঁ হইতেই তালপুরবংশীয়দিগের সমধিক শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছিল।

১৭৮৩ খৃঃ অব্দে মীরফতে আলিখাঁ সিন্ধু সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাহার পুত্র মীর করো খাঁ শাহবন্দর ও মীর সোহরব খাঁ রোহরি প্রদেশ শাসন করিতে থাকেন।

তালপুরবংশ সাধারণতঃ ৩ শাখায় বিভক্ত, (১) হায়দরাবাদ (কিম্বা শাহদাদপুর) (২) মীরপুর, (৩) খয়েরপুর (কিম্বা সোহরবানি)। প্রথম শাখা মধ্যসিন্ধুদেশে, ২য় মীরপুরে এবং ৩য় শাখা খয়েরপুরে বাস করিত। হায়দরাবাদের কিয়দ্দূরে মুদবাদ নামক স্থানে তালপুরবংশীয় অনেকের বাস ছিল। হায়দরাবাদের তালপুরগণ সকল শাখার নিকট শ্রদ্ধা ও সম্মান পাইত। তাঁহাদের পরামর্শ ছাড়া কোন তালপুর-শাসনকর্ত্তা কোন গুরুতর কার্য্যে ব্যাপৃত হইতেন না।

১৭৯৯ খৃঃ অব্দে তালপুরবংশীয় মীরদিগের সহিত বাণিজ্য-কার্য্যের বন্দোবস্ত করিবার জন্য জনৈক ইংরাজদূত গমন করেন; কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। মীরগণ করাচী-স্থিত ইংরাজ-দূতকে সহর পরিত্যাগ করিতে আদেশ করায় তিনি অবিলম্বে সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। ১৮০৯ খৃঃঅব্দে তালপুরদিগের সহিত ইংরাজদিগের সখ্যতা-সূত্রে সন্ধি হয়। ক্রমে ইংরাজগণ প্রবেশ লাভ করিতে আরম্ভ করিল।

কাবুল যুদ্ধকালে আমীরগণ রীতিমত ইংরাজদিগের সাহায্য করেন নাই, এই ছলনায় বৃটীশ গবর্মেণ্ট সিন্ধুরাজ্য নিজ অধিকারভুক্ত করিতে অগ্রসর হইলেন। এইকালে তালপুরীয়দিগের মধ্যে একান্ত গৃহবিবাদ চলিতেছিল। তালপুরীয়গণ অবশেষে কর-প্রদান করিতে সম্মত হইয়া ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি করেন। কিন্তু চার্লস্ নেপিয়ার দেশটী সম্যক্‌প্রকারে গ্রাস করিতে ইচ্ছুক হইয়া তালপুরীয়দিগকে নূতন নিয়মে সন্ধি করিবার প্রস্তাব জানাইলেন। অবশেষে গৃহকলহে লিপ্ত হীনমতি তালপুরবংশীয়দিগের সহিত বৃটীশ গবর্মেণ্টের যুদ্ধ বাধিল। যুদ্ধান্তে তালপুরবংশীয়দিগের রাজ্য-শাসনের অস্তিত্ব লুপ্ত হইল।

তালপুরীয়গণ বলেন, হাসিমের পুত্র মীরহমজা ইহাদের আদিপুরুষ। ইহারা আরব-জাতীয় বলোচি-শাখা হইতে উদ্ভূত। ইহাদের অনেক আদিপুরুষ মীর শাহদাদ খাঁ, তাঁহার স্বজাতের সহিত মনান্তর হওয়ায়, কলহোড-রাজ মিয়ান নহম্মদের অধীনে কার্য্য করেন এবং সিয়াধর্ম্ম অবলম্বন করেন; ইহার সহিত অনেক বলোচি সিন্ধুদেশে আইসে। আতিথেয়তা ও অভ্যাগতের অভ্যর্থনার জন্য তালপুরবংশীয় রাজগণ অতিশয় প্রসিদ্ধ। কিন্তু এই রাজগণ বিশেষ শিক্ষিত ছিলেন না। খয়েরপুরের তালপুরগণ সৈন্যদিগকে যথেষ্ট জায়গীর প্রদান করিতেন। ইহারা অতি মিতব্যয়ী ছিলেন; কেবলমাত্র অশ্ব ও অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করিবার কালে মিতব্যয়িতার প্রতি ইহারা আদৌ মনোযোগ করিতেন না। মৃগয়ার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতেন।

তালপুর মীরগণ বহুমূল্য লুঙ্গি, কাশ্মীরিশাল প্রভৃতি মূল্যবান দ্রব্য পরিধান করিতেন। সিন্ধুদেশে যেরূপ টুপির ব্যবহার আছে, ইহারা সেইরূপ টুপি পরিতেন। ইহাদের তরবারির ও কটিবন্ধের কিয়দংশ স্বর্ণখচিত।

ইহারা রাজকার্য্যের জন্য অধীন বলোচ সামন্তদিগকে জায়গীর প্রদান করিতেন। শরীর-রক্ষক সৈন্যব্যতীত ইহাদের অপর সৈন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিত না। যুদ্ধকালে পদাতিকগণ প্রত্যেকে প্রত্যহ প্রায় ৵০ আনা ও অশ্বারোহী-সৈন্যদিগের প্রত্যেক প্রায় ।০ আনা বেতন পাইত। যদিও তালপুরী মীরগণের সৈন্য সজ্জিত থাকিত না, তথাপি যুদ্ধ-কালে ইহারা অনায়াসে প্রায় ৫০০০০ সৈন্য একত্র করিতে পারিতেন।

ইহাদের করসংগ্রহ জমীদারদিগের প্রথার ন্যায় ছিল।

রাজকর অধিকাংশ স্থলে ফসল হইতে আদায় হইত। ইহার নাম বণ্টাই। কোন কোন স্থলে জমীর ১/৩, ১/২ অথবা ১/৪ অংশের মূল্য স্থানীয় অর্থ রাজকরস্বরূপ নির্দ্দিষ্ট ছিল। এই করের নাম মহ্সুলি (মাস্থল)। ক্ষেত্রে জলসেচন করিবার জন্য এক প্রকার কর ও কৃষকদিগের উপর এক প্রকার জিজিয়াকর প্রচলিত ছিল। পতিত জমী অল্পকরে বন্দোবস্ত করা হইত। খর্জ্জুর গাছের উপরও একপ্রকার কর ছিল। ইঁহাদিগের অধীনে অনেকগুলি জমীদার দেখা যায়। মালকানো, জমীদারী ও বাজখরচ এই তিন প্রকার লাপো জমীদারগণ আদায় করিতেন। জমীদারগণ মীরদিগের নিকট যথেষ্ট সম্মান পাইতেন। যে পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হইত, জমীদারগণ সেই অনুসারে লাপো আদায় করিতেন। আমদানী ও রপ্তানি দ্রব্যের উপর শুল্ক আদায়ের প্রথা দৃষ্ট হয়। বাজারে যত দ্রব্য বিক্রীত হইত, তাহার তরাজু কর দিতে হইত। বিনা লাইসেন্সে কেহ মাদক দ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারিত না। ধীবর, তাঁতি ও দোকানদার-দিগকে কিছু কিছু শুল্ক দিতে হইত। মীরগণ কর্ম্মচারীদিগকে যথেষ্ট ইনাম ও জায়গীর দিতেন।

তালপুরদিগের শাসনকালে কবদার, কোতয়াল ও অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ ফৌজদারী বিচার করিতেন। সময় সময় মীর-গণও এই কার্য্যে ব্যাপৃত হইতেন। ভিন্ন ভিন্ন অপরাধে হস্ত-পদচ্ছেদন, বেত্রাঘাত, বন্ধন ও অর্থদণ্ড প্রভৃতি শাস্তি ছিল। মৃত্যুদণ্ড প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। হত্যাকারী মৃতব্যক্তির আত্মীয়দিগকে অর্থদ্বারা সন্তুষ্ট করিতে পারিলে সকল দণ্ড হইতেই অব্যাহতি পাইত। অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহার নির্দ্দোষ প্রচার করিলেও সাক্ষাৎ প্রমাণ না পাইলে অগ্নি ও জলদ্বারা পরীক্ষাগ্রহণের নিয়ম দেখা যায়। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে জল-নিম্নে রাখা হইত। এক ব্যক্তি ধনুকে বাণ যোজনা করিয়া যতদূরে পারে, ততদূরে নিক্ষেপ করিত। অপর এক ব্যক্তিকে সেই বাণ আনিতে পাঠান হইত। যতক্ষণ সেই ব্যক্তি বাণ লইয়া তথায় উপস্থিত না হয়, ততক্ষণ যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি জলের নীচে থাকিতে পারে, তবে তাহাকে নির্দ্দোষ বলিয়া গ্রহণ করিত। আর যদি বাণ আনিবার পূর্ব্বেই সে জল হইতে মাথা উঠাইত, তবে তাহার দোষ প্রমাণ হইয়া যাইত। অগ্নিপরীক্ষা ইহা অপেক্ষাও ভীষণ। ৭ হাত লম্বা একটী গর্ত্ত খনন করিয়া তাহা কাষ্ঠদ্বারা পরিপূর্ণ করিত; পরে তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তির হস্তপদ কলার পাতায় বাঁধিয়া তাহাকে গর্ত্তের মধ্যে ছাড়িয়া দিত। পরে তাহাকে গর্ত্তের একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্তে যাইতে হইত। ইহাতে উদ্ধার পাইলে সকলেই তাহাকে নির্দ্দোষ বিবেচনা করিত। এই জল ও অগ্নিপরীক্ষা চর ও টুবিনামে খ্যাত ছিল। কয়েদী-দিগের জন্য রীতিমত জেল ছিল না। দিনের বেলা প্রহরিগণ ভিক্ষা করাইবার জন্য তাহাদিগকে সহরমধ্যে আনিত। রাজ-সরকার হইতে ইহারা খাদ্য পাইত না। রাত্রিকালে ইহা-দিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধাবস্থায় অথবা হাতকোড়ি লাগাইয়া রাখিত। ফৌজদারী বিচারকগণই দেওয়ানি বিচার করিতেন। তাল-পুরদিগের শাসনকালে দেওয়ানী অতিশয় ব্যয়-সাধ্য ছিল; এই জন্যই দেওয়ানী মোকদ্দমার সংখ্যার অল্পতা দেখা যায়।

ইতিহাসে তালপুরদিগের মুদ্রা কলদার নামে অভিহিত হইয়াছে।

তালপুষ্প (ক্লী) তালরন্ত. তালের জটা।

তালযন্ত্র (ক্লী) মৎস্যতালুবৎ দ্বাদশাঙ্গুল পরিমিত যন্ত্রভেদ, ইহার একমুখ বা দুইমুখই মৎস্যের তালুর ন্যায়। কর্ণ, নাসিকা এবং নাড়ীর মধ্যে যে শল্য থাকে, তাহা বাহির করিবার নিমিত্ত এই যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। * (সুশ্রুত সূত্রস্থান ৭ অ°)

এই যন্ত্র মৎস্যের তালুর ন্যায় বলিয়া কেহ কেহ ইহার নাম তালুযন্ত্র বলেন।

তালপুষ্পক (ক্লী) তালঃ খড়্গামুষ্টি রব পুষ্পমস্য পুষ্প-কপ্। ১ প্রপৌণ্ডরীক, পুণ্ডুরিয়া। ২ তালবৃক্ষকুসুম।

তালপ্রলম্ব (ক্লী) তালে বৃক্ষে প্রলম্বতে প্র-লম্ব-অচ্। তালের জটা।

তালভৃৎ (পুং) তালং বিভর্ত্তি ধ্বজরূপেণ ভৃ-ক্বিপ্। বলরাম। (ত্রিকা°)

তালমর্দ্দক (পুং) বাদ্যভেদ, তালমর্দ্দল।

তালমর্দ্দল (পুং) তালস্য তালার্থং মর্দ্দলঃইব। বাদ্যভেদ। (হারা°)

তালমাখ্না, ঔষধবৃক্ষবিশেষ।

সংস্কৃত	...	অতিচ্ছত্রা।
বাঙ্গালা		কুলেখাড়া, কণ্টকালিকা।
হিন্দী, বিহার	...	তালিমাখানা।
বোম্বাই, মান্দ্রাজ	...	তালিমখানা, কোলস্তা।
সাঁওতালী	...	গোকুল জনম্।
তামিল	...	নির্ম্মাল।
কর্ণাটী	...	কালবক্ষবীজ।

ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্রকায় কণ্টকবৃক্ষ। ভারতের সর্ব্বত্র স্যাঁতসেঁতে জমীতে ইহা জন্মে। ইহার বৃক্ষ, বীজ, মূল

* "তালযন্ত্রে দ্বাদশাঙ্গুলে মৎস্যতালুবৎ একতালদ্বিতালকে কর্ণনাসা-নাড়ীশল্যোদ্ধরণার্থমুপদিশ্যেতে।" (সুশ্রুত সূত্র° ৭অ°)

সমস্তই ঔষধে ব্যবহৃত হয়। ইহা কণ্টকারী, গোক্ষুর প্রভৃতির স্বজাতি। মুসলমান ও আর্য্যবৈদ্যশাস্ত্রে ইহার বহু ব্যবহার দেখা যায়। ইহার শৈত্য ও মূত্রকারক গুণ অতি বিখ্যাত। মূত্রকৃচ্ছ্র, উদরী, বাত ও লিঙ্গসম্বন্ধীয় রোগে ব্যবহৃত হয়। ইহার বীজ কামবর্দ্ধক। ইহার মূলসিদ্ধ জল অর্দ্ধছটাক পরিমাণে দিনে দুইবার সেবনে মূত্রকৃচ্ছ্র ও অশ্মরীরোগে উপকার হয়। মলবার প্রদেশে চিকিৎসকের পরামর্শ ব্যতীত লোকে ঐ ঐ রোগে ঐরূপে ইহা ব্যবহার করে। য়ুরোপীয় ডাক্তারগণও আপাততঃ ইহা পরীক্ষা করিয়া নিম্নলিখিত গুণ জ্ঞাত হইয়াছেন।

বীজ—স্নিগ্ধকারক, মূত্রকারক, বলকারক, লিঙ্গদোষ-প্রশমনক।

মূল—স্নিগ্ধকারক, তিক্ত, মূত্রকারক, বলকারক।

পত্র—স্নিগ্ধকারক ও মূত্রকারক।

বোম্বাই প্রদেশে ইহার বীজের ব্যবসায় আছে, ৮৲ টাকায় মণ বিক্রীত হয়। [অতিচ্ছত্র দেখ।]

তালমুট (দেশজ) বৃক্ষভেদ।

তালমূলিকা (স্ত্রী) তালমূলী স্বার্থেকন্ টাপ্ হ্রস্বশ্চ। তালমূলী।

তালমূলী (স্ত্রী) তালস্য মূলমিব মূলমস্যাঃ বহুব্রী। স্বনামখ্যাত ক্ষুপবিশেষ, দীর্ঘকন্দমূল জাতীয় ক্ষুদ্রবৃক্ষভেদ, হিন্দী মুষলী, পর্য্যায়—তালিকা, তালমূলিকা, অশোরা, মুষলী, তালী, খলিনী, সুবহা, তালপত্রিকা, গোধাপদী, হেমপুষ্পী, ভূতালী, দীর্ঘকন্দিকা। ইহার গুণ শীত, মধুর, বৃষ্য, পুষ্টি, বল ও কফপ্রদ, পিচ্ছিল, পিত্ত দাহ ও শ্রমহারক। তালমূলী দুইপ্রকার, শ্বেত ও কৃষ্ণ। শ্বেত অল্পগুণযুক্ত, কৃষ্ণ রসায়ন। শ্বেততালমূলী সফেদমুষলী, কৃষ্ণ তালমূলী স্যাহমুষলী নামে খ্যাত। গুণ—মধুর, রম্য, বৃষ্য, উষ্ণবীর্য্য ও বৃংহণ, গুরু, তিক্ত, রসায়ন এবং গুদজ রোগানিলনাশক। (ভাবপ্র°)

তালযন্ত্র (ক্লী) সুশ্রুতোক্ত শল্যোদ্ধারণার্থ যন্ত্রভেদ।

তালরেচনক (পুং) তালেন রেচয়তি রিচ্-ণিচ্-ল্যু স্বার্থে কন্। নট। (শব্দরত্না°)

তাললক্ষ্মন্ (পুং) তাল এব লক্ষ্ম চিহ্নং যস্য। বলরাম।

তাললক্ষণ (পুং) তালো লক্ষণং ধ্বজো যস্য বহুব্রী। বলরাম। (হেম)

তালবন (ক্লী) বৃন্দাবনস্থিত তালপ্রচুর বনভেদ, এই তালবন দ্বাদশবনের মধ্যে একটী। ইহা মধুবনের পার্শ্বে অবস্থিত। বলরাম এইখানে ধেনুক বধ করেন। ধেনুকবধের পূর্ব্বে এই বন জীবজন্তুর অগম্য ছিল, তৎপর হইতে পুণ্যতীর্থ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। (শ্রীবৃন্দাবনলীলামৃত, ভক্তমাল)

এই তালবন গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের উত্তরদিকে ও যমুনা-তীরে অবস্থিত। এই বন তালবৃক্ষদ্বারা পরিপূর্ণ, এই স্থানের ভূমি সমতল, স্নিগ্ধ, প্রশস্ত এবং কুশসমাকীর্ণ, এই তালবন মনুষ্য-সমাগমশূন্য এবং নিরতিশয় দুষ্প্রবেশ্য, এই বনের মৃত্তিকা কৃষ্ণবর্ণ, লোষ্ট্র বা পাষাণখণ্ডের সম্পর্কও নাই। এই বনে নরমাংসলোলুপ গর্দ্দভরূপধারী অতিদুর্দ্দান্ত প্রভূত বলশালী ধেনুক নামে এক দৈত্য বাস করিত। এক দিন কৃষ্ণ ও বলরাম কালিয়দমন করিয়া এই বনে উপস্থিত হন। ধেনুক দৈত্য ইঁহাদিগকে আক্রমণ করে, পরে বলরাম তৎক্ষণাৎ তাহার পদদ্বয় ধারণ করিয়া বিঘূর্ণিত করিতে করিতে তালবৃক্ষের মস্তকে নিক্ষেপ করেন, এই আঘাতেই ধেনুক গতাসু হয়। ধেনুক আত্মীয়গণের সহিত নিহত হইলে এই বন নিরুপদ্রব হয়, সেই অবধি এই বন একটী তীর্থ মধ্যে পরিগণিত। (হরিবংশ ৬৯ অ°) ২ তালের বন।

তালবৃন্ত (ক্লী) তালে করতলে বৃন্তং বন্ধনমস্য তালস্যেব বৃন্ত-মস্য বা বহুব্রী। ব্যজন, তালের পাখা।

"তালবৃন্তেন কিং কার্য্যং লব্ধে মলয়মারুতে।" (উদ্ভট)

ইহার বায়ুগুণ ত্রিদোষশমন ও মধুর। (ভাবপ্র°) [তালপত্র দেখ।]

(পুং) ২ সোমবিশেষ।

"একএব খলু ভগবান্ সোমঃ স্থাননামাকৃতিবীর্য্যবিশেষৈশ্চতুর্বিংশতিধা ভিদ্যতে। প্রতানবাংস্তালবৃন্তঃ করবীরোহংশ-বানপি।" (সুশ্রুত চিক° ২৯ অ°)

তালবেচনক (পুং) তালস্য বেচনং পৃথক্করণং সংস্থানের নিয়মনং যত্র কপ্। নট। (শব্দর°) তালরেচনক এইরূপও পাঠ দেখা যায়।

তালবেতাল, স্বনামখ্যাত উপদেবতা দ্বয়, এইরূপ প্রবাদ আছে, রাজা বিক্রমাদিত্য অসাধারণ সাহস প্রভাবে ও দুষ্কিচাতুর্য্যে তালবেতাল সিদ্ধ হইলে উক্ত উপদেবতাদ্বয় তাহার বশীভূত ও আজ্ঞাবহ হইয়াছিল।

তালবেহাত, উ° প° প্রদেশে ললিতপুর জেলার অন্তর্গত প্রাচীন নগর। অক্ষা° ২৫° ২´ ৫০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৮° ২৮´ ৫৫´´ পূঃ। একটী উচ্চ শৈলের পাদদেশে অবস্থিত। এখানে একটী অতি বৃহৎ তাল (হ্রদ) আছে, তাহারই নাম হইতে স্থানের নামকরণ হইয়াছে। এক সময় এই স্থান বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল; ভগ্নদুর্গ, শৈলের চারিদিকে শোভিত দুর্ভেদ্য দুর্গপ্রাকার, প্রাসাদ ও ইষ্টকনির্ম্মিত অট্টালিকা প্রাচীন সমৃদ্ধির বিলক্ষণ পরিচয় দিতেছে। সার্ হিউ রোজ ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে এখানকার প্রাচীন দুর্গটী ধূলিসাৎ করেন।

এখন এখানে প্রায় ছয় হাজার লোকের বাস। একটী

তাল বাজার আছে। নানাপ্রকার শস্য ও কার্পাসের ব্যবসা চলে। পুলিসের খরচা চালাইবার জন্য প্রতি গৃহস্থের নিকট হইতে কিছু কিছু কর আদায় হয়।

তালব্য (ত্রি) তালোর্জাতং তালু-যৎ (শরীরাবয়বত্বাৎ যৎ। পা ৪।১।৬) তালুজাত, তালুবর্ণ হইতে উচ্চারিত ইচু "যশানাং তালুঃ" (পা) ই ঈ চ ছ জ ঝ ঞ শ এই কয়টী বর্ণ তালু হইতে উচ্চারিত হয়, এইজন্য ইহাদের নাম তালব্য।

তালশাঁস (দেশজ) তালফলের অপক্ক অবস্থার আঁটী অথবা পক্কতালের শুষ্ক আটীর ভিতরে যে শাঁস থাকে।

তালা (দেশজ) ১ দ্বারাবরোধযন্ত্র, কুলুপ। ২ গৃহপরিচ্ছেদ অট্টালিকার থাক। ৩ উচ্চনাদজনিত শ্রবণশক্তির ক্ষণিক অবরোধ।

তালাক্ (আরবী) মুসলমানী প্রথায় বিবাহভঙ্গ।

তালাক্‌নামা (পারসী) বিবাহচুক্তিভঙ্গের পত্র।

তালাখ্যা (স্ত্রী) তালং তৎপত্রামিব আখ্যায়তে আখ্যা-ক। বা তালং আখ্যা যস্যাঃ। মুরানামক গন্ধদ্রব্য। (শব্দচ°)

তালাঙ্ক (পুং) তালস্তালচিহ্নিতঃ অঙ্কঃ ধ্বজোযস্য বহুব্রী। ১ বলদেব। ২ করপত্র। ৩ শাকভেদ। ৪ মহালক্ষণসম্পন্ন পুরুষ। ৫ পুস্তক। ৬ হর। (হেম°)

তালাঙ্কুর (স্ত্রী) ১ তালাস্থি শস্য, তালের আঁটির শাঁস। (পুং) ২ মনঃশিলা, মনছাল।

তালাদি (পুং) পাণিন্যুক্ত গণবিশেষ। "তালাদিভ্যো হণ্" ইকারার্থে তালাদি শব্দের উত্তর অণ্ হয়। বার্হিণ, ইন্দ্রালিশ, ইন্দ্রাদৃশ, ইন্দ্রায়ুধ, চয়, শ্যামাক, পীযুক্ষা। (তালাদ্ধনুষি) তাল, ধনুঃ, বিকল্পপক্ষে অণ্ ও ময়ট্ হয়।

তালাবচর (পুং) তালেন অবচরতি নৃত্যতি অব-চর-অচ্। নট। (ত্রিকাণ্ড)

তালি (স্ত্রী) তালয়তি প্রতিষ্ঠিতং করোতি তল-ণিচ্-ইন্ (সর্ব্ব ধাতুভ্যোইন্। উণ্ ৪।১১৭) ভূম্যামলকী, ভুঁই-আমলা, তালী, তাড়িয়াৎ। (দেশজ) ২ হাতে তাল দেওয়া। ৩ শ্রবণাবরোধ, কর্ণের তালা। ৪ জুতা ছিঁড়িয়া যাইলে মুচিরা যে চামড়া দিয়া সেলাই করে তাহাকে তালি বলে। ৫ আঘাত।

"বলে পক্ষী খেয়ে তালি বিনা অপরাধে মেলি" (শ্রীধর্ম্মম° ৪৪।২)

তালিক্ (আরবী) ১ স্থগিত। ২ তালিকা।

তালিক (পুং) তলেন করতলেন নির্ব্বৃত্তঃ তল-ঠক্ (তেন নির্ব্বৃত্তং। পা ৪।২।৬৮) ১ চপেট, প্রসারিতাঙ্গুলিপাণি, পর্য্যায়—চপেট, প্রতল, তল, প্রহস্ত, তাল। (হেম°)

"যদৈকেন ন হস্তেন তালিকঃ সম্প্রপদ্যতে।
তথোদ্যমপরিত্যক্তং ন ফলং কর্ম্মণঃ স্মৃতং॥" (পঞ্চত° ২।১৬৮)

২ লিখিত-নিবন্ধন, কাগজ। পর্য্যায়—কাচনী, কাচনকী। (শব্দর°) ৩ বান্ধিবার দড়ি।

তালিকট [তালকট দেখ।]

তালিকা (স্ত্রী) তালিক স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ চপেট, চড়। ২ তাল-মূলী, তাম্রবল্লী। ৩ মঞ্জিষ্ঠা।

তালিকা (আরবী) ফর্দ্দ, দ্রব্যের যাম।

তালিকোট, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত বিজাপুর জেলার মধ্যে মুদ্দেবিহাল উপবিভাগের একটী প্রধান নগর, কলাড়গী নগরের ৬০ মাইল উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে ২৫ জানুয়ারী, এই নগরের ৩০ মাইল দূরে কৃষ্ণানদীর দক্ষিণতীরে বিজয়নগরের রাজা রামরাজ ও তাঁহার তিন ভ্রাতার সহিত নিজামশাহী, কুতুবশাহী ও আদিলশাহী রাজ্যের সমবেত মুসলমান শক্তির যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে বিজাপুরের হিন্দুরাজ্য একবারে নষ্ট হয়। নিজামশাহী জয়ী হইয়া তালিকোট অধিকার করেন। মরাঠীগণের অভ্যুদয়ের সময়ে এই সহরে একটী প্রধান আড্ডা হইয়াছিল।

তালিত (ক্লী) তাড়াতে যৎ তড়-ণিচ্-ক্ত ডস্য লত্বং। ১ বাদ্য-ভাণ্ড। ২ লুলিত পট, রঞ্জিত বস্ত্র। ৩ গুণ, রজ্জু, দড়ি।

(অজয়পাল)

তালিন্ (পুং) তলেনাধরা প্রোক্তং অধীয়তে শৌনকাদি° ণিন। ১ তলোক্তাধেতা, তল ঋষি কথিত যাহারা অধ্যয়ন করে। (ত্রি) তালো বাদ্যবিশেষোঽস্ত্যস্য ইনি। ২ দত্ততাল। (পুং) ৩ শিব। "বৈষ্ণবী পণবী তালী খলী কালকটঃ কটঃ।

(ভারত অনু ১৭ অঃ)

তালিপাত, (তালপত্র শব্দের অপভ্রংশ)। দাক্ষিণাত্যের তাল-পত্র। অতিদীর্ঘাকার ও প্রশস্ত হয় বলিয়া ইহাতে ঘর ছাইয়া থাকে, কুড়ির ন্যায় পাত্র তৈয়ার করে। ইহার পত্র দীর্ঘস্থায়ী বলিয়া ইহাতে পুস্তকাদি লিখিত হয়। ইহার বৃহৎ পত্রে হাতপাখা প্রস্তুত হয়। হাতপাখাকে আডানী বলে। দাক্ষিণা-ত্যের এক জাতীয় তালের গুঁড়িতে খোড়ের ন্যায় একপ্রকার পদার্থ জন্মে, তাহা শুকাইয়া ময়দার ন্যায় গুঁড়াইয়া রাখে। ইহার রুটী দাক্ষিণাত্যের লোকের প্রিয় খাদ্য। দাক্ষিণাত্যের লোকেরা এই জাতীয় তালের আঁটির সোনার নকসা করিয়া গহনা ও রং করিয়া নকল পলা প্রস্তুত করে। [তাল দেখ।]

তালিম (আরবী) অভ্যাস দ্বারা শিক্ষা।

তালিমুনিয়া (দেশজ) বড় লতানিয়া গাছ।

তালিশ (পুং) তলতীতি তল-গতৌ ইশ ণিৎ (ইশঃ কপাদি-বড়িডাজলেম্ব দিৎ। উণ্ ৯।৩০৯) ইতি সুজ্জ্বল টীকাধৃতসূত্রাৎ ইশঃ নিত্বাৎ বৃদ্ধিশ্চ। পর্ব্বত।

তালী (স্ত্রী) তালেন তন্নির্য্যাসেন নির্বৃত্তা অণ্। ১ তাড়ী, তাল-জাত সুরা। তল-প্রস্থাৎ অচ্ ঙীষ্। ২ বৃক্ষভেদ। ৩ তালমূলী, ভূম্যামলকী, তাড়িয়াৎ, ভূঁইআমলা। ৪ অড়হর। ৫ তালীশ পত্রাখ্য বৃক্ষ। ৬ তালোদ্‌ঘাটনযন্ত্র, কাটী, কুঞ্চিকা। ৭ চিত্রকূটে প্রসিদ্ধ তাম্রবল্লী লতা। ৮ ছন্দোভেদ, এই ছন্দের প্রতি-পাদে তিনটী করিয়া অক্ষর আছে।

"তালী সা নিদ্দিষ্টা। উদ্দিষ্টো মো যত্র।"

যথা— "জানী তে জানীতে।
সাক্ষপাং বৈরূপাং॥" ছন্দোম°

এই তালী ছন্দের নারীও এক নাম।

তালীপত্র (ক্লী) তাল্যাইব পত্রমস্য। তালীশ পত্র। (রাজনি°)

তালায়ক (পুং ক্লী) করতাল, মন্দিরা।

তালীশ (ক্লী) তালীব রোগান্ শ্যতি-শো-ড। স্বনামখ্যাত বৃক্ষবিশেষ, তালীশ পত্র।

তালীশক (ক্লী) তালীশ। [তালীশ দেখ।]

তালিশপত্র (ক্লী) তালীশং রোগনাশকং পত্রং যস্য। ভূম্যা-মলকী, স্বনামখ্যাত বণিক্‌দ্রব্য, তালীশ, পত্রাখ্য, তালিশ পাতা। পর্য্যায়—শুকোদর, ধাত্রীপত্র, অর্কবেধ, করিপত্র, কারচ্ছদ, নীল, নীলাম্বর, তাল, তালীপত্র, তমাহ্বয়, তালীশ-পত্রক। ইহার গুণ—তিক্ত, উষ্ণ, মধুর, কফ, বাত, কাস, হিক্কা, ক্ষয়, শ্বাস ও ছর্দ্দিদোষ, গুল্ম, আম ও অগ্নিমান্দ্যনাশক এবং লঘু, অরুচি। (ভাবপ্রকাশ)

তালিশাদ্যমোদক (পুং) চক্রদত্তোক্ত মোদকভেদ, এই মোদক ঔষধ কাসাধিকারে ব্যবহৃত হয়। প্রস্তুতপ্রণালী—তালীশপত্র ১ তোলা, মরিচ ২ তোলা, শুঁঠ ৩ তোলা, পিপুল ৪ তোলা, বংশলোচন ৫ তোলা*, গুড়ত্বচ্ ।।০ তোলা, এলাইচ ।।০ তোলা, চিনি ।।০ সের, একত্র মর্দ্দন করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। চিনির সমান জলে সকলে যথাবিধানে পাক করিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিলে, তাহা মোদক অপেক্ষা লঘু হইয়া থাকে, ইহার গুণ—সেবনে কাস, শ্বাস, অরুচি ও প্লীহা প্রভৃতি নানারোগ নষ্ট হয়। (ভৈষজ্যরত্না°)

তালু (ক্লী) তরন্ত্যনেন বর্ণা ইতি তৄ-ঞুণ্ রস্য লশ্চ (ক্রোরশ্চ লঃ। উণ্ ১।৫) জিহ্বেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান স্থান, পর্য্যায়—কাকুদ, তালুক।

"মুখতস্তালুনির্ভিন্নং জিহ্বা তত্রোপজায়তে।
ততো নানারসো জজ্ঞে জিহ্বয়া যোঽধিগম্যতে॥" (ভাগ°)

মুখ হইতে তালু নির্ভিন্ন হইয়াছে, তাহাতে জিহ্বা উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাতে নানারস জন্মে, জিহ্বা ইহা গ্রহণ করিয়া থাকে।

বিরাট পুরুষের তালু নির্ভিন্ন অর্থাৎ পৃথক্‌রূপে উৎপন্ন হইলে লোকপাল বরুণ, আপনার অংশে জিহ্বার সহিত তাহাতে অধিদেবতাস্বরূপে প্রবিষ্ট হন। (ভাগ° ৩।৬।৪১)

তালুগত রোগ হইলে তাহার প্রতিকার সুশ্রুতে এই প্রকার লিখিত আছে—গলশুণ্ডিকারোগে বৃদ্ধাঙ্গুলি ও দ্বিতীয় অঙ্গুলি একত্র সংলগ্ন করিয়া গলশুণ্ডিকা আকর্ষণপূর্ব্বক জিহ্বার উপরে রাখিয়া মণ্ডলাগ্র শস্ত্র দ্বারা ছেদন করিবে, তাহা অল্পাংশ বা সমুদায় আকর্ষণ বা ছেদন করিবে না, একাংশ অবশিষ্ট রাখিয়া তিন অংশ ছেদন করিবে। অত্যন্ত ছেদন করিলে ছেদন জন্য মৃত্যু হইতে পারে, হীনচ্ছেদ হইলে শোক, লালাস্রাব, নিদ্রা, ভ্রম ও তমোদৃষ্টি এই সকল উপদ্রব জন্মে। অতএব দৃষ্টকর্ম্মা ও চিকিৎসাবিশারদ বৈদ্য গলশুণ্ডী রোগে ছেদন করিয়া নিম্নোক্ত প্রক্রিয়া করিবে। মরিচ, অতিবিষা, পাঠা, বচ, কুড় ও কুটন্নট (শোনবৃক্ষ) এই সকলের ক্বাথ বা চূর্ণ মধু ও সৈন্ধব লবণযোগে প্রতিসারণে প্রয়োগ করিবে। বচ, অতিবিষা, পাঠা, রাস্না, কটুকী ও নিম্ব এই সকলের ক্বাথ কবলগ্রহে প্রয়োজন। ইঙ্গুদী, দন্তী, সরল কাষ্ঠ, দেবদারু ও অপামার্গ ইহাদিগকে পিষিয়া বর্ত্তি নির্ম্মাণপূর্ব্বক ধূম প্রয়োগ করিবে। সেই ধূম প্রাতে ও সায়াহ্ন উভয় কালে পান করিবে। ক্ষারযুক্ত মুদ্গযূষ সহ ভোজন করিবে।

তুণ্ডিকেরী, অধ্রুষ, কূর্ম্মসঙ্ঘাত ও তালুপুপ্পুট এই সকল রোগে রোগানুসারে শস্ত্রকার্য্য করিবে। তালুপাক রোগে পিত্তনাশক ক্রিয়া কর্ত্তব্য। তালুশোষে স্নেহ, স্বেদ ও বায়ুশান্তিকর ক্রিয়া কর্ত্তব্য। (সুশ্রুত চিকিৎসিতস্থান ২২ অঃ)

তালুআ (দেশজ) তালু।

তালুক (ক্লী) তাল স্বার্থে কন্। ১ তালু, টাক্‌রা। ২ তালুরোগ।

তালুক, বাঙ্গালাদেশে জমীদারীর পরই তালুক ভূসম্পত্তির একটী বিভাগ। কতকগুলি গ্রাম বা কয়েক পরগণা লইয়া এক একটী তালুক হয়। জমীদারীর খাজনা গবমেণ্টকে দিতে হয়। তালুকীস্বত্ব একপ্রকার ইজারাস্বত্বের ন্যায়। এই স্বত্ব বংশানুক্রমে বর্ত্তমান থাকে। যতদিন পর্য্যন্ত খাজনা বাকী না পড়ে, ততদিন তালুকীস্বত্ব নষ্ট হয় না। অনেক তালুক জমীদারীর ন্যায় গবমেণ্টের সহিত খাস বন্দোবস্ত আছে। সেই সকল তালুক ও জমীদারীতে প্রায় বিভিন্নতা নাই। বঙ্গদেশে তালুকগুলি কোন সহর, গ্রাম বা প্রথম

* বংশলোচন ৫ তোলা এই স্থানে কেহ কেহ বলেন শুক্তা পিপ্পলী, যে পৈত্তিক কাসে বংশলোচন বুঝিতে হইবে এবং অন্যত্র উহা পিপ্পলী। এই পদের বিশেষণস্বরূপ স্বীকার করিতে হইবে।

অধিকারীর নামে কথিত হইয়া থাকে। তালুকীস্বত্ব বিক্রয় করিতে পারা যায়। উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে জেলার উপবিভাগকে তালুক বলে। তালুকের প্রধান রাজস্ব আদায়-কারী কর্ম্মচারী তহসীলদার বা আমলদার নামে কথিত হয়। মামলতদারের অধীনে জমীর এক একটী উপবিভাগকেও তালুক বলে। ২ অধিকার। ৩ বিষয়-সম্পত্তি। ৪ পরগণা। ৫ ভূসম্পত্তি।

বাঙ্গালায় তালুক অনেক প্রকার আছে,—খারিজাতালুক, সামিলা তালুক, বাজেআপ্তী তালুক, পত্তনী তালুক ইত্যাদি।

তালুকদার, ১ তালুকের অধিকারী। ২ গুজরাটে ভূসম্পত্তি-শালী লোকমাত্রেই তালুকদার নামে খ্যাত। ৩ নিজামরাজ্যে ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের ক্ষমতাবিশিষ্ট রাজকর্ম্মচারী। ৪ জমীদার। ৫ সনন্দবলে জমী ভোগী। ৬ গবর্মেণ্টের সহিত বন্দোবস্ত মতে জমীর অর্দ্ধাংশ রাজস্বভোগী জমীদার সম্প্রদায়। ৭ অযোধ্যার বিখ্যাত তালুকদারেরা প্রকৃতপক্ষে জমীদার এবং তালুকদারও বটেন।

তালুকদারী (পারসী) তালুকদার বা জমীদারের কার্য্য।

তালুকদারীগ্রাম, কতকগুলি গ্রাম, বংশানুক্রমিক বন্দো-বস্তানুসারে উক্ত গ্রামসমূহের খাজনা গবর্মেণ্ট ও তালুকদার উভয়ে সমভাগে ভাগ করিয়া লয়েন এবং তালুক-দারকে গ্রামের শাসন ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিতে হয়। অনেক সময়ে এই সকল তালুকদার কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা করিলে গবর্মেণ্ট তাঁহাদের হাত হইতে ক্ষমতা কাড়িয়া লন, কিন্তু রাজস্বের ভাগ দিয়া থাকেন, এই সকল গ্রামকে তালুকদারীগ্রাম বলে। আহ্মদাবাদ জেলায় এইরূপ গ্রামের সংখ্যা বেশী। রাজপুত কোলি ও কুম্বণী মুসলমানের মধ্যেই এরূপ তালুকদার দেখা যায়।

তালুকণ্টক (পুং ক্লী) শিশুদিগের তালুগত রোগভেদ।

তালুকা (স্ত্রী) তালুর দুইটী নাড়ী।

তালুক্ষ্য (পুং স্ত্রী) তলুক্ষর্ষে গোত্রাপত্যং যঞ্। তলুক্ষ ঋষির গোত্রাপত্য। (স্ত্রী) লোহিতাদিত্বাৎ ষ্ফ স্ত্রিত্বাৎ ঙীষ্। তালুক্ষ্যায়ণী।

তালুজিহ্ব (পুং) তালু এব জিহ্বা যস্য বহুব্রী। ১ কুম্ভীর। ২ আলজিভ, কুম্ভীরদিগের জিহ্বা নাই, ইহারা তালুদ্বারা রসাস্বাদন করিয়া থাকে এইজন্য কুম্ভীরের নাম তালুজিহ্ব। স্ত্রিয়াং টাপ্।

তালুন (ত্রি) তলুনস্যাপত্যং তলুন-অঞ্ (উৎসাদিভ্যোঽঞ্। পা ৪।১।৮৬) তলুন সম্বন্ধীয়।

তালুপাক (পুং) সুশ্রুতোক্ত তালুগত রোগভেদ। এই রোগের বিষয় সুশ্রুতে এই প্রকার লিখিত আছে। তালুগত রোগ যথা—গলশুণ্ডিকা, তুণ্ডিকেরী, অধ্রুষ, মাংসকচ্ছপ, অর্ব্বুদ, মাংসসংঘাত, তালুপুপ্পুট, তালুশোষ ও তালুপাক তালুগত রোগ এই ৯ প্রকার।

শ্লেষ্মা এবং রক্ত দ্বারা তালুমূলে বায়ুপূর্ণ বস্তির ন্যায় (স্ফীত মশকের ন্যায়) দীর্ঘ উন্নত শোফ জন্মে ও তাহাতে তৃষ্ণা, কাস ও শ্বাস হয়, ইহাকে গলশুণ্ডীরোগ বলে। ফুলা, স্থূল ঘা, বেদনা, দাহ ও পাকিয়া উঠা, এই লক্ষণ হইলে তুণ্ডিকেরী বলে। তালুদেশে ফুলা, স্তব্ধভাব (ভার হয়ে থাকা) ও রক্তবর্ণ দৃষ্ট হইলে অধ্রুষ বলা যায়। এই রোগ রক্ত কর্ত্তৃক জন্মে এবং ইহাতে অতিশয় জ্বর হয়, তালুদেশ কচ্ছপের ন্যায় উন্নত, বেদনাহীন এবং ফুলা অল্পে অল্পে বৃদ্ধি হইলে কচ্ছপী বলে। ইহা শ্লেষ্মা কর্ত্তৃক জন্মে। তালু মধ্যে পদ্মাকার শোফ হইলে তাহাকে রক্ত জন্য অর্ব্বুদ বলা যায়। ঐ অর্ব্বুদের লক্ষণ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তালুর অভ্যন্তরে শ্লেষ্মা কর্ত্তৃক মাংস দূষিত হইয়া বেদনাহীন যে ফুলা হয়, তাহাকে মাংসসংঘাত বলে। তালু-দেশে বেদনাহীন স্থায়ী ও কুলের মত যে ফুলা হয়, তাহা কফ মেদজন্য পুপ্পুটরোগ। বায়ু পিত্ত জন্য তালু শুষ্ক ও বিদীর্ণ হইলে ও তদ্দ্বারা তালুশ্বাস হইলে তাহাকে তালুশোষ বলে। পিত্ত কর্ত্তৃক তালুদেশ পাকিয়া উঠিলে তালুপাক জন্মে।

তালুপাত (পুং) শিশুদিগের তালুগত রোগভেদ।

তালুপীড়ক (পুং) তালুপাত রোগ।

তালুপুপ্পুট (পুং) তালুগত রোগভেদ। [তালুপাত দেখ।]

তালুযন্ত্র (ক্লী) মৎস্য তালুবৎ দ্বাদশাঙ্গুল পরিমিত যন্ত্রভেদ। [তালযন্ত্র দেখ।]

তালুর (তালূর দেখ।]

তালুবিদ্রধি (পুং) তালুগত শোথবিশেষ, ত্রিদোষ হেতু তালুতে দাহ যুক্ত হইলে এই রোগ হয়।

"স্যাত্তালুবিদ্রধ্যাপ দাহরাগৈর্যতোভবেত্তালুনি স ত্রিদোষাৎ।"

(চরক)

তালুবিশোষণ (ক্লী) তালু শুষ্ক হওয়া।

তালুশোষ (পুং) সুশ্রুতোক্ত তালুগত রোগভেদ। [তালুপাক দেখ।]

তালূর (পুং) তলম্মাত্তি তল-ঋচ্ বাহুলকাৎ উর। আবর্ত্ত, জলের ঘূর্ণা।

তালূষক (ক্লী) তল-বা উষক। তালু। "অক্ষ তালূষকে শ্রোণী ফলকে চ বিনির্দ্দিশেৎ।" (যাজ্ঞ°) 'তালূষকং কাকুদং' (মিতা°)

তালেবর (পারসী) ধনাঢ্য, মান্য।

তালেশ্বর নদী, যশোর জেলার একটী নদী। আঠারবাঁকার শাখানদী চিত্রা হইতে নরেন্দ্রপুরের নিকট তালেশ্বর নদীর উৎপত্তি। ইহা তালেশ্বর গ্রামের নিকট ভৈরব নদীতে মিলিয়াছে। এই নদী ৫ মাইল দীর্ঘ, বর্ষায় ৫০ গজ প্রশস্ত হয়। সারা বৎসরেই ইহাতে ছোট ছোট নৌকা চলাচল করিতে পারে।

তাল্প (ত্রি) তল্পের অপত্য।

তাবক (ত্রি) তব ইদং যুষ্মদ্-অণ্ একবচনে তবকাদেশঃ। ত্বৎসম্বন্ধী, তদীয়।

"মৃগং তত্তে তাবকেভ্যো রথেভ্যঃ।" (ঋক ১।৯৪।১১)

স্ত্রিয়াং ঙীষ্।

তাবকীন (ত্রি) তব ইদং যুষ্মদ্ খঞ্। (যুষ্মদস্মদোরন্যতরস্যাং খঞ্। পা ৪।২।১) একবচনে তবকাদেশঃ। ত্বৎসম্বন্ধী, তদীয়, তোমার।

তাবৎ (অব্য) তৎপরিমাণমস্য তৎ ডাবতু। ১ সাকল্য। ২ অবধি। ৩ মান। ৪ অবধারণ। ৫ প্রশংসা। ৬ পক্ষান্তর। ৭ সংগ্রাম। ৮ অধিকার। ৯ তদা, সেই সময়। ১০ বাক্যালঙ্কার।

"ভর্ত্তাপি তাবৎ ক্রথকৌশিকানাং" (রঘু) (তাবৎ তদা)

এই শ্লোকে তাবৎ অর্থে তদা, অর্থাৎ সেই সময় অবধি।

"বক্তুং ন সম্ভাবিত এব তাবৎ" (রঘু)

'তাবৎ আলোকমার্গপ্রাপ্তিপর্য্যন্তং' (মল্লিনাথ)

মানার্থ—"ত্বমেব তাবৎ পরিচিন্তয় স্বয়ং" (কুমা°)

অবধারণ—"ইন্দ্র প্রস্থগমস্তাবৎ কারি মা সন্তু চেদয়ঃ" (মাঘ)

(ত্রি) তৎ পরিমাণমস্য তদ্-বতুপ্। (যত্তদেতেভ্যঃ পরিমাণে বতুপ্। পা° ৪।২।৩৮) ১১ পরিমাণবিশিষ্ট।

"যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।

তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ॥" (গীতা)

তাবৎ শব্দ ক্রিয়ার বিশেষণ হইলে ক্লীবলিঙ্গ হয়। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

"যাবতী সংভবেৎ বৃত্তিস্তাবতী দাতুমর্হতি।" (মনু)

তাবৎক (ত্রি) তাবতা ক্রীতঃ সংখ্যাত্বাৎ কন্। তত দামে কেনা।

তাবৎকৃত্বস্ (ত্রি) তাবৎকৃত্ব ইতি বহুত্বাৎ ক্রিয়াভ্যাবৃত্তি-গণনে কৃত্বসুচ্। তত সংখ্যা।

"যাবন্তি পশুরোমাণি তাবৎকৃত্বো হ মারণং।" (মনু ৫।৩৮)

'যাবৎ সংখ্যানি পশুরোমাণি তাবৎ সংখ্যাবৃত্তং জন্মনি জন্মনি প্রাপ্নোতি।' (কুল্লূক)

তাবদ্দ্বয়স্ (ত্রি) তাবদেব তাবৎ দ্বয়স (প্রমাণে দ্বয়সজ্ দঘ্নজ্ মাত্রচঃ। পা ৫।২।৩৭) ইতি সূত্রস্য "বত্বস্যাৎ স্বার্থে দ্বয়সজ্ মাত্রচৌ বহুলং" ইতি বার্ত্তিকোক্ত্যাদ্বয়সচ্। তাবৎ।

তাবতিক (ত্রি) তাবৎক ইট্ (বতোরিড্ বা। পা ৫।১২।৩) সেই পরিমাণে কেনা।

তাবতিথ (ত্রি) তাবতাং পূরণঃ ডট্, বা "বতো রিথুক্" ইতি সূত্রেণ ইথুক্। তাবতের পূরণ। "যাবৎ সামিধেনি বেদেদমহং তাবতিথেন বজ্রেণেতি" কাত্যা° শ্রৌ° ২।১।৯।

তাবন্মাত্র (ত্রি) তাবদেব তাবৎ মাত্রচ্ (বত্বস্যাৎ স্বার্থে দ্বয়সজ্ মাত্রচৌ বহুলং। পা ৫।২।৩৭) সেই পরিমাণ।

"তাবন্মাত্রং প্রকুর্ব্বন্তি যাবতা প্রাণধারণং" (হরিবংশ)

তাবর (ক্লী) ধনুর্গুণ, ধনুকের ছিলা। (ভূরিপ্রয়োগ)

তাবিজ, ১ মুসলমানী কবজ। কোরাণের কোন কোন মন্ত্র বা শ্লোক কাগজে লিখিয়া চোকা রৌপ্য কবচে বাহুতে বা গলায় ধারণ করিতে হয়। ইহাদ্বারা রোগ, দুঃখ বা অপদেবতার দৃষ্টি নিবারিত হয়। পুরাকালে যুরোপেও তাবিজ-ধারণ প্রথা ছিল। ডিউটেরোনমী ১১ অধ্যায় ৯৮ পদে এ বিষয়ের আভাস পাওয়া যায়। তাহাতে লিখিত আছে,—"Therefore shall ye lay up these my words in your heart, in your soul and bind them for a sign upon your hand that they may be as frontlets between your eyes" ইহা হইতেই বাইবেলের স্থল বিশেষ বা মৃত মহাত্মগণের মহিমা গীতি কাগজে লিখিয়া ধারণ করার প্রথা প্রচলিত হয়। হিন্দুদের মধ্যেও রাজাগ্নিচৌরভয়নিবারণ জন্য, রোগশোক দুঃখ কষ্ট হ্রাসের জন্য ও গ্রহদোষ শান্তির জন্য নানা দেবদেবী ও গ্রহ দেবতার কবচ ধারণ প্রথা প্রচলিত আছে।

২ অলঙ্কার বিশেষ। এই অলঙ্কার স্বর্ণ বা রৌপ্যদ্বারা নির্ম্মিত করিয়া হস্তে ব্যবহৃত হয়।

তাবিষ (পুং) তব্যতে গম্যতে সংকর্ম্মিভিরত্র তব সৌত্রধাতুঃ-তব-টিষচ্ (তবে র্ণিদ্বা। উণ্ ১।৪৯) ১ স্বর্গ। ২ সমুদ্র।

তাবিষী (স্ত্রী) তবতি সৌন্দর্য্যং গচ্ছতি তব-টিষচ্ স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ১ দেবকন্যা। ২ নদী। ৩ পৃথিবী।

তাবীষ (পুং) তাবিষ পৃষো° দীর্ঘঃ। ১ স্বর্গ। ২ সমুদ্র। ৩ কাঞ্চন। (মেদিনী)

তাবীষী (স্ত্রী) তাবিষী পৃষো° দীর্ঘঃ। ১ চন্দ্রকন্যা। ২ ইন্দ্রকন্যা।

তাবুরি (পুং) বৃষ রাশি। [কৌর্প দেখ।]

তাষ্ট্র (ত্রি) ত্বষ্টৃ-অণ্। বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত।

তাস (হিন্দী) খেলার জন্য ব্যবহৃত কাগজ। (Playing card)

গ্রেট মোগলমার্কা চোকা তাস সকলেই অবগত আছেন। ইহার এক জোড়ায় ৫২ খানা তাস থাকে। উহাতে চারি প্রকার "রং" থাকে—রংয়ের নাম হরতন, রুইতন, চিড়িতন ও ইস্কাপন। প্রত্যেক রংয়ে ১৩ খানি করিয়া তাস থাকে।

টেক্কার ফোঁটা এক, তাহার পর ক্রমে ছবি, তিরি, চৌকা, পঞ্জা, ছক্কা, সাত্তা, আটা, নহলা ও দহলা পর্য্যন্ত ক্রমে দুই হইতে দশ ফোঁটা পর্য্যন্ত উঠে। তাহার পর গোলাম, বিবি ও সাহেব। এই বাহান্নখানি তাস লইয়া নানারূপ খেলা হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে গ্রাবু সমধিক প্রসিদ্ধ। ইহাতে চার জন খেলোয়ার থাকে। সামনা সামনি দুই দুই জনে এক এক দল হইয়া থাকে। গ্রাবু খেলার সাত্তা হইতে সাহেব পর্য্যন্ত সাতখানি এবং টেক্কা এই আটখানি তাস লইতে হয়। দুরি হইতে ছক্কা পর্য্যন্ত পাঁচখানি তাস পড়িয়া থাকে। প্রথম খেলা আরম্ভ হইবার সময়ে কে তাস দিবে, তাহা যদি আপোষে সিদ্ধান্ত করিয়া না লওয়া হয়—তাহা হইলে তাস গুলি ভাঁজিয়া সামনে রাখিতে হয় এবং দুই দলে কেহ লাল, কেহ কাল লইবে বলে। কাটাইলে যে দলের রং উঠিবে সেই দলই প্রথম তাস দিবে॥ ডাইনদিকে যে বসে সেই তাস কাটায়; যে কাটায় সেই তাস প্রথমে পায়। প্রথম বারে প্রত্যেককে দুইখানি করিয়া তাস দিতে হয়—তাহার পর দুই দফা তিন তিনখানি করিয়া দেওয়া হয়। প্রত্যেকের হাতে আটখানি করিয়া তাস থাকে। যদি তাস দিতে কম বেশী হইয়া যায়, তাহা হইলে খেলা ভেস্তা হয়। ভেস্তা হইলে যে দলের হাতে ভেস্তা হয়, তাহারা আর তাস দিতে পারে না। তাস দিবার স্বত্বের নাম "হাতের পাঁচ"। উহার মূল্য কুড়ি ফোঁটা। যে রং কাটান হয়, তাহার নাম "রং"। অপর রং গুলির নাম "বদ রং"। রংয়ের গোলাম বড়, উহার মূল্য কুড়ি ফোঁটা। তাহার নীচে নহলা, উহার মূল্য চৌদ্দ ফোঁটা। তাহার পর টেক্কা এগার ফোঁটা। তাহার পর দহলা দশ ফোঁটা। সাহেব তিন ফোঁটা, বিবি দুই ফোঁটা, কিন্তু সাহেব ও বিবি দহলাকে মারিয়া লইতে পারে; সাত্তা ও আটার মূল্য নাই।—বদরংয়ের টেক্কা বড়, মূল্য এগার ফোঁটা। তাহার সাহেব তিন ফোঁটা, তাহার পর বিবি দুই ফোঁটা। তাহার পর গোলাম ১ ফোঁটা। দহলা ১০ ফোঁটা। নহলা, আটা ও সাত্তার কোন মূল্য নাই। সাহেব, বিবি এবং গোলাম প্রভৃতির মূল্য কম হইলেও দহলা প্রভৃতিকে মারিয়া লইতে পারে।—রংয়ের তাস ক্ষুদ্র হইলেও বদরংয়ের সর্ব্বোচ্চ তাস টেক্কাকেও মারিয়া লইতে পারে। যদি এক দলে আটখানি রংই পাইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাকে "আট তুরুপ" বলে। আট তুরুপে খেলা হয় না। আট তুরুপ যাহাদের হয়, তাহারা একখানি তিরি ধরে, আবার অপর পক্ষের আটতুরুপ না হইলে সে তিরি উঠায় না। (তিরি ধরিলে হাতের পাঁচ বিপক্ষে পায়; কিন্তু যদি তিরি না ধরে তাহা হইলে হাতের পাঁচ তাহাদেরই থাকে। যদি একপক্ষে সাতখানি রং গিয়া থাকে, তাহা হইলে "সাততুরুপ" হয়। সাততুরুপে খেলা হয় না। যাহারা সাতখানি রং পায়, হাতের পাঁচ তাঁহাদেরই হয়। উপরি উপরি তিনখানি এক রংয়ের তাস একজনের হাতে হইলে "বিন্তি" হয়—যথা সাত্তা আটা নহলা; আটা নহলা দহলা; নহলা দহলা দহলা গোলাম; দহলা গোলাম বিবি, গোলাম বিবি সাহেব; বিবি সাহেব টেক্কা। রংয়ে ও বদরংয়ে একই রূপ বিন্তি হইয়া থাকে। উপর্য্যুপরি চার খানি এক রংয়ের তাস এক জনের হাতে হইলে "পঞ্চাশ" কহে। যথা সাত্তা আটা নহলা দহলা, আটা নহলা দহলা গোলাম; নহলা দহলা গোলাম বিবি; দহলা গোলাম বিবি সাহেব, গোলাম বিবি সাহেব টেক্কা। রংয়ে ও বদরঙ্গে একই পঞ্চাশ হইয়া থাকে। উপর্য্যুপরি পাঁচখানি এক হাতে হইলে "হন্দর" হয়। যথা—সাত্তা আটা নহলা দহলা গোলাম, আটা নহলা দহলা গোলাম বিবি, নহলা দহলা গোলাম বিবি সাহেব; দহলা গোলাম সাহেব বিবি টেক্কা। রংয়ের ও বদরংয়ে হন্দর একই রূপ হইয়া থাকে। হন্দর হইলে খেলা হয় না। যে দলের হন্দর হয় তাহাদের জিত হয়। তাহারা একখানি কাগজ ধরে এবং হাতের পাঁচ পায়। রংয়ের সাহেব ও বিবি একজনের নিকটে থাকিলে ইস্তক কহে, ইস্তকের সহিত বিন্তি হইলে অর্থাৎ রংয়ের সাহেব, বিবি গোলাম বা সাহেব বিবি টেক্কা হইলে তাহাকে "ইস্তক বিন্তি" বলে। কিন্তু একই হাতে "ইস্তক" এবং বদরংয়ের "বিন্তি" থাকিলে তাহাকে "ইস্তকবিন্তি" বলে না। আবার এক পক্ষের এক হাতে ইস্তক এবং অপর হাতে যে কোন বিন্তি থাকিলে ইস্তকবিন্তি হয়। "ইস্তক-পঞ্চাশ" হইলে অর্থাৎ রংয়ের সাহেব, বিবি, গোলাম, টেক্কা বা সাহেব বিবি গোলাম দহলা থাকিলে খেলা হয় না। যাহারা ইস্তক পঞ্চাশ পায়, তাহারা জিতে কাগজ ধরে আর হাতের পাঁচ পায়। যে কাটায় সেই সব প্রথম খেলে। সে যে রং খেলে, অন্য লোকের হাতে সে রং থাকিতে অন্য রং দিতে পারে না; তবে সে রং থাকিলেও "রং" মারিতে পারে। ইহাকে "তুরুপ করা" কহে। যে রং খেলিয়াছে, সে রং যদি না থাকে, তবে বদ রং দিতে পারে, ইহাকে "পাস দেওয়া" কহে। যে রং খেলিয়াছে, সেই রংয়ের উচ্চতর তাস যে দিতে পারিবে অথবা উচ্চতর তুরুপ করিবে, সেই "পিঠ" পাইবে অর্থাৎ সে দফার চারিখানি তাস সে জিতিয়া লইবে। যে পিঠ পাইবে সেই পুনরায় দ্বিতীয় দফা আরম্ভ

করিবে। এইরূপ আঠ দফা খেলা হইলে এক বাজী খেলা হইবে। শেষ পিঠ যে পাইবে, সেই হাতের পাঁচ পাইবে। যদি কাহারও বিন্তি আদি না থাকে, তাহা হইলে দুই কুড়ি সাত ফোঁটা উভয় পক্ষকেই দেখাইতে হইবে। যে পক্ষ ৪৭ ফোঁটা দেখাইতে অক্ষম হইবে, সে পক্ষ বাজী হারিবে। জেতৃ-পক্ষ একখানি কাগজ ধরিবে ও হাতের পাঁচ পাইবে। যদি উভয় পক্ষই খেলা হইয়াছে দেখাইতে পারে তাহা হইলে যে শেষ পিঠ পাইবে, হাতের পাঁচ তাহারই থাকিবে অর্থাৎ তাস সেই বিভাগ করিবে। ফোটা গণিবার সময়ে হাতের পাঁচের পাঁচ ফোঁটাও ধরা হইয়া থাকে।—যদি কোন পক্ষে বিন্তি থাকে, তাহা হইলে বিপক্ষপক্ষকে তিন কুড়ি সাত ফোঁটা দেখাইতে হয়। না পারিলে হার হয়। অপরপক্ষে একখানি কাগজ ধরে এবং হাতের পাঁচ লয়। যদি উভয়পক্ষে বিন্তি থাকে, তাহা হইলে যাহার বড় বিন্তি সেই বিন্তিটী পাইবে, অপরের বিন্তি অগ্রাহ্য হইবে। অর্থাৎ যদি একজনের "বিবি-বড়-বিন্তি" হইলে, তাহা হইলে যাহার সাহেব বড় বিন্তি হইবে সেই বিন্তি পাইবে। উভয় পক্ষেরই সমান বিন্তি থাকিলে যাহাদের হাতের পাঁচ অর্থাৎ যাহারা কাগজ দিয়াছে তাহারা বিন্তি পাইবে না। যদি কোন পক্ষে ইস্তক বিন্তি থাকে, তাহা হইলে বিপক্ষপক্ষকে চারি কুড়ি সাত ফোঁটা দেখাইতে হইবে। না পারিলে অপরপক্ষ কাগজ ধরিবে এবং হাতের পাঁচ পাইবে। যদি একপক্ষে ইস্তক থাকে, তাহা হইলে বিরুদ্ধ পক্ষকে তিনকুড়ি ফোঁটা দেখাইতে হয়, না পারিলে তাহাদের হার হয় ও বিরুদ্ধপক্ষ কাগজ ধরে ও হাতের পাঁচ পায়। যদি কোন পক্ষে পঞ্চাশ থাকে, তাহা হইলে সেইপক্ষ যদি ৫০ ফোঁটা দেখাইতে পারে তাহা হইলে তাহাদের জিত হয়। ইহাকে "পঞ্চাশ কাবার" কহে। যে কোন পিঠে "পঞ্চাশ কাবার" করা যায়, পঞ্চাশকাবার হইলেই খেলা শেষ হইয়া যায়। শেষ পিঠে পঞ্চাশকাবার করিলে ৬০ ফোঁটা দেখাইতে হয়। গুণিতে ভুলক্রমে কম হইলে বিপক্ষপক্ষের জিত হইবে। যদি এক পক্ষের একহাতে ইস্তক এবং অপর হাতে পঞ্চাশ থাকে, তাহা হইলে ৩০ ফোঁটায় পঞ্চাশ কাবার হয়। যদি বিরুদ্ধপক্ষ ইস্তক কাবার করে তবে ৬০ ফোঁটায় পঞ্চাশকাবার করিতে হয়, শেষ পিঠে করিলে ৬৭ ফোঁটা দেখাইতে হয়। যদি বিরুদ্ধপক্ষ একটীও পিঠ না পায়, তাহা হইলে যাহারা সব পিঠ পায় তাহারা ছক্কা ধরে;—অর্থাৎ একখান ছক্কা চিৎ করিয়া রাখে আর সঙ্গে সঙ্গে একখানি কাগজও ধরে। উপর্যুপরি পাঁচখানি কাগজ ধরা যায়, তাহা হইলে একখানি পঞ্জা চিৎ করিয়া রাখে। ইহার সহিত কাগজ ধরা নাই। যদি কোন দলে চারিখানি ধরা কাগজের উপর ছক্কা হয় তাহা হইলে তাহাকে "ব্যোম" কহে। ব্যোম ধরার রীতি নানা রূপ;—কোথাও কোথাও পঞ্জা ও ছক্কা একত্র ধরে; কোথাও কোথাও তরি, চৌকা, পঞ্জা ও ছক্কা একত্র ধরে; কোথাও কোথাও "মূর্ত্তিমান ব্যোম"—(মহাদেবের এক খানি ছবি) তাসের সহিত থাকে। "ব্যোম" চূড়ান্ত জিত। কাগজ উঠাইতে হইলে বিরুদ্ধপক্ষকে কাগজ ধরিতে হয়। এক পক্ষের চারিখানি পর্য্যন্ত কাগজ ধরা হইয়াছে এমন সময়ে যদি অপর পক্ষের জিত হয়, তাহা হইলে চারিখানি কাগজই উঠিয়া যায়। ছক্কা উঠাইতে হইলে বিরুদ্ধ পক্ষকে ছক্কা ধরিতে হয়, পঞ্জা উঠাইতে হইলে পঞ্জা ধরিতে হয়, ব্যোম উঠাইতে হইলে ব্যোম ধরিতে হয়।

"বিন্তি" খেলায় ফোঁটা গণা, বিন্তি পঞ্চাশ—ইত্যাদি হওয়া ও কাগজ ধরার নিয়ম সমস্তই গ্রাবু খেলার ন্যায়। কেবল দুইজন লোকে খেলে একজন কাটায় ও আর একজন তাস দেয়। প্রথমে দুই পরে তিন তিন করিয়া আটখান তাস দেওয়া হইয়া গেলে, যে তাসখানি কাটান হইয়াছিল সেইখানি চিত করিয়া রাখিয়া অপর ১৫ খানি তাস তাহার উপর উপুড় করিয়া রাখে। যে কাটায় সেই খেলিতে থাকে। যে পিঠ পায় সে ঐ উপুড় করা তাস হইতে প্রথম তাসখানি লয়। যে হারে সে দ্বিতীয়খানি লয়। এইরূপে আটবার খেলার পর জমা করা তাস ১৬ খানি ফুরাইয়া যায়। তাহার পর হাতের তাসগুলিও ক্রমে ফুরাইয়া যায়। খেলা শেষ হইয়া গেলে উভয়ের ফোঁটা গণিয়া যাহার যত কুড়ি বেশী হয় সে ততখানি কাগজ ধরে। ইহাতে তিরি, ছক্কা ও পঞ্জা ধরা হইতে পারেনা। ইহা ছাড়া একপ্রকার বিন্তি খেলা আছে তাহাকে "দেখা বিন্তি" বলে। তাস দেওয়া হইবার পর যে আট আটখানি তাস পাওয়া গেল তাহা সম্মুখে ফেলিয়া খেলিতে হয়। যে পিঠ পায়, সেই জমা করা কাগজ হইতে প্রথমখানি লয়, পরে দ্বিতীয়খান যে হারে সেই লয়। যে কাগজখানি লইবে, সেখানিও দেখাইয়া খেলিতে হইবে।

এইরূপ চারিজনে বিবিধরা গ্যাম ও গোলামচোর খেলা হয়। তিনজনে ডাকতুরুফ খেলে। বিবিধরা গ্যাম খেলায় কাটাইয়া যে রং হয় সেই রংয়ের বিবি ধরিতে পারিলেই জিত হইল। ডাকতুরুফ খেলায় একখানা ছবি রাখিয়া কাটাইয়া রং করিয়া প্রত্যেকে ১৭ খানি করিয়া তাস লয়। পিঠ লইয়া যাহার ১৭ খানির অধিক হয় তাহারই জিত।

যাহার যত কম হয়, তত তাহাকে ডাক দিতে হয়। এইরূপে ডাকিতে ডাকিতে যখন কাহারও সকল পিঠ হয় এবং অপরের আদৌ পিট না হয়, তাহা হইলে চূড়ান্ত জিৎ হইল। যাহার আদৌ পিঠ না হয় তাহাকে ভুরুস্ করা বলে।

তাসের আরও অনেক প্রকার খেলা আছে, যথা, তেতাস, গ্রেমারা, নক্সা ইত্যাদি। বাজী রাখিয়া এ সকল খেলা খেলে। বাহুল্য ভয়ে অধিক লেখা হইল না।

প্রথম কোন দেশে তাস খেলার সৃষ্টি হয় তাহা লইয়া য়ুরোপে নানা প্রকার মতভেদ আছে। কেহ বলে মিশরেরা প্রথম তাস খেলা সৃষ্টি করে, কেহ বলে, বাবিলোনিয়ার আসিরীয়গণ উহার প্রথম সৃষ্টি করে, কেহ বলে, ভারতবর্ষে উহার প্রথম আবির্ভাব হয়। আবার অনেকে বলেন, ফ্রান্সের রাজা ষষ্ঠ চার্লস বায়ুরোগগ্রস্ত ছিলেন, তাঁহারই চিত্তবিমোহন জন্য তাসখেলার সৃষ্টি হইল। সেক্ষপিয়রে তাস খেলার উল্লেখ আছে। এখন যে "গ্রেট মোগল" মার্কা তাস কিনিতে পাওয়া যায়, তাহা য়ুরোপ হইতে আমদানি হয়। সাহেব, বিবি, গোলাম ভারতবাসীদিগের তত মনঃপুত নহে দেখিয়া উহার পরিবর্তে নানারূপ দেব-দেবীর ছবি দেওয়া হইয়া থাকে। সম্প্রতি বেলজিয়ম্ হইতে যে "কদম্বকেলী" তাস আইসে, তাহাতে কৃষ্ণলীলার ছবিই অধিক।

তাস খেলার উৎপত্তি কোন দেশে ও কোন কালে হয় তাহা নির্ণয় করিতে গিয়া আমরা দেখিতে পাই যে বিলাতে রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটীর লাইব্রেরীতে হাজার বৎসরের অপেক্ষা পুরাতন এক জোড়া তাস আছে। কিন্তু উহা যে হাজার বৎসরের তাহার কোন প্রমাণ নাই। ভারতবর্ষের যে ব্রাহ্মণের নিকট হইতে ঐ তাস ক্রয় করা হইয়াছিল সে বলিয়াছিল উহা হাজার বৎসরের পুরাতন। স্যর উইলিয়ম জোন্স লিখিয়া গিয়াছেন যে ভারতবর্ষের চতুরাজী নামক একপ্রকার খেলা সর্বাধিক প্রাচীন। আইন-ই-অকবরীতে আবুলফজল সাহেব বলেন—"প্রাচীন ঋষিরা স্থির করিয়াছিলেন, প্রতিপ্রস্থ তাসে ১২ খানি করিয়া তাস থাকিবে, কিন্তু তাহারা বার রংয়ের ভিন্ন প্রকারের বারজন রাজা করিতেন না।

অকবরের তাসে এই কয়রূপ রং ছিল। (১) অশ্বপতি এই রংয়ের প্রধান। তাসের উপর দিল্লীর বাদশাহ অকবর অশ্বারোহণে রহিয়াছেন, তাঁহার হস্তে ছত্র ও পতাকা শোভিত। দ্বিতীয় তাসখানিতে উজীর ঘোড়ায় চড়িয়া রহিয়াছেন। ইহার পর দহলা হইতে টেকা পর্যন্ত দশখানি তাস ঘোড়ার চিত্রেই চিত্রিত। (২) গজপতি—ইহার প্রথম তাস খানিতে উড়িষ্যার রাজা গজে আরোহণ করিয়া আছেন। তাঁহারও উজীরও গজারূঢ়। খুচরা তাসগুলিও গজচিত্রে চিত্রিত। (৩) নরপতি—বিজাপুররাজ সিংহাসনোপরি উপবিষ্ট। পাদপীঠে তাঁহার উজীর। খুচরা তাসগুলি পদাতিসৈন্যের চিত্রে চিত্রিত। (৪) গড়পতি—গড়ের উপর সিংহাসনে রাজা; গড়ের উপর পাদপীঠে উজীর। খুচরা তাসগুলিতে কেবল গড়ের চিত্র। (৫) ধনপতি—রাজা সিংহাসনে উপবিষ্ট, সম্মুখে অর্থরাশি; উজীর পাদপীঠে বসিয়া রাজকোষের হিসাব লইতেছেন। খুচরা তাসে কেবল স্বর্ণ ও রৌপ্যপূর্ণ ঘড়া। (৬) দলপতি—বর্ম্মাবৃত রাজা সিংহাসনে উপবিষ্ট ও বর্ম্মাবৃত পুরুষে পরিবেষ্টিত; উজীরের বুকে বুকপাটা। খুচরা তাস গুলিতে কেবল বর্ম্মাবৃত পুরুষেরই চিত্র। (৭) নৌপতি—রাজা জাহাজের উপর সিংহাসনে উপবিষ্ট; উজীর জাহাজের উপর পাদপীঠে। খুচরা তাসে কেবল নৌকার চিত্র। (৮) স্ত্রীপতি—প্রথম খানিতে সিংহাসনোপরি রাণী; দ্বিতীয় খানিতে উজীরপত্নী পাদপীঠে। অপর তাসগুলি স্ত্রীচিত্রে পরিপূর্ণ। (৯) দেবপতি—প্রথম খানিতে ইন্দ্র সিংহাসনের উপর উপবিষ্ট। দ্বিতীয় খানিতে উজীর পাদপীঠে। অপরগুলি কেবল দেবচিত্রে পূর্ণ।—(১০) অসুরপতি—দায়ুদের পুত্র সুলেমান সিংহাসনে উপবিষ্ট। উজীর পাদপীঠে উপবিষ্ট, অপর তাসগুলিতে কেবল দৈত্যের ছবি। (১১) বনপতি—পশুরাজ ব্যাঘ্র প্রথম তাসে, দ্বিতীয় তাস চিত্রব্যাঘ্র, অবশিষ্ট দশখানি তাসে বন্য পশুর প্রতিমূর্ত্তি আছে। (১২) অহিপতি—মকরের উপর সর্পরাজ আসীন; উজীর সর্পাসনে উপবিষ্ট। অবশিষ্ট তাসগুলিতে সর্পের চিত্র।

প্রথম ছয় রংয়ের তাসকে "বিশবর" অর্থাৎ বিশবল বা "অধিকবল" এবং শেষ ছয় প্রকারকে "কমবর" অর্থাৎ কমবল বা "অল্পবল" কহিত।

বাদশাহ অকবর তাসগুলিতে আরও নানাপ্রকার পরিবর্তন করিয়াছিলেন। ধনপতি ধনদান করিতেছেন। উজীর ভাণ্ডারের খবর লইতেছেন। আর দশখানি তাসে রাজকোষে নিযুক্ত পুরুষদিগের প্রতিমূর্ত্তি যথা—জহরী, ধাতু দ্রব করিবার লোক, টাকা, মোহর প্রভৃতি কাটিবার লোক, ওজন করিবার লোক, ছাপ দিবার লোক, মোহর গণিবার লোক, "দাম" নামক মুদ্রা গণিবার লোক, পোদ্দার এবং ধাতু পিটিবার লোক। আর একপ্রকার তাসে বাদশাহ অকবর ভূমিদাতা রাজাকে চিত্রিত করিয়াছেন। তাঁহার সম্মুখে "ফরমান", দানপত্র, দপ্তরের

কাগজ-পত্র। পাদপীঠে উজীর বসিয়া আছেন, সম্মুখে দপ্তর। অন্যান্য খুচরা তাসে রাজস্ব সম্বন্ধীয় কর্ম্মচারীগণের চিত্র। যথা—কাগজী, কাগজে রুল টানার লোক, দপ্তরের কাগজে লিখিবার লোক, কাগজে সোণালী রূপালী কাজ করিবার লোক, নক্সা করিবার লোক, সোণার জল ও নীলরং দিয়া রেখা টানিবার লোক, ফর্‌মান লিখিবার লোক, বই বাঁধিবার লোক এবং রংরেজ। আর একপ্রকার তাসে অকবর বাদসাহ শিল্পকার্য্যের রাজাকে খুব জাঁকাল করিয়া চিত্র করিয়াছেন, তিনি রেশম, রেশমের কাপড় প্রভৃতি পদার্থ নিরীক্ষণ করিতেছেন। উজীর পাদপীঠে বসিয়া সমস্ত তদারক করিতেছেন। খুচরা তাসে ভারবাহী জন্তুদিগের প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত।—আর একপ্রকার তাসে বংশীরাজ সিংহাসনে বসিয়া সঙ্গীত শ্রবণ করিতেছেন। উজীর গায়ক ও বাদকদিগের তদ্বির করিতেছেন। অবশিষ্ট তাসে গায়ক ও বাদকদিগের প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত। আবার অন্যপ্রকার তাসে রৌপ্যরাজ রৌপ্যমুদ্রা বিতরণ করিতেছেন। উজীর দানের তদারক করিতেছেন। খুচরা তাসগুলি রৌপ্যমুদ্রাযন্ত্রের কর্ম্মচারিবর্গের প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত। একপ্রকার তাসে অসিরাজ তরবারি চালাইতেছেন। উজীর আয়ুধাগার তদারক করিতেছেন। অপর দশখানি তাসে আয়ুধাগারের কর্ম্মচারীগণের প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত।

তাজপতি—রাজা রাজচিহ্ন প্রদান করিতেছেন। উজীরকে পাদপীঠ দিয়াছেন, পাদপীঠেও রাজচিহ্ন।—ধুমুরী প্রভৃতি শিল্পিগণের মূর্ত্তি।—ক্রীতদাস-পতি—রাজা গজারোহণে যাইতেছেন; উজীর গোযানে যাইতেছেন। অন্যান্য তাসে ভৃত্যগণ কেহ বসিয়া আছে, কেহ মদ খাইতেছে, কেহ গান করিতেছে, কেহ বা দেবতার উপাসনা করিতেছে।

আইন-ই-অকবরীতে দৃষ্ট হইবে যে, বাদশাহ অকবর যে তাসে খেলা করিতেন, তাহাতে বারপ্রকার রং ও ১৪৪ খানি তাস ছিল। আবুলফজল ঐ সকল তাস ভারতবর্ষ হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, নতুবা উহাতে ভারতবর্ষীয় নাম থাকিত না! প্রত্যেক রংয়ে বারখানি করিয়া তাস থাকাই এদেশের নিয়ম ছিল। "গোলামটী পাশ্চাত্য দেশসমূহের নূতন সৃষ্টি।

বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুরে একপ্রকার তাস খেলা হইয়া থাকে, তাহাকে দশাবতার খেলা বলে। ইহার তাস বা গুরুক সকল গোলাকার এবং কাপড়ের উপর গালা মাখাইয়া প্রস্তুত হয়। গুরুক বা তাসের সংখ্যা ১২০ খানি। ঐ সকল তাস সচরাচর ৪ ইঞ্চ ব্যাসবিশিষ্ট এবং ⅙ ইঞ্চ পুরু হইয়া থাকে। বিষ্ণুপুরে ঐ সকল তাস প্রস্তুত হয়।

কতদিন এবং কাহা কর্ত্তৃক এই খেলা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না, তবে ইহা বহু প্রাচীনকাল হইতে বিষ্ণুপুর প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে।

[বিষ্ণুপুর দেখ।]

ইহাতে স্থানভেদে নানারূপ খেলিবার নিয়ম প্রচলিত হইয়াছে। ফলতঃ সকলেরই পরস্পর বিশেষ সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নে কয়েক প্রকার প্রধান প্রধান খেলার স্থূল মর্ম্ম লিখিত হইল।

সাধারণ তাসের যেমন চারিটী রং দশ-অবতার তাসে সেইরূপ দশটী রং। ভগবানের দশ-অবতার লইয়া ইহার এক একটী রং হইয়াছে। তদনুসারেই ইহাকে দশ অবতার খেলা কহে। ঐ দশ অবতারের নাম যথা মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রঘুনাথ, জগন্নাথ (বুদ্ধ) ও কল্কি। প্রত্যেক রঙ্গের ১২ খানি তাস। ঐ ১২ খানি তাসের দুইখানি চিত্রময়, অবশিষ্ট ১০ খানি ফোঁটা বা অবতার বিশেষের চিহ্নযুক্ত। প্রত্যেক রঙ্গের চিত্রসহ তাস দুইখানির একটী রাজা এবং অপরটী উজীর। দশ অবতারের যেরূপ মূর্ত্তি, রাজা ও উজীরের চিত্রও সেইরূপ, রাজা ও উজীরের মধ্যে প্রভেদ এই যে, রাজার চিত্রে অশ্ব, রথ, বা অন্য যানবাহনাদিযুক্ত অবতারের মূর্ত্তি অঙ্কিত থাকে, উজীরের তাসে সেরূপ যানবাহনাদি থাকে না কেবলমাত্র অবতারের মূর্ত্তি থাকে। অপর দশ দশটী তাসে বিশেষ বিশেষ চিহ্নদ্বারা এক হইতে দশ পর্য্যন্ত ফোঁটা অঙ্কিত থাকে। যথা মীনের মীন, কূর্ম্মের কচ্ছপ, বরাহের শঙ্খ, নৃসিংহের চক্র, বামনের কমণ্ডলু, পরশুরামের পরশু, বলরামের গদা, রঘুনাথের তীর, জগন্নাথের পদ্ম ও কল্কির তরবার। ফোঁটার সংখ্যা অনুসারে ঐ তাস গুলিকে এক্কা বা এক, দুক্কা বা দুই, তেক্কা বা তিন, চৌকা বা চার, পঞ্জা বা পাঁচ, ছক্কা বা ছয়, সাত্তা বা সাত, আটা বা আট, নহলা বা নয় এবং দশ বলিয়া থাকে। সকল রঙ্গেরই রাজা সকলের বড় এবং রাজার ছোট উজীর। প্রথম পাঁচ রঙ্গের অর্থাৎ মৎস্য, কচ্ছপ, শঙ্খ, (বরাহ), চক্র (নৃসিংহ) ও বামনের রাজা ও উজীরের পর দশ বড় এবং তাহার পর ফোঁটার সংখ্যা অনুসারে ক্রমিক ছোট। এক্কা সকলের ছোট। অবশিষ্ট পাঁচ রঙ্গের অর্থাৎ পরশুরাম, রঘুনাথ, বলরাম, জগন্নাথ ও কল্কির রাজা ও উজীরের পর এক্কা বড়, এক্কার ছোট দুক্কা, তারপর তেক্কা ইত্যাদি এবং দশ সকলের ছোট। এক্কা রঘুনাথের রাজা সকলের বড়, এবং সর্ব্বপ্রথম ইহারই খেলা হয় এবং ইনি মাণ্যস্বরূপ দুইটী পিঠ অর্থাৎ প্রত্যেকের নিকট দুইখানি করিয়া তাস পান। রাত্রিতে খেলা হইলে রঘুনাথের পরিবর্ত্তে সর্ব্বপ্রথম মীনের

খেলা ও মীনের রাজাকে মানস্বরূপ দুই পিঠ দেওয়া হয়।* খেলিবার সময় বৃষ্টি হইতে থাকিলে কূর্ম্মরাজ সকলের বড় এবং ইহারই সর্ব্বপ্রথম খেলা ও মান্য হইয়া থাকে।

চারি, পাঁচ বা ছয়জনে এই খেলা খেলিয়া থাকে, খেলিবার সময় কতকগুলি নিয়ম অনুসারে চলিতে হয়। অস্নাত বা অশুচি শরীরে কেহ দশ অবতার খেলে না। খেলিবার পূর্ব্বে দশ অবতারের উদ্দেশে সকলেই প্রণাম করে।

বিন্তি খেলায় ন্যায় ইহার তাস কাটিতে হয়। যে ব্যক্তি তাস বণ্টন করে, তাহার বামদিকের খেলুড়ে তাস কাটিয়া দেয়। বণ্টনকারী প্রত্যেককে ৪ খানি করিয়া তাস বাঁটিয়া দিয়া যান। শেষবার যদি ৪ খানি করিয়া না কুলায়, তবে প্রত্যেককে সমান ভাগ করিয়া দিতে হয়। পরবারের খেলায় প্রথমবারের বণ্টনকারীর ডানদিকের খেলুড়ী এবং তৎপর বারে তাহার ডানদিকের খেলুড়ি ইত্যাদি ক্রমে তাস বাঁটিয়া থাকে। প্রথম বাঁটিবার সময় যথেচ্ছাক্রমে ৪ জনকে ৪ খানি তাস দিয়া যাহার তাস বড় সে হাতে তাস পায়।

এখন মনে কর ৪ জনে খেলা হইতেছে। তাহা হইলে প্রত্যেকের হাতে ৩০ খানি করিয়া তাস থাকিবে। এখন যে ব্যক্তি রঘুনাথের রাজা পাইয়াছে, সেই ব্যক্তি সর্ব্বপ্রথম ঐ তাস এবং তাহার সঙ্গে আর একটী তাস খেলিবে। অপর তিনজন প্রত্যেকে দুইখানি করিয়া তাস দিবে। ইহাকে খরচ দেওয়া কহে। এই আটখানি তাস অর্থাৎ দুইপিঠ রঘুনাথের পিঠ হইল। এই আটখানি তাসের মধ্যে রঘুনাথের রাজা ব্যতীত অপর ৭ খানি যে কেহ অন্য তাস দিয়া বদলাইয়া লইতে পারেন। অন্য সময় সেরূপ বদলান চলেনা, তাস বদলাইয়া লইলে পর যাঁহার হাতে রঘুনাথের উজীর এক্কা প্রভৃতি বা অপর রঙ্গের রাজা, উজীর, দশ প্রভৃতি বড় তাস থাকে, তবে তিনি ঐ বড় কয়টীর মধ্যে প্রত্যেক রঙ্গের সর্ব্ব ছোট এক একটী রাখিয়া তাহার বড় কয়টীর পিঠ করিয়া লইবেন। এইরূপ কোন এক রঙ্গের রাজা, উজীর, দশ বা এক্কা প্রভৃতি থাকিলে এক্কা বা দশটী রাখিয়া রাজা ও উজীরের পিঠ করিয়া লইতে হইবে; রাজা ও উজীর থাকিলে উজীর রাখিয়া রাজার পিঠ করিয়া লইতে হইবে। ইহাকে জোড়ভাঙ্গা কহে। জোড় না ভাঙ্গিলে বড় তাসগুলির সর্ব্ব ছোটটী ব্যতীত অপর সকলগুলি জলিয়া যায়, অর্থাৎ উহাদের পিঠ হয় না, তবে ঐ রঙ্গের সকলের ছোটটী গেলে উহাদের পিঠ হইতে পারে। প্রত্যেক পিঠে সকলে এক একখানি ইচ্ছামত যে কোন তাস খরচ দেন।

প্রথম যিনি খেলিতেছেন, তিনি রঘুনাথের রাজা এবং অন্যান্য বড় তাসের পিঠ লইয়া যদি দেখেন, তাঁহার হাতে অন্য রঙ্গের এমন তাস আছে, যাহার রাজা বা উজীর বা অন্য একটীমাত্র তাস গেলেই সেইটী বড় হয়, তখন তিনি সুবিধা মত সেই রঙ্গের একখানি ছোট তাস ফেলিয়া দিয়া সেই রঙ্গের খেলা চালান। ইহাকে সেরোয়া করা কহে। যদি সেরোয়া করিবার সুবিধা না থাকে, তবে তিনি সমস্ত বড় তাসগুলির পিঠ করিয়া হাতবোঝ (বুঝান) করিয়া দেন অর্থাৎ তাঁহার হাতের সমস্ত তাসগুলি একজন গোলমাল করিয়া ধরে এবং বামদিকের খেলুড়ী ইচ্ছামত ডাকবুকজ খেলার ন্যায় উপর বা নীচের যেখানে ইচ্ছা একটী তাস বাহির করিতে বলেন। তখন সেই রঙ্গের হুকুম হয় এবং তাহারই খেলা চলে। প্রথম খেলুড়ীর সেরোয়া বা বোঝে যে রং বাহির হয়, ঐ রঙ্গের যাহার হাতে সর্ব্বাপেক্ষা বড় থাকে, তিনি তাহার পিঠ করিয়া প্রথমে খেলুড়ীর ন্যায় খেলিতে থাকেন এবং অবশেষে সেরোয়া বা বোঝ করিয়া দেন। তখন অন্য ব্যক্তি খেলিতে থাকেন। হাতের বড় অর্থাৎ ফেরাই থাকিতে হাত বোঝ করিয়া দিলে ঐ ফেরাই কয়টী জলিয়া যায়। কিন্তু যদি বোঝে ঐ ফেরাই কি সেই রঙ্গের কোন তাস বাহির হয়, তবে তাহার পিঠ হইবে। একবার হাত বোঝ হইলে তিনি আর সেরোয়া করিতে পারেন না। বোঝে যে তাসখানি বাহির হয়, ঐ খানি সেই রঙ্গের অপর ছোট তাস দিয়া বদলাইয়া রাখিতে পারা যায়, কিন্তু ঐ রঙ্গের আর তাস না থাকিলে সেইখানিই খেলিতে হয়।

খেলিতে খেলিতে যদি কেহ ফেরাই নয় এরূপ কোন তাস খেলেন এবং অপর তিনজনই ভ্রমক্রমে উহাতে খরচ দিয়া ফেলেন, তবে ঐ তাসের বড় ফেরাই কয়টী জলিয়া যাইবে। কিন্তু যদি কেহ খরচ দেন এবং যাহার হাতে তাহার বড় আছে, তিনি ধরিয়া ফেলেন, তবে যে ব্যক্তি ছোট তাস খেলিয়াছিলেন, তিনি আর সেরোয়া করিতে পারিবেন না, তাঁহার হাত বোঝ হইয়া যাইবে। বোঝ হইবার পূর্ব্বে তিনি বড় তাস থাকেত পিঠ করিয়া লইতে পারেন।

সেরোয়া দিলে পর যদি রাজাকে সেরোয়া করা হয়, তাহা হইলে যাঁহার হাতে রাজা আছে, আর যদি তাহার দশ, নয় বা এক্কা কি দোক্কা থাকে, তাহা হইলে তিনি রাজার সঙ্গে ঐ দুইটীর একটী দিয়া টিপিতে (খেলিতে) পারেন। যদি নয় দিয়া টিপান হয় আর যিনি সেরোয়া করিয়াছেন, তাঁহার হাত

* কোন কোন স্থানে ইহার বিপরীত, অর্থাৎ দিবসে মীন এবং রাত্রে রঘুনাথকে সকলের বড় ধরে।

ব্যতীত অপর দুইহাতে তাহার দশ না থাকে, তবে রাজার দুই পিঠ হয়। আর যদি দশ থাকে তবে যাহার দশ তিনি একপিঠ ছাড়াইয়া লয়েন এবং খেলিতে থাকেন। তিনি তখন ইচ্ছামত জোড় ভাঙ্গিয়া সেরোয়া করিতে পারেন, বা হাত বোঝ করিয়া দিতে পারেন।

যে ব্যক্তি সেরোয়া করেন, যদি তাঁহার বামদিকে খেলোয়াড় হাত পান, তবে তিনি রাজা, উজীর বা অপর বড় তাসের সহিত সেই রঙ্গের যে কোন তাস দিয়া টিপিতে পারেন এবং তাঁহার দুই পিঠ হয়, কেহ টিপের বড় তাস দিয়া ছাড়াইতে পারে না। ইহাকে বামদস্তি পাওয়া বলে।

সেরোয়া করিবার সময় সেই রঙ্গের একখানি তাস ফেলিয়া না দিলে সেরোয়া করা হয় না, হাতে না থাকিলে অপরের নিকট চাহিয়া লইতে পারে। কিন্তু তাহা অপরের ইচ্ছাধীন। হাতে ১১ খানি পর্যান্ত তাস থাকিলে সেরোয়া চলে। হাতে ১০ খানি তাস হইলে পর আর সেরোয়া চলেনা। তখন হাত বোঝ করিয়া খেলা চলিতে থাকে। যখন সকলের হাতে ৪ খানি তাস হয়, তখন যদি কেহ কোনবার খরচ না দিয়া হাতে ৫ খানি তাস রাখেন, তবে তাঁহার একটী ফেরাহ জ্বলিয়া যায়। খেলা শেষ হইলে সকলে নিজের ৩০ খানি মূল রাখিয়া হার জিত হিসাব করেন। ৩০ খানির যাহার যত বেশী তাস হয় তাঁহার তত জিত, আর যত কম হয়, তাঁহার তত হার হইয়া থাকে।

৫ জনের খেলা প্রায় ৪ জনের খেলার মত, তবে ইহাতে সেরোয়া করিবার সময় রং দিয়া সেরোয়া করিতে হয় না, মুখে বলিয়া দিলেই হয়।

৬ জনের খেলাও অনেকাংশে ৪ জনের খেলার ন্যায়, ইহার এই কয়েকটী নিয়ম পৃথক্। যথা—ইহাতেও রং না দিয়া মুখে বলিয়া দিলেই সেরোয়া করা হয়। ছয়জনের খেলায় প্রত্যেক হাতে ২০ খানি করিয়া তাস থাকে এবং প্রথম ৫ দস্ত খেলায় অর্থাৎ হাতে ১৫ খানি তাস হওয়া পর্য্যন্ত খরচের তাস হইতে যে যাহা ইচ্ছা বদলাইয়া লইতে পারেন। ইহাতে বামদস্ত টিপ পায়না এবং যিনি সেরোয়া পাইবেন তিনি রাজা হইলে দশ বা একা, উজীর হইলে নয় বা দোক্কা ইত্যাদি মধ্যের একটী অর্থাৎ যেটীর জন্য সেরোয়া করা হয়, সেইটীর ছোটটী দিয়া টিপিতে পারেন; অন্য তাস দিয়া টিপ হয় না। ইহাদের ১২ খানি তাস হাতে হইলে সেরোয়া বন্ধ হয় এবং ৬ খানি হাতে থাকিলে জ্বলিয়া যায়।

সামন্তভূমে একপ্রকার দশাবতার খেলা হয়। এই খেলা ৪।৫ বা ৬ জনে খেলা যায়। ইহাতে পাঁচ রঙ্গের একা ও দশ বড়। যিনি তাস দিবেন, তাহার বাম ধারে যিনি বসিবেন তিনি তাস কাটিয়া দিবেন, পরে তাস বিলি হইবে। এখানে কেহ ফেরাই (হুকুম) পাইলে অপর খেলোয়াড়গণ তাহার সঙ্গে সঙ্গে খরচ দিবেন এবং ঐ সময়ে সেরোয়া দিয়া বন্ধ করা হয়। মনে কর খেলা চলিতেছে, কিন্তু যাহার হাতে খেলা সুরু (আরম্ভ) হইয়াছে, সে যদি আপন হাতের (জোড় হুকুম) অর্থাৎ একের অধিক ফেরাই তাস যদি তাহার হাতে থাকে, আর সে তাহা যদি জোড় ভাঙ্গিতে ভুলিয়া যান, তাহা হইলে তাহার হুকুম কথাটীর উপস্থিত পিঠ হইল না বটে, কিন্তু পুনরায় যখন তাহার হাতে খেলা আসিবে, সেই সময় পিঠ করিয়া লইতে পারিবে। তাহার হাতে যদি উজীর থাকে এবং তাহা যদি হুকুম না হয়, তাহা হইলে অগ্রে তাহাকেই সেরোয়া করিতে হইবে, যদি উজীরও থাকে, আর কোন রঙ্গের এমন দুইখানি তাস আছে, যে তাহারা উজীর নহে, কিন্তু উপস্থিত উজীরের পদ প্রাপ্ত হইয়াছে, অর্থাৎ যেমন ভৃগুরামের একা ও দোক্কা, কি চক্রীর দশ নয়, কিম্বা রঘুনাথের পঞ্জা ছক্কা, কি মীনের দশ ও নয়, এখন বল দেখি তাহার কোনটীকে সেরোয়া দিতে হইবে? উক্ত চারিরঙ্গের ভাল ৮ খানির যে গুলি বড়, তাহার সকল তাসেরই পিঠ হইয়া থাকে। কেবল ঐ চারি রঙ্গের এক একখানি করিয়া বড় আছে, যে কোনটীকেই সেরোয়া কর, তাহাতে দুইখানি তাস হুকুম হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া ইচ্ছানুসারে সেরোয়া দেওয়া যাইতে পারিবে না। দেখিতে হইবে যদি উজীর থাকে, তাহা উহার রাজাকে সেরোয়া করিতে হইবে। কিন্তু যদি কোন রঙ্গের টিপ্ * ২ খানি হুকুম হয়, এস্থলে উজীর থাকিয়াও অগ্রে টিপ্‌কে সেরোয়া দিতে পারে। যে রাজার সেরোয়া পাইবে, সে ঐ রঙ্গের যে কোন তাস কেবল হপ্তা খরচ ও সকলের ছোট তাস দিয়া টিপিতে পারিবে।

রাজা টিপিলে পর অপর খেলোয়ারের মধ্যে যে সেরোয়া দিয়াছে এবং সেরোয়া পাইয়াছে, তাহার ডানধারের খেলোয়াড় ছাড়াইতে পারিবেনা. অর্থাৎ ঐ দুইজন বাদ যাহার হাতে ঐ রঙ্গের বড় থাকিবে, সে ছাড়াইয়া লইবে। মীন প্রভৃতির দশ এবং রঘুনাথ প্রভৃতির একা দিয়া টিপলে কেহ ছাড়াইতে পারিবে না। অর্থাৎ উজীরের টিপ অপেক্ষা টিপের তাস বোঝ হুকুম হওয়া চাই। তাহা হইলেই উজীর থাকিলেও এমন স্থলে টিপকে সেরোয়া দেওয়া যাইতে পারে। যদি সমান হুকুম হয়, তাহা হইলে উজীরকেই

* উজীর ও রাজা ছাড়া অপর একশ তাস সকলগুলিকেই টিপ কহে।

সেরোয়া করিতে হইবে। যদি জানিতে পারা যায়, উজীর আছে, অথচ টিপকে সেরোয়া করা হইয়াছে এবং টিপকে সেরোয়া করায় কোন লাভ হয় নাই, এইরূপ হইলে যে সময় অবধি সে ঐ নিয়ম অবহেলা করিয়াছে, সেই সময় হইতে তাহার যত দস্ত (পীট) হইবে, সকলে মিলিয়া তাহা ভাগ করিয়া লইবেন।

উজীর যদি না থাকে আর যদি দশ বা একা থাকে, তাহা হইলে সে দোসরী অর্থাৎ দুইবার সেরোয়া করিতে পারে। যেমন প্রথম রাজাকে ও দ্বিতীয়বার উজীরকে সেরোয়া করিতে পারে, এজন্য ইহাকে দোসরী কহে এবং যখন সেরোয়া করিতে হইবে, তখন বলিয়া দিতে হইবে যে, অমুককে দোসরী করিলাম।

দোসরীও যদি হাতে না থাকে, তাহা হইলে অগত্যা হাত বুঝান করিয়া দিতে হইবে। যে রঙ্গের সেরোয়া পাইবে সে ইচ্ছা করিলে ঐ রঙ্গের যে কোন তাস দিয়া মারিতে পারে। যদি কেহ ছাড়াইয়া না লয়, তাহা হইলে তাহার দুইদস্ত (পিঠ) হইবে। কেবল মীন প্রভৃতি রঙ্গের একা ও দোক্কা এবং রঘুনাথ প্রভৃতির নয় ও দশ দিয়া মারিতে পারিবে না। কারণ উক্ত দোক্কা এবং নয় তাসগুলি হস্তা (যাহার প্রথমে খেলা চলে) খরচের জন্য, প্রথমতঃ যাহার হাতে থাকিবে তাহাকে ফেলিয়া দিতে হইবে। অপর একা ও দশগুলি ফেলিয়া বা হাতে রাখিতে পারে এবং ঐ গুলি যদি হুকুম করিতে পারে তাহা হইলেই পিঠ পাইবে। নচেৎ উহা দ্বারা অন্য কোন কার্য্য হইবে না অর্থাৎ হুকুমের সঙ্গে টিপ্ খাইতে পারে। যদি কেহ সেরোয়া করে আর তাহা তাহার বাঁ দস্তী পায়, তাহা হইলে সে সেই রঙ্গের যে কোন তাস দিয়া টিপিতে পারে ও তাহা দুই দস্ত হয়। কিন্তু পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, মীন প্রভৃতির একা ও দশ দিয়া টিপিতে পারিবে। যাহার হাত বোঝ হইবে, তাহার বাঁ ধারের খেলোয়াড় জানান করিলে পর যে তাস বাহির হইবে, যদি উজীর হয়, তবে তাহাকে রং দিতে হইবে না। আর যদি উজীর ছাড়া অন্য তাস হয়, তাহা হইলে আর ঘুরাইয়া বা বদলাইয়া লইতে পারিবে না। যে তাসটী বাহির হইবে তাহা ফেরত দিতে হইবে। যাহার হাত বোঝ হইয়াছে সে যদি হুকুম খাইতে ভুলিয়া যায় এবং পরে জানাইয়া দেয় এবং হুকুম যাহার হাতে ছিল সেই তাস বাহির হয় তাহা হইলে সে হুকুমের পিঠ পায়। আর যদি অন্য রং বাহির হয়, তাহা হইলে তাহা জ্বলিয়া যায়। এরূপ স্থলে তাস ফেলিয়া দিতে হইবে। ইহাকে সেরোয়া বলে।

দস্তীবাড়ী খেলাও প্রায় এইরূপ। তাহাতে বিশেষ এই যে, তাস কাটিতে, দিতে, জানাইতে ও টিপিতে সকলই ঐ রকম, ইহার উজীর না থাকিলে দোসরী বলে। কেবল দুইটী নিয়ম ভিন্ন। হস্তাখরচ, নয় ও দোক্কা যেমন নির্দ্দিষ্ট আছে এবং ঐ কয়টী তাস দ্বারা সেরোয়া হইবে, অর্থাৎ যখন যিনি সেরোয়া করিবেন, তখন সেই রঙ্গের তাস হস্তাখরচ হইতে বাহির করিয়া দিলে পর সেরোয়া লইবে। যদি হস্তাখরচ একবার সেরোয়া করিয়া বাহির হইয়া যায় বা আর না থাকে তাহা হইলে যিনি সেরোয়া করিবেন তিনি নিজের হাত হইতে সেরোয়ার রং একখানি দিবেন, যদি রং না দিতে পারে, তাহা হইতে যিনি সেরোয়া পাইবেন তিনি ইচ্ছা করিলে একখান রং দিয়া সেরোয়া লইতে পারেন, নচেৎ সেরোয়া করা হইবে না। যদি কেহ সেরোয়া করে, আর তাহার বাঁ দস্তী পায়, তাহা হইলে সেই লোক টিপিতে পাইবে। কিন্তু সেরোয়া তাসের বড় হওয়া চাই। সকল রঙ্গের ছোট যেটী সেইটীকে দস্তী কহে। অর্থাৎ মীন প্রভৃতি ৫ রঙ্গের একা ও রঘুনাথ প্রভৃতি ৫ রঙ্গের দশ। দস্তী সকল রঙ্গেরই আছে, ইহার পরিমাণ ১০টী—

ঐ দশটীর মধ্যে যে কেহ শেষে একটী দস্তী হুকুম করিয়া খাইতে পারিবে, সে সকলের কাছে এক এক দস্ত করিয়া পাইবে। এইরূপ প্রত্যেকের কাছে দস্ত পাইলেই দস্তীবাড়ী করা হইল, এইজন্য ইহার নাম দস্তীবাড়ী খেলা হইয়াছে।

বিষ্ণুপুরে চলিত আর একপ্রকার তাসের নাম "নক্স-খেলার তাস।" সচরাচর জুয়াখেলায় জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহাতে ১২ খানি করিয়া চারি প্রস্থে ৪৮ খানি তাস আছে। কিন্তু এই চারি প্রস্থ তাসে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই, এইজন্য চারিখানি করিয়া বারপ্রস্থ তাস বলা বরং ভাল। ইহার টেক্কা চারিখানিতে পরী (স্ত্রীর) প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত। দুয়ার চারি খানিতে মল্ল পরস্পর ঠেলাঠেলি করিতেছে। তিরিগুলিতে তিনটী করিয়া পাতা। চৌক্কা চারিখানিতে চারিটী করিয়া শঙ্খ। পঞ্জা চারিখানিতে পাঁচটী করিয়া পানিফলের পাতা। ছক্কা চারিখানিতে ছয়টী করিয়া গালিচার আসন। সাত্তা চারিখানিতে সাতটী করিয়া তরবারি। আটা চারিখানিতে আটটী করিয়া বকুল ফল। নহলা চারিখানিতে নয়টী করিয়া প্রস্ফুটিত পুষ্প। দহলা চারিখানিতে দশটী করিয়া ফুল।

ইহার পর চারিখানি অশ্বপতি অর্থাৎ অশ্বারূঢ় রাজা এবং চারিখানি গজপতি অর্থাৎ গজারূঢ় রাজা আছে। অশ্বের ১১ ফোঁটা ও গজের ১২ ফোঁটা দুইটী মলে দুই ফোঁটা ও এক একটী পরী এক ফোঁটা ধরা হয়। এই তাসের শঙ্খ ও তর-

ব্যারগুলি ঠিক দশ অবতার তাসের ন্যায়, বোধ হয় এই তাসগুলি দশ অবতার তাসের পর প্রস্তুত হইয়াছিল। ইহাতে দশ অবতার হইতে কতক কতক লওয়া হইয়াছে, আর কতকগুলি প্রকৃতিগত পুষ্পফল হইতে লওয়া হইয়াছে। কেবল টেক্কা, চরি, অশ্বপতি এবং গজপতি ইহারাই নূতন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীর বহুসংখ্যক খোদিত লিপিতে আমরা "অশ্বপতি", "গজপতি", "নরপতি" ও "রাজ্যত্রয়াধিপতি" এই কয়টী শব্দ প্রথমেই পাইয়া থাকি। এইরূপ খোদিতলিপি ভারতবর্ষের পূর্ব্বাঞ্চলেই অধিক পাওয়া যায়। অশ্বপতি ও গজপতি এ তাসে আছেই। ইহাতে বোধ হয় যে, এই তাস খৃষ্টীয় দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে উদ্ভাবিত হইয়াছিল।

দুই বা ততোধিক ব্যক্তি একত্র এই খেলা খেলিয়া থাকে। প্রথমে একজন তাস কাটিয়া প্রত্যেককে এক একখানি তাস দেয়। যাহার তাস সর্ব্বাপেক্ষা বড় সে হাতে তাস পায় এবং আবার তাস বাঁটিয়া প্রথমতঃ এক একজনকে এক একখানি তাস দেয়। এই তাসগুলিকে পায়া বলে। বলা উচিত, নক্সখেলার তাস উপর হইতে বিলি হয় না, নীচদিক হইতে এক একখানি করিয়া দিতে হয়। পায়া বিলি হইলে পর বণ্টনকারী তাঁহার ডানিদিকের খেলুড়ীকে নীচে হইতে এক একখানি তাস দিতে থাকেন। তিনি যতক্ষণ তাস চাহিবেন, ততক্ষণ সকলকে দেখাইয়া এক একখানি দিতে হইবে এবং তাহার পরে তাঁহার ডানিদিকের ব্যক্তিকে এইরূপ ক্রমে তাস দিয়া যাইতে হইবে। যদি তাঁহার হাতে ফোঁটা গণিয়া ১৭ হয় তবে নক্স হইল এবং সে ব্যক্তি তাহারই জিত হইয়া পুনরায় খেলা আরম্ভ হয়। ১৭ গণিতে না হইলেও যদি কাহারও পায়া দশ, কি ঘোড়া কি হাতী থাকে এবং বিলির সময় প্রথম বারেই তাহার জোড় পায়, তাহা হইলেও দশে দশে, ঘোড়ায় ঘোড়ায় বা হাতীতে হাতীতে নক্স হয়। পায়া ছোট হইলে অর্থাৎ নয়ে নয়ে বা আটে আটে নক্স হয় না। তাস দিতে দিতে যদি কাহারও হাতে ১৭ অপেক্ষা অধিক ফোঁটা হইয়া গেল, তবে তাঁহার সে বাজি জ্বলিয়া গেল, তাঁহাকে তাস ফেলিয়া দিতে হইবে এবং তাহার পরের ব্যক্তি তাস লইতে থাকিবে। তাস লইতে লইতে যদি কেহ এরূপ বুঝে যে এর পর তাস লইলে জ্বলিয়া যাইবার সম্ভাবনা, তখন সে তাস লওয়া বন্ধ করে, এবং থাক্ কহে। যদি কাহারও ১৭ ফোঁটা অর্থাৎ নক্স হয়, আর থাক্ কহে, তাস তাহার জবানে গেল অর্থাৎ সে বাজি তাস ফেলিয়া দিতে হইবে। ফোঁটা গণিতে ভুল করিয়া বলিলেও জবানে যায়। খেলিতে খেলিতে যাহার প্রথম নক্স হয় তাহারই সে বাজি জিত। যদি সকলের জ্বলিয়া যায় আর একজন ১৭ অপেক্ষা কম হাতে রাখিয়া দেয়, তবে তাহারই জিত। আর যদি ২ বা ততোধিক ব্যক্তি হাত রাখিয়া যায়, তবে যাহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফোঁটায় আছে, সে জিতিবে। দুইজনের সমান ফোঁটা হইলে যাহার কম সংখ্যক তাস সে জিতিবে। আর যদি সমান সংখ্যক তাসে সমান ফোঁটা থাকে, তবে যাহার পায়া বড় সে পাইবে। পায়াও সমান হইলে বণ্টনকারীর ডানিদিকে যে প্রথম সে জিতিবে।*

সচরাচর দৃষ্ট হইয়া থাকে যে, কোন জাতির প্রথম চিত্রগুলি স্বভাব হইতেই গৃহীত হয়। পরে ক্রমে তাহাতে ধর্ম্ম এবং ইতিহাস সম্বন্ধীয় ব্যাপারগুলি আসিয়া মিশ্রিত হয়। সর্ব্বপ্রকার সূক্ষ্ম-শিল্পেই প্রথম স্বভাব তৎপরে স্বর্গ এবং তদনন্তর ইতিহাসের প্রভাবই অধিক। একথা সত্য হইলে উড়িষ্যাদেশপ্রচলিত ছোট ছোট গোলতাস দশাবতার তাস অপেক্ষাও প্রাচীন, কারণ ইহার সমস্ত চিত্রই স্বভাব হইতেই গৃহীত। ইহাতে ধর্ম্ম ও ইতিহাসের কোন সম্পর্ক নাই। ইহার বার খানিতে এক এক প্রস্থ হয়। এইরূপ ইহাতে আট প্রস্থ আছে—অতএব মোট ৯৬ ছিয়ানব্বই খানি তাস আছে। এই আট প্রস্থের নাম, যথা, (১) ফুল, (২) সমস্বর, (৩) চন্দ্র, (৪) গোলাপ, (৫) কুমাচ, (৬) বরাত, (৭) সূর্য্য, (৮) চ্যাং। ফুলের চিত্রগুলি সাদা কুঁড়ি, উহার জমী পাটল ও কিনারায় লাল ও পীতবর্ণ। সমস্বর শব্দে বাঁশরী; উহাতে বাঁশীর ছবি চিত্রিত, জমী ধূমল, ধারে কাল ও পীতবর্ণ। চন্দ্রের চিত্র সাদা পূর্ণচন্দ্র, জমী কাল, ধারে লাল ও পীতবর্ণ। গোলাপে এক পাপড়ী গোলাপের চিত্র আছে, উহাকে সেঁউতি (সিমন্তী) কহে, জমী সাদা, ধারে লাল ও পীতবর্ণ।—কুমাচ শব্দের অর্থ জানা নাই, কিন্তু কুমাচের চিত্র ক্রীড়া-কন্দুকের ন্যায়—ইহার জমী পীত, ধারে লাল ও সবুজবর্ণ। (৬) বরাত শব্দের অর্থ জানা যায় না, কিন্তু চিত্র দেখিয়া বোধ হয় যে বসিবার আসন ঐ তাসের জমি রাঙ্গা, কানায় হরিদ্রা ও সবুজ রং। (৭) সূর্য্যের চিত্র গোল ফোঁটা, মধ্যস্থলে হরিদ্রা ও চতুষ্পার্শ্বে লাল মাত্র, উহার জমি নীল কানায় রাঙ্গা ও সবুজ রং। (৮) চ্যাং এ শব্দের অর্থ জানা যায় না, ছবি ঝুমকার ন্যায়, জমি সবুজ, কানায় রাঙ্গা ও হরিদ্রা রং।

* অপরপত্রে দশাবতার তাসের চিত্র দেওয়া গেল, অবতারের মূর্ত্তিগুলি উজীর, এক্কা (টেক্কা) প্রভৃতি এক একখানি ছবি দেখিয়া অন্য ছবি বুঝিয়া লইতে হইবে। নক্স খেলার তাসের কেবল চারিখানি ছবির চিত্র দেওয়া গেল।

প্রতি প্রস্থ তাসের রাজা উৎকলদেশীয় পাকী চড়িয়া থাকেন, মন্ত্রী অশ্বারূঢ়, সূর্য্য ও চন্দ্রের রাজা মনুষ্যাকৃতি নহেন, সূর্য্য ও চন্দ্রাকৃতি। প্রথম চারি প্রস্থের (দহ) দহলা বড়, একা (টেক্কা) ছোট, শেষ চারিপ্রস্থের একা (টেক্কা) বড়, দহ (দহলা) ছোট। এই তাসে নানারূপ খেলা হইয়া থাকে, তন্মধ্যে সার-খেলাই সমধিক প্রসিদ্ধ। এই খেলায় চারিজনে প্রায়ুর ন্যায় দুই দল হইয়া বসে, যাহার বয়স বড় সেই তাস দেয়, উহার ডাহিনের লোক তাস কাটায়; কিন্তু উপরের তাসখানিই তিনি কাটাইতে বাধ্য। সে তাসখানি যদি হাকিম অর্থাৎ রাজা বা মন্ত্রী হয়, তবে আবার কাটাইতে হয়, কাটাইবার রীতি পূর্ব্ববৎ। কাটুনির ডাহিনে যে বসে, সেই সব প্রথম তাস পায়, সুতরাং কাটান তাসখান যে কাটায়, সেই পাইয়া থাকে। তাস চারিখানি করিয়া দিতে হয়। যে রং কাটান হয়, তাহার রাজা যে পায়, সে খেলিবে, কিন্তু সে না খেলিয়া অন্যকে হুকুম দিতে পারে। সব কটি পিঠ লওয়াই এ খেলার জিত। যদি এমন বুঝা যায় যে, কেহই সব পিঠ লইতে পারিবেন না, তাহা হইলে আবার তাসাইয়া তাস বাঁটিয়া দেওয়া হয়।

যদি কেহ খেলিতে আরম্ভ করিয়া সব পিঠ লইতে না পারে, তবে তাহার হার হয়। যে দলে রংএর রাজা পাইয়াছে, তাহারা যদি না খেলে, তবে বিরুদ্ধ পক্ষীয়ের যে কেহ একখানি বিনা বা ছোট তাস দিয়া রাজা বদলাইয়া লইতে পারে। এরূপ রাজা বদলাইয়া লইলে যাহার রাজা ছিল, তাহার খেলুড়ীর সহিত আর একখানি ছোট তাসও বদলাইয়া লইতে হইবে, কিন্তু যে রং দিয়া রাজা বদল হইয়াছে, সে রং দিতে পারিবে না।

প্রথমে খেলিতে হইলে রংএর রাজা ও তাহার সঙ্গে যে কোন রংএর একখানি বিনা (ছোট) তাস খেলিতে হইবে, রাজার সহিত খেলা বলিয়া ছোটখানিও বড় কাগজের মধ্যে গণ্য। অপর সকলে সেই সেই রংএর ছোট তাস তাহাতে দিবে, সে রং না থাকিলে যে কোন রংএর ছোট কাগজ দিবে। কিন্তু অন্যান্য বারে কোন তাসের হাকেব অর্থাৎ বড় কাগজ খেলা হইলে অপর সকলকে সেই রংএর তাস না থাকিলে অন্য রংএর হাতের মধ্যে বড় তাস পাশ দিতে দিবে। সে রং থাকিলে তাহারই ছোট দিতে পারিবে।

এইরূপে অল্প হাত হইতে সব বড় বড় তাস বাহির হইয়া গেলে, যে পিঠ লইতে আরম্ভ করিয়াছে, সে সব পিটগুলি পাইতে পারে ও জিতিতেও পারে। এ খেলায় বাজি নাই।

এ খেলা চারিপ্রকার যথা—(১) নমাগী (২) মাগী (৩) দর্শনী ও (৪) কান্দা। যে খেলিবে সে রাজা বদলাইয়া না লইয়া খেলিলে মাগী হয়। রাজা মাগিয়া লইয়া খেলিলে মাগী হয়। বাজির (রং) রাজা মাগিয়া হাতের সব বড় বড় কাগজ দেখাইয়া সব পিঠ লওয়া দর্শনী। হাতে বাজির রাজা প্রভৃতি সমুদয় হাকিম থাকিলে সমুদয় পিঠ লওয়ার নাম কান্দা। (ইহা বড় জোরের খেলা)।

এ তাসে বাজি লইয়া খেলাকে "দস্ত" খেলা বলে। ইহাতে দুইজন তিনজন চারিজন খেলুড় থাকিতে পারে। আপনার হাতের ২৪ খানি কাগজ বাদ দিয়া যত কাগজ জিতিবে, সেই পরিমাণে অন্য লোকে হারিবে ও তাহাকে টাকা, পয়সা প্রভৃতি দিতে হইবে। ৩ জনে খেলিলে প্রত্যেক রংএর ৩ খানি করিয়া বিনা (ছোট) কাগজ আলাদা করিয়া রাখিতে হয়। পরে পিঠ অনুসারে, কিন্তু নিজের সেই ২৪ খানি তাস বাদে পয়সাদি জিত হয়।

এই কয় প্রকার তাস ভিন্ন ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও অন্যান্য প্রকার নানারূপ গোল তাস প্রচলিত আছে। পশ্চিমাঞ্চলে অনেক স্থলে গঞ্জিফা নামক একপ্রকার গোল তাস প্রচলিত আছে, ঐ তাস সময়ে সময়ে অনেক দরে বিক্রয় হয়, উহার খেলিবার রীতি অনেকটা উড়িষ্যা-দেশপ্রসিদ্ধ সার খেলার ন্যায়।

তাসন (দেশজ) ১ তাড়ন, ভয় প্রদর্শন। ২ সুতা গুটান।

"রোজা নমাজ করি কেহ হৈল গোলা।
তাসন করিয়া নাম বলাইল জোলা॥" (কবিকং)

তাসা (দেশজ) ১ তাসে জড়ান। যেমন তাসাসুতা। ২ বাদ্যযন্ত্রভেদ। কোন ধাতুর পাত্রের উপর পাতলা চামড়া আটিয়া এই বাদ্য প্রস্তুত হয়।

তাস্নন (পুং) তস-বাহুলকাৎ উনণ্। শণবৃক্ষ তস্যেদং অণ্। তৎসম্বন্ধী।

তাস্নুনী (স্ত্রী) তাস্নুন স্ত্রিয়াং ঙীপ্। শণনির্ম্মিত মেখলা।

"মুঞ্জকাশতাস্নুন্যো রসনাঃ" (জ্যোতিস্তত্ত্বে গোভিল।)
'তাস্নুনঃ শণঃ তন্ময়ী রসনা মেখলা তাস্নুনী।' (টীকা)

তাস্কর্য্য (ক্লী) তস্করস্য ভাবঃ তস্কর-ষ্যঞ্। তস্করতা, চৌর্য্য।

"প্রকাশমেতৎ তাস্কর্য্যং যদ্দেবনসমাহ্বয়ৌ।
তয়োর্নিত্যং প্রতীঘাতে নৃপতি র্যত্নবান্ ভবেৎ॥" (মনু ৯।২২১)

তাস্যন্দ্র (ক্লী) সামভেদ।

তাহা (দেশজ) তৎ, সেই।

তাহুৎ (আরবী) ১ চুক্তি। ২ কর, খাজনা।

তাহুৎখানা (পারসী) চিকিৎসালয়, হাঁসপাতাল।

তাহেরপুর, বাঙ্গালার একটী বিখ্যাত পরগণা। এই পরগণা দিনাজপুর জেলার অবস্থিত। ইহার পরিমাণ ৭৬২ বর্গ বিঘা। এই পরগণা একটী মাত্র জমীদারী। ২ রাজসাহী জেলার অন্তর্গত একটী বিখ্যাত জমীদারী। ইহার বর্ত্তমান জমীদার বঙ্গদেশে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন ও গবর্মেণ্ট হইতে রাজা উপাধি পাইয়াছেন। এই জমীদারবংশ বারেন্দ্রশ্রেণীর ভাতড়ীগ্রামীণ ব্রাহ্মণ। বারেন্দ্রকুলজী মতে এই বংশ চৌগাঁয়ের রাজবংশের জ্ঞাতি। [বিশ্বকোষ কুলীন শব্দ ৩১৯—৩২০ পৃষ্ঠায় বংশাবলী দ্রষ্টব্য।]

তি (অব্য) ইতি বেদে। পূর্ব্বো° সাধুঃ। ইতি শব্দার্থ।
"সতোবাচান্তীত প্রায়শ্চিত্তিরিত্যাস্তীতি কা তি পিতঃ তে" (শত° ব্রাঃ ১১।৬।১।৩) 'কা প্রায়শ্চিত্তিরস্তি ইতি প্রশ্নঃ', ভাষ্য)

তিআত (দেশজ) ১ তৃতীয়। ২ সামান্য।

তিআত্তর (দেশজ) ত্রিসপ্ততি, ৭৩।

তিআদাদ্ (আরবী) ১ তায়দাদ। ২ গণনা।

তিআরা (দেশজ) বৃক্ষভেদ। (Celastrus monaspermus)

তিউড়ী (দেশজ) উনান।
"উজ্জ্বল চন্দনকাষ্ঠে জালিল তিউড়ী।" (শ্রীধর্ম্মম° ৪।২০২)

তিঁহ্ (দেশজ) তিনি।

তিক (পুং) তিক-ক। ঋষিভেদ। তস্য গোত্রাপত্য তিকাদিত্বাৎ ফিঞ্। তৈকায়নি। তৎগোত্রাপত্য। তস্য তিককিতবাদিত্বাৎ দ্বন্দ্বে গোত্রপ্রত্যয়স্য লুক্ বহুত্বার্থে। তিক ও কিতব ইহাদের দ্বন্দ্ব সমাস করিলে বহুত্বার্থে গোত্রার্থ প্রত্যয়ের লুক্ হয়। তিককিতবাঃ, তিককিতবের গোত্রাপত্য সকল।

তিককিতবাদি (পুং) পাণিন্যুক্ত গণভেদ)
(তিককিতবাদিভ্যো দ্বন্দ্বে। পা ২।৪।৬৮)
দ্বন্দ্বসমাসে তিককিতবাদির বহুত্ব অর্থ বুঝাইলে গোত্রপ্রত্যয়ের লুক্ হয়। তিককিতব, বঙ্করভণ্ডীরথ, উপকলমক, কলকনরক, বক-নথ-গুদ-পরিণদ্ধ, উজককুভ, লঙ্কশান্তমুখ, উত্তরশলঙ্কট, কৃষ্ণাজিনকৃষ্ণসুন্দর, ভ্রষ্টককপিষ্ঠল, অগ্নিবেশদশেরুক এই কয়েকটী শব্দ তিককিতবাদিগণভুক্ত।

তিকাদি (পুং) পাণিন্যুক্ত গণভেদ।
(তিকাদিভ্যঃ ফিঞ্। পা ৪।১।১৫৪)
অপত্য অর্থে তিকাদি শব্দের উত্তর ফিঞ্ হয়। তিক, কিতব, সংজ্ঞা, বালা, শিখা, উরস্ শাট্য, সৈন্ধব, যমুন্দ, রূপ্য, গ্রাম্য, নীল, অমিত্র, গোকক্ষ, কুরু, দেবরথ, তৈতিল, ঔরস, কৌরব্য, ভৌরিকি, মৌলিকি, চৌপত, চৈটয়ত, শীকয়ত, ক্ষৈতয়ত, ধ্বাজবৎ, চন্দ্রমস্, শুভ, গঙ্গা, বরেণ্য, সুযামন, আরদ্ধ, বাহ্যক, খল্য, বৃষ, লোমক, উদঞ্চ ও যজ্ঞ এই কয়টী শব্দ লইয়া তিকাদিগণ।

তিকীয় (ত্রি) তিক ছ (উৎকরাদিভ্যশ্ছঃ। পা ৪।২।৯০)
তিকের সন্নিহিত দেশাদি।

তিক্ত (পুং) তেজয়তি তিজ বাহুলকাৎ কর্ত্তরি-ক্ত। ১ রসভেদ, ছয় রসের মধ্যে একটী রস, তিত। (স্ত্রী) ২ পর্পটকৌষধি। ৩ সুগন্ধ। ৪ কুটজবৃক্ষ। ৫ বরুণবৃক্ষ। এই সকল বৃক্ষে তিক্তরসের আধিক্যবশতঃ ইহারা তিক্তপর্য্যায়ে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ৬ তিক্তরসযুক্ত। ৭ তিক্তরসবৎ।
"ওস্তাস্তিক্তৈর্বনগজমদৈর্বাসিতং বান্তবৃষ্টিঃ।" (মেঘদূত)
'তিক্তৈঃ সুগন্ধিভিস্তিক্তরসবদ্ভিশ্চ' (মল্লিনাথ)
১। এই রসের বিষয় সুশ্রুতে এই প্রকার উক্ত হইয়াছে। আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল এবং ভূমি এই পঞ্চভূতে যথাসংখ্যা উত্তরোত্তর এক একটী বৃদ্ধি হইয়া শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চগুণ জন্মে। অতএব রস জলীয় গুণসম্ভূত, পরস্পর সংসর্গ, আনুকূল্য এবং মিশ্রিত হওয়ায় সকল ভূতের অংশ সকলেই মিলিত আছে, তবে উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট ভেদে গৃহীত হইয়া থাকে।
জলীয় গুণসম্ভূত সেই রস ও অবশিষ্ট সকল ভূতের সহিত মিলিত হইয়া বিদগ্ধ হইলে ৬ প্রকারে বিভক্ত হয়। ৬ রস—মধুর, অম্ল, লবণ, কটু, তিক্ত ও কষায়। [বিশেষ বিবরণ রস দেখ।] বায়ব্য ও আকাশ গুণ-বাহুল্যে তিক্ত রস জন্মে। কোন কোন পণ্ডিত বলেন, জগতের অগ্নিসোমীয় প্রযুক্ত রস দুই প্রকার—আগ্নেয় ও সৌম্য। মধুর, তিক্ত ও কষায় সৌম্য। কটু, অম্ল ও লবণ আগ্নেয়। কটু, তিক্ত ও কষায় লঘু। সৌম্য অর্থে শীতল।
যে রস দ্বারা গলদেশে জ্বালা, মুখের বৈশদ্য, অন্নে রুচি এবং হর্ষ জন্মে, তাহাকে তিক্তরস কহে।
তিক্তরস ছেদন, রুচি, দীপ্তি ও শোধনকর এবং কণ্ডু, কোঠ, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা ও জ্বরশান্তিকারক, স্তন্যশোধক এবং বিষ্ঠা, মূত্র, ক্লেদ, মেদ, বসা ও পূয়শোষণকর; এই প্রকার গুণবিশিষ্ট হইলেও ইহা অধিক মাত্রায় সেবন করিলে গাত্রের স্পন্দরহিত এবং মন্যাস্তম্ভ (গ্রীবাদেশের সঞ্চালনশক্তির অভাব), হস্তপদাদির আক্ষেপ (খেঁচুনি), শিরঃশূল, ভ্রম, তোদ, ভেদ, ছেদ ও মুখের বৈরস্য জন্মে।
আরগ্বধাদিগণ, গুড়ূচ্যাদিগণ, মঞ্জিষ্ঠা, বেত্রকরীর (বেতের কুঁড়ী), হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ইন্দ্রযব, বরুণবৃক্ষ, গোক্ষুরী, সপ্তপর্ণ, বৃহতী, কণ্টিকারী, চোরহুলী, মূষিকপর্ণী, ত্রিবৃৎ (তেউড়ী), ঘোষাফল, কর্কোটক (কাঁকরোল,) কারবেল্লক (করেলা),

বার্ত্তাক, করীর, করবীর, মালতী, শঙ্খহুলী, অপামার্গ, বলা, অশোক, কটুকী, জয়ন্তী, ব্রাহ্মী, পুনর্ণবা, বৃশ্চিকালী (বিছুটী) ও জ্যোতিষ্মতী লতা প্রভৃতি সামান্যতঃ তিক্তবর্গ। তিক্তের মধ্যে পটোল ও বার্ত্তাকু উৎকৃষ্ট। (সুশ্রুত সূত্র° ৪২ অ°)

তিক্তক (পুং) তিক্তেন তিক্তরসেন কায়তি কৈ-ক বা তিক্ত সংজ্ঞায়াং কন্। ১ পটোল। ২ চিরতিক্ত, চিরতা। ৩ কৃষ্ণখদির। ৪ ইঙ্গুদীবৃক্ষ। এই সকল বৃক্ষের তিক্তরস প্রাধান্য বশতঃ ইহাদের নাম তিক্তক। স্বার্থে-কন্। ৫ তিক্তরস। (ত্রি) ৬ তিক্তরসযুক্ত। ৭ নিম্ববৃক্ষ। ৮ কুটজবৃক্ষ, কুরচী।

তিক্তকন্দিকা (স্ত্রী) তিক্তরসপ্রধানঃ কন্দোমূলং সোঽস্ত্যস্যা-তিক্তকন্দ-কন্-টাপ্ ইত্বং। গন্ধপত্রা। (রাজনি°)

তিক্তকা (স্ত্রী) তিক্তেন রসেন কায়তি কৈ-ক টাপ্। কটুতুম্বী, তিতলাউ, পর্য্যায়—ইক্ষ্বাকু, কটুতুম্বী, তুম্বী, মহাফলা। গুণ—শীতবীর্য্য, হৃদয়গ্রাহী, তিক্তরস, কটুবিপাক এবং পিত্ত, কাস, বিষ, বায়ু ও পিত্তজ্বরনাশক। (ভাবপ্র°)

তিক্তকাণ্ড (পুং) ভূনিম্ব, চিরতা।

তিক্তকাণ্ডেরুহা (স্ত্রী) কটুকা, কটুকী।

তিক্তগন্ধা (স্ত্রী) তিক্তঃ গন্ধো যস্যা বহুব্রী। বরাহক্রান্তা। (শব্দমালা)

তিক্তগন্ধিকা (স্ত্রী) তিক্তগন্ধা-কপ্-টাপ্ অতইত্বং। বরাহক্রান্তা। (শব্দমালা)

তিক্তগুঞ্জা (স্ত্রী) গুঞ্জেব তিক্তা রাজদন্তাদিত্বাৎ পূর্ব্বনিপাতঃ। করঞ্জ। পর্য্যায়—ক্ষুদ্ররসা, রসঘা, বিষ্ণুপর্কটী। (হারাবলী)

তিক্তঘৃত (ক্লী) সুশ্রুতোক্ত, ঘৃতভেদ। প্রস্তুত-প্রণালী—

ত্রিফলা, পটোল, নিম্ব, বাসক, কটুকী, দুরালভা, ত্রায়মাণা ও পর্প্পট প্রত্যেকে দুই পল পরিমিত জলে সিদ্ধ করিয়া পাদাবশেষ (চতুর্থ ভাগ) থাকিতে নামাইতে হইবে। ত্রায়মাণা, মুতা, ইন্দ্রযব, চন্দন, ভূনিম্ব ও পিপ্পলী, প্রত্যেক অর্দ্ধতোলা পরিমাণে উক্ত কাথে পিষিতে হইবে। সেই কল্ক সহযোগে প্রস্থ পরিমিত ঘৃত পাক করিবে। ইহাতে কুষ্ঠ, বিষমজ্বর, গুল্ম, অর্শ, গ্রহণী, শোথ, পাণ্ডু, বিসর্প ও ষণ্ডতা নিবৃত্ত হয়। (সুশ্রুত চিকি° ৯অ°)

তিক্ততণ্ডুলা (স্ত্রী) তিক্তস্তণ্ডুলোঽন্তঃশস্যং যস্যাঃ। পিপ্পলী, পিপুল। পর্য্যায়—চপলা, শৌণ্ডী, বৈদেহী, মাগধী, কণা, কৃষ্ণোপকুল্যা, মগধী, কোলা। (বৈদ্যক রত্নমালা)

তিক্ততা (স্ত্রী) তিক্তস্য ভাবঃ তিক্ত-তল্-টাপ্। তিক্তরস, কটুতা।

তিক্ততুণ্ডী (স্ত্রী) তিক্ততুম্বী পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। কটুতুম্বীলতা। (রাজনি°)

তিক্ততুম্বী (স্ত্রী) তিক্তা তুম্বী। কটুতুম্বী, তিৎলাউ। (রত্নমালা)

তিক্তদুগ্ধা (স্ত্রী) তিক্তং দুগ্ধং নির্য্যাসো যস্যাঃ। ১ ক্ষীরিণী বৃক্ষ। ২ অজশৃঙ্গী, স্বর্ণক্ষীরী, চলিতকথায় মেড়াশিঙ্গেগাছ। (জটা°)

তিক্তধাতু (পুং) তিক্তঃ তিক্তরসপ্রধানো ধাতুঃ। পিত্ত। (রাজনি°)

তিক্তপত্র (পুং) তিক্তানি পত্রাণি যস্য। ১ কর্কোটক, কাঁকরোল। (ত্রি) তিক্তপত্রক বৃক্ষমাত্র। (ক্লী) তিক্তং পত্রং। ৩ তিতপাতা।

তিক্তপর্ণিকা (স্ত্রী) গোরক্ষকর্কটী।

তিক্তপর্ণী (স্ত্রী) গোরক্ষকর্কটী।

তিক্তপর্ব্বা (স্ত্রী) তিক্তং পর্ব্বগ্রন্থির্যস্যাঃ বহুব্রী। ১ দূর্ব্বা। ২ হিলমোচী। ৩ গুড়ূচী। ৪ যষ্টিমধুলতা। (মেদিনী)

তিক্তপুষ্পা (স্ত্রী) তিক্তানি পুষ্পাণি যস্যাঃ। ১ পাঠা, আকনাদি। (ত্রি) তিক্তপুষ্পবৃক্ষমাত্র (ক্লী) ৩ তিক্ত ফুল।

তিক্তফল (পুং) তিক্তানি ফলানি অস্য। ১ কতকবৃক্ষ, নির্ম্মলফল। (ত্রি) ২ তিক্তফলক বৃক্ষমাত্র। (ক্লী) ১ তিতফল।

তিক্তফলা (স্ত্রী) তিক্তানি ফলানি যস্যাঃ। ১ যবতিক্তা লতা, যবেচী। ২ বার্ত্তাকী। ৩ বড় ভুঁই, খরমুজ।

তিক্তভদ্রক (পুং) তিক্তস্তিক্তরসপ্রধানো ভদ্রকঃ ততঃ স্বার্থে কন্। পটোল। (শব্দচন্দ্রিকা)

তিক্তমরিচ (পুং) তিক্তোমরিচ ইব। কতকবৃক্ষ, নির্ম্মলফল। (রাজনি°)

তিক্তযবা (স্ত্রী) তিক্তঃ যব ইন্দ্রযব রসোঽস্ত্যস্য অচ্। শঙ্খিনী।

তিক্তরসা (স্ত্রী) তিক্তঃ রসোযস্যাঃ। ব্রাহ্মীশাক।

তিক্তরাজ (দেশজ) বৃক্ষভেদ। Andersonia Rohituki *Rox.*)

তিক্তরোহিণিকা (স্ত্রী) তিক্তরোহিণী স্বার্থে কন্-টাপ্ পূর্ব্বহ্রস্বশ্চ। কটুকা।

তিক্তরোহিণী (স্ত্রী) তিক্তা সতী রোহতি রুহ-ণিনি ঙীপ্। কটুকা। (রাজনি°)

তিক্তলা (স্ত্রী) শঙ্খিনী।

তিক্তবর্গ (পুং) তিক্তানাং বর্গঃ ৬তৎ। তিক্তরসাত্মক দ্রব্যসমূহ। [তিক্ত দেখ।]

তিক্তবল্লী (স্ত্রী) তিক্তা বল্লী। ১ মূর্ব্বালতা, শোঁচমুখী। (রত্নমালা) ২ তিক্তলতা মাত্র।

তিক্তবীজা (স্ত্রী) তিক্তং বীজং যস্যাঃ। কটুতুম্বী, তিতলাউ। (রাজনি°)

তিক্তশাক (পুং) তিক্তঃ শাকো যস্য। ১ খদিরবৃক্ষ। ২ বরুণদ্রুম, বরুণ গাছ। ৩ পত্রসুন্দর বৃক্ষ। গিমেশাক। (ক্লী) ৪ তিতশাক।

তিক্তশাকতরু (পুং) শ্বেতপ্রসূনক বৃক্ষ। (শব্দমা°)

তিক্তশাকদ্রু (পুং) বরুণবৃক্ষ, বর্ণে গাছ।

তিক্তসার (পুং) তিক্তঃ সারো নির্যাসোহস্য। ১ খদির। ২ বিট্‌-খদির বৃক্ষ, গুয়েবাবলা গাছ। (স্ত্রী) ৩ দীর্ঘরোহিষক তৃণ, হিন্দীতে বড়রোহিষ। (ত্রি) ৩ তিক্তসারক বৃক্ষমাত্র। ৪ তিক্তসার, তিতসার।

তিক্তা (স্ত্রী) তিক্তাস্তিক্তরসোহস্ত্যস্যাঃ অচ্ ততষ্টাপ। ১ কটু-রোহিণী। পর্য্যায়—কট্বী, কটুকা, তিক্তা, কৃষ্ণভেদা, কটুম্ভরা, অশোকা, মৎস্যশকলা, চক্রাঙ্গী, শকুলাদনী, মৎস্যপিত্তা, কাণ্ডরুহা, রোহিণী, কটুরোহিণী। (ভাবপ্র°) ২ পাঠা, আকনাদি। ৩ যবতিক্তালতা, যবেচী। ৪ ষড়ভুজা, খরমুজ। ৫ ছিকনী, হাঁচুটীর গাছ। ৬ লতাকস্তুরী।

তিক্তাখ্যা (স্ত্রী) তিক্তেতি আখ্যা যস্যাঃ। কটুতুম্বী, তিতলাউ।

তিক্তাহ্বয়া (স্ত্রী) তিক্তেতি আহ্বয়ো যস্যাঃ। কটুতুম্বী, তিতলাউ।

তিক্তাঙ্গা (স্ত্রী) তিক্তং অঙ্গং যস্যাঃ। পাতালগরুড়ীলতা হিন্দীতে ছেড়ড়ী। (রাজনি°)

তিক্তামৃতা (স্ত্রী) লতাভেদ। (Menispermum glabrum)

তিক্তিকা (স্ত্রী) তিক্তা স্বার্থে কন্ টাপ্ অতইত্বং। ১ কটু-তুম্বী, তিতলাউ। ২ কাকমাচী, গুড়কামাই। ৩ কটুকা।

তিক্তিরী, তিত্তিরী, আমাদিগের একটী প্রাচীন দ্বিনলযন্ত্র। ইহা দেখিতে কতকটা য়ুরোপীয় ব্যাগ-পাইপ (Bag-pipe) যন্ত্রের ন্যায় ছিল। কিন্তু এখন ইহার আকার আর সেরূপ নাই। এখন তুবড়ী নামে খ্যাত। আহিতুণ্ডিকেরা ইহা ব্যবহার করে। ইহার নামান্তর পুঙ্গী। এই যন্ত্রের নিম্নদেশে সচ্ছিদ্র দুইটী নল পরস্পর সমসূত্রপাতে সংযত এবং উপরি-ভাগে একটী তিক্ত অলাবুকোষ সংযোজিত থাকে। উহাই বায়ুকোষ। তাহার উপরিভাগ নলাকার ও ঈষৎ বক্র। তাহাতে একটী ছিদ্র আছে, উহাই ফুৎকার-রন্ধ্র। তিক্ত অলাবু ব্যবহার জন্য ইহার নাম তিক্তিরী হইয়াছে।

য়ুরোপীয় সংগীত-ইতিহাস-লেখক হিল সাহেব তৎপ্রণীত ট্রাভলস্ ইন্ সাইবিরিয়া (Travels in Siberia) নামক গ্রন্থে ইহাকে তিত্তি (Titty) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ও ইহাকে য়ুরোপীয় ব্যাগপাইপের সহিত তুলনা করিয়াছেন। কিন্তু আধুনিক তিক্তিরির সহিত ব্যাগপাইপের বিভিন্নতা এই যে, ব্যাগপাইপের বায়ুকোষ চর্ম্মনির্ম্মিত। প্রাচীনকালে ঋষি-গণ কখন কখন তিক্ত অলাবু অভাবে মৃগচর্ম্মদ্বারা এই যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতেন, সুতরাং তখনকার তিক্তিরি ব্যাগপাইপের ন্যায় বলা যাইতে পারে। ইহা কখন কখন নাসাদ্বারা বাদিত হয় বলিয়া ইহাকে নাসাবংশীও বলা যায়। ইহার এক নলে একাঙ্গুলি অন্তর নয়টী ও অপর নলে ৫টী ছিদ্র আছে। নয়টীর সর্ব্বনিম্ন দুইটী ছিদ্র মোমদ্বারা আবদ্ধ থাকে। উহা উপরিস্থিত নলের উভয় দিকে থাকে। অপর নলস্থ পাঁচটী ছিদ্রের মধ্যে দ্বিতীয় ও চতুর্থটী আমুক্ত। আর তিনটী মোমদ্বারা আবদ্ধ থাকে। প্রথম নলের সাতটী ব্যব-হার্য্য সুর। দ্বিতীয় নলটী কেবল সুরযোগের নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়। এই দ্বিনলযন্ত্র পৃথিবীর প্রায় সকল প্রধান দেশেই অতি প্রাচীনকাল হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। কৈম্বতুর সনেরাত (Coimbotour Sonnerat)এর ভয়েজেস্ ও ইণ্ডিস্ ওরিয়েণ্টালিস্ (Voyages aux Indes Orientales) নামক গ্রন্থে (Tourte) তৌর্ত্তি নামে বর্ণিত। তিল সাহেব লিখিয়াছেন, তিনি মঙ্গোলিয়ার সীমান্তে এই যন্ত্র দেখিয়াছিলেন। ঔস্লী সাহেব (Sir William Ously) পারস্যে এরূপ যন্ত্র দেখিয়া-ছিলেন। তথায় ইহা "নি আম্বানা" (Nei Ambana) নামে প্রসিদ্ধ। মিশরে প্রাচীন "জুক্কারা" (Zouggarah) এবং আধু-নিক "আর্গুল" (Argool) ও জুম্মারা (Zummarah) যন্ত্র এই-রূপ। দুইটী নল বিভিন্ন ও অলাবুশূন্য খাম নামে এক যন্ত্র আছে, বাইবেলে সামফোনিয়া নামে এইরূপ এক যন্ত্রের উল্লেখ আছে, সেই যন্ত্র আধুনিক ইতালীর "জামপোনা" (Zampogua) ও হিব্রু মাগ্রেপার মত। (যন্ত্রকোষ)

তিখুর, হরিদ্রাজাতীয় একপ্রকার গাছ। ইহার গেঁড় হইতে আরারুট প্রস্তুত হয়। [আরারুট দেখ।] মধ্যভারতেই ইহা অপর্য্যাপ্ত জন্মে। বাঙ্গালা, মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের পাহাড় অঞ্চলেও ইহার চাষ হয়। হরিদ্রা, আমাদা, শঠী প্রভৃ-তির ন্যায় মধ্যভারতের রায়পুর জেলায় তিখুরের ব্যবসায়ও বেশ বিস্তৃত। উত্তরপশ্চিম হিমালয়ে, কাণাড়া জেলায় রাম-ঘাট পর্ব্বতে, ত্রিবাঙ্কুড়ে ও কোচীনেও ইহা জন্মে। ইহা দ্বিবিধ—ইংরাজীতে এই দুইজাতির নাম Curcuma angustifolia এবং Curcuma leucorrhiza। বাঙ্গালায় উভয় শ্রেণীকেই তিখুর এবং তৈলঙ্গে আরারুট গড্ডালু বলে।

অনেকের মতে ইহার প্রথম শ্রেণীর দেশী নাম কুন্তা বা কুয়া ও দ্বিতীয় শ্রেণীর নাম তিখুর।

ইহার চাষ ঠিক হলুদের চাষের ন্যায়, তবে ইহা তুলিবার জন্য লাঙ্গল দেওয়া আবশ্যক। ইহার গেঁড় এত কঠিন যে লাঙ্গল দিয়া আলগা করিয়া না লইলে উঠাইতে বড় কষ্ট হয়। যত্নপূর্ব্বক চাষ দিয়া প্রস্তুত করিলে ইহা হইতে বিলাতী আরা-রুটের ন্যায় উৎকৃষ্ট দ্রব্য প্রস্তুত হয়।

কাণাড়া, কোচীন ও ত্রিবাঙ্কুড়ে ইহার আরারুট

প্রস্তুত হয়।, ইহার ময়দা কাশার বাজারে বিক্রীত হয়, সেখানকার হালুইকরেরা ইহা হইতে একপ্রকার মিষ্ট লাড়ু প্রস্তুত করে, তাহা খাইতে চমৎকার লাগে। ইহাতে বিস্কুটও ভাল হয়। ইহাতে কিছু কোষ্ঠবদ্ধ করে। বোম্বাইয়ে জল দেওয়া দুগ্ধ বা ক্ষীর ঘন করিবার জন্য এই ময়দা ব্যবহৃত হয়। ইহাও রোগীর পক্ষে উপযুক্ত। নানাস্থানে নানা উপায়ে ইহা প্রস্তুত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে গোদাবরী জেলায় যে উপায় অবলম্বিত হয়, তাহাই আবারুট শব্দে লিখিত হইয়াছে। অধিক রৌদ্র লাগাইলে ইহাতে ঈষৎ অম্লত্ব জন্মে। যত্ন করিয়া প্রস্তুত করিলে এক বিঘায় দেড়শত টাকা লাভ হইতে পারে।

তিগর, সিন্ধু প্রদেশের অন্তর্গত শিকারপুর জেলার মেহের উপবিভাগের অন্তর্গত একটী তালুক। ইহার পরিমাণ ৩০১ বর্গমাইল।

তিগরিয়া, উড়িষ্যার করদমহলের মধ্যে একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। ইহার উত্তরে ঢেঁকানল রাজ্য, পূর্ব্বে আঠগড় রাজ্য, পশ্চিমে বড়ম্বা রাজ্য ও দক্ষিণে মহানদী। করদ-মহলের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র হইলেও অনেক লোকের বাস আছে। এখানে নিতান্ত পার্ব্বত্য ও জঙ্গলী অংশ ছাড়া অন্যান্য স্থানে চাষবাসের অবস্থাও ভাল। মোটা চাউল, তামাকু, তুলা, ইক্ষু ও তৈলকর সর্ষপাদি এখানকার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। রাজ্যে প্রায় শতাবধি গ্রাম আছে। হিন্দুঅধিবাসীর সংখ্যাই অধিক। তিগরিয়া সহরে রাজার আবাস, ইহা অক্ষা° ২০° ২৮´ ১৫´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৪ ৩৩´ ৩১´´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। প্রায় ৪০০ শত বৎসর পূর্ব্বে সুরতুঙ্গ সিংহ নামে একজন উত্তরভারতীয় লোক জগন্নাথ তীর্থ হইতে প্রত্যাগমনকালে এইখানে আসিয়া এ দেশের অসভ্য আদিম অধিবাসীদিগকে তাড়াইয়া দিয়া রাজ্যপত্তন করেন। ইঁনিই বর্ত্তমান রাজবংশের আদিপুরুষ। পূর্ব্বে এখানে তিনটী গড় ছিল, সেই ত্রিগড় হইতে ইহার নাম তিগাড়িয়া বা তিগরিয়া হইয়াছে। মহারাষ্ট্র অভ্যুদয়ের সময়ে এই রাজ্যের অনেকাংশ পার্শ্ববর্ত্তী রাজারা জয় করিয়া লইয়াছেন। এই রাজ্যের আয় ৮০।৮৫ হাজার টাকা ও রাজস্ব ৮।৯ শত টাকা। ইহার সৈন্য-সংখ্যা ৩০০। রাজ্যে ১২টী স্কুল আছে। বর্ত্তমান ভূ-পরিমাণ প্রায় ৪৬ বর্গমাইল। এখনকার রাজা বনমালী-ক্ষত্রিয়বর চম্পৎসিংহ মহাপাত্র।

তিগিত (ত্রি) নিশিত। "অগ্নিরতৈস্তিগিতৈ রত্তি" (ঋক্ ১।১৪৩।৫) "তিগিতৈ নিশিতৈস্তীক্ষ্ণীভূতৈঃ" (সায়ণ)

তিগ্ম (ক্লী) তেজয়তি উত্তেজয়তি তিজ-মক্ (যুজিরুচিতিজাং-কুশ্চ। উণ্ ১।১৪৫) ১ তীক্ষ্ণ। ২ তীক্ষ্ণস্পর্শ। (ত্রি) তীক্ষ্ণস্পর্শযুক্ত। ৪ বজ্র (নিঘণ্টু) "তিগ্মবাহ্যবিষাহেতে দন্দশূকা মহাবলা" (ভারত ১।৫০।১১) ৫ ক্ষত্রিয়বিশেষ, পুরু-বংশীয় মৃদুর পুত্র। (মৎস্যপু° ৫০।৮৪)

এই রাজা তিমি নামে বিখ্যাত। [তিমি দেখ।]

তিগ্মকর (পুং) তিগ্মঃ করঃ কিরণো রাজগ্রাহ্যো বা যস্য। ১ সূর্য্য। ২ উচ্চরাজগ্রাহ্য নৃপ। তিগ্মঃ করঃ কর্ম্মধাঃ। ৩ তিগ্মকর, প্রখরকিরণ।

তিগ্মকেতু (পুং) ধ্রুববংশীয় বৎসরের ঔরসে সুবীথীর গর্ভজ এক পুত্র। (ভাগ° ৪ ১৩।১২)

তিগ্মজম্ভ (ত্রি) তীক্ষ্ণমুখ।

"স তিগ্মজম্ভরক্ষসো দহ"। (ঋক্ ১।৭৯।৬)

"হে তিগ্মজম্ভ তীক্ষ্ণমুখাগ্নে' (সায়ণ)

তিগ্মতা (স্ত্রী) তিগ্মস্য ভাবঃ তিগ্মভাবে তল্ টাপ্। তীক্ষ্ণতা, কটুত্ব, উষ্ণতা।

তিগ্মতেজস্ (ত্রি) তিগ্মং তেজঃ যস্য। তীক্ষ্ণতেজযুক্ত, অতি-তীক্ষ্ণ।

তিগ্মদীধিতি (পুং) তিগ্মা দীধিতির্যস্য বহুব্রী। তিগ্মাংশু, সূর্য্য।

তিগ্মভৃষ্টি (ত্রি) তিগ্মাভৃষ্টির্যস্য। তীক্ষ্ণ তেজযুক্ত।

"সামদ্বিবর্হামহি তিগ্মভৃষ্টিঃ" (ঋক্ ৮।৫৩) 'তিগ্মভৃষ্টি-তীক্ষ্ণতেজাঃ' (সায়ণ)

তিগ্মমন্যু (ত্রি) তিগ্মঃ মন্যু যস্য। ১ উগ্রক্রোধক, যিনি অতি-শয়ক্রোধী। (পুং) ২ মহাদেব।

"অহশ্চরোনক্তচরাস্তিগ্মমন্যুঃ সুবর্চসঃ" (ভারত ১৩।১৭।৪৬)

তিগ্মরশ্মি (পুং) তিগ্মা রশ্ময়ো যস্য। ১ সূর্য্য। (ত্রি) ২ প্রখর-রশ্মিক, যাহার প্রখর রশ্মি আছে। ৩ প্রখর রশ্মি।

তিগ্মরুচ্ (ত্রি) তিগ্মা রুক্ যস্য। তিগ্মরুচি, তীক্ষ্ণকান্তি।

তিগ্মবৎ (ত্রি) তিগ্ম-মতুপ্ মস্য বঃ। তীক্ষ্ণযুক্ত, অতিশয় তীক্ষ্ণ।

তিগ্মশৃঙ্গ (ত্রি) তীক্ষ্ণশৃঙ্গ। "য উগ্রইব শর্যহা তিগ্মশৃঙ্গো ন" (ঋক্ ৬।১৬।৩৯) 'তিগ্মশৃঙ্গোনবংসগস্তীক্ষ্ণশৃঙ্গঃ' (সায়ণ)

তিগ্মশোচিস্ (ত্রি) তিগ্মং শোচিঃ যস্য। তীক্ষ্ণজ্বাল। "প্রপূতা তিগ্মশোচিষে" (ঋক্ ১।৭৯।১০) 'তিগ্মশোচিষে তীক্ষ্ণজ্বালায়া-গ্নয়ে'। (সায়ণ)

তিগ্মহেতি (ত্রি) তিগ্মা স্তীক্ষ্ণা হেতয়োর্যস্য বহুব্রী। তীক্ষ্ণ-জ্বাল, যাহার জ্বালা (শিখা) অতিশয় তীক্ষ্ণ। "মিত্রো ন যো তিগ্মহেতে" (ঋক্ ৪।৪।৪) 'তিগ্মাস্তীক্ষ্ণা হেতয়ো জ্বালা যস্য স তথোক্তঃ' (সায়ণ)

তিগ্মাংশু (পুং) তিগ্মা অংশবো যস্য। ১ সূর্য্য। "তিগ্মাংশুরস্তং গত" (জয়দেব) (ত্রি) ২ প্রখরকিরণযুক্ত। ৩ প্রখর কিরণ।

তিগ্মাত্মন্ (পুং) ঊর্ব্বের পুত্র এক রাজকুমার।

তিগ্মানীক (ত্রি) তিগ্মং তীক্ষ্ণং অনীকং যস্য। তীক্ষ্ণমুখ, তীক্ষ্ণতেজা। "তিগ্মানীকং স্বযশসং" (ঋক্ ১।২৫।২) 'তিগ্মানীকং তীক্ষ্ণমুখং তীক্ষ্ণতেজসং। তিজ-নিশানে (যুজিরুচিতিজাং কুশ্চ চ। উণ্ ১।১৪৫) ইতি মক্, অনপ্রাণনে অনিদৃশিভ্যাং চেতি কীনন্ তিগ্মং অনীকং যস্য, বহুব্রীহৌ পূর্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং'। (সায়ণ)

তিগ্মায়ুধ (ত্রি) তিগ্মং তীক্ষ্ণং আয়ুধং যস্য। তীক্ষ্ণায়ুধ। "তিগ্মায়ুধঃ অজয়ৎ" (ঋক্ ১৩০।৩) 'তিগ্মায়ুধস্তীক্ষ্ণায়ুধঃ' (সায়ণ)

তিগ্মেষু (ত্রি) তীক্ষ্ণবাণ।

"তিগ্মেষব আয়ুধা" (ঋক্ ১০।৮৪।১) 'তিগ্মেষবস্তীক্ষ্ণবাণাঃ' (সায়ণ)

তিঙ্গড়ী (দেশজ) ১ বৃক্ষভেদ। (Scytalia rimosa) ২ গুল্মবিশেষ। (Stilago tomertosa)

তিজারা, আলবার রাজ্যের একটী সহর ও তহসীলের নাম। আলবার নগরের ৩০ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা° ২৭° ৫৫´ ৫০´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৬° ৫০´ ৩০´´ পূঃ। এখান হইতে রাজপুতানা মালব রেলওয়ের খৈরতাল ষ্টেশন অতি নিকট; উভয়ের মধ্যে পাকা রাস্তা আছে। এই তহসীলের অধিকারী মিও, মালী ও খাঁজাদাগণ। চাষবাস, বস্ত্রবয়ন ও কাগজ প্রস্তুত এখানকার লোকদিগের প্রধান উপজীবিকা। এই সহর মেবাত রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী। তেজপাল নামে এই ব্যক্তি এই সহরের প্রতিষ্ঠাতা। তহসীলের পরিমাণ ২৫৭ বর্গমাইল।

তিন্দুদ (পুং) লতাবিশেষ। তিঙ্গড়ী।

তিজরতী (আরবী) ব্যবসায়। এদেশে প্রধানতঃ টাকা ধার দেওয়া ব্যবসা।

তিজারৎ (আরবী) ব্যবসা, বাণিজ্য।

তিজিন (পুং) তিজ-ইনচ্ কিচ্চ। চন্দ্র।

তিজিল (পুং) তেজয়তি তীক্ষ্ণীকরোতি, তিজ-ইলচ্ (তিজগুপাদিভ্যঃ কিৎ। উণ্ ১।৫৭) ১ চন্দ্র। ২ রাক্ষস।

(সংক্ষিপ্তসার উণাদিবৃত্তি)

তিজেল (দেশজ) ব্যঞ্জনাদি তরকারি রাঁধিবার মৃৎপাত্র।

তিণ্টী (স্ত্রী) ত্রিবৃৎ, তেউড়ী। (শব্দচ°)

তিনিশ (পুং) তিবকবৃক্ষ, লোধ্রদ্রুম।

"ন্যগ্রোধাশ্বত্থতিবকবরিদ্রুমযোঃ।" (কাত্যা° শ্রৌ° ২১।৩।২০)
'তিবকস্তিনিশঃ' (কর্ক)

তিড়িংমিড়িং (দেশজ) লম্ফ ঝম্প, যন্ত্রণায় ধড়ফড় করণ।

তিড়িংবাড়িং [তিড়িংমিড়িং দেখ।]

তিত (দেশজ) ১ তিক্ত, কটু। ২ সিক্ত, ভিজা।

তিতআলু (দেশজ) তিক্তস্বাদযুক্ত কন্দভেদ।

তিতউ (পুং) তনুস্তে ভূষিবা অত্রেতি তন-ডউ (তনোতের্ডউঃ সবচ্চ। উণ্ ৫।৫২) ১ চালনী। সচ্ছিদ্র বংশনির্ম্মিত পাত্রবিশেষ।

"সক্তুমিব তিতউনা পুনন্তো যত্রধীরা।" (ঋক্ ১০।৭১।২)
"শূর্পবৎ দোষমুৎসৃজ্য গুণং গৃহ্ণন্তি সাধবঃ।
দোষগ্রাহী গুণত্যাগী অসাধুস্তিতউর্যথা॥" (উদ্ভট)

কাহার কাহারও মতে এই শব্দ ক্লীবলিঙ্গ।

"ক্ষুদ্রচ্ছিদ্রসমোপেতং চালনং তিতউ স্মৃতং।"

২ ছত্র। (উজ্জ্বল)

তিতধুঁতুল (দেশজ) তিক্তধুঁতুল ফল।

তিতন (দেশজ) ভিজান, আর্দ্রকরণ।

তিতপাট (দেশজ) তিক্ত কোষ্টা শাক। তিক্তপাট দ্বারা নালিতা প্রস্তুত হয়।

তিতপুঁঠী (দেশজ) তিক্ত পুঁঠীমাছ।

তিতর (দেশজ) তিত্তিরি পক্ষী।

তিতলাউ (দেশজ) তিক্ত অলাবু।

তিতা (দেশজ) তিক্ত, কটু।

তিতাল্লিশ (দেশজ) ত্রিচত্বারিংশৎ।

তিতিক্ষ (ত্রি) তিজ-স্বার্থে সন্-অচ্। ১ শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বসহনশীল। যাহারা শীত-গ্রীষ্ম সমানভাবে সহ্য করিতে পারে। ২ ঋষিভেদ। তস্য গোত্রাপত্যং গর্গাদিত্বাৎ যঞ্। তৈতিক্ষ্য, ঐ গোত্রের যুবা অপত্য। যঞন্তত্বাৎ ফক্। তৈতিক্ষ্যায়ণ, ঐ গোত্রজাত যুবা অপত্য।

তিতিক্ষা (স্ত্রী) তিতিক্ষ-অ-টাপ্। ১ ক্ষমা, ক্ষান্তি, সহিষ্ণুতা। ২ শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বসহন। মুমুক্ষুব্যক্তি শম, দম প্রভৃতি ষট্‌সম্পত্তি লইয়া মোক্ষসাধনে প্রবৃত্ত হন। তিতিক্ষা ষট্‌ সম্পত্তির মধ্যে একটী।

"তিতিক্ষা শীতোষ্ণাদিদ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা।" (বেদান্তসা°)

শীতোষ্ণাদি সহনের নাম তিতিক্ষা, মুমুক্ষু প্রথমে শম, দম ও উপরতি সাধন করিতে পারিলে তিতিক্ষা সাধন করিবে। শম, দম সাধিত না হইলে তিতিক্ষা সাধিত হইতে পারে না।

"সহনং সর্ব্বদুঃখানামপ্রতীকারপূর্ব্বকং।
চিন্তা বিলাপরহিতং সা তিতিক্ষা নিগদ্যতে॥" (বিবেকচূড়া°)

অপ্রতীকারপূর্ব্বক চিন্তা ও বিলাপরহিত হইয়া সকল প্রকার দুঃখের সহনই তিতিক্ষা। যখন তিতিক্ষা সাধিত হইবে, তখন সুখে হৃদয় উদ্বেলিত ও দুঃখে সন্তপ্ত হইবে না। তখন সুখ, দুঃখ ও মোহ অন্তঃকরণকে কোন প্রকারে ক্ষুব্ধ করিতে পারিবে না।

তিতিক্ষিত (ত্রি) তিতিক্ষা সঞ্জাতা অস্য তারকাদিত্বাৎ ইতচ্। ক্ষান্ত, সহিষ্ণু।

তিতিক্ষু (ত্রি) তিতিক্ষ-উ (সনাশংসভিক্ষউঃ। পা ৩।২।১৬৮) ক্ষমাশীল, ক্ষান্ত, সহিষ্ণু, তিতিক্ষাশীল।

"শান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ শ্রদ্ধাবান্ সমাহিতো ভূত্বা আত্মান্যাত্মানমবলোকয়েৎ" (বেদান্তসা° ধৃত শ্রুতি) শান্ত, দান্ত, উপরত ও তিতিক্ষু ব্যক্তি শ্রদ্ধাযুক্ত ও সমাহিত চিত্ত হইয়া আত্মাতে আত্মাকে অবলোকন করিয়া থাকেন।

২ পুরুবংশীয় মহামনার পুত্র। (হরিবংশ ৩১.২১)

তিতিভ (পুং) তিতীতি শব্দেন ভণতি ভণ-ড। ইন্দ্রগোপ-কীট, খদ্যোত।

তিত্তির (পুং স্ত্রী) তিত্তিরি পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। তিত্তিরি পক্ষী। (রাজনি°)

তিতিল (ক্লী) তিলতি স্নিহ্যতি তিল বাহুলকাৎ-ক দ্বিত্বঞ্চ। ১ নন্দক, নাদা, মৃণ্ময়পাত্রভেদ। ২ তৈতিলকরণ। ৩ তিল-পিষ্টক। (অজয়)

তিতুমীর, জেলা চব্বিশ পরগণায় বাদুড়িয়া থানার অন্তর্গত হায়দরপুর গ্রামে তিতুমীরের জন্ম হয়। হায়দরপুর বঙ্গ-মধ্য-রেলপথের গোবরডাঙ্গা ষ্টেসন হইতে প্রায় ৪ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে এবং ইছামতী নদী হইতেও প্রায় ২ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। গ্রামখানিতে কেবল মুসলমানের বাস। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে (১৭৮২ খৃষ্টাব্দে) তিতু ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল। তখনও ইংরাজ-প্রভুত্ব বাঙ্গালায় বদ্ধমূল হয় নাই। তখন চোর ডাকাইতের উপদ্রবে দেশের লোক জ্বালাতন। সবলের অত্যাচারে দুর্ব্বলের বাস করা ভার। তখন জমিদার-শ্রেণীও বিশেষ প্রবল এবং প্রজার উপর তাঁহাদিগের একাধিপত্য।

বাল্যকাল হইতে তিতু নিজধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ ছিল। নিজ ধর্ম্মে যেমন অনুরাগ ছিল, নিজ সম্প্রদায়ের উপরও ততোধিক মমতা ছিল। এখনকার মত পল্লীবাসিদিগের তখন দেশের সংবাদ জানিবার উপায় ছিল না। তথাপি অনেক খবর তাহারা জানিতে পারিত। টিপু সুলতানের পরাজয় ও শাহ আলমের ভাগ্যবিপর্য্যয়ে তিতুমীর নিতান্ত ব্যথিত হইয়াছিল। যাহা হউক যৌবনে তিতু শান্তস্বভাব গৃহস্থের ন্যায় বিষয়কর্ম্ম করিয়া পরিবার প্রতিপালন করিয়া-ছিল। ক্রমে তাহার পুত্র হইল।

১৮২৯ খৃষ্টাব্দে তিতু মক্কাতীর্থে গমন করে। সেখানে ওয়া-হাবি সম্প্রদায়ের নায়ক সৈয়দ আহ্মদের সহিত তাহার পরিচয় হয়। উক্ত সৈয়দের নিকট দীক্ষিত হইয়া তিতু দেশে ফিরিয়া আইসে ও নূতন মত প্রচার করিতে তাহার অভিলাষ জন্মে। তখন বাঙ্গালার মুসলমানেরা হিন্দুর ন্যায়ই চলিত। জোলা, নিকারী, পটুয়া, বাদ্যকর প্রভৃতি মুসলমান-সম্প্রদায় পূর্ব্বে হিন্দুই ছিল। আজও তাহাদের নাম হিন্দু রহিয়াছে। তাহারা যে অনেকটা হিন্দুর ন্যায় চলিবে, ইহা তীর্থপ্রত্যাগত তিতুমীরের সহ্য হইল না। তিতু মুসলমানদিগকে সত্যধর্ম্ম শিক্ষা দিতে চেষ্টা করিল, দেশস্থ সকল মুসলমানকেই তাহার মতে আনিতে উদ্যোগী হইল। কিন্তু সম্ভ্রান্ত মুসলমানেরা কেহই তাহার মতানুবর্ত্তী হইল না। কেবল কতকগুলি জোলা-জাতীয় লোক তাহার উপদেশ-বাক্যে আকৃষ্ট হইল। তিতু নিজ শিষ্যদিগকে দাড়ি রাখিতে বলিল। তাহারা পর্ব্বোপ-লক্ষে বা পুত্রকন্যার বিবাহে বাদ্যোদ্যম করিবে না, টাকা কর্জ্জ দিয়া সুদ লইবে না, কাছা দিয়া কাপড় পরিবে না ইত্যাদি অনেক আদেশ প্রতিপালন করিতে বাধ্য হইল। ক্রমে রাত্রিতে তিতুর বাটীতে এই সকল লোকের সমাগম হইতে লাগিল। এই সময়ে একজন ফকির আসিয়া তিতু-মীরের সহায় হইল। সে অনেক কেরামত দেখাইয়া অজ্ঞ জোলাদিগকে বশীভূত করিয়া ফেলিল। জোলারা আর বস্ত্র-বয়ন প্রভৃতি কার্য্যে মনোযোগ দেয় না—পরিবারাদির যত্ন লয় না—কেবল তিতুমীর ও ফকিরের নিকট থাকে। ইহাতে অন্যান্য মুসলমানেরা শঙ্কিত হইল এবং এই বিষয় নিকটবর্ত্তী পুঁড়াগ্রামের জমিদার কৃষ্ণদেব রায়ের নিকট জানাইল। যে সকল জোলা তিতুমীরের মতানুসারে চলিতেছিল, তাহাদের আত্মীয়েরাও উক্ত জমিদার রায়মহাশয়ের শরণাপন্ন হইল। রায়মহাশয় জোলাদিগকে নিজ নিজ কার্য্য করিয়া অবসর মত ধর্ম্মোপদেশ শুনিতে বলিলেন এবং তাঁহার কথা না শুনিলে তাহাদের বিশেষ শাস্তি দিবেন অর্থাৎ দাড়ি প্রতি পাঁচসিকা কর লইবেন এই ভয় দেখাইলেন। কিন্তু হিতে বিপরীত হইল। এ কথা তিতুমীরের কর্ণগোচর হইবামাত্র তিতু রাগে জ্বলিয়া উঠিল। বিধর্ম্মী হিন্দুদিগকে বলপ্রয়োগ দ্বারা স্বমতে আনিবার আদেশ করিল। প্রথমতঃ খাসপুরের যে সম্ভ্রান্ত মুসলমান তিতুর বিরুদ্ধে জমিদারকে উত্তেজিত করিয়াছিল, তাহারই বাড়ী লুঠ করিল। তাহার কন্যাকে বলপূর্ব্বক লইয়া গিয়া ধর্ম্মনাশ করিল। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে নবেম্বর মাসে এই ঘটনা ঘটে।

অতঃপর পুঁড়া আক্রমণ করিয়া জমিদারকে জব্দ করা তিতু-মীরের প্রতিজ্ঞা হইল। যে রাত্রে খাসপুর লুণ্ঠিত হয়, তাহার পরদিন প্রাতেই ইছামতী পার হইয়া তিতুর অনুচরেরা পুঁড়া আক্রমণ করিল। পুঁড়ায় সেদিন বারয়ারি পূজা। কার্ত্তিকী

পূর্ণিমার পরদিন। তদুপলক্ষে যাত্রাও হইতেছিল। তিতুমীর আসিতেছে শুনিয়া যাত্রা ভাঙ্গিয়া গেল। লোকজন সকলই পলাইল। কেবলমাত্র পুরোহিত তখন পূজাকার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন, কাজেই পলায়ন করেন নাই। তিতু বারয়ারিতলায় আসিয়াই একটী গোহত্যা করিল। পুরোহিত সে দৃশ্য সহিতে পারিলেন না। দেবীর হস্তস্থিত খড়্গ লইয়া হত্যাকারী মুসলমানদিগকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু অধিক লোককর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া নিজেও হত হইলেন। ইত্যবসরে জমিদার বাবুদিগের লোকজন ও গ্রামস্থ সকলে বাধা দিতে প্রস্তুত হইল, তাহাদিগকে পরাভব করা সহজ হইবে না দেখিয়া তিতু প্রত্যাগমনের আদেশ করিল। কিন্তু যাইবার সময় দেবীমন্দিরে গোমাংস টাঙ্গাইয়া অপবিত্র করিতে ভুলে নাই। যাইবার পথে দুজন ব্রাহ্মণকে পাইয়া তাঁহাদেরও মুখে নিষিদ্ধ মাংস দিয়াছিল।

এই সকল কথা বারাসতের জয়েণ্ট-মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাণে উঠিল। তখন বারাসত জেলা ছিল। এক কদম্ব-গাছীতে থানা। বাসরহাটে তখন মহকুমা বা বাদুড়িয়াতে থানা হয় নাই। কেবল গোবরডাঙ্গায় থানা ছিল, কিন্তু উক্ত স্থান নদীয়াজেলার অধীন ছিল। মাজিষ্ট্রেট-সাহেব এই সংবাদ পাইয়া কদম্বগাছীর দারোগাকে তদন্তে পাঠাইলেন। দারোগা জাতিতে ব্রাহ্মণ, তাহার উপাধি চট্টোপাধ্যায় ছিল। নিবাস নোকাটীর নিকট। তিনি প্রায় দেড়শত বরকন্দাজ ও চৌকী-দার লইয়া আসিলেন এবং কৌশলে তিতুকে ধরিতে গিয়া কয়েকজন অনুচরের সহিত প্রাণ হারাইলেন। তখন তিতুর প্রায় ৫০০।৬০০ শত লোক আজ্ঞাবহ হইয়াছে এবং প্রতিদিন তাহার দলপুষ্টি হইতেছে। দারোগাকে হত্যাকরার পর তিতুর মস্তিষ্ক আরও বিকৃত হইল এবং আপনাকে সসাগরা ভারতের অদ্বিতীয় অধীশ্বর বলিয়া ঘোষণা করিল। গোবর-ডাঙ্গা ও টাকীর জমিদারদিগের নিকট কর চাহিয়া পাঠাইল এবং তিতুর আধিপত্য স্বীকার না করিলে ও কর না পাঠা-ইলে তাঁহাদের মাথা কাটিয়া ফেলিবে এরূপ ভয় দেখাইল। ভারতে ইংরাজরাজত্বের অবসান হইল বলিয়া তাহার অনু-চরেরা স্পর্দ্ধা করিতে লাগিল। তিতুর পরামর্শদাতা সেই ফকির ইংরাজের গোলাগুলি সব খাইয়া ফেলিবে, তাহাদের এরূপ বিশ্বাসও জন্মিয়াছিল, তিতুও প্রাণপণে সেই বিশ্বাস বদ্ধমূল করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, নিজ অনুচরদিগকে নিরা-পদ স্থানে রাখিবার জন্য তিতু একটী বাঁশের কেল্লাও তৈয়ার করিতে লাগিল। বাঁশবেড়িয়া নামক গ্রামে এই কেল্লা প্রস্তুত হইয়াছিল। একটী আম্রকাননের চতুর্দ্দিকে গড় কাটিয়া বাঁশ পুতিয়া সকল দিক্ ঘেরিয়াছিল। তাহারই মধ্যে তিতু অনুচরদিগের সহিত রাত্রিযাপন করিত, সেইখানেই তাহার দরবার হইত।

এই সকল ঘটনাদ্বারা নিকটবর্ত্তী গ্রামের লোক এতদূর আতঙ্কিত হইয়াছিল যে, সকলে স্থান ত্যাগ করিয়া যাইতে লাগিল, অনেকে যাইয়া টাকীতে আশ্রয় লইল এবং কতক লোক গোবরডাঙ্গায় যাইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল। কিন্তু গোবরডাঙ্গা প্রভৃতি স্থানের লোকও নিঃশঙ্কভাবে রাত্রিযাপন করিতে পারিত না। যমুনার দক্ষিণ-কূলবর্ত্তী সকল লোকই গ্রাম ছাড়িয়াছিল। গোবরডাঙ্গায় লোকও ঘাটে নৌকা প্রস্তুত রাখিয়াছিল, বিপদের সূচনা দেখিলেই নৌকা করিয়া পলা-ইবে। কিন্তু এসময় কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় গোবরডাঙ্গার জমিদার ছিলেন। তাঁহার প্রতাপ বিলক্ষণ ছিল, তাহাতে তাঁহার বন্ধু লাটুবাবু তাঁহার সাহায্যের জন্য কলিকাতা হইতে ২ শত হাবশী পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহার নিজেরও ৩।৪ শত লাঠিয়াল, পাইক ও কয়েকটা হস্তী সর্ব্বদা প্রস্তুত ছিল। কাজেই তিতু গোবরডাঙ্গা আক্রমণ করিয়া তাহার অধিকার বিস্তার করিতে পারে নাই। কিন্তু কালীপ্রসন্ন বাবুর সুন্দরী জ্যেষ্ঠা স্ত্রীকে নিকা করিতে, উক্তবাবুর কালীমন্দিরে গোহত্যা করিতে এবং ব্রাহ্মণ বিধবাদিগের নিকা দিয়া তাহাদের হাতের ব্যঞ্জনাদি খাইতে তাহার নিতান্ত ইচ্ছা জন্মিয়াছিল এবং কালীপ্রসন্ন বাবুকে পত্রদ্বারা এইরূপ মনোভাবও জানাইয়াছিল।

কালীপ্রসন্ন বাবুর চেষ্টায় মোল্লাহাটী কুঠির ম্যানেজার ডেবিস্ সাহেব প্রায় ২ শত লাঠিয়াল ও শড়কিওয়ালা লইয়া ঐক্য করিয়া তিতুকে আক্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু পূর্ব্বে সংবাদ পাইয়া তিতু প্রস্তুত ছিল। সাহেব নিকটস্থ হইলে তিতু সাহেবের লোকজনকে আক্রমণ করিল। সাহে-বের বজরা টানিয়া ডাঙ্গায় তুলিল ও খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। সাহেব কোন গতিকে পলাইয়া আত্মরক্ষা করিলেন। সাহে-বের লোকজন অনেকে হত ও আহত হইল। কতকাংশ গোবরা-গোবিন্দপুরে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল, এইসূত্রে ঐ গ্রামের রায়মহাশয়দিগের সহিত তিতুমীরের বিবাদ বাঁধিল। তিতু প্রায় পাঁচশত লোক লইয়া ঐ গ্রাম আক্রমণ করিল। রায়মহাশয়েরাও প্রস্তুত ছিলেন, তাঁহারাও স্বদলে আসিয়া তিতুর অনুচরদিগকে বাধা দিলেন। বিদ্রোহীদের কতকাংশ নদী পার হইয়া কূলে উঠিয়াছিল, অপর সকলে নদী পার হইতেছিল এই সময়ে বিবাদ বাধে। তিতুর যে সকল লোক কূলে উঠিয়াছিল, তাহাদের অধিকাংশ হত হইল,

অধিকাংশ নদীতে ডুবিয়া মরিল। ইছামতী নদী লালবর্ণ হইয়া গেল। তিতুও কোন গতিকে নদী পার হইয়া প্রাণ-রক্ষা করিল। সে এই লড়াইয়ে এতদূর বিপদগ্রস্ত হইয়াছিল যে, তাহাকে জীবন্ত দেখিয়া তাহার অনুচরেরা তাহাকে ঈশ্বর-প্রেরিত মনে করিল। কেহ কেহ বলিল, তাহারা তিতুকে সুগভীর ও কুম্ভীরপূর্ণ ইছামতী হাঁটিয়া পার হইতে দেখিয়াছে। যাহা হউক তাহার অনুচরদিগের সাহস না কমিয়া বরং বর্দ্ধিত হইয়াছিল। কিন্তু যে সাহসী রায়মহাশয়ের জন্য তিতু পরাজিত হইয়াছিল তিনি সংঘাতিক আঘাত পাইয়াছিলেন এবং তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

অতঃপর তিতুমীর যে কয়দিন বাদশাহী করিয়াছিল, সে সময় আর অন্য গ্রাম আক্রমণ করে নাই। অবসরও পায় নাই। কদম্বগাছি থানার দারোগা নিহত হইলে বারাসতে জয়েন্ট-সাহেব নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তিনি গবর্মেণ্টকে রিপোর্ট করিয়া উপযুক্ত সৈন্যদল সংগ্রহ করিতেছিলেন। নানাস্থান হইতে গবর্মেণ্টের নিকট আবেদন প্রদত্ত হইয়াছিল। গবর্মেণ্ট মনে করিতে পারেন নাই যে, অস্ত্রশস্ত্রবিহীন কয়েকশত চাষালোককে নিরস্ত করিতে সৈন্যদলের প্রয়োজন হইবে। সেইজন্য পুনরায় কয়েকশত চৌকীদার, বরকন্দাজ, কয়েকজন অনিয়মিত সৈন্য ও ৪ জন গোরা অশ্বারোহী, বারাসতের নাজীরের অধীনে পাঠাইলেন। ইহারাও বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারিল না। একটী ইংরাজ অশ্বারোহী ও আরও কয়েকজন সিপাহী হত হইল, তিতুমীরের দলে তখন সহস্রাধিক লোক জমিয়াছে ও নিত্যই জমিতেছে। সকলেই জয়দৃপ্ত; লাঠী, শড়কি, কাস্তে, কুঠার লইয়া ইংরাজ-প্রভুত্বের মূলোৎপাটন করিতে তাহারা অভিলাষী। তাহারা নিকটবর্ত্তী গ্রামের মুসলমানদিগের গোলা লুঠিয়া খাদ্যসংস্থান করিতেছে। হিন্দু প্রভৃতি বিধর্ম্মীদিগকে সত্যধর্ম্মের আলোকে আনিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে এবং আপনাদিগকে ঈশ্বরানুগৃহীত বলিয়া বিশ্বাস করিতেছে। তাহাদের মত্ততা এতদূর বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, গোলাগুলিতে তাহাদের আঘাত লাগিবে না ইহাও বিশ্বাস করিয়াছে। যাহা হউক অধিক দিন আর তাহাদের বাদশাহী রহিল না, তাহাদের মোহও শীঘ্র ভাঙ্গিয়া গেল।

১৮৩১ খৃষ্টাব্দে ১৯এ নবেম্বর প্রাতে (রাত্রি থাকিতে) লেপ্টেনেন্ট ষ্টুয়ার্ট কর্ত্তৃক পরিচালিত একদল ইংরাজ সৈন্য, একদল দেশীয় পদাতিক ও কতিপয় গোলন্দাজ সৈন্য পূর্ব্ব-প্রেরিত লোক জনের সহিত মিলিত হইয়া নারিকেলবেড়িয়ার বাঁশের কেল্লা ঘেরিয়া ফেলিল। বিদ্রোহীদের ধর্ম্মোন্মত্ততা তাহাদিগকে এতদূর উৎসাহিত করিয়াছিল যে, তাহারা কিছুমাত্র ভীত বা বিচলিত না হইয়া এই সুশিক্ষিত ইংরাজ-সৈন্যের সহিত সম্মুখ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। পূর্ব্বদিন তাহারা যে সকল ইংরাজসৈন্য নষ্ট করিয়াছিল তাহাদের মৃতদেহ বাঁশের কেল্লার বাহিরে জয়চিহ্নস্বরূপ রাখিয়াছিল।

এতগুলি লোকের প্রাণনাশ করা লেপ্টেনেন্ট ষ্টুয়ার্টের ইচ্ছা ছিল না। তজ্জন্য তিতুমীরকে আত্মসমর্পণ করিতে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু তিতু তাঁহার দূতকে সংহার করিল। সেনাপতি অতঃপর বিদ্রোহীদিগকে ভয় দেখাইবার জন্য কামানের ফাঁকা আওয়াজ করিলেন। ইতিপূর্ব্বেই বাঁশের-কেল্লার চারিকোণে চারিটা কামান সজ্জিত হইয়াছিল, এখন তাহা হইতে ফাঁকা আওয়াজ হইতে দেখিয়া মুসলমানেরা মনে করিল বাস্তবিকই ফকির গোলা খাইয়া ফেলিয়াছে এবং সকলে সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল "হজরৎ গোলা খা ডালা" এবং সকলে বাহির হইয়া ইংরাজসৈন্য আক্রমণ করিতে উদ্যোগী হইল। তখন বাধ্য হইয়া সেনাপতি সৈন্য-দিগকে গোলাগুলি চালাইবার অনুমতি দিলেন। কামানের গোলায় বাঁশের কেল্লা ভূমিসাৎ হইল। তিতুমীর প্রভৃতি কেল্লার মধ্যেই প্রাণত্যাগ করিল, তাহার ভাগিনেয় ও সেনাপতি নাসিরুদ্দি সাড়ে তিনশত বিদ্রোহীর সহিত বন্দী হইল। অবশিষ্ট সকলে যে যেমন পাইল পলাইল। কিন্তু ইংরাজসৈন্য এই হতভাগাদের অনুসরণ করিয়া পশুপক্ষীর ন্যায় বধ করিতে লাগিল। কেহবা প্রাণভয়ে বাঁশবনে কেহবা আম্রবৃক্ষে আশ্রয় লইয়াছিল। অনুসরণকারী ইংরাজসৈন্য তদবস্থাতেই তাহাদিগকে সংহার করিল। এইরূপে ৪।৫ শত নিরক্ষর লোকের জীবলীলা সাঙ্গ হইল। বারাসতে বন্দীগণের বিচার হইয়াছিল এবং তাহাদের মধ্যে নাসিরুদ্দি ও আরও দেড়শত লোকের প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল। এই ঘটনার পর সরাওয়ালাদিগকে অনেক নির্য্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছিল, সকলেই দাড়ি ফেলিয়া হিন্দু সাজিতে বাধ্য হইয়াছিল। পরামাণিকদের প্রতি দাড়ী ক্ষৌরী করিতে ১৲ টাকা, ১।০ পাঁচসিকা রোজগার হইয়াছিল। নিম্নোক্ত গীতাংশ হইতে বুঝা যাইবে, সরাওয়ালাদের কিরূপ দুরবস্থা ঘটিয়াছিল—

"জোলানী উঠিয়া বলে উঠরে জোলা ঝাট।
হাজামবাড়ী গিয়া শীঘ্র গোঁপদাড়ি কাট॥
তিতুমীরের গলা ধরি নসরদ্দি কয়,
তোমার বুদ্ধিতে মামা ঠেকিলাম একি দায়।
এসেছে রাঙ্গা গোরা, উর্দ্দিপরা, ব্যাঙের টোপ মাথায়॥
এরা মারছে গুলি, ভাঙ্গছে খুলি, হজরোৎগুলি মানলে না।
মারলে ইংরাজে মামু এবার আর জানে রাখলে না॥"

তিতুমীরের বিদ্রোহ হইতে—"গোলা খা ডালা" ও "তিতুমীরের বাদসাই" (অস্মাদনের প্রভুত্ব) প্রবাদ বাক্যে দাঁড়াইয়াছে। (Hunter's Indian Mussulmans ও Statistical Act, 24 Perghs, Nuddia and Jessore দ্রষ্টব্য।)

তিতো (দেশজ) তিক্ত, কটু।

তিত্তটীরা (দেশজ) লতাভেদ। (Cascaria Vareca)

তিত্তির (পুং) তিত্তি ইতি শব্দং রাতি দদাতি রা-ক। ১ তিত্তির পক্ষী। ২ তিত্তটীরাবৃক্ষ। স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্।

তিত্তিরি (পুং) তিত্তি ইতি শব্দং রৌতি রু-ডি। পক্ষীভেদ। পর্য্যায়—তৈত্তির, যাজুষোদন, তিত্তির, কপিঞ্জল, লঘুমাংস, খরকোণ, চিত্রপক্ষ, তিত্তির, বসন্তগৌর। ইহার মাংসগুণ রুচ্য, লঘু, বীর্য্যবলপ্রদ, কষায়, মধুর, শীত, ত্রিদোষশমন। (রাজনি°) তিত্তিরি দুই প্রকার—কৃষ্ণ ও গৌর। কৃষ্ণবর্ণ তিত্তিরিকে কৃষ্ণতিত্তিরি এবং চিত্র-বিচিত্র তিত্তিরিকে গৌরতিত্তিরি বলা যায়। তিত্তির বলকারক, ধারক এবং হিক্কা, ত্রিদোষ, শ্বাস, কাস ও জ্বরনাশক। গৌরতিত্তির উহা অপেক্ষা অধিক গুণযুক্ত। (ভাবপ্র°) ২ শ্রুতিবিশেষের শাখা, তৈত্তিরীয়শাখা। ৩ নাগবিশেষ।

"কুমুদঃ কুমুদাখ্যশ্চ তিত্তিরির্হালিকস্তথা।" (ভার° ১।৩৫।১৫)

৪ মুনিগণভেদ। এই মুনিগণ তিত্তিরি রূপধারণ করিয়া যাজ্ঞবল্ক্যোক্ত যজুঃ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভাগবতে ইঁহাদের বিষয় এই প্রকার লিখিত আছে, যজুর্ব্বেদসংহিতাধ্যেতা বৈশম্পায়নের শিষ্যগণের নাম অধ্বর্য্যু আর ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপক্ষয়সাধন স্বীয় গুরুর অনুষ্ঠেয় ব্রত আচরণ করাতে তাহাদিগের অপর এক নাম হয় চরক। ঐ ব্রতাচরণকালে যাজ্ঞবল্ক্য নামক তাহার অন্য এক শিষ্য কহিলেন, ভগবন্ এই অল্পসার শিষ্যগণের আচরিত ব্রত দ্বারা আপনার কি হইবে? আমি ইহা হইতে সুদুশ্চর ব্রতাচরণ করিয়া আপনার পাপক্ষয় করিব। ইহা শুনিয়া তাহার গুরু বৈশম্পায়ন ক্রোধে অধীর হইয়া কহিলেন, 'যাজ্ঞবল্ক্য তুমি আমার শিষ্য হইয়া ব্রাহ্মণগণের অবমাননা কর। অতএব তুমি আমার নিকট যাহা অধ্যয়ন করিয়াছ, শীঘ্র তাহা পরিত্যাগ করিয়া এ স্থান হইতে দূর হও।' তখন দেবরাতপুত্র যাজ্ঞবল্ক্য অধীত যজুঃ বমন করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর মুনিগণ সেই উদ্গীর্ণ যজুগণকে দেখিতে পাইলেন এবং ঋষিগণ তদ্বিষয়ে লোলুপ হইয়া তিত্তিরিরূপ ধারণ করিয়া সেই যজুগণকে উদরস্থ করিলেন। তদবধি সেই রমণীয় যজুঃশাখার নাম তৈত্তিরীয় হইল। (ভাগ° ১২।৬।৫৪-৫৮)

তিত্তিরিক (পুং) তিত্তিরি-স্বার্থে কন্। [তিত্তিরি দেখ।]

তিত্তিরীক (ক্লী) তিত্তিরেঃ পক্ষদাহেন জাতং তিত্তিরি-বাহুলকাৎ ইক। তিত্তিরিপক্ষীর পক্ষ দগ্ধদ্বারা জাত অঞ্জনবিশেষ।

"অঞ্জনং তিত্তিরীকঞ্চ নলদং পত্রমুৎপলং।" (সুশ্রু)

কেহ কেহ তিত্তিড়ীক এইরূপ পাঠান্তর স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতে দগ্ধতিত্তিড়ীক জাত অঞ্জনবিশেষ।

তিথ (পুং) তেজয়তি তিজ-থক্ (তিথপৃষ্ঠগূথযূথপ্রোথাঃ। উণ্ ২।১২) ১ অগ্নি। ২ কাম। ৩ কাল। ৪ প্রাবৃট্‌কাল।

তিথি (পুং স্ত্রী) অততীতি অত-সাতত্যগমনে অত-ইথিন্। ১ পঞ্চদশ চন্দ্রকলা ক্রিয়ারূপ প্রতিপদাদি। ২ অমাবস্যা হইতে পৌর্ণমাসী পর্য্যন্ত ও পৌর্ণমাসী হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত শশিকলার নাম তিথি *। যে কালবিশেষ ক্ষীয়মান বা বর্দ্ধমান চন্দ্রকলাকে বিস্তার করে, সেই কালবিশেষের নামই তিথি। আধারস্বরূপা যে মহামায়া যিনি দেহীদিগের দেহধারিণী হইয়া সংস্থিতা আছেন এবং যিনি চন্দ্রমণ্ডলের ষোড়শভাগ পরিমিত চন্দ্রের দেহধারিণী অমানাম্নী ও মহাকলা নামে বিখ্যাতা, নিত্যা ও ক্ষয়োদয়রহিতা তাহার নামও তিথি। এইরূপ তিথি দুই ভাগে বিভক্ত—শুক্লা ও কৃষ্ণা। অমাবস্যার পর প্রতিপদ্ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত পঞ্চদশ দিবসে এক এক পক্ষ হয়। এই প্রকার ভেদে চন্দ্রের হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে। স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য এইরূপ লিখিয়াছেন (বৃদ্ধিকরঃ শুক্লঃ কৃষ্ণশ্চন্দ্র ক্ষয়াত্মকঃ) যে পঞ্চদশ দিবসে চন্দ্রবৃদ্ধি হয়, তাহাকে শুক্ল ও যে পঞ্চদশ দিবসে চন্দ্রের হ্রাস হয় তাহাকে কৃষ্ণপক্ষ বলে। চান্দ্রমাসে প্রথমে শুক্ল পরে কৃষ্ণ ব্যবহৃত হয়। সকল তিথিই প্রায় ৬০ দণ্ড পরিমাণ। সূর্য্যমণ্ডল হইতে বিনিঃসৃত হইয়া চন্দ্র যে ত্রিংশদ্ভাগাত্মক রাশির দ্বাদশভাগ গমন করেন তাহাই এক এক তিথি; রাশির পরিমাণ ১২০ দণ্ড, সুতরাং তাহার ৩০ ভাগের ১২ ভাগে ৬০ দণ্ড হইল, এই ৬০ দণ্ডই এক এক তিথির পরিমাণ।

যাহার নাম অমা এবং যিনি ক্ষয়োদয়বর্জ্জিতা, ধ্রুবা, ষোড়শীকলা, এই কালই তিথিসামান্য।

* "অথ তিথয়ো নির্ণীয়ন্তে। তনোতি বিস্তারয়তি বর্দ্ধমানাং ক্ষীয়মাণাং বা চন্দ্রকলামেকাং যঃ কালবিশেষঃ সা তিথিঃ। যথা যথোক্ত কলয়া তন্যতে ইতি তিথিঃ। যদুক্তং সিদ্ধান্তশিরমণৌ

অমাষোড়শভাগেন দেবি প্রোক্তা মহাকলা।
সংস্থিতা পরমা মায়া দেহিনাং দেহধারিণী।
অমাদি পৌর্ণমাস্যন্তা যা এব শশিনঃ কলা।
তিথয়স্তাঃ সমাখ্যাতাঃ ষোড়শৈব বরাননে।

অয়মর্থ বা মহামায়া আধাররূপা দেহিনাং দেহধারিণী সংস্থিতা যা সা চন্দ্রমণ্ডলস্য ষোড়শভাগেন পরিমিতা চন্দ্রদেহধারিণী অমানাম্নী মহাকলেতি প্রোক্তা ক্ষয়োদয়রহিতা নিত্যা তিথিসংজ্ঞিকৈব।" (তিথিতত্ত্ব)

বৃদ্ধক্ষয়যুক্ত পঞ্চদশকলারূপ যে কালবিভাগ তাহাই পঞ্চদশতিথি। এই পঞ্চদশকলা বহ্নি প্রভৃতি পঞ্চদশদেবতা ক্রমে ক্রমে পান করেন। যথা—বহ্নি প্রথম কলা পান করেন, এইজন্য তাহার নাম প্রথমা এবং তদ্যুক্ত কাল বিশেষের নামই প্রতিপদ্।

এই প্রকার দ্বিতীয়াদি বিষয়ে জানিতে হইবে। এইরূপে কলাসকল যখন পীত হয়, তখনই কৃষ্ণপক্ষ। এইরূপে প্রথমাকলা, দ্বিতীয়া কলা এবং তদ্যুক্ত কালই প্রতিপদ্, দ্বিতীয়া ইত্যাদি। এইরূপে যখন কলা সকল চন্দ্রমণ্ডলকে পূরণ করে, সেই সময়ের নাম শুক্লপক্ষ।

চন্দ্রের প্রথম কলা অগ্নি, দ্বিতীয় কলা রবি, তৃতীয় বিশ্বদেব, চতুর্থ সলিলাধিপ, পঞ্চম বষট্‌কার, ষষ্ঠী বাসব, সপ্তম ঋষিসকল, অষ্টম অজএকপাদ্, নবম যম, দশম বায়ু, একাদশ উমা, দ্বাদশ পিতৃসকল, ত্রয়োদশ কুবের, চতুর্দ্দশ পশুপতি ও পঞ্চদশ প্রজাপতি পান করিয়া থাকেন। সমস্ত কলা পীত হইলে চন্দ্রমণ্ডল আর দেখা যায় না। যে ষোড়শ কলা সর্ব্বদা জল মধ্যে প্রবিষ্ট হয় এবং অমাতে সোম ওষধিকে প্রাপ্ত হন, ওষধিগত ও অম্বুগত হইলে গোসকল তাহা পান করে, সেই গোসম্ভূত ক্ষীরসমূহ অমৃতস্বরূপ, দ্বিজাতি কর্ত্তৃক মন্ত্রপূত হইয়া যজ্ঞীয় অগ্নিতে হুত হয়, তাহাতে শশী পুনর্ব্বার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এইরূপে দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া পূর্ণিমাতে পূর্ণতা লাভ করে।

সিদ্ধান্তশিরোমণির মতে, চন্দ্র সূর্য্য হইতে বিনিঃসৃত হইয়া পূর্ব্বদিকে গমন করে।*

অমাবস্যার দিন শীঘ্রগামী চন্দ্র সূর্য্যমণ্ডলের অধঃপ্রদেশে ও মন্দগামী সূর্য্য চন্দ্রমণ্ডলের ঊর্দ্ধপ্রদেশে অবস্থিত থাকে, এখন দেখা যাউক, সূর্য্যের সমুদয় কিরণ চন্দ্রের উপরিভাগে পতিত হয়, নিম্ন বা পার্শ্ব কোন দিক্ হইতে সূর্য্যকিরণ বহির্গত হইতে পারে না। চন্দ্রের উপরিভাগে পতিত হইয়া সেইরূপ ভাবেই অবস্থিত থাকে, এইরূপ চন্দ্র ও সূর্য্যের গতিবিশেষ হেতু এবং সূর্য্যরশ্মিসকল সম্পূর্ণ অভিভূত হয় বলিয়া চন্দ্রমণ্ডল ঈষন্মাত্রও দেখা যায় না। পরে চন্দ্র শীঘ্রগতিদ্বারা সূর্য্য হইতে বিনিঃসৃত হইয়া পূর্ব্বদিকে গমন করে অর্থাৎ ত্রিংশৎ অংশযুক্ত রাশিতে দ্বাদশ অংশদ্বারা সূর্য্য উল্লঙ্ঘন করিয়া গমন করে। অতএব এই সময় চন্দ্রের পঞ্চদশ ভাগে প্রথমভাগ দর্শনযোগ্য হয়, সূর্য্যের কিরণ সেই প্রথমভাগ দিয়া বহির্গত হয়, এইজন্যই সকলে চন্দ্রের ঐ প্রথম কলা দেখিতে পায় এবং ঐ কলাকেই প্রথমাকলা বলিয়া থাকে, ঐ কলানিষ্পত্তিপরিমিত কালই প্রতিপদ্ তিথি। দ্বিতীয়া প্রভৃতিতে এইরূপ জানিতে হইবে।

চন্দ্র ও সূর্য্যের গতিদ্বারা যে সময়ে কালের পরিচ্ছেদ হয়, সেই চন্দ্র ও সূর্য্যের গতিবিশেষ আশ্রয় করিয়া তিথির স্বরূপ নির্ণয় করিবে। সমগ্র নক্ষত্রে দ্বাদশটী রাশি ভোগ করে; ৩০ অংশ রাশির ভাগ হয়। চন্দ্র আদিত্য হইতে বহির্গত হইয়া ত্রিংশৎ ভাগাত্মক রাশির দ্বাদশভাগ গমন করে, সেই সময় চন্দ্রমাতিথি অর্থাৎ শুক্লপক্ষ হয়*। চন্দ্র নিত্য রাশিচক্রের মধ্যে ১৩ অংশ ১০ কলা ৩৪ বিকলা ৫২ অনুকলা করিয়া পশ্চিমদিক্ হইতে পূর্ব্বদিকে গমন করে। সূর্য্য প্রত্যহ পশ্চিমদিক্ হইতে পূর্ব্বদিকে ৫৯ কলা ৮ বিকলা গমন করে। এজন্য চন্দ্র সূর্য্য হইতে দিন দিন ১২ অংশ ১১ কলা ৪৭ বিকলা গমন করিলে এক এক তিথি হয়। ইহা মধ্যগতি দ্বারা সংঘটিত হয়। কিন্তু চন্দ্র ও সূর্য্যের শীঘ্রগতি ও মন্দগতি অনুসারে ইহার ব্যতিক্রম হইয়া থাকে। স্ফুটগণনা দ্বারা জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন, যে চন্দ্র সূর্য্য হইতে দ্বাদশ অংশ গমন করিলে এক এক তিথি হয়। এইরূপে ৩৬০ অংশ গমনদ্বারা প্রতিপদ্ প্রভৃতি ত্রিশটী তিথি হইয়া থাকে। যখন চন্দ্রের বৃদ্ধি ও ক্ষয় হইতে থাকে, তাহাকে শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষ বলে। শুক্লাষ্টমীর দিন চন্দ্র সূর্য্য হইতে ৯০ অংশ পূর্ব্বাংশে অবস্থিতি করে, এজন্য ঐ দিন অর্দ্ধচন্দ্র দেখা যায়।

চন্দ্র নিজে তেজোময় নহে, সূর্য্য-রশ্মিদ্বারা চন্দ্রের প্রকাশ হয়, এজন্য চন্দ্রমণ্ডলের একদিক্ ক্রমাগত ১৫ দিন দীপ্তিমান্ ও অপরদিকে নিয়ত তিমিরাবৃত থাকে।

---

* "অর্কাদ্বিনিঃসৃতঃ প্রাচীং যদ্যাত্যহরহঃ শশী।
তচ্চান্দ্রমানমংশৈস্তু জ্ঞেয়া দ্বাদশভিস্তিথিঃ।। অয়মর্থঃ।
সূর্য্যমণ্ডলস্য অধঃপ্রদেশবর্ত্তী শীঘ্রগামীচন্দ্রঃ ঊর্দ্ধপ্রদেশবর্ত্তী মন্দগামী-সূর্য্যঃ তথা সতি তয়োর্গতিবিশেষবশাৎ দর্শে চন্দ্রমণ্ডলং অন্যূনমনতিরিক্তং সূর্য্যমণ্ডলস্যাধোভাগে ব্যবস্থিতং ভবতি তদা সূর্য্যরশ্মিভিঃ সাকল্যেনাভিভূতত্বাৎ চন্দ্রমণ্ডলমীষদপি ন দৃশ্যতে। উপরিতনে শীঘ্রগত্যা সূর্য্যাদ্বিনিঃসৃতঃ শশী প্রাচীং যাতি। ত্রিংশদংশোপেতরাশৌ দ্বাদশভিরংশৈঃ সূর্য্যমুল্লঙ্ঘ্য গচ্ছতি। তথা চন্দ্রস্য পঞ্চদশসু ভাগেষু দর্শনযোগ্যঃ ভবতি। সোঽয়ং ভাগঃ প্রথমঃ কলা ইত্যভিধীয়তে। তৎকলানিষ্পত্তিপরিমিতকালঃ প্রতিপত্তিথির্ভবতি এবং দ্বিতীয়াদিষ্বপগন্তব্যঃ।।" (সিদ্ধান্তশিরোমণি)

* "চন্দ্রার্কগত্যা কালস্য পরিচ্ছেদো যদা ভবেৎ।
তদা তয়োঃ প্রবক্ষ্যামি গতিমাশ্রিত্য নির্ণয়ং।
ভগণেন সমগ্রেণ জ্ঞেয়া দ্বাদশরাশয়ঃ।
ত্রিংশাংশশ্চ তথা রাশের্ভাগ ইত্যভিধীয়তে।
আদিত্যাদ্বিপ্রকৃষ্টস্তু ভাগদ্বাদশকং যদা।
চন্দ্রমাঃ স্যাত্তদা রাম তিথিরিত্যভিধীয়তে।।" (বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর)

"তরণিকিরণসঙ্গাদেষ পীযূষপিণ্ডো
দিনকরদিশিচন্দ্রশ্চন্দ্রিকাভিশ্চকাস্তি।
তদিতরদিশি বালাকুন্তলশ্যামলশ্রীঃ
ঘটইব নিজমূর্ত্তিচ্ছায়য়ৈবাতপস্থঃ।" (জ্যোতিষ)

চন্দ্রের যে অংশ সূর্য্যাভিমুখে অবস্থিতি করে, সেই সেই অংশ সূর্য্যের কিরণ প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশ পায়। ইহা ভিন্ন চন্দ্রের অপর অংশ বালাস্ত্রীর কেশের ন্যায় শ্যামবর্ণ থাকে। যেরূপ রৌদ্রস্থিত ঘট দ্বারা এক পার্শ্ব তাহার নিজচ্ছায়ায় অপ্রকাশ থাকে, এ স্থলেও সেইরূপ। আমরা চন্দ্রমণ্ডলের যে অর্দ্ধাংশ দেখিতে পাই, সেই অর্দ্ধাংশ যখন সূর্য্যকিরণদ্বারা সর্ব্বতোভাবে প্রকাশিত থাকে, তৎকালে তাহাকে পূর্ণচন্দ্র বলে এবং সেই দিন পূর্ণিমা তিথি হয়। সেই উজ্জ্বল অংশের ন্যূনাধিক্য অনুসারে চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধি হয়, কাজেকাজেই তিথিও প্রতিপদাদি সংজ্ঞাবিশিষ্ট হয়। অমাবস্যার পর শুক্ল দ্বিতীয়াতে চন্দ্র পশ্চিমদিকে উদয় হয় এবং ঐ তিথি হইতে চন্দ্রমণ্ডলের পশ্চিমাংশ সূর্য্য কিরণদ্বারা ক্রমশঃ এক এক কলা প্রতিদিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া অবশেষে পূর্ণিমার দিবসে পূর্ণচন্দ্র হইয়া প্রকাশ পায়। আর যখন কৃষ্ণপক্ষ আরম্ভ হয়, তখন প্রতিদিন চন্দ্রমণ্ডলের দৃশ্য অংশ হইতে এক এক কলা হ্রাস হইয়া অমাবস্যার দিন সম্পূর্ণরূপ অদর্শন হয়।

শুক্লপক্ষের প্রতিপদ্ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত চন্দ্র ক্রমে সূর্য্য হইতে দূরগামী হয়, এবং তদনুসারে চন্দ্রমণ্ডলের প্রদীপ্ত অংশ পৃথিবীর সম্মুখবর্ত্তী থাকিয়া প্রকাশ পাইতে থাকে। শুক্লপক্ষের প্রতিপদ্ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত চন্দ্র নিজ বৃত্ত বা পথ ১৮০ অংশ ভ্রমণ করে, এই কাল পর্য্যন্ত সূর্য্য হইতে (পৃথিবী সম্বন্ধে) পশ্চিমদিকে অবস্থিতি করে। আর কৃষ্ণপক্ষে পূর্ব্বদিকে অবস্থিত হয়। সুতরাং চন্দ্র যতই সূর্য্যের নিকটগামী হয়, ততই উহার এক এক কলা পৃথিবীস্থ লোকের দৃষ্টিতে অপ্রকাশ হইতে থাকে। অবশেষে অমাবস্যার দিবস ইহার সমস্ত প্রদীপ্ত অংশ পৃথিবীর বিপরীতদিকে হয় এবং তিমিরাবৃত অংশটী পৃথিবীর সম্মুখস্থ হইয়া থাকে।

তিথির ব্যবস্থা —প্রতিপদ্। যে প্রতিপদ্ ত্রিসন্ধ্যাব্যাপিনী হয়, সেই প্রতিপদ্ই গ্রাহ্য, ইহাতে যুগ্মাদরতা অর্থাৎ দুই তিথির পূজ্যত্ব নাই। কেবল ত্রিসন্ধ্যাব্যাপিনী যে তিথি তাহাই পূজ্য। ইহা সর্ব্বত্রই হইবে, কেবল হরিবাসরে তাহার প্রকারভেদ আছে। কৃষ্ণ প্রতিপদ্ দ্বিতীয়াযুক্ত ও শুক্লা প্রতিপদ্ অমাবস্যাযুক্ত হইলে আদরণীয়। কিন্তু উপবাসস্থলে এরূপ ব্যবস্থা নহে অর্থাৎ প্রতিপদ্দিনে উপবাস করিলে কৃষ্ণাদ্বিতীয়াযুক্ত প্রতিপদে উপবাস করিবে।

কার্ত্তিকমাসের শুক্লপক্ষীয় প্রতিপদ্দিনে বলিরাজার পূজা করিতে হয়। উক্ত দিনে যে বলিরাজার পূজা করে, তাহার অশেষবিধ সুখ হয় এবং এই পূজা করিয়া রাত্রি জাগরণ করিতে হয়, এই প্রতিপদের নাম দ্যূতপ্রতিপদ্।

কার্ত্তিকের প্রথম দিনে অর্থাৎ শুক্ল প্রতিপদ্দিবসে হরগৌরী দ্যূতক্রীড়া করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত দ্যূতপ্রতিপদ্ কহে। সে ক্রীড়াতে শঙ্কর পরাজয় ও শঙ্করী জয়লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া শিব দুঃখী ও দুর্গা সুখী হইয়াছিলেন। অধুনা মনুষ্য সকল উক্তদিবসে দ্যূতক্রীড়া করিয়া থাকে। তাহাতে রাজার জয় ও পরাজয় হয়, সম্বৎসর তাহার সুখ ও দুঃখ হয়। বৎসরের ফলাফল জানিবার জন্য উক্ত দিনে দ্যূতক্রীড়া বিধেয়।* ঐ তিথিতে যদি গঙ্গাস্নান ও দান করে, তবে শতগুণ পুণ্য হয়। "স্নানং দানং শতগুণং কার্ত্তিকেহস্যাতিথৌ ভবেৎ" (তিথিত°)

যদি অগ্রহায়ণের কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ্ রোহিণীনক্ষত্রযুক্ত হয় এবং তাহাতে যদি গঙ্গাস্নান করে, তাহা হইলে শতসূর্য্যগ্রহণকালীন গঙ্গাস্নানের ফলপ্রাপ্ত হয়। এই তিথিতে কুষ্মাণ্ডভক্ষণ, তৈলমর্দ্দন ও ক্ষৌরকর্ম্ম করিতে নাই।

দ্বিতীয়া। যে দ্বিতীয়া প্রতিপদ্যুক্ত সেই দ্বিতীয়া গ্রাহ্য, শুক্ল ও কৃষ্ণ উভয়পক্ষেই এই নিয়ম। কিন্তু কেহ কেহ পরযুক্তই গ্রাহ্য এইরূপ বলিয়া থাকেন।

উপবাস তিথিতে যে সকল তিথি আছে, তাহার পরযুক্ত ও পূর্ব্বযুক্ত দুইপ্রকার প্রভেদ আছে। তাহা এই—দ্বিতীয়া, একাদশী, অষ্টমী, ত্রয়োদশী ও অমাবস্যা ইহার উপবাসবিধিতে পরযুক্ত গ্রাহ্য নহে। কৃষ্ণাতিথিস্থলে ঐ নিয়ম খাটিবে, শুক্লাতে নহে।

শুক্লপক্ষীয় একাদশী, অষ্টমী, ষষ্ঠী, দ্বিতীয়া, চতুর্দ্দশী, ত্রয়োদশী ও অমাবস্যা ইহার উপবাস শেষ ধরিয়া করিবে।

"একাদশ্যষ্টমী ষষ্ঠী দ্বিতীয়া চ চতুর্দ্দশী।
ত্রয়োদশ্যপ্যমাবস্যা উপোষ্যাঃ স্যুঃ পরান্বিতা॥" (বিষ্ণুরহস্য)

আষাঢ়ের শুক্লপক্ষীয় পুষ্যানক্ষত্রসংযুক্ত দ্বিতীয়াতে জগন্নাথদেবের রথযাত্রা হইয়া থাকে, এইজন্য সেই দিনে যাত্রামহোৎসব ও ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইবে। যদি নক্ষত্রসংযুক্ত

---

* "শঙ্করশ্চ পুরা দ্যূতং সসর্জ্জ সুমনোহরং।
কার্ত্তিকে শুক্লপক্ষে তু প্রথমেহহনি ভূপতে।
জিতশ্চ শঙ্করস্তত্র জয়ং লেভে চ পার্ব্বতী।
অতোহর্থাচ্ছঙ্করো দুঃখী গৌরী নিত্যং সুখোষিতা।
তস্মাৎ দ্যূতং প্রকর্ত্তব্যং প্রভাতে তত্র মানবৈঃ।
তস্মিন্ দ্যূতে জয়ো যস্য তস্য সংবৎসরঃ শুভঃ।
পরাজয়ো বিরুদ্ধস্তু লব্ধনাশকরো ভবেৎ।" (স্মার্ত্তধৃত ব্রহ্মপু°)

না হয়, তথ্যাপি তিথির মাহাত্ম্য জন্য উক্ত কর্ম্ম কর্ত্তব্য। তাহাতে ভগবানের অত্যন্ত প্রীতি হয়।

যমদ্বিতীয়া। কাৰ্ত্তিকমাসের শুক্লপক্ষীয় দ্বিতীয়াকে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া কহে। ঐ দিবসে ভগিনীগণ ভ্রাতৃপূজা করিবে।

এই যমদ্বিতীয়াতে যম ও যমুনার পূজা করিতে হয়। যত্নপূর্ব্বক ঐদিন ভগিনীর হস্তে ভোজন করিবে, ভগিনীর দান প্রতিগ্রহ করিবে এবং ভগিনীকে দান করিবে।

অপরপক্ষের পর শুক্লদ্বিতীয়া, কোজাগরের পর কৃষ্ণাদ্বিতীয়া, চৈত্র পৌর্ণমাসীর পর ও কাৰ্ত্তিকের পূর্ণিমার পর কৃষ্ণাদ্বিতীয়া, ইহার তৃতীয়ার সহিত যুগ্মাদর। সুতরাং ঐ দিবসে অনধ্যায়।

যমদ্বিতীয়াতে যাত্রা করিতে নাই, যাত্রা করিলে মৃত্যু হয়। এই তিথিতে বৃহতী ভক্ষণ নিষেধ।

তৃতীয়া। রম্ভাব্রত ব্যতীত দৈব ও পৈত্রকর্ম্মে চতুর্থীযুক্ত তৃতীয়া গ্রাহ্য। জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয়াতে রম্ভাব্রত হইয়া থাকে। বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষীয় তৃতীয়ায় কৃত্তিকা ও রোহিণীযুক্ত হইলে বিশেষ ফলপ্রদ হয়।

ঐ দিনে স্নান ও দানাদি করিলে তাহার ফল অক্ষয় হয়, এইজন্য ইহার নাম অক্ষয়া; ঐ দিনে জলদান করিলে মহাপুণ্য এবং ঐ দিনে বিষ্ণুকে চন্দনাক্ত দেখিলে বিষ্ণুলোকে বাস হয়।

এই তিথি সত্যযুগের প্রথম। বৈশাখের শুক্লা তৃতীয়ায় ভগবান্ যব সৃষ্টি করিয়া সত্যযুগের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এইজন্য ঐ যবদ্বারা বিষ্ণুর অর্চ্চনা, যবহোম ও যবান্ন ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে। আর ঐ তিথিতে গঙ্গা ব্রহ্মলোক হইতে পৃথিবীতে অবতরণ করিয়াছিলেন, এইজন্য শঙ্কর, গঙ্গা, হিমালয়, কৈলাস ও সগর নৃপতির পূজা করিবে। ঐ দিন যে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া গঙ্গাস্নান ও তপহোমাদি করে, তাহার অনন্তকাল স্বর্গবাস হয়। এই তৃতীয়াতে যুগ্মাদর নাই। তৃতীয়া তিথিতে মাংস ও পটোলভক্ষণ নিষেধ।

চতুর্থী। চতুর্থী ও পঞ্চমী সংযুক্তই গ্রাহ্য হইলে, একাদশী অষ্টমী, ষষ্ঠী, অমাবস্যা ও চতুর্থী হইতে শেষ ধরিয়া উপবাস করিতে হয়। কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণান্তর্গত গণেশব্রততে তৃতীয়াযুক্তা চতুর্থী গ্রাহ্য।

"চতুর্থীসংযুতা কার্য্যা তৃতীয়া চ চতুর্থিকা।
তৃতীয়ায়া যুতানৈব পঞ্চম্যা কারয়েৎ কচিৎ॥" (তিথিতত্ত্ব)

সোমবারে অমাবস্যা, রবিবারে সপ্তমী ও মঙ্গলবারে চতুর্থী হইলে অক্ষয়া হয় অর্থাৎ ইহাতে স্নানদানাদি করিলে অক্ষয়তিথির ফল হয়। ত্রয়োদশী, চতুর্থী, সপ্তমী ও দ্বাদশী এই কয় তিথিতে প্রদোষে অধ্যয়ন করিবে না। হেমাদ্রির মতে প্রদোষ শব্দার্থ প্রথম প্রহর। ভাদ্রমাসের কৃষ্ণ ও শুক্ল উভয় পক্ষেরই চতুর্থীর নাম নষ্টচন্দ্র। এই চন্দ্র কখনই দর্শন করিবে না। দৈবাৎ দর্শনে শান্তি করিতে হয়। মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের চতুর্থীতে গৌরীপূজা করিতে হয়। এই তিথিতে মূলা ভক্ষণ ও ক্ষৌরকার্য্য নিষিদ্ধ।

পঞ্চমী। যে পঞ্চমী চতুর্থী এবং চতুর্থীর চন্দ্রযুক্তা, সেই পঞ্চমী গ্রাহ্য। পরযুক্ত গ্রাহ্য নহে।

"চতুর্থীসংযুতা কার্য্যা পঞ্চমী পরয়া নতু" (হারীত)

পঞ্চমীর সকল কার্য্য চতুর্থী সংযুক্ত হইলে করিবে, পরযুক্ত গ্রাহ্য নহে। কৃষ্ণপক্ষে পঞ্চমী পূর্ব্ববিদ্ধ গ্রাহ্য হইলে, শুক্লপক্ষে পরবিদ্ধ গ্রহণীয়, যদি পঞ্চমী পূর্ব্বদিনে পূর্ব্বাহ্ণে চতুর্থীযুক্ত হয়, আর পরদিন পূর্ব্বাহ্ণে ষষ্ঠীযুক্ত হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বদিনে উপবাসাদি দৈবকার্য্য কর্ত্তব্য। পূর্ব্বাহ্ণে চতুর্থীযুতা পঞ্চমী যদি না হয়, আর পরদিনে পূর্ব্বাহ্ণে মুহূর্ত্তের অন্যূন যদি পঞ্চমী লাভ হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বাহ্ণের অনুরোধে পরদিনে পূজা হইবে। আর ঐ দিনে পূজার প্রাধান্য হেতু পূজার দিনই উপবাস করিবে।

আষাঢ় মাসের কৃষ্ণাপঞ্চমীকে নাগপঞ্চমী কহে। ঐ দিনে প্রাঙ্গণে মনসাবৃক্ষে মনসাদেবীর পূজা ও অষ্টনাগের পূজা করিতে হয়। এইরূপ প্রতি পঞ্চমী অর্থাৎ ভাদ্রমাসীয় কৃষ্ণপঞ্চমী পর্য্যন্ত পূজা করা কর্ত্তব্য। ইহাতে সর্পভয় নিবারিত হয়।

মাঘ মাসের শুক্লপক্ষীয় চতুর্থীকে বরদাচতুর্থী কহে, ঐ দিনে গৌরীপূজা করিতে হয়, আর পঞ্চমীতে লক্ষ্মীসরস্বতীর একত্র পূজা করিয়া মস্যাধার ও লেখনীপূজা করিবে। এই শ্রীপঞ্চমীতে অধ্যয়ন বা লিখিতে নাই এবং এই দিনে সরস্বতীর উৎসব করিতে হয়। এই তিথিতে বিল্বভক্ষণ করিতে নাই।

ষষ্ঠী। সপ্তমীযুক্ত ষষ্ঠীই গ্রহণ করিবে। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লাষষ্ঠীকে অরণ্যষষ্ঠী বলে। এই নিমিত্ত উক্ত ষষ্ঠীতে স্ত্রীলোকেরা এক এক পাখা হস্তে করিয়া অরণ্যে ষষ্ঠীপূজা করিবে। ইহাকে জামাইষষ্ঠীও কহে।

ভাদ্রমাসের শুক্লাষষ্ঠীকে অক্ষয়াষষ্ঠী কহে। এই দিন স্নানাদি করিলে অক্ষয় ফল হয়।

অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লাষষ্ঠীকে গুহষষ্ঠী কহে, তাহাতে শিবার শান্তি করিতে হয়।

চৈত্র মাসের শুক্লাষষ্ঠীকে স্কন্দষষ্ঠী বলে, এই ষষ্ঠীতে কার্ত্তিকেয় পূজা করিলে ইহকালে সুখ, সৌভাগ্য ও পরকালে বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি হয়।

আশ্বিন মাসের শুক্লাষষ্ঠীকে বোধনষষ্ঠী কহে।

কৃষ্ণাষ্টমী অর্থাৎ জন্মাষ্টমী, স্কন্দষষ্ঠী ও শিবরাত্রি ইহাদের শেষ ধরিয়া কার্য্য করিবে। তিথি-অন্তে পারণ করিবে।

সপ্তমী। ষষ্ঠীযুক্তা সপ্তমী যুগ্মাদরহেতু গ্রহণীয়। পঞ্চমী, সপ্তমী, দশমী, ত্রয়োদশী, প্রতিপৎ ও নবমী এই কয় তিথি উপবাস-বিধিতে সাম্মুখী অর্থাৎ ত্রিসন্ধ্যাব্যাপিনী, পরযুক্ত গ্রাহ্য। কেবল হরিবাসরে অর্থাৎ একাদশীতে শেষ ধরাই কর্ত্তব্য। উপবাস-বিধিতে ষষ্ঠীযুক্ত সপ্তমীতেই উপবাস করিবে, অষ্টমীযুক্ত হইলে নয়। যদি শুক্লপক্ষীয় সপ্তমীতে রবিবার হয়, তবে তাহার নাম বিজয়াসপ্তমী, তাহাতে স্নানদান ও সূর্য্যপূজা করিলে ফল হয়।

ভাদ্রমাসের শুক্লাসপ্তমীকে ললিতাসপ্তমী কহে। ইহাতে কুক্কুটীব্রত করিতে হয়। যাহারা এই ব্রত করে, তাহার পর-জন্মে পৃথিবীতে কিছু দুষ্প্রাপ্য থাকে না।

মাঘ মাসের শুক্লা-সপ্তমীকে মাকরী সপ্তমী কহে এবং তাহাকে যুগাদ্যাও বলে, ঐ দিবসে অরুণোদয়ে যদি গঙ্গাস্নান করে, তবে শতসূর্য্যগ্রহণকালীন গঙ্গাস্নানের ফল হয়। মাকরী সপ্তমী তিথিতে সপ্তবদরীপত্র ও সপ্তঅর্কপত্র মস্তকে ধারণ করিয়া স্নান করিবে। মহানবমী, দ্বাদশী, ভরণীনক্ষত্রযুক্ত দিবসে অক্ষয়াতৃতীয়া এবং রথাখ্যসপ্তমী অর্থাৎ মাঘ মাসের সপ্তমী এই কয় তিথিতে অধ্যয়ন করিতে নাই।

মন্বন্তরা তিথি। আশ্বিনের শুক্লানবমী, কার্ত্তিকের দ্বাদশী, চৈত্রের ও ভাদ্রের শুক্লাতৃতীয়া, পৌষের একাদশী, ফাল্গুনের অমাবস্যা, আষাঢ়ের শুক্লাদশমী, মাঘের শুক্লাসপ্তমী, শ্রাবণ মাসের রাধাষ্টমী, আষাঢ়ের পূর্ণিমা এবং কার্ত্তিক, ফাল্গুন, চৈত্র ও জ্যৈষ্ঠের পূর্ণিমাকে মন্বন্তরা বলা যায়, ঐ সকল তিথিতে দানাদি করিলে মহাফল হয়।

অষ্টমী। শুক্লপক্ষের অষ্টমী শুক্লানবমীযুক্ত, এবং কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী কৃষ্ণাসপ্তমীযুক্ত হইলেই গ্রাহ্য। কৃষ্ণপক্ষের, অষ্টমী ও চতুর্দ্দশী উপবাস-বিধিতে পূর্ব্ববিদ্ধা অর্থাৎ পূর্ব্ব তিথিযুক্তই গ্রাহ্য। কিন্তু শুক্লপক্ষে পরযুক্তই গ্রাহ্য।

শনিবারে ও মঙ্গলবারে কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমী ও চতুর্দ্দশী হইলে অতিশয় পুণ্যজনক তিথি হয়। বৃহস্পতিবারে অষ্টমী, সোমবারে অমাবস্যা, রবিবারে সপ্তমী ও মঙ্গলবারে চতুর্থী, ইহাতে যে লোক ধর্ম্ম বা পাপ করে, তাহা ৬০ হাজার বৎসর অক্ষয় হয়।

জন্মাষ্টমী। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণা অষ্টমীতে সাবর্ণি মন্বন্তরীয় প্রথম যুগে দেবকীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রাবণেই হউক বা ভাদ্রেই হউক, রোহিণীযুক্তা কৃষ্ণা অষ্টমীকে জয়ন্তী বলে, জয়ন্তী অষ্টমীরই অপর নাম জন্মাষ্টমী। বিবেচনাপূর্ব্বক দেখিলে এইস্থলে এক সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে যে, একবার শ্রাবণমাসে ও একবার ভাদ্রমাসে জন্মাষ্টমী কথিত হইতেছে, ইহার তাৎপর্য্য এই যে, শ্রাবণের মুখ্যচান্দ্রে ও ভাদ্রের গৌণচান্দ্রে কৃষ্ণজন্মাষ্টমী। এই নিমিত্ত শ্রাবণ ও ভাদ্র এই দুইপদ প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু ব্রতে ভাদ্র মাসের উল্লেখ করিতে হইবে। ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষীয় রোহিণীযুক্তা অষ্টমীতে কৃষ্ণজন্মাষ্টমী ব্রত এবং ঐ দিনেই উপবাস করিবে। [জন্মাষ্টমী দেখ।]

উভয় দিনে নিশীথসম্বন্ধ হইলে কিম্বা না হইলে পরদিনে ইংরাজিমতে অমাবস্যাদি তিথি-গণনার নিয়ম নিম্নে দেখান হইতেছে।

তিথির তালিকা।

সন	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগষ্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নবেম্বর	ডিসেম্বর
১৮৭১	৯	১১	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৭	১৭	১৯	১৯
১৮৭২	২০	২২	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৮	২৮	০	০
১৮৭৩	১	৩	২	৩	৪	৫	৬	৭	৯	৯	১১	১১
১৮৭৪	১২	১৪	১৩	১৪	১৬	১৬	১৭	১৮	২০	২০	২২	২২
১৮৭৫	২৩	২৫	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	১	১	৩	৩
১৮৭৬	৪	৬	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১২	১২	১৪	১৪
১৮৭৭	১৫	১৭	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২৩	২৩	২৫	২৫
১৮৭৮	২৬	২৮	২৭	২৮	২৯	০	১	২	৪	৪	৬	৬
১৮৭৯	৭	৯	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৫	১৫	১৭	১৭
১৮৮০	১৮	২০	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৬	২৬	২৮	২৮
১৮৮১	০	২	১	২	৩	৪	৫	৬	৮	৮	১০	১০
১৮৮২	১১	১৩	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৯	১৯	২১	২১
১৮৮৩	২২	২৪	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	০	০	২	২
১৮৮৪	৩	৫	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১১	১১	১৩	১৩
১৮৮৫	১৪	১৬	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২২	২২	২৪	২৪
১৮৮৬	২৫	২৭	২৬	২৭	২৮	২৯	০	১	৩	৩	৫	৫
১৮৮৭	৬	৮	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৪	১৪	১৬	১৬
•১৮৮৮	১৭	১৯	১৮	১৯	০	২১	২২	২৩	২৫	২৫	২৭	২৭
১৮৮৯	২৮	০	২৯	০	১	২	৩	৪	৬	৬	৮	৮

প্রথমবিধি। যে সনের যে মাসের নিম্নে যে অঙ্ক আছে, সেই অঙ্ক যে মাসের তিথির আবশ্যক হইবে, সেই মাসের তারিখ ঐ অঙ্কের সহিত একুন করিলে যে অঙ্ক হইবে, তাহাই তিথির সংখ্যা।

প্রমাণ। তালিকার ১৮৭১ সনের জুনমাসের স্তম্ভের ১৩ অঙ্ক, ঐ মাসের দুই তারিখ দিয়া একুন করিলে ১৫ হয়, ২২ তারিখে পূর্ণিমা। যদি ৩০ হয়, তাহা ত্যাগ করিতে হইবে।

অমাবস্যার দিন-নিরূপণের বিধি। উপরের অনুক্রমণিকায় সনের পূর্ব্বভাগে যে অঙ্ক আছে, তাহা ৩০ হইতে বাদ দিলে যাহা বাকী থাকিবে, সেই সংখ্যক দিন অমাবস্যা। যথা—

১৮৭১ সনের জুন মাসের স্তম্ভের ১৩ অঙ্কের উপরে ৩০ রাখিয়া বাদ দিলে ১৭ বাকী থাকে। সুতরাং জুন মাসের ১৭ দিনে অমাবস্যা।

তিথিদিগের অধিপতি। শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ তিথির অধিপতি অগ্নি, দ্বিতীয়ার প্রজাপতি, তৃতীয়ার গৌরী, চতুর্থীর গণেশ, পঞ্চমীর অহি, ষষ্ঠীর কার্ত্তিক, সপ্তমীর রবি, অষ্টমীর শিব, নবমীর দুর্গা, দশমীর যম, একাদশীর বিশ্ব, দ্বাদশীর হরি, ত্রয়োদশীর কাম, চতুর্দ্দশীর হর, পূর্ণিমা ও অমাবস্যার অধিপতি চন্দ্র।

মাসদগ্ধা তিথি। বৈশাখমাসের শুক্লাষষ্ঠী, আষাঢ়ের শুক্লাষ্টমী, ভাদ্রের শুক্লাদশমী, কার্ত্তিকের শুক্লাদ্বাদশী, পৌষের শুক্লাদ্বিতীয়া ও ফাল্গুনের শুক্লাচতুর্থী মাসদগ্ধা হয়। শ্রাবণের কৃষ্ণাষষ্ঠী, আশ্বিনের কৃষ্ণাষ্টমী, অগ্রহায়ণের কৃষ্ণাদশমী, মাঘের কৃষ্ণাদ্বাদশী, চৈত্রের কৃষ্ণাদ্বিতীয়া ও জ্যৈষ্ঠের কৃষ্ণাচতুর্থীতে মাসদগ্ধা হয়।

এই মাসদগ্ধাতে যে ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করে, অথবা যাত্রা করে, সে ব্যক্তি ইন্দ্রতুল্য হইলেও তথাপি তাহার মরণ হয় এবং বিবাহে বিধবা, কৃষিকর্ম্মে ফলের অভাব, বিদ্যারম্ভে মূর্খ স্ত্রীসঙ্গমে গর্ভপাত ও বাণিজ্যে মূলধনের নাশ হয়। এইজন্য পণ্ডিতেরা দগ্ধা তিথিতে কোন শুভকর্ম্ম করেন না।

প্রতিপদ্ হইতে অষ্টমীর ব্যবস্থা পূর্ব্বেই লেখা হইয়াছে।

জন্মাষ্টমীর পারণবিধি—রোহিণীযুক্তা অষ্টমী থাকিলে পারণ করিবে না। করিলে পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম এবং উপবাসজনিত ফল নষ্ট হয়। জন্মাষ্টমীর পারণপক্ষে এই নিয়ম, অন্য অন্য ব্রতের পক্ষেও এইরূপ বিধি। যে তিথি ও নক্ষত্রের যোগে উপবাসাদি করিবে, তাহার একের ক্ষয় ব্যতীত পারণ করা কর্ত্তব্য নহে। জন্মাষ্টমীতে রোহিণীযুক্ত হইলে উপবাসাদি হইবে এবং পূর্ব্বদিনে ষষ্ঠীদণ্ডাত্মিকা অষ্টমী আছে, কিন্তু রোহিণীযোগ নাই। পরদিনে যদি রোহিণীযুক্ত হয়, তবে পরদিনে উপবাসাদি করিবে।

যদি জয়ন্তীযোগে পূর্ব্বদিন উপবাস হয়, পরদিন রাত্রি সান্ধ্যপ্রহর যামান্তে তিথি নক্ষত্র উভয়ের কি একের বিমুক্ত হয়, তবে ঐ দিনে প্রাতে পারণ করিবে। উপবাস-পরদিনে তিথি ও নক্ষত্রের অন্তে পারণ করিতে হইবে। আর যখন মহানিশার পূর্ব্বে একের অবসান হয়, অন্যের মহানিশাতে স্থিতি থাকে, তখন একের অবসানে পারণ করিবে। মহানিশায় যদি উভয়ের স্থিতি থাকে, তবে সেই দিনে প্রাতঃকালে পারণ করিবে। কোন পণ্ডিত দ্বাদশমাসেই রোহিণীযুক্ত অষ্টমীকে জয়ন্তী অষ্টমী কহেন, কিন্তু তাহা হইতে পারে না। কারণ সূর্য্যের নক্ষত্রপাত অবস্থানে অমাবস্যা হয়, জ্যোতিঃশাস্ত্রে এই নিয়ম আছে, এখানে সূর্য্য দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ রাশিতে গমন করেন, ইহা স্বীকার্য্য। যদি তাহাই হইল, তবে ভাদ্রমাসে যে রাশিতে ভোগ করেন, অন্য মাসে সে রাশিতে কি প্রকারে ভোগ সম্ভব হয়। অতএব দ্বাদশ মাসের রোহিণীযুক্ত অষ্টমী নিতান্ত অসম্ভব।

দূর্ব্বাষ্টমী—ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষীয় অষ্টমীকে দূর্ব্বাষ্টমী কহে, এই অষ্টমী পূর্ব্বযুক্ত গ্রাহ্য।

মহাষ্টমী—আশ্বিন মাসের শুক্লাষ্টমীকে মহাষ্টমী কহে, ইহাতে দুর্গার পূজা ও উপবাস করিবে, পুত্রবান্ ব্যক্তির উপবাস নাই, স্ত্রীলোকের মধ্যে সকলেই করিতে পারে, পরে নবমীতে পারণ করিবে। সহস্রকোটি একাদশী করিলে যে ফল হয়, মহাষ্টমীর উপবাসে সেই ফল হয়। মহাষ্টমীর ব্রত নবমীযুক্ত হইলেই করিবে।

গোষ্ঠাষ্টমী—কার্ত্তিকের শুক্লাষ্টমীকে গোষ্ঠাষ্টমী কহে, সেই দিনে গোপূজা, গোগ্রাসদান ও গবানুগমন করিলে মহাপুণ্য হয়।

অষ্টকা—অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ এই তিন মাসের কৃষ্ণাষ্টমীকে অষ্টকা কহে। অগ্রহায়ণ কৃষ্ণাষ্টমীর নাম পূপাষ্টকা, এই অষ্টমীতে পিষ্টকদ্বারা পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করিতে হয়। পৌষ মাসের কৃষ্ণাষ্টমীর নাম মাংসাষ্টকা, ইহাতে পিতৃদিগকে মাংসদ্বারা শ্রাদ্ধ করিতে হয়। মাঘ মাসে কৃষ্ণাষ্টমীর নাম শাকাষ্টকা, ইহাতে শাকদ্বারা পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করিতে হয়।

ভীষ্মাষ্টমী—মাঘ মাসের শুক্লাষ্টমীর নাম ভীষ্মাষ্টমী। এই দিনে চারি বর্ণেরই ভীষ্মকে তর্পণ করিতে হয়। [তর্পণ দেখ।]

অশোকাষ্টমী—চৈত্র মাসের শুক্লাষ্টমীকে অশোকাষ্টমী কহে। ইহাতে ৮টী অশোককলিকা ভক্ষণ করিতে হয় ও স্নানদানাদি করিলে শোক পাইতে হয় না। লৌহিত্য জলে স্নানই বিধি।

অশোককলিকা-পানের মন্ত্র—

"ত্বামশোকহরাভীষ্ট মধুমাসসমুদ্ভব।
পিবামি শোকসন্তপ্তা মামশোকং সদা কুরু॥"

[অশোকাষ্টমী দেখ।]

নবমী—অষ্টমীযুক্ত নবমী গ্রাহ্য, যেহেতু অষ্টমীর সহিত নবমীর যুগ্মাদর। ভাদ্র মাসের আর্দ্রাযুক্তা কৃষ্ণানবমীতে বোধন কল্পের আরম্ভ করিতে হয়। ঐ নবমীকে বোধননবমী কহে। সঙ্কল্পস্থলে আশ্বিন মাস উল্লেখ করিতে হইবে। যদি ঐ দিন আর্দ্রানক্ষত্র না পায়, তবে তিথিমাহাত্ম্য হেতু ঐ দিবসে করিতে হইবে।

কার্ত্তিকের শুক্লপক্ষীয় নবমীতে ব্রহ্মা চণ্ডীপূজা করিয়াছিলেন ও সেই দিবস যুগের প্রধান, এইজন্য ঐদিনে চণ্ডীপূজা করিতে হয়।

মাঘমাসের শুক্লানবমীর নাম মহানন্দা, সেই দিনে স্নানাদি করিলে তাহার ফল অক্ষয় হয়।

শ্রীরামনবমী—চৈত্র মাসের পুনর্ব্বসুনক্ষত্রযুক্ত শুক্লানবমীতে ভগবান্ রামরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এইজন্য এই তিথির নাম রামনবমী। কোটিসূর্য্যগ্রহণকালের ন্যায় ঐ দিনে যাহা কিছু করা যায়, তাহা অক্ষয় ফলপ্রদ হয়।

রামনবমী বৈষ্ণবের পক্ষে অষ্টমীবিদ্ধা কর্ত্তব্য নহে অর্থাৎ বিষ্ণুপরায়ণ ব্যক্তি দশমীযুক্ত হইলে উপবাসাদি করিবে। উপবাসের পর দশমীতে পারণ করিবে, যদি পরদিনে দশমী না থাকে, সেই দিনে একাদশী হয়, তবে অষ্টমী বিদ্ধাতে সাধারণেই উপবাস করিবে।

দশমী—শুক্লপক্ষীয় দশমী একাদশীযুক্ত ও কৃষ্ণপক্ষের দশমী নবমীযুক্ত হইলে গ্রাহ্য, অর্থাৎ উপবাস ও দৈব-পৈত্রকর্ম্মে উক্ত প্রকার প্রসিদ্ধ।

দশহরা—জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের দশমীকে দশহরা কহে, উক্ত দিনে গঙ্গাস্নান করিলে দশবিধ পাপক্ষয় হয়, এইজন্য ইহার নাম দশহরা।

জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের দশমীতে যদি হস্তানক্ষত্র যোগ হয়, তাহা হইলে গঙ্গাস্নানমাত্র দশজন্মকৃত দশবিধ পাপ নষ্ট হয়।

বিজয়াদশমী—আশ্বিনের শুক্লাদশমীর নাম বিজয়াদশমী। সেই দশমী তিথি উদয়ে প্রশস্ত। এই দশমীতে দেবীর বিসর্জ্জন করিতে হয়। এই দশমী পরযুক্ত হইলে গ্রাহ্য নহে।

একাদশীর সহিত যুগ্মাদরহেতু পরযুত অর্থাৎ দ্বাদশীযুক্ত একাদশীই প্রশস্ত। উভয়পক্ষীয় একাদশীতেই গৃহস্থ, যতি, ব্রহ্মচারী ও সাগ্নিক সকলেই উপবাস করিবে। কিন্তু পুত্রবান্ গৃহস্থ কৃষ্ণপক্ষে উপবাস করিবে না। শয়ন ও বোধন মধ্যে যে কৃষ্ণপক্ষীয় একাদশী, তাহাতে পুত্রবান্ গৃহস্থব্যক্তিও উপবাস করিবে। এতদ্ভিন্ন অন্য কৃষ্ণপক্ষের একাদশীতে উপবাস করিবে না। আর পুত্রবতী সধবা কোন একাদশীই করিবে না। উপবাস করিলে স্বামীর আয়ুঃক্ষয় হইয়া থাকে। কিন্তু স্বামীর অনুমতি লইয়া উপবাস করিতে পারে। যে নারী বিধবা হয়, তাহার একাদশীব্রত উভয়পক্ষেই কর্ত্তব্য। যদি না করে, তাহা হইলে তাহার সমস্ত পুণ্যাদির নাশ ও ব্রহ্মহত্যাজনিত পাতক হয়।

বৈষ্ণবদিগের পক্ষে শুক্ল ও কৃষ্ণ বলিয়া একাদশীর প্রভেদ নাই। যে ব্যক্তি এইরূপ সমান জ্ঞান করে, সে ব্যক্তি বৈষ্ণব। বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ বৈষ্ণবেরা ভক্তিযুক্ত হইয়া পক্ষে-পক্ষে একাদশীর উপবাস করিবে। ইহাদিগের মধ্যে গৃহস্থ পুত্রবান্ বলিয়া কোন প্রভেদ নাই। বিষ্ণুভক্তের পক্ষে একাদশী নিত্যব্রত। বিষ্ণুর প্রীত্যর্থে একাদশী তাহাদের নিত্য কর্ত্তব্য।

ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি যে সকল পাতক আছে, তাহা একাদশীর দিনে অন্নকে আশ্রয় করিয়া বাস করে। অতএব ঐ দিনে অন্নভক্ষণ করিলে সেই সমস্ত পাপ তাহাকে আশ্রয় করে। কিন্তু একাদশীর দিনে অন্নভক্ষণ করিতে নাই। আর ৮ বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া ৮০ বৎসর পর্য্যন্ত একাদশীর উপবাস করা কর্ত্তব্য।

একাদশীর ব্যবস্থা—পূর্ণ একাদশী অর্থাৎ ষষ্টিদণ্ডাত্মিকা একাদশীকে পরিত্যাগ করিবে। যদি দ্বিতীয় দিনে কিছুকাল একাদশী থাকে, তবে পূর্ণ একাদশীকে পরিত্যাগ করিয়া ঐ দ্বিতীয় দিনে উপবাস করিতে হইবে। আর যদি দ্বাদশীতে পারণযোগ্য কাল না পায় অর্থাৎ পূর্ব্বদিনে ৬০ দণ্ড একাদশী, পরদিনে ১ দণ্ড তৎপরে দ্বাদশী ও রাত্রিশেষে দ্বাদশীর ক্ষয় হইয়া ত্রয়োদশী হইয়াছে, এমন স্থলে পূর্ণাকেই গ্রাহ্য করিবে। কারণ এরূপ স্থলে পারণযোগ্যকাল পাওয়া যায় না। আর যদি পূর্ব্বদিনে দশমীযুক্তা একাদশী আর পরদিনে দ্বাদশীযুক্তা একাদশী অর্থাৎ পূর্ব্বদিনে ১৫ দণ্ডের পর একাদশী হইয়াছে এবং পরদিনে যদি পারণযোগ্যকাল পর্য্যন্ত দ্বাদশী থাকে বা না থাকে, তথাপি দশমীযুক্ত একাদশী পরিত্যাগ করিতে হইবে।

দশমীবিদ্ধা একাদশী কখন করিবে না। যদি সূর্য্যোদয়ের পর অল্পকাল দশমী, পরে একাদশী ও তাহার ক্ষয় হইয়া দ্বাদশী হয়, তবে শুদ্ধ দ্বাদশীতেই উপবাস করিয়া ত্রয়োদশীতে পারণ করিবে। এইরূপ একাদশী করিলে শত যজ্ঞের ফল হয়। কিন্তু এরূপ অতি দুর্লভ।

যদি একাদশী ষষ্টিদণ্ডাত্মিকা পরদিনে না থাকে, ও দ্বাদশী হয়, তবে দ্বাদশীর একপাদ পরিত্যাগ করিয়া পারণ করিবে। কারণ দ্বাদশীর প্রথম পাদ একাদশীর তুল্য। একাদশী ব্রত নিত্য, এই নিমিত্ত তাহাদের অশৌচাদির প্রতিবন্ধক হইলেও ব্রতভঙ্গ হয় না।

যদি একাদশীর দিনে স্ত্রীলোক রজস্বলাদি কারণে অশুদ্ধ থাকে, তবে স্বয়ং উপবাস করিয়া অন্য দ্বারা পূজাদি করাইবে। একাদশী করিতে না পারিলে তাহার অনুকল্প আছে, উপবাসা-সমর্থ ব্যক্তি যদি ফল-মূল বা জলাহার করে, বা একবার হবিষ্য বা বিষ্ণুর নৈবেদ্য ভোজন করে, তবে সে প্রত্যবায়ী হইবে না। আর উপবাস করিতে একেবারে অসমর্থ হইলে একজন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে বা আপনি যাহা আহার করিবে তাহার মূল্যের দ্বিগুণ ব্রাহ্মণকে দান করিবে।

এইস্থলে বিশেষ নিয়ম এই যে, বিষ্ণুশয়ন, পার্শ্বপরিবর্ত্তন ও উত্থান একাদশীতে ঐ পূর্ব্বোক্ত নিয়ম থাকিবে না।

ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন, যে আমার শয়ন, উত্থান ও পার্শ্বপরিবর্ত্তন একাদশীতে যে ফল-মূল ও জলমাত্র ভক্ষণ করে, সে আমার হৃদয়ে শল্য নিক্ষেপ করে। এইজন্য এই সকল একাদশী সকলেরই কর্ত্তব্য। ভীমএকাদশী সম্বন্ধেও এইরূপ জানিতে হইবে।

একাদশীদিনে পতিতশ্রাদ্ধ ও সপিণ্ডীকরণ প্রভৃতি করিতে হয়। [পতিতশ্রাদ্ধ দেখ।]

দ্বাদশী—যুগ্মত্ব-হেতু অর্থাৎ যুগ্মাদরপ্রযুক্ত দ্বাদশী প্রশস্তা।

বৈশাখ মাসের শুক্লাদ্বাদশীকে বৈষ্ণবীতিথি বা পিপীতকী দ্বাদশী কহে। অতএব ঐ দিনে পিপীতকীব্রত করিবে।

জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লাদ্বাদশীকে বিশোকা দ্বাদশী কহে। ঐ দিনে বিষ্ণুপূজা করিতে হয়।

আষাঢ়ের শুক্লাদ্বাদশী রাত্রিতে বিষ্ণুর শয়ন, ভাদ্রের শুক্লাদ্বাদশীতে পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন ও কার্ত্তিকের শুক্লাদ্বাদশীতে উত্থান হয়। যদ্যপি অনুরাধানক্ষত্র হয়, তাহা হইলে উত্তম, নচেৎ তিথিমাহাত্ম্য হেতু রাত্রিযোগে বিষ্ণুর শয়ন করাইবে। শ্রবণানক্ষত্রে পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন ও রেবতীনক্ষত্রে উত্থান করাইবে। বিষ্ণুর নিশিতে শয়ন-দিনে উত্থান ও সন্ধ্যায় পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করাইবে।

যদি ঐ সকল নক্ষত্র তিথিতে সম্যক্ যোগ না হয়, তবে পাদযোগ হইলেও ঐ সকল কর্ম্ম অর্থাৎ শয়নোত্থানাদি করাইবে। বিষ্ণু কোন সময়ই দিবাতে শয়ন ও রাত্রিতে উত্থান বা পার্শ্বপরিবর্ত্তন করেন না।

শয়ন, পার্শ্বপরিবর্ত্তন ও উত্থানে যদি দ্বাদশীতে তত্তৎ নক্ষত্র-যোগ না হয়, তাহা হইলে একাদশী, ত্রয়োদশী, চতুর্দ্দশী ও পূর্ণিমা এই চারি তিথির মধ্যে যে তিথিতে নক্ষত্রের পাদযোগ হয়, সেই তিথিতেই শয়নাদিকৃত্য হইবে। কিন্তু একাদশ্যাদি পূর্ণিমা পর্য্যন্ত কোন তিথিতে নক্ষত্রযোগ না হয়, তবে দ্বাদশীতে সন্ধ্যাসময়ে উক্ত কার্য্যসকল হইবে। আর যদি দ্বাদশী দিনে রাত্রিতে রেবতীর অন্তপাদ যোগ হয়, তবে দিবার তৃতীয় ভাগে উত্থান হইবে।

ভাদ্রের শুক্লপক্ষীয় দ্বাদশীতে যদি শ্রবণানক্ষত্রের যোগ হয়, তবে সেই তিথিকে শ্রবণাদ্বাদশী ও বিজয়াদ্বাদশী কহে। ঐ দিনে উপবাস ও বিষ্ণুপূজা করিলে অত্যন্ত ফল হয়। যদি ঐ নক্ষত্র একাদশীতে যুক্ত হয়, তাহা হইলে একাদশীর উপবাসেই দ্বাদশীর উপবাসের ফল সিদ্ধ হয়। কারণ দ্বাদশী হইতে একাদশীর কাম্যত্ব আছে। আর যদি একাদশীতে যোগ না হইয়া দ্বাদশীতে যোগ হয়, তবে একাদশী ও দ্বাদশী দুই দিনেই উপবাস হইবে। শ্রবণানক্ষত্রের অবসানে পারণ করিতে হইবে।

অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লাদ্বাদশীকে অখণ্ডা দ্বাদশী কহে।

ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশীতে পুষ্যানক্ষত্র যোগ হইলে গোবিন্দদ্বাদশী কহে। এই দ্বাদশীতে গঙ্গাস্নান করিলে মহৎ ফল হয়। এইদিনে গঙ্গাস্নানের মন্ত্র—

"মহাপাতক সংজ্ঞানি যানি পাপানি সন্তি মে।
গোবিন্দদ্বাদশীং প্রাপ্য তানি মে হর জাহ্নবি॥"

ত্রয়োদশী—শুক্লাত্রয়োদশী দ্বাদশীযুক্তা ও কৃষ্ণাত্রয়োদশী চতুর্দ্দশীযুক্তা প্রশস্ত।

ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাত্রয়োদশীতে যদি মঘানক্ষত্র যোগ হয়, তাহা হইলে মধু ও পায়স দ্বারা পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করিবে। এস্থলে বিবেচনা করিয়া দেখ, শঙ্খ-বচনে মধু ও পায়স দ্বারা, মনু-বচনে যৎকিঞ্চিৎ মধু দ্বারা ও বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে উক্ত শ্রাদ্ধ নিত্য উক্ত হইয়াছে, কিন্তু এখন কেবল মধু বা মধুপায়স দ্বারা করিতে হইবে, এই সন্দেহভঞ্জনের নিমিত্ত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ও শাতাতপে এইরূপ লিখিত আছে—

"পিতরঃ স্পৃহয়ন্ত্যন্নমষ্টকাসু মঘাসু চ।
তস্মাদ্দদ্যাৎ সদোদ্যুক্তো বিদ্বৎসু ব্রাহ্মণেষু চ॥" (শাতাতপ°)
"মঘাযুক্তা চ তত্রাপি শস্তা রাজংস্ত্রয়োদশী।
তত্রাক্ষয়ং ভবেৎ শ্রাদ্ধং মধুনা পায়সেন চ॥" (বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর)

এস্থলে প্রথমোক্ত বচনে ব্রাহ্মণের পক্ষে অন্ন দিয়া মঘা-ষ্টকাদি যাবতীয় অষ্টকা-শ্রাদ্ধ করিতে ও পর-বচনে মধু ও পায়স দ্বারা শ্রাদ্ধ করিতে বিধি আছে। এইস্থলে স্মার্ত্ত-ভট্টাচার্য্য (তত্রাশ্বযুক্ কৃষ্ণপক্ষে অন্ন মৎ শ্রাদ্ধং তন্মধুযোগেন

পায়সংযোগেন বা ক্ষয়ং ভবেৎ) এইরূপ কহিয়াছেন। এবং মনু-বচনের স্থলে (অতোহন্য স্তত্বাং শূদ্রস্থাপ্যাধিকারঃ) এইরূপ বলিয়াছেন।

আশ্বিন মাসের দশম দিন পর্য্যন্ত হস্তানক্ষত্রের অধিকার, অর্থাৎ ১০ দিন পর্য্যন্ত হস্তানক্ষত্রে সূর্য্য থাকেন। তাহাতে যদি মঘানক্ষত্রযুক্ত কৃষ্ণাত্রয়োদশী হয়, তবে তাহাকে গজচ্ছায়াযোগ কহে। তাহাতে উক্ত শ্রাদ্ধ করিলে পূর্ব্বাপেক্ষা ফলাধিক্য হয়। ইহাতে বিভক্ত-অবিভক্ত প্রভেদ নাই, অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ সকলেই করিতে পারে।

যেমন বার্ষিক একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধে জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠের ভেদ নাই, ইহাতেও সেই প্রকার। এই শ্রাদ্ধে পুত্রবান ব্যক্তির পিণ্ডদান করিতে নাই। যে শ্রাদ্ধে পিণ্ডদান নিষেধ হয়, সেই শ্রাদ্ধে স্বধাবচন (স্বধাং বাচয়িষ্যে") পাঠ করিয়া পবিত্র মোচন করিবে না। কিন্তু ইহাতে অগ্নিদগ্ধের পিণ্ড দিতে হইবে।

বারুণী—চৈত্র মাসের শতভিষানক্ষত্রযুক্তা কৃষ্ণাত্রয়োদশীকে বারুণী কহে। ইহাতে গঙ্গাস্নান করিলে শতসূর্য্যগ্রহণকালীন গঙ্গাস্নানের ফল প্রাপ্ত হয় এবং ইহাতে যদি শনিবার যোগ হয়, তবে ইহাকে মহাবারুণী কহে। ইহাতে স্নান করিলে কোটিসূর্য্যগ্রহণকালীন স্নানের ফললাভ হয়। আর যদি শনিবারে শতভিষানক্ষত্র শুভযোগের সহিত সংযুক্ত হয়, তাহাকে মহামহাবারুণী কহে, এই মহামহাবারুণীতে গঙ্গাস্নান করিলে তিন কোটি কুল উদ্ধার হয়। এস্থলে ফাল্গুনের মুখ্যচান্দ্র ও চৈত্রের গৌণচান্দ্র থাকিলেও স্নানের সঙ্কল্প করিতে হইলে চৈত্র মাসের উল্লেখ হইবে। সধবা স্ত্রীলোক বারুণীতে স্নান করিবে না এবং সামান্য শতভিষা অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত প্রকার যোগাদি অপ্রাপ্তে যে শতভিষা তাহাতেও স্নান করিবে না। শতভিষানক্ষত্রযুক্ত চান্দ্রে যে নারী স্নান করে, সে নিশ্চয়ই সপ্তজন্ম বিধবা ও হতভাগিনী হয়। বারুণীতে স্নানে দিবারাত্র-সন্ধ্যা বিচার নাই, অর্থাৎ কি দিন, কি রাত্রি, কি সন্ধ্যা, যখন তিথি-নক্ষত্রের সমাগম হইবে, তখনই স্নান করিতে হইবে। ঐ দিনে গৃহস্থিত গঙ্গাজলে স্নান করিলেও অশ্বমেধের ফল হয়।

চৈত্র মাসের ত্রয়োদশীতে মদনের পূজা করিতে হয়। চৈত্র মাসের শুক্লাত্রয়োদশীতে যে মদনের পূজা করিয়া বাজন করে, তাহার সম্বৎসর কোন বিপদ্ হয় না।

চতুর্দ্দশী—শুক্লাচতুর্দ্দশী পূর্ণিমাযুক্ত ও কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী ত্রয়োদশীযুক্ত হইলে গ্রহণীয়। কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী এবং চতুর্দ্দশী উপবাসাদি কার্য্যে পরবিদ্ধা ত্যাগ করিয়া পূর্ব্ববিদ্ধাতে করিবে।

জ্যৈষ্ঠের কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীর নাম সাবিত্রীচতুর্দ্দশী। এই চতুর্দ্দশী তিথিতে অবৈধব্য-কামনায় স্ত্রীগণ শ্রদ্ধা ও ভক্তি দ্বারা সাবিত্রীব্রত করিবে। এই ব্রত অনন্তচতুর্দ্দশীর ন্যায় ১৪ বৎসর করিতে হয়।

সাবিত্রীব্রত পরবিদ্ধা কর্ত্তব্য। যদি দুই দিনেই ব্রতকাল পায়, তবে পরদিনে ব্রত করিবে। আর যদি উভয় দিনের প্রদোষসময়ে চতুর্দ্দশী লাভ না হয়, তবে পরদিনে ব্রত করিবে, ব্রতের কাল প্রদোষ, অর্থাৎ রজনীমুখ সময়ে করিবে।

"চতুর্দ্দশ্যামমাবাস্যা যদা ভবতি নারদ।

উপোষ্যা পূজনীয়া সা চতুর্দ্দশ্যাং বিধানতঃ॥" (জ্যোতিষে)

ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাপক্ষীয় চতুর্দ্দশীকে অঘোরাচতুর্দ্দশী কহে। ইহাতে শিবপূজা ও উপবাস করিলে শিবলোকপ্রাপ্তি হয়।

ভাদ্রমাসের শুক্লাচতুর্দ্দশীকে অনন্তচতুর্দ্দশী কহে। এই অনন্তচতুর্দ্দশীতে ব্রত করিলে সর্ব্বকাম ও সর্ব্বফললাভ হয়। এই অনন্তব্রতের নিমিত্ত পূজাহোমাদি করিতে হয়। এই ব্রত পূর্ব্বাহ্ণকালে না করিতে পারিলে মধ্যাহ্নকালে করিলেও ব্রত সিদ্ধ হইবে।

কার্ত্তিকের কৃষ্ণপক্ষের উদয়গামিনী চতুর্দ্দশীর নাম ভূতচতুর্দ্দশী। এই তিথিতে গঙ্গাস্নান, হোম ও তর্পণ করিতে হয়। অপামার্গ-পল্লব মস্তকোপরি ভ্রমণ করাইবে এবং প্রদোষে দীপদান করিবে। ঐ তিথিতে দীপদান করিলে নরক হইতে উদ্ধার হয়। আর যমতর্পণের যে সকল মন্ত্র আছে, সেই মন্ত্র বলিয়া এক এক উদ্দেশে তিলের সহিত তিনবার জল দান করিবে।

অপামার্গ মস্তকোপরি ভ্রমণের মন্ত্র—

"শীতলোষ্ঠসমাযুক্তসকণ্টকদলান্বিত।

হর পাপমপামার্গ ভ্রাম্যমানঃ পুনঃপুনঃ॥"

অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশীকে পাষাণচতুর্দ্দশী কহে। এই তিথিতে রাত্রিকালে গৌরীর অর্চ্চনা করিয়া পাষাণাকার পিষ্টক ভোজন করিয়া ব্রত করিবে।

মাঘ মাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীকে রটন্তীচতুর্দ্দশী কহে। ইহাতে অরুণোদয় কালে স্নান করিলে যমভয় থাকে না। স্নান ও তর্পণে সকল পাপমুক্তি হয়। ঐ চতুর্দ্দশীতে রটন্তীপূজা হয়। যদি ঐ তিথি দুইদিনেই অরুণোদয়কাল পায়, তবে পূর্ব্বদিনে স্নান ও আর যেদিন সন্ধ্যামুখ পাইবে, সেইদিনে রটন্তীপূজা করিবে। ঐ রটন্তীপূজা পৌষের গৌণচান্দ্র ও মাঘের মুখ্যচান্দ্র হইবে।

মাঘ মাসের শেষেই হউক আর ফাল্গুন মাসের প্রথমেই হউক, কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী তিথিকে শিবচতুর্দ্দশী কহে এবং

তাহাতে শিবরাত্রি ব্রত করিবে। কিন্তু মাঘের গৌণচন্দ্র ও ফাল্গুনের মুখ্যচন্দ্র গ্রহণীয়। মাঘমাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতে রবিবার কি মঙ্গলবার হয়, তাহা হইলে ইহার ফলের আধিক্য হয়। আর রবি বা মঙ্গলবারযুক্ত ব্রতদিবসে শিবযোগ যদি হয়, তাহা হইলে এই ব্রতফল উত্তম হইতেও উত্তমতম হয়। এই তিথি যদি পূর্ব্বদিনে মহানিশি পায় ও পরদিনে প্রদোষ পায়, তাহা হইলে পূর্ব্বদিনে ব্রত ও উপবাস হইবে। পূর্ব্বদিনে মহানিশিতে চতুর্দ্দশী না পাইয়া যদি পরদিনে প্রদোষ লাভ হয়, তবে পরদিনে ব্রতাদি করিবে।

পূর্ব্বে জন্মাষ্টমী প্রকরণে কথিত হইয়াছে, যে তিথির অন্তে পারণ করিবে, কিন্তু তাহা কেবল জন্মাষ্টমীর পক্ষে, এখানে সে বিধি নহে। এখানে যে তিথিতে উপবাস সেই তিথিতেই পারণ উচিত। মধ্যরাত্রিব্যাপিনী চতুর্দ্দশীতে যদি শিবরাত্রিব্রতকাল হয়, অর্থাৎ দিবসে চতুর্দ্দশী পতিত হইয়া মধ্যরাত্রিব্যাপিনী হইয়াছে, তাহা হইলে সেই চতুর্দ্দশীতেই পারণ করিবে। ইহাতে ফলাধিক্য আছে—

"ব্রহ্মাণ্ডোদরমধ্যেতু যানি তীর্থানি সন্তি বৈ।
পূজিতানি ভবন্তীহ ভূতায়াং পারণে কৃতে॥" (স্কান্দপু°)

এই পৃথিবীর মধ্যে যে সকল তীর্থ আছে, চতুর্দ্দশীতে পারণ করিলে তাহাদের পূজার ফল প্রাপ্ত হয়। যদি পরদিনে উক্ত চতুর্দ্দশী না থাকে ও পরদিনে প্রদোষব্যাপিনী তিথি না হয়, তবে পূর্ব্ব নিশীথব্যাপিনী চতুর্দ্দশীতে উপবাস ও অমাবস্যাতে পারণ করিতে হইবে।

চৈত্রমাসের কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীকে অঙ্গারকচতুর্দ্দশী কহে। ঐ দিনে গঙ্গাস্নানে ও গঙ্গাতে ভোজনকরণে পিশাচত্ব প্রাপ্ত হয় না। এস্থলে ফাল্গুনের মুখ্যচন্দ্র ও চৈত্রের গৌণচন্দ্র ব্যবস্থা।

পূর্ণিমা।—চতুর্দ্দশীর সহিত যুগ্মত্ব হেতু পূর্ণিমা গ্রাহ্য এবং দৈবকর্ম্মে আদরণীয়। অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে গঙ্গাস্নান করিলে যমপুর দর্শন হয় না। যদি পূর্ণিমাতে চন্দ্র ও বৃহস্পতিগ্রহের যোগ থাকে, তবে তাহাকে মহাপূর্ণিমা কহে। ইহাতে স্নান ও উপবাসের ফল হয়।

জ্যৈষ্ঠমাসের পূর্ণিমাতে জ্যেষ্ঠানক্ষত্রে যদি গুরু ও শশী থাকেন এবং সেইদিনে গুরুবার হয়, তাহা হইলে মহাজ্যৈষ্ঠী হয় অথবা জ্যেষ্ঠানক্ষত্রে কি অনুরাধানক্ষত্রে গুরুচন্দ্র উভয় থাকে, তাহা হইলে জ্যৈষ্ঠমাসের পূর্ণিমা মহাজ্যৈষ্ঠী নামে প্রসিদ্ধ। যখন জ্যেষ্ঠানক্ষত্রে অথবা অনুরাধা নক্ষত্রে বৃহস্পতি থাকেন এবং তৎপঞ্চদশকে অর্থাৎ রোহিণী ও মৃগশিরা নক্ষত্রে রবি থাকেন ও জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রযুক্ত শশী হইলে পূর্ণিমা মহাজ্যৈষ্ঠী হয়।

জ্যৈষ্ঠনামা সম্বৎসরে জ্যৈষ্ঠমাসের পূর্ণিমা জ্যেষ্ঠানক্ষত্রযুক্ত হইলে মহাজ্যৈষ্ঠীযোগ হয়।

যে বৎসর মধ্যে জ্যেষ্ঠা কিংবা মূলা নক্ষত্রে বৃহস্পতির উদয় বা অস্ত হয়, সেই বৎসরকে জ্যৈষ্ঠনামাবৎসর কহে।

পূর্ণিমা মন্বন্তরার বিষয় পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, মাঘ ও শ্রাবণী পৌর্ণমাসীতে এবং আশ্বিনের কৃষ্ণাত্রয়োদশীতে শ্রাদ্ধ করা আবশ্যক। যদি পূর্ব্বদিনে সঙ্গমকালে পূর্ণিমা তিথি লাভ হয়, তবে ঐ দিনেই শ্রাদ্ধ করিবে। যদি উভয় দিনেই সঙ্গমকাল লাভ হয়, তবে পরদিনেই শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য। সূর্য্যোদয়ের মুহূর্ত্তত্রয়কে প্রাতঃকাল কহে, তৎপরে মুহূর্ত্তত্রয়ে সঙ্গমকাল।

কোজাগরপূর্ণিমা প্রদোষ পাইলেই গ্রাহ্য অর্থাৎ যে দিনে প্রদোষ ও নিশীথব্যাপিনী তিথি হয়, সেই দিনেই কোজাগর হইবে। যদি পূর্ব্বদিনে নিশীথ সময়ে ও পরদিনে প্রদোষে উক্ত তিথি প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে পরদিনে, তৎকৃত্য হইবে। যদি পূর্ব্বদিনে নিশীথকালে উক্ত তিথি হয় ও পরদিনে প্রদোষ সময়ে উক্ত তিথিপাত না হয়, তাহা হইলে নিশীথব্যাপিনী তিথিতে অর্থাৎ পূর্ব্বদিনে কোজাগরকৃত্য হইবে। কার্ত্তিকের পূর্ণিমাতে রাসযাত্রা ও মন্বন্তরা হয়।

পৌষমাসের পূর্ণিমা অতীত হইয়া মাঘমাসের পূর্ণিমা পর্য্যন্ত প্রতিদিন যথানিয়মে বিষ্ণুপূজা করিবে, আর ঐ সময় পর্য্যন্ত মূলক ভক্ষণ করিবে না। মাঘমাসে মূলা ভক্ষণ করিলে অধিক দোষ হয়।

ফাল্গুনের পূর্ণিমার নাম দোলপূর্ণিমা, ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা করিবে। [দোল দেখ।]

অমাবস্যা। অমাবস্যা প্রতিপদ্‌যুক্ত হইলেই গ্রাহ্য। ভাদ্রের অমাবস্যাকে মহালয়া কহে। ঐদিনে বিহিত পার্ব্বণ-শ্রাদ্ধ ও ষোড়শ পিণ্ড দান করিতে হয়।

কার্ত্তিকের অমাবস্যাকে দীপান্বিতা অমাবস্যা কহে। ঐদিনে পার্ব্বণশ্রাদ্ধ করিতে হয়। যে মহালয়াতে এই শ্রাদ্ধ না করে, সেই ব্যক্তি দীপান্বিতাতে এই শ্রাদ্ধ করিবে।

কার্ত্তিকমাসের অমাবস্যাতে নারিকেল দধি, ক্ষীর ও গুড়াদি দ্বারা দেবগণ ও পিতৃগণকে ভক্তিপূর্ব্বক অর্চ্চনা ও পার্ব্বণ-শ্রাদ্ধ করিবে। ইহাতে দীপদান করিতে হয়। কারণ পিতৃগণ আসিয়া শ্রাদ্ধভাগ গ্রহণ করেন এবং প্রতিগমনকালে ঐ আলোকে তাহাদের পথ দেখাইতে হয়।

আর ঐ দিনে লক্ষ্মীপূজা ও উক্ত সময়ে দেবগৃহে দীপদান করিবে! তন্ত্রমতে এইদিনে কালিকাপূজারই ব্যবস্থা দেখা যায়। এই পূজা প্রদোষকালে করিতে হয়। যদ্যপি উভয় দিন এই তিথি প্রদোষব্যাপিনী, হয়, তাহা হইলে

যুগাদির হেতু পরদিনে হইবে। উভয়দিনে প্রদোষকাল না পাইলে পার্ব্বণের অনুরোধে পরদিনে উল্কাদান করিবে।

"অমাবস্যা যথা রাত্রৌ দিবাভাগে চতুর্দ্দশী।
পূজনীয়া তদা লক্ষ্মীর্বিজ্ঞেয়া সুখরাত্রিকা॥"

যদি দিবাভাগে চতুর্দ্দশী, রাত্রিতে অমাবস্যা হয়, তাহা হইলে এই দিনে লক্ষ্মীপূজা করিবে এবং ইহার নাম সুখরাত্রিকা। কিন্তু ইহার একটী বিশেষ বচনে যদি পরদিনে একদণ্ড রজনী পর্য্যন্ত অমাবস্যা থাকে, তাহা হইলে পূর্ব্বদিন ত্যাগ করিয়া পরদিনে লক্ষ্মীপূজা হইবে।

"দণ্ডৈকো রজনীযোগো দর্শস্য স্যাৎ পরেঽহনি।
তদা বিহায় পূর্ব্বেদ্যুঃ পরেদ্যুঃ সুখরাত্রিকা॥" (তিথিতত্ত্ব)

যদি উভয় দিনে প্রদোষসময়ে অমাবস্যা না পায়, তবে শ্রাদ্ধের পরক্ষণে দিবাতেই উল্কাদান করিবে। আর পূর্ব্বদিনে প্রদোষসময়ে অমাবস্যা যোগ হইয়া পরদিন শ্রাদ্ধকাল পায়, তাহা হইলে পূর্ব্বদিনে প্রদোষ-সময়ে উল্কাদান করিয়া পরদিন শ্রাদ্ধ করিবে। আর যদি উভয়দিনে প্রদোষকালে অমাবস্যা লাভ হয়, তাহা হইলে পর দিনে করিতে হইবে। (তিথিতত্ত্ব)

প্রতিপদাদি তিথিতে জন্মফল।

প্রতিপদে জন্ম হইলে সর্ব্বদা নানারত্নে বিভূষিত, মনোহর কান্তিবিশিষ্ট, প্রতাপশালী ও সূর্য্যবিম্বের ন্যায়, স্বীয় কুলরূপ কমলের প্রকাশ স্বরূপ হইয়া থাকে।

দ্বিতীয়ার ফল। দ্বিতীয়ায় জন্ম হইলে বিবিধ গুণযুক্ত ও গভীর হৃদয়সম্পন্ন, দানশীল, দয়ালু, নির্ম্মলচিত্ত, অতিশয় শূর, স্বীয় কুমুদকুলের চন্দ্রমাসদৃশ, বিপুল কীর্ত্তিশালী এবং নিজ ভুজবল দ্বারা অরাতিকুলকে পরাজিত করেন।

তৃতীয়ার ফল। তৃতীয়ায় জন্ম হইলে সকল গুণ, গভীরমনা, নৃপানুরাগী, বায়ুরোগযুক্ত, সর্ব্বলোকের উপকারক, অন্যাধিকারে আশয়ী, কৌতুকাপ্রিয়, সত্যবাদী ও সমস্ত বিদ্যাসম্পন্ন হইবে।

চতুর্থীর ফল। চতুর্থীতে জন্ম হইলে সর্ব্বদা স্বীয় পুত্রমিত্র ও প্রমদা-প্রমোদী, দ্যূতাভিলাষী, কৃপান্বিত, বিবাদশীল, বিবাদে বিজয়ী এবং কঠোর হয়।

পঞ্চমী ফল। পঞ্চমীতে জন্ম হইলে রাজমান্য, সুন্দরদেহ, দয়াবান্, পাণ্ডিত্যগ্রগণ্য, কামী, গুণবান্ ও বন্ধুজনের একমাত্র মাননীয় হইবে।

ষষ্ঠীর ফল। ষষ্ঠীতে জন্ম হইলে বিদ্বান্, বারিষ্ঠ, চতুর, সুন্দরকান্তিসম্পন্ন, আলম্বিত বাহুবিশিষ্ট, ব্রণাকীর্ণদেহ, সত্যপ্রতিষ্ঠ, ধনপুত্রযুক্ত ও চিরায়ু হয়।

সপ্তমীর ফল। সপ্তমীতে জন্ম হইলে কন্যাসন্ততিযুক্ত, অরাতিমাতঙ্গের মৃগেন্দ্রস্বরূপ, বিশালনেত্র, বিখ্যাত প্রতাপ, দেবদ্বিজের অর্চ্চনাপরায়ণ, রসিক, মহাত্মা এবং পিতৃধনহারী হইয়া থাকে।

অষ্টমীর ফল। অষ্টমী তিথিতে জন্ম হইলে রাজলব্ধ ধনসম্পন্ন, কৃশাঙ্গ, সুখী, দয়াবান্, যুবতীপ্রিয়, চতুষ্পদযুক্ত, ধনধান্যসম্পন্ন এবং উত্তম ধীর হয়।

নবমীর ফল। নবমীতে জন্ম হইলে বিরোধকর, সাধুগণের অগম্যস্থল, পরের অনিষ্টকর মতিসম্পন্ন, দুশ্চরিত্র, আচারবিহীন, কৃপণ ও কঠোর হয়।

দশমীর ফল। দশমীতে জন্ম হইলে বিদ্যাবিনোদী, ধনপুত্রযুক্ত, লম্বকর্ণবিশিষ্ট, কন্দর্পাপেক্ষা অধিক শ্রীসম্পন্ন, উদারচেতা, প্রশস্তান্তঃকরণবিশিষ্ট ও দয়ালু হয়।

একাদশীর ফল। একাদশী তিথিতে জন্ম হইলে ক্রোধোৎকটমূর্ত্তিবিশিষ্ট, ক্লেশসহনশীল, সুভাষী, যোগাদিকর্ত্তা, আত্মীয়বর্গের একমাত্র ভর্ত্তা, মহামতিসম্পন্ন, দেবগুরুপ্রিয় এবং অতিশয় হৃষ্ট হইবে।

দ্বাদশীর ফল। দ্বাদশীতে জন্ম হইলে অনেক সন্তানবিশিষ্ট, সর্ব্বজনানুরাগী, নৃপমান্য অতিথিপ্রিয়, প্রবাস-বাসহীন এবং ব্যবহারদক্ষ হয়।

ত্রয়োদশীতে জন্ম হইলে রূপযুক্ত দেহ, সাত্ত্বিকভাবশূন্য, বাল্যকালে সুখী, জননীর প্রিয়কর, সর্ব্বদা আলস্যযুক্ত এবং একমাত্র শিল্পগুণবেত্তা হইবে।

চতুর্দ্দশীতে জন্ম হইলে বিরুদ্ধস্বভাব, সর্ব্বদা রোষপরায়ণ, তস্কর, কঠোর, পরবঞ্চক, পরান্নভোজী ও পরদারচিত্ত হইয়া থাকে।

কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীর ফল পৃথক হইয়া থাকে, কৃষ্ণচতুর্দ্দশী তিথির পরিমাণ দণ্ডকে ৬ ভাগ করিবে, প্রথমভাগে জন্ম হইলে বালকের শুভ হইবে, দ্বিতীয়ভাগে জন্ম হইলে পিতার হানি, তৃতীয়ভাগে জননী, চতুর্থভাগে মাতুল, পঞ্চমে বংশনাশ, ষষ্ঠে ধনহানি ও আত্মবংশনাশ হইয়া থাকে।

পূর্ণিমায় জন্ম হইলে কন্দর্পতুল্য রূপবান, যুবতীপ্রিয়, ন্যায়োপার্জ্জিত ধনসম্পন্ন, সর্ব্বদা হর্ষযুক্ত, শূর, বলবান্ ও শাস্ত্রবিচারে দক্ষ হয়।

অমাবস্যায় জন্ম হইলে ক্রূর, সাহসিক, কৃতজ্ঞ, ত্যাগশীল এবং সর্ব্বদা চৌর্য্যকার্য্যরত হইবে।

সিনীবালী তিথিতে যদি দাসী, পত্নী, পশু, গরু, অশ্ব, মহিষী প্রভৃতির কোন একটী প্রসব হয়, তাহা হইলে গৃহস্বামীর ধনহানি হয়। যদি দেবরাজ ইন্দ্রেরও এরূপ ঘটনা হয়, তাহা হইলে তাঁহারও ধনহানি হইয়া থাকে। যেরূপ

-গণ্ড প্রভৃত দোষ বর্ণিত আছে, সিনীবালীতে প্রসব হইলে সেই-রূপ দোষকর হইবে। এই তিথিতে প্রসব হইলে গৃহস্বামীর আয়ুঃ ও ধননাশ হয়।

প্রতিপদাদি পঞ্চদশ তিথি নন্দা, ভদ্রা, জয়া, রিক্তা ও পূর্ণা এই পাঁচ সংজ্ঞায় বিভক্ত আছে।

তন্মধ্যে প্রতিপদ, একাদশী ও ষষ্ঠী এই তিন তিথির নাম নন্দা। দ্বিতীয়া, দ্বাদশী ও সপ্তমী ভদ্রা। তৃতীয়া, অষ্টমী ও ত্রয়োদশী জয়া। চতুর্থী, নবমী ও চতুর্দ্দশী এই তিন তিথি রিক্তা। পঞ্চমী, দশমী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যা এই কয় তিথির নাম পূর্ণা।

নন্দাতিথিতে জন্ম হইলে মহামানী, পণ্ডিত, দেবতা-ভক্তি-নিষ্ঠ এবং জ্ঞাতিগণের প্রিয়বৎসল হইয়া থাকে।

ভদ্রাতিথিতে জন্ম হইলে বন্ধুবর্গের মাননীয়, রাজসেবী, ধনবান্, সংসারভয়ভীত ও পরমার্থতত্ত্বপণ্ডিত হয়।

জয়াতিথিতে জন্ম হইলে রাজপূজ্য, পুত্রপৌত্রাদিসংযুক্ত, শূর, শাসনকর্ত্তা, দীর্ঘায়ুবিশিষ্ট ও মহাবিজ্ঞ হইয়া থাকে।

রিক্তাতিথিতে জন্ম হইলে ধনহীন, প্রমাদবিশিষ্ট, গুরু-নিন্দাকর, শাস্ত্রবেত্তা, শত্রুহন্তা ও ধার্ম্মিক হইবে।

পূর্ণাতিথিতে জন্ম হইলে ধনপূর্ণ, শাস্ত্রার্থের তত্ত্ববেত্তা, সত্যবাদী ও শুদ্ধচেতা হয়। (জ্যোতিষ নয়চন্দ্রিকা)

মৃত্যুতিথি-নির্ণয়।

বয়স, রাশি ও স্বরাঙ্ক একত্র যোগ করিয়া যুক্তাঙ্ককে ৫ দিয়া ভাগ করিলে অবশিষ্ট যাহা থাকিবে, তাহাদ্বারা নন্দাদি তিথি নির্ণীত হইবে। এক অবশিষ্ট থাকিলে নন্দাতিথিতে মৃত্যু হইবে। এইরূপে ২ অবশিষ্ট থাকিলে ভদ্রাতিথিতে, ৩ অবশিষ্ট থাকিলে জয়া, ৪ অবশিষ্ট থাকিলে রিক্তা, ও ৫ অবশিষ্ট থাকিলে পূর্ণা তিথিতে মৃত্যু হইবে।

মতান্তরে। বয়সের অঙ্ক, রাশির অঙ্ক ও স্বরাঙ্ক, একত্র যোগ করিয়া যুক্তাঙ্ককে ৫ দিয়া ভাগ করিলে অবশিষ্ট যাহা থাকিলে, তাহাদ্বারা নন্দাভদ্রাদি তিথি নির্ণয় করিবে।

বয়োরাশি স্বরাঙ্ক একত্র যোগ করিয়া যুক্তাঙ্ককে ৬ দিয়া ভাগ করিলে অবশিষ্ট অঙ্কদ্বারা মৃত্যু তিথি নির্ণয় করিবে। বয়সের অঙ্ক, স্বরাঙ্ক ও রাশির অঙ্ক একত্র যোগ করিয়া যুক্তাঙ্ককে ৬ দিয়া গুণ করিবে, পরে ঐ গুণফলকে ১৫ দিয়া ভাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা দ্বারা মৃত্যুতিথি স্থির হইবে। ১ অবশিষ্ট থাকিলে প্রতিপদ, ২ অবশিষ্ট থাকিলে দ্বিতীয়া, ৩ অবশিষ্ট থাকিলে তৃতীয়া ইত্যাদি।

চন্দ্রবলসাধন। শুক্লপ্রতিপদ্ হইতে ১০ দিবস অর্থাৎ শুক্লাদশমী পর্য্যন্ত চন্দ্রমধ্যবল, শুক্লা একাদশী হইতে দশদিবস অর্থাৎ কৃষ্ণাপঞ্চমী পর্য্যন্ত চন্দ্র পূর্ণবল, কৃষ্ণাষষ্ঠী হইতে দশদিবস অর্থাৎ অমাবস্যা পর্য্যন্ত চন্দ্র হীনবল।

তিথি-বিশেষে দ্রব্যাদি ভক্ষণ নিষেধ। প্রতিপদে কুষ্মাণ্ড ভক্ষণে অর্থহানি হয়, দ্বিতীয়াতে বৃহতী (ব্যাকুড়), তৃতীয়াতে পটোল, চতুর্থীতে মূলা, পঞ্চমীতে বেল, ষষ্ঠীতে নিম্ব, সপ্তমীতে তাল, অষ্টমীতে মাংস ও নারিকেল, নবমীতে তুম্বী (লাউ), দশমীতে কলম্বী, একাদশীতে শিম্বি, দ্বাদশীতে পূতিকা, ত্রয়োদশীতে বার্ত্তাকু, চতুর্দ্দশীতে মাষকলাই ও মাংস, অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় মাংসভক্ষণ নিষিদ্ধ।

আষাঢ়ের শুক্লা একাদশী হইতে কার্ত্তিকের শুক্লাদ্বাদশী পর্য্যন্ত শ্বেতশিম্বী, পটোল, বরবটী, কদম্ব, কলমীশাক, বার্ত্তাকু ও কথবেল এই সকল দ্রব্য ভক্ষণ নিষিদ্ধ।

কার্ত্তিকের শুক্ল একাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত মৎস্য ও মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ। (স্মৃতি)

তিথিবিশেষে যোগিনীনির্ণয়। প্রতিপদ্ ও নবমীতে পূর্ব্বদিকে, তৃতীয়া ও একাদশীতে অগ্নিকোণে, পঞ্চমী ও ত্রয়োদশীতে দক্ষিণে, চতুর্থী ও দ্বাদশীতে নৈর্ঋতে, ষষ্ঠী ও চতুর্দ্দশীতে পশ্চিমে, সপ্তমী ও পূর্ণিমাতে বায়ুকোণে, দ্বিতীয়া ও দশমীতে উত্তরে এবং অষ্টমী ও অমাবস্যাতে ঈশানে যোগিনী থাকে।

যাত্রার ফল। ষষ্ঠী, অষ্টমী, দ্বাদশী, পূর্ণিমা, কৃষ্ণপ্রতিপৎ, অমাবস্যা, রিক্তা, যমদ্বিতীয়া, অবম ও ত্র্যহস্পর্শে যাত্রা নিষেধ, এতদ্ভিন্ন অন্য তিথিতে যাত্রা শুভকর। রবি আদি করিয়া বারে দ্বাদশী প্রভৃতি তিথি হইলে দিনদগ্ধা হয়।

রবিবারে দ্বাদশী, সোমবারে একাদশী, মঙ্গলবারে দশমী ও বুধবারে সপ্তমী হইলে দিনদগ্ধা হয়, ইহাতে কোন শুভ কার্য্য করিবে না।

বর্ষপ্রবেশে তিথ্যানয়ন। গতবর্ষ সংখ্যাকে ১১ দ্বারা গুণ করিয়া এক স্থানে রাখিবে। পরে ঐ গুণফলকে ১৭০ দিয়া ভাগ করিলে যাহা ভাগফল লব্ধ হইবে, তাহা ঐ পূর্ব্বস্থাপিত অঙ্কের সহিত যোগ করিবে। এই যুক্তাঙ্ককে ৩০ দিয়া ভাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহার সহিত জন্ম-তিথ্যঙ্ক যোগ করিলে যে অঙ্ক হইবে, সেই অঙ্ক দ্বারা বর্ষ-প্রবেশের তিথি নির্ণীত হইবে, এই অঙ্ক ত্রিশের অধিক হইলে ৩০ দিয়া ভাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা গ্রহণ করিবে। কখন কখন নিরূপিত তিথির পূর্ব্বাপর তিথিতেও বর্ষপ্রবেশ হইয়া থাকে। (জ্যোতিষ)

তিথিভেদে দেবপূজা-ভেদ।

"যদ্দিনং যস্য দেবস্য তদ্দিনে তস্য সংস্থিতঃ।" (নারদ)

যে দেবতার যেদিন নির্দ্ধারিত আছে, সেইদিন সেই দেব-

তার সংস্থিতি হয়। প্রতিপদে অগ্নি, দ্বিতীয়াতে বেধা, দশমীতে যম, ষষ্ঠীতে গুহ, চতুর্থীতে গণনাথ, তৃতীয়াতে গৌরী, নবমীতে সরস্বতী, সপ্তমীতে ভাস্কর, অষ্টমী, চতুর্দ্দশী ও একাদশীতে শিব, দ্বাদশীতে হরি, ত্রয়োদশীতে মদন, পঞ্চমীতে ফণীশ, পর্ব্বদিনে (অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা ও পূর্ণিমা) ইন্দ্রপূজা করিবে, এই এই তিথিতে পূর্ব্বোক্ত দেবতা সকল পূজা করিলে আশুফলপ্রদ হয়। (অগ্নিপু°)

তিথিকৃত্য (ক্লী) তিথিষু কৃত্যং ৭তৎ। তিথিবিহিত কার্য্য। বিবাহাদি মাঙ্গলিক কর্ম্মসমূদয় যে যে তিথিতে কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে।

উদ্বাহ, যাত্রা, উপনয়ন, প্রতিষ্ঠা, চৌলকর্ম্ম, বাস্তুকর্ম্ম, গৃহপ্রবেশও সকল প্রকার মাঙ্গলিক কার্য্য শুক্লপক্ষের প্রতিপদে করিবে না।

"নোদ্বাহযাত্রোপনয়নপ্রতিষ্ঠা সীমন্তচৌলাখিল বাস্তুকর্ম্ম।
গৃহপ্রবেশাখিল মঙ্গলাস্তং কার্য্যং হি মাসাদ্যতিথৌঃ কদাচিৎ ॥"
(পীযূষধারাধৃত বসিষ্ঠোক্ত)

কেহ কেহ বলেন, শুক্লা-প্রতিপদের ন্যায় কৃষ্ণা-প্রতিপদও বর্জ্জনীয়, কিন্তু ইহা সুসঙ্গত নহে। কারণ মূলবচনে "মাসাদ্য তিথৌঃ" এইরূপ উল্লেখ আছে, কৃষ্ণ প্রতিপদও নিষিদ্ধ এইরূপ অভিপ্রায় হইলে "পক্ষাদ্য তিথৌঃ" এইরূপ উল্লেখ করা সঙ্গত ছিল। দ্বিতীয়াতে রাজার সপ্তাঙ্গ চিহ্ন, বাস্তু ও ব্রতপ্রতিষ্ঠা, যাত্রা, বিবাহ, বিদ্যারম্ভ, গৃহপ্রবেশ প্রভৃতি সকল প্রকার মাঙ্গলিক কার্য্য শুভজনক। তৃতীয়াতে এই এই কার্য্য হিতজনক নহে। পঞ্চমী তিথিতে ঋণপ্রদান ভিন্ন অন্যান্য মঙ্গলকার্য্য শুভকর। ষষ্ঠিতে অভ্যঙ্গ, যাত্রা ব্যতীত পৌষ্টিক মঙ্গলকার্য্য বিধেয়। দ্বিতীয়া, তৃতীয়া ও পঞ্চমীতে যে যে কার্য্য শুভকর, সপ্তমীতে সেই সেই কার্য্য শুভজনক। অষ্টমীতে সংগ্রামযোগ্য অখিল বাস্তুকর্ম্ম, শিল্প, বিবাহ প্রভৃতি বিধেয়।

দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, পঞ্চমী ও সপ্তমীতিথিতে যে যে কার্য্য উক্ত হইয়াছে, দশমীতে সেই সেই কার্য্য বিধেয়। একাদশীতে ব্রত, উপবাস, পিতৃকর্ম্ম, সমগ্র ধর্ম্মকার্য্য ও শিল্পকর্ম্ম বিধেয়। দ্বাদশীতে যাত্রা ও নবগৃহ ব্যতীত অন্যান্য শুভকর্ম্ম হিতকর। ত্রয়োদশীতে দ্বিতীয়াদি তিথি কথিত সকল প্রকার কার্য্য বিধেয়। পূর্ণিমাতে যজ্ঞক্রিয়া, পৌষ্টিক ও মঙ্গলকার্য্য, সংগ্রামযোগ্য অখিল বাস্তুকর্ম্ম, উদ্বাহ, শিল্পপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সমগ্র মঙ্গল কার্য্য করিতে পারা যায়।

অমাবস্যাতে পিতৃকর্ম্ম ভিন্ন অন্য শুভকর্ম্ম বর্জ্জনীয়। যদি মোহপ্রযুক্ত নিষিদ্ধ এই সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে সকলই বিনষ্ট হয়। (পী° ধা° বসিষ্ঠবচন)

তিথিক্ষয় (পুং) তিথীনাং তিথ্যুপলক্ষিতচন্দ্রকলানাং ক্ষয়ো ক্ষয়ারম্ভো যস্মিন্ বহুব্রী। ১ দর্শ, অমাবস্যা। (শব্দার্থচি°) তিথীনাং ক্ষয়ঃ ৬তৎ। ২ তিথির নাশ, দিনক্ষয়।

"একস্মিন্ সাবনেহহ্নি তিথীনাং ত্রিতয়ং যদা।
তদা দিনক্ষয়ঃ প্রোক্তস্তত্র সাহস্রিকং ফলং ॥" (জ্যোতিষ)

একদিনে তিনটী তিথি হইলে তাহাকে দিনক্ষয় কহে এবং ইহাতে বৈদিক ক্রিয়াকলাপ করিলে সহস্র গুণ ফল হয়। [অবম ও ত্র্যহস্পর্শ দেখ।]

তিথিপতি (পুং) তিথীনাং পতয়ঃ ৬তৎ। তিথিদিগের অধিপতি। ব্রহ্মা, বিধাতা, হরি, যম, শশাঙ্ক, ষড়ানন, শক্র, বসু, ভুজগ, ধর্ম্ম, ঈশ, সবিতা, মন্মথ এবং কলি এই সকল দেবতা প্রতিপদাদি তিথির যথাক্রমে অধিপতি। অমাবস্যার অধিপতি পিতৃগণ। অধিপতিদিগের সংজ্ঞা সদৃশ ক্রিয়াসকল উক্ত উক্ত তিথিতে করা কর্ত্তব্য। (বৃহৎসং ৯৯ অ°)

শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদের অধিপতি অগ্নি, দ্বিতীয়ার প্রজাপতি, তৃতীয়ার গৌরী, চতুর্থীর গণেশ, পঞ্চমীর অহি, ষষ্ঠীর গুহ, সপ্তমীর রবি, অষ্টমীর শিব, নবমীর দুর্গা, দশমীর যম, একাদশীর বিশ্ব, দ্বাদশীর হরি, ত্রয়োদশীর কাম, চতুর্দ্দশীর হর, পূর্ণিমা ও অমাবস্যার অধিপতি শশী।

"অগ্নি প্রজাপতির্গৌরী গণেশোঽহির্গুহো রবিঃ।
শিবো দুর্গা যমো বিশ্বো হরিঃ কামঃ হরঃ শশী।
পিতরঃ প্রতিপদাদীনাং তিথীনামধিপঃ ক্রমাৎ ॥" (জ্যোতিষ)

তিথিপ্রণী (পুং) তিথিং প্রণয়তি তিথি প্র-নী-কিপ্। চন্দ্র।

তিথিযুগ্ম (ক্লী) তিথ্যো তিথিবিশেষয়োঃ যুগ্মং ৬তৎ। তিথিবিশেষের যুগ্ম অর্থাৎ তিথিদ্বয়।

তিথিসন্ধি (পুং) তিথ্যোঃ সন্ধিঃ ৬তৎ। তিথির সন্ধি, পূর্ব্বাপর তিথির সন্ধি।

তিথী (স্ত্রী) তিথি কৃদিকারাদিতি বা ঙীষ্। (তিথি দেখ।]

তিথ্যর্দ্ধ (ক্লী) তিথীনাং অর্দ্ধং ৬তৎ। করণ।

তিন (দেশজ) ৩ সংখ্যা।

তিনকাল (দেশজ) ১ বাল্যাবস্থা, যৌবনাবস্থা ও প্রৌঢ়াবস্থা। ২ সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর। ৩ ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান। ৪ খণ্ড প্রলয়, দৈনন্দিন প্রলয় ও মহাপ্রলয়। ৫ যমত্রয়। ৬ সংহার। কর্ত্তাত্রয়। [ত্রিকাল দেখ।]

তিনখান (দেশজ) তিনখণ্ড। তিন্‌পাতী।

তিনগুণ (দেশজ) তিনবার গুণিত।

তিনাশ (দেশজ) তিনিশ বৃক্ষ।

তিনাশক (পুং) তিনিশ স্বার্থে কন্ পৃষোদরাদিত্বাৎ আত্বং। তিনিশ বৃক্ষ।

তিনি (দেশজ, তদ্ শব্দের প্রথমার ১ব) সেই, অনুপস্থিত মান্য ব্যক্তিতে প্রযুক্ত।

তিনিশ (পুং) বৃক্ষবিশেষ, মথুরা প্রভৃতি স্থলে তিনাশ এই নামে বিখ্যাত। পর্য্যায়—স্যন্দন, নেমী, রথদ্রু, অতিমুক্তক, বঞ্জুল, চিত্রকৃৎ, চক্রী, শতাঙ্গ, শকট, রথ, রথিক, ভস্মগর্ভ, মেষী, জলধর, স্যন্দনি, অক্ষক, তিনাশক। (Dalbergia Ougeinsis) ইহার গুণ—কষায়, উষ্ণ, কফ, রক্ত, অতিবাতাময়নাশক, গ্রাহক, দাহজনক, শ্লেষ্মা, পিত্ত রক্তদোষ, মেদ, কুষ্ঠ, প্রমেহ, শ্বিত্র, দাহ, ব্রণ, পাণ্ডু ও কৃমিনাশক। (ভাবপ্র°)

তিন্তিড় (পুং) তিন্তিড়ী পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। বৃক্ষাম্ল, তেঁতুল।

তিন্তিড়িকা (স্ত্রী) তিন্তিড়ী স্বার্থে কন্—টাপ্ পূর্ব্ব হ্রস্বশ্চ। তিন্তিড়ী।

তিন্তিড়া (স্ত্রী) তিম্যতে ক্লিদ্যতে মুখাভ্যন্তরমনেন তিম-ঈকন্ পৃষোদরা°। বৃক্ষবিশেষ, তেঁতুল। পর্য্যায়—চিঞ্চা, অম্লিকা, তিন্তিড়িক, তিন্তিড়ীকা, অম্লীকা, আম্লিকা, আম্লীকা, চুক্র, চুক্রা, চুক্রিকা, অম্লা, অত্যম্লা, ভুক্তা, ভুক্তিকা, চারিত্রা, শুক্লপত্রা, পিচ্ছিলা, যমদূতিকা, শাকচুক্রিকা, সুচুক্রিকা, সুতিন্তিড়া। (Tamarindos Indioa) কাঁচা তেঁতুলের গুণ—অত্যম্ল, কফ ও পিত্তকারক এবং বাতনাশক।

পাকা তেঁতুল দীপন, রুচিকারক, ভেদক, উষ্ণ, কফ ও বাতনাশক, বিষ্টম্ভনাশক, মধুরাম্ল, পিত্ত, দাহ, অস্র ও কফ-দোষ-প্রকোপক। পাকা তেঁতুলের রসের গুণ মধুরাম্ল, রুচি-প্রদ, শোফ ও পাককর, ইহা প্রলেপ দিলে ব্রণদোষ নষ্ট হয়। তেঁতুলপত্রের গুণ শোফ, রক্তদোষ ও ব্যথানাশক। তেঁতুলের শুষ্ক ত্বক্‌সারের গুণ—শূল ও মন্দাগ্নিনাশক। (রাজনি°) তেঁতুলের পক্বফল জলদ্বারা দৃঢ়রূপে মর্দ্দিত করিয়া শর্করা ও মরিচ মিশ্রিত করিবে, পরে লবঙ্গ ও হিঙ্গুদ্বারা সুবাসিত করিবে, এইরূপে যে পানীয় প্রস্তুত হয়, ইহা অতিশয় মুখরোচক, বাতনাশক, পিত্তশ্লেষ্মাকর ও বহ্নিরোধক। (ভাবপ্র°)

[তেঁতুল দেখ।]

তিন্তিড়ীক (ক্লী পুং) তিম-ঈকন্ নিপাতনাৎ সাধুঃ। বৃক্ষাম্ল, তেঁতুল। [তিন্তিড়ী দেখ।]

তিন্তিড়ীদ্যূত (ক্লী) তিন্তিড়ীভিঃ তিন্তিড়ীজাতদ্যূতৈঃ যদ্দ্যূতং। চুঙ্গুরী, কাঁই বিচির খেলা, তেঁতুলের বিচি লইয়া যে খেলা হয়, তাহাকে তিন্তিড়ীদ্যূত কহে।

তিন্তিরাঙ্গ (ক্লী) বজ্রলোহ।

তিন্তিলিকা (স্ত্রী) তিন্তিড়িকা ডস্য লত্বং। তিন্তিড়ী, তেঁতুলগাছ।

তিন্তিলী (স্ত্রী) তিন্তিড়ী ডস্য লত্বং। তেঁতুলগাছ।

তিন্তিলীকা (স্ত্রী) তিন্তিড়ীকা ডস্য লত্বং। তেঁতুলগাছ।

তিন্তিলীফল (ক্লী) জয়পাল বীজ।

তিন্দিশ (পুং) টিণ্ডিশবৃক্ষ। (রাজনি°)

তিন্দু (পুং) তিম্যতে আর্দ্রীভবতি তিম-কু প্রত্যয়েন নিপাতনাৎ সাধুঃ। তিন্দুক বৃক্ষ।

তিন্দুক (ক্লী) তিন্দুরিব কায়তি কৈ-ক। ১ কর্ষপরিমাণ, দুই তোলা। (বৈদ্যকপরি°) (পুং স্ত্রী) তিন্দু স্বার্থে কন্। রক্তলোধ্র বৃক্ষ। পীলুবৃক্ষ, হিন্দীভাষায় পীল, বৃক্ষবিশেষ, গাবগাছ। পর্য্যায়—স্ফূর্জ্জক, কালস্কন্ধ, শিতিশারক, স্ফূর্জ্জক, কেন্দু, তিন্দু, তিন্দুল, তিন্দুকি, তিন্দুকী, নীলসার, অতিমুক্তক, স্বর্য্যক, রামণ, স্ফূর্জন, স্পন্দনাহ্বয়, কালসার।

অপক্ব গাব ফলের গুণ—কষায়, গ্রাহী, বাতকারক, শীতল, লঘু। পক্ব গাবফলের গুণ—মধুর, স্নিগ্ধ, দুর্জ্জর, শ্লেষ্মদ, গুরু, ব্রণ ও বাতনাশক, পিত্ত, মেহ ও রক্তদোষকারক এবং বিষদ। (রাজনি°)

অপক্বগাব—ধারক, বায়ুবর্দ্ধক, শীতবীর্য্য ও লঘু। পক্ব-গাব—মধুর রস, গুরু, পিত্তদোষ, প্রমেহ, রক্তদোষ ও কফ-নাশক। (ভাবপ্র°)

তিন্দুকতীর্থ, তীর্থবিশেষ। এই তীর্থ মথুরার অতি সন্নিকট, এই তীর্থে স্নান-দানাদি করিলে বিষ্ণুলোক-প্রাপ্তি হয়।

(শ্রীবৃন্দাবনলীলামৃত)

তিন্দুকি (স্ত্রী) তিন্দুকী নিপাতনাৎ হ্রস্বঃ। তিন্দুক।

তিন্দুকিনী (স্ত্রী) তিন্দুকবদাকারঃ ফলেঽস্ত্যস্যাঃ তিন্দুক-ইনি ঙীপ্। আবর্ত্তকীলতা, কোকণদেশে ভগতবল্লী। (রাজনি°)

তিন্দুকা (স্ত্রী) তিন্দুক গৌরা° ঙীষ্। তিন্দুক।

তিন্দুল (পুং) তিন্দুক পৃষোদরাদিত্বাৎ কস্য ল। তিন্দুক।

তিন্নেবেলী (তিরু-নেল্-বেলী অর্থাৎ পবিত্র ধান্যের বেড়া বা বাঁশের বেড়া)—দাক্ষিণাত্যে মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত মদুরা রাজ্যের ভিতর একটী জেলা ও তাহার প্রধান নগর।

মদুরা যখন ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে আর্কটের নবাবের রাজ্যভুক্ত হয়, সেই সময় হইতেই তিন্নেবেলী একটী স্বতন্ত্র জেলারূপে গণ্য হয়। ইহার পরিমাণ ৫৩৮১ বর্গ মাইল। ভারতের দক্ষিণপূর্ব্বকোণে এই জেলাই একেবারে উপকূল-বর্ত্তী, ইহার উত্তরে ও উত্তরপূর্ব্বে মদুরা জেলা, দক্ষিণে মনআর উপসাগর, পশ্চিমে পশ্চিমঘাট পর্ব্বতমালা। এই পর্ব্বতমালা দ্বারাই ইহা ত্রিবাঙ্কুড় রাজ্য হইতে বিযুক্ত হইয়া রহিয়াছে। ভেম্বার নামক স্থান হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত উপকূলভাগ ৯৫ মাইল দীর্ঘ। জেলাটী দৈর্ঘ্যে ১২২ মাইল ও প্রস্থে ৭৫ মাইল। এখানকার ভূমি সাধারণতঃ

সমতল, জমীর ঢাল পূর্ব্বদিকে। পশ্চিমে পর্ব্বতমালা ৫০০০ ফিট্ উচ্চ। পর্ব্বততলে জমীর উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৮০০ ফিটের অধিক নহে। জেলায় ৩৪টী নদী আছে, তন্মধ্যে প্রধান তাম্রপর্ণী ৮০ মাইল দীর্ঘ, পশ্চিমঘাটে উৎপন্ন হইয়াছে। পাপনাশম্ নামক স্থানে ইহার একটী সুন্দর জলপ্রপাত আছে। চিত্রানদী ইহার প্রধান উপনদী, ইহা কুত্তালম্ নামক স্থানের উর্দ্ধে উৎপন্ন হইয়াছে। তাম্রপর্ণীতীরে তিন্নেবেলী ও পালামকোটা নগর অবস্থিত। বৈপার আর একটী প্রধান নদী, ইহার তীরে সাত্তুর নগর। এই জেলার উত্তরভাগ প্রায় বৃক্ষশূন্য, দক্ষিণভাগে তালবন।

ইতিহাস। ইহার স্বতন্ত্র ইতিহাস নাই। মদুরা ও ত্রিবাঙ্কুড়ের ইতিহাসের সহিত বিজড়িত। এখানে বহুদিন হইতে দ্রাবিড়-সভ্যতা প্রচলিত হইয়াছে ও এখানকার মুক্তা-উত্তোলন ব্যবসা গ্রীকদিগের নিকটেও জানা ছিল। কোল্‌কেই নগরে পাণ্ড্য, চের ও চোলরাজগণ রাজত্ব করিতেন। শেষে বিবাদের পর পাণ্ড্যই এই দেশে রহিলেন। অগস্ত্যঋষি প্রথমে এদেশে আর্য্যব্রাহ্মণ উপনিবেশ স্থাপিত করেন। প্রবাদ অগস্ত্যঋষি তাম্রপর্ণী নদীর উৎপত্তিস্থলে অগস্ত্যপর্ব্বতে আজিও জীবিত আছেন। ব্রাহ্মণেরা বলেন, অগস্ত্যই তামিল ভাষার সৃষ্টিকর্ত্তা। পাণ্ড্যদিগের প্রথম রাজধানী কোল্‌কেই, দ্বিতীয় মদুরা। কোল্‌কেইর উল্লেখ টলেমীর গ্রন্থে ও পেরিপ্লাস্‌গ্রন্থে পাওয়া যায় (১৩০ ও ৮০ খৃষ্টাব্দ।) উক্ত গ্রন্থে এই নগর মুক্তা উত্তোলন-ব্যবসায়ের প্রধান স্থান বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এই নগর এখন একটী ক্ষুদ্রগ্রাম মাত্রে পর্য্যবসিত ও সমুদ্র হইতে প্রায় ৫ মাইল দূর হইয়া পড়িয়াছে। ইহাই প্রাচীন কয়াল্ নগরী। মার্কোপোলো ইহাকে কেইল্ বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ইহার বর্ত্তমান নাম কোরকেই। বর্ত্তমান রামেশ্বরম্ নগরের প্রাচীন নাম কোটী, ইহাও মুক্তা-ব্যবসায়ের জন্ত গ্রীকদিগের নিকট পরিচিত ছিল। "কোল্‌কেই" অর্থে সৈন্তদল বা স্কন্ধাবার। কোল্‌কেই ও সমুদ্রের মধ্যে একটী স্থানকে এখনও প্রাচীন কয়াল বলে। এই প্রাচীন কয়াল্ সমুদ্রতীর হইতে দুই মাইল দূরে অবস্থিত। কয়াল্ অর্থে সমুদ্রের সহিত সংযোগবিশিষ্ট বৃহৎ হ্রদ। চীন ও আরবের সহিত এই কয়াল্ নগরের প্রাচীন কালে সাক্ষাৎ বাণিজ্যসম্বন্ধ ছিল। ইহার চিহ্ন এখনও পাওয়া যায়। পর্ত্তুগীজেরা আসিয়া কয়ালকে সমুদ্র হইতে দূরবর্ত্তী দেখিয়া তুত্তিকোরিণ (তুতকুড়ি) সহরকে বাণিজ্য-বন্দর করিয়া তুলেন। এখনও তিন্নেবেলী জেলায় তুতকুড়ি প্রধান বন্দর। বর্ত্তমান কোর্‌কেই সহর প্রাচীন কয়ালের অংশবিশেষ ছিল, তাহা মন্দিরাদির খোদিত লিপি ও আকাসালেই (টাঁকশাল) প্রভৃতি নামীয় স্থান দৃষ্টে প্রমাণিত হয়। প্রাচীন চীনের বাণিজ্যসম্বন্ধে কয়ালের কোন স্থানে মৃত্তিকামধ্যে নানাপ্রকার চীনে মাটির টুক্‌রা ও চীনদিগের প্রাচীন জঙ্কনামক জাহাজের ভগ্নখণ্ড পাওয়া যায়। এখন এখানে লাব্বিনামক দেশীয় মুসলমান ও রোমান কাথলিক মৎস্য-ব্যবসায়ীরা বাস করে। মার্কোপোলো বলেন, পাণ্ড্যবংশীয় পঞ্চভ্রাতার মধ্যে আষারনামক জ্যেষ্ঠভ্রাতা কেবলে রাজত্ব করিতেন। এডেন, হরমস্ প্রভৃতি আরবীয় জনপদ হইতে জাহাজ এদেশে আসিত, এই জাহাজে প্রায় ঘোড়া আমদানী হইত। রাজার যথেষ্ট মণিমাণিক্য ছিল। তাঁহার ৩০০ পত্নী ছিল। এই স্থান মিঃ ক্যাল্ডওয়েল উৎখাত করাইয়া কতকগুলি কলসীবৎ মৃৎপাত্র প্রাপ্ত হন। এই পাত্রে প্রাচীনকালে একজাতি শব প্রোথিত করিত। যতগুলি পাত্র পাওয়া যায়, তন্মধ্যে একটীর বেড় প্রায় ১১ ফুট্। ইহার মধ্যে মনুষ্য-কঙ্কাল ছিল। এখানে স্থানে স্থানে মাঠে ঘাটে বুদ্ধমূর্ত্তি দেখা যায়, পূজাদি হয় না, একস্থলে এক বুদ্ধমূর্ত্তি উল্টাইয়া ফেলিয়া ধোপারা কাপড় কাচিবার পাটা করিয়া লইয়াছে। পর্ত্তুগীজেরা যখন এদেশে প্রথম আসেন, তখন এদেশে জুম্বলন্-রাজকে বাস করিতে দেখিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি ত্রিবাঙ্কুড়ের কোন রাজপুত্র হইবেন, কারণ পর্ত্তুগীজ-আগমনের সময় ইহা ত্রিবাঙ্কুড়-রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। ১০৬৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পাণ্ড্যরাজগণের অধীনে থাকিয়া সুন্দরপাণ্ড্য কর্ত্তৃক এই প্রদেশ অধিকৃত হয়। ১৩১০ খৃষ্টাব্দে ইহা একবার মুসলমান কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়, কিন্তু পাণ্ড্যরাজ জয়ী হন। এই সময়ে ২৫০ বৎসর একপ্রকার অরাজকতা ছিল। পাণ্ড্যরাজবংশীয়েরা ও কর্ণাটী নায়কেরা ইহা টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া অধিকার করিয়াছিল। ১৫৫৯ খৃষ্টাব্দে বিজয়নগরের সেনাপতি নায়কগণ মদুরার নায়ক রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে বিজয়নগর ধ্বংস হইলে ইহা স্বাধীন হয়। খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীর শেষভাগে উপকূলে পর্ত্তুগীজদিগের প্রভাব বৃদ্ধি হয়, কিন্তু ওলন্দাজেরা তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেয়। ইহারা তুতকুড়িতে প্রথম য়ুরোপীয় কুঠি স্থাপন করেন। ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে এই স্থান আর্কটের নবাবের নামমাত্র অধীন হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কয়েকজন পালৈয়কারের (পলিগার) সর্দ্দারগণের অধীনে ছিল। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এখানে কেবল সর্দ্দারদিগের পরস্পর ক্ষুদ্র যুদ্ধবিগ্রহে অরাজকতার জায় হইয়া পড়িয়াছিল। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ য়ুসুফ্ খাঁ মদুরা ও তিন্নেবেলী রাজ্যদ্বয়ে সুশৃঙ্খলা স্থাপনের জন্ত আসিয়া তিন্নেবেলী

একজন হিন্দু সর্দ্দারের হস্তে ১১০০০০০৲ টাকা বার্ষিক কর ধার্য্য করিয়া প্রদান করেন। ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ য়ুসুফ খাঁ চলিয়া গেলে আবার পূর্ব্ববৎ অরাজকতা দেখা দিল। তিনি আবার আসিয়া নিজে উক্ত রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করিলেন। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি রাজত্ব করেন, তৎপরে তিনি রাজস্ব দিতে অক্ষম হওয়ায় সৈন্যদল কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া ফাঁসীতে প্রাণত্যাগ করেন। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে রাজস্ব হিসাবে আর্কটের নবাব এই জেলা ইংরাজদিগকে দান করেন।

১৭৮২ খৃষ্টাব্দে চক্রপত্তি ও পাঞ্চালমকুরিচ্চি নামক দুইটী পলিগার সর্দ্দারের রাজ্য কর্ণেল ফুলার্টন জয় করেন। কতকগুলি পলিগার-সর্দ্দার তখনও কয়েকস্থানে শাসনকর্ত্তা ছিলেন, কিন্তু ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে তাহারা বিদ্রোহী হওয়ায় টিপু-সুলতানের সহযোগিতার ভয়ে ইংরাজগণ তাহাদের অস্ত্র কাড়িয়া লইয়া আসেন ও দুর্গ ধ্বংস করেন। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে আবার বিদ্রোহ হয়, কিন্তু সমস্ত কর্ণাল ও তিন্নেবেলী এই সময় ইংরাজের হস্তগত হওয়ায় সমস্ত গোলমাল থামিয়া যায়। এখানে হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টানের বাস আছে, মুসলমান অপেক্ষা খৃষ্টানের সংখ্যা অধিক। মুসলমানেরা প্রাচীন আরব-দিগের বংশধর, ইহারা আপনাদিগকে সোনাগর বা বোনাগর বলে। ইংরাজেরা লাব্বি বলেন। ইহারা মৎস্যব্যবসায়ী।

হিন্দুদের মধ্যে বন্নীয় (মজুর ও কৃষক), বেল্লালর (কৃষি-ব্যবসায়ী), শানান (তাড়িওয়ালা), পরিয়া (চণ্ডালের ন্যায় নীচ জাতি ও জাতিভ্রষ্ট), কম্মালার (শিল্পী), ব্রাহ্মণ, কৈকলর (তাঁতি), সাতানী (বর্ণসঙ্কর ও নীচজাতি), অম্বত্তন (নাপিত), বন্নন (ধোপা), শেঠী (বণিক্), কুশবন (কুম্ভকার), ক্ষত্রিয়, শেম্বাড়বন (জেলে), কণকন (মসীজীবী) প্রভৃতি জাতি প্রধান। শানান ও পরবরজাতীয় লোকেরা এদেশে এক প্রকার প্রধান। পরবরজাতীয় সমস্ত লোক রোমক কাথলিক খৃষ্টান। শানানেরা তালগাছের কৃষি লইয়াই আছে। ইহাদের মধ্যে প্রেতোপাসনা প্রচলিত, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রভাব এখানে অতি অল্প। অনেক ব্রাহ্মণও প্রেতপূজা অবলম্বন করিয়াছেন।

বেল্লালর জাতির মধ্যে কোট্টাই বেল্লালর নামে এক সম্প্রদায় আছে, তাহারা সকলে এক মৃণ্ময় দুর্গমধ্যে বাস করে, ইহাদের স্ত্রীজাতি এই দুর্গের বাহিরে আসিতে পায় না।

সমুদ্রতীরে তেরুচেন্দুর তাম্রপর্ণীর উপর পাপনাশম্ ও চিত্রাতীরে কোত্তালুর্ নামক স্থানে তিনটী বিখ্যাত হিন্দু-মন্দির আছে। কোত্তালুরের শিবমন্দির ও সহরের দক্ষিণ "তেন্কাশী" অর্থাৎ দক্ষিণবারাণসী নামে খ্যাত।

১৫৪২ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজ সেণ্ট ফ্রান্সিস্ জেভিয়ার নামক পাদরী পরবরদিগকে প্রথম খৃষ্টান করেন। মুসলমান অত্যাচারের সময় ইহারা পর্ত্তুগীজদিগের আশ্রয় পাইয়া আপনাদিগকে তদবধি সেণ্ট জেভিয়ারের সন্তান বলিয়া পরিচয় দেয়।

মদুরা ও তিন্নেবেলী জেলা হইতে সিংহলে কাফিচাষের জন্য লোক চালান হয়। ইহাদের মধ্যে ২।৩ বৎসর বাদে বার আনা ভারতে ফিরিয়া আসে, সিকি সিংহলে থাকিয়া যায়।

এখানে ৩৯টী নগর আছে। তন্মধ্যে তিন্নেবেলী, পালম্‌কোটা, তুতকুড়ি ও শ্রীবিল্লিপতুর নগর প্রধান। এখানকার প্রধান ভাষা তামিল। তৎপরে তেলগু, কর্ণাটী, গুজরাটী, হিন্দী ও পর্ত্তুগীজ ভাষা চলিত। এখানে ধান, কম্বু, ছোলা, চিনা, কলাই প্রভৃতি চাষ হয়। তামাক, কাফি, পেঁয়াজ, পাণ, লঙ্কা, ধনে, তিল, রেড়ী, তুলা, ইক্ষু ও তাল প্রধান কৃষিদ্রব্য। তুতকুড়ি হইতে ভেড়া, ঘোড়া ও গোরু সিংহলে রপ্তানী হয় এবং তুলা, কাফি, তালের মিছরি ও লঙ্কা অন্যত্র চালান হয়। উপকূল-ভাগে কড়ি, শঙ্খ ও শুক্তিধারণের ব্যবসায় বিখ্যাত। এক সময়ে ওলন্দাজেরা শঙ্খধারণ-ব্যবসায় একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছিল। মনআর উপসাগরে ইংরাজেরা ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে প্রথম মুক্তা উত্তোলন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। এখানকার মুক্তার বর্ণ তত উৎকৃষ্ট নহে। শঙ্খ বঙ্গদেশে বেশী রপ্তানী হয়। এই জেলা শাসন জন্য ৪ ভাগ ও ৯ তালুকে বিভক্ত যথা—তিন্নেবেলী তালুক, (পালম্‌কোটা), তাম্রীভ্রারম্ ও তেঙ্কাই তালুক (তুতকুড়ি), নানগুণেরী, অম্বাসমুদ্রম্ তেনকাশী (শর্ম্মদেবী), শ্রীবিল্লপুত্তর, সাতুর, শঙ্করনৈনারকয়ল্ (শ্রীবিল্লিপতুর)। এজেলায় রেলপথ আছে।

তিন্নেবেলী সহর তাম্রপর্ণীর বামতীরে ১ মাইল দূরে ৮° ৪৩′ ৪৭″ উত্তর অক্ষাংশে ও ৭৭° ৪৩′ ৪৯′ পূর্ব্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত।

ইহার লোকসংখ্যা ২৪৭৬৮, তন্মধ্যে হিন্দু ২২৯৪৮, মুসল-মান ১৫০৪ ও খৃষ্টান ৩১৬। এই নগরের শিবমন্দির অতি বিখ্যাত। দ্রাবিড়ের বৃহৎ মন্দিরাদি এই মন্দিরের ধরণে ও নিয়মে নির্ম্মিত। সমস্ত মন্দিরাধিকৃত স্থান দৈর্ঘ্যে ৭৫৬ ফিট্, প্রস্থে ৫৮০ ফিট্। অন্যান্য বৃহন্মন্দিরের ন্যায় ইহারও সংপ্রযুক্ত নাটমন্দির আছে।

তিপাই, দক্ষিণ আসামের একটী নদী। মণিপুরে ইহাকে তুয়াই বলে। লুসাই পর্ব্বতে ইহার নাম তুইবর। লুসাই পাহাড়ে এই নদী ঘুরিয়া ঘুরিয়া কাছাড়ের দক্ষিণপশ্চিম কোণে "বরাক" নদীর সহিত মিশিয়াছে। এই সঙ্গমস্থলে

তিপাইমুখ নামে একখানি গ্রাম আছে। এই গ্রামে লুসাই-দিগের সহিত ব্যবসা চলিয়া থাকে। লুসাইরা তুলা, পারি কাপড়, কুচুক (ভারতীয় রবার), হস্তিদন্ত, মোম প্রভৃতি বনজাত দ্রব্য লইয়া আসিয়া লবণ, চাউল, লৌহযন্ত্রাদি, কাপড়, পুঁতিরমালা ও তামাকুর সহিত বিনিময় করে।

তিপাগড়, মধ্যভারতের একটী প্রাচীন স্থান। ইহা চান্দা-জেলায় অবস্থিত। এখানে তিপাগড় পর্ব্বতের উপর তিপাগড়-নামে একটী কেল্লা আছে। সেই কেল্লার নিকট একটী সরোবর হইতে তিপাগড়ী নামে একটী নদীও উৎপন্ন হইয়াছে। এই প্রাচীন দুর্গ কানিংহাম্ সাহেবের মতে গৌড়রাজদিগের কীর্ত্তি। দুরারোহ পর্ব্বত, বাঁশবন ও গম্য পথ অভাবে এই দুর্গে সহজে যাওয়া যায় না। পথ এত দুর্গম যে, এক তিপাগড়ী নদীই সাতবার পার হইতে হয়। এই দুর্গটী তিপাগড় পর্ব্বতের একটী দুর্গম উপত্যকার উপর অবস্থিত। এই দুর্গের নিয়ে একটী বৃহৎ সরোবর আছে। ইহা পার্ব্বত্য-হ্রদের স্থায়। এই দুর্গসরোবর প্রায় চতুর্দ্দিকে প্রাচীর-বেষ্টিত, কেবল দক্ষিণপূর্ব্বদিকে প্রাচীর নাই। প্রাচীর পর্ব্বতের অধিরোহ ও অবরোহ অনুসারে একক্রমে পাঁচটী শিখরকে ঘেরিয়া রাখিয়াছে। এই বেষ্টিত স্থানের মধ্যে অনেকটা সমতল উপত্যকা আছে। এই উপত্যকায় তিপাগড়ী নদীর উপনদীগুলি প্রবাহিত। এই সকল উপনদীর জল প্রায় পাহাড়ের ঢালুস্থান দিয়া উত্তীর্ণ না হইয়া যেথান সেথান হইতে সমতল ভূমিতে পড়ায় ক্ষুদ্র বৃহৎ জলপ্রপাত উৎপন্ন হইয়াছে। দুর্গের সমস্ত অংশ নিকটবর্ত্তী হয়লদন্দ গ্রামের লোকেরাও দেখে নাই এবং পাহাড়ের সে অংশে উঠিবার সুবিধা না থাকায় কেহ যাইতেও পারে নাই। প্রাচীরটী বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডে গঠিত, কিন্তু এখন কোথাও ৫ ফিটের অধিক উচ্চ দেখা যায় না।

পর্ব্বতের দক্ষিণপশ্চিম শিখরের নিকটে অনেকগুলি বাসগৃহের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। কথিত আছে, এখানে এক রাজবাটী ছিল।

পর্ব্বতের গাত্রে একটী হনুমানের আকৃতি খোদিত আছে মাত্র; এখানে উৎকীর্ণ শিল্পের আর কিছু কোথাও নাই। সরোবরটী চতুর্দ্দিকে বৃহৎ প্রস্তর দিয়া বাঁধান। চূণসুরকী বা কোনরূপ মশলার ব্যবহার কোথাও নাই। ইহাতে সিঁড়ি ছিল। সরোবরের এক দিক্ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এই ভাঙ্গার মুখ হইতেই তিপাগড়ী নদী উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া প্রবাদ আছে, কিন্তু এ ভাঙ্গা দিয়া জল নির্গত হয় না বলিয়া অনুমান হয়, অন্য দিক্ হইতে তিপাগড়ীর উৎপত্তির কারণ জলনালী আছে। সরোবরের তলদেশ হইতে জলজ তৃণ জন্মিয়া জলরোধ হইলেও এখনও ইহার জল অতি স্বচ্ছ, স্বাদু ও স্বাস্থ্যকর। সরোবরের মধ্যস্থলে প্রায় ৫০০ ফিট্ পরিমিত স্থানে কোন প্রকার তৃণ নাই এবং যে দিকে এখনও পাথর বাঁধান আছে, সে দিকেও নাই। প্রবাদ এইরূপ যে এই দুর্গের শেষ রাণী একদিন গোযাহিত রথে নামিতে নামিতে হ্রদের মধ্যে রথসহ অদৃশ্য হন, তদবধি ইহা জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে। আর একটী প্রবাদ আছে যে, দ্রুপদরাজ এই দুর্গ নির্ম্মাণ করেন; তিনি মুটরাগড়ে থাকিতেন। মাটির মধ্য দিয়া সুড়ঙ্গ করিয়া তিনি এখানে আসিতেন। এখানে তাঁহার আখড়া (মল্লভূমি) ছিল। পাউনির রাজাও ভূগর্ভ দিয়া সুড়ঙ্গ দ্বারা এই আখড়ায় আসিতেন। দ্রুপদরাজ কিন্তু ইহাকে ধরিতে পারিতেন না।

তিব্বত, হিমালয়ের উত্তরে একটী দেশ। তিব্বতীয় ভাষায় ইহার নাম 'পো'। ইহার উত্তরে চীনতাতার, পূর্ব্বে চীন, দক্ষিণে হিমালয় পর্ব্বত, পশ্চিমে তুরাণ। ইহার পরিমাণ ফল ১,৮০,৫০০ বর্গক্রোশ, লোকসংখ্যা ৫০,০০,০০০। ইহার দক্ষিণে যেমন হিমালয় উত্তরেও সেইরূপ এক অতি বিস্তীর্ণ পর্ব্বত আছে, চীনেরা এই পর্ব্বতকে 'কিয়ুন্‌লন্' এবং হিন্দুরা 'কৈলাস' বলেন। পূর্ব্বে ও পশ্চিমে অনেকগুলি পর্ব্বত আছে। এই সকল পর্ব্বত হইতে এসিয়ার অনেকানেক নদী উৎপন্ন হইয়াছে। এই দেশ অতিশয় উন্নত ও শীত-প্রধান। শীতের আতশয় প্রাদুর্ভাব বলিয়া অধিক উদ্ভিদ্ জন্মে না, এজন্য জ্বালানি অতিশয় দুষ্প্রাপ্য। নানাপ্রকার পশু পক্ষী আছে। গো, মেষ, অশ্ব ও অশ্বতরই সাধারণ পশু। হিমালয়-পথে শকট বা গবাদি পশু চলিতে পারেনা, মেষ ও ছাগই সেজন্য ভারবহনের কার্য্য করে। চমরী নামে এক প্রকার গোজাতি আছে, তাহার পুচ্ছে চামর হয়। [চমরী দেখ।] কস্তুরিকা মৃগও এদেশে বিস্তর। এই দেশীয় ছাগলোমে শাল হয়। [অজ দেখ।]

এদেশীয় কুকুর অতি দীর্ঘাকার ও বলবান্। [কুকুর দেখ।] তিব্বতের আকরে স্বর্ণ, পারদ, সোহাগা ও লবণ পাওয়া যায়। তিব্বতবাসীরা দেখিতে অনেকাংশে তাতারদিগের স্থায়। ইহারা অলস, শান্ত, সন্তুষ্টচিত্ত। শাল ও লোমজ বস্ত্রবয়নই ইহাদের প্রধান শিল্প। চীনের সহিত ইহাদের বাণিজ্য বেশী হয়। শবদাহ বা শবপ্রোথিতকরণ-প্রথা এদেশে নাই, ইহারা পারসীদিগের স্থায় শ্মশানে শব ফেলিয়া দিয়া আসে, কেবল যাজকের দেহ দাহ করে। মেষমাংস প্রধান খাদ্য। অনেকে আমমাংস ভক্ষণ করে। ইহারা সকল

সহোদরে মিলিয়া একটী স্ত্রীকে বিবাহ করে। জ্যেষ্ঠভ্রাতা স্ত্রী মনোনীত করিবার অধিকারী। তিব্বতবাসীরা বৌদ্ধ, ইহাদের যাজকসম্প্রদায় 'লামা' নামে খ্যাত। দলইলামা সর্ব্বপ্রধান, তশিলামা দ্বিতীয়। তিব্বতবাসীদের সকলের বিশ্বাস, দলইলামা স্বয়ং ঈশ্বর, মনুষ্যবেশে মনুষ্য মধ্যে অবস্থিতি করেন, তাঁহার মৃত্যু নাই, মধ্যে মধ্যে শরীর পরিবর্ত্তন করেন মাত্র। দলইলামার মৃত্যু হইলে শাস্ত্রোক্ত বিশেষ লক্ষণাক্রান্ত শিশুকে দলইলামার "নবশরীর ধারণ" জানিয়া তাহাকেই তৎপদে অভিষিক্ত করা হয়। সকলে পূর্ব্ব দলইলামার দেহ সোণায় মুড়িয়া মন্দিরে রাখিয়া পূজা করে। তশিলামা বুদ্ধের অংশ বলিয়া গণ্য। ইনি চীনসম্রাটের গুরু ও ধর্ম্মোপদেশক।

তিব্বতের সমস্ত মন্দিরে বুদ্ধপ্রতিমা আছে। তিব্বতের ভাষা স্বতন্ত্র। অক্ষর অত্যল্প পরিমাণে নাগরসদৃশ। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে ঐ লিপি ভারত হইতে তিব্বতে গিয়াছে। ইহারা কাষ্ঠফলকে উৎকীর্ণ করিয়া পুস্তকাদি মুদ্রিত করে।

লে, লাসা ও টিস্থলম্বু এই তিন নগর এদেশে সর্ব্বপ্রধান। লাসানগরে দলইলামার মন্দির আছে, এজন্য ইহা অতি পবিত্র স্থান। কাশ্মীর-সন্নিহিত লদগ (লদাক) প্রদেশ ব্যতীত তিব্বতের অপর সমস্তাংশ চীনের অধীন। চীনরাজের একজন প্রতিনিধি এখানকার শাসনকর্ত্তা। লাসা নগরেই তিনি বাস করেন। লদাকের রাজধানী লে। [লদাক দেখ।]

আম্দো নামক স্থানের লামা সোনপো নোমনখন তিব্বতের একখানি ভূ-বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে নিম্নলিখিত বিবরণ সংগৃহীত হইল।

তিব্বতদেশে সমশীতোষ্ণতাবশতঃ এখানে অতি গ্রীষ্ম বা অতি শীতের প্রাদুর্ভাব নাই। ঐ কারণে এখানে দুর্ভিক্ষ, বিশেষ হিংস্র পশু ও কীটাদি নাই।

পর্ব্বতমালা।—লোহত্রা প্রদেশে তেসি (কৈলাস), চোমোকন্কর, কুলহরি, কুল-কন্গ্রি; উত্তর নাংগ প্রদেশে হবে; দো-কান্দস্ প্রদেশে ছি-কন্দচরিত ও নাছেন-মঙ্গল, এতদ্ভিন্ন ষম্লহ-সংধু, তোইরিকর্পো, খবা-লোদ, সহস্রাকর্পো, মছেন-পোমর প্রভৃতি তুষারাবৃত শ্বেতশিখরযুক্ত উচ্চ পর্ব্বতমালা আছে। হোতি-গোজিয়া, মরি-রব-চাম, জোমো-নগ্রি কোন্দ-ৎষুন-ছেমো প্রভৃতি পর্ব্বত সুগন্ধ তৃণে, ভেষজ-উদ্ভিদে ও সুদৃশ্য তরুলতাগুল্মে পরিপূর্ণ। এতদ্ভিন্ন কতকগুলি কৃষ্ণপর্ব্বত দেশময় ব্যাপ্ত আছে।

হ্রদ।—মফম্-য়ু-চহো (মানস-সরোবর) নম্-চহো, ক্যি-উগ-বো, চহা-চহো, রঙ্-রোগ যু চহো, কগ্-চহো, চহো কিয়রেঙ্, ক্যোরেঙ্, খিসহো, গিয়া-বো প্রভৃতি। এতদ্ভিন্ন আরও কতকগুলি পরিষ্কার মিষ্ট ও স্বচ্ছ সলিলবিশিষ্ট হ্রদ দেশের নানাস্থানে আছে।

নদী।—চাঙ্-পো (ব্রহ্মপুত্র), সেঙ্খবব্ (সিন্ধু), মব্-চিয় খবব, চহা-স্হিক, ঙ-চু, দু-চু, ব্রি-চু, ম-চু (হোয়াংহো), মে-চু, মে-চু, সাঙ্-চু, হয়ুলগ্-চু, চাঙ-চু এবং ইহাদের অসংখ্য উপনদীসহ এতদ্দেশের নানা স্থানে প্রবাহিত।

বিস্তৃত অরণ্য, চারণ ভূমি, তৃণময় প্রান্তর, তৃণপূর্ণ উপত্যকা, তৃণযুক্ত জলা মাঠ, কর্ষিতক্ষেত্র এবং অনুর্ব্বর অধিত্যকা বালুময় মরুদেশের নানাস্থানে আছে। গ্যা-নগ্ (চীন), গ্যা-গর্ (ভারতবর্ষ), পেয়্সিগ (পারস্য) প্রভৃতি বৃহদ্দেশের সীমায় যেরূপ বৃহৎ বৃহৎ সমুদ্র আছে, এদেশের চতুর্দ্দিকে সেইরূপ বৃহৎ বৃহৎ পর্ব্বত আছে। এই সকল পর্ব্বতের অপর পারে গ্যা-নগ্ (চীন), গ্যা-গর্ (ভারতবর্ষ), মোন (হিমালয়-প্রান্তবর্ত্তী প্রদেশ), ব-যো (নেপাল), খ-ছে (কাশ্মীর), থগ-সিগ্গস্ (তাজিক বা পারস্য) ও হোর (তাতার) প্রভৃতি বৃহৎ দেশ অবস্থিত। এই সকল দেশের উর্ব্বরতা যে সকল বৃহৎ নদীদ্বারা ঘটিয়া থাকে, তাহার অধিকাংশই এই পো (তিব্বত বা ভোট) দেশ হইতে উৎপন্ন বলিয়া এই পো দেশ জম্বু-লিঙ্ (জম্বুদ্বীপ) খণ্ডের কেন্দ্রস্থান বলা যাইতে পারে।

পো দেশ প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত—

১। তো ঙহ্-রি কোর্-সুম—উচ্চ বা ক্ষুদ্র তিব্বত।
২। বু সাঙ্ (চারিটী প্রদেশে বিভক্ত) প্রকৃত তিব্বত।
৩। দো, খম ও গঙ্ ... ... বৃহৎ তিব্বত।

উচ্চ তিব্বত (পো-চুঙ্ নামে সংক্ষেপে কথিত) ইহার কয়েকটী উপবিভাগ আছে—তগ্-যো লদগ, মঙ্-য়ু সুহাঙ্সু হঙ্, গুগে বুহ্রঙ্ (পুরঙ্) এই প্রত্যেক উপবিভাগ আবার নয়টী জেলায় বিভক্ত।

পূর্ব্বে পো দেশের শাসনসীমা তুরস্কদিগের (তুর্কীদিগের) দেশের কোণ পর্য্যন্ত ছিল। উচ্চ তিব্বত প্রকৃত উত্তর ও দক্ষিণ এই দুইভাগে বিভক্ত। উত্তরভাগ বদকশানের মধ্যে। এখানে তিব্বতীয়দিগের একটী দসোঙ্ (দুর্গ) আছে। দোকপ নামক দুর্দ্দান্ত জাতিকে শাসনে রাখিবার জন্য দুর্গাধিপতি তিব্বতাধিপতির অধীনে প্রতিনিধিস্বরূপ আছেন। ইনি পূর্ব্বে দোকপ-রাজ নামে কথিত হইতেন। উচ্চ তিব্বতের পূর্ব্বে তুষারমণ্ডিত উচ্চ তেসি (কৈলাস পর্ব্বত), মফম্ (মানস-সরোবর) হ্রদ ও খুঙ্-গ্রোল্ নামক নির্ঝরের জল অতি পবিত্র বলিয়া খ্যাত। যে পান করে, সে মুক্তি পায়। এগুলি তো-শীর্ নামক স্থানে একজন স্বতন্ত্র গারপোন (গবর্ণরের) বা শাসন-

কর্ত্তার অধীনে আছে ; তিনিও লাসার প্রধান শাসনকর্ত্তার অধীন।

মানস-সরোবর ও কৈলাস পর্ব্বতের মহিমা-প্রকাশক একখানি তিব্বতীয় পুস্তকে লিখিত আছে যে, কৈলাস হইতে চারিটী প্রধান নদী উৎপন্ন হইয়াছে। এই নদী চতুষ্টয়ের উৎপত্তিস্থল যথাক্রমে হস্তী, গৃধ্র, ঘোটক ও সিংহমুখ সদৃশ। অন্যান্য পুস্তকে এগুলি যথাক্রমে গো, অশ্ব, ময়ূর ও সিংহমুখ সদৃশ বলিয়া বর্ণিত। এই সকল স্থান হইতে গঙ্গা, লৌহিত্য (ব্রহ্মপুত্র), পক্ষু (অক্সস্) ও সিন্ধুর উৎপত্তি হইয়াছে।

সিন্ধুনদী পশ্চিমমুখে তিব্বতের অন্তর্গত বল্‌তি প্রদেশ দিয়া কাশ্মীরের অন্তর্গত কপিস্থান নামক স্থানে দক্ষিণপশ্চিম মুখে ভারতে প্রবেশ করিয়াছে। পক্ষুনদী কৈলাসের উত্তর-পশ্চিমাংশ হইতে নির্গত হইয়া খোকর প্রদেশের মধ্য দিয়া পশ্চিমমুখে তুর্কীদিগের দেশে প্রবেশ করিয়াছে। কৈলাস-পর্ব্বত হইতে সীতানামে আর একটী নদী পূর্ব্বাংশ হইতে নির্গত হইয়া এখন মানস সরোবরে পড়িতেছে। কথিত আছে, ইহা পুরাকালে হোরদেশ ও চীনদেশের মধ্য দিয়া পূর্ব্ব-সাগরে পড়িত।

কৈলাস পর্ব্বতের সম্মুখে গোন্‌পেরি নামে একটী ক্ষুদ্র পর্ব্বত তীর্থিকগণ কর্ত্তৃক হনুমন্ত নামে কথিত হইয়া থাকে। এই পর্ব্বতের গাত্রে লাঙ্গলের খাদের ন্যায় (লাঙ্গল দিয়া খুঁড়িলে ভূমিতে যেরূপ খাদ হয় সেইরূপ) দাগ আছে। এতৎ সম্বন্ধে নানা গল্প আছে। তিব্বতীয়েরা বলে, জে-ৎসুন্ মিলরপ ও নরোপোনচুঙ্ নামক দুইজন তিব্বতীয় জ্ঞানী পণ্ডিতের ধর্ম্ম-বিচারের সময় শেষোক্ত ব্যক্তি পড়িয়া যাওয়ায় তাঁহার দেহ-ভারে এই দাগ হইয়াছে। ভারতবাসীর মতে ইহা কার্ত্তিকের বাণশিক্ষাকালে তাঁহার শরাঘাতে উৎপন্ন। তাঁহারা আরও বলেন, পূর্ব্বে এই পর্ব্বত কৈলাসের উপরেই ছিল, কিন্তু হনুমান্ বাস করিবার জন্য ইহা কৈলাস হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বতন্ত্র স্থাপনপূর্ব্বক তদুপরি বাস করেন। ইহা হইতেই বোধ হয় তীর্থিকেরা (ব্রাহ্মণেরা) ইহাকে হনুমন্ত পর্ব্বত বলে। এই পর্ব্বতের উপর অনেকস্থলে পদচিহ্ন আছে। ভারতবাসী তাহা শিবদুর্গা, কার্ত্তিক, বকাসুর, হনুমান্ প্রভৃতির পদচিহ্ন বলে। তিব্বতীয়েরা বুদ্ধপদ এবং উক্ত দুই জ্ঞানীর পদচিহ্ন বলিয়া থাকে। এখানে জিগতেন যোগছিয়ু-পের নামে উৎসৃষ্ট এক পবিত্র গুহা আছে। কৈলাসের পূর্ব্বাঞ্চলের লোকেরা বলে ঐ সকল পদচিহ্ন সিদ্ধ পুরুষগণের। (লদাক) প্রদেশে লে-খর (লে) দুর্গ-অবস্থিত। এখানকার লোকেরা কাশ্মীরের ন্যায় পরিচ্ছদধারী। ইহাদের টুপী চীনদেশীয় অপরাধিগণের টুপীর ন্যায়। যাজকেরা রক্তবর্ণ ও অপরে কৃষ্ণবর্ণ টুপী ধারণ করে। লদগের পূর্ব্বদিকে গুগে প্রদেশ। এখানে থোডিঙের আশ্রম অতি বিখ্যাত। ইহা লোচব রিঞ্চেন সাঙ্‌পো কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। ইহার পূর্ব্বে পুরঙ্ প্রদেশ। এখানে পূর্ব্বে রাজা স্রোন্-ৎসন্-গম্পো-বংশীয় নৃপতিরা রাজত্ব করিতেন। রাজা হোদ এই বংশে অতি বিখ্যাত ছিলেন। ইহার দক্ষিণে অতি পুরাতন ও প্রসিদ্ধ চোত্তো জম-লির মন্দির, ইহাকে খুরছোগ মন্দিরও বলে। পূর্ব্বে এই স্থানের কিছু দূরে এক সন্ন্যাসী বাস করিতেন। তিনি নিজ কুটীরে ৭ জন আর্য্যবৌদ্ধপণ্ডিতকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। এই সকল আচার্য্য যখন ভারতে ফিরিয়া যান, তখন তাঁহারা সন্ন্যাসীর নিকট সাতটী বড় বস্তা রাখিয়া আসেন। বহু বৎসর অতীত হইয়া গেল, তথাপি তাঁহারা ফিরিলেন না। শেষে সন্ন্যাসী বস্তা খুলিয়া দেখিলেন, তাহার মধ্যে কতকগুলি পুঁটলী আছে, আর তাহাতে জমলী এই নাম লিখিত আছে। সন্ন্যাসী তাহাও খুলিয়া কতকগুলি রূপার থান পাইলেন। এইগুলি লইয়া জুম্‌লাস্ নামক স্থানে গমন করিলেন এবং ঐ রূপার এক বুদ্ধমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইলেন। প্রতিমার হাঁটু পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইলে প্রতিমা আপনি চলিতে আরম্ভ করে। তখন সন্ন্যাসী লোক নিযুক্ত করিয়া সেই প্রতিমা তিব্বতে লইয়া আসে। এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত প্রতিমা অচল হইয়া গেল। তখন এই স্থানে প্রতিষ্ঠা করিয়াই সন্ন্যাসী মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন এবং 'জমলী' নামে অভিহিত করেন। জমলী অর্থে অচল। নিম্ন পুরঙের পূর্ব্বে লব-মস্থস্ নামে বহুবিস্তৃত সমতল ক্ষেত্র আছে, ইহা পূর্ব্বে লাসা-শাসনকর্ত্তার অধীন ছিল, এখন নেপালাধিকারে আছে। ইহার পূর্ব্বে জোঙ্-দ্‌সোঙ্গ নামক স্থান। এখানে একটী বৃহৎ কেল্লা ও কারাগার এবং অনেকগুলি সঙ্ঘারাম আছে। ইহার দক্ষিণে কিরোঙ্ নামক স্থান, ইহাই উচ্চ তিব্বতের সর্ব্বশেষ সীমা। এখানকার সম্‌তন্ লিঙ্গ নামক আশ্রম পুরাতন ও পবিত্র। তিব্বতের চারিটী বিখ্যাত চোত্তো (বুদ্ধ) মন্দিরের একটীর কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, আর একটী অর্থাৎ চোত্তো-ওয়তি স্‌সাঙ্-পো নামক মন্দির এই স্থানে আছে। ইহার দক্ষিণে সম্‌খু নারাকোট (নবকোট) ও অন্যান্য স্থান নেপালাধিকৃত। ইহার পূর্ব্বে ললন্ বা ললম্ এবং তৎসংলগ্ন গুণ্‌থঙ্ নামক স্থান জেৎসুন্ মিলরপ, র্ব-লোচব ও তৈপকুগ নামক পণ্ডিতত্রয়ের জন্মস্থান। চুবর নামক স্থানে মিলরপ প্রাণত্যাগ করেন। ললমের নিম্নে ললম্ নামক গিরিবর্ত্ম নেপাল প্রবেশের একটী পথ।

প্রকৃত তিব্বতের প্রধানতঃ দুই ভাগ—ৎসাঙ্ ও উ(বু)। ইহাও আবার চারিটী রু অর্থাৎ সামরিক বিভাগে বিভক্ত। যথা উরু, যেরু, যোনরু এবং রুলস্। হোর সম্রাটগণের সময়ে এ প্রদেশ ছয়টী থি-কোর নামক বিভাগে বিভক্ত ছিল। যাম্‌দো নামক হ্রদ-প্রদেশে একটী স্বতন্ত্র থি-কোর বলিয়া গণ্য হইত। নেপালসীমায় জোমো কঙ্‌কর নামক উচ্চ তুষারমণ্ডিত পর্ব্বতের নিকট মিলরপ পণ্ডিত পাঁচটী পরী-সিদ্ধ হইয়াছিলেন। লব্-ছি নামক শিখরে ৎশেরিঙ্ ৎশে ঙা নামক জ্ঞানীর বাসস্থান ছিল। ইহার মূলদেশে পাঁচটী তুষার-হ্রদ আছে। এই হ্রদগুলির জলের বর্ণ পরস্পর বিভিন্ন। এই হ্রদগুলি উক্ত জ্ঞানীর নামে উৎসর্গ করা হইয়াছে। এখানকার আশ্রমের উত্তরে কোমা নামক একটী বৃহৎ তুষার-হ্রদ। ইহা তিব্বতের চারিটী প্রধান তুষারহ্রদের মধ্যে একটী। ইহার নিকটে রিবো ভগ্‌স্‌সাঙ্ নামক অতি পবিত্র স্থান; ইহাই পদ্মসম্ভব নামক প্রসিদ্ধ বৌদ্ধাচার্য্যের পত্নী লচম্ মন্দরবার প্রিয়াবাস। এই স্থানে সেই দেবীকল্পিতা স্ত্রীর পদচিহ্ন আছে। নলমের উত্তরে গুঙ্‌মঙ্‌লা নামক উচ্চ পর্ব্বতে বিখ্যাত তন্মচুণী নামক দ্বাদশটী অপ্সরার বাস। পদ্মসম্ভব ইহাদিগকে শপথ করাইয়া তীর্থিক-(ব্রাহ্মণ) কবল হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম-রক্ষা ও ভারত হইতে শত্রুভাবে ব্রাহ্মণাগমন বন্ধ করিয়াছিলেন। তিব্বতীয়গণের বিশ্বাস, তদবধি শত্রুভাবে আর তীর্থিকেরা তিব্বতে প্রবেশ করিতে পারে না। কিন্তু তাহা ঠিক নহে, ভারতবর্ষ হইতে এখনও পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ পরিব্রাজকেরা তিব্বত দর্শনে গিয়া থাকেন। এই পর্ব্বতে গুঙ্থঙ্‌লা গিরিবর্ত্ম আছে। এই পথ দিয়া উত্তরে গেলে টেঙ্গ্রি নামক জেলা। এখানে কা তম্প সাঙ্গো নামক পণ্ডিতের তপোবন, গুহা ও সমাধিস্তম্ভ আছে। ইনিই তিব্বতীয় ধর্ম্মের শিচেৎ শাখার মতপ্রবর্ত্তক। এখানে চীনরাজের একদল সৈন্য ও একজন সীমান্ত-রক্ষক সেনাপতি আছেন। ইহার পূর্ব্বাংশে ত্তোসি জোঙ (দুর্গ) ও উত্তরে শেকর দোর্জে জোঙ (দুর্গ) এবং তৎ-সংলগ্ন কারাগার অবস্থিত। ইহার নিকটে শেকর ছোদে আশ্রম। এই আশ্রমের নিকটে পা-শাক্য নামক সঙ্ঘারাম। ইহার মধ্যে এত বড় একটী দৌড়দার গৃহ আছে যে তন্মধ্যে ঘোড়দৌড় হইতে পারে। এই গৃহের নাম দুখঙ্ কর্পো। এখানে তান্ত্রিক বৌদ্ধমত চলিত। পা শাক্য আশ্রম হইতে একদিনের পথ উত্তরে থহ তগ্ জোঙ্ (দুর্গ) নামক স্থানে মহলামা থোন্‌থো শাঙ্গব নামক মহাপুরুষ সিদ্ধ হন। এখানে পা-গোম্‌খিল নামক একটী গুহা এবং আরিগ কর্পো নামে এক প্রকার শ্বেতবর্ণ অক্ষরে লিখিত লিপি আছে। ইহার নিকট একখানি ত্রিকোণাকৃতি কাল পাথর দেখা যায়, তাহাকে লোহোন বলে। প্রবাদ এই, উহা পা-গোম লামার হৃৎপিণ্ডের প্রস্তরীভূত অবস্থা। ইহা হইতে অনেক ভক্ত টুকরা চটা উঠাইয়া লইয়া যায়। থহ জোঙের উত্তরে এক তুষারাবৃত উচ্চ পর্ব্বতমালা আছে। ইহার অপর পারে শৃম্পো নামক হোর (মনুষ্যভক্ষক) জাতীয় ব্যক্তির বংশধরগণ ত্তোহ-হোর নামে বাস করিত। উক্ত পর্ব্বতমালার তুষাররাশি গলিয়া মাটিতে পড়িলে তিব্বতে অনিষ্টপাত হইয়া থাকে বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস আছে। ইহার পর থিসেলালোগণ (মুসলমান) বাস করে, তাহারা কাসগরের অধীন। ইহাদের দেশের পর গ্যানম্ নামক বিস্তৃত মরুভূমি। এই মরুভূমির পর অক্ষিয়া নামক মুসলমান জাতির বাস, তাহাদের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের চিরশত্রুতা চলিয়া আসিতেছে। যোন-খঙ্ নামক স্থানে যথেষ্ট নরাস্থি ও নরকপাল দেখিতে পাওয়া যায়। শাক্যপ ও দিগুন্‌প আশ্রমের যুদ্ধে যে সকল লোক হত হইয়াছিল, এ সমস্ত তাহাদেরই অস্থিমালা বলিয়া কথিত হয়। পা-শাক্য সঙ্ঘারামের নিকট ৎশাঙ্‌পো নদী প্রবাহিত। ইহার তীরবর্ত্তী লৃহ-বৃংসে, লম্-রিঙ ও ফুন-ৎস-হোস্ জোঙ প্রভৃতি স্থান সান্ গবর্মেণ্টের অধীন। এই সকল স্থানে অনেক পবিত্র মূর্ত্তি আছে। এখানকার খোপূ-চাম-ছেন নামক স্তূপ খোপু লোচব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত, আর একটী উচ্চ স্তূপ সম্যাপী থনঙ্ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত এবং একটী বৃহৎ মন্দির সিতু-নম্‌গ্যা-তগ্‌প কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। ফুন্-ৎস্‌হো-লিঙ্ নামক আশ্রম সন্তুলের বৌদ্ধ-মন্দিরের ধরণে কুন-খিয়েন-জোমো নঙ্‌প কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। এই স্থানে ও ফুণ-ৎসো-লিঙ্গ প্রভৃতি স্থলে রওয়-ব নামক বৌদ্ধাচার্য্যের শিষ্যপরম্পরা বাস করিয়া বৌদ্ধশাস্ত্রের কালচক্র, ব্যাকরণ ও বিচার গ্রন্থাদি পাঠ করিতেন। ফুন-ৎসো-লিঙ্ হইতে জোনঙ্ মত প্রচলিত হয়। এখানে কুব্‌লই নামক সম্রাটের গুরু দোগোন-ফগ্‌পা বাস করিতেন। পরে জোনঙ্‌প সাম্প্রদায়িক মতের শ্রীবৃদ্ধি হওয়ায় ইহার এক প্রকার লোপ হয়। ইহার দক্ষিণে তশি-লৃহন্‌পো সঙ্ঘারাম। ইহা গ্যা-গেন্দুব কর্ত্তৃক স্থাপিত। এখানে অমিতাভ বুদ্ধ মনুষ্যা-কারে পঞ্চেন থম্ চে খন্‌পা নামে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি একবার মাত্র জন্মিয়াছিলেন তাহা নহে, ঐ একনামে তিনি পর পর কয়েক জন্ম আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তশিংলহুন্‌পো নামক আশ্রমে তাঁহার কয়েক জন্মের সমাধি আছে। ইহার নিকটে কুন-খ্যাব্-লিঙ্ নামক প্রাসাদ পঞ্চেন তন্‌পই-মিম

কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। তশি-লহুন্‌পো আশ্রমের পূর্ব্বে উত্তর ঙুঙ্‌ নামক স্থানে তিব্বতের তৃতীয় প্রসিদ্ধ নগর গ্যান্‌-ৎসে অবস্থিত। এই সহরের ব্যবসায় অতি বিস্তৃত। পূর্ব্বে ইহা সিতু-রব্‌তন্‌-কুন্‌-স্‌সঙ্গে নামক রাজার রাজধানী ছিল। উক্ত রাজা এখানে গোমঙ্‌ গঞ্জোল ছেন্‌পো নামক সঙ্ঘারাম স্থাপন করেন। তশি লহুন্‌পো আশ্রমের দক্ষিণে ছোইকিৎ দোর্জ্জে নামক এক সন্ন্যাসীর তপোবন, ইহা গর্ম্মো ছোঙ্‌-জোঙ্‌ নামে কথিত। এখানে একটী অদ্ভুতসম্ভব নির্ঝর আছে, তাহার জলে রোগনাশ হয়। তদ্ভিন্ন হরপার্ব্বতীর লিঙ্গমূর্ত্তি পর্ব্বতগাত্রে খোদিত আছে। ৎসাঙ্গ্‌পো নদীতীরে ৎসাঙ-রঙ্‌ উপত্যকায় রিঙ্গেন পুঙ্‌প জোঙ্‌ অবস্থিত। ইহা দেব রিঙ্গেন পুঙ্‌ নামক রাজা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। নিকট-বর্ত্তী থব-গ্যু নামক গ্রামে পঞ্চেন রিন্‌পোছে নামক তশি-লামার জন্ম হয়। এই উপত্যকায় নানাস্থানে অনেক লামা জন্মগ্রহণ করেন। এখানে অনেকের তপোবন আছে, কিন্তু লোকাবাস বেশি নাই।

গ্যান্‌-ৎসে নগরের দক্ষিণে পর্ব্বতমালার অপর পার্শ্বে হি নামক স্থান। ইহার পূর্ব্বে মিবঙ্‌ ফোলুহ নামক রাজার জন্মস্থান ফোলুহ গ্রাম। তশিল্‌ হুন্‌পো আশ্রমের দক্ষিণ-পূর্ব্বে কিঙ্‌করল নামক পর্ব্বতমালার পরপারে সোন্‌ জোঙ নামে দুর্গ ও কারাগার একটী হ্রদের মধ্যে নির্ম্মিত। এই স্থানের পর টিঙ্কি জোঙ। ইহার দক্ষিণে মোন-দজোঙ্‌ নামক রাজ্য, ভারতবর্ষীয়েরা ইহাকে সিকিম বলে। গ্যান্‌-ৎসে নগরের ঠিক দক্ষিণে পর্ব্বতমালার পরপারে ফগ্‌রি জোঙ নামে দুর্গ অবস্থিত; ইহাই লাসা গবর্মেণ্টের সীমান্ত দুর্গ। ইহার দক্ষিণপূর্ব্বে ল্‌হো-দ্রুক (ভুটান) রাজ্য।

উত্তর ঙুঙ্‌নামক স্থান হইতে খরল পর্ব্বতমালা পার হইলে যম্‌দোক (যম্‌দো) নামক স্থান, ইহা ঠিক ফগরির উত্তরে। এখানে তিব্বতের প্রধান হ্রদচতুষ্টয়ের মধ্যে যম্‌-দোক্‌-য়ুন্‌ৎশো নামক হ্রদ আছে। শীতকালে হ্রদের উপরিভাগ জমিয়া যায়। তখন সর্ব্বদাই হ্রদগর্ভ হইতে বজ্র-ধ্বনির ন্যায় শব্দ উত্থিত হইতে থাকে। এই শব্দ কাহারও মতে সমুদ্র বা সিংহের গর্জ্জন, কাহারও মতে বায়ুর শব্দ। এই হ্রদের মৎস্য ক্ষুদ্রকায় এবং সকলগুলিই এক আকারের। যমদোক্‌ নামকস্থানের পূর্ব্বে ৎসাঙ্‌পো এবং কি-চু নামক নদীর সঙ্গমস্থলেরও কিছু পূর্ব্বে ঙঙ্‌নামক স্থানে প্রতি বৎসর লামাগণের সভা হয়। সভায় তাঁহারা ৎশানজি নামক দর্শন-শাস্ত্রের আলোচনা করেন। ইহার নিকটবর্ত্তী খর্কা নদীর তীরে হুসঙ্গ দোই ল্‌হখঙ্‌ নামক মন্দির রাজা রল্‌পচন্‌ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। ইহার পূর্ব্বে লেগ্‌পই শেরব্‌ খুপোন নামক স্থানে জোগ-লোদন-শেবর নামক দেবতার স্বয়ম্ভু প্রতিমাধর আছে। প্রথম প্রতিমায় শিরা-সংস্থান ও মাংসপেশীসমূহ স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। সাঙ্‌কু উপত্যকায় নেহুজোঙ নামে প্রাসাদ ও দুর্গ আছে, এখানে ফগমো দ্রুববংশীয় সিতু চন্দ-চুর-গ্যাৎশান নামক রাজা ছিলেন। উঁহার ভগ্নাবশেষ এখন তিলগণের (গন্ধর্ব্বগণের) আবাস বলিয়া কথিত হয়।

কিছুদূর পূর্ব্বাভিমুখে গেলে বিভো-গেকেল নামক পর্ব্বতের নিকট পদনদ-পুঙ্গ নামক আশ্রম, ইহা সমস্ত উত্তর এসিয়ায় বিখ্যাত। এখানকার বৃহৎ উপাসনাগৃহে মৈত্রেয়ের (চাম্পথোঙ্গদোর) বৃহৎ প্রতিমা আছে। এতদ্ভিন্ন ভারত-বর্ষীয় চন্দ্র পণ্ডিতের হস্তলিখিত পুঁথি, অবলোকিতেশ্বরের (চনরসিগ) প্রতিমা ও বঁলোচবের সমাধিও আছে। এখানে দলহ লামার এক প্রাসাদ আছে। এখানকার তান্ত্রিক মতের দেবতা বজ্রভৈরবের প্রতিমা অতি প্রসিদ্ধ। এখানে বিনয়, অভিধর্ম্ম ও মাধ্যমিক দর্শনের শিক্ষা দেওয়া হয়, প্রজ্ঞাপার-মিতা পড়ান হয় ও নি-ত্তা-ৎশঙ তান্ত্রিকমতের কিয়দংশের অধ্যাপনাও হয়। ইহার পূর্ব্বে তিব্বতের রাজধানী পা লহ্‌দন (লাসা) নগর। আর্য্যাবর্ত্তের কোন বৃহৎ নগরের সহিত ইহার তুলনা না হইলেও তিব্বতের মধ্যে ইহাই প্রধান নগর। লাসা নগরের মধ্যস্থলে ত্রিতল উচ্চ শাক্যবুদ্ধের মন্দির আছে। ইহার মধ্যে শাক্যসিংহের যে প্রতিমা আছে, তাহা তাঁহার দ্বাদশ বৎসর বয়সের প্রতিরূপ। রাজা স্রোন্‌ৎসন্‌ গম্পো যে চীনরাজকন্যাকে বিবাহ করেন, তিনিই এই প্রতিমা চীন হইতে এদেশে লইয়া আসিয়াছিলেন। এখানে অবলোকিতেশ্বর (চনরসিগ) ও মৈত্রেয় বুদ্ধের স্বয়ম্ভু-প্রতিমা আছে। এতদ্ভিন্ন ৎসোদখপ, শ্রী-দ্রুন্‌ গ্যমোদেবী (ভারতবর্ষে শচী কামিনী নামে খ্যাত) প্রভৃতির মূর্ত্তি আছে।

তিব্বতের অধিকাংশ সম্ভ্রান্ত ও জমীদার লাসা নগরে বাস করেন। চীন, কাশ্মীর, নেপাল, ভুটান প্রভৃতি স্থান হইতে এখানে বণিকেরা আগমন করে। এই নগরের অর্দ্ধ মাইল দূরে পোতালা নামক প্রাসাদ। প্রবাদ, এই প্রাসাদে জগন্নাথ অবলোকিতেশ্বর বাস করিতেন। ইনিই দলই-লামা-রূপে বর্ত্তমান। পোতালা প্রাসাদ একাদশ-তল উচ্চ ও শ্বেতবর্ণ। স্রোন্‌ৎসন্‌ গম্পোনামক রাজা ইহা নির্ম্মাণ করিয়া দেন। এখানে লোহিতপ্রাসাদ (কো-দ্রুক-মর্পো) আছে। এই প্রাসাদে লোকেশ্বরের প্রতিমা ও কোন্‌গস্‌-রূপ নামক ৫ম দলই লামার সমাধি আছে। ইহা ত্রয়োদশতল উচ্চ। পোতালা প্রাসাদের দক্ষিণপশ্চিমে চগ্‌পোইরি পর্ব্বতে

চিকিৎসাশাস্ত্রশিক্ষার বিদ্যামন্দির আছে। ঐ মন্দির বজ্রপাণির নামে ও এই পর্ব্বতের পশ্চিমে দরি পর্ব্বত আর্যমঞ্জুশ্রীর নামে উৎসর্গ করা হইয়াছে। এখানে দলহ যুদহুদ রাজা। পোতালা ও লাসার মধ্যে অম্পন নামে একজন রাজকর্ম্মচারীর বাস আছে। ইনি চীনসম্রাট্ কর্ত্তৃক দলই-লামার গতিবিধির প্রতি দৃষ্টি রাখিবার জন্য নিযুক্ত। এই নগরের উত্তরে সের্-থেগ্ছে-লিঙ্ নামক আশ্রমে অবলোকিতেশ্বরের একাদশমুখ প্রতিমা আছে। উ-ছু নদীতীর দিয়া পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিয়া একটী জঙ্গল পার হইলে তগোর নামক পাহাড়ের উপর অতিষদেবের তপোবন ও গুহা, আচার্য্য (দফুগ) পদ্মসম্ভবের এবং ৮০ জন যোগীর গুহা দেখা যায়। এখানে অবলোকিতেশ্বর-মূর্ত্তি, কৃষ্ণপ্রস্তরসম্ভূত স্বয়ম্ভুমণি, নীলপ্রস্তরক্ষেত্র-মধ্যগত একখানি শ্বেতপ্রস্তর হইতে স্বয়ং জাত তারামূর্ত্তি, জম্ভল (কুবের) মূর্ত্তি, রিগচোম (বেদমতী) মূর্ত্তি ও হুব্থোব বির্পমূর্ত্তি আছে। চারিজন মৈত্রেয়ের মধ্যে এখানে যেরূপ চাম্ছেন এই প্রদেশে অমৃতবর্ষণ করিয়াছিলেন। এখানে পল্হ শিবনামক এক অদ্বিতীয় দেবতার প্রতিমা আছে। উছুনদীর দক্ষিণতীরে প্রসিদ্ধ সংস্কারক শরচোঙ্থপ কর্ত্তৃক স্থাপিত গধ্ননামক আশ্রম ও তাঁহার নিজ সমাধিস্থান আছে। এখানে যমান্তক মহাকাল কালরূপ নামক দেবতার প্রতিমা ও গুহ্য-সমাজের মণ্ডল আছে। গধনের উত্তরপূর্ব্বে ছুগল পর্ব্বতের পরপারে রদেঙ নামক আশ্রম। অতিষের প্রিয় ও প্রধান শিষ্য ডোম রিণ্পোছে ইহার স্থাপয়িতা। ইহা অতিষের (দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান) ভবিষ্যবাণী অনুসারে স্থাপিত হয়। এখানে অতিষের প্রতিষ্ঠিত মৈত্রেয়মূর্ত্তি ও গুহ্যসমাজতন্ত্রের জম্-পল্-দোর্জে নামক জ্ঞানীর মূর্ত্তি আছে। উ ও চঙ্ প্রদেশের উত্তরে তিব্বতের প্রসিদ্ধ হ্রদ চতুষ্টয়ের আর একটী হ্রদ আছে, ইহা নম্ছো ছ্যুগমো (টঙ্গ্রি-নর্) নামে খ্যাত। চঙ্পো ও উ-ছু (ক্যি-ছু) নদীর সঙ্গমস্থলে গোঙ্ কর-জঙ নামে দুর্গ ও কারাগার অবস্থিত। এখান হইতে অর্দ্ধদিনের পথ উত্তরে দোর্জেতগ নামে তান্ত্রিক বৌদ্ধগণের প্রধান আশ্রম। এই আশ্রমের পূর্ব্বে সাম্য নামক অতি প্রাচীন সঙ্ঘারাম। মগধের ও দন্তপুরীর সঙ্ঘারামের অনুকরণে পদ্মসম্ভবের নির্দ্দেশানুসারে থিস্রোঙ দিউৎসন্ নামক রাজা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমে ইহাতে নূতন এক অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। চঙপো নদীর উত্তরতীরে দ-ছো নামক হ্রদ, ইহা পাদন-ল্হমো বা কালীদেবীর হ্রদ বলিয়া খ্যাত। ঋগপো গোঙমোল নামক পর্ব্বতের উপর চরি-কিখোর্-থঙ নামক পবিত্র স্থান। এই স্থান খদোমগণ (ডাকিনী) কর্ত্তৃক রক্ষিত। লোকে সহজে এই দেশে আসিতে পারে না। ১৩শ বৎসরে (প্লবঙ্গ সংবৎসরে) ১০০০০ যাত্রী একত্র চরিদর্শনে যাত্রা করে। তাহারা ক্যিযোর্-থঙ্ নদীর তীর দিয়া নয়টী পার্ব্বত্য সংকীর্ণপথ, নয়টী প্রবাহ, নয়টী সেতু উত্তীর্ণ হইয়া অতি ভয়ানক ও সংকীর্ণ চ্যাম্বিল্ ও চিম্বিল্ নামক পার্ব্বত্যপথ অতিক্রম করিয়া ঋগপো চরি থুগ্কা নামক স্থানে উপস্থিত হয়। ইহার পর তাহারা চ্যাচুল নামক স্থানে আরোহণ করিয়া ছোরিস্-সামছুঙ নামক বৌদ্ধতীর্থের শেষ সীমায় পৌছে। ইহার অপর পারে আর বৌদ্ধতীর্থ নাই। এখানে মেষ, ছাগ প্রভৃতি ভারবাহী পশু চরিতে আরম্ভ করিলেই তাহাদের শৃঙ্গে দেবমূর্ত্তি ও মন্ত্রাদি আপনা হইতে অলৌকিক রূপে লিখিত হইয়া যায়, এইরূপ প্রবাদ আছে। খোরলো-ডোম্প নামক তান্ত্রিক দেবতার হৃদয়স্থান বলিয়া চরি অতি পবিত্র ও বিখ্যাত। তীর্থিকগণ (ব্রাহ্মণগণ) বলেন, এই দেশ উলঙ্গ স্ত্রী-পুরুষের আবাসভূমি ও ইহাই মহাদেবের আলয়।

প্রকৃত তিব্বতের উত্তরপূর্ব্বে বৃহৎ তিব্বত প্রদেশ অবস্থিত। ইহার মধ্যে আমদো, খম্ ও গঙ্ প্রদেশ সন্নিবিষ্ট। বৃহৎ তিব্বতমঙ-সম্বো গঙ্, চহ্চগঙ্, পোম্পো গঙ, মর্থম গঙ্, নিমগ গঙ্ ও যর্ম্মোগঙ্ এই ছয় ভাগে বিভক্ত। এতদ্ভিন্ন চারিটী পার্ব্বত্য প্রদেশ আছে—ছত রোঙ, সঙনন রোঙ, নাগরোঙ ও গ্যমো রোঙ্।

প্রকৃতি। তিব্বতের সীমাবর্ত্তী কঙপো নমেক স্থানের পূর্ব্বে পর্ব্বতের পারে খম্ প্রদেশ আরম্ভ। ইহার পূর্ব্বে ছতরোঙ প্রদেশ, ইহার পূর্ব্বে অঙ্। ইহার নিকটে ন-খওর কর্পো নামক অতি পবিত্র স্থান। ইহার দক্ষিণে চীনের য়ুনান নামক স্থান। নঙ নামক স্থানের পূর্ব্বে পর্ব্বতপারে খম ল্হরি। ইহার পূর্ব্বে ঙু-ছু (রৌপ্য) নদীর বামতীরে রিভোছে নামক প্রসিদ্ধ সঙ্ঘারাম। ইহার পূর্ব্বে মর্থম্ প্রদেশ। এখানে রাজা স্রোন্ৎসন্-গম্পোর সময়ে নির্ম্মিত কয়েকটী মন্দির আছে। ইহার পূর্ব্বে কোঙ্ চে-থ নামক স্থান, ইহাই চীন ও তিব্বতের সীমা। ইহার পূর্ব্বে বাহ্ বিভাগের মধ্যে তুব-ছেন চাম্বলিঙ্ নামে সঙ্ঘারাম লিথঙ্ নামক স্থানে অবস্থিত। এখানে চন্-নি শাস্ত্রমতাবলম্বী ২৮০০ সন্ন্যাসী অবস্থিতি করে। লিথঙ্ নামক স্থানের উত্তরপূর্ব্বে নাগরঙ জেলা। এখানে নাগছু নদীতীরে কোত নামক মন্দির ভারতবর্ষীয় আচার্য্য ক-তম্প সন্দের্ (সিচোপ-শাস্ত্রমতপ্রবর্ত্তকের) যোগাশ্রম মন্দির। গ্যমো-রোঙ নামক প্রদেশে লোচব বিরোচনের তপস্যার স্থান ও গুহা আছে। আম্দো প্রদেশে চ্য-খ্যুঙ নামক স্থানের

উত্তরে পর্ব্বতের পারে চোঙ্‌ম জেলা। বর্ত্তমান যুগের দ্বিতীয় বুদ্ধ শার চোঙ্‌খপ লোসং তগ্‌প নামক প্রসিদ্ধ সংস্কারকের জন্মভূমির উপর কুম্বুম নামক সঙ্ঘারাম স্থাপিত। এখানে একটী শ্বেতচন্দন-বৃক্ষ আছে। প্রবাদ যে, উক্ত সংস্কারকের জন্মকালে উহার প্রতি পত্রে সেঙ্গেনারো বুদ্ধের ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। এখান হইতে উত্তরপূর্ব্বে আম্‌দো গোমঙ্‌-গোন্‌প বা সেরখঙ্‌ গোন্‌প নামক সঙ্ঘারাম অবস্থিত। এই সঙ্ঘারামের প্রধান আচার্য্য তগ্‌চে চোঙ্গো লামার অবতার। তিনিই এই ভূবিবরণপ্রণেতা। এখানে চন্‌-নি মতাবলম্বী ২০০০ শ্রমণ বাস করেন। এখানকার উত্তরে আম্‌দো পরি নামক জেলায় জোমোখোর সঙ্ঘারামগুলি অতি বিখ্যাত। চ্যম্বলিঙ্‌ নামক একটী মন্দিরে ১ লক্ষ বুদ্ধ-মূর্ত্তি ও মৈত্রেয়বুদ্ধের ৮০ ফিট্‌ উচ্চ প্রতিমা আছে। লোক্যাতুন সঙ্ঘারামে সম্বর নামক তান্ত্রিক দেবতার মূর্ত্তি আছে। এই দেবতা স্বীয় শক্তি আলিঙ্গন করিয়া আছেন। ইহার উত্তরে কো-কোনর নামক হ্রদ। ইহার গর্ভে মহাদেব নামে এক পর্ব্বত আছে। এখানে কো-কোনর মোঙ্গোল নামক এক শ্রেণীর হোর জাতি ৩৩ জন সর্দ্দারের অধীনে বাস করে, ইহারা বৌদ্ধ। আজকাল তিব্বতের পূর্ব্বাঞ্চলের লোকেরা প্রায়ই কংফুচির মত গ্রহণ করিতেছে, লদাকের লোকেরা নানকের মত গ্রহণ করিতেছে। এই দেশের স্থানে স্থানে চীন-তাতার, তুর্কীস্থান ও মোঙ্গলিয়ার মুসলমানের বাস আছে, তাহারা তদ্দেশীয় দস্যুব্যবসায়ী লোকদিগকে মুসলমান করিয়াছে।

বর্ত্তমান তিব্বত রাজ্য ২৭° হইতে ৩৭° উত্তর অক্ষাংশে ও ৭২° হইতে ১০৫° পূর্ব্ব-দ্রাঘিমায় অবস্থিত। ইহার উত্তরে গোবি নামক বিস্তৃত মরুভূমি। ইহার উচ্চতম সমতল ভূমি সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪ হাজার ফিট্‌ উচ্চ। উচ্চ তিব্বতে ঐরূপ ভূমি ১২ হইতে ১৩ হাজার ফিট্‌ উচ্চ। তিব্বতকে চীনেরা চঙ্‌ বা সি-তঙ্‌ দেশ বলে। তিব্বত শব্দ চূ-পেহ-তেহ্‌ (তুবো) শব্দের অপভ্রংশ। তিব্বতীয়েরা নিজে স্বদেশকে পো বা পো-যুল্‌ বলে। পো শব্দ হইতে প্রাচীন ভারতবর্ষীয়েরা ইহাকে ভোট আখ্যা দিয়াছেন। পো শব্দ লিখিতে 'বোদ' এইরূপ লিখিত হয়, সুতরাং উহা হইতে ভোট হওয়া আশ্চর্য্য নহে। পো-যুল্‌ অর্থে পোদেশ, পো-প অর্থে পো দেশীয় পুরুষ এবং পো-মো অর্থে পো-দেশীয় স্ত্রী। তিব্বতীয়েরা মধ্যতিব্বত-কেই প্রকৃত পক্ষে পো বলে। পূর্ব্বতিব্বত সাধারণতঃ খম্‌ বা বৃহৎ তিব্বত নামে অভিহিত হয়। চীন গবর্মেণ্ট তিব্বতকে দুইভাগে বিভক্ত করেন—অগ্রতিব্বত ও পশ্চাৎতিব্বত। চঙ্‌ প্রদেশ (প্রকৃত তিব্বত) সাধারণতঃ চারিভাগে বিভক্ত; পূর্ব্বে চিয়েন চঙ (খম), মধ্যে চুঙ্‌, চঙ্‌, পশ্চিমোত্তরে ইউ চঙ্‌ (প্রকৃত গুতি) ও পশ্চিমে নরি (লদাক)।

লদাক প্রদেশে লে প্রধান নগর এবং ইস্কার্দো বল্‌তি প্রদেশের প্রধান নগর। বল্‌তির মধ্যে সিন্ধুনদীতীরে বল্‌তি ও রোজদো, সিঙ্‌-গে-চু নদীতীরে খরটক্‌সো, তোল্‌তি, পর্কু‌ত, শগর নদীতীরে শগর এবং শ্যেওক নদীতীরে খোবলু, চোর্ব্বত ও কিব্‌স সহর।

তিব্বতবাসীরা হিমালয় পর্ব্বতকে কাঙ্‌ বলে।

গিরিপথ। ভারতবর্ষ হইতে শতদ্রু নদীর পার্শ্ব দিয়া একটী পথ আছে। এই পথ তিব্বতের প্রধান রাস্তা। ইহা মধ্যএসিয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত। গড়বাল রাজ্যের মধ্যে তেহরি প্রদেশে নীলন্‌ঘাট গিরিপথ, ইংরাজাধিকৃত গড়বাল রাজ্যে নিতি ও মানা গিরিপথ, কমায়ুন প্রদেশে যোহর গিরিপথ, কুমায়ুন রাজ্যের সীমান্তে দর্ম্ম ও ব্যাস গিরিপথ-ভারত হইতে তিব্বত-প্রবেশের কয়টী প্রধান রাস্তা।

অধিবাসী। তিব্বতবাসীরা মোঙ্গলীয় জাতি সম্ভূত। নেপাল ও ভুটানের লোকেরাও এই জাতি হইতে উৎপন্ন। তিব্বতীয়েরা এই সমস্ত পার্ব্বত্য প্রদেশের লোককে মোন্‌ বলে। লদাকের লোকেরা আপনাদিগকে ভুটীয়া বলিয়া পরিচয় দেয়। গোবি মরুর দক্ষিণে খোর্প নামক জাতি বাস করে। ইহারা উইগুর জাতি হইতে উৎপন্ন। হোর বা হোর-প জাতি মোঙ্গলিয়ার ইলুথ জাতি হইতে উৎপন্ন, ইহারা উত্তরতিব্বতে বাস করে। মুসলমানেরা সাধারণতঃ ললো নামে আখ্যাত হয়।

বেশভূষা। ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোকেরা গ্রীষ্মে চীনা সাটীন ও শীতে ঐ সাটীনের নিম্নে পশুলোম লাগাইয়া ব্যবহার করে। সাধারণ লোকে গ্রীষ্মে লোমজ বস্ত্র ও শীতে মেষচর্ম্ম ব্যবহার করে। সকলে জুতা পায় দেয়। সাধারণ লোকে শীতে প্রায়ই স্নান করে না; বস্ত্রাদিও সর্ব্বদা ধৌত করে না; এজন্য তাহাদের গাত্রচর্ম্ম ঈষৎ জলস্পর্শে ফাটিয়া উঠে ও শীতব্রণ উৎপাদন করে। সহরবাসী যাহারা বেশীর ভাগ বাড়ীর বাহির হয় না, তাহারা স্নান করে না বা স্নান করাকে অপকর্ম্ম বলিয়া মনে করে। কেহ বড় সাবান ব্যবহার করে না। এক প্রকার বৃক্ষের শিকড় জলে বাটিয়া তদ্দ্বারা কাপড় কাচিয়া লয়।

ব্যবসায়।—পার্ব্বত্যপ্রদেশের লোক সকলেই ব্যবসা করে। ইহারা মার্চ্চ হইতে নবেম্বর পর্য্যন্ত উপত্যকায় থাকে। ইহাদের স্ত্রীলোকেরা এখানে অত্যল্প চাষবাস করে। তদুৎপন্ন শস্যে পুরুষেরা চাউল, ময়দা, তুলা ও চিনি প্রস্তুত করিয়া

তিব্বতে লইয়া যায় এবং সোহাগা, লবণ পশম লইয়া আসে। নবেম্বর হইতে মার্চ্চ পর্য্যন্ত তাহারা পর্ব্বত ছাড়িয়া অলকনন্দাতীরে, কুরুপ্রয়াগে ও নন্দীপ্রয়াগে আসিয়া নজিবাবাদের বণিক্‌গণের সহিত বাণিজ্য করে। ইহারা চমরীকে ভারবহনে নিযুক্ত করে। এই পশু ১৫০ হইতে ২০০ পাউণ্ড অর্থাৎ ২॥০ মণ পর্য্যন্ত ভার বহিতে পারে। তিব্বতে পর্ব্বতে ও নদীতে স্বর্ণরেণু পাওয়া যায়, কিন্তু সোহাগার আদর বাণিজ্য-ব্যাপারে অতি অধিক। এখানে কিছু দিন হইল চাএর ব্যবসায় চলিয়াছে। ৪ সের আন্দাজ এক এক বাণ্ডিল চা ২৪ টাকা মূল্যে বিক্রীত হয়। মেষলোম ও ছাগলোম এবং এই দুই প্রকার পশুপালনই এখানকার নিম্নশ্রেণীর অধিবাসীদিগের সর্ব্বপ্রধান ব্যবসায়। পশুপাল চরাইতে তিব্বতীয়েরা ১৫।১৬ হাজার ফিট্ উর্দ্ধে উঠে, তাহার উপর উঠিতে সাহস পায় না।

ধর্ম্ম। বৌদ্ধধর্ম্মই সমগ্রদেশের প্রধান ধর্ম্ম। ক্ষুদ্র তিব্বত-বাসীরা সিয়া-মুসলমান। দলই-লামা বৌদ্ধধর্ম্মের সর্ব্বপ্রধান যাজক; ইনি লাসা নগরে বাস করেন। তশিলামা দ্বিতীয় যাজক। সাম্পু (ব্রহ্মপুত্রতীরে) তশি-ল্‌ হুনপো নগরে বাস করেন। সাধারণ যাজকেরা (শ্রমণ) "গাইলঙ্গ" নামে কথিত হয়। ইহাদের পর "তোহ্‌ব" বা "তুপ্প"গণ ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যবসায়ের শিক্ষার্থিবৃন্দ। ইহারা ৮।১০ বৎসর হইতে কোন ধর্ম্ম-মন্দিরে শিক্ষার্থ সন্নিবিষ্ট হয়। ১৫ বৎসরে 'তুপ্প' উপাধি ও ২৪ বৎসরে 'গাইলঙ্গ' উপাধি প্রাপ্ত হয়। বৌদ্ধধর্ম্মীরা এখানে দুই সম্প্রদায়ে প্রধানতঃ বিভক্ত—"গেলুগ্‌প" ও "শম্মর"। প্রথম সম্প্রদায়ের যাজকেরা পীত পরিচ্ছদ ধারণ করে ও অবিবাহিত থাকে, কিন্তু দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের যাজকেরা রক্তবর্ণ পরিচ্ছদ ধারণ করে ও বিবাহ করিয়া থাকে। লামা, গাইলঙ্গ ও তুপ্প ব্যতীত ইহাদের মধ্যে সন্ন্যাসিনী অনেক আছে। ইহারা সকল প্রকার কাজকর্ম্ম করে।

উৎসব। কোন গোন্‌প বা গুম্ফের লামার মৃত্যুতিথি উপলক্ষে প্রতি বৎসর সেই গুম্ফে উৎসব ও আলোকমালা প্রদান করা হয়। তশি-ল্‌ হুন্‌পো গুম্ফে প্রতিবৎসরে তিনবার এইরূপ উৎসব হয়। যে দিন এখানে প্রথম বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হয়, সেই তিথ্যনুসারে প্রতিবৎসর লাসা নগরে 'লাসা মিউহলুম্‌' নামক উৎসব হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন কন্‌দুপেচ, চুদুপেচ, গেন্দুপেচ, ঘেন্দুপেচ, গোন্দুপেচ, থাজিপেচ, লদুপেচ, তিন্দুপেচ, দ্রুদুপেচ, কণ্ডায়পেচ ও নুক্‌কোপেচ নামক দ্বাদশটী বার্ষিক উৎসব আছে। ইহাদের মধ্যে বার্হস্পত্য সংবৎসর প্রচলিত। [illegible] ১০২৫ অব্দে ইহাদের অব্দ আরম্ভ হয়।

(৬৩৮ হইতে ৫৪৩ খৃষ্টাব্দ পূর্ব্বের মধ্যে) শাক্যকালে, দ্বিতীয়তঃ অশোককালে (শাক্যের মৃত্যুর ১১০ বৎসর পরে) ও তৃতীয়তঃ কনিষ্ককালে (শাক্যের মৃত্যুর ৪০০ শত বৎসরেরও অধিক পরে) ভারতে যে সমস্ত বৌদ্ধগ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছিল, তিব্বতবাসী বৌদ্ধগণেরও সেই মত। বুমনামক ধর্ম্মগ্রন্থ ১২ খণ্ডে বিভক্ত; ইহাতে এপৃথক্ সম্প্রদায়ের শাস্ত্র বর্ণিত আছে।

সংকারবিধি।—ইহারা শব দাহ বা প্রোথিত করে না, কোন উচ্চস্থানে ফেলিয়া দেয়, শকুনিতে আহার করিয়া অস্থি অবশেষ করে। ধনীর দেহ যাচার করিয়া একটী পর্ব্বতে লইয়া যায়, (শ্মশান উদ্দেশ্যেই এই পর্ব্বত ব্যবহৃত হয়), সেখানে শববাহী লোকেরা শবদেহ হইতে মাংস কাটিয়া পৃথক্ করে, অস্থি গুড়াইয়া চূর্ণ করে, পরে অগ্নি জ্বালিয়া ধূমোৎপাদন করে। ধূমদর্শনে গৃধ্র, শকুনি প্রভৃতি নিকটবর্ত্তী হয় এবং ঐ সমস্ত উহাদিগকে প্রদত্ত হয়। প্রধান প্রধান লামাদিগের মৃতদেহ তাঁহাদিগের স্ব স্ব গোন্‌প মধ্যে নবপ্রস্তুত সমাধি-মন্দিরে প্রোথিত করা হয়। নিম্নপদস্থ লামার দেহ দাহ করা হয়, কিন্তু ভস্মরাশি ধাতব-পুত্তলিকার মধ্যে পুরিয়া মন্দিরে রক্ষা করে। সাধারণ লোকের জন্য পারসিকদিগের ন্যায় প্রাচীর বেষ্টিত 'মৃতস্থাপন স্থান' আছে। মোঙ্গলদিগের মধ্যে কেহ কেহ দাহ করে, কেহ কেহ প্রস্তররাশির মধ্যে প্রোথিত করে, কেহ কেহ শূন্যস্থানে ফেলিয়া দেয়। হঠাৎ মৃত শিশুর দেহ পথে নিক্ষিপ্ত হয়।

ধর্ম্ম-বিস্তার ও ধর্ম্মমত। তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রাচীন বা নদম্ ও আধুনিক বা ছি-দর এই দুইভাগে বিভক্ত। নহ্‌-থিৎ-ৎসম্পো রাজার সময় হইতে অধস্তন ২৭ পুরুষ সমরি-স্রোন্-ৎসন্ রাজার রাজত্বকাল পর্য্যন্ত তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্মের কথা কেহ জানিত না। লহ-থো-রি-নন্-ৎসন্ নামক রাজার (ইনি সামন্ত-ভদ্রের অবতার বলিয়া বিখ্যাত) রাজত্বকালে রাজপ্রাসাদে কয়েকভাগ পং কোং ছ্যগ-গ্যা পুস্তক আকাশ হইতে পতিত হয়। এই পুস্তকের অর্থগ্রহ করিতে না পারায় তিব্বতীয়েরা ইহার 'নং-পো সাং-ব' নাম প্রদান করে। ইহাই বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রথম বীজ। রাজা স্বপ্নে জানিলেন যে, তাঁহা হইতে অধস্তন পঞ্চম পুরুষে এই পুস্তকের অর্থ প্রচারিত হইবে। এতদনুসারে বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের অবতার স্রোন্‌ৎসন্-গম্পো রাজার অধিকারকালে তদীয় মন্ত্রী থোন্-মি-সম্ভোট ভারতবর্ষে উপস্থিত হন ও বৌদ্ধধর্ম্মের নানাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি হিন্দুদিগের শাস্ত্রেও ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া তিব্বতে ফিরিয়া যান। স্বদেশে গিয়া তিনিই তিব্বতের 'বুচন' নামক অক্ষরমালা সৃষ্টি করেন। মাত্রাযুক্ত নাগরী

অক্ষর ও মাত্রাহীন বুর্ত্ত্ অক্ষর (কাফিরিস্থান বা খাকৃটি্য়া-প্রচলিত ভাষা ও অক্ষরমালা) হইতে ভাজিয়া চুরিয়া মাত্রা-যুক্ত 'বুচনং অক্ষর উদ্ভাবিত হয়। ইহাই তিব্বতদেশীয় প্রথম বর্ণমালা। রাজা স্রোন্-ৎসন্-গম্পো নেপাল-রাজকুমারীকে বিবাহ করিয়া তথা হইতে অক্ষোভ্য-বুদ্ধের (পঞ্চধ্যানি বা ধ্যানী বুদ্ধের এক জন) ও চীনরাজকুমারীকে বিবাহ করিয়া তথা হইতে শাক্যমুনির প্রতিমা আনয়ন করেন। এই দুই মূর্ত্তিই তিব্বতের সর্ব্বপ্রথম ও প্রাচীন বৌদ্ধ-প্রতিমা। রস-থুল্ নং-কিচুং-লখং নামে মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া রাজা ঐ দুই প্রতিমা স্থাপিত করেন। এই মন্দিরের নামানুসারে তাঁহার রাজধানীর নাম 'লাসা' হয়। থোন্-মি-সম্ভোট ও তাঁহার অনুযাত্রীরা রাজাদেশে তিব্বতের নবসৃষ্ট অক্ষরে তিব্বতীয় ভাষায় সংস্কৃত হইতে বৌদ্ধগ্রন্থ অনুবাদ করিতে নিযুক্ত হন। সংগ্যো-ফলপো-ছে প্রভৃতি গ্রন্থই সর্ব্বপ্রথমে অনুবাদিত হয়।

থি স্রোন্-দে-ৎসন্ রাজা মঞ্জুঘোষের অবতার বলিয়া কথিত হইতেন। তাঁহার রাজত্বকালে মহাপণ্ডিত শান্তরক্ষিত, পদ্ম-সম্ভব ও অন্যান্য ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধপণ্ডিত তিব্বতে আমন্ত্রিত হন। ইঁহাদের সঙ্গে সাতজন শ্রমণ (বৌদ্ধসন্ন্যাসী) আসিয়া-ছিলেন, বৈরোচন তাঁহাদের মধ্যে প্রধান। ইঁহাদের শিক্ষা-দানগুণে শীঘ্রই দেশে অনেকগুলি লোচব (সংস্কৃতজ্ঞ এবং দুই বা তিন ভাষাবিৎ তিব্বতীয় লোক) উৎপন্ন হইল। লোচবগণের মধ্যে লুই-বন্পো, সেগোর বৈরোচন, আচার্য্য রিঞ্চেন-ছোগ, যেসে বন্পো, কছোগ শং প্রভৃতি প্রধান। ইঁহারা সূত্র, তন্ত্র ও ধ্যানশাস্ত্র তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করেন। শান্তরক্ষিত দুব (বিনয়) শাস্ত্র হইতে মাধ্যমিক শাস্ত্র পর্য্যন্ত শিক্ষা দিতেন। পদ্মসম্ভব জ্ঞানী ছাত্রদিগকে তন্ত্রশাস্ত্র শিক্ষা দিতেন। এই সময় হ্বষন্ মহাযান নামক একজন চীন-দেশীয় পণ্ডিত তিব্বতে আগমন করিয়া এক নূতন মত প্রচার করেন। তিনি বলেন, "সত্তেই হউক আর অসত্তেই হউক মন যতদিন আসক্ত থাকিবে, ততদিন তাহার মুক্তি নাই; শৃঙ্খল লৌহেরই হউক আর স্বর্ণেরই হউক সমান ভাবে বাঁধিয়া রাখে। নিরাসক্ত না হইলে পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহ হইতে পরিত্রাণ নাই।" এইমত প্রচারিত হইলে শান্তরক্ষি-তের দর্শন ও শাস্ত্রজ্ঞান ভাসিয়া গেল। হ্বষন্ মহাযানের মত অতি শীঘ্রই প্রসারিত হইতে লাগিল। রাজা থি-স্রোন্-দে-ৎসন্ আকুল হইয়া ভারতবর্ষ হইতে পণ্ডিত কমল-শীলকে আনাইলেন। কমলশীল তর্কে চীনপণ্ডিতকে পরাস্ত করায় তাঁহার মতও ক্রমশঃ লুপ্ত হইতে লাগিল। কমলশীল তিব্বতে আবার শিক্ষা বিস্তার করিতে লাগিলেন। শান্তরক্ষিত ও কমলশীল উভয়ে স্বতন্ত্র-মাধ্যমিক মতাবলম্বী ছিলেন। ইহার পরে কয়েকজন যোগাচার্য্য পণ্ডিত আসিয়া-ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা স্বতন্ত্র-মাধ্যমিক মতের বিরুদ্ধে বিশেষ কিছু করিতে পারেন নাই। রাজা রলপচন্এর রাজত্বকালে পণ্ডিত জিনমিত্র আসিয়া সাধারণের প্রাপ্তিসুলভ করিয়া অনেক ধর্ম্মগ্রন্থ দেশীয় ভাষায় অনুবাদ করেন।

ইহার পর যখন লন্দর্ম্ম নামে রাজা সিংহাসনে অধিরূঢ় হন, তাঁহারই যত্নে কিছুকালের জন্য তখন বৌদ্ধধর্ম্ম তিব্বত হইতে বিলুপ্ত হয়। এই সময় তিনজন সন্ন্যাসী পল্-ছেন্-ছু-বো-রি হইতে পলায়ন করিয়া আমদো দেশে গোন্-প-রব্-সল্ নামক লামার শিষ্য হন। ইঁহাদের পর আরও দশজন ঐ লামার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া শ্রমণ হন। লুম-ছল-থিম্ ইঁহা-দের প্রধান ছিলেন। লন্দর্ম্মের মৃত্যুর পর ইঁহারা ফিরিয়া আসিয়া স্বস্ব সঙ্ঘারামে উপস্থিত হইয়া আবার বৌদ্ধধর্ম্মের সংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা শ্রমণসংখ্যা বৃদ্ধি করিবার জন্য উ ও ৎসন্ প্রদেশে প্রথমে কার্য্য আরম্ভ করেন। এইরূপে পুনরায় দুইজন আম্দোপ্রদেশীয় লামা গোন্-পরব্-সল্ ও লুমে ছুল্-থিম কর্ত্তৃক তিব্বতে পুনরায় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইল। ল্হ-লামার সময়ে লোচব রিণছেন্-স্সংপো ভারতে শাস্ত্রাদি শিক্ষার্থ গমন করেন। তিনি ফিরিয়া আসিয়া সূত্র ও তন্ত্রশাস্ত্র অনুবাদ করেন।

লন্দর্ম্মরাজের, পূর্ব্ববর্ত্তী কালকে 'ন-দর' বলে ও পরবর্ত্তী কালকে 'ছ্যি-দর' বলে।

রিণছেন্ স্সংপো তান্ত্রিক মতাবলম্বীদিগের অনেক আচার-ব্যবহারেরও সংস্কার করেন। তাহারা ধর্ম্মের দোহাই দিয়া অনেক অশ্লীল ব্যবহার অবলম্বন করিয়াছিল। ইনি প্রসঙ্গ-মাধ্যমিক মতাবলম্বী ছিলেন।

রাজা ল্হ-লামা ভারতবর্ষ হইতে ধর্ম্মপাল ও তাঁহার তিন শিষ্যকে আহ্বান করেন। পূর্ব্বভারত হইতে ধর্ম্মপাল শিষ্য সিদ্ধিপাল, গুণপাল ও প্রজ্ঞাপাল-সহ এদেশে আসেন। ইঁহাদের নিকট গ্যল বৈ-সেরব দীক্ষিত হইয়া নেপালে বিনয়-শাস্ত্র শিখিবার জন্য হীনযান মতাবলম্বী পণ্ডিত প্রেতকের নিকট গমন করেন। ইঁহার শিষ্যগণই তো-দুব (উত্তরদেশীয় বিনয়-বিৎ) বলিয়া খ্যাত। তৎপরে রাজা ল্হদের সময়ে কাশ্মীরপণ্ডিত শাক্যশ্রী আহূত হন। তাঁহা দ্বারা বহুতর শাস্ত্র অনূদিত হয়। তিনি যে আচার-বিধি প্রচার করেন, তাহা 'পঞ্চেন ডোম গ্যাপ' নামে খ্যাত। আম্দো দেশীয় পঞ্চেন আর একপ্রকার আচার-বিধি নিবদ্ধ করেন, তাহা "লছেন ডোমগ্যাপ" নামে খ্যাত। [illegible]

তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্ম্মের ভিত্তিরূপে এবং ডোম্‌গ্যণ বা আচার-বিধি বৌদ্ধধর্ম্মের আনুষ্ঠানিক আবরণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।

কালক্রমে নানা পণ্ডিতের নানা ব্যাখ্যাবলে তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতীয় ১৮শ প্রকার বৈভাষিক মতের ন্যায় নানা সাম্প্রদায়িক মতে বিভক্ত হইয়া পড়ে। এই সকল মতের কতকগুলি মত প্রবর্ত্তয়িতার নামে, কতকগুলি মতপ্রচারের প্রথম স্থানের নামে ও কতকগুলি মতপ্রবর্ত্তকদিগের ভারতীয় গুরুর নামে প্রসিদ্ধ হইয়া পড়ে, কতকগুলি বা তন্ত্রমতের ক্রিয়াবিশেষের নামেও অভিহিত হয়।

সমস্ত সাম্প্রদায়িক মত আবার পুরাতন ও সংস্কৃত (গেলুগ্‌-প) এই দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে। পুরাতন সম্প্রদায়ে নিং ম-প, কহ্‌ দম্প, কহ্‌ গ্যাংপ, শি-চো-প, জোনংপ ও নিছেপ এই সাতটী শাখা আছে। পুরাতন সম্প্রদায় আবার মোটের উপর দুইভাগে বিভক্ত—নিং-ম-প ও শর্ম্মপ। এই ভেদের কথা নাকি তন্ত্রশাস্ত্রে উক্ত আছে। যে সকল গ্রন্থ পণ্ডিত স্মৃতির পূর্ব্বে তিব্বতীয় ভাষায় অনূদিত, তাহাই নিংম-প ও যাহা রিন্‌ছেন-সসংপো কর্ত্তৃক অনূদিত তাহাই শর্ম্মপ। মঞ্জুশ্রীমূল তন্ত্রগুলি রাজা দি-স্রোন্‌-এর রাজত্বকালে অনূদিত হইলেও সেগুলি শর্ম্মতন্ত্র মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে। এইরূপ আরও দুএকটী গোলমাল থাকিলেও রিন্‌ছেন্‌-সসংপোই শর্ম্মতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া সর্ব্বত্র স্বীকৃত হন। লোচব রিন্‌ছেন্‌-স-সংপো প্রজ্ঞাপারমিতা, মাতৃ ও পিতৃতন্ত্র প্রচার করেন, সর্ব্বোপরি যোগতন্ত্র তাঁহাদ্বারাই তিব্বতে প্রচারিত হয়। গো নামক তান্ত্রিক পণ্ডিত নাগার্জ্জুনের মতে সমাজগুহ্য মত প্রচার করেন এবং সর্প নামক তান্ত্রিক পণ্ডিত পিতৃতন্ত্রানুসারে সমাজগুহ্যমত, মাতৃতন্ত্রানুসারে মহামায়া-অনুষ্ঠান, বজ্রহর্ষ এবং সম্বর-অনুষ্ঠানবিধি প্রচলিত করেন। এই সকল লোচবদিগের প্রতিষ্ঠিত তান্ত্রিক অনুষ্ঠান ও বিধিগুলি 'শর্ম্মতন্‌প' বা নব্যতন্ত্র নামে খ্যাত।

রাজা স্রোন্‌ংসন্‌-গম্পো নিজে একজন ধর্ম্মোপদেষ্টা ছিলেন। ইঁহার ছাত্রেরা যে সকল পুস্তক ব্যবহার করিত, তাহা 'কোরম' নামে ও অবলোকিতেশ্বরের উপদেশসমূহ 'ঝোগ-রিম' নামে কথিত হইত। স্রোন্‌ৎসন্‌-গম্পোই সর্ব্বপ্রথমে "ওঁ মণিপদ্মে হুঁ" এই মন্ত্র প্রচলিত ও জপবিধি শিক্ষা দেন। তিনিই ভারতবর্ষের কুশর ও শঙ্কর ব্রাহ্মণ নামক আচার্য্যদ্বয়কে ও কাশ্মীর হইতে পণ্ডিত শিলমঞ্জুকে আনয়ন করেন। ইঁহার পঞ্চমপুরুষ পরে রাজা থি-স্রোন্‌ প্রথমে শান্তরক্ষিতকে আনয়ন করেন। ইনি দেশীয় লোকের ধর্ম্মাচরণের অবস্থা দেখিয়া অল্পে অল্পে তাহাদিগকে অনুষ্ঠানাদি শিখাইবার জন্য প্রথমে 'দশধর্ম্ম' অর্থাৎ প্রাণীহিংসানিষেধ, চৌর্য্যনিষেধ, ব্যভিচারনিষেধ, মিথ্যাকথননিষেধ, পরনিন্দা বা কুবাক্যকথন-নিষেধ, বৃথা বাক্যব্যয়নিষেধ, লোভনিষেধ, অমঙ্গলচিন্তা-নিষেধ, সত্যের অপলাপ নিষেধ এই দশবিধি প্রচার করেন। তৎপরে তন্ত্রমতশিক্ষাদানার্থ শান্তরক্ষিতের অনুরোধে উড্ডয়ন হইতে পদ্মসম্ভবকে আনান হয়। ইনি এখানে কূটাগারের ন্যায় এক বিহার স্থাপন করেন। পদ্মসম্ভব রাজাকে যোগশিক্ষা দেন। রাজা ও ছাব্বিশ জন শ্রমণ ত্রিবিধ যোগে সিদ্ধিলাভ করিয়া নানা অলৌকিক ক্ষমতাপন্ন হন। তৎপরে ধর্ম্মকীর্ত্তি, বিমলমিত্র, বুদ্ধগুহ্য, শান্তিগর্ভ প্রভৃতি ভারতীয় পণ্ডিতেরা এদেশে আসেন। ধর্ম্মকীর্ত্তি বজ্রধাতু-যোগ নামক তান্ত্রিক আচার এবং বিমলমিত্র তন্ত্রের গুহ্যরহস্য শিক্ষা দেন। নিংম মতে নয় প্রকার অনুষ্ঠান আছে—

(১) নং-থো (২) রং-গ্যল্‌ (৩) চাঙ্‌-সেম (৪) ক্রিয়া (৫) উপ (৬) যোগ (৭) ক্যেপ মহাযোগ (৮) লুং অনু-যোগ (৯) ঝোগ-ছেন্‌পো-অতিযোগ।

ইহার প্রথম তিনটী নির্ম্মাণকায়-বুদ্ধের (বুদ্ধশাক্যসিংহের) উপদেশ। ইহাই সাধারণ 'যান'। দ্বিতীয় তিনটী সম্ভোগ-কায় বজ্রসত্ত্বের উপদেশ; ইহাই বাহ্যতন্ত্রযান। শেষ তিনটী ধর্ম্মকায় সামন্তভদ্র বা কুন্তুৎসংপোর উপদেশ; ইহাই অনুত্তর অন্তর যানত্রয় নামে খ্যাত। কুন্তুৎসংপো এখানে সর্ব্বপ্রধান বুদ্ধ। বজ্রধর সংস্কৃতমত সম্প্রদায়ীদিগের (গেলুগপ) মধ্যে প্রধান বুদ্ধ। বজ্রসত্ত্ব নিংম মতে দ্বিতীয় ও শাক্যসিংহ বুদ্ধাবতার বলিয়া তৃতীয় বুদ্ধরূপে সম্মানিত হন। বাহ্য ও অন্তর তন্ত্রের মধ্যে বুদ্ধশাক্যসিংহ স্বয়ং ক্রিয়াতন্ত্রগুলির উপদেষ্টা ও উপ বা কর্ম্মতন্ত্র ও যোগতন্ত্রগুলি বৈরোচন কর্ত্তৃক উপদিষ্ট। পঞ্চজাতি বা ধ্যানী বুদ্ধগণের নাম—(১) অক্ষোভ্য (২) বৈরোচন (৩) রত্নসম্ভব (৪) অমিতাভ ও (৫) অমোঘসিদ্ধ। প্রত্যেকে বুদ্ধাবস্থার পাঁচটী জ্ঞানের প্রতিমাস্বরূপ। বজ্রধর অনুত্তর বা অন্তর তন্ত্রের উপদেষ্টা। নিংম মতে লামাদিগের নয়টী শ্রেণী—

(১ম) বুদ্ধ—যেমন শাক্যসিংহ, কুন্তুৎসংপো, দোর্জেসেম্‌, অমিতাভ। (২য়) রিগ্‌জিন। যাহারা শৈশবেই মহৎগুণসম্পন্ন ও পরে নিজের চেষ্টা ও অধ্যবসায়ে মহাবিদ্বান্‌ ও শেষে বিদ্যাধরীগণ (যে সে খহ্‌দোম) কর্ত্তৃক অনুপ্রাণিত হন; যথা—পদ্মসম্ভব, শ্রীসিংহ, মানপুর ও অন্যান্য বোধিসত্ত্বগণ। (৩য়) গং-সগ্‌-পন্‌ বা জনমু পালিত সন্ন্যাসী, যাঁহারা অতি যত্নে গুহ্যবিষয় রক্ষা করেন। (৪র্থ) কহ্‌-বব্‌-লুন্‌ তন্‌—স্বপ্নাদিষ্ট ও স্বপ্নাহ প্রাপ্তি লামাগণ। (৫ম) লে-থো-তের—যে সকল লামা হঠাৎ লুক্কা-

রিত ধর্ম্মপুস্তক প্রাপ্ত হইয়া শিক্ষকের বিনা-সাহায্যে তাহা বুঝিতে ও শিখিতে পারেন ও (৬ষ্ঠ) যোন্-দম্-তংগ্যা—যে সকল লামা উপাসনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া ঐশ্বরিক শক্তি লাভ করেন। এই ছয় উচ্চশ্রেণীর ভেদ ভিন্ন আনুষ্ঠানিক অবস্থায় আর তিনটী ভেদ আছে;—(১ম) রিংকহ্‌ম (সিদ্ধির দূরস্থ শ্রেণী) (২) নে-গ্যেম্ম (সিদ্ধির নিকটস্থ শ্রেণী) ও (৩) সব্-মো দগ্-নন্ (গভীর ভাবশ্রেণী)। ১ম শ্রেণীতে আবার তিন উপবিভাগ আছে—ঞ্যথুন, ডুপৈদো ও সেমছোগ।

ঞ্যথুন শ্রেণী—উ-চং ও খম প্রদেশে ব্যাপ্ত। পণ্ডিত বিমলমিত্র সেই শ্রেণীর প্রতিষ্ঠাতা। ডুপৈদো শ্রেণীর মূলশাস্ত্র দ্বিবিধ মূলতন্ত্র ও বাক্যতন্ত্র। ভারতীয় পণ্ডিত দানবরক্ষিত কাশ্মীরের ধর্ম্মবোধি ও বসুধর নামক পণ্ডিতদ্বয়কে উক্ত দুই পুস্তক শিক্ষা দেন, পরে তাঁহারাই তিব্বতে প্রচার করেন।

সেমছোগ-শ্রেণী ভারতীয় পণ্ডিত কালাচার্য্যের অবতার রোন্‌সেম লোচব কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। হয়গ্রীব (তামদেন) এই শ্রেণীর তান্ত্রিক দেবতা, ইনি ক্রোধপ্রকৃতিক ও দৈত্য-বিনাশক। ইহাদের মতে জম্পল-কু, পদ্মশ্রব, থুগ্‌ম ডুচি, যোনতন ও কুপ-থিন্‌লে নামক পঞ্চ দেবোপাসনা মোক্ষসাধক। জম্পল-কু নামক দেবতার পূজা শান্তিগর্ভ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত। এই দেবতা মঞ্জুশ্রীর প্রতিরূপ বলিয়া কথিত, কিন্তু প্রতিমার আকৃতি ভয়ঙ্কর ও বহুমস্তক এবং বাহুমধ্যে কুৎসিতভাবে আলিঙ্গিত স্ত্রীমূর্ত্তি। যংদগ নামক দেবোপাসনা হুঙ্কার নামক তান্ত্রিক যোগী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। হয়গ্রীব, ফুর্প ও ডুচি উপাসনা বিমলমিত্র কর্ত্তৃক স্থাপিত।

অনুত্তরযানতন্ত্রই এখন নেপালে প্রচলিত। ইহার দার্শনিক ভাব অতি মহৎ। অভিযোগ ইহার প্রধান অনুষ্ঠান। ইহার সেম্‌দে, লোন্‌দে ও মনন্‌গদে নামে ত্রিবিধ শাস্ত্রগ্রন্থ আছে। সেমদে গ্রন্থ ১৮ খানি, তন্মধ্যে ৫ খানি বৈরোচন ও ১৩ খানি বিমলমিত্র কর্ত্তৃক রচিত। লোন্‌দে গ্রন্থ ৯ খানি বৈরোচন ও পংমিকম্ গোন্‌পে কর্ত্তৃক রচিত। লামা ধর্ম্মবোধি ও ধর্ম্মসিংহ এই শাস্ত্রের প্রধান উপদেশক ছিলেন। মনগ্‌দে শাস্ত্রের ৩ খানি গ্রন্থ বড় আলঙ্কারিক ভাষায় রচিত। বিমলমিত্র ইহা রাজা থি-স্রোন্‌কে শিক্ষা দেন। বুদ্ধ বজ্রধর প্রথমে ভারতীয় পণ্ডিত আনন্দবজ্রের নিকট ইহা প্রাপ্ত হন। তিনি স্বশিষ্য শ্রী-সিংহকে দেন। তাঁহার নিকট পদ্মসম্ভব ইহা প্রাপ্ত হন।

তিব্বতের ইতিহাস। শাক্যসিংহের পূর্ব্বে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধকালে রূপতি নামে এক ক্ষত্রিয় নৃপতি যুদ্ধে ভীত হইয়া তুষারাবৃত তিব্বতে পলায়ন করেন। তিনি কৌরবের পক্ষে সেনানী ছিলেন। দুর্য্যোধনের ভয়ে বা পাণ্ডবদিগের পশ্চাদনুসরণের ভয়ে স্ত্রীবেশে এক সহস্র অনুচরসহ পুগ্যাল দেশে আশ্রয় লয়েন। এখানকার আদিম অধিবাসীরা তাঁহাকে রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়া লয়। তিনি নিজ নম্র ও শান্তিপ্রিয় ব্যবহারে তাহাদিগের শ্রদ্ধাভাজন হইয়া রাজত্ব করেন। ইহার পর খৃষ্টজন্মের চারিশত বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিব্বতের ইতিহাস আর কিছুই জানা যায় না। কোনরূপ প্রবাদও পাওয়া যায় না। খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীর বিবরণ পাঠে জানা যায় যে, রূপতি বংশ ধ্বংস হইলে তিব্বত নানা ক্ষুদ্র স্বাধীনবিভাগে বিভক্ত হয়।

ভোটপণ্ডিত বুতোনের তালিকা অনুসারে বুদ্ধ-নির্ব্বাণের ৪৬৭ বৎসর পরে অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব্ব ৪১৬ অব্দে ভারতবর্ষে তিব্বতের প্রথম একচ্ছত্রী রাজা নহ্-থি-সম্পো জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার ভারতীয় নাম কি ছিল, তাহা তিব্বত ইতিহাসে জানা যায় না। তাঁহার পিতা প্রসেনজিৎ কোশল দেশের রাজা ছিলেন। প্রসেনজিতের পঞ্চমপুত্র এক অদ্ভুত আকারবিশিষ্ট হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। তুর্কী-দিগের ন্যায় তাহার গাত্রবর্ণ, ভ্রূলোম নীলবর্ণ, চক্ষুর্দ্বয় বিষম ভাবে অবস্থিত এবং অঙ্গুলি সকল জলচর প্রাণীর ন্যায় সূক্ষ্মচর্ম্মদ্বারা পরস্পর সংযুক্ত। সদ্যোজাত শিশুর সমস্ত দন্তেরই পূর্ণবিকাশ ও শঙ্খবৎ শুভ্র হইয়াছিল। প্রসেনজিৎ এই পুত্রকে কুলক্ষণাক্রান্ত বুঝিয়া তাম্রপাত্রে স্থাপনপূর্ব্বক গঙ্গাজলে ভাসাইয়া দেন। এক কৃষক তাহাকে তুলিয়া লইয়া প্রতিপালন করে। কৃষক সরলান্তঃকরণের লোক ছিল বলিয়া, এই পালিত-পুত্র আপন ঔরস-পুত্র বলিয়া প্রচারিত করে নাই, বরং সে যে রাজকুমার তাহা সকলকেই বলিত। বালক বড় হইয়া স্বীয় জন্মবৃত্তান্ত শুনিল এবং মনে মনে বড় ক্ষুব্ধ হইয়া প্রতিজ্ঞা করিল, রাজপুত্র হইয়া জন্মিয়াছি, কিন্তু অদৃষ্টদোষে কৃষকগৃহে কৃষকবৃত্তিতে কালযাপন করিতেছি, ইহা অপেক্ষা মরণ মঙ্গল। যদি রাজা হইতে পারি, তবেই জীবন রাখিব, নতুবা এ অকিঞ্চিৎকর জীবন রাখিব না। কিছুদিন পরে বালক প্রতিপালকের গৃহ ও জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া গোপনে চলিয়া গেল। বনফলে জীবন ধারণ করিয়া বালক কতদিন পরে হিমালয়পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া আরও উত্তরমুখে চলিতে লাগিল। চিরতুষারাচ্ছন্ন পর্ব্বতমালা অতিক্রম করিতে কষ্ট হইতে লাগিল বটে, কিন্তু যাহার জীবন-মরণ দুই সমান, সে তাহাতে দৃক্‌পাত করিবে কেন? ক্রমশঃ আর্য্য অবলোকিতেশ্বরের কৃপায় বালক তিব্বতের তুষারমণ্ডিত লহ্‌রি পর্ব্বতে উপনীত হইল। এই স্থানের

গোত্তায় যুক্ত হইয়া বালক ক্রমশঃ অবতরণ করিয়া চারিদিকে চারিটী পথবিশিষ্ট চল-অব্ নামক মালভূমিতে উপনীত হইল। এখানকার লোকেরা তাহার মহিমান্বিত আকার-দর্শনে সসম্ভ্রমে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। বালক সে দেশের ভাষা জানিতনা, আকার-ইঙ্গিতে জানাইল যে সে একজন রাজ-পুত্র, লুংরি পর্ব্বতের দিক্ হইতে আসিতেছে। তিব্বতীয়েরা তাঁহাকে উর্দ্ধ হইতে অবতরণ করিতে দেখিয়াছে, সুতরাং বুঝিল যে বালক একজন দেবতা। সকলে তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া তদ্দেশের রাজা হইবার জন্য অনুরোধ করিল। বালকও স্বীকৃত হইল। পরে তাঁহাকে এক কাষ্ঠাসনে বসাইয়া অনেকে স্কন্ধে করিয়া দেশমধ্যে লইয়া গেল। আসনে বসিয়া মনুষ্যস্কন্ধে বাহিত হওয়ায় বালক নহ্-থি-ৎসম্পো (নহ্=পৃষ্ঠ, খি বা থি=কাষ্ঠাসন, ৎসম্পো=রাজা) নামে অভিহিত হইলেন। এখন যেখানে লাসানগরী অবস্থিত, সেইখানে নব নৃপতি যম্-লগব্ নামে এক বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইলেন।

নম-মৃগ-মৃগ নামে এক তিব্বতীয় রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়া নূতন রাজা অতি প্রশংসার সহিত অপক্ষপাতে প্রজা-পালন করিয়া স্বর্গারোহণ করেন। ইহার পুত্র মুগ্ থি-ৎসম্পো রাজা হন। নব নৃপতি হইতে অধস্তন সাতজন রাজা "নম্‌থি" নামে ইতিহাসে অভিহিত হইয়াছে। অষ্টম রাজা দি-গুম্-ৎসম্পো লু ৎসন্-মেন্-চম্ নামে কন্যাকে বিবাহ করেন, ইহার গর্ভে রাজার তিন পুত্র জন্মে। রাজমন্ত্রী লো-নম্ উচ্চাভিলাষের বশবর্ত্তী হইয়া বিদ্রোহ উপস্থিত করেন। ঘোর যুদ্ধ হয়; যুদ্ধে রাজা নিহত হন। এই যুদ্ধে তিব্বতে পথমথব (লৌহ-বর্ম্ম) ব্যবহৃত হয়। খম প্রদেশের মারথম নামক স্থান হইতে এই কবচ এই সময়ে প্রথম এদেশে আনীত হয়। মন্ত্রী যুদ্ধে জয়ী হইয়া রাজা হন ও একজন বিধবা রাণীকে বিবাহ করেন। রাজকুমারত্রয় কোন্‌পো নামক স্থানে পলাইয়া জীবন রক্ষা করেন। নবপরিণীতা রাণী ও রাজকুমারত্রয়ের মাতা একযোগে যর্-লহ-ৎসম্পো নামক অপদেবতাকে প্রসন্ন করিয়া এক পুত্র লাভ করেন। এই পুত্র কালক্রমে মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত হয় ও দুষ্ট মন্ত্রিরাজকে নিহত করিয়া পলায়িত রাজকুমারত্রয়কে দেশে আনয়ন করেন। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ-চা-থি-ৎসম্পো রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এই রাজা রোম-থং নামক কন্যাকে বিবাহ করেন। এই বংশীয় রাজারা প্রথম হইতে অধস্তন ২৭ পুরুষ পর্য্যন্ত "বোন্" নামক ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। এই ধর্ম্ম নানাবিধ অপদেবতার উপাসনাপূর্ণ। প্রথম হইতে ৮ম রাজা দি-গুম্-ৎসম্পোর রাজত্বকাল হইতে এই ধর্ম্মের উন্নতি হয়। এই রাজাদিগের নাম রাখিবার সময় স্ব-স্ব পিতা-মাতার নামের কোন কোন অংশ লওয়া হইত। দি-গুম্-ৎসম্পো ও তৎপরবর্ত্তী একজন রাজা তিব্বতে পেকিং-দিং নামে কথিত হইতেন। ইঁহাদের সকলের পত্নীই দেবকন্যা বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। রাজার মৃত্যুকালে রাণীরা স্ব স্ব স্বামীকে লইয়া স্বর্গে চলিয়া যাইতেন, কাজেই ইঁহাদের কোন চিহ্ন পৃথিবীতে নাই। চা-থি-ৎসম্পোর পরবর্ত্তী ছয় জন রাজা 'সৈ-লেগ্' (ভৌমবর) নামে ইতিহাসে কথিত হন। ইঁহাদের পর ৮ জন রাজারই নামের পূর্ব্বে "দে" উপসর্গ যোগ আছে, ইহা সংস্কৃত 'সেন' শব্দার্থপ্রকাশক। তৎপরে তো-রি-লোং-ৎসন্ নামে রাজা হন। ইঁহা হইতে পাঁচজন "ৎসন্" (রাজা) নামে খ্যাত। এসময়েও বোন্ ধর্ম্মের প্রভুত্ব প্রবল, তখনও বৌদ্ধধর্ম্মের বিন্দুমাত্র তিব্বতে প্রচারিত হয় নাই।

৪৪১ খৃষ্টাব্দে তিব্বতের সুবিখ্যাত রাজা লহ-থো-থো-রি নন্-ৎসন্ জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বোন্ ধর্ম্মের প্রধান দেবতা কুন্তু-ৎসম্পের অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইনি একবিংশতি বৎসর বয়সে রাজ্যারোহণ করেন। রাজা লহ-থো-থোরির, ৮০ বৎসর বয়ক্রম কালে ৫০১ খৃষ্টাব্দে যম্বুলগং প্রাসাদের উপর আকাশ হইতে এক বহুমূল্য সিন্দুক পতিত হয়। তন্মধ্যে "দোদে সম্‌তোগ" (সূত্রান্তপিটক) 'সে-কি-চৌর্ত্তেন' (স্বর্ণনির্ম্মিত ক্ষুদ্র চৈত্য), "পন্‌কোং-ছাগ্যা ছেন পো" (সামুদ্রিক শাস্ত্র) ও 'চিন্তামণি নর্পো' (চিন্তামণি মণি ও পাত্র) ছিল। এই রাজাই এইরূপে তিব্বতীয় রাজগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম দেবপ্রসাদ লাভ করায় তিব্বতীয়ের নিকট ইনিও দেবসম্মান লাভ করিয়াছেন। রাজা মন্ত্রিগণ সহ এই সমস্ত দ্রব্যের আলোচনা করিতে-ছেন, এমন সময়ে দৈববাণী হইল যে, তাঁহা হইতে অধস্তন ৫র্থ পুরুষ পরে যে রাজার সময়ে এই সমস্ত বিষয়ের অর্থ পরিস্ফুট হইবে। রাজা যত্নপূর্ব্বক সং-বনং-পো (যাহার অর্থ অপরিজ্ঞাত এরূপ দ্রব্য) নাম দিয়া প্রাসাদে রক্ষা করিলেন ও প্রত্যহ তাঁহার পূজা করিতেন। ৫৬১ খৃষ্টাব্দে ১২০ বৎসর বয়সে ইঁহার মৃত্যু হয়। ইঁহার প্রপৌত্র অন্ধ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু অন্য উত্তরাধিকারী না থাকায় অনেক বাক্‌বিতণ্ডার পর অন্ধ রাজকুমারই সিংহাসনারোহণ করেন। ইঁহার অভিষেককালে ঐ সকল দেবদত্ত দ্রব্যের পূজা করায় ইঁহার অন্ধত্ব দূর হয়। চক্ষুষ্মান্ হইয়াই সর্ব্বপ্রথম ইনি তাগ্রি পর্ব্বতে একটী মেষ ছুটিতেছে দেখিতে পান এবং তজ্জন্য ইঁহার নাম তাগ্রি-নন্-সিগ্ হয়। ইঁহার পর ইঁহার পুত্র নম্-রি-স্রোন্-ৎসন্ রাজা হন। তাঁহার রাজত্বকালে তিব্বতীয়েরা চীন হইতে চিকিৎসাশাস্ত্র ও অঙ্কশাস্ত্র প্রথম শিক্ষা করে।

এ সময়ে পশুপালন ও পোষণের এত আদর ও প্রাচুর্য্য হইয়াছিল যে, রাজা নিজ প্রাসাদ-নির্ম্মাণকালে গো ও চমরীর দুগ্ধে গাঁথনীর সমস্ত মসলা মাখাইয়াছিলেন। ইনি (লাসার নিকটবর্ত্তী ১০ মাইল বিস্তৃত) ব্রগসুম-দিন্‌ম নামক হ্রদতীরে এক সুন্দর দ্রুতগামী ও বলশালী ঘোটক প্রাপ্ত হন। এই ঘোটক তাঁহার অতিপ্রিয় ছিল, ইহার নাম রাখা হয় দোবং-চং। একদিন এই অশ্বে আরোহণ করিয়া এক দুর্দ্দান্ত চমরী শীকার করিয়া আসিবার সময় রাজা নম-রি বিখ্যাত চান-গি-ক্ছ নামক লবণক্ষেত্র সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কার করেন। ৬৩০ খৃষ্টাব্দে ইহার মৃত্যু হইলে ইহার পুত্র সুবিখ্যাত অদ্ভুতকর্ম্মা স্রোন্-ৎসন্-গম্পো রাজা হন। ইহা হইতে তিব্বতে এক নূতন যুগ আবির্ভূত হয়।

খৃ স্রোন্-ৎসন্-গম্পো ৬০০ হইতে ৬১৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার মস্তকের তালুতে একটী 'আব' ছিল, উহা অমিতাভ বুদ্ধের মূর্ত্তির চিহ্ন বলিয়া লোকে অনুমান করিত এবং ইহাকে স্বয়ং অবলোকিতেশ্বরের অবতার বলিয়া গণ্য করিত। রাজার মস্তকের ঐ চিহ্ন অতি পরিস্ফুট ও জ্যোতিঃবিশিষ্ট ছিল বলিয়া তিনি উহা রক্তবর্ণ সাটিনের টুপি দিয়া ঢাকিয়া রাখিতেন। ত্রয়োদশ বৎসর বয়সে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার রাজত্বকালে নানা পর্ব্বতগুহা ও পর্ব্বতের নানা গুপ্ত স্থান হইতে অবলোকিতেশ্বর, তারা, হয়গ্রীব প্রভৃতি দেবতার স্বয়ম্ভূমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হয়। এতদ্ভিন্ন কতকগুলি খোদিত লিপিও পাওয়া যায়, তন্মধ্যে 'ওঁ মণিপদ্মে হুঁ' এই ষড়ক্ষির মন্ত্রও বর্ত্তমান ছিল। রাজা উক্ত দেবপ্রতিমাগুলি স্বয়ং দর্শন করিয়া স্বহস্তে পূজা করেন। এখন যে স্থলে পোতালা প্রাসাদ অবস্থিত, এই রাজা সেই স্থলে নবতল এক প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার অতি বৃহৎ সৈন্যদল ছিল এবং বিদ্যাবলে তিনি কতকগুলি প্রেতযোনিকে বশীভূত করিয়া একদল সৈন্য প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। জ্ঞান ও বলবীর্য্যে এই রাজা অতি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। প্রতিবেশী রাজগণ ইহাকে বহুমূল্য উপহার পাঠাইতেন। তিনিও তাঁহাদের সভায় দূত প্রেরণ করিতেন। ইনি অধীন সামন্তরাজগণের প্রতি সদয় সুহৃদ্বৎ ব্যবহার করিতেন। ইহার রাজত্বের প্রথমেও তিব্বতে কোনরূপ লিখনপ্রণালী-সম্বলিত ভাষা ছিল না; কিন্তু রাজা বিদেশী রাজাদিগকে তত্তদ্দেশীয় ভাষায় পত্রাদি লিখিয়া মিত্রতা রক্ষা করিতেন। তিনি নিজে সংস্কৃত, চীন ও নেবারী (নেপালের) ভাষায় কৃতবিদ্য ছিলেন। রাজা পার্শ্ববর্ত্তী কয়েকটী প্রদেশ যুদ্ধে জয় করিয়া স্বরাজ্যভুক্ত করেন এবং সমরব্যাপার হইতে অবসর লইয়া ধর্ম্মোন্নতির দিকে মন নিবিষ্ট করেন।

রাজা নিজে বৌদ্ধধর্ম্মপ্রিয় ও ভক্ত ছিলেন, তিনি স্বরাজ্যে বৌদ্ধধর্ম প্রচারে যত্নবান্ হইলেন। তিনি দেখিলেন, লেখনপ্রণালীবিশিষ্ট ভাষা ভিন্ন ধর্ম্মপ্রচারের সুবিধা হইবে না বা দেশ-শাসনের জন্য রাজবিধিও প্রচারিত হইতে পারিবে না। এই স্থির করিয়া অনুর পুত্র থোন্-মি-সম্ভোটকে ১৬ জন সহচর দিয়া ভারতে সংস্কৃত ভাষা ও বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্র শিখিতে পাঠান। তিনি তাঁহাদিগকে সংস্কৃত ভাষা ও বৌদ্ধধর্ম্ম শিখিতে তিব্বতীয় ভাষার উচ্চারণ অনুসারে তদ্ভাষার জন্য বর্ণোদ্ভাবন করিবার চেষ্টা করিতে উপদেশ দিলেন।

সম্ভোট আর্য্যাবর্ত্তে উপস্থিত হইয়া পণ্ডিতগণকে বিস্তর স্বর্ণাদি উপহার দিয়া লিবিকর নামক বৌদ্ধ পণ্ডিতের নিকট শিখিতে লাগিলেন। সম্ভোট অল্পদিনেই সংস্কৃত ভাষা ও ৬৪ প্রকার লিপিপ্রণালী এবং পণ্ডিত দেববিদ্যাসংহের নিকট কলাপ, চান্দ্র ও সারস্বত ব্যাকরণ শিক্ষা করেন। তৎপরে সম্ভোট ও সহচরগণ ২৪ খানি বৌদ্ধপ্রবচন ও রহস্তগ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। দেশে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহারা বিদ্যা ও জ্ঞানদেবতা মঞ্জুশ্রীর পূজা করেন এবং তিব্বতীয় ভাষা লিখিবার জন্য সম্ভোট "ড চন্" (মাত্রাবিশিষ্ট) বর্ণমালা সৃষ্টি করেন। তাঁহারাই ভাষায় প্রথম ব্যাকরণ শাস্ত্র "সুমচু দগ্ যিগ" প্রণয়ন করেন। রাজাদেশে জ্ঞানবান্ লোকে সকলেই লেখা-পড়া শিখিতে লাগিল এবং ক্রমশঃ নবোদ্ভাবিত অক্ষর-সাহায্যে ধর্ম্মগ্রন্থাদি সংস্কৃত হইতে তিব্বতীয় ভাষায় অনূদিত হইতে লাগিল। রাজা লোককে ধর্ম্মনিষ্ঠ করিবার জন্য ১৬টী আদেশ প্রচার ও প্রজাসাধারণকে তদনুসারে চলিতে বাধ্য করেন। সেই ১৬টী আদেশ যথা—

(১) কোন্-ছোগে (ঈশ্বরে) বিশ্বাস করিবে।
(২) ধর্ম্মানুষ্ঠান ও ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিবে।
(৩) পিতামাতাকে ভক্তি করিবে।
(৪) জ্ঞানীকে ভক্তি করিবে ও বিদ্বান্‌কে উচ্চাসন দিবে।
(৫) উচ্চবংশীয় ও বয়োবৃদ্ধদিগকে সম্মান করিবে।
(৬) বিনয় ও ন্যায়পর হইবে।
(৭) ধন-ধান্যের সুব্যবহার জানিতে হইবে।
(৮) মহাজনের পদানুসরণ করিবে।
(৯) উপকারীর প্রত্যুপকার ও তৎপ্রতি কৃতজ্ঞ হইবে।
(১০) সদ্ভাব ও প্রীতি রাখিয়া হিংসাদ্বেষ ত্যাগ করিবে।
(১১) আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের সেবাপর হইবে।
(১২) দেশের হিতসাধনে ও দেশের কর্ম্মে তৎপর হইবে।

(১৩) খাঁটি ওজন (বাটখেরা) ব্যবহার করিবে।

(১৪) স্ত্রীলোকের পরামর্শ শুনিবে না।

(১৫) নম্র, সভ্য ও কথোপকথনে পটু হইবে।

(১৬) ধৈর্য্য ও নম্রতাসহকারে বিপদ্ ও ক্লেশ সহ্য করিবে।

এই সকল ব্যবহারে তাঁহার প্রজাবৃন্দের সুখ-স্বচ্ছন্দ এবং শ্রীলতা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

কথিত আছে, রাজা স্রোন্-ৎসন্ গম্পো ভারতমহাসাগরের কূল হইতে অবলোকিতেশ্বরের নাগসারচন্দনের স্বয়ম্ভূ প্রতিমা প্রাপ্ত হন।

রাজা নেপালাধিপতি জ্যোতির্বর্ম্মার কন্যাকে বিবাহ করেন। যৌতুকস্বরূপ রাজা সাতটী অমূল্য দ্রব্য প্রাপ্ত হন, তন্মধ্যে অক্ষোভ্যবুদ্ধের ও মৈত্রেয়ের প্রতিমা, তারাদেবীর চন্দন প্রতিমা এবং 'রত্নদেব' নামক বৈদূর্য্যমণি প্রধান।

তৎপরে ভোটপতি চীনরাজ সেঙ্গে-ৎসন-পো (বৈথ-চুং)র-কন্যা ঙ্গণ-যিন্ কুমারীকে তাঁহার গরনামা প্রধান মন্ত্রীর কৌশলে আনাইয়া বিবাহ করেন। চীনরাজকুমারী সঙ্গে করিয়া বুদ্ধমূর্ত্তি, এক একখানি বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রন্থ এবং চিকিৎসা ও জ্যোতিষশাস্ত্র আনিয়াছিলেন।

ভোটের অধিবাসিগণ রাজা স্রোন-ৎসন গম্পোকে চেন রে-স্সিগের (অবলোকিতেশ্বরের) অবতার এবং উপরোক্ত দুই মহিষীকে তারাদেবী বলিয়া বিশ্বাস করিত। বাস্তবিক এই তিনজনের যত্নে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভূত শ্রীবৃদ্ধি সংসাধিত হইয়াছিল। রাজা ১০৮টী বৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে বুদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ২৫ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে তিনি মঞ্জুশ্রীর ভবন পেকিনের উত্তরাংশে ১০৮টী মঠ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য মন্ত্রীকে পাঠাইয়াছিলেন।

৬৩৯ খৃষ্টাব্দে স্রোন্-ৎসন্ তিব্বতের বিখ্যাত লাসা নগরী স্থাপন করেন। প্রসিদ্ধ বৌদ্ধগ্রন্থ সকল অনুবাদ করাইবার জন্য তিনি ভারত হইতে কুশর ও শঙ্কর পণ্ডিতকে, নেপাল হইতে পণ্ডিত শিলমঞ্জুকে এবং চীন হইতে হ্ব-যন্ মহা-ৎযে নামক প্রসিদ্ধ আচার্য্যকে আনাইয়া ছিলেন।

চীনরাজকুমারী ও নেপাল-রাজকুমারীর গর্ভে কোন পুত্র সন্তান হয় নাই, সেইজন্য স্রোন্-ৎসন্ জে-থি-কর ও থি-চম্ নামে দুই কুমারীর পাণিগ্রহণ করেন। উভয়ের মধ্যে প্রথমার গর্ভে মন্-স্রোন্-মন্-ৎসন্ ও দ্বিতীয়ার গর্ভে গুন্-রি গুন্-ৎসন্ নামে এক এক পুত্র জন্মে। গুন্‌রি ১৩শ বর্ষে পদার্পণ করিলে স্রোন্-ৎসন্ তাঁহাকে রাজ্য দান করিয়া বাণপ্রস্থ অবলম্বন করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় ১৮শ বর্ষে রাজকুমারের হঠাৎ মৃত্যু হইল। কাজেই স্রোন্-ৎসন্‌কে আবার রাজদণ্ড পরিগ্রহ করিতে হইল। শেষাবস্থায় তিনি কেবল শাস্ত্রচর্চ্চায়, ধর্ম্মচিন্তায় ও মন্দির-প্রতিষ্ঠায় অতিবাহিত করেন। বৃদ্ধবয়সে যথাকালে তিনি অমিতাভের ধর্ম্মকায়ে সংযুক্ত হইলেন। তাঁহার দুই প্রধান মহিষীও তুষিতলোকে গিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। ইহলোক পরিত্যাগের পূর্ব্বে রাজা হয়গ্রীব ও যম-পূজা বিধি প্রচার করিয়া যান।

তৎপরে মন্-স্রোন্ মন্-ৎসন্ রাজা হইলেন। এদিকে, চীনরাজ দেবাবতার ভোটরাজের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া তিব্বত অধিকার করিবার জন্য বহুসংখ্যক সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন। লাসার নিকট ঘোরতর যুদ্ধ হইল। যুদ্ধে চীন-সৈন্য পরাস্ত হইল। তিব্বতীয় সৈন্যগণও চীনরাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য শত্রুদিগের অনুগমন করিয়াছিল। কিন্তু এবার চীনদিগের নিকট তাহারা সম্পূর্ণ পরাজিত হইল। সেই যুদ্ধে বৃদ্ধ সেনাপতি গর প্রাণত্যাগ করেন।

চীনেরা আসিয়া লাসানগরী আক্রমণ করিল। তিব্বতীয়েরা অনেক কষ্টে চীনরাজনন্দিনী কর্ত্তৃক আনীত সোণার শাক্যমূর্ত্তি লুকাইয়া রক্ষা করিলেন।

চীনেরা রাজপ্রাসাদ পুড়াইয়া দিল। অক্ষোভ্যমূর্ত্তিও লইয়া যাইতেছিল, কিন্তু বড় ভারী হওয়ায় একদিনের পথে টানিয়া আনিয়া ফেলিয়া চলিয়া গেল।

২৭ বর্ষ বয়সে রাজা মন্-স্রোনের মৃত্যু হয়। তাঁহার দু-স্রোন্-মন্‌পো নামে এক শিশুপুত্র সিংহাসন লাভ করেন। দু-স্রোনের রাজত্বকালে ৭ জন মহাবীর তিব্বতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

দু-স্রোনের পর তৎপুত্র মেগ-অগ্-ৎযোম রাজা হন। তিনি আপন প্রপিতামহ স্রোন্‌সনের লিখিত একখানি তাম্রানুশাসন পাইয়াছিলেন। তৎপাঠে জানিয়াছিলেন, তাঁহারই সময়ে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম সমধিক প্রবল হইবে। এখন সেই অনুশাসনবাক্য সুসিদ্ধ করিবার জন্য তিনি কৈলাসবাসী ভারতীয় পণ্ডিত বুদ্ধগুহ্য ও বুদ্ধশান্তিকে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। পণ্ডিতদ্বয় আসিতে অস্বীকার করিলেন, কিন্তু যে সকল দূত তাঁহাদের আনিতে গিয়াছিল তাহারা পাঁচ ভাগ মহাযান-সূত্রাস্ত কণ্ঠস্থ করিয়া আসেন, পরে তাহাই আবার তাঁহারা তিব্বতীয় ভাষায় প্রচার করেন। রাজা পাঁচটী বৃহৎ মঠ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার প্রত্যেকটীতে এক ভাগ করিয়া মহাযানগ্রন্থ রক্ষা করেন। এ ছাড়া তাঁহারই যত্নে সেরহোড্, তম্প প্রভৃতি কএকখানি শাস্ত্র অনুবাদিত হয়। তখনও তিব্বতে কেহ সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিত না। তিনি

ভিক্ষুসঙ্ঘ স্থাপন করিবার জন্য নেপাল (লিয়ুল্) হইতে কতকগুলি বৌদ্ধসন্ন্যাসীকে আনাইয়াছিলেন। তিনি এক খানি অতি বৃহৎ বৈদূর্য্যমণি পাইয়াছিলেন। প্রবাদ এইরূপ যে, তত বড় বৈদূর্য্য আর জগতে কাহারও ছিল না। তিনি জন্-রাজকুমারী থি-ৎসুকের পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার গর্ভে জান্‌তষা-লাপোন্ নামে এক অতি রূপবান্ পুত্র জন্মে। রাজা বিবাহ দিবার জন্য পাত্রীর অনুসন্ধানে রাজ্যের চারিদিকে লোক পাঠাইলেন, কিন্তু উপযুক্ত কন্যা কোথাও মিলিল না। শেষে চীনসম্রাট্ বৈঙ্কুনের নিকট লোক গেল। তাঁহার কন্যা কাইম্-যন্ অসামান্যা সুন্দরী ছিলেন। রাজবালাও তিব্বতের রাজকুমারের অনুপম রূপের কথা শুনিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করেন। তিনি পিতার অনুমতি লইয়া তিব্বতাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু তিব্বতে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই তিব্বতের একজন সামন্ত বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক রাজকুমারের প্রাণ বিনাশ করেন। রাজা অগ্‌ৎসোম অবিলম্বে সেই নিদারুণ সংবাদ চীনরাজকুমারীর নিকট বলিয়া পাঠাইলেন। রাজবালার শোকের অবধি রহিল না। কিন্তু তিনি আর চীনে ফিরিলেন না। তিব্বতের তুষাররাজ্য ও শাক্যমূর্ত্তি দর্শন করিবার জন্য এখানেই উপস্থিত হইলেন। ভোটরাজ পরম যত্নসহকারে তাঁহার অভ্যর্থনা করেন। এই রাজকুমারীর যত্নেই তিন বর্ষ পরে আবার অক্ষোভ্য মূর্ত্তি বাহির হইল।

সেই চীনকুমারীর রূপে ভোটরাজারও মন মজিল। তিনি তাঁহার নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। প্রথমে চীনরাজবালা সম্মত হন নাই, অবশেষে কি ভাবিয়া সম্মত হইলেন। এইরূপে পুত্রের স্থলে পিতা চীনরাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করিলেন।

তাঁহার গর্ভে থি-স্রোন্-দে-ৎসন্ জন্মগ্রহণ করেন। এই রাজপুত্রকেই সকলে মঞ্জুশ্রীর অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিত। তিব্বতের ইতিহাসে ইনি সমধিক প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। ৭৩০ খৃষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম হয়। ৭৪৩ খৃষ্টাব্দে ইঁনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি একজন বিচক্ষণ পণ্ডিত ছিলেন। রাজপুস্তকালয়ে যত প্রাচীন গ্রন্থ ছিল, সেই সমস্ত সমালোচনাপূর্ব্বক বিশুদ্ধ ধর্ম্মমত প্রচারে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। এ সময়ে রাজসভায় দুই দল লোক ছিল, এক দল বৌদ্ধ ও এক দল বৌদ্ধ বিদ্বেষী। বৌদ্ধবিদ্বেষী মন্ত্রিগণ সর্ব্বদাই রাজাকে বলিত যে, বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে রাজ্যে ঘোর অনিষ্ট সাধিত হইতেছে, রাজ্যের মঙ্গল জন্য বৌদ্ধদিগকে রাজ্য হইতে দূর করিয়া দেওয়া উচিত। প্রধান মন্ত্রী মষন্ এই দলভুক্ত ছিলেন। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের উপর রাজার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। বৌদ্ধসম্প্রদায়ের প্রধান ব্যক্তিগণ দৈবজ্ঞ ও জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণকে উৎকোচ দিয়া বশীভূত করিয়া ফেলিলেন। তাহারা বলিতে লাগিল, রাজার শীঘ্রই মহা বিপদ্ ঘটিবে, যদি সর্ব্বপ্রধান দুইজন রাজকর্ম্মচারী অন্ধকার গহ্বর মধ্যে গিয়া তিন মাস কাল বাস করেন, তাহা হইলে রাজার জীবন রক্ষা হইবে। রাজা সভাস্থ সকলকে একথা বলিলেন এবং যে ব্যক্তি তাঁহার জন্য আত্মোৎসর্গ করিবেন, তাঁহাকে যথেষ্ট উপহার দিবেন, তাহাও জানাইলেন। প্রধান মন্ত্রী মষন্ রাজার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। বৌদ্ধমন্ত্রী গো তাঁহার অনুসরণ করিলেন। দুই জনে অন্ধকার গহ্বরে নামিলেন। তিন জন মানুষ যত লম্বা হয়, সেই গহ্বরটীও ততটা গভীর। মধ্যরাত্রে গোর বন্ধুগণ পূর্ব্বসঙ্কেত অনুসারে একগাছি দড়ি ফেলিয়া গোকে তুলিয়া লইল এবং একখানি বৃহৎ প্রস্তর আনিয়া সেই গভীর গহ্বরের মুখে ঢাকা দিল। এইরূপে প্রধান মন্ত্রী মষনের জীবিতাবস্থায় সমাধি হইল। রাজা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে উদ্যান হইতে শান্তরক্ষিত ও পণ্ডিত পদ্মসম্ভবকে আনাইয়া তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। রাজার সাহায্যে পদ্মসম্ভব এখানে সম্যে নামে একটী বৃহৎ মঠ নির্ম্মাণ করাইলেন। এই রাজার সময় হ্বষন্ মহাযান চীন হইতে আসিয়া ভ্রষ্ট বৌদ্ধমত প্রচার করিয়া নিম্নশ্রেণীর লোকদিগকে স্বমতে আনিতে লাগিলেন। ভারত হইতে কমলশিল আসিয়া তাঁহাকে শাস্ত্রীয় তর্কে পরাজিত করেন। তখন রাজাও বোন্ ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে বিশেষরূপে শাসন করিতে লাগিলেন। তিনি আপন শাসনবিধি বৃহৎ ফলকে লিখাইয়া সমস্ত রাজ্যে প্রচার করিলেন। প্রজা-সাধারণের মঙ্গলের জন্য দেওয়ানী ও দণ্ডবিধি প্রচলিত হইল। ৪৬ বর্ষ রাজ্য ভোগ করিয়া তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাঁহার প্রধানা মহিষী ৎষে-পো-সাহের গর্ভে তিন পুত্র জন্মে, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ মুনি-ৎসন্‌পো পিতৃসিংহাসন প্রাপ্ত হন। যখন রাজা হন, তখন মুনি-ৎসন্‌পো বালক। তাঁহার ধার্ম্মিক মন্ত্রিগণ তাঁহার হইয়া রাজ্যশাসন করিতে থাকেন। তিনি আপন প্রতাপে রাজ্যস্থ ধনী দরিদ্র উচ্চ নীচ সকলকে এক শ্রেণীভুক্ত করেন। ধনিগণ দরিদ্রদিগের অভাবমোচন করিবার জন্য ধনসম্পত্তি সমভাবে বণ্টন করিতে লাগিল। বাস্তবিক যাহা কোন রাজার রাজত্বকালে হয় নাই, তাঁহার সময়ে তাঁহার যত্নে তাহাই সংসাধিত হইল। কিন্তু রাজা দেখিলেন, তাঁহার এত চেষ্টা কৌশল সকলই বৃথা হইতেছে। দরিদ্রের দরিদ্রতা ঘুচিতেছে না। আবার ধনবানেরা সমস্ত ধন

বিতরণ করিয়াও পূর্ব্ববৎ ধনশালী হইতেছে। রাজা অতিশয় বিস্মিত হইলেন। পণ্ডিত ও লোচবেরা রাজাকে বুঝাইলেন যে, মানব পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি ও দুষ্কৃতি অনুসারে সুখ দুঃখ ভোগ করে, উচ্চ নীচ হইয়া জন্মগ্রহণ করে। যাহা হউক, রাজার সাধুসঙ্কল্পের জন্য আপামর প্রজাসাধারণ সকলেই তাঁহার সুখ্যাতি করিতে লাগিল। কিন্তু এমন রাজা অধিক দিন রাজত্ব করিতে পারেন নাই। একবর্ষ নয়মাস না হইতে হইতেই তাঁহার মাতা কনিষ্ঠ পুত্রকে রাজা করিবার জন্য বিষ খাওয়াইয়া তাঁহার প্রাণবিনাশ করিলেন। তখন রাজার কনিষ্ঠ সহোদর মুতিগ্‌ৎসন্‌পো রাজা হইলেন। রাজমাতার ইচ্ছা পূর্ণ হইল। মুতিগ্ পদ্মসম্ভবের নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। আট কি নয় বর্ষের সময় তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার সময় রাজ্যের অনেক শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল ও তিব্বতীয় ভাষায় অনেক সংস্কৃত বৌদ্ধগ্রন্থ অনুবাদিত হয়। বৃদ্ধ বয়সে ৫ পুত্র রাখিয়া তিনি জীবলীলা শেষ করেন। তাঁহার প্রথম দুই পুত্র অতি অল্পকাল রাজ্যভোগ করিতে পারিয়াছিলেন। বৌদ্ধ মন্ত্রিগণের ষড়যন্ত্রে অতি অল্প দিন মধ্যেই বিনষ্ট হন। কনিষ্ঠ রল্‌পচন্‌ মন্ত্রিগণের নির্ব্বাচনে রাজপদ লাভ করেন।

৮৪৫ হইতে ৮৬০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রল্‌পচন্‌ জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার সময় তিব্বতীয় ভাষার এক যুগান্তর উপস্থিত হয়। ঐ রাজা মগধ, উজ্জয়িনী, নেপাল, চীন প্রভৃতি নানা স্থানে লোক পাঠাইয়া অসংখ্য বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থ সংগ্রহ করেন। তিব্বতীয় ভাষায় সেই সমস্ত গ্রন্থ অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিবার জন্য তিনি ভারত হইতে তৎকালীন বিখ্যাত বৌদ্ধপণ্ডিত জিনমিত্র, সুরেন্দ্রবোধি, শিলেন্দ্রবোধ, দানশীল ও বোধিমিত্রকে আহ্বান করেন। পূর্ব্বে যে সকল অনুবাদে ভ্রম ও যে সকল অসম্পূর্ণ ছিল, সেই সকল সংশোধন করিবার জন্য রত্নরক্ষিত, মঞ্জুশ্রীবর্ম্মা, ধর্ম্মরক্ষিত, জিনসেন, রত্নেন্দ্রশীল, জয়রক্ষিত, কবপল্‌-ৎসেগ্‌, চোদে গুল্‌-ৎযন্‌ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ব্যবসায়ীদিগের সুবিধার জন্য রাজা রল্‌পচন্‌ চীনদেশের ওজন ও মাপ স্বরাজ্যে প্রচলিত করিলেন। ভারতীয় বৌদ্ধযাজকগণ যেরূপ বিধি ও রীতি-নীতি পালন করিতেন, তিনি এখানকার যাজকদিগের মধ্যেও সেই নিয়ম প্রচলিত করিলেন। তিনি জানিতেন, যাজকদিগের হস্তে ধর্ম্মশাসন নিহিত, এইজন্য তিনি উপযুক্ত লোক দেখিয়া যাজকশ্রেণীভুক্ত করিতে লাগিলেন।

ইঁহারই সময় চীন ও তিব্বতে বিবাদ বাধে। চীন আক্রমণ করিবার জন্য রল্‌পচন্‌ বিস্তর সেনা পাঠাইলেন। চীন ও তিব্বতের যুদ্ধে রক্তের নদী বহিয়াছিল। উভয় দেশের জ্ঞানিগণ এই অনর্থকর রক্তপাত নিবারণের জন্য অনেক চেষ্টা করেন। তাঁহাদেরই যত্নে যুদ্ধ থামিয়া গেল ও সন্ধি হইল। এই সময় গুঙ্মেরু নামক স্থানে প্রস্তরস্তম্ভ স্থাপন করিয়া উভয় রাজ্যের সীমা নির্দ্দিষ্ট হইল। একখানি প্রস্তরস্তম্ভে সেই সন্ধিপত্র খোদিত হইয়াছিল।

রল্‌পচনের সময় তিব্বতে অনেক সুনিয়ম প্রচলিত হইয়াছিল। এ সময় শ্রমণ ও যাজকমণ্ডলী যাহাতে শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করিতে না পারে, তৎপক্ষে তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। শেষে এক দুর্বৃত্ত গলা টিপিয়া রাজার প্রাণবিনাশ করেন। ৯০৮ হইতে ৯১৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রাজসহোদর লন্দর্মের প্ররোচনায় এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল।

এখন দুষ্ট লন্দর্ম রাজা হইলেন। তাঁহার মত বৌদ্ধবিদ্বেষী রাজা আর দেখা যায় না। তিনি সর্ব্বদাই বলিয়া বেড়াইতেন, 'বুদ্ধের প্রাধান্য ঘটিলে তাঁহার অসদুপদেশের বশবর্ত্তী হইয়া ভারত ও চীনের লোকেরা সুখশান্তি হারাইয়াছে।' বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ তাঁহার দৌরাত্ম্যে দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করেন। লন্দর্ম কোন শ্রমণকে গৃহী করিলেন ও কাহাকে বা তাঁহার জন্য পশু শীকার করিয়া আনিতে বনে পাঠাইলেন। যেখানে যত বৌদ্ধগ্রন্থ পাইলেন, সমস্ত পুড়াইয়া ফেলিলেন বা ছিঁড়িয়া নষ্ট করিলেন; কত শত বৌদ্ধমন্দির তাঁহার আদেশে বিধ্বস্ত হইল। যে মন্দির ভাঙ্গিবার সুবিধা ছিল না, তাহার সম্মুখে প্রাচীর তুলিয়া দ্বারবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইল। তাঁহার মন্ত্রী ও তোষামোদকারিগণ সেই প্রাচীরের গায় আবার কুরুচিপূর্ণ চিত্র আঁকিয়া দিল। এ সকল অত্যাচার ধর্ম্মপ্রাণ তিব্বতবাসিগণের অসহ্যবোধ হইল। লহলুন্‌-পল্‌-দোর্জে নামে এক সাধু পাপিষ্ঠ রাজার হস্ত হইতে ধার্ম্মিকদিগকে রক্ষা করিবার জন্য একদিন রণনৃত্য করিতে করিতে রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং একটী তীক্ষ্ণ শরদ্বারা রাজাকে বিদ্ধ করিয়া সেস্থান হইতে দ্রুত পলায়ন করিলেন। সেই শরাঘাতেই লন্দর্মের প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। তাঁহার সহিত তিব্বতীয় রাজগণের একাধিপত্যও বিলুপ্ত হইল।

লন্দর্মের দুই রাণী ছিল। প্রথমে ছোটরাণী অন্তঃসত্ত্বা হন, তাহাতে বড় রাণীর ঈর্ষা হইল। তিনিও গর্ভের ভাণ করিলেন। যথাকালে কনিষ্ঠা মহিষীর এক পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হইল, তাহার নাম নম্‌-দেহোদ-স্রুন্‌। বড়রাণী তাহাকে বধ করিবার অথবা হরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু নবজাত শিশুর নিকট একটী জ্বলন্ত বাতি থাকায় তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। তাহাতে বড়রাণী আরও

ক্রুদ্ধ হইলেন এবং প্রতিশোধ লইবার জন্য তখনই এক দরিদ্র পুত্রকে আনিয়া আপনার পুত্র বলিয়া প্রচার করিলেন। বড় রাণীকে সকলেই ভয় করিত, সকলের সন্দেহ হইলেও ঐ পুত্র সম্বন্ধে কেহ কোন কথা বলিতে পারিল না। সেই বালকের নাম হইল খি দে-য়ুম্‌তেন্‌।

প্রথমে বৌদ্ধমন্ত্রিগণই রাজ্যশাসন করিতে থাকেন; তাঁহারা বৌদ্ধকীর্ত্তি সকল পুনরায় স্থাপন করিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। লন্দর্মের দৌরাত্ম্যে যে সকল মন্দির অঙ্গহীন হইয়াছিল, মন্ত্রিগণ সে সমস্ত সংস্কার করাইতে লাগিলেন।

দুই ভাই বড় হইয়া উঠিল, সেই সঙ্গে রাজ্য লইয়া উভয়ে বিবাদ বাঁধিল। অবশেষে সমুদয় রাজ্য দুইভাগে বিভক্ত হইল। হোদ্‌স্রুন্‌ পশ্চিমভাগ এবং য়ুম্‌তেন্‌ * পূর্ব্বভাগ পাইলেন। এই ভাগ হওয়া অবধি রাজ্যময় যুদ্ধবিগ্রহ চলিতে লাগিল। তাহাতে রাজ্যের আভ্যন্তরিক অবস্থা ক্রমেই মন্দ হইয়া পড়িল।

৯৮০ খৃষ্টাব্দে হোদ্‌স্রুন্‌ প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার পুত্র পল্‌-খোরৎ-সন ১৩ বর্ষমাত্র রাজত্ব করিয়া (৯৯৩ খৃষ্টাব্দে) ৩১শ বর্ষ বয়সে পিতার অনুগমন করেন। তাঁহার দুই পুত্র, ৎসেগ্‌প-পল ও খি-কি্য-দেৎ নিমগোন্‌। কনিষ্ঠ সেগ্‌প নাহ্‌রি (লদাক) দেশে গমন করেন এবং সেখানে তিনি রাজা হইয়া 'পুরাণ' নামে রাজধানী ও নি সুন্‌ নামে দুর্গপ্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার তিন পুত্র মধ্যে জ্যেষ্ঠ পল্গ্যি-দেরিগম্ম-গোন্‌ মন-য়ুল প্রদেশে, মধ্যম তাস দেগোন পুরাণ প্রদেশে ও কনিষ্ঠ দেৎসুগ্‌-গোন শান সুম্‌ (বর্ত্তমান গুগে) প্রদেশে রাজা হন। দেৎ সুগ্‌-গোনের দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ খোররে ও কনিষ্ঠ স্রোন্‌নে। জ্যেষ্ঠ যেশে-হোদ নামগ্রহণ করিয়া শ্রমণ হন।

তাস-ৎসেগ্‌প পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তাঁহার তিন পুত্র হয়—পল-দে, হোদ্‌-দে ও কি্য-দে।
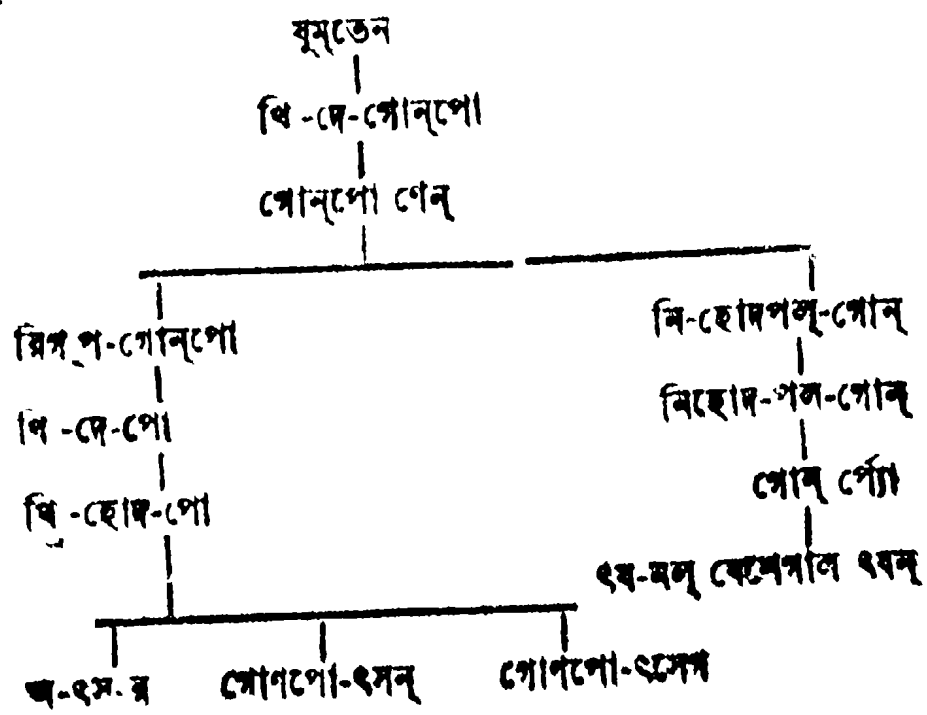
এই সময়ে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্মের পুনরুত্থান হয়। লন্দর্মের সময় হইতে এই সময় পর্য্যন্ত কোন ভারতীয় পণ্ডিত তিব্বতে আসেন নাই। বহুকাল পরে একজন নেপালী দ্বিভাষী পণ্ডিত (তিব্বতে লেরু-ৎসে নামে পরিচিত) পণ্ডিত ধর্ম-রিণ্‌ব ও স্মৃতিকে তিব্বতে আহ্বান করেন; কিন্তু যখন পণ্ডিতেরা তিব্বতে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় অন্য লোকে পণ্ডিতদিগকে গ্রাহ্যও করিল না। স্মৃতি বিদেশে নির্ব্বন্ধের অবস্থায় তন্‌গ নামক স্থানে পশুপালবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে তিব্বতীয় ভাষায় অধিকার জন্মিলে তাঁহার বিদ্যার কথা ক্রমে প্রচারিত হইল, শেষে তিনি খম প্রদেশের পণ্ডিতগণের সহিত শাস্ত্রালোচনা করেন।

তিনি তিব্বতীয় ভাষায় একখানি 'শব্দমালা" রচনা করেন, এই পুস্তকের "কথনাস্ত্র" নাম দেন।

রাজবংশীয় শ্রমণ যেশে-হোদের যত্নে, পরিশ্রমে ও চেষ্টায় তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্মের পুনরুত্থান হয়। ১০১৩ খৃষ্টাব্দে ইহার সূত্রপাত হইয়াছিল। উক্ত শ্রমণ মগধ হইতে ভারতীয় পণ্ডিত ধর্ম্মপালকে আহ্বান করেন। তাঁহার সহিত তিনজন শিষ্য ছিল। রাজা ইঁহাদের সাহায্যে দেশে আবার ধর্ম্ম, কলাশাস্ত্র ও বিনয়শাস্ত্র প্রচারে যথেষ্ট সুবিধা পাইলেন।

খোর-রে শ্রমণের পুত্র ল্‌হ-দে পণ্ডিত সুভূতি শ্রীশান্তিকে আহ্বান করেন। এই মহাপণ্ডিত এদেশে আসিয়া প্রজ্ঞা-পারামিতা (শের-চিন্‌) সমস্ত অনূদিত করেন; বিখ্যাত অনুবাদক রিন্‌ছেন-স্সান্‌পো প্রভৃতি ক ক যাজকপদে প্রতিষ্ঠিত হন। ল্‌হদের তিনপুত্র হোদ্‌ দে, শিব হোদ্‌ এবং চ্যান-ছুব-হোদ্‌। কনিষ্ঠ পুত্র বৌদ্ধশাস্ত্র ও তদ্বিরুদ্ধ মতের দর্শন শাস্ত্রাদিতে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করেন। বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতির জন্য এই পণ্ডিতরাজপুত্র আর্য্যবর্ত্তে লোক পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহারা সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ জ্ঞানী পণ্ডিতের অনুসন্ধানার্থ প্রেরিত হন। অনুসন্ধানে প্রভু অতিশ পণ্ডিতের নাম ও যশঃ তিব্বতে ছড়াইয়া পড়িল। চ্যান্‌-ছুব-হোদ্‌ তাঁহাকে তিব্বতে আনিবার জন্য নগৎসো লোচবের সঙ্গে আরও লোকজন পাঠাইয়া দেন। উক্ত লোচব আর্য্যাবর্ত্তে তখনকার বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান স্থান বিক্রমশিল নগরে উপস্থিত হন। ঐ স্থানে তখন যিনি রাজা ছিলেন, তিনি ইঁহাদিগকে সমাদরে গ্রহণ করেন। সেই রাজা তিব্বতীয়-গণ কর্ত্তৃক গ্যা-ৎসোন্‌-সেন্‌গে নামে অভিহিত হইয়াছেন। তৎপরে এই সকল পণ্ডিত প্রভু অতিশের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া রাজপ্রেরিত স্বর্ণাদি বহুমূল্য উপহার দিয়া তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার, শ্রীবৃদ্ধি, ধ্বংস ও পুনঃ প্রচার

---

* য়ুম্‌তেনের এইরূপ বংশাবলী পাওয়া যায়—

য়ুম্‌তেন
|
খি-দে-গোন্‌পো
|
গোন্‌পো গেন্‌

(১) রিগ্‌প-গোন্‌পো → খি-দে-পো → খি-হোদ-পো → (অ-ৎস-র, গোণপো-ৎসন্‌, গোণপো-ৎসেগ)

(২) নি-হোদপল্‌-গোন্‌ → নিহোদ-পল-গোন্‌ → গোন্‌ গ্যো → ৎষ-মল্‌ যেশেপাল ৎষন্‌

চেষ্টার সমগ্র ইতিহাস বলিলেন এবং কাতর হৃদয়ে জানাইলেন যে, এখন তিনি ভিন্ন আর দ্বিতীয় জগতে নাই যে তিব্বতকে এই ধর্ম্মবিপ্লব হইতে উদ্ধার করিতে পারে, অতএব তাঁহাকে একবার তিব্বতে যাইতে হইবে।

লোচব ও তাঁহার অনুযাত্রী পণ্ডিতেরা অতিষের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তাঁহার সম্মতি পাইবার জন্য দাসের ন্যায় সেবা করিতে লাগিলেন। শেষে অতিষ তারাদেবীর প্রত্যাদেশে তিব্বতে যাইতে স্বীকৃত হইলেন। তিনি তিব্বতের বহু উপকার এবং একজন মহাসাধকের (উপাসকের) বিশেষ সাহায্য করিতে পারিবেন, এইরূপ প্রত্যাদেশ হওয়ায় ৫৯ বৎসর বয়সে ১০৪২ খৃষ্টাব্দে নিজ প্রাণ উপেক্ষা করিয়া বিক্রমশিলার সঙ্ঘারাম পরিত্যাগপূর্ব্বক তিব্বত যাত্রা করিলেন। নহ্-রি প্রদেশের থো-ডিং সঙ্ঘারামে অতিষ বাস করিতেন। তিনি রাজাকে তন্ত্রসূত্রসকল শিক্ষা দেন। তৎপরে উ ও ৎসন্ প্রদেশে ধর্ম্ম প্রচার করেন। তিনি অনেক শাস্ত্রগ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তন্মধ্যে লম্‌দোন (সত্যপথপ্রদীপ) প্রধান। ৭৫ বৎসর বয়সে ১০৫৫ খৃষ্টাব্দে অতিষের মৃত্যু হয়। হোদ্-দের পুত্র অৎসেদের রাজত্ব কালে অতিষ উ, ৎসন্ ও থম্ প্রদেশের সমস্ত লামা ও শ্রমণকে একত্র করিয়া কালগণনার নূতন নিয়ম প্রচার করেন। উত্তরভারতে শম্ভল প্রদেশে ষষ্টি সংবৎসরে বর্ষচক্র গণনার যে নিয়ম অতিষ পাইয়াছিলেন, তাহাই এই সময়ে প্রচারিত করেন। তিব্বতীয়েরা ইহাকে রব্-জুন্ নামে অভিহিত করেন। ১২০৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অতিষের মতেই শিক্ষা চলে। এ সময় অনেক বিখ্যাত লোচব সংস্কৃত গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনূদিত করেন। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পণ্ডিত মর্প, মিল গোন্‌পো, কাশ্মীরীয় পণ্ডিত শাক্যশ্রী ও অন্যান্য ভারতীয় পণ্ডিত তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারে অশেষ সাহায্য করেন। ৎসেদ হইতে নবম পুরুষ অধস্তন রাজা তগ্-প-দের * রাজত্বকালে মৈত্রেয় বুদ্ধের এক প্রতিমা নির্ম্মিত হয়, তাহাতে ১২০০০ দোত-মদ (অর্থাৎ ১৫ লক্ষ টাকা) খরচ হয়। তিনি মঞ্জুশ্রীদেবের এক প্রতিমা ৭ ত্রে (প্রায় ১ মণ) স্বর্ণরেণুদ্বারা নির্ম্মাণ করান। ইহার পুত্র অসোদে পিতার অপেক্ষা ভক্তিমান্ ছিলেন ও প্রতিবৎসর বুদ্ধগয়ায় বজ্রাসন (দোর্জে-দন) নামক বৌদ্ধপীঠে পূজা পাঠাইতেন। এই প্রথা তিনি আমরণ প্রতিপালন করিয়াছিলেন। ইঁহার পৌত্র অনন্‌মল্ 'কহ্‌গ্যুর' নামক ধর্ম্মশাস্ত্র সম্পূর্ণরূপে সোণার পাটায় লিখাইয়াছিলেন। অনন্‌মলের পুত্র রিহুমল্ লাসানগরে বহুব্যয়ে বুদ্ধমূর্ত্তি ও তাঁহার মন্দিরের গুম্বজ স্বর্ণমণ্ডিত করেন। রিহুমলের পুত্র সঙ্গ্-হ,মল্ শাক্যপ লামাগণ কর্ত্তৃক বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া রাজ্যারোহণ করেন। এই বংশীয় শেষ রাজা অপুত্রক পর-তব-মলের এক আত্মীয় সো-নম্-দে আহূত হইয়া পুণ্য-মল্ নাম ধারণ করিয়া রাজ্যারোহণ করেন।

তগ-ৎসেগ্-প রাজের পুত্র পল্‌দের বংশধরগণ গুণ-থন্ লুগ্যাল্‌ব, চিং-প, লহ-ৎসে, লনলুন্ ও ৎসকোর প্রদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করিয়া রাজত্ব করেন। কিা-দের বংশধরগণ মু, জন, তনগ, য-রু-লগ ও গাল্-ৎসে জেলায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজত্ব স্থাপন করেন। হোদের চারিপুত্র—ক্ষবদৈসে, থিদে, খিছুন ও নগ্‌প। প্রথম ও চতুর্থ ৎসন্-রোন প্রদেশে, দ্বিতীয় আমদো ও ৎসোন্‌খ প্রদেশে ও তৃতীয় উপ্রদেশে অধিকার স্থাপন করেন। তৃতীয় খিছুন যম্‌লুন্ নগরে রাজধানী পরিবর্ত্তিত করেন। খি-ছুনের † অধস্তন পঞ্চম পুরুষ জোবো-নাল্-জোর চোন্-ন-রিন্‌পোছে ও পল-ফগমো-দ্রু-প নামক লামাদ্বয়কে বিশিষ্টরূপে পরিপোষণ করিতেন। ইহার পৌত্র শাক্যগোন প্রসিদ্ধ শাক্যপণ্ডিতের পরিপোষক ছিলেন। শাক্যগোনের পৌত্র তগ্‌প-রিন্-পোছে সুবিখ্যাত ফগ্‌প সমভিব্যাহারে চীনসম্রাটের নিকট মহা আদর প্রাপ্ত হন। তিনি তগ-থৈ-ফোদমের বিখ্যাত প্রাসাদ নির্ম্মাণ

---

* ৎসেদের বংশাবলী—

(১) ৎদে
|
(২) বর্-দে
|
(৩) ক্রশি-দে (১ম)
|
(৪) ভনে
|
(৫) নাগ-দেব
|
(৬) ৎসন্ ফ্যুগ্
|
(৭) ক্রশি-দে (২য়)
|
(৮) প্রগ্-ৎসন্ দে
|
(৯) তগ্‌প-দে
|
(১০) অসো-দে
|
(১১) জে-দন্-মল্ (১ম)
|
(১২) অনন্-মল
|
(১৩) রিহু মল্
|
(১৪) সঙ্গ্-হ-মল্
|
(১৫) জে-দন্ মল (২য়)
|
(১৬) অ-জিন্-মল্
|
(১৭) কলন্-মল্
|
(১৮) পর্-তব-মল্
|
ইহার পর বংশলোপ।

† খি-ছুনের বংশাবলী—

খিছুন্ বা খিছুন্
|
হোদ্-কিা-দ্-বর্
|
যুম্ চন (আর ৩ পুত্র)
|
জো গহ্
|
বর্ম্ম (অন্যান্য কয়েক জন)
|
জোবো-নল্-ব্যোম্

জোবো বগ্
|
শাক্য-গোন্ (১ম)
|
শাক্যক্রশি
|
প্রগ্-প্-রিন্‌পোছে
|
শাক্যগোনপো (২য়) আর ৩ জন
|
জে-শাক্য-রিন্‌ছেন্।

২ ঋষিভেদ, ইনি বশিষ্ঠপুত্র শক্তি্র ঔরসে এবং অদৃশ্যন্তীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার নামনিরুক্তি যথা—

"পরাসুঃ স যতস্তেন বশিষ্ঠঃ স্থাপিতো মুনিঃ।
গর্ভস্থেন ততো লোকে পরাশর ইতি স্মৃতিঃ ॥"(ভারত ১।১৭৮।৩)

"পরাসোরাশাসনমবস্থানং যেন স পরাশরঃ, আঙ্ পূর্ব্বা-চ্ছাসতেঃ উরন্।' (নীলকণ্ঠ)

ইনি যে সময় গর্ভে অবস্থিতি করেন, সেই সময় বশিষ্ঠ মৃত্যু ইচ্ছা করিয়াছিলেন, এইজন্য ইহার পরাশর নাম হয়।

মহাভারতের আদিপর্ব্বে লিখিত আছে, মহর্ষি বশিষ্ঠের শত পুত্রের মধ্যে শক্তি্ জ্যেষ্ঠপুত্র। অদৃশ্যন্তীর সহিত ইঁহার শুভপরিণয় হয়। একদা শক্তি্ অরণ্যে বিচরণ করিতেছিলেন, এমন সময় ইক্ষ্বাকুবংশীয় কল্মাষপাদ নামে এক রাজা মৃগয়ায় অতিশয় শ্রান্ত হইয়া শক্তি্ যে স্থলে বিচরণ করিতেছিলেন, সেইস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই পথ অতি সঙ্কীর্ণ, একজনের বেশী কেহ ইহাতে গমন করিতে পারে না। রাজা শক্তি্কে সরিয়া যাইতে বলিলেন। শক্তি্ রাজাকে পথ ছাড়িয়া দিলেন না। এই লইয়া দুইজনের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইল। নৃপতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া মোহবশে রাক্ষসের ন্যায় তাঁহাকে কশাঘাত করিতে লাগিলেন। শক্তি্ প্রহারে অভিহত ও ক্রোধমূর্চ্ছিত হইয়া সেই ভূপালকে এই বলিয়া শাপপ্রদান করিলেন, আমি তাপস, তুমি আমাকে রাক্ষসের ন্যায় প্রহার করিলে, এই কারণে তুমি অদ্যাবধি রাক্ষস হইবে। পুনরায় ভূপতি অন্য আর একজন ঋষি কর্ত্তৃক এইরূপ শাপাভিভূত হন। শাপাভিভূত ভূপতি তৎক্ষণাৎ রাক্ষস হইয়া প্রথমেই শক্তি্কে ভক্ষণ করিলেন। এইরূপে ক্রমে বশিষ্ঠের শতপুত্র বিনষ্ট হইল।

বশিষ্ঠের শতপুত্রনাশ বিশ্বামিত্রের কৌশলেই হইয়াছিল। বশিষ্ঠদেব পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া স্বশরীরপাতের জন্য অনেক চেষ্টা করেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তখন পুনরায় আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইতে লাগিলেন। পশ্চাদ্দিকে হঠাৎ বেদধ্বনি শ্রবণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কে বেদধ্বনি করিতেছে? তখন অদৃশ্যন্তী কহিল, আমি আপনার জ্যেষ্ঠপুত্রবধূ অদৃশ্যন্তী। আপনি যে বেদধ্বনি শুনিয়াছেন, তাহা আমার গর্ভস্থ দ্বাদশবর্ষীয় পুত্রের জানিবেন। তখন বশিষ্ঠদেব অদৃশ্যন্তীর গর্ভে এক সন্তান আছে জানিয়া পরমাহ্লাদিত হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে এক রাক্ষস আসিয়া অদৃশ্যন্তীকে আক্রমণ করিল, বশিষ্ঠদেব তাহাকে মন্ত্রদ্বারা জলপ্রোক্ষণ করিলেন, ইহাতে তাহার শাপ বিমোচন হইল। ইনি ইক্ষ্বাকুবংশীয় কল্মাষপাদ। অদৃশ্যন্তী আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া শক্তি্র ন্যায় শক্তি্র বংশধর পুত্র প্রসব করিলেন। বশিষ্ঠদেব স্বয়ং তাহার জাতকর্ম প্রভৃতি সম্পাদন করিলেন। ঐ পুত্র যে সময় গর্ভস্থ ছিল, সেই সময় বশিষ্ঠদেব পরাসু অর্থাৎ জীবন বিসর্জ্জন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন, এজন্য এই পুত্র পরাশর নামে খ্যাত হন। পরাশর জন্মাবধি বশিষ্ঠকেই পিতা বলিয়া জানিতেন। একদা তিনি মাতা অদৃশ্যন্তীর সমক্ষে বশিষ্ঠকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করেন। অদৃশ্যন্তী ইহা শুনিয়া সজলনয়নে তাঁহাকে কহিলেন, তুমি যাহাকে পিতা বলিয়া জানিতেছ, ইনি তোমার পিতা নহেন, পিতামহ। বনমধ্যে এক রাক্ষস তোমার পিতাকে ভক্ষণ করিয়াছে। পরাশর এই কথা শুনিয়া সর্ব্বলোক সংহার করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। বশিষ্ঠ তাহাকে এইরূপ সকল লোক বিনাশকরণে কৃতনিশ্চয় দেখিয়া অনেক প্রবোধ বাক্যে এই পাপকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করাইলেন। কিন্তু তিনি এই সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন না, ক্রোধসম্বরণও করিলেন না। অনন্তর তিনি এক রাক্ষসসত্রের অনুষ্ঠান করিলেন। তিনি শক্তি্র বিনাশ স্মরণ করিয়া আবালবৃদ্ধ সকল রাক্ষসকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। বশিষ্ঠদেব তাঁহার পূর্ব্ব-প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছেন বলিয়া এইবার আর কিছুই নিষেধ করিলেন না। ক্রমে রাক্ষস সকল দগ্ধ হইতে লাগিল। অনন্তর পুলস্ত্য ও পুলহ প্রভৃতি ঋষিগণ পরাশরের নিকট উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মণগণের পক্ষ হইতে পরাশরকে কহিলেন, তাত! যে সকল রাক্ষস তোমার পিতৃবধের কিছুই অবগত নহে, সেই সকল নির্দ্দোষ রাক্ষস বধ করিয়া অনর্থক সৃষ্টির ধ্বংস করিতেছ, এখন আমাদের অনুরোধ এই ভয়ানক হত্যা হইতে নিবৃত্ত হইয়া যজ্ঞ সমাপন কর। বিশেষতঃ তপস্বিব্রাহ্মণদিগের ইহা ধর্ম্ম নহে, শান্তি তাহাদের পরমধর্ম্ম। তুমি রোষপরতন্ত্র হইয়া এই ভয়াবহ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া কেবল আমার প্রজাবর্গের সমুচ্ছেদ করিতেছ। তোমার পিতাকে যে রাক্ষসে ভক্ষণ করিয়াছিল, তাহাতে তাহার কিছুমাত্র দোষ নাই। তোমার পিতা আত্মদোষেই ইহলোক হইতে স্বর্গে গমন করিয়াছেন। নচেৎ তোমার পিতাকে ভক্ষণ করে রাক্ষসের এরূপ সামর্থ্য কোথায়? বিশ্বামিত্রও কেবল এ বিষয়ে নিমিত্তমাত্র হইয়াছিলেন। তোমার পিতা ও তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদরগণ এবং রাজা কল্মাষপাদ সকলেই স্বর্গে দেবগণের সহিত অবস্থান করিতেছেন। তোমার পিতামহ বশিষ্ঠদেব এ সকল বৃত্তান্ত অবগত আছেন। এখন তুমি তোমার যজ্ঞসমাপন কর, তোমার মঙ্গল হউক। তখন পরাশর তাঁহাদের আদেশানুসারে এই যজ্ঞ সমাপন করিলেন এবং সকল রাক্ষসসত্রের জন্য যে অগ্নি স্থাপিত হইয়াছিল

হিমালয়ের উত্তরপার্শ্বে মহাসমরে পরিত্যাগ করিলেন। তথায় সেই বহ্নি অদ্যাপি প্রতিপর্ব্বে রাক্ষস, বৃক্ষ ও প্রস্তরসকল দগ্ধ করিয়া থাকে। (ভারত আদিপর্ব্ব ১৭৫ হইতে ১৮২ অঃ।)

এই পরাশর হইতে বেদবিভাগকর্ত্তা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস জন্মগ্রহণ করেন। দেবীভাগবতে ইহার বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে,—একদা পরাশর তীর্থযাত্রার উপলক্ষে সমস্ত দেশ ভ্রমণ করিয়া যমুনাতীরে উপস্থিত হইলেন। সেইখানে যমুনা পার হইবার জন্য ধীবরকে আদেশ করেন। ধীবর কার্য্যে ব্যস্ততা প্রযুক্ত মুনিকে পার করিবার জন্য তাহার পালিতা কন্যা মৎস্যগন্ধাকে বলিলেন। বসুকন্যা মৎস্যগন্ধা ধীবরের আদেশানুসারে তাহাকে লইয়া পার করিয়া দিতে প্রবৃত্ত হইল। অনন্তর যমুনামধ্যে যাইতে যাইতে পরাশর মুনি সেই চারুলোচনা মৎস্যগন্ধাকে দেখিয়া দৈবঘটনাবশতঃই কামাতুর হইয়া পড়িলেন। মুনিবর তাহার নবীন যৌবনোদগম দর্শনে উপভোগে অভিলাষী হইয়া দক্ষিণহস্ত দ্বারা তাহার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া কহিলেন, আমি নিতান্ত কামপীড়িত হইয়াছি, আমার অভিলাষ পূরণ কর। তখন মৎস্যগন্ধা মুনিকে কহিলেন, আপনি মহর্ষি বশিষ্ঠের বংশধর এবং সকল বেদবেদান্তশাস্ত্র বিশারদ ও অতি তপস্বী। আপনার কুল, শীল ও ধর্ম্মের বিগর্হিত কার্য্যে কেন প্রবৃত্ত হইতেছেন? আমার এই শরীর মৎস্যগন্ধে পরিপূর্ণ, তথাপি কেন আপনি এই অনার্য্যোচিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছেন? আপনি এই দুষ্ট বুদ্ধি পরিত্যাগ করুন। মৎস্যগন্ধা যখন দেখিলেন, মুনি নিতান্তই কামপীড়িত, তাঁহার কোন বাক্যেই ফলোদয় হইতেছে না, তখন তিনি মুনিকে কহিলেন, এখন আপনি ধৈর্য্যাবলম্বন করুন, অগ্রে পরপারে যাই, তাহার পর যাহা ইচ্ছা হয় করিবেন। পরাশর ইহা শুনিয়া হস্ত পরিত্যাগ করিলেন। পরাশর পরপারে নীত হইয়া কামাতুর ভাবে পুনরায় তাহার হস্ত গ্রহণ করিলেন। তখন মৎস্যগন্ধা কাঁপিতে কাঁপিতে মুনিকে কহিলেন, মুনিবর! কামোপভোগ সমানরূপেই সুখকর হইয়া থাকে। আমার শরীর অতিশয় দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ অতএব নিবৃত্ত হউন্। পরাশর তাহার এই কথা শুনিয়া ক্ষণমাত্রেই তাহাকে চারুবদনা, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী ও যোজনগন্ধা করিয়া দিলেন। কল্যাণী তখন মুনিকে উপভোগাভিলাষী দেখিয়া আবার বলিলেন, মুনিবর! এখন দিবাভাগ, লোক সকল বিশেষতঃ তটস্থিত পিতা দেখিতে পাইবেন, ইহা পশুবৎ অতি জঘন্যকর্ম্ম এবং শাস্ত্রেও দিবা-বিহার নিষিদ্ধ হইয়াছে, অতএব যতক্ষণ না রাত্রি হয়, ততক্ষণ আপনি প্রতীক্ষা করুন। পরাশর এইবাক্য যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিয়া তৎক্ষণাৎ তপঃপ্রভাবে চতুর্দ্দিক কুজ্ঝটিকাময় করিয়া ফেলিলেন, তাহাতে চতুর্দ্দিকে অন্ধকার হইল। অনন্তর মৎস্যগন্ধা পরাশরকে অতি মৃদুস্বরে কহিলেন, মুনিবর! আমি এখনো কন্যা, আপনি আমাকে উপভোগ করিয়াই যথা-ইচ্ছা চলিয়া যাইবেন, কিন্তু আপনার বীর্য্য অমোঘ, আমাকে নিশ্চয়ই গর্ভধারণ করিতে হইবে, ব্রহ্মন্! তাহার পর আমার কি গতি হইবে। আমাকে ইহার উপদেশ দিন। তখন পরাশর কহিলেন, অদ্য আমার প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিয়া আবার তুমি কন্যাই হইবে। ইহাতেও যদি তোমার ভয় হয়, তাহা হইলে তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। তখন মৎস্যগন্ধা এইরূপ বর প্রার্থনা করিলেন, আমার পিতা, মাতা বা অপর কেহ এ বিষয়ের কিছুই যেন জানিতে না পারেন এবং যাহাতে আমার কন্যার ব্রত নষ্ট না হয়, তাহাই করুন ও আপনা হইতে সমুৎপন্ন পুত্র যেন আপনার সমান তেজস্বী ও গুণী হয়। আমার গাত্রে এই সৌগন্ধ যেন চিরবিরাজ করে ও আমার যেন যৌবন সর্ব্বদা নবনবরূপে বিরাজমান থাকে।

পরাশর এই কথা শুনিয়া কহিলেন, সুন্দরি! তোমার গর্ভে যে পুত্র হইবে, সেই পুত্র বিষ্ণুর অংশ হইতে সমুৎপন্ন হইয়া ত্রিভুবনে বিখ্যাত হইবে। তুমি নিশ্চয় জানিও কোন বিশেষ কারণবশতঃ আমি তোমাতে কামাসক্ত হইয়াছি, নতুবা ইতিপূর্ব্বে কখনই আমার এরূপ মোহ উপস্থিত হয় নাই। পূর্ব্বে আমি সর্ব্বদা কত অপ্সরাদিগের রূপ দর্শন করিয়াছি, তাহাতে আমার কিছুমাত্র বিকার উপস্থিত হয় নাই। তোমাকে দেখিয়া এইরূপ কামাভিভূত হইবার দৈবই একমাত্র কারণ, অতএব দৈবকে অতিক্রম করা কাহারই সাধ্য নাই। নতুবা তোমাকে এইরূপ দুর্গন্ধময় দেখিয়া কিজন্য মোহ প্রাপ্ত হইলাম। তোমার পুত্র পুরাণ-কর্ত্তা, বেদজ্ঞ ও বেদের বিভাগকর্ত্তা হইবে।

ঋষিবর পরাশর সত্যবতীকে এইরূপ বলিয়া বশে আনিয়া উপভোগান্তে যমুনায় স্নান করিয়া তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। তখন সত্যবতী সেই মুহূর্ত্তে গর্ভগ্রহণ করিলেন এবং অনতিবিলম্বে দ্বিতীয় কন্দর্পসদৃশ এক পুত্র প্রসব করিলেন। এই পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াই মাতাকে গৃহগমনের জন্য অনুরোধ করিয়া তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন এবং কহিলেন, মাতঃ! যখনই আপনার আমাকে প্রয়োজন হইবে, তখনই আমাকে স্মরণ করিবেন, স্মরণ মাত্রেই আমি উপস্থিত হইব। সত্যবতীও তখন পিতৃসমীপে প্রস্থান করিলেন। এই পুত্র দ্বীপে প্রসূত হন বলিয়া তাঁহার নাম দ্বৈপায়ন হইল।

(দেবীভাগ০ ২।২ অঃ)

পরাশর একখানি সংহিতা প্রণয়ন করেন, ইহাতে

কলিযুগে কর্ত্তব্য ব্যবস্থা সকল সন্নিবেশিত আছে। ইহাতে লিখিত আছে—

"কৃতে তু মানবো ধর্ম্মস্ত্রেতায়াং গৌতমঃ স্মৃতঃ।
দ্বাপরে শঙ্খলিখিতৌ কলৌ পারাশরঃ স্মৃতঃ॥" (পরাশরস°)

সত্যযুগে মনুক্ত ধর্ম্ম প্রধান, ত্রেতাযুগে গৌতম, দ্বাপরে শঙ্খ ও লিখিত এবং কলিযুগে একমাত্র পরাশরের মতই গ্রহণীয়। এই সংহিতায় ১২টী অধ্যায়। তাহার প্রথম অধ্যায়ে যুগভেদে ধর্ম্মাদিভেদ কথন, ২ অধ্যায়ে আচারধর্ম্ম ও গৃহধর্ম্মাদি কথন, ৩ অধ্যায়ে অশৌচ ব্যবস্থা ও আত্মহরণাদি দোষ, ৪ অধ্যায়ে প্রায়শ্চিত্তমত, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও কুশপুত্তলিকাদি কথন, ৫ অধ্যায়ে প্রাণিদষ্ট প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা, ৬ অধ্যায়ে প্রাণিবধ প্রায়শ্চিত্ত কথন, ৭ অধ্যায়ে দ্রব্যশুদ্ধি প্রভৃতি, ৮ অধ্যায়ে গোবধাদি প্রায়শ্চিত্ত, ৯ অধ্যায়ে গোবধাপবাদ প্রভৃতি ১০ অধ্যায়ে অগম্যাগমনাদি প্রায়শ্চিত্ত, ১১ অধ্যায়ে অমেধ্যভক্ষণাদি প্রায়শ্চিত্ত, ১২ অধ্যায়ে প্রায়শ্চিত্তাঙ্গ স্নানভেদাদি।

পরাশর সংহিতায় এই সকল বিষয়ের ব্যবস্থা সন্নিবেশিত হইয়াছে। পরাশরের সহিত অন্য মন্বাদিসংহিতায় বিরোধ হইলেও কলিকালে পরাশরের মতই গ্রহণীয়।

ইনি বিষ্ণুপুরাণ ও পরাশর উপপুরাণের বক্তা।

৩ আয়ুর্ব্বেদতন্ত্রকারক ঋষিভেদ। (চরক সূত্রস্থা°।)

৪ নাগভেদ।

পরাশর, ইন্দ্র। শত্রুধ্বংসকারী, হিংসাকারী। 'ইন্দ্রো যাতূনামভবৎ পরাশরঃ।' (ঋক্ ৭।১০৪।২১)
'পরাশরঃ পরাশাতয়িতা হিংসিতা।' (সায়ণ)
"পরাশর ত্বং তেষাং পরাহস্তং।" (অথর্ব্ব ৬।৬৫।১)

হে পরাশর পরাগতা শৃণাতি হিনস্তি শত্রূন্ ইতি পরাশর ইন্দ্রঃ। "ইন্দ্রো যোত্র পরাশরীৎ ইত্যত্র সমাম্নানাৎ। পরাশর ইতি নিগমো ভবতীতি" (নিরুক্ত ৬।৩০) যাস্কবচনাচ্চ। শৄ হিংসায়াম্। অস্মাৎ পচাদ্যচ্।' (অথর্ব্ববেদভাষ্য ৬।৬৫।১)

পরাশর, ১ হোরাশাস্ত্র বা পারাশরীহোরা নামে একখানি জ্যোতিগ্রন্থ রচয়িতা।

২ একজন জ্যোতির্ব্বিদ্। বরাহমিহির কৃত বৃহজ্জাতকগ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে।

৩ কৃষিপদ্ধতিপ্রণেতা।

গৃহ্যসূত্রব্যাখ্যারচয়িতা।

৫ পুরাণসার নামক গ্রন্থপ্রণয়নকর্ত্তা।

৬ যোগোপদেশনামক একখানি যোগশাস্ত্রপ্রণেতা।

পরাশর ভট্ট, একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। ইনি বৎসাঙ্কের পুত্র ও রঙ্গেশ্বরের কুলপুরোহিত। অষ্টশ্লোকী, ক্ষমাষোড়শী, গণরত্নকোষস্তোত্র (শ্রীরঙ্গরাজস্তোত্র ও স্তোত্ররত্ন), নামকরত্নাকর, বেদান্তসার, বিষ্ণুসহস্রনামভাষ্য (এই গ্রন্থখানি তিনি শ্রীরঙ্গেশের প্রার্থনানুসারে রচনা করেন) প্রভৃতি গ্রন্থ ইঁহার রচিত।

২ ইঁহার আর একটী নাম রঙ্গনাথ। ইনি ভগবদ্গুণদর্পণ বা বিষ্ণুসহস্রনামভাষ্য নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

পরাশর, গোত্রভেদ। বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, তাঁতি, মধুনাপিত, তাম্বুলী, শাঁখারী, সুবর্ণবণিক এবং পূর্ব্ববঙ্গের ভুঁইমালীদিগের মধ্যে এই গোত্র প্রবর্ত্তিত দেখা যায়। উড়িষ্যার 'করণ'দিগের ও বিহারবাসী রাজপুত, বাভন ও জোলাদিগের মধ্যেও এই গোত্র প্রচলিত। জোলাদের সগোত্রে বিবাহ হইতে বাধা নাই।

পরাশর দাস, কৈবর্ত্তজাতির শাখাভেদ।

পরাশরীয় (পারাশর্য্য) গুজরাতী ব্রাহ্মণদিগের একটী শাখা। কাঠিয়াবাড় প্রদেশের দক্ষিণ-পূর্ব্বাংশে ইহাদের বাস আছে।

পরাশবাড়, বশিষ্ঠগোত্রীয় নেপালী ব্রাহ্মণদিগের একটী থাক।

পরাশরিন্ (পুং) পরাশরেণ প্রোক্তং ভিক্ষুসূত্রং পরাশরং তদ্বিত্তত্তেঽধ্যায়মানায়েতি ক্ষ, ইন্‌চ, পরাশরীতি হ্রস্বঃ। পারাশরী, চতুর্থাশ্রমী। (অমর টীকা ভরত)

পরাশরেশ্বর (পুং) স্কন্দপুরাণবর্ণিত দাক্ষিণাত্যের শিবলিঙ্গভেদ।

পরাশরেশ্বরতীর্থ (ক্লী) শিবপুরাণ উত্তরখণ্ডে বর্ণিত দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত তীর্থভেদ। এখানে স্নান করিলে পুণ্যলাভ হয়।

পরাশস্ (স্ত্রী) পরাশসন, পরাঙ্মুখ হিংসন। 'যৎপরাশসো পামিম" (অথ° ৬।৪৫।২) 'পরাশসা পরাশসনেন পরাঙ্মুখহিংসনেন' (ভাষ্য)

পরাশাতয়িতৃ, শত্রুহিংসাকারী। (নিরুক্ত ৬।৩০)

পরাশ্রয় (ত্রি) পরো আশ্রয়ো যস্য। ১ অন্যাশ্রিত। স্ত্রিয়াং টাপ্। পরাশ্রয়া বৃক্ষোপরিজাত লতাবিশেষ। চলিত পরগাছা। পর্য্যায়—বন্দা, বৃক্ষাদনী, বৃক্ষরুহা, জীবন্তিকা, বন্দিনী, পুত্রিণী, বন্দ্যা, পরপুষ্টা। (শব্দচ°)

পরাশ্রিত (ত্রি) পরের আশ্রিত, পরাধীন।

পরাস (পুং) দূরত্ব, কোন দ্রব্য ফেলিলে যতদূরে নিক্ষিপ্ত হয়, সেই নির্দ্দিষ্ট দূরতা।

পরাসঙ্গ (পুং) অবরোধ, শোণিতরোধ। ২ অন্য পুরুষে আসক্তি।

পরাসন (ক্লী) পরা-অস-ভাবে ল্যুট্। ১ মারণ, বধ। পরং আসনং। ২ শ্রেষ্ঠাসন।

পরাসিন্ধু (ত্রি) ইষ্টকাদি নিক্ষেপ দ্বারা দূরত্বের পরিমাণ।

পরাসু (ত্রি) পরা-গতাঃ প্রহিতা অসবো যস্য। মৃত, যাহার প্রাণবায়ু নির্গত হইয়াছে, তাহাকে পরাসু কহে। যাহার

পরীক্ষার বিষয় বৈদ্যক গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে, যাহার উচ্ছ্বাস অতি দীর্ঘ বা অতি হ্রস্ব, স্পন্দনহীন, দন্ত সকল প্রতিকীর্ণ, জাতশর্করা তাহাকে পরাসু জানিতে হইবে। যাহার পক্ষ্ম সকল জটাবদ্ধ, যাহার চক্ষুঃদ্বয় প্রকৃতিহীন, বিকৃতিযুক্ত, অত্যুৎপিণ্ডিত, অতি প্রবিষ্ট, অতি কুটিল, অতি বিষম, অতি প্রস্রুত প্রভৃতি তাহাকে পরাসু জানিতে হইবে।* (চরক ইন্দ্রিয় ৪ অ°) [মৃত্যু শব্দ দেখ।]

পরাসুতা (স্ত্রী) পরাসোর্মৃতস্য ভাবঃ, তল্-টাপ্। ১ মৃতত্ব। ২ নিদ্রাপরবশতা।

পরাস্কন্দিন্ (পুং) পরান্ আস্কন্দিতুং শীলমস্য আ-স্কন্দ-ণিনি। চৌরভেদ। ডাকাইত।

পরাস্ত (ত্রি) পরাস্যতে স্ম, পরা-অস-ক্ত। নিরস্ত, পরাজিত। "হ্রীগিরাস্ত বরমস্ত পুনর্ম্মা স্বীকৃতৈ'ব পরবাগপবাস্তা।"(নৈষধ ৫সর্গ)

পরাস্তোত্র (ক্লী) উৎকৃষ্ট স্তব।

পরাস্য (ত্রি) নিক্ষেপযোগ্য।

পরাহ (পুং) পরমুত্তরবর্ত্তি অহ, ততঃ টচ্ (রাজাহসখিভ্য-ষ্টচ্। পা ৫।৪।৯১) পরদিন।

পরাহাট (পোড়াহাট), বাঙ্গালা প্রদেশের সিংহভূম জেলার অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য। ভূমির পরিমাণ ৭৯১ বর্গমাইল। এখানে সর্ব্ব সমেত ৩৮০ খানি গ্রাম আছে।

এখানকার রাজগণের বংশ-আখ্যা সম্বন্ধে দুইটী স্বতন্ত্র ইতিহাস পাওয়া যায়। পরহাটের সর্দ্দারগণ পূর্ব্বে সিংহভূমের রাজা বলিয়া সাধারণের পরিচিত ছিল। এই রাজবংশের আদিপুরুষ যিনি প্রথমে রাজোপাধি লাভ করেন, তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ চরিত্রাখ্যান শুনা যায়। কোন ভুঁইয়া বন কাটিতে গিয়া বৃক্ষকোটর মধ্যে একটী বালককে দেখিতে পায়। সে ঐ বালককে গৃহে আনিয়া লালনপালন করে। ক্রমে ঐ বালক ভুঁইয়া জাতির নেতা বলিয়া গণ্য হয়। বালক অতি শৈশব হইতেই পউরি * বা পাহাড়ী দেবীর উপাসনা করিত। কিন্তু সিংহ উপাধিধারী রাজপরিবারের সকলেই বলিয়া থাকে যে, তাহারা ক্ষত্রিয় এবং তাহাদের শরীরে রাজপুতরক্ত বহমান। ইহারা বলেন, 'আমাদের পূর্ব্বপুরুষ যিনি প্রথমে এখানে আসিয়া সিংহাসন লাভ করেন; তিনি মাড়বারবাসী ও কদম্ববংশী রাজপুত ছিলেন। তিনি জগন্নাথ-দর্শন-মানসে শ্রীক্ষেত্রে আসিবার কালে এই স্থান দিয়া গমন করেন এবং এখানকার অধিবাসিগণ তাঁহাকে আপনাদের রাজা বলিয়া মনোনীত করে। কিছুকাল পরে সিংহভূমের পূর্ব্বদিকস্থ ভুঁইয়াদিগের সহিত কোলহানবাসী লর্কাকোলদিগের বিবাদ উপস্থিত হয়। রাজা সপরিবারে কোলদিগের সহিত যোগ দেন। যুদ্ধে ভুঁইয়াদিগের পরাজয় হইলে ক্ষত্রিয়রাজ ভুঁইয়া ও কোল উভয় জাতির সর্দ্দার-রাজা হইলেন।' দুইটী গল্পেই কোল বা ভুঁইয়াদিগের উপর আধিপত্যের কথা আছে, কিন্তু কোন্‌টী সত্য, তাহা স্থির করা দুরূহ। সম্বংশীয় সকলেই পরাহাট সর্দ্দারগণকে রাজপুত বংশোদ্ভব বলিয়া স্বীকার করেন।

পরাহাট বা সিংহভূমের সামন্তরাজ্য চারিদিকে পর্ব্বতপরিবেষ্টিত হওয়ায় মহারাষ্ট্র আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। পূর্ব্বকাল হইতে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এখানকার রাজারা স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন। অবশেষে উক্ত বৎসরে ঘনশ্যাম সিংহ দেব ইংরাজের সখ্যতা স্বীকার করেন। সরাইকেলার অধিপতি বিক্রমসিংহ ও খর্স্বাঁরাজ বাবু চৈতন্যসিংহের উপরে শাসনক্ষমতা ও মহারাজ উপাধি পাইবার জন্য এবং লর্কাকোলদিগকে দমন করিতে ও রাজা বিক্রমসিংহের নিকট হইতে কএকটী দেবমূর্ত্তি উদ্ধারের আশায় পোড়াহাটরাজ ইংরাজরাজের সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া মিত্ররাজরূপে গণ্য হইলেন। ইংরাজরাজ সরাইকেলা ও খর্স্বাঁর উপর তাঁহার আধিপত্য স্বীকার করিলেন না, বরং তাঁহার নিকট হইতে বাৎসরিক ১০১ টাকা কর ধার্য্য করিয়া দিলেন এবং তাঁহার রাজকীয় আইন বা কার্য্যাদি সম্বন্ধে ইংরাজরাজ হস্তক্ষেপ করিবেন না বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন। এই সর্ত্তে ১৮২০ খৃষ্টাব্দে ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখে ইংরাজরাজ কএকখানি সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিয়া লন। ঐ পত্রানুসারে উক্ত সর্দ্দারগণ স্থানীয় বিদ্রোহ-দমনের সময় সৈন্য দিয়া আপনাপন অধিকৃত স্থান রক্ষা করিয়াছিলেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে পোড়াহাটরাজ সরাই-

---

* "তস্য চেদুচ্ছ্বাসোঽতিদীর্ঘ অতিহ্রস্বঃ বা স্যাৎ পরাসুরিতি বিদ্যাৎ, তস্য চেৎ মধ্যে পরিদৃশ্যমানেন ন স্পন্দেয়াতাং পরাসুরিতি বিদ্যাৎ। তস্য চেদ্দন্তাঃ প্রতিকীর্ণাঃ শ্বেতা জাতশর্করাঃ স্যুঃ পরাসুরিতি বিদ্যাৎ। তস্য চেৎ পক্ষ্মাণি জটাবদ্ধানি স্যুঃ পরাসুরিতি বিদ্যাৎ। তস্য চেৎ চক্ষুষী প্রকৃতিহীনে বিকৃতিযুক্তে অত্যুৎপিণ্ডিতে অতিপ্রবিষ্টে অতি জিহ্মে অতিবিষমে অতিপ্রস্রুতে অতি বিমুক্তবন্ধনে সততোন্মিষিতে সততনিমিষিতে নিমেষোন্মেষাতিপ্রবৃত্তে বিভ্রান্তদৃষ্টিকে হীনদৃষ্টিকে ব্যস্তদৃষ্টিকে নকুলাক্ষে কপোতাক্ষে অলাতবর্ণে কৃষ্ণনীলপীতশ্বেততাম্র-হরিতহারিদ্রশুক্লনৈকারিকাণাং বর্ণানামন্যতমেনাভিসংপ্লুতে বা তাভ্যাং পরাসুরিতি বিদ্যাৎ।" (চরক ইন্দ্রিয়স্থান)।

* কেউঁঝরবাসী ভুঁইয়াগণ এই দেবীকে "ঠাকুরাণী মাই" নামে পূজা করিয়া থাকে।

চলা-পতির নিকট হইতে যে বিগ্রহমূর্ত্তির জন্ত দাবী করেন, ৮২০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ গবর্মেণ্টের আদেশানুসারে তিনি ঐ গ্রহ ফিরিয়া পান। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে ইঁহাদের অবস্থার হ্রাস ইলে ইংরাজগণ কোলহানের শাসনভার স্বহস্তে লইয়া উক্ত াজাকে ৫০০৲ টাকা মাসহারা বন্দোবস্ত করিয়া দেন। ৮৫৭ খৃষ্টাব্দে চাইবাসায় বিদ্রোহ হইলে পোড়াহাটের শেষ-াজা অর্জ্জুনসিংহ বিদ্রোহদমনভার ইংরাজ গবর্মেণ্টের হস্তে র্পণ করেন, কিন্তু হঠাৎ আপনি ইংরাজের বিরুদ্ধাচারী হওয়ায় ংরাজ কর্ত্তৃক বারাণসীধামে যাবজ্জীবন বন্দী হইয়া থাকেন। দবধি এই প্রদেশ ইংরাজের কর্ত্তৃত্বাধীনে রহিয়াছে।

াহ্ন (পুং) পরঞ্চ তদহশ্চেতি কর্ম্মধাং, (অহ্নোহ্নএতেভ্যঃ। ৷৫৷৪৷৯১) ইতি অহ্নাদেশঃ ততো ণত্বং। অপরাহ্ন, বিকাল, বসের পরভাগ।

ি (অব্য) পৃ-ইন্। ১ সর্ব্বতোভাব। ২ বর্জ্জন। ৩ ব্যাধ। শেষ। ৫ ইত্থম্ভূত। ৬ আখ্যান। ৭ ভাগ। ৮ বীপ্সা। ৯ আলি-ন। ১০ লক্ষণ। ১১ দোষাখ্যান। ১২ নিরসন। ১৩ জা। ১৪ ব্যাপ্তি। ১৫ ভূষণ। (মেদিনী) ১৬ উপরম। ৭ শোক। (হেম) ১৮ সন্তোষভাষণ। (শব্দর°) পরি—বংশতি উপসর্গের মধ্যে একটী; ইহার অর্থ ১ সর্ব্বতোভাব। অতিশয়। ৩ বীপ্সা। ৪ ইত্থভাব। ৫ চিহ্ন। ৬ ভাগ। ত্যাগ। ৮ নিয়ম। (মুগ্ধবোধটীকা দুর্গা°)

লক্ষণ—ইত্থম্ভূত, আখ্যান, ভাগ ও বীপ্সা অর্থে প্রতি পরি এবং অনুর কর্ম্মপ্রবচনীয় সংজ্ঞা হয়, অর্থাৎ এই সকল অর্থে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়।

লক্ষণেত্থম্ভূতাখ্যানভাগবীপ্সাসু প্রতিপর্য্যনবঃ।" (পাণিনি)

ইহার উদাহরণ যথা—'লক্ষণার্থে বৃক্ষং প্রতিপর্য্যনু বা বিদ্যোততে বিদ্যুৎ। ইত্থম্ভূতাখ্যানে ভক্তো বিষ্ণুং প্রতিপর্য্যনু বা। ভাগে লক্ষ্মীর্হরিং প্রতি পর্য্যনুবা, হরের্ভাগ ইত্যর্থঃ। বৃক্ষং বৃক্ষং প্রতি পর্য্যনু বা সিঞ্চতি।' এই সকল উদাহরণের প্রত্যেক স্থলে পরিশব্দের যোগে দ্বিতীয়া বিভক্তি হইয়াছে। বর্জ্জনার্থ বুঝাইলে পরিশব্দের যোগে পঞ্চমী বিভক্তি হয়।

দ্যূত, ব্যবহার ও পরাজয় অর্থে অক্ষ, শলাকা ও সংখ্যাবাচক শব্দের 'পরি'র সহিত সমাস হয়। 'দ্যূতে অক্ষং বিপরীতং বৃত্তং' অক্ষপরি, এইরূপ 'শলাকাপরি, একপরি' ইত্যাদি হইবে।

রিংশ (পুং) লেশ। "যদপামোষধীনাং পরিংশমারিশামহে।" (ঋক্ ১৷১৮৭৷৮) 'পরিংশং লেশং।' (সায়ণ)

রিক্ক, রাজপুতনাবাসী ব্রাহ্মণগণের এক শাখা। মাড়বার ও বুন্দী প্রদেশে ইঁহাদের বাস।

পরিকথা (স্ত্রী) পরিতঃ কথা। কথাভেদ, বাক্যর ভেদ। ধর্ম্মসংক্রান্ত বাক্যালাপ বা গল্প। (দিব্যা ২২৫৷২৭)

'অথ বাক্যভেদাঃ স্যুশ্চম্পূঃ খণ্ডকথা কথা।
আখ্যায়িকা পরিকথা কলাপকবিশেষকৌ॥' (ত্রিকাণ্ড)

পরিকম্প (পুং) পরিতঃ কম্পো যস্মাৎ, বা পরিকম্পতেহনেন পরি-কম্প-করণে ঘঞ্। ১ ভয়। ২ পরিতঃ কম্প।

পরিকর (পুং) পরিকীর্য্যতে ইতি পরি-কৃ-অপ্। (ঋদোরপ্। পা ৩৷৩৷৫৭) বা পরিক্রিয়তেঽনেনেতি কৃ-ঘ। ১ পর্য্যঙ্ক। ২ পরিবার। ৩ সমারম্ভ। ৪ বৃন্দ। (শব্দর°) ৫ প্রগাঢ়। গাত্রিকা বন্ধ।

গাঢ়ং পরিকরং বদ্ধা শুক্রমাদায় চাধিকং।
স্কন্ধে ভর্ত্তারমাদায় জগাম মৃদুগামিনী॥" (মার্ক° পু° ১৬৷২৫)

৬ বিবেক। (বিশ্ব) ৭ সহকারী। জগদীশ সামান্ত নিরুক্তিতে পরিকর অর্থে সহকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "পরিকরঃ সহকারী স চ ব্যাপ্তিপক্ষধর্ম্মত্বাদিঃ।" (জগদীশ)

৮ অলঙ্কারবিশেষ। ইহার লক্ষণ—
"উক্তিবিশেষণৈঃ সাভিপ্রায়ৈঃ পরিকরো মতঃ।"
(সাহিত্যদ° ১০৷৭০৪)

যেখানে অভিপ্রায়ব্যঞ্জক বিশেষণ দ্বারা উক্তি হয়, সেই স্থলে পরিকর অলঙ্কার হয়। যথা—উদাহরণ—

অঙ্গরাজ! সেনাপতে! দ্রোণোপহাসিন্।
কর্ণ! রক্ষৈনং ভীমাদ্দুঃশাসনং॥" (সাহিত্যদ°)

দুঃশাসনকে ভীম কর্ত্তৃক নিপীড়িত দেখিয়া অশ্বত্থামা কর্ণকে উপহাসরূপে বলিতেছেন, হে কর্ণ! তুমি অঙ্গদেশের রাজা, এখন সেনাপতি ও দ্রোণের উপহাসকারী, ভীম হইতে দুঃশাসনকে রক্ষা কর। কর্ণের দুঃশাসনকে রক্ষা করা নিতান্ত উচিত ছিল, কিন্তু রক্ষা করিতে পারিতেছেন না, তাই অশ্বত্থামা কর্ণের প্রতি 'অঙ্গরাজ, সেনাপতে, দ্রোণোপহাসিন্' এই তিনটী বিশেষণ সাভিপ্রায়ে প্রয়োগ করিয়াছেন। এইজন্য এস্থলে পরিকর অলঙ্কার হইল। ৯ সমন্বিত। ১০ সংযুক্তহস্ত। "বদ্ধ-পরিকর।" ১১ ভৃত্য। ১২ সংযম, ধারণ।

১৩ নাটকাদির মুখে উৎক্ষেপ, পরিকর প্রভৃতি বিন্যাস করিতে হয়। ইহার লক্ষণ—সমুৎপিত অর্থের অর্থাৎ কাব্যার্থের যে বিস্তার, তাহাকে পরিকর কহে, প্রথমে কাব্যার্থের বিস্তৃতি করিতে হইবে। "সমুৎপন্নার্থবাহুল্যং জ্ঞেয়ঃ পরিকরঃ পুনঃ।"
(সাহিত্যদ° ৬৷৩৪০)

পরিকর্ত্তন (ক্লী) ১ অধশ্ছেদ। (সুশ্রুত সূ° ১°অঃ) ২ ছেদনবৎ অনুভাব। (বাভট° চিকিৎসা ৮ অঃ)

পরিকর্ত্তৃ (পুং) পরিকরোতীতি পরি-কৃ-তৃচ্। অনুকূলোর্ত্তি

কনিষ্ঠ বিবাহের যাজক, জ্যেষ্ঠের বিবাহ না হইবার পূর্ব্বে কনিষ্ঠের বিবাহকর্ম্মে যিনি মন্ত্রাদি পাঠ করেন। (উদ্বাহতত্ত্ব)

পরিকর্ত্তিকা (স্ত্রী) ১ কর্ত্তনবৎ পীড়া। (চরক চি° ৩ অঃ) ২ বমন ও বিরেচনের ব্যাপদ্বিশেষ। (সুশ্রুত চি° ৩৪ অঃ)

পরিকর্ম্মন্ (ক্লী) পরিক্রিয়তে ইতি পরি-কৃ-মনিন্। কুঙ্কুমাদি দ্বারা শরীরশোভাধানরূপ সংস্কার। গাত্রে অলকাতিলকা প্রভৃতি কাটাকে পরিকর কহে। মনোহর্ত্তনাদি। শরীর-সংস্কারমাত্র। পর্য্যায়—অঙ্গসংস্কার, প্রতিকর্ম্মণি। (শব্দর°)

"বিবুধৈরসি যস্য দারুণৈরসমাপ্তে পরিকর্ম্মণি স্মৃতঃ।
তমিমং কুরু দক্ষিণেতরং চরণং নির্ম্মিতরাগমেহি তে॥"

(কুমার ৪।১৯)

(পুং) পরিতঃ কর্ম্ম যস্য। ২ পরিচারক, সেবক। (রত্নমা°)

পরিকর্ম্মিন্ (ত্রি) পরিকর্ম্ম বিদ্যতে হস্য, পরিকর্ম্ম-ণিনি। পরি-কর্ম্মা, সকল কর্ম্মকারক পরিচারক। (সুশ্রুত সূ° ৫ অঃ)

পরিকর্ষ (পুং) পরি-কৃষ-ভাবে ঘঞ্। ১ সমাকর্ষণ। কর্ষস্য বর্জ্জনং, অব্যয়ীভাবঃ। ২ কর্ষবর্জ্জন।

পরিকর্ষণ (পুং) টানিয়া লইয়া নানা স্থানে গমন। (দিব্যা° ৪।৫।৩)

পরিকর্ষিন্ (ত্রি) যে টানিয়া লয়।

পরিকলিত (ক্লী) পরিকল-ভাবে-ক্ত। আকলন। তৎকৃতমনেন ইষ্টাদিত্বাদিনি। পরিকলিতিন্, তাহার কর্ত্তা, আকলনকর্ত্তা।

পরিকল্কন (ত্রি) প্রবঞ্চনা, ঠকান, শঠতা।

পরিকল্প (ক্লী) ১ স্থিরনিশ্চয়। ২ রচনা। ৩ আমন্ত্রণ। ৪ নির্দ্দেশ।

পরিকল্পন (ত্রি) ১ মনন, চিন্তন। স্ত্রিয়াং টাপ্। ২ রচনা।

পরিকল্পিত (ত্রি) পরি-কল্প-ক্ত। ১ অনুষ্ঠিত। ২ সজ্জিত। ৩ নির্দ্দিষ্ট। ৪ স্থিরীকৃত। ৫ রচিত। ৬ বৃথানুমানলব্ধ।

পরিকাঙ্ক্ষিত (ত্রি) পরিত্যক্তং কাঙ্ক্ষিতং অভিলাষো যেন। ১ তপস্বী। ২ সম্পূর্ণ অভিলাষযুক্ত।

পরিকায়ন (পুং) বেদের শাখাভেদ।

পরিকীর্ত্তন (ক্লী) ১ উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন। ২ আরোপিত গুণবর্ণন। আত্মপ্রশংসা।

পরিকীর্ণ (ত্রি) পরি-কৄ-ক্ত। ১ ব্যাপ্ত। ২ বিস্তৃত। ৩ বিস্তৃত। ৪ সমর্পিত।

পরিকীর্ত্তিত (ত্রি) ১ প্রশংসিত। ২ উচ্চারিত। ৩ কথিত। ৪ গীত।

পরিকূট (ক্লী) পরি সর্ব্বতো ভূষিতং কূটং। পুরদ্বারকূটক। পর্য্যায়—হস্তিনখ, নগরদ্বারকূটক। (পুং) ১ নাগরাজভেদ।

পরিকুলত্তিরায়, নাগরাজভেদ। গঙ্গবংশীয় নরপতি ৩য় মাধবের বংশধর।

পরিকূল (ক্লী) পরিতঃ কূলং। উভয়ত্র স্থিত কূল।

পরিকৃশ (ত্রি) পরি সর্ব্বতোভাবে কৃশঃ। সর্ব্বতোভাবে কৃশ, অতিশয় ক্ষীণ।

পরিকৃষ্ট (পুং) ১ আচার্য্যভেদ। (ত্রি) ২ সর্ব্বতোভাবে কর্ষিত।

পরিকেশ (অব্য) কেশস্তোপরি। কেশের উপরিভাগ।

পরিকোপ (পুং) অত্যন্ত ক্রোধ।

পরিক্রম (পুং) পরি-ক্রম-ভাবে ঘঞ্, (নোদাত্তোপ-দেশস্যেতি। পা ৭।৩।৩৪) ইতি উপধায়া ন বৃদ্ধিঃ। ১ ক্রীড়ার্থ পদদ্বারা গমন. ইতস্ততঃ পাদবিহার। ২ প্রদক্ষিণ। পৃথিবীর সকল দিক্ প্রদক্ষিণ করিলে অশেষ পুণ্যসঞ্চয় হয়। বরাহ-পুরাণে লিখিত আছে—

"শৃণু ভদ্রে মহাপুণ্যং পৃথিব্যাং সর্ব্বতো দিশং।
পরিক্রম্য যথাধ্বানং প্রমাণগণিতং শুভং॥
ভূম্যাঃ পরিক্রমে সম্যক্ প্রমাণং যোজনানি চ।
ষষ্টিকোটিসহস্রাণি ষষ্টিকোটিশতানি চ॥
তীর্থান্যেতানি দেবাশ্চ তারকাশ্চ নভঃস্থলে।
গণিতানি সমস্তানি বায়ুনা জগদায়ুষা॥" ইত্যাদি। (বরাহপু°)

ইহাতে আরও লিখিত আছে, যিনি একবার মথুরা প্রদক্ষিণ করেন, তাঁহার এই সকল প্রদক্ষিণ করার ফল হয়।

পরিক্রমণ (ক্লী) পরি-ক্রম-ল্যুট্। পরিক্রম, গমন, ক্রীড়ার্থ পদদ্বারা গমন। প্রদক্ষিণ।

পরিক্রমসহ (পুং) পরিক্রমং বিহারং সহতে ইতি সহ-পচা-দ্যচ্। ছাগল। (ত্রিকা°) স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্।

পরিক্রমা, ১ দেবমন্দিরের চতুর্দ্দিকে সীমারূপে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবমন্দির বা গৃহাদি থাকে, তাহাকে উক্ত মন্দিরের পরিক্রমা কহে। ২ মন্দিরের চতুর্দ্দিকস্থ প্রাচীর।

পরিক্রয় (পুং) পরি-ক্রী-অচ্। বিক্রীত বস্তুর পুনঃক্রয়, বিনিময়। "কোষাংশেনার্দ্ধকোষেণ সর্ব্বকোষেণ বা পুনঃ। শেষপ্রকৃতিরক্ষার্থং পরিক্রয় উদাহৃতঃ॥" (কামন্দকী° ৯।১৭)

২ নিয়ত কাল ভৃতি দ্বারা স্বীকরণ। পরিক্রয়ের করণ কারকের বিকল্পে সম্প্রদানতা অর্থাৎ চতুর্থীবিভক্তি হয়। যথা—শতেন শতায় বা পরিক্রীতঃ। ইত্যাদি।

পরিক্রয়ণ (ক্লী) পরি-ক্রী-ল্যু। পরিক্রয়।

পরিক্রিয়া (স্ত্রী) পরিতঃ ক্রিয়া। ১ পরিখাদি দ্বারা বেষ্টন। ২ একাহ যাগভেদ। "সপ্তমক্রিয়া অনুক্রিয়া পরি-ক্রিয়া বা স্বর্গকামঃ" (আশ্ব° শ্রৌত° ৯।৫।১২।) পরিক্রিয়া-পোকাহো ভবতি তেষামগ্নত্তমেন স্বর্গকামো যজেত।' (নারায়ণ)

পরিক্লিষ্ট (ত্রি) পরি-ক্লিশ্-ক্ত। ১ পরিক্ষত। ২ অতিক্লিষ্ট। ৩ উত্ত্যক্ত।

পরিক্লেদ (পুং) পরি-ক্লিদ-ঘঞ্। অতিশয় ক্লেদ, আর্দ্রতা।
"কৃপণাশ্রুপরিক্লেদো দহেত্মাং শাশ্বতীঃ সমাঃ
(ভারত ১২।৯১৬২ শ্লোঃ)

পরিক্লেদিন্ (ত্রি) পরিক্লেদোঽস্ত্যস্যেতি। পরিক্লেদযুক্ত।

পরিক্লেশ (পুং) পরি-ক্লিশ-ঘঞ্। অতিশয় ক্লেশ।

পরিক্লেষ্ট (ত্রি) পরি-ক্লিশ্-তৃচ। ১ অতিশয় শ্রান্ত,। ২ কষ্টদায়ক।

পরিক্বণম (পুং) পরি-ক্বণ-কর্ত্তরি-ল্যুট্। মেঘ। (নিরুক্ত ৬।১)

পরিক্ষত (ত্রি) পরি-ক্ষণ-ক্ত। ১ ভ্রষ্ট। ২ নষ্ট।

পরিক্ষয় (পুং) পরি-ক্ষিণোতি ক্ষি-অচ্। ১ ধ্বংস, বিনাশ। ২ পতন। (মনু ৯।৫৯)

পরিক্ষব (পুং) ক্ষুত, চলিত হাঁচি।

পরিক্ষা (স্ত্রী) ১ কর্দ্দম, মৃত্তিকা। ময়লা।

পরিক্ষাণ (ক্লী) পরি-ক্ষৈ-ভাবে ল্যুট্। পরীক্ষা। "যানি পরিক্ষাণাস্থাসংস্থে কৃষ্ণাঃ পশবোঽভবন্"। (ঐত° ব্রা° ৩।৩৪)

পরিক্ষাম (ত্রি) পরি-ক্ষৈ-ক্ত, তত ক্ষামাদেশঃ পরিতঃ ক্ষামঃ। অতিকৃশ, ক্ষয়প্রাপ্ত। শুষ্ক।

পরিক্ষালন (ক্লী) পরি-ক্ষাল-ল্যুট্। ১ পরিক্ষালনীয় বস্তু, জল। ২ ধৌতকরণ।

পরিক্ষিৎ (পুং) পরি সর্ব্বতো ভাবেন ক্ষীয়তে হন্যতে ছুরিতং যেন, পরি-ক্ষি-ক্বিপ্ বা পরিক্ষীণেষু কুরুষু ক্ষিয়তি ইষ্টে ইতি ক্বিপ্। অভিমন্যুর পুত্র। পর্য্যায়—পরীক্ষিৎ, পরিক্ষীত। পরিক্ষিত নামের নিরুক্তি এইরূপ লিখিত আছে, কুরু সকল পরিক্ষীণ হইলে এই পুত্র উৎপন্ন হয় বলিয়া পরিক্ষিৎ এই নাম হয়।
"বিরাটস্য সুতাং পূর্ব্বং স্নুষাং গাণ্ডীবধন্বনঃ।
উপপ্লব্য গতাং দৃষ্ট্বা ব্রতবান্ ব্রাহ্মণোঽব্রবীৎ॥
পরিক্ষীণেষু কুরুষু পুত্রস্তব ভবিষ্যতি।
এতদস্য পরিক্ষিত্বং গর্ভস্থস্য ভবিষ্যতি।" (ভারত ১০।১৬২-৩)
[পরীক্ষিৎ দেখ।] ২ কুরুপুত্র বিশেষ।
"কুরোস্তু পুত্রাশ্চত্বারঃ সুধন্বা সুধনুস্তথা।
পরিক্ষিৎ তু মহাবাহুঃ প্রবরশ্চারিমেজয়ঃ॥" (হরিব° ৩২।৯০)
৩ অবিক্ষিৎ পুত্র। (ভারত ১।৯৪।৫০) ৪ পর্য্যায়দ্বারা নিবাসকারী। "পরিক্ষিতোস্তমো অন্ধা" (ঋক ১।১২৩।৭)
'পরিক্ষিতোঃ পর্য্যায়েণ নিবসতোঃ, পরিক্ষয়তোবা' (সায়ণ)
৫ পরিক্ষয়, ক্ষীণ। "অগ্নির্বৈ পরিক্ষিদগ্নির্হীমাঃ প্রজাঃ পরিক্ষেত্যগ্নিং হীমাঃ প্রজাঃ পরিক্ষয়ন্তি।" (ঐত° ব্রা° ৬।৩২)

পরিক্ষিপ্ত (ত্রি) পরিতঃ ক্ষিপ্যতে স্ম ইতি ক্ষিপ্-ক্ত। পরিখাদিদ্বারা বেষ্টিত, পর্য্যায় নিবৃত্ত। ২ সর্ব্বতোভাবে ক্ষেপযুক্ত।

পরিক্ষীণ (ত্রি) পরি-সর্ব্বতোভাবে ক্ষীণঃ। অতিশয় ক্ষীণ, ক্ষয়প্রাপ্ত।

পরিক্ষেপ (পুং) পরিতঃ ক্ষিপ্যতে বিষয়বাসনায়া জীবাত্মা যেন পরি-ক্ষিপ করণে ঘঞ্। ১ ইন্দ্রিয়।
একাদশ পরিক্ষেপং মনো ব্যাকরণাত্মকং।"(ভারত আশ্ব° ৩৬অঃ)
২ পরিতশ্চালন, চতুর্দ্দিকে বেষ্টন। ৩ নিক্ষেপ।

পরিক্ষেপক (ত্রি) পরি-ক্ষিপ তাচ্ছীল্যে বুঞ্। পরিতশ্চলনশীল। পরিক্রমশীল।

পরিক্ষেপিন্ (ত্রি) পরি-ক্ষিপ-তাচ্ছীল্যে-ঘিনুন। পরিতঃ ক্ষেপণশীল। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

পরিখা (স্ত্রী) পরিতঃ খন্যতে ইতিঃখন-ড। (অন্যেষ্বপীতি পা ৩।২।১০১) ১ রাজধান্যাদি বেষ্টন খাত। চলিত গড়খাই, পর্য্যায়—খেয়। দুর্গ ও রাজনগর পরিখাদ্বারা বেষ্টন করিতে হয়।
"ভিন্দ্যাচ্চৈব তড়াগানি প্রাকারপরিখাস্তথা।
সমবস্কন্দয়েচ্চৈনং রাত্রৌ বিত্রাসয়েৎ তথা॥" (মনু ৭।১৯৬)
ইহার পরিমাণাদি—যে সকল স্থান শত্রু হইতে রক্ষা করিবার প্রয়োজন, তাহার চারিদিকে শত হস্ত প্রশস্ত ও দশহস্ত গভীর খাত করিবে এবং প্রবেশপথ সঙ্কেত যুক্ত হইবে। মিত্রগণ কেবল এই সঙ্কেত জানিবেন ও ইহা শত্রুগণের অগম্য হইবে।*

পরিখাত (ক্লী) পরিতঃ খাতং। ১ পরিখা। (ত্রি) ২ পরিখননকর্ম্ম।

পরিখীকৃত (ত্রি) অপরিখাঃ পরিখাঃ কৃতাঃ,অভূততদ্ভাবে চিব্, ততো দীর্ঘঃ। পূর্ব্বে যাহার পরিখা ছিল না, এখন পরিখাযুক্ত।
"স বেলাবপ্রবলয়াং পরিখীকৃতসাগরাং। (রঘু ১।৩০)

পরিখেদ (পুং) পরিতঃ খেদঃ। ১ অত্যন্ত খেদ। ক্লেশ। ২ পরিশ্রম। ৩ অবসাদ, ক্লান্তি।

পরিখ্যাতঃ (ত্রি) পরিতঃ সর্ব্বতোভাবেন খ্যাতঃ প্রথিতঃ। বিখ্যাত, অতি প্রসিদ্ধ।

পরিগ (ত্রি) পরি গচ্ছতি গম-ড। চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ।

পরিগণ (পুং ক্লী) বাটী।

পরিগণন (ক্লী) পরি-গণ ভাবে ল্যুট্। ১ সর্ব্বতোভাবে গণন। ২ বিধি ও নিষেধশাস্ত্রের বিশেষরূপে কীর্ত্তন।

পরিগণনীয় (ত্রি) পরি-গণ-অনীয়র্। পরিগণনার যোগ্য, সংখ্যা করার উপযুক্ত।

পরিগণিত (ত্রি) ১ সর্ব্বতোভাবে গণনাযুক্ত, সংখ্যাত। ২ বিধিনিষেধে, বিশেষরূপে কথিত।

---

* "গ্রহে চ পরিখামাসং শতহস্তং প্রশস্তকম্।
পরিতঃ শিবিরাণাঞ্চ গভীরং দশহস্তকম্।
সঙ্কেতপূর্ব্বকঞ্চৈব পরিখাদ্বারমীপ্সিতং।
শত্রোরগম্যং মিত্রস্য গম্যমেব সুখেন চ।"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুঃ শ্রীকৃষ্ণজ° ১০২)

পরিগণ্য (ত্রি) পরি-গণ-যৎ। পরিগণনার যোগ্য।

"অপারমিচ্ছে পরিগণ্যধারে মহানুভাবার মধো মমজ্জে।" (ভাগ° ৮।৩।৮)

পরিগত (ত্রি) পরি-গম-ক্ত। ১ প্রাপ্ত। ২ বিস্তৃত। ৩ জ্ঞান। ৪ চেষ্টিত। ৫ গত। ৬ বেষ্টিত।

"অথ সবকচ্ছুকুলকুথাদিভিঃ পরিগতোজলদ্দুতবালধিঃ।" (ভট্টিকাব্য ১০।১)

পরিগদিত (ত্রি) পরি-গদ-ক্ত। পরিকথন। পরিকীর্ত্তন।

পরিগদিতিন্ (ত্রি) পরিগদিতং তৎকৃতমনেন ইষ্টাদিত্বাদিনি। পরিগদিতকর্ত্তা, পরিকথনকারী।

পরিগর্ভিক (পুং) বালরোগভেদ। চলিত এঁড়্যা লাগা। ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে—যে বালক গর্ভিণী মাতার স্তন্যপান করে, প্রায়ই তাহার কাস, অগ্নিমান্দ্য, বমি, তন্দ্রা, কৃশতা, অরুচি ও ভ্রম হয় এবং উদরবৃদ্ধি হইয়া থাকে। বালকের এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইলে তাহাকে পরি-গর্ভিক বা পরিভবে গ কহে। এই রোগ হইলে অগ্নি-প্রদীপক ঔষধসকল প্রয়োগ করিতে হইবে। অগ্নিপ্রদীপ্ত হইলে এই রোগ আপনিই প্রশমিত হয়।(১)

পরিগর্হণ (ক্লী) পরি-গর্হ-ল্যুট্। অত্যন্তগর্হণ, অতি নিন্দা।

পরিগহন (ক্লী) পরি-গহ-ভাবে ল্যুট্। ক্ষুভ্নাদিত্বাৎ ন ণত্বং। অত্যন্ত গহন।

পরিগীতি (স্ত্রী) ছন্দোভেদ।

পরিগূঢ় (ত্রি) পরি-গুহ-ক্ত। অত্যন্ত গুপ্ত। ততঃ চতুরর্থ্যাং ঋশ্যাদিত্বাৎ ক। পরিগূঢ়ক, তাহার অদূর দেশাদি।

পরিগৃধ্ন (ত্রি) পেটুক, অধিক ভক্ষণশীল। (দিব্যা° ৩৫।১০)

পরিগৃহীত (ত্রি) পরিগ্রহ-কর্ম্মণি-ক্ত। স্বীকৃত, যাহা গ্রহণ করা হইয়াছে। উপাত্ত।

পরিগৃহীতি (স্ত্রী) পরি-গ্রহ-ক্তিন্ ততঃ ইটো দীর্ঘঃ। পরিগ্রহ।

"সর্ব্বস্যৈ বাচঃ সর্ব্বস্য ব্রহ্মণঃ পরিগৃহীত্যৈ।"(ঐত° ব্রা° ২।১৫।৩০)

(ত্রি) পরিগ্রহ-ক্যপ্। গ্রহণযোগ্য।

পরিগৃহ্যবৎ (ত্রি) পরিগৃহ্য মতুপ্ মস্য ব। পরিগৃহ্যযুক্ত। (তৈত্তিরীয়স° ৫।৪।৩।৩)

পরিগৃহ্যা (স্ত্রী) পরি সর্ব্বতোভাবেন গৃহ্যতে যা পরিগ্রহ-কর্ম্মণি ক্যপ্। ভার্য্যা, পাণিগৃহীতা স্ত্রী।

পরিগ্রহ (পুং) পরিগ্রহণমিতি পরি-গ্রহ-অপ্। (গ্রহ বৃদৃনিশ্চিগমশ্চ। পা ৩।৩।৫৮) ১ প্রতিগ্রহ।

"কর্ণায়েষপরিগ্রহে শিথিলতা ব্যাকর্ষ্যতুষসে, তথে মূর্ত্ত হৃদি স্থিতা প্রিয়তমা কাচিন্ময়েবাপরা।" (শকুন্তলা ৩।৭)

২ সৈন্যপশ্চাদ্ভাগ। ৩ পত্নী, ভার্য্যা; ৪ পরিজন। ৫ পরিবার। ৬ আদান। (রঘু ১।৩৩) ৭ স্বীকার। ৮ মূল। ৯ কন্দ। ১০ শাপ। ১১ শপথ। ১২ রাহুগ্রস্ত রবি শশধর। (অস্ত্র) ১৩ পুত্রদারাদির ভর্ত্তব্য পরিমাণ, যেমন।

"প্রকল্প্যা তস্য তৈর্বৃত্তিঃ স্বকুটুম্বাদ্যথার্হতঃ।
শক্তিকাবেক্ষ্য দাক্ষ্যঞ্চ ভৃত্যানাঞ্চ পরিগ্রহম্॥" (মনু ১০।১২৪)

পরিগৃহ্যতেহনেনেতি গ্রহ-অপ্। ১৪ হস্ত। ১৫ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৫৮) যিনি বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন, বিষ্ণু তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করেন বলিয়া তাঁহার নাম পরিগ্রহ হইয়াছে। ১৬ সাধন। "অজিনদণ্ডভৃতং কুশমেখলাং। যতগিরং মৃগশৃঙ্গপরিগ্রহাম্॥" (রঘু ৯।২১)

'মৃগশৃঙ্গং পরিগ্রহঃ কণ্ডূয়নসাধনং যস্যাস্তাম্' (মল্লিনাথ)

পরিগ্রহক (ত্রি) পরিগ্রহকর্ত্তা। যিনি পরিগ্রহ করেন।

পরিগ্রহণ (ক্লী) ১ সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ। ২ বস্ত্রপরিধান।

পরিগ্রহময় (ত্রি) পরিগ্রহ স্বরূপে ময়ট্। পরিগ্রহ স্বরূপ, স্ত্রীপুত্রাদি। পরিগ্রহঃ মতুপ্ মস্য ব। পরিগ্রহযুক্ত স্ত্রীপুত্রাদি সম্বলিত।

পরিগ্রহবৎ (ত্রি) পরিগ্রহঃ মতুপ্ মস্য ব। পরিগ্রহযুক্ত। স্ত্রীপুত্রাদিসমন্বিত।

পরিগ্রহিন্ (ত্রি) পরিগ্রহঃ বিদ্যতেহস্য, পরিগ্রহ-ইনি। পরিগ্রহযুক্ত। (মার্ক° পু° ৪৭।৩০)

পরিগ্রহিতৃ (ত্রি) পরি-গ্রহ-তৃচ্। ১ দত্তকগ্রহণকারী পিতা। ২ গ্রহণকারী।

পরিগ্রাম (অব্য) গ্রামস্য অভিমুখং। গ্রামের অভিমুখে।

পরিগ্রাহ (পুং) পরি-গ্রহ-ঘঞ্। (পরৌ যজ্ঞে। পা ৩।৩।৪৭) ১ যজ্ঞবেদিবিশেষ।

পরিগ্রাহ্য (ত্রি) পরি-গ্রহ-ণ্যৎ। গ্রহণীয়, গ্রহণের যোগ্য।

"যথা স্থিতং ন স্নিহ্যেযুর্যা নগরবাসিনঃ।
তথায়ং ব্রাহ্মণো বাচ্যঃ পরিগ্রাহ্যশ্চ যত্নতঃ॥" (ভারত ১।৬২।৬৯)

পরিঘ (পুং) পরিহন্যতেহনেনেতি পরি-হন-অপ্ ততো ঘাদেশশ্চ। (পরৌ ঘঃ। পা ৩।৩।৮৪) ১ লৌহময় দণ্ড। ২ লৌহমুখ দণ্ড। পর্য্যায়—পরিঘাতন, পরিঘাতক।

"বাহুবাযুভবাদ্দীনাং কর্ণ্ কাণাঞ্চ ভারত।
গদানাং পরিঘাণাঞ্চ বজ্রাণামোক্ষণিঃ সহ॥" (ভারত ৬।৬৭।২৪)

[illegible] পূর্ব্বকালে যুদ্ধের সময় এই অস্ত্র ব্যবহার হইত।

---

(১) "মাতুঃ কুমারো গর্ভিণ্যাঃ স্তন্যং প্রায়ঃ পিবন্নপি।
কাশাগ্নিসাদবমথুতন্দ্রাকার্শ্যারুচিভ্রমৈঃ।
যুজ্যতে কোষ্ঠবৃদ্ধ্যা চ তমাহুঃ পারিগর্ভিকম্।
রোগং পরিভবাখ্যঞ্চ তত্র যুঞ্জীত দীপনম্।" (ভাবপ্রকাশ বালরোগ)

যজুর্ব্বেদে লিখিত আছে—এই অস্ত্র সুগোল, মধ্যে সার্দ্ধ ত্রিহস্ত।[১] ৩ পরিঘাত, পরিতোহনন। ৪ জ্যোতিষের অন্তর্গত সপ্তবিংশতি-যোগের মধ্যে উনবিংশতি যোগ। কোন শুভকর্ম্ম করিতে হইলে এই যোগের অর্দ্ধেক বাদ দিতে হয়।

"পরিঘস্য ত্যজেদর্দ্ধং শুভকর্ম্ম ততঃ পরম্।" (জ্যোতিঃসারসং)

এই যোগে জাতবালক বংশের কুঠার স্বরূপ, অসত্য সাক্ষী, ক্ষমাবিহীন, স্বল্লান্নভোক্তা ও শত্রুবিজয়ী হইয়া থাকে।

(কোষ্ঠীপ্র°)

৫ অর্গল। ৬ মুদ্গর। ৭ শূল। (অজয়) ৮ কলস, জলপাত্র। ৯ কাচ ঘট। ১০ গোপুর, পুরদ্বার। ১১ সদ্ম। (শব্দর°) ১২ কার্ত্তিকানুচরভেদ। (ভারত ৯।৪৫।৩৩)

১৩ চণ্ডালবিশেষ। (ভারত ১২।১৩৮।১১৪)

পরিঘ এই শব্দের র স্থলে ল করিয়া পলিঘ এই শব্দ হয়। ১৪ প্রতিবন্ধ, ব্যাঘাত। ১৫ মূঢ়গর্ভবিশেষ। (সুশ্রুত নি° ৮অঃ)

পরিঘট্টন (ক্লী) পরি-ঘট্ট-ল্যুট্। সর্ব্বতোভাবে ঘট্টন, ঘোঁটা, পরিতশ্চালন। (ভারত বনপর্ব্ব)

পরিঘট্টিত (ত্রি) পরি-ঘট্ট-ক্ত। সম্যক্ ঘর্ষিত।

পরিঘর্ম্ম (ত্রি) পরি-ঘৃ-মন্। বজ্রাজ মহাবীরপাত্র পতিত ফেনাদির ক্ষরণ।

পরিঘর্ম্ম্য (পুং পরিঘর্ম্মস্তেদং যৎ। মহাবীরাজ ঘর্ম্মসম্বন্ধিপাত্র। 'পরিঘর্ম্মমৌড়ুম্বরং।" (কাত্যা° শ্রৌ° ২৬।২।৬)

'পরিঘর্ম্ম্যং ঘর্ম্মসম্বন্ধি যৎপাত্রজাতং কাষ্ঠময়মুখাদি তদৌড়ুম্বরং।'

(দেবনাথ)

পরিঘা, (বা পর্ঘা) মুঙ্গের, ভাগলপুর ও সাঁওতাল পরগণাবাসী কৃষিজীবি জাতিবিশেষ। পরের কার্য্য করিয়া অথবা চাষবাস করিয়া ইহারা আপনাদের জীবিকা অর্জ্জন করিয়া থাকে।

ইহাদের বাহ্য আকৃতি ও শরীরাদির গঠন আলোচনা করিলে ইহাদিগকে দ্রাবিড় অথবা প্রাচীন অনার্য্য জাতীয় বলিয়া বোধ হয়। ইহাদের মধ্যে একটী প্রবাদ আছে যে, কোন হিন্দুদেবতা আবশ্যক মত আপনার গায়ের ঘাম হইতে একজন যোদ্ধৃপুরুষ সৃষ্টি করেন, ঐ ব্যক্তিই পরিঘা-জাতির আদিপুরুষ। কেহ কেহ বলেন, পরশুরাম পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিলে কতকগুলি রাজপুত উত্তরপশ্চিমপ্রদেশ হইতে পলাইয়া এ অঞ্চলে আশ্রয় লাভ করে। আসিবার সময় তাহারা যজ্ঞোপবীত শোণনদীর জলে নিক্ষেপ করিয়া গুপ্তভাবে আত্মরক্ষা করিয়াছিল। তদবধি তাহারা 'পালিয়া' নামে প্রসিদ্ধ হয়। দিনাজপুরের 'পালিয়াগণ' কোচবংশোদ্ভব হইলেও তাহারা আপনাদের এইরূপ রাজপুতবংশ আখ্যা প্রদান করিয়া থাকে। এইরূপে অনেক ব্রাত্যক্ষত্রশাখা আপনা-দিগকে রাজপুত বলিয়া পরিচয় দিতে সৌভাগ্যবান্ মনে করে। বোধ হয় সেই পালিয়াগণ হইতেই এই পরিঘাজাতির উৎপত্তি। আবার কেহ কেহ অনুমান করেন, কোন সময়ে ভূঁইয়াগণ তদ্দেশবাসী হিন্দুগণের রীতি নীতি ও আচার-ব্যবহার অনুকরণ করিলে, ক্রমশঃই তাহারা নিম্নশ্রেণীর হিন্দুর মধ্যে গণ্য হইয়া বর্ত্তমান নাম প্রাপ্ত হইয়াছে।

ভাগলপুরে পরিঘার মধ্যে দুইটী স্বতন্ত্র শ্রেণীবিভাগ আছে, সুপা পর্ঘা ও পালিয়ার পর্ঘা। কুমার, মান্‌ঝি, মরাব, মারিক, ওঝা, পাত্র, রাই, রাউত ও শিয়ার প্রভৃতি কএকটী বিভিন্ন পদবী ইহাদের মধ্যে প্রচলিত দেখা যায়।

ইহাদের মধ্যে বালিকা ও বয়স্কা কন্যার বিবাহ প্রচলিত আছে। বালিকাবিবাহই ইহাদের মধ্যে বিশেষ আদরণীয়। যে পিতার বালিকা কন্যা পাত্রস্থ করিবার সঙ্গতি আছে, সে কখনই কন্যাকে অবিবাহিতাবস্থায় ঋতুমতী হইতে দিবে না। কন্যা বিবাহের পূর্ব্বে ঋতুমতী হইলে তাহাকে সমাজে নিন্দনীয় হইতে হয়। সীমন্তে সিন্দূরদানই বিবাহের প্রধান অঙ্গ। যদি স্ত্রী বন্ধ্যা হয়, তাহা হইলে স্বামী অন্য স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারে অথবা যদি স্ত্রী দুশ্চরিত্রা হয়, তাহা হইলে স্বামী তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য একটী বিবাহ করিতে পারে। স্বামী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিলেও তাহার জাতি নাশ হয় না, বরং সে অন্য পুরুষ বিবাহ করিয়া সংসারী হইতে পারে। স্ত্রীত্যাগ করিয়া অন্যপত্নীগ্রহণের কোন নিয়ম নাই।

ইহাদের নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য্যাদি বিশেষ আদরণীয় নহে। এ বিষয়ে হিন্দুদিগের সহিত কোন কোন অংশে বিসদৃশ ভাব লক্ষিত হয়। নিম্নশ্রেণীর মৈথিল-ব্রাহ্মণেরা ইহাদের যাজকতা করে। শবদেহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া গোঁড়া হিন্দুর মত। ত্রয়োদশ-দিনে মৃতের শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। যদি কোন ব্যক্তি অসমসাহসী কার্য্যে আত্মজীবন বিসর্জ্জন করে, তাহা হইলে ইহারা একটী গোলাকার শুষ্ক মৃত্তিকাস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া মৃত ব্যক্তির নামে (উপদেবতাবোধে) উক্ত স্তম্ভকে পূজা করিয়া ছাগবলি ও মিষ্টান্ন উপহার দেয়।

পরিঘাত (পুং) পরিহন্যতে অনেন পরি-হন্-ঘঞ্। ততঃ উপধায়া বৃদ্ধিঃ নস্য তঃ। ১ পরিঘ অস্ত্র। ২ হনন।

পরিঘাতন (ক্লী) ১ পরিঘাস্ত্র। (ক্লী) ২ সর্ব্বতোভাবে হনন। ৩ প্রতিবন্ধ, ব্যাঘাত। ৪ আঘাত।

পরিঘাতিন্ (ত্রি) পরি-হন-ণিনি। ১ হননকারী। ২ আজ্ঞা-কারী।

---

(১) "পরিঘো ঘর্ত্ত নাকারিতাপনাথৈঃ হতায়সঃ।
[illegible] জেনো বিজনৈঃ ॥" (বেদপাদস্তব ধৃ°)

পরিঘৃষ্টিক (ত্রি) পরিতঃ ঘৃষ্টং প্রাক্ষেনাত্যন্ত ঠক্। ১ বাণ-প্রস্থভেদ। (ভারত আশ্ব° ৯২ অ°) পরিপৃষ্টিক এইরূপ পাঠান্তর দেখিতে পাওয়া যায়।

পরিঘোষ (পুং) পরিতো ঘোষো যশ্মিন্। ১ মেঘশব্দ। ২ শব্দ। ৩ অবাচ্য।

'পরিঘোষঃ স্তনিতে নিনাদে জলদধ্বনৌ।' (হেম)

পরিচক্র (পুং) ১ দ্বাবিংশতি অবদানকের শাখাভেদ। ত্রিয়াং টাপ্। ২ নগরীবিশেষ।

পরিচক্ষা (স্ত্রী) পরি-চক্ষ-ভাবে শ, সার্ব্বধাতুকত্বাৎ ন খ্যাদেশঃ। ১ নিন্দা। (শত° ব্রা° ১।৩।৫।১৪) পরি-বর্জ্জনে-অ। ২ বর্জ্জন।

পরিচক্ষ্য (ত্রি) পরি-বর্জ্জনে-চক্ষ-ণ্যৎ, বর্জ্জনার্থত্বাৎ ন খ্যাদেশঃ। বর্জ্জনীয়। "মা বো বচাংসি পরিচক্ষ্যাণি" (ঋক্ ৬।৫২।১৪) 'পরিচক্ষ্যাণি বর্জ্জনীয়ানি' (সায়ণ)

পরিচতুর্দ্দশ (ত্রি) পরিহীনশ্চতুর্দ্দশ যতঃ, ততঃ ড সমাসান্তঃ। একাধিক চতুর্দ্দশরূপ, পঞ্চদশ সংখ্যান্বিত। আর্ষপ্রয়োগ স্থলে সমাসান্ত বিধির অনিত্যতাহেতু ড সমাসান্ত হইবে না।

"ইন্দ্রসেনাদয়শ্চৈব ভৃত্যাঃ পরিচতুর্দ্দশ।" (ভারত বনপ° ১ অ°)

পরিচপল (ত্রি) পরি সর্ব্বতোভাবেন চপলঃ। অতি চপল।

পরিচয় (পুং) পরি-সমন্তাৎ চয়নং বোধো জ্ঞানমিত্যর্থঃ, পরি-চি অপ্। বিশেষরূপে জ্ঞান, চেনা, জানাশুনা, পর্য্যায়—সংস্তব, প্রণয়। "হেতুঃ পরিচয়স্থৈর্য্যে বক্তুর্গুণনিকৈব সা।" (মাঘ ২।৭৫)

২ নাদের অবস্থাভেদ।

"আরম্ভশ্চ ঘটশ্চৈব তথা পরিচয়োঽপি চ।
নিষ্পত্তিঃ সর্ব্বযোগেষু স্যাদবস্থাচতুষ্টয়ম্॥" (হঠযোগদী° ৪।৬৯)

পরিচয়বৎ (ত্রি) পরিচয়ঃ বিদ্যতেঽস্য। পরিচয়-মতুপ্, মস্য ব। পরিচয় যুক্ত।

পরিচর (পুং) পরিতশ্চরতীতি পরি-চর পচাদ্যচ্। ১ যুদ্ধকালে পরপ্রহার হইতে রথরক্ষক। যুদ্ধসময়ে যে যোদ্ধৃপুরুষ কোন রথীর রথ বিপক্ষ পক্ষের প্রহার হইতে রক্ষা করিবার জন্য নিযুক্ত থাকেন ও সৈন্যগণের দোষাদির বিচার করিয়া সামরিক নিয়মে দণ্ডাদি অবধারণ করেন, এবং যে ব্যক্তি রাজ্যের রাজস্বাদি ব্যবস্থাপন কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। ২ প্রজা-সামন্ত ব্যবস্থাপনকারী। ৩ সেনাবিষয়ে রাজার দণ্ডনায়ক। পর্য্যায়—পরিধিস্থ, সহায়। ৪ পরিচর্য্যাকারক, অনুচর, ভৃত্য, সেবক।

"উপচারজ্ঞতা দাক্ষ্যমনুরাগশ্চ ভর্ত্তরি।
শৌচঞ্চেতি চতুর্থোঽয়ং গুণঃ পরিচরে জনে।" (চরক সূত্র° ৯অ°)

যিনি বিশেষরূপে উপচারজ্ঞ, অতিশয় কার্য্যদক্ষ, যাহার প্রভুর প্রতি বিশেষ অনুরাগ আছে ও শৌচসম্পন্ন, তিনিই পরিচরের উপযুক্ত। সুশ্রুতে লিখিত আছে, স্নিগ্ধ, অনিন্দিত, বলবান্, রোগী ব্যক্তির রক্ষাবিষয়ে সর্ব্বদা নিযুক্ত, বৈদ্যের আজ্ঞাকারী ও অশ্রান্ত, এই সকল গুণ থাকিলে তাহাকে পরিচর কহে। (সুশ্রুত সূত্রস্থা° ৩৪ অ°)

পরিচরণ (পুং) পরি-চর-ল্যুট্। পরিচর্য্যা, সেবা।

পরিচরণকর্ম্মন্ (ক্লী) পরিচরণঞ্চ তদেব কর্ম্ম। পরিচর্য্যা, সেবা। ইহার বৈদিক পর্য্যায়—ইরজ্যতি, বিধেম, সপর্য্যতি, নমস্যতি, দুবস্যতি, ঋধোতি, ঋণদ্ধি ঋচ্ছতি, সপতি, বিবাসতি। এই দশ পরিচরণকর্ম্ম। (বেদ নিঘণ্টু ৩ অ°)

পরিচরণীয় (ত্রি) পরি-চর-অনীয়র্। পরিচর্য্যার যোগ্য, সেব্য।

পরিচরিতব্য (ত্রি) পরি-চর-তব্য। পরিচর্য্যার যোগ্য।

পরিচরিতৃ (ত্রি) পরি-চর-তৃচ্। পরিচর্য্যাকারক।

পরিচর্ত্তন (ক্লী) অশ্বরজ্জুভেদ। (তৈত্তিরীয়স° ১।৬।৪।৩)

পরিচর্ম্মণ্য (ক্লী) চর্ম্মখণ্ড। (শাংখ্যায়ন ব্রা° ৬।১২)

পরিচর্য্যা (স্ত্রী) পরিচর্য্যতে পরিচরণমিত্যর্থঃ পরি-চর (পরিচর্য্যাপরিসর্য্যেতি। পা ৩।৩।১০১) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা শ, যক্চ ইতি নিপাত্যতে। সেবা, শুশ্রূষা।

"অথবা বার্দ্ধকে প্রাপ্তে পরিচর্য্যাং করিষ্যতি।
পুত্রঃ পরমধর্ম্মিষ্ঠঃ পুণ্যার্থং কলবিক্রয়ঃ॥" (দেবীভাগ° ১।৪।১১)

পর্য্যায়—বরিবস্যা, শুশ্রূষা, উপাসন, পরিসর্য্যা, উপাসনা, উপাস্তি, শুশ্রূষণা। (শব্দর°) যত্নে পিতা, মাতা, গুরু, আত্মা ও অগ্নি প্রভৃতির পরিচর্য্যা করা উচিত। (ভারত ৫।৩৩।৩)

পরিচর্য্যাবৎ (ত্রি) পরিচর্য্যা বিদ্যতেঽস্য মতুপ্ মস্য ব। ১ যাহার পরিচর্য্যা করা হইয়াছে। ২ মাননীয়।

পরিচায্য (পুং) পরিচীয়তে ইতি (অগ্নৌ পরিচায্যোপচায্য-সমূহ্যাঃ। পা ৩।১।১৩১) ইত্যনেন সাধুঃ। যজ্ঞাগ্নিঃ। পর্য্যায়—১ সমূহ্য, উপচায্য। ২ যজ্ঞাগ্নিকুণ্ড। সিদ্ধান্তকৌমুদীতে লিখিত আছে 'অগ্নিরিহ ন বহ্নিঃ কিন্তুগ্নিধারপার্থস্থলবিশেষ।' (সিদ্ধান্তকৌ°) পরিচায্য এই শব্দের অর্থ—অগ্নি, কিন্তু অগ্নি শব্দে বহ্নি নহে, অগ্নিধারণার্থ স্থলবিশেষ। 'পরিচায্যং বিচন্বীত গ্রামকামঃ' (শত° ব্রা° ৫।৪।১১।৩) (ত্রি) ৩ সেব্য, শুশ্রূষণার্হ।

পরিচার (পুং) পরি-চর ভাবে ঘঞ্। সেবা। (ভার° বনপ° ৯৭অ)

পরিচারক (ত্রি) পরিচরতীতি পরি-চর-ণ্বুল্। সেবক, ভৃত্য, চাকর।

"তত্রাত্মভূতৈঃ কালজ্ঞৈরহার্য্যৈঃ পরিচারকৈঃ।
সুপরীক্ষিতমন্নাদ্যমদ্যাৎ মন্ত্রৈর্বিষাপহৈঃ॥" (মনু ৭।২১৭)

পর্য্যায়—ভৃত্য, দাসের, দাসেয়, দাস, গোপ্যক, চেটক, নিয়োজ্য, কিঙ্কর, প্রৈষ্য, ভুজিষ্য, ডিঙ্গর, চেট, গোপ্য, পরাচিত, পরিস্কন্দ, পরিকর্ম্মী। (হেম)

২ রোগাদি সময়ে, যাহারা শুশ্রূষা করে (Nurse)। পরিচারক রোগমুক্তির একটী অঙ্গ। উত্তম পরিচারকের গুণে দুরূহ রোগও আরোগ্য হয়। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে শুশ্রূষাভিজ্ঞ, কার্য্যকুশল, প্রভুভক্ত ও শুচিব্যক্তি, শ্রেষ্ঠ পরিচারক বলিয়া কথিত। ৩ দেবমন্দিরাদির কার্য্যনির্ব্বাহক।

পরিচারণ (স্ত্রী) পরি-চর-ণিচ্-ল্যুট্। ১ সেবা। "শূদ্রবর্ণঃসমাখ্যাতস্ত্রিবর্ণপরিচারণং।" (ভারত ১৩৷৬৪৬৪ শ্লোক)

২ সহবাস করণ, সঙ্গত হওন,। (দিব্যা° ১১৬) ৩ সেবার জন্য অপেক্ষাকরণ। (দিব্যা° ১১৪।২৫)

পরিচারিক (ত্রি) পরিচারে প্রসৃতঃ ঠন্। দাস। স্ত্রিয়াং টাপ্। পরিচারিকা, দাসী।

পরিচারিন্ (ত্রি) পরিচারঃ অস্ত্যর্থে ইনি। ইতস্ততঃ ভ্রমণকারী। ২ সেবক।

পরিচার্য্য (ত্রি) পরিচর্য্যতেঽসৌ ইতি পরি-চর-কর্ম্মণি ণ্যৎ। সেব্য।

পরিচালক (পুং) পরিচালনকারী, নেতা, চালক।

পরিচালকতা, (Conductivity) যে গুণ থাকিতে জড় বস্তুসকল এক পরমাণু হইতে পরমাণু-অন্তরে তাপ সঞ্চালন করে, তাহাদিগকে প্রবল পরিচালক (Good conductors) বলে। ইহার বিপরীত গুণ সম্পন্ন হইলে দুর্ব্বল পরিচালক (Bad conductors) বলে।

পরিচিৎ (ত্রি) পরিতশ্চীয়তে চি-কর্ম্মণি কিপ্। পরিতঃ স্থাপিত, সর্ব্বতোভাবে স্থাপিত, চতুর্দ্দিকে স্থাপিত। (শুক্ল° যজু° ১২।৪৬) কর্ত্তরি কিপ্। (ত্রি) ২ পরিচয়কর্ত্তা।

পরিচিত (ত্রি) পরি-চি-কর্ম্মণি ক্ত। পরিচয়বিশিষ্ট, জ্ঞাত, অভ্যস্ত। "স্যাৎ জন্মন্যেবং চিরপরিচিতা জন্মভূমীতি বুদ্ধ্যা

মা খিন্নত্ব ত্রিভুবনজনত্রাণহেতোঃ ক্রমাত।" (পদাঙ্কদূত)

পরিচিতি (স্ত্রী) জ্ঞপ্তি। পরিচয়। জানা শুনা।

পরিচিন্তক (ত্রি) চিন্তাশীল। অনুধ্যানকারী।

পরিচুম্বন (স্ত্রী) সপ্রেম চুম্বন।

পরিচেয় (ত্রি) পরি-চি-কর্ম্মণি য। পরিচয়যোগ্য। ২ অভ্যসনীয়।

পরিচ্যুত (ত্রি) ভ্রষ্ট, স্খলিত, পতিত। স্ত্রীলিঙ্গে পরিচ্যুতি এইরূপ পদ হয়।

পরিচ্ছৎ, (পরিক্ষিৎ) একজন কোচরাজ। বাঙ্গালার উত্তরাংশে এবং কোচবিহারের পার্শ্ববর্ত্তী কোচ-হাজো প্রদেশে ইনি রাজত্ব করিতেন। বর্ত্তমান গোয়ালপাড়া জেলা ও নিম্ন-আসাম এবং ব্রহ্মপুত্রের বামকূলে করাইবাড়ী পরগণায় হাতশিলা (হস্তিশৈল) হইতে গোয়ালপাড়ার উত্তর নদীর বাঁক পর্য্যন্ত উক্তরাজ্য বিস্তৃত ছিল। ইহার পূর্ব্বসীমা বর্ণনদ। যখন কোচবিহারের সিংহাসনে রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ বর্ত্তমান, সেই সময়ে অর্থাৎ অকবরশাহের পুত্র জাহাঙ্গীর বাদশাহের রাজত্বকালের প্রথমে ইনি এই প্রদেশ শাসন করিতেছিলেন। সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের রাজত্বের ৮ম বৎসরে (১৬১৩ খৃষ্টাব্দে) ইনি সোসঙ্গ[১] পরগণার জমিদার রঘুনাথকে সপরিবারে বন্দী করিয়া রাখিলে উক্ত জমিদার বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা শেখ আলাউদ্দীন্ ফতেপুরি ইস্লাম-খাঁর নিকট পরিচ্ছতের নামে নালিশ করিয়া পাঠান। শেখ আলাউদ্দীন্ তদন্তে জানিলেন যে, যথার্থই পরিচ্ছৎ রঘুনাথকে সপরিবারে কারারুদ্ধ করিয়াছেন। তখন তিনি তাঁহাকে সরল মনে রঘুনাথের পরিবারবর্গকে ছাড়িয়া দিতে আদেশ পাঠাইলেন। পরিচ্ছৎ ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়া তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। আলাউদ্দীন্ কোচবিহারপতি লক্ষ্মীনারায়ণের ন্যায় তাঁহাকে বিনয়াবনত না দেখিয়া ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া তাঁহার রাজ্য কাড়িয়া লইবার জন্য সৈন্য-সজ্জা করিতে লাগিলেন।

সেনাপতি মুকরম খাঁ যুদ্ধার্থ ছয়হাজার অশ্বারোহী, বার হাজার পদাতি ও পাঁচশত ক্ষুদ্র জাহাজ লইয়া কোচহাজো অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। সম্মুখবাহিনী সেনাদল লইয়া কমাল খাঁ হাতশিলায় ছাউনী করিয়া ধুবড়ীদুর্গ অভিমুখে অগ্রসর হইয়া পরিচ্ছৎকে আক্রমণ করিলেন। উক্ত দুর্গে পরিচ্ছৎ ৫০০ শত অশ্বারোহী ও দশহাজার পদাতি লইয়া অবরুদ্ধ হইলেন। একমাস কাল অবরোধ ও উপর্য্যুপরি তোপ বৃষ্টির পর, অনেক সৈন্যক্ষয় ওয়াতে পরিচ্ছৎ নিজ বাসবাটী খেলা হইতে সেনাপতির নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন এবং রঘুনাথের পরিবারবর্গকে ছাড়িয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু সেনাপতি দুর্গ দখল করিয়া লইলেন এবং সন্ধির সংবাদ বাঙ্গালার নবাবের নিকট প্রেরণ করিলেন। এদিকে তিনি আপনার অঙ্গীকার মত ১০০ হস্তী, ১০০ অশ্ব ও ২০ মণ মুসব্বর প্রেরণ করিলেন, কিন্তু বঙ্গাধিপ তাহাতে পরিতুষ্ট না হইয়া তাঁহার রাজ্য কাড়িয়া লইতে এবং তাঁহাকে সশরীরে বন্দিভাবে আনিতে আদেশ দিলেন। কাজেই পুনর্ব্বার যুদ্ধ অপরিহার্য্য হইয়া উঠিল। পরিচ্ছৎ নিজ মর্য্যাদারক্ষার জন্য বর্ষাশেষে ৪৮০ অশ্বারোহী, দশহাজার সৈন্য ও ২০টী হস্তী লইয়া ভীমবেগে ধুবড়ী আক্রমণ করিলেন। মুসলমানসৈন্য প্রথমে আত্মরক্ষা করিয়াও ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল এবং সেই ভাবে খেলা অভিমুখে প্রয়াণ করিল। নবাবের সেনাদল

(১) ইহা মৈমনসিংহের অন্তর্গত বর্ত্তমান পরগণা। ব্রহ্মপুত্রনদের পূর্ব্বাংশে গারো ও করাইবাড়ী পর্ব্বতবর্গের মধ্যে অবস্থিত।

মুকরম পরিচ্ছৎকে ধরিয়া ... নদীতে পরিচ্ছতের নৌবহর আক্রমণ করে। এখানে একটী ক্ষুদ্র নৌযুদ্ধ হইয়া যায়।

পরিক্ষিৎ জলযুদ্ধে মোগলসৈন্যের সম্মুখীন হইতে না পারিয়া খেলায় যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু এখানে আসিয়াও তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। তিনি শুনিলেন যে তাঁহার পিতৃব্যভ্রাতা কোচবিহাররাজ লক্ষ্মীনারায়ণ তাঁহার বিরুদ্ধে মোগলসৈন্যের সহিত যোগদান করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। তখন তিনি বনাস্ নদী তীরবর্ত্তী বুন্দনগরে পলায়ন করিলেন। খেলা অতিক্রম করিয়া মোগলেরা তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিল। তিনি আপনাকে রক্ষা করিতে অক্ষম দেখিয়া আত্মসমর্পণ করিলেন। মুকরম্ খাঁ ধনরত্ন ও পরিচ্ছৎকে বন্দীভাবে লইয়া ঢাকায় আলাউদ্দীন্ ইস্‌লাম খাঁর নিকট চলিলেন। ইত্যবসরে নবাব আলাউদ্দীনের মৃত্যু ঘটে, মুকরম ঢাকায় উপস্থিত হইয়াই মৃত্যুসংবাদ পাইলেন। কাজেই আলাউদ্দীন্ ইস্‌লাম খাঁর পুত্র হোসঙ্গ ও মুকরম খাঁ দিল্লীশ্বর জাহাঙ্গীরের নিকট সংবাদ পাঠাইতে বাধ্য হইলেন, জাহাঙ্গীর পরিচ্ছৎকে তাঁহার নিকট পাঠাইতে আদেশ করিলেন। তিনিও উক্ত আদেশানুসারে বিচারার্থ সম্রাট্ সমীপে প্রেরিত হইলেন।

রাজা পরিচ্ছতের এই দুরবস্থা ঘটিলে, তাঁহার ভ্রাতা বলদেব আসামরাজ স্বর্গদেবের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁহার পুত্র চন্দ্রনারায়ণ ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণে সোলমারি পরগণায় বাস করিতেছিলেন। তাঁহারা উভয়েই আপনাদের পূর্ব্ব সম্পত্ত উদ্ধার করিবার জন্য মোগল সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু উপর্য্যুপরি কএকটী যুদ্ধের পর তাঁহারাও জীবন বিসর্জ্জন করেন।

পরিচ্ছৎগড়, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের মিরাটজেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। মিরাট নগর হইতে ৭ ক্রোশদূরে অবস্থিত। এখানে যে প্রাচীন কেল্লার চতুর্দ্দিকে নগরটী প্রতিষ্ঠিত, প্রবাদ অর্জ্জুনের পৌত্র পরীক্ষিৎ ঐ দুর্গ ও নগর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বিগত শতাব্দীতে গুজরজাতির অভ্যুদয়ে রাজা নয়নসিংহ কর্ত্তৃক ঐ দুর্গের জীর্ণসংস্কার হইয়াছিল। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে উক্ত কেল্লার কতকাংশ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়, এখন ঐ বাটীতে পুলিসের আড্ডা হইয়াছে। গঙ্গা হইতে বুলন্দসহর পর্য্যন্ত যে খাল গিয়াছে, তাহা এই নগরের নিকট দিয়া প্রবাহিত।

পরিচ্ছদ (পুং) পরিচ্ছাদয়তীতি পরি-ছদ-ণিচ্, ঘ। ... সংজ্ঞায়াং। পা ৩।৩।১১৮। ততো উপধাহ্রস্বঃ। ১ পরিবার। ২ বস্ত্র, ... বস্ত্র, কম্বলাদি উপকরণ, বেশ, পোষাক। "সেনাপরিচ্ছদস্তস্য দ্বয়মেবার্থসাধনম্।

শাস্ত্রেষকুণ্ঠিতা বুদ্ধির্মৌর্ব্বী ধনুষি চাততা ॥" (রঘু ১।১৯)

৩ আচ্ছাদন। ৪ আসবাব। ৫ পরিজন, অনুচর।

পরিচ্ছন্দ (পুং) পরিচ্ছন্দয়তে ছন্দেন পরি-ছদি সংবরণে-অচ্। পরিচ্ছদ, পোষাক। (শব্দার্থ)

পরিচ্ছন্ন (ত্রি) পরিচ্ছন্নঃ কর্ত্তরি, কর্ম্মণি বা ক্ত। ১ পরিচ্ছদবিশিষ্ট। ২ পরিষ্কৃত। ৩ আচ্ছাদিত। ৪ সজ্জিত। ৫ ভূষিত।

পরিচ্ছিত্তি (স্ত্রী) পরি ছিদ-ভাবে ক্তিন্। ১ অবধারণ। "দ্বয়োরেকতরস্য বাপ্যসন্নিকৃষ্টার্থপরিচ্ছিত্তিঃ প্রমা" (সাংখ্যসূ ১।৮৮) 'অর্থস্য বস্তুনঃ পরিচ্ছিত্তিরবধারণং' (ভাষ্য) ২ পরিচ্ছেদ।

পরিচ্ছেদ (পুং) পরি-ছিদ ভাবে করণাদৌ চ ঘঞ্। ১ গ্রন্থবিচ্ছেদ, পুস্তকের ভাগ।

'সর্গবর্গপরিচ্ছেদোদ্ঘাতাধ্যায়াঙ্কসংগ্রহাঃ।

উচ্ছাসঃ পরিবর্ত্তশ্চ পটলঃ কাণ্ডমাস্ত্রিয়াং ॥

স্থানং প্রকরণং পর্ব্বাহ্নিকঞ্চ গ্রন্থভেদকঃ ॥' (ত্রিকাণ্ড)

কাব্যনাটকাদির ভিন্ন ভিন্ন নামে ভাগ হয়। কাব্যে সর্গ, কোষে বর্গ, অলঙ্কারে পরিচ্ছেদ ও উচ্ছাস, কথায় উদ্ঘাত, পুরাণ ও সংহিতাদিতে অধ্যায়, নাটকে অঙ্ক, তন্ত্রে পটল, ব্রাহ্মণে কাণ্ড, সঙ্গীতে প্রকরণ, ইতিহাসে পর্ব্ব, ভাষ্যে আহ্নিক, এই সকল নামে অভিহিত হয়। এইরূপ পাদ, স্তবক, প্রপাঠক, স্কন্ধ, মঞ্জরী, লহরী, শাখা প্রভৃতিও গ্রন্থচ্ছেদে হইয়া থাকে। ২ সীমা, অবধি। ৩ অংশ, ভাগ। ৪ ইয়ত্তারূপে অবধারণ। ৫ নির্ণয়।

"পরিচ্ছেদাতীতঃ সকলবচনানামবিষয়ঃ

পুনর্জন্মন্যস্মিন্ ভবপথং যো ন গতবান্।

বিবেকপ্রধ্বংসাদুপচিতমহামোহগহনো

বিকারঃ কোহপ্যন্তর্জড়য়তি চ তাপঞ্চ কুরুতে ॥" (মালতীমাধব)

পরিচ্ছেদক (স্ত্রী) ১ সীমা। ২ পরিমাণ। (ত্রি) ৩ বিচ্ছেদক, অন্তর নির্দ্দেশক। ৪ সীমানিরূপক।

পরিচ্ছেদকর (পুং) সমাধিভেদ।

পরিচ্ছেদ্য (ত্রি) পরি-ছিদ-কর্ম্মণি ণ্যৎ। ১ পরিমেয়, ইয়ত্তারূপে নির্দ্দেয়। ২ অবধার্য্য। ৩ বিভাজ্য।

পরিছা, মন্দিরাদির পরিচারক পুরোহিত। শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথদেবের মন্দিরের পুরোহিতগণের প্রধান ব্যক্তি এই নামে অভিহিত।

পরিজন (পুং) পরিগতো জনঃ। পরিবার, পোষ্যবর্গ, প্রতিপাল্যলোক।

"বপুঃ প্রাদুর্ভাবাদনুমিতমিদং জন্মনি পুরা

পুরারে ন প্রায়ঃ ক্বচিদপি ভবন্তং প্রণতবান্।" ...

"বপুস্তে হারো বরং পরমোদ্ধেরপি সতী-

মুষশ্চক্রে যস্য পরিজনবিধেয়াত্রিভুবনঃ।" (মহিম্নস্তোত্র)

২ নিয়ত সন্নিধিবর্ত্তি পরিচারক। (আনন্দলহরী ৩০)

পরিজনতা (স্ত্রী) পরি-জন ভাবে তল ততঃ টাপ্। অধীনতা পরায়ত্ততা। পরিজনের ভাব।

পরিজন্মন্ (পুং) পরিবায়তে ইতি পরি-জন-মন্ নিপাতনাৎ সাধু। ১ চন্দ্র। ২ অগ্নি। পর্য্যজতীতি অজঃ পরিপূর্ব্বস্ত মন্, অকারলোপঃ, ততঃ নিপাত্যতে। ৩ পরিগন্তা। (বেদভাষ্য)

পরিজয্য (ত্রি) জেতুং শক্য জয্য, পরিতো জয্য। চতুর্দ্দিকে জয় করিতে সমর্থ।

পরিজপিত (ত্রি) অনুচ্চস্বরে আরাধনা করা। বিড়বিড় করিয়া মন্ত্রোচ্চারিত।

পরিজপ্ত (ত্রি) মুগ্ধ, মোহিত। (দিব্যাবদান ৩৯৭।২৬)

পরিজল্পিত (ক্লী) পরিজল্প ভাবে ক্ত। কথনভেদ, দশাঙ্গ চিত্রজল্পের অন্তর্গত দ্বিতীয় জল্পন।

"প্রভো নির্দ্দয়তা শাঠ্য চাপল্যাদ্যুপপাদনাৎ।
স্ববিচক্ষণতাব্যক্তিভঙ্গ্যা স্যাৎ পরিজল্পিতম্।" (উজ্জ্বলনীলমণি)

পরিজা (স্ত্রী) উৎপত্তিস্থান। আদিজন্মভূমি।

"বিদ্মা তে সর্ব্বাঃ পরিজাঃ পুরস্তাৎ"। (অথর্ব্ববেদ ১১।৫।৬)

পরিজাড্য (ত্রি) মূর্খতা। জড়তা। পাণ্ডিত্যহীনের ভাব।

"সলিলপ্লাবিতানীব পরিজাড্যানি মানবঃ।" (সুশ্রুত)

পরিজোঙ্গ, ভুটান সীমান্তে হিমালয়শিখরদেশে অবস্থিত একটী গিরিপথ। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় সাতহাজার ফিট্ উচ্চে অবস্থিত। এই পথ দিয়া তিব্বতবাসীদের সহিত বৎসরের সকল সময়েই বাণিজ্যাদি সম্পন্ন হয়।

পরিজ্ঞপ্তি (স্ত্রী) ১ কথোপকথন। ২ প্রত্যভিজ্ঞান।

পরিজ্ঞা (স্ত্রী) সম্যক্জ্ঞান। নিশ্চয়াবধারণ।

পরিজ্ঞাত (ত্রি) জানিত। অবধারিত। বিশেষরূপে চিহ্নিত।

পরিজ্ঞাতৃ (ত্রি) ১ যিনি সকল বিষয় জ্ঞাত আছেন বা সম্যক্ পর্য্যালোচনা করেন। ২ পরিদর্শক। ৩ জ্ঞানী, বুদ্ধিমান্।

পরিজ্ঞান (ক্লী) পরি-জ্ঞা-ল্যুট্। সূক্ষ্মজ্ঞান। (সূর্য্যসিদ্ধান্ত ৯।১ রঙ্গনাথ) সর্ব্বতোভাবে জানা।

পরিজ্ঞেয় (ত্রি) জ্ঞাতব্য। যাহা অবধারণ করা যায়।

"স্ত্রীমুখমনপ্রত্যানাং শাঠ্যবতাং মণ্ডলং পরিজ্ঞেয়ম্।"
(বৃহৎস° ২৮।৫৫)

পরিজ্মন্ (ত্রি) ১ চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত ভূমি।

"হবমাপো ন পীপয়ঃ পরিজ্মন্।" (ঋক্ ১।৬৬।৩৮)

"পরিজ্মন্ পরিতো ব্যাপ্তায়াং ভূমৌ। অন্তর্হিতবন্তা অন্তঃপরিক্ষেপণয়োঃ আভ্যাং পরিপূর্ব্বাভ্যাং মন্ কনিন্তাদেশী।"
(উণ্ ৩।১৫৮)

"কনিন্ প্রত্যয়ান্তোনিপাতিতঃ সুপাং সুলুগিতি সপ্তম্যা লুক্।"
(সায়ণ)

২ ইতস্ততঃ গমনকারী।

"তক্নাসত্যাভ্যাং পরিজ্মানং সুখং রথং।"

'পরিজ্মানং পরিতো গন্তারং সুখং উপযুপরিবেশনো সুখকরং মন্ প্রত্যয়েহকারলোপ আন্নাদাত্ত্বং চ নিপাতনাৎ।' (সায়ণ)

সূর্য্য ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ইতস্ততঃ গমন লইয়া এইরূপ লিখিত আছে। কোথাও বায়ু ও রুদ্রের গমনে এইরূপ প্রয়োগ দেখা যায়।

"বৃষ্টিং পরিজ্মা বাতো দদাতু।" (ঋক্ ৭।৪০।৬)

পরিজ্মনা (পুং) চন্দ্র। চতুর্দ্দিকে প্রসর্পিত অগ্নি।

পরিজ্রি (ত্রি) পরি-জ্র-কি। পরিতো গন্তা, চারিদিকে গমন।

পরিজ্বন্ (পুং) পরি-জু-কনিন্ (স্বরূ কন্ পুষগ্নিতি। উণ্ ১।১৫৮) ১ ইন্দ্র। ২ অগ্নি। কেহ কেহ পরি-জু-কনিন্ প্রত্যয় করিয়া পরিজ্বন্ ও পরিজ্মন্ এই দুইটী পদ কল্পনা করিয়া থাকেন। বাচস্পত্যের মতে এই দুইটী পদ প্রামাদিক। পরিজ্মন্ নিপাতনে সিদ্ধ করিলে প্রামাদিকের কোন কারণ দেখা যায় না।

পরিডীনক (ক্লী) পরি-ডী-ক্ত, ততঃ স্বার্থে-কন্। পক্ষীদিগের গতিবিশেষ।

"ডীনং প্রডীনমুড্ডীনং সংডীনং পরিডীনকং।" (জটাধর)

মহাভারতে লিখিত আছে—

"অতিডীনং মহাডীনং খডীনং পরিডীনকং।" (ভার° ৮।৪১।২৭)

পরিণত (ত্রি) পরিণমতি-স্ম পরি-নম-ক্ত। ১ পক্ক। ২ উক্ত অবস্থাপ্রাপ্ত। ৩ সর্ব্বতোভাবে নত। ৪ নদীতীরাদিতে বক্রভাবে প্রবৃত্ত হস্ত্যাদি।

'তির্য্যক্ দন্তপ্রহারস্তু গজঃ পরিণতো মতঃ।' (হলায়ুধ)

৫ তির্য্যগ্গতি গজ।

পরিণতপ্রত্যয়, যে কার্য্যের ফল পরিপক্ক হইয়াছে।
(দিব্যা° ৫০।২)

পরিণতি (স্ত্রী) পরি-নম-ক্তিন্। ১ অবনতি, পরিপাক। ২ অবস্থান্তরপ্রাপ্তি। ৩ অবসান। ৪ শেষ। ৫ বার্দ্ধক্য।

পরিণদ্ধ (ত্রি) পরি-নহ-ক্ত। ১ বদ্ধ। ২ পরিহিত। ৩ প্রবৃদ্ধ। ৪ পরিবদ্ধ, আলিঙ্গিত।

পরিণমন (ক্লী) ১ রূপান্তরপ্রাপ্তি। ২ কাঁচা হইতে পক্কাবস্থা। ৩ উন্নতাবস্থা।

পরিণময়িতৃ (ত্রি) ১ নমস্কারয়িতা। ২ পরিপাচয়িতা।

পরিণয় (পুং) পরিণয়নং পরি-নী-অপ্। বিবাহ। দারপরিগ্রহ।

পরিণয়সম্বন্ধজাত (পুং) ধর্ম্মপত্নীর গর্ভজাত।

পরিণাম (পুং) পরিণম-ঘঞ্। ১ বিকার, প্রকৃতির অন্যথা-ভাব। ২ প্রকৃতির অংশগত বিকার। যেরূপ কাষ্ঠে বিকার ভস্ম, মৃত্তিকার ঘট। (অমর ভরত) ২ চরম, শেষ।

"পরিণামসুখে গরীয়সি ব্যথকেঽস্মিন্ বচসি ক্ষতৌজসাং।
অতিবীর্য্যবতীব ভেষজে বহুরল্পীয়সি দৃশ্যতে গুণঃ॥" (ভারবি ২।৪)

৩ অর্থালঙ্কারভেদ। ইহার লক্ষণ—

"বিষয়াত্মতয়ারোপ্যে প্রকৃতার্থোপযোগিনি।
পরিণামো ভবেত্তুল্যাতুল্যাধিকরণো দ্বিধা॥"(সাহিত্যদ° ১০।৬৭৯)

আরোপ্যমাণ বস্তু আরোপ বিষয়ের অভিন্নরূপে অর্থ প্রস্তুত কার্য্যের উপযোগী হইলে পরিণাম-অলঙ্কার হয়। যে স্থলে প্রকৃতার্থের উপযোগী বিষয়ে বিষয়ীর আরোপ হয়, সেই স্থলে পরিণাম অলঙ্কার হয়। এই পরিণাম দুই প্রকার, তুল্যাধিকরণ ও বাধিকরণ। ইহার তাৎপর্য্য—যে স্থলে একটী বর্ণনীয় বিষয়ে অন্য একটী বস্তুর আরোপ করা হয় এবং ঐ আরোপ্যমান বস্তু অভিন্নরূপে প্রকৃত বিষয়ের উপযোগী হয়, তাহা হইলে এই অলঙ্কার হইয়া থাকে। উদাহরণ—

স্মিতেনোপায়নং দূরাদাগতস্য কৃতং মম।
স্তনোপপীড়মাশ্লেষঃ কৃতো দ্যূতে পণস্তয়া॥" (সাহিত্যদ°)

নায়ক নায়িকাকে বলিতেছে, আমি দূর হইতে আসিয়াছি, তুমি হাস্যদ্বারা ইহার উপায়ন (উপঢৌকন) করিয়াছ, এই স্থলে নায়কনায়িকাসমাগম বর্ণনীয় বিষয়, নায়ককে নায়িকার হাস্য উপঢৌকন দেওয়া প্রকৃত বর্ণনীয় বিষয়ের উপযোগী হইয়াছে এবং ইহা উপায়নরূপে আরোপিত হইয়াছে, এই জন্য এই স্থলে এই অলঙ্কার হইল।

"বনেচরাণাং বনিতাসখানাং দরীগৃহোৎসঙ্গনিষক্তভাসঃ।
ভবন্তি যত্রৌষধয়ো রজন্যামতৈলপূরাঃ সুরতপ্রদীপাঃ॥"
(সাহিত্যদ°)

রাত্রিকালে দরীগৃহনির্গত কিরণযুক্ত ওষধিলতা সকল বনিতাসখ বনেচরদিগের সুরতক্রীড়ায় তৈলহীন প্রদীপের কার্য্য করিতেছে, এইস্থলে সুরতক্রীড়া বর্ণনীয় বিষয়। ইহাতে প্রদীপের আবশ্যক; কিন্তু প্রদীপ না থাকায় কিরণযুক্ত ওষধিলতা সকল তাহার কার্য্য করিতেছে, অতএব প্রদীপের পরিবর্ত্তে আরোপিত বস্তু প্রকৃতবিষয়ের উপযোগী হইয়াছে বলিয়া পরিণাম-অলঙ্কার হইল।

প্রকৃতবিষয়ে কোন এক বস্তুর আরোপ হইলে রূপক অলঙ্কার হয়। পরিণামস্থলেও রূপক অলঙ্কার হইতে পারে, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া আলঙ্কারিকেরা ইহার নিরাকরণ করিয়াছেন। পরিণাম অলঙ্কারে যে আরোপ হইবে, তাহা বর্ণনীয় বিষয়ের সম্পূর্ণ উপযোগী হইবে, কিন্তু রূপকে তাহা হইবে না, আরোপমাত্রই রূপকালঙ্কারের বিষয় এবং যে স্থলে আরোপ অভিন্নরূপে প্রকৃতার্থের উপযোগী হইবে, সেই স্থলেই পরিণাম অলঙ্কার হইবে। পরিণাম ও রূপক—এইরূপ প্রভেদ জানিতে হইবে।

৪ এই পরিদৃশ্যমান জগৎ প্রকৃতির পরিণাম। সাংখ্যদর্শনে এই পরিণামের বিষয় বিস্তৃতরূপে লিখিত আছে, সংক্ষিপ্তভাবে ইহার বিষয় একটু আলোচনা করা যাইতেছে।

প্রকৃতি পরিণামশীলা।

"পরিণামিনো হি ভাবাঃ ঋতে চিচ্ছক্তেঃ।" (সাংখ্যদর্শন)

এক চিৎশক্তি ভিন্ন আর সকলই পরিণামী। প্রকৃতি ক্ষণমাত্রও পরিণত না হইয়া থাকিতে পারে না। "না পরিণম্য ক্ষণমপ্যা তিষ্ঠতে।" (তত্ত্ব-কৌ°) সকল সময়ই প্রকৃতির পরিণাম হইয়া থাকে। যখন জগৎ ছিল না, প্রকৃতির যে অবস্থা মহাপ্রলয়, অব্যক্ত ও প্রধান সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত, সে অবস্থাতেও প্রকৃতির পরিণামের বিরাম ছিল না। পরিণামবাদী কপিল বলেন, পরিণাম দুইপ্রকার, সদৃশপরিণাম ও বিসদৃশ পরিণাম। পরিণাম, পরিবর্ত্তন, অবস্থান্তর, স্বরূপপ্রচ্যুতি, এ সকল কথা একই অর্থে প্রয়োগ করা হয়।

পারিস্কার ভাবে বলিতে হইলে—পরিণামের এইরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। সাংখ্য ও বেদান্তদর্শনে পরিণাম ও বিবর্ত্ত লইয়াই বিবাদ। বেদান্তবাদী পরিণাম স্বীকার করেন না। বেদান্তসারে পরিণাম ও বিবর্ত্তের লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে—

"সতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিবর্ত্ত ইত্যুদাহৃতঃ।
অতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিবর্ত্ত ইত্যুদাহৃতঃ॥" (বেদান্তসার)

স্বরূপের অন্যথা হইয়া যে কারণ কার্য্য উৎপন্ন করে, তাহার নাম বিকারী বা পরিণামী কারণ। যেমন দুগ্ধ দধির প্রতি পরিণাম-কারণ। অর্থাৎ দুগ্ধ তাহার স্বরূপ দুগ্ধত্ব বিনষ্ট হইলে তবে দধি হয়, দুগ্ধ দধি আকারে পরিণত হয় এবং স্বরূপের প্রকারান্তর না হইয়া যে কারণ কার্য্য উৎপন্ন করে, তাহার নাম বিবর্ত্ত। যেমন রজ্জু সর্পের প্রতি বিবর্ত্ত কারণ। এইস্থলে বস্তুর বিকার হয় না, বস্তুস্বরূপই থাকে, তবে রজ্জুতে সর্পের ভ্রম হইয়া থাকে, এই মাত্র। মহামতি শঙ্করাচার্য্য বেদান্তদর্শনের টীকায় এই পরিণামবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। ইহার বিষয় পরে আলোচনা করা হইবে।

পূর্ব্বে সদৃশ ও বিসদৃশ এই দুই প্রকার পরিণাম উল্লিখিত হইয়াছে। মহাপ্রলয়কালে যে পরিণাম হয়, সে পরিণাম সদৃশ পরিণাম। সত্ত্ব সত্ত্বরূপে, রজঃ রজোরূপে, তমঃ তমোরূপে পরিণত হইলে তাহাকেই সদৃশ পরিণাম বলা যায়।

যখন বিসদৃশ পরিণাম আরম্ভ হয়, তখনই জগৎ রচনায় আরম্ভ। জগৎ-অবস্থা আসিলে প্রকৃতি নূতন নূতন বিসদৃশ পরিণাম প্রসব করিতে থাকেন। বিসদৃশ পরিণামের বিবরণ এই যে, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, প্রভৃতি গুণের উৎপত্তি ও তাহারই বিনিময়ে বা পরস্পরের সংযোগে বিভিন্ন বস্তুর জন্ম। এই দুই প্রকার পরিণাম সর্ব্বকালের নিমিত্ত নিয়মিত অর্থাৎ অতিদূর অতীতকাল হইতে অনন্ত ভবিষ্যৎকালের নিমিত্ত নিয়মিত। স্বাভাবিক বা সহজ জ্ঞানে যাহাকে অপরিণামী ভাবিতেছি, তাহাও প্রকৃত অপরিণামী নহে। চন্দ্র, সূর্য্য জল, বায়ু প্রভৃতির কেহই অপরিণামী নহে। তবে কি না ঐ সকল পদার্থের পরিণাম অত্যন্ত মৃদু ও সূক্ষ্ম। বস্তুর তীব্র পরিণাম শীঘ্র অনুভূত হয়। চন্দ্র, সূর্য্য, পৃথিবী, মহাজল ও মহাবায়ু প্রভৃতি মৃদুপরিণামে আবদ্ধ থাকায় তাহাদের জীর্ণতা অনুভবগোচরে না আসিলেও বুদ্ধিগোচরে আইসে। মৃদুপরিণামের চরমসীমাই সদৃশ পরিণাম বুঝিবার দৃষ্টান্ত। তীব্রপরিণামের এত তীব্রতা আছে যে, পূর্ব্বক্ষণে সমুৎপন্ন বস্তুর পরিণাম পরক্ষণেই অনুভূত হয়। আবার মৃদুপরিণামের এত মৃদুতা আছে যে, তাহা বহুসহস্র বৎসরেও অনুভূত হয় না। এই কারণে বলিলাম, মৃদুপরিণামের চরমসীমাই সদৃশপরিণাম। সদৃশ ও বিসদৃশ এই দুইপ্রকার পরিণাম থাকাতেই প্রকৃতিতে কখন প্রলয় ও কখন জগৎ হইতেছে। গুণপরিণামের তারতম্যানুসারে অচিরাৎ কোন কোন বস্তুর বিকার বা পরিণাম দেখিতে পাওয়া যায়। আবার কোন কোন বস্তুর পরিণাম হয়ত আমাদের জীবনে অনুভূত না হইয়া আমাদের অধস্তন সন্তানদিগের অনুভূতিগোচরে উপস্থিত হইবে। প্রকৃতিরই বিশেষ বিশেষ পরিণামের নাম জন্ম, মৃত্যু, জরা, শৈশব, বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্য, জীর্ণতা, মধ্যতা প্রভৃতি। কাল সূর্য্যকে আমরা যে অবস্থায় প্রত্যক্ষ করিয়াছি, বুঝিতে হইবে, আজ তাহার সে অবস্থা নাই, পরিণাম হইয়াছে। কাল যে জগৎপ্রাণ বায়ু সেবন করিয়াছি, আজ তাহারও পরিণাম হইয়াছে। আদিসর্গকালে পৃথিবীর বা পৃথিবীস্থ প্রাণীর যেরূপ স্বভাবাদি ছিল, কপিলের সময় যাহা ছিল, আজ আমাদের সময়ে তাহা নাই, পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। অধুনা আমাদের সময় যাহা চলিতেছে, আমাদের পরে তাহা থাকিবে না, পরিবর্ত্তিত হইবে। পরিণামস্বভাব প্রকৃতির, তদুৎপন্ন পৃথিবীর ও তদাশ্রিত স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বস্তুর অনির্ব্বাচ্য পরিণামের কথা মনে ভাবনা করাও কঠিন ব্যাপার। প্রকৃতি পরিণামশীলা। আদিবিদ্বান্ কপিল সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, প্রকৃতি জড়া; অস্বাধীনা অথবা জগতের নির্ম্মাণকর্ত্রী। প্রকৃতি-পরিণামে জগতের উৎপত্তি হয়, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। প্রকৃতি জড়া, জড়বস্তু আপনা আপনি প্রবৃত্ত হয় না, যদি কদাচিৎ কখন কোনরূপ বস্তু প্রবৃত্ত হয়, তবু হইলে তাহার সে প্রবৃত্তি সর্ব্বথা অনিয়মিত অর্থাৎ শৃঙ্খলাহীন। জ্ঞানশক্তি না থাকিলে কেহ কখন নিয়মিত কার্য্য করিতে পারে না। এমন নিয়মযুক্ত ও এরূপ কৌশলপূর্ণ জগতের নির্ম্মাণ কি জড়-প্রকৃতির কেবল পরিণামে সম্ভবে? জ্ঞানশূন্যা জড়-প্রকৃতি ইহার কর্ত্রী হইলে এতদিন ইহা উৎপন্ন অথবা বিশৃঙ্খল হইয়া যাইত। ইহাতে কেহ কেহ অনুমান করেন, যে অব্যাহতেচ্ছা-জ্ঞানসম্পন্ন সর্ব্বশক্তিমান্ কোন এক কর্ত্তৃপুরুষ ইহার অধিষ্ঠাতা বা নিয়ামক আছেন, তিনিই প্রকৃতিদ্বারা সুনিয়মে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন।

ইহার উত্তরে কপিল কহেন, তাহা নহে। প্রকৃতির পরিণামে জগৎ উৎপত্তি হইয়াছে, স্থিতি হইতেছে এবং পরে লয় হইবে। রথ একটি অচেতন বস্তু, চেতনাবান্ পুরুষ তাহাতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তাহাকে যেমন স্বেচ্ছানুসারে নিয়মিতরূপে গতিমান্ করে, অথবা সুবর্ণখণ্ড এক জড় দ্রব্য, কোন কুশলী স্বর্ণকার তাহার অধিষ্ঠাতা বা কর্ত্তা হইয়া তাহাকে যেমন কুণ্ডলাদি আকারে পরিণামিত করে, প্রকৃতি সম্বন্ধে সেরূপ পরিণামক বা সেরূপ প্রেরণকর্ত্তা কেহ নাই। সেরূপ অধিষ্ঠাতার অনুমান নিষ্প্রয়োজন। প্রকৃতি জড়, তাই বলিয়া রথনিয়ন্তা সারথির ন্যায় তাহার কোন স্বতন্ত্র নিয়ন্তা থাকার কল্পনা প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হয় না, প্রকৃতি অস্বাধীন বলিয়া তাহাকে পরিণামিত করিবার জন্য কর্ম্মকারের ন্যায় পৃথক্ ব্যক্তি থাকার প্রয়োজন হয় না। অনাদি অনন্ত পুরুষই তাহার অধিষ্ঠাতা ও নিজশক্তিই তাহার পরিণামের প্রযোজক।

কপিলসূত্রে লিখিত আছে, "তৎসান্নিধানাৎ অধিষ্ঠাতৃত্বং মণিবৎ" (কপিলসূ°) যেমন সন্নিধানবশতঃ ইচ্ছাদি-গুণশূন্য জড়স্বভাব অয়স্কান্তমণি লৌহের সম্বন্ধে সচেতন অধিষ্ঠাতার ন্যায় কার্য্যকারী হয়, সেইরূপ সান্নিধ্যবিশেষবশে নির্গুণ নিষ্ক্রিয় আত্মাই তাদৃশী প্রকৃতির অধিষ্ঠাতার বা প্রেরকের কার্য্য সম্পন্ন করিতে সক্ষম।

যেমন লৌহ ও চুম্বক উভয়ই জড়স্বভাব, ইচ্ছাদি গুণশূন্য ও স্বতঃ প্রবৃত্তিরহিত অথচ পরস্পর সন্নিহিত হইবামাত্র পরস্পর পরস্পরের শরীরে বিক্রিয়া (লৌহশরীরে চলন এবং চুম্বক শরীরে আকর্ষক ভাব) উপস্থিত করে। সেইরূপ আত্মা নিষ্ক্রিয় ও ইচ্ছাশূন্য হইলেও এবং প্রকৃতি জড় ও স্বতঃ প্রবৃত্তিরহিত হইলেও সন্নিধান বিশেষের বলে প্রকৃতিশরীরে পরিণাম-শক্তির উদয় হইয়া থাকে। জড়স্বভাব বলিয়া অনিয়মিত পরিণামের আশঙ্কা অলীক আশঙ্কা। কেন না নিয়মিত-

রূপে পরিণত হওয়াই প্রকৃতির স্বভাব। তদনুসারে প্রত্যেক বস্তুই নিয়মিত পরিণামের অধীন। দুগ্ধের দধি ভিন্ন কর্দম পরিণাম হয় না, চূর্ণযুক্ত হরিদ্রা রক্তবর্ণই হয়, কৃষ্ণবর্ণ হয় না। প্রকৃতির ও প্রাকৃত পদার্থের নিয়মিত পরিণামের বিষয়ে বিজ্ঞান, জ্যোতিষ, বৈদ্যক প্রভৃতি সকল শাস্ত্রই সাক্ষ্য দিতে সমর্থ। সাংখ্যকারিকায় লিখিত আছে, "সলিলবৎ প্রতি গুণাশ্রয়বিশেষাৎ" (সাংখ্যকা°) মেঘনির্মুক্ত সলিল এক, একরূপ ও একরস, কিন্তু সেই এক ও একরসাত্মক জল পৃথিবীতে আসিয়া নানাবিধ পার্থিব বিকারের সংযোগে অর্থাৎ তাল ও হালী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বীজ ভাবাপন্ন হইয়া ভিন্ন ভিন্ন রূপে ও ভিন্ন ভিন্ন রসে পরিণত হইয়া থাকে। তালবীজ বা তালবৃক্ষ যাহাকে আকর্ষণ করিল, তাহা একরস হইল, নারিকেল যাহা আকর্ষণ করিল, তাহা অম্লরস হইল। অতএব একই জল যেমন কারণবিশেষের সংসর্গে ভিন্ন ভিন্ন কালে ও ভিন্ন ভিন্ন বস্তুতে কটু, তিক্ত, কষায় প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন রসের উৎপত্তি করে. সেইরূপ প্রকৃতিনিষ্ঠগুণত্রয়ের এক এক গুণের অভিভব ও এক এক গুণের সমুদ্ভব হওয়াতে প্রবলের সহযোগে দুর্ব্বল গুণগুলি বিকৃত হইয়া যায়। অতএব প্রকৃতির নিয়মিত পরিণামের জন্য প্রকৃতির স্বীয় শক্তি বা স্বতঃসিদ্ধ স্বভাব ব্যতীত স্বতন্ত্র প্রেরক থাকা সঙ্গত নহে।

প্রকৃতির প্রথম পরিণাম—প্রকৃতির প্রথম বিকাশ মহত্তত্ত্ব।

সৃষ্টি-প্রারম্ভে অসংসারী ও অশরীরী আত্মার সন্নিধিবশতঃ প্রকৃতি মধ্যে প্রথম প্রস্ফুরণ হয়। শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, রজোগুণে সৃষ্টি, সত্ত্বগুণে পালন ও তমোগুণে সংহার। একথা দ্বারা ইহা বুঝা যায় যে, পূর্ব্বে গুণসমুদায়ের সাম্যভঙ্গে সর্ব্বপ্রথমে রজোগুণ সত্ত্বগুণকে উদ্রিক্ত করিয়াছিল, তাই সত্ত্বগুণ সর্ব্বপ্রথমে মহত্তত্ত্ব (যাহার পর নাই—নির্ম্মল বিকাশ) প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল, মহত্তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিবার নিমিত্ত বর্ত্তমান প্রাণিনিচয়ের বুদ্ধির বীজস্থান চিন্তা করিতে হইবে। এইরূপ চিন্তা করিয়া দেখা যায় যে, প্রত্যেক অন্তঃকরণ হরিহরমূর্ত্তির ন্যায় দ্বিমূর্ত্তিতে অবস্থিত। তাহার একমূর্ত্তি বা এক পরিণাম মনন, অধ্যবসায় নামে; আর দ্বিতীয় মূর্ত্তি বা পরিণাম অভিমান ও অহং নামে পরিচিত হইয়াছে। 'আমি' 'আমি আছি' 'বস্তু' 'বস্তু আছে' 'আমার' 'আমার কৃতিসাধ্য' ইত্যাদি প্রকার নিশ্চয়াত্মক-বিকাশের নাম অধ্যবসায় ও জ্ঞানশক্তি। প্রকৃতির প্রথম পরিণাম এই জ্ঞানশক্তিই সংজ্ঞাতত্ত্বরূপে জীবের অন্তরাত্মায় নিরন্তর সংলগ্ন আছে। জ্ঞানশক্তির সমষ্টিই মহান্। মহান্ ও পূর্ণজ্ঞান সমান কথা, পূর্ণজ্ঞান শক্তি সাংখ্যোক্ত মহত্তত্ত্ব ও বুদ্ধিতত্ত্ব শব্দের অভিধেয়। যে মহান্ পুরুষ এই মহান্ বুদ্ধিতত্ত্বে পূর্ণরূপে প্রতিবিম্বিত হন, তিনিই সাংখ্যোক্ত পুরুষ, ইহাকে ঈশ্বরও বলা যাইতে পারে। ভূলোক, দ্যুলোক, অন্তরীক্ষলোক, চন্দ্রলোক, সূর্য্যলোক, গ্রহলোক, নক্ষত্রলোক, ব্রহ্মলোক প্রভৃতি সমস্ত লোকের সমস্ত পদার্থই এই মহান্ পুরুষের অধীন। প্রকৃতির প্রথম পরিণাম এই মহত্তত্ত্ব নামক ব্যাপক-বুদ্ধি। আমার জ্ঞান, তোমার জ্ঞান, তাহার জ্ঞান, চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি লোকস্থিতদিগের জ্ঞান ইত্যাদিক্রমে সেই সেই দেহে পরিচ্ছিন্ন হইয়া বিরাজ করিতেছে আমরা যেরূপ এই হস্তপদাদিবিশিষ্ট দেহের উপর আমি ও আমার এই অভিমান নিক্ষেপ করিয়া আছি, সেইরূপ সাংখ্যোক্ত পুরুষ সম্পূর্ণ বুদ্ধিতত্ত্বের বা অন্তঃকরণ-সমষ্টির উপর আমি ও আমার ইত্যাকার অভিমান নিক্ষেপ করিয়া আছেন। আমরা যেরূপ আমাদের হস্তপদাদি যথেচ্ছ প্রেরণ করি, সেইরূপ পুরুষও অন্তঃকরণকে যথেচ্ছ প্রেরণ করিয়া থাকেন। কপিল লিখিয়াছেন, "মহদাখ্যং আদ্যং কার্য্যং তন্মনঃ।" (কপিলসূত্র) প্রকৃতির প্রথম পরিণাম এই—সর্ব্বদা সমুৎপন্না বিষয়োপরক্তা বুদ্ধির অবগাহ খণ্ড খণ্ড বিষয়রাশি পরিত্যাগ করিয়া নিরবচ্ছিন্ন কেবল অথবা বিশুদ্ধ-বুদ্ধিই মহত্তত্ত্ব এইরূপ বুঝিতে হইবে। প্রথমে কেবল চিদাত্মপুরুষ ও প্রকৃতি ছিল, যখন প্রকৃতির বিসদৃশ পরিণামে জগৎ আরম্ভ হইল, তখন প্রকৃতির প্রথম পরিণামে অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব নামক বুদ্ধিতে চিদাত্মার অনুরঞ্জন ব্যতীত অন্য পদার্থের অনুরঞ্জন ছিল না এবং তাহার পরিচ্ছেদকও ছিল না। সুতরাং তাহা অপরিচ্ছিন্ন ছিল। পরে প্রকৃতি হইতে যতই স্থূল সূক্ষ্মবিকার প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, ততই তাহা বিষয়পরিচ্ছিন্ন ও মলিন হইয়াছে। প্রকৃতির প্রথম মহত্তত্ত্বই জগদ্বীজ। এই মহত্তত্ত্ব হইতে অর্থাৎ এই মহত্তত্ত্বের পরিণামেই চরাচর জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। যখন এই জগৎকার্য্যের রচনা আরম্ভ হয় নাই, ভগবান্ মনু তৎকালের সেই অবস্থা এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন—

"আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ॥" (মনু ১ অঃ)

এ জগৎ প্রথমে প্রকৃতিলীন ছিল, প্রকৃতিতে লীন থাকাই লয় বা প্রলয়। যে অবস্থা এখন লোকের অজ্ঞাত, অলক্ষ্য ও অপ্রতর্ক্য অর্থাৎ প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দাদি প্রমাণ ছিল না, প্রমাণের বিষয় প্রমেয় পদার্থ তাহাও ছিল না, সে অবস্থা প্রায় মহাসুষুপ্তির সদৃশ।

যেমন আমাদের প্রগাঢ় সুষুপ্তি ভাঙ্গিবামাত্র নেত্র উন্মীলিত হইতে না হইতে সহসা অজ্ঞানতমঃ বিদূরিত ও জ্ঞানবিকাশ উপস্থিত হয়, তেমনি নিদ্রার মূলকারণ প্রলয় প্রকৃতির পরি-

গাত্রে জগৎস্ফুর্ত্তি ভাঙিবামাত্র প্রকৃতিগর্ভে সূক্ষ্মজগতের অভি-ব্যক্ত (অঙ্কুর-স্বরূপ) তমোগুণকারক সৃষ্টিসামর্থ্যযুক্ত মহত্তত্ত্বের আবির্ভাব হইল। যেমন জগৎ-স্ফুর্ত্তি ভাঙিল, অমনি মহান্ বিকাশ পাইল। সূক্ষ্মজগৎ অলক্ষ্যে তৎগাত্রে অঙ্কিত হইল। ইহাই প্রকৃতির প্রথম পরিণাম। এখন দ্বিতীয় পরিণামের বিষয় কিছু আলোচনা করা যাউক। একটী বিষয় জানিয়া রাখা উচিত যে, জ্ঞানশক্তির অনুগামিনী ইচ্ছাশক্তি, ইচ্ছাশক্তির অনুগামিনী ক্রিয়াশক্তি এবং ক্রিয়াশক্তির অনুগামিনী সৃষ্টিশক্তি।

প্রকৃতির দ্বিতীয় পরিণাম অহংতত্ত্ব—

"প্রকৃতের্মহান্ মহতোঽহঙ্কারঃ।" (সাংখ্যকারিকা ২২)

প্রকৃতি হইতে মহৎ ও মহৎ হইতে অহংকারের উৎপত্তি হয়, ইহাই প্রকৃতির দ্বিতীয় পরিণাম। পূর্ব্বোক্ত প্রথম পরিণামের অর্থাৎ আমি আছি ইত্যাদি সহজাত নিশ্চয়াত্মিকা-বৃত্তির একদেশে যে অহংবৃত্তি সংলগ্ন আছে, তাহাই প্রকৃতির দ্বিতীয় পরিণাম এবং অহংতত্ত্ব এই আখ্যায় আখ্যাত। এই অহংতত্ত্ব প্রত্যেক আত্মায় আশ্রিত। এই অহং এক একটী গণনায় ব্যষ্টি ও সমস্ত গণনায় সমষ্টি। অহং, অভিমান ও অহংতত্ত্ব নামভেদমাত্র। মহত্তত্ত্বের সহিত অহংতত্ত্বের প্রভেদ এই যে, মহত্তত্ত্বের অন্তর্গত আমি অলক্ষ্যোৎপন্ন, আর অহং-তত্ত্বের আমি লক্ষ্যপূর্ব্বক উৎপন্ন। অহং-এর প্রধান লক্ষ্য আত্মার জীবভাব। ইহাই প্রকৃতির দ্বিতীয় পরিণাম। এইবার প্রকৃতির তৃতীয় পরিণামের বিষয় আলোচিত হইল—

প্রকৃতির তৃতীয় পরিণাম ইন্দ্রিয় ও তন্মাত্র।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, প্রকৃতির প্রথম পরিণাম মহত্তত্ত্ব ও মহত্তত্ত্বের পরিণাম অহংতত্ত্ব। এই অহংতত্ত্ব হইতে যে বিচিত্র পরিণাম ঘটিয়াছে, তাহাই সাংখ্যশাস্ত্রে এইরূপে লিখিত আছে—অহঙ্কার তত্ত্বের দুই পরিণাম ইন্দ্রিয় ও তন্মাত্র, যেমন এক দুগ্ধ হইতে দ্বিবিধ পরিণাম বা বিকার অর্থাৎ ছানা ও ছানার জল উৎপন্ন হয়, সেইরূপ এক অহংতত্ত্বের পরিণামে দ্বিবিধ বিকার উৎপন্ন হইয়াছে, ইন্দ্রিয় ও তন্মাত্র। ইন্দ্রিয়গণ স্বচ্ছ ও প্রকাশস্বভাব। তন্মাত্রপ্রবাহ অস্বচ্ছ ও অপ্রকাশস্বভাব। উভয়ের আকারও ভিন্ন। ইন্দ্রিয় ও তন্মাত্র তুল্যাকার ও তুল্যস্বভাব না হইবার কারণ এই যে, অহংতত্ত্বস্থিত রজোগুণ অহংতত্ত্বকে ঐরূপ বিভিন্ন আকারে ও স্বভাবে বিকৃত করিয়াছিল। প্রকৃতির পরিণাম অত্যন্ত বিচিত্র ও বোধাতীত, এইজন্য অহংতত্ত্ব হইতে প্রকাশ-স্বভাব (একাদশ ইন্দ্রিয়) ও জড়স্বভাব (পঞ্চতন্মাত্র) উৎপন্ন হইল। কপিল বলিয়াছেন—ইহোক্ত [illegible] পর্য্যন্ত [illegible]বুদ্ধিপূর্ব্বক[illegible] এই পর্য্যন্তই [illegible]বুদ্ধিপূর্ব্বক সৃষ্টি অর্থাৎ প্রাকৃতিক সৃষ্টি। অতঃপর ব্রাহ্মী সৃষ্টি। আমরা যেরূপ সলিল, সূত্র ও মৃত্তিকাদি লইয়া বুদ্ধিপূর্ব্বক ঘটপটাদি নির্ম্মাণ করি, সেইরূপ প্রকৃতিস্রষ্ট বস্তুদ্বারা নিয়মিতরূপে এই সৃষ্টি হইয়াছে।

পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন এবং পঞ্চ তন্মাত্র, এই ষোড়শ পদার্থ ইহারা অহংতত্ত্বেরই পরিণাম। একাদশ ইন্দ্রিয়ের ঈদৃশ আর কোন পরিণাম বলা যাইতে পারে? মন উভয় ইন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়কে মন পরিচালন করে, এইজন্য মনকে উভয় ইন্দ্রিয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ভাব শব্দে জায়মান বস্তু, যে যে বস্তু জন্মে, তাহার তাহারই বৃদ্ধি, হ্রাস, পরিবর্ত্তন ও বিনাশ হয়। বস্তুর এই প্রকার পরিণামকে অন্যান্য দার্শনিক পণ্ডিতেরা ভাববিকার শব্দে অভিহিত করিয়াছেন। ভাববিকারগ্রস্থ নহে, এমন জন্যবস্তু অপ্রসিদ্ধ অর্থাৎ নাই। সাংখ্যমতে পুরুষ ব্যতীত অপরিণামী কোন পদার্থই নাই।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে "পরিণামস্বভাবা হি ভাবাঃ না পরিণম্য ক্ষণমপ্যবতিষ্ঠন্তে।" ভাব সকল পরিণামী, না পরিণত হইয়া ক্ষণকাল থাকিতে পারে না। দৃশ্য বস্তুতে যে পরিণাম-ধর্ম্ম আছে, তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। মনও জন্মবান্ সে জন্য মনও ভাববিকারগ্রস্থ।

পূর্ব্বে যে পঞ্চতন্মাত্রের কথা বলিয়াছি, ঐ পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চমহাভূত হইয়াছে। এইরূপ—চতুর্বিংশতিতত্ত্বই প্রকৃতির পরিণাম। এই প্রকৃতির পরিণামে জগৎ উৎপন্ন ও জগতের নাশ হইতেছে। ফল যাহা কিছু হয়, তাহা সকলই প্রকৃতির পরিণামে হইয়া থাকে। [বিশেষ বিবরণ প্রকৃতি শব্দ দেখ।]

মহামতি শঙ্করাচার্য্য প্রকৃতির পরিণামে জগতের সৃষ্টি ও নাশ ইহা স্বীকার করেন না এবং এই মত যত্ন করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলেন, সাংখ্যশাস্ত্রে যে প্রধানের পর পরিণামী মহত্তত্ত্বের ও অহংতত্ত্বের উল্লেখ আছে, সেগুলি কি লোক, কি বেদ কিছুতেই উপলব্ধি হয় না। কিন্তু পরিণামী মহৎ, অহঙ্কার যাহা সাংখ্যযোগের কল্পিত, তাহা লোক ও বেদ উভয়ত্রই অপ্রসিদ্ধ।

সাংখ্যবক্তা কপিল সত্ত্বাদিগুণের সাম্যাবস্থাকে প্রধান কহেন। এই কপিলের মতে গুণত্রয় ব্যতীত অন্য কিছু নাই। তাহাকে কার্য্যপ্রবৃত্ত (সৃষ্টিমুখ) ও কার্য্যনিবৃত্ত (প্রলয়ো-মুখ) করার জন্য কেহই নাই। পুরুষ আছেন সত্য, কিন্তু তিনি উদাসীন ও নিষ্ক্রিয়; এইজন্য তিনি কাহারও প্রবর্ত্তকও নহেন নিবর্ত্তকও নহেন, সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে প্রধান অনপেক্ষ, আত্ম প্রবৃত্ত হন। যদি ইহাই সত্য হয়, তাহা

হইবে : একদা সেহতত্ত্বাদিভাবে পরিণত হন, কখন হন না। ইহা সঙ্গত বা প্রামাণ্যও নহে। শঙ্করাচার্য্য পরিণামবাদ স্বীকার না করিয়া অর্থাৎ এই জগৎ প্রকৃতির পরিণাম ইহা না বলিয়া তিনি এই জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত্ত বলিয়া স্থির করিয়াছেন ও এই মত যদিও অবৈদিক তাহা হইলেও বেদের অভিপ্রেত এইরূপ স্বীকার করিয়া সাংখ্যের পরিণামবাদ নিরাকরণ করিয়াছেন। (বেদান্তভাষ্য ২ অঃ)

পরিণাম, একজন বিখ্যাত বৈষ্ণব-ধর্ম্মপ্রচারক। ইনি স্বমতে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিয়া বিখ্যাত হন। খেড়া জেলায় ইঁহার সমাধিমন্দির অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। ইঁহার শিষ্যসম্প্রদায় ক্রমশঃই ভিন্নমত আশ্রয় করিতেছে।

পরিণামক (ত্রি) পরিণাম-স্বার্থেঃকন্। ১ পরিণাম। ২ পরিণামযুক্ত।

"কালএব নৃণাং শত্রুঃ কালশ্চ পরিণামকঃ।
কালো নয়তি সর্ব্বং বৈ হেতুভূতাস্ত মধিধাঃ॥"
(হরিবংশ ৬০ অধ্যায়)

পরিণামদর্শিন্ (ত্রি) পরিণামং শেষং পশ্যতি দৃশ-ণিনি। দূরদর্শী, উত্তরকাল বিবেচনা করিয়া যে কর্ম্ম করে, শেষদ্রষ্টা, যে কর্ম্ম করিলে যেরূপ ফললাভ হয়, তাহা যে অনুভব করিতে পারে।

পরিণামশূল (পুং) পরিণামে পরিপাকে চরমাবস্থায়াং শূলং যস্ত বা পরিণামে ভুক্তান্নাদেঃ পরিপাকে উৎপন্নত্বাৎ শূলং বস্মাৎ। শূলরোগবিশেষ। ভুক্তদ্রব্যের যখন পরিপাক হয়, তখন এই রোগ উপস্থিত হয়, এইজন্য ইহাকে পরিণামশূল কহে। ইহাকে চলিত কথায় বলা যায়, পারপাকের সময় বেদনা ধরা। ভাবপ্রকাশে ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে, স্বকীয়কারণে অর্থাৎ রুক্ষাদিদ্বারা কুপিত বলবান্ বায়ু সমীপস্থ হইয়া কফ ও পিত্তকে দূষিত করিয়া পরিণামশূল উৎপাদন করে। পরিণামশূল ভুক্তদ্রব্যের জীর্ণাবস্থায় উদ্ভূত হইয়া থাকে। বাতজাদি ভেদে পরিণামশূলের লক্ষণ সংক্ষেপে লিখিত হইল। বাতজ পরিণামশূলে আধ্মান, আটোপ, মলমূত্রের রুদ্ধতা, গ্লানি ও কম্প হয়। স্নিগ্ধ ও উষ্ণ ক্রিয়াদ্বারা এই রোগ উপশম হয়। পৈত্তিক পরিণামশূলে পিপাসা, দাহ, গ্লানি ও ঘর্ম্মোদগম হইয়া থাকে। কটু, অম্ল ও লবণরসযুক্ত দ্রব্যসেবনে এই রোগ বৃদ্ধি এবং শীতক্রিয়া দ্বারা নিবৃত্ত হয়। শ্লৈষ্মিক পরিণামশূলে বমি, হৃল্লাস, সম্মোহ ও অল্প বেদনা হয়। এই বেদনা দীর্ঘকালস্থায়ী হইয়া থাকে। কটু ও তিক্তরস সেবনে এই রোগ প্রশমিত হয়। উক্ত দুইটী দোষের মিলিত লক্ষণদ্বারা দ্বিদোষজ এবং ত্রিদোষের মিলিত লক্ষণদ্বারা ত্রৈদোষিক পরিণামশূল [illegible]

ত্রিদোষজ পরিণামশূলে রোগীর মাংসবল ও জঠরাগ্নি ক্ষীণ হইয়া অসাধ্য হয়। পরিণামশূলের লক্ষণ লিখিত হইল, এখন ইহার চিকিৎসার বিষয় লিখিত হইতেছে। পরিণামশূলরোগ নিবারণের জন্য প্রথম উপবাস, বমন ও বিরেচনপ্রয়োগ করিতে হইবে। মদনফলের কাথ দুগ্ধসংযোগে এবং কাঞ্জার, পৌণ্ড্রক বা কোষকার, ইক্ষুরস কিংবা নিমের কাথ বা তিতলাউ ইহাদের রস আকণ্ঠ পর্য্যন্ত রোগীকে পান করাইয়া বমন করাইতে হইবে। তেউড়ী বা দন্তীমূলচূর্ণ ভেরেণ্ডার তেলের সহিত পান করিলে বিরেচন হয়, ইহাতে পরিণামশূল সত্ত নিবারিত হয়।

বিড়ঙ্গের তণ্ডুল, ত্রিকটু, তেউড়ী, দন্তী ও চিতা এই সকলের চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ করিয়া সমস্ত চূর্ণ যত পরিমাণ তাহার দ্বিগুণ গুড়সহ মোদক প্রস্তুত করিয়া ২ তোলা পরিমাণ উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে ত্রিদোষজ পরিণামশূল প্রশমিত হয়। শুঁঠ, তিল ও গুড় সমভাগে দুগ্ধদ্বারা পেষণ করিয়া লেহন করিলে তিন রাত্রির মধ্যে পরিণামশূল নিবারিত হয়। শম্বুকভস্মচূর্ণ উষ্ণজলের সহিত অর্দ্ধতোলা পরিমাণে পান করিলে তৎক্ষণাৎ পরিণামশূল প্রশমিত হয়। লৌহ, হরিতকী পিপ্পলী ও শুণ্ঠীচূর্ণ সমভাগে গ্রহণ করিয়া অর্দ্ধতোলা পরিমাণে ঘৃত ও মধুর সহিত লেহন করিলে পরিণামশূল নষ্ট হয়। জলসংযুক্ত সুপক্ব নারিকেলের মধ্যে সৈন্ধব পুরিয়া মৃত্তিকাদ্বারা তাহাতে অঙ্গুলি পরিমাণ লেপ দিতে হইবে। তাহার পর উহাকে ঘুটিয়ার অগ্নিতে পোড়াইয়া উহার মধ্যস্থ সৈন্ধবসংযুক্ত নারিকেল যথামাত্রায় পিপ্পলীর সহিত ভক্ষণ করিলে সকলপ্রকার পরিণামশূল নষ্ট হয়। (ভাবপ্রকাশ)

গরুড়পুরাণে লিখিত আছে—লৌহচূর্ণ ও ত্রিফলাচূর্ণ মধুর সহিত সেবন করিলে পরিণামশূল প্রশমিত হয়।

"লৌহচূর্ণসমাযুক্ত ত্রিফলাচূর্ণমেব বা।
মধুনা স্বাদিতং কৃত্ব। পরিণামাখ্যশূলনুৎ॥" (গরুড়পু°)

হারিতসংহিতার চিকিৎসিত স্থানে ৯ অধ্যায়ে পরিণামশূলের চিকিৎসার বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে। ভৈষজ্যরত্নাবলীতে ইহার চিকিৎসার বিষয় এইরূপ আছে—

পরিণামশূল—তিক্ত ও মধুর দ্রব্যদ্বারা বমন, বিরেচন ও বস্তিক্রিয়া উপকারক। শুণ্ঠীচূর্ণ দুই তোলা ও গুড় দুই তোলা দুগ্ধের সহিত পায়স করিয়া সেবন করিলে প্রবল পরিণামশূল নষ্ট হয়। শম্বুকের গর্ভস্থিত মাংস সকল নিষ্কাশিত করিয়া উহার আবরণ ভস্ম করিয়া তাহার এক বা দুইমাষা উষ্ণজলে গুলিয়া পান করিলে তৎক্ষণাৎ পরিণামশূল প্রশমিত হয়। উহা পান করিবার পূর্ব্বে [illegible] করিতে হয়। [illegible]

পরিত্যাগ করিলা সমসংযুক্ত ঘৃতের সহিত মটর ও বকের ছাতু ভক্ষণ করিলে শীঘ্র পরিণামশূল প্রশমিত হয়। তিল, শুঁঠ, হরিতকী ও শম্বুক একত্র করিয়া একতোলা প্রমাণ গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। ইহা ভিন্ন শম্বুকাদি গুড়িকা, শঙ্খরস-গুড়িকা, সামুদ্রাদ্যচূর্ণ, সপ্তামৃতলৌহ, পিপ্পলীঘৃত, বীজপূরাদ্যঘৃত, কোলাদিমণ্ডূর, ক্ষীরমণ্ডূর প্রভৃতি ঔষধ সকল পরিণামশূলে বিশেষ উপকারক। (ভৈষজ্যর° শূলাধি°) [শূলরোগ দেখ।]

পরিণামিন্ (ত্রি) পরি-ণম-ণিনি। পরিণামযুক্ত, যাহার পরিণাম হয়, সাংখ্যদর্শনে প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুয়ের মধ্যে প্রকৃতিরই পরিণাম হয় পুরুষের হয় না, এরূপ বিবৃত হইয়াছে। প্রকৃতিই পরিণামিনী।

"পূর্ব্বভাবিত্বে দ্বয়োরেকতরস্য হানে হন্যতরযোগঃ।"

(সাংখ্যদ° ১।৭৩)

সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রকৃতি ও পুরুষ দুই পদার্থ ছিল, তাহা বলিয়া এই উভয়ই জগৎকারণ নহে। উক্ত উভয়ের পূর্ব্ববর্ত্তিতা থাকিলেও কারণতাজ্ঞাপক অন্বয় ও ব্যতিরেক যুক্তিদ্বয়ের বলে একটীরই কারণতা অর্থাৎ কেবল প্রকৃতির কারণতা অর্থাৎ প্রকৃতির পরিণামে জগৎ উৎপন্ন হয়, কেবল প্রকৃতি পরিণামিনী ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে। [প্রকৃতি ও পরিণাম দেখ]

পরিণামদৃষ্টি (স্ত্রী) পরিণামে দৃষ্টিঃ। ভবিষ্যৎ দৃষ্টি। (ত্রি) ২ যিনি ভবিষ্যৎ বিষয়ে দৃষ্টি করেন।

পরিণায় (পুং) পারিতো বাম্দক্ষিণতো নয়নং। পরি-নী-ঘঞ্। (পরিণ্যোর্নীণো দ্যূতাভ্রেষয়োঃ। পা ৩।৩।৩৭) চারিদিকে পাশায় গুটিচালা, শারীর চারিদিকে নয়ন। ২ বিবাহ। ঘঞ্ প্রত্যয় পরে বাহুল্যপ্রযুক্ত উপসর্গের দীর্ঘ হয়, এই নিয়মানুসারে পরির ইকার দীর্ঘ করিলে 'পরীণায়' এইরূপ পদ হইবে।

পরিণায়ক (পুং) পরি-নী-ণ্বুল্। ১ সেনাপতি। ২ স্বামী।

পরিণায়ক রত্ন, বৌদ্ধরাজচক্রবর্ত্তীদিগের সপ্তধনের অন্তর্গত একটী ধন। (দিব্যাবদান ২১১।১৮)

পরিণাহ (পুং) পরিনহ্যতেহনেন ইতি পরিনহ-ঘঞ্। ১ বিস্তার। পর্য্যায়—বিশালতা, চলিত উসার, চৌড়া।

"অরত্নীনাং সহস্রঞ্চ শতানি দশপঞ্চ চ।
পরিণাহস্য বৃক্ষস্য ফলানাং রসভেদিবাম্।" (ভারত ৩।৭।২১)

ঘঞ্ পরে ইকারের দীর্ঘ করিয়া 'পরীণাহ' এইরূপ হইবে।

পরিণাহবৎ (ত্রি) পরিণাহ বলাদিত্বাৎ, বাহু° মতুপ্, মস্য ব। বিস্তারযুক্ত।

পরিণাহিন্ (ত্রি) পরিণাহ-বলাদিত্বাদিনি। পরিণাহযুক্ত, বিস্তারযুক্ত।

পরিণিংসক (ত্রি) পরি-নিদি-চুম্বনাদে ক: ততো. ণত্বং। ১ চুম্বনকারী। ২ ভক্ষণকারী। "কদাচিৎ পরিণিংসকঃ।"

(ভট্টি ৯।১০৩)

পরিণিংসা (স্ত্রী) পরি-নিংস-অ, টাপ্। ১ চুম্বন। ২ ভক্ষণ।

পরিণিনংসু (ত্রি) ১ পরিণত হইতে ইচ্ছুক। (পুং) ২ তির্য্যক্-প্রহারেচ্ছু। "তবে রমঃ পরিণিনংসুরসাবুপৈতি" (মাঘ ৫।৩৩)

পরিণীত (ত্রি) পরি-নী-ক্ত। বিবাহিত, যাহার শাস্ত্রানুসারে বিবাহ হইয়াছে।

পরিণেতৃ (পুং) পরিণয়তীতি পরি-নী-তৃচ্। বোঢ়া, ভর্ত্তা, বিবাহকর্ত্তা স্বামী।

"দ্বিতীয়ো দত্তবতো দত্ত্বান্ পরিণেতুঃ প্রস্থিতয়ে।
অপ্যর্থকামৌ তস্যাস্তাং ধর্ম্ম এব মনীষিণঃ॥" (রঘু ১।২৫)

২ পরিতো নেতা, চতুর্দ্দিকে নয়নকারী।

পরিণেয় (ত্রি) পরি-নী-যৎ। ১ পরিত নয়নীয়, চতুর্দ্দিকে নীয়মান। ২ বিবাহের যোগ্য। স্ত্রিয়াং টাপ্ পরিণেয়া, পরিণয়ের যোগ্যা।

পরিত, বোম্বাই প্রদেশবাসী রজকজাতি। ইহারা পূর্ব্বে জাতিতে কুণবি ছিল বলিয়া পরিচয় দেয়, কিন্তু "কাপড় কাচা বৃত্তি অবলম্বন করিয়া অবধি ইহাদের পরিত আখ্যা লাভ হইয়াছে। ইহারা পূর্ব্বে কোথায় ছিল এবং কোন সময়েই বা এখানে আসিয়াছে, তাহার কিছুই জানা যায় না। পুরুষগণের নামের শেষে 'মেহতর' (দলপতি) ও স্ত্রীলোক দিগের নামের শেষে 'বাই' শব্দের যোগ দেখা যায়। অভঙ্গে, আদ্মানি, আম্বাবেড়, বিয়াট, বরুড়, বেহাড়ে, বোম্বলে, ভাগবৎ, দলবি, দেশাই, গবলি, গাইকবাড়, গৈবারাটকর, কদম, কাটে, কোথলে, লাব্দগে, মানে, মন্দ, রাবৎ, রোকড়, সালুঙ্কে, শসানে, শীর্বাৎ, শোদ্দলে, সোনাবে, তরোতে ও থানেকর নামে ইহাদের মধ্যে কএকটী বিভিন্ন পদবীযুক্ত থাক দেখা যায়। এক পদবীযুক্ত হইলে ইহাদের মধ্যে বিবাহ হয় না। আম্রপত্র, রুইগাছ, শ্বেত আকন্দ, কাণ্ডনী গাছের ডাঁটা, কদম্বপত্র বা পুষ্প, এবং 'কর্ত্তক' লতা, এই পঞ্চপল্লবই ইহাদের বিবাহের 'দেবক'। আহ্মদনগরের অন্তর্গত অগদগাঁওর বহিরোবা (ভৈরবা) দেবী পুণার দাবলমলিক, তুলজাপুরের দেবী, এবং জেজুরির খাণ্ডোবা ইহাদের প্রধান উপাস্য দেবতা।

পরিতগণ সাধারণতঃ দুইভাগে বিভক্ত. পরিত ও কড়পরিত, কোথাও কোথাও পরিত, উক (উহ) পরিত, ভুঁনির পরিত, এই তিনটী ভাগ দৃষ্ট হয়। কড় পরিত জাতিতে, নিকৃষ্ট এবং ভিন্ন জাতির সংস্রবে উৎপন্ন। উভয় সম্প্রদায়েই একত্র আহারাদি করে না অথবা পরস্পরের মধ্যে আদান প্রদান

কন্যাপুত্র আদানপ্রদান করে না। সামাজিক প্রকৃতিতে ইহারা কুণবিদিগের অনুরূপ। দুগ্ধের জন্য গো-মহিষ ও খাদ্যের জন্য ছাগলাদি ও পালিত পক্ষীসকল পালন করে। ইহারা উৎসব উপলক্ষে ও উপবাসাদিতে স্নান করে. এতদ্ভিন্ন প্রত্যহ ইহারা ভোজনের পূর্ব্বে কেবলমাত্র হাত ও পা ধুইয়া থাকে। স্নানান্তে ইহারা পুষ্পচন্দন দিয়া গৃহস্থিত দেবপূজা করে। গো ও শূকর মাংস ব্যতীত ইহারা অন্য সকল প্রকার মাংস, এবং মাদকতার জন্য মদ্য ও ভাঙ্গ পান করিয়া থাকে। পুরুষেরা টিকি রাখে। স্ত্রীপুরুষ উভয়ের পরিচ্ছদই হিন্দুর মত এবং কুণবি জাতির ন্যায় বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে পুরুষেরা ও স্ত্রীলোকেরা অলঙ্কার পরিতে ভালবাসে। সহরের অধিকারী পরিতেরা একমাত্র রজকবৃত্তি দ্বারা এবং গ্রামবাসিগণ উক্ত বৃত্তি ব্যতীত কৃষিকার্য্য দ্বারাও জীবিকানির্ব্বাহ করে। ইহারা প্রত্যহ প্রাতঃকালে কাপড়াদি লইয়া নদীতীরে গমন করে এবং কাপড়াদি কাচিয়া সায়ংকালে গৃহে প্রত্যাগত হয়। স্ত্রীলোকেরা গৃহাদির কার্য্যসমাপন করিয়া পুরুষদিগের সহিত কাপড় ধৌতকরণে অথবা হলচালনাদি কার্য্যে ব্যাপৃত হয়। অন্যান্য সময়ে ইহাদিগকে ব্রাহ্মণেরা কুণবিদিগের ন্যায় মনে করিলেও, যখন ইহারা কাপড় ধৌত করিয়া আনে, তখন ইহারা কুণবি অপেক্ষা অনেকাংশে নিকৃষ্ট বলিয়া গণ্য হয়। কারণ সেই সময়ে ব্রাহ্মণগণ পরিতদিগের দ্বারা স্পৃষ্ট হইলে অশুচিবোধে স্নান করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণেরা ইহাদের ধৌতবস্ত্র তুলসীপত্রের জল দিয়া শুদ্ধ করিয়া গ্রহণ করেন। বিবাহাদিতে যখন 'সম্মুখ' (বরের মা কনের মুখ দেখেন) প্রথা অনুষ্ঠিত হয়, সেই সময় পদতলে বিছাইবার জন্য একখানি বিস্তৃত বস্ত্র পরিতদিগকে দিতে হয় এবং বরকনে একত্র বাটীতে শুভাগমন করিলে 'বরাত' উৎসবেও তাহাদিগকে ঐ বস্ত্র সরবরাহ করিতে হয়। কার্ত্তিকমাসে দেওয়ালী উৎসবে ইহারা সস্ত্রীক একখানি মৃত্তিকার থালে প্রদীপ, পাণ ও ধান্য রাখিয়া প্রত্যেক গৃহস্থের (যাহার যাহার কাপড় কাচে) দ্বারদেশে যাইয়া আরতি করে এবং তাহাদের দত্ত পয়সা লইয়া গৃহে প্রত্যাগত হয়।

ইহারা কৃষ্ণবর্ণ, মধ্যমাকৃতি, মুখ গোল, নাসিকা পুরু, বলিষ্ঠ, এবং গোলগাল। আকৃতিগত সৌসাদৃশ্যে 'কুরুবর' রাখাল জাতির সহিত অনেক মিলে। প্রায় সকল জাতির পাচিত অন্ন ইহারা গ্রহণ করে। ব্রাহ্মণীর অশৌচান্তে বস্ত্র ধৌত করে বলিয়া ইহারা মাসে মাসে একদিন ব্রাহ্মণবাড়ী প্রসাদ পাইয়া থাকে। কন্যার ১০।১২ বৎসরে এবং পুত্রের ১৬।২০ বৎসরের মধ্যে বিবাহ হয়। বিধবা-বিবাহ ও বহু বিবাহপ্রথা প্রচলিত আছে। বরের পিতা বিবাহের দিন ধার্য্য করিয়া দিলে, কন্যার পিতা বর, বরকর্ত্তা ও তাহার আত্মীয় স্বজনকে নিমন্ত্রিত করিয়া আপনার বাটীর নিকটস্থ একটী নির্দ্দিষ্ট ভবনে আনিয়া রাখে। পরদিন ঐ বালককে হরিদ্রা মাখাইয়া দেয় এবং একটী চতুরস্র স্থানের চারি কোণে চারিটী জলপূর্ণ কলসী রাখিয়া, তাহার গলায় সূতা বেষ্টন করে। যখন ঐ চতুষ্কের মধ্যে বালককে স্নান করান হয়, তখন চারিদিকে চারিজন লোক অঙ্গুলি উত্তোলন করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে; ঐ সময় পুনরায় তাহাদের আঙ্গুলে লাগাইয়া সূতা দিয়া ঘিরিতে হয়। স্নানের পর বালক বহিবেষ্টিত সূতার নিম্নে আসিয়া দাঁড়ায় এবং একজন সধবা স্ত্রীলোক প্রদীপ ও ধান্য লইয়া তাহাকে বরণ করে এবং ধান্যগুলি (ভূতে ধরিবে না বলিয়া) বরের চারিদিকে ছড়াইয়া দেয়। এ দিকে কন্যার বাটীতেও কন্যাকে ঐরূপভাবে স্নান করান হইয়া থাকে। বিবাহ দিনে পাত্রকে নূতন বেশ-ভূষায় সজ্জিত করিয়া কন্যার ভবনে লইয়া যাওয়া হয় এবং কন্যার বামদিকে বরকেও একখানি টুলের উপর পাশাপাশিভাবে বসাইয়া দেয়। ঐ সময়ে তাহাদের মাথার উপর একখানি হরিদ্রাচিহ্নিত বস্ত্র আচ্ছাদন দেওয়া হয়। ব্রাহ্মণ (গ্রাম্য জোষী) পুরোহিত আসিয়া উভয়কে ধান্য দিয়া আশীর্ব্বাদ করেন এবং কন্যার গলায় মঙ্গলসূত্র ও পরে কন্যার বাম ও বরের দক্ষিণ হস্তে হলুদের শিকড়ের সহিত 'কঙ্কণ' বা সূতা বাঁধিয়া দেন। ঐদিন সন্ধ্যার সময় বরকন্যা উভয়েই বরের বাটীতে গমনকালে পথিমধ্যে মারুতীর পূজা করিয়া থাকে। ইহাদের বিবাহের মন্ত্রতন্ত্র নাই, কন্যাকে কম্বলে বসাইয়া বরের পিতা কন্যার সীমন্তে সিন্দূর দান করে এবং বালিকার কোলে ৫টী নারিকেল ও পাঁচটা খর্জ্জুর দেয়। কন্যার পুষ্পোৎসবে পাঁচদিন অশৌচ থাকে, পরে শুভদিনে স্ত্রীকে স্বামীর নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

ইহারা কতকাংশে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মসেবী এবং কতকাংশে লিঙ্গায়ৎদিগের অনুকরণকারী। ব্রাহ্মণদিগের প্রতি ইহাদের যেরূপ ভক্তি, লিঙ্গায়ত জঙ্গমদিগের প্রতিও তদনুরূপ। মুসলমান ফকিরের উপরও ইহাদের বিশেষ অনুরাগ ও আস্থা আছে। বিবাহসময়ে ব্রাহ্মণেরা পৌরোহিত্য করে এবং মৃত্যুর পর লিঙ্গায়ত প্রথানুসারে তাহাদের কবর হইবার জন্য জঙ্গম আসিয়া যাজন করে। যে সকল ব্যক্তি শবদেহ প্রোথিত করিবার জন্য কবরস্থান পর্য্যন্ত গমন করে, সেই সকল ব্যক্তি ফিরিয়া আসিবার কালে কতকগুলি দূর্ব্বাঘাস সঙ্গে করিয়া আনে। যেখানে মানবদেহ হইতে প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়াছিল, সেই স্থানে রক্ষিত জলপাত্রে ঐ দূর্ব্বাগুলি নিক্ষেপ করিতে হয়। তৃতীয় দিনে উত্তম উত্তম অন্নব্যঞ্জনাদি

লইয়া কবরের সম্মুখে যাইয়া প্রেতের জন্য রাখিয়া দেয়। দশম দিবসে জ্ঞাতিভোজন হইয়া থাকে।

যে লিঙ্গায়ত ইহাদের বংশপরম্পরায় গুরু হন, তিনি 'য়াদিবলাষ্য' * নামে খ্যাত। বেলগাম জেলার যল্লমা দেবী ইহাদের কুলদেবতা। হিন্দু পর্ব্বাদিতে ইহারা যোগদান করে এবং আষাঢ় ও কার্ত্তিকমাসের শুক্লা একাদশীতে এবং শিবরাত্রে ইহারা উপবাস করে। ভবিষ্যদ্বাণী, সামুদ্রিক বিদ্যা ও ডাকিনী যোগিনীর কথায় ইহাদের বিশ্বাস আছে। স্ত্রী প্রসূত হইলে ৪ দিন অশৌচ থাকে। পঞ্চমদিনে জাতশিশু ও প্রসূতিকে স্নান করাইয়া দেয়, ঐ দিন ষষ্ঠীপূজা ও উপস্থিত কুটুম্বগণকে মাংস ও মিষ্টান্ন ভোজন এবং ত্রয়োদশ দিনে পুত্রের নামকরণ হয়। সামাজিক কোন গোলযোগ বা বিবাদ হইলে একটী পঞ্চায়ত আহূত হয়। গুরু আসিয়া সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। পঞ্চায়তের বিচারে সকল নিষ্পত্তি হইয়া থাকে।

পরিতকন (ক্লী) ইতস্ততঃ ভ্রমণ, ঘুরিয়া বেড়ান।

পরিতক্মন্ (ক্লী) পরি-তক হসনে মনিন্। পরিতোগমন, চতুর্দ্দিকে গমন। তদর্হতি যৎ, পরিতক্ম্য। পরিতোগন্তব্য, চতুর্দ্দিকে গমনীয়। "যঃ শুবসাতা পরিতক্ম্যে ধনে"(ঋক্ ১।৩১।৬) 'পরিতক্ম্যে পরিতোগন্তব্যে' (সায়ণ)

পরিতত্নু (ত্রি) পরি-তন-ত্নু। সর্ব্বতোব্যাপ্ত, চারিদিকে ব্যাপ্ত। "পরিত্বা পরিতত্নুনা" (অথর্ব্ব° ১।৩৪।৫) 'পরিতত্নুনা সর্ব্বতো ব্যাপ্তেন' (ভাষ্য)

পরিতপ্ত (ত্রি) পরি-তপ-ক্ত। পরিতাপযুক্ত, যাহার পরিতাপ হইয়াছে।

পরিতপ্তি (স্ত্রী) পরি-তপ-ক্তিন্। পরিতাপ।

পরিতর্কণ (ক্লী) ১ বিবেচনা। ২ একাগ্র চিন্তা।

পরিতর্কিত (ত্রি) সম্যক্ বিবেচিত। বাদানুবাদ দ্বারা স্থিরীকৃত।

পরিতর্পণ (ত্রি) পরিতুষ্টিকরণ। (ক্লী) সম্যক্ তৃপ্তি।

পরিতর্পিত (ত্রি) যাহাকে তৃপ্ত করান হইয়াছে।

পরিতস্ (অব্য) পরি-তসিল্ (পর্য্যভিভ্যাঞ্চ। পা ৫।৩।৯) সর্ব্বতঃ, সকলদিকে, চতুর্দ্দিকে অভিব্যাপ্ত। চারিদিকে, সর্ব্বতোভাবে, সম্পূর্ণরূপে। পরিতঃ শব্দের যোগে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়, যথা ভক্তাঃ কৃষ্ণং পরিতঃ, ইত্যাদি।

"পুরোপকণ্ঠোপবনাশ্রয়াণাং কলাপিনামুদ্ধতনৃত্যহেতৌ।
প্রধ্মাতশঙ্খে পরিতোদিগন্তান্ তূর্য্যস্বনে মূর্চ্ছতি মঙ্গলার্থে॥"

(রঘু ৬।৯)

* য়াদিবলদিগের আচার্য্য। কণাড়ী ভাষায় রজককে য়াদিবল বলে।

পরিতাপ (পুং) পরি সর্ব্বতোভাবেন তপ্যতেঽনেন পরি-তপ-ঘঞ্। ১ দুঃখ, সন্তাপ, মনস্তাপ। ২ নরকান্তর।

'পরিতাপস্তু পুংসি স্যাৎ দুঃখে চ নরকান্তরে।' (মেদিনী)

৩ শোক। ৪ ভয়। ৫ কম্প। ৬ অনুতাপ।

"পরিতাপঞ্চ গাত্রেভ্যঃ পীড়া বাধাশ্চ কৃৎস্নশঃ।
অপহন্তি নরব্যাঘ্র! দয়াং কুরু মহীপতে॥" (মার্ক° পু° ১৫।৪২)

পরিতাপিন্ (ত্রি) পরিতাপ অস্ত্যর্থে ইনি। পরিতাপযুক্ত, যাহার পরিতাপ হইয়াছে।

পরিতারণীয় (ত্রি) পরিতারণের যোগ্য। রক্ষণশীল।

পরিতিক্ত (ত্রি) অত্যন্ত তিক্ত। ২ বৃক্ষভেদ, নিম্ব (Melia Azedarach)।

পরিতুষ্ট (ত্রি) পরি-তুষ-ক্ত। পরিতোষযুক্ত, সন্তুষ্ট।

"যৎপ্রার্থ্যতে ত্বয়া ভূপ ত্বয়া চ কুলনন্দন।
মত্তস্তৎ প্রাপ্যতাং সর্ব্বং পরিতুষ্টা দদামি তৎ॥"

(মার্ক°পু° ৯৩।১০)

পরিতুষ্টি (স্ত্রী) পরি-তুষ-ক্তিন্। পরিতোষ, সন্তোষ।

পরিতৃপ্ত (ত্রি) পরি-তৃপ কর্ত্তরি-ক্ত। সম্যক্ তৃপ্তিযুক্ত।

পরিতোষ (পুং) পরি-তুষ-ঘঞ্। সন্তোষ, সকলরূপে তুষ্টি।

পরিতোষণ (ত্রি) যাহাতে তুষ্টি হয়। (ক্লী) পরি সর্ব্বতোভাবেন তোষণং। তুষ্টি।

"যদত্র ক্রিয়তে কর্ম্ম ভগবৎপরিতোষণম্।
জ্ঞানং যত্তদধীনং হি ভক্তিযোগসমন্বিতম্॥" (ভাগ° ১।৫।৩৫)

পরিতোষয়িতৃ (ত্রি) পরিতোষকারী, যাহাতে তুষ্টি সম্পাদন হয়।

পরিতোষবৎ (ত্রি) পরিতোষ বিদ্যতেঽস্য, পরিতোষ-মতুপ, মস্য ব। পরিতোষযুক্ত, সন্তুষ্ট।

পরিতোষিন্ (ত্রি) পরিতোষ অস্ত্যর্থে ইনি। পরিতুষ্ট, সন্তুষ্ট।

পরিত্যক্তৃ (ত্রি) পরিত্যজতি ত্যজ-তৃচ্। পরিত্যাগকারী, যে পরিত্যাগ করিয়াছে।

"অকারণপরিত্যক্তা মাতাপিত্রোর্গুরোস্তথা।" (মনু ৩।১৫৭)

পরিত্যজ (স্ত্রী) পরি-ত্যজ-ক্বিপ্। পরিত্যাগী।

পরিত্যজ্য (ত্রি) পরি-ত্যজ-যৎ। পরিত্যাগের যোগ্য। বর্জ্জনীয়। যাহা পরিত্যাগ করা যায়।

পরিত্যক্ত (ত্রি) পরি-ত্যজ-ক্ত। যাহা পরিত্যাগ করা হইয়াছে।

পরিত্যজন (ক্লী) পরি-ত্যজ-ল্যুট্। পরিত্যাগ, বর্জ্জন।

পরিত্যাগ (পুং) পরিত্যজনমিতি পরি-ত্যজ-ঘঞ্। সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন, পর্য্যায়—ছোরণ। (ত্রিকা°)

"গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে॥" (মহাভারত)

পরিত্যাগসেন (পুং) রাজপুত্রভেদ। (কথাসরিৎসা° ৪২।৫৪)

পরিত্যাগিন্ (ত্রি) পরিত্যাগ-অস্ত্যর্থে ইনি। পরিত্যাগযুক্ত, যিনি পরিত্যাগ করেন। "অনুরক্তেস্তথা চাভৈরপরিত্যাগিভিঃ প্রিয়ঃ [গৌ° রামা° ১।৭৯।৩২)

পরিত্যাজন (ক্লী) পরিত্যাগ। "সক্রমুষলাদি প্রহারেণ প্রাণপরিত্যাজনাৎ" (মনু। ৮।৩১৬ কুল্লূক)

পরিত্যাজ্য (ত্রি) পরি-ত্যজ-ণ্যৎ। পরিত্যাগের যোগ্য। যাহা পরিত্যাগ করা যায়। "তাবদপ্যপরিত্যাজ্যং ভুমেন পাণ্ডবান্ প্রতি।" (ভারত° উদ্যোগপর্ব্ব).

পরিত্রস্ত (ত্রি) পরি-ত্রস-ক্ত। ভীত।

পরিত্রাণ (ক্লী) পরিত্রায়তে ইতি পরি-ত্রৈ-ল্যুট্। ১ রক্ষণ, মারণোদ্যতের নিবারণ। পর্য্যায়—পর্য্যাপ্তি, হস্তধারণ।

"পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥" (গীতাঃ ৪।৮)

পরিত্রাত (ত্রি) পরি-ত্রৈ-ক্ত। রক্ষিত।

পরিত্রাতব্য (ত্রি) পরি-ত্রা-তব্য। পরিত্রাণের যোগ্য।

পরিত্রাতৃ (ত্রি) পরি-ত্রা-তৃচ্। পরিত্রাণকর্ত্তা, রক্ষাকর্ত্তা। যনি পারত্রাণ করেন।

পরিত্রায়ক (ত্রি) পরিত্রাতা, পরিত্রাণকর্ত্তা।

পরিদংশিত (ত্রি) পরিদংশো জাতোহস্য তারকাদিত্বাদিতচ্। কৃতসন্নাহ। (ভারত ৪।১৩৬ অ°)

পরিদর (পুং) দন্তরোগভেদ (Sponginess of Gums)। দন্তমূলে এই পীড়া হইলে শীতাদ রোগের ন্যায় রক্তমোক্ষণ করিয়া শুঁঠ ও ত্রিফলার কাথে গণ্ডূষ ধারণ করিবে। প্রিয়ঙ্গু, মুতা ও ত্রিফলা একত্র বাটিয়া প্রলেপ দিলে কতকাংশে উপশম হয়। দন্তমাড়ির কোমলতা। (সুশ্রুত নি° ১৬ অ°)

পরিদর্শন (ক্লী) পরি-দৃশ-ল্যুট্। সম্যক্‌রূপে অবলোকন।

পরিদান (ক্লী) পরিদীয়তে ইতি পরি দা-ভাবে ল্যুট্। পরিবর্ত্ত, বিনিময়, প্রতিরূপদান।

পরিদায় (পুং) পরি-দা-ঘঞ্। আমোদদায়ী, সুগন্ধ। "সুপার্শ্বস্য গিরেঃ পাদৈঃ পরিদায়ৈঃ সুপারগৈঃ।" (হরিব° ২১৮ অ°)

পরিদায়িন্ (পুং) পরিত্যজ্য শাস্ত্রধর্ম্মং দদাতীতি পরি-দা-ণিনি। জ্যেষ্ঠ অবিবাহিত থাকিতে তাহার কনিষ্ঠকে কন্যাদানকারী। এইরূপ বিবাহ, শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে, যিনি উক্তরূপ পাত্রকে কন্যাদান করেন এবং যে বিবাহ করে, উভয়ই পতিত হয়। "জ্যেষ্ঠে অনির্ব্বিষ্টে কনীয়ান্ নির্ব্বিশন্ পরিবেত্তা ভবতি পরিবিন্নো জ্যেষ্ঠঃ পরিবেদনীয়া কন্যা পরিদায়ী দাতা, পরিকর্ত্তা যাজকস্তে সর্ব্বে পতিতাঃ" ("উদ্বাহতত্ত্বধৃত হারীতস")

পরিদাহ (পুং) পরি-দহ-ঘঞ্। ১ অত্যন্তদাহ। ২ মানসিক দুঃখ।

পরিদাহিন্ (ত্রি) পরিদাহ অস্ত্যর্থে ইনি। পরিদাহযুক্ত, অত্যন্তদাহযুক্ত। (পাণিনি ৩।২।১৪২)

পরিদীন (ত্রি) পরি সর্ব্বতোভাবেন দীনঃ। অতিশয় মানসিক ক্লিষ্ট। অতি বিমর্ষ। (রামা° ৫।২৯।১)

পরিদুর্ব্বল (ত্রি) পরি অতিশয়েন দুর্ব্বলঃ। অতি দুর্ব্বল। অতিশয় ক্ষীণ। কার্য্যাক্ষম। (মার্ক° পু° ২৫।১৩)

পরিদেব (পুং) পরিদেবন, অনুশোচন, দুঃখ।

"কিন্তু সঞ্জয় সংগ্রামে বৃত্তং দুর্য্যোধনং প্রতি।
পরিদেবো মহানত্র শ্রুতো মে নাস্তিনন্দনম্॥"
(ভারত° ৭।৮৫।৫)

পরিদেবক (ত্রি) পরিদেবয়তীতি পরি-দেব-ণ্বুল্। পরিদেবনকারী, অনুশোচনকারী অনুতাপকারী, বিলাপকারী।

পরিদেবন (ক্লী) পরি দিব-ল্যুট্। অনুশোচনোক্তি, বিলাপ, অনুশোচনা, অনুতাপ।

"পরিদেবনঞ্চ পাঞ্চাল্যা বাসুদেবস্য সন্নিধৌ।
আশ্বাসনঞ্চ কৃষ্ণস্য দুঃখার্ত্তায়াঃ প্রকীর্ত্তিতম্॥" (ভারত ১।২।১৩৩)

পরিদেবনা (স্ত্রী) পরিদেবয়তীতি পরি-দিবি-যুচ্ (ণ্যাস্-শ্রন্থো যুচ্। পা ৩।৩।১০৭) ততষ্টাপ্। শোকনিমিত্ত বিলাপ, দুঃখে অনুশোচনা।

"অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা॥" (গীতা° ২ অ°)

পরিদেবিত (ত্রি) পরি-দেবি-ক্ত। ১ বিলাপ। ২ দুঃখিত, ক্লিষ্ট।

পরিদেবিন (ত্রি) পরি-দিব-তাচ্ছীল্যে ণিনি। পরিদেবনশীল। বিলাপকারী, স্ত্রিয়াং ঙীপ্। "করুণপরিদেবিনী" (শকুন্তলা)

পরিদ্রষ্টৃ (ত্রি) পরি-দৃশ-তৃচ্। পরিদর্শনকারী।

পরিদ্বীপ (পুং) গরুড়ের পুত্রভেদ। (ভারত ১।১০০ অ°)

পরিদ্বেশস্ (ত্রি) সর্ব্বতোভাবে বিরুদ্ধাচারী।

পরিধর্ষণ (ক্লী) পরি-ধৃষ-ল্যুট্। আক্রমণ।

পরিধান (ক্লী) পরিধীয়তে যৎ, পরি-ধা-কর্ম্মণি ল্যুট্। পরিধেয় বস্ত্র, পর্য্যায়—অন্তরীয়, উপসংব্যান, অধোংশুক।

"বরং বনং ব্যাঘ্রগজাদিসেবিতং জলেন হীনং বহুকণ্টকাবৃতং।
তৃণানি শয্যা পরিধানবল্কলং ন বন্ধুমধ্যে ধনহীনজীবিতম্॥"
(পঞ্চতন্ত্র ৫।২৩)

২ পরা। ৩ পিধান, আচ্ছাদন।

পরিধানীয় (ত্রি) পরি-ধা-অনীয়র্। পরিধানের যোগ্য, পরিধেয় বস্ত্রাদি। স্ত্রিয়াং টাপ্। পরিধানীয়া শস্ত্রাদিদিষ্টা উক্তা ঋক্। "সর্ব্বত্রোত্তমাং পরিধানীয়েতি বিভাৎ।"(আশ্ব° শ্রৌ°২।১৬৬)

পরিধাপন (ক্লী) পরি-ধাপি-ল্যুট্। ১ পরিধেয়বস্ত্র। ২ পরান, পরিধান করান।

পরিধাপনীয় (ত্রি) পরি-ধাপ-অনীয়র্। পরিধানের যোগ্য।

পরিধায় (পুং) পরিধীয়তেহত্র, পরি-ধা-ঘঞ্। ১ জলস্থান। ২ পরিচ্ছেদ, আধার। ৩ নিতম্ব। জলস্থানের পরিবর্ত্তে কেহ কেহ জনস্থান এই পাঠ করেন। ভাবে ঘঞ্। ৪ পরিধান।

"পরিধায়ো জলস্থানে পরিচ্ছেদনিতম্বয়োঃ॥ (মেদিনী)

মেদিনী, হেমচন্দ্র প্রভৃতি পরিধায় অর্থে জলস্থান এই অর্থই করিয়াছেন।

পরিধায়ক (পুং) ১ আচ্ছাদক। 'পরিধায়কাঃ কূপস্য আচ্ছাদকাঃ।' (ঋক্ ১৫২।৪ সায়ণ) ২ বেষ্টনী, বেড়া।

পরিধারণ (ক্লী) পরি-ধারি-ল্যুট্। প্রতিবন্ধক।

পরিধার্য্য (ত্রি) পরি-ধৃ-ণ্যৎ। পরিধারণযোগ্য। রক্ষণীয়। (হরিবংশ ১২৭ অ°)

পরিধাবিন্ (ত্রি) পরিধাবনকারী, ভ্রমণকারী।

পরিধাবিন্ (পুং) ষষ্টি সংবৎসরের অন্তর্গত একটী সম্বৎসর।

পরিধি (পু) পরিধীয়তেহনেন পরি-ধা-কি (উৎসর্গে ঘোঃ কিঃ। পা ৩।৩।৯২) পরিবেশ, বৃত্তির সমন্তাৎ রেখা। ২ চন্দ্রসূর্য্যের মণ্ডল, চন্দ্রসূর্য্যসমীপ মণ্ডল।

"অনুপস্থমুপেযিবান্ বভৌ পরিধেমু্‌ক্ত ইবোষ্ণদীধিতিঃ।"

(রঘু ৮।৩০)

৩ যজ্ঞীয় তরুশাখা। "খাদিরং পলাশং বৈকবিংশতিদারুকমিধ্মং স্বয়োক্তি ত্রয়ঃ পরিধয়ঃ।" (আপস্তম্ব)

'পরিধির্না যজ্ঞিয়তরু-শাখায়ামুপসূর্য্যকে।' (মেদিনী)

৪ ভূগোলাদির বেষ্টন। (লীলাবতী) পরিধীয়তে যদিতি পরি-ধা-কর্ম্মণি কি। ৫ পরিধেয় বস্ত্র।

"মেঘশ্যামঃ কনক পরিধিঃ কর্ণবিদ্যোতবিদ্যুৎ।" (ভাগ°৮।৭।১৭)

'কনকং সুবর্ণমিব পীতং পরিধি বস্ত্রং যস্য।' (শ্রীধর)

পরিধিস্থ (পুং) পরিধৌ তিষ্ঠতি পরিধি-স্থা-ক। ১ পরিচারক, পরিচর। ২ যুদ্ধকালে পরপ্রহার হইতে রথরক্ষক, যুদ্ধাদিতে রথীর রক্ষার্থ চারিদিকে স্থিত সৈন্যাদি।

পরিধিপতিখেচর (পুং) মহাদেব। (ভারত অনু° ৬৭ অঃ)

পরিধীর (ত্রি) গম্ভীর, অতি ধীর।

পরিধূপিত (ত্রি) ধূপদ্বারা সুবাসিত, সুগন্ধীকৃত।

পরিধূমন (ক্লী) সুশ্রুতোক্ত তৃষ্ণাপীড়িতের উদ্গারভেদরূপ উপদ্রবভেদ, চলিত চোঁয়া ঢেকুরতোলা।

পরিধূমায়ন (ক্লী) সুশ্রুতোক্ত উদ্গারভেদ।

পরিধূসর (ত্রি) পরি সর্ব্বতোভাবেন ধূসরঃ। অতিশয় ধূসরবর্ণ।

পরিধেয় (ত্রি) পরিধাতুং শক্যং পরি-ধা-যৎ (অচোযৎ। পা ৩।১।৯৭) আত ঈৎ, ততঃ গুণঃ। (ঈদ্যতি। পা ৬।৪।৬৫) পরিধানীয়, পরিধানের যোগ্য। ২ পরিধানোপযুক্ত বস্ত্রাদি।

পরিধ্বংস (পুং) পরি-ধ্বন্‌স-ঘঞ্। নাশ।

"রাজকার্য্যপরিধ্বংসাৎ মন্ত্রী দোষেণ লিপ্যতে।"

(হিতোঃ ১১।১১৮)

পরিধ্বংসিন্ (ত্রি) পরিধ্বন্‌স্‌ শীলার্থে-ইনি। ধ্বংসশীল।

"দণ্ডাভাবে পরিধ্বংসী মাৎস্যো ন্যায়ঃ প্রবর্ত্ততে।"

(কামন্দক-নীতি° ২।৪০)

পরিনগর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর সিন্ধুপ্রদেশের থর ও পার্কর জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। বর্ত্তমান বিরবা নগরের সন্নিকটে অবস্থিত। বাল্মেরনিবাসী যশো পরমার নামে জনৈক রাজা এই নগর প্রতিষ্ঠা করেন। জনশ্রুতি আছে, মুসলমান আক্রমণে এই নগরের প্রাচীন কীর্ত্তিসমূহ বিধ্বস্ত হইয়া যায়। এখানে শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিত কতকগুলি জৈনমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ রহিয়াছে। ঐ মন্দিরের মধ্যে যে গুলি এখনও জীর্ণাবস্থায় দণ্ডায়মান আছে, তাহার শিল্পনৈপুণ্য দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়।

পরিনন্দন (ত্রি) পরিনন্দ-ণিচ্-ল্যু, ক্ষুভ্নাদিত্বাৎ ন ণত্বং। ১ সন্তোষকারক। (ক্লী) ভাবে ল্যুট্। ২ সন্তোষকরণ।

পরিনিন্দা (স্ত্রী) অতিশয় নিন্দা।

"আত্মোৎকর্ষং ন মার্গেত পরেষাং পরিনিন্দয়া "

(ভারত শান্তিপর্ব্ব)

পরিনিম্ন (ত্রি) অতিশয় নিম্ন।

পরিনির্ব্বাণ (ক্লী) অতি নির্ব্বাণ।

পরিনির্ব্বিবপ্‌স্ (ত্রি) পরি-নির্‌-বপ-সন্ তত উ। দান করিতে অভিলাষী। (ভট্টি ৩।৪২)

পরিনির্ব্বাতি (স্ত্রী) নির্ব্বাণ-গতি। (দিব্যা° ১৫০।১৮)

পরিনির্বৃত (ত্রি) পরিতো নির্বৃতঃ। সম্যক্‌রূপে নির্ব্বাণপ্রাপ্ত। লব্ধনির্ব্বাণ। মোক্ষ। (দিব্যা° ৭১।১৯)

পরিনির্বৃতি (স্ত্রী) মোক্ষ।

পরিনিশ্চয় (পুং) স্থিরনিশ্চয়।

পরিনিষ্ঠা (স্ত্রী) পরি-নি-স্থা-ভাবে অ, ততঃ টাপ্। পর্য্যবসান, সমাপ্তি। "পারম্পর্য্যোহপ্যেকত্র পরিনিষ্ঠা।" (সাংখ্যসূ° ১।৬৬)

পরিনৈষ্ঠিক (ত্রি) সর্ব্বোত্তম।

পরিন্যাস (পুং) যে স্থলে কাব্যার্থের নিষ্পত্তি অর্থাৎ নিশ্চয়রূপে কীর্ত্তন হয়, তাহাকে পরিন্যাস কহে।

"তন্নিষ্পত্তিঃ পরিন্যাসঃ।" (সাহিত্যদ° ৬।৩৪)

পরিপক (ত্রি) পরি-পচ-ক্ত। ১ পরিপাকযুক্ত। ২ পরিণত, সুপক, পাকা। ৩ বহুদর্শী।

পরিপক্কতা (স্ত্রী) পরিপক্কস্য ভাবঃ, তল্, স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ পরিপক্কাবস্থা। ২ বহুদর্শিতা।

পরিপণ (ক্লী) পরিপণ্যতে ব্যবহ্রিয়তেঽনেন, পরি-পণ-ঘ। (পুংসি সংজ্ঞায়াং ঘঃ প্রায়েণ। পা ৩।৩।১১৮) মূলধন, চলিত পুঁজি।

পরিপতন পরি-পত-ল্যুট্। অত্যন্ত উড্ডয়ন।

পরিপতি (পুং) সর্ব্বব্যাপী। (শুক্লযজু° ৫।৯)

পরিপদ্ (স্ত্রী) পরিপদ-ক্বিপ্। ১ জাল, ফাঁদ। ২ জীব, প্রাণিমাত্র।

পরিপাদন্ (ত্রি) শক্র।

পরিপন্থ (পুং) পন্থানং বর্জয়িত্বা ব্যাপ্য বা তিষ্ঠতি পথি-অচ্। ১ পথে বর্জনকারী। ২ পথে ব্যাপক।

পরিপন্থক (পুং) পরিপন্থয়তি দোষাদিকং প্রাপ্নোতীতি পরি-পথি-বুল্। ১ শক্র। (শুক্লযজু° ৪।২৪)

"হতো দুর্য্যোধনঃ পাপো রাজ্যস্ত পরিপন্থকঃ।" (ভার° ১০।১৬।৩১)

পরিপন্থিক (পুং) পরি-পন্থ-ঠক্। শক্র।

পরিপন্থিত্ব (ক্লী) পরিপন্থিনো ভাবঃ, পরিপন্থিন্ ভাবে ত্ব। পরিরোধন।

পরিপন্থিন্ (ত্রি) পরি সর্ব্বতো ভাবেন দোষাখ্যানং পন্থয়িতুং শীলমস্ত। পরি-পন্থ-ণিনি। শক্র।

"ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ॥" (গীতা ৩।৩৪)

২ প্রতিকূলাচারী। বেদেই এই প্রয়োগ যুক্তিযুক্ত, কিন্তু অন্যস্থলে উপচারবশতঃ প্রয়োগ হইয়া থাকে। পাণিনিতে লিখিত আছে।

"ছন্দসি পরিপন্থিপরিপরিণৌ পর্য্যবস্থাতরি।" (পা ৫।২।৮৯)

পরিপরিন্ (ত্রি) পরিপন্থি (ছন্দসীতি। পা ৫।২।৮৯) ইতি নিপাত্যতে। ১ শক্র। ২ নানাস্থান ভ্রমণকারী তস্করবিশেষ।

"মা ত্বা পরিপরিণো বিদন্।" (শুক্লযজু° ৪।৩৪)

'সর্ব্বতঃ সঞ্চরন্তস্তস্করবিশেষাঃ পরিপরিণ উচ্যন্তে' (ভাষ্য)

পরিপবন (পুং) পরি-পূ করণে ল্যুট্। চালনী। (নিরুক্ত ৪।৯)

পরিপশব্য (ত্রি) ব্যাপ্তৌ পরিঃ, পশোরিদং যৎ, ততঃ প্রাদিসমাসঃ। সকল পশুসম্বন্ধী। (কাত্যা° শ্রৌ ৮।৮।৩)

পরিপাক (পুং) পরিপচ্যতে ইতি পরি-পচ-ঘঞ্। ১ পরিপক্বতা। জীর্ণতা।

"পক্বাশয়গতং কেবলবহ্নিপক-মাংসেন মৎস্যঃ পরিপাকমেতি।" (ভাবপ্র°)

২ নৈপুণ্য। ৩ পরিণাম।

পরিপাকিনী (স্ত্রী) পরিপাকঃ পরিপাকশক্তিঃ বিদ্যতেঽস্যাঃ, পরিপাক-ইনি-ঙীপ্। ত্রিবৃৎ, তেউড়ীলতা।

পরিপাচন (ত্রি) ১ সম্যক্ পচনশীল। ২ পরিপাককরণ।

পরিপাচনা, সম্যক্‌রূপে পক্বতায় পরিণত করণ। পক্বাবস্থায় আনয়ন। (দিব্যা° ১৮৫।১°)

পরিপাচয়িতৃ (ত্রি) পরিপাচনকারী।

পরিপাটল (ত্রি) অরুণ। "ধৌতরাগপরিপাটলাধরম্।" (রঘু ১৯।১০)

পরিপাটি (স্ত্রী) পরিপাটনং, পরি-পট-স্বার্থে ণিচ্, অচ ই, বা পরি ভাগেন পাটিঃ পাটনং গতির্যস্যাঃ। ১ পারিপাট্যবিশিষ্ট। পর্য্যায়—আনুপূর্ব্বী, আবৃৎ। অনুক্রম, পর্য্যায়, আনুপূর্ব্ব, আনুপূর্ব্বক, পরিপাটী, ক্রম।

পরিপাটী (স্ত্রী) পরিপাটি-ঙীষ্। ১ অনুক্রম, পর্য্যায়। (হেম) ২ পাটিগণিত।

পরিপাঠ (পুং) সম্যক্ গণন, আনুপূর্ব্বিক কথন। (অব্য) সম্যক্‌রূপে পাঠ।

"ন ধর্ম্মঃ পরিপাঠেন শক্যো ভারত! বেদিতুম্।" (ভারত শান্তি°)

পরিপাঠক (ত্রি) আনুপূর্ব্ব পাঠ বা প্রকাশকারী।

পরিপাণ (পুং ক্লী) ১ পরিতঃ পালন, পরিরক্ষণ। ২ পরিপালক।

"পরিপাণমসি পরিপাণং মেদাঃ স্বাহা।" (অথর্ব্ব ২।১৭।৭)

'পরিপাণং পরিতঃ পালনং, তদ্ধেতুত্বাৎ তাচ্ছব্দ্যাং পরিপালক ইত্যর্থঃ।' (সায়ণ) 'পরিপাণাৎ পরিরক্ষণাৎ।' (অথর্ব্বভাষ্য ৪।২০।৮)

পরিপাণ্ডু (ত্রি) পাণ্ডুবর্ণ বা কৃশতাযুক্ত।

"গ্লপয়তি পরিপাণ্ডু ক্ষামমস্যাঃ শরীরম্।" (উত্তররাম° ৩ অঙ্ক)

পরিপাতন (ক্লী) নিপাতন। হিংসন, ধ্বংসকরণ, নষ্টকরণ। (দিব্যা° ৪১৭।৬)

পরিপাদ (অব্য) পাদবর্জ্জন করিয়া।

পরিপান (ক্লী) পানীয়।

"বিষুবিষাণং পরিপানমন্তিতে।" (ঋক্ ৫।৪৪।১১)

পরিপার্শ্ব (ত্রি) পার্শ্ব, নিকট।

পরিপার্শ্বচর (ত্রি) নিকটে বা পার্শ্বে চরণ বা গমনকারী।

পরিপার্শ্ববর্ত্তী (ত্রি) নিকটবর্ত্তী।

পরিপালক (ত্রি) পরিরক্ষক, তত্ত্বাবধারক। (মার্ক° পু° ৬৭।৫)

পরিপালন (ক্লী) ১ পরিরক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ।

"উৎপাদনমপত্যস্য জাতস্য পরিপালনম্।" (মনু ৯।২৭)

২ রক্ষা। "প্রতিজ্ঞাপরিপালনম্।" (রামা° অ° ৮৫।৯)

পরিপালয়িতৃ (ত্রি) পরি-পালি-তৃচ্। রক্ষক, পরিপালক।

পরিপাল্য (ত্রি) পালনযোগ্য, রক্ষণযোগ্য, শাসনযোগ্য।

"যস্মিন্ দেশে য আচারো ব্যবহারঃ কুলস্থিতিঃ।
তথৈব পরিপাল্যোঽসৌ যদা বশমুপাগতঃ॥" (যাজ্ঞ° ১।৩৪২)

পরিপিঞ্জর (ত্রি) পিঙ্গল বা রক্তবর্ণ।

"হেলাকৃষ্টস্ফুরৎকান্তিস্ফুলিঙ্গপরিপিঞ্জরৈঃ।" (কামন্দক ১৩।১৩)

পরিপিণ্ডীকৃত (ত্রি) যাহা পিণ্ডাকারে পরিণত করা হইয়াছে।

পরিপিপালয়িষা (স্ত্রী) পালন বা রক্ষণ করিবার ইচ্ছা। (শঙ্করাচার্য্য)

পরিপিষ্ট (ত্রি) পরি-পিষ-ক্ত। দলিত।

পরিপিষ্টক (ক্লী) পরি-পিষ-ক্ত সংজ্ঞায়াং কন্। সীসক।

পরিপীড়ন (ক্লী) ১ পেষণ, নিংড়ান।
"তিলপরিপীড়নোপকরণকাষ্ঠানি।" (সুশ্রুত নিদা°)
২ উৎপীড়ন। ৩ অনিষ্টকরণ।

পরিপীড়া (স্ত্রী) ১ পেষণ, নিংড়ান। ২ পীড়া দেওয়া।

পরিপুটন (ক্লী) ১ ভেদন। ২ সম্পুটীকরণ।

পরিপুষ্করা (স্ত্রী) কর্কটীভেদ, গোড়ুম্বা (শব্দচ°)। চলিত রাজগোমুক্।

পরিপুষ্ট (ত্রি) পরি-পুষ-ক্ত। ১ পরিবর্দ্ধিত। ২ পরিপোষিত, পরিপালিত।

পরিপুষ্টতা (স্ত্রী) সমাক্ বৃদ্ধি। পরিপুষ্টি।

পরিপূজন (ক্লী) সমাক্ পূজা। সম্য গুপাসনা।

পরিপূজিত (ত্রি) উপাসিত, অর্চ্চিত।

পরিপূত (ত্রি) ১ বিশুদ্ধ। (ক্লী) ২ অপতুষ ধান্য।
"পরিপূতেষু ধান্যেষু শাকমূলফলেষু চ।
নিরম্বয়ে শতং দণ্ডঃ সান্বয়েঽর্দ্ধশতং দমঃ।" (মনু)

পরিপূরক (ত্রি) ১ পরিপূরণকারী, যে পূরণ করিয়া দেয়। ২ সম্পূর্ণ।

পরিপূরণ (ক্লী) ১ পূরণকরণ। ২ সম্পূর্ণতাসাধন।

পরিপূর্ণ (ত্রি) পরি-পৃ-ক্ত। ১ সম্পূর্ণ। ২ তৃপ্ত, স্বচ্ছন্দ।

পরিপূর্ণতা (স্ত্রী) পরিপূর্ণস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। পর্য্যায়—আভোগ, সম্পূর্ণতা। (অমর)

পরিপূর্ণত্ব (ক্লী) সম্পূর্ণত্ব, পরিপূর্ণতা।
"দৃশ্যতে পরিপূর্ণত্বং মুখচন্দ্রস্য তে সখি!
ন জানে কং চকোরং হি বিধাতা পালয়িষ্যতি॥" (উদ্ভট)

পরিপূর্ণচন্দ্রবিমলপ্রভ (পুং) বৌদ্ধশাস্ত্রবর্ণিত সমাধিভেদ।

পরিপূর্ণসহস্রচন্দ্রবতী (স্ত্রী) ইন্দ্রের পত্নীভেদ। (হেম)

পরিপূর্ণাহতরশ্মি (পুং) চন্দ্র।

পরিপূর্ণার্থ (ত্রি) পূর্ণার্থ।

পরিপূর্ণেন্দু (পুং) পূর্ণচন্দ্র। (মৃচ্ছকটিক)

পরিপূর্ত্তি (স্ত্রী) পরিপূর্ণতা, সম্পূর্ণতা। (ঋক্প্রাতি°)

পরিপৃচ্ছা (স্ত্রী) পরি-প্রচ্ছ-আপ্। জিজ্ঞাসা।

পরিপৃচ্ছানিকা (স্ত্রী) বিচার্য্য বিষয়। যে বিষয় লইয়া বাদ-প্রতিবাদ জিজ্ঞাসা করা যায়। (দিব্যা° ৪৮৯।১৪)

পরিপেল (ক্লী) পরি-পেল-অচ্। কৈবর্ত্তীমুস্তক।
"পরিপেলং প্লবং বলাং তৎকুটন্নটসংজ্ঞকম্।
জায়ন্তে মুস্তকাকারং শৈবালকুলসঙ্কয়ে॥" (অত্রীটী° ভরত)

পরিপেলব (ত্রি) অত্যন্ত কোমল।
"পেলবালিকা কুসুমপরিপেলবা।" (শাকুন্তল)
(ক্লী) ২ কৈবর্ত্তীমুস্তক (Cyperus Rotundus.)

পরিপোট (পুং) পরি-পুট-ঘঞ্। ১ পরিপুটন। ২ কর্ণ-পালিগত রোগভেদ।
"সৌকুমার্য্যাচ্চিরোৎসৃষ্টসহসাভিপ্রবর্দ্ধিতে।
কর্ণশোফো ভবেৎ পাল্যাং সরুজঃ পরিপোটবান্।
কৃষ্ণারুণনিভঃ স্তব্ধঃ স বাতাৎ পরিপোটকঃ।" (সুশ্রুত)

পরিপোটক (ত্রি) ত্বকভেদক, পরিপুটক।

পরিপোটন (ক্লী) ১ ভেদন। ২ পরিপোট, কর্ণপালিরোগ-ভেদ। (সুশ্রুত)

পরিপোষক (ত্রি) পরি-পুষ-ণ্বুল্। পরিরক্ষক, পরিপালক।

পরিপোষণ (ক্লী) পরি-পুষ্-ল্যুট্। ১ পরিপুষ্টি। ২ রক্ষণা-বেক্ষণ। ৩ পালন।
"দেবগুর্ব্বচ্যুতে ভক্তিস্ত্রিবর্গপরিপোষণম্।" (ভাগ° ৭।১১।২৩)

পরিপোষণীয় (ত্রি) পরিপোষ-অনীয়র। পরিপোষণযোগ্য, পরিপাল্য।

পরিপ্রশ্ন (পুং) যুক্তাযুক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা।
"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।" (গীতা ৪।৩৪)

পরিপ্রাপ্য (ক্লী) করণীয়। সমাধান যোগ্য। (দিব্যা° ৪১০।৬)

পরিপ্রাপ্তি (স্ত্রী) লাভ, প্রাপণ, পাওয়া।

পরিপ্রার্ধ (ক্লী) পরিপার্শ্ব, নৈকট্য। (শাঙ্খ্যায়ন ব্রা° ২।২)

পরিপ্রিয় (ত্রি) প্রীঙ তর্পণে, কিপ্, কুত্তরপদ-প্রকৃতিস্বরত্বং। প্রীণয়িতা, সর্ব্ব প্রকারে তোষণকারী।
'পুরুহূতস্য কতিচিৎ পরিপ্রিয়ঃ।' (ঋক্ ৯।৭২।১)
'পরিপ্রিয়ঃ......পরিতঃ প্রীণয়িতৃণি।' (সায়ণ)

পরিপ্রুষ্ (ত্রি) পরি-প্রুষ-কিপ্। পরিতঃ গন্তা।
"প্রবাসো ন প্রসিত্তাসঃ পরিপ্রুষঃ।" (ঋক্ ১০।৭৭।৫)
'পরিপ্রুষঃ পরিতো গন্তারঃ।' (সায়ণ)

পরিপ্রেপ্সু (ত্রি) পরি-প্র-আপ-সন্-উ। ১ পাইতে ইচ্ছুক। ২ পরিপালন-অভিলাষী। ৩ ইচ্ছুক, অভিলাষী।

পরিপ্রেষণ (ক্লী) পরি-প্রেষ-ল্যুট্। ১ চারিদিকে পাঠান। ২ নির্ব্বাসন। ৩ পরিত্যাগ।

পরিপ্রেষিত (ত্রি) পরি-প্রেষ-ক্ত। ১ প্রেরিত। ২ নির্ব্বাসিত। ৩ পরিত্যক্ত।

পরিপ্রেষ্য (পুং) পরি-প্রেষ-যৎ। ১ পরিচর, দাস। (ভারত ৩।৪২)
(ত্রি) ২ প্রেরণযোগ্য।

পরিপ্লব (ত্রি) পরি-প্লু-অচ্। ১ জলোপরি ভাসন, সন্তরণ করা।

"পরিপ্লবেভ্যঃ স্বাহা চরাচরেভ্যঃ স্বাহা।" (শুক্লযজুঃ ২২।২৯)
২ চঞ্চল। "যেবচক্রং বা এতৎপরিপ্লবং যৎ সংবৎসরঃ" (শাঙ্খায়নব্রা° ২০।১)
৩ আকুল। 'পরিপ্লবঃ চঞ্চলে স্যাদাকুলেঽপি পরিপ্লবঃ' (বিশ্ব)
(পুং) ৪ পোত, নৌকা। (রামা° ১।৪৫।৩)
৫ পুরাণোক্ত সুধীনরাজপুত্রভেদ। (ভাগ° ৯।২২।৪২)
৬ জলপ্লাবন। ৭ পরিপীড়ন।

পরিপ্লবা (স্ত্রী) পরি-প্লব-টাপ্। যজ্ঞীয় দর্ব্বীভেদ। (কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র ৯।২।১৫)

পরিপ্লবমান (ত্রি) জলে ভাসমান।

পরিপ্লাব্য (অব্য) ১ প্লাবিত হইয়া। ২ জলে ডুবাইয়া।
"আচম্য চৈকহস্তেন পরিপ্লাব্য তথোদকম্।" (ভারত অনুশাসন পর্ব্ব)

পরিপ্লুত (ত্রি) পরি-প্লু-ক্ত। ১ প্লাবিত। ২ পরিকম্পিত। ৩ স্নাত, জলাদিদ্বারা আর্দ্রীকৃত। (ক্লী) ৪ লম্ফ, ঝম্প।

পরিপ্লুতা (স্ত্রী) ১ মদিরা, মদ্য। (হেম ৩।৫৬৬)
২ মৈথুনবেদনাযুক্ত স্ত্রী-অঙ্গভেদ।
"পরিপ্লুতায়াং যোনৌ তু গ্রাম্যধর্ম্মে রুজা ভৃশম্।" (মাধবকর)

পরিবর্দ্ধ (পুং) পরিরুদ্ধ।

পরিবর্হ (পুং) পরিবৃহ্যতেঽনেন বর্হ-ঘঞ্। ১ পরিচ্ছেদ। হস্ত্যশ্বকম্বলাদি রাজযোগ্যদ্রব্য।
"মহতা পরিবর্হেণ রাজযোগ্যেন সংবৃত।" (ভারত আদিপর্ব্ব)
২ রাজচিহ্ন। (অমর)
৩ আসবাব। ৪ তৈজস পদার্থ। ৫ সম্পত্তি।

পরিবর্হণ (ক্লী) পরি-বর্হ-ল্যুট্। রাজাঙ্গ হস্ত্যশ্বপরিচ্ছদাদি।
২ পরিবৃদ্ধি। ৩ পূজা, উপাসনা।

পরিবর্হবৎ (ত্রি) উপকরণ বচন। "বেশ্মানি রামঃ পরিবর্হবন্তি বিশ্রাণ্য সৌহার্দ্দনিধিঃ সুহৃদ্ভ্যঃ।" (রঘু ১৪।১৫)

পরিবাধ (স্ত্রী) চারিদিকে বাধা।
"ন বরং তে পরিবাধো অদেবীঃ। (ঋক্ ৫।২।১০)
'পরিবাধঃ পরিতো বাধিকা, (সায়ণ)

পরিবাধা (স্ত্রী) ১ বাধা, পীড়া। ২ শ্রান্তি।

পরিবার দ্বীপ, ভারতমহাসাগরস্থ একটী দ্বীপ। এখানকার অধিবাসীরা দেখিতে পাপুয়াবাসীদিগের মত, কিন্তু অপেক্ষাকৃত খর্ব্বাকার। ইহাদের মাথার চুল খোঁপার ন্যায় মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে হেলান থাকে।

পরিবৃংহণ (ক্লী) পরি-বৃংহ-ল্যুট্। ১ সমৃদ্ধি, উন্নতি। (ভাগ° ৫।১।১৭) ২ অঙ্গীভূত শাস্ত্র বা গ্রন্থ। "ধর্ম্মেণাধিগতো যৈস্তু বেদঃ সপরিবৃংহণঃ।" (মনু ১২।১০৯)

পরিবৃংহিত (ত্রি) ১ সমৃদ্ধ, উন্নত। ২ যুক্ত, অঙ্গীভূত।

পরিবৃঢ় (ত্রি) ১ যথেষ্ট। ২ যুক্ত। ৩ সমস্তের অধিপ, বা কর্ত্তা, শ্রেষ্ঠ। 'অচয়তি রঘুণাং পরিবৃঢ়ঃ' (সাহিত্যদ°)

পরিবৃঢ়তম (ক্লী) ১ ব্রহ্ম। ২ শ্রেষ্ঠতম।

পরিবোধ (পুং) পরি-বুধ-ঘঞ্। জ্ঞান।

পরিভক্ষ (ত্রি) পরদ্রব্য-ভক্ষণকারী।

পরিভক্ষণ (ক্লী) পরি-ভক্ষ-ল্যুট্। সম্পূর্ণরূপে ভোজন।

পরিভক্ষিত (ত্রি) পরি-ভক্ষ-ক্ত। ১ খাদ্যাদি হইতে বঞ্চিত। ২ ক্ষয়প্রাপ্ত, কৃতভক্ষণ।

পরিভগ্ন (ত্রি) পরি-ভঞ্জ-ক্ত। যাহার মধ্যে বাধা দেওয়া হইয়াছে। কৃতভঞ্জন।

পরিভঙ্গ (পুং) সর্ব্বতোভাবে ভঙ্গ, চূর্ণ করা।

পরিভয় (পুং) পরি-ভী-অপ্। অত্যন্ত ভয়।

পরিভৎসন (ক্লী) তিরস্করণ, ভয় প্রদর্শন। (রামা° ৫।৬৭।৪৩)

পরিভব (পুং) পরি-ভূ-অপ্। ১ অনাদর, তিরস্কার, অবজ্ঞা। ২ পরাজয়, পরাভব।
"ফলমস্যোপহাসস্য সদ্যঃ প্রাপ্স্যসি পশ্য মাং।
মৃগ্যাঃ পরিভবো ব্যাঘ্র্যামিত্যবেহি ত্বয়া কৃতম্॥" (রঘু ১২।৩৭)

পরিভবন (ক্লী) পরি-ভূ-ল্যুট্। পরিভব।

পরিভবনীয় (ত্রি) পরি-ভূ-অনীয়র্। পরাভবযোগ্য।

পরিভবিন্ (ত্রি) পরি-ভূতাচ্ছীল্যে ইনি। পরিভবনশীল। স্ত্রিয়াং ঙীষ্।

পরিভাব (পুং) পরি-ভূ-ঘঞ্। (পরৌভুবোঽবজ্ঞানে। পা ৩।৩।৫৫) পরিভব।

পরিভাবিন্ (ত্রি) পরি-ভূ-গ্রহাদিত্বাৎ ভূতেঽর্থে ণিনি। সর্ব্বতোভাবে পরিভবযুক্ত। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

পরিভাবনা (স্ত্রী) বাক্যভেদ। যে স্থলে কুতূহলোত্তর বাক্য অর্থাৎ অতিশয় ঔৎসুক্যের সহিত বাক্য কথিত হয়, তাহাকে পরিভাবনা কহে।
"কুতূহলোত্তরা বাচঃ প্রোক্তা তু পরিভাবনা।" (সাহিত্যদ° ৬।৩৪৭)
এই পরিভাবনা নাটকাদিতে বহুল পরিমাণে বর্ণন করিতে হয়। ২ চিন্তা।

পরিভাবন (ক্লী) ১ মিলন, সংযোগ। ২ চিন্তন।

পরিভাষ (স্ত্রী) পরি-ভাষ্-ক্বিপ্। ১ লওয়ান। ২ উৎসাহিতকরণ। ৩ কোন কথা বলা। ৪ সৎপরামর্শ দেওয়া।

পরিভাষক (ত্রি) নিন্দক, তিরস্কারক, অপবাদকারী। (দিব্যা° ৩৮।১০)

পরিভাষণ (ক্লী) পরি-ভাষ্-ল্যুট্। সনিন্দ-উপালম্ভ, নিন্দা-

দ্বারা দুর্ব্বচন।* স্তুতিবচনকে পরিভাষণ কহে। ২ আলাপ। ৩ নিয়ম। 'নিন্দোপালম্ভবচনে পরিভাষণমিষ্যতে।' (বিশ্ব) গর্ভিণী, আপদগত, বৃদ্ধ বা বালক দণ্ডনীয় নহে, কিন্তু ইহাদিগকে পরিভাষণ অর্থাৎ নিন্দাবচন দ্বারা ভর্ৎসনা করিবে।

"আপদগতোঽথবা বৃদ্ধো গর্ভিণী বাল এব বা।
পরিভাষণমর্হন্তি তচ্চ শোধ্যমিতি স্থিতিঃ॥" (মনু ৯।২৮৩)

পরিভাষণীয় (ত্রি) পরি-ভাষ-অনীয়র্। পরিভাষণের যোগ্য, ভর্ৎসনীয়। "ব্যাধিতবৃদ্ধগর্ভিণীবালা ন দণ্ডনীয়াঃ, কিন্তু তে পুনঃ কিং কৃতমিতিপরিভাষণীয়াঃ" (মনুটী॰ কুল্লূক ৯।২৮৩)

পরিভাষা (স্ত্রী) পরি-ভাষ-অচ্ ততষ্টাপ্। ১ পরিষ্কৃত ভাষণ। ২ পদার্থবিবেচক আচার্য্যদিগের যুক্তিযুক্ত বাক্য। (কাব্যপ্রকাশ-টীকায় চণ্ডীদাস) পর্য্যায়—প্রজ্ঞপ্তি, শৈলী, সঙ্কেত, সময়কার। (ত্রিকা॰) ৩ সূত্রলক্ষণবিশেষ।

"সংজ্ঞা চ পরিভাষা চ বিধির্নিয়ম এব চ।
অতিদেশোঽধিকারশ্চ ষড়্বিধং সূত্রলক্ষণম্।"

গ্রন্থের সংক্ষেপনির্ব্বাহার্থ সঙ্কেতবিশেষ, শাস্ত্রকৃৎদিগের কৃত্রিম সংজ্ঞা, এই পরিভাষা অবয়বের অর্থ অতিক্রম করিয়া গ্রন্থের নির্দ্দিষ্ট অর্থ প্রকাশ করিবে, ইহাকে বিশিষ্ট সংজ্ঞা কহে। যেরূপ বৈদ্যকপরিভাষা, বেদান্তপরিভাষা। বৈদ্যক বা বেদান্ত শাস্ত্রজ্ঞানের সুবিধার জন্য পরিভাষা জ্ঞান আবশ্যক। যে সকল শব্দের গ্রন্থবিশেষে যে নির্দ্দিষ্ট অর্থ পরিকল্পিত হইয়াছে, তাহাকেই পরিভাষা কহে।

"অব্যক্তানুক্তলেশোক্তসন্দিগ্ধার্থপ্রকাশিকাঃ।
পরিভাষাঃ প্রবক্ষ্যন্তে দীপীভূতাঃ সুনিশ্চিতাঃ।" (বৈদ্যকপরি॰)

দীপ যেরূপ অন্ধকার নাশ করিয়া আলোক প্রকাশ করে, সেইরূপ পরিভাষা দ্বারা দুরূহস্থল সকল অনায়াসে অর্থবোধ হইয়া থাকে।

পরিভাষিন্ (ত্রি) পরি-ভাষ ইনি। কথনযুক্ত।

পরিভাষিত (ত্রি) পরি-ভাষ-ক্ত। কথিত। সঙ্কেতবাক্যরূপে ব্যবহৃত।

পরিভুক্ত (ত্রি) পরি-ভুজ-ক্ত। উপভুক্ত, যাহা ভোগ করা হইয়াছে।

পরিভুক্ত (ত্রি) ১ যাহা ভোগ করা হইয়াছে। ২ পরিহিত (বস্ত্রাদি)। (দিব্যা॰ ২৭৭।২১)

* "উপালম্ভো দুর্ব্বাদঃ, নিন্দয়া সহ বর্ত্তমানো য উপালম্ভস্তত্র সনিন্দে পরিভাষণং। উপালম্ভো গুণাবিষ্করণেন স্তুতিপূর্ব্বকোঽপি ভবতি। যথা মহাকুলস্য ভবতঃ কিমিদমুচিতং ভবতি, অত্র তু সংস্তুতো ন পরিভাষণং। টীকান্তরেঽপি বহুলস্য ভবাপদ্যাগমনং যোগ্যমিতি নিন্দাপূর্ব্বঃ।" (অমরটীকায়াং ভরত ১।৬।১৪)

পরিভোগ্য (ত্রি) ব্যবহার যোগ্য। (দিব্যা॰ ২৭৪।২৫)

পরিভূ (ত্রি) পরি-ভূ-ক্বিপ্। সর্ব্বতোভাবে প্রাপ্তিযুক্ত।

"যজ্ঞমধ্বরং বিশ্বতঃ পরিভূরসি" (ঋক্ ১।১।৪)
'পরিভূঃ পরিতঃ প্রাপ্তবানসি' (সায়ণ)

পরিভূত (ত্রি) পরি-ভূ-ক্ত। ১ তিরস্কৃত। ২ অনাদৃত। (হেমচ॰) পর্য্যায়—অবগণিত, অবমত, অবজ্ঞাত, অবমানিত, অভিভূত, অপ্রস্তুত। (শব্দর॰)

পরিভূতি (স্ত্রী) পরি-ভূ-ক্তিন্। পরিভাবুক। "ধীতিভির্বিশ্বানি পরিভূতিভিঃ" (ঋক্ ৭।৬৯।১০) 'পরিভূতিভিঃ পরিভাবুকৈঃ' (সায়ণ) (কথাসরিৎসা॰ ২৬।২৩৩)

পরিভূতিনামন্, ডাকনাম। কোন বিশিষ্ট নামের পরিবর্ত্তে যে আদুরে নামে সচরাচর ডাকা যায়।

পরিভূষণ (পুং) কোন জমির সম্পূর্ণ রাজস্ব দিয়া শান্তি স্থাপন। (কামন্দকী॰ নী॰ ৯।১৮।৩)

পরিভেদক (ত্রি) ভেদনকারী। 'বজ্জ্ঞাত্বা যোগিনঃ সর্ব্বে ষট্চক্রপরিভেদকাঃ।' (হেম)

পরিভোক্তৃ (ত্রি) পরের দ্রব্যভোজনকারী বা পরের দ্রব্য ব্যবহারকারী। ২ গুরুধনোপজীবী।

"পরিভোক্তা কৃমির্ভবতি কীটোভবতি মৎসরী।" (মনু ২।২০১)
'পরিভোক্তা অশুচিত্তেন গুরুধনোপজীবকঃ।, (কুল্লূক)

পরিভোগ (পুং) পরি-ভুজ-ঘঞ্। উপভোগ, সম্ভোগ।
"তথৈব দত্বা বিপ্রেভ্যো পরিভোগান্ সুপুষ্কলান্॥" (ভারত৯।২১।৪৬)

পরিভ্রংশ (পুং) ১ বিচ্যুতি। ২ পলায়নপূর্ব্বক রক্ষা।
"নচ শত্রুপরিভ্রংশো রাজানো বিজিগীষবঃ।" (হরিবংশ ৯৬ অঃ)

পরিভ্রংশন (ক্লী) পরিচ্যুতি। বিতাড়ন। "নলস্য নৃপতে রাজ্যাৎ পরিভ্রংশনম্।" (পঞ্চতন্ত্র)

পরিভ্রম (পুং) পরি-ভ্রম-অচ্। ১ সর্ব্বতোভ্রমণ, পর্য্যটন। ভ্রম।

পরিভ্রমণ (ক্লী) পরি-ভ্রম-ল্যুট্। পর্য্যটন।

পরিমণ্ডল (ত্রি) পরি সর্ব্বতো মণ্ডলং। বর্ত্তুল। (হেম) লক্ষোত্তরং সার্দ্ধনবকোটিযোজনপরিমণ্ডলং ভূবলয়স্য ক্ষণেন" (ভাগ॰ ৫।২২।১৯) ২ পরমাণুপরিমাণ, পরিমাণবিশিষ্ট পরমাণু। বৈশেষিক সূত্রবৃ॰)

(পুং) ৩ পুরুষবিশেষ।

"ন্যগ্রোধো তু স্মৃতো বাহু ব্যাসো ন্যগ্রোধ উচ্যতে।
ব্যাসেন উচ্ছ্রয়ো যস্য অধঃ ঊর্দ্ধঞ্চ দেহিনঃ॥
সমোচ্ছ্রয়পরীণাহো ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলঃ॥" (মৎস্যপু॰ ১১৮ অ॰)

(স্ত্রী) ৪ লক্ষণান্বিত রমণীবিশেষ। ৫ পর্ব্বতবিশেষ।

"পরিমণ্ডলতয়োর্মধ্যে মেরুঃ কনকপর্ব্বতঃ।
আদিত্যতরুণাভাসো বিধূম ইব পাবকঃ।" (ভারত [illegible])

৬ গোলাকার বা আবর্ত্তবিশিষ্ট।

"পরিমণ্ডলোন্নতাভির্বিস্তীর্ণাভিশ্চ নাভিভিঃ সুখিনঃ।"

(বৃহৎস° ৬৮।২১)

৭ চন্দ্রের চতুর্দ্দিকস্থ জ্যোতিশ্ছটা। ৮ পরিধি। (পুং) ৯ মশক। [ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল দেখ।]

পরিমণ্ডলতা (স্ত্রী) পরিমণ্ডল ভাবে-তল্। বর্ত্তুলতা, গোলত্ব।

পরিমণ্ডলিত (ত্রি) পরিমণ্ডলোঽস্য সঞ্জাতঃ, পরিমণ্ডল-তারকাদিত্বাদিতচ্। গোলাকার আবর্ত্তবিশিষ্ট।

পরিমন্থর (ত্রি) মন্দ-মন্দ গতি। ধীরগতি। (মাঘ ৯।৭৮)

পরিমন্দ (ত্রি) পরিশ্রান্ত, ক্লান্ত। "পরিমন্দসূর্য্যনয়নো দিবসঃ।"

(মাঘ ৯।৩)

পরিমন্দতা (স্ত্রী ক্লান্তিজনকতা, অবসাদ, গ্লানি।

পরিমন্যু (ত্রি) কোপপরিবৃত। "ঋষিদ্বিষে মরুতঃ পরিমন্যবঃ ইষুং ন সৃজত দ্বিষং।"(ঋক্১।৩৯।১০)'পরিমন্যবে কোপপরিবৃতায়' (সায়ণ)

পরিময় (পুং) পরিম্রিয়তেঽস্মিন্ পরি-মৃ-আধারে অপ্। ১ বায়ু। "তৎ ব্রাহ্মণ পরিময় ইত্যুপাসীত।" (তৈত্তি° উ° ৩।১০।৪) 'পরিম্রিয়তেঽস্মিন্ পঞ্চদেবতাবিদ্যুৎবৃষ্টিশ্চন্দ্রমা আদিত্যোঽগ্নিপরিভ্যোতাঃ, অতো বায়ুঃ পরিময়ঃ, শ্রুত্যন্তর-প্রসিদ্ধেঃ। স এবায়ং বায়ুরাকাশেনানন্যং ব্রাহ্মণপরিময়-ইত্যুপাসীত।' (ভাষ্য)

পরিমর্দ্দ (পুং) পরি-মৃদ-ভাবে ঘঞ্। ১ ঘর্ষণ। ২ নাশন। ৩ হিংসন।

পরিমর্দ্দন (ক্লী) পরি-মৃদ-ল্যুট্। পরিমর্দ্দ।

পরিমর্শ (পুং) পরি-মৃশ-ঘঞ্। ১ ধর্ষণ। ২ পরামর্শ-বিচার।

পরিমল (পুং) পরিমলতে সুগন্ধিপার্থিবকাণাং ধরতীতি মল-অচ্। ১ বিমর্দ্দন। ২ কুঙ্কুমাদি মর্দ্দন। ৩ বিমর্দ্দোত্থ জনমনোহর গন্ধ। ৪ সুরতাদি বিমর্দ্দোত্থবিলেপনকুঙ্কুমাদিগন্ধ। সুরভি মাল্যগন্ধাদি ধারণ দ্বারা উৎপন্ন হৃদ্য-গন্ধ। (স্বামী)

"রতিলুলিতললনাক্রমজললববাহিনো মৃদু বত্র।
শ্লথকেশকুসুমপরিমলবাসিতদেহা বহন্ত্যনিলাঃ॥"

(কলাবিলাস ১।৫)

'সুগন্ধকে পরিমল কহে। ৫ পণ্ডিতঃ-সমূহ। (উদয়ন) ৬ পণ্ডিতসমূহ। (শব্দর°)

৭ একজন গ্রন্থকার। ক্ষেমেন্দ্র ইহার নামোল্লেখ করিয়াছেন।

পরিমাণ (ক্লী) পরিমীয়তেঽনেন, পরি-মা-করণে ল্যুট্। মাপ, যবাঙ্গুলপ্রস্থাদি ও গুঞ্জাদি দ্বারা দ্রব্যের পরিচ্ছেদ।

নৈয়ায়িকদিগের মতে মান-ব্যবহারের কারণই পরিমাণ, পরিমিত ব্যবহারের অসাধারণ কারণকেই পরিমাণ কহে। ইহা চারিপ্রকার, অণু, মহৎ, দীর্ঘ ও হ্রস্ব। অনিত্য পরিমাণ সংখ্যা জন্য। দ্ব্যণুকাদির যে পরিমাণ, তাহা অনিত্য, যেহেতু ইহা সংখ্যাজন্য। পরমাণুর পরিমাণ দ্ব্যণুকাদির পরিমাণের প্রতিকারণ নহে।*

যে উপায়ে তরল অথবা কঠিন দ্রব্যের উপযুক্ত মাপ জানা যায়, তাহাকেই পরিমাণবিদ্যা কহে।

ভারতীয় আর্য্যগণের মধ্যে স্মরণাতীত কাল হইতে পরিমাণপ্রসঙ্গ পাওয়া যায়। মানব যতই সভ্য হইতে থাকে, সামাজিক হিসাবে সকল দিকেই তাঁহারা একটা বাঁধাবাঁধি নিয়ম করিতে থাকেন, এইরূপে যখন আর্য্যসভ্যতা বৃদ্ধি হইতে লাগিল, তৎকালে বাণিজ্য সকলদিকে সুশৃঙ্খলতা স্থাপনের জন্য তাঁহাদের মধ্যে পরিমাণের নানা উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছিল। কোন কোন য়ুরোপীয় পণ্ডিতের বিশ্বাস যে, মিসরবাসীদিগের নিকট হইতেই ভারতীয় আর্য্যগণ মাপের উপায় প্রথম শিক্ষা করেন। আবার কেহ বলেন, অনেক মাপ দ্রাবিড়ীয়দিগের সংস্রবে আর্য্য কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত; কিন্তু অনুসন্ধানদ্বারা যতদূর জানা গিয়াছে, তাহাতে ভারতের পরিমাণগুলি ভারতীয় আর্য্য-গণের নিজস্ব বলিয়াই বোধ হয়।

ঋক্‌সংহিতায় (৬।৪৭।২২-২৩ ঋকে) 'কোশ' ও 'কোশয়ী' শব্দের উল্লেখ আছে। যথা—

"প্রস্তোক ইন্নু রাধসস্ত ইন্দ্র দশ কোশয়ীর্দশ বাজিনোঽদাৎ।"

হে ইন্দ্র! প্রস্তোক তোমার স্তবকারী (আমাকে) সুবর্ণপূর্ণ দশ সংখ্যক কোশ ও দশটী অশ্ব দিয়াছেন।

"দশাশ্বান্ দশ কোশান্ দশ বস্ত্রাধিভোজনা।
দশহিরণ্যপিণ্ডান্ দিবোদাসাদসানিষং॥"

আমি দিবোদাসের নিকট হইতে দশটী অশ্ব, দশটী সুবর্ণ-কোশ, বস্ত্র, প্রচুর ভোজ্য ও দশটী হিরণ্যপিণ্ড পাইয়াছি।

উপরোক্ত দুইটী ঋকে 'কোশ' ও 'কোশয়ী শব্দে কোন

---

* "পরিমাণং ভবেন্মানব্যবহারস্য কারণম্।
অণু-দীর্ঘং মহদ্ হ্রস্বমিতি তদ্ভেদ ঈরিতঃ।
অনিত্যে তদনিত্যং স্যাৎ নিত্যে নিত্যমুদাহৃতম্।
পরিমাণং ঘটাদৌ তু পরিমাণজমুচ্যতে।
অনিত্যং দ্ব্যণুকাদৌ তু সংখ্যাজন্যমুদাহৃতম্।
পরিমাণং ঘটাদৌ তু পরিমাণজমুচ্যতে।
প্রচয়ঃ শিথিলাখ্যো যঃ সংযোগস্তেন জন্যতে।
পরিমাণং তুলকাদৌ নাশস্ত্বাশ্রয়নাশতঃ॥"

(ভাষাপরিচ্ছেদ ১১০-১১৩)

নির্দিষ্ট ওজন বা মাপ বুঝাইতেছে।১ বিশেষতঃ পরে দশ-হিরণ্যপিণ্ডের উল্লেখ থাকায় বিশেষ সন্দেহ থাকিতেছে না। ঋক্‌সংহিতা ও অথর্ব্বসংহিতায় 'নিষ্ক' শব্দের উল্লেখ দেখা যায়।২ যদিও সায়ণাচার্য্য 'নিষ্ক' শব্দের 'হার' অর্থ করিয়াছেন।৩ কিন্তু বহুপূর্ব্বকাল হইতেই বিশেষ ওজনের সুবর্ণ-মুদ্রাই বুঝাইত। এখন যেমন মোহরের মালা অনেকে গলায় দেয়, বৈদিক সময়ে সেইরূপ নিষ্কের মালা গলায় পরিত। এই 'নিষ্ক' শব্দ দেখিয়াও প্রাচীন মুদ্রাপরিমাণের কতকটা আভাস পাওয়া যাইতেছে।৪

বেদসংহিতা বিষয়কর্ম্মনির্ব্বাহের জন্য আবির্ভূত হয় নাই, সেই জন্য শ্রুতির মধ্যে পরিমাণের প্রকৃষ্ট উদাহরণ দিবার আবশ্যক হয় নাই। তবে শুক্লযজুর্ব্বেদীয় শতপথব্রাহ্মণে (১২।৭।২) "হিরণ্যং সুবর্ণং শতমানম্" এবং মাধবের কাল-নির্ণয়ধৃত "সুবর্ণশলাকানি যবত্রয়পরিমিতানি" ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্যদ্বারা বৈদিককালে যে পরিমাণপ্রথা প্রচলিত ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ থাকিতেছে না। শতপথব্রাহ্মণে যে 'শতমান' শব্দ আছে, মনুসংহিতায় ইহা পরিমাণবিশেষ। কাত্যায়নের বার্ত্তিকেও এই শতমানের উল্লেখ আছে। মাধবাচার্য্য যে 'সুবর্ণশলাকার' উল্লেখ করিয়াছেন, কেহ কেহ মনে করেন, তাহাই ভারতের প্রাচীনতম ছেনিকাটা মুদ্রা। এখনও তেলগুভাষায় 'শলাকু' শব্দে মুদ্রাচিহ্ন বুঝাইয়া থাকে।

পাণিনির একটী সূত্র আছে, "রূপাদাহতপ্রশংসয়োর্যপ্।" (৫।২।১২০) অর্থাৎ আহত বা প্রশংসার্থে রূপশব্দের উত্তর মত্বর্থে যপ্ প্রত্যয় হয়। এখানে আহতরূপ্য অর্থাৎ টাকার মত দ্রব্য বুঝাইতেছে। কাশিকাকারও এখানে লিখিয়াছেন যে, 'আহতং রূপমস্য, রূপ্যো দীনারঃ।' এই 'রূপ্য' হইতেই এখনকার 'রূপী' (টাকা) হইয়াছে। [মুদ্রা শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

উপরোক্ত প্রমাণ দ্বারা কতকটা বুঝা যায় যে, নির্দ্দিষ্ট আকার বা ওজনের মুদ্রা বৈদিক সময়ে প্রচলিত ছিল। বৈদিককালে হোমাদি নির্ব্বাহের জন্য ঘৃতের বিশেষ প্রয়োজন হইত, সেইজন্য বৈদিক গ্রন্থে ঘৃতের পরিমাণ স্পষ্ট লিখিত আছে। যথা—অথর্ব্বপরিশিষ্টে—

"ঘৃতপ্রমাণং বক্ষ্যামি মাষকং পঞ্চকৃষ্ণলম্।
মাসকানি চতুঃষষ্টি পলমেকং বিধীয়তে॥
দ্বাত্রিংশৎপলিকং প্রস্থং মাগধৈঃ পরিকীর্ত্তিতম্
আঢ়কস্তু চতুঃপ্রস্থং চতুর্ভির্দ্রোণমাঢ়কৈঃ॥
দ্রোণপ্রমাণং বিজ্ঞেয়ং ব্রহ্মণা নির্ম্মিতং পুরা।
দ্বাদশাভ্যধিকৈর্নিত্যং পলানাং পঞ্চভিঃ শতৈঃ

ঘৃতের প্রমাণ বলিতেছি,—

৫ কৃষ্ণল (রতি) = ১ মাষ ... (প্রায় ৮৭৫ গ্রেণ)।
৬৪ মাষক = ১ পল ... ... (৫৬০ গ্রেণ)।
৩২ পল = ১ মাগধ প্রস্থ ... ... (১৭৯২০ গ্রেণ)।
৪ মাগধ প্রস্থ — ১ আঢ়ক ... (৭১৬৮০ গ্রেণ)।
৪ আঢ়ক = ১ দ্রোণ ... ... (২৮৬৭২০ গ্রেণ)।

মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতির স্মৃতি ও বহুপুরাণগ্রন্থে বিভিন্ন দ্রব্যের পরিমাণের বিষয় বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। মনু (৮।১৩২-১৩৬), যাজ্ঞবল্ক্য (১।৩৬১), ও নারদ এইরূপে সংখ্যাপরিমাণ নির্ণয় করিয়াছেন—

৮ ত্রসরেণু = ১ লিক্ষা।
৩ লিক্ষা = ১ রাজসর্ষপ।
৩ রাজসর্ষপ = ১ গৌরসর্ষপ।
৬ গৌরসর্ষপ = ১ যব।
৩ যব = ১ কৃষ্ণল (রতি বা গুঞ্জাবীজ)

বৈদ্যকে এইরূপ সংখ্যাপরিমাণ নির্ণীত হইয়াছে—

৩০ পরমাণু = ১ ত্রসরেণু বা বংশী।
৮৬ বংশী = ১ মরীচি (সূর্য্যকিরণ)
৬ মরীচি = ১ রাজিকা।
৮ সর্ষপ = ১ যব।
৪ যব = ১ গুঞ্জা (রক্তিকা, রতি)।

সুশ্রুতে পল-কুড়বাদি পরিমাণ এইরূপ লিখিত আছে—

১২ ধান্য = ১ মাষা বা সুবর্ণমাষা।
১৬ মাষা = ১ সুবর্ণ।
২১ মাষা = ১ ধরণ।
৩॥০ ধরণ = ১ কর্ষ।
৪ কর্ষ = ১ পল।
৪ পল = ১ কুড়ব।
৪ কুড়ব = ১ প্রস্থ।
৪ প্রস্থ = ১ আঢ়ক।
৪ আঢ়ক = ১ দ্রোণ।
১০০ পল = ১ তুলা।
২০ তুলায় = ১ ভার। মতান্তরে ১০ ভারে ১ আচিত।

---

(১) অরঙ্গজেবের সময়ে ভ্রমণকারী বার্ণিয়ার আসিয়াও এইরূপ নির্দ্দিষ্ট ওজনের তোড়া দেখিয়াছিলেন।

(২) নিষ্কংবা বা কৃণবতে যজং বা দুহিতরিবঃ। (ঋক্ ৮।৪৭।১৫)
"কৃত্যাং কৃত্যাকৃতে দেবা নিষ্কমিব প্রতিমুঞ্চত" (অথর্ব্বস° ৫।১৪।৩)

(৩) "নিষ্কং হারং।" (ঋগ্‌ভাষ্য ২।৩৩।১০।)

(৪) পাণিনিও "শতসহস্রান্তাচ্চ নিষ্কাৎ" (৫।২।১১৯) এই সূত্রে নিষ্ক-মুদ্রার উল্লেখ করিয়াছেন।

বৃহস্পতি] রামযোগীশ্বরের মতে ১০ ভারধারে এক ভার।

মনু ও যাজ্ঞবল্ক্যাদির মতে সুবর্ণের পরিমাণ—

৫ কৃষ্ণল=১ মাষ।

১৬ মাষ=১ কর্ষ, অক্ষ বা সুবর্ণ (তোলক)

৪ কর্ষ=১ পল (নিষ্ক)।

১০ পল=১ ধরণ।

যাজ্ঞবল্ক্যের মতে ৫ সুবর্ণে এক পল।

উক্ত স্মৃতিকারদিগের মতে রজতপরিমাণ—

২ রক্তিকা=১ মাষক।

১৬ মাষক=১ ধরণ বা পুরাণ।

১০ ধরণ=১ শতমান বা পল।

৮০ রক্তিকা=১ পণ বা কার্ষাপণ।

নারদ বলেন, ২০ মাষকে এক কার্ষাপণ, আবার বৃহস্পতির মতে ২০ মাষকে এক পল। সুতরাং ৪ প্রকার মাষা পাওয়া যাইতেছে—৫ রক্তিকায় এক প্রকার মাষ, (নারদের মতে) ৪ রক্তিতে এক মাষ, (বৃহস্পতির মতে) ১৬ রক্তিকায় ১ মাষ এবং চতুর্থ প্রকার মাষা ২ রক্তিকায় হইতেছে।

কাহারও মতে ৫ সুবর্ণে এক নিষ্ক। আবার কাহারও মতে ১৫০ সুবর্ণে এক নিষ্ক। ১০৮ সুবর্ণে বা তোলকে এক উরুভূষণ, পল বা দীনার।

গোপালভট্ট স্মৃতি হইতে মণিকারের (জহরীর) পরিমাণ এইরূপ সংগ্রহ করিয়াছেন—

৬ রাজিকা=১ মাষক বা হেমধানক।

৪ হেমধানক=১ মল, ধরণ বা টঙ্ক।

২ টঙ্ক=১ কোণ।

২ কোণ=১ কর্ষ।

পুরাণাদিতে ধান্যাদির পরিমাণ লিখিত আছে, কিন্তু সকল পুরাণে একরূপ নহে।

বরাহপুরাণ মতে—	ভবিষ্য ও স্কান্দ-মতে—
১ মুষ্টি=১ পল।	২ পল=১ প্রসৃতি।
২ পল=১ প্রসৃতি।	২ প্রসৃতি=১ কুড়ব।
৮ মুষ্টি=১ কুঞ্চি।	৪ কুড়ব=১ প্রস্থ।
৪ পুষ্কল=১ আঢ়ক।	৪ প্রস্থ=১ আঢ়ক।
৪ আঢ়ক=১ দ্রোণ।	৪ আঢ়ক=১ দ্রোণ।
	২ দ্রোণ=১ কুম্ভ।

ভবিষ্যের মতে ১৬ দ্রোণে ১ খারি, স্কান্দমতে ২০ দ্রোণে ১ কুম্ভ ও ১০ কুম্ভে ১ বাহ।*

বরাহপুরাণে প্রস্থের দ্বিতীয়ভাগ 'সেতিকা' নামে বর্ণিত হইয়াছে। হেমাদ্রির মতে, সেতিকা কুড়বেরই নামান্তর। সময়-প্রদীপ, স্মৃতিসার, রত্নাকর ও কল্পতরু প্রভৃতি নিবন্ধকারদিগের মতে, সেতিকা কুড়বেরই সমান, তবে ১২ প্রসৃতিতে এক কুড়ব হয়। শ্রীধর স্পষ্ট লিখিয়াছেন, সাধারণ মনুষ্য অঞ্জলি করিলে তাহার অঞ্জলি মধ্যে যতদূর ধরে এরূপ ১২ অঞ্জলি প্রমাণের নাম কুড়ব। বাচস্পতিমিশ্রও তাহাই স্বীকার করিয়াছেন। কুল্লুক ভট্ট ২০ দ্রোণে এক কুম্ভ স্বীকার করিলেও তাঁহার মতে ২০০ পলে ১ দ্রোণ। জাতুকর্ণের মতে ৫১২ পলে ১ কুম্ভ, রত্নাকরের মতে ২০ প্রস্থে এবং দানবিবেকে ১০০০ পলে ১ কুম্ভ লিখিত আছে।

বৃহৎরাজমার্ত্তণ্ডে এক পরিমাণের উল্লেখ আছে, তাহা আর কোথাও পাওয়া যায় না। যথা—

২০ তোলকে ১ সের, ২ সেরে ১ প্রস্থ।

আইন্-ই-অকবরীতে লিখিত আছে, ভারতের কোন কোন অংশে পূর্ব্বে এক সময়ে ১৮ দামে ১ সের এবং কোন স্থানে ২২ দামে ১ সের চলিত ছিল, কিন্তু অকবরের রাজ্যারম্ভে ২৮ দামে সের ঠিক হয়, পরে সম্রাট্ ৩০ দামেই সের ঠিক করিয়া দেন। ২০ মাষ বা ৫ টঙ্কে ১ দাম, মতান্তরে ২০ মাষ ৭ রক্তিকায় ১ দাম হয়, এরূপ স্থলে রাজমার্ত্তণ্ড-বর্ণিত সের ও আইন্-ই-অকবরীর সের একই বলিয়া বোধ হয়।

ভবিষ্য, স্কন্দ ও পদ্মপুরাণে যে মাপ আছে, চণ্ডেশ্বরের সংগ্রহ হইতে জানা যায় যে, মিথিলায় উক্ত পরিমাণ প্রচলিত ছিল। দ্রোণ ব্যতীত চণ্ডেশ্বর (বালভূষণে) আরও কএকটী পরিমাণের উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

৪ দ্রোণ=১ মাণিকা।

৪ মাণিকা=১ খারী।

২০ খারী=১ বাহ।

গোপালভট্ট আর একপ্রকার ধান্য-পরিমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন—

৪ আঢ়ক=১ শাক?

৪ শাক?=১ বিষ।

---

* সাক্তবিদ্ কোলব্রুক্ সাহেব এদেশীয় কুম্ভ হইতে ইংরাজী Comb-এর উৎপত্তি মনে করেন। তিনি লিখিয়াছেন, ১৮ ইঞ্চে ১ হাত ধরিলে ৫৮৩২ ঘন ইঞ্চে ১ খারী হয়। সুতরাং ১ খারী=২ বুসেল, ২ পেক ও ১½ গ্যালোন। এরূপ স্থলে ১ কুম্ভ=১¼ খারী=৩ বুসেল ও ৩ গ্যালন। লক্ষ্মীধরের স্মৃতি কল্পতরুমতে—৩½ তোলকে ১ পল এবং ১ খারির ওজন ১৬৩৮৪ তোলক=২১৫ পাউণ্ড (Avoirdupois) এবং ১ কুম্ভ ওজনে ১৭৯২০ তোলক=১৬৮ পাউণ্ড; ইহা ধরের মাপের কোম্বের (Comb.) পরিমাণের সমান। এরূপে এক বাহ ওজনে প্রায় এক টন। Colebrooke's Misc. Essays Vol. I. p 504.)

৪ বিম্ব = ১ কুড়ব।

৪ কুড়ব = ১ প্রস্থ।

৪ প্রস্থ = ১ খারী*।

৪ গোণী = ১ দ্রোণিকা।

ভূ-পরিমাণ সম্বন্ধে মার্কণ্ডেয়পুরাণে (৪৯।৩৭-৩৯) লিখিত আছে,—

১১ † পরমাণু = ১ ত্রসরেণু।

১১ ত্রসরেণু = ১ মহীরজঃ।

১১ মহীরজঃ = ১ বালাগ্র (কেশাগ্র)।

১১ বালাগ্র = ১ লিক্ষা।

১১ যূকা = ১ যবোদর।

১১ যবমধ্য = ১ অঙ্গুল।

৬ অঙ্গুল = ১ পদ।

২ পদ = ১ বিতস্তি।

২ বিতস্তি = ১ হস্ত।

৪ হস্ত = ১ ধনুর্দণ্ড।

২ ধনুক = ১ নাড়িকা।

২০০০ ধনু = ১ গব্যূতি।

৪ গব্যূতি = ১ যোজন।

মার্কণ্ডেয়পুরাণে অন্য একস্থানে লিখিত আছে—

২১ অঙ্গুষ্ঠ মধ্যে = ১ অরত্নি।

১০ অঙ্গুষ্ঠ মধ্যে = ১ প্রাদেশ।

আদিত্যপুরাণের মতে ২ অরত্নি = ১ কিষ্কু।

হারীতের মতে কিষ্কু ও হস্ত এক, ৪ কিষ্কুতে ১ দন্ড।

কিন্তু আদিত্য পুরাণের মতে ৩০ ধনুতে ১ নল।

২০০০ ধনুতে ১ ক্রোশ, ২ ক্রোশে ১ গব্যূতি, ২ গব্যূতিতে ১ যোজন, আবার বিষ্ণুপুরাণে ১০০০ ধনুতে ১ ক্রোশ। কিন্তু গোপালভট্ট প্রাচীন বচন উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন, 'বিদেশীয় ভ্রমণকারীরা ৪০০০ ধনুতে ১ যোজন গণনা করেন।'* লীলাবতীতে এইরূপ লিখিত আছে—

৮ যব = ১ অঙ্গুলি।

২৪ অঙ্গুলি = ১ হস্ত।

৪ হস্ত = ১ দণ্ড (= ১ ধনুঃ)   ১০ হস্ত = ১ বংশ।

২০০০ দণ্ড = ১ ক্রোশ।   ২০ বংশে = ১ নিবর্ত্তন।

৪ ক্রোশ = ১ যোজন।

কাল পরিমাণ।

মনুর মতে—	বরাহপুরাণ মতে—
১৮ নিমেষ = ১ কাষ্ঠা।	৬০ ক্ষণ = ১ লব।
৩০ কাষ্ঠা = ১ কলা।	৬০ লব = ১ নিমেষ।
৩০ কলা = ১ ক্ষণ।	৬০ নিমেষ = ১ কাষ্ঠা।
১২ ক্ষণ = ১ মুহূর্ত্ত।	৬০ কাষ্ঠা = ১ অতিপল।
৩০ মুহূর্ত্ত = ১ অহোরাত্র।	৬০ অতিপল = ১ বিপল।
১৫ অহোরাত্র = ১ পক্ষ।	৬০ বিপল = ১ পল।
২ পক্ষ = ১ মাস।	৬০ পল = ১ দণ্ড।
২ মাস = ১ ঋতু।	৬০ দণ্ড = ১ অহোরাত্র।
৬ ঋতু = ১ অয়ন।	৬০ অহোরাত্র = ১ ঋতু।
২ অয়ন = ১ বৎসর।	

ভবিষ্যপুরাণমতে—১০০০ সংক্রমে ১ ক্রুটি, ১০০ ক্রুটিতে ১ তৎপল, ৩ তৎপলে এক নিমেষ।

সূর্য্যসিদ্ধান্তের মতে	গোপালভট্ট ধৃত বিষ্ণুপুরাণ মতে—
৬ প্রাণ = ১ বিকলা।	৬ প্রাণ = বিনাড়িকা।

---

* লীলাবতীটিকায় লিখিত আছে—'কোন পাত্রের সকল দিকের পরিসর এক হাত করিয়া হইলে তাহাকে ঘনহস্ত বলে, মগধে উহার নাম 'খারীক' ইহা ষড়কোণী হইয়া থাকে। উৎকলের খারীক গোদাবরীর দক্ষিণাংশে প্রচলিত, তথায় ১৬ দ্রোণে এক খারী, ৫ আঢ়কে ১ দ্রোণ, ৪ প্রস্থে ১ আঢ়ক ও ৪ কুড়বে ১ প্রস্থ। কুড়ব ঘনহস্তাকার হইবে, ইহার ৩½ অঙ্গুলি করিয়া পরিসর থাকিবে এবং মৃত্তিকা অথবা অন্য কোন দ্রব্যনির্ম্মিত।'

এরূপস্থলে কুড়বে ১৩½ ঘন অঙ্গুল হইতেছে। কিন্তু—গঙ্গাধর কবিরাজ লিখিয়াছেন,—কুড়বের বিস্তার ৪ অঙ্গুলি ও গভীরতাও তাই; এরূপস্থলে এক কুড়বে ৬৪ ঘন অঙ্গুল হয়।

† কোল্‌ব্রুক্‌ সাহেব যে মার্কণ্ডেয়পুরাণের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে পরমাণু হইতে যবমধ্য পর্য্যন্ত ১১ স্থানে ৮ সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট আছে। (Colebroke's Estays, Vol. I. p. 536.)

* বৌদ্ধশাস্ত্রবিৎ রিজ ডেভিড নানা বৌদ্ধগ্রন্থ হইতে এইরূপ 'যোজন' পরিমাণ স্থির করিয়াছেন—

স্থানের নাম।	গ্রন্থমতে দূরত্ব।	বর্ত্তমানদূরত্ব।	প্রতিযোজনে কত মাইল
কাশী হইতে উরুবেল	১৮ যোজন	১২৮ মাইল	৮ মাইল।
কাশী হইতে তক্ষশিলা	১২০ যোজন	৮৫০ ,,	৭½ ,,
নালন্দা হইতে রাজগৃহ	১ যোজন	৮ ,,	৮ ,,
কুশীনগর হইতে রাজগৃহ	২৫ ,,	১৫০ ,,	৭ ,,
শ্রাবস্তী হইতে ঐ	৪৫ ,,	২৭৫ ,,	৭ ,,
গয়া হইতে রাজগৃহ	৫ ,,	৩৫ ,,	৮ ,,
অনুরাধপুর হইতে মিহিন্তিহার	৮ ,,	৫৪ ,,	৭¾ ,,
অনুরাধপুর হইতে শ্রীপাদশৈল	১৫ ,,	১০০ ,,	৭½ ,,

উপরোক্ত প্রমাণানুসারে বোধ হইতেছে যে, পূর্ব্বকালে ৭½ হইতে ৮ মাইলে মোটামুটি এক যোজন গণিত হইত। (Rhys David's Ancient coins and Measures of Ceylon দ্রষ্টব্য)

৬০ বিকলা = ১ দণ্ড। ৬০ বিনাড়িকা = ১ ঘটি।
৬০ দণ্ড = ১ দিন। ৬০ ঘটি = ১ অহোরাত্র।
৩০ অহোরাত্র = ১ মাস।
১২ মাস = ১ বৎসর।

মুসলমানী আমলে এদেশে মুসলমানেরা এইরূপে ওজন করিত (হক্‌ৎ কুলজমে লিখিত আছে)।

১ যও = ১ হব্বত (অর্থাৎ বীজ)।
২ হব্বত = ১ তস্থ।
৪ যও = ১ কিরাট (কর্কট)।
৮ যও = ১ দাজ।
৪৮ যও = ১ মিস্কাল।
৩০৬ যও বা ৪½ মিস্কাল = ১ অস্তার বা সীর (সেতক)।
৭½ মিস্কাল = ১ ঔকীয়ৎ (ঔন্স)।
১২ মিস্কাল = ১ রটল্‌ (পাউণ্ড)।
২৪ মিস্কাল = ১ মন্‌।
১৭ মন্‌ = ২ কৈলজৎ।

বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশে যে নিয়মে সংখ্যা-পরিমাণাদি স্থির হইয়া থাকে, নিম্নে লিখিতেছি—

১ কড়ায় (বা ১টায়)	...	৴।	সিকিগণ্ডা।
৪ „ (৪টায়)	...	৴১	একগণ্ডা।
৫ গণ্ডায় (২০ টায়)	...	৴৫	একবুড়ি।
২০ গণ্ডায় (৮০ টায়)	...	৴০	চারবুড়ি বা একপণ।
৮০ গণ্ডায় (১৬ বুড়িতে)	...	।০	চারপণ বা একচোক।
১৬ পণে	...	১	কাহন।

মুদ্রাবিভাগ।

পাঁচ কড়ায়	...	একসিকি পয়সা ৴১।
২ সিকি পয়সায়	...	আধপয়সা ৴২॥।
২ আধ্‌লাতে	...	এক পয়সা ৴৫।
২ পয়সাতে	...	এক ডবলপয়সা ৴১০।
২ ডবল পয়সায়	...	এক আনা ৴০।
২ আনাতে	...	এক দুয়ানি (রৌপ্য) ৵০।
২ দুয়ানিতে	...	এক সিকি (রূপা) ।০।
২ সিকিতে	...	এক আধুলি (রূপা) ॥০।
২ আধুলিতে	...	১ টাকা ১৲।
১৬ টাকায়	...	১ মোহর (সোণা)।

কোম্পানীর টাকা—১৬ আনা; সিক্কা ১৲ টাকা কোম্পানির ১৵১ টাকার সমান; সিক্কা ৴১ গণ্ডা—কোম্পানির ৴১৵১ সমান, কোম্পানির ১৲ টাকা সিক্কা ৸৵০ আনার সমান।

৪ কড়ায়	...	এক গণ্ডা ৴১।
৫ গণ্ডায়	...	এক পয়সা ৴৫।
৪ পয়সায়	...	এক আনা ৴০।
৪ আনায়	...	এক সিকি ।০।
৪ সিকিতে	...	১ টাকা ১৲।

ইংরাজীতে ৩ পাইএ একপয়সা ও ১২পাইতে একআনা হয়।

ইংরাজী মুদ্রার পরিমাণ।

৪ ফার্দ্দিঙে	...	১ পেনি।
১২ পেন্সে	...	১ শিলিঙ।
৫ শিলিঙ্গে	...	১ ক্রাউন।
২০ শিলিঙ্গে	...	১ পাউণ্ড বা সভারেন্‌।
২১ শিলিঙ্গে	...	১ গিনি।

এক শিলিঙ্‌ প্রায় আট আনার সমান। ১ ফ্লোরিণে এক টাকা হয়।

মুদ্রাদির সূক্ষ্ম পরিমাণ।

এক ক্রান্তি	—
দুই ক্রান্তি	=
তিন ক্রান্তিতে	এক কড়া ৴।

২০ বিন্দুতে	...	এক ঘুণ ৴´।
৪ ঘুণে	...	এক রেণু ৴।
৪ রেণুতে	...	এক তিল ৴১।
৮০ তিলে	...	এক কড়া ৴।
২০ তিলে	...	এক কাক।
৪ কাকে	...	এক কড়া ৴।

৬০ ক্রান্তিতে এক পয়সা। ৫ তালে এক কড়া, ৬ ঋতুতে এক কড়া, ৭ দ্বীপে এক কড়া, ৮ বসুতে এক কড়া, ৯ দন্তীতে এক কড়া, ১০ দিকে এক কড়া, ১১ রুদ্রে এক কড়া, ১২ সূর্য্যে এক কড়া, ১৩ বেদে এক কড়া, ১৪ ভুবনে এক কড়া, ১৫ তিথিতে এক কড়া, ১৬ কলায় এক কড়া, ১৭ শম্খে এক কড়া, ২৭ যবে এক কড়া, ১০০ ধূলে এক কড়া, ১২৮০ বহরে এক কড়া, ২৩০৪ দলে এক কড়া, ৩২০ রেণুতে এক কড়া। তাল, দন্তী প্রভৃতি পাই লিখিবার প্রণালী অনুসারে লিখিত হইয়া থাকে। ৴৫=তিনকড়া পাঁচতাল, ৴২।৬=দুই গণ্ডা এক কড়া ছয়রুদ্র।

বৈদ্যের ওজন।

৪ ধানে	...	১ রতি।
৬ রতিতে	...	১ আনা।
১০ রতিতে	...	১ মাষা।
৮ মাষায়	...	১ তোলা।

বৈদ্যের ওজন ভিন্ন স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতিতে ১২ মাষায় এক তোলা হয়।

ডাক্তারি ওজন।

২০ গ্রেণে ... স্ক্রুপল।
৩ স্ক্রুপলে ... ১ ড্রাম।
৮ ড্রামে ... ১ আউন্স।
১২ আউন্সে ... ১ পাউণ্ড।

১৮০ গ্রেণে একতোলা সুতরাং ১ পাউণ্ড ৩ তোলা।

ডাক্তারি ঔষধের মাপ।

৬০ মিনিমে ... ১ ড্রাম।
৮ ড্রামে ... ১ আউন্স।
১৬ আউন্সে ... ১ পাইন্ট।
১২ আউন্সে ... ১ ছোট পাইন্ট।

১ আউন্সে প্রায় আধ ছটাক, ১ পাইন্ট প্রায় আধসেরের সমান।

স্বর্ণ-রৌপ্যাদির ওজন।

৪ ধানে ... এক রত্তি ‹১।
৬ রত্তিতে ... এক আনা ⁄০।
১৬ আনায়—একতোলা বা এক ভরি ১৲।

একটা কুচের (গুঞ্জাফলের ওজন) একরত্তির সমান।

ইংরাজীতে স্বর্ণাদির ট্র ওজন।

২৪ গ্রেণে ... ১ পেনিওয়েট।
২০ পেনিওয়েটে ... ১ আউন্স।
১২ আউন্সে ... ১ পাউণ্ড।

১৮০ গ্রেণে—১ তোলা। ১০০ পাউণ্ড—১ মণ।

এভর্ডুপয়েজ ওজনের পাউণ্ড—৭০০০ গ্রেণ; ট্রয়-ওজনের পাউণ্ড—৫৭৬০ গ্রেণ। এভর্ডুপয়েজ ওজনের আউন্স ৪৩৭৷৷০ গ্রেণ ও ট্রয় ওজনের আউন্স ৪৮০ গ্রেণ। ট্রয় ওজনের ৩ আউন্স ৮ তোলা।

দেশীয় প্রথায় সাধারণ দ্রব্যাদির ওজন।

পাঁচ কড়ায় ... সিকি কাঁচ্চা ‹১।
৪ সিকিতে ... ১ কাঁচ্চা ‹৫।
৪ কাঁচ্চায় ... ১ ছটাক ⁄০।
৪ ছটাকে ... ১ পোয়া ⁄০।
৪ পোয়াতে ... ১ সের ⁄১।
১০ সেরে ... ১ চৌক ।০।
৪ চৌকে বা ৪০ সেরে ১ মণ ১⁄০।

সেরের পরিমাণ সর্ব্বত্র সমান নহে, কোথাও ৬০ তোলায়, কোথাও ৮০ তোলায়, কোথাও বা ১০০ তোলায় সের হয়। ৮০ তোলায় সের পাকি ও ৬০ তোলায় সের কাঁচি। পাকি ওজনের ছটাক=৫ তোলা। সুতরাং কাঁচ্চা, গণ্ডা, কড়া, কাগ যথাক্রমে পাঁচ সিকি, এক সিকি, এক আনা ও দেড়রত্তির সমান। পাঁচসেরের ওজনকে এক পশুরি কহে।

৮ পশুরি ১ মণ।

কুঠীর ওজন।

১ সের ... ৭২৷৷০ তোলার কিছু বেশী।
১ মণ ... ৩৬ সের। কুঠীর ১১ মণ, পাকি ১০ মণের প্রায় সমান।

ধান্য-চাউল প্রভৃতির মাপ।

৪ কোণে .. এক পালি ⁄০।
৪ পালিতে ... এক কাঠা ।০।
৪ কাঠায় ... এক আড়ি ‹১।
৫ আড়িতে ... এক সলি ‹৫।
৪ সলি বা ২০ আড়িতে এক বিশ ⁄০।
১৬ বিশে ... এক পৌটী ১৲।

অন্যবিধ—

৪ কাঁচ্চায় ... ১ ছটাক ⁄০।
৫ ছটাকে ... ১ কুনিকা ।⁄০।
৪ কুনিকায় ... ১ রেক ⁄১৷৷০।
৪ রেকে ... ১ পালি ⁄৫।
৮ পালিতে বা ৪০ সেরে ১ মণ ১⁄০।

ধান্য-চাউলাদির মাপ নানাদেশে নানাপ্রকার। ১০ ছটাকে ১ খুচি, ২ খুচিতে ১ রেক, ২ রেকে একপালি, ২ পালিতে ১ দন, ২ দনে ১ কাটী, ৮ কাটীতে ১ আড়ি, ২০ আড়িতে ১ বিশ, ১৬ বিশে ১ কাহন হয়।

খড়-কড়ি-কল ইত্যাদি গণনা।

৪টা বা ৪ কড়ায় ... ১ গণ্ডা ‹১।
৫ গণ্ডায় ... ১ বুড়ি ‹৫।
৪ বুড়িতে ... ১ পণ ⁄০।
১৬ পণে ... ১ কাহন ১।

আম, জাম, খড় প্রভৃতি শতের দরে, হাজার দরে বা কুড়ি দরে বিক্রয় হয়।

ভূমির ইংরাজি রৈখিক মাপ।

২ সুততে ... এক য।
৪ যঁতে ... এক ইঞ্চি বা বুরুল।
১২ ইঞ্চে ... এক ফুট।
১৷৷০ ফুট ... এক হাত।
৩ ফুটে বা ২ হাতে ... একগজ।

১৭৬০ গজে	...	এক মাইল।
২ মাইলে	...	এক ক্রোশ।

তিন যব লম্বে এক ইঞ্চ।

৬ গজে এক ফাদম্ (জল মাপিবার পরিমাণ), ৫।০ গজে এক পোল, ৪০ পোলে ১ ফার্লঙ্। ৮ ফার্লঙ্=১ মাইল, ৩ মাইল=১ লিগ। ৭ বা ৭০৯২ ইঞ্চিতে ১ লিঙ্ক। ২২ গজে ১ চেন বা ১০০ লিঙ্ক (Link)। ৯ ইঞ্চে ১ বিঘৎ।

জমির পরিমাণ।

৮ যবোদরে	...	১ অঙ্গুল।
৪ অঙ্গুলিতে	...	১ মুষ্টি।
৩ মুষ্টি বা ১২ অঙ্গুলে	...	১ বিঘৎ।
২ বিঘত বা ২৪ অঙ্গুলে	...	১ হাত।
৪ হাতে	...	১ ধনু।
২০০০ ধনুতে বা ৮০০০ হাতে	...	১ ক্রোশ।
৪ ক্রোশে	...	১ যোজন।
৬ অঙ্গুলিতে	...	১ ছটাক।
১ হাতে	...	১ পোয়া।
৪ হাতে	...	১ কাঠা।
৫ কাঠায় বা ২০ হাতে	...	১ চৌক।
২০ কাঠায় বা ৮০ হাতে	...	১ বিঘা।

এককাঠা—৬ ফুট বা ৪ হাত; এক বিঘা—১২০ ফুট; একমাইল—৪৪ বিঘা, একক্রোশ—১০০ বিঘা। ২৪ রৈখিক ফুটে বা ৪০ গজে ১৴ বিঘা হয়।

দেশীয় প্রথায় ভূম্যাদির বর্গমাপ।

৬৪ যবোদরে	...	১ বর্গ অঙ্গুলি।
৫৭৬ বর্গ অঙ্গুলি	...	১ বর্গ হাত।
১ বর্গহাতে	...	১ গণ্ডা বা তিল।
৫ বর্গহাতে	...	১ বর্গকাঁচ্চা।
৪ কাঁচ্চা বা ২০ বর্গহাতে	...	১ বর্গছটাক।
৪ ছটাক ৮০ বর্গহাতে	...	১ কাঠা।
৫ কাঠায়	..	১ চৌক।
২০ কাঠায় বা ৬৪০০ বর্গহাতে		১ বিঘা।

কাঠার ২০ ভাগের একভাগকে ধূল কহে, সুতরাং ১ ধূল=১৬ বর্গহাত বা ১৬ গণ্ডা।

ইংলণ্ডীয় ভূমির বর্গমাপ।

২।০ বর্গ অঙ্গুলে	...	১ বর্গকাঁচ্চা।
১৪৪ বর্গইঞ্চিতে	...	১ বর্গফুট।
৯ বর্গফুটে	...	১ বর্গগজ।
১৮০ বর্গফুটে	...	১ বর্গপোয়া।
৭২০ বর্গফুটে	...	১ বর্গকাঠা।
১৪৪০০ বর্গফুটে	...	১ বর্গবিঘা।

৪৮৪০ বর্গগজে=এক একার; এক একার=৩ বিঘা ॥ কাঠা; ৬৪০ একারে এক বর্গমাইল।

১৭২৮ ঘন ইঞ্চে	...	১ ঘনফুট।
২৭ ঘনফুটে	...	১ ঘনগজ।
১৩৮২৪ ঘন অঙ্গুলিতে	...	১ ঘনহাত।
৮ ঘনহাতে	...	১ ঘনগজ।

চূণ মাপিবার জন্ত যে কাষ্ঠনির্ম্মিত 'কেরা' ব্যবহার হয়, তাহার পরিমাণ এই ঘন-প্রণালী হইতে পাওয়া যায়। কেরা দীর্ঘে ২৭ ইঞ্চি, ওসার ১০ ইঞ্চি ও গভীরতা ৯ ইঞ্চ। এককেরায় পাকি ১।০ সওয়া মণ চূণ ধরে। ৮০ কেরায় ১০০ মণ।

বস্ত্রাদির মাপ।

৮ যবোদরে	...	১ অঙ্গুলি।
৩ অঙ্গুলিতে	...	১ গিরা।
৮ গিরাতে	...	১ হাত।
২ হাতে	...	১ গজ।

কাগজ গণনা।

২৫ তায়	...	১ দিস্তা
২০ দিস্তায়	...	১ রীম।
১০ রীমে	...	১ বেল।

কতকগুলি কাগজ ২৪ তায় দিস্তা হয়।

কলম ইত্যাদির গণনা।

১২ টায়	...	১ ডজন।
১২ ডজনে	...	১ গ্রোস।
২৪ টায়	...	১ বাণ্ডিল।
২০ টায়	...	১ কোর।

কাল-গণনা।

৬০ অনুপলে	...	১ বিপল।
৬০ বিপলে	...	১ পল।
৬০ পলে	...	১ দণ্ড।
৭॥০ দণ্ডে	...	১ প্রহর
৮ প্রহরে বা ৬০ দণ্ডে	...	১ দিন।
৩০ দিনে	...	১ মাস।
১২ মাসে বা ৩৬৫ দিনে	...	১ বৎসর।

ইংলণ্ডীয় কাল-গণনা।

৬০ সেকেণ্ডে	...	১ মিনিট।

৬০ মিনিটে	...	১ ঘণ্টা।
২৪ ঘণ্টায়	...	১ দিন।
৭ দিনে	...	১ সপ্তাহ।
৫২ সপ্তাহ একদিনে	...	১ বৎসর।

২৪ মিনিটে ১ দণ্ড, ২॥০ দণ্ডে ১ ঘণ্টা, ৩ ঘণ্টায় ১ প্রহর। ১২ বৎসরে একযুগ, ১০০ বৎসরে একশতাব্দ। এক বৎসরের প্রকৃত সময়ের পরিমাণ ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৮ সেকেণ্ড অথবা ৩৬৫ দিন ১৪ দণ্ড ৩১ পল ৫২ বিপল হইবে।

ইংরাজীতে দ্রব্যাদির ওজনপ্রণালী।

১৬ ড্রামে	...	১ আউন্স।
১৬ আউন্সে	...	১ পাউণ্ড।
১৪ পাউণ্ডে	...	১ সেটান।
২৮ পাউণ্ডে	...	১ কোয়ার্টার।
৪ কোয়ার্টারে	...	১ হাণ্ড্রেডওয়েট বা হন্দর।
২০ হন্দরে	...	১ টন।

৭২ পাউণ্ড=৩৫ সের; ১ পাউণ্ড—/॥০ আধ সেরের কিছু কম (৩৯ ভরি ওজন)।১ আউন্স আধ ছটাকের কিছু কম (প্রায় ২ ভরি ৭ আনা)। এক হন্দর—১।৪৶১৫ একমণ চৌদ্দ-সের সাত ছটাকের কিছু বেশী। ১ টন—২৭ মণ ৮ সের ৬৴০ তের ছটাক। কুঠীর ওজনের ৩০ মণে—১ টন।

পরিমাণক (ক্লী) পরিমাপক (দিগ্দর্শন, ব্যারোমিটর যন্ত্রাদি) বাট্‌খারা, দ্রব্যাদির গুরুত্ব পরিমাপক তৌল (Weight) ভূম্যাদি জরীপকালে অবলম্বিত পরিমাণাংশ (Measuring Unit)

পরিমাণফল (ক্লী) ক্ষেত্রফল। ভূমির মধ্যগত স্থানের পরিমাণ।

পরিমাণবৎ (ত্রি) পরিমাণং বিদ্যতেঽস্য মতুপ্ মস্য ব। পরিমাণযুক্ত।

পরিমাণিন্ (ত্রি) পরি-মাণ-ইন্। পরিমাণবিশিষ্ট। পরিমাণ আছে যার।

পরিমা(দ্)দ (পুং) পরি-মদ-ঘঞ্। মহাব্রতস্তোত্রের অন্তর্গত ষোলটী সামভেদ।

পরিমার্গ (পুং) পরি-মৃজ-ঘঞ্। পরিমার্জনা, পরিষ্কার করণ। মার্গ ধাতু দ্বারা নিষ্পাদিত হইলে এই শব্দে 'অন্বেষণ' অর্থ বুঝাইবে।

পরিমার্গণ (ক্লী) অন্বেষণ।...অনুসন্ধান।

পরিমার্গিতব্য (ক্লী) অন্বেষণীয়। "ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ।" (গীতা ১৫।৪)

পরিমার্গিন (ত্রি) অন্বেষণকারী। শীকারার্থ পশ্চাদনুসরণকারী।

পরিমার্গ্য (ত্রি) পরি-মৃজ-ণ্যৎ (চজোঃ কুঘিণ্যতোঃ।-পা ৭।৩।৫২) ইতি জস্য গঃ মৃজেবৃদ্ধিঃ। ১ পরিমৃজ্য, পরিশোধনীয়। পরিষ্কারযোগ্য। ২ অন্বেষণীয়।

পরিমার্জ (ত্রি) পরি-মৃজ-ঘঞ্। পরিষ্কার করণ। মাজাঘসা।

পরিমার্জ্জন (ক্লী) পরি-মৃজ-ল্যুট্, ততো বৃদ্ধিঃ। খাজভেদ, মধুমস্তক।

"মধুতৈলঘৃতৈর্মধ্যে বেষ্টিতাঃ সমিতাশ্চ যে।
মধুমস্তকমুদ্দিষ্টং তস্যাখ্যা পরিমার্জ্জনং॥" (শব্দচ°)

২ পরিশোধন, পরিষ্করণ। ৩ মধুতৈলপাত্র।

পরিমিৎ (স্ত্রী) গৃহাদির ছাদস্থ কড়ি, বরোগা বা বংশ-দণ্ড প্রভৃতি।

"উপমিতাং প্রতিমিতামথো পরিমিতামুত।" (অথর্ব্ববেদ ৯।৩।১)
'বংশসন্ধংশাদিবন্ধাং শালাং শালা নাম গৃহম্।' (ভাষ্য)

পরিমিত (ত্রি) পরি-মা-ক্ত, পরিতো মিতং বা। ১ যুক্ত। ২ পরিমাণবিশিষ্ট। ৩ কৃতপরিমাণ। ৪ যথার্থ পরিমাণ।

"দ্রবিণং পরিমিতমধিকব্যয়িনং জনমাকুলীকুরুতে।
ক্ষীণাঞ্চলমিব পীনস্তনজঘনায়াঃ কুলীনায়াঃ॥" (উদ্ভট)

পরিমিতি (স্ত্রী) পরি-মা-ক্তিন্। পরিমাণ। ভূমিমান শাস্ত্র, জরিপবিদ্যা। অঙ্কশাস্ত্রবিশেষ। জ্যামিতি শাস্ত্রে প্রতিপাদিত বস্তুর (ভূম্যাদির) পরিমাণ নির্দ্দেশ জন্য এই গ্রন্থে অঙ্ক-প্রয়োগ দ্বারা সেই সমস্ত পদার্থের প্রকৃত পরিমাণ বা আয়তন কি, তাহাই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কোন বস্তুর উপরিতল বা বহির্দেশ, ক্ষেত্রফল, বস্তু বা জীব প্রভৃতির আকৃতির ব্যাপকত্ব অর্থাৎ তৎ তৎ বস্তু বা জীব আপনাপন শরীরায়তনপ্রযুক্ত কতটা স্থান অধিকার করিয়াছে, তাহার ঘন পরিমাণ এবং গৃহ, বাটিকা, উদ্যান প্রভৃতির ভূম্যাদির পরিমাণ এই শাস্ত্রানুসারে নির্ণীত হইয়া থাকে। জ্যামিতি অথবা ত্রিকোণমিতি শাস্ত্রনিষ্পাদিত কতকগুলি প্রতিজ্ঞা, অতি সহজে পরিমিতি-অঙ্কবিদ্যার সাহায্যে, (পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রগ্রন্থদ্বয়ের সত্যসিদ্ধান্ত ধারাগুলি বলবৎ গ্রাহ্য বিবেচনা করিয়া) নিষ্পন্ন করা যাইতে পারে। কোন একটী বস্তুর পরিমাণ নির্দ্দেশ করিতে হইলে, সেই জাতীয় বস্তুর অন্য একটী আংশিক বিভাগ গ্রহণ করিতে হয়। জ্যামিতিশাস্ত্রে উহা Magnitude বা আয়তনাংশ এবং অঙ্কবিদ্যায় উহাকে Measuring unit বা পরিমাণাংশ বলে। যেমন কোন একটী নির্দ্দিষ্ট রেখা (Straight-line) মাপিতে হইলে সেই মাপের পরিমাণক ১ ইঞ্চ, ১ লিঙ্ক অথবা ১ ফুট্ প্রভৃতি পরিমাণাংশের আবশ্যক হয়; সেইরূপ কোন একটী সমতলক্ষেত্রের ভূমির পরিমাণ লইতে হইলে, প্রথমে সেই ভূমির বর্গক্ষেত্রফল (square area) নির্দ্ধারণ

করা আবশ্যক, ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এক একটী ক্ষুদ্র বর্গ-ইঞ্চের পরিমাণ সমষ্টিতে এইরূপ একটী বৃহৎ জমির পরিমাণ স্থিরীকৃত হইয়াছে। কোন একটী চতুষ্কোণ বস্তু যাহার লম্বা ১০ ইঞ্চ এবং প্রস্থ ৫ ইঞ্চ উহার পরিমাণ স্থির করিতে হইলে, লম্ব দিয়া প্রস্থকে গুণ করিতে হইবে। ইহাতে যে বর্গগুণফল (১০ × ৫ = ৫০ বর্গ ইঞ্চ) হয়, তাহাই উক্ত বস্তুর আধার বা ব্যাপকায়তন।

একটী জমি কত বিঘা, কত কাঠা, তাহা জানিতে হইলে জ্যামিতিশাস্ত্রের অবলম্বনীয় সমান্তর রেখা, সরল রেখা, সমকোণী ত্রিভুজ, পঞ্চকোণী, ষট্‌কোণী, অষ্টকোণী, বৃত্ত বা পরিধি প্রভৃতি নিরূপিত গণনার সাহায্যে সহজে যে উপায়ে ভূমির পরিমাণ স্থির হয়, পরিমিতিশাস্ত্রে তাহাকে ক্ষেত্রব্যবহার বা Surveying বলে। ভূম্যাদির জরিপ কার্য্যের পরিমাণবাচক যে ক্ষুদ্র অংশ সাধারণে ধার্য্য আছে, ইংরাজিতে উহাকে Link বলে, আমাদের দেশে যেরূপ অঙ্গুলি, হস্তপ্রভৃতি পরিমাণদণ্ডের সাহায্যে ভূম্যাদির জরীপ কাঠা, বিঘায় পরিণত হয়, ইংরাজিতে তদ্রূপ লিঙ্ক হইতে একার এবং সেই একার বাঙ্গালা পরিমাণানুসারে বিঘায় রূপান্তরিত হয়।* যদি কোন একটী ভূমির পরিমাণ লম্বে ৫৭৫ লিঙ্ক ও প্রস্থ ৪২৫ লিঙ্ক হয়; তাহা হইলে উক্ত জমি কত বিঘা জানিতে হইবে, প্রথমে দুইটী রাশিকে পরস্পর গুণ করিলে জমির বর্গফল ২৪৪৩৭৫ পাওয়া গেল। কিন্তু ১০০০০০ বর্গ লিঙ্কে ১ একার জমি হয়, এই মাপটী স্বতঃসিদ্ধ; অতএব পূর্ব্বোক্ত ২৪৪৩৭৫ বর্গ লিঙ্ককে নিয়োক্ত ১০০০০০ বর্গলিঙ্ক দিয়া ভাগ করিলে উহার ফল ২·৪৪৩৭৫ একার হইবে। একারকে পরিমাণ শব্দের তালিকানুসারে সহজেই বিঘায় লওয়া যাইতে পারে। এবং দশমিক অংশকেও পুনরায় বিভাগ করিয়া রুড্, পার্চ্চেস অথবা কাঠা, ছটাকে রাখিতে পারা যায়।

ত্রিকোণ ও চতুষ্কোণ আকৃতিযুক্ত ভূমির পরিমাণ অতি সহজেই লব্ধ হইয়া থাকে। পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে, একটী চতুষ্কোণের পরিমাণ তাহার লম্ব ও প্রস্থের গুণফল হইতে পাওয়া যায়; তাহা হইলে জানা যায়, সমান্তররেখাদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী সমরেখার উপর স্থাপিত দুইটী ত্রিভুজ পরস্পর সমান। সুতরাং ঐরূপ একটী ত্রিভুজ যে চতুর্ভুজের অর্দ্ধাংশ হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ত্রিভুজের পরিমাণ জানিতে হইলে তাহার আধার রেখা (Base) দিয়া লম্ব-রেখার (Perpendicular) অর্দ্ধাংশকে গুণ করিলে যে গুণফল হয়, তাহার অর্দ্ধাংশই উক্ত ত্রিভুজভূমির পরিমাণ হইবে। চতুর্ভুজ, পঞ্চকোণী, অষ্টকোণী ও দশকোণী প্রভৃতির পরিমাণ নিম্নলিখিত উপায়ে স্থিরীকৃত হইয়া থাকে।

কোন একটী চতুর্ভুজকে (Quadrilateral figure) বিভক্ত করিতে পারিলেই তাহার পরিমাণ-সংখ্যাও নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, কিন্তু সমরেখাবিশিষ্ট ও সমকোণযুক্ত পঞ্চকোণী, অষ্টকোণী বা দ্বাদশকোণী প্রভৃতি (Regular polygon) চিহ্নিত ভূমির পরিমাণ নির্দ্দেশ করিতে হইলে উক্ত ক্ষেত্রের ভুজসমষ্টির অর্দ্ধাংশ লইয়া তাহাতে মধ্যবিন্দু (Centre) হইতে কোন একটী পার্শ্বরেখায় লম্বমান ঋজুরেখার (Perpendicular) সংখ্যা দিয়া গুণ কর, যে গুণফল লব্ধ হইবে, তাহাই উক্ত ক্ষেত্রের পরিমাণ জানিতে হইবে। সাধারণের সুবিধার্থে নিম্নে বহু-সমবাহু ও সমকোণী (Regular polygon) ক্ষেত্রের পরিমাণ জানের জন্য একটী তালিকা প্রদত্ত হইল। এই তালিকার ব্যবহারপ্রণালী এইরূপ—

কোন একটী বহুরেখাযুক্ত সমকোণী ও সমবাহু Regular polygon ক্ষেত্রের কোন বাহুর বর্গফল গ্রহণ করিয়া তাহাতে নিম্নলিখিত তালিকা প্রদত্ত—ক্ষেত্রফলের সহিত গুণ কর, যে গুণফল হইবে, তাহাই উপস্থিত ক্ষেত্রের ভূমির পরিমাণ জানিবে।

বহু অস্র বিশিষ্ট ক্ষেত্র	সীমা রেখা	রেখাদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তি কোণের অর্দ্ধাংশ	সীমার একটী রেখা এক হইলে তাহার পরিমাণ	সীমারেখা এক হইলে তাহার উর্দ্ধ রেখার পরিমাণ
সমকোণী ত্রিভুজ	৩	৩০°	০·৪৩৩০১২৭	০·২৮৮৬৭৫১৩৪৬
,, চতুর্ভুজ	৪	৪৫°	১·	০·৫
সমবাহু পঞ্চকোণ	৫	৫৪°	১·৭২০৪৭৭৪	০·৬৮৮১৯০৯৬০২
,, ষট্‌কোণ	৬	৬০°	২·৫৯৮০৭৬২	০·৮৬৬০২৫৪০৩৮
,, সপ্তকোণ	৭	৬৪°$\frac{২}{৭}$	৩·৬৩৩৯১২৪	১·০৩৮২৬০৬৯৮২
,, অষ্টকোণ	৮	৬৭°$\frac{১}{২}$	৪·৮২৮৪২৭১	১·২০৭১০৬৭৮১২
,, নবকোণ	৯	৭০°	৬·১৮১৮২৪২	১·৩৭৩৭৩৮৭০৯৭
,, দশকোণ	১০	৭২°	৭·৬৯৪২০৮৮	১·৫৩৮৮৪১৭৬৮৬
,, একাদশকোণ	১১	৭৩°$\frac{৭}{১১}$	৯·৩৬৫৬৩৯৯	১·৭০২৮৪৩৬১৩৪
,, দ্বাদশকোণ	১২	৭৫°	১১·১৯৬১৫২৪	১·৮৬৬০২৫৪০৩৮

উদাহরণ—কোন একটী পঞ্চকোণের একটী সীমারেখা যদি ২০ ফিট্ হয়, তাহা হইলে উহার বর্গফল ৪০০ শতকে ১·৭২০৪৭৭৪ দিয়া গুণ করিলে ৬৮৮·১৯০৯ ফিট্ যে ফল লাভ হয়, তাহাই উক্ত ক্ষেত্রের পরিমাণ হইবে।

বৃত্ত সম্বন্ধেও পরিমিতিশাস্ত্রে অনেকগুলি প্রণালী লিখিত আছে। কোন একটী বর্ত্তুলক্ষেত্রের পরিধি, উহার ব্যাসকে ৩·১৪১৫৯ দিয়া গুণ করিলে যে ফল হয়, তাহার সমান। এবং ইহাও জানা উচিত যে বর্ত্তুলাকার ক্ষেত্রের ভূমিপরিমাণ নির্দ্দেশ করিতে হইলে নিম্নলিখিত কয়টী পন্থা অবলম্বন করিতে

* পরিমাণ শব্দে লিখিত তালিকা দ্রষ্টব্য।

সহজেই পাওয়া যাইতে পারে। (১) বৃত্তের অর্দ্ধাংশকে ব্যাসার্দ্ধ দিয়া গুণ করিলে যে ফল হয়, তাহাই ভূমির পরিমাণ। (২) ব্যাসের বর্গফলকে '৭৮৫৪ দিয়া গুণ করিলে জমির পরিমাণ পাওয়া যায়। (৩) পরিধির বর্গফলকে '০৭৯৫৭৭৫ দিয়া গুণ করিলে লব্ধ গুণফলই জমির প্রকৃত পরিমাণ হইবে।

কোন একটী নিরেট বস্তুর পরিমাণ লইতে হইলে তাহার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা পরস্পর গুণনে যে ফললাভ হয়, তাহাই বস্তুর পরিমাণ। পিরামিড Pyramid অথবা কোন কোণাকার (Cone) বস্তুর পরিমাণ লইতে হইলে তাহার তলভূমির পরিমাণফলকে উহার লম্বরেখার পরিমাণ দিয়া গুণ করিলে যে ফল হইবে, তাহার তৃতীয়াংশই উহার পরিমাণ নির্দ্দেশক। কোন একটী নিরেট গোলাকার Sphere or solid circle বস্তুর পরিমাণ জানিতে হইলে উহার পরিধিকে ব্যাস দিয়া গুণ করিলে পাওয়া যায়। যে গোলবৃত্তের ব্যাস ৩৬ ইঞ্চ তাহার পরিমাণ ৩৬ × ৩'১৪১৫৯২৬ = ৪০৭১'৫০৪ বর্গ-ইঞ্চ। ঐ গোলবৃত্তের সমগ্র পরিমাণ জানিতে হইলে উহার ব্যাসের ঘনগুণ (Cube) অর্থাৎ ৩৬³ কে ০'৫২৩৫৯২ দিয়া গুণ করিলে পাওয়া যায়, অথবা ক্ষেত্রফলকে ব্যাসের ছয়াংশের একাংশ দিয়া গুণ করিলে যে ফল লাভ হয়, উহাই সেই নিরেট গোলাকার বস্তুর পরিমাণ হইবে। যথা—৪০৭১-'৫০৪ × ১/৬ × ৩৬ = ২৪৪২৯'০২৪ নিরেট ইঞ্চ (Solid inch) প্রথমোক্ত প্রমাণানুসারে ৩৬³ × ৫২৩৫৯২ গুণ করিলেও ২৪৪২৯'০২৪ ফল পাওয়া যায়। সমতলক্ষেত্রাদির জরীপ বা মাপ সম্বন্ধে বিশেষরূপে ক্ষেত্রব্যবহার শব্দে আলোচিত হইয়াছে। [ক্ষেত্র-ব্যবহার দেখ।]

পরিমিলন (ক্লী) সম্যক্ মিলন। (রত্নাব° ৪০।১১)

পরিমুখ (ত্রি) মুখমণ্ডলের চতুর্দ্দিক।

পরিমুক্ত (ত্রি) সম্যক্রূপে মুক্ত। স্বাধীন।

পরিমুগ্ধ (ত্রি) সুন্দর অথচ সরল। (মাঘ ৯।৩২)

পরিমুচ্য (ত্রি) মোচনের যোগ্য।

পরিমূঢ় (ত্রি) পরি-মুহ-ক্ত। ১ ব্যাকুল। ২ আলোড়িত। ৩ ক্ষোভিত।

পরিমূঢ়তা (স্ত্রী) ১ ব্যাকুলতা। ২ ভ্রম। ৩ বিরক্তি।

পরিমূর্ণী (স্ত্রী) বৃদ্ধা, জরাগ্রস্তা, জরাতুরা।

পরিমৃজ্ (ত্রি) পরি-মৃজ-ক্বিপ্। পরিষ্কার করণ। পরিমৃজ।

পরিমৃজ্য (ত্রি) পরি-মৃজ-ক্যপ্ (মৃজোবিভাষা। পা ৩।১।১১৩) পরিমার্গ্য। ধৌতকরণ। পরিষ্কারকরণ।

পরিমৃষ্টি (ত্রি) পরিষ্কার। মার্জ্জন।

পরিমেয় (ত্রি) পরিমীয়তে ইতি পরি-মা-যৎ (অচো যৎ। পা ৩।১।৯৭। ঈদ্ যতি। পা ৬।৪।৬৫) ইতি আতি ঈৎ, ততো-গুণঃ। পরিমাণবিশিষ্ট, অল্পসংখ্যক পরিমাতব্য, পরিমাণীয়, পরিমাণের যোগ্য।

"মাভূদাশ্রমপীড়েতি পরিমেয়পুরঃসরৌ।
অনুভাববিশেষাত্তু সেনাপরিবৃতাবিব ॥" (রঘু ১।৩৭)

পরিমোক্ষ (পুং) পরিতোমোক্ষঃ পরিত্যাগঃ। ১ মলত্যাগ।

"পায়ুর্যমস্য মিত্রস্য পরিমোক্ষস্য নারদঃ।
হিংসায়া নির্ঋতেম্মৃত্যোনিরয়স্য গুদং স্মৃতম্ ॥"

(ভাগ° ২।৬।১৮) 'পরিমোক্ষস্য মলত্যাগস্য' (স্বামী) ২ বিষ্ণু। ৩ বিমুক্তি, নির্ব্বাণ, মোক্ষ, সম্যক্ মুক্তি। (ভারত ১।২।১৬০)

পরিমোক্ষণ (ক্লী) পরি-মোক্ষ-ল্যুট্। ১ পরিত্যাগ। ২ মুক্তি। ৩ মোক্ষ। ৪ মলত্যাগ করণ। ৫ (সুশ্রুত) ধৌতক্রিয়া দ্বারা পরিষ্কারকরণ।

পরিমোটন (ক্লী) চটপট শব্দ।

পরিমোষ (পুং) পরি-মুষ-ঘঞ্। স্তেয়। চুরি।

পরিমোষক (পুং) পরি-মুষ-ণ্বুল্। পরিমোষণকারী, চোর।

পরিমোষিন্ (ত্রি) পরি-মুষ্ণাতীতি পরি-মুষ-ণিনি। পরিমোষণ-শীল, চৌর্য্যস্বভাবপন্ন।

পরিমোহন (ক্লী) পরি-মুহ-ল্যুট্। বশীকরণ। মোহসম্পাদন।

পরিমোহিত (ত্রি) ১ আলোড়িত। ২ চেতনাহীন। ৩ অন্তর্বোধশূন্য।

পরিমোহিন্ (ত্রি) পরি-মুহ-ণিনি। পরিমোহনশীল।

পরিম্লান (ত্রি) ১ হীনপ্রভ। (ক্লী) ২ শোক, ভয় বা দুঃখ-জনিত মুখাদির মলিনতা। মুখমালিন্য।

পরিম্লায়িন্ (পুং) পরি-ম্লা-ণিনি। ১ তিমিররোগ ভেদ। ইহার লক্ষণ—

"পিত্তং কুর্য্যাৎ পরিম্লায়ি মূর্চ্ছিতং পিত্ততেজসা।
পীতা দিশস্তথাদ্যোতান্ ভাস্করঞ্চাপি পশ্যতি ॥
বিকীর্য্যমাণান্ খদ্যোতৈর্বৃক্ষাংস্তেজোভিরেব বা ॥" (মাধবনিদান)

এই রোগ পিত্তজন্য হইয়া থাকে, ইহাতে দিক্সকল উদ্যত সূর্য্যের ন্যায় বা খদ্যোতপূর্ণ বৃক্ষসমূহে সমাকীর্ণের ন্যায় দেখায়। [তিমিররোগ দেখ।] (ত্রি) ২ মালিন্যযুক্ত, মলিনতাবিশিষ্ট।

পরিযজ্ঞ (পুং) পরিত উভয়তো বিহিতো যজ্ঞোঽস্য। উভয়তঃ বিহিত যজ্ঞ। (কাত্যা° ১৪।১।৬)

পরিযত্ত (ত্রি) পরিবেষ্টিত।

পরিযাণ (ক্লী) চতুর্দ্দিকে গমন। চারিদিকে ভ্রমণ। স্ত্রিয়াং ঙীপ্ পরিযাণী। (পা ৮।৪।২৯)

ারিযাণীয় (ত্রি) ১ ভ্রমণ সম্বন্ধীয়। ২ রক্ষাকরণযোগ্য।

ারিয়া (তামিল পরৈয়ান্) দাক্ষিণাত্যবাসী এক আদিম জাতি। কেহ কেহ বলেন, 'পরৈ' অর্থে ঢকা, এই অর্থে পরৈয়া অর্থাৎ ঢক্কাবাদ্যকার জাতি; কিন্তু কোন কোন ভাষাতত্ত্ববিদ্ তাহা স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে পরৈয়ার মূল অর্থ 'পাহাড়িয়া' বা পার্ব্বতীয়। যেমন গৌড়ীয়-শাখার মধ্যে 'চণ্ডাল', দ্রাবিড়-শাখার মধ্যে সেইরূপ 'পরিয়া'।১

সমাজ-বাহ্য সকল জাতি লইয়া এই পরিয়া-সমাজ গঠিত হইলেও এবং দক্ষিণাত্য-হিন্দুসমাজে নিতান্ত হীন বলিয়া গণ্য হইলেও ইহারা আপনাদের মধ্যে উচ্চ-নীচজাতিভেদ স্বীকার করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে ১৮টী বিভাগ আছে, তন্মধ্যে এইগুলি পাওয়া যায়—

বল্লবপ্পড়ই, তাওপ্পড়ই, তঙ্কলান্‌পড়ই, তুর্শালিপ্পড়ই, কুলিপ্পড়ই, তিপ্পড়ই, মুরশপ্পড়ই, মোট্টপ্পড়ই, অম্পুপ্পড়ই, বটুকপ্পড়ই, আলিয়প্পড়ই, কোলিয়প্পড়ই, বেলিপ্পড়ই, বেট্টিয়াপ্পড়ই, শঙ্কুপ্পড়ই। ইহাদের মধ্যে বল্লবপ্পড়ই শ্রেণীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য।

পরিয়ারা বলে যে, ব্রাহ্মণীর গর্ভে এই জাতির উৎপত্তি ও তাহারা ব্রাহ্মণের জ্যেষ্ঠ সহোদর। বেঙ্কটাচার্য্যরচিত কুলশঙ্করমালায় লিখিত আছে, উর্ব্বশীর পুত্র বশিষ্ঠ চক্কিলীজাতিভুক্ত এক চণ্ডালীকে বিবাহ করেন। এই চণ্ডালী অরুন্ধতী। ইহার গর্ভে একশত পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে ৪ জনকে লইয়া চারি বর্ণ এবং ৯৬ জন পিতার আদেশ পালন না করায় সকলেই পঞ্চমবর্ণ বা পরিয়া নামে খ্যাত হয়।

পরিয়াদিগের আচার-ব্যবহার অপর বর্ণ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ইহারা অপর নিম্নশ্রেণীকে আপনাদের গণ্ডীর মধ্যে প্রবেশ করিতে দেয় না। অথবা উচ্চশ্রেণীতে প্রবেশ করিবারও চেষ্টা করে না। ইহারা শূদ্রকৃষকদিগের নিকট কার্য্যগ্রহণ করে। য়ুরোপীয়দিগের অধীনেও অনেকে চাকরী করে। এখন অনেকে আমেরিকা, আফ্রিকা, কেপ্‌কলনী, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি নানাস্থানে গিয়া চাকরী করিতেছে। ইংরাজদিগের নিকট শান্তস্বভাব, নম্র ও কর্ম্মঠ বলিয়া আদরণীয় হইলেও হিন্দুসমাজে ইহারা নিতান্ত হেয়। ত্রিবাঙ্কোড়, মহিসুর প্রভৃতি স্থানে ব্রাহ্মণ বা নায়রেরা পথে বাহির হইলে সে পথে পরিয়ারা আর চলিতে পারে না। যদি ঘটনাক্রমে পথে দেখাসাক্ষাৎ হইয়া পড়ে, তবে ব্রাহ্মণ স্নান করিয়া শুদ্ধ হন। যদি ঘটনাক্রমে কোন পরিয়া নায়রকে ছুঁইয়া ফেলে, তাহা হইলে সে, নায়রের হাতে রীতিমত নিগ্রহভোগ করে। যে গ্রামে ব্রাহ্মণের বাস, সে গ্রামে পরিয়ারা প্রবেশ করিতে পারে না। দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন প্রদেশে ইহারা হোলেয়া, ধের, মহার বা পরবারি নামে খ্যাত। অধিকাংশ স্থলেই ইহারা চৌকীদার, ঝাড়ুদার বা ময়লাপরিষ্কারকের কার্য্য করে।

ইহারা সমাজে হীন হইলেও ইহাদের সামাজিক চিহ্নধারণে কয়টী অধিকার আছে—গোলাকার শ্বেতচ্ছত্র, সিংহ, হংস, হনুমান্, কোকিল, লাঙ্গল ও চক্রচিহ্নিত সবুজ বা শ্বেত-পতাকা, ভেরী, মশাল, জয়ঘণ্টা, দুইখানি সাদাচৌরী, শ্বেতহস্তী, শ্বেত-অশ্ব, গজদন্তের পালকী, খসখসের পাখা, বীণা, সাদা পায়জামা, মকর-তোরণ ও স্বর্ণপাত্র। ইহারা প্রধানতঃ আত্তাল বা অম্মল (পার্ব্বতী) ও পিড়োরি (কালী)র উপাসক। দেবীর অপরাপর মূর্ত্তিরও পূজা করে। পূজাকালে উচ্চ বর্ণের কোন ব্রাহ্মণ ইহাদের পৌরোহিত্য করে না। ইহাদের স্বজাতীয় ব্রাহ্মণেরাই পূজা সম্পন্ন করে। ইহারা পার্ব্বতী বা কন্যাকুমারীকে পরিয়ারমণী বা মাতঙ্গী বলিয়া মনে করে। দেবীর উৎসবকালে একজন পরিয়া দেবীর বররূপে দেবীমন্দিরে থাকে, সে ভাল কাপড় পরে ও ভাল খাইতে পায়। উৎসবের শেষ দিন দেবীকে মহাসমারোহে গ্রামপথে বাহির করা হয়, বররূপী পরিয়াকেও সেই দিন বাদ্যাদি সহ লইয়া যায়। উৎসবান্তে সে স্নান করিয়া একখানি নববস্ত্র লাভ করে, তাহাদের পুরোহিত আসিয়া দেবীর ও পরিয়ার দক্ষিণ হস্তে একএকটী পয়সা বাঁধিয়া দেয়। এই প্রথা কোথা হইতে আসিল তাহা জানা যায় না। তবে এখনও মাদ্রাজের অধিষ্ঠাত্রী 'এগাত্তাল' দেবীর তালিবন্ধন একজন পরিয়ার হাতেই সম্পন্ন হয়।

পরিয়াদিগের মধ্যেও অনেক সাধু ও কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ 'কুরল'-গ্রন্থপ্রণেতা তিরুবল্লব নায়নার ও তাঁহার ভগিনী অব্বৈ (আধিয়ার), বৈষ্ণবকবি আলবার তিরুপ্পান্ ও শৈব সাধু নন্দনের নাম উল্লেখযোগ্য।

পরিয়ার, অযোধ্যাপ্রদেশের উনাও জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। এখানে গঙ্গানদী ও তাহার শাখা কল্যাণী প্রবাহিত। গ্রামটী বামকূলে উনাও নগর হইতে ৭ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা° ২৬° ৩৭´ ৪৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০° ২১´ ৪৫´´ পূঃ। প্রবাদ পূর্ব্বে এস্থান জঙ্গলে পরিবৃত ছিল, মহামুনি বাল্মীকি এই বনাশ্রমে * থাকিতেন। রামচন্দ্রের আদেশে লক্ষ্মণ সীতাকে এই স্থানে 'পরিহার' করিয়াছিলেন বলিয়া এই স্থান পরিহার বা পরিয়ার নামে খ্যাত হয়। এই গ্রামের চতুর্দ্দিকে 'মহনা' নামে যে বিস্তীর্ণ স্থল আছে, উহা

১) Dr. Oppert's Original Inhabitants of India, pp. 31-32.

* এই গ্রামের অব্যবহিত পরপারে গঙ্গাতীরবর্ত্তী বিঠুর নগরে আদিকবি বাল্মীকির কুটীর বিদ্যমান আছে। এক সময় গঙ্গার উভয় তীরস্থ ভূমি বাল্মীকির আশ্রম বলিয়া কথিত হইত। [বিঠুরই দেখ।]

শ্রীরামপুর লব ও কুশের 'মহারণ' ভূমি বলিয়া অনুমিত হয়। এই মহনাঝিলের কূলবর্ত্তী সোমেশ্বর মহাদেব মন্দিরের সন্নিকটে ও গঙ্গার উভয় তীরে আজিও অনেকানেক তীরের ফলা ভূগর্ভ হইতে পাওয়া যাইতেছে; এখানে গঙ্গাতীরে যে সকল মন্দির নির্ম্মিত দেখা যায়, তাহা বর্ত্তমান সময়ে নির্ম্মিত। এখানে পাহাড়ের উপরে উজীর মীর জুমলা খাঁর একটী ইষ্টকনির্ম্মিত কেল্লার ধ্বংসাবশেষ গঙ্গাতীর হইতে দেখা যায়। এখানে প্রতিবৎসর কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় লক্ষাধিক লোক গঙ্গায় ও ঝিলে স্নান করিতে আসে।

পরিয়ার, বেহারবাসী শাকদ্বীপিব্রাহ্মণগণের একটী 'পুর' বা থাক। ২ মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর পুণা জেলার অধিবাসী নিম্নশ্রেণীস্থ জাতিবিশেষ।

পরিযোগ (পুং) পরি-যুজ-ভাবে ঘঞ্। পরিতঃ যোগ। উভয়দিকে যোগ। ঘঞ্ পরে বাহুল্যে পরির ইকার দীর্ঘ করিয়া 'পরীযোগ' এইরূপ হইবে।

পরিযোগ্য (পুং) বেদের শাখাভেদ।

পরিরক্ষক (ত্রি) পরি-রক্ষ ণ্বুল্। রক্ষাকর্ত্তা, সর্ব্বতোভাবে রক্ষাকারী।

পরিরক্ষণ (ক্লী) পরি-রক্ষ-ল্যুট্। সর্ব্বতোভাবে রক্ষাকরণ।

পরিরক্ষণীয় (ত্রি) পরি-রক্ষ অনীয়র্। রক্ষার যোগ্য। সকলপ্রকার রক্ষার যোগ্য।

পরিরক্ষা (স্ত্রী)) পরিপালন। (মনু ৪।৯৪)

পরিরক্ষিত (ত্রি) উত্তমরূপে রক্ষিত।

পরিরক্ষিতব্য (ক্লী) পরি-রক্ষ-তব্য। পরিরক্ষণীয়, সর্ব্বতোভাবে রক্ষার যোগ্য।

পরিরক্ষিতিন্ (ত্রি) রক্ষাকারী। চৌকীদার।

পরিরক্ষিতৃ (ত্রি) পরি-রক্ষ-তৃচ্। পরিরক্ষক। "অশিষ্টানাং নিয়ন্তা হি শিষ্টানাং পরিরক্ষিতা।" (ভারত-আদিপর্ব্ব)

পরিরক্ষিন্ (ত্রি) রক্ষাকারী।

পরিরক্ষ্য (ত্রি) রক্ষার যোগ্য।

পরিরথ্য (পুং) রথাঙ্গভেদ। (অথর্ব্ববেদ ৮।৮।২২)

পরিরথ্যা (স্ত্রী) পরিতো রথ্যা। প্রচারমার্গ।
"অধিষ্ঠানং মনশ্চাসীৎ পরিরথ্যা সরস্বতী।" (মহা° ৮।৩৪।৩৪)
'পরিরথ্যা প্রচারমার্গঃ' (নীলকণ্ঠ)

পরিরম্ভ (পুং) পরিরম্ভাতে ইতি পরি-রভি ঘঞ্। ভজোভূম্ (রভেরশব্লিটোঃ। পা ৭।১।৬৩) আলিঙ্গন। "পরিরম্ভরভসঃ-ক-ইব ভবিতাতোমকদূপঃ।" (সাহিত্য° ১০)
"ধ্যায়ংখ্যামনিশং জপন্নপি তবৈবালাপমন্ত্রাবলীং।
ভবদ্বৎকুচকুম্ভনির্ভরপরিরম্ভামৃতং বাঞ্ছতি।" (গীতগো° ৫।৭)

পরিরম্ভন (ক্লী) পরি-রম্ভ-ল্যুট্। আলিঙ্গন।

পরিরম্ভিন্ (ত্রি) পরিরম্ভঃ বিদ্যতেঽস্য পরি-রম্ভ-ইনি। সংশ্লেষযুক্ত। আলিঙ্গনযুক্ত। "ব্যালবিলীতবরবাসসি বর্ত্তমানকাঞ্চীকলাপপরিরম্ভিনিতম্ববিম্বং॥" (ভাগ° ৩।৮।২৪)
'কাঞ্চীকলাপস্তেন পরিরম্ভঃ সংশ্লেষঃ বিদ্যতে যত্র তৎ।' (স্বামী)

পরিরাটক (ত্রি) পরি-রট-তাচ্ছীল্যে বুঞ্। সমন্তাৎ রটনশীল। চারিদিকে গমনশীল।

পরিরাটিন্ (ত্রি) পরি-রট-তাচ্ছীল্যে ণিনি। সমন্তাৎ রটনশীল।

পরিরাপ্ (পুং) ১ পাপরূপ রাক্ষস। ২ পরিবাদকারী, নিন্দক।
"আ বিবাধ্যা পরিরাপস্তমাংসি" (ঋক্ ২।২৩।৩) 'পরিতোরপঃ পাপরূপং রক্ষঃ। যদ্বা রপলপ ব্যক্তায়াং বাচি। কিপ্। পরিবদতো নিন্দকান্'। (সায়ণ)

পরিরাপিন্ (ত্রি) পরামর্শ দ্বারা প্রবৃত্তিবিধানকারী। "যমরাতে পুরোধৎসে পুরুষং পরিরাপিণম্।" (অথর্ব্ব ৫।৭।২)

পরিরোধ (পুং) পরি-রুধ-ঘঞ্। সম্যক্ অবরোধ। আটকান।

পরিল (ত্রি) পরিতো লাতি লা-ক। পরিতোগ্রাহক, ততঃ শিবাদিত্বাদণ্। পারিল, তাহার অপত্য।

পরিলঘু (ত্রি) অতি লঘু, সহজে যাহা পরিপাক হয়।

পরিলঙ্ঘন (ক্লী) ইতস্ততঃ লম্ফন, ঝাঁপান।

পরিলুপ্ত (ত্রি)) পরি-লুপ্-ক্ত। অদৃশ্য, গত, হৃত।

পরিলেখ (পুং) পরি-লিখ-ঘঞ্। পরিতো লেখনসাধন দ্রব্য।

পরিলেখন (ক্লী) যজ্ঞস্থানের সকলদিকে রেখাদিকরণ।

পরিলেহিন্ (পুং) কর্ণরোগভেদ।

পরিলোপ (পুং) পরি-লুপ-ঘঞ্। ১ হানি। ২ বিলোপ।

পরিবংশ (স্ত্রী) প্রতারণা, ছলনা।

পরিবক্রা (স্ত্রী) ১ গোলাকার বেদীভেদ। ২ নগরীভেদ।

পরিবৎসক (পুং) বৎসের অপত্য।

পরিবৎসর (পুং) সংবৎসর পঞ্চকের অন্তর্গত বৎসরবিশেষ।
"শকাব্দাৎ পঞ্চভিঃ শেষাৎ সমাস্তাদিষু বৎসরাঃ।
সম্পরীদানুপূর্ব্বাশ্চ তথোদাপূর্ব্বকা মতাঃ॥" (মলমাসতত্ত্ব)

বৃহৎসংহিতায় লিখিত আছে, সংবৎসর, পরিবৎসর, ইদাবৎসর, অনুবৎসর ও ইদ্বৎসর এই পঞ্চবৎসর যুগবৎসরের অন্তর্গত, ষষ্টিসংবৎসরের মধ্যে নহে। পরিবৎসরের অধিপতি সূর্য্য। এই বৎসরের প্রারম্ভে বৃষ্টি হয়।

(বৃহৎসংহিতা ৮,২৪-২৫)

পরিবৎসরীণ (ত্রি) সমস্ত বর্ষব্যাপী।

পরিবৎসরীয় (ত্রি) সমস্ত বর্ষসম্বন্ধীয়।

পরিবদন (ক্লী) পরি-বদ-ল্যুট্। ১ পরিবাদ, নিন্দা।

পরিবর্গ (পুং) পরি-বৃজ-ঘঞ্। পরিতোবর্জ্জন। সর্ব্বতোভাবে

বর্জ্জন। "স্বযশোভিরত্রী পরিবর্গ ইন্দ্রো" (ঋক্ ১।১২৯।৮)
'পরিবর্গে পরিতো বর্জ্জনে' (সায়ণ)

পরিবর্গ্য (ত্রি) পরিবর্জ্জনীয়।

পরিবর্জ্জক (ত্রি) ত্যবর্জ্জয়তি পরি-বর্জ্জি-ণ্বুল্। পরিত্যাগকারী।

পরিবর্জ্জন (ক্লী) পরিবর্জ্জ্যতে পরিত্যজ্যতে প্রাণৈর্যেন, পরি-বৃজ-ণিচ্-ল্যুট্। ১ মারণ। ভাবে ল্যুট্। ২ পরিত্যাগ। কোন্ কোন্ দ্রব্য পরিবর্জ্জন করিতে হয়, তাহার বিষয় কূর্ম্মপুরাণে লিখিত আছে, একশয্যা, একাসন, একপংক্তি, ভাণ্ড, পক্বান্ন-মিশ্রণ, যাজন, অধ্যয়ন, যোনি, সহভোজন, সহাধ্যায়, সহ-যাজন এই একাদশকে সাঙ্কর্য্য কহে, ইহাদের সমীপে অবস্থান করিলে পাপ সংক্রামিত হয়, এই জন্ত সর্ব্বপ্রযত্নে ইহা বর্জ্জন করিবে। * (কূর্ম্মপু° উপবি° ১৫ অ°) চাণক্য বলিয়াছেন,

"যস্মিন্ দেশে ন সম্মানো ন প্রীতি র্ন চ বান্ধবাঃ।
ন চ বিদ্যাগমঃ কশ্চিৎ তং দেশং পরিবর্জ্জয়েৎ॥" (চাণক্য)

যে দেশে সম্মান নাই, প্রীতি, বান্ধব ও কোন প্রকার বিদ্যা-লাভ নাই, সেই দেশ পরিবর্জ্জন করিবে। গরুড়পুরাণে লিখিত আছে, মূর্খব্রাহ্মণ, অযোদ্ধাক্ষত্রিয়, জড়বৈশ্য এবং অক্ষরসংযুক্ত শূদ্র দূর হইতে পরিবর্জ্জন করিবে। কুভার্য্যা, কুমিত্র, কুরাজা, কুবন্ধু, কুসৌহৃদ্য ও কুদেশ পরিত্যাগ বিধেয়। †(গরুড়পু° ১১৪অ°)

পরিবর্জ্জনীয় (ত্রি) পরি-বৃজ-ণিচ্ অনীয়র্। পরিবর্জ্জনের যোগ্য, পরিত্যাগার্হ।

পরিবর্জ্জিত পরি-বৃজ-ণিচ্-ক্ত। পরিত্যক্ত।

পরিবর্ত্ত (পুং) পরিবর্ত্তনমিতি পরি-বৃত ভাবে ঘঞ্। ১ বিনি-ময়, বদল।

"হ্রষাত্মৃতমুখং দৃষ্ট্বা নবং নবমিবাগতম্।
ঋতূনাং পরিবর্ত্তেন প্রাণিনাং প্রাণসংক্ষয়ঃ।" (রামা° ২।১০৫।২৫)

২ কূর্ম্মরাজ। ৩ অপবর্ত্তন। (মেদিনী) ৪ যুগান্তকাল। (হেম) ৫ গ্রন্থবিচ্ছেদ। (জটাধর) ৬ মৃত্যুপুত্র দুঃসহের পুত্র-ভেদ। মার্কণ্ডেয়পুরাণে ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে, মৃত্যুর দুঃসহ নামে এক পুত্র ছিল, কলির কন্যা নির্ম্মাষ্টির সহিত ইহার বিবাহ হয়। এই নির্ম্মাষ্টির গর্ভে অনেকগুলি পুত্র জন্মে, ইহারা সকলেই জগদ্ব্যাপী। ইহাদের মধ্যে পরিবর্ত্ত তৃতীয়। ইহার এই নাম রাখিবার কারণ এই যে, এই পুত্র অন্য স্ত্রীর গর্ভে অপর স্ত্রীর গর্ভ পরিবর্ত্তিত ও বক্তার বাক্যকেও বিপরীতরূপে প্রতিপাদিত করিয়া আহ্লাদ অনুভব করে, এইজন্য ইহার নাম পরিবর্ত্ত হয়। ইহার শান্তির জন্য শ্বেত-সর্ষপ ও রক্ষোঘ্ন মন্ত্রদ্বারা রক্ষাবিধান বিধেয়। পরিবর্ত্তের দুই পুত্র বিরূপ ও বিকৃত। ইহারাও বৃক্ষাগ্র, প্রাচীর, পরিখা ও সমুদ্র আশ্রয় করিয়া থাকে এবং পাদপাদিতে থাকিয়া গুর্ব্বিণীর পরিবর্ত্তন করে। এইরূপ পরিবর্ত্তন করিতে করিতে গর্ভপাত হইয়া থাকে। এইজন্য গর্ভাবস্থায় স্ত্রীলোককে বৃক্ষ, পর্ব্বত, প্রাচীর, সাগর ও পরিখা আশ্রয় করিয়া ভ্রমণ করিতে নাই। (মার্কণ্ডেয়পু° ৫১ অঃ) ৭ আবৃত্তি। (সূর্য্যসি°) পরিবর্ত্ততে পরি-বৃত-অচ্। ৮ পরিবৃত্তিযুক্ত ধনাদি। ৯ বিবাহাদি কার্য্যে পরস্পরের কন্যাপুত্রের আদানপ্রদান। [বিবাহ দেখ।]

পরিবর্ত্তক (ত্রি) ১ ঘোরা-ফেরা। ২ ঘূর্ণশীল। ৩পরিবর্ত্তনযোগ্য। ৪ কালাবর্ত্তক। (পুং) ৫ দুঃসহের একপুত্র। [পরিবর্ত্ত দেখ।]

পরিবর্ত্তন (ক্লী) পরি-বৃত-ল্যুট্। পরিবর্ত্ত, পর্য্যায়, পরিদান, বিনিময়, নৈমেয়, ব্যতিহার, পরাবর্ত্ত, বৈমেয়, বিময়। (হেম)

"অক্রমস্পরিবর্ত্তনোচিতে তস্য নিস্তুরশূন্যতামুখে।
বলকী চ হৃদয়ঙ্গমস্বনা বল্গুবাগপি চ বামলোচনা॥"
(রঘু ১৯।১৩)

২ প্রেরণ। ৩ বদলান।

পরিবর্ত্তনীয় (ত্রি) পরি-বৃত-অনীয়র্। পরিবর্ত্তনের যোগ্য।

পরিবর্ত্তিকা (স্ত্রী) মেঢ্রগতরোগভেদ। উপদংশের পীড়া। চলিত মুদা। ইহার লক্ষণ ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে, অতিশয় মর্দ্দন, পীড়ন বা অভিঘাত দ্বারা ব্যানবায়ু কুপিত হইয়া যখন মেঢ্রগত চর্ম্মকে আশ্রয় করে, তখন বাতসংস্পৃষ্টপ্রযুক্ত লিঙ্গের চর্ম্ম স্ফীত হয় এবং শিশ্নাগ্রের অধঃস্থিত চর্ম্মকোষ গ্রন্থিকোষে লম্বমান হয়, কখন কখন বেদনার সহিত দাহ ও পাক উপ-স্থিত হয়, এই আগন্তুক বাতজ রোগকে পরিবর্ত্তিকা কহে। ইহা কফানুবিদ্ধ হইলে কঠিন ও কণ্ডুযুক্ত হইয়া থাকে।

ইহার চিকিৎসা—পরিবর্ত্তিকা রোগে ঘৃত ম্রক্ষণ করিয়া মাংসাদি বাতঘ্ন দ্রব্য দ্বারা স্বেদ এবং তিনরাত্রি বা ৫ রাত্রি শাল্বণাদি উপনাহ প্রয়োগ করিতে হইবে। তাহার পর ঘৃতাদি অভ্যঞ্জদ্বারা ধীরে ধীরে চর্ম্ম যথাস্থানে আনয়ন করিবে। লিঙ্গের অগ্রভাগ পীড়ন করিয়া চর্ম্মসম্যক্ প্রবিষ্ট হইলে শিশ্নাগ্রে স্বেদ ও উপনাহ দিয়া বাতনাশক বস্তিক্রিয়া বিধেয়। রোগীকে

* "একশয্যাসনং পংক্তির্ভাণ্ডপক্বান্নমিশ্রণম্।
যাজনাধ্যয়নে যোনিস্তথৈব সহভোজনম্।
সহাধ্যায়স্তু দশমঃ সহযাজনমেব চ।
একাদশসমুদ্দিষ্টা দোষাঃ সাঙ্কর্যসংজ্ঞিতাঃ।
সমীপে চাপ্যবস্থানাৎ পাপং সংক্রমতে নৃণাং।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন সাঙ্কর্য্যং পরিবর্জ্জয়েৎ।"
(কূর্ম্মপু° উপবিভাগ ১৫ অধ্যায়)

† "ব্রাহ্মণং বালিশং ক্ষত্রমযোদ্ধারং বিশং জড়ম্।
শূদ্রমক্ষরসংযুক্তং দূরতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ।
কুভার্য্যাঞ্চ কুমিত্রঞ্চ কুরাজানং কুসৌহৃদম্।
কুবন্ধুঞ্চ কুদেশঞ্চ দূরতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ।" (গরুড়পুরাণ ১১৪ অঃ)

আহারের জন্য স্নিগ্ধ দ্রব্য দিবে। (ভাবপ্র° ক্ষুদ্ররোগাধি°)
(সুশ্রুতে নিদানস্থানে ১৩ অধ্যায়ে ইহার লক্ষণ লিখিত আছে।)

পরিবর্ত্তিন্ (ত্রি) পরিবর্ত্তিতুং শীলমস্য, শীলার্থে ণিনি। পুনঃ-পুনঃ আবৃত্তিযুক্ত। পরিবর্ত্তনশীল, পরিবর্ত্তনস্বভাব।

"তস্যাঃ সুবিপুলা দীর্ঘা বেপন্ত্যাঃ পন্নগস্ত্রিয়াঃ।
দৃশ্যতে কম্পিতা বেণী ব্যালী চ পরিবর্ত্তিনী॥"
(রামায়ণ ৫।২৬।২)

(স্ত্রী) ২ বিষ্টুতিভেদ। (লাট্যা° ৬।১।২৮) "পরিবর্ত্তিনী ত্রিবৃৎবিষ্টুতিঃ" (তাণ্ড্যব্রা° ২।২।১) 'পরিবর্ত্তিনী আবর্ত্তিনী বিষ্টুতিঃ' (ভাষ্য)

পরিবর্ত্মন্ (ত্রি) বেষ্টন করিয়া ভ্রমণশীল, প্রদক্ষিণ।
(কাঠক ২৫।২)

পরিবর্দ্ধন (ক্লী) পরি-বৃধ-ল্যুট। সম্যক্‌রূপে বৃদ্ধিকরণ, বাড়ান।
"লাভালাভঞ্চ পণ্যানাং পশূনাং পরিবর্দ্ধনং।" (মনু ৯।৩৩১)।

পরিবর্দ্ধিত (ত্রি) পরি-বৃধ-ণিচ্ ক্ত। বৃদ্ধিপ্রাপিত, যাহা বাড়ান হইয়াছে। "শ্যামকমুষ্টিপরিবর্দ্ধিতকো জহাতি।"
(শকুন্তলা ৭ অঙ্ক)

পরিবর্ম্মন্ (ত্রি) বর্ম্মাবৃত।

পরিবর্হ (পুং) পরি-বর্হ-ঘঞ্। ১ পরিচ্ছদ, রাজচিহ্ন চামরছত্রাদি।

পরিবসথ (পুং) পরিতো বসন্ত্যত্র পরি-বস উপসর্গে বসেরিতি অথচ্। গ্রাম। (হেম)

পরিবহ (পুং) পরি সর্ব্বতোভাবেন বহতীতি পরি-বহ-অচ্। সপ্তবায়ুর অন্তর্গত ষষ্ঠবায়ু। এই পরিবহ বায়ু সুবহ বায়ুর উপরিস্থিত।

"ভূবায়ুরাবহ ইহ প্রবহস্তদূর্দ্ধঃ
স্যাদুদ্বহস্তদনুসংবহসংজ্ঞকশ্চ।
অন্যস্ততোঽপি সুবহঃ পরিপূর্ব্বকোঽস্মাৎ
বাহঃ পরাবহ ইমে পবনাঃ প্রসিদ্ধাঃ॥"
(সিদ্ধান্তশিরো°) [বায়ু দেখ।]

পরিবাদ (পুং) পরি সর্ব্বতো দোষোল্লেখেন বাদঃ কথনং। পরি-বদ-ভাবে-ঘঞ্। অপবাদ। নিন্দা।

"নীচসংসর্গনিরতাঃ পরবিত্তাপহারকাঃ।
পরনিন্দাপরদ্রোহপরিবাদপরাঃ খলাঃ॥" (মার্কণ্ডেয়পু° ১।৪২)

পরি-বদ-ণিচ্ করণে ঘঞ্। বীণাবাদনবস্তু। (মেদিনী) ঘঞ্ পরে বাহুল্যে পরির ইকার দীর্ঘ করিয়া 'পরীবাদ' এইরূপ হইবে।

পরিবাদক (ত্রি) পরিবদতীতি পরি-বদ-ণ্বুল্। পরীবাদকর্ত্তা; নিন্দক, অপবাদকারী।

পরিবাদিন্ (ত্রি) পরিবদতীতি পরিবদিতুং শীলমস্য বা। পরি-বদ-

"সাধূনস্মত্তাং যে চ যে চাপি পরিবাদিনাম্।" (ভারত ৭।৭১।২৬)

পরিবাদো নিন্দা বিদ্যতেঽস্য অস্ত্যর্থে ইনি। পরিবাদবিশিষ্ট।

পরিবাদিনী (স্ত্রী) পরিবদতি স্বরানিতি পরি-বদ (সুপ্যজাতৌ ণিনিস্তাচ্ছীল্যে। পা ৩।২।৭৮) ইতি ণিনি, স্ত্রিয়াং ঙীপ্। সপ্ত-তন্ত্রীযুক্ত বীণা। যে বীণার ৭টী তার আছে, তাহাকে পরি-বাদিনী কহে।

"কলতয়া বচসঃ পরিবাদিনী
স্বরজিতা রজিতাবশমাবযুঃ॥" (মাঘ ৬।৯)

পরিবাপ (পুং) পরি সর্ব্বত উপ্যতে ইতি পরি-বপ-ঘঞ্। ১ পর্য্যাপ্তি, বপন। ২ জলস্থান। ৩ পরিচ্ছদ। (মেদিনী)। ঘঞ্ প্রত্যয়ে বাহুল্যে পরির ইকার দীর্ঘ করিয়া পরীবাপ এইরূপ পদ হইবে। ৪ মুণ্ডন। (হেমচ°)

পরিবাপন (ক্লী) পরি-বপ-ণিচ্-ল্যুট্। ১ মুণ্ডন। ২ পরিবাপ।

পরিবাপিত (ত্রি) পরিবাপ্যতে স্ম, পরি-বপ-ণিচ্-ক্ত। ১ মুণ্ডিত। ২ পরিবাপনে নিয়োজিত।

পরিবাপ্য (ত্রি) ১ পরিবাপযোগ্য বা মুণ্ডনযোগ্য।

পরিবার (পুং) পরিব্রিয়তেঽনেন পরি-বৃ-করণে ঘঞ্। পরি-জন, কুটুম্বাদি, পোষ্যবর্গ, ইহারা পরিবৃত থাকে, এইজন্য পোষ্য-বর্গের নাম পরিবার হইয়াছে।

"মনুষ্যবাহ্যং চতুরস্রযান-
মধ্যাস্য কন্যা পরিবারশোভি।" (রঘু ৬।১০)

২ খড়্গকোষ। ৩ পরিচ্ছদ। ঘঞ্ প্রত্যয়ে বাহুল্যে পরির ইকার দীর্ঘ করিয়া 'পরীবার' এইরূপ পদ হইবে। যথা—
"ক্রব্যাদ্‌গণপরিবারশ্চিতাগ্নিরিব জঙ্গমঃ" (রঘু ১৫।১৬)

পরিবারণ (ক্লী) ১ পরিচ্ছেদ, আবরণ। ২ কোষ, খাপ।

পরিবারবৎ (ত্রি) পরিবারো বিদ্যতেঽস্য মতুপ্ মস্য ব। আবরণযুক্ত।

পরিবাস (পুং) ১ গৃহ। ২ প্রবাস।

পরিবাসন (ক্লী) পরিবাস্যতেঽনেন পরি-বাস-ল্যুট্। যজ্ঞিয়-বেদাচ্ছাদনানুকূল ব্যাপারবিশেষ। "উত্তরাৎ প্রদেশে পরিবাস্য বেদপরিবাসনানি নিদধাতি" (আপস্তম্ব-সূ°)।

পরিবাসস্ (ক্লী) সামভেদ।

পরিবাহ (পুং) পর্য্যূহ্যন্তে তৃণাদিকং যেন, পরি-বহ-ঘঞ্। পরীবাহ, জলোচ্ছ্বাস-জলপ্রবাহ।

"স বিবেশ পুরীং তয়া বিনা ক্ষণদাপায়শশাঙ্কদর্শনঃ।
পরিবাহমিবাবলোকয়ন্ স্বশুচঃ পৌরবধূমুখাশ্রুষু॥" (রঘু ৮।৭৪)

ঘঞ্ প্রত্যয়ে বাহুল্যে পরির ইকার দীর্ঘ করিয়া 'পরীবাহ' এই পদ হইবে। ২ জলনির্গমপ্রণালী। "পুরোৎপীড়ে তড়াগস্য পরীবাহঃ প্রতিক্রিয়া" (উত্তররাম° ৩ অঃ) ৩ মোহনা।

পরিবাহবৎ (ত্রি) পরিবাহ-বিদ্যতেঽস্য মতুপ্ মস্য ব। জলোচ্ছ্বাসযুক্ত, প্রবাহযুক্ত।

পরিবাহিন্ (ত্রি) ভাসমান, প্রবাহশীল।

পরিবিংশৎ (স্ত্রী) পূর্ণবিংশতি।

পরিবিক্রয়িন্ (ত্রি) বিক্রয়শীল, বিক্রেতা।

পরিবিক্ষোভ (পুং) পরি-বি-ক্ষুভ-ঘঞ্। ১ সম্পূর্ণ ক্ষোভন-শীল। ৩ হানিকর।

পরিবিন্ন (পুং) পরি-বিদ-ক্ত। পরিবিত্তি, জ্যেষ্ঠের বিবাহ না হইলে যে কনিষ্ঠ বিবাহ করে।

"জ্যেষ্ঠে অনির্ব্বিষ্টে কনীয়ান্ নির্ব্বিষন্ পরিবেত্তা ভবতি, ইত্যাদি" (উদ্বাহতত্ত্ব)

পরিবিত্ত (পুং) পরি-বিদ-ক্ত, ন দস্য নঃ। বিবাহকারীর অকৃত-বিবাহ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

পরিবিত্তি (পুং) পরিবর্জ্জনং বিন্দতি লভতে ইতি পরি-বিদ-ক্তিচ্। বিবাহিত ব্যক্তির অবিবাহিত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

"দারাগ্নিহোত্রসংযোগং কুরুতে যোঽগ্রজে স্থিতে।
পরিবেত্তা স বিজ্ঞেয়ঃ পরিবিত্তিস্তু পূর্ব্বজঃ॥" (মনু ৩।১৭২)

পরিবিদ্ধ (ত্রি) পরি-ব্যধ-ক্ত। ১ পরিতোবিদ্ধ, সকল প্রকারে বিদ্ধ। (পুং) ২ কুবের। (হেমচ°)

পরিবিন্দক (পুং) পরিবিন্দতি পরি-বিন্দ-ণ্বুল্। পরিবেত্তা।

পরিবিন্দৎ (পুং) পরিত্যজ্য জ্যেষ্ঠভ্রাতরং বিন্দতি অগ্ন্যাধান-ভার্য্যাদিকং লভতে ইতি পরি-বিদ-শতৃ। পরিবেদনকর্ত্তা, অবি-বাহিত জ্যেষ্ঠ থাকিতে কৃতবিবাহ কনিষ্ঠ। জ্যেষ্ঠের বিবাহ না হইলে কনিষ্ঠের বিবাহ হইবে না, ইহাই শাস্ত্রবিধি, এবং সকল ধর্ম্ম-শাস্ত্রেই ঐ কার্য্য নিন্দিত হইয়াছে। কিন্তু শাস্ত্রে ইহার প্রতিপ্রসবও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার বিষয় উদ্বাহতত্ত্বে লিখিত আছে—

"দেশান্তরস্থক্লীবৈকবৃষণানসহোদরান্।
বেশ্যাতিসক্তপতিতশূদ্রতুল্যাতিরোগিণঃ॥
জড়মূকান্ধবধিরকুব্জবামনকুণ্ঠকান্।
অতিবৃদ্ধানভার্য্যাংশ্চ কৃষিসক্তান্ নৃপস্য চ॥
ধনবৃদ্ধিপ্রসক্তাংশ্চ কামতঃ কারিণস্তথা।
কুলটোন্মত্তচৌরাংশ্চ পরিবিন্দন্ ন দুষ্যতি॥"

(উদ্বাহতত্ত্বধৃতছন্দোগপরিশিষ্ট)

জ্যেষ্ঠ সহোদর যদি দেশান্তর স্থিত হয়, (শাস্ত্রে দেশান্তরের অর্থ এইরূপ লিখিত আছে, যে স্থলের ভাষা বিভিন্ন এবং গিরি-মহানদী প্রভৃতি ব্যবধান থাকে, তাহাকে দেশান্তর কহে। অথবা দশদিনে যেস্থলের বার্ত্তা শ্রুত হয় না, তাহাকেও দেশান্তর কহে। বৃহস্পতির মতে [illegible] যোজন পর আবার কাহারও কাহারও মতে ৪০ বা ৩০ যোজন। [illegible] ৩০ যোজনের পর ৬০ যোজন পর্য্যন্ত এবং ইহাতে গিরি ও মহানদী প্রভৃতি ব্যবধান ও ভাষার প্রভেদ থাকে, তাহা দেশান্তর নামে কথিত হয়।*) ক্লীব, একবৃষণ অর্থাৎ যাহার একটী মাত্র অণ্ড আছে, বেশ্যাসক্ত, পতিত ও শূদ্রতুল্য। (মনু শূদ্রতুল্যের এইরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যে ব্রাহ্মণ গোরক্ষক, বাণিজ্যিক, কারুকুশীলব, প্রৈষ্য এবং বার্দ্ধুষিক অর্থাৎ টাকার সুদ গ্রহণ করে, তাহাকে শূদ্র কহে।) † অতিরোগী, জড়, মূক, অন্ধ, বধির, কুব্জ, বামন, কুণ্ঠী, অতিবৃদ্ধ, ভার্য্যাহীন, অর্থাৎ যাহারা শাস্ত্রনিষিদ্ধ ভার্য্যাসম্বন্ধযুক্ত, কামকারী, যাহারা শাস্ত্রের বিধান মানে না অর্থাৎ যথেচ্ছাচারী, কুলট (যিনি পরকুলাটনশীল), দস্তক ও চৌর, জ্যেষ্ঠভ্রাতা এই সকল দোষযুক্ত হইলে কনিষ্ঠ বিবাহ করিলে দোষের হয় না। দেশান্তরস্থিত প্রভৃতি হইলে তিন বৎসর প্রতীক্ষা করিয়া তাহার পর বিবাহ করা উচিত। ইহাই শাস্ত্রসঙ্গত। আবার কোন স্থলে লিখিত আছে;

"দ্বাদশৈব তু বর্ষাণি জ্যায়ান্ ধর্ম্মার্থযোগতঃ।
ন্যায্যঃ প্রতীক্ষিতুং ভ্রাতা শ্রূয়মাণঃ পুনঃ পুনঃ॥
উন্মত্তঃ কিল্বিষী কুষ্ঠী পতিতঃ ক্লীব এব বা।
রাজযক্ষ্মাময়াবী চ ন ন্যায্যঃ স্যাৎ প্রতীক্ষিতুং॥" (উদ্বাহতত্ত্ব)

এই বচনানুসারে অবগত হওয়া যায় যে, জ্যেষ্ঠ ধর্ম্মার্থের জন্য গমন করিলে, তাহার জন্য ১২ বৎসর প্রতীক্ষা করিবে। কিন্তু উন্মত্ত, পাপী, কুষ্ঠী, পতিতাদি হইলে তাহার প্রতীক্ষা করিতে নাই। প্রায়শ্চিত্তবিবেকে লিখিত আছে, বিদ্যার্থের জন্য গমন করিলে ব্রাহ্মণ ১২ বৎসর, ক্ষত্রিয় ১০ বৎসর, বৈশ্য ৮ বৎসর এবং শূদ্র ৬ বৎসর প্রতীক্ষা করিবেন। উশনা বলেন, জ্যেষ্ঠ যদি বিবাহ না করে এবং বিবাহ করিতে অনুমতি

---

* দেশান্তরপরিভাষায়াং বৃদ্ধমনুঃ—
'বাচো যত্র বিভিদ্যন্তে গিরির্বা ব্যবধায়কঃ।
মহানদ্যন্তরং যত্র তদ্দেশান্তরমুচ্যতে॥
দেশনামনদীভেদান্ নিকটোঽপি ভবেদ্যদি।
তত্তু দেশান্তরং প্রোক্তং স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা॥
দশরাত্রেণ যা বার্ত্তা যত্র ন শ্রূয়তেঽথবা॥' (বৃহস্পতিঃ।)
'দেশান্তরং বদন্ত্যেকে ষষ্টিযোজনমত্যয়ং।
চত্বারিংশৎ বদন্ত্যেকে ত্রিংশদেকে তথৈব চ॥'

মুনিত্রয়বচনোক্ত বাগাদিযোজনাদি ভেদানাং সামঞ্জস্যার্থমেবং ব্যাখ্যায়তে ত্রিতয়বৈশিষ্ট্যে ত্রিংশদ্ যোজনাভ্যন্তরে দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যে তদুপরি এক-বৈশিষ্ট্যে চত্বারিংশৎযোজনোপরি বাগ্গিরিমহানদ্যন্তরিতত্বভেদাভাবেঽপি ষষ্টিযোজনোপরি বৈদেশ্যমিতি। শুদ্ধিচিন্তামণিঃ।)

† শূদ্রতুল্যানাহ মনুঃ—
"গোরক্ষকান্ বাণিজিকান্ তথা কারুকুশীলবান্।
প্রৈষ্যান্ বার্দ্ধুষিকাংশ্চৈব বিপ্রান্ শূদ্রবদাচরেৎ॥" (উদ্বাহতত্ত্ব)

দেয় তাহা হইলে কনিষ্ঠ বিবাহ করিতে পারে, ইহাতে দোষ হয় না।*

কিন্তু প্রায়শ্চিত্তবিবেকের মতে জ্যেষ্ঠ উপস্থিত সত্ত্বে অনুমতি করিলেও কনিষ্ঠ বিবাহ করিতে পারিবে না। তবে যে জ্যেষ্ঠ বিষয়বিরক্ত হইয়া যোগমার্গাবলম্বন করিয়াছেন, অথবা পূর্ব্বোক্তরূপে পতিত হইয়াছেন, সেইরূপস্থলে বিবাহ দূষণীয় নহে; যাহারা এইরূপ বিবাহ করে, তাহাদের প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠান করিতে হয়। (উদ্বাহতত্ত্ব)

পরিবিতর্ক (স্ত্রী) পরীক্ষা, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা। (দিব্যা° ২৯।২০)

পরিবিন্ন (পুং) পরি-বিদ-ক্ত, দস্য নঃ, নকারেণ ব্যবহারাৎ ন ণত্বং। পরিবেত্তা।

পরিবিবিদান (পুং) জ্যেষ্ঠ অবিবাহিত থাকিতে বিবাহিত কনিষ্ঠ। "নির্ঋত্যৈ পরিবিবিদানমরাদ্ধ্যা।" (শুক্লযজুঃ ৩০।৯)

'অনূঢ়ে জ্যেষ্ঠে উঢ়বন্তম্।' (মহীধর)

পরিবিষ্ট (ত্রি) পরিবৃত, বেষ্টিত।

পরিবিষ্টি (স্ত্রী) পরি-বিশ-ক্তিচ্। ১ পরিচর্য্যা। ২ ব্যাপ্তি।

"পিতৃভ্যাং পরিবিষ্টী বেষণা দংসনাভিঃ।" (ঋক্ ৪।৩৩।২)

পরিবিষ্ণু (অব্য) বিষ্ণুং বিষ্ণুং পরি ইত্যব্যয়ীভাবঃ। সর্ব্বতো বিষ্ণু, সকল স্থলেই বিষ্ণু। (মুগ্ধবোধটীকায় দুর্গাদাস।)

পরিবিহার (পুং) পরিতোবিহারঃ। সম্যক্ বিহার, সর্ব্বতোভাবে বিহার।

"আত্মস্ত্র্যপত্যাপ্তসুহৃদো বলমৃদ্ধকোষ-
মন্তঃপুরং পরিবিহারভুবশ্চ রম্যাঃ।"

(ভাগবতপু° ৪।১।২১৬)

পরিবিহ্বল (ত্রি) সম্যক্‌রূপ ক্ষোভিত বা উত্তেজিত, অত্যন্ত মগ্ন।

পরিবী (স্ত্রী) পরি ব্যে-ক্বিপ্ সম্প্রসারণে দীর্ঘঃ। ১ পরিবারিত। ২ পরিতঃ স্যূত। (শুক্লযজু° ৬।৭)

পরিবীক্ষণ (ক্লী) পরীতো বীক্ষণং। সর্ব্বতোভাবে অবলোকন, অভিনিবেশপূর্ব্বক দর্শন।

পরিবীত (ত্রি) পরি-ব্যেঞ্-ক্ত সম্প্রসারণে দীর্ঘঃ। পরিবেষ্টিত। (ঋক ১০।৫।৪১)

পরিবৃংহণ (ক্লী) পরি-বৃন্হ-ণিচ্ ল্যুট্। বহুলীকরণ।

পরিবৃংহিত (ত্রি) পরিতোবৃংহিতং। ১ সর্ব্বতোভাবে দীপ্তিবিশিষ্ট। ২ সর্ব্বতোভাবে করি-গর্জ্জিত। ৩ সর্ব্বতোভাবে বৃদ্ধিবিশিষ্ট। ৪ সর্ব্বতোভাবে ধ্বনিবিশিষ্ট।

পরিবৃক্ণ (ত্রি) পরি-ব্রশ্চ ক্ত। ১ ছিন্ন। ২ ছিন্ন হস্তপাদ।

(ছান্দোগ্যউ°)

পরিবৃক্ত (ত্রি) পরি-বৃজ ক্ত। পরিত্যক্ত।

(ঋক্ ১০।১০২।১১)

পরিবৃজ্ (স্ত্রী) পরি-বৃজ্-ক্বিপ্।

"বেথা হি নির্ঋতীনাং বজ্রহস্ত পরিবৃজন্।" (ঋক্ ৮।২৪।২৪)

'পরিবৃজং পরিবর্জ্জনং।' (সায়ণ)

পরিবৃঢ় (ত্রি) পরি সর্ব্বতোভাবেন বৃংহতি বর্দ্ধতে ইতি বৃহি বৃদ্ধৌ কর্ত্তরি ক্ত, নিপাতনাৎ ইকারলোপঃ, নিষ্ঠা তস্য ঢত্বঞ্চ। অধিপ, প্রভু।

"জগৎপরিবৃঢ়ঃ প্রৌঢ়প্রীতিস্তং স ফলার্থিনম্।
কৃত্বা প্রাহ্বস্তবপুস্ততো ভূয়োঽপ্যভাষত॥" (রাজতর° ৩।২৮২)

পরিবৃত (ত্রি) পরি সর্ব্বতোভাবেন বৃতঃ। আবৃত, বেষ্টিত।

"ব্যবহারান্ নৃপঃ পশ্যেৎ সভ্যৈঃ পরিবৃতোঽন্বহং।"

(মিতাক্ষরা)

পরিবৃতি (স্ত্রী) পরি-সর্ব্বতোভাবেন বৃতিঃ। বেষ্টন, পরিবেষ।

পরিবৃত্ত (ত্রি) পরি-বৃত-ক্ত। পরিতোবৃত্ত।

পরিবৃত্তার্দ্ধমুখ (ত্রি) যে ব্যক্তি মুখের অর্দ্ধেকটা ফিরাইয়াছে।

পরিবৃত্তি (পুং) পরিবর্জ্জনে বর্ত্ততে ইতি পরি-বৃৎ-ক্তিচ্। পরিবেত্তা। পরি-বৃত্ত-ভাবে ক্তিন্। ১ পরিবর্জ্জন। (ভারত ১৪।১৮।২৯) ২ অর্থালঙ্কার বিশেষ। ইহার লক্ষণ—

'পরিবৃত্তির্বিনিময়ঃ সমন্যূনাধিকৈর্ভবেৎ।"

(সাহিত্যদ° ১০।১০৫)

যে স্থলে সম, অধিক বা ন্যূন দ্বারা বিনিময় হয়, সেই স্থলে পরিবৃত্তি অলঙ্কার হয়। উদাহরণ—

"দত্ত্বা কটাক্ষমেণাক্ষী জগ্রাহ হৃদয়ং মম।
ময়া তু হৃদয়ং দত্ত্বা গৃহীতো মদনজ্বরঃ॥" (সাহিত্যদ°)

হে হরিণলোচনে! তুমি আমাকে কটাক্ষ দিয়া আমার মন হরণ করিয়াছ, এবং আমিও হৃদয় দিয়া মদনজ্বর গ্রহণ করিয়াছি। এই স্থলে পূর্ব্ব চরণে কটাক্ষ দিয়া হৃদয়গ্রহণ ও পরচরণে হৃদয় দিয়া মদনজ্বর গ্রহণ করা হইয়াছে, বলিয়া প্রথমার্দ্ধে সমান দ্রব্য দ্বারা এবং পরার্দ্ধে ন্যূন দ্বারা বিনিময় হইয়াছে, অতএব এই স্থলে পরিবৃত্তি অলঙ্কার হইল।

পরিবৃত্তিসহ (ত্রি) পরিবৃত্তিং পরাবৃত্তিং সহতে সহ-অচ্। যৌগিকশব্দ ভেদ।

পরিবৃদ্ধ (ত্রি) প্রাপ্তবৃদ্ধ। "অরম্ভ বিদগ্ধপরিবৃদ্ধতা।" (সুশ্রুত)

পরিবৃদ্ধি (স্ত্রী) পরিবর্দ্ধন।

---

* উশনাঃ—"জ্যেষ্ঠভ্রাতা যদা তিষ্ঠেদাধানং নৈব কারয়েৎ।
অনুজ্ঞাতস্তু কুর্বীত শঙ্খস্য বচনং যথা॥
বশিষ্ঠঃ—অগ্রজোঽস্য যদাগ্নিরধিকার্য্যানুজঃ কথং।
অগ্রজানুমতঃ কুর্য্যাদগ্নিহোত্রং যথাবিধি॥
এতেন বিবাহস্যানুজ্ঞয়াপি দোষাভাবেতি প্রায়শ্চিত্তবিবেকঃ।"
(উদ্বাহতত্ত্ব)

"প্রতিদিবসমেবমর্কাৎ স্থানবিশেষেণ শৌক্ল্যপরিবৃদ্ধিঃ ॥"

(বৃহৎসং ৪।৪)

পরিবৃত্তি (পুং) পরিবিত্তি শব্দের পাঠান্তর।

পরিবৃংহিত (ত্রি) পরি-বৃংহ-ক্ত। ১ সর্ব্বতোভাবে বৃদ্ধিবিশিষ্ট। ২ সর্ব্বতোভাবে উদ্যমবিশিষ্ট।

পরিবেত্তৃ (পুং) পরিত্যজ্য জ্যেষ্ঠং ভ্রাতরং বিন্দতি ভার্য্যামগ্ন্যাদিকং বা লভতে বিদ্-তৃচ্ (ণ্বুল্ তৃচৌ। পা ৩।১।১৩৩)। অনূঢ়জ্যেষ্ঠে কৃতবিবাহ কনিষ্ঠ। জ্যেষ্ঠ অবিবাহিত থাকিতে যে কনিষ্ঠ বিবাহ করে।

"দারাগ্নিহোত্রসংযোগং কুরুতে যোঽগ্রজে স্থিতে।
পরিবেত্তা স বিজ্ঞেয়ঃ পরিবিত্তিস্তু পূর্ব্বজঃ ॥" (মনু ৩।১৭১)

পরিবেদ (পুং) পরি-বিদ-ঘঞ্। পরিজ্ঞান। সম্পূর্ণ জানা।

পরিবেদক (পুং) পরি-বিদ-ণ্বুল্। পরিবেত্তা, পরিবেদনকারী।

পরিবেদন (ক্লী) পরি-বিদ-ল্যুট্। ১ বিবাহ। ২ অগ্ন্যাধান।

"ক্লীবে দেশান্তরগতে পতিতে ভিক্ষুকেঽপি বা।
যোগশাস্ত্রাভিযুক্তে চ ন দোষঃ পরিবেদনে ॥"

(উদ্বাহতত্ত্বধৃত শাতাতপ)

৩ সর্ব্বতোভাবে জ্ঞান। (ভারত ১৪।১৬।১২) ৪ সর্ব্বতোভাবে বিচরণ। ৫ সর্ব্বতোভাবে বিদ্যমানত্ব। ৬ সর্ব্বতোভাবে লাভ। ৭ সম্যক্ দুঃখ। ৮ বাদানুবাদ।

পরিবেদনা (স্ত্রী) বিদগ্ধতা। তীক্ষ্ণবুদ্ধিতা, বিমৃশ্যকারিতা, সম্যক্ বিবেচনা, পরিণামদর্শিতা।

পরিবেদনীয়া (স্ত্রী) পরি-বিদ-অনীয়র্ স্ত্রিয়াং টাপ্। পরিবেদনার্হা, পরিবেদনের যোগ্যা, বিবাহযোগ্যা। জ্যেষ্ঠ অনূঢ় থাকিতে কনিষ্ঠ কর্তৃক বিবাহিতা কন্যা।

পরিবেদিনী (স্ত্রী) পরিবেদোঽস্ত্যস্যামিতি ইনি, ঙীপ্ চ। পরিবেত্তার স্ত্রী। (হেমচ°)

পরিবেশ (পুং) পরিতো বিশতীতি পরি-বিশ্-ঘঞ্। বেষ্টন, পরিধি। (মেদিনী)

"বাতেন মণ্ডলীভূতাঃ সূর্য্যাচন্দ্রমসোঃ করাঃ।
মালাভা ব্যোম্নি কুর্ব্বতে পরিবেশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥"

(তন্ত্রধৃত সাহসাঙ্ক)

পরিবেষ (পুং) পরিতো বিষ্যতে ব্যাপ্যতেঽনেন বিষ-ব্যাপনে ঘঞ্। পরিবৃত্তি, পরিধি, চন্দ্রসূর্য্যের মণ্ডল। ইহার বিষয় বৃহৎসংহিতায় এইরূপ লিখিত আছে—

"সংমূর্চ্ছিতা রবীন্দ্বোঃ কিরণাঃ পবনেন মণ্ডলীভূতাঃ।
নানাবর্ণাকৃতয়স্তন্বভ্রে ব্যোম্নি পরিবেষাঃ ॥" (বৃহৎস° ৩৩।১)

সূর্য্য বা চন্দ্রের কিরণপটল সংমূর্চ্ছিত হইয়া বায়ুদ্বারা মণ্ডলীভূত হইলে স্বল্পমেঘ আকাশে নানাবর্ণ আকৃতিবিশিষ্ট মণ্ডল হইয়া থাকে, ইহাকে পরিবেষ কহে। রক্ত, নীল, পাণ্ডুর, কপোত, ধূম্র, শবল, হরিদ্বর্ণ ও শুক্লবর্ণ পরিবেষ সকল যথাক্রমে ইন্দ্র, যম, বরুণ, নিঋতি, বায়ু, মহাদেব, ব্রহ্মা ও অগ্নি হইতে উৎপন্ন। ধনদ কুবের কৃষ্ণবর্ণ পরিবেষ করেন এবং পরস্পর গুণাশ্রয়হেতু যাহা মুহুর্মুহু প্রবিলীন হয়, সেই অম্লকলদ পরিবেষ বায়ুকৃত। যে পরিবেষ চাষপক্ষী, শিখী, রৌপ্য, তৈল, ক্ষীর ও জলের ন্যায় আভাবিশিষ্ট, অকালসম্ভূত, অবিকলবৃত্ত ও স্নিগ্ধ সেই পরিবেষ সুভিক্ষ ও কল্যাণকর। যে পরিবেষ গগনানুচারী, অনেক আভাবিশিষ্ট, রক্তসম্মিত, রুক্ষ এবং অসমগ্রশকট, শরাসন, ও শৃঙ্গাটক সদৃশ অবস্থিত, তাহা পাপকর হয়। পরিবেষ ময়ূরগ্রীবাসদৃশ হইলে অতিবৃষ্টি, বহুবর্ণ হইলে নৃপবধ, ধূম্রবর্ণ হইলে ভয়, ইন্দ্রধনু সদৃশ বা অশোককুসুমসদৃশপ্রভাবিশিষ্ট হইলে যুদ্ধ হয়। যে ঋতুতে পরিবেষ একবর্ণযোগে বহুল, স্নিগ্ধ ক্ষুরের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেঘ দ্বারা ব্যাপ্ত হইবে বা সূর্য্যকিরণ পীতবর্ণ হইবে, সেই সময় তৎক্ষণাৎ বৃষ্টি হইয়া থাকে। প্রতিদিন অহর্নিশ সূর্য্য ও চন্দ্রের পরিবেষ রক্তবর্ণ হইলে নরেন্দ্রবধ হইয়া থাকে। আর যাহার লগ্ন ও দশমরাশিতে সূর্য্য ও চন্দ্র পরিবিষ্ট হন, তাহারও মৃত্যু হয়।

দ্বিমণ্ডল পরিবেষ সেনাপতির ভয়জনক, কিন্তু অত্যন্ত শস্ত্রকোপকর নহে। দ্বিমণ্ডল বা তদধিক মণ্ডলবান্ পরিবেষে শস্ত্রকোপ, যুবরাজভোগ এবং নগররোধ হইয়া থাকে। কোন গ্রহ, চন্দ্র বা নক্ষত্র যদি পরিবেষ দ্বারা নিরুদ্ধ হয়, তাহা হইলে তিন দিনে বৃষ্টি বা একমাসে বিগ্রহ ঘটে। আর হোরা ও লগ্নাধিপতি বা জন্মনক্ষত্রের পরিবেষ ঘটিলে রাজার অশুভ হয়। শনি পরিবেষ-মণ্ডলগত হইলে ক্ষুদ্র ধান্য নষ্ট করেন এবং স্থাবর ও কৃষকগণের হননকারী হইয়া বাতবৃষ্টি উৎপাদন করিয়া থাকেন। মঙ্গল পরিবেষগত হইলে কুমার সেনাপতি ও সৈন্যগণের বিদ্রব এবং অগ্নি ও শস্ত্রজাতভয় হইয়া থাকে। বৃহস্পতি পরিবেষগত হইলে পুরোহিত, অমাত্য ও নৃপগণের পীড়া হয়। বুধ পরিবেষগত হইলে মন্ত্রী, স্থাবর ও লেখকগণের পরিবৃদ্ধি এবং সুবৃষ্টি হয়। শুক্র পরিবিষ্ট হইলে ক্ষত্রিয় ও রাজগণের পীড়া এবং দুর্ভিক্ষ হয়। কেতু পরিবেষগত হইলে ক্ষুধা, অনল, মৃত্যু, রাজা এবং শস্ত্র হইতে ভয় হইয়া থাকে। রাহু পরিবিষ্ট হইলে গর্ভবধ এবং ব্যাধি ও নৃপভয় উপস্থিত হয়। এক পরিবেষের অভ্যন্তরে গ্রহদ্বয়ের অবস্থান হইলে যুদ্ধ এবং রবি, চন্দ্র ও শনি এই তিন গ্রহই পরিবিষ্ট হইলে ক্ষুধা ও বৃষ্টিজনিত ভয় হইয়া থাকে। গ্রহচতুষ্টয় পরিবেষগত হইলে অমাত্য ও পুরোহিতের সহিত রাজা মৃত্যুর বশীভূত হন। পঞ্চাদি গ্র-

পরিবেষগস্ত হইলে জগৎ যেন প্রলয়কালের মত হইয়া থাকে। তারাগ্রহ অর্থাৎ মঙ্গলাদি পঞ্চগ্রহ অথবা নক্ষত্রগণ যদি পৃথক্‌রূপে পরিবেষগত হয়, অথচ উদিত না হয়, তাহা হইলে নরেন্দ্রবধ হইয়া থাকে। প্রতিপদাদি চতুর্থী পর্য্যন্ত তিথিতে পরিবেষ হইলে ক্রমশঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণের বিনাশ হয়। পঞ্চমী অবধি সপ্তমী পর্য্যন্ত তিথিতে শ্রেণী, পুর ও কোষের অশুভ, অষ্টমীতে পরিবেষ হইলে যুবরাজের এবং তৎপরস্থিত তিথিত্রয়ে পরিবেষ হইলে রাজার, দ্বাদশীতে পুররোধ এবং ত্রয়োদশীতে হইলে শস্ত্রমোক্ষ হইয়া থাকে। চতুর্দ্দশীতে পরিবেষ উত্থিত হইলে রাজ্ঞীর পীড়া, পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় নরপতির পীড়া হইয়া থাকে। পরিবেষের অভ্যন্তরে যদি রেখা দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে নগরবাসীদিগের পীড়া, পরিবেষের বহির্ভাগে রেখা থাকিলে গমনশীল ব্যক্তির পীড়া হইয়া থাকে। গ্রহভুক্তি বা কর্ম্মবিভাগ করিলে যে দেশের ভাগে পরিবেষের বর্ণ রুক্ষ, শ্যাম বা রুক্ষ হইবে, সেই দেশের পরাজয় হইয়া থাকে। স্নিগ্ধ, শ্বেতবর্ণ বা দীপ্তিশালী পরিবেষ যাহাদিগের ভাগে পতিত হয়, তাহাদের জয় হইয়া থাকে।

(বৃহৎসংহিতা ৩৪ অঃ)

পরিবেষক (পুং) পরিবেষতীতি পরি-বিষ-ণ্বুল্। পরিবেষ্টা, পরিবেষণকর্ত্তা, যিনি ভক্ষ্যবস্তু বিভাগপূর্ব্বক অর্পণ করেন, যিনি খাবার ভাগ করিয়া দেন। ইহার লক্ষণ—

"স্নাতশ্চন্দনচর্চ্চিতঃ সুবসনঃ স্রগ্বী প্রসন্নাননঃ।
স্পষ্টাত্মা সুভগঃ প্রসন্নহৃদয়ঃ শ্রীকান্তপূজারতঃ।
স্বামিস্নেহপরঃ স্বকার্য্যনিপুণঃ প্রৌঢ়ো বদান্যঃ শুচিঃ।
বিপ্রো বা পরিবেষকস্তু কুলজশ্চান্যোঽপি বা ভূপতে॥"

(পাকরাজেশ্বর)

যিনি পরিবেষণ করিবেন, তিনি স্নান করিয়া অঙ্গে চন্দন লেপন করিবেন, উত্তমবস্ত্র-মাল্যাদি ধারণ করিয়া থাকিবেন, তিনি বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ, প্রসন্নহৃদয়, প্রভুভক্ত, স্বকার্য্যকুশল, প্রৌঢ়, বদান্য, শুচি ও কুলীন এই সকল গুণসম্পন্ন হইলে রাজার পরিবেষকের যোগ্য।

পরিবেষণ (ক্লী) পরি-বিষ-ণিচ্-ল্যুট্। ১ বেষ্টন। ২ ভোজনার্থ ভোজন-পাত্রে অন্নাদির দান, অন্নাদি বিভাগ করিয়া দেওয়া। শ্রাদ্ধে পরিবেষণ, ইহার বিষয় মনু এইরূপ বলিয়াছেন,

"পাণিভ্যান্তূপসংগৃহ্য স্বয়মন্নস্য বর্দ্ধিতং।
বিপ্রান্তিকে পিতৄন্ ধ্যায়ন্ শনকৈরুপনিক্ষিপেৎ॥"

(মনু ৩।২২৪)

অন্নপূর্ণপাত্র স্বয়ং উভয় করে গ্রহণ করিয়া পরিবেষণের জন্য পিতৃদিগকে স্মরণ করিতে করিতে ব্রাহ্মণগণের সমীপে স্থাপন করিবে। দুই হস্তে ধারণ না করিয়া যে অন্ন আনা হয়, বা পরিবেষণ করা হয়, দুষ্টচেতা অসুরেরা তাহা অপহরণ করে। শাকসূপাদি ব্যঞ্জন সকল, পয়ঃ, দধি, ঘৃত ও মধু এ সকল পরিবেষণের পূর্ব্বে অতি সাবধান হইয়া অনন্যমনে ভূমিতে স্থাপন করিবে। বিবিধপ্রকার ভোজ্যসামগ্রী, নানাপ্রকার ফলমূল, হৃদয়গ্রাহী মাংসসকল ও পানীয় এই সকল ক্রমে ক্রমে সমাহিতমনে শ্রাদ্ধ-নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণের সমীপে উপস্থিত করিয়া অতি.সাবধানে তাহাদিগকে পরিবেষণ করিতে হইবে এবং পরিবেষণকালে পরিবেষ্যমাণ ভোজ্যদ্রব্যের গুণ-কীর্ত্তন করিবে। পরিবেষণকালে অশ্রুপাত করিবে না, মিথ্যাকথা কহিবে না। (মনু ৩।২২৪-২৩০) শ্রাদ্ধতত্ত্বে শ্রাদ্ধকালে কিরূপে ব্রাহ্মণকে পরিবেষণ করিতে হয়, তাহার বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে, বাহুল্যভয়ে অধিক লিখিত হইল না। পরিবেষণকালে অন্নপাত্র সংস্থাপিত করিয়া সেই অন্ন পাত্রান্তরিত করিয়া উভয় হস্তে পরিবেষণ করিবে। মৈথিলেরা বলিয়া থাকেন, এক দক্ষিণ হস্তের দ্বারাই পরিবেষণ বিধেয়; কিন্তু ইহা সঙ্গত নহে, কেন না শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে একহস্তে দত্ত অন্ন ও শূদ্রাদত্ত অন্ন ভক্ষণ করিবে না এবং বশিষ্ঠবচনে লিখিত আছে, একহস্তে দত্ত স্নেহ-পদার্থ, লবণ ও ব্যঞ্জনাদি প্রদত্ত হইলে ভোক্তা কেবল পাপমাত্র ভোজন করেন, অতএব এক হস্তে পরিবেষণ করিবে না।*

পরিবেষবৎ (ত্রি) পরিবেষঃ বিদ্যতেঽস্য পরিবেষ মতুপ্ মস্য ব। ১ পরিবেষযুক্ত, পরিবিষ্ট। ২ পরিমণ্ডলযুক্ত। চন্দ্রসূর্য্যাদির চতুর্দ্দিকস্থ জ্যোতির্বিশিষ্ট।

পরিবেষিন্ (ত্রি) পরিবেষোঽস্ত্যস্য ইনি। পরিবেষবিশিষ্ট। পরিবিষ্ট। "প্রতিদিবসহিমকিরণঃ পরিবেষী সন্ধ্যয়োর্দ্বয়োরথ বা।"

(বৃহৎস° ৩।৩৪)

পরিবেষিকা (স্ত্রী) পরিবেষতি যা পরি-বিষ-ণ্বুল্ স্ত্রিয়াং টাপ্, অত ইত্বঞ্চ। পরিবেষণকর্ত্রী, পরিবেষণকারিণী স্ত্রী। ইহার লক্ষণ—"স্নাতা বিশুদ্ধবসনা নবধূপিতাঙ্গী
কর্পূরসৌরভমুখী নরনাথভিন্না।
বিম্বাধরা শিরসি বদ্ধসুগন্ধিপুষ্পা
মন্দস্মিতা ক্ষিতিভুজাং পরিবেষিকা স্যাৎ॥" (পাকরাজেশ্বর)

---

* "তথাচ পাকমূল্যা আকৃষ্য প্রথমং ভোজনপাত্রে ন দেয়ং কিন্তু স্থাল্যাদিকং পাণিভ্যাং পাত্রান্তরিতাভ্যাং শ্রাদ্ধে পরিবেষয়েৎ উভাভ্যামপি হস্তাভ্যামাকৃষ্য পরিবেষয়েদিতি মৎস্যপুরাণাৎ। যত্তু শ্রাদ্ধে পরিবেষণস্তু দক্ষিণপাণিনৈবেত্যভিধানমিতি মৈথিলোক্তং তন্ন। একেন পাণিনা দত্তং শূদ্রাদত্তং ন ভক্ষয়েদিত্যাদি পুরাণীয়েন একপাণিদত্ত-শূদ্রাদত্ত-ভক্ষণনিষেধেন অন্নাদিপরিবেষণমপি নিষিদ্ধত্বাৎ পাণিভ্যামপি পাত্রান্তরিতং কুর্য্যাৎ এতেন।" (শ্রাদ্ধতত্ত্ব)

পরিবেবিকা স্ত্রী স্নান করিয়া বিশুদ্ধ বসন পরিধান করিবেন এবং তিনি নবধূপিতাঙ্গী ও তাঁহার মুখে কর্পূর সুগন্ধ বহিবে, তিনি নয়নাভিরামা, তাঁহার অধর বিম্বফলসদৃশী, তিনি মস্তকদেশে সুগন্ধপুষ্পসকল ধারণ করিবেন এবং ঈষৎহাস্যমুখী হইবেন।

পরিবেষ্টন (ক্লী) পরি-বেষ্ট-ল্যুট্। ১ চারিদিকে বেষ্টন। ২ রেখা।

পরিবেষ্টিত (ত্রি) পরি-বেষ্ট-ক্ত। চারিদিকে বেষ্টিত, পরিবৃত। পর্য্যায়—পরিক্ষিপ্ত, বলয়িত, নিবৃত, পরিচ্ছত, পরীত। (হেমচ°)

পরিবেষ্টৃ (ত্রি) পরি-বিষ-তৃচ্। পরিবেষণকারী, যিনি পরিবেষণ করেন। স্ত্রিয়াং ঙীষ্।

পরিবেষ্টব্য (ত্রি) পরি-বিষ-কর্ম্মণি-তব্য। পরিবেষণযোগ্য। 'তস্মাদ্রৈকেন হস্তেনান্নীয় পরিবেষ্টব্যম্।' (কুল্লূক ৩।২২৫)

পরিবেষ্টিতৃ (ত্রি) পরি-বেষ্ট-তৃচ্। পরিবেষ্টক, পরিবেষ্টনকারী। "বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারম্" (শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৩।৭)

পরিব্যক্ত (ত্রি) প্রকটিত, সম্যক্‌রূপে প্রকাশিত। "সুসূক্ষ্মানপরিব্যক্তানগ্নীনাগ্নিবাহিতান্।" (হরিবংশ ১৮ অঃ)

পরিব্যয় (পুং) সমাক্‌ব্যয়, খরচ। ২ দাম। ৩ পণ্যদ্রব্য।

পরিব্যয়ণ (ক্লী) জড়ান, পাকান, আচ্ছাদন করা। "পরিব্যয়ণং প্রতি সমস্তং পরিবৃষতি।" (শতপথব্রা° ৩।৭।১।১৩)

পরিব্যয়ণীয় (ত্রি) পুনরাবৃত্তিযোগ্য (ঋক্‌মন্ত্রাদি)। (আশ্বলায়নশ্রৌত° ৬।৯।৪)

পরিব্যাধ (পুং) পরি সর্ব্বতোভাবেন বিধ্যতীতি পরি-ব্যধ-ণ। (শ্যাদ্‌ব্যধেতি। পা ৩।১।১৪১) অম্বুবেতস, কর্ণিকোৎপল। (ত্রি) ২ চতুর্দ্দিকে বেধনকারক। (পুং) ৩ ঋষিভেদ।

পরিব্রজ্য (ত্রি) পরিভ্রমণযোগ্য। "ন চৈকেন পরিব্রজ্যং ন গন্তব্যং তথা নিশি।" (ভারত ১২ পর্ব্ব)

পরিব্রজ্যা (স্ত্রী) পরি-ব্রজ-ভাবে ক্যপ্ স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ তপস্যা। ২ ইতস্ততঃ ভ্রমণ। ৩ ভিক্ষুর ন্যায় জীবনযাপন।

"কপালং বৃক্ষমূলানি কুচেলানি [illegible] ভিন্নভাণ্ডেষু ভোজনম্।
কাঞ্চনা[illegible]সমতা চৈব পরিব্রজ্যা চ নিত্যশঃ॥" (মনু ১০।৫২ ।)

পরিব্রঢ়িমন (পুং) পরি-বৃঢ়-দৃঢ়াদিত্বাদিমনিচ্। আধিপত্য।

পরিব্রাজ্ (পুং) পরিবর্জ্জ্য পুত্রাদিকং ব্রজতি পরি-ব্রজ্-কিপ্ দীর্ঘশ্চ। পুত্রদারাদি ও সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যিনি আশ্রমান্তর গ্রহণ করেন, তাঁহাকে পরিব্রাজ্ কহে। ভিক্ষু, যতি।

"সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগো ভৈক্ষ্যান্নং বৃক্ষমূলতা।
নিষ্পরিগ্রহতাদ্রোহঃ সমতা সর্ব্বজন্তুষু॥
প্রিয়াপ্রিয়পরিষ্বঙ্গে সুখদুঃখাবিকারিতা।
সবাহ্যাভ্যন্তরং শৌচং বাগ্যমো ব্রতচর্য্যতা॥
সর্ব্বেন্দ্রিয়সমাহারো ধারণা ধ্যাননিত্যতা।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেষ পরিব্রাড্‌ধর্ম্ম উচ্যতে॥" (গরুড়পু°)

যিনি সকল আরম্ভ পরিত্যাগ করিয়াছেন, নিষ্পরিগ্রহ, সকল জন্তুর প্রতি দ্রোহশূন্য, সুখ-দুঃখে সমান, বাহ্য ও অন্তরের শৌচসম্পন্ন, জিতেন্দ্রিয়, ধ্যান ও ধারণাশীল এবং ভাববিশুদ্ধ এই সকল গুণ থাকিলে তাহাকে পরিব্রাড্ বা পরিব্রাজক কহে।

পরিব্রাজ (পুং) পরিত্যজ্য সর্ব্বান্ বিষয়ভোগান্ গৃহাশ্রমাৎ ব্রজতীতি পরি-ব্রজ-সংজ্ঞায়াং কর্ত্তরি ঘঞ্। পরিব্রাজক।

পরিব্রাজক (পুং) পরি-ব্রাজ-স্বার্থে কন্, পরিব্রজতীতি পরি-ব্রজ-ণ্বুল্ বা। পরিব্রাট্। যিনি সকলপ্রকার বিষয়ভোগ পরিত্যাগ করিয়া পরিভ্রমণ করেন, তাঁহাকে পরিব্রাজক কহে। পর্য্যায় চতুর্থাশ্রমী, ভিক্ষু, কর্ম্মন্দী, পারাশরী, মস্করী, সন্ন্যাসী, শ্রমণ, পরিব্রাজ্, পরাশরী, ব্রজক। (শব্দর°) [পরমহংস দেখ।]

"স পরিব্রাজকচ্ছদ্মা মহাকায়শিরোধরঃ।
প্রতিপেদে স্বকং রূপং রাবণো রাক্ষসাধিপঃ॥"
(রামা° ৩।৫৬।২)

পরিব্রাজি (স্ত্রী) পরি-ব্রজ-ণিচ্-ইন্। শ্রাবণী। (রাজনি°) চলিত থুলকুড়ী।

পরিশঙ্কনীয় (ত্রি) পরিশঙ্ক্যতে ইতি পরি-শঙ্ক-অনীয়র্। সর্ব্বতোভাবে শঙ্কাবিষয়, অতিশয় শঙ্কার যোগ্য।

"শাস্ত্রং সুচিন্তিতমপি প্রতিচিন্তনীয়-
মারাধিতোঽপি নৃপতিঃ পরিশঙ্কনীয়ঃ।
অঙ্কে স্থিতাপি যুবতিঃ পরিরক্ষণীয়া
শাস্ত্রে নৃপে চ যুবতৌ চ কুতো বশিত্বং॥" (উদ্ভট)

পরিশঙ্কিন্ (ত্রি) পরি-শঙ্কা-অস্ত্যর্থে ইনি। অতিশয় শঙ্কাযুক্ত, উপদ্রব শঙ্কমান।

"দিতিস্তু ভর্ত্তুরাদেশাদপত্যপরিশঙ্কিনী।
পূর্ণে বর্ষশতে সাধ্বী পুত্রৌ প্রসুষুবে যমৌ॥" (ভাগ° ৩।১৭।২)
'পরিশঙ্কিনী দেবোপদ্রবং শঙ্কমানা' (শ্রীধরস্বামী)

পরিশপ (পুং) ১ অভিসম্পাত, অভিশাপ। ২ তিরস্কার।

পরিশমিত (ত্রি) ১ নির্ব্বাপিত, উপশমপ্রাপ্ত। ২ দূরীভূত।

পরিশাশ্বত (ত্রি) চিরকাল একরূপ। (মহাভারত উদ্যোগপ°)

পরিশিষ্ট (ক্লী) পরিতঃ শিষ্টঃ, শিষ-ক্ত। পরিশেষবিশিষ্ট। অবশিষ্টার্থবোধক গ্রন্থ। প্রথমে গ্রন্থে যাহা লিখিত হয়, অবশেষে সেই সকল অলিখিত বিষয়ের যাহাতে আলোচনা থাকে, তাহাকে পরিশিষ্ট কহে। যথা ছন্দোগপরিশিষ্ট, গৃহ্যপরিশিষ্ট ইত্যাদি।

পরিশীলন (ক্লী) পরি-শীল-ল্যুট্। অতিশয় অনুশীলনচর্চ্চা। ২ অবগাহন। ৩ আলিঙ্গন। "ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলনকোমলমলয়সমীরে।" (গীতগো° ১।২৭)

পরিশুদ্ধ (ত্রি) সর্ব্বতোভাবে শুদ্ধ, পরিমুক্ত।

পরিশুদ্ধি (ক্লী) নির্ম্মলতা, প্রসন্নতা। "তস্যাবিলাম্ভঃপরিশুদ্ধিহেতোঃ।" 'প্রসাদহেতোঃ' (মল্লিনাথ রঘু ১৩।৩৬) ২ দোষখণ্ডন, নির্দ্দোষিতাপ্রতিপাদন। ৩ পাপবিমুক্তি।

পরিশুশ্রূষা (স্ত্রী) সর্ব্বতোভাবে শুশ্রূষা।

পরিশুষ্ক (ক্লী) পরিতঃ শুষ্কং শুষ-ক্ত। মাংস-ব্যঞ্জনভেদ।

"মাংসং বহুঘৃতৈর্ভৃষ্টং সিক্তং চেচ্ছাম্বুনা মুহুঃ।
জীরকাদ্যৈঃ সমাযুক্তং পরিশুষ্কং তদুচ্যতে॥" (শব্দচন্দ্রিকা)

প্রথমে মাংস উত্তম করিয়া ঘৃতে ভাজিয়া পরে জলে সিদ্ধ করিবে, এবং ইহাতে জীরকাদি মিশ্রিত করিলে তাহাকে পরিশুষ্ক কহে। (ত্রি) ২ সর্ব্বতোনীরস, অতি শুষ্ক, যাহার কিছুমাত্র রস নাই।

"উপতপ্তোদকা নদ্যঃ পল্বলানি সরাংসি চ।
পরিশুষ্কপলাশানি বনান্যুপবনানি চ॥" (রামা° ২।৫৯।৫)

পরিশূন্য (ত্রি) সম্যক্‌প্রকারে শূন্য বা বিরহিত। "গতমাভরণপ্রয়োজনং পরিশূন্যং শয়নীয়মদ্য মে।" (রঘু ৮।৬৬)

পরিশৃ(শ্রু)ত (ক্লী) সুরা, মদ্য। (বৈদ্যকনিঘ°)

পরিশেষ (পুং) পরি-শিষ-ঘঞ্। অবশেষ, অবসান, উপসংহার।

পরিশেষণ (ক্লী) পরি-শিষ-ল্যুট্। পরিশেষ, শেষ, অবসান, অবশিষ্ট।

"দাশার্হস্তে হৃথ তানর্চ্চ্য তথা স কৃতবান্ যথা।
তস্মৈ দত্ত্বা যযুঃ স্বর্গং তে সত্রপরিশেষণং॥" (ভাগ° ৯।৪।৫)

পরিশোধ (পুং) পরি-শুধ-ভাবে ঘঞ্। ১ পরিশোধন, সর্ব্বতোভাবে শুদ্ধি। ২ ঋণশোধ, ঋণাপনয়ন, ধারশোধ।

পরিশোধন (ক্লী) পরি-শুধ-ল্যুট্। পরিশোধ, সর্ব্বতোভাবে শুদ্ধি। (মনুটীকায় কুল্লুক ৬।৪৫।

পরিশোষ (পুং) পরি-শুষ-ভাবে ঘঞ্। সর্ব্বতোভাবে শুষ্কতা, নীরসতা।

"বায়ুর্কপরিপীতাম্বুবিপরিম্লানপঙ্কজঃ।
তড়াগ ইব কালেন পরিশোষং গমিষ্যতি॥" (রামা° ৪।১৫।৩৪)

পরিশোষণ (ক্লী) পরি-শুষ-ল্যুট্। পরিশোষ, সর্ব্বপ্রকারে শুষ্কতা।

পরিশোষিন্ (ত্রি) পরি-শুষ-ণিনি। পরিশোষযুক্ত। পরিশোষবিশিষ্ট।

"তত্র ভূপাতাবহেয়জ্ঞ শোষপরিশোষিণঃ।" (রাজতর° ২।৬৯)

পরিশ্রম (পুং) পরি-শ্রম-ঘঞ্ ন বৃদ্ধিঃ। পরিশ্রান্তি, পর্য্যায়— শ্রম, ক্লম, ক্লেশ, প্রয়াস, আয়াস, ব্যায়াম। (হেমচ°)

"তস্যাতিথ্যক্রিয়াশান্তরথক্ষোভপরিশ্রমম্।" (রঘু ১।৫৮)

পরিশ্রমাপহ (ত্রি) পরিশ্রমং অপহন্তি ইতি পরিশ্রম-অপ-হন্ ড। পরিশ্রম অপনোদনকারী (বায়ু, জল প্রভৃতি)।

পরিশ্রয় (পুং) পরি-শ্রি-অচ্, (এরচঃ। পা ৩।৩।৫৬)। ১ সভা। ভাবে অচ্। ২ আশ্রয়, অবলম্বন। ৩ বেষ্টন। (মেদিনী)

পরিশ্রমিন্ (ত্রি) পরি-শ্রম-অত্যর্থে ইনি। পরিশ্রমকারী, যিনি অতিশয় পরিশ্রম করিতে পারেন।

পরিশ্রয়ণ (ক্লী) পরি-শ্রি-ল্যুট্। বেড়াদির দ্বারা বেষ্টন।

পরিশ্রান্ত (ত্রি) পরি-শ্রম কর্ত্তরি-ক্ত। সর্ব্বতোভাবে শ্রান্তিযুক্ত, ক্লিষ্ট।

"পরিশ্রান্তো বয়ঃস্থশ্চ ষষ্টিবর্ষো জরান্বিতঃ।
ক্ষুধিতঃ স মহারণ্যে দদর্শ মুনিসত্তমম্॥" (ভারত ১।৪৯।২৬)

পরিশ্রান্তি (স্ত্রী) পরি-শ্রম-ভাবে-ক্তিন্। ক্লান্তি। পরিশ্রম।

পরিশ্রাম (পুং) ক্লান্তি।

পরিশ্রিৎ (ত্রি) পরি-শ্রি ক্বিপ্ তুগাগমশ্চ। ১ সূক্ষ্মপাষাণ। (শত° ব্রা° ৭।১।১২) ২ যজ্ঞিয়েষ্টক সমসংখ্যক পাষাণখণ্ড। (কাত্যায়নশ্রৌ° ১৮।৬।১২)

পরিশ্রিত (ত্রি) পরি-শ্রি-ক্ত। সমাশ্রিত। ভাবে-ক্ত। (ক্লী) ২ আশ্রয়। ৩ পরিতো বেষ্টন। ৪ বৃষ্ট্যাদি পরিহারক। তিরস্করণাদি দ্বারা বেষ্টন। (শত° ব্রা° ৩।১।২।৮)

পরিশ্রুত (ত্রি) পরি-শ্রু-ক্ত। ১ সর্ব্বতোভাবে শ্রবণবিশিষ্ট। যিনি সম্পূর্ণরূপে শ্রবণ করিয়াছেন। (পুং) ২ কুমারানুচরভেদ।

পরিশ্লিষ্ট (ত্রি) পরি-শ্লিষ-ক্ত। আলিঙ্গিত।

পরিশ্লেষ (পুং) পরি-শ্লিষ ভাবে ঘঞ্। আশ্লেষ।

পরিষণ্ড (ক্লী) বাটিকাদির অংশভেদ।

পরিষণ্ডবারিক (পুং) ভৃত্য, চাকর।

পরিষত্ত্ব (ক্লী) পরিষদো ভাবঃ, 'ত্বতলৌ ভাবে' ইতি ত্ব। পরিষদের ধর্ম্ম, পরিষদের ভাব।

"অব্রতানামমন্ত্রাণাং জাতিমাত্রোপজীবিনাম্।
সহস্রশঃ সমেতানাং পরিষত্ত্বং ন বিদ্যতে॥" (মনু ১২।১১৪)

বেদহীন ব্রাহ্মণ সহস্র হইলেও তাহাদের পরিষত্ত্ব নাই।

পরিষদ্ (স্ত্রী) পরিতঃ সীদন্ত্যস্যাং, পরি-ষদ অধিকরণে ক্বিপ্, (সদিরপ্রতেঃ। পা ৮।৩।৬৬) ইতি ষত্বং। সভা, সমাজ, বহুজন সমাগমস্থান।

"দশাবরা বা পরিষদ্ যং ধর্ম্মং পরিকল্পয়েৎ।
ত্র্যবরা বাপি বৃত্তস্থা তং ধর্ম্মং ন বিচালয়েৎ॥
ত্রৈবিদ্যো হৈতুকস্তর্কী নৈরুক্তো ধর্ম্মপাঠকঃ।
ত্রয়শ্চাশ্রমিণঃ পূর্ব্বে পরিষৎ স্যাৎ দশাবরা॥"

(মনু ১২।১১০-১১১)

দশ অথবা তিনের ন্যূন না হয়, এই বৃত্তিবিশিষ্ট ধর্ম্মজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগের সভা বসাইতে হইবে, ইহাকে পরিষদ্ কহে। এই পরিষদ্ হইতে যে ধর্ম্ম নিরূপিত হইবে, তাহা সকলেরই গ্রাহ্য-

বার্য্য। ইহা কেহই লঙ্ঘন করিতে পারিবে না। বেদত্রয়ের অধ্যেতা, অনুমানজ্ঞ, তার্কিক, পদার্থনিরুক্তিকুশল, এবং মানবাদি ধর্ম্মশাস্ত্র যিনি পাঠ করিয়াছেন, এইরূপ ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ বা বানপ্রস্থ অন্যূন দশটী ব্রাহ্মণ লইয়া পরিষদ্ করিবে। ধর্ম্মনির্ণয় বিষয়ে যে পরিষদ্ হইবে, তাহা ঋক্ যজুঃ সাম এই তিন বেদের বিশেষ মর্ম্মজ্ঞ অন্যূন তিনটী ব্রাহ্মণ লইয়া করিতে হইবে। তাঁহারা যাহা নির্ণয় করিয়া দিবেন, তাহাই সকলকে মানিয়া চলিতে হইবে। যাহাদের কোন ব্রত নাই, বেদাধ্যয়ন নাই, যাহারা জাতিমাত্র ব্রাহ্মণ, এইরূপ সহস্র সহস্র ব্যক্তি হইলেও তাহাদিগকে লইয়া পরিষদ্ হইবে না অর্থাৎ ইহাদের পরিষত্ব নাই। ইহারা যাহা উপদেশ দিবে, তাহা গ্রহণীয় নহে। চরকের বিমানস্থানে অষ্টম অধ্যায়ে লিখিত আছে, পরিষদ্ দুই প্রকার—জ্ঞানবতী পরিষদ্ ও মূঢ় পরিষদ্। সাধারণতঃ পরিষদ্ তিন প্রকার—সুহৃদ্-পরিষদ্, উদাসীন-পরিষদ্, ও প্রতিনিবিষ্ট-পরিষদ্। প্রতিনিবিষ্ট-পরিষদ্ জ্ঞান, বিজ্ঞান, বচন, প্রতিবচন ও শক্তিসম্পন্ন হওয়া উচিত, মূঢ়-পরিষদে কাহারও সহিত জল্পনা করা বিধেয় নহে। ২ সভা।

পরিষদ (পুং) পরিতঃ সীদতীতি পরি-সদ-অচ্। পরিষদ্, অনুচর।

পরিষদ্য (পুং) পরিষদমর্হতীতি পরিষদ্-যৎ। ১ সভার্হ, পরিষদ্বল। স্তব করিবার নিমিত্ত সমবেত ঋত্বিক্‌দিগের সভাযোগ্য পবমান অগ্নিভেদ। "পরিষদ্যোঽসি পবমানঃ।" (শুক্লযজুঃ ৫।৩২)
'ত্বং পরিষদ্যঃ পবমানশ্চাসি স্তোতুং সমেতা ঋত্বিজঃ পরিষৎ তদ্‌যোগ্যঃ পরিষদ্যঃ অতএব শুদ্ধত্বাৎ পবমানঃ।' (মহীধর)
৩ পর্য্যাপ্ত। "পরিষদ্যং হিরণ্যরেক্‌ণো।" (ঋক্ ৭।৪।৭)
'পরিষদ্যং পর্য্যাপ্তং।' (সায়ণ)

পরিষদ্বন্ (ত্রি) চতুর্দ্দিকে বর্ত্তমান পরিচারক।
"তদিন্বস্ব পরিষদ্বানো।" (ঋক ১০।৬১।১৩)
'পরিষদ্বানো পরিতো বর্ত্তমানাঃ পরিচারকাঃ।' (সায়ণ)

পরিষদ্বল (ত্রি) পরিষদস্ত্যস্তীতি পরিষদ্-বলচ্। (রজঃকৃষ্যাসুতি-পরিষদো বলচ্। পা ৫।২।১১২) সভাসদ্, পরিষদ্।
"ব্রাতীনব্যালদীপ্রাস্ত্রঃ সুত্বনঃ পরিপূজয়ন্।
পরিষদ্বলমহাব্রহ্মৈরাট নৈকটিকাশ্রমান্।" (ভট্টি ৪।১২)

পরিষীবণ (স্ত্রী) পরি-সিব-ভাবে ল্যুট্, যত্বং ততো দীর্ঘশ্চ, নিপাতনাৎ সিদ্ধং। গ্রন্থীকরণ, চলিত গাঁট দেওয়া। (কাত্যা' শ্রৌত' ৮।৬।১২) পক্ষে পরিষেবণ।

পরিষূতি (স্ত্রী) পরি-সূ-প্রেরণে ক্তিন্, ততঃ যত্বং। প্রেরণ, পরিতঃপ্রেরণ, চারিদিকে প্রেরণ। ২ প্রেরক। "যুবং হেতং পরিষূতেররাধঃ" (ঋক্ ১।১১৯।৬) 'পরিষূতেঃ পরিতঃ প্রেরকাৎ' (সায়ণ)

পরিষেক (পুং) পরি-সিচ-ঘঞ্, ততঃ যত্বং। পরিষেচন।
"শীতমাসেচনং কার্য্যং পরিষেকশ্চ শীতলঃ।" (সুশ্রুত)

পরিষেচক (পুং) পরি-সিচ্-ণ্বুল্, ততঃ যত্বং। পরিতঃ সেচক, চারিদিকে সেচনকারী।

পরিষেচন (ক্লী) পরি-সিচ্-ল্যুট্, ততঃ যত্বং। পরিতঃ সেচন, চারিদিকে সেচন।

পরিষোড়শ (ত্রি) ষোল-সংখ্যায় পূর্ণ।

পরিষ্কন্ন (ত্রি) পরি-স্কন্দ-ক্ত, দস্য ত্ত চ নঃ (পরেশ্চ। পা ৮।৩।৭৪) ইতি ষত্বে পত্বং। ১ পরিস্কন্দ। ২ পরিপুষ্ট, পরিপালিত। ৩ ভৃত্যবিশেষ। ৪ দত্তকপুত্র। ৫ পরপুষ্ট ব্যক্তি।

পরিষ্কন্দ (ত্রি) পরিস্কন্দতীতি স্কন্দ-অচ্ 'পরেশ্চেতি ষত্বং'। পরিস্কন্দ, পরপুষ্ট। (অমর-টীকায় রমানাথ)

পরিষ্কর (পুং) পরি-কৃ-ভাবে বাহুলকাৎ অপ্, সুট্ ষত্বং। রথের রক্ষাদি। "সপ্তবিমণ্ডলং জৈত্রং রথস্যাসীৎ পরিষ্করঃ।"
(ভারত কর্ণ প' ৩৪ অঃ)

পরিষ্কার (পুং) পরিক্রিয়তেঽনেন পরি-কৃ-ঘঞ্, ততঃ সুট্ (সম্পরিভ্যাং করোতৌ ভূষণে। পা ৬।১।১৩৭) (পরিনিবীতি। পা ৮।৩।৭০) ইতি ষত্বং। ১ অলঙ্কার, ভূষণ, সজ্জা। ২ সংস্কার, শুদ্ধি, শোধন। ৩ শোভা। ৪ সজ্জিতকরণ। ৫ নির্ম্মলীকরণ। ৬ স্বচ্ছতা, নির্ম্মলতা।

পরিষ্ক্রিয়া (স্ত্রী) পরি-কৃ-শ, সুট্ স্ত্রিয়াং টাপ্। পরিষ্কারকরণ
"হোমাগ্নিদেবতাধূপতম্মনা চ পরিষ্ক্রিয়া।
কার্য্যা ক্ষীরাদিভোগানামেব তদ্রক্ষণং স্মৃতং।"
(মার্ক'পু' ৫১।৩৮)

পরিষ্কৃত (ত্রি) পরিষ্ক্রিয়তে স্ম ইতি পরি-কৃ-ক্ত, সুট্ ততঃ ষত্বং। ১ ভূষিত, অলঙ্কৃত। ২ বেষ্টিত। (হেম) ৩ আহিতসংস্কার। (অমরটীকায় ভরত)

পরিষ্কৃতভূমি (স্ত্রী) পরিষ্কৃতা যজ্ঞার্থং পশুবন্ধনায় যজ্ঞপাত্রাসাদনায় চাহিতসংস্কারা ভূমিঃ। বেদি। (অমরটী' ভরত) বিশুদ্ধভূমি।

পরিষ্টবনীয় (ত্রি) পরিষ্টবন (স্তোমের) জন্য অভীষ্ট। (শাঙ্খায়নশ্রৌ' ১৭।১৬)

পরিষ্টি (স্ত্রী) পরি-ইষ-ক্তিন্, শকন্ধ্বাদিত্বাৎ পররূপত্বং। সর্ব্বতঃ অন্বেষণ, সকলদিকে অন্বেষণ। "অনুব্রতা গুরুবৎ পরিষ্টিঘোর্নভূম" (ঋক্ ১।৬৫।৩) 'পরিষ্টিঃ পরিতঃ সর্ব্বতোঽন্বেষণং ভুবৎ' (সায়ণ) বৈদিক প্রয়োগেই কেবল পরিষ্টি এইরূপ হইবে, লৌকিক প্রয়োগে 'পরিষ্টি' এইরূপ পদ হইবে। (ঋক্ ৭।১৬।৭, ১০।১৪৭।৩)

পরিষ্টুতি (স্ত্রী) পরি-স্তু-ক্তিন্, ততঃ ষত্বং ষাৎ পরস্য

স্তু চ ট। স্তুতি, স্তব। "মহীদেবস্ত সবিতুঃ পরিষ্টুতিঃ (ঋক্ ৫।৮১।১) 'পরিষ্টুতিঃ স্তুতিঃ মহী মহতী অতিবিপুলা' (সায়ণ)

পরিষ্টুভ্ (ত্রি) পরি-স্তুভ-ক্বিপ্। ধনঞ্জ। পরিস্তোমযুক্ত, "ইন্দ্রোমরুত্বঃ পরিষ্টুভঃ" (ঋক্ ১।১৬৬।১১) 'পরিষ্টুভঃ পরিস্তোমযুক্তাঃ স্তুতিভির্যুক্তাঃ' (সায়ণ)

পরিষ্টোভ (পুং) স্তুতিযুক্ত সামভেদ।

পরিষ্টোম (পুং) পরিতঃ স্তূয়তে নানাবর্ণবত্ত্বাদিতি, স্তু-মন্ ততঃ ষত্বং কেচিত্ত্ব পরেঃ স্তৌতিং প্রতি অনুপসর্গত্বাৎ ন ষঃ ইত্যুক্ত্বা পরিস্তোম ইতি কথয়ন্তি। গজপৃষ্ঠস্থিত চিত্রকম্বল, হাতীর পৃষ্ঠের ঝুল। গজপৃষ্ঠাস্তরণ কম্বল। ষত্ব না করিয়া কাহারও মতে পরিস্তোম এইরূপ পদ হইবে।

পরিষ্ঠল (ক্লী) পরিতঃ স্থলং (বিকুশমিপরিভ্যঃ স্থলং। পা ৮।৩।৯৬) ইতি ষত্বং। চারিদিকের স্থল।

পরিষ্ঠা (স্ত্রী) পরি-স্থা-ক্বিপ্ ষত্বং। পরিবেষ্টন করিয়া স্থিত। "অাহমপঃ পরিষ্ঠাং হথঃ" (ঋক্ ৬।৭২।৩) 'পরিষ্ঠাং পরিবৃত্য স্থিতাং' (সায়ণ)

পরিষ্যন্দ (পুং) পরি-স্যন্দ-ঘঞ্, ততঃ ষত্বং। নদী, খাত, বালুকাময় জলাভূমি, দ্বীপ।

পরিষ্যন্দিন্ (ত্রি) পরিষ্যন্দ অস্ত্যর্থে ইনি। প্রবহমাণ (স্রোত)।

পরিষ্বক্ত (ত্রি) আলিঙ্গিত। (রামায়ণ)

পরিষ্বঙ্গ (পুং) পরি-স্বঞ্জ-ঘঞ্। (পরিনিবীতি পা ৮।৩।৭০) ষত্বং। আলিঙ্গন।

"অঙ্গদপ্রমুখানাঞ্চ হরীণাং রামদর্শনম্।
হনূমতঃ পরিষ্বঙ্গো রাঘবেন মহাত্মনা। ॥ (রামা° ১।৪৮৮)

পরিষ্বঞ্জ (ঙ্গ) ন (ক্লী) পরি-স্বঞ্জ-ল্যুট্, ততঃ ষত্বং। আলিঙ্গন।

পরিষ্বঞ্জল্য (পুং ক্লী) গৃহাদিতে ব্যবহার্য্য তৈজসভেদ।

"সংদংশানাং ফলদানাং পরিষ্বঞ্জল্যস্ত চ।"

পরিষ্বজান (ত্রি) পরিষ্বজমান।

"পরিষ্বজানাশ্চান্যোন্যং বযুর্নগরিকাস্তদা।" (রামা° ২।৮৩।১০)

পরিষ্বজ্য (ত্রি) আলিঙ্গনযোগ্য। "পরিষ্বজ্যো ভবাম্যহং।" (বনপর্ব্ব) (অথ° ৯।৩।৫)

পরিষ্বজীয়স্ (ত্রি) দৃঢ় আলিঙ্গনবদ্ধ। (অথর্ব্ব ১০।৮।২৫)

পরিষ্বষ্কিত (ক্লী) ইতস্ততঃ লম্ফমান।

পরিসংবৎসর (অব্য) ঊর্দ্ধং সংবৎসরাৎ অব্যয়ীভাবঃ। বৎসরের ঊর্দ্ধ। একবৎসরের পর।

"রাজর্ত্বিকস্নাতকগুরূন্ প্রিয়শ্বশুরমাতুলান্।
অর্হয়েন্মধুপর্কেণ পরিসংবৎসরাৎ পুনঃ॥" (মনু ৩।১১৯)

'পরিসংবৎসরাদিতি সংবৎসরং বর্জ্জয়িত্বা তদূর্দ্ধং গৃহাগতান্ পুনর্মধুপর্কেণ পূজয়েৎ।' (কুলূক) মেধাতিথি পরিসংবৎসর শব্দের এইরূপ অর্থ লিখিয়াছেন,'পরিগতঃ অতিক্রান্তঃ সংবৎসরো যেষাং তান্ পরিসংবৎসরান্' (মেধাতিথি) (পুং) ২ পরিবৎসর।

পরিসখ্য (ত্রি) পূর্ণসখ্যযুক্ত।

পরিসংখ্যা (স্ত্রী) পরি সম্ খ্যা-অঙ্। ১ পরিগণনা। গণনা।

"বিত্তস্য বিদ্যাপরিসংখ্যয়া মে
কোটীশ্চতস্রো দশ চাহরেতি।" (রঘু ৫।২১)

২ কাব্যালঙ্কারবিশেষ। ইহার লক্ষণ—

"প্রশ্নাদপ্রশ্নতো বাপি কথিতাদ্বস্তুনো ভবেৎ।
তাদৃগন্যব্যপোহশ্চেচ্ছাব্দ আর্থোহথ বা তদা॥
পরিসংখ্যা"— (সাহিত্যদ° ১০।৭৩৫)

প্রশ্নপূর্ব্বকই হউক বা অপ্রশ্নপূর্ব্বকই হউক, কথিত বস্তু হইতে যদি তাদৃশ অন্য বস্তুর ব্যবচ্ছেদ হয়, অর্থাৎ তাদৃশ অন্যের প্রতিষেধ হয়, তাহা হইলে পরিসংখ্যা অলঙ্কার হয়। ইহা শাব্দ ও আর্থ এই দুই প্রকার হইয়া থাকে।

উদাহরণ—"কিং ভূষণং সুদৃঢ়মত্র যশো ন রত্নং
কিং কার্য্যমার্য্যচরিতং সুকৃতং ন দোষঃ।
কিং চক্ষুরপ্রতিহতং ধিষণা ন নেত্রং,
জানাতি কস্ত্বদপরঃ সদসদ্বিবেকং॥"

সুদৃঢ় ভূষণ কি? যশ, রত্ন নহে; কার্য্য কি? আর্য্যচরিত, দোষ নহে; অপ্রতিহত চক্ষু কি? ধিষণা (বুদ্ধি), নেত্র নহে। তদ্ভিন্ন অপর কোন্ ব্যক্তি সদসদ্বিবেক জানে! এই স্থলে প্রশ্নপূর্ব্বক ব্যবচ্ছেদ করা হইয়াছে, অর্থাৎ সুদৃঢ় ভূষণ কি? এই প্রশ্নে রত্ন সুদৃঢ় ভূষণ নহে, যশই সুদৃঢ়ভূষণ রত্ন, তৎসদৃশ অর্থাৎ রত্নসদৃশ যশের দ্বারা রত্ন ব্যবচ্ছেদ হইয়াছে, এই জন্য এই স্থলে পরিসংখ্যা অলঙ্কার হইল, অন্যত্রেও এইরূপ জানিতে হইবে।

এখানে রত্নাদির যশাদি শব্দদ্বারা ব্যবচ্ছেদ হইয়াছে বলিয়া ইহা শাব্দ। প্রশ্নপূর্ব্বক অর্থদ্বারা ব্যবচ্ছেদের উদাহরণ—

"কিমারাধ্যং সদা পুণ্যং কশ্চ সেব্যঃ সদাগমঃ।
কো ধ্যেয়ো ভগবান্ বিষ্ণুঃ কিং কাম্যং পরমং পদং॥"

সদা আরাধ্য কি? পুণ্য, সেবনীয় কি? আগম, কে ধ্যেয়? ভগবান্ বিষ্ণু, প্রার্থনীয় কি? পরমপদ। এইস্থলে আরাধ্য কি'না পুণ্য, পাপ আরাধ্য নহে, অর্থ দ্বারা ইহাই প্রতীতি হইতেছে, এই জন্য এই স্থলে অর্থবশতঃ পাপাদির ব্যবচ্ছেদ হওয়ায় অর্থ পরিসংখ্যা অলঙ্কার হইল।

অপ্রশ্নপূর্ব্বক উদাহরণ—

"ভক্তির্ভবে ন বিভবে ব্যসনং শাস্ত্রে ন যুবতিকামাস্ত্রে
চিন্তা যশসি ন বপুষি প্রায়ঃ পরিদৃশ্যতে মহতাং॥"

মহৎব্যক্তিদিগের ভক্তি ঈশ্বরে, বিভবে নহে, আসক্তি শাস্ত্রে,

যুবতিবক্ষমাত্রে নহে, চিন্তা বশে, শরীরে নহে, প্রায় ইহাই দেখিতে পাওয়া যায়। এইস্থলে প্রশ্নপূর্ব্বক নহে অথচ দ্বিত্বাদি শব্দের ব্যবচ্ছেদ হইয়াছে বলিয়া এই স্থলে পরিসংখ্যা অলঙ্কার হইল। (সা° ১০ প°)

২ বিধিভেদ।

পরিসংখ্যাত (ত্রি) পরি-সংখ্যা-ক্ত। পরিগণিত।

পরিসংখ্যান (ক্লী) পরি-সংখ্যা-ল্যুট্। পরিগণন। "তত্ত্বানাং পরিসংখ্যানাং লক্ষণং হেতুলক্ষণং।" (ভাগ. ২।৮।১৮)

পরিসংঘুষ্ট (ত্রি) চারিদিকে শব্দায়মান।

পরিসংচক্ষ্য (ত্রি) পরিত্যাগযোগ্য, নিক্ষেপযোগ্য।

পরিসঞ্চর (পুং) সৃষ্টিকালাদূর্দ্ধং সঞ্চরতি পরি-সম্-চর অচ্। প্রতিসঞ্চরকাল, সৃষ্টি প্রলয়কাল।

"ত্রিবিধঃ সর্ব্বভূতানাং কীর্ত্যতে পরিসঞ্চরঃ।
অনাবৃষ্টির্ভাস্করশ্চ ঘোরঃ সংবর্ত্তকোহনলঃ॥
মেঘো হেকার্ণবো বায়ুস্তথারাত্রির্মহাত্মনঃ।" (বরাহপু°)

ভূতসমূহের ত্রিবিধ পরিসঞ্চর কীর্ত্তিত হইয়াছে।

পরিসন্তান (পুং) পরি-সম্ তন্-ঘঞ্। তন্ত্রী, তার। (তৈত্তিরীয় সং ৭।৪।২১।১)

পরিসভ্য (পুং) সভায়াং সাধুঃ যৎ। সভ্য। পরিসর্ব্বতোভাবেন সভ্যঃ। পরিষত্ত, সভাসদ্।

পরিসমন্ত (পুং) চতুর্দ্দিকের পরিধি। গোলবৃত্তের চতুঃসীমা।

পরিসমাপন (ক্লী) সম্যকরূপে সমাধাকরণ।

পরিসমাপ্তি (স্ত্রী) পরিতঃ সমাপ্তিঃ। পরিশেষ।

পরিসমুৎসুক (ত্রি) অত্যন্ত উৎসুক, উদ্বিগ্ন, চিন্তাকুল। "তত্ত্ব সূর্য্যোদয়ং যাবৎ সর্ব্বংপরিসমুৎসুকম্।" (রামা° ২।৬৫।১১)

পরিসমূহন (ক্লী) পরি-সম্-উহ ভাবে ল্যুট্। যজ্ঞাদিতে অনলোপরি মৌনভাবে সমিধ্ প্রদান। ২ পতিত তৃণাদির প্রচ্ছেদ করিয়া অগ্নিমধ্যে প্রক্ষেপরূপ ব্যাপারভেদ। ৩ অগ্নির চারিদিকে মার্জ্জন। (আশ° গৃ° ২।৪)

"সমিদ্ধমাহিতং বহ্নিং কৃত্বা পরিসমূহনম্।
পরিস্তীর্য্য সমভ্যর্চ্চ্য সমিদ্ভিরজুহোদ্দ্বিজঃ॥" (ভাগ° ৮।১৮।১৯)

পরিসর (পুং) পরিসরত্যত্র, পরি-সৃ-ঘ। পর্য্যন্তভূ, নদী, নগর ও পর্ব্বতাদির উপান্তভূমি।

"মুক্তাজালৈঃ স্তনপরিসরচ্ছিন্নসূত্রৈশ্চ হারৈঃ।
নৈশো মার্গঃ সবিতুরুদয়ে সূচ্যতে কামিনীনাম্॥" (মেঘদূত ৬৯)

২ মৃত্যু। ৩ বিধি। (মেদিনী)

পরিসরণ (ক্লী) পরি-সৃ-ল্যুট্। ১ ইতস্ততঃ ভ্রমণ বা চলন। ২ পুরাভব। ৩.মৃত্যু।

পরিসর্প (পুং) পরি সমন্তাৎ সর্পণং, পরি-সৃপ-ঘঞ্। ১ পরিক্রিয়া। ২ পরিজনাদি দ্বারা বেষ্টন। ৩ সর্ব্বতোভাবে গমন। ৪ সর্পবিশেষ। (সুশ্রুত কল্পস্থা° ৪ অঃ) ৫ ক্ষুদ্ররোগবিশেষ। অষ্টাদশপ্রকার কুষ্ঠের মধ্যে ইহা একপ্রকার। ইহার লক্ষণ—পীড়কা হইতে রস নিঃসৃত হইয়া প্রসারিত হইতে থাকিলে পরিসর্প কহে। (সুশ্রুত নিদানস্থা° ৫ অঃ) ৬ সাহিত্যদর্পণোক্ত সংজ্ঞাবিশেষ, ইহার লক্ষণ—"দৃষ্টনষ্টানুসরণং পরিসর্পশ্চ কথ্যতে।" (সাহিত্যদ° ৬।৩৩) কোন বস্তু প্রথমে দৃষ্ট হইয়া, পরে নষ্ট হইলে, তাহার যদি অনুসরণ করা হয়, তাহাকে পরিসর্প কহে। নাটকে পরিসর্প বর্ণনা করিতে হয়। বিলাস, পরিসর্প, বিধুত ও তাপন প্রভৃতি বর্ণন না করিলে নাটকে দোষ হইয়া থাকে। উদাহরণ—"ভবিতব্যমত্র তয়া। তথাহি,—

অভ্যুন্নতা পুরস্তাদবগাঢ়া জঘনগৌরবাৎ পশ্চাৎ।
দ্বারেঽস্য পাণ্ডুসিকতে পদপঙ্ক্তির্দৃশ্যতেঽভিনবা॥"

(শকুন্তলা ৩ অঙ্ক)

পরিসর্পণ (ক্লী) পরি-সৃপ-ল্যুট্। প্রসরণ। গমন। "যুধিষ্ঠিরস্তৎ পরিসর্পণং বুধঃ পরে চ রাষ্ট্রে চ গৃহে তথাত্মনি॥" (ভাগ° ১।১৫।১৯) 'পরিসর্পণং প্রসরণং' (স্বামী)।

পরিসর্পিন্ (ত্রি) .পরিসর্প-অস্ত্যর্থে ইনি। পরিসর্পযুক্ত, গন্তা। "তে ঘোরাঃ ক্রূরকর্ম্মাণ আকাশপরিসর্পিণঃ।" (ভারত°বনপর্ব্ব)

পরিসর্য্যা (স্ত্রী) পরিসরণমিতি সৃ-গতৌ (পরিচর্য্যা পরিসর্য্যেতি। পা ৩।৩।১০১) ইতি সূত্রস্থ বার্ত্তিকোক্ত্যা নিপাতনাৎ সিদ্ধং। ১ পরিসার। সর্ব্বতো গমন। ২ ভূমিতে সর্ব্বতো ভ্রমণ। ৩ সরণ। ৪ অনুসরণ। ৫ সেবা।

পরিসহস্র (ত্রি) সহস্রের পূরণ। (শাঙ্খায়ন শ্রৌতসূত্র ১৭।৭।২)

পরিসাধন (ক্লী) ১ নিষ্পাদন, সম্পন্নকরণ, স্থিরকরণ। ২ পরম বিষয়ের সাধন। (মেধাতিথি) "নিক্ষেপেষেষু সর্ব্বেষু বিধিঃ স্যাৎ পরিসাধনে।" (মনু ৮।১৮৮)

পরিসান্ত্বন (ক্লী) সর্ব্বতোভাবে সান্ত্বনাকরণ। পরস্পর মিলন।

পরিসামন্ (ক্লী) সামভেদ। (কাত্যা° গৃ° ৪।৯।৯)

পরিসারক (ত্রি) পরি-সৃ-ণ্বুল্। পরিতো গন্তা, চতুর্দ্দিকে গমনশীল।

পরিসারিন্ (ত্রি) পরি-সার-অস্ত্যর্থে ইনি। ভ্রমণকারী, ইতস্ততঃ গন্তা।

পরিসিদ্ধিকা (স্ত্রী) ১ যবগুবিশেষ। (বৈদ্যকনি°) ২ কিট্টিকা। (বাভট উ° ২৯ অঃ)

পরিসীমন্ (পুং) শেষ, অবধি। চতুঃসীমা।

পরিসীর্য্য (স্ত্রী) হলসংযুক্ত চর্ম্মবন্ধনী। (শতপথব্রা° ৭।২।২।৩)

পরিস্কন্দ (পুং) পরি স্কন্দতীতি পরি-স্কন্দ-অচ্। (পরেশ্চ। পা ৮।৩।৭৪) ইতি পক্ষে ষত্বাভাবঃ। পরপুষ্ট, পরদ্বারা প্রতিপালিত।

পরিস্কন্ন (পুং) পরি-স্কন্দ-ক্ত, তস্য চ নঃ পক্ষে যত্বাভাবঃ। পরিষ্কন্দ।

পরিস্তর (পুং) পরি-স্তৃ-অচ্, পক্ষে ষত্বাভাবঃ। ইতস্ততঃ ছড়ান, বিকিরণ করণ। "রাজ্ঞস্তু যাজকৈস্তত্র কৃতো বেদীপরিস্তরঃ।" (ভারত° ১৫।১৯ অঃ)

পরিস্তরণ (ক্লী) পরি-স্তৃ-ল্যুট্। বিক্ষেপণ, বিকিরণ করণ। "যথাবিধি পরিস্তরণাদিহোমধর্ম্মেণ স্বগৃহোক্তেন।" (মনু ৮।১০৬ কুল্লূক)

পরিস্তোম (পুং) পরিস্তৃয়তে প্রশস্যতে নানাবর্ণবত্ত্বাৎ পরিস্তমন্ বা পরিগতঃ স্তোমোহত্র। গজপৃষ্ঠস্থিত চিত্রকম্বল।

পরিস্থান (ক্লী) বাসবাটী। স্থিতি। "বোঢ়া তস্য পরিস্থান মানস্যামথলভ্যতে" (মহাভা° ১৪।৪২ অঃ) ২ সহিষ্ণুতা, দৃঢ়তা।

পরিস্পন্দ (পুং) পরিস্পন্দ অধিকরণে ঘঞ্। ১ কুসুমপ্রকরাদি ও পত্রাবলীর রচনা। ২ পরিকর। ৩ পরিবার। (হেম) ভাবে ঘঞ্। ৪ সর্ব্বতোভাবে স্পন্দন। ৫ মর্দ্দন।
"নায়ং প্রাতিবলো ভীরু! রাক্ষসাপসদো মম।
সোঢ়ুং যুধি পরিস্পন্দমথবা সর্ব্বরাক্ষসাঃ॥" (ভারত ১।১৫৪।৮)

পরিস্পন্দন (ক্লী) পরি সর্ব্বতোভাবেন স্পন্দতে ইতি পরিস্পন্দ-ল্যুট্। সর্ব্বতোভাবে কম্পন।

পরিস্পন্দমান (ত্রি) পরিস্পন্দতে ইতি পরিস্পন্দ-শানচ্। সর্ব্বতোভাবে কম্পমান। 'অনবরতপরিস্পন্দমানা পরিমিতপবনাদিপরমাণুচেতনসংযোগ সন্তানাস্তঃ বর্ত্তীনাং' (শিরোমণি)

পরিস্পর্দ্ধিন্ (ত্রি) পরি-স্পর্দ্ধা-ইনি। স্পর্দ্ধাকারী। জীগিষাকারী। প্রতিযোগিতাকারী। "করতলৈঃ কিসলয়চ্ছায়াপরিস্পর্দ্ধিভিঃ" (শকুন্তলা)

পরিস্ফুট (ত্রি) ব্যক্ত, প্রকাশিত। "কা স্বিদবগুণ্ঠনবতী নাতিপরিস্ফুটশরীরলাবণ্যা" (শকুন্তলা ৫ অঃ) (ভাগ° ৬।৯।৩২)

পরিস্মাপন (ক্লী) ১ আশ্চর্য্যোদ্দীপন। বিস্ময় সম্পাদন। অন্ন বুদ্ধিতে পরের কৌতুহলবর্দ্ধন।

পরিস্যন্দ (পুং) পরি-স্যন্দ-ভাবে ঘঞ্। অপ্রমাণকত্বে বা যত্বং। পরিস্পন্দ। ঘৃতাদিক্ষরণ। প্রাণিকর্ত্তৃক হইলে হস্তী প্রভৃতির মদক্ষরণ।

পরিস্যন্দিন্ (ত্রি) পরি-স্যন্দ অস্ত্যর্থে ইনি। পরিস্পন্দযুক্ত। ক্ষরণযুক্ত।

পরিস্রব (পুং) পরি-স্রু-ভাবে অপ্। পরিতঃ ক্ষরণ।

পরিস্রাব (পুং) পরি-স্রু ণিচ্-অচ্। ১ পরিস্রবজনক, উপদ্রবভেদ। বমন বিরেচন ব্যাপদ বিশেষ। সুশ্রুতে এইরূপ লিখিত আছে,—ক্রূরকোষ্ঠ বা অতিশয় দোষবিশিষ্ট ব্যক্তিকে মৃদু বিরেচক ঔষধ সেবন করাইলে সমস্ত দোষ উৎক্লিষ্ট হইয়া নিঃশেষে নির্গত হয় না। ইহাতে সেই সকল দোষ অল্পে অল্পে স্রাবিত হইতে থাকে, ইহাতে দৌর্ব্বল্য, উদরের বিষ্টব্ধভাব, অরুচি, শরীরের অবসন্নতা ও বেদনা জন্মে। ইহাতে পিত্ত ও শ্লেষ্মাস্রাব হয়, এই জন্য ইহার নাম পরিস্রাব। এইরূপ হইলে অজকর্ণ, ধব, তিনিশ ও পলাশ ইহাদের কাথে মধুসংযোগপূর্ব্বক আস্থাপন করিবে। দোষের শান্তি হইলে স্নেহন কার্য্য করিয়া পুনরায় সংশোধন করিতে হইবে।

বৈদ্য ও রোগীর অজ্ঞতাবশতঃই পরিস্রাব প্রভৃতির বমন ও বিরেচনের ব্যাপদ ঘটিয়া থাকে। (সুশ্রুত চিকি° ৩৪ অঃ)

পরিস্রাবণ (ক্লী) জলপরিষ্কারক পাত্রভেদ।

পরিস্রাবিন্ (ত্রি) পরিস্রাব অস্ত্যর্থে ইনি। বা পরি-স্রু-তাচ্ছিল্যে ণিনি। ১ নিরন্তর স্রাবশীল। (পুং) ২ কফজ ভগন্দর রোগভেদ।
"কণ্ডূয়নো ঘনস্রাবী কঠিনো মন্দবেদনঃ।
শ্বেতাবভাসঃ কফজঃ পরিস্রাবী ভগন্দরঃ॥" (মাধবনি°)

শ্লেষ্মা প্রকুপিত হইয়া বায়ুদ্বারা অধোদিকে প্রেরিত হয়, ইহাতে শুক্ল আভাযুক্ত পীড়কা কঠিন, অল্পবেদনাযুক্ত ও শ্বেতবর্ণ হয় এবং কণ্ডূয়নের সহিত গাঢ় পূয়স্রাব হইয়া থাকে, ইহা হইতে নিরন্তর স্রাব হয় বলিয়া ইহাকে পরিস্রাবী কহে।

[ভগন্দর দেখ।]

পরিস্রুৎ (স্ত্রী) পরিস্রবতীতি পরি-স্রু-ক্বিপ্ তুক্ চ। ১ বরুণাত্মজা। ২ মদিরা, মদ্য। "এমাং পরিস্রুতঃ কুম্ভ আদধুঃ কলশৈরগুঃ" (অথর্ব্ব ৩।১২।৭)। 'পরিস্রুতঃ পরিস্রবণশীলস্য মধুনঃ' (সায়ণ) ২ ক্ষরণ। (ত্রি) ৩ সর্ব্বতোভাবে ক্ষরিত। "অন্নাৎ পরিস্রুতো রসং" (শুক্লযজু ১৯।৭৫)।

পরিস্রুত (ত্রি) পরিতঃ স্রবতেস্ম (গত্যর্থেতি। পা ৩।৪।৭২) ইতি কর্ত্তরি ক্ত। ১ স্রাবযুক্ত। ২ সর্ব্বতোভাবে ক্ষরিত। ৩ পুষ্পাদি হইতে নিঃসৃত সাররূপ পদার্থ। "উর্জ্জং বহন্তীরমৃতং ঘৃতং পয়ঃ কীলালং পরিস্রুতং" (শুক্ল যজু° ২।৩৪) 'পরিস্রুতং বহন্তীঃ পুষ্পেভ্যো নিঃসৃতং সারং বহন্ত্যঃ। তচ্চ সারং ত্রিবিধং, উর্জ্জশব্দেন ঘৃতশব্দেন পয়ঃশব্দেন চাভিধেয়ং।' (বেদদীপ°)

পরিস্রুত-দধি (ক্লী) পরিস্রুতং দধি। বস্ত্রগালিত দধি, ছাকা দই, ইহার গুণ বাতনাশক, কফকৃৎ, স্নিগ্ধ, বৃংহণ ও পিত্তঘ্ন। (সুশ্রুত সূ° ৪৫ অঃ)

পরিস্রুতা (স্ত্রী) পরিস্রুত স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ দ্রাক্ষামদ্য। (বৈদ্যকনি°) ২ বারুণী। (মেদিনী) মদ্য অন্নাদি ক্ষরণ দ্বারা হইয়া থাকে, এই জন্য ইহাকে পরিস্রুতা কহে।

পরিহণন (ক্লী) পরি-হন-ল্যুট্। সম্যক্ নাশ, ক্ষয়।

পরিহনু (অব্য) হন্বোরুপরি অব্যয়ীভাবঃ। হনুর উপরিদেশ।

(ত্রি) ততঃ পরিমুখাদিত্বাৎ গ্য। পরিহরণ, হস্তের উপরি-দেশে স্তব।

পরিহর (পুং) পরি-হৃ-অপ্। পরিহার।

পরিহর, লোহারডাগাবাসী কুম্ভারজাতি।

পরিহরণ (ক্লী) পরি-হৃ-ল্যুট্। পরিবর্জ্জন। ত্যাগ, নাশ।

পরিহরণীয় (ত্রি) পরি-হৃ-অনীয়র্। পরিহরণের যোগ্য, ত্যাগের যোগ্য। পরিহার্য্য।

পরিহর্ত্তব্য (ত্রি) পরি-হৃ-তব্য। ত্যাগযোগ্য।

"বঞ্চনা পরিহর্ত্তব্যা বহুদোষা হি শর্ব্বরী।" (মার্কণ্ডেয়পু° ২৬।৮)

পরিহর্ষণ (ত্রি) সম্যক হর্ষযুক্ত।

পরিহব (পুং) সম্যক আহ্বান। (অথর্ব্ব ১৯।৮।৪)

পরিহস্ত (অব্য) হস্তস্য পরি, পরিবর্জ্জনে অব্যয়ীভাবঃ। হস্তের পরিবর্জ্জন।

পরিহাটক (ক্লী) ১ তাগা, মল প্রভৃতি অলঙ্কার। ২ বলয়।

পরিহাণ (ক্লী) পরি-হা-ল্যুট্। ক্ষতি, ক্ষয়, হ্রাস।

পরিহানি (স্ত্রী) পরিক্ষয়, ন্যূনতা, বিশেষ হানি।

পরিহার (পুং) পরি-হ্রিয়তেহনেনেতি পরি-হৃ-ঘঞ্। ১ অবজ্ঞা। ২ অনাদর। ৩ দোষবচনের পরিহরণ।

"পরিহারো নাম তস্যৈব দোষবচনস্য পরিহরণং যথা।"
(চরক বিমানস্থান° ৮ অঃ)

৪ ত্যাগ, পরিবর্জ্জন। ৫ গোপন। "কথমিদানীমাত্মানং নিবেদয়ামি কথং বা আত্মনঃ পরিহারং করোমি।" (শকুন্তলা ১অঃ)

৬ বিজিত দ্রব্যাদি।

"জিত্বা সম্পূজয়েৎ দেবান্ ব্রাহ্মণাংশ্চৈব ধার্ম্মিকান্।
প্রদদ্যাৎ পরিহারাংশ্চ খ্যাপয়েদভয়ানি চ॥" (মনু ৭।২০১)

৭ স্থানবিশেষ। (মনু ৮।২৩৭) ৮ দোষাপনয়ন। ৯ উপেক্ষা। ঘঞ্ প্রত্যয়ে বাহুল্যে পরির ইকার দীর্ঘ করিলে 'পরীহার' এইরূপ পদ হইবে।

পরিহার, সূর্য্য ও চন্দ্রবংশীয় রাজপুতজাতির একটী স্বতন্ত্র শাখা। ইহারা সাধারণতঃ 'অগ্নিকুল' নামে খ্যাত। প্রবাদ, আবু পর্ব্বতে মুনিগণ যজ্ঞ করিবার কালে অনলকুণ্ড হইতে একটী বীর্য্যবান্ পুরুষ উৎপন্ন হন *। পরিহার বংশের আদিপুরুষরূপে যিনি উদ্ভূত হইয়াছিলেন, মুনিগণ তাঁহাকে দ্বারদেশ রক্ষার ভার অর্পণ করেন। এই মহাপুরুষ হইতেই তাঁহার বংশধরগণ পরিহার নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে।

উচহরের পরিহাররাজগণ বহু প্রাচীনকাল হইতে আপনাদের পূর্ব্বপুরুষের বংশপরিচয় দিয়া থাকেন *।

কলচুরীরাজ কালঞ্জর জয় করিয়া পরিহারদিগকে আপনার অধীনে আনয়ন করেন। ঐ সময় কালঞ্জর প্রদেশ পরিহার-রাজের অধিকারভুক্ত ছিল। কলচুরীরাজ নিজ বিজয়কীর্ত্তি ঘোষণা করিবার জন্য উক্ত বৎসরে (২৪৯ খৃষ্টাব্দে) কলচুরী বা চেদি সম্বৎ প্রচলন করেন।

ইহারা আপনাদিগকে বুন্দেলখণ্ড ও রেবাবাসী চন্দেল ও বাঘেলজাতি অপেক্ষাও পূর্ব্বতন বলিয়া থাকে। মহোবাখণ্ডে লিখিত আছে যে, খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে চন্দেলরাজ পরমালের মন্ত্রী পরিহার রাজপুতবংশীয় ছিলেন।

কচ্ছবহবংশীয় রাজাদিগের রাজ্যশাসনের শেষ, খৃষ্টীয় ১১২৯ হইতে ১২১১ অব্দ পর্য্যন্ত গোয়ালিয়র প্রদেশে পরমালদেব হইতে ৭ জন রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন †।

অতঃপর সুলতান শামস্-উদ্দীন্-ই-য়াল-তমশের গোয়ালিয়র (উচহর প্রদেশ) আক্রমণ হইলেই এখানে মুসলমান-রাজ্য স্থাপিত হয়।(১)

পরমাররাজ্যের পরিহারমন্ত্রীর প্রধান বংশধর, যিনি অদ্যাপি জগনীর সামন্তরাজ্যে বাস করিতেছেন, তাঁহার নিকট শুনা যায় যে, তাঁহারা গোবিন্দদেবের বংশসম্ভূত এবং কাশিমপুরাধিপতি পরিহারবংশীয় বিখ্যাত রাজা বাবর সিংহের পৌত্র সারঙ্গদেব তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ। উক্ত সারঙ্গদেব মাড়বাড় প্রদেশে যাইয়া বাস করেন। কর্ণেল টড লিখিয়াছেন,—

* Cunningham's Arch. Sur. Report of India Vol. XXI p. 93.

এই যজ্ঞ হইতে চাহমান, পরমার, পরিহার প্রভৃতি চারিটী 'অগ্নিকুল' রাজপুতজাতির উদ্ভব হয়। [চাহমান, পরমার প্রভৃতি দেখ।]

* Ptolemy পোরবোরই (Porvaroi) নামে একটী বহু প্রাচীন সমৃদ্ধিশালী জাতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন; ইহারা বিশুহরি, বহুরিবন ও মুলতাই প্রভৃতি নগরে রাজত্ব করিতেন। প্রত্নতত্ত্ববিৎ কানিংহাম ইহাদিগকে পরিহার বলিয়া বিবেচনা করেন। (Cunningham's Arch. Rept. IX, 55.

† উহাদের নাম গোয়ালিয়র শব্দে দেখ।

(১) Tabakat-i-Nasiri, I. p. 611. কিন্তু ফিরিস্তায় লিখিত আছে, ১১৯৬ খৃষ্টাব্দে বহাউদ্দীন্ তুঘল গোয়ালিয়র আক্রমণ করিলে, পরিহাররাজ সারঙ্গদেব কুতব উদ্দীন্ আইবেককে দুর্গরক্ষার্থ আহ্বান করেন। আইবেক স্বয়ং আসিয়া গোয়ালিয়র জয় ও নিজ অধিকার বিস্তার করিলেন। ৬০৭ হিজিরায় কুতব-পুত্র আরামের (আরাম) রাজত্ব সময়ে হিন্দুগণ পুনরায় এই প্রদেশ জয় করিয়া লয়েন। ১২৩২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পরিহার-রাজগণ রাজত্ব করিলে পর তদ্বংশের লোপ হয়; অতঃপর এখানে মুসলমানপ্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং মুসলমান রাজগণ স্বহস্তে রাজ্যশাসনভার গ্রহণ করেন।

Briggs' Firishta, Vol. I. P. 202

মন্দাবর১ নগরে পরিহারদিগের রাজধানী ছিল। কনোজ হইতে বিতাড়িত রাঠোর সর্দ্দার চন্দ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া পরিহারদিগকে রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দিয়া নিজে সেই সমস্ত দখল করিয়া লন২।

কুয়ারী (কুমারী), সিন্ধু ও চম্বল নদীর সঙ্গমস্থলে ২৭টী গ্রাম জুড়িয়া একটা পরিহার উপনিবেশ আছে। ইহারা ঠগী বিদ্রোহীদিগের সহিত মিলিত হইয়া নানা অত্যাচার করিয়াছিল। এখনও কুমারী ও চম্বল নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী সন্দল তালুকের উপস্বত্ব 'ঠাকুর' উপাধিকারী পরিহারবংশীয় জমিদারগণ ভোগ করিতেছেন।

উত্তর-পশ্চিম ও অযোধ্যাপ্রদেশের এটাবা জেলাবাসী পরিহারেরা দস্যুবৃত্তি দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিত। যমুনা, চম্বল, সিন্ধু, কুয়ারী ও পাহুজ প্রভৃতি পঞ্চনদী প্রবাহিত দুর্গম স্থানে ইহারা লুকাইয়া থাকিত এবং সময় সময় আপনাদের ঔদ্ধত্যের পরিচয় দিত।৩

নাহরদেব নামক জনৈক পরিহারসর্দ্দার পৃথ্বীরাজের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল।৪ দিল্লীপতি অনঙ্গপালের পরাভবের পর হইতে এই প্রদেশে তাহাদের অভ্যুত্থান দেখা যায়। বর্ত্তমান সময়ে ইহারা চৌহান ও সেঙ্গর রাজপুত জাতির সহিত আদানপ্রদান করিয়া নিজ সমাজে উন্নত হইয়াছে।

উনাও জেলার সিকন্দরপুর পরগণার অন্তর্গত 'চৌরাশি' গ্রামের জমিদারগণ পরিহারবংশীয়। ইহাদের বংশআখ্যা হইতে জানা যায় যে, ইহারা কাশ্মীর রাজ্যের শ্রীনগর (জিগিনি) হইতে এই স্থানে আসিয়া বাস করেন। উক্ত বংশ-বিবরণীতে লিখিত আছে, "সম্রাট্ হুমায়ুনের রাজত্ব সময়ে যমুনায় অপর তীরবর্ত্তী জিগিনিবাসী কোন পরিহার-রাজপুত্রের সহিত পরেওাবাসী এক দীক্ষিত কন্যার বিবাহ হয়। বরযাত্র লইয়া পরেওা গমনকালে তাঁহারা সরোসী গ্রামে অবস্থান করেন। ঐখানে তাহারা একটী দুর্গ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'দুর্গাধিপতি কে? উত্তরে জানিতে পারিলেন যে, ঐ দুর্গাধিপ শূদ্রজাতীয়। পরিহারগণ বর ও বধূ লইয়া গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। পরে হোলি উৎসবের দিনে ভাগে-সিংহ নামক জনৈক সর্দ্দার সদলে আসিয়া রাত্রিকালে দুর্গ অধিকার করেন।"১ এখন ঐ সম্পত্তি তাঁহাদের মধ্যে বিভক্ত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হইয়া পড়িয়াছে।

পশ্চিমে কচ্ছবহ ও চৌহানদিগের সহিত ইহাদের বিবাহ হয়। ইহারা কালপির অধিকার লইয়া গৌতমদিগের সহিত বিবাদ উপস্থিত করে। অবশেষে চন্দেল কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া তদ্বিষয়ে ক্ষান্ত হয়। আজমগড়ের সীরা বলে যে, গহরবার জাতি কর্ত্তৃক নরবার প্রদেশ হইতে তাড়িত হইলে তাহারা মহম্মদাবাদ পরগণায় আসিয়া বাস করে। জালৌনবাসী পরিহারেরা বিষেন ও গৌতম শাখার রাজপুতদিগকে কন্যা দান করে, কিন্তু তাহাদের ঘর হইতে কন্যাদি গ্রহণ করে না। পক্ষান্তরে তাহারা কচ্ছবহ, ভদোরিয়া, চন্দেল ও রাঠোর প্রভৃতি ঘরের কন্যা লইয়া পুত্রের বিবাহ দেয়। হামীরপুরবাসী পরিহারেরা মেনপুরী-চৌহান, ভদৌরিয়া, যাদোন ও রাঠোর রাজপুতের ঘরে কন্যাদান করে এবং দীক্ষিত, বিষেন, চন্দেল, গৌতম, সেঙ্গর, কাণপুরবাসী গৌড় ও চৌহান রাজপুতগৃহে পুত্রের বিবাহ দেয়। আগ্রাবাসী পরিহারেরা আপনাদিগকে কাশ্যপ গোত্রীয় বলিয়া পরিচয় দেয়।

প্রাচীনতম উচহর রাজ্যে পরিহার-রাজগণের কৃত পূর্ব্বতন কীর্ত্তিসমূহের ধ্বংসাবশেষ খৃষ্টীয় ৭ম ৮ম শতাব্দীর পূর্ব্বসময়ে নির্ম্মিত বলিয়া অনুমান হয়। এখানকার বিলহরি গ্রামে লক্ষ্মণসেন পরিহার কৃত "লক্ষ্মণ সাগর" এবং অন্যরাজার নির্ম্মিত 'সিঙ্গোরগড়' নামক একটি সুবিস্তীর্ণ দুর্গ উল্লেখযোগ্য।

পরিহারক (ত্রি) পরি-হৃ-ণ্বুল্। পরিহারকারী। (স্ত্রী) পরিহাটক।

পরিহারিন্ (ত্রি) পরি-হৃ-ণিনি। পরিহারকারী, পরিত্যাগী।

পরিহার্য্য (ত্রি) পরি-হৃ-ণ্যৎ। পরিহারযোগ্য। (পুং) অলঙ্কারভেদ, হার, বলয়।

পরিহাস (পুং) পরি-হস-ভাবে ঘঞ্। ১ পরিহসন, ঠাট্টা। পরীহাস। পর্য্যায়—ক্রীড়, বর্করা, দেবনা।

'পরিহাসঃ কেলিমুখঃ কোলদেবনবর্ণী।' (ত্রিকাণ্ড)

পরিহাসপুর, কাশ্মীর রাজ্যের অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। রাজতরঙ্গিণীতে লিখিত আছে, রাজা ললিতাদিত্য (৭২৩-৭৬০ খৃঃ অঃ) এই নগর স্থাপন করেন। বেহাত নদীর পূর্ব্বে বা দক্ষিণকূলে, বর্ত্তমান সম্বল গ্রামের নিকট অবস্থিত। এই নগরের প্রাচীনকীর্ত্তিসমূহের ধ্বংসাবশেষ ইতস্ততঃ বিচ্ছিন্ন দেখিতে পাওয়া যায়। আবুলফজল নিজ গ্রন্থে সিকেন্দর (১৩৮৯-

(১) সংস্কৃত ভাষায় ইহার নাম মন্দোত্রি। বর্ত্তমান যোধপুর নগরের ৫ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এখানে ভগ্নাবশিষ্ট মন্দির, ভাস্কর্য্যযুক্ত প্রতিমূর্ত্তি ও শিলালিপি দেখিয়া টড লিখিয়াছেন, "The remains of it bring to mind those of volterra or Cortona and other ancient cities of Tuscany." I, 109.

(২) Annals of Rajasthan, Vol. I. p. 198-9

(৩) Census Rept. N. W. P. 1865, I. App. 85,

(৪) Annals of Rajasthan, Vol. I. p. 108.

(১) Elliotts' Chronicles of Unas, p. ৫৪.

Ain-i-Akbari, II. p. 135.

১৪১৩ খৃঃ অঃ) কর্তৃক এই নগরের বৃহৎ মন্দির ধ্বংসের কথার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। সিকেন্দর পরিক্ষাসপূর্বক যে উচ্চ মন্দির ধ্বংস করেন, সেই ইষ্টকাদির মধ্যে একখানি তাম্রফলক পাওয়া যায়, উহাতে লিখিত আছে, "১১০০ শত বৎসর পরে এই মন্দির সিকেন্দর কর্তৃক বিধ্বস্ত হইবে।" আবুল্‌ফজল ও ফিরিস্তাবর্ণিত * তাম্রশাসনের কথা কতদূর সত্য, তাহা বলিতে পারি না।

পরিহাস্য (ত্রি) পরি-হস-ণ্যৎ। পরিহসনীয়, পরিহাসযোগ্য।

পরিহিত (ত্রি) পরি-ধা-ক্ত। ১ যাহা পরিধান করা হইয়াছে। ২ চতুর্দ্দিকে স্থিত। ৩ আবরিত, আচ্ছাদিত।

পরিহীণ (ত্রি) ১ সর্ব্বতোভাবে হীন, শ্রীভ্রষ্ট। ২ পরিত্যক্ত।

পরিহৃত (ত্রি) পরি-হ্বৃ-ক্বিপ্ তুগাগমশ্চ। পতিত, ভ্রষ্ট, ধ্বস্ত।

পরিহৃতি (স্ত্রী) পরি-হ্বৃ-ক্তিন্। সর্ব্বতোভাবে হানি, নাশ, ধ্বংস।

পরিহ্রুৎ (ত্রি) গমনপূর্ব্বক হন্তা। "ন হৃত পততঃ পরিহ্রুৎ।" (ঋক্ ৬।৪।৫) 'পরিহ্রুৎ পরিগত্য হন্তা ভব।' (সায়ণ)

পরিহ্বৃৎ (ত্রি) পরিপীড়িত।

"পরিহ্বৃতেদনা জনো যুষ্মাদত্তস্য বায়তি।" (ঋক্ ৮।৪৭।৬)

'পরিহ্বৃতেৎ পরিপীড়িতেনৈব তপোনিয়মাদিনানাপ্রাণযুক্তঃ।'

(সায়ণ)

পরিহ্বৃতি (স্ত্রী) সর্ব্বতোভাবে পীড়া, পরিবাধা।

"ন তং মর্ত্তস্য নশতে পরিহ্বৃতিঃ।" (ঋক্ ৭।৮২।৭)

'পরিহ্বৃতিঃ পরিবাধা' (সায়ণ)

পরীক্ষক (ক্লী) পরি-ঈক্ষ-ণ্বুল্। প্রমাণ বা তর্ক দ্বারা নিরূপক। পর্য্যায়—কারণিক।

"বেধাঃ পরাং ধুরমুপৈতি পরীক্ষকাণাম্।" (রাজত° ২।৬০)

২ ব্যবহারাদিতে দিব্যাদি পরীক্ষাকারক।

পরীক্ষণ (ক্লী) পরি-ঈক্ষ-ল্যুট্। ১ পরীক্ষা। ২ রাজ কর্তৃক চরাদি দ্বারা অমাত্যাদির ভাবতত্ত্বনিরূপণ। ৩ বস্তুতত্ত্বাবধারণ। ৪ সর্ব্বতোভাবে দর্শন।

"বীজবয়োবাহরত্নস্ত্রীদোহপুংসাং পরীক্ষণম্।" (যাজ্ঞবল্ক্য ২।১৮০)

পরীক্ষা (স্ত্রী) পরিত ঈক্ষতেহনয়া পরি-ঈক্ষ-অ (গুরশ্চ হলঃ। পা ৩।৩।১০২) ততষ্টাপ্। ১ গুণদোষবিবেচন, তর্কপ্রমাণাদি দ্বারা বস্তুর তত্ত্বাবধারণ, দোষ-গুণানুসন্ধান। দিব্য, দিব্য করিলে দোষ করিয়াছে কি না তাহার নির্ণয় হয়। ঘট, অগ্নি প্রভৃতি দ্বারা পরীক্ষা হইয়া থাকে।

"ঘটোঽগ্নিরুদকঞ্চৈব বিষং কোষশ্চ পঞ্চমম্।

ষষ্ঠঞ্চ তণ্ডুলং প্রোক্তং সপ্তমং তপ্তমাষকম্॥

অষ্টমং ফালমিত্যুক্তং নবমং ধর্ম্মজং স্মৃতং।

দিব্যান্যেতানি সর্ব্বাণি নির্দ্দিষ্টানি স্বয়ম্ভুবা॥" (বৃহস্পতি)

ঘট, অগ্নি, উদক, বিষ, কোষ, তণ্ডুল, তপ্তমাষক, ফাল ও ধর্ম্মজ এই সকল দিব্য দ্বারা পরীক্ষা করিতে হয়। পাপী এই সকল দিব্য করিয়া যদি উত্তীর্ণ হইতে পারে, তাহা হইলে তাহার প্রকৃত পরীক্ষা হইল।[1] পরীক্ষার কাল বিষয়ে লিখিত আছে, চৈত্র, অগ্রহায়ণ ও বৈশাখ, এই তিন মাসে পরীক্ষা করিতে হইবে। ইহাই পরীক্ষার সাধারণ মাস। ইহার মধ্যে ঘটদ্বারা পরীক্ষা সকল ঋতুতে হইয়া থাকে। শিশির, হেমন্ত ও বর্ষায় অগ্নিপরীক্ষা, শরৎ ও গ্রীষ্মে জল; হেমন্ত ও শিশিরে বিষ, সকল ঋতুতেই কোষ পরীক্ষা হইতে পারে।" নারদ-সংহিতায় লিখিত আছে, শীতকালে জলশুদ্ধি, উষ্ণকালে অগ্নি-শোধন, বর্ষাকালে বিষ ও প্রবাতে তুলাপরীক্ষা কর্তব্য নহে।[1]

পূর্ব্বাহ্ণকালে সকলপ্রকার পরীক্ষা করিতে হইবে, অপরাহ্ণ, সন্ধ্যা ও মধ্যাহ্ন সময়ে কখন পরীক্ষা করিতে নাই।

"পূর্ব্বাহ্ণে সর্ব্বদিব্যানাং প্রদানং পরিকীর্ত্তিতম্।

নাপরাহ্ণে ন সন্ধ্যায়াং ন মধ্যাহ্নে কদাচন॥" (নারদ)

আরও শপথের (পরীক্ষার) বিষয়ে লিখিত আছে, দেবতা, পিতার চরণ এবং পুত্র, দারা ও সুহৃদের মস্তক স্পর্শ করিয়া শপথ করিলে তাহাকেও পরীক্ষা বলা যাইতে পারে, অল্প-কারণে এই শপথ বিহিত হইয়াছে।

"সত্যবাহনশস্ত্রাণি গোবীজকনকানি চ।

দেবতাপিতৃপাদাংশ্চ দত্তানি সুকৃতানি চ॥

স্পৃশেৎ শিরাংসি পুত্রাণাং দারাণাং সুহৃদাং তথা।

অভিযোগেষু সর্ব্বেষু কোষপানমথাপি বা॥

ইত্যেতে শপথাঃ প্রোক্তাঃ মনুনা স্বল্পকারণাৎ॥" (নারদ)

সামান্য অপরাধে এইরূপ শপথ করিলে বিশুদ্ধ বলিয়া স্থির করিতে হইবে। এই পরীক্ষাকে সামান্য পরীক্ষা বলা যাইতে পারে। জ্যোতিষে লিখিত আছে, বৃহস্পতি সিংহস্থিত, মকরস্থিত বা অস্তমিত হইলে এবং মলমাসে জয়াকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি কর্তৃক পরীক্ষা কর্তব্য নহে। রবিশুদ্ধি এবং গুরু ও শুক্র

---

* Briggs' Ferishta, Vol. IV. p. 465.

(১) "চৈত্রো মার্গশিরাশ্চৈব বৈশাখশ্চ তথৈব হি।

এতে সাধারণা মাসা দিব্যানামবিরোধিনঃ।

ঘটঃ সর্ব্বর্ত্তুকঃ প্রোক্তো বাতে বাতি বিবর্জ্জয়েৎ।

অগ্নিঃ শিশিরহেমন্তবর্ষাসু পরিকীর্ত্তিতঃ।

শরদ্‌ গ্রীষ্মে তু সলিলং হেমন্তে শিশিরে বিষম্।

কোষস্তু সর্ব্বদা দেয়স্তুলা যা সার্ব্বকালিকম্।" (পিতামহ)

মিতাক্ষরায়াং নারদঃ—ন শীতে তোয়শুদ্ধিঃ স্যাদোষ্ণকালেঽগ্নিশোধনম্।

ন প্রাবৃষি বিষং দদ্যাৎ ন প্রবাতে তুলাং স্পৃশেৎ।"

অস্তমিত হইলে এবং অষ্টমী, চতুর্দ্দশী প্রভৃতি ও মঙ্গলবারে পরীক্ষা করিতে নাই।(১)

ব্রাহ্মণকে পরীক্ষা করিতে হইলে ঘট, ক্ষত্রিয়কে হুতাশন, বৈশ্যকে সলিল, শূদ্রকে বিষ, এতদ্ভিন্ন অন্য সকলকেই কোষ দ্বারা পরীক্ষা করিতে হয়। ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে বিষ পরিত্যাগ করিয়া সকলেরই তুলা দিব্য অর্থাৎ তুলাদ্বারা পরীক্ষা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

"ব্রাহ্মণস্য ঘটো দেয়ঃ ক্ষত্রিয়স্য হুতাশনঃ।
বৈশ্যস্য সলিলং দেয়ং শূদ্রস্য বিষমেব তু ॥
সাধারণঃ সমস্তানাং কোষঃ প্রোক্তো মনীষিভিঃ।
বিষবর্জ্জং ব্রাহ্মণস্য সর্ব্বেষাস্তু তুলা স্মৃতা ॥" (দিব্যতত্ত্বধৃত নারদ)

ব্রতচারী অতি আর্ত্ত, ব্যাধিগ্রস্ত, তপস্বী ও স্ত্রী ইহাদের দিব্য (পরীক্ষা) নিষিদ্ধ হইয়াছে। শূলপাণি অন্যান্য শাস্ত্রের সহিত একমত হইয়া স্থির করিয়াছেন, ইহাদের যে দিব্য নিষেধ, তাহা তুলার ইতর অর্থাৎ তুলা পরীক্ষা ভিন্ন আর ইহাদের কোন পরীক্ষা হইবে না। কাত্যায়ন-বচনে বিহিত আছে, লৌহ-শিল্পীকে অগ্নিপরীক্ষা, অম্বুসেবীকে সলিল এবং মুখরোগীকে তণ্ডুল পরীক্ষা করিবে না।

"ন লৌহশিল্পিনামগ্নিঃ সলিলং নাম্বুসেবিনাম্।
তণ্ডুলৈর্ন নিযুঞ্জীত ব্রাহ্মণং মুখরোগিণম্ ॥" (দিব্যতত্ত্বধৃত কাত্যা°)

নারদবচনে লিখিত আছে—ক্লীব, আতুর, সত্ত্বহীন, পরিতাপান্বিত, বাল ও বৃদ্ধ ইহাদের পরীক্ষা ঘটে করিতে হইবে। আর্ত্তের তোয়শুদ্ধি, পিত্তরোগীকে বিষ, শ্বিত্রী, অন্ধ ও কুনখীর অগ্নিকর্ম্ম, স্ত্রী এবং বালকের মজ্জন, নিরুৎসাহ, ব্যাধিক্লিষ্ট ও আর্ত্ত ইহাদের জলদিব্য নিষিদ্ধ। বিচারক অপরাধ বিবেচনা করিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে পরীক্ষা গ্রহণ করিবেন। যে স্থলে সাক্ষীদিগের সমতা হয়, সেই স্থলে বিচারক প্রতিজ্ঞা করাইবেন এবং প্রাণান্তিক বিবাদ হইলে সেইস্থলে সাক্ষী বিদ্যমান থাকিলেও দিব্য প্রয়োগ করিতে হইবে।

"সমত্বে সাক্ষিণাং যত্র দিব্যৈস্তমপি শোধয়েৎ।
প্রাণান্তিকবিবাদেষু বিদ্যমানেষু সাক্ষিষু ॥
দিব্যমালম্বতে বাদী ন পৃচ্ছেৎ তত্র সাক্ষিণম্।" (দিব্যতত্ত্ব)

দিব্যতত্ত্বে ইহার বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে, বাহুল্য ভয়ে অধিক লিখিত হইল না।

[ঘটাদি দিব্যের বিশেষ বিবরণ তত্তৎ শব্দে ও দিব্যশব্দে দেখ।]

ভিষক্ রোগীকে উত্তমরূপে পরীক্ষা করিবেন, তৎপরে ঔষধ-নির্ব্বাচন বিধেয়।

"বুদ্ধিঃ পশ্যতি যা ভাবান্ বহুকারণযোগজান্।
যুক্তিস্ত্রিকালা সা জ্ঞেয়া ত্রিবর্গঃ সাধ্যতে যয়া ॥
এষা পরীক্ষা নাস্ত্যন্যা যয়া সর্ব্বং পরীক্ষ্যতে।
পরীক্ষ্যং সদসচ্চৈব তয়া নাস্তি পুনর্ভবঃ ॥" (চরক সূত্র° ১১অঃ)

অনেক কারণবশতঃ যাহা উৎপন্ন হয়, বুদ্ধিদ্বারা ইহা অবগত হইলে তাহাকে ত্রিকালা যুক্তি কহে। ইহাদ্বারা ত্রিবর্গ সাধিত হয়, এই বুদ্ধিদ্বারা সকল পরীক্ষা করা যায়। ভিষক্ রোগীর নিকট যাইয়া এইরূপে পরীক্ষা করিবেন,—দর্শন, স্পর্শন ও প্রশ্ন এই তিনপ্রকারে রোগের পরীক্ষা করিতে হয়। দর্শন দ্বারা পরমায়ু, রোগের সাধ্যতা ও অসাধ্যতাদি, স্পর্শন দ্বারা শীতলতা, উষ্ণতা, মৃদুতা ও কঠিনতা এবং নাড়ীপরীক্ষা প্রভৃতি, আর প্রশ্নদ্বারা উদরের লঘুতা, গুরুতা, পিপাসা, অতৃষ্ণা, ক্ষুধা, অক্ষুধা এবং বলাবলাদি পরীক্ষা করিবে। রোগীকে বিবেচনার সহিত দর্শন এবং প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করিলে অথবা সম্যক্ প্রকারে অবস্থার বর্ণন করা না হইলে প্রকৃত রোগ নির্ণীত হয় না, এই বিশেষ বিবেচনার সহিত রোগ পরীক্ষা করা উচিত। নেত্র, জিহ্বা এবং মূত্র প্রভৃতি দেখিয়া পরীক্ষা করিতে হয়। প্রথমে নেত্রপরীক্ষা—বায়ুর প্রকোপে নেত্র রুক্ষ, ধূম্র ও অরুণবর্ণ, অন্তঃপ্রবিষ্ট ও দৃষ্টিস্তব্ধতা হয়। পিত্তপ্রকোপে নেত্র হরিদ্রাখণ্ডের ন্যায় বা রক্ত কিংবা হরিতবর্ণ ও দাহযুক্ত হয় এবং রোগী প্রদীপের আলোক সহ্য করিতে অক্ষম হইয়া থাকে। কফের প্রকোপে নেত্র স্নিগ্ধ, অশ্রুপূর্ণ, শুক্লবর্ণ, জ্যোতিবিহীন এবং বলান্বিত হয়। দুই দোষের আধিক্যে দোষদ্বয়ের মিশ্রলক্ষণসমন্বিত চক্ষু হয়। ত্রিদোষের প্রকোপে চক্ষু অত্যন্ত অন্তর্নিবিষ্ট ও নেত্রের প্রান্তভাগ উন্মীলিত এবং চক্ষু হইতে অনবরত অশ্রুপাত হইয়া থাকে। জিহ্বা পরীক্ষা করিতে হইলে বায়ুর প্রকোপে জিহ্বা শাকপত্রের ন্যায় আভাবিশিষ্ট, রুক্ষ ও স্ফুটিত হয়। পিত্ত প্রকোপে জিহ্বা রক্ত অথবা শ্যামবর্ণ, কফের প্রকোপে জিহ্বা পরিলিপ্তপ্রায় (চটচটের ন্যায়) আর্দ্র ও শুক্লবর্ণ হয়। এই দোষের সংসর্গে দ্বিদোষের লক্ষণযুক্ত, ত্রিদোষের প্রকোপে জিহ্বা দগ্ধবৎ, গোজিহ্বাদির ন্যায় খরস্পর্শ ও কৃষ্ণবর্ণ হয়। মূত্রপরীক্ষা করিতে হইলে মূত্র বায়ুর প্রকোপে পীতবর্ণ, পিত্তপ্রকোপে রক্ত বা নীলবর্ণ, রক্তবৈগুণ্যে রক্তবর্ণ এবং কফের প্রকোপে

(১) "সিংহস্থে মকরস্থে চ জীবে চাস্তমিতে তথা।
মলমাসে ন কর্ত্তব্যা পরীক্ষা জয়কাঙ্ক্ষিণা ॥
রবিশুক্রৌ গুরৌ চৈব ন ভবেৎস্থগতে পুনঃ।
সিংহস্থে চ রবৌ নৈব পরীক্ষা শস্যতে বুধৈঃ ॥
অষ্টম্যাং ন চতুর্দ্দশ্যাং প্রায়শ্চিত্তপরীক্ষণে।
ন পরীক্ষা বিধাতব্যা শনিভৌমদিনে তথা ॥" (দিব্যতত্ত্বধৃত জ্যো°)

শ্বেতবর্ণ ফেনিল হইয়া থাকে। শরীরের শীতলতা ও উষ্ণতাদি অবগত হইবার জন্য গাত্রে হাত দিয়া দেখিয়া তাহার পর নাড়ী পরীক্ষা করিতে হইবে। নাড়ী পুরুষের দক্ষিণ হস্তের, ও স্ত্রীলোকের বামহস্তের দেখিতে হইবে। তিনটী অঙ্গুলি দ্বারা মনোযোগের সহিত স্পর্শ করিয়া নাড়ী পরীক্ষাপূর্ব্বক শারীরিক সুখ-দুঃখ প্রভৃতি অবগত হইবেন। স্নানের অব্যবহিত পরে, নিদ্রিত অবস্থায়, ক্ষুধিত, পিপাসার্ত্ত, আতপতাড়িত বা ব্যায়ামাদি দ্বারা ক্লান্ত ব্যক্তির নাড়ীপরীক্ষা কর্ত্তব্য নহে। যে হেতু এই সকল অবস্থায় নাড়ীর গতি সম্যক্‌প্রকারে অবগত হইতে পারা যায় না। (ভাবপ্র° ১ খ°)

[নাড়ীপরীক্ষার অন্য বিষয় নাড়ীশব্দ দেখ।]

চরকের বিমানস্থানে ৮ অধ্যায়ে পরীক্ষার বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে। যে কোন দ্রব্য পরীক্ষা না করিলে তাহার ভাল মন্দ স্থির হয় না। এই জন্য সকল দ্রব্যেরই পরীক্ষা করা উচিত।

পরীক্ষিৎ (পুং) পরি সর্ব্বতো ভাবেন ক্ষীয়তে হন্যতে দুরিতং যেন পরি-ক্ষি বধে কিপ্‌ তুক্‌ চ বা পরীক্ষীণেষু কুরুষু ক্ষিয়তে ইষ্টে উপসর্গস্য দীর্ঘত্বং কিপ্‌ ঘঞাদৌ কচিত্তবেৎ, ইতি উপসর্গস্য দীর্ঘত্বং। অর্জ্জুনের পৌত্র, অভিমন্যুর পুত্র উত্তরার গর্ভজাত। মহাভারতে লিখিত আছে, 'কুল পরিক্ষীণ হইলে এই বালক জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এইজন্য ইহার নাম পরীক্ষিৎ হউক।'* ভাগবতে ইহার নামনিরুক্তি ভিন্নরূপ লিখিত আছে, 'ইনি গর্ভাবস্থায় যে পুরুষকে দর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহাকে স্মরণ করিয়া সকল মনুষ্যের পরীক্ষা করিতেন, এই ব্যক্তিই কি সেই পুরুষ? এই জন্যই ইহার নাম পরীক্ষিৎ হইল।' +

মহাবীর অশ্বত্থামা অর্জ্জুনকর্তৃক পরাজিত ও শিরোমণিহীন হইলে তিনি ভাবী পাণ্ডববংশ নির্ম্মূল করিবার অভিপ্রায়ে পাণ্ডবকামিনীগণের গর্ভে ঈষীকাস্ত্র পরিত্যাগ করেন। বাসুদেব জানিতে পারিয়া উত্তরার গর্ভরক্ষা করেন। অশ্বত্থামা শরপ্রভাবে উত্তরাগর্ভ হইতে ছয়মাসের পুত্র হইয়া ভূমিষ্ঠ হইলে বাসুদেবের নিয়োগানুসারে কুন্তী তাহাকে কোলে তুলিয়া লইলেন। পরে ভগবান্‌ বাসুদেব সেই অকালজাত অজাতবাল্যবীর্য্যপরাক্রম ও শস্ত্রাগ্নিদ্বারা দগ্ধ বালককে স্বীয় তেজ দ্বারা সঞ্জীবিত করিলেন। (সৌপ্তিকপর্ব্ব ১৬ অঃ ও আদিপর্ব্ব ৯৫ অঃ)

মহারাজ যুধিষ্ঠির হস্তিনাপুরের সিংহাসনে পরীক্ষিৎকে অভিষিক্ত করিয়া মহাপ্রস্থান করিলেন। ব্রাহ্মণদিগের উপদেশানুসারে পরীক্ষিৎ রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন।

যথাকালে তিনি মাদ্রবতী নামে এক রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করেন, তাঁহার গর্ভে জনমেজয়ের জন্ম। (আদি° ৯৫ অঃ)

মতান্তরে—তিনি রাজা উত্তরের ইরাবতী নাম্নী তনয়াকে পরিণয় করেন, তাঁহারই গর্ভে জনমেজয়াদি ৪টী সন্তান উৎপন্ন হইল। (ভাগবত ১।১৬।২)

মহারাজ অভিমন্যুনন্দন কৃপাচার্য্যকে গুরু করিয়া গঙ্গাতীরে তিনটী অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন ‡। সেই যজ্ঞে দেবগণ মানবগণের নয়নগোচর হইয়াছিলেন।

পরীক্ষিৎ যখন কুরুজাঙ্গলে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় একদিন শুনিলেন, তাঁহার রাজ্যমধ্যে কলি প্রবেশ করিয়াছে। তিনি এই অপ্রিয় বার্ত্তা শুনিয়া দুষ্টদমনমানসে দিগ্‌জয়ে বাহির হইলেন। সরস্বতীতীরে উত্তীর্ণ হইয়া দেখিলেন, একটী গাভী ও একটী বৃষ অনাথবৎ কাতর হইতেছে এবং রাজবেশধারী এক শূদ্র হস্তে দণ্ড লইয়া তাহাদিগকে আঘাত করিতেছে। বৃষের তিনটী পা নাই, একটী মাত্র পা আছে। সেই বৃষ ত্রিপদহীন ধর্ম্ম ও সেই গাভী স্বয়ং পৃথিবী। সেই দণ্ডধারী শূদ্ররাজই কলি। বৃষের নিকট পরিচয় পাইয়া পরীক্ষিৎ কলিকে শাসন করিবার জন্য খড়্গোত্তোলন করিলেন। কলি প্রাণভয়ে ভীত হইয়া রাজবেশ ছাড়িয়া তাঁহার পদতলে শরণ লইলেন এবং তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। রাজা পরীক্ষিৎ দ্যূত, মদ্যাদিপান, স্ত্রী, হিংসা এই সকল স্থান কলির অধিকার জন্য নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। সে সঙ্গে মিথ্যা, মদ, কাম, হিংসা ও বৈর এই পাঁচটী বস্তুও প্রদান করিলেন। পরে বৃষরূপী ধর্ম্মের তপস্যা, শৌচ, দয়া এই যে তিনটী পদ গিয়াছিল, তাহাও আবার বর্দ্ধিত করিয়া দিলেন। (ভাগবত ১।১৭ অঃ)

একদিন তিনি মৃগয়ায় বাহির হইলেন। এক মৃগ তাঁহার বাণে বিদ্ধ হইয়া গহনবনে প্রবেশ করিলে তিনি একাকী পদব্রজে অনেক অন্বেষণ করিয়াও মৃগ বাহির করিতে পারিলেন না। একে তখন তিনি ষষ্টিবর্ষবয়স্ক বৃদ্ধ, তাহাতে পরিশ্রান্ত হইয়া ক্ষুধার্ত্ত হইয়া পড়িলেন। পরে সেই বনমধ্যে এক মৌনব্রত মুনিকে দেখিয়া তাঁহাকে মৃগের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। মুনি মৌনী ছিলেন, সুতরাং কোন উত্তর দিলেন না। একে ক্ষুধা তৃষ্ণায় রাজা কাতর ছিলেন, তাহাতে শাখা-

* "পরিক্ষীণে কুলে জাতো ভবত্বয়ং পরীক্ষিন্নামেতি।" (১।৯৫।৮৪)
তথা—"পরীক্ষিণেষু কুরুষু সোত্তরায়ামজীজনৎ।
পরীক্ষিদভবত্তেন সৌভদ্রস্যাত্মজো বলী॥" (১।৯১।১৫)

+ "স এষ লোকে বিখ্যাতঃ পরীক্ষিদিতি যৎ প্রভুঃ।
গর্ভে দৃষ্টমনুধ্যায়ন্‌ পরীক্ষেত নরেষিহ॥" (ভাগবত ১।১২।৩০)

‡ ঋগ্বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণে জনমেজয়ের পিতা এক পরীক্ষিতের উল্লেখ আছে।

শৃঙ্গ বৃক্ষের ন্যায় উপবিষ্ট ঋষিকে কোন কথা না কহিতে দেখিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি জানিতেন না যে, ঐ ঋষি মৌনব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। এখন ক্রুদ্ধ হইয়া আপনার ধনুষ্কোটীদ্বারা এক মৃতসর্প তুলিয়া সেই মৌনী মুনির স্কন্ধে জড়াইয়া দিলেন। তাহাতে মুনি কোন উত্তর না দেওয়ায় পরীক্ষিৎ ক্ষুধায় কাতর হইয়া নগরে চলিয়া আসিলেন।

সেই ঋষির গোগর্ভে জাত শৃঙ্গী নামে এক মহাতেজা পুত্র ছিলেন। তিনি আশ্রমে ফিরিয়া আসিবার কালে তাঁহার এক বয়স্যের নিকট শুনিলেন, কোন ব্যক্তি তাঁহার পিতার অপমান করিয়া তাঁহার গলায় মৃতসর্প জড়াইয়া দিয়াছে। কোপনস্বভাব শৃঙ্গী শুনিবামাত্র জলস্পর্শ করিয়া এই বলিয়া শাপ দিলেন, যে পাপাত্মা নিরপরাধে পিতার স্কন্ধে মৃতসর্প দিয়াছে, আজ হইতে সাতদিনের মধ্যে তক্ষক আসিয়া যেন তাহাকে দংশন করে।' শৃঙ্গী এইরূপে অভিসম্পাত করিয়া পিতার নিকট গিয়া শাপপ্রদানের বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। তখন মুনিবর শমীক গৌরমুখ নামক এক শিষ্যকে পরীক্ষিতের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। রাজা তাঁহার নিকট শাপবৃত্তান্ত অবগত হইলেন ও তক্ষক হইতে ভীত হইয়া সতর্ক থাকিলেন। এদিকে সপ্তম দিবস উপস্থিত হইলে ব্রহ্মর্ষি কশ্যপ রাজার নিকট আসিতেছিলেন, পথে নাগরাজ তক্ষক কশ্যপকে তাড়াতাড়ি যাইতে দেখিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ওহে ব্রাহ্মণ! তুমি এত তাড়াতাড়ি কোথায় যাইতেছ?' কশ্যপ উত্তর করিলেন, 'আজ ভুজগরাজ তক্ষক কুরুকুলপ্রদীপ রাজা পরীক্ষিৎকে দগ্ধ করিবে, আমি তাঁহাকে আরোগ্য করিবার জন্য যাইতেছি।' তক্ষক কহিলেন, 'আমিই তক্ষক। আমি দংশন করিলে তুমি কি বাঁচাইতে পারিবে? আমার এই অদ্ভুত বীর্য্য দেখ।' এই বলিয়া তক্ষক এক বৃক্ষকে দংশন করিল। দংশনমাত্র সেই বৃক্ষ তৎক্ষণাৎ ভস্মসাৎ হইল। তখন কশ্যপ সেই বৃক্ষের জীবন প্রদান করিলেন। তক্ষক কশ্যপকে বলিল, তুমি কি আশায় রাজার নিকট যাইতেছ? কশ্যপ বলিল, অনেক ধনলাভের আশায় যাইতেছি। তাহা শুনিয়া তক্ষক কশ্যপের আশার দ্বিগুণ অর্থ দিয়া তাঁহাকে বিদায় করিল। পরম ধার্ম্মিক পরীক্ষিৎ সুরক্ষিত প্রাসাদে সাবধানে থাকিলেও তক্ষক ছদ্মবেশে আসিয়া বিষবহ্নিদ্বারা তাঁহাকে ভস্মাবশেষ করিল। (ভারত আদি° ৫০ অঃ)

দেবীভাগবতে লিখিত আছে, রাজা পরীক্ষিৎ আপনার আসন্ন মৃত্যু অবগত হইয়া মন্ত্রিগণকে সতর্ক করিয়া ও সপ্ততল প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহার রক্ষার জন্য চতুর্দ্দিকে মণিমন্ত্রাদিধারী রক্ষিগণ নিযুক্ত করিলেন। সপ্তমদিবসে তক্ষক হস্তিনাপুরে আসিয়া শুনিলেন যে,পরীক্ষিৎ মণিমন্ত্র ঔষধি দ্বারা সুরক্ষিত প্রাসাদে সতর্কতার সহিত বাস করিতেছেন। এখন তক্ষক কিরূপে তাঁহাকে দংশন করিবে এই ভাবনায় অস্থির হইল। শেষে একজন সর্পকে তপস্বী সাজাইয়া তাহাদের হাতে ফল দিল ও ফলমধ্যে কীটরূপে নিজে প্রবেশ করিল; কিন্তু তপস্বিবেশী সর্পদিগকে রক্ষিগণ প্রাসাদে প্রবেশ করিতে দেয় নাই। দ্বারিগণ রাজার অনুমতিক্রমে তাঁহাদের প্রদত্ত ফলগুলি লইয়া তাঁহাদিগকে বিদায় দিল। রাজা তপস্বিদত্ত ফল মনে করিয়া মন্ত্রীদিগের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিলেন এবং নিজে একটীমাত্র সুপক্ব ফল লইয়া বিদীর্ণ করিলেন। ফল বিদারিত হইবামাত্র তন্মধ্যে হইতে একটী ক্ষুদ্র কীট বাহির হইল। রাজা সেই কীটকে কৃষ্ণলোচন ও তাম্রবর্ণ দেখিলেন। এই কীট দেখিয়া রাজা বিস্মিত হইয়া মন্ত্রিগণকে বলিলেন, সূর্য্যদেব অস্ত যাইতেছেন, এখন আমার তক্ষক বিষ হইতে ভয় নাই; কিন্তু সেই ব্রহ্মশাপের মান রক্ষা করি, এই কীট আমায় দংশন করুক। পরীক্ষিৎ এই কথা বলিয়া তাহাকে গ্রীবাদেশে স্থাপন করিলেন। অমনি সেই ক্ষুদ্র কীট ভয়ানক কালাগ্নিরূপ তক্ষকমূর্ত্তি ধারণ করিল। তাহার বিষজাত অগ্নিশিখা উত্থিত হইয়া রাজাকে শীঘ্রই দগ্ধ করিয়া ফেলিল। এরূপে তক্ষক রাজাকে বিনাশ করিয়া গগনে প্রস্থান করিল। (দেবীভাগ° ২ স্কন্ধে ১০ অঃ)

শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে, রাজা পরীক্ষিৎ ব্রহ্মশাপ অবগত হইয়া সাত দিন প্রায়োপবেশন করেন এবং সেই ৭ দিন শুকদেব তাঁহাকে কৃষ্ণকথাপ্রসঙ্গে সমস্ত ভাগবত গ্রন্থ শুনাইয়াছিলেন।

(বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ প্রভৃতি সকল পৌরাণিক গ্রন্থে পরীক্ষিৎ সম্বন্ধে অল্পবিস্তর কথা পাওয়া যায়।)

২ কুরুপুত্রভেদ। ৩ অনশ্বপুত্র ও ভীমসেনের পিতা। (ভারত ১।৯৫।৪০) ৪ অযোধ্যারাজভেদ।

পরীক্ষিত (পুং) পরিক্ষীণে কুরুকুলে ক্ষীয়তিস্ম ঈষ্টেস্ম ইতি পরি-ক্ষি-ক্ত, উপসর্গস্য দীর্ঘত্বং। অভিমন্যুপুত্র।

"পরিক্ষীণেষু বংশেষু জাতো যস্মাৎ বরঃ সুতঃ।
তস্মাৎ পরীক্ষিতো নাম বিখ্যাতঃ পৃথিবীতলে।"

(দেবীভাগবত ২।৭।৬)

পরীক্ষা সঞ্জাতা অস্য, তারকাদিত্বাদিতচ্। (ত্রি) ২ কৃতপরীক্ষা, যাহার পরীক্ষা করা হইয়াছে, যাহার দোষগুণ বিচারিত হইয়াছে।

পরীক্ষিতব্য (ত্রি) পরি-ঈক্ষ-তব্য। পরীক্ষণীয়, পরীক্ষার যোগ্য, যাহার পরীক্ষা উচিত।

পরীক্ষিন্ (ত্রি) পরি-ঈক্ষ-ইনি। পরীক্ষাকারক, যুক্তি ও প্রমাণাদি দ্বারা যিনি পরীক্ষা করেন।

পরীক্ষ্য (ত্রি) পরি-ঈক্ষ-ণ্যৎ। পরীক্ষার যোগ্য। যাহার দোষগুণ বিচার হইবার যোগ্য।

পরীজ্যা (স্ত্রী) যজ্ঞাঙ্গ পূজাভেদ, পরিযজ্ঞ।

পরীণস্ (পুং) পরি-নস্-ক্বিপ্। ১ ব্যাপক। (ঋক্ ৫।১০।১) ২ চারিদিকে বদ্ধ। "ত্বং ন ইন্দ্র রায়া পরীণসা।" (ঋক্১।১২৯।৯) 'পরীণসা পরিতোনদ্ধেন' (সায়ণ) ৩ মহৎ। "ইন্দ্র রায়া পরীণসা" (ঋক্ ৪।৩১।১২) 'পরীণসা মহতা রায়া ধনেন' (সায়ণ)

পরীণসা (অব্য) পরি নস ব্যাপ্তৌ বাহু আৎ দীর্ঘঃ। বহু পদার্থ। (নিঘণ্টু) (ঋক্ ৯।৯৭।৯)

পরীণহ (ক্লী) পরি-নহ-ভাবে ক্বিপ্, 'নহি বৃতীত্যাদিনা' পূর্ব্বপদস্থ দীর্ঘঃ। পরীণহন, আচ্ছাদন। "চক্রাণাসঃ পরীণহং পৃথিব্যাঃ" (ঋক্ ১।৩:।৮) 'পরীণহং আচ্ছাদনং সর্ব্বতো-ব্যাপ্তিং' (সায়ণ) (শত° ব্রা° ২।৩।১।৩৯, তৈত্তিরীয় আর° ৫।১।১) ২ পরিতো বন্ধন। ৩ তৎকর্ম্ম।

৪ কুরুক্ষেত্রস্থ জনপদভেদ। (কাত্যায়নশ্রৌতসূ° ২৪।৬।৩৪, লাট্যায়ন ১০।১৯।১, পঞ্চবিংশব্রা° ২৫।১৩।১, শাঙ্খায়ন শ্রৌতসূ° ১৩।২৯।৩২)

পরীণায় (পুং) পরিতো নয়নং, পরি-নি-ঘঞ্। 'উপসর্গস্থ দীর্ঘত্বং ক্বিপ্ ঘঞাদৌ ক্বচিৎ ভবেৎ' ইতি পাক্ষিকো দীর্ঘঃ। পরিণায়, শারীর (পাশার) উন্নয়ন। (অমরটীকা ভরত)

পরীত (ত্রি) পরি-ই-ক্ত পরিবেষ্টিত। (হেম) "ততঃ কামপরীতাঙ্গী সকৃৎপ্রচলমানসা।" (ভারত ১।১১২।৭) ২ চতুর্দ্দিকে গমন।

পরীতৎ (ত্রি) পরি-তন্-ক্বিপ্ (নহিবৃতিবৃধিব্যধীতি। পা ৬।৩।১১৬) ইতি পূর্ব্বপদস্থ দীর্ঘঃ। সর্ব্বতোভাবে বিস্তৃত।

পরীতাপ (পুং) পরি-তপ-ঘঞ্, ঘঞিদীর্ঘঃ। পরিতাপ।

পরীতি (স্ত্রী) পুষ্পাঞ্জন। (বৈদ্যকনিঘণ্টু)

পরীতিন্ (ত্রি) পরিত, পরিবেষ্টিত।

পরীতোষ (পুং) পরি-তুষ্-ঘঞ্, ঘঞিদীর্ঘঃ। পরিতোষ, সন্তোষ।

পরীত্ত (ত্রি) সীমাবদ্ধ, ক্ষুদ্র।

পরীদাহ (পুং) পরি-দহ-ঘঞ্, ততো দীর্ঘঃ। পরিদাহ।

পরীধ্য (ত্রি) প্রজ্বলন বা জ্বালাইবার যোগ্য।

পরীপ্সা (স্ত্রী) পর্য্যাপ্তুমিচ্ছা, পরি-আপ-সন্ ততো অ, স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ পাইবার ইচ্ছা। ২ ক্ষিপ্রতা।

পরীপ্সু (ত্রি) পাইবার ইচ্ছুক।

পরীভাব (পুং) পরি ভাব্যতে ইতি পরি-ভাবি-ঘঞ্। বৈক-ল্পিকদীর্ঘশ্চ। পরিভাব, অনাদর। (অমরটীকায় ভরত)

পরীর (ক্লী) পূর্য্যতেহনেনেতি পৃ-ঈরন্ (কৃ শৄপৄ কটীতি। উণ্ ৪।৩০) ফল। (উজ্জ্বল)

পরীমন্ (ত্রি) ১ দৈব। "অপ্সু যজতে পরীমণি" (ঋক্ ৯।৭১।৩) 'পরীমণি দৈবে' (সায়ণ) ২ প্রচুর।

পরীরম্ভ (পুং) পরিরভ্যতে ইতি পরি-রভ-ঘঞ্, ভাবে বৈক-ল্পিক-দীর্ঘত্বং। পরিরম্ভ, আলিঙ্গন। (ভরত দ্বিরূপকোষ)

পরীবর্ত্ত (পুং) পরি-বৃত-ঘঞ্ (উপসর্গস্য ঘঞীতি। পা ৬।৩।১২২) ইতি দীর্ঘঃ। পরিবর্ত্তন, পর্য্যায়, প্রতিদান, নৈমেয়, নিময়, পরিবর্ত্ত, বৈমেয়, বিনিময়, পরিদান। (শব্দর°) ২ কূর্ম্ম-রাজ। (জটাধর)

পরীবাদ (পুং) পরি-বদ ভাবে ঘঞ্, ততো দীর্ঘঃ। দোষো-ল্লাস। পর্য্যায়—কুৎসা, নিন্দা, জুগুপ্সা, গর্হা, গর্হণ, নিন্দন, কুৎসন, পরিবাদ, জুগুপ্সন, আক্ষেপ, অবর্ণ, নির্ব্বাদ, অপক্রোশ, ভৎর্সন, উপক্রোশ, অপবাদ, অববাদ। (শব্দর°) ২ বীণাদি-বাদন। (জটাধর)

পরীবার (পুং) পরিব্রিয়তেহনেনেতি পরি-বৃ-ঘঞ্, উপসর্গস্য দীর্ঘঃ। ১ খড়্গকোষ। ২ জঙ্গম, পরিজন। ৩ পরিচ্ছদ, শোভা-জনক উপকরণ, ছত্রচামরাদি। (ভরত)

পরীবাহ (পুং) পরিতো বহত্যনেনেতি পরি বহ-ঘঞ্, ততো দীর্ঘশ্চ। ১ জলোচ্ছ্বাস। ২ দ্রবদ্রব্যের প্রবাহ। "রুধিরস্য পরী-বাহন্ পূরয়িত্বা সরাংসিচ।" (ভারত ৭।৬৮।১৩) পরিত উহ্যতে ইতি ঘঞ্। ২ রাজযোগ্যবস্তু। (মেদিনী)

পরীষ্টি (স্ত্রী) পরি-ইষ ক্তিন্। ১ গবেষণা। ২ অনুসন্ধান, অন্বেষণ। ৩ পরিচর্য্যা, সেবা। ৪ ইচ্ছা, অভিলাষ।

পরীসার (পুং) পরি-সৃ-ঘঞ্, ততো দীর্ঘঃ। ১ পরিসর্য্যা। ২ সর্ব্বতোগমন, পরিসরণ, ইতস্ততঃ ভ্রমণ।

পরীহার (পুং) পরিহরণমিতি পরি-হৃ-ঘঞ্, ততো দীর্ঘঃ। অবজ্ঞা, অনাদর।

পরীহাস (পুং) পরি-হস-ঘঞ্, ততোদীর্ঘঃ। পরিহসন, উপহাস। "পরীবাদনং ন কুর্ব্বীত পরিহাসঞ্চ পুত্রক।" (মার্কপু° ৩৪।৮৪) পর্য্যায়—দ্রব, কেলি, ক্রীড়া, লীলা, নর্ম্ম, পরিহাস, কেলিমুখ, দেবন। (ত্রিকা°)

পরু (পুং) পিপর্ত্তীতি পূর্ত্তৌ পৃ বাহুলকাৎ উ। ১ সমুদ্র। ২ স্বর্গলোক। ৩ গ্রন্থি। ৪ পর্ব্বত। (সংক্ষিপ্তসার উণাদি)

পরুচ্ছেপ (পুং) পরুষি শেফোহস্য পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধু। ঋষিভেদ, দিবোদাস। (নিরুক্ত ১০।৪৩)

পরুৎ (অব্য°) পূর্ব্বস্মিন্ বৎসরে, ইতি। (সদ্যঃ পরুদিতি। পা ৫।৩।২২) ইতি পূর্ব্বস্য পরভাবঃ, উৎচ। গতবৎসর, পরবর্ষ।

পরুত্ন (ত্রি) পরুৎ গতবৎসরে ভবঃ, (চির পরুৎ পরারিভ্যস্ত্নো বক্তব্যঃ। পা ৪।৩।২৩ বার্ত্তিক) ইতি ত্ন। পরবৎসরে ভব, যাহা পরবৎসরে হইয়াছে। গতবর্ষীয়।

পরুদ্বার (পুং) পরু সমুদ্রঃ পর্ব্বতো বা দ্বারমিব যস্য। ঘোটক।

পরুল (পুং) পরুদ্বার। (হেম)

পরুষ (ক্লী) পিবর্ত্তি অলং বুদ্ধিং করোতীতি উষচ্ (পৃ নহি কলিভ্য উষচ্। উণ্ ৪।৭৫) নিষ্ঠুর বাক্য, কার্কশ্য, কাঠিন্য, অপরের দেশ, জাতি, কুল, বিদ্যা, শিল্প, রূপ, বৃত্তি, আচার, পরিচ্ছদ, শরীর ও কর্ম্মজীবীর প্রত্যক্ষরূপে যে দোষবচন, তাহাকে পরুষ কহে।

"তামুবাচ ততো রামঃ পরুষং জনসংসদি।
অমৃষ্যমাণা সা সীতা বিবেশ জ্বলনং সতী॥"
(হৈম রামায়ণ ১।১।৮২)

২ নীলঝিণ্টী। (শব্দচ°) (ত্রি) ৩ কর্ব্বুর।

"অসিতবিচিত্রনীলপরুষো জনঘাতকরঃ॥" (বৃহৎস° ৩।৩১)

৪ রুক্ষ, কর্কশ, কঠিন, নিষ্ঠুর, উদ্ধত। (হেম° রামায়ণ ১।৫৮।১০) ৫ নিষ্ঠুরোক্তি। ৬ মলিন। "ভস্ম পুরুষেহপি গিরিশে স্নেহময়ীত্বমুচিতেন সুভগাসি" (আর্য্যাসপ্তশতী ৪১৯)

পরুষাক্ষর (ত্রি) কর্কশবচন। যাহার বর্ণসকল অতি কর্কশ।
"সেবকঃ স্বামিনং দ্বেষ্টি কৃপণং পরুষাক্ষরং। (পঞ্চতন্ত্র ১।৫৬১)

পরুষাহ্ব (পুং) একপ্রকার নল গাছ।

পরুষিত (ত্রি) পরুষোঽস্য সঞ্জাতঃ, পরুষ-ইতচ্। কর্কশভাষী।
"সাধোঃ পরুষিতস্যাপি মনো ন যাতি বিক্রিয়াং।"
(হিতোপ° ১।৮১)

পরুষিমন্ (পুং) পরুষ-অস্ত্যর্থে ইমন্। পরুষযুক্ত, পরুষ-ব্যবহারী।

"অভিমানমেব তৎপরুষিমানং নিয়ন্তি।" (ঐত° ব্রা° ৪।২৬)

পরুষীকৃত (ত্রি) অপরুষঃ পরুষঃ কৃতঃ, অভূততদ্ভাবে চ্বি, ততঃ দীর্ঘঃ। পূর্ব্বে যাহা পরুষ ছিল না, তাহা পরুষ করা হইয়াছে।

পরুষেতর (ত্রি) পরুষাদিতরঃ। কোমল, পরুষভিন্ন।

পরুষোক্তি (স্ত্রী) পরুষা উক্তিঃ। ১ নিষ্ঠুরকথন।
(ত্রি) পরুষা উক্তির্যস্য। ২ নিষ্ঠুরবাক্যবাদী, যিনি নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করেন।

পরুষোক্তিক (ত্রি) পরুষমেব উক্তির্যস্য, ততঃ স্বার্থে কন্ কপ্ বা। নিষ্ঠুরবক্তা।

পরুস্ (ক্লী) পৃ-উস্ (অর্ত্তি-পৄ বপি যজিতনীতি। উণ্ ২।১১৮) গ্রন্থি। "কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ প্ররোহন্তি পরুষঃ পরুষস্পরি।"
(শুক্ল যজু° ১৩।২০) (ঋক্ ১০।৯৭।১২)

২ পরুষফল।

পরূষ (ক্লী) পৃ-উষন্। ফলবৃক্ষভেদ। পরুষফল, ফরুষা ও ফলুহ হিন্দী। (Xylocarpus Granatum) ফলসা, পর্য্যায়—পরুষক, নাগদলোপম, পরুষ, অল্পাস্থি, পরাপর, নীলচর্ম্ম, গিরিপীলু, পরাবত, নীলমণ্ডল, পরু। ইহার গুণ—অম্ল, কটু, কফজ পীড়া ও বাতনাশক। অপক্ক পরূষের গুণ—পিত্তবৃদ্ধিকারক ও উষ্ণ। পক্কের গুণ—মধুর, রুচিপ্রদ, পিত্ত ও শোফনাশক, তর্পণ। (রাজনি°) ভাবপ্রকাশ-মতে—অপক্ককষায়, অম্ল, পিত্তকর ও লঘু, পক্ক মধুর পাকে শীত, বিষ্টম্ভী, বৃংহণ, হৃদ্য, তৃষ্ণা, পিত্ত, দাহ, অস্র, জ্বর, ক্ষয় ও বায়ুনাশক। (ভাবপ্রকাশ) হারীতমতে ' ইহা সকল প্রকার সন্নিবাতনাশক। (চরকসূত্রস্থান ২৩ অধ্যায় এবং সুশ্রুত সূত্রস্থান ৪৬ অধ্যায়ে ইহার গুণের বিষয় আছে।)

পরূষক (ক্লী) পরূষ স্বার্থে-কন্। পরুষফল।
'পরূষকং পরূষং স্যাৎ কচিন্নাগদলোপমং।' (বৈদ্যকর°)

পরূষকস্থলী, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণবর্ণিত জনপদভেদ, বর্ত্তমান নাম পেশাবর।

পরূষকাদি (পুং) পরূষক আদির্যত্র। গণভেদ। পরূষক, বরা, দ্রাক্ষা, কট্ফল, কতকফল, রাজাহ্ব, দাড়িমশাক। এই সকল দ্রব্য পরূষকাদিগণ, এই গণদ্বারা যে কষায় প্রস্তুত হয়, তাহাকেও পরূষকাদি কহে। ইহার গুণ—তৃষ্ণা, বাত ও মূত্রনাশক। (বাভট সূত্রস্থান ১৫ অঃ)

পরেণ্ডা, নিজামরাজ্যের নলদুর্গ জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর ও দুর্গ। আহ্মদনগর জেলার সীমান্তপ্রদেশে অবস্থিত। অক্ষা° ১৮° ১৬′ ২০″ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫° ৩০′ ১৮″ পূঃ। বাহ্মনীরাজ ২য় মহম্মদ শাহের প্রধান মন্ত্রী মাহ্মুদ খাজা গবান্ এই দুর্গ নির্ম্মাণ করান। ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে মোগলসৈন্য আহ্মদ নগর আক্রমণ ও জয় করিলে এই নগর উক্ত সময়ে কিছুকালের জন্য নিজামশাহী রাজগণের রাজধানীতে পরিণত হইয়াছিল। ১৬৩০ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ শাহজাহানের সেনাপতি আজমখাঁ এবং ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে রাজপুত্র শাহসুজা এই দুর্গ আক্রমণ এবং অবরোধ করিয়া জয় করিতে পারেন নাই। এই নগর ধ্বংসপ্রায় হইলেও দুর্গের অবস্থা সুন্দর।

পরেত (ত্রি) পরং লোকমিতঃ। মৃত, মরা।
"অলক্তকাঙ্কানি পদানি পাদয়োর্বিকীর্ণকেশাসু পরেতভূমিষু।"
(কুমার ৫।৬৮)

(পুং) ২ ভূতান্তর ভূতযোনিবিশেষ। ৩ প্রেত।

পরেতভূমি (স্ত্রী) পরেতানাং মৃতানাং ভূমিঃ। প্রেতভূমি, প্রেতদিগের আবাসস্থল, শ্মশান।

পরেতরাজ (পুং) পরেতেষু মৃতেষু রাজতে হন্তি রাজ দীপ্তৌ (সৎসূদ্বিষেতি। পা ৩।২।৬১) ইতি ক্বিপ্, বা পরেতানাং প্রেতানাং রাট্। প্রেতরাজ যম।

পরেতবাস (পুং) পরেতানাং বাসঃ। শ্মশানভূমি, পরেতভূমি।

পরেদ্যবি (অব্য) পরস্মিন্নহনি (সদ্যঃপরুদিতি। পা ৫।৩।২২) ইতি নিপাতনাৎ সাধু। পর দিন।

"পরেদ্যবাদ্য পূর্ব্বেদ্যুরন্যেদ্যুশ্চাপি চিন্তয়ন্।
বৃষ্ণিকদ্যৌ মুনীন্দ্রাণাং প্রিয়ম্ভাবুকতামগাৎ ॥" (ভট্টি ৪।১৩)

পরেদ্যুস্ (অব্য) পর-এদ্যুস্। পরদিন।

পরেপ (ত্রি) পরা গতা আপো যত্র (দ্ব্যন্তরুপসর্গেভ্যোঽপ ঈৎ। পা ৬।৩।৯৭ 'অবর্ণান্তাদ্বা' বার্ত্তিক) ইতিঈৎ। পরাপ, যাহা হইতে জল নির্গত হইয়াছে। (সিদ্ধান্তকৌমুদী)

পরেল, বোম্বাই নগরীর উত্তর উপকণ্ঠস্থিত একটী প্রধান নগর। বিক্টোরিয়া টার্মিনস্ হইতে ২ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। পূর্ব্বে য়ুরোপীয় বণিক্‌গণ এই রমণীয় স্থানে বাস করিত। এখনও এখানে গবর্মেণ্ট-প্রাসাদ বর্ত্তমান আছে। এই প্রাসাদ পূর্ব্বে জেসুইট্ সম্প্রদায়ের গির্জ্জা ও 'কন্‌ভেণ্ট' ছিল। যখন বোম্বাই প্রদেশ ইংরাজের হস্তগত হয়, সেই সময়ে জেসুইট্‌দিগের বান্দোরা কলেজের অধ্যক্ষ অনেক জমি দখল করিয়া বসেন। ইংরাজগণ উক্ত অধিকার গ্রাহ্য করিলেন না, জেসুইট্‌গণ (১৬৮৯-৯০ খৃষ্টাব্দে) ইংরাজ-বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন; এই যুদ্ধে সিদি জাতীয়েরা জেসুইটদিগের সহায়তা করে। যুদ্ধে জেসুইটগণ পরাজিত হইলে ইংরাজরাজ সিদিদিগের নিকট হইতে ধর্ম্মমন্দির ও তদধিকৃত স্থানসমূহ কাড়িয়া লন। ১৭২০ খৃষ্টাব্দে জেসুইটদিগকে বোম্বাই হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হয় এবং রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের ধর্ম্মপরিচালন-ভার ইংরাজ গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক কার্মেলাইট (Carmelites) দিগের হস্তে সমর্পিত হয়। বিশপ হিবার লিখিয়াছেন, পরেলের গির্জ্জামন্দির ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত একজন পারসীর অধীনে থাকে। পরে ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ ঐ বাটী তাঁহার নিকট হইতে কাড়িয়া লন। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে হরন্‌বি সাহেব সর্ব্বপ্রথম গবর্ণর হইয়া এই বাটিকায় পদার্পণ করেন। ১৮১৯-২৭ খৃষ্টাব্দে পুরাতন বাটীর জীর্ণসংস্কার হইয়াছে।

পরেশ, (পুং) পরঃ ঈশঃ। ব্রহ্মা, বিষ্ণু।

পরেশগড়, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর বেলগাম্ জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। এখানে গবর্মেণ্টের অধিকারে ১১০ খানি ও জমিদারদিগের অধীনে ২৩ খানি গ্রাম আছে। ভূমির পরিমাণ সর্ব্বসমেত ৬৪০ বর্গমাইল।

পরেশজী ভোন্‌স্‌লে, মহারাষ্ট্রসর্দ্দার নাগপুরপতি রঘুজী ভোন্‌স্‌লের পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে তিনি পিতৃসিংহাসন প্রাপ্ত হন। মানসিক ও শারীরিক দৌর্ব্বল্যহেতু তাঁহাকে সুচারুরূপে রাজকার্য্যপরিচালনে অক্ষম দেখিয়া সাধারণের আগ্রহে তদীয় ভ্রাতৃসম্পর্কীয় মধুজী ভোন্‌স্‌লে (অপ্পা সাহেব) সর্ব্বাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন। উক্ত মধুজী আর্গাঁয়ের যুদ্ধে বিশেষ দক্ষতার সহিত আপনার বলবীর্য্যের পরিচয় দিয়াছিলেন। সুচতুর মহারাষ্ট্রসেনানী আপনার পদ দৃঢ় রাখিবার মানসে রাজকর্ম্মচারীদিগের পরামর্শ না লইয়া মূর্খ রাজাকে বুঝাইয়া ইংরাজের সহিত সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। উক্ত বৎসরে ২৭এ মে মাসে সন্ধির সর্ত্ত ধার্য্য হইয়া গেল, ইহাতে কোম্পানী বাহাদুর নাগপুররাজকে গৃহ ও বহিঃশত্রু হইতে রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন এবং মহারাষ্ট্র-সর্দ্দারও পক্ষান্তরে ইংরাজের সহায়তার জন্য একদল অশ্বারোহী, ৬ হাজার পদাতি এবং একদল য়ুরোপীয় কামানবাহী সৈন্যদল পোষণ করিবার জন্য ৭৷৷০ লক্ষ টাকা দিবেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহাকে নিজ খরচে তিন হাজার অশ্বারোহী ও দুই হাজার পদাতি রাখিতে হইবে। এই কার্য্যের জন্য রাজপুরুষদিগের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইল। অনেকেই অপ্পার শত্রু হইয়া দাঁড়াইল, এমন কি স্বয়ং পেশবাও তাঁহার বিরুদ্ধাচারী হইলেন। অপ্পা সাহেব আপনাকে বিপদ্‌গ্রস্ত দেখিয়া ১৮১৭ খৃষ্টাব্দ ১লা ফেব্রুয়ারীতে পরেশজীকে রাত্রিযোগে হত্যা করেন।

পরেষ্টুকা (স্ত্রী) পরৈরিষ্যতে ইতি ইষ বাহুলকাৎ তু, স্বার্থে কন, স্ত্রিয়াং টাপ্। বহুসূতি, বহুপ্রসূতা গাভী, যে গাভীর সন্তান হইয়াছে।

পরৈধিত (ত্রি) পরৈরেধিতঃ সম্বর্দ্ধিতঃ। ১ উদাসীন্য দ্বারা পরপুষ্ট। পরকর্ত্তৃক সংবর্দ্ধিতঃ, পর্য্যায়—পরাচিত, পরিস্কন্দ, পরজাত। (পুং) ২ কোকিল।

পরৈনী, বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। কিয়ান্ বা কেননদীর তীরে অবস্থিত। এখানে প্রস্তরনির্ম্মিত অনেক প্রতিমূর্ত্তি দেখা যায়।

পরোক্ষ (ক্লী) অক্ষ্ণোঃ পরং। অপ্রত্যক্ষ। অসাক্ষাৎ। চক্ষুর অগোচর।

"পরোক্ষে কার্য্যহন্তারং প্রত্যক্ষে প্রিয়বাদিনম্।
বর্জ্জয়েৎ তাদৃশং মিত্রং বিষকুম্ভং পয়োমুখম্ ॥" (চাণক্যশ°)

পরোক্ষং পরোক্ষত্বং বিদ্যতেঽস্য 'অর্শ-আদিভ্যোঽচ্' ইতি অচ্। (ত্রি) ২ তদ্‌বিশিষ্ট, পরোক্ষজ্ঞানবিশিষ্ট, শ্রুতি ও আপ্তবাক্যাদিজনিত জ্ঞানবিশেষ।

"অস্তি কূটস্থ ইত্যাদৌ পরোক্ষং বেত্তি বার্ত্তয়া।" (পঞ্চদশী ৭।৩১)

(পুং) পরোক্ষমস্ত্যস্তীতি অচ্। ২ তপস্বী, তপস্বীদিগের শ্রুতি ও আপ্তবাক্যাদিজনিত জ্ঞান আছে বলিয়া পরোক্ষ শব্দে তপস্বী বুঝায়। ৩ যযাতিপৌত্র, অনুর পুত্রভেদ। (ভাগ° ৯।২৩।১)

পরোক্ষত্ব (ক্লী) পরোক্ষস্য ভাবঃ, ত্ব। চক্ষুর অগোচরের ভাব।

পরোক্ষবৃত্তি (স্ত্রী) পরোক্ষা বৃত্তিঃ। চক্ষুর অগোচর কার্য্য।

(বর্ত্তমান কাঠিয়াবাড়) একজন শাসনকর্ত্তা। ইনি স্বদেশপালক বীর এবং শত্রুদিগের যমস্বরূপ বলিয়া পরিচিত।

পর্ণধি (স্ত্রী) তীরের যেখানে পালক দেওয়া যায়।

পর্ণধ্বস (ত্রি) পর্ণ-ধ্বন্স্ কর্ত্তরি কিপ্। পর্ণধ্বংসকর্ত্তা।

পর্ণনর (পুং) পর্ণৈঃ পলাশপত্রৈর্নির্ম্মিতো নরঃ, নরাকারঃ পুত্তলকঃ। পলাশপত্র দ্বারা রচিত নরাকার পুত্তল। পিতৃপ্রভৃতির অস্থি না পাইলে দাহের জন্য তাহার প্রতিনিধি স্বরূপ শর এবং পলাশপত্র দ্বারা রচিত উর্ণাতন্তুবেষ্টিত ও যবপিষ্টলিপ্ত নরাকার পুত্তলক। যে স্থলে পিত্রাদির অস্থি পাওয়া যায় না, সেইস্থলে এই পর্ণনর দাহ করিয়া অশৌচ গ্রহণপূর্ব্বক অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিতে হয়। বিধিপূর্ব্বক দাহ না হইলে তাহার অশৌচ বা শ্রাদ্ধাদি নিষিদ্ধ, এই জন্য অস্থির অলাভে সেই শবের প্রতিনিধিস্বরূপ পর্ণনর নির্ম্মাণপূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠান করিয়া তাহার দাহ করিতে হইবে। ইহার বিষয় শুদ্ধিতত্ত্বে লিখিত আছে, অস্থির নাশ হইলে তিনষষ্টিশত পলাশপত্র দ্বারা পুরুষের প্রতিকৃতি করিতে হইবে, ইহার মধ্যে মস্তকদেশে অশীত্যর্দ্ধসংখ্যা, গ্রীবাতে দশ, বক্ষঃস্থলে ত্রিংশৎ, জঠরে ২০, বাহুদ্বয়ে ১০০, দশটী পত্রে দশটী অঙ্গুলি, বৃষণদ্বয়ে দ্বাদশার্দ্ধ, শিশ্নে অষ্টার্দ্ধ, উরুদ্বয়ে শত, জানু এবং জঙ্ঘাতে ত্রিংশৎ ও পদাঙ্গুলিসমূহে দশ, এই সকল সংখ্যক পত্র দ্বারা ঐ ঐ অঙ্গ কল্পিত করিতে হইবে। ইহাতে পুরুষাকৃতি হইবে, এই সকল পত্র উর্ণাসূত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া যবপিষ্ট দ্বারা লেপন করিতে হইবে। এইরূপ হইলে তাহাকে মন্ত্রপূর্ব্বক দহন করিতে হয়।

"অস্থিনাশে পলাশানাং ত্রীণি ষষ্টিশতানি চ।
পুরুষপ্রতিকৃতিং কৃত্বা দহেত মন্ত্রপূর্ব্বকম্ ॥
অশীত্যর্দ্ধন্তু শিরসি গ্রীবায়াং দশ যোজয়েৎ।
উরসি ত্রিংশতং দদ্যাৎ বিংশতিং জঠরে তথা ॥
বাহুভ্যাঞ্চ শতং দদ্যাৎ দদ্যাদঙ্গুলিভির্দশ।
দ্বাদশার্দ্ধং বৃষণয়োরষ্টার্দ্ধং শিশ্ন এব চ ॥
উরুভ্যান্তু শতং দদ্যাৎ ত্রিংশতং জানুজঙ্ঘয়োঃ।
পদাঙ্গুলিষু চ দশ এতৎ প্রেতস্য লক্ষণম্ ॥
উর্ণাসূত্রেণ সংবেষ্ট্য যবপিষ্টেন লেপয়েৎ ॥"

(শুদ্ধিতত্ত্বধৃত আশ্বলায়নগৃহ্যপরি°)

পূর্ব্বোক্তরূপে পলাশপত্র দ্বারা নর প্রস্তুত হইলে তাহাকে পর্ণনর কহে। শুদ্ধিতত্ত্বধৃত আদিপুরাণে লিখিত আছে,—অস্থির অলাভে পলাশপত্র দ্বারা অথবা শরপত্র দ্বারা পুরুষের প্রতিকৃতি প্রস্তুত করিতে হইবে, ইহা দ্বারা এইরূপ সিদ্ধান্ত হইল যে, আচার ও যোগ্যতা হেতু শরপত্র দ্বারা পুত্তলক নির্ম্মাণ করিয়া মস্তকাদিতে পলাশপত্র দিতে হইবে, তাহা উর্ণাসূত্রে বেষ্টন এবং যবপিষ্টে লেপন করিলে পর্ণনর পদবাচ্য হয়। যদি পিত্রাদি কাহারও মৃত্যু হয় এবং তাহার অস্থি যদি না পাওয়া যায়, তাহা হইলে অশৌচের মধ্যে পর্ণনরদাহ করিলে ঐ অশৌচকালমধ্যেই শুদ্ধি হয়। অশৌচকাল অতীত হইয়া যাইলে তাহার পর পর্ণনরদাহ করিলে ত্রিরাত্রাশৌচ হয়, তৎপরে শুদ্ধি।*

পর্ণনরদাহের পর যদি পুনরায় অস্থিলাভ হয়, তাহা হইলে তাহার দাহ করিবে, কিন্তু পিণ্ডাদি দান করিতে হইবে না। কারণ বিষ্ণু বলিয়াছেন, যাহারা অনগ্নিক, তাহারা ত্রিপক্ষ অতীত হইলে পর্ণনর দাহ করিবেন, ত্রিপক্ষের মধ্যে করিবেন না। তদূর্দ্ধ সময় অতীত হইলে কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী ও দর্শ (অমাবস্যা) তিথিতে পর্ণনর দাহ করিয়া তিনদিন অশৌচ গ্রহণপূর্ব্বক পিণ্ডাদি দান করিতে হইবে। রঘুনন্দন এই বচনের মর্ম্মানুসারে স্থির করিয়াছেন, অশৌচকাল-মধ্যে যদি পর্ণনর দাহ না হয়, তাহা হইলে ত্রিপক্ষের মধ্যে করিবে না, তাহার পরে দাহ করিবে। ত্রিপক্ষের পর কৃষ্ণাষ্টমী বা অমাবস্যার দিন দাহ বিধেয়।

"পুত্রাশ্চেদ্বহুপলভেরন্ তদস্থীনি কদাচন।
তদলাভে পলাশস্য সম্ভবে হি পুনঃ ক্রিয়া ॥"

"হি যস্মাৎ তদলাভে অস্থ্যপ্রাপ্তৌ পলাশস্য তৎকৃতপুত্তলকস্য দাহক্রিয়া। পুনরপি সম্ভবে অস্থিলাভে অস্থিদাহক্রিয়া বিহিতা, তস্মাদ্যদি পুনরস্থীনি প্রাপ্যন্তে তদা পুনর্দাহস্ত্রিরাত্রাশৌচে কর্ত্তব্যে, ন পুনঃ পিণ্ডাদিদানং বক্ষ্যমাণযুক্তেঃ।' বিষ্ণুঃ—

ত্রিপক্ষে তু গতে পর্ণ-নরং দহ্যাদনগ্নিকঃ।
ত্রিপক্ষাভ্যন্তরে রাজন্ নৈব পর্ণনরং দহেৎ ॥
তদূর্দ্ধমষ্টমীং প্রাপ্য দর্শং বাপি বিচক্ষণঃ ॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

অষ্টমীতে পর্ণনরদাহের বিধান আছে। অষ্টমী শব্দে শুক্লা ও কৃষ্ণা দুইই হইতে পারে, ইহার মধ্যে কোন্ অষ্টমীতে পর্ণনর দাহ হইবে। ইহার মীমাংসা এইরূপ—পিতৃকার্য্য সকল কৃষ্ণপক্ষে বিহিত হইয়াছে, সেই জন্য এই প্রেতকার্য্য কৃষ্ণাষ্টমীতেই হইবে শুক্লাষ্টমীতে হইবে না। (শুদ্ধিতত্ত্ব)

মুহূর্ত্তচিন্তামণি ও তট্টীকা পীযূষধারায় লিখিত আছে, প্রেত-

* "তদলাভে পলাশোত্থৈঃ পত্রৈঃ কার্য্যঃ পুমানপি।
শতৈস্ত্রিভিস্তথা ষষ্ট্যা শরপত্রৈর্বিধানতঃ ॥"

'তদলাভে অস্থ্যলাভে। অত্র পলাশপত্রশরপত্রয়োঃ তুল্যত্বেনোপাদানাৎ আশ্বলায়নসূত্রেঽপি প্রতিকৃতৌ শরপত্রস্য লাভঃ। অত্র আচারাৎ যোগ্যত্বাচ্চ শরপত্রৈঃ পুত্তলকং কৃত্বা শিরঃপ্রভৃতিষু পলাশপত্রাণি দেয়ানি। ততো বেষ্টনং উর্ণাসূত্রেণ, লেপনং যবপিষ্টেনেতি। অশৌচাভ্যন্তরদাহে শেষাহেন শুদ্ধিঃ। তদুত্তরপর্ণনরদাহে তু ত্রিরাত্রং।' (শুদ্ধিতত্ত্ব)

সংস্কার দুই প্রকার, প্রত্যক্ষশরীরের এবং তৎপ্রতিকৃতির, ইহার মধ্যে প্রত্যক্ষশরীরসংস্কারে শুভাশুভ দিন বিচার করিতে নাই, অর্থাৎ মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই শবের অগ্নিকার্য্য করিলে দোষ হইবে না ; কিন্তু প্রতিকৃতিস্থলে এ নিয়ম নহে, তথায় শুভাশুভ দিনের বিচার আবশ্যক। প্রতিকৃতিসংস্কারে অর্থাৎ পর্ণনরাদিদাহস্থলে তিনপ্রকার কাল বিহিত হইয়াছে, প্রথম অশৌচমধ্যে, দ্বিতীয় বর্ষাভ্যন্তরে, তৃতীয় সম্বৎসরের পর, যদি অশৌচমধ্যে প্রতিকৃতি সংস্কার করিতে হয়, তাহা হইলে যথাসম্ভব দিনশুদ্ধি বিচার করিতে হয়। কিন্তু বর্ষমধ্যে বা তৎপরে যদি প্রতিকৃতি সংস্কার না হয়, তাহাতে দিনশুদ্ধি প্রভৃতি অবশ্যই বিচার্য্য। * শুক্র, শনি ও মঙ্গলবারে, অমাবস্যা, চতুর্দ্দশী, ত্রয়োদশী, প্রতিপদ, একাদশী ও ষষ্ঠী এই সকল তিথিতে ; মূলা, জ্যেষ্ঠা, আর্দ্রা ও অশ্লেষা, পূর্ব্বাষাঢ়া, পূর্ব্বভাদ্রপদ ও পূর্ব্বফল্গুনী, ভরণী, মঘা, পুষ্যা ও রেবতী নক্ষত্রে এবং ত্রিপুষ্কর-যোগে প্রতিকৃতি দাহ করিতে নাই। † এই মতে অমাবস্যার দিন প্রতিকৃতিদাহ নিষিদ্ধ, কিন্তু রঘুনন্দন শুদ্ধিতত্ত্বে লিখিয়াছেন—

"পর্ণনরং দহেন্নৈব বিনা দর্শং কথঞ্চন।
অস্থ্যলাভে তু দর্শে তু ততঃ পর্ণনরং দহেৎ ॥
নরঃ পর্ণং দহেন্নৈব প্রাক্‌ত্রিপক্ষাৎ কথঞ্চন।
ত্রিপক্ষে তু গতে দহ্যাৎ দর্শে প্রাপ্তে হুনগ্নিকঃ ॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

এই বচনানুসারে অবগত হওয়া যায়, অমাবস্যার দিনই পর্ণনরদাহ প্রশস্ত ; কিন্তু মুহূর্ত্তচিন্তামণির মতে ইহা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

গয়া ও গোদাবরী ব্যতীত গুরু ও শুক্রের অস্ত পৌষ ও বিষ্ণুশয়নে প্রতিকৃতি দাহ করিবে না। ব্যতীপাতযোগে ও বৈধৃতিযোগে পর্ণনরাদির দাহ করিবে না। প্রতিকৃতি সংস্কার কি জন্ত করিতে হয় ? যাহারা কোনস্থানে গমন করিয়া দৈবাৎ মৃত হইয়াছে এবং যাহাদের মৃত দেহ পাওয়া যায় না, তাহাদের প্রতিকৃতি দাহ করিয়া শ্রাদ্ধাদি কর্ম্ম করিতে হয়, যাহাদের দেহ পাওয়া যায় না তাহাদের অস্থি সংগ্রহ করিয়া দাহ করিতে হইবে এবং অস্থির অলাভ হইলে তখন পর্ণনররচিত শব করিয়া তাহার দাহ বিধেয়।

ছন্দোগসূত্রে লিখিত আছে, যদি শরীর বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহার অস্থিসংগ্রহ করিয়া ক্ষীরোদকে প্রক্ষালন, তৎপরে কৃষ্ণাজিনে পুরুষাকৃতি করিয়া দাহ করিবে। যদি অস্থিও না পাওয়া যায়, তাহা হইলে পলাশপত্রদ্বারা কৃষ্ণাজিনে পুরুষাকৃতি দাহ করিতে হইবে। পলাশপত্র নিম্নলিখিত নিয়মে সংস্থাপিত করিতে হয়—

৪০ মস্তকে, ১০ গ্রীবায়, ২০ বক্ষস্থলে, ৩০ উদরে, ৫০ করিয়া দুই হাতে ১০০, অঙ্গুলিতে ৫, ৭০ করিয়া দুই পাদে, পাদাঙ্গুলিতে ৫ করিয়া ১০, শিশ্নদেশে ৮, বৃষণে ১২, এ ছাড়া ষষ্ট্যধিক ত্রিংশৎসংখ্যক পলাশপত্রদ্বারা অবয়ব কল্পনা করিয়া এই পত্ররচিত অবয়ব কৃষ্ণাজিনে করিয়া দাহ করিবে। এই শবপ্রতিকৃতিদাহের নাম পর্ণনরদাহ। এইরূপ পর্ণনরদাহেই কালাদি নিয়ম অপেক্ষা করিতে হয়।(১)

মুহূর্ত্তচিন্তামণি ও তট্টীকা পীযূষধারায় ইহার বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে। বাহুল্যভয়ে আর অধিক লিখিত হইল না।

পর্ণনাল (ক্লী) পাতার নাল।

পর্ণপ্রাত্যিক, জনপদভেদ।

পর্ণভেদিনী (স্ত্রী) পর্ণানি ভিনত্তীতি পর্ণ-ভিদ্-ণিনি। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। প্রিয়ঙ্গু। (রাজনি°)

পর্ণভোজন (পুং) পর্ণান্যেব ভোজনং যস্য, পর্ণানি ভুঙ্‌ক্তে ইতি বা পর্ণ-ভুজ কর্ত্তরি-ল্যু। ১ ছাগল। (ত্রি) ২ পত্র-ভোজিমাত্র।

পর্ণমণি (পুং) পর্ণবর্ণো মণিঃ মধ্যলোঃ কর্ম্মধা°। ১ হরিন্মণি। (অথর্ব্ব ৩।৫।১) ২ ভৌতিক অস্ত্রভেদ।

পর্ণময় (ত্রি) পর্ণস্য বিকারঃ, বিকারে ময়ট্ (দ্ব্যচশ্ছন্দসি। পা

---

* "অশৌচমধ্যে ক্রিয়তে পুনঃ সংস্কারকর্ম্ম চেৎ।
শোধনীয়ং দিনং তত্র যথাসম্ভবমেব তু ॥
অশৌচবিনিবৃত্তৌ চেৎ পুনঃ সংক্রিয়তে মৃতঃ।
সংশোধ্যেবং দিনং গ্রাহ্যমূর্দ্ধং সংবৎসরাদ্‌যদি ॥"

প্রেতকার্য্যাণীতি শেষঃ। অশৌচাৎ পরতো বিচার্য্যমখিলং মধ্যে যথাসম্ভবমিতি।

† "একাদশ্যান্ত নন্দায়াং সিনীবাল্যাং ভৃগোর্দ্দিনে।
নভসো চ চতুর্দ্দশ্যাং কৃত্তিকাসু ত্রিপুষ্করে।
ন কুর্য্যাৎ গুরুশুক্রাস্তে পৌষে চাপে মলিম্লুচে।
বিলম্বিতং প্রেতকার্য্যং গয়াং গোদাবরীং বিনা ॥"

প্রেতকার্য্যাণি কুর্ব্বীত শ্রেষ্ঠং তত্রোত্তরায়ণম্।
কৃষ্ণপক্ষে চ তত্রাপি বর্জ্জয়েৎ তু দিনক্ষয়ম্ ॥"
(মুহূর্ত্তচি এবং তট্টীকা)

(১) অথাতঃ পুনর্দ্দাহবিধিং ব্যাখ্যাস্যামঃ যদি শরীরং নশ্যেদস্থীন্যাদায়াস্থীনি ক্ষীরোদকেন প্রক্ষাল্যাদ্ভিঃ কৃষ্ণাজিনে পুরুষাকৃতিং কৃত্বা পূর্ব্ববদ্দহেৎ তেষামলাভে পলাশবৃন্তৈঃ কৃষ্ণাজিনে পুরুষাকৃতিং কৃত্বা চত্বারিংশতা শিরো দশভির্গ্রীবাং বিংশত্যোরস্ত্রিংশতোদরং পঞ্চাশতা পঞ্চাশতা বাহূ তয়োরেব পঞ্চভিরঙ্গুলীন্ সপ্তত্যা পাদৌ তথৈবাঙ্গুলীর্ভিরষ্টাভিঃ শিশ্নং দ্বাদশভির্বৃষণং তাং কুশৈর্বেষ্টয়িত্বা তস্মিন্নে পূর্ব্ববৎ দহেৎ। (ছন্দোগসূত্র) এভিঃ পলাশবৃন্তৈরবয়বকল্পনা ভবতি তাং প্রতিকৃতিং তস্মিন্নে কৃষ্ণাজিনে পূর্ব্ববদিতি পিতৃমেধবিধিনা দহেৎ। (তট্টীকা)

৪।৩।১৫০) পর্ণের বিকার। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। "যস্ত পর্ণময়ী জুহূর্ভবতি ন স পাপং শ্লোকং শৃণোতি॥" (শ্রুতি)

পর্ণমাচাল (পুং) পর্ণমাচালয়তীতি পর্ণ-আ-চল-ণিচ্ অণ্, নিপাতনাৎ বিভক্তেরলোপাভাবঃ, বাহুলকাৎ মুম্ বা। কর্ম্মরঙ্গ-বৃক্ষ। (Averrhoa carambola)

পর্ণমুচ (ত্রি) পর্ণানি মুঞ্চত্যত্র মুচ-আধারে কিপ্। বৃক্ষের পর্ণমোচনাধার শিশিরকাল।

পর্ণমূল (ক্লী) পর্ণানাং মূলং। তাম্বূলমূল, পাণের বোঁটা।

পর্ণমৃগ (পুং) পর্ণচরো মৃগঃ পশুঃ। পশুভেদ। মৃগগণবিশেষ। ইহার বিষয় সুশ্রুতে লিখিত আছে,—মদগু, মূষিক, বৃক্ষশায়িকা, বকুশ, পুতিঘাস ও বানর প্রভৃতি পর্ণমৃগ। ইহাদের মাংসগুণ—মধুর, গুরুপাক, বৃষ্য, চক্ষুষ্য, শোণিতে হিতকর, মলমূত্রবর্দ্ধক, এবং কাস, অর্শ ও শ্বাসনাশক। (সুশ্রুত সূত্রস্থান ৪৬ অ°)

বৃক্ষমর্কটিকা, বানর। ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে,—

"বনৌকোবৃক্ষমার্জ্জারবৃক্ষমর্কটিকাদয়ঃ।
এতে পর্ণমৃগাঃ প্রোক্তাঃ সুশ্রুতাদৌ মহর্ষিভিঃ॥
জলৌকা বানরো বৃক্ষমার্জ্জারো বৃক্ষবিড়ালঃ॥" (ভাবপ্র°)

পর্ণয়্ (পুং) ইন্দ্র কর্ত্তৃক নিহত অসুরভেদ। (সায়ণ)

পর্ণরুহ (পুং) পর্ণং রোহত্যত্র রুহ-আধারে কিপ্। পর্ণজননাধার বসন্তকাল।

পর্ণল (ত্রি) পর্ণ-অস্ত্যর্থে সিধ্মাদিত্বাৎ লচ্। পত্রযুক্ত।

পর্ণলতা (স্ত্রী) পর্ণপ্রধানা লতা। নাগবল্লী, তাম্বুলী লতা। (রাজনি°)

পর্ণবৎ (ত্রি) পর্ণং বিদ্যতেহস্য, পর্ণ-মতুপ্, মস্য বঃ। পত্রযুক্ত বৃক্ষ।

পর্ণবল্ক (পুং) ঋষিভেদ। ততো গোত্রাপত্যে গর্গাদিত্বাৎ যঞ্। পার্ণবল্ক্য, তদ্গোত্রাপত্য।

পর্ণবল্লী (স্ত্রী) পর্ণপ্রধানা বল্লী। পলাশীলতা। (রাজনি°)

পর্ণবাদ্য (ক্লী) পত্রসঞ্চালন দ্বারা উত্থিত শব্দ।

পর্ণবী (ত্রি) পর্ণমিব অজতি, অজ-কিপ্ ততঃ অজেবীভাবঃ। খগ। "পর্ণবীরিব দীয়তি" (ঋক্ ১।৩।১)

পর্ণবীটিকা (স্ত্রী) পর্ণস্য বীটিকা। স্তবকীকৃত তাম্বূল, পাণের বিড়া।

পর্ণশদ (পুং) পর্ণানি শদ্যন্তে শীর্য্যন্তে যত্র শদসংজ্ঞায়াং আধারে ঘ। ১ পতিত পর্ণস্থিতিদেশ। ২ তদ্রূপ রুদ্রভেদ। (শুক্লযজু° ১৬।৪৬)

পর্ণশয্যা (স্ত্রী) পর্ণরচিতা শয্যা মধ্যলো° কর্ম্মধা°। পত্ররচিত শয্যা, পাতার বিছানা।

"সুপ্যতে পর্ণশয্যাসু স্বয়ংভগ্নাসু ভূতলে।" (রামা° ২।২৮।১১)

পর্ণশবর (পুং স্ত্রী) পর্ণভক্ষণকরঃ শবরো যত্র। দেশভেদ। (মার্কণ্ডেয়পু° ৫৮।১৯)

পর্ণশবর, শবর জাতিবিশেষ। ইহারা বৃক্ষপত্র গ্রথিত করিয়া আপনাদের লজ্জা নিবারণ করিত। ইহারা আদিম অনার্য্য-জাতি, যুদ্ধ-বিগ্রহাদিতেও বিশেষ পটু ছিল। টলেমী ইহাদিগকে Phullitæ নামে উল্লেখ করিয়াছেন। আগর নগর ইহাদের রাজধানী ছিল। কেহ কেহ উক্ত আগরকে বর্ত্তমান সাগর বলিয়া অনুমান করেন। মার্কণ্ডেয়পুরাণেও এই জাতি ও তদ্দেশের উল্লেখ আছে। (মার্কপু° ৫৮।১৯) [শবর দেখ।]

পর্ণশবরী, উপদেবী বিশেষ। নেপাল প্রদেশে ইনি 'আর্য্যপর্ণ-শবরী তারাদেবী' নামে খ্যাত। ইনি সর্ব্বদাই পত্রভূষণে ভূষিত থাকেন। ইহার নামের ধারণী (কবচ) পরিধান করিলে সকল বাধা ও বিঘ্ননাশ হয়। "ভগবতী পিশাচীচ পাশপরশু-ধারিণা" এইরূপ অস্ত্রমালাবিভূষিতা পিশাচী দেবীর বর্ণনা পাওয়া যায়। উপাসনাকালে 'ওঁ পিশাচপর্ণশবরি হ্রীং হঃ হুঁ ফট্ পিশাচি স্বাহা' এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়। পর্ণ-শবরীসাধন সম্বন্ধে সাধনমালাতন্ত্রে বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে। (সাধনমালাতন্ত্র ৯০ পটল।)

পর্ণশালা (স্ত্রী) পর্ণরচিতা শালা। পত্ররচিত কুটীর, পাতার ঘর। পর্য্যায়—উটজ, পর্ণোটজ।

"নির্দ্দিষ্টাং কুলপতিনা স পর্ণশালা-
মধ্যাস্য প্রযতপরিগ্রহদ্বিতীয়ঃ॥" (রঘু ১।৯৫)

২ মধ্যদেশস্থিত গ্রামবিশেষ। * এই দেশে গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী এবং যামুনগিরির অধোদিকে অবস্থিত, এই স্থান অতি রমণীয় ও ব্রাহ্মণদিগের আবাসভূমি।

পর্ণশালা, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর গোদাবরী জেলার অন্তর্গত একটী তীর্থক্ষেত্র। ভদ্রাচলম্ নগর হইতে ১০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত।

পর্ণশালাগ্র (পুং) ভদ্রাশ্ববর্ষস্থিত কুলাচলভেদ। (মার্কণ্ডেয়পু° ৫৯।১৫)

পর্ণশুষ (পুং) পর্ণং শুষ্যত্যত্র, শুষ-আধারে কিপ্। বৃক্ষের পত্রশোষক শীতকাল।

পর্ণস (ত্রি) পর্ণস্যাদূরদেশাদি। পর্ণতৃণাদিত্বাৎ স। পর্ণের অদূর দেশাদি।

পর্ণসি (পুং) পৃ পূরণে অসি নুকচ (সানসি বর্ণসি পর্ণসীতি।

---

* "মধ্যদেশে মহান্ গ্রামো ব্রাহ্মণানাং বহূদ্বহ
গঙ্গাযমুনয়োর্মধ্যে যামুনস্য গিরেরধঃ।
পর্ণশালেতি বিখ্যাতো রমণীয়ো নরাধিপ।" (ভারত ১৩।৬৮।৩)

উণ্ ৪।১০৭) ১ পদ্ম। ২ জলগৃহ। জলটুঙ্গী, জলমধ্যস্থিত গৃহ। ৩ শাক। ৪ আস্তরণক্রিয়া। (সংক্ষিপ্তসার উণাদিবৃত্তি)

পর্ণা, উত্তরপশ্চিম প্রদেশের আগ্রা জেলার অন্তর্গত পণাহাট তহসীলের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। এখানে যমুনার দক্ষিণকূলে পর্ব্বতের উপরে একটী দুর্গ নির্ম্মিত আছে। [পন্না দেখ।]

পর্ণাটক (পুং) ঋষিভেদ। তস্য গোত্রাপত্যং ইঞ্ পার্ণাটকি, তদ্গোত্রাপত্য। বহুত্বেঽস্ত্রিয়াং তস্য লুক্। পর্ণাটকাঃ, তদ্-গোত্রাপত্য সকল। বহুবচনে ইঞের লোপ হয়। কিন্তু স্ত্রীলিঙ্গে হয় না। স্ত্রীলিঙ্গে 'পার্ণাটকী' এইরূপ পদ হইবে।

পর্ণাদ (ত্রি) পর্ণমত্তি ব্রতার্থং অদ-অণ্। ১ ব্রত জন্য পত্র-ভক্ষক। (পুং) ২ ঋষিভেদ। (ভারত সভাপ° ৪ অঃ) ৩ দময়ন্তী-প্রেরিত জনৈক ব্রাহ্মণ। [নল ও দময়ন্তী দেখ।]

পর্ণাল (পুং) ১ নৌকাভেদ। ২ কোদালী বিশেষ। ৩ ক্ষুদ্র যুদ্ধ।

পর্ণাল (বা পর্ণালা) দাক্ষিণাত্যের বিজাপুর রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। কোলহাপুর নগরের ৬ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। বিজাপুররাজ আদিল খাঁর সেনানী রস্তম খাঁ ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে এই দুর্গসমীপে মহারাষ্ট্রবীর শিবাজীর নিকট পরাজিত হন। অতঃপর এখানে শিবাজীর সহিত বিজাপুরসেনানী খাজা নেকনামের পুনর্ব্বার যুদ্ধ ঘটে, তদবধি এই দুর্গ মহারাষ্ট্রদিগের অধিকারে থাকে। অবশেষে ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে অরঙ্গজেবের আদেশে মুকারব খাঁ পর্ণালা অবরোধ করেন এবং শম্ভুকে পরাজিত করিয়া উক্ত দুর্গ দখল করেন। বর্ত্তমান মানচিত্রে এই স্থান পণালা নামে খ্যাত। [পণালা দেখ।]

পর্ণাশন (পুং) পর্ণং অশ্নাতি ভক্ষয়তীতি অশ-ল্যু পর্ণানা-মশনো বা। ১ মেঘ। (শব্দমালা) (ত্রি) ২ পত্রভোজিমাত্র।

পর্ণাশা, ১ আলাহাবাদ প্রদেশের বান্দা জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। আলাহাবাদ নগর হইতে ৯৷৷০ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে গঙ্গা ও তমসা নদীর সঙ্গমস্থলের সন্নিকটে উচ্চ ভূমির উপর অবস্থিত।

পর্ণাশা, ২ পারিযাত্রপর্ব্বত হইতে নিঃসৃত একটী মহানদী। ইহার অপর একটী নাম পর্ণাবহা (মৎস্যপু° ১১৪।২৩)। মহাভারত সভাপর্ব্বে ৯ম অধ্যায়ে এই নদী মহানদী ও শোণ মহানদ নামে উল্লিখিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ শোণ নদের জল ভাঙ্গিয়া ইহার কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছিল। আরা জেলার পশ্চিমে প্রবাহিত বনাস্ নদীই প্রাচীনকালে পর্ণাশা নামে উক্ত হইত। ২ উক্ত নদীতীরবর্ত্তী একটী নগর। টলেমী ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

পর্ণাস (পুং) পর্ণৈরসতি দীপ্যতি শোভতে ইতি অস-দীপ্তৌ অচ্। তুলসী। (অমর ২।৪।৭৯)

পর্ণাসি (পুং) পর্ণ-অস-বাহুলকাৎ ইন্। তুলসী।

পর্ণাহার (ত্রি) পর্ণং পত্রং আহারো যস্য। ব্রতের জন্য পত্র-ভোজী। যাহারা পত্র আহার করে। (রামায়ণ ৩।১০।২)

পর্ণিক (ত্রি) পর্ণং পণ্যমস্য ঠন্ (কিসরাদিভ্যষ্ঠন্। পা ৪।৪।৫৩) পর্ণবিক্রেতা।

পর্ণিকা (স্ত্রী) ১ স্থলপদ্ম। (রাজনি°) ২ পৃশ্নিপর্ণী, চাকুলিয়া। ৩ শালপর্ণী। ৪ অগ্নিমন্থ, গণেরি। (বৈদ্যকনি°)

পর্ণিন্ (পুং) পর্ণ অস্ত্যর্থে ইনি। ১ বৃক্ষ। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। পর্ণিনী, মাষপর্ণী। (রত্নমালা) ২ শালপর্ণী। (বৈদ্যকনি°) ৩ পৃশ্নিপর্ণী। ৪ অপ্সরোভেদ। ইহাদের বর্ণ পর্ণের মত, এই জন্য ইহাদিগকে পর্ণিনী কহে।

"মেনকা সহজন্যা চ পর্ণিনী পুঞ্জিকাস্থলা।" (হরিবংশ ২১৮।৪৯)

পর্ণিনীদ্বয় (ক্লী) মাষপর্ণী ও মুদ্গপর্ণী।

পর্ণিল (ত্রি) পর্ণ অস্ত্যর্থে পিচ্ছাদিত্বাদিলচ্। পর্ণবিশিষ্ট। পিচ্ছাদিগণসূত্রে এই পাঠ প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়।

পর্ণীয় (ত্রি) পর্ণ উৎকরাদিত্বাৎ ছ (উৎকরাদিভ্যশ্ছ। পা ৪।২।৯০) পর্ণ সম্বন্ধীয়।

পর্ণোটজ (ক্লী) পর্ণনির্ম্মিতং উটজং, মধ্যলো° কর্ম্মধা। পর্ণশালা। (তারাবলী)

পর্ণোৎস (পুং) পর্ণানাং উৎসঃ। কাশ্মীরস্থ জনপদভেদ।

পর্ণ্য (ত্রি) পর্ণ-যৎ। পর্ণের হিতকর, পর্ণসম্বন্ধীয়।

পর্ত্তুগাল (পর্টুগাল) য়ুরোপ-মহাদেশের অন্তর্গত একটী রাজ্য আটলাণ্টিক মহাসমুদ্রতীরে অবস্থিত। ইহার উত্তর-সীমা স্পেন দেশের অন্তর্ভুক্ত গালেসিয়া প্রদেশ; পূর্ব্বে স্পেনসীমান্তবর্ত্তী লিওন, ইস্‌টার-মদুরা ও সেভিল প্রদেশ দক্ষিণ ও পশ্চিমভাগে আট্‌লাণ্টিক মহাসাগর। ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় ৩৫০ মাইল এবং প্রস্থে প্রায় ১০০ মাইল। ভূ-পরিমাণ প্রায় ৩৫১৮৯ বর্গমাইল।

স্পেন ও পর্ত্তুগাল দুইটী স্বতন্ত্র রাজ্য বলিয়া গণ্য হইলেও প্রকৃতপক্ষে উভয়ের মধ্যে স্বভাব-রক্ষিত কোন আড়াল নাই। এই রাজ্যে প্রবাহিত মিন্‌হো, ডুরো, টেগস্, গোয়াডিয়ানা প্রভৃতি কতকগুলি নদী, স্পেন দেশ হইতে উদ্ভূত হইয়া আটলাণ্টিক সাগরে পতিত হইয়াছে এবং মণ্ডেগো, জিজিরে ও সদো নামক নদীত্রয়ই পর্ত্তুগাল রাজ্যমধ্যে উৎপন্ন ও প্রবাহিত। অলেম্‌টেজো, অলগার্ভ, বেইরা, এণ্টার-ডুরো-ই-মিন্‌হো, ইস্‌টার-মদুরা, টাস-অস-মণ্টো প্রভৃতি ছয়টী বিভাগে এবং ১৭টী জেলা, ২৬টী কোমারাকাস্ (Comarcas—বিচার বিভাগ) ২৯২টী কনশেলহো (Concelho) এবং ৩৯৬০টী পারিসে (Parishes) বিভক্ত।

পর্ত্তুগালের উপকূল-ভূমি লম্বে প্রায় ৫০০ মাইল, তন্মধ্যে

পশ্চিমকূল ৪০০ মাইল ও দক্ষিণ ১০০ মাইল। দক্ষিণ-পশ্চিম কূলে সেণ্ট ভিন্সেণ্ট এবং পূর্ব্বদক্ষিণে সেণ্ট-মেরিয়া অন্তরীপদ্বয় বর্ত্তমান। পশ্চিমকূলস্থ স্থানের ভূমি পর্ব্বতাকীর্ণ ও পূর্ব্বভাগে সমতলক্ষেত্র সকল বিদ্যমান আছে। সেণ্ট-ভিন্সেণ্ট হইতে সিয়া-ডি-মঞ্চিক নামক পর্ব্বতশ্রেণী শাখা বিস্তার করিয়া ক্রমান্বয়ে উত্তরমুখে সেতুবল হ্রদ পর্য্যন্ত আসিয়া পুনরায় সমতলক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। উপকূলভূমি এইরূপ পর্ব্বতবেষ্টিত থাকায় দৃঢ়, উচ্চ ও শত্রুকর্ত্তৃক দুর্ভেদ্য বলিয়া বিবেচিত। এই হ্রদের উত্তর-পশ্চিমভাগে আবার সিয়া-ডি এরাবিডা দেখা দিয়াছে, ইহার শেষসীমায় এস্পিচেল নামক আর একটা অন্তরীপ। অতঃপর টেগস্ নদীর মোহানা পর্য্যন্ত ভূভাগ প্রায় সমতল, কিন্তু উক্ত নদীর অপর পারে লিস্‌বন্‌নগরের উত্তর এবং পশ্চিমাংশে সিণ্ট্রা, মাফ্রা, টোরিস্-ভেড্রিস্ প্রভৃতি গিরিশ্রেণী ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। এই সকল পর্ব্বতের শেষসীমা পর্ত্তুগালের সর্ব্বপশ্চিম সীমান্তে কারো-ডি-রোকা নামক গিরিশৃঙ্গে আসিয়া মিলিয়াছে। টেগস্‌নদী ও সমুদ্রতীরের মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বতসমূহের মধ্যে মধ্যে উপত্যকাভূমি সকল বিরাজমান দেখা যায়। উত্তরাভিমুখী পর্ব্বতরাজির অন্তঃসীমায় পেনিক নামক প্রায়োদ্বীপ। এস্থান হইতে মণ্ডেগোনদীমুখ পর্য্যন্ত স্থান উচ্চ ও নিম্ন। মণ্ডেগো নদীর উত্তরাংশে মণ্ডেগো অন্তরীপ পর্য্যন্ত সিয়া-ডি অলকোবা নামক পর্ব্বত শোভমান। এখান হইতে ডুরো নামক নদীতীর পর্য্যন্ত ভূমি বালুকাময়, সমতল ও জলাদিতে পূর্ণ। অতঃপর মিন্‌হো নদী পর্য্যন্ত ভূমি উচ্চ ও পর্ব্বতময়। ইত্যাদি নানা কারণে পর্ত্তুগালের উপকূলভূমি এতই বিপদজনক যে, একখানি ক্ষুদ্র বোট লইয়া অনায়াসে ইহার বন্দরাদিতে প্রবেশ করিতে পারা যায় না। সমুদ্র হইতে বাত্যাসংযোগে উদ্বেলিত জলরাশি বেলাভূমিতে আহত হইয়া ভীষণ আকারে ফেনসহ উচ্ছ্বসিত হয়। শীতকালে দক্ষিণবায়ু বহিলে সমুদ্রোপকূল অপেক্ষাকৃত ভয়াবহ বোধ হয়, এই সময়ে বন্দরে প্রবেশকারী নৌকাযাত্রীর প্রাণ সর্ব্বদাই সংশয়াপন্ন হইয়া থাকে।

প্রকৃত প্রস্তাবে পর্ত্তুগাল রাজ্যে সমতলক্ষেত্র অতি বিরল। উত্তর প্রদেশসমূহে গিরিনিভ-পর্ব্বতশ্রেণীর শাখা প্রশাখা ব্যাপ্ত এবং দক্ষিণদিকে বিস্তৃত পর্ব্বতশ্রেণী স্পেনরাজ্যের সিয়া মোরেনা (Sierra Morena) নামক পর্ব্বতের শাখা মাত্র। সমগ্র পর্ত্তুগালরাজ্যে কেবলমাত্র দুইটী বৃহদাকার সমতলক্ষেত্র দেখা যায়। প্রথমটী অলেমৃটেজো প্রদেশে এবং অপরটী অলেমৃটেজো ইস্‌টার-মডুরা প্রদেশদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত। বেইরা প্রদেশেও অপর একটী ক্ষুদ্রাকার সমতলভূমি আছে, উহা ভোগা নদীর মোহানা হইতে দেশাভ্যন্তরে বিস্তৃত। পর্ব্বতবহুল হওয়ায়, এখানে উপত্যকার সংখ্যাও অনেক। যেস্থান দিয়া মণ্ডেগো নদী প্রবাহিত, সেই উপত্যকাটী সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, সুরম্য ও শস্যশ্যামল।

সাধারণ জলবায়ু উষ্ণ হইলেও, মধ্যস্পেনের ন্যায় কখনও এখানে জলাভাব বা উষ্ণাধিক্য লক্ষিত হয় না। অত্যন্ত শীতের সময় লিস্‌বন্‌নগরে ৬১°৩ উত্তাপ পাওয়া যায়। সমুদ্রতীর পর্ব্বতমালা-পরিবেষ্টিত থাকায়, সময় সময় এখানে জলবায়ুর প্রভাবের বৈলক্ষণ্য ঘটে। উত্তরাংশবর্ত্তী পার্ব্বত্য জেলাসমূহে শীতকালে শীতাধিক্য ও তুষারপাত হয়, কিন্তু দক্ষিণে শীত ক্ষণস্থায়ী এবং তুষারপাত মোটেই হয় না। গরমের সময় এ স্থানে এতাদৃশ উত্তাপ পরিলক্ষিত হয় যে, শীতপ্রধানদেশবাসীরা এখানে বাস কষ্টকর বিবেচনা করে। এপ্রিল হইতে অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত রাজ্যের পশ্চিমাংশে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। এখানকার উচ্চভূমি স্বাস্থ্যকর, কিন্তু নিম্ন অথবা লবণাক্ত জলাসমূহের নিকটবর্ত্তী স্থান ততদূর স্বাস্থ্যপ্রদ নহে।

জমি বিশেষ উর্ব্বরা হইলেও, চাষবাসের প্রতি লোকের ততদূর আগ্রহ নাই। এখানে গম, যব, রৈ, ছোলা, পাট ও শণ উচ্চ জমিতে এবং নাবাল জমিতে চাউলের চাষ হয়। কমলানেবু, নেবু, ডুমুর ও বাদাম মধ্য ও দক্ষিণ প্রদেশে উৎপন্ন হয়। আঙ্গুরের চাষই পর্ত্তুগীজদিগের প্রধান উপজীবিকা ও পরিশ্রমজাত দ্রব্য। ডুরো নদীর উত্তরাংশে যে বিস্তৃত আঙ্গুরের গোলা আছে, তথা হইতে আঙ্গুর-নির্য্যাসে প্রস্তুত একপ্রকার উৎকৃষ্ট মদ্য অপর্টো (Oporto) নগর হইতে বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হয়। এতন্নিবন্ধন এবং উৎকৃষ্টতাহেতু সাধরণের আগ্রহে এই সুরস ও স্বাস্থ্যকর মদ্য 'পোর্ট' নামে খ্যাত। এখানে জৈতুন ফলের চাষ হয় বটে, কিন্তু তাহার তৈল ততদূর উৎকৃষ্ট হয় না। স্থলে নানাজাতীয় জীবজন্তু এবং জলে বিভিন্নপ্রকার মৎস্য দেখা যায়। খনিজ পদার্থের মধ্যে শ্লেট ও মার্ব্বল প্রস্তর এবং লৌহ ও কয়লা পাওয়া যায়। সমুদ্রতীরবর্ত্তী লবণাক্ত জলাজমি শুকাইয়া প্রচুর লবণ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

উত্তরাংশ ও পার্ব্বত্য জেলাবাসিগণ উদ্যমশীল ও কর্ম্মঠ; কিন্তু নিম্নাংশের অধিবাসিবৃন্দ অপেক্ষাকৃত অলস, ভগ্নমনোরথ এবং বেশভূষা ও বসবাসাদিতে অপরিষ্কার। শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের আদবকায়দা মনুষ্যোচিত নম্র ও শিষ্টাচারসম্পন্ন। বিদেশীয়দিগকে ইহারা বেশ আদর অভ্যর্থনা করিতে জানে। মদ্যপ্রস্তুত ও মদ্যবিক্রয় ইহাদের প্রধান ব্যবসা। স্বদেশজাত নানাপ্রকার ফল ও দক্ষিণপ্রদেশস্থ শোলার (Cork) বাণিজ্য-

ইহাদের দ্বারা পরিচালিত হয়। কেহ কেহ মোটা রকম পশমী ও রেশমীবস্ত্র, কার্পাসবস্ত্র, সূক্ষ্ম লিনেন ও জহরতাদির কার্য্য এবং ব্যবসা করিয়া থাকে। লৌহ, কাষ্ঠ ও মৃত্তিকানির্ম্মিত নানা প্রকার শিল্পকার্য্যও দেখা যায়।

পর্ত্তুগালের ভাষা ও বিদ্যাশিক্ষা।

পূর্ব্বকালে পর্ত্তুগালবাসিগণ বিশেষ বিদ্যানুরাগী ছিল না, কিন্তু তাহাদের জাতীয় ভাষার উন্নতি ও জাতীয়তার গৌরব স্বদেশীয় ইতিহাসে স্পষ্টাক্ষরে ঘোষিত হইতেছে। আরবজাতির (Moors) নিকট হইতে স্বদেশ-উদ্ধার এবং জাতীয় স্বাধীনতার পরিপুষ্টি একমাত্র 'ট্রুবাদুর' * আখ্যাধারী পর্ত্তুগীজ কবিগণের বীরত্বসূচক ভাষায় লিখিত কাব্যাদি হইতে ঘটিয়াছিল। জাতীয় একতা পর্ত্তুগীজহৃদয় অধিকার করিল, সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতি সতী শান্তিময়ীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া পর্ত্তুগালবক্ষে বিরাজ করিতে লাগিলেন। একতাবদ্ধ পর্ত্তুগীজজাতি কাব্যামোদ বিসর্জ্জন দিয়া, শস্ত্রবলে জাতীয় গৌরববৃদ্ধি করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। এই যুগে যেরূপ ভাষায় পর্ত্তুগীজগণ পদ্য লিখিতেন, উহা য়ুরোপজগতে 'বীরভাষা' বা Romance language নামে অভিহিত ছিল। বীরভাষায় অব্যবহিত পরেই পর্ত্তুগালে বীরযুগের উৎপত্তি। এই সময়ে ভাস্কো-দা-গামা (Vasco-da-gama) ও আফন্সো-দি-আলবুকার্ক (Affonso de-Albuquerque) প্রভৃতি স্বদেশহিতৈষী বীরচেতা-পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া, জাতীয় গৌরবরক্ষা করিয়াছিলেন। ইহাদের বাহু ও বুদ্ধিবলে পর্ত্তুগীজগণের রাজ্যবৃদ্ধির বলবতী পিপাসা কতকাংশে উপশান্ত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দে ইহাদের সমসাময়িককালে (১৪৯৫-১৫৫৮ খৃঃ অঃ মধ্যে) কামিন্স্ (Camœns) ও মিরান্দা (Francisco Sa de Miranda) নামক পণ্ডিতদ্বয় ভাষার পৌরাণিকতা বর্জ্জন করিয়া তাহাতে গ্রীক, ইতালী, স্পেন প্রভৃতি দেশের বিশুদ্ধভাষার (Classical school) অনুকরণে পর্ত্তুগীজভাষার গঠন করিলেন। পূর্ব্বতন ভাষা বিশেষরূপে পরিমার্জ্জিত ও নূতন বর্ণে রঞ্জিত হইয়া অপেক্ষাকৃত আরও উজ্জ্বল ও সুললিত হইয়া উঠিল। কামিন্সের জাতীয়সঙ্গীত (National Epics) পর্ত্তুগীজহৃদয়ে সুধাধারা ঢালিয়া দিত। এই সময়ে পর্ত্তুগালে স্পেন-আধিপত্য বিস্তার পাইলে পর্ত্তুগীজ-জীবন একবারে নিরুদ্যম হইয়া পড়ে। বর্ত্তমানকালে ভিন্নদেশীয় ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থের নিরন্তর অনুকরণে তদ্দেশীয়ভাবসমূহ স্বদেশীয় গ্রন্থমধ্যে সন্নিবেশহেতু পর্ত্তুগীজসাহিত্যে নূতনযুগের (New native school) সৃষ্টি হয় এবং ইহারই সাহায্যে কি পদ্য, কি ঐতিহাসিক গবেষণা, সকলদিকেই ভাষার প্রভূত পুষ্টি দেখা যায়।

১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে যখন পর্ত্তুগালরাজ শিক্ষার উন্নতিকল্পে নূতন আইন বিধিবদ্ধ করেন, তখন পর্ত্তুগালমধ্যে শিক্ষিতলোকের সংখ্যা অতি অল্প ছিল। এই আইনে লিখিত থাকে, গ্রামের এক মাইলের মধ্যে যেখানে বিদ্যালয় থাকিবে, সেই স্থানে যাইয়া ৭ম হইতে ১৫শ বর্ষীয় বালকবালিকামাত্রেই বিদ্যাশিক্ষা করিবে। যদি কোন পিতামাতা আইনের মর্ম্ম অবজ্ঞা করিয়া আপন পুত্রকন্যাকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ না করেন, তাহা হইলে তিনি বা তাঁহারা রাজদ্বারে দণ্ডার্হ হইবেন। এরূপ দৃঢ় আইন জারি থাকিলেও দেখা যায় যে, ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে সমগ্র পর্ত্তুগীজদিগের মধ্যে শতকরা ৮২ জন লোক লিখিতে বা পড়িতে জানিত না। পরে ক্রমশঃই পর্ত্তুগালে বিদ্যানুরাগ বিস্তৃতি লাভ করে। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে এখানে প্রায় ৩৫১০টি বিদ্যালয় ও ১৯৮১৩১ বিদ্যার্থীর সংখ্যা পাওয়া যায়।

সাহিত্য ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষা দিবার জন্য ১৭টী জেলায় ১৭টী বিদ্যোন্নতিবিধায়িনী সভা (Lycees) গঠিত হয়। কোন ব্যক্তি কোন বিভিন্ন বিষয় অধ্যয়ন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, এই সভার অনুমতি লইয়া কোইম্ব্রার বিশ্ববিদ্যালয়ে অথবা কোন বিশেষ শিল্পবিদ্যালয়াদিতে (The Special School) শিল্প কৃষি প্রভৃতি শিখিতে পারিতেন। উক্ত বিশেষ বিদ্যালয়ের শিক্ষাকার্য্য সুচারুরূপে সুযোগ্য পণ্ডিতমণ্ডলী দ্বারা নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। এই শ্রেণীর বিদ্যালয়ের মধ্যে অপর্টো, ও লিস্‌বন্ নগরের Polytechnic School, Polytechnic Academy, the medical School & Industrial Institutes, এবং লিস্‌বন্‌নগরের The Institute-general of Agriculture, The Royal & Marine observatories, the Academy of fine Arts এই কয়টী প্রধান। রাজানুগ্রহে রক্ষিত ও রাজব্যয়ে পরিচালিত লিস্‌বন্, এভোরা, ভিলা-রিএল, ব্রাগা ও অপর্টোর সাধারণ পুস্তকাগার বিশেষ মূল্যবান্। টোরে-ডেল-টোম্বো নামক স্থানের মহাফেজ্‌খানা (Archives) এখানে উল্লেখযোগ্য। টোম্বোর পুস্তকাগারে প্রাচীন কাগজপত্রাদি (Records) ব্যতীত, পুরাতন হস্তলিখিত পুঁথিসমূহের আলোচনার জন্য এবং রাজকীয় কূটনীতিসমূহের সম্যক্‌বিচারের জন্য আরও একটী বিদ্যামন্দির সম্প্রতি স্থাপিত হইয়াছে।

পর্ত্তুগালের বাণিজ্য।

বাণিজ্যাদির বিস্তারকল্পে, এখানে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে প্রায়

* Troubadour.—খৃষ্টীয় ১১শ হইতে ১৩শ শতাব্দ মধ্যে যে সকল কবি জাতীয়-উন্নতির কল্পে বীরত্ব উদ্দীপক ভাষায় কবিতা লিখিতেন, তাঁহারাই উক্ত খ্যাতিলাভ করেন।

১২৪৫ মাইল রেলপথ, ৫০ মাইল ট্রামপথ ও ২৯০০ মাইল টেলিগ্রাফ তার নানাস্থানে সংযোজিত হইয়াছে। উক্ত রেলপথের সাহায্যে লিস্‌বন্‌, ভালেন্সিয়া-ডি-অল্কান্ট্রা, তালাভ্রা, মাদ্রিদ্‌, অপর্টো, টুয়া, নাইন, ব্রাগা, ফেরো, অলগার্ভ (Algarves), এলবাস্‌, বেডেজস্‌, সেভিল, কেডিজ, মালাগা, বেইরা, ফিগুইরাডাফোজ, ফর্ম্মোজা, ফেলোরিকো, গোয়ার্ডা প্রভৃতি স্থানে বিনাক্লেশে গমনাগমনের সুবিধা হইয়াছে। লিস্‌বন্‌ নগর হইতে সমুদ্রগর্ভ দিয়া সুদূর আমেরিকাউপনিবেশে রাইও-ডি-জেনিরো নগর পর্য্যন্ত টেলিগ্রাফের তার বসান হইয়াছে।

সাধারণতঃ ইংলণ্ড ও তদধিকৃত রাজ্যসমূহ, ইউনাইটেড-ষ্টেট্‌স্‌, ফ্রান্স ও স্পেন রাজ্যের সহিত পর্ত্তুগালবাসিগণ বাণিজ্যব্যাপারে লিপ্ত। জীবিত জন্ত্বাদি, জন্তুজাত দ্রব্যাদি, মৎস্য, রেশম, পশম, কেশ, তুলা, শণ, পাট, চকোরকাষ্ঠ, গম, যব, ময়দা প্রভৃতি, নানাপ্রকার শাকসবজী, উপনিবেশজাত নানাদ্রব্য, ধাতু ও অন্যান্য খনিজপদার্থ, মদ্য, কাচ ও নানা মাটির বাসন, কাগজ, কলম ইত্যাদি এবং স্বদেশবাসীর পরিশ্রমে উৎপন্ন নানাজাতীয় দ্রব্য এখান হইতে আমদানী ও রপ্তানী হয়।

পর্ত্তুগালের শাসনপ্রণালী।

পর্ত্তুগালরাজ্যে একজন বংশানুক্রমিক রাজা থাকিলেও রাজ্যমধ্যে পূর্ণক্ষমতা বিস্তারের অধিকার তাঁহার নাই। ১৮২৬, ১৮৫২ এবং ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে প্রদত্ত রাজসনদ (Charter) অনুসারে স্বয়ং রাজা দুইটীমাত্র সভার (Chambers) মতানুসারে কার্য্য ও রাজ্যশাসনাদি পরিচালন করিতে এবং রাজ্যসংক্রান্ত নিয়মাদি (Laws) সংগঠন করিতে বাধ্য আছেন। শাসনসম্পর্কীয় কোন কার্য্য কিংবা কাহাকেও মন্ত্রী বা 'পিয়র' (Peer) পদে উন্নীত করিতে হইলে, তাঁহাকে মন্ত্রিসভার (Council of stateএর) পরামর্শ গ্রহণ করিতে হইবে।

রাজার নির্ব্বাচনে সুবিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলী, গ্রন্থকার ও বিশিষ্ট ধনী ব্যক্তি দ্বারা এখানকার 'হাউস্‌ অফ্‌ পিয়রস্‌' নামক সভা গঠিত। এই সভায় সর্ব্বসমেত ১৫০ জন সভ্য আছেন। এতদ্ভিন্ন 'হাউস্‌ অফ্‌ ডেপুটীজ' নামে আর একটী সভা আছে। নগরবাসী ২৫ বৎসরের প্রত্যেক যুবকেরই (যিনি বাৎসরিক ২১০ টাকা রাজকর দেন অথবা ভূসম্পত্তির বাৎসরিক ১১ টাকা আয় প্রাপ্ত হন, তাহার) সভ্যনির্ব্বাচনের ক্ষমতা আছে। এতদ্ব্যতীত [illegible]রের উপাধিধারী, পুরোহিত, রাজকর্ম্মচারী ও [illegible] উক্ত নির্ব্বাচনে ভোট দিবার অধিকার আছে। রাজা নিজের খরচ বাবদ রাজস্ব হইতে ১৪৪০০০ পাউণ্ড মুদ্রা প্রাপ্ত হন।

পূর্ব্ব অপেক্ষা এখন পর্ত্তুগালের সৈন্যসংখ্যা অধিক। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের নূতন আদেশ অনুসারে পর্ত্তুগীজরাজের প্রত্যেক সৈন্যকে ১২ বৎসর কার্য্য করিতে হইবে। পদাতিক, অশ্বারোহী ও কামানবাহী সৈন্য ব্যতীত, নৌবল বৃদ্ধির জন্য ৩০খানি কলের জাহাজ ও ১৪ খানি বায়ুগামী পালের জাহাজ আছে। সকলগুলিই আবশ্যকমত কামানসজ্জিত। পর্ত্তুগীজরাজের স্থলপথে যুদ্ধার্থ রক্ষিত সৈন্য প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার এবং নৌযুদ্ধ-পরিচালনের জন্য ২৮৩ জন সেনানী ও ৩২৩৫ জন নাবিক আছে।

পর্ত্তুগালরাজ মহামতি জোয়াওর (John the great) পুত্র নাবিকচূড়ামণি হেন্‌রিক (Dom Henric the Navigator) বিশেষ উদ্যমে নৌ-পথে গমন ও দেশদেশান্তরে বাণিজ্যস্থাপন জন্য আত্মজীবন উৎসর্গ করেন। এই মহাপুরুষ পূর্ব্বাভিমুখে ভারতবর্ষে আসিবার আশায় জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত (১৩৯৪-১৪৬০ খৃঃ অঃ) জলপথ পর্য্যালোচনা ও জ্যোতিষ্কমণ্ডলের অবস্থিতিনিরূপণ শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহারই চেষ্টার ফলে উত্তমাশা অন্তরীপ বেষ্টন করিয়া, ভারত-আগমনপথ সভ্যজগতে প্রকাশিত হয়। এই পথ আবিষ্কৃত হওয়ায় সভ্য য়ুরোপখণ্ডে সুদূর ভারতের বাণিজ্যের আশা মুকুলিত হইয়াছিল। তাঁহার এই উপকারের জন্য সমগ্র য়ুরোপবাসী এক সময় পর্ত্তুগীজজাতির উপর বিশেষ কৃতজ্ঞ ছিলেন। ১৪৪৪ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা মে পর্ত্তুগীজগণ পোপের নিকট পূর্ব্ব আবিষ্কৃত এবং ভবিষ্যতে যাহা আবিষ্কৃত হইবে, তৎসমুদায় দেশের অধিকার ও শাসনকার্য্যনির্ব্বাহের জন্য একখানি তমসুক বা অনুজ্ঞাপত্র প্রাপ্ত হন। অতঃপর কলম্বস কর্ত্তৃক আমেরিকা আবিষ্কৃত হইবার অব্যবহিত পরেই, ১৪৯৩ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজ-অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য পোপ আর একখানি শাসন লিখিয়া দেন। উক্ত শাসনের অনুবলে ১৪৯৭ খৃষ্টাব্দে ৮ই জুলাই ভাস্কো-দা-গামা নামক জনৈক পর্ত্তুগীজ, রাজা মানুএলের আদেশে সুসজ্জিত জাহাজাদি সঙ্গে লইয়া ভারত উদ্দেশে বহির্গত হন। ১৫০০ শতাব্দীতে কেব্রাল দ্বিতীয় দল লইয়া দেশজয় আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার জন্য সমুদ্রপথে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার উপর আদেশ রহিল, দেশভ্রমণের সঙ্গেসঙ্গেই ধর্ম্মবিষয়ে বক্তৃতা করিয়া ভিন্নদেশীয় ব্যক্তিদিগকে স্বধর্ম্মে দীক্ষা দিবেন। দা-গামা উত্তমাশা অন্তরীপ অতিবাহিত করিয়া ১৪৯৭ খৃষ্টাব্দে ২২এ নবেম্বর আফ্রিকার পূর্ব্ব উপকূলে উত্তীর্ণ হন এবং পর বৎসর ২০এ মে ভারতের কালিকট

নগরে পদার্পণ করেন। অপরদিকে অদৃষ্টদোষে কেব্রাল প্রতিকূল বাত্যায় তাড়িত হইয়া দক্ষিণ-আমেরিকায় ব্রেজিল রাজ্যের উপকূলে উপনীত হয়েন ও পরে তথা হইতে পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া কালিকটে আগমন করেন। খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দের শেষভাগ হইতে পর্ত্তুগীজগণ আফ্রিকার পূর্ব্ব ও পশ্চিম উপকূলবর্ত্তী স্থানসমূহ এবং উত্তমাশা অন্তরীপ হইতে এসিয়ার দক্ষিণভাগে জাপান পর্য্যন্ত সমুদ্রের সন্নিকটবর্ত্তী স্থান এবং ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অধিকাংশই অধিকার করিয়া বসিলেন। খৃষ্টীয় ১৫০০ হইতে ১৬১০ অব্দের মধ্যে তাঁহারা পূর্ব্বসমুদ্রস্থিত স্থান সকলের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া সেই সেই স্থানের বাণিজ্য নিজায়ত্ত করিয়া ফেলিলেন। দক্ষিণ আমেরিকার বিস্তীর্ণ রাজত্ব সকল ছাড়িয়া দিলেও, তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভারতমহাসাগরস্থ যে সকল স্থানে অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন, সংক্ষেপে তাহার পরিচয় দেওয়া গেল—

আফ্রিকারাজ্যের পূর্ব্ব ও পশ্চিম উপকূলে—মেলিন্দ, কুইলোয়া, কোয়ারিম্বা, সোফালা, মোজাম্বিক, মোম্বাসা (১৬১৫ খৃঃ অঃ অধিকারচ্যুত হয়), এঙ্গোলা, মোসামেডিস্, প্রিন্সেপ্-দ্বীপ, সেণ্টজেমসেস্ দ্বীপ, এস্কুডা, সোনগাম্বিয়া, বিসাও, কেপ-ভার্ড দ্বীপপুঞ্জ, আজোর্স ও মদিরা প্রভৃতি স্থান।

আরবে—আদেন ও মস্কট (১৬৫৮ খৃঃ অঃ আরব কর্ত্তৃক পর্ত্তুগীজগণ মস্কট নগর হইতে বহিস্কৃত হন।)

পারস্যে—বসোরা ও অর্ম্মজ নগর।

ভারতবর্ষে—সিন্ধুনদের তীরবর্ত্তী দেবল বা দেউল ও ঠট্ট; মলবার উপকূলে দীউ, দমন, এসেরম্, দমু, সেণ্টগেনিস্; আগাসিয়াম, চাবুল বা চেউল, দেবল, বসাঁই (Bassein), শালসেট বা গাড়াপুরী, মহিম, বোম্বাই, টন্না (থানা), করঞ্জ, গোয়া, হোনোর, বার্সিলোর, মঙ্গলুর, কালিকট, ক্রঙ্গনুর, কোচিন, কুইলন, করমণ্ডল উপকূলে নাগপত্তন, মাইলাপুর সেণ্ট থোমে, মছলীপত্তন বন্দর প্রভৃতি স্থান ও বঙ্গোপসাগরতীরবর্ত্তী বাঙ্গালার কতক স্থান, আরাকান ও চট্টগ্রাম জেলায় পর্ত্তুগীজেরা আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। [পর্ত্তুগীজশব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

সিংহলদ্বীপে—মান্নার, পয়েণ্ট-ডি গল, কলম্বো, জাফনাপত্তন এবং মলাক্কাদ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি স্থান পর্ত্তুগীজ-অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত পেগু, মার্ত্তাবান, জঙ্কসিলোন প্রভৃতি স্থানে ইহাদের বাণিজ্যার্থ কুঠী প্রতিষ্ঠিত ছিল। চীনসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত মেকাও ও ফর্ম্মোজা নামক দ্বীপও এক সময় পর্ত্তুগীজ-রাজদণ্ড মস্তকে বহন করিয়াছিল। এখন পর্ত্তুগালবাসীদিগের আর সেরূপ বীরত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না। তাহাদের আর সেরূপ উদ্যম নাই, সেরূপ বাণিজ্যস্পৃহা কোথায়! এখন পর্ত্তুগীজগণ নীরবে নিদ্রিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

বর্ত্তমানকালে পর্ত্তুগীজগণ আফ্রিকার পূর্ব্ব উপকূলবর্ত্তী ডেলগোয়া উপসাগর হইতে ডেলগেডো অন্তরীপ পর্য্যন্ত স্থান ভোগ করিতেছেন। ভারতে গোয়া, দমন ও দীউ এবং সুদূর চীনসমুদ্রে একমাত্র মেকাও পর্ত্তুগীজগণের অধীন। ১৫৫৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা মেকাও অধিকার করেন এবং ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা তদ্দেশাধিপতিকে বাৎসরিক ৫০০ শত তএল (Tael) মুদ্রা খাজনা দিতে বাধ্য হন। পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে, নাবিকশ্রেষ্ঠ হেনরিকের পদানুসরণ করিয়াই পর্ত্তুগীজগণ ভারতবর্ষে প্রবেশলাভ করিয়াছে। পর্ত্তুগালরাজ ২য় জোঁয়াওর আদেশে, পিদ্রো-ডি-কোবিলহাঁও ও আফন্সো ডি-পায়ভা পূর্ব্বসমুদ্রে বাণিজ্যপ্রসারবৃদ্ধির আশায়, স্বদেশ হইতে ১৪৮৭ খৃষ্টাব্দে বহির্গত হন। উভয়ে নেপলস, রোডস্, আলেকসান্দ্রিয়া, কায়রো হইতে থর পর্য্যন্ত আসিয়া লোহিতসাগরতীরে শুনিলেন যে, আদেন হইতে কালিকট নগরে প্রভূত বাণিজ্য চলিয়া থাকে। তদনুসারে তাঁহারা আদেন অভিমুখে অগ্রসর হইলেন এবং তথা হইতে পায়ভা আবিসিনিয়া দেশে ও কোবিলহাঁও আরবদেশীয় অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া কন্ননুরে আসিয়া অবতীর্ণ হইলেন। এখান হইতে কালিকট ও গোয়া নগর পরিদর্শন করিয়া তিনি পুনরায় আফ্রিকাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। পর্ত্তুগীজজাতির ভারত আগমন পক্ষে কোবিলহাঁও সাহেবই সর্ব্বপ্রথম। অতঃপর খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দে পর্ত্তুগীজ কর্ত্তৃক বাঙ্গালার অন্তর্গত স্থানবিশেষের অধিকারের উল্লেখ আছে। সাতগাঁও (সপ্তগ্রাম) ও চাটিগাম (চট্টগ্রাম) নামক দুইটী বাঙ্গালার প্রাচীন বন্দর পর্ত্তুগীজ কর্ত্তৃক Porto Piquen and Porto Grande (the Little Haven and the great Haven) নামে অভিহিত হইয়াছিল। পর্ত্তুগীজগণের ভারতে ও বাঙ্গালায় আগমন এবং নানাস্থলে দস্যুবৃত্তি ও ভীষণ অত্যাচারের কথা 'পর্ত্তুগীজ' শব্দে বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে। [পর্ত্তুগীজ দেখ।]

পর্ত্তুগালের ইতিহাস।

সমগ্র পর্ত্তুগালের প্রাচীন ইতিহাস নাই। পর্ত্তুগালের প্রাচীন ইতিহাস স্পেন দেশের সহিত জড়িত। হিরোদোতস্ স্পেন ও পর্ত্তুগাল এই দুইটী দেশ একত্র 'আইবিরিয়া' নামে ও রোমকেরা 'হিস্পানিয়া' নামে উল্লেখ করিয়াছেন। [স্পেন শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য] ১০৯৪ খৃষ্টাব্দে বার্গাণ্ডির কাউণ্ট হেনরী এই প্রদেশ (Terra Portucalensis or the county of porto cale) উপহার স্বরূপ প্রাপ্ত হন; তদবধি পর্ত্তুগালদেশবাসী পর্ত্তুগীজগণের প্রাচীন ইতি-

হাসতত্ত্ব উদ্ধারের চেষ্টা আরম্ভ হয়। আইবিরিয়াবাসী পর্ত্তুগালে ফিনিকীয় জাতির উপনিবেশ ছিল। এই প্রায়োদ্বীপের পূর্ব্বতন অধিবাসিগণ আইবিরিয় ও কেল্টজাতীয় ছিলেন। যখন ভূমধ্যসাগরের উপকূলবর্ত্তী দেশসমূহ কার্থিজিনীয়দিগের উপদ্রবে সদাই ত্রস্ত, সেই সময়ে কার্থিজিনীয়-সর্দ্দার হামিল্‌কার এই রাজ্য আক্রমণ ও অধিকার করেন। অতঃপর রোমক জাতি এই প্রদেশ জয় করিয়া আপনার শাসনক্ষমতা বিস্তার করিয়াছিলেন। রোমকাধিকারে এই রাজ্যের কতকাংশ লুসিতানিয়া নামে খ্যাত ছিল।

পরে ক্রমান্বয়ে ভাণ্ডাল, এলান ও ভিসিগত জাতি পর্ত্তুগাল আক্রমণ ও লুণ্ঠন করেন; সর্ব্বশেষে খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দে আরববাসী মুসলমানগণ এই রাজ্য অধিকার করিয়া লয়। খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দে গার্সিয়া-ডি-মেনেজিস্ নামক জনৈক সুবিজ্ঞ পণ্ডিত পর্ত্তুগালকে রোমসাম্রাজ্যের অন্তর্গত 'লুসিতানিয়া' নামক স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। অতঃপর বার্ণার্ডো-দি-ব্রিটো প্রাচীন গ্রন্থাদির সাহায্যে পর্ত্তুগালকে লুসিতানিয়া অবধারণপূর্ব্বক ভিরাএথাস্‌কে পর্ত্তুগীজ বলিয়া প্রতিপন্ন করিলেন। পর্ত্তুগালকে 'লুসিতানিয়া' রাজ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে অনেক প্রত্নতত্ত্ববিদ্ রাজী নহেন*। কামিন্স প্রমুখ পর্ত্তুগীজ কবিগণ পর্ত্তুগালকে লুসিতানিয়া বলিয়া ঘোষণা করিতে আনন্দবোধ করিতেন। তাঁহার রচিত "Os Lusiadas" নামক বৃহৎ কাব্যই তাহার জাজ্বল্য প্রমাণ।

প্রায় দুই শতাব্দকাল পর্ত্তুগালবাসিগণ ওমরদের খলিফাগণের অবনতি স্বীকার করিয়াছিল। সুবিজ্ঞ মুসলমান খলিফাগণের সময়ে লিস্‌বন, লমেগো, ভিসেউ ও অপর্টো প্রভৃতি নগরে রোমক-স্বায়ত্বশাসন-প্রথানুসারে রাজকার্য্য পরিচালিত হইত, খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীর শেষভাগে, ওমিয়দখলিফাদিগের বলবীর্য্য হ্রাস হইলে, খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ভিসিগথবংশীয় রাজগণ অষ্ট্রিয়া পর্ব্বতশ্রেণী হইতে অবতীর্ণ হইয়া উপর্য্যুপরি পর্ত্তুগাল আক্রমণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে ৯৯৭ খৃষ্টাব্দে গালিসিয়ারাজ ২য় বার্মুডো, অপর্টো রাজধানী আক্রমণ করিয়া মুসলমানঅধিকার হইতে বর্ত্তমান এণ্টার-মিন্‌হো-ই-ডুরো পর্য্যন্ত সমুদায় স্থান অধিকার করিয়া লইলেন। খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দের প্রারম্ভে ওমিয়দ খলিফাগণের প্রভাব বিধ্বস্ত হইলে পর, মুসলমান-আমীরগণ স্বাধীনতা-ধ্বজা উড়াইয়া প্রধান প্রধান নগরে আপনাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ১০৫৫ খৃষ্টাব্দে লিয়নাধিপতি ফার্দিনান্দ-দি-গ্রেট বেইরা আক্রমণ করেন।

পরবর্ত্তী ১০৫৭ ও ১০৬৪ খৃষ্টাব্দে তিনি যথাক্রমে লমেগো, ভিসেউ এবং কোইম্ব্রা প্রভৃতি স্থান স্বীয় অধিকারভুক্ত করিয়া লন। ১০৬৫ খৃষ্টাব্দে ফার্দিনান্দের জ্যেষ্ঠপুত্র গার্সিয়া, অপর্টোর কাউণ্ট এবং সেষনন্দো নামা আরববংশীয় কোইম্ব্রার কাউণ্টকে আপনার অধীনতা স্বীকার করাইলেন। ফার্দিনান্দের দ্বিতীয়পুত্র ৬ষ্ঠ আল্‌ফন্সো ১০৭৩ খৃষ্টাব্দে পিতৃসম্পদ্‌গুলি সুরক্ষিত করিয়া মুসলমানদিগকে দমন করেন; অবশেষে মুসলমানগণ ধর্ম্মমদে উন্মত্ত হইল। আল্‌মোরাবংশীয় মুসলমানরাজ য়ুসুফ-ইবিন-তেসুফিন ১০৮৬ খৃষ্টাব্দে জলাকাতে খৃষ্টানরাজকে পরাভূত করিয়া মুসলমানাধিকার বিস্তার করিলেন। উদ্ধতমুসলমানশক্তি হ্রাস করিবার জন্য ৬ষ্ঠ আল্‌ফন্সো সমস্ত খৃষ্টান-জগতে আবেদন করিলে, তাঁহার সাহায্যার্থ কাউণ্ট রেমন্দ ও বার্গাণ্ডির অধিপতি কাউণ্ট হেন্‌রী বীরদর্পে অগ্রসর হইলেন। উক্ত বীরপুরুষদ্বয়ের অধ্যক্ষতায় আল্‌ফন্‌সো বেডাজসের 'মোতালিকে' পরাজিত করিয়া লিস্‌বন্ ও সান্তারিন্ নগর জয় করিলেন বটে, কিন্তু তাহাকে আর উক্ত নগরদ্বয়ের আধিপত্য উপভোগ করিতে হইল না। আল্‌ফেরায় খলিফা য়ুসুফের সেনানী শের পুনরায় উক্ত নগরদ্বয় দখল করিয়া লইলেন। আল্‌ফন্‌সো কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া গালিসিয়াসীমান্ত রক্ষা করিবার জন্য ১০৯৪ খৃষ্টাব্দে নূতন বন্দোবস্ত করিলেন। তদনুসারে তিনি অপর্টো ও কোইম্ব্রার অধীনস্থ সামন্তদিগকে একত্র করিয়া, তৎপ্রদেশ বার্গাণ্ডপতি হেন্‌রীকে স্বীয় অবৈধকন্যা থিরেসা সহ দান করিলেন এবং কাউণ্ট রেমণ্ডকে স্বীয় উত্তরাধিকারী কন্যা ইউরেকা ও গালিসিয়া প্রদেশের শাসনভার অর্পণ করেন। উক্ত হেন্‌রী তৎকালে একজন যোদ্ধা বলিয়া পরিচিত ছিলেন। ইনি ক্রুজেড-যুদ্ধের অধিনায়ক হইয়া বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বার্গাণ্ডির ডিউক রবার্ট ইঁহার পিতামহ ও তাঁহার তৃতীয়পুত্র হেন্‌রী ইঁহার পিতা ছিলেন।

হেন্‌রীর ধারণা ছিল, ৬ষ্ঠ আল্‌ফনসোর মৃত্যু হইলে তিনিই শ্বশুরের রাজ্যাধিকারী হইবেন। ১১০৯ খৃষ্টাব্দে আল্‌ফন্‌সো আপন কন্যা হিউরেকাকে সিংহাসন দান করিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করেন। হেন্‌রী অভীষ্টসিদ্ধ হইল না দেখিয়া, লিয়ন আক্রমণ করিলেন। উভয়পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল, অপরদিকে মুসলমানসর্দ্দার শের আল্‌মোরাবংশ প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ১১১২ খৃষ্টাব্দে

* "The Roman Provinces of Lusitania, whether according to the division of Iberia, into three provinces under Augustus or into five under Hadrian, in no way coincided with the historical limits of the Kingdom of Portugal." Ency. Brit. Vol. XIX p. 539. (9th ed)

এস্টর্গা নগরে হেন্রীর মৃত্যু হইলে, থিরেসা হেন্রীর নাবালক পুত্র আফন্সো-হেন্রিকের প্রতিনিধিরূপে রাজ্যশাসনভার গ্রহণ করেন। এই রমণী রূপযৌবনসম্পন্না, বিদ্যাবতী ও বহু গুণবতী ছিলেন। তিনি পুত্র আফন্সোর অধিকৃত রাজ্যকে স্বাধীন করিতে বিশেষ বুদ্ধিব্যয় করিয়াছিলেন। রাজ্যমধ্যে শান্তিস্থাপন করিতে প্রয়াস পাইলেও তাঁহার রাজত্বে সর্ব্বদাই যুদ্ধবিগ্রহ সংঘটিত হইয়াছিল। ১১১৬ খৃষ্টাব্দে তিনি বিশপঅফ সেণ্টিয়াগো কর্ত্তৃক প্রণোদিত হইয়া পর্ত্তুগালের উত্তরসীমান্তে টয় ও ওরেন্জ্ নামক স্থান আক্রমণ করেন। ১১১৭ খৃষ্টাব্দে মুসলমানগণ কোইম্ব্রানগরে তাঁহাকে অবরোধ করে। অতঃপর ভগিনী ইউরেকা তাঁহাকে ১১২১ খৃঃ অব্দে বন্দিনী করিয়া লইয়া যান। বিশপ গেলমাইরিষ্ ও মরিসিও বর্ডিনিও (Archbishop of Bragar) মধ্যস্থতায় উভয়ের মিলন হয়। ইহার অব্যবহিত পরেই দুই ভগিনীকে আপনাপন প্রণয়ী লইয়া ব্যস্ত থাকিতে দেখা যায়। কাজেই ইউরেকাপুত্র ৭ম আল্ফন্সো ও হেন্রিক্ উভয়েই মাতৃদ্বয়ের বিরোধী হইলেন। ১১২৭ খৃষ্টাব্দে আল্ফন্সো বলপূর্ব্বক আক্রমণ করিয়া থিরেসাকে তাঁহার অবনতি স্বীকার করাইতে প্রয়াসী হইলেন। পুত্র হেন্রিক মাতার আচরণে ক্রুদ্ধ হইলেন। ১১২৮ খৃষ্টাব্দে সান-মামিডের যুদ্ধে হেন্রিকের জয়লাভ হইল। থিরেসা পুত্রের নিকট বন্দিনী হইলেন। পরে হেন্রিক মাতাকে পুনর্ব্বার মুক্তিদান করেন।

সপ্তদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে আফন্সো রাজ্যভার গ্রহণ করেন। প্রায় ৬০ বৎসর ক্রমান্বয়ে যুদ্ধ করিয়া তিনি রাজলক্ষ্মীকে পরাধীনতাপাশ হইতে মুক্ত করেন এবং আপন পুত্রের জন্য একটী স্বাধীন ক্ষুদ্ররাজ্য রাখিয়া যান। তিনি মুসলমানদিগকে পরাজয় করিয়া এবং স্বাধীনতার জন্য গেলিসিয়াসীমান্তে ৭ম আল্ফন্সোর বিরুদ্ধে চারিবার যুদ্ধ করেন এবং বলডিভেজের দ্বন্দ্বযুদ্ধে কাষ্টিলবাসী বীরদিগের পরাক্রম ধ্বংস করিয়া তৎকালীন খৃষ্টান-জগতে এক জন মহাবীর বলিয়া গণ্য হন। তৎপরে তিনি রাজা উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক পর্ত্তুগাল রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। ১১৩৫ খৃষ্টাব্দে আফন্সো কোইম্ব্রার রাজধানী রক্ষার জন্য লিরিয়া নগরে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করান এবং নাইট-টেম্প্লার ও নাইট-হস্পিটেলিয়ারদিগকে মুসলমান আক্রমণে নিযুক্ত করেন। ১১৩৯ খৃষ্টাব্দে যখন ৭ম আল্ফন্সো দ্বিতীয়বার যুদ্ধার্থ উদ্যোগ করিতেছিলেন, তৎকালে হেন্রিক্ কসয়্-ইবিন্-আবী-দানিশের অধিকৃত প্রদেশ আক্রমণ করেন। বেজের দক্ষিণবর্ত্তী নগরে তিনি মিলিত মুসলমান সেনাদলের সম্মুখীন হইলেন। মুসলমান অধিনায়ক আমীর ওমার ওরিক্-নগরের নিকটে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হন। এই যুদ্ধে যে কেবল মুসলমানেরা পরাজিত হইল তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে তদীয় ভ্রাতৃসম্পর্কীয় ৭ম আলফন্সোর অদৃষ্টলক্ষ্মী তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিল। ১১৪৩ খৃষ্টাব্দে কার্ডিনাল গায়-ডি-ভিকোর যত্নে জামোরা নগরে উভয় ভ্রাতার মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়। আফন্সো হেন্রিক্ পর্ত্তুগালের সর্ব্বময় রাজা হইলেন এবং পোপের অধীনতা স্বীকার করিলেন। অতঃপর পর্ত্তুগালের অদৃষ্টে মুসলমানদিগের সহিত পুনঃপুনঃ যুদ্ধ ব্যতীত আর কিছুই ঘটে নাই।

১১৪৪ খৃষ্টাব্দে আবু জাকারীয়া কর্ত্তৃক টেম্পলার বীরগণ সৌরী-নগরে পরাজিত হন। ১১৪৭ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চমাসে তাহারা সান্তারিম্ ও লিস্বন নগর অধিকার করে। উক্ত বৎসর ২৪শে অক্টোবর হেন্রিক ক্রুজেড্যাত্রী বিভিন্ন দেশীয় বীরগণের সাহায্যে লিস্বন নগর পুনরুদ্ধার করেন, তৎপরে তিনি সিণ্ট্রা, পলমেলা ও অল্মাডা অধিকার করিয়া ১১৫৮ খৃষ্টাব্দে অলকাশের-ডো-সোল নামক মহানগরী জয় করিলেন। ১১৬১ খৃষ্টাব্দে তিনি অল্মোহেদবংশীয় খলিফার অধীনস্থ মুসলমান-সৈন্যের নিকট পরাভূত হন। মুসলমানগণ আপনাপান বিবাদ করিয়া পৃথক্‌রূপে অধিকৃতস্থান ভাগ করিয়া লইলেন। তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন স্থানের আধিপত্য গ্রহণ করিলেও সকলেই দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন।

উদ্ধতপ্রকৃতি আফন্সো-হেন্রিক পরাজিত হইলেও, তাঁহার অন্তর্নিহিত উচ্চ আশা ক্রমশঃই বলবতী হইতেছিল। তিনি ব্যাডাজস্ আক্রমণ করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। তদীয় জামাতা কার্দ্দিনান্দ তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। ১১৬৯ খৃষ্টাব্দে তিনি ব্যাডাজস্ অবরোধ করিলেন। এই যুদ্ধে তিনি বিশেষরূপে আহত ও বন্দী হইলেন। ১১৬৭ খৃষ্টাব্দে যদি তিনি স্পেনসম্পর্কীয় গ্যালিসিয়া আক্রমণরূপ যুদ্ধব্যাপারে লিপ্ত না থাকিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে আর এরূপ নিগ্রহভোগ করিতে হইত না। রাজা আফন্সো আপনার মুক্তির জন্য গালিসিয়ার যুদ্ধকার্য্য হইতে নির্লিপ্ত থাকিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন, ফার্দ্দিনান্দ তাহার উপর আর বেশী চাপাচাপি করিলেন না। বৃদ্ধ রাজা মুক্তি পাইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সেই ক্ষত আর আরোগ্য হইল না। ১১৬৯ খৃঃ অব্দে, মুসলমানদিগের গৃহবিবাদ চুকিয়া গেলে, অলমোহেদবংশীয় খলিফা য়ুসুফ-আবু-য়াকুব আফ্রিকা হইতে সাগর পার হইয়া বহু সৈন্য সমভিব্যাহারে স্পেনরাজ্যে উপনীত হইলেন এবং অলেমটেজো প্রদেশে পর্ত্তুগীজলব্ধ স্থানসমূহ অধিকার করিয়া লইলেন। পরে ১১৭১ খৃষ্টাব্দে মুসলমানরাজ সান্তারিম্ আক্রমণে

ভগ্নমনোরথ হইয়া, হেনরিকের সহিত সন্ধিস্থাপন করিলেন। ১১৭৯ খৃষ্টাব্দে আফন্সো হেনরিক আপন পুত্র ডম সাঙ্কোকে আপনার সহিত সিংহাসনে বসাইয়া রাজা বলিয়া প্রচার করিলেন। পুত্রও উপযুক্ত পিতার পুত্রের ন্যায় যুদ্ধবিগ্রহাদিতে লিপ্ত থাকিয়া পিতার গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। প্রায় ১২ বৎসরকাল অলেম্‌টেজো প্রদেশ একটী বিস্তৃত যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল। ১১৮৪ খৃষ্টাব্দে যুসুফ নূতন সৈন্য লইয়া পুনর্ব্বার সান্তারিম্ অবরোধ করেন, এখানে উভয় সৈন্যে ঘোর সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। ৪ঠা জুলাই সাঙ্কো আক্রমণকারীদিগকে বিশেষরূপে বিধ্বস্ত ও মর্দ্দিত করিলেন। যুদ্ধে যুসুফ গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হন। ক্রুজেড যোদ্ধা রাজা আফন্সো হেনরিক আপন রাজ্যাবসান সময়ে এই বিখ্যাত যুদ্ধবিজয়ে রাজ্যে শান্তিস্থাপন করিয়া ১১৮৫ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন।

পিতার মৃত্যুর পর, পুত্র ১ম ডম সাঙ্কো রাজপদে অধিষ্ঠিত হন। ইনি পিতার ন্যায় যুদ্ধবিদ্যায় বিশেষ পরিচয় না দেখাইলেও রাজ্যপরিচালনের জন্য শাসনবিধির পরিবর্ত্তন, নিয়মাদি সংগঠন এবং নগরাদি নির্ম্মাণহেতু সাধারণে "পোভোয়াডর" বা নগরপ্রতিষ্ঠাপক উপাধি লাভ করেন। ১১৮৯ খৃষ্টাব্দে তিনি অলগার্ভ প্রদেশ ও তাহার রাজধানী সিলভেস্ নগর জয় করেন; কিন্তু ১১৯২ খৃষ্টাব্দে যুসুফ-আবু-য়াকুব পুনরায় অলগার্ভ, অলেম্‌টেজো ও অলকাশের-ডো-সাল প্রভৃতি স্থান অধিকার করিয়া লইলেন। অলমোহেদ খলিফাদিগের অধীনে মুসলমানগণকে বীর্য্যবান্ ও দুর্দ্ধর্ষ ভাবিয়া পর্ত্তুগীজরাজ সাঙ্কো সন্ধি করিয়া ফেলিলেন। অতঃপর প্রায় যুদ্ধবিগ্রহাদি পরিত্যাগ করিয়া তিনি নগরাদির বৃদ্ধি ও কৃষিবাণিজ্যের উন্নতিকল্পে বিশেষ মনোযোগ দেন। পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, পর্ত্তুগালনগরে প্রাচীন রোমক প্রথায় স্বায়ত্তশাসন প্রচলিত ছিল। মুসলমানগণ সেই প্রথার উপকারিতা বুঝিয়া তাঁহাদেরই পদানুসরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু সাঙ্কো সেই প্রথার অনুকরণ করিলেও নীতি ও বিবেচনাপূর্ণ আইনদ্বারা রাজ্যকে সুশাসিত করিলেন এবং ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও উত্তর য়ুরোপবাসী ক্রুজেড যোদ্ধাদিগকে পর্ত্তুগালে উপনিবেশ স্থাপন করাইয়া রাজ্যের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। তিনি রাজ্যস্থ গণ্যমান্য ব্যক্তিদিগকে ও সমর-বিভাগের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীদিগকে জেলার পল্লিভূমিসমূহ বিভাগ করিয়া দিলেন। আদেশ রহিল, যে কোন উপায়ে হউক ঐ সকল ভূমি প্রজাবিলি করিয়া কর্ষণ করিতে হইবে। অতঃপর ধর্ম্মযাজকদিগের অধিকার লইয়া, তাঁহার সহিত পোপ ৩য় ইনোসেন্টের বিবাদ বাধে। পোপের কথা উপেক্ষা করিয়া রাজা যাজকদিগকে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিতে আদেশ দেন। ধর্ম্মযাজকদিগের উপর এতাদৃশ কঠোর আদেশ পোপের নিকট বজ্রাঘাততুল্য বোধ হইল; তিনি উপর্য্যুপরি দূত প্রেরণ করিয়াও রাজাকে মতান্তর গ্রহণ করাইতে পারিলেন না। অবশেষে তিনি পোপের 'পবিত্র আসনের' দোহাই দিয়া তাঁহার অবনতি ও বাৎসরিক দেয় কর প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন। সুবিজ্ঞ রাজমন্ত্রী জুলিয়াও (Chancellor Juliao) তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে "রাজাদেশে তিনি ধর্ম্মমন্দিরের অধিকৃত স্থানসমূহ কাড়িয়া লইয়া, (তিনি ইচ্ছা করিলে) নূতন বন্দোবস্ত করিতে পারেন।" অপর্টোর বিশপ মার্টিন্‌হো রড্রিজেস্ এই বিবাদ ব্যাপারে লিপ্ত থাকায় রাজাদেশে অবরুদ্ধ হন; পরে রোমনগরে (১২০৯ খৃঃ অব্দে) পলাইয়া পোপের আশ্রয়ে আত্মজীবন রক্ষা করেন। ১২১০ খৃষ্টাব্দে বার্দ্ধক্যহেতু, রাজা সাঙ্কো দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন। বৃদ্ধাবস্থায় আর তিনি ধর্ম্মযাজক, পোপ অথবা বিশপদিগের সহিত বিবাদ রাখিতে চাহিলেন না। তিনি পোপের প্রার্থনা মতে সকল কথায় সায় দিলেন। আপন পুত্রকন্যাদিগকে যথোপযুক্ত ভূসম্পত্তি দান করিয়া তিনি আলকোবাশা-মঠে অবশিষ্ট জীবন অতিবাহনকরণমানসে সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিলেন। ১২১১ খৃষ্টাব্দে এই মঠেই তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ২য় আফন্সো পিতৃপদে অভিষিক্ত হন।

মন্ত্রী জুলিয়াওর পরামর্শমতে ২য় আফন্সো রাজ্যান্তর্গত বিশপ, ফিডালগো (Fidalagoes) ও রিকস্ হোমেন (Ricos homens) প্রভৃতিকে একত্র করিয়া এক মহাসভা (Cortes) আহ্বান করিলেন। পর্ত্তুগীজ ইতিহাসে ইহাই প্রথম বিচারসভা। ইনি পিতার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেও, (জুলিয়াঁও প্রবর্ত্তিত নূতন আইন অনুসারে যুদ্ধবিগ্রহাদিতে লিপ্ত থাকেন না বলিয়া) ধর্ম্মযাজকদিগকে আর অধিক জমির উপস্বত্ব ভোগ করিতে দিলেন না। রাজা ২য় আফন্সো যোদ্ধা ছিলেন না, তাঁহার অর্থপিপাসা বলবতী ছিল। তিনি আপন ভ্রাতা ও ভগিনীদিগকে পিতৃদত্ত সম্পত্তির ভাগ দিলেন না, বরং ভ্রাতৃবর্গকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। অবশেষে লিওনরাজ ৯ম আলফন্‌সো তাঁহার বিরুদ্ধাচারী হইলে, তিনি ভগিনীদিগকে কুমারী রাখিয়া বিষয়ভোগ করিতে সম্মতি দিলেন। রাজা স্বয়ং উদারনৈতিক ও রণ-নিপুণ না হইলেও তাঁহার অধীনস্থ মন্ত্রিবর্গ, যাজক ও সামরিক কর্ম্মচারিগণ দক্ষতা সহকারে মুসলমানগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া আপনাদের বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিল। ১২১২ খৃষ্টাব্দে আপনাপন অধ্যক্ষ লইয়া পর্ত্তুগীজপদাতিগণ নভস্-ডি তেলোসায় যুদ্ধ করিয়াছিল।

অতঃপর তাঁহারা মুসলমানকবল হইতে পুনর্ব্বার অলেমটেজো জয় করিয়া, ১২১৭ খৃষ্টাব্দে অলকাশের ডো সাল অধিকারপূর্ব্বক আণ্ডালুসিয়ার 'ওয়ালী' মুসলমানদিগকে পরাজয় করেন।

জুলিয়াঁওর পদানুসারী মন্ত্রী গোন্‌শালো-মেণ্ডিসের পরামর্শানুসারে রাজা ব্রাগার আর্কবিশপ এস্তেবাও সোয়ারিজের অধিকৃত ভূম্যাদি কাড়িয়া লন। এই কারণে পোপ ৩য় হনোরিয়াস্ রাজাকে ধর্ম্মশালা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন এবং যতদিন না তিনি ব্রাগার ক্ষতিপূরণ করেন এবং নূতন চান্সেলরকে রাজকর্ম্ম হইতে নিষ্কৃতি দেন, তত কাল তাঁহার রাজ্যমধ্যে নিষেধবিধি (Interdict of the church) প্রচারিত থাকিবে। রাজা পোপের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। এইরূপ ধর্ম্মকার্য্যে নিষিদ্ধ হইয়া, রাজা ১২২৩ খৃষ্টাব্দে পরলোকে গমন করেন।

তাঁহার মৃত্যুর পর, দ্বিতীয় সাঙ্কো ত্রয়োদশ বৎসরে সিংহাসনে আরূঢ় হন। বালকরাজার রাজত্বে সচরাচর যেরূপ রাষ্ট্রবিপ্লব সম্ভবপর হয়, ইঁহার সময়েও বিশপ ও মহামান্য ব্যক্তিগণের মধ্যে তদ্রূপ বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল। গোন্‌সালো মেণ্ডিস, পিদ্রো এনিস্ (Lord Steward)-প্রমুখ রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গ রাজসিংহাসন অটল রাখিবার জন্য পোপের সহিত সন্ধি করিলেন। ইহাতে রাজ্যমধ্যে ব্রাগার আর্কবিশপের ক্ষমতাবৃদ্ধি হইল। তিনি নূতন লর্ডষ্টুয়ার্ড এব্রিল পেরিস্ ও লিয়নরাজ ৯ম আল্‌ফন্সোর পরামর্শ মতে ১২২৬ খৃষ্টাব্দে এলবাস অবরোধ ও জয় করিলেন। ক্রমশঃহ বালকরাজের সুখ্যাতি চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল, তিনি পরবর্ত্তী বৎসরে পূর্ব্বতন কর্ম্মচারী ভিনসেন্টকে প্রধান মন্ত্রী (Chancellor), পিদ্রো এনিসকে প্রধান কোষাধ্যক্ষ (Lord Steward) ও মার্টিন্ এনিস্‌কে রাজপতাকাবাহক কার্য্যে পুনর্ব্বার অভিষিক্ত করিতে ইচ্ছা করিলেন। রাজক্ষমতার এইরূপ বৃদ্ধিতে, বিশপ ও ধর্ম্মযাজকদিগের মধ্যে অসন্তোষের লক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল। তাঁহারা রাজাকে রাজ্যচ্যুত করিবার আশায় ভিতর ভিতর ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। পক্ষান্তরে রাজা পোপের শান্তির জন্য খৃষ্টধর্ম্মরক্ষার্থ বিধর্ম্মী মুসলমানগণের সহিত যুদ্ধব্যাপারে লিপ্ত হইলেন। বিশপদিগকে ধর্ম্মপ্রাণ রাজার বিরোধী দেখিয়া পোপ ১২২৮ খৃষ্টাব্দে এবিভিলাবাসী অনেক দূত প্রেরণ করেন, উক্ত ব্যক্তি এখানে আসিয়া পর্ত্তুগীজ বিশপদিগকে যথেষ্ট লাঞ্ছনা ও তিরস্কার করিয়া পরে প্রধান বিচারপতি ভিন্‌সেন্টকে গোয়ার্ডার বিশপ বলিয়া মনোনীত করিলেন। ১২৩১ খৃষ্টাব্দে ২য় ডম সাঙ্কোর সহিত পুনরায় ধর্ম্মযাজকদিগের কলহ হয়; তাহাতে পোপ ৯ম গ্রেগরি পর্ত্তুগালরাজ্যে নিষেধাজ্ঞা প্রবর্ত্তন করেন, পরে সাঙ্কো পোপের অবনতি স্বীকার করায় অব্যাহতি পান।

১২৩৯ খৃষ্টাব্দে তিনি পুনরায় মুসলমানদিগকে অলগার্ভ প্রদেশ আক্রমণ করিলেন। তৎপরে ক্রমান্বয়ে মার্টোলা, আয়মন্টি, ১২৪০ খৃষ্টাব্দে কেসেলো ও ১২৪৪ খৃষ্টাব্দে টাভিরা দখল করেন। ১২৪০ হইতে ১২৪৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে পর্ত্তুগালরাজ ডোনা মেন্‌সিয়া লোপেজ নাম্নী কোন কাষ্টিলিয়ান্ বিধবারমণীর অবৈধ প্রণয়ে আসক্ত হন। তাঁহার এই কদর্য্য রুচিতে পর্ত্তুগালবাসী সকলেই তাহার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িল। ১২৪৫ খৃষ্টাব্দে তাহারা রাজভ্রাতা আফন্সোকে সাদরে আহ্বান করিয়া আপনাদের পরিচালকরূপে মনোনীত করিল। স্বয়ং পোপ সাঙ্কোর রাজ্যচ্যুতির জন্য আদেশপত্র পাঠাইলেন। পোপের আদেশে জোয়াঁও এগাস্ (Archbishop of Braga) টাইবারসি (Bishop of Coimdra) ও পিদ্রো সালভেডোরিস্ (Bishop of Oporto) পোপের রাজধানী প্যারিনগরে আফন্সোর নিকট গমন করেন। আফন্সো তাহাতে পূর্ণ-সম্মতি জ্ঞাপন করিলে, তাঁহারা ১২৪৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে লিস্‌বন নগরে আনাইয়া রাজ্যরক্ষক (Defender of the kingdom) বলিয়া ঘোষণা করিলেন। এই সময় প্রায় ২ বৎসর কাল রাষ্ট্র-বিপ্লবের পর, ১২৪৮ খৃষ্টাব্দে ডম সাঙ্কোর মৃত্যু হয়।

সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া, আফন্সো অলগার্ভ প্রদেশ জয় করিয়া লইলেন। পর্ত্তুগাল-রাজ্যসীমার এরূপ বৃদ্ধি কাষ্টিল ও লিওনাধিপতি ১০ম আলফন্সোর হৃদয়ে সহিল না, তিনি ঈর্ষান্বিত হইলেন। উভয়ে যুদ্ধও হইল, অবশেষে রাজা ৩য় আফন্সো, আলফন্‌সোর অবৈধ-কন্যা ডোনা বিএট্রিসকে বিবাহ করিতে সম্মত হওয়ায়, উভয়ের বিবাদ মিটিয়া যায়। অতঃপর তিনি পর্ত্তুগালরাজ্যে চক্ষু ফিরাইলেন। পারীনগরে প্রতিশ্রুতিসত্ত্বেও তিনি বিশপদিগের ক্ষমতা হ্রাসের জন্য চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। আপন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রাজা ১২৫৪ খৃষ্টাব্দে লিরিয়া নগরে এক মহাসভা আহ্বান করেন। সমবেত নগরবাসী ভদ্রলোক ও উচ্চশ্রেণীর যাজকগণের সাহায্যে তিনি প্রথম স্ত্রী (Matilda Countess of Boulogne) বর্ত্তমান থাকিতে পুনরায় আফন্‌সো দি-ওয়াইজের কন্যাকে বিবাহ করিবার জন্য পোপের নিষেধবিধি অবজ্ঞা করিলেন। অবশেষে পর্ত্তুগালস্থ বিশপ ও আর্কবিশপগণ তাঁহার পক্ষাবলম্বী হইয়া পোপ ৪র্থ উর্ব্বানের নিকট প্রার্থনা করিলে, ১২৬২ খৃষ্টাব্দে উক্ত দ্বিতীয়বিবাহ যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া সাধারণে জ্ঞাত হইলেন এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র ডম-ডিনিজ রাজ্যাধিকারী হইবেন, ইহাও

উক্ত রাজকসভায় স্থিরীকৃত হইল। ১২৬৩ খৃষ্টাব্দে ৩য় আল্‌ফন্‌সো তাঁহাকে অল্‌গার্ভ প্রদেশের পূর্ণ শাসনভার প্রদান করেন। ১২৭০ খৃষ্টাব্দে রাজপুত্র ডিনিজ বিদ্রোহী হইয়া পিতার বিরুদ্ধচারী হন, এইরূপ রাষ্ট্রবিপ্লবে প্রায় ছই বৎসরকাল গত হইলে ১২৭৯ খৃষ্টাব্দে বৃদ্ধরাজার মৃত্যু হয়।

এতদিন ধরিয়া পর্ত্তুগালরাজগণ যুদ্ধ ও রাজ্যবৃদ্ধি বিষয়ে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। রাজ্যাধিকার ও বিধিবদ্ধ রাজনিয়মাদি দ্বারা চালিত পর্ত্তুগালরাজ্য এখন একটী স্বাধীন রাজ্য রূপে গণ্য হইল। এখন সভ্যজগতে 'সভ্যতার' বিকাশ আরম্ভ হইল। এসিয়াজয় ও বিভিন্নদেশান্বেষণে বহির্গত হইয়া তদ্দেশসমূহ অধিকার পর্ত্তুগালের অদৃষ্টে বাকী রহিল। পর্ত্তুগীজগণ সভ্যতা-অভ্যাসে বিশেষ মনোযোগী হইলেন, যাহাতে তাহারা অপরাপর সুসভ্য য়ুরোপবাসীর সহিত মিলিত হইয়া সমকক্ষতা দেখাইতে পারেন, তদ্বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। একমাত্র রাজা ডম ডিনিজ ব্যতীত অন্য কেহই এতাদৃশ মহদ্ব্যাপারে লিপ্ত ছিলেন না। উক্ত মহাত্মারই উদ্যোগে পর্ত্তুগালরাজ্যে কএকটী হিতকর কার্য্য সংঘটিত হইয়াছিল। রাজা স্বয়ং একজন কবি, সুরসিক ও বিদ্যার্জ্জন-প্রিয় ছিলেন। তিনি ন্যায়পরতা ও সুনিয়ম ভালবাসিতেন। ন্যায়বিচারে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন। রাজ্যমধ্যে সুবিচারপ্রতিষ্ঠার জন্য তিনি সু-আইন প্রচলন ও বিচার-আদালত স্থাপন করেন। কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য তিনি কৃষিবিদ্যালয় স্থাপন এবং পিতৃমাতৃহীন কৃষকবালকদিগের জন্য একটী বাসভবন নির্ম্মাণ করিয়া দেন। কৃষিবিদ্যার উন্নতিকল্পে তিনি যেরূপ লিরিয়ায় পাইন-বন (Pine forest) পত্তন করেন; তদ্রূপ বাণিজ্যের উন্নতি হেতু ইংলণ্ডের সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়া বিখ্যাত হন। অতঃপর রাজ্যরক্ষায় মনঃসংযোগ করিয়া তিনি একটী নৌসেনাদল গঠন করিয়াছিলেন। জেনোয়াবাসী ইমানিউএল্ পেসান্‌হা তাঁহার প্রথম নৌসেনাপতি (Admiral) নিযুক্ত হয়েন। সামরিক-বিভাগের উন্নতিবিষয়ে তিনি যতদূর চেষ্টিত ছিলেন, পুনঃপুনঃ যুদ্ধবিগ্রহে ক্লান্ত পর্ত্তুগালরাজ্যে শান্তিস্থাপন করিতে তাঁহাকে সেইরূপ বল রাখিতে হইয়াছিল। এই সকল পরিশ্রমশীল কার্য্যের জন্য তিনি Re Lavrador or Danis the Labourer উপাধি প্রাপ্ত হন।

সিংহাসনপ্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই ডিনিজকে সিংহাসনের অধিকার লইয়া ভ্রাতা আফন্সোর সহিত রাষ্ট্রবিপ্লবে (Civil wars) লিপ্ত থাকিতে হইয়াছিল। শীঘ্রই উভয়ের মনোমালিন্য বিদূরিত হয়। অতঃপর ডিনিজ্ আরাগণরাজ ৩য় পিদ্রোর কন্যা ইসাবেলাকে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করেন। এই রমণী আপন সচ্চরিত্রতা ও সদ্‌গুণের জন্য খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দে 'আদর্শরমণী' বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন তাঁহার রাজত্ব সময়ে ৪র্থ সাঞ্চোর সহিত কাষ্টিলের অধিপতি ৪র্থ ফার্দিনান্দের যুদ্ধ হয়। পর্ত্তুগালের সিংহাসন লইয়া এই যুদ্ধ ঘটে। ১২৯৭ খৃষ্টাব্দের সন্ধিপত্রানুসারে উভয়ের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়। উক্ত পত্রের সর্ত্তানুসারে ৪র্থ ফার্দিনান্দ ডিনিজ্-কন্যা কন্‌ষ্টান্সকে এবং পর্ত্তুগালরাজপদের উত্তরাধিকারী আফন্সো ফার্দিনান্দভগিনী বিএট্রিসকে বিবাহ করিলেন। পরস্পরের মধ্যে এইরূপ আদান প্রদান হওয়ায়, সকল যুদ্ধবিগ্রহ মিটিয়া যায়। পূর্ব্বোক্ত সম্বন্ধস্থাপনসত্ত্বেও পর্ত্তুগালরাজ ইংলণ্ডেশ্বর ১ম এডওয়ার্ডের সহিত কুটুম্বিতাস্থাপনে পরাঙ্মুখ হন নাই। পর্ত্তুগাল ও ইংলণ্ডের বাণিজ্যের উন্নতির জন্য তিনি ১২৯৪ খৃষ্টাব্দে এড্‌ওয়ার্ডের সহিত বাণিজ্যসম্পর্কে সন্ধি করেন। ইংলণ্ডপতি ২য় এড্‌ওয়ার্ডের সহিতও তাঁহার বিশেষ সদ্ভাব ছিল। ১৩১১ খৃঃ পোপ ৫ম ক্লেমেণ্ট নাইট-টেম্পলারদিগের প্রতি দ্বেষ করিয়া তাহাদের ক্ষমতা হ্রাস করিলে, রাজা ডম ডিনিজ্ (Order of Christ) নাম দিয়া একদল নূতন যোদ্ধ-সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন করিলেন এবং তাহাদিগকে টেম্পলারদিগের ভূক্তভূমি দান করিয়া পোপের অনুগ্রহপাত্র হইলেন। ১৩২৩ খৃষ্টাব্দে পিতা-পুত্রে ঘোর যুদ্ধ বাঁধে, স্বয়ং মহারাণী ইসাবেলা (St Isabel) উভয় দলের মধ্যে অশ্বচালনা করিয়া পিতাপুত্রের বিবাদভঞ্জন করেন। ১৩২৫ খৃষ্টাব্দে রাজার মৃত্যু পর্য্যন্ত উভয়ের মধ্যে শান্তি রক্ষিত হইয়াছিল।

৪র্থ আফন্সো রাজপদ লাভ করিয়াই, পিতার মতানুসরণপূর্ব্বক কার্য্য করিতে লাগিলেন। ১৩২৮ খৃষ্টাব্দে তিনি নিজ কন্যা ডোনা মেরিয়াকে কাষ্টিলপতি ১১শ আলফন্সোর হস্তে দান করিয়া আত্মীয়তা স্থাপন করেন। কিন্তু কাষ্টিলপতি তাঁহার কন্যাকে তাচ্ছিল্য করায়, পর্ত্তুগালরাজ তাঁহার নিষ্ঠুর ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া, তদ্বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। সেণ্ট-ইসাবেলের মধ্যস্থতায় ১৩৪০ খৃষ্টাব্দে উভয়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইল। আফন্সোপুত্র ডম-পিদ্রো পেনাফিএল ডিউকের কন্যা কন্‌ষ্টান্‌স মানুএলকে বিবাহ করিলেন। ৪র্থ আফন্সো মরক্কোরাজ আবু হাসেমএর বিরুদ্ধে ১১শ আল্‌ফন্‌সোকে সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। মিলিত খৃষ্টানসৈন্য সালাডোনদীতটে মুসলমানগণকে পরাজিত করিয়া বিজয়ঘোষণা করিলেন। এই যুদ্ধে পর্ত্তুগালরাজ বিশেষ দক্ষতা দেখাইয়া 'বীর' উপাধি লাভ করেন। ১৩৪৭ খৃষ্টাব্দে

আরাগণরাজ ৪র্থ পিদ্রোর সহিত নিজকন্যা ডোনা লিওনোরার বিবাহ দিয়া পর্ত্তুগালরাজ নিজ বলপুষ্টি করেন। রাজা ৪র্থ আফন্সো ডোনা-ইনিস্-ডি-কাষ্ট্রোর বিষম হত্যায় লিপ্ত থাকায় আপনার শেষজীবন কলঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন।

রাজা ১ম ডম পিদ্রো রাজাসনে আসীন হইয়া প্রথমে ১৩৫৭ খৃষ্টাব্দে ডোনা ইনিসের নিহন্তাকে কঠোর দণ্ডাজ্ঞা দিয়া, তাহার কৃতপাপের প্রায়শ্চিত্ত করাইলেন এবং ইনিসের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগবশতঃ মৃতদেহ কবর হইতে উঠাইয়া, মহাসমারোহে তাঁহার মস্তকে রাজমুকুট শোভিত করিলেন। অবশেষে তদীয় মৃত্যুতে মহাশোক প্রকাশ করিয়া শোক-সন্তপ্তহৃদয়ে সেই মৃতদেহ বহনপূর্ব্বক আল্‌কোবাশা-মঠে রাজা রাণীদিগের কবর পার্শ্বে গোর দিলেন।

যে সূক্ষ্ম ও প্রতিজিঘাংসাপূর্ণ ন্যায়পথানুবর্ত্তী হইয়া, তিনি রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন, পর্ত্তুগীজ রাজ্যের ইতিহাসে তাহা জ্বলন্ত অক্ষরে প্রকাশিত রহিয়াছে। তিনি কি ধর্ম্ম-যাজক কি সম্রান্ত ব্যক্তি, সকলকেই সমানভাবে কঠিন দণ্ডাজ্ঞা দিয়া, সাধারণ ব্যক্তির নিকট হইতে Pedro the Severe আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি আপন পিতামহের মত ইংলণ্ডের বন্ধুতা ভালবাসিতেন। ইংলণ্ডরাজ ৩য় এডওয়ার্ডের সহিত তাঁহার এতাদৃশ সদ্ভাব ছিল যে, ১৩৫২ খৃষ্টাব্দে এডওয়ার্ড আপন প্রজাবর্গকে পর্ত্তুগালের ক্ষতিজনক কোন কর্ম্ম করিতে নিষেধ করিয়া রাজাজ্ঞা প্রচার করেন। অতঃপর ১৩৫৩ খৃষ্টাব্দে আফন্সো মার্টিন্‌স অল্‌হোর অধ্যক্ষতায় লণ্ডন ও সমুদ্রতীরবর্ত্তী পর্ত্তুগালবাসী বণিক্‌গণের মধ্যে একটী সন্ধি হয়, উক্ত সন্ধির বলে উভয়জাতির বাণিজ্যে ও পণ্যদ্রব্যে উভয়ের বিশ্বাস সম্পূর্ণরূপে বজায় থাকে। পিদ্রোর রাজত্বকালে বাণিজ্যোন্নতির ইহাই দ্বিতীয় স্তর।

মহারাণী কন্‌স্টান্সের গর্ভজাত পিদ্রো-পুত্র ফার্দিনান্দ ১৩৬৭ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার রাজত্বে পর্ত্তু-গালে রাজতন্ত্রের (Absolute monarchy) লক্ষণ দেখা দিয়াছিল। রাজা নিজের কার্য্য ভুলিয়া প্রজার সুখ ভুলিয়া, একমাত্র নিজের ঐহিক সুখের অন্বেষণে ব্যস্ত হইয়াছিলেন। অল্‌গার্ভ যুদ্ধাবসানের পর, যখন পর্ত্তুগালে শান্তি বিরাজ করিতেছিল, তখন পর্ত্তুগালবাসী কৃষি ও বাণিজ্যের উন্নতিতে আপনাদিগকে ধনমদে গর্ব্বিত ও বিদ্যাচর্চ্চায় সৌভাগ্যসম্পন্ন মনে করিয়া আপনাদের অবস্থা অনুধাবন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। রাজার বর্ত্তমান লাম্পট্য প্রজার হৃদয়ে অসন্তোষের একমাত্র কারণ হইয়াছিল।

ফার্দিনান্দ দুর্ব্বল ও লঘুচেতা হইলেও, রাজ্যবৃদ্ধির আশা তাঁহার হৃদয়ে বলবতী ছিল। তিনি আরাগণরাজকন্যা লিওনোরাকে বিবাহ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া, ১৩৬৯ খৃষ্টাব্দে কাষ্টিলরাজ পিদ্রোর (The cruel) মৃত্যুতে কাষ্টিলসিংহাসন প্রার্থী হইলেন। কারণ তাঁহার পিতামহী বিএট্রিস্ কাষ্টিলরাজ কন্যা ছিলেন। অনেকে তাঁহার পক্ষাবলম্বন করিলেও কাষ্টিলবাসী সম্রান্তবংশীয় অনেকেই পর্ত্তুগীজকে সিংহাসন দিতে ইচ্ছা করিলেন না। তাঁহারা পিদ্রোর অবৈধপুত্র ট্রেষ্টামারেবাসী হেন্‌রীকে (Henry 11) কাষ্টিলসিংহাসনে বসাইলেন। এই সূত্রে উভয়পক্ষে যুদ্ধ বাঁধে। পরে পোপ ১১শ গ্রেগরির মধ্যস্থতায় ফার্দিনান্দ কাষ্টিলের আশা ছাড়িয়া দেন এবং ২য় হেন্‌রীর কন্যা লিওনোরাকে বিবাহ করিতে সম্মত হন। পোপ মধ্যস্থ হইলেও এই সন্ধি কার্য্যে পরিণত হইল না, ফার্দিনান্দ পুনরায় ট্রাস্-অস্-মোণ্টেবাসী কোন ভদ্রলোকের ডোনা-লিওনোরা-তেলিজ নাম্নী বিধবা কন্যার প্রণয়ে ও রূপে মোহিত হইয়া তাঁহাকেই বিবাহ করিলেন। কাষ্টিলরাজ ২য় হেন্‌রী আপনাকে অপমানিত বিবেচনা করিয়া প্রতিশোধগ্রহণে প্রবৃত্ত হইলেন এবং সসৈন্যে আসিয়া লিস-বন্ নগর অবরোধ করিলেন। ফার্দিনান্দ উপায়ান্তর না দেখিয়া গণ্টের (Gaunt) রাজা জনের সহিত সন্ধি করিতে ব্যাপৃত রহিলেন। রাজা জন পিদ্রো ক্রুয়েলের কন্যা কন্‌ষ্টান্সকে বিবাহ করায়, কাষ্টিলরাজসিংহাসনপ্রার্থী হইয়াছিলেন। এই কারণে তাঁহার সহিত হেন্‌রীর পূর্ব্ব হইতে শত্রুতা ছিল। পরে ১৩৭৪ খৃষ্টাব্দে কাষ্টিলরাজের সহিত ফার্দিনান্দের সন্ধি স্থাপিত হয়।

মহারাণী লিওনোরা পর্ত্তুগালরাজ ফার্দিনান্দকে অধিকার করিয়া বসিলেন। রাজা রাণীর হস্তে চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় রহিলেন; রাণী রাজ্যের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হইলেন। ক্রমশঃই রাণীর অত্যাচারে রাজ্যশুদ্ধ লোক উত্ত্যক্ত হইয়া পড়িল। ইংলণ্ডেশ্বর ৩য় এডওয়ার্ডের সহিত পর্ত্তুগালরাজ যে মিত্রতা-সূত্রে আবদ্ধ হন, রাণী সেই সন্ধির উচ্ছেদসাধন করেন। এই সকল অন্যায় অত্যাচার সহ্য করিয়া প্রজাগণ ক্রমশঃই তাঁহার প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিল। জোয়াঁও ফার্ণান্দিজ্ এণ্ডিয়ারো নামক যে ব্যক্তি ইংরাজরাজসভায় পূর্ব্ব-কথিত সন্ধিপত্র লইয়া গমন করেন, মহারাণী তাহার রূপে মোহিত হইলেন। তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। তিনি প্রণয়সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন। এণ্ডিয়ারোকে ওরেন প্রদেশের কাউণ্ট করিবার জন্য তিনি রাজাকে বিশেষরূপে পীড়ন আরম্ভ করেন।

কাষ্টিল সিংহাসন-বাসনা এখনও ফার্দিনান্দের হৃদয়মন্দির হইতে অপনোদিত হয় নাই। ১৩৮০ খৃষ্টাব্দে ২য় হেন্‌রীর মৃত্যুর পর, তিনি হেন্‌রীর উত্তরাধিকারী ১ম জনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

করিতে পুনরায় ইংলণ্ডের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। ইংলণ্ডরাজ ২য় রিচার্ড তাঁহার সাহায্যার্থ আরল্-অফ্ কেম্ব্রিজকে সদলে প্রেরণ করিলেন। রাজপুত্র এডওয়ার্ড (১৩৭৬ খৃষ্টাব্দে লিরিয়ার মহাসভার অভিমতে) ফার্দিনান্দের একমাত্র কন্যা ও পর্ত্তুগাল-সিংহাসনের উত্তরাধিকারিণী বিএট্রিস্কে বিবাহে সম্মত হইলেন। ১৩৮৩ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগাল-রাজ নিজ স্বভাবোচিত অঙ্গীকৃত সত্যভঙ্গ করিলে এবং রাণীর ইচ্ছানুবর্ত্তী হইয়া ইংরাজগণকে পর্ত্তুগাল হইতে তাড়াইয়া দিলে; ইংরাজগণ পর্ত্তুগাল লণ্ডভণ্ড করিয়া কাষ্টিলপতি ১ম জনের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিলেন। এই সন্ধিসূত্রে রাজা জন পর্ত্তুগীজ-রাজকন্যা ডোনা বিএট্রিস্কে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইলেন এবং কথা রহিল যতদিন বিএট্রিসের জ্যেষ্ঠপুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত না হন, ততদিন মহারাণী লিওনোরা রাজপ্রতিনিধিরূপে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিবেন। ইহার ছয়মাস পরে ২২এ অক্টোবর ফার্দিনান্দের মৃত্যু হইলে, রাণী ডোনা লিওনোরা রাজ্যভার গ্রহণ করেন।

লিওনোরা রাজ্যেশ্বরী হইয়াও বেশীদিন রাজ্যে সুখভোগ করিতে পারিলেন না। তাঁহার অদৃষ্টাকাশ পর্ত্তুগীজগণের জাতীয়তার গভীর ঘনচ্ছায়ায় আবরিত হইল, সকলেই ঘৃণার জলন্তবিষে জর্জ্জরিত হইয়া, অসচ্চরিত্রা রাণীর রাজ্যশাসনে ভীষণ কটাক্ষপাত করিতে লাগিল। কাষ্টিলরাজ্যের সহিত বিবাহসূত্রে পর্ত্তুগালের রাজছত্র একত্রীকরণও তাহার অন্যতম কারণ। পিদ্রো সিভিয়ারের অবৈধপুত্র ডম জন (Grand master of the Knights of St. Bennett of Aviz) রাণীর ঘৃণিত চরিত্রে এবং রাজ্যে স্বাধীনতা-স্থাপনে নিতান্ত ইচ্ছুক হইয়া, ৬ই ডিসেম্বর লিস্বননগরে বিদ্রোহিদলের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া রাজপ্রসাদের মধ্যে মহারাণী লিওনোরার প্রণয়পাত্র এণ্ডিয়ারোকে হত্যা করিলেন। রাণী প্রাণভয়ে ভীত হইয়া সকলের অসাক্ষাতে সান্তারিম্ নগরে পলাইয়া গেলেন। তথা হইতে কাষ্টিলপতি ১ম জনকে তাঁহার সাহায্যার্থ ডাকিয়া পাঠাইলেন। এদিকে ডম জন সর্ব্বসমক্ষে পর্ত্তুগালের পরিত্রাতা (Defender of Portugal) বলিয়া বিঘোষিত হইলেন। জোয়াও দাস্ রিগ্রাস্ (Joao das Regras) চান্সেলার পদে ও আল্ভেরিস্ পেরেরা (Alveres Pereira) কনেষ্টবল পদে প্রতিষ্ঠিত হইলে, রাজ্যভ্রষ্ট রাণী ও কাষ্টিলরাজ জনকে যুদ্ধবিগ্রহে উদ্যুক্ত দেখিয়া ডম জন ও ইংলণ্ডের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন। ইংরাজরাজ সাহায্যার্থ প্রতিশ্রুত হইলে তিনি পর্ত্তুগালরাজধানী সুরক্ষিত করিয়া রাখিলেন।

যথা সময়ে ১৩৮৪ খৃষ্টাব্দে কাষ্টিলরাজ জন সসৈন্যে পর্ত্তুগালে আসিয়া লিসবন্ অবরোধ করিলেন। যুদ্ধে তাঁহারই পরাজয় হইল, তিনি স্বদেশে ফিরিয়া চলিলেন। দেশে যাইবার পূর্ব্বে তিনি জানিতে পারিলেন, ডোনা লিওনোরা বিষপ্রয়োগে তাঁহার প্রাণ লইতে চেষ্টিত আছেন। রাজা তাঁহাকে ধরিয়া টোর্ডেসিলার মঠে অবরুদ্ধ রাখিলেন। এখানে ১৩৮৬ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগালরাণীর প্রাণবায়ু বহির্গত হয়।

একটীমাত্র যুদ্ধে উভয়জাতির বিরোধ মিটিল না। উভয় দেশের আভ্যন্তরিক অবস্থা দেখিয়া ভবিষ্যতে দ্বিতীয় যুদ্ধের সূচনা হইতেছিল। পর্ত্তুগীজগণ আপনাদের স্বাধীনতা হারাইবার ভয়ে প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া জাতীয় গৌরবরক্ষা করিয়াছিল। অটোলোরও ও ট্রাঙ্কোসোর যুদ্ধে কনষ্টেবল অলভেরিস্-পেরেরা বিশেষ বীরত্ব দেখাইয়া কাষ্টিলের সৈন্যদিগকে পরাভূত করেন; তজ্জন্য তিনি "The Holy Constable" নাম প্রাপ্ত হন। ১৩৮৫ খৃষ্টাব্দে কোইম্ব্রার মহাসভায় পর্ত্তুগালের সিংহাসনে অধিষ্ঠানজন্য রাজনির্ব্বাচনের প্রস্তাব হইল। চান্সেলারের কথামতে সকলে ডম জনকে পর্ত্তুগালের রাজা বলিয়া মনোনীত করেন।

রাজা জন রাজমুকুট মাথায় লইয়া, সকলের অভিমতে ৫০০ তীরন্দাজ ইংরাজসৈন্য ও রাজ্যস্থ বীরহৃদয় ব্যক্তিদিগকে সঙ্গে লইয়া উক্ত বৎসর আগষ্ট মাসে আল্জুবারোটার রণক্ষেত্রে কাষ্টিলরাজের প্রভূতসৈন্য সমূলে বিনাশ করেন। অতঃপর পুনরায় অক্টোবর মাসে 'হোলি কন্‌ষ্টেবলের' হস্তে বলভার্ডে নামক স্থানে কাষ্টিলরাজ পরাজিত হন। উপর্য্যুপরি এইরূপে বিপর্য্যস্ত হইয়া কাষ্টিলরাজের বলক্ষয় হইতে লাগিল, অবশেষে পরবর্ত্তী বৎসরে, যখন গণ্টের শাসনকর্ত্তা জন দুই হাজার বর্শাধারী ও তিন হাজার তীরন্দাজ লইয়া কাষ্টিল আক্রমণ করেন, তখন কাষ্টিলপতি উপায়ান্তর না দেখিয়া, সন্ধি প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

ইংলণ্ডের সহিত সন্ধি ও মিত্রতার উপকারিতা বুঝিতে পারিয়া পর্ত্তুগালরাজ পুনরায় ১৩৮৬ খৃষ্টাব্দে দুই রাজ্যে বাণিজ্য ও রাজনৈতিক কার্য্যে মিত্রতাস্থাপনের জন্য একখানি সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করেন। উক্ত পত্র Treaty of Windsor নামে খ্যাত। রাজা ডম জন গণ্টের শাসনকর্ত্তা জনের দ্বিতীয় পত্নীগর্ভজাত কন্যা ফিলিপাকে (Philippa of Lancaster) বিবাহ করিয়া, ঘনিষ্ঠতা আরও বৃদ্ধি করিলেন। এই সময়ে কাষ্টিলরাজের সহিত পর্ত্তুগালরাজের সন্ধি স্থাপিত হয়; কিন্তু মধ্যে মধ্যে উক্ত পত্র পরিবর্ত্তিত হইয়া অবশেষে ১৪১১ খৃষ্টাব্দে উভয়ের মধ্যে পূর্ণশান্তি বিরাজ করিয়াছিল। এই সন্ধি ইংলণ্ডের ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ হেন্‌রী ও ২য় রিচার্ড সকলেই আনন্দহৃদয়ে পূরণ করিয়াছিলেন। ১৩৯৮ খৃষ্টাব্দে যখন

জ্যেষ্ঠরাজপুত্র ডম ডিনিজ্ পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন, তখন ২য় রিচার্ড রাজা জনের সাহায্যার্থ সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। ৪র্থ হেন্‌রী তাঁহাকে Knight of the Garter উপাধি দান করেন। ১৪১৫ খৃষ্টাব্দে আপন পুত্রত্রয়ের উত্তেজনায় প্রবুদ্ধ হইয়া, রাজা আফ্রিকাজয়মানসে মরক্কোবাসী মুরদিগকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। রাজপুত্র ডম হুঁয়ার্তে, ডম পিড্রো ও ডম হেন্‌রিক বীরনাম গ্রহণে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া মুরদিগকে কিউটা নগরে পরাজিত করিলেন। এই যুদ্ধে ইংরাজরাজ ৫ম হেন্‌রী তাঁহাদের বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। কিউটার অধিকার হইতে পর্তুগালের অদৃষ্টকবাট উন্মুক্ত হইল। পর্তুগালরাজ্যের বহির্দ্দেশে ইহাই পর্তুগীজগণের প্রথম অধিকার। যুদ্ধাবসানে উক্ত তিনজনেই আপনাপন অভীষ্টপথে গমন করিলেন। জ্যেষ্ঠ ডম এডওয়ার্ড রাজ্যশাসনে পিতার সহায়তায় ব্যাপৃত রহিলেন, মধ্যম পিড্রো (Duke of Coimbra) য়ুরোপের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া আপনাকে সুবিজ্ঞ পণ্ডিত ও যোদ্ধৃবীররূপে সর্ব্বত্র পরিচিত করিয়াছিলেন। তৃতীয় ডম হেন্‌রিক একমাত্র সমুদ্রযাত্রা ও বিভিন্নদেশ আবিষ্কারের উন্নতিকল্পে আত্মজীবন উৎসর্গ করিয়া ছিলেন। তিনি অলগার্ভের শাসনকর্তৃত্ব, ডিউক অফ্ ভিসেউ এবং Master of the order of Christ উপাধি গ্রহণ করিয়া, সেগ্রিস নগরে বাসভবন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পর্তুগীজরাজ জনের রাজত্বের শেষাংশ পর্তুগীজগণের নানাদেশ আবিষ্কারে উজ্জ্বলতর হইয়াছিল। ১৪৩৩ খৃষ্টাব্দে জনের মৃত্যু হইলে, তৎপুত্র এডওয়ার্ড রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। পিতার ন্যায় বহুসদ্গুণে ভূষিত হইলেও তিনি রাজ্যসংক্রান্ত কএকটী গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া আত্মজীবন কলুষিত করিয়া যান। সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই তিনি এভোরা নগরে একটী মহাসভা আহ্বান করিয়া স্থির করিলেন, তাঁহার পিতৃদত্ত যে সকল ভূসম্পত্তি রাজ্যের সম্রান্তলোকগণ ভোগ করিতেছেন, তাহার সত্ব পুত্রাদিক্রমে ভোগ করিতে পাইবে; পুত্রসন্তান অবর্ত্তমানে সেই সকল সম্পত্তি রাজসংসারভুক্ত হইবে। সম্রান্ত ভদ্রবংশীয় অনেকেরই পুত্রসন্তান না থাকায় তাঁহারা আপনাপন মানরক্ষার জন্য এই সম্পদ পরিত্যাগ করিয়া কাষ্টিলে পলাইয়া গেলেন। এডওয়ার্ড বুঝিলেন, সহজেই তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধ হইয়াছে। রাজ্যের অধিকাংশ সম্রান্ত ব্যক্তি ভিন্নদেশে চলিয়া যাওয়ায়, অবশিষ্ট ব্যক্তিদিগের ক্ষমতা হ্রাস হইয়া পড়িল। এডওয়ার্ড পিতার রাজনীতির বশবর্ত্তী হইয়া আরাগণ-রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন। ইংলণ্ডরাজ উইণ্ডসরের সন্ধিসূত্রবলে তাঁহাকে Knight of the Garter উপাধি দিলেন। তিনি নিজ কনিষ্ঠ ভ্রাতা ডম হেন্‌রিককে সমুদ্রবক্ষে নানাস্থানে গমন জন্য উৎসাহিত করেন। ১৪৩৬ খৃষ্টাব্দে টাঞ্জিয়ারের যুদ্ধযাত্রা হইতেই পর্তুগালের ভবিষ্যৎ দেশাবিষ্কার আশা ক্ষণকালের জন্য নির্ব্বাপিত হইয়াছিল। তাঁহার সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা ডম ফার্দিনান্দ, পিড্রো, হেন্‌রিক ও পোপ প্রভৃতি সকলেই নিষেধ করিলেও, তিনি টাঞ্জিয়ার আক্রমণ জন্য এক দল সৌসেনা প্রেরণ করেন। শত্রুহস্তে এডওয়ার্ডের সেনা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, অবশেষে টাঞ্জিয়ারবাসীগণ তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা ফার্দিনান্দকে বন্দী করিয়া, সৈন্যদিগকে ছাড়িয়া দিলে, রাজা ভ্রাতার জীবনে নিরাশ হইয়া বিশেষ মর্ম্মপীড়িত হইলেন। মস্তিষ্কের বিকৃতিতে দগ্ধ হইয়া তাঁহাকে অকালে ১৪৩৮ খৃষ্টাব্দে জীবলীলা শেষ করিতে হইল। ডম ফার্দিনান্দও ফেজ্ নগরে বন্দী থাকিয়া অশেষবিধ অত্যাচার ভোগের পর নিজ দয়াদাক্ষিণ্যের ও দৃঢ়তার জন্য "The Constant Prince" নাম গ্রহণ করিয়া ১৪৪৩ খৃষ্টাব্দে জীবন বিসর্জ্জন করিলেন।

এডওয়ার্ডের মৃত্যুর পর, তদীয় অল্পবয়স্ক পুত্র ৫ম আফন্সো সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। বালকরাজের প্রতিনিধিত্ব লইয়া রাজমাতা ডোনা লিওনোরা ও খুল্লতাত ডম পিড্রোর (Duke of Coimbra) মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইল। কিন্তু লিস্‌বন্‌নগরবসী সকলেই পিড্রোর পক্ষাবলম্বন করিয়া তাঁহাকেই 'রিজেন্ট' বা প্রধান অভিভাবকরূপে মনোনীত করিলেন। ১৪৪৭ খৃষ্টাব্দে রাজ্যমধ্যে ডম পিড্রোর ক্ষমতা উচ্চসীমায় আরোহণ করে। এই সময় এডওয়ার্ডপুত্র ৫ম আফন্সো বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, খুল্লতাত পিড্রোর কন্যা লিওনোরাকে বিবাহ করিলেন। ভগিনীকে বিবাহ করিয়াও তাঁহার মন শান্তিলাভ করিল না। খুল্লতাতের একাধিপত্যে তিনি ক্রমশঃই ঈর্ষান্বিত হইতে লাগিলেন। ডিউক অফ্ ব্রগাঞ্জা তাঁহার মনে খুল্লতাতবিদ্বেষাগ্নি উদ্দীপিত করিতেছিলেন; কাজেই তাঁহার অন্তঃকরণ ক্রমশঃই বিষময় হইতেছিল। তিনি খুল্লতাতকে রাজসংসার হইতে বহিষ্কৃত করিতে মনস্থ করিলেন। অবশেষে তিনি ডিউক অফ্ ব্রগাঞ্জার পরামর্শানুসারে রাজকারসৈন্য সঙ্গে লইয়া ১৪৪৯ খৃষ্টাব্দে আল্‌ফারোবিরা নগরের সন্নিকটে খুল্লতাতসৈন্যের সম্মুখীন হইলেন। যুদ্ধে ডম পিড্রো জীবনদান করিলেন। অতঃপর ৫ম আফন্সো দেশ জয় মানসে আফ্রিকায় গমন করিয়া ১৪৫৮ খৃষ্টাব্দে আল্‌কাশের সেগুইয়ার ও ১৪৭১ খৃষ্টাব্দে আরাজিলা টাঞ্জিয়ার রাজ্য দখল করিয়া লইলেন। আফ্রিকার যুদ্ধে তিনি বিশেষ বীরত্ব ও যুদ্ধবিদ্যার পরিচয় প্রদান করিলে, সকলেই তাঁহাকে "The African" উপাধিতে ভূষিত করিলেন। একদিকে যেমন তিনি আফ্রিকার যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন, তদ্রূপ তাঁহার

খুল্লতাত ডম হেন্‌রিকের (The navigator) উৎসাহে প্রণোদিত পর্ত্তুগীজগণ সমুদ্রপথে দেশাবিষ্কারে ব্যাপৃত থাকিয়া নানাস্থানে গমন করিতে লাগিল। ১৪৬০ খৃষ্টাব্দে হেন্‌রিকের মৃত্যু ঘটিলেও, রাজা তদীয় খুল্লতাতের দেশাবেষণরূপ মহাকার্য্যে সাধারণকে বিশেষ উৎসাহিত করিয়াছিলেন। রাজা ৫ম আফ্‌ন্সোর অন্তর্নিহিত কাষ্টিল-বিজয়বাসনা দিন দিন উদ্দীপ্ত হইতেছিল। এতদুদ্দেশ্যে সাধনের আশায় তিনি কাষ্টিলপতি ৪র্থ হেন্‌রীর বালিকাকন্যা জোয়ানাকে বিবাহ করিয়া রাজসিংহাসনপ্রার্থী হইলেন। অপর দিকে কাষ্টিলবাসিগণ আরাগণরাজ ফার্দিনান্দের বালিকাপত্নী ইসাবেলার পক্ষাবলম্বন করিয়া, তাঁহাকে সিংহাসনে বসাইতে অভিমত প্রকাশ করিল। এইরূপে উভয়ের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইল। উভয়েই শস্ত্রাদি গ্রহণ করিয়া পরস্পরের সম্মুখীন হইলেন। ১৪৭৬ খৃষ্টাব্দে টোরোর যুদ্ধে পর্ত্তুগীজগণ বিশেষরূপে পরাজিত হইয়াছিলেন। রাজা ফ্রান্সে গমন করিয়া ১১শ লুইর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। তাহাতে কোন ফল হইল না। গত্যন্তর নাই দেখিয়া রাজা ১৪৭৮ খৃষ্টাব্দে অল্‌কান্টারা সন্ধিপত্রে নাম স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হইলেন এবং তদনুসারে নব-পরিণীতাভার্য্যা জোয়ানাকে মঠে চিরনির্ব্বাসিত করিতে বাধ্য হন। এইরূপ মনঃকষ্টে তাঁহার চিত্তচাঞ্চল্য বৃদ্ধি হয়। প্রায় অর্দ্ধোন্মাদাবস্থায় এক-বৎসর অতিবাহিত করিয়া রাজা ১৪৮১ খৃষ্টাব্দে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া সকল জ্বালার শান্তি করিলেন।

রাজা ২য় জন পর্ত্তুগালসিংহাসনে আরোহণ করিয়া কাষ্টিল ও ইংলণ্ডের সহিত বাণিজ্যসূত্রে সন্ধিস্থাপন করিলেন এবং প্রজাবর্গের সন্তোষবিধানপূর্ব্বক রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। তৎকালীন ইংলণ্ডরাজ ৭ম হেন্‌রী ও ফ্রান্সের অধিপতি ১১শ লুইর অনুকরণে রাজ্যশাসন করিয়া, তিনি আপন রাজত্ব অধিকতর উজ্জ্বল করিয়া তুলিলেন। টোরোর যুদ্ধে বীরত্বপ্রকাশ করিয়া তিনি একজন বিখ্যাত সৈনিকপুরুষ মধ্যে গণ্য হন। রাজ্যস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের অধিকারস্থ ভূম্যাদির বিচার রাজবিচারক (Corregidors) দ্বারা নিষ্পন্ন হইবার জন্য এভোরার মহাসভা আহ্বান করেন। তাঁহার পিতার রাজত্ব সময়ে ব্রাগাঞ্জার ডিউক ফার্দিনান্দ স্বাধীনতালাভহেতু যথেচ্ছাচারিতা করায়, তাঁহার দমন একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়ে। উক্ত মহাসভার অধিবেশনের মুখ্য উদ্দেশ্য ফার্দিনান্দপ্রমুখ সম্ভ্রান্ত ভদ্রব্যক্তিদিগের ক্ষমতা হ্রাস। কাজে কাজেই তাঁহাদের মধ্যে বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ পাইতে লাগিল। ব্রাগাঞ্জার ডিউক্‌কে আক্রমণ করা তাঁহার মূলমন্ত্র হইল। তিনি ডিউককে রাজদ্রোহিতার অপরাধে দণ্ডিত এবং আবদ্ধ রাখিয়া এভোরা নগরে নামমাত্র বিচারের ভাণে তাঁহাকে ১৪৮৩ খৃষ্টাব্দে পরলোকে প্রেরণ করিলেন। ফার্দিনান্দ (Duke of Viseu) নামক রাজার নিকট আত্মীয়, সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকদিগের নেতৃপদে বরিত হইলেন। আত্মীয় বলিয়া রাজা তাঁহার উপরে ও নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। ১১শ লুইর রাজনীতির অনুবর্ত্তী হইয়া তিনি ১৪৮৪ খৃষ্টাব্দে নিজ হস্তে সেতুবল নগরে তাঁহার নিধনসাধন করিলেন। ইহাতেও তাঁহার শোণিতপিপাসা নির্ব্বাপিত হইল না। তিনি রাজপদ নিষ্কণ্টক করিতে আরও অশীতিজন ভদ্রলোকের (Nobles) রক্তদর্শন করিলেন। এই সকল সদ্বংশোদ্ভব ভদ্রব্যক্তিদিগকে আপন চক্ষুর অন্তরাল করিতে রাজা বিশেষ কষ্ট পাইয়াছিলেন। এখন তিনি নির্ব্বিবাদে শত্রু-পরিশূন্য হইয়া রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। এতন্নিবন্ধন প্রজাবর্গ সকলেই তাঁহাকে "The Perfect king" নামে ডাকিতেন।

যদিও তিনি আপনার অভীষ্টসিদ্ধিকল্পে, এতাদৃশ নৃশংস আচরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু পর্ত্তুগীজগণকে তিনি কখনও আলস্যে দিনযাপন করিতে দেন নাই। ডম হেন্‌রিকে শিক্ষিত নাবিক-সম্প্রদায় বিশেষউদ্যমে তাঁহার অধীনে সমুদ্রপথে দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়াছিল। গোল্ডকোষ্টে (Gold Coast) বাণিজ্যবিস্তারের জন্য তিনি ১৪৮৪ খৃষ্টাব্দে এলমিনা (La Mina or Elmina) নগরে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করান। ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে বার্থলোমিউ ডিয়াস উত্তমাশা অন্তরীপ পরিভ্রমণ করিয়া আলগোয়া উপসাগরে উপনীত হন। ১৪৮৭ খৃষ্টাব্দে রাজা প্রেষ্টার জনের অন্বেষণ এবং ভারতবর্ষে পৌঁছিবার জন্য একদল সজ্জিত নৌসেনা প্রেরণ করেন। উক্ত বৎসরে তিনি বিশেষ তত্ত্বানুসন্ধানে পিড্রো ডি এভোরা ও গঞ্জালো এনিস্‌কে টিম্বক্টো প্রদেশে এবং উত্তর মহাসাগর দিয়া ক্যাথে (Cathay) যাইবার পন্থা নিরূপণ-মানসে মার্টিম্ লোপেজ্‌কে নভা-জিম্‌লা দ্বীপে পাঠাইয়া দেন। ইহাই উত্তরপূর্ব্ব (North East Passage) পন্থা নিরূপণের প্রথম উদ্যম। এতাদৃশ বিচক্ষণতা সত্ত্বেও রাজা ১৪৯৩ খৃষ্টাব্দে কলম্বসের ভ্রমণ ও আমেরিকা দর্শনরূপব্যাপার অলীক বিবেচনায় তাহাকে কার্য্য হইতে অব্যাহতি দিয়া বিষম ভ্রমাত্মক কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বের শেষার্দ্ধকাল তিনি ভাস্কো-দা-গামার ভারত-আক্রমণ জন্য রণতরী সজ্জা প্রভৃতি বিস্তৃত ব্যাপারে লিপ্ত ছিলেন। তাঁহারই রাজত্ব সময়ে পর্ত্তুগাল ও স্পেন রাজ্যের মধ্যে অনাবিষ্কৃত দেশসমূহের বিভাগ-ব্যবস্থা করিয়া পোপ একখানি আদেশপত্র প্রদান করেন। ১৪৯০ খৃষ্টাব্দে জ্যেষ্ঠপুত্র আফ্‌ন্সোর মৃত্যু হওয়ায়, রাজার জীবন ভারাক্রান্ত

বোধ হইয়াছিল। স্পেনরাজ ফার্দিনান্দের কন্যা ইসাবেলার সহিত এই পুত্রের বিবাহ দিয়া তিনি যে ভবিষ্যৎ আশায় উৎফুল্লিত হইয়াছিলেন, পুত্রের নিধনে তাহা চিরদিনের তরে নিরাশার অতলজলে ডুবিয়া গেল। মর্ম্মাহত হইয়া রাজা ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দে জীবলীলা শেষ করিলেন।

অতঃপর ডম্ মানুএল্ "The Fortunate" পর্ত্তুগালের সিংহাসনে আরোহণ করেন। যে কার্দ্দিনান্দকে (Duke of Viseu) ২য় জন নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করেন, ইনি তাঁহারই অন্যতম ভ্রাতা। ভাস্কো-দা-গামা, আফন্সো-দা-আল্‌বুকার্ক, ফ্রান্সেস্কো অলমিদা প্রভৃতি প্রধান প্রধান নাবিক ও যোদ্ধৃগণ নানা-স্থানে পর্য্যটনপূর্ব্বক পর্ত্তুগাল রাজলক্ষ্মীকে অতুল ঐশ্বর্য্যে ভূষিতা করিয়া, ইঁহার রাজত্ব প্রতিভাশালী করিয়াছিল। এ বিষয়ে রাজা স্বয়ং উদ্যোগী না হইলেও কাষ্টিলসিংহাসন-অধিকারবাসনা স্বতঃই তাঁহার হৃদয়ে জাগিয়া ছিল। আপন উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য তিনি আফন্সোর বিধবা পত্নী ফার্দিনান্দপুত্রী ইসাবেলাকে বিবাহ করিতে কৃতসঙ্কল্প হই-লেন। নবপরিণীতা পত্নীর মনস্তুষ্টির জন্য তিনি পর্ত্তুগাল হইতে য়িহুদী (Jew)দিগকে তাড়াইয়া দিতে স্বীকৃত হই-লেন। য়িহুদীগণ পর্ত্তুগালে থাকিয়া কখনও কোন অপ-কার করে নাই, চিরকাল তাহারা রাজ্যের মঙ্গলকর্ম্মে নিযুক্ত ছিল। আফন্সো-হেন্‌রিকের আশ্রয় হইতে তাহারা এত-দিন নিরাপদে পর্ত্তুগালে বাস করিলেও বর্ত্তমান রাজা তাহা-দিগকে তাড়াইতে অনিচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু প্রিয়তমা পত্নীর খাতির এড়াইতে পারিলেন না। ১৪৯৭ খৃষ্টাব্দে শুভবিবাহ সমাধা হইয়া গেল। বিবাহের পর তিনি স্পেন রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইবার চেষ্টা করেন। পরবর্ত্তী বৎসরে রাজকন্যা ইসাবেলার টোলেডো নগরে হঠাৎ মৃত্যু হওয়ায়, তাঁহার ভবিষ্যৎ রাজ্য-আশা চিরদিনের মত লুপ্ত হইল। ইহাতে নিরুৎসাহ না হইয়া, তিনি পুনরায় আপন শ্যালিকা মেরিয়াকে বিবাহ করিলেন। এই বিবাহেও তাঁহার আশা মিটিল না। তাঁহার জ্যেষ্ঠ শালীর পুত্র ৫ম চার্ল্‌স্ স্পেনের সিংহাসনাধিকারী হইয়াছিলেন। রাজা যখন স্বরাজ্যে বিবাহ-ব্যাপারে লিপ্ত ছিলেন, তখন ভাস্কো-দা-গামা, কেব্রাল (ইনি ১৫০০ খৃঃ অঃ ব্রেজিল আবিষ্কার করেন), আল্‌বুকার্ক, অল্‌মিদা, দুয়ার্ত্তে, পাচেকো প্রভৃতি প্রধান প্রধান পর্ত্তুগীজ নাবিকগণ ভারতক্ষেত্রে পর্ত্তুগীজ-গৌরবরক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন। ১৫০১ খৃষ্টাব্দে জোয়াও দা-নোভা এসেন্সন্ (Ascension) দ্বীপ ও আমেরিগো ভেস্‌পুচি (Amerigo Vespucei) আমে-রিকার রাইও-প্লাটা ও পারা-গুই রাজ্য আবিষ্কার করেন। ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে ডিওগো লোপেজ্-দি-সিকুইরা মালাক্কা জয় এবং ১৫১০ খৃষ্টাব্দে আল্‌বুকার্ক গোয়া অধিকার করিয়াছিলেন। ১৫১২ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সিস্কো সের্নাও মলাক্কা দ্বীপপুঞ্জ আবিষ্কার ও ১৫১৫ খৃষ্টাব্দে লোপেজ্ সোয়ারিস্ সিংহলের কলম্বো নগরে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে ফার্ণান্দো-পেরিজ্-এন্ড্রাদা চীনসাম্রাজ্যের ক্যাণ্টন নগর অধিকার করিয়া ১৫২১ খৃষ্টাব্দে পিকিন্ নগরে গমন করেন। ১৫২০ খৃষ্টাব্দে মগেলাঁও (Magalhao) যে প্রণালী দিয়া সুবিধাজনক গমনপথ আবিষ্কার করেন, তাহা অদ্যাপি (Straits of Magellan) তাঁহারই নাম ঘোষণা করিতেছে।

১৫২১ খৃষ্টাব্দে ৩য় জন মানুএলের সিংহাসন অধিকার করিলেন বটে, কিন্তু ২য় জন কর্ত্তৃক দেশস্থ ভদ্রলোকদিগের ক্ষমতা হ্রাস হওয়ায়, সকলেই প্রজাবর্গের ও দেশের হিত ভুলিয়া রাজার বিরুদ্ধাচারী হইতে ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে ঘোর ফরাসীরাষ্ট্রবিপ্লবের সময় ফরাসী ভদ্রলোক-দিগের মানসিক-অবস্থা যাহা ঘটিয়াছিল, পর্ত্তুগালের অদৃষ্টে সেইরূপ ঘটিবার সূচনা হইতেছিল। ভারতীয় বাণিজ্যধনে রাজকোষ পর্য্যাপ্তরূপে পূর্ণ থাকায়, রাজা পর্ত্তুগাল হইতে রাজকর আদায় একরূপ বন্ধ করিয়া দিলেন। প্রজাবর্গের ইহাতে সুবিধা হইলেও, তাহারা রাজ্যশাসনের যথেচ্ছাচারিতায় (Absolutism of the government) বিরক্ত হইয়া স্বদেশত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। উপর্য্যুপরি যুদ্ধে অলেমটেজো ও অলগার্ভ প্রদেশেও লোকক্ষয় হইয়াছিল।

খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দে সুমহান্ দেশাবিষ্কার কল্পে পর্ত্তুগালের লোকসংখ্যা আরোও কমিতে লাগিল। কেবল যুবকেরাই মান্য ও ধনার্জ্জনের আশায় সৈনিক বা নাবিক হইয়া সমুদ্র-পথে ভিন্নদেশগমনে আত্মজীবন উৎসর্গ করিয়াছিল। কত-শত পর্ত্তুগীজও স্ত্রীপুত্রপরিবার সঙ্গে লইয়া ব্রেজিল ও মদি-রায় গমনপূর্ব্বক উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। যে সকল পর্ত্তুগীজ স্বদেশে ছিল, তাহারাও আপনাপন অধিকৃত ভূম্যাদি ও বাসবাটী পরিত্যাগ করিয়া বাণিজ্যে ধনবান্ হইবার আশায় লিস্‌বন্ নগরে আসিয়া বাস করিতে লাগিল। পর্ত্তুগীজগণের এইরূপ ভিন্নভিন্ন স্থানে গমন জন্য রাজা, রাজ্যস্থ ভদ্রব্যক্তি, অথবা সামরিক-কর্ম্মচারিগণ কেহই বিশেষ মনোযোগী হইলেন না। তাঁহারা ডম হেন্‌রিক্ আনীত আফ্রিকাবাসী ক্রীতদাসদিগের দ্বারা আপনাপন ভূমি কর্ষণ করাইতে লাগিলেন। রোমরাজ্যের অধঃপতনে ইতালীর যে দশা ঘটিয়াছিল, পর্ত্তুগালের অদৃষ্টে তাহাই ঘটিল। বৈদেশিক ও ঔপনিবেশিক কুঠীসমূহে কর্ম্মচারি-দিগের উৎকোচগ্রহণ ও অত্যাচারে পর্ত্তুগীজগণের অদৃষ্টলক্ষ্মী শীঘ্র

শীঘ্র পলায়নের উদ্যোগ দেখিতেছিলেন। তাহার উপর আবার ১৫৩৬ খৃষ্টাব্দে "Holy office" এর সাহায্যে রাজা জেসুইট্ ও দণ্ডবিধায়ক (Inquisition) সম্প্রদায়ী খৃষ্টানদিগকে পর্ত্তুগালে আনাইয়া সাধারণের অপ্রিয় হইয়া উঠিলেন। রোমের প্রধান প্রধান ধর্ম্মযাজকগণ তাঁহার পক্ষাবলম্বন করিলেও পর্ত্তুগালবাসী য়িহুদীখৃষ্টান (Neo-Christian)-গণ তাঁহার বিপক্ষতাচরণ করিয়াছিল। 'দণ্ডদাতৃ' সম্প্রদায় পর্ত্তুগালের উপকার না করিয়া বরং বিশেষ অপকার করিয়াছিল। [খৃষ্টান দেখ।]

খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দে সমগ্র য়ুরোপখণ্ডে যেরূপ বিদ্যোন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছিল, পর্ত্তুগালের অদৃষ্টে তাহা আর ঘটে নাই। রাজার অনুগ্রহে দণ্ডবিধায়ক খৃষ্টান দল প্রতিষ্ঠা লাভ করিল, কিন্তু রাজা আপন অবনতির পথ রক্ষা করিতে পারিলেন না। ১৫৫৪ খৃষ্টাব্দে তাহার একমাত্র পুত্রের মৃত্যু হওয়ায়, তিনি মর্ম্মপীড়িত হইলেন। ১৫৫৭ খৃষ্টাব্দে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া আপন পৌত্র সিবাষ্টিয়নের জন্য সিংহাসন রাখিয়া পরলোকে গমন করেন। ইঁহারই রাজত্বে আল্‌বুকার্কের দীউ নগর জয়, সেণ্ট ফ্রান্সিস্ জেভিয়ারের ধর্ম্মপ্রচার ও নানো-দা-কান্‌হার ভারতশাসনখ্যাতি পর্ত্তুগীজ ইতিহাসের প্রধান ঘটনা।

তিন বৎসরের বালক ডম সিবাষ্টিয়ন্ পর্ত্তুগালসিংহাসনে আরোহণ করিলেন। দারুণ গোলযোগের সময় বালকের রাজত্বে যেরূপ বিষময় ফল ঘটিয়া থাকে, তাঁহারও রাজত্বে তাহাই ঘটিল। রাজার ইচ্ছানুসারে রাণী কাথেরাইন্ ও রাজভ্রাতা কার্ডিনেল হেন্‌রী রাজার প্রতিনিধি ও রক্ষক হইলেন। বালকরাজের শিক্ষক ও রাজমন্ত্রী লুই এবং মার্টিন্ গনসালবিস্ কামারা নামক ভ্রাতৃদ্বয় প্রকৃতপক্ষে সকল কর্ম্মের অধ্যক্ষতা করিতে লাগিলেন। ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে তিনি সাবালক বলিয়া ঘোষিত হইলেন। অতঃপর আফ্রিকা আক্রমণে মনস্থ করিয়া তিনি ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে কিউটা ও টাঞ্জিয়ারস্ নামক স্থান পরিদর্শনে গমন করেন। সৌভাগ্যক্রমে ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে মৌলী আহ্মদ ইবন্ আবহুল্লা ২য় ফিলিপের সাহায্য না পাইয়া সিবাষ্টিয়ানের স্মরণাপন্ন হন। রাজা তাঁহার পক্ষাবলম্বন করিয়া, মরক্কোর সুলতান আবদুল মালিকের সহিত যুদ্ধে ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য স্বরাজ্যে য়িহুদী-খৃষ্টানদিগের উপর অযথাকর ধার্য্য করিলেন এবং কতক টাকা ধার করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দে তিনি সেনা সঙ্গে লইয়া আফ্রিকার উপকূলে পদার্পণ করেন ও মৌলী আহ্মদের সৈন্যের সহিত মিলিত হয়েন। অকসর-অকবীর নামক স্থানে উভয় সৈন্যের সংঘর্ষ হইল। পর্ত্তুগীজরাজ যুদ্ধে পরাজিত হইলেন। সন্ধির নিশান উঠিল। মুসলমানসৈন্য শান্তির জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। ইত্যবসরে সিবাষ্টিয়ান্ অসীমসাহসে অশ্বারোহী মুরসৈন্যদিগকে আক্রমণ করিলেন। এই ঘোর যুদ্ধের পর সিবাষ্টিয়ান্ মৌলী আবদুল মালিক এবং অন্যান্য পর্ত্তুগীজ সেনানী প্রভৃতি সকলেই শমনভবনে গমন করিলেন। এই দারুণ ধ্বংস-সংবাদ পর্ত্তুগালে পৌছিলে, রাজভ্রাতা কার্ডিনেল হেন্‌রী পর্ত্তুগালের রাজা হইলেন। ১ম হেন্‌রী রাজা হইলেন বটে, কিন্তু সিংহাসনের অধিকার লইয়া মানুএলের বংশধরদিগের মধ্যে একটা গোলযোগ উপস্থিত হইল। হেন্‌রী লিস্‌বনের মহাসভার উপর বিচারভার অর্পণ করিলেন। কোইম্বার বিশ্ববিদ্যালয় হইতে নিষ্পত্তি হইল, কাথেরাইন্ ডাচেস্ অফ্ ব্রাগাঞ্জাই রাজপদ পাইবেন; কিন্তু স্পেনরাজ দ্বিতীয় ফিলিপ উৎকোচ প্রদানে সকলকে বশীভূত করিতে প্রয়াসী হইলেন। খৃষ্টোভাঁও-দা-মৌরা ও এণ্টোনিও পিন্‌হেরো (Bishop of Leiria) তাঁহার পক্ষাবলম্বনপূর্ব্বক ওজস্বিনী বক্তৃতাপ্রভাবে পর্ত্তুগালবাসীদিগকে অর্থ ও ভূম্যাদি দানের অঙ্গীকার করিয়া বশ করিয়া ফেলিলেন। ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে ৩১এ জানুয়ারী হেন্‌রীর মৃত্যু ঘটিলে, সকলে ২য় ফিলিপকে রাজরূপে গ্রহণ করেন।

ফিলিপ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া, যুদ্ধনিবারণ হেতু ব্রাগাঞ্জার ডিউককে সান্ত্বনা করিতে ব্রেজিলরাজ্য ও রাজা উপাধি দান করিবার অঙ্গীকার করিলেন। আরও অষ্ট্রিয়া-রাজপুত্রের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ দিয়া ব্রাগাঞ্জাধিপতিকে হস্তগত করিয়া ফেলিলেন। সিংহাসনের প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে কোনরূপে শান্ত করিলেও, রাজা লুইর অবৈধপুত্র এণ্টোনিও (Prior of Crato) উল্লাসে উন্মত্ত হইয়া সান্তারিম্ নগরে আপনাকে রাজা বলিয়া ঘোষণা দিলেন এবং স্বনামে মুদ্রা প্রস্তুত করিয়াও প্রচার করিলেন। পর্ত্তুগীজগণের অর্থপ্রাচুর্য্য থাকিলেও তাহারা দণ্ডবিধায়ক সম্প্রদায়ের অত্যাচারে নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল, সে অত্যাচার এখনও ভুলিতে পারে নাই। কাজেই তাহারা স্পেনরাজ ফিলিপের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে চাহিল না। তাহারা ৫ম চার্লসের পুত্র ফিলিপের প্রতিশ্রুত দানাদির কথায় নির্ভর করিয়া আপনাপন স্বার্থসিদ্ধির আশায় চাহিয়া রহিল। পর্ত্তুগীজগণ এণ্টোনিওর কথায় তাচ্ছিল্যভাব দেখাইতে লাগিল। ডিউক অফ্ আল্‌ভা একদল স্পেনসৈন্য লইয়া পর্ত্তুগালে প্রবেশ করিলেন, অল্‌কাণ্টারার যুদ্ধে এণ্টোনিও পরাজিত এবং ফিলিপ রাজা বলিয়া ঘোষিত হইলেন।

ফিলিপ রাজ্যাধিকার গ্রহণ করিয়া, পর্ত্তুগাল শাসনের জন্য বন্দোবস্ত করিলেন। ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে থোমারের মহাসভায়

তিনি পর্ত্তুগালের শাসন-স্বাতন্ত্র্য, প্রজাবর্গের স্বাধীনতা ও অধিকার-রক্ষা করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া এইরূপ একটী বক্তৃতা করেন,—'সকল সময়েই মহাসভার অধিবেশন আবশ্যক, কোন বিশেষ কার্য্যের বিচার করিতে হইলে পর্ত্তুগীজ মহাসভা তাহা নিষ্পত্তি করিবেন। রাজ্যের সকল কর্ম্মচারীর পদ পর্ত্তুগীজ ব্যতীত অন্যজাতীয় ব্যক্তি পাইবে না। পর্ত্তুগালের সমুদায়কার্য্য পর্য্যবেক্ষণের জন্য রাজার সহিত একটী মন্ত্রিসভা (Council) থাকিবে।' ইহারই রাজত্ব সময়ে ৪ জন ব্যক্তি মৃত রাজা ডম সিবাষ্টিয়নের নাম গ্রহণ করিয়া পর্ত্তুগালসিংহাসন লইতে প্রয়াসী হয়। তাহারা সকলে যথাক্রমে ধৃত এবং জালরাজা বলিয়া সনাক্ত হইলে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করে।

যে ৬০ বৎসরকাল (১৫৮০-১৬৪০ খৃঃ অঃ) পর্ত্তুগাল স্পেনরাজ্যের অধীনে ছিল, পর্ত্তুগীজ ইতিহাসে উহা the Sixty years captivity নামে লিখিত। ৬০ বৎসর বন্দীভাবে থাকিয়া পর্ত্তুগালকে কত যে নিগ্রহ ভোগ করিতে হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। ইংরাজরাজ ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজদিগের নিকট হইতে ফেরোনগর আক্রমণ ও লুট করেন, পরে ওলন্দাজ, ইংরাজ ও ফরাসীগণ উপর্য্যুপরি পর্ত্তুগীজ উপনিবেশ ও অধিকৃত-স্থানসমূহ আক্রমণ করিয়া বাণিজ্যাধিকার কাড়িয়া লন। রাজা ফিলিপের উদ্যোগে সুবিখ্যাত রণতরী (The Spanish Armada) পর্ত্তুগাল উপকূলে সজ্জিত হইয়া ইংলণ্ড আক্রমণে অগ্রসর হয়, কিন্তু দৈবক্রমে প্রবল ঝটিকায় এই লৌহবর্ম্মাবৃত রণতরী সমুদ্রগর্ভে কোথায় বিলীন হইয়াছিল, তাহা কেহই অবগত নহেন। ফিলিপের রাজ্যশাসন হইতেই পর্ত্তুগালের অবনতির দ্বিতীয় সোপান আরম্ভ।

স্পেনশাসনে উত্ত্যক্ত হইয়া, পর্ত্তুগীজগণ ১৬৩৪ খৃষ্টাব্দে লিসবননগরে প্রথমে অসন্তোষের লক্ষণ দেখাইতে লাগিল। ১৬৩৭ খৃষ্টাব্দে এভোরা নগরে বিদ্রোহিদল রাজসৈন্যকে পরাজিত করিয়া কিছুদিনের জন্য রাজকার্য্য পরিচালনা করিয়াছিল। অবশেষে যখন স্পেনরাজ ফরাসী ও ক্যাটালাণ্ বিদ্রোহে জড়ীভূত হইয়া পড়িলেন, পর্ত্তুগীজগণের পক্ষে ইহাই বিশেষ সুবিধাজনক বোধ হইল। জোয়াও পিণ্টো রিবিরো, মিগুএল-ডি-অলামদা, পিদ্রো-ডি-মেডোন্‌শা, ফরটাডো এণ্টোনিও ও লুই-ডি-অলমাডা প্রভৃতি রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তির ষড়যন্ত্রে একটী রাজদ্রোহিদল সংগঠিত হইল। ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে ১লা ডিসেম্বর রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করিয়া তাহারা রাজসৈন্যদিগকে পরাভূত করিল। সকলের অভিমতে ব্রাগাঞ্জার ডিউককে রাজপদগ্রহণের জন্য লিখিয়া পাঠান হইয়াছিল। ১৩ই ডিসেম্বর তাঁহাকে লিসবন্ নগরে আনিয়া রাজপদে বরণ করা হইল। অতঃপর সমস্ত পর্ত্তুগালবাসী উদ্ধত হইয়া স্পেনবাসীদিগকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। পরবৎসর ১৯এ জানুয়ারী লিসবনের মহাসভার আদেশে রাজা ৪র্থ জন পর্ত্তুগালের রাজা ও তৎপুত্র থিওডোসাস্ উত্তরাধিকারী হইলেন।

পর্ত্তুগীজগণ স্পেনের বিরুদ্ধাচারী হইয়া রাজ্য জয় করিলেন বটে, কিন্তু আপনাদিগকে স্বাধীনতা রক্ষণে অক্ষম ভাবিয়া সাহায্যার্থ ফ্রান্স, হলণ্ড ও ইংলণ্ডে লোক পাঠাইলেন। প্রথমে পর্ত্তুগালের সৌভাগ্যলক্ষ্মী পর্ত্তুগাল-অদৃষ্টাকাশে উজ্জ্বলরূপে স্নেহধারা ঢালিতেছিলেন, কিন্তু পর্ত্তুগীজ উপনিবেশসমূহে ওলন্দাজগণ আধিপত্য বিস্তারের জন্য যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকায় পর্ত্তুগালকে বিশেষ কষ্টভোগ করিতে হইয়াছিল। রাজা ৪র্থ জনের শাসনে পরিতুষ্ট না হইয়া তাহারা মেজেরিনের (Mazarin) পরামর্শানুসারে লঙ্‌ভিলের (Longeuville) ডিউককে পর্ত্তুগালের শাসনভার দিয়া আপনাদিগকে পুনরায় ফ্রান্সের অধীন রাখিতে মনস্থ করিলেন। এই সময়ে ফরাসী ও স্পেনিয়াডদিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল। কাজেই স্পেনরাজ্যের হস্তান্তর তখন ঘটিয়া উঠিল না। ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে রাজা ৪র্থ জনের মৃত্যু হয়। তখনও স্পেন-ফরাসী-যুদ্ধের অবসান হয় নাই।

রাজ্যের উত্তরাধিকারী ডম থিওডোসিও (Prince of Brazil) পিতার পূর্ব্বে লোকান্তরিত হওয়ায় রাজার দ্বিতীয়পুত্র ৬ষ্ঠ আফন্সো ত্রয়োদশ বৎসরে রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। রাজমাতা রাজকার্য্যের প্রাধান্যভার নিজ হস্তে লইলেন। এই রমণী স্বামী অপেক্ষা বুদ্ধিমতী ও তেজস্বিনী ছিলেন। স্পেনরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার মানসে তিনি মার্সাল স্কোমবার্গকে (Marshal Schomberg) সৈন্যশিক্ষার ভার অর্পণ করিলেন। ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে ডম-এণ্টোনিও লুই দি-মেনেজিস্ এলবাস্ নগরে ডন লুই দি-হারোকে পরাজিত করিলেন। যুদ্ধে জয় হইলেও পর্ত্তুগালের পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইল না। ফরাসীগণ মেজেরিণের প্ররোচনায় পর্ত্তুগালকে সাহায্য করিতে অস্বীকৃত হইলেন। ইংলণ্ডরাজ এখন সুযোগ বুঝিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন। দ্বিতীয় চার্লস্ পর্ত্তুগীজরাজকন্যা ক্যাথেরাইন্ অফ্ ব্রাগাঞ্জাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি জানিতেন, এই বিবাহে পর্ত্তুগীজরাজমাতা অনেকগুলি ঔপনিবেশিক-সম্পত্তি উপঢৌকন দিবেন। ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে বিবাহ স্থির হইয়া গেল, সেণ্ডউইচের আরল (Earl of Sandwich) বধূ লইতে ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে লিসবননগরে আগমন করিলেন। যৌতুকস্বরূপ

ইংলণ্ডরাজ টাঞ্জিয়ার, বোম্বাই ও গল (Galle) নামক স্থান প্রাপ্ত হইলেন এবং ওলন্দাজ ও পর্ত্তুগীজগণের বিবাদ মিটাইবার জন্য ইংলণ্ডরাজ সেনাসাহায্য করিতে সম্মত হইলেন। ইংরাজসৈন্য আসিয়া পৌঁছিবার পূর্ব্বেই স্পেনের সহিত বিবাদ আরম্ভ হয়। উক্ত বৎসরে রাজপুত্রকে সাবালক ঘোষণা করিয়া রাজমাতা সংসারাশ্রম ত্যাগ করিলেন এবং মঠে যাইয়া অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। এখানে তাঁহার পরামর্শ মতে কাষ্টেল মেলহোরের কাউণ্ট সুজা-ই-ভাসকোন্সালো রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। ইংরাজসৈন্য উপস্থিত হইলে, রাজমাতার অনুজ্ঞায় কাষ্টেল মেলহোর সৈন্য সকল একত্র করিলেন এবং স্কোমবার্গ সেনাপতি হইলেন। এই বিপুলবাহিনী লইয়া স্কোমবার্গ যে সকল যুদ্ধ করেন এবং রাজা স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া যে সকল যুদ্ধে জয়ী হইয়াছিলেন, তাহাতে তিনি 'বিজয়ী' (Affonso the Victorious) নাম প্রাপ্ত হন। ১৬৬৩ ভিলাফ্লোরের কাউণ্টের সাহায্যে স্কোমবার্গ প্রথমে অষ্ট্রিয়ারাজ ডন্ জনকে পরাজিত করিয়া, পরে এভোরা নামক স্থান অধিকার করেন। ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে কুইদাদ-রোড্রিজো নগরে পিদ্রো জাকৌ দি মগলহেঁ (Pedro Jaques de Magalhaes) অসুনার (Ossuna) ডিউককে পরাজয় করেন। ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে মেরায়ালভার মার্কুইস্ মোণ্টে ক্ল্যারোর (Montes Claros) যুদ্ধে এবং খৃষ্টেভাঁও দা-পেরেরা ভিলা-ভিকোশার যুদ্ধে স্পেনসৈন্যের উপর জয়পতাকা উড্ডীন করেন। এইরূপে উপর্য্যুপরি বিধ্বস্ত হইয়া স্পেনরাজ হতবল হইয়া পড়িলেন। উভয়ের মধ্যে ক্ষণস্থায়ী একটী সন্ধি হইল, কিন্তু তাহা বিশেষ ফলদায়ক হইল না। কাষ্টেল মেলহোর আপনার এবং পর্ত্তুগালের ক্ষমতাবৃদ্ধির জন্য পর্ত্তুগালরাজের সহিত ফরাসীরাজকন্যা এলিজাবেথের (Marie Francoise Elisabeth Mademoiselle d' Aumale) ১৬৬৬ খৃঃ অব্দে বিবাহ দিলেন। এই রমণী ফরাসীরাজ ৪র্থ হেনরীর পৌত্রী ও সাভয়-নিমুরের ডিউকের কন্যা। ফ্রান্সের অধিপতি ১৪শ লুই এই বিবাহে অনুমোদন করিলেন। বিবাহে বিপরীত ফল ফলিল। কাষ্টেল মেলহোর আপনার পায়ে আপনি কুঠার মারিলেন, নববধূ স্বামীকে পছন্দ করিলেন না। তিনি রাজভ্রাতা ডম পিদ্রোর প্রণয়ে আসক্ত হইলেন। প্রায় চতুর্দ্দশমাস কলহে ও ঘৃণিত স্বামীসহবাসে কাল কাটাইয়া তিনি বিবাহবন্ধনবিচ্ছেদের জন্য লিস্‌বনের শ্রেষ্ঠ-ধর্ম্মমন্দিরে আবেদন করিলেন। এদিকে ডম পিদ্রো ভ্রাতাকে রাজপ্রাসাদ মধ্যে অবরুদ্ধ রাখিয়া ১৬৬৮ খৃঃ অব্দে জানুয়ারী মাসে শাসনভার নিজ হস্তে লইলেন। ১৩ই ফেব্রুয়ারী তিনি স্পেনরাজকে কিউটা-রাজ্য অর্পণ করিয়া সন্ধি করিলেন। ২৪এ মার্চ্চ পোপের সম্মতিক্রমে রাণীর স্বামিত্যাগ মঞ্জুর হইল। ২রা এপ্রেল রিজেণ্ট ডম পিদ্রোর সহিত তাঁহার বিবাহ হইলে, কাষ্টেল মেলহর ফ্রান্সে পলাইয়া গেলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে ৬ষ্ঠ আফন্সো বন্দী হইয়া টার্সিরা ও পরে সিণ্ট্রায় নির্ব্বাসিত হইলেন, এখানে ১৬৮৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। উক্ত বৎসরে রাণীরও মৃত্যু ঘটিয়াছিল।

এ পর্য্যন্ত পিদ্রো রাজ-অভিভাবক হইয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেছিলেন। ১৬৮৩ খৃষ্টাব্দে আফন্সোর মৃত্যুর পর, তিনি পিদ্রো নামে পর্ত্তুগালের রাজা হইলেন। ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে তিনি বন্ধুর অনুরোধে পুনরায় মেরিয়া সোফিয়াকে বিবাহ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। স্পেনরাজ ২য় চার্লসের মৃত্যুর পর, স্পেনের সিংহাসন লইয়া গোল বাধে। এই সময়ে তিনি ফরাসীরাজ ১৪শ লুইর পৌত্র ৫ম ফিলিপকে সিংহাসন দিতে মনস্থ করিয়া ১৭০১ খৃষ্টাব্দে ফরাসী-নৌসেনাদল টেগস্ নদীর মোহানায় আসিয়া অবস্থিতি করিতে আদেশ দেন। ইংলণ্ডের Whig মন্ত্রিসভা পর্ত্তুগালের পক্ষপাতিত্বে বিরক্ত হইলেন। জন মেথুয়েন (Right Hon. John Methuen) নামা জনৈক ব্যক্তিকে রাজকীয় ও বাণিজ্য সম্পর্কীয় কার্য্যনিষ্পত্তির জন্য সন্ধি করিতে পাঠান হয়। ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে রাজা উক্ত সন্ধিপত্রে (Methuen Treaty) স্বাক্ষর করিলেন। স্পেনরাজ-সিংহাসন লইয়া যে যুদ্ধ হয়, ইতিহাসে তাহা Wars of the Spanish Succession নামে লিখিত। ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে মিলিত পর্ত্তুগীজ ও ইংরাজসৈন্য সালভাটেরা ও ভালেন্সা অধিকার করিলেন। পর বৎসরে রাজা ডম পিদ্রো ভগিনী কাথেরাইনকে (Queen Dowager of England) রাজ-প্রতিনিধিত্ব অর্পণ করিয়া নিজে মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইলেন। এদিকে ইংরাজসেনানী লর্ড গালওয়ে ও পর্ত্তুগীজ সেনাধ্যক্ষ-ভোয়াঁও-দা-সুজা ও মার্কুইস্ ডাস মিনাস একত্র ক্রমান্বয়ে অল্কাণ্টারা, কোরিয়া, ট্রাক্সিলো, প্লাকেন্সিয়া, কিউদাড-রড্রিজো ও আভিলা জয় করিয়া কিছুদিনের জন্য মাদ্রিদ্ নগর অধিকার করিলেন। রাজা রোগশয্যায় শায়িত থাকিয়া ইহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারিলেন না। বলক্ষয় হেতু তিনি দিন দিন অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিলেন। ১৭০৬ খৃষ্টাব্দে অল্কাণ্টারা নগরে তিনি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিলেন। সুনিয়মে রাজ্যশাসন করিয়া তিনি মিতব্যয়িতা অভ্যাস করিয়াছিলেন। ১৬৯৭ খৃষ্টাব্দে তিনি মহাসভার (Cortes) অধিবেশন বন্ধ করিয়া দেন। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে আর এই সভার অধিবেশন হয় নাই।

ডম পিদ্রোর মৃত্যুর পর, তাঁহার পুত্র ৫ম জন, কাথেরাইনের নিকট হইতে রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন। পিতৃবন্ধু ডিউক-অফ্-কাডাভালের পরামর্শমতে তিনি স্পেনরাজ ৫ম ফিলিপকে আক্রমণ করিতে উদ্যোগী হইলেন। এই সময়ে কাডাভালের অভিমতে রাজা জন অষ্ট্রীয়সম্রাট্ ১ম লিওপোল্ডের কন্যা আর্কডাচেস্ মরিয়ানাকে বিবাহ করিলেন। পর্ত্তুগালরাজ আপনার দলপুষ্ট করিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোন ফল দর্শিল না, ১৭০৯ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজগণ কাইয়ায় (Caia) এবং ১৭১১ খৃষ্টাব্দে রাও-ডি-জেনিরো নগরে বিশেষরূপে স্পেনসৈন্যের নিকট পরাজিত হইল। অতঃপর উট্রেক্টসন্ধির (Treaty of Utrecht) দুই বৎসর পরে ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে মাদ্রিদ্ নগরে উভয়রাজ্যে সন্ধিস্থাপিত হইল। ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে পোপের অনুমতিক্রমে রাজা তুর্কীদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। বিধর্ম্মী তুর্কসৈন্য মাটাপান অন্তরীপের অদূরে পর্ত্তুগীজদিগের নিকট পরাজিত হয়। পূর্ব্বোক্ত সন্ধিসর্ত্তে ফিলিপপুত্র ডন ফার্দ্দিনান্দ পর্ত্তুগালরাজকন্যা মেরিয়া বার্বারাকে এবং ডম জোসেফ স্পেনরাজকন্যা মরিয়ানাকে বিবাহ করিলেন। রাজা পোপকে অর্থদান করেন। তজ্জন্য পোপ লিস্‌বনের আর্কবিশপকে পেট্রিয়ার্ক পদ দান করিলেন এবং রাজাও সেই সঙ্গে 'ফিডেলিসিমাস্' (Fidelissimus or the most faithful) উপাধিতে ভূষিত হইলেন।

১৭৫০ খৃষ্টাব্দে পিতার মৃত্যুর পর, ডম জোসেফ পিতৃসিংহাসন অধিকার করিলেন। খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দে প্রধান রাজনৈতিক সাবাষ্টিও দা-কাভালোর্হো (Duke of Pombal) তাঁহার রাজ্যশাসনকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। রাজকার্য্যে বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইয়া রাজমন্ত্রী রাজার মন হরণ করিলেন। ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে ১লা নবেম্বর ভয়ানক ভূমিকম্পে, বিশেষ দক্ষতার সহিত তিনি প্রজাগণের অভাব মোচন করিয়াছিলেন; তজ্জন্য তিনি রাজ্যের সর্ব্বময়কর্ত্তা ও সকলের শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া পড়িলেন। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে টাভোরা ষড়যন্ত্রে ব্যতিব্যস্ত হইয়া তিনি জেস্যুইট সম্প্রদায়কে দমন করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে রাজাকে পুনরায় হত্যা করিবার চেষ্টা হয়। অবশেষে তিনি ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে উক্ত সম্প্রদায়কে রোমের সন্ধি অনুসারে সমূলে দমন করিলেন।

১৭৬২ খৃষ্টাব্দে যখন স্পেনরাজ সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধবিগ্রহে (Seven years' war) লিপ্ত, তখন মার্কুইস্ সারিয়া নামক জনৈক স্পেনসেনানী পর্ত্তুগাল-আক্রমণ করিয়া ব্রগাঞ্জা ও অল্‌মিদা জয় করে। পর্ত্তুগাল-রাজমন্ত্রী পোম্বাল ইংলণ্ডের সাহায্যে স্পেনিয়ার্ডদিগকে ভেলিন্সিয়া-ডি-অল্কাণ্টারা ও ভিলা-ভেল্হা নামক স্থানে পরাজিত করিলেন। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে ১০ই ফেব্রুয়ারী উভয় দলে শান্তি স্থাপিত হয়। রাজা জোসেফের রাজত্বের শেষসময়ে দক্ষিণ-আমেরিকার সেক্রামেণ্টোর অধিকার লইয়া পুনরায় স্পেনরাজের সহিত বিবাদ বাঁধে। এই গোলযোগ না মিটিতেই ১৭৭৭ খৃঃ তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয়। তাঁহার কেবলমাত্র ৪টী কন্যা ছিল, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠা ডোনা মেরিয়া ফ্রান্সিস্কা রাজভ্রাতা ডম পিদ্রোকে বিবাহ করেন। সেই ৩য় পিদ্রো রাজা বলিয়া ঘোষিত হইলেন। কিন্তু রাজা ও রাণী উভয়ে দুর্ব্বলতার পরিচয় দিলে বিধবা রাজ্ঞীর হস্তে রাজ্যশাসন ভার অর্পিত হইল। তিনি পোম্বালকে রাজা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।

যখন পর্ত্তুগালের আভ্যন্তরিক অবস্থা এইরূপ, ফরাসী রাজ্যে তখন (১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে) রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত। সকলেই রাণীর শাসনের বিরোধী হইয়া উঠিল। এদিকে রাণীর স্বামী ও জ্যেষ্ঠপুত্র ডম জোসেফ্ কালগ্রাসে পতিত হইলেন। রাণীর মস্তিষ্ক একবারে বিকৃত হইয়া পড়িল। কাজেই সাধারণের অনুরোধে ডম জন ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে রাজ্যের প্রকৃত অভিভাবক হইলেন। যে সকল পর্ত্তুগীজ ফরাসীদিগের মতানুসরণে উত্তেজিত, অথবা পর্ত্তুগীজরাজ্যে যে সকল ফরাসী বিদ্রোহিতার উত্তেজক বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল; তাহারা সকলেই নির্জ্জিত ও তাড়িত হইলেন।

সাধারণের আগ্রহে জন ফরবিশ্-স্কেলটারের অধিনায়কতায় ৫০০০ পর্ত্তুগীজ-সৈন্য পূর্ব্ব পিরিনিজ্ অভিমুখে ও ৫ খানি নৌসেনাবাহী জাহাজ মার্কুইস্ নিজার অধীনে ইংরাজের সহিত মিলিত হইতে ভূমধ্যসাগরে প্রেরিত হইল। স্কেলটার ফরাসীসৈন্যের সহিত বিস্তর যুদ্ধ করিলেও ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে তাহারা দেখিলেন যে গোডয়ের (Godoy, Prince of the Peace) অধ্যক্ষতায় স্পেনগবর্মেণ্ট পর্ত্তুগালরাজের মিত্রতা ভুলিয়া বাসেল নগরে ফরাসীবিপ্লবকারীদিগের সহিত মিত্রতাস্থাপন করিলেন।

১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে সান্ ইল্‌ডেফন্সোর সন্ধি হইবার পর স্পেনরাজ ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। স্পেনসৈন্যগণ পর্ত্তুগীজ সীমান্তে আসিয়া উপস্থিত হইলে, পর্ত্তুগীজগণ ইংরাজরাজের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। সার্ চার্লস ষ্টুয়ার্ট সসৈন্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অবশেষে স্পেনরাজের মধ্যস্থতায় ফরাসীর সহিত সন্ধির প্রস্তাব চলিতে লাগিল। সন্ধি হইল না। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে মহাবীর নেপোলিয়নের আদেশে তদীয় ভ্রাতা লুসেঁ বোনাপার্টে (Lucien Bonaparte) মাদ্রিদ্ নগরে আসিয়া পর্ত্তুগালরাজকে ইংরাজের মিত্রতা ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলেন এবং যাহাতে ফরাসী বণিক্ ব্যতীত

ইংরাজ প্রভৃতি অন্যান্য জাতি পর্ত্তুগীজ বন্দরে বাণিজ্য করিতে না পারে, তাহাও বলিয়া পাঠাইলেন। পর্ত্তুগীজমন্ত্রিগণ তাঁহার কথা শুনিলেন না। কাজেই লেকলার্কের (Leclerc) অধীনে ফরাসীসৈন্য স্পেন দেশে প্রবেশ করিল। ওলিভেঞ্জা, কেম্পোমেওর, আরোঞ্চেস্ ও ফ্লোর দা-রোজা নামক স্থান বিনা রক্তপাতে স্পেনিয়ার্ডদিগের করকবলিত হইল। অবশেষে বাডাজসে উভয়দলের সন্ধি হয়, তাহাতে পর্ত্তুগীজগণ স্পেন-রাজকে অলিভেঞ্জা প্রদেশ এবং পারী নগরের সন্ধি অনুসারে ফরাসীরাজকে আমেজন পর্য্যন্ত ফরাসী গিনির অধিকার ছাড়িয়া দিয়াছিল।

বাডাজসের সন্ধিতে নেপোলিয়নের মন উঠিল না। মনে মনে তিনি পর্ত্তুগালরাজ্যের ধ্বংস কল্পনা করিতে লাগিলেন। পর্ত্তুগালকে যুদ্ধে উত্তেজিত করিবার অভিপ্রায়ে তিনি লেনিস্ (Lannes) নামক একজন ফরাসী সেনানীকে লিসবনে পাঠাইলেন। লেনিস প্রভুর আদেশে সকল কার্য্য করিতে-ছিলেন। ইংলণ্ডের পক্ষপাতী মন্ত্রিদলকে তিনি বিদায় দিলেন। পর্ত্তুগালরাজকে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে নেপোলিয়ান ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে জুনোঁকে (Junot) পাঠাইলেন। য়ুরোপের নানাস্থানে যুদ্ধ হেতু তিনি পর্ত্তুগালরাজকে তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করাইতে চাহিলেন না। কেবলমাত্র তাঁহাকে নিরপেক্ষ রাখিলেন। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে নেপোলিয়ন অষ্ট্রিয়া, প্রুসিয়া ও রুষিয়া জয় করিয়া পর্ত্তুগাল ধ্বংসের চিন্তা করিতে লাগিলেন।

জুনোঁ ফরাসী ও স্পেনবাহিনী সঙ্গে লইয়া পর্ত্তুগাল আক্রমণ করিল। একদল স্পেনসৈন্য মিন্‌হো ও অলেমটেজো জয় করিয়া লইল। জুনোঁ বীরদর্পে আসিয়া আব্রান্টিজ্ অধিকার করিলেন। সংবাদ রাজপ্রাসাদে যাইয়া পৌছিল। রাজা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ইংরাজ-সেনাধ্যক্ষ সার্ সিডনি স্মিথ পরামর্শ দিলেন রাজপ্রতিনিধি ও রাণীর ব্রেজিলে যাওয়াই ভাল এবং তিনি স্বয়ং বিপদসমুদ্রে পর্ত্তুগাল রক্ষা করিবেন। ১ম মেরিয়া ও ডম জন তত্ত্বাবধান-সভার হস্তে পর্ত্তুগাল সমর্পণ করিয়া ইংরাজের জাহাজে চড়িয়া আমেরিকায় পলায়ন করিলেন। ইংরাজ নৌসেনাদল টেগস্ নদীর মোহনা ছাড়াইতে না ছাড়াইতে পরিশ্রান্ত ফরাসীসৈন্য আসিয়া লিস্‌বন্ অধিকার করিল।

জুনোঁ পর্ত্তুগাল অধিকার করিয়া দেখিলেন সকলেই ফরাসামতের পক্ষপাতী। স্বাধীনতা-প্রয়াসী মান্যগণ্য ব্যক্তিগণ সকলেই তাঁহার দলে মিলিত হইল। মার্কুইস্ অলোর্ণা সসৈন্যে আসিয়া তাহার অবনতি স্বীকার করিল। রিজেন্সী সভা (Council of Regency) প্রজাবর্গের মনোভাব বুঝিয়া, তাঁহার বিরুদ্ধাচারী হইতে ইচ্ছাপ্রকাশ করিল না। জুনোঁ পর্ত্তুগীজদিগের নিকট হইতে রাজ্যশাসনভার গ্রহণ করিয়া রাজকোষ করায়ত্ত করিলেন এবং পর্ত্তুগালরাজ্যকে আপন সেনানীবৃন্দের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিলেন। ১লা ফেব্রুয়ারী, তিনি 'ব্রগাঞ্জারাজবংশের রাজ্যশেষ হইয়াছে' বলিয়া ঘোষণা করেন। পক্ষান্তরে ব্রগাঞ্জারাজসিংহাসন পাইবার আশায় তিনি পর্ত্তুগীজদিগকে সান্ত্বনা করিতে চেষ্টা করিলেন। নেপোলিয়ন যুদ্ধের ব্যয়স্বরূপ পর্ত্তুগীজদিগের নিকট হইতে ৪ কোটী ফ্রাঙ্কমুদ্রা চাহিলেন; জুনোঁর অনুনয়ে ২ কোটী মুদ্রাতেই রফা হইয়া গেল। জুনোঁ পর্ত্তুগালের রাজপদ-প্রার্থী হইয়া সম্রাট্‌কে জানাইলেন। এদিকে পর্ত্তুগালে ফরাসী ও স্পেনী-সেনানীদিগের মধ্যে বিবাদ বাধিল। জুনোঁ লিস্‌বন্ পরিত্যাগ করিয়া পলাইয়া গেলেন। রাজকার্য্য অপর্টোর বিশপপ্রমুখ প্রতিনিধি-সভার হস্তে ন্যস্ত রহিল। উক্ত যাজকপ্রবর ইংরাজের সাহায্য চাহিয়া পাঠাইলেন। এতদিন সেনানীদিগের শাসনে পর্ত্তুগালবাসী সকলেই উত্ত্যক্ত হইয়াছিল। সকলেই ফরাসীদূরীকরণে বদ্ধপরিকর হইল। সৌভাগ্যক্রমে ইংলণ্ডরাজ বিশপের কথায় কাণ দিলেন। সার আর্থার ওয়েলেসলি সামান্য সৈন্য লইয়া পর্ত্তুগালে উপনীত হইলেন। মণ্ডেগো নদীমুখে অবতীর্ণ হইয়া তিনি সদলে লিসবন্ অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে ১৭ই আগষ্ট রেলিশা-নগরে লাবোর্দেকে (Laborde) এবং ২১এ তারিখে ভিমএরো নগরে জুনোঁকে সদলে পরাভূত করিলেন। ফরাসীরা পরাজিত হইলে, সিন্ট্রানগরের অধিবেশনে (Convention of Cintra) স্থির হইল, জুনোঁ পর্ত্তুগাল ত্যাগ করিয়া যাইবেন এবং তদধিকৃত দুর্গাদি পর্ত্তুগীজহস্তে অর্পণ করিবেন।

এইরূপে বিনা আয়াসে ফরাসীশাসন হইতে উত্ত্যক্ত হইয়া পর্ত্তুগীজগণ পুনরায় রাজরক্ষণীসভা (Regency) প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং রাজ্যের সামরিক বিভাগের উন্নতির জন্য ডমিঙ্গো এণ্টোনিও ডিসুজা কৌটিন্‌হে নামক ব্যক্তিকে ইংলণ্ডে পাঠাইয়া তথাকার মন্ত্রিসভা হইতে একজন উপযুক্ত সেনানী শিক্ষকরূপে প্রার্থনা করিলেন। তদনুসারে মাননীয় জে সি ভিলোয়ার ও মেজর জেনারেল বেরেস্‌ফোর্ড লিসবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পর্ত্তুগীজ সৈন্য এইরূপে শিক্ষিত ও ইংরাজ-পরিচালিত হইলেও ফরাসীভয়ে তাহারা সদাই জড়সড় রহিলেন। করুণার যুদ্ধে সার্ জন মুরের পরাভব ও মার্শাল সল্টের অপর্টো-বিজয়ে পর্ত্তুগীজগণ বিচলিত হইলেন। অবশেষে ওয়েলেস্‌লির অধ্যক্ষতায় পর্ত্তুগীজসৈন্য সল্টকে অপর্টো হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়।

অতঃপর মেসিনার যুদ্ধে পর্ত্তুগীজগণ যথার্থই বীরজীবনের পরিচয় দিয়াছিল। দক্ষিণ ফ্রান্সের সকল যুদ্ধে, বিশেষতঃ সেলামাঙ্কা ও নেভিলের যুদ্ধে তাহারা ফরাসীর বিপক্ষে অগ্রধারণ করিয়া আপনাদের লুপ্ত-স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিল। য়ুরোপখণ্ডে ইহাই 'পেনিনসুলার যুদ্ধ' নামে খ্যাত।

যুদ্ধাবসানের অব্যবহিত পরেই, ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে উন্মাদগ্রস্তা রাণী ১ম মেরিয়ার মৃত্যু হইলে, রাজপ্রতিনিধি নিজে ৬ষ্ঠ জন নামে পর্ত্তুগাল সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। রাণী কার্লোটা জোয়াকুইনা (Carlota Joaquina) উচ্চাভিলাষে প্রণোদিত হইয়া রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। ইতিপূর্ব্বে প্রতিনিধির কার্য্যে সকলেই অসন্তুষ্ট ছিলেন। ইংরাজসেনানী সার চার্লস্ ষ্টুয়ার্ট ও মার্শাল বেরেস্‌ফোর্ড পর্ত্তুগাল শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। দারুণ বিপদের সময় কি যুদ্ধক্ষেত্রে, কি রাজসভায় প্রজাবর্গ ইংরাজের শাসন সহ্য করিলেও, শান্তির কোমলক্রোড়ে বৈদেশিকের প্রভুত্ব তাহাদের ভাল বোধ হইল না। পর্ত্তুগালের স্বাধীনতার জন্য পর্ত্তুগীজগণ সকলেই বদ্ধপরিকর হইল। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে বেরেস্‌ফোর্ড পর্ত্তুগালে না থাকায় তাহাদের মনোরথ পূর্ণ হইল। পর্ত্তুগীজগণ ইংরাজ কর্ম্মচারীদিগকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিলেন এবং ১৮২২ খৃষ্টাব্দে নূতন প্রতিনিধি-সভা ও একটী নূতন সাধারণ-সভা (Now Constitution) সংগঠিত হইল। সভার অভিমতে ফিউডাল প্রথা (Feudalism) উঠাইয়া দিয়া নূতন ব্যবস্থা হইল। এই সময়ে ইংলণ্ডেশ্বর রাজা জনকে রাজ্যে ফিরিয়া আসিতে অনুরোধ করিলেন। রাজা জন নিজ পুত্র পিদ্রোকে ব্রেজিল সিংহাসনে বসাইয়া, আপনি পর্ত্তুগাল অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। রাজা জন পুত্রের পরামর্শানুসারে নূতন সভার পক্ষপাতী হইলেও রাণী ও তৎপুত্র ডম মিগুএল্ তাঁহার বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে লাগিলেন। কাজেই তাঁহাদিগকে লিস্‌বন্ নগর হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হইল। তাঁহারাও নিশ্চিন্ত রহিলেন না। রাজার বিপক্ষে পুনরায় ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহারা রাজবন্ধু মার্কুইস্ অব্ লোলেঁকে (Marquis of Loule) হত্যা করিলেন এবং রাজমন্ত্রী পলমেলা ও স্বয়ং রাজা প্রাসাদ মধ্যে অবরুদ্ধ হইলেন। বৈদেশিক মন্ত্রিগণের বিশেষ উদ্যোগে ও সাহায্যে রাজা পুনর্মুক্তি লাভ করিলেন। পলমেলা পুনরায় মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত হইলেন। অতঃপর রাজা রাণী ও পুত্র মিগুএলকে সঙ্গে লইয়া ব্রেজিলে গমন করেন। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। তিনি আপন সম্পত্তি বালিকাকন্যা মেরিয়া ইসাবেলাকে দিয়া যান।

ব্রেজিলাধিপতি ৪র্থ ডম পিদ্রো পর্ত্তুগালের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। তিনি ইংরাজমন্ত্রী সারচার্লস ষ্টুয়ার্টকে সনন্দ পত্র লিখিয়া পর্ত্তুগালে পাঠাইলেন,—"যদি মেরিয়া তদীয় ভ্রাতা ডম মিগুএলকে বিবাহ করেন এবং মিগুএল্ নূতন সভার (New Constitution) কার্য্যাবলীর অনুমোদন করেন; তাহা হইলে মেরিয়া সিংহাসন প্রাপ্ত হইবেন।" এই কথা মন্ত্রিসভাকে জানাইয়া, তিনি নিজকন্যা ডোনা মেরিয়া-দা-গ্লোরিয়াকে পর্ত্তুগাল-সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত করিলেন। সনন্দ পাইয়া মহাসভা বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং পলমেলাও প্রধানমন্ত্রিপদে নিযুক্ত হইলেন। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে রাজা মূর্খতবশতঃ মিগুএলকে রাজপ্রতিনিধিপদে অভিষিক্ত করিলেন। উচ্চাভিলাষী মিগুএল্ প্রজাগণের সাহায্যপ্রাপ্তির আশায় উৎফুল্ল হইয়া আপনাকে একেশ্বর রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। পলমেলা, সালদান্হা ভিলা ফ্লোর, সম্পিও প্রভৃতি সদলে নির্ব্বাসিত হইলেন। তাঁহারা ইংলণ্ডে গিয়া মনোবেদনা জানাইলেন। ডিউক অফ ওয়েলিংটন ও টোরি মন্ত্রিসভা মিগুএলের কার্য্য অনুমোদন করিয়া তাহাদের কথা উড়াইয়া দিলেন। অগত্যা ভগ্নমনোরথ হইয়া পলমেলা, কাউন্ট ভিলাফ্লোর ও জোসে এণ্টোনিও গারেরো প্রতিনিধি হইয়া বালিকা রাণীর পক্ষে টার্সিরা (Azores) দ্বীপ শাসন করিতে লাগিলেন।

১৮৩১ খৃষ্টাব্দে ডম পিদ্রো ব্রেজিলের রাজসিংহাসন নিজ বালকপুত্রের হস্তে সমর্পণ করিয়া লণ্ডননগরে আপন কন্যার নিকট আসিয়া মিলিত হইলেন। তথা হইতে ভ্রাতা মিগুএল্‌কে দমন করিবার জন্য উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। অবশেষে এজোর্সে আসিয়া সমবেত সৈনিকমণ্ডলীর অধ্যক্ষতায় কাউন্ট ভিলাফ্লোরকে নিযুক্ত করিলেন এবং কাপ্তেন সর্টোরিয়াস্ নৌ-সেনাপতি হইলেন। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে জুলাইমাসে ডম পিদ্রো সদলে অপর্টোনগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উভয়পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হইল। অক্টোবর মাসে সর্টোরিয়াস্ জলপথে মিগুএলকে বিশেষরূপে পরাজিত করিয়া প্রতিশোধ লইলেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে মেজর জেনারল জোয়াঁও কার্লো সালদানহা ফরাসী-সেনানী বোর্মো (Bourmont)-পরিচালিত মিগুএল্ সৈন্যকে অপর্টো নগরে পরাজিত করিলেন। কাউন্ট ভিলাফ্লোর অপর্টো হইতে অলগার্ভ প্রদেশে গমনপূর্ব্বক তোলজ জোর্দোকে পরাজিত করিলেন এবং তথায় সসৈন্যে অগ্রসর হইয়া লিসবন অধিকার করিয়া লইলেন। অন্যদিকে কাপ্তেন চার্লস্ নেপিয়ার-পরিচালিত বাহিনী সেণ্ট-ভিন-সেণ্ট অন্তরীপের অদূরবর্ত্তী জলপথে মিগুএল্ সৈন্যকে পরাস্ত করিল। উক্ত বৎসরে রাণী মেরিয়া লিসবনে আসিলেন।

পিতা পিদ্রো তাঁহার প্রতিনিধিরূপে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের রাণী ২য় মেরিয়ার পক্ষ অবলম্বন করিলেন। এই সময়ে মিলিত স্পেন ও পর্ত্তুগীজ সৈন্যের সাহায্যে বিভিন্ন সেনাপতিদিগের কার্য্যকুশলতায় টোরিস, নোভাস, আলমাষ্টার, বেইরা, ট্রাস-অস্-মোণ্টে, আসিসিরা (Asseiceira), অলেমটেজো ও এস্ত্রোবামণ্টের যুদ্ধে মিগুএল্ সদলে পরাজিত হইলেন। অবশেষে ডম মিগুএল্ আত্মসমর্পণ করিলেন। স্থির হইল, তিনি এবং তাঁহার বংশধরগণ পর্ত্তুগাল রাজ্যে আর কখনও প্রবেশ করিতে পারিবে না।

১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে রাণী ২য় মেরিয়া বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন। ডম পিদ্রো এতাদৃশ দুঃসহ যুদ্ধব্যাপারে লিপ্ত থাকিয়া ক্রমশঃই ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছিলেন, আরাম ও অবকাশলাভেচ্ছায় তিনি লিসবনের নিকটবর্ত্তী কোয়েলুজ (Queluz) গ্রামে যাইয়া বাস করেন। এখানে ছয় দিন বাসের পর, পরিশ্রম ও বলক্ষয়জনিত দুর্ব্বলতায় তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

পিতার মৃত্যুর পর, রাণী ২য় মেরিয়া পঞ্চদশ বর্ষে পর্ত্তুগাল-সিংহাসনে আরোহণ করেন। পল্‌মেলার রাজ্যশাসনে অনেকে ক্রমশঃই বিরক্ত হইয়া ক্রমে একটী বিশিষ্ট দলের সৃষ্টি করিল। উভয় দলের বিরোধিতায় রাজ্যমধ্যে মহাবিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হইল। ছাপাখানার স্বাধীনতাদমনরূপ বিবাদসূত্রে ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে পরস্পরে দু একটী যুদ্ধ হইয়া গেল। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে গ্রাণাডার মহাসভার (Convention of Granada) সন্ধি অনুসারে উভয়ের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়। কিন্তু সেই সঙ্গে আবার 'মিগুএলাইট' (Miguelites) দস্যুদল পর্ত্তুগালে অত্যাচার আরম্ভ করিল।

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে রাণী মেরিয়া, অগাষ্টাস্ চার্লস্ ইউজিন্ নেপোলিয়ানকে (Duke of Leuchtenberg) বিবাহ করেন। দুইমাস মধ্যে ইউজিনের মৃত্যু হওয়ায়, রাণী পুনরায় প্রিন্স ফার্দিনান্দকে (of Saxe Coburg-Gotha, The first King of the Belgians) বিবাহ করিলেন।

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ১৫ই নবেম্বর মেরিয়ার মৃত্যু হইলে, তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র ৫ম ডম পিদ্রো যতদিন না বয়ঃপ্রাপ্ত হন, ততদিন তাঁহার পিতা (King Consort) ২য় ডম ফার্দিনান্দ পুত্রের অভিভাবক নিযুক্ত রহিলেন।

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে পিদ্রো সাবালক হইয়া রাজ্যশাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে তিনি হোহেনজোলারণ্-রাজপুত্রী ষ্টিফানীকে বিবাহ করিয়া সুখী হন। দাসক্রয়-বিক্রয়-প্রথানিবারণে বদ্ধপরিকর ফরাসীগণ আফ্রিকার উপকূল অন্বেষণে ব্যাপৃত ছিল। মোজাম্বিকবাসী পর্ত্তুগীজগণ ফরাসী-রণপোত আটক করে। ফরাসীসম্রাট্ ৩য় নেপোলিয়ান্ আদমিরাল লাভোঁর (Lavaud) অধীনে একদল নৌ-সেনা প্রেরণ করিয়া এবং ক্ষতিপূরণ জন্য টাকা আদায় করিয়া লইলেন। ১৮৬০-৬১ খৃষ্টাব্দে এখানে বিসূচিকা ও পীতজ্বর দেখা দেয়। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে নবেম্বর মাসে রাজা, তাঁহার ভ্রাতা ডম ফার্দিনান্দ ও ডম জনের বিসূচিকারোগে মৃত্যু হয়। ইহার রাজত্বকালে জোয়াও ব্যাপ্তিস্তা, এণ্টোনিও ফেলিসিয়ানো এবং লুই অগাষ্টো রেবেলোর সাহায্যে সাহিত্য, ইতিহাস এবং বিদ্যাশিক্ষার বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল।

ডম লুই রাজা হইয়া ইতালীরাজ ভিক্টর মানুএলের কন্যা পায়ার পাণিগ্রহণ করেন। পলমেলা প্রভৃতি প্রধান প্রধান রাজনৈতিক ও বীরপুরুষগণ একে একে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। ইহাদের পরবর্ত্তী ডিউক্ অফ্ লোলে আগুইয়ার, মার্কুইস্ আভিলা, এণ্টোনিও মানুএল প্রভৃতি ব্যক্তিগণ রাজ্যশাসনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন ও যুদ্ধ-বিগ্রহ ভুলিয়া রাজনৈতিক কার্য্যে মন দিয়াছিলেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে রাজা রাজকার্য্য হইতে অবসর দিবার জন্য বৃদ্ধ সাল্‌দান্‌হাকে লণ্ডননগরে দূতরূপে পাঠাইলেন। এখানে রাজকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে হাউস্ অফ্ পিয়ার্সের পুনর্গঠন হইয়াছিল। ইঁহার রাজত্বকালে সের্পা পিণ্টো, রবার্টো আইভেন্স ও বৃটো কাপেলো প্রভৃতি ভ্রমণকারিগণ মধ্য আফ্রিকার স্থানসমূহের গূঢ়তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া আফ্রিকারাজ্যের শ্রীবৃদ্ধির পথ উদ্ঘাটন করেন। রিজিনারেডর (Regenerador) দলের নায়ক ফোণ্টে পেরিরা ডি মেলো ১৮৭১-৭৭, ১৮৭৮-৮২ ও ১৮৮৩ অব্দে মহামন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁহারই যত্নে রেলপথ প্রভৃতি এবং নানা বিষয়ে উন্নতি সাধিত হয়।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে হার্কুইলেনো প্রণীত পর্ত্তুগালের ইতিহাস প্রথম মুদ্রিত হইয়াছিল। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে প্রাচীন কবি কামিনের উদ্দেশে একটী জাতীয় মহোৎসব আরম্ভ হয়।

লুইর মৃত্যুর পর ডম কার্লস্ (Dom Carlos) ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে ১৯এ অক্টোবর রাজাসনে অধিষ্ঠিত হন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে তিনি ফরাসীরমণী এমিলিকে বিবাহ করেন। পর্ত্তুগালরাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী ও রাজবংশধর লুই (Prince Royal Luiz Filippe Duke of Braganza) ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে ২১এ মার্চ্চ জন্মগ্রহণ করেন।

দশম ভাগ সম্পূর্ণ